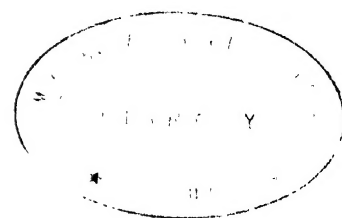


3 3 0 9 5





বিশ্বকোষ।

५५१३

[illegible]

নবম ভাগ ।

দেবা—নন্দাপুরী ।

(১৪ নং তেলিপ্যাড়া, স্টানপুকুর, বিশ্বকোষ কার্যালয়-দুটোর)

ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଗୋବିନ୍ଦନାଥ ବନ୍ଧୁ - କଳିତ ୨

ଅନାମିତ ।

କଳିଙ୍ଗାତା,

৩-৬-১৯৫০ খ্রীঃ অব্দ, শেঠ হরিমুখ বোস

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

१७०५ साल ।



EMIC LIBRARY
Acq. No. 33036
CL. No. 039
BAS
Pg.
Bk. Card
Check #
Pg.

বিশ্বকোষ।

নবম ভাগ।

দেবাগারিক

দেবাজীব

দেবী (স্ত্রী) দিব্যাত্মনয়া দিব-বজ্জ্ ততঃপু। ১ পরচাটনী
নতা। ২ অশ্বনপট্ট। ৩ মূর্তি। ইহার পঞ্চাশ - চৈতন্যী,
শিল্পী, দেবী, তিত্ত্বনী, পৃথক্‌তা, দ্ব্যতেশ্বী, মধুবসী,
নির্দেহী। (বৈষ্ণব রচনামা)

দেবী, অমোধ্যা প্রদেশের বড়বাঁকি জেলার একটা পরগণা।
১০০০ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ সালাহুদ্দীন মদাউন্ এই জুতাণ অধিকার
করেন। বহু দিন এখানে মুসলমানেরাই প্রবল ছিল। তৎপরে
জনাবর রাজপুত্রেরা প্রবল হইয়া এই পরগণার অধিকাংশ
জয় করেন। শেষে হানীর রাজা বহু সৈন্ত পাঠাইয়া ইহাদের
সদ্যবকে পরাস্ত ও মৃত করিয়া এই স্থান দখল করিলেন।
জনাবর রাজপুত্রেরা আপনাদিগকে বৈশ-ক্ষত্রিয় বসিয়া
পরিচয় দেয়। এখানকার জুপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে
প্রায় ১০০ বর্গমাইলে চাষ হয়। ইহার অর্ধেক ভাস্করদাহী ও
অর্ধেক ভূমিদাহী।

৩০ বড়বাঁকি জেলায় ১৯ নং পঞ্চায়েত - ১৯১৮
হইতে ৫ জেলায় দ্বয়ে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন
মুসলমানবংশধরগণের ও কএক পর খাতি নামা শেখের
বসবাস আছে। এখানকার কাচের বাসন অতি উৎকৃষ্ট।

দেবাজীড় (পুং) দেব আজীড়স্ত্যজ, আ-জীড় আধারে
বজ্জ্, দেবানাং আজীড়ঃ। দেবোত্তম, ইজ্জাম, দেবতা-
দিগের বেড়াইবার নিমিত্ত যে মনোহর উদ্ভান, তাহাকে
দেবাজীড় কহে।

"দেবাজীড়ং গরিকাম্ পুজ্যমানঃ স্মরতিঃ।"

(হরিবংশ ১১৩ অঃ)

দেবাগার (পুং) দেবানাং আগারঃ। দেবতাদিগের স্থান।
দেবাগর।

দেবাগারিক (স্ত্রী) দেবাগারো নিবৃক্: অপারিত্ত্বাৎ তন্।

IX

দেবাগারে পরিচরণার্থ নিযুক্ত, যাহারা দেবালয়ে শ্রম
করে।

দেবাজ, বক্ষিপাথের এক শ্রেণীর তরবার। এখানে উল-
পুরাণের অঙ্গদে দেবাজের এই জাতির উৎপত্তি হইয়া
বর্ণিত আছে -

মানসাদি স্তম্ভে হইল প্রথমে সকলেই বসবাস ছিল।
একদিন সন্ধ্যায় ভাবিতেছিলেন, কি কারণে ঐ নবম
প্রাণিবর্গ বস্তুবৃত্ত হইবে? সেই সময় তাঁহার শরীর কটকট
এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, যোবের অঙ্গ হইলে এমন
বলিয়া সে দেবাজ নামে খ্যাত হইল। দেবাজ বিষ্ণু নিষ্ঠ
হুতা এবং মন্থনদের নিকট হইতে তাঁত প্রভৃতি বসন-
লাপন জব্বাদি পাইলেন। তাহাতে তিনি গর্ভমর্ত্য ও গাভাল
এই ব্রহ্মলোকের উপদেশে দেবের নিশাণ লক্ষ্য করিলেন।
মর্ত্যলোকে তাহার পতি স্তম্ভে হুতা তাঁহাকে আনোদপুত্র
বা আনোদপুত্রের রাজা করিলেন। দেবতারা হুগের এক
কন্তা ও শেষের এক কন্তা এই দুই কন্তার দ্বিতীয় তাঁহার
বিবাহ দিয়া দিলেন। হুগাকজার তিন পুত্র ও নাগরাজ-
কজার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। নগেবাকনোহির সৌর্য্য
আক্রমণ করেন এবং সূর্য্যাকজার পুত্রগণ কিছুদিন আনোদ-
পুত্রের রাজত্ব করিতে থাকেন, শেষে অপর রাজস্বর্গ তাঁহাদের
রাজ্য কাড়িয়া লইলে তাঁহারা নিতান্ত ক্রোধবশত পতিত
হইলেন। শেষে তাঁহারা ব্রহ্মবধন করিয়া ওদারা কীটিকা-
নির্দাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহাদের বংশধর হইলে
দেবাজ নামক স্তম্ভের শ্রেণীর উৎপত্তি হইল।

দেবাজী (স্ত্রী) দেবানকতি বেদে বাহু ন লোশঃ নাজ্যাদেশশ্চ
তীপু। ১ দেবতাদিগের প্রতিগমনশীল। ২ দেবপূজিকা।

দেবাজীব (স্ত্রী) দেবেন দেবপ্রতিমাগেবনেন আজীবতীতি

১০

দেবার্পণ শব্দই এই ছই পুত্র হয়, দেবার্পি জ্যেষ্ঠ। শব্দই
কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, দেবার্পি তপস্কা-
নিবৃত্ত ছিলেন। শব্দইর জ্যেষ্ঠাধিক্রম জ্ঞান তাঁহার রাজ্যে বাদশ-
বর্ষ অনাদৃষ্ট হইয়াছিল, এই অনাদৃষ্টের জ্ঞান রাখণ সকল
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি অশ্রম আচরণ করিয়াছ, জ্যেষ্ঠকে
অতিক্রম করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছ, এই কারণে দেবতাবা
বর্ষন করিতেছেন না। তখন শব্দই দেবার্পিকে রাজ্যে
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেবার্পি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,
‘স্বামী তোমার পরোক্ষিত হইবা’ দেবার্পি যজ্ঞ সম্পাদন
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (নিরুক্ত ২১০)

‘দেবার্পি হোজমূষি নিসীদন দেবার্পি দেবস্বমতিঃ
চিরস্থান’ (অঙ্ক ১০৮৮)

দেবার্পি (১) দেবানার জ্যেষ্ঠ। ১ দেবতানিগের
অভিলাষ। ২ প্রাণ টাণ্ড। ৩ রাজ্য।

দেবার্পিতন (১) দেবানার আশ্রিতন। দেবপার্মিগর,
দেবগর।

‘দেবার্পিতনং পক্ষেব কদাচিত্ত্বা চ পদক্ষিপণ।

ন পীতমহাঃ পদাণি ন দেবার্পিতনপদাণি’ (কর্মপু)

দেবার্পি (১) দেবপুত্রের আশ্রিত। ২ উজ্জ্বল, সকল
যেহেতু আকাশে সন্নিবিষ্ট তাঁহা বিস্তৃত হইলে সূর্য্যাকার
দেবার্পি, তাঁহা হইতে উজ্জ্বল কহে। (হেম)

দেবার্পি (১) দেবানার আশ্রিত। ২ সমাসিত। দেবতানি-
গের আশ্রিত।

‘দেবার্পিতনং নিষাৎ হৃদীয়া গার্গ্যকো দাবীযো হি
দেবার্পি’ (শতপথ ১০.১০.১০)

দেবার্পি (১) দেবার্পি দেবপুত্রের আশ্রিত। ২ দেবানার
‘প্রমা’ দেবরমণে দেবার্পিগে চৈব চ।

‘দেবার্পিগে মহাযজ্ঞে কৌশিকজ্ঞানমে তথা।

(ভারত ১০৮৮ অং)

দেবার্পি অবশ্য। ২ দেবতানিগের উত্তান, দোক্ষিত।

দেবার্পি (১) দেবানার জ্যেষ্ঠ। ২ অশ্রম, দানব।

দেবার্পি (১) দেবপুত্রের আশ্রিত। দেবপুত্রের দেব
দান জ্ঞান কলভাগ, দেবতাব উজ্জ্বল যে বস্ত্র দত্ত হইয়াছে,
সেই বস্ত্রানের কলভাগ। দেবপুত্রোহাণ্ডে বৈঃ অপি-
করণে লুট। ২ অশ্রমাদি।

‘পৃথক্ ভূতানি চাত্তানি যানি দেবার্পানি বৈঃ’

(ভারত অঙ্ক ৮৮ অং) ‘দেবার্পানি পৃথক্ভূতানি

পৃথক্ভূতানি মুষ্টিমুক্তীত্বার্থঃ’ (নীলকণ্ঠ)

দেবার্পি (১) দেবপুত্রের আশ্রিত। ২ দেবানার জ্যেষ্ঠ।

‘অরিষ্টনেতিষ্মি নিনিষ্মি নচ রমতীর্থকং।

মহাবীরো বজ্রমণো দেবার্পো জ্ঞাননন্দনঃ।

পদা নবাত্তিসিদ্ধা এক নব পদাধিপাঃ’ (হেম)

দেবার্পি (১) দেবানার জ্যেষ্ঠ। ২ দেবতানিগের
দানপুত্র। (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

‘দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

২ দেবার্পি।

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

রাগিণিবিধেয়।

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১) দেবার্পি (১)

দেবতা দেবী : "দেবেভ্যাম্ । দেবাং গুহ্যাণি" (জগৎকর্তৃ
পাঠঃ) দেবী স্বৰূপঃ ... শুষ্টিস্মিন্ স্মারোঃ দ্বিঃ ২ দেব-
ত্বস্যাদিত্যন্তঃ ... নো লেখ সমিত্ত্বয়ঃ প্রায় দেবাবাসঃ

(445 2216)

দেবানাম (১) গোবা বহুমেতন দেবিশু গুরুশদ দাঁখিঃ
১। ১০০০ (১১১১১ ২০০০)

ଶ୍ରୀ ବାବୁ (ପୁଂ) ଦେବୀ ବନ୍ଦିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧେ । ଶାନ୍ତି ଶୁଭେଷୁ ।

(১৭৭৭ খ্রিঃ)

અવશ્ય (૩) ને ના પેશવ બાપ : ઉલ્લેખ : ૧, રેવેન્યુ અમ.

দেবাস, নদী-শাখাগুলি মনসপুর প্রজেক্টের বক্ষণাধীন একটি
দেশীয় স্রোত। এদের ২২০৫ হেক্টরে ২৩০ ইউ.এ.এ.
ক্রাফিং ৭০০ হেক্টর ৭৮০২১ পুং। এই স্রোতের মধ্যে
ছোট্ট নদগুলিও প্রাচীন জায়গায়। প্রাচীন উৎসগুলিও থাকে,
যদিও, প্রাচীন, অধিকন্তু, উৎস ও কাণ্ড। মোট চূর্ণনাম
২৩০৫ হেক্টর, ৭৮০২১ পুং।

[illegible]

সিআইডি বিদ্যোৎসাহক সমন্বয় সমিতির রাজগঞ্জ বৃত্তীশ গণ-
সন্থিক কেন্দ্র, সাহাবা বহেনম: তাহাতে ইহারা দত্তক
প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাহীন হু ৫৫টি করিয়া মাত্র ভোগ
লাইয়া ফিরা।

১৯১৩ খ্রিঃ ১২৩ জন অধ্যাহারী ও ২০০ পদাতি আছেন।
১৯১৪ খ্রিঃ ১২৩ জন অধ্যাহারী ও ২০০ পদাতি আছেন।

রাজ্য। বিস্তৃত রাজপুত বংশোদ্ভব কইলেন মহারাষ্ট্রের
মহাত্মা নৈনাদিক স্ত্রী অধিক হওয়ার রাজপুত সমাজে
হের হঠাৎ হের।

২ উক্ত দেবদাস বাজের প্রধান নগর। অক্ষাঃ ২২° ৫
উঃ এবং দাখিঃ ৭৬° ৬' পূঃ। ইন্দোর হইতে আশ ১০ ক্রোশ
উত্তরপন্থে অবস্থিত।

নোংরা ডালোর দুই সন্ম রাখাই এখানে তিন দিন
প্রাণে বাঁচ করেন। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০।

অর্থাৎ ভীষণ, বাস্তব, বিষমালয় প্রভৃতি আছে।

নগরের উত্তরপশ্চিমাংশে প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ একটি ছোট্ট ক্যাপাকার পাহাড় আছে, এই পাহাড়ে বিখ্যাত চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মন্দিরটি পাহাড়ের পাথর কাটা সমস্ত হইয়াছে। মন্দিরের দেবীমূর্তিও অতি বৃহৎ, তাহাও পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মন্দিরের জনপ্রিয়তা পাহাড়ের উপরই একটী পরোক্ষ। বরোবরের এক পাণ্ডে একটী বৃদ্ধ শিবমন্দির আছে। দেবসের লোকের এই চামুণ্ডা দেবীকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে। নান্যাসন হইবে অনেক লোক এখানে প্রদানিত হইবে।

দেবীহার (খ) দেবমোহা অস্থিঃ দেবতার দেবী
আচার্য্য অধ্যাপকঃ

देवास्त्रिय (१०) न.प.उ.द ।

দেবীস্বয়ং সুপ্রতিমঃ সুপ্রতিমো বুদ্ধঃ ১০ (তির্য্যমাং ১০)
 দেবিনাঃ ১০। অঙ্কশিল্পিতঃ দেবদত্তঃ মহাশয়ান বসন্তকালে
 নৈবিত্তিযাদিতঃ পরম বোধঃ ১০। অঙ্কশিল্পিত দেবদত্তঃ।

দেবিকা (স্বা) নীবাভীতি দিবমূল্য টাপ, তাপি অত ইক
নদীভেদ। “অকযোজনাবস্তরাং গগণোত্তমায়তাং।

এতাবৎকালবাকানাহিদেবাধিপতিসেতাঃ । পাদেন্দ্ৰভূমিকঃ

এই নদী স্বাক্ষরোজন বিস্তৃত এবং প্রকায়োজন আয়ত,
 বিহাতে স্বাক্ষরোজন দেবাবরণ পরিবৃত থাকেন। মন্তুপুর্বাণে
 মতে এই নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে।

কলিকাতাপুরাণের মতে—এ নদীর মহিষ্ঠ সরযু মিলিত হইয়াছে। ইহা একটা প্রধান তীর্থ, ইহাতে স্নান করিয়া মহাদেবের সন্তুষ্টি ও চরুপাক করিয়া যশাশক্তি মহাদেবকে নিবেদন করিলে, তাহা হইলে সৰ্ব্বকাম সিদ্ধ ও যত্নের ফল লাভ হয়। (ভারত, ২৮২ অ°) দেবিকা পীঠ স্থানের মধ্যে একটা, এইখানে ভগবতী নন্দিনীকণ্ঠে বিরাজিতা আছেন।

“শিবকুণ্ডে শুভাননা নন্দিনী দেবিকাতটে।”

(ଦୈନିକାଂ ୧୩୦୫୧)

যুগিষ্টিবের এক পুত্র, যুগিষ্টিব দেবীকে স্বয়ংস্বরে
পাশে কবিয়াছিলেন এবং ইহার গর্ভে বৌদেগ নামে পুত্র চইয়া
ছিল। (ভাবত ১১৫ অ') ৩ যুগিষ্টিব। (ত্রি) ৪ দেবসম্বন্ধী।
দেবিকৃ (পু') দিব-ভূত' অকলৌড়াকবী।
দেবিন্ (১৪) দিব-শিনি। জীভা শরিক।
"রাজ্য সচিৎ মিহীকং কুটীকোপদেবিনঃ" (মাহাদেব)
দেবীয় (পু') পদবিশিষ্টো দেবদত্তঃ বহুচ্চক্ষুঃস্বানামঃ
যা বিত্যাগাদাং পদম্ গোপম্। অতঃকম্পিত দেবদত্তঃ।
দেবিকা (১৫) দেব দেবনে ইগচ্চ দাব্যতি আনন্দেনেতি দিব
হুঃ ১০০ দাব্যভাঃ দিবঃ। উন্ ১০০) ১ পার্থিক। (পু')
১০ যুগিষ্টিব দেবদত্তঃ উপচ'। ২ অতঃকম্পিত দেবদত্তঃ।
দেবী (পু') দীর্ঘভাতি দিব-অচ্' ততো জীপ। ১ দেবযতি
কবি-কিন্ত্র ভাপদেদেশেন বদাধিকং প্রঃ দাব্যতির্যতি সর্গান
দেব-মিচ্ছ-দীপ্। ১ জীপী।
"দেব্যা যদা সতমিদং গদায়াশুশ্রুয়া
নিঃশেষদেবগণশক্তিঃসমুদ্ভূতা" (দেবীমাহাত্ম্য)
"সমুদ্ভূত কদা মহাপ্রজাঃ দেবীপাদজলং পিবেৎ।
ন তা তু চমনীপদে গচ্ছেনিতি বিনিশ্চয়ঃ" (দেবীভাগ)
একবার মহাপ্রজা করিয়া দেবীর পাদজল পান করিলে
সেই হইলে আর তাহার জন্মরূপ জুইভোগ কবিত
হইয়া না। যাহা অননুচিত হইয়া দেবীভক্ত হন, তাহার
কণ্ঠে কবিতা তাহাদের গুণে হয় না এবং জ্বলন্ত
করা থাকেন, যেহেতু পবিত্রতা তাহাদের নৃপদের।
"অপরাধঃ পরঃ কদা দেবীভক্ত্য কো নরঃ।
জুগং লভেত বদপ্ ভবেৎ জাতা শিবঃ স্বয়ং" (দেবীভাগ)
২ দেবপত্নী। ৩ কৃতান্তিকো রাজমহিষা, যে সকল রাজগণ
বাজ্যে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের পত্নীকে দেবী এই পদে
অনিশ্চিত করিতে হয়। ৪ রাজগণ্যদিগের নামোপাধ, বাজ্য
পত্নীদের নামের শেষে দেবী এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।
"দেবান্যন্ত জিয়াঃ সর্গা দ্রুতিস্তাঃ শূদ্রবানরঃ" (কথবিপাক)
৫ সর্গা। ৬ পূজা। ৭, আদিত্যভক্তা। ৮ লিখিনী।
৯ বজ্রাকর্ষেটিকী। ১০ শালপদী। ১১ মহাদেবী। ১২
পাঠী। ১৩ গণেশমুতা। ১৪ যুগেপাক্তা। ১৫ ইবীতকী।
১৬ অতী। ১৭ শ্রীমণিকা। ১৮ রবিসংক্রান্তি, এই
কাল অতিশয় পুণ্যজনক, এই জন্ম এই কাল দেবীস্বরূপ
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবীপূজা করিলে যেসকল সর্গার্থসিদ্ধি
হয়, সেইরূপ এই সংক্রান্তিতে কখন কোন পুণ্যকার্য অধিক
ফলপ্রসূত। রঘুনন্দন কৃত একাদশীতবে এইরূপ লিখিত ও
নীমার্শিত হইয়াছে।

"অতীশান্যাকো ভোগো নাভাঃ পঞ্চদশ যুগাঃ।
সারিধাজ্জীবনং পঞ্চাশং সংক্রমেণ রবেৎ"।
বাবলুইরা ভোগো ক' ১৫ যুগোপপাক্তাঃ।
কালে দিব-ভূতঃ সর্গা গোপাঃ যতপাঠরঃ।
পুণ্যপাণ্ডিত্যগেন যদা নরো জ-ভক্তি।
একাদিক্রুতাঃ তস্মিন্ কোটি কোটি পুণ্যং লবেৎ"।
ধর্ম্মাবিবর্ত্তে হৃদযোজাঃ পুণ্যস্বর্গাদিঃ।
অদর্শ্যাদ্যাদিশোকাদি বিহবারানুগোচরী" (দেবীপু')
সংক্রান্তিতে পুণ্য কার্য করিলে তাহার কোটি পুণ্য কল
বান্দক হয়। [বিবিসংক্রান্তি দেবী]
দেবী, উড়িয়ায় প্রবাসিত একটি নদী। কান্দে দেবী
কাইলুই নদীর তীরে দিগে ও বড় দেবী নামে কান্দে
বুড় নদী বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়া একজন মুন্সিফ কান্দে
জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং কটক জেলার দাগানীয়া
নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর বিস্তার
মোহানার নিকট কএক মাইল পূর্বে একটি পাণ্ডিত্য
নিখিত হইয়াছিল। নদীর তীরে বালি পড়িয়া এখন নদীর
গাতের পথ দুর্গম হইয়াছে। জোয়ারের সময় এখানে পান
আঠ হাত জল উঠে। গীতকালে নদীর দিগে ১০ কোশ
দূরীত জোয়ার বায়। নদীকালে নদীর জল অনেক বাড়িয়া
উঠে। এ সময় বাজ ও কাইলুইর বড় বড় নৌকা এখানে
দিয়া হাভায়াত করে। নদীর মোহানার চাষদিকে যাত্রা,
কান্দে নদীর আশ্রয় নাই।
দেবীকৃতি (ক্রী) গোপালদেবী কর্ত্তিত একটি দেবী উদ্যান
এক কক্ষে দেশবাসী একজন বাসীর ভাবনা দিব্যবাসী
আদেশে প্রতিগমনপূর্ব্বক নিকট দেবমন্দিরস্থান
উদ্যান নিয়োগ করেন। (কথবিবিসংক্রান্তি ৩০)
দেবীকোট (পু') বাগবাগানী শোভিতপুণ্যং নামাং।
দেবীকোট (দেবীকোট) কান্দে দেবীর একটি প্রাচীন
ভয় দুর্গ। আশ্রয়ভোগ ১২ কোশ দূরে অবস্থিত।
আশ্রয় ১১০ ২০ ৩০ উঃ ৭ কোশ ১০ ৫০ পূঃ।
ইতিয়া কোম্পানি ভারতে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত
গরুর এখানে বাগবাগানে প্রবেশ করেন। এখানকার
দুর্গটি পূর্ণ ভজোদের, চন্দ্রভাজেবট অধিকারে ছিল।
ভোগে ১৭৪৯ হইতে ইংরাজগণের কতগত হয়। এই
দুর্গ অবরোধকালে রাইব (তখন মেয়টেনাট) অশেষ
বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। দুর্গটি ১২ হাত উচ্চ প্রাচীর
বেষ্টিত এবং ইহার পরিধি আর অধিক দূর হইবে। ইং
ইতিয়া কোম্পানি এখানে কোন কুঠি স্থাপন করেন নাই।

১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারি এ আন্দোলন উত্তরাত্তরী ১০৮
হাটখিয়া চৌকি নামক স্থানে বন্দীরাগের মুক্তাঙ্গ অঙ্গার
করে মরল। বাকী বন্দীরা এই হাটখিয়া বেন এবং
১৯৬৯ সালের ১২ জানুয়ারি এই জগৎ ছাড়াই থাকার কার্য
কর করে। অল্পকাল পরেই বন্দীরা জেলাই একটি নগর।
১৯৭০ সালের ১০ জানুয়ারি বন্দীরা বাকী

୨ ନୌଜରୁହ ବର୍ମିତ ନକସା ଅଫ ହାନ୍ଦ ।

সেবাগুরু (কী) সেবা: ১০৮-১০৮। সেবা: ১০৮।

দেবীঘাট, নৈনাথ বংশধর। নথাকোটেব নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মন্দিরটি মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানকার মন্দিরটি মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানকার মন্দিরটি মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম।

১০. পানপাশে দেহীবা একটা উৎসব হয়। সে সময় দেহী
লাগত। ১১. ১২. ১৩. এই দেহীবাটে 'আনয়ন' করা হয়।
এই উৎসব ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬. ৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০. ৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪. ৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮. ৪৯. ৫০. ৫১. ৫২. ৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬. ৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০. ৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪. ৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮. ৬৯. ৭০. ৭১. ৭২. ৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬. ৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০. ৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪. ৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮. ৮৯. ৯০. ৯১. ৯২. ৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬. ৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.

சென்னை (தி) 19.06.11

প্রশ্ন : (গি) দেব ক'র নাম লেখো। দেবীর নাম :

দেবী: যক্ষ (স্ব) দেবী: যক্ষ ইত্যাদি প্রতীকসমূহের
এক সমূহকে সম্বোধন বা গোপনবিধি' (২)। দেবী: যক্ষ
ইত্যাদি প্রতীকসমূহ অসুখ বা অসুখ।

দেবীপুর, বাগমতী জেলার আত্রাইপুর পরগণার অন্তর্গত

একটী গ্রাম। সম্ভবত্বে এখানে একবার হাট বসে। প্রাণীর অবস্থা সচ্ছল। জলবারি ভাল নহে, প্রাদিট, শাবণ ও ভাদ্র এই তিনমাস জরের বড়ই প্রাদুর্ভাব থাকে।

দেবীপুর, দিনাজপুর জেলায় মনোহর পল্লভার একটি গ্রাম।
এখানে একটি বিস্তৃত ৩টি বসিয়া থাকে।

দেবীপুরাণ (ক্টী) দেবী ভগবতীর মাধ্যমাদিয়ুক্ত উপপুরাণ
 ভেদ। এই উপপুরাণে দেবীর পূজাপদ্ধতি ও মাহাধ্যাদি
 বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

দেবীভাগবত (বী) দেবানামাস্তোত্রবেদকং ভাগবতখ্যং
 পুরাণং । পুরাণ ভেদ, কেহ কেহ এই পুরাণশ্রে মঙ্গপুরাণ
 বর্ণিত। থাকেন, 'হাবাব হেহ কেহ উপপুরাণ বর্ণিত।
 করেন । 'ভাগবতং পবমং স্তুতং' মঙ্গপুরাণের মধ্য ভাগবত
 গায়ত্রী, অর্থাৎ স্ত্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম মঙ্গপুরাণ, কিন্তু কেহ কেহ
 স্ত্রীমদ্ভাগবতকে মঙ্গপুরাণ না বলিয়া দেবীভাগবতকে
 মঙ্গপুরাণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন । পুরাণ দেখ । ।

এই দেবীভাষণতেও শ্রীমদ্ভগবতের মত দ্বাদশ স্কন্ধ
ও ১৮ ভাঙ্গা শ্লোক আছে। ইহাতে দেবী ভগবতীর
মাহাত্ম্যই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

দেবীমহিমন (৭ং) দেবীঃ মহিমা । দেবীমাহাশ্রা ।

দেবীমাহাত্ম্য (কী) দেবীমাহাত্ম্য ৩৩২। দেবী-জন্ম
মাহাত্ম্য, সার্বভৌম পুরাণসংগত 'সার্বভৌম-ব্যাক্তনামঃ' ইত্যাদি
৩৩৩। 'সার্বভৌমবিভাভনামঃ' এই পর্বাস্ত্র জয়োদেশ অধ্যায়সংক
গ্রন্থভেদ, চণ্ডী। দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় চণ্ডীর নাম
দেবীমাহাত্ম্য ৩৩৪। ভাঙ্গুপুত্র এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ
বা শ্রবণ করিলে 'তাহ'র কোন ভয় নাই থাকে না। শবৎ-
কাসীন তর্গাপুত্রের মনসে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়।

“শ্রোয়ানি চৈব দে ভক্ত্যা দেবীমাহা স্মামুভয়ং ।” (মৎ. ১৩)

[ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିବରଣ ଉପେକ୍ଷା ।]

দেবীযাত্রা, যৈশাখমাসে নয়াকোটের ভৈরবী বিগাহের
একটা উৎসব হয়। এই উৎসবের সময় দেবীবিগাহ
নয়াকোট হইতে দেবীঘাটে লক্ষ্য করা হয়। পাঁচদিন বাষ্পিয়া
উৎসব চলে। এই সময়ে মহিষ উৎসর্গ করা হয়। একটা
রী ৩ একটা পুরুষ নিবান (নেপালী) এই সময়ে ভৈরব ও
ভৈরবী সাজিয়া থাকে। বড়ভাত্তি এই সময়ে পুৰোহিতের
কাধা করে।

নিবারীগণ মহিষ-বলির পরই গলফখিরদারা (জকুর) 'জাকৃষ্ঠ' গান কবিতা থাকে। পরে যখন আর উদবে গান হয় না, তখন তাহার। সহস্রম পীত রক্ত বমন করিয়া ফেলে। সেই উৎক্লিষ্ট রক্ত পূত বলিয়া নংগুহীত,

বিতরিত ও রক্ষিত হয়। এই উৎসবে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় ধর্মের লোকই অবাধে যোগদান করে। দেবীঘাটে দেবীর মন্দির নাই। পাঁচদিন উৎসবের পর দেবীমূর্তি পুনরায় নদী-কাটে নীত হয়।

দেবীরাপসক (পুং) দেবীরাপ ইত্যাদ্যপ্রতীকমন্ত্যাদ্র্য-বাক্যে অধ্যায়ে বা গোবদাদিহাং বুন। “দেবীরাপ” ইত্যাদি অপ্রতীকযুক্ত অধ্যায় বা অস্থবাক।

দেবীসিংহ, ইংরাজশাসনের আরম্ভে যে সকল অর্থগুরু-ব্যক্তি ইংরাজের সহায়তায় বঙ্গদেশ উৎসর দিতে বঙ্ক-পত্রিকর হইয়াছিলেন, বঙ্গের বৈশ্বকূলভিত্তিক দেবীসিংহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বেহার ও উড়িষ্যা, দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। তখন ইংরাজ কিছুই বুঝেন না, কাজেই রাজস্ব আদায়ের ভার নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজার্বার হস্তেই অর্পিত রহিল। এই সময়ে দেবীসিংহ নানাবিধ অসহুপায়ে প্রতৃত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজার্বা দেবীসিংহের নিকট অর্থ ঋণ লইতে বাধ্য হইলেন। উপকারের প্রতাপকার স্বরূপ দেবীসিংহ তখন মহম্মদ রেজার্বার অধীনে পুর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হইয়া প্রেরিত হইলেন। সমধিক রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানির প্রিয়-পাত্র হওয়া রেজার্বার লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্য সাধনে তিনি উপযুক্ত লোকের হস্তেই গুরুভার জ্ঞত করিয়াছিলেন। পুর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই দেবীসিংহ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পুর্ণিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত পুরগণা ইজারা লইলেন। এই ইজারা লইয়া দেবীসিংহ আশাভীত অর্থলাভ করিতে লাগিলেন।

দেবীসিংহের এই অর্থগ্রহণ-তৎপরতার পুর্ণিয়া জনশ্রুত হইবার উপক্রম হইল, কেননা অনেকেই গৃহাশ্রম পরিভাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়নপর হইল। পুর্ণিয়ার বার্ষিক আয় ৯ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহার দুই তৃতীয়াংশও আদায় হইত না। কিন্তু দেবীসিংহ ছাড়িবার পার্জ নহেন, তিনি বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা হারে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেবীসিংহের স্ত্রে দিকে দৃকপাত ছিল না। রেজার্বাও সমধর্মী ছিলেন। কোম্পানিরও অর্থগম না হইলে রাজ্য চলিবে না। সুযোগ বুঝিয়া দেবীসিংহ যথেষ্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসন্তান খাজ প্রসব না করিলে খন জন্মে না। প্রজারা খাজনা দিতে পারিল না, কাজেই দেবীসিংহ জমিদারদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

জমিদারদিগের ঘরে নগদ টাকা ছিল না। বাহা ছিল, তাহা পূর্বেই দেবীসিংহকে দিতে হইয়াছিল। এখন অর্থের অভাবে তাঁহাদিগের আতিকূল সম্বন্ধ নষ্ট হইতে লাগিল। দেবীসিংহ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিলেন, ভয় দেখাইলেন, পরে প্রহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে কাছারীতে আনাইয়া অকথা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের স্বর্গভরণ কাড়িয়া লওয়া হইল, সর্বসমক্ষে বিবস্ত্রাবস্থায় তাঁহাদিগকে দণ্ডারমান রাখা হইল।

বঙ্গদেশে তখন ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর। তিনি জমিতে জমিদারের কোন স্বত্ব আছে এ কথা স্বীকার করিতেন না; জমিদার উপস্বত্বভোগী মাত্র। এই দৃষ্টিকে সকল জমিদারেরই ক্ষতি হইল, অনেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দেবীসিংহের এই অত্যাচারের কথা প্রচার হইয়া পড়িল, কাজেই এ কথা লইয়া একটু আন্দোলনও হইল। মহম্মদ রেজার্বা পদচ্যুত হইলেন। রেজার্বা গেলেন, কিন্তু দেবীসিংহ রহিলেন। যদি দেবীসিংহও যাইতেন, তাহা হইলে অনেক জমিদারের সম্বন্ধ রক্ষা হইত, অনেক প্রজা প্রাণে বাঁচিয়া যাইত। রেজার্বা গেলেও কথাটা চাপা পড়িয়া গেল না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একটা পুরিদর্শন-সমিতি (Committee of circuit) গঠিত হইল, হেস্টিংস সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। পুরিদর্শন-সমিতিতে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল, দেবীসিংহ পদচ্যুত হইলেন। দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইয়াও হেস্টিংস দেবীসিংহের অস্থপম গুণরাশি জদয়জম করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ রেজার্বা পদচ্যুতির পর রাজস্ব আদায়ের ভার হেস্টিংস নিজ হস্তেই গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পুরিদর্শন-সমিতি স্থাপিত করিয়া নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে কোম্পানির অধীন কোন ব্যক্তি ইজারা লইতে পারিবেন না। রাজস্ব আদায়ের জ্ঞত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক-সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ঢাকা, পাটনা ও দিনাজপুর এই ছয়টি বিভাগে সমিতি স্থাপিত হইল। কর্মচারী নিয়োগভার হেস্টিংস সাহেবের উপরই ছিল। তিনি এই সুযোগে দেবীসিংহকে মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। মুর্শিদাবাদের সমিতির উপর এক কোটি দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার ছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ২৪এ মে তারিখে পাঁচসনী বন্দোবস্ত হইল। ইজারাদারদিগের সহিতই এই বন্দোবস্ত করা হইল।

হেষ্টিংস নিজেই সর্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক জেলায় এক একজন ইংরাজ-কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহা-দিগকে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। তাহাতে ফল হইল এই যে, কালেক্টর সাহেবেরা নিজেই বেনামী করিয়া ইজারা লইতেন, বাড়তি রাজস্ব সমুদায়ই তাঁহারা আত্মসাৎ করিতেন, কোম্পানির টাকা দিতেন না। হেষ্টিংসও এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিতেন না। এই ইংরাজ কালেক্টরগণকে উতাক্ত বা উৎখাত করিলে তাঁহার নিজের চরিত্রের অনেক কথা প্রকাশ পাইতে পারে, এই জন্য তিনি ইহাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছুই করিতে পারিতেন না, কিন্তু রাজস্ব অনাদায়ে ঘোরতর বিপত্তি সঞ্চিত হওয়া নিশ্চিত, ইহা স্থির করিয়া তিনি এ কার্যে পুনরায় দেশীয় লোক নিযুক্ত করিলেন এবং ইহাদিগের কার্যপরিদর্শনার্থ ঐ ছয়টি সমিতি স্থাপিত হইল। মুর্শিদাবাদে দেবীসিংহ ও কলিকাতায় হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের যত্নস্বরূপ ছিলেন। পরিদর্শন-সমিতির সভাপতি হইয়া হেষ্টিংস পূর্ণিয়া পরিদর্শনে গমন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ তখন হেষ্টিংসের সঙ্গে ছিলেন। অর্থগমস্বত্বীয় পরামর্শার্থ ও উৎকোচগ্রহণের সুবিধার্থ হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। দেবীসিংহকে গঙ্গাগোবিন্দ পূর্বে হইতেই জানিতেন। কোন কারণে ইহাদের পরস্পরে বৈরিতাব জন্মে। হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দ-সিংহের পরামর্শানুসারেই কার্য করিয়া থাকেন দেখিয়া দেবীসিংহ গঙ্গাগোবিন্দের শরণাগত হইলেন। উভয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব হুত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই গঙ্গাগোবিন্দের স্মারিসেই দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার কার্য হইতে বরখাস্ত হইয়াও ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ-প্রাদেশিক-সমিতির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

দেওয়ান হইয়া দেবীসিংহ দেখিলেন, প্রাদেশিক-সমিতির সভাগণ তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং তাহা হইলে তাঁহার অর্থোপায়ের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। তিনি কূটনীতি অবলম্বনপূর্বক তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করিয়া স্বকর্তব্যসাধনে তৎপর হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির সভাগণ সকলেই অল্পবয়স্ক কার্যানভিজ্ঞ ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। দেবীসিংহও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রীতি-সম্পাদনার্থ উদ্ভাস্তম বিলাতি সুরা ও সুন্দরী জীলোক সরবরাহ করিতে লাগিলেন। এই অভিজ্ঞায়ে তিনি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে একদল সুন্দরী জীলোক সংগ্রহ করিয়া

রাখিতেন। অপরিণত ক্রীণমস্তক ইংরাজদল ইঙ্গিতবৃত্তির উপকরণ স্বরূপ এগুলি সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেবীসিংহের মনস্কাম পূর্ণ হইল, ইংরাজদল আমোদ কুক্রিয়ামুরত থাকিতেন। দেবীসিংহ নিরাপদে অব্যাহত রাজস্ব আদায় করিতেন ও নিঃসঙ্কোচে আপন উদর পূর্ণ করিতেন।

কিন্তু নিয়বন্ধি অর্থভোগ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সমিতির ইংরাজদল রাজস্ব সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র বা নিয়মাবলী কিছু বুঝিতেন না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। দেবীসিংহই সকল ব্যবস্থা করিতেন। কিছুদিন পরে উৎকোচের অংশ বিভাগ লইয়া সাহেবদিগের সহিত বিবাদের স্রোত হইল। ক্রমে ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সমিতির সভাগণ দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, সপ্ত এবার আগিয়াছে বুঝিয়া দেবীসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া গঙ্গাগোবিন্দসিংহের শরণাগত হইলেন।

হেষ্টিংস এই কয় বৎসরে প্রাদেশিক রাজস্ব-সমিতিতে তাঁহার নিজের অর্থলাভের কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া প্রাদেশিক সমিতি উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কাজেই হেষ্টিংস একটু গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। এদিকে কোন উপায় না করিলে দেবীসিংহের মত কর্তৃপক্ষকে হারা হইতে হয়, এই ভাবিয়া হেষ্টিংস আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে একটা সুযোগ ঘটিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা একটা দত্তকপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজার ভ্রাতা ও এই দত্তক পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। হেষ্টিংস সাহেব এই নাবালক দত্তক পুত্রকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিলেন ও মেহনৎ-আনা হিসাবে চারিলক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। রাজা অশ্রীপুত্রবয়স্ক বলিয়া হেষ্টিংস তাহার রাজ্যের সুব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গুড্‌লাড নামক একজন অপরিণতবয়স্ক যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও এই সুযোগে দেবীসিংহকে গুড্‌লাড সাহেবের দেওয়ান করিয়া দিয়া তাঁহাকে রাজস্ব সমিতির কোপ হইতে রক্ষা করিলেন।

গুড্‌লাড সাহেব কেবল রাজ্যরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন নাই। এই সঙ্গে তিনি রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কালেক্টরপদেও নিযুক্ত হইলেন।

এইবার বোগ্যে যোগ্য মিলিত হইল। এই দুই ব্যক্তি রাজার পুরাতন কর্তৃত্বাধীনগণকে বিদায় করিয়া তত্ত্ব হানে নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন। রাজসংসারের অনেক ব্যয়

যব হইল। ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতির জন্য রাণী বাহা পাইতেন, হাও বন্ধ হইয়া গেল, রাজার বোলশত টাকা মালহার স্থানে শত টাকা হইল, এমন কি, রাণীর পিতা বা অল্প আয়ের হা আসিলে রাজবাটীতে আহাৰ পাইত না। পূর্ণিয়ার বীসিংহের অস্থিতি অত্যাচার কাহিনী এখানকার হারও অধিষ্ঠিত ছিল না। সেই দেবীসিংহের অধীন হইয়া নাজপুর রঙ্গপুর ভরে কাঁপিয়া উঠিল।

সে আশঙ্কা করিয়া লোকে কাঁপিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে দেবীসিংহ বেনামী করিয়া একজন মুসলমানের নামে রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও এন্ড্রাকপুর জায়গা লইলেন। ইজারা লইয়াই তিনি সমস্ত জমিদারদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা তলব করিলেন। একে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় জমিদারের আয় হ্রাস হইয়াছিল, তারপর ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে পাঁচসনী বন্দোবস্তের সময় হেষ্টিংসের নিকট সকলকেই বৃদ্ধি জমায় জমি লইতে হইয়াছিল, কেহট পৈতৃক জমিদারী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিন্তু যে বৃদ্ধিতে জমি লইয়াছিলেন যথার্থ সে পরিমাণ টাকা কোম্পানিকে দিতে পারেন নাই, কিছু কিছু বাকি পড়িয়াছিল। এক্ষণ অবস্থায় জমা আরও বৃদ্ধি হইলে জমিদারদিগের তাহা দিবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই বাহারা এখন কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলেন, তাহা-দিগকে ধরিয়া জমিদারী কয়েদ করা হইল, আবার বাহারা ইস্তফা দিতে চাহিলেন, তাহারাও বাকি রাজস্ব না দিয়া ইস্তফা দিতে পারেন না, এই হেতু কয়েদ হইলেন। কোন দিকেই রক্ষা নাই দেখিয়া অত্যাচার হইতে আপাততঃ নিবৃত্তি পাইবার আশায় সকলেই কবুলতি দিলেন।

কবুলতি দিবার কয়েকদিন পরেই দেবীসিংহের লোকেরা খাজানা আদায় আরম্ভ করিল। সে কালে নারায়ণী টাকা ছিল। কোম্পানির টাকার হিসাবে সে টাকার উপর পাঁচা ধাৰ্য্য হইল, নানাবিধ আবওরাবে রাজস্বের পরিমাণ বিস্তর বাড়িয়া গেল, কেহই টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। জমিদার, রাইয়ত সকলেই হুত হইয়া দেবীসিংহের কঠোর শাসনে নিম্পীড়িত হইতে লাগিলেন। হাহাকারে দিনাজপুর ভরিয়া গেল। তখন এখানকার মৃত কারাগার ছিল না। ছাদহীন গৃহমধ্যে তাহাদিগকে বাধিয়া রাখা হইত ও পাহারা থাকিত। দেবীসিংহের প্রত্যপে লক্ষপতি জমিদার ও কপদকহীন কৃষক একগুঁহে একই রজুতে আবদ্ধ হইয়া রহিল। শেষে কারাগারে স্থান কুলাইল না, প্রাঙ্গণে অনাবৃত্তি উপরে সকলের স্থান হইল।

দেবীসিংহকে দিনাজপুরেই থাকিতে হইত। তিনি কালেক্টরের দেওয়ান, রাজার ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর দ্রুত, তিনি ইচ্ছা করিলেই রঙ্গপুর যাইতে পারিতেন না, সেই জন্য রঙ্গপুরে কৃষ্ণপ্রসাদ নামে একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিনিধি গিয়া জমিদারদিগের নিকট কৃষ্ণবুদ্ধির বাকী জানাইলে অনেকে দেবীসিংহকে আপন আপন ঘরের কথা ও দেশের দুর্দশার কথা জানাইতে গেলেন। কোম্পানির রোবকারিতে এ বৎসর খাজনা বৃদ্ধি করা নিষেধ ছিল।

দেবীসিংহ সে আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল জমিদারদিগকে কয়েদ করিয়া রঙ্গপুর পাঠাইয়া দিলেন ও আপন প্রতিনিধি কৃষ্ণপ্রসাদের পরিবর্তে হররামকে নিযুক্ত করিলেন।

হররাম আসিয়াই সকল জমিদারকে তলব করিলেন। সকলেই জমাবুদ্ধির কবুলতী দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন হররাম তাহাদের প্রতি প্রহারের আজ্ঞা দিলেন এবং তাহাদিগকে ঢাক বাজাইয়া বুঝভারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে বলিলেন। সামাজিক শাসনে এক্ষণ দণ্ডে জাতিচ্যুত হইতে হইত। এই চারিজন জমিদারের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া বাকি সকল জমিদারই কবুলতী দিলেন, কবুলতী দিবার পরই টাকা আদায় আরম্ভ হইল। কেহই টাকা দিতে পারিলেন না। জমিদারদিগের জমি নাম মাত্র মূল্যে দেবীসিংহ বেনামীতে স্বয়ং কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই তখন জমিদারবর্গ বেআযাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারও টাকা নাই, গ্রাহারে অপমানে অর্জুনি হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষককুল দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। হররাম তাহা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে পাহারা রাখিল। আবার এই পাহারাওয়ালাদিগের বেতন দিবার জন্য ‘চৌকিবন্দী’ নামক নতুন করের সৃষ্টি করিল। দিনাজপুরে দেবীসিংহ অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন, হররাম রঙ্গপুরে এককিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল।

এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবীসিংহের তাহাতে মন উঠিল না। তবে হররামের কার্য্যগত্রে তাহার কোনদিন অবিশ্বাস জন্মে নাই, তথাচ স্বর্ণানারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে তাহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণানারায়ণ আসিয়া রোজ-

মুষ্টি ধারণ করিলেন। জমিদারদিগের কথাই নাই, শ্রীলোকদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল।

- অন্তঃপুষ্টিচারিণীগণ প্রাক্তা স্থানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবীসিংহের অমুচরবর্গ বলপূর্ব্বক সেই সকল কুল-কামিনীর সঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিল। কখন বা তাঁহাদিগকে বিবৃদ্ধ অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল। শ্রীজাতির শেষ অপমান, সর্ব্বসমক্ষে তাহাই সংঘটিত হইতে লাগিল। কোভে, রোবে, অপমানে, কত সহস্র কুলললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে? কত উৎকর্ষ উঠিয়া জর্ম্মরের সিংহাসন উত্তপ্ত করিয়াছে কে বলিবে? তাঁহাদিগকে বিবৃদ্ধ করিয়া বেত্রাব্যাত করা হইত। বংশধর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে চাঁচিয়া তাহার দুইপ্রান্ত স্তনদ্বয়ে বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশধর স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত। একরূপ কলঙ্কিত দৃষ্ট জগৎ কখনও দেখে নাই। একরূপ নারকীয় ঘটনা কখনও ইতিবৃত্তের কণ্ঠেবর কলঙ্কিত করে নাই। এই সকল অত্যাচারেও আশাহুরূপ ফল হইল না দেখিয়া দেবীসিংহ নিজ ভ্রাতা ভেকধারীসিংহকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের অগ্র-হায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৭৮২ সালে এইবার ধর্ম্ম দেবীসিংহ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যন্ত্রণা দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। দলিত, নিগৃহীত, উৎপীড়িত প্রজাঘ চক্ষুর জলে দেশ ভাসিয়া গেল। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে অত্যাচার হইতে লাগিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে নিরীহ প্রজার যখন আর পলায়নেরও সুবিধা রহিল না, মরিবার ভয় দূর্ব্ব হইয়া গেল, তখন সকল প্রজা দেবীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। প্রতিজ্ঞা করিল, কোম্পানির লোকদিগকে আর সে দেশে রাখিবে না, যে প্রকারে হউক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে, না হয় আপনারা মরিবে।

গুপ্তানুসন্ধান শুভলাড সাহেব আহ্বার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম্ম দেবীসিংহই করেন। দেবীসিংহের কীর্্ত্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনে নাই, উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে শুভলাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌছিল। তিনি শুনিলেন, নূরুল মহম্মদকে প্রকারা 'নবাব' পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি স্বরায় লেফটেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্তসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহীদল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন

শুভলাড এক হুকুম বাহির করিলেন যে, ম্যাকডোনাল্ড রাহাকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিদ্রোহদমন হইল না। লেফটেনাণ্ট সাহেব শুনিলেন, নূরুল মহম্মদ মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরুল মহম্মদ পঞ্চাশজন মাত্র লোক লইয়া মোগলহাটে ছিলেন, তাহান দলবল সকলই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাকডোনাল্ড অত্যন্ত ভাবে মোগলহাটে নূরুল মহম্মদকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, নূরুল মহম্মদ আহত হইয়া অন্নদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে শুভলাড সাহেব প্রচার করিলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে প্রজার আর কোন ভয় নাই, রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাহারা যে হিসাবে খাজনা দিয়াছিল, তাহাই দিতে হইবে, খাজনা বৃদ্ধি রদ হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া প্রজাবর্গ গৃহে কিবিল, যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, লেফটেনাণ্ট সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। যাহা হউক, দেবীসিংহের অত্যাচারে নিরীহ বাঙ্গালী-প্রজাও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রঙ্গপুর-বিদ্রোহ বত সহজে মিটিল, কথাটা তত শীঘ্র মিটিল না। কলিকাতা কোন্সিল এই বিদ্রোহের কারণ অবধারণ জন্য পিটারসন সাহেবকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। পিটারসন আসিয়া প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে বার্থ মনোরথ হইলেন। শেষে তিনি জমিদারদিগকে হাজির হইতে ইস্তাহার দিলেন। অধিকাংশ জমিদারই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, একজন ব্যতীত কেহই হাজির হইল না। পিটারসন সাহেব তাহার জবানবন্দী লিখিতে শুভলাডের কাছে পাঠাইয়া দিলেন, শুভলাড তাহাকে দেবীসিংহের জিন্মা করিয়া দিলেন। ইহার পর আর কেহই সাক্ষ্য দিতে হাজির হয় নাই। পিটারসন জমাওয়াশীল বাকি তলব করিলে দেবীসিংহ তাহা দাখিল করিল, শুভলাড সাহেব তাহার নকল রাখিবার ছলে তাহা চাহিয়া লইয়া গেল, আদ্ব ফিরাইয়া দিল না। একরূপে নানারূপে বার্থ মনোরথ হইয়াও পিটারসন সাহেব সব বৃত্তিতে পারিলেন ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। হেষ্টিংস বেগতিক বুঝিয়া পিটারসনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তদন্তের জন্য এক নূতন কমিশন বসাইলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কমিশন বসিল। ১৭৮৫ সালে খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ভারতবর্ষে পরিত্যাগ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গবর্নরজেনারল হইয়া আসিলেন।

তিনি আসিয়া রঙ্গপুর বিজোহ সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কমিশনের কার্য শেষ হইল। দেবীসিংহকে বাধ্য রাখিবার জন্যই হউক; বা যে কোন কারণেই হউক, অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। কাজেই দেবীসিংহের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। হররামই অত্যাচার করিয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল। হররাম একবৎসরের নিমিত্ত কারাক্ষ হইলেন। দেবীসিংহের অপরাধ প্রমাণিত না হইলেও লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে কোম্পানির চাকরি হইতে ত্রিকালে বিদায় দিলেন। দেবীসিংহের কার্য জীবনের এইখানেই শেষ হইল।

জীবনের অবশিষ্টকাল দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নদীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। শেষাবস্থায় তিনি অনেক দান ও দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এই নদীপুরে দেবীসিংহের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বাস করিতেছেন।
বীসূক্ত (কী) দেব্যাঃ তদেবতাকং সূক্তং ঋকসমুদায়ঃ।
ঋগ্বেদে শাকলসংহিতার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দেবী-দেবতাক সূক্ত ভেদ।

“রাত্রিসূক্তং জপেনাদানৌ মধ্যে সপ্তশতীং জপেৎ।

প্রাণ্ডে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমাৎ ॥” (মরীচিকল্প)

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইলে প্রথমে রাত্রিসূক্ত, দ্বিতীয় সপ্তশতী, তৃতীয় অষ্টে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। দেবীসূক্ত পাঠ না করিলে চণ্ডীপাঠ নিফল হয়।

ব্র (পুং) দিব-ঋ। দৈবর, জামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (অমর)
বৈজ (পুং) দেবং বজতে বজ-কিপ্। দেববট্টা, যিনি দেবতাদিগকে বজ্র করেন।

বৈজ্য (পুং) দেবানাং ইজ্যঃ পূজ্যঃ। সুরাচার্য্য বৃহস্পতি।

বৈবস্ব (পুং) দেবানাং ইজ্যঃ ৬তং। শক্র, সুরেন্দ্র।

“ঋগ্বেদে দেবেন্দ্র সদা নিগতসে” (রঘু)

বৈবস্ব, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। ১ ভাগবত-টীকা প্রণেতা। ২ সংগীতমুক্তাবলী-রচয়িতা।

৩ আত্মভূতিপ্রকাশ রচয়িতা। ইনি গীর্জাপ্রসঙ্গরস্বতী ও ঋমরেন্দ্র মুনির শিষ্য।

বৈবস্বগণি, ১ (নেমিচন্দ্র নামে খ্যাত) জৈনদিগের বৃহৎ-গচ্ছের এক আচর্য্য। আনন্দহরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষার আধ্যাত্মমণিকোষ ও বীরচরিত এবং উত্তরাধায়ন হজের টীকা রচনা করেন। জিনচন্দ্রের শিষ্য আনন্দেব হরির আধ্যাত্মমণিকোষের টীকা লিখিয়াছেন।

২ একজন জৈন গ্রন্থকার, ইনি প্রাকৃতভাষার ‘তিলয়-

সুন্দরীরয়ণচূড়কা’ রচনা করেন। ইনি ধরতরগচ্ছের ৩৮শ পট্টাচার্য্য উদ্ভোত্তনের প্রশিষ্য ও আনন্দেবের শিষ্য।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃত ভাষার দান-কুলক, শীলকুলক, তপঃকুলক ও ভাবনাকুলক রচনা করেন।

৪ পঞ্চসংগ্রহরচয়িতা।

৫ জিনচন্দ্র-শিষ্য-আনন্দেবের হরির শিষ্য। ইনি প্রাকৃত ভাষায় ‘পবয়গসাক্ষর’ রচনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বনাম খ্যাত বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ইহার পাঁচ পুত্র—বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৩৯ শকে (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) ৩রা জ্যৈষ্ঠে অমাবস্তার দিন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজগুরু প্রতিষ্ঠিত করিয়া পদ্ম বৎসর ইংলণ্ডে গমন করেন। দেড় বৎসর পরে সেই সুদূর প্রবাস ভূমিতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়সক্রম ষাট বৎসর মাত্র। কিন্তু বিলাতগমনের পূর্বেই রামমোহন রায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইহাকেই উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিল। শুনা যায়, বিলাত যাইবার পূর্বেই রাজা রামমোহন রায় এই শিশু দেবেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বলিয়া ছিলেন, “এই শিশুই ভবিষ্যতে আমার গদি অধিকার করিবে।”

রামমোহন রায় যে একপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং তাহা যে সফল হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের গদি অধিকার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি রামমোহন রায়ের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ৮ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ “একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋড়ই, হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বৃথায়ে সমাজে থাকিবেনই।”

তখন হিন্দু কলেজে ডিরোজিও নামে ইংবাজী ভাষা, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতির একজন বিচক্ষণ অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রেরা অনেকে তাঁহাকে পিতার স্থায় ভাল-বাসিত। এই অবস্থায় তাঁহার ধর্ম্মতাব বা অধর্ম্মতাব যে ছাত্রদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? তিনি একজন ধর্ম্ম নাস্তিক ছিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি ছাত্রও তদ্রূপতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ছাত্রেরা

ঐহার অধ্যাপনাশুণে, একেবারে মুগ্ধ হইলেও তাঁহারে
‘আর্যীয় স্বজনের অমুরোধ’ ক্রমে ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ
হইতে সরান হইয়াছিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-
কলেজে প্রবেশ করিলেন। যদি ডিরোজিও থাকিতেই
দেবেন্দ্রনাথ তথায় অবিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে হয়তো তিনি
প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হইতে পারিতেন, ধর্ম হয়তো তাঁহার জন্মে
প্রবেশ করিতে পারিত না। ডিরোজিওর ত্রায়শিক্ষক না
থাকাতে ততটা নীহস জ্ঞানের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ নাই
হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কোমল জন্ম হইতে ধর্মভাবের
বীজ সকল অপসৃত হয় নাই। হিন্দুকলেজে অবিষ্ট হইবার
পূর্বেই তিনি রামমোহন রায়ের পাঠশালায় ধর্মাত্মপ্রাণিত
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

শৈশবকালে মূর্তিতে ঈশ্বরবোধ করিয়া তাঁহার পুঞ্জায়
ইহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত সূর্য
আকাশ সমুখে প্রসারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহার রচয়িতা
কোন পরিমিত দেবমূর্তি হইতে পারেন না। তিনি নিজেই
এই বিষয়ে বলিয়াছেন, “প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রাতি-
নয়িত যখন গৃহে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি-
বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতি-
দিন যখন বিজ্ঞালয়ে বাইবার পথে ঠন্থনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে
প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত
বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে
ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতু-
ভূজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত
আকাশের উপর আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি
‘আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিকতাকে ক্ষণ-
কালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। তখন কি হানি-
লাম,—অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য
নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।”

১৭৬০ শকে কোন ঘটনাত্তে স্থানে তাঁহার বৈরাগ্যের
আবির্ভাব হইল। তাঁহার মনের যখন এই প্রকার অবস্থা,
তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তাঁহার হস্তে নিপ-
তিত হইল। তাহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি লিখিত
ছিল। তিনি যখন সেই পত্রখানি ব্রাহ্মসমাজের তদানী-
ন্তন আচার্য্য রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয়ের নিকট আনিয়া
তাহার অর্থ জ্ঞানিলেন, তখন তাঁহার মন এক আনন্দময় নূতন
রাগে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্বে তাঁহার মনে এই ভ্রান্তি
ছিল যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ব্যতীত নিরাকার
নির্লিঙ্গকার সত্যস্বরূপের নির্দেশ নাই। পরে সেই ছিন্নপত্রে

বৈদ্য বেদান্তের বাক্য পাওয়াতে সমুদয় উপনিষদকে সমুদয়
বেদকে তাঁহার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আপিজন করিল।

এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতরূপে রামচন্দ্রবিজ্ঞা-
বাগীশের নিকট উপনিষদাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং
প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বলোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার
করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ শকের ২১শে, আশ্বিন রবিবার
কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে একটা সভা স্থাপন করিলেন।
দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন “তত্ত্ববোধিনী”, কিন্তু
বিজ্ঞাবাগীশ মহাশয় তৎপরিবর্তে “তত্ত্ববোধিনী” রাখিলেন
এবং তাহাই সকলের স্বীকৃত হইল। প্রথম প্রথম অতি
ক্ষুদ্রাকারে দেবেন্দ্রনাথের নিজ বাটার নিভৃত প্রকোষ্ঠেই
প্রতিমাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি
নির্দিষ্টমত বক্তৃতা পাঠ করিলে অন্ত্যস্ত আলোচনা হইত।
যদিও প্রথমে অতি অল্পসংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার
কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপটীন্দ্র
বাহাদুর, নদীয়ার ক্রীষ্ণচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র,
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য ধনী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ
ইহার সভা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য হয়। ইহার
সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে স্ব স্ব আয়ের
চৌষটিভাগের একভাগ অর্থাৎ টাকার এক পরশা করিয়া
দিতে হইত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ চক্কুরের এবং পরক্ষণে
৬ রাজা রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত।
উক্ত শকের ৯৮ই অগ্রহায়ণ চারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
এই সভাশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার
সহিত ৬ অক্ষয়কুমার দত্ত সভা দেখিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে
তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন এবং ইহার
অবাবহিত পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন।

এই সভা স্থাপনের পূর্বে হিন্দুকলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ
অপরাপর ছাত্রগণের সহিত একসভা প্রতিষ্ঠা করেন।
তাঁহার নাম The society for the acquisition of general
knowledge. বাঙ্গালা অবশ্য তাহাকে “সাধারণ জ্ঞানোপা-
জ্ঞিকা সভা” বলা হইত।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তাঁহার কার্যারম্ভ হয়। সাধারণতঃ
ইংরাজীভাষায় এবং কখন কখন বাঙ্গালাভাষায় এই সভার
বক্তৃতা হইত। ছাত্রাবস্থায় যে স্বরমাজ জ্ঞানসঞ্চয় হয়,
তাঁহার বুদ্ধিসাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সভ্য উৎপাদন
করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় ২০০ যুবক ইহার সভ্য
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিংশৎ দেবেন্দ্রনাথের নামও দৃষ্ট হয়।

প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ পৃথকভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল। ক্রমে ১৭৬০ শকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত হইল। ১৭৬৩ শকে দেবেন্দ্রনাথ যদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনীসভার পরিণয় সাধিত না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ক্রি পরিণাম হইত, তাহা বলা যায় না। এই সংযোগ হইবার পর হইতে ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজের সাধৎসরিক উৎসবের সঙ্গেই তত্ত্ববোধিনী সভারও সাধৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইত। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাসভা এবং তত্ত্ববোধিনী প্রচারসভা হইল। এই মিলনের পূর্বেই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের গুরুত্বাধী স্বীয় স্বক্কে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রমে ১৭৬৫ শকে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশিত হইল। এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল কর্মই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হইলেন। তখন এই পদ গ্রহণ সম্পাদকের পদ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে উহার প্রথম সংখ্যার যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পরম উপাদেয়; আমাদের নৈশেষ ইচ্ছা থাকিলেও স্থানকভাবে বশতঃ তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তত্ত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্মপ্রদান-পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ভূরি ভূরি উপাদেয় জ্ঞানময় বিষয়ের আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয়বাবুরই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও অগাঢ় পরিশ্রমের ফল। ১৭৭২ শকের ৩১শে বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাধৎসরিক অধিবেশনে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় এবং ৮ জগন্নাথন গঙ্গোপাধ্যায়ের অবতারণায় গ্রন্থসম্পাদক এবং গ্রন্থাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার একটা প্রস্তাব ধাৰ্য্য হয়।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৯ শকাব্দে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “এসিয়াটিক সোসাইটি”র প্রদর্শিত পুথ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক গ্রন্থসভা (Literary Committee) সংস্থাপিত করেন। সেই সভার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত তাহাই নিবেচিত হইত।

এই সভার পাঁচজনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) থাকিতেন

না। ৮ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৮ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। সভার নিয়ম ছিল যে পত্রিকার অন্তর্গত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হইলে আবশ্যক মত পরিবর্তিত করিয়া লইয়া প্রকাশিত হইবে। অন্তের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত।

১৭৬৫ শক হইতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার অন্ত একটা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবার নিয়ম নির্ধারণ করিলেন এবং এই বৎসরের ৭ই পৌষ তারিখে তিনি স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তান্ত ১২ জন সভ্যের সহিত তদানীন্তন আচার্য্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরপূর্বক প্রাক্ষণার্থে দীক্ষিত হইলেন।

ব্রাহ্মসমাজে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃকই উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ১৭৬৬ শকের ফাল্গুন মাস হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে পত্রিকার ভার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১৭৬৫ শক ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বৎসরে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হইয়াছিল, এই বৎসরে মহাত্মা রমাপ্রসাদ রায় একটা সুপ্রবন্ধ দান করিয়াছিলেন; এই বৎসরেই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং এই বৎসরেই প্রথমে কুলিকাতা, পরে বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল; বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মগ্রন্থকুল শিক্ষা দেওয়াই এই পাঠশালায় উদ্দেশ্য ছিল। এই পাঠশালার বেতন না লইয়া তর্কনকার কালের উচ্চশিক্ষা এবং ধর্মগ্রন্থকুল শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ৩৪ বৎসর পরেই পাঠশালা উঠিয়া যায়।

এই সময় ষারকানাথ ঠাকুর স্বীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে বিষয় কর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই তখন বিষয় কার্যে অমুরক্ত হইতে পারিলেন না। একদিন ষারকানাথ ঠাকুর তাঁহার বেলগেছিয়াস্থ বাগানে অনেক সস্ত্রাঙ্গ ইংরাজ ও দেশীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অভিযর্থনার জন্য অন্তান্ত আত্মীয় স্বজনদের সহিত দেবেন্দ্রনাথকেও প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অসম্মত হইয়া তথায় থাকিয়া পিতার বাক্য রক্ষা করিয়া মাত্র রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশের নিকট উপনিষদাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

১৭৬৫ শকেই দেবেন্দ্রনাথ ৮ আনন্দের বেদান্ত

বাগীশ মহাশয়কে বেদ, বেদাঙ্গ অধ্যয়নার্থ কানীতে প্রেরণ করিলেন। ১৭৬৭ শকে গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আহুকূলা আরও তিনজন পণ্ডিত কানীধামে বিশেষ বিশেষ বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবার জন্ত প্রেরিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথের বায়ে তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ডক্ সাহেব আসিয়া কুড়ই তেজের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ছই একটি ভদ্র পরিবারের জীলোকও খুঁটান হইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে তাহার ঘোরতর আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ খুঁটানদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রভৃতি নিজে করিতেন না বটে, কিন্তু তিনি অক্ষয় বাবু প্রভৃতি দ্বারা করাইতেন।

এই আন্দোলনের ফলে এতদূর উপকার হইয়াছিল যে, তদানীন্তন কায়স্থসমাজপতি ৮ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার কারণে দেবেন্দ্রনাথকে “জাতীয় ধর্মের পরিরক্ষক” (Defender of the national religion) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথও “হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়” নামে একটি বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব করেন, তজ্জন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা অর্থসংগ্রহও হইয়াছিল। অবশেষে ধনরক্ষক ৮ আশুতোষ দেব (ছাত্ত বাবু) দেউলিয়া হওয়াতে সমস্ত পরিশ্রমই বার্থ হইয়া গেল। বৎসর ছই অতি মৃহভাবে সেই বিদ্যালয় চলিয়াছিল। ৮ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রথম আদর্শ ১৭৬৭ শকের মাঘমাসে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের এবং ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রচার কার্যে ৮ লালাহাজারীদাল, ৮ হরদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অনেক কৃত-বিদ্যা ও গুণী ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের সহায় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্তব্যরূপ কয়েকটি উদার ব্রাহ্মধর্ম-বীজ প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমে তদনুসরণে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থও প্রচারিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ড উপনিষদখণ্ড এবং দ্বিতীয়খণ্ড অমুশাসনখণ্ড। প্রথমখণ্ডের তাৎপর্য অক্ষয় বাবু, রাজনারায়ণ বাবু এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত হয়। দ্বিতীয়খণ্ডের তাৎপর্য ৮ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্তৃক লিখিত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া গ্রন্থে স্থান পাইল।

১৭৬৯ শকের পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কানীধাম-প্রত্যা-

গত পণ্ডিতদিগের সহিত আলোচনা দ্বারা অজ্ঞান পাত্র-বাদের অযৌক্তিকতা বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা পরিহার করাইলেন। ১৮ অক্ষয়কুমার দত্ত এই বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বৎসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক বঙ্গভাষার ঋগ্বেদের অনুবাদ। কিন্তু হৃৎখের বিষয়, মোক্ষমূলর সেই সময় সভায় ঋগ্বেদ প্রকাশ করার তিনি এই অনুবাদ কার্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিকে এই সকল কার্য চলিতেছে, অপরদিকে ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে মতামত লইয়া নানা গোলযোগও উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক অবধি এইরূপ গোলযোগ চলিতে লাগিল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ যোগমগ্ন হইবার জন্ত হিমচলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থান তাঁহার বাটের লোকেরাও জানিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরেই সিপাহীবিদ্রোহ করালবদন উদ্ভূত করিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভীষণ ছায়া দেবেন্দ্রনাথের যোগ-মন্দিরেও গিয়া পৌছিয়াছিল। এই সকলের বিশেষ বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে প্রকাশিত হইবে। যাহা হউক বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হইলে ১৭৮০ শকে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের উঠী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তিনি “ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” অভিযুক্ত করিলেন।

তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর ৮ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ১৭৮১ শকে রীতিমত সভা করিয়া তত্ত্বাবোধিনী সভার পৃথক অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত করা হইল।

১৭৮৩ শকের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ ধর্মজ্ঞানপরিচালিত হইয়া দ্বিতীয় কন্ঠার বিবাহ অপোত্তলিকভাবে দিয়া অপোত্তলিক হিন্দু অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত করিলেন।

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র তারিখে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় দেবেন্দ্রনাথ “প্রাচীনচর্য্য” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখে তিনি কেশবচন্দ্রকে “ব্রাহ্মানা” উপাধিতে ভূষিত করিয়া আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তদুপলক্ষে আশীর্বাদবাচক একখানি অধিকারপত্রও প্রদান করিলেন।

এই সময়ে কেশব বাবুর সহিত দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি একটি আলৌকিক স্বর্গীয় পদার্থরূপে বিয়াজ করিত। এই স্বর্গীয় প্রীতি অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। একটা

সাধারণ সভায় প্রধানাচার্যের প্রতি উপাচার্য্য নিয়োগ প্রতীতি ধর্ম সঞ্চায়ী সকল প্রকার কার্য্যভারই অর্পিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কেশববাবু কতিপয় যুবকদিগকে লইয়া একটা দল গঠন করিয়াছিলেন। এখন, যে সকল উপাচার্য্য উপ-বীতধারী হইয়াও কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের বহু পূর্ব হইতেই যথেষ্ট উপকার করিয়া আসিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অপরাধ দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাদিগকে পূর্ববৎ উপাচার্য্য প্রতীতি পদে নিযুক্ত রাখিলেন। কেশবচন্দ্রপ্রমুখ নবোৎসাহী ব্রাহ্মগণের মত এই হইল যে উপবীতধারী কেহই আচার্য্যের কৰ্ম করিতে পারিবেন না। ইহাই হইল বিরোধের স্বরূপ। তাহার পরে নব্য ব্রাহ্মগণ এমন বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, যাহা স্মৃতি সঙ্গত নহে। এই সকল ক্রমবশত দেবেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হইয়া কেশবচন্দ্রকে সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখনই বিরোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৭৮৬ শকের পৌষমাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৭৮৭ শকে নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথের হস্তে উপবীতধারীদিগকে আচার্য্যপদ হইতে অবসৃত করিবার জন্য একটা আবেদনপত্র প্রদান করেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যে পত্র দেন, তাহাতেই তিনি উদারভাবে ব্রাহ্ম করিয়াছেন—তিনি কি উপবীতধারী, এক উপবীত-ত্যাগী কাছাকেও ত্যাগ করিতে পারেন না।

তাঁহার নিজের জীবনেও তিনি এই মত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া এক প্রকার সন্ন্যাসীর জীবন চালাইতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার উপবীত রাখা, না রাখা, উভয়ই সমান বোধ হইয়াছিল।

বিরোধের পূর্বে নব্য সম্প্রদায়, ব্রাহ্মদিগের উপবীত রাখা বিধেয় নহে, ইহা স্থির করিয়া প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথকে পথ প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিলেন। সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রনাথ সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সকল পুত্রেরই ব্রজোপবীত দেওয়াইয়াছিলেন। তিনি যদি নব্য সম্প্রদায়ের প্রেরচনার ইহা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে জন্ম হইত। কারণ, ব্রাহ্মগণসন্ধান হইয়া তাঁহার যে সকল অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহা হইতে বঞ্চিত করা নিঃসন্দেহ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত না। তবে তাঁহার নিজে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

যাহা হউক দেবেন্দ্রনাথের উদার কথা নব্য সম্প্রদায়ের কটিকর না হওয়াতে তাঁহার ১৭৮৯ শকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে যেরূপ ভালবাসিতেন, নব্য সম্প্রদায়ের নেতা কেশবচন্দ্রের এই অবিচারে তাঁহার হৃদয়ে সুইরূপ গুরুতর আঘাত পাইলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের নাম “আদি ব্রাহ্মসমাজ” রাখিয়া এবং নব্য ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন ইংরাজী মুখপত্র “ইণ্ডিয়ান মিরর” (Indian Mirror) হস্তগত করায় দেবেন্দ্রনাথ “ন্যাশনাল পেপার” (National Paper) নামক একখানি নূতন ইংরাজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃতির মধুখ্যান মগ্ন হইয়া হৃদয়ের আলা জুড়াইবার জন্য এই বৎসরের ১৮ই পৌষ তারিখে পুনরায় হিমালয় যাত্রা করিলেন। এই হিমালয়যাত্রার আংশিক বিবরণ তাঁহার নিজের কথায় তথ্যবোধিত পত্রিকাতে (১৮১৭ শকের চৈত্র মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। বলিতে গেলে, এই সময় হইতে তিনি কি সংসারের কি ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কৰ্ম হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি নিজে আর বড় একটা কিছু উৎসাহপূর্বক করিতে যাইতেন না; তবে কৰ্মচারিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া অবশ্য কাজকর্ম চালাইতেন। ইহার পর হইতে তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিতেন, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশই দেশভ্রমণে অতিবাহিত করিতেন।

১৭৯৪ শকের ৩১এ ভাদ্র দিবসে কলিকাতায় “জাতীয় সভায়” (National Society) এক অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতির কার্য্য করেন এবং রাজনারায়ণ বসু মহোদয় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা নাস্তিক এক বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির পক্ষে ইহা অনেক সহায়তা করিয়াছে। ইহার পর হইতে হিন্দু সমাজ কতকটা বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম কোন বৈদেশিক ধর্ম নহে, উহা বিষয়বিরাগী সংসারত্যাগী আধ্যাত্মিক ধর্ম।

১৮০৮ শকের ১৭ই মাঘ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ যখন চুঁচড়ায় থাকেন, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণে উপদেশপূর্ণ “উপহার” প্রদান করেন। ইহার পরেই তিনি অন্তঃস্থ হইয়া পড়েন। এমন কি, তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন।

জীবনের শেষভাগে আর একটি কার্য করিয়া তিনি 'অনেকটা নিশ্চিত হইয়াছেন'। বহুদিন পূর্বে তিনি কলিকাতার সন্নিকটে নির্জন স্থানে 'অনুসন্ধান' করিতে করিতে বীরভূম অঞ্চলের বোলপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভুবনভাঙ্গা নামক স্থিতীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটি আশ্রম নির্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন। অবশেষে ১৮৯৯ শকের ফাল্গুন মাসে সর্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি এই আশ্রম এবং তাহার ব্যয়নির্বাহোপযোগী সম্পত্তি ব্রহ্মোদ্যে উৎসর্গ করিলেন। এখন তথায় প্রতি বৎসর দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাগ্রহণ দিবসে (৭ই পৌষ) উৎসব হইয়া থাকে।

এই সকল কার্য ব্যতীত আমরা ধর্মসাহিত্য-বিভাগেও দেবেন্দ্রনাথের অনেক কার্য দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার কার্য এবং তাঁহার প্রদত্ত "ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান" বিষয়ে ইতি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ সরল ভাষায় এত গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যান বঙ্গভাষায় অতি বিরল। বঙ্গভাষায় যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সকল বক্তৃতাকারে সরল কথায় ব্যাখ্যাত হইতে পারে, এই ব্যাখ্যানের পর হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। কোন বঙ্গভাষাবিজ্ঞান পণ্ডিতের সহিত লেখকের বঙ্গভাষা বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, "একমাত্র এই ব্যাখ্যানে বঙ্গভাষার প্রাণ (Genius of the Bengali Language) পাওয়া যায়।" দেবেন্দ্রনাথের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" প্রভৃতি আরও কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তক দেখিতে পাই। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতাই তাঁহার তৃতীয় পুত্র ৬ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও তাঁহার রাশি রাশি বক্তৃতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত হইয়া অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার কয়েকখানি দার্শনিক পুস্তক আছে। পুস্তকগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতায় অঙ্গ নহে।

(১) আত্মতত্ত্ববিদ্যা।—এই পুস্তকখানি মাত্র তিনি স্বহস্তে রচনা করিয়া প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ইহাতে অবৈত মত খণ্ডন করিয়া বৈত মতের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭৬৭ শকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

(২) ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস।—পূর্বে কেশব বাবুর উদ্যোগে একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল; তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি; ইহাও তিনি আজ তিন চারি বৎসর মাত্র হইল উপদেশ স্বরূপে বলিয়াছিলেন, তাহাই লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) পরলোক ও মুক্তি; ইহাতে পরলোক ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাও গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) ভবানীপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ।

এই কয়খানি ছাড়া "প্রবচনসংগ্রহ", "স্মৃতিমালা", ও "পঞ্চবিংশতিবৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক তিনখানি পুস্তক আছে। এই বিষয়ে আর একটি কথা বলিতে চাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে এপর্যন্ত নানা সম্প্রদায়ের মতামতের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা প্রকাশিত হইলেও এপর্যন্ত একটিও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রকাশিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃত পূর্বসূচক চক্রে চক্রে রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার একখানি ধর্মবিষয়ী পত্রিকা যে ব্যক্তিগত কুৎসা না করিয়াও অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত করিতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই একমাত্র তাহার উচ্ছল প্রমাণ।

দেবেন্দ্রনাথের সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। এই বিষয় বহুপূর্বে National Guardian নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি চুঁচড়ার অবস্থিতি করিতেন। উক্ত পত্রিকার লেখক দেবেন্দ্রনাথের দৈনিক জীবন দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যুষে ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাতোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক পূর্বমুখ হইয়া সূর্যোদয় দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন হইতেন। তাহাতে আর দুই ঘণ্টা কাল এবং সময়ে সময়ে আরও অধিককাল গত হইত। তাহার পর অন্ন প্রাতঃস্নান গ্রহণপূর্বক বাটীর যে সকল বিষয় তাঁহার উপদেশ ও আদেশ অপেক্ষা করিত, তদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি বিপ্রহরে অন্ন, দ্রব্য ও ফলমাত্র আহার করিতেন। তাহার পরে পাঠে অভিনিবিষ্ট হইয়া আবার অপরায় চারিটার সময় নৌকারোহণে নদীবক্ষে দুই তিন ঘণ্টা নীরবে ধ্যান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেন। সূর্যাস্তের সময় তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হওঁ দেধিতে দেধিতে ধ্যানমগ্ন হইতেন এবং শরনের পূর্বে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনা সমাপন করিয়া শয়ন করিতেন। এখন

তিনি চক্ষে দেখিতে পান না, কর্ণে শ্রবণ করিতে পারেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয় কার্য অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এখন তাঁহার প্রধান অবলম্বন দৃষ্টি এবং অঙ্গবহন আত্ম প্রভৃতি কলা। এখন প্রাতে ধর্মসম্বন্ধীয় কথা এবং বৈকালে দুইটার পর সংসারের কথা শ্রবণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথের স্বত্বশক্তি অসাধারণ। একদিকে গীতা উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র, অপরদিকে হাফেজ তাঁহার কবিত্ব। সকাল বেলা প্রায় তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা হাফেজের উক্তি সকল আপনায় মনে পাঠ করিয়া অপর আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। একদিকে দেবেন্দ্রনাথ যেমন ধর্মের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তেমনি সংসারের পথে জমিদারী প্রভৃতি কার্যও সমিতি সুন্দররূপে বুঝেন। তিনি নিজে যখন সংসার দেখিতেন, কি খুঁটী, কি জমিদারীর সকল কর্মচারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তখন রীমরাজ্যের কাল ছিল। আমরা অনিয়াছি যে তিনি নৌকারোহণে যখন জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃশাসনে তথাকার প্রজারা এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা তাঁহার নৌকা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইয়া ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু বিষয়-মুগ্ধ হন নাই, তাই তিনি এই সকল আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়া গেলেন।

সংসারে থাকিয়াও যে দেবেন্দ্রনাথ বিষয়মুগ্ধ হন নাই, তাই বিদ্যাবান ভবিষ্যৎ বংশের নিকট চিরোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখা থাকিবে। যখন তাঁহার পিতা ষারকানাথ ঠাকুর মলাতে পরলোক গমন করেন, তখন তাঁহার দেনাদারেরা তাহাদিগের দেনার কথা বড় বেশী কিছু বলিল না; কিন্তু তাহাদিগের পাছে তাহাদিগের টাকা না প্রাপ্ত হয়, এই বিরা বড়ই গোলযোগ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের ওনা সম্বন্ধে বিশেষ দলিলপত্র কিছু ছিল না, তবে দেবেন্দ্রনাথ তাহার কতকগুলি আনিতেন। অনেক তাহাকে সেই সকল পাওনার কথা আদালতে অস্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহাও অস্বীকার; কিন্তু পিতার ঋণ একটা পরমা থাকিতেও অস্বীকার করিব না। ষারকানাথ ঠাকুরের সুবৃহৎ সম্পত্তি হইতে দেবেন্দ্রনাথ সুবিপুল পুঁজিগ্রন্থ গুরিশোধ করিয়া তাঁহার বর্তমান সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ষারকানাথ ঠাকুর ডিক্টেচারিটেবল সোসাইটিতে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিবার পূর্বেই পরলোকগত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল সেই

টাকা পুরিশোধ করিয়াছেন। "তনিয়াছি, ষারকানাথ ঠাকুরের ঋণ পুরিশোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে বিলাস বিসর্জন দিয়া বিলম্বণ কঠোরতা সহ করিতে হইয়াছিল। ইহার সর্বশুদ্ধ আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা। তন্মধ্যে দুইপুত্র ও এক কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রমুনীশ্বর, কল্পগলীরগছের একজন গ্রন্থকার। সম্ভ্রান্তলকের শিষ্য। ইহার ভোলা ও খেতনামা দুই সহোদরের অহুরোধে ইনি প্রমোত্তররত্নমালাবৃত্তি রচনা করেন।

দেবেন্দ্রসিংহ, অক্ষয়গছের একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য। অজিতসিংহ হুরির শিষ্য ও ধর্মপ্রভের গুরু। মেরুত্বের ষটপদি অনুসারে ইহার ১২৯৯ সম্বতে জন্ম, ১৩০৬ সম্বতে দীক্ষা হয়, ১৩২০ সম্বতে হুরিপদ, ১৩৩৯ সম্বতে গচ্ছেশ্বর হন এবং ১৩৭১ সম্বতে প্রহ্লাদানপুরে মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রসূরি, ১ একজন বিখ্যাত জৈনাচার্য। অক্ষয়গছের শিষ্য ও বিজ্ঞানেশ্বরের গুরু। ইনি কর্মবিপাক, কর্মসুত্র, বন্ধনামিত্ত, বড়শীতিক, শতক ও সপ্ততিক নামে প্রাকৃত ভাষায় ছয়খানি কর্মগ্রন্থ এবং উহার প্রথম পাঁচখানির টীকা, শ্রীকদিনকৃত্য ও শ্রাবকদিনকৃত্যের মূল ও টীকা রচনা করেন। তিনি সপ্ততিকার শেষে লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থ চন্দ্রমহন্তের রচিত, কিন্তু তিনি কেবল ১৯টী গাথা ইহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন।

২ ইনি তপাগছের একজন পট্টাচার্য ছিলেন। পট্টাবলী দৃষ্টে জানা যায়, ইহার সতীর্থ বিজয়চন্দ্র বস্ত্রপুণ্ডের—“লেখ্য-কর্মকুং মন্ত্রী” ছিলেন। দেবেন্দ্রসূরির এই কথখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—শ্রীকদিনকৃত্যসুত্রবৃত্তি, নবকর্মগ্রন্থপঞ্চকসুত্রবৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, ত্রিভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণভববর্দ্ধমান প্রভৃতি স্তব। মালবে ১৩২৭ সম্বতে দেবেন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার শিষ্য নিত্যানন্দ হুরিপদ প্রাপ্ত হন।

৩ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের শকাব্দাশাসনের লঘুভাস্যবৃত্তি রচনা করেন।

দেবেন্দ্রপ্রশম, পুরস্চরণচন্দ্রিকারচরিতা, ইহার গুরুর নাম বিবুধেন্দ্রপ্রশম।

দেবেশ (পুং) দেবানাং ঈশঃ ৬তৎ। দেবনিয়ন্তা, পরমেশ্বর, মহাদেব। “তগবাংচাপি দেবেশো যত্র দেবী চ কীর্ত্যতে।”

২ বিষ্ণু। জিরাং জীর্ঘী দেবেশী, দুর্গা।

“দেবেশি ভক্তিসুহৃতে পরিকরসমম্বিতে।”

যাবদ্বাং পূজয়িষ্যামি তাবদ্বাং সুহিরা ভব ॥” (ভক্তসার)

দেবেশতীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

দেবেশায় (পুং) দেবে অধিষ্ঠাতৃত্বা শেতে দী-অচ্, অসুক

সমাসঃ। দেবতাবিবয়ে ক্রিষ্টাভূত তদ্বারা ব্যবহানকারী, পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

দেবেশ্বর (পুং) দেবানাং ঈশ্বরঃ। ১ মহাদেব। ২ এক প্রাচীন কবি। ইনি গোবিন্দরাজ, ভোজ প্রভৃতির নামো-
ল্লেখ করিয়াছেন। ৩ গঙ্গাষ্টকপ্রণেতা। ৪ কবিকল্পলতা-
রচয়িতা, ইনি বাগ্ভটের পুত্র।

দেবেষ্ট (ত্রি) দেবানাং ইষ্টঃ। ১ দেবতাদিগের অভিলষিত।
(পুং) ২ মহাদেব। ৩ গুণগুণু।

দেবোত্তর, (দেব-উত্তর)। দেবতার জন্ত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত
দেবতার নিত্য সেবা উৎসবাদি, মন্দির ও পূজকাদির
ব্যয় নির্দ্ব্যর্থক প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রদত্ত (ভূসম্পত্তি বা ধন
রত্নাদি)। এই শব্দ বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হয়। দেবতার
ব্যয় নির্দ্ব্যর্থক ভূসম্পত্তি বা ধন রত্নাদি ব্যতীত দেবপ্রতিমার
সজ্জাদি, তৈলসাদি বা অলঙ্কারাদিও দেবোত্তর হইয়া
থাকে।

বাঙ্গালা দেশে এই দেবোত্তর ভূসম্পত্তির পরিমাণ বড়
বেশী। পশ্চিমোত্তর ভারতের দেবমন্দিরাদির সংখ্যা বেশী
বটে, কিন্তু সে সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতারা ভূসম্পত্তি
অপেক্ষা নগদ অর্থই বেশী দান করিয়া গিয়াছেন।
দেবমন্দিরের আয় হইতে সময়ে সময়ে দেবতার নামে
জমিদারী খরিদ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে জমীদারী
দেবোত্তর বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল
জমীদারীকেও দেবসম্পত্তি বলিয়া লোকে প্রায় দেবোত্তর
সম্পত্তির মত বোধ করে।

প্রতিষ্ঠাতার দান নহিলে যে দেবোত্তর হইবে না এক্ষণে
নহে, যে কেহ যে কোন প্রতিষ্ঠিত দেবতার বা প্রাচীন
দেবালয়ের উদ্দেশে দান করিলেই, তাহা দেবোত্তর বলিয়া
গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্বে এইরূপে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির কোন কর রাজসর-
কারে দিতে হইত না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী
বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইলে, তাঁহারাও
এই সকল জমীর করশুলতা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু
তাঁহাদের দেওয়ানী গ্রহণের পর আর কেহ এক্ষণে ভূসম্পত্তি
দান করিয়া তাহার কর রেহাই পান নাই। ধার্মিক হিন্দু
জমীদার বা ধনীরা দেবতা, দেবমন্দির ও মঠাদি প্রতিষ্ঠার
সময় আজও ভূসম্পত্তি দেবোত্তররূপে দান করিয়া থাকেন
বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজের নিকট হইতে তাহার কর
রেহাই পান না। তবে তাঁহারা নিজে ঐ সকল ভূমির
প্রজাদের নিকট হইতে যে কর পাইতেন বা অন্য আর

করিতেন, সে সমস্ত নিজের নাম লইয়া যে দেবমন্দিরের
উদ্দেশে সেই ভূমি দান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রদান করেন।

সকল দেবোত্তরসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সকল সময়ে দাতা
স্বহস্তে রাখেন না। দাতা নিজ বংশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত বা
প্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে যে সকল সম্পত্তি দান করেন,
প্রায় তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ দাতাই করিয়া থাকেন। আর
যেখানে কোন সাধারণ দেবমন্দিরের বা অপর কাহারও
প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে দান করা হয়, সে স্থলে দাতাকে
সম্পত্তির কোন ভারই লইতে হয় না।

যে সমস্ত আন্বামিক দেবমন্দিরে অর্থাৎ যে সমস্ত
দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-বংশের কোন সংশ্রব নাই বা
প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে নাই, সেই সকল দেবমন্দিরের পূজক,
সেবাইত বা মহাস্তোত্রাই দেবোত্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।
অনেক স্থলে মহাস্তোত্রাই নিম্নস্থ বিষয়বিরত সন্ন্যাসী শ্রেণী-
ভুক্ত হইলেও দেবমন্দিরের বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ
করিতে করিতে এক্ষণে বিষয়াসক্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের
আচার ব্যবহারে অনেক বিষয়ী গৃহী জমীদারকে লজ্জা
পাইতে হয়। এইরূপ অনাচারী মহাস্তোত্রাই দেবোত্তরের
আয় হইতে আপনাদেব ভোগ-বিলাসের ব্যয় চালাইয়া
থাকেন। মহাস্তোত্রাই এই দুর্ব্যবহারের দমনার্থ কোন
সামাজিক বিধি বর্তমান হিন্দু সমাজেই নাই।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ২৪ পরগণা, যশোর, বর্ধমান,
বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, নোয়াখালী, জিপুরা, মালদহ,
রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, ছোট নাগপুরের মধ্যে সিংহভূম,
বেহারের মধ্যে কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে সরকারী নিকর
দেবোত্তর ভূমি আছে। অতীত জেলার সরকারী নিকর জমী
প্রায় নাই বলিলেই হয়।

উপনিষদের সময়ে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে
‘দেবত্বে’ বলিত। [দেবত্বে দেখ।]

দেবোদ্যান (স্ত্রী) দেবানাং উদ্যানঃ। দেবতাদিগের উদ্যান,
নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজ ও সর্বতোভদ্র এই চারিটা প্রসিদ্ধ
দেবোদ্যান। ত্রিকাংশে বৈভ্রাজ, মিশ্রক, সিদ্ধকাম ও
চৈত্ররথ এই চারিটা উদ্যানের উল্লেখ আছে।

দেবৌকস্ (স্ত্রী) দেবানাং ওকঃ ৬তৎ। দেবস্থান, জন্মের।
“রাক্ষসালয়দেবৌকঃ শৈলশোর্মধ্যস্থঃ।

রোহিতকমবস্তী চ তথা সন্নিহিতঃ সরঃ।” (‘হৃদ্যসি’);

দেব্যা (স্ত্রী) দেবতা ভাবঃ স্ত্রী বৈদে বাহুল্যার্থে ন বৃদ্ধিঃ।
দেবতা। “মহত্ত্বো দেবাত্ত প্রবাচনং” (শব্দ ৪৩৩১)

‘দেবাত্ত দেবত্ব প্রবাচনং’ (সাধন)।

দেবোপনিষৎ (তৃতী) উপনিষদভেদ।

দেশ (পুং) দিশতি দিশ-অচ্। ভূগোলান্তর্গত বিভাগভেদ, জনপদ। জনপদ সমুদায়, জনপদৈক দেশ, সজলনির্জলস্থান মাত্র, ইহা তিন প্রকার জল, অনুপ, সাধারণ। পর্যায়—জনপদ, নীলুং, বিষয়, উপবর্তন, প্রদেশ, রাষ্ট্র। (শব্দরত্ন) দেশের বিষয় বর্ণন করিতে হইলে এই সকল বিষয় বর্ণন করিতে হয়,—রত্ন, খনি, ভ্রব্য, পণ্য, ধাতু, করোডব, দুর্গ, গ্রাম, জ্ঞানার্থিক, নদীমাতৃকাপি, লতা, বৃক্ষ, সরোবর, পশুপুষ্টি, ক্ষেত্র, অরবট, কেদার, প্রামেরীমুখ ও বিভ্রম। (কবিকল্পলতা) ২ রাগবিশেষ, শাক্তদেবের মতে ঋ বর্জিত, মতান্তরে সম্পূর্ণ, ইহার গ্রহ অংশ জ্ঞাস গাঙ্কার। মতান্তরে ষড়জগ্রহ, স্বরগ্রাম—“গ ম প ধ নি স গ ::”

অথবা—

“গ ম প ধ নি স ঋ গ ::”

অথবা—

“স গ ম প ধ নি স ::”

মুষ্টি—“আক্ষোণটাবিকৃতরোমহর্ষঃ

নিম্বকুলীলোহি বিশালবাহঃ।

প্রাণ্ড প্রচণ্ডদ্রুতিহেমগৌরঃ

দেশাখ্যারাগঃ স হি মল্লারাগঃ ॥” (সঙ্গীতরত্ন)

দেশাক (ত্রি) দিশতীতি দিশ-এল্। শাস্তা, উপদেষ্টা।

“তথোদ্যোগ্যপ্রবৃত্ত্যন্ত সম্মার্গদেশকঃ।

সক্ মেহতিথয়ঃ স্রাঘা বিত্তদানে তথাক্ষয়ে ॥” (মার্কপুং ১৯।১৭)

দেশকার, সম্পূর্ণ জাতীয় রাগ।

স্বরগ্রাম—“স ঋ গ ম প ধ নি স ::”

অথবা—

“ধ নি স ঋ গ ম প ::” (সঙ্গীতরত্ন)

দেশকারী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। হনুমন্তে মেঘরাগের

ভাষ্য। ইহা সম্পূর্ণজাতি গ্রহাংশজ্ঞাস ষড়জ। যথা—

“স ঋ গ ম প ধ নি স ::”

এই রাগিণী গানের সময় বর্ষা ঋতু, নিশান্তকাল। মতান্তরে গান সময় প্রাতঃকাল। (সঙ্গীতদর্পণ)

“ভর্তাসমং কেলিকলারসজা সর্বাদপূর্ণা কমলায়তাকী।

পীমণ্ডনীরুস্তমঃ স্কন্ধী সম্পূর্ণচন্দ্রাননদেশকারী ॥” (হনুমান)

অন্তর্ভলে—

“সাক্ষিঃ সখীভির্বিজনে বৃন্দা বিচিত্রবন্ধুজনবন্ধুতানি।

নিরীক্ষ্যমাণমলদর্পণেন সা দেশকারী কথিতা রসজ্ঞৈঃ ॥”

(নারদসংহিতা)

নারদসংহিতায় ইহা হিন্দোল পত্নী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (সঙ্গীতরত্ন)

দেশজ (ত্রি) দেশ-জন-ড। দেশজাত, দেশীয়।

দেশধর্ম (পুং) দেশায়রূপঃ ধর্মঃ। দেশোচিত ধর্ম। যে দেশে যেরূপ আচার প্রচলিত থাকে, তাহা সেই দেশের ধর্ম। দেশধর্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, কিন্তু দেশচাের সহিত যদি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রের মতগ্রহণ করা উচিত; কিন্তু যে স্থলে দেশধর্ম প্রতিপালন করিলে ধর্মশাস্ত্রের কোন নিয়ম লঙ্ঘন হয় না, তাহা হইলে দেশচার প্রতিপালন করাই অবশ্য কর্তব্য।

“দেশধর্মান্ জাতিধর্মান্ কুলধর্মান্চ শাষতান্।

পাণ্ডুগণধর্মান্চ শাস্ত্রেহশ্বিন্দুজবান্ মহুঃ ॥” (মহু)

দেশনা (স্ত্রী) দিশ-গিচ্ যচ্ টাপ্। নিয়োগ বিধি প্রভৃতি।

“একোদ্ধিষ্টাদিবৃদ্ধ্যাদৌ ভ্রাসবৃদ্ধ্যাদৌ দেশনা ॥” (তিথিতত্ত্ব)

দেশনির্গম (পুং) দেশস্ত নির্গমঃ। দেশ নিক্রমণ।

দেশপরিচ্ছিন্ন (ত্রি) দেশেন পরিচ্ছিন্নঃ ততৎ। অধিকর-নৈকবর্তী, সর্বব্যাপী।

দেশপালী, রাগিণী বিশেষ, দেশকারীর অপর নাম।

দেশভাষা (স্ত্রী) দেশীয় ভাষা, দেশপ্রচলিত ভাষা, মাতৃ-ভাষা। যে দেশের যেরূপ ভাষা, তাহাকে সেখানকার দেশভাষা কহে।

দেশমল্লার, সম্পূর্ণজাতীয় রাগবিশেষ। [দেশ দেখ।]

দেশরাজচরিত (স্ত্রী) গজপত্তময়ায়ক চম্পুভেদ, সাহিত্য-দর্পণে এই পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেশরূপ (স্ত্রী) দিশ-কর্ম্মণি যচ্ দেশস্ত দিশুমানস্ত উচিত্তস্ত রূপং। উচিত, সমুচ্চয়।

“লঘুনা দেশরূপেণ গ্রহযোগেন ভারত ॥” (ভারত ১২।১০৭।৫)

দেশা, একজন গন্ধর্ব্ব। ইনি সোমেশ্বরের নিকট সুদীপ্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। (সঙ্গীতরত্ন)

দেশস্থ (ত্রি) দেশ-স্থ-ড। ১ দেশে অবস্থিত, যে দেশে থাকে। (পুং) ২ বোম্বাই প্রদেশের একজাতি ব্রাহ্মণ-দিগকে দেশস্থ বলে। দেশস্থ নাম কেন হইল, নির্ণয় করা সুকঠিন। হয়ত, এই দেশে জাত বলিয়া অথবা পর্তুগীসী ব্রাহ্মণগণ হইতে সমতল ভূমিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে প্রভেদ করিবার জন্য তাহাদিগের দেশস্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। আন্দনগর ও পুণা জেলায় দেশস্থ ব্রাহ্মণ দুইভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয়। এখানে যজুর্বেদীয়দিগের মাধ্যম্নিন ও কায় এই দুই শাখা। ঋগ্বেদে মাধ্যম্নিন শাখাই অধিক দৃষ্ট হয়। নীচজাতিকে ইহার সম্পর্ক করেনা, গৃহেও প্রবেশ করিতে দেয় না। সকলেই সিদ্ধি পান করিয়া থাকে। কিন্তু অল্প কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না।

ইহারা বড়ই অলস ও পরিশ্রমকাতর। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা বৈদিক, কেহ বা পৌরাণিক, কেহ বা গৃহস্থ। এই গৃহস্থস্বামীরা নানাক্রম কার্য করিয়া থাকে। জমিদারী, মহাজনী, সরকারী, গোরোহিত্য প্রভৃতি সকল কার্যেই ইহাদিগের অধিকার আছে। ঋগ্বেদীয় দেশস্থ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আত্মিক করে। যজুর্বেদীয় দেশস্থ মধ্যাহ্নে আত্মিক করে এই কারণেই ইহাদিগের অপর নাম মাধ্যম্নিন। দেশস্থেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত অত্রান্ত ব্রাহ্মণ ইহাদিগের অপেক্ষা সামাজিক প্রাধান্য নিকট। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা অদৈববাদী স্মার্ত এবং কেহ বা দৈববাদী ভাগবত। ইহারা সমস্ত দেবদেবীর পূজা করে ও ব্রতউপবাসাদিও করিয়া থাকে। আলন্দি, আলাহাবাদ, কাশী, গয়া, জেজুরি, নাসিক, পণ্ডরপুর, রামেশ্বর ও তুলজাপুর ইহাদিগের পবিত্র তীর্থ। জীলোকেরাই গৃহকার্য করিয়া থাকে। বাঙ্গালী জীলোকের মত ইহাদিগকে অস্থায়ীপুত্র হইয়া জীবনধারণ করিতে হয় না, ইহারা অনেকটা স্বাধীন। সন্তান জন্মিলে জননীকে দশ দিন অশোচ গ্রহণ করিতে হয়। কস্তাদিগকে বয়স হইবার পূর্বে বিবাহিত করা হয়। বিংশ বা পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক হইবার পূর্বে পুত্রের বিবাহ দেওয়া হয়। মৃতের অগ্নিসংস্কার করা হয়, বিধবা বিবাহ নাই, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাকে মৃত্তিকামস্তক হইতে হয়। সামাজিক গোলাবগে শাস্ত্রের শঙ্করাচার্যের অনুমতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তদবহেলায় জাতিচ্যুতি হইয়া থাকে। পূর্বে তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, এখন সামাজিক ব্যবহারে তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয় দেশস্থ পরম্পরের সহিত পানভোজনাদি করিয়া থাকে খেটে, কিন্তু পরম্পরের মধ্যে বিবাহ করিবার নিয়ম নাই। স্বগোত্রো বিবাহ নিষেধ আছে। এখন দেশস্থ বালকগণ ইংরাজী স্কুলে ইংরাজীশিক্ষার উন্নতি করিতেছে।

সাতারায় দেশস্থ ব্রাহ্মণের আর্থর্ক নামে আর এক শাখা আছে। তাহাদের অধিকাংশই জেলার পূর্বাংশে বাস করে। এখানকার বিবাহিতা জীলোকেরা ভাস্কর্য্যে ও ভোজ্যে গলায় হরিদ্রাবর্ণ সূত্র ধারণ করে। বাঙ্গালী জীলোকের স্তায় ইহাদিগের 'জলসওয়া'র মত একটা প্রথা আছে।

শোলাপুরের দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা অতি অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন। আক্ষদনগরের দেশস্থেরা গৃহপাল্য সকল জন্তাই পালন করে, কিন্তু শোলাপুরের দেশস্থগণ একটা পানী পর্যন্তও পোষে না। ইহাদিগের মধ্যে শাক্ত আছে। তাহারা ব্যতীত আর কেহই মধ্যপান করে না। পুষ্করের দাড়ি গোপ রাখে

না, খোপা বাধিয়া থাকে। জীলোকেরা পরচুল ব্যবহার করে। ইহাদিগের গৃহদেবতাদিগের নাম করমা, বলম্ব প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদিগকে আবিড়ী দেবতা বলিয়া মনে হয়।

বেলগাঁর দেশস্থদিগের মধ্যে আগন্তব্য নামে আর এক শাখা দেখা যায়। ভাগিনেয়ের সহিত কস্তার বিবাহ দেওয়া ইহাদিগের মধ্যে গৌরবের বিষয়; কোন কোন স্থলে মাতুল ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়া থাকে। কাশাখার দেশস্থগণ পূর্বে হীন বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন তাহারা সমাজে উন্নত হইয়াছে। মাধ্যম্নিনেরা ভাগিনেয়ের সহিত কস্তার বিবাহ দেয় না। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ও শুক্লযজুর্বেদীয় পরম্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই।

বিজাপুরের দেশস্থ ব্রাহ্মণ স্মার্ত, বৈষ্ণব ও সওয়াশ এই তিন ভাগে বিভক্ত। স্মার্ত ও বৈষ্ণব দেশস্থ একত্র পানভোজনাদি করিয়া থাকে, পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদানাদিও চলে, কিন্তু বৈষ্ণবদেশস্থ স্মার্ত দেশস্থকে কস্তা দান করিবে না। সওয়াশ দেশস্থ বৈষ্ণব ও স্মার্ত দেশস্থের পাক করা দ্রব্য ভোজন করে, কিন্তু স্মার্ত বা বৈষ্ণবদেশস্থ সওয়াশ দেশস্থের পাচিত দ্রব্য ভোজন করে না। সওয়াশ দেশস্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে এক ব্রাহ্মণ বাগান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক হাড়ী করলা পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে এই হাড়ি স্বর্ণপূর্ণ ছিল, তাহার দ্রবদ্রব্যে তাহা করলার পরিণত হইয়াছে। যদি কাহারও মৃদুভূতি করলা পুনরায় স্বর্ণ হয়, এই আশায় তিনি সেই করলা দ্বার-সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিলেন। এক মুচি তাহার কস্তাকে সঙ্গে করিয়া যোগে দিয়া যাইতে ছিল। মুচিকস্তার দৃষ্টিতে করলা স্বর্ণে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ সেই মুচির কস্তাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হইলেন। তখন তিনি ১২৫ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত একটা বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার ১২৫ জন বন্ধুকে গোপনে আহ্বারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রত্যেকেই এক এক ঘরে বসিয়া আহার করিলেন, তিনি একাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন বুঝিলেন। আহ্বারের পর মুখপ্রক্ষালনের সময়ই ১২৫ জনে সাক্ষাৎ হইল। সকলে ঘটনা বুঝিলেন। এক সঙ্গে সন্ধলেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া এই সওয়াশ নামক নতুন বিভাগের সৃষ্টি করিলেন।

পূর্বে যে সকল তীর্থস্থানের কথা লিখিত হইয়াছে সকলেই সেই সকল তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে। এতদতির বাদামি, গোবর্ধ ও জীলৈল, স্মার্তদিগের এবং দ্বারকা, মথুরা, পণ্ডর-পুর ও ব্যকটগিরি বৈষ্ণবদিগের প্রিয় তীর্থস্থান।

হিন্দু দশবিধ সংস্কারের মধ্যে ইহার ষাটটি মানিয়া থাকে। দশ ও একাদশ বর্ষের মধ্যে পুত্রদিগের উপনয়ন সংস্কার হইয়া যায়। ইহাদের অন্যান্যোচ একাদশদিনে ও সূতাসৌচ দ্বয়োদশ দিনে সম্পন্ন হয়।

ধারবারে বৈষ্ণব দেশহুদিগের অস্ত্র নাম মাধব। এ জেলার দেশহুদিগের গ্রামে ও নগরে বাস করে, পল্লীমাধ্যে ইহাদিগকে কোন দিনই বাস করিতে দেখা যায় না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হনুমান মধ্বাচার্য্য নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মঙ্গলুরের উদ্বিপি (উড়ঙ্গী) নগরে, মধ্যভলে ও স্তম্ভক্ষেত্রে এই তিন স্থানে মঠ বা মন্দির নির্মাণ করেন এবং সন্ন্যাসীদিগকে স্বামী নাম দিয়া প্রত্যেক মঠের কর্তৃত্ব নিযুক্ত করেন। এক উদ্বিপিনগরে স্ত্রীটি মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি দ্বিতীয় বৎসরে স্থায়ের মকররশ্মিতে প্রবেশের সময় এই আটটি মঠের এক একজন পর্য্যায়ক্রমে উড়ঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনার নিযুক্ত হইত। মধ্বাচার্য্যের আরও কয়টি নাম ছিল, যথা শ্রীমদাচার্য্য, পূর্ববোধ, সর্বজ্ঞাচার্য্য। তিনি সশিষ্যে ভারত ভ্রমণ করিয়া অগস্ত্যরূপ আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহার রচিত ৩৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক এখনও বর্তমান আছে। অশীতি বৎসর ধর্ম্মকার্য্য পরিচালনা করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য পদ্মনাভতীর্থের উপর সমস্ত ভার দিয়া মাঝী গুরুনবমীতে বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন। লোকের বিশ্বাস, তিনি এখনও তথার জীবিত অবস্থায় আছেন। পদ্মনাভ লোকান্তরগত হইলে পর নরহরি তীর্থ স্বামীপদে অভিষিক্ত হন। স্বামীদিগের কবর হয়। প্রতি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু বা অহুচরবর্গ তাঁহার নামে এক একটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশটা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ৩৫ জন স্বামীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা নাই। কেবল সত্যবোধ, রাজেন্দ্রতীর্থ ও বলভেন্দ্র সম্প্রদায়েরাই পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দিয়া থাকেন। সুগোত্রের বিবাহবিধি নাই। ইহারা একাদশী করিয়া থাকেন, পান খান, ধূমপান করেন। অস্ত্র কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না। শিখা খন, দাড়ী রাখেন না। স্ত্রীপুরুষে ইহারা নানা রকমের কাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীলোকেরা সাবিজী-করেন। গণেশচতুর্দশী, দশহরা, দেওয়ালী, বলিপর্ল, রসক্রান্তি, মহাশিবরাত্রি প্রভৃতি সমারোহে অংশীভূত। উপবাসই ধর্ম্মের অঙ্গ। পর্লদিনে ও ত্র্যতদিনে তাঁহারাই উপবাস করেন। বিধবা ও কন্দুত ব্রাহ্মণেরা পারহ

একাহারী। তিকপতির বেকটরমণ, অহোবলের নরসিংহ, উদ্বিপীর কৃষ্ণ, কাকির বরদাঙ্গা, কালহস্তীর কালহস্তেশ্বর, রামেশ্বরের শ্রীরাম, শ্রীরঙ্গের রঙ্গনাথ, তুলঙ্গাপুরের অদ্বা-তবানী, গোবর্ধনের মহাবলেশ্বর, কোলাপুরের মহালক্ষ্মী প্রভৃতি অনেক স্থানই এই দেশহুদিগের পবিত্র তীর্থ। ইহাদিগের বোড়শ সংস্কার আছে। সম্ভান জন্মিলে দশদিন অশৌচ হয়।

অষ্টমবর্ষে পুত্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। অস্ত্রান্ত্র দেশহুদিগের বিবাহে যে প্রথা, ইহাদিগেরও সেই প্রথা আছে। বঙ্গদেশে যেমন সচরাচর বরের পার্শ্বে ঘুরাণ হয়, এদেশে তেমনি চাউলের সাতখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া কনেকে তাহার উপর সাতপাক ঘুরায়, ইহাকে সপ্তপদী বলে, ইহা হইলেই বিবাহ সমাপ্ত হয়। অস্ত্রান্ত্র দেশীদিগের ব্যবহারে জীলোক প্রথম রজোদর্শন করিলে সপ্তদশ দিনে দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়, কিন্তু মাধবদিগের প্রথা অস্ত্ররূপ, ৫ম দিবসেই তাহাদের গুরুত্ব হয় এবং সে উৎসবের নাম ফলশোভন। সন্ন্যাসী ভিন্ন অস্ত্র সকলকেই দাহ করা হয়। সকলে একাদশ দিবস সূতাসৌচ পালন করে। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, যতক্ষণ মৃতদেহ স্থানান্তর করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেইস্থান বা সেই গ্রামীর ব্রাহ্মণেরা অলপান করিতে পারে না। ইহাদিগকেও রীতিমত শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে এক দিন মন্দির অশৌচ পালন করিতে হয়। অন্যান্য দেশের রমণীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বৈষ্ণবদেশের রমণীদিগের সেরূপ নাই। বিশেষতঃ যুবতী রমণীগণের আহুতা বা স্বয়মগতা রমণীগণের সহিতও কথা কহিবার প্রথা নাই।

সামাজিক গোলাযোগ সম্প্রদায় মধ্যেই নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বেশী গোলাযোগ হইলে তাকার স্বামীর (মঠের প্রধান পুরোহিত) নিকট উপস্থিত হয়। স্বামী দোষীকে অর্থদণ্ড করেন। কখনও বা দোষী সমাজচ্যুত হয়। কিন্তু অর্থদণ্ড প্রদান করিলে সে পুনরায় সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। গত কএক বৎসরে ইংরাজী শিক্ষার ফলে লোকে অনেক সামাজিক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে। এখনকার স্ত্রী ভাগবতেরা অন্যান্য জেলার ভাগবতদিগের মত আচার ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেশহু ব্রাহ্মণেরা আরই একরূপ আচার করিয়া থাকেন। তবে যে দেশে যেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহা জেলা ধরিত্রী লিখিত হইয়াছে। মুসলমান সম্পর্কে তাহাদের আচারের বিকৃতি ঘটে নাই। অন্যতর, উপনয়ন, বিবাহ, সূতাসৌচ, সকলই এদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোন সম্ভ্রাময়ভুক্ত, তাহা তাহাদের ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি রেখা দৃষ্টি করিলে জানা যায়। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই গবর্মেন্টের চাকরি স্বীকার করেন অথবা দেশে খাজাকী বা মুহুরিগিরি করেন। যজুর্বেদীরা গবর্মেন্টের চাকরি করা অপেক্ষা ব্যবসা অধিক ভালবাসেন।

মুসলমানের আমলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হিসাবপত্র রাখা সম্বন্ধে এতদূর চাতুর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সে কাৰ্য্যে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণই নিযুক্ত হইতেন ও পারসীভাষার পরিবর্তে তাহাদের ভাষাতেই হিসাবের খরচ রাখা হইত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সকল জাতি অপেক্ষা দেশস্থ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক।

দেশাকা (স্ট্রী) রাগিনী বিশেষ। স্বরগ্রাম—“গম পধ নি সঃ” ইহা ঋষভবর্জিত। (সঙ্গীতরত্ন)

দেশার্থী (স্ট্রী) রাগিনী বিশেষ। বোধ হয় ইহাই এখন দেশাক নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। হনুমন্তে, হিন্দোল রাগের দ্বিতীয় রাগিনী। ইহার জাতি বাড়ব, গান্ধার স্বর, গান সময় বসন্ত ঋতু ও পূর্বাঙ্কুর। ইহার মূন্দর রূপ, বদন-চক্রের ছায়, ক্রোধনম্বভাব, সর্কদা কলহপ্রিয়, মল্লের ছায় বাহ ও বক্ষঃস্থলে ধূলিযুক্ত। কলিনাথ মতে বসন্তরাগের ভাষা। সঙ্গীতদর্পণের মতে, ইহার জাতি সম্পূর্ণ।

দেশান্তর (স্ট্রী) অত্যাশ্চর্য্য: ময়ূরবংসকাদিবংসমার্গঃ। ১ দেশভেদ, স্থিতিতে দেশান্তরের বিষয় এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

“বার্তা যত্র বিভিন্দ্যস্তে গিরিবা ব্যবধায়কঃ।

মহানন্তরং যত্র তদেদেশান্তরমুচ্যতে ॥

দেশনামনদীভেদাদিকটোহপি ভবেৎ যদি।

ততু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বরমেব, স্বয়ম্ভুবা ॥

দশরাত্রেণ বা বার্তা ন শ্রয়তেহথবা পুনঃ।” (বৃহস্পতি)

যেখানে বাক্য পরস্পর বিভিন্ন, অর্থাৎ স্বরের তারতম্য লক্ষিত হয়, অথবা গিরি ব্যবধান থাকে এবং যেখানে বৃহৎ নদী ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। দেশ এবং নদী ভেদ হইলে তাহা যদি নিকটেও হয়, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা যেখানে বার্তা দশ দিনে না যায়, তাহাও দেশান্তর বাচ্য।

“দেশান্তরং বদন্ত্যে বস্তুযোজনমায়তং।

চত্বারিংশদবদন্ত্যে ক্রিঃশুদ্ধে তথৈব চ ॥” (বৃহস্পতি)

কেহ কেহ বলেন ৬০ যোজন দূর হইলে দেশান্তর হয়,

এবং কাহারও মতে ৩০ বা ৪০ যোজন দেশান্তর।

২ সুমেরু ও লঙ্কার মধ্যরেখা স্বরূপ দেশ ও স্বদেশের অন্তর যোজন।

সুমেরু ও লঙ্কার মধ্যরেখা জমির উপর দিয়া উত্তর

দক্ষিণে বিস্তীর্ণ যে একটা রেখা কলিঙ্গ হইয়াছে, তাহাকে মধ্যরেখা কহে। ঐ রেখা হইতে স্বীয় দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে দশ দিরা পূরণ করিয়া তেজ দ্বারা ভাগ দিলে যাহা লক্ষ হইবে, তাহা পল, ‘ঐ পল যদি বাইটের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দশ করিয়া মধ্যরেখার পূর্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমদিকে হীন করিতে হইবে। এই কলিকাতা দেশ মধ্যরেখার ২০০ পল যোজন পূর্বে আছে, অতএব এ দেশে দেশান্তর ২০০ ও ৩৪ পল হইবে। ইহা বিশ্ববসংক্রান্তির বার ঐবে যোগ করিতে হইবে। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

দেশাবল (দেশোয়াল) বোম্বাই প্রদেশবাসী নায়ছদিগের মত এক প্রকার নীচ জাতি। ইহারা কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গলুর হইতে বেলগাঁয় আসিয়া বাস করে। তেলগু তাহাদের ভাষা। তাহারা গোন্ধ, ছাগল, কুকুর, মুরগী প্রভৃতি পুখিয়া থাকে। সাধারণতঃ তাহারা চাউল, যব প্রভৃতিই আহার করে, মাংস ও খাইয়া থাকে। প্রতি দিন মাংসাহার তাহাদের নিয়ম বহির্ভূত। তাহারা অধিক পরিমাণে মত্তপান করিয়া থাকে। সিদ্ধি, গাঁজা প্রভৃতি কোন নেশাই তাহারা বাদ রাখে না। পুরুষেরা শোঁপ ও শিখা ধারণ করে, স্ত্রীলোকেরা নাথার দক্ষিণধারে খোঁপা বাধে, কিন্তু পরচুলা ব্যবহার করে না। তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। সমস্ত দেবতাকেই তাহারা পূজা করিয়া থাকে। তবে মহাদেবের উপর ভক্তি কিছু বেশী। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পুরোহিত, সকল ক্রিয়াকর্মেই তাহারা তাহাদিগকে আহ্বান করে। তাহারা কুটি ও বিকুট তৈয়ার করিয়া তদ্বারা জীবনধারণ করে। বালকেরা বিভালয়ে যায়। ইহাদিগের গুরু নাই, তীর্থযাত্রাও করে না। মৃতব্যক্তিকে ইহারা কবর দিয়া থাকে।

দেশিক (পুং) দেশে প্রসিদ্ধ: দেশ-ঠক্। পথিক।

“অদেশিকো যথাসার্থ: সর্বং কৃচ্ছ্রং সমুচ্ছতি।

অনারকা তথা সেনা সর্কান্ দোষান্ সমুচ্ছতি ॥”

(ভারত ৭।৫।১০)

দেশ উপদেশ: তত্র প্রসিদ্ধ: ঠক্। ২ ঠক্ প্রভৃতি উপদেষ্টা।

দেশিন্ (ত্রি) দিশতীতি দিশ-আদেশে গিনি। দেশক, আদেশকারী।

দেশিনী (স্ত্রী) দেশিন্ দ্বিগাং ভীষ্। তর্জনী অঙ্গুলী, অঙ্গু ও মধ্যমার মধ্যে যে অঙ্গুলী তাহাকে তর্জনী কহে।

“কনিষ্ঠাদেশিকজুষ্ঠমুলাভ্যগ্রং করত চ।

প্রজাপতিপিতৃব্রহ্মদেবতীর্থাত্মকমীং ॥” (বাক্য ১।১০)

দেশী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। হনুমন্তে দীপকরাগের ভার্য্যা।
পঞ্চম বর্জিত। ঋষত, গ্রহ অংশ ও জ্যোতিষ। গ্রীষ্মকালের
মধ্যাহ্ন সময়ে ইহার প্রকৃত গানের সময়। সোমেশ্বর মতে,
বসন্তরাগের পত্নী, মতান্তরে ধৈবতবর্জিত। (সঙ্গীতসার সং)
ইহা মধুমাধব, সারঙ্গ, পাহাড়ী বা টোরী ও ঋতুযোগে
উৎপন্ন। সম্পূর্ণ ম বাদী—

প সধারী ঋ নি। (সঙ্গীত তরঙ্গ)

“ঋ • ম প ধ নি স :: (রাগবিশেষ)

“ঋ গ ম • ধ নি স :: (মীর্জাখাঁ)

এইমত বাঙ্গালা সঙ্গীতরসিকের উক্ত আছে।

মুর্তি—“নিজালসং সা কপটেন কান্তঃ

বিবোধয়ন্তী সুরতোত্তমকবে।

গৌরী মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবদ্রা খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণচিত্তা।”
(সঙ্গীতসারসং)

ইনি সুরতোত্তমকার জায় নিজালস কান্তকে ছল পূর্বক
জগাইতেছেন, এবং গৌরী, মনোজ্ঞা, শুক বদ্রধারিণী ও
চিত্তরসে পরিপূর্ণ।

স্বরগ্রাম—“ঋ গ ম ধ নি স ঋ ::”

অন্তর মুর্তিভেদ—

• “গজপতিগীতিবেণী শোচনেন্দীবরাক্ষী”

পৃথুলতরনিতালবিবেগী-ভুজঙ্গ।

তনুতরতনুবলী বীতকোত্তররাগা

ইয়মুদরতি দেশী রাগিণী চাক্রহাসা।” (সঙ্গীতসারসং)

২ সঙ্গীতভেদ।

“গীতঃ বাজঃ নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।

মার্গ-দেশী বিভাগেন সঙ্গীতঃ বিবিধঃ মতং ॥

ক্রহিণেন যদযিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।

মহাদেবস্ত পুরতন্তুমার্গাখ্যং বিমুক্তিদং ॥

ততদ্বেশ্বরারীত্যা যঃ স্তাৎ লোকাস্থরজনং।

দেশে দেশে তু সঙ্গীতঃ তদেঙ্গীত্যভিধীয়তে।” (সঙ্গীতদর্পণ)

গীত, বাজ ও নর্তন এই তিনের নাম সঙ্গীত। এই সঙ্গীত

মার্গ ও দেশী ভেদে বিবিধ। ক্রহিণ বাহা অমুসন্ধান করিয়াছিল,

ভরত কর্তৃক বাহা প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং মহাদেবের সমুখে

বিমুক্তপ্রদমার্গাখ্য বাহা গীত হয়, সেই রীতি বাহা যে দেশে

দেশে শোকারস্থরজন সঙ্গীত হয়, তাহাকে দেশী কহে।

দেশীয় (ত্রি) দেশে ভবঃ গহাদিকং হ। দেশভব, দেশজ।

“সুরতে কর্ণমুলেবু যচ্চ দেশীয়তাবহা।

দেশীয় বঁরাড়ী (পুং) রাগিণী ভেদ, গীতগোবিন্দে ইহার
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বখা—“দেশীয়বরাড়ী রূপক
তালেন গীয়তে” (গীতগোবিন্দ)

দেশিত (ত্রি) দিশ-গিচ্ কৰ্ম্মণি ক্ত। উপদেশপ্রেরিত, বাহার
উপদেশ লওয়া হইয়াছে।

দেশ্য (ক্ৰী) দিশতে ইতি দিশ কৰ্ম্মণি গ্যৎ। ১ পূর্বপক্ষ।
(ত্রি) ২ দেশার্হ। দেশে ভবঃ ইতি দিগাদিত্যো যৎ।
দিশ-যৎ। ৩ দেশভব।

দেশোয়াল, দেশোয়ালী (হিন্দী) ১ দেশবাসী। ২ উত্তর-
পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

দেফ্ট (ত্রি) দিশ-তৃচ্। দর্শক।

দেফ্ট (বৈদিক) ১ লক্ষ্য, আজ্ঞা। ২ শপথ।

দেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন দাতা দাতৃ-অতিশয়েন ইঠন তৃণোলোপে
শুণঃ। অতিশয় দাতা। “বহুদেষ্ঠ সুরতে ভূবঃ” (ঋক্ ৮৩৩৩)

দেফু (ত্রি) দা-ইফুচ্ শুণঃ। (গাদাত্যামিফুচ্। উণ ৩। ১৬) দাতা।

দেহ (পুং ক্ৰী) দেখি প্রতিদিনঃ দিহ বুদ্ধৌ ঘঞ। শরীর,

প্রতিদিন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই অর্থ নাম দেহ। বালা, কোমার,

যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে দেহ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এই

অর্থ দেহের নাম শরীর। দেহ প্রতিকণাই পরিণত হইতেছে,

দেহের হয় বুদ্ধি, না হয় ক্ষয়, ইহা চলিতেছে। এই দেহ স্থল,

স্থল ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ অর্থাৎ স্থলদেহ, স্থলদেহ ও

কারণদেহ। জায় মতে, পার্থিবদেহ বিবিধ, যোনিজ ও

অযোনিজ। যোনিজ দেহও দুইপ্রকার জগীয় ও অজগ।

শুক্লশোণিত সন্নিপাত জগ্ যোনিজ, মহাশূন্যাদি শরীর প্রত্যক্ষ-

সিদ্ধ। স্বেদ ও উত্তিষ্কাদি অযোনিজ। আরও আর

একপ্রকার শরীর আছে, তাহাকে অযোনিজ কহে। এই

শরীর শুক্লশোণিতসন্নিপাত ব্যতীত ধূম্রবিশেষ সহকৃত

পরমাণুপ্রভব, এইরূপ শরীর নারদাদির। নারদাদিগের

শরীরও অযোনিজ, জলীয় দেহও অযোনিজ, এইরূপ দেহ

বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। তৈজস বা তেজোময় দেহ অযো-

নিজ, ইহা স্থূললোকে প্রসিদ্ধ। বায়বীয় দেহও অযোনিজ,

এইরূপ দেহ পিণ্ডাদির। [বিশেষ বিবরণ শরীর দেখ।]

এই দেহের যখন পর্য্যাবসান হয়, তখন স্বজনগণ ইহা

ভস্মসাৎ করিয়া প্রত্যাগত হন। এই দেহ ভস্মসাৎ হইলে কোন

দেহে শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে, স্বর্গে অমুপম সুখভোগ বা

নরকে অতুলনীয় যন্ত্রণা কোন দেহে ভোগ হয়, দেহই বা

কি প্রকার, এবং দেহী হুঁচিরকাল ক্লেশভোগ করিয়া

কি ক্রমেই বা বিনষ্ট হয়? সাবিদ্রী যমের নিকট এই প্রশ্ন

“সাবিজি! আমি তোমার নিকট দেহ বিবরণ বলিতেছি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেল ও জল ইহাই দেহীদিগের দেহ-বীজ; বিধাতার সৃষ্টির ইহাই কারণ, এই পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্মিত হয়, তাহা কৃত্রিম এবং নশ্বর। ইহা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। এই পাকভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হইলে ব্রহ্মজুষ্ঠপ্রমাণ জীব হুস্ম দেহ অবলম্বন করে, এই হুস্ম মেহকে অগ্নি ভস্মসাৎ করিতে পারে না, ইহা জলে নষ্ট হয় না, ইহা শত্রু, অস্ত্র, তীক্ষ্ণকটক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাষণ প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এই হুস্মদেহই সকল প্রকার ভোগ অর্থাৎ স্বর্গ-নরকাদি লাভ করিয়া থাকে। পরিদৃশ্যম্ এই হুস্ম দেহে অথ ছঃখাদি ভোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ রহিয়াছে। আর হুস্ম দেহে স্বর্গ নরকাদির বিষয় শাস্ত্রবাক্যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহাই দেহের বিবরণ জানিবে।” * (ব্রহ্মবৈবর্তপুং)

সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনের মতে, দেহ তিন প্রকার হুস্ম, হুস্ম ও ভূত। এই হুস্ম দেহ আমরা মাতা ও পিতা হইতে লাভ করিয়া থাকি। এইজন্ত ইহাকে মাতাপিতৃজ শরীরও কহে, ইহার নাম বাটুকৌশিক শরীর, কারণ ইহা ষটুকৌশ দ্বারা সমুদ্ভূত হইয়াছে। মাতা হইতে আমরা লোম, শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে নাস্তি, অস্থি ও মজ্জা লাভ করিয়াছি, এই ষটুকৌশ হইতে হুস্মদেহ হইয়াছে তলিয়া এই হুস্মদেহের নাম বাটুকৌশিক শরীর। যত কিছু পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বাটুকৌশিক

শরীরেরই হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ হইতে এই বাটুকৌশিক শরীর লাভ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা ইহার পুষ্টি হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, তাহাতেই এই হুস্মদেহ পরিপুষ্ট হয়। বাহ্য ভক্ষণ করা যায়, তাহার অন্তরাংশ মলমূত্রাদি হইয়া থাকে এবং সারাংশ হইতে রস, রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই শুক্র হইতেই গর্ভ হয়। ষাণ্ড দ্রব্যই একমাত্র দেহের পরিপোষক। ভালরূপ ভোজন করিলে দেহ সবল হয়, বা ভাল খাওয়ার অভাব হইলে দেহ ক্ষীণ হয়। এই জগৎ ত্রিগুণময়, অতএব এই জগতের সকল পদার্থই ত্রিগুণময়। এই জন্ত যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যায়, ইহাতে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ, ইহার মধ্যে যে গুণের আধিক্য যে ভোজ্যদ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্য নিয়ত ভক্ষণ করিলে দেহ বা প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাত্বিকভোজন করিলে সাত্বিকপ্রকৃতি, রাজসিক ভোজন করিলে রাজসিক প্রকৃতি বা তামসিক ভোজন করিলে তামসিকপ্রকৃতি হইয়া থাকে। দেহও তদনুরূপ হয়। পুরুষ হুস্মভূতের সহিত বাটুকৌশিক দেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্টমুসারে অথ ছঃখ ভোগ করিয়া থাকে। দেহ ব্যতীত ভোগ হয় না। “এই বাটুকৌশিক শরীর রসাত্ত, তন্মাস্ত বা বিষ্ঠাস্বরূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ এই দেহের অব-সান হইলে, স্বজনগণ ভস্মসাৎ করিলে ভস্মাস্ত বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিলে রসাত্ত বা কোন ওলাঙ্গি এই জীব-দেহ ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠাস্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যখন এই হুস্মদেহের অভাব হয়, তখন আর এতদূর দেহ বা শরীর হইয়া থাকে, তাহাকে হুস্মশরীর কহে। পুরুষ সকল সময়ই একটা না একটা শরীর অবলম্বন করিয়া থাকে, চিত্ত যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না, পুরুষও সেইরূপ আশ্রয়রূপ দেহ অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। যেখন জলোকা একটা তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ক তৃণ পরিত্যাগ করে না, পুরুষ তজ্জপ একটা দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ক-দেহ পরিত্যাগ করে না। দেহ অবসান হইবার পূর্কে ভাবনাময় একটা শরীর হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্যুর আগে বাৎসজীবন ধরিতা যে সকল শুভাশুভ কৰ্ম্ম করা হইয়াছে, সেই সকল কৰ্ম্মের সংস্কার সকল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সময় অসংখ্য অসংখ্য শরীর আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন স্বীয় কৰ্ম্মানুরূপ একটা শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ পূর্কদেহ পরিত্যাগ করে। এই

* “যদেহে ভস্মসাৎ ভূতে বাস্তি লোকান্তরং নরঃ।

কেন দেহেন বা ভোগঃ ভুত্বতে চ শুভাশুভঃ।

স্থিতিরঃ ক্লেশভোগেন কথং দেহো বিনশতি।

দেহো বা কিং বিধো ব্রহ্ম তস্মৈ ব্যাখ্যাতুমর্হসি।

বম উবাচ।

শূণ দেহবিবরণং কথ্যামি যথাগমঃ।

পৃথিবীবায়ুরাকাশতেজস্কোরমিতি পঞ্চভূতঃ।

• দেহিনাঃ দেহবীজকঃ স্রষ্টাঃ সৃষ্টিবিধো পরঃ।

পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্ধো দেহো নির্মিতো ভবেৎ।

স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাক্ত ভবেদহি।

ব্রহ্মজুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ।

বিভক্তিং হুস্মদেহস্তং তজ্জপং ভোগহৈতবে।

স দেহো ন ভবেদুত্তরজলদমৌ যমালয়ে।

জলে ন নষ্টো দেহো বা গ্রহণে স্থিতিরে কৃতে।

ন শত্রো ন চ চত্রে চ ন তীক্ষ্ণকটকে তথা।

ন চ দমো ন জগৎ ভুত্বন্তে সমাপমেব চ।

কথিতং দেহবৃত্তং তৎকারকং যথাগমঃ।” (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

স্বল্পশরীর প্রেলম্, পর্যাপ্ত শরীর। ইহা জল, অগ্নি প্রভৃতি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। প্রকৃতি আদি সৃষ্টিকালে প্রত্যেক পুরুষের অস্ত্র এই স্বল্পশরীর এক একটা সৃষ্টি করিয়াছিল। যতদিন পর্যাপ্ত পুরুষের স্বরূপ বোধ না হইবে, ততদিন এই শরীর পুরুষকে পরিভাগ করিবে না। বুদ্ধিত্ব, অহঙ্কার, পক্ষজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ সন্ধ্যা এই সকলের সমষ্টির নাম স্বল্পশরীর। এই স্বল্প শরীর ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য-যুক্ত থাকে। এই স্বল্পশরীর ভূত শরীরের সহিত বাটকৌশিক শরীরে আশ্রয় করিয়া বায়ু বার জন্ম গ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূতশরীর সকল পঞ্চ মহাভূতে লীন হয়; বাটকৌশিক শরীর পুরোক্ত রসাত্ত্বাদি রূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই স্বল্পশরীরের কোনরূপ পরিণাম হয় না। নাট্যরূপ রজভূমিতে নট একবার রাম, আবার পরক্ষণে রাবণ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অভিনয় করে, সেইরূপ এই স্বল্পশরীরও স্ব স্ব অদৃষ্টমুসারে দেবতা, পশু, বনম্পতি প্রভৃতি হইয়া থাকে। কেবল মাত্র স্থল শরীরের পুনঃ পুনঃ তাগ বা গ্রহণ ঘটে। কিন্তু যতদিন পর্যাপ্ত মহাপ্রলয় না হইবে বা প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার না হইবে, ততদিন স্বল্পশরীর অবস্থান করিবে। ইহার কোনরূপ ধ্বংস বা পরিবর্তন কিছুই হইবে না। পরিবর্তন এই বাটকৌশিক শরীরেই হইয়া থাকে, ভূতশরীরে কিছুই হয় না। ইহা মহাভূতগণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে লিঙ্গ ও কহা যায়, যেহেতু ইহার কারণে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণের সহিত মিলিত হইয়া যায়। যখন প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাৎকার হয়, তখন স্বল্পশরীরও প্রকৃতিতে লীন হয়; পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কার তবে স্বহৃদয় মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। তখন আর স্বল্পশরীর প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

জড়বুদ্ধি নাস্তিকগণ বলিয়া থাকেন, দেহাতিরিক্ত আর পৃথক্ আত্মা নাই, যেমন চূর্ণ ও খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তজ্জপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাব বশতঃ চৈতন্যের প্রকাশ

হইয়া থাকে। তাহাদের মতে, 'যতদিন স্থলদেহের বিকাশ, ততদিনই আত্মার বিকাশ থাকিবে, দেহ বিনষ্ট হইলেই আত্মা নষ্ট হইবে। [জীবাত্মা দেখ।] দেহের ছয়টা বিকার আছে—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অশেষ ও বিনাশ, কিন্তু আত্মা এই বড়ভাব-বিকারবহিত। দেহেরই এই ৬টা বিকার হইয়া থাকে। অদৃষ্ট দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধের নাম জন্ম, উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্যাপ্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার অস্তিত্ব, দেহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিণত হয়, ক্ষীণ হয় ও অবশেষে বিনষ্ট হয়, এই বড়ভাব বিকার দেহেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থলদেহ বা শরীর অন্নময়কোষ, স্নেহদেহ, প্রাণময়কোষ এবং কারণ-দেহ মনোময়কোষ জানিতে হইবে। বেদান্তদর্শনের মতে ত্রিবৃত্তকৃত অর্থাৎ পঞ্চাকৃত ভূতই দেহের উৎপাদক। দেহ ত্র্যায়ক অর্থাৎ ভূতত্রয়ের পরিণাম, কারণ এই যে দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যায়কতার অত্র নিদর্শন ত্রিধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও স্লেষ্মা। এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব বিনা ভূতাত্ত্বের যোগে কেবল জলে দেহ হইতে পারে না। যদি দেহ কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব ও তৈজস কার্য্য থাকিত না। ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধিতে হইবে, ত্রিবৃত্তকৃত অর্থাৎ পঞ্চাকৃত ভূতই দেহের উৎপাদক। [শরীর দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত লয়।

"দেহাধীশঃ যগেহে বৃধগুরুবাজিভিঃ সংযুক্তৌবীক্ষিতৌ বা।"
(জাতকাতরণ্য)

(পুং) দিহ-ভাবে যঞ। ৩ লেখন।

দেহকর্তৃ (ত্রি) দেহং করোতি কৃ-তৃচ্। ১ দেহকারক পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সমুদায়। ২ ঐশ্বর্য। ৩ স্বর্ঘ্য।

"দেহকর্তা প্রশাস্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ।" (ভারত ৩ অং)

দেহকৃৎ (ত্রি) দেহং করোতি কৃ-কৃপ্। ১ দেহকারক পৃথিব্যাদিভূত। ২ পরমেশ্বর।

দেহকোষ (পুং) দেহস্ত কোষ ইব আবরকত্বাৎ। দেহাবরক, পক্ষাদিগের পক্ষ, পাখনা।

দেহক্ষয় (পুং) দেহস্ত ক্ষয়ো যস্মাৎ। ১ রোগ, রোগ হইলে দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইজন্ত দেহক্ষয় শব্দে রোগ বুঝায়। দেহস্ত ক্ষয়ঃ ৬তৎ। ২ দেহের নাশ।

দেহজ (পুং) দেহাজ্জায়তে জন-ড। ১ তনুজ, পুত্র, দেহ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করেন।

(জী) ২ পুত্রী। (ত্রি) ৩ দেহজাতমাত্র।

"অহিতো দেহজো ব্যাধিহিতমারণ্যমৌষণঃ॥" (উদ্ভট)

* "হৃদ্মাতাপিতৃজাঃ সহস্রভূতৈরধিবিশেষাঃ স্মাঃ।

হৃদ্মাতাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে।" (সাংখ্যকা ৩২)

"হৃদ্মশরীরঃ একোবিশেষঃ মাতাপিতৃজো বিতীয়ঃ মহাভূতানি ভূতীয়ঃ।

মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে রসাত্ত্বা বা তস্মাত্ত্বা বিড়ম্বা বেতি।" (তত্ত্বকো)

"পুরোৎপন্নবসন্তঃ নিরতঃ মহাদি স্বল্পপার্থস্য।

সংসরতি নিরুপতোষঃ অবৈরধিবাসিতঃ লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা ৪০)

দেহত্যাগ (পুং) দেহস্ত ত্যাগঃ ৬৩৭। প্রাণনাশ, প্রাণ-
পরিত্যাগ।

“ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগো হনুগম্ভতঃ।

জীবাব্যাপ্ত্যপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণং ॥” (মহু ১০।৬০)

‘প্রহার প্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, জী এবং
বালক ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপদপরিত্রাণের নিমিত্ত
দেহত্যাগ করিলে প্রাতিলোমজ জাতিরও সিদ্ধিলাভ
হইয়া থাকে।

দেহদ (পুং) দেহং দায়তি শোধয়তি, দেহং দেহপুষ্টিং দদাতি
রসায়নেন বা দৈ শোপনে দা-দানে বা ক। ১ পারদ, এই
ধাতু দেহকে পরিপোষণ করে এবং দেহের পুষ্টি বিধান
করিয়া থাকে। (জি) ২ দেহদাতা।

দেহদুর্গন্ধতা (স্ত্রী) দেহস্ত দুর্গন্ধতা ৬৩৭। ১ শরীরের দোষগন্ধ।

“অর্জুনস্ত চ পুষ্পাণি জম্বুপত্রযুতানি চ।

সলোহাগি চ তন্নেপো দেহদুর্গন্ধতাং হবুৎ ॥”

(গুরুড়পু ১২৪ অ°)

অর্জুনপুষ্প, লোহি এবং জম্বুপত্রের সহিত মিলিত
করিয়া এলোপ দিলে দেহের দুর্গন্ধ নাশ হয়।

২ শরীরদোষগন্ধনাশক ঔষধ।

দেহধারক (ক্ৰী) দেহং ধারয়তি ধারি-ধূল (ধূলত্চৌ)। পা
১।৩।১৩৩। ১ অস্থি, হাড়। (জি) ২ দেহধারী, শরীরিয়াত্র।

দেহধারণ (ক্ৰী) দেহস্ত ধারণঃ ৬৩৭। প্রাণধারণ,
জীবনরক্ষা।

“ত্রৈলোক্যমপি মে কুণ্ঠমশক্তং দেহধারণে।” (ভারত ভীষ্মপ°)

দেহধারিন্ (জি) দেহং ধারয়তি ধারি-ণিনি। শরীরী,
শরীরধারী। জিয়াং দ্বীপ।

“সংস্থিতা পরমা মায়া দেহিনাং দেহধারিণী।” (তিথিত°)।

দেহধি (পুং) “দেহোধীযতে হস্মিন্ দেহ-ধা আধারে কি।
দেহাধার, গন্ধাদিগের দেহাবরক পক্ষ, পাখনা।

দেহধ্বজ্ (পুং) দেহে ধ্বজতি সঞ্চরতি ধ্বজ-ক্ৰিপ্। বায়ু,
বায়ু বাতীত সঞ্চাল ও দেহ ধারণ করা যায় না।

“বায়ুদ্রোণক্ সঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহধ্বজ্।” (শুশ্রূত ২।১)

দেহপর্যাপ্তি (স্ত্রী) দেহস্ত পর্যাপ্তিঃ। দেহোৎপত্তি।

“রসোহস্থিমাংসমেদোহস্থির্মজ্জাশুকাদিধাতুনাং।

নসেত্তথাসম্ভবং সা দেহপর্যাপ্তিক্রচাত ॥” (লোকপ্র° ১।২।১)

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রাদি ধাতুর যে
উৎপত্তি হয়, তাহাকে দেহপর্যাপ্তি কহে।

দেহভাজ্ (জি) দেহং ভজতে ভজ-ণী। দেহী, জীব।

দেহভুজ্ (জি) দেহে ভুক্তে কর্মফলানি ভুজ-ক্ৰিন্।

১ দেহাভিমানী জীব। দেহঃ ভুক্তে ভোজয়তি কর্মফলানি
ভুজ-ক্ৰিন্। ২ স্বর্গ্য।

দেহভুৎ (পুং) দেহং বিভর্তি স্বকর্মাম্বসারেণ ভূ-ক্ৰিপ্, ভূক্-
গম্ভচ। ১ জীব, স্ব স্ব কর্মাম্বসারে দেহাধিষ্ঠাতা কর্মাম্বাজীব।

২ বিবেকজ্ঞানশূন্য অবিদ্যায়ুক্ত কর্মভাভিমানী জীব,
আমি দেবতা, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ
ইত্যাদি অভিমানযুক্ত, এইরূপ জীব জিবিধ। যিনি
রাগাদিদোষের প্রবলতাবশতঃ কাম্য নিবিক্ত প্রভৃতি
যথেষ্ট কর্ম আচরণ করেন, তাহার প্রথম শ্রেণীর। আর
যাহারা পূর্বজন্মের স্মৃতিবশতঃ রাগাদিদোষ ক্ষীণ হইলে
নিবিক্ত ও কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্মফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া অমুষ্ঠান করেন, এইরূপ
গোণ সন্ন্যাসী দ্বিতীয়। আর যাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক
কর্মাম্বাষ্ঠান করিয়া চিত্তের মলিনতা দূর হইয়াছে এবং
যাহারা সকল কর্ম বিধিপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রবণ অহমরণ করিয়া থাকেন, তাহার তৃতীয়। (বেদান্ত দ°)

দেহভুত্ব (জি) দেহং বিভর্তি ভূ বা° খ্ চ মুম্ চ। দেহপোষক।

“জনেষু দেহভুত্ববর্তিকেষু।” (ভাগ° ৫।৫।৪)

দেহযাত্রা (স্ত্রী) দেহস্ত যাত্রা লোকান্তরগমনঃ। ১ যমপুরী-
গমন, মরণ, মৃত্যু। দেহায় দেহরক্ষণায় বা যাত্রা উদ্যমানিঃ।

২ ভোজন।

“অতীব ভর্তৃব্রতধর্মনিষ্ঠয়া শুক্রযয়া চার্ষদেহযাত্রা।

নাবিন্দতর্জিঃ পরিকর্ষিতাপি সা প্রেযুস্বরস্পর্শনমাননিবৃতিঃ।”

(ভাগবত ৪।২।২০)

দেহলক্ষণ (ক্ৰী) দেহস্ত লক্ষণং যজ্। ১ সামুদ্রিকশাস্ত্র।

দেহস্ত লক্ষণং। ২ শরীরের উপর চিহ্ন।

‘বয়ঃসি ভূ দশাঃ প্রায়াঃ সামুদ্রং দেহলক্ষণং।’ (হেম° ৩।২২৯)

দেহলা (স্ত্রী) দেহং লাতি দেহস্ত পুষ্টিং দদাতি দেহ-লা-ক
টাপ্। মদ্য, মদ্য নিয়মিতরূপে সেবন করিলে দেহের পুষ্টি
হইয়া থাকে।

দেহলি (পুং) দিহ-ভাবে লুপ্। দেহো-লেপস্ত লাতি গৃহা-
তীতি দেহ-লা-বাহুলকাৎ কি। দেহলী, দ্বারপিণ্ডিকা।

দেহলী (স্ত্রী) দেহলি গৌরাদিহাৎ লীষ্। ১ দ্বারপিণ্ডিকা,
দ্বারগ্রন্থান। ২ হাতিনা, গৃহসমুৎপন্ন রক্ত।

“শেষান্ মাসান্ গমনদিবসস্থাপিতাবধের্ব।

বিত্তস্তত্তী ভুবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুংগৈঃ।” (মেঘদূত ৯৭)

দেহবৎ (জি) দেহ-অন্ত্যার্থে মতুপ্ মত্ বঃ। দেহাভিমানী
জীব, দেহী।

“অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবত্তিরবাগতে।” (গীতা)

দেহবায়ু (পুং) দেহস্থো বায়ুঃ। দেহস্থিত বায়ুঃ প্রাণাদিবায়ু-
পঞ্চকঃ; প্রাণ, অগ্নি, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু।

দেহশঙ্কু (পুং) প্রস্তর স্তম্ভ।

দেহসঞ্চারিণী (স্ত্রী) কচ্ছা, হৃদিতা।

দেহসাম্য (স্ত্রী) দেহানাং সাম্যঃ। অঙ্গসমূহের সমত্ব,
দেহের সমতা।

“অঙ্গানাং সমতাং বিজ্ঞাৎ সমে ব্রহ্মণি নীরতে।

নো চৈতৈব সমানত্বমুভয়ং শুক্লবৃক্ষবৎ॥”

(শব্দার্থচিন্তামণি ধৃতবাক্য)

দেহসার (পুং) দেহস্ত সারঃ ৬তৎ। মজ্জা, ধাতু।

দেহাতীত (পুং) দেহং দেহাধ্যাসং অতীতঃ। দেহাভিমান-
শূন্য বিদ্বান্, যাহার দেহাভিমান বিদূরিত হইয়াছে।

দেহাত্মবাদিন্ (ত্রি) দেহং আত্মানং বদতীতি বদ-গিনি।
চার্ক্ষাক, ইনি দেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, দেহা-
তিরিক্ত পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

[চার্কাক দেখ।]

“আত্মান্তি দেহাত্মতিরিক্তমুর্তির্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ কলানাং।
মাশেষমাকাশতরোঃ প্রস্থনাং প্রথীয়সঃ ত্রাহণশপ্রস্থো॥”

(প্রবোধচন্দ্রোদয়)

দেহাত্মপ্রত্যয় (পুং) দেহস্ত আত্মতয়া প্রত্যয়ঃ। দেহে
আত্মাত্মাভিমান, শরীরই আত্মা এইরূপ অভিমান।

“দেহাত্মপ্রত্যয়ো বসৎ প্রমাণত্বেন কলিতঃ।

লৌকিকং তদ্বদেবদং প্রমাণং ত্বায়নিশ্চয়ং॥”

(শাক্তরত্নাধৃত কারিকা)

দেহাধ্যাস (পুং) দেহস্ত তদ্ব্যর্থস্ত বা আত্মতয়া তদ্ব্যর্থতয়া বা
অধ্যাসঃ ভ্রমঃ। দেহব্যর্থ মনুষ্যাদির আত্মা বলিয়া বোধ,
আমি মনুষ্য, আমি কৃশ, আমি গোর ইত্যাদি দেহব্যর্থকে
আত্মা বলিয়া ভ্রম, বাস্তবিক দেহাদি আত্মা নহে, তথ্য
তাহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম।

দেহান্তর (পুং) দেহাৎ অন্তরঃ। দেহান্তরপ্রাপ্তি, মৃত্যু।

দেহাবরণ (পুং) শরীরের আচ্ছাদন, পক্ষীদিগের পাখী।

দেহিকা (স্ত্রী) দেহীতি দিহ-বৃদ্ধৌ ধূলু, টাপি অন্তঃস্থঃ।
কীট বিশেষ। পর্যায়—বাট, উপাদিক, উপজিহ্বিকা,
স্তম্ভপাদিকা, উদ্বেহিকা, দিবি। (হারাবলী)

দেহিন্ (ত্রি) দেহাঃ স্বর্কে ভূতবিষয়বর্তমানা জগদ্ব্যপ্তল-
বর্তিনোহস্ত সতীতি টেনি। শরীর, দেহধারী, দেহতাদাত্মা-
ধ্যাস-সম্পন্ন জীব, দেহাধিষ্ঠাতা জীব, আত্মা। প্রকৃতি
পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত, তাহার সমীপে নানাবিধ-
রূপে উপস্থিত হয়, ইহাই জীবের সংসার। যখন তাহার

স্বরূপ বোধ হয়, আর প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয় না,
তখন দেহাদি আত্মা কিছুই থাকে না। ইহার গুণ বুদ্ধি, স্মৃতি,
দ্রব্ধ, ইচ্ছা, ক্রোধ, যত্ন, সংখ্যা, স্পর্শ, পরিমাণ, পৃথকত্ব,
সংযোগ, ভাবনা, ধর্ম ও অধর্ম এই চতুর্দশ গুণযুক্ত। “ইহাই
ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, পুণ্যপাপাদির আশ্রয় এবং প্রবৃত্ত্যান্দির
দ্বারা অহুমেষ্য।” (ভাবাপরিঃ) [জীবাত্মা দেখ।] দেহের
চৈতন্যাদি কিছুই নাই, কিন্তু দেহীর আছে। দেহাধিষ্ঠাতা
জীবদেহ আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মদেহাদি ভোগ করিয়া থাকে।
দেহের যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মৃত শরীরে ইহার
ব্যভিচার দেখা যাইত না, যাহা হউক দেহী অর্থাৎ
দেহাধিষ্ঠাত্রী জীব দেহী পদবাচ্য।

“দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বত্র ভারত।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন স্বঃ শোচিতুমর্হসি॥” (গীতা ২।১০)

দেহী নিত্য অবধ্য, সকল দেহেই এক নিত্য অবধ্য
আত্মা অবস্থিত, করিয়া থাকেন, যেমন ঘটনাশে ঘটাকালেশব
নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে কোন
দেহেই বিনষ্ট হউক না কেন, তাহাতে স্মৃৎশরীর বা আত্মার
বিনাশ হয় না।

ত্রিকালে ও ত্রিলোকে যত প্রকার দেহ সজ্জত হয়, যিনি
তত্ত্বাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই দেহী। আত্মা
বিভূরূপে সর্বদেহেই বিরাজমান। এক দেহীই আমি
বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, ইত্যাকার তিন বিকল্প
অবস্থায় অমূল্যব করিয়া থাকেন। দেহ জিহ্বাবাপন হয় বটে,
কিন্তু দেহী যিনি তিনি বালককালে যেক্রপ ছিলেন, যৌবন
কালেও তিনি আছেন, এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনি থাকিবেন।
মৌলিক অবস্থায় পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিছু আমিত্ব বোধের
কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না।

দেহী স্বপ্নাবস্থায় বা যোগাবস্থায় কৃত বিচিত্র দেহে
বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি আনি-জ্ঞানের
স্বতন্ত্রতা হয় না। শরীরতত্ত্ববিদগির মতে শরীরের
পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০১২ বৎসরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যায়।
অতএব বালাদি অবস্থাতেও শরীরের নাশ হইয়া থাকে,
কিন্তু দেহীর কিছুমাত্র বিকৃতি হয় না। ‘ন আরতে ন ম্রিয়তে’
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দেহীর কোনরূপ বিকারই হয় না।
যেক্রপ বস্ত্র জীর্ণ হইলে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ
দেহী বালাকোমারাদি অবস্থা ভোগ করিয়া পরে বৃদ্ধ হইলে
দেহ পরিত্যাগপূর্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

দেহ, গ্রাম বিশেষ। [তুকারাম দেখ।]

দেহেশ্বর (পুং) দেহাধিষ্ঠাতা, আত্মা।

দেহৌদ্ভব (পুং) দেহজাত, দেহ হইতে উৎপন্ন।

দেহৌদ্ভূত (পুং) দেহজাত।

দৈক্ষ (ত্রি) দীক্ষা-অণ্। দীক্ষাসম্বন্ধীয়।

“অর্হিঃসামেবতাং বিভাংবেদাক্ষমৌহি নির্ভতো।” (মহু ৫।৪৪)

‘তুল্যে হিংসায়ে বৈদিকী দৈক্ষাদি পণ্ডহিংসান চাধর্ম্য’ (কুল্লক)

দৈতেয় (পুং স্ত্রী) দিতেয়পত্যং ঢক্। ১ দিতির অপত্য, অম্মর।

“দৈতেয়শ্চাপ্যদৈতেয়াঃ পরম্পরজয়ৈষণঃ।” (হরিবং ২।৪ অং)

স্ত্রিয়াং ভীপ্। ২ রাহুর নামভেদ।

দৈত্য (পুং) দিতেয়পত্যং দিতি-ণ্য (দিত্যাক্রিয়াদিত্যাপত্যাস্তর-
পদাণ্য। পা ৪।১।৮৫) অম্মর, দিতিতনয়, ইহার দেবতা-
দিগের সহিত সদা বিরোধী।

“তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকাগণাঃ।

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যশ্চ প্রথমা সাবিকী গতিঃ ॥” (মহু ১২।৪৮)

(ত্রি) ২ দিতি সম্বন্ধী।

দৈত্যগুরু (পুং) দৈত্যানাং গুরুঃ। শুক্রাচার্য্য।

দৈত্যদানবমর্দন (পুং) দৈত্য ও দানবদিগের দমনকারী, ইন্দ্র।

দৈত্যদেব (পুং) দৈত্যানাং দেবঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ বায়ু।

দৈত্যদ্বীপ (পুং) গরুড়াস্রজ ভেদ। “দৈত্যদ্বীপঃ পরিবীপঃ
সারসঃ পদ্মকেন্দ্রনঃ।” (ভারত উদ্যোগ ১০০ অং)

দৈত্যধূমিনী (স্ত্রী) মুদ্রা ভেদ, এই মুদ্রা দ্বারা তারাদেবীর
অর্চনা করিতে হয়।

“তারার্কনে বিশেষান্ত কথাস্তে পঞ্চমুদ্রিকাঃ।

যোনিশ্চ ভূতিনী চৈব বীজাখ্যা দৈত্যধূমিনী ॥

লেলিহানেন্তি সংপ্রোক্তাঃ পঞ্চমুদ্রা বিলোকিতাঃ।” (তন্ত্রসাং)

যোনি, ভূতিনী, বীজাখ্যা, দৈত্যধূমিনী ও লেলিহানা
এই পঞ্চ মুদ্রা তারার্কনে কথিত হইয়াছে। হস্তত্বয় সম্পূর্ণ-
রূপে পরিবর্তন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যমাকে আকর্ষণ
করিবে, অনামাঙ্গুল অধোদিকে ও তর্জ্জনীঙ্গুল পৃথক্ভাগে
রাখিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অনামিকা বদ্ধ করিবে,
এইরূপ করিলে দৈত্যধূমিনী মুদ্রা হয়।

“পরিবর্ত্য করো স্পষ্টৌ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠমধ্যমে।

অনামাঙ্গুলং চাধস্তর্জ্জনীঙ্গুলং পৃথক্ ॥

অন্তোহস্তং নিবিড়ং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেনামিকাং ততঃ।

দানবধূমকেতুখ্যা মুদ্রৈব চ কথিতা প্রিয়ে ॥” (তন্ত্রসার)

[মুদ্রা দেখ।]

দৈত্যানিসূদন (পুং) দৈত্যান্ নিসূদয়তি হিনস্তি নি-সূদি লু।

বিষ্ণু, যিনি দৈত্যদিগকে বিনাশ করেন।

দৈত্যপতি (পুং) দৈত্যানাং পতিঃ ৬তৎ। হিরণ্যকশিপু।

“প্রাগজ্জিদাং দৈত্যপতেন্থানাং” (মাঘ)

দৈত্যপুন্মোদস্ (পুং) দৈত্যানাং পুন্মোদ ৬তৎ। শুক্রাচার্য্য,
দৈত্যদিগের পুন্মোদিত।

দৈত্যপুঞ্জ্য (পুং) দৈত্যানাং পুঞ্জ্যঃ ৬তৎ। দৈত্যদিগের
পুঞ্জ্য, শুক্রাচার্য্য।

“কনকনিকবগৌরে বাধ্যমো দৈত্যপুঞ্জ্যো।” (বৃহৎসং ৯ অং)

দৈত্যমাতৃ (স্ত্রী) দৈত্যানাং মাতা ৬তৎ। দৈত্যদিগের
মাতা, দিতি, উপচার হেতু দৈত্যদিগের বিমাতা অদিতি
প্রভৃতি। “অদিতিদিতির্দম্মুচ সিংহিকা দৈত্যমাতরঃ।”

(হরিবং ১৬৮ অং)

অদিতি, দিতি, দম্মু ও সিংহিকা ইহার দৈত্যদিগের মাতা।

দৈত্যমেদজ (পুং) দৈত্যস্ত মেদাং জায়তে জন-ড। ১ গুণ্ণুল।
স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পৃথিবী। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মেদ হইতে
জন্মিয়াছিল, এইজন্য পৃথিবীর নাম দৈত্যমেদজা হইয়াছে।

দৈত্যযুগ (স্ত্রী) দৈত্যানাং যুগং ৬তৎ। দৈত্যদিগের যুগ-
বিশেষ, দেবযুগের ছায় দ্বাদশ সহস্র পরিমিত ৬৭২০০০।

দৈত্যসেনা (স্ত্রী) প্রজাপতির কন্যা এবং দেবসেনার ভগিনী।
ইনি কেশীদানবকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কেশী ইহাকে
হরণ করিয়া বিবাহ করে। (ভারত বনপর্ব)

দৈত্যহন (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৭)

দৈত্যা (স্ত্রী) দিতেয়িষ ইতি ণ্য, তত ষ্টাপ্। ১ মুরানানক গন্ধ-
দ্রব্য, মুরামাঙ্গলী। ২ চণ্ডোষধি। ৩ মদ্য। ৪ দৈত্যজাতি স্ত্রী।
দৈত্যারি (পুং) দৈত্যানাং অরিঃ ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ দেবতা
মাত্র, সকল দেবতাই দৈত্যদিগের শত্রু।

দৈত্যাহোরাত্র (পুং) দৈত্যানাং আহোরাত্রঃ ৬তৎ। দৈত্য-
দিগের দিনরাত্রি, ইহা মহাযুগের একবর্ষ পরিমাণ অর্থাৎ
মহাযুগের একবৎসরে দৈত্যদিগের এক আহোরাত্র হয়।

দৈত্যোজ্য (পুং) দৈত্যানাং ইজ্যঃ ৬তৎ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।

দৈত্যোদ্ভ (পুং) দৈত্যানাং উদ্ভঃ ৬তৎ। দৈত্যদিগের প্রভু।
পাতালকেতু।

দৈধিব্য (পুং) স্ত্রীর দ্বিতীয় পক্ষীয় স্বামীর দ্বিতীয় পুত্র।

দৈন (স্ত্রী) দীনস্ত ভাবঃ কুণ্। ১ দীনতা। দিনস্ত দিবসস্ত
ইদং দিন-অণ্। (ত্রি) ২ দিবস সম্বন্ধী।

দৈনন্দিন (ত্রি) দিনং দিনং ভবং ইত্যণ্ নিপাতনাং সাধুঃ।
দিন দিন যাহা ঘটে জন্মে বা নিম্পন্ন হয়, প্রাত্যহিক, প্রতি
দিবসীয়।

“এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্বৈলোক্যবর্তনঃ।

‘তির্ঘাঙ্ নৃপতি দেবানাং সন্তবো যত্র কর্ম্মভিঃ ॥”

(ভাগ ৩।১।২৭)

দৈনন্দিনপ্রলয় (পুং) দিনন্দিনশ্চানৌ প্রলয়শ্চেতি। ব্রহ্মার

প্রতিদিনাবসানে সকল বস্তুর ক্ষয়রূপ প্রায়। চতুর্দশ ইন্দ্রাবক্ষিরকাল ব্রহ্মার দিন, অর্থাৎ যতদিন চতুর্দশ ইন্দ্র অবস্থান করিবে, ততদিন ব্রহ্মার দিন এবং ঐ পরিমিতকাল ব্রহ্মার ত্রাতি। এই ত্রাতির নাম ত্রাক্ষরাত্রি বা কালরাত্রি। ইহাতে ব্রহ্মলোক হইতে অধঃস্থিত লোক সমুদয় বিনষ্ট হয়, এবং ব্রহ্মরাত্রি অতীত হইলে বিধি পুনরায় সৃষ্টি করেন। এই ত্রাক্ষী নিশাতে যে প্রায় হয়, তাহাকে ক্ষুদ্র প্রায় কহে। এই ক্ষুদ্র প্রায়ে দেবতা, মুনি ও নরাদি সকল নাপ হয়। পূর্বোক্ত ৩০ দিনে ব্রহ্মার মাস এবং ১২ মাসে বৎসর হয়। ব্রহ্মার এইরূপ পঞ্চদশক গত হইলে দৈনন্দিন প্রায় হয়। বেদবিদ পণ্ডিতগণ ইহাকেই দিনরাত্রি লিখিয়াছেন। এই প্রায়ে চত্বাকাদি দিগীশ্বর, আদিত্য, বহু, রুদ্র, মহু প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়। দৈনন্দিন প্রায় গত হইলে ব্রহ্মা লোক সকল পুনরায় সৃষ্টি করেন। এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার প্রায়মাস * ৬ (ব্রহ্মবৈবর্তপু.)

* "চতুর্দশৈন্দ্রাবক্ষিরে ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
তাবতী ব্রহ্মণোরাত্রিঃ সা চ ত্রাক্ষী নিশা নৃপ ॥
কালরাত্রিশ্চ সা জ্যেষ্ঠা বেদেষু পরিকীর্তিতা।
এবং সমুদয়জীবী মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্বৈ লোকা দক্ষ্যন্ত তত্র বৈ ॥
উখিতে নৈব সহস্র সর্ষপমুশ্চয়িনা।
চত্বাকী ব্রহ্মপুত্রা ব্রহ্মলোকং গতাস্ত তং ॥
ব্রহ্মরাত্রৌ ব্যতীতে তু পুনশ্চ মহাজে বিধিঃ।
তত্র ত্রাক্ষী নিশারাক্ষ ক্ষুদ্রপ্রায় উচ্যতে ॥
দেবাস্ত মুনয়শ্চৈব তত্র দক্ষা নরাদয়ঃ।
এবং জিংশদ্বিবারাত্রৈ ব্রহ্মণো মাস এব চ।
বর্ষং দ্বাদশমাসৈশ্চ ব্রহ্মসংখ্য চৈব হি।
এবং পঞ্চদশকৈ চ গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ ॥
দৈনন্দিনস্ত প্রায়ো বেদেষু পরিকীর্তিতঃ।
অহোরাত্রিশ্চ সা প্রোক্তা বেদবিদ্বিঃ পুরাতনৈঃ ॥
তত্র সর্বৈ প্রণষ্টান্ত চত্বাকাদিদিগীশ্বরাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরীচিরা ক্ষমদাদয়ঃ।
কবরো মুনয়শ্চৈব গন্ধর্বা রাক্ষসাদয়ঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ পেচকশ্চিরজীবিনঃ।
ইন্দ্রদ্রাঘন্ত নৃপতিশ্চানুপারক কক্ষপঃ।
নাড়ীশখো বর্ষাক্ষৈব সর্বৈ নষ্টান্ত তত্র বৈ ॥
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্বৈ লোকা নাগালয়ান্তথা।
ব্রহ্মলোকঃ যবুঃ সর্বৈ ব্রহ্মলোকায়ত্তথা ॥
গতে দৈনন্দিনে ব্রহ্মা লোকান্ত মহাজে পুনঃ।
এবং শতাব্দুঃ পর্যন্তঃ পরমাব্দুঃ ব্রহ্মণঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ প্রকৃতিঃ)

দৈনার (ত্রি) দীনারে ভবঃ দীনারস্ত্রয়ং বেতি-অণ্। দীনার-
পরিমিত বর্ণজাত বস্তু।
দৈনিক (ত্রি) দিনে ভবঃ ইতি ঠঞ। ১. দিনভব, প্রাত্যহিক।
২. দিব্যভাগে বাহা ঘটে। ৩. একদিনে বাহা নিশ্চয় হইতে
পারে। ৪. দিন সম্বন্ধীয়। ৫. এক দিনের বেতন।
দৈয়াম্পতি (পুং) দায়াম্পতে শব্দের গোত্রাপত্য।
দৈর্ঘ্যবরত্র (পুং) দীর্ঘবরত্রেণ নিবৃত্তঃ কৃণঃ অণ্। দীর্ঘ রক্ষ
যায় আকৃষ্ট নগুধনন দ্বারা নিষ্পাদিত কৃণ।
দৈর্ঘ্য (ক্লী) দীর্ঘত্ব ভাবঃ যঞ। দীর্ঘতা, লম্ব পরিমাণ, এক
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার।
দৈন্ত (ক্লী) দীন্তত্ব ভাবঃ যঞ। ১. দীনত্ব, দারিদ্র্য। ২. কার্পণ্য।
৩. শোচনীয়তা, ক্ষোভ, কাতরতার সত্তাপ। ৪. সাহিত্য-
দর্পণোক্ত ব্যাভিচারি গুণভেদ।
"দৌর্গত্যাদৈয়রনৌজন্তং দৈন্তং মলিনতাদিকৃতং ॥" (সাহিত্যাদঃ)
দৈলীপি (পুং) দিলীপতাপত্যং দিলীপ-ইঞ। দিলীপের অপত্য।
দৈব (ক্লী) দেবত্বেনং দেব-অণ্। (তত্ত্বেনং। পা ৪।৩।১২০) ১
দেবতীর্থ, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুল্যাগ্রবর্তী স্থানের নাম দেবতীর্থ।
"কায়মঙ্গলিমুলোহগ্রে দৈবঃ পিত্রাং তয়োর্থঃ। (মহু ২।৫৯)
ব্রহ্মস্তুষ্ঠেব মূলের অধোভাগকে ব্রহ্মতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলি
মূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ এবং সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগের
নাম দৈবতীর্থ। ব্রাহ্মণ সকল সময়ে ব্রাহ্ম, প্রজাপতি বা
দৈবতীর্থে আচমন করিবেন। ২. বিবাহ বিশেষ, ব্রাহ্মদৈবাদি
বিবাহ আট প্রকার।
"যজ্ঞে তু বিততে সমাগৃহিজে কর্ম কুরুতে।
অলঙ্কৃত্য স্তুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে ॥" (মহু ৩।২৮)
অতিশয় বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর
এই যজ্ঞে কর্মকর্তা পুরোহিতকে সালঙ্কতা কত্যা দান করিলে
তাহাকে বৈববিবাহ কহে। দৈবকার্য সিদ্ধির কামনায়
এই বিবাহ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম দৈববিবাহ।
দৈব বিবাহোৎসব পূজ পূর্ব পূর্ব পিত্রাদি ৭ পুরুষ,
এবং পর পর ৭ পুরুষ এই চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করে ও
এই বিবাহোৎসব সন্তান ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হন। [বিবাহ
দেখ।] ৩. দেবতা সম্বন্ধী।
"প্রমীতো পিতরৌ যন্ত দেহস্তস্তা চির্ভবেৎ।
নাপি দৈবং ন বা পিত্র্যং যাবৎ পূর্ণো নবৎসরঃ ॥" (ভুক্তিঃ)
পিতামাতার মৃত্যু হইলে দেহ অশুভি হয়, যতদিন
পর্যন্ত বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন দেব সম্বন্ধী বা পিতৃসম্বন্ধী
কোন কার্য করিতে পারে না। দৈবাৎ নিয়তাবাগতং অণ্।
৪. ভাগ্য, ফলোদ্ভূত শুভাশুভ কর্ম।

“দৈবধীনং জগৎ সৰ্বং জন্মকৰ্ম শুভাশুভং ।

সংযোগাশ্চ বিরোগাশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলাং ॥

কৃষ্ণায়ত্ত্বং তদৈবং স দৈবাৎ পরতত্ত্বতঃ ।

ভজন্তি সততঃ ভক্তাঃ পরমাত্মানমীশ্বরং ॥

দৈবং বর্জিতং শক্ৰঃ ক্ষয়ং কৰ্ত্তুং স্বলীলয়া ।

ন দৈবব্রহ্মত্বং ভক্তশ্চাবিনাশী চ নিগূর্ণঃ ॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুং গণেশখণ্ড)

জন্ম, কৰ্ম, শুভ ও অশুভ প্রভৃতি সকলই দৈবের অধীন, এমন কি এই সকল জগৎই একমাত্র দৈবধীন। এই কারণে দৈবের অধিক আর কিছুই বল নাই। এই দৈব এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের আয়ত্ত, একমাত্র তিনিই দৈব হইতে অধিক। এই কারণে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে ভক্তগণ ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি দৈববর্জন করিতে সমর্থ এবং নিজ লীলা দ্বারা ক্ষয় করিতেও সমর্থ, এই জ্ঞাত কৃষ্ণভক্তগণ দেবের অধীন নহে। ইহারা কেবল কৃষ্ণোপাসনা করিয়াই শুভাশুভ সকল কার্য্য হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে।

মৎস্তপুরাণে দৈবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, একদা মহু মৎস্তকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দৈব এবং পুরুষ-কারের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই বিষয় আমার অতিশয় সন্দেহ আছে। মৎস্তদেব ইহার উত্তরে মহুকে বলিয়াছিলেন, দেহা-স্তরাজ্জিত যে নিজ নিজ কৰ্ম্ম তাহাকে দৈব কহে, অর্থাৎ পূর্বজন্মে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য অকৃত্রিম হইয়াছে, তাহাই এই জন্মে ভাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত মনীষিগণ পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, পুরুষকারই যখন ভাগ্যের প্রতি কারণ, তখন পুরুষকারই সর্বোপেক্ষা প্রধান। পুরুষকার না করিলে ভাগ্য জন্মিতে পারে না। পূর্বজন্মে যাহারা সতত সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্মে তাহাদেরও পুরুষকার ব্যতীত সেই সকল ভাগ্য ফলদায়ী হয় না। পুরুষবর্জিত লোকসমূহ দৈবকেই জানে অর্থাৎ তাহারা কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দৈব সম্পন্ন পুরুষকার করিলে ফল দেয়। দৈব, পুরুষকার ও কাল এই তিন একত্র হইয়া ফল প্রসব করে। দৈব, পুরুষকার বা কাল একাকী কেহই ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। কৃষি বৃষ্টিযোগে ফল প্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ দৈব পুরুষকার যোগেই ফল দিয়া থাকে। এই কারণে সর্বদা অতিশয় যত্নের সহিত পুরুষকার অবলম্বন করিবে। এইরূপ যাহারা অলসশূন্য হইয়া পুরুষকার অবলম্বন করে, তাহারা পরলোকে শুভকল লাভ করিয়া থাকে। পুরুষকারহীন ব্যক্তি কেবল দৈবপরাধ হইলে ফললাভ

করিতে পারে না। এই কারণে সর্বদাই বহুপূর্বক পুরুষ-কার অবলম্বন করিবে। যখন পুরুষকার ব্যতীত দৈবও ফল দান করিতে পারে না, তখন দৈবোপেক্ষাও পুরুষকার সর্বশ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। দৈব যদি প্রতিফল হয়, তাহী হইলে অত্যন্ত পুরুষকার করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিফল দৈব অক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্ত যাহারা সর্বদা অলস রহিত হইয়া পুরুষকার অবলম্বন করে, লক্ষী তাহাদিগকে স্বয়ং বরণ করিয়া থাকেন।” (মৎস্তপুং ১১৫ অঃ)

যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার একটা সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কারের নাম বাসনা, সংস্কার অদৃষ্ট বা দৈব ইত্যাদি। কার্য্য জ্ঞাত যে সংস্কার তাহার নাম দৈব। ক্রেশনকীর্তনের কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির মূল, অতএব ক্রেশন নামক অজ্ঞান অহঙ্কার, মমতা, রাগদ্বৈষ প্রভৃতি বৃত্তি জন্মাইবেই জন্মাইবে, প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে, অথচ তাহার ফলভোগী

* “দৈবে পুরুষকারে চ কিংজ্যায় ত্বদ ব্রীহীতৈ ।

অত্র মে সংশয়ো দেব হেতুর্মহন্তশেষতঃ ॥

মৎস্ত উবাচ ।

ধর্ম্মেব কৰ্ম্মদৈবাধ্যং বিদ্ধি দেহান্তরাজ্জিতং ।

তস্মাৎ পৌরুষমেবেহু শ্রেষ্ঠমাহরনীষিণঃ ॥

প্রতিকূলঃ শ্রদ্ধা দৈবাৎ পৌরুষেণ বিহততে ।

মহলাচারযুক্তানাং নিত্যমুখানশীলিনাং ॥

যেবাং পূর্বকৃতং কৰ্ম্ম স্যাবিকং মহাজ্যোতম ।

পৌরুষেণ বিনা তেবাং কেবাঞ্চিদৃ দৃশ্যতে ফলং ॥

কৰ্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্ত তথা ফলং ।

কৃচ্ছ্রেণ কৰ্ম্মণাবিক্তি তামসস্ত তথাফলং ॥

পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্জিতব্যং ফলং নরৈঃ ।

দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জিতাঃ ॥

তস্মাৎপ্রিকালসংযুক্তং দৈবেন সফলং ভবেৎ ।

পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব ॥

দেবাং পুরুষকারস্ত কালস্ত মহাজ্যোতম ।

ত্রয়মেব মহুয্যস্ত পিতৃতঃ স্ত্রীং ফলাবহং ॥

কৃষেবৃষ্টিসমযোগাৎ বৃহত্ত্বেন ফলসিদ্ধয়ঃ ।

তাস্ত কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথকন ॥

তস্মাৎ সদৈব কৰ্ত্তব্যং সধৰ্ম্মং পৌরুষং বৃত্তিঃ ।

এবন্তে প্রাপ্তবন্তীহ পরলোকে ফলং ত্রয়ং ॥

নালসাঃ প্রাপ্তবন্ত্যর্চান্ চ দৈবপরাধাঃ ।

তস্মাৎ সদৈব যত্নেন পৌরুষে বহুমাচরণে ॥

তাজ্জালসান্ দৈবপরান্ মহুয্যা-

মুখানযুক্তান্ পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ ।

অধিযা যত্নান্ বৃহতে নৃপেজ্জ ।

তস্মাৎ সদোখানবতা হি ভাষ্যং ॥” (মৎস্তপুং ১১৫ অঃ)

হইবে না, এক্ষণ লোক কে আছে। এই সকল দেখিয়া বোণিরা বলেন, জীব সকল ক্রেশের বাধা হইয়া ভাল নন্দ কার্য্য করে এবং সেই সকল কার্য্য দৈব, অদৃষ্ট বা সংকল্প ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া কর্ম্মফলের সৃষ্টি করে। যাজ্ঞিকেরা তাহাকে অপূর্ণ, অদৃষ্ট, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বা দৈব নামে উল্লেখ করেন। জীব সেই সকল সঞ্চিত কর্ম্ম-ফলের প্রেরণাতেই পুনর্বার সেই সেই কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়। ফল কথা এই কর্ম্ম করিবামাত্রই জীবের স্মরণশরীরে বা চিত্তক্ষেত্রে একপ্রকার শক্তি বা গুণ উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ অবস্থান্তর প্রাপ্তি করায় এবং নূতন নূতন রাগবেদাদির স্মরণ স্মরণ বীজ উৎপাদন করে। সেই সকল কর্ম্মবীজের নাম কর্ম্মাশয়, ইহার অস্ত্র নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য প্রভৃতি। কর্ম্ম করিলেই জীবের স্মরণ শরীরে কর্ম্মজন্ত আশয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ বা শক্তিবিশেষ জন্মিবেই জন্মিবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক গুণ জন্মিলে সে আপনার আশ্রয়ীভূত জীবকে অবস্থান্তরে পাতিত করিবেই করিবে। কতদিনে বা কোন সময়ে কিরূপ অবস্থায় পাতিত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। ফলতঃ এক সময়ে না এক সময়ে করিবেই করিবে। কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফল কেহ ইচ্ছাশরীরে প্রাপ্ত হয়, ক্রোধ বা অমায়ান্তরে বা শরীরান্তরে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ফলভোগের নাম ভাগ্যফলভোগ, এই ভাগ্য কর্ম্মফলভোগের মূলে পুরুষকার রহিয়াছে, অতএব পুরুষকারের প্রতি সর্জন্য যত্ন করিতে হইবে, অর্থাৎ সংকারণে পুরুষকার করিলে শুভ দৈব বা শুভাদৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহার ফলও শুভ হইবে। উৎকট বা তীব্রতম পুরুষকার বা কর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাতঃ আশয় ও তীব্রতম শক্তিশালী বা বেগশালী হইবে। এইরূপ পুরুষকাল করিলে দূরদৃষ্ট বিনষ্ট হয় এবং আশু হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকারই দৈবাপেক্ষা অদৃষ্ট, জীবমাত্রেরই বাহ্যতে শুভ দৃষ্ট হয়, এইরূপ পুরুষকার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দেবসর্গরূপ সর্গভেদ, এই দেবসর্গ অষ্টবিধ—বিবৃথ, অশ্র, গন্ধর্ব্বঅঙ্গরসু, সিদ্ধ, যক্ষ রক্ষ চারণ, প্রতাপিশাচ, বিদ্যাধর কিম্বাদি এই ৮ প্রকার সর্গ। (ভাগবত) সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে অষ্টদৈব সর্গের এইরূপ লিখিত আছে।

সঠিককিমে দৈব তৈর্ধ্যগোচর ভবতি।

স্বয়ম্ভুতকবিঃ সুমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥ (সাংখ্যকা)

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐজ, পৈত্র, শাকর্ষ, যক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ দৈবসর্গ।

দেবো দেবভেদো দেবভাষ্য অঙ্ক। ৭ শ্রাভুভেদ, দেব-তার উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধকৃত হয়, তাহাকে দৈবশ্রাদ্ধ কহে।

দৈবকার্য্যাদ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্টত।

দৈবং হি পিতৃকার্য্যত পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতং ॥

ভেদমায়াকৃতত পূর্ব্বং দৈবং নিবোধয়েৎ।

রক্ষাংসি চ বিলুপ্যন্তি শ্রাদ্ধমায়াকবজিতং ॥ (মহু ৩২.৩, ২.৪)

বিজ্ঞাতিদিগের দৈবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য বিশেষরূপে অহুতান করা কর্তব্য। দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্যের অঙ্গ-রূপ পূর্ব্বগোষক মাত্র। পিতৃকার্য্যের রক্ষাকর বলিয়া দেব-কার্য্যে অর্থাৎ বিশ্বদেব আবাহনাদি অঙ্গে করিতে হয়। বাহারি অঙ্গে দৈবকার্য্য না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ও শেবে বিলুপ্তনাদি করে, তাহারি শ্রাদ্ধে পতিত হয়। ৮ দেবসম্বন্ধী, দেবতার সম্বন্ধে বাহা কিছু হয়, তাহাকেই দৈব কহে। দিবি-ভাব-অণু। (জি) ৯ আকাশ।

দৈবক (পুং) দেবএব স্বার্থে-কনু। দৈব।

দৈবকী (স্ত্রী) দেবকস্তাপত্যং স্ত্রী অণ-স্ত্রীপ্। দেবক নৃপতির অগত্যস্ত্রী, দেবকের কস্তা, বহুদেবের পত্নী, ত্রীকৃষ্ণের মাতা।

দৈবকীনন্দন (পুং) দৈবক্যাঃ নন্দনঃ ৬তৎ। দৈবকীর পুত্র, বাহুদেব, ত্রীকৃষ্ণ।

দৈবকোবিদ (জি) দৈবৈ শুভাশুভজ্ঞাপকহেতৌ কোবিদঃ।

১ দৈবজ্ঞ। ২ দৈব পণ্ডিত, বাহারি দৈবতার বিষয় অবগত আছেন। জিহাং টাপ্। দৈবজ্ঞ।

দৈবক্ষত্রি (পুং) ক্রোড়বংশীয় দেবক্ষত্রের আয়জ নৃপভেদ।

(হরিব* ৩৭ অঃ)

দৈবচিস্তক (পুং) দৈবং লক্ষণেন শুভাশুভং চিন্তয়তি চিষ্টি-খুল্ ৮ দৈবজ্ঞ।

দৈবজ্ঞ (জি) দৈবং জানন্তি জ্ঞা-ক। গণক, দৈবচিস্তক, বাহারি প্রশ্নাদি গণনা করিয়া শুভাশুভ নিরূপণ করিতে পারেন। ইহাদের উৎপত্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ইহারি দেবতা ও ব্রাহ্মণের মন অপহরণ করিয়াছিল, এই জন্ত ধূমানরক ভোগ করিয়া শতজন্ম যুগিক প্রভৃতি অন্ন পরিগ্রহপূর্ব্বক শবর, স্বর্ণকার, স্তব্ধবর্ণিক ও বনন প্রভৃতির সৈবী হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের গণনাপূর্ব্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ নামে জাত হইবে।

লাকালোহাদিবাগারী রসাদিবিজ্ঞরী চঃ ॥

স বাতি নাগবেষ্টক নাগৈর্বেষ্টিত এব চ ॥

স্নেহে স্নেহমানান্যঃ তজ্জৈব নাগদংশিতঃ ।

ততো ভবেৎ সগণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মযু ॥

গোপশ্চ চর্মকারশ্চ রঙ্গকারস্ততঃ শুচিঃ ।

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

যাহারা শাক্ষা ও লৌহাদি এবং রসাদি বিক্রয় করে, তাহারা নাগবেষ্টিত হইয়া নাগবেষ্ট নরকে গমন করে। তাহার পর নিজ গাত্রে লোমসংখ্যাসূত্রে নাগদংশিত হইয়া অবস্থান করে। তাহার পর গণক হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পরে সপ্তজন্ম বৈজ্ঞ, গোপ, চর্মকার ও রঙ্গকাররূপে জন্মলাভ করিয়া শুচি হয়।

দৈবজ্ঞ, বঙ্গদেশীয় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার আশুনাগিরের পরিচয় দিবার জন্য নিম্ন লিখিত প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। শাক্ষীর কুলজ-পদ্ধতিতে লিখিত আছে—

“শাক্ষীপতিশাশ্বতৌ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।

অনীতা খগভূপেন গ্রহচালনতৎপরঃ ॥

গ্রহদানবিপাকেন গ্রহবিপ্র উদাহতঃ ।

আচার্য্যস্তত্র আখ্যাতিঃ দৈবজ্ঞঃ শাক্ষলিঙ্গঃ ॥”

শাক্ষীপে আটজন বেদবিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পক্ষিরা জগড় তাঁহাদিগকে এ দেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা গ্রহনিরূপণবিদ্যায় পারদর্শী। গ্রহদান সমস্তই তাঁহারা গ্রহণ করেন বলিয়া গ্রহবিপ্র নামে খ্যাত। অপর নাম আচার্য্য, দৈবজ্ঞ ও শাক্ষলিঙ্গ।

গ্রহদানমলে ঋষিগণে লিখিত আছে—

“মার্কণ্ডে মাণ্ডব্যে গর্গে পরাশরে তথা ভৃগুঃ ।

সনাতনোদ্ভিরা জহুঃ শাক্ষীপাঠকো মুনিঃ ॥

তদাশ্বজা মহাতেজাঃ প্রত্যাহং গ্রহচারকাঃ ।

আজ্ঞয়া দেবদেবস্ত গতবান্ গরুড়স্তথা ॥

শাক্ষীপেস্থিতো বিপ্রো প্রবিশেৎ শাশ্বমন্দিরং ॥

বরাহসোমঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ ।

দক্ষর্ষস্বরূপশ্চৈব গ্রহদানে চ ব্রাহ্মণঃ ॥

গ্রহদানবিপাকে চ গ্রহবিপ্র উদাহতঃ ।

শুক্রাদিত্য বরাহশ্চ সোমে সোমে স্তপৈব চ ।

ঈশানো ভূমিপুত্রশ্চ শান্তিশ্চ শশিনন্দনে ॥

শুক্রশ্চ শুক্রদানে তথা স্বর্ঘ্যপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।

রাহদানে দক্ষশ্চৈব কেতুদানে বহুধরঃ ।

কাশ্যপশ্চ বরাহশ্চ সোমঃ কৌশিক এব চ ।

ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বাৎস্ত স্তপৈব চ ॥

ভরদ্বাজো ভৃগুশ্চৈব পরাশরধনঞ্জয়োঃ ।

দক্ষশাণ্ডিল্যগোত্রস্তাদ্ মোদগল্যশ্চ বহুধরঃ ॥

এতে চ প্রবরাহস্তেবাং সাম বেদেপুদাহতঃ ॥

সইশ্রীর্ষাঃ পুরুষঃ সর্কাকুর্মিং সৃষ্টা ।

গ্রহশাস্ত্রে তু তিথ্যাগাদিপ্রকাশতঃ ।

সপাদশতমুখাং গ্রহাংশে সপাদশতত্রিতান্ চতুর্বেদনেদিনমঃ

গ্রহব্রাহ্মণান্ সামগীয়ান্ নবান্ গোত্রান্ তদ্ব্যাহার

পঞ্চবিংশাদিকশতমিতাঃ কল্পকা অস্থজং ॥

সাম্বৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞো গণকোপি চ ।

গ্রহবিপ্রো বিজ্ঞশ্রেষ্ঠঃ সর্কশাশ্ববিশারদঃ ।

আচার্য্যো ব্রাহ্মণেজশ্চ ঘটকঃ সার্কবেদিকঃ ॥

স্বধী শাখী নগতোহগ্নিঃ ঘটকর্ম্ম গ্রহভূধরঃ ।

মৌহুর্জিকশ্চ মৌহুর্জঃ জ্ঞানী কার্ত্তিকশ্চ স ॥

অপরঞ্চ । গ্রহাণামর্চনাভেদেতৈঃ শাক্ষীপসমুত্তবঃ ।

ব্রহ্মবজ্রাভবেজ্ঞান দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো প্রবঃ ।

সত্যো গ্রহবিজাঃ পূজ্যগৌরবত্যাং সামিক দ্বিজাঃ ।

নাড়ীক্ষা দ্বাপরে বিপ্রা নিরমিব্রাহ্মণাঃ কলৌ ।

জ্যোতিষাধ্যাপনং পূজা বেদশাস্ত্রপ্রকীর্ত্তনং ।

যজ্ঞঃ প্রতিগ্রহো ভিক্ষা ষড়্ গ্রহদ্বিজলক্ষণং ॥

এতিঃ ষড়্ভিবিহীনো যো গ্রহবিপ্রঃ সুরেশ্বরী ।

অগ্রহব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সোহস্তথা কথ্যামি তে ॥

মার্কণ্ড, মাণ্ডব্য, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অশ্বিরা ও

জহু এই আটজন মুনি শাক্ষীপে ছিলেন। তাঁহাদের মহা-

তেজা পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহ চালন করিতেন। দেবদেব ক্রমের

আদেশ অনুসারে গরুড় তথা হইতে তাহাদিগকে আনিলে

তাহারা আসিয়া শাশ্বের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের নাম

বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জয়, দহু ও বহুধর;

গ্রহদানে এই আট ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রহদান গ্রহণ

করার জন্য তাহারা গ্রহবিপ্র নামে বিখ্যাত হন। স্বর্ঘ্য ও

বৃহস্পতির দানে বরাহ, বুধের দানে সোম, মঙ্গলের দানে

ঈশান, বুধের দানে শান্তি, শুক্রের দানে শুক্র, শনির দানে

ধনঞ্জয়, রাহুর দানে দহু ও কেতুর দানে বহুধর দান-গ্রহণ-

কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের গোত্র এইরূপ—বরাহের

কাশ্যপ, সোমের কৌশিক, ঈশানের গৌতম, শান্তির বাৎস্ত,

ভৃগুর ভরদ্বাজ, ধনঞ্জয়ের পরাশর, দহুর শাণ্ডিলা ও

বহুধরের মোদগল্য গোত্র ছিল।

পরমেশ্বর কহিতেছেন, সহস্রমুখ ব্রহ্মা সর্বপ্রকার ভূমির

সৃষ্টি করিয়া গ্রহশাস্ত্রের নিমিত্ত মধ্য, উর্দ্ধ ও অধো গ

প্রকাশানুসারে একশত পঁচিশ মুখ হইতে গ্রহদিগের

এক এক করিয়া একশত পঁচিশটি গ্রহব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন

তাহারা চারিবেদে জ্ঞানসম্পন্ন গ্রহব্রাহ্মণ হইলেন, তাহারা

সামবেদের গান গাহিতে পারিতেন। নয় প্রকার গৌরী ছিল। পরে তীহাদের বিবাহের জন্য এক এক করিয়া একশত পচিশ মুখ হইতে একশত পচিশটি কঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

গ্রহবিপ্রগণের এই একবিংশটি নাম নির্দিষ্ট হইয়া ছিল—১ সাধুংসর, ২ জ্যোতিষিক, ৩ দৈবজ্ঞ, ৪ গণক, ৫ গ্রহবিপ্র, ৬ বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ, ৭ সর্গশাস্ত্রবিশারদ, ৮ আচার্য্য, ৯ ব্রাহ্মণেজ, ১০ ঘটক, ১১ সার্কবেদিক, ১২ স্থধী, ১৩ শাধী, ১৪ নমস্ত, ১৫ অগ্নি, ১৬ ঘটকর্মা, ১৭ গ্রহভূম্বর, ১৮ মোহুর্ষিক, ১৯ মোহুর্ষ, ২০ জ্ঞানী, ২১ কার্তাস্তিক। (১)

আরও কথিত আছে, গ্রহগণের পূজনের জন্য শাকমীপে উৎসব ব্রহ্মার মুখ হইতে দৈবজ্ঞ হইয়াছিল, তাহাকে নিশ্চরই ব্রাহ্মণ জানিবে। সত্যযুগে গ্রহবিপ্র, ত্রেতাযুগে সাত্বিক ব্রাহ্মণ, দ্বাপরযুগে নৌতীক ব্রাহ্মণ ও কলিযুগে গুনিমি ব্রাহ্মণ পূজ্য।

জ্যোতিষ অধ্যাপন, পূজা, বেদশাস্ত্র কথন, যজ্ঞ, দান-গ্রহণ ও ভিক্ষা এই ছয় প্রকার গ্রহবিপ্রের লক্ষণ জানিবে। এই ছয় কর্মবর্জিত যে বিপ্র হয়, তাহাকে গ্রহবিপ্র বলা যায় না।

অম্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) লেখাইয়া যে ব্যক্তি পরিশ্রম অনুসারে গ্রহবিপ্রকে দক্ষিণা দান না করে, সে শতবৎসরকাল পিতৃগণের সহিত কুন্তীপাক নামক নরকে বাস করে।

গুতম্ভী ব্যক্তি গণকগণকে ঘেব করে, গুতায়ু ব্যক্তি চিকিৎসককে ঘেব করে, গুতম্ভী ব্যক্তি ও গুতায়ু ব্যক্তি ব্রাহ্মণ মাত্রকেই ঘেব করে। (গ্রহযামল)।

রাজমার্ত্তেণ্ডে লিখিত আছে—

“গ্রহবিপ্রাঙ্কটতমা বদন্তি যতদগ্রহাঃ কস্মীন্নিরাচরন্তি।

তুঠে তু তুঠাঃ সততং ভবেয়ুগ্রহাংশবিপ্রেশু ধরাংস্তমুখ্যাঃ॥

গ্রহাংশজাতো বিপ্রো যো হস্তাঐদ্যজুহুয়াদপি।

যদপ্লুত্ৰাতি যদম্প্রাতি প্রাপ্নুবন্তি গ্রহাঃ স্বয়ং॥

ব্রহ্মন্ গ্রহব্রাহ্মণার্চ্য গ্রহদানং গ্রহার্চনম্।

গ্রহহোমদক্ষিণা চ তদগ্রহব্রাহ্মণায় বৈ॥

দদ্যাৎ সর্ষকং তদুৎসবং গ্রহব্রাহ্মণতোজনম্।

ইত্যেবং গ্রহযজ্ঞশ্চ কাম্যাদিসিদ্ধয়ে ভবেৎ॥”

গ্রহবিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বলেন, গ্রহগণ কার্য্য ধারা তাহাই আচরণ করেন। গ্রহবিপ্রগণ তুষ্ট হইলেও সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ তুষ্ট হন। যে গ্রহবিপ্র হস্তাঐদ্য ধারা স্তুতাদি হোম করেন, যাহা গ্রহণ করেন এবং যাহা ভোজন করেন, গ্রহগণ

তাহাই গ্রহণ হন। গ্রহবিপ্রের পূজা করিলেই গ্রহের পূজা হয়। গ্রহহোমে যাহা দক্ষিণা দেওয়া যায়, তাহা এবং গ্রহযজ্ঞের সমস্ত অব্যয় গ্রহবিপ্রকে দিতে হয়। গ্রহযজ্ঞে গ্রহবিপ্রগণকে ভোজন করাইতে হয়। এইরূপে গ্রহযজ্ঞ করিলে কাম্যাদি কর্ম সকল সিদ্ধ হয়। [গণক দেখ]।

দৈবজ্ঞা (জী) ১. দৈবজ্ঞ-টাণ্ড। দৈবজ্ঞ-পত্নী। পর্য্যায়—বিপ্র-শিক্ষা, দীক্ষণিকা। (অমর) ইহারাও লক্ষণধারা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকে।

দৈবত (জী) ১. দৈবতৈব স্বার্থে-অণ্। ১. দেবতা। দেবতানাং সমূহঃ অণ্। ২. দেবতাসমূহ। (জি) দেবতাসা ইদং অণ্। ৩. দেবতা ঈদৃশী। কেহ কেহ বলেন দেবতা অর্থে দৈবত শব্দ পুংলিঙ্গ; কিন্তু—

“আর্ষং ছন্দো দৈবতঞ্চ বিনিয়োগস্তথৈব চ”

এই বোগী যাজ্ঞবল্ক্যাদির বাক্যে স্ত্রীবলিঙ্গতাই স্থির হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

“যত যত তু মন্ত্রস্ত উদ্ভিষ্টা দেবতা তু যা।

তদাকারং ভবেত্ততঃ দৈবতং দেবতোচ্যতে॥” (নিরুক্তি)

১. দেবতা-সম্বন্ধীয় প্রতিমা।

দৈবতজ্ঞ (জি) দৈবত ভাগ্যং তজ্ঞং প্রধানং যজ্ঞ। ভাগ্যাবীন, অদৃষ্টের অবীন। “কিঞ্চ পুরা কিল হরিশ্চন্দ্ররামচন্দ্রমুখ্য মহীজ্ঞা দৈবতজ্ঞঃ স্তম্ভবজ্ঞঃ অমৃত্যুর পশ্চাদনেককালং নিম্নরাজা-মক্ষুর্জন” (দশকুমারচরিত)

দৈবতপতি (পুং) দৈবতানাং দেবানাং পতিঃ ৬তৎ। ইজ্ঞ।

দৈবতপ্রতিমা (জী) দৈবতানাং দেবানাং প্রতিমা ৬তৎ। দেবতা সম্বন্ধীয় প্রতিমা।

দৈবতরস (পুং) প্রবর স্বভিত্তে। “বৈশ্বামিত্র দৈবতরসং দৈবতরসেতি” (আশ্ব-শ্রো-১৯১৪৩)

দৈবতরেন্ন (পুং জী) দৈবতরস্ত শ্রেষ্ঠদেবস্ত অপত্যং শুভা-দিবাং চক্। শ্রেষ্ঠ দেবতার অপত্য। জিহাং টাণ্ড।

দৈবতি (পুং জী) দৈবতস্তাপত্যং ইহ। দেবতার অপত্য। ততো ঘূনি ফক্। দৈবতায়ন, দেবতার যুবা অপত্য।

দৈবত্যা (জি) দেবতা স্বার্থে ঞ্চ। দেবতা। “আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যাং” (যাজ্ঞবল্ক্য)

দৈবদত্ত (জি) দেবদত্তস্ত ছাত্রাঃ অণ্। ১. দেবদত্তের ছাত্রাদি। দেবদত্তঃ ভক্তিরস্ত, অচিত্তবাহ্যাবাং ন ঠক্ কিন্তু অণ্। ২. দেবদত্ত-ভক্তিগুরু।

দৈবদত্তি (পুং জী) দৈবদত্তস্যাপত্যং দেবদত্ত-ইহ। দেবদত্তের অপত্য।

দৈবদর্শনি (পুং) দেবদর্শনেণ ঞ্চিণা দৃষ্টং অবীয়তে

(১) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এই ২১টি নাম কথিত আছে।

শৌনকাধিষ্ঠাৎ পিনি। দেবদর্শন অবিপ্রোক্ত ছন্দোহিধ্যায়ী
সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দৈবদারব (জি) দেবদারোবিকারঃ অঞ। দেবদারিক বৃক্ষ
বিকার যুগাদি।

দৈবদীপ (পুং) দৈবঃ সূর্য্যাবিষ্টাকো দীপঃ। ১ চক্ৰ, মেত্র,
দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্য, এইজন্ত দৈবদীপ শব্দ
নেত্রবোধক। ২ দেবসম্বন্ধীয় প্রদীপ।

দৈবস্ত্যায়ন (পুং) দেবস্ত বাহু গোত্রৈ কঞ, ততোযুনি কৃ।
জ্যোত্বেগ গোত্র প্রবর অবিভেদ। “জৈমিনিদৈবস্ত্যায়নানাং
মার্গবৈবতহব্য সাবতসেতি” (আখ্য শ্রৌঃ ১২।১০)

দৈবভূর্বিপাক (পুং) দৈবস্ত ভূর্বিপাকঃ। দৈবের ঐতি-
কূলতা, ভাগ্যবিপণ্য।

দৈবপর (জি) দৈবঃ ভাগ্যঃ পরঃ চিত্ত্যং বস্ত। দৈবনিষ্ঠ,
পর্যায়-বস্তবিশ্য।

“সম্পত্তেচ বিপত্তেচ দৈবমেব হি কারণং।

ইতি দৈবপরো ধ্যায়ন্নায়ন ন বিচেটেতে” (কাম নীতি)

সম্পত্তি ও বিপত্তি দৈবই কারণ।

দৈবপ্রশ্ন (পুং) দিবি আকাশে ভবঃ দৈবঃ, দৈবঃ প্রশ্নঃ
কর্মণা। ১ প্রশ্নন শুভাশুভ কর্ম লিজ্ঞান, পর্যায় উপক্রতি।
২ দৈববাণী।

“নক্তং নির্গতা যৎকিঞ্চিৎ শুভাশুভকরং বচঃ।

শ্রুতে তদ্বিহীরা দৈবপ্রশ্ননুশ্রুতিঃ” (হার্যবর্গী)

যে সকল শুভাশুভকর বাক্য আকাশ হইতে শ্রুত হয়,
তাহাকে দৈবপ্রশ্ন বা উপক্রতি কহে।

দৈবমতি (পুং জী) দেবমতস্ত অধেরপত্যং ইঞ। দেবমত
অধির অপত্য। জিন্নাং জীপু। ততোযুনি কৃৎ দৈবমতায়ন।
দৈবমত অধির যুবা অপত্য।

দৈবমিত্রি (পুং জী) দেবমিত্রস্ত অধেরপত্যং দেবমিত্র-ইঞ।
দৈবমিত্র অধির অপত্য। জিন্নাং জীপু। ততোযুনি কৃৎ দৈব-
মিত্রায়ন। দেবমিত্র অধির যুবা অপত্য।

দৈববিড়ম্বনা (জী) দৈবস্ত বিড়ম্বনা ৬তৎ। দৈবের ঐতি-
কূলতা, বিধি বিড়ম্বনা।

দৈবযজ্ঞি (পুং জী) দেবো দেবার্থো যজ্ঞোযিত্ত ততাপত্যং
ইঞ। দেবার্থ-যজ্ঞকারকের অপত্য। জিন্নাং জীপু। ততো-
যজ্ঞপত্যে কৃৎ দৈবযজ্ঞায়ন। তদীয় যুবাণত্য। দৈবযজ্ঞায়ন
এই স্থলে ভৌবাদি ছেছু ককের লুক্ হইল না।

দৈবযুগ (জী) দেবস্ত ইদং অণু দৈবঃ যুগঃ কর্মণা। দিব্যযুগ,
দেবমানে ১২০০০ বর্ষ। মহাযুগ পরিমাণে চারিযুগে দেবতা-
দিগের একযুগ হয়।

“বসন্তঃ পরিসংখ্যাতমানাবেব চতুর্যুগং।

এতদ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে” (মহুঃ ১৭১)

মহাযুগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবসরাজি
হয়। এই দৈব পরিমাণের চারিহাজার বৎসরে সত্ৰাযুগ হয়।
এ যুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ চারিশত বৎসর করিয়া হয়।
অতঃ তিনযুগ তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ এক সহস্রে
একশত বৎসর করিয়া যায় অর্থাৎ তিনহাজার বৎসরে
ত্রৈতাযুগ, তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর
তাহার সন্ধ্যাংশ। দ্বিসহস্র বৎসর ষাণ্ময়যুগ এবং সহস্র বৎসর
কলিযুগ। ইহাই মহাযুগের চারিযুগের সংখ্যা। ইহার ষাণ্ময়
সহস্র পরিমাণে দৈবযুগের একযুগ হয়।

দৈবযোগ (পুং) দৈবস্ত যোগঃ কলোদুখতরা সম্বন্ধঃ। ভাগ্যের
কলোদুখতা হেতু সম্বন্ধ, দৈবের যোগ।

দৈবরথ (পুং) দেবরথস্ত ইদং দেবরথ-অণু। দেবরথ সম্বন্ধী।

দৈবরাজিক (জি) দেবরাজে ভবঃ কাশ্মাদিক্ ৮ঞ। দেব-
রাজতব, যাহা দেবরাজ হইতে হয়।

দৈবরাতি (পুং জী) দেবরাত্তাপত্যং ইঞ। ১ দেবরাতের
অপত্য। ২ জনকরাজপিতা।

“বাজবল্যমুশিষ্টে দৈবরাতির্মহাবশাঃ।

পত্রাঙ্ক জনকো রাজা প্রশ্নঃ প্রশ্নবিদাং বরং” (ভারত শাস্ত্রিণঃ)

দৈবল (পুং) দেবলতাপত্যং শিবাদিভ্যঃ অণু। দেবল অধির
অপত্য, ইনি শাস্ত্রিণ্য গোত্রের প্রবরপুত্রভেদ। “শাস্ত্রিণ্যানাং
শাস্ত্রিশাসিতলেচলেতি, কস্তপাসিতদৈবলেতি বা”

(আখ্য গৃহ ১২।১৪)

দৈবলক (পুং) দেবঃ দেবযোনিং লাতি গৃহ্মাতি পুন্ড্রাভেন
কুংসিতার্থে বা-ক। ১ ভূতদেবক, ভৌত। দৈবলকস্ত ইদং
অণু। ২ দেবল সম্বন্ধী।

দৈবলেখক (পুং) দৈবঃ দেবনিমিত্তশুভাশুভং লিখতীতি
লিখ-কুল। মোহুর্জিক, গণক, দৈবজ্ঞ।

দৈববংশ (পুং) দৈবানাং দেবানাং বংশঃ ৬তৎ। দেবতা-
দিগের বংশ।

দৈববাণী (জী) দৈবী আকাশ-সম্বন্ধিনী বাণী। ১ আকাশবাণী,
অমাহুযীবাণী। পর্যায়—চিত্তোক্তি, পুষ্পশকটী, দৈবপ্রশ্ন,
উপক্রতি। (জিকা) ২ সংস্কৃতবাক্য।

“সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগবাণীতান্ন মহর্ষিঃ” (মতী)

দৈববিদ্ (জি) দৈবক বেত্তি বিদ-কিপু। দৈবজ্ঞ, গণক।

দৈবশর্ম্মি (পুং জী) দেবশর্ম্মগোহপত্যং ততো বাসাদিভ্যঃ কিঞ।
দৈবশর্ম্মীর অপত্য। ততো গহাদিভ্যঃ। দৈবশর্ম্মীর তত্ত্বাদি।

দৈবসর্গ (পুং) দৈবঃ সর্গঃ কর্ম্মণা। দেবাদি সর্গভেদ। [দৈব দেবঃ]

দৈবসৃষ্টি (জী) দেবভেদে অণু, দৈবী সৃষ্টি কর্ণবা। স্বয়ং
কৃত দেবতাদিগের সৃষ্টি।

“সৃষ্টীকৃতং দেবশক্তিমতমমতম।

“অরুণাঃ সত্যবল্লাং ততত্যাং সোহিত্যবুধঃ।” (বাহুশু ১ অ°)

দৈবহান (পুং জী) দেবহানত ধ্বংসপত্য ইঞ্। দেবহান
ধ্বংস অণত্যাং হ্রিরাং বা ভীৎ। ততোহুনি কৃৎ, গৈলানিহাৎ
তত লুৎ। দৈবহানি। তদীর বুবা অণত্যা, দেবহান ধ্বংস
বুবা অণত্যা।

দৈবহব (পুং) দৈবহব্যত দেবহানমক ধ্বংসপত্য হ্রাঃ
করাধিহাৎ অণ্ বঙোলুপ্। দেবহবোর হ্রাঃ সকল। এই
শব্দ বহুবচনান্ত।

দৈবহীন (ত্রি) দেবেন ভাগ্যোন্নতীনঃ ততৎ। ততভাগ্যহীন,
দ্বাংদেব কৌনরূপ ততাদৃষ্ট নাই।

“বাসনী বিনষ্টধর্মী ত্রিবিধোপাতপীড়িতস্ত বঃ।

পুরুষঃ স দৈবহীনঃ কথিতো দৈবাসিতৌহতঃ ॥

দৈবহীনঃ রিপুঃ জেতুঃ সারাদৈবাসিতো নৃপঃ।”

“বোজ্যো দৈবাসিতামাত্যা দৈবহীনে তথাস্থানি।” (দীপিকা)

বাহারা অতিশয় বাসনযুক্ত এবং বিনষ্টধর্মী, অর্থাৎ অধার্মিক
ও বাহারী ত্রিবিধ উপপাতে উপপীড়িত এবং বিধ পুরুষ দৈবহীন।

দৈবাকর (পুং) দিবাকরভাষ্যতাং পুমান্ দিবাকর-ইঞ্।
১ শনি। ২ যম। (জী) ৩ বহুনা।

“সম্ভতি দৈবাকরিতঃ পারমিতাকরিতারন-করিতঃ।”

(কাব্যোদয়)

দৈবাগারিক (ত্রি) দৈবাগারে নিযুক্তঃ ‘তত্র-নিযুক্তঃ’ ইত্য-
ধিকারে ঠক্। দৈবাগারে নিযুক্ত, বাহারী দৈবাগারে নিযুক্ত
হইরাছে। কোন কোন স্থলে ‘দৈবাগারিক’ এইরূপ পদও
দেখা যায়।

দৈবাৎ (অব্য) হ্রাৎ।

“দৈবদীপালবলনং কিল মানবভাঃ।” (কাব্যোদয়)

দৈবাকর (পুং) দৈবকৃতোহত্যারঃ উপপাতঃ। দৈবকৃত উপপাত।

দৈবাদিক (পুং) দিবাদিগণে পঠিতঃ ঠঞ্। দিবাদিগণ-
পঠিত বাহু, দিবাদিগণ পাঠে যে সকল বাহু আছে, সেই
বাহুকে দৈবাদিক কহে।

দৈব (পুং) বক্রর গোত্রাপত্য।

দৈব (পুং)। দেবানীন্ অহরান্ পাতি আশ্রয়দানেন-

দৈবারিগঃ সমুদ্রঃ তত্র ভবঃ অণ্। শব্দ।

দৈবং শব্দমত্যাং বানরত চ কুর্ততঃ।

দৈবাসিতো বীতবৃত্তসিন্ধু শৌর্যধনে বলে ॥

বিরাট পুং ৫ অ°) ‘দৈবারিগাৎ শব্দাৎ’ (নীলকণ্ঠ)

দৈবাল, দৈরেল, দরেল, ভারতীয় পক্ষীবিদ্যে। “দৈবাল” (১)
শব্দের অণুভাষ্য। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রসারে ইহা দণ্ডোপ-
বেশী পক্ষীজাতির মধ্যে টুরডিডি (Turdidae) শাখার রুটি-
সেলিনি (Ruticellini) উপশাখার অন্তর্গত কপসিকাস্
(Copsychus) বিভাগের মধ্যে গণ্য। ইহার নাম কপ-
সিকাস্ সলেন্সিস (Copsychus Saularis) সাধারণতঃ
ইংরাজীতে ইহাকে ম্যাগপাই রবিন (Magpie-Robin)
বলে। ভারতে ইহার বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	দরাল বা দরার, দৈবাল।
বাংলা	দৈরাল, দৈরেল, দরেল।
স্তেন্ড	পেদানলক্ষি, সরেলা গড়।
লেপ্চা	অন্নিক কো।
ব্রহ্ম	সপ্তেন্দ্রবরে।

ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহাকে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন
নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে
ময়না শ্রেণীর উপবিভাগ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

দরেল দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের পুরুষজাতির মস্তক,
বক্ষ, ঠাট ও উপরিভাগের পালকগুলি চক্চকে কালো। উদর
পার্শ্ব ও ল্যাজের নিম্নের পালকগুলি শাদা, ডানা কাল;
‘মধ্যের পালকগুলি শাদা। ল্যাজের মাঝের চারিটি পালক খুব
কাল; অবশেষের দুই পার্শ্বের দুইটি পালক শাদার কালার
মিশ্র। জীজাতির ডানা ও ল্যাজ পাটকিলে রক্তের, কিন্তু
পুরুষজাতির জায় শাদা পালক আছে। খুঁটি, গলা, বক্ষ ও
ধাড়ের পার্শ্বের গাঢ় ধূসরবর্ণ, কপাল, চক্ষুপার্শ্ব ও গাল শাদা ও
কাল বিদ্যুৎবিশিষ্ট। উপরের পালক নীলাভ গাঢ় পাটকিলে,
উদর শাদা। ঠোট-কালো, ইহার দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি। ইহাদের
ল্যাজ ০.৬ ইঞ্চি, ডানা ৩.৭ ইঞ্চি ও ঠোট ১ ইঞ্চি লম্বা হয়।
সমস্ত ভারত ও মৌলমিন পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে এই পক্ষীর সমস্ত
বর্ণাদি এক প্রকার। তেজাসরিম প্রদেশে ও সিংহলে কোন
স্থলের বর্ণবত্বের ঘটে, কিন্তু তজ্জন্ম ইহাদের শ্রেণী বিভাগ
করা যায় না। এই পক্ষী সিন্ধুদেশে ও পঞ্জাব কাশ্মীরে প্রায়
দেখা যায় না। নিকোবর দ্বীপে নাই। হিমালয়ে ৫০০০ ফিট
উর্দ্ধ প্রদেশেও ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহার সর্কজই
সুন্দর। ইহাদের বর্তাব অনেকটা ইংলণ্ডের রবিনের স্থায়।
ইহার চড়াইয়ের গৃহে বারংবার অবশ্য করে। শব্দনের
ভার ইহার মাটিতে চলিবার সময় লাল নাচাইয়া চলে।

ইহার কীট ও শত্রুদি খুঁটিয়া যায়। বৈশাখ হইতে
শ্রাবণের মধ্যে ইহার ডিম পাড়ে। যুক্তকোটে দেওয়ার
পক্ষে ইহার বাসা বাঁধে। ৪৫টা ডিম একবারে হয়। ইহার

পোষ্য মানে, অতি উচ্চরবে স্মৃতিধরে শিশু দিতে পারে।

ময়না শালিকের জ্ঞান কথা কহিতে বা পড়িতে পারে না।

দৈবানুস (ক্লী) দেবানুসৃত বৈয়ং অণ্। ১ দেবতা ও অনুসের বৈরতঃ। দেবানুসরণোহন্ত্যত্র অস্থবাকৈ অধ্যারে বা বিস্কাদিতাদণ্। ২ দেবানুসরণকয়ুত অস্থবাক বা অধ্যার।

দৈবাহোরাত্র (পুং) দৈবঃ দেবসম্বন্ধী অহোরাত্রঃ। দেবতা-দিগের একদিন। মনুষ্য পরিমাণের এক বৎসরে দেবতাদিগের একদিন হয়।

দৈবিক (ত্রি) দেবত্ব অয়ং দৈবে ভবো বা ঠক্। দেব সম্বন্ধীয়।
“অহোরাত্রে বিভজতে সৃধ্যো মাহুদৈবিকে”।

রাত্রিঃ সপায়ঃ ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্মণামহঃ” (মহু ১৬৫)

দেবাহুদিশ্চ প্রযুক্তঃ বা ঠক্। ২ দেবতাদিগের উদ্দেশে যে শ্রাক কৃত হয়, তাহাকে দৈবিক কহে।

“দেবাহুদিশ্চ যচ্ছ্রাকং তত্ত্ব দৈবিকমুচ্যতে।

হবিষ্যেণ বিশিষ্টেন সপ্তমাদিশু যজ্ঞতঃ” (ভবিষ্যপুং)

দৈবী (ক্লী) দেবত্বইয়ং দেব-অণ্ ততোভীপ্। ১ দেবসম্বন্ধীয়।

২ দৈব বিবাহ দ্বারা পরিণীতা পত্নী। ৩ চিকিৎসা বিশেষ।

“আনুরী মাহুদী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধামতা।” (বৈজ্ঞক)

দৈবী, আনুরী ও মাহুদী এই ত্রিবিধ চিকিৎসা। দেব ভীপ্।

৪ গীতোক্ত সম্প্রদেয়।

“অভয়ঃ সবসংস্কৃদ্ধিজন্যোব্যবহিতিঃ।”

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ সাধ্যায়ত্তপ আর্জবং ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধন্ত্যাগঃ শান্তিরপৈত্তনং।

দয়া ভূতেষ্চলোলুপং মাদ্দিবং ভীরচাপলং ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবী মতিজাতশ্চ ভারত ॥” (গীতা ১৬১, ৩)

এই অগতে জীবগণের প্রকৃতি তিন প্রকার—দৈবী, আনুরী

এবং রাক্ষসী। ইহার ক্রমে সব, রজ বা তমোগুণ হইতে

সমুৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে যাহারা দৈবী প্রকৃতির উপকরণ

লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের আশ্রয়ান্ধিত বা মুক্ত্যাদি

হইয়া থাকে। অভয়, সবসংস্কৃদ্ধি, জ্ঞান এবং যোগ বিষয়ে

নিষ্ঠা এইগুলি দৈবী। পুত্রকল্যাদি সমস্ত পরিজনবর্গ এবং

সকল প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া

কেবলমাত্র একাকী অসি কল্পে জীবিত থাকিব, এইরূপ

ভীতির উদয় না হইয়া উহাতেই একপ্রকার উৎসাহ

বিশেষের নাম অভয়ঃ। অস্তঃকরণের নির্মলতা অর্থাৎ সমাক-

ল্পে আশ্রয়ত্ব পরিষ্করণের উপযুক্ততাই সবসংস্কৃদ্ধি।

আশ্রয়ত্বাদি প্রকাশক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া

যে সংস্কার বিশেষ জন্মে, তাহাকে জ্ঞান কহে। সেই জ্ঞান

কার্যে পরিণত করার জন্য অর্থাৎ দেহাদি অল্প পদার্থের

অতীত আশ্রয়ত্ব অনুভবের নিমিত্ত চিত্তৈক্যপ্রভাদি অভ্যাস

করাকে যোগ বলে। এই জ্ঞান আর যোগে সর্বদা

নিষ্ঠা থাকাকে জ্ঞানযোগনিষ্ঠা কহে। ইহার নাম দৈবী-

সম্পদ। এই শুদ্ধি পরমহংসপ্রাপ্তে সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

দানশক্তি, দমশক্তি, যজ্ঞ প্রভৃতি সাধ্যের শক্তি এবং তপঃ

শক্তি প্রভৃতি শক্তিও দৈবীসম্পদ। এইগুলি যথাক্রমে

চতুরাশ্রমেই বিকসিত হয়, এবং আর্জব, অহিংসা, সত্য,

অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈত্তন, সর্বভূতদায়, অলোলুপত্ব,

মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ এবং অমা-

নিষাদি শক্তিগুলিও দৈবীসম্পদ বলিয়া অভিহিত হইয়া

থাকে। এই দৈবীসম্পদ প্রাকৃগাদি চতুর্কর্ণের মধ্যেই বিক-

সিত হইতে পারে। যাহারা পূর্বজন্মের কর্ম্মফলস্বারা দৈবী

প্রকৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদেরই পরিণামে

নানাবিধ কারণের সাহায্যে এই সকল শক্তিগুলি পরিষ্কৃত

হইয়া থাকে।

দৈবোদাস (পুং) দিবোদাসে ভবঃ অণ্। ১ দিবোদাস ভব।

দিবোদাসভাপত্যং অণ্। ২ দিবোদাসের অপত্য, প্রবর

ভেদ। “ত্রিপ্রবরং ভার্গব দিবোদাস বাত্রশ্চেতি” (আখং

শ্রৌঃ ২২১০১২)। দিবোদাসেন আহুয়মানঃ অণ্। ৩ দিবো-

দাস কর্তৃক আহুয়মান বহি। “দৈবোদাসো অগ্নিদেবা অজ্ঞান”

(ঋক্ ৮। ১০৩। ২) “দৈবোদাসঃ, দিবোদাসেন- অহুয়-

মানোহমিঃ।” (সায়ণ)

দৈবদাসি (পুং) দিবোদাসস্ত অপত্যং ইঞ্। দিবোদাসের

অপত্য।

দৈবোদ্যান (ক্লী) দৈবানাং দেবানাং উদ্যানং। দেবতা-

দিগের উদ্যান।

দৈবোপতক (ত্রি) দৈবেন উপহৃতঃ কন্। দৈবকর্তৃক উপহিত,

দৈব সাহার প্রতিকূল হইয়াছে, হতভাগ্য, শুভাদৃষ্টবিহীন।

দৈব্য (ক্লী) দেবত্বেনং দেব যঞ্ (দেবাত্মঞঞো। পা ৪। ১। ৮৫)

ইত্যন্ত্যর্ধিকোক্ত্যা যৎ। ১ দৈব। ২ ভাগ্য। (ত্রি) ২ দেব-

সম্বন্ধীয়। “ক্রবে নমসা দৈব্যং জনং” (ঋক্ ২। ৩০। ১১)

দৈশিক (ত্রি) দেশেন নিবৃত্তঃ তত্ত্বেনং বা ঠক্। ১ দেশকৃত।

২ দেশ সম্বন্ধীয়। ৩ সম্বন্ধ বিশেষ।

“পরম্বক্ষাপরম্বক্ষ বিবিধং পরিকীর্তিতং।

দৈশিকং কালিকঞ্চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকং” (ভাষ্যপরিঃ)

দৈশিক পরম্ব বহুতর স্বর্ঘ্য সংযোগান্তরিতজ্ঞান হইতে,

উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে স্থলে স্বর্ঘ্যের সংযোগ অনেক ব্যবধান,

তাহাকে দৈশিকপরম্ব কহে। [পরম্ব দেখ।]

দৈনিকবিশেষণতা (জী) দেশজ্ঞত অভাবীর স্বরূপ
স্বকভেদ ।

দৈষ্টিক (জি) দিষ্টঃ ভাগ্যমিতি মতিবৃত্ত ইতি ঠক্ । ভাগ্য-
• প্রমাণক, দৈবপর, ভাগ্য বিশ্বাস করিয়া ভাগ্যের উপর
নির্ভর । যাহারা কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে ।
‘নালমতে দৈষ্টিকতাঃ ন নিবীজতি পৌরবে ।’ (শিওপাল ২ স)
দৈহিক (জি) দেহস্ত ইদং দেহে ভবং বা দেহ-ঠক্ । ১ দেহ-
স্বকীয় । ২ দেহভব ।

“বিগ্নুক্রোৎসর্গশুদ্ধার্থঃ মুখাধ্যাদেয়মর্থবৎ ।

দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দাদশমপি ॥

বসান্তক্রমস্বজ্ঞা মুদ্রবিট্রাণকর্ণবিট্রা

প্লেয়াশ্চদ্বিকান্বেদো দাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥”

(মহু ৫১৩৪—১৩৫)

বলা, রক্ত, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কৰ্ণ-
মল, প্লেয়া, পুনজল, নেত্রমল ও স্বর্ণ এই দাদশটী দৈহিক
মল । এই দাদশটী দৈহিক মলের শুদ্ধি করিতে হয় ।

দৈহ্য (জি) দেহে ভবং দেহ-স্বক্ । দেহভব জীব । “অথাপি
বতমে দৈহ্যো হ্যাকা চৈবায়নো বিভূঃ ।” (ভাগ ১।৪।২০)

দো (দেশজ) হতগা, পতিমেহরুহিতা, ছয়া ।

দোঃশিখর (কী) দোষঃ শিখরং ভবং । স্বক্ ।

দোঃসহস্রভূৎ (পুং) দোঃ সহস্রং বাহু সহস্রং বিভক্তি-ভূ-
র্কপ্ । ১ কার্তবীৰ্যার্জুন । ২ বাণাসুর ।

দোআ (আরবী) ১ প্রার্থনা, আরাধনা । (দেশজ) দোহন করা ।

দোআঁশ (দেশজ) ছই বিভিন্ন বর্ণোৎপন্ন ।

দোআত (আরবী) মস্তাধার ।

দোআনী (দেশজ) ছই আনা মূল্য ক্ষুদ্র রোপ্য ষণ্ডবিশেষ ।

দোআল (দেশজ) যে ছগ্ন দোয়, দোহনকারী ।

দোআঁসলা (পারসী) খচ্চর, মিশ্রজাতি, স্কর ।

দোঁহা (হিন্দী) এক প্রকার ছন্দ ।

দোঁহে (দেশজ) উভয়ে, ছয়ে ।

দোকুতা (দেশজ) তামাকু, শুকু তামাকের পাতা ।

দোকর (দেশজ) ছইবার ।

দোকলমা (পারসী) ছই অঙ্গুলিধারা কলম ধরা ।

দোকা (দেশজ) যে দড়ির দ্বারা গোন্ধকে লাঙ্গল বদ্ধ
করা যায় ।

দোকাট (দেশজ) ছইবার কাটিয়া প্রাপ্ত, বাহা ছইবার কাটিয়া
পাওয়া যায় । (খজুর রসে ব্যবহার হয় ।)

দোকান (পারসী) পণ্যশালা, পণ্যালয়, দ্রব্যাদি ক্রয়-
বিক্রয় স্থান ।

দোকান্দার (পারসী) যে দোকান করে ।

দোকান্দারী (পারসী) দোকানদারের কার্য ।

দোকানী (পারসী) ক্ষুদ্র দোকান্দার ।

দোখতী (পারসী) কাপড়ের পাড় বিশেষ ।

দোগজ (দেশজ) ছইগজ পরিমাণ কাপড়ের টুকরা ।

দোগ্ধব্য (জি) দুহ-তব্য । দোহনীয় ।

“বৎসোপমোন দোগ্ধব্যং রাষ্ট্রমক্ষীগবুজিনা ।” (ভারত শান্তিপা)

দোগ্ধু (জি) দুহ-তুচ্ । ১ দোহনকর্তা । ২ গোপাল । ৩ বৎস ।

৪ অর্ধোগজীবী । ৫ অর্ক । ৬ দোহনশীল ।

“যঃ সর্কশেলাঃ পরিকল্প্য বৎসং

মেয়ো স্থিতে দোগ্ধুরি দোহদকে ॥” (কুমার ১।২)

দোগ্ধী (জী) দোগ্ধু-ভীপ্ । দেখু, গাভি, ছগ্নবতী দেখু ।

“দোহাবসানে পুনরেব দোগ্ধীং

ভেজে ভুজোচ্ছিন্নরিপুর্নিধগাং ॥” (রঘু ২।২৩)

দোঘ (পুং) ছহু, অচ্ বেদে নিপাটনাৎ হস্ত ঘ । দোগ্ধা ।

“উরুং দোঘং বরুণং দেবরাজকে” (ঋক ৫।১৫।৫) ‘দোঘং

কামানাং দোগ্ধারং” (সায়ণ)

দোঘেইয়া (দেশজ) যাহা ছই দিন অন্তর হয়, ত্রাহিক,
তৃতীয়ক ।

দোচক্ষুয়া (দেশজ) ১ সমভাবে কার্য করা । ২ অনবধান ।

দোচুপ্পী (দেশজ) ছই চুপ্পী বিশিষ্ট ।

দোচেরা (দেশজ) ছই চির করা ।

দোজক (পারসী) নরক ।

দোজবরিয়া (দেশজ) ছইবার বিবাহিত পুরুষ ।

দোজেতে (দেশজ) ছই ভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন ।

দোড়ী (জী) দোল-অচ্ গোরাতিত্বাৎ ভীষ্ । লম্বা ড । হোলী,

ফল প্রদান বৃক্ষ ভেদ ।

দোটানা (দেশজ) ছইদিকে টানা, উভয়গুণ্ট ।

দোঠকা (দেশজ) উভয়পক্ষ প্রতারণাকারী, যাহা ছই
পক্ষেই প্রতারণা করে ।

দোঠকামি (দেশজ) ছইদিকে প্রতারণা করণ ।

দোতত্ব, অবিধাহুযায়ী একবার ইহার তৎপরে অপরের ক্রমিক
কার্য ।

দোতা (পারসী) ছই কর্দ ।

দোতার (পারসী) ছইবার জড়ান ।

দোতালা (দেশজ) বিতল, ছইতালা ।

দোতি, জুম্মার দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি বহুজন-
কীর্ণ প্রদেশ ও নগর । ইহার মধ্য দিয়া কর্ণালী নদী
প্রবাহিত হইয়াছে ।

ইহা অযোধ্যাকে বালুকাময় প্রান্তরশ্রেণী দ্বারা ও রোহিল-খণ্ডকে কালীনদী দ্বারা বিভক্ত করিয়াছে। প্রধান নগর রায়বেরেলী হইতে সাড়ে ৪২ কোশ পূর্বোক্তরে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৪৫ শত আবাস গৃহ, ২টা পল্টন ও কতকগুলি কুশমান আছে।

দোতো (দেশজ) ভিত্তি কৃত, হুইভাঁজ ফুক্ত।

দোথর (দেশজ) ছইজায়গা অধিকার।

দোহুলামান (ত্রি) ছল-যত্ন-দোহুলা-শাণ্‌হ। যাহা অত্যন্ত ছলিতেছে, যাহা পুনঃ পুনঃ বা অনবরত দোলায়মান হইতেছে। অত্যন্ত দোলায়মান।

দোধ (পুং) দ্রহ-অচ্ নিপাতনাৎ সাধু। ঐগাবৎস, বৎসন্তর, বাছুর। “দেব সদোধ কদম্বতলস্থ ত্রীধর তারকনাম পদং মে।” (ছন্দোম্)

দোধক (কৌ) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে একাদশটি করিয়া অক্ষর থাকে।

“দোধকমিচ্ছতি ভদ্রিতরাদো।” (ছন্দোম্)

এই ছন্দের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও একাদশ বর্ণ গুরু ও আর আর বর্ণ সমুদয় লঘু।

“আচ্চতুর্থমহীনতিষে সপ্তমকং দশমকং তথাষ্টাং।

যত্র গুরু একটম্বররাগে তৎকথিতং তব দোধকবৃত্তং ॥”

(ঐতবোধ)

দোধুয়মান (ত্রি) পুনঃ পুনঃ অতিশয়েন বা ধূয়তে ধু-যঞ। দোধুয় ধাতু, শাণ্‌হ। পুনঃ পুনঃ কম্পনবিশিষ্ট, অতিশয় কম্পনবিশিষ্ট, অত্যন্ত কম্পনশীল।

“নভস্বদাসঙ্গভয়েব সাধবী দোধুয়মানা বড়ভীপতাকা।”

প্রলয়কালেও পরমাণু সকল দোধুয়মান হইয়া অবস্থান করিবে। (শিরোমণি)

দোনা (দেশজ) ১ একপ্রকার লতাবিশেষ। (Artemisia Indica) ২ পাতা দ্বারা বদ্ধ গানের থলি।

দোপট্ট (দেশজ) ছই পঙ্ক্তি বা সার।

দোপড়া (দেশজ) ১ ছইবার বিবাহিতা জ্বালোক। ২ খারাপ। যেমন দোপড়া জাঁ।

দোপাইয়া (পারসী) বিপাদবিশিষ্ট, বিপাদযুক্ত।

দোপাঁশ (দেশজ) এক অধিতে ছইপাশ গরম করা।

দোপাটী (দেশজ) স্নানর পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (Impatiens Balsamina.)

দোপাটীলতা (দেশজ) স্নানর লতাবিশেষ। (Convolvus pes coprae.)

দোফড়কা (দেশজ) ছইশাখা বিশিষ্ট।

দোফালা (দেশজ) যে বৃক্ষ সকল বৎসরে ছইবার ফল উৎপাদন করে।

দোফাক (দেশজ) ছইভাগে বিভক্ত।

দোবজা (পারসী) ১ ছইগজ কাপড়। ২ উত্তরীষু বিশেষ।

দোভাঁজ (দেশজ) ছইভাঁজ বিশিষ্ট।

দোভামিয়া (দেশজ) ছইভাষায় যাহারা বক্তিতে পানেন।

দোমড়ান (দেশজ) ১ দ্বিগুণীকরণ। ২ সঙ্কুচিত হওয়া।

দোমনা (দেশজ) মনের সন্দেহ, কোন কার্য করিব বা না করিব এইরূপ মনের সন্দেহ।

দোমালা (দেশজ) ছই মালাবিশিষ্ট, পরিপক্ব শস্তবিশিষ্ট, ইহা কেবল নারিকেল শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

দোমুখ (দেশজ) ১ দ্বিমুখযুক্ত। ২ প্রবঞ্চক, শঠ।

দোয়াই (দেশজ) মস্তাদার, কালি রাখিবার পাত্র।

দোয়ানি (দেশজ) ছই আমা মুলোর ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ।

দোয়াল (দেশজ) যাহারা গাভীর দুগ্ধ দোহন করে।

দোয়াব (পারসী) দো = ছই, আব = জল। ছইটা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ। ভারতবর্ষে যখন এই শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়, তখন গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থানকে বুঝাইত।

এই শব্দ মোগল সম্রাট অকবর প্রথম ব্যবহার করেন। উত্তরভারতে “রৌচনা” ও “জেচ্” নামে দোয়াব আছে; দক্ষিণ-ভারতে কেবলমাত্র “রায়চুর” দোয়াবের নাম পাওয়া যায়, ইহা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

দোয়াব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শাহারানপুর, মজফফরনগর, মিরাত, বুলন্দসহর, আলিগড়, এতাবাদ কতকাংশ, মথুরার কতকাংশ, কাণপুর, ফতেপুর ও আলাহাবাদ জেলার কতকাংশ এই ভূভাগের অন্তর্গত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এই দোয়াবই সর্বাপেক্ষা উর্বরা ও এখানে সমধিক পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে লোকসংখ্যা বিস্তর। তাহার সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। মিরাত, কাণপুর, আলিগড় ও আলাহাবাদ এই চারিটা প্রধান বাণিজ্যস্থান এবং রেলপথের বিস্তৃতিহেতু স্থলপথে সকল স্থানেই শস্তাদি আমদানী রপ্তানির বিশেষ সুবিধা আছে। গঙ্গা ও যমুনার শাখা প্রশাখার সংখ্যাও অনেক, সুতরাং জলপথেও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা। দোয়াব তিনভাগে বিভক্ত। শাহারানপুর হইতে আলিগড় একাংশ, মথুরা ও এটা হইতে এতাবাদ ও ফরুখাবাদ একাংশ এবং কাণপুর হইতে আলাহাবাদ ভূভাগ। গঙ্গার ও যমুনার খাল কাটরা তাহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা করাতে দোয়াবের ভূমির উর্বরতা শক্তি ও উৎপন্ন শস্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে যমুনার খালকাটা আরম্ভ হইয়া ১৮৩০ অব্দে শেষ হয়। পূর্বে দোয়াবে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষত উৎপন্ন না হওয়ায় প্রতিবৎসরই অল্পকষ্ট হইত, সেইজন্যই যমুনায় জলে শস্তক্ষেত্র সিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে খালকাটা হয়। খালকাটার যথেষ্ট পরিমাণ শস্ত জন্মিতে লাগিল দেখিয়া গঙ্গার খাল কাটিবার প্রস্তাব হয়।

১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমাকালে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেই গবর্নেন্ট গঙ্গার খাল কাটিবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৮৫৪ অব্দে উত্তরাংশের কার্য এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে করনার পর ১৮৭৩-৭৪ সালে আরম্ভ ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে খালকাটা শেষ হয়।

দারক (পুং) ডোরক নিপাতনাৎ উত্থাদ। বীণাতঙ্ক-বন্ধনরজ্জ্ব।

“ততত্ত্বকৃত্ত্বঃ হিরণ্যং সূত্রং দোরকেন বধাতি।”

(কাত্যায়ণ শ্রৌ ৭।৬।১১)

দোণ্ডি (পুং) দোষা বাহন্য গড়ুঃ কুণ্ঠিতঃ। কুণ্ঠিত হস্ত, পর্যায়—কুপ্প, বাহকুণ্ঠ।

দোগ্রাহ (ত্রি) দোগ্রহতে হনেন গ্রহ-করণে ঘঞ। ১ বলবান। পর্যায়—কৈরাত, ক্ষাম, দোক্ষোগ্রাহ। ২ ভুলগ্রহণ, হস্তগ্রহণ। ৩ হস্তের বাধা, বাহুস্তম্ভরোগভেদ।

দোজা (স্ত্রী) স্বর্ঘ্যমিকান্তোক্ত ভূলাকার জ্যা।

“দোজাস্তরশৃঙ্গাত্তুক্তিস্তব নেত্রোক্তা পুনঃ।” (স্বর্ঘ্যসিং)

দোদণ্ড (পুং) দোদণ্ড ইব। বাহুরূপ দণ্ড, ভূজদণ্ড।

“দোদণ্ডেন সমো ন চান্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং।” (উত্তর)

দোর্মধ্য (স্ত্রী) দোক্ষো মধ্যঃ। বাহুমধ্যভাগ।

দোমূল (স্ত্রী) দোষোমূলঃ। ভূজমূল, কক্ষ। পর্যায়—ভূজকোটর।

দোল (পুং) ছল-ঘঞ। ১ দোলন। দোলাতেহস্মিন্ কৃষ্ণেনতি দোলি অধিকরণে ঘঞ। ২ ত্রিক্ষের স্বনামখ্যাত উৎকল বিশেষ, এই উৎসবে ত্রিক্ষকে দোলারোহণ করাইয়া দোল দেওয়া হয়, এইজন্য ইহার নাম দোল হইয়াছে। এই উৎসবে ফাল্গুনমাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে করিতে হয়।

দোলের ব্যবস্থা—যে দিন অরুণোদয় কালে পৌর্ণমাসী লাভ হইবে সেইদিন ত্রিক্ষের দোলযাত্রা হইবে, উত্তর দিন

অরুণোদয়কালে যদি পৌর্ণমাসী লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে হইবে, যে হেতু এই দিনে সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নকাল পাইয়াছে; এবং এই পৌর্ণমাসী ত্রিসন্ধা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এই কারণে এবং বিধি পৌর্ণমাসীর আদরাতিশয় জন্ম এই পৌর্ণমাসীতেই হইবে। যদি তিথিকর বশতঃ অরুণোদয় কালে পৌর্ণমাসী লাভ না হয়, তাহা হইলে পূর্বদিনে হইবে। ইহাতে চতুর্দশীরই আদর দেখা যায়। পূর্বদিনে অরুণোদয় ব্যতীত যদি পূর্নাঙ্কে পৌর্ণমাসী লাভ হয়, এবং পরদিনে মুহূর্ত্তকালের নূন যদি পৌর্ণমাসী থাকে, তাহা হইলেও পূর্বদিনে হইবে। পঞ্চমী পর্য্যন্ত দোলযাত্রার এইরূপ ব্যবস্থা জানিতে হইবে।

“বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে।

ফাল্গুনে চ চতুর্দশ্যমষ্টমে যামসংজ্ঞকে ॥

অথবা পৌর্ণমাস্যান্তে প্রতিপৎসন্ধিসম্মিতৌ।

পূজয়েদ্বিধিবক্তব্যং ফলচূর্ণৈশ্চতুর্বিধৈঃ ॥

সিতরক্তৈর্গৌরীপীতৈঃ কপূরাণি বিমিশ্রিতৈঃ।

হরিদ্রাক্ষারযোগাচ্চ রঙ্গরম্যৈর্মনোহরৈঃ ॥

অষ্টৈর্বা রঙ্গরম্যৈশ্চ প্রীগয়েৎ পরমেশ্বরং।

একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চমাস্তং সমাপয়েৎ ॥

• পঞ্চাহনি ত্রাহানি স্যাদ্দোলোৎসবো বিধীয়তে।

দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলযানং সঙ্কর্য্যতঃ।

• দৃষ্টপরাধনিচরৈ মুক্তান্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

(পাণ্ডে পাতালপণ্ড)

কলিযুগে এই দোলোৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান। ফাল্গুনমাসের চতুর্দশী তিথির অষ্টমযামে অথবা প্রতিপৎ সন্ধিকালে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক সিত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চতুর্বিধ ফলচূর্ণ দ্বারা এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত করিয়া ত্রিক্ষকে সজ্জা করিবে। একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চমীতে ইহা সমাপন করিবে, এই উৎসব পাঁচদিন বা তিনদিন ধরিয়া করিতে হয়। দক্ষিণাভিমুখে কৃষ্ণকে দোলযানে স্থাপন করিবে, যাহারা এই দোলত কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহার অপরাধমুহূর্ত্তেই মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। (পদ্মপুরাণ)

স্কন্দপুরাণের উৎকলতত্ত্বে দোলোৎসবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

* দোলের সংক্ষেপ ব্যবস্থা—যদি অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসী লাভ হইবে দোলযাত্রা। উত্তর দিনে অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসী লাভে পূর্বদিনে। সন্ধ্যা মধ্যাহ্নকাল ব্যাপিতঃ ত্রিসন্ধ্যাকাশেই তিথিকলববাক্ষ। যদি তিথিকলববাক্ষ অরুণোদয়কালে পৌর্ণমাসী লাভ হইবে তাহা হইলে পূর্বদিনে।

চতুর্দশাদয়ঃ। এতেন পূর্বদিনে অরুণোদয়ঃ ত্রিনা পূর্ণাঙ্কে পৌর্ণমাসী লাভঃ পরদিন মুহূর্ত্তানুভিধিলাভস্তদা ফলগুৎসবঃ পূর্বদিনে, যথাবচনানুযায়্যাদিত্য নিরন্তর। উত্তরদিনে ক্ষয়যোগাপ্রশস্তকালপ্রাপ্ততিথিসন্দেহঃ যথাবচনশ্রবণেঃ। এবং পঞ্চমীপর্য্যন্তঃ তিথিঃ তৎকরণে অনয়েৎ দিশা ব্যবহারেণ।” (দোলযাত্রাভাষ্য)

ফাল্গুনমাসে দোলোৎসব করিবে, সে উৎসবে স্বয়ং গোবিন্দ লোকদিগের অমৃতগ্রহের নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ইহাতে দেবদেবের অর্চনা করিতে হয়, এবং দেবদেব বিষ্ণুকে গোবিন্দ এই আখ্যায় অর্চনা করিবে। প্রাসাদের পূর্বে ১৬টা শুভ উল্লাসকারে প্রোথিত করিবে, তাহাতে চতুঃ চতুর্দার বেদিকায়ুক্ত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে চাক চত্ৰোপ, মালা, চামর ও ধ্বজ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়া দিবে। ঐ বেদিকাতে ত্রিগণী-কাঠ নির্মিত ত্ত্রাসন করিবে, ইহাতে পাঁচ দিন বা তিন দিন ধরিয়া ফলুৎসব করিবে। চতুর্দশী রাত্রির নিশামুখে দোল-মণ্ডপের পূর্বভাগে বহুংসব করিতে হয়। এই বহুংসব 'নেড়ার ঘর পোড়ান' বলিয়া চলিত কথায় প্রসিদ্ধ আছে। এই বহুংসব দোলযাত্রায় অঙ্গকার্য। আচার্য্যকে বরণ ও ভূমি সংস্কৃত করিয়া, বিধিবৎ তৃণরাশি সঞ্চিত করিবে, এবং যথাবিধানে পূজাদি করাইয়া সপ্তবার ঐ তৃণরাশি গোবিন্দকে ভ্রমণ করাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রক্ষেপ করিবে। যাহারা এই সময়ে হরিকে অবলোকন করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। যে পর্য্যন্ত দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত এই অগ্নি অতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। চতুর্দশীর বামাবসানে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শুভা গোবিন্দ-প্রতিমা সুগন্ধদ্রব্যে অধিবাসিত করিয়া পূজা করিবে ও নানাবিধ উপচার দ্বারা প্রতিমা পূজা করিতে হইবে। নানাবিধ মালা উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ গোবিন্দকে পরব্রহ্ম ভাবনা করিয়া মন্ত্র সকল পাঠ করিবেন। ঐ সময়ে 'দেবপ্রতিমা স্বয়ং পুরুষোত্তমরূপে বিরাজিত হন। ঐ প্রতিমা রত্নান্বলিকা দ্বারা স্নানমণ্ডপ স্থলে লইয়া যাইবে। এই সময় নানাবিধ তুর্গা-নির্নাদ, শঙ্খধ্বনি, জয়শব্দ, স্তোত্র-পাঠ, ধ্বজ, পতাকা, চামর ও বাজন প্রভৃতি নানাবিধ উপ-করণ দ্বারা মহোৎসব করিবে। এই সময় দেবগণ পিতামহকে অগ্রে করিয়া এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ঋষি সকল এই উৎসব দেখিতে আগমন করেন। তত্রাসনে গোবিন্দকে অধিবাসিত করিয়া উপচার দ্বারা পূজা করিয়া এবং মহা-স্নানের বিধি অনুসারে তাহাকে স্নান করাইবে। যথাবিধি মহাস্নানাবসানে গন্ধ, তোয় ও ত্রিহস্ত দ্বারা অভিব্যেক কার্য সমাপন করিবে। স্নানাবসানে গোবিন্দকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও মালাদি দিয়া বিভূষিত করিয়া পূজা করিতে হইবে, এইরূপে পূজা করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিতে হইবে। তাহার পর সপ্তরত্ন করিয়া গোবিন্দকে দোলমণ্ডপে আরো-

পিত করিয়া সাতবার দোল দিবে। অধোদেশে ও উর্দ্ধদেশে এই দোলমণ্ডপ সাত বার করিয়া ভ্রমণ করাইবে, অর্থাৎ দোল দিবে এবং 'দোলযাত্রাবসান হইলে একবিশতিবার ভ্রমণ করাইবে। ইহাই ভগবানের লীলা। স্বয়ং পিতামহ এই কথা বলিয়াছেন। 'রাজর্ষি ইন্দ্রহ্যম প্রথমে এই দোলোৎসব করেন। গোবিন্দের ধ্যান।

"অনর্থরত্নঘটিত-কুণ্ডলোৎসাহিতপ্রতিং ।
যথাস্থানং যথাসোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনং ॥
বিকচাসুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্রী শ্রিয়া যুতং ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং ॥
সুপ্রসন্নং সুনাসাক পীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং ।
পুরোব্যোমস্থিতে দেবৈব্রজ্যৈত্বনতকঙ্কটৈঃ ॥
কৃতাজলিপুটেভ্যাক্ষয়শব্দৈরভিষ্টং ।
গন্ধর্পৈরক্ষরোর্মিভিঃ ক্রিয়ৈঃ সিকচারণৈঃ ॥
হাহা হুহু প্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যাগায়নৈঃ ।
অহং পূর্ষিকায়ামৃত্যুগীতবাদিজ্ঞকারিভিঃ ॥
নেত্রাঙ্গুলসহশ্ৰৈস্ত পূজ্যমানং মুদাস্থিতৈঃ ।
বিকিরতিঃ সর্বদিক্ গন্ধচন্দনজং রজঃ ॥
উপবেশ্যথ গোবিন্দং পূজয়েচ্ছপচারকৈঃ ।
বল্লবী বৃন্দমধ্যস্থং কর্ণধ্বতরুমূলগং ॥
হাবহাতবিলাসৈশ্চ ক্রীড়মানং বনান্তরে ।
গোপীভিঃ চৈব গোপালৈর্লীলান্দোলিকয়া নগং ।
চিত্তয়িত্বা জগন্নাথং বিকিরেণাক্ষচূর্ণকৈঃ ॥"

দোলোৎসবে এই ধ্যানে গোবিন্দের পূজা করিতে হয়। যাহারা এই অবস্থায় ত্রীগোবিন্দকে দর্শন করে, তাহাদের মুক্তি হয়। ত্রীগোবিন্দদেবকে জীবার দোল প্রদান করিতে হইবে, এই দোল প্রদানে সকল পাতক নাশ হয়। তিনবার দোলোৎসব দেখিলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক এই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি হয়। যে রাজা এই 'দোলোৎসব করেন, তিনি চক্রবর্তী হন। ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ হইয়া মুক্তিলাভ করেন। (স্বন্দপুং উৎকলখং ৪২অং) চৈত্রমাসেও দোলযাত্রা হয়—

"চৈত্রমাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরি ।
দোলান্নচং সমভার্চ্চ মাসুমান্দোলয়েৎ কলৌ ॥" (গরুড়পুং)

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে হরিকে দক্ষিণাভিমুখ করিয়া দোলান্নচ করিবে। এই দোলোৎসবের নিত্যতা পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

"উর্জে রথং মর্ধো দৌলাং শ্রাবণে তত্ত্বপূর্ণ চ ।
চৈত্রে মদনকারোপমকুর্ঙ্গাগো ব্রজত্যাগঃ ॥

বিষ্ণু দোলাস্থিত হই। ত্রৈলোক্যতোৎসবে ভবেৎ ।

তস্মাৎ কার্য্যশর্তং তাক্। দোলাহে উৎসবং কুর্ক ॥" (পদ্মপুং)

উর্দ্ধে রথ, মধুমােসে অর্থাৎ চৈত্রমােসে দোলযাত্রা, শ্রাবণমােসে বুলন, চৈত্রমােসে মদনক আরোপ, যাহারা না করে, তাহাদের অধোগতি হয়। বিষ্ণুকে দোলাস্থিত দেখিলে ত্রৈলোক্যকোর উৎসব হয়, সেই অস্ত্র শত শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দোলোৎসবের দিন দোলোৎসব করিবে।

দোলযাত্রার বিবর হরিতত্ত্ববিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

‘চৈত্রমাসে শুক্লাদশমী প্রাতঃকৃত্য সমাপ্য চ ।

নিত্যপূজাং বিধায়াক্ষ কুর্য়াদ্দোলোৎসবং ত্রতী ॥

তদন্থক বিশেষণ নৈবেদ্যাদিকম্পর্যেৎ ।

সংমাত্তবৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥

মহানীরাঞ্জনং কৃতা প্রাক্ষিপেদচাতোপরি ।

গন্ধাম্রলেপচূর্ণানি বিচিত্রাণি বিভাগশঃ ॥

সুস্তোম্য বৈষ্ণবাংস্তৈশ্চ গীতনৃত্যাদিভিঃ প্রভুং ।

নত্বাভার্থাশ্রযতঃ সন্ দোলামারোহয়েৎ শুভাং ।

নীত্বা বহির্দৈবিকায়ামুত্থায়াং যথাবিধি ॥

অভ্যাচার্য্যলোকায়ৈ কৃষ্ণং সর্ললোকবিলোকিতং ।

এবমভ্যর্চয়ন্ যামে যামে দ্বান্দোলয়ন্ প্রভুং ॥

মহোৎসবেন গময়েদ্দিনং রাজিষ্ঠং যত্নতঃ ।

এবং আগরণং কৃতা বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥

প্রণমা প্রার্থা নির্ঘ্না কৃষ্ণং লালয়মানয়েৎ ।

যৎ ফলন্ত রাকাদ্যবৃত্তরাকন্তনী যদা ॥

তদা দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তুচত্ৰীপুরুষোত্তমঃ ॥

(হরিতত্ত্ববিলাস)

চৈত্রমাসের শুক্লাদশমীর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক নিত্য পূজাদি করিয়া দোলোৎসব করিবে। এই দোলবিধির নিমিত্ত নানাবিধ উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া এবং বৈষ্ণবদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নৃত্য গীত প্রভৃতি দ্বারা প্রভুকে দোলাতে আরোহণ করাইবে। অত্যান্ত বহির্দৈবিকাতে যথাবিধি স্থাপিত করিয়া পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পূজা করিয়া প্রহরে প্রহরে প্রভুকে আন্দোলিত করিবে এবং যত্নপূর্বক নানাবিধ মহোৎসব করিয়া দিন ও রাত্রি যাপন করিবে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে আগরণাদি করিয়া প্রভুকে প্রণাম, প্রার্থনা ও নির্ঘ্নাদি করিয়া দোলবেদিকা হইতে নিজ গৃহ লইয়া যাইবে।

চৈত্রমাসের শুক্লাদশমীর তৃতীয়া তিথিতে রমাগতি বিষ্ণুকে দোলান্ধ করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্বক একমাস ধরিত্রি আন্দোলিত করিবে, অর্থাৎ দোল দিবে।

কাঙ্কনমাসের রাকাদিতে যদি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিন দোলোৎসবকার্য্য হইবে।

চৈত্রমাসের শুক্লাদশমীর দিন যে দোল হয়, তাহাকে রায়নবমীর দোল কহে। [ফল্গুৎসব ও রায়নবমী দেখ।]

ভারতে সর্বত্রই দোলযাত্রা বা হোলীর ধুমধাম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও উৎকল প্রদেশেই হোলীর আমোদ কিছু বেশী হয়। দোলের দিন হিন্দু নরনারী আবার কুছুম মাগিয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গ জীড়া কোঁচুক করিয়া থাকে। একরূপ বীভৎস দৃশ্য রহস্যজনক কাণ্ড এখন আর অপর দেশে বড় একটা দেখা যায় না। কেচ বলেন, ভগবান্ বিষ্ণু শঙ্খচূড় বা হোলিকাকে বধ করিয়া এত হোলী-উৎসব করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, ইহাই প্রধান বসন্তোৎসব। বসন্তাগমে প্রকৃতি সতী নবসাজে সজ্জিত হইয়াছেন, চেতন অচেতন সকল সৃষ্ট-জগতের উপর প্রকৃতি যেন আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, যেন সেই বাসন্তী প্রকৃতির পূজার নিমিত্তই একরূপ অহুষ্ঠান হইয়া থাকে। এক সময়ে যুরোপীয় অনেক সভ্য জাতিও এইরূপ বাসন্তিক আমোদে যোগদান করিতেন। পূর্বে রামরাজ্যে Festum Stultorum, Matronalia Festa, Lupercalia Festa (on the Ides of March), বাঘেশোৎসব (Feast of Bacchus), অন্নপূর্ণা (Anna Perenna)-র ‘পূজা, প্রভৃতি যে সকল মহোৎসব হইত, তাহাতে হোলী-উৎসবের স্থান ধুমধাম হইত। প্রথম তিনটা উৎসবে উন্নত হইয়া যুবকগণ পথে ঘাটে মাঠে উলঙ্গ হইয়া ছুটাছুটি করিত। এতদ্ব্যতীত the Abbot of Unreason, the Carnival, the Passover ও the day of All-fools এই সকল যে পরিহাসজনক আমোদ যুরোপে প্রচলিত, এ সকলই আমাদের এ দেশের আবারোৎসবের মত। এক সময় জর্জগীতেও এখানকার মত হোলী-উৎসব প্রচলিত ছিল। আবেনাস (Joannes Boemus Aubanus) লিখিয়াছিলেন, ‘সমস্ত জর্জগী পান-ভোজন ও রঙ্গরঙ্গে আত্মহারা হইত, ভাবিত যেন এমন দিন আর আসিবে না। অধিবাসিগণ মুখে মুখোস দিয়া, ছদ্মবেশ করিয়া সর্সাদে লাল ও কাল রঙের সজ্জিত হইয়া উলঙ্গবৎ ছুটাছুটি করিত।

নেওগর্গাস (Naogeorgus) যুরোপীয় কাণ্ডিতাল (Carnival, নামক যে উৎসবের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঠিক যেন ভারতের হোলী উৎসব বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নে তাহার কথা শুনি উদ্ধৃত হইল—

বংশদোষে অমাত্য, কৰ্ম বোঝে দরিদ্র, নাহুদোষে
স্বাদ এবং পিতৃদোষে স্বৰ্ণ হয়।

দুয্যতানেতি দুৰ্ব্ব করণে বৎ। ২ পাপ, যাহার দ্বারা
দুৰ্ব্বকে দুৰ্ব্বিত করে, তাহাকে দোষ কহে, এইজন্য দোষকে
পাপ কহে। ৩ বায়ু, শিথ ও কক্ষ।

“নাতি রোগে বিনা দোষৈৰ্ভাষ্যত্যাচিকণঃ।”

অনুক্রমণি দোষাণাং লিঙ্গব্যাধিসূচ্যেৎ॥” (সুশ্রুত ১।৩৫অ)

৪ গোবৎস। দুহ্যতেহকারণেতি দুৰ্ব্ব-বৎ। ৫ প্রদোষ।
দেবোহপর্যন্তে মধুহোগ্রথরা সারং ত্রিধামাবতু মাধবো মাং।
দোষে দ্ববীকেশ উতাদিরাত্রৈ নিশীথ একোহবতু পদ্মনাভঃ॥”
(ভাগ ৬।৮।১২)

৬ অপকৰ্ণ-প্রযোজক বস্তুনিষ্ঠ ধর্মভেদ, কাব্যগুণের,
রসাদির অপকৰ্ণকের নাম দোষ।

“রসাপকৰ্ণকা দোষাঃ তে পুৰঃ পৰ্য্যামতাঃ।

পদে পদাংশে বাক্যেহর্থে সত্ত্ববন্তি রসেহপি যৎ॥”

(সাহিত্যদ ৭।৫৭২)

রসাপকৰ্ণকের নাম দোষ, এই দোষ প্রথমতঃ পাঁচ
প্রকার—পদদোষ, পদাংশদোষ, বাক্যদোষ, অর্থদোষ ও
রসদোষ। এই পাঁচ প্রকার দোষ আবার নানা ভাগে বিভক্ত।

“দ্ব্যশ্রবত্রিবিধাশ্রীলাহুচিটার্থাঃপ্রযুক্তাঃ।

গ্রাম্যোহপ্রতীতসন্ধিৎ-নৈরর্থ-নিহিতার্থতাঃ॥

অবাচকত্বঃ ক্রিষ্টত্বঃ বিরুদ্ধভিত্তিকারিতা।

অবিমূর্ত্যবিধেয়াংশভাবশ্চ পদবাক্যয়োঃ॥

দোষাঃ কেচিৎতবন্ত্যু পদাংশেহপি পদেহম্বরং।

নিরর্থক্য সমর্থত্বে চ্যুতসংস্কারতা তথা॥” (সাহিত্যদ ৭।৫৭৪)

পদদোষ ও পদাংশদোষ ১৬ প্রকার—দ্ব্যশ্রব, ত্রিবিধ
শ্রীলা, অহুচিটার্থ, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্য, অপ্রতীত, সন্ধিৎ,
নৈরর্থ, নিহিতার্থতা, অবাচকত্ব, ক্রিষ্টত্ব, বিরুদ্ধ, অভিকারিতা,
অবিমূর্ত্য বিধেয়াংশ, নিরর্থক, অসমর্থত্ব ও চ্যুতসংস্কারতা এই
১৬ প্রকার দোষ পদে ও পদাংশে হইয়া থাকে।

যে স্থলে অতিশয় পদবর্ণনের প্রয়োগ থাকে এবং ঐ পদব-
র্ণন প্রয়োগ হেতু ক্রতির অতিশয় দ্ব্যশ্রব হয়, অর্থাৎ শুনিতে
দুঃসহ্য কঠোর বোধ হয়, সেই স্থলে দ্ব্যশ্রবদোষ হইয়া
থাকে অর্থাৎ যেখানে শব্দ সকল ক্রতিসুখাবহ না হয়, তথায়
দুঃসহ্য দোষ হয়।

ইয়ং—“বজ্রাক্ষণা বড়রূপে বাণ গো বটুতি।

বদ্ব বদ্ব সুতালে বর্জর শোপিত।

একর বর্জর ধনি গায়ন একর।

একর করিয়া এস একরে আসার॥” (বিদ্যাসুন্দর)

এই সকল শব্দ এইস্থলে প্রয়োগ করার ক্রতিকটু
হইয়াছে। ব্রীড়া, সুতলা ও অমল-ব্যক্তকর হেতু অশ্রীলতা
তিন প্রকার।

অহুচিটার্থ—যে স্থলে উচিটার্থ শব্দ প্রয়োগ হয়, না,
সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

“শূরা অমরতাঃ স্তি। পশুত্বা রণাধরে॥” (সাহিত্যদ ৭প)

বীর পুরুষ সকল রণরূপ যজ্ঞে পশুত্ব হইয়া অর্থাৎ মৃত
হইয়া অমরতা লাভ করে। এই স্থলে ‘পশুত্বাঃ’ এই পদ-
প্রয়োগ উচিত হয় নাই। যেহেতু রণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ হয়।
এইজন্য পশুপদ অহুচিটার্থ।

অপ্রযুক্ততা—প্রসিদ্ধ কবিগণ যাহা প্রয়োগ করেন না,
অর্থাৎ যে শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সাধারণ স্থলে যাহার
প্রয়োগ নাই, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা
নামক দোষ হয়। উদাহরণ—

“ঈশাকের উষবুধে মারা গেল মার।

নাকেতে নিষ্করগণ করে হাহাকার॥” (উত্তট)

এই স্থলে উষবুধ শব্দে অঘি, মার কন্দর্প, নাকেতে,
স্বর্গে, নিষ্করগণ দেবগণ এই সকল অর্থ অভিধানে প্রয়োগ
আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা
যায় না। এই জন্য ঐ দোষ হইল।

অপ্রতীতদোষ—যে সকল শব্দ একদেশ প্রসিদ্ধ, সেই
সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে। যথা—
“যোগেন দলিতাশয়ঃ” যোগযারা বাহুর আশ্রয় অর্থাৎ বাসনা
বিললিত হইয়াছে, এই স্থলে আশ্রয় শব্দ একমাত্র যোগশাস্ত্রে
বাসনা অর্থে কথিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা যোগশাস্ত্র
অবগত নহে, তাহাদের অর্থবোধের চরুতা হয়, এই স্থলে
একদেশ প্রসিদ্ধ আশ্রয় শব্দ প্রয়োগ হেতু এই দোষ হইয়াছে।

সন্ধিৎতা—যেখানে অর্থবোধকালে নিশ্চয়রূপে অর্থ
প্রতীতি না হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। উদাহরণ—

“আশীঃ পরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণে কৃতা কৃপাং কুরু।” (সাহিত্যদ)

আশীর্বাদসূচক বাক্যাবলী শুনিয়া বন্দ্যা অর্থাৎ বন্দনীয়া
বা বন্দীত্বান্নিগকে কৃপা করুন। এই স্থলে ‘বন্দ্যা’ ইহার
অর্থ বন্দীত্বা, অথবা বন্দনীয়া এইরূপ সন্দেহ ইওয়ার এই
দোষ হইল।

“নাদিল দানবকলা। হহকার রবে

নাদিল অথ হতী উচ্চ তোরণদাবে॥”

‘নাদিল অথ হতী’ ইহা যারা পুরীষ পরিভাষ্য ও শব্দ করা
উভয় অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হয়।

গ্রাম্যভাদোষ—অপকট ভাবের যে শব্দ ব্যবহৃত হয়,

তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলা যায় এবং যেখানে গ্রাম্যশব্দ প্রযুক্ত হয়, অথবা গ্রাম্যার্থবোধক পদ রচনা দেখা যায়, অর্থাৎ কোনরূপ চমৎকারিত্ব বর্ণিত না হইয়া কেবল অশন বসনাদি চিন্তাদিতে পর্যাবসিত হয়, তথায় গ্রাম্যশব্দ প্রয়োগ দোষরূপে গণ্য। যথা—“তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর-লো।” (বিজ্ঞানু) এই স্থলে ‘তুহি’ ‘মুহি’ এই সকল শব্দ গ্রাম্য। গ্রাম্যদোষ স্থান-বিশেষে শুণ হইয়া থাকে।

নিহতার্থতা—অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থ দোষ হয়, অর্থাৎ উভয়ার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

“তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।” অর্থাৎ

তোমার বাক্যরূপ রসে করতলে স্বর্গ পাইব।

এই স্থলে ‘গোরসে’ বাক্যরসে, ‘গো-পাইব’, ‘স্বর্গ পাইব’, গো শব্দে বাক্য এবং স্বর্গ অর্থ অপ্রসিদ্ধার্থ হইয়াছে বলিয়া এই দোষ হইল।

ক্রিষ্টতা—যে স্থলে অনেক শব্দের অর্থ-প্রতীতির পর কষ্টে কষ্টে প্রস্তুতার্থ বোধ হয়, তথায় ক্রিষ্টতাদোষ হয় অর্থাৎ যে স্থলে অর্থ-বোধের ক্লেশ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—
“অত্রিলোচনসমুত জ্যোতিঃপ্রভাব প্রভাবতী তোমানিগের শোকে স্নান হইতেছে।” এখানে অত্রিলোচনসমুত চন্দ্র; তাহার জ্যোতিঃ কিরণ, তাহার প্রভাব প্রকাশ তাহা দ্বারা প্রভাবিশিষ্টা হয়, অর্থাৎ কুমুদিনী এই অর্থটি ‘অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে, এইখানে এই দোষ হইল।

বিকল্পমতীকারিতা—যে স্থলে বিকল্পার্থের বোধ হয়, অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি অনুসারে অর্থ বোধ হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—

“ভূতয়েহস্ত ভবানীশঃ” এই স্থলে ভবানীশ এই শব্দ প্রয়োগ করান এই দোষ হইল। প্রথম দেখিতে হইবে ভবানী শব্দের অর্থ ভবন্ত পত্নী ভবানী, ভবের পত্নীর নাম ভবানী, ‘ভবাত্মাঃ পতিঃ’ ভবানীপতি ভবানীর পতি, প্রথম ভবের ক্রীর নাম ভবানী, তাহার পর ভবানীর পতি, ইহা বলিলে ভবানীর অল্প পতির আশঙ্কা হয়, এইজন্য এরূপ প্রয়োগ সাধু নহে, এবং এইরূপ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হইবে।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহা অর্থশূন্য, তাহার প্রয়োগ করিলে নিরর্থকতা কহে।

বাক্যগতদোষ ২৩ প্রকার—বর্ণপ্রতিকূলতা, লুপ্তবিস-
র্গতা, আহতবিসর্গতা, অধিকপদতা, নূনপদতা, হতবৃত্ততা,
পতংপ্রকর্ষতা, সন্ধিবিশেষ, সন্ধাসীলতা, সন্ধিকষ্টতা, অন্ধান্ত-

রৈকপদতা, সমাপ্তপুনরাবৃত্ততা, অভবন্তসম্বন্ধ, অক্রমতা, অমতপদার্থতা, বাচ্যানভিধান, ভগ্নপ্রক্রমতা, প্রসিদ্ধিত্যাগ, অস্থানে পদভ্রাস, সন্ধীর্ণতা, গর্ভিততা কথিতপদতা, অস্থানে সমাসভ্রাস এই সকল দোষ কেবল বাক্যগতই হইয়া থাকে। এই সকল দোষের অনেকগুলি বাংলা ভাষায় দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

“বর্ণনাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহতবিসর্গতে।

অধিকানুকথিতপদতাহতবৃত্ততাঃ।

পতংপ্রকর্ষতা সন্ধৌ বিশ্লেষাত্মিককষ্টতাঃ।

অন্ধান্তরৈকপদতা সমাপ্তপুনরাবৃত্ততাঃ।

অভবন্তসম্বন্ধা ক্রমাহতপদার্থতাঃ।

বাচ্যানভিধানঞ্চ ভগ্নপ্রক্রমতা তথা।

ত্যাগঃ প্রসিদ্ধিরস্থানে ভ্রাসঃ পদসমাসয়োঃ।

সন্ধীর্ণতা গর্ভিততা দোষাঃ স্যাবাক্যমাত্রিণাঃ।”

(সাহিত্যদ ৭৫৭৫)

প্রতিকূলবর্ণতা—যে রসে যে সমুদয় বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহার করিলে প্রতিকূলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে। যথা—

“শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।

বুদ্ধ হইতে পড়ে গোলা একধার।

যেন ঘোরতর শিলা বুড়ির পতনে।

ফুল ফুল দলে দলে দুলিত সম্মনে।

অথবা কর্তনীমুখে শস্তের ছেদন।

অথবা হেমন্তশেষে খাতাল বরণ।” (পদ্মিনী উপাং)

এই স্থলে যুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে, কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা করিতে হইলে বীররসব্যাঞ্জক ও ওজোবিশালী বর্ণ রচনা করিতে হয়, এইস্থলে তাহা হয় নাই, এইজন্য এই দোষ হইয়াছে। বীররসের অমুকূলবর্ণ—

“মহারুদ্ধরূপে মহাদেব সাজে।

ভক্তভক্ত ভবভক্ত শিখা ঘোরবাজে।

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা।

ছল ছল টলটল কলকল তরঙ্গ।”

ইত্যাদি স্থলে বীররসের অমুকূলতা হেতু দোষ হয় নাই।

লুপ্তবিসর্গতা—যে স্থলে কেবল বিসর্গের লোপ করিয়া পদ প্রয়োগ করা হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়;—যথা “গতা নিশা ইয়া বালে” এই স্থলে ‘গতাঃ’ ‘নিশাঃ’ ‘ইয়াঃ’ এই তিনটি পদেরই বিসর্গ লোপ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই জন্য এই দোষ হইল।

আহত-বিসর্গতা—যে স্থলে বিসর্গ সকলের ওকার করিয়া

পদপ্রয়োগ করা হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়। যথা—“ধীরে বরো নরো ঘাতি” এই স্থলে ‘ধীরঃ’ ‘বরঃ’ ‘নরঃ’ এই তিনটি পদেরই বিসর্গ স্থানে ওকার করিয়া প্রয়োগ হইয়াছে, এইজন্য এই দোষ হইল।

অধিকপদতা—যেখানে দুই একটি পদ অধিক থাকে, সেই স্থলে অধিকপদতা দোষ হয়। যথা ‘পল্লবাকৃতিরকোমলি’ এই স্থলে ‘রকোমলি’ ইহা প্রয়োগ করিলেই হইত, কিন্তু ‘পল্লবাকৃতি’ এই পদটি অধিক হইয়াছে। ‘বাচসুবাচ কোৎসঃ’ এই ‘বাচঃ উবাচ’ স্থলে উবাচ বলিলেই হইত, কিন্তু ‘বাচ’ এই পদটি অধিক হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহার ক্ষেপে একটি বিশেষণ পদ দিলে আর অধিকপদতা দোষ হইত না। যথা—তিনি মধুরবাক্য বলিলেন, ইত্যাদি। যেখানে অধিক পদটি রাখিলেই কথঞ্চিদর্থ হয়, সেখানে অধিকপদতা দোষ হইবে, আর যেখানে অধিক পদটি পরিত্যাগ করিলে কোনক্রমেই অর্থ করা যায় না, তথায় নিরর্থক দোষ হয়।

নূনপদতা—যেখানে দুই একটি পদহীন হয়, তথায় নূনপদতা দোষ হয়। যথা—

“নেত্র নাই বাহ্য হেরি বিধুর বদন।

কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর শব্দন।”

এই স্থলে ‘আমি’ এই কর্তা পদটি নূন হইয়াছে, এই জন্য এই দোষ হইল।

সমাপ্তপুনরাপ্ততা—যে স্থলে বাক্য অর্থাৎ কর্তা কর্ম ও ক্রিয়াদি শেষ করিয়া আবার পদ বা বাক্য গৃহীত হয়, সেই স্থলে সমাপ্তপুনরাপ্ততা দোষ হয়। যথা—

“চলিলা পালিতে কাম দেবেস্ত্র নিদেশ

হুসুধমুঃ—ঘটশর সফল পার্শ্বতী

যেখানে তপেন রক্ত অব্যর্থ ধামুকী।”

এই স্থলে ‘অব্যর্থ ধামুকী’ এই বাক্যটি কামের বিশেষণ, কিন্তু কাম এই কর্তাপদটির ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ ধামুকী বলা হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই দোষ হইল।

দ্রুততা, সন্দ্বিগ্নতা, অসুচিততা, সহচরভিন্নতা, অর্থপূন-কর্তৃতা প্রভৃতি ভেদে অর্থদোষ নানা প্রকার।

দ্রুততা—ক্রমবিপর্যয় স্থলে দ্রুততা নামক দোষ হয়, অর্থাৎ যে ক্রমে বলা হইতেছিল, তাহার বিপরীত ভাবে বলিলে এই দোষ হয়, যথা—

“দেহি মে বাজিনঃ রাজনঃ গজেশ্বরঃ বা মহালসঃ।”

রাজন! আমাকে একটি অশ্ব অথবা একটি অত্যন্তম গজেশ্বর দান করুন, নতুবা উহার পরিবর্তে রাজ্যের চতুর্থাংশ বা রাজসিংহাসনের আধিপত্য দিন।

এই স্থলে বাচকের অগ্রে সিংহাসনাধিপত্য, না হুগল, অথবা শেষগুণকে একটি অশ্ব প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্তু এই স্থলে তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই দ্রুততা-দোষ হইল।

বাহততা—প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অন্তথা প্রতিপাদন করাকে বাহত দোষ কহে। যথা—

“অদূরে হেরিলা এব দেবেস্ত্র বাসব

কাঞ্চন ভোরণ রাজভোরণ যেমন

আভাময়, তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,

আদিত্য জিনে প্রতাপে রতন-নিকর ॥”

(তিলোত্তমাসম্ভবকা)

এই স্থলে পূর্বে আদিত্য আকৃতি বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার ‘আদিত্য জিনে প্রতাপে’ বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, এইজন্য এই স্থল বাহতদোষ এবং দেবেস্ত্র এই বিশেষণটি অধিক হইয়াছে। কাঞ্চন ভোরণ ও রাজভোরণ এই স্থানে অনবীকৃত দোষ হইয়াছে।

অসুচিততা—দেশ কাল পাত্র ব্যবহারাদির বিপরীত বর্ণন স্থলে অসুচিততা দোষ হয়। যথা—

“প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে

কহিলা, অভয়দান কর যারে তুমি

অভয়ে কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ;

কিন্তু নিবেদন করি ও কমল পদে—

কেমনে মুন্নির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী

বাহির হইবা, কই এ মোহিনীবেশে

মুহুর্তে মাতিবে মাতঃ জগৎ হেরিয়া,

ওরূপ মাধুরী সত্য কহিহু তোমায়ে।” (মেঘনাদবধ)

এই স্থলে ‘মাতঃ’ এইরূপ সম্বোধন করিয়া তাহার রূপ-যৌবনাদি বর্ণন করা এবং মাতার সাক্ষাতে পিতাকে কামা-সক্ত বলা ও পুত্রার রস বর্ণন অসুচিত, অতএব এই স্থলে ঐরূপ অসুচিত বর্ণন থাকায় এই দোষ হইল।

কালানোচিততা—তাবিকালের ঘটনাকে অতীত বা বর্তমান কালের ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

“কলঙ্কী শশাক তোমা বৈলে সর্বজননে

কর আসি কলঙ্কিনী কিকরী তারারে।

তারানাথ, নাহি কাজ বৃথা কুলদানে।

এস, হে তারার বাহ্য, পোড়ে বিরহিণী,

পোড়ে বধা বনহলী ঘোর দাবানলে ॥” (বীরজনাকাব্য)

এই স্থলে তারা চন্দ্রকে কলকী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রের এই কলকী তাহারই সংশ্লিষ্ট জন্ত হইয়াছিল, কিন্তু যে সময়ে তিনি এইরূপ উল্লেখ করেন, তখন চন্দ্রের ঐ দোষ ঘটে নাই, কিন্তু তারা এই সময়ে চন্দ্রকে কলকী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী বিষয়টি ভূতকালের বিষয়রূপে বর্ণিত হওয়ার কালানোচিন্তা দোষ ঘটিয়াছে।

সহচর-ভিন্নতা—উত্তম বস্তুর পর্যায়ে অধম বস্তুর কিংবা অধম বস্তুর পর্যায়ে উত্তম বস্তুর সন্নিবেশ হইলে সহচরভিন্নতা নামক দোষ কহা যায়। যথা—

“নিশা শশাঙ্ক দ্বারা কুঞ্জবন সুগন্ধময় পুষ্প সম্পর্কে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপ প্রসঙ্গে হিমালয় সুশিক্ষক ও সুশিষ্য বিভ্রমানে পিতা গুণবান পুত্রের পরমুখে গুণানুবাদ শ্রবণে ও ঘোর মূর্খ কুক্ৰিয়ালি-ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার কার্য্যে যেরূপ পরিতৃপ্ত হন, সেইরূপ সুসভ্য লোক জ্ঞানালোকে পরিতৃপ্ত হয়।”

এইখানে সমুদয় সুসংযোগ স্থলে ‘ঘোর মূর্খ’ এই অসংযোগ ঘটয়াছে বলিয়া সহচর-ভিন্নতা দোষ হইল।

অর্থপুনরুক্ততা—যে স্থলে এক বিষয়ের বারংবার বর্ণন দেখা যায়, তথায় অর্থপুনরুক্ততা দোষ হয়।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা—আকাশে ও পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, ক্রোধে রক্তিমতা, বর্ষাকালে হংসদিগের মানস-সরোবরে গমন, কল্পপের ফল-ধনু, ভ্রমরপঙ্ক্তি জায়া, পঞ্চবাণ, কামশরে ও জীদিগের কটাক্ষে যুবজনহৃদয়ভেদ, দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদ-নিমোলন, নিশাকালে পদ্মের নিমোলন ও কুমুদের প্রকাশ, সূর্য্যের প্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া, চন্দ্রপ্রগল্ভী কুমুদিনী ও তারকাবলী, মেঘগর্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য, চক্রবাক মিথুনের রাজিবিবহ, কামিনীর চরণাবাতে অশোক-পুষ্পের বিকীর্ণ ও তাহাদিগের মুখামুতে বহুবীর উদগম, বসন্তকালে জাতীফুলের অপ্রকাশ, চন্দনতরু ফলপুষ্পহীন, এই সকল কবি প্রসিদ্ধি। এই প্রসিদ্ধি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণিত হইলেই প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা নামক দোষ হয়।

“মালিন্তং ব্যোম্মি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হান কীর্ত্ত্যোঃ রক্তৌ চ ক্রোধরাগৌ সরিহৃদধিগতং পঙ্কজেন্দীবরাদি।

তোয়াধারে হবিলে হপি প্রসরতি চ মরাদিকঃ পক্ষিসত্ত্বো জ্যোৎস্না পেরা চকোরৈর্জলধরসময়ে মানসং যান্তি হংসাঃ।

পাদাবতাদশোকে বিকসতি বকুলঃ যোষিতামানন্দমৈঃ

যুনাং দেবু হারাঃ ক্ষুটি চ হরয়ঃ বিপ্রযোগস্ত্রাটৈঃ।

মোক্ষীসোলম্বমালা ধরুধ বিশিখাঃ কোম্মাঃ পুষ্পকেতো

ভিন্নং ত্রাদস্ত বাটৈ যুবজনহৃদয়ঃ জীকটাক্ষেণ তথং।

অহ্যাকোজং নিশায়াং বিকসতি কুমুদং চন্দ্রিকা শুক্লপক্ষে

মেঘধ্বনেন নৃত্যং ভবতি চ শিখিনাং নাপাশোকে কলং ত্রাং ন শ্রাজ্জাতী বসন্তে ন চ কুমুমকলে গজসারঙ্গমাণা-

মিত্যাছ্যেন্নেয় মন্তং কবি সময়গতং সংকবীনাং প্রবন্ধে ॥”

(সাহিত্যদং ৭৫২০)

উদাহরণ।—.....“নাচে তারাবলী

বেড়ি দেব দিবাকরে মুহু মন পদে।”

এই স্থলে তারাবলী শব্দর পার্থে নৃত্য করে, এইরূপ বর্ণন করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে এইরূপ বর্ণনা করায় কবিপ্রসিদ্ধির অতিক্রম করা হইয়াছে, এইজন্য দোষ হইল।

চ্যুতসংস্কৃতি।—যেখানে ব্যাকরণ ভ্রষ্ট শব্দ দেখা যায়, তথায় চ্যুতসংস্কৃতি দোষ হয়। যথা—

“যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।”

এই স্থলে ‘চাতকিনী’ এইরূপ পদ হ্রস্ব, চাতকী এই পদ হইবে, এই ব্যাকরণ দোষ থাকায় এই দোষ হইল।

অসমর্থতা—যে শব্দে যে অর্থ বোধ না হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা নামক দোষ হয়।

নিরর্থকতা—যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয় এবং যাহা অর্থশূন্য তাহার প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যথা—

“সকলই সমভাবে সঁদা সর্ব্বক্ষণ।

আমার হৃদয়ে সুখ করিছে সাধন ॥”

এই স্থলে সঁদা শব্দটি নিরর্থক, অতএব এই স্থলে এই দোষ হইল।

রসদোষ—কল্পগাদি রস, শোকাদি স্থায়িতাব ও নির্বেদাদি ব্যভিচারিতাব বর্ণনকালে যদি স্ব স্ব নাম নির্দেশপূর্ব্বক সেই সেই রসাদি বর্ণিত হয়, তাহা হইলে অশব্দব্যব্য দোষ কহা যায়।

“রসভোক্তিঃ স্বশব্দে চ স্থায়ী সকারিণোরপি।

পরিপন্থিসাধক্যবিভাবাদেঃ পরিগ্রহঃ ॥” (সাহিত্যদং ৭৫৭৭)

“আবার সে ভক্তিগত, যেন রৌদ্রসে গত,

উগ্রভক্তি অপালুগলে।

কপালে অনলজলে, মধ্যাহ্নে মুখখুলে,

রক্তছটা হল শতলে ॥”

এই স্থলে ‘রৌদ্রস’ এই শব্দ প্রকাশ করার এই দোষ হইল। কিন্তু যদি শব্দ না দিয়া তাব ভক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে দোষ না হইয়া বরং চমৎকামিই হইত।

বিকল্পসত্যদোষ—যে রসে যে স্থায়ীতাবুদ্ভি প্রতিকূল, সেই রসে তাহা বর্ণিত হইলে সেখানে বিকল্পসত্য নামক দোষ ঘটে।

অলঙ্কারদোষ—যেখানে চারিচরণের মধ্যে তিন চরণে যমক আছে, কিন্তু এক চরণে নাই, তথায় যমকদোষ কহে। উপমালাকারে উপমান ও উপমেয়গত জ্ঞাপ্তি প্রমাণ এবং গুণাদির নূনতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি ঘটিলে উপমাদোষ কহে।

রীতিবিশ্রীত—যে রীতি অনুসারে সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার বিশ্রীত দৃষ্ট হইলে রীতিবিশ্রীত নামে দোষ হয়।

যদ্ শব্দের প্রয়োগ করিলে তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কেবল যদি তদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে যদ্ শব্দের অব্যবহৃত কহে না। প্রসিদ্ধার্থে তদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল যদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দ দিতেই হইবে, না দিলে বাক্যশেষ হইবে না, যথা—

“ভূবন ভবনে বীর মহিমা অপার।” ইত্যাদি।

এই স্থলে একটা তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। যে স্থলে যদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই তদ্ শব্দ দেখা যায়, সে স্থলে তদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই আর একটা তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা—

“যে তিনি তেমনরূপ ধর্ম কর্তে রত।

সে তিনি এমন কাজে কেন দেন মত ॥” ইত্যাদি।

ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে যদ্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। যদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরে ইদম্ বা এতদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দের অব্যবহৃত পরেই ইদম্ বা এতদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে।

দূর্য্যবসদোষ—যেখানে কৰ্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতি কারক স্মারি ক্রিয়ার সম্বন্ধিত না হইয়া অন্য বাক্যাক্তে অথবা অতি দূর স্থানে দেখা যায়, সেই স্থলে দূর্য্যবসদোষ হইয়া থাকে।

ছন্দদোষ—ছন্দদোষ নানাবিধ, উল্লখে অধিকান্দর, নূনা-
কর ও বতিভঙ্গ প্রভৃতি ভেদে কএক প্রকার দেখা যায়।

কভকগুলি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল পদ্যে ব্যবহৃত হয়, পদ্যে উহাদের ব্যবহার নাই, যদি ঐ সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দোষ হইবে।

পূর্নোক্ত দোষ সকল স্থলবিশেষে আবার গুণ হইয়া থাকে।

“বক্তরি ক্রোধসংযুক্ত তথাবাচ্যে সমুদ্রতে।

রোজাদৌ তু রসেহত্যক্তঃ হ্রঃশ্রবঃ গণোভবেৎ।”

(সাহিত্যদং ৭।৪৮২)

বক্তা যখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন, ঐক্যতা প্রকাশ বাক্য সকল যখন প্রয়োগ করিবেন, এবং যে স্থলে রোজ বীর ও বীভৎসরস বর্ণিত হইবে, সেই স্থলে ঐক্যত্বদোষ দোষ না হইয়া গুণ হইবে। যথা—ক্রুদ্ধবক্তা

“রাজা কন শুনয়ে কোটাল।

নিমক হারীম বেটা, আজি বাচাইবে কেটা,

দেখিবি করিব ঘেই হাল ॥” ইত্যাদি।

এই স্থলে কোটাল, বেটা, কেটা ও হারাম এই কএকটা শব্দ ঐক্যত্ব হইলেও গুণসম্পন্ন হইল।

“সুরতারস্তগোষ্ঠাদাবল্লীলব্ধং তথা পুনঃ।” (সাহিত্যদং ৭।৪৮০)

অল্লীলভাদোষ—সুরতারস্ত এবং গোষ্ঠাদিতে অর্থাৎ যে স্থলে সম্ভোগার্থ ত্রীপুরুষ সকল সমবেত হইয়াছে বা পান ভূমিতে, এই দোষ গুণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপ স্থলে অল্লীলভা বর্ণন করিলে দোষ হয় না।

নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততা দোষ প্রযোজ্য স্থলে দোষরূপে গণ্য করা যায় না। বক্তা ও শ্রোতা যদি উভয়েই আরও বিষয়ে অভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অপ্রতীততা দোষ গুণরূপে গণ্য হয়।

“তাতামদোবৌ প্রেমাদৌ নিহতার্থাপ্রযুক্ততঃ।

গুণঃ তাদপ্রতীতত্বং জ্ঞঃ চেদ্বক্তৃবাচ্যোঃ ॥”

(সাহিত্যদং ৭।৪৮২)

যেখানে বয়ং কোন বিষয়ের পরামর্শ অর্থাৎ কথন হয়, সেই স্থলে অপ্রতীততা দোষ হয় না।

বিহিতের অনুবাস্তব, বিষাদ, বিষম, ক্রোধ, দৈন্ত, লাটুগ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, হর্ষ, অবধারণ ও অর্থাভ্র-
সংক্রান্তির বর্ণনে পদতীন্দোষ গুণ পুরূপ হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জকতা বর্ণন করিলে সন্ধিততা দোষ হয় না, বয়ং গুণ হইয়া থাকে।

ব্যঞ্জনবিদ্বক্তা প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণন করিলে কষ্টতা ও হ্রঃশ্রবতা দোষ হয় না। নীচ লোকের উক্তি বর্ণন স্থলে গ্রাম্য শব্দপ্রয়োগ রোষ না হইয়া গুণ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ অর্থে নির্ভেদতা দোষ হয় না।

আমদ্য প্রভৃতিতে মধ্য ব্যক্তির কথনে নূনপদতা দোষ না হইয়া গুণ হইয়া থাকে।

“উক্তাবানন্দময়াদেঃ তান্নূনিপদতাগুণঃ।” (সাহিত্যদং ৭।৪৯০)

বিষাদ, বিষম, দৈন্ত ও হর্ষ প্রভৃতি স্থলে পুনরুক্তি দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

স্মারি বিভাব্যক্তাদির পরিচয় স্থলে ক্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগও গুণ হয়। যথা—

“আপনার জন্মান্তর ভক্ষণে অনল।

তার ধন ধুম উঠে গগন মণ্ডল।

তাহাতে জনম যেন শুনি তার নাদ।

পৰ্বত-গহবরে বিরহীর পরমাদ ॥” ইত্যাদি।

এই স্থলে বিস্তারিত পরিচয় দিবার জন্ত ইহা দোষ না হইয়া গুণই হইল। অমুকরণ করিলে কোন দোষই দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।

“অমুকারে চ সর্কেবাং দোষাণাং নৈব দোষতা।”

(সাহিত্যদণ্ড ৭।৬০২)

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ৩২ প্রকার দোষের বিষয় উক্ত আছে।

“বানেক্ষা পাছকৈর্কাপি গমনং ভগবদগৃহে।

দেবাংসবাত্তসেবা চ প্রণামস্তদগ্রতঃ ॥

উচ্ছিষ্টে চৈব চাশৌচে ভগবদ্বন্দ্বাদিকং।

একহস্তপ্রণামস্ত তথা চৈকং প্রদক্ষিণং ॥

পাদপ্রসারণঞ্চাশ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।

শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ ॥

উচ্চৈর্ভাসো মিথোজ্ঞানো রোদনাদি চ বিগ্রহঃ।

নিগ্রহাহুগ্রহৌ চৈব ক্রীড়াক্রুরভাষণং ॥

কশ্মলাবরণৈকৈব পরনিন্দা পরস্তুতি।

গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতা নিন্দনং তথা ॥

অপরামিত্যথাবিফোৰ্দ্ধাত্রিশং পরিকীৰ্ত্তিতা ॥”

(পদ্মপু পাতালখণ্ড)

যান বা পাছকা দ্বারা দেবগৃহে গমন, দেবতার অগ্রে সেবা, দেবতার সমীপে প্রণাম না করা, অশৌচ অবস্থায় ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্যে ভগবদর্চনা, এক হস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ, দেবতার অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন, শয়ন ও ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, অত্যাচরণে কথন; বৃথাজ্ঞান, রোদনাদি, বিগ্রহ, নিগ্রহ ও অহুগ্রহ, ক্রীড়ামূহুর সহিত ক্রুরভাষণ, কশ্মলাবরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুজনের প্রতি মৌনাবলম্বন, নিজের স্তোত্রপাঠ ও দেবতাদিগের নিন্দা এই সকল দোষ পদবাচ্য। আততায়ি-শত্রুকে যদি বধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

“নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন।

প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মহাত্মনামুচ্ছতি ॥” (মহু ৮৩৫১)

৬ ব্যাবৃতি ব্যবহারের অন্ততর প্রয়োজনবিষয়ক ধর্মভেদ।

এই দোষ ত্রিবিধ—অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভাব। ৭ বিধির অতিক্রমজনিত অদৃষ্ট ভেদ। (মীমাংসা ৮) ৮ গৌতমহজ্রোক্ত প্রবৃত্তি প্রয়োজক রাগদ্বৈমোহাদ্বয়ক ধর্মভেদ।

“প্রবর্তনা লক্ষণা দোষাঃ” (গৌতমসূ.) “প্রবর্তনা প্রবৃত্তি

‘হেতুঃ জাতারং হি রাগাদয়ঃ প্রবর্তয়ন্তি পুণ্যে পাপে ন।

যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বৈমোহাদি প্রত্যাহবেদনীয়া হি মে

দোষাঃ” (ভাষ্য) ৯ অষ্টবস্তুর মধ্যে একজন বস্ত্র।

(ভাগ ৬।৬১১)

দোষক (পুং) দোষএব স্বার্থে কন্। গোবৎস। (শব্দরত্নাবলী)

দোষকুস্ত, প্রাচীন গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের মন্ত্রী, যজ্ঞদত্ত

এই বংশের আদিগুরু। ইহার গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের

অধীনে বিদ্যা ও পারিপাত্র পৰ্বত হইতে আসমুদ্র বিস্তৃত

ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। দোষকুস্ত রবিকীৰ্ত্তির তৃতীয়

পুত্র, খ্যাতনামা অভয়দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার ধর্মদোষ

ও দক্ষ নামে দুই পুত্র জন্মে। দক্ষ রাজা বিষ্ণুবন্দার

মন্ত্রিপদ লাভ করেন।

দোষগ্রাহিন্ (ত্রি) দোষং গৃহ্ণতি গ্রহ-গিনি। খল, দোষ-

গ্রহণকর্তা। পর্য্যায়—পুরোভাগী, বিজ্ঞ, মর্শ্বরী। (হলানুধ)

“বিস্ময়া পূর্ববর্দোষান্ শুণান্ গৃহ্ণন্তি সাধবঃ।

দোষগ্রাহী গুণত্যাগী চালনীব হি দুর্জুনঃ ॥” (উত্তট)

দোষগ্র (ত্রি) দোষং বাতাদিবিকারং হস্তি হন-টক্। ধাতু-

বৈষম্যরূপ দোষনাশক ঔষধাদি।

দোষজ্ঞ (ত্রি) দোষং কর্তব্যাকরণে দোষং জানাতি জ্ঞা-ক।

১ পণ্ডিত।

“অথ ঐদোষে দোষজ্ঞঃ সংশ্লেষায় বিশাংপতিঃ।” (রঘু)

২ পরকীর দোষজ্ঞাতৃমাত্র।

দোষণ্য (ত্রি) দোষি ভবঃ দোষ যং দোষণাদেশঃ। বাহুব।

“বন্ধং দোষণ্যমংগাভ্যাং” (শব্দ ১।১৬৩২)

দোষত্রয় (ক্লী) দোষাণাং ত্রয়ং ৬৩৭। বাত পিত্ত ও কফের

ত্রিক, বায়ু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ।

দোষত্ব (ক্লী) দোষত্ব ভাবঃ ‘ততলো ভাবে’ ইতি ত্। দোষের

ধর্ম, দোষের ভাব।

দোষভেদ (পুং) দোষত্ব ভেদঃ ৬৩৭। অত্রতে ৬২ প্রকার

দোষভেদের বিষয় বর্ণিত আছে।

“ষিষ্টি দোষভেদা য়ে পুরস্তাং পরিকীৰ্ত্তিতাঃ।

কতি ভট্টকশো জ্ঞেয়া দ্বিশো বাপাথ বা ত্রিশঃ ॥” (ভূজত)

দোষল (ত্রি) দোষ মত্বর্কে-লট্। দোষযুক্ত। “কেদারং মধুরং

প্রোক্তং বিপাকে শুক্লদোষলং।” (ভূজত)

দোষস্ (ত্রি) দ্ব্য-অজন্। রাজি। “অভ্যবোষসো দোষসন্”

(অথর্ক ১৬।৪৬)

দোষা (ত্রি) দ্ব্যভ্যেৎকারেণেতি দ্ব্য-ঘঞ-টাপ্। ১ রাজি।

দম-ডোসি, টাপু (দমের্ডোসিঃ। উণ ২।৬৬) ভাগুরি যুতে টাপু।

২ ভুল, হস্ত। ৭ অব্য। হস্তত্যাগেতি হু-অ। (আঃ সুমিন্
নিকবিত্যাং। উণ্ ৪।১৭৪) ইতি হুজ্ঞ উজ্ঞলদতোক্তে আ।

৩ নক্ত, রাজি, রজনী।

“দোবাঃপি নুনমহিযাঃস্তরসৌ ক্রিহেতি
ব্যাকোশকোকনদভাঃ দধতে নলিভঃ ॥” (মাধ ৪।৪৬)
৪ নিশামুখ।

দৌষাকর (পুং) দোবা রাজৌ করো যন্ত বা দোবাং করোতি
দোবা-ক-বাহলকাং ট। ১ চত্ৰ। দোবাণাং আকরঃ। ২
দোষের আকর।

দৌষাক্রেশী (স্ত্রী) দোবাং ভুলং ক্রিহাতীতি ক্রিশ-অণ্,
গৌরাদিবাং ভীষ্। বনবর্কুরিকা। (রাজনিং)

দৌষাক্রশ (পুং) দোবাণাং কাব্যদোষাঃ অক্লশ ইব,
নিরাক্ষর্যঃ। চত্ৰালোকোক্ত কাব্যদোষনিবাক কার্য-
ধর্মভেদ। “দোষমাপতিতং স্বাস্তে প্রসরন্ত বিশৃঙ্খলং।

নিবারণতি নৈজ্জৈধা দোবাঃক্লশশ্চ তং।

দোবাঃগুণকং তদুত্তে দোষকং বা নিরততি ॥

ভবন্তমথবা দোবাং নরভ্যভ্যাতামনৌ।” (চত্ৰালোক)

দৌষাকর (পুং) অভিযোগ, অপবাদ, অভিলাপ।

দৌষাতন (ত্রি) দোবা রাজৌশ্চবঃ দোষ ট্য-তুট্। রাজি-
ভব, বাহা রাজিতে হয়।

দৌষাতিলক (পুং) দোবা রাজে তিলক ইব। প্রদীপ।

দৌষাভূত (ত্রি) রাজে পরিণত।

দৌষামন্য (ত্রি) রাজি ভাবিয়া।

দৌষাবস্তুর (পুং) ১ আধারের আলোক। ২ অগ্নির উপাধি।

দৌষাত্ত (পুং) দোবা রাজিরাত্তনিব যন্ত। দৌষাতিলক-
বাদন্ত তথাৎ। প্রদীপ।

দৌষিক (পুং) দোবাঃ বাতপিত্তককাঃ কারণেব সন্তা-
তেতি ঠ্। রোগ। (শব্দচক্রিকা)

দৌষিন্ (ত্রি) হুস্তত্যাগেতি হু-অ-বিহুণ্ বা হু-অ-পিনি। দৌষযুক্ত,
অপরাধী।

দৌষৈকদৃশ্ (ত্রি) এতৈকশিন্ নক্ত গুণসংখ্যে পৃক্জ্ঞান-
মতেতি বা দৌষেব একং কেবলং পশুতীতি দৃশ্-কিপ্।
দৌষমাত্রদর্শী, যিনি গুণ প্রভৃতি পরিত্যাপ করিয়া কেবল
দৌষ দর্শন করেন। দোষে এককথিবের জ্ঞানং যন্ত। পুরো-
ভাগি। (ভরত)

দৌস্ (পুং স্ত্রী) দম্যতে হনেন দম-ভোঁসি। বাহ, হস্ত।

“নুনমহিযাঃস্তরসৌ ক্রিহেতি দোঃ প্রসারিতঃ।” (রামায়ণ লঙ্কা)

মহাভারতের মধ্যে দৌস ক্রীত্বলিঙ্গে প্রয়োগ দেখা যায়।

দৌসতিনী (দেশজ) ছই লপটী, ছই সতিন্।

দৌসরা (হিন্দী) ১ অস্ত্র। ২ মাসের দ্বিতীয় তারিখ, ২রা।

দৌসাধ; (বাঁ দোশাদ) ভারতীয় এক অতি নীচ জাতি।
ইহারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের অমুচরবর্গ হইতে জাত, এইরূপ
প্রবাদ আছে। এই জাতি আটটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কুনৌ-
জিয়া, মগহিয়া, ভোজপুরিয়া, পৈলবার, কামর বা কানবর,
কুরি বা কুরিণ, খাটী বা খার, শিলোটিয়া ও বাহলিয়া।

সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর পানভোজনাদি চলিয়া থাকে,
কিন্তু বিবাহের আদানপ্রদান নাই। একটা গোমাল দৈবাৎ
একটা গোরু মারিয়া ফেলে, সেই জন্ত সে খাটীদৌসাধ নামে
খ্যাত হয়। এইরূপ অজ্ঞান দৌসাধেরা খাটীদৌসাধের সহিত
একত্র পানভোজনাদি করে না। কামর বা কানবর সম্প্র-
দায়ও গোমাংস ভোজনদোষে অজ্ঞান দৌসাধের সহিত
পানাহারের অমুমতি পাইত না, সম্প্রতি তাহারা দোষ
বিমুক্ত হইয়া সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ
বাহলিয়াদিগকে দৌসাধ বলিয়া স্বীকার না করিয়া তাহারা
যে বেদিয়ার মত এক বিভিন্ন জাতি, এরূপ মত প্রকাশ
করে। দৌসাধেরা যে কোন সময়ে কস্তার বিবাহ দিয়া থাকে;
বয়স কত অবিবাহিতা অবস্থার পিতৃগৃহে থাকিলে বিশেষ
নিম্নার কারণ হয় না। তবে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে

বয়স কত বিবাহে যথার্থ বিবাহের আচার না হইয়া
বিধবাবিবাহে যেরূপ আচার অমুষ্ঠিত হয়, তাহাই হইয়া
থাকে। ইহাদের বিবাহ হিন্দুমতেই হইয়া থাকে। অর্থবান্
দৌসাধেরা বিবাহের সময় পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ
করিয়া থাকে, সাধারণ লোকে করে না। কস্তার যদি
শৈশবেই বিবাহ হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতুমতী না হইলে
খুঁতরাগারে যায় না। পুরুষে একটা বিবাহ করে, তবে স্ত্রী
চিরকাল, বক্ষা বা মৃতবৎসা হইলে পুনর্বার বিবাহ করিতে
পারে। সাঁওতাল পরগণায় তিনটা পর্যন্ত বিবাহ করিবার
বিধি আছে। বিধবাবিবাহও আপত্তি নাই, তবে বিধবারা
স্বামীর মৃত্যুর পর আপন দেবরকেই বিবাহ করিয়া থাকে।
যদি বিধবা অজ্ঞান বিবাহ করে, তাহা হইলে স্বামীর গৃহসম্প-
ত্তির অংশ পায় না, বা সন্তান থাকিলে তাহাদিগকেও সঙ্গে
লইয়া বাইতে পারে না। ইহাদের পক্ষায়েৎ আছে। পক্ষা-
য়েতে সামাজিক দোষের বিচার হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ-
বিচ্ছেদ ব্যবস্থাও আছে। সাঁওতাল পরগণায় ও পালামোতে
শালপাতা ছিঁড়িয়া ও কাঁঠরও দিখও করিয়া পতিপত্নীর
সবন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

দৌসাধেরা, আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয়
দেয়। অনেক জেলার তাহারা জিনারায়ণী, কবীরপাহী,

তুলসীদাস, গোরক্ষনাথ বা নানকের সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে এটা অতি আধুনিক। পূর্বে রাহাই দোস্তাধিগের এক-মাত্র উপাভ দেবতা ছিল। এখনও অগ্রহারণ, বাঘ, ফুল্লন ও বৈশাখমাসের কোম কোন দিন রাহর পূজা হইয়া থাকে। পাটনার নিকট সেরপুটে বিখ্যাত দহু গোড়ীয়ার নামে একটা মন্দির আছে, তথায় গোড়ীয়া দেবতা বলিয়া পূজিত হয়।

বেহারে ভীমসেনের দ্বারী সালার্ন বা শৈলেশ, মুজাপুরে বিষ্ণাচল, পাটনার পীর, তৈরব, জগলা মা; কালী, কেতু ও অন্তান্ত স্থানে চৌরারমল দোস্তাধিগের উপাভ দেবতা।

কতিপয় কনোজী বা মৈথিলী-ব্রাহ্মণই দোস্তাধিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। পূর্ববঙ্গালার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাও দোস্তাধিজনকার্যে নিরত আছেন। চতুর্ভুজ রূপধারী বিষ্ণুরচিত জ্ঞানসাগর পুস্তক ইহাদিগের ধর্মগ্রন্থ। দোস্তাধিগ শব্দেই দাহ করে, কখনও 'ভূমধ্যে' প্রোথিত করিয়া থাকে। যুত্মার পর একাদশদিনে প্রাচুর্কার্য সম্পন্ন করে। সন্তান জন্মিলে ত্রীলোকেরা ৬ দিন অন্তি থাকে, তবে ১২ দিন না গেলে সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইতে পারেনা।

দোস্তাধিগা ভোম, ধোপা ও চামার ব্যতীত অস্ত্র সকল আভির অন্নই ভোজন করিয়া থাকে। উপরিলিখিত আভি কর্ণা ব্যতীত অস্ত্র সকল হিন্দুজাতিই দোস্তাধি হইতে পায়। দোস্তাধি হইবার সময় তাহাদের মধ্যে সম্রাট ব্যক্তিগণকে বরাহমাংস ভোজন ও মদ্যপান করাইতে হয়। তবে সাধ করিয়া কেহ দোস্তাধি হইতে যায় না। দোস্তাধিগা গ্রামই বেহার বা চৌকিদারের কার্য করে। অখরক্ক, নাহত, কুলি, বেহার, দারবান্ এ সকল কার্যে দোস্তাধিগা অধিকাংশ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক দোস্তাধি সাহেবের বাবুর্চি খানসামাও হয়। সাধারণতঃ ইহার কুকর্মী ও চোর বলিয়া খ্যাত, সেইজন্য পুলিশে ইহাদিগের উপর বিশেষ নজর রাখা।

দোস্তাধিগা সাধারণতঃ দ্বিগুণ বর্গিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে অনেক দোস্তাধি সৈনিককার্য করিত। রাইবের সময়েও অনেক দোস্তাধি সৈনিক ছিল। বাঙ্গালা, কোচবেহার, দার্জিলিং, জিপুরা, পাটনা, গয়া, ত্রিহত, সাঁওতালপরগণা, লোহারিভাগা, সিংভূজ, বান্ধুয়, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের স্থানে স্থানে ও গাজীপুরে অনেক দোস্তাধি বাস করে।

দোস্ত (পারসী) বন্ধু, মিত্র।

দোস্ত-আলী, মোগলসম্রাটদিগের আধিপত্যকালে অর্জিত

প্রদেশে কর্তৃত্ব করিবার জন্ত ও অধীন রাজগণের নিকট দের কর আদায় করিবার জন্ত এক একজন সুবেদার থাকিতেন। দিল্লী হইতে করমাণ না পাইলে কেহই রাজা বা নবাব বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল-সম্রাজ্যের যথেষ্ট বিলুপ্তি থাকিলেও কমতার হ্রাস হইতে ছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজামউলমুলক সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি কলে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার কমতার উপর কথা কহিবার কাহারও পক্ষি ছিল না। কর্ণাটকের বা আর্কটের নবাব ভারতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও দাক্ষিণাত্য-সুবার অস্তিত্ব বলিয়া এই সুবেদারের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। নবাব শাদউল্লাহ সন্তানহীন নী থাকার তিনি তাঁহার ব্রাতৃপুত্রধরকে দত্তকপুত্র লয়েন এবং জ্যেষ্ঠ দোস্ত-আলীকে কর্ণাটকে নবাব ও কনিষ্ঠ বকরালিকে বেঙ্গুর দুর্গাধিপতিত্বে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭০২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি আপন প্রিয়মহিষীর ভ্রাতা গোলাম হোসেনকেও দেওয়ানী দিবার অমুজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। নিজামউলমুলক ইহাতে বিরক্ত হইলেন। তিনি আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আপনি রাজ্য শাসন করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা। মোগল-সম্রাটের তরে তিনি ভীত নহেন, স্তরংগ তাঁহাকে অগ্রাহ করিয়া শাদউল্লাহ সিংহাসনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, ইহা তাঁহার সখ হইল না। কিন্তু তখন তিনি সহসা কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ তখন চুরাণী পাঠান ভারত আক্রমণ করিতে আসি-ভেছে। দিল্লীতে সিংহাসন লইয়া বড় গোলামগ চলিতেছে। কাজেই নিজামউলমুলক এখন সেই সব ব্যাপারেই লিপ্ত রহিলেন। কিন্তু তিনি গোলামগ করিয়া দোস্ত-আলীর করমাম্ প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিষ ও বিলম্ব ঘটাইলেন।

দাক্ষিণাত্যের ত্রিচিনপল্লী ও তঞ্জোরের রাজ্য বহুতঃ দিল্লীর অধীন হইলেও তাঁহার রাজত্ব গ্রহণের ভার আর্কটের নবাবের উপর চাপ ছিল। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে ত্রিচিনপল্লীর রাজার মৃত্যু হইলে বাকি রাজত্ব আদারের জন্ত দোস্ত-আলী দেওয়ান চাঁদসাহেবকে প্রেরণ করিলেন। চাঁদসাহেব গোলাম হোসেনের সহিত খীর কস্তার বিবাহ দেওয়ার, গোলাম হোসেন শাদউল্লাহ অমুজ্ঞামত আর্কটের দেওয়ানি পদ গ্রহণ করেন নাই—চাঁদসাহেবকে সেই পদ প্রদান করেন। চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়া ছলে কোশলে 'দুর্গে' প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করেন। নিজামউলমুলক এ সংবাদে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন।

দুর্গবিজয়ের পর সুবেদার আলী আর্কটে করিয়া গেলেন।

চাঁদসাহেব জিচিনগীরী তার লইয়া তথায় রহিলেন।
জুবদার আলী আর্কটে গিয়া শিতাকে লক্ষ্য আপন করিলে
দোস্ত-আলী চাঁদসাহেবের পরিবর্তে বীর আসদকে বেওয়ার
নিবৃত্ত করিলেন। নতুন বেওয়ারী আসদ চাঁদসাহেবকে আনি-
তেন। চাঁদসাহেবের বে রাজস্বলাভ করিবার বাসনা হইরাছে,
ইহা তিনি দোস্ত আলীকে বুঝিলেন। দোস্ত আলী বুঝিয়াও
এখন পোলবোগ অকর্তব্য বিবেচনার কোনরূপ কথা জুলি-
লেহু না। চাঁদসাহেবও সব বুঝিলেন, তাহার অভিসন্ধি যে
দোস্ত-আলীর নিকট গুপ্ত নহে, তাহা বুঝিয়া জিচিনগীরীদ্বর্গ
স্বার্থীতি সূক্ষ্ম ও অতিরিক্ত করিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রিগের অভ্যন্তরীণ হিংসা ছিল। তাহার
শিবজীর নিদেশানুযায়ী কার্য না করিয়া এখন দেশে বেশে
কর আদায়ের নাম করিয়া একরূপ সত্য়াবৃত্তি করিত। ১৭০২
খৃঃ অব্দে নিজামউলমুলকের প্রেরণার মহারাষ্ট্রিগের সমুদায়
তৌনস্বে মন্ত্রীকার সৈন্ত লইয়া আর্কট আক্রমণ করিতে
আসিলেন। দোস্ত-আলীর সৈন্তগণ তখন জুবদার আলীর
অধীনে দক্ষিণদেশে কার্যান্তরে ব্যাপৃত ছিল। তিনি বখেটে
সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রে ৪০০০ অশ্বারোহী ও
৬০০০ হাজার পদাতিক লইয়া প্রত্যেকের উপস্থিত হইলেন।
চাঁদসাহেব সময় বুঝিয়া সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াও
সাহায্য করিলেন না। এইরূপ অবস্থায় দোস্ত-আলী
সিমলচেরি নামক গিরিসঙ্কটে সৈন্ত সংস্থাপন করিলেন। এক
জন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর শঠতার দোস্ত-আলীর সর্বনাশ
হইল। তিনি পশ্চাদিক্ হইতে আক্রান্ত হইলেন। পরায়ণ
নিম্নের বুঝিয়াও দোস্ত-আলী বৃত্ত করিতে লাগিলেন। কিছুকাল
বৃত্তের পর হোসেনআলী ও দোস্ত-আলী উভয়েই সমরক্ষেত্রে
আপ বিনশ্রম করিলেন। অর্জুণে জুবদারআলী এ
সুবাদ লইলেন। জুবদারআলী কয়েক বৎসরে এক
টাকা টাক দিতে প্রতিজ্ঞিত হইলে মহারাষ্ট্রিগল আর্কট
শরিত্যাগ করিল। জুবদারআলী নবাব হইলেন।

দোস্তদার (পারসী) ১ বন্ধুত্ব। ২ বান্ধব।

দোস্তদারী (পারসী) ১ বন্ধুত্ব। ২ পরামর্শ।

দোস্ত মহম্মদ, ১৮০৮ খৃঃ অব্দে নাগপুরে রাজা দিল্লির
অধীনস্থ পিওয়ারি-নারক হীরা ও বারগ নামে দুই
ব্যক্তিকে জুপালের নবাবের বিরুদ্ধে সুদার্ষ প্রেরণ করেন।
[পিওয়ারি দেখ।] বুদ্ধে তাহার অলম্ব্য করে ও ধর্মরক্ষাদি
বখেটে সংগ্রহ করিয়া আনে। তাহার ক্রিয়াকলাপে আসিলে
নাগপুরের রাজা বারগকে কারাবদ্ধ করেন। হীরা পলায়ন
করে, কিন্তু সময় সূত্রানুযায়ী পতিত হয়। এই হীরার পুত্র

দোস্ত মহম্মদ, আপন জাতী ওরাসিল মহম্মদের সহিত নিজার
ব্যবসার-চালিতে থাকে। ১৮০৮ হইতে ১৮১১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত
দোস্ত মহম্মদের উৎপীড়নে মধ্যভারত উৎসব হইবার উপক্রম
হইরাছিল। ১৮১২ খৃঃ অব্দে দোস্ত মহম্মদ বুদ্ধেন্দ্রবংশে সূত্রন
করিয়া পরা পদ্যন্ত উৎসব করিয়াছিল। ইহার সাধারণতঃ
মালবদেশের পূর্বাংশেই থাকিত। তথা হইতেই দেশবিশেষ
সূত্রন করিতে যাইত। দোস্ত মহম্মদ কয়েক বৎসর পরেই
জাতী ওরাসিল মহম্মদের হস্তে কার্যতার সমর্পণ করিয়া
মৃত্যুবৃত্তি পতিত হয়।

দোস্ত মহম্মদ, কাবুলের অধিপতি তৈমুরশাহের মৃত্যুর পর
সিংহাসন লইয়া তাহার তিন পুত্র বিবাদ ঘটে। শাহ
মাক্দুদই সিংহাসন অধিকার করিয়া আপন জাতী অমান
শাহের চক্ষু দুইটা নষ্ট করিয়া দেন। অপর জাতী শাহ-
জুলা পলায়ন করেন। শাহ মাক্দুদের মন্ত্রী কতেবা, শাহ-
জুলাকে আশ্রয়দান হেতু আটক ও কাশ্মীরের রাজার
উপর ক্ষুব্ধ হন ও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু
পঞ্জাবে তখন বীরকেশরী রণজিৎসিংহ আপন অধিপত্য
বিস্তার করিতেছেন, সুতরাং কাশ্মীর অগোচ্রে কতেবা
রণজিৎসিংহের সহিত একযোগে কার্যসাধন করিলেন।

রণজিৎসিংহ প্রাপ্য অংশ রণজিৎ না পাইয়া তিনি আটক
অধিকার করিয়া বসিলেন, কাশ্মীর কতেবার করগত হইল।
আটক লইয়াও রণজিৎ তৃপ্ত হইলেন না। পলায়িত শাহ-
জুলাকে নিজ রাজ্যে আশ্রয় করিলেন। বিনা লাভে
রণজিৎ কোন কার্যই করিতেন না। শাহ জুলাকে হাতে
পাইয়া তিনি তাহার নিকট হইতে “কোহিনুর” হস্তগত
করিলেন। শাহজুলা পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কোন আশা
নাই দেখিয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজাধিকৃত সুধিরানার
পলায়ন করিলেন।

১৮১৬ খৃঃ অব্দে কতেবা সুদার্ষ খোরাসানে গমন
করেন। তখন হিরাতে শাহ মাক্দুদের জাতী কিরোজউদ্দীন
শাহ মাক্দুদের নামে রাজ্যশাসন করিতেন। কতেবা ও কাবুলের
বন্ধকজাই নামক বিশিষ্টবংশের সন্তান, বুদ্ধি বিবেচনার তিনি
তখন কাবুলে অধিতার, তিনি হিরাতকে নিজ অধীনে আনি-
বার আকাঙ্ক্ষা তাহার কনিষ্ঠ জাতী দোস্ত মহম্মদকে প্রেরণ
করিলেন। দোস্ত মহম্মদ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৌশল অবলম্বন
করিয়া কার্যসাধন করেন, কিন্তু তিনি যে অভ্যাসচারের
প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহাতে শাহ মাক্দুদ বড়ই হুপিত হন।
দোস্ত মহম্মদ কাশ্মীরে পলায়ন করেন। শাহ মাক্দুদ পুত্রের
পরাভায়ে কতেবাকে অভ্যন্তর বরণা দিয়া নিহত করেন।

তাহাতে বরকজাই-বংশের পক্ষলই অস্ত্রধারণ করিল। হুচাতিটী ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর শাহ মাক্কুদ পুত্রসহ হিরটে পলায়ন করেন। তখন বিজ্ঞেত্ববর্ণ রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। আজিম খাঁ কান্দাহার, দিল খাঁ কান্দাহার এবং দোস্ত মহম্মদ কাবুল অধিকার করিয়া বলিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে আজিম খাঁ সর্বজ্যোষ্ঠ বলিয়া তিনিই কাবুলের সিংহাসনের অধিকারী, এই মনে করিয়া দূরভিসন্ধিপূরণার্থ শাহ সুজাকে প্রলোভন দেখাইয়া দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন। শাহ সুজাও অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে আজিমখাঁর সহিত কলহ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আজিমখাঁ তখন আয়ুৎ নামক এক ব্যক্তিকে কাবুলের রাজা করিয়া দিবার ভরসা দেখাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। শুদিকে ভাঙিত রাজা শাহ মাক্কুদ হিরট হইতে কাবুল আক্রমণ করিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্তমধ্যে গোলযোগ দেখিয়া তিনি হিরটে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন একরূপ গৃহবিবাদে সকলেরই ধ্বংস নিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহার আশ্রমে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। আয়ুৎ কাবুলে রাজত্ব পাইলেন। আজিম খাঁ তাঁহার মন্ত্রী হইলেন।

দিল খাঁ কান্দাহারেই রহিলেন, দোস্ত মহম্মদ গজনীতে প্রস্থান করিলেন। ইহাদের সুলতান মাক্কুদ নামে আর এক ভ্রাতা পেশাবরে কর্তৃত্ব পাইলেন।

১৮২০ খৃঃ অব্দে আজিম খাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইল। দোস্ত মহম্মদ আয়ুতের পুত্রকে বিবাদে জড়িত করিয়া কাবুল অধিকারে আর সকল মনোরথ হইয়াছেন, এমন সময়ে দিল খাঁ ও সুলতান মাক্কুদ তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাঁহারাই তখন একরূপ কাবুলে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ কোহিস্তানে পলায়ন করিলেন। কিন্তু দিল খাঁ বা সুলতান মাক্কুদ কেহই শাসন-কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন না, কাজেই গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় নূতন ব্যবস্থা হইল। দিল খাঁ কান্দাহার ও দোস্ত মহম্মদ গজনী করিয়া পাইলেন, সুলতান মাক্কুদ পেশাবর ছাড়িয়া দিয়া কাবুলের রাজা হইলেন। ইতিমধ্যে কান্দাহারে দিলখাঁর মৃত্যু হইল। দোস্ত মহম্মদ তখন কাবুল লইতে চাহিলে, সুলতান মাক্কুদ একা দোস্ত মহম্মদের সহিত যুদ্ধ আয়োজ্য বুঝিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কাবুল ছাড়িয়া দিয়া পেশাবরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শাসনকার্য্যে দোস্ত মহম্মদ বিশেষ পটু ছিলেন, তিনি কএক বৎসর দেশ সুশাসনে রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে শাহ সুজা রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া কাবুল জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। রণজিৎসিংহও সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। শাহ সুজা পরাজিত হইয়া সুখিয়ানার করিয়া আসিলেন। রণজিৎ ইত্যবসরে সুলতান মাক্কুদকে তাড়াইয়া পেশাবর দখল করিয়া লইলেন। পেশাবর অধিকারের কথা শুনিয়া দোস্ত মহম্মদ সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন, সুলতান মাক্কুদও দশহাজার সৈন্ত লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। রণজিৎ সমুদ্র বিপদ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে দোস্ত মহম্মদের সৈন্তগণ মধ্যে অশান্তি ঘটাইলেন। সুলতান মাক্কুদ সৈন্তসহ প্রস্থান করিলেন। যুদ্ধের দিন আসিতে দোস্ত মহম্মদ দেখিলেন, তাঁহার আহৃত সৈন্তদল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি বিষম মনে কাবুলে ফিরিলেন। সুলতান মাক্কুদ তখন শিখদিগের সহিত যোগ দিয়া শিখসৈন্তের সাহায্যে কাবুল অধিকারার্থ অগ্রসর হইলেন। দোস্ত মহম্মদ তখন তাহার পুত্র আকজল খাঁ ও অকবর খাঁকে সুলতান মাক্কুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এই যুদ্ধ ঘটে—শিখসৈন্ত পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই সময় পারস্তরাজ হিরট ও কাবুল অধিকার করিতে মনস্থ করেন। দোস্ত মহম্মদ গভীরতর না দেখিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি বন্ধন করিবার প্রস্তাব করেন। তখন লর্ড অক্লামণ্ড ভারতে গবর্ণরজেনারল। তিনি সাময়িক সন্ধি বন্ধনের প্রস্তাবে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিবার কথা লিখিয়া দিলেন। কার্য্যও সেই মত হইল। ব্যবসায় সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিবার জন্য সার্ব আলেঙ্-সান্সর বার্মেস নামে এক ব্যক্তি সদলবলে কাবুলে প্রেরিত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া বুঝিলেন যে, ইংরাজ তাঁহার বিপদে সাহায্য করিবেন না—রণজিৎের নিকট হইতে পেশাবর উদ্ধারেও তাঁহার অগত্যা করিবেন না।

কিন্তু সেই সময় প্রচার হইল যে কবিরাজ হইতে একজন দূত কাবুলে যাইতেছে। ইংরাজেরা ইহাতে ভীত হইলেন। ইংলণ্ড হইতে কবিরাজ কথাবার্তা চলিতে লাগিল, এখানে জানা গেল যে ক্রম গবর্মেন্ট কাবুলে দূত পাঠান নাই, ভিকোভিচ্চি নামক একজন ক্রম-কর্মচারী আপনাপ্রাণনিই একাধা করিয়াছে। এ গোলযোগের শান্তি হইল বটে, কিন্তু কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের রাজগণ পারস্তরাজের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিতে বিশেষ উৎসুক হইলেন। বার্মেস কাবুলের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তখন ঐ রাজগণকে সাহায্যদানে প্রো-ত্নিত হইয়া তাহাদিগকে পারস্তরাজের সহিত সন্ধিবন্ধন

করিতে দিলেন না। লর্ড অক্লাম্প এ সংবাদ শুনিয়া বিশেষ
ক্লান্ত হইয়া বার্নেসকে এ সবকিছু এক পত্র লিখিলেন যে,
তাহার এরূপ প্রস্তাব করিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না।
তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, ইংরাজ-গবর্নমেন্ট
কাবুলপতিকে কোনরূপ সাহায্যই করিবেন না। সে পত্রে
আরও লেখা ছিল যে দোস্ত মহম্মদ যদি অল্প কোন প্রতীচা
রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করেন, তাহা হইলে তাহার সহিত
আর সখ্য থাকিবে না, এ কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে,
কিন্তু কান্দাহারের রাজস্ববর্ণের সাহায্যদান করিবার কথা বলা
হইয়াছে, তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। এই সঙ্গে দোস্ত
মহম্মদকেও একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল। বার্নেস এই
পত্র পাইয়া আপন কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন। দোস্ত মহ-
ম্মদও পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি ইংরাজ-গব-
র্নমেন্টের সহিত সখ্য বন্ধন করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন,
কিন্তু ইংরাজ-গবর্নমেন্ট সে কথা গ্রাহ্যই করিলেন না। পরন্তু
তাহাকে অধীন রাজার মত জ্ঞান করিয়া অল্প রাজার সহিত
সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন। ইংরাজ কি জন্ত,
কি বিবেচনার বে এরূপ করিলেন, বা কোন হিসাবে তাহার
এরূপ আদেশ করিবার অধিকার আছে, তাহা কেহই বুঝিতে
পারিল না। এরূপ কঠোর পত্র পাইয়াও দোস্ত মহম্মদ পুন-
রায় লর্ড অক্লাম্পকে পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাহার উত্তর
না পাইয়া পরদিন ভিকোন্টিচের অফিসে লাভ প্রত্যাশার
জাহাজই শরণাগত হইলেন। বার্নেস ভাবগতিক দেখিয়া সব
বুঝিলেন। ইহার পরও একমাস তথায় অপেক্ষা করিয়া ১৮৩৮
খৃঃ অব্দে ২৫শে এপ্রেল কাবুল ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে হিরাটে গোলযোগ বাধিল। শাহ শাহজাদার
মৃত্যুর পর তৎপুত্র কামরাজ হিরাটে রাজত্ব করিতেছিলেন।
পারস্তরাজ হিরাট জয় কামনার সেই স্থান অবরোধ করি-
লেন। ইংরাজের মধ্যস্থতার বিবাদ মিটিয়া গেল। হিরাট
পারস্তরাজ পাইলেন না। এখন লর্ড অক্লাম্প কাবুলের
বিক্রমে যুদ্ধসম্মত করিতে লাগিলেন। শাহজাদা এতদিন
দুঃখিনী ছিলেন। এখন শাহজাদা, রণজিৎ সিংহ ও
ইংরাজে এক একটা সন্ধি হইল। ইংরাজ কাবুল জয় করিলে
শাহজাদা কাবুলের রাজা হইবেন, এবং রণজিৎ আফ-
গানহানের যে সকল আদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তাহা
তারই থাকিবে।

সমস্ত বিষয় হইয়া গেলে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ১১ই মার্চ
ইংরাজ আফগানস্থানে প্রবেশ করিল। ২৪শে এপ্রেল
ইংরাজ কান্দাহার অধিকার করিল। কান্দাহারে যুদ্ধ

হয় নাই, প্রভূত অর্থব্যয় কান্দাহারের সিংহাসন উদ্ধৃত
হইল। ২৭শে জুন ইংরাজ কান্দাহার পরিভাগ করিয়া
গজনী অধিকারার্থ অগ্রসর হইলেন। গজনীর দুর্গ অতি
দৃঢ়, কোশলে নির্মিত বলিয়া সহসা কিছু হইল না। আফ-
গানেরা দুর্গের মধ্যে রহিল, যুদ্ধ করিতে বাহির হইল
না। পরিশেষে দুর্গ আক্রমণ করিয়া জয় সাধন হইল।
গজনী বিজয়ের সংবাদ পাইয়া দোস্ত মহম্মদ ভীত হইলেন।
তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে
পারিলেন না। এ সময়ে সন্ধির প্রস্তাবও করা যাইতে
পারে না, কাজেই গভ্যস্তর না দেখিয়া দোস্ত মহম্মদ
২১শে আগষ্ট কাবুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।
শাহজাদাও ৩০ বৎসর প্রবাসের পর কাবুলে প্রবেশ
করিলেন।

শাহজাদাকে রাজপদে স্থাপিত করিয়া ইংরাজসৈন্য
কাবুল ত্যাগ করিতে পারিল না। পারস্ত, হিরাট ও কুশিয়া
সকলেই তখন কিছু না কিছু লাভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন
বুঝিয়া ইংরাজসৈন্য আফগানস্থান ত্যাগ করিল না। শাহ-
জাদা শীতের তরে জলালাবাদে আসিয়া বাস করিতে লাগি-
লেন। শাসনকার্য্যে বিস্তর গোলযোগ হইতে লাগিল। দোস্ত
মহম্মদ খুশমে ছিলেন। খিলিজিয়া বিদ্রোহের ভাব দেখাইল,
কান্দাহারে বড়বয়স চলিতে লাগিল, শাহজাদার কর্মচারীবর্গও
অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইংরাজরাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া
পড়িলেন। বেলুচিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।
তাহারা অখারোহীও পদাতিক প্রায় ২০০ সৈন্যের আশ্রয়
করিল। এই সময়ে, দেশব্যাপী বিদ্রোহ ঘটিল। খিলাতে
বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। এই সময়ে সুবিধা বুঝিয়া দোস্ত
মহম্মদ ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। বিপজ্জালে জড়িত
হইয়াও ইংরাজ দোস্ত মহম্মদকে পরাভূত করিলেন। দোস্ত
মহম্মদ উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজের শরণাগত হইলেন ও
য়েকনেটন সাহেবের নিকট আশ্রয়সমর্পণ করিলেন। নীচমনা
শাহজাদা তাহাকে অনেক ভিন্নকার করিলেন, এই আশ্র-
য়সমর্পণের দশ দিন পরে দোস্ত মহম্মদ ইংরাজসৈন্যে রক্ষিত
হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হইলেন। গবর্নরজেনারেল তাহার
বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন।

দোস্তী (পারসী) ১ বহুত্ব। ২ দয়ালুতা।

দোস্ত (পুং) দোবি দোকাপারে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সেবক।
২ ক্রীড়ক। উপচার হেতু ক্রীড়া ও সেবা অর্থও বুঝায়। (ত্রি)
৩ বাহিন্য।

দোহ (পুং) দোহি অস্মিত্তি, দহ-আধারে যৎ। ১ দোহনপাত্র।

“এবং পৃথাদয়ঃ পৃথী মনাদাঃ স্তম্মমায়নঃ।

দোহবদসাদিতেনেদেন কীরভেদং কুরুবহ ॥” (জাগবত ৪।১৮।২৭)

ছহতে, ইতি ছহ-কর্মণি বহু। ২ ছহ। ছহ-ভাবে বহু।

৩ দোহন। “দোহাবসানে পুনরেনব দোহুঃ

“ভজেন ভুজোচ্ছিন্নরিপুনিবধাঃ ॥” (রঘু ২।২৩)

দোহজ (জি) দোহাং দোহনাজ্জাতেনে জন-ড। ১ দোহন-
জাত। (কী) ২ ছহ।

দোহজিক। (জী) মাত্রারূপ বিশেষ, এই মাত্রারূপের প্রথম
চরণে ১৩ মাত্রা, দ্বিতীয়ে ১৩ মাত্রা, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে
১১ মাত্রা হইবে।

“মাত্রা ত্রয়োদশকং যদি পূর্য্যং লখুকবিরাধি।

পঠপুনরেকাদশকং দোহজিক। বিশুণেন ॥” (ছন্দোম)

দোহদ (পুং ক্রী) দোহং আকর্ষণং দদাতি দা-ক। গতিগীর
অভিলাষ, সাধু। পর্যায়—দৌহদ, শ্রদ্ধা, লালসা, আতুজ।

“দোহদস্তাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাগ্নুয়াৎ

বৈরূপ্যং মরণং বাপি তদ্ব্যাক্ষ্যং প্রিয়ং ত্রিরাঃ ॥” (যজ্ঞ ৩।৭২)

গর্ভাবহার যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গতিগীকে
তাহা প্রদান না করিলে গর্ভবৈরূপ্য এবং মরণ বা অস্ত্রাশ্র
দোষ হয়, এই অজ্ঞ সর্বদা গতিগী-জীর প্রিয় আচরণ
করিবে। সুশ্রুতে দোহদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,
জীদিগের গর্ভ হইলে চতুর্থমাসে সকল প্রকার অজ্ঞ
প্রত্যঙ্গ ও চৈতন্যশক্তির বিকাশ হয়। চৈতন্যর আধার
হৃদয়, ইহাও ঐ চতুর্থ মাসে জন্মে, এই সময় হইতে ইন্দ্রিয়-
গণের কোন কোন বিষয় ভোগ করিতে অভিলাষ হয়,
এই অভিলাষপূরণকে সাধু দেওয়া কহে। এই সময়
জীলোকের দেহ দুই-হৃদয় বিশিষ্ট (অর্থাৎ আপনায় ও গর্ভস্থ
সন্তানের) হয়, বলিয়া তাৎকালিক অভিলাষকে দৌহদ
কহে। এই অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুজ,
কুণি, খঞ্জ, অড়, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ হয়। এইজন্ত
গর্ভাবহার জীলোকদিগের অভিলষিত দ্রব্য দেওয়া কর্তব্য।
গতিগী দোহদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান কলবান্ ও আয়ুমান্ হয়।
গর্ভাবহার ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিতে অভিলাষ
জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ অতি-
শয় যত্নের সহিত পূরণ করিতে হইবে। গর্ভবতী নারী দোহদ
প্রাপ্ত হইলে গুণবান্ পুত্র প্রসব করে, দৌহদ প্রাপ্ত না হইলে
গর্ভ সঞ্চকে বা আপন্ন আপনি ভয় প্রাপ্ত হয়। গতিগীর যে যে
ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানেরও সেই সেই
ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে। গতিগীর রাজদর্শনে অভিলাষ হইলে
সন্তান মহাভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়। ছকুল, পট বা কোশের

বস্ত্র, অথবা অলঙ্কারে অভিলাষ হইলে সন্তান সুন্দর ও
“অলঙ্কারপ্রিয় হয়। আশ্রমে অভিলাষ হইলে পুত্র ধর্মশীল ও
সংযতাত্মা হয়। দেবতা প্রতিমাতে অভিলাষ হইলে সন্তান
দেবতুল্য হয়। সর্পাদি ব্যালজাতির দর্শনে অভিলাষ হইলে
সন্তান হিংসালীল, গোখামাস তোজনে ইচ্ছা হইলে নিজালু
ও স্থিরচিত্ত, মহিষের মাংসাভিলাষে শূর, রক্তাক্ত ও
লোমশ, বরাহ মাংসাভিলাষে নিজালু ও শূর, জল্মাল প্রাণীর
মাংসাভিলাষে বনচর, শ্মশর মাংসে উদ্বিগ্ন ও তিত্তীর মাংস
অভিলাষ হইলে অতি ভীক হয়। এই সকল অজ্ঞ ব্যক্তিরেকে
অজ্ঞ জন্তর মাংসে দোহদ জন্মিলে সেই জন্তর যেরূপ স্বভাব
ও আচার সন্তানেরও সেইরূপ স্বভাব ও আচার হয়। বাহা-
হউক কালবিলম্ব না করিয়া গতিগীর অভিলাষপূরণ করা
বিধেয়। (সুশ্রুত শরীর স্থান ৩ অ°)

২ গর্ভচিহ্ন। ৩ পুষ্পোদগমকোষদ।

“রক্তাশোকচলকিশলয়ঃ কেশরশত্ৰু কাস্তঃ।

প্রত্যাসন্নঃ কুরুবকবৃন্তেমাধবী মতপাঃ।

একঃ সখ্যাস্তবসহ ময়া বামপাদাভিলাষী

কাজ্জত্যন্তো বদনমদিরাং দোহদজ্ঞানাতাঃ ॥” (মেঘদূত ৭৮)

মল্লিনাথ এই শ্লোকের টীকায় দোহদের বিষয় এইরূপ
লিখিয়াছেন, প্রিয়সু বৃক্ষ জীদিগের স্পর্শে বিকশিত হয়,
মুখগণ্ডবসেকে বকুল, পদাঘাতে অশোক, বীক্ষণ ও আলি-
ঙ্গনে তিলক ও কুরুবক, নর্যবাক্য-মন্দার, মুহূর্ত্তে চম্পক,
চুত গীতে নমের ও পুরোত্তাগে নর্ত্তন করিলে কর্ণিকার
বিকশিত হয়, পুষ্পোদগমের প্রতি এই সকল দোহদ।

“জীগাং স্পর্শাৎ প্রিয়সু বিকসতি বকুলঃ সীধুগণ্ডবসেকাৎ
পাদাঘাতাশোকস্তিলককুরুবকৌ বীক্ষণালিঙ্গাভ্যাং।

মন্দারোনর্যবাক্যাৎ পটুমুহূর্ত্তহৃদনাং চম্পকোবস্ত্রবাতাৎ
চুতোগীতামেরকবিকসতি চ পুরো নর্ত্তনাৎ কর্ণিকারঃ ॥”

(মল্লিনাথ শ্রুতবাক্য°)

এই দোহদ কবি প্রসিদ্ধ। যেরূপ গতিগীদিগের দোহদ
প্রদান না করিলে সন্তান অপুষ্ট হয়, সেইরূপ কবিগণ ঐ
সকল বৃক্ষাদির কুহুম বিকাশাদি বর্ণনাকালে উপরি লিখিত
দোহদের বিষয় বলিয়া থাকেন।

৪ যাত্রাকালে দিগন্তে দোহ শাস্তির নিমিত্ত পের দ্বার্য্য,
ইহার বিষয় মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিত আছে।

“আজ্যং তিলৌদনং মন্ত্রং পয়শ্চাপি যথাক্রমং।

তক্ষয়েদোহদং দিগ্ভ্রমাশাং পূর্বাদিকাং ত্রজেৎ ॥

রসালং পায়সং কাকীং শূভং দ্বয়ং তথা দধি।

পয়োহস্তং তিলায়ং চ তক্ষয়েদোহদং ॥” (মুহূর্ত্তচি°)

বাহার পূর্বদিকে গমন করিবেন, তাহার। স্বত ভোজন করিয়া বাইলে তাহাদের দোষ শাস্তি হইয়া থাকে, দক্ষিণদিকে তিলমিশ্রোদন অর্থাৎ তিলের খাউ, (পায়স) পশ্চিমদিকে মংত্র, উত্তরদিকে হুড় এই সকল দ্রব্য ভোজন করিয়া গমন করিলে যে কোন দোষ থাকে, তাহার শাস্তি হয় এবং ইহাকে দিগদোহন কহে।

নারদের মতে,—

“স্বতায় তিলপিঠায় মংত্রায় স্বতপায়সং।

প্রাগাদিক্রমশো ভুক্তা যাতি রাজা অরতায়ীন্ ॥” (নারদ)

পূর্বদিকে স্বতায়, পশ্চিমদিকে মংত্রায়, উত্তরদিকে স্বত দক্ষিণদিকে পায়স ভক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভকর। এই যে মতভেদ লিখিত হইল, ইহার মধ্যে যেদেশে যেরূপ ব্যবহার আছে, সেই দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা আনিতে হইবে। বারদোহন—

“স্বর্ধাবারে” প্রাশ্র চক্রাবারে পরস্তথা।

শুভমদারকে প্রাশ্র বুধবারে তিলানপি।

শুক্রবারে দধিপ্রাশ্র শুক্রবারে যবানপি।

মাবান্ ভুক্তা শনৈবীরে শূলে গচ্ছন্ন দোষভাক্ ॥” (বৃহস্পতি)

স্বর্ধাবারে স্বত, চক্রাবারে পুয়, মঙ্গলবারে শুড়, বুধবারে তিল, বৃহস্পতিবারে দধি, শুক্রবারে যব ও শনিবারে মাষ ভক্ষণ করিয়া দিক্শূলে যাত্রা করিলেও দোষ হয় না, এই সকলকে বার-দোহন কহে।

২. তিথিদোহন—প্রতিপদে অর্কপত্র, দ্বিতীয়ায় তণ্ডুল-প্রক্ষালিত জল, তৃতীয়ায় স্বত, চতুর্থীতে ধ্বংগু, পঞ্চমীতে হবিষ্য, ষষ্ঠীতে অর্ঘ্যপ্রক্ষালিত জল, সপ্তমীতে অপূর্ণ, অষ্টমীতে বীজপুরুষ, নবমীতে জল, দশমীতে জীগবীমুত্র, একাদশীতে যবায়, অর্থাৎ যবের অন্ন, দ্বাদশীতে পায়স, ত্রয়োদশীতে ইক্ষুগুড়, চতুর্দশীতে অম্বক, পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মুদোদন ভক্ষণ করিয়া গমন করিলে শুভ হয়। ইহার নাম তিথিদোহন। * এই দোহন সকল ছই কল নিবারণ করে।

* “অর্কপত্রং তবোদ্যাত্ত্বঃ প্রথমায়াত্র ভক্ষণং।

দ্বিতীয়ায় তবোদ্যাত্ত্বভক্ষণং সত্ত্বলোদকং।

তৃতীয়ায় তথা সর্পিধ্বংগুঃ ভাততঃপরং।

পঞ্চম্যায় তদ্বিষ্য ত্রাং বটায় বা কাকনোদকং।

অপূর্ণভুক্তিঃ সপ্তম্যায় ষষ্ঠ্যায় বীজপুরুষং।

নবম্যায় ভোরপান্য ত্রাদোদ্যাত্ত্ব তত্ত্বপঃ।

একাদশ্যায় যবানদ্যায় দ্বাদশ্যায় পায়সং পিবেৎ।

ত্রয়োদশ্যায় শুড়ঃ লেহঃ রুধিরং ভাতভুত্বপঃ।

মুদোদনং তবোদ্যাত্ত্বঃ পঞ্চদশ্যায় বিবাসতঃ।

পঞ্চমোদ্যাত্ত্বোরেব যাত্রাব্যোমে বিধিঃ স্বতঃ ॥” (বৃহস্পতি)।

দোহনলক্ষণ (কী) দোহনদ্বয় গর্ভত লক্ষণং যত্র। ১ বয়ঃসন্ধি।

দোহনদ্বয় লক্ষণং ৬৩২। ২ গর্ভলক্ষণ।

দোহনবতী (কী) দোহনো গর্ভাণ্যভিলাষোহত্যাতাঃ দোহন-মতুপ্ মত্ৰ ব ভীপ্ চ। গর্ভবতী, গর্ভাবহার প্রতিগীদিগের অরণ্যানাদি অভিলাষ হয়, এইজন্য তাহাদিগকে দোহনবতী কহে। গর্ভাণ্যদিগের কর্তব্যের বিষয় মংত্রপুর্নায় এইরূপ লিখিত আছে,—গর্ভবতী সন্ধ্যাকালে ভোজন, বৃক্ষশূলে অবস্থান ও গমন, উচ্চস্থান, মূল ও উলুখলাদিতে উপবেশন, জলে অবগাহন এবং শূভাগার পরিভ্রমণ করিবে। বস্ত্রকে অবস্থান, উষ্মচিহ্নতা, নথ, অঙ্গার ও ভস্মারা ভূমি-বিলেখন, সর্কদা শয়ন, ব্যায়াম, লোকের সহিত কলহ, অশুচি ভাবে বা মুক্তকেশ হইয়া অবস্থান, উত্তর ও পশ্চিম দিকের শয়ন, বস্ত্র হীনাবহার ও আর্দ্রপাদাবহার অবস্থান, ও উষ্মতা পরিভ্রমণ করিবে। সর্কদা অকুশলতা, মঙ্গলকার্যে নিযুক্ত ও সর্কদা পতির প্রিয় ও হিতে রত থাকিবে। (মংত্রপু)। [গর্ভবতী দেখ।]

দোহনদ্বিতী (কী) দোহনেন গর্ভজনিভাভিলাষণে অধিত।

দোহনবতী, গর্ভবতী।

দোহনদোহী (কী) সামভেদ।

দোহন (কী) দুহ-ভাবে লুট্। স্তন হইতে দুগ্ধনিঃসারণ, দোয়, স্তনস্থিত দ্রব্য দ্রব্যের বহির্নিঃসারণ। দুহতেহগ্নিন্ দুহ আধারে লুট্। ২ দোহনপাত্র।

“বালজেন নিনাদেন কাংস্তং ভবতু দোহনং।

দুহতে পর বৎসেন যন্তে হরতি পুংসং ॥” (ভারত ১৩৯৪৪১)

দোহনী (কী) দুহতেহত্যং দুহ-লুট্-ভীপ্। দোহনপাত্র।

পঞ্চায়—লেপন, পারি, দোহ, দোহন। (শঙ্করভাবনী)

দোহনীকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এইখানে শ্রীকৃষ্ণের গোঁদোহন হইত। (বৃন্দাবন লীলায়ত)

দোহরিঘাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আজিমগড় জেলার বর্ধা নদীর তীরে একটা নগর। লোকসংখ্যা ৩৬৩৪, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। কাঠিকী পূর্ণিমার ও দ্বাদশমীর এখানে মেলা হয়।

দোহল (পুং) দোহং আকর্ষ্য লাভীতি লাক্। দৌহন, ইচ্ছা।

“অশোক! যদি সত্ত্ব এক মুকুলৈর্ন ব্রহ্মসত্ত্বতঃ।

মুখা বহসি দোহলং ললিতা কামি সাধারণং ॥”

(মালবিকাগ্নিমিত্র ৮।৪৭)

দোহনবতী (কী) দোহনো হত্যাতাঃ মতুপ্ মত্ৰ বঃ ভীপ্।

দোহনবতী।

দোহলী (কী) দোহন-ভীপ্। অশোকবৃক্ষ। (রাজনি)

দোহস্ (পুং) দ্বহ-ভাবে-অন্বয়। দোহন, প্রকারণ। “ব্রহ্ম
কৃষ্ণে সমুদ্রে দোহসা দিবঃ।” (অক্ ১০।১।১) ‘দোহসা
‘দোহনেন’ (সারণ)

দোহসে (অব্য) দ্বহরূপে অসেন। দোহন করিতে।
“নক্ষত্র যেষু দোহসে” (অক্ ৬।৬।৫) ‘দোহসে কামান্
দোহুঃ।’ (সারণ)

দোহা (স্ত্রী) মাত্ৰাহৃত ভেদ। হিন্দী কবিতার ব্যবহৃত হয়।

দোহাই (দেশজ) ১ শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার। ২
বিচার অস্ত্র হুংখ প্রকাশ।

দোহাতা (দেশজ) দুই হস্ত পরিমিত।

দোহাদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পাটমহল জেলায় একটি
নগর। অক্ষা° ২২° ৫৫’ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ২০’ পূঃ। পশ্চিমে
শুল্লরাট ও পূর্বে মালব এতদুভয়ের সীমান্তদেশে অবস্থিত
বলিয়ান-ইহার নাম দোহাদ হইয়াছে। এখানে একটি দুর্গ
আছে। দুর্গটি শুল্লরাটের রাজা আকবুর সময়ে (১৪১২-
১৪৪৩ খৃঃ অব্দ) নির্মিত হয়। মলক্ষুরের সময়ে (১৫১৩-১৫২৬
খৃঃ অব্দ) তাহার সংস্কার এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের সময়ে
তাহার আত্মক্রমে ইহার একবার জীর্ণসংস্কার করা হয়।
এখানে ৫০ জন শুল্লরাটী ভীল সৈন্ত আছে। লোকসংখ্যা
একলক্ষের কিছু অধিক। মধ্যভাগ হইতে সমুদ্রতীরে বাইবার
পথ দোহাদের তিতর দিয়া গিয়াছে। এখান দোহাদ একটি
সুন্দর বাগিচা স্থান। ইহার প্রাচীন নাম দ্বিগজক।

দোহাপনয় (পুং) দোহঃ অগ্নয়তি বনিসঃসরণেনতি অপ নী-
অচ্। হৃঙ্।

দোহার (দেশজ) সহায়তাকারী। বাত্রার বাহার। বসিয়া
গান গায়।

দোহারী (দেশজ) নাতিবলিষ্ঠ।

দোহিত (ত্রি) দোহ-তারকাদিষাদিত্। সজাত দোহ।

দোহিন্ (ত্রি) দ্বহ-শীলার্থে বিশৃঙ্খ। দোহনশীল। দ্বিরাং ভীপ্।

দোহীয়স্ (ত্রি) অয়মনসোরতিশয়েন দোহা দোহ্। ইয়স্
ভৃগোলোপঃ। অতিশয় দোহা। দ্বিরাং ভীপ্। দোহীয়নী।

দোহু (ত্রি) দ্বহতে ইতি দ্বহ-ণাৎ। ১ দোহনীর, দ্বহ, দোহব্য।
২ দ্বহ। ‘দ্বহতে হতা ইতি। ৩ গোমহিষাদি।

“দশৈকপঞ্চসপ্তাহ মাফ্রাহার্মাসিকং।

বীজা যো বাহুরজ্জীদোহ পুংসী প্তরীক্ষণঃ।” (বাঙ্ক° ২।১৮০)

দৌঃসাধিক (পুং) হৃদ্বিষ্টঃ সাধঃ কর্ণ তত্র নিযুক্ত ঠক্।
ধারিত, ধারণাল।

দৌকূল (ত্রি) দ্বকুলেন পরিবৃত্তো রথঃ ইতি অণ্। (পরি-
তো রথঃ। পা ৪।২।১০) দ্বকূলধারা পরিবৃত্ত রথাদি।

দৌর্গই (পুং) অব। (নিরুক্ত)

দৌড় (দেশজ) ১ শীঘ্র করিয়া যাওয়া। ২ বিকৃতি, পরিমত।

দৌড়ধাঁপ (দেশজ) শীঘ্র বাইবার চেষ্টা বা উত্তম।

দৌড়াদৌড়ি (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া আসা।

দৌত্য (স্ত্রী) দূতত্ব ভাবঃ কর্ণ বা-অঙ্। ১ দূতকর্ণ, দূতের
কার্য, দূতের ভাব। ২ ঘটকতা।

“দৌত্যক তৎকৃতং যোরে বিগ্রহে জনমেজয়ঃ।” (হরি ১৭২।১৮)

দৌরাভ্য (স্ত্রী) হর্নিদিত আত্মা বতাবঃ বস্ত্র স দুরাভ্য। তত্ব
ভাবঃ কর্ণ বা-অঙ্। ১ দুরাভ্যার ভাব। ২ দুরাভ্যার কার্য,
দুরাভ্যগণ যে কার্যের অহুষ্ঠান করে।

“শক্তিভাঃ স মহাভাগ! দৌরাভ্যাং তত্ব চানব।”

(ভারত ২।১৫।৭)

দৌরিত (স্ত্রী) কতি, হানি।

দৌরেন্দ্রবস (পুং) সর্প-পুর্নোহিত পৃথু-প্রবার গোত্রাপত্য।

দৌরেন্দ্রত (পুং) সর্প-পুর্নোহিত তিমিরের, গোত্রাপত্য।

দৌর্গ (স্ত্রী) দুর্গত দুর্গারা বা ইনী অণ্। ১ দুর্গসম্বন্ধী।
২ দুর্গাসম্বন্ধী।

“প্রাবলী দৌর্গনবনী দুর্কা চৈব হতাননী।

পূর্নবিষ্টৈব কর্তব্য। শিবরাজিবলেনিনং।”

(কালমাধবভূত বাক্য)

দৌর্গত্য (স্ত্রী) দুর্গতত্ব ভাবঃ অঙ্। ১ দারিত্র্য। ২ হুংখিত
দুরবস্থা।

“দৌর্গত্যাধেরনোজ্ঞঃ দৈন্যঃ মলিনতাদিকৃৎ।” (সাহিত্যদং)

দৌর্গজ্য (স্ত্রী) দ্বহ-ভাঃ গন্ধো বস্ত্র দুর্গজ্যং। ততো ভাবে
অঙ্। ১ দুর্গজ্যতা। ২ দুর্গজ্যযোগ। দুর্গজ্যনাশক তৈলেণ বিবদ
গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“চন্দনং কুঙ্কমং মাংসী কর্পূরী জাতিপত্রিকা।

জাতী ককোলপুগানাং লবঙ্গফলানি চ।

অশুভশীরকাম্রাধ্যঃ কুষ্ঠতগরমালিকা।

গোয়োচনা প্রিয়ঙ্গুচ চোলং মদনকং নবং।

সুরলঃ সপ্তপর্ণক লাক্ষা চামলকী তথা।

কচূরকঃ পদ্মকচ এতৈস্তৈলং প্রসাধিতং।

অশ্বৈদমলদৌর্গজ্যাকুর্কুটহরং পরং।”

(গরুড়পুং ১২৮।১০)

চন্দন, কুঙ্কম, মাংসী, কর্পূরী, জাতিপত্র, জাতী, ককোল,
পুগ, লবঙ্গফল, অশুভ, শীর, কাম্রাধ্য, কুষ্ঠ, তগরমালিকা,
গোয়োচনা, প্রিয়ঙ্গু, চোল, মদনক, সুরলকাঠ, সপ্তপর্ণ,
লাক্ষা, চামলকী, কচূরক ও পদ্মক এই সকল জব্য দ্বারা
প্রসাধিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করিলে দৌর্গজ্যনাশ হয়।

দৌর্গহ (পুং) হর্গতাপত্যং শিবাদিষাদণ্। ১ হর্গহ ঋষি.
অপত্য, পুরুকুংস ঋষি।

“সপ্তঋষয়ো দৌর্গহে বধ্যমানৈঃ” (খক্ ৪।৪২।৮)

• “পুরুকুংসস্ত মহিষী দৌর্গহে বন্ধনে হিতে।

পতাবরাজকং দৃষ্ট্বা রাষ্ট্রং পুত্রস্ত লিপরা ১” (ভাষ্যতবাক্য)

২ অর্থ। (নিরুক্ত) ইহার পাঠান্তর ‘দৌর্গহ’ এইরূপ স্থানে
স্থানে দেখা যায়।

দৌর্গ্রহ (পুং) হুংধেন গ্রহো গ্রহণমন্ত অর্থস্ত তৎসাধ্যো
বাগঃ অণ্। অর্থমেধ বজ্জ। “ভেনহ পুরুকুংসা দৌর্গ্রহে-
গেজে” (শতপথব্রাং ১৩।৫।৪।৫) ‘দৌর্গ্রহেগাধেন সংহতেন
ক্রতুনা অর্থমেধেনেজে’ (ভাষ্য)

দৌর্গায়ণ (পুং) হর্গতাপত্যং নড়াদিদ্বাং ফক্। হর্গের অপত্য।

দৌর্গ্য (ক্ৰী) হর্গস্ত ভাবঃ হর্গস্তেনং বা য়াৎ। ১ হর্গবৃদ্ধিধর্ম।
২ হর্গসম্বন্ধী।

দৌর্জন (ত্রি) হুঃলোক সমাকীর্ণ।

দৌর্জন্ত (ক্ৰী) হর্জনস্ত ভাবঃ ইদং বা ল্যএ। ১ হর্জনত্ব, হর্জ-
নতা, ক্রুরতা। ২ হর্বাবহার।

“তদিদং মম দৌর্জন্তঃ বালিশস্ত মহীরসি।

কন্তমহীতি মাতং দিষ্ট্যা গুর্ভো মৃতোখিতঃ ॥”

(মহাভারত ৩।১৮।৭৬)

দৌর্বল্য (ক্ৰী) দুর্বলস্ত ভাব ইত্যর্থঃ ক্য বা য়াৎ। দুর্বল-
পতা, অন্নবলতা।

“অনাদেয়স্ত চানাদেয়স্ত চ বিবর্জনাং।

দৌর্বল্যং খাপ্যতে রাজঃ স প্রেতোহ চ নস্ততি ॥” (মহু ৮।১৭১)

রাজগণ যদি অগ্রাহ্য গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করেন,
তাহা হইলে তাহাদের দৌর্বল্য জন্মে।

দৌর্ভাক্ষণ্য (ক্ৰী) দুর্ভাক্ষণস্ত ভাবঃ য়াৎ। দুর্ভাক্ষণত্ব,
কুভাক্ষণের কার্য।

দৌর্ভাগিনেয় (পুং ক্ৰী) দুর্ভাগ্যো অপত্যঃ পুমান্ দুর্ভাগ-
ঠক্ ইনজ্ (কল্যাণাদীনামিনজ্চ। পা ৪।১।১২৬) দুর্ভাগ্য
পুত্র। ত্রিরাং ভীপ্। দৌর্ভাগিনেয়ী, দুর্ভাগ্যর কন্তা।

দৌর্ভাগ্য (ক্ৰী) দুর্ভগস্ত দুর্ভাগ্যো বা ভাবঃ য়াৎ, ততো
উভয়দ্ব্যধিকঃ। দুর্ভগত্ব, দুর্ভগদৃষ্ট, মন্দভাগ্য।

• “হুঃ পিতৃগৃহে নারী ভুঙ্কত্বা মামিগৃহে যদি।

দৌর্ভাগ্যং জায়তে তস্তাঃ শপতি কুলনারিকাঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

ক্রীণ পিতৃগৃহে ভোজন করিয়া আবার সেই দিন যদি
নারী গৃহে যাইয়া ভোজন করে, তাহাদের দৌর্ভাগ্য জন্মে
এবং কুলনারিকা সকল শাপ দেন।

দৌর্ভাত্ত (ক্ৰী) দুষ্টোভাত্তাত্ত ভাবঃ যুবাদিষাদণ্। দুষ্টজাত্ব।

দৌর্ধগন্ত (ক্ৰী) দুঃ মনোবস্ত তস্ত ভাবঃ য়াৎ। দুঃখ-
নিবন্ধন চিন্তাবসাদ, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা।

“ভেবাং কতে মে নিঃশাসা দৌর্ধগন্তক জায়তে ॥” (চণ্ডী) .

দৌর্মন্ত (ক্ৰী) দুর্ধমস্ত ভাবঃ য়াৎ। দুর্ধমতা।

দৌর্মিত্তি (ক্ৰী) দুর্মিত্তার অপত্য।

দৌর্মুখি (পুং) দুর্মুখের গোত্রাপত্য।

দৌর্ঘ্যোধন (ত্রি) দুর্ঘ্যোধন-সম্বন্ধীয়।

দৌর্ঘ্যোধনি (পুং) দুর্ঘ্যোধনের গোত্রাপত্য।

দৌর্বাসস (ক্ৰী) দুর্বাসসো প্রোক্তঃ অণ্। দুর্বাসাপ্রোক্ত
উপপুরাণ ভেদ।

দৌর্বীণ (ক্ৰী) দুর্বীণাঃ ইদং য়াৎ। ১ দুর্বীণস। ২ ইষ্টপণ।
(মেদিনী) .

দৌর্ব্রত্য (ক্ৰী) দুঃ খলনোচ্ছলনাদি ব্রতঃ যস্ত তস্ত ভাবঃ
য়াৎ। দুঃব্রতত্ব। “ভিন্নং দৌর্ব্রত্যেন রুদ্রং দৌর্ব্রত্যেন”
(শুক্রযজুঃ ৩৯.৯)

দৌর্হাদ (ক্ৰী) দুঃ-সভাব।

দৌর্হাদ (ক্ৰী) দুঃদৌর্হাবঃ অণ্ বাহুলকাৎ ন বিপদবৃদ্ধিঃ।

১ ইচ্ছা, দৌহদ। “লক্ষদৌর্হাদানি বীৰ্যবস্তঃ চিরায়ুযুগ পুত্রঃ
জনয়তি” (শুশ্রূত) [দৌহদ দেখ।] ২ দূষিত হৃদয়ত্ব।

দৌর্হাদয় (ক্ৰী) দুঃহৃদয়স্ত দুঃহৃদয়যুক্তস্ত ভাবঃ যুবাদিষাদণ্
ন বিপদবৃদ্ধিঃ। দুঃহৃদয়ত্ব।

দৌলত খাঁ, বঙ্গে বাথরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ শাহাবাজপুর উপ-
বিভাগের একটা গ্রাম। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ঋতু
বজ্রার গ্রামটা ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহাতে গ্রামবাসী প্রায়
সকলেই বিনষ্ট হয়। এখন দৌলতখাঁ প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

দৌলত খাঁ লোদি, ইনি জাতিতে আফগানবংশীয়। বহু-
দিন ভোগলকবংশীয়দিগের অধীনে নানা উচ্চপদে নিযুক্ত
হইয়া পুরিশেষে মাক্দ্দতোগলকের নিকট আজিজ মমা-
লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। মাক্দ্দতোগলকের মৃত্যুর পর
১৪১৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ইহাকে
দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। প্রায় এক বৎসর
রাজত্বের পর ১৪১৪ খৃঃ অব্দে মূলতানের শাসনকর্তা খিজির
খাঁ কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হয়। খিজির খাঁ চারি মাস দিল্লী
অবরোধ করিয়া থাকেন, পরে তাঁহাকে হাতে দিল্লী ছাড়
খিজির খাঁ দৌলতকে অবিলম্বে ফিরোজাবাদের কারাগারে
প্রেরণ করেন। দুইমাস কারাবন্দী হইয়া দৌলত
কারাবাসেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

দৌলত খাঁ লোদি বা দৌলতলোদি, ইব্রাহিম লোদির
সময় ইনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার অবিচারে

ও অত্যাচারে সকলেই প্রীতিভিত্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে বেহারের শাসনকর্তা বাহাদুর খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

দৌলত খাঁও বিদ্রোহী হইয়া তৈমুর-বংশধর বাবরকে লালন হইতে আহ্বান করিলেন। ১৫২৬ খৃঃ অঙ্গে বাবর পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। দৌলত খাঁ বাবর আগমনের কিছু পূর্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি বিদ্বান ও কবি ছিলেন। দৌলত খাঁ লোদি শাহু খেল, ইনি বিদ্রোহী খাঁ আহান লোদির পিতা। ইনি প্রথমে মিজা আজিম মোকা, পরে আবদুল রহিম খানখানান্ ও অবশেষে রজ্জুয়ার দানিএলের অধীনে কর্ম করিয়া হুজুরী মন্সবদার পদে উন্নীত হন। ইনি ১৬০০ খৃঃ অঙ্গে দাক্ষিণাত্যে প্রাপত্যাগ করেন।

দৌলতরাও সিক্দিয়া, মাধোজী সিক্দিয়া অপুত্রক অবস্থায় প্রাপত্যাগ করেন। [মাধোজী সিক্দিয়া দেখ।] মৃত্যুকালে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দরাওয়ের পুত্র দৌলতরাওকে আপন উত্তরাধিকারী নির্ণীত করিয়া যান। কিন্তু দৌলতরাও তখন পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক বালকমাত্র, কাজেই নানা-ফড়নবিস [নানাফড়নবিস দেখ।] মহারাষ্ট্র আতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া পড়িলেন। মাধোরাও পেশবা তখনও অল্পবয়স্ক, ফড়নবিস তাঁহার চালচলন সম্বন্ধে বেশ একটু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফড়নবিসের এইরূপ কঠোরতায় তিনি অবশেষে আত্মহত্যা সাধন করেন ও মৃত্যুকালে রঘুনাথরাওয়ের পুত্র বাজিরাওকে আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ফড়নবিস বাজিরাওকে একটু ভয় করিতেন, সেজন্য মৃত-পেশবার বিধবাগত্নীকে একটা দৈত্যকপুত্র গ্রহণ করাইয়া সেই পুত্রকেই পেশবা নামে অভিহিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল, কিন্তু অবশেষে গতান্তর না দেখিয়া তিনি বাজিরাওয়ের সহিত মিশিয়া গেলেন। পরে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিঃ মলেটের যত্নাধিক্যে তিনি সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও কর্মচারীবর্গকে ডাকাইয়া বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা চিম্নাজী অপাকে মৃত-পেশবার বিধবা-পত্নীর দৈত্যকপুত্ররূপে গ্রহণ সম্বন্ধে অভিমত স্বীকার করাইয়া লইলেন। বাজিরাও এ সংবাদ পাইয়া নিজ মন্ত্রী বলভতাজিয়া ও দৌলতরাও সিক্দিয়াকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলে তাঁহারা আসিলেন। নানাফড়নবিস এ দুজনকেই ভয় করিতেন, তিনিও পরশুরামতাকে নিজ সন্ধিধানে আনিলেন। পরশুরাম ও ফড়নবিসের পক্ষীয় লোকেরা পরামর্শ করিয়া বাজিরাওয়ের পক্ষ অবলম্বন করাই যুক্তি

সিদ্ধি বিবেচনা করিলেন এবং পরশুরাম পক্ষ গ্রহণ করিয়া বাজিরাওকে পুণায় লইয়া গেলেন। এদিকে বলভ পরশুরামের একপ্রকার আচরণে নিজ উদ্ভয়ের বিফলতা অনুভব করিয়া চিম্নাজী অপাকে পুণায় লইয়া গেলেন ও তাঁহাকে স্বাধীনতা বিধবার দৈত্যকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে পেশবার পদীতে বসাইয়া দিলেন। কাজেই চিম্নাজী অপাই পেশবা বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেন। পরশুরামই রাজকাব্য নির্মাণ করিতে লাগিলেন। নানাফড়নবিস ইতিপূর্বেই আপনাকে বিপন্ন অনুভূত করিয়া কার্যব্যাপদেশে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম সকল গোলযোগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য ফড়নবিসকে পুণায় আনিত্তে অনুরোধ করিলেন। ফড়নবিস কোম্পাগ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। বলভ চারিদিকে বিপদ দেখিয়া বাজিরাওকে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বাজিরাও আপন অমুচর, ষাটগয় স্ত্রিয়াজি-রাওয়ের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সেই পরামর্শের ফলে ষাটগয় দৌলতরাওকে আপন কন্যা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাজিরাও বলভের উপদেশানুযায়ী কার্য করিলেন না, তিনি দিল্লী না গিয়া অমুখের ভাগ করিয়া সেইখানেই রহিলেন।

এদিকে ফড়নবিস হায়দরাবাদের নিজামের [নিজাম দেখ।] সহিত সন্ধি করিয়া বাজিরাওকে পেশবাপদে অভিষিক্ত করিবার পথ করিয়া লইলেন। বেরারের রঘুজি ভোনসু এবং ইংরাজগবর্নেন্ট বাজিরাওয়ের পেশবা হওয়ার স্বপক্ষে মত দিলেন। সমস্ত ঠিক হইলে, দৌলতরাও প্রথমে বলভকে কারাবদ্ধ করিলেন। পরশুরাম গতিক দেখিয়া চিম্নাজী অপাকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন। ২৫শে নবেম্বর ফড়নবিস পুণায় প্রত্যাগমন করিলেন। বাজিরাও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর পেশবাপদে অভিষিক্ত হইলেন।

বাজিরাও কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন, রাজ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিমাঝে নিষ্কাশিত করিবারই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এবং “কণ্টকে নৈব কণ্টকং” তাঁহার মূলমন্ত্র। তিনি দৌলতরাওকে বুঝাইলেন, ফড়নবিসকে বিদূরিত না করিলে তাঁহারই মঙ্গল নাই। এ কার্যে ইচ্ছা না থাকিলেও বাজিরাও আপন শত্রুর অমুরোধে বাধ্য হইয়া এ কার্যে নিজ মত প্রকাশ করিলেন। দৌলতরাও ফড়নবিসকে ও অন্যান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয়নগরে কারাবাসে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭২৮ খৃঃ অঙ্গে মার্চ মাসে ষাটগয়ের কন্যা বৈজা-বাইয়ের সহিত দৌলতরাওয়ের বিবাহ হইল। বাজিরাও

দৌলতরাওকে দুইলক্ষ টাকা দিতে প্রতিলুপ্ত ছিলেন। তিনি পুণার অবস্থাপন লোকদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইতে বলিলেন। নানাবিধ অত্যাচার করিয়া দৌলতরায়ের খণ্ডর ও মজী ঘাটগর টাকা সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাহার পরও ঐধন দৌলতরাও পুণা ত্যাগ করিলেন না, তখন বাজিরাও কিছু চিন্তিত হইলেন।

তিনি নানাকড়নবিসের স্থানে অমৃতরাওকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দৌলতরাওয়ের ব্যবহারে ভীত হইয়া তিনি দৌলতরাওকে মারিবার জন্য অমৃতরাওকে উপদেশ দিয়া ছিলেন। বড়বড় হইল, কিন্তু ঠিক সময়ে কার্য হইল না, দৌলতরাও বাঁচিয়া গেলেন। বাজিরাওয়ের সহিত দৌলতরায়ের মনান্তর ঘটিল। বাজিরাও নিজামের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। দৌলতরায়ের চারিদিকে বিপদ ছুটিল। তাঁহার সৈন্তগণের ভেতন বহুদিন হইতে বাকি পড়িয়াছে। টিপুসুলতান তাঁহাকে সাহায্য করিলেন না। শেষে এই বিপদে নানাকড়নবিস ব্যতীত কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না, এই মনে করিয়া তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ফড়নবিসকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। এই সময়েই দৌলতরাও ঘাটগরের অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। পেশবা এখন ভয় পাইয়া গোপনে ফড়নবিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হলনাব্যাক্যে প্রতারণিত হইয়া নানাকড়নবিস মন্ত্রি প্রহণ করিলেন, কিন্তু পেশবা গোপনে নানাকড়নবিসকে কারাবদ্ধ করিবার জন্য দৌলতরাওকে উত্তেজিত করিতেছেন, এ কথা দৌলতরাওয়ের নিকট অবগত হইয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। দৌলতরাও ও বাজিরাও পরামর্শ করিয়া টিপুসুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু এই সময় টিপু মৃত্যু হওয়ায় সে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নানাকড়নবিসের মৃত্যু হয়, রাজ্যের বিশেষ গোলযোগ ঘটিল। দৌলতরাও নানাকড়নবিসের নিকট এক কোটি টাকা পাইবেন, এই ছলে তাঁহার জায়গীর গ্রহণে উদ্বৃত্ত হন ও ফড়নবিসের স্ত্রীকে একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। বরজ এই সময়ে বৃষ্টিপদে অভিষিক্ত হওয়ার দৌলতরাও খণ্ডরের পরামর্শে বরজকে ধৃত করিয়া আন্ধ্রদেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় জীবলীলা সংবরণ করেন। পেশবা দৌলতরায়ের এই সকল কার্যে ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায় নীরব রহিলেন। এই সময়ে যশোবন্তরাও হোলকর দৌলতরায়ের অধিকারভুক্ত প্রদেশ আক্রমণ

করেন। যুদ্ধে প্রথমতঃ হোলকরই জয়লাভ করেন, কিন্তু দৌলতরাও ইন্দোরের নিকটে এক যুদ্ধে হোলকরকে পরাজিত করেন। হোলকর তাহাতে ভীত না হইয়া দৌলতরায়ের অধিকৃত খান্দেশ আক্রমণ করেন ও ক্রমে পুণা পর্যন্ত উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসে হোলকরের সহিত দৌলতরাও ও পেশবার সৈন্তের যুদ্ধ হয়। পেশবা ও দৌলতরাও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নানাহান পরিভ্রমণের পর পেশবা, বেসিনে ইংরাজদিগের সহিত একটি সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধিমত কতকগুলি ইংরাজসৈন্ত পেশবার রক্ষণার্থে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে ও তাহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে ৭৬ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাহাদের হস্তে প্রদত্ত হইবে এই কথা রহিল। মহারাষ্ট্র সকলেই ইহাতে বিরক্ত হইলেন। নানাকড়নবিস ২৫ বৎসর ধরিয়া যে কার্যের বিপক্ষে দণ্ডায়মান ছিলেন, এখন তাঁহার মৃত্যুতে সহজেই তাহা সম্মতিত হইল। দৌলতরাও বেয়ারের রাজার সহিত যোগদান করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রজাতি লইয়া ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সন্ধি ইংরাজের কর্ণগোচর হইল। ইংরাজ পেশবাকে গদিতে বসাইবার জন্য প্রায় ২০ হাজার সৈন্ত সঙ্গে লইয়া পুণায় আসিলেন। বাজিরাও আপন সিংহাসনে বসিলেন। হোলকর মালবে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তিনি আসিলেন না। দৌলতরাও কি করিবেন, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। ইংরাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। জেনারল ওয়েলেসলির হাতে এ যুদ্ধের তার সমর্পিত ছিল। তিনি প্রথমে আন্ধ্রদেশের অধিকার করিলেন। এখন দৌলতরাও মহারাষ্ট্র সৈন্তসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও আঁসাই-ক্ষেত্রে ওয়েলেসলির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কর্ণেল টিভেনসন অধিলে বুরহানপুর ও আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ইংরাজের সহিত ক্রমে দিল্লী, আগ্রা ও লাহবাবিতে দৌলতরায়ের সেনানীর যুদ্ধ হয় ও প্রতিযুদ্ধেই দৌলতরায়ের সেনাক্ষয় ও পরাজয় ঘটে। কটক, বেয়ার প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজের মহাশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। দৌলতরাও এই সময়ে সন্ধি প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু সন্ধি হইল না। রঘুজি ভোনস্লের ও দৌলতরায়ের সৈন্ত পুণার ইংরাজ কর্তৃক আরগাঁ নামক স্থানে আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের শেষ আশা দূরীভূত হইল।

তখন দিল্লী, অন্ধ্রনাগাও নামক স্থানে ইংরাজের সহিত দৌলতরাও ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির সর্ব

অমুসারে দৌলতরাও দোয়াব ও অজ্ঞাত অনেকস্থান ছাড়িয়া দিলেন এবং ছয় হাজার ইংরাজসৈন্তের বায় নির্কাহের ভার আপনাদের উপর গ্রহণ করিলেন।

এখন তাঁহার রাজপুতানার জয়পুর ও বোধপুর এবং নকিগে ও থানশে পৈতৃক সম্পত্তি বাতীত আর কিছুই রহিল না। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্তৃক ভরতপুর দুর্গ-বিজয়ের পর সিক্রিয়া হোলকরের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় গোলাযোগ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন গবর্নর জেনারল, তিনি দৌলতরাওয়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত থাকিবার পাত্র নহেন।

১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ যখন নেপালরাজের সহিত সমরে বিব্রত আছেন, তখন হোলকর, পেশবা ও দৌলতরাও সকলেই ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে, ইংরাজ সৈন্ত না আসিলে ইহারা যুদ্ধই করিতেন, সৈন্ত আসিয়া পড়িল দেখিয়া সকলেই আপন আপন পথ দেখিলেন।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে গবর্নর জেনারল লর্ড হেষ্টিংস পিণ্ডারি দমনে কৃত সক্ষম হইয়া দৌলতরাওয়ের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ হইতে প্রয়াস পাইলেন।

দৌলতরাও অনিচ্ছাসবেও ইংরাজগবর্নমেন্টের ইচ্ছামুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি নেপালিদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন, পেশবার নিকট ইংরাজের বিপক্ষতা করিতে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া ছিলেন, কিন্তু গবর্নর জেনারল সৈন্তসহ তাহার রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি অবিলম্বে ইংরাজের অভিপ্রায়মুযায়ী কার্য্য করিলেন। এই সময় পেশবা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি পিণ্ডারিদিগকে এতদিন গোপনে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, এখন সেই পিণ্ডারিদিগের ধ্বংসসাধনে ইংরাজদিগকে কৃতসক্ষম দেখিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রতিযুদ্ধেই ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন। সাতারা পর্য্যন্ত ইংরাজের পদতলে পড়িয়া রহিল। দৌলতরাও এ সময়ে নিজে নিরস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্তাধ্যক্ষ যশোবন্ত রাওকে পেশবার সাহায্যার্থ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা একত্র দৌলতরাওয়ের আশীর্গত অধিকার করিয়া গইলেন। ক্রমে দেশময় ইংরাজের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। দৌলতরাও মন্রৌষধিকরুণার্থী ভুলভবের ভ্রাম্য কালান্তিপাত করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দৌলত

রাওয়ের বিধবা স্ত্রী এক জ্ঞাতপুত্রকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এবাদ আছে যে সিক্রিয়াবংশের রাজারা অপুত্রক রহিবেন। একথা আজ পর্য্যন্ত সত্য হইয়া আসিয়াছে। সিক্রিয়ার রাজগণ পুত্র-বিহনে একাল পর্য্যন্ত আপন আপন দত্তকপুত্রকেই রাজ্যদান করিয়া গিয়াছেন।

দৌলতশাহ, ইনি সমরকন্দের বখ্ত শাহের পুত্র। হিরাটের আবুল গাজী বাহাদুর ওরফে সুলতান হোসেন মির্জার সময়ে ইহার অভ্যাস হয়। ইহার লিখিত 'তাক্কিয়া দৌলত শাহী' নামে একখানি কবিতাবলী আছে। এই পুস্তকে দশজন আরব কবি ও একশত চৌত্রিশ জন পারসিক কবির জীবনচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সুলতান হোসেন মির্জার সমকালীন ৬জন মন্ত্রি-কবির জীবনীও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। কবিতাবলী ১৪৮৬ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। দৌলত শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

দৌলতাবাদ, নিজামরাজ্যে হায়দরাবাদ হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগর। হিন্দুরাজ্যের সময় ইহার নাম দেবগড় বা দেবগিরি ছিল।

[দেবগিরি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

দৌলৈয় (পুং) হুশেরপতাঃ ঠক্। কচ্ছপ।

দৌলেন্দ্ররম, মাজাজের গোদাবরী জেলার রাজমহেন্দ্রীর ৪ মাইল দূরবর্তী একটি নগর। দ্রাঘিঃ ৮১° ৪৮' ৬৬" পূঃ, অক্ষাঃ ১৬° ৫৬' ৩৫" উঃ। জলাকসংখ্যা ১০৪২২। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজমহেন্দ্রীর সীতাপতি রাজগণের সহিত ইলোরার মুসলমান রাজাদিগের যুদ্ধের সময় এই স্থানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গোদাবরীর জল সঞ্চয়ের জন্য যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সে কল এই স্থানেই স্থাপিত আছে। এখানে পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া বাহির করা হয়।

দৌলিয়া (পুং) হুশস্ত অপত্যঃ হুশ-ইঞ্। ইজ্জ।

দৌবারিক (পুং) দ্বার নিযুক্তঃ ঠক্ (তজ্জ নিযুক্তঃ। পা ৪।৪৬৯) ততোন বৃদ্ধিঃ ঐ আগমশ্চ। দ্বাররক্ষক, দরওয়ান। পর্গায়া—দ্বাঃস্থ, ক্ষতা, দণ্ডী, বেত্রধর, প্রতীহার, প্রতিহার, দর্শক, দ্বারী, বেতাল, দ্বারপালক, দৌঃসাধিক, বর্জরুত, গরুট, দণ্ডপাণ্ডুল, দ্বাঃবৃত্ত, বর্জরুত, দণ্ডবাসী। (জিহ্বাঃ)

দৌবারিকের লক্ষণ—উন্নত, সূক্ষ্মাকৃতি বিশিষ্ট, কার্য্য-কুশল, অমুক্তপ্রকৃতি ও পরচিত্তগ্রাহক, এইরূপ লোক। প্রতীহার অর্থাৎ দৌবারিকের উপযুক্ত।

"প্রাণ্ডঃ সূক্ষ্মো দক্ষশ্চ প্রিয়বানী ন চোদ্ধতঃ।

চিত্তগ্রাহশ্চ সর্বেষাং প্রতীহারো বিদীয়তে ॥" (দত্তপুং)

নীতিকুল চাপক্য দৌবারিকের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

“ইতিভাকরতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।”

• অগ্রমাদী সখা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥” (চাপক্য ১০৮)

যে ইজিত ও আকার দেখিয়া পীকলের মনের ভাব বুঝিতে পারে এবং বলবান্, প্রিয়দর্শন, অগ্রমাদশূভ্র ও কার্য-দক্ষ সেই প্রতীহারের উপযুক্ত। বাহারা অশ্রুশব্দকুল, দৃঢ়ক এবং আলমশূভ্র, তাহারিও প্রতীহারের যোগ্য। এই সকললক্ষণাক্রান্ত লোকদিগকে বাররক্ষার কার্যে নিয়োগ করিবে। [প্রতীহার দেখ।] ২ একাশীতিপদস্থ বান্ধবদেবভেদ।

দৌবালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দৌবালিক দেশের রাজা ও অধিবাসী।

“দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোণাঃ শৈশিরান্তধা।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহুবক্ত্রজ্ঞ ভাষত ॥” (ভারত সভা ৫১ অং)

দৌশচর্য্য (ক্লী) দশচর্য্যগো ভাবঃ স্বাঃ। স্বভাবতঃ স্নানাত মেট, বাহারা গুরুপত্নী স্বরণ করে, তাহাদের এই রোগ হয়। ইহা মহাপাতকজ চিহ্ন।

“ব্রহ্মহাক্ষরোগিণ্ডং দৌশচর্য্যং গুরুতরগঃ।” (মহু)

দৌক (ত্রি) দৌবাচরতি ইতি, ‘দৌব উপসংখ্যানং’ ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা ঠন ততোষত্বঃ। বাহারা নিচরণকারী, বাহারা বাহবর অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে।

দৌকুল (ত্রি) হুইঃ কুলমন্ত হুঙ্কুল স্বার্থে অণ্। হুইকুলযুক্ত।

“ন হুঙ্কুলৈ দৌকুলো বা ত্রৈভূষণো বান সংকৃতঃ।”

• (ভারত শাস্তিপং ৩৬ অং)

দৌকুলেয় (পুং) হুঙ্কুলস্তাপত্যং তত্র ভবো, বা ঠক্। হুঙ্কুলজাত, বাহারা নিম্নিত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দৌকুল্য (ত্রি) হুঙ্কুল স্বার্থে গ্যৎ বা। হুইকুলযুক্ত।

দৌকৃত্য (ক্লী) হুইতা, মল স্বভাব।

দৌষ্টব (ক্লী) হুইতাঃ অবিনীতস্ত ভাবঃ অণ্। অবিনীতত্ব, হুইটের ব্যবহার।

দৌপুরুষ্য (ক্লী) হুইঃ পুরুষঃ তত্র ভাবঃ স্বার্থে বা, স্বাঃ। ১ হুইপুরুষ। ২ হুইপুরুষের ভাব।

• দৌশস্ত (পুং) দ্বয়স্তাপত্যং শিবাদিহাদণ্। দ্বয়স্ত নৃপতির স্ত্রুপুত। ভরত।

দৌশস্তি (পুং) দ্বয়স্তাপত্যং দ্বয়স্ত-ইঞ্। দ্বয়স্তের অপত্য। ভরত। “ভরতকৈব দৌশস্তিঃ যুতং স্বঞ্জর শুভ্রমঃ।”

• (ভারত দ্রোণপর্ক ৬৭ অং)

দৌশস্ত্য (ত্রি) দ্বয়স্তস্তারং গ্য। দ্বয়স্ত সৎকারী।

দৌস, রাজপুতানার জয়পুরের মধ্যে একটা নগর।

এখানে এক সময়ে অশ্বরের রাজধানী ছিল। এখানে অনেক হিন্দুমন্দির ও অট্টালিকার ভয়াবশেষ আছে। ১৮৫৮ খৃঃ অকে সিপাহী বিদ্রোহের শেষে বিজৌহী-নারক তান্তিয়া ভোপীকে হুই দল ইংরাজ সৈন্য দ্বিরিয়া কেলিলে এইখানে ঘোর যুদ্ধ হয়। লোকসংখ্যা ৭৩৮৪।

দৌস্ত্র (ক্লী) হুইতাস্ত্রী তস্তা ভাবঃ যুবাদিহাদণ্। হুইত্রীর ভাব, হুইত্রীর কার্য।

দৌহিক (ত্রি) দৌহং অর্হতি ঠঞ্। নিত্য দৌহাই, প্রতি-দিন দৌহনের যোগ্য।

দৌহিত্র (পুং ক্লী) হুহিতুরপত্যং বিবাদিহাদণ্। হুহিতার অপত্য, হুহিতার সন্তান। স্ত্রিয়াং ভীপ্।

“পৌত্রদৌহিত্রয়ো পৌকে বিশেষো নাস্তি কশ্চন।

তয়োহি মাতাপিতরৌ সম্বৃতৌ তত্ত দেহতঃ ॥” (মহু ৯।১০০)

লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্মতঃ কোন বিশেষ নাই, কারণ একজন হুইতেই পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে। দৌহিত্র পৌত্রের স্ত্রায় পরলোকে জ্ঞান করিয়া থাকে।

“পৌত্রদৌহিত্রয়োপৌকে বিশেষো নোপপত্ততে।

দৌহিত্রোহপি হুমুত্রৈনং সস্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥” (মহু ৯।১০৯)

যতদিন দৌহিত্র না হয়, ততদিন কন্যার গৃহে পিতার ভোজন করিতে নাই, ভোজন করিলে নরক হইয়া থাকে। কিন্তু দৌহিত্র হইলে পর ভোজনে কোন দোষ হয় না।

“কন্যারঃ ব্রহ্মদেয়ারামভূজন্ সুখমশ্নতে।

• অথ ভূজতি যো মোহাৎ ভূজ্। স নরকং ভ্রজেৎ ॥

অগ্রজারাক কন্যারঃ ন ভূজীয়াৎ কদাচন।”

দৌহিত্রস্ত মুখং দৃষ্ট্। কিমর্থমমুশোচসি ॥

মহাসম্বৎসরমাকীর্ণাৎ নাস্তি তে নরকান্তরং।

• তীর্ণত্বং সর্কহঃখেত্যাঃ পরং স্বর্গমবাপ্তসি ॥” (অগ্নিপুরণং)

শূদ্রদিগের দৌহিত্র দত্তক হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণজয় যদি দৌহিত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা সিন্ধ হয় না।

“দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূত্রৈস্ত ক্রিয়তে স্তুতঃ।

ব্রাহ্মণাদি ত্রয়ো নাস্তি ভাগিনেয়স্তুতঃ কচিৎ ॥” (দত্তকমীমাংসা) [দত্তক দেখ।]

দৌহিত্র মাতামহ ধনাধিকারী হইয়া থাকে, হুহিতার অভাবে দৌহিত্র ধন পাইয়া থাকে। [দায়ভাগ দেখ।]

(ক্লী) ২ পত্নীগাদি।

“দৌহিত্রং ঋণমিত্যাহ রপত্যং হুহিতুস্তিলাঃ।

কশিলায়া যুতং চৈব দৌহিত্রমিতি চোচ্যতে ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং)

দৌহিত্রক (ত্রি) হুহিতার পুত্র সৎকারী।

দৌহিত্রবৎ (ত্রি) দৌহিত্রঃ বিজ্ঞতেহত, মতুজ্ মত্ ব।
দৌহিত্রযুক্ত, বাহার দৌহিত্র আছে।

দৌহিত্রায়ণ (পুং স্ত্রী) হৃদিত্তরপত্যং যুবা বিদাদিবাং অঞ,
অঞ যুনি কঙ্। হৃদিত্তর যুবা অপত্য।

দৌহুদ (পুং) দৌহুদ, গর্ভিণীয়া অভিলাষ।
“দৌহুদস্তাপ্রদানেন গর্ভো দৌষমবাপ্নুয়াৎ।” (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৭৯)
[দৌহুদ দেখ।]

দৌহুদিনী (স্ত্রী) গর্ভবতী নারী।
“বিহুদয়াং নারীং দৌহুদিনী মাচক্ষতে।” (সুশ্রুত)
গর্ভ হইলে নারীদিগের নিজেয় ও গর্ভের এই দুইটা
কনর লইয়া বিহুদয়া হয়, এই জন্ত তাঁহাকে দৌহুদিনী
বলা যায়।

দ্যাবিবৈদী, একজন বৈদিক গণ্ডিত। ইনি ১৫৫০ সম্বতে
নীতিমঞ্জরী নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দ্যাবিদ্যাবি (স্ত্রী) দিবস। (নিরুক্ত),

দ্যামাক্ষমা (স্ত্রী) ত্র্যোশ্চ ক্ষমা চ দিবো জ্বাবাদেশঃ। স্বর্গ ও
পৃথিবী, এই শব্দ দ্বিচনাস্ত।

দ্যাব্যাপৃথিবী (স্ত্রী) ত্র্যোশ্চ পৃথিবী চ, দিবো জ্বাবাদেশঃ।
স্বর্গ ও পৃথিবী। বৈদিক পর্যায়—বধ, পুরন্দ্রী, ধিষণ, রোদসী,
ক্ষৌণী, অন্তসী, নভসী, রজসী, সদসী, সগ্ননী, যতবতী,
বহল, গভীর, গভীর, ওম্ণী, চষ, পার্শ্ব, মহী, উর্কী, পৃথা,
অদিতি, অহী, দূর, অন্ত, অণার, অর, পার, এই ২৭টা জ্বাবা-
পৃথিবীর পর্যায়। (বেদনিঘণ্টা ৩ অ°)

দ্যাবাত্মি (স্ত্রী) ত্র্যোশ্চ ভূমিচ্চ, দিবো জ্বাবাদেশঃ। স্বর্গ ও
পৃথিবী। “কোবজ্বাতা বসবঃ কোবকতা জ্বাবাত্মী অদিতে
জ্বাসীথাং নঃ।” (ঋগ্বেদ ৪।৫৫।১)

“জ্বাবাত্মীজনয়ন্ দেব এক জ্বাতে বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস
গোপ্তা।” (ঋগ্বেদ)

দ্যু (স্ত্রী) দিব উন্ কিচ্চ বা জ্বোতি ইতি দ্যু-কিপ্। ১ দিন।
২ গগন। ৩ স্বর্গ। (পুং) ৪ অগ্নি। (মেদিনী)

দ্যুক্ষ (ত্রি) দিবি দ্যানি ক্ষয়তি ক্ষি-নিবাসে ড। ১ স্বর্গলোক-
বাসী। “দ্যাক্ষো রাজা গিরাম্ক্ষিনোতিঃ।” (ঋক্ ৬।২৪।১)
‘দ্যাক্ষো দ্যাক্ষোক্ষনিবাসী’ (সায়ণ)

২ দীপ্তিযুক্ত। “দ্যাক্ষমধ্যম্নং ভগং” (ঋক্ ১।১৩৬।৩)
‘দ্যাক্ষং দীপ্তিমন্তং’ (সায়ণ) •

দ্যুক্ষবচস্ (ত্রি) [বৈ] স্বর্গী দেবতার নাম উচ্চারণ।

দ্যুগ (পুং স্ত্রী) দ্যানি দিবি আকাশে বা গচ্ছতি গম-ড।
১ পক্ষী। (রাজনি°) দ্বিগাং জাতিজাৎ ডীয্। (ত্রি) ২
আকাশগামিমাত্র। দ্বিগাং টাপ্।

দ্যুগণ (পুং) দ্যুগাং দিবাং বা দিনানাং গণঃ। গ্রহগণের
• মধ্যগতি-সাধনাক দিনবৃন্দ।

“রবিদিনান্তপতাধিকমাসকৈঃ
কৃতদিনৈঃ সহিতো দ্যুগণো বিধোঃ।” (সিদ্ধান্তশিরো°)

দ্যুগৎ (স্ত্রী) দ্যু-গম-কিপ্। শীঘ্র। (নিরুক্ত) “অতদ্বাগীতি
দ্যুগদিত্ত” (ঋক্ ৮।৮৬।৪)

দ্যুচর (ত্রি) দিবি আকাশে চরতি চর-ট। ১ গ্রহ। ২ পক্ষী।
“জ্যোচ্চাল তদা রাজন্ দ্যুচরাস্ত সহস্রশঃ।” (হরিব° ১৩২ অ°)

দ্যুজ্যা (স্ত্রী) অহোরাত্রবৃত্তের দলরূপা জ্যা।
“ক্রান্তেঃ ক্রমোৎক্রমজ্যো ধ্ব কৃষা তত্রোৎক্রমজ্যয়া।
হীনা ত্রিভ্যা দিনব্যাসদলং তদক্ষিপোত্তরং॥” (স্বর্ঘ্যসি°)

দ্যুৎ (পুং) দ্যুত-কিপ্। ১ কিরণ। (ত্রি) ২ জ্বোতমান।
“সর্হি দ্যুতা বিদ্যুতা বেতি সাম” (ঋক্ ১।১৯৯।২) ‘দ্যুতা
জ্বোতমানেন’ (সায়ণ) •

দ্যুত (ত্রি) দ্যুত-ক। জ্বোতমান।

দ্যুতান (ত্রি) দ্যুত-শানচ্ বেদে গণব্যত্যায় শপোলুক্।
জ্বোতনশীল। “দ্যুতানদ্বা মাক্ষতো মিনোতু” (তরুণজুঃ ৫।২৭)

‘দ্যুতানঃ দীপ্যমানঃ’ (মহীধর)

দ্যুতি (স্ত্রী) দ্যুত-ইন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা।
“রূপযোবনশালিত্ত ভোগাশ্চৈবদ্যুতভূষণং।

শোভা প্রোক্তা সৈবকাস্তিমম্মথাপ্যারিতা দ্যুতিঃ॥”
(সাহিত্যদ° ৩।১৩০)

৩ দেহজাত কাস্তি, দেহের লাবণ্য। ৪ রশ্মি। ৫ চতুর্ধ
মহুর সময়ে অধিবিশেষ। •

“চতুর্থস্ত তু সাবর্ণে অর্ধীন সপ্ত নিবোধ মে।
দ্যুতিবর্ষিষ্ঠপুত্রশ্চ আত্রেয়ঃ স্ততপাস্তথা॥” (হরিব° ৭।৩৫)

৬ তামস মহুর পুত্রবিশেষ। (হরিব° ৭।২৩)

দ্যুতিকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, দ্যুতেঃ করঃ। ১ জ্বব।
(ভূরিপ্রয়োগ) (ত্রি) ২ দীপ্তিকারক।

দ্যুতিত (স্ত্রী) দ্যুত-ভাবে কৃ বাহুলকাৎ ন ঞগঃ। ১ দীপ্তি।
যে স্থলে ঞগ হইবে, সেইখানে জ্বোতিত এইরূপ হইবে।
দ্যুত কর্ত্তরি কৃ। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত।

দ্যুতিধর (পুং) দ্যুতিং দেহগতাং কাস্তিঃ ধারয়তি অন্ততুত°
গার্থে ধৃ-অচ্। বিজু। “ভুজো বৃষো দ্যুতিধর” (বিজুগ°)

‘দ্যুতিং অঙ্গগতাং কাস্তিঃ ধারয়ন্ দ্যুতিধরঃ’ (ভাষ্য)

দ্যুতিমৎ (ত্রি) দ্যুতি প্রশংসায়ঃ অন্ত্যার্থে বা মতৃপ্।
• ১ প্রশস্ত কাস্তিযুক্ত। দ্বিগাং ডীপ্। (পুং) ২ দ্যুতভূব অমৃত°
পুত্রভেদ। ৩ মেরুসার্বণ মনস্তরে সপ্তবি ভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

৪ মজ্জনপ্তেদ। (ভারত আদি ৯৫ অ°) ৫ শাশ্বদেশের

নৃপভেদ । (ভারত আদি ২৩৪ অং) ৬ মদিরাধের পুত্র নৃপ-
ভেদ । (ভারত অঙ্ক ২ অং) ৭ প্রিয়ব্রতের পুত্র, ইনি পিতার
নিকট ক্রৌঞ্চবীরের শাসন ভার প্রাপ্ত হন । ('বিষ্ণুপু')

হুমতিলা (ক্রী) হুমতিং লাতি লা-ক । ওবধিতেদ । (রত্নমালা)
হুমধুনি (ক্রী) স্বর্গনদী, গঙ্গা । "সিদ্ধিহুমতো-হুমধুনিপাত শিব-
স্বনাহু" (ভাগ ৩২৩৩৭)

হুয়ান (ক্রী) লম্ব হইতে সপ্তমরাশি । "হুয়ানং হুয়ানং তথাভাষ্যং
ষট্কেণং রিপুমন্দিরং ।" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

হুয়ানবাস (পুং) দিবি হুয়ানবা নিবাসো যন্ত । দেবতা ।
"শোকামিনাগং হুয়ানবাসভূয়ং" (ভট্ট)

হুয়ানিশ (ক্রী) হুয়ানিশা চতুরোঃ সমাহারঃ । অহোরাত্র । যথা
"ভবতি কিং হুয়ানিশং হুয়ানবাসিনাং" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

হুয়ানবাসিন্ (পুং) হুয়ানি স্বর্গে নিবসত্যীতি বস-পিনি । দেবতা ।

হুয়ানপতি (পুং) হুয়ানো দিনস্ত পতিঃ । ১ দিনপতি, স্বর্ঘ্য ।
হুয়ানস্বর্গস্ত পতিঃ । ২ ইন্দ্র ।

হুয়ানপথ (পুং) হুয়ানো পথো ভবতঃ । আকাশপথ, স্বর্গপথ ।

হুয়ানমি (পুং) হুয়ানো গগনস্ত মণিরিব । স্বর্ঘ্য । "রেণুর্গমিঃ
খং হুয়ানমিচ্ছ হুয়ানম্" (ভাগ ৮।১০।৩৮) ২ অর্কবৃক্ষ । ৩ পরি-
শোধিত তাম্র ।

"বিষমহৌষধভাগমধিকোষণা হুয়ানমি বৃক্ষকমাত্রকমর্দিতং ॥"

"হুয়ানমিঃ মারিতং তাম্রং" (ভাবপ্রং মধ্যখং)

হুয়ানং (ক্রি) ভৌঃ কান্তরস্তুষ্টি দিব-মতুর্ দিব উভয়ং ।
কান্তরস্তুষ্টি । "বীতিহোত্রং স্বা কবে । হুয়ানস্তং ।" (শুক্লযজুঃ ২।৪)

হুয়ানৎসেন (পুং) শাবদেশের এক রাজা । "ইহার পুত্রের
নাম সত্যবান্ । ইনি দৈবহর্ষিপাকে নেত্রহীন হন, তখন
ইহার পুত্র অতি শিশু, এই সময় সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া ইহাকে
রাজ্যচ্যুত করেন । ইনি পত্নী ও সত্যবান্কে লইয়া
বনবাসী হইলেন ।

সত্যবান্ অনন্তকর্ম্ম হইয়া পিতৃমাতৃশ্রদ্ধায় কালাতি-
পাত করিতে লাগিলেন । একদা মন্ত্রদেশাধিরাজ অশ্বপতি
বনে ইহার নিকট গমন করিয়া ইহার পুত্রের সহিত
মিলিত কল্পা সাবিজীর বিবাহ দেন । এইরূপে কিছুদিন
অতিবাহিত হইলে সত্যবানের আয়ু নিঃশেষিত হয়, তখন
সুবিজী যমকে তাহার পাতিব্রত্য বিমোহিত করিয়া বিষয়
উৎপাদন করেন । যম সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে কতিপয় বরপ্রদান
করেন । এই যমের বরপ্রভাবে হুয়ানৎসেন চক্ষু ও রাজ্যপ্রাপ্ত
হন এবং সত্যবান্ও জীবন লাভ করেন । [সাবিজী ও
সত্যবান্ দেখে ।] হুয়ানৎসেন রাজ্যলাভ করিয়া অপত্য নির্কি-
শেষে প্রাণ পালন করিতে লাগিলেন ।

একদা ইনি কতকগুলি বধবোণা ব্যক্তিকে বধ করিতে
উদ্ভূত হইলে সত্যবান্ বলিয়াছিলেন, ভাত ! ইহাদিগকে
বধ করা আপনার কর্তব্য নহে । ধর্ম্ম কখন অধর্ম্ম ও অধর্ম্মও
কখন ধর্ম্ম হইতে পারে । কিন্তু বধ কখন ধর্ম্মপদবাচ্য
হইতে পারে না । ইহাতে হুমৎসেন বলিলেন, বৎস ! যদি
তুমি বধ্যের অবধকে ধর্ম্ম বল, তবে দম্ভা শাসিত হইবে
কিভাবে ? স্ত্রতরাং হুতের দমন না হইলে কিভাবে লোক-
যাত্রা নির্বাহ হইবে । সত্যবান্ কহিলেন, পিতঃ ! ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণকেই ত্রাক্ষণের অধীন করা উচিত ।
ইহার ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইলেই স্ত্রতমাগধাদি সকলেই
ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে । যাহাতে কাহারও দেহনাশ না
হয়, এরূপ শাসন আবশ্যক । বিনাশায়ক দণ্ড বিধান করা
কখনই কর্তব্য নহে, বরং তাহাদের বন্ধন, মন্তক মুণ্ডন
প্রভৃতি দ্বারা দণ্ডবিধান করাই বিধেয় এবং তাহাদিগকে
সংপথে আনিবার চেষ্টা করা উচিত । ইহা শুনিয়া হুমৎ-
সেন বলিয়াছিলেন, এইরূপ শাসন সত্যাদিযুগে যথেষ্ট হইত,
এখন এরূপ দণ্ডে দম্ভাশাসন হ্রাস । সত্যবান্ কহিলেন,
পিতঃ ! আপনি যদি হিংসা না করিয়া দম্ভাদিগকে শাসন
করিতে না পারেন, তবে নরমেঘবজ্র দ্বারা তাহাদিগকে সংহার
করুন । যখন দেখা যায়, বাহাকে বধ করা গেল, তাহার
কোন উপকার হইল না, কেন না তৎপরেও আবার তাহার
মণ্ড অস্ত্রদোষী নয়নগোচর হইতেছে, তখন আমার মতে
শুক্লদোষে দোষীকে বরং আজীবন কারাবদ্ধ করিয়া
তাহার মনের কলুষিততাব দূর করিবার চেষ্টা করাই উচিত ।
হুমৎসেন কিছুদিন রাজ্যশাসন করিয়া সত্যবানের উপর
রাজ্যভার দিগ্ধী পত্নী শৈব্যার সহিত বানপ্রস্থাবলম্বন করেন ।
(মহাত্মীর আদি, শাস্তি, বর্ণনং)

হুমৎসেন (ক্রী) সামগান ভেদ ।

হুময়ী (ক্রী) বিশ্বকর্ম্মার কল্পা, স্বর্ঘ্যপত্নী ।

"স্বরেণুর্হুময়ী স্বাক্ষী প্রিয়ে চৈতে বিভাবসোঃ ।" (দ্রিকাগ)

হুময়ী (ক্রী) হুময়িং মনতি অভ্যাসত্যাগে স্বাক- ১ ধন । ২ বল ।

"অস্মাকং হুময়মি পঞ্চকুষ্টিবৃক্ষা ।" (শক্ ২।২।১০) ৩ অন্ন ।

"বৃষ্টিং দিবঃ পরিস্রবজ্জানং পৃথিৱ্যা অধি ।" (শক্ ২।৮।৮)

হুমলোক (পুং) ঘোরক লোকঃ ঐদব উভয়ং । স্বর্গলোক ।
ইহা তিনটী, প্রথম দুইটি স্বর্ঘ্যের নিকটবর্তী ও অপরটি যম-
লোকে প্রেতপুরুষ ধারণ করে । (যজু ১।৭।৩৫-৩৬)

হুমবন্ (পুং) হুমতি হু-কনিন্ (কনিন্ খু বৃষীতি । উণ ১।১৫৬)
১ স্বর্ঘ্য । ২ স্বর্গ ।

হুমৎসেন (পুং) দিবি স্বর্গে সীদত্যীতি সদ-কিপ্ । ছন্দসি যমঃ

লোকে তুহ্যৎ। ১ দেব, দেবতা। বৈদিক প্রয়োগে ‘দ্যুত’
এইরূপ বহু প্রয়োগ আছে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে ‘দ্যুত’
এইরূপ প্রয়োগ হইবে।

“ভয়স্ত পূর্নাবতরং তরবিনা মনঃস্থ যেন দ্যুতদাং ত্রযীরত।”
(মাঘ ১।৪৩)

২ গ্রহ। (গোলাধারি)

দ্যুতদ্যুত (পুং) দ্যুতঃ সন্ন্য যত। স্বর্গ।

দ্যুতসরস্ (কৌ) স্বর্গীয় হৃদবিশেষ।

দ্যুতসরিং (কৌ) স্বর্গনদী মন্দাকিনী।

দ্যুতসিন্ধু (কৌ) মন্দাকিনী।

দ্যুত (ত্রি) দিব্যতি দিব্য-কিপ্ উট্। দেবক। কৌড়ক,

অক্ষদ্যু, পাশকৌড়ক।

দ্যুত (কৌ) দিব্য কৌড়িয়াং ভাবে ক্ত, উট্। পাশকাদি
কৌড়্যু, অপ্রাণীকরণক কৌড়্যু, জুয়াখেল। পর্যায়—অক্ষবতী,
কৈতব, পণ। (অমর) এই কৌড়্যু বিশেষ অনিষ্টকর। মহু
ইহার বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

“দ্যুতঃ সমাহ্বয়কৈব রাজা রাষ্ট্রাঙ্গিবর্জয়েৎ।

রাজাস্তকরণাবেত্তো যৌ দোযৌ পৃথিবীকিতাং ॥

প্রকাশমেত্তান্তার্ক্যং যদেবনসমাহ্বয়ো।

তন্নোনিভাং প্রতীঘাতে নৃপতির্নৃপবান্ ভবেৎ ॥

অপ্রাণিভিঃ ক্রিয়তে তন্মোকে দ্যুতমুচ্যতে।

প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে বস্ত্ত সবিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ ॥

দ্যুতঃ সমাহ্বয়কৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।

তান্ সর্সান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ ॥

দ্যুতমেতৎ পুরাকল্পে সৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।

‘তস্মাদ্যুতং ন সেবেত হস্তার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥’

(মহু ৯।২২১-২২৭)

রাজা বিশেষ মনোযোগ সহকারে রাজ্য হইতে দ্যুত
কৌড়্যু নিষ্কাশন করিবেন। দ্যুত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী
দোষ রাজাদিগের ও রাজ্যের হানিকর। ইহা প্রকাশ
চৌর্য্য; এইজন্য ইহার প্রতিবিধান করা সর্বতোভাবে বিধেয়।
অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা কৌড়্যু করাকে দ্যুত বলে এবং
মেঘ কুর্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে কৌড়্যু, তাহাকে
সমাহ্বয় কহে। যে ব্যক্তি দ্যুতকৌড়্যু ও সমাহ্বয় নিজে করে বা
অপরের দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপ-
রাধানুসারে বৃন্তজ্ঞানাদি প্রাণিবধ পর্য্যন্ত সকল দণ্ড করিতে
পারিবেন। দ্যুত ও সমাহ্বয়কর্ত্তা এবং নটবৃত্তিজীবী
প্রভৃতিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিতে নাই। এই
সকল অজ্ঞ তত্ত্বেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানা প্রকার

বঞ্চনাদি করিয়া ভদ্র প্রজাদিগকে নানা প্রকারে গীড়া
দেয়। দ্যুত যে মহাবেধকর, ইহা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হইয়া
থাকে। এজন্য বুদ্ধিমান লোক পরিহাসজ্ঞলেও দ্যুতকৌড়্যু
করিবে না। প্রকাশ বা প্রজ্ঞমভাবে যাহারা দ্যুতকৌড়্যু
করেন, রাজা বিশেষরূপে তাহাদিগকে শাস্তিবিধান করিবেন।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দ্যুতসমাহ্বয়প্রকরণে এইরূপ লিখিত
আছে যে,—ধূর্ত্ত কিতব প্রতিবারে শতপণের নূন পণ রাখে না,
সভিক অর্থাৎ দ্যুত সভাধ্যক্ষ তাহার জয়লক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি-
শতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং
অপর ধূর্ত্ত কিতবের জয়লক্ষ্য দ্রব্য হইতে প্রতি শতে দশ-
ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। রাজা সেই দ্যুতসভাধ্যক্ষ
ধূর্ত্ত কিতবের হস্ত হইতে পরিগ্রহণ করিবেন। সভিকও
রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে। দ্যুতকরদিগের
জয়লক্ষ্য বস্ত্ত জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে। যেখানে
রাজ্য নির্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ
ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পুরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন।
এইরূপ ধূর্ত্তসমাজ না হইলে রাজার দেওয়াইতে হইবে না।
রাজা কতকগুলি ভূতাকেই দ্যুতকৌড়্যু জয়পরাজয়নির্ণেতা
সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষিরূপে নিযুক্ত
করিতেন। যাহারা কাঁপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা
করিবার অভিপ্রায়ে মজৌষধাদির সাহায্যে দ্যুতকৌড়্যু করে,
তাহাদিগকে ঋপাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজা রাজ্য
হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। রাজা এক ব্যক্তিকে
দ্যুতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণীদ্বায়ে এই
বিধিই উক্ত আছে।

“মহে শতিকবৃদ্ধস্ত সভিকঃ পঞ্চকং শতং।

গৃহীয়াদ্বূর্ত্তকিতবাদিতরাদশকং শতং ॥

স সম্যক্পালিতো দত্তাৎ রাজে ভাগং যথাকৃতং।

জিতমুদ্রাগ্রাহয়েজ্জৈত্রে দত্তাৎ সত্যং বচঃক্ষমী ॥

প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিকে ধূর্ত্তমণ্ডলে।

জিতং সভিকে স্থানে দাপয়েদগ্ধা ন তু ॥

দ্রষ্টারো ব্যবহারাগাং সাক্ষিগণশ্চ ত এবহি।

রাজা সচিহ্নং নির্বাস্তাঃ কুটাকোপধিদেবিনঃ ॥

দ্যুতমেকমুখং কার্য্যং তত্ত্বজ্ঞানকারণাৎ।

এবএব বিধিজ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যুতে সমাহ্বয়ে ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্যসং ২।২২০-২৩৬)

মহু রাজ্য হইতে দ্যুতকৌড়্যু একেবারে রহিত করিয়া
আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে কুট-দ্যুতই
নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“অক্ষবয়শলাকাষ্টে দৈবনং জিন্মকারিতং।

পণক্রীড়াবয়োজিত পদস্বাতসমাহরণঃ” (নরায়ণ)

অক্ষ অর্থাৎ পাশা, বয় চর্মপট্টিকা, শলাকা অর্থাৎ দস্তাদিনির্মিত দীর্ঘ চতুরঙ্গা, এই সকল অপ্রাণিধারা যে পণপূরক ক্রীড়া হয় এবং পক্ষী ও পূরাবতাদি প্রাণিধারা পণপূরক যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে দ্যুত ও সমাহরণ কহে। জুয়াখেলা মাত্রই দ্যুতক্রীড়ার মধ্যে গণ্য। অক্ষাদি ক্রীড়া কামজ বাসনের মধ্যে পরিগণিত, এইজন্য সর্বদাই প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ক্রীড়া হইতে বিরত থাকি সর্বতোভাবে বিধেয়। এই দ্যুতক্রীড়ার কত অনিষ্ট সজ্ঞাটিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। পুরাণে তাহার জাজ্ঞ্যমান প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সত্যসন্ধ নল ইহারই প্রভাবে অপরিমিত ক্রেশ পাইয়াছেন।

দ্যুতকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্ দ্যুতকরঃ ৩তৎ। দ্যুত-কর্তা, জুয়ারী। পর্যায়—খার্ত, ধূর্ত, অক্ষধূর্ত, অক্ষদেবী, ছরো-দর, দ্যুতকৃত, কিতব, কৃষ্ণকোহল। (শব্দরং)

দ্যুতকার (ত্রি) দ্যুতং কারয়তি কৃ-গিচ্-অচ্। দ্যুতকারয়িতা। দ্যুতং করোতি কৃ-অচ্। দ্যুতকর্তা, দ্যুতকর। পর্যায়—মতিক, সভীক। (শব্দরং)

“বহুব্রীতকর্ণাং দ্যুতকারং পরাজিতং।” (পঞ্চতন্ত্র, ১।৪৩১)

দ্যুতকারক (ত্রি) দ্যুতং কারয়তীতি দ্যুত-কৃ-গিচ্-ধূল। দ্যুতকারয়িতা, যে দ্যুত ক্রীড়া করে।

দ্যুতকৃত (ত্রি) দ্যুতং করোতি কৃ-কিপ্-তুগা-গম্-চ। দ্যুতকর, অক্ষক্রীড়ক।

দ্যুতপূর্ণিমা (স্ত্রী) দ্যুতায় বা পূর্ণিমা। কোজাগর পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমার দিন দ্যুতক্রীড়া করিতে হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। [কোজাগর দেখ।]

দ্যুতপৌর্ণমাসী (স্ত্রী) দ্যুতায় বা পৌর্ণমাসী। কোজাগর-পূর্ণিমা।

দ্যুতপ্রতিপৎ (স্ত্রী) দ্যুতায় ক্রীড়াং য়া বা প্রতিপৎ। কার্তিকমাসের শুক্লাপ্রতিপৎ। এই দিন প্রভাতকালে দ্যুত-ক্রীড়া করিতে হয়।

“শব্দবশ্ত পুরা দ্যুতং সমর্জ্য স্মনোহরং।

কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি ভূপতে।

ত্রিংশ শব্দরত্ন জুয়ং লেভে টি পার্শ্বতী।

অতোহর্থাচ্ছকরো হুঃখী গোরা নিত্যং সুস্থাবিতা।

তুসাদ্যুতং প্রকর্তব্যং প্রভাতে তজ্জ মানবৈঃ।

তস্মিন দ্যুতে জয়ো বশ্ত তস্ত সংবৎসরঃ শুভঃ।

পরাজয়ো বিরুদ্ধস্ত লক্ষ্যনাশকরো ভবেৎ” (তিথিতত্ত্বত ব্রহ্মপুং)

পুরাকালে মহাদেব অতি মনোহর দ্যুত ক্রিয়া-ছিলেন এবং কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পার্শ্বতীর সহিত এই দ্যুত ঘরা ক্রীড়া করেন, ইহাতে পার্শ্বতী জয় লাভ করেন, মহাদেব পরাজিত হন; এই জন্ত শব্দর হুঃখী এবং পার্শ্বতী নিত্য সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই হেতু নরগণ দ্যুতপ্রতিপদের দিন প্রাতঃকালে দ্যুতক্রীড়া করিবে। বাহারা এই ক্রীড়ায় জয় লাভ করিবে, সেই বৎসর তাহার শুভ এবং যে পরাজিত হইবে, সে বৎসর তাহার পদে পদে অমঙ্গল এবং সঞ্চিত অর্থ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবে। মহাদেব এই দিনে দ্যুতক্রীড়া করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রতিপদ তিথির নাম দ্যুতপ্রতিপৎ হইয়াছে।

এই প্রতিপদের অপর নাম কোমুদী। যথা—

“তুষ্ঠার্থঃ কার্তিকে তস্ত শুক্লা বা প্রতিপত্তিথিঃ।

বিষ্ণোদন্তা মহী তত্র কোমুদী সা স্মৃতা বৃধৈঃ॥

কুশলেন মহী জ্ঞেয়া মুদা হর্ষে চ বৈ দ্বিজ।

ধাতুজ্ঞঃ সর্বশকজ্ঞঃ সা চ বৈ কোমুদী স্মৃতা॥” (পদ্মোত্তরণঃ)

কার্তিকমাসের শুক্লা যে প্রতিপদ তিথি তাহার নাম কোমুদী। কুশকে মেদিনী এবং মুদা হর্ষ, এইজন্য সকল ধাতুজ্ঞ ও সর্বশকবিদ পণ্ডিতগণ এই তিথিতে প্রাতঃকালে দ্যুতক্রীড়া করিবে, তাহার পর বলি ও দৈত্য পূজাদি করিতে হইবে।

যথাবিধি সঙ্কল্পাদি করিয়া শালগ্রাম বা জলে ‘এতদ্পাণ্ডং বলয়ে নমঃ’ ইত্যাদি ক্রমে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পরে এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিগ্রন্থ দিবে। মন্ত্র যথা—

“শু বসিরাজ! মমস্তভ্যং বিরোচনমুত প্রভো।

ভবিষ্যেহ স্বরারাতে পূজ্যেয়ঃ প্রতিগৃহ্যতাং॥”

এইরূপে পূজা করিয়া উৎসবের সহিত দিনাতিপাত করিবে। যে হেতু এইদিন যে ঐরূপ ভাবে অবস্থান করে, সেই বৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে দিনাতিবাহিত হয়। এই দিন শোক হুঃখ প্রভৃতি বর্জন করিয়া আনন্দের সহিত কাটাইবে।

“যো যো যাদৃশ ভাবেন তিষ্ঠত্যন্তাং যদিত্তির।

হর্ষদৈত্যানাদিনা তেন তন্ত বর্ণং প্রযাতি হি॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

এই তিথি অতিশয় পুণ্য, এই দিনে স্নানদানাদি করিলে শতগুণ ফল হয়।

“মহাপুণ্য তিথিরিয়ং বলিরাভ্যপ্রবন্ধিনী।

স্নানং দানং শতগুণং কার্তিকেহস্তাং তিথৌ ভবেৎ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

দ্যুতবীজ (স্ত্রী) দ্যুতস্ত বীজং কারণং। ১ কপর্দক, কড়ি।

২ দ্যুতের কারণ।

দ্যুতবৃত্তি (পুং) দ্যুতং বৃত্তির্জীবিকা বস্ত। মতিক, দ্যুতোপ-জীবী, দ্যুতসভার অধ্যক্ষ।

দ্যুতবৈতংসিক (পুং) যিনি প্রাণীদিগের যুদ্ধ দেখিয়া জীবন
অতিবাহিত করেন।

দ্যুতসমাজ (পুং) অক্ষকীড়ার স্থান, যেখানে জুয়া খেলা হয়।
দ্যুত (ক্লী) লগ্নস্থান হইতে সপ্তমরাশি।

“দ্যুতানং পঞ্চমং জ্যেষ্ঠং যামিত্রং সপ্তমং দ্যুতং।

• দ্যুতং দানং তথাস্থাখ্যং ষট্কেপং রিপুমন্নিরং ॥” (জ্যোতিঃ)
দিবন্ত, (দিবোহবিজিগীষায়াং। পা ৮।২।৪২) নিষ্ঠা-
তন্ত ন বন্ত উট। (ত্রি) ২ কীর্ণ।

দ্যৌ (ক্লী) জ্যোতস্বৈ দেবা যজ্ঞ হ্যাস বাহলক্যং ভো। ১ স্বর্গ।
২ আকাশ। (পুং) ৩ অষ্টবহুর অস্তমঃ।

“পৃথুদীনাং বহ্ননাক্ষ মধ্যে কোহপি বহ্নন্তমঃ।

দ্যোনামা তন্ত ভার্য্যা সা নন্দিনীং গাং দন্দর্শ, হ ॥”

(দেবীভাগ* ২।৩।২৫)

ইনি বশিষ্ঠের শাপে পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। বহুগণ কোন সময়ে নিজ নিজ ক্রীদিগের
সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হন,
এবং এই আশ্রম হইতে পত্নীর বাক্যানুসারে নন্দিনীকে
অপহরণ করেন, বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া অভিশাপ দেন।
সেই শাপে ইনি পৃথিবীতে ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। [ভীষ্ম
দেখ।] (দেবীভাগ* ২।৩ স্বর্গ, ভারত ১।২২ অ*)

মহাভারতে ইহার নাম ‘দ্রা’ এইরূপ উল্লেখ আছে।

দ্যৌকার (ত্রি) দ্যৌতুল্যান্ প্রাসাদাদীনু করোতি কৃ-অণ্।
প্রাসাদাদিকর শিল্পিভেদ।

“এবং ক্ষত্রিয়দারাদান্তত তত্র পরিশ্রুতাঃ।

জ্যোতারহেমকারাদিকৃতিং নিত্যং সমাপ্রিতাঃ ॥”

(ভাবুত শা* ৪৯ অ*)

দ্যৌত (পুং) দ্র্যং ভাবে ঘঞ। ১ প্রকাশ। ২ আতপ।

দ্যৌতন (ত্রি) দ্র্যত শীলার্থে যুচ। ১ দ্যৌতনশীল, দ্যৌত-
মান। (ক্লী) দ্র্যং ভাবে লুট। ২ দর্শন। ৩ প্রকাশ্য। (পুং)
দ্র্যত-গৃহ। ৪ দীপ।

দ্যৌতনি (ত্রি) দ্র্যত-নিচু অনি। প্রকাশক।

“আ দ্যৌতনিং বহতি তদ্র্যং।” (ঋক্ ৩।৪৮।১)

‘দ্যৌতনিং প্রকাশকং সূর্য্যং’ (সায়ণ)

দ্যৌতিরিক্ত (পুং) জ্যোতিবিক্ত পুষ্পোদরাদিভ্যং সাধুঃ।
খদ্যোত। (হেম*)

দ্যৌতিত (ত্রি) দ্র্যত-ক্ত। দ্র্যতিত, দীপ্ত।

“বহ্নাঙ্গরগপ্রভয়া দ্যৌতিতা সা সতোক্তমা।”

(রামায়ণ ২।৮২।২)

দ্যৌভূমি (পুং) জ্যোতাকাশং ভূমিঃ পৃথ্বী। ১ পক্ষী। (ক্লী)

ভৌচ ভূমিচ। ২ স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থেষিষচনান্ত হইবে।

‘দ্যৌষদৃ (পুং) জ্বি স্বর্গে সীদতীতি সৃদ-কিপ্। দেবতা,
স্বর্গবাসী।

দ্যৌত্র (ক্লী) দিব্যাত্মিস্রিতি দিব-ট্রন্ (দিবহর্হাচ্চ। টুণ্
৪।১৬০) দ্র্যাদদেশঃ ততো বৃদ্ধিচ। জ্যোতিঃপদার্থ।

দ্যৌলোক (পুং) জ্যোত্রেব লোকঃ দ্যৌলোকঃ পুষ্পোদরা-
দিভ্যং সাধুঃ। দ্যালোক, স্বর্গ।

“কিং তর্জিভ্রমতি পৃথিবীলোকমেব পুষ্পোদরাব্যাক্যায় জয়ত-
অরিকলোকং স্বাক্ষায় দ্যৌলোকং শত্ৰুয়া।” (শতব্রা* ১৪।৬।১২)

দ্রগড় (পুং) জেতি গড়তি গড়-অচ্চ। বাদ্যবিশেষ, দগড়া
নামে বিখ্যাত কুড়া। পর্যায়—প্রতিপত্ত্য।

দ্রজ্জগণ (ক্লী) দ্রাজ্জতানেতি, দ্রাজ্জ-আকাজ্জায়াং লুট্
পুষ্পোদরাদিভ্যং বৃষঃ। তোলক, তোলা। পর্যায়—কোল,
বটক, কর্ধাঙ্ক। (বৈদ্যাকপরিভাষা) এই শব্দের পুংলিঙ্গ
প্রয়োগও দেখা যায়।

“...।.....তদ্বয়ং কোল উচ্যতে।

সুত্রকো বটকোশ্চৈব দ্রজ্জগণঃ স নিগদ্যতে ॥” (শাল্লধর ১।১ অঃ)

দ্রঙ্গ (পুং) পুরীভেদ। (হেম)

“কর্বটাদধমো দ্রঙ্গঃ পত্ননাত্তমশ্চ সঃ।” (বাচস্পত্যধৃত)

দ্রঢ়িম্ন (পুং) দ্রঢ়ত ভাবে দ্রঢ়-ইমনিচু (পৃথাদিত্য ইমনিচু বা।
পা ৪।১।১২২) ততো ঋকারস্ত রকারঃ। দ্রঢ়তা।

“লঘু শুকতুলনা তুলা একাণ্ডদ্রঢ়িমণ্ডঃ স ভবদ্ শুণ্ডত্রয়শ্চ।”
(শিবশর্তক ৪৩)

দ্রঢ়িষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেবা বা অতিশয়েন দ্রঢ়ঃ ইতি
ইষ্টন্। অতিশয় দ্রঢ়।

দ্রধস (ক্লী) [বৈ] পরিচ্ছদ, পোষাক।

দ্রপ্স (ক্লী) দ্রঢ়তি ককোহেনেন দ্রপ* বাহ কস্মৎতো রঃ।

১ যেনেতর দধি, জলোদই। (পুং) ২ রস। “ভুবনানা মূর্ধি

জপ্পো অপামসি।” (শুক্লযজু* ১৪।৫) ‘জপ্পো রসঃ।’ (বেদদীপ)

৩ দ্রুতগতিযুক্ত। “অনুদ্রপাস ইন্দ্রবঃ।” (ঋক্ ৯।৬।৪)

‘দ্রপ্সাসঃ দ্রুতগতয়ঃ’ (সায়ণ)

দ্রপ্সা (ক্লী) তৃপ্যাত্মানেতি ‘তৃপ অদ্র্যাদয়শ্চ’ ইতি নিপা-
তনাৎ সাধুঃ। ১ যেনেতর দধি, জলোদই, ইহার রূপান্তর

দ্রপ্স, দ্রাপ্স, দ্রপ্স। (অমরটীকা ভরত)। ২ শুক্র। (নিকৃষ্ট)
(ত্রি) ৩ দ্রুতগমনশীল। ৪ দ্রুতহননশীল।

“পবমানঃ সন্ততিঃ প্রয়তামিব

মধুমান্ দ্রপ্সাঃ পরিবারমর্ষতি ॥” (ঋক্ ৯।৬৯।২)

দ্রমিল (পুং) দেশভেদ। তত্র ভব অণ্। দ্রামিল, দ্রমিল-
দেশোদ্ভব। [তামিল দেখ।]

দ্রম্ম (পুং) নীলাবতাক্ত ষোড়শপণ মূল্যের মুদ্রা। (Drachm)

“বরাটকানাং দশত্বয়ং যৎ সা কাকিণী তাস্য পঞ্চচতস্রঃ।

তে ষোড়শ দ্রম্ম ইহাপি কীর্তিতোদ্রৈম্যত্বা ষোড়শভিষ্ঠ নিকঃ”

(নীলাবতী)

দ্রব (পুং) ক্র-অপ্। ১ দ্রবণ। ২ পলারন। ৩ পরীহাস।

৪ গতি। ৫ আসব। ৬ বেগ। ৭ ক্ষরণযুক্ত। ৮ আদ্র। (ত্রি)

৯ দ্রবত্বগুণযুক্ত মাত্র। ১০ দ্রবত্বরূপ গুণভেদ।

“গুরুণী য়ে রসবতী যয়ো নৈমিত্তিকোদ্রবঃ।” (ভাষ্যপরিঃ ২৮)

দ্রবক (ত্রি) ক্র-নীলার্থে ধূল্। ১ পলারনশীল। ২ ক্ষরণশীল।

দ্রবজ (পুং) দ্রবজ্জায়তে জন-ড। ১ শুড়। ২ দ্রবজাত বস্তু মাত্র, যে সকল বস্তু দ্রবদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়।

দ্রবণ (ক্ৰী) ক্র-ভাবে লুট্। ১ গমন।

“তে রুদন্তো দ্রবন্তশ্চ ভগবন্তং পিতামহঃ।

রোদনাদ্দ্রবণাৎ চৈব ততো কৃতা ইতি স্মৃতাঃ”

(হরিবং ১৯৬৩৯)

২ ক্ষরণ। ৩ অমৃতাপ।

দ্রবৎ (ত্রি) ক্র-শত্। ১ ক্ষরণযুক্ত। (ক্ৰী) ২ শীঘ্র। (নিরুক্ত)

দ্রবৎপত্নী (ক্ৰী) দ্রবৎ পত্নঃ যন্তাঃ গৌরাদিত্যাং ক্ৰীষ্। শিমুড়ী-
রুক। (রাজনিঃ)

দ্রবত্ব (ক্ৰী) দ্রবত্ব ভাবঃ দ্রব-ত্বা। ত্রায়োক্ত সংগ্রাহক গুণ-
ভেদ, তরল গুণ, গলিয়া যাওয়া। এই দ্রবত্ব বিবিধ, সাং-
সিক্তিক ও নৈমিত্তিক।

“সাংসিক্তিকুঃ দ্রবত্বং স্মৃতং নৈমিত্তিকমুদাহৃতং।

সাংসিক্তিকস্ত সলিলে দ্বিতীয়ং ক্ষিতিতেজসোঃ”

পরমাণৌ জলে নিতামন্ততোহনিত্যমুচ্যতে।

নৈমিত্তিকং বহ্নিয়োগাৎ তপনীয় স্মৃতা দিবু”

দ্রবত্বঃ স্মৃতে হেতুর্নৈমিত্তিকং সংগ্রহে তু তৎ।” (ভাষ্যপরিঃ)

যাহা স্বভাবসিক্ত দ্রব, তাহা সাংসিক্তিক এবং যাহা
কারণ দ্রবত্বঃ দ্রব হয়, তাহা নৈমিত্তিক। জলে দ্রবত্ব
স্বভাবসিক্ত, কিন্তু ক্ষিতি ও তেজে যে দ্রবত্ব আছে, তাহা
নৈমিত্তিক, পরমাণুরূপ জলে দ্রবত্ব সাংসিক্তিক, কিন্তু পার্থক্য
পরমাণুদ্বিতে দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সূর্য ও স্নাতাদি তেজঃ-
সংযোগে দ্রব হয়।

(ক্ৰী) দ্রব ভাবে তল-টাপ্। দ্রবতা।

“ন চ ন দ্রবতা দ্রবতা পরিতো

হিমহান কৃত্য ন কৃত্য কচন”। (ভট্ট)

দ্রবদ্রব্য (ক্ৰী) দ্রবতীতি দ্রবং দ্রব্যং কর্মধা। ১ দ্রব, দধি,

আজা, তজ্জ, আসব, জল ও তৈলাদি। ২ দৈহিকমুদ্রাদি।

দ্রবন্তী (ক্ৰী) দ্রবতীতি ক্র-শত্-ভীপ্। ১ নদী। ২ মূষিক-

পর্গা। মৃদাকণী, ছোটা, ভোরনী (হিন্দীভাষা)। পর্যায়ঃ—
শবরী, চিত্রা, পত্রজ্রেণী, আধুকর্ণিকা, মূষিকপর্গা, প্রতিপর্ণ-
শিকা, সহস্রমুণী, বিক্রান্তা। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রসবদ্ধ-
কারক, অর, ক্রমি ও শূলনাশক এবং রসায়ন। (রাজনিঃ)

দ্রবরস (ত্রি) দ্রবযুক্তো রসো যন্ত। সার্দ্রয়দ।

দ্রবরসা (ক্ৰী) লাক্ষা। (রাজনিঃ)

দ্রবধার (পুং) দ্রবধাঃ দ্রবধায়াঃ আধারঃ। ১ চুলুক।

২ দ্রব দ্রব্য রক্ষাপাত্র।

দ্রবায়্য (ত্রি) ক্র-আয়া। ১ ছাতিশীল।

দ্রবি (ত্রি) দ্রাবয়তি অন্তর্ভূতগ্যার্থে ক্র-ইন্। স্বর্ণাদি দ্রাবক,
স্বর্ণকার। “দ্রবিন্ দ্রাবয়তি দাক্ষ ধক্ষৎ” (শুক্ ৬৩৫)

দ্রবিড় (পুং) স্ত্রীমথ্যাত দেশভেদ। তেযাং রাজা সৌহৃতি-
জনোহস্ত বা অণ্। ২ দ্রবিড় দেশের রাজা। ৩ পিত্রাদি-
ক্রমে দ্রবিড়দেশবাসী। বহু অণো-লুক্। ৪ ব্রাহ্মণভেদ।

“আক্কাঃ কর্ণটিকাশ্চৈব গুজ্জরা দ্রবিড়ান্তথা।

মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতা পঞ্চ তে দ্রবিড়াঃ স্মৃতাঃ”

(সহাদিত্রিখণ্ড)

সবর্ণা ক্রীতে উৎপন্ন ত্রাত্য ক্ষত্রিয়জাত জাতিভেদ।

“অলোমল্লশ্চ রাজন্ত্যাং ত্রাত্যামিচ্ছিবিরেব চ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ”

(মহু ১০২২)

ত্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ক্রীত গর্ভজাত তনয়। যথা—
ক্লল, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড়।
জামদগ্ন্য ভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্মত্যাগ করিয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়।
ইহাদের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

“ততস্ত্ব ক্ষত্রিয়াঃ কেচিৎ জামদগ্ন্যভয়ার্দিতাঃ।

বিবিধৈর্বারি দুর্গানি মৃগাঃ সিংহাদিতা ইব”

তেষাং অবিহিতং কার্যং তত্ত্বয়ান্নানুষ্ঠিতং।

প্রজা বৃষলতাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ”

এবং তে দ্রবিড়ভীরা পুত্রাশ্চ শবরৈঃ সহ।

বৃষলত্বং পরিগতা বৃথানান্য ক্ষত্র্যধর্মিণঃ”

(ভারত আখং ২৯ অং)। কোন কোন ক্ষত্রিয় জাম

দগ্ন্য-ভয়ে ভীত হইয়া পক্ষ্যাদি দুর্গমস্থানে গমন করে,
এবং সেইখানে জামদগ্ন্য-ভয়ে ক্ষত্রিয়োচিত কোন কার্যের
অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই। তাহার ব্রাহ্মণদিগের অব-
দর্শন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ও তাহাবাই দ্রবিড়
আভীরাতি।

দ্রবিড়ী (ক্ৰী) দ্রবিড় গৌরাদিত্যাং ভাব্। রাগিবিশেষ।

দ্রবিন (ক্ৰী) দ্রবতি গচ্ছতি ক্রমতে প্রাপ্যতে বৈতি ক্র-ইন্

দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। উণ্ ২৫০। ১ ধন। ২ কাকন।
৩ বল। ৪ পরাক্রম।

“দ্রবিণং পরিমিতমিতব্যয়িনং জনসাক্ষীকৃতং।

ক্ষাণাক্ষলমিব পীনস্তনজঘনায়ঃ কুশীনায়াঃ॥” (উত্তট)

(পুং) ৫ পৃথু রাজার পুত্রভেদ। (ভাগ ৪২২১৫৪)

৬ পুরনামক বহুর পুত্র বিশেষ। (ভারত ১৬৬২১) ৭ কুশধীপ
স্থিত সীমান্ত গিরিভেদ। (ভাগ ৫২০১২২) ৮ ক্রৌঞ্চধীপস্থ
এক বর্ষপুরুষ। “যাসানন্তঃ পবিত্রমমল মুপযুক্তানা পুরুষর্ষভ
দ্রবিণ দেবকসংজ্ঞা বর্ষপুরুষাঃ।” (ভাগ ৫২০১২২)

দ্রবিণক (পুং) বহুহতা, অগ্নির পত্নীভেদ দ্রবিণ স্বার্থে-কন্।
(ক্লী) দ্রবিণ।

দ্রবিণনাশন (ক্লী) দ্রবিণং নাশয়তি নাশি লুই। শোভাজন,
দ্রবিণনাশক, ইহা ভক্ষণ করিলে ধন নাশ হয় বলিয়া ইহার
এই নাম হইয়াছে। “শোভাজনভক্ষণনিষেধো দৃষ্টফলক এব।”
(স্মৃতি)

দ্রবিণপ্রদ (ত্রি) দ্রবিণং প্রদদাতি প্রদীক। ১ ধনদায়ক।
(পুং) ২ বিষ্ণু, বিষ্ণু অভিগমিত ফল প্রদান করেন বলিয়া
দ্রবিণপ্রদ নাম হইয়াছে।

“মুদয়া খণ্ডপরশুদীকণো দ্রবিণপ্রদঃ।” (ভারত ১০১৪৯৭৪)

দ্রবিণস্ (ত্রি) দ্রবিণ মিচ্ছতি লাগসায়ঃ কাচি স্কৃ দ্রবিণ-
স্মাত ততঃ ভাবে ক্রিপ্ অতো লোপে কৌ লুপ্তে ন স্থানি-
বদ্বতি ইতি যলোপঃ। ১ ধনেচ্ছা। “দ্রবিণোদা দ্রবিণসঃ
গ্রাব হস্তাসং।” (শুক ১১৫১৭)

“দ্রবিণস্বস্ত্যেইহ সস্ত্যনবঃ।” (শুক ৯৮৫১১)

‘দ্রবিণস্বস্ত্যে ধনবস্ত্যঃ’ (সায়ণ)

দ্রবিণস্ব্য (ত্রি) দ্রবিণং আশ্রয়নো লাগসয়া ইচ্ছতি কাচি স্কৃ
দ্রবিণস্ব্য উণ্। লাগসাপূর্বক ধনকামী। “দ্রবিণস্ব্য
দ্রবিণসশ্চকানঃ।” (শুক ১০৬৫১১৬) বৈদিক প্রয়োগে এই
রূপ হইবে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে “দ্রবিণীযু” এইরূপ পদ
হইবে।

দ্রবিণোদস্ (ত্রি) ১ ধনদাতা। ২ অগ্নি, নাম নিকৃতি—

“দ্রবিণং বসমিত্যাকং ধনঞ্চ দ্রবিণং ততঃ।

দদাতি তত্ত্বানেনব দ্রবিণোদা স্ততো ভব ॥” (বরাহপুং)

দ্রবিণ শব্দের অর্থ বল ও ধন, যিনি ইহা দান করেন
তিনি দ্রবিণোদা।

“দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাব হস্তাসো অধ্বরে।” (শুক ১১৫১৭)

অধ্বরে এবং বজ্রসমূহে ধনপী অতিক্রম প্রস্তুত হইতে
করিয়া দ্রবিণোদা দেবকে স্তুতি করেন। যে সকল ধনের
কথা শুনা যায়, দ্রবিণোদা আমাদেরকে সেই সকল ধন

দান করুন। সেই সকল ধন আমরা বজ্রের অন্ত গ্রহণ
করিব। (শুক ১১৫১৭-৮)

যাক্ষ দ্রবিণোদা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,
‘দ্রবিণোদা কাম্বাজনঃ দ্রবিণমুচ্যতে, যদেতদভিভবতি তত
দাতা দ্রবিণোদা স্তত্ত্বো ভবতি দ্রবিণোদা।’ (সায়ণ)

দ্রবিণোবিদ্ (ত্রি) ধন ও বল যিনি দান করেন।

[দ্রবিণোদা দেখ।]

“ভবা সোম দ্রবিণোবিদ্ পুনানঃ।” (শুক ৯৯৭১২৫)

দ্রবিহু (ত্রি) ক্র-শত্। গতিশীল।

“ন দ্রবিহা চেততি স্মরণমুচ্যেৎ হবন্তু ওষধীযু।” (শুক ৬১২১৩)

দ্রবিহু (ত্রি) ক্র-গতো ইহু চ। গতিশীল।

“রথমমৃতস্ত দ্রবিহুং।” (শুক ১০১১১৯)

দ্রবীকরণ (ক্লী) অদ্রবস্ত্র দ্রবকরণং ইতি চিত্রাত্ময়েন সাধাং।
গলান, যাহা পূর্বে দ্রব ছিল না তাহাকে দ্রবীকরণ
অর্থাৎ গলান।

দ্রবীকৃত (ত্রি) অদ্রবস্ত্র দ্রবকৃতং। যাহাকে গলান হইয়াছে।

দ্রবীভাব (পুং) অদ্রবস্ত্র দ্রবভাবঃ। দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া।

দ্রবীভূত (ত্রি) যাহা দ্রব হইয়াছে, গলিত।

দ্রব্য (ক্লী) দ্রোবিব ক্র-দ্যং প্রত্যয়েন নিপাতনাং সাধু
(দ্রব্যঞ্চ ভব্যো। পা ৫৩১০৪) বস্তু।

“একমেবদহত্যায়িনরং দ্রুশসপিণং।

কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপ্তদ্রব্যসংকুলং॥” (মহু ৭৯)

২ পিত্তল। ৩ বিস্ত। ৪ পৃথিবাদি নবপদার্থ। (ক্লী)

৫ বিলেপন। ৬ ভেষজ। ৭ ক্রম বিকার। ৮ ক্রমসম্বন্ধী।

৯ জতু। ১০ বিনয়। ১১ মত্ত।

১০। দ্রব্যের লক্ষণ ভাষ্যপরিচ্ছেদে এইরূপ লিখিত আছে—

“ক্ষিত্যপ্তভো মরুধ্যোম কালাদিগ্দেহিনো মনঃ।

দ্রব্যাগ্যথ ..

ক্ষিত্যাদীনাং নবানাস্ত দ্রব্যস্ত গুণযোগিতা।

ক্ষিতীর্জলং তথা তেজঃ পখনো মন এব চ॥

পর্যাপরত্ব মূর্ত্ত্ব ক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী।

কাল ঋতাদিশাং সর্সগতত্বং পরমং মহৎ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারি স্পর্শবন্তি হি।

দ্রব্যারম্ভস্তত্বুঃ সাদৃশ্যাকাশ-শরীরিণাং॥

অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিদৈষো গুণ ইচ্ছতে।

রূপদ্রব্যপ্রত্যক্ষযোগিতাং প্রথমং ত্রিকং॥

গুরুণী বৈ রসবতী যয়ো নৈমিত্তিকো দ্রব্যঃ।

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষ গুণবোগিনঃ॥” (ভাষ্যপরি)

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী ও

মন। কিতাদি নয়টির নাম দ্রব্য। কেবল নাম নির্দেশ করিলে ইহার কিছুই বলা হয় না, জ্ঞানদর্শনে ইহার বিবরণ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কিতি দ্রব্য গণনার প্রথম। ইহার অনেকগুলি লক্ষণ যথা—গন্ধবৎ, নানাজাতীয় রূপবৎ, বড়বিশ্ব রসবৎ ও পাকজ স্পর্শবৎ। গন্ধ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্ত গন্ধবতী বলিলে পৃথিবীকেই বুঝাইবে। স্নেহ ও স্নেহগন্ধ প্রভৃতি যে কোন গন্ধই অনুভব করা যায়, সকল প্রকার গন্ধই পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই।

রূপবৎ—নানাজাতীয় রূপ, কিতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্ত নানাজাতীয় রূপবৎ পৃথিবীর লক্ষণ। জল ও তেজ যে রূপ আছে, তাহা সূত্র।

রসবৎ—বড়বিশ্ব রস কেবল পার্থিব পদার্থেই বিদ্যমান, এই জন্ত বড়বিশ্ব রসবৎ কিতির লক্ষণ। জলের স্বাদাত্মিক রস মধুর, কষায়, লবণ প্রভৃতি। রস পার্থিবাত্ম্য সহযোগে উৎপন্ন হয়।

পাকজস্পর্শবৎ—পাকজস্পর্শকিতি ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্ত পাকজস্পর্শবৎ পৃথিবীর লক্ষণ।

কিতিতে চতুর্দশ প্রকার গুণ আছে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপসারণ, বেগ অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ, শুষ্কত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। ইহার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এষ্ট চারিটা বিশেষ গুণ।

কিতি চইপ্রকার নিত্য ও অনিত্য। পার্থিব পরমাণু নিত্য। অনিত্য পৃথিবী তিনরূপে বিভক্ত করা যায়—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। পার্থিব দেহ চতুর্বিধ অরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ এবং উত্তীক্ষ। প্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিবেন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়, তাহাই প্রাণেন্দ্রিয়। বাহ্য দেহ নহে ইন্দ্রিয়ও নহে অগত পৃথিবী তাহাই বিষয়, স্থূলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়। দ্যুগন্ধ হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী সমুদয়ই বিষয়।

অপ্ দ্রব্যগণনার দ্বিতীয়। জলেরও লক্ষণ অনেকগুলি আছে—সূত্ররূপত্ব, মধুররসত্ব, শীতলস্পর্শবৎ, স্নেহবৎ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব।

জলে আর কোন রূপ নাই কেবল সূত্ররূপ আছে। পৃথিবীতে নানারূপ। মধুর রস জলে আছে, আর কোন রস জলে নাই। মধুর রসমাত্রাবিশিষ্ট বলিলে জলই বোধ হয়, এই জন্ত মধুররসমাত্রাবৎ জলের লক্ষণ।

স্নেহবৎ—স্নেহ মৃৎতা, মৃৎতা জলের গুণ, স্নেহ আর কিছুতেই নাই। স্নত তৈলাদিতে যে স্নেহ আছে, তাহা স্নত

তৈলের অন্তর্গত জলীয়ংশের গুণ। এই জন্ত স্নেহবিশিষ্ট বলিলে জলকেই বুঝায়, অতএব স্নেহবৎ জলের লক্ষণ।

সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব—অর্থাৎ স্বাভাবিক তরলতা, 'স্বাভাবিক' তরলতা জল ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। এই জন্ত সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববৎ জলের লক্ষণ। জলে সর্বগুণ ১৪টা গুণ আছে। যথা—রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপসারণ, বেগ, শুষ্কত্ব, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব ও স্নেহ। ইহার মধ্যে রূপ, রস, স্পর্শ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব ও স্নেহ এই পাঁচটা বিশেষ গুণ। জল বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য, অপর সমুদায় জলই অনিত্য। এই জলীয় পরমাণু হইতেই অপর হস্তর জল-নিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয়ের ধবলভূষণ তুষাররাজিই এই পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থূল জলের সকল গুণই জলীয় পরমাণুতে আছে, ক্রিয়াও পরমাণুতে আছে।

অনিত্য পৃথিবীর জ্ঞান, অনিত্য জলও ত্রিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। জলীয় দেহ অব্যবস্থিত। জলীয় দেহ বরুণ-লোকবাসীদিগের জ্ঞানিতে হইবে। রসেন্দ্রিয়ই জলীয় ইন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা রসানুভব করা যায়, তাহাই রসেন্দ্রিয়। বাহ্য দেহও নহে ইন্দ্রিয়ও নহে, অগত জল, তাহাই বিষয়াত্মক জল, স্থূলতঃ ভোগ্য জল বলিলেও বলা যায়। হিমকণা হইতে মহাসমুদ্র পর্যন্ত সমুদায়ই বিষয়।

তেজঃ—দ্রব্যগণনার তৃতীয়। ইহার লক্ষণ উষ্ণ, স্পর্শবৎ, ভাস্বরশূন্যরূপবৎ এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ববৎ। বাহ্যতে উষ্ণস্পর্শ আছে, ভাস্বরশূন্যস্পর্শ আছে এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে, তাহারই নাম তেজ। তেজে আর কোনই স্পর্শ নাই, কেবল উষ্ণস্পর্শ, বহি ও সূর্য্যাকিরণ ইহার উদাহরণ। উষ্ণস্পর্শ আর কিছুতেই নাই, কেবল তেজে আছে, তাই উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট বলিলে কেবল তেজই বুঝায়। এই জন্ত উষ্ণস্পর্শবৎ তেজের লক্ষণ। তেজে আর কোনরূপ নাই, কেবল ভাস্বরশূন্যরূপ আছে, হীরকাদি ইহার উদাহরণ। ভাস্বরশূন্যরূপও তেজ ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। স্নতরং ভাস্বরশূন্যরূপ বলিলে তেজকেই বুঝায়। এই জন্ত ভাস্বর শূন্যরূপবৎ তেজের লক্ষণ।

তেজে স্বাভাবিক দ্রবত্ব নাই, কিন্তু নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে; ইহার উদাহরণ সূর্য্যগতি। স্নতরং নৈমিত্তিক দ্রবত্ববিশিষ্ট বলিলে তেজকে বুঝায়। নৈমিত্তিক দ্রবত্ব অর্থে বস্তুস্তরের সাহায্যস্বত্ব তরলতা। অগ্নির উত্তাপাধিক্যে সূর্য্যগতি তেজঃ পদার্থ গলিয়া যায়, কিন্তু ইহা জলের জ্ঞান স্বাভাবিক তরল নহে। এই জন্ত নৈমিত্তিক দ্রবত্ববৎ তেজের লক্ষণ।

তেজ সর্বগত ১১টা গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপস্পর্শ, রূপ, দ্রব্য এবং দেগাধ্য-সংস্কার। ইহার মধ্যে স্পর্শ ও রূপ এই দুইটা বিশেষ গুণ। তেজঃ বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। তৈজস পরমাণু নিত্য তেজ, অপর সকল তেজই অনিত্য। পৃথিবী হইতে বৃহত্তর সূর্য্যমণ্ডল, শত শত নক্ষত্র মণ্ডল এবং সূর্য্য হীরকাদি তৈজস পরমাণু হইতে উৎপন্ন। স্থল-তেজের সকল গুণ ও সকল ক্রিয়াও পরমাণুতে বর্তমান। অনিত্য পৃথিবীর জায় অনিত্য তেজও বিবিধ—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। তৈজসদেহ অযোনিজ, ইহা স্বর্গগামীদিগের জ্ঞানিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তৈজস ইন্দ্রিয়। যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ তেজ, তাহাই বিষয়াত্মক তেজ। অগ্নি, সূর্য্য, সূর্য্য এই সকল বিষয়।

বায়ু—দ্রব্যগণনায় চতুর্থ। বায়ুর লক্ষণ একটা বা দুইটা মুক্তাবলীকারের অভিপ্রেত। বায়ুর প্রথম লক্ষণ অপাক-জাহ্নুমানীতস্পর্শবৎ, অপর লক্ষণ তির্ধ্যাক্গমনবৎ। ইহা একটু বিশদ করিয়া বলা যাউক। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, বায়ুতে স্পর্শ আছে, কিন্তু স্পর্শ এক প্রকার নহে, বহু প্রকার। কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ, বাষ্পস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ; স্থলতঃ বায়ুর এই পঞ্চবিধ স্পর্শ ভেদ করা যাইতে পারে। কঠিন, কোমল এবং বাষ্পস্পর্শ পরস্পর বিরুদ্ধ এবং উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শও পরস্পরে বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহার মধ্যে বায়ুতে কোন স্পর্শ বর্তমান। অপাকজাহ্নুমানীতস্পর্শ বায়ুতে আছে। এই বায়বস্পর্শের স্থলসংজ্ঞা বাষ্পস্পর্শ বলা হইয়াছে। স্পর্শ সম্বন্ধে বিখ্যাত বলিয়াছেন—

“অমুখ্যশীতশীতোষ্ণ ভেদাৎ সত্রিবিধোমর্থঃ।” (ভাষ্যঃ)

স্পর্শ ত্রিবিধ, অমুখ্যশীত, শীতল এবং উষ্ণ। কঠিন ও কোমলস্পর্শ পৃথিবীতে আছে, কঠিন ও কোমলস্পর্শেও অমুখ্যশীতস্পর্শের অন্তর্গত। পৃথিবীতে যে অমুখ্যশীত স্পর্শ আছে, তাহারই নামান্তরঃ কঠিনস্পর্শ ও কোমলস্পর্শ। আর অপর প্রকার অমুখ্যশীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, আমরা এই অমুখ্যশীত স্পর্শের পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করিয়া তাহার স্থলে কঠিনস্পর্শ, কোমলস্পর্শ এবং বাষ্পস্পর্শ এই তিন প্রকার স্পর্শের উল্লেখ করিয়াছি। বায়ুর অমুখ্যশীতস্পর্শই আমাদের কথিত বাষ্পস্পর্শ। এই অপাকজাহ্নুমানীতস্পর্শ বায়ুতে আছে, ‘অপাকজাহ্নুমানীত স্পর্শবান্’ বলিলেই বায়ুকেই বুঝায়। এইজন্য অপাকজাহ্নুমানীতস্পর্শবৎ বায়ুর লক্ষণ। তির্ধ্যাক্ গমন বায়ুতে আছে। তির্ধ্যাক্ গমন অর্থে বক্রগতি, বায়ুতে সরল গতি নাই,

উর্দ্ধগতি নাই, অধোগতি নাই, বায়ুর গতি কেবল বক্র, এই জন্য তির্ধ্যাক্গমনবান্ বলিলে বায়ুকে বুঝায়।

প্রাচীন এতাহুসারে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বায়ুর অপর লক্ষণ ‘স্পর্শাত্তমুমেয়ত্ব’, স্পর্শ প্রভৃতিদ্বারা বাহ্যিক অহুমান হয়, তাহাই স্পর্শাদিঅহুমেয়। অতএব স্পর্শাত্তমুমেয়ত্ব বায়ুর লক্ষণ। বায়ুতে ১১টা গুণ আছে, যথা—স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপস্পর্শ ও বেগাধ্যসংস্কার। ইহার মধ্যে কেবল স্পর্শই বিশেষ গুণ। বায়ু বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। বায়বীয় পরমাণু নিত্যবায়ু, তন্নিজ আর সকল বায়ু অনিত্য। জ্বালা-পৃথিবী পরিব্যাপক বায়ু এই বায়বীয় পরমাণু হইতেই উৎপন্ন। স্থলবায়ুর সকল গুণই বায়বীয় পরমাণুতে বর্তমান। অনিত্য পৃথিবীদিগের জায় অনিত্যবায়ু তিনপ্রকার। দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়বীয়দেহ অযোনিজ, এই দেহ প্রেত শিশুচাদির হইয়া থাকে। অগ্নিরিন্দ্রিয়ই বায়বীয় ইন্দ্রিয়। যাহা দেহও নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ বায়ু, তাহাই বিষয়াত্মক বায়ু, এই বায়ু উনপঞ্চাশৎ প্রকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

আকাশ দ্রব্য গণনায় পঞ্চম। আকাশ লইয়া নব্য ও প্রাচীন উভয় দার্শনিক সম্প্রদায়দিগের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। নৈমায়িকদিগের মতে আকাশের অবয়ব নাই, অথচ সর্বব্যাপক, আকাশ নাই অথচ গুণবান্, এই আকাশের সহিতই ত্রৈলোক্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আকাশ অনন্ত, অপরিণীম, জ্ঞানাদি ও অব্যয়। আকাশ যাবতীয় মূর্ত্তদ্রব্যে সংযুক্ত। মূর্ত্ত অর্থে বাহার পরিমাণ স্থির করা যায়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই সকল ভূত অপেক্ষা যিনি বিরাট, বিশ্বব্যাপক, যিনি পৃথিবীর ভিতরে বাহিরে, জলের ভিতরে বাহিরে এবং তেজের ভিতরে বাহিরে ও বায়ুর সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, সেই নিত্য নির্বিকার, নিরাকার, নির্লেপ, পরম মহৎ পদার্থের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে, এই মহৎ পদার্থই আকাশ।

আকাশের লক্ষণ—‘শব্দাশ্রয়ত্বঃ আকাশত্বঃ।’ যে শব্দের আশ্রয় সে আকাশ। শব্দের আশ্রয় আর কেহ নহে, কেবল আকাশ। শব্দ আর কোন দ্রব্যে থাকে না, কেবল আকাশেই থাকে। আকাশের এই কয়টা গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ এবং শব্দ। আকাশের বিশেষ গুণ মাত্র শব্দ। আকাশ নিত্যদ্রব্য, আকাশের অবয়ব নাই এবং দেহাদিরও বিভাগ নাই। আকাশ স্বরূপ ইন্দ্রিয় আছে। এই ইন্দ্রিয়ের নাম কর্ণ।

কাল দ্রব্য গণনায় ষষ্ঠ। নৈমায়িক মতে কালের বিষয়

পর্যালোচনা করা যাইতে পারে না। কালকে কেহ চক্ষু দেখে নাই, কেহ স্পর্শ করিয়া কালের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে নাই, কেহই প্রমাণ লইয়া কালের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। অতঃ কালকে না জানে কে? কালের আবাদ লইয়া কেহ কখন মধুর রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই, মধুর শব্দের মত কর্ণ ভরিয়া কেহ কখন কালামৃত পান করিতে পারেন নাই, তথাচ কালের কথা, কালের গুণ সকলেরই প্রাণে প্রাণে গ্রথিত। অজ্ঞ জনকত্বই কালের লক্ষণ, কাল অজ্ঞ মাত্রেয়ই জনক, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের উৎপত্তি আছে, তাহাই অজ্ঞ, কাল তৎসমুদায়েরই জনক বা কারণ। এই অজ্ঞ জনকত্ব কালের লক্ষণ। কাল যে অজ্ঞ মাত্রেয়ই জনক, ইহা এক প্রকার চক্ষুর উপরই দেখা যায়। কালে উৎপত্তি, কালে লয়, কত বস্তুর বিকাশ হইতেছে, আবার কালে বিনশিত হইয়া যাইতেছে। অতএব লোকের মুগ্ধই কাল। অজ্ঞ ঘট হইতেছে, কল্যা বস্তুর প্রস্তুত হইবে, এই সব কথাই বুঝা যায়, ঘট এবং বস্তুর উৎপত্তির অধিকরণ কালকেই করা হইতেছে। অজ্ঞ, কল্যা প্রভৃতি শব্দ কালের পরিচায়ক। যে যে বস্তুর উৎপত্তির অধিকরণ যে জিনিষে হয়, সে বস্তুর জনকত্ব বা কারণত্ব সেই জিনিষে থাকে। অতএব ঘট পটাদির উৎপত্তির অধিকরণ বলিয়া কালও ঘট পটাদির কারণ হইয়াছে, মূলকথা যে উৎপত্তির অধিকরণ, সেই উৎপত্তির কারণ, যে জিনিষ যে বস্তুর উৎপত্তির কারণ, সে জিনিষ তাহারও কারণ। অতএব কাল অজ্ঞ পদার্থের কারণ। ঋগুকারের ঋগুকার্যের কারণত্ব লইয়াই সামান্ততঃ অজ্ঞ জনকত্ব কালের লক্ষণ হইয়াছে।

কাল নিত্য। নিত্য কালের নামান্তর মহাকাল। এই মহাকাল এক। কাল এক হউক, অনেক হউক, এই কাল স্বীকারের আবশ্যকতা কি? ভ্রাম্যমতে, পদার্থসিদ্ধির এক যুক্তি হইল, লাঘব। কাল মানিলে যদি লাঘব হয়।

দিক্ দ্রব্য গণনায় সপ্তম। দেহী দ্রব্য গণনায় অষ্টম এক মন নবম। [দিক্, জীবাত্মা ও মন দেখ।]

এই নববিধ পদার্থই নৈমায়িকগণের দ্রব্য পদার্থ।

(ভাবাপরি ও সিদ্ধান্তমুক্তা)

বৈদ্যকমতে দ্রব্যের লক্ষণ পঞ্চবিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

“রসোগুণ স্তথা বীৰ্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।

পঞ্চানাং যঃ সমাহারঃ স্তদ্রব্যমিতি কথ্যতে ॥

• রস গুণ, বীৰ্য্য, বিপাক এবং শক্তি এই সকলের সমাহারের নাম দ্রব্য। এই দ্রব্যের বিষয় সূত্রমতে এইরূপ লিখিত আছে—কোন কোন আচার্য্যেরা দ্রব্যই প্রধান

বলেন। কারণ প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবহৃত এবং রস প্রভৃতি অব্যবহৃত, যথা অপকফলে বৈকল্প রসগুণ প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, পকফলে সেইরূপ হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্য নিত্য এবং রসগুণ প্রভৃতি অনিত্য, কারণ কন্দাদির স্থলে দ্রব্য, রস ও গন্ধবিশিষ্ট অথবা রস ও গন্ধহীন হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ দ্রব্যজাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা পার্থিব দ্রব্য কখন অজ্ঞাত বা প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থতঃ পক্ষেত্রিয় দ্বারা দ্রব্যই গৃহীত হয়, রসাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চমতঃ দ্রব্য আশ্রয় এবং রস প্রভৃতি তাহার আশ্রিত, ষষ্ঠতঃ ঔষধের পথ্য বর্ণন করিতে হইলে দ্রব্যের নাম উল্লেখ কবিতা আরম্ভ করিতে হয়। সপ্তম শাস্ত্র প্রমাণ হেতু। অষ্টম রস প্রভৃতির গুণ দ্রব্যের অবস্থা সাপেক্ষ, যথা তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক দ্রব্যের পক রস, ইত্যাদি। নবম—দ্রব্যের একাংশেও ব্যাধিশাস্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার গুণের ভাষ্য দ্রব্য ও দ্রব্যো লক্ষণ সমবায়িকারণ অর্থাৎ কোন দ্রব্যের দ্বারা কোন ফল হইবে, সেই দ্রব্য এবং তাহার গুণ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল উৎপাদনের কারণ হয়। সুতরাং দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সমবায়িকারণ, অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া সেই ফল জন্মায়।

কেহ কেহ ইহা স্বীকার না করিয়া রসকেই প্রধান বলেন এবং অজ্ঞ কোন পণ্ডিতের মতে বীৰ্য্যই প্রধান, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। অপর অজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত ইহা স্বীকার করেন না, তাহার পরিপাককেই প্রধান বলিয়া থাকেন। [ইহার বিবরণ তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।] পণ্ডিতগণ উক্ত চতুষ্টিরই প্রাধান্য স্বীকার করেন না। কোন দ্রব্য সেবন করিলে দৌষের কিয়দংশ দ্রব্যের দ্বারা, কিয়দংশ তাহার রসের দ্বারা এবং কিয়দংশ তাহার বীৰ্য্য দ্বারা ও কিয়দংশ তাহার বিপাক দ্বারা শাস্তি বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীৰ্য্য ব্যতিবেকে পাক হয় না, রস ব্যতীত বীৰ্য্য থাকে না এবং দ্রব্য ব্যতীত রসও থাকে না। সুতরাং দ্রব্যই প্রধান। দেহ এবং দেহের স্থিতি বৈকল্প পরস্পর সাপেক্ষ, সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না এবং রস ব্যতিরেকেও দ্রব্য জন্মে না। বীৰ্য্য বলিলে শীত উষ্ণাদি অষ্টপ্রকার গুণকেই বুঝায়। সেই অষ্ট প্রকার বীৰ্য্য দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সকল গুণ নিশ্চয় রসে কখনই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয় ও রস স্বেতরূপ হয় না। এই সকল কারণে দ্রব্যই প্রধান। রস, বীৰ্য্য ও পাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

দ্রব্যের বিশেষ বিজ্ঞান—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই সমুদয় মিলিত হইয়া দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহা সেই নামে কথিত হয়। যথা পৃথিবীভাগের আধিক্যে পার্থিব, অগ্নি ভাগের আধিক্যে জ্বালো এবং তদনুসারে তৈজস, বায়ব্য ও আকাশীয় বলিয়া দ্রব্যের নাম দেওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য স্থল সারবিশিষ্ট সাস্ত্র, মন্ড, স্থির, ধর, গুরু, কঠিন, গন্ধবহল, দ্রব্য কষায় বা মধুরপ্রায় তাহাদিগকে পার্থিব দ্রব্য বলা যায়। পার্থিব দ্রব্য স্থিরতাবলসত্ত্বাত ও বর্ধনকর, বিশেষতঃ অধোগমনশীল।

যে দ্রব্য শীতল, আর্দ্র, স্নিগ্ধ, মন্দ, গুরু, সারক, সাস্ত্র, মুহু, পিচ্ছিল, রসবহল, দ্রব্য কষায়, অম্ল বা লবণ রসবিশিষ্ট অথবা মধুর প্রায়, তাহাকে জলীয় দ্রব্য বলা যায়। জলীয় দ্রব্য স্নেহ, হর্ষ, ক্রৈদ ও সংশ্লেষকর এবং ক্ষরণশীল। যে দ্রব্য উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, ধর, লঘু, বিশদরূপ, গুণবহল, দ্রব্য অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট অথবা কটু রস-প্রায়, বিশেষতঃ উজ্জগমনশীল, তাহাকে তৈজস বলা যায়। তৈজস দ্রব্য দহন, পচন, দারণ, তাপন, প্রকাশক, প্রোতা ও বর্ধকর। যে দ্রব্য সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, মুহু, গ্রাম্য ধর্মের উত্তেজক, অব্যক্তরস, অথবা শব্দবহল, তাহাকে আকাশীয় দ্রব্য কহে। আকাশীয় দ্রব্য মুহু, সচ্ছিত্র ও লঘু। এই সকল লক্ষণ দ্বারা জগতের সকল দ্রব্যই ঐষধ বলিয়া নির্ণয় করা যায়। যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে সেবিত হইলে এবং বীৰ্য ও গুণবিশিষ্ট হইলে সকল দ্রব্যই কার্যকর হয়। এই সকল ঐষধ সেবন করা হইলে যে সময়ে কার্য করে, তাহাকে কাল কহে। বাহ্য করে তাহাকে কন্ম কহে। ইচ্ছা করা করে, তাহাকে বীৰ্য, যে স্থানে সেই কার্য করে, তাহাকে অধিকরণ, যে প্রকারে বলে তাহাকে উপায় এবং সেই কার্য দ্বারা পরিণামে যাঁহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে ফল বলে। সেই সকল ঐষধের মধ্যে বিরচন দ্রব্যে পার্থিব ও জলীয় গুণই আধিক, পৃথিবী ও জল গুরু, এই গুরুতা জন্ত অপোগামী। এই অধোগুণের বাহ্য বশতঃই বিরচন হইয়া থাকে। বমন দ্রব্যে অগ্নি ও বায়ু গুণই অধিক, অগ্নি ও বায়ু লঘু, এই জন্ত এই লঘুতাপ্রযুক্ত উজ্জগামী হয়। অতএব উজ্জগুণ বাহ্যলোকে বমন হইয়া থাকে। বমন ও বিরচন এই উভয় প্রকার গুণবিশিষ্ট দ্রব্যে উজ্জগামিতা ও অধোগামিতা এই উভয়বিধ গুণই অধিক পরিমাণে থাকে, সেইরূপ সংশমন দ্রব্যে আকাশ গুণ অধিক এবং বায়ুর শোষণ গুণ বলিয়া সংগ্রাহক দ্রব্যে বায়ুর গুণ অধিক।

দ্রব্যের ঐষধে অগ্নির এবং পৃথিবীর ঐষধে পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্য দেখা যায়।

ভূমি, অগ্নি ও জলীয় দ্রব্য দ্বারা বায়ুর, ভূমি, জল ও বায়ু-জাত দ্রব্যে পিত্তের এবং আকাশ, অগ্নি ও বায়ুজাত দ্রব্যে স্লেষ্মার শাস্তি হয়। আকাশ ও বায়ু দ্রব্যে বায়ু বৃদ্ধি, অগ্নির দ্রব্যে পিত্তবৃদ্ধি এবং পার্থিব ও জলজাত দ্রব্যে স্লেষ্মাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যই এইরূপে গুণাদি বিচার করিয়া দোষে প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মুহু, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল ও বিশদ দ্রব্যের এই গুণগুলিকে বীৰ্য বলা যায়।

দ্রব্যে অধিক পরিমাণে অগ্নিগুণ থাকিলে তীক্ষ্ণ বীৰ্য, জলীয় গুণ থাকিলে শীত ও পিচ্ছিল বীৰ্য, পার্থিব ও জলীয় গুণ থাকিলে স্নিগ্ধবীৰ্য, জল ও আকাশ গুণ থাকিলে মুহুবীৰ্য, বায়ুগুণ থাকিলে রুক্ষবীৰ্য এবং ক্রিতি ও বায়ুগুণ থাকিলে বিশদ বীৰ্য বলা যায়। উষ্ণ, স্নিগ্ধবীৰ্য, বাতস, শীত, মুহু বা পিচ্ছিল বীৰ্য, পিত্ত ও তীক্ষ্ণ, রুক্ষ বা বিশদ বীৰ্য স্লেষ্মার।

গুরুপাকে বাতপিত্তের শাস্তি হয় এবং লঘুপাকে স্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। মুহু, শীতল ও উষ্ণগুণ স্পর্শ দ্বারা জানা যায়। পিচ্ছিল ও বিশদ দর্শন স্পর্শের দ্বারা, স্নিগ্ধ ও রুক্ষগুণ দর্শনের দ্বারা এবং সূক্ষ্ম ও ঘৃণ উৎপাদনের দ্বারা শীত ও উষ্ণ গুণ, জানা যায়। গুরুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ ও উজ্জগত কফ অল্প পীড়া হয়। লঘুপাকে বিষ্ঠামূত্র রুদ্ধ হয় এবং তৎবায়ু কুপিত হয়। যে দ্রব্যের বৈরূপ রস তাহার গুণ ও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যেমন মধুর রস হইলে গুরুপাক ও পার্থিব গুণবিশিষ্ট এবং মধুর ও স্নিগ্ধ হইলে জলীয় গুণবিশিষ্ট হয়। দ্রব্যের যে প্রকার গুণ হইবে, শরীরেও তাহার সেইরূপ কার্য করিবে। দ্রব্যের গুণই দেহের স্থিতি, ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪০।৪৩ অ°)

দ্রব্যাক (ত্রি) দ্রব্যঃ হরতি বহতি আবহতি বা। দ্রব্য-কন্।

১ দ্রব্যহারক। ২ দ্রব্যবাহক।

দ্রব্যাকঙ্ক (পুং) বৈজ্ঞানিক কঙ্কাদিপঙ্কক।

দ্রব্যগণ (পুং) দ্রব্যানাং গণঃ ৬৩৭। সুশ্রুতসংহিতা, ঐষধ বিশেষের ৩৭ প্রকার গণভেদ।

দ্রব্যগুণ (পুং) দ্রব্যাত গুণঃ প্রতিপাত্তত্বা যজ। ১ দ্রব্যের গুণজ্ঞাপক গ্রন্থভেদ। দ্রব্যগুণ্যঃ গুণঃ। ২ দ্রব্যের গুণ।

দ্রব্যপতি (পুং) দ্রব্যভেদানাং পতিঃ। বৃহৎসংহিত্যুক্ত। দ্রব্যদিগের পতি। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে।

যে যে রাশি যে সকল দ্রব্যের অধিপতি বলিয়া মুনিগণ

কর্জক সমুদ্রিষ্ট হইয়াছে, শুভ ও অশুভ জ্ঞাপনার্থ আগ্নেয় হইতে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি।

মেঘরাশি—বজ্র, মেঘকণ, ছাগকণ, মসুর, গোধূম, শালবৃক্ষ, যব, স্থলসমুদ্র ওষধি এবং স্বর্ণ এই সকল দ্রব্যের অধিপতি।

বৃষরাশি—বজ্র, গোধূম, কুহুম, শালিধান্ত, যব, মহিষ ও গো সকলের অধিপতি।

এইরূপ ধাতু, শরজাত দ্রব্য, লতা, শালুক এবং কার্পাস মিথুনের অধীন। কোজব, কদলী, দুর্লা, ফল, মূত্র, পত্র ও ত্বক্ সকল কর্কট রাশির অধীন। তুষ, ধান্য, রস, শুভ্র ও সিংহাদির ত্বক্ সিংহরাশির অধীন। অতসী, কুলায়, কুলথ, গোধূম, মূলা ও নিষ্পাব এই সকলের অধিপতি তুলারাশি। ইক্ষু, শিক্যাহ দ্রব্য, লৌহ ও অজাবিক সকল বৃশ্চিকের এবং অশ্ব, লবণ, অম্বর, অস্ত্র, তিল, ধাতু ও মূল ধর্ম্মরাশির অধীন। তরু শুভ্রাদি এবং শিক্যাহ দ্রব্য, ইক্ষু, স্বর্ণ ও কৃষ্ণলৌহ এই সকলের দ্রব্যধিপতি মকর। সলিলজাত ফল, পুষ্প, রস, চিত্র ও রূপ সকল কুম্ভের অধীন। কপাল-সম্ভব রস, অধুত বজ্র, নানা রূপযুক্ত মেহ দ্রব্য এবং মংগলমূহ মীনরাশির অধীন।

যে রাশির দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম বা একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিবেন, অথবা দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, দশম বা একাদশ স্থানে বুধ থাকিবেন, সেই রাশিতে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইল, তাহার বৃদ্ধি হইবে। ঐরূপ শুক্র যে রাশির ষষ্ঠ বা সপ্তম থাকিবে, তৎস্ব দ্রব্যের হানি এবং শুক্র অভিন্ন রাশি গত হইলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর ক্রুর গ্রহ উপচয় গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গত হইলে শুভপ্রদ এবং তত্ত্বিন্ন অস্তরাশিস্থিত হইলে হানিজনক হয়। বলবান্ ক্রুর গ্রহগণ যে রাশির পীড়া স্থানে অর্থাৎ উপচয় ভিন্ন স্থানে সংস্থিত হয়, সেই রাশির অধিকৃত দ্রব্য সকলের মহামূল্য ও দুর্লভ হইয়া থাকে। বলবান্ শুভগ্রহগণ যে সকল রাশির ইষ্ট স্থানে অর্থাৎ উপচয় স্থানে অবস্থান করেন, সেই রাশি সকলের অধীন দ্রব্যসমূহের বৃদ্ধি, সামর্থ্য ও স্থলভব হয়। গোচর-পীড়াতেও রাশি সকল বলবান্ শুভগ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পীড়াকর হয় না, কিন্তু ক্রুর গ্রহগণ দৃষ্ট হইলে তাহার বৈপ-
* রীতা হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৪১ অং)

দ্রব্যময় (জি) দ্রব্য-প্রাচুর্য্য ময়ট। দ্রব্যসাধনক যজ্ঞাদি, দ্রব্যচূর যজ্ঞ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াং যজ্ঞাং জ্ঞানযজ্ঞঃ পরমতপঃ।

সর্বকর্ম্মাধিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ (গীতা)

দ্রব্যবিশেষ (পুং) স্ত্রুতোক্ত ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা পাণ্ডিবাাদি বিশেষ। [দ্রব্য দেখ।]

দ্রব্যশুদ্ধি (স্ত্রী) দ্রব্যগাং শুদ্ধিঃ। প্রক্ষালনাদি দ্বারা দ্রব্যাদির মলানয়ন।

প্রোক্তশুদ্ধিঃ প্রযক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিঃ তথৈব চ।

চতুর্গামপি বর্ণনাং যথাবদমুপূর্ণনঃ ॥ (মহু ৫৫৭)

দ্রব্যশুদ্ধির বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে—

রজত ও স্ত্রবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণি সকল ও সমুদ্র পীষাণময় দ্রব্য ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপ রহিত স্ত্রবর্ণ পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। শস্য মুক্তাদি জলজ পীষাণময় পাত্র ও মৌপ্য পাত্র যদি রেখাদিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নির সংযোগে স্ত্রবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণ দ্বারা উৎপত্তি স্থান জল ও অগ্নিদ্বারা স্ত্রবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর জানিবে। লৌহ জলদ্বারা, কাংস ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা এবং স্নাত তৈলাদি দ্রব্য সমুদায় কাক কীটাদি কর্তৃক দূষিত হইলে তাহা প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র দ্বারা বিলোড়িত করিলে বিশুদ্ধ হয়। শয্যাদির জায়, স্ত্রুতসংযুক্ত সংহতদ্রব্যে জল প্রোক্ষণে এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চেলিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞীয় চমস অর্থাৎ জল-পাত্র ও সোমলতার পাত্র ইহাদিগকে প্রথমে হস্তদ্বারা মাঙ্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ঠকহালী, ত্রক্, ত্রব, স্ফা, খজ্জাকার কাষ্ঠ, শূর্ণ, শকট, মুষণ ও উদ্ভল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল, স্নাত তৈলাদি স্নেহযুক্ত হইলে উক্তজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। বহুধাতু ও অনেক বস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্ন ধাতু বা বস্ত্র স্থলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পাত্রাদি স্পৃষ্ট পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণ-নির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের জায় এবং শাক মূল ও ফল ইহার দ্বারা ধোয়ের জায় হইবে। কোষের অর্থাৎ রেশমী বস্ত্র, আবিক অর্থাৎ মেঘ লোমজাত কণ্ঠলাদি ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়। কীটপ অর্থাৎ নেপাল দেশীয় কণ্ঠল নিষকণ চূর্ণ দ্বারা, অংগট অর্থাৎ বহুল বিশেষের বস্ত্র বিষকলের নির্ঘাসদ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ অতসী পুষ্পের ছালে নির্ম্মিত বস্ত্র ষেতসর্ষপচূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। তৃণ,

পাকের কাঠ, পলাল, এই সকল জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়। মার্জিন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা, গৃহশুদ্ধি এবং মুগ্ধপাত্র পুনরার পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়। মুগ্ধপাত্র যদি মত্ত, মূত্র, বিষ্ঠা, স্নেহা, পুষ ও শোণিতদ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে পুনঃ পাকদ্বারা শুদ্ধ হয় না। সম্মার্জিন, গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গোমুত্রোদকাদি দ্বারা সেচন, উল্লেখন (অর্থাৎ চাচিয়া ফেলা) এবং এক অহোরাত্র গাড়ীর বাস এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমি শুদ্ধ হয়। পক্ষী কর্তৃক উচ্ছিন্ন, গাভি কর্তৃক আঘাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষত অর্থাৎ বাহার উপর হাঁচি বা খুঁ পড়িয়াছে এবং বাহা কেশকীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে, এইরূপ পাণ্ড্রব্য সকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র লিপ্ত দ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে, তাবৎকাল তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জিনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইবে। প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ বাহা জলদ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্টজনের বসনবস্ত্রে পবিত্র বলিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এই তিনটি পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে পরিমাণ জলে গোবর পিপাসা শান্তি হইতে পারে, ততটুকু জল যদি বিশুদ্ধ ভূমিগত এবং স্বাভাবিক গন্ধবর্ণ ও রসযুক্ত হয়, অথচ অপবিত্র দ্রব্য লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্র জানিবে। কারুকরের হস্ত কারুকার্যে যখন নিযুক্ত থাকে, তখন সর্বদা শুদ্ধ। যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে নীত হইয়াছে, ঐ দ্রব্য অনেকে স্পর্শ করিলেও বিত্ত। ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্য শুদ্ধ। জীলোকের মুখ সর্বদাই শুদ্ধ জানিবে। কাঁকাদির চকুর আঘাত বৃন্তে লাগিয়া যে ফল নিম্নে পতিত হয়, তাহা শুদ্ধ। দুগ্ধ দোহন-কালে গোবৎসের মুখ এবং মুগ্ধারণ কালে কুকুরের মুখ শুদ্ধ। যে পশু বা পক্ষী কুকুর কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহার মাংস শুদ্ধ ইহা মনুই বলিয়াছেন। মাংসজীবী অস্ত্রাশ্র পশু পক্ষীও যে মাংস আনয়ন করে, তাহাও শুদ্ধ মাংস। নাভির উপরিভাগে যে সকল ইন্দ্রিয়-ছত্র আছে, সে সমুদায়ই পবিত্র, সুতরাং সে সকল স্পর্শ করিলে দোষ নাই, কিন্তু নাভির অধোদেশের ইন্দ্রিয় সকল অপবিত্র, ইহা স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয় এবং দেহ হইতে যে সকল মল ক্ষরিত হয়, তাহাও অপবিত্র। মক্ষিকা, মুখ নির্গত ক্ষুদ্র জলকণা, ছায়া, গো, অশ্ব, স্বর্গাকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু ও অগ্নি এ সকল স্পর্শ করিলেও অশুচি হইবে না। (মহা ৫ অ°)

দ্রব্যাত্মক (ত্রি) সারবান্, ধনবান্।
দ্রব্যাস্তর (ক্ৰী) অস্ত্যস্তব্যং দ্রব্যাস্তরং। অপর দ্রব্য।
দ্রষ্টব্য (ত্রি) দৃশ-তব্য। ১ দর্শনীয়। ২ সাক্ষাৎকর্তব্য।
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
(ঋতি)
দ্রষ্ট (ত্রি) দৃশ-তৃচ্। ১ দর্শক। ২ সাক্ষাৎকারক। ৩ প্রকাশক। ৪ সাংখ্যমতোক্ত পুরুষ। “দ্রষ্টৃদৃশ্যোঃ সংযোগে হেয়হেতুঃ।” (পাত ২।১৭।) দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অন্তঃকরণ এই দুয়ের সংযোগ থাকায় দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষের দৃঃখের কারণ। অতিপ্রাণ এই যে সূখ, দুঃখ ও মোহ এ সকলই বুদ্ধিদ্রব্যের বিকারণ। বুদ্ধি দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও সূঃখঃ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইয়া মাত্র তাহা দ্রষ্টৃশক্তি দ্বারা প্রজলিত হয়। তাদৃশ প্রজ-লন বা তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতী-সংক্রম ও চিচ্ছায়াপত্তি বলিয়া থাকেন। ‘লোক ব্যবহারে তাহা দর্শন বা দেখা, জ্ঞান বা বুঝা বলিয়া প্রচলিত। সুতরাং পরিণামস্বভাব বুদ্ধিসম্ব বা অন্তঃকরণ পদার্থটি দৃশ্য এবং তৎসম্বন্ধিহ অপরিণামী চিৎশক্তি তাহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্য আর দ্রষ্টা এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে, অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারী জীবের উল্লিখিত দুঃখ সমূহের মূল। অর্থাৎ বুদ্ধির উপর দ্রষ্টার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসমর্পণ করিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ সূখ দুঃখাদি বিকারে বিকৃতপ্রাণ হইতেছেন।
“দ্রষ্টা দৃশিমাঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যাহারুপশঃ।” (পাত ২।২০।)
পুরুষের চিৎশক্তি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভোগ হয়। এইরূপে যাহাকে দ্রষ্টা বলা হয়, বস্ত্তঃ তিনি দ্রষ্টা নহেন। কেন না তিনি চিচ্ছপী ও অপরিণামী। সুতরাং পরিণাম-স্বভাব অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্ম্মের আধার।
নির্জিকার স্বভাব চৈতন্য মন আত্মা বা পুরুষ যখন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপরত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ যখন তিনি সম্মিধান বশতঃ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতীবিম্বিত বা অভিব্যক্ত হন, তখনই তাহাকে উপচার ক্রমে দ্রষ্টা বলা যায়। বুদ্ধির বা অন্তঃকরণের পরিণাম বা বিষয়-কারতা না থাকিলে তাহার কিছুমাত্র দ্রষ্টৃত্ব থাকে না, তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতীবিম্বিত হওয়াই তাহার দেখা, অথচ কোনরূপ দর্শন তাহার নাই। [পুরুষ দেখা।]
দ্রষ্টৃত্ব (ক্ৰী) দ্রষ্টৃ-ত্ববিঃ বতলোভাবে ইতি ত্ব। দ্রষ্টার ভাবী
দ্রহ (পুং) হ্রদ পূর্ব্বানরাদিভ্যঃ সাধুঃ। অগাধজল হ্রদ। (হেম°)
দ্রহৎ (ত্রি) দৃঃহ সত্বে বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। দৃষ্টিকরণ।

“তৃপং সোমং পুহি জহদিজা।” (ঋক ২।১৮১৫) ‘জহং
দৃহতেরিদং রূপং দৃঢ়ীকুর্ন’ (সারণ)

ড্রাক্স (অবা) ড্রা-বাহলকাং কু। জত, শীত, ঋতিতি।

ড্রাক্সা (ড্রী) ড্রাক্সাতে কাজ্যতে ইতি ড্রাক্সি-যজ্ঞ। আগম-
দাসনস্তানিত্যৎ ন লোপঃ। কলবিশেষ, দাধ, কিস্মিস্।
পারসী আনুর। সংস্কৃত পর্যায়—মুখীকা, গোস্তনী, বাবী,
মধুরসী, চাককলা, কৃষ্ণা, প্রিয়ালী, তাপসপ্রিয়া, শুদ্ধফলা,
রদালী, অমৃতকলা। (শব্দর) বৈজ্ঞানিকমতে ইহার গুণ—
অতি মধুর, অন্ন, শীত, পিত্তলীড়া, দাহ ও মূত্রদোষনাশক;
রুচি ও বলকর, সন্তর্পণ ও স্নিগ্ধ। (রাজনিঃ)

ইহার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—
ড্রাক্সা, বাহুল্য, মুখীকা, হারহুণা ও গোস্তনী এই এককটি
ড্রাক্সার পর্যায়। পাকা ড্রাক্সা অর্থাৎ আনুরফল সারক,
শীতবীর্ষা, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচরকারক, শুষ্ক,
মধুর, বিপাক্য, কঁষার, মধুরস, স্বরপ্রদায়ক, মলমূত্রনিঃসারক,
বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের পুষ্টি ও রুচিজনক
এবং পিপাসা, অন্ন, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ,
রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোথ ও মদাতাররোগনাশক।
অপক আনুর ফল উহা অপেক্ষা অন্ন গুণযুক্ত, অম্লরস ও
রক্তপিত্তকারক।

গোস্তনী ড্রাক্স—অর্থাৎ মোনাক্সা শুক্রবর্দ্ধক, শুষ্ক, কফ
ও পিত্তনাশক। ঈষৎ বীজসংযুক্ত ছোট ড্রাক্সা অর্থাৎ
যাহাকে কিস্মিস্ কহে, ইহা মোনাক্সার সদৃশ গুণযুক্ত।

পর্কতজা ড্রাক্সা অর্থাৎ যাহাকে হিন্দীভাষায় জহারী
বলে। ইহা লঘু, অম্লরস, কফ ও অম্লপিত্তকারক।

করমদিকা অর্থাৎ যাহাকে হিন্দীভাষায় করোদী কহে।
ইহা পর্কতজা ড্রাক্সার তুল্য গুণদায়ক। (ভাবপ্রকাশ)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ড্রাক্সাকল (Vitis
Vinifera) জন্মে। কত প্রকারের ড্রাক্সা আছে, তাহা নির্ণয়
করা শূন্য। ড্রাক্সা হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমে বহু অবস্থায়
পাওয়া যায়, ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার যথারীতি চাষ
হইয়া থাকে। দক্ষিণ-যুরোপে ড্রাক্সা সর্বস্থানেই জন্মে, কিন্তু
ঐ গাছ দেশান্তরে রোপণ করিলে যথারূপ ফল জন্মে না।
শীতপ্রধান দেশ হইতে অনীত ড্রাক্সা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে
রোপিত হইলে আঁশুরূপ ফলদান করে না।

ড্রাক্সার চাষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে।
জিসিয়া-মাইনরে ড্রাক্সালতা মাটিতে লতানে ভাবে হয়।
স্পেন ও মেরিলিয়া দেশে গাছ কাটিয়া ছোট করিয়া দেওয়া
হইত, গাছ লতাইয়া বাঁধিত না, কাজেই আশ্রয়েরও আব-

শুক হইত না। ইতালীর অন্তর্ভুক্ত ইট্রিয়া ও কাম্পেনিয়া
প্রদেশে ড্রাক্সালতা গাছে তুলিয়া দেওয়া হইত, ক্রম্ভিসিয়ামে
দড়ি দিয়া মাচা করিয়া দেওয়া হইত, গাছ তাহার উপরেই
ফাঁদের মত হইত। ইনোন্ট্রা প্রদেশেই প্রথম খুঁটি বা
ঐ প্রকারের অল্প কোন অবলম্বন দিয়া ড্রাক্সালতা তাহার
উপর জড়াইয়া দেওয়া হইত—এখনও সেই উপায় সর্বোৎকৃষ্ট
বলিয়া চলিতেছে।

বালুমিশ্রিত মৃত্তিকাতেই ড্রাক্সা সতেজে জন্মে। আঠালু
মাটিতে ড্রাক্সা ভাল জন্মে না। একজু দুই ভাগ মাটিতে
বালু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি একভাগ মিশাইতে হয় ও দুই হাত
গর্ত কাটিয়া তাঁহাতে মৃত্তিকা ও বালু শামুক ভাঙ্গা প্রভৃতি
স্তরে স্তরে সাজাইয়া মাটি তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

ড্রাক্সার বীজে গাছ হয় না, ডাঁটা কাটিয়া পুতিয়া দিলে
তাহা হইতেই শিকড় বাহির হয়। ডাঁটার গায় দ্ব্যেচোখ
আছে, তাহার ৩৪টা চোখওয়ালা ডাঁটা লইয়া একদিনক
পুতিয়া দিতে হয়, অন্তরিকে রস বহির্গমন নিবারণের জন্ত
খানিক গোবর বা কাদা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। দশবার
দিনেই সেই ডাঁটা গজায়। যে জমিতে ড্রাক্সালতা রোপণ
করিতে হইবে, তাহা লাল্ল দিয়া উত্তমরূপে কর্ষণ করা
চাই ও তাহা হইতে ঢেলা ও কাঁকর বাছিয়া ফেলিতে হয়।
জমি প্রস্তুত হইলে ৭।৮ হাত অন্তর এক একটা গর্ত খনন
করা হয়, তাহাতে ঐ ডাঁটাগুলি পুতিয়া জল দিতে হয়।
ডাঁটা গজাইতে আরম্ভ করিলে, গাছের চারিপাশে চারিটি
খোঁটা পুতিয়া ডগাগুলি তাহাতে বাঁধিয়া দিতে হয়। পাঁচ
মাসে গাছ মুহূষের সমান উচ্চ হয়। তখন একটা বৃক্ষ-
কণ্ড তাহাদের আশ্রয় করিয়া দিতে হয়। অক্টোবর মাসে
গাছের গোড়া খুঁড়িয়া অনাবৃত অবস্থায় ১৫।১৬ দিন রাখিতে
হয়। গাছ ছাঁটার প্রথম সপ্তাহ পরেই আবার গজাইতে
আরম্ভ করে, সেই সময় গাছের গোড়া রীতিমত সারসংযুক্ত
করিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এই সময়ে দুইবেলা
জল দিতে হয়। ড্রাক্সা ফলিতে আরম্ভ করিলেই আর
তাহাতে জল বসিতে দেওয়া উচিত নয়। সে সময় ক্ষয়কেরা
প্রত্যহ প্রাতে ক্ষেত্রে গিয়া গাছ ধরিয়া অন্ন অন্ন নাড়া দেয়,
জল, পোকা, শুকপাতা প্রভৃতি সর্ব বৃদ্ধিতে পড়িয়া যায়,
সেগুলি লইয়া গিয়া তাহার পুড়াইয়া ফেলে। ড্রাক্সা-
ফল বেশ বড় হইয়া উঠিলে ৫৬ দিন অন্তর জল দিলেও
চলে। অক্টোবর মাসে যে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, জাহু-
য়ারী মাসে তাহার ফল পাকে। গাছ ছাঁটার পাঁচ সপ্তাহ
ব্যুদেড়মাস পরে ফল ব্যবহারের যোগ্য হয়, স্তরায় জাহু-

তারি মাসের শেষে গাছ ছাঁটিলে এপ্রেলমাসে তাঁহার ফল-ভোগ করা যাইতে পারে। বৎসরে দুইবার ঐ নিয়মে ফল উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের তেজ কমিয়া যায়।

গাছ পুতিলে প্রথম বৎসরের শেষভাগেই সিকি রকম ফল দিয়া থাকে। তারপর প্রতিবৎসর পুরা ফল জন্মে। লবণ, মেঘ পুরীষ, মেঘরক্ত ও লবণাক্ত মৎস্ত ইহার উত্তম সার। কোন কোন স্থানে গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া ৫৬ দিন মাঝ অনাবৃত অবস্থায় রাখিতে হয়। সাধারণতঃ এই নিয়মে ড্রাক্স উৎপাদন করা হয়।

আসামের জলবায়ুতে ড্রাক্স সুপক্ক হইবার সম্ভাবনা অল্প, একত্রে গাছগুলিকে পাকাঘরের দেওয়ালে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলগুলি স্থাতিপাণে এবং স্থাতিপাতাপিত দেওয়ালের উত্তাপে বেশ সুপক্ক হয়। বিভিন্নদেশে জল-বায়ুভেদে এইরূপ দুই একটা সামান্য পরিবর্তন করিয়া ড্রাক্স চাষ করিতে হয়।

ড্রাক্সফল হইতে কিসমিস প্রস্তুত হয়। কিসমিস প্রস্তুত করিবার দুইরূপ নিয়ম আছে। প্রথমতঃ তাহা-দিগকে নোজে শুকাইতে হয়। তাঁটা শুক না শুকাইলে রস কমিয়া যায় ও কিসমিসের স্বাদ থাকে না। এগুলির মেটে মেটে রং হয়। আর একরূপ কিসমিস ড্রাক্সফল ডালগুদ ভাঙ্গিয়া আনিয়া ঘরের চালে রাখিয়া দিতে হয়। এগুলির রং সবুজবর্ণ হয়। প্রায় ৩০৪০ দিনের মধ্যে ড্রাক্সফল কিস-মিসে পরিণত হয়। কাঁচা অবস্থায় ড্রাক্সফল শুকাইয়া লইলে কিসমিস হয়।

সুপক্ক ড্রাক্সফলে, মোনান্ডা প্রস্তুত হয়। ড্রাক্সফল সুপক্ক হইলে তাঁটা শুক ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। বড় কড়ায় এগ চড়াইয়া জাল দিতে হয়, জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে ৬ সের আন্দাজ ইথার দিতে হয়। কিছুকাল পরে আবার হ্রসব আন্দাজ চূর্ণ দিতে হয়। তারপর কড়া নামাইয়া রাখিতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে সেই জল ধীরে ধীরে প্রস্তুত একপাত্রে ঢালিয়া লইতে হয়। এই জলের নাম তেজের। তারপর আর এক কড়া পরিষ্কার জল কড়ায় চড়াইয়া আশুনে জাল দিতে হয়। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে তাহাতে তিনসের পরিমাণ তেজের মিশ্রিত করিতে হয়। তারপর ড্রাক্সফল তাহাতে নিমগ্ন করিয়া লইতে হয়। এক মিনিটের বেশী কাল সেই ফুটন্তজলে ডুবাইয়া রাখিতে নাই। এইরূপ তিনবার ডুবাইয়া লইয়া তারপর ড্রাক্সফল বেশ করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়।

সুশ্রুত ও চরক-সংহিতায় ড্রাক্স নাম পাওয়া যায়। ইহার গুণ—শীতল, মিষ্ট, রেচক এবং ইহা স্নেহা, হৃদ্বি, গলাভাঙ্গা, বক্ষা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য। ইহা হইতে ড্রাক্স অরিষ্ট নামক একরূপ অরিষ্টও প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা ইহাকে পাচক ও রক্তপরিশোধক গুণবিশিষ্ট বলেন। ইহার তাঁটা পুড়াইয়া সেই ছাই লাগাইলে বা খাইলে পাথুরী, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে উপকার হয়। ড্রাক্সের সরবৎ শরীর স্নিগ্ধ করে, দাহ নিবারণ করে ও অগ্নিমান্দ্য, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ঔষধের কার্য করে। তাঁটা কাটিয়া ফেলিলে বসন্তকালে তাহা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহা সেকালে চর্মরোগের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও যুরোপে সাধারণ লোকে নেরুরোগে (Ophthalmia) ঐ রস ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার শিরকায় অগ্নিমান্দ্য, পেটব্যথা এবং কখনও কখনও ওলাউঠা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহাতে লবণ মিশ্রিত করিয়া 'শাওয়াইলে' বমন হইয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ড্রাক্স যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতীয়েরা ড্রাক্স জানিতেন, কিন্তু ড্রাক্স উৎপাদনে তাহাদের বিশেষ যত্ন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে ড্রাক্স সংযোগে প্রস্তুত যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহাতে টাটকা ড্রাক্সের আবশ্যকতা দেখা যায় না, সুতরাং সে সময়ে যে এ দেশে ড্রাক্স চাষ করা হইত, তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে ড্রাক্স চাষের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

মুসলমানেরা কোন দেশজয় করিলে সে দেশের ড্রাক্স-লতা সমূলে ধ্বংস করিত। ভারতে যে সকল বস্ত্রড্রাক্স পাওয়া যায়, সে সকল এই মুসলমানের অধিকার সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পরে জন্মের মত অযত্নবর্জিত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কি না বলা যায় না।

কাশ্মীরেই চারিপ্রকারের উত্তম, আট প্রকারের নিকট ও তিন প্রকারের বস্ত্র ড্রাক্স পাওয়া যায়। উত্তম প্রকারের বস্ত্রড্রাক্স মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় কাবুল হইতে আনীত হয়। মোগলসম্রাটখণের পের মন্ত এই উত্তম ড্রাক্স হইতেই প্রস্তুত হইত। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর অরঙ্গজেব মুসলমান আচার অনুসারে ড্রাক্সলতা ধ্বংস করাইলেন।

ভারতে ড্রাক্স চাষ সেই অবধি হ্রাস হইয়াছে।

গ্রীকেরা সেমিতিক জাতির নিকট ড্রাক্স চাষ শিখিয়াছিল। সিরীয়া হইতে ড্রাক্স প্রথমে লিবিয়ান

প্রভৃতি ইরানীয় জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহারাই গ্রীকদিগের শিক্ষক। রোমকজাতি গ্রীকদিগের নিকট হইতে জাফার ব্যবহার শিক্ষা করে। রোমকরাজ নিউ-মার সময়ও জাফারস সর্বকার্যে ব্যবহার্য্য হয় নাই। দক্ষিণ ইতালীতেই প্রথম জাফার চাষ আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালীর জাফা বিখ্যাত হইয়া উঠিল। রোমক প্রজাতন্ত্রের অবসানকালে জাফার এতদূর আদর হইয়াছিল যে, লোকে শস্তাদি বণন না করিয়া ইহারই চাষ করিত। যুরোপের অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে সিদ্ধান্তের অধিকারের সঙ্গে জাফার ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ফ্রান্স হইতে জার্মানি ও স্পেনে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেই ইতালীতে জাফাচাষের অবনতি আরম্ভ হয়। ইতালীর জাফা-রসজাত মদ্য অনাদৃত হইল ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মদ্য তাহার স্থান অধিকার করিল। এখন মধ্য ও দক্ষিণ ফ্রান্সে রসজাত মদ্যের জননী বলিয়াই জাফার এত আদর। পূর্বকালে ভারতও জাফা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত এবং তাহা মার্বীক নামে অভিহিত হইত।

পঞ্জাবে বাদশ প্রকারের জাফা দেখা যায়। এখানেও জাফা যুরোপের জাফার মত কলদান করে বুটে, কিন্তু ঝাড় বাঁধিয়া জঙ্গল হইয়া যায়। যথারীতি চাষ না করাই তাহার প্রধান কারণ। পঞ্জাবে উত্তম জাফা জমিলেও মস্তুর জন্ত জাফার চাষ করা হয় না। বিশেষতঃ পঞ্জাবের জাফা যে সময় পক হয়, সে সময়ে এত গরম পড়ে যে, সে তাপে রস অঙ্গ হইয়া যায়। পঞ্জাবের মধ্যে পেশাবরের জাফা সর্বোৎকৃষ্ট। হাজারা দেশেও চারি পাঁচ প্রকারের আঙ্গুর পাওয়া যায়।

অরুত মধ্যে কাস্মীরে জাফার যেরূপ চাষ হয়, একরূপ আর কোথাও হয় না। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে কাস্মীরে জাফার কিরূপ চাষাদি হইত তাহা স্থির করা যায় না। মোগল সম্রাট অকবর বাগিচাপ্রিয় ছিলেন। তিনিই প্রথম কাস্মীরে যথারীতি জাফার চাষের ব্যবস্থা করেন। জৈঠ, আবাঁচ ও শ্রাবণ মাসে কাস্মীর হইতে এবং আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণে কাবুল হইতে জাফা পাওয়া যাইত। মোগল সম্রাট বা ওমরাহগণ কাস্মীরজাত জাফার মত্তপান করিতেন। কাস্মীরের এই জাফার চাষে যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হইত। সম্রাট অকবরের যত্নে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও জাফার চাষ হইত।

সম্রাট আলাউদ্দিনের সময় কাস্মীরের জাফার বিশেষ উন্নতি

হয়। তিনি কাবুল হইতে চারিপ্রকার উত্তম জাফা আনিয়া কাস্মীরে রোপণ করেন। সে সময় এদেশীয়েরা জাফা হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করিতেন। অরকজেবের সময় হইতে জাফার চাষ হ্রাস হয়। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে একজন সাহেব কাস্মীরের বহুজাফা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া কাস্মীরের রাজা প্রতাপসিংহের নিকট উপস্থিত করেন। তাহাতে রাজা একজন বেলজিয়ানের উপর মদ্য প্রস্তুত করিবার ভার দেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে প্রথম মদ্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত মদ্য প্রস্তুত হইতে থাকে, কিন্তু ইহা হইতে কোনরূপ আয় না হওয়ায় ব্যয়-ধিক্যপ্রযুক্ত এই প্রথা পরিত্যাগের উপক্রম হয়।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কাস্মীররাজ তাহার রাজ্যের সুশাসনার্থ ইংরাজগবর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। জাফাচাষের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট ১৮৯০ খৃঃ অব্দে যুরোপ হইতে লোক আনাইয়া কাস্মীরে জাফা চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন কাস্মীরে জাফা হইতে একরূপ ঘোলা ও একরূপ শাদা সুপের মদ্য প্রস্তুত হয়। দেশবিদেশে তাহার প্রাংশা হইয়াছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার নানা স্থানে জাফা জন্মে। সম্রাট অকবর আগ্রা, আলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট জাফা আনিয়া রোপণ করেন। এ প্রদেশের সমতল ভূমিতে জাফা যথেষ্ট ফল প্রদান করে। আগ্রা, আলাহাবাদ, কাণপুর, কানৌ, লক্ষী প্রভৃতি স্থানে উত্তম জাফা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল জাফার মত্ত প্রস্তুত হইতে পারে না। কনাবর প্রদেশে বহুকাল হইতে জাফার চাষ হইত। এখানে জাফা ফলের মাম দখ ও লুতার নাম লানং। এখানে জাফা হইতে যে মত্ত প্রস্তুত হয়, তাহাকে সিও বলে, আর একরূপ মাদক প্রস্তুত হয় তাহার নাম রক বা অরক। পুরাকাল হইতে কনাবর প্রদেশে আঙ্গুরের চাষ চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৫৫ ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একরূপ রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক জাফাবাগান নষ্ট করিয়া ফেলে, তদবধি এখানে জাফার চাষ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

মধ্য-ভারতে আশীরগড় ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে জাফা উৎপন্ন হয়। জাফা জমিলেই পৈণ্ডলি বিক্রয় করা হয়, তাহার অন্ত কোন ব্যবহার নাই। খাণ্ডোবাতও জাফা জন্মে।

সিন্ধুদেশেও জাফা হয়। এখানে কিসমিস প্রস্তুত হয় না, কিন্তু দুই রকম মত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। একরূপ মস্তুর নাম কিসমিসি মত্ত, কতগুলি জাফা শুকাইয়া লইয়া তুহা হইতে প্রস্তুত হয়; আর একরূপ মস্তুর নাম আঙ্গুরী,

তাহা পক্ষ জাফা হইতে প্রভুত হয়। হায়দরাবাদ, সিহ-বান, শিকারপুর প্রভৃতি স্থানেও আফ্রী প্রভুত হইত।

বোম্বাই প্রদেশে কখন জাফা রোপিত হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। পাকিস্তানের রাজস্ব-সংগ্রাহক (Collector) পাকিস্তানে জাফা রোপিত করেন। পুণা, আন্ধ্র নগর, আয়জাবাদ প্রভৃতি স্থানেও জাফার চাষ আছে। কুরাসার বা আকাশ অধিক সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে জাফার অনিষ্ট হয়, সেই জন্য পূর্বঘাট পর্বতের দক্ষিণে জাফা জন্মে না। নাসিক ও নাগপুর প্রভৃতি স্থানেও জাফার চাষ ছিল, কিন্তু কিছু দিন পূর্বে রোগ হইয়া অনেক ক্ষেত্র নষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালার সমধিক বৃষ্টি হয় বলিয়া এদেশে জাফা প্রচুর পরিমাণে জন্মে না বা সুস্বাদু হয় না। বিহারে বিশেষতঃ দানাপুর ও ত্রিহতার জলবায়ু উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জলবায়ুর মত বলিয়া তথায় সুন্দর জাফার চাষ হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মিলনার কলিকাতার দিকট আপন উজানে জাফা রোপণ করেন এবং অনেক বহু ফললাভ করেন। বাঙ্গালা দেশে কোন ধনী লোকের বাগানে কচিং জাফা লাভ্য দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু জাফার চাষ হয় না।

আসামে ইংরাজদিগের আমলেই জাফা রোপিত হয়। আসামের গবর্নর জেনারেলের এজেন্ট মেজর জেফ্রিস সর্ব প্রথম গোহাটিতে জাফা উৎপন্ন করেন। তিনি জাফাফল সুপক্ক করিবার এক নতুন নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মাত্রাজে, বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন না করিলে জাফাফল উৎপাদন করা যায় না। তবে নীলগিরি পর্বত ও তাহার উপত্যকার জাফালাভ সুন্দর ফল প্রসব করে। এখানে চতুর্দশ প্রকারের দেশীয় জাফার চাষ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে জাফা আনীত হইয়া রোপিত হইয়াছে, তাহারও সুন্দর বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে স্পেন হইতেও জাফা আনিয়া রোপণ করা হইয়াছে।

ত্রুক্ষেপে ইংরাজেরাই জাফা রোপণ করিয়া থাকেন। আবার জাফা সুস্বাদু ফল দান করে। কিন্তু ত্রুক্ষেপের জল বায়ুর দ্বায়ে সেখানে জাফার চাষ হওয়া একরূপ অসম্ভব।

এ দেশে এমন অনেক সুন্দর স্থান আছে, যেখানে জাফা রোপণ করিলে আশাতীত ফল লাভ করা যায়। দক্ষিণ যুরোপে জাফা যেমন অনেকের জীবিকারূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাৎপরি কিং পরিমাণে কান্দীর ও পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিম মিনিটের সীমিত ভারতের কুজাপি বাগিয়া প্রভৃতি হিসাবে এইরূপ তিনন্দন না। মণিপুরে এমন অনেক স্থান আছে, করিয়া পরিষ্কার ৬৩ টটির গুণে জাফা সতেজে বর্দ্ধিত হইতে

পারে। ইংরাজদের প্রসঙ্গে কান্দীরে এখন জাফার চাষ হইতেছে, সেখানে ইহা একটি বাগিয়া প্রভৃতি। ইংলিষ্ট হইয়া অনেকের জীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ জাফার কিস্মিন, মোমাকা প্রভৃতি প্রভুত হইয়া তাহাই বাগিয়াপ্রভৃতি হইয়া থাকে। মোগল-সম্রাট অকবর হইতে শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত কান্দীরের জাফার মত বিশেষ আদরপূর্ণ ছিল। অরঙ্গজেবের সময় হইতেই জাফার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কান্দীরের মতে বর্ণপদক পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। সন্ত হইয়া প্রদর্শনীতে কান্দীর মত বিশেষ প্রসংসিত হইয়াছে। ব্যবসায় দিকে এ দেশীয় অনেকের লক্ষ্য থাকিলে ভারতে জাফার চাষ একটা প্রধান ব্যবসায় হইয়া উঠিবে।

জাফারিত (কী) জাফামিশ্রণে পক্ষ যতঃ। চক্রবর্ত্তক যুজৌবধ বিশেষ।

জাফাদিরকৌদশাদি কাথ (পুং) কাথ ঔষধ ভেদ। প্রভুত প্রণালী—কিস্মিন, গুলক, শঠী, কাকড়াশূলী, মুখা, রক্তচন্দন, শুঠ, ফটকী, আকনাদি, চিরতা, ছয়ালতা, বেগুনমূল, ধনিয়া, পদ্মকুঠ, বালা, কণ্টকারী, পুস্তরমূল এবং নিম্ব এই সকল প্রভৃতি একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথ সেবন করিলে জীর্ণজর, অরুচি, ঝাঁস, কাস এবং শোথ বিনষ্ট হয়। (কাংপ্র)

জাফারিষ্ট (পুং) অরুচি ঔষধবিশেষ। প্রভুত প্রণালী—জাফা ৬০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেব ৩২ সের। এই কাথে ২৫ সের শুদ্ধ গুলিয়া তাহাতে শুদ্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে দিয়া সমুদায় আলোড়ন করিয়া যতভাও ১ মাস মুখবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে উত্তম-রূপে ছাকিয়া লইবে। এই জাফারিষ্ট পান করিলে উরঃকত, ক্ষয়রোগ, কাস, ঝাঁস ও গলরোগ নিরাকৃত এবং বলবৃদ্ধি ও মলতৃষ্ণি হয়। (ভৈবজ্যারঃ)

জাফিমন্ (পুং) দীর্ঘত্ব ভাবঃ দীর্ঘ-ইমনিচ্। দীর্ঘত্ব জাফাদেশঃ। দীর্ঘত্ব।

জাফিমা (পুং) ১ দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা। ২ যে কল্পিত রেখা দ্বারা রেখার উভয় পার্শ্বে পূর্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত আছে। প্রাথমিক মধ্যরেখা হইতে অন্তর্ভুক্ত স্থানের দূরত্ব (Longitude)। ঐ স্থান প্রাথমিক জাফিমার পূর্বে হইলে পূর্ব-জাফিমাভূত এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম-জাফিমাভূত। সংস্কৃত জ্যোতিষে 'দেশান্তর' বলে।

বর্তমান কালে আমরা যে জাফিমাভূত বীকার করি, তাহা

গ্রীণউইচের মানমন্দিরের মধ্যরেখা হইতে পশ্চিম হয়। কিন্তু ক্রাসীয়া পারি-সহরের এবং আমেরিকগণ ওয়ালিংটনের মানমন্দিরের মধ্যরেখা ধরিয়া প্রাচীরান্তর গণনা করে।

কোন স্থানের প্রাচীরান্তর বাহির করিবার উপায়।

১। গ্রীণউইচের সময় রাখে এমন একটি উৎকৃষ্ট কালমনিষর (Chronometer) লইয়া এখানকার একটি ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখ। উত্তর হইতে সময়ের যে অন্তর হইবে, সেই সময় ধরিয়া প্রাচীরান্তরের পার্থক্য নিরূপিত হইতে পারে।

২। কোন একস্থান হইতে যে সময়ে তাক্ষিতবার্তাবাগে সংবাদ পাঠান হয় ও যে সময়ে সংবাদ পৌঁছে, এই উত্তর সময়ের অন্তর ধরিয়াও প্রাচীরান্তর বাহির করা যায়।

৩। কোন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট উচ্চ ভূমি হইতে এক আলোক জালিল, দূরস্থ অপর ব্যক্তি যেমন সেই আলোক জালা দেখিল, 'অমনি আপনার ঘড়ীতে সময় দেখিয়া রাখিল, আলোক প্রজালন ও দূরস্থ ব্যক্তির দর্শন এই উত্তর কালের অন্তর ধরিয়াও প্রাচীরান্তর নিরূপণ করা যায়।

উদাহরণ—১। ক ও খ দুই ব্যক্তি টেলিগ্রাফ তারের পরস্পর বিভিন্ন দিকে আছেন। ক ঠিক মধ্যাহ্নকালে তারে সংবাদ করিল, কিন্তু খএর নিকট সেই সংবাদ ১০টা ৩০ মিনিট বেলার আসিয়া পৌঁছিল। এখন দেখিতে হইবে খ কএর পূর্বে কি পশ্চিমে ছিলেন এবং উত্তরের মধ্যে কত অংশ (Degree) অন্তর? উত্তর স্থানের সময় তেন ১২—১০.৩০' = ১.৩০' অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা।

কিন্তু প্রাচীরান্তরের এক অংশ = ৪ মিনিট সময়ের অন্তর
∴ উত্তর স্থানের অন্তর অর্থাৎ প্রাচীরান্তরিক দূরত্ব
= $\frac{১২ \times ৩০}{৪} = ২২৫'$ । কএর সময় অধিক থাকার খ কএর পশ্চিম হইতেছেন।

২। মনে কর, কলিকাতা হইতে সন্ধ্যা ৬টার সময় আমেরিকার নিউইয়র্কে টেলিগ্রাফ করা হইল, তথায় সকাল ৭টা ১০ মিনিট ২০ সেকেন্ডের সময় সংবাদ পৌঁছিল। এখন কলিকাতার প্রাচীরান্তর হইতেছে ৮৮° ২৭' পূঃ। নিউইয়র্কের প্রাচীরান্তর কত?

নিউইয়র্কের সময় বহু পশ্চাৎ হইতেছে বলিয়া নিউইয়র্ক কলিকাতার পশ্চিম হইতেছে।

কলিকাতার সন্ধ্যা ৬টা ও নিউইয়র্কের বেলা ৭টা ১০ মি ২০ সে, ইহার অন্তর হইতেছে ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড।

∴ এখন উত্তর স্থানের প্রাচীরান্তরিক দূরত্ব
= $\frac{১০ \text{ ঘ } ৪০ \text{ মি } ৪০ \text{ সে}}{৪ \text{ মি}} = ১৬২° ২৫'$ । কিন্তু পূর্বেই বলা

হইয়াছে, কলিকাতার প্রাচীরান্তর ৮৮° ২৭' পূঃ।

∴ নিউইয়র্কে প্রাচীরান্তর = (১৬২° ২৫' - ৮৮° ২৭') = ৭৩° ৫৮' পঃ।

প্রাচীর (জি) অতিশয়ে দীর্ঘ ইতি দীর্ঘ-ইষ্টন দীর্ঘত প্রাচীর-দেশঃ। অতিদীর্ঘ। দীর্ঘ এই অর্থে অতিশয়। ঈরন্থ প্রত্যয় করিলে 'প্রাচীর' এইরূপ পদ হইবে।

দ্রোণ (জি) প্রাচীরের ক্রিষ্টা তত্ত্ব নঃ ততো গৎ। ১ স্থপ্ত। ২ পলায়িত। ৩ ব্রী। ৪ পলায়ন।

দ্রোণ (পুং) প্রাপ্যতি প্রা-ণিচ্ পূর্ণগমে প্রা-পি-অচ্। ১ পদ। ২ আকাশ। ৩ কপর্দী। ৪ মূর্খ। (শব্দকল্পতরু)

দ্রোণিল (পুং) দ্রোণিলোৎপাদোহতিঅনো-অণ্। ১ চাণক্য-মুনি। ২ শিলাদিক্রমে দ্রোণিলদেশবাসী। দ্রোণিল দেশবাসী লোক সকল, এই বহুবচন অর্থ বুঝাইলে অপের লুক হইবে এবং সেই স্থলে দ্রোণিল এইরূপ হইবে।

দ্রাব (পুং) ক্র গতো ক্র-বঞ্। ১ গমন। ২ করণ। ৩ অহুতাপ।

দ্রাবক (পুং) ক্রবতি ক্রাবরতি বা ক্রাবি বা ধূলু। ১ চক্র-কান্তমণি। ২ বিদগ্ধ। ৩ মোহক। ৪ শিল্প। ৫ রসভেদ। (জি) ৬ হ্রস্বগ্রাহী। ৭ অবকারক। (ক্ল) ৮ প্রীহাদোবধ-ভেদ। ৯ মোম।

• মহাদ্রাবক ও শব্দদ্রাবক নামে প্রীহানাক ঔষধের তৈরিকারকালীতে উল্লেখ আছে। প্রস্তুত প্রণালী—মবকার ছইতাগ, কটুকিরি ও তাগ এই উত্তর দ্রব্য শিশু গোবৎসের মূত্রে পেষণ করিয়া শুকাইতে হইবে, পরে কোন সীসকনির্মিত স্থানীতে কুটিল বস্ত্র ও মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া তদ্বাথে উহা স্থাপন করিবে এবং এইরূপ আর একটি হাঁড়ীর উপর অধোমুখে বসাইয়া উত্তরের মুখে লেপ দিবে। নিম্নস্থ হাঁড়ীর তলার একটি ছিদ্র থাকিবে এবং ছইটা স্থানী একটি গর্তের উপর স্থাপিত করিবে। গর্তের মধ্যে আর একটি পাত্র থাকিবে। এইরূপে সমুদায় স্থাপন করিয়া উপরিভাগে অগ্নি জালিয়া দিবে। ঐ অগ্নি-সস্তাপে স্থানীর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য জ্বলীভূত হইয়া তাহার রস গর্তস্থ পাত্রে চূঁরাইয়া পড়িবে।

অনন্তর ঐ রস গ্রহণ করিয়া লবঙ্গচূর্ণ বা জারিত তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে প্রীহা প্রভৃতি জ্বলীভূত হইয়া যায়। শিথ ও দক্ষ প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানিক প্রয়োগও করা যায়। কিন্তু ইহাতে অগ্নির ভার জালা উপস্থিত হয়, এইজন্য প্রলেপ দিতে হইলে দধি সংযোগে দেওয়া আবশ্যক।

বাসক, চিতামূল, অশ্বাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্গবা ও বেতবৃক্ষ এই সমুদায় ভস্ম, পাণ্ডিনেব্র রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষার দ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফটুকিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশল ১ তোলা, সৈন্ধো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইয়া আরক করিবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। এই দ্রাবকের দ্বারা রসাদির জারণ হয়। ইহার ৫৭ বিন্দু অল্পে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে যকৃৎ, প্রীহা ও গুদ্রাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। অশ্ব-বিধ—স্বর্ণমালিক, কাংস্ত, সৈন্ধব লবণ, রসাজন, সমুদ্রফেন, যবক্ষার, সোহাগা, সাতিক্কার, সান্তলক্ষার, খাতুকালীশ, পদ্ম-কালীশ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিও কাচনির্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ দিয়া যথাবিধানে পাক করিয়া উহাদের রস চোয়াইয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে মহাদ্রাবক হয়। ইহা আবার স্নগ্ন, মধ্য ও বৃহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফটুকিরি, সোহাগা, যব-ক্ষার ও হীরাকস এই চারি দ্রব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্নগ্নদ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফটুকিরি, যবক্ষার, খাতুকালীশ, পদ্মকালীশ ও হীরাকস এই সপ্ত দ্রব্যের আরককে মধ্যমদ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমালিক প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। এই ঔষধ শুষ্ঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৭৮ বিন্দু পরিমাণে সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও যকৃৎ, প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগের শাস্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্ন)

১০। এখনকার রসায়নশাস্ত্রে ইংরাজী Acid শব্দের অমুবাদে 'দ্রাবক' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Acid মধ্যে দ্রাবণ-ক্ষমতা নাই। তবে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে শব্দ-দ্রাবক, মহাদ্রাবকাদির উল্লেখ থাকায় পারিভাষিকরূপে Acidএর দ্রাবক অর্থ গ্রহণ করা হয়।

দ্রাবককন্দ (পুং) দ্রাবকো কন্দোযত। তৈলকন্দ। (রাজনি)
দ্রাবকর (ক্লী) দ্রাবকং সূর্যাদেদ্রবং করোতি অসংযোগেনতি দ্রাব-ক-ট। যেতটকণ।

দ্রাবণ (ক্লী) দ্রাবয়তি জলমলং অসম্পর্কেণতি ক্র-ণিচ্ যুচ।
১ কতকফল, নির্মলী। দ্রাবি-লুট। ২ বিদ্রাবণ। দ্রাবয়তীতি দ্রাবি-লু। (ত্রি) ৩ যে পলায়ন করায়।

"সদেবযুক্তো রসসত্তমোনো হ্রাদধরোদ্রাবণঃ শাস্ত্রবাণী।"

(ভারত ৮।৩৪৬৮)

দ্রাবিকা (স্ত্রী) দ্রাবক-টাপ্ অত ইৎ। লাল। (শব্দরত্নমালা)
দ্রাবিড় (ত্রি) দ্রবিড়ে দেশোহভিজ্ঞনোহন্তেতি অণ্,
১ দেশবিশেষজ্ঞাত, দ্রবিড় দেশোৎপন্ন।

"সাত্যকিশেখিতানশ্চ দ্রাবিড়ৈঃ সৈনিকৈঃ সহ।"

(ভারত ৮।১২।১৪)

২ শিখাদিক্রমে দ্রাবিড় দেশবাসী। দ্রাবিড় দেশবাসী
সকল এই অর্থে অণের লুক হয়।

দ্রাবিড়, কণাট, গুজর, মহারাষ্ট্র ও তৈলঙ্গ এই পঞ্চবিধ
দ্রাবিড়। এই সকল দেশ বিজ্ঞাচলের দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"কর্ণাটিকশৈব তৈলঙ্গা গুজরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।

আক্কাশ্চ দ্রাবিড়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞাদক্ষিণবাসিনঃ।" (কল্পপুং)

[তামিল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৩ সংখ্যাভেদ। ৪ বেধমুখ্য। ৫ কর্জুর। (রাজনি)

দ্রাবিড়, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত দ্রাবিড়ী
নামক গ্রন্থ রচিত।

দ্রাবিড়ক (পুং) দ্রাবিড় এব, স্বার্থে কন্। বেধমুখ্য, চলিত
ভাষায় জিয়চম্বী। (ক্লী) বিটলবণ।

দ্রাবিড়ভূতিকা (পুং) দ্রাবিড় এব ভূতিকাংপতিবস্ত কণ্।
দ্রাবিড়ক। বিটলবণ।

দ্রাবিড়গোড়, কোহলী গৌড় দ্বিবিধ, ইহার মধ্যে তুরঙ্গ ও
দ্রাবিড়। দ্রাবিড়গোড়ের মূর্তি "দেবী স্বর্ণঃ শিরিঃশুভ্রামা
ক্কাটিকা চুধিতাঙ্গবালঃ। অখীলপন্ পানিধিতাক্ষ দণ্ডো
বিপ্রো যুবা দ্রাবিড়গোড় এবঃ।" (সদ্বীতসারসং) ইহার
গ্রহাংশ ভাস "নি"। গান সময় রাজি, বীর ও শূরার
রসে গেষ।

দ্রাবিড়ী (স্ত্রী) দ্রবিড়ে ভবা দ্রবিড়-অণ্-ডীপ্। এলা, গুজ-
রাটী এলাচী। ইহার পর্যায়—সুন্দা, উপকুক্ষিকা, তুচ্ছা,
কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, গুটী। ছোট এলাচ।

"সুন্দাপকুক্ষিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী গুটীঃ।" (ভাবপ্র)

দ্রাবিণোদস্ (ত্রি) [দ্রাবিণোদস্ দেখ।]

দ্রাবিত (ত্রি) দ্রাবি-ক্ত। ১ তাড়িত, দুরীকৃত। ২ দ্রবীকৃত।

দ্রাব্য (ত্রি) ক্র-ণাৎ। ১ অব্যয় গমনীয়। ২ অব্যয় করণীয়।
৩ অব্যয়্যাতপনীক।

দ্রাঘায়ণ (পুং) দ্রহয়ত অঘোঁজাপত্যং। যুবাদিকং অহুয়ুপি,
কক্। সামগরিগের কন্, শ্রোত ও গৃহস্থ প্রণেতা অধিভেদ।

দ্রাঘায়ণসূত্র (ক্লী) দ্রাঘায়ণকৃত সূত্র বিশেষ।

দ্রাঘায়ণসূত্রভাষ্য (ক্লী) ধ্বিন্ কৃত দ্রাঘায়ণসূত্রের ভাষ্য।

ক্রোছায়নি (পুং) ক্রোছায়ণের গোত্রাপত্য।

ক্রোছায়ণীয় (ত্রি) ক্রোছায়ণ কৃত, ক্রোছায়ণ সম্বন্ধীয়।

ক্র (পুং) ক্রবতি উর্দ্ধঃ গচ্ছতি ক্র-মিত্তাদিহাৎ ডু। ১ বৃক্ষ। ২ শাখা।

“আদনীতাথ বড়তাগং ক্রমাংসমধুসপিবাং।” (মহু ৭।১৩১)
(ক্রী) ৩ গতি।

ক্রকিলিম (ক্ৰী) কিল্যতে হেনেনতি কিল বৈতাক্রীড়নয়োঃ
কিলু-বাহলকাৎ কিমচ্। ক্রবৃক্কে কিলিমং। দেবদারু বৃক্ষ।
“দেবদারু ক্রকিলিমং সুরাহুঃ তদ্রদারু চ।
দেবকাষ্ঠং পীতদারু দেবদারু চ দারু চ।” (বৈদ্যকরকমালা)
পর্যায়—দেবদারু, সুরাহুঃ, তদ্রদারু, দেবকাষ্ঠ, পীতদারু
ও দারু।

ক্রঘণ (পুং) ক্রঘ্ণঃ ক্রততে হেনেনতি হন-অপ্ ঘনাদেশচ,
তোতো গণং ক্রমমরো ঘনঃ ইতি বা। ১ মূল্য। ২ স্বত্বাধারাদির
মূল্যরাকার লোহান্ত্রবিশেষ। (ভরত) ৩ বৈশম্পায়নোক্ত
ধনুর্বেদ মতে ইহা পরশুরাজ্য আকৃতিবিশিষ্ট লোহান্ত্রবিশেষ।
“ক্রঘণস্যরসাক্ষঃ স্থাৎ বক্রগ্রীবো বৃহচ্ছিরাঃ।
পঞ্চাদশাঙ্গুলোৎসেধো মুষ্টিগম্মিতমণ্ডলঃ।” (ধনুর্বেদ)
এই অস্ত্র লোহময়, ইহার গ্রীবাদেশ বক্র এবং বৃহৎ
শিরায়ুক্ত, উৎসেধ পঞ্চাশৎ আঙ্গুল ও মুষ্টিগম্মিত মণ্ডল।
ইহার ক্রিয়া চারিটি—

“উগ্রামনঃপ্রপাতশ্চ ফোটনং দারুণং তথা।

চত্বাৰ্যোতানি ক্রঘণে বল্গিত্বানি শ্রিতানি বৈ।” (ধনুর্বেদ)

উগ্রামন, প্রপাত, ফোটন ও দারুণ এই চারিটি এই
অস্ত্রের ক্রিয়া।

ক্রঃ সংসারবৃক্ষো হততে হেনেনতি। ৪ ব্রহ্মা। ৫ কুঠার।
৬ ভূমিচম্পক। ৭ ক্রমময় ঘন।

“কাঠার মাধো ক্রঘণঃ শরানঃ” (শুক ১০।১০২৯)

“ক্রঘণঃ ক্রমময় ঘনঃ” (সারণ)

ক্রগ (ক্ৰী) ক্রগতি হিনস্তীতি ক্রগ-ক। ১ ধনুঃ। ২ খড়্গ।
(পুং) ৩ বৃক্ষিক। ৪ ভূজ। (ত্রি) ৫ পিপুল। (শব্দমালা)
ক্রগসু (ত্রি) ক্রগিব দীর্ঘা নাসিকা যন্ত। অচ্ সমাসান্তঃ ততো
নাসিকায়ান নাদেশচ পূৰ্ণপদাদিতি গণঃ। দীর্ঘনাসিকাবৃক্ষ।
ক্রগহ (পুং) ক্রগঃ খড়্গঃ হস্তি গচ্ছতীতি হন-গতো ড। খড়্গ-
পিধান, খড়্গের খাপ।

ক্রগা (ক্ৰী) ক্রগঃ ধনুঃপ্রয়চ্ছনাত্যক্তাঃ, অচ্ টাপ্। অ্যা,
ধ্বক্কেয় ছিল।

ক্রগি (ক্ৰী) ক্রগতি জলাদিক্রমতি ক্রগ-গতো ইন্। (ইতপথাৎ
কিং। উণ ৪।১১৮) ক্রোশী, পেটক, বুকী।

ক্রনী (ক্ৰী) ক্রন্ ইন্ বাহ্লিকাৎ ক্রী। ১ কর্ণজলোকা,
কাণকাট্যরী ২ কচ্ছপী। ৩ কাঠাঘুহাধিনী।

ক্রত (ত্রি) ক্র-ক্র। ১ জাতক্রব, জাতক্রবীভাব যত সুবর্ণাদি,
গলিত, দ্রবীভূত। পর্যায়—অবদীর্ণ, বিলীন, বিক্রত। ২ শীঘ্র।
(ত্রি) ৩ শীঘ্রগামী।

“বাহীরিতাভিঃ স্তমনোহরাভিঃ ক্রতাভিরতার্থ সমুখিতাপি ॥”
(ভারত ১০।২৬।৮২)

৪ বিজ্রাব। ৫ পলায়িত।

“জগ্রাহ স ক্রতবরাহকুলন্ত মার্গং।” (রঘুবংশ ৯।৫৯)

৬ বিভাগ। ৭ ক্রম।

ক্রতক্রিতালী, কেহ কেহ ইহাকেই আবার কাওয়ালী কহেন।
কেহ কেহ কহেন ইহা কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।
[কাওয়ালী দেখ।]

ক্রতচারিন্ (ত্রি) ক্রতং চরতি চর-ণিনি। যাহারা ভূমিতে
ক্রতবেগে বিচরণ করে।

ক্রতপদ (ক্ৰী) ক্রতঃ শীঘ্রগামি পদং। ১ শীঘ্রগামিপদ। (ত্রি)
২ ক্রতগামিপদযুক্ত। ৩ ছন্দোভেদ, ইহার প্রতিপদে ১২টী
অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ, একাদশ ও ষোড়শবর্ণ গুরু,
“আর সকল বর্ণ লঘু।

“ক্রতপদং ভবতি নভনয়াশ্চেৎ।” (বৃত্তরং)

ক্রতমধ্যা (ক্ৰী) অর্ধসমবর্ণবৃত্ত ভেদ। ইহার প্রথম ও
তৃতীয় পাদে, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সমান। প্রথম ও
তৃতীয়পাদে সপ্তম, নবম ও একাদশ অক্ষর গুরু;
দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও ষোড়শবর্ণ গুরু।
লক্ষণ—

“ভজয়মো জগতঃ শৃঙ্গী চেৎ যুজিচ নকৌ জায়ুভৌ ক্রতমধ্যা।

উদাহরণ—

“ক্ষুর্ট স্তমধুর বেণু গীতিভিন্তমপবক্স মবেত্য মাধবঃ।

মৃগযুভতিগৈঃ সমং স্থিতা ব্রজবনিতাধ্বততিভিজমাঃ ॥”

(ছন্দোমঃ)

ক্রতবিলম্বিত (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতিচরণে ১২টী
করিয়া অক্ষর থাকিবে। এই ছন্দের ৪।৭।১০।১২ এই সকল
বর্ণ গুরু, অন্তরা বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

“ক্রতবিলম্বিতমাহ নভৌ তরৌ।”

উদাহরণ—

“ভরগিঙ্গাগুলিনে নববস্ত্রী পরিঘরা সহ কেলি কুতুহলাৎ।

ক্রতবিলম্বিত চাক বিহারিণঃ হরিমহঃ কদয়েন সদা বহে ॥”

(ছন্দোমঃ)

ক্রতি (ক্ৰী) ক্র-তাকে ক্রিন্। ১ ক্রব। ২ গতি।

ক্রপদ (পুং) দ্রোণকৃত নথ ইব অসংজ্ঞাৎ গতাভাবঃ ।
কটিক, কাটা।

ক্রপদ (পুং) চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। চন্দ্রবংশে পৃথক নামে
এক রাজা ছিলেন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত, ইহার অতিশয়
সখ্যতা ছিল, ভরদ্বাজের পুত্র হইবার সময়ে ইহারও এক
পুত্র জন্মে, পৃথক এই পুত্রের নাম ক্রপদ রাখিয়াছিলেন।
পুত্রের পুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের
সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পরে পৃথক রাজার
মৃত্যু হইলে মহাবাহু ক্রপদ উত্তর-পাক্ষাংশে অধীশ্বর হন।
এই সময়ে ভরদ্বাজও বর্গারোহণ করেন, দ্রোণ ঐ স্থানে
অবস্থান করিয়া অনন্তকর্ম্ম হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন।
একদা দ্রোণাচার্য্য ক্রপদের নিকট আসিয়া কহিলেন,
'এখন হইতে আমাকে সখাজ্ঞান কর'। ক্রপদ ইহা শুনিয়া
ক্রোধভরে দ্রোণকে কহিলেন, মূঢ় ব্রাহ্মণ! তোমার বৃদ্ধি
একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপালদিগের
কখনই দ্রুপদ গ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত
সৌখ্য হয় না। কালে সমুদায় বস্তকে জীর্ণ করে,
তদ্বারা সৌহার্দ্য জীর্ণ হয়। পূর্ব্বে যোগ্যতা বশতঃ
তোমার প্রতি আমার সৌহার্দ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু
ভ্রমণলব্ধ সৌহার্দ্য কাহারও হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া থাকেনা।
কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হয়, অথবা ক্রোধ কর্তৃক
সমূলে নিমূলিত হয়। অতএব তুমি সেই পুরাতন সৌখ্যের
উপাসনা করিতে নিরন্তর হও; এখন আর তাহা বর্তমান
বলিয়া স্বীকার করিওনা। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন
বশতঃই তোমার সহিত আমার সখ্যতা হইয়াছিল, দেখ
দরিদ্র ব্যক্তি কখনও ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না, মূর্খ
কখনও বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত সৌখ্য করিতে পারেনা,
বীর্ষহীন ব্যক্তি কখনও শূরের সখা হয় না, অতএব তুমি
কি জন্ত পূর্ব্বে সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ। যাহাদের সমান ধন,
সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর সৌখ্য বা বিবাদ হইতে
পারে, পুত্র ও অপুত্র ব্যক্তিতে কখনও বিবাদ বা সৌখ্য
সম্ভাবনা হইতে পারে না। রাজার সহিত রাজার সৌখ্য
হইয়া থাকে। তুমিদরিদ্র ব্রাহ্মণ তোমার সহিত আমার
সৌখ্য কি প্রকারে সম্ভবে। এইরূপে দ্রোণ ক্রপদ
কর্তৃক অপমানিত হইয়া অতি দুঃখে কালাতিপাত করিতে
লাগিলেন। পরে ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্যের উপর কুরুপাণ্ডব-
দিগের অশিক্ষার ভার অর্পণ করেন, ইনিও যথা-
বিধানে ইহাদিগকে অশিক্ষা দেন। কুরুপাণ্ডবগণ অস্ত্র
শস্ত্রাদি বিদ্যার বিশেষ পালনকারী হইলে, ইহাদিগের

নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। 'পাক্ষালদেশের রাজা
ক্রপদ আমাকে অপমান করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধের
জন্ত তোমরা পাক্ষালপুরী অবরোধ করিয়া আমাদের সহিত
ক্রপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনিয়া দাও।'
অর্জুন প্রভৃতি শিষ্যগণ 'তথাস্থ' বলিয়া স্বীকার করিলেন।
অনন্তর পাণ্ডুপুত্রেরা ক্রপদকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া
আমাদের সহিত বন্ধন করিয়া দ্রোণের নিকট সমর্পণ
করিলেন। তখন দ্রোণ ক্রপদকে কহিলেন, 'হে নৃত্যধিপ!
আমি পুনর্বার তোমার সহিত সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছি,
কিন্তু অধুনা আমি রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে
রাজার সহিত সখ্য হইতে পারেনা, এজন্য তোমার সহিত
একত্র রাজ্য করিতে স্থির করিয়াছি। তুমি ভাগীরথীর
দক্ষিণকূলে রাজা হও এবং আমি উত্তরকূলে রাজা হই।'
ক্রপদ ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'আপনার বাহা ভাল হয়
তাহাই করুন।'

এইরূপে দুইজন সখ্য অবলম্বন করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান
করিলেন। কিন্তু ক্রপদের অন্তঃকরণ হইতে এই মহা-
অপমান ক্ষণকালের জন্যও তিরোহিত হইল না। ক্রপদ
অমর্ষশোকে আকুল হইয়া উপযুক্ত পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে
তেজস্বী ব্রাহ্মণের অম্বলম্বন করিতে লাগিলেন। গঙ্গাকূলে
কন্যাসপার 'রাজার পুত্রের নিকটে' যাজ্ঞ ও উপযাজ্ঞ
নামে দুইজন স্নাতক-ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই দুইজন অতিশয়
তপোনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ। ইহাদের দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি
হইবে, রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া অনন্তকর্ম্ম হইয়া
ইহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর
অতিবাহিত হইল, কিন্তু উপযাজ্ঞ কিছুতেই ক্রপদের
পোরোহিত্যে স্বীকার করিলেন না, এবং বলিলেন, 'তুমি
যাজ্ঞের নিকট গমন কর, তাহা হইতেই তোমার কার্য্য
'সিদ্ধি হইবে।' রাজা উপযাজ্ঞের বাক্যগ্রহণের তাহার আশ্রমে
গমন করিলেন এবং অনেক উপাসনা করিয়া তাঁহাকে
সম্মত করাইলেন। ক্রপদ ইহাকে কহিলেন, 'আমি যে
কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামে দুর্জয় ও দ্রোণবিনাশক পুত্রলাভ করিতে
পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।' যাজ্ঞ তথাস্থ বলিয়া
যজ্ঞের প্রয়োগ মনে মনে শ্রবণ করিলেন এবং ঐ কার্য্য
গুরুতর বিবেচনা করিয়া অকাম উপযাজ্ঞকে সাহায্য করিতে
আদেশ করিলেন। ইনিও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে
ইহারা দুইজন শ্রোতাশ্রিসাধ্য যজ্ঞারম্ভ করিলেন। পরে
যাজ্ঞ যজ্ঞান্তে রাজাকে এইরূপ আদেশ করিলেন, 'হে রাজা!
তুমি হবির্গ্রহণের নিমিত্ত শীঘ্র আমার নিকট আগমন

কর, তোমার পুত্রকর্তা উপস্থিত হইরাছে।' তাহা শুনিয়া রাজী করিলেন, 'আমি অন্ধরাগাদি ধারণ করার আমার শরীর ক্ষতি আছে, অন্ধকাল প্রতীক্ষা করুন, শুচি হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করিব।' যাজ্ঞ কহিলেন, যে হব্য বস্তু উপবাস কর্তৃক মনুষ্য হইয়া যাজ্ঞ কর্তৃক পাক নিম্ন হইয়াছে, তুমি আইস বা থাক, অবশ্যই তদ্বারা কামনা সিদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ ইহা বলিয়া হস্ত হতাশনে সংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবারাত্র সেই পাবক হইতে আলাবর্ণ, ভীষণাকৃতি ক্রীটভূষণ উত্তম কষট্যযুক্ত খড়গ ও ধর্ম্মকাণ-ধারী দেব সদৃশ এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার অন্ন পরিগ্রহ করিয়াই, বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে প্রধান রথে আরোহণ করিল ও ঐ রথে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। এই সময় আকাশবাণী হইল যে, রাজকুমার জ্যোৎস্না-বধের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই পুত্র পাঞ্চালগণের যশস্বর, ভয়নাশক ও রাজার শোকাবহ হইবে। পরে বেদী মধ্য হইতে সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীমাকী এক কুমারী উথিত হইল। এই কুমারী অসামান্য রূপশালিনী। এই সময়ে পুনরায় আবার আকাশবাণী হইল। এই কৃষ্ণা সকল রমণী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও অনেক ক্ষত্রিয় ক্ষয়কারিণী হইবে এবং ইহার দ্বারা দেবকার্য সম্পন্ন হইবে। পরে ব্রাহ্মণেরা ক্রপদকে কহিলেন, 'রাজন! এই কুমার ষষ্ঠ অর্থাৎ প্রগল্ভ, অতিশুষ্ঠ অর্থাৎ বিগন্ধদিগের উৎকর্ষের সহিত এবং ছাদ্মাদির অর্থাৎ কবচ কুণ্ডলাদির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ষষ্ঠছাদ্ম হইল এবং এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে এই জন্ত ইহার নাম কৃষ্ণা হইল। ক্রপদ জ্যোৎস্না-নিহতা পুত্রলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইহার শিখণ্ডী নামে আরও একপুত্র ছিল। ক্রপদ ভারতযুদ্ধে জ্যোৎস্না হস্তে নিহত হন। (ভারত আদি জ্যোৎস্না)

২ কাঠের দেশভেদ। "আদিত্যং ক্রপদেয় বজং" (ঋক্).

'জ্যোঃ কাঠস্ত পদেয় যুগ্মত প্রদেশবিশেষেয়' (সারণ)

৩ কাঠময় পাছকা। "ক্রপদাদিব যুগ্মচানঃ" (শুরুষজুঃ ২.১২.০)

'ক্রতুরন্তঃপদং পদং পাছকা তন্মায় যুগ্মচানঃ পৃথগ্ভবন'

(বেদদীপ)

ক্রপদা (জী) ক্রপদঃ তচ্ছব্দেহত্যন্তঃ ঋষি অচ্। বৈদিক মন্তবিশেষ, ক্রপদশব্দযুক্ত ঋক্।

"ভুক্তোচ্ছিত্বনাচাত্তশাণ্ডালৈঃ ঋগচেন বা।।

প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছৎ তত্র সূর্যাৎ বিশোধনং।

গায়ত্র্যষ্টমহন্ত ক্রপদাং বা শতং অপেৎ" (আহিকতত্ত্ব)

যদি প্রমাদপূর্বক ভুক্তোচ্ছিত চাণ্ডাল ও ঋগচাদিকে স্পর্শ

করা যায়, তাহা হইলে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী বা শত ক্রপদাভ্যপ করিলে পরিচ্ছন্ন হয়।

ক্রপদাত্মজ (পুং) ক্রপদন্ত আয়জঃ। ক্রপদেয় পুত্র, শিখণ্ডী ও ষষ্ঠছাদ্ম। দ্বিগাং টাপ্। জ্যোৎস্না।

ক্রপদাদিত্য (পুং) জ্যোৎস্নার প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ আদিত্যাদি-বিশেষ। ইহার বিষয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। পাণ্ডুরতনয়গণ জ্ঞাতিকর্তৃক প্রতারিত হইয়া যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, সেই সময় পতিব্রতা পাঞ্চালী সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জ্যোৎস্নাকে দক্ষী ও পিধানের সহিত অন্ধরহালিকা প্রদান করিয়া এই বর দিয়াছিলেন, 'যেপর্য্যন্ত তোমার ভোজন না হইবে, তাবৎ বত ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থানীসমুত্ত অন্ন পরিভুক্তি লাভ হইবে। তোমার ভোজনের পর এই স্থানী শূন্য হইবে। সূর্য্যদেব আরও বলিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সমুখে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি আরাধনা করিবে, তাহার ক্ষুধাজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে পাঞ্চালি! ভগবান্ বিশ্বেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যে বর দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রবে! যে ব্যক্তি প্রথমে তোমার পূজা করিয়া পরে আমাকে দর্শন করিবে, তুমি নিজ-করসমূহের দ্বারা তাহার হস্তত্বিমির অপনয়ন করিও। আমি বিশ্বেশ্বরের এই বরে লোকদিগের পাপ অপনোদন করিয়া থাকি। অগ্নি জ্যোৎস্না! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও ব্যাধিজনিত ক্ষুধাজন্ত বা তৃষ্ণাসমুত্ত ক্রেশ উৎপন্ন হইবে না।' (কাশীখণ্ড ৪৯ অং)

ক্রম (পুং) সমুদ্রাশ্মে বৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষু বর্ত্তন্তে ইতি-
'জ্যোৎস্নাং ক্রঃ শাখা বিভক্তেহন্ত ম (ছাফ্রত্যং মঃ। পা ৫।২।১০৮)
১ বৃক্।

"নির্ভরন্ত ভবেৎ যত্র রাষ্ট্রং বাহবলাশ্রিতং।

তত্ত্ব তৎকর্ত্তে নিত্যং সিধ্যমানইব ক্রমঃ" (মহুং ৯।২৫৫)

২ পারিজাত। ৩ কুবের। ৪ স্বনামখ্যাত কিস্কুৎসবধর।

(ভারত ১।১০২৮)

৫ স্বনামখ্যাত নৃপবিজ্ঞপ, ইনি, শিব নামক দৈত্যের অংশে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"যন্ত রাজন শিবিনাম দৈত্যেরঃ পরিকীর্তিতঃ।

ক্রম ইত্যভিবিখ্যাতঃ স আসৌভুবি পার্থিবঃ" (ভারত ১।৬৭।৮)

৬ কুশ্মিনীর গর্ভজাত ত্রীকৃষ্ণের পুত্রবিশেষ। (হরিবং ১৬.১৬)

৭ প্রাচীন নৃপবরভেদ।

"ভূমীনঃ শতরথঃ ককো জগিষ্যহো ক্রমঃ" (ভারত ১ অং)

ক্রমকিম্বরপ্রভ (পুং) গন্ধর্ববিশেষ।
 ক্রমকিম্বররাজ (পুং) একজন কিম্বররাজ।
 ক্রমনথ (পুং) ক্রমস্ত নথইব। কণ্টক।
 ক্রমৎ (ত্রি) কাষ্ঠ নির্মিত।
 ক্রমময় (পুং) ক্রম বিকারে ময়ট। বৃক্ষবিকার বৃগাদি।
 ক্রমর (পুং) ক্রম্মিরতেহেনেন যু-করণে-অপ্। ১ কণ্টক।
 ক্রমমর (পুং) ক্রম-মৃ-অপ্। কণ্টক।
 ক্রমরত্নশাখাপ্রভ (পুং) ক্রিমরবিশেষ।
 ক্রমবৎ (ত্রি) ক্রমো বিস্তৃতত্ব ক্রম-মত্পু মস্ত ব। ক্রম-
 বিশিষ্ট, যাহার বাগান বাগিচা আছে।
 ক্রমবন্ধ (ত্রি) বৃক্ষের ছাল।
 ক্রমব্যাদি (পুং) ক্রমস্ত ব্যাদিরিব। ১ লাক্ষা। ক্রমস্ত ব্যাদিঃ
 ৬তৎ। ২ বৃক্ষরোগ।
 ক্রমশীর্ষ (ক্লী) ক্রমস্ত শীর্ষমিব শীর্ষং যন্ত। কুট্টমভেদ।
 “কপিশীর্ষং ক্রমশীর্ষং তথা চাখোটশীর্ষকং।
 ইতি কুট্টমভেদাঃ স্য্যঃ শাকটিকৈঃ সমুদাহৃতঃ॥”
 (শব্দরত্নাবলী)
 ক্রমস্ত শীর্ষং ৬তৎ। ২ বৃক্ষাণ্ড।
 ক্রমশ্রেষ্ঠ (পুং) ক্রমেয়ু শ্রেষ্ঠঃ। ১ প্রধান বৃক্ষ। ২. তাল-
 বৃক্ষ। (শব্দার্থক)
 ক্রমবশু (ক্লী) ক্রমাগাং সমূহঃ ক্রম-বশুচ। বৃক্ষসমূহ।
 “জলেবু জলজৈশ্চরং স্থলেবু স্থলজৈরপি।
 গজজৈশ্চর্যৈশ্চ সর্বতঃ প্রতিভূষিতং॥” (হরিব° ৬৭ অ°)
 ক্রমসেন (পুং) রাজভেদ, ইনি গবিষ্ঠানুরের অংশ হইতে
 জন্ম গ্রহণ করেন।
 “গবিষ্ঠস্ত মহাতেজা যঃ প্রথাযতো মহেশ্বরঃ।
 ক্রমসেন ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহিভবপুং॥”
 (ভারত ১।৬৭ অ°)
 ২ কোরব পক্ষীর একজন বীর, ইনি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত
 যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। (ভারত ভ্রোগপ°)
 ক্রমাময় (পুং) ক্রমস্ত আময় ইব। ১ লাক্ষা। ক্রমস্ত আময়ঃ
 ৬তৎ। ২ বৃক্ষের রোগ।
 ক্রমারি (পুং) ক্রমস্ত, অরিঃ বৃক্ষনাশকত্বাৎ তথাৎ। হস্তী।
 (রাজনি°)
 ক্রমাপ্রয় (পুং) ক্রমো-আপ্রয়ো যন্ত। সরট। স্রিয়াং জাতিত্বাৎ
 ভীষ্। (ত্রি) ২ বৃক্ষাশ্রিত মাত্র।
 ক্রমিনী (ক্লী) বন, জঙ্গল, বৃক্ষলতাদি পূর্ণ।
 ক্রমিল (পুং) দানবের নামভেদ, যিনি সৌভদ্রেশের রাজা ছিলেন।
 ক্রমেশ্বর (পুং) ক্রমেয়ু ঈশ্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। তালবৃক্ষ। ক্রমাগাং

ওষধীনাং ঈশ্বরঃ। ২ চতুঃ। ৩ ক্রমর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পারি-
 জাতের নারভেদ।
 “বর্গাদি হানরিষা চ পারিজাতঃ ক্রমেশ্বরঃ।” (হরিব° ১২৬ অ°)
 ক্রমোৎপল (পুং) ক্রমে উৎপলমিব পুষ্পং যন্ত। কণিকার বৃক্ষ।
 ক্রবয় (পুং) ত্রোবৃক্ষস্ত বিকারভূতঃ প্রহাদিগরিমাণং ক্র-
 মানো বয়। (মানবয়ঃ। পা ৪।৩।১৬২) পরিমাণ। “সিংহ
 হবাস্তানীদক্রবয়ো বিবন্ধঃ” (অথর্ব° ৫।২০।২)
 ক্রমদ্ (ত্রি) বৃক্ষ বা কাষ্ঠ ষড়ের উপর উপবেশনকারী।
 ক্রসল্লক (পুং) ক্রসু সল্লক ইব। পিয়াল বৃক্ষ। (শব্দর°)
 ক্রহ (পুং) ক্রহতি ধনাদিলাভাশয়া পিতৃবিনাশং চিন্তয়তি
 ক্রহ-ক। ১ পুং। ২ বৃক্ষ, তরু। (ত্রি) ৩ দোহকারক।
 “নক্রমপক্রহ তবং গৃহমানা” (খৃষ্ণ ৭।১০।১৭) ‘যা রক্ষিত
 নতং রাজৌ দ্রুহা দোহেহু যুক্তা’ (শাশ্বৎ) স্রিয়াং ভীপ্।
 ৪ দ্রুহিতা।
 ক্রহণ (পুং) ক্রং সংসারগতিং হস্তি হন-প্রচ্। (পুংকপদাং
 সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি গৎ। ত্রজ্ঞা। (বিক্রপকোষ°)
 ক্রহস্তর (ত্রি) [১৬] দৈত্যাদিগকে হনন করিয়া।
 ক্রহিণ (পুং) ক্রহতি দ্রুহেত্য ইতি ক্রহ-ইনন্, গুণাতাবচ্।
 (বহুলমত্ৰাপি। উণ ৬।৪৯) ত্রজ্ঞা।
 “ক্রহিণেন্দ্রিষ্টশক্তিচ্চ হরৌ পালনশক্তিচ।” (দেবীভাগ° ২।৪৯)
 ক্রহী (ক্লী) ক্রহতি প্রুজে বিবাহকালীনধনাগ্রহণাদিনি,
 ক্রহ-ক, ততো ভীষ্। দ্রুহিতা।
 ক্রহ (ত্রি) ক্রহ-ক্যপ্। দ্রোহবিশেষ।
 ক্রহ্ম (পুং) যযাতিপত্নী শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যযাতি
 ক্রহ্মকে সহস্র বৎসর নিজের জরা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন,
 কিন্তু ইনি ইহা স্বীকার করেন নাই এবং বলিয়াছিলেন,
 জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীর্ণ কলেবর হওয়ার হস্তী, অশ্ব, রথ ও
 জ্ঞী প্রভৃতি কিছুই ভোগ করিতে পারে না এবং তাহার
 বাক্যও অক্ষুট হইয়া যায়, অতএব আমি জরা গ্রহণ
 করিতে পারিব না। যযাতি এই কথা শুনিয়া ইহাকে শাপ
 দিয়াছিলেন, তুমি আমার জদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও
 স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর
 অভিলাষ কোথাও সিদ্ধি হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ,
 হস্তী, রাজযোগ্য যান, গৈ, গদভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি
 দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্বদা তেলা
 ও মৃতগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয় এবং যেখানে রাজ-
 শব্দ এসিক নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থান করিবে।
 ক্রহ্মার বংশে কেহ রাজা হয় নাই। ইহার বংশে ভোজগণ
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (ভারত ১।৮৪ অ°) [অমরোক্ত]

দ্র (পুং) ক্র-কিপৃষীৰ্ষ-চ। স্বৰ্ণ।

ক্রষণ (পুং) ক্রষণ প্ৰবোধরাদিভ্যঃ সাধু। ক্রষণ, মূল্যগ।

ক্রণ (পুং) ক্রণ প্ৰবোধরাদিভ্যঃ সাধু। বৃশ্চিক।

দ্রেক (পুং) দ্রেকাণ প্ৰবোধরাদিভ্যঃ সাধু। দ্রেকাণ, লগ্নের তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।

দ্রেকাণ (পুং) লগ্নের তৃতীয় ভাগের এক ভাগ।

“স্বপক নবমানাং যে রাশীনাবিধিঃ গ্রহাঃ।

তে দ্রেকাণবিধিঃ জেয়া দ্রেকাণান্নর এব হি ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

[বিশেষ বিবরণ দ্রুকাণ দেখ।]

দ্রেশ্য (ত্রি) দৃশ-কৰ্মণি ক্যপ্ প্ৰবোধরাদিভ্যঃ সাধু। দৃশ্য।

“যতদ্রেস্তমগ্রাহমগোজমবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রিং” (মুণ্ডকোপনিঃ)

‘অদ্রেস্তঃ অদ্রুস্তঃ বৃকীজ্রিগাণমগম্যমিত্তেতৎ দৃশেবহিঃ
প্রতিতত্ত পক্ষেজ্রিগবাচকভ্যঃ’ (ভাষ্যঃ)

দ্রেকাণ (পুং) দ্রেকাণ প্ৰবোধরাদিভ্যঃ সাধু। [দ্রুকাণ দেখ।]

দ্রোক্ষব্য (ত্রি) ক্র-তব্য। ব্যক্তি, হিসাকারক।

দ্রোক্ষ (ত্রি) ক্র-তৃচ্। যেবী, পরের মন চেষ্টক।

দ্রোঘ (ত্রি) ক্র-কৰ্মণি-ঘঞ বাহু বেদে কৃত্বং। দ্রোহ বিবরণ।

“হেবসা দ্রোঘমিত্রান্” (শ্লক ১০।৮৯।১২) ‘দ্রোঘমিত্রান্
ক্রুধানি মিত্রানি বৈঃ তে দ্রোঘমিত্রাঃ’ (সায়ণ) ২ দ্রোহ-
শূচক বাক্যাদি। “দ্রোঘায় চিবচস আনবার” (শ্লক ৬৬২।৯)

‘দ্রোঘায় অতিদ্রোহাশ্চকায় বচসে’ (সায়ণ)।

দ্রোঘমিত্র (পুং) [বৈ] কৰ্ত্তিকর-বন্ধু।

দ্রোঘবচস্ (ত্রি) অনিষ্টকারী বচন।

দ্রোণ (পুং স্ত্রী) দ্রবতীতি ক্র-গতো নিৎ। (ক্র বৃ জৃষি ক্রপণ্য
নিষপিত্যো নিৎ। উৎ ৩।১০) ১ আঢ়ক পরিমাণ, আঢ়ক
চতুষ্টিয়। ৩২ সের লৌকিক পরিমাণ। পর্যায়—ঘট, কলস,
উন্মান, উল্লব, অর্ধণ। (বৈজ্ঞানিকপরিঃ)

“দ্রোণস্ত ধার্যাঃ খলু বোড়শাংশঃ” (নীলাবতী)

২ অন্নগী কাঠ। “কৃষ্ণাহি দ্রোণে অজ্যসেহ্মে বাজী ন
কৃত্বা” (শ্লক ৬২।৮) ‘হে অগ্নে কৃষ্ণা কৰ্মণা মছন-
ক্ৰপেণ দ্রোণে ক্রমে কাঠেহরণাৎ’ (সায়ণ) ৩ কাঠনির্মিত
কলস। “প্রোজোণে হরয়ঃ কৰ্ম্মাশ্বান্ পুনানাস ঋজ্যস্তো”
(শ্লক ৬৩৭।২) ‘দ্রোণে দ্রোণকলস ঋজ্যস্ত ঋজুর্গচ্ছতঃ’
(সায়ণ) ৪ ক্রমময় রথ, কাঠের রথ। “আতেবৃষন্ বৃষণো
দ্রোণমধাঃ” (শ্লক ৬৪৪।২০) ‘দ্রোণং ক্রমময়ং রথমন্তঃ’ (সায়ণ)
৫ দণ্ডকাক, দাঁড়কাক। ৬ বৃশ্চিক। ৭ চতুঃশত ধনু পরিমিত
অংশধর। “অনেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী জিভিঃ দীর্ঘিকা চতুর্ভিঃ
দ্রোণঃ” (অলাশয়তত্ত্ব)

৮ মেঘনারক ভেদ।

৯ মেঘনারক ভেদ।

১০ মেঘনারক ভেদ।

১১ মেঘনারক ভেদ।

১২ মেঘনারক ভেদ।

১৩ মেঘনারক ভেদ।

১৪ মেঘনারক ভেদ।

১৫ মেঘনারক ভেদ।

১৬ মেঘনারক ভেদ।

“জিহুভে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোষিতে ক্রমাৎ।

আবর্তঃ বিহিঃ সংবর্তঃ পুষ্করং দ্রোণমধুনাং ॥

আবর্তো নির্জলোমেঘঃ সংবর্তচরপোনকঃ।

পুষ্করো হৃকরলো দ্রোণঃ শতপ্রপুষ্কঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

যে বৎসর দ্রোণ মেঘনারক হয়, সেই বৎসর উত্তম
বৃষ্টি এবং বহুধরা শতশালিনী হয়। ৯ ক্রম, বৃক্ষমাত্র।
১০ বর্ষপর্কত ভেদ।

“চতুর্ভঃ পর্কতো দ্রোণা-যজ্ঞোবধো মহাগিরৌ।

বিশল্যাকরগী চৈব যুতসজীবনী তথা ॥” (মৎস্তপুঃ)

১১ কীরোর সমুদ্রস্থিত পর্কত বিশেষ। এখানে বিশল্য-
করগী সজীবনী নামক ঔষধ আছে। (রামাঃ) ১২ মল্লপালের
পুত্র। ইহার পুত্রগণের নাম শিল্যাক, অবরোধ, স্নমুখ ও
সুপুত্র ইহারা বপুনামী অপ্সরার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল।

(মার্কণ্ডেয়পুঃ) ১৩ পুষ্কবিশেষ, দ্রোণপুষ্ক।

“ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাম দ্রোণপুষ্কঃ সদা শ্রিয়ং।

তত্তে হুর্গে প্রবচ্ছামি পবিজন্তে সুরেশ্বরী ॥”

(অর্ধবৃদ্ধ হুর্গার্চ্যপ্রয়োগঃ)

হুর্গাপূজার সময় দ্রোণপুষ্ক দিয়া হুর্গার্চনা করিলে
বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। এই পুষ্ক শরৎকালে হইয়া
থাকে। ১৪ বহুপুত্র বিশেষ।

“ব্রসবোহিষ্টৌ বসোঃ পুত্রান্তেবাং নামানি বৈ শৃণু।

দ্রোণঃ প্রাপোহুবোহকৌহমিদৌবোবাস্তবিতাবসুঃ ॥”

(ভাগঃ ৬।৬।১১)

১৫ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস
অনুসারে পরক্কারামের পর দ্রোণাচার্যের মত আর ব্রাহ্মণদ্বী
জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাভারতে আদি হইতে দ্রোণপর্কের মধ্যে দ্রোণাচার্য
সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে
তাহাই লিখিত হইল।

গঙ্গাধারের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস
করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যান। সেই
সময় দ্বতীচী নামী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে
তাহার বসন স্থলিত হইল। বিগলিতবসনা দ্বতীচীকে
অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামান্ত হইলেন। তাহার
য়েতঃ স্থলিত হইল। তখন ঋষি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয়
পাত্রে সেই য়েত ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র
হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ নামক
পাত্রে অন্ন বলিয়া তাহার নামও দ্রোণ হইল। ভরদ্বাজ
পূর্বে অগ্নিবিশেষ ঋষিকে আগ্নেয় অন্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৬ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস
অনুসারে পরক্কারামের পর দ্রোণাচার্যের মত আর ব্রাহ্মণদ্বী
জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাভারতে আদি হইতে দ্রোণপর্কের মধ্যে দ্রোণাচার্য
সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে
তাহাই লিখিত হইল।

গঙ্গাধারের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস
করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যান। সেই
সময় দ্বতীচী নামী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে
তাহার বসন স্থলিত হইল। বিগলিতবসনা দ্বতীচীকে
অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামান্ত হইলেন। তাহার
য়েতঃ স্থলিত হইল। তখন ঋষি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয়
পাত্রে সেই য়েত ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র
হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ নামক
পাত্রে অন্ন বলিয়া তাহার নামও দ্রোণ হইল। ভরদ্বাজ
পূর্বে অগ্নিবিশেষ ঋষিকে আগ্নেয় অন্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৭ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস
অনুসারে পরক্কারামের পর দ্রোণাচার্যের মত আর ব্রাহ্মণদ্বী
জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাভারতে আদি হইতে দ্রোণপর্কের মধ্যে দ্রোণাচার্য
সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে
তাহাই লিখিত হইল।

গঙ্গাধারের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস
করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যান। সেই
সময় দ্বতীচী নামী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে
তাহার বসন স্থলিত হইল। বিগলিতবসনা দ্বতীচীকে
অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামান্ত হইলেন। তাহার
য়েতঃ স্থলিত হইল। তখন ঋষি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয়
পাত্রে সেই য়েত ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র
হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ নামক
পাত্রে অন্ন বলিয়া তাহার নামও দ্রোণ হইল। ভরদ্বাজ
পূর্বে অগ্নিবিশেষ ঋষিকে আগ্নেয় অন্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮ মহাভারতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বীর। পুরাণেতিহাস
অনুসারে পরক্কারামের পর দ্রোণাচার্যের মত আর ব্রাহ্মণদ্বী
জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাভারতে আদি হইতে দ্রোণপর্কের মধ্যে দ্রোণাচার্য
সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। এখানে সংক্ষেপে
তাহাই লিখিত হইল।

গঙ্গাধারের নিকট ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত মহর্ষি বাস
করিতেন। একদিন তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যান। সেই
সময় দ্বতীচী নামী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল, ঘটনাক্রমে
তাহার বসন স্থলিত হইল। বিগলিতবসনা দ্বতীচীকে
অবলোকন করিয়া মহর্ষিও কামান্ত হইলেন। তাহার
য়েতঃ স্থলিত হইল। তখন ঋষি দ্রোণ নামক যজ্ঞীয়
পাত্রে সেই য়েত ধারণ করিলেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র
হইতে উক্ত ব্রাহ্মণবীর উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ নামক
পাত্রে অন্ন বলিয়া তাহার নামও দ্রোণ হইল। ভরদ্বাজ
পূর্বে অগ্নিবিশেষ ঋষিকে আগ্নেয় অন্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন অধিবেশ শুরু পূত্র জ্যোৎকে সেই সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিলেন।

তরবারের পৃথক নামে এক রাজা সখা ছিলেন। যে সময় জ্যোৎ জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় পৃথকেরও এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম ক্রপদ। ক্রপদ প্রতিদিন তরবারের আশ্রমে আসিয়া জ্যোৎসহিত খেলা ও লেখা পড়া শিক্ষা করিতেন। এইরূপে উভয়ে মিত্রতা জন্মিল। রাজা পৃথকের মৃত্যু হইলে ক্রপদ উত্তর-পঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন।

সেই সময় তরবার মানবলীলা স্বরূপ করেন। জ্যোৎ পিতার পূর্বনিয়োগানুসারে পুত্রলাভার্থ শরবানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। যথাকালে কৃপী এক পুত্র প্রসব করিলেন। জাতমাত্র সেই বালক উচ্চৈঃশ্রবা অথের ভায় শব্দ করিল, সেই শব্দ (স্বাম) দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইল, তাই বালকের নাম হইল অশ্বখামা।

সেই সময় জ্যোৎ ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট মহাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র লাভ করিবার জন্ত মহেন্দ্রপর্বতে গমন করেন এবং ভার্গবরামের চরণে নিপতিত হইয়া প্রথমে ধন রত্ন প্রার্থনা করেন। পরশুরাম বলিলেন, ‘আমার সমস্ত ধনরত্নই ব্রাহ্মণগণকে এবং পৃথিবী কণ্ঠপকে দান করিয়াছি, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও আমার এই শরীর তিন্ন আমার আর কিছুই নাই, ইহার মধ্যে তুমি বাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।’ জ্যোৎ হঠাৎকরণে প্রায়োগ, উপসংহার ও সরহস্ত সমগ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

অক্ষুণ্ণচিত্তে জ্যোৎ ঘরে কিরিয়া আসিলেন। একদিন অশ্বখামা এক ধনিপুত্রকে দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া খুব কাঁদিতে লাগিল, কেহই খামাইতে পারিল না। জ্যোৎসের ঘরে দুগ্ধ বা গুড়ী ছিল না, অপরের নিকট প্রতিগ্রহ করিলে পাছে ধর্মচ্যুত হন, এই ভয়ে একাধারে তাঁহার মন হইল না। পরে অপরাপর বালকেরা পিটালীর জল খাওয়াইয়া অশ্বখামাকে শান্ত করিল। অশ্বখামা সেই তরল পিটালী খাইয়া ‘দুগ্ধ পান করিয়াছি’ বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে দরিদ্র জ্যোৎসের মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি স্ত্রী-পুত্রের সহিত তাঁহার প্রিয়সখা রাজা ক্রপদের নিকট চলিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পঞ্চাল-রাজ্য তাঁহার পূর্ব সখ্যতার অনুরোধে তাঁহার সকল অভাব মোচন করিবেন। কিন্তু ধনমদে মত্ত ক্রপদ তাঁহার পূর্ব সৌহৃদ্য স্বীকার করিলেন না। বরং মহামতি জ্যোৎ তাঁহার নিকট অপমানিত হইলেন। [ক্রপদ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তখন জ্যোৎ ছুখে ও ক্রোধে অশ্বখামার প্রতিশোধ

লাইবার সংকল্প করিয়া কোরব-রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। এখানে তিনি কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে অশ্বখামা গুপ্তভাবে পাণ্ডব-দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই।

একদিন যুধিষ্ঠিরাদি বীরবালকগণ হস্তিনাপুর হইতে বাহির হইয়া গোলা খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে সেই গোলা ক্রূপে পতিত হইল, কেহই তুলিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে জ্যোৎপাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শরবারা সেই গোলা উদ্ধার করিয়া দিলেন। তাঁহার অসামান্য শরলক্ষ্যনৈপুণ্য দর্শন করিয়া কুমারগণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোৎ তাঁহাদের কাছে পরিচয় দিলেন না। তাঁহার ভায়ের নিকট গিয়া সেই অদ্রুতকর্ম্ম ব্রাহ্মণের কথা প্রকাশ করিলেন। তখন বীরবর তীয় আপনি ‘জ্যোৎসের নিকট গিয়া তাঁহাকে আনাইয়া কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা কার্য্যে বরণ করিলেন। এখন হইতে তিনি জ্যোৎপাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার সকল অভাব দূর হইল। কুরু-পাণ্ডবগণ তাঁহারই শিক্ষাশ্রমে বৃহৎসংখ্যায় বলিয়া গণ্য হইলেন। নানাদিগদেশ হইতে রাজপুত্রগণ আসিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার খ্যাতি ভারতব্যাপ্ত হইল। তাঁহার অসংখ্যশিষ্যের মধ্যে অর্জুনই সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন। [কর্ণ, অর্জুন, একলব্য, অশ্বখামা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যখন জ্যোৎ পাণ্ডব ও ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষারূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘একটা বিষয় সর্বদা আমার মনোমন্দিরে জাগরুক আছে। সত্য কর যে, অস্ত্রবিজ্ঞান পারদর্শী হইলে আমার সেই অভি-
মায় পূরণ করিবে?’ কোরবগণ ইহা শুনিয়া মোনী হইলেন। কিন্তু অর্জুন গুরুর অভীষ্ট সাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কোরবগণের অস্ত্র শিক্ষা শেষ হইল। একদিন জ্যোৎপাচার্য্য সকলকে ডাকিয়া এই গুরুদক্ষিণা চাহিলেন, ‘তোমরা যুদ্ধে পঞ্চালরাজ ক্রপদকে পরাজয় করিয়া তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।’ তখন কুরুপাণ্ডবগণ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্ত সশস্ত্র অগ্রসর হইলেন। কোরব ও পাণ্ডবগণে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর অর্জুন ক্রপদকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে গুরুর নিকট ধরিয়া আনিলেন। জ্যোৎপাচার্য্যের বহুদিনের সংকল্প পূর্ণ হইল। কিন্তু অশ্বখামা জ্যোৎ ক্রপদের কোনরূপ অনিষ্ট করিলেন না। বরং ক্রপদকে সোধোন করিয়া বলিলেন, ‘হে রাজন! তুমি বেদশাস্ত্রালায়ে

আমার সহিত খেলা করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার মেহ ও প্রীতি হইয়াছিল। এখন আমার তোমার নিকট সেই সখা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বলিয়াছিলে, রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, সেই অজ্ঞাই আজি রাজ্যশাভের বন্ধ করিয়াছি। এখন হইতে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আর আমি উত্তরকূলের রাজা হইব। [পাণ্ডাল দেখ।] ঋগদ লজ্জার মাথা হেঁট করিলেন। বাহা হটুক, এখন তিনি জ্যোতিষচার্যের অমুগ্ৰহে দক্ষিণ-পাণ্ডালের রাজা হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ব্রহ্মবল না হইলে জ্যোতিষচার্যের ধ্বংস অসম্ভব। সেই অজ্ঞা তিনি পুত্রোত্তীষাগ আরম্ভ করিলেন। তাহারই ফলে জ্যোতির নিহন্তারূপে ঋষ্টদ্রায়ের অন্য় হইল।

জ্যোতির একটি সংকর সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আরও একটি বাকি ছিল। অর্জুন তাঁহার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন তিনি অর্জুনের নিকট সেই অভিশ্রুত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ‘দেখ অর্জুন! আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে।’ গুরুবৎসল মহাবীর অর্জুন গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাহাই করিতে সম্মত হইলেন। এই কারণেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে জ্যোতিষচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অর্জুন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। নচেৎ অর্জুন গুরুর বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্র ধারণ করিতেন না। জ্যোতিষচার্যের জীবনে এই কয়টা প্রধান ঘটনা ঘটে। যখন কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন তিনি দ্ব্যর্থোপদেশকে পাণ্ডবদিগের প্রতি দূর্ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছিলেন। অবশেষে কুলক্ষয়কর কুরুক্ষেত্রের মহাসমর উপস্থিত হইল, তিনি কোরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া নয়দিন ঘোরতর যুদ্ধ ও অসংখ্য যোদ্ধার প্রাণ বিনাশ করেন। কিন্তু ইহারই সেনাপতিত্বের সময় অভিমত্যা অস্ত্রায় যুদ্ধে নিহত হন। ইনিও অস্ত্রায় যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের মুখে ‘অশ্বখামা হত ইতি গজ’ এই কথা শুনিয়া পুত্রের নিধন মনে করিয়া মহাশোকেনির্ভেদ অবলম্বন করেন। সেই অবসরে ঋষ্টদ্রায় মহাবীর জ্যোতির মৃত্তি ধিগু করিয়া ফেলেন। [যুধিষ্ঠির ও ঋষ্টদ্রায় দেখ।]

জ্যোতিষকলশ (পুং) জ্যোতিষ-ইব কলশঃ। ক্রমস্বর বজ্রপাত্র ভেদ। ‘আহবনীয়ং গচ্ছন্ত্যাদার প্রাণ জ্যোতিষকলশসোম-পাত্রাণি।’ (কাভ্যা° শ্রৌ° ৮।৭।৫)

‘পঞ্চপ্রাণাগোহতিববার্থাঃ তে চ পূর্নমভিববণে স্থাপিতা অপি বচনাত্ত অনীয়ন্তে সংসারার্থং জ্যোতিষকলশঃ ক্রমস্বরঃ কলশাভ্যো বৈকল্যতঃ যজ্ঞোপরি ধারাগ্রহা গৃহন্তে।’ (কক°)

জ্যোতিষকল (পুং) জ্যোতিষ-ইব কলশঃ। বনকাক, দাঁড়কাক। পর্যায়—কাকোজ, জ্যোতি, অরণ্যবায়স, বনবাণী, মহাপ্রাণ, ক্রুরবাণী, কলপ্রিয়, কাকল। (শব্দরত্নাবলী) [কাক দেখ।]

জ্যোতিষকীরা (স্ত্রী) জ্যোতিষমিতঃ ছদ্মঃ যজ্ঞাঃ। জ্যোতিষমিতঃ ছদ্মবতী গো, যে গোবর এক কলস ছদ্ম হয়।

জ্যোতিষক্লিকা (স্ত্রী) জ্যোতিষ জ্যোতিষপুস্তক গচ্ছইব গচ্ছোযজ্ঞাঃ কপ্-টাপি অতইৎ। রাহা। (জটায়ব)

জ্যোতিষা (স্ত্রী) জ্যোতিষা পুত্রোদরাদিভ্যাং দ্রলোপঃ। জ্যোতিষা।

জ্যোতিষচিৎ (পুং) যজ্ঞীর অঘিভেদ। ‘এতরা বিকৃত্যাত্মাং চিতিং চিযন্তি জ্যোতিষচিৎচক্রচিৎ কক্চিৎ।’

(কাভ্যা° শ্রৌ° ১৩।৫।৯)

‘এতে অঘিবিষেবাঃ’ (কক°)

জ্যোতিষদ্বন্দ্বী (স্ত্রী) জ্যোতিষমিতঃ ছদ্মঃ যজ্ঞাঃ। জ্যোতিষা, যে গাভী জ্যোতিষমিতঃ ছদ্ম দেয়।

জ্যোতিষদ্বন্দ্বী (স্ত্রী) জ্যোতিষ দোষীতি ছদ্ম-কপ্-শ্চাত্তাদেশঃ (ছদ্মঃ কপ্-শ্চ। পা ৩।২।৭০) গবীবিষেব। পর্যায়—জ্যোতিষকীরা, জ্যোতিমানা, জ্যোতিষা, পরশ্বিনী, জ্যোতিষদ্বন্দ্বী, জ্যোতিমান-পরশ্বিনী। (শব্দর°)

জ্যোতিষদ্বী (স্ত্রী) জ্যোতিষ-ইব পাদোযজ্ঞাঃ, কুলপত্তাদিভ্যাং ভীষ্, ভীষি পাদো হস্তালোপে পত্তাবঃ। জ্যোতিষপাদবৃদ্ধা স্ত্রী।

জ্যোতিষপর্ণী (স্ত্রী) জ্যোতিষ বৃক্ষভেদস্ত পর্ণামিব পর্ণঃ যজ্ঞাঃ জাতিভ্যাং ভীষ্। ভূমিকদলী। (শব্দার্থ°)

জ্যোতিষপুঞ্জী (স্ত্রী) জ্যোতিষবৎপুঞ্জঃ যজ্ঞাঃ ভীষ্। কুজ্ কপ্-বিষেব। পর্যায়—ধর্মপত্রা, কুজ্যোনি, কুজ্যোতিকা, চিত্রাকুপ, কুজ্যো, অপুঞ্জ, চিত্রপত্রিকা, জ্যোতি, কলেপুঞ্জা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কটিকর, বাত, পিত্ত, কফ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতনাশক। (রাজনি°)

জ্যোতিষপ্রকাশের মতে—জ্যোতিষ, জ্যোতিষপুঞ্জী ও কলেপুঞ্জা এই কএকটি একার্থবাচক শব্দ। ইহার গুণ—গুরু, লবণ, মধুর, কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্ষ্য, বায়ু ও পিত্তবর্জক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশাস ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্র°)

২ গোলাবর্ণক বৃক্ষ, বলঘসিয়া। ইহার গুণ—কফ, অর্শ, কামলা, ক্রিমি ও শোথনাশক। (রাজনি°)

জ্যোতিষানা (স্ত্রী) জ্যোতিষানাং ছদ্মঃ যজ্ঞাঃ। ১ জ্যোতিষা। (স্ত্রী) ২ জ্যোতিষিত জব্যাদি।

জ্যোতিষমুখ (স্ত্রী) চতুঃশতগ্রাম মধ্যে মনোহর গ্রাম।

জ্যোতিষমেঘ (পুং) মেঘদিগের অধিপতি ভেদ। [জ্যোতিষ দেখ।]

জ্যোতিষম্পচ (স্ত্রী) জ্যোতিষ জ্যোতিষমিতঃ পচতীতি জ্যোতিষপচ-

খন্ (পরিমাণে পচঃ। গ্ৰা ৩২৩০) দ্রোণগণনিত বস্ত
পাকতর্ভা।

দ্রোণশর্শপদ (ক্রী) তীর্থভেদ।

"শুরন্তস্তে কুশন্তস্তে দ্রোণশর্শপদে তথা।

• অপাং প্রপতনাসৌবী সেব্যতে সোহ্প্ররৌগপৈঃ ॥

(ভারত অমু* ২৫ অঃ)

দ্রোণসাচ (ত্রি) দ্রোণঃ দ্রোণকলশং সচতে সচ-অণ্। দ্রোণ-
জলসেচক। "এবাপতিং দ্রোণস্মচমচেতসং।" (ঋক্ ১০।৪৪।৪)

'দ্রোণসাচং দ্রোণকলশস্ত সেচিতারং।' (সায়ণ)

দ্রোণসিংহ (পুং) বলভীষ্মীয় নৃপবিশেষ।

দ্রোণস্তৃপ (পুং) তৃপবিশেষ। এখানে দ্রোণ বা পাণ্ডে
শাক্যসিংহের অরণ্যচিহ্ন অবধারিত হইয়াছে।

দ্রোণাচার্য্য (পুং) কুরুপাণ্ডবদিগের অদ্বৈতশিক্ষক, ভরদ্বাজ-
পুত্র। পর্যায়—অম্বথামাপিতা, কৃপীপতি, পাণ্ডবদিগের অদ্বৈ-
শিক্ষাশুর, দ্রোণ, শুর, আচার্য্য, ক্রীড়িতাক, ভারদ্বাজ,
কুম্ভযোনি, দ্রোণাচার্য্যক। [দ্রোণ দেখ।]

দ্রোণাস (পুং) ১ দ্রোণের জায় বাহার মুখ। ২ দানব-
বিশেষ, যিনি সর্পদা ব্যক্তিদ্বিগকে রোগগ্রস্ত করান।

দ্রোণাহাব (ত্রি) আত্মরক্ত্র পানার্থং বলীবর্দান্ আহাবো
জলাধারঃ জলাশয়ভেদঃ, দ্রোণময়ঃ ক্রমময়ঃ আহাবঃ। ক্রমময়
জলাধারভেদ। "দ্রোণাহাবমবতমঞ্চক্রং।" (ঋক্ ১০।১০১।৭)

দ্রোণি (ত্রী) দ্রবতীতি দ্র-গতো নি সচ কিং (বহিপ্রিশ্রয়ুদ্ভ-
ম্নেতি। উগ্ৰ ৪:৫১) ১ দ্রোণী, কাষ্ঠাধ্ববাহিনী। ২ জলাধার-
কদলীত্বগাদি নির্মিত পাত্রভেদ। ইহার চলিত নাম ডোন্না,
শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে কদলীত্বকে ডোন্না প্রস্তুত করিয়া
লইতে হয়।

"তৈলপূর্ণে কটাহে বা দ্রোণ্যাং বা পায়য়েৎ প্রভুং।" (স্ক্রুত)

৩ কাষ্ঠময় ঘনপাত্র। ৪ পর্কতের মধ্যস্থ দেশভেদ।

"শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।"

(শব্দার্থচিত্তামণিধৃতবাক্য)

(পুং) ৭ অশ্বখামা। ৮ অষ্টম মন্বন্তরগত ঋষিদিগের মধ্যে
অগ্রতম। "ঋগ্যজুশস্তথা দ্রোণিস্তত্র সপ্তর্ষয়ো হভবন্।"

(মার্ক* পু* ৮:৪০ অ*)

দ্রোণিকা (ত্রী) দ্রোণিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক টাপ্।
নীলীহক্ষ, নীলগাছ। (শব্দরত্নাবলী)

দ্রোণী (ত্রী) দ্রোণ-ভীষ্ম। ১ দেশবিশেষ। ২ কাষ্ঠাধ্ব-
বাহিনী। ৩ গবাদিনী। ৪ কলশাকার-পাত্রবিশেষ।

"ভরদ্বাজস্ত চ স্বয়ং দ্রোণ্যাং শুক্রমবর্জিতং।" (ভারত ১।৬৩।১০০)

৫ নীলীহক্ষ। ৬ পর্কতভেদ। ৭ পর্কতত্বয়ের সন্ধি।

৮ ইন্দ্রচিহ্নিত। ৯ দ্রোণীলবণ। ১০ নৃত্যবিশেষ। ১১ বিহঙ্গ-

পরিমাণ, ১২৮ সের। পর্যায়—বাহ, গোণী। (বৈজ্ঞানিকপরি-)

দ্রোণপত্নী ভীষ্ম। ১২ দ্রোণাচাৰ্য্যের ত্রী কৃপী। ১৩ কদলী।

১৪ ক্রত।

দ্রোণীজ (ক্রী) দ্রোণীলবণ।

দ্রোণীদল (পুং) দ্রোণ্যাইব দলং বস্ত। কেতকীপুষ্প।
কেয়াকুল। (হারাণবলী)

দ্রোণীমুখ (ক্রী) দ্রোণীৰ মুখং বস্ত। দ্রোণমুখ। (কুরিপ্রয়োগ)

দ্রোণীলবণ (ক্রী) দ্রোণীলজাতং লবণং। উপকর্ণটি দেশ
প্রসিদ্ধ লবণবিশেষ। পর্যায়—দ্রোণের, বার্কের, দ্রোণীজ,
বারিজ, বার্কিতব, দ্রোণী, চিত্রকূটলবণ। ইহার গুণ—পাকে
অত্যক্ষ, অবিদাহী, ভেদক, স্নিগ্ধ, শূলনাশক ও অন্নপিত্ত-
বৃদ্ধিকর। (রাজনি*)

"বিজেরং দ্রোণীলবণং পাকে নাত্যক্ষতাং গতং।

অবিদাহি ভেদকঞ্চ স্নিগ্ধং শূলবিনাশনং।"

অন্নপিত্তকরং চৈব ত্রিভবগুণিঃ সমুদাহৃতং।" (রাজনি*)

দ্রোণোদন (পুং) সিংহহর প্রভেদে ও শাক্যমূনির পিতৃব্য।

দ্রোণ্য (ত্রি) দ্রোণঃ ক্রমময়ঃ যুগ্মহতি যৎ। ক্রমময় যুগ্ম-
পঞ্চাদি। "দ্রববদ্ দ্রোণ্যঃ গন্তুঃ।" (ঋক্ ৫।৫০।৪) 'দ্রোণ্যঃ
যুগ্মর্হি পন্তুঃ।' (সায়ণ)

দ্রোণ্যস্থ (ত্রি) দ্রোণিঃ ক্রতঃ অম্নতে অশ ব্যাপ্তৌ বাহুব।
ক্রতব্যাপক। "দ্রোণ্যস্থাস ঈরন্তে স্ততং বা।" (ঋক্ ১০।১০৯।৪)
'দ্রোণ্যস্থাসঃ ক্রতব্যাপনাঃ।' (সায়ণ)

দ্রোণ্যাময় (পুং) শরীরের আভ্যন্তরিক রোগভেদ।

দ্রোমিল (পুং) চাপক্যমুনি। (হেম*) ইহার পাঠান্তর—
ড্রামিল, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

দ্রোহ (পুং) দ্রহ-ভাবে ঘঞ। জিহাংসা, অনিষ্ট চিন্তন।
পর্যায়—অপক্রিয়া। ২ ছদ্মবধ। ৩ হিংসামাত্র।

"দেবদ্রোহো ঋরোরোহোঃ কোটি কোটি গুণোদিকঃ।" (কুর্ম্মপু্রাণ)
দ্রোহ একপ্রকার ক্রোধজ-বাসন।

"পৈশুণ্যং সাহসং দ্রোহঃ ঈর্ষাস্বার্থদুষণং।

বাস্তবশ্চাপি পারশ্চং ক্রোধদ্রোহপি গণ্যেষ্ঠিকঃ।" (মনু* ৭।৪৮)

প্রত্যেক উন্নতিকামীর দ্রোহ পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্রোহচিন্তন (ক্রী) দ্রোহস্ত চিন্তনং ভূতং। পরানিষ্টচিন্তা।
পর্যায়—ব্যাপাদ।

দ্রোহাট (পুং) দ্রোহায় অটতীতি অট-অচ্। ১ বৈড়াল-
ত্রতিক, বাহারা বাহিরে ধর্মের ভান করে এবং অন্তরে
কেবল পরের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। ২ যুগলুজক।
(পুং) ৩ বেদশাখাভেদ। (মেদিনী)

দ্রৌহিন্ (পুং) দ্রৌহোহিত্যভ্যন্তি ইনি, বা ক্রহতীতি গিনি।
দ্রৌহক, পরানিষ্ঠিত্ত্বক, বাহারা কেবল পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। “মিত্রদ্রৌহী কৃতয়শ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।”

তে নরানরকৈ বাস্তি বাবচক্রদিবাকরৌ ॥” (সসেমিরোপাখ্যান)

দ্রৌণ (ত্রি) দ্রোণঃ সম্ভবতি অবহরতি পচতি বা অণ্। ১
দ্রোণপরিমিত ধাত্তাদির নিজ দ্রব্যে সমাবেশক। ২ তদপ-
হারক। ৩ তদপাচক। দ্রিমাং ভীষ্।

দ্রৌণায়ণ (পুং) দ্রোণস্ত অপত্যং পুমান্ কক্। অশ্বখামা।
(ত্রিকাণ্ড)

দ্রৌণায়ণি (পুং) অশ্বখামা।

দ্রৌণি (পুং) দ্রোণস্তাপত্যং দ্রোণ-ইঞ। ১ অশ্বখামা।

“আবৃত্যহু মহাবাহু যতো দ্রৌণি স্ততোহয়ান্।”

(ভারত ৪।৫৬।৭৪)

২ একোনব্বিশং ষাপর যুগের বাস।

“একোনব্বিশং সম্প্রাপ্তে দ্রৌণি বাসো ভবিষ্যতি।”

(দেবীভাগ ১।৩০।২৩)

দ্রৌণিক (ত্রি) দ্রোণস্ত দ্রোণপরিমিতবীজস্ত বাপ ইতি
দ্রোণ (তস্ত বাপঃ। পা ৫।১।৪৫) ইতি ঠক্। দ্রোণপরিমিত
বীজবপনযোগ্য ক্ষেত্র। দ্রোণেন ক্রীতঃ নিষ্পাদিতভ্যং
ঠক্। ২ দ্রোণক্রীত। দ্রোণঃ দ্রোণপরিমিতভ্যঃ পচতীতি
পচ-ঠঞ (সম্ভবতাবহরতি পচতীতি। পা ৫।১।৫২)
৩ দ্রোণপাচক।

দ্রৌপদী (পুং) ক্রপদস্তাপত্যং পুমান্ ক্রপদ শিবাদিভ্যং অণ্।
ক্রপদরাজপুত্র।

দ্রৌপদী (স্ত্রী) ক্রপদস্তাপত্যং স্ত্রী ক্রপদ-অণ্ ভীষ্। ক্রপদ-
রাজকন্যা। পর্যায়—পাকালী, কৃষ্ণা, সৈবিকী, নিত্যযোবনা,
বেদিকা, যাক্সসেনী। (হেম*)

ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা। ক্রপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী
নাম হয়। রাজা ক্রপদ দ্রোণ কর্তৃক মর্ষপীড়িত হইয়া
দ্রোণনিহন্তা পুত্রলাভ করিবার জন্ত যাজ্ঞ ও উপযাজ নামক
দুই ব্রাহ্মণকে আনাহিয়া পুত্রোৎপাদি যাগ করেন। [ক্রপদ ও
দ্রোণদ্বন্দ্ব দেখ।] সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও
কৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। [ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখ।]

মহাভারতে লিখিত আছে, কৃষ্ণা আজন্ম-যুবতী।
ঊর্ধ্বার বর্ণ শ্রামল, নয়ন দুটী পদ্মপলাশের মত সুশোভন
ও আরত, কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত, ক্রমুগল স্নমনোহর,
ঊর্ধ্বার দেহ হইতে নীলোৎপল গন্ধ বাহির হইত। ঊর্ধ্বার
অঙ্গ সময়ে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল—“কৃষ্ণা সকল রমণী-
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ইনি কল্লিগণের কুলক্ষয় ও দেবতা-

দিগের মহৎকর্ম সাধন করিবেন। ইহা হইতে কোরবগণের
মহাভয় উপস্থিত হইবে।” ব্রাহ্মণেরা সেই দৈববাণী অমূল্যারে
ইহার কৃষ্ণা নাম রাখেন। পূর্বে তিনি অধিকতা ছিলেন।
মহাদেবকে ভগ্নতায় সন্তুষ্ট করিয়া বয় প্রার্থনা কালে ‘আমাকে
সর্বশুদ্ধসম্পন্ন পতি দান করুন’, এই কথা পাঁচবার বলিয়া-
ছিলেন, তাহাতেই মহাদেবের বরে ঊর্ধ্বার পঞ্চস্বামী
হইয়াছিল।

ক্রপদ মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, অর্জুনের সহিত
দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। অতঃপর হনুমানের পর তিনি মনের
কথা মনে রাখিয়া উপযুক্ত পাত্র পাইবার জন্ত এক সূক্ষ্ম
দ্রব্য ধনু নির্মাণ করিলেন এবং এক কৃত্রিম আকাশ-
যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লক্ষ্য স্থাপন করিলেন।
তিনি সর্বত্র ঘোষণা করিয়া পাঠাইলেন, যে ব্যক্তি
আসিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা দান
করিবেন। চারিদিকে ঘোষণা হইবামাত্র নানানান হইতে
রাজগণ ও ব্রাহ্মণাদি সকলে পঞ্চালে আসিলেন। কর্ণ-
সহায় দুর্যোধনাদি এবং ব্রাহ্মণবেশে পাণ্ডবগণও ক্রপদ
সভার উপস্থিত হইলেন। নির্দিষ্টদিনে কৃষ্ণা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত
সভাস্থলে পদার্পণ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন সমাগত রাজ-
বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এই ধনুর্কর্ণ ও লক্ষ্য
রহিয়াছে, যে ব্যক্তি যন্ত্রের ছিদ্রদ্বারা পঞ্চাংশ নিক্ষেপপূর্বক
লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, আমার এই ভগিনী কৃষ্ণা সেই
মহাদেবার ভাৰ্য্যা হইবেন।”

রাজগণ একে একে সকলেই লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ
হইলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হইয়া ধনুকে
জ্যা যোজনা করিলেন। ঊর্ধ্বাকে দেখিয়া কৃষ্ণা বলিলেন,
আমি হীনজাতীয় স্ত্রীপুত্রকে কখন বিবাহ করিব না।
এই কথা শুনিয়া কর্ণ ক্রোধে ও হাঙে অস্থির হইয়া ক্রিয়া
ধনু ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ সমস্ত কর্মসম্পন্ন অকৃতকার্য
হইলে অর্জুন ইন্দিতে ত্রীকোণের অমুমতি লইয়া লক্ষ্যভেদ
করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। কত লোকে কত কথাই
বলিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর অর্জুন কাহারও দিকে
দৃকপাত না করিয়া কৃষ্ণাকে অরণ্যপূর্বক শরাসন লইয়া
অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা আনন্দ-
ধ্বনি করিতে লাগিল। কল্লিগণের মুখ শুকাইয়া গেল।

দ্রৌপদী অর্জুনের গুল বরমালা অর্পণ করিলেন।
অর্জুনকে পত্নীর সহিত সভাস্থল হইতে বাহির হইতে দেখিয়া
কল্লিগণের সকলে ভীমপরাক্রমে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন।
তাহা দেখিয়া ক্রপদ ব্রাহ্মণগণের শরণ লইলেন। ব্রাহ্মণবেশী

পঞ্চপাণ্ডব মত্ত মাতঙ্গের জায় সেই রাজসভ্যবর্গকে দলিত ও বিপর্যস্ত করিলেন। এইরূপে রাজগণ পরাস্ত হইলে পাণ্ডব-গণ দ্রোপদীকে লইয়া ভাগবালয়ে কুন্তীর নিকট চলিলেন। ভীমার্জুন দ্বারদেশে আসিয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “মা, আজ এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।” কুন্তী গৃহমধ্যে ছিলেন, তিনি না দেখিয়াই গৃহমধ্যে হইতে বলিলেন, ‘বৎস! যাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।’ পরে বাহিরে আসিয়া তিনি দ্রোপদীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, “এই দ্রুপদ-নন্দিনীকে আনিয়া তোমার অমূল্য বক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করে। আমি না জানিয়া ‘সকলে মিলিয়া ভোগ কর’, এরূপ কথা বলিয়াছি। এখন যাহাতে আমার কথা রক্ষা হয় অথচ অধর্ম স্পর্শ না করে, এমন একটা উপায় কর।” এই সময় ত্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত আসিয়া পাণ্ডব-গণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুন্তীর আদেশে দ্রোপদী ভিক্ষালব্ধ অন্নের অগ্রভাগ দেবতা-দিগকে বলি, ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা ও উপস্থিত অন্নাকাজী-দিগকে দিয়া অবশিষ্ট অন্ন দুইভাগ করিলেন, তাহার এক ভাগ ভীমকে দিলেন ও অপর ভাগ ছয় অংশ করিয়া ছয়জনে লইলেন। ভোজনান্তে দ্রোপদী সকলের পাদদেশে পূর্বশিরা হইয়া শয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধবিগ্রহ ও বিবিধপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির গোপনে সেই সকল কথা শুনিয়া পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন দ্রুপদ সকলকে আপনার ভবনে আনাইয়া ব্যাসদেবের উপদেশমত পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রোপদীর বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবেরা নারদ সন্থে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ‘আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রোপদীর নিকট থাকিবে, তখন আর কেহ তথায় যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বাস করিতে হইবে।’ অর্জুন দৈবক্রমে একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন। [অর্জুন ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

কোন সময় যুধিষ্ঠির দ্রুপ্যোধনের নিকট শকুনির কুটন্যাত দ্বারা পরাজিত হন। তাহাতে তিনি আপনার যথাসম্মত, এমন কি ভ্রাতাদিগকে ও শেষে আপনাকে পণ রাখিয়া হারিয়া যান। শেষে দ্রোপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন। সেবারও দ্রুপ্যোধনের জয় হইলে তিনি প্রাতিকামীকে দ্রোপদীকে আনিতে পাঠাইলেন। তৎকালে দ্রোপদী প্রাতিকামীকে বলিয়াছিলেন, ‘রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি

আমাকে কি আপনাকে অগ্রে পণ রাখিয়াছিলেন।’ প্রাতিকামী সত্যুর আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কোন উত্তর দা পাইয়া দ্রুপ্যোধনের আদেশে আহার কক্ষার নিকট আসিলে, পুনরায় এই বলিয়া তিনি কিরাইয়া দিয়াছিলেন, ‘ভূমি সত্য হান-নীর ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস, এখন আবার কি করা কর্তব্য?’

এদিকে প্রাতিকামীকে পুনরায় কিরিয়া আসিতে দেখিয়া দ্রুপ্যোধন হুঃশাসনকে দ্রোপদীর কাছে পাঠাইয়া দিলে দ্রুপ্ত হুঃশাসন তাঁহার কাকূতি মিনতিতে ক্রক্ষেপ না করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্বক সভ্যস্থলে আনয়ন করিল। দ্রুপ্যো-ধনের আদেশে হুঃশাসন তাঁহাকে বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণের অগ্রগৃহে কৃষ্ণা লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় দ্রোপদীর করণ রোদনে ভীম অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। এই সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেন, ‘রে দ্রুপ্যোধন! যাজ্ঞশেনিকে বে উদ্ধ দেখাইয়াছিস, নিশ্চয় তোর সেই উদ্ধ ভঙ্গ করিব। বে হুঃশাসন কক্ষার এরূপ অপমান করিল, তাহার নিশ্চর বক্ষস্থল বিধী-করিয়া রক্তপান করিব। তবে কক্ষার ঐ উদ্ধকুবণী আবার বন্ধন করিব।’ বাস্তবিক ভীমসেন আপনার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

‘পুত্রগণের সেই দুর্ব্যবহারে যুতরাষ্ট্র ও বিচলিত হইয়া-ছিলেন। তিনি দ্রোপদীকে অবিলম্বে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। এবার দ্রোপদীও যুতরাষ্ট্রের নিকট পতির রাজ্য ও দাসত্ব মোচন করিয়া লইলেন। [যুতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির দেখ।]

তৎপরে আবার যুধিষ্ঠির শকুনির কুটন্যাতে পরাস্ত হইয়া বনবাসী হইলেন। এ সময় দ্রোপদীও পাণ্ডবগণের সহিত বনগমন ও অশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। বন গমনকালে দ্রোপদী দ্রুপ্যোধন এক স্থানী পাইয়াছিলেন। যতক্ষণ না তাঁহার ভোজন হইত, ততক্ষণ স্থানী পূর্ণ থাকিত, সুতরাং তাঁহার ভোজনের পূর্বে যতই লোক আসুক না কেন, কেহ অনাহারে ফিরিত না। দ্রুপ্যোধন সে কথা জানিডেন। একদিন তিনি সন্ধ্যা হুর্কাসাকে বিশেষরূপে তুষ্ট করিয়া দ্রোপদীর ভোজনের পর তাঁহাকে সেই বনে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিতে অহুরোধ করেন। হুর্কাসাও সেইমত শশিঘ্র পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া আহারের কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন কক্ষার ভোজন শেষ হইয়াছে। সুতরাং আহার যোগাইতে না পারিয়া হুর্কাসার শাপে সকলেই ভস্মীভূত হইবেন, এই ভাবিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ব্যস্ত হইলেন। কক্ষার আর্তনাদে কক্ষ আসিয়া সেই পাকস্থলী

বুজিয়া কণামাত্র অন্ন গ্রহণ করেন, তাহাতেই সশিষ্ট হুর্দ্বাসার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। [হুর্দ্বাসা দেখ।]

চুই জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে একবার হরণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। [জয়দ্রথ দেখ।]

অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী বিরাট-রাজমহিষীর সৈয়কী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কীটকৈর নিকট অনেক লাক্ষনা ভোগ করেন। পরিশেষে তাঁহার প্ররোচনার ভীম কীটকের প্রাণ সংহার করিলেন।

ভারত ব্রাহ্মবাসন হইলে তিনি কিছু দিন পতিগণের সহিত রীতাসম্পদ ভোগ করেন। মহাপ্রস্থানকালে তিনিও পঞ্চপাণ্ডবের অনুগমন করেন। অপর পতিগণ অপেক্ষা অর্জুনকে তিনি কিছু বেশী ভালবাসিতেন, এই দোষে হিমালয়ের উপর সর্বাগ্রে তাঁহারই তপ্পাত হয়। (মহাভারত) যে সকল সতী-রসমীপণের নাম হিন্দুসমীপণ নিত্য উচ্চারণ করেন, তন্মধ্যে দ্রৌপদী একজন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দ্রৌপদীর পঞ্চবাসীর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ত্রৈতাযুগে রামচন্দ্র যখন সীতা সমভি-
বাহারে বনগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় অগ্নি রামকে
বলিয়াছিলেন, প্রাক্তন দুনিবার্য্য, অতএব আপনি সীতাকে
সংগোপনে রক্ষা করুন, সপ্তদিবস মধ্যে রাবণ সীতাকে
হরণ করিবে। রাম অগ্নির এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে
বলিয়াছিলেন, আপনি সীতাকে লইয়া গমন করুন,
এইখানে ছায়া অবস্থান করুক। এই কথা শুনিয়া অগ্নি
সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতা-সদৃশী ছায়া সেই
স্থানে থাকিল। এই ছায়া সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল।
যে সময় সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হয়, সেই সময় অগ্নি
ছায়াকে রক্ষা করিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই
ছায়া নারায়ণ-সরোবরে শতবৎসর ধরিয়া শঙ্করের উদ্দেশে
তপস্তা করিয়াছিল। শঙ্কর ইহার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া
বলিয়াছিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর। ছায়া অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত
হইয়া ‘পতিন্দেহি! পতিন্দেহি’, এই বর পাঁচবার প্রার্থনা
করিয়াছিল। শঙ্কর এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ‘অগ্নি
ছায়ে!’ তুমি ব্যাকুলচিত্তা হইয়া পাঁচবার পতিবর প্রার্থনা
করিয়াছ, এইজন্য তোমার হরিব্র অংশরূপ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার
বাসী হইবে। অধুনা তাহার সকলে, পঞ্চপাণ্ডব নামে
খ্যাত।’ পরে এই ছায়া ক্রপদেব বজ্রকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত হইয়া
দ্রৌপদী নামে খ্যাত হইলেন। ইনি সত্যযুগে বেদবতী,
ত্রৈতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী হইয়াছেন। ইনি

অতিশয় কৃষ্ণতক্তিপরায়ণা ছিলেন, এইজন্য ইহার নাম
কৃষ্ণা। রাজা ক্রপদ ইহাকে অর্জুনকে দিয়াছিলেন। অর্জুন
মাতৃসমীপে বসিয়াছিল, ‘মাতঃ অম্ব একটা জব্য লাভ
করিয়াছি’, কৃষ্ণী ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ভ্রাতৃগণের
সহিত মিলিত হইয়া ইহা গ্রহণ কর। ইহারাই এই কথা
শুনিয়া পুর্কের মহাদেবের বর এবং মাতৃআজ্ঞা এই
দুই কারণে পঞ্চভ্রাতার মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর পাণি-
গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং ১১৫ অং) *

দ্রৌপদেয় (পুং) দ্রৌপত্যা অপত্যং চক্। যুধিষ্ঠিরাদিতে হইতে
উৎপন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র।

দ্রৌহিক (ত্রি) দ্রোহঃ নিত্যঃ অর্হতি ছেদাদিহাং ঠঞ।
নিত্যদ্রোহাৎ।

দ্রোহ (ত্রি) দ্রহতাপত্যং ক্রহ-শিবাদিহাদ্। ক্রহের অপত্য।
দ্রুদ (ক্লী) দ্বন্দ্বঃ পৃথোদরাদিহাং বহু লোপঃ। দ্বন্দ্ব, মিথুন।
দ্বন্দ্ব (ক্লী) দ্বৌ দ্বৌ সহাতিহ্যাকৌ (দ্বন্দ্বঃ রহতমধ্যাদ্যাদিচন-
ব্যাক্রমণবজ্ঞপাতপ্রায়োগাতিব্যক্তিবু। পা ৮।১।১৫) ইতি
হুজেন বিশক্লত বিবচনং পূর্বপদস্যম্ ভাবো উত্তরপদস্য নপুং-
সকন্তং নিপাত্যতে। ১ রহত। ২ কলহ।

‘শতং দম্ভাং ন বিবদেদিতি প্রাজ্ঞস্ত লক্ষণং।

বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমেতৎ মূর্খস্ত লক্ষণং ॥’ (হিতোপদেশ ৩।৩২)
৩ মিথুন।

‘পরম্পরান্ধি সাদৃশ্যমুরোজিতবজ্র’।

‘মুগবন্দেব পশুভৌ স্তম্ভনাবদ্ধদৃষ্টিবু ॥’ (রঘু ১।৪০)

৪ যুগ্ম। ৫ শীতোক্ষাদি।

‘তিতিক্ষা শীতোক্ষাদি দ্বন্দ্বসহিতুভা।’ (বেদান্তসার)

শীতোক্ষাদি দ্বন্দ্বসহিতুভার নাম তিতিক্ষা। ৬ দুর্গ।

‘রাজ্যোবলং নহি বলং দ্বন্দ্বমেব পরং বলং।

‘অপায় বলবান্ রাজা দ্বিরো দ্বন্দ্ববলাভবেৎ ॥’ (ভোজ)

রাজর্গদিগের বল অতিশয় অল্প, কিন্তু রাজগণ দুর্গবলে

* ‘সা চ ছায়া তপস্ক্রে নারায়ণসরোবরে।

তপস্ককার দিব্যঞ্চ শতবর্ষঞ্চ শূনিনঃ ॥

বরঃ বৃগুঃ তস্মৈ তমুবাচ শঙ্করস্ত তাত।

উবাচ সা শিবঃ ব্যগ্রাতর্জুর্হুজেন চুণিতাঃ

পতিন্দেহি পঞ্চা সা বরং বস্ত্রে ত্রিলাচনং ॥

সর্বসম্পদপ্রদস্তুঃ স্তম্ভৈ শর্কো বরং দদৌ।

সাধিঃ স্বং পঞ্চা কহি পতিন্দেহীতি ব্যাকুলা।

পঞ্চেন্দ্রাশ্চ হরেশা ভবিষ্যতি প্রিয়াশ্রব ॥’

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং ১১৫ অং)

স্থির-বল হইয়া থাকে। দুর্গবলই রাজাদিগের বল।
[দুর্গ দেখে।] ৭ সমাসবিশেষ।

যে সমাসে পরস্পরের প্রাধান্য থাকে, তাহাকে দ্বন্দ্ব কহে।
'উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ' দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্তমান উভয়
পদার্থেই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। 'অখগজো' 'তাল-
তমালো' ইত্যাদি স্থলে অখ, গজ, তাল, তমাল প্রভৃতি
যাবতীয় পদার্থই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।
কিন্তু সকল স্থলে এই লক্ষণের সমাবেশ হয় না, স্থলবিশেষে
ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। 'হংসসারসং দংশমশকং'
ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উভয় পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান না
হইয়া তৎসমাহাররূপ অস্ত্র পদার্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান
হয়, সুতরাং ঐ পূর্নোক্ত লক্ষণ প্রায়িক অতিপ্রায়ে নির্দিষ্ট
অর্থাৎ প্রায় সকল স্থলে তত্তদ্ লক্ষণের সমাবেশ হয়, কেবল
কোন স্থলে হয় না। ইতরেরতর দ্বন্দ্ব উভয় পদার্থেরই
প্রাধান্য থাকে। 'উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ' এই লক্ষণে
উভয় শব্দ সমাক্ সংলগ্ন নহে। উভয়পদে যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাস
হয়, বহুপদেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কেবল অব্যয়ীভাব-
সমাসই দুইপদে হইয়া থাকে। দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহিও বহুপদে,
তৎপুরুষ প্রায় সকলস্থলে দুইপদে হইয়া থাকে। কোন কোন
স্থলে বহুপদেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব লক্ষণে উভয়
শব্দস্থলে অনেক শব্দের নিবেশ আবশ্যিক, অর্থাৎ উভয় ও
বহুপদে দ্বন্দ্বসমাস হইবে। ইহা ইতরেরতর ও সমাহার
এই দুই প্রকার। পরস্পর যোগ বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়।
উদাহরণ—হরিহর, এই স্থলে হরি পদার্থ ও হর পদার্থ পরস্পর
যোগ বুঝাইতেছে। এই জন্ত এখানে দ্বন্দ্বসমাস হইল।
'দধখদিরপলাশ' এই স্থলে দধপদার্থ, খদির পদার্থ ও পলাশ
পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। ইতরেরতর দ্বন্দ্বসমাস
হইলে দুই পদের সহিত যদি সমাস হয়, তাহা হইলে
দ্বিবচন এবং বহুপদের সহিত সমাস হইলে বহুবচন হইয়া
থাকে। যথা—'হরিহরো' 'দধখদিরপলাশাঃ' ইত্যাদি।
দুই বা বহুপদার্থের সমাহার বুঝাইলে দ্বন্দ্বসমাস হয়।
এই সমাহার দ্বন্দ্বসমাস হইলে ক্রীবলিঙ্গ ও একবচন হয়।
কিন্তু ইতরেরতর দ্বন্দ্ব সমস্ত ভাগ পরপদের লিঙ্গ পাইয়া
থাকে। দ্বন্দ্বসমাসে প্রাণ্যঙ্গ, তুর্য্যঙ্গ ও সেনাজবাচক
পদের সমাহার হইবে, যথা—'পাণিচ পাদশচ পাণিপাদঃ'
এই স্থলে ইতরেরতর দ্বন্দ্বের স্ত্রীভাসারে সমাস হইয়া 'পাণি-
পাদঃ' এইরূপ হইল। লিঙ্গের ভেদ থাকিলে নদীবাচক
শব্দের সমাহার-দ্বন্দ্ব হইবে। পুংলিঙ্গ ও ক্রীলিঙ্গ বা ক্রীবলিঙ্গ
পরস্পর বিভিন্ন লিঙ্গ হইলেই হইবে। যথা—'গজাচ শোণশচ

গজাশোণঃ' এইস্থলে পুংলিঙ্গ ও ক্রীলিঙ্গ শোণ ও গজা শব্দের
সমাস হইল বলিয়া এই বিশেষ স্ত্রীভাসারে সমাহার-দ্বন্দ্ব
হইল। কিন্তু 'গজাচ যমুনাচ গজাযমুনে' এইরূপ হইবে,
কারণ গজা ও যমুনা দুই ক্রীলিঙ্গ শব্দ, এইস্থলে লিঙ্গভেদ
বুঝাইল না বলিয়া ইতরেরতরদ্বন্দ্ব হইল, সমাহার হইল না।

লিঙ্গভেদ থাকিলে দেশবাচক শব্দের সমাহার হইয়া
থাকে। যথা 'কুরবশচ কুরুক্ষেত্রশচ' এই স্থলে পুংলিঙ্গ ও
ক্রীবলিঙ্গের ভেদ হওয়ায় সমাহার হইয়া 'কুরুকুরুক্ষেত্রঃ'
এইরূপ হইল।

বহুবচনে পশুবাচক, শকুনিবাচক ও ক্ষুদ্রজন্তুবাচক পদের
বিকল্পে সমাহার হয়। যথা—'গাবশচ মহিষাশচ' এই স্থলে
পশুবাচক শব্দও বহুবচন হইয়াছে, এইজন্ত 'গোমহিষ'
এইরূপ সমাহার সমাস হইল। কিন্তু ইহা যদি একবচন
হইত অর্থাৎ 'গৌশচ মহিষশচ' এইরূপ ব্যাক্য হইত, তাহা
হইলে সমাহার না হইয়া 'গোমহিষো' এইরূপ ইতরেরতর
দ্বন্দ্ব হইত। বহুবচনে ফলবাচক, তৃণবাচক ও তরুবাচক
পদের বিকল্পে সমাহার হয়।

যে সকল জন্ত পরস্পর নিত্যবিরোধী বহুবচনে তর্বাচক
পদের নিত্যসমাহার হয়। গবাস প্রভৃতির নিত্য সমাহার
হয়। পূর্নোক্ত প্রভৃতির বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে।

পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয়। শূত্রবাচী
পদের নিত্যসমাহার হইয়া থাকে। দধিপয়স্ প্রভৃতির
সমাহার হয় না।

সমাস করিলে সমাসের পর, কতকগুলি প্রত্যয় হইয়া
থাকে, তাহাকে সমাসার্থী কহিয়া থাকে। দ্বন্দ্বসমাসে বাহার
উত্তর সমাসান্ত হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। সমাহার
দ্বন্দ্ব চবর্গান্ত, দকারান্ত, যকারান্ত ও হান্ত শব্দের উত্তর অ
হয়, যথা 'বাক্ চ ত্রক্' এই স্থলে ত্রক্ এই শব্দের শেষে
একটা অকার হইল, এই জন্ত 'বাক্ ত্রক্' এইরূপ শব্দ হইল।
বিজ্ঞা সম্বন্ধ ও গোত্র সম্বন্ধ থাকিলে এবং অকারান্ত শব্দ
পরবর্তী হইলে অকারান্ত শব্দের উত্তর ডা হয়। ডকার
ইং য়, আকার থাকে, যথা—'হোতা চ পোতাচ' এই স্থলে
সমাস হইলে হোতৃপোত্ এইরূপ হইবে, কিন্তু এই সূত্রের
মর্ম্মানুসারে হোতৃ এই অকারের স্থানে ডা হইয়া হোতা হইল,
তখন 'হোতাপোত্' এইরূপ হইয়া দ্বিবচনে 'হোতাপোত্বারো'
এইরূপ হইল।

দ্বন্দ্বসমাসে পুত্র শব্দ পরে থাকিলে ঋকৃত শব্দের উত্তর
ডা হয়। যথা—'পিতাচ পুত্রশচ' এই স্থলে পিতৃপুত্র নী
হইয়া পিতৃ এই অকারের স্থানে ডা হইল, অতএব 'পিতা

পুত্রো' এইরূপ পদ হইল। দেবতাবাচীপদের বন্দ হইলে পূর্ণপদের উত্তর ডা হয়, যথা 'ইন্দ্রাবরণ,' 'মিত্রাবরণ' ইত্যাদি। ব্রহ্মপ্রজাপতির উত্তর ডা হয় না। যথা—'ব্রহ্মা চ প্রজাপতিশ্চ' এই স্থলে 'ব্রহ্মপ্রজাপতি' না হইয়া 'ব্রহ্মপ্রজাপতি' এইরূপ হইবে।

বন্দ সমাসে সোম ও বরণ শব্দ পরে থাকিলে অগ্নি শব্দের উত্তর ইং হয়, ত ইং যায়, ইকার থাকে। দিব্ শব্দের সহিত সমাস হইলে পূর্ববর্তী দিব্ শব্দ স্থানে জ্ঞাবা হয়। যথা—'দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ' এই স্থলে দিব্ শব্দ স্থানে জ্ঞাবা আদেশ হইয়া 'জ্ঞাবাভূমী' এইরূপ হইল। পৃথিবী শব্দ পরে থাকিলে দিব্ স্থানে জ্ঞাবা ও দিবস্ হয়। যথা—'জ্ঞাবাপৃথিবৌ দিবস্পৃথিবৌ'। বন্দসমাসে 'মাতাপিতরো' এই পদ নিপাত প্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। জায়া ও পতি শব্দ সমাস হইলে 'দম্পতী, জম্পতী ও জারাপতী' এই তিনটি পদ হইবে। বন্দসমাস হইলে 'ক্লীপুংস্' প্রভৃতি পদ নিপাতপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়।

একশেষবন্দ—এক বিভক্তি হইলে সমানাকার অনেক পদের এক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ষিগদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বিবচনান্ত ও বহুপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বহুবচনান্ত হয়। যথা 'তরুশ্চ তরুশ্চ তরু' এই স্থলে একটা তরুপদ অবশিষ্ট রহিল, এবং দুই পদের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া 'তরু' ইহাতে বিবচন হইল। বহুপদ 'ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলঞ্চ কলানি' এই স্থলে তিনটি পদের সহিত সমাস হইয়া একটা পদ অবশিষ্ট রহিল এবং কল শব্দ বহুবচন হইয়া 'ফলানি' এইরূপ হইল।

সমানাকার ক্রীবাচক পদের সহিত সমাস হইলে পুরুষবাচক পদ অবশিষ্ট থাকে। যথা—'ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ ব্রাহ্মণৌ' এই স্থলে পুরুষবাচক ব্রাহ্মণ পদ অবশিষ্ট রহিল, এবং উহাতে বিবচন হইয়াছে 'ব্রাহ্মণৌ' এইরূপ হইল। ক্রীলিঙ্গ নিমিত্তক আপ দ্বিপ্ প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিরিক্ত অজ্ঞাত অংশে সমানাকার হওয়া আবশ্যক। শব্দের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য থাকিলে হয় না। যথা—'হংসশ্চ সারসৌ চ' 'হংসসারসৌ' এইরূপ হইল।

ব্যক্তি বিশেষের সংজ্ঞাবাচক পদের একশেষ হয় না। যথা—'ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণী চ' এই স্থলে একশেষ হইল 'ইন্দ্রে-জ্ঞাণৌ' হইল।

অস্বর সহিত ভ্রাতৃর ও হৃদিতর সহিত পুত্রের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র পদ অবশিষ্ট থাকিবে। যথা—'ভ্রাতা চ স্নাতা চ' এই স্থলে ভ্রাতৃ শব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এবং বিবচনে 'ভ্রাতরো' এইরূপ হইল। 'পুত্রশ্চ হৃদিতা চ পুত্রৌ' এই স্থলে

পুত্র পদ অবশিষ্ট রহিল। মাতৃ শব্দের সহিত সমাস হইলে পিতৃ শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে।

যথা মাতা চ পিতা চ, এই বাক্যে 'পিতরো' ও 'মাতা পিতরো' এই দুই পদ হইবে।

ঋজ শব্দের সহিত সমাস হইলে ঋজুর শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে। যথা—'ঋজশ্চ ঋজুরশ্চ' এই দুই পদে 'ঋজরো' ও 'ঋজঋজরো' এই দুই পদ হইবে। নপুংসক ভিদের সহিত নপুংসকের সমাস হইলে নপুংসক শব্দ অবশিষ্ট থাকে এবং তদুপলক্ষে বিকল্পে এক বচন হয়। কিন্তু নপুংসকের সহিত হইলে একবচন হয় না। যুদ্ধবোধ ব্যাকরণে বন্দ সমাসের 'চ' এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

বন্দগদ (পুং) বন্দো রূপে গদঃ। রাগধেবাদি রূপে রাগ।

"অহং হরিঃ সর্বমিদং জনাৰ্দ্দনো

নাভ্যং ততঃ কারয়কার্যাজাতং।

ঈদৃক্মনো যন্ত ন তন্ত ভূয়ো

ভবোত্তবা বন্দগদা ভবন্তি॥" (বিষ্ণুপুং)

বন্দচর (পুং) বন্দেন চরতীতি চর-অচ্। চক্রবাক, ইহার ক্রী-

পুরুষ একত্র হইয়া বিচরণ করে, এইজন্ত ইহার নাম বন্দচর।

"আবর্তশোভা নতনাভিকান্তে

ভ্রজো ভ্রবাং বন্দচরাঃ স্তনানাং।

জাতানি রূপাবয়বোপগমানা-

অদূরবর্তীনি বিলাসিনীনাং॥" (রঘু ১৬৬৩)

দ্বিগাং ভীষ্।

বন্দচারিণ (পুং) বন্দেন চরতীতি চর-গিনি। চক্রবাক।

বন্দজ (ত্রি) বন্দাং জায়তে জন-ড। ১ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার মধ্যে দুই দোষ হইতে জাত রোগাদি। ২ কলহ হইতে জাত।

বন্দযুদ্ধ (ক্ৰী) বন্দোদ্বিগো যুদ্ধঃ। দুইজনে দুইজনে যে যুদ্ধ হয়, তাহাকে বন্দযুদ্ধ কহে।

দ্বয় (ক্ৰী) বো অবয়বো যন্ত দ্বি-অবয়বে তয়প্। (সংখ্যায়) অবয়বে তয়প্। পা ৫।২।৪২) দ্বায়ক, দুই। পর্যায়—উভ, দ্বি, যুগল, দ্বিতয়, যুগ, দ্বৈত, যম, দ্বন্দ্ব, যুগ্ম, যমল, যামল। (হেম)। দ্বিগাং ভীপ্। "অতদ্বয়ী জিহ্বর স্তন্দরান্তরে" (নৈষধ)। বে অবয়বে যন্ত অয়চ্। (ত্রি) ২ বিদ্বাষিত। কাহার কাহারও ন্যে জস্ পরে ষয় শব্দের সর্জনামতা হয়, কিন্তু অত্র বিভক্তিতে হয় না। শিশুপাল-বধ প্রভৃতি কাব্যে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"বরেণ্যমুচ্যন্ত বিনীতমার্গাঃ" (মাঘ) জস্ ভিন্ন অত্র বিভক্তিতেও সর্জনামত্ব হয় না; যথা—"বাধাং বরেণ্যমপি মেদিনীভূতাং" (মাঘ)। এই স্থলে 'বরেণ্যং' এই পদ

সর্বনাম কল্পনা করা অসাধু জানিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্বনাম কল্পনা না করিয়া ধর্মঃ বিশ্বঃ ইচ্ছন্তি ইচ্-কিপ্।

এইরূপে পদ সাধিলে আর কোন গোল থাকে না।

দ্বয়স্ (ত্রি) পাণিহস্ত প্রত্যয় বিশেষ, প্রমাণার্থে দ্বয়স্ প্রত্যয় হয়, চ ইৎ যায়। যথা—‘তুষ্ণপ্রমাণমন্ত উরুদ্বয়স্।’ পা ৫।২।৩৭।

দ্বয়ামি (পুং) দ্বয়ো বিকৃপোহধিগত। ‘বৃক্ষভেদ, রাংচিতি।’
পর্যায়—পাঠী, হ্রস্বামি। [চিত্রক শব্দ দেখ।]

দ্বয়ান্টিগ (ত্রি) ধর্মঃ অতিগচ্ছতি অতিক্রামতীতি ধর্ম-অতি-গম-ড। রক্তমোক্ষগুণশূত্র, সর্বগুণযুক্ত, অর্থাৎ যাতার সর্বগুণের প্রাধান্য রক্তঃ ও তমোক্ষণ কৌনরূপ নিজের ধর্ম প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল স্বেদর অধীন হইয়া থাকে। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিতে চেষ্টা করে, সবাদি গুণ সকল অন্য গুণকে অভিভব করিয়া নিজের ধর্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন সেই গুণের প্রাধান্য কথা যায়। অজ্ঞাত গুণ তাহার অধীন হইয়া থাকে। সেই-রূপ যিনি বিস্কন্ধ সর্বপ্রধান, তাহাকে দ্বয়ান্টিগ কথা যায়। অর্থাৎ রক্তঃ ও তমোক্ষণ স্বেদর অধীন থাকায় নিজের বিক্রমাদি প্রকাশ করিতে পারে না। কাজে কাজেই তাহার সকল কার্য্য সর্বগুণের অধীন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে অচিরে চিত্তশুদ্ধি হয়, ‘চিত্ত শুদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞান-ভিমির জ্ঞানালোকে বিদূরিত হয়। তখন সূত্র হুং ও মোহ আর আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অচিরে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। বিবেক জ্ঞানের সহিতই মুক্তি করতলগত হইয়া পড়ে।

দ্বয়াবিন্ (ত্রি) দ্বয়মন্তাত্বে বেদে ‘বহলং ছন্দসি’ মন্তার্থে বিনি,
‘পূর্ণপদদীর্ঘশ্চ।’ বিয়যুক্ত। দ্বিগুণ ভৌপ্।

‘দহয়পো দ্বয়াবিনো যাতুধানান্’ (অথর্ক ১।২৮।১)

দ্বয় (পুং) বাভ্যাং প্রকারাভ্যাং যুক্তা দ্বি-যু-ড্; প্ৰবোধরাদিত্যাং সাধুঃ। প্রত্যক্ষে হিতবাদী ও পরোক্ষে অপ্ৰিয়বাদী শব্দ।

‘দ্বয়ানা উপদ্রয়ঃ’ (শব্দ ৮।১৮।১৪)

দ্বর (ত্রি) দ্ব-আবৃত্তো-জ্জ। আবরণ কারক। দ্ব-ইন্, দ্বারি।

‘মহি ধরো দ্বারিব্ বরঃ’ (শব্দ ১।৫২।৩)

দ্বাঃহ (পুং) দ্বারি তিষ্ঠতীতি হ্রা-ক। দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক।

‘ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবদ্ধিঃ দ্বারপালো নীলপিতঃ।’

স কথং তদুৎসাহে বাঃহ সত্যাত্ত্বং ত্রোক্তুর্মুহতি ॥

(ভাগবত ১।১৮।৩৪)

২ নন্দিকেশ্বর। (ভূরিপ্রা°)

বাহ্য্য প্রযুক্ত বিসর্গের লোপ করিয়া ‘বাঃহ’ এইরূপ পদও হইবে অর্থাৎ বাঃহ ও বাঃহ এই দুইরূপ হইবে।

‘দ্বাঃস্থিত (ত্রি) দ্বারি স্থিতঃ। দ্বারপাল। বিসর্গের বিক্ষেপে লোপ করিয়া দ্বাঃস্থিত এইরূপও হইবে।

দ্বাঃস্থিতদর্শক (ত্রি) দ্বারি-স্থিতঃ সন্ পশুতীতি দৃশ-ধ-ক্। দ্বারপাল।

দ্বাঃস্থিতদর্শিন্ (ত্রি) দ্বারি-স্থিতঃ সন্ দৃশ-ণিনি। দ্বারপাল।

দ্বাচছারিংশ (ত্রি) দ্বাচছারিংশতঃ পূরণঃ ডট্। বাহাতে দ্বাচছারিংশং সংখ্যা পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা।

দ্বাচছারিংশং (স্ত্রী) দ্বাধিকা চছারিংশং বিশক্ভ্য বাহলক্যং আত্মং। দ্বাধিক চছারিংশং সংখ্যা, ৪২ সংখ্যা।

দ্বাজ (পুং) দ্বাভ্যাং জায়তে জন-ড, প্ৰবোধরাদিত্যাং সাধুঃ। দুই হইতে জাত, অর্থাৎ একজনের ক্ষেত্রে ও অপরের ঔরসে জন্মিলে তাহাকে দ্বাজ কথা যায়, ইহাকে আরও বলাও যাইতে পারে।

‘নামনির্কচনং তত্ত্ব শ্লোকমেকং পুরা শৃণু।’

মুদে! ভর দ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।

যাতৌ বহুত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজ মথাস্বয়ং ॥ (ভাগ° ৯।২।৩৮)

‘তত্র প্রথমং পুত্রং দ্বাক্তা যাতীং মমতাং বৃহস্পতি রাহ, ইমং পুত্রং ভর, পুয়ণ, ভর্তৃবিভেদমীতি চেত্তত্রাহ, দ্বাজং একস্ত ক্ষেত্রে অন্তস্ত বীজেন ইত্যাদিরূপং দ্বাভ্যাং জাতং অন্তস্তাপি অয়ং পুত্রঃ ইতি তস্মাৎ ন ভরদ্বাজ’ (শ্রীধরস্বামী)। বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া উত্থাবনিতা মমতায় গর্তাবস্থায় সঙ্গত হন, ঐ বীর্ষ্য ভূমিতে নিষিক্ত হইয়া স্তব্ধকণাৎ এক কুমার জন্মগ্রহণ করিল। স্বামী পাছে বাতিচারিণী জানিয়া পারিত্যাগ করেন; এই ভয়ে ভীতা হইয়া মমতা ঐ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উত্তত হইল। সেই সময় দেবগণ ঐ স্থলে আসিয়া কহিলেন, এই বালক একের বীর্ষ্য ও অন্ডের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে, অর্থাৎ দ্বাজ। অস্ত্রায়রূপে দুইজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বামী হইতে কোন ভয় করিওনা, তোমার স্বামীর তনয় বলিয়াই জানিবে।

‘ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা উত্তর করেন, ‘ভূমিও ইহাকে পোষণ কর, আমাদের দুইজন হইতে অস্ত্রায়রূপে এই বালক জন্মিল। একা আমি কেন ইহাকে ভরণ করিব?’ এইরূপে মমতা ও বৃহস্পতি এই দুইজনে পরস্পর বিবাদ করিয়া জাত বালককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, ঐ বালক ‘ভরদ্বাজ’ নামে খ্যাত হইয়াছিল। (ভাগ° ৯।২° অ°) [ভরদ্বাজ দেখ।]

দ্বাক্রিংশং (স্ত্রী) দ্বাধিকা ক্রিংশং, ততো আত্মং। (বায়নঃ সংখ্যায়াম্। পা ৬।৩।৪৭) দুই অধিক ক্রিংশং সংখ্যা, ৩২ সংখ্যা।

‘দ্বাক্রিংশং প্রসবে নারীষ্যন্তত্বক্রিংশংদগমে নৃণাং।’ (শ্রীমদ্ভাগবত)

দ্বাত্রিংশদপরাধ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ অপরাধঃ কর্ণধা ।
৩২ প্রকার অপরাধ ভেদ, দেবতার নিকট যান বা পাহারার
দ্বারা গমন, তৎসমীপে প্রণাম না করা ইত্যাদি এই ৩২
প্রকার দোষের বিষয় ভ্রমসায়ে উল্লিখিত হইরাছে।

• • [দোষ দেখ।]

দ্বাত্রিংশলক্ষণ (পুং) দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি শুভলক্ষণানি যন্ত ।
শুভলক্ষণাধিত, মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত মহাশয়, বাহার দ্বাত্রিংশৎ
শুভলক্ষণ থাকে, তিনি রাজরাজাধিরাজ হইয়া থাকেন।
বাহার দেহের উচ্চতা ও বিস্তৃতির পরিমাণ ১০৮ অঙ্গুল
হয়, বক্ষ, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত ও অঙ্গুলির পর্ক সমূহ
এই পাঁচটা সূক্ষ্ম হয়, বাহার হস্ত, নেত্র, হৃদয়, জাহ্নু এবং
নাসিকা এই পাঁচটা দীর্ঘ হয়, বাহার বক্ষঃ, কৃক্ষি, অলক,
কর, কর ও বক্ষ এই ৬টা উন্নত, বাহার হস্ততল,
নেত্রের কোণ, তালু, জিহ্বা, অধর, ওষ্ঠ ও নথ এই ৭টা
রক্তবর্ণ, বাহার ললাট, কটি ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ, হস্ত বক্ষপের
পৃষ্ঠদেশের ছায় কঠিন, এবং পাদদ্বয় কোমল, তাহার
রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ।

“পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চস্থলঃ সপ্তরক্তঃ সড়্ভূতঃ।

ত্রিপৃথুলযুগন্তীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণবিশিতিঃ” (কাশীখং ১১ অ°)

বাহাদের পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ ও পঞ্চাবয়ব সূক্ষ্ম, সপ্ত প্রদেশ
বক্তবর্ণ, ষট্ প্রদেশ উন্নত, ও ত্রিপ্রদেশ পৃথু, লঘু এবং
গন্তীর এই ৩২ প্রকার লক্ষণকে দ্বাত্রিংশলক্ষণ কহে।
এই লক্ষণ অতি শুভ। বাহার এই লক্ষণাক্রান্ত হন, তাহার
সকলের উপর আদিপতা বিস্তার করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ (নু) (ত্রি) দ্বাদশিকা দশ, ততো আত্মঃ (ঘাটন ইতি।
পা ৬৩৮৭) দুই অধিক দশ, ১২, দ্বাদশ সংখ্যা, তৎসংখ্যায়।
এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত এবং ত্রিলিঙ্গেই শব্দরূপ এক
প্রকার হইবে। দ্বাদশবাচক শব্দ—সূর্য্য, মাস, রাশি,
সংক্রান্তি, শুক্লাবাহ, সারিকোষ্ঠ, শুক্লেন্দ্র, বাজমণ্ডল।

(কবিকল্পলতা)

দ্বাদশ (ত্রি) দ্বাদশানাং পূরণঃ ইতি উট (তস্মৈ পূরণে
উট। পা ৫২১৪৮) দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ, বারই।

“গর্ভাষ্টমেহকে কুর্কীত ব্রাহ্মণস্তোপনয়নঃ।

গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাক্ত দ্বাদশে বিশঃ” (মহু)

২ মহাদেব।”

“দ্বাদশব্রাহ্মণশ্চাত্তো যজ্ঞো যজ্ঞসমাহিতঃ।”

(ভারত ১৩।১৭৯৩)

দ্বাদশক (ত্রি) দ্বাদশ সংখ্যাত্ত কনু। ১ দ্বাদশ সংখ্যাধিত
পণরূপ দ্রব্যাদি।

“বৈভেত্তদ্বাদশপত্রকাজ্জৈ দ্বাদশকো দমঃ” (মহু)

দ্বাদশানাং সংখ্যা কনু। ২ দ্বাদশ সংখ্যা।

“ব্রাহ্মণস্তপরিভ্রাণাং গবাং দ্বাদশকন্ত চ” (মহু)

দ্বাদশকর (পুং) দ্বাদশকরা ভূজাযন্ত। ১ কাষ্ঠিকের। ২ বৃহ-
স্পতি। ৩ শূলযোগ। ৪ হর্ষণযোগ। ৪ কুমারাহুচর গণভেদ।

“অনন্তোদ্বাদশভূজন্তথা কৃকোপকৃককৌ।”

(ভারত শল্য ৪৬ অ°)

দ্বাদশকরাঃ কিরণা যন্ত। ৫ দ্বাদশাঙ্গিযুক্ত জীব।

(জী) ৬ ভৈরবীভেদ।

“ভৈরবীকরণবিশ্টি চ ভূজৈর্দ্বাদশভিবৃত্তাঃ” (হেমাদ্রি ত্রতথ°)

দ্বাদশতেলী, বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীস্থ তেলীদিগের শাখা বিশেষ।

দ্বাদশানু (ত্রি) দ্বৌ চ দশ চ দ্বাদিকা বা দশ। দুই অধিক দশ-
সংখ্যা, ১২ সংখ্যা। ২ তদযুক্ত, দ্বাদশ সংখ্যায়ুক্ত।

“দ্বাদশপ্রতিমাত্তানি আত্মঃ যান্নাসিকৈ তথা।” (তিথিত্ব°)

দ্বাদশপত্রক (ক্লী) দ্বাদশ অক্ষরানি পত্রানি যন্ত। যোগবিশেষ,
বৈশাখাদি রূপে কল্পিত দ্বাদশাক্ষরযুক্ত ভগবানের মন্ত্ররূপ
যোগভেদ, ‘ঐং নমো ভগবতে বাহুদেবার’ এই দ্বাদশাক্ষর-
যুক্ত মন্ত্র। ইহার বিষয় বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত
আছে, স্বয়ং পিতামহ সনৎকুমারকে দ্বাদশপত্রক যোগ শিক্ষা
দিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—

শিখাসংহ স্তকাব মন্তক, মেঘরাশি, বৈশাখ মাস, প্রথম
পত্র। নকার ললাটদেশে বৃষরাশি, জ্যৈষ্ঠমাস দ্বিতীয় পত্র।
মোকার বাহুযুগল, মিথুনসংক্রান্তি, আষাঢ় মাস তৃতীয় পত্র।
ভকার পক্ষযুগল কর্কটরাশি সংস্থিত, আশ্বিন মাস চতুর্থ পত্র।
গকার হৃদয় সিংহরাশিসংস্থিত, ভাদ্র মাস পঞ্চম পত্র। বকার
বাঁকানিচয় ক্তারাশিসংস্থিত, আশ্বিন মাস ষষ্ঠ পত্র।
তৈকার অঙ্গসমূহ তুলারাশি সংস্থিত, কার্তিক মাস সপ্তম পত্র।
বাকার নাভিদেশে বৃশ্চিকরাশি সংস্থিত, অগ্রহায়ণ মাস
অষ্টম পত্র। সূকার জঘনদেশে ধনুরাশিসংস্থিত, পৌষমাস
নবম পত্র। দেকার উরুযুগল মকররাশি সংস্থিত, মাঘ মাস
দশম পত্র। বাকার জাহ্নুযুগল, কুম্ভরাশি সংস্থিত, ফাল্গুন
মাস একাদশ পত্র। যকার চরণদ্বয় মীনরাশি সংস্থিত,
চৈত্র মাস দ্বাদশ পত্র। ‘ঐং নমো ভগবতে বাহুদেবার’
এই দ্বাদশবর্ণযুক্ত চক্র, ঐষ্টবর্ষে নাভিদেশে এক তৃতীয় বাহু
একমুষ্টি। ইহাই কেশবের দ্বাদশ পাকযোগ, এই যোগ বাহার
অবগত হয়, তাহাদের আর অন্যমুদ্রারূপে হস্তভোগ করিতে
হয় না। (বামন-পুরাণ ৩২ অ°)°

* “পিতামহোহপি তৎপুত্রং সাধ্যঃ সন্নিয়ৈ রতঃ।

সনৎকুমারঃ প্রোবাচ যোগঃ দ্বাদশপত্রকঃ।

দ্বাদশপুত্র (পুং) ঔরসাদি দ্বাদশবিধ পুত্র, ইহার বিবরণ বিষ্ণুসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে। ‘অথ দ্বাদশপুত্র-উবত্তি’। (বিষ্ণুসং ১৫।১)

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় পত্নীদিগের মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতা পত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র ঔরস, ইহা প্রথম। নিয়োগধর্ম্মাসারে সপিণ্ড, সগোত্র, সর্বণ বা উত্তমবর্ণ পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, ইহা দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়। ইহার যে পুত্র হইবে, সেই আমার পুত্র হইবে, অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকারী হইবে, এই বলিয়া পিতা কর্তৃক যে কস্তা প্রদত্ত হয়, সে পুত্রিকা; এই পুত্রিকা যথাবিধানে অগ্রদত্তা, অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া প্রীতকৃত্য। ভ্রাতৃহীনা কস্তাও পুত্রিকা পদবাচ্য জানিতে হইবে।

শিখাসংস্কৃত্ত্বং কাকারং মেঘোহন্ত শিরসি হিতঃ।

মাসো বৈশাখনামা চ প্রথমং পত্রকং স্মৃতং ॥

নকারঃ শিরসি প্রোক্তো বৃষোহন্ত শিরসি হিতঃ।

জ্যৈষ্ঠমাসক তৎপত্রং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতং ॥

মোকারো ভূজয়োর্ম্মং মিথুনং তত্র সংহিতং।

মাস আষাঢ়নামা চ তৃতীয়ং পত্রকং স্মৃতং ॥

ভকারো মেঘশূলং কর্কটপুত্রং সংহিতং।

মাসঃ আষাঢ় ইতু্যজ্ঞশ্চতুর্থং পত্রকং হিতং ॥

গকারো হৃদয়ং প্রোক্তং সিংহে বসতি তত্র চ।

মাসো ভাদ্রপদ্য প্রোক্তঃ পঞ্চমং পত্রকং স্মৃতং ॥

বকারং কবচং বিদ্যাং কস্তা তত্র প্রতিষ্ঠিতা।

মাসশ্রাবশূজো নাম ষষ্ঠং তৎপত্রকং স্মৃতং ॥

তেকার মনগ্রামশ্চ ভুলারশিষ্ঠতাশ্রমঃ।

মাসশ্চ কাষ্ঠিকোনাম সপ্তমং পত্রকং স্মৃতং ॥

বাকারো নাভিসংস্কৃত্ত্বং হিতস্তত্র চ চুশ্চিকঃ।

মাসো মার্গশিরাোনাম ষষ্ঠমং পত্রকং স্মৃতং ॥

হুকারো জঘনং প্রোক্তং তত্র শূত্রাপি সংহিতং।

পুধ্যতি গদিতো মাসো নবমং পরিকীর্তিতং ॥

দেকারশ্চোক্তশূলং মকরোচপ্যত্র সংহিতং।

মায়োনিগদিতো মাস পত্রকং দশমং স্মৃতং ॥

বাকারো জাতশূলং কুশ শূত্রাপি সংহিতং।

পত্রকং ফাল্গুনং প্রোক্তং তদেকাদশমুত্তমং ॥

পাদো বকারো শীতো হি স চৈত্রে বসতে মনে।

ইদন্ত দ্বাদশং প্রোক্তং পত্রং বৈ কেশবন্ত হি ॥

দ্বাদশবিধং তথা চক্রং ব্রহ্মাভিষিক্তমুত্তমং।

দ্বিগুণং শূত্রশ্চ তথোক্তং পরমেশ্বরঃ ॥

এতৎসংস্কৃত্ত্বং দেবন্ত রূপং দ্বাদশপত্রকং।

যদ্বিন্দ্ৰ জাতেন্দ্রশ্রেষ্ঠ ন ভূম্যঃ মরণং ভবেৎ ॥” (যামনপুত্রাণ ৩২ অং)

চতুর্থ পোনর্ভবপুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা অর্থাৎ পাত্যভ্যন্তর সহিত পরিণীতা, অকতা অর্থাৎ অমৃগভূতা অথচ বাগদত্তা, ইহাকে পুনর্ভূ কহে এবং পরোপভূতা পুনঃসংস্কৃতা না হইলেও অর্থাৎ একজনের সহিত বাগদান ও অপরের সহিত বিবাহ একরূপ না হইলেও কেবল পুরুষভ্যন্তরের সংসর্গদ্বারা হইলেই পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম কানীনপুত্র, যাহা কস্তা-কালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়, যে ঐ কস্তার পাণিগ্রহণ করিবে, উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গুঢ়োৎপন্ন পুত্র, স্বামিগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অর্থাৎ পুরুষভ্যন্তরের দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে গুঢ়োৎপন্ন কহে। বাহার পত্নীতে ঐ পুত্র উৎপন্ন হইবে, ঐ পুত্র তাহারই জানিতে হইবে।

সপ্তম সহোড়পুত্র, যেনারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার সেই গর্ভোদ্ভব পুত্র সহোড়, ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের হইয়া থাকে। অষ্টম দত্তকপুত্র, মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে, ঐ পুত্র তাহার। [দত্তক দেখ।]

নবম জীতপুত্র, যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে, ঐ পুত্র তাহার। দশম অয়মুপাগত, যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃ সন্ধান-পূর্ব্বক অয় একজনের শরণাগত হয়, তাহাকে অয় উপাগত কহে। বাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র, পিতামাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ, যে এই পুত্রকে গ্রহণ করিবে, এই পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। এই দ্বাদশবিধ পুত্র, ইহাদের মধ্যে পরোনিধিত অপেক্ষা পূর্ব পূর্বোনিধিত পুত্রই প্রধান, সেই সেই পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুসং ১৫ অং)

বশিষ্ঠসংহিতায়ও দ্বাদশবিধ পুত্রের এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—পরিণীতা নিজ ভাৰ্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিত পুত্র প্রথম। এই পুত্র না হইলে নিম্নস্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজ পুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র তৃতীয়, ‘অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূত্র কস্তা পিতারই পুত্র রূপে, প্রাপ্য, তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রক প্রাপ্ত হইবে। কথিত আছে যে, ‘আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূত্রা অলঙ্কৃত্য কস্তা দান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।’ পোনর্ভবপুত্র চতুর্থ, যেনারী বাগদানের স্বামী ভাগ্য করিয়া অজ্ঞের সহিত সহবাস-পূর্ব্বক তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয় সে পুনর্ভূ এবং ‘যেনারী ক্রৌবৎ পতিত বা উন্নত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া’ অত্রকে বরণ করে, অথবা স্বামীর মরণে পত্যস্তর গ্রহণ করে, সেও পুনর্ভূ পদবাচ্য। কানীনপুত্র পঞ্চম, অপরিণীতা

অবতার পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন।
পতিতেরা বলেন, ঐ পুত্র মাতামহের পুত্র হানীর। অমৃত
কল্পা অমরুপ পুত্র হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই
‘পুত্রে পুত্রবান্ হন, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিতৃ দিবে
ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গৃচোৎপন্ন,
ইহা ষষ্ঠ পুত্র। ষাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এই প্রকার
পুত্র উত্তরাধিকারী ও পিতাকে হাহাত্য হইতে পরিত্রাণ
করে। আর ৬ প্রকার পুত্র ধনে অধিকারী হইয়া থাকে।
প্রথম সহোদর পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিশীতা রমণীর সেই গর্ভে
উৎপন্ন পুত্রের নাম সহোদর। দ্বিতীয় দত্তকপুত্র, জনক
জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম দত্তক। তৃতীয় ক্রীতপুত্র, শুনঃ-
সেক বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে
রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীর্গতকে তাহার পুত্র বিক্রয় করিতে
অমরোধ করেন, এবং পশু বৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই
পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ ব্রহ্মশাগত পুত্র, ইহা শুনঃসেক
বিবরণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—পূর্বকালে শুনঃসেক যুগ-
কাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাহাকে
বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্গণ সকলেই বলিল,
এই বালক আমার পুত্র হউক। একজন ঋত্বিক্গণকে কহিল,
আপনারা সকলেই ইহাকে পুত্র হইতে বলিতেছেন, এক-
জন বহুবাক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব। তাহার দ্বিগুণিয়া
দিলেন, এই বালক যাহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করে, তাহারই
পুত্র হইবে। সেই বজ্র বিখ্যাত হোতা। এতদন,
শুনঃসেক তাহারই পুত্র হইল। পঞ্চম অপবিত্র পুত্র, মাতা
পিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার অপবিত্র
সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রপুত্র। এই ষড়্বিধ পুত্র ধনাধিকারী
হয় না। পূর্বের ষড়্বিধ ও এই ষড়্বিধ এই দুয়ে ষাদশ-
বিধ পুত্র, যদি পূর্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে,
তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও ধনাধিকারী হইবে।

(বশিষ্ঠসংহিতা ১৭ অং) [পুত্র দেখ।]

ষাদশপ্রসূত (ত্রি) ষাদশ প্রসূতয়ঃ সন্ত্যত্র অচ্। ষাদশ
প্রসূতিগুক্ত সূত্রতোক্ত বস্তিতভেদ। ইহার বিষয় সূত্রতে
এইরূপ লিখিত আছে—অক্ষপরিমিত সৈন্ধব, দুই প্রসূতি
মধু, একত্র করিয়া তিন প্রসূতি স্নেহ তাহাতে দিয়া পুনর্বার
মধন করিবে। সকল মিশ্রিত হইলে এক প্রসূতি কক, ও
চারি প্রসূতি কষায়, অবশেষে প্রক্ষেপ দ্রব্য দুই
প্রসূতি দিতে হইবে। এইরূপে বস্তি দ্রব্য ষাদশ প্রসূতি
পরিমাণে কল্পিত করিবে। পূর্ণমাত্রার এই পরিমাণ। মাত্রা
কম হইলে সেই অনুসারে প্রসূতিও কম হইবে। এইরূপ

সৈন্ধব, দুইতে দ্রব্যদ্রব্য পর্বাঙ্ক দ্রব্য সহযোগে নিরুপ বস্তি
করনা করিতে হইলে তাহাদিগের পরিমাণ বয়স অনুসারে
করনা করিতে হইবে। (সূত্রত চিকিৎসিতস্থান ৭৮ অং ।)
ষাদশভাব (পং) ষাদশ গুণিতোভাবঃ। জ্যোতিষতোক্ত
তথ্যাদি ষাদশভাব। জন্মকালীন লগ্ন স্থান হইতে ষাদশটী
রাশি তত্ত্ব প্রকৃতি করিয়া ষাদশটী নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে,
এইজন্ত ইহাকে ষাদশ ভাব কহে। ইহার বিষয় দীপিকায়
এইরূপ লিখিত আছে,—সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি, সর্বল কি
দুর্বল, তত্ত্ব অর্থাৎ শরীর ক্ষীণ কি স্থূল, হ্রস্ব বা দীর্ঘ, এবং
শিথিল বা দৃঢ়, কল্যাণ অর্থাৎ কল্যাণ, লগ্নে এই সকলের
বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে ধন ও
কুটুম্বের বিষয় নিরূপণ করিবে। লগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানে
বিক্রম, সহোদর এবং যুদ্ধ বিষয় বিবেচনা করিবে। চতুর্থ
স্থানে বন্ধু, বাহন, স্বপ্ন ও আলয় স্থির করিবে। পঞ্চম স্থানে
বুদ্ধি, মন্ত্রণা এবং পুত্র নির্ণয় করিবে। ষষ্ঠ স্থানে ক্ষত ও
শত্রু এবং সপ্তম স্থানে কাম, স্ত্রী ও পথ নিরূপণ করিতে
হইবে। অষ্টম স্থানে আয়ু, মৃত্যু এবং রক্ত অর্থাৎ অপবাদ বা
পাপচিন্তা করিবে। নবম স্থানে গুরু, (কেহ কেহ গুরু শব্দেব
এই স্থানে পিতা মাতা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,)
উপ, অর্থাৎ পুণ্য, ভাগ্য ও মন ইহার বিষয় স্থির করিবে।
দশম গৃহে মান, আজ্ঞা এবং কর্ম স্থান বিবেচনা করিবে।
একাদশ গৃহে প্রাপ্তি ও আর স্থান। প্রাদুর্দীপিকার মতে এই
স্থানে বিদ্যা ও অর্থ প্রাপ্তির বিষয় নির্ণয় করিতে হইবে।
ষাদশ স্থানে মন্ত্রী এবং ব্যয় নিরূপণ করিবে।

“সামর্থ্যং তত্ত্ব কল্যাণে সমুদয়ে বিত্তং কুটুম্বং ততো

• বিক্রান্তং সহজং তৃতীয়ভবনে যোধক সক্ষিস্তয়েৎ।

• বন্ধুং বাহনস্থানানপি ততো ধীমন্ত্রপুত্রাংস্ততঃ

• ষষ্ঠেহথ ক্ষতবিধিবো নম গৃহে কামঃ স্ত্রিয়ং বয়স্ চ ॥

• রক্তায়ুর্ভয়োহষ্টমে গুরুতপোভাগ্যানি চিত্তং ততো

• মানাজ্ঞাস্পদকর্মণাং দশমভে কুর্যাস্ততশ্চিন্তনং।

• প্রাপ্ত্যায়বথচিত্তয়েৎ স্তবগৃহে রিপুক্ষেত্রে মন্ত্রিবায়ো

• সৌম্যাবানীযুতীক্ষণৈরুপচয়ন্তেবাং কতিবহুথাঃ ॥”

* “দশাদৌ সৈন্ধবতাকং মধুনঃপ্রসূতিদ্বয়ঃ।

• বিনির্ধ্য ততো দদ্যাৎ স্নেহস্ত প্রসূতিদ্বয়ং ॥

• একীভূতে ততঃ স্নেহে ককস্ত প্রসূতিঃ কিপেৎ।

• সমুচ্ছিতে কষায়স্ত চতুঃপ্রসূতিসম্মিতং ॥

• বিতরেচ্চ তদাবাস ময়ে দ্বিপ্রসূতাদ্যিতং।

• এবং প্রক্লিষ্টো বস্তিষাদশ প্রসূতো ভবেৎ ॥

• জ্যোত্যাঃ শলু মাত্রায়া প্রমাণনির্ধারিতং।

• অপক্লাসে ভিহগুধ্যাং তত্ত্বপ্রসূতিহাপনং ॥” (সূত্রত চিকিৎসিতস্থান ৩ অং)

“অরাতিব্রণয়োঃ যঠে চাঠমে যুত্মারজ্জয়োঃ ।

বায়ন্ত দ্বাদশ স্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনং ॥” (দীপিকা)

এই যে দ্বাদশ ভাবের বিষয় কথিত হইল, পূর্বোক্ত ভাবস্থিত গ্রহগণ যদি শুভগ্রহ এবং স্ব স্ব ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা মিলিত হয়, ও সেই ভাবের অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট কিংবা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই ভাবের হানি নিরূপণ করিতে হইবে। যে যে ভাবে যে সকল চিন্তা উক্ত হইয়াছে, ঐ সমস্তের ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় সেই সেই ভাবাপন্ন রাশির এবং তাহার অধিপতি কুল সোম্য ইত্যাদি গ্রহের বর্ণ ও আকৃতির যেত রক্তাভা প্রভৃতি, স্থূলতা ও ধর্মতা, এবং রাশির বলাবল ও তাহার ক্রিয় ফলদান করিতে সমর্থ, ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত সকল ফলের নির্ণয় করিতে হইবে।

শুভগ্রহ এবং অধিপতিগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যে ফলের আধিক্য উক্ত হইয়াছে, তাহার বাসস্থলও নির্ণীত হইতেছে। বর্ধ স্থানে শত্রু এবং ব্রণ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু, অপবাদ বা পাপ, দ্বাদশ স্থানে বায় ইহার বিপরীত চিন্তা করিবে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি কোন গ্রহ বর্ধ স্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে ব্রণ ও শত্রু বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহার হানি করিবে। আর ঐ গ্রহ যদি ঐ স্থানে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার বৃদ্ধিই স্থির করিতে হইবে। অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে ঐরূপ শুভগ্রহ এবং তাহার অধিপতি গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ফলের হানি এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত হইলে ফলের আধিক্য জানিতে হইবে। অষ্টম স্থানে মৃত্যু এবং রক্ষের বিপরীত ফল উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ উভয়েরই বিপরীত ফল হইবে। আয়ুর বিপরীত ফল হইবে না। কেবল দ্বাদশ স্থানে একমাত্র বায়ের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে। মৃত্যুর বিপরীত ফল ঘটিবে না।

তদু প্রভৃতি যে দ্বাদশভাব উক্ত হইল, তত্তত্তাবাপন্ন গ্রহ সকলের ক্ষুট গণনা ব্যতীত তাহার ফলাফল সাধন করা যায় না। যেমন লগ্ন স্থানকে তত্তত্তাব, এবং তৎপর রাশিকে ধনভাব বলিয়া এই স্থানে যে গ্রহ থাকিবে, তাহাকে ধনভাব বলিয়া যদি তাহার ফলাফল বলা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত ফলের সহিত ঐক্য হয় না। যদি গ্রহক্ষুট করিয়া গণনা করা হয়, তাহা হইলে সকল ফলের সহিত ঐক্য হইয়া থাকে। এই কারণে রবি প্রভৃতি গ্রহের ক্ষুট, তৎপরে ভাব ও ভাবসন্ধি ইত্যাদি সমুদায় গণনা করা উচিত। প্রথ-

মতঃ গ্রহদিগের ক্ষুট গণনা করিয়া পরে ফলাফল নির্ণয় করিবে।

তদ্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে যে যে ভাবে গ্রহ সকল থাকিবে, ঐ গ্রহগণ যদি সর্ব প্রকারে ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখ পায়। পণ্ডিতগণ তদ্বাদি দ্বাদশ ভাবের সমস্ত ভাবে গ্রহগণের স্থিতি দ্বারা তাহাদিগের লজ্জিতাদি ভাব বিবেচনা করিবেন এবং ঐ সকল গ্রহের বলাবল বিচার করিয়া ফলের নির্ণয় করিবেন। যদি তদ্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে দুইটি বা ততোধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা এক গ্রহ লজ্জিত এবং গর্জিত ইত্যাদি ভাবস্বরূপ কিংবা ভাব-জন্ম যুক্ত হয়, তাহা হইলে মিশ্রফল পাইবে। সেই সেই গ্রহ যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি এবং সর্বল হইলে সম্পূর্ণ ফল হইবে। যাহার কর্ম অর্থাৎ দশম স্থানে লজ্জিত, তৃষিত, কিংবা ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ থাকে, তিনি দুঃখভাগী হইয়া থাকেন। যাহার পঞ্চম স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সন্তান নাশ হয়, কেবল একমাত্র জীবিত থাকে। ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ যাহার লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে অবস্থিত করেন, তাহার স্ত্রী বিনাশ হয়।

গ্রহগণের শরনাদি দ্বাদশটি ভাব আছে—শরন, উপবেশন, মণীকরি, প্রকাশক, গমনোচ্ছ্রা, গমন, সভাবসতি, আগমন, ইহাছিন্ন, মৃত্যু, লিপ্সা, কোতুক ও নিদ্রা এই দ্বাদশ ভাব। রশ্মিগণ নবগ্রহের শরনাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে তৎকালে গ্রহগণ কোন নক্ষত্রে স্থিতি করিতেছেন, সর্বাঙ্গে তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্রদ্বারা গ্রহকে পূরণ করিবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত যে নবাংশভাবে অবস্থিত করেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্গদ্বারা ঐ পূরিত অঙ্গকে গুণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্ম-নক্ষত্র ঐ অঙ্গে যোগ করিয়া জন্মলগ্ন সংখ্যক অঙ্ক ও উদয়া-বধি জাতদণ্ড তাহাতে মিলিত করিবে। পরে ঐ সকল অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ করিলে সেই অঙ্কসংখ্যায় দ্বাদশভাব প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ যদি শেখাঙ্ক ১ থাকে, তাহা হইলে শরনভাব বিবেচনা করিতে হইবে।

রবি গ্রহের শরনাদি ভাব গণনা ক্রিয়ার সময় দ্বাদশ জাতাবশিষ্ট অঙ্কে ৬ যোগ করিবে এবং চন্দ্রগ্রহের তিন, মঙ্গলের দুই, বুধের তিন, বৃহস্পতির পাঁচ, শুক্রের তিন, শনির তিন, রাহুর চার ও কেতুর পাঁচ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিবে। যুক্ত দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায়

উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতে ভাব বোধ হইবে। যদি দ্বিত শেবাং এক হয়, তাহা হইলে শয়নভাব, এইরূপে ভাগশেব বাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

রবি ১০ বিশাখা, চন্ডের ৩ কৃত্তিকা, বৃজলের ২০ পূর্বাষাঢ়া, বৃধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুশ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেশা এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে স্থিতি।

এই শয়নাদি বাদশভাবে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মতান্তরে শয়নাদি বাদশভাব। শয়নাদি বাদশভাব বিচার করিতে হইলে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অক্ষর। সূর্যাদি গ্রহসংখ্যক অক্ষকে গুণ করিবে। পুনরায় ঐ অক্ষকে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করা যাইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র তাহাতে যোগ করিতে হইবে। পরে লগ্ন সংখ্যক অক্ষ ও জাতদণ্ড পরিমিত অক্ষ এই উভয়কে উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বাহা ক্রমে শয়নাদিভাব স্থির করিতে হইবে।

অত্রবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশি পরিমিত অক্ষদ্বারা গ্রহ সংখ্যক অক্ষকে, ৯ দিয়া গুণ করিবে এবং যে গ্রহের ভাব গণিত হইবে, সেই গ্রহের জন্ম নক্ষত্র এবং জাতদণ্ড, আর লগ্নপরিমিত অক্ষ গুণফলে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভাববোধক হইবে।

অত্রবিধ। যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অক্ষ দ্বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া তাহাকে গুণ করিবে এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রে পরিমিত অক্ষ পূর্বগুণিত অক্ষে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বাহা বাদশাদি ভাবের কোন ভাব, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে—

মনে কর একটা বালক বৃষলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ বালকের জন্মকালীন মেঘরাশিতে রবি গ্রহ আছে, ঐ গ্রহের বাদশভাব গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে। মেঘরাশিপরিমিত অক্ষ এক, এবং রবিগ্রহের পরিমিত অক্ষও এক, এখানে মেঘরাশিপরিমিত এক অক্ষদ্বারা রবিগ্রহের এক পরিমিত অক্ষকে গুণ করিলে ইহার গুণফল এক হইবে। পরে ঐ গুণফলকে পুনরায়

৯ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ৯ হইবে। এক্ষণে গ্রহাদি বার নক্ষত্র যোগ করিবার রীতি প্রদর্শিত হইতেছে।—
রবির নক্ষত্র বিশাখা, উহার পরিমিত অক্ষ ১৬, পূর্বোক্ত গুণফল ৯ ইহার সহিত যোগ করিয়া ২৫ পরিমিত অক্ষ স্থাপিত করিবে। অনন্তর ঐ কথিত জাত বালকের উদয়া-
বধি জাতদণ্ড ও ঐ দণ্ড থাকার ঐ দণ্ড পরিমিত অক্ষ ৬, এবং বৃষলগ্ন পরিমিত অক্ষ এই উভয় অক্ষ আর ঐ ২৫ অক্ষ যোগ করিলে যুক্তাঙ্ক ৩৩ হইবে। এই ৩৩কে ১২ দিয়া ভাগ করিলে লঙ্কাঙ্ক দুই, আর শেষাঙ্ক ৯ থাকিবে এবং লঙ্কাঙ্ক পরিত্যাগপূর্বক শেষাঙ্ক লইয়া ভাগ বিচার করিবে। এইস্থলে শেষাঙ্ক নয় থাকায় গ্রহের ভোজন ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অতএব এই জাত বালকের রবিগ্রহ ভোজন ভাবে রহিয়াছে। ইহা স্থির করিতে হইবে।
যেদ্বারা রবিগ্রহের শয়নাদি ভাব-গণনার উদাহরণ দেওয়া গেল, যদি রবি মেঘরাশিতে না থাকিয়া বৃষাদি কোন রাশিতে থাকিলে তাহা হইলে ২৩০৪ ইত্যাদি ক্রমে ১২ পর্যন্ত অক্ষ হইবে, রবি প্রভৃতি গ্রহের রাহ ও কেতু লইয়া ৯ পর্যন্ত অক্ষ হইবে। এইরূপে বাদশভাব গণনা করিয়া গ্রহদিগের বলাবল ও শুভাশুভের বিষয় স্থির করিতে হইবে।

(সঙ্কেতকৌমুদী)

বাদশমল্য (ক্লী) বাদশবিধং মন্তং। পুস্তোক্তোক্ত বাদশবিধ মন্ত।

“পানসং ভ্রাক্ষমাধুকং খাজুরং তালমৈক্ষবং।

• মাধ্বীকং টক্সমাধ্বীকং নৈরয়ং নারিকেলজং ॥

সমানানি বিকারায় মজ্জাক্তোক্তদৈবতু।

বাদশস্ত সুরামন্তং সর্কেষামধমং স্তুতং ॥” (পুলস্ত্য)

পানস, ভ্রাক্ষ, মাধুক, খাজুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক,

টক্সমাধ্বীক, নৈরয়, নারিকেলজ সম্মিলিত একাদশ মন্ত,

এ ছাড়া সুরা লইয়াই বাদশ, ইহা অতিশয় নিরুপে।

বাদশমল্য (পুং) বাদশগুণিতোমলঃ। অত্রিসংহিতোক্ত মনু্যদিগের বাদশ প্রকার মল।

“বস। শুক্র মস্তৃগ্জং স্ত্রবিট্ কর্ণবিট্ নখাঃ।

শ্লেয়াস্থি দৃষিকা শ্বেদো বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥” (অগ্রিস)

বসা অর্থাৎ চর্কি, রেত, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকা-

মল, কর্ণমল, নখের মল, শ্লেয়া, নেত্রজল ও নেত্রমল এই বাদশটি

শারীরিক মল জানিতে হইবে। যিনি ইহা শুদ্ধি ইচ্ছা করেন,

স্তাহার কর্তব্য যে, বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিয়া লিঙ্গে একবার,

গুহে তিনবার, বামকরে দশবার ও উভয় হস্তে সাতবার

করিয়া অল সহিত স্তৃত্বিতা প্রদান করিবে। এই শৌচ নিয়ম

গৃহস্থের পক্ষে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাবলম্বীর

পক্ষে উহার তিনগুণ এবং যতির পক্ষে চারিগুণ। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধ হইয়া আচমন করিয়া ইজির হিঙ্গ্র সকল স্পর্শ করিবে। বেদাধ্যয়ন কালে ও অন্নভোজন করিয়া সর্পদা এইরূপ আচমন করিতে হইবে। দ্বাদশবিধ দেহ মলের এইরূপে শুদ্ধি হইয়া থাকে। (মহু ৬ অ°)

দ্বাদশমাস (পুং) দ্বাদশ গুণিতো মাসঃ। চৈত্রাদি করিয়া ১২ মাস,—“কচিং দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরঃ কচিং ত্রয়োদশ মাসাঃ” (শ্রুতি) দ্বাদশমাসে সংবৎসর হয়, কিন্তু কখন কখন ত্রয়োদশ মাসে সংবৎসর হইয়া থাকে, প্রায়ই ১২ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু আড়াই বৎসর অন্তর মলমাস হয়, মলমাস হইলে ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে।

দ্বাদশমাসকর্ষন (কৌ) দ্বাদশমাসে কৃষ্যং কৰ্ম্ম। বিষ্ণুসংহিতাক্ত দ্বাদশমাসের তিথি ভেদে দানহোমাদি কৰ্ম্মভেদ। কৃত্যতবে এই দ্বাদশমাস কৰ্ম্মের বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। [বিশেষ বিবরণ তত্তং শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশমাসিক (কৌ) মাসি ভবং ঠাণ্ড, মাসিকং। মৃতদিনাবধি দ্বাদশ সংখ্যার পূরণ মাসে কৰ্ত্তব্য প্রৈতোদেশক শ্রাদ্ধভেদ। মৃত্যুর পর হইতে প্রতি মাসে প্রৈতোদেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে মাসিক শ্রাদ্ধ কহে। দ্বাদশ মাসে এইরূপ যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ বলে।

দ্বাদশযাত্রা (স্ত্রী) দ্বাদশমাসেসু দ্বাদশবিধা যাত্রা। বৃন্দ পুরাণোক্ত দেবোৎসবে মাসবিশেষে যাত্রাভেদ।

ইহার বিষয় বৃন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“ইক্ষভায় উবাচ।

বৈশাখাদিসু মাসেসু যাত্রা পূজাবিধিঃ সুনৈ।

শ্রোতুমিচ্ছামি দেবৈশ যথাবদ বক্তুঃ মহর্ষি ॥

জৈমিনিরুবাচ।

বৈশাখাদিসু মাসেসু দেবদেবশু শাসিনঃ।

যা যা দ্বাদশযাত্রাঃ স্ত্যস্তাহি বক্ষ্যামি তে শৃণু ॥

বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে রাগহাদীরিতা।

আষাঢ়ে রথযাত্রা শ্রাবণে শয়নী তথা ॥

ভাদ্রে দক্ষিণপার্বণী আশ্বিনে বামপার্বিকা।

উথানী কার্ত্তিকে মাসি ছান্দনী মার্গশীর্ষকে ॥

পৌষে পুষ্যভিষেকঃ শ্রাবণে শালোদানী তথা।

ফাল্গুনে দোলযাত্রা ও চৈত্রে মদনভজিকা।

একৈকা মুক্তিদা সর্বা ধর্ম্মকামার্থসাধনাঃ ॥”

(যাত্রাতত্ত্বতত্ত্বকম্পু°)

২৫ মূনে! বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে দ্বাদশবিধ যাত্রা ও

পূজাদির যে বিধি আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন, এই বিবরণ শুনিতে আমার বিশেষ ঐচ্ছ্য হইয়াছে।

ইক্ষভায়ের এই প্রশ্নে জৈমিনি কৃপাপরবশ হইয়া বলিয়া ছিলেন, দেবদেব চক্রপাণি কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসে যে দ্বাদশ যাত্রার বিধান আছে, অবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসে শ্রীকৃষ্ণের চান্দনী যাত্রা, জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রাবণী, আষাঢ়ে রথ, শ্রাবণ মাসে শয়নযাত্রা, ভাদ্রে দক্ষিণপার্বণী-বর্তন, আশ্বিনে বামপার্বণী-বর্তন, কার্ত্তিকে উথান, অগ্রহায়ণ মাসে ছান্দনী, পৌষে পুষ্যভিষেক, মাঘে শালোদানী, ফাল্গুনে দোলযাত্রা ও চৈত্রে মদনভজিকা এই দ্বাদশবিধ যাত্রা। ইহার এক একটা যাত্রোৎসব করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বাদশরাত্রমণ্ডল (কৌ) দ্বাদশানাং রাত্রাঃ মণ্ডলঃ, উত্তর-পদ্বিগুণঃ। দ্বাদশবিধ রাজগণের মণ্ডল, ইহার বিষয় অগ্নি-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা নিজের কল্যাণ কাম, নার দ্বাদশবিধ রাজমণ্ডলের বিষয় চিন্তা করিবেন। অগ্নি, মিত্র, অগ্নিমিত্র, মিত্রমিত্র, অগ্নিমিত্রমিত্র, বিজিগীষুপুত্র, পাকিগ্রাঃ, আক্রম, আসার, অনল, বিজিগীষুমণ্ডল এবং অগ্নি ও বিজিগীষুর ভূমানন্তর মধ্যম মণ্ডল এই দ্বাদশ রাজ-মণ্ডল। (অগ্নিপু° ১৭৭ অ°)*

দ্বাদশরাত্র (পুং) দ্বাদশভিঃ রাত্রিভিনিবৃত্তঃ তক্তিতার্থ দ্বিগুণঃ অচ্ সমাসান্তঃ। দ্বাদশদিন সাধ্য দ্বাদশাহ নামক অহীন যাগভেদ, “এই যজ্ঞ ১২ দিন ধরিয়া করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম দ্বাদশরাত্র হইয়াছে। ২ রাত্রিসত্তভেদ। “জ্যোতি-ষ্টোমধর্ম্মা একাহ দ্বাদশাহয়োত্তদগুণদর্শনাং” (কাত্য° শ্রৌ° ১২।১।১) এই যজ্ঞ প্রজা ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া করিতে হয়। দ্বাদশানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাহার দ্বিগুণঃ অচ্ সমাসান্তঃ। ৩ সমাহৃত্য রাত্রিভেদ, “অত উর্দ্ধং ত্রিরাত্রঃ দ্বাদশরাত্রঃ বা” (আখ° গু° ১।১।৮।১১) “অতঃ গৃহপ্রবেশনীয় হোমাদৃক্ঃ ত্রিরাত্রঃ দ্বাদশরাত্রঃ বা।” (নারায়ণ)

* “মণ্ডলঃ চিত্তরয়েৎ মুখাং রাজা দ্বাদশরাত্রকং।

অগ্নিমিত্রমগ্নিমিত্রঃ মিত্রমিত্রমতঃপরং ॥

তথারিমিত্রমিত্রক বিজিগীষোঃ পুরাঃ স্মৃতাঃ।

পাকিগ্রাহঃ স্মৃতঃ পশ্চাদক্রমলুপদনস্মরণং ॥

আসারানলমোহৈব বিজিগীষোঃ মণ্ডলং।

অরেক বিজিগীষোঃ মধ্যমো ভূম্যমন্তরঃ ॥

অনুগ্রহে সংহত্যো নিগ্রহে ব্যস্ত্যোঃ প্রভুঃ।

মণ্ডলাবহিরেতথামুদাসীনো বলাধিকঃ ॥

অনুগ্রহে সংহতানাং ব্যস্তানাঞ্চ বশে প্রভুঃ ॥” (অগ্নিপু° ১৭৭)

১ পরীক্ষাবিশেষ, এক প্রকার বিদ্যা, যে স্থলে দ্বারী ও প্রতিদ্বন্দ্বীর লৌকিক প্রমাণ মাই, সেই স্থলে বিচারক এই পরীক্ষা দ্বারা অর্থনির্ণয় করিবেন। বীরবিজ্ঞানের ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে—

“বিবৰ্জ্যঃ ব্রাহ্মণস্ত সৰ্বেষাং তুলা স্বতা।” (বীরবিজ্ঞানঃ)

বজীর বৃক্ষ বৃক্ষের ছায় মস্ত পাঠ করিয়া ছেদন করিবে, লোকপালবিগণকে প্রণাম করিয়া পণ্ডিতবর্গ চতুর্দিক, চতুঃপাশ ও ঋতুতুলা প্রস্তুত করিবেন। এই তুলায় তিন স্থানে বলয় দিতে হইবে। ইহাতে ৬ হাত তন্ত করিয়া দুই হাত দস্তর দক্ষিণ ও উত্তরদিকের হস্তবর ধনন করিতে হইবে এবং তাহাতে পট্টধারক ও কীলকাগ্র স্তম্ভের উপরি দুইটা ছিদ্র করিবে ও তাহার মধ্যে নোহাঙ্গুল পট্টক নিবিষ্ট করিবে। নোহাঙ্গুল পট্টকের সম্মুখিত অঙ্গুণ দ্বারা তুলার ধাবলয়স্থিত লোহসংযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে তুলাদণ্ড স্তম্ভের মধ্যে বক্রভাবে থাকিবে। তুলার পার্শ্বে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের তোরণস্তম্ভ তুলা হইতে ১০ অঙ্গুলি উচ্চ হইবে। তোরণের উপর স্বয়ং প্রণীত করিবে। তুলার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ধারণ করিবে। পূর্নশিকো তুলা ও পশ্চিমে কঠাকে তোষিত করিবে। পরে তুলার উপরে জল দিতে হইবে, যদি জল না ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে তুলা সমান জানিবে।

তুলাপ্রয়োগ। উপবাস করিয়া স্নানাদি সমাপন করিবে। পরে বিচারক জিজ্ঞাসা করিবেন, নিবেদিত বিষয়ের বিচার উক্ত। তাহার পর অতিবৃত্তকে ওজন করিয়া অবতারণ হইবে এবং ধর্মের আবাহন করিতে হইবে। “ও তৎসং” ইহা উচ্চারণ করিয়া তিন জন ব্রাহ্মণকে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং এই তিনজন ব্রাহ্মণ স্বস্তি, পূণ্যাহ, ঋদ্ধি, তনবার পাঠ করিবে। পরে দিব্যাক্ষ ভূতহোমের নিমিত্ত ক্ষতচূড়ের ও ঋদ্ধি চতুর্দিক পান্যাদি দিয়া পূজা করিয়া বরণ করিবে। অসক্ত হইলে একটা ব্রহ্ম ও একজন ঋদ্ধি নিবৃত্ত করিবে। পরে তুলার পুশমালা ও পতাকাাদি দিয়া সুশোভিত এবং ঐ তুলা ভূমিতে রাখিতে হইবে। বিচারক পূর্নস্বখে পুষ্প ও অক্ষত লইয়া “ও ভূত্বঃ স্বঃ” উচ্চারণ করিয়া—

“এহেহি ভগবন্ ধর্ম দিব্যো জ্ঞানিন্ সমাধিন্।

সহিতো লোকপালৈশ্চ ব্রহ্মদিত্যমরুৎগণৈঃ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে পাঁচ অর্ঘ্য প্রস্তুতি পূজা বিধি অনুসারে ধর্মরাক্ষের পূজা করিতে হইবে। পূর্নদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণে বসু, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈঋতে নিরুতি, বায়ুকোণে বায়ু, ঈশানকোণে

ঈশান, ইন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে অষ্টবহু, ধন, ধন, সোম, আপ, অনিল, অনল, অকুঁহ, প্রভাস, ইন্দ্র ও ঈশানের মধ্যে বাদ-শামিত্য, লীতা, অর্ঘ্যমা, মিজ, বক্রণ, অংগ, ভগ, ইন্দ্র, বিবর্জ্যান, পূজা, পর্জন্ত, স্বস্তি, বিষ্ণু, অগ্নি, পশ্চিমভাগে একাদশ, কৃত্ত, বীরভদ্র, শঙ্কু, গিরীশ, অজৈকপাদ, অগ্নি, পিনাকী, অপ-রাজিত, তুবনাবীষর, কলাগ্নি, হাপু, ভব, যম ও যক্ষের মধ্যে ঋতুগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈকুণ্ঠী, বারাহী, মাহেশ্বরী, চান্দ্রা; নিরুতির মধ্যে গণেশ, বক্রণের উত্তরে অষ্টমরুৎ, ধনন, স্পর্শন, বায়ু, অনিল, মাক্ত, প্রাণ, প্রাণেশ, জীব, উত্তর-ভাগে হুগী ও ধর্ম এই সকল দেবতাকে পূজাবিধি অনুসারে পূজা করিতে হইবে। পরে পুছোক্ত বিধি অনুসারে হোম সমাপন করিবে।

এই পূজাহোম শেষ হইলে আত্মবস্ত্র পরিহিত শোধ্যাক পশ্চিম দিকো ও ইষ্টক পূর্নশিকো উত্তোলন করিবে এবং উত্তোলনীয় ঘণ্টের উপরি জল দিলে যখন পরিমাণ সমান হইবে, তখন তাহাকে নামাইতে হইবে। পরে বিচারক—

“আদিত্যচন্দ্রাবনিলোনলশ্চ দ্যৌ ভূমিরাপো জদয়ঃ সমশ্চ।
অহশ্চ রাজিশ্চ উভেচ সঙ্কো মর্শ্বোহপি জানাতি নরজ বৃত্তং॥”

এই মন্ত্র ও অভিযোগের বিষয় ইনি দোষী বা নির্দোষ এইরূপ প্রতিজ্ঞালিপি পত্রে লিখিয়া শোধ্যের মস্তকে রাখিবেন এবং ষটে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবেন।

“স্বং ঘটো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ পরীক্ষার্থং হুরাঙ্গনাম্।

যকারাক্ষর্মুত্তিতং টকারাং কুটিলং নরং॥

যতো ধারয়তে যন্ত্রাং ঘটস্তেনাভিধীয়তে।

স্বং বেংসি সর্কভূতানাং পাপানি স্কৃতানি চ॥

স্বমেব দেব জানীষে ন বিহুয়ানি মানবাঃ।

ব্যবহারান্তিশতোহয়ং মাহবঃ শুদ্ধসিদ্ধিতি॥

তদনং সংশয়ান্নাক্ষর্যতন্ত্রাত্তুমর্হসি।” পরে বিচারক তুলাধারককে উদ্দেশ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—

“ব্রহ্মদ্যা যে স্বতা লোকা যে লোকাঃ কুটসাক্ষিণঃ।

তুলাধারস্ত তে লোকান্তলাঃ ধারয়তো মুবা॥”

শোধ্য, ব্যক্তি এই মন্ত্রে তুলা আমন্ত্রণ করিবে—

“স্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দৈবৈ বিনির্মিতা।

তৎ সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়ান্নাঃ বিমোচয়॥

বহুস্মিন্ পাপকন্মাতস্ততো মাং স্বমথো নর।

শুদ্ধশ্চৈশ্চমরোজ্জিঃ মাং সর্কং বেংসি কৃতান্তং॥”

পরে পূর্নের ছায় শোধ্যকে পূর্নদিকে ও ঘট পশ্চিম-দিকে দিয়া জোড়িত করিবে। যদি ঐ ব্যক্তি পাপশূন্য হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধে উঠিবে, পাপী হইলে নিম্নে নামিবে, সমান

খাকিলে পাপ অন্ন জানিতে হইবে। সন্দেহ হইলে পুনর্বার এইরূপে পরীক্ষা করা উচিত। কক, কীলক, শিক্য প্রভৃতি ভর্জ হইলে শুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব বীরসিদ্ধোদয়)
৮ তোলন, তুলাদণ্ড। স্বনির্দিষ্ট তুলাদণ্ড প্রধান, রজত নির্দিষ্ট মধ্যম, ইহার অভাবে খদিরকাঠদ্বারা তুলা করা উচিত। তুলার অভাবে সকল দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানা যায়। এই তুলা ব্রহ্মার হৃদিতা আদিত্যা নামে বিখ্যাত। শূন্য-নির্দিষ্ট চারিটা স্বত্রে বড়ফুল ক্ষোমবস্ত্রই শিক্য যন্ত্র, তাহার চারিপার্শ্বের স্বত্ৰগুলি পরিমাণ দশাঙ্গুল। এইরূপ দুইটা শিক্যের 'মধ্যস্থলেও অঙ্গুলি পরিমিত স্বত্ৰনির্দিষ্ট কক্ষা রাখিতে হইবে। (বে স্বত্ৰ ধরিয়া ওজন করি' যায়, তাহার নাম কক্ষা)। (বৃহৎসংহিতা ২৬ অং)

তুলাকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান। কোরগ রাজ্যের পশ্চিমে সছাড়ির যে অংশ ব্রহ্মগিরি নামে খ্যাত, তাহারই উপর অক্ষা° ১২° ২৩' ১০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪' ১০" পূর্বে গিরির পাদদেশস্থ ভাগমণ্ডল হইতে ২ ক্রোশ দূরে তুলাকাবেরী প্রবাহিত। উৎপত্তিস্থানের নিকট একটা অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। দেব দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। এই তুলাকাবেরীর অনেকগুলি মাহাত্ম্য পাওয়ায়, তন্মধ্যে কোনখানি অম্বী-পুরাণীয়, কোনখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণীয়, আবার কোনখানি ব্রহ্মকৈবর্তপুরাণীয় ইত্যাদি নামে প্রচলিত আছে। স্থলপুরাণে লিখিত আছে—তুলা (কাষ্ঠিক) মাসে এখানে গঙ্গা আগমন করেন, সে সময় এখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ ও সর্বপাপ ক্ষর হয়।

এইমাসে কোরগের প্রতি ঘর হইতে এক এক ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর পূজা দিতে আসে।

মন্দিরের দেবসেবার জন্য গবর্মেন্ট হইতে বৎসরে ২০২১ টাকা বরাদ্দ আছে।

তুলাকুট (স্ত্রী) তুলায়াঃ কুটং ৬তং। তুলামানের কুট, প্রকৃত পরিমাণ কম করা। তুলায়াঃ কুটং যন্ত। তুলার কুটকারক লোক, যে ওজনে কম করে।

"মানকুটং তুলাকুটং কঠমোষ্ঠং নিপীড়য়।" (কালীখং ৮ অং)

তুলাকোটি (স্ত্রী) তুলাং সাদৃশ্যং কোটয়তে কুট-ইন্। ১ হুপূর। তুলায়া কুটতি কুট-ইন্। ২ মানভেদ, পরিমাণ বিশেষ, অস্বাভাবিক।

তুলাকোটি (স্ত্রী) তুলাকোটি ত্রিমাং ভীষ্। [তুলাকোটি দেখা]

তুলাকোষ (পুং) তুলায়াঃ পরিমাণস্ত কোষইব। তুলা-

তুলাজী (তুলাজী) কাঠিবাড়ের অন্তর্গত ডাউনগর রাজ্যের মধ্যস্থিত একটা প্রাচীরবেষ্টিত নগর। অক্ষা° ২১° ২১' ১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪০' ০০" পূঃ। পাহাড়ের ঢালুদেশে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে অতি সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত বিস্তৃত জৈন-মন্দির আছে। গিরিজুড়ার এসিদ্ধ তুলাজী-ভবানীর মন্দির ও একটা অতি মনোরম সরোবর বিস্তারিত। শত শত তীর্থযাত্রী তুলাজীদেবী দর্শন ও সরোবরের স্নান করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে। স্বন্দপুরাণের তুলাজীমাহাত্ম্যে এই স্থানের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এখানকার পাহাড়ে খোদিত গুহা আছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সকল গুহার চোর ডাকাতেয়া বাস করিত।

তুলাজী (তুলাজী)—ভজোরের বিভোৎসাহী একজন এসিদ্ধ রাজা। ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার নাম দিয়া নিম্নলিখিত কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—১ আদিধর্মসারসংগ্রহ, ২ ইনকুলতেজোনিধি (জ্যোতিষ), ৩ ধর্মস্মৃতিসারবিধি, ৪ মন্ত্রশাস্ত্রসারসংগ্রহ, ৫ রাজধর্মসারসংগ্রহ, ৬ রামায়ান, ৭ বাক্যামৃত (গণিত), সঙ্গীতসারামৃত।

তুলাজী অঙ্গুরীয়, এসিদ্ধ মহারাষ্ট্রদ্রাব্য কনোজী অঙ্গুরীয়র এক পুত্র। কনোজীর মত ইহার উৎপাতে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। শেষে বোম্বাই গবর্মেন্ট ও মহারাষ্ট্র-সেনাপতি একত্র হইয়া অনেক কষ্টে তুলাজীকে পরাস্ত করেন।

তুলাদণ্ড (পুং) তুলায়াঃ দণ্ডঃ। মানদণ্ড, নিক্তী, দাঁড়ী।

তুলাদান (স্ত্রী) তুলায়া স্বদেহমানেন দানং। তুলাপুস্তক সংজ্ঞক মহাদান। [তুলাপুস্তক দেখা]

তুলাধট (পুং) তুলায়াঃ তোলনার ধটঃ। তুলাধার দণ্ড। (ত্রিকা)

তুলাধর (ত্রি) তুলায়া মানদণ্ডস্ত ধরঃ ধু-অচ্। ১ বাণিজ্যক, বণিকধর্মাপুস্তক। ২ তুলারাপি। ৩ সূর্য্য। ৪ তুলাণ্ড। ৫ নিক্তীর দড়ি। (ত্রি) ৬ তুলাদণ্ডধারক। (মেদিনী)

তুলাধার (পুং) তুলা-ধু-অণ্। ১ তুলারাপি। ২ তুলাণ্ড।

৩ বারাগসীনিবাসী একজন ব্যাধ। ইনি নিরন্তর পিতৃমহা সেবা করিতেন, সেই পুণ্যে ইনি সর্বদর্শী হইরাছিলেন। কুট-বোধ নামক এক ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণের আদেশে ইহার নিকট আসিলে ইনি তাহার পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলেন। কুট-বোধ ইহা শুনিয়া বিস্মিত হয় এবং ইহার বাক্যমুদারি তিনি পুনরায় পিতামাতার পরিচর্য্যার কালক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। (বৃহৎসংহিতা ৩ অং)

৪ একজন বারাগসীনিবাসী বণিক, ইনি মহর্ষি জাজিগে

“তুলাধারো বসিগুণা বাগাণ্ডাং মহাবনাঃ ।

লোহণ্যোবং মার্হিতে বক্তুং বধা যং বিজসত্তম ॥”

(ভারত ১২।২৩০।৮)

তুলাপুরুষদান (কী) তুলাপুরুষ তুলোথিতপুরুষভারসম
পরিমিতদ্রব্যস্ত দানং ৬৩৭। বোড়শ মহাদানের অন্তর্গত
দান বিশেষ। বোড়শ মহাদানের মধ্যে এই দান প্রধান
ও আদিদান। এই দান অন্ন, বিদ্যাসংক্রান্তি, ব্যতীপাত,
দিনক্ষয়, যুগাদি, মনস্তরাদি, সংক্রান্তি, পৌর্ণমাসী, বাদনী,
অষ্টকা প্রভৃতিতে করিতে হয়। সংসার-ভরভীকৃ তীর্থ,
গৃহ, বন, ভড়াগ অথবা মনোজ্ঞ স্থানে এই মহাদান
করিবে। জীবন অনিত্য, ধন অত্যন্ত চকল এই বিবেচনা
করিয়া এইরূপ দানাদিতে প্রবৃত্ত হইবে। পুণ্য তিথিতে
ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে
সপ্তহস্ত তোরণ এবং চারিদিকে চারিটা কুণ্ড ও পূর্ণকুণ্ড
স্থাপন করিতে হইবে। ইহার পূর্বেস্তরে এক হাত বেদী
করিবে, তাহাতে গ্রহাদি, ব্রহ্মা, শিব, অচ্যুত প্রভৃতি দেব-
তাকে ফল, বস্ত্র ও মালা দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মা,
শিব ও অচ্যুতের প্রতিমাতে ও অন্ত দেবতার স্থানে পূজা
করিতে হইবে।

সাল, ইস্রদী, চলন, দেবদারু, ত্রিগুণী ও বিষ্ণু এই সকল
কাঠে তুলা প্রস্তুত করিতে হয়। তুলাদণ্ডের উচ্চতা ৫ হাত ও
মধ্যে ৪ হাত ফাঁক দিতে হয়। লোহ দ্বারা শৃঙ্খল করিতে
হইবে। স্বর্ণযুক্ত রত্নমালা, মালাবিলেপন প্রভৃতি দ্বারা
তাহা বিভূষিত করিবে এবং তাহাতে পঞ্চবর্ণ ও পঞ্চপতাকা
শোভিত করিবে।

ইহাতে বিধানদক্ষ বেদবিদ ব্রাহ্মণ সকল নিযুক্ত
করিবে। ঋগ্বেদী হইলে পূর্বদিকে, যজুর্বেদী দক্ষিণদিকে,
সামবেদী পশ্চিমদিকে ও অথর্ববেদী হইলে উত্তরদিকে
হই জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হইবে। পরে বিনায়কাদি
লোকপাল, আদিত্য প্রভৃতি গ্রহগণ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা-
দিগকে পূজা করিয়া এবং স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা হোমচতুষ্টয় অপ
হস্ত প্রভৃতি যজমান সঙ্কিত যথাবিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্চিত
করিবে। * পরে দেবতা ও ঋষিদিগকে হোমভূষণ দান
করিবে। পরে আগকগণ শাস্তিক অখ্যায় অপ করিবে।
ইহাতে আদি অন্ত ও মধ্যে ব্রাহ্মণ স্তম্ভাচন করিবে।

পরে তিন বার তুলা প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি লইয়া
এই মন্ত্রে তুলা আশ্রয় করিবে—

“নমস্তে সর্বদেবানাং শক্তিঃ শক্তিমাধিতা ।

সাকীকৃতা জগদ্ধাতা নির্মিতা বিশ্বধোনিমিতা ॥

VIII

একস্তঃ সর্বগত্যানি তথা তৃত্যতানি চ ।

ধর্মার্থকৃতাং মধ্যে স্থাপিতানি জগদ্ধিতে ॥

যং তুলে সর্বকৃত্তানি প্রমাণমিহ কীর্তিতা ।

মাং তোলয়তী সংসারদুঃখং নমোহস্ত তে ॥

নমো নমস্তে গোবিন্দী তুলাপুরুষদায়ক ।

যং হয়ে তারয়স্মাং সৎসারসাগরাং ॥

পুণ্যং কালমখাসাত্ত কৃষাধিবাসনং পুনঃ ।

পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃষা তাং তুলামার্কহেধুঃ ॥

সংজ্ঞাচর্মঃ কবচী সর্কাতরণভূষিতঃ ।

ধর্মরাজমখাদায় হৈমং সূর্য্যং সংযুতং ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিলে তাহার পর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে
তুলার স্থাপন করিবে, অগ্ণকাল তুলার থাকিয়া অধার এই
মন্ত্র পড়িতে হইবে।

“নমস্তে সাকীকৃত্তানাং সাকীকৃত্তে সনাতনি ।

পিতামহেন দেবি যং নির্মিতা পুরমেষ্টিনা ॥

সুয়া ধৃতং জগৎ সর্বং সহস্রাবরজঙ্গমম্ ।

সর্বকৃত্তাত্তৃত্তে নমস্তে বিশ্বধারিণি ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া তুলা হইতে অবতরণ করিবে। পরে তুলাস্থিত
দ্রব্যের অর্ধেক গুরুকে দিবে, আর অর্ধেক অস্ত্র সকলকে বিভাগ
করিয়া দিবে। তুলাস্থিত দ্রব্য অধিকক্ষণ গৃহে রাখিবে না।

তুলাদানে একদিকে নিজে ও অস্ত্রদিকে স্বর্ণ, রত্ন
প্রভৃতি দিয়া ওজন করিতে হয়।

দ্রব্যবিশেষে তুলা করিলে তাহার এইরূপ ফল হয়। যে
ব্যক্তি অষ্টধাতুর তুলা করেন, তিনি মন, বাক্য ও কাযসম্ভব
সকল পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যতদিন পর্যন্ত ঐ সকল
ধাতু থাকে, তত শত কোটি বর্ষ স্বর্গলোকে বাস করেন।
পরে পুণ্যক্ষয় হইলে উচ্চ তুলে জন্ম হয় এবং ধন ধাত্ত
প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হন। যিনি স্বর্ণ দ্বারা তুলা করেন,
তিনি পূর্বে দশপুরুষ ও পরে দশপুরুষ পিতৃগণকে উদ্ধার
করেন এবং আপনিও স্বর্গগামী হন ও কখনই তাহার
দারিদ্র হয় না। যিনি রৌপ্যের তুলা করেন, তিনি স্বর্গগামী
হন এবং পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। স্বর্ণ-
হারী, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি মহাপাতকগ্রস্ত লোকও তাস্ত্রের তুলা
করিয়া নিশ্চাপ হয় ও স্বর্গলোকে বাস করে।

কাংস্তের তুলা করিলে ইন্দ্ৰের পদ, * দোহার তুলা
করিলে উত্তম স্থানলাভ, পিতৃলের তুলা করিলে স্বর্গ,
সীসকের তুলা করিলে গর্ভলোকে বাস, রাঙ্গের তুলা
করিলে চন্দ্রের সাহায্যলাভ, স্ত্রের তুলা করিলে তেজস্বী
এবং তৈলের তুলা করিলে অরোগী ও সুখী হয়।

যত প্রকার দান আছে, তদ্বোধে তুলারামই সর্বপ্রধান।
দীঘন ধারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যই দান করা অবশ্য
কর্তব্য। বিভাগসমূহের সুবর্ণাধি তুলা দান অবশ্য বিধেয়।
(দানসাগর)

২ ব্রতভেদ, এই ব্রত ১৫ দিন বা ২১ দিন ধরিয়া করিতে হয়।

১৫ দিন সাধ্য ব্রতে পিতাক, জাতিম (ভাতের মাড়),
তরু, উদক, বস্ত্র এই ৫টা দ্রব্য তিন দিন করিয়া খাইয়া
থাকিতে হয়। ২১ দিন সাধ্য ব্রতে পূর্বোক্ত ৫টা দ্রব্য
তিন দিন করিয়া ১৫ দিন-ও ৬ দিন বায়ুতপ্পন অর্থাৎ উপবাস
করিলে এই ব্রত করা হয়। *

তুলাপ্রগ্রহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ অপ্। তুলাদণ্ড, তুলায় গুণ,
নিক্তির দড়ি।

তুলাপ্রগ্রাহ (পুং) তুলা-প্র-গ্রহ যঞ্। তুলাদণ্ড।

তুলামান (ক্লী) তুলার্থঃ তোলনার্থঃ মানঃ মীরতে ২নেন মা
করণে লুট্। ১ তুলাদণ্ড। ২ তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ওজন।

তুলাযন্ত্র (পুং) তুলায়া যন্তঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলাযন্তি (ক্লী) তুলায়াঃ যন্তিঃ ৬তৎ। তুলাদণ্ড।

তুলারাম সেনাপতি, কাছাড়ের শেখ হিন্দুরাজা গোবিন্দ-
চন্দ্রের একজন চাপরাশি। বিজ্ঞানোদ্ধে তুলারামের পিতার
বৃত্তা হইলে তুলারাম পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইল। এখানে
তুলারাম আপনার প্রকৃত বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ আসিয়া যখন কাছাড় রাজ্য
আক্রমণ করে, সেই সময় তুলারাম তাহাদের অনেকটা
সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ বাধ্য
হইয়া তুলারামকে ঋণিকটা পার্কটীর ভূভাগ ছাড়িয়া
দিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হত্যার পর
তুলারাম ময়র ও দরাক নদীর অন্তর্বর্তী এবং দরাক ও কাপিলী
নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ গবর্নেন্টকে ছাড়িয়া দেন।

ইতিপূর্বে তুলারাম 'সেনাপতি' উপাধি গ্রহণ করেন।

উত্তরে দরাক ও বনুনা নদী, দক্ষিণে ময়র নদী, পূর্বে যেন-

* "পিতৃকর্তৃকোত্তরোক্তকন্যাসা-

নুপানাস্তদ্বিত্যেহাভ্যাবহাভ্যাপ্রকক" (বিহুস)

এবং জিহ্বাসক্তানাসেবৈককত বধ্যবিধি।

তুলাপুরুষ ইত্যত্র জেরঃ পঞ্চশাখিকঃ।

এবং পিতৃভাতীনাং পকানাং ক্রমে নৈককত জিহ্বাসক্তানাসেব
বধ্যবিধি। তুলাপুরুষাঃ কুলে। বৈবিতব্যঃ। অত্র পঞ্চশাখিক-
বিধাঙ্গপুস্তক নিবৃত্তিঃ। যদ্যেহ তু এতদ্বিলেখিতাভ্যাবহাভ্যাপ্রকক উক্তঃ।

আচাৰ্য্য পিতৃকত ত্রকোদকসক্ কাদ্।

এইহা জাহং প্রব্রাজ্যো বাহুতকসক্ কাদ্।

একবিংশতিব্রত তুলাপুরুষ উক্তঃ। (বন)

খরী এবং পশ্চিমে দরাক নদীর মধ্যবর্তী সন্ধ্যার ভূভাগ
তুলারাম সেনাপতির অধিকারে থাকে। এইরাম সরকারী
কাগজপত্রে তুলারাম সেনাপতির রাজ্য বা মহাল রজিলাপুর
নামে উক্ত হইয়াছে।

তুলারাম গবর্নেন্টকে প্রথমে প্রতিবর্ষে ৪টা হস্তী, পরে
৪২০ টাকা করিয়া কর দিতেন। অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়ায়
১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন সম্পত্তি আপনায় হুই পুত্রকে
ভাগ করিয়া দেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাহার বৃত্তা হয়। তাহার
জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম নকুলরাম। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লাপাদের
বিক্রমে বৃদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হন।

তৎপরে-তুলারাম সেনাপতির রাজ্য নানা প্রকার
বিশৃঙ্খলা খটিতে লাগিল। তৎকর্তৃক ব্রীটিশ গবর্নেন্ট ১৮৫৪
খৃষ্টাব্দে তুলারামের পরিবারকে অনেক ঋণিকটা লাঘবাক
জমি ও সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া সমুদায় ভূভাগ
উত্তরকাছাড়ের সামীল করিয়া লইলেন। তখন ঐ ভূভাগের
পরিমাণ ১৮০০ বর্গমাইল ছিল।

তুলাবৎ (ক্লি) তুলা বিভক্তে হত তুলা-মতৃপ্ মত বঃ।
তুলাধারী।

তুলাবীজ (ক্লী) তুলায়াঃ তোলনন্ত বীজঃ ৬তৎ। ওলা, ইঁচ।
তুলাসূত্র (ক্লী) তুলার্থঃ তোলনার্থঃ সূত্রং। তুলাদণ্ডহিত
সূত্র, প্রগ্রহ, নিক্তির দড়ী।

তুলি (ক্লী) তুলি রত ল। ১ তুলী, তুলবারের তুলী। ২ তুলি-
করের বর্তিকা, ইহা দ্বারা ছবিতে রং দেওয়া হয়।

তুলিকা (ক্লী) তোলনন্ত সাদৃশ্যঃ পদ্ধতি তুল বাহুলকাৎ ইকন্
সচ কিং। ১ তুলনপকী। (ত্রিকা) ২ তুলি।

তুলিত (ক্লি) তুল-তৎকরোত্তীতি গিচ্ কন্নি ক। পরিমিত,
বাহা ওজন করা হইয়াছে, সঙ্গীভূত, বাহার তুলনা করা
হইয়াছে।

তুলিনী (ক্লী) তুলমতি কলে ২তঃ তুল-ইনি জীন্ পূর্বো
হবঃ। শাপলী, শিমুল গাছ।

তুলিকলা (ক্লী) তুলি তুলন্ত কলা বতঃ পূর্বো ব্রবঃ।
শাপলী, শিমুল গাছ। (রত্নমাণ্য)

তুলী (ক্লী) তুলী-রত ল। ১ তুলবারের তুলী। (সকর)
২ (দেখল) তুলি।

তুলু (তুলু) দাক্ষিণাত্যের একটা প্রাচীন জনপদ। নক্সি
ও নসু এবং কল্যাণপুত্র ও চন্দ্রসিংহ নদীর মধ্য অব-
স্থিত। অক্ষা ১২° ২৭' হইতে ১৩° ১৫' উঃ, দ্রাঘি-৭৪°
৪৫' হইতে ৭৫° ৩০' পূঃ। মহাজিহ্বতে এই স্থান 'ভোলা'র
বেশ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

“ভূত: স্ফাট্রিশিখরে স্বপ্নে দৃষ্টবান্ধুনি:।...।
নানাকলপ্রজবদৈর্ঘ্যকন্দরনানুভি:।
অবতীৰ্ণা মনর্শাধি ভৌলবং দেশমুত্তম।
তৎকেত্রং প্রাপ্তবান্ রামো মেধাবী ভূগুনন্দন:।
মহালিঙ্গেশ্বরং সম্যক পূজয়ামাস শাস্ত্রত:।”

(উত্তরার্ধ ২১৫০-৫১)

এই স্থানের অধিবাসীরাও স্ফাট্রিশিখরে “ভৌলব” নামে
কথিত হইরাছে। (স্ফাট্রি ২১৫১)

এখন এই স্থান উত্তর কাণাড়া নামে খ্যাত। মলপুরাণের
“ভূগুনন্দ উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে এই স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণিত
আছে।

এই গ্রন্থে ভূগুণ্ডাও প্রচলিত। প্রায় চার্লিসলক লোকে
এই ভাবার কথা কর। হরটা প্রধান ব্রহ্মবিজ্ঞান্যের মধ্যে
ভূগুও একটা। এই ভাবার কোন প্রমাণ নাই। মলরালম্
অথবা কণাড়া অক্ষরেই এ ভাবার লেখনকার্য্য সমাধা হয়।

কাণাড়ার ইতিহাসের সহিত ভূগুণ্ডার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট।

ভুলোপলা (গ্রী) ভূলা ও উপভূলা, চতুর্থভাগের নাম
ভূলা, তৃতীয় ভাগের নাম উপভূলা।

“ভবতি ভুলোপভূলানাং মূলং পাদেন পাদেন।”

(বৃহৎসংহিতা ৫৩৩০)

ভুলভুল (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

ভুলভুলিয়া (দেশজ) কোমল, চাপসহ।

ভূলা (ত্রি) ভূলা সন্নিভং বৎ। (নৌবরোধশেষতি। পা
৪।৪।১১) সাদৃশ্য। পর্যায়—সম, সদৃশ, সদৃশ, সাদৃশ্য,
সমান, সমর্থ, সন্নিভ, স্বরূপ। (অটীথর) এই সকল পদ উত্তর-
পদই হইলে ভূলাবচক হয়। নিভ, সন্নিভ, নীকাশ,
প্রতীকাশ, উপমা, ভূত, রূপ, কর, প্রভ এগুলিও ভূলা-
পর্যায়। (শব্দরত্ন) (পুং) ২০ বনামখ্যাত গুরুত্ব।

(ভারত ২।১০৩।৭)

ভূলাকোণিক (Equiangular) যে সকল ক্ষেত্রের কোণ-
গুলি পরস্পর সমান।

ভূলাজ (পুং) ভূলাং জনাতি ভূলাজ-ক। ভূলা জানী,
সমানজানী।

ভূলাভা (গ্রী) ভূলাভ ভাব: ভূলা ভল্ টাঁ। সাদৃশ্য, ভূলাভ।

ভূলাদর্শন (ত্রি) ভূলাং দর্শনং বভ-বহজী। সমান দর্শন।

“চক্ৰ: কৃণাং বভূপি ভূলাদর্শনাঃ।” (ভাগ ১।৫।২৪)

ভূলাপান (গ্রী) ভূলা: সহ পানং। ভূলা অর্থাৎ সমাজী
ব্যক্তি সহিত পান, সমাজীকে অনেক লোকের সহিত পান
করা। পর্যায়—সদৃশ। (ভাসর)

ভূলাবল (ত্রি) ভূলাং বলং বভ। ১ সমশক্তি সম্পন্ন। ভূলা
বলং কর্ণধা। ২ সমান বল।

ভূলাভাবন (গ্রী) ভূলাং ভাবনং। একপ্রকার শাসির সন্নিধান।

ভূলামূল্য (ত্রি) ভূলাং মূল্যং বভ। ১ সমান মূল্যবিশিষ্ট।
২ সমান, সদৃশ।

ভূলাযোগিতা (গ্রী) কালানুসারবিশেষ, যেখানে প্রভুত
(প্রভাবিত) বা প্রভুত (অপ্রভাবিত) পদার্থসমূহের গুণ
ক্রিয়া ও রূপের একত্ব সম্বন্ধ হয়, সেই বস্তু এই
অলকার হয়।

“পদার্থানাং প্রভুতানামভেদাং বা বিনা ভবেৎ।”

একত্বাভিসম্বন্ধ: ভাবনা ভূলাযোগিতা।” (সাহিত্যদর্পণ)

ভূলারূপ (ত্রি) ভূলাং রূপং বভ। একরূপ, সদৃশ।

ভূলাবৃত্তি (ত্রি) ভূলাং বৃত্তিভং। এক ব্যবসায়ী।

ভূলাশম্ (অব্য) ভূলা বীপার্শ্ব-শম্। সমান সমান।

ভূলাকৃতি (ত্রি) ভূলাং আকৃতিং বভ। সদৃশাকৃতি, সমান
আকারবিশিষ্ট।

ভূলা (পুং) ধ্বজেতদ। [ভৌলি দেখ।]

ভূলা (পুং গ্রী) ভবতি হিনতি যোগান্ ভূ-বাহ-ধরচ্।

১ কবার রস। (ত্রি) ২ কবাররসযুক্ত।

“নাতিসাম্রাজ্যং তক্রং বাধরং ভূলাং রসে।” (ভূজত ১।৫০)

৩ অক্ষহীন। ৪ ধাতুভেদ।

ভূলাবানাল (পুং) ভূলা: কবার: বাবনাল: কর্ণধা।

ধাতুভেদ—লালজনার। পর্যায়—ভূলা, কবারবানাল, রক্ত-
বানাল, লোহিতকুন্তলধাতু। ইহার গুণ—কবার, উষ্ণ, বিরো-
চক, সংগ্রাহী, বাতনাশক, বিদাহী ও শোষকারক। (রাজনী)

ভূলাক। (গ্রী) ভূলা: কবাররসোহস্ত্যাত: ভূলাক-ন।

১ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ফটকিরি। ২ আটকী, অড়হর। (ভাসর)

ভূলা (গ্রী) ভূলাং দ্বিগং বিদ্বাং ভী। ১ আটকী, অড়হর।

২ ধাতুভেদ, তোরী। ইহার গুণ ধারক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য,
অধিকারক এবং কফ, বিষ, রক্ত, কণু, কুষ্ঠ ও কোষ্ঠগত
রোগনাশক। (ভাবপ্র)

৩ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, ফটকিরি। পর্যায়—মৃৎ, সৌরাষ্ট্রী,
মৃৎখা, আসল, মলী, সুরাষ্ট্রী, মৃত্তালক, কালী, মৃত্তিকা,
ভূলা, কালী, সুরাষ্ট্রী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কবার, উষ্ণ,
লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, হৃদি ও পিত্ত লজ্জাভানাশক।
(রাজনী)

ভূলাশিশি (পুং) ভূলা ইব শিশি কলম্বং বভ। চক্রমর্দনক,

চাকুলে পাই।

ভূবি (গ্রী) ভূবি পূবাং সাধু:। ১ ভূমি, অল্লাবু।

তবতি বৃদ্ধার্থঃ সৌত্রোধ্যাতুঃ ইতি ই। (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮)

২ বহু শকার্ধ। (নিষট্টু ৩।১)

তুবিব্রুক্ষি (ত্রি) বহুকার্ধ, যুদ্ধে, অনেক প্রকার কার্য্যকর্তা।

“তুবিগ্রাতঃ তুবিব্রুক্ষিঃ রভোদ্যঃ” (ঋক্ ৬।২২৫) ‘তুবিগ্রাতঃ

তুবীনাং বহুনাং গ্রহীতারং তুবিব্রুক্ষিঃ বহুকার্ধাণং’ (সায়ণ)

“মহাব্রাতস্তুবিব্রুক্ষি” (ঋক্ ৩।৩০৩) ‘তুবিব্রুক্ষিঃ সংগ্রামে

নানাবিধকার্ধাণং কৰ্ত্তা তুবিব্রুক্ষি কৰোতে রোগাদিকো

মি প্রত্যয়ঃ গুণে কৃতে হকার্ত্তোব্যং ছান্দসঃ’। (সায়ণ)

তুবিগ্র (ত্রি) প্রভূতগমন।

“তুবিগ্রৈতিঃ সত্ৰিগ্ৰীতি” (ঋক্ ১।১৪০।২) ‘তুবিগ্রৈতিঃ

প্রভূতঃ শব্দরতিঃ প্রভূতগমনে বা’ (সায়ণ)

তুবিগ্রাত (ত্রি) বহুগ্রাহক। [তুবিব্রুক্ষি দেখ।]

তুবিগ্রি (ত্রি) পূর্ণগ্রীব, অনেক প্রকারে স্তোতব্য।

“তুবিগ্রয়ে বহুয়ে চুঠরীতবে” (ঋক্ ২।২১২) ‘তুবিগ্রয়ে

পূর্ণগ্রীবায় গৃশব্দে ঔগাদিকঃ কৰ্ম্মণি ক প্রত্যয়ঃ তুবিভিঃ

বহতিঃ স্তোতব্যায়’ (সায়ণ)

তুবিগ্রীব (ত্রি) বিস্তারকক্ষর।

“তুবিগ্রীবো বপোদরঃ” (ঋক্ ৮।১৭।৮) ‘তুবিগ্রীবো বিস্তার-

কক্ষরঃ’ (সায়ণ) প্রবুদ্ধগ্রীব। “তুবিগ্রীবো ইবেগতে” (ঋক্

১।১৮৭।৫) ‘তুবিগ্রীবাইব তুবীতি বহুনাং। প্রবুদ্ধগ্রীবাইব’

(সায়ণ)

তুবিজাত (ত্রি) যাহা হইতে পুণিকাদি বহু জন্মিয়াছে।

“জন্মায়মানং তুবিজাত তব্যান্” (ঋক্ ৩।৩২।১১) ‘তুবিজাত-

বহুনি জাতানি পুণিকাদীনি যস্মাং সোহয়ং তুবিজাতঃ’ (সায়ণ)

এইস্থলে তুবিজাত ইজের বিশেষণ।

তুবিভ্রাম (ত্রি) তুবি বহু ভ্রামং ধনং যন্ত। প্রভূত ধনেজ,

প্রভূত ধনশালী। “তুবিভ্রাম যশস্বতঃ” (ঋক্ ১।২১।৬)

‘হে তুবিভ্রাম প্রভূতধনেজ’ (সায়ণ)

তুবিব্রু (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত।

“মহিশ্রবন্তব্রু” (ঋক্ ১।৪৪।৭) ‘তুবিব্রুঃ প্রভূত-

বলযুক্তঃ’ (সায়ণ)

তুবিব্রুতি (ত্রি) বহু প্রতিগতা। “তুবিব্রুতি নরঃ” (ঋক্

১।৩০।২) ‘তুবিব্রুতিঃ তুবীনাং বহুনাং প্রতিগতারং’ (সায়ণ)

তুবিব্রাধ (ত্রি) বহু ব্রাধক, অনেকের পীড়ক।

“মহাবীরং তুবিব্রাধঃ” (ঋক্ ১।৩২।৬) ‘তুবিব্রাধঃ বহুনাং

ব্রাধকঃ’ (সায়ণ)

তুবিব্রক্ষান্ (ত্রি) বহুস্তোত্র, বাহ্য অনেক স্তোত্র আছে।

“তমং তুবিব্রক্ষান্ যুত্তমঃ” (ঋক্ ৫।২৫।৫) ‘তুবিব্রক্ষাণঃ

বহুস্তোত্রঃ’ (সায়ণ)

তুবিমম [তুবীমম দেখ।]

তুবিমম্ম (ত্রি) প্রবুদ্ধমতি। “ভীমাসম্মুবিমমমঃ” (ঋক্ ৭।৫৪।২)

‘তুবিমমমঃ প্রবুদ্ধমতঃ’ (সায়ণ)

তুবিম্ (ক্ৰী) তুবুদ্বৌ পূজৌ বা ইসি কিল। ১ বৃদ্ধি।

২ প্রজ্ঞা। ৩ বল।

“ভীমস্তবিম্মাক্ষণিত্য” (ঋক্ ১।৫৫।১) ‘তুবিম্মাবান্ প্রজ্ঞাবান্

বলবান্ বা’ (সায়ণ)

তুবিম্মক (ত্রি) অনেকের বর্ষণে সংস্বেহনকর্তা অর্থাৎ অনেক

বর্ষণ করিয়া মিথ্কারক। “তুবিম্মকো নদহুমাং।” (ঋক্

৬।৮।২) ‘তুবিম্মক। সংস্বেহনকর্তা, তুবীনাং বহুনাং বর্ষণে

সংস্বেহনকর্তা।’ (সায়ণ)

তুবিম্মাধস্ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। “বিপ্র তুবিম্মাধসো নূন।”

(ঋক্ ৫।৫৮।২) ‘তুবিম্মাধসঃ প্রভূতধনান্।’ (সায়ণ)

তুবিম্মাজ (ত্রি) প্রভূত বলযুক্ত। “সম্ভ তুবিম্মাজাঃ” (ঋক্

১।৩০।১৩) ‘তুবিম্মাজাঃ প্রভূতবলাঃ।’ (সায়ণ)

তুবিম্মাশ (ত্রি) বহু শ্রবযুক্ত। “বঃ শ্রবস্তবিশম্” (ঋক্

৬।৪৪।২) ‘হে তুবিম্মাশ বহুশ্রবঃ।’ (সায়ণ)

তুবিম্মশ্র (ত্রি) বহুবল, অনেক বলসম্পন্ন। “যবানিরং তুবি-

শ্রমশ্রপং” (ঋক্ ২।২১।১০) ‘তুবিম্মশ্রো বহুবলঃ।’ (সায়ণ)

তুবিম্মবস্ (ত্রি) বহু অন্নযুক্ত। “অগ্নি স্তবিশ্রবস্তমং।”

(ঋক্ ৫।২৫।৫) ‘তুবিম্মবস্তমং অতিশয়েন বহুশ্রবঃ।’ (সায়ণ)

তুবিম্মট (ত্রি) বহুতম। “তুবিম্মটো নরঃ ন” (ঋক্ ১।১৮।৬)

‘তুবিম্মটো বহুতমো’ (সায়ণ)

তুবিম্মাৎ (ত্রি) তুবিম্ মতৃপ্। ১ প্রজ্ঞাবান্। ২ বলবান্।

“ভীমস্তবিম্মান্।” (ঋক্ ১।৫৫।১) ‘তুবিম্মান্ প্রজ্ঞাবান্

বলবান্ বা’। (সায়ণ)

তুবিম্মগস্ (ত্রি) প্রভূত ধনিযুক্ত। “তুবিম্মগসঃ স্রবঃ” (ঋক্

৫।৮।৩) ‘তুবিম্মগসঃ প্রভূতধনিঃ’ (সায়ণ)

তুবিম্মণি (ত্রি) মহাশ্রন, মহাশ্রবযুক্ত। “স্রগ্যা তুবিম্মণিঃ”

(ঋক্ ১।৫৮।৪) ‘তুবিম্মণির্মহাশ্রনঃ’ (সায়ণ)

তুবিম্মন্ (ত্রি) বহুশ্রব যুক্ত। “বস্মিন্ তুবিম্মণি” (ঋক্ ৫।১৮।৩)

‘তুবিম্মণি বহুশ্রবঃ’ (সায়ণ)

তুবিম্মম্ (ত্রি) প্রভূত ধনযুক্ত। “সহস্রৈষু তুবীমম” (ঋক্

১।২১।১) ‘তুবীমম বহুধনেজ’ (সায়ণ)

তুবীরব (ত্রি) বহুশ্রবযুক্ত। “তুবীরবঃ পতির্ন” (ঋক্

১।২১।৬) ‘তুবীরবঃ বহুশ্রবঃ’ (সায়ণ)

তুবীরবৎ (ত্রি) তুবী মম্মণীমোরঃ ততো মতৃপ্ মতৃ ব। বহু

স্তোত্রযুক্ত। “কথা কবিশ্রবীরবান্” (ঋক্ ১।৩৪।৪) ‘তুবীর-

বান্ বহুস্তোত্রযুক্তঃ তুবিশ্রবঃ নো মম্মণীমঃ।’ (সায়ণ)

তুবোজস্ (জি) তুবি ওজঃ বজ্। বহবল বৃক্ষ। "তুবোজস্
পোঃ" (বৃ ৪১২৩৮) "তুবোজস্ বহবলঃ" (সারণ)

তুব (পুং) তুব-ক। ১ খাত্তবক্, খানের খোবা, তুব। ২ বিজী-
তক বৃক্ষ, বহেড়াগাছ।

"তুবোপাণি পরিভাষা ন প্রয়োজিত ততুলঃ।" (হিতোপঃ)

তুবগ্রহ (পুং) তুবো গৃহতে গ্রহ কৰ্ম্মণি অণ্। অগ্নি। (ত্রিকাং)

তুবজ্জ (জি) তুবো জায়ন্তে জন-ড। তুবজাত অগ্নি প্রভৃতি।

তুবখাণ্ড (ক্লী) তুবাতঃ খাণ্ডঃ। সতুবখাণ্ড।

"তুবখাণ্ডীকমজ্জাভিচারবতালকর্পজাঃ।" (বৃহৎসং ১৪৪)

তুবসার (পুং) তুবঃ সরতি অহুসরতি স্-অণ্। অগ্নি তুবের
মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হয় এই জন্ত তুবের নাম তুবসার।

তুবানল (পুং) তুবন্ত অনলঃ। ১ তুবজাত অগ্নি, তুবের
আগুন। ২ তুবায়িতে আত্মদাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

"প্রবেতি তাং সত্তরমেব গচ্ছন্

ব্যালোকরন্ত তুবায়িশিংখম্।" (শতরবিজয় ৭১৭৭)

তুবানু (ক্লী) তুবন্ত অণুঃ ৬তৎ। তুবোদক, কাকীক, কাকী,
সতুব যব কুটিয়া যে কাকী প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে তুবো-
দক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, হৃদয়গ্রাহী,
ভীক্ষ, উষ্ণবীৰ্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাণ্ডু, কৃত্রিম
ও বস্তিগত শূলবিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

"তুবানুদীপনং দৃঢ়ং হৃৎপাণ্ডুপার্শ্বরোগহৃৎ।

গ্রহণার্শোবিকারয়ং তেভিসৌবীরকং তথা॥"

(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অং)

তুয়ার (পুং) তুয়ত্যানেন শত্ৰাং তুব-আরন্ (তুয়ারাদয়শ্চ।
উৎ ৩১৩৯।) ১ হিম নীহার, শিশির। ২ হিমুকণ।

বিকিরণ শক্তিই তুয়ার উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রি-
কালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজবিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি
অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়-
দংশ জলীয় বাষ্প স্ফীত হইয়া তুয়ার বিন্দুরূপে উহাদিগের
উপরিভাগে বিস্তৃত হয়।

উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প
থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিবিকৃত
হয়। সূত্ররূপে দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে
সমধিক শীতল হইলে যদি তদ্বারা উহা পরিবিকৃত হইয়া উঠে,
তাহা হইলে শীতল জ্বাষ্প স্পর্শ মাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়-
দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া তুয়ারবিন্দুরূপে পরিণত হয়।
বায়ুতে বস্তু অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে
শীতল হইলেই তুয়ার সন্নিপত্ত হয়। একদিকে গ্রীষ্মকালে
দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উষ্ণ হয়, কিন্তু রাত্রিতে সন্নিপত্ত

শীতল হয় না, এ কারণ বায়ু বাষ্পও তুয়াররূপে পরিণত
হয় না। যে সকল বস্তুর বিকিরণশক্তি সমধিক এবং
তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, এ কারণ সেই সকল
বস্তুর উপর সমধিক তুয়ার সঞ্চিত হয়। খাত্তব্বা সকলের
বিকিরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর
তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা,
বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকিরণশক্তিসম্পন্ন
হওয়াতে তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে তুয়ার সঞ্চিত হইয়া
থাকে। তদ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ-বিকিরণের প্রীতি-
বদ্ধকতা হয়, তদ্বারা তুয়ার উৎপত্তির প্রত্নবদ্ধকতা হইয়া
থাকে। আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ-বিকিরণ
দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না, কেন না মেঘাবলী হইতে
তেজবিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপরে পতিত হয়।
এ কারণ মেঘচ্ছন্ন রাত্রিতে স্নেহপ শিশির সন্নিপত্ত হয় না।
বিস্তৃত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন
হয় না। মন্ম মন্ম বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্য সকল
সমধিক শীতল হয় এবং তুষারোৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক
হইয়া থাকে, কেননা তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলে বাষ্প
কর্তৃক বায়ু পরিবিকৃত হইয়া উঠে। নদী হইতে সন্নিপত্ত
সমস্ত জলাশয়ের অন্তর্বর্তী তেজ সংযোগে ধূমের অবয়ব সন্নিপত্ত
বাষ্পাকারে উৎখিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে
তুয়ারজ জল বলে। এই তুয়ারজ জল প্রাণিগণের পক্ষে
অহিতকর, কিন্তু বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারক। ভাবপ্রকাশ
মতে ইহার গুণ—শীতল, রক্ষ, বায়ুবদ্ধক, পিত্তনাশক এবং
কফ, উরুস্তম্ভ, কঠরোগ, মন্মাদি, মেদ ও গলগণ্ডাদি রোগ-
নাশক। (ভাবপ্রকাশ) [বিশেষ বিবরণ শিশির দেখ।]
৩ শীতল স্পর্শ। (ত্রি) ৪ শীতল স্পর্শযুক্ত।

"অপাংহি তুয়ার ন বারিধারা স্বাহঃ স্ফুটন্তি স্বদন্তে তুয়ারা।"

(নৈষধ)

৫ কর্পূরভেদ। ৬ দেশভেদ, হিমালয়ের উত্তরবর্তী একটা
দেশ। গ্রীকদিগের গ্রন্থে 'তোথারি' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

৭ তুয়ারদেশোক্ত বস্তু।

"তুয়ারান্ বর্করান্ কারান্" (মৎস্যপু ১২০। ১৪৫)

প্রবৃত্তবিন্দুগণের মতে ইহারা শক জাতিরই এক শাখা।
খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নানা
স্থান আক্রমণ করে।

তুয়ারকণ (পুং) তুয়ারাণাং কণঃ ৬তৎ। হিমুকণ, শিশির।

তুয়ারকাল (পুং) তুয়ারন্ত কালঃ ৬তৎ। শীতকাল।

তুয়ারকর (পুং) ১ হিমকর, চক্র। ২ কর্পূরভেদ।

ভূয়ারকিরণ (পুং) হিমকিরণ, চন্দ্র।

ভূয়ারগিরি (পুং) হিমালয়, হিমগিরি।

ভূয়ারগৌর (ত্রি) ভূয়ারবৎ গৌরঃ। ১ হিমের মতন ধবল। ২ কর্পূর।

ভূয়ার্ন বিহার, প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন সহর। অধোদ্যার মধ্যে এই স্থান অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। মুসলমান আমলে এখানে জেলার প্রধান সদর ছিল। এখনও এই স্থান সুবাসিহর নামে খ্যাত। নগর প্রাচীন গর্ভের উপর নগর স্থাপিত। নগরের পশ্চিমাংশে উচ্চ ও মৃত্তিকা-স্থাপ অর্থাৎ ভূয়ার্ন মধ্য মধ্য বনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ, কার্নিংহাম সাহেব বৃহদাকার ইষ্টক পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, চীনপরিব্রাজক হিউএনৎসিয়াং যে অরোমুখ বা হরমুখ নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই এই ভূয়ার্ন-বিহার হইতে পারে। এখানে পূর্বে বৌদ্ধপ্রাধান্য ছিল। এখনও এখানকার বুদ্ধ ও বুদ্ধির মূর্তি প্রসিদ্ধ। পূর্বে বোধ হয়; এই স্থানকে 'ভূয়ারারাম-বিহার' বলিত, তাহা হইতে অপভ্রংশে ভূয়ার্ন-বিহার নাম হইয়াছে। এখানকার অষ্টভুজার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ভূয়ার্মুর্তি (পুং) ভূয়ার্ মূর্তিবৎ। চন্দ্র, হিমালয়।

ভূয়াররশ্মি (পুং) ভূয়ার্ রশ্মিবৎ। হিমকর, চন্দ্র।

ভূয়ারাজি (পুং) ভূয়ারাজ অত্রিঃ। হিমালয় পর্বত, এই পর্বতে অতিশয় হিম পতন হয়, এই জন্য ইহার নাম ভূয়ারাজি।

ভূমিত (পুং) ভূমতি ভূমি বাহুল্যক্যে কিতচ্ তারকাদিহাৎ ইতচ্ বা। ১ গগনদেবতা ভেদ, ইহাদের সংখ্যা ষাট, কিন্তু মনস্তরভেদে ইহাদের নাম ভিন্ন হইয়া থাকে। 'ইহাদিগের নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, চক্ষু, শ্রোত্র, রস, জ্ঞান, স্পর্শ, বুদ্ধি, মন। (সারস্বতী)

চাক্ষু মনস্তরে 'ভূমিত' নামে দ্বাদশ দেবতা বৈবস্বত মনস্তর উপস্থিত হইলে লোক হিতের জন্য অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনস্তরে এই দ্বাদশ দেবতা ষাট আদিত্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (হরিবংশ ৩ অ)

ইহাদের নাম তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভূত, শ্যুতি, ইত্পতি, ইথ, কবি, পিতৃ, শাহা, স্ত্রুদেব, রোচন। কেহ কেহ ইহার সংখ্যা ষটত্রিংশৎ ৩৬, আর কেহ ষাট বলিয়া থাকেন। বিবেককার ইহার এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এক এক মনস্তরে ১২ জন, আর তিন মনস্তরে ৩৬ জন, এই অভিপ্রায়ে "ষটত্রিংশৎ ভূমিতা মতাঃ" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু। (ভারত শাস্তি ৩৮ অ)

৩ বৌদ্ধ মতে স্বর্গভেদঃ।

ভূযোষ (স্ত্রী) ভূযাভিষ্টি উৎ-স্বা-ক। ভূযোষ, কীর্ষী।

ভূযোদক (স্ত্রী) ভূবত উদকঃ ৩৩৭। ভূযা, কালীক, কীর্ষী, সত্ববৎ ভূটিয়া যে কালী প্রস্তুত করা যার তাহাকে ভূযোদক কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, ক্ষয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, পাচক, রক্তপিত্তজনক এবং পাত্ত, ক্রমি ও ব্যক্তিগত শূলনাশক। (ভাবপ্র)

সৌবীরকও ভূযোদকের স্তায় গুণসম্পন্ন। পক্ষ অথবা অপক যবের ক্ষুব বাহির করিয়া যে কালী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সৌবীর কহে। সৌবীর ও ভূযোদক প্রভেদ এই সত্ববৎ কালী করিলে ভূযোদক ও নিস্তব যবের কালীর নাম সৌবীর। [সৌবীর দেখ।]

ভূমি (ত্রি) ভূমি কঠরিত। ১ সন্তোষবৃক্ষ, তোষপ্রাণ।

"তন্নিমন্ত্রে কৃগৎভূমিঃ শ্রীণিতে শ্রীণিতে জগৎ।" (পুরাণ)

২ বিষ্ণু। ইনিই একমাত্র আনন্দস্বরূপ ও আনন্দপ্রদ এই জন্য ভূমি নামে বিষ্ণুকে বুঝায়।

ভূমি (স্ত্রী) ভূমি-ভাবে ভূমি। ১ তোষ, ভূমি। ২ বুদ্ধিতেদ, এই বুদ্ধি নয় প্রকার—

"আধ্যাত্মিক্যচতঃ প্রকৃতাপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।

বাহ্যবিষয়োপরমাৎ পক্ষ নব ভূটয়োহতিমতাঃ।"

(সাংখ্যকাঃ ৫১)

আধ্যাত্মিক ভূমি চারি প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। বিষয়ের উপরিত হইতে বাহ্য পক্ষ প্রকার, এই নয় প্রকার ভূমি। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক। প্রকৃতি সত্ত্ব গুণ নিরঞ্জন, ইহা জ্ঞাত হইয়া এবং তত্ত্ব সকল প্রকৃতিরই কার্য, ইহা জানিয়া যে ভূমি হয়, এই ভূমিকে প্রকৃত্যাত্ম্য ভূমি কহে।

উপাদান—কেহ তত্ত্ব সকল না জানিয়া কেবল উপাদান গ্রহণ করে (উপাদান অর্থে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতিকে বুঝায়), ইহাকে উপাদানাত্ম্য ভূমি বলে।

কাল—কালক্রমে মোক্ষ হইবে, তত্ত্বভাগ্যে নিশ্চয়োজ্ঞন, এই প্রকার বাহার জ্ঞান হয়, এবং ইহাতেই যিনি সন্তোষ থাকেন, এই ভূমিকে কালাত্ম্য ভূমি কহে।

ভাগ্য—আমার ভাগ্যে যদি মোক্ষ থাকে, তবে আমার মোক্ষ হইবে, এইরূপ ভাবিয়া বাহার ভূট থাকেন, এইরূপ ভূমিকে ভাগ্যাত্ম্য ভূমি কহে। উক্ত চারি প্রকারই আধ্যাত্মিক ভূমি।

বাহ্য বিষয়ের উপরিত হইতে যে পক্ষ প্রকার ভূমি অর্থাৎ পক্ষ, স্পর্শ, রস, গন্ধরূপ বিষয় হইতে বিষত হইতে যে ভূমি হয়, তাহাকে বাহ্য ভূমি কহে। অজ্ঞান, রক্তগ, ক্ষয়, সপ

৩ হিংস দর্শনহেতু সখ্যি পক্ষ বিষয় হইতে উপরতি অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের দোষ দর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম পক্ষবাহতুটি। (সংখ্যাকা°)।

“আধ্যাত্মিকাবিভেদনারবধি তুষ্টিঃ” (সাংখ্যাদ° ৩৪১)

তুষ্টি আধ্যাত্মিকাবি ভেদে ২ প্রকার। আধ্যাত্মিকী তুষ্টি ৪ প্রকার ও বাহ্যতুষ্টি ৫ প্রকার। আত্মভাবে বা আত্মবুদ্ধিতে পৃথক বলিয়া আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির বিবেক জানেই মুক্তি, একত্ব প্রকৃতিই উপাত্ত, প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু উপাত্ত নাই, এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, প্রকৃতি-তুষ্টি কহে, ইহার নাম অন্ত। ব্রতধারণ ও সন্ন্যাসাদি বাতীত বিবেক জানেও মুক্তি হয় না, এই সকলই মুক্তির প্রতিকারণ, এই ভাবিয়া অনেকেই ত্রুতী হন এবং সন্তুষ্ট থাকেন, এই তুষ্টি উপাদানতুষ্টি, ইহার নাম সলিল। ত্রুতী-হইলাম, কালে মুক্ত হইব, এইরূপ তুষ্টিকে কাল, ইহার নাম ওষ। ভাগ্যে থাকিলে মুক্তি হইবে, এইরূপ তুষ্টিকে ভাগ্য, ইহার নাম বৃষ্টি। এতদ্বির বিষয়ত্যাগজনিত ৫ প্রকার তুষ্টি আছে, তাহার বিষয় এইরূপ।

ধনোপার্জন বড়ই কষ্টকর, উহাতে প্রয়োজন নাই, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। ধনরক্ষা মহৎকষ্ট, ইহা ভাবিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্বক সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। ধননাশে মৎ-দুঃখ, উহা না থাকাই ভাল, ইহা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যে সন্তোষ, তাহার নাম পারতুষ্টি। বিষয় সকল ভোগকে আকর্ষণ করে, ভোগও দুঃখদায়ক, উহার ত্যাগই প্রেরণকর। এইরূপ ত্যাগবুদ্ধি হইতে যে সন্তোষ জন্মে, সেই সন্তোষকে অন্ততমাতুষ্টি কহে। বিষয় সম্পর্কে হিংসাদি নানা দোষ ঘটে, এই ভাবিয়া বিষয় বিমুখ হইলে তাহার যে সন্তোষ হয়, এই সন্তোষকে উত্তমাতুষ্টি কহে। এই ২ প্রকার তুষ্টি জ্ঞানশক্তির উদ্বোধক বা উত্তেজক। ইহার অভাবে জ্ঞান-নাশক ও বোগনাশক বিপর্যয় বৃত্তি সকল প্রবল হইতে থাকে। (সাংখ্যাদ°)। তুব কর্তরি তুহ। ৩ গোষ্ঠ্যাদি ঘোষণ মাতৃকার মধ্যে মাত্তভেদ। [কুলদেবতা দেখ।]

৪ শক্তিবিবেচন। (দেবীভাগ° ১১৫৮১)

তুষ্টিকর (ত্রি) তুষ্টিঃ করোতি তুষ্টি-কট। সন্তোষকর, তুষ্টিজনক। তুষ্টিজনক (ত্রি) তুষ্টিনাং জনকঃ ৬তৎ। সন্তোষজনক, তুষ্টিকর।

তুষ্টিদ (ত্রি) তুষ্টিঃ দদাতি দা-ক। আনন্দদায়ক।

তুষ্টিবৎ (ত্রি) তুষ্টিবদ্যত তুষ্টি-বৎ। ১ কোষবৃক্ষ, সন্তুষ্ট। (পুং) ২ উগ্রবেদের পুত্র, কংসের ভ্রাতৃ। (ভাগ° ৯৭৪২৪)

তুটু (পুং) তুব বাহুলকাৎ তুটু। কণ্ঠিত মনি। (শব্দচ°)

তুষ্য (পুং) তুব কর্তরি ক্য। ১ মহাদেব। [তুটুটু দেখ।]

তুস (পুং) তুব পূর্বো° বজ্র, সত্যং। তুব, ধাতুত্বক।

তুস্ত (ক্ৰী) তুস্ত-ক্ত। রেণু, ধূলি।

তুহর (পুং) তুহ-বাহ° করণ। কুমারামুচর ভেদ।

তুহার (পুং) তুহ-বাহ° আরন্। কুমারামুচর ভেদ।

“তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীধাবান্।” (ভারত ৯৪৬ অ°)

তুহিন (ক্ৰী) তুহতে হনেন তুহ-ইনন্। ৩ণে কৃতে হ্রস্বশ্চ (বেপি-

তুহোহ্র-বশ্চ। উণ্ ২৫২)। ১ হিম। ২ চন্দ্রের তেজ। (উজ্জল)

“বিরহেণ পাণ্ডিমানং নীতা তুহিনেন দূর্জয়ং।”

(আর্যাসপ্তশতী° ৬৩২)

(ত্রি) ৩ শীতল।

তুহিনকণ (পুং) তুহিনস্ত কণঃ ৬তৎ। হিমকণ।

তুহিনকর (পুং) তুহিনং করোহন্ত। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

তুহিনকিরণ (পুং) চন্দ্র।

তুহিনকিরণপুত্র (পুং) তুহিনকিরণস্ত পুত্রঃ ৬তৎ। চন্দ্রপুত্র, বৃষ, ইনি তারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [তারি দেখ।]

তুহিনশু (পুং) তুহিনাঃ গোঁষত। শীত, চন্দ্র।

তুহিনদীধিতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনদ্যুতি (পুং) চন্দ্র।

তুহিনরশ্মি (পুং) চন্দ্র, তুহিন-কিরণ।

তুহিনশৈল (পুং) তুহিনস্ত শৈলং ৬তৎ। হিমালয় পর্বত।

তুহিনাংশু (পুং) চন্দ্র।

তুহিনাংশুতৈল (ক্ৰী) তুহিনাংশোঃ তৈলং ৬তৎ। কর্পূরতৈল।

তুহিনাচল (পুং) হিমালয়।

তুহিনাদ্রি (পুং) হিমালয়।

তুহুশু (পুং) ১ দম্ববংশীয় দানবভেদ। এই দানব অতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। (ভারত আদি ৬৫ অ°) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আ° ১৮৬ অ°)

তুণ (পুং) তুণাতে পূর্বাতে বাণৈঃ তুণপূরণে ষণ্। বাণাধার।

পর্যায়—উপাসন, তুণীর, নিষদ, ইবুধি, তুণী। (শব্দর°)

“তুণবজ্রাধরঃশুরো বক্রগোধানুলিভবান্।” (ভারত ৩১৭৩)

তুণক (ক্ৰী) ছন্দোবিশেষ; ইহার প্রত্যেক চরণে ১৫ অক্ষর থাকে, প্রথম হইতে এক একটীর পর এক একটী গুরু।

“তুণকং ভবেদিদং রজৌ রজৌ ততশ্চ রঃ” (বৃত্তর° টীকা)

তুণক্লেদ (পুং) বাণ, তীর।

তুণধার (পুং) তুণং ধারয়তি ধারি-অন্। তুণধারী, ধাতুক।

তুণব (পুং) তুণস্তদাকারো হস্তাত্ত কেশাদিভ্যং ব, তুণং তদা-কারং বাতি বা-ক ইতি বা। তুণাকার বাস্তভেদ। “দৈববাগ্

বনস্পতিবু বনতি বা হৃদভেদো বা তুণবে বা" (তৈত্তি'স' ৩।১৪।১)

তুণবধা (পুং) তুণবং বাত্ভেদং ধমতি গা-ক। তুণববাত্তকাক।

"বীণাবাদঃ ক্রোশায় তুণবধঃ" (যজু' ৩০।১২) 'তুণবং বাত্ভেদং ধমতি তথাভূতং' (বেদদীপ)

তুণবৎ (জি) তুণ অস্ত্যর্থঃ মতুপ্ মত্ ব। ১ তুণবৃক, খাত্তক।

তুণি (পুং) তুণ। [তুণ দেখ।]

তুণিক (পুং) [তুণীক দেখ।]

তুণিন্ (পুং) তুণবদাক্তিরস্ত্যস্তেতি তুণ-ইনি। নন্দীবৃক।

পৰ্যায়—তুণী, তুয়ক, আপীন, তুণিক, কচ্ছক, কুঠেরক, কান্ত-লক, নন্দীবৃক, নন্দক। ইহার গুণ—কটুপাক, কষায়, মধুর, লঘু, তিক্ত, শীতল, বলকারক, ব্রণ, কুষ্ঠ ও অন্নপিত্তনাশক। (ভাবপ্রা) (জি) তুণবৃক।

"শম্বী চক্রী গদা খড়্গী শার্ঙ্গী তুণী তলদ্রবান্।" (হরিব' ১৮।৩৫)

তুণী (স্ত্রী) তুণাতে পূৰ্ণ্যতে বাটৈঃ তুণ কৰ্ম্মণি ঞ্চ গোরা-দিহাৎ ঙীর্। তুণ, ইষুধি।

"তুণীমুখোক্তশরেন বিদীর্ণপঙ্ক্তি।" (রঘু ৯।৫৬)

২ নীলীবৃক, নীলগাছ। ৩ বাতরোগ বিশেষ, লক্ষণ—মল,

ও মূত্রাশয় হইতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া অধোভাগে মলবার ও প্রস্রাবের দ্বাৰা যেন ভেদ করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে তুণীরোগ কহে। মলবার ও প্রস্রাবের দ্বাৰা হইতে বেদনা উৎপত্তি হইয়া বেগে পকাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রীততুণী কহে। (সুশ্রুত ১ অ°)

"অধো বা বেদনা বাতি বটো মূত্রাশয়োথিতা।

ভিন্ভতীৰ গুদোপহং সা তুণীতুপদিশ্রুতে ॥" (সুশ্রুত ১ অ°)

তুণীক (পুং) তুণী তুণ ইব কায়তি কৈ-ক। নন্দীবৃক। (রাজনি°)

তুণীর (পুং) তুণাতে পূৰ্ণ্যতে বাটৈঃ তুণ বাহুলকাৎ ঙৈৰ্ণ।

তুণ, ইষুধি। এই শব্দে ক্রৌবলিন্ ও দেখা যায়।

তুণীরবৎ (ত্রি) তুণীর অস্ত্যর্থঃ মতুপ্ মত্ ব। তুণীরধারী, খাত্তক।

তুতক (ক্ৰী) তুত পুৰো সাধুঃ। তুত, তুতিয়া।

তুজ্জান (পুং) তুজ্জ-কানচ্ তুজ্জাদিহাৎ অভ্যাসদীর্ঘঃ বাহ°

নগোপঃ। ১ ক্ষিপ্ত। ২ প্রেষ্যমাণ। (নিঘণ্টু)।

* তুজ্জি (স্ত্রী) তুজ্জ-বলেদানে বা তুজ্জ-কি বিধে তুজ্জা° অভ্যাস-

দার্থঃ বাহ° নগোপচ্চ। ১ ক্ষিপ্ত। (নিঘণ্টু) ২ দাতা।

"অজ্জৈহুজ্জিঃ চিত্তুজ্জিরশিন্ধঃ" (জক ৭।২৮।৩)

'তুজ্জিদার্তা' (সারণ)

তুজ্জামানাস (পুং) তুজ্জ-কৰ্ম্মণি শানচ্ বিধ অভ্যাসদীর্ঘঃ

বাহুলকাৎ নগোপঃ তথাভূতঃ অসতি দীপ্যতে অস-অচ্চ।

ক্ষিপ্ত। (নিঘণ্টু)

তুতুম (জি) তুত-অচ্চ বিধে অভ্যাসদীর্ঘঃ পুৰো সাধুঃ। ১ তুত।

"এতা বিধা সবনা তুতুমা কবে" (জক ১০।৫০।৩)

'তুতুমা তুতানি' (সারণ)

তুত (পুং) তুততি তুত-ক পূৰ্বোদরাদিহাৎ দীর্ঘঃ। তুলবৃক,

তুত গাছ। ২ বনামখ্যাত বৃক বিশেষ, এই বৃক পার্শ্ব-পিপ্লল নামে খ্যাত।

তুত, তুল, পুগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মলুক এই কএকটি এক-পৰ্যায় শব্দ। পাঁকা তুতকল—গুরু, মধুররস, শীতবীৰ্য্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। অগক তুতকল—গুরু, সারক, অন্নরস, উষ্ণবীৰ্য্য এবং রক্তপিত্তকারক। (ভাবপ্রা°)

তুদী (স্ত্রী) দেশভেদ। তুদী অতিজলোহস্ত ঢক্। তৌদের, পিত্তাদিক্রমে তুদীদেশবাসী।

তুপর (পুং) ইন্দ্রহীন পত্নী। ত্রিরাং টাপ্।

তুবর (পুং স্ত্রী) তু-কিপ্ তু-ব-ব্যত্যা অচ্ বা তুপর পুৰো° পত্ন

ব। ১ অজাতপুত্রপত্নী। ২ কালে অজাতপুত্রক পুত্রব, মাকুলে।

৩ অব্যাকপুত্রব লক্ষণ। ৪ কষায় রস। (জি) ৫ কষায় রসযুক্ত।

তুমকুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি জেলা, অক্ষা° ১২°

৪৩' হইতে ১৪° ১০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১০' হইতে ৭৭° ৩০'

পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বেঙ্গারি জেলা ও আর

তিনদিকে মহিসুর রাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৩৪২০ বর্গমাইল,

লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ।

এই দেশের অধিকাংশ ভূমিই সমতল। মধ্যে নদীবাহিত

উপত্যকা ও কতক অংশে মহিসুরের অধিত্যকা আছে।

ইহার জমি কোথায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪০০ ফিট্ আবার

কোথাও ৩০০ ফিট্ উচ্চ, এখানে কাবেরী, জয়মঙ্গলা, পিণা-

কিনী ও শিমালা নদী প্রবাহিত। এখানকার গিরিশৈল্যের

গঠন বঙ্গলুয়ের মত। এখানে নানাধিষ খনিজ পদার্থ পাওয়া

যায়, তন্মধ্যে লৌহই বেশী। পাহাড়ের স্বরণা দিয়া স্বর্ণরেণুও

ধোত হইয়া যায়। নারিকেল বৃক্ষ বপেষ্ট। মধ্যে মধ্যে

চন্দনবৃক্ষও জন্মে। এখানকার দেবরাজহুর্গনামক পাহাড়ে

রক্ষিত রাজজল আছে। এখানকার জমিও উর্বরা।

বহু পূর্বকাল হইতেই এই জেলা মহিসুর রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্র-

শাসন দ্বারা জানা যায় যে, প্রথমে চালুক্য ও তৎপরে বহ্মণ-

রাজগণ বহুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ

শতাব্দে এখানে পলিগারদিগের অভ্যাস হয়। তাঁহাদের

পূর্বে গোড়বংশীয় হলুবনহরী ও মুন্সিগির পলিগারগণ বিশেষ

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হায়দরআলীর উৎপাতে এই

বংশ অবসর হইয়া পড়ে। হায়দরআলীর অভ্যাসের পূর্বে

উত্তর হইতে মুসলমানেরা আসিয়া কএকবার তুমকুর আক্রমণ করে। মহারাজার শিবাজীর পিতা শাহজী এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর আক্রমণের পর শিরানামক স্থানে রাজধানী হইল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা শিরার অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলীর অধিকারভুক্ত হয়।

এই সময় হইতে তুমকুর জেলার অবনতির সূত্রপাত হয়। হায়দরআলী ও টিপুসুলতানের সময় মুদগিরিতে রাজধানী হইল। টিপুর মৃত্যুর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তুমকুর মুদগির তালুকের অন্তর্গত হয়। তৎপরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহিষুরে বুটীশ-শাসন প্রচলিত হইলে তুমকুর জেলা গঠিত ও তুমকুর নগর স্থাপিত হয়। অক্ষা° ১৩° ২০' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৮' ৫০" পূঃ, দেবরারদুর্গনামক পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিম অংশে তুমকুর সহর অবস্থিত। অন্নদিন মধ্যেই এই সহরের উন্নতি দেখা যায়। এখানে অনেক সুরম্যা হর্ম্য ও বাগান আছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১০৮৬, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

তুয় (ক্ৰী) তোর পূর্বোদরানিহাৎ সাধুঃ। ১ জল। (নিঘণ্টু) তু ভাবে কিপ্ তং বাতি যাক। ২ ক্ষিপ্।

“দেব হরিভির্বাহি তুয়ং” (ঋক্ ৩।৩৩।৩) ‘তুয়ং কিপ্রং’ (সারণ) (ত্রি) ও কিপ্রতায়ুক্ত। “অত্রিণা তে মন্দিন ইন্দ্র-তুয়ান্” (ঋক্ ১০।২৮।৩) ‘তুয়ানবিলম্বিতান্’ (সারণ)

তুর্ (ত্রি) তুর-কর্তরি কিপ্। ১ বেগযুক্ত। ভাবে তুর-কিপ্। ২ বেগ।

“পুর্ভিময়েন বিহিতাভিরদৃশতুর্ভিঃ” (ভাগবত ২।৭।২৭)

• ‘অদৃশতুর্ভিঃ অলক্ষ্যবেগাভিঃ’ (ত্রিধর)।

তুর (ক্ৰী) তুর্বাতে মুখং তুর-বঞ। ১ বায়ুভেদ, সানাই। ২ তাড়্যমান পটহাদি। (শকাধিচি)

তুরী (ক্ৰী) তুরং তদাকারঃ পুষ্পাদৌ অন্ত্যন্তেতি তুর-অচ্ গোরা° ভীষ্। ধুতুরবৃক্ষ, ধুতুরাগাছ।

তুর্কী, তুরানীয় জাতির সাধারণ নাম। পারস্তবাসীরা এই জাতিকে তুরানী ও অন্তান্ত দেশীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা ইহাদিগকে তুর্কী বলে। এই জাতির মধ্যে যাহারা এখন মধ্যএসিয়ার বাস করে, তাহারা কতকংশ মোগুল ও কতকংশ তাতারী নামে কথিত হয়।

বামনপুরাণে ইহারাষ্ট্র ভারতের উত্তরবর্তী ‘তুর্কক’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীকেরা যে ভাবে এসিয়ক গ্রীকগণকে ‘স্কীথীয়’ বলিত, আরবেরা ঠিক সেইভাবে আরব-বহির্ভূত সমস্ত দেশের মধ্য ও পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানকে তুর্কী বলিয়া

থাকে। তুর্কদের ওসমান্লি জাতি এই তুর্কী জাতিরই এক শাখা।

মধ্য এসিয়ার তুর্কীরা এখন বৃহত্ত, কৃষ্ণকার (অমিশ্র) কিরঘিজ্, সাধারণ কিরঘিজ্ (প্রকৃত পক্ষে কসাক), কনকরক, তুর্কমান ও উজবক এই কয়ভাগে বিভক্ত। [মোগল, মাঞ্চ প্রভৃতি জাতির বিবরণ ‘তাতার’ শব্দে দেখ।] সাইবিরিয়ার তুরারাবৃত উত্তর উপকূল হইতে হিন্দুকুশ হিমালয়ের দক্ষিণ পাদমূল পর্য্যন্ত এবং যুরোপের এড্রিয়াটিক উপসাগর হইতে মধ্য এসিয়ার গোবিমরুর পূর্বসীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে তুর্কী জাতির বাস। অতি প্রাচীনকালে যখন ইহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার পরও ইহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থসমূহে রাখা হইত, আরবী বা পারসী শব্দে নামকরণ হইত না। তুর্কীদিগের আদিম রাজবংশের মধ্যে সেলজুক মুসলমান হইয়াও স্বীয় পুত্রগণের নাম মাইকেল, ইস্রায়েল, মুসা, ইব্রাহিম রাখিয়াছিলেন, কেবল তাহার পৌত্র তুঘ্রিল নাম ধারণ করেন, কিন্তু তুঘ্রিলের পুত্রের আল্প আসলান নাম ছিল। ইহাদের মধ্যে বংশগত নাম অনেক পুত্র সংজ্ঞা হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—মাঙ্ক-ইং (পীড়িত কুকুর), কিরা-ইং (ধূসর কুকুর), ওয়ুর-আং বা ওইর-আং (ধূসর অশ্ব), কুঙ্গর-আং বা কিঅুর-আং (বাদামী বর্ণের অশ্ব)।

চীনবাসীরা পূর্বকালে সমস্ত তুর্কী জাতিকে হিউঙ্-হু নামে অভিহিত করিত। খৃষ্ট জন্মের ২০৬ বৎসর পূর্বে এই হিউঙ্-হু জাতি চীনের পশ্চিমে মধ্যএসিয়ার এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। চীনবাসীদিগের সহিত এই জাতির সর্লদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা চীন কর্তৃক দমিত হয় ও ইহাদের সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাংশ চীনের অধিকৃত হয়। এই প্রদেশের হিউঙ্-হুগণ চীনের সাহায্যে উত্তর হিউঙ্-হু-দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমুর নদীর এবং সেলেঙ্গা নদীর অপর পারে ও অলটাই পর্বতের পশ্চিমে তাড়াইয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া তাহার পশ্চিম প্রেসিয়ার ও যুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে উত্তর হিউঙ্-হু প্রদেশে মোঙ্গলীয় ও তুঙ্গলীয় জাতি প্রবল হইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-হু প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই তাড়া পাইয়া দক্ষিণ হিউঙ্-হুগণও পশ্চিমে যুরোপ পর্য্যন্ত পলায়ন করে। ইহার পর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তুলকিউ নামে এক ক্ষুদ্রজাতি প্রবল হয়। অতঃপর চীনবাসীরা তুর্কীদিগকে ‘তুকিউ’

এই সাধারণ নাম প্রদান করে। অনেককালমান এই 'তুর্কিউ' শব্দ হইতেই 'তুর্কী' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রবল হইয়া অলটাই পর্বতের ধার হইতে কাস্পীয় সাগরের তীর পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের রাজ্যের নিকট গ্রীক-সম্রাট্‌ জষ্টিনিয়ান লিমারকস্‌ নামে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে হই-হি (কাও-চি) জাতি প্রবল হইয়া তুর্কিউ রাজ্য ধ্বংস করে। ইহারাও তুর্কী জাতীয় বটে এবং এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত প্রবল ছিল, পরে চীন-দিগের হস্তে উৎসন্ন হয়। ইহাদের একংশ তুর্কুত প্রদেশে স্থায়ী হিল। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা মোঙ্গলীয়গণ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া উইগুর জাতির সহিত মিলিত হয়। উইগুর জাতির নির্দিষ্টবাস ছিল না, সাধারণতঃ তুফাং, কাশঘর, হামিল, অকুস্থ প্রভৃতি স্থানে তাঁবুতে বাস করিত। খৃষ্টীয় ৬৮৮ অব্দে তুর্কীরা যুরোপীয় কবিয়ার বন্গা নদীর তীর হইতে আফসাগরের তীর পর্যন্ত ভূমিতে দৃঢ়রূপে বাসস্থান করিয়াছিল।

(ক) তুর্কমান। পারস্তের উত্তরাংশে, কাস্পীয় সাগরের পশ্চিমাংশে, আর্শাগিয়ান, জর্জিয়ার দক্ষিণে ও শিরবনে ও দাঘিস্তানে এই তুর্কমান তুর্কদিগের সাধারণ বাস। ইহারা ভ্রমণশীল জাতি। খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর মধ্যে ইহারা এ প্রদেশে আসিয়াছে। কাস্পীয় সাগরের পূর্বতীরস্থ তুর্কমানেরা খিতা, ফর্গানা ও বোখারার উজবগ্‌ জাতীয় খাগণের অধীনে বাস করে। তাহারা আপনাদিগকে খাদিগের প্রজা বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা বলে, তাহারা খাদিগের আহুত বন্ধুজাতি মাত্র। ইহার পূর্বস্থ জনপদের তুর্কমানেরা চীনের অধীন। কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণপূর্বস্থ খোরাসানের তুর্কমানেরা পারস্তের অধীন। ইহাদের অস্ত্রবাদ, হিরটি ও বাস্‌ নগরের চতুর্পার্শ্ব ভূভাগেও দেখা যায়। ইহারা কখন একজন রাজার অধীনে বাস করে নাই, করেও না। ইহাদের মধ্যে খল্ক, তৈকি ও ডাইরি বিভাগ আছে। অকুনদীতীরে ইহাদের কতকাংশ গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নাম—

(১) চমোর বা চুদেশ, ইহারা কাস্পীয় সাগর ও আরল হ্রদের মধ্যে বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৭টি তৈকি আছে। ইহাদের শিবির সংখ্যা ১০ হইতে ২০ হাজার।

(২) এরক্যারি বা ওরক্যারি—ইহারা অকুনদীর বামতীর-বাসী। শিবির সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ।

(৩) আলিচ বা অনখুই—অনখুই ও মার্ভের নিকটে বাস করে, শিবির প্রায় ১ শত।

(৪) করা—বস্ত্রভাব বিশিষ্ট—অনখুই ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ১ হাজার।

(৫) সালোর—সাহসী প্রাচীন জাতি, দুর্ধাব ও মার্ভের মধ্যে বাস করে, শিবির সংখ্যা ৬ হাজার।

(৬) সারিক—দুর্ধাব নদীতীরে পঞ্জাবের নিকটে বাস করে; শিবির সংখ্যা ২১০ হাজার।

(৭) তেকে—সর্বাঙ্গেকা যুদ্ধপ্রিয় ও ক্রমতালী জাতি। গোলকেন্দিগের উত্তর হইতে খিতা পর্যন্ত ভূমিতে ইহাদের বাস। মার্ভের অপর পারে অকুতীরেও ইহাদের অল্প বাস আছে। তাজেন্দের নিকটে আখাল তেকে ও মার্ভের নিকট মার্ভতেকে নামক ইহাদের সমস্ত শিবিরের দুইভাগ আছে। ইহাদের অল্প আবাসী জমী আছে। দুইপাট ও পারস্তবাসী-দিগকে ধরিয়া-দাসরূপে বিক্রয় করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের শিবির সংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ হাজার। মার্ভ ইহাদের কেন্দ্রস্থান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহাদের অধু-রোধে মার্ভ কবিয়ার সাম্রাজ্যত্ব হইয়াছে।

(৮) গোলকেন্—ইহারা কবিজীবী, গোর্ধেন উপত্যকার ৪৫ ক্রোশ ভূভাগে ইহারা ৮১০ হাজার শিবিরে বাস করে। ইহারা পারস্তের অধীন। তেকেদিগের সহিত ইহাদের চির-বিবাদ। ইহাদের ১০টি বংশ আছে।

(৯) রোমুট—ইহাদের দুইটা ভাগ আছে, তৈকি গোর্ধেন-রোমুটগণ গোর্ধেন নদীতীরে পারস্তের অধীনে বাস করে ও খিতা-রোমুটগণ অকুনদীর বামতীরে মরুপ্রদেশে বাস করে। পারস্তবাসীদিগকে ইহারা ক্রীতদাস করিয়া থাকে। ইহাদের শিবির সংখ্যা ৪০৫০ হাজার।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ রাজবিধি নাই। প্রত্যেকে নিজ নিজ শিবিরে স্ব স্ব প্রধান। ইহারা বৃদ্ধকে ও বীরকে মাত্ত করে। তাতারবংশে তাতারী পিতামাতার সম্মান ইহাদের সমধিক আদরণীয়। পারস্তের বিপক্ষে যদি ইহারা একত্র হয়, তবে পারস্তের আর আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি। মুখ অগ্রবাহীন, চকু গোল ও ক্ষুদ্র, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর সৌম্যভাবে অবস্থান করে, কিন্তু বিদেশীর প্রতি বড় অত্যাচার করে, তবে আতিথেয় বটে। ইহাদের অস্ত্রের মধ্যে বাকা ক্ষুদ্র তরবারী (Sabre), দীর্ঘবর্ষা, বন্দুক বা পিস্তল। তেকেজাতির কামান আছে। জীলোকেরা স্ত্রী ও সন্তান। ইহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে। বিবাহের সময় বর কস্তার শিবির আক্রমণ করিয়া কস্তাকে ধরণ করিয়া থাকে। কস্তার নিকট একটা মৃত ছাগল থাকে, বর

নেকড়েবাদের অঙ্করণে সেটীও লইয়া আসে। ইহার প্রাচীনতাবলী মূলমান।

(খ) উজবক। ইহারাই হই-হি ও উইগুর জাতির বংশধর। প্রথমে ইহার খোভান, হামিল, কাশখর ও তুর্কান সহরের নিকটে বাস করিত, শেষে অকজর্গিশ (সর-ই-দরিয়া) পার হইয়া ১৬শ শতাব্দে বাল্খ, খারিজম্ (খিভা), বোখারা ও কর্গনা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে। কর্গনা ও বাল্খে ইহার কবিজীবী হইয়াছে। ইহার সাধারণতঃ ভ্রমণ-লীল ও যুদ্ধপ্রিয়।

(গ) নোগাই।—কাম্পীর সাগরের পশ্চিমে ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে এই জাতি বাস করে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ইহার কাম্পীর সাগরের পূর্বতীরে ও ইন্ডিয়ানদীতীরে বাস করিত। কাল্মুক নামক মোগল জাতিদের প্রবল হইয়া ইহাদিগকে পশ্চিমে অস্ত্রাকান প্রদেশে দূরীভূত করে। রুশিয়ার প্রথম পিটার ইহাদিগকে সেখান হইতে ককেসীয় পর্বতের উত্তরে তাড়াইয়া দেয়। সেইখানেই এখনও ইহার আছে। ইহাদের একদল এখনও বল্গা নদীর তীরে বাস করিতেছে, তাহার কাল্মুকগণের অধীনে আছে। ককেসীয় পর্বতে বজিয়েন ও কুমিরিক নামক আরও দুইটা জাতি আছে।

(ঘ) বশখির।—অলটাই পর্বতের দক্ষিণে এই জাতির অধিক দিন হইতেই বাস আছে। ইহার এখন মোঙ্গোলীয়দিগের সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহার মূর্খ, বস্ত্র ও রুশিয়ার অধীনে বাস করে। ইহাদের মধ্যে উকা গ্রামে মেন্টেরাক নামে এক শ্রেণীর তুর্কী আছে, তাহার পূর্বে বল্গাতীরে বাস করিত।

(ঙ) করকম্পক। আরলহ্রদের তীরে এই জাতির বাস। ইহাদের কতক রুশিয়ার ও কতক খিভার খাঁয়ের অধীন।

(চ) সাইবিরীয়। সাইবিরিয়ার যে সকল তুর্কী আছে, তাহার পূর্বে আরল হ্রদের তীরে বাস করিত। শেষে সাইবিরিয়ার চুক্তিয়া শিবির নামে রাজ্য স্থাপন করে ও তাহার অধিগতি ঐ উপাধি গ্রহণ করে। ইহাদের রাজ্য টোবলক, ইয়েনিসিঙ্ক ও টোমস্ক এই তিনটা প্রধান নগর। উরাগ্রহাট ও বরখা প্রভৃতি তুর্কীরা ইহাদের অধিনিবিষ্ট। লেনানদীর তীরে ইয়াকুট জাতির মূল ও তুর্কীজাতি হইতে। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা বৈকাল হ্রদের তীরে বাস করিত।

(ছ) কিরখিজ্। দক্ষিণ সাইবিরিয়ার ওবি ও ইনিসিনদীর মধ্যে ইহার পূর্বে বাস করিত। এখন সেখানে মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিতেছে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রুশেরা

কিরখিজদিগকে ধর করে, তাহার পর তাহার ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়া ১৮শ শতাব্দীতে সাইবিরিয়ার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন চীনাধিকৃত তুর্কীস্থানের মধ্যে বুকট নামক স্থানে বাস করিতেছে। কাশখর সহরের নিকট হইতে ইন্ডিয়ানদীর তীর পর্যন্ত স্থানে ইহাদের বাস অধিক। এই স্থানে ইহাদের বহু সম্প্রদায় বাস করে, ইহার রুশিয়ার অধীন। ইয়েন্না হইতে আরল হ্রদের তীর পর্যন্ত ইহাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং ইয়েন্না হইতে সাখান পর্যন্ত স্থানে মধ্য সম্প্রদায় বাস করে।

(জ) এসিয়া মাইনর ও সিরিয়ার তুর্কীজাতির সেলজুকদিগের বংশধর এবং যুরোপীয় তুর্কদের ওসমানলি তুর্কীরাও তুর্কীজাতির এক শাখা। (ইহাদের বিশেষ বিবরণ তুর্ক শব্দে দ্রষ্টব্য)।

(ঝ) আধুনিক সামরিক তাজক জাতিদের অপেক্ষাকৃত সত্য। ইহাদেরও পুরাতন নিগীত হইয়াছে। তুর্ককে ইহার বাস করে।

(ঞ) উইগুর। ইহারাই তুর্কীজাতির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাখা। ইহার পূর্বে চীনভাষায় বাস করিত। ইহারাই সর্বপ্রথমে (নেটোরীয় খৃষ্টানদিগের নিকট অক্ষ ও লিখনপ্রণালী লইয়া, তুর্কী ভাষাকে লিখিত ভাষার পরিণ করে। নেটোরীয় খৃষ্টানেরা ৪র্থ শতাব্দীতে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাদের হস্তলিখিত পুস্তকাদি হইতেই মধ্য এসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা বড়ই অল্প হইয়া গিয়াছে। যখন যুরোপের অধিকাংশ আধুনিক সভ্যজাতি মূর্খ ও বস্ত্র ছিল, তখন ইহাদের মধ্যে পুস্তকের আদর খুব ছিল। খৃষ্টীয় ১০৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইহাদের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় লিখিত আছে।

তুর্কীস্থান, মধ্য এসিয়ার পশ্চিমাংশকে সাধারণতঃ তুর্কীস্থান বলে। সাইবিরিয়ার দক্ষিণে ও আফগানিস্থানের উত্তরে, কাম্পীর সাগরের পূর্বে ও তিব্বতের পশ্চিমে প্রকৃত তুর্কীস্থান অবস্থিত। ইহার তিনটা বিভাগ আছে। (১) উত্তর বা কৃষ্ণ তুর্কীস্থান কিরখিজ জাতির ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের দেশ, বোখারা, খোকন্দ ও খিভার কিরদংশ ইহার অন্তর্গত। (২) দক্ষিণ তুর্কীস্থান—এই ভাগে খিভার অপর শ, তুর্কমান এবং করকম্পকদিগের দেশ ও ভাষ্য। (৩) পূর্ব তুর্কীস্থান—চীনাধিকৃত বুচেরিয়া ইহার অন্তর্গত।

কৃষ্ণ-তুর্কীস্থানের পশ্চিমে কাম্পীর সাগর ও আরলনদী, পূর্বে পামীর মালভূমি, তিরানসান ও অলটাই পর্বত, উত্তরে

কিরমিজ মালভূমির পর্বতমালা। ইহা কীরিমির অধীনে পশ্চিম সাইবিরিয়ার সহিত একত্র শাসিত হয়।

কবপতি পশ্চিম তুর্কীস্থানের মধ্যে প্রথমে অকজস্তিন নদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে অকুনদীর তীরস্থ প্রদেশ, তৎপরে তাসকন্দ (১৮৬৫) এবং তৎপরে খিতা (১৮৭০ খৃঃ অব্দে) জয় করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব তুর্কীস্থান কাশগরিয়া বা ক্ষুদ্র বোখারা নামেও কথিত হয়। চীনের ইহাকে নান-লু বলে। পার্শ্ববর্তী মুসলমানেরা ইহার অন্তর্গত ছয়টি সহরের নামানুসারে ইহাকে 'অলটিসহর' বা 'জেটিসহর' বলে। ইহার পূর্বে গোবিমরুদ ইহার মধ্যে কিউএনলুন, কারাকোরম, মুস্তাঘ (ভূবার-পর্বত), তাদুগুয়াস (পর্বতেজ) প্রভৃতি বিখ্যাত পর্বতমালা আছে। পামীর মালভূমি ইহার পশ্চিমে। কিউএনলুন পর্বতে স্বর্ণখনি আছে। কারাকোরমে তামা, সীসা ও গন্ধক উৎপন্ন হয়।

খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালে ইহা চীনের অধীন ছিল। চলেজ খাঁ ইহা জয় করিয়া গরেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগে চীনেরা ইহা পুনরধিকার করিয়াছে। তৈমুর শাহই কাশগরে প্রথম রাজা হন। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে তুর্কান ও তাসিল সহরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, এখনও তাহার চিহ্নমাত্র আছে। মহম্মদের বংশধরেরা খাজা নামে অভিহিত, তাহারাই ধর্মব্রাজক ও অদ্বৈতকর্মী। ইহারাই দুই দলে (খেত ও কুফ) বিভক্ত হইয়া কিয়দিন এ প্রদেশে অরাজকতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। খেত দলের সর্দার খোজা 'মপাক কুফ দলের সর্দার ইসাইল কর্তৃক কাশগর হইতে ১৭শ শতাব্দীতে বিতাড়িত হন। তিনি জুজরিয়ার কালমক সর্দার গলদান খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে গলদান খাঁ তিয়ানসান পর্বতের দক্ষিণতম ভূভাগ আক্রমণ করেন এবং কাশগরের খাঁর পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া আনেন। তিনি খেত দলের সর্দারকে (তাহার অধীন) ঐ সকল স্থানের শাসনভার প্রদান করেন। তৎপরে বহুবর্ষ ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। এক এক জন করিয়া অনেকেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। তবে জুজরিয়ার খানেরাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চীনেরা জুজরিয়া আক্রমণ করিয়া খেত দলকে প্রশ্রয় দেন। অবশেষে ইহার তুর্কীস্থান অধিকার করিয়া বসে।

এখানে তুর্কীভাষা ও উইগুর অক্ষর প্রচলিত। প্রাচীন সিরীয়ক অক্ষর হইতে উইগুর অক্ষর বাহির হইয়াছে,

এখানকার মোগল ও মালু জাতিই ঐ অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুর্কীস্থানের প্রধান নগর তিনটি। ১ এলটি—(অক্ষা° ৩৬° ৫০' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ২০' পূঃ, ৫০০০ ফিট উচ্চ), ২ রকন্দ—(অক্ষা° ৩৮° ১০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° পূঃ, ৪২০০ ফিট উচ্চ), ও ৩ কাশগর (অক্ষা° ৩৯° ১৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ৫০' পূঃ, ৩৫০০ ফিট উচ্চ)। ইহার মধ্যে এলটিতে বারমাসই শীত এবং কাশগরে বারমাসই গরম। কাশগরে বরফ পড়ে বটে, কিন্তু অধিককাল থাকে না। কিন্তু রকন্দে বরফ পড়িয়া ৪৫ দিন পর্যন্ত পথঘাট ঢাকা থাকে।

তুর্গ (ক্লী) স্বয়ং ভাবে ত্ত পক্ষে ইড়ভাব তত উটু নিষ্ঠা-তত্ত ন (অরত্বরেতি। পা ৬।৪।২০) ইতি উটু। রদাভাঃ নিষ্ঠাত ইতি। পা ৮।২।৪২ ইতি তত্ত ন) ১ শীঘ্র। ২ স্বরায়ুক্ত।

"চূর্ণমানীতঃ তুর্গ পূর্ণচক্রনিভাননে।

পূর্ণানি স্বর্ণবর্ণানি সীমন্ত্যাকর্ণলোচনে॥" (উডুট)

তুর্গাশ (ক্লী) তুর্গমন্তুতে অশ্বচ্। ১ উদক, জল। "প্রতিশ্রুতায় বো বুযন্তুর্গাঃ" (শব্দ ৮ ৩২।৪) 'তুর্গাশ উদকং ভবতি' (সায়ণ) তুর্গি (পুং) স্বরতে স্ব নি স চ নিৎ। "বহিঃশ্রু যুজ্জাগাহা-রিভোনিৎ। উন্ ৪।৫১) ১ মল। ২ স্বরা। ৩ মনস্ (ত্রি) ৪ ক্ষিপ্ৰ। ৫ ক্ষিপ্ৰগামী। "অপো বর্জ্জিগ্ধরতি প্রজানন্" (শব্দ ১০।৮।৬) তুর্গিষ্মরমাণঃ' (সায়ণ)।

তুর্গার্থ (ত্রি) শীঘ্র গমনযুক্ত 'স্বরিত গমনযুক্ত "প্রবতন্তোতা অরিতা তুর্গার্থঃ" (শব্দ ৩।৫।২) তুর্গার্থঃ স্বরিতগমনঃ' (সায়ণ) তুর্ত (ক্লী) স্বরক্ত উই বেদে নিষ্ঠাতত্ত ন। ১ ক্ষিপ্ৰ "যই ক্ষিপ্ৰং তত্তুর্তঃ" (শতপথব্রা ৬।৩।২।২)।

তুর্ঘা (ক্লী) তুর্ঘাতে তাভাতে তুর্ঘাৎ। বাস্তভেদ।

"সতুর্ঘাশতশাখানঃ ভেরীপাক মহাশ্বৈনঃ।

(ভারত ১।১১৩।৪৪)

তুর্ঘাখণ্ড (পুং) তুর্ঘাত্ত খণ্ড ইব। বাস্তভেদ দ্রগড়বাত্ত। কোন কোন স্থানে তুর্ঘাগু এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তুর্ঘাময় (ত্রি) তুর্ঘাষ্মরুণঃ স্বরূপে মরুটু। তুর্ঘাষ্মরুণা বাস্তভেদ।

তুর্ক (ক্লী) তুর্ক-অচ রেফে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্ৰ, তুর্গ।

তুর্কবাণ (ত্রি) তুর্কঃ যানং যন্ত। ক্ষিপ্ৰগামী "তুর্কবাণে গুর্ভবচন্তমঃ" (শব্দ ১০।৬।১২) তুর্কবাণন্তুর্গময়ঃ' (সায়ণ)

একজন রাজা। ইজ ইহার শক্রনাশ করিয়াছিলেন।

সায়ণাচার্য ইহাকে দিবোদাস হইতে অভেদ করণা করিয়াছেন।

তুর্কি (ক্লী) তুর্কইন্ দীর্ঘঃ। ১ ক্ষিপ্ৰ "বা বুধানার তুর্কি"

(শব্দ ৯।৪২।৩)

তুল (স্ত্রী) তুল্যতে পুরতি সর্কং ব্যাপকবাং তুল-ক।
 ১ আকাশ। ২ অবশ্যপত্রাকার বৃক্ষবিশেষ, শলাপিপুল, তুঁত।
 পর্যায়—তুল, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রাহ্মণেঠ, পুংক, ব্রহ্মদার, সুপুল,
 সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার। শুণ—মধুর,
 অন্ন, দাহনশক, বলকারক, কষার ও কফনাশক। (রাজনী°)
 [তুঁত দেখ।] (পুং) ৩ কাপাসাদি বীজজাত, বস্ত্রোপাদান,
 তুলা। পর্যায়—পিচু, পিচুল, পিচুতুল, তুলপিচু।
 “সর্কং দহতি গজাঙ্গুল্যরাশিমিবানলঃ।” (প্রারম্ভিকতত্ত্ব°)
 যজ্ঞী তৎপুংকব সমাসে জৈবিকা শব্দের পর তুল শব্দ থাকিলে
 জৈবিকা শব্দের আকার হয় হয়। যথা “জৈবিকতুলং”।
 তুর্ঘ্যাচার্য্য (পুং) তুর্ঘ্য আচার্য্যঃ ৬৩৭। যিনি বাস্তব বিবরে
 শিক্ষা প্রদান করেন।
 তুর্ঘ্যাজীব (ত্রি) তুর্ঘ্যং আত্মীবঃ জীবিকা যন্ত। (Musician)
 বাস্তবব্যবসায়ী।
 তুলক (স্ত্রী) তুল স্বার্থে কন্। তুল।
 তুলকাম্মুক (স্ত্রী) তুলার তুলফোটনার কাম্মুকমিব। তুল-
 ফোটনার্থধনুঃ, তুলা ধুনিবার যন্ত্র, ধুনখারা। পর্যায়—
 পিঞ্জল। (ত্রিকা°) এই যন্ত্রে তুলা পরিষ্কৃত হয়।
 তুলচাপ (পুং) তুলার তুলফোটনার চাপইব। তুলকাম্মুক,
 তুলাধুনিবার যন্ত্র।
 তুলনালিকা (স্ত্রী) তুলনির্মিতা নালিকা। পিঞ্জিকা, তুলার
 পাইজ। স্বত্র প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে তুলার পাইজ
 করিয়া লইতে হয়।
 তুলনালী (স্ত্রী) তুলনির্মিতা নালী। তুলার পাইজ, পিঞ্জিকা।
 তুলপিচু (পুং) পিচু-কন্ তুলপ্রধানঃ পিচুঃ। তুলবৃক্ষ,
 তুলার গাছ।
 তুলফল (পুং) অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।
 তুলমূল (স্ত্রী) কান্দীরের চন্দ্রভাগাঙ্গ একটা অনপদ।
 “তুলমূলপত্রা চ চন্দ্রভাগাতটে স্থিতঃ।” (রাজত° ৪৬৩৯)
 তুলবতী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীতে তুলী।
 তুলুবৃক্ষ (পুং) তুলন্ত বৃক্ষঃ। তুলার গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ।
 তুলশর্করা (স্ত্রী) তুলন্ত শর্করেব। কার্পাসবীজ।
 তুলসেচন (স্ত্রী) তুলন্ত সেচনং ৪৩৭। তুলস্বত্রকর্তন,
 কাটিনাকাটা।
 তুলা (স্ত্রী) তুল-অচ্ ততঃ টাপ্। কার্পাসী, কাপাসগাছ।
 ২ বস্ত্রি, শলিতা। (শব্দর°)
 তুলি (স্ত্রী) তুল ইন্ সচ কিং (ইত্বেপথাং কিং। উপ° ৪।১১২)
 ঋনামখ্যাত চিত্রকরোপকরণ, চিত্রকরের বস্ত্রিকা, তুলি।
 • তুলিকা (স্ত্রী) তুলিরেব স্বার্থে কন্। চিত্রকরোপকরণ, তুলী,

পর্যায়—জৈবিকা, জৈবীকা, জৈবীকা, তুলি, তুলী। ২ বীরগান-
 শলাকা। ৩ ত্রবজ্জবর্ণগয়ীকার্ধ শলাকা। ৪ ত্রব জবর্ণ
 ঢালিবার পাত্র, মুচি। তুল-ঠন্ কানি অন্তইৎ। ৫ শযো-
 পকরণবিশেষ, ডোবক।
 “কঙ্কঃ তুলগর্ভক তুলিকাং হৃদবীধিকাং।” (কাশী° ৪।২৭)
 তুলিনী (স্ত্রী) তুলোহন্তাত্তা ইনি ডীষ্। ১ শাল্মলীবৃক্ষ।
 ২ লক্ষ্যগন্ধ। (ত্রি) ৩ তুলুবৃক্ষ।
 তুলিফলা (স্ত্রী) তুলি তুলবৎ ফলং যতঃ। শাল্মলীবৃক্ষ।
 (রত্নবা°)
 তুবর (পুং) তু-বাহলকাং বরহ দীর্ঘশ্চ। ১ তুপন্নকার্ধ।
 ২ কষার রস। (ত্রি) ৩ কষাররসবৃক্ষ।
 তুবরিকা (স্ত্রী) তুবর সংজ্ঞারঃ কন্ টাপ্ অন্তইৎ। ১ আটকী,
 অরহর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ফটিকরি।
 তুবরী (স্ত্রী) তুবর গেটরা ডীষ্। ১ আটকী। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।
 তুফীংশীল (ত্রি) তুফীংশীলং যন্ত। মোনাবলবী। পর্যায়—
 তুফীক।
 তুফীক (ত্রি) তুফীং শীলং যন্ত। (শীলে কো মলোপশ্চ।
 পা ৫।৩।৭৩ ইতি বার্তিকোক্ত্য কঃ মলোপশ্চ।) মৌনী,
 মোনাবলবী।
 “আসীনমপি তুফীকমহুরজ্যস্তি তং প্রজাঃ।” (ভারত ৫।৩৪।২০)
 তুফীকাং (অব্য) তুফীম্ কাং (অকচ্ প্রকরণে তুফীমঃ
 কাং বক্তব্যঃ। পা ৫।৩।৭২ ইতি বার্তিকোক্ত্য কাং) মৌন।
 তুফীকজ্জং (অব্য) তুফীং গজা যত্র বহুতীহর্থে অব্যয়ীভাবঃ।
 দেশভেদে। “তুফীকজে চ কোস্তের সামাত্যঃ সমুপশ্শ।”
 (ভারত বনপ° ১৩৫ অ°)
 তুফীম্ (অব্য) তুফ বাহলকাং নীম্। মৌন।
 “তুফীমানং পঠৈত্তুফীংনস তন্নকুর্গহতি।” (মহু ৪।১৪৭)
 তুফীংশব উপপদ হইলে তু ধাতুর উত্তর জ্ঞা ও গমূল হয়।
 যথা তুফীংতুঃ তুফীস্তাব।
 তুফীস্তুব (পুং) তুফীংতু-বঞ্। মোনাবলবন, নিস্তকতা।
 তুফীস্তুত (ত্রি) তুফীং তু-ক্ত। মৌন, নীরব, নিস্তক।
 তুস্ত (স্ত্রী) তুল-বাহলকাং তন্ দীর্ঘশ্চ। ১ রেণু। ২ জটা।
 ৩ চাপ। ৪ হৃদ্যপদার্থ, অণু।
 তুহণ (স্ত্রী) তুহ ভাবে লুট্। হিংসন।
 তুকন্ (পুং) তেন, চোর। (নিবট্টু°) ইহার পাঠান্তর রিকন্।
 তুক (পুং) তুক-অচ্। কস্তপ ঋষি। তত্ত্ব অপত্যং গর্গাদিবাং
 যঞ্ তাচ্।
 তুফাক (পুং) তুক আকন্। ঋষিভেদে। তত্ত্ব অপত্যং শিবা°
 অণু। তদপত্য, তাহার অপত্য।

তৃক্ষি (পুং) তৃক্ষ-ইন্। ত্রসদস্যার পুত্র ঋষিভেদ। “যেতিতৃক্ষিঃ
বৃষণা” (ঋক ৮।২২।৭) ‘ত্রসদস্তোঃ পুত্রঃ তৃক্ষিঃ’ (সায়ণ)

তৃথ (স্ত্রী) তৃথ-ক পুৰো সাধুঃ। জাতীফল, আয়ফল।

তৃত্ (ত্র্যচ) (স্ত্রী) তিসৃণামুচাঃ সমাহারঃ ত্রিভ্য ঋচো যত্র
বা, অচ্ সমাসান্তঃ সম্প্রসারণঃ। সমানদেবতা ও সমান
ছন্দক ঋকত্রয়, এই ঋকের দেবতা ও ছন্দ সমান। (ত্রি)
এই ঋকযুক্ত অমুবাক সূত্রাদি।

“মধুবাভা তৃত্বে অপেৎ।” (হেমাদ্রি) সম্প্রসারণ না হইলে
“ত্র্যচ” এইরূপ হয়।

তৃণ (স্ত্রী) তৃণাতে ভক্ষ্যতে তৃণ-বঞ বা তৃহ-ক-হকারলোপশ্চ
(তৃহেঃ ক্রো হলোপশ্চ। উণ ৫৮) নড়াদি, চিনাথড়। পর্যায়—
অর্জুন, ত্রিণ, খট, খেট, হরিত, তাণ্ডব। (শব্দরত্ন)

“তৃণেন বাত্যেব তর্যাহুগম্যতে।” (নৈষধ)

(পুং) তৃণস্ত অয়ং শিবাং অণ্। ১। তার্ণ, তৃণজন্ত বহি।
গেটদিগকে তৃণ দিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ
নক্ষত্রে গৃহের জন্ত তৃণ ও কাঠ আহরণ করিতে নাই।
আহরণে অগ্নি, চৌরভয়, রোগ, রাজপীড়া ও ধনক্ষয় হয়।

“অগ্নিচৌরভয়ং রোগোঃ রাজপীড়াধনক্ষতিঃ।

সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বসাদিপঞ্চকে।” (জ্যোতিসারসং)

১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, রামকপূর। পর্যায়—কুতৃণ, তৃণ, সুগন্ধ,
শীত, সুশীতল। (বৈত্তকরয়ং)

তৃণক (স্ত্রী) তৃণং স্বরার্থে কন্। ১ স্বরতৃণ। ২ চীনাং, চীনেধান।

তৃণকর্ণ (পুং) তৃণমিব কর্ণোহস্ত। ঋষিভেদ, একজন ঋষি।
তৃণকর্ণস্ত অপত্যং শিবাং অণ্। তার্ণকর্ণ, তৃণকর্ণের অপত্য।

তৃণকাণ্ড (স্ত্রী) তৃণানাং সমূহঃ দুর্ল্লাদিদ্বাং কাণ্ডচ্। তৃণসমূহ।

তৃণকীয় (ত্রি) তৃণ-মত্বর্থে-ছ নড়াদিদ্বাং কৃচ্। তৃণভব।

তৃণকুসুম (স্ত্রী) তৃণসমুত্তং কুসুমং। সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, পর্যায়—
তৃণাস্ক, গন্ধি, তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোথ,
তৃণপোর, লোহিত। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বায়ু, শোফ,
কণ্ডু, কোষ্ঠ্য ও আমদোষনাশক, পরমভাষর। (রাজনি)

তৃণকুটী (স্ত্রী) তৃণাচ্ছাদিতা কুটী। তৃণাচ্ছাদিত গৃহ, কুড়ে-
ঘর, খড়োঘর। (ত্রিকাণ্ড) পর্যায়—কারমান।

তৃণকুটীরক (স্ত্রী) তৃণোকঃ। (হেম) তৃণনির্মিত গৃহ,
খড়ের ঘর।

তৃণকুট (পুং স্ত্রী) তৃণরাশি, তৃণতৃপ।

তৃণকুশ্ম (পুং) তৃণময়ঃ কুশ্মঃ। তৃণী। (শব্দমা)

তৃণকেতকী (স্ত্রী) তবক্ষীর ভেদ।

তৃণকেতু (পুং) তৃণে কুতুরিব। ১ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ।
২ তালবৃক্ষ।

তৃণকেতুক (পুং) তৃণকেতু-স্বার্থে কন্। বংশ, বাঁশ।

তৃণগড় (পুং) ১ সমুদ্রের একপ্রকার ককট। ২ কীটভেদ,
উচ্চিঙ্গট, উচ্চিঙ্গড়া।

‘উচ্চিঙ্গটতৃণগড়মন্তকোপনয়োঃ পুমান্।’ (মেদিনী)

তৃণগন্ধা (স্ত্রী) তৃণবৎ গন্ধো যন্তাঃ। বিদারী, শালপর্ণী,
শালপাইনগাছ।

তৃণগোধা (স্ত্রী) তৃণস্ত গোধেব ক্ষুদ্রদ্বাং। ১ চিত্রকোল,
ক্কলাস, কাকলাস। ২ তৃণজলোকা।

তৃণগৌর (স্ত্রী) সুগন্ধ দ্রব্যভেদ, তৃণকুসুম। (রাজনি)

তৃণগ্রাসি (স্ত্রী) তৃণমিব গ্রাসির্ভক্ত। স্বর্ণজীবন্তীবৃক্ষ, সোণা
জীবই। (হিন্দী)

তৃণগ্রাহিন্ (পুং) তৃণং গ্রহ্নাতি তৃণ-গ্রহ-নিহি। মণিবিষেব,
নীলমণি, কাকুরনানা। পর্যায়—শূকাপুট, তৃণমণি। (হারাবলী)

তৃণচর (পুং) তৃণেষু চরতি চর-অচ্। ১ গোমেদমণি। (ত্রি)
২ তৃণচারিমাত্র।

তৃণজন্তু (ত্রি) তৃণং জন্তো ভক্ষং যন্ত (জন্তাস্থহরিতৃণ-
সোমেভ্যঃ। পা ৫।৪।১২৫) ইতি নিপাতনং সাধুঃ।

১ তৃণভক্ষক। তৃণমিব জন্তো দণ্ডো যস্য। ২ তৃণতুল্য দন্ত-
যুক্ত, তৃণবর্ণদন্তবিশিষ্ট।

তৃণজলায়ুকা (স্ত্রী) তৃণাকারা তৃণজাতা বা জলায়ুকা।
জলোকাভেদ, ছিনেজৌক। “তত্তথ্য তৃণজলায়ুকা তৃণস্তান্তঃ
গত্বা আত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ং পুরুষঃ।”

(শতপথব্রা ১৪।৭।২।৪)

তৃণজলুকা (স্ত্রী) জলোকাভেদ, ছিনেজৌক।

“যথ্য তৃণজলুকং নাপযাত্যপযাতি চ।” (ভাগ ৪।২।৭৬)

তৃণজলোকাভায় (পুং) নৈয়ারিকগণ এই জ্বালের বিষয়
এইরূপ বলিয়াছেন—তৃণ ও জলোকার ভায় জীবের অপর
দেহ সংযোগ দ্বারা পূর্বেদেহপরিভাগরূপ জায়ভেদ।

জলোকা বেরূপ একটা তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্বাশ্রিত
তৃণ পরিভাগ করিতে পারে না।

তৃণজাতি (স্ত্রী) তৃণমেব জাতিঃ। উলগাদি খড়।

তৃণজীবন (ত্রি) তৃণেন জীবতি জীব-লুট্। যে সকল জীব
তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে।

তৃণজ্যোতিষ (স্ত্রী) তৃণেষু মধ্যে জ্যোতিঃ জ্যোতিষতঃ।
জ্যোতিষতীলতা, এই লতা রাজিকালে দীপ্তিযুক্ত হয়।

(শব্দার্থচি)

তৃণতা (স্ত্রী) তৃণমিব তায়তে তায়-কিপ্। ১ ধহু। তৃণত তাবঃ
তল্। ২ তৃণত, তৃণের তাব, তৃণের ধর্ম।

তৃণহু (পুং) তৃণ-হু-কিপ্। বাড়বাড়ি।

তৃণক্রম (পুং) তৃণমিব ক্রমঃ অসারস্বাৎ। ১ নারিকেল। ২ ভাল। ৩ শুবাক। ৪ তালী, তাড়িয়াং গাছ। ৫ কেতকী, কেয়াগাছ। ৬ খজুর। ৭ হিন্দাল, হেঁতালগাছ। ইহাদিগের নির্ধাস্তগুণ—শীতল, লঘু, মোহন, বলকারক, রুচ, তৃষ্ণা ও সস্তাপনাশক।

তৃণধাত্ম (ক্ৰী) তৃণবহলঃ ধাত্মঃ। ধাত্ববিশেষ, নীবার, উড়িধান।

তৃণধ্বজ (পুং) তৃণেষু ধ্বজইব। ১ তালবৃক্ষ। ২ বংশবৃক্ষ, বাঁশগাছ।

তৃণধাত্মক (ক্ৰী) তৃণধাত্ম-কন্। কল্পধাত্মাদি।

তৃণনিম্ব (পুং) তৃণাকারঃ নিম্বঃ। নেপালনিম্ব, কিরাউত্তিত, চিরেতা। (রাজনিং)

তৃণপ (পুং) তৃণং পাতি পাক। গন্ধর্বভেদ।

তৃণপঞ্চমূল (ক্ৰী) তৃণরূপাণাং পঞ্চানাং মূলং। পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট পানন। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু এই পাঁচটা তৃণপঞ্চ ইহার মূল।

“কুশঃ কাসঃ শরোদর্ভো ইক্ষুশ্চৈতি তৃণোক্তবৎ।

পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণকং পঞ্চমূলকং ॥” (রাজনিং)

শালি, ইক্ষু, কুশ, কাশ, শর এই পাঁচটাও তৃণপঞ্চক, ইহাদিগের মূলগুণ তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, অশ্বক্ ও মূত্রনাশক। (রাজনিং)

তৃণপতি (পুং) রাজবাস। কালাবাস, কালাকপূর।

তৃণপত্রিকা (ক্ৰী) তৃণস্তেব পত্রমস্ত্যস্তাঃ ঠন্ টাপ্। ইক্ষুদর্ভ-তৃণ, শুণ্ডাশিনী তৃণ। (রাজনিং)

তৃণপত্রী (ক্ৰী) তৃণমিব পত্রমস্তাঃ ভীষ্। তৃণপত্রিকা, শুণ্ডাশিনী।

তৃণপদা (ক্ৰী) তৃণস্তেব পাদোহস্তাঃ অন্ত্যালোপঃ ভীষি পস্তাবঃ। তৃণত্বা মূলযুক্ত লতা, যে লতা তৃণের সদৃশ মূলবিশিষ্ট।

তৃণপানি (পুং) অবিভেদ।

তৃণপীড় (ক্ৰী) তৃণস্তেব পীড়া যজ্ঞ। যজ্ঞভেদ।

“তৃণপীড়ঃ যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকং।” (ভারত সং ২২ অং)

তৃণপুষ্প (ক্ৰী) তৃণস্ত পুষ্পমিব। তৃণকুসুম, গন্ধজ্যভেদ। (রাজনিং)

তৃণপুষ্পিকা (ক্ৰী) সিন্দুরপুষ্পীযুক্ত।

তৃণপুষ্পী (ক্ৰী) তৃণমিব পুষ্পমস্তাঃ ভীষ্। সিন্দুরপুষ্পীযুক্ত, সিন্দুরিয়া ফুলগাছ। (হিন্দী)

তৃণপ্লক (পুং ক্ৰী) ক্ৰীববিশেষ।

তৃণপুলী (ক্ৰী) তৃণস্ত পুলঃ সংহতির্থজ গোয়াদিস্বাৎ ভীষ্। ঢকা, টাচ, দহ্মা।

তৃণমণি (পুং) তৃণগ্রাহকোন্নয়িঃ। তৃণগ্রাহিমণিতেজ, তৃণগ্রহী।

তৃণমৎকুল (পুং) অতিকুল, জামিন। (জিকাং)

তৃণময় (ত্রি) তৃণস্ত বিকারঃ তৃণ-ময়ট্। তৃণবিকার, তৃণরচিত।

“কুর্ধ্যাৎ তৃণময়ং চাপং শরীত যুগশারিকং।” (ভারত ১।১৪৫ অং)

তৃণময়ী (ক্ৰী) তৃণময়-ভীপ্। তৃণনির্মিতা।

তৃণমল্লিকা (ক্ৰী) মল্লিকাপুষ্পভেদ, কাঠমল্লিকা ফুলগাছ।

তৃণমূল (ক্ৰী) [তৃণপঞ্চমূল দেখ।]

তৃণমেরু (পুং) রুদ্রাক্ষবৃক্ষ।

তৃণরাজ (পুং) তৃণেষু রাজতে রাজ-অচ্ বা তৃণস্ত রাজা। তালবৃক্ষ।

তৃণরাজবর্গ (পুং) তৃণরাজানাং বর্গঃ। বৃক্ষসমূহ, শুবাক, তাল, হিন্দাল, তাড়ী, কেতকী, খজুর, নারিকেল এই ৭টা বৃক্ষ তৃণ-রাজবর্গ। ইহাদের পত্রাদি দ্বারা দীপ্তধাবন করিতে নাই।

“শুবাকতালহিন্দালাস্তথা তাড়ী চ কেতকী।

খজুরনারিকেলৌ চ সঠৈতে তৃণরাজকঃ ॥

তৃণরাজশিরাপত্রৈর্ন কুর্ধ্যাদ্ধাবনং।” (আহিকতং)

তৃণবল্লজী (ক্ৰী) তৃণরূপা বল্লজা। বল্লজাতৃণ, হিন্দীভাবার সাবে বাগে। (রাজনিং)

তৃণবিন্দু (পুং) একজন মহর্ষি। এই ঋষি চতুর্বিংশ ঋষির বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হন।

“তৃণবিন্দুস্তথা বাসঃ ভার্গবস্ত ততঃপরং।” (দেবীভাগ ১।৩৩২)

তৃণবিন্দুসরোবর (পুং) তৃণবিন্দোঃ সরোবরঃ ৬তৎ। তৃণবিন্দু ঋষির সরোবর রূপ তীর্থ, এই সরোবর কামাকবনুর নিকট-বর্তী মকছুমির প্রান্তভাগে অবস্থিত। (ভারত বন ২৫৭ অং)।

তৃণবীজ (পুং ক্ৰী) তৃণস্ত বীজং ৬তৎ। শ্রামাক, নীবার, উড়িধান।

তৃণবীজোত্তম (পুং) তৃণবীজেষু উত্তমঃ। শ্রামাক, তৃণধাত্ম।

তৃণবৃক্ষ (পুং) তৃণমিব বৃক্ষঃ অসারস্বাৎ। ১ নারিকেল। ২ তাল। ৩ শুবাক। ৪ তালী। ৫ কেতকী। ৬ খজুরী। ৭ হিন্দাল।

তৃণশীত (ক্ৰী) তৃণেষু শীতং শীতলং। কতৃণ, গন্ধতৃণ, পঞ্চধড়। (রহমাং)

তৃণশীতা (ক্ৰী) তৃণেষু শীতা। জলপিপ্লী।

তৃণশূন্য (ক্ৰী) তৃণমিব শূন্যঃ ফলহিতং। ১ কেতকীপুষ্প। ২ মল্লিকা। ৩ নাগরজ, নারাকানেনবু। (ত্রি) তৃণেন শূন্যং। ৪ তৃণরহিত।

তৃণশূলী (ক্ৰী) তৃণং শূলমিব তীক্ষ্ণগ্রাং যস্তাঃ গোয়ান্ ভীষ্। লতাভেদ।

তৃণশোণিত (ক্ৰী) তৃণকুসুম, কুসুম বাস।

তৃণশোধক (পুং ক্ৰী) তৃণমপি শোধয়তি শুষ্ক-পিচ্ অণ্। রাজিমং জাতীয় সর্পভেদ।

তুণশৌণ্ডিকা (স্ত্রী) তুণেয়ু শৌণ্ডিকা। লঘুকেতকী বৃক্ষ।
(পারস্কর নিষট্টু)।

তুণঘটপদ (পুং) তুণমিব ঘটপদঃ। বরোল, বোলতা। (হার্য্য)
তুণসংজ্ঞক (পুং) তুণং সংজ্ঞায়ত। তুণসমূহ। কুশ, কাশ, নল,
দর্ভ, কাণ্ড, ইক্ষু, ইহার্য্য তুণসংজ্ঞক। (সুশ্রুত)

তুণসারী (স্ত্রী) তুণস্তব সারো যন্তাঃ। কদলী গাছ।

তুণসিংহ (পুং) তুণেয়ু সিংহ ইব তরালকভাং। কুঠার, কুড়ালী।

তুণসোমাস্ক্রিস (পুং) দক্ষিণদিকস্থিত যুধিষ্ঠিরের ঋষিক্
(পুরোহিত) ভেন। * উমুচু, প্রমুচু, স্বস্ত্যাত্রেয়, দৃঢ়বা, উর্দ্ধবাহু,
তুণসোমাস্ক্রিবা ও মিত্রাবরণের পুত্র অগস্ত্য এই ৭ জন ঋষি
ধর্ম্মরাজের পুরোহিত এবং ইহার্য্য দক্ষিণদিকে অবস্থান
করিতেন। (ভারত অমৃশা ১৫০ অ°)

তুণস্কন্দ (পুং) তুণমিব স্কন্দতি স্কন্দ-অচ্। তুণবৎ চঞ্চলস্বভাব,
তুণের মত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত। “তুণস্কন্দস্তু বিংশঃ” (শুক ১।
১৭২৩) “তুণস্কন্দস্ত তুণবচ্চঞ্চলস্বভাবস্ত” (সায়ণ)

তুণহর্ম্ম্য (পুং স্ত্রী) তুণাচ্ছাদিতো হর্ম্ম্যঃ। তুণযুক্ত* অট্টালিকা,
অট্টালিকার উপরিস্থ তুণনির্ম্মিত ঘর, পর্যায়—মরট। (হার্য্য)

তুণাংহ্রিপ (পুং) তুণরূপঃ অহ্রিপঃ। মস্থানকতুণ। (রাজনি°)

তুণাশ্মি (পুং) তুণজাতঃ অশ্মিঃ। তার্ণ অশ্মি, খড়ের আশ্ম।

তুণাঞ্জন (পুং) তুণমিব অঞ্জনঃ। ককলাস, আঁজনাই।

তুণাটবী (স্ত্রী) তুণপ্রচুরা অটবী। তুণময় বন।

তুণাট্য (স্ত্রী) তুণেয়ু আট্যং। পর্কতজাত তুণ।

তুণাদি (পুং) তুণ আদি করিয়া সপ্রত্যয় নিমিত্ত পাণিহ্মুক্ত
গণবিশেষ। তুণ, নড়, মূল, বন, পর্ণ, বর্ণ,* বরাণ, বিল,
পুল, ফল, অর্জুন, অর্ণ, স্ববর্ণ, বল, চরণ, বহু এইগুলি
তুণাদি। (পাণিনি)

তুণাম্ন (স্ত্রী) তুণস্ত*তুণদাত্ত অন্নং। উড়িধানের ভাত।

তুণামল্ল (স্ত্রী) ত্রিমল্ল, তুণবল্লীতীর্থ।

তুণাম্নি (স্ত্রী) তুণেয়ু অন্নং। লবণ তুণ। (রাজনি°)

তুণারণিহ্ম্য (পুং) জ্ঞায়ভেদ, তুণ ও অরপি অগ্নিজননে
সেবাপ পরস্পর নিরপেক্ষ কারণ, অর্থাৎ যে কারণে তুণ হইতে
অগ্নি জন্মে, সেই কারণে অরপি হইতে অগ্নি জন্মে না, অগ্নি-
জননের প্রতি দৃষ্টিরই পরস্পর ভিন্ন কারণ। যেখানে এইরূপ
কারণের পরস্পর ভিন্নতা বোধ হইবে, সেইখানে এই জ্ঞায়
হইবে। [জ্ঞায় দেখ।]

তুণাবর্ত (পুং) তুণং আবর্তয়তি ভ্রময়তি আ-বৃত-ণিচ্-অণ্।

১ বাতাক্রপ বাতসমূহ, ঘূর্ণবায়ু। ২ কংশরাজের অল্পচর
দৈর্ভাবিশেষ। একদা এই অল্পর কংশের আদেশে
শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত চক্রবর্তরূপী হইয়া গোকুল

আনোলিত করিয়াছিল, ঐ সময় ঘূর্ণিবারে সকলের দৃষ্টিক
ও মহাশবে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তুণাবর্তনাব
চক্রবায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছিল
শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ভারী হওয়ার তুরিভার বহন করা তাহার
হঃসাধ্য হইল। ক্রমে বায়ুবেগ মন্দীভূত হইতে লাগিল
যদিও ঐ দানব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আকাশ অতিক্রম করি
কিন্তু তাহার পর আর বাইতে সমর্থ হইল না। তখন তুণাক
বিজাতীয় গুরুত্ব হেতু ঐ অদ্ভুত বালককে পর্কতভূমি বো
করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ উহার গলদেশে গ্রহণ করিয়াছিলেন
বলিয়া দানব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না, বরং গদ-
গ্রহণ হেতু অবিলম্বেই চেষ্টামুদ্র হইল এবং তাহার চক্
বাহির হইয়া পড়িল, তখন ঐ দানব অব্যাক্ত ধ্বনি করিতে
করিতে গতাত্ম হইয়া কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পড়িয়া গেল,
আকাশ হইতে শিলাতলে পতিত হওয়াতে সেই দান-
বের সমুদয় অবয়ব বিধীর্ণ হইয়া গেল। (ভাগ° ১০।৭ অ°)

তুণাবল্লীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ, তুণামল্ল তীর্থ।

তুণাস্জ (স্ত্রী) তুণেয়ু অশ্মগিব রক্তভাং। তুণকুঙ্কম, অগ্নিকি
ত্রাবিশেষ।

তুণাহ্বা (স্ত্রী) তুণবিশেষ, চীনাঘাস।

তুণেক্ষু (পুং) তুণমিকুরিব মধুররসভাং। বহুজা, হিন্দীতে
সাৰে বাগে।

তুণেস্ত্র (পুং) তুণং ইক্ষুইব। তুণরাজ, তালবৃক্ষ।

“ক্ষত্বপুণেস্ত্রো দেবস্ত ভবিষ্যতি রথাস্রিতঃ।”

(ভারত অমৃ ১৪৭ অ°)

তুণোত্তম (পুং) তুণেয়ু উত্তমঃ। উৎকর্ষণতুণ। (রাজনি°)

তুণোথ (স্ত্রী) তুণকুঙ্কম, কুঙ্কম ঘাস।

তুণোদ্ভব (পুং) তুণেয়ু উদ্ভবতি উদ্ভ-ভূ-অচ্। ১ নীবার
ধাতুভেদ, উড়িধান। ২ তুণজাত অগ্নি। (ত্রি) ৩ তুণজাত মাষ।

তুণোক্ষা (স্ত্রী) তুণজাতা উক্ষা। * তুণজা উক্ষা, তুণের মশাল,
পাঁজালি।

“ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগর্যুস্তুণোক্ষয়া।” (হিতোপদেশ°)

তুণোক্ষস্ (স্ত্রী) তুণনির্ম্মিতঃ ওক্ষঃ। তুণনির্ম্মিত গৃহ
খড়ের ঘর।

তুণোষধ (স্ত্রী) তুণাম্বকং ঔষধং। এলবালুক নামক গন্ধ দ্রব্য।

তুণ্যা (স্ত্রী) তুণানাং* সমূহঃ তুণ-য। (পাশাদিত্যো যঃ। পা
৪।২।৪২) টাপ্। তুণসমূহ, তুণরাশি।

তুতীয় (ত্রি) ত্রয়াণাং পূরণঃ ত্রি-তীয় সম্প্রসারণঃ (ত্রি-
সম্প্রসারণক। পা ৪।২।৫৫) ত্রিনের পূরণ, হিন্দীতে তেঙ্গার।

“অথনামে তুতীয়ে বা চূড়াকর্ণিযা যথাকুলং।” (জ্যোতিষত্ব°)

‘তুপলশব্দঃ কিপ্রযাটী, তদ্বৎ বাবেন তুপলপ্রভর্তী কিপ্র-
প্রহারীতি’ (সারণ)

তুপলা (ত্ৰী) তুপল-টাপ্। ১ লতা। ২ ত্রিকলা, হরীতকী,
অম্বলা, বয়ড়া।

তুপলপ্রভর্ত্যন (ত্রি) ১ প্রভরাদি দ্বারা প্রহারকারক।
‘অপাংভমহ্যতুপলপ্রভর্ত্য’ (শ্লক ১৮৯৫) ‘তুপলপ্রভর্ত্য
প্রাবাদিতঃ কিপ্রপ্রহারী’ (সারণ)

২ কিপ্রপ্রহারকারক। [তুপল দেখ।]

তুপানা (ত্ৰী) তুপ-কান্‌চ্। ১ লতা। (বাচ°)

তুপ্ত (ত্রি) তুপ-ক্ত। তুপ্তযুক্ত, সন্তুষ্ট, আক্লাদিত, হৃষ্ট, পূর্ণ-
কাম। ‘অপাং হি তুপ্তার ন বারিধারা

বাহুঃ স্নগন্ধিঃ স্নদতে তুপ্তার।’ (নৈষধ ৩৯৩)

তুপ্তা (ত্ৰী) তুপ্ত-টাপ্। গায়ত্রীভেদ। ‘তপ্পণা তুপ্তদা তুপ্তা
তামসী তুপ্তকন্ততা।’ (দেবীভাগ° ১২৬৭৩)

তুপ্তাংশ (ত্রি) তুপ্তঃ অংশুত্বাৎ। তপ্তিতাবরব, বাহার শরীর
তুপ্ত হইয়াছে। ‘নযে স্তুতাতুপ্তাংশবো’ (শ্লক ১১৬৮৩)
‘তুপ্তাংশবস্তপ্তিতাবরবঃ’ (সারণ)

তুপ্তি (ত্ৰী) তুপ-ক্তিন্। ভক্ষণাদিধারা আকাজ্জনিকৃতি,
সন্তুষ্টি। পর্যায়—সৌহিত্য, তপ্পণ, শ্রীণন, আসিত্ত্বব। (শব্দর°)
‘নৈব তুপ্তিঃ ব্রজামোহন্ত সুখাপানেহমরা যথা।’

(দেবীভাগ° ১১১২০)

তুপ্তিকর (ত্রি) তুপ্তিঃ করোতি কৃ-ট। শ্রীতিপ্রদ, আক্লাজজনক।

তুপ্তিদা (ত্ৰী) তুপ্তিঃ দদাতি দা-ক, টাপ্। গায়ত্রীভেদ।
[তুপ্তা দেখ।]

তুপ্তিন্ (ত্রি) তুপ্তোক্ত্যন্ত তুপ্ত-ণিনি (সুখাদিভ্যচ্। পা
৫।২.১৩১) তুপ্তিযুক্ত।

তুপ্তিমৎ (ত্রি) তুপ্তিঃ বিস্ততে অস্ত তুপ্তি-মতুপ্। ১ তুপ্তিযুক্ত।
দ্বিবাং ভীপ্। ২ উদক, জল। (নিষট্)

তুপ্পু (ত্রি) তুপ-কু। তুপ্তিলীল।

তুপ্র (পুং) তুপ্যত্যানেন তুপ-রক্ (ক্ষয়িতকীতি। উণ ২।১৩)
১ যুত। ২ পুরোভাশ। (ত্রি) ৩ তপ্পক। ‘ন দ্ব্যঙ্গী নতুপ্রা’
(শ্লক ৮২৫) ‘তুপ্রান্তপূকাঃ’ (সারণ)। (ক্লী) ৪ হংখ।

তুপ্রানু (ত্রি) তুপ্রঃ হংখঃ ন সহতে অসহনে তুপ্র-আনু।
হংখাসহন, হংখ সহ করিতে না পারা।

তুফলা (ত্ৰী) তুফতি পীড়য়তি তুফ-কলচ্ টাপ্। ত্রিকলা।

[ত্রিকলা দেখ।]

তুফু (ত্ৰী) তুফতি পীড়য়তি তুফ-উ। সর্পজাতি।

তুফাদি (পুং) ধাতুগণবিধেব, তুফ, তুফক, তুফক, কনক,
কনক, উনক, কনক এই কয়টা ধাতু তুফাদি।

তুফ (ত্ৰী) তুফ-কিপ্। [তুফা দেখ।]

তুফা (ত্ৰী) তুফ-টাপ্। ১ আকাজ্জন। পর্যায়—ইচ্ছা, শূন্য,
দেহা, তুফ, বাহ্য, লিপা, বনোরথ।

২ পিপাসা। ৩ কামকড়া। ৪ লাক্ষীযুক্ত। ‘লোভেন
বুদ্ধিশক্তি লোভোজনয়তে তুফাং।’ (হিতোপ°)

তুফাভু (ত্ৰী) তুফায়াঃ ভুক্ষংপক্তিহানং। ক্রোম, স্ত্রোধান।

তুফাহ (ক্লী) তুফাঃ হস্তি হন-ড। ১ জল। ২ মধুরিকা, মৌরী।

তুফিত (ত্রি) তুফা ভাতা অস্ত তারকানিবাধিতচ্। ১ তুফা-
বিত। ২ লুকা। ৩ ইচ্ছুক।

‘তুফিতাত্তাহবে ভোক্তুং নৃপমাসানি বৈ তুফাং।’

(হরিব° ২২ অ°)

তুফিতোত্তরা (ত্ৰী) তুফিত উত্তরো বস্তাঃ। অশনপর্ণী বৃক,
আরাটী গাছ।

তুফু (ক্লী) তুফ-কু পৃষোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। ১ কিপ্র। (ত্রি)
২ কিপ্রভাত্যুক্ত। দ্বিবাং ভীপ্। তুফী, কিপ্র। ‘তুফীমহুপ্রসিতিঃ’
(শ্লক ৪৪৮১) ‘তুফীতি কিপ্রনাম’ (সারণ)

তুফুচ্যবস্ (ত্রি) তুফুচ্যবঃ যত। কিপ্রগমনযুক্ত। ‘দিহাং
তুফুচ্যবসো’ (শ্লক ৬৬৬১০) ‘তুফুচ্যবসঃ কিপ্রগমনাঃ’ (সারণ)

তুফুচ্যৎ (ত্রি) তুফুচ্যত-কিপ্। কিপ্র গমনলীল। ‘তুফুচ্যত মা
সাম্যং’ (শ্লক ১১৪০৩) ‘তুফুচ্যতঃ অরণীভ্যাং কিপ্রাং
নির্গচ্ছন্তঃ’ (সারণ)

তুফু (ত্রি) তুফ-ক্ত বেদে বাহুলকাৎ ইড়ভাবঃ। ১ দাহজনক।
‘তুফুমেতৎ কটুকমেতৎ’ (শ্লক ১০৮৫৩৪) ‘তুফু দাহজনকঃ’
(সারণ) ২ তুফিত।

তুফুমা (ত্ৰী) তুফুঃ দাহঃ অময়তি গময়তি অম-গিচ্-অচ্। নদী।
‘তুফুময়া প্রথমঃ বাতবে’ (শ্লক ১০৭৫৬) ‘তুফুময়া নদ্যা’
(সারণ)

তুফুজ্ (ত্রি) তুফাতি আকাজ্জতি তুফ-নজিঙ্ (বপিত্ববোজনজিঙ্।
পা ৩।২।১৭২) ১ লুকা। ২ তুফিত। ‘অসিকরুৎসং গোতমার
তুফুজ্’ (শ্লক ১৮৫১১) ‘তুফুজ্ তুফিতার’ (সারণ)

তুফা (ত্ৰী) তুফ ন, সচ কিং (তুফিত্ববিরাডিভ্যাঃ কিং। উণ
৩।১২) ১ পিপাসা, পানেন্দ্ৰা। পর্যায়—উদভা, তুফ, তর্ক, তুফা,
তপ্পণ। (কটাপুর) ২ লিপা, লোভা। ৩ অপ্রাপ্তিলাভ।
৪ রোগভেদ। এই রোগের বিষয় স্ত্রুতে লিখিত আছে—

সর্বদা কলপানে তুপ্তি না হইয়া পুনর্বার জলের আকাজ্জ
হইলে তাহাকে তুফা বলা যায়। ইহা সংকোভ, শোক, প্রম,
মত্তপান, ক্রক, অন্ন, শুক, উষ্ণ ও কটুত্রব্য ভোজন, ধাতুনা,
লজ্জন এবং তাপ এই সকল দ্বারা পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধি হইয়া
জলীয় ধাতুবাধী স্রোত সকলকে দ্রবিত করে। এই সকল স্রোত

পথ দ্বিত হইলে অতিশয় তৃষ্ণা জন্মে। তৃষ্ণা সপ্তপ্রকার—
বায়ুজন্ম, পিত্তজন্ম, স্নেহজন্ম, কতজন্ম, অরুজন্ম, (ধাতুকর)
আমলজ এবং কটু তিক্ত প্রভৃতি ভোজন জন্ম।

তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ এবং মুখ সম্যক শুষ্ক, দাহ, সন্তাপ,
মোহ, ভ্রম, বিলাপ, প্রলাপ, সামান্যতঃ এইগুলি তৃষ্ণার পূর্ণ
লক্ষণ। বিশেষতঃ বায়ুজন্ম তৃষ্ণার মুখশোষ, শব্দদেশ, শিরো-
দেশ এবং গলদেশে ভেদ (টুটনানি), শ্রোতঃপথের অবরোধ,
মুখের বৈরত এবং শীতল জলে তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়। মুচ্ছা,
প্রলাপ, অরুচি, মুখশোক্ষ, পীতনেত্র, অত্যন্ত দাহ, শীতা-
ভিলাষ, মুখের তিক্ততা এবং কণ্ঠ হইতে ধূমোদগম এইগুলি
পিত্তজন্ম তৃষ্ণার লক্ষণ। অঠরানল কফ কর্তৃক সংবৃত হইলে
তাহার বাষ্প অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে জলবাহিঃশ্রোতঃপথ দ্বিত
হইয়া শুষ্ক তৃষ্ণা জন্মায়।

নিদ্রা, দেহের শুষ্কতা, মুখের মধুরতা, শীতজ্বর, বমন,
অরুচি এইগুলি কফজন্ম তৃষ্ণার লক্ষণ। শোণিতজন্ম পীড়া
বা শোণিত নিঃসরণ হইলে তৃষ্ণার সকল লক্ষণ প্রকাশ
পাইয়াও অধিক জলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। ইহাকেই রক্ত-
জন্ম তৃষ্ণা বলা যায়। রস প্রভৃতি ধাতুকর জন্ম যে তৃষ্ণা জন্মে,
দিবানিশি পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তাহার শান্তি হয় না।
ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলে। আমল তৃষ্ণাতে
ত্রিদোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তত্ত্বিঙ্গ হৃদিশূল, নিম্নীবন এবং
শরীরের অবসাদ এই সকল লক্ষণ জন্মে। অতিশয় মেহ, অল্প
বা লবণ কিম্বা গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলেও তৃষ্ণা জন্মে,
ইহাকে ভোজনজন্ম তৃষ্ণা কহে। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ক্ষীণ, মানসিক
ক্রিয়াহীন ও বধির হইলে এবং তাহার জিহ্বা নির্গত হইয়া
পড়িলে রোগ অসাধ্য জানিবে। (সুশ্রুত উত্তরভাগ ৪৮ অ°)
ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভ্রম, পরিশ্রম, বলক্ষয় এবং পিত্তবৃদ্ধি জন্ম ভ্রম
পিত্ত ও বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, পরে তালুতে গিয়া
পিপাসা উৎপাদন করে। অন্ন, কফ, আমরস কর্তৃক দ্বিত
দোষ সলিলবহ শ্রোতঃসমূহকে দ্বিত করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন
করে। তৃষ্ণা সাত প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, কতজ,
করজ, আমল এবং অরুজ। সুশ্রুতে 'সলিলবহশ্রোতঃ' ইহাতে
বহুবচন নির্দিষ্ট থাকার চরকের মতামুসারে জিহ্বা, হৃদয়,
গলদেশ ও রোমকে (মুত্রাধার) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তৃষ্ণা
হইবার সময় দোষ ঐ সকল স্থানকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

তৃষ্ণার সামান্য লক্ষণ—তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে রোগীর তালু,
ওষ্ঠ, কণ্ঠ, মুখবেদনা ও দাহযুক্ত হয় এবং সন্তাপ, মোহ, ভ্রম ও
প্রলাপ এই সকল হইয়া থাকে।

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—বাতজ তৃষ্ণারোগে মুখের সলি-
নতা ও বিরসতা, শব্দ (কণালাহি) ও মস্তকে বেদনা
এবং রস ও অমুবাহিঃক্ষমী রুদ্ধ হয়। শীতল জল বাষ্পে
এই রোগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ—পৈতিক তৃষ্ণারোগে মুচ্ছা, অগ্নেবিশেষ,
প্রলাপ, দাহ, রক্তাক্ত, অত্যন্ত মুখশোষ, শীতল সেবনাভিলাষ,
মুখের তিক্ততা এবং ধূমনির্গমবৎ বোধ হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজ তৃষ্ণারোগে স্বকারণে কুপিত কৃফ
জঠরাগ্নিকে আচ্ছাদন ও পাবক উদ্ভাগে রুদ্ধ করে, ঐ
অবরুদ্ধ উদ্ভাগ অধুবহশ্রোতঃকে শোষণ করিয়া কফ কর্তৃক
তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই রোগে নিদ্রাধিক্য, দেহের
শুষ্কতা, মুখের মধুরতা এবং তৃষ্ণাশীড়িত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্লশ
হইয়া পড়ে।

কতজ লক্ষণ—শত্রাদিঘারা কত ব্যক্তির বেদনা ও রক্ত-
নিঃসরণ হেতু তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহাকে কতজ তৃষ্ণা কহে।

করজ লক্ষণ—রসক্ষয় প্রযুক্ত যে তৃষ্ণা জন্মে তাহাকে
করজ তৃষ্ণা কহে। করজ তৃষ্ণারোগে রোগী দিব্যাত্তি সকল
সময় জলপান করিয়াও তৃষ্ণালাভ করে না এবং রসক্ষয়ের
লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে সান্নিপাতিক
তৃষ্ণা কহিয়া থাকেন।

রসক্ষয়ের লক্ষণ—রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কম্প,
মুখশোষ, হৃদয়ের শূল, শোষ ও শূন্যতা হয়।

আমল লক্ষণ—আমল তৃষ্ণা সান্নিপাতিক তৃষ্ণার স্তায়
লক্ষণযুক্ত, ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, নিম্নীবন এবং শরীরের
অবসন্নতা হয়।

অরুজ লক্ষণ—নিম্নজীব্য, অন্ন, লবণ ও কটুরসযুক্ত জ্বা
এবং গুরুজ্বা সেবন দ্বারা শীত্ৰই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, এই
তৃষ্ণাকে অরুজ তৃষ্ণা কহে।

উপসর্গ তৃষ্ণার লক্ষণ—যে তৃষ্ণার রোগীর স্বর ক্ষীণ, মুচ্ছা
ও ক্লান্তি হয় এবং মুখশোষ, হৃদয়শোষ ও তালুশোষ উপস্থিত
হয়, সেই ধাতুশোষণকারী তৃষ্ণা কষ্টসাধ্য জানিবে।

তৃষ্ণারোগের উপসর্গ ও অরিষ্ট—অন্ন, মোহ, ক্ষয়,
কাস ও শ্বাসাদিযুক্ত অত্যন্ত মুখশোষাদি ঘোরতর উপদ্রব-
যুক্ত রোগহেতু ক্লশ এবং বমিবেগে কাতর, ঐ সকল ব্যক্তির
তৃষ্ণারোগ মৃত্যুর কারণ জানিবে।

তৃষ্ণাচিকিৎসা—বাতজ তৃষ্ণারোগে বায়ুনাশক অথচ
কোমল, লঘু ও শীতল জ্বা দ্বারা চিকিৎসা করিবে। বাতজ
তৃষ্ণারোগে শুষ্কসংযুক্ত দধি প্রশস্ত। পিত্তজ তৃষ্ণারোগে
মধুর ও তিক্তরসযুক্ত জ্বা এবং তরল ও শীতল জ্বা হিতকর।

মুখা, ক্ষেতপাণ্ডা, বালা, ধনিয়া, বেগুনমূল এবং বেত-চন্দন এই সকল মিলিত ২ তোলা, দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল করিয়া সেবন করিলে পিপাসা, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয়। শৈতুর্ণ ৮ তোলা ৩৮ তোলা উকড়লে কেলিয়া একরাত্র রাখিবে, পর দিন যধু ও মাষা, শুড় ও মাষা, গাম্ভীরীফলচূর্ণ ও মাষা এবং চিনি ও মাষা উহার সহিত মিলিত করিয়া চটকাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিক তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আর্দ্র বস্ত্রধারী শয্যা এবং শরীর আবৃত করিলে তৃষ্ণা এবং উগ্রগ্রাহ নিবৃত্তি হয়। ড্রাক্সা, ইক্ষরস, হৃৎ, ষষ্টিমধু, মধু এবং নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য পেয়ণ করিয়া জলের সহিত নিরস্ত নাসিকাধারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণা বিদূ-রিত হয়।

দাড়িম, বনর, লোন্ডা কথবেল এবং ছোলস নেবু এই সকল একত্র পেয়ণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শীতলজল আকর্ষ পর্ষ্যন্ত পূর্ণ করিয়া পান ও অন্ন গ্রহণ করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত হয়। ধনের কাথ, চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ নষ্ট হয়। আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, থৈ, বটরোহক এই সকল চূর্ণ মধুধারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অত্যন্ত পিপাসা এবং দারুণ মুখশোষ নিবারিত হয়। ক্ষয়গ্রস্ত তৃষ্ণার তুল্য পরিমাণে জলমিশ্রিত হৃৎ বা অচ্ছতর মাংস রস কিংবা অন্ন পরিমাণে মধুমিশ্রিত জল হিতকর। আমলক তৃষ্ণার বিধ ও বচন্যার কাথ সেবনীয়। শুষ্কতর আহার করিয়া তৃষ্ণা উপশান্ত হইলে বমি করিলে প্রতীকার হয়। এই প্রক্রিয়ায় দ্বারা ক্ষয়জ তৃষ্ণা তিন সপ্তক প্রকার তৃষ্ণারোগ ভাল হয়।

মূর্চ্ছা, বমি, আনাহ, ক্ষুধাশূন্যতা ও মদ্যভ্যাস রোগীকে এবং রমণ ও মস্তাকর্ষিত ব্যক্তিকে শীতল জল পান করিতে দিতে হইবে। হিতকর অন্ন পানীয় ও ঔষধধারা তৃষিত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ তৃষ্ণা নির্বৃত্তি হইলে পর অল্প রোগের চিকিৎসা করিতে পারা যায়। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যদি জল না পায়, তাহা হইলে তাহার উৎকট ব্যাধি বা মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। তৃষ্ণাধারা মোহ হয়, মোহ হইতে জীবন ধ্বংস হয়। এইজন্য সকল অবস্থায় জল প্রদান করা উচিত। অন্ন আহার না করিয়াও জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জল না পাইলে শীঘ্রই জাহ্নবী জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে। (ভাবপ্রাণ তৃষ্ণাধিকার)

তৃষ্ণাকর (পুং) তৃষ্ণায়াঃ করোত্বজ। ১ শাস্তি।

“যজ্ঞ কামন্থং বোকে যজ্ঞ দিব্যং যজ্ঞংস্বং।

তৃষ্ণাকরস্বত্রেব কলাং মার্জিত বোক্তবীং।”

(শকার্ধচিক্রামণিধৃত বচন)

তৃষ্ণা কর হইলে সকল সুখের অধিকারী হয়। তৃষ্ণায়াঃ
করঃ ৩তৎ। ২ পিপাসানাম।

তৃষ্ণান্ন (ত্রি) তৃষ্ণাং হান্ত তৃষ্ণা-হন্-ট্। ১ জল। ২ তৃষ্ণানামক।
“নির্গন্ধমব্যাক্তরসঃ তৃষ্ণায়াঃ শুচিনীতলং।”

(সুশ্রুত সূত্রঃ ৪৫ অ°)।

তৃষ্ণারি (পুং) তৃষ্ণায়াঃ অরিঃ ৩তৎ। ১ পপটি, ক্ষেতপাণ্ডা।
(ত্রি) ২ তৃষ্ণানামক।

তৃষ্ণালু (পুং) তৃষ্ণা অত্যর্থে আলু। তৃষিত।

তৃষ্ণাতুর (পুং) তৃষ্ণায়াঃ আতুরঃ ৩তৎ। পিপাসাতুর,
পিপাসা-কাতর।

তৃষ্ণার্ভ (পুং) তৃষ্ণায়াঃ ঋতঃ ৩তৎ। পিপাসাতুর।

তৃষ্য (ত্রি) তৃষ্য ঋতুপদস্থং কাপ্। ১ গোভা। ২ এষবীর।
(ক্লী) ভাবে-কাপ্। ৩ গোভ।

তৃষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষ্যামতাত্ত মতুপ্-বেদে দীর্ঘঃ মন্ত ব। তৃষ্যাতুর।
“অভাববীৎ তৃষ্যাবতঃ প্রাবৃষ্যগতায়াং” (শব্দ ৭। ১০৩০)
‘তৃষ্যাবততৃষ্ণাবতঃ’ (সায়ণ)

তে (অব্য) ১ তৃষ্য, তোমাকর্তৃক। ২ গোবীর।

“তেশ্বেনোচ্যতে গোবীর ন শ্বেনোচ্যতে হয়ঃ।

তেন মাল্লিকাশচরং শপশ্বেন ইতি স্মৃতঃ।” (সঙ্গীতদামো)

তেওয়ার (তেবার) মধ্যভারতের বর্তমান একটি ক্ষুদ্রগ্রাম।
অবলপুর হইতে ইহা পশ্চিমে ৬ মাইল দূরে বোম্বাই রাস্তার উপরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই পাথর কাটিয়া জীবিকার্জন করে। প্রাচীন নগর করণবেল ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে এবং মন্দিরাদি হইতেই ইহার পাথর কাটিয়া আনে। এই গ্রামের পূর্বাংশে একটি স্তম্ভের বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম বাল-সাগর। ইহার পাড়গুলি বড় বড় চতুষ্কোণ গ্র্যানিট পাথর ও লোহা দিয়া বাঁধান। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে একটি আধুনিক মন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলে বিস্তর কাককার্যাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি আছে ভাল, কতকগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। করণবেল নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতেই এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তেওয়ার গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে একপোয়া পথ দূরে প্রাচীন করণবেল নগরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। এই সকল সংগৃহীত

প্রস্তর মধ্যে “বজ্রপাণি” বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে। তাহা একখানি চতুর্ভুজ প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ। ইহার পাদ-পীঠে বৌদ্ধমন্ত্র “ওম ধর্মহেতু” ইত্যাদি খোদিত আছে। চত্ৰাতপের নিয়ে বজ্রপাণি উপবিষ্ট। ইহার বামে বজ্রধর মল্লমূর্তি, দক্ষিণে জোড়করে মল্লমূর্তি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। বৌদ্ধমন্ত্রের নিয়ে এক দীর্ঘ খোদিতলিপি আছে। আর একটা প্রতিমা একখানি দীর্ঘাকার প্রস্তরফলকে আছে। শয্যায় এক পুরুষমূর্তি শয়িত। দক্ষিণ হাঁটু উঠান আছে ও তদুপরি বামহস্ত রক্ষিত, দক্ষিণ হস্ত মস্তকের উপরে স্থাপিত। ইহার চতুর্দিকে অনেকগুলি মল্লমূর্তি জোড়করে অবস্থিত। মস্তকের নিকটে করজোড়ে এক স্ত্রীমূর্তি উপবিষ্ট ও পদতলে করজোড়ে এক পুরুষমূর্তি দণ্ডায়মান, ইহাতেও পাদপীঠে দুই পংক্তি খোদিতলিপি আছে, কিন্তু অক্ষর প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শয়িতমূর্তি পুরুষের অবয়ব হইলেও ত্রিপুরাদেবী নামে গ্রামের লোকের মধ্যে খ্যাত। আর একটা পুস্তলিকার প্রতিমা আছে। মূর্তিটা কুন্তীরাকৃতা চতুর্ভুজা দেবী মূর্তি। স্থানীয় লোকে “নন্দনা মাই” নামে ইহার পূজা করে। সম্ভবতঃ ইহা কোন প্রাচীন মন্দিরস্থ গঙ্গাপ্রতিমা। এতদ্বিধ শিব, কৃষ্ণ ও ভৈরবদিগের মূর্তি আছে। একখানি বৃহৎ ফলকে উলঙ্গিনী গোপীবেষ্টিত বংশীবদন কৃষ্ণের মূর্তি বড়ই সুন্দর খোদিত হইয়াছে।

জৈনদিগের দিগম্বর সম্প্রদায়ের আদিনাথের মূর্তি খোদিত প্রস্তরফলকে আছে।

করণবেল ও তেওয়ার গ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস পুরাণাদিতে বিখ্যাত। এই উত্তর গ্রামের প্রাচীন নাম ত্রিপুর নগর। ইহা চেদিরাজ্যের রাজধানী। কথিত আছে, মহাদেব যে স্থলে ত্রিপুর দৈত্যকে বিনাশ করেন, সেই স্থলই ত্রিপুরনগর নামে বিখ্যাত হয়। ‘নন্দনার উৎপত্তি স্থলস্থ প্রদেশে (এখনকার মধ্যভারতে) পূর্বে পৌরাণিক যুগে প্রবলপরাক্রান্ত হৈহয় বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে চেদিরাজ্যও বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে উপরিচর, শিওপাল, ভীষ্মক প্রভৃতি চেদিরাজের নাম পাওয়া যায়। উপরিচরবংশের রাজধানীর নাম মহাভারতে নাই, কিন্তু শুক্র-মতী নদীতীরে ছিল ইহা উল্লিখিত আছে। কালক্রমে চেদি-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ ক্বাকৌশল নামে খ্যাত এবং মণিপুর (বর্তমান শ্রুতিনদীর তীরস্থ রত্নপুরের উত্তরে অবস্থিত) এই খণ্ডের রাজধানী ছিল। অপর ভাগ চেদিনামেই খ্যাত ছিল। ইহার রাজধানীই বর্তমান তেওয়ার বা ত্রিপুরনগরীতে ছিল। হৈমকোকে ত্রিপুরনগরের অপর নাম-

চেদিনগরী কথিত আছে। চেদি নাম কেন হইল, কিছু জানা যায় না। কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন, মণিপুররাজত্বহিতা চিত্রাঙ্কনার নাম হইতে “চিত্রাঙ্কনদেশ” “চন্দ্রদী দেশ” “চেন্দী দেশ” এই রূপান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মতে টলেমির “সাগেন” নগরও এই চেদি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনার “সাগেন” সাকেন শব্দেরই রূপ। মহাভারত পাঠে বোধ হয়, মণিপুর কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রত্নপুরের প্রস্তর-লিপিতে কলচুরীরাজ ভাজর-সুরপথাধিপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। কানিংহাম কলচুরী শব্দের মূল্যায়ন করিতে গিয়া ঐ উপাধি হইতে ইহাকে “কুলচুর” শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। [কলচুরি দেখ।]

করণবেল গ্রামে এখনও অনেক ভগ্নাবশেষ আছে, তবে তেওয়ারের দোকের দুই স্থান হইতে প্রস্তররাশি আনিয়া প্রাচীনকীর্তির অবশেষ একপ্রকার নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। তেওয়ারের দেড় মাইল দূরে কানিসরাই পর্বতের পাদমূলে একটা গুহা আছে। তন্মধ্যে দুই তিনটা করিয়া দুই সারি খাম আছে। ইহার মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রস্তরস্তূপ। খাম প্রত্যেকটা ১২ ফুট করিয়া মোটা। ইহার ছাদ ঠিকিয়া গিয়াছে। লোকে এই গুহাকে বেনিয়ার বাড়ী বলিয়া থাকে। ইহার ২০০ ফিট দূরে দুইটা অটালিকার ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান। ইহা দালানের ভাৱ, কেবল খামের সারির উপর ছাদ দেওয়া ছিল, এখন নাই। ইহা ঘুরিয়া একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ভাৱ একটা ক্ষুদ্র শূণ্যের নিকট পাওয়া যায়। তাহার উল্লদেশ সমতল, প্রশস্ত ও ঠিকরাশিতে পরিব্যাপ্ত। এই ক্ষুদ্র বড় হাতিয়াগড় নামে খ্যাত। এখানকার ইষ্টকগুলি ৬ ফিট প্রশস্ত।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরও এইরূপ ইষ্টকরাশি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময় এই সকল স্থান প্রাচীর দ্বারা দৃঢ় বেষ্টিত ছিল। একস্থানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার প্রাচীরাদি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত ছিল। ইহার তিনদিকে একটা ক্ষুদ্র নদী ঘুরিয়া গিয়াছে, এই নদীর নাম বনগঙ্গা। নদীর তীরে পাহাড়ের গাভিগুলি ছুরারোহ, এখানে এক বৃহৎ প্রতিমা আছে, তাহার তিনটা মস্তক, মস্তকে দীর্ঘ টোপর, প্রত্যেক মুখে জিনয়ন। বাম-দিকের মুখ হইতে ব্রহ্মা লোলায়মান। প্রতিমার ৫ ফিট মাত্র অবস্থিত এবং নিরাংশ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রস্তরগহ্বরে জল সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র পুকুরিবৎ হইয়াছে। করণবেলের নিকট

একটি পবিত্র পুরস্কার আছে। ইহার নিকটে একটি প্রস্তর-
মূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির শেষ ভাগে “জিশান নিংহ
মৃত্তিকগহিত” এই করুণী কথা আছে।

তেওরা, ভালবিশেষ, তাঁত্র, ভাল, ইহার তিনটি পদ। এই
ভাল ৭ মাত্রার ভাল। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেক দুই
মাত্রা, তৃতীয় পদ তিন মাত্রা বিশিষ্ট। বোল—

বা যিনি নাক ধাগে নাগে যিনি নাক : (সঙ্গীতমানো)

তেঁই (দেশজ) সেই হেতু, প্রাচীন বাঙ্গালাকাব্যে এই
শব্দের ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়।

তেঁতুল (দেশজ) তিস্তিড়ী।

তেঁতুলিয়া (দেশজ) এক প্রকার ইতর লোক, বাঙ্গালীজাতি।

তেঁতুলিয়াবিছা (দেশজ) এক প্রকার বৃশ্চিক, বাহাদুরের
শরীরের বিভাগ সকল তেঁতুল বিচির স্তায়।

তেঁহ (দেশজ) তিনি।

তেকাটাসিজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

তেকাটা (দেশজ, ত্রিকোণশব্দ) জব্যাদি ঝুলাইয়া রাখিবার
জন্ত কাষ্ঠ নির্মিত ত্রিভুজাকার আধার।

তেকাটাসিজ (দেশজ) (*Euphorbia antiquorum*) বৃক্ষ-
বিশেষ।

তেকাল (দেশজ) মংস্তাদি বেধনার্থ তিন ফলা বিশিষ্ট
লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

তেকোণা (দেশজ, ত্রিকোণ শব্দ) ত্রিকোণ, ত্রিকোণবিশিষ্ট।

তেগবাহাদুর (তেজবাহাদুর) শিখসম্রাটের ৯ম গুরু।
৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র। হরগোবিন্দের তিনটি পত্নীর
গর্ভে ৫ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে দামোদরীর গর্ভে ষোষ্ঠ পুত্র
গুরুদত্ত এবং নান্দীর গর্ভে তেগবাহাদুরের জন্ম হয়।
পিতার জীবদ্দশায় গুরুদত্তের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র
হররায়কে হরগোবিন্দ বড়ই ভালবাসিতেন। এই হররায়কে
হরগোবিন্দ আপনায় গদি দিয়া বান। তাহাতে নান্দিক
পতির কাছে অভিমান হুঃ প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে
হরগোবিন্দ নান্দিকে কলিয়াছিলেন, “তবিত্যতে তেগবাহাদুর
আমার গদি পাইবে। তুমি আমার কবচ রাখিয়া নাও,
যখন তেগ গুরু হইবে, তখন তাহাকে দিও।”

গুরু হররায়েরও দুই পুত্র ছিল—রামরায় ও হরকিষণ। হর-
রায়ের পর হরকিষণও অল্পবয়সে গুরু হইলেন। তাঁহার বসন্ত-
রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যবর্গকে বলিয়া বান,
‘বাও’ বিপাশানদীর তীরে বকাল প্রায়ে তোমাদের গুরু
অবস্থান করিতেছে।”

তেগবাহাদুর বহুদিন পাটনার ছিলেন, তৎপরে নান-
দান পর্যটন করিয়া গোবিন্দবালের নিকট বকাল প্রায়ে
আসিয়া বাস করেন। হরকিষণের মৃত্যুর পর তাঁহার
অনুগত শিষ্যগণ তেগবাহাদুরকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল।
কিন্তু সোধিগণ হরকিষণের ভ্রাতা রামরায়কে গুরুপদে
অভিষিক্ত করিবার জন্ত বহুপরিশ্রম করিল। তাহাদের কহে
রামরায় দিল্লীতে গিয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু এই সময়
হরগোবিন্দের একজন প্রধান শিষ্য মাখনশাহ দিল্লীতে অবস্থান
করিতেছিলেন, তখনকার শিখসম্রাটের উপর তাঁহার
অনেকটা প্রভুত্ব ছিল। এখন তিনিই গুরুবাক্য সুসিদ্ধ
করিবার জন্ত বকালপ্রায়ে আগমন করিলেন ও তেগবাহা-
দুরকে গুরু স্বীকার করিয়া নজরাণা প্রদান করিলেন। তেগ-
বাহাদুর তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, ‘আমাকে কেন ?
যে রাজা তাহাকে নজরাণা দিন।’ অবশেষে মাতা ও মাখন-
শাহের চেষ্টায় তেগবাহাদুর গদিতে বসিলেন। তাঁহার মাতা
সেই কবচ ও হরগোবিন্দের তরবার আনিয়া দিলেন। তেগ-
বাহাদুর তৎক্ষণে বলেন, ‘আমি ঐ সকল গ্রহণের উপযুক্ত
নহি। আপনারা আমাকে তেগবাহাদুর (মহাবোদ্ধা) বলিয়া
জানেন, কিন্তু আমার নাম হউক দেব বাহাদুর (অর্থাৎ
পাকস্থলীর রক্ষাকর্তা)।’

তাঁহার শেষ কথায় সমস্ত শিখসমাজ তাঁহাকে ভক্তিচক্রে
দেখিলেন এবং তাঁহাকেই শিখধর্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার
করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই শত শত লোক আসিয়া তাঁহার
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এখন তেগবাহাদুর পিতা হরগোবিন্দ
অপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন।

প্রথমে তেগবাহাদুর সোধিদিগের উচ্ছেদে মানস করিয়া
ছিলেন, কেবল মাখনশাহের কথায় তিনি ক্ষান্ত হইলেন।
এখন তিনি ‘মহা আড়ম্বরে’ কাণ্ডযাপন করিতে লাগিলেন
সহস্র অঝোরাহী তাঁহার আদেশপালনে সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিত
শিষ্যগণের প্রভূত উপহারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইল। তদ্বারা
কর্তারপুয়ে একটি সুদৃঢ় দুর্গনির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায়
তাঁহার ধর্মসভা সংস্থাপিত হইল। রামরায় এত দিন হু
খুঁজিতেছিলেন, এখন সুবিধা পাইয়া তিনি দিল্লীখর অর-
জবকে জানাইলেন, ‘তেগবাহাদুর দিল্লীখরের শত্রুতা করিবার
জন্ত দুর্গনির্মাণ করিতেছে। শীঘ্রই তাহাকে দমন করিয়া উচিত।’
দিল্লীর দরবার হইতে তেগবাহাদুরকে ধৃত করিবার জন্ত
পরওয়ানা বাহির হইল। তেগবাহাদুর সপরিবারে দিল্লীতে
আসিয়া জয়পুররাজের প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন। জয়পুররাজ
তাঁহার পক্ষ হইয়া সম্রাটকে জানাইলেন, ‘তেগবাহাদুর এ

জন শান্ত শিষ্ট ককির, উচ্চপদস্থ বা রাজ্যের অনিষ্ট-সাধনে তাঁহার কখন ইচ্ছা নাই। নানাতীর্থ দর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রেত।' বাহা হউক সে বাজা জয়পুররাজের যত্নেই তেগবাহাড়র এক প্রকার রক্ষা পাইলেন। পরে তিনি জয়পুর-পতির সহিত বন্ধদেখে আগমন করেন। তিনি পাটনানগরে নগরীবায়ে অবস্থান করিতেন। তথায় তাঁহার পত্নী গুজরী ভাবী শিখগুজ প্রসিদ্ধ গোবিন্দসিংহকে প্রসব করেন। পাটনার তেগবাহাড়র প্রায় ৫১৬ বর্ষ ছিলেন, পুত্র ও ধানে সর্বদা অভিযুক্ত করিতেন। এখানে তিনি শিখদিগের ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্ত একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কল্লুরাজ দেবী-মাধবের নিকট হইতে ৫০০ টাকা দিয়া আনন্দপুরে খানিকটা জমি ক্রয় করেন, সেই জমিতে তিনি যথোপায় মাষক নগর পত্তন করেন। অত্য়াপি এই নগর শিখদিগের নিকট অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গে এক উদাসীর নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই উপদেশগুণে গুরু তেগবাহাড়র পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়াই একজন ডাকাত হইয়া উঠিলেন। হানসি ও শতজনদীর মধ্যবর্তী সমুদায় ভূভাগ তাঁহার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেক গৃহস্থ গৃহত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। এই সময় আদম হাকিজ নামে এক ধর্ম্ম-ধরী তেগবাহাড়রের সহিত যোগ দিয়াছিল। ক্রমে তেগবাহাড়রের দলে অনেক অস্ত্রধারী আসিয়া মিলিত হইল। মোগলসম্রাটের হস্তে নিরুত্তীর্ণ করিবার জন্ত অনেক পলাতক ব্যক্তি তেগবাহাড়রের আশ্রয় লইতে লাগিল। সম্রাট তাহাদের দমন করিবার জন্ত একদল সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের সহিত একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তেগবাহাড়র বন্দী হইলেন। দিল্লীতে বাইবার পূর্বে তিনি গোবিন্দকে তাঁহার পিতৃপদে অভিষিক্ত করিলেন। তবিত্তে ইনিই গুরুগোবিন্দসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন। তেগবাহাড়র দিল্লীতে আনীত হইলে অরঙ্গজেব তাঁহাকে ধর্ম্ম শব্দে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। শেষে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত আদেশ করেন। কিন্তু তেগবাহাড়র অমম্বত হইলেন।

প্রথমে তাঁহাকে কারাগারে রাখা হইল ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্ত যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া হইল। শেষে তেগবাহাড়র একদিন সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'দরবারে আমি এক বুদ্ধকে দেখাইতে ইচ্ছা করি।'

দরবারে অরঙ্গজেব তেগবাহাড়রকে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। তেগবাহাড়র একখানি কাপড়ে লিখিয়া

আপনার গলার রাখিয়া আনাইলেন, 'আমার এই মন্ত্রপ্রভাবে কাটাছুও কোড়া লাগিবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ জ্ঞানদেহে মৃত্ত বিধৃত করিতে আদেশ করিলেন। সর্বসমক্ষে তেগবাহাড়রের মৃত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তৃষিতে স্তম্ভিত হইল। সকলে আশ্চর্য্যে চাহিয়া দেখিলেন, সেই টুকরা কাগজে লেখা রহিয়াছে—'শির দিয়া সর না দিয়া' অর্থাৎ মাথা দিলাম, কিন্তু মনের কথা দিলাম না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল।

তেগবাহাড়র এইরূপে ১৩ বর্ষ ৭ মাস ২১ দিন গুরুগিরি করিয়াছিলেন। নিদ্রার সম্রাট অবিলম্বে তেগবাহাড়রের দেহ দিল্লীর সদর রাস্তায় ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। দিল্লী-বাসী শিখগণ গুরুর পবিত্র শির দাহ করিল, তথায় একটা সমাধি মন্দির হইল। মাখনশাহের যত্নে মন্দিরশিখ বা ঝাড়ুদারেরা তাঁহার সেই ছিন্নশিরদেহ আনন্দপুরে বহিয়া আনিল। এখানে গুরুগোবিন্দ মহা সমাধোহে পিতার ঐক্য-দেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আনন্দপুরে তেগবাহাড়রের স্মরণার্থ একটা বৃহৎ মন্দির নির্মিত হইল।

এখনও শিখসমাজ তেগবাহাড়রকে "সচ্চ বান্দুহ" আখ্যা দিয়া মহাসন্মান ও অশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তেগা (জী) তিজ-পুংসি য জন্ত গঃ। অপ্রসিদ্ধ দেবতাত্ত্বিক। "শাদং দত্তিরবকাং দত্তমূলৈর্মুদং বটৈঃ স্তেগান্।" (গুরুমহৎ ২৫১) 'তেগাং দেবতাং শাদানরোহপ্রসিদ্ধদেবাঃ আদিত্যাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ দেবাঃ।' (বেদদীপ)

তেক্কুসুলা, দক্ষিণ কাণাডায় সমুদ্রকূলে কাসরগোড় হইতে ৯০ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে ইক্কেরি রাজাদিগের নির্মিত একটা পুরাতন গড় আছে। গড়ের প্রবেশদ্বারে একখানি কর্ণাটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

তেক্কুরই, মদ্রাস জেলায় পেরিয়কুলম্ হইতে অন্ধ্রকোশ পূর্বে অবস্থিত একটা পুণ্যস্থান। এখানকার স্ত্রব্রহ্মণ্যের মন্দির অতি প্রাচীন। তাহাতে অনেক শিলালিপি আছে।

তেক্কুরই, তিরেবেলী জেলার তেক্কুরই তালুকের সদর। ইহার অপর নাম আড়বার তিরুনগরী, অক্ষা° ৮° ৩৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৭' ৩০" পূঃ। ভূতকৃষ্টি হইতে ১০ কোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং তাম্রগণী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে তেক্কুরই সরোবরের ধারে একখানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত-লিপি দেখা যায়।

তেক্কাশি, তিরেকলী জেলার তেক্কাশি তালুকের সদর। অক্ষা° ৮° ৫৭' ২০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২১' ২০" পূঃ, তিরেবেলী সহর হইতে ১২ কোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

দক্ষিণকান্দী শব্দের অপভ্রংশে তেক্কাশি নাম হইয়াছে।

এখানকার লোকেরা এই স্থানকে কান্ধীর ভাৱ পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করে। এখানকার বিশ্বনাথস্বামী মন্দির প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া আরও অনেক শিবালয় আছে। তদুপরি 'কান্ধী বিশ্বনাথ স্বামী মন্দির অতি সুন্দর।' এখানকার স্থলপুরাণে এই সকল মন্দির ও এখানকার তীর্থগুলির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই সকল মন্দিরে পাণ্ডা-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ অনেক শিলা-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময় এই দক্ষিণকান্ধী দুর্গম দুর্গপ্রাসাদপরিবেষ্টিত ছিল, পলিয়ারদিগের যুদ্ধকালে এই সমস্ত বিধ্বাৎ হয়। এখানকার লোকসংখ্যা ১২৮৬১।

ভেঙ্গল (বা ভেঙ্গলই) মাল্ভাজ প্রদেশে বৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একের নাম বড়গল বা উত্তরবেদী এবং অপর সম্প্রদায় ভেঙ্গল বা দক্ষিণবেদী নামে খ্যাত। রামা-দুজের সময় ইহার এক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল, তৎপরে রামা-দুজের শিষ্য মনবল্লভমুখি বা রামাঙ্গমন্দির মতাবলম্বীগণ ভেঙ্গল এবং রামাঙ্গের অপর শিষ্য বেদান্তচাৰ্য্য বা বেদান্তদেশিক-কের অম্ববর্তী লোকেরা বড়গল নামে বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ বলেন, কাকাপুরনিবাসী বেদান্তদেশিক এইরূপ প্রচার করেন, 'আমি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণকুলের আচার ব্যবহার সংশোধন শু দাক্ষিণাত্যে উত্তরাপথের সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তগবান্ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি।' বড়গলেরা তাঁহার মত মানিলেও ভেঙ্গলেরা কেহই তাহা মানিল না। তাহাতেই দুই দলে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। উত্তর সম্প্রদায়ই বিক্ষুব্ধ উপাসক। বড়গলেরা বিষ্ণুর ভ্রাতৃ বিষ্ণুশক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাব অঙ্গী-কার করেন, তাহাই বিষ্ণুর করুণা ও ক্রমাবরূপ। ভেঙ্গ-লেরা কীবাচার 'মুক্তিগানন সৰ্ব্বদেব' এই বৈষ্ণবী শক্তির অমূল্যতা মানিয়া থাকেন, কিন্তু আর কোন বিষয়ে তাহার কার্যশীলতা স্বীকার করেন না। এই মতভেদ লইয়াই উভয়দলে বিরোধ ও বিষম বিবেচনা দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক বাদোত্তরবাদ হইয়া গিয়াছে।

এ ছাড়া তিলকসেবী লইয়াও অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া থাকে। ভেঙ্গলের তিলকের সিংহাসন আছে। বড়গলের তাহা নাই। উত্তর দলেই স্ব স্ব তিলক শাস্ত্রসম্মত ও প্রতি-পক্ষের তিলক অশাস্ত্রীয় ও অধর্মজনক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। সময়ে সময়ে এই তিলক লইয়া-দাড়া-হালান্না পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

বড়গল ও ভেঙ্গল পরস্পর বিদ্বেষবানী হইলেও এক ভাতি হইলে বিবাহে বাঁধা নাই।

ভেঙ্গকো (দেশজ ত্রিচুশ্চন্দ্র) তিনচুশ্চন্দ্র।

ভেঙ্গপুঞ্জ (পুং) ভেঙ্গপুঞ্জঃ। ভেঙ্গোরশি।

ভেঙ্গফল (স্ত্রী) ভেঙ্গসে ফলমন্ত ভেঙ্গঃ ফলতি বা ফল-অচ্। বৃক্‌ভেদ, ভেঙ্গফল, পর্যায়—বহুফল, শাস্ত্রলীকল, শুভফল, স্তেরফল, গন্ধফল, কণ্টবৃক। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, গুগল, দীপন, বাতশ্লেশ্মা ও অরুচিনাশক, বালরক্ষাকারক। (রাঙ্গনিং)

ভেঙ্গকরণ (অপর নাম দুলাহার) গোয়ালিয়ারের এক জন রাজা। তট্টকবি খজুরার প্রভৃতির গ্রন্থে ভেঙ্গ-করণের আখ্যায়িকা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। দেওয়ার রাজা রণমলের কস্তার সহিত ইহার বিবাহ হয়। রণমলের পুত্র সন্তান না থাকায় ভেঙ্গকরণকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। ভেঙ্গকরণ সৰ্ব্বদেব খজুরার, টডসাংহেব ও জেনারেল কানিং-হাম যে সময় নিরুপণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। [গোয়ালিয়ার শক ৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

ভেঙ্গকলম (পারসী) শীঘ্র লিখন। লেখার ভেঙ্গ বা জোর।

ভেঙ্গন (পুং) ভেঙ্গরতি শাস্ত্রঃ অগ্নিমিতি বা তিজ-গিচ্-লু। ১ বংশ, বাঁশ। ২ বৃক্ষ, মুজ। ৩ ভদ্রবৃক্ষ, রামশর। (স্ত্রী) ৪ দীপন। "শিরামুখ বিবিক্তং ক্‌ব্‌ভায়েশ্চ ভেঙ্গনং।"

(সুশ্রুত চিকিৎসা ২৪ অং)

ভেঙ্গনক (পুং) তিজ-গিচ্-লু, সংজ্ঞারঃ কন্ বা। শরতৃণ, হিন্দীতে কাঁড়া।

ভেঙ্গনাথ্য (পুং) ভেঙ্গন আখ্যা বস্ত্র। মুক্তপ, মুজ।

ভেঙ্গনী (স্ত্রী) ভেঙ্গন-গোরা* ভীষ। ১ সুর্বা, শৌচস্থী। ২ চবিকা, চই। ৩ ভেঙ্গোবতী, ভেঙ্গল। ৪ জ্যোতির্মতী।

ভেঙ্গপাত্র (স্ত্রী) ভেঙ্গরতি তিজ-গিচ্-অচ্ ভেঙ্গ পত্রমন্ত। স্বনামখ্যাত পত্র, ভেঙ্গপাত। পর্যায়—গন্ধজাত, পত্র, পত্রক, স্বকপত্র, বরাদ ভূম, চোচ, উৎকট। গুণ—কফ, বায়ু, অর্শ, ক্রান্ত ও অরুচিনাশক। (৫ রাজবং) ভাবপ্রকাশ মতে—লব্, উষ্ণ, কটু, স্বাদ, তিক্ত, রুক্ষ, পিত্তল, কফ, বাত, কণ্ঠ, আম ও অরুচিনাশক। (ভাবপ্রং) [ভেঙ্গপাত দেখ।]

ভেঙ্গপাত, ভেঙ্গপত্র। ইংরাজী উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে দারুচিনি জাতীয় বৃক্‌শ্রেণীর অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহার 'পর্যায় মধ্যে তমাল নাম পাওয়া যায় এবং ইংরাজী উদ্ভিদ শাস্ত্রে নাম *Cinnamomum Tamala* দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহা সংস্কৃত উদ্ভিদ শাস্ত্রের তমাল জাতীয় বৃক্‌শ্রেণীর অন্তর্গত। ইংরাজী উদ্ভিদ শাস্ত্রের ইহার আর একটা নাম *Cassia Lignea* বা *Cassia Cinnamon*।

ভেঙ্গপাত বিবিধ—ভেঙ্গপাত *Cinnamomum Tamala* ও রাম ভেঙ্গপাত বা পাতি বৈদ্য (*Cinnamomum Obtusifolium*)

ভেজপাতের গাছ বেশী বড় হয় না— ইহার পাতা পীত-
কালে করেন। হিমালয়ের পূর্বাংশে ও হইতে ইহার
কিটু উচ্চ পর্বত স্থানে, বাঙ্গালার, আসামে ও সিলেট, পূর্ববঙ্গ
ও আন্দামান দ্বীপে ইহা খুব বেশী অঙ্গে, সিলুতীর
হইতে শতভুজী পর্বত স্থানেও অল্প পরিমাণে অঙ্গে।

ইহার ছাল ও পাতা ব্যবহৃত হয়। দারুচিনির ছাল
ভেজপাতের ছালও সুগন্ধবিশিষ্ট ও অধিকাংশ সময়ে দারু-
চিনির সহিত ভেজাল চলে। ছাল হইতে এক প্রকার তৈল
ও পাতা হইতে এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়।

ছাল—দারুচিনির ছাল ইহার শুষ্ক ও মোটা ডালের
ছাল তুলিয়া দারুচিনির ছাল ব্যবহার করে। দারুচিনি
অপেক্ষা ইহার ছাল পাতলা হয়, কিন্তু দারুচিনির ছাল ইহার
ছাল কোঁড়াইয়া জড়াইয়া যায় না, ঠিক গোলা মলের মত
থাকে। দারুচিনির ছালের উপরিভাগ ঘট্টা বস্তুর সহিত
চাঁচিয়া এক পুরু ছাল (বহির্ভূ) বাদ দিয়া থাকে, ইহার
ততটা বাদ দেয় না, একজু অনেক স্থলে ইহার গায়ে ঘক
লাগিয়া থাকে দেখা যায়। ইহার শাখা বা শুঁড়ের ছাল অপেক্ষা
শিকড়ের ছালে দারুচিনির গন্ধ অধিক। মণিপুর অঞ্চলে
শিকড়ের ছালই তুলিয়া লয়, গাছের ছাল লয় না। ভেজ-
পাতের ছালের গুণও দারুচিনির ছাল, তবে ততটা উৎকৃষ্ট
নহে, কিন্তু শিকড়ের ছালে ঠিক ততটা উৎকৃষ্ট গুণই দেখা
যায়। চীনের কাণ্টন, কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে
ইহার বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

তৈল—ইহার ছালের যে উপরের ঘক চাঁচিয়া ভেজপাতা
বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইতেই এক প্রকার সুগন্ধ তৈল হয়।
১০ সের ছালে ১০০ ছটাক আনাজ তৈল পাওয়া যায়। এই
তৈল দেখিতে স্নান, পীতবর্ণ ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু
দারুচিনির তৈল অপেক্ষা গুণে হীন। এই তৈলে প্রধানতঃ
সাবান (military soap) প্রস্তুত হয়।

ফুল ও ফল—ইহার ফুল দেখিতে ঠিক লবঙ্গের মত।
ফলও ঠিক লবঙ্গের ছাল অপ্রস্তুত পুন্দ্রলগুলি মুখে
করিয়া থাকে। ফল বড়, হইতে দেয় না। ইহাও ছালের
ছাল গুণবিশিষ্ট। পূর্বকালে হিপোক্রেস (Hippocrus) নামক
সুগন্ধ মন্ত ইহা হইতে প্রস্তুত হইত। ইউরোপে ইহা Cassia
bud নামে এবং বোম্বাইএ 'কালা নাগকেশর' নামে খ্যাত।
চীন ও দক্ষিণ ভারত হইতে ইহা বোম্বাইএ রপ্তানী হয়।
'চীনা' ও 'মালাবারী' নামে ইহার বিবিধ ভেদ আছে।
দাক্ষিণাত্যের মুসলমানেরা ইহা ব্যাঙ্গনাদিতে সুগন্ধ মসলারূপে
ব্যবহার করে।

পাতা—ভেজপাতের পাতা সাধারণতঃ ভারতঃ, ব্যঙ্গনা-
দিতে সুগন্ধ মসলারূপে ও অল্প পরিমাণে ঔষধে ব্যবহৃত হয়।
এতদ্বির কেলিকো-রঃ করিবার সময় বা তাহাতে ছিট প্রস্তুত
করিতে এই পাতা ব্যবহৃত, হরীতকী ও আমলকীর সহিত
ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৫০০০০ মণ পাতা
রাম গঙ্গী ও সরদার মধ্যবর্তী স্থান হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ঔষধ—ইহার ছাল ও পাতা মেহ ও বাতরোগে উত্তেজক
রূপে এবং উদরাময় ও আমাশয়ে ইহার, কেবল পাতা ব্যবহৃত
হয়। হাকিমেরা মূত্রক্ক, স্রীহা, উদরাময়, পেটবাথা,
দর্পদংশন ও অহিকেশন বিবে ইহার পাতা ব্যৱহার করেন।
ইহার ফুল ও ফল লবঙ্গের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ও তৈলে
মাথাধরা, আধকপালিয়া প্রভৃতির উপশম হয়। পিপুল,
মধু ও ভেজপাতার অবলেহ সেবনে কাশি, হৃদী, শুক হাঁপানি
ইত্যাদি ভাল হয়। যদি এসবের আব দূষিত হইয়া বেশী
হইতে থাকে, তবে ইহার পত্রচূর্ণ খাওয়াইলে উপকার দর্শে।
কবিরাজ মহাশয়েরা অনেক জ্বরের ঔষধে ইহার পত্র প্রয়োগ
করেন। জাপানের এক জৈনীর ভেজপাতের শিকড় হইতে
বথেষ্ট কপূর অঙ্গে।

অনেকের মতে এই গাছ ভারতের আদিম গাছ নহে।
চীনদেশ হইতে ইহা অতি পুরাকালে এদেশে আনীত হইয়া
এখন বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত
বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ভেজপাতের ব্যবহার ভারতে বহু
প্রাচীনকাল হইতে ছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্বেও এই গাছ ভারত
হইতে ইউরোপে যাইত। মিনি মালবথ্রম (Malabathrum)
নামে যে পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় তমাল-
গাছ শব্দের অপভ্রংশ। চীন হইতে এদেশে ইহার ছাল ও
পাতা প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার আমদানী হয় ও
আরব, পারস্য ও তুর্ককে প্রায় লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়।

ভেজপাল, গুজরার একজন বিখ্যাত মন্ত্রী। অশ্বরাজের
পুত্র, বস্তপালের ভ্রাতা, চৌলুকাবাজ বীরধবলের বন্ধু ও
প্রধান মন্ত্রী। ইহার পত্নীর নাম অম্বুপমা ও পুত্রের নাম
লাবণ্যসিংহ। ইনি জৈন ধর্মের একজন প্রধান উৎসাহদাতা।
খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে ভেজপাল ও বস্তপাল প্রভৃতি অর্থব্যয়
করিয়া অর্জুন ও গিরগর পাহাড়ে তীরস্রগণের উদ্দেশ্যে
ক একটা অতি সুন্দর ও সুসম্য সৌধাবলী নির্মাণ করাইয়া-
ছেন। [আবু ও বস্তপাল দেখ।]

ভেজপুত্র, আসামের দরদ জেলার প্রধান নগর ও সদর।
অক্ষা° ২৬° ৩১' ১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৯২° ৫০' ৫" পূঃ, ব্রহ্মপুত্রের
উত্তর কূলে ভোমোদি ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমে অবস্থিত।

এই নগরের অবস্থান অতি সুন্দর, ইহার দুইদিকের দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড় মধ্যে সমতল ক্ষেত্রের উপর নগরটি নির্মিত। নগরটি অতি প্রাচীন। ইহার নিকটেই শিরনৈপুণ্যাক্ষ প্রাচীন দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কোন কোন প্রাচীন ভগ্নমন্দিরে শিলালিপি আছে। দেবদেবী মূলমামনগণের, উৎপাতে ঐ সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছে।

প্রায় আছে—এখানে বাগরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে রাজকীয় কার্যালয়, জেলখানা, ইংরাজী বিদ্যালয় ও হাটব্য চিকিৎসালয় আছে। দিন দিন এই নগরের উন্নতি দেখা বাইতেছে, অনেক ঘাসে পাকা বাড়ী হইতেছে। বাণিজ্যেরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়।

ভেজল (পুং) ভেজতি অতিশয়েন পাল্লন্তি শাবকানিতি-
ভেজ-বাহুলকাৎ কলহ্। কপিভলপক্ষী। (রাজনিং)

ভেজবতী (স্ত্রী) ভেজাবতী।

ভেজস্ (স্ত্রী) ভেজতি ভেজ্যতেইনেন বা তিজ-অম্বুং।

১ কীর্ণি। ২ প্রভবি। ৩ পুরাক্রম। ৪ রতস্। ৫ মেহ-
কর্মিত। ৬ নবনীত। ৭ বহি। ৮ সুবর্ণ। ৯ মজা। ১০ পিত্ত।

১১ অধিকপ ও অপমানাদি অসহনরূপ নারকের গুণভেদ।

“অধিকপাপমানাদেঃ প্রযুক্তত পরেণ যৎ।

প্রাণাত্যয়েপ্যসহনং তত্তেজঃ সমুদাহৃতং।”

(সাহিত্যাদং ৩৯৪)

পরপ্রযুক্ত অধিকপ ও অপমান প্রভৃতি প্রাণনাশে ও
অসহনের (সহ না করার) নাম ভেজ।

১২ সার, রসাদি গুণভেদধাতুর সেই ভেজঃপদার্থ।

গর্ভোৎপত্তিকালে ভেজোদাত্ত অধিকাংশ জলধাতুর সহিত
মিলিত হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হয়, পার্থিব ধাতুর সহিত মিলিত
হইলে গর্ভ কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিকাংশ পৃথিবী ও আকাশ ধাতুর
সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণভ্রাম এবং অধিকাংশ জলীয় ও
আকাশ ধাতুর সহিত মিলিত হইলে গৌরভ্রাম হয়। ভেজো-
দাত্ত দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত না হইলে জাতাক হয়, তেজ
শোণিত আশ্রয় করিলে রক্তাক, পিত্ত আশ্রয় করিলে চক্ষু
পীড়বর্ণ, স্নেহ আশ্রয় করিলে শুক্রাক ও বায়ু আশ্রয় করিলে
বিকৃতাক (টেরা) হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান)

১৩ আগন্তব্য। ১৪ পরাভিভব সামর্থ্য, তেজ থাকিলে
পরকে অভিভব করিবার সামর্থ্য থাকে। ১৫ শত্রুর অনভি-
ভাব্যত্ব, যে গুণে শত্রুর অভিভব করিতে পারে না।
১৬ অপ্রতিহতাজব, আজ্ঞা প্রতিহত হয় না। ১৭ চৈতন্যাক
জ্যোতিঃ। ১৮ সবগুণবাস্তব সিদ্ধদেহ। ১৯ অশ্বের ধ্বংস,
অবধিগের বাতাসিক ক্ষুদ্রণই তেজ, এই তেজ দুই প্রকার,

সত্ততোষিত ও ভরোষিত, অবধিগের প্রেরণ বিনা বাতাসিক
অবধিগ যেরূপ, তাহার নাম সত্ততোষিত তেজ।
কশাঘাতাবিধারা ও ভর হেতু বৈক্ষুণ, তাহাকে ভরোষিত
তেজ কহে। (ভোজরাজ) ২০ পঞ্চ মহাত্বের তৃতীয় ত্ব।
ইহার স্পর্শ উষ্ণ, রূপ শুষ্ক ও ভাবর।

যে যে বস্তুর স্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম
তেজ। এই তেজ, শব্দ ও ভ্রাম্যন্ত সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে, এই ত্রয় তেজের তিনটি গুণ, শব্দ, স্পর্শ
ও রূপ। (সাধ্যাদং)

ভায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে—ইহা দুই প্রকার, নিত্য
ও অনিত্য, পরমাণু রূপ নিত্য ও কার্যরূপ অনিত্য, এই
অনিত্য অর্থাৎ কার্যরূপ তেজ শরীর ইঞ্জির ও বিবর ভেদে
তিন প্রকার। শরীরতেজ আঘাত্যলোকে প্রসিক, ইঞ্জির-
তেজ রূপপ্রাধিক চক্ষু, বিবর তেজ ভোম, দিবা, ঔদর্ঘ্য ও
আকরজ এই চারি প্রকার। ভোম অগ্নি প্রভৃতি, দিবা
বিহ্বাদাদি, চক্ষু ভ্রব্যের পরিপাকের হেতু ঔদর্ঘ্য, উদরে যে
তেজ নিহিত আছে, সেই তেজদ্বারা ভুক্ত ভ্রব্য সকল পরিপাক
হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। আকরজ ভ্রবাদি। ইহার
ধর্ম রূপ ভ্রব প্রত্যাকযোগিত। ইহার গুণ স্পর্শ, সংখ্যা,
পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ বিভাগ, পরস্পর, রূপ, ভ্রব্য,
বেগ, তেজের ভ্রব, নৈমিত্তিক, কিন্তু ইহা সাংসদিক ভ্রব
পদার্থ নহে, নিমিত্ত ত্রয় ভ্রব হইয়া থাকে।

“অষ্টৌপর্শাধিরূপং ভ্রব্যো বেগশ্চ ভেজসি। ৩০

স্পর্শ উচ্চতেজসস্ত ত্র্যজপং শুক্রভাবরং।

নৈমিত্তিকং ভ্রবস্ত নিত্যভাদি চ পূর্ববৎ।

ইঞ্জিরং নরং বহিঃপার্শ্ববিধির্যোমতঃ। (ভাষ্যং ৪০-৪১)

রূপ, দর্শনেঞ্জির, পাক, সত্তাপ, তীক্ষ্ণতা, বর্ণ (গৌরাদি)
ভ্রামিভূতা, অম্বর্ষ, শোণ্য, সান্দ এই সকল তেজের গুণ
অর্থাৎ তেজ হইতে এই সকল উৎপত্তি হয়। শরীরের মধ্যে
তেজঃ পদার্থ থাকে বলিয়াই রূপবান, দর্শনেঞ্জিরসম্পন্ন
প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় এবং ভুক্তভ্রব্য সকল পরিপাক হয়।
২১ তেজস্বী, উপচার হেতু তেজস্ শব্দে তেজস্বীকে বুঝায়।

“ত্রীণি ভেজাসি নোচ্ছিষ্টে আলভেত কদাচন।

অগ্নিঃ গাং ব্রাহ্মণচৈব” (ভারত অমৃশা)

৩ “ভেজোবিসর্গজঃ সত্যং বাহিনাং ক্ষুদ্রণঃ রজঃ।

কোষস্ত ইতি জেরাত্তরোহপি সহজা গুণাঃ ৪”

তত্র বিবিধঃ। সত্ততোষিতঃ ভরোষিতক।

বায়াস্থ বোহিত্যমাক নিসর্গং প্রেরণং বিনা।

অবধিগের বাতাসিক ভেজঃ সত্ততোষিতঃ।

কশাঘাতাবিধার্যং সাক্ষমাং ক্ষুদ্রত ভবঃ। (ভোজরাজ)

তেজসিংহ, আগুটিবংশের একজন সাদক, ইহার পিতার নাম বিজয়সিংহ ও পিতামহের নাম বিজয়। ইতি বৈবজ্ঞানিক্তি নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

তেজসিংহ, প্রসিদ্ধ শিখসেনাপতি। পৌত্র স্বাক্ষরবংশে জন্ম। ইহার প্রকৃত নাম তেজরায়। ইহার পিতার নাম নিধিরায়। ইনি মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়পাত্র খুশালসিংহের ভ্রাতৃপুত্র। খুশালসিংহ রণজিৎহের দেউড়িবালা পদ প্রাপ্ত হন। খুশালসিংহের অসুস্থতি তির রণজিৎহের সহিত কাহারও দেখা করিবার সুস্থমতি ছিল না। কাজেই যখন কোন বড়লোকের রণজিৎহের সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হইত, তখনই তিনি অর্থদ্বারা খুশালসিংহকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে খুশালসিংহ একজন বড় ধনী ও শিখরাজ্যের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। খীরঠে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। তথা হইতে তিনি তেজরায়কে শিখ দরবারে আনাইলেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তেজরায় শিখধর্ম গ্রহণ ও তেজসিংহ নাম ধারণ করিলেন। পিতৃব্যের জ্ঞান তিনিও ক্রমে ক্রমে শিখ-দরবারে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে সেপ্টেম্বর জবাহিরসিংহের হত্যার পর মহারাজি সিন্ধুন লালসিংহকে প্রধান উজীর ও তেজসিংহকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু লালসিংহ ও তেজসিংহের উপর খালসাসৈন্য বিরক্ত ছিল। নানা কারণে সেই বিরক্তিতাব ক্রমশঃ বদ্ধবুল হইতে লাগিল। এই সময় খালসাসেনানীবর্গের ক্ষমতাও বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সকল রাজপুরুষই তাহাদিগকে ভয় করিত। এই কারণে তেজসিংহ খালসাসৈন্যের পরাক্রম খর্ব করিবার জন্য বিধিযুক্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লালসিংহও তাহাতে যোগ দিলেন। তাঁহারা হির করিলেন যে বৃট্টসৈন্য তির খালসাসৈন্যকে বিদলিত করিতে পারে কাহার সাধ্য? তাঁহারা দরবারে প্রচার করিলেন যে, বৃট্টসৈন্য শতক্রপ পার হইয়া শিখরাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এরূপ হলে তাঁহাদেরও বৃট্টসৈন্য রাজ্য আক্রমণ করা উচিত হইয়াছে। একদিন দরবারে প্রধান প্রধান শিখ বোদ্ধাগণের সমক্ষে দেওয়ান লীমনাথ কএকখানি সিখ্যা পত্র পাঠ করিয়া জানাইলেন, “মাতৃভূমির রক্ষার জন্য এখন সকলেরই অস্ত্র ধারণ করা উচিত। মহারাজি ইচ্ছা রাজা লালসিংহ উজীর ও তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হউন।”

যবেশাহরাজি খালসাসৈন্য মাতৃভূমির আসন্ন বিপদ তিরায়নকালে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এ করয়ে রাজা লাল-

সিংহকে উজীর ও তেজসিংহকে প্রধান সেনাপতি গ্রহণ করিতে কেহ আপত্তি করিল না। নীত্যাগ্রে তেজসিংহ এখন খালসাসৈন্যের কর্তৃত্ব পাইয়া তাহাদের কলন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অকারণে প্রথম শিখযুদ্ধ ঘটিল। যেখানে যেখানে খালসাসৈন্যের সহিত বৃট্টসৈন্যের সংঘর্ষ হইয়াছিল, সেইখানেই দৃষ্টিতে তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু রণোন্নত শিখসৈন্য কিছুতেই ক্রক্ষেপ করে নাই। আপনাদের সর্দারের কূটনীতিতে বিভ্রান্ত হইয়াও তাহারা বেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা সাক্ষ্যের প্রমাণস্বরূপ। যেখানে ইংরাজের কিছুমান জরীপা ছিল না, তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার সেইখানেই ইংরাজ প্রভুতি রক্তপাত করিয়া অরাজন করিয়াছেন। যে কিরোজ মহতীর যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, যে বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ সেনানায়কগণ যবেশে মহাসম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধ কেবল এই দুঃস্থ তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার শেব হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তেজসিংহ বিশৃঙ্খলিত পদাতি ও পক্ষ সহস্র অখারোহী সহ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি সমুদ্রে লালসিংহের সৈন্তগণের পরাজয় ও পরায়ন দর্শন করিলেন। তিনি পরিত্রাণ ও নিরুপার বৃট্টসৈন্যগণের অবস্থাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাঁহার সৈন্তগণ যুদ্ধ করিবার জন্য সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু কাপুরুষ তেজসিংহ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক আপনায় সৈন্তগণকে ভুলাইয়া শতক্রপারে ফিরাইয়া আনিলেন। তাহাতে তাঁহার সৈন্তগণের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। শেষে তাহারা তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিয়া কভই অসুস্থতা করিয়াছিল। ১ম শিখ যুদ্ধবাসনে তেজসিংহ বৃট্টসৈন্যের বিরুদ্ধে গিয়া গবর্গর জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় লাট তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ করেন। অবশেষে শিখ সৈন্তদিগের ভয়ে তেজসিংহ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কখন কে আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিবে, এই আশঙ্কায় তাঁহার রাত্রে নিদ্রা হইত না। তিনি এক দৈবজ্ঞের পরামর্শ লইয়া নিরাপদে থাকিবার জন্য এক অদ্ভুত হর্ন নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাহা হটক শেব দশার অতি মনোকেটে তাঁহার জীবন বাহির হয়।

যদি সর্দার তেজসিংহ প্রতিপদে বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে শিখ যুদ্ধের ইতিহাসপত্রের রূপ পাঠ করিতাম। [শিখ যুদ্ধ দেখ।]

তেজসিংহ (জি) তেল: কয়েকটি কুট। তেজোবুদ্ধিকারক, তেজস্বী লিঙ্গ।

তেজস্ব (জি) তেজসি সাধু-বৎ। তেজঃসাধন। “বাবানিজা
বকণা সহস্রা রক্তা তেজস্বা তনুঃ।” (ভৈঃ সঃ ২৩৩১৩১)
(পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩১৬৪৭)

তেজস্ব২ (জি) তেজস্ব অত্যুর্ধ্ব মজুপ্ মন্ত ব। তেজোযুক্ত,
বীৰ্যবান, তেজীয়ান।

তেজস্বতী (জী) গুণবর্ষার কস্তা। কথাসরিৎসাগরে ইহার
বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। উজ্জয়িনীনগরে আদিত্য-
সেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্তে গঙ্গা-
তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবর্ষা
নামে কোন ধনী ব্যক্তির তেজস্বতী নামে এক কস্তা ছিল।
গুণবর্ষা আদিত্যসেনকে ইহার অমুরূপ বর বিবেচনা করিয়া
তাঁহাকেই কস্তা দান করেন। তিনি ইহাকে লাভ করিয়া
ইহার রূপ শুণে মুগ্ধ হইয়া এককালে রাজকাৰ্য্য পরিত্যাগ
করেন। কিছু দিন পরে ইহার গর্ভে এক কস্তা জন্মিল।
রাজা ইহার রূপে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইহাকে ফেলিয়া
একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। একদিন রাজা
তাঁহাকে হস্তীপুটে আরোহণ করাইয়া নিজে অঝোরোহণে
প্রভূত সৈন্তের সহিত শত্রুরাধ্য আক্রমণে গমন করিতে
ছিলেন। পথিমধ্যে মহিষীর প্রীতির জন্ত অতিবেগে অশ্চালনা
করিলেন। অশ্ব মুহূর্ত্ত মধ্যে নেত্রমার্গ অতিক্রম করিয়া গেল।
অনেক অমূল্যদ্রব্যেও রাজাকে পাওয়া গেল না। তখন
অমাত্যাগণ মহিষীকে লইয়া রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।
এদিকে রাজা দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বিক্ষাটবী মধ্যে উপস্থিত
হন। পরে আপনি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে স্বেচ্ছা-
গমনে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অশ্ব নিজ জাতীর বুদ্ধিবলে
রাজাকে উজ্জয়িনীতে লইয়া চলিল। এই সময় রাজি হই-
য়াছে, নগরের বারকুড়। রাজাও অঝোরোহণে ঘুরিতে ঘুরিতে
ক্লান্ত হইয়াছেন। অশ্বানের নিকটে ছান্দল ব্রাহ্মণগণের
এক পত্নী ছিল, রাজা অগত্যা সেই পত্নীতে প্রবেশ করেন।
সেইখানে একটা মঠ ছিল, রাজা ঐ মঠের মধ্যে প্রবিষ্ট
হইবার সময় তথাকার লোকদিগের সহিত কলহ হয় এবং
এমন সময় বিদূষক নামে একজন ব্রাহ্মণ এইখানে উৎসবিত
হইলেন এবং ভবাবেশ দেখিয়া ইহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।
এই বিদূষক উপো-প্রভাবে অগ্নির নিকট হইতে এক খণ্ড
লাভ করিয়াছিলেন।

বিদূষক রাজাকে পরিচারক দ্বারা তুষ্টা করাইয়া শয়নের
স্থান দেন এবং তাহার শরীররক্ষার জন্ত নিজে আগিয়া
থাকেন। প্রভাতে রাজা জাগিয়া দেখেন, বিদূষক তাহার
অশ্ব মুজ্জিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তখন রাজা অশ্বা-

রোহণে নগরে প্রবেশ করেন। রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া
রাজা প্রভূতি অতি আনন্দিত হন। রাজা কৃতজ্ঞতার উপহার
স্বরূপ বিদূষককে সহস্রগ্রামের আধিপত্য ও রাজ-পৌরোহিত্য
অর্পণ করেন। বিদূষক আপনায় ধন মঠস্থ ব্রাহ্মণদিগকে
দান করেন। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণেরা বিদূষককে অগ্রাহ
করিয়া পরস্পর কলহ আরম্ভ করেন। এই সময় চক্রধর নামে
একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাদের একজন
নায়ক আবশ্যক, ইহার মধ্যে যিনি অধিক সাহসী, তিনিই
এই পত্নীর নায়ক হইবেন। তখন সকলেই নায়ক হইতে
ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চক্রধর তাহাদিগকে
কহিলেন, দেখ অশ্বানে তিনজন তরুর শূলে মৃত আছে,
যে ব্যক্তি তাহাদের নাসিকা ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে,
তিনিই নায়ক হইবার যোগ্য। এই কার্য্যে সকলেই অনিচ্ছা
প্রকাশ করিলে কেবল বিদূষকই স্বীকার করিলেন। পরে
বিদূষক অগ্নিদত্ত, খড়্গ কইয়া নিশীথ রাজে অশ্বানোক্ষে
প্রস্থান করিলেন। বিদূষক নানাপ্রকার বিভাবিকা দর্শন
করিয়া ও অশ্বানে শূলজরের নিকটে উপস্থিত হইলে শবজর
বেতলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল।
তখন বিদূষক তাহাদের, বেতলাবেশ দূর করিবার জন্ত
খড়্গাঘাত করিলেন এবং নাসিকাজর ছেদন করিয়া বস্ত্রপ্রাণ্ডে
বন্ধন করিলেন। পরে প্রত্যাগমনকালে দেখিলেন, একজন
শবের উপর বসিয়া জগ করিতেছে। বিদূষক প্রচ্ছন্নভাবে
তাহার কাণ দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে
আসনস্থ শব বেতলাবিষ্ট হইয়া কুংকারদান করিতে লাগিল,
‘তাহাতে, তাহার মুখ হইতে অগ্নি এবং নাভি হইতে সর্প
নির্গত হইতে লাগিল। যোগী সেই সর্বপঞ্চলি লইয়া উত্তিয়া
শবকে চপেটাঘাত করিবামাত্র বেতলাবিষ্ট শব উত্তিয়া
দাড়াইল। যোগী তাহার স্বন্ধে আরোহণ করিলে শব চলিতে
লাগিল। বিদূষক অলক্ষিত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে
লাগিলেন। ক্রমে উভয়ে এক কাত্যায়নী মন্দিরে উপস্থিত হইল,
যোগী শব ত্যাগ করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল।
বিদূষক মন্দির ভিত্তিতে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া থাকিল। “কিৎ
ক্ষণ পরে দৈববাণী হইল, “যদি তোমার বাঞ্ছিত ফল লাভের
বাসনা থাকে, ‘আদিত্যসেনের একমাত্র তনয়কে আমার
উপহার দাও।’ তাহা শুনিয়া যোগী বেতালযোগে নভঃপথে
প্রস্থান করিল। বিদূষক ভাবিলেন, আমি অবশ্যই প্রতি-
পালকের কস্তা রক্ষা করিব। এই ভাবিয়া অসিহস্তে তথায়
প্রস্থত থাকিলেন। যোগী রাজকস্তাকে লইয়া উপস্থিত হইলে
বিদূষক তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দৈববাণী

হইল, বিদ্বক এই যোগী মহাবেড়াল ও সর্বপক্ষি ছিল, কেবল পৃথিবী ও রাজকন্তা সম্ভোগের বাসনা করার আশ বঞ্চিত হইল। তুমি ইহার সর্বপক্ষি গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে অস্ত্র রাজিতে আকাশমার্গে অতীষ্টদেশে গমন করিতে পারিবে।' বিদ্বক তচ্ছু বণে সর্বপক্ষি গ্রহণ করিয়া রাজকন্তাকে ফোড়ে লইলেন। পরে অশরীরী বাণী হইল, 'মাসান্তে এখানে আসিও।'

বিদ্বক প্রণাম করিয়া আকাশপথে রাজপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজকন্তার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিজ শয্যায় রক্ষা করিলে রাজকন্তা বলিলেন, 'আমি আপনি এখানে হইতে গমন করিবেন না, তাহা হইলে তবে আমার প্রাণ বিরোগ হইবে।' বিদ্বক সেইখানেই থাকিলেন। প্রভাতে রাজা সকল অবগত হইয়া বিদ্বককে পুরস্কার স্বরূপ কন্তা দান করিলেন। মাসান্তে রাজতনয়া তাহাকে দৈববাণীর কথা জ্ঞানাইলে তিনি পুনরায় প্রস্থানে গমন করিলেন এবং কাত্যারনী মন্দিরসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, 'আমি বিদ্বক আসিরাছি।' গৃহাত্যক্ত হইতে আদেশ হইল, 'অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।' বিদ্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী স্তম্ভের বাসস্তবন ও অসামান্য রূপবতী একটা কন্তা। বিদ্বক পরিচরে জানিলেন, ঐ কন্তা বিভাধরকন্তা, উহার নাম ভদ্রা। পরে তাহার অহরোখে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় থাকিলেন। এদিকে পর দিন রাজতনয়া পত্রিকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। কয়েকদিন অতীত হইল, তথাচ তাহার সন্ধান নাই। সন্ধানই চিন্তিত হইলেন। অনন্তর ভদ্রা স্বীয় সহচরী যোগেশ্বরীর নিকট গুনিলেন, বিভাধরগণ এজন্ত তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইরাছেন।

বিদ্বককে বলিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন' আমি পূর্বাগরের পার হই ককটিক নদীর পার্শ্বস্থিত শীতোদানদীর অপর পারে উদয়গিরির সিদ্ধান্তমে গমন করিব।' এই বলিয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্গুরী অভিজ্ঞান স্বরূপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। বিদ্বকও উন্নতবেশে 'হা তস্তে! করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।' পরে রাজা আনিত্যসেন ইহাকে এই অবস্থায় পাইয়া অনেক চিকিৎসা করাইলেন। পরে হুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া এবং চিকিৎসকের আদেশে তাহাকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে অধিকার দিলেন। বিদ্বক ভদ্রার অহুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন। দিব্যরাত্র পূর্বদিকে গমন করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে গোপু বর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক রাজকন্তাকে পরিত্যক্ত করিয়া দেবসেন রাজার হুঃখলক্ষিকা নামে কন্তাকে বিবাহ করেন, তৎপরে

তথা হইতে তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে কন্দলাস নামক বণিকের সহিত সমুদ্রপথে বাত্মা করেন। কিছুদিন পরে কন্দলাসের অর্ণবদান সমুদ্র মধ্যে হ্রিৎ হইল। কন্দলাস কাতর হইয়া কহিল, 'যে আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, আমি তাহার' অর্কে ধন ও আমার কন্তা দিব।' বিদ্বক কন্দলাসকে কহিলেন, 'আমার কটিতে রত্ন বাঁধিয়া সমুদ্রে নাবাইয়া দিও, আমি আপনাদি অর্ণব-বানের বাধা দূর করিব।' বিদ্বক তাহাই করিলেন। কিন্তু কন্দলাস অর্থ দিবার তরে জীহ্বা, বহনরত্ন, কাটায়া দিয়া তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বিদ্বক অতি কষ্টে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলে দৈববাণী হইল, 'বিদ্বক, তুমি ধন্ত, যে স্থানে তুমি উপনীত হইয়াছ, ইহার নাম নন্দরাজ্য। এই স্থান হইতে পূর্বদিকে আর সাত দিন গেলেই ককটিকনগরে পৌছিবে।' সপ্তম দিনে তিনি ককটিকনগরে পৌছিলেন, তথায় পূর্বপরাভিত বন্দ্যে নামা রাজ্যের বামহস্ত ছেদন করিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত করিয়া তথাকার রাজকন্তাকে বিবাহ করেন। পরে বন্দ্যেস্ত্রের সহিত তাহার বন্ধু হইলে তাহার সাহায্যে শীতোদানদী পার হইয়া উদয়গিরির তলে উপস্থিত হইলেন, তথায় ভদ্রার সহিত তাহার মিলন হইল। পরে বন্দ্যেস্ত্রের সাহায্যে কন্দলাসের কন্তা এবং অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া পত্নীগণের সহিত উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া সুখে স্বস্তির রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসা) ২ গজপিল্লী। ৩ চবিকা। ৪ মহা জ্যোতিষ্মতী।

তেজস্বিতা (জী) তেজস্বিন: তাব: তদ্। তেজস্বি, প্রভাবশালিতা।

তেজস্বিন্ (জী) তেজস্বিন: তাব: স্ব। তেজোবিশিষ্ট, বলবত্ব।

তেজস্বিন্ (ত্রি) তেজোহস্ত্যন্ত তেজস্বিনি। তেজোযুক্ত।

"তেজস্বিন্যে তেজস্বী দবীমানপি গণ্যতে।" (মাণ্ডু)

(পুং) ইন্দের পুত্রবিশেষ। (ভারত ১।১২৮।২২)

তেজস্বিনী (জী) তেজস্বিন্ ত্রিঃ ভীপ্। ১ জ্যোতিষ্মতীলতা, শল্যাকটকী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী, বড় মালকঙ্গনী। পর্যায়—তেজস্বিনী, তেজস্বতী, তেজোদা, তেজনী। ইহার গুণ—কফ, খাস, কাশ, মুখরোগ ও বাতনাশক, কঁটু, তিক্ত ও অমি-দীপক। (ভাবপ্রা°)

তেজঃসেন (পুং) কাম্বীরের একজন রাজা। (রাজতরং ৮।৪০০)

তেজারৎ (আরবী) হৃদ লইয়া কক্ষ দেওয়ার ব্যবসা।

তেজারতী (আরবী) হৃদ্বীভিকা, হৃদ লইয়া কক্ষ দিবার ব্যবসা, হৃদ লইয়া টাকা ধার দিবার ব্যবসা।

তেজাল (দেশজ) তেজোবৃত্ত।

তেজিত (ত্রি) তিজ-ণিজ-ক। শাণিত, তীক্ষ্ণত, পর্যায়—
নিশিত, কৃত, শাণিত, শাস্ত, শাণাদিমাক্ষিত, কৃত, নিশাত,
শিত, শাত। (অটোথর)

তেজিনী (স্ত্রী) তেজোবল্লভা। (Sansevieria Zeylanica)

তেজিষ্ঠ (ত্রি) তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ইষ্টন্ বিনেলু'কি ডিভাবঃ।

অতিতেজস্বী, অত্যন্ত প্রভাবশালী।

“তেজিষ্ঠা তিথিবন্ত বর্তনী” (ঋক্ ১।৫৩।৮) ‘তেজিষ্ঠা

অতিশয়েন তেজস্বিতা’, (সায়ণ) জিহাং টাপ্।

তেজীয়স্ (ত্রি) তেজো বিভক্তে হস্ত তেজস্-ঈয়স্। তেজো-

যুক্ত, তেজস্বী। তেজস্বিন্ অতিশয়ার্থে ঈয়স্ বিনেলু'কি

ডিভাবঃ। অতি তেজস্বী, অত্যন্ত তেজোযুক্ত।

“তেজীয়সাং নদোবার বহুঃ সর্বভূজো যথা।”

(তাগ ১০।৩৩।২৯) জিহাং টীপ্।

তেজ্যেযু (পুং) যৌজাশু নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত আদি ৯৪অং)

তেজোনাথতীর্থ (স্ত্রী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

তেজোমণ্ডল (স্ত্রী) চক্রে বা সূর্য্যামণ্ডল।

তেজোমহু (পুং) তেজো মহাতি মহু অণ্। গণিকারিকা বৃক,
গনিয়ারী গাছ।

তেজোময় (ত্রি) তেজস্ প্রচুরার্থে বিকারে বা ময়ট্।

১ তেজঃপ্রচুর। ২ তেজোবিকার। ৩ জ্যোতির্ময়।

“তন্ত তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।”

(মহু ৬।৩৯) জিহাং টীপ্। “তেজোময়ী বাক্” (ঋতি)

তেজোমাত্রা (স্ত্রী) তেজসাং সত্ত্বগুণানাং মাত্রা অংশঃ।

তৈজস অংশ। অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে ভূত সকলের

উৎপত্তি সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ।

তেজোমূর্তি (পুং) তেজঃ তেজস্বতী মূর্তি ষষ্ঠ। ১ সূর্য্য।

(ত্রি) ২ তেজোবাক। ৩ তেজঃপ্রচুর।

“ন গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্তিপথজু'না।” (মহু ২।৯৩)

তেজোরশি (পুং) তেজসাং রশিঃ। তেজঃপুত্রঃ, তেজঃ-

সমূহ।

তেজোরূপ (স্ত্রী) তেজঃ সূর্য্যপ্রকাশকং চৈতন্ত্য রূপং যন্তী।

১ ব্রহ্ম, ইনি জ্যোতিরূপ প্রকাশাত্মক, ব্রহ্মের স্বরূপ জ্যোতি-

রূপে প্রকাশিত হয়।

“অশরীরং বিগ্রহবদিত্তিরিবদতীজিয়ং।

যদসাক্ষি সর্বসাক্ষি তেজোরূপং নমাম্যহং॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুং)

তেজসাং রূপঃ। ২ তেজের রূপ।

তেজোকং (ত্রি) তেজস্ অত্যর্থে মতুপ্ যন্ত-ব। তেজোযুক্ত।

তেজোবতী (স্ত্রী) তেজবৎ-টীপ্। ১ গজপিনালী। ২ চবিকা।

৩ মহাজ্যোতিষতী, বড়মালকজু'নী, হিন্দীতে তেজবতী, ভেজ
বতল, নেপালী ভাবার ভেজবল। [তেজবতী দেখ।] ২
অগ্নির বিষান।

“মহাবিমানং প্রথিতং ভাবরং জাতবেদসঃ।

সা হি তেজোবতী নাম হতাশস্ত মহাসমা॥” (ব্রহ্মাণ্ডপুং ৩৮ অং)

রাজা বিহিতসেনের পরী। ইনি অতিশয় পতিপরায়ণা ও

পতির প্রিয়া ছিলেন। (কথাসরিৎসাং)

তেজোবিদ (ত্রি) [বৈ] বাহার তেজ বা দীপ্তি আছে।

তেজোবিন্দুপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ ভেদ। নারায়ণ ইহার

দীপিকা রচনা করিয়াছেন।

তেজোবীজ (স্ত্রী) মজ্জা। (নিষট্টু প্রং)

তেজোবৃক (পুং) কুগ্রামিমহ বৃক, ছোট গনিয়ারি গাছ।

তেজোবৃত্ত (স্ত্রী) তেজসো বৃত্তঃ ৬তৎ। বীর্ঘাচরূপ।

“চক্রেস্তায়ে: পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃশ্চরেৎ।” (মহু ৯।৩০।৩)

‘তেজোবৃত্তং বীর্ঘাতামরূপং’ (ক্লক)

তেজোহা (স্ত্রী) তেজঃ স্বরূপে স্পর্ধিতে হে-ক। ১ তেজো-

বতী, তেজবল। ২ চবিকা।

তেড়া (দেশজ) তির্যক্, বক্র।

তেড়ামগজ (পারসী) বাঁকা ভাবে কাজ করা।

তেড়ালি (দেশজ) এক প্রকার তৈলাধার।

তেড়িয়াৎ (দেশজ) তালবৃক্ষের ছায়া এক প্রকার বৃক্ষ-

বিশেষ (Corypha Taliera) ইহার পাত্রে উত্তম পুষ্টি

লেখা হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয়।

তোতা (দেশজ) ভিজা।

তেতান (দেশজ) ভিজান।

তেতেরিজা, কোন বক্র ভূমি বিভিন্ন অংশে বিভাগপূর্ব্বক

অরীপ করিয়া তাহার ক্ষেত্রফল স্থির করাকে দোতেরিজা বা

তেতেরিজা কহে।

তেতাল (দেশজ) জিতল হর্য্য।

তেতাল্লিশ (দেশজ) ত্রিচত্বারিংশৎ।

তেত্রিশ (দেশজ) ত্রয়ত্রিংশৎ।

তেথর (দেশজ) ১ তিন স্থল। ২ তিন থাক।

তেথরী (দেশজ) মিশ্ররযুক্ত।

তেদনী (স্ত্রী) দেবতা ভেদ। “তেদনী মধুরকটেনাপঃ”

(শুক্রবজ্ ২৫৮) ‘তেদনীং দেবতাং’ (বেদদীপ)

তেন (পুং) তে গোবী ন শিবো বত। গানাক ভেদ।

“ভেনেতি শব্দভেনে স্তাং মঙ্গলানাং প্রদর্শকঃ।”

তে এবং ন, এই দুইটি শব্দ মঙ্গলপ্রদর্শক। তে পণে

গোবী এবং ন শব্দ হ্রস্ব স্বর, এইজন্যই তেন এই শব্দ

মাদলিক। গানের পূর্বে হরগৌরীর প্রসাদ লাভের জন্য এই শব্দ উচ্চারিত হয়।

(ত্রি) তদ্-পুং ওয়া এক বচন। তাহার দ্বারা।

তেনসেরিম্ (প্রকৃত নাম ত-নেং-খ-রি) ব্রহ্মদেশের একটা বিস্তীর্ণ বিভাগ, অক্ষা° ২° ৫৮' হইতে ১২° ২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৫০' হইতে ৯৮° ৩৫' পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৬৭৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ, তন্মধ্যে সাতলক্ষ বোদ্ধ। আমহাট, তাবর, মাণ্ডুই, শরগিন্, ভোন্সু, মোন্সেন্ ও সালউইন্ শৈলভূভাগ এই ৭টা জেলা তেনসেরিমের অন্তর্গত।

২ উক্ত তেনসেরিম্ বিভাগের মাণ্ডুই জেলার মধ্যবর্তী নগর ও সহর; অক্ষা° ১২° ৫' ৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৯৯° ২' ৫৫" পূঃ। ছোট ও বড় তেনসেরিম্ নদীর সঙ্গমে মাণ্ডুই নগরের ২০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। দুইশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের ঢালুর পাশে লাল বালুপাথরের উপরে এই নগর নির্মিত। ইহার চারিদিকে পাহাড় ও বন জঙ্গলে আবৃত। এক সময় এই স্থান বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ব্রহ্ম ও শ্রাম-রাজের পুত্র: পুত্র: আক্রমণে এই নগর এককালে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে এক সময় লক্ষ লোকের বাস ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তথায় ৫৭৭ জন মাত্র দেখা যায়।

১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রামবাসীগণ বহু বয়ে এই নগর নির্মাণ করেন, এখনও সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ অতীতকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্তম্ভে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা বলিয়া থাকেন, নগরের ভাবী উন্নতির জন্য দেবতার প্রীতার্থে একজন রমণীর জীবন্ত সমাধি হইয়াছিল। এখনও নগরের চারিদিকে প্রায় ৪ বর্গ মাইল মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ আলংগয়া এই নগর অধিকার করেন এবং শাসনকর্তার তীক্ষ্ণধার রূপাধাঘাতে অধিবাসীগণের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সেই সময় হইতে শ্রামদেশীয়েরা এই স্থান অধিকার করিবার জন্য কতবার চেষ্টা করিয়াছিল, এখন সে পূর্বশ্রী গিয়াছে, একটা সামান্য গল্পীতে পরিণত হইয়াছে।

৩ মাণ্ডুই জেলার দুইটা নদী মিলিত হইয়া তেনসেরিম্ নাম গ্রহণ করিয়াছে; প্রায় আড়াইশত মাইল দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি মাহানা, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র দ্বীপ আগিয়া আছে।

নাড় (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য।

সন্দুখেরা, মধ্যপ্রদেশের নরসিংপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২৩° ১০' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৫৮' পূঃ। গান্ধার-

বাড়া রেল-স্টেশন হইতে ১১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরের ১ ক্রোশ দূরে উৎকৃষ্ট লোহের আকর বাহির হইয়াছে।

তেপাড়িয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Physalis grossularia)

তেপাগড় [তিপাগড় দেখ।]

তেপাস্তুর (দেশজ, ত্রিপ্রান্তর শব্দজ) বহুদূর বিস্তৃত মাঠ, জনশূন্য বৃহৎ ময়দান।

তেপায়া (দেশজ, ত্রিপ্রদ শব্দজ) ত্রিপ্রদ, ত্রিপ্রদবিশিষ্ট পাত্র।

তিপারা, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্শ্বপ্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। আরাকানে ইহারা মৃদঙ্গ নামেই খ্যাত। এই জাতির প্রকৃত জাতিগত নাম তিপারা নহে। ত্রিপুরার পার্শ্বপ্রদেশে ইহাদের সমধিক বাস বলিয়া তিপারা নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলেও ইহারা বাংলা-লার 'তিপারা' নামে পরিচয় দেয়। যুরোপীয় মানবতত্ত্ব-বিদগণ এই জাতিকে লোহিতাশ্রয়ী ভূক্ত করিতে প্রস্তুত। ইহার আকার প্রকার অনেকটা বাংলাদেশের মত হইলেও বাংলাদেশ অপেক্ষা শরীর গঠন অনেকটা বলিষ্ঠ ও মজবুত বলিয়া বোধ হয়।

ইহাদের চাষবাস মধ্যপ্রদেশের মত। লুশাই, মধ ও হিন্দুদিগকে ইহারা আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না।

ইহাদের মধ্যে বালাবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের মধ্যে অসতী নাই বলিলেই হয়। বিবাহকালে বিশেষ কোন অমৃতাধি পালন করিতে হয় না। পানভোজন ও নাচ গান বিবাহের প্রধান অঙ্গ। এই সময় বন ও নদীদেবতার উদ্দেশ্যে একটা শূকরহানা বলি দেওয়া হয়। কস্তার মাতা একপাত্র জ্বারা লইয়া কস্তার হাতে অর্পণ করে। কস্তা বরের কোয়ে বসিয়া বরের হাতে সেই পাত্র দেয়। বর নিজে অর্ধেক খায়, বাকি অর্ধেক অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খাইতে দেয়। কস্তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হইলে, বরকে তিন বর্ষকাল স্বস্তরালয়ে থাকিয়া কাজ কর্ম করিতে হয়।

ইহারা কালী ও সত্যনারায়ণের পূজা করে। পূজার ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় না। ওচাই নামে লুশাভীর একঘর বংশাঙ্ক-ক্রমে পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ মাঠের মধ্যে লইয়া আসে, একটা মুরগী মারিয়া খানিকটা চাউলের সহিত তাহা মৃতব্যক্তির পায়ের কাছে রক্ষা করে। তৎপরে নদী বা সরোবরের ধারে দাহ করে। যেখানে দাহ করা হয়, মৃতের আত্মীয়গণ উপরি উপরি ৭ দিন আসিয়া মৃতের উদ্দেশ্যে তথায় একটা ঘোরগ মারিয়া চাউল সহ রাখিয়া যায়। তৎপরে মৃতের তম্ম আনিয়া

পাহাড়ের উপর রক্ষা করে এবং তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করিয়া মৃতের অস্ত্র শস্ত অতি যত্নে রাখিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণী রাজবংশী নামে অভিহিত। তাহারা অপমানদগকে ত্রিপুরার রাজবংশীর বলিয়া পরিচয় দেয়।

তেপালিতা (দেশজ) তৃক্ষবিশেষ। (Erythrina indica)

তেপ্পদ, উপরাগদর্পণ নামক সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যাকার।

তেম (পুং) তিম-বঞ। আত্মীভাব, আত্মতা।

তেমত (দেশজ) তঁজপ, সেই প্রকার।

তেমন (স্ত্রী) তিম-লুট্। ১ আত্মীকরণ। কর্ম্মণি লুট্। ২ ব্যঞ্জন। (দেশজ) সেই প্রকার, তঁজপ, তথ্যবিধ।

তেমনী (স্ত্রী) তেমন-তীপ্। চুল্লী তেব, উনান।

তেমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

তেমাত্রাপথ (দেশজ) তিন পথ দ্বারা সম্মিলিত, যেখানে তিনটি পথ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

তেমাথা (দেশজ) ১ তিন মস্তকবিশিষ্ট। ২ তিন পথ দ্বারা সম্মিলিত, তেমাথা পথ।

তেমোহানা (দেশজ) তিন নদীর সঙ্গমস্থান।

তেয়াস্তর (দেশজ) ত্রিসপ্ততি, ৭৩।

তেঁর (দেশজ) ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩।

তেয়ই (দেশজ) মাসের ত্রয়োদশ দিন।

তেরি, ১ পঞ্জাবের কোহাত জেলার একটি তহসীল উপবিভাগ। এখানে যুদ্ধপ্রিয় খটক জাতির বাস। তাহাদের সর্দার খাজা মহম্মদ খাঁ আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্নেন্টকে সাহায্য করার সমস্ত তেরি উপবিভাগ জারগীর পান।

২ উক্ত তহসীলের সদর। অক্ষা° ৩৩° ১৯' উঃ, দ্রাঘি°

৭১° ৭' পূঃ। এখানে প্রায় সাড়ে চারি হাজার লোকের বাস। জারগীরদারের প্রাসাদ এই নগরে অবস্থিত, এতদ্ভিন্ন অনেক মসজিদ ও সুল্লার অট্টালিকা আছে। নগরের মধ্যস্থলে বাজার, পাহনিবাস, খানা, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় রহিয়াছে।

তেরিতোই, কোহাত জেলায় প্রবাহিত একটি নদী। নীর-জই হইতে উইটী ক্ষুদ্র স্রোত বাহির হইয়া তিরিঙ্গরের ও ক্রোশে দূরে একত্র মিলিত হইয়াছে। তেরিতোই নাম ধারণ পূর্বস্থলে আসিয়া সিঙ্কুনদে পতিত হইয়াছে। এই নদী যে সকল পাহাড়ের উপর দিয়া প্রবাহিত, প্রায় তাহাদের নিকট লবণের খনি আছে।

তেরিজ (আরবী) বৃদ্ধি করা, যোগ করা।

তেম্দিদাল (ভেরাল) সাকলি নামক দক্ষিণ-মহারাত্রী রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ২৯' ৪৫" উঃ, দ্রাঘি°

৭৫° ৫' ৩২" পূঃ ককানদীর তানধারে অবস্থিত। পূর্বে এই সহর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এখনও দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি প্রাচীন জৈনমন্দির, এতদ্ভিন্ন একটি বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

তেক্কারা, পালনপুরের কর্তৃত্বাধীন একটি দেশীয় রাজ্য। উত্তর সীমায় দিওদর, পূর্বে কাঁকরেজ, দক্ষিণে রাধগপুর ও পশ্চিমে ভারতরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এখানকার জমি সমতল, মাটি কাল ও বাদুকা-যুক্ত। বর্ষে একবার মাত্র ফসল হয়। মাটির ২০ হইতে ৫০ হাত নীচে জল পাওয়া যায়।

পূর্বে এখানে বাদেলা রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নবাব কমালউদ্দীন খাঁ দখল করেন। সেই অবধি রাধগপুরের নবাবের শাসনাধীন ছিল। সিদ্ধপ্রদেশ হইতে একদল মুসলমান আসিয়া নবাবের অধীনে বোড়-সওয়ার হইল। তদন্থে বলুচ খাঁ প্রধান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পালনপুরের পলিটিকাল অংশারিন্টেন্ডেন্ট বলুচখাঁকে এই স্থান প্রদান করেন। বলুচখাঁর বংশধর এই রাজ্যভোগ করিতেছেন।

তেলকুপী, মানভূম জেলার মধ্যে দামোদর নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত একখানি গ্রাম। সুল্লার, স্রুত ও স্রুতৎ প্রাচীন দেবমন্দির এই গ্রামে অনেক আছে। ঐ সকল পুরাতন মন্দির কোন্ সময়ে নির্মিত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। ঐ সকলের মধ্যে শিবমন্দিরই অধিক, তাহার পর বিষ্ণু মন্দির, তৎপরে সূর্য্যমন্দির। ঐ সকলে বাঙ্গালী শিরনৈপুণ্যে যথেষ্ট পরিচয় আছে। বহুসংখ্যক প্রাচীন মন্দির থাকিলে তেমন শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায় না। জই স্থানে উইটী অক্ষর পাওয়া গিয়াছে, তাছাড়া খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর বগির বোধ হয়। রাজা মানসিংহ এককটি মন্দির সংস্কার করাই ছিলেন। দামোদরের বস্তায় এখানকার প্রায় সমস্ত প্রাচীন ইষ্টকমন্দিরের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছে, তবে প্রান্তরমন্দিরগুলি অবিকাংশই মাটিতে বলিয়া গিয়াছে অথবা ধূলিতে সমাজ হইয়াছে। এখানে মহাবীরশাহীর উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটি অতি প্রাচীন জৈনমন্দিরও আছে, স্থানীয় লোকেরা তাহার বীৰপের মন্দির বলিয়া থাকে। এখানকার সমস্ত মন্দির বনিকদিগের যত্নে নির্মিত হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য জলমির ছাতাপুত্রে রান করিবার পূর্বে এই স্থানে আসিয়া তৈল মাখিতেন, সেই জন্ত এই স্থান তৈলকুপী ও তেলকুপী নামে বিখ্যাত হয়।

এখানে পূর্বে মহা দুধধামে মেলা হইত। এই মেলায় দিন অবিবাহিত নীওতাল-রমণী বইছার পরপুরুষের সহবাস করিতে পারে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হয় না। এ সম্বন্ধে অনেক গান ও গল্প প্রচলিত আছে।

তেরেণা (দেশজ) সন্দীতের প্রকারভেদ।

তেরো (দেশজ) অরোদশ।

তৈল (দেশজ, তৈল শব্দজ) মেহ, তৈল, তিলাদির রস।

তৈলুগাগড়া (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মংস্ত। (Pimelodes Telagra, Buch.)

তৈলুচাটা (দেশজ) তৈলপায়িকা, তৈলাপোকা।

তৈলুচুকুকিয়া (দেশজ) উচ্ছল, মস্থণ, তৈলাক্ত।

তৈলকাঁরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (A species of Gelonium)

তৈলসার (দেশজ) কেলগাছ। (Ebony)

তৈলুহাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Sterculia urens)

তৈলগু, তৈলদেবর ভাষা। [ত্রিভিঙ্গ দেখ।]

তৈলঙ্গ (পুং) ১ তিলঙ্গ দেশ। ২ তিলঙ্গদেশের লোক।

[ত্রিভিঙ্গ দেখ।]

তৈলা (দেশজ) তৈলাক্ত, মস্থণ, পিচ্ছিল।

তৈলাকুচা (দেশজ) লতাবিশেষ, বিষ্টিকা। (Momordica monadelpha)

তৈলাঙ্গশূরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Limodorum longifolium)

তৈলাঙ্গা (দেশজ) তৈলঙ্গদেশের লোক। [ত্রিভিঙ্গ দেখ।]

তৈলাঙ্গাচীনা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ। (Lagerstærmia Indica)

তৈলাটিয়া (দেশজ) তৈলাক্ত।

তৈলানী (দেশজ) তৈলশিগু, তৈলভূষিত।

তৈলাপোকা (দেশজ) তৈলপায়িকা, আরম্বলা।

[আরম্বলা দেখ।]

তেলি, ভারতের একটি বহুবিস্তৃত জাতি। ভারতের সকল স্থানেই ইহাদের বাস আছে। সাধারণতঃ যাহারা বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারা ই তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কলু নামে এক জাতি আছে, [কলু দেখ।] তাহারা ই প্রধানতঃ তৈলনিকাশন ব্যবসায় করিয়া থাকে। বিহার, উড়িষ্যা, উঃ পঃ প্রদেশ, এবং দাক্ষিণাত্যে তেলিরাই তৈল-নিকাশন করে। আজকাল অনেক স্থলে তেলিরা অন্ত ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালার তেলি, তিলি ও কলু এই ত্রিবিধ জাতিই মূলতঃ তৈলিক জাতি হইতে উৎপন্ন, তন্মধ্যে কলু জাতি পতিত। তেলির অপরা-

পর নাম—তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপাল ও কলু।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে,—

(১) মহাদেব চিরকাল ছাই মাখিয়া থাকেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার তৈলমর্দনে ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা মাত্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বর্ষ হইতে এক দ্রব্য পুরুষ উদ্ধৃত হইল। এই পুরুষই তৈলিকদিগের আদিপুরুষ রূপনারায়ণ বা মনোহরপাল। শিববরে ইনিই প্রথম ঘানিগাছ প্রস্তুত করেন। কেহ কেহ বলেন, প্রথম ঘানিগাছে দুইটী শুণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইত ও তাহাদের চক্ষুতে তুলি দেওয়া হইত না। কলুরা একটী শুণ্ড ও তাহার চক্ষুর তুলি ব্যবহার করার পত্তিত হইয়াছে।

(২) একদিন ভগবতী স্নানের সময় হরিদ্রা মাখিয়া সেই মলা হইতে দুইটী পুরুষ মূর্তি সৃষ্টি করেন। ভগবতী সেই পুরুষদ্বয়কে শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলেন। একজন অতি শীঘ্র তৈল প্রস্তুত করিয়া আনিল, কিন্তু অপরের আসিতে বিগুণ বিলম্ব হইল। ভগবতী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে বিলম্বে আসিয়াছিল, সে বলিল, পেবণী হইতে বস্ত্রখণ্ড তিজাইয়া তৈল সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। যে দ্রুত আসিয়াছিল, সে বলিল, আমি পেবণীর তলদেশে একছিন্ন করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্বারা মূত্রধারার স্রাব তৈল আপনা হইতেই পাঞ্জে সঞ্চিত হইয়াছিল, কাজেই সত্ত্বর হইয়াছে। ভগবতী শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মূত্রনির্গমনের প্রণালীতে যে রোগ দ্রব্য সংগৃহীত, সেই দ্রব্য তাঁহার ভোগার্থ আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অতি ক্রোধ হইল। তিনি শেযোক্ত ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করিয়া পতিত করিলেন। এই প্রথম ব্যক্তি তৈলদিগের ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কলুগণের আদিপুরুষ। এই প্রবাদদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে, কলুদিগের আদিপুরুষ প্রাচীন ঘানিগাছে আপনা হইতে যাহাতে তৈল সংগৃহীত হয়, তাহার উপায় বিধান করার তৈলিকেরা তাঁহার সেই কার্যকে প্রচলিত প্রথা বিরুদ্ধ বলিয়া এবং তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত করে। তদবধি তাহার বংশধরেরা তৈলিক শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ‘কলু’ নামে অভিহিত হইয়াছে।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালার আবার দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে—একাদশতৈলী ও দ্বাদশতৈলী। একদশ শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—আদি তৈলি মনোহরপাল বেপারীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নানাদেশে পণ্য বেচিতে যান। তাঁহার দুই পত্নী ছিল। হঠাৎ একদিন বাড়ীতে সংবাদ আসিল যে, মনোহরের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া মনোহরের

জ্যোষ্ঠা জী অলকারাদি বিসর্জন দিয়া বিধবার আচার অবলম্বন করেন এবং একাদশী করিতে থাকেন, কিন্তু কনিষ্ঠা জী সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া সধারার আচারেই রহিলেন। কিছুদিন পরে মনোহর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সমস্ত ভ্রম দূর হইল। এই উভয় জীর গর্ভজাত সন্তানেরা দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া পড়িল। জ্যোষ্ঠার সন্তানেরা ‘একাদশ’ ও কনিষ্ঠার সন্তানেরা ‘দ্বাদশতেলি’ নামে অভিহিত হইল। একাদশ তেলির নামকরণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হয়, আদি তেলি মনোহরপালের জ্যোষ্ঠা পত্নী বৃথা একাদশী করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্তানেরা একাদশীর পুত্র এই আখ্যায় উপ-হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, কালক্রমে উহা হইতে ‘একাদশ’ শব্দ-মাত্র রহিয়া গিয়াছে। এই প্রবাদ অনুসারে একাদশ তেলি-শ্রেণীর জীরা আজিও নাক বা কপালে ও হাতে উকী পরে না। দ্বাদশতেলির নামকরণ কিরূপে হয় জানা যায় না। একাদশ তেলিদিগের সহিত পার্থক্য রাখিবার জন্ত ও আপনাদিগের শ্রেষ্ঠপ্রতিপাদনার্থ বোধ হয় মনোহরের কনিষ্ঠা পত্নীর সন্তানগণ রঙ্গচ্ছলে আপনাদিগকে ‘দ্বাদশ’ তেলি নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, যে মনোহরের প্রথম জীরা একাদশ ও দ্বিতীয়া জীরা দ্বাদশটা সন্তান হয়। এই বৈমাত্রেয় জাতৃগণের বংশ আপনাদিগের পরিচয় দিবার সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিবার জন্ত ঐক্য নাম অবলম্বন করিয়াছেন। জ্যোষ্ঠার গর্ভজাত একাদশ জাতার বংশধরেরা একাদশ তেলি ও কনিষ্ঠার গর্ভজাত দ্বাদশ জাতার বংশধরেরা দ্বাদশ তেলি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে কোটক (খরায়ী) জাতীয়া জীর গর্ভে কুস্তকার পুরুষের ঔরসে তেলি জাতির জন্ম হইয়াছে। উক্ত পুরাণে জাতিমালার মধ্যে এই শ্রেণীর গণনার তেলিজাতি একাদশ, সম্ভবতঃ এই একাদশ সংখ্যা হইতেই সমস্ত তেলির নামই একাদশতেলি নাম হইয়া থাকিবে। অবশেষে ‘দ্বাদশ’ নামে এক শ্রেণী বিভাগ হইয়া গিয়াছে।

একাদশ ও দ্বাদশ বাজীত তেলিদিগের মধ্যে পূর্ব বাঙ্গালার আর এক শ্রেণী আছে, তাহারা ‘ঘনা’ ‘ঘানি’ বা ‘গাছুরা’ তেলি নামে অভিহিত হয়। ইহাদের ঘানি কলুর ঘানি হইতে বিভিন্ন প্রকার। কলুর ঘানিতে তৈলকর বীজ পেষিত হইলে গাছের নিম্নদেশস্থ এক ছিদ্র দ্বারা তৈল আপনি নির্গত হইয়া আসে, কিন্তু ঘনা তেলিদিগের ঘানিতে তৈল বাহির হইবার পথ নাই। ইহাদের ঘানিতে বীজ পেষিত হইয়া তৈল সেই আধারেই জমে, পরে একটা কাটিতে

বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ভিজাইয়া অল্প পায়ে নিষ্কড়াইয়া লইতে হয়। উভয় প্রকার ঘানিতেই গোন্ধে ঘানি ঘুরাইয়া বীজ পেষণ করে। বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের আর কোথাও তেলিদিগের মধ্যে তেলি ও কলুতে প্রভেদ নাই, সুতরাং বিবিধ ঘানিও নাই। অস্ত্রজ সর্বত্রই এদেশীয় কলুর ঘানিই প্রচলিত।

বাঙ্গালার ঘনাতেলি ও কলু ভিন্ন অপর তেলিতে (একাদশ, দ্বাদশ প্রভৃতিতে) তৈল ভাঙে না। তাহারা অস্ত্রজ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অধিকাংশ তেলিতে শস্তাদির মহাজনী কারবার করে। কেহ চিনি বা গুড়ের ব্যবসা, আবার কেহ মুদিখানার দোকানও করিয়া থাকে।

পূর্ব বাঙ্গালার এইরূপ ব্যবসাদার তেলির মধ্যে আবার দুইটা বিভাগ আছে, তৈলপাল বা মনোহর পাল ও তেলি। তৈলপালেরা সংখ্যার অধিক ও অপেক্ষাকৃত ধনী, ইহারা “দোপাট্টা” তেলি নামে এবং অপর ‘তেলিরা’ “এক গাছি” নামে কথিত হয়। ইহাদিগের বিবাহের সময় বর আসিয়া এক চাঁপাতলার দাঁড়ায় ও তথায় কস্তাকে সম্ভবার প্রদক্ষিণ করান হয় বলিয়া এ শ্রেণীর ‘একগাছি’ নাম হইয়াছে।

কলু ও ঘনা তেলিদিগের সহিত অস্ত্র ব্যবসায়ী তেলিদিগের পার্থক্য এরূপ সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে অনেকেই ইহাদিগকে একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তেলিরাও ভারতের অস্ত্রজ তৈলকার তেলি হইতে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বৃদ্ধাইবার জন্ত তেলির পরিবর্তে ‘তিলি’ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ঢাকাজেলার উত্তরাংশে যেখানে বঙ্গালী কোলীজ্ঞপ্রথা নাই, সে সকল স্থানে প্রায় প্রত্যেক পরগণার তেলিদিগের নানারূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায়। রাইপুর নামক স্থানে চারিটা শ্রেণী আছে, যথা—সতর (সত্তরশ), বাইশ (ষাণ্শতি), চক্ৰিশ (চতুর্বিংশতি) ও চারি (চারি)। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ১ম শ্রেণী সর্বাপেক্ষা সম্মানার্থ, তৎপরে ২য়, তৎপরে ৩য়, তৎপরে ৪র্থ শ্রেণী। ইহারা সামাজিক নিয়মানুসারে কস্তার বিবাহ স্বশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীতে না দিলে নিষিদ্ধ হয়, উচ্চশ্রেণীর কস্তাপ্রাপ্তির জন্ত ইহারা বিস্তর পণ দেয়।

ইহারা বাঙ্গালার সংশ্লিষ্ট বলিয়া গণ্য ও নবশাখদিগের ভ্রাতৃ আচারসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ব নাই। বিহারে তেলিরা সংশ্লিষ্ট নহে, বাঙ্গালার কলুদিগের ভ্রাতৃ অনাচরণীয়। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার তেলিরা পরস্পর আদান প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ আছে;

বিবাহ সাধারণতঃ কনিষ্ঠ দেবরকেই বিবাহ করে। বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা আছে। বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে।

বাঙ্গালার তেলিরা সাধারণতঃ চৈতন্তসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। আখিনমাসে দেবীপক্ষে ইহার গন্ধেশ্বরীর পূজা করে।

বিহারের কনৌজিরা তেলিরা পাঁচপীর ও গোররা নামক গ্রাম্যদেবতার বেশী ভক্ত। মঘইরা তেলিরা কালিহাতি, জলপৈৎ ও ধর্মরাজ নামক গ্রাম্যদেবতার অহরভক্ত। কনৌজিরাগণ আখিনমাসের গুরুপক্ষীর বৃধবারে এই সকল দেবতাকে ক্ষীরপুরী, মিঠার ও রুটি পিঠকাদি দ্বারা পূজা করে, কিন্তু মঘইরাগণ শ্রাবণ ও মাঘমাসের গুরুপক্ষীর বৃধবারে ঐরূপে পূজা দেয়। শ্রাবণের শুরু মঙ্গলবারে কনৌজিরাগণ গোররা দেবতার নিকট তন্তুপারী শূকরশিশু কলি দেয়।

তেলিদিগের মধ্যে বাহারী তৈল বিক্রয় করে, তাহার কেবল তিল হইতেই তৈল কসে, অল্প তৈলকর বীজ ভাজিলে আতিশ্রষ্ট হয়।

ইহার তিলতৈল প্রস্তুত করিতে বিবিধ ঘানির কোন প্রকারই ব্যবহার করে না। প্রথমে তিল অন্ন সিদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে কুটিতে দেয়।

তাহারা কুটিরা কেবল খোসা তুলিয়া দেয়। তৎপরে তেলিরা একটা জ্বালার ভিতর খোসা-তুলা তিল পুরিয়া গরম জল ঢালিয়া দেয়। ১২ ঘণ্টা গরমজলে ভিজিবার পর প্রাতঃকালে বাঁশের একটা ঘোটনা দিয়া বহুকণ থুটিতে থুটিতে তিল গলিয়া মগুৎ হইয়া উঠে। তখন তাহাতে আবার ঈষৎ গরম জল ঢালিয়া দিয়া কিছুকণ থিতাইতে দেয়। তৎপরে থিতাইয়া জলের উপর তৈল ভাসিয়া উঠে। ইহা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শুবিয়া লইয়া অল্পপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়।

তেলিদিগের মধ্যে বাঙ্গালার চৌধুরী, দে, কুতু, নন্দী, পাল, প্রামাণিক, মণ্ডল, সাহা, শেঠ ইত্যাদি উপাধি, উড়িষ্যার ধবল, সামন্ত, কোলেমান ইত্যাদি উপাধি ও বিহারে বেহারী, চৌধুরী, দফাদার, গোরাই, কাপ্রি, নারক, পোদার, সাহে, সাহা, তালুকদার ইত্যাদি উপাধি আছে।

তেলিদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগ ও গোত্রাদি আছে—

১। বাঙ্গালার গোত্রবিভাগ—আলখারন, চন্দ্র ঋষি। আনরপুরীর মধ্যে কলমী, কাশ্যপ, মোদাল্য, নাগ, এবৎ বারেন্দ্র তেলিদিগের মধ্যে নাগ নিকলক, নিরাঋষি, শাণ্ডিল্য, সিদ্ধঋষি।

ইহাদের মধ্যে আবার আদিবাস হান বা কুলগত ব্যবসায় হান অনুসারে কতকগুলি বিভাগ আছে, যথা—

বিক্রমপুরী, চক্রাবীণী, গঙ্গাবিবরী, জুবর্ণবিবরী, তুলটিরা,

বড়পট্ট, ছোটপট্ট, দাসপাড়া, মোবিলপুরী, বারহাজারী, বর্কমানী, ছাগলিয়া, ময়ুরেশ্বরী, সিংহাজারী, চীনপুরী, হলুদবোনা, কতেসিং, মদোহরসাহী, স্বরূপসিং, কুতুবপুরী, মগধখতী, রাঢ়ী, সপ্তগ্রামীয়া, সেনুতুনি, শিখরিয়া বা সিন্দুর-টোপা ইত্যাদি। এতদ্বির একাদশ, দ্বাদশ, তত্র (বাহারী বীজ ভাজিয়া তৈল করে) তেলি প্রভৃতি আছে।

২। উড়িষ্যার—অভিরাম, একাদশ, গোড়া, হলুদীয়া, তুলটিরা।

৩। বিহারে—আড়াইয়া, বড়ারিয়া, বিরাহত, বেশী, বেরমানিয়া, জমকপুরী, কনৌজিরা, খুসাখলিয়া, লখোর, মঘইরা, সরবরিয়া, দ্বিহতীর, তুর্কিয়া।

৪। ছোটনাগপুরে—দক্ষিণী, হলুদীয়া, হিয়াপেলা, কনৌজিরা, মধুরিয়া প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

ইহাদের মধ্যে ইতর প্রাণী বা সামান্ত বস্তুর নামে কতকগুলি গোত্র আছে, বাহারি যে গোত্র, তাহাদের সেই ব্রব্যকে সম্মান করিতে হয়, যেমন নাগাক্ষ, পাখী চাটা, বক হাড়োদ (কল), কাছুরা, কাছিম (কচ্ছপ), কাঁশি (তৃণ বিশেষ), নাগ (সর্প), পাঁড়ুকী (ঘুঘু), তুঙ্গসী ইত্যাদি।

দাক্ষিণাত্যে সাতারা জেলার তেলিদিগের দুইভাগ—লিঙ্গায়ত ও মরাঠা। এই দুই শ্রেণীতে আদানপ্রদান বা একত্র পানভোজনাদি নাই। তিল, নারিকেল ও শণ বীজ হইতে ইহার তৈল প্রস্তুত করে। ইহারাই তৈল ও খোল বিক্রয় করে। লিঙ্গায়তগণ শিব ভিন্ন অল্প দেবতার পূজা করে না। জন্ম ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত। মরাঠারা মহারাষ্ট্রের হিন্দু লিঙ্গায়তদিগের বিবাহপ্রণালী কুণবিদিগের দ্বারা। তবে বর কস্তার মধ্যে অন্তরপটবস্ত্র ধরা হয় না। ইহার চারি দিন পর্যন্ত রজন্যলা স্ত্রীকে স্পর্শ করে না। এই জেলার তেলিরা শব্দেহ সমাহিত করে ও দশাহ অশৌচ লয়। ইহার স্বজাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অল্প ব্যবসায় অবলম্বন করে না। পুণা জেলার তেলিরা শনিবার, সোমবার, পরদেশী ও লিঙ্গায়ৎ এই চারিভাগে বিভক্ত। শনিবার ও সোমবার তেলিরা উক্ত দুইবারে কোন কার্য করে না। ইহাদের আচার কুণবির দ্বারা। পরম্পর পানভোজন আদানপ্রদান নাই। প্রত্যেকেই “ধানা” (ধানিগাছ) আছে। দকলেই মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র পরিচ্ছদধারী। স্ত্রীরা অতি সুলক্ষণী। ইহার মাথায় ফুল পরে না। নারিকেল, তিল, চীমের বাদাম, সর্বপ প্রভৃতির তৈল তাদে। ইহার স্মার্ত। গণপতি, মাকুতি প্রভৃতি ইহাদের গৃহদেবতা। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পুরোহিত্য করে। সন্তান জন্মের পর পঞ্চম দিনে

ইহার 'সটুই' (বী) দেবীর পূজা করে, ১২ বা ১৩ দিনে নব শিশুর নাম করণ করে। জ্বীদিগের রজোদর্শনের পূর্বে বিবাহ হয়, কিন্তু পুরুষের ২০।২৫ বৎসর বয়স না হইলে বিবাহ হয় না। বিধবা, বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ নহে। ইহার 'শবদাহ' করে, দশাহ অশোচ লয়। কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় ইহাদের সর্বনাশ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ব্যবসার ত্যাগ করিয়া শকট-চালক, মজুর, কৃষক ইত্যাদি হইয়াছে। মস্ত, মস্ত ও মাংস ইহার অবাধে ব্যবহার করে। আন্ধ্রনগর জেলার তেলিরা কুণবির অংশ বলিয়াই বোধ হয়। তৈলকারের ব্যবসায় অবলম্বন করায় ইহার জাতিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে দিবাकर, ধোলসে, গাইকোবাড়, লোধণ্ডে, মজুর, সৈন্যদার, কাঠেবাড় ও বলমুজুর এই কয়টি বিভাগ আছে। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের বিবাহাদি হয় না। আন্ধ্রনগরের অন্তর্গত সোনারা নামক স্থানের ভৈরব, নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত তুলসাপুরের দেবী, পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খণ্ডোবাদের এবং সাতারার অন্তর্গত সিগনা পুরের মহাদেব ইহাদের মধ্যে প্রধান উপাস্ত দেবতা। ইহার শিখা ব্যতীত মস্তকের সমস্তাংশ মুণ্ডন করে, কিন্তু গোঁপদাড়ী রাখে। ইহাদের স্ত্রীরাও মাথার ফুল পরে না। ইহার অন্ন দ্রব্য খাইতে ভালবাসে। পুরুষেরা চন্দন ও স্ত্রীরা সিন্দূর নিত্য ব্যবহার করে। ইহার পুণার তেলির দ্বারা ব্যবসায় করে। মৌলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহার বৈষ্ণব। দাক্ষিণাত্যের তেলিরা সাধারণতঃ সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখায় না এবং প্রাণান্তেও ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে না, কেবল পুণা জেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। তাহাও খুব অল্প।

তেলিচেরি [তলচেরি দেখ।]

তেলিয়াগড়ী [তিলিয়াগড়ী দেখ।]

তেলিয়াগর্জুন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Dipterocarpus costaluf.)

তেলু (পুং) নৃপভেদ। দেশে রাজত্বাদিস্থ। তেলু-বৃক্ষ। তৈলবক-তেলুনৃপবিশেষ।

তেলেনা, 'নে, তে, তেরে ইত্যাদি কতকগুলি আলাপের বোল লইয়া যে গান করা যায়, তাহাকে তেলেনা কহে।

তেবন ('কী) তেব ভাবে লুট। ১. ক্রীড়া। আধারে লুট। ২. কেলিকানন, প্রমোদকানন।

তেল্লার [তেল্লার দেখ।]

তেশিরা (দেশজ) তিশিরা, তিন শির বিশিষ্ট।

তেশিরাপাতী (দেশজ) এক প্রকার পাতী ঘাস, তি শিরযুক্ত পাতবাস। (a species of Cyperus)

তেশুল (দেশজ) তিশুল।

তেষট্ (দেশজ) ত্রিষটি, ৬০, তিন অধিক বাইট।

তেসরা (দেশজ) মাসের তৃতীয় দিবস।

তেসুতী (দেশজ) বস্ত্রবিশেষ।

তেহরী (উর্দূ বা উর্দু-রাজ্য) বৃন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী এক দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৪° ২৬' হইতে ২৫° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৮' ৩০" হইতে ৭৯° ২৩' পূঃ। ইহার উত্তরে ঝাি জেলা, পূর্বে বিজাবর, চর্খারি ও গরোলি রাজ্য, দক্ষিণে ললিতপুর, বিজাবর ও পঞ্জারাজ্য এবং পশ্চিমে ঝাি ললিতপুর জেলা। ভূপরিমাণ প্রায় ২০০০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা তিনলক্ষের অধিক।

এই রাজ্যের প্রধান নগর ও বর্তমান রাজধানী তেহ এবং প্রাচীন রাজধানীর নাম উর্দা। উত্তর রাজধানীর নাম সারে কেহ তেহরী, কেহ বা উর্দা রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে। তেহরী নগর রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ও উর্দা নগর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে তিকমগ নামে একটা হ্রদ দৃশ্য আছে, তদনুসারে রাজধানী ও রাজ সময় সময় তিকমগড় নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই রাজ্যের অধিকাংশই গিরিজঙ্গল। যেখানে গ্রা সেইখানেই একত্র বেশী লোকের বাস দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে গভীর জঙ্গল থাকায় চোর ডাকাতের পক্ষে বড় সুবিধা। বিশবর্ষ পূর্বে এখানে ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিল, গ্রা বাসী ও পথিকদিগকে সর্বদাই সশস্ত্র থাকিতে হইত।

এখানে মোটামুটি চাষ বাস হয়, কৃষকদিগের অব মন্দ নয়। প্রতি গ্রামেই একজন মণ্ডল থাকেন, তিনিই এ প্রকার ভূস্বামী। প্রজাদিগের অভাব হইলে তিনি টা অথবা বীজ যোগাইয়া থাকেন, পরে ফসল হইলে তাহা একটা অংশ পান। একত্র অল্পসংখ্যক বৎসরেও কৃষকদিগে বড় কষ্ট পাইতে হয় না।

মধ্যভারতে বসন্তুলি বৃন্দেলরাজ্য আছে, তদনুযায়ী উর্দ রাজ্য সর্ব প্রাচীন ও সর্বপ্রধান। সকল বৃন্দেলসর্দার পেশবা অধীনতা স্বীকার করিলেও উর্দারাজ কখন অবনতি হন নাই। একত্র এখনও বৃন্দেলসর্দার উর্দারাজ সর্বো মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন।

উর্দা বা তেহরীর রাজগণ বৃন্দেলরাজপুত্র। তাঁহা আপনাদিগকে অবোধ্যপতি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পৌ প্রকাশ করেন।

মালকবি রচিত ছত্রপ্রকাশ নামক হিন্দীকাব্যে বুন্দেলা-
রাজগণের পূর্বপুরুষগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ
বুন্দেলা-কুলগৌরব মহারাজ ছত্রশালের সময় রচিত হয়।
রামচন্দ্রের পর হইতে ছত্রশাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নাম পাওয়া
যায়। ছত্রপ্রকাশে লিখিত আছে, এই বংশীয় গুরুগণ গরায়,
বলদেওরথ প্রাণে এবং ইন্দ্রধমন জগন্নাথে অনেক দেবমন্দির
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩৪শ পুরুষে করনসহায় বারাগনী অধিকার করেন এবং
তাঁহার অন্তন ২৬শ পুরুষ রাজা প্রতাপরত্ন উজ্জ্বলগরী
স্থাপন করেন। ইনি আপন প্রিয়পুত্র মধুকর শাহকে রাজ্য
দিয়া যান।

মধুকর ভায়র, উদারপ্রকৃতি ও বিভোৎসাহী ছিলেন।
কবি কেশবদাস সনাত্যমিশ্র ও মহিলাকবি পরবীণ রাই পাতুরী
মধুকরের সভা উজ্জল করেন। মধুকরের পর তৎপুত্র ইন্দ্ৰ-
জিৎসিংহ উজ্জ্বলরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনিও একজন সুকবি
ছিলেন, ইহার হিন্দি কবিতায় 'বীরাজ-নরিন্দ' তনিতা আছে।
ইনি কোকিলকণ্ঠী পরবীণ রাই পাতুরীকে বড় ভাল বাসি-
তেন। সম্রাট অকবর পরবীণের মনোহারিণী কবিতা শুনিয়া
তাঁহাকে একবার দেখিতে চান। কিন্তু রাজা ইন্দ্ৰজিৎ
পরবীণকে পাঠাইতে অসম্মত হন। তাহাতে অকবর ক্রুদ্ধ
হইয়া এককোটি টাকা জরিমানা করেন। কবি কেশবদাস
দিল্লীতে গিয়া রাজা বীরবলকে 'দিয়ো করতারো হুঁ' কর-
তারী' ইত্যাদি কবিতা শুনাইয়া মুগ্ধ করেন। সেই কবিতার
শ্রুণে বীরবল ইন্দ্ৰজিৎকে অর্থদণ্ড হইতে অব্যাহতি করিলেন।

তৎপরে নরসিংদেব রাজা হন। ইহার পূর্ববর্তী তিন
রাজার সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তার পর সু-
প্রসিদ্ধ ছত্রশালের পিতা চম্পটিরায় সিংহাসনে আরোহণ
করেন। ইহার সময় শাহজহান হুইবার বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ
করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।
যে সময় অরজজেব দারাকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট হইবার
চেষ্টা করেন, সেই সময় রাজা চম্পটিরায় ও তাঁহার প্রিয়পুত্র
ছত্রশাল অরজজেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু
অরজজেব সম্রাটপদ লাভ করিলে পর সেই উপকার ভুলিয়া
যান। চম্পটিরায়ের মৃত্যুর পরই অরজজেব বুন্দেলাদিগকে
মুসলমান করিবার জন্য বুন্দেলখণ্ডে একদল সৈন্য প্রেরণ
করেন। এই সময় ছত্রশাল জয়পুররাজের পক্ষে দক্ষিণাংশে
যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসেন
এবং অরজজেবের মৃত্যু হইলে বুন্দেলখণ্ডের পুনরুদ্ধার
করিলেন। দতিয়া, সম্প্রদায়, বাসি ও রেবার ক্রিয়দশ

তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার সময় বাণীন বুন্দেলখণ্ডের
আর প্রায় ২ কোটি টাকা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর
তাঁহার বংশধরেরা বুন্দেলখণ্ড রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন।
সেই সঙ্গে তেহরী রাজ্যের আরও অনেক কমিয়া যায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজের সহিত বৃটীশ গবর্নমেন্টের
সর্বপ্রথম সন্ধি ঘটে। তেহরীরাজ বৃটীশের মিজরাজ বলিয়া
গণ্য হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পিতারীগণ প্রবল হইয়া
উঠিলে তাহাদের দমনের জন্য তেহরীরাজ বৃটীশ গবর্নমেন্টের
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় বৃটীশ গবর্নমেন্টের সহিত
তেহরীরাজের এক সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি 'মিজরাজ
বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তেহরীরাজ বিক্রম-
জিৎ মহেন্দ্র মাকুইন্স অব হেষ্টিংসকে নজর দিয়া বলিয়া-
ছিলেন, "উজ্জ্বলরাজ এই প্রথম অর্পণ রাজ্যের আধাংশ স্বীকার
করিলেন।" ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমজিৎের মৃত্যু হয়। পূর্বেই
তৎপুত্র ধরমপালের মৃত্যু হইয়াছিল, এখন বিক্রমজিৎের
ভ্রাতা তেজসিংহ রাজা হইলেন। তেজসিংহ ভ্রাতৃস্বপ্ন
সুরজন সিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পরলোক
গমন করেন। এই সময় ধরমপালের পত্নী তারাইরাণী
অপর একজনকে দত্তকগ্রহণ করিতে অভিলাষী হন। বৃটীশ
গবর্নমেন্ট সুরজন সিংহকেই দত্তক স্বীকার করিলেন এবং
তারাইরাণী বালকরাজের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন।
তারাইরাণীর মৃত্যে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জ্বলরাজ্য হইতে
সতীদাহপ্রথা উঠিয়া যায়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি
বৃটীশগবর্নমেন্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তেহরীরাজ
প্রতি বর্ষে ঝালিকে ৩০০০ টাকা দিতেন, কিন্তু সিপাহী-
বিদ্রোহের পর ঝালি বৃটীশ অধিকারে আসিলে বৃটীশ-
গবর্নমেন্ট ঐ তিন হাজার টাকা ছাড়িয়া দেন। এই সময়
মোহনপুরের রাজ্য ২০০ টাকাও ছাড়িয়া হয়।

সুরজনের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবাপত্নী সর্দারগণের
ইচ্ছানুসারে হামীরসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে
ইনি বৃটীশগবর্নমেন্টের নিকট 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হামীরসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ
মহেন্দ্র প্রতাপসিংহ রাজা হইলেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে
'সবাই' উপাধি লাভ করেন।

তেহরীরাজ ১৫টা মাত্রতোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহার
৪৪০০ পদাতি, ২০০ অশ্বরোহী, ৯০টা কামান ও ১০০ গোল-
ন্দাজ আছে। রাজ্যের আর ৯ লক্ষ টাকা।

তেহাই (দেশজ) এক তৃতীয়াংশ।

তেহাতা (দেশজ) তিনহাত দীর্ঘ বা গ্রন্থ।

তেহান্তর (দেশজ) ত্রিশপতি, ৩০, তিন অধিক সত্তর।

তেহারা (দেশজ) ১ তিনপত্ত, তিন থাক।

তৈকায়ন (পুং) তিক্ত ঋষে গোত্রাপত্যঃ তিক্-কৃ। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নি (পুং স্ত্রী) তিক্ত ঋষে গোত্রাপত্যঃ তিক্-কিঞ। তিক ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈকায়নীর (পুং) তৈকায়নিঃ তন্ত্ৰ অপত্যঃ বুবা তৈকায়নি-হ। তৈকায়নির বুবা অপত্য।

তৈকায়ন (পুং) তীক্ষ্ণ ঋষে গোত্রাপত্যঃ। তীক্ষ্ণ-কঞ। (অবাদিত্যঃ কঞ। পা. ৪।১।১১০) তীক্ষ্ণঋষির গোত্রাপত্যঃ।

তৈক্য (স্ত্রী) তীক্ষ্ণ ভাবঃ তীক্ষ্ণ-কঞ। ১ তীক্ষ্ণতা। ২ কঠোরতা। ৩ ক্রুরতা।

“যেষাং দন্তক মানক ক্রোধঃ তৈক্যক বর্জয়েৎ।” (মহু ৪।১৬৩)

‘মাংসর্ঘ্যং ধর্ম্মাশ্বং সাহাতিমানকোপক্রোধ্যপি ত্যজ্যেৎ’ (কুরূক)

তৈক্য (স্ত্রী) তিগ্ধ ভাবঃ তিগ্ধ-কঞ। তিগ্ধতা, প্রধরতা।

তৈক্যনিভূচ্ (স্ত্রী) একপ্রকার ক্ষুদ্র বীণা।

“সারাসিমপবোধতাঃ বিবস্ত্য তৈক্যনিষক্” (লাট্যায়নশ্রৌ ৪।২।১২)

তৈজস (স্ত্রী) তৈজসো কিকারঃ তৈজস্-অণ্। ১ স্ত্রুত। ২ ধাতুত্ব্য মাত্র।

“তৈজসানাং মণীনাং সর্গস্তাশ্বময়ন্ত চ।” (মহু ৫।১১১)

৩ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৯।৪৬।১০৩) ৪ সাংখ্যাক্ত রজোগোপন একাদশেশ্বরাদি।

“সাম্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকারাদহকারাৎ।

ভূতাদেন্ত্রমাত্রঃ সতামসতৈজসানুভূতঃ।” (সাংখ্যাকা ২৫)

বৈকৃত অর্থাৎ সাম্বিক অহকার হইতে একাদশক, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়, তামস হইতে তন্মাত্র, তৈজস হইতে এই উভয়ই প্রবর্তিত হয়। অহকারের যখন সাম্বিকাংশ প্রবল হইয়া রজ ও তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন তাহার বৈকৃত সংজ্ঞা হয় এবং তাহাকে সাম্বিক অহকার বলা যায়। এই বৈকৃত (সাম্বিক) অহকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অজ্ঞ ইন্দ্রিয় সকলের সম্বাংশ অধিক হওয়ার নিজ বিষয় সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তামস ভূতাদি হইতে তন্মাত্র অর্থাৎ যখন তম দ্বারা সম্ব ও রজঃ অভিভূত হয়, তখন সেই অহকারকে তামস কহে। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই তামস অহকারের ভূতাদি সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভূতাদি হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস হইতে এই উভয়ই অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। রজদ্বারা সম্ব ও তম অভিভূত হয়, তখন সেই অহকারই তৈজস সংজ্ঞা লাভ করে। পূর্বোক্ত সাম্বিক অহকার যখন

বৈকৃত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করে, তখন তৈজস অহকারের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। সাম্বিক সিদ্ধি, তৈজস অহকারের সহিত মিলিত না হইলে ইহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপাদন করে। এই প্রকার ভূতাদি তামস অহকার সিদ্ধি, তৈজসের সহিত মিলিত হইয়া তন্মাত্র সকলকে উৎপাদন করে। এইজন্য তৈজস হইতেই এই উভয়ই একাদশেশ্বর ও পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজসই একমাত্র ইহাদের উৎপত্তির কারণ। তৈজসের সাহায্য ব্যতীত সম্ব ও তম কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। (সাংখ্যাদ ১) (পুং) ৫ হস্ত শরীর বাহ্যুপহিত চৈতন্ত।

“এতদ্ব্যাপ্যহিতং চৈতন্তং তৈজসো ভবতি তৈজোময়াক্তঃ করণোপহিতত্বাৎ।” (বেদান্তসা ৬) স্মৃতিপুত্র।

“তৈজসস্তৎসুতশ্চাপি প্রজাপতিরমিত্রজিৎ।” (ব্রহ্মাণ্ডপু ৩৬ অ)

তৈজসাবর্তনী (স্ত্রী) আবর্ততেহৈত্ৰ আবৃত-লুট্ জিয়াং ভীপ্। তৈজসানাং আবর্তনী। বুবা, ধাতুত্ব্য গলাইবার পাত্র, স্ত্রী।

তৈজসী (স্ত্রী) গজপিপ্লী, গজপিপুল।

তৈতল (পুং) ঋষিভেদ। তন্ত্ৰ গোত্রাপত্যঃ তিকা কিক্। তৈতলারনি, তৈতল ঋষির গোত্রাপত্য।

তৈতিক (স্ত্রী) তিতিকা শীলমন্ত্ৰ, তিতিকা ছত্রাদিবাৎ। তিতিকানীল।

তৈতিক্য (পুং স্ত্রী) তিতিক্ত ঋষে গোত্রাপত্যঃ গর্গা কঞ।

তৈতিক ঋষির গোত্রাপত্য। তৈতিক্যস্ত ছাত্রাঃ কথং অণ্

যঞো লোপঃ। তৈতিক্য ঋষির ছাত্রগণ।

তৈত্তির (পুং স্ত্রী) তৈত্তির পূর্বো সাধুঃ। তিত্তির পক্ষী, তিত্তিরী পাখী। জিয়াং ভীপ্।

তৈতিল (পুং) ১ গণ্ডক, গণ্ডার। (স্ত্রী) ২ জ্যোতিষোক্ত বব, বালব, প্রভৃতি একাদশ করণান্তর্গত চতুর্ধ করণ। তৈতিলকরণে বালকের জন্ম হইলে কলাপটু, ললনাতিলারী, কন্দর্পনির্জিত রূপবান্, বক্তা, গুণজ, সর্বকর্ম্মকুশল ও সুশীল হয়।

“কলাপ্ত নকো ললনাতিলারী স্মৃতিসম্বন্ধিতকামদেবঃ।

বক্তা গুণজঃ কুশলঃ সুশীলশ্চেতৈতিলাত্যং করণং প্রহৃতৌ।”

(কোষ্ঠীপ্র)। ৩ দেহতা। “শক্তিসদৃশেন দানেনাব্যধিত ধরণীতলতৈতিলগণঃ” (দশকুমারচ)

তৈতিলন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিগণের প্রবর্ত্তেদ।

তৈত্তির (স্ত্রী) তিত্তিরীণাং সমূহঃ তিত্তির-অঞ (অহুগত দেবক্। পা ৪।২।৪৪)। তিত্তিরিপক্ষীসমূহ। তিত্তিরি ঋষি অণ্। ১ তিত্তিরপক্ষী। ২ গণ্ডক।

তৈতিরি (পুং) ১ কুর্কুরং বৃক্ষজং ২ বহিভেদ, এই বহি
কক বর্কুরং প্রবর্তক।

তৈতিরী (পুং) তিত্তিরিণা প্রোক্তা অধীযতে হন। তিত্তিরি-
প্রোক্ত শাখাধারী সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

তৈতিরীর নামের বিবরণ ভাগবতাদি পুরাণে এইরূপ
লিখিত আছে।—একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা করিয়া
প্রারম্ভিতের অস্ত্র শিখগণকে বাগানুষ্ঠানের আদেশ করেন।
শিখমধ্যে যাক্ষবক্য অসম্মত হইলে বৈশম্পায়ন বলেন, ‘তুমি
আমার শিখ্য পরিভাগ্য তুর।’ যাক্ষবক্য ‘তাহাই হইবে’
এই কথা বলিয়া পূর্বশিক্ষিত বচনগুলি বমন করেন।
অস্ত্রাস্ত্র শিখেরা সেই বমিত বচন তিত্তিরীগন্ধী রূপ ধরিয়া
গ্রহণ করার তাহার এই নাম হইয়াছে। [যজুর্বেদ শব্দে
বিদ্যুত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

তৈতিরীক (পুং) তৈতিরীর স্বার্থে কন। তিত্তিরি ঋক-
কথিত শাখাধারী।

তৈতিরীয়া (স্ত্রী) তিত্তিরিণা প্রোক্তা হন টাপ। যজুর্বেদের
শাখাবিশেষ।

তৈতিরীয়োপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদভেদ। [যজুর্বেদ দেখ।]

তৈতিরীয়াব্রাহ্মণ (স্ত্রী) কক যজুর্বেদীর ব্রাহ্মণবিশেষ, এই
ব্রাহ্মণ বিবিধ সঙ্গপদেশপূর্ণ। [যজুর্বেদ দেখ।]

তৈতিড়ীক (ত্রি) তিত্তিড়ীকেন সংস্কৃতং কোপদ্বাং অণ্।
১ তিত্তিড়ীক সংস্কৃত ব্যঞ্জনাতি। তত্র বিকারঃ বিকারার্থে অণ্।
২ তিত্তিড়ীক বিকার।

তৈনাত (আরবী) নিযুক্ত লোক।

১ তব তাহু কানাং তৈনাত চলে তেরা।

চলিল হাতীর গুঠে নিশান নাগরা।” (ঐধ্যর্মমং ২।১৭৬)

তৈনিত্তি (আরবী) যাহাকে বিশেষ কোন কার্যে নিযুক্ত
করা যায়। গোমস্তার প্রার্থনামত সদরকাছারী হইতে যে
লোক মকঃখলে প্রেরিত হয়, তাহাকে তৈনিত্তি কহে।

তৈমির (পুং) তিমিরমেব অণ্। নেত্ররোগভেদ। [তিমির দেখ।]

তৈমিরিক (ত্রি) তৈমিরো রোগোহস্ত্যত ঠন। তিমিররোগযুক্ত।
“ন, বায়রো তৈমিরিকো দ্বিবাভুঃ আদরদ্রীহমিপ্রমার্জান্” (সুশ্রুত)

তৈমুর, [আমীর তৈমুর দেখ।]

তৈয়ার (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈয়ারী (হিন্দী) প্রস্তুত।

তৈর (স্ত্রী) তীরে তবঃ অণ্। কুলখ।

তৈরী (স্ত্রী) তীরে নমতি নমঃ, ততঃ স্বার্থে অণ্ দ্বিরাং
গৌরাদিবাং ঙীষ্। কুলবিশেষ, পর্যায় তৈরণ, তৈর, কুনীলী,
রাগদ। ইহার গুণশিথি, তিক্ত, ঔণনাশক, অরুণবর্ণন। (রাহুলি)

তৈরশ্চ (ত্রি) ১ তিরশ্চাভিবাং তির্বাৎ-অণ্ তবাং তিরশ্চাভেশঃ।
তির্বাৎগজাভিসম্বন্ধীয়।

তৈর্ধ (ত্রি) তীর্থে দীযতে কার্বাং বা য়াটাদিবাং অণ্।
১ তীর্থে দেয়। ২ তীর্থকার্য। ৩ তীর্থরূপ আরহান হইতে
আগত ব্রহ্মাদি।

তৈর্ধক (ত্রি) তীর্থে দেশে তবঃ বুবাৎ অণ্। তীর্থদেশতব।

তৈর্ধিক (ত্রি) তীর্থং সিদ্ধান্তনিশ্চয়ং নিত্যং অর্থতি হেদাদি-
ঠঞ্। ১ তীর্থসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ, শাস্ত্রকার, কপিল কণাদি।
তীর্থং বেত্তি ঠঞ্ বা। ২ সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ। তীর্থে তবঃ ঠঞ্।
৩ তীর্থতব।

তৈর্ধ্য (ত্রি) তীর্থ সন্ধানিবাং গ্য। তীর্থ সমীপাদি।

তৈর্ধ্যগয়নিক (ত্রি) তিরশ্চাং অয়নং সজ্জভেদঃ তদেব ঠঞ্।
সজ্জভেদ, যজ্ঞবিশেষ। “অষ্টাদশতির্জ্যগায়ানাদিত্যঃ সংবৎসর
এব তৈর্ধ্যগয়নিকো ভবতি” (ঋতি)

তৈর্ধ্যগোয়ান (ত্রি) তির্ধ্যগোয়ানিবাং অণ্। তির্ধ্যগোয়ানি
পশু প্রভৃতির সর্গভেদ।

“অষ্টবিধো দেবতৈর্ধ্যগোয়ানশ্চ পঞ্চা ভবতি।

মাহুশ্চৈকবিধঃ সমাসুতো ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥”

(সাংখ্যকা ৪৩)

তির্ধ্যগোয়ানি পঞ্চবিধ, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও
হাবরভূত সকল। তত্র তবঃ অণ্। তির্ধ্যগোয়ানিতব, তির্ধ্যগ-
যোনি হইতে বাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈর্ধ্যগ্যোচ্চ (ত্রি) তির্ধ্যগ্যোনেরিদং গ্য। পশু পক্ষী প্রভৃ-
তির সর্গভেদ।

তৈল (স্ত্রী) তিলস্ত তৎসদৃশস্ত বা বিকারঃ অঞ্। তিল
সর্বপাদিক্রান্তি মেহ ভ্রবাতেন।

“তিলাদিষ্মিদ্ধবস্তুনাং মেহতৈলমুদাতম্।

তত্ত্ব বাতহরং সর্কং বিশেষাতিমসম্ভবং ॥” (ভাবপ্রা)

বৈদ্যক মতে, তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ ভ্রবোর মেহকে তৈল
বলা যায়। কিন্তু তিল হইতে যে মেহ-নির্ধ্যাস নির্গত হয়,
তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে তৈল বলা হয়। তিলের স্তায় অত্যন্ত
মেহরসপ্রদারী বীজনির্ধ্যাসকেও সামান্ততঃ তৈল বলা হইয়া
থাকে। উত্তিজ-বীজোৎপন্ন তৈল ব্যতীত কতকগুলি কুকের
শাখা প্রশাখা কাণ্ড হইতে, কতকগুলির কাণ্ড হইতে, কতক-
গুলি তৃণের পত্র ও মূল হইতেও তৈলবৎ নির্ধ্যাস পাওয়া
যায়, তাহাও তৈল নামে কথিত হয়। জীবদেহ হইতে
বসা তিল এক প্রকার তৈলবৎ রস পাওয়া যায়, তাহারও
নাম তৈল। এতদতির মুত্তিকা ও পর্ত্তগন্ধরেও তৈলবৎ অতি
তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও তৈল নামে অভিহিত হয়।

তৈল জল অপেক্ষা গাঢ়, জলের সহিত কোন রূপে মিশ্রিত হয় না এবং স্নিগ্ধ, চিকণ ও মেদযুক্ত। যাহা জলের সহিত সর্বাঙ্গীনরূপে মিশ্রিত না হয়, এইরূপ উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও মৃত্তিক রসকেই সামান্যতঃ তৈল বলা হয়। ইহা কাগজে পড়িলে কাগজে উবিয়া ধর এবং ইহাকে কতকটা স্বচ্ছ করিয়া তুলে।

তৈলের ব্যবহার নানারূপে হয়। আহার্য্য দ্রব্য, গাঢ়-মর্দনে, ঔষধরূপে, নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুতে ও আলোক উৎপাদনে তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মানুষের পক্ষে খাদ্য, গম, ছোলা, ভুট্টা, কাদনি প্রভৃতি প্রধান আহার্য্য পদার্থের পরই বোধ হয় তৈল বা তৈলাক্ত দ্রব্যের আবশ্যক হয়। তৈলকর দ্রব্য, তৈলজ দ্রব্য ও তৈল ব্যবসায়ের সর্ব প্রধান দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। নানাবিধ তৈল এদেশে আমদানীও হয়, আবার এদেশ হইতেও রপ্তানী হয়।

তৈলের অবস্থা তেদে তৈল দুই প্রকার—উষায়ু (বায়ু-পরিণামী) ও স্থির তৈল।

১। উষায়ু তৈল।—প্রায় জলের ছায় তৈল অতিশয় দাঙ্ঘ, তীব্রগন্ধ ও তীক্ষ্ণবাস, সুরাসারে ইহা মিশিয়া যায়, জলে ভাল মিশে না, কাগজে পড়িলে ও উবিয়া গেলে কোন দাগ থাকে না। যদি উবিয়া গেলেও কাগজে দাগ থাকে, তবেই বুঝা যায় যে তৈলে ভেজাল মিশ্রিত আছে। উদ্ভিজ্জতৈল ভিন্ন অন্য কোন তৈল প্রায়ই উষায়ু হয় না। সাধারণতঃ দ্রব্যাদি চুঁয়াইয়া উষায়ু তৈল বাহির করিতে হয়। এই প্রণীত তৈলের কতকগুলি একবারে এত পাতলা হয় যে, হাতে লাগাইলেও তৈল বলিয়া বোধ হয় না। কমলানিব, নেবু প্রভৃতির তৈলই এইরূপ। দারুচিনি, জয়ত্রী, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতির তৈল অপেক্ষাকৃত গাঢ়, আর-ফলের তৈল, মরিচের তৈল প্রভৃতি জমিয়া মাখনের মত হইয়া যায়। পিপারমেন্ট, মর্জোরম প্রভৃতির তৈল মুছ উত্তাপে স্বচ্ছ দানা বাঁধিয়া যায়। উষায়ুতৈলের পাত্রের আবরণ খুলিয়া উত্তাপ দিলে ইহা উবিয়া যায় ও সেই স্থানের বায়ুশাশিতে তাহার গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু পাত্রে আবরণ দিয়া উত্তাপ দিলে অতিবিলম্বে উবিয়া যায়, সুং বদলুইয়া কাল হইয়া উঠে, গন্ধহীন হইয়া পড়ে। বিস্ক তৈলে প্রায় গ্যাস হয় না, কিন্তু জলাদি মিশ্রিত থাকিলে হয়।

২। স্থির তৈল (অর্থাৎ যাহা উত্তাপে উবিয়া না যায়), স্বভাবতঃ তরল বা উত্তাপে তরল হয়, স্নিগ্ধ, চিকণ ও মেদযুক্ত, তিলাহ, মুছ দাদ, ৬০০ ডিগ্রির কম উত্তাপে ফুটিয়া উঠেনা, লে মিশে না, সুরাসারে ও ভাল মিশে না, কাগজে লাগিলে গাঁ থাকিয়া যায়।

স্থির তৈলে অকার্যক, উদজন ও অরজন আছে। বিস্ত-বণ করিলে তৈলে বিবিধ পদার্থ পাওয়া যায়, তৈলের-তরলাংশকে পাশ্চাত্য পদার্থবিদগণ Oleum বা (liquid por-tion of oil) বা তৈলসার বলে, ইহার স্বচ্ছ ও চিকণাংশকে margarine (a pearl-like substance in some oil) বা তৈলমৌক্তিক বলে। প্রাণীজতৈলে, বীজোৎপন্নতৈলেও জলাপাই জাতীয় ফলের তৈলাদিতে Stearine (a proximate principles of fat) বা বসার গাঢ় অংশবৎ আর এক উপাদান পাওয়া যায়।

তৈলের ব্যবহার অনেক। সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিতে, দীপে পুড়াইতে, কলকলার সর্দাদ ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় নিবারণ করিতে, পশম প্রস্তুত করিতে, রং ও বর্ণিণ প্রস্তুত করিতে, ব্যক্তনাদি, ঔষধে, ছাপিবার কালি প্রস্তুতে, কলাদির আচার প্রস্তুত করিতে, কেশদেহাদির সংস্কারে এবং স্নগদি তৈল ও আতরাদি প্রস্তুত করিতে তৈলের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এতদ্বির আরও অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৃত্তিক তৈল (মেটে তৈল) তুক্ষুকাবীণ আরবে, উত্তর পারস্তের বাকটুনামক স্থানে, উত্তর ভারতে, চীনে ও ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। এক ব্রহ্মদেশেই প্রতি বৎসর প্রায় ২৪ হাজার মণ মেটেতৈল উৎপন্ন হয়। এই তৈল হইতে ছয় প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়ারবেত কঠিন মোম ও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট স্নগন্ধযুক্ত।

আমাদের আয়ুর্বেদ মতে, সকল তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু তিলোত্তব তৈল সর্বাঙ্গেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পর্য্যাক—এক, রেহ, অভ্যঞ্জন। (হেম)

তৈল আধেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, গ্রামাধর্ষের উত্তেজক, পুষ্ণ, বিশদ, শুষ্ক, সারক, বিকানী, ভেজকর, স্বকের এসরতাসম্পাদক, মেধা, শরীরের কোমলতা ও মাংসের পুষ্ণতাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টিহিতকর, স্নায়োরোধক, লেখনকর, ভিজ, পশ্চাৎ কষার, পাচক, বাতশ্লেশা ও কুদি-নাশক, যোনিশূল, শিরঃশূল, ও কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভা-শয়ন শোথনকর, ছিন্ন, ভিন্ন, উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চূত, যথিত, ক্ষত, পিচ্ছিত, তণ্ড, ক্ষুণ্ণিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিরীষ্ট, দারিত, অতিহত, হর্ষগ, মৃগবালাদি কর্তৃক দষ্ট, এই সর্ব এবং পরিবেচন, মর্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই প্রশস্ত।

বস্তিক্রিয়ায়, পানে, নস্তে, কর্ণরুদ্ধ পূরণে, অরগানো সংযোগে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত তৈল ব্যবহার করা যায়।

সর্বপতৈল—অম্বীর্ষীর্ষীকাদক, * কটুরল, * কটুবিপাক,

লঘু, কৃশভাবক, উষ্ণবীর্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্ত-প্রকোপক এবং কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বিজ্ঞ, কোষ্ঠ ও হৃষ্টব্রণনাশক। কৃষ্ণ, খেত সর্ষপ (রাই সরিষা) হইতে উৎপন্ন তৈলও উষ্ণরূপ গুণসম্পন্ন, অধিকন্তু মূত্রকৃচ্ছোৎপাদক।

এরও তৈল—মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু ও পশ্চাৎ কষায়, হৃদয়, নাড়ীশোধনকর, স্বকের হিতকর, বৃদ্ধ, পাকে মধুর ও বয়ঃস্থাপক। (বাহ্যার ব্যবহারে শরীর শীত জীর্ণ হয় না), যোনি এবং শুক্রের শোধনকর, আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলোৎপাদক, বাতশ্লেয়া ও শরীরের অধোভাগের দোষনাশক।

নিম্ব, অতলী, শগ, কুম্ভ, মূলক, দেবতাড়, কৃতবেধন (ঘোষাকল), অর্ক, কাল্পিন, হস্তিকর্ণ (‘দাল’), পৃথিকা (বড় এলাইচ), পীলু, করঞ্জ, ইক্ষুদী, শিগু, সর্ষপ, সুবর্ণলা (তিসি), বিড়ল, জোতিষ্যতী এই সকল বীজ ও ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু অথচ অম্লকবীর্য, রসে ও পাকে কটু, সারক এবং বাতশ্লেয়া, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের নিবৃত্তিকর।

শগবীজের তৈল—বাতর, মধুর, বলকারক, কটুপাক, চক্ষুর অহিতকর, স্নিগ্ধোষ্ণ, গুরুপাক এবং পিত্তকর।

ইক্ষুদীতৈল—ক্রিমির, জৈব তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠ ও ক্রিমি-নাশক এবং দৃষ্টি, শুক্র ও বলকরকর।

কুম্ভবীজের তৈল—পরিপাক কটু, সকল দোষের বর্ধক, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর অহিতকর এবং বিদাহী (যাহাতে গলা জলে)।

কিরাততিক্ত (চিরেতা), তিনিশ, বিভীতক, নারিকেল, কোল, পীলু, জীবন্তী, পিয়াল কর্ণদার, সূর্যাবলী, জপুস, একার্কক, কর্কার্কক, কুম্ভ ও প্রভৃতির তৈল মধুর বীর্য ও পাকে মধুর, বায়ু ও পিত্তের শাস্তিকর, শীতবীর্য, চক্ষুর অহিতকর, মলমূত্রজনক ও অগ্নিমান্দ্যকর। মধুক, গম্ভারী ও পলাশের তৈল মধুর, কষায় ও কফ পিত্তের শাস্তিকর।

ভূকবক এবং ভল্লাতকতৈল—উষ্ণ, মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্ত, কটু, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, মেহ ও ক্রিমিনাশক এবং উষ্ণ ও অধোভাগের দোষহারী।

সরল, দেবদারু, গভীর, শিংসপা ও অশ্রুদ্রুহাদিগের সারের তৈলের গুণ—তিক্ত, কটু, কষায়, দ্বিভ্রত ব্রণের শোধনকর, ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শাস্তিকর।

তুণী, কোষাভ্র, দন্তী, দ্রবন্তী, ভ্রামা, সপ্তলা, নীলি, কাল্পিন এবং শম্বিনী ইহাদিগের তৈল তিক্ত, কটু, কষায়,

শরীরের অধোভাগের দোষনাশক। ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুর শাস্তিকর এবং দ্বিভ্রত ব্রণের শোধনকর।

ববতিক্ত তৈল—সকল দোষের শাস্তিকর, জৈব তিক্ত, অগ্নিদীপ্তিকর, লেখন, পথ্য, পরিভ্র ও রসায়ন।

ঐকৈবিকা (বকপুশ) তৈল মধুর, অতি শীতল, পিত্ত-শাস্তিকর, বায়ুপ্রকোপক ও শ্লেয়াবর্ধক।

আম্রবীজতৈল—জৈব তিক্ত, অতি স্নিগ্ধ, বাতশ্লেয়া শাস্তিকর, কৃষ্ণ, মধুর, কষায়, এবং ইহার রসের দ্বারা অতিশয় পিত্তকর।

যে সকল ফলের তৈলের উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুণ—তৈলের দ্বারা বায়ুশাস্তিকর। সকল তৈলের মধ্যে তিল তৈলই প্রশস্ত। তৈলের দ্বারা কার্যকারী ও সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই অপরূপ তৈলের তৈলত্ব স্বীকার করা যায়।

বাগ্ভট বলেন যে যে জব্য হইতে যে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই তৈল সেই জব্যের গুণানুকূলাই হইয়া থাকে। অতএব যে সকল তৈলের গুণভিন্নিত হইল না, তাহাদের গুণ স্বীয় স্বীয় উপাদান কারণের গুণানুকূলাই বৃত্তিতে হইবে। তৈলাভ্যঙ্গ গুণ শরীর অর্ধ হয়, কফ ও বায়ু নষ্ট হইয়া দাঁত, পুষ্টি, ভেজ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পদতলে মর্দন করিলে স্নানিয়া হয়, এবং চক্ষুর হিত ও পাদরোগ নাশ হয়। কিন্তু কফরোগীর পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। তৈল মর্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয়, লোমকূপে এবং শিরামুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়। তৈল দ্বারা মস্তক আদ্র করিলে শিরঃশূল, মাংস লোলিত ও টাকরোগ হয় না। কেশ ঘন, শক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয়গণ প্রসন্ন ও মুখ স্নিগ্ধ হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। মর্দনে সর্ষপতৈল প্রশস্ত।

তৈলপক ঋতুর গুণ—বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটু, উষ্ণ, বায়ু ও দৃষ্টির অহিতকর, পিত্তকর, এবং ত্বক দোষোৎপাদক। তৈলপক মাংস উষ্ণবীর্য, পিত্তকর ও গুরুপাক। তৈলপক মংস্ত মুখপ্রিয়, কটিকর ও লঘুপাক।

তৈল পুরাতন হইলেই অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। (ভাব-প্রকাশ সূত্রতঃ জব্যতঃ)।

প্রাতঃস্নান, (সূর্যোদয়ের পূর্বে) ত্রত, শ্রাদ্ধ, দ্বাদশী ও গ্রহণ দিনে তৈল মাখিতে নাই।

“প্রাতঃস্নানে ত্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।”

মদ্যালেপসমং তৈলং তস্মাৎ তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥” (কর্ণলোচন)

এই বচনে তৈল নিষেধ। তিলতৈলপর, অর্থাৎ পূর্কোক্ত কার্যে তিলতৈল প্রয়োগ করিবে না।

“যতক সার্বপং তৈলং যতৈলং পুষ্পবাসিতং ।

অদ্বৈতং পকতৈলকং তৈলাভ্যাজে চ নিত্যং ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যত, সার্বপং তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল, ও পক তৈল তৈলাভ্যাজে ইহার অদ্বৈত, অর্থাৎ পকতৈল, সর্বপং তৈল প্রকৃতি ব্রহ্মণে দোষাবহ নহে ।

বার বিশেষে তৈল গ্রহণ কল। রবিবারে হৃদয় বিনাশ, সোমে কীর্তিলাত, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে পুত্রলাভ, বৃহস্পতিবারে অর্থনাশ, শুক্রবারে শোক ও শনিবারে দীর্ঘায়ু-লাভ হয় ।

“অর্কে নুনং দহতি হৃদয়ং কীর্তিলাতশ্চ সোমে

ভোমে মৃত্যু ভবতি নিয়তং চন্দ্রে পুত্রলাভঃ ।

অর্থশ্চানি ভবতি চ শুক্রো ভার্গবে শোকযুক্তঃ

তৈলাভ্যাজং তনয়মরণং সূর্য্যাজে দীর্ঘমায়ুঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

যত অপেক্ষা তৈল মর্দন করিলে, চ শুণ অধিক ফল হয় ।

“যতাদষ্টশুণং তৈলং মর্দয়েৎ নতু খাদয়েৎ ॥” (বৈদ্যক)

তৈলক (ক্রী) অন্নং তৈলং, অন্নার্থে-কন্। অন্নপরিমাণতৈল ।

তৈলকন্দ (পুং) তৈলপ্রধানঃ কন্দঃ । কন্দবিশেষ, পর্যায়—

‘দ্রাবককন্দ, তিলাবিত্তদল, করবীরকন্দসংজ্ঞ, তিলচিহ্নগজক ।

ইহার শুণ গোহজাবী, কটু, উষ্ণ, বাত, অপস্মার, বিষ ও শোকনাশক । (রাজনিং)

তৈলকঙ্কজ (পুং) তৈলাং তিলসম্বন্ধিনঃ কঙ্কাজ্যতে জন-
ড । তৈলকিটু, তৈলের কাট-ধৈল ।

তৈলকার (পুং) তৈলং করোতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ; কন্। তেলী, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে কোটক-জাতীয় দ্বীপ গর্ভে কুন্তকায়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । পর্যায়—ধ্রুব, চাক্রিক, তৈলী । (হেমচ) যাত্রা-কালে এই জাতি দেখিলে অমঙ্গল হয় ।

“দদর্শামকলং রাজা পুরো বজ্রনি বজ্রনি ।

কুন্তকায়ং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনং ॥”

(ব্রহ্মবৈবং গণপতিখং ৩৫ অং)

তৈলকিটু (ক্রী) তৈলস্ত কিটুঃ ৬৩৭ । তৈলমল, ধলি, ধৈল ।

পর্যায়—পিছাক, ধলি, তৈলকঙ্কজ । ইহার শুণ—কটু,

গোলা, কফ, বাত ও প্রমেহনাশক । (রাজনিং)

তৈলকীট (পুং) কীটভেদ, তেলিনী কীট ।

তৈলক্য (ক্রী) তিলকস্ত ভাবঃ কৰ্ম বা তিলক-বক্ (পত্যন্ত পুরোহিতাদিত্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) তিলকের ভাব বা তিলক কার্য ।

তৈলঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ, ত্রিংশল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ, ত্রিলিঙ্গ দেশ ।

“ত্রিংশলং তু সমারভ্য চোলেশাশ্রয়ভাগতঃ ।

তৈলঙ্গদেশো এববেশি ধ্যানাধারনভংগঃ ॥”

(শক্তিমানক)

এখানকার ভাবা ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ । [ত্রিলিঙ্গ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।]

তৈলঙ্গস্বামী, একজন মহাপুরুষ । ভারতবর্ষ মহাপুরুষ গণের লীলাভূমি । কত শত মহাত্মা এইদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে । মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী কালী-ধামের এক অমূল্য রত্ন ; ইহাকে দেখিলে আত্যন্তরিক তামসিক ভাব সকল বিদূরিত হয়, এবং সাত্ত্বিক ভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যাহারা ইহার সৌম্যমূর্তি একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহারাই এই কথার যথার্থ্য অহুত্ব করিতে পারিবেন, বিদেশীয় যাত্রিক ও সাধু সকল যেরূপ ভক্তি-সহকারে বিশেষর, অন্নপূর্ণী ও মণিকর্ণিকাদি দর্শন করিতেন, এই মহাত্মাকেও সেইরূপ ভক্তি সহকারে দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া বিমল অনির্বচনীয় পবিত্র স্মৃতি অহুত্ব করিয়াছেন ।

আমাদের দেশে সাধু পুরুষদিগের জীবনী নিতান্ত অল্প-তমসাক্ষর মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী সম্বন্ধেও তাহাই, অল্পসংখ্যে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, এখানে তাহাই প্রকটিত হইল । এই মহাত্মার প্রকৃত নাম ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাকিগাত্য প্রদেশে বিজনা গ্রাম নামক জনপদস্থিত হোলিয়া নগর ইহার জন্মস্থান । ১৫২৯ শতাব্দীর পৌষমাসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম নৃসিং-ধর । নৃসিংধর সন্ততিপন্ন লোক ছিলেন, তাহার দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের পুত্রের নাম ত্রৈলিঙ্গধর, দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ত্রিধর । ৪০ বৎসর বয়সক্রমে কালে ত্রৈলিঙ্গের পিতৃবিয়োগ হয় । ইহার মাতা বিস্তাবতী ও বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর ত্রৈলিঙ্গ তাহার মাতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করি-
তেন, এইরূপে ষাটশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন, এবং এই সময় মাতার নিকট কিছু কিছু বোদ্ধশিক্ষাও করিয়াছিলেন, ত্রৈলিঙ্গের বয়স যখন ৫২ বৎসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয় । মৃত্যুর পর তাহার মাতার যে স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছিল, ত্রৈলিঙ্গ তথা হইতে আর বাণী প্রত্যগমন করেন নাই । ত্রিধর ত্রৈলিঙ্গকে গৃহে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । ত্রৈলিঙ্গ ত্রিধরকে এই বলিয়া বিদায় করেন, ‘ভাই, আর কেন, মাদামর সংসারে আর আশি

প্রবেশ করিব না, বাহা কিছু পৈতৃকসম্পত্তি আছে, স্বল্পে ভোগ কর।' প্রথম তথা হইতে যবে কিরিয়া আসিয়া তথার ত্রৈলোক্যের বানোপযোগী গৃহ নির্মাণ করাইয়া দিয়া সুচারু রূপে আহাৰাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ত্রৈলোক্যের সেই স্থানে সাতার উপদিষ্ট যোগ অভ্যাস করিয়া বিংশতি বৎসর কাল অভিবাহিত করেন। এই সময় পশ্চিম প্রদেশে পাতিয়ালায়াজ্যে বাস্তরগ্রামে ভগীরথস্বামী নামে এক সুপ্রসিদ্ধ যোগী বাস করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে একদিন ত্রৈলোক্যের তাহার নয়নপথে পতিত হন। ঐ স্থানে উভয়ের অনেক বাক্যালাপ হয়, অনন্তর কিছুদিন উভয়ে একস্থানে অবস্থিতি করেন। পরে তথা হইতে ভগীরথস্বামী তাহাকে সমস্তিবাছারে লইয়া পুষ্করতীরে গমন করেন, উভয়ে এই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিত করায় ত্রৈলোক্যের ভগীরথস্বামীর নিকট বিশেষরূপ যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন। এইস্থানে ভগীরথস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইলে তিনি ত্রৈলোক্যেরকে গণপতিস্বামী বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরে ইহার নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া যখন ৬ কাশীধামে উপনীত হইলেন, তখন কাশীবাসী লোক সকল ইহাকে ত্রৈলোক্যস্বামী বলিয়াই আহ্বান করিত। কিছুদিন পরে ভগীরথস্বামী পুষ্কর-তীরেই দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ত্রৈলোক্যস্বামীও তীর্থপর্যটন মানসে উক্ত স্থান হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন, তথার মহারাষ্ট্রদেশীর অকুরাও নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করেন। কাস্তিকমাসের শুক্লাপক্ষমীতে মহাস্নানোৎসবে একটা মেলা হয়, এই মেলায় বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইরাছিল। ত্রৈলোক্যস্বামীর স্বদেশবাসী কএকটা যাত্রীও এইখানে আসিয়াছিলেন, উহারা ত্রৈলোক্যস্বামীকে পুনরায় গৃহে বাইবার জন্য বারবার বিরক্ত করার তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে সূদামাপুরীতে গমন করেন। পরে এই স্থান হইতে নেপালে গমন করিয়া কিছুকাল যোগাভ্যাস করেন। এখানেও লোকাধিক্য দেখিয়া তিস্ততে গমন করেন, তথা হইতে মানস সরোবরে গমন করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগাভ্যাস করেন। পরে এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া নন্দদানদীতে গমন করিয়া মার্কণ্ডেয় ধর্মির আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে স্ত্রুনের মহাস্মার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। এই আশ্রমে থাকীবাবা একদিন যথা সময়ে নদীতে বাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন নদী ছন্দ রূপ ধারণ করিয়া তৈলঙ্গস্বামীর নিকট উপস্থিত হইরাছে। ত্রৈলোক্যস্বামীও, প্রশান্ত মনে সেই ছন্দ

পান করিতেছেন। থাকীবাবা এই স্থানে আসিলেই নদী ছন্দ রূপ পরিহার করিয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। এই অত্যশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন এবং এই রাজ্যে যোগাভ্যাসে না গিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তথার অজ্ঞাত মহাস্মারিগের নিকট এই অভূতপূর্ব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সকলেই স্বামীজীর অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া পূর্বাপেক্ষা তত্ত্ব, শ্রদ্ধা ও একান্ত আস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামীজী এইস্থান হইতে প্রয়াগধামে কিছুকাল অবস্থিত করেন, তাহার পর ৬ কাশীধামে আসিয়া অসীমঘাটে তুলসীদাসের বাগানে গুপ্তভাবে বাস করিতে থাকেন। এই সময় ৬ কাশীধাম নানাপ্রকৃতির অসংলোকে পরিবৃত্ত ছিল না। তখনকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই সাত্ত্বিক-স্বভাব ও ধার্মিক ছিলেন। স্বামীজী তুলসীদাসের বাগানে অবস্থিতকালীন মধ্যে মধ্যে লোলার্ককুণ্ডে গমন করিতেন। অনেক উৎকটরোগী রোগের মন্ত্রণার অস্থির হইয়া স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে সেই উৎকট রোগ হইতে আরোধ্য করিয়া দিতেন। ক্রমে অনেক লোক আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহার তাত্‌কালিক অমাহুয়িক কার্য্যকলাপ অতীব আশ্চর্য্যজনক। তিনি কোন দিন শীতকালে হ্রঃসহশীত স্বপ্নেও জলের মধ্যে অবস্থান করিতেন। আবার গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে যখন সাধারণ লোক বাহির হইতে সাহসী হইত না, তখন তিনি অবলীলাক্রমে হ্রঃসহ উত্তপ্ত বাসুন্ধর শয়ন করিয়া থাকিতেন। কখন অদেহণ করিয়া আহাৰাদি করিতেন না। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য কেহ মুখের নিকট ধরিত, অবাধে তৎসমুদায় তিনি খাইয়া ফেলিতেন। তাহাতে কোন জাতি বা পাত্রাপাত্র কিঞ্চিৎ খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না। লোকে কোন সময়ে তাহাকে ২০।২৫ সের পরিমাণ জিনিস খাওয়াইয়া দিল, আবার পরক্ষণেই যে বাহা দিল অনায়াসে তাহাও খাইয়া ফেলিলেন। পূর্বে সকলের সহিত কথোপকথন করিতেন, কিন্তু এই স্থানে আসিয়া অবধি প্রায় কাহার সহিত আলাপ করিতেন না। তবে সময়ে সময়ে দুই একটা মাত্র কথা কহিতেন। শাস্ত্রের কোন চুক্তোধ্য বিষয় উপস্থিত হইলে স্বামীজীকে অধ্যাহ্ব রাগিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। যত্ন করিয়া তাহাকে যে খাদ্য দেওয়া যাইত, অন্নান বদনে তাহা খাইয়া ফেলিতেন। ৬ কাশীধামে অনেক ধর্মপরাগ লোক আসিয়া

থাকেন, একদিন কোন ধনবান ব্যক্তি ২০ ভরির স্বর্ণ-বলয় স্বামীজীর হস্তে পরাইয়া দেন, কতকগুলি ছোট বুদ্ধি (কাশীর শূতা) লোক উহা লইবার মানসে স্বামীজীকে মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান হইলে লইবে, এই মনে করিয়া ৭।৮ বোতল মদ খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বামীজীর ইহাতে কিছুই হইল না। পরে স্বামীজী নিজ হস্ত হইতে এই স্বর্ণবলয় খুলিয়া তাহাদিগকে দেন।

স্বামীজী সর্বদা উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন, একদিন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নীত হন। সাহেব উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে নিষেধ করেন এবং বলেন; তুমি কাপড় না পড়িলে থানা খাওয়াইয়া দিব। স্বামীজী সাহেবকে এই কথা বলেন যে, তুমি আমার থানা খাইলে আমি তোমার থানা খাইব; সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার থানা কি রূপ? স্বামীজী এই রূপ জিজ্ঞাসিত হইলে তৎক্ষণাৎ মূল ত্যাগ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সাহেবের চৈতন্য হইল, তিনি স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিয়া যথেষ্ট বেড়াইতে অহুমতি দিলেন।

দয়ানন্দ সরস্বতী যখন কাশীধামে আসিয়া হিন্দুদেবদেবীর অসারত্ব প্রমাণ ও অথবা নিষ্কাবাদ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন। “একমেবাধিতীয়ং” এই মত সাধারণে প্রচার করিতেছিলেন, অনেক লোক মন্ত্রমুগ্ধের ভাষা স্বীয়ধর্মের অনাস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল, দিন দিন দয়ানন্দের দল পুষ্টি হইতে লাগিল, পরে স্বামীজীর শিষ্যগণ এই সংবাদ মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীকে নিবেদন করিল। স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া তাহার শিষ্য মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে একটু কাগজে বিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন, দয়ানন্দ এই কাগজ পাঠ করিয়া কাশী পরিত্যাগ করেন, কাগজে যাহা লেখা স্বামীজী ও দয়ানন্দ ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারে নাই।

১৮০৫ শতাব্দীতে ৮ কাশীধামে পঞ্চগঙ্গার গর্ভে তৈলঙ্গস্বামী “লাট” নামে একটি প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন এবং ইহার কিছুকাল পরে পঞ্চগঙ্গার উপরে যে আশ্রমে বাস করিতেন সেই আশ্রমে মহাসমারোহে জৈলিঙ্গেশ্বর নামে আর একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঙ্গলপ্রসাদ ঠাকুর ইহার সেবক নিযুক্ত হন। এই আশ্রমে স্বামীজীর একটি মূর্তিও বিদ্যমান আছে। কাশীবাসী ও যাত্রিগণ এই মূর্তি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী দেহত্যাগ করিবার ১৫ দিন পূর্বে মৃত্যুর বিষয় সেবকগণকে জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, সে গৃহের সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিতে

অহুমতি দিয়া সমাধিহ হইয়াছিলেন, পরে কালপূর্ণ হইলে সন্ধ্যার পূর্বে সমস্ত দরজা খুলিতে অহুমতি দিয়া বাহিরে আসিলেন, বাহিরে আসিয়া যোগাসনে উপবেশন করিলেন পরে আত্মাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

শকাব্দ ১৮০২ গোবিন্দ মাস শুক্লা একাদশীর দিন সায়াংকালে স্বামীজী কলেবর ত্যাগ করেন।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর প্রকাশিত “মহাবাক্যরত্নাবলী” নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবাক্যরত্নাবলীতে নিম্নলিখিত উপদেশপূর্ণ বিষয়গুলি লিখিত আছে।

বন্ধনমোক্ষবাক্য, বিঘ্ননিব্বাক্য, উপদেশবাক্য, জীবজন্মবাক্য, মননবাক্য, জীবমুক্তবাক্য, স্বাহুভূতিবাক্য, সমাধিবাক্য, অষ্টস্বরূপবাক্য, পুংলিঙ্গস্বরূপবাক্য, স্ত্রীলিঙ্গস্বরূপবাক্য, নপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্য, আত্মস্বরূপবাক্য, ফলবাক্য ও বিদেহবাক্য।

মহাবাক্যরত্নাবলীতে ইহাই স্তম্বরূপে লিখিত হইয়াছে।

স্বামীজী এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। শিষ্যগণ তাঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। এই মহাপুরুষের স্বরূপ প্রকাশ করা ভাষার অসাধ্য। ইহার রূপ লাভ করিয়া অনেক লোক ভ্রমসাধ্য ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেক লোক অজ্ঞাপিও জীবিত আছে।

অনেক লোক ইহার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধর্ম মনে করিয়াছেন।

ইহার শিষ্যগণ ইষ্টদেবের ভাষা ইহারও নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিয়া থাকেন।

তৈলচোরিকা (স্ত্রী) তৈলং চোরয়তি চুর ধূলু পূষোঁ সাধুঃ।
তৈলপায়িকা, তৈলাপোকা।

তৈলচোরিকা (স্ত্রী) তৈলন্ত চোরিকিব। তৈলপায়িকা।

তৈলত্ব (স্ত্রী) তৈলন্ত ভাবঃ তৈল-ত্ব। তৈলের ভাব, তৈলের গুণ।

তৈলদ্রোণী (স্ত্রী) তৈলপূর্ণা দ্রোণী মধ্যালো কং। কণ্ঠ পর্গাৎ গজনার্থ তৈলপূর্ণ কাষ্ঠাদিনির্মিত পাত্রবিশেষ। এই পাত্রের অবস্থান গুণ—বাতরোগ, ব্যাধি, কুষ্ঠরোগ, পঙ্ক, বারিধা মিন্মিন, গদগদ, হবলভুক্ত, পুষ্টপ্রচলিত, পবন, গাত্রকল, জীবাভঙ্গ, রূপতত্ত্ব, ক্ষয়, ক্রধির মূত্রকৃচ্ছ, বস্তি এই সকল রোগে হিতকর। (রাজনিং)

রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহার শরীর তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হইয়াছিল। তৈলদ্রোণীতে মৃত শরীরে রক্ষা করিয়া শীঘ্র পচিয়া যায় না।

“তৈলভোগ্যাঃ তদাভাভ্যাঃ সংবেদ্যঃ সপ্তভীপতিঃ।

স্বাক্ষঃ সৰ্বাণ্যাবানিষ্টাক্ষঃ কৰ্মাণ্যনন্তরং।”

(স্বামী ২৬৩১৪)

তৈলধাতু (ক্ৰী) তৈলোপযোগি ধাতুঃ। তৈলোপযোগি সত্ব-
শত। তিল, অতলী, তোরী এই তিন প্রকার সর্বণ, ছই
প্রকার রাজী, খস ও কোম্বুস্তবীজ ইহাদের নাম তৈলধাতু।

“তিলো হতলী চ তোরী চ ত্রিবিধশ্চাপি সর্বণঃ।

বিধা রাজী খসটৈকব বীজং কোম্বুস্তবং ॥

এতানি তিলধাত্বানীকৃত্যেব তিলাদিবু।”

তৈলপক (পুং) তৈলং পিবতি পা-ক। তৈলপায়িকা। তৈল হরণ
করিলে পরজন্মে তৈলপায়িকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

“নাংসং গৃধ্রো বপাং মদপু তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।” (মহু ১২৬৩)

‘তৈলং দ্বা তৈলপায়িকাখ্যঃ পক্ষী ভবতি’ (শুক্ল-বৃক্)

তৈলপর্ণক (পুং) তৈলোক্তমিব পর্ণং বত কপ্। গ্রহিণপ-
বৃক্, গের্ভেলা গাছ।

তৈলপর্ণিক (ক্ৰী) তৈলং তৈলযুক্তমিব পর্ণমত বা তিল-
পর্ণো বৃক্ উৎপত্তিস্থানত্বেনাত্যস্ত ঠনু। ১ হরিচন্দন। ২ চন্দন-
ভেন। পর্যায়—ঐশ্বৰ্য, চন্দন, ভদ্রজী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার,
মলয়জ, চন্দ্রজ্যতি। (ভাবপ্র) ৩ বৃক্ বিশেষ।

“কালীয়ক দ্রুতলাশ্চ হিলবতৈলপর্ণিকাঃ” (হরিব ২২৩৬৮)

তৈলপর্ণী (ক্ৰী) তিলপর্ণে বৃক্ জাতঃ তত্র জাত ইত্য-
ত্ততোভীপ্। ১ চন্দন। ২ জীবাস। ৩ সিল্ক। (মেদিনী)

তৈলপা (ক্ৰী) তৈলং পিবতি পা-ক-টাপ্। তৈলপায়িকা,
তেলাপোকা।

তৈলপায়িকা (ক্ৰী) তৈলং পিবতি পা-খুল টাপি অতইৎ।
কীটবিশেষ, তেলাপোকা। পর্যায়—পরোক্ষী, তৈলচৌরিকা
তৈলপা, তৈলাছুকা, খলাখার। (জটধর)

তৈলপায়িন্ (পুং) তৈলং পিবতি পা-পিনি। তৈলপায়িকা,
তেলাপোকা।

তৈলপিঞ্জ (পুং) তিলপিঞ্জ, নিফল তিল।

তৈলপিপীলিকা (ক্ৰী) তৈলপ্রিয়া পিপীলিকা। পিপীলিকা
ভেদ, রাঙ্গাপিগড়ে। পর্যায়—উদয়া, কপিজাজিকা।

তৈলপীত (ত্রি) পীতং তৈলং বেন, সমাসে পরনিপাতঃ।
পীততৈলক, যিনি তৈল পান করিয়াছেন।

তৈলপিষ্টক (পুং) তৈলত পিষ্টকঃ। তৈলকিট, তৈল।

তৈলফল (পুং) তৈলপ্রধানং ফলং বত্। ১ ইক্ষুী। ২ বিভীতক।

তৈলভাবিনী (ক্ৰী) তৈলং ভাবয়তি সঙ্গং করোতি ভূ-
গিহ্মিনি ভীপ্। জাতীফলগাছ, তৈলবাগক, জাতীপুশ-
বৃক্, চামেলীফলগাছ।

তৈলমর্দন (ক্ৰী) তৈলত মর্দনং। তৈল মাখা।

তৈলমালী (ক্ৰী) তৈলানাং মাণু সনুহো বজ ততো ভী-
বর্জি, বীগদশা, পুগিতা।

তৈলম্পাতা (ক্ৰী) তিলপাতোহত্যং বর্ততে তিলপাত-এ যদ্
(বঞঃ সাত্তাঙ্কিরেতি ঞঃ। পা ৪।২।৫৮। ত্রেনতিলত
পাতে ঞে। পা ৬।৩।১১) ১ বধা। বধা এই যন্ত্রোপলক্ষিত
প্রাছ।

তৈলযন্ত্র (পুং) তৈলমর্দনার্থং যন্ত্রং। তিলাদি নিস্পীড়নার্থ
যন্ত্রভেদ, কলুর ঘনি।

“অমীমাংসানি শৌচানি তৈলযন্ত্রেঋত্বয়োঃ” (শ্রুতি)

তৈলবক (পুং) তৈলনুপত বিষয়ো দেশঃ রাজভা বৃঞ।
তৈলনুপের দেশ।

তৈলবল্লী (ক্ৰী) তৈলাক্তেব বল্লী। লঘু শতাবরী, শতমূলী।

তৈলসাধন (ক্ৰী) তৈলং সাধয়তি সুগন্ধীকরোতি সাধ-পিচ্
লুটি। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কাকলা। পর্যায়—কাকোল, কোলক,
গন্ধব্যাকুল, ককোলক, কোবকল। (শব্দচ)

তৈলস্ফটিক (পুং) তৈলাক্তঃ স্ফটিক ইব। তৃণমণি।
গোমেদমণি। এক প্রকার মন্থণ কঠিন উদ্ভিদ পদার্থ, ইহা
সমুদ্রতীরে জন্মে।

তৈলস্মৃদ্ধা (ক্ৰী) তৈলমিব স্মৃদ্ধতি স্তম্ভ-অচ্। ১ খেত-
গোকর্গী। ২ কাকোলী। (পারদ্বর নিঘণ্টু)

তৈলাক্ত (ত্রি) তৈলেন আক্তং। তৈলমর্দিত।

তৈলাখ্য (পুং) তুলাক নাম গন্ধদ্রব্য, শিলায়।

তৈলাগুরু (ক্ৰী) তৈলাক্তমিব অগুরু। রাহাগুরু নাম
সুগন্ধ দ্রব্য।

তৈলাটী (ক্ৰী) তৈলেন তৈলপ্রধানেন অটতি দুরীভবতি
‘অট-অচ্ গোরা’ ভীপ্। বরটা নামক কীট, বোলতা।

তৈলাধার (পুং) তৈলত আধারঃ। তৈল রাখিবার পাত্র।

তৈলাছুকা (ক্ৰী) তৈলং অখু জলমিব পেয়ং যন্তাঃ কপ্ টাপ্।
তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

তৈলিক (পুং) তৈলং লগ্যত্বেনাত্যস্ত তৈল-ঠনু। তৈলকার,
তৈলবিক্রেতা কলু।

তৈলিন্ (ত্রি) তৈলং নিস্পাত্ত্বেনাত্যস্ত তৈল-ইনি।
১ তৈলকার। ২ তৈলযুক্ত।

তৈলিনী (ক্ৰী) তৈলং তক্ষত্বেন আশ্রয়ত্বেন বা অন্ত্যস্ত তৈল-
ইনি-ভীপ্। কীটভেদ, পর্যায়—তৈলকীট, বদ্গ্, বিছ্যা, দক্ষ-
নাশিনী। (রাজনি)

তৈলিশালা (ক্ৰী) তৈলিনঃ শালা। যন্ত্রগৃহ, তৈলনিস্পীড়-
নার্থ গৃহ, ঘনিঘর।

তৈলীন (ক্লী) তিলামাং ভবনং ক্ষেত্রং তিগ-খণ্ড। (বিভাবা
ভিলমাযেতি। পা ৪।২।৪) তিলক্ষেত্র, তিলের ক্ষেত্র।

“তিলোত্তবোচিতং বস্তু তিলাং, তৈলীনমিত্যপি।” (শব্দরত্নাবলী)

তৈল্লক (ত্রি) লোত্র। [তিষক দেখ।]

‘সর্পিঃ পেয়ং তৈল্লকং তৈল্লকং বা পেয়ং বা’ (অষ্টাঙ্গসংহিতা ১০ অঃ)

তৈত্রক (ত্রি) তীত্র-বৃদ্ধ (রাজত্বাদিভ্যো বৃদ্ধ। পা ৪।২।৫০)
তীত্র। [তীত্র দেখ।]

তৈত্রদায়ব (ত্রি) তীত্রদায়ক ইং রজতাদিভ্যাং অণ্।
তীত্রদায়কসম্বন্ধী।

তৈষ (পুং) তৈষী তিষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অস্মিন্ ইতি
তৈষী স্মিন্ পৌর্ণমাসীতি অণ্। পৌষমাস। শুক্ল প্রতিপদ
হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত চান্দ্র পৌষমাসের নাম তৈষ, পৌষ-
মাসের পূর্ণিমার দিন তিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত হয়।

তৈষী (ক্লী) তিষ্ঠোণ নক্ষত্রোণ যুক্তা তিষ্ঠা-অণ্। ‘তিষ্ঠা পুণ্যয়ো
নক্ষত্রানি যলোপঃ’ ইতি যলোপঃ ঙীপ্। পুণ্যনক্ষত্রযুক্তা
‘পৌর্ণমাসী’।

“তৈষ্যা মধীত পূর্ণাণাং” (‘আষা’ শ্রোঃ ৮।১৪।২২)

তো (পারসী) তুবক, তাঁজ, তুর।

তোক (ক্লী) তোতি পুরয়তি গৃহং তু-বাহুলকাৎ-ক। অপত্য,
পুত্র, দুহিতা।

“তোকং পুয়েম তনয়ং শতং হিমাঃ” (শুক ১।৬৪।১৪)

২ শিশু, বালক।

“তোকেম জীবহরণং যজলুক্কারাঃ” (ভাগ ২।৭।২৭)

তোকবৎ (ত্রি) তোকং বিস্ততেহস্ত তোক-মতুপ্, মত্ ব।
পুত্রাদিযুক্ত, পুত্রপোত্র সহিত। “সহস্রবৎ তোকবৎপুষ্টি মৎসু।”
(শুক ৩।১০।৭) ‘তোকবৎ পুত্রপোত্রাদি সহিতঃ’ (সারণ)

তোক্স (পুং) তকস্তি হসস্তি আনন্দিতা ভবন্তি লোক। অর্নেন
তক-বাহুলকাৎ মণ্ডলক। ১ হরিষর্গ অপকৃৎ বব। ২ হরিষর্গ।
৩ মেঘ। (ক্লী) ৪ কর্ণমল। ৫ নবপ্রসূত যব, যবাকুর।
“প্রায়নীরস্ত তোক্ষানি” (শুক্লযজুঃ ১৯।১৩) ‘তোক্ষানি নবপ্রসূত-
যবাঃ’ (বেদদীপ) ৬ পল্লবাদির অঙ্কুর।

“গন্ধনির্ধাসভক্ষ্যাহি তোক্ষৈঃ কামান্ বিতষছে।”

(ভাগ ১০।২২।২৬) ‘তোক্ষাঃ পল্লবাত্তকুরাঃ’ (জীৱর)

তোক্সন্ (ক্লী) তক-মনিন্ পূর্বোদরাদিভ্যাং অত ওৎ।
১ নবপ্রসূত যব। ২ অপত্য। (নিষট্)

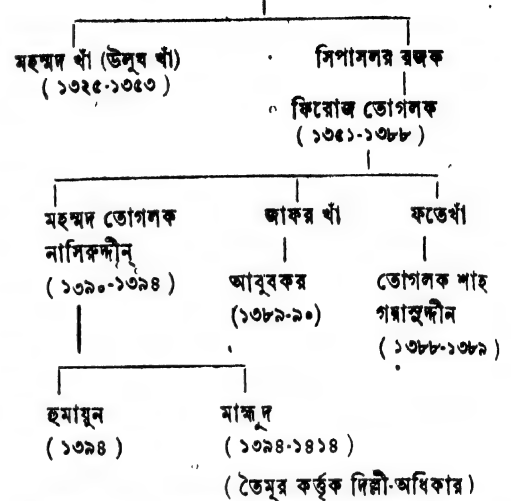
তোকক (পুং) পক্ষিবিশেষ। (Cuculus melanoleucus)

ভোগলক্ (তুঘলক্, তুগলক্)—স্বর্গতান গয়াসুদীন বল-
বনের একজন কৃতদাস। তাঁহার পুত্র (১৩২১ খৃষ্টাব্দে)
ধর্মশাহকে বিনাশ করিয়া গয়াসুদীন ভোগলক্ নাম গ্রহণ-

পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশ
রাজগণই ভোগলক্ বংশ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভোগলক্
বংশে যে কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একটি বংশ
তালিকা দেওয়া হইল।

গয়াসুদীন ভোগলক্

(১৩২১-১৩২৬ খৃঃ অবঃ)



তোটক (ক্লী) বাদশাহকরপাদছন্দ, এই ছন্দের প্রতি চরণে
১২টা অক্ষর থাকে। লক্ষণ—

“বদ তোটকমকিসকারযুতং” (ছন্দোমণ্ড)

ইহতোটকমমুখিগৈঃ প্রতিধং (বৃত্তং রং)।

ইহার প্রত্যেকের আদি দুইটা বর্ণ লঘু, তাহার পর একটি
গুরু, যথা—

ব দ তো ট ক ম কিস কার যু ত
৩।৬।৯।১২ এই করটা বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণ লঘু।

তোড় (দেশজ) নদীর প্রবল স্রোত।

তোড়ন (ক্লী) তুড়-ভাবে লুট। ১ ভেদন। ২ দারণ
ও হিংসন।

তোড়ল (ক্লী) তুড়ভেদন, তোড়লতন্ত্র।

তোড়া (দেশজ) ১ টাকার ধলিয়া, বগী। ২ প্রকৃত তিরগা
করান ৩ পুণ্ডল, ফুলের তোড়া।

তোড়া, মাস্তাজ প্রদেশের ক্ষত্রবর্গ নীলগিরিনিবাসী এক অস
জাতি। কাহারও মতে তামিল ‘ভোরবন্’ বা ‘ভোর
শক’ হইতে তোড় বা তোড়া শব্দ বাহির হইরাছে। ইহ
অর্থ পশুপাল বা যুধ।

তোড়ামিগের মতে চারি পাঁচটা যুধ আছে, শুভ্রযো ইহা
নিঃশেষপ্রাণ।

এই জাতি দেখিতে লম্বা, শরীরাক্রম পটন, বলিষ্ঠ, স্বাধীন প্রকৃতি। ইহাদের নাসিকা বেশ লম্বা, ললাট বিস্তৃত, গণ্ডস্থল গোল, চিবুক ও ক্রুর বেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, দেখিতে বেন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির এক শাখা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যেমন স্বভাব, পোষাকেও সেইরূপ একটু বিশেষ আছে। ইহারা একখানি কাপড় জড়াইয়া পরে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মাথার পাগড়ী ব্যবহার করে।

তোড়ার স্বভাবতঃ অতি অপরিহার্য থাকে। ইহাদের মধ্যে এক রমণী বহুপতি গ্রহণ করিতে পারে। সচরাচর দুই চারি ভ্রাতার এক রমণীকে বিবাহ করে।

গো মেঘাদির পালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। সকলেই প্রায় দুগ্ধশীলা পোয়ালঘর লইয়াই বাস। ইহারা প্রধানতঃ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং নানা প্রকার রন্ধনাদি খায়।

ইহারা কুজবনে ঘর বাধিয়া বাস করে, তাহাকে 'মণ্ড' বা 'মলত' বলে। প্রতি মণ্ডে প্রায় ১৫ খানি করিয়া কুটার থাকে, তন্মধ্যে তিনখানি বসবাসের জন্য, একখানি দুগ্ধ দধি রাখিবার ভাণ্ডার ও অপরখানি গোয়ালঘর। ঘরগুলি দূর হইতে দেখিতে বাদামী, এক একখানি ১০ ফিট উচ্চ ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ৯ ফিট বিস্তৃত, এই সকল ঘর বংশনির্মিত ও গোময়াদি লিপ্ত। ঘরের ভিতর ৬ হইতে ১০ হাত পর্যন্ত চোড়া। ইহার মধ্যে একস্থানে পিরাল নামে মাটির চিপি, তাহা প্রায় ২ ফিট উচ্চ, তাহার উপর মৃগ বা মহিষ চৰ্ম্ম অথবা মাহুর বিছাইয়া শয়ন করে। তাহার পশ্চাদিকে উদান, তাহার চারি পার্শ্বে আসবাব থাকে। দুগ্ধ ভাণ্ডারটাই অপর সব ঘর অপেক্ষা কিছু বড়। এই ঘর মাকে বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা থাকে। একভাগে দুগ্ধ ঘুতাদি রাখা হয় ও অপর ভাগে তাহাদের ইষ্টদেবতার পূজা হয়।

তাড়াবন্দী (দেশজ) তোড়ার রন্ধিত।

তাড়ামাচ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus kutla)

তাড়ী (স্ত্রী) তুড়-অচ্ গোরা' স্ত্রী। তৈলসাধন ধাতুভেদ।

তাড়ী, বসন্তরোগের পত্নী, ইহার গ্রহ অংশ ও জ্ঞাস মধ্যম। সৌবীরী মূর্ছনা। এই রাগিণী সম্পূর্ণ, কেহ কেহ বলেন ইহার গ্রহাংশ জ্ঞাস বড়জ্ঞ। মূর্ত্তি—

“উরিজপঙ্কজচাক্রনেত্রাকুরনানিঃ দধতি করেণ।

সন্তোষকন্তী বিশিনোপকঃ তোড়ীরমিন্দীবরদামরময়।”

(সঙ্গীতদাস)

নারদসংহিতায় ইহার মূর্ত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

“স্নাত্যনানি স্নানীলমুক্তা মুকুলতাক্রান্তহারবধিঃ।

চতাস্ত্রং পাণিযুগে বহন্তী লবাকৃগাঙ্গী তুড়িকেরীতেরং।”

(নারদসংহিতা)

ইহা মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যার ও বীররসে গের। (সঙ্গীতদাস)
মালকোব ও কানাকা যোগে উৎপন্ন। সা বাদী স্বরগ্রাম—

স।	খ	গ	র	প	ধ	নি
স।	খ	গ	ম	.	ধ	.

(নারদপু)

মুতরাং নারদপুরাণমতে ওড়ব। (সঙ্গীতর)

তোতলা (দেশজ) অক্ষুটবাক্য, অস্পষ্ট কথা, বাহার কথা বাধিয়া যায়, সহজে বাহির হয় না।

তোতলামী (দেশজ) অক্ষুটবাক্য বলা, তোতলা কথা বলা।

তোতা (হিন্দী) টিয়া প্রকৃতি পক্ষী।

তোতাস্ (অব্য) তু-বাহুলকাৎ তসি। ১ কলত্র। ২ তং ভূমি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

“বিধৌয় তোতোয়াঃ” (শ্রুতযজুঃ ৪।২২)

‘তোতঃশব্দঃ কলত্রবাচী অব্যয়ঃ যথা অব্যয়ানাং অনেকা-
র্থবাৎ তোতঃ শব্দঃ যুগপৎপরিচায়ঃ’ (বেদমণি)

তোত্ (স্ত্রী) তুততে ভাডাতেহেনেন তুদ-ইন্। (দারীশস
যুজস্ততুদেতি। পা ৩।২।৮২)

গবাদি ভাডনদণ্ড, পাঁচনী। পর্যায়—প্রাঙ্গন, তোদন,

গজ-ভাডনদণ্ড, বৈগুক, বেগুক। ডালস। “মাতৃশু সঙ্হিতঃ
শক্তন্তোতৈস্তু হুং ইব ধিপঃ।” (রামায়ণ ২।৪০।৪১)

তোত্রবেত্র (স্ত্রী) বিজুদণ্ড, বিজুর হস্তস্থিত দণ্ড।

তোদ (পুং) তুদ-ভাবে ঘঞ। ব্যাধা। (ত্রি) তুদভীতি তুদ-
অচ্। ২ পীড়াদায়ক। “তোদো বাতস্ত হর্ষোরাশানঃ” (ঋক
৪।১৬।১৮) ‘তোদন্তোদকঃ’ (সায়ণ)

তোদন (স্ত্রী) তুততেহেনেন তুদ-করণে লুট্। ১ তোত্।
২ ভাবে লুট্। ২ ব্যাধা। ৩ কলবৃক্ষবিশেষ, ইহার কলের
গুণ—কষায়, মধুর, কক্ষ, কফ ও বায়ুরাশক। “কষায়ঃ মধুরঃ
কক্ষঃ তোদনঃ কফবাতজিৎ।” (সুশ্রুত)

তোদপত্নী (স্ত্রী) তোদঃ তোদকঃ পর্ণমন্তাঃ গোরা' স্ত্রী।
কুখাত্তভেদ।

তোপ (তুরকী) আগ্নেয়াস্ত্র, কামান।

তোপুখানা (পারসী) তোপের স্থান যে স্থানে তোপ থাকে।

তোপচিনি, এক প্রকার বচভেদ। তোপচিনির অপর নাম
বীপান্তরবচ, অস্ত্র বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে বীপান্তরবচ
কহে। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক,
মলমূত্রবিশোধক এবং বিবন্ধ, আধান, শূল, বাতব্যাধি, অপ-
মার, উন্মাদ ও শরীরের বেদনানাশক, বিশেষতঃ ফিরদ-
নামক রোগনাশক। (ভাবপ্র)

তোপদাগ (তুরকী) তোপধনি করা, লক্ষের দিকে কামান
পরিচালনা করা।

তোফা (আরবী) অভ্যন্তর, অভ্যন্তরীণ।

তোবা (আরবী) পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, খেদ। ভবিষ্যতে পাপ
না করার জন্য স্তব্ধতা।

তোমর (পুং স্ত্রী) তুল্পতি হিনস্তি তুল্প বাহুল্যকং অর প্রত্য-
য়েন সাধুঃ। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধ বস্ত্রবিশেষ। ইহার চলিত
নাম শাবরী বা শাবলী, সংস্কৃত অপর নাম শর্বলা, লৌহশাবল।
এই শাবল দুই প্রকার দণ্ডযুক্ত ও সর্কীবরব লৌহময়।
ইহা প্রধানতঃ উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার।
পঞ্চমস্ত্র প্রমাণ উত্তম, সর্কি চতুর্হস্ত প্রমাণ মধ্যম ও চতুর্হস্ত
প্রমাণ অধম। এইরূপ বড়কুল তোমর, উত্তম, সর্কিপঞ্চাকুল
মধ্যম ও পঞ্চাকুল অধম। (হেমাং পং)। ২ হস্তক্ষেপ্য
দণ্ডবিশেষ, রায়বাঁশ। ৩ জনপদবিশেষ।

"তোমরানু প্রাবরন্তী চ হংসমীর্গানু সমূহকানু।"

(মৎস্যপুঃ ১২০৫৭)

৪ পিজলছন্দশাস্ত্রোক্ত ২ অক্ষরযুক্ত ছন্দোবিশেষ।

ইহার ৩৫৮ বর্ণগুণ। লক্ষণ—

"প্রথমং সত্ং বিনিধায় জগৎধরক নিধায়।

কুক তোমরং সুখকারি ফণিরাজবক্তৃবিহারি।"

(শকার্থচিন্তামণিধৃতবচন) উদাহরণ—

"সখি! মাদকে মধুমাশি ত্রজ সত্ত্বরং কিমিহাসি।

সহতে ন কিং বিহরামি কিমুপাবকং প্রেবিশামি।"

তোমর (তুরার) রাজস্থানের এক প্রাচীন রাজপুত্র ক্ষত্রিয়
রাজবংশ। এই শ্রেণীর রাজপুত্র এখন আর নাই বলিলেই
চর; আগরার প্রায় তিনসহস্র ও বান্ধা, বান্ধি ও ফরকা-
বাদে মুষ্টিমের সংখ্যায় কয়েক বর আছে মাত্র। রাজপুতানায়
ইহার তুরার নামে খ্যাত। এই নাম কিরূপে প্রতিষ্ঠিত
হইল, তাহার কিছুমাত্র ঐতিহাসিক স্মৃতি পাওয়া যায় না।
আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে এই তুরার বংশের বিবরণ
আছে। কনিংহাম সাহেব বিকানীর, গড়বাল, কুমায়ুন ও
গোৱালির হইতে এ সমস্ত হস্তলিখিত ঐতিহাসাদি
সংগ্রহ করেন, সে সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে আবুলফজলের
বর্ণনার সত্যতা অস্বত্ব হইবে। আবুলফজলের মতে দিল্লীতে
তুরারবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণ রাজা হইয়াছিলেন।

নাম	রাজ্যারোহণ খৃষ্টাব্দ	রাজ্য বৎসর	দি।
১ অনঙ্গপাল	...	৭৩৬/৩০	১৮/০১
২ বাহুদেব	...	৭৫৪/৩০	১৯/১১
৩ গাঙ্ঘ্য	...	৭৭৩/৪১	২১/০২

৪ পৃথিবীপালময় (পৃথী)	৭৯৪/৮১	...	১৯/০১
৫ জয়দেব	...	৮১৪/৩৫	২০/১২
৬ নীর বা হীরাপাল	৮৩৪/১১	...	১৪/০৮
৭ উদয়রাজ	...	৮৪৯/০৪	২৬/১১
৮ বিজয় বা বচ	...	৮৭৫/১০	২১/১০
৯ বিজ বা অনেক	...	৮৯৭/১৩	২২/০১
১০ রিকপাল	...	৯১৯/০৮	২১/০৫
১১ সুখপাল বা অনেকপাল	...	৯৪০/১০	২০/০৮
১২ গোপাল বা মহীপাল	...	৯৬১/০৩	১৮/০৫
১৩ সন্নকপাল	...	৯৭৯/০৬	২৪/১০
১৪ জয়পাল (২য়)	...	১০০৫/০৮	১৬/০৮
১৫ কুমারপাল	...	১০২১/০৮	২৯/১৮
১৬ অনঙ্গপাল (২য়)	...	১০৫১/০৬	২৯/০৮
বা অনেকপাল (২য়)			
১৭ বিজয়পাল	...	১০৮১/১৫	২৪/১৬
তেজপাল	...	১১০৫/১১	২৪/১০
১৮ মহীপাল	...	১১০৫/১১	২৪/১০
অনঙ্গপাল (৩য়)	...	১১৩০/০৮	২১/১৫
১৯ বা অঙ্গপাল	...	১১৫১/১১	২১/১৫

প্রবাদ এইরূপ যে -তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামে এক
রাজা প্রাচীন দিল্লী বা ইক্সাণ্ড নগরের পুনরুদ্ধার করেন।
সম্প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের পর ৭২২ বৎসর দিল্লীনগর
মহাঘ বিবর্তিত ছিল, অবশেষে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তোমরবংশীয়
অনঙ্গ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়। [দিল্লী দেখ।]

প্রথম অনঙ্গপালের পরবর্তী কয়েকজন রাজা দিল্লীতেই
রাজধানী রাখিয়াছিলেন। পরে কি জ্ঞান জ্ঞান যার না,
তাঁহাদের রাজধানী কনোজে উঠিয়া যায়। মাক্দের ঐতিহাসিক
ওটবী কনোজে তোমরবংশীয় রাজা অনঙ্গপালের উল্লেখ করিয়া
গিয়াছেন। ইনি অনঙ্গপাল হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন। ১১৫
খৃষ্টাব্দে যখন সুবিখ্যাত মুসলমান ভৌগোলিক মসুদী এদেশে
আসেন, তিনিও কনোজে তোমরবংশীয় রাজাকে রাজত্ব
করিতে দেখিয়াছিলেন।

ফেরিস্তা বলেন, কনোজরাজ জয়পাল গজনির মাক্দের
১০১৫ খৃষ্টাব্দের আক্রমণে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীন হইয়া
ছিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তী রাজগণ মুসলমানের অধীনতা
হইতে কনোজ উদ্ধারের জন্য জয়পালের বিরুদ্ধে একত্র হন।
১০২১ খৃষ্টাব্দে মাক্দুদ এ সংবাদ পাইয়া এদেশে আসিয়া
পুর্বেই জয়পাল নিহত হন। তৎপরে ১০২২ খৃষ্টাব্দে মাক্দুদ
আবার কনোজ অধিকার করিলে পর তোমরবংশীয় রাধ-
কুমার কনোজ হইতে ৩ দিনের পথ দূরে গজনি পুর্কর্তব্যে

বারিনামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কনোজ ছইবার মুসলমান আক্রমণে রক্ষা পাইল না বলিয়াই বোধ হয় অর-পালের পরবর্তী কুমারপাল বারিনামক স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন। এই সময় আবার কনোজের রাঠোর-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব কনোজ রাজ্য মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করেন। চন্দ্রদেবের পুত্র পৌত্রের রাজ্যারোহণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তদ্বারা জানা যায়, চন্দ্রদেবের পুত্র মদনপাল ১০২৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য ছিলেন। এরূপ হলে ১০৫০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদেব রাজ্য ছিলেন স্বীকার করা যাইতে পারে। এ সময় ভোমরবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গপাল রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি দিল্লীনগরে পুনরায় রাজ্যস্থাপন ও তথার লালকোট নামে দুর্গ স্থাপন করেন। লালকোটের ভয়াবশেষ এখনও আছে। দিল্লীর বিখ্যাত নৌহস্তক্ষে অনঙ্গপালের লালকোট নির্মাণ সম্বন্ধে খোদিত লিপি আছে। তাহাতে লিখিত আছে “সবৎ চিহ্নি ১১০৯ অনঙ্গপাল বহি”—অর্থাৎ ১১০৯ সম্বতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীতে লোকাস্থ স্থাপন করেন। কুমারের পুত্রিতে আছে—“দিল্লীকা কোট করায় লালকোট কহায়।” দিল্লীর দুর্গ নির্মাণ করিয়া লালকোট নাম দেন। এই লালকোট নাম কুতুব-উদ্দীনের সময় পর্যন্ত ছিল। “লালকোট ভয়া নাগারো বাজতো-আ” কুতুব-উদ্দীন নিয়ম করিয়া দেন, লালকোটের সীমার মধ্যে অপর কেহ নাগারা বাজাইতে পারিবে না। এই নিয়ম কনিংহামের সময়ও প্রচলিত ছিল। অনঙ্গপাল লালকোটের মধ্যে ‘অনঙ্গতাল’ নামে ১৬২ ফিট দীর্ঘ ও ১৫২ ফিট প্রস্থ এক দীর্ঘিকা খনন ও ২৭টা দেবমন্দির নির্মাণ করান। অনঙ্গতালের জল কুতুবমিনার প্রস্তরের সময় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এখনও শুষ্ক গর্ভমাত্র পড়িয়া আছে। আর মন্দিরগুলি মুসলমান হস্তে ধ্বংস পাই-রাছে। দুর্গের অংশ বিশেষ এখনও পূর্ববৎ দৃঢ় আছে। ইনি বলরামগড় জেলার অনেকপুর নামে এক নগরও প্রতিষ্ঠা করেন, এই নগর এখনও স্বনামে গ্রামরূপে বর্তমান আছে। ইহার পুত্র স্বর্ধাপাল অনেকপুর নগরের নিকট ১০৬১ খৃষ্টাব্দে স্বর্ধাকু নামে এক পুত্ররীতি খনন করান। তাহাও বর্তমান আছে। ইহার তেজপাল (বিজয়পাল) নামে এক পুত্র গুরগাঁও ও অলবরের মধ্যে তেজোয়া নামক নগর স্থাপন করেন। অত্র এক পুত্র ইন্দ্ররাজ ইন্দ্রগড় স্থাপন করেন। আর এক পুত্র রঙ্গরাজ আজমীরের নিকট তারাগড় স্থাপন করেন। আর এক পুত্র অচলরাজ ভরতপুর ও আগরার মধ্যে ‘অচেব’ বা অচেনের নামক স্থান স্থাপিত করেন, আর এক পুত্র জৌপদ অসি বা হাঁসিতে বাস করিতেন এবং আর এক

পুত্র শিশুপাল শীর্ষ বা শিশবল স্থাপন করেন। ইহা এখন শিরশিপাটন নামে খ্যাত। এই সকল প্রবাদ যদি সত্য হয়, তবে বলা যায়, দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজ্য উত্তরে হাঁসি হইতে দক্ষিণে আগরা, পশ্চিমে অলবর ও আজমীর হইতে পূর্বে সম্ভবতঃ গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রবাদে ভোমরবংশীয় কর্ণপাল নামে এক বিখ্যাত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। ইহারও ছয় পুত্র ছিল। তাহারও নগরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক পুত্রের নাম বচদেব, ইনি নর্গোলের নিকট ‘বাহৌর’ ও জাঙ্গমীর-টোডার নিকট বাঘোরা বা ‘বাচেরা’ স্থাপন করেন, অত্র একপুত্র নাগদেব আজমীরের নিকট ‘নাগোর’ ও ‘নাগদ’ স্থাপন করেন, অত্র এক পুত্র কৃষ্ণরায় অলবরের উত্তরপূর্বে ‘কিবণ-গড়’, আর এক পুত্র নেহালরায় অলবরের পশ্চিমে ‘নারায়ণপুর’, আর এক পুত্র শ্রামসিংহ অলবর ও অরপুরের মধ্যে ‘আজবগড়’ এবং হরপাল অলবরের পশ্চিমে ‘হরসোরা’ এবং উত্তরে ‘হরসৌলি’ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন অলবরের উত্তরপূর্বে ‘বাহাছরগড়’ স্বয়ং কর্ণপালের স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

কুতুবমিনারের এককোশ দূরে মহীপালপুর নামক গ্রাম ও এই বংশীয় রাজা মহীপালের কীর্তি। এ বংশে মহীপাল দুইজন ছিলেন, তন্মধ্যে ইহা কাহার কীর্তি তাহা নিরূপণ করা যায় না।

দিল্লীর দক্ষিণপশ্চিমে ভূয়ারবতী বা ভোমরাবতী নামে একটা জেলা আছে, এখানে আজিও একজন ভোমরবংশীয় সর্দার আছেন। ঢোলপুর ও গোয়ালিরের মধ্যে ভোমর-গড় বা ভূয়ারগড় নামে একটা জেলা ও দুর্গ আছে; এখান-কার জমিদারেরাও এই ভোমরবংশীয়।

দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পর তিনজন ভোমররাজ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। শেষরাজ তৃতীয় অনঙ্গপাল বা অঙ্গুরপালের সময় চোহান বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। কনিং-হামের মতে, ইহা খৃষ্টীয় ১১৫১ অব্দে ঘটে।

বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বর তৃতীয় অনঙ্গপালের কস্তাকে বিবাহ করেন। এই গর্তে সুবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ বা রায় পিথোরার অঙ্গ হয়। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মাতামহ কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন।

গোয়ালিরে প্রায় দুই শতাব্দীকাল এক ভোমর বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুহানিয়া বা বর্তমান ভোমরগড়ের জমিদারেরা আশনাদিগকে দিল্লীর অনঙ্গপালের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করেন। এই বংশের ইতিহাস-লেখক কবি ষড়্গারায় ভোমরবংশকে পাণ্ডুবংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়া-ছেন। রাজপুত্রেরাও তাহা স্বীকার করেন।

কনিংহাম সাহেব ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন জমীদারের নিকট হইতে একবংশপত্রিকা প্রাপ্ত হন। শিলালিপি হইতেও গোয়ালিয়ররাজ ৮ জন তোমর-নৃপতির নাম পাওয়া গিয়াছে। ঋগ্নরায়ের ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া কনিংহাম গোয়ালিয়রের 'তোমররাজবংশতালিকা' এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

দিল্লীর বিত্তীয় আনুপালের পরবর্তী তেজপাল সন্তবতঃ এই বংশের আদিপুরুষ।

নাম	খৃষ্টাব্দ
তেজপাল	১০৮১
মদনপাল	১১০৫
খণ্ডগির	১১৩০
রতনসিংহ	১১৫১
শ্রামচাঁদ	১১৭৫
অচলব্রহ্ম	১২০০
বীরসহায়	১২২৫
মদনপাল	১২৫০
ভূপতি	১২৭৫
কুমারসিংহ	১৩০০
খাটমদেব	১৩২৫
এক্স	১৩৫০
রাজাবীরসিংহদেব	১৩৭৫
উদ্ধারগদেব, বিরমদেব ও লক্ষ্মীসেন	১৪০০
গণপতিদেব	১৪১৯
দুগড়সিংহ	১৪২৫
কীর্ত্তিরায় বা কীর্ত্তিসিংহ	১৪৫৪
কল্যাণসহায় বা কর্ণাণমল্ল	১৪৭৯
মানসিংহ	১৪৮৬
বিক্রমাদিত্য	১৫১৬

রাজা বীরসিংহ হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে গোয়ালিয়রের রাজা হন। বিক্রমের সময় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র অধিকার করেন, তৎপরে এই রাজবংশ জমীদার রূপে গণ্য হন। তৎপরে ঋগ্নরায়ের গ্রন্থে কয়েকজনের নাম আছে।

রামসহায়	১৫২৬
শালিবাহন	১৫৬৫
শ্রামরায়	১৫৯৫
সংগ্রামসহায়	১৬৩০
কৃষ্ণসহায়	১৬৭০

তৎপরে তোমরগড়ের বংশপত্রিকা হইতে আর দুইটা নাম পাওয়া যায়—

বিজয়সিংহ	...	১৭১০
হরিসিংহ

খিলজী-সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় বীরসিংহদেব গোয়ালিয়রে স্বাধীন রাজা হন। ইহা সকল ঐতিহাসিকেরা বলেন। কিন্তু ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়, সুতরাং বীরসিংহের অভ্যুদয় ও আলাউদ্দীনের মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে প্রায় ৬০৭০ বৎসরের অন্তর। ঋগ্নরায় ইহার সময় উল্লেখ কালে বলিয়াছেন যে দিল্লীতে নসরৎ খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন, আর ফজলআলী বলিয়াছেন, সিকন্দর খাঁ প্রধান উজীর ছিলেন। এই দুই ব্যক্তির নাম ধরিয়া বিচার করিলে অনুমান হয় যে, বীরসিংহ তৈমুরের ভারতাক্রমণের কিছু পূর্বে আবির্ভূত হন। এই সময়ই সিকন্দর, হুমায়ুন ও নসরৎ দিল্লীতে একাধিপত্য পাইবার আশায় মহা প্রত্যাশিতায় মত্ত ছিলেন।

বীরসিংহ গোয়ালিয়রের উত্তরে দল্লরোলি নামক স্থানে জমীদার ছিলেন। ইনিই বাদশাহের প্রধান উজীরের কোন কার্যে নিযুক্ত হইয়া সর্বদা বাদশাহের নিকট থাকিতেন। এই সুযোগে তিনি বাদশাহের নিকট হইতে গোয়ালিয়র দুর্গের অধ্যক্ষতা ও শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। ফজলআলী বলেন, একজন সৈয়দ তখন গোয়ালিয়রের দুর্গপতি ছিলেন, তিনি দুর্গাধিকার ছাড়িতে অস্বীকৃত হন। শেষে বীরসিংহ সৈয়দ ও তাঁহার সেনাপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যের সহিত অহিফেন মিশাইয়া দেন। নেশায় অচেতন হইলে বীরসিংহ সকলকে বন্দী করিয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বীরসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন দিল্লীর স্বাধীন থাকিয়া খিজির খাঁকে কর দিতেন। বীরসিংহের পর বিরমদেব রাজা হন, শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ আছে, কিন্তু ঋগ্নরায়ের গ্রন্থে রাজা উদ্ধারণের নাম পাওয়া যায়। ইনি বীরসিংহের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি প্রকৃত পক্ষে রাজা হইয়াছিলেন কি না তাহার প্রমাণ নাই। বিরমদেবের পর শিলালিপিতে গণপতিদেবের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মীসেনের রাজ্যপ্রাপ্তির প্রমাণ নাই, কেবল ঋগ্নরায়ের গ্রন্থে নামমাত্র উল্লেখ আছে।

১৪২৪ খৃষ্টাব্দে দুগড়সিংহ রাজা হইলে মালবের হোসেন শাহ গোয়ালিয়র অবরোধ করেন, শেষে দিল্লী হইতে সুবারক শাহ আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সুবারক শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের সময় দুগড়সিংহের নিকট কর আদায় করিয়া লইয়া যান। তৎপরে ১৪৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি আর ক

দন নাই। সুলতান মাহমুদ তখন ফুর্ক হইয়া স্বয়ং বহুসৈন্ত
হইয়া গোরালিয়র আক্রমণ করেন। ফুর্কসিংহ উপায়ান্তর
পা দেখিয়া নিজ রাজধানী সন্ন্যাসের কোথবন্ধি হইতে রক্ষা
করিবার জন্য মালবের অধিকৃত নরবর দুর্গ অবরোধ করেন।
সন্ন্যাসসৈন্ত কাজেই গোরালিয়র ছাড়িয়া নরবর দুর্গের রক্ষার্থ
টুল। ফুর্কসিংহ নরবরদুর্গে পরাজিত হইলেন, তিনি
পছাইয়া গোরালিয়রে আসিলেন ও সন্ন্যাসসৈন্ত জরী হইয়া
দিল্লী চলিয়া গেল, কোশলে গোরালিয়র রক্ষা পাইল। ফুর্ক-
সিংহের দীর্ঘ রাজত্বকালেই গোরালিয়রের পার্শ্বতীয় ভাবস্বরূপ
কালের সূত্রপাত হয়। তখন ইহার ক্ষমতা উত্তরভারতে
মতি বিখ্যাত ছিল। দিল্লী, জোনপুর ও মালবের মুসলমান
আক্রমণ সময়ে সময়ে গোরালিয়রের সাহায্য লইতেন।

ফুর্কসিংহের পর তাঁহার পুত্র কীর্তিসিংহ রাজা হন।
ইহারই সময় পার্শ্বতীয় গুহামন্দিরের কার্য শেষ হয়। ইনি
প্রথমতঃ জোনপুরের সহিত একযোগে দিল্লীর বিরুদ্ধাচরণ
করিতেন। ইহার পুত্র কীর্তিরায় ও পৃথীরায় দিল্লীর পক্ষ-
লম্বন করেন। বহ্মলাল লোদীর সহিত জোনপুররাজ মহম্মদ
শিকর বে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পৃথীরায় কতেখী হার্তির হস্তে
নহত হন। কীর্তিরায় তৎপরে ফঁতেখাকে পরাজিত করিয়া
শাস্তি করেন এবং তাহার শিরচ্ছেদনপূর্বক সেই মস্তক
বহ্মলালকে উপহার পাঠাইয়া দেন। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে জোনপুর-
পতি হুসেন শাহ রহৎ সৈন্তদল লইয়া গোরালিয়র জয় করেন।
কীর্তিরায় সন্ধি করিয়া কর দিতে স্বীকৃত হন ও জোনপুরের
পক্ষ গ্রহণ করেন। জোনপুরপতির মাতার মৃত্যু হইলে
কীর্তিরায়ের পুত্র কল্যাণমল জোনপুরে অস্বীয়তা রক্ষা করিতে
চাষিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বহ্মলাল রাবিরি নামক স্থানে
হুসেন শাহকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া গোরালিয়রে
উপস্থিত হন। কীর্তিসিংহ নোড়াতাড়ি কয়েক লক্ষ মুদ্রা,
ঠাব, ঘোড়া, উট ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়া বশতা স্বীকার
করেন ও তাঁহার সহিত কান্দী আক্রমণার্থ গমন করেন।
১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে কীর্তিসিংহের মৃত্যু হয়, কল্যাণমল রাজা হন।
ইহার ক্ষুদ্র রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে
নাই। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কল্যাণমলের পুত্র মানসিংহ রাজা
হন। ইনি সিংহাসনে বসিতে না বসিতে বহ্মলাল লোদী
কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং ৮০ লক্ষ মুদ্রা দিয়া উদ্ধার পান।
১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহ্মলালের মৃত্যু হইলে সেকন্দর লোদী সন্ন্যাস
হইয়া গোরালিয়ররাজ মানসিংহকে পোষাকাদি উপঢৌকন
দেন। মানসিংহও আবার স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রের সহিত এক
সহস্র সৈন্ত এবং উপহার প্রব্যাদি পাঠাইয়া সন্ন্যাসের সংবর্ধনা

করেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে নেহাল নামে এক দূত দিল্লীতে
প্রেরিত হয়। সন্ন্যাসী তাহাকে গোরালিয়রের বিবরণ জিজ্ঞাসা
করিলে নেহাল অতি অন্তরঙ্গপে উত্তর দেওয়ার দরবার
হইতে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হয় ও সেকন্দর নিজ গোরালি-
য়রের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। মানসিংহ সৈয়দ, বাবর খাঁ ও
রায় গণেশ নামক তিনজন পলাতক ব্যক্তিকে সন্ন্যাসীকরে
অর্পণ করিয়া স্বীয় পুত্রকে সন্ন্যাসীর নিকট উপহার সহ প্রেরণ
করেন। সেবার ইহাতেই যুদ্ধ বন্ধ হয়, কিন্তু সেকন্দর ১৫০৩
খৃষ্টাব্দে আবার গোরালিয়র আক্রমণ করেন। এবার দেশের
লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি দেশীয় লোকের
চক্রান্তে পড়িয়া আহাৰ্য্য সংগ্রহে কাতর হইয়া প্রত্যাবর্তনে
বাধ্য হন। শেষে শত্রুভয়ে তাঁহাকে এক গোপন স্থানে লুকা-
ইতে হয় এবং সেখান হইতে একা কোন ক্রমে পলাইয়া জীবন
রক্ষা করেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্ত নষ্ট হয়। পর বৎসর
সেকন্দর গোরালিয়র দুর্গ অধিকারে হত্যা হইয়া গোরালিয়রের
অধীন হিন্দুগণ অধিকার করিয়া সম্মানরক্ষা করেন। ১৫১৭
খৃষ্টাব্দে তিনি গোরালিয়র ধ্বংসের ইচ্ছায় অতিদূর দেশ
হইতেও সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। এই আয়োজন করিতে
করিতে সেকন্দরের মৃত্যু হয়। ইব্রাহিম লোদী সন্ন্যাসী হইয়া
তাঁহার বিজ্ঞাহী ভ্রাতা জালাল খাঁকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে
মানসিংহের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তদনুসারে ৩০ হাজার অশ্বা-
রোহী ও ৩ শত হস্তী আজিম হামাযুন নামক সেনাপতির
অধীনে গোরালিয়রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। অজ্ঞাত স্থান
হইতে আগ্র ও সাত জন সেনাপতি আজিমের পক্ষাবলম্বন
করিতে নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে গোরালিয়র দুর্গ রাজা মান-
সিংহের হস্তচ্যুত হয় ও যুদ্ধের কয়েক দিন পরে রাজা মানের
মৃত্যু হয়। রাজা মান অতি সাহসী, বীরপুরুষ ছিলেন,
শত্রু মিত্র কর্তৃক সমভাবে পূজিত হইতেন। কখনও কাহারও
প্রতি অত্যাচার করেন নাই। নিয়ামত উল্লা নামক এক
ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে বাহিরে হিন্দু ভাব থাকিলেও
তিনি অন্তরে মুসলমান ছিলেন। ইনিই গোরালিয়রের
“মতিঝিল” নির্মাণ করেন। ভোমরগড় ও জিতবর
জেলায় যে সকল ষিল আছে, তাহাও রাজা মানের কীর্তি।
স্থাপত্যবিদ্যায়, ভাস্কর শিল্পে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট
অনুরাগ ছিল, তাঁহার প্রাসাদ ও তাঁহার রচিত সংগীতাবলীই
ইহার নিদর্শন। তিনিই গুজরী নামক মিশ্র রাগিণীর
প্রতিষ্ঠাতা। স্বীয় গুজরী মহিষী মুগনয়নার স্ত্রীত্বার্থে তিনি
এই নবমুরের নামকরণ করেন। তাঁহা কর্তৃকই গুজরী
রাগিণীর বহল-গুজরী, মল-গুজরী, মলগুজরী ও বিগুজ

জুজুরী এই চারিটা বিভাগ করিত হইয়াছে। ইহার দুই শত মহিবীর মধ্যে যুগলননা শ্রেষ্ঠা রূপসী ছিলেন। রাজকর্ষো ও ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন, আবুলফজল তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর ইহার পুত্র বিক্রমাদিত্য কৃষ্ণে রাজ্যলাভ করেন। এই সময়ে আজিম হুমায়ুন বাদিলগড়-তোষণ দখল করিয়া অধিকার করেন। ইহা গোয়ালিয়রের প্রথম দ্বার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তোরণে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাও অবশেষে মুসলমানের হস্তগত হয়। লক্ষ্মণপুর নামক চতুর্থ তোরণ অধিকার কালে তাজ-নিজাম নামে দিল্লীর এক প্রধান সেনাপতির মৃত্যু হয়। শেষ দ্বার হাতীরাপুর অধিকার কালে রাজা বিক্রম অপমানিত ও হৃদশাগ্রস্ত হইবার ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন। আগরায় নীত হইলে সম্রাট তাঁহাকে শামসাবাদ প্রদেশ জায়গীর দেন। গোয়ালিয়রের তুয়ার রাজ্য এইরূপে ধ্বংস হইল। মোগলের সহিত পালিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর পার্শ্বে যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা বিক্রম নিহত হন।

বাবর পালিপথে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে সম্রাট হইলেন এবং স্বীয় পুত্র হুমায়ুনকে গোয়ালিয়রে পাঠাইলেন। রাজা বিক্রমের বংশধরেরা তাঁহাকে কতকগুলি হীরা মণি মুক্তা উপহার দেন। ইহার মধ্যে একখানি বৃহদাকার হীরক ছিল। ফেরিস্তা তাহার ওজন ৮ মিকল ৩২৪ রতি লিখিয়া গিয়াছেন। আর্কিন ও টাবানিয়ার এই হীরকখানিকে 'কোহিনূর' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেখানি খিলজী সম্রাট আলাউদ্দীন পাইয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দের শেষে রাজা মঙ্গলরায় নামক একজন ভোমর বংশীয় বীর গোয়ালিয়রের আকগানশাসনকর্তা তিতর খাঁকে উৎপীড়িত করার বাবর রহিমদাদ নামক এক সেনাপুত্রকে প্রেরণ করেন। রহিমদাদ আসিলে তিতরখাঁ মৃত পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে হুর্গে ঢুকিতে দিলেন না, কিন্তু মহম্মদ গাউস নামক এক ব্যক্তির কোশলে রহিমদাদ হুর্গ অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মঙ্গলরায় (মঙ্গলদেব) গোয়ালিয়র অবরোধ করেন। ইনি কীর্তিসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া কথিত হন। ভোমরগড়ের অন্তর্গত খুকারী, অথা প্রভৃতি ১২০ খানি গ্রামের ইনি জমীদার ছিলেন। ইহার বংশাবলী এখনও ঐ সকল গ্রামে আছে। ইহার চেষ্টা কলবতী হয় নাই।

সম্রাট হুমায়ুন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র হুর্গে বাস করিতেন। এই সময় রাজা বিক্রমের পুত্র রামসহায় গোয়ালিয়র হুর্গের অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু মোগলসম্রাট কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া মনোহুঃখে সেরশা সঙ্গে যোগদান করেন এবং সেরশার সেনাপতি হুজাখা সহিত যুদ্ধে গিয়া মালব জয় করেন।

ফেরিস্তা বলেন,—১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অকবরের প্রথম মন্ত্রী রায়রাম খাঁ গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা সুহেল খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্ত পাঠাইতে উদ্যোগ করেন। সুহেল খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উক্ত রামসহায়কে লিখিলেন যে, “আপনার পুত্র পুরুষেরা গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন। ঘটনাক্রমে ইহা এখন আমার হস্তে আছে। সম্প্রতি মোগল বাদশা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমার সাধ্য নাই যে আমি তাঁহাকে বাধা দিই। আপনি যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার হস্তে রাজ্য প্রদান করিতে পারি।” রামসহায় তাহা শুনিয়া গোয়ালিয়র বাজা করিলেন, কিন্তু একবাল খাঁ নামে গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী এক জমীদার সৈন্তসংগ্রহ করিয়া পথেই রামসহায়কে পরাজিত করিলেন। রাম পরাস্ত হইয়া মিরারের রাণার রাজ্যে পলায়ন করিলেন।

ফজল আলী নামক ঐতিহাসিক বলেন, সেরশাহের পুত্রের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়র বহবল নামক একজন ক্রীতদাসের হস্তগত হয়। সম্রাট অকবরের সময় রামসহায় রাজপুত্রগণের সাহায্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। মোগলসেনাপতি কাবা খাঁ গোয়ালিয়র উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। রামসহায়ের সহিত কাবাবীর যুদ্ধ হয়। তিন দিন যুদ্ধের পর কাবা খাঁ হার হন। অকবর যখন চিতোর অবরোধ করেন (১৫৬৫ খৃঃ অব্দ) তখন সে যুদ্ধে গোয়ালিয়ররাজ শালিবাহন (রামসহায়ের পুত্র) রক্ষা পাইলেন। শালিবাহন কোন শিশোদীর রাজকুমারী পাণিগ্রহণ করিয়া রাণার নিকটেই বাস করিতেন। গোয়ালিয়র অকবরের অধীন হইলেও শালিবাহন রাজপুত্র-রাজসভায় গোয়ালিয়র রাজ বলিয়া সম্মান পাইতেন।

তৎপরে রোহিতাখের খোদিতলিপি দ্বারা জানা যায়, শালিবাহনের শ্রামসহায় ও মিত্রসেন নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার কালক্রমে অকবরের অধীনে কৰ্ম গ্রহণ করেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রামসহায়ের মৃত্যু হয়। এই মিত্রসেন মোগলাধীনে গোয়ালিয়রের হুর্গের অধ্যক্ষ হন। ইহার পর মিত্রসেনের আর কোন বিবরণ জানা যায় না। শ্রামসহায়ের বংশধর ভোমরগড়ের জমীদারী ও নামমাত্র “গোয়ালিয়র-রাজ” উপাধি লইয়া সঙ্কট ছিলেন। শ্রামসহায়ের দুই পুত্র—সংগ্রাম সিংহ ও নারায়ণ দাস। সংগ্রাম ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ‘গোয়ালিয়র-রাজ’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভাঁহার পুত্র রাধা কুকসিংহের ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।
কুকসিংহের দুই পুত্র বিজয়সিংহ ও হরিসিংহ উদয়পুরে
আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিজয় নিঃসন্তান অবস্থায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে
উদয়পুরে মৃত্যুবরণে পতিত হন। হরিসিংহের বংশধরগণ
এখনও উদয়পুরে আছেন। ইহাদের অন্ত এক শাখা এখনও
ভোমরগড়ের ভমীশারী ভোগ করিতেছেন।

ভোমরগ্রহ (পুং) ভোমরঃ গৃহ্যতি গ্রহ-অচ্। ভোমরাজ-
গ্রাহী, ভোমরধারী বোকা, রায়বৈশ্য।

ভোমরধর (পুং) ধরভীতি ধঃ ধৃ-অচ্ ভোমরন্ত ধরঃ। ১ অগ্নি।
২ ভোমরধারী বোকা।

ভোমরাণ (পুং) কামীরের একজন রাজা, ভোমরাণ, ইনি
লম্বির রাজার পুত্র। (রাজতরং ৫২৩৭)

ভোমরিকা (স্ত্রী) ভোমর লংকারায় কনুঞ্জিয়াং টাপ্ অত-
ইৎ। তুবরিকা। (শব্দরং)

ভোয় (স্ত্রী) তুবিচ্ তবে পূর্ত্তী বাতি যাক বা তবতেবুর্জি-
কর্মণঃ তু-বৎ নিপাতনাং সাধুঃ। ১ জল। ২ পূর্বাচানকর্ম।

“মৃত্তোমৈ শুধ্যতে শোধ্যং নদীবেগেন শুধ্যতি।” (মহ)

[জল দেখ।] ৩ লম্বহান হইতে চতুর্থ স্থান।

ভোয়কর্ম্মন্ (স্ত্রী) ভোয়েন কর্ম্ম। তর্পণ, জলধারা তর্পণ
করিতে হয়।

ভোয়কাম (পুং) ভোয়ং জলং কাময়তে কাম-অণ্। ১ পরিবাহ্য
বৃক্ষ, জলবেতস গাছ। (ত্রি) ২ জলাভিলাষুক, জলপ্রার্থী।

ভোয়কুন্ত (পুং) ভোয়ন্ত কুন্তইব শৈবাল। (পারকরনিবটু)

ভোয়কুচ্ছ (স্ত্রী) ভোয়েন ভোয়মাত্রপানেন কুচ্ছং ব্রতঃ।
জলমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ, এই ব্রত মাসসাধ্য, এই ব্রত
করিতে হইলে একমাস জল খাইয়া থাকিতে হয়।

“মূলকুচ্ছং স্বতঃ মূলৈস্তোরকুচ্ছং জলেন তু।” (মাকপুং)

ভোয়ক্রীড়া (স্ত্রী) ভোয়ন্ত ক্রীড়া ৬তং। জলক্রীড়া।

ভোয়চর (ত্রি) ভোয়ে জলে বিচরতি চর-অচ্। জলচর।

“কৃমিঃ কীটঃ পতঙ্গোহথ পক্ষী ভোয়চরো যুগং।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ১৫১৩০)

ভোয়জ (ত্রি) ভোয়ে জাগতে জন-ড। জলজ, জলজাত।

ভোয়ডিম্ব (পুং) ভোয়ন্ত ডিম্বইব। মেঘোপল, করকা,
শিল, বর্ষোপল।

ভোয়দ (পুং) ভোয়ং দদাতি দা-কৃ। ১ মেঘা। ২ মৃতক।

(স্ত্রী) ৩ মৃত। (ত্রি) ৪ বিধিপূর্ব্বক জলদাতা, জলদান করিলে
অতিশয় ফললাভ হয়। অন্নদান করিলে প্রাণদান করা
হয়। প্রাণদানের অধিক আর কিছুই নাই, কিন্তু জল ব্যতীত
অন্নাদি কিছুই তৃপ্তজনক হয়না, এই জন্য অন্নদানই সর্বা-

পেকা প্রেষ্ঠ। ৫ জলদাতা সকল কামনা ও কীর্তি লাভ
করিয়া অক্ষয়বর্ষ লাভ করে এবং সকল প্রকার পাপ হইতে
বিসুক্ত হয়। (ভারত শাস্তিগর্ক)

“ভোয়দো মনুজব্যাহ। স্বর্গং গতা মহাহুতঃ।

অক্ষয়ান্ সমবাপ্নোতি লোকানিত্যবীন্ মনুঃ।”

(ভারত শাস্তিপং)

ভোয়দাগম (পুং) ভোয়দন্ত আগমঃ ৬তং। মেঘাশ্রম, বর্ষাকাল।

ভোয়ধর (পুং) ধরভীতি ধরঃ ধৃ-অচ্ ভোয়ন্ত ধরঃ। ১ মেঘ।
২ মৃতক। ৩ স্থনিবরণশাক, স্থনীশাক।

ভোয়ধার (পুং) ভোয়ানাং ধারা যত্র। ১ মেঘা। ই মৃতক।
ধারি ভাবে অচ্ ভোয়ন্ত ধারঃ। ৩ জলবর্ষণ।

ভোয়ধারা (স্ত্রী) জলদন্ততি, জলের ধারা।

“শরান্ ব্যম্বজতাং শীত্ৰং ভোয়ধারা বনাইব।”

(ভারত বিয়াট ৩২ অং)

ভোয়ধি (পুং) ভোয়ানি বীরন্তেহজ ধা-কি। সমুদ্র।

“সমস্তাংকমধ্যাতু তুল্যা ভাগেহু ভোয়ধেঃ।” (সুধানিঃ)

ভোয়ধিপ্রিয় (স্ত্রী) প্রীণাতি প্রী-ক ভোয়ধিপ্রিয়ো যত।
পক্ষক। (শব্দচং)

ভোয়নিধি (পুং) ভোয়ং নিধীরতে ইন্দ্ৰিন্ ভোয়-নি-ধা-কি।
সমুদ্র।

ভোয়নিবী (স্ত্রী) ভোয়ং সমুদ্রোদকং নীবীব যত্ভাঃ আর্ষে ন
কপ্। ১ পৃথিবী। “ভোয়নীবাঃ পতিং ভূমে রতাসিকলজা-
হবয়ে।” (ভাগং ১১৫১৩০) লোকেতু কপ্ প্রত্যয়ঃ।

ভোয়পর্নী (স্ত্রী) ১ খাত্তবিশেষ। ২ কারবেলতা, উচ্চা।

ভোয়পিপ্ললী, কাঁচড়াদাম শাক।

ভোয়পুন্দী (স্ত্রী) ভোয়েন বহজলদানেন পুন্দাযত্ভাঃ।
পাটলাযুক।

ভোয়প্রাষ্ঠী (স্ত্রী) ভোয়পুন্দী।

ভোয়প্রসাদন (স্ত্রী) প্রসাদয়তি প্র-সদ-গিচ্ লুট্, ভোয়ন্ত
প্রসাদনং। কতকফল, নির্মল ফল, এই ফল ঘর্ম্মি জলে
দিলে জল পরিষ্কার হয়।

ভোয়প্রসাদনফল (স্ত্রী) ভোয়প্রসাদনায় ফলং। কতক-
ফল, নির্মল ফল।

ভোয়ফলা (স্ত্রী) ভোয়প্রধানং ফলং যত্ভাঃ ৬১ ফললতাবিশেষ,
তরমুজ। ২ ইরীক, কাঁকড়। (রাজনিং)

ভোয়মুচ্ (পুং) ভোয়ং মুকতি-মুচ্-কিপ্। ১ জলমুচ্, মেঘ।
২ মৃতক।

ভোয়যন্ত্র (স্ত্রী) ১ কালজানার্থ যন্ত্রযন্ত্রভেদ। [যন্ত্র দেখ।]
২ জলযন্ত্রভেদ, কোয়ারা।

তোরয়াজ্জ (পুং) তোরয়ে রাজতে রাজ-ক্ষিপ্। সমুদ্র।

তোরয়ালি (পুং) তোরানাং রাশিরিব। ১ সমুদ্র। ২ জলসমূহ।

"তোরয়ালিসমুদ্রাপি তুষ্ণাং সংবর্দ্ধয়তি" (কান্)

তোরয়বল্লিকা (স্ত্রী) তোরবল্লী-কন্। কারবেলক।

তোরয়বল্লী (স্ত্রী), তোরয়ে জলসমিহিতস্থানে বল্লীৰ্ভতাঃ।

কারবেলক, কেরলা, উচ্চে।

তোরয়বৃক্ষ (পুং) তোরয়ে বৃক্ষইব। শৈবাল।

তোরয়বিশ্ব (স্ত্রী) তোরোথিতং বিশ্বং। জলবিশ্ব, জলের উপরি-
ভাগে ভাসমান অর্ধ গোলাকার পদার্থ।

তোরয়শক্তিকা (স্ত্রী) তোরয়জাতা শক্তিকা মধ্যলোকে কন্দিকা,
জলশক্তিকা, শিহুক।

তোরয়শুক (পুং) তোরয়শুকইব। শৈবাল। (পারস্কর নিবট্)

তোরয়সূচক (পুং স্ত্রী) তোরয় জলবর্ষং সূচয়তি রবেণ হৃৎ-খুল।

১ ভেক, ভেক শব্দ করিলে জল হয়। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ উীষ্।

(ত্রি) ২ জলবর্ষণসূচক যোগভেদে।

তোরয়ান্ন (পুং) তোরয় আয়া স্বরূপং যন্ত। পরমেশ্বর।

"যন্ত কেশে জীমূতাঃ নদাঃ সর্বাঙ্গসন্ধিষু।

কুকৌ সমুদ্রাশ্চবীরন্তমৈ তোরয়ান্নেন নমঃ ॥" (বিষ্ণুস্ততি)

তোরয়াদার (পুং) তোরয় আধারঃ ৬তৎ। জলাধার, পুষ্করিণী।

তোরয়াদিবাশিনী (স্ত্রী) তোরয় জলপ্রধানং স্থলং অধিবসতি
অধি-বস-শিনি। পাটলা বৃক্ষ।

তোরয়ালয় (পুং) তোরয় আলয়ঃ। উদধি, সমুদ্র।

তোরয়ালয় (পুং) তোরয় আশয়ঃ ৬তৎ। জলাশয়।

তোরয়েশ (পুং) তোরয় ঈশঃ ৬তৎ। ১ বরুণ। ২ শতভিবা-
নক্ষত্র। (স্ত্রী) তোরয় জলং ঈশঃ অধিদেবোহস্ত। ৩ পূর্বাষাঢ়া
নক্ষত্র।

তোরয়োদুব (স্ত্রী) তোরয়ে উদুবো যন্তাঃ। তোরয়পদার্থ।

তোরয় (পুং স্ত্রী) তুঁতাক্তি দ্বারা গচ্ছত্যানেন তুর করণে লুটি।

১ বহির্দ্বার, দ্বারের অগ্রে স্থাপিত স্তম্ভদ্বয়ের উপরি নিবদ্ধ

নানীবস্ত্র ও রত্নাদি দ্বারা ঋচিত ধনুরাকার লক্ষ্য। মালাদি-

দ্বারা সজ্জিত পূর্ববহির্দ্বার। বন্ধনমালা; বহির্দ্বারোপরিস্থ

মঙ্গলসূচক মালা। তোলয়তি উন্নয়তি মন্তকং তুল-লু,

লত্ৱ র। ২ কঙ্করা। ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১৭)

তোরণমাল (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ, অর্থশক্তিকা।

তোরণবৎ (ত্রি) তোরণং বিদ্যাতেহস্ত তোরণ-মতুপ্ মন্ত ব।
তোরণবিশিষ্ট।

তোরণশ্কাটিকা (স্ত্রী) ছর্ঘোথনের সজ্জার নাম। ছর্ঘোথন

পাণ্ডবদিগের মননির্মিত সভাদর্শনে ঈর্ষায় এই সভা প্রস্তুত

করেন। (ভারত সভাপা ৫৫ অং)

তোরমাণ, ১ কাশ্মীরের একজন পরাক্রান্ত রাজা। [কাশ্মীর
দেখ।]

২ পঞ্জাবের একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা। লবণ-শৈল
ব্রহ্মইতে আবিকৃত শিলাফলকে ইনি 'রাজমহারাজ তোরমাণ-
বাহি জউল' নামে অভিহিত। ইহার সমরকার খোদিতলিপিসমূহে
কেহ কেহ ইহাকে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া
স্বীকার করেন। (Epigraphia Indica, Vol. I. p. ৩৩৭.)

৩ মালবসাম্রাজ্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা। কাহারও
মতে—গুপ্ত সম্রাটগুণ হীনবল হইয়া পড়িলে হুণবংশীয় তোর-
মাণ আসিয়া মালবরাজ্য অধিকার করেন। ইনি পরাক্রান্ত
হুণরাজ মিহিরকুলের পিতা।

বৃহৎশতুর সময়ে (১৬৫ গুপ্ত সম্বতে) উৎকীর্ণ এরণের
শিলালিপিতে মাতৃবিষ্ণু ও ধৃতবিষ্ণুর নাম আছে। কিন্তু তোর-
মাণের ১ম বর্ষে উৎকীর্ণ এরণের স্বতন্ত্র লিপিতে ধৃতবিষ্ণু
জীবিত ও মাতৃবিষ্ণু মৃত লিখিত। আবার এরণের আর এক-
খানি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে জানা যায়। ১২০ (গুপ্ত
সম্বতে) তাম্র গুপ্ত এ অঞ্চলে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।
এরূপ স্থলে হুণরাজ তোরমাণ বৃহৎশতুর (৪৮৪ খৃষ্টাব্দের) কিছু
পরে এবং তাম্রগুপ্তের (৫১০ খৃষ্টাব্দের) পূর্বে পূর্বমালবে
অধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। [মিহিরকুল দেখ।]

তোরশ্রাবস্ (পুং) অগ্নিরা যুনি।

তোর (পারসী) ১ পুস্পস্তবক। ২ উকীষের ভূষণ।

"মাণিক কলঙ্গী তোর চক্ৰমকে হীরা" (বিদ্যামুং)

তোলা (পুং স্ত্রী) তুলাতে পরিমীয়তে তুল-কর্ম্মপি বঞ।

তোলাক, ৮০ রতি পরিমাণবিশেষ, তোলা, তরি।

তোলাক (পুং স্ত্রী) তোলামেব স্বার্থে কন্। তোলা পরিমাণ,

১ তোলা, ৮০ রতিতে ১ তোলা, বৈদ্যক পরিভাষার মতে

২৬ রতিতে ১ তোলা হয়। পর্য্যায়—কোলা, ত্রজ্জণ, বটক,

কর্ধাক্ষ, কর্ধ। (বৈদ্যকপরিং)

"রসং গন্ধং তোলাকঞ্চ জাতীকোষকলে তথা।

কিয়তাত্তিকং বালাং তোলাকঞ্চ সমাহরেৎ ॥" (রসেন্দ্রসারণ)

তোলান (স্ত্রী) তুল-লুটি। ১ তোলাকরণ, ওজন লয়।

২ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান।

তোলাপাড় (দেশজ) অত্যন্ত আলোড়ন, অতিশয় আলোড়ন।

তোলা (দেশজ) ১ উত্তোলন, উত্থাপন, উঠান। ২ বাহা সচরা-

চর ব্যবহৃত হয়না, তুলিয়া রাখা হয়। ৩ তোলা, একতরফি

স্থানভেদে বোলমাঝা, কোথায় বা এক ছটাকের চতুর্থাংশ।

৪ বাজারের বিক্রেতাগণের নিকট হইতে ক্রয় বা তিক্রাণের

গৃহীত পণ্য দ্রব্যের কিয়দংশ।

তোলা উনান (দেশজ) তোলা-আকা, রন্ধন করিবার স্থান,
এই তোলা উনান ইচ্ছানুসারে রাবিরা বেওয়া যায় এবং সমর
মত ব্যবহারে লাগে।

তোলাপাড়া (দেশজ) মনে মনে আন্দোলন করা।

তোলা (জি) তুল-কর্ম্মণি পাৎ। ১ তোলানী। তাৎপে পাৎ।
২ তোলান।

“জীবানাং বরসাং মৌলো তৌলো বরন্ত হেমনি।” (লীলা)

তোলাশ (পুং) তুল বধে ভাবে বঞ্। ১ হিংসা। কর্ত্তরি অহু।

২ হিংসক। “হে রার ইষ্টে তৌশতমাঃ” (ঋক্ ১।১৩৯।৫)

‘তৌশতি বধকর্ম্মা নিতৌশরতি নিবহরতীতি ভরামহু পাঠাৎ
তৌশতমাঃ নাশরিত্তমাঃ’ (সারণ)

তোষ (পুং) তুষ ভাবে বঞ্। ১ সন্তোষ, তৃপ্তি, তুষ্টি। ২ সারজুব
মহন্তরে তুষিত প্রভৃতি দেবতার মধ্যে একজন দেবতা।

“তোষঃ প্রতোষঃ সন্তোষো ভজঃ শান্তিরিডম্পতি।” (ভাগ ৪।১।৭)

তোষক (জি) তুষ্টিকারক, আনন্দদায়ক।

তোষক (পারসী) শবা, পাতলা গদি।

তোষণ (স্ত্রী) তুষ ভাবে লুট। ১ সন্তোষ। তুষ-গিচ্ ভাবে
লুট। ২ সন্তোষোৎপাদন।

“এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যঃ হৃদয়তোষণঃ” (ভারত সভা ১৬ অং)

(জি) কর্ত্তরি লু। ৩ সন্তোষজনক। করণে লুট।

৪ তোষাধন। জিরাং ভীপ।

তোষদান (পারসী) রুদ্রাদির আধার। খাপ।

তোষয়িতব্য (জি) তুষ-গিচ্-তব্য। তোষীয়।

তোষল (পুং) কংসের অহুচর ভেদ। এই অসুর ধর্ম্মক্ষে
রুক্ষহস্তে নিহত হয়। (ভাগবত)

তোষল (স্ত্রী) তোষ লুনাতি লু বাহলকাৎ ড। অজ্ঞভেদ, যুবলাজ।

“রুক্ষস্তোষলযুদাম্য গিরিকূটোপমং বলী।” (হরি ৮৭ অং)

তোষাখানা (পারসী) বজ্রাশ্রি এবং অস্ত্রাশ্রি গৃহসজ্জার উপ-
করণ রাখিবার স্থান।

তোষাম্ (ভূষাম্) পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলার হাঁসি
নগরের ২৮ মাইল দক্ষিণে তোষাম্ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম
আছে। এখানে বালুকামর সমতল ক্ষেত্র হইতে একবারে

৮০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড় আছে, এই পাহাড়ের গায়ে

বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবগণের বয়ে খোদিত কএকখানি শিলালিপি

আছে। প্রবাদ এইরূপ পাতিয়ালায় অমরসিংহ ভূষাম্

পাহাড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু এই দুর্গ দুটে

বোধ হয়, অমরসিংহের বহুপুর্বে ঐ দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল,
অমরসিংহ সংস্কার করিয়াছেন বার্ত্ত।

কেহ কেহ অসম্মান করেন, এখানে ভূষার আভির একটি

সন্ধ্যারাম ছিল, তাহাতেই ভূষারারাম বলিত, তাহাই অপভ্রংশে
ভূষাম্ বা ভোবাম্ নাম হইয়াছে।

তোষামোদ (দেশজ) খোঁসামোদ, মন বোগান।

তোষিত (জি) তুষ-গিচ্-ক। তুষ্ট, তুষ্ট।

তোষিন্ (জি) তুষ্যতীতি তুষ-গিচ্-ক। তুষ্টিকারক।

তোষ্য (জি) তুষ-পাৎ। ১ তোষীয়।

তৌক্ষিক (পুং) ধর্ম্মাশ্রি।

তৌগ্ৰ্য (পুং) তুগ্ৰের পুত্র। “তৌগ্ৰ্যো বাঃ প্রোহ্মঃ” (ঋক্
১।১১৭।১৫) ‘তৌগ্ৰ্যঃ তুগ্ৰপুত্রঃ’ (সারণ)

তৌজি (আরবী) প্রজার নাম, কত পরিমাণ জমী, খাজানা,
ইত্যাদির হিসাব পত্র।

ভৌতাত্তিক (স্ত্রী) ভূতাত্ত্বটেন নিবৃত্তঃ ভূতাত্ত্বিক। ভূতাত্ত্ব
ভট্ট কৃত দর্শনশাস্ত্র, কোমারিল শাস্ত্র।

“নৈবাত্ত্রাবি গুরোর্ম্মভূং ন বিদিতং ভৌতাত্তিকং দর্শনং।”

(প্রবোধচন্দ্রোদয় ২।৩)

ভৌতাত্তিক, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের নামান্তর। মাধবাচার্য্য
সর্বদর্শনসংগ্রহে এই নাম দিয়া কুমারিলের বচন উদ্ধৃত
করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কুমারিলভট্ট শব্দে কুমারিলের ধর্ম্ম-
মতের বিবৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে লিখিত
হইয়াছে, কুমারিল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,
কিন্তু এখন প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে, কুমারিল ৫ম শতাব্দীর
বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে
আগমন করেন। তাহার মতে, বাক্যপদীয়রচয়িতা ভট্টহরি
৬৫০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুমারিল স্ব-রচিত
‘মীমাংসাবর্ত্তিক’ বাক্যপদীয় হইতে অনেক স্থলে বচনোদ্ধার
ও তাহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ জৈনচার্য্য সমস্ততন্ত্র আশুশ্রীমাংসার অর্হতের
সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জৈনগ্রন্থকার অকলঙ্কদেব
অষ্টশতী নামক আশুশ্রীমাংসার টীকার প্রকল্প করেন যে
অর্হতের কোন ইঞ্জিরের আশ্রয়তা নাই। কুমারিল
তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে সমস্ততন্ত্রের মূল ও
অকলঙ্কের টীকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

“স্বস্মারিতদূরধাঃ প্রত্যাকাঃ কতচিত্তথা।” (সমস্ততন্ত্র)

অকলঙ্ক টীকার লিখিয়াছেন ‘অন্তরিত’ অর্থাৎ ‘কাল-
বিপ্রকর্ষি অতীতাদি’ কুমারিল সমস্ততন্ত্রের মূল ও অকলঙ্কের
টীকা উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন—

“এবং বৈঃ কেবলং জ্ঞানমিহিহাস্তনপেক্ষিণঃ।

স্বস্মাতীতাদিবিষয়ঃ জীবন্ত পরিকল্পিতম্।

ন তে ভাগমাং সিধোর চ ভেনাগমো বিনা।

দৃষ্টান্তোপি ন তত্তাত্তো নৃশু কশ্চিৎ প্রবর্ততে।" (তত্ত্বার্থিক)

আবার জৈনগ্রন্থকার বিদ্যানন্দ তাঁহার প্রাকবাণ্ডিকে কুমারিলভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"ততো যদুপহসনকারি ভট্টেন

বৈকৃতং কেবলং জ্ঞানমিস্ত্রিয়াত্তনপেক্ষিলঃ।

স্বাক্ষাতীভাদিবিষয়ঃ পৃথুজীবন্ত তৈরনঃ॥"

কুমারিলের তত্ত্বার্থিকে অনেক স্থলেই এই রূপ অকলঙ্কের অষ্টশতী ব্যাখ্যার কথা ও তাহার প্রতিবাদ লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের মত সমর্থন করিয়া নিজ অষ্টশাহস্রী গ্রন্থে বহুস্থানেই কুমারিলের তীত্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই আমরা নিঃসন্দেহে কুমারিলের প্রকৃত সময় স্থির করিতে পারি।

• ৮৬৩ শকে পুষ্প কর্ণাটী ভাষায় লিখিত আদিপুরাণে এবং ৮৮২ শকে লোমদেব আপনার যশস্তিলককাণ্ডে অকলঙ্ক দেবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণশাস্ত্রবিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

• আবার জিনসেনাচার্য্য ৭৬০ শকে জৈন আদিপুরাণে অকলঙ্ক দেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জিনসেনাচার্য্য রাষ্ট্রকূটরাজ ১ম অমোঘবর্ষের গুরু ছিলেন। তিনি আদিপুরাণের একস্থানে প্রভাচন্দ্রের চন্দ্রোদয় নামক ভ্রাতৃ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্রের ভ্রাতৃকুমুদচন্দ্রোদয় এবং বিদ্যানন্দের অষ্টশাহস্রী গ্রন্থে উভয় গ্রন্থকারই অকলঙ্কদেবের শিষ্য বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়াছেন। এদিকে প্রভাচন্দ্র বাণভট্টের কাদম্বরী ও তর্জুহরির বাক্যপদীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার জৈন গ্রন্থকার ব্রহ্মনৈমিত্ত লিখিয়াছেন— অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ (১ম) কুম্বরাজের সমসাময়িক। গুজরাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটরাজ দত্তিভূর্পের তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায়, ৬৭৫ শকে তিনি রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুরে তাঁহার খুল্লতাত কুম্বরাজ উত্তরাধিকার লাভ করেন। জিনসেনাচার্য্য উত্তরপুরাণে লিখিয়াছেন—৭০৫ শকে কুম্বরাজের পুত্র বলভরাজ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হন।

পূর্বেই লিখিয়াছি, ইংসিংএর মতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে বাক্যপদীর রচয়িতা তর্জুহরির মৃত্যু হয়। কুমারিল বাক্যপদীর প্রমোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অকলঙ্কদেবের শিষ্য প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলের তত্ত্বার্থিকের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুমারিলও অকলঙ্কের অষ্টশতীর অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অকলঙ্কদেব কোন স্থানে কুমারিলের মতের প্রতিবাদ করেন নাই। এরূপ

স্থলে কুমারিল ধর্মকীর্তি ও বাক্যপদীর রচয়িতা তর্জুহরির পক্ষবর্তী, অকলঙ্কদেবের সমসাময়িক হইলেও তৎপরে এর রচনা করেন এবং অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্রের কিছু পূর্ববর্তী হইতেছেন। অকলঙ্কদেব রাষ্ট্রকূটরাজ কুম্বরাজের সময়ে (৬৭৫ শকের পরে এবং ৭০৫ শকের পূর্বে) বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং কুমারিলভট্টও এই সময় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তৌতীক (কী) ১ মুক্তা। (পুং) ২ ত্তিক।

তৌদী (কী) বিবনাশক বৃক্ষভেদ, যুতকুমারী। "তৌদী নামাসি কস্তা যুতাচী বা অসি" (অর্থক ১০।৪।২৪)

তৌস্বরবিন্ (পুং) তুসুরনা কলাপ্যন্তেবাসিনাং প্রোক্তমধীরতে ইনি। তুসুরপ্রোক্ত শাখাধারী, তুসুরপ্রোক্ত শাখা অধ্যয়নকারক।

তৌর (কী) যাগভেদ।

"সংবৎসরমহরহকৌরেন যজ্ঞত" (লাট্যা শ্রৌ ১০।২০।১)

তৌরযান (কী) তুংং যানমন্ত পৃথোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। কৃশমনযুক্ত।

তৌরশ্রবস (কী) তৌরশ্রবসা অগ্নিরসা দৃষ্টং সাম অ। সামভেদ।

"তৌরশ্রবসে মাধ্যন্ধিনে পবমানে" (কাত্য শ্রৌ ২৫।১৪।৪)

'তৌরশ্রবসে সামনী' (কক)

তৌরায়নিক (ত্রি) তুরায়ণং যজ্ঞং বর্তয়তি তুরায়ণ-ঈঞ। (পারায়ণতুরায়ণচাত্তারণং বর্তয়তি। পা ৫।১।৭২) তুরায়ণং যজ্ঞকারী।

তৌর্য্য (কী) তুর্য্যে মুরজাদৌ তবং তুর্য্য-অণ্। তুর্য্যবাগ, মুরজাদি ধ্বনি, পাকোবাজ বাজনা।

তৌর্য্যজিক (কী) ত্রয়োংশাঃ যন্ত ত্রিসংখ্যারং কন। তৌর্য্যোপলক্ষিতং ত্রিকং। সমুদিত নৃত্য গীত ও বাদ্য, নট সঞ্চরীত নৃত্য গীত ও বাদ্য। ইহা একটা কামজ বাদ্য, ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

"তৌর্য্যজিকং ত্রযাট্যা চ কামজোদশকোপগঃ" (মহ ৭।৪।৭)

বিভুগৃহে বা দেবালয়ে এই তৌর্য্যজিক অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্য করিলে পুণ্য হয় এবং অন্তিমে বিভুগৃহে গতি হয়। (বরাহপু)

তৌল (কী) তুলা এব স্বার্থে অণ্। বার্ষিকঃ প্রত্যাহ কচিং লিঙ্গবচনানি অতিবর্ততে ইত্যুক্তো দেবতাদিবং কীবাং ১ তুলা, তুলাদণ্ড। (পুং) ২ তুলাগণি।

তৌলকর (ত্রি) তৌলং কয়েতি-কু-ট। পরিমাপক, কণা

তৌলিক (পুং) তুলা তুলিকনা জীঘতি তুলি-ঈক্-ণি চিরকাল

ভৌলিক (পুং) ভুলিকরী ভৌলি ভুলিকা-ঠক্। চিত্তকার,
পট্টা, পর্দার রক্ষাভাব, চিত্তকণ্ড, ভৌলিক। (শব্দমালা)

ভৌলিন্ (পুং) ভুলৈব ভৌলং তৎ বিদ্যাতে অত ইনি।
ভুলারপি।

ভৌল্য (জি) ভুলয়া পরিচ্ছিন্নং যজ্ঞঃ। ১ ভূলাবার্য পরিচ্ছিন্ন।
ভূলাবেব যার্থে অণ্। ২ ভূলা।

ভৌলয়ান (পুং) ভূলন্ত ধ্বংসপত্যং ইবা, ভূল-ইঞ-
কক্। ভূল ধ্বংস ইবা অপত্য।

ভৌল্য (পুং) ভূলন্ত ধ্বংসপত্যং ইঞ। ভূলধ্বংস অপত্য।

ভৌল্যাদি (পুং) পাণিহ্যক্ত গণ বিশেষ। ভৌলি, ধারিণি,
পারিণি, রাবণি, দৈলীপি, দৈবতি, বার্কনি, নৈবকি, দৈবমতি,
দৈবমজি, চাকটিকি, বৈবকি, বৈকি, আহুয়াহুতি, পৌকরসাদি,
আহুরোহতি, আহুতি, প্রাদোহনি, নৈমিষি, প্রোড়াহতি,
বার্ককি, বৈলীতি, আসিনাসি, আহুংসি, আহুংসি, নৈমিষি,
আসিবক্কি, পৌকরগুণালি, বৈকপি, বৈরকি, বৈহতি।
(পাণিনি ২।৪।৬১)

ভৌলক (জি) ভূল্যা ইদং অণ্ যার্থে কন্। ভূল্যী সখকীর
মেহাদি। "স্বতে ভল্লাভকমেহাং মেহাতৌবরকাতথা।" (হুশ্রুত)
২ ভূলক।

ভৌলিকা (জী) ঔষধভেদ। "ভৌলিকৈ! ২বেলয়াবার
মৈলব ঔল্লয়ং" (অথর্ববেদ ৬।১৬৩)

ভৌলয়ণ (জি) ভূলন্ত অদ্রুদশাদি পক্ষাদিহাং কক্।
ভূলয় অদ্রুদশাদি।

ভৌল্য (জি) ভূলন্তভেদং ভূল্য-অণ্। ভূল্য সখকীর জল।
ভূল্য দেখ।]

ভূ (পুং) আত্মন্থ আলোপঃ। আত্মা। "অনমূর্জঃ ন বিবধ
করধে" (ঋক্ ১।৬৩৮) 'অনং আত্মনং আভোহুজাপি
হসি দৃশতে, ইতি আত্মনঃ আকারলোপঃ সংজ্ঞাপূর্বকত
বধেরনিত্যত্বাৎ উপধারীভাবতঃ' (সারণ) অন্ শব্দের
ভৌল্যর একবচন স্থানে বা হয়।

"উপ যজ্ঞা বনশ্পতে" (ঋক্ ১।১৮৮।১০)

ভূ (জি) ভাঙ্গ-ভা। ভূতভাগ, বর্জিত, বাহা ভাগ্য করা
ইহাছে। পর্যায়—হীন, সমুজ্জ্বিত, উৎকৃষ্ট, পুত, বিধৃত,
নাকৃত, বিরহিত, নিবৃত্ত। (জিকাণ্ড ১)

ভূব্য (জি) ভাঙ্গ-ভব্য। ভাঙ্গনীয়, ভাগ্যের যোগ্য।

ভূ (জি) ভাঙ্গ-ভূ। ভাগ্যকারী।

ভূ (পুং) গ্রহকর্ত্তাজে, কেহ কেহ ইহার নাম ভিগল
ইরূপ বলিয়া থাকেন।

ভূ (জী) নামভেদক।

VIII

ভাঙ্গন (জী) ভাঙ্গ-ভা। ভাঙ্গ, বর্জন, পরিহার।

ভাঙ্গনীয় (জি) ভাঙ্গ-অনীয়। ভাঙ্গনের যোগ্য।

ভাঙ্গস্ (পুং) ভাঙ্গ ভাবে অহ্। ১ ভাঙ্গ। "ইন্দ্রশ্চ ন ভেজয়া"
(ঋক্ ১।১১৬।১২) 'ভাঙ্গয়া ভাঙ্গেন' (সারণ) (জি)
কর্ত্তরি অহ্। ২ ভাঙ্গকর্ত্তা। "চিত্তকারতি নহি ভাঙ্গঃ"
(ঋক্ ১।১৪৪।৬) 'ভাঙ্গো হ্যংখত বর্জয়িতু' (সারণ) করণে
অহ্। ৩ ভোজ।

ভাঙ্গমান (জি) ভাঙ্গ-মান। বাহা ভাঙ্গ করা হইয়াছে।

ভাঙ্গ (জি) ভাঙ্গ-অহি নচ ভিৎ (ভাঙ্গিতনীতি)। উৎ ১।১৩১)
আকাশ, বায়ু।

"সত্যভক্তং সত্যপন্নং জিন্তাতং

সত্যভ বোনিং নিহিতক সত্যে।

সত্যভ সত্যভক্তসত্যভক্তঃ

সত্যভক্তং ভাং শরণং প্রপন্নঃ ৪" (ভাগ ১০।২।২৬)

'সম্বন্ধে পৃথিব্যং ভেজ্যাসি ভাঙ্গ শব্দে বায়ুকাশো' (শ্রীধর)
ভাগবতের এই শ্লোকে ভাঙ্গ শব্দে বায়ু ও আকাশ
অভিহিত হইয়াছে।

৩ সর্করা পরোক্ষাভিধানার্থ বক্ত। ৪ প্রসিদ্ধ। এই শব্দ
সর্করানাম ইহার রূপ ভাদ্যাদির ভাঙ্গ হইবে পুংলিঙ্গে ভা, ভো,
ভো। জীলিঙ্গে ভা, ভো, ভাঃ। জীলিঙ্গে ভা, ভে, তানি
ইত্যাদি। অব্যয়ীভাবমমাসে এই শব্দের অহ্ সমাসান্ত
হয়। বধা ভাঙ্গ সমীপে উপত্যকং ইত্যাদি।

ভাঙ্গ্য (পুং) পাণিনীয়গণস্থ্যোক্ত শব্দ সমূহ—ভাঙ্গ, ভা, বহ্,
এভহ্, ইদহ্, অদহ্, এক, হি, যুহ্, অযুহ্, ভবৎ, কিম্। অহ্
বিধিতে অর্থাৎ টি স্থানে অহ্ হয় এই বিষয়ে হি শব্দ পর্য্যন্ত
গ্রহণই ভাঙ্গ্যকারের অভিলষিত। ভাঙ্গ্যাদি টি স্থানে অহ্ হয়,
ইহাতে ভাঙ্গ হইতে কিম্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, কিন্তু ভাঙ্গ্যাব
বলেন, অহ্ বিধিতে হি পর্য্যন্ত গ্রহণ জানিবে। (পাণিনি)
ভাঙ্গ (পুং) ভাঙ্গ-ভাবে যজ্ঞ। উৎসর্গ, বর্জন, ইহা আমার
নয় এইরূপ মূর্ত্তব্যের স্বত্বসংসারকুলব্যাপার বিশেষ।

"ন, যাতা ন পিতা ন জী ন পুত্রভ্যাগমহতি।" (যজু ৮।৩৮৯)

যাতা, পিতা, জী, পুত্র ভ্যাগের যোগ্য নয় অর্থাৎ
ইহাদিগকে ভ্যাগ করিতে নাই।

২ দান। ৩ বিবেকিপুস্তক। (শব্দর) ৪ সর্করাকুল বিন-
র্জন, ভ্যাগের বিষয় গীতার এইরূপ লিখিত আছে—

সন্তোষ ও ভ্যাগের বাস্তবিক কোন পার্থক্য নাই,
সন্তোষেরই একটু বিশেষ অবস্থাকে ভ্যাগ কহে। বিচক্ষণ
লোক সকল কামাধর্মের পরিত্যাগ করাকে সন্তোষ
এবং সমস্ত কর্মের কলাকাজ্ঞা পরিত্যাগ করাকে ভ্যাগ

বলিয়াছেন। অতএব সংক্ৰাসের বিশেষ অবস্থাকে ত্যাগ বলিয়া গণ্য করা হইল। ত্যাগ এবং সংক্ৰাস বিবরে কোন কোন ঋষিগণের অটল সিদ্ধান্ত দেখিয়া আপাততঃ মতবৈধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দেখিলে মতবৈধ বা বিরোধ বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, জীব দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে কোন ক্রিয়া করে, তৎসমস্তই বন্ধের হেতু হইয়া থাকে, এইজন্ত ইহাও অস্তিত্ব দোষের দ্বার দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিষ্পাদ্য সকল কর্মই পরিত্যাগ্য। আবার কেহ কেহ তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মস্থ-
ঠান দ্বারা বিমুক্ত হইয়া চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, অতএব ইহা পরিত্যাগ্য নহে। ভগবান্ অর্জুনকে বলেন, ইহার মীমাংসা এইরূপ—ত্যাগ ত্রিবিধ সাধিক, রাজসিক ও তামসিক। যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ্য, নহে, ইহা সর্বদাই অমুষ্ঠান করা উচিত, কারণ যজ্ঞ দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা মনোবিদগের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়া-
দির বিশুদ্ধি বা নির্মলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব আসক্তি ও কলকামনা পরিশূন্য হইয়া এই সকল কর্ম্মের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য। মনোবিগণ বন্ধন ভয়ে যে কর্ম্ম পরি-
ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা কর্ম্ম। অমুক কার্য দ্বারা আমার অমুক প্রকার সুখ সাধন হইবে, এই উদ্দেশ্যে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কাম্যকর্ম্ম কহে। কাম্যকর্ম্ম দ্বারা আশ্রয়ান লাভের উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধি হয় না, কিন্তু স্বর্গাদি ফল হইয়া থাকে, সুতরাং মুক্তি না হইয়া বন্ধনই হইল। এইজন্ত দ্বাভায়া ঐহিক ও পারত্রিক কোন প্রকার সুখভোগের বাসনা রাখেন না, কেবল মাত্র মুক্তি অর্থাৎ ত্রাস্তিজ্ঞান দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি জড়পদার্থের সহিত অভিন্নভাবে আত্মার উপলব্ধি হইতেছে, সেই ত্রাস্তির বিনাশই তাহারা প্রার্থনা করেন, এই জন্ত কাম্যকর্ম্মের অমুষ্ঠান তাহা-
দের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করেন না। কারণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যথাবিধি অমুষ্ঠান করিলে জীবের কখন বন্ধন হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব মোহবশে এই সকল কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে তামসত্যাগ কহে। দ্বাভায়া কায়-
ক্রেমে ও অর্থভরাদি ভয়ে অতিশয় কষ্টজনক বলিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহাকে রাজস পরিত্যাগ কহে। এইভাবে কর্ম্মত্যাগ করিলে ত্যাগের ফল হয় না। দ্বাভায়া সমস্ত আসক্তি-কলাকাজ-পরিচয়পূর্বক কেবলমাত্র কর্তব্যতা-
বোধে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অমুষ্ঠান করেন, তাহাই

সাধিক ত্যাগ। কর্ম্মে আসক্তি ও কলাকাজের পরিত্যাগ করা কেই কর্ম্মত্যাগ বলে। ক্রিয়ার ত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলে না।

যিনি অকুশল কর্ম্মকেও কিছুমাত্র বিবেচ্য করেন না এবং শুভজনক কার্য্যেও আসক্ত হন না, তাহারাই বাস্তবিক কর্ম্মত্যাগী। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিভ্রান্ততা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রাণীরই অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভবে না। কারণ জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না হইয়াই পারে না। এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও ক্রিয়া নিবৃত্ত থাকে না, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কথাদ্বারা ক্রিয়ার পরিত্যাগ করা এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে না। কিন্তু দ্বাভায়া কর্ম্মের ফলত্যাগী, তাহারাই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কর্ম্মফলত্যাগী ত্যাগপদবাচ্য। (গীতা ১৮ অং) (ত্রি) ত্যাগকর্তা, দাতা। “মিথো বস্ত্যাগমু-
ত্তরাসো” (শ্লোক ৪২৪৩) “ত্যাগং ত্যাগকর্তারং দাতারং” (সারণ)
ত্যাগপত্র (কৌ) ত্যাগপত্রং। ১ দানপত্র। ২ দারপরি-
ত্যাগপত্র।

ত্যাগশীল (ত্রি) ত্যাগএব শীলং যন্ত। দানশীল, আত্মসং-
পরিত্যাগী।

ত্যাগস্বীকার (পুং) আত্মসংসংসর্জন, আত্মসংসংসর্জন।

* “সংক্ৰাস্ত মহাবাহো তবসিদ্ধান্তি বৈদিতুঃ।

ত্যাগত চ হরীকেশ পৃথক্ কেশিনিহনন।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যকর্ম্মং কৰ্ম্মণং সন্ন্যাসং কথং বিদুঃ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

ত্যাগাঃ দোষবহিত্যোকে কর্ম্ম প্রাহর্ষনীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন ত্যাগানিহিত্য চাপরে।

নিশ্চয়ং নৃপু মে তত্ত্ব ত্যাগে ভরতসন্তনু।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাক্ত ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ।

যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাগাঃ কাৰ্য্যসেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি বহীষিণাঃ।

এতাক্ষপি তু কর্ম্মাপি সজং তাত্কা কলামি চ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতসুতমঃ।

নিরতত্ব তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো সোপপদ্যতে।

মোহাত্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ।

হুংসরিত্যেব বৎ কর্ম্ম কার্য্যক্রেপভরতাজ্ঞেং।

স তু বা রাজসঃ ত্যাগঃ নৈব ত্যাগকলং লভেৎ।

কাৰ্য্যসিত্যেব বৎকর্ম্ম নিরতঃ ক্রিয়তেহর্জুন।

সজং বক্তু। কলকৈব স ত্যাগঃ সাধিকোমতঃ।

ন যেষ্টোহননং কর্ম্ম ফলং দামুংজতে।

ত্যাগী সর্বসংসর্গিষ্ঠো বেদাধী ক্রিয়সংসর্গঃ।

ভ্যাগিন্ (ত্রি) ভ্যাজীতি ভ্যাজ-বিগ্ (সম্প্রচায়কথাই বসেতি। পা ৩২।১৪২)। ১ দাতা। ২ পুং। ৩ বর্জন-কী। ৪ কর্মকলভ্যাগী, বিবেকী।

“ন হি দেহত্বাৎ শকাৎ ভ্যাজুঃ কর্মণ্যশেষতঃ।

বস্ত্র কর্মকলভ্যাগী ন ভ্যাগীভ্যভিধীরতে ॥” (গীতা ১৮।১১)

ভ্যাগিন্ (ত্রি) ভ্যাগেন নিবৃত্তঃ ভ্যাগ-মণ্। ভ্যাক, ভ্যাগদ্বারা নিশ্রয়।

ভ্যাজ্য (ত্রি) ভ্যাজাতে ইতি ভ্যাজ কর্মণি ণ্যৎ, ভ্যাজেচ ইতি ন কৃৎ। ১ বর্জনীয়, ভ্যাগের যোগ্য। ২ দানের যোগ্য।

ভ্যাগুশ্ (ত্রি) ভ্যাগুইব দৃষ্টভেদেভ্যো ভ্যাগ-দৃশ-কিপ্। ভ্যাগুশ, ভ্যাগর ভাষ্য।

ভ্রপু (পুং) ভ্রগি-অহ্। পুরভেদ, নগরীবিশেষ, এই নগরী হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী।

ভ্রপমান (ত্রি) ভ্রপ-শানচ্। লজ্জমান, যে লজ্জা পাইয়াছে।

ভ্রপা (ত্ৰী) ভ্রাপাতে ইতি ভ্রপ-অণ্ তত্ঠাপ্। ১ লজ্জা, ভ্রীড়া। কর্তার অহ্। (ত্রি) ২ লজ্জা। ৩ কুলটা। ৪ কুল। ৫ কীর্তি। (শক্চ)।

ভ্রপাক (পুং) ভ্রপতে লজ্জতে ভ্রপ-আ-ক। (আকঃ খজাদেঃ। উৎ ১২।১৯) ইতি উগাদিকোব্যত্বত্বেভ্যং আকঃ। স্নেহবিশেষ।

ভ্রপানিরস্ত (ত্রি) ভ্রপয়া নিরস্তঃ। নিরলজ্জ, লজ্জারহিত।

ভ্রপাঙ্কিত (ত্রি) ভ্রপয়া অঙ্কিতঃ। লজ্জাযুক্ত।

ভ্রপারণা (ত্ৰী) ভ্রপায়াং রণেব, লজ্জাহীনত্বাৎ তথাৎ। বেজা, গণিকা। (ত্রি) লজ্জাহীন।

ভ্রপাবৎ (ত্রি) ভ্রপা বিদ্যতেহত্, ভ্রপা মতৃপ্, মত্ৰ ব। লজ্জাশীল।

ভ্রপিত (ত্রি) ভ্রপ-ক্ত। ভ্রপাযুক্ত, লজ্জিত।

ভ্রপিত্ত (ত্রি) অরমেবামতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ইঠন্। প্রিয়-হিরেভ্যাদিনা তৃপ্র-শক্চ ভ্রপ্ আদেশঃ। অতিতৃপ্র, অতিশয় লজ্জিত, অতিশয় লজ্জাশীল।

ভ্রপীয়স্ (ত্রি) অরমনরোরতিশয়েন তৃপ্রঃ তৃপ্র-ঈয়স্ তৃপ্রত্ ভ্রপ্ আদেশঃ। ভ্রপিত্ত, অতি লজ্জিত।

ভ্রপু (স্ত্রী) অণিৎ দৃষ্ট। ভ্রপতে ইব ভ্রপ-উস্। ১ সীসক। ২ রক্ত, টিন।

অণু অর্থাৎ টিনকে হিন্দীতে কলহই, রাক, বাঁ কঠেল, ভামিলে ভগরম্, মলরে ভিম, ফলব, ব্রহ্মে থৈম, আরবে কস্-দিন, রোসাস্ ও পারস্তে উরজ্জ-বলে। * (It. *Latta, banda, stagnata*; Fr. *Fer blanc*; Ger. *Weissblech, zinn*; Rus. *Blacha, shest.*)

এই ধাতু বেধিতে রূপার মত, পরিষ্কার থাকিলে অতি উজ্জ্বল দেখায়। ইহাতে অল্প বিকায় আছে। যথিলে এক

প্রকার গন্ধ বাহির হয়। সোণার মত না হইলেও সীসা অপেক্ষা টিন কঠিন। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.২২। ইহা বড়ই বাতসহ, বত ইহা পিটিলেও ভাঙ্গে না; এমন কি, একখানি টিনে ১১০ পাতলা পাত করা যায়। ১০০৭ ইঞ্চ পরিধি বিশিষ্ট টিনের সূত্রে বোল, সতের সের ওজনের জিনিস খুলান যাইতে পারে। ইহা পিটরা যেমন পাতলা করা যায়, কিন্তু ভেমন চওড়া করা যায় না। ইহা বড় কোমল, সহজেই নোয়ান যায়। তামা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সহিত সহজেই টিন মিশ্রিত হইতে পারে। অপর ধাতু কলাই বা টাকিয়ার অল্প বহুপরিমাণে টিন ব্যবহৃত হয়। টিনের পাত দিয়া হুড়িলে লোহে মরিচা ধরে না। অরিসম্পর্শে টিন লোহের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তাহাতে লোহের খেতবর্ণ হয়। বোধ হয়, এই অল্পই কটলগে টিনের পাত খেতলোহ (White iron) নামে খ্যাত। টিনের দ্রাবকে অতি পাতলা লোহের পাত ডুবাইয়া সাধারণতঃ ‘খেতলোহ’ প্রস্তুত হয়। বিলাতে খেতলোহের বড় আদায়।

ভাত্রের পাকপাত্রাদিতে সহজেই কলক ধরে, কিন্তু টিনের পাত দিয়া কলাই করিলে আর কলক পড়ে না। নাইট্রিক, মিউরিয়াটিক, নাইট্রো-সালফিউরিক ও টার্টারিক এসিডে টিন দ্রব করিয়া অনেক ঘণ্টে মিশান হয়, তাহাতে রঙের স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবজাতির নিকট টিন পরিচিত। যজুর্বেদে আমরা সর্বপ্রথম ‘অণু’ শব্দের উল্লেখ পাই—

“লোহক মে সীসক মে অণু চ মে যজ্ঞেন কর্মতাম্।” (শুক্রযজুঃ ১৮।১২)। এতদ্ভিন্ন অথর্ববেদ (১১।৩৮), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৪।১৭।৭) প্রভৃতি স্মৃতিতে, এবং মহা, বাজবল্য প্রভৃতি স্মৃতিতে ‘অণু’ অর্থাৎ টিনের উল্লেখ আছে। নগুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে বাজবল্য প্রাশস্তি-স্বরূপ একমাষা অণু ও সীসক-দান ব্যবস্থা করিয়াছেন।

‘উরগে ধারসো দণ্ডঃ পণ্ডকে অণুসীসকম্।’ (৩২।৭৩) মহাভারতে অণু রৌপ্যের মল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

“সুবর্ণম্ মলং রূপাং রূপান্তাপি মলং অণু।

জেরং অণুমলং সীসং সীসন্তাপি মলং মলম্ ॥”

(ভারত উত্তো ৩৮ অঃ)

ভারতে যেমন বৈদিক যুগ হইতে অণুর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ইউরোপেও সেইরূপ বহুকাল হইতে টিন প্রচলিত। হিরোদোটস্, দিওদোরস্ সিকিউলস্ ও ট্রাবো ক্রিনিকীর বণিকদিগের কাসিতে বর্ণিত হয় যে টিন দ্বারা

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থিয়াছেন। পুষ্কারিঙ্গণ সিনিলীরাপ ও থিলাভের কর্ণওয়ালকে প্রাচীন কাসিডেরিবেশ বলিয়া থির করিয়াছেন। বাস্তবিক এখনও কর্ণওয়াল নামক স্থানে থনি হইতে যে পরিমাণে টিন বাহির হইতেছে, যুরোপের আর কোন স্থান হইতে এরূপ টিন পাওয়া যায় না।

পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ অথবা কিনিকীর বণিকগণ টিন লইয়া কি কি প্রস্তুত করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যজ্ঞ ত্রেপুর প্রয়োজন হইত, বক্সের হইতে আমরা এই টুকু সন্ধান পাই। স্থিতিতে ত্রেপু মূল্যবান জিনিস মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই ত্রেপু ও তাত্র একত্র মিলিত হইলে কাংস্ত হয়, তাহাও ভারতবাসী বহুপ্রাচীনকাল হইতে জানিতেন।

“যথা ত্রেপুত্রেয়োঃ সংযোগে ধাতুস্তত্র কাংস্তোৎপত্তিঃ।”

হাঙ্গারিয়া, ধারবার, জার্মাণী ও মধ্যভারতের বস্তার স্থানের স্থানে টিন-পাথর (Tin-stone) পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ভাল টিন কোথাও পাওয়া যায় নাই। ব্রহ্মদেশ, মলয়প্রান্তরীপ, বাঙ্গা, ববরীপ ও চীনের কোন কোন স্থানে টিনের থনি আছে। তন্মধ্যে মলয়-প্রান্তরীপের টিনের থনি জন্মের মধ্যে সর্বপ্রধান। এত টিন আর কোথাও নাই। পূর্বকালে এখান হইতেই ভারতে টিন আসিত। এখানে তাবর-নগরে ১৫৬ খৃষ্টাব্দে এসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাফিক আসিরা লিখিয়াছেন,—

‘I went from Pegu to Malacca, passing many of the sea-ports of Pegu, as Martaban, the island of Tavoy, whence all India is supplied with tin, Tenasserim, the island of Junk-Ceylon, and many others.’

এখনও মলয় হইতে ভারতে টিন আসে। এখান হইতে প্রতি বর্ষে ১২।১০ লক্ষ টাকার টিন রপ্তানি হয়।

টিন থনির মধ্যে দুই প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়। কখন কখন শিকতাজন, তাত্র, সীসক প্রভৃতির সহিত চাপড়া হইয়া থাকে, ইহাকে টিন-লৌহ বলে। ইহা গল্লিয়ার পরিকার করিয়া লইলে টিনখণ্ড হয়। অপর অবস্থায় শুঁড়া বালি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত থাকে, এই শুঁড়া টিন অকৃত্রিম টিন বলিয়া গণ্য।

ত্রেপুকর্কটী (জী) ১ ত্রেপু, কাঁকড়। ২ শা।

ত্রেপুটী (জী) হুয়েলা, ছোট এলাচ।

ত্রেপুল (জী) ত্রেপতে অধিসংস্পর্শনে লজ্জকে ইব ত্রেপ-বাহ উল্লেখ। রক্ত, রাঙ।

ত্রেপুল (জী) ত্রেপ বাহ উল্লেখ। ১ রক্ত। ২ ত্রেপু কল, শলা।

পর্ধ্যায়—কণ্টকীল, সুধাবাস, সুখিতল। কুলকল, কুল-নীল, বল, তুলা, ত্রম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। কল-কলের গুণ—অন্ন, উষ্ণ, পিত্তল, কক ও বাতনাশক। রক্ত কল-গুণ—মূত্রল, পিত্ত, রক্ত, পিত্ত ও অম্লজল-নাশক। (স্বাস্থ্য)

ত্রেপুধী (জী) ত্রেপু গোরা ডী। ককটী, কাঁকড়।

ত্রেপুল (জী) ত্রেপ বাহলকাং উল্লেখ। ১ রক্ত। ২ ককটী।

ত্রেপুসা (জী) ত্রেপু, মহেজবাকুণী।

ত্রেপুদী (জী) ত্রেপ গোরা ডী। ১ মহেজবাকুণী।

২ কল লতাবিশেষ, শলা, (Cucumber) পর্ধ্যায়—পিত্ত-

পুশা, কাণ্ডাল, ত্রেপুকর্কটী, বহুলকা, কোবলকা, কুলিলকা,

কণ্টকীলতা, সুধাবাস। ইহার কলের গুণ—রক্ত, মধু,

শিথির, গুরু, ভ্রম, পিত্ত, বিদাহ ও বমননাশক। (স্বাস্থ্য)

ইহা দুই জাতি দেখা যায়। ভূমিচারিণী বা ভূরে শলা। ইহার

কল-ধর্ম্মকৃতি ও হুল। প্রায় শীত হইতে প্রায়কাল

পর্ধ্যায় ইহা জন্মায়। মঞ্চচারিণী বা মাচারশা কেব বা

পালাশা বলে। ইহা দেখিতে দীর্ঘ ও হুল। কাহার কল

শেত বা কাহার কল সবুজ বর্ণ দেখা যায়। ইহার গায়ে

একরূপ জলবৎ আচ্ছাদিত। তৎকর্ত্ত লোকে ইহাকে কীরা

কহে। ইহা প্রায় বর্ষা হইতে শরৎ পর্ধ্যায় পাওয়া যায়।

ত্রেপাদি (পুং) রক্তাদি সপ্তধাতু যথা—ত্রেপ, সীস, তাত্র, রক্ত,

কুললৌহ, সুবর্ণ, লৌহমল।

ত্রেপা (জী) বনীভূতশ্লেষ্মাদি। “ত্রেপা কৰ্ণৈঃ ক্ষিপ্তা বাঠে

বা ছষ্টতাং ত্রেপে।” “ত্রেপা বনীভূতশ্লেষ্মাদি।” (ভিজিত)

ত্রেপাস্ত্র (জী) ঘনতর দধি, পাতলা দই। (বিদ্যারিনোদ)

ত্রেয় (জী) ত্রি-ত্রেয়। ১ ত্রি-ত্রেয়, ত্রি-সংখ্যা, তিন।

“বেদত্রয়াং নিরুহং তুত্বং স্রি-ত্রেয় চ।” (মহা) (ত্রি)

২ ত্রি-সংখ্যাক্ত। প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম

এই তিন প্রমাণ।

“প্রত্যক্ষমনুমানক শাস্ত্রক ত্রিবিধাগমঃ।

ত্রয়ং সুবিভক্তং কার্য্যং ধর্ম্মতত্ত্বমস্পীকৃত্যঃ।” (মহা)

ত্রেয়ঃপঞ্চাশৎ (জী) ১ ত্র্যধিকাপঞ্চাশৎ, ত্রিশকল্প ত্রেয়

আদেশঃ। তিন অধিক পঞ্চাশৎ সংখ্যা, ৫০, তিল্লার। ২ ত্রেয়ঃ

পঞ্চাশৎ সংখ্যাক্ত।

ত্রেয়যাযা (পুং) ত্রেয় জন্মত্রয় বাতি বা বাহু আঘা। জন্মত্রয়

প্রাপ্ত। “সুহর্ন ত্রেয়যাযা।” (শুক ৬।২।৭) “ত্রেয়যাযো জন্মত্রয়ঃপ্রাপ্ত”

জন্মত্রয়ঃ সর্বাভে।

“শাত্ত্রয়ঃপ্রোহিজননাং ত্রিভীঃ সৌভিবকনাং।

তুভীঃ বসন্তীকায় দৈকি জন্মত্রয়ঃ স্তবঃ।” (সারণ্য)

এই জরজর দাতৃপত্ৰ হইতে জর প্রথম, মৌখিকজন অর্থাৎ উপনয়ন সংকার দ্বিতীয়, বজ্রদীক্ষা তৃতীয়।

জরশ্চত্বারিংশৎ (জী) আধিকা চত্বারিংশৎ, ত্রিশকত জরস্ আদেশঃ। তিন অধিক চত্বারিংশৎ সংখ্যা, ৪৩, তেতাশিশ।

জরঃষষ্টি (জী) আধিকা ষষ্টিঃ। তিন অধিক ষষ্টি সংখ্যা, ৬৩, তেরষষ্টি।

জরস্ আদেশ বিশেষ, অশীতি শব্দ ও বহুব্রীহি সমাস ত্রির সংখ্যাবাচক উত্তরপদ পরে থাকিলে জি শব্দ স্থানে জরস্ আদেশ হয়। বধা জরোদশ প্রভৃতি। অশীতি শব্দ পরে থাকিলে হয় না—বধা জাশীতি। (পাণিনি ৬।৩।৪৮)

জরত্রিংশ (জি) জরত্রিংশৎ পূরণে উই। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ। ত্রিমাং ভীপ্।

জরত্রিংশৎ (জি) আধিকা ত্রিংশৎ, ত্রিশকত জরস্ আদেশঃ। তিন অধিক ত্রিংশৎ সংখ্যা, ৩৩।

জরত্রিংশৎপতি (পুং) জরত্রিংশতো দেবানাম্ পতিঃ। ১ ইন্দ্র। বেদে ৩৩টা দেবতার কথা আছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিরাও ইন্দের “জরত্রিংশৎপতি” নাম হইরাছে। ২ প্রজাপতি। ইনি দেবতাদিগের অধিপতি; অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, ষাটশ আদিত্যা এই একত্রিংশৎ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই জরত্রিংশৎ। “কভমে তে জরত্রিংশদিত্যেষ্ঠৌ বসব একাদশ রুদ্রা ষাটশাদিত্যা শু একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ জরত্রিংশাবিতি” (শতপথব্রা ১।১।৩।৩৫)

জরত্রিংশস্তোম (পুং) জরত্রিংশস্তোমো অস্ত। বজ্রভেদ।

জরত্রিংশিন্ (কী) জরত্রিংশৎ ঋচঃ সত্যশিন্ ইনি ভিক্ত। জরত্রিংশৎ ঋক্ ষাটশ গীরমান সামভেদ।

“জরত্রিশি নাম সাম মাধ্যমিনে পবমানে ভবতি” (তৈত্তি ১।২।২।৪)

জরঃসপ্ততি (জী) আধিকা সপ্ততিঃ। তিন অধিক সপ্ততি, ৭৩ সংখ্যা।

জরী (জী) জর-ভীপ্। ঋক্, বহুঃ ও সাম এই বেদজর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সর্গের আদিতে ঋগ্‌ময় ব্রহ্মা, সর্গস্থিতিতে যজুর্ময় বিষ্ণু, সর্গনাশে সামময় রুদ্র, ইহারা জরী।

“ব্রহ্মার পুরুষোক্তজরমৈতৎ জরীময়ং।

সর্গাদয়ম্বয়ো ব্রহ্মা দ্বিতৌ বিষ্ণুর্ভূর্ময়ঃ।

রুদ্রঃ সামময়োহস্তার তর্মাৎ তত্ৰাতচিৎখনিঃ।” (মহু)

২ পুরন্দ্রী। ৩ হুমতি। ৪ সোমরাজীকৃৎ ৫ ভবানী, হুর্বা।

“ঋগ্‌বহুঃসামভেদেন সাক্‌বেদগতাপি বা।

জরীতি পঠাতে লোকে দৃষ্টাদৃষ্টার্থগামিনীঃ” (দেবীপু ৪৫ অঃ)

জরীতনু (পুং) জরী বেদা এব তচ্ছঃ শরীরং বস্ত্ৰং। “জব্যো বিদ্যার ভগবজ্জরীময়ং পূর্বাং আশ্বানং বজ্রভেদে” (ভাগ ৪।২।১৪)

বেদ সকল পূর্বা হইতে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ আচারিত হইরাছে, এইকত পূর্বের নাম জরীতনু।

জরীদর্শ (পুং) জব্যো বেদজরেন বিবীরমানো ধর্মঃ। বৈদিক ধর্ম, জ্যোতিষ্টোমাদি বজ্র প্রভৃতি।

জরীময় (পুং) জব্যাস্বকঃ ময়ই। ১ পূর্বা। (জি) ২ জরী-ধর্মাস্বক। ৩ বাসাহ রূপ।

“জরীময়ঃ রূপমিদং পৌকরং।” (ভাগ ৩।১।৩৪০)

(পুং) ৪ পরমেশ্বর। (ভাগ ২।৪।১৫)

জরীমুখ (পুং) জরীমুখে বস্ত্ৰ। ব্রাহ্মণ, বিজ্ঞ।

“অবদানং কর্মণ্ডলং ব্রাহ্মণস্ত জরীমুখঃ।” (হেম ৩।৪৭৫)

জরোদশ (জি) জরোদশানাং পূরণঃ জরোদশনু উই। জরোদশ সংখ্যার পূরণ, তেরই।

জরোদশনু (জি) আধিকা দশ। তিন অধিক দশ সংখ্যা, ১৩, তের সংখ্যা। এই শব্দ দ্বিত্য বহুবচনান্ত। ২ জরোদশ সংখ্যাবুক্ত, কোন সময়ে জরোদশ মাসে সংবৎসর হয়, মূলমাস হইলে জরোদশ মাসে বৎসর হয়।

“সংবৎসর কচিং জরোদশমাসাঃ” (মলমাসতত্ত্বত প্রতি)

জরোদশ বাচক শব্দ—১ অগচ্‌পাতিতা, ২ ইন্দ্রিয়া-নিগ্রহ, ৩ অমৎসরতা, ৪ ক্ষমা, ৫ লজ্জা, ৬ তিতিক্ষা, ৭ অন-সুখা, ৮ ত্যাগ, ৯ ধ্যান, ১০ সরলতা, ১১ বৈরাগ্য, ১২ দয়া, ১৩ অহিংসা, এই সমুদায়ই সত্য ব্রহ্মণ (ভারত শাস্তি ১৬২ অঃ)। জরোদশ দোষ—১ কাম, ২ ক্রোধ, ৩ মোহ, ৪ মদ, ৫ মাৎসর্য, ৬ ঈর্ষা, ৭ শোক, ৮ মিত্রা, ৯ অকার্যপ্রবৃত্তি, ১০ অসুখা, ১১ কুপা, ১২ ভয়, ১৩ প্রতিবিধানেক্ষা। (ভারত শাস্তি ১৬৩ অঃ)

জরোদশাঙ্গগুণ্ডলু (পুং) গুণ্ডলু ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—১ বর্কুর (বাবলা), অশ্বগন্ধা, হব্বা, ভলক, শত-মূলী, গোক্ষুর, রামা, শ্রামালতা, তুলকা, শঠী, ববানী ও শুকী এ সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সমস্ত ঔষধ যত তাহার তুল্য পরিমাণ গুণ্ডলু এবং গুণ্ডলুর অর্দ্ধাংশ ঘৃত, উহার সহিত মিলিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ প্রাতঃকালে জল, ঘৃষ, মস্ত, উষ্ণজল, দুধ বা মাংসরস ইহার কোন একটির সহিত সেবন করিলে ত্রিকশূল, জাহ্নশূল, হৃদয়ন্ত, বাহগত বাত, সন্ধি, অস্থি, বায়ু ও মজ্জাগত বাত, কোষ্ঠগত বায়ু, বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, বায়ু জন্ত দ্রোণ ও বোনিরোগ, ভগ্নাস্থি, শল্য, বিচ্ছিন্ন পীড়া, থলতা, গৃহ্মণী এবং পক্ষাঘাত রোগ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ দ্বিতীয়ভাঃ)

জরোদশী (জী) জরোদশ টিকাং ভীপ্। তিথি বিশেষ, ইহা চত্বের জরোদশ কলার হ্রাস বা বৃদ্ধিক্রমিত কাল। ইহা

ধর্মের ত্রিবি অর্থাৎ এই ত্রিবি ধর্মের উল্লেখে কার্য্য করিবার ত্রিবি। [ত্রিবি দেখ।]

ত্রয়োবতি (ত্রি) আধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি, ২৩, তিরানবই সংখ্যা।

ত্রয়োবিংশতি (ত্রি) আধিকা বিংশতিঃ। ত্রয়োবিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৩।

ত্রয়োবর্ণ (পুং) ২ মাক্ষাতাবংশীয় ত্রিধর্মীর পুত্র নৃপভদ্র। “রাজঃ ত্রিধর্মশাস্ত্রাণীং বিধাং ত্রয়োবর্ণঃ সূতঃ।” (হরিষ ১২ অঃ) ২ পঞ্চদশ ষাপরের ব্যাস। ৩ ভরতবংশীর উরুক্ষয়ের পুত্র এক রাজা।

ত্রয়োবর্ণি (পুং) একজন মূনি, ইনি লোমহর্ষণের শিষ্য, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকুত্তর, শিশুপায়ন ও হারীতের সতীর্থ। (ভাগঃ)

ত্রস (ক্ৰী) তততি বিভেত্যস্মি ত্ৰস্ যঞার্থে ক। ১ বন, অরণ্য। (ত্রি) ত্ৰস-অচ্। ২ জলম্। ৩ ত্রসরেণু।

ত্রসদ্রব্য (পুং) পুরুষের পুত্র ও মাক্ষাতার এক পোত্র।

ত্রসন (ক্ৰী) ত্রস ভাবে লুট্। ১ ভয়। ২ উদ্বেগ। কর্তরি লু (ত্রি) ৩ ত্রাসযুক্ত।

ত্রসর (পুং) ত্রস বাহু অরন্। ত্রসবারের উপকরণ বিশেষ, ত্রাসনী, মাকু। পর্যায়—হৃদবেষ্টন, তসর। (অমরটী ভরত)

ত্রসরেণু (পুং) ত্রসশব্দলব্ধ ভীতইব রেণুঃ। হৃদ্যকা, ছিদ্ৰাগত স্বর্ষ্যকিরণে বাহ্য দৃষ্ট হয়, ৬টি পরমাণুতে বা তিনটি স্বাণুকে একটি ত্রসরেণু হয়, পরমাণু প্রত্যেক হয় না, কিন্তু যখন ত্রসরেণু হয় অর্থাৎ ৬টি পরমাণু একত্র হয়, তখনই প্রত্যেক হয়।

“জালান্তরগতে ভানৌ হৃদ্যং যৎ দৃশ্যতে রজঃ।

প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে ॥” (মহু ৮।১৩২)

“পরমাণুযেনাণুত্রসরেণুস্ত তে ত্রয়ঃ।” (ব্রহ্মবৈ পুঃ)

বৈদ্যক মতে ত্রিংশ পরমাণুতে এক ত্রসরেণু হয়।

“জালান্তরগতে স্বর্ষ্যকিরণে ধ্বংসী বিলোক্যতে।

ত্রসরেণুস্ত বিজ্ঞেয় ত্রিংশতা পরমাণুতিঃ ॥” (বৈদ্যকপরিভাষা)

স্বর্ষ্যকিরণ গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইলে সেই আলোকে যে ক্ষুদ্র পদার্থ বিচরণ করিতে দেখ যায়, তাহারই এক একটি ত্রসরেণু।

(ত্রি) ২ স্বর্ষ্যপত্নীভেদ। (ত্রিকাঃ)

ত্রস্তর (ত্রি) ত্রস-উরচ্। ভীক।

ত্রস্ত (ত্রি) ত্রস-ক্ত। ১ ভীত। ২ চকিত। ৩ শীত।

ত্রস্তু (ত্রি) তততীতি ত্রস-কু (ত্রিগুণবিধিক্রিপেঃ কুঃ। পা ৩।২।৪০) ত্রাসশীল, ভয়চকিত, ত্রাসযুক্ত।

ত্রাণ (ক্ৰী) ত্রৈ ভাবে লুট্ বা কঃ পক্ষে তত্ৰ নহং। রক্ষণ।

“অর্জুনাণ্য বা শত্রুং ন প্রহর্যু মনাপসি।” (শকুন্তল ১ অঙ্কঃ) আরতে ইতি কর্তরি লুট্। ২ রক্ষিতা। আরতেহেন ইতি করণে লুট্। ৩ কবচ, অস্ত্র।

ত্রাণা (ত্রি) ত্রাণ-টাণ্। আরমাণ লতা। (রাজনিঃ)

ত্রাত (ত্রি) ত্রৈ-ক্ত, বিক্রেতে তত্ৰ নভ্যভাবঃ। ১ রক্ষিত। (ক্ৰী) ভাবে ক্ত। ২ রক্ষণ।

ত্রাতব্য (ত্রি) ত্রৈ-ভব্য। ত্রাণের যোগ্য।

ত্রাতৃ (ত্রি) ত্রৈ-তৃহ। ত্রাতা, রক্ষাকর্তা।

ত্রাপুষ্ (ত্রি) ত্রপুষ্ নিবৃদ্ধং অণ্ ষ্ণক্ চ। রজনিস্থিত পাত্ৰাদি, রাং দ্বারা প্রস্তুত পাত্ৰ প্রভৃতি।

ত্রামন্ (ত্রি) ত্রৈ পালনে মনিন্। ১ রক্ষক। “তব ত্রামন্তিরিহ তুর্লবাণং” (শকু ১।৫৩।১০) ‘ত্রামন্তিরীন্দ্রে ত্রামন্তেঃ’ (সারণঃ)

ত্রামন্তিকা (ক্ৰী) ত্রামমাণালতা।

ত্রামন্তী (ক্ৰী) ত্রৈ-কিপ্, ত্রাং অরতি ই-শত্ ততঃ ক্ৰীপ্। ত্রামমাণালতা।

ত্রায়মাণ (ত্রি) ত্রৈ-কর্মণি শানচ্। রক্ষ্যমাণ। “পাত্ৰ নো হষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ” (অথর্ববেদ ৬।৪।১)

ত্রায়মাণা (ক্ৰী) ত্রায়মাণ-টাণ্। ক্ষুদ্র ডুমুরাকৃতি ফললতা বিশেষ, বলাড়ুমুর, (Ficus heterophylla) পর্যায়—বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভত্রিকা, বলদেবা, হৃদভ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতভ্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভত্রা, হুকামা, বার্ষিকী, গিরিজা, অম্বলা, মাক্ষায়াহী, দেববলা, পালিনী, ভরনামিনী, অবনী, রক্ষণী, ত্রাণা। ইহার গুণ—শীত, মধুর, গুল্ম, জ্বর, কফ, অস্ত্র, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, মূনি, বিষ ও ছদ্দিনাশক। (রাজনিঃ)। ভাক প্রকাশের মতে কবার, তিক্তরস, সারক, পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্প, ভ্রম, শূল ও বিষনাশক। (ভাবপ্রঃ)

ত্রায়মাণায়ুত (ক্ৰী) যুতোষধিভেদঃ। প্রস্তুত প্রণালী—কৃত ১ সের, কদার্ব বলাড়ুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল। আমলকীর ১ সের, জুহু ১ সের, কদার্ব কটকী, মুতা, বলাড়ুমুর, ছুরালতা, তুম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন, উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা।

এই যুত পান করিলে পিত্তগুণ, রক্তগুণ, বিসর্প, পৈতিক জ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈবজ্যঃ)

ত্রায়মাণিকা (ক্ৰী) ত্রায়মাণালতা।

ত্রায়বৃন্ত (পুং) অনুপদেশজাত গভীর নামক শাকবিশেষ, তণ্ডিলা।

ত্রায়োদশ (ত্রি) ত্রয়োদশ্যং তবং অণ্। ত্রয়োদশীভব, ত্রয়োদশীতে বাহ্য হয়।

ত্রাস (পুং) ত্রস ভাবে লুট্ বা কঃ পক্ষে তত্ৰ নহং। ১ ভয়। ২ নদীর পোতাভেদ।

দ্রাসকর (জি) জাস-ক-ট। ভরজসক।

দ্রাসদত্তবং (কী) জসদত্তবং জোজসবন্ধি সামভেদ। “সদ্রাজং জাসদত্তবং” (খক ৮।১৯।৩২) “জাসদত্তবং জসদত্তানাম রাধাধিঃ, তত্ত জোতব্যাধেন সন্ধিনং” (সারণ)

দ্রাসদায়িন্ (জি) জাসং তরং দদাতি দা-গিনি। ভরদাতা, পর্যায়—শহুর। “জাসদায়ী তু শহুরঃ” (হেম ৩।১৪৩)

দ্রাসন (কী) জস-গিহ্ ভাবে লুট্। ১ ভরোৎপাদন। (জি) কর্তরি লু। ২ ভরোৎপাদক।

দ্রাসনীয় (জি) জস-গিহ্ অনীয়র্। জাসনের যোগ্য, তাড়নীয়।

দ্রাসিত (জি) জস্-গিহ্ ক্ত। ভীত, বিভীষিত, বাহ্যকে ভর দেখান হইয়াছে।

দ্রাসিন্ (জি) জস-গিহ্-গিনি। ভরশীল, ভরযুক্ত, ভীত।

দ্রাহি (ক্রিয়া) জৈ-লোট্ হি। রক্ষাকর, বাঁচাও, ইহার কর্তা “হু” তুমি। জাহি বলিলে ‘তুমি রক্ষা কর’ বুঝাইবে।

দ্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ঙ্গপাহরো ভব।” (নারায়ণ প্রণাম)

দ্র (জি) তরতীতি তৃ-ড্রি (তরতে ড্রিঃ। উণ্ ৫।৬৬)। জিহ্ব

গংখ্যাবিশিষ্ট, তিন, তিনবাচকশব্দ কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান; অগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়; ভূবন—বর্গ, মর্ত্য, গাতাল; গঙ্গামার্গ—সন্ধ্যাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী; শব্দচক্ষু—চক্স, সূর্য ও অগ্নি; গুণ—সব, রজঃ, তমঃ; দ্রাক্ষা—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, সায়ঃসন্ধ্যা; রাম—পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম। (কবিকল্পলতা) এই শব্দ চব্বচনান্ত।

ংশ (ক্রি) জিংশং-ডট্ (তন্ত পুরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮)। জিংশং তর পুরণ, জিংশত্তম। “জিংশাংশকন্তথা রাশেভাগইত্যভিধীতে।” (সূর্যাসিঃ)

শক (জি) জিংশতা ক্রীতঃ বুনু-ডিঙ। জিংশং সংখ্যাবিত ব্য দ্বারা ক্রীত।

শক্ছত (কী) জিংশদধিকং শতং। জিংশং অধিক শতংখ্যা। “জিংশক্ছতং বর্শিগঃ” (খক ৬।২৭৬) “জিংশক্ছতং জংশদধিকা শতসংখ্যকা” (সারণ)

শৎ (জি) জয়ো দশতঃ পরিমাণমন্ত (পঙ্কতিজিংশদ্বিতি। ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ, জিশ, ৩০।

“জিংশবর্ষো বহেৎ কন্তাং জদ্যাং দাদশবার্ষিকীং।” (মহু) শৎক (জি) জিংশং পরিমাণমন্ত কনু। ১ জিংশং পরিমাণ, ধরবে কনু। ২ তৎসংখ্যা।

যম্যাতাঃ পৃথক্ তেষাং জিংশংকং পরিচক্সতে।” (কামন্দক)

শতি (কী) জিংশং পূর্বোদরাদিখ্যং সাধুঃ। ১ জিংশংখ্যা। ২ জিংশংসংখ্যেয়ং।

জিংশত্তম (জি) জিংশতঃ পুরণঃ তমপ্। জিংশংসংখ্যাদি পুরণ। জিরাং কীপ্।

জিংশংপত্র (কী) জিংশংসংখ্যানি পত্রানি দলানি প্রতিলিপ্যন্ত। কুব্ধ, নালফুল। (শকমা)

জিংশাংশ (পুং) জিংশজিংশং পুরণোৎপাদঃ। রাশিরজিংশং পুরণভাগ, জিংশাংশের বিধির জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে। মেবাদি দ্বাদশ রাশিকে জিশ্ দ্বিরা ভাগ করিলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহার নাম জিংশাংশ। এই জিংশাংশ মেবাদি রাশির মধ্যে যেসকল বিধানের ব্যবহৃত হয়, তাহার নিয়ম এই প্রকার—

মেবাদি দ্বাদশ রাশি ‘বিষম’ ও ‘সম’ সংজ্ঞার বিভক্ত হইয়াছে। যে ৬টা রাশি বিষম বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল রাশির জিংশাংশ বিচার করিতে হইলে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই পাঁচগ্রহ ক্রমে ৫।৫।৮।৭।৫ অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। প্রত্যেক রাশি জিশ অংশে বিভক্ত, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব যে কোন বিষমসংজ্ঞক রাশির জিংশাংশ বিচার করিতে হইলে সেই রাশির প্রথম অংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহ জিংশাংশের অধিপতি, আর ষষ্ঠাংশ হইতে দশমাংশ পর্যন্ত শনিগ্রহ জিংশাংশের অধিপতি হন। একাদশাংশ হইতে অষ্টাদশ অংশ পর্যন্ত বৃহস্পতি, ১৯ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্যন্ত বুধ, ২৬ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্যন্ত শুক্র জিংশাংশপতি হইয়া থাকেন।

যেদ্রুপ ৬টা বিষম রাশির জিংশাংশ-বিচার কথিত হইল, ৬টা সমরাশির জিংশাংশ বিচার করিতে হইলে শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গলগ্রহ ক্রমে ২ জিংশাংশের অধিপতি হইবেন। (কোঞ্জীপ্রঃ)।

সংস্কৃত্যমুক্তাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

“কুজাকি শুক্রসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রস্ত চ ক্রমাৎ।

পঞ্চ পঞ্চাষ্টসপ্তেহু জ্যেষ্ঠমোজঃশু রাশিষু ॥

জিংশাংশা ব্যত্যয়াদেতে যুগ্মরাশিষু কীর্তিতাঃ।” (সংস্কৃত্যমুঃ)

রাশি সকলকে ত্রিশভাগে বিভক্ত করিয়া মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ইহারা ক্রমে মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুজ এই ৬ বিষম রাশিতে ৫।৫।৮।৭।৫ ভাগের অধিপতি হন এবং বুধ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন এই ৬ সম-রাশিতে ইহা বৈপরীত্যাদ্বয়সারে অর্থাৎ শুক্র, বুধ, শনি, মঙ্গল ক্রমে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট, পঞ্চ ও পঞ্চভাগের অধিপতি হন।

জিংশাংশ জন্মকাল—মঙ্গলের জিংশাংশে জন্ম হইলে ক্রী-বিদ্যারী, ধনহীন, ক্রোধপরায়ণ, আত্মবিশ্বাসে গর্হিত, ভয়-কর্মকারী এবং পুত্র ও বিত্তবিহীন হয়। যদি বুধের জিংশাংশে

অম্ময়, তবে উৎকৃষ্ট বিত্ত ও অর্থসম্পন্ন, নানা প্রকার স্ব-
সম্বিত ও দিন দিন তাহার কোবাগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে ক্রেত কামিনীর
বল্লভ, নিত্যভাগ্যসম্পন্ন, রাজপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হইবে। শুক্রের
ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে সেই পুরুষ শ্রীমান্, বহু আশায়ুক্ত, দান-
ধর্মপরাধন, দেবতাদিগের অর্চক এবং নৃত্যগীতসমায়ুক্ত হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে বালক পাণ্ডা, গোষ্ঠী,
পরনিমক, পরদারভ ও ধনবান্ হয়। প্রকারান্তর—

মঙ্গলের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সকল ধাতুবিষয়বস্তা, সর্সদা
ক্রিয়াযুক্ত, ধন ও দারবর্জিত, তদ্বর, মলিন দেহ ও দুর্ভ-
বতাব হয়।

শনির ত্রিংশাংশে জন্মিলে মলিন, দুর্ভ, সর্সদা কাতর,
সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরাধন, কৃপণ ও নীচবতাব হয়।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মিলে উগ্রবতাববিশিষ্ট, অন্দের
শরীর, বুদ্ধিমান্, ভোক্তা, ধনী, সুখী, শুণাঢ়া ও বিষম
লোচন হইয়া থাকে।

বৃষের ত্রিংশাংশে জন্মিলে সর্সদা ধর্ম, অর্থ, কাম, স্ত্রুত,
ক্লীষ্টি ও অয়যুক্ত, প্রজ্ঞাবিবেককুশলী, শুণবান্, উত্তম আশ্রয়-
যুক্ত, দিবাক্ষনা ও অগ্নিক পুণ্যযুক্ত হইবে।

শুক্রের ত্রিংশাংশে জন্মিলে বহুশুণপরিপূর্ণ, অন্দের, মনো-
হর দৃষ্টিসম্পন্ন, সুবতীর আমোদদাতা, সর্সদাভবেত্তা, ব্রাহ্মণ
ও শুক্লভক্ত, দানশীল ও কৃপালু হইয়া থাকে। (কোষ্টগ্রাং)

ত্রিক (ক্লী) ত্রয়াগং সজ্বঃ কন্। ১ ত্রিভুংখ্যা। ২ পৃষ্ঠ
বংশাধর, পৃষ্ঠদণ্ডের অধোভাগ মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ।
৩ কটিভাগ। ৪ ত্রিফলা। ৫ ত্রিকটু। ৬ ত্রিপথ সংস্থান,
তেমাধা রাস্তা। ত্রিযু কারতি কৈ-ক। ৭ গোক্ষুর। ৮ ত্রিধন।

“শুভ্রুচীসারসংযুক্তাং ত্রিকত্রয়সমম্বদাং।

বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্সরোগহরম্বদঃ।” (সুখবোধ)

তৃতীয়ের রূপেণ গ্রহণং যন্ত কন্ পূরণপ্রত্যয়ন্ত বা লুক্।
২ তৃতীয়ক। (ত্রি) ত্রয়ঃ অধিকাঃ শুক্লঃ লাভো বুদ্ধির্বা যজ
শতাদৌ। ১০ তিন অধিক লাভাদিযুক্ত শতাদি অর্থাৎ
শতকরা তিন টাকা সুদ।

“দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকং শতং সমং।

মাস্ত্র বুদ্ধিঃ গৃহীরাং বর্ণানামহপূর্কশঃ।” (মহু ৮।৪২)

১১ সন্ধিভেদ, ক্ষিগণি ও পৃষ্ঠবংশাধির যে সন্ধি তাহার
নাম ত্রিক।

“ক্ষিগণোঃ পৃষ্ঠবংশাস্ত্রোঃ ষঃ সন্ধিতং ত্রিকং স্ত্রুতম্।” (সুশ্রুত)
ত্রিককুন্ড (ত্রি) ত্রীণি ককুন্ডসদৃশানি ধ্বজতুল্যানি শৃঙ্গানি
যন্ত ককুন্ডন্ত অস্ত্রালোপঃ (ত্রিককুন্ড পর্কত পা ৪।১০৪৭)

১ ত্রিকুটপর্কত। ত্রিককুন্ডনের পর্কত অর্থ বুঝাইলে অস্ত্র-
লোপ হয়, অস্ত্র নলে হয় না। (ত্রি) ত্রিককুন্ড-তৎক
পুং বাহু অস্ত্রালোপঃ। ২ বিকু, পূর্বে বিকু একদন্ত ও ত্রি-
ককুন্ড বরাহমুর্ষিধারণ ধারণ করিয়া এই পৃথিবী উত্তা
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বিকুর এক নাম ত্রিককুন্ড হই-
রাছে। (ভারত শাং ৩৪৪ অঃ) ৩ দশরাজসাম্যকভেদঃ।

“ত্রিককুন্ডা এব যজ্ঞো বদশরাজ” (কৃকযজুঃ ৭।২।৫১২)

ত্রিককুন্ড (পুং) ত্রয়ো কং পীতং উদকং স্তুভ্রতি স্তুভ্রকি
হান্দসঃ সলোপঃ। ১ উদানবান্। “উদানো বৈ ত্রিককুন্ড-
ছন্দঃ।” (শতপথব্রাং ৮।৫।২।৪) ২ নদীস্রোতসাম্যকভেদঃ।
‘মহা ত্রিককুপ্তাচো নবরাজঃ। সমুদ্রত্রিককুপ্তসমুদ্রঃ’।

(আখ্যায়নশ্রৌং ১।৭।৩২১)

ত্রিককুন্ডাম্বন (পুং) সূক্ষ্মাধোমধ্যাভেদেন তিস্থণীং ককুন্ডা
দিশাং সমাহারঃ ত্রিককুন্ড-তৎখাম আশ্রয়োযন্ত। বিকু। (বিকুন্ড)
ত্রিকট (পুং) ত্রীন্ বাতাদিদোবান্ কটতি আশ্রয়োতি-অ-
গোক্ষুর যুক্ত।

ত্রিকটু (ক্লী) ত্রয়াগং কটুরসানাং সমাহারঃ। শুক্লী, মরীচ
ও পিপুল একত্র এই তিন দ্রব্য। জুষ্ণ, বোব, কটুজ,
কটুজিক। ইহার শুণ দীপন, কাস, শ্বাস, তৃকরোগ, শুষ্ক, মেহ,
কফ, হোলা, মেদ, স্রীপদ ও স্পীনসনাশক। (ভাবপ্রাং রাজনি)

ত্রিকটুক (ক্লী) ত্রিকটু। (চক্রদন্ত)

ত্রিকটুকাদ্যমোদক (পুং) মোদক ঔষধবিশেষক। প্রব
প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, সজিনামূল, বিড়ল, হিঙ্গ,
কটুকা, বৃহতী, কন্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যমানী, কেশর
মূল, শালপানী, আতাইচ, চিতা, সৌবর্জল, জীরা, হুহা এবং
ধনে এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া চূর্ণ
করিবে, তাহার পর যবের ছাতু ১১০ সাড়ে এগার সের, ত
তিন পোয়া, তিলতৈল তিন পোয়া এবং মধু তিন পোয়া এই
সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে।
ইহা প্রত্যাহ হই তোলা করিয়া খাইলে কঠিন প্রমে
আরোগ্য হয়। (ভাবপ্রাং তৃতীয়ভাগ প্রমেহাধিঃ)

ত্রিকটুগুটিকা (ক্লী) গুটিকা ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—
ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ অর্দ্ধপোয়া, শুণ্ণুল একপোয়া এই সকল
একত্র করিয়া গোক্ষুরের কাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দি
বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষ, কাল ও বলাদ্বারা
বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা মেহ, বাতরোগ,
বাতরক্ত, সূত্রাঘাত, সূত্রদোষ ও প্রদর নষ্ট হয় এবং গা
বশবগামী হইয়া থাকে। (ভাবপ্রাং তৃতীয়ভাগ প্রমেহাধিঃ)
ত্রিকটুকাদ্যবর্তি (ক্লী) বর্তি ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

ত্রিকটু, সৈন্ধব, সর্ষপ, গৃহধূম, ফুড় ও ময়নাকল এই সকল মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোলা এবং শুড় ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া এক বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ বস্তি প্রস্তুত করিবে, যত মাথাইরা শুছে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত, উদর ও শুষ্করোগ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্রং তৃতীয়ভা°)

ত্রিকণ্ট (পুং) ত্রয়ঃ কণ্টাঃ কণ্টকাঃ অস্ত। ১ গোক্ষুর। ২ মুহূর্বক। ৩ মৎস্তভেদ, টেংরামাছ। ৪ পত্রশুণ্ড। (স্ত্রী) ৫ মিলিত বৃহতী, অর্ধদমনী ও ভুরালভা, পর্যায়—কণ্টকারী-ত্রয়, কণ্টকাশ্রয়, কণ্টকত্রয়। (রাজনি°)

ত্রিকণ্টক (পুং স্ত্রী) ১ লঘুগর্গ মৎস্ত, টেংরামাছ। (ত্রি) ২ কণ্টকত্রয়বিশিষ্ট। (পুং) ৩ গোক্ষুর বৃক্ষ।

ত্রিকণ্টককাথ (পুং) কাথ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুঠ ও শুণ্ডক এই তিন দ্রব্য সমভাৱে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে এই কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর, ঔক্ষতি, কাল, শূল, শ্বাস, অগ্নি-মান্দ্য, প্রতিশ্যার এবং উষ্ণগত রোগ আরোগ্য হয়। এই কাথ সারংকালে সেবন করিতে হয়। (ভাবপ্রং মধ্যম°)

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মণ্ডুর, যুত, শর্করা, মধু প্রত্যেক ৮ তোলা, কান্তলৌহ এক তোলা, প্রস্তর বা ধৌহবলে শুঠ, পিপুল, মরীচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, চিতা, বিড়ঙ্গের কাথে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। আদি মধ্য ও অন্তে অল্পপান বিশেষে সেবন করিলে হৃদারুণ পাণ্ডু, কামলা ও হৃদায়মক রোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্সসারস°)

ত্রিকক্রক (পুং) জ্যোতিঃ গো ও আয়ুঃ নামকন “ত্রিকক্র-কেষু পাহি সোমমিচ্ছ” (শুক ২।১।১৭)

‘ত্রিকক্রকেষু জ্যোতি গোঁরায়ুরিত্যোত্তমামকেষু’ (সায়ণ)

ত্রিকর্ষন (পুং) ত্রীণি কর্ষাণি যন্ত। বিজঃ যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই ৬টা ব্রাহ্মণের ধর্ম। এই ৬ কর্মের মধ্যে বৃত্তির নিমিত্ত যাজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন ভিন্ন অব্যবহার্য দান, ইজ্যা ও অধ্যয়নরূপ কর্মকারী ব্রাহ্মণকে ত্রিকর্ষ্য বলে।

ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ চাধ্যয়নজীবকঃ।

ত্রিকর্ষ্য ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্রঃ এষ সূতঃ বিজঃ।*

(ভারত অমু ১৪১অ°)

ত্রিকলিঙ্গ [কলিঙ্গ শব্দ ২৯৯ পৃষ্ঠা ও ত্রিলিঙ্গ শব্দ দেখ।]

ত্রিকশ (স্ত্রী) ত্রিযুগাঃ কশানাঃ তদাঘাতানাং সমাহারঃ। কশাঘাতত্রয়, তিনবার কশাঘাত করণ।

ত্রিকশূল (স্ত্রী) ত্রিকশ শূলঃ ৬৪২। রোগবিশেষ। ত্রিকের

শূল অর্থাৎ বেদনাবিশেষ। নিত্যের অস্থিরের এবং বংশের অস্থিরের সন্ধিস্থানকে ত্রিক বলে। ঐ সন্ধিস্থানে কিবা উহার যে কোন সন্ধিতে বায়ু কঠক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিকশূল বলা যায়। ত্রিকশূলে যন্ত্রের সহিত বায়ুক-বেদ প্রদান করিবে এবং রোগীর পশ্চাত্তাগে বনশূটীর আশুন সর্ষপ ধারণ করিবে। (ভাবপ্রং)

ত্রিকা (স্ত্রী) ত্রিধা কারতি কৈ-ক, ততঃপ। কৃপসমীপস্থ জলোদ্ধারক ত্রিধাকর্মের যন্ত্রভেদ, কৃপসমীপে রজ্জুধারদ্বারা দ্রব্যবিশেষ।

ত্রিকাণ্ড (পুং) ত্রীণি কাণ্ডাশ্চ। ১ অমরসিংহ কৃত কোষ-ভেদ, ইহার তিনটি কাণ্ড—স্বর্ণবর্ণাদিকাণ্ড, ভূমিবর্ণাদিকাণ্ড ও সামান্তকাণ্ড, এই তিনটি কাণ্ড আছে বলিয়া ইহার নাম ত্রিকাণ্ড হইয়াছে। ২ নিকর, ইহারও তিনটি কাণ্ড আছে—প্রথম কাণ্ড নৈঘটুক, দ্বিতীয় নৈগম, তৃতীয় দৈবত। “আদ্যং নৈঘটুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা। তৃতীয়ং দৈবতক্কেতি সমাহার্যত্রিধা মতঃ।”

(নিঘণ্টু অঙ্কুরমণিকাতায়)

ত্রিকাণ্ডী (স্ত্রী) ত্রয়াণাং কণ্ডানাং সমাহারঃ ত্রীপ। কাণ্ডত্রয়। ত্রীণি কাণ্ডানি প্রমাণমন্ত মাত্রাচ্চ বিগোস্তস্ত লুক্ ক্লেত্রপরে ভীপ্। ক্লেত্রভক্তি, ত্রিকাণ্ডমিত রজ্জ্বাদি।

ত্রিকায় (পুং) ত্রয়ঃ কায়ঃ অস্ত যবা ত্রিকং অয়তি অয় অপাদানে অচ্যৎ বা। বৃদ্ধ। (হেম°)

ত্রিকার্ষিক (স্ত্রী) কর্ষায় হিতং ঠক্ ত্রয়াণাং বাতপিত্তকফানাং কার্ষিকং। ১ নাগর, অতিবিষা ও মুস্তারূপ মিলিত ঔষধভেদ। (রাজনি°) ২ ত্রিকর্ষ পরিমাণ, ৬ তোলা।

ত্রিকাল (স্ত্রী) ত্রয়াণাং কার্যকালভূতভবিষ্যৎকালানাং সমাহারঃ। ১ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালত্রয়। ২ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ঙ্ক রূপ কালত্রয়। “ত্রিকালং পুণ্যেরদেবীং” (ভক্ত)

ত্রিকালক্স (পুং) ত্রিকালং আনাতি জ্ঞা-ক। ১ বৃদ্ধ। (ত্রি) ২ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবেত্তা, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের বৃত্তান্ত জানেন।

ত্রিকালদর্শিন (পুং) ত্রিকালং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। ১ ঋষি। (ত্রি) ২ ত্রিকালজ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবেত্তা। “প্রদ্যসিদ্ধিপি কালে ত্রিকালদর্শী কদৌ ভবতি।” (বৃহৎসং ২।১।৪)

ত্রিকুল (দেশজ) পিতৃকুল, মাতৃকুল ও স্বশ্রবকুল এই তিন কুল, যাহাদের তিন কুলই সমান তাহাদের পরম্পরের কস্তা আদান প্রদান দোষাবহ নহে। [কুলীন শব্দ দেখ।]

ত্রিকুট (পুং) ত্রীণি কুটানি শৃঙ্গাণ্যশ্চ। ত্রিশূল পর্বতবিশেষ, এই পর্বত লবণসমুদ্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কাপুরাধার। পর্যায়—

অবেল, ত্রিকূট, ত্রিকূট, ত্রিশূল, চিত্রকূটক। (শব্দর)
ইহা একটা পীঠস্থান, এইখানে ভগবতী রত্নসুন্দরীরূপে
বিরাজিত আছেন।

“নারায়ণী স্থপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রত্নসুন্দরী।”

(দেবীভাঃ ৭।৩০।৩৬)

২ কীরোদশমুদ্রমধ্যস্থ পর্বতঃ সুমেরু পুত্র। এই
পর্বত সাগর ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে। এই স্থানে
দেবর্ষিগণের বাসস্থান এবং অশ্বর, বিজ্ঞান, গর্ভকর্ক, ক্রিয়র,
সিদ্ধ ও চারণগণের জীড়াভূমি। ইহার তিনটা শৃঙ্গ,—প্রথম
শৃঙ্গ সুবর্ণময়, এই শৃঙ্গ দিবাকরের আশ্রয়স্থান। দ্বিতীয়
রক্ততমর শৃঙ্গ, নানাপুষ্ণ সমাবৃত্ত ও গন্ধাদিবাসিত,
এই শৃঙ্গে নিশাকর অবস্থান করেন। তৃতীয়শৃঙ্গ তুবার-
সমিভ এবং সর্কদা বৈভব্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণে
প্রদীপ্ত, এই শৃঙ্গ সর্কোৎকৃষ্ট; নৃশংস, নাস্তিক ও পাপী
লোক সকল ইহা দেখিতে পার না। (বামনপুঃ)

ত্রিকূট (স্ত্রী) ত্রিকূটঃ পর্বতঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন কৃত্যন্ত অর্শ
আদিভ্যাং অচ্। সিদ্ধলবণ, সামুদ্রলবণ।

ত্রিকূটলবণ (স্ত্রী) ত্রিকূটঃ সামুদ্রমিব লবণঃ। ত্রৌণীলবণ।
ত্রিকূটবৎ (পুং) ত্রৌণি কূটানি অন্ত্যন্ত ত্রি-কূট-মতুপ, মন্ত ব।
১ ত্রিকূটপর্বত। “হিমবান্ পারিপাশ্ৰবঃ সঙ্কঃ সূক্ষ্ম ত্রিকূটবান্।”
(ভারত আখঃ ৪৩ অং)

ত্রিকূটা (স্ত্রী) তৈরবীভেদ। (ভদ্রসার)

ত্রিকূর্চক (স্ত্রী) সূত্রতোক্ত শব্দভেদ। “বিশেষণ বালবৃদ্ধকুমার-
ভৌরনারীণাঃ রাজ্যং রাজপুত্রাণাঞ্চ ত্রিকূর্চকেন, বিশ্রাবয়েৎ”
(সূত্রত) বালক বৃদ্ধ ভৌর রাজা প্রভৃতির অন্ত্রক্রিয়াতে
ত্রিকূর্চক শব্দ ব্যবহার করিবে।

ত্রিকোণ (স্ত্রী) ত্রঃ কোণা যন্ত। ১ যোনি। ২ কামরূপ-
পীঠবিশেষ, করতোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দিকরবাসিনী
পর্যন্ত শতযোজন বিস্তৃত সর্কসিদ্ধি ক্ষেত্র। [কামরূপ দেখ।]

৩ লগ্নস্থান হইতে নবম ও পঞ্চম স্থান। ৪ ত্রিভুজক্ষেত্র-
ভেদ। ৫ মোক্ষ। (শব্দকঃ) (ত্রি) ৫ ত্রিকোটযুক্ত পদার্থ,
ত্র্যত্র, ত্রিকোণবস্ত্র, হল, শিবচক্ৰ, কামাখ্যা, বল্লিমণ্ডল, একার,
বজ্র, শৃঙ্গাট, শকটাদি, যোনি। (কবিকল্পলতা)

ত্রিকোণফল (স্ত্রী) ত্রিকোণং ত্র্যত্রং ফলং যন্ত। শৃঙ্গাটক,
পানিফল। ২ ত্রিভুজক্ষেত্রফল।

ত্রিকোণভবন (স্ত্রী) ত্রিকোণস্থান, লগ্নস্থান হইতে নবম
ও পঞ্চম স্থান।

ত্রিকোণমণ্ডলভূমি (স্ত্রী) নদীর মোহানাস্থিত মাজাশূভ
বকারের দ্বার দীপ, “৬” দীপ (Delta)।

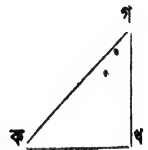
ত্রিকোণমিতি (ত্রিকোণ+মিতি=পরিমাণ) শাস্ত্রভেদ।

ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের বাহ ও কোণের সন্থক নির্ণয় কয়।
প্রথমে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু গণিতশাস্ত্রের উন্নতির
সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোণমিতির কলেবর পুষ্ট হয় ও বীজগণিতের
বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এখন ত্রিকোণমিতি
বলিতে যে গ্রন্থে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা বহুভুজ যে কোন রূপ
ক্ষেত্রের বাহ ও কোণ লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহাই
বুঝায়। পূর্বে গ্রীকগণ এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন। আমাদের
এই ভারতবর্ষেও পূর্বকাল হইতে ত্রিকোণমিতি প্রচলিত,
গণিতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী কোন পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত
হয়। ত্রিকোণমিতি সন্থকে তিনি বাহা জানিতেন, সকল
গুলিই লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বিষয়
কার্য্যে ব্যবহারের জন্য বোধ হয় রেখাগণিতে ব্যুৎপন্ন কোন
পণ্ডিত ইহার প্রথম প্রণয়ন করেন।

ত্রিকোণমিতি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সরল ত্রিকোণ-
মিতি (Plane trigonometry) ও বর্তুল ত্রিকোণমিতি
(Spherical trigonometry), এতদ্বির আরও একটা শ্রেণী
নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহাকে বৈশ্লেষিক ত্রিকোণমিতি
(Analytical trigonometry) বলা যায়।

সাইন, কোসাইন, টাঞ্জেন্ট, কোটাঞ্জেন্ট, সীক্যান্ট ও
কোসীক্যান্ট এই শব্দগুলি ত্রিকোণমিতিতে সচরাচর ব্যবহৃত
হয়। এইগুলি সমস্তই অমিশ্র রাশি। নিয়ে ইহাদের লক্ষণ
নির্দেশ করা যাইতেছে—

মনে কর ক খ গ একটা সম-
কোণ ত্রিভুজ, খ কোণ একটা
সমকোণ।



খগ কখ খগ
কগ কগ কখ ইহারা যথাক্রমে ক কোণের সাইন
(sine), কোসাইন (cosine) ও টাঞ্জেন্ট (tangent) নামে
অভিহিত হয় ও ইহাদের বিপরীত অনুপাত $\frac{কগ}{খগ}$, $\frac{কখ}{কগ}$ ও $\frac{খগ}{কখ}$
যথাক্রমে কোসীক্যান্ট (cosecant), সীক্যান্ট (secant) ও
কোটাঞ্জেন্ট (cotangent) নামে নির্দিষ্ট হয়। কোন কোণ
বিশেষের (যথাঃ ক কোণ) সাইন প্রভৃতি লিখিত হইলে
সাইন ক, কোসাইন ক এইরূপ ভাবে লিখিত হয়। এই সমস্ত
রাশির বর্গ প্রভৃতি লিখিত হইলে (সাইনক)^২, (কোসাইনক)^২
প্রভৃতি না লিখিয়া সাইন ক, কোসাইন ক এইরূপ লিখিয়া
রাতি আছে।

রেখাগণিতের মতে দুইটা তির সরল রেখা তির তির
দিক হইতে একত্র সম্মিলিত হইলে কোণ উৎপন্ন হয়। বিধ

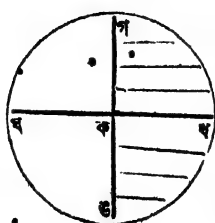
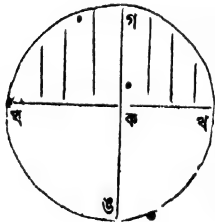
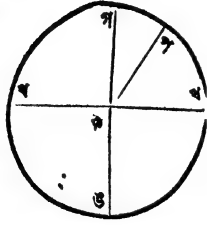
ত্রিকোণমিতির মতে কোণের উৎপত্তি অজ্ঞানভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে ও এই মতই উক্ত গণিতশাস্ত্রে গ্রাহ্য।

মনে কর কথ একটি নির্দিষ্ট রেখা ও ক একটি নির্দিষ্ট বিন্দু। কপ অপর একটি রেখা প্রথমে কথ এর সহিত সর্কস্পর্শভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া বড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে ঘূর্ণিতেছে। এই ঘূর্ণনমান রেখা ও কথ এই নির্দিষ্ট রেখার আতিমুখ্যের দ্বারা কপ কোণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রেখাগণিতের মতে কপ কোণ বলিতে ঐ ক্ষুদ্র কোণকেই বুঝায়। কিন্তু ত্রিকোণমিতির মতে কপ কোণের বহুসংখ্যক পরিমাণ নির্দেশ করা বাইতে পারে, যেহেতু যতবার একটি সম্পূর্ণ ঘূর্ণন শেষ হয়, ততবারই ৪ সমকোণ যোগ করিতে হইবে।

কথ রেখাকে ব বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত কর ও গকত এই লম্ব টান। যখন কপ রেখা কগ রেখার সহিত মিলিত হইবে, তখন এক সমকোণ অঙ্কিত হইবে। পরে কথ রেখার সহিত মিলিত হইলে দুই সমকোণ কও এর সহিত মিলিত হইলে ৩ সমকোণ ও পুনরায় কথ রেখার সহিত মিলিত হইলে ৪ সমকোণ অঙ্কিত হইবে।

রেখাগণিতের সহিত ত্রিকোণমিতির আরও একটু অনৈক্য আছে। রেখাগণিতের কোণের পূর্বে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে বিপরীত দিকে ঘূর্ণন ভক্ত ট্রংপর কোণ বিভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত হয়। গণিতজ্ঞেরা এক মত হইয়া পূর্কচিত্রে চিহ্নিত দিকে উৎপন্ন কোণকে যোজক ও বিপরীত দিকে উৎপন্ন কোণকে বিযোজক চিহ্নে চিহ্নিত করেন।

এইরূপ রেখা সম্বন্ধেও বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কথ এর উপর দিকে ক গ এর সমান্তর যে সমস্ত রেখা টানা হইয়াছে, তাহাতে যোজক ও বিপরীত দিকে টানিলে বিযোজক চিহ্ন হয়। আবার ৪ চিত্রে যে সমস্ত রেখা কথ এর সহিত সমান্তর করিয়া গ ও এর দক্ষিণ দিকে টানা হইয়াছে, তাহারা যোজক ও বিপরীত দিকে গনিলে বিযোজক চিহ্ন চিহ্নিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি কথ এই



রেখার দৈর্ঘ্য +৫ নির্দেশ করি, তাহা হইলে কথ রেখার দৈর্ঘ্য -৫ নির্দেশ করিতে হইবে।

একটি সমকোণকে ৯০ সমান ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ ডিগ্রি বলে ও প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে ১ মিনিট ও এইরূপে ১ মিনিটকে ৬০ সমভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে এক সেকেন্ড বলে। ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডের চিহ্ন যথাক্রমে °, ', "। ৫ পাঁচ ডিগ্রি ৬ মিনিট ৯ সেকেন্ড লিখিতে হইলে ৫° ৬' ৯" লিখিত হয়।

কোণ মাপ করিবার আরও একটা প্রক্রিয়া আছে, তদনুসারে একটি সমকোণকে ১০০ ভাগে ভাগ করিতে হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক গ্রেড বলে ও প্রত্যেক গ্রেডকে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ মিনিট বলে ও প্রত্যেক মিনিটকে ১০০ ভাগে ভাগ করিলে প্রত্যেককে ১ সেকেন্ড বলে। ইহাদের চিহ্ন যথাক্রমে গ্রে, ', "। পনের গ্রেড ছয় মিনিট ও সাত সেকেন্ডকে এক লিখিতে হইলে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—১৫ গ্রে ৬' ৭"। ফ্রান্সে এইরূপ প্রক্রিয়ার কোণ মাপ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যে কিছুই হয় নাই।

উপরিউক্ত দুইটি ভিন্ন আরও একটি প্রক্রিয়া আছে। সর্কাস্পেক্ট এই প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রচলন আছে ও উক্ত গণিতে কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়া দ্বারাই কোণ মাপ করা হইয়া থাকে। কোন বৃত্তের পরিধিকে তাহার ব্যাসদ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত বৃত্তের পক্ষে এক। এই সংখ্যাটী গ্রীক বর্ণ (π) ইহা দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ ৩·১৪১৫৯... অর্থাৎ প্রায় ৩·১৪; যদি কোন বৃত্তের পরিধি হইতে উহার ব্যাসার্ধের সমান করিয়া এক অংশ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই পরিধিবৃত্তের অভিমুখী কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ সকল বৃত্তের পক্ষেই সমান, এই পরিমিত কোণকে এক রেডিয়ান (radian) বলে। যেকোন ডিগ্রি ও গ্রেড প্রভৃতি দ্বারা কোণের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, সেইরূপ এই রেডিয়ানের পরিমাণেও কোণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

যদি ক ও খ দুইটি অম্পূরক (complimentary) কোণ হয়, তাহা হইলে খ অর্থাৎ ক + খ = ৯০°

সাইন্স ক = কোসাইন্স খ
কোসাইন্স ক = সাইন্স খ
ট্যানজেন্ট ক = কোট্যানজেন্ট খ

সীকান্ট ক = কোসীকান্ট খ
কোসীকান্ট ক = সীকান্ট খ

ক ও খ যদি পরিপূরক (supplementary) কোণ হয় অর্থাৎ ক + খ = ১৮০°, তাহা হইলে

সাইন ক = সাইন খ

কোসাইন ক = - কোসাইন খ

ট্যাঞ্জেন্ট ক = - ট্যাঞ্জেন্ট খ

উপরিউক্ত সঙ্কল্প হইতে সীকান্ট, কোসীকান্ট ও কোটা-
জেন্টের সঙ্কল্প নির্ণয় করা যায়। যথা—

$$\text{সীকান্ট ক} = \frac{1}{\cos k} = \frac{1}{-\cos x} = -\text{সীকান্ট খ}$$

এইরূপ

$$\text{কোসীকান্ট ক} = \frac{1}{\sin k} = \frac{1}{\sin x} = \text{কোসীকান্ট খ}$$

$$\text{কোটাঞ্জেন্ট ক} = \frac{1}{\tan k} = \frac{1}{-\tan x} = -\text{কোটাঞ্জেন্ট খ}$$

১ হইতে ৩৬০° পর্যন্ত কোণসমূহের সাইন প্রভৃতির
পরিমাণে ও চিহ্নের কিরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত
চিহ্ন দৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

ক.	০°	১০°	২০°	৩০°	৪০°	৫০°	৬০°
সাইন ক	০	+	১	+	০	-	১
কোসাইন ক	১	+	০	-	১	-	০
ট্যাঞ্জেন্ট ক	০	+	০	-	০	+	০
কোসীকান্ট ক	০	+	১	+	০	-	০
সীকান্ট ক	১	+	০	-	১	-	০
কোটাঞ্জেন্ট ক	০	+	০	-	০	+	০

সুস্থের শীর্ষ লিখিত কোণের পরিমাণ হইলে, সাইন
প্রভৃতির পরিমাণ যাহা হইবে ১, ৩, ৫, ৭, ৯ স্তম্ভে তাহাই
লিখিত হইয়াছে।

কোণের পরিমাণ ০ হইতে ৯০°, ৯০° হইতে ১৮০°,
১৮০° হইতে ২৭০°, ২৭০° হইতে ৩৬০° হইলে তাহাদের
পূর্বে কি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে, ২ ৪ ৬ ৮ স্তম্ভে
তাহাই লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক ত্রিকোণে ৬টা অংশ আছে, ৩টা কোণ ও ৩টা
বাহু, ইহার মধ্যে ১টা বাহু ও অপর ২টা অংশ জানা থাকিলে
তিন অংশের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কেবল এক স্থলে
ইহা একটু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। যদি কোন ত্রিকোণের
কোণগুলিকে ক খ গ বলা যায় ও উক্ত কোণের বিপরীত
বাহুর নাম ক খ গ হয় তাহা হইলে

$$\frac{\sin k}{k} = \frac{\sin x}{x} = \frac{\sin g}{g}$$

$$\text{ও কোসাইন ক} = \frac{x^2 + g^2 - k^2}{2xg}$$

$$\text{কোসাইন খ} = \frac{g^2 + k^2 - x^2}{2gk}$$

$$\text{কোসাইন গ} = \frac{k^2 + x^2 - g^2}{2kx}$$

এতদ্বারা $k + x + g = 180^\circ = \pi$ ও অন্ত্যস্ত ত্রিকোণ-

মিতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিশেষ বিশেষ স্থলে ব্যবহৃত হয়।
উক্ত নিয়মগুলি ও রেখাগণিতের কয়েকটা প্রতিক্রিয়া সাহায্যে
ত্রিকোণের নির্ণয় বিষয় বাহির করা যায়।

বর্তুল ত্রিকোণমিতি গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও গণ
নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি কোন সমতল
কোন বর্তুলের কেন্দ্রে ভেদ করিয়া ইহাকে দ্বিখণ্ড করে,
তাহা হইলে প্রত্যেক বর্তুলক্ষেত্রে গহাবৃত্ত বলে। এইরূপ
৩ গহাবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ অসমতল ক্ষেত্রে বর্তুল ত্রিকোণ
(spherical triangle) বলে। সরল ত্রিকোণমিতিতে যে
সমস্ত নিয়ম ব্যবহৃত হয়, বর্তুল ত্রিকোণমিতিতেও তাহা ইয়া
থাকে। অবশ্য এস্থলে বর্তুলের ধর্ম রাশিমা নিয়ম খাটাইতে
হইবে।

ত্রিকার (ক্লী) ত্রয়্যাং: কারাণাং সমাহারঃ। কারজয় মণিঃ
স্বজ্জিকাক্ষার, স্ববক্ষার ও টঙ্কণাক্ষার। (রাজনিঃ)

ত্রিগুণ (পুং) ত্রিণি গুণাণি বহুগুণি যন্ত। কোকিলাক্ষ বৃষ
কুলেখাড়া। (রত্নমাঃ)

ত্রিখ (ক্লী) ত্রিখাং আকাশোহবকাশঃ ফলেহত্র। ত্রপুষ।

ত্রিখট (ক্লী) ত্রিস্থগাং খটানাং সমাহারঃ। খটাজয়।

ত্রিখটী (ক্লী) ত্রিখট-ভীপ। (দ্বিগোঃ। পা ৫।১।২১) ত্রিখট

ত্রিখর্ব (পুং) সামবেদের শাখা-বিশেষাধারী। "তামেতন্ম ত্রিখর্ব
উপাসতে।" (তাণ্ডাত্রা ২।২২৩) "ত্রিখর্বঃ শাখিনঃ" (ভাষ্য)

ত্রিগঙ্গ (অব্য) ত্রিস্রো গঙ্গা নদ্যা যত্র বহব্রীহর্থে "নদীভিঃ"
ইতি স্থজ্ঞেণ অব্যবহিতাঃ। ১ ভীর্থভেদ।

"সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্দ্রমার্গে চ তপস্বিন্।" (ভারত ৩।৮।২৬)

ত্রিগণ (পুং) ত্রয়্যাং ধর্মার্থকামানাং গণঃ বর্গঃ। ত্রিগণ
ধর্ম, অর্থ ও কাম। "গুণাহুরাগাদিব সখ্যমীরিবান্ন বাধিতেহ
ত্রিগণঃ পরস্পরং ॥" (কিরাতার্জুনের ১।১১)

ত্রিগন্ধক (ক্লী) ত্রয়্যাং গন্ধকত্রয়্যাং সমাহারঃ। ত্রিগন্ধক।
(পারস্বরনিখট্)

ত্রিগুণী (পুং) ত্রিভিঃ গুণীঃ। যাহার সঙ্খ স্বর ও নাট
গুণী, তাহাকে ত্রিগুণী কহে, এই ত্রিগুণীযুক্ত পুস্তক
সুখী হয়।

"স্বরেণ সখ্যনাভিভ্যাং ত্রিগুণীঃ শিশুঃ শুভঃ।" (কাশীখ ১১৭)

"নাভিঃ সখ্যস্বমিতি শুভিঃ গুণীঃ সখ্যমিত্রতঃ পরাগাং।"
(বৃহৎসং ৩।৮।৮)

ত্রিগুৰ্ত্ত (পুং) ত্রয়ো গুৰ্ত্তা যত্র । ১ দেশবিশেষ, এই দেশের বৰ্ত্তমান নাম জালন্ধর, বৃহৎসংহিতার কুৰ্মবিভাগের উত্তরদিকে এই দেশ অবস্থিত । (বৃহৎসং ১৪।২৫) [জালন্ধর দেখ ।]
২ ত্রিগুৰ্ত্তদেশস্থ ভূমি ।

ত্রিগুৰ্ত্তক (পুং) ত্রিগুৰ্ত্ত-এব স্বার্থে কন্ । ত্রিগুৰ্ত্ত দেশ ।

ত্রিগুৰ্ত্তঘৰ্ঠ (পুং) ত্রিগুৰ্ত্তঃ বৰ্ঠো বর্গো যত্র । আয়ুজীব-সম্বভেদ ।

“আহুত্রিগুৰ্ত্তঘৰ্ঠাস্ত কোণোপগবদাভিকী ।

ক্ৰৌষ্টীকিৰ্জালমালিচ ব্রহ্মশ্রোত্ৰজালকিঃ ॥” (সিদ্ধান্তকৌ)

ত্রিগুৰ্ত্তা (স্ত্রী) ত্রয়ো যোনিব্যঃ গুৰ্ত্তা যন্তাঃ । ১ কামুকী স্ত্রী, কামুকী স্ত্রী একযোনিকা হইলেও মৈথুনকালে ত্রিযোনিকা ভূলা হয়, এই জন্ত ইহাদের নাম ত্রিগুৰ্ত্তা । ২ ঘৃষ্ণুরিকাণীট, কুমীরকে পোকা ।

ত্রিগুৰ্ত্তিক (পুং) ত্রিগুৰ্ত্ত দেশ ।

ত্রিগুণ (স্ত্রী) ত্রয়োণাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সমাহারঃ । সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক প্রধান । সত্ত্ব, রজঃ ও তম হইতেই প্রথমে প্রধান উৎপন্ন হয়, এই প্রধানের নাম বুদ্ধিতত্ত্ব, এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয় ।

“ত্রিগুণমবিবেকিবিবরঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি ।

ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্ বিপরীততত্ত্বা চ পুমান্ ॥”

(সাংখ্যাকাং ১১)

ত্রিগুণ অবিবেকী, বিবর, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্মী । প্রধান ব্যক্ত সদৃশ । এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণাত্মক, অবিবেকী যাহার বিবেক অর্থাৎ ভেদ নাই, এইটী গো এইটী অথ ইহা যেরূপ পৃথক্ করা যায়, সেইটী ব্যক্ত । এই গুলি গুণ ইহা সেরূপ পৃথক্ করা যায় না । এইজন্ত যাহা যাহা গুণ, তাহাই ব্যক্ত; গুণ ও ব্যক্ত একই । বিবর ভোগ্য বলিয়া বাহ্যক্কে ভোগ করা যায়, এরূপ পদার্থ ভোগ্য, চিগুণ বা ত্রিগুণোৎপন্ন ব্যক্ত ভোগ্য পদার্থ, এই জন্ত ব্যক্তের নাম বিবর । এই ব্যক্ত সকল পুরুষের ভোগ্য ।

সামান্য গণিকাবৎ সকলের ভোগ্য এই হেতু ব্যক্ত সামান্য । অচেতন সত্ত্ব, রজঃ ও মোহের বোধাতাব, এই হেতু ব্যক্ত অচেতন । প্রসবধর্মী বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে এই জন্ত ব্যক্ত প্রসবধর্মী । অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে ।

এই ত্রিগুণ অভিন্ন ভাবে জড়িত । ব্যক্ত ও ত্রিগুণ, অব্যক্ত ও ত্রিগুণ, যাহার কাণ্য এই মহাদান তাহারও ত্রিগুণ । এইটী গুণ, এইটী প্রধান, ইহা পৃথক্ করা যায় না । ত্রিগুণ বা প্রধান অচেতন ইহার অজ্ঞান এইরূপ, অচেতন মূণ্ডগিত

হইতে অচেতন ঘটেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই জন্ত প্রধান বা প্রধানোৎপন্ন অহঙ্কারাদি সত্ত্ব, রজঃ ও মোহে চেতনাত্মক হন না, এই জন্ত ত্রিগুণ অচেতন । এই ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম প্রকাশার্থ, প্রসূতার্থ ও নিয়মার্থ, পরস্পর পরস্পরে অভিতূত, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের অননুভূত, পরস্পর মিথুন সন্ধ ও পরস্পর পরস্পরে বর্তমান এবং ইহা সত্ত্ব রজঃ ও মোহাত্মক । সত্ত্ব সত্ত্ব, রজঃ ও মোহ তমঃ, সত্ত্ব গুণপ্রকাশার্থ অর্থাৎ প্রকাশ সমর্থ । রজঃ প্রসূতার্থ অর্থাৎ প্রসূতি-সমর্থ, তম নিয়মার্থ অর্থাৎ নিয়মসমর্থ, নিয়ম শব্দে স্থিতি । অতএব সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ যথাক্রমে প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতিশীলরূপে পরিগণিত হয় । পরস্পর পরস্পরে অভিতূত অর্থাৎ প্রত্যেক গুণ অপর দুইটী গুণকে অভিতূত করিয়া থাকে । যখন সত্ত্ব গুণ উৎকট হয়, তখন রজঃ ও তমোগুণ আপনাপন গুণ দ্বারা অভিতূত হইয়া প্রীতি ও প্রকাশস্বভাবে অবস্থিতি করে । যখন রজোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিতূত হইয়া অপ্রীতি ও প্রসূতি-ধর্ম্যে অবস্থিতি করে । তমোগুণ যখন উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিতূত হইয়া বিষাদ ও স্থিতিশীল ধর্ম্যে অবস্থিতি করে । এই ত্রিগুণ পরস্পর মিথুনভাবে সংবদ্ধ । রজঃ সত্ত্বকে লইয়া মিথুন, সত্ত্ব রজঃকে লইয়া মিথুন অর্থাৎ ইহার পরস্পরের সহায় । ত্রিগুণ পরস্পর পরস্পরে বর্তমান অর্থাৎ গুণ সকল গুণেই অস্বাধিক ভাবে থাকিবে । ইহার একটী উদাহরণ দিলে যথেষ্ট হইবে । এক স্ত্রী স্ত্রী স্বামীর সত্ত্ব, সপত্নীর রজঃ ও লম্পটের মোহের হেতু হয় । তাহাতে এই ত্রিগুণ আছে বলিয়াই সে এই রূপ প্রকৃতি অহুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও মোহের কারণ হয় । এইরূপ জগতের সকল বিষয়ই বুদ্ধিতে হইবে ।

সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ উপষ্টম্বক ও চঞ্চল, তমোগুণ গুরু ও আবরক । ইহার একত্র মিলিত হইয়া প্রাণীপের জ্ঞান কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে । যখন সত্ত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয় । রজোগুণ উপষ্টম্বক ও চঞ্চল অর্থাৎ যেরূপ একটী বৃষ অজ্ঞ বৃষকে দেখিতে পাইলে উপষ্টম্বকের অর্থাৎ রজো দ্বারা চালিত হয় । তখন এই রজোগুণের আধিক্য হয় বলিয়া চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তদহুসারে কার্য্য প্রসূত হয় । তম গুরু ও আবরক, যখন তমের আধিক্য হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু (ভারবিশিষ্ট), ইন্দ্রিয় সকল আচ্ছন্ন অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসমর্থ হয় ।

এখানে এইরূপ বলা বাইতে পারে, ত্রিগুণ পরম্পর বিরুদ্ধ হইলে কিরূপে প্রদীপের জ্বাৰ কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে? ইহা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যথা প্রদীপে তৈল, অগ্নি ও বস্তু তিনটি পদার্থ বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও একত্র সংযোগে আলোক দ্বারা অল্প অল্প পদার্থকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজ ও তম পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও স্বার্থদানকর হয়। (সাংখ্যাকা°) কেহ কেহ বলেন, ত্রিগুণ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণপদার্থ না ত্র্যব্য পদার্থ? ইহাতে, গুণ শব্দ থাকার গুণ পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা গুণ পদার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে ইহার যীমাংসার এইরূপ লিখিত আছে—

“সম্বাদীনি ত্র্যব্যানি ন বৈশেষিকবদগুণাঃ সংযোগ-ব্যাং লঘুত্ব-চলত্ব-গুরুত্বাদি ধর্মকর্তৃত্বাচ্চ ত্র্যব্যাদৌ তু গুণ-শব্দঃ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষপশুপুরুষত্রিগুণাত্মকমহাদি রজ্জ্বনির্মীত্বাচ্চ প্রযুক্ত্যতে” (সাংখ্যাদ° ভাষ্য ১।৫২)

সম্বাদি গুণত্রয় ত্র্যব্য পদার্থ, গুণপদার্থ নহে। সংযোগস্থ হেতু লঘুত্ব, চলত্ব ও গুরুত্বাদি ত্র্যব্য পদার্থেরই ধর্ম, গুণ পদার্থের ধর্ম নহে। ইহাকে ত্র্যব্যপদার্থ না বলিয়া গুণ পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ পুরুষরূপ পশু বন্ধন করিবার জন্য প্রকৃতি ত্রিগুণ মহাদি রজ্জ্ব নির্মাণ করে, এই জন্য ইহাকে গুণ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।] (ত্রি) ২ সম্বাদিগুণযুক্ত। “মহাস্তমেষ চাত্মানং সর্কানি ত্রিগুণানি চ।” (মহু)

গুণং ত্রিগুণময় এক আত্মাভিন্ন আর সকল পদার্থেই ত্রিগুণ বর্তমান। ৩ তিন দ্বারা গুণিত। ৪ ত্রিশিখ। “ত্রিগুণ-পরিবারপ্রহরণঃ” (কিরাতার্জ্জু°) ‘ত্রিগুণঃ ত্রিশিখঃ’ (মল্লিনাথ°) ত্রিগুণা (ত্রী) ত্রয়ো গুণা যন্তাঃ। ১ হুগী। ২ মারী। ৩ সনামখাত বীজভেদ। (তন্ত্রসা°)

ত্রিগুণাকর্ণ (ত্রি) ত্রিগুণো কণো যন্ত। ত্রিগুণ কর্ণরূপ লক্ষণাযুক্ত। লক্ষণপরত্ব কর্ণ শব্দ ত্রিগুণ শব্দের পরে থাকিলে ত্রিগুণ শব্দের অকারের দীর্ঘ হয়। লক্ষণপরত্ব না হইলে হয় না। (পা ৩।৩।১১৫)

ত্রিগুণাকৃত (ত্রি) ত্রিগুণং কর্ণণং কৃতং ত্রিগুণ-ভাচ্ (সংখ্যা-রাস্ত গুণান্তরাঃ। পা ৫।৪।৫২) বারত্ৰয় কৃষ্টকেন্দ্র, তিনবার লালল দেওয়া ক্রম।

ত্রিগুণাত্মক (ত্রী) ত্রয়োগুণাঃ তেজোবয়রূপা আত্মানো যন্ত। ত্রিগুণবিশিষ্ট, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণপ্রধান। বেদান্ত মতে অজ্ঞান।

ত্রিগুণিত (ত্রি) ত্রিগুণিতঃ। ত্রিরাবৃত্ত, তিনবার গুণিত।

ত্রিগুণী (ত্রী) ত্রয়োগুণা পজে যন্তাঃ। বিশ্বরূপ, ইহার পর ত্রিগুণাত্মক। “ত্রিগুণাঃ সযিতরি বিগুণে কৌরিকামূলমিচ্ছো” (জ্যোতিঃ°) ‘ত্রিগুণী শ্রীকলবৃক্ষঃ’ (অমিতা°)

ত্রিগুণ (ত্রিগুণ) বোম্বাই প্রদেশবাসী এক জাতি। বাহাদুর তিন পুরুষ গোলক তাহারাই ত্রিগুণ নামে খ্যাত হইয়াছে। কোন কোন স্থানের ত্রিগুণেরা বলিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ মাত্রা ও শূদ্র পিতার গুণে এই জাতির উৎপত্তি। প্রবাদ আছে, পেশবাগণের আধিপত্যকালে যে সকল ব্রাহ্মণরমণী ও ব্রাহ্মণ-বিধবা পরপুরুষ সহবাসে গর্ভবতী হইত, তাহাদিগকে মরাঠা-গণের প্রধান তীর্থ পন্ডরপুরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা প্রসবের পর নবজাত শিশুকে বিলাইয়া দিত। এই জন্যই পন্ডরপুরে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে ত্রিগুণের সংখ্যা অধিক।

ইহাদের মধ্যে আসিরস, ভারবাজ, হরিতাখ, কাশুণ, লোহিত ও শ্রীবৎস গোত্র আছে। ইহারার স্মৃতি বা ভাগবত, দেখিতে প্রায় মরাঠী ব্রাহ্মণের মত। ইহারার প্রধানতঃ পর্ণজীবী, পাগছাড়া অনেকে শস্ত্রব্যবসা, মহাজনী, দোকানী বা চাকুরী করিয়া থাকে। সকলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। আহার ব্যবহার চাল চলন সমস্তই দেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের মত। ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞায় ইহারারও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। কিন্তু অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ইহাদের সহিত আহার বা বিবাহ সম্বন্ধ করে না। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরো-হিত। বারাগসী, নাসিক, আলম্বি, পন্ডরপুর ও তুলজাপুর এই কয়টা ইহাদের প্রধান তীর্থ।

ইহাদের মধ্যে একটী বিশেষ নিয়ম আছে। প্রথম প্রসবের সময় রমণীরা পিতৃগৃহে আসিয়া থাকে। সন্তান জন্মিবার পর আঁতুর-ঘরে তিনমাস প্রদীপ জালিয়া রাখিতে হয়। প্রসবের পর প্রথম দশদিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া শান্তিপাঠ ও পাঠান্তে প্রহৃতিকে ধান্দ দিয়া আশীর্বাদ করেন। তৎপরে তিনি প্রহৃতি ও শিশুর কপালে ভস্ম লেপন করিয়া আসেন। এদেশে যেমন ৬ষ্ঠ দিনে পুরোহিত আসিয়া বধী-রাজি-পূজা করেন, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে ৫ম দিনে ধাত্রী স্মার্তি বধীপূজা করিয়া থাকে। এই দিন চারিজন ব্রাহ্মণ সমস্ত রাজি জালিয়া শান্তিপাঠ করিতে থাকেন, প্রাতে তাহারার কিছু দক্ষিণা ও প্রাণ স্পৃশি লইয়া বিদায় হন। একাদশ দিনে প্রহৃতি ও শিশু স্নানাদি করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। শিও জন্মিবার তিন মাস পরে প্রহৃতির শান্তিী আসিয়া গুজবা ও পৌত্রকে স্বগৃহে লইয়া যান।

১০ম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্বে ইহাদের উপনয়ন হয়।

ত্রিগ্রামী (ত্রী) অর্থাৎ গ্রামাণ্য সমাহারঃ। ১ তিন গ্রামের
মিলন, যেখানে তিনটি গ্রাম মিলিত হইয়াছে। ২ একটি গ্রাম।

“অথান ভীকপুত্রৈত্রিগ্রাম্যাং গৌড়পাখিবং।” (রাজতরং ৪৩২৩)

ত্রিঘণ্টা, নগর বিশেষ। এই নগর হিমালয় শৃঙ্গে অবস্থিত
এবং ইহা বিজয়নগরের আবাসভূমি। (কথাসরিৎসাং)

ত্রিচক্র (পুং) ত্রীণি চক্রাণি যন্ত। অধিনীকৃত্যবহের বধ।
“অবাহুত্রিচক্রে মধুবাহনো রথো জীবাখো অধিনোবাহু”

(ঋক ১১৫৭৩)

ত্রিচক্ষুস্ (পুং) ত্রীণি চক্ষুঃ যন্ত। ত্রিনেত্র, মহাদেব।

ত্রিচতুর (ত্রি) ত্রয়ো বা চত্বারো বা বিকল্পার্থে ভূচ্ সমাসাত্তঃ।

ত্রিচ চতুষ্ সংখ্যায়ুক্ত, তিন বা চারি।

ত্রিচত্বারিংশ (ত্রি) ত্র্যধিক। চত্বারিংশং পূরণে ভূট। ত্র্যধিক
চত্বারিংশং সংখ্যা পূরণ, ১৪৩ সংখ্যার পূরণ।

ত্রিচত্বারিংশৎ (ত্রি) ত্র্যধিক। চত্বারিংশৎ। তিন অধিক
চত্বারিংশৎ, তেতাতিস্ম. ৪৩।

ত্রিচিৎ (পুং) ত্রীন অয়ীন্ চিনোতি স্ চি-ভূতে-কিপ্। অতী-
তায়িত্রয় চয়নকারী।

ত্রিচিত (পুং) ত্রিভিঃ ত্রিভাগোৎসেধাভিষ্টিকাভিঃ চিতঃ গার্হ-
পত্য অগ্নিতেদং। “ত্রিচিতমিত্যেকে” (কাত্যায়ণ শ্রৌঃ ১৭।১২২)
‘গার্হপত্যং কুর্বন্তি তত্র চ ত্রিভাগোৎসেধা ইষ্টকা ইতি
সম্প্রদায়ঃ। অস্মিন্চ পক্ষে প্রথমচিতিঃ লোকং পূর্ণানাং
পূরণং যুগ্মং।’ (কর্ক)

ত্রিচিনপল্লী (ত্রিশিরাপল্লী) ত্রিচিনাপল্লী জেলায় প্রধান নগর।
এই নগর দক্ষিণ কর্ণাটে কাবেরী নদীর দক্ষিণদিকে পুন্দিচেরী
হইতে ১০৭ কোশ অন্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ৪২’ ৪৫’’
উঃ, দ্রাঘিঃ ৭৮° ৪৪’ ২১’’ পূঃ।

এই নগরের উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে,
পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস পর্বতের গুহামধ্যে
বাস করিত। তাহার চারিদিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।
রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ বাইতে পারিত না। পরে
সুরবদিতান নামে কোন সাহসী বীরপুরুষ এই রাক্ষসকে
বিনাশ করেন, সেই অবধি ইহার নাম ত্রিশিরাপল্লী
হইয়াছে। সুরবদিতান ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করিয়া
তথাকার জঙ্গল কাটাইয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন।
ইনি কোন্ সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার
উপায় নাই। সুরবদিতান ত্রিশিরা রাক্ষসের ভয় হইতে
এই জনপদকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সুরক্ষ্যনামে
অতিথিত হইয়া কাবেরীনদীর উত্তর তীরে শিবালয়ে অতাপি
পূজা পাইতেছেন।

কথিত আছে, চোলরাজগণ খুষ্টপূর্ব পঞ্চশতাব্দী হইতে
এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের অশোকরাজের
বিজয়ন্তক্কে যে অশ্বশাসন খোদিত আছে, তাহাতে চোলরাজের
নাম পাওয়া যায়। উরেশ্বর নামক স্থানে চোলরাজদিগের
রাজধানী ছিল, উহা ত্রিশিরাপল্লী এক মাইল দূরে অবস্থিত।
এখন এই সহরে বহু লোকের বাস আছে।

যে সময়ে রামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে থাকিয়া বিশিষ্টা-
বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে করিকাল নামে
জনৈক চোল-ত্রিশিরাপল্লী শাসন করিতেন। খৃষ্টাব্দ ১০১৭
(৪১১৮ কল্যাক্কে) শ্রীরামানুজাচার্য্য ভ্রমগ্রহণ করেন, ১৭
বৎসরের সময় তিনি কাকীপুর এবং তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে
অধ্যয়ন করিতে যান। তদনন্তর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া
কাকীপুরে ফিরিয়া আইসেন। পরে তিরুপতি হইয়া
শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাবৈত, মত প্রচার করিতে যান। তখন
তাহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কম হইবে না। তাহারও বহু
পরে তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবলীলা পরিচালনা করেন। সুতরাং
চোলরাজ করিকাল ১০৬০ খৃঃ অব্দের পর কোন্ সময়ে রাজত্ব
করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতপ্রচারের বিপ-
ক্ষতা করিয়া থাকিবেন। মধুরাপুরীর বিবরণে দেখা যায় যে
সুলক্ষণাচার্য্য উরেশ্বর পোড়াইয়া দেন এবং উরেশ্বর পূর্ব
শাসনকর্তার পুত্র করিকালকে কুন্তকোণের শাসনকর্তা
নিয়োগ করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগত বিবরণের
সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উরেশ্বর বালিবর্ষণে ধ্বংস হইলে
চোল রাজধানী কুন্তকোনে উঠিয়া যায়।

১০৭১ খৃঃ বিজয়বাহু লকার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন;
‘তাহার রাজত্ব কালে চোলরাজ সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু
কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। সিংহলরাজও ১১১৬ খৃঃ অব্দে
চোলরাজ্য আক্রমণ করেন। ইনিও কৃতকার্য্য না হইয়া
প্রত্যাবর্তন করেন। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ হইতে ১১৮৬
পর্যন্ত সিংহলরাজ্য শাসন করেন। পাণ্ডাকুলশেখর সিংহলরাজ
কর্তৃক পরাভূত হইলে চোলরাজ পাণ্ডারাজকে নষ্টরাজ্য উদ্ধার
করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরাক্রমবাহু প্রতিশোধ
লইবার জন্য চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়া এককটি দেশ
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

মুসলমানেরা কোন্ সময়ে ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিয়া-
ছিল, তাহার প্রকৃত বিবরণ নির্দেশ করা অতি কঠিন।
হজরৎ সুলতান আলীউদ্দীন সাহেব ১২২০ খৃঃ অব্দে মধুরাপুরী
জয় করিয়া আপনাদেশশাসনভূক্ত করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃঃ
অব্দে দিল্লীর বাদশাহ আলাজুজীরর দ্বারা চোলরাজ্য

রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুণ্ঠ করিয়া রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ সম্বন্ধে কোন বিবরণ না পাওয়া গেলেও অন্ততঃ তাহারা ত্রিশিরাপল্লী লুণ্ঠপাট করিয়া ছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়।

তজ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে জানা যায়, তজ্জাবুরের শেষ রাজা বীরশেখর ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। বিজয়নগরের সেনানায়ক কতিয়াননাগনায়ক বীরশেখরকে পরাস্ত করিয়া ত্রিশিরাপল্লী, তজ্জাবু ও মধুরাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায় আপন শ্রালক সেবাঙ্গা নায়ককে তজ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীতে অতিশয় দস্যব ভয় হয়। বিশ্বনাথনায়ক মধুরায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে দস্যব প্রভাব জানিতে পারিয়া তজ্জাবুর-রাজকে ত্রিশিরাপল্লীর বিনিময়ে বল্লম নামক দুর্গ অর্পণ করেন এবং নিজে এখানে আসিয়া দেখেন, ত্রিশিরাপল্লী অতি স্বাধ্যাকর স্থান এবং দুর্গ সংস্কার করিলে অতি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা, ইহা বিবেচনা করিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীর সংস্কার করেন, একটা নূতন প্রাচীর প্রস্তুত করেন এবং ইহার পশ্চাৎভাগে পরিখা খনন করিয়া দুর্ভেদ্য করেন। ঐ পরিখার জল আনিবার জন্য কাবেরী নদী পর্যন্ত একটা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হয়। এই সময় কাবেরী নদীর উভয়দিকের জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ হয়। নানাদেশ হইতে উত্তম উত্তম শিল্পকর প্রভৃতি আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকে। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণদিগের থাকিবার জন্য পুস্তক বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এই নগরটা সুখসমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময় ইনি ত্রীরঙ্গক্ষেত্রের রজনাত্মামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে গোপুর নির্মাণ করাইয়া দেন। ইনি কখন বা মধুরায় কখন বা ত্রিশিরাপল্লীতে অবস্থান করিতেন। এই সময় হইতে চাঁদসাহেব কর্তৃক অধিকার কাল (১৭৩৬ খৃঃ অব্দ) পর্যন্ত মধুরাপুরী ও ত্রিশিরাপল্লী নায়করাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। [মধুরা দেখ।] নায়করাজগণ অধিকাংশ সময় ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া রাজকাৰ্য্য করিতেন। তিরুমল ১৬২৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। ইহার পুত্র অলকা (মুতুবীরঙ্গ) ত্রিশিরাপল্লী ছুগের পুনঃ সংস্কার করেন। ইহার পুত্র শোকানাথ ১৬৬১ খৃঃ অব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পুনরায় ত্রিশিরাপল্লীতে রাজধানী করেন। নায়করাজগণ তাহার সময়

হইতে ১৭৩১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিয়া ছিলেন। ১৭৩১ খৃঃ অব্দে শেষ নায়করাজ বিজয়রায়বের মৃত্যু হয়, তিনি অপুত্রক থাকায় তাহার বিধবাপত্নী মীনাঙ্গীদেবী বঙ্গাকতিরুমলের পুত্র বিজয়কুমার মৃত্যু তিরুমলকে দত্তক লইয়া আপনি নাবালকের অছি হইয়া আপন হস্তে শাসন ভার লইলেন। এই সময় বঙ্গাকতিরুমল প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্যের দাওয়া করিলেন। ইনি খ্যাতনামা তিরুমলনায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কুমার মৃত্যুর প্রপৌত্র। ইহার পিতা কুমার তিরুমল রক্তক্ষয় মৃত্যুবীরঙ্গার সময়ে কয়েক দিন মাত্র সুবরাজের কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন ইহার প্রপিতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, তখন ইনি কিছুতেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। দলবায় বেঙ্কটাচাৰ্য্য তিরুমলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে বেঙ্কটাচাৰ্য্য আপন মনোরথ সিদ্ধির উপায় না দেখিয়া আক্কাডুর নবাব দোস্ত আলীর পুত্র সুবেদার আলীর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে কহেন, “আপনি বঙ্গাকতিরুমলকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারিলে আপনাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিব।” সুবেদার আলী সুবিধা বুঝিয়া চাঁদসাহেবের সহিত ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহসা বলপূর্ব্বক রাণীর সৈন্ত সামন্তকে পরাজয় করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ বুঝিয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার ছলনায় আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বঙ্গাকতিরুমল এই দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মীনাঙ্গীদেবীর পক্ষ হইতে কেহই আসিল না। তখন তিনি বঙ্গাকতিরুমলকে প্রকৃত সত্বাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহাকেই রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করেন এবং ৩০ লক্ষ টাকার খত লিখাইয়া লইলেন, ঐ টাকা আদায় করিবার ভার চাঁদসাহেবের হস্তে দিয়া নবাবপুত্র আক্কাডুর গমন করেন। নবাবপুত্র গমন করিলে মীনাঙ্গীদেবী চাঁদসাহেবকে বলিয়া পাঠান, যদি রাজদত্ত বঙ্গাকতিরুমলের পরিবর্তে তাহারই হস্তে রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি ১ কোটি টাকা দিবেন। চাঁদসাহেব এই টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বঙ্গাকতিরুমলকে ইহারই হস্তে অর্পণ করেন। চাঁদসাহেব আপন কথা রক্ষা করিবার জন্য মীনাঙ্গীদেবীর নিকট কোরা হস্তে করিয়া শপথ করেন। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি কোরাণের পরিবর্তে একখানি ইট টপকাপড়ে আড়াইরা উড়াই হস্তে লইয়া শপথ করেন। অন্যদের টাকা না থাকায় ‘মীনাঙ্গীদেবী ১ কোটি টাকার রক্ষা

প্রদান করেন। বীণাকীর্তনবী বঙ্গাকৃতিকমলকে মধুরাপুরী শাসনকর্তা করিয়া পাঠান। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া প্রতারণাপূর্বক হুর্গে প্রবেশ করেন এবং রাণীকে আপন ভবনে নজরবন্দীরূপে রাখিয়া স্বয়ং শাসন-ভার গ্রহণ করেন। রাণী আপনার উদ্ধারের উপায় না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এইবার চাঁদসাহেব একবারে নিকটক হইলেন। বঙ্গাকৃতিকমল নিত্য অস্থায় দেখিয়া সাতারায় বাইরা মহারাত্রিপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাত্রি সেনা-নায়ক রঘুজীভোনসে একদল সৈন্ত লইয়া কণাট প্রদেশে গমন করেন। আক্কাড়ুর নবাব দস্তআলী তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু ১৭৪০ খৃঃ অব্দে ২০এ মে তারিখে বেঙ্গুরের নিকট পরাভূত হইয়া নিহত হন। রঘুজীভোনসে ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খৃঃ অব্দে ২৬এ মার্চ তারিখে হুর্গ অধিকার করেন এবং চাঁদসাহেবও তাহার পুত্রকে বন্দী করিয়া সাতারায় পাঠাইয়া দেন ও সেনা-নায়ক মুরারিগাওকে ত্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়া ১৪ হাজার মহারাত্রি সেনা রাখিয়া সাতারায় গমন করেন। বঙ্গাকৃতিকমল ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা করেন। রঘুজীভোনসে যুদ্ধের ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা চাহেন। বঙ্গাকৃতিকমল তাহাই প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উলমুল্ক আসফজাহ ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিতে আসিলে মুরারিগাও হুর্গ ত্যাগ করিয়া যান। তদবধি ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী নিজামের আদেশে আক্কাড়ুর নবাবের অধীন হইয়া যায়। বঙ্গাকৃতিকমল পুনরায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্য নিজামের শরণাপন্ন হইলেন। নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলেন, যুদ্ধব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা ও বাৎসরিক পেশকাব ৩০ লক্ষ দিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দেওয়া হইতে পারে। এই সময় ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা অধরউদ্দীন বঙ্গাকৃতিকমলকে দৈনিক ব্যয় নির্বাহার্থ ১০০ টাকা ও তাহার পুত্রকে ৩৫০ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং মধুরাপুরী অর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বঙ্গাকৃতিকমল সেই প্রতিশ্রুতি ভোগ করিতে করিতে মামবন্দীলা সঞ্চার করেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে নিজাম্ উলমুল্কের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র নাসিরজঙ্গ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় চাঁদসাহেব সাতারা হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের এক দৌহিত্র মুজাফরজঙ্গ চাঁদসাহেবের বড়বন্ধে নাসিরজঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ফরাসীরা মুজাফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। ইংরাজের নবাব অধরউদ্দীনেরও নিজাম নাসিরজঙ্গের পক্ষ

হইলেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২৩এ জুলাই আক্কাড়ুর হইতে ২৫ কোশ দূরে অধর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে অধরউদ্দীন পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিশিরাপল্লীতে পলায়ন করিয়া আক্কাড়ুর নবাব নাম গ্রহণপূর্বক ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে চাঁদসাহেব পুঁদুচারিতে ফরাসী গবর্নমেন্টের সাহায্যে কণাটকের নবাব নাম গ্রহণ করেন। চাঁদসাহেব ফরাসী সৈন্তদ্বিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইয়া ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। এই সময় মহম্মদ আলী অর্থাভাবে বড়ই কষ্টে পড়েন। তখন তিনি মহিম্মুরাজের নিকট অর্থ ও সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আক্কাড়ুর হইতে উদ্ধার করিলে ত্রিশিরাপল্লীপ্রদেশ অর্পণ করিব।

মহিম্মুর-সেনানায়ক দলবার নন্দীরাজ ও মহারাত্রি-সেনা-নায়ক মুরারিগাও নবাবের সাহায্যার্থ আপন আপন সেনা লইয়া কক্কানারায়ণপুরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে, ফরাসী-সৈন্ত তাহাদের গতিরোধ করে। কাপেন কোপ এই সংবাদ শুনিয়া তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করেন এবং পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার পর কাপেন-দণ্ডন এই যুদ্ধে সাহায্য করেন। নন্দীরাজ ও মুরারিগাও আপন আপন সেনা লইয়া ত্রিশিরাপল্লী পর্যন্ত আসেন। এ দিকে তজাবুরাজ মহম্মদআলীর সাহায্যার্থ আপন সেনানায়ক মন্ডোজীর সহিত ৩০০০ হাজার অঝারোহী ও ২০০০ হাজার পদাতি সৈন্ত পাঠাইলেন। পছকোটাইর তত্ত্বমান ৪০০ শত অঝারোহী ও ৩০০ শত পদাতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর মেজর লরেন্স সেট ডেভিড হুর্গ হইতে ৪০০ শত গোরা ও ১১০০ শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে আসিতে আসিতে ফরাসী রকের স্নিকট ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গাভ্যন্তরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি চাঁদসাহেবকে পরাজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চাঁদসাহেব এই সময় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বিষ্ণুমন্দিরে ও ফরাসীরা জম্মুক্ষেত্রে ছাউনি করিয়াছিল। উভয়পক্ষে কএকটা সামান্য যুদ্ধ হইয়া যায়। ক্রমে বিপক্ষদিগের রসদ আসা বন্ধ হইলে ফরাসীসেনানায়ক জম্মুক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গ-মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তখন মেজর লরেন্স শ্রীরঙ্গ-মন্দির লক্ষ্য দক্ষিণদ্বার অবরোধ করেন। এই সময় ক্রাইব উত্তর-দিকে কোলরুণ নদীর তীরে, তজাবুরসেনানায়ক মন্ডোজী বিষ্ণু-মন্দিরের পূর্বদিকে সরকন্ড পাল্লারামের নিকট এবং মহিম্মুর-সেনানায়ক নন্দীরাজ পশ্চিমদিকে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

চাঁদসাহেব এইরূপে চতুর্দিক হইতে অবরুদ্ধ হন। ফরাসীরা চাঁদসাহেবের সাহায্যার্থ আসিতেছে ক্লাইব এই সংবাদ শুনিয়া গোপনে ১০০ গোরা, ১০০০ সিপাহী ও দুই হাজার মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া ফরাসীসৈন্তের গতিরোধ করিতে বান। বলিকলপুরের সম্মুখে একটি তুঘল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে ১০০ শত ফরাসী, ৪০০ শত সিপাহী ও ৩৪০০ জন দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসী সেনানায়ক বন্দী হন। চাঁদসাহেব এই সংবাদ শুনিয়া তজাবুর-সেনানায়ক মক্কোজীর সহিত সন্ধি করেন। চাঁদসাহেব মক্কোজীর উপর বিশ্বাস করিয়া তাহাকে আশ্রয়দান করেন। মক্কোজী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চাঁদসাহেবকে বহুতর হত্যা করেন। ফরাসীদিগের পরাভব ও চাঁদসাহেবের মৃত্যু এই সংবাদ শুনিয়া ফরাসীশাসনকর্তা হুঁপ্তে অতিশয় মনঃক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন।

পরে ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে ফরাসীদিগের নুতন সেনা আসিলে বিপক্ষেরা ত্রিচিনপল্লী জিমিরাপল্লী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে দল্টন-বাহুর নিকট আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাহাতে ৩৬ জন ফরাসীসেনা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। ১৭৫৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের রসদ কলিঘর নামক স্থানে আসিলে ফরাসীসেনানায়ক এই রসদ কাড়িয়া লন এবং পছন্দোই প্রদেশ লুণ্ঠপাট করিয়া তজাবুরাতিমুখে অগ্রসর হন। অতঃপর আগষ্ট মাসের শেষে ইংরাজ ও ফরাসীতে কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে, পরে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যুদ্ধ বন্ধ হয়। মহিমুর-সেনাপতির নাম এই সন্ধিতে না থাকায় তিনি এ সন্ধিতে বাধ্য হন নাই এবং বলিয়া পাঠান 'আমি এ নিয়মে বাধ্য হইব না।'

কাপ্তেন স্মিথ ৬৫০ জন গোরা ও ৭০০ সিপাহী লইয়া জিমিরাপল্লীর দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দুর্গটি বিশেষরূপে সংরক্ষণ করেন। ফরাসীরা এই দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

১৭৬০ খৃঃ মে মাসে হায়দর আলী মহিমুরের সর্বেস্বত্ব হন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে স্বয়ং কর্ণাটকে আসিয়া জিমিরাপল্লী ও মধুরার সর্বত্র লুণ্ঠপাট করিতে লাগিলেন। জলপ্রণালীর বাধ সকল কাটিয়া দিয়া সমস্ত আবাদী জমী নষ্ট করিয়া দেন এবং কর্ণেল বেলিকে (Ballie) বন্দী করিয়া মহিমুরে পাঠান। পরে জিমিরাপল্লীর দুর্গ অবরোধ করেন। নার অয়ারকুট পরাভূত হইয়া পিছু হটিতে থাকেন। কিন্তু

১লা জুলাই তারিখে বে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হন, নার অয়ারকুট জয় লাভ করেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে হায়দর আলী মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাহার পুত্র টিপু কর্ণাটক পরিত্যাগ করিয়া মহিমুরে প্রত্য-গমন করেন। ১৭৯২ খৃঃ মাসে গবর্নমেন্টের সহিত নবাবের সন্ধি হয়।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপুর মৃত্যুর পর ঐরূপতন অধিকৃত হইলে অস্ত্রাভ্যাসের সহিত নবাব হায়দর আলীর স্বাক্ষরিত কএকখানি পত্র পাওয়া যায়। নবাব ইংরাজ বিরুদ্ধে টিপু সহিত লিপ্ত থাকায়, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কারণে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এই প্রদেশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। নবাব বৃত্তিভোগী হইলেন।

বর্তমান সময়ে জিমিরাপল্লীর দুর্গ আর নাই, দুইটি ঘর তাহার সাক্ষী স্বরূপ আছে। দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পরিহার খাদ পূর্ণ করিয়া ইহার উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, দুর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটী 'অতাপি' রহিয়াছে, ইহাতে তহলীলদারের কাছারী, মুন্সেফ কাছারী, স্থানীয় কোষাগার ও ঔষধাগার হইয়াছে।

জিমিরাপল্লী দুর্গের পূর্বত তয়মানবামীমন্দির নামে অভি-হিত, পূর্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরের নির্মিত পাকা সিঁড়ি আছে। সোপানের উপর চাতালের বাম-পার্শ্বে মহাদেব তয়মানবামীর মন্দির। সম্মুখের পূর্বত কাটিয়া একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ণাটক যুদ্ধের সময় উহাতে বাকদ থাকিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। চোলরাজগণ ষায়াই এই মন্দির নির্মিত হইয়া থাকিবে। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের উৎসব হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। জিমিরাপল্লী ইংরাজাধিকৃত হইবার পর অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখানে জেলার জজ, কালেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতি অবস্থিত করেন।

এখানে এস, পি, জি, হাইস্কুল ও ওয়েষ্টলিয়ার স্কুল, ইংরাজদিগের একটি সেনানিবাস এবং দক্ষিণাত্যের রেলের একটি প্রধান কার্যালয় আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ২০৬০২, ভদ্রাধ্য ৬৭২৪৮ হিন্দু। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর।

ত্রিজগৎ (কী) ত্রিভুজিতঃ অগং সংজ্ঞাৎ কর্ণধারঃ। কর্ণ, মর্ত্য ও পাতালরূপ লোকত্রয়, ত্রিভুবন, ত্রিলোক।

ত্রিজট (পুং) ত্রিভুজিতঃ অগং বহু। মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪০)

ত্রিজট (কী) ত্রিভুজিতঃ অগং বহু। রাক্ষসীভেদ, এই

রাক্ষসী রাবণের অস্ত্রপুরে সীতার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল। সীতার প্রতি অতিশয় নদর ব্যবহার করিত। অস্ত্রাভ রাক্ষসীগণ সীতার প্রতি অত্যাচার করিলে ত্রিজনী তাহা-
দিগকে নিবারণ করিত। ত্রিজনী বশে রাক্ষসদিগের অমঙ্গল করিয়াছিল এবং ঐ বশবৃত্তান্ত সীতাকে বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিত। (রামঃ স্কন্দরঃ ২৭-৩০ সঃ)

২ বিশ্ববৃক্ষ, বিশ্ববৃক্ষের তিনটা পত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। বৃক্ষ শক্তিরূপী, বৃক্ষ মূলে বজ্র, সমগ্র এই পত্র ব্রহ্ম বস্তু। এই পত্র দ্বারা হর বা হরিকে অর্চনা করিবে। শক্তিপূজার এই পত্র অতিশয় প্রয়োজন। এই পত্র দ্বারা পূজা করিলে কৈবল্যলাভ হয়। (জানতৈরবীতর ৬ পঃ)

ত্রিজনাত (স্রী) ত্রিজনিতঃ জাতঃ সংজ্ঞায়াং কর্ণধা। তুল্যভাগ স্বক্ এশাপত্র রূপ মিলিত অগ্নিক্রি ত্র্যাত্তম। [নাগর দেখ।] ত্রিজনাতক (স্রী) ত্রিজনাত স্বার্থে কন্। মিলিত তুল্যভাগ স্বক্, দাক্ষিণি, এলাচ, তেজপাত। শুভস্বক্, এলাচি ও তেজপত্র এই তিনটা সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজনাতক বা ত্রিগ্নকি কহে। এই ত্রিজনাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চতুর্জাতক বলে। ত্রিজনাত ও চতুর্জাতক এই উভয়ই রৈচক, রুক, ত্রীক, উষ্ণবীর্ষ্য, মুখগত তর্জকনাশক, লণু, পিত্তবর্জক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রদানক এবং কক্ষ, বায়ু ও বিষনাশক। (ভাবপ্রঃ)

(দেশজ) তিন পিতার ঔরস জাত।

ত্রিজীবা (স্রী) ত্রিহু রাশিহু জীবা। তিন রাশির জ্যা, ৩৪৩৮ সংখ্যা রূপ জ্যার অর্ধরূপ পদার্থ।

"লক্ষজ্যারত্রিজীবাংশঃ।" (স্বর্ধাসিঃ) "ত্রিজ্যায় গজার্দ্ধি বেদরাম ৩৪৩৮ সিতরা ভক্তঃ।" (রজনধঃ)

ত্রিজ্যা (স্রী) ব্যাসার্দ্ধি দেখা।

ত্রিণ (স্রী) তৃণ পূর্বোদরা সাধুঃ। তৃণ, তৃণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে—

রক্ষেকারসংযুক্তমব্যুৎপন্নং শব্দান্তরমতি।

উৎকৃষ্টত্রিণপত্রপ্রান্তবিহগঃ সৌম্যশ্বনঃ পুজিতঃ॥ (বরাহ)

* "পুং দেবি প্রবক্ষ্যামি বহুত্রঃ ত্রিজনাতকম্।

পত্রঃ ব্রহ্মরং দেবি অকুণ্ডঃ বরবর্ণিদি।

ঈশলপিত্তের জাতঃ ত্রিজনঃ ত্রিজনিতঃ।

বিষ্ণুদিকারকৈবল্য মন প্রীতিকরঃ সখা।

ব্রহ্মবিহুসিবাঃ পত্রে বৃতে চ শক্তিরূপিণি।

বৃক্ষমূলে তু বজ্রঃ ত্র্যং পত্রঃ ব্রহ্ম দ্বিগঃ ত্রিগে।

এক ত্রিজনাতকৈ হরঃ বা হরিরচক্রেৎ।

কৈবল্যঃ ততঃ তেদৈব শক্তিপূজা বিশেষতঃ॥ (জানতৈরবীতর ৬ পঃ)

ত্রিণতা (স্রী) ত্রিহু দ্বানহু মতা নত গণঃ (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়াম্। পা ৮।৪।৩) ১ বহু। (ত্রিণাতঃ) (ত্রি) ২ তিনদ্বানে নত।

ত্রিণত্ব (স্রী) ত্রিণত্ব ভাব ত্রিণত্ব। ত্বণের ভাব, তৃণত্ব।

ত্রিণরন (পুং) ত্রিণি নরনানি বন্ত। ত্রিব, মহাদেব।

ত্রিণব (পুং) ত্রিণবৃত্তানব ডচ্ সমাসাত্তঃ সংজ্ঞায়াং গণঃ।

সপ্তবিংশতি সাত্তোমভেদ। "সামনী ত্রিণবজ্রত্রিংশৌ তোমৌ" (ভরুজ ১০।১৪)। 'ত্রিণব' ইতি প্রথম-পর্যায়ে প্রথমাং ত্রিণারেং মধ্যমাং পঞ্চম্বাঃ উত্তমাং সপ্তম্বাঃ, দ্বিতীয়-পর্যায়ে প্রথমাং সপ্তদশারমধ্যমাং ত্রিণত্বমাং পঞ্চম্বাঃ, তৃতীয়-পর্যায়ে প্রথমাং পঞ্চম্বাঃ মধ্যমাং সপ্তম্বাঃ ত্রিণারেং, সোহরং ত্রিণবৃত্তনবসংখ্যাপেতত্বাৎ ত্রিণবকো বজ্রসমানঃ' (বেদদীপঃ)। সপ্তবিংশতিবার আবৃত্তি করিতে হইলে প্রথম পর্যায়ে প্রথম তিনটা, মধ্যম ৫টা, উত্তম ১টা; দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম এক, মধ্যম তিন, উত্তম পাঁচ; তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম পাঁচ, মধ্যম এক, উত্তম তিন, এই তিনটা পর্যায়ে ৯টা করিয়া তিন নয় ২৭ বার আবৃত্তি সাত্তোম, এই সমষ্টি স্তোম সকল আবৃত্তি করিলে ত্রিণব হয়।

ত্রিণাক [ত্রিণাক দেখ।]

ত্রিণাচিকৈত (পুং) ত্রিঃ কৃষ্ণচিত্তো নাচিকৈতঃ অগ্নির্বেন, পূর্বপদাদিত গণঃ। ১ বজ্রকৈবলের একদেশ গ্রহ। ২ অধ্যাবৃত্তোভেদ, বজ্রকৈবল্যধারী।

"হ্যারাতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চায়মো যে চ ত্রিণাচিকৈতাঃ।"

(ঋতি)

"ত্রিণাচিকৈতঃ পঞ্চায়মিত্ত্বপর্ণঃ বড়কবিৎ" (মহু ৩।১৮৫)

বজ্রকৈবলের ঋণাত্ত ভাগ ত্রিণাচিকৈত নামে খ্যাত।

৩ নারায়ণ। (ভারত ১২।৩৩৮।৪)

ত্রিত (পুং) ১ দেবভাত্তেদ। ২ ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপ ঋতিভেদ। ৩ পৌতম মুনির পুত্র, ইহার একত ও দ্বিত নামে দুই ভ্রাতা ছিল, ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী ও মহাতাপস ছিলেন। ত্রিত কর্ণ ও অধ্যয়নের গুণে ঐশ্বর ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহর্ষিগণ ইহার গুণসমূহ দেখিয়া ইহাকে গোতমের দ্বারা পূজা করিতেন। কোন সময়ে ইহার ভ্রাতৃগণের অমুরোধে পত্ন সংগ্রহার্থ তাহাদের সহিত অজ্ঞ গ্রামে গমন করেন। পরে পত্নসংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন-কালে ইহার ভ্রাতৃদ্বয় পত্নলোভে ইহাকে অরণ্যে ফেলিয়া পত্ন লইয়া পলাইয়া যায়। এমন সময়ে এক বৃক্ষ সমুখে আসিলে ইনি ভয়ে যেমন ধাবমান হইবেন, অমনি এক কূপে পতিত হইলেন। ঐ কূপ তৃণলতাসমূহ ও অতি

গতীর। তিনি এইখানে পতিত হইয়া সৌম্যবাস আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। দেবতা-দিগের বরে ইনি কুপ হইতে উদ্ধার পাইলেন। সেই কুপো-দকে সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল এবং এই স্থান উদগান-তীর্থ নামে অভিহিত হইল। এই তীর্থে জলপান করিলে সৌম্যবাসের ফল লাভ হয়। পরে ইহার ভ্রাতৃগণ ইহার অভিশাপে বৃক রূপ ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। (ভারতঃ শল্যঃ ৩৭ অঃ) ত্রিষু ক্রিতাদিহানেষু তায়মানঃ তায়-ড। ৩ তিনদিকে বিস্তীর্ণ প্রখ্যাত কীর্তি।

“বস্ত্র ত্রিতো ব্যোজসা বৃত্রং বিপর্কসমর্দয়ং” (শক্ ১।১৮৭।১)

ত্রিতক্ষ (ক্ৰী) ত্রিগুণাং তক্ষ্যং সমাহারঃ অচ্ সমা। তক্ষয়, হৃদয়ত্রয়।

ত্রিতন্ত্রীবাণী, বাণীবাস্ত বিশেষ, ইহার আকার কচ্ছপী বাণীর ভায়। কেবল ইহার খোল কাষ্ঠনির্মিত, এবং ইহাতে তিনটি আবদ্ধ থাকে, এই বাণীর তিনটি তার কচ্ছপীর নারকীভূত ও পঞ্চমের সমরূপ। বাদনকার্য্যও কচ্ছপীর ভায় সম্পন্ন হয়। (যজ্ঞকোঃ)

ইহার আধুনিক নাম সেতার, এটি বাণীর অনুরূপ, ত্রি শব্দকে পারস্ত ভাষায় সে বলে, এই অন্ত্র আমীর খসরু তিনটি তারবিশিষ্ট ত্রিতন্ত্রীকে সেতার নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ত্রিতয় (ক্ৰী) ত্রয়ো ২বরবা অত্র ত্রি-তয়প্ (সংখ্যায়া অবরবে তয়প্। পা ৫।২।৪২) ত্রয়, ত্রিষু সংখ্যা, ধর্ম, অর্থ ও কাম ইহার নাম ত্রিতয়।

“ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ।” (যজ্ঞবল্ক্য)

(ত্রি) ২ ত্রিপ্রকার। ত্রিগুণাং ত্রি।

ত্রিতল (ত্রি) তেতালি, ত্রিতল গৃহ।

ত্রিতাপ (ক্ৰী) ত্রিগুণাং তাপানাং সমাহারঃ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক হৃৎকর। আধ্যাত্মিক হৃৎকর দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বিপর্যায়জনিত জ্বর, অন্তিসার প্রভৃতি রোগাদি শারীরিক হৃৎকর। কাম, ক্রোধ, শ্রিয় বিরোগ ও অগ্নির সংবাদজনিত হৃৎকর মানসিক। আধিভৌতিক চারি প্রকার, জরাবৃদ্ধ, অগুজ, বৈদ্য ও উত্তীর্ণ। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতন প্রভৃতি হইতে হৃৎকরোৎপত্তি হইলে আধিদৈবিক হৃৎকর কহে। মানবগণ প্রতিদিন ত্রিতাপে অভিভূত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসন প্রভৃতি সকলই ত্রিতাপ নাশের অন্ত্র। ত্রিতাপের নাশই মোক্ষ। নিরন্তর ত্রিতাপে মানব পীড়িত হইয়া পরে তাহার

শাস্ত্র বিজ্ঞানী আদিরা উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বিজ্ঞানী উপস্থিত হইলেই মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। [বিশেষ বিবরণ হৃৎকর দেখ।]

ত্রিদণ্ড (পুং) ত্রিদণ্ডঃ চতুরঙ্গুলগোবালবেষ্টনাত্তোক্তসম্বন্ধঃ অত্যন্ত, অর্শ আদিদ্বাদশ্। ১ সন্ন্যাসাশ্রম।

“বসুসংযতবড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেজিরসারধিঃ।

জানবৈরাগ্যারহিতত্রিদণ্ডমুপলবতি॥” (ভাগবত)

(ক্ৰী) ত্রিগুণাং দণ্ডানাং সমাহারঃ। বস্ত্রদিগের চতুরঙ্গুল গোবালবেষ্টিত পরম্পরসম্বন্ধ দণ্ডত্রয় যথা—বাগদণ্ড, মনোদণ্ড ও কারদণ্ড।

ত্রিদণ্ডক (ক্ৰী) ত্রিদণ্ড-স্বার্থে কন্। ত্রিদণ্ড।

ত্রিদণ্ডিন্ (পুং) ত্রিদণ্ডমন্ত্যন্ত ইতি ইনি। ত্রিদণ্ডধারী বতি, যাহার বাগদণ্ড, মনোদণ্ড ও কারদণ্ড বৃত্তিতে নিহিত আছে, অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য। দণ্ডত্রয়ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না, কাম ও ক্রোধ সংযত করিয়া সর্বভূতে যিনি এই ত্রিদণ্ডের যথা ব্যবহার করেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী পদবাচ্য এবং সিদ্ধিলাভের অধিকারী।

“বাগদণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কারদণ্ডস্তথৈব চ।

যত্নেতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

ত্রিদণ্ডমেতরিক্রিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ।

কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥”

(মু ১২।১০-১১)

ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলে তাহাদিগের প্রেতত্ত্ব দূর হয়, ত্রিদণ্ডী-দিগের আত্মশ্রদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর একাদশ দিনে পার্শ্ব শ্রদ্ধ করিতে হয়।

“ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্ত্বং নৈব জায়তে।

অহঙ্কেবাদপে গ্রাপ্তে পার্শ্বগত্ বিধীয়তে॥” (লিখিতসংহিতা

২ যজ্ঞোপবীত। (লোকপ্রসিদ্ধি)

ত্রিদল (ত্রি) ত্রিপি দলানি যন্ত। ত্রিপত্রবিশিষ্ট বিষবৃক্ষ।

ত্রিদলা (ক্ৰী) ত্রিপি দলানি ত্রিপত্রঃ যন্তাঃ। গোবাগী-লতা, লোয়ালে লতা।

ত্রিদলিকা (ক্ৰী) ত্রিপি দলানি যন্তাঃ কপ্ কাপি অতইব। চর্মকফলতা, চামরকফা।

ত্রিদশ (পুং) তৃতীয়া দশা যন্ত, ত্রিশব্দভ্যত্র ত্রিভাগবৎ তৃতীয়া-কতা বা ত্রিভাগে জগৎসত্তা-বিমাশাখাঃ ন তু মর্ত্য্যানামিহ বৃষ্টি-পরিণামক্ষয়াখাঃ দশা যন্তাঃ যথা, ত্রীন তাপান্ দশতি দশ-বঞ্চে ক পুবাং সাধুঃ বা ত্র্যধিকাঃ ত্রিভাবন্তাঃ দশ পরিমা-যন্ত। দেবতাসকল^০ বিশ্ব যৌবন সম্পদ দেবতা

দ্বিগের দ্বয় সত্য ও বিদ্যাদ্বয় অবস্থা আছে, কিন্তু এই
অবস্থা সত্যদ্বিগের দ্বয় বৃত্তি, পরিণাম ও করকণ নহে।
দেবতা সকল সত্যদ্বিগের আধ্যাত্মিক, আধিতোত্বিক ও
আধিদৈবিক এই ত্রিভাষা নাশ করেন, দেবগণের সংখ্যা
তিন আত্মিক দশ, অর্থাৎ তিন দশ ত্রিশ। ত্রিংশৎসংখ্যা দেবতা-
দ্বিগের পরিমাণ হয়, কিন্তু দেবগণের পরিমাণ ত্রিংশৎসংখ্যা,
এ স্থলে এক ত্রিশকর্তৃত্বাবার উচ্চারণেই ত্রিংশৎসংখ্যার
বোধ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে দেবতাদ্বিগের নাম
ত্রিশ হইয়াছে।

এই ত্রিংশৎসংখ্যার প্রধান দেবতা, ১২ অর্ক, ১১ রত্ন,
৮ অষ্টবহু, ২ অধিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ, কেহ বা বলেন,
অধিনীকুমারদ্বয়কে পরিচয় করিয়া ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে
লইয়া তেত্রিশ। (ত্রি) ত্রিংশৎ পরিমিত। ত্রিংশৎসংখ্যাঃ
ত্রিংশৎসংখ্যা বহু। (পুং) ৩ জীব।

ত্রিশশত (পুং) ত্রিশশতং দেবানাং শতঃ ৩৩৭। দেবশত,
বহুশক্তি।

ত্রিশশগোপ (পুং) ত্রিশশো দেবভেদ ইন্দ্রঃ গোপো
রক্ষকোহস্তু। ইন্দ্রগোপকীট, রক্তবর্ণ কীটভেদ, কেয়ু।
[ইন্দ্রগোপ দেখ।]

ত্রিশশত (স্ত্রী) ত্রিশশত ভাবঃ ত্রিশশ-ত্ব। দেবত্ব।

ত্রিশশদীর্ঘিকা (স্ত্রী) ত্রিশশানাং দেবানাং দীর্ঘিকা।
বর্গিকা। (হেম)

ত্রিশশপতি (পুং) ত্রিশশানাং পতিঃ ৩৩৭। ইন্দ্র।

ত্রিশশমুদ্রী (স্ত্রী) ত্রিশশত্রিমা মদ্রী বহুতাঃ, সংজ্ঞাভাৎ, ম
কপ। তুলনী। (রাজনিং)

ত্রিশশবধু (স্ত্রী) ত্রিশশানাং বধুঃ। অপ্সরা, বিভাধরী।
ত্রিশবগিতা প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ত্রিশশবজ্জ্বল (স্ত্রী) ত্রিশশানাং বজ্জ্বল। নতস, আকাশ।
ত্রিশবগিতা। [ত্রিশশবধু দেখ।]

ত্রিশশসর্বপ (পুং) ত্রিশশত্রিমাঃ সর্বপঃ। দেবসর্বপ, সর্বপ-
ভেদ। (নৈষং পান্যং)

ত্রিশশাক্ষ (পুং) ত্রিশশত্রিমাঃ অক্ষঃ। বজ্জ্বল। (শকার্ধতিং)

ত্রিশশাচার্য্য (পুং) ত্রিশশানাং আচার্য্যঃ। সুরশত্ৰু বহুশক্তি।

ত্রিশশাধিপ (পুং) ত্রিশশানাং অধিপঃ। ত্রিশশের অধিপতি, ইন্দ্র।

ত্রিশশাধ্যক্ষ (পুং) ত্রিশশানাং অধ্যক্ষঃ। বিষ্ণু। "ত্রিশপ
"ত্রিশশাধ্যক্ষ" (বিষ্ণুং)

ত্রিশশায়ন (পুং) ত্রিশশানাং অরনঃ বজ্জ্বল। বিষ্ণু।

ত্রিশশাযুধ (পুং) ত্রিশশানাং আয়ুধঃ। বজ্জ্বল, ইন্দ্রের বজ্জ্বল।

ত্রিশশারি (পুং) ত্রিশশানাং অরিঃ ৩৩৭। দেবশত্রু, অরন্য। (পান্যং)

ত্রিশশালয় (পুং) ত্রিশশত আশ্রয়ঃ ৩৩৭। ১ বর্গ।
২ স্তম্ভকর্ণকর্তা। (হলায়ুধ)

ত্রিশশাস্ত্র (পুং) ত্রিশশানাং আশ্রয়ঃ। ১ বর্গ। ২ স্তম্ভকর্ণকর্তা।

ত্রিশশাহার (পুং) ত্রিশশানাং আহারঃ। অমৃত, সুখ।

ত্রিশশেশ্বর (পুং) ত্রিশশানাং শেশ্বরঃ। ইন্দ্র।

ত্রিশশেশ্বরী (স্ত্রী) ত্রিশশেশ্বর-ভীষ্মী। দুর্গা।

"সুহাস্তা ত্রিশশা দেবী নন্দিনী দুর্গকর্তমতা।

তৎকাল নন্দিনী সন্দী কেশবাং ত্রিশশেশ্বরীনা" (দেবীপুং ৪৫ অঃ)

ত্রিশালিকা (স্ত্রী) ত্রিশলিকা বৃক্ষবিশেষ, চর্মকবা, চামরকবা।

ত্রিশিন্দ্রপুষ্ (পুং) ত্রিশিন্দ্র চাত্রিন্দ্রজয়ঃ পুষ্টি পুষ্-কিপ্।

ত্রিশিন্দ্রপুষ্, ক্ষরাস, অরন্যদ্বিতীয়। "ত্রিশিন্দ্রপুষ্কো মিনবারঃ

পুষ্টি বহু তত্ত্বভাষ্যমহিনং। ত্রিশিন্দ্রপুষ্কিন্দ্রজয়ঃ পুষ্টিনা-

দকঃ" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

৩০ বৎসর অহোরাত্রের মধ্যে যদি দুইটা তিরির সম্পূর্ণ
অবস্থান হয়, তাহাকে অবমদিন কহে এবং একটা তিরি
যদি তিনটা বারকে স্পর্শ করে, তাহাকে ত্রাহস্পর্শ কহে।
অবম ও ত্রাহস্পর্শে কোন শুভ কার্য্যাদি করিতে নাই, কিন্তু
মান ও দানাদিতে শুভকরণ [অবম দেখ।]

ত্রিদিব (পুং) ত্রয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুকর্তাঃ দীব্যত্বাৎ, দিব-মণ্ডল বা
দীব্যস্তি ইতি দিবাঃ দিব-ক, ত্রয়ঃ সত্ত্বরজতমোক্তাঃ দিবা
জীড়কা বজ্জ্বল। ১ বর্গ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বর্গে অবস্থান
করেন, এই অষ্ট স্বর্গের নাম ত্রিদিব। ২ আকাশ, নভস্।
(স্ত্রী) ৩ স্তম্ভ। (শকার্ধতিং)

ত্রিদিব (স্ত্রী) নদীভেদ। (মৎসপুং ১১৩০১)

ত্রিদিবাধীশ (পুং) ত্রিদিবত্ব অধীশঃ। ইন্দ্র।

ত্রিদিবেশ (পুং) ত্রিদিবত্ব দেশঃ। দেবতা।

ত্রিদিবেশ্বর [ত্রিদিবাধীশ দেখ।]

ত্রিদিবোত্তর (স্ত্রী) ত্রিদিব উত্তরোত্তরঃ। ১ হুঁদৈলা, বড়
এলাচ। ২ পলা। (ত্রি) ৩ স্বর্গভবমাত্র।

ত্রিদিবৌকস্ (পুং) ত্রিদিব ওকোবত্ব। দেবতা।

ত্রিদৃশ্ (পুং) ত্রিভ্যঃ দিশঃ নেত্রাদি বহু। বা জীপি ভূতানীনি।
পশ্চতি দৃশ্-কিপ্। ত্রিদৃশ, শিব।

ত্রিদোষ (স্ত্রী) ত্রয়ো দোষাঃ সমাহারঃ। ১ বাত পিত্ত কফ
দোষত্রয় বিকারবিশেষ। ২ ত্রিদোষজ রোগভেদ।

ত্রিদোষজ (ত্রি) ত্রিদোষাকারেণ জন-ত্ব। ত্রিদোষজনিত
বাতাদি সন্নিপাতজ রোগভেদ। বাত, পিত্ত ও কফজনিত
সন্নিপাত প্রভৃতি রোগ। [অর দেখ।]

ত্রিদোষজ বহি রোগে অত্যন্ত শূল, ভূক ত্রয়ো
অপাক, অক্ষতি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মোহ হয়। এই

রোঙ্গি সর্বদা উচ্চ, নীল বা রক্তবর্ণ লবণাক্তরসবিশিষ্ট পদার্থ
বমন করে।

ত্রিদোষধু (ত্রি) ত্রিদোষঃ হস্তি'হন-টক্। ত্রিদোষনাশক।

ত্রিধ্বজ (পুং) ত্রিধ্বা রাজার এক পুত্র। এই ত্রিধ্বজ জ্যাকপ
নামে সর্ববিজ্ঞাবিশারদ এক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ১২ অ°)

ত্রিধা (অব্য) ত্রি-প্রকারে ধাচ্। ত্রিবিধ, ত্রিপ্রকার।

"জানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।" (গীতা ১৮।১৯)

ত্রিধাতু (পুং) ত্রীণাং ধর্মার্থকীয়ানাং দধাতু পুষ্কাতীতি ধা-তুন্।

১ গণেশ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ত্রয়াণাং ধাতুনাং সমাহারঃ।
ধাতুত্রয়।

ত্রিধাতু (ক্লী) ত্রিধা-ভাবে ঘ। ত্রিপ্রকারত্ব, তিন প্রকারের ভাব।

ত্রিধামনু (পুং) ত্রীণি ভূরানীনি সম্বাদীনী বা ধামানি যন্ত।

১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ অগ্নি। ৪ যজু। (ক্লী) ত্রয়াণাং ধামাণাং
সমাহারঃ। ৪ ধামত্রয়, ত্রীণ্য পক্ষে নভীপু। ৫ সর্গ।

"হংসো হংসেন মানেন ত্রিধাম পরমং যদৌ।"

(ভাগ১, ৩।২৪।২০)

'ত্রিধাম তৃতীয়ং ধাম সর্গঃ' (ত্রিধরবারী) (ত্রি) ৬ ত্রিসংখ্যায়িত।

ত্রিধামুর্তি (পুং) ত্রিধা মুর্তি বস্তু। ত্রয়ো বিষ্ণু মহেশ্বর রূপ
মূর্তিভ্রমরূপ পরমেশ্বর।

ত্রিধারক (পুং) ত্রিধো ধারা অগ্রাগত্য, ততঃ পার্শ্বং কনু।
গুণত্ব। যাবৎকাল কসেক।

ত্রিধারসুহী (ক্লী) ত্রিণি ভাগেণ ধারা বস্তাঃ সা এব সুহী। সুহী-
বিশেষ, তেজাটাসিজ। পর্যায়—ভ্রাজ, ধারাসুহী। (রাজনি°)

ত্রিধারা (ক্লী) ত্রিণি স্থানেষু ধারা প্রবাহা অন্তাঃ। ধারাত্রয়া-
বিতগঙ্গা, সর্গ মর্ত্য ও পাতালে গঙ্গার তিনটা ধারা আছে,
এই ত্রয় গঙ্গার নাম ত্রিধারা।

ত্রিধাবিশেষ (পুং) ত্রিধা ত্রি প্রকারো বিশেষঃ। হুস্মাদি
ত্রয় রূপ শরীর বিশেষ, হুস্ম শরীর এক, মাতাপিতৃজ দ্বিতীয়,
মহাত্ম তৃতীয়, এই তিন প্রকার বিশেষ শরীর। ইহার
মধ্যে হুস্মশরীর নিয়ত, মাতাপিতৃজ শরীর রস, তন্দ্র, বা
বিষ্ঠা রূপে পরিণত হয়।

"হুস্মা মাতাপিতৃজাঃ সহপ্রভৃভৈঃ ত্রিধাবিশেষাঃ স্মার্ম" (সাংখ্যাকা°)

ত্রিধাসর্গ (পুং) ত্রিধা ত্রিপ্রকারঃ সর্গঃ। তৃতাদি সর্গ।

"অষ্টবিক্রমো দৈবতৈশ্চর্য্যগুণৈশ্চ পঞ্চধা ভবতি।

মাহুশ্চৈকবিধঃ সমাসভোহয়ং ত্রিধাসর্গঃ।" (সাংখ্যাকারিক)

ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐশ্বর্য, পৈতৃ, গান্ধর্ব, যাক, স্বাক্ষ, সৈশাচ, এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও
স্বাবয়ু এই পঞ্চবিধ তির্ধ্যগ সর্গ। মাহুশ সর্গ একবিধ, ব্রাহ্মণ
কজির বৈভ প্রভৃতি সকল জাতিই এই মাহুশ-সর্গের ধারাবর্তী।

এই তিন প্রকার সর্গ। প্রাকৃতিক সৃষ্টি মাজেই এই তিন
প্রকার সর্গের অন্তর্ভুক্ত।

ত্রিনয়ন (পুং) ত্রীণি চতুর্দ্বার্মিরূপাণি নয়নানি যন্ত, পূর্ক-
পদাৎ সংজ্ঞায়ামিতি প্রাপ্তে কৃত্বাদিবুচ ইতি নিবেদ্যং ন পঞ্চ।

১ শিব, মহাদেব। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাবিষ্ঠাবের
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—একদিন পার্শ্বতী পরিহাসজ্বলে

মহাদেবের নেত্রের করতল দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। মহাদেবের
নেত্রের সমাচ্ছন্ন হইবামাত্র সমুদর জগৎ অন্ধকারায়

এবং হোম ও বসুটকার শূন্য হইল। তখন মহাদেবের
ললাটদেশে এক যুগান্তকালীন প্রচণ্ড মার্জিত সূক্ষ্ম নেত্র

সমুৎপন্ন হইল। ঐ নেত্র জ্যোতিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল।
ঐ জ্যোতি ক্ষণকাল মধ্যে অন্ধকার সকল নাশ করিয়া

হিমালয় পর্বতকে দৃষ্ট করিতে লাগিল। পার্শ্বতী এই অবস্থা
দেখিয়া মহাদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব

তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া পার্শ্বতীকে কহিলেন, দেবি! তুমি না
আনিয়া আমার নেত্রের সমাবৃত করার সমুদর লোক আলোক-

বিহীন ও বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমি উহারে
রক্ষার নিমিত্তই এই সমুচ্ছল তৃতীয় নেত্রের সৃষ্টি করিয়াছি।

(ভারত অমৃশাসন° ১৪০ অ°) (ত্রি) ২ লোচনত্রয়যুক্ত।

ত্রিনয়না (ক্লী) ত্রীণি নয়নানি যন্তাঃ, টাপ্। চূর্ণা।

ত্রিনবতি (ক্লী) ত্র্যধিকা নবতিঃ। তিন অধিক নবতি সংখ্যা,
তিরানবাই। ২ তৎসংখ্যায়। (ত্রি) ততঃ পূরণে ভট্। ত্রিনবত।

ত্রিনবতিতম (ত্রি) ত্রিনবতি-তমপ্। ত্রিনবতি সংখ্যার পূরণ।

ত্রিনাক (পুং) নাস্তি অকং হুংখং যস্মিন্ নাকং পুরালোকঃ
তৃতীয়ং নাকং। ১ তৃতীয় নাক। ২ উত্তম স্থান।

"যত্রাহুকামং চরণং ত্রিনাকে" (শুক্ ৯।১১৩।৯)

ত্রিনাভ (পুং) ত্রয়ো লোকা নাতৌ বস্তু অচ্চ সমাসাতঃ। বিষ্ণু।

ত্রিনিষ্ক (ত্রি) ত্রিভি নিষ্কৈঃ। ক্রীতং ঠঞ, তন্ত্র বাহু লুক্।

তিন নিষ্ক দ্বারা ক্রীত।

ত্রিনেত্র (পুং) ত্রীণি নেত্রাণি যন্ত। মহাদেব, শিব।

ত্রিনেত্র, ঝালাবারের লগ্নতর রাক্ষসের অন্তর্গত একটি ঐশি
গ্রাম, এখন তরুনেতর নামে বিখ্যাত। বিখ্যাত প্রাচীন নগর-
ধানের পার্শ্বে অবস্থিত।

ধানমাহাত্ম্যের মতে সুরাট্টের এক অংশের নাম দেব-
পঞ্চাল, এখানে ত্রিনেত্রেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন। ত্রিনে-
ত্রেশ্বর মহাদেবের নামাঙ্কসারে এই স্থান ত্রিনেত্র বা তরুনেত্র

নামে খ্যাত হইরাছে। ত্রিনেত্রমাহাত্ম্যের মতে সত্যযুগে
মাহাত্মা এখানে একটি সূর্য্যাম্বর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কল্পপুরাণে প্রত্যাসংখ্যে লিখিত আছে—

ত্রিপথগামিনী গঙ্গার উপাশ্রিতকোণে সংগালেখর নামে তীর্থ আছে। এইখানে তীর্থমাহাত্ম্যে মন্ত সকল জিনেত্র হইরাছিল। এখানে স্নান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এই কথা শুনিয়া পার্শ্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কেন এখানে আসিয়াছিলেন এবং ইহার মন্তগণই বা কেন জিনেত্র হইরাছিল? ইহার উত্তরে মহাদেব বলেন, কোন কারণে অজানাক্ষ ঋষিগণ মহাদেবকে শাপ দেন। এই সময় কতকগুলি ঋষি এখানে আসিয়া আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে শাপপ্রদ দেখিরা কঠোর তপস্তার প্রবৃত্ত হইরাছিলেন। এখানে মহাদেবও ঋষিগণের শাপে রাজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ কঠোর তপস্তা করিয়াও মহাদেবের সাক্ষ্য পাইলেন না। কিন্তু তাহারা সকলে মহাদেবকে না দেখিলেও জিনেত্র হইরাছিলেন। তখন হইতে এই স্থান একটা প্রধান তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়া কঠোর তপস্তার প্রবৃত্ত হইলেন এবং তথায় সংগালেখর নামে মহাদেব মূর্তি স্থাপন করিলেন। তাহারাও মহাদেবের দর্শনলাভ না করিয়াই জিনেত্র প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাহারা ধ্যানে মহাদেবের স্বরূপ জানিতে পারিয়া মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! যদি আপনি সন্তুষ্ট হইরা থাকেন, তাহা হইলে আমাদেরকে এই বর দিন, যেন এইখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা প্রবাহিত হন। তখনই মহাদেবের অমুগ্রহে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ভূমিতেদ করিয়া তথায় উথিত হইল এবং ইহার মন্তগণ জিনেত্র প্রাপ্ত হইল। (স্থানে প্রস্তাব ২১৪ অঃ)

এখানকার সংগালেখর মহাদেবই জিনেত্রের নামে খ্যাত। এই স্থানে বিস্তর লোকের বাস।

ত্রিনেত্রচূড়ামণি (পুং) জিনেত্র চূড়ামণি: শিরোভূষণঃ চক্র। (ত্রিকাঃ)

ত্রিনেত্রের (পুং) সন্নিপাতরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিত পারা, গন্ধক ও মারিত তাম্র সমভাগে লইয়া ঐ তিনের পরিমাণ বত, তত গব্য চূড় দ্বারা মর্দন করিবে। অনন্তর তীত্রের রৌদ্রের উত্তাপে শুক করিয়া পুনরায় নিসিন্দা ও সজিনার কাথ দ্বারা একদিন মর্দন করিবে। পরে উহাকে গোলকাকৃতি করিয়া একটা অঙ্কমুখার স্থাপনপূর্বক বাসুকাবস্ত্রে তিন প্রহর পাক করিবে। পরে খলে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিবে, এই সমুদ্র চূর্ণের ৮ অংশের এক অংশ বিষের সহিত মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। পক্ষকালের ক্কাথ কিবা ছাগছত্রের সহিত সেবন করিলে যোড়তর সন্নিপাত রক্ত নাশ হয়। (ভাবপ্রঃ)

ত্রিনৈক্ষিক (ত্রি) ত্রিভি নিকৈ: ত্রীতং ত্রিনিক-ঠক ঠকি উত্তরপদত বৃদ্ধি:। তিন নিক দ্বারা ত্রীত।

ত্রিপক্ষ (পুং) তৃতীয়: পক্ষ: সংখ্যাপকত বৃদ্ধৌ পূরণার্থবাৎ। তৃতীয় পক্ষ, আশ্ব শ্রাব্ধকালে, প্রোতোদ্যেবে বুধোৎসর্গ না হইলে ত্রিপক্ষে করিতে পারা যায়। "যষ্টে মাসি ত্রিপক্ষে বা।" (শ্রাব্ধতর)

ত্রিপচ্ছস্ (অব্য) ত্রিপদে। (শাখ্যা শ্রো ১১১৪১৪)

ত্রিপঞ্চ (ত্রি) ত্রিগুণিতা: পঞ্চ। পঞ্চদশ সংখ্যাবৃত্তি, ১৫ সংখ্যাবৃত্তি। এই শব্দ নিত্য ব্যবহৃত।

ত্রিপঞ্চাঙ্গ (পুং) ত্রিপঞ্চ পঞ্চদশ অঙ্গানি বস্তু। সমাধিতেদ, এই সমাধিতে ১৫টা অঙ্গ। যম, নিয়ম, ত্যাগ, মোদ, দেশ, অকালতা, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, শ্রেণিসংঘমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আশ্রয়ান, সমাধি, এই পঞ্চদশ অঙ্গ।

"যমো হি নিয়মত্যাগো মোদঃ দেশ: অকালতা।

আসনং মূলবন্ধস্ত দেহসাম্যস্ত দৃক্স্থিতি: ॥

প্রাণসংঘমনকৈব প্রত্যাহারস্ত ধারণা।

আশ্রয়ানং সমাধিস্ত প্রোক্তান্তর্জানি বৈ ক্রমাৎ ॥"

(শকার্ধচিৎ স্মৃত বাক্য)

ত্রিপঞ্চাশ (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশং পুরণে ড়ি। তিন অধিক পঞ্চাশং সংখ্যার পূরণ, ত্রিগুণ, ৫৩। ত্রিরাং ত্রীপ্।

ত্রিপঞ্চাশৎ (ত্রী) ত্র্যধিক পঞ্চাশৎ। ১ তিন অধিক পঞ্চাশং সংখ্যা। ২ ত্রিপঞ্চাশং সংখ্যাবৃত্তি।

ত্রিপঞ্চাশতম (ত্রি) ত্রিপঞ্চাশং পুরণে তমপ্। ত্রিপঞ্চাশং সংখ্যার পূরণ। ত্রিরাং ত্রীপ্।

ত্রিপটু (পুং) কট। (পারস্করনিষট্)

ত্রিপতাক (ত্রী) ত্রিপ্র: পতাকা ইব রেখা বস্তু। ১ রেখাভরাবিত ললাটদেশঃ। ২ মধ্যমা ও অনামিকা ব্যতীত অঙ্গুলিভর উন্নত হস্ত।

ত্রিপতী (ত্রী) [ত্রিকপতি দেখ।]

ত্রিপত্র (পুং) ত্রীণি ত্রীণি পত্রাণি বস্তু। ১ বিষবৃক্ষ। (ত্রী) ২ দলভরবৃক্ষ বিষপত্র। বিষবৃক্ষ পরমতীর্থ, ইহার তিনটা পত্রের উর্দ্ধপত্র সাক্ষ্যে শিবস্বরূপ, বামপত্র ব্রহ্মা, দক্ষিণ পত্র বিষ্ণু।

"উর্দ্ধপত্রং হরোজ্ঞেয়: পত্রং বামং বিধি: স্বরং।

অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যুত ॥" (বৃহৎসং পুং ১১১৯)

(ত্রি) পত্রভরবৃক্ষ। ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। পত্রভর।

ত্রিপত্রক (পুং) ত্রিপত্র সংজ্ঞার কন্। ১ পলাশ বৃক্ষ। (ত্রী) ত্রয়াণাং পত্রাণাং সমাহারঃ। সংজ্ঞার কন্। ২ তুলসী, কুল, মালুর (বিষ) পত্রভর।

"তুলসীকুলমালুরপত্রাণ্যাহ ত্রিপত্রকং।" (দেবীপুং):

ত্রিপথ (ক্ৰী) ত্রয়্যাং পথাং সমাহারঃ, অহ্ সমা। 'পথ-
সংখ্যাব্যয়াদেঃ' ইতি ক্রীবৎ। ১ মার্গজিতম্। ত্রয়ো পন্থানো-
বজ্র, অহ্ সমা। ২ ত্রিমার্গযুক্ত, তেমাথাপথ। "বিবধাজী ক্রম-
জ্ঞাত্ত্রিপথে বা ভজেরিপি।" (শুশ্রুসাধনতন্ত্র)

ত্রিপথগা (ক্ৰী) ত্রিপথে স্বর্গমর্ত্যপাতালমার্গে গচ্ছতীতি গম-ড।
গন্না; স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত
হইয়াছেন বলিয়া গন্নার নাম ত্রিপথগা।

গন্না ত্রিপথগা নাম বিব্যা ভাগীরথীতি চ।

ত্রীপথো ভাবয়তীতি তস্যাং ত্রিপথগা স্তুতা ॥" (রামা ১।৪৪।৬)

[বিশেষ বিবরণ গন্না দেখ।]

ত্রিপথগামিনী (ক্ৰী) ত্রিপথ-গম-গিনি-তীপ্। গন্না।

ত্রিপদ [ত্রিপাদ্ দেখ।]

ত্রিপদ (পুং) ত্রীণি পদানি অস্ত। ত্রিবিক্রম, পরমেশ্বর। "ত্রীণি
পদানি বিচক্রমে।" (শ্রুতি) ২, অরব্বির দশমভাগ রূপ
পদত্রয়যুক্ত প্রক্রম।

"পঞ্চারব্বিঃ পুরুষো দশপদো বাদশাঙ্গুলং পদঃ প্রক্রমত্রি-
পদঃ" (কাভ্যা' শ্রো' ১৩।৮।২১) 'পুরুষস্ত সমবিতক্রমস্ত যঃ
পঞ্চমো ভাগঃ সোহরব্বিঃ তন্ত দশমো ভাগঃ পদং পদস্ত
বাঁদশো ভাগঃ অঙ্গুলং ত্রিভিঃ পদৈরেকঃ প্রক্রমঃ।' (কক'
(ত্রি) ৩ তিনপদ যুক্ত। "ত্রিপদা বাসচতুঙ্গা ত্রিপদা বাসচ
ষট্‌পদাঃ" (বাকসনেয়সং ২৩।৩৪)

ত্রিপদা (ক্ৰী) ত্রয়ঃ পাদাঃ স্ত্রীণি যন্তাঃ। টাপি পাদস্ত পদ্যবঃ।
হংসপদীলতা, গৌরালে লতা। পর্যায়—গোথাপদী, সুবহা,
হংসপদী। (বৈজয়ক' (ত্রি) ত্রয়ঃ পাদাঃ চতুর্গানি যন্তাঃ।
ত্রিপাদযুক্ত, গায়ত্রীর তিনটি চরণ এই কল্প গায়ত্রীকে ত্রিপদা
বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিপদা গায়ত্রীই একমুখ
ব্রহ্ম প্রার্থির উপায়।

"ওঙ্কার পূর্বিকান্তিভ্রো মহাব্যাহতয়েহি ব্যায়াঃ।

ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥" (মহু ২।৮)

ত্রিপদিকা (ক্ৰী) ত্রয়ঃ পদাঃ যন্তাঃ ত্রিপদী ততঃ সংজ্ঞায়াং
কন্ ততর্থাপ্। অর্থার্থ ভাতুনির্মিত ত্রিপাদযুক্ত শাস্ত্রাধার,
পূজাকালীন শাস্ত্র রাধিব্যার পাজ, এই পাজের উপর শাস্ত্র
রাধিয়া অর্থ স্থাপন করিতে হয়। "তত্র ত্রিপদিকামারোপ্য
শাস্ত্রং স্থাপয়েৎ।" (পূজাপদ্ধতি)

ত্রিপদী (ক্ৰী) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্তাঃ অস্ত্যলোপঃ সমা, ত্রীণি
পদ্যবঃ। ১ ত্রিপাদযুক্ত। ২ গায়ত্রীছন্দঃ, ইহার প্রত্যেক
পদে ৮ অক্ষর, অতএব তিনপদে ২৪ অক্ষরে এই
ছন্দ হয়। "ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রোহা নিম্বথে পদং
সমূলমন্ত পাংসুরে।" (শক ১।২২।১৭) ৩ হৃদয়দেগের

পাদবন্ধনার্থ রক্তভেদন। ৪ অর্থ্যাদার পাজভেদন, ভেগারা
৫ ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ—

"পঞ্চাটিকান্তা যদি যমকান্তা

বাদশ পরিণতমাত্রা।

কিন্নরগীতি তদিতি নিবীতি

ত্র্যক্ষসমাক্ষরগাত্রা ॥" (কাব্যোদয়)

ত্রিপদীছন্দে তিনটি করিয়া পদ থাকে। তন্মধ্যে প্রথম
ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল আছে, তৃতীয় পদটি যুগ
চরণের তৃতীয় পদের সহিত মিলে। ত্রিপদী লঘু ও দীর্ঘ
ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী—লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে ২০টি অক্ষর
থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টি করিয়া ১২টি এবং
তৃতীয় পদে ৮টি। যথা—

"কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর—

কোটি শশী পরকাশ।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিভাধর,

অম্বরগণের বাস"

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে
মিল থাকে না। যথা—

"রতি কহে আঁহা, তুমি ইন্দুবালা

দানবকুলের মণি।

না দেখি শচীরে, তার শোকে এত

বিধুরা হইলা ধনি।"

ভঙ্গ লঘুত্রিপদী—ভঙ্গলঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুই
পদ থাকে। এই দুইটি পদ আটটি করিয়া সপ্তক ও পরস্পর
(এবং যুগ চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত
থাকে। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল লঘু ত্রিপদী। যথা—

"সাবিলম্ব পায়ে ধ'রে, তবু না চাহিল ফিরে,

মরি মরি মরি, কহ সহচরি,

কেমনে পাইব তারে।"

ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী—ভঙ্গদীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইপদ
থাকে, এই দুইটি পদ দশটি করিয়া অক্ষরে সপ্তক ও পরস্পর
(এবং যুগ চরণের শেষ পদের সহিত) মিত্রাক্ষরে মিলিত
থাকে। দ্বিতীয় চরণটি অবিকল দীর্ঘ ত্রিপদী যথা—

"হাসু হাস কি কব বিধিরে,

সম্পদ ঘটাবে ধীরে ধীরে,

শিরোমণি মস্তকের, মণিহার ফরকের,

দিরে লয় সুখের নিধিরে।"

ত্রিপদ (পুং) চত্বের দশটী অক্ষর মধ্যে একটি। (ব্যাকি)

ত্রিপুরিঞ্জীকৃত (পুং) ত্রিষু বৃত্তাধঃ কর্ণহ পরিজাতঃ চেষ্টমানঃ ।
বাক্যন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই ত্রিবিধ কর্ণনিরিত ব্রাহ্মণ ।

“জৈবিত্তো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যক্ষমজীবকঃ ।

द्विकर्मा द्विपरिक्रान्ते। यैत्र एव श्रुते। द्विजः ॥”

(ভারত অক্ষ° ১৪১ অ°)

ত্রৈলোক্য (পুং) জীনি জীনি পৰ্বানি বস। পলাশ। (Butea
 frondosa) (ত্রি) ত্রিদল পত্রযুক্ত।

ত্রপণিকা (দ্বী) জীবী জীবী পণ্যনি বতাঃ সংজ্ঞায়াঃ কন-
 টাপ্. টাপি অন্তর্ভুক্ত। কলবিদ্যে, এক প্রকার মূল বিস্তৃত
 জিন্দগিত কলজাতীয় লতাভেদ। পর্যায়—বৃহৎপত্রা, ছিন্ন-
 গ্রহনিকা, কলানু, কলবহলা, আম্রবটী, বিনাকলা, ত্রিপণী।
 ইহার গুণ—মধুর, শীত, খাস, কাস, বিষ ও ত্রণবিনাশক।
 (মাজনি*) ২ বলা।

ব্রহ্মণী (জী) জীণি জীণি পৰ্বাণি যত্ৰাঃ । গৌরানিছাৎ ভীষ্ ।
 ১ শালপণী, শালপাইন। ২ বুনকাপাসী, বনকাপাস।
 ৩ পল্লিপণী, চাকুলে গাছ ।

তুপর্যায় (ত্রি) তিন পর্যায় বা তিন থাকযুক্ত ।

তৃত্য (পুং) ত্রয়াণাং পাঠঃ । তিন পদক্রমসংহিতার পাঠ ।

দ্রপাচিন্ (পুং) ত্রীন্ পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থান্ পঠতি
 পঠ-গিনি। বেদের পদক্রমসংহিতারূপগ্রন্থাধারী, যিনি বেদের
 পদক্রমসংহিতা পাঠ করেন।

দ্রপাণ (কী) ত্রি: কৃৎ: পানং উদকপানং যন্ত, বৃন্তৌ স্মৃচো
 লোপ: সংজ্ঞাভাৎ গৎ। ১ ত্রি:কৃৎ:পারিত স্মৃভেদ, যে
 হৃকে তিনবার ভিজান হইয়াছে। ২ বকল।

“তীৰ্পাং পৱিধাপৱতি ক্ৰৌমং ত্ৰিপাণং বা”

(କାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ୧୫୧୧)

‘त्रिपाणं त्रिःकृषः पारित्तं वा सकृदिति विकरः । वयन-
काले उदकेन त्रित्पण्णिषा यद्गते नृजं तद्व्यां तत्र विकारः
तर्पाणं त्रिः पारित्तं तद्विभूतिमित्यर्थः । केचित् त्रिपाणं
वक्लमित्याहुः ।’ (कर्क)

পাদ (পূঃ) ত্রয়ঃ পাদাঃ অস্ত, সংখ্যাপূৰ্ণব্ধেপি সমাসান্ত-
বিধেঃ ননিত্যাভাসান্ত্যলোপঃ । পরমেশ্বর ।

रक्षिणामक्षिशिराः षड्भुजो नवलोचनः।” (हरिवंश १८१ अ०)

পাদ্ (পূঃ) অথঃ পাদা অস্ত, সংখ্যা। পূৰ্ব্ববাদিত্যালোপঃ।

ত্রিবিক্রম, বিষ্ণু ; ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলির নিকট
 জিহব ভূমি প্রার্থনা করেন, অমিতভৈরব! বলি তথাক্ বলিয়া
 ভগবানকে জিহব ভূমি অর্পণ করেন। অমনিই ভগবানের
 বামনরূপ তিরোহিত হইল, তৎক্ষণাৎ বলিকে সর্বদেবময়
 বরাটরূপ দেখাইলেন। এই গম্বর বলি দেখিলেন,

পৃথিবী ভাঁহান পাহর, আকাশ মতক, চক্রে, খুঁয়া চকুর
ইত্যাদি। বলি তরানক বিবরণ দেখিরা বিমোহিত হইল
তখন ভগবানের একপদে বলির সমগ্র ভূমি, শরীরে আকাশ,
বাহুরে দিক্ সকল আক্রান্ত হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় পদ-
ক্ষেপণ করিলেন, সর্গে ভাঁহান কি ক্ষিপ্রায় স্থান হইল। কিন্তু
তৃতীয় চরণ রাধিবার কিছুমাত্র স্থান রহিল না, তখন ঐ চরণ
সর্ব হইয়া মর্ত্যলোকে, অমর্ত্যলোকে এবং তপোলোকের উপরি
সভ্যলোকে গিয়া উপনীত হইল। ভগবানের এই চরণ
অতিশয় ছন্দিত। (ভগবত ৮।২০ অ' ও হরিবংশ ২৩২ অঃ)
[বাহন ও বলি দেখ।]

ত্রিপাদিকা (ত্রি) ত্রয়ঃ পাদিকা। মূলানি ত্রয়ঃ কণ্‌ ততঃপা
 টাপি অত ইত্যং। হংসপাদীনতা। পূৰ্ব্বাখ্য—হংসপাদী, হংস-
 পদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা। (ভাবপ্রঃ)

ত্রিপাণচক্র (স্রী) ত্রিপাণচক্রঃ। জ্যোতিষোক্ত ত্রিপাণ-
বিষয়ক চক্র। এই চক্র*বারা বৎসরের শুভাশুভ বল জানা
যায়। জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

রাশিচক্রে অধিনী হইতে ২৭টা নক্ষত্র আছে, প্রত্যেক
নক্ষত্রে ইহার কোন না কোন নক্ষত্রে জয়গ্রহণ করিয়া থাকে,
এইজন্য ২৭টা নক্ষত্রে একটা চক্র লিখিত হইল। এই চক্র
দেখিলে প্রত্যেকই যে কোন বৎসরের শুভাশুভ ফল জানিতে
পারিবেন। [১৮৭ ও ১৮৮ পৃষ্ঠার জিণাপচক্রের চিত্র দেখ।]

এক অঙ্ক হইতে ৩৬ অঙ্ক পর্যন্ত এবং ৩৭ হইতে ৭২ পর্যন্ত ও ৭৩ হইতে ১০৮ পর্যন্ত বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বৎসরের সংখ্যা। এই চক্রে গ্রহগণের নাম সম্পূর্ণ না লিখিয়া আতঙ্কর মাঈ লিখিত হইল।

এক বর্ষ হইতে ৩৬ বর্ষ পর্য্যন্ত বেদঙ্গ ত্রিংশপ অর্থাৎ
 ক্ষেত্ৰপতাকী, কেতুকুণ্ডলী ও শুক্লকুণ্ডলী যে য়ে বর্ষে যে
 সকল গ্রহ অধিপতি হইবে, ৩৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত ও ৭৩
 হইতে ১০৮ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত গ্রহ অধি-
 পতি হইবে। ইহাতে একটী দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে।

মনে কর এক ব্যক্তির কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইরাছে, তাহার প্রথম বর্ষে কেতুপতাকী গণনার রবিগ্রহ ও কেতুকুণ্ডলীগণনার বুধগ্রহ এবং শুক্রকুণ্ডলীগণনার বুধগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়। এই তিনটি গ্রহপতনে ইহার প্রথম বৎসরে জিাপাচক্রে রবি, বুধ ও শুক্রের বর্ষ হইল। এইরূপ উক্ত ব্যক্তির প্রতি বৎসরে তিন তিনটি গ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই, যে বর্ষে তিনটি পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইবে, সেই বর্ষে তাহার পীড়া ও অমঙ্গল হইবে এবং যে বর্ষে তিনটি শুভগ্রহ বর্ষাধিপতি হয়, সেই

বৎসর নানাবিধ মঙ্গল হয়। এইরূপ পাপ ও শুভগ্রহের মিশ্রিত বর্ষ হইলে কলেরও ভারতম্য হইবে। তিনটি পাপগ্রহ বর্ষাধিপতি হইলে যে মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে এমন নহে, তাহার সহিত সপ্তশুভ কোষ্ঠাতে যদি সেই বর্ষ সপ্তশুভ পতন হয়, সুকুমদশা গণনার যদি সেই বর্ষ পাপগ্রহের বর্ষ হয় এবং নাক্ষত্রিক দশাগণনার যদি পাপগ্রহের দশা হয় কিবা তাহার অন্তরে ও প্রত্যন্তরে পাপগ্রহ যোগ হয়, লগচক্রের অষ্টমাধিপতিত্ব গ্রহের দশা বা অন্তর্দশাদি হয়, অথবা তাজকাদিগণনার মুহুরি অন্তত, অজ্ঞাত মতে রিষ্ট সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

কোন বর্ষে ত্রিপিপ বর্ষ হইবে, তাহা সহজে আনিবার জন্যই পরপৃষ্ঠার চক্র দেওয়া হইল।

ত্রিপিপচক্রে ১ হইতে ২৭টি নক্ষত্র ত্রির্ভাষ্যকৃত্তে অঙ্কিত হইয়াছে, প্রত্যেক কৃত্তের অন্তর্গত উপযুগ্মরি তিনটি গ্রহ অঙ্কিত হইয়াছে। এইরূপে ৩৬টি শ্রেণীতে গ্রহসংস্থাপন-পূর্বক ঐ ৩৬টি বর্ষাধিপতির গ্রহের উপর ১—৩৬ অঙ্ক, ৩৭—৭২ অঙ্ক এবং ৭৩—১০৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিত হইল, ইহা দ্বারা তাহার যে অঙ্গনক্ষত্র সেই নক্ষত্র অনুসারে তাহার ত্রিপিপচক্রে কোন গ্রহ পতিত হইবে, তাহা অতি সহজে জানা যাইবে। সপ্তশুভ জানিতে হইলে তদনুসারে গণনা করিতে হইবে। [সপ্তশুভ দেখ।]

ত্রিপিপচক্রফল—ত্রিপিপচক্রে যে বর্ষে চন্দ্র ও বুধ বর্ষপতি, সেই সেই বর্ষে শুভফল আনিবে; আর যে বর্ষে রাহ ও শনি বর্ষপতি হইবে, সেই বর্ষে মৃত্যু ভূল্যা ফল, বৃহস্পতিবর্ষ হইলে সুখ, মঙ্গল ও রবি বর্ষপতিতে হুঃখ হয়। কেতুপতাকা, কেতুকুণ্ডলী ও শুক্রকুণ্ডলী এই তিন মতেই যদি পাপগ্রহের বর্ষ হয়, তবে সেই বর্ষে জীবন সংশয় হইয়া থাকে। রবি ও মঙ্গলের বর্ষে হুঃখ, কেতুর বর্ষে মহারোশ, চন্দ্র ও বুধের বর্ষে সুখ, বৃহস্পতি ও শুক্রের বর্ষে রাজ্যলাভ, এবং রাহ ও শনির বর্ষে মহারোশ হয়।

ত্রিপিপচক্রে দুই রবি থাকিলে রোশ, দুইচন্দ্র থাকিলে সুখ, দুই মঙ্গল থাকিলে অমিত্র ও পীড়া, দুই বুধ থাকিলে ধনসঞ্চয়, 'দুই শনি থাকিলে সর্বনাশ, দুই বৃহস্পতি থাকিলে রাজভোগ, দুই রাহ থাকিলে অন্তঃকর ও দুই শুক্র থাকিলে নানাপ্রকার সুখভোগ হয়। ত্রিপিপচক্রে তিন রবি থাকিলে বিভ্রাণ, তিনচন্দ্র থাকিলে রোগ্য ও শুভ বজ্র-লাভ, তিন মঙ্গল থাকিলে জীবনসংশয়, তিন বুধ থাকিলে রক্তলাভ, তিন শনি থাকিলে বধ ও বন্ধন, তিন বৃহস্পতি থাকিলে অতুল ঐশ্বর্য, তিন রাহ থাকিলে

অজ্ঞানত, তিন শুক্র থাকিলে সর্বদা লাভ এবং তিন কেতু থাকিলে অরপীড়া হয়। ত্রিপিপের বৎসরে নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। (জ্যোতিষ) ত্রিপিপের বিষয় খনার বচন—

“রবি বৎসর শুল্ক কল, শিরশুল গারে অর।

বর পোড়ে মাছুব মরে, অনেক বিষ রবি করে।

বুধের বৎসর বেবে হয়, ভ্রমণ মরণ তাহার হয়।

ছেদ পীড়া দ্বী পুত্র, রোগ মরণ থাকে পাত্র।

শোকবন্ধি থাকে অর্থে, ধনসর্ব্ব নাশে বুধে।

শনি মঙ্গল ভূমিস্ত, তোমার বৎসর যমের দূত।

বর পোড়ে দহাতে মারে, বধাসর্ব্ব রাজার হয়ে।

রাহর বৎসর ডাড়ুকা পায়, নানা হুঃখ অবশ্য পায়।

হাতে পায় নাই গোটা স্থানত্রুট নাই পোষ্টা।

শুনির বৎসর শুল্কভোগ বহুবিক্ষেদ করার রোগ।

শিলার শুভ খসে পড়ে, বত অর্জে সব হয়ে।” (খন)

ত্রিপিটক (ত্রি, তিন+পিটক, পেটরা বা খুড়ি) মেঘ

দিগের ধর্মগ্রন্থ। বুকের দেহভাগের পর তাঁহার ৫০০ শিখ

পাটলীপুত্রের সমীপবর্তী কোন গুহার সমবেত হইয়া তাহার

উপদেশাবলী সংগ্রহ করেন, এইটাই বৌদ্ধদিগের প্রথম সমিতি,

এইরূপ ধর্মসমিতির নাম সঙ্ঘ। তাঁহারা প্রভুর উপদেশ

গুলি তিন ভাগে বিভক্ত করেন, (১) শিষ্যগণের প্রতি

বুকের উপদেশ, (২) তৎপ্রদর্শিত নিয়ম বিধি, (৩) তৎ

কথিত ধর্ম মত। এই তিনটি সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামে

খ্যাত। প্রথম পিটকে নীতি বা বিনয় সম্বন্ধীয় বিষয় লিখিত

আছে; দ্বিতীয় পিটকে সূত্রাবলী ও তৃতীয় পিটকে দার্শনিক

তত্ত্বসমূহ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিটক

কখন কখন ধর্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূত্রগুলি

শাক্যমুনিরূপে বলিয়া কথিত। ইহাতে কথোপকথনরূপে

নীতিশাস্ত্র ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। নার

য়ণ, অনার্দন, শিব, ব্রহ্মা, পিতামহ, বক্রণ, শঙ্কর, কুবের, ধর্ম,

বাসব, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ এই ধর্মগ্রন্থে আছে।

ইণ্ডিয়া আকিসের লাইব্রেরীতে চীন ভাষায় লিখিত যে বৌ

ত্রিপিটক আছে, তাহা ২০০০ খণ্ডে বিভক্ত। বহু ব

অনুমান করেন যে “অথকথা” নামক পালিভাষায় (যে টিবি

ছিল, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র তাহা সিংহলে লইয়া গিয়া তথ

সিংহলী ভাষায় উহার অনুবাদ করেন ও বুজায়োয় গ্রন্থ

৪৩০ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে পালি ভাষায় পুন

অনুবাদ করেন। মতান্তরে, রাজা বসন্তগমনী

কালে (খৃষ্টপূর্ব ৮৮—৭৬ অব্দে) সিংহলের রাজ

ও কনিহ যে ধর্ম সত্য আত্মান করেন (১০—৪০ খৃষ্টাব্দে)

ত্রিপাপ চক্র

[illegible]

[illegible]

তাহাতেই ঐ মতগুলি লিপিবদ্ধ হয়। সিংহলের রাজকেরা
 তেঁতুল লিখিয়াছেন, তাহা সিংহলী ভাষাতেই লিখিত ও
 পরে এম পুটাকে উহা পালি ভাষার অনুবাদিত হয়। কিন্তু
 পূর্বেকর্ত্ত ধর্মসত্যের সংকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।
 বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠিত মত দীর্ঘকাল একভাবে কার্য্যকারী
 হয় নাই। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটত।
 মহাবংশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের দেহ-
 ত্যাগের পর ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮ বার এইরূপ পরিবর্ত্তন
 ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থি ভারতবর্ষে বৈদিক পন্থা-
 গামিগণ ইহার বশেষ্ট বিকাকারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সিংহলে
 ইহার বিককে বিশেষ কোন উৎপাদন হয় নাই। খ্রীষ্ট ১৬শ
 শতাব্দীতে তামিলগণ সিংহল আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি নষ্ট
 করিতে বলাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু তথাকার রাজকেরা
 জ্ঞানদেশে দূত পাঠাইয়া দেন। পরে ব্রহ্মদেশ হইতে
 উপযুক্ত রাজক আসিয়া ধর্মগ্রন্থ রক্ষা করিলেন। অষ্টাদশ
 শতাব্দীর শেষ না হইতে সিংহলে রাজকগণের বস্ত্রে বৌদ্ধধর্ম
 প্রাধান্য লাভ করিল। তাহার পর হইতে রাজকেরা উদ্যোগী
 হইয়া বৌদ্ধধর্মের মতপ্রচারে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের
 সুপ্রাচ্য আছে; তাহা হইতে বিস্তর পুস্তিকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 ধর্মগ্রন্থ বাহির হইতেছে।

ত্রিপিণ্ড (ত্রী) ত্রিপিণ্ডানি দেয়াত্তজ। পিত্তাদি তিনজননের
 উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য পার্কণ শ্রাদ্ধ, পার্কণ শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ
 ও এপিতিমহের পিণ্ডদান করিতে হয়।

“ততঃ প্রভৃতি সংক্রান্তাবুপরাগাদিপর্কত্ব।

• ত্রিপিণ্ডমাচরেৎ শ্রাদ্ধমেকাদিষ্টং মৃতাহনি ॥” (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

[পার্কণশ্রাদ্ধ দেখ ১]

ত্রিপিণ্ডী (ত্রী) ত্রয়াণাং পিণ্ডানাং সমাহারঃ, ত্রীপ্। পিত্তাদির
 উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান।

ত্রিপিব (পুং) কর্ণাভ্যাং জিহ্বয়া চ পিবতি পা-ক। বার্জীপস
 লবর্ণক ছাগভেদ, বার্জীপস শব্দে বৃদ্ধ ছাগকে বুঝায়। ইহার
 কর্ণধর ও জিহ্বাযারা জল ল্পর্শ করিয়া পান করে, এই জন্ত
 ইহাদের নাম ত্রিপিব।

“ত্রিপিবস্ত্রিহ্মরক্ষীণং যেতং বৃদ্ধমজাপতিং।

বার্জীপসন্ত তৎপ্রাঙ্ক বাজিকাঃ পিতৃকর্ম্মণি ॥” (মহু ৩২৭১)

‘পিবতো বন্ত ত্রীণি জলং ল্পশ্চি, কণৌ জিহ্বা চ স ত্রিভিঃ

পিবতীতি ত্রিপিবঃ।’ (মেধাতিথি)

ত্রিপিষ্টপ (ত্রী) মর্ত্তাপাতালাপেক্ষা তৃতীয়ং পিষ্টকং ভূবনং
 বৃত্তৌ ত্রিশব্দন্ত ত্রিভাগবৎ পূরণার্থতা। ১ ঞ্জ। ২ আকাশ।

(শব্দরং)

ত্রিপিষ্টপম্ (পুং) ত্রিপিষ্টপে লীঘতি লদ-কিপ্। দেবতা।

ত্রিপু (পুং) তেন। (নিষক্টু) ইহার পাঠান্তর ত্পু দেখা যায়।

ত্রিপুট (পুং) ত্রীণি পুটানি অন্ত। ১ নীলক, মটর ডাইল।

২ তীর। ৩ হস্তভেদ। ৪ তালকবস্ত্র, তাল, কুসুম। ৫ গোক্ষুর-

বৃক্ষ। ৬ শর। ৭ কলার তৈল, খেসারী। পর্য্যায়—ত্রিপুট,

খণ্ডিক। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, তীব্র, রক্ষ, কক্ষ ও পিত্ত-

নাশক, রক্তিকর, গ্রীহক, সীতল, শল ও পক্ষাকারক এবং

অতিশর বায়ুহৃদিকর। (ভাবপ্রং)

ত্রিপুটক (পুং) ত্রিপুট সংজ্ঞায় কন্। ১ বৈদল, খেসারী।

২ ত্রণের আকার ভেদ।

ত্রিপুটা (ত্রী) ত্রীণি পুটানি বভাঃ। ১ মলিকা। ২ বেলফুল।

৩ হুন্নেলা, ছোট এলাচ। ৪ ত্রিযুৎ, তেউড়ি। ৫ কর্ণকোট-

লতা, কাণকাটা। ৬ হুন্নেলা, বড় এলাচ। ৭ রক্তত্রিযুৎ,

রক্ততেউড়ি। ৮ যেতত্রিযুৎ, লাদা তেউড়ি। ৯ তন্নোক্ত

দেবীবিশেষ। ইহার মূর্ত্তি—

“পারিজাতবনে রম্যে মণ্ডপে মণিকুট্টমে।

• রত্নসিংহাসনে রম্যে পদ্মে ঘটকোণশোভিতে ॥

অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্ত নিষরাং দেবতাং স্মরেৎ।

চাপং পাশাঙ্ঘ্রনরসিদ্ধান্তস্থং পুষ্পবাণান্

সংবিভ্রাণাং করসরসিতৈঃ রত্নমৌলিং ত্রিনেত্রাং।

হেমাজাভাং কুচতরনভাং রত্নমঞ্জীরকাঞ্চী-

গ্রৈবেয়াদৈর্ন্যাক্ষিসিতভৃৎ ভাবয়েচ্ছক্তিমান্তাম্ ॥

বহস্তীভিঃ কুচান্তাভির্দুতিভিঃ পরিবারিতাং।

কর্ণণামৃতবহিণ্যা পশুস্তাং সাধকং দৃশ্য ॥” (ভক্তসার)

পারিজাতবনে রম্যে মণিকুট্টমে রত্নময় সিংহাসনে কল্প

বৃক্ষের নিম্নদেশে এই ত্রিপুটাদেবী অবস্থান করিতেছেন,

ইহার সর্বদা পূজা করিতে হইবে। ইনি অতীষ্টদাত্রী।

ত্রিপুটিন্ (পুং) ত্রীণি পুটানি সন্ত্যন্ত ইনি। এরণ্ড বৃক্ষ,

ভেরাঙাগাছ। ২ বিদলবিশেষ, খেসারী।

ত্রিপুটী (ত্রী) ত্রীণি পুটানি সন্ত্যন্তাঃ অচ্ গোরা ভীষ।

১ ত্রিব্রতা, তেউড়ী। ২ হুন্নেলা, ছোট এলাচ। ত্রয়াণাং জাতৃ-

জ্ঞানজ্ঞেয়রূপাণাং পুটানামাকারিণাং সমাহারঃ ত্রীপ্। জাতৃ,

জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ পুটত্রয়।

“তৃতোৎপত্তেঃ পুরা ভূম্য ত্রিপুটাবৈতবৃক্ষনাং।

জাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী ত্রয়ং হি নো ॥”

(শব্দরং ১১১৪)

ত্রিপুটীরূপ বৈতের অভাব হেতু তৃত সকলের উৎপত্তির

পূর্বে কেবল সেই সর্বব্যাপী চৈতন্ত ছিল, ইহা তির আর

কোন পদার্থ ছিল না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জাত এই তিনের

নাম ত্রিপুর। প্রলয়কালে এই ত্রিপুরা থাকে না, জাগতিক সৃষ্টিকালে এই ত্রিপুরার পৃথক পৃথক জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রলয়কালে আর অভিন্ন বোধ থাকে না, যিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞান, তখন সকল এক।

উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোষকে জ্ঞাতা বলা যায়, মনোময় কোষ জ্ঞান এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল জ্ঞেয় পদবাচ্য হয়। ইহাদিগের সমষ্টির নাম ত্রিপুরা। উৎপত্তির পূর্বে এই ত্রিপুরার সত্তা অসম্ভব। তখন পরিপূর্ণ অশেষ স্বরূপ ছিল। (পঞ্চদশী) (শঙ্করাচার্য্য রচিত 'ত্রিপুরাপ্রকরণ' এবং আনন্দতীর্থ ও প্রজ্ঞানন্দকৃত ত্রিপুরাপ্রকরণের টীকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

ত্রিপুরীকল (পুং) ত্রিপুরা পুটত্রয়ঃ ফলেহস্ত। এরণ্ড বৃক্ষ। ত্রিপুরা (স্ত্রী) ত্রয়াণাং পুত্রাণাং ইন্দুবদাংকরাণাং সমাহারঃ। তিলকভেদ, ললাটস্থিত তিৰ্য্যক রেখাত্রয়। ত্রিপুরা ক ধারণ করিয়া শিবপূজা করিতে হয়।

“খিনা তন্ত্রত্রিপুরেণ বিনা কদাক্ষমালয়া।

পূজিতোহপি মহাদেবো ন স্তাত্তস্ত ফলপ্রদঃ ॥

তন্মানুমানি কৰ্ত্তব্যং ললাটেহপি ত্রিপুরাং কং।” (তিথিতত্ত্ব)

ভূম্ব ও ত্রিপুরা ক ধারণ না করিয়া শিবপূজা নিফল হয়, অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয়। শৈব ত্রিপুরা ও বৈষ্ণব উৰ্দ্ধপুত্র ধারণ করিবে। যাহারা ত্রিপুরাকে নিন্দা করে, তাহারা মহাদেবকে নিন্দা করে। যিনি ইহা ললাটে ধারণ করেন, তিনি মহাদেবকে ধারণ করেন। [তিলক ও শিবপূজা দেখ।]

ত্রিপুর (স্ত্রী) ত্রিগুণিতাঃ পুত্রঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যাত্মাং আৰ্হে ন অচ্ সমা। ময়দানবকৃত অশুরদিগের পুরত্রয়। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুর (স্ত্রী) ত্রয়াণাং পুত্রাণাং সমাহারঃ। অশুরদিগের পুরত্রয়। ত্রিপুরের বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে— তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিছাম্বালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র কঠোর তপস্তা করেন, ব্রহ্মা ইহাদিগের তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হন, তখন ইহারা ‘আমরা সকল ভূতের অবধ্য হইব’ এই বর প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা এই বর দিতে স্বীকার করেন নাই, পরে ইহারা তিন ভাই মিলিত হইয়া ব্রহ্মাকে নিবেদন করিল, ‘আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, তিনজনে পুরত্রয়ে অবস্থান করিয়া জনসমাজে পূজিত হই এবং সহস্র বৎসর পরে আমরা তিনজনে মিলিত হইব, সেই সময় যদি কেহ একবাণে সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা তাহারই হস্তে নিহত হইব।’ ব্রহ্মা তাহাই হইবে বলিয়া প্রস্থান করেন।

এই সময় ইহারা পুরত্রয় নির্মাণ করিবার অল্প ময়দানবকে নিযুক্ত করেন, ময়দানব খীর ভগোবলে স্বর্গে কাকদ্বয়, অন্তরীক্ষে রক্তময় ও মর্ত্যে লোহময় এই পুরত্রয় নির্মাণ করেন। ঐ পুরত্রয়ের এক একটা শতযোজন বিস্তীর্ণ ও আরত এবং বহুতর গৃহ, অট্টালিকা, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতিতে সুশোভিত। তারকাক্ষ মূৰ্ধনময় পুরীর, কমলাক্ষ রক্তময় পুরীর ও বিছাম্বালী লোহময় পুরীর অধীশ্বর হইল। ইহারা অস্ত্রবলে ত্রিলোক আক্রমণ করিল। তখন অশুরগণ দেবতা-দিগকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তারকাক্ষের হরিনামে এক পুত্র কঠোর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, আমাদের পুরমধ্যে একটা বাপী প্রস্তুত করিব, ঐ বাপীজলে অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করিলে তাহারা পুনর্জীবিত হইবে। ইহাতেও সকলে হর্ষিত হইয়া উঠিল। দেবগণ প্রতিপদে লাজিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। দেবগণ প্রণতিপূর্ব্বক দানবগণের দোষাখ্যায় কথা বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, ‘ঐ দানবত্রয় আমারই বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহাদের নিধন হইবে, মহাদেব ভিন্ন অল্প কোন দেবতা ঐ পুরত্রয় একবাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, চল আমরা সকলে মহাদেবের শরণাগত হই, তাহা হইলে অচিরে ঐ পুরত্রয় নষ্ট হইবে, এবং তাহা হইলে ঐ দানবত্রয় বিনষ্ট হইবে।’ এই কথা বলিয়া দেবগণ ব্রহ্মার সহিত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, ‘তোমরা আমার বলাদ্ধি গ্রহণ করিয়া অগ্রে যুদ্ধে প্রস্তুত হও’। দেবগণ বলিলেন, ‘আমরা আপনার বলাদ্ধি গ্রহণ করিতে পারি এরূপ শক্তি আমাদের নাই, আপনি বরং আমাদের বলাদ্ধি গ্রহণ করুন’। মহাদেব তখন দেবগণের বলাদ্ধি গ্রহণ করিয়া অধিকতর বলশালী হইয়া উঠিলেন। এই অবধিই শিবের নাম মহাদেব হইয়াছে। মহাদেব তখন দেবগণকে কহিলেন, ‘তোমরা আমার ধন ও রথ প্রস্তুত কর, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ত্রিপুর দণ্ড করিব।’ তখন দেবগণ বিশ্বকর্ষাকে ডাকিয়া রথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন; তখন তাহারা পর্কত, বন, দ্বীপ ও ভূতগণপরিবৃত বিশাল নগরসম্পন্ন বসুন্ধরাকে মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর পর্ব্বত, দানবালয় ও অন্যান্য ঐ রথের অক্ষ; ভাগীরথী জম্বা, দ্বিবিদিক ভূষণ; নন্দ সকল ঈশা, সত্যযুগ ও স্বর্গ যুগকাঠ, ভূজগাল, অনন্তদেব, কুবের, হিমালয়, বিষ্ণাচল, সূর্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তধিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধ্বজা; জল ও নদী সকল বহ্ননসামগ্রী; দেবি, রাজি, কলা, কাঠা, ছয়ধর

ও নীপগ্রহ সমুদায় অম্বকর্ষ, তারাপণ-বন্ধন; ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু, কলপুশ পরিশোভিত ওষধি ও লতা সকল বণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ণ ও অপূর্ণ পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্রশ্রমুখ দশনাগপতি ক্রৈবা, মহোরগগণ যোক্ত; সম্বর্তক মেঘ, যুগচন্দ্র, কাল পৃষ্ঠ; নহব, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অজ্ঞান নাগগণ অশ্বগণের কেশর-বন্ধন; সমুদয় দিক্ প্রদিক্ এবং ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বশিখা; মজ্জা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের অশ্ব; পূর্ন অমাবস্তা, পূর্ন পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্তা ও উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত; পূর্ন অমাবস্তার অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক, মন রথোপস্থ, সরস্বতী রথের পশ্চাত্তাগ, শক্রচাপসমম্বিত বিহাঙ্গ, পবনোদ্ধৃত পতাকা, বযট্টকার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষ বন্ধন হইলেন। বিষ্ণু, সোম ও হতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহাদেবের বাণ ক্রান্ত হইল। অগ্নি এই বাণের কাণ্ড, সোম কলক এবং বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্বে স্রীশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর ক্রান্ত হইয়াছিল, এখন তাহা উহার শরাসন রূপ ও সাবিত্রী মোক্ষীরূপ ধারণ করিল। কালচক্র হইতে অভেদ্য দিবা বর্ষ বহির্ভূত হইল। মৈনাক ও মেরুপর্বত ধ্বজবলি হইল। সোমামিনী সহিত মেঘমালা পতাকা হইল। এইরূপে অপূর্ন রথশরাসনাদি নির্মিত হইলে মহাদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব উহাতে নিজ প্রধান শস্ত্র সমুদয় সংস্থাপনপূর্বক আকাশকে ধ্বজ-বলি করিয়া উপর উপর মহাব্রহ্মকে সরিবেশিত করিলেন। এসদণ্ড, কালদণ্ড, ক্রন্দণ্ড ও অর রথের পার্শ্বরক্ষক, অধর্ম ও অঙ্গিরস চক্ষুরক্ষক, অগ্নিবেদাদি পার্শ্বচর হইল। ওঁকার রথের সমুখে শোভা পাইতে লাগিল। মহাদেব ছয় ধ্বজ-সম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মোক্ষী করিলেন। ভগবান্ রুদ্র সাক্ষাৎকাল স্বরূপ, সম্বৎসর তাহার শরাসন, এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মোক্ষী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইহার তাঁহার বাণস্বরূপ হইলেন। মহাদেব এই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরস যজ্ঞসম্বৃত হুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিহিত করিলেন। মহাদেব এই বশে আরোহণ করিয়া দেবগণকে কহিলেন, 'এখন কোন্ মত্যা আমার সাংরথ্য কার্য করিবেন?' দেবগণ কহিলেন, 'আপনি যাহাকে আদেশ করিবেন তিনিই আপনার সাবধি হইবেন।' ইহাতে মহাদেব বলিলেন, 'যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে সাংরথি কর।' দেবগণ মহাদেবের এই বাক্যে পিতামহের

শরণাগর হইয়া কহিলেন, 'এই মুহূর্ত্তে আপনাকে সাংরথি কার্য করিতে হইবে।' পিতামহ তাহাই স্বীকার করিয়া মহাদেবের সাংরথি পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন মহাদেব বিষ্ণু-সোমাদি সমুৎপন্ন শর গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। কমলবোনি ভূতনাথের বাক্যানুসারে ত্রিপুরের অভিযুগে অশ্বদিগকে পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত ব্রহ্ম ভীষণ নিনাদ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। শূলপানি মহাদেব ক্রোধে অধীর হইলেন, তখন ত্রিলোক কম্পিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই রথ 'সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং সেই শরাসনের স্ফালনে অবসর হইল। তখন নাগায়ণ; সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া ব্রহ্মরূপ ধারণপূর্বক ঐ মহাশয় উদ্ধৃত করিলেন। মহাদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও ব্রহ্মের মস্তকে অবস্থান-পূর্বক সিংহনাদ করিয়া দানবপুর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অশ্বের স্তন ছেদন ও ব্রহ্মের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, সেই অবধি অশ্বগণ স্তনহীন ও গৌলমূহের খুর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অনন্তর মহাদেব শরাসন অধিষ্ঠা ও ঐ শর পাণ্ডপতান্ত্রে সংযোজিত করিয়া ত্রিপুরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সেই পুরাতন একত্র সমবেত হইল। ইহা দেখিয়া দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অতিশয় আশ্চর্য্যিত হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব দিব্য শরাসন আকর্ষণপূর্বক পুরাতনকে লক্ষ্য করিয়া সেই ত্রৈলোক্যসার ভূতশর পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরে ত্রিপুর তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। অস্ত্রগণ ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শস্ত্র তাহাদিগকে দণ্ড করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। চারিদিক্ হইতে মহাদেবের স্তুতিগান হইতে লাগিল। মহাদেবের রোষ-প্রভাবে ত্রিপুর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মহাদেব ক্রোধ সত্ত্বরণ করিলেন। পৃথিবী ভারশূন্য হইল, দেবগণ স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। (ভারত কর্ণণ ৩৫ অং, হরিবংশ)

ত্রিপুরঘ্ন (পুং) ত্রিপুরং হস্তি হন টক্। মহাদেব। [ত্রিপুর দেখ।]

ত্রিপুরদহন (পুং) মহাদেব, শিব।

ত্রিপুরদাস, একজন ভগবদ্ভক্ত কায়স্থ ইনি প্রথমে বাদশাহের সরকারে মুহুরির কার্য্য করিতেন এবং ইহাতে অনেক টাকা উপার্জন করেন। এই সমস্ত অর্থই তিনি ভগবদ্ভাস্যায় ব্যয় করেন। প্রতি বৎসর গোবর্দ্ধন পর্বতে তিনি ত্রিনাগ-জীকে শীতবস্ত্র দিতেন, ক্রমে রাজ-সরকারের চাকরী গেলে, দরিদ্র হইয়া পড়েন। পূর্বে কিছুই সঞ্চয় করেন নাই, যাহা আয় হইত, তাহাই ভগবদ্ভাস্যায় ব্যয় করিতেন।

এখন নিত্য হুবহু পড়িলেন, কিন্তু প্রতি বৎসর শ্রীনাথ-
জীকে গাজবস্ত্র দিতে অবহেলা করিতেন না। এক বৎসর
কোন ক্রমেই আর বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, অবশেষে
আগ্নার পতনের দোষাত, বিক্রম করিয়া সেই অর্ধে শ্রীনাথ-
জীর গাজবস্ত্র ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহারি তাহা
শ্রীনাথজীর গায়ে না দিয়া তুলিয়া মাখে। রাজিতে তাহারীকে
প্রত্যাদেশ হয়, 'আমি শীতে কষ্ট পাইতেছি, আর তুমি ত্রিপুর-
দাসের দত্তবস্ত্র তুলিয়া রাখিয়াছ, সহস্র শাল বনাতে আমার
শীত নিবৃত্তি হয় না। সমস্ত ত্রিপুরদাসের দত্ত বস্ত্র আমার
দাও।' (ভক্তমালা)

ত্রিপুরভৈরবী (জী) ত্রিপুরা ধর্ম্মার্থকামানাং দাত্রী সা চাসৌ
ভৈরবী চেতি। দেবীবিশেষ, ইহার রূপ রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্র-
পরিধান, চতুর্ভুজা, তাহার উর্দ্ধদক্ষিণ হস্তে মালা, অধো-
দক্ষিণ হস্তে উত্তম পুস্তক, বামহস্তয়ুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র
সুখ্যের স্তায় উজ্জল, ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা, উত্তম পীন
স্তনযুগলশোভিতা, শেতপ্রতোপরি আসীন, মহাভবদনা,
সর্কালঙ্কারভূষিতা, উহার মস্তক, বকঃস্থল এবং উহার কটি-
দেশ এ তিন ছাড়া মুণ্ডমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং নয়নত্রয়
মধুপানে শ্ৰুতি, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ। এইরূপে ত্রিপুরভৈরবীকে
চিন্তা করিবে। ধ্যান—

“চতুর্ভুজাং রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাং।

দক্ষিণোর্দ্ধে স্রজকাধো বিভ্রতীং পুস্তকোত্তমাং।

অভয়ং বামহস্তাভ্যাং বরঞ্চ দধতীং তথা।

সহস্রসুখ্যসঙ্কশাং ত্রিনেত্র্যাং গজগামিনীং ॥

পীনোত্তমস্তনযুগাং সিতপ্রভাসনস্থিতাং।

স্মিতপ্রভাবদনাং সর্কালঙ্কারসংযুতাং ॥

তিস্থতি মুণ্ডমালাভিঃ শিরোবকঃকটায়ু চ।

ত্রিগুণং ত্রিগুণীভূতৈঃ প্রত্যেকং পরিভূষিতাং ॥

মদিরাধূনয়নাং রক্তদণ্ডচ্ছদদ্বয়াং।

চিত্তরেখরদাং দেবীমেবং ত্রিপুরভৈরবীং ॥” (কালিকাপুঃ ৭৪ অ’)

ত্রিপুরভৈরবীর পূজাপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি অস্ত
পূজায় ব্যবহার করিতে নাই।

তিন মুহূর্ত্তকাল ত্রিপুরভৈরবীর পূজা করিতে হইবে।
ইহার পূজায় ৩০ বারের কম জপ না হয়। অমৃত,
মধ্যমা এবং অনাম্য এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুর-
ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মালা বিগুণ
করিয়া দিতে হয়। সাধক চন্দ্রাসনে বসিয়া পশ্চাত্তাগে পদদ্বয়
রাখিয়া অনন্তচিত্তে নির্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে।
বিজ্ঞ সাধক পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন

করিবে। এই দেবীর যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিতা না হন, তাহা
হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিশ্চিত ব্যাধি,
জী পুত্র ও ভৃত্যাদি অবলীকৃত এবং পরে তাহার
শত্রুদ্বারা মৃত্যু হয়। এই ত্রিপুরভৈরবী যোগনিজা রূপ
জননী মায়াই রূপভেদ, একই মায়া বহুরূপে ক্রীড়া করেন।
(কালিকাপুঃ ৭৪ অ’)

ত্রিপুরমল্লিকা (জী) জীপি পুরাণি দলাবৃত্তয়ো যতঃ, সা
চাসৌ মল্লিকা চেতি। পুষ্পরূপবিশেষ, ত্রিপুরমল্লিকা।
পর্যায় রেশম। (ত্রিকাঃ)।

ত্রিপুরা (জী) জীন্ ধর্ম্মার্থকামান্ পুরতি পুরতো দদাতি পুর-
ক, ততঃপা। দেবীবিশেষ, ত্রিপুরাদেবী কামাখ্যার মূর্ত্তি-
ভেদ। বাগভব, কামবীজ এবং জৈশ্বর ধর্ম্ম অর্থ ও কামাদির
সাধক এই তিনটি কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরাদেবীর মূলময়
হয়। কামরূপিনী কামাখ্যা তিনটি দান করেন এবং তিনে-
অগ্রে পূজিতা হন, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরা হইয়াছে।

“জীন্ যস্মাৎ পুরতো দদাতি হুর্গা ধাতা মহেশ্বরী।

ত্রিপুরতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিনী ॥”

(কালিকাপুঃ ৬৩ অ’)

এই দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ রেখাত্রেয় নির্মিত, তিনটি
পুর মন্ত্র ত্র্যক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টি
নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ, যে হেতু এই সমস্ত বস্তু
তিন তিন, এই নিমিত্তই উহার নাম ত্রিপুরা।

“ত্রিকোণং মণ্ডলং চাত্তাত্রিপুরম্ ত্রিরেখকং।

মন্ত্রস্ত ত্র্যক্ষরং জ্ঞেয়ং তথা রূপত্রয়ং পুনঃ ॥

ত্রিবিধা কুণ্ডলীশক্তিত্রিদেবানাঞ্চ সৃষ্টয়ে।

সর্বং ত্রয়ং ত্রয়ং যস্মাৎ তস্মাত্ত্রিপুরামতা ॥

(কালিকাপুঃ ৬৩ অ’)

ইহার রূপ সিন্দূরপুঞ্জসদৃশী, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা,
বামদিকের উর্দ্ধহস্তে পুষ্পধর্ম্ম এবং অধোহস্তে পুস্তক,
দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে এটা বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালা, চারিটি
কুণ্ডলের পৃষ্ঠে আর একটি কুণ্ডল রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান,
জটাজুট এবং অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বন্ধকেশ, নম্রা, মধ্যদেশে ত্রিগুণী
দ্বারা শোভিতা, সর্কালঙ্কারভূষিতা, সর্কালঙ্কারী, মঙ্গলময়ী,
ধনবিতরণকারিণী, সর্কালঙ্কারসম্পন্ন এইরূপ ত্রিপুরাধিকার
ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

“সিন্দূরপুঞ্জসঙ্কশাং ত্রিনেত্র্যস্ত চতুর্ভুজাং।

বামোর্দ্ধে পুষ্পকোদণ্ডং ধ্বজাধঃ পুস্তকং তথা।

দক্ষিণোর্দ্ধে পঞ্চবাণানক্ষমালাং দধাত্যধঃ ॥

চতুর্গাং কুণ্ডলানাং পৃষ্ঠেহস্তং কুণ্ডলত্রয়ং।

নিধায় তত পৃষ্ঠে হু সৰণদেন সংস্থিতাং ॥

জটাজুটচৈবৈব সমাবল্লিখিতকোষাং ।

নর্যাং ত্রিবিধলিখিতেন চাক্ষুশ্যাং মনোহরাং ॥

সৰ্গালঙ্কারসম্পূর্ণাং সৰ্গালঙ্কারীঃ শুভাং ।

অবদু বিগল্লোহাং সৰ্গলঙ্কণসংযুতাং ॥" (কালিকাপুঃ ৬৩ অং)

এইরূপে প্রথমে ধ্যান করিবে এবং আপনাকে ত্রিধা-
রূপে ভাবনা করিবে ।

দ্বিতীয় ত্রিপুরামূর্তি, এইরূপ—বন্ধুকপুন্সঙ্গদ্বী, জটাজুট ও
চক্রধারী মণ্ডিতা, সৰ্গলঙ্কণসম্পন্ন, সকল প্রকার অলঙ্কারে
বিশোভিতা, উত্তমস্বৰ্ণ্য সঙ্গ বসনপরিধানা, পদ্মপৰ্য্যঙ্ক-
সংস্থিতা, মুক্তা ও রত্নাবলীযুক্তা, পীনোরতপমোদরমুক্তা,
ত্রিবিধলিখিতা, আসবের আমোদে সন্তুষ্টা, নেত্রাঙ্কলকরী,
বিশুদ্ধা, জগতের ক্ষোভিণী, ত্রিনেত্রা, যোনিসুন্দার প্রতি ঈষৎ
হাস্তসমায়ুক্তা, নবযৌবনসম্পন্ন, মৃণালতুল্যা চতুর্ভুজা, বাম-
দিশের উর্দ্ধহস্তে পুস্তক, অধোহস্তে অভয়, দক্ষিণের উর্দ্ধহস্তে
অক্ষমালা, অধোহস্তে বর, গলদ্রব্যা, স্বৰ্ণাভা, আপাদলম্বিত-
শিরোমালাধারিণী, করলক্ষ্যাবলম্বনে অবস্থিতা, কদম্বোপ-
বনাস্তরিতা, শুভদায়িনী এবং কামাঙ্কলকরী, এইরূপ
মনোহরা দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্তির ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় ধ্যান—

"বন্ধুকপুন্সঙ্গদ্বী জটাজুটেন্দুমণ্ডিতাং ।

সৰ্গলঙ্কণসম্পূর্ণাং সৰ্গালঙ্কারভূষিতাং ॥

উত্তমবিপ্রাযবজ্রাং পদ্মপৰ্য্যঙ্কসংস্থিতাম্ ।

মুক্তারত্নাবলীযুক্তাং পীনোরতপমোদরমুক্তাং ॥

বলীবিভক্তচতুরামাসবামোদমোদিতাং ।

নেত্রাঙ্কলকরীঃ শুভাং ক্ষোভিণীং জগতাং তথা ॥

ত্রিনেত্রাং যোগনিদ্রাং স্বামীষকাসমায়ুতাং ।

নবযৌবনসম্পূর্ণাং মৃণালতচতুর্ভুজাং ॥

বামোর্দ্ধে পুস্তকং ধতে অক্ষমালাস্ত দক্ষিণে ।

বামেনাতয়দাং দেবীং দক্ষিণাধোবরপ্রদাং ॥

প্রশ্রবজ্রস্বৰ্ণাভাং শিরোমালাস্ত বিজ্রতীং ।

আপাদলম্বিনীং করলক্ষ্যমামাঙ্গ সংস্থিতাং ॥

কদম্বোপবনাস্তঃস্থ্যাং কামাঙ্কলকরীঃ শুভাং ।

দ্বিতীয়াং ত্রিপুরাং ধ্যানেদেবং রূপাং মনোহরাং ॥"

(কালিকাপুঃ ৬৩ অং)

তৃতীয় ত্রিপুরার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে । ঐ মূর্তি অবা-
হুসঙ্গদ্বী, মুক্তকেশী, শুভাননা, হাস্যকরী, সদাশিবকে
প্রভবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে উর্দ্ধ পদ্মাসনে
উপবিষ্টা, গ্রীবাদেশ হইতে আপদলম্বিনী রক্তোৎপলমিশ্রিত
মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোরতপমোদর, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী,

দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে
বরদায়ী, বামদিকের উর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং
অধোহস্তে বরদায়িনী, ত্রিনেত্রা, হাস্যমুখী, গলদ্রবিরভোগার্তা
এবং সৰ্গালঙ্কারী, সাধক এই প্রকার মূর্তির ধ্যান করিবে ।

তৃতীয় মূর্তির ধ্যান—

"অবাহুসঙ্গদ্বীয়াং মুক্তকেশীং বরাননাং ।

সদাশিবং হৃদয়স্ত প্রোতবিনিধায় বৈ ॥

হৃদয়ে তস্ত দেবস্ত হর্দ্বপদ্মাসনস্থিতাং ।

রক্তোৎপলমিশ্রিতাস্ত মুণ্ডমালাং পদ্মমুগাং ॥

গ্রীবায়াং ধারয়ন্তীং পীনোরতপমোদরাং ।

চতুর্ভুজাং তথা নয়াং দক্ষিণোর্দ্ধে অক্ষমালিনীং ॥

বরদাং তদধো বামে অঙ্গদ্বায়াং তথাভয়ং ।

অধস্ত পুস্তকং ধতে ত্রিনেত্রাং হসিতাননাং ॥

অবদু বিগল্লোহাং তথা সৰ্গালঙ্কারীং ॥"

(কালিকাপুঃ ৬৩ অং)

পূজক এইরূপ ধ্যান করিবে । আশ্রুপ বাগ্ভাব, দ্বিতীয়
কামবীজ, তৃতীয় ডামর এবং মোহন বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত ।
সাধক পূর্বে এক একটা করিয়া তিনটা রূপ ভাবিয়া
বাহিরের মত হৃদয়ভাস্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া
বোড়শোপচারে প্রত্যেকের পূজা করিবে । দেবীর তিন
মূর্তি একত্র করিয়া মধ্যরূপে মন্ত্রত্রয় একত্র করিয়া হৃদয়ে
নিবেশ করিবে ।

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিতে
হয় । বিধিবৎ ত্রিপুরা পূজা করিলে সাধক সকল অতিদ্রুত
লাভ ও অস্ত্রে দেবীলোকে গমন করে । (কালিকাপুঃ ৬৩ অং)
ত্রিপুরা, পূর্ববঙ্গের একটা প্রান্ত ভূভাগ । এই প্রদেশের
কতকংশ "জেলা ত্রিপুরা নামে বাঙ্গালার চৌটলাটের
অধীন এবং কতকংশ পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা নামে ত্রিপুরার প্রাচীন
রাজবংশের অধীনে ।

জেলা ত্রিপুরা ।—ইহার উত্তরে বাঙ্গালার অন্তর্গত ময়মন-
সিংহ জেলার কিয়দংশ ও আসামের অন্তর্গত ত্রিহুট জেলা,
দক্ষিণে নোরাখালী জেলা, পশ্চিমে মেঘনা নদী ও পূর্বে
পার্বত্য ত্রিপুরা । জেলা ত্রিপুরার পূর্বসীমাই ব্রীটশ ভারতের
পূর্বাঙ্গ সীমা । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে
মিঃ লিসেটর ও ত্রিপুরারাজের পক্ষে মিঃ ক্যাথল এই
সীমা নির্ধারণ করেন । পূর্বে এই জেলা চট্টগ্রামের
কমিশনরের অধীন ছিল, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ডাকার কমি-
শনরের অধীন হইয়াছে ।

এই জেলার ভূমি সর্বত্র সমতল, কেবল পূর্বাংশে কোন

কোন স্থলে লালমাই পর্বতের কোন কোন অংশ আছে। নদী ও খালের সংখ্যা অধিক। দেশের বাণিজ্য প্রায়ই নৌকার সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন নদী ও খাল শুকাইলে বা জল কম হইলে হাঁটা পথেও বাণিজ্য চলে। বড় বড় নদীতে বর্ষাকালে বজ্রা হইয়া থাকে, নিকটবর্তী মাঠ জলে ডুবিয়া যায়। নিম্ন স্থানের মাটি খুব হালকা ও বেলে, উচ্চ স্থানে অপেক্ষাকৃত আঁঠাল মাটি পাওয়া যায়।

লালমাই পাহাড়ে কার্পাসের আবাদই বেশী। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে এই পাহাড়ের সর্বত্র গোশকট যাতায়াত করিতে পারে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে ময়নামতী পাহাড়ে পার্কত্য ত্রিপুরার মহারাজের কয়েকখানি অভয়ালিকা আছে, তাহাতে জেলা ত্রিপুরার প্রধান সহর কুমিল্লাবাসী ইংরাজগণ বাস করে। সমস্ত লালমাই পাহাড় পূর্বে মহারাজের অধীন ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ময়নামতীর বাড়ীগুলি ছাড়া লাবণ্যমেন্ট আর একোথাও মহারাজকে অধিকার দেন নাই। শেষে মহারাজ প্রায় ২৮ হাজার টাকায় সমস্ত পাহাড় কিনিয়া লইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশী লালমাই (লালময়ী) নামে কোন রাজকন্ডার নামে এই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে।

এই জেলার পশ্চিমাংশে মেঘনা নদী। একমাত্র এই নদীতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। গোমতী, ডাকাতিয়া, তিতাস প্রভৃতি নদীতে ডিকি নৌকা সকল সময়ই চলে।

মেঘনা।—চাঁদপুরের নিকট মেঘনায় গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মিশিয়াছে। তিন নদীর জলরাশি একত্র হওয়ায় এজেলায় মেঘনার পরিসর ও বেগ খুব বেশী। নদীর গর্ভে চর ও অনেক আছে। এ নদীতে যাতায়াত বড় বিপজ্জনক ও ভয়সঙ্কুল। নদীতে ভাসমান বাহাছুরী কণ্ঠ ও জলময় বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় বাঁধিয়াই অনেক নৌকা মারা পড়ে। রেনেল সাহেবের সময় ব্রহ্মপুত্রমেঘনাসঙ্গম বর্তমান স্থল হইতে ৬০ মাইল উত্তরে তৈরবরাজার নামক স্থানে ছিল। কালে নদীর গতি পরিবর্তন, ভাঙ্গন ও চরসংগঠনে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই নদীর নিকটবর্তী স্থলে “বরিশালের কামানের” ছায়া কামানের শব্দ শুনা যায়। কিসে এ শব্দ হয়, তাহা কিছুই নিরূপিত হয় নাই। এই নদীতে এ জেলার সর্বত্র জোয়ার ভাঁটা খেলে ও প্রতি কোটালে বাণ ডাকে।

গোমতী।—মেঘনার পরই গোমতী এ জেলার প্রধান নদী। ইহা লালমাই পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা জেলা ত্রিপুরা প্রায় সমান অংশে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। জেলার প্রধান সহর কুমিল্লা নগর ইহার তীরে। নগরের

৮ মাইল উত্তরে এই নদী এই জেলার প্রবেশ করিয়াছে। দাউদকান্দির নিকট গোমতী মেঘনার মিশিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী প্রবল হয়। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ইহার অনেক স্থল হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কুমিল্লা ব্যতীত ইহার তীরে জাফরগঞ্জ ও পাঁচপুখুরিয়া নামে আর দুইটি প্রধান স্থান আছে। এই নদী মোট ৬৬ মাইল দীর্ঘ, তন্মধ্যে এ জেলায় ৩৬ মাইল।

ডাকাতিয়া।—ইহা পার্কত্য ত্রিপুরা হইতে আসিয়া গুয়া গাজী নামক স্থানে জেলা ত্রিপুরার প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল। ইহা পশ্চিম মুখে লাক্ষ্ম, চিতোসি ও হাজীগঞ্জের নিকট দিয়া পশ্চিম মুখে বহিয়া দক্ষিণ মুখে ৬২ মাইল আসিয়া নোয়াখালী জেলার রায়পুর নামক গ্রামের নিকট মেঘনায় মিশিয়াছে।

তিতাস।—এই নদী এ জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত। লালপুরের চরের নিকট মেঘনায় পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৯২ মাইল। ইহার তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এতদ্ভিন্ন মুহুরী, বিজয়গাং, বুড়ীগাং প্রভৃতি আরও কতগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই সকল নদীর ৮টা বড় পারবাটা আছে। গোমতীতে কুমিল্লা, কোম্পানীগঞ্জ ও মুরপুর; মুহুরীতে শুভাপুর, পশুরাম ও কারচুনি; তিতাসে উজানী নগর ও বিজয়গাঙ্গে নয়ানপুর নামক স্থানে পারবাটা আছে।

সমগ্র জেলায় ১০৪টা খাল আছে, তন্মধ্যে চাঁদপুরের খাল ও গোবর্ধনখাল বিশেষ বিখ্যাত। এই জেলায় বৃহৎ বৃহৎ বিলও আছে, তন্মধ্যে সরাইল পরগণায় আটকোথা বিল, আলতা বিল, বড়ালে বিল, চালতার বিল, কাজলা বিল, ককাই বিল, খোলধারী বিল, ববদাখাত পরগণায় বড় বিল, বাদচাড় বিল ও মুরনগর পরগণায় মনধারী বিলই বিশেষ বিখ্যাত। ইহার কোনটী ৮ বর্গ মাইলের কম নহে, বড়ো বিলটি ৫৯ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

এ জেলার উত্তরাংশে গুটুকী মাছের কারবার আছে। তাহা ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানী হয়।

জেলা হইতে শীতলপাটা নিম্নাংশেযোগী ভূণ ও সোলা বহল পরিমাণে রপ্তানী হয়। মেঘনার অনেক চরে এক প্রকার খাগড়া জন্মে, তাহাতে লোকে সামান্য সামান্য বেড়া বাঁধে।

এ দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র জলা বলিয়া এ দেশের ধানগাছ খুব লম্বা হয়। সরাইল পরগণায় ২৮ ফিট লম্বা বিচালি হইতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় ধানের মধ্যে বৈশাখী, কালামাণিক, বনগজা ও দিঘাই প্রধান।

লালমাই পাহাড়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে করটা নৌঘর

আবিকৃত হয়, কিন্তু লোহের অবস্থা ভাল নহে ও খনিতে বেশী করলা না থাকায় খনির কার্য আরম্ভ হয় নাই।

এদেশে আত্ম অতি লব্ধ। অল্প স্থানের স্থায় আমকাঠ তত ভাল নহে। সুপারী, বেত, তাল, খজুর প্রভৃতির রসে আয় হয়। এখানকার বনে হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতা, বজ্র শূকর, শূগল ও মহিষই বেশী। কতকগুলি পাখীর (মাছরাঙ্গা প্রভৃতির) পালক সমেত চামড়া এদেশের একটি লাভকর ব্যবসায়। ইহা চীন ও ব্রহ্মে চট্টগ্রাম দিয়া রপ্তানী হয়। মহিষের চর্শ্বের ব্যবসায়ও আছে।

ত্রিপুরায় তিপারা নামে একদল অসভ্য অধিবাসী আছে। ইহারা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিশে না। ইহারা পার্বত্য ত্রিপুরা হইতে কৰ্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার কোন বর্ণমালা নাই। এক প্রকার বিকৃত হিন্দুধর্মই ইহাদের ধর্ম। ইহারা যে প্রণালীতে চাষ করে, তাহাকে জুমিং বা জুম বলে। বন কাটিয়া শুকাইবার জন্য ফেলিয়া রাখে, পরে তাহাতে অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া ফেলে। এই ছাই সারের কাজ করে। পরে বর্ষার মুখে দা দিয়া গর্ত করিয়া ধান, তুলা, কান্ধা নি প্রভৃতি সকল শস্যের বীজ একত্র মিশাইয়া ঐ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আর কোন পাট করে না, বেশী বৃষ্টি না হইলে সকল ফসলই ভাল হয়। যখন যে শস্য পাকে, তাহাই ভাঙ্গিয়া আনে। সর্বশেষে কাপাস ভাঙ্গে। [তিপারা দেখ।]

সরাইল পরগণায় এক প্রকার মসলিন কাপড় বুনা হয়, গ্রাহকে তাক্রিব বলে, ইহা ঢাকার বিখ্যাত সবনাম মসলিন হইতে কোন অংশে হীন নহে। ইহার হুতা হাঁট কাটে। এতদ্ভিন্ন শীতলপাটির ব্যবসায়ও বেশ বিস্তৃত। চপটা নামক স্থানে গত শতাব্দীতে ইংরাজদিগের অধীনে বাফতা কাপড়ের কারবার ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই কুঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় ইংরাজ-রাজত্বের ইতিহাস। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অস্ত্রাঙ্গ স্থানের সহিত ত্রিপুরাও ইংরাজের হস্তে পতিত হয়। ইহার পূর্বে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী সরকার স্ববর্ণগ্রামের অধীন ছিল। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার স্ববর্ণগ্রাম ও (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) সুলতান সুল্লা যে যে অংশ জয় করিয়া এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহা একত্র ১৩টা চাকলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) অধীন ছিল। চাকলা জাহাঙ্গীরনগর আবার, কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হয়। জালালপুরের জমিদার তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া

গণ্য হইতেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সুল্লা খাঁ বাঙ্গালাকে ২৫টা "ইহতিমাম" নামক অংশে বিভাগ করেন। এই সময় পূর্বোক্ত জালালপুর জমিদারীকে একটি "ইহতিমাম" করা হয়। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই "ইহতিমামের" অন্তর্গত ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাঙ্গালার অধিকার পাইলে জালালপুরের শাসনভার রাজা হিম্মত সিংহ ও জসারত খাঁ নামক দুইজন এদেশীয় জমিদারের হস্তে দেওয়া হয়। তৎপরে ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ পর্য্যন্ত তিনজন ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ছিল, ইহাদের নাম মি: কেলসাল, মি: হারিস ও মি: ল্যাচার্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তিকে কালেক্টর উপাধি দিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার দেওয়া হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রোভিন্সিয়াল কাউন্সিল স্থাপিত হয়, তদবধি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাউন্সিলের নিযুক্ত নায়বগণই রাজস্ব সম্বন্ধে সমস্ত কার্য করিতেন ও অল্প কার্য কয়েক জন চিহ্নিত ইংরাজ কর্মচারী কর্তৃক সম্পন্ন হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া গণ্য হয়। কয়েকজন ইংরাজ কর্মচারীর হস্তে এই নূতন বিভাগের ভার থাকে, কিন্তু তাহাদের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল না। শেষে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী আবার বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পরেও সীমা লইয়া ও পরগণার ব্যবস্থা লইয়া সময়ে সময়ে নানা পরিবর্তন ঘটয়াছে।

এই জেলায় তিনটা উপবিভাগ আছে—সদর উপবিভাগ, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগ। সদর উপবিভাগে কুমিল্লা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, চাঁদিনা, জগন্নাথদীঘি ও লাক্কাই এই ছয় থানা আছে। এই উপবিভাগে প্রায় ৪ হাজার ৭ শত গ্রাম আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কশবা, নবীনগর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই তিনটা থানা ও চাঁদপুর বিভাগে চাঁদপুর ও হাতীগঞ্জ এই দুই থানা আছে। সমগ্র জেলায় ১১৭টা পরগণা আছে। এই জেলার পরিমাণ কল ২৪৯১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৫,১৯,৩৩৮, ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ১ লক্ষ ৭ হাজার।

পার্বত্য ত্রিপুরা।—এই স্থান ত্রিপুরার প্রাচীন বাজবংশের অধীনে আছে। রাজা ইংরাজরাজের মিত্ররাজ মধ্যে গণ্য। ইংরাজের পক্ষ হইতে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এই রাজসভায় থাকেন। আগরতলা নামক স্থানে রাজধানী, হাউড়ে নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে আসামের অন্তর্গত ত্রিহট্ট জেলার দক্ষিণে বাঙ্গালার অন্তর্গত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, পূর্বে লুসাই দেশ এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ, পশ্চিমে বাঙ্গালার অন্তর্গত জেলা

ত্রিপুরা। ত্রিপুরারাজ্যের পার্শ্বতা রাজ্য ব্যতীত জেলা ত্রিপুরার মধ্যে চাকলা রোসনাবাদ নামে এক বৃহৎ জমিদারী আছে, বৃটীশগবর্মেণ্টকে ইহার কর দিতে হয়। সমগ্র রাজ্যে রাজার বাহা আর হয়, এই জমিদারীতে তদপেক্ষা বেশী আর হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ রাজা মুসলমানদিগের করদ ছিলেন, সমতল ভূভাগের জন্ত তিনি মুসলমানকে কর দিতেন। মুসলমানেরা লুসাইদিগের হস্ত হইতে রাজ্যের উৎপাত দূর করিবার জন্ত সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই পার্শ্বতা প্রদেশ রাজার হস্ত হইতে কোন দিন লইতে চেষ্টা করেন নাই। এই রূপেই বোধ হয়, রাজার রাজ্যে কতকটা করদ জমিদারী ও কতকটা স্বাধীন রাজ্যের স্থিতি হইয়া থাকিবে।

প্রতি রাজার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার লইয়া বড় গোল ঘটে। উত্তরাধিকারপ্রার্থীরা কুকিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মহা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করেন। রাজা স্বীয় উত্তরাধিকারী নিরুপিত করিয়া থাকেন। যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, তাঁহার উপাধি যুবরাজ, যুবরাজের পর বড়ঠাকুর পদ। রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ রাজা হন ও বড়ঠাকুর যুবরাজ হন। রাজার পুত্র থাকিলেও যুবরাজ রাজত্ব পাইবেন। যদি রাজা যুবরাজাদি নিযুক্ত করিয়া না যান, তবে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন। এইরূপে যুবরাজ রাজা হইলে তিনি বড়ঠাকুরকেই যুবরাজ পদ দিতে বাধ্য থাকেন। যদি জীবিত থাকেন, বড়ঠাকুরও এক দিন রাজ্য পাইতে পারেন। পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় কিছু নজরাগা পাইতেন এবং তাঁহারা পোষাক, খেলাও সনন্দ প্রদান করিতেন। বর্তমান কালে রাজা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে চলিতে পারেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে একজন পলিটিকাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজার সহিত ইংরাজের কোন সন্ধি নাই। প্রত্যেক রাজার রাজ্যারোহণের সময় এখন বৃটীশগবর্মেণ্টকে পার্শ্বতা ত্রিপুরার এক বৎসর রাজত্বের অর্ধেক অংশ উত্তরাধিকার-কর (succession duty) দিতে হয়।

রাজা কতকটা স্বৈচ্ছাচারী। রাজার ইচ্ছামত আদেশই আইন। ইষ্টকালর-নির্ধারণ, পুষ্করিণী-খনন ও বিবাহোৎসবে পাগলী ব্যবহার করিতে রাজ্যদেশ প্রয়োজন হয়। রাজা চিরাগত প্রথাগুলি মানিয়া থাকেন। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই রাজার স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি। অনেক পদ আবার বংশগত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য অনেক সময়ে ১০১২ বৎসরের বাগকেও জেলার কমিশনরের জায় উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাগবর্মেণ্ট হইতে বাবু নীলমণি দাস নামে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন, ইহার হস্তে রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রাজ্যের পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। নীলমণি বাবু এখানে বৃটীশগবর্মেণ্টের দৃষ্টান্তে ব্যবস্থাপক সভা, ফৌজদারী আইন, দেওয়ানী আইন, পুলিশ আইন, তামাদি আইন ইত্যাদি প্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য দেশ সর্বোপরি এখনও প্রবল আছে।

পার্শ্বতা ত্রিপুরার সমতলবাসী ও পর্বতবাসী এই দুই প্রজা আছে। সমতলবাসী প্রজারা জেলা ত্রিপুরার লোকে জায়। পশ্চিম সীমার দুই ক্রোশ প্রশস্ত স্থানে এং নোয়াখালী, জেলা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সীমারেই ইহাদিগের বাস। পর্বতবাসীরা খানাবাড়ীর প্রজা নামে অভিহিত। পার্শ্বতা গ্রামগুলির প্রত্যেকটিতে একজন সর্দার আছে, সেই সর্দারের নামের পর 'বাড়ী' শব্দ যোগ করিয়া সেই গ্রামের নামকরণ করা হয়।

এই প্রদেশ সাধারণতঃ পর্বতময়। ভূমি পশ্চিম হইতে উচ্চ। ৫১৬ টি পর্বতমালা সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটির মধ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ ব্যবধান। পর্বতে বাসবনই অধিক, নিম্নভূমিতে জলা ও বেতবনই বেশী। পূর্বদিকের প্রধান পর্বতের নাম জাম্পুই; ইহার সর্বোচ্চ চূড়া বেত-লিঙ্গ শিব ৩২০০ ফিট উচ্চ। গোমতী, হাওরা, খোয়াই, বলাই, ময়, জুরি ও ফেনী এই কয়টি নদীই প্রধান। এখানে জঙ্গলের বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া নদীতে ফেলিয়া ভাসাইয়া আনে। এই সকল কাঠে অতি উত্তম নৌকা হয়। লুসাইগণ জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ বোড়া বা বোরা রূপ মারিয়া থাকে, ইহারা সেই সর্পের মাংস আহার করে। জাম্পুই ব্যতীত এদেশে আরও কয়েকটি প্রধান পর্বতমালা আছে, (১) দেবতার মুড়া—প্রধান শিখর চাপামুড়া, বড়-মুড়া, শৈলুন মুড়া, দেবতার মুড়া, শাহেলি মুড়া; (২) আঠার মুড়া—প্রধান শিখর চুড়ামণি, আঠারমুড়া, জারিমুড়া, ভূগ মুড়া; (৩) বাছিয়া পর্বত—প্রধান শিখর বাছিয়া, মাছিয়া, দৌলজারি; (৪) সরদৈঙ্গ পর্বত—শিখর সরদৈঙ্গ; (৫) লজতরাই পর্বত—শিখর ফেজিপুই, সিমবাসিয়া; (৬) লকন্তলঙ্গ—প্রধান শিখর লকন।

গোমতী নদী—আঠারমুড়া পর্বত হইতে চায়মা ও লজতরাই পর্বত হইতে রায়মা নামক দুইটি নদী নির্গত হইয়া ডুমরা নামক জলাশয়ের কিছু উর্ধ্বে একত্র হইয়া গোমতী নাম ধারণ করিয়াছে। কালীগঙ্গা ও গিতাগা

নামে দুইটা উপনদী আছে, বিবিবাজার নামক গ্রামের নিকট জেলা ত্রিপুরার প্রবেশ করিয়াছে।

মহু নদী—সকললঙ্গ পর্বতের খোঁশিব শিখরে উৎপন্ন হইয়া ত্রিহুটে প্রবেশ করিয়াছে। দেব ও চুলাই নামক ইহার দুইটা উপনদী যথাক্রমে কামনাথ ও কদমহাটা নামক স্থানে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই সকল নদীতে পানসী, ডিকৌ, শালতি প্রভৃতিই চলে, ৩০ মণের বোঝাই নৌকা পর্যন্ত চলিতে পারে। পর্বতের স্থানে স্থানে করলা পাওয়া যাইতে পারে। নানা প্রকার পাথর পাওয়া যায়, কিন্তু চূণাপাথর মোটেই পাওয়া যায় না। কামনাথ ও শিপ্রা পর্বতে দুইটা নদী আছে, তাহাদিগকে 'মনচড়া' বলে। এই নদীদ্বয়ের উৎপত্তিস্থলের জল লবণাক্ত ও উষ্ণ। জাম্পুই পর্বতে একটা লবণোৎস আছে।

বন মধ্যে হাতী ও গয়াল বহু সংখ্যক দেখা যায়। হাতী ধরিবার জন্য রাজদরবার হইতে অহুমতি লইতে হয় ও কর নিতে হয়। প্রত্যেক হাতী বেচিবার সময়ও তন্মূলা হইতে রাজপ্রাপ্য বলিয়া এক-অষ্টমাংস রাজ্যকে দিতে হয়। বন হইতে শুকপক্ষী ধরিয়া অল্প দেশে চালান দিতে হইলে রাজা তাহার উপর একটা কৃত আদায় করেন। এখানকার টিয়া, মথনা ও চন্দনা অতি বিখ্যাত ও আদৃত। বর্ষার সময়ে জঙ্গল বিভাগে মশা, ডাঁশ, মাছি, জেঁক এত বেশী হয়, যে বন-বাসীরাও সময়ে সময়ে বাসস্থান ছাড়িয়া অল্পত্র গমন করে।

পার্বত্য ত্রিপুরা আগরতলা ও কৈলাসহর এই দুই বিভাগে বিভক্ত। আগরতলা বিভাগে ৪২ হাজার ও কৈলাসহর বিভাগে ৬ হাজার পার্বত্য লোকের বাস। সমতল স্থানে মোট ২৭ হাজার লোকের বাস। একুনে পার্বত্য ত্রিপুরার প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস।

পার্বত্য জাতি তিন ভাগে বিভক্ত। (১) তিপারা বা টিপরা [তিপারা দেখ।], (২) জামাইতা, (৩) নওয়াতিয়া ও (৪) রিয়ান্ন। এখানে কুকি ও লুসাইদিগেরও বাস আছে। [কুকি ও লুসাই দেখ।] পার্বত্য উপত্যকায় মণিপুরী জাতিও বাস করে। কুমুল, লুয়ান্ন, ময়রান্ন ও মেই-খেই জাতীয় মণিপুরীই অধিক।

এখানে এই কয়টা জাতীয় উৎসব হয়। (১) চৈত্র মাসের শেষ দিন ইহার বর্ষদার উপলক্ষে একটা উৎসব করে। ইহাতে ভোজ ও আমোদ আক্লাদই বেশী, উৎসব ক্রমাগত ৭ দিন চলে। (২) আশ্বিন মাসে ফসল কাটিবার সময় "মিকাটাল" বা নবান্ন নামে উৎসব হয়। পার্বত্য লোকে এই উৎসব করে। এই উৎসবে দেবতার নিকট জমীর

উর্করতা প্রার্থনা করা হয়। (৩) অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ধাত্ত কাটা হইলে নূতন মস্তুর এক উৎসব হয়। ইহার এই উৎসবে 'মুই' নামক ধাত্ত এক প্রকার কাঁজি প্রস্তুত করে। ইহাই পার্বত্যগণের অতি-প্রিয় পেষ। এই উৎসবে দেবতাকে নূতন চাউল উৎসর্গ করিয়া দেয় ও সকলে নূতন চাউলের অন্ন খায়; ছাগল, পক্ষী, শূকর প্রভৃতিও বলি দেয়।

ইহাদের প্রধান উৎসবের নাম 'কের পূজা'। সর্গাপদ শাস্তির জন্য আষাঢ় মাসে এই উৎসব হয়। গোপনে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে উৎসব সম্পন্ন করে। উৎসবটা আড়াই দিন হয়। সকলেই প্রথমদিন রাত্রি দশটা হইতে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে ছয়টা পর্যন্ত বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে, কেহ বাহিরে যাইতে পারেনা, মাঝের দিন অতি অন্ধকারে জন্ম দুইবার বাহিরে যাইতে পারেন, নতুবা অল্প সময়ে নিষিদ্ধ। আগরতলায় রাজপ্রাসাদের নিকট একটা স্থান বাঁশ দিয়া ঘেরা আছে। বাঁশের ডগাগুলি অতি সুন্দর রূপে কেয়াঁরি করিয়া ছাঁটা। ইহার মধ্যে উৎসবটা সম্পন্ন হয়, ছাগশূকরাদি বলি দেওয়া হয়। পূর্বে নরবলিও হইত। এই উৎসবের সময় ঐ আসরের বাঁশের বেড়া বদলান হয়। এই করপূজার রাজা হইতে আপামর সাধারণে যোগ দিতে বাধ্য। এ সময়ে ইহার অনেকগুলি নিষেধ বিধি প্রতিপালন করে। রাজা হইতে সকলেই জুতা পায় দিতে পারেন না, ছাতা মাথার দিতে পারেন না, বসুক ছুঁড়িতে ও অগ্নি জালিতেও পারেন না। যে ইহা লঙ্ঘন করে, সে চতুর্দশ দেবতার নিকট অপরাধী হয় এবং পুরোহিত তাহার জরিমানা করেন। রাজা ও রাজার আত্মীয়গণ এই উৎসবে নাশাবিধ পাপক্ষয়ার্থ অনেক অর্থ দান করেন।

বিদেশীর বাস।—চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ হইতে লুসাই যুদ্ধের সময় 'বেগার' দিবার ভয়ে অনেকগুলি চাকমা জাতীয় লোক এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

গ্রাম নগরাদি।—এক আগরতলা ভিন্ন নগর পদবাচ্য কোন স্থানই নাই। কৈলাসহর ও ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎগ্রামবহুই নগর পদবাচ্য।

আগরতলা কুমিল্লা হইতে ৩০ মাইল দূরে। এখানে অট্টালিকার বিশেষ আড়ম্বর বা সৌন্দর্য্য নাই। সামান্য বিতল অট্টালিকাই রাজবাটা। এখানে নর শত মাত্র লোকের বাস। পথ ভাল নাই।

কৈলাসহর—পর্বতমূলে একখানি গ্রাম মাত্র। একটা উপবিভাগের সদর স্থান বলিয়া এখানে বাজার আছে।

এখানকার বাজারে তুলার বিনিময়-বাণিজ্য প্রচলিত আছে। তামাক, সুপারী ও শুষ্ক মৎস্যের সহিত তুলার বিনিময় হয়।

উদয়পুর—গোমতীর বামতীরে। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে পার্বত্য তুলার হাট হয়। বাহাদুরী কাঠ, বাঁশ ও তুলার বিনিময়ে পাহাড়ীরা তামাক, লবণ ও শুষ্ক মৎস্য লইয়া যায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান উদয়পুরে কুকিরা বড়ই অত্যাচার করিয়াছিল, অধিকাংশ গ্রামের লোককে মারিয়া ফেলিয়া অনেককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বর্তমান আগরতলা হইতে ২ ক্রোশ পূর্বে প্রাচীন আগরতলা বর্তমান। পূর্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ১ হাজার লোক ছিল। রাজাদিগের বাসও পূর্বে এখানেই ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নূতন আগরতলায় রাজধানী হয়। প্রাচীন আগরতলার রাজবাটী এখনও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বর্তমান। এখানে রাজা স্বামীদিগের অনেকগুলি স্মরণস্তম্ভ আছে। পুরাতন রাজবাটীর নিকটে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে পাহাড়ীদিগের চতুর্দশ দেবতার প্রতিমা (পিত্তল নির্মিত মুণ্ড মাত্র) আছে। এই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে সকলেই এমন কি মুসলমানেরাও প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া থাকে।

প্রাচীন উদয়পুর ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রাজা উদয়মাণিক্য কর্তৃক রাজধানীতে পরিণত ও তাঁহার নামে কথিত হয়। ইহাও গোমতীর বামতীরে অবস্থিত। প্রাচীন রাজবাটী প্রভৃতি এখনও গভীর জঙ্গল মধ্যে বর্তমান আছে। এখানে একটি ৮ ফিট দীর্ঘ লৌহ কামান আছে। লোকের বিশ্বাস ইহাতে ফুল কাড়াইলে শুভাশুভ জানিতে পারা যায়। গথিকেরা কামান দেখিলেই সেলাম করে। এ কামান কাহার, কিরূপে ও কতখানি হইতে আসিল কেহ বলিতে পারে না।

এই প্রাচীন উদয়পুর একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর নাম ত্রিপুরাদেবী ও ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পতিত হইয়াছিল। ভৈরব লিঙ্গ খেত প্রস্তরোদ্ভূত। ত্রিপুরাদেবীর মন্দিরে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। পীঠমালায় এই পীঠের উক্তি আছে,—

“ত্রিপুরায়াম্ দক্ষপাদৌ দেবতা ত্রিপুরা মতাঃ।

ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্টফলপ্রদঃ॥” (পীঠমালা ১৫ শ্লোক)

ভারতচন্দ্র ভৈরবের নাম নল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবীর মন্দিরের নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র অট্টালিকার শীর্ষদেশে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত প্রস্তর-লিপি আছে, মন্দিরের নিকটে একটি বৃহৎ পরিষ্কার জলের দীর্ঘিকা আছে, ইহার আকার ডিঙ্কাকৃতি। ইহার তীরে হস্তবেশ্ত জল।

ত্রিপুরার ইতিহাস।—বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ‘রাজমালা’ নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ আছে, ইহাতে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস লিখিত। ত্রিপুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ও পর্যন্ত একটি রাজবংশের অধীনে আছে। রাজমালার মতে এই রাজবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। চন্দ্রবংশে যযাতিপুত্র ক্রহ্ম হইতে এই বংশের উৎপত্তিগণনা করা হয়। কিন্তু বহুকাল পবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শানজাতি হইতে উৎপন্ন, শানজাতি লৌহিত্যবংশ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজেরা এই জাতির ব্যাখ্যাকালে ইহাকে Tibeto Burman বলেন।

ত্রিপুরার রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটি অঙ্গ এখনও প্রচলিত আছে। এদেশে প্রচলিত সন অপেক্ষা ৩ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ত্রিপুরাব্দের ১৩০৬ চলিতেছে।

যখন চন্দ্রবংশীয় রাজগণ ভারতে সম্রাট ছিলেন, তখন ভারতের পূর্বসীমান্তবর্তী হিড়িম্বদেশের দক্ষিণস্থ পর্বতময় রাজ্য “কিরাত” দেশ নামে কথিত হইত। [কিরাত দেখ] চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির চতুর্থ পুত্র ভারতে সম্রাট হন। রাজমালার মতে দ্বিতীয় পুত্র ক্রহ্ম পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া এই কিরাত দেশে আসেন। কিরাত দেশের কপিলা (ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে কতিপয় কিরাতরাজ্যের সহিত ক্রহ্মার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়া ক্রহ্ম রাজা হন এবং কপিলাতীরে ত্রিবেগ নামে নগর নির্মাণ করাইয়া তথায় রাজধানী করেন। ক্রহ্মকে যযাতি শাপ দিয়াছিলেন, “ক্রহ্ম তুমি আমার জন্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অতিগ্রাম কোথাও সিদ্ধ হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য যান, গো, গর্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, সর্ষদা ভেলা ও প্রতুগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজলক্ষ্য প্রসিদ্ধ নাই, তুমি যথেষ্ট সেই দেশে অবস্থিতি করিবে।” (মহা, সম্ভব, ৮৪ অধ্যায়) মহাভারতের মতে ইহার বংশে ‘ভোজগণ’ উৎপন্ন হইয়া ছিলেন। (মহা, সম্ভব, ৮৫ অধ্যায়)

রাজমালার মতে, এই কিরাতদেশই ত্রিপুরা এবং যযাতিপুত্র ক্রহ্মই এখানকার প্রথম রাজা। রাজমালার মতে ক্রহ্মার পর তাঁহার পুত্র ত্রিপুর রাজা হন। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে ক্রহ্মার দুইটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়, বজ্র ও সেতু। এই সেতুর পোত্রের নাম গাঙ্গার। ত্রিমন্ডাপরত গাঙ্গারের পরবর্তী ৫ পুরুষের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে ত্রিপুর নাম নাই। পুরাণ মতে ক্রহ্মার পুত্র গাঙ্গার হইতে গাঙ্গার দেশের নামকরণ হয়। এক্ষণ স্থলে ক্রহ্ম ভারতের

পূর্বপ্রান্তে না আসিয়া পশ্চিমপ্রান্তে গমন করিয়াছিলেন, তাহাই পৌরাণিক মতে স্বীকার্য্য।

যাহা হউক রাজমালার মতে উক্ত ত্রিপুর হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা একই রাজবংশের অধীনে আছে ও সেই সকল রাজার ধারাবাহিক নাম রাজমালার আছে।

ত্রিপুর রাজ্যারোহণ করিয়া কিরাতরাজ্যের নাম পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্য ও কিরাত জাতিকে ত্রিপুরা জাতি বলিয়া অভিহিত করেন। ত্রিপুর প্রজাপীড়ক ছিলেন এবং শিবদেবী হইয়া রাজ্য হইতে শৈবনাম লোপ করেন। ধর্ম্মদেবী ত্রিপুরের অত্যাচারে ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে অল্প দেশে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি প্রধান প্রজা অত্যাচারীর হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধারের জন্য কামরূপাধিপত্যকে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি ত্রিপুরাপতির ভয়ে ভীত হইয়া সে বিষয়ে সম্মত হইলেন না। প্রজাগণ হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ইতি মধ্যে অপুত্রক ত্রিপুরের মৃত্যু হইল। বিধবা রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা রাজবংশ লোপ হয় দেখিয়া শিবের আরাধনা করিলেন, শিব বর দিলেন, “তোমাদের ইচ্ছাপূর্ণ হইবে, আমার ওরসে বিধবা রাণীর গর্ভে এক সুলক্ষণ পুত্র জন্মিবে।” কালে তাহাই হইল। রাজ্ঞী তিন চক্ষুবিশিষ্ট পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নামও ত্রিলোচন রাখা হইল। দশমবর্ষ বয়সে ত্রিলোচন রাজা হন। রাজা ত্রিলোচন ক্রমশঃ প্রজাগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্য জয় করিয়া পরাজয়ের পরসর বাড়াইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুরপতিগণের মধ্যে রাজাচিহ্ন, ধবলছত্র ও আরঙ্গী প্রথম ব্যবহার করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহা চলিয়া আসিতেছে। পার্শ্ববর্তী হিড়িম্ব দেশাধিপতি (কাছাড়ের রাজা) ত্রিপুরাপতি ত্রিলোচনের সহিত সন্তান রাখিবার জন্য তৎসহ স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। মহারাজ ত্রিলোচন শিবভক্ত ছিলেন এবং শিবাদেশে চতুর্দশটি দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চতুর্দশ দেবতাই ত্রিপুরাপতিগণের কুলদেবতারূপে আজও পূজিত হইতেছে।

“হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণকো বিধুঃ।

বাঙ্কি গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দশ ॥”

হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাষ্টিক, গণেশ, চন্দ্র, আকাশ, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কাম, হিমালয় এই চতুর্দশ দেবতা।

ত্রিলোচন এক যজ্ঞস্থলান করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার জন্য গঙ্গাসাগরক্ষেত্রে লোক পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদেবী ত্রিপুরের রাজত্বকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরা

ভ্যাগ করার ত্রিলোচনকে এইরূপ আয়োজন করিতে হয়। বঙ্গদেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ত্রিপুর জীবিত আছেন বলিয়া প্রথমতঃ আসিতে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু শেষে ত্রিপুরের মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস হওয়ার তাঁহারা গিয়া ত্রিলোচনকে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই যজ্ঞে ক্রিরাতে (ত্রিপুরা) ও কুকি-দিগের সংগৃহীত বহুসংখ্যক হংস মহিষাদি বলিদান করা হয়। হিড়িম্বরাজকুমারীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটি পুত্র জন্মে। রাজমালার মতে এই সকল রাজপুত্র বিষ্ণু ও শিব দেহের জায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বর্তমানকালেও প্রবাদ আছে যে, রাজবংশধরেরা ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন।

রাজমালার ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কিন্তু ইহার নামোদ্ধেখ নাই, তবে রাজস্বয়ংযজ্ঞকালে ভীম কর্তৃক পূর্বদেশ জয়কালে সাতজন কিন্নর নৃপতির পবাক্য বিবরণ আছে আর ঘোষবারীর পর কর্ণকর্তৃক পূর্বদিক জয়কালে ত্রিপুরারাজ্যের জয়বিবরণ লিখিত আছে। ভারত-যুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধি হয় ত্রিপুরাপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজস্বয়ংযজ্ঞকালে উপস্থিত রাজজ্ঞবর্গের মধ্যেও তাঁহার নাম দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। ত্রিলোচনের বংশাবলী রাজমালার যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ত্রিপুরার বর্তমান রাজা বীরুচন্দ্র মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র ব্রজেন্দ্র চন্দ্র পর্য্যন্ত ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে। বর্তমান প্রকৃতবৈদগ্গণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০০ বৎসর হয় এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাব্দী গণনায় অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর হইয়া প্রতি শতাব্দীতে যে এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০০ বৎসরে সেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়া যায়; এই ৩৬ বৎসর ও ১০৯ পুরুষে যে ৩৬০০ বৎসর হইয়াছে, তাহা একুনে ৩৬৩৬ বৎসর হইতেছে সুতরাং রাজমালার বংশাবলী অনুসারে ত্রিলোচন, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র হইতে ৩৬৩৬ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। বর্তমান ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ববর্তী মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অতি শিশু। এখন যদি যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথমে বর্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্দ্র হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিতে হইবে;

কারণ মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কপিঘুগের ৪২৬২ বৎসর গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনে ১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। এই ১৩৩৩ বৎসরে প্রায় ৪০ পুরুষের অভাব দেখা যাইতেছে; কিন্তু মহাভারতে বনপর্বের যখন ত্রিপুরা নাম পাওয়া যায়, তখন অসুমান করিতে হইবে যে ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্ববর্তী না হউন তাহার সমসাময়িক হউন। সভাপর্কে, ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন কিরাতরাজ্যের নাম ত্রিপুরা নাম নাই, কিরাত নামই আছে, “তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে রাজস্বয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্তমান থাকিলেও তখনও স্বরাজ্যের নাম পরিবর্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ রাজস্বয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন দ্রুতক্রীড়ার পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনপ্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষাবস্থায় ঘোষযাত্রা ঘটে। তৎপরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, সুতরাং ভীম কর্তৃক কিরাতরাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে।” এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। রাজমালা মতে ত্রিপুর জ্রহ্মার পুত্র। ইহা স্বীকার করিলে ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের বহুপূর্ববর্তী হইয়া পড়েন, কিন্তু ত্রিপুরার একটা প্রবাদ আছে যে, “ত্রিপুর জ্রহ্মার পুত্র নহেন কেবল উত্তর পুরুষ মাত্র। জ্রহ্মা হইতে ষাণ্মিশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।” এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে যযাতির তৃতীয় পুত্র জ্রহ্মার অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৩৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্তমান, [মহাভারত আদিপর্বের সম্ভব পর্বাস্তগত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন কর্তৃক শেষ বিদ্যুত বংশ-তালিকা দেখ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪১৫ পুরুষের অন্তর (১৫০১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্তব্য নহে। অতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারত মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সম্ভব। কিন্তু এস্থলে বলা উচিত ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজমালার মতে ত্রিলোচন ত্রিপুরের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, কিন্তু ত্রিলোচনের জন্ম বিবরণের যে উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়।

কল্যাক ধরিত্রী গণনার সময়েও দেখা গিয়াছে যে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর বা ৪০ পুরুষের অন্তর

দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে এক্ষণ অসুমান করা যাইতে পারে যে উক্ত ৪০ পুরুষ অথবা প্রায় সেই সংখ্যক করেক পুরুষ ত্রিপুরের স্তায়ই দেবদ্বিজসেবী ছিলেন বলিয়া রাজমালার কবি স্বীয় ইতিহাসে উক্ত দেবদ্বিজসেবী রাজগণের উল্লেখ না করিয়া একেবারে শৈব ও দ্বিজভক্ত নৃপতি ত্রিলোচনকে শিববরে প্রাপ্ত শিবপুত্র বলিয়া বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিলোচন যে বাস্তবিক চন্দ্রবংশোদ্ভব নহেন, রাজমালাও তাঁহাকে শিবোন্নয়নজাত বলিয়া বর্ণনা করার, তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করাইয়াছেন। এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় দৃষ্ট হইয়াছে, যে মণিপুর রাজবংশের স্তায় ত্রিপুরার রাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয় তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন বিশেষ সুবিধা নাই, কারণ ইতিপূর্বেই দেখা গেল যে জ্রহ্মা হইতে ত্রিপুরের মধ্যে ৩২ জনের নাম অভাব এবং ত্রিপুর হইতে ত্রিলোচনের মধ্যে ৪০ জনের নাম অভাব। কে জানে, এই উভয় সময়ের মধ্যে রাজ্য এক রাজবংশ হইতে অপর বংশের হস্তে যায় নাই।

যাহা হউক এখন রাজমালায় ইতিহাসের অনুসরণ করা যাউক। ত্রিলোচন বর্তমান থাকিতে থাকিতে তাঁহার স্বপুত্র হিড়িম্বপতির মৃত্যু হয়। হিড়িম্বপতি অপুত্রক ছিলেন। ত্রিপুরার দ্বাদশ জন রাজকুমার মাতামহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া পরস্পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ত্রিলোচন স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হিড়িম্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতৃবিরোধ শান্ত করিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, তাঁহার স্ত্রী দীর্ঘায়ু রাজা আর কেহ ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পিতার আদেশানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতামহরাজ্য হিড়িম্বদেশে রাজ্য হইয়াছিলেন, তিনিই পৈতৃক রাজ্যলাভার্থ রাজ্য দক্ষিণের বিরুদ্ধে সৈন্যে অগ্রসর হন। সাতদিন ক্রমাগত উভয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইলে হিড়িম্বরাজ মধ্যম ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন এবং উভয় রাজ্য একত্র শাসন করিতে লাগিলেন। রাজ্যচ্যুত রাজ্য দক্ষিণ ও তাঁহার অপর দশ ভ্রাতা ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিয়া খালানসান নদী পার্শ্ব হইয়া একস্থানে বাসস্থান স্থির করেন। মহারাজ ত্রিলোচনের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজমালার পাওয়া যায় না।

কিছুকাল পরে প্রজাবিরোধে হিড়িম্বরাজ রাজ্যচ্যুত ও প্রবাসী রাজ্য দক্ষিণ পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ দক্ষিণের পর তৎপুত্র তরদক্ষিণ রাজ্য হন। তাঁহা

হইতে প্রায় পৰ্য্যন্ত ৫০ জন রাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরার কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। মহারাজ প্রমোদের পুত্র কুমার রাজা হইয়া শ্রামলনগরে শিবদর্শনার্থ গমন করেন। শ্রামল নগর শিবের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই শ্রামল নগর কোথায় তাহা জানা যায় না, তবে চট্টগ্রামের উত্তরদিক্স্থ পৰ্ব্বতের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কুনাথ শিবমন্দির অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরাধিপতি কর্তৃক নিৰ্ম্মিত বলিয়া কথিত হয় এবং এখনও সেই মন্দির সংস্কারের ব্যয় ত্রিপুরা-রাজ-কোষ হইতে দেওয়া হয়। বোধ হয় এই স্থানই সেকালে শ্রামলনগর নামে কথিত হইত।

রাজমালার ত্রিশোচন হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ মহারাজ ঈশ্বরকে 'ফা' উপাধিযুক্ত দেখা যায়। ত্রিপুরা ভাষায় 'ফা' অর্থে 'পিতা'। কোন কোন নৃপতি গৌরবার্থ এষ্ট 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ কুমারের পর তাঁহার পুত্র সুকুমার, তৎপরে তাঁহার পুত্র তক্ষরও এবং তাঁহার পরে তৎপুত্র রাজ্যেশ্বর ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহারাজ রাজ্যেশ্বর অতিশয় ক্রোধনস্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রলাভাশয়ে শিবোদ্দেশে তপস্তা করেন, কিন্তু তপস্তার সফল না হওয়ার ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দির মধ্যে শিবপ্রতিমার পদদ্বয় বাণবিদ্ধ করেন। শিব এই অপরাধে ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। অবশেষে মহারাজ রাজ্যেশ্বর শিবের উদ্দেশে অতিকষ্টে দুইটা নরবলি দিয়া দুইটা পুত্রলাভ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে ত্রিপুরায় নর বলির প্রথম সূত্রপাত হয়। মহারাজ রাজ্যেশ্বরের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিশলিরাজ রাজা হন। তিনি অপত্যহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তেজঙ্গ-ফা রাজা হইলেন। তাঁহার পর আর সাত জন রাজা হন; তাঁহাদের রাজত্বকালে বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটে নাই।

তৎপরে মহারাজ প্রতীত রাজ্যারোহণ করিয়া হিড়িম্ব-রাজের সহিত উত্তর রাজ্যের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন এবং উত্তর রাজ্যের সন্ধি স্থলে খেতবর্ণ স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া উত্তর রাজ্য শৃণু করেন যে যদি তাঁহারা পরস্পরের সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে চিরকৃত্য কাকড় খেতবর্ণ হইয়া যাইবে। উত্তর রাজ্যের এবর্ষিৎ দৃঢ় সৌহার্দ্যে পার্শ্ব-বর্তী অপর রাজগণ ভীত হইয়া উত্তর রাজ্যের বিচ্ছেদ সাধনে ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। শেষে কোন রাজা ত্রিপুরেশ্বরকে একটি স্বন্দরী রমণী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। হিড়িম্বরাজ ইহার রূপলাবণ্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বরের কবল হইতে উদ্ধারার্থ

ব্যর্থ করেন, কিন্তু বিবাহ না বাধিতে বাধিতে মিটিয়া যায়। মহারাজ প্রতীতের পর আর চারিজন রাজা হন। ইহাদের সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ্য নাই।

তৎপরে মহারাজ জনক-ফা রাজা হন। ইনি বড়-যুদ্ধ-কুশল ছিলেন। ইনি রাজ্য-সীম্য-বর্দ্ধনশায় দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। শেষে রাজ্যামাটির অধীশ্বর নিক দশ সহস্র অশিক্ষিত কুকিসৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হয়। মহারাজ জনক-ফা রাজ্যামাটিতে ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরাপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু বহু বৃদ্ধ রাজকোষ শূন্য হওয়ার সে উদ্দেশ্য কার্যো পরিণত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ২০ জন রাজা হন, তাঁহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে।

তৎপরে সিংহতুঙ্গ-ফা রাজা হন। ইহার সময় আরাকান-রাজের একজন চৌধুরী নানা মণিমাণিক্য উপ-ঢৌকন লইয়া গোড়পতির নিকট বাইতেছিল। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। গোড়েশ্বর এই সংবাদ পাইয়া ত্রিপুরা জয়ের জন্য এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ত্রিপুরা-পতি গোড়েশ্বরের সেনাবল বুঝিয়া ভীত হইয়া সন্ধি করিতে চাহেন, কিন্তু রাজ্যী স্বামীকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন, 'তোমাদের রাজা শৃগালের জায় কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা ইচ্ছা করি না। আমি শয়ং যুদ্ধ করিব, যাহার ইচ্ছা হয় সে আমার সঙ্গে এস, কুলগৌরব রক্ষা করা।' সমস্ত সৈন্য রাজ্যীর সহিত প্রস্তুত হইল। রাজ্যী সৈন্যগণের প্রতি প্রীত হইয়া তাহাদিগকে মহিষ ও ছাগমাংস দ্বারা পরম পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরদিন যুদ্ধ হইল। ত্রিপুরা-রাজ্যী হস্তীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যপরিচালন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়সেনা প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইল। এ সময় কে গোড়াধিপ ছিলেন তাহা বলা যায় না, রাজমালার তাঁহার নাম নাই। মহারাজ সিংহতুঙ্গ-ফার মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুঞ্জ-হোম-ফা পিতার জায় লাভস্বভাব ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহার মাতার জায় তেজস্বিনী ও বিদূষী ছিলেন। মহারাজ কুঞ্জহোম-ফার পর তৎপুত্র দানকু-ফা রাজা হন। তাঁহার আঠারটা পুত্র হয়। ভবিষ্যতে আঠারটা পুত্রের মধ্যে কাহাকে রাজ্যদান করা বাইতে পারে ইহা নিরূপণার্থ মহারাজ দানকু-ফা ৩০টা ক্রীড়াশীল কুকুটকে জলাহারে কিয়ৎকাল রুদ্ধ করিয়া রাখেন, শেষে পুত্রগণকে লইয়া

একত্র আহার করিতে বসিয়া ঐ সকল ক্ষুধাতুর কুকুটকে তাঁহাদের আহারের স্থানে পেপনে ছাড়িয়া দিতে জনৈক অনুচরকে আদেশ দিলেন। কুকুটসকল ছাড়া পাইয়া অন্নপাত্রে মুখ দিতে আছিলে মহারাজ পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে পার যে কোন উপায়ে ইহাদিগকে নিরস্ত কর। অনেকেই নানা উপাধি করিতে লাগিলেন, কিন্তু একবারে বহুসংখ্য কুকুটকে বাধা দিতে পারিলেন না। শেষে কনিষ্ঠ রাজকুমার রত্ন-ফা কতকগুলি অন্ন লইয়া কিছুদূরে ছড়াইয়া দিলেন, তখন সমস্ত কুকুট সেই স্থানে ভোজনে নিযুক্ত হইল। নৃপতি কনিষ্ঠ কুমারের বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যাশ্রয়-মতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিলেন।

মহারাজ দানকুন্ড-ফার মৃত্যুর পর রাজকুমারেরা বড়ঘর করিয়া পিতৃনির্বাচিত রাজকুমার রত্ন-ফাকে রাজ্য হইতে নির্যাসিত করিয়া সর্ব জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজা-ফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

কুমার রত্ন-ফা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া গোড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, গোড়ে তখন তুঘ্রিল খা শাসনকর্তা। ইহার সহিত রত্ন-ফার বিশেষ সৌহার্দ্য হইল। তিনি কুমারকে চারি বৎসর কাল সমাদরে রাখিয়া এক দল বৃহৎ দৈত্য দিয়া তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। রত্ন ফা সৈন্তে ত্রিপুরাপ্রান্তে উপস্থিত হইলে রাজবংশের অনেক সুহৃদ তাঁহার সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ত্রিপুরারাজ পরাজিত হন। কুমার রত্ন-ফা নিকটক হইবধর জন্ত কুচক্রী সম্পদশ ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়া রাজা হইলেন। সম্ভবতঃ ৬৮২ ত্রিপুরাব্দে (১২৭৭ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটে। এই ত্রিপুরাব্দ ত্রিপুরার রাজাদিগের নিজ প্রতিষ্ঠিত একটি অব্দ। ইহা কাহা কর্তৃক কোন সময় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুই জানা যায় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়, তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২, স্মতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরাব্দে ৫৯০ বৎসরের অন্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৬৮২ অব্দে প্রথম ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু কাল হইতে ১১৮০ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ১১৮০ বৎসরে ৩৫১৩৬ পুরুষ ধরা বাইতে পারে, তাহা হইলে মহারাজ শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

মহারাজ রত্নফা রাজ্য লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তুঘ্রিলকে ১০০ হস্তী ও বহুবিন্দু মণিমাণিক্য প্রদান করেন। ইহার মধ্যে একরূপ একটি বৃহৎ রত্ন ছিল যে তত

বড় রত্ন গোড়েশ্বরেরও ছিল না। তুঘ্রিল এই রত্ন পাশা মহানন্দে রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি ও ৪০০০ মুশিক সৈন্ত প্রদান করেন। রত্ন-ফা মহোপকারী বহুভক্ত উপাধিধারণ করিয়া নিয়ম করেন যে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বংশধর প্রত্যেক রাজা এই মাণিক্য উপাধি ধারণ করিবেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এই ঘটনাকে তুঘ্রিল কর্তৃক ত্রিপুরা-বিজয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরা-বিজয় না হউক মুসলমানের সঙ্গে ত্রিপুরার এই প্রথম সংঘর্ষ বটে। মিঃ মার্শমান স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে গোড়ের শাসনকর্তা গয়াস-উদ্দীন ত্রিপুরার রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজমালায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। মহারাজ রত্নমাণিক্য স্বরাজ্যে অনেকগুলি দ্রব্য নির্ধার করিয়াছিলেন।

মহারাজ রত্নমাণিক্যের পর প্রতাপমাণিক্য রাজা হন। ইহার সময় সুবর্ণগ্রাম হইতে বঙ্গাধিপ শায়স-উদ্দীন প্রতাপমাণিক্যকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা ব্যতীত সমস্ত স্থান মুসলমানের অধিকৃত হয়। প্রতাপমাণিক্যের প্রপৌত্রের সময়াবধি এই সকল স্থান মুসলমান অধিকারেই ছিল। মহারাজ প্রতাপের অপুত্রক অবস্থার মৃত্যু হয়, স্মতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ মুকুট রাজা হন। মহারাজ মুকুটমাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য রাজা হন। মহারাজ মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধর্ম তাঁহার জীবদ্দশাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধর্ম তাঁহার মৃত্যুকালে অতি শিশু ছিলেন।

মহারাজ মহামাণিক্য বসন্তরোগে মারা যান। কুমার শ্রীধর্ম তখন সন্ন্যাসী হইয়া কাশীতে ছিলেন। মহারাজ মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার অধঃসন্ধান আশিয়া কাশীতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন 'কুমার, আপনার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সৈন্তেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আপনি জীবিত থাকিতে অন্তের কথা দূরে থাক কনিষ্ঠ কুমারকেও সিংহাসনে বসিতে দিবে না।' রাজকুমার এই অমরোপে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরায় আসিয়া রাজ্যভার লইলেন। ইনি ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য লাভ করেন। ইনি মুসলমানদিগের অধিকৃত ত্রিপুরার রাজ্যাংশ সকল উদ্ধার করেন। মহারাজ এই সকল প্রদেশ একরূপ ভাবে লুণ্ঠ করেন যে কিছু দিন অধিবাসিদিগকে বস্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছিল। ইহার পর প্রতিশোধ দিবার জন্ত গোড়াধিপ আব্দুল শাহের সৈন্তকে পরাভূত করিয়া পূর্ববঙ্গ লুণ্ঠ করেন। কুমিল্লা নগরে ইনি একটি

দুহং সরোবর খনন করাইয়া ধর্মশাগর নাম দেন। ইহার কার্য শেষ হইতে ২ বৎসর লাগে। ইনি তান্ত্রশাসনের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করেন। ইহার সময় ব্রাহ্মণের পুত্রকন্ডার বিবাহের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। ইহারই সময়ে বাঙ্গালা পদ্ম ছন্দে ‘রাজমালা’ রচিত হয়। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ ধর্মমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। মহারাজ শ্রীধর্মের পর ৮৪৯ ত্রিপুরাকে (১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে) তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। রাজমালায় তাহার নাম নাই। অতি অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে তিনি বিমর্ষ ও শ্রীধর্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধন রাজা হইলেন। শ্রীধনমাণিক্য রাজা হইয়াই পরাক্রান্ত সেনাপতি-বৃন্দের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করেন। একদিন তাহার পীড়ার সংবাদ দিয়া এক নিভৃত স্থানে চতুর্দশ সেনাপতিগণকে আহ্বান করিলেন। এই নিভৃত স্থানে কতিপয় গুপ্তচর রাজাদেশে উপস্থিত ছিল, তাহারা সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া কাটিয়া ফেলিল। চতুর্দশ দিন হইলে সমরকুশল বিখ্যাত রায় চয়চাগ নামক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিয়া মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রিপুরার পূর্বদিকে একটা খেত হস্তী বহির্গত হয়। মহারাজ তাহাকে ধরিয়া আনিতে বলেন। কুকীরা ধরে, কিন্তু রাজার নিকট না পাঠাইয়া দেওয়ায় সেনাপতি চয়চাগ রায় থানাসী নগরে কুকীরাগণকে পরাজয় করিয়া হস্তী উদ্ধার ও কুকীদিগকে চরবন্দীভূত করিয়াছিলেন। ইহারা এখনও অনেকাংশে ত্রিপুরারাজের বন্দীভূত। তৎপরে বীরবর চয়চাগ ১২২ ত্রিপুরাকে (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) আরাকানরাজের সৈন্তগণকে পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরাভুক্ত করেন। গোড়ের নবাব সৈয়দ হোসেন শাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌরমল্লিক নামক একজন বাঙ্গালীকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করেন। কুমিল্লার চয়চাগ ও গৌরমল্লিকের যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাসৈন্ত পরাজিত হইয়া হটিয়া গেলে মুসলমান-সেনা মেহেরকুলদুর্গ অধিকার করিয়া রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর হয়। সেনাপতি চয়চাগ পথমধ্যে সোণামাটির দুর্গে আশ্রয় লইয়া গোমতী নদীতে একটা বাঁধ দিয়া ৩ দিন জলস্রোত বন্ধ রাখেন। মুসলমানেরা নদী শুক ভাবিয়া ইঁটিয়া পার হইবার জন্য যেমন নদীগর্ভে নামিল, অমনি সেনাপতি বাঁধ গাঙ্গিয়া দিলেন। অধিকাংশ মুসলমান সেনা জলে ডুবিয়া ধরা পেল। যাহারা উদ্ধার হইতে পারিল, তাহারা চণ্ডীগড়ে দাঙ্গিয়া আশ্রয় লইল, কিন্তু রাজিতে ত্রিপুরার সৈন্তগণ

দুর্গে প্রবেশ করিয়া অনেককে বিনষ্ট করিল। অতি অল্পসংখ্যক সেনা প্রাণ লইয়া গোড়ে পলাইল। মেহেরকুলদুর্গে শত্রুকে পরাজিত করিবার আশায় মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটা কৃষ্ণকার চণ্ডাল ব্যক্তিকে ডুবানীর নিকট বলি দিয়াছিলেন। তৎপরে চয়চাগ আরাকান রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়া লয়েন। ইয়াতন খাঁ নামক গোড়ের আর একজন সেনাপতি এই সময় আবার ত্রিপুরাভিমুখে আগমন করেন। কুমিল্লার নিকট যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে চয়চাগ পরাজিত হন, কিন্তু শেষে পূর্বে কৌশল অবলম্বন করিয়া গুগড়িয়া দুর্গের নিম্নে মুসলমান সেনা ডাসাইয়া দেন। মুসলমানের মধ্যে যাহারা বাঁচিল, তাহারা গুগড়িয়া দুর্গে আশ্রয় লইল এবং দ্বিগুণ সৈন্ত না হইলে ত্রিপুরাজয় অসম্ভব বিবেচনায় পলাইল, অনেকে বন্দীও হইল।

ত্রিপুরায় পূর্বে চতুর্দশ দেবতার নিকট ব্যক্তি এক সম্বন্ধ নরবলি হইত। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য তাহা রহিত করিয়া অপরাধী ও যুদ্ধে বন্দী শত্রুদিগকে বলি দিবার প্রথা প্রচলন করেন। তিনি মিথিলা হইতে গীতবাত্তবিশারদ লোক আনাইয়া স্বরাজ্যে সঙ্গীতবিজ্ঞার প্রচার করেন। তদবধি রাজবংশীয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই সঙ্গীতে কিছু না কিছু অমুরগ দেখা যায়। মহারাজ শ্রীধনমাণিক্য একটা শিবমন্দির ও ১ মণ স্বর্ণে ভুবনেশ্বরী-প্রতিমা নির্মাণ করেন। ১২৫ ত্রিপুরাকে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হয়। মহারাজী সহমৃত্যু হন। শ্রীধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য রাজা হন। ৬ বৎসর রাজত্বের পর ইজ্র নামে এক শিশু পুত্র রাখিয়া মহারাজ ধ্বজমাণিক্য স্বর্গলাভ করেন।

তৎপরে ধ্বজমাণিক্যের কনিষ্ঠভ্রাতা দেবমাণিক্য ১৩২ ত্রিপুরাকে (১৫২২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন। তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম হইতে প্রচুর ধন ও কতিপয় ছুট ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনেন। বন্দীদিগকে চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়। চোস্তাই (চতুর্দশ দেবতার প্রধান পূজক) এই সময় রাজাকে বলেন, ‘শিব স্বপ্নাদেশে প্রদান সেনাপতিগণের রক্ত চাহিয়াছেন।’ দেবতার প্রসন্নতা-লাভের জন্য মহারাজ ছুট পুরোহিতের মন্ত্রণায় ৮ জন প্রধান সেনাপতিকৈ বধ করেন। কিছুদিন পরেই তিনি আনিতে পারিলেন যে, চোস্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বধ করিবার চেষ্টায় আছেন। তখন তিনিও সতর্ক হইলেন; কিন্তু আবার সুবিধা মত চোস্তাই গোপনে তাহাকে বিনাশ করিয়া ইজ্রমাণিক্যকে ১৪৫ ত্রিপুরাকে পরিশাসনে বসাইয়া রাজ্যের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

৪ মাস পরে সৈন্তেরা জানিল যে চোতাই রাজ্যের পরামর্শে দেবমাণিক্যকে বিনাশ করিরাছে, তখন তাহারা উন্নত হইয়া পাণিষ্ঠ চোতাই, পাণিনী রাজ্য ও পাণীয়সীর গর্ভজাত শিশু মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যকে গিহত করিয়া একটা গর্তে সমাহিত করিল।

তৎপরে দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্য ৯৪৫ খ্রিপুরাকে (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য হন। বিজয় রাজা হইয়া দেখিলেন মন্ত্রীই প্রকৃত রাজা, তিনি সাক্ষীগোপাল মাত্র। তখন তিনি গোপনে অতিরিক্ত মত্ত পান করাইয়া মন্ত্রীকে বিনাশ করেন। ইহার সময় দিল্লীর সম্রাট খিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। বিজয়মাণিক্য কয়েক সহস্র পাঠান অখারোহী সেমা লিখুত করেন। খাসিয়ার রাজা তাঁহাকে বার্ষিক ৫টা হস্তী ও ১০টা অশ্ব করস্বরূপ দিতেন। জয়ন্তিয়ার রাজা গর্বে স্বাধীনতা স্বীকার না করার বিজয়মাণিক্য তাঁহার বিনাশার্থ ১২ শত হাড়ীকে ১২ শত কোদালী দিয়া প্রেরণ করেন। হাড়ীর হস্তে কোদালী আঘাতে প্রাণ বাওয়া অতিশয় অপমানকর বোধে জয়ন্তীয়ার বশতা স্বীকার করেন। তৎপরে তিনি পাঠানসেনাকে চট্টগ্রাম অধিকারার্থে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদের বেতন বাকী ছিল বলিয়া তাহারা রাজাকে বধ করিতে উদ্যোগী হয়। মহারাজ বিজয়মাণিক্য তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে দ্রুত বুদ্ধ করিয়া বন্দী করেন ও চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি দেন। তৎপরে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান হাজার অখারোহী ও ১০ হাজার পদাতি সহ মহম্মদ খাঁ নামক সেনাপতিকে ত্রিপুরায় পাঠান। চট্টগ্রামে ৮ মাস বুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার সেনাপতি বিনষ্ট হইলেও শেষে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। সেনাপতি মহম্মদ খাঁ লোহপিজরা-বদ্ধ হইয়া রাজধানীতে নীত ও চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি রূপে প্রদত্ত হন।

কিছু দিন পরে বিজয়মাণিক্য নিজে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ২৬ হাজার পদাতি, ৫ হাজার অখারোহী ও পাঁচহাজার নৌকা ছিল। স্বর্ণগ্রামে প্রথম বুদ্ধ ঘটে, মুসলমানেরা পরাজিত হয়। তৎপরে তিনি লাক্ষানদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা পর্যন্ত নানা স্থান লুট পাট করিয়া চলিয়া আসেন। একপুত্রভীরে আসিয়া লুটের সামগ্রী রাজধানীতে পাঠাইয়া তিনি শ্রীহট্ট লুটতে যান। শ্রীহট্ট লুটেরা সেখানে একগ্রামে সমস্ত অধিবাসীকে বিনাশ ও সেখানে কতিপয় লালশর খনন করাইয়া ফিরাই আসেন।

বিজয়মাণিক্য একদিন কলকট হইরাছিলেন। ইহার

কনিষ্ঠ পুত্র অমর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। একজন গোপীপ্রসাদের রাজাকে বলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন। ইহা শুনিয়া তিনি বীজ্যেষ্ঠ পুত্রকে তীর্থ যাত্রাচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রেরণ করেন। বিজয়মাণিক্য প্রবল পরাক্রমে ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৯৯৩ খ্রিপুরাকে বসন্তরোগে শূন্য গমন করেন। কতিপয় রাজ্য সহযুতা হন।

তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত ষষ্ঠের সাহায্যে রাজা হন, কিন্তু দেড় বৎসর পরে ষষ্ঠের কণ্ঠ গোপনে নিহত হন। তাঁহার রাজ্য অসহযুতা হইতে চাহিলে তাঁহার পিতা গোপীপ্রসাদ নিবারণ করেন। শেষে রাজা নিজে সিংহাসনে বসিতে চাহেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আমাফ হস্তা গোপীপ্রসাদ কন্যাকে সিংহাসন না দিয়া নিজে উদয়মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ৯৯৫ খ্রিপুরাকে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করিলেন এবং কন্যাকে চণ্ডীগড় গ্রাম জায়গা দিয়া তাঁহাকে হস্তীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করিলেন। গোপীপ্রসাদ প্রথমে ধর্মনগরের তহসীলদার ছিলেন। তৎপরে রাজার পাচক, পরে চৌকীদার এবং শেষে শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ করার সেনাপতি হন।

উদয়মাণিক্য রাজধানী রাজমাটির নাম বদলাইয়া উদয়পুর নাম দেন। তাঁহার সময়ে বহু জলাশয় ও আসাদাদি নির্মিত হয়। তাহার ২৪০টা স্ত্রী ছিল। তাঁহার অনেকই ভ্রষ্টা ছিলেন। এই সময় গোড়ের একজন মুসলমান রাজপুত্র ত্রিপুরায় ভ্রমণার্থ আসেন। মহারাজ তাঁহাকে সমাদরে রাখিয়াছিলেন। ভ্রষ্টা রাণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহারও সহিত সঙ্গত হয়। উদয়মাণিক্য জানিতে পারিয়া গোড় রাজপুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও ভ্রষ্টা স্ত্রীদিগকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করেন।

মোগলেরা আবার এই সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে। যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরসৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধের ৭ বৎসর পরে কোন জীলোক বিষদানে রাজার প্রাণ নষ্ট করে। উদয়মাণিক্যের সময় ত্রিপুরায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহারে বহু প্রজা নষ্ট হয়।

উদয়মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০০ খ্রিপুরাকে (১৫৯৬) রাজ্য হন। তিনি নামে রাজা হইলেও তাঁহার পিতৃব্য রজনারায়ণই সর্বস্বত্ব হইয়া রাণা চালাইতে লাগিলেন। রজনারায়ণ দেখিলেন, মহারাজ অনন্তমাণিক্যের পিতৃব্য (বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা) জয় অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিতেছেন, তাহাকে পিতৃব্য রজনারায়ণ

করিলে পুরাতন রাজবংশ আবার সিংহাসন লইবে। এই বিবেচনা করিয়া রজনারায়ণ অমরকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তথায় অমরের এক বন্ধু তরবারি দ্বারা একটি পাণ বিখণ্ড করিয়া অমরকে ভীত করিলেন। অমর সেই ভীত বুদ্ধি হঠাৎ অস্ত্রহস্তার তান করিয়া অঝোরোহণে পলায়ন করিলেন। তৎপরে উভয়ে উভয়ের বথার্থ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রজনারায়ণ ভাত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন ও পত্রদ্বারা স্বীয় ভ্রাতাকে সসৈন্তে আসিয়া অমরকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। পথে পত্রবাহক অমরের হস্তে পতিত ও বন্দী হইল। অমর রক্তের হস্তাক্ষরের জ্বায় এক কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া রক্তের নিজ বিখণ্ড অস্ত্রচর দ্বারা ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। রক্তের ভ্রাতা পত্র পাইয়া বাহককে যেমন আলিঙ্গন করিলেন, অমনি সে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া মৃতক লইয়া আসিল। অমর সেই মস্তক দুর্গ মধ্যে রক্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রক্ত মস্তক দর্শনে আকুল হইয়া ভাবিলেন যে যখন ভ্রাতা নিহত, তখন অবশ্যই তাহার সৈন্ত বর্গও নিহত হইয়াছে। নিজেও ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন। দুই দিবস গোপনে থাকিবার পর অমরের এক সৈনিক তাঁহাকে দেখিতে পায় ও তাঁহাকে বিনাশ করিয়া মস্তক লইয়া অমরকে উপহার দেয়। অমর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাহসনারায়ণ উপাধি দেন।

জয়মাণিক্য এই সংবাদ শুনিয়া অমরকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত অত্যাচার করিতেছেন কেন? অমর অস্ত্রযুগে উত্তর দিবার জন্য সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ জয়মাণিক্য ভীত হইয়া পলাইলেন। অমরের সৈন্ত তাঁহাকে পথে ধৃত করিয়া বিনাশ করিল। এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া জয়মাণিক্য নিহত হন।

১০০৭ খ্রিষ্টাব্দে অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজ অমরমাণিক্য রাজ্য হইয়াই ত্রিপুরার সমস্ত ভূম্যধিকারীকে লিখিলেন, 'একটি স্থলীর্থ দীর্ঘিকা ধনন হইতে হইবে, একজন্ত তাঁহার সকলেই যেন কোদালী প্রেরণ করেন।' তদনুসারে ৯ জন জমিদার ৭০০ কোদাল পাঠাইয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা উদয়পুরে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা ধনন করান হয়, তাহা আজিও অমরসাগর নামে বর্তমান আছে। গ্রিহটের অন্তর্গত তরফের জমিদার এই কার্যে কোদালী পাঠান নাই বলিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য ২২ হাজার সৈন্ত পাঠাইয়া দিলেন। জমিদার পলাইয়া গ্রিহটে মুসলমান শাসনকর্তার আশ্রয় লয়েন। তাঁহার পুত্র বন্দী হন। অমরমাণিক্য ইহা শুনিয়া গ্রিহটের মুসলমান

শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। অমরমাণিক্য গুরুভ্রাতৃ করিয়া স্বর্ঘ্যোদয় কালে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, মধ্যাহ্নে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যাকালে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটে। গ্রিহটে এই সময় হইতে ত্রিপুরার করপ্রদ হয়। নোয়াখালীর অন্তর্গত বলরামের জমিদার প্রথমতঃ অমরমাণিক্যকে কর দেন নাই। তিনি বলেন অমর হুমায়ুন নহেন, সুতরাং তিনি রাজ্যের বিধিসম্মত অধিকারী হইতে পারেন না। মহারাজ অমর তাহা শুনিয়া একদল সৈন্ত পাঠাইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে করপ্রদ করেন। এই সময় বাকলা চক্রবর্তী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। অমরমাণিক্য ধনলোভে সে রাজ্য লুণ্ঠন করেন; তথা হইতে বহু সংখ্যক লোককে দাসরূপে বন্দী করিয়া আনেন এবং কতকগুলিকে দাসরূপে বিক্রয় করেন। তৎপরে অমরমাণিক্য ব্রাহ্মণদম্পতিদান, তুলাপুত্র ও দীর্ঘিকা প্রভিষ্ঠা করেন। ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গালার নবাব ইসলাম খাঁ রাজধানী ঢাকা হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্যের ইশা খাঁ নামে একজন মুসলমান সেনাপতি ছিল। বৃহৎ একদল সেনা দিয়া মহারাজ অমর তাঁহাকেই যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইশা খাঁ শত্রু সম্মুখীন হইয়া ৭ সময়ের অপেক্ষায় আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী তাহা শুনিয়া আরও একদল সৈন্ত তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইলেন ও ইশা খাঁকে আদেশ দিলেন যে আর সমাপেক্ষা না করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। ঐ সময় অমরমাণিক্যের মহিষী ইশা খাঁকে প্রসাদস্বরূপ স্বীয় চরণামৃত প্রেরণ করেন। ইশা খাঁ রাগীর এই অমৃতগ্রহে উৎসাহিত হইয়া দ্বাদশ সহস্র অঝোরোহী ও অল্প পদাতি লইয়া বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। প্রথম উভয়ে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলাইল। ইশা খাঁ জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অমরমাণিক্য তৎপরে আরাকান আক্রমণ করেন ও উদয়গুপ্ত কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করেন। আরাকান-পতি পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া পর্তুগীজদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সাহায্য লইয়া আরাকানরাজ ত্রিপুরারাজকে আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাজিত হইলেন; কিন্তু তিনি আবার বলসঞ্চয় করিয়া আরাকান আক্রমণ করিতে উদ্ভূত হইলে আরাকানরাজ এক বৎসর যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অস্বরোধ করেন। উভয়পক্ষে সম্মত হইলেন যে আগামী দুর্গোৎসবের পূর্বে যুদ্ধ হইবে। কারণ যুদ্ধে বন্দী ব্যক্তিদিগকে দুর্গার নিকট বলি দিতে পারা যাইবে।

ত্রিপুরাসৈন্য ফিরিল, আরাকানপতি এই সুযোগ বুঝিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন। ত্রিপুরাপতি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সৈন্তাগত্য দিয়া এক দল বৃহৎ সেনা পাঠাইলেন। আরাকানপতি ভীত হইয়া গজদন্তনির্মিত মুকুট উপহার দিয়া কুমারদ্বয়ের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মুকুটাদিকার লইয়া কুমারদ্বয়ের মধ্যে একতার অভাব হইল। এই সুযোগে আরাকানরাজ ত্রিপুরার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। কুমারদ্বয়ের মধ্যে একজন এক আহত হস্তীতে আরোহণ করিতে গেলে হস্তী যত্নপর অস্থির হইয়া পদতলে ফেলিয়া নিহত করিল; এবং অপর দুইজন পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মগেরা তাঁহাদ্বয়ের অমুসরণ করিয়াছিল। আবার একটা যুদ্ধ হয়। এবার ত্রিপুরার পাঠান অশ্বারোহীরা অবাধ্য হওয়ার কুমার পরাজিত হন। মগেরা রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হয়। অমরমাণিক্য হ্রস্বকণ বুঝিয়া রাজধানী ছাড়িয়া দেওয়াট নামক স্থানে পলায়ন করেন। মগেরা উদয়পুর লুটিয়া প্রস্থান করিল। তদবধি ফেনী নদী ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইল। চট্টগ্রামাদি স্থান আরাকান রাজ্যভুক্ত হইল। মহারাজ রাজ্যের অবস্থা, পুত্রগণের বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদি চিন্তা করিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শেষে একদিন পবিত্র মহুনদীতে স্নান করিয়া অহিফেন ভক্ষণপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষীও সহমৃত্যু হন।

১০২১ ত্রিপুরাদেশে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর রাজা হন। তিনি শাস্তিপ্রিয় বৈষ্ণব ছিলেন, কেবল দৈবকার্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একটা উৎকৃষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরে ৮ জন গায়ক সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিবার জন্ত নিযুক্ত ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে বিস্তর জমী দান করেন। মস্রিগণ এত অধিক ভূমিদানে আপত্তি করায় মহারাজ রাজধর বলেন, “শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি হইবে কে বলিতে পারে। সময় থাকিতে পরকালের উপায় করিয়া রাখা ভাল।” এদিকে বাঙ্গালার নবাব রাজধরের এই অবস্থা শুনিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের জন্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ত্রিপুরা সেনাপতির কৌশলে তাহারা পরাজিত হয়। রাজধর ৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া গোমতীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে ১০২৩ ত্রিপুরাদেশে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর রাজা হন। ইনি রাজা হইয়াই ত্রিপুরায় মগদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইহার সময়ে দিল্লীর

জাহাঙ্গীর করতরুণ কয়েকটি হস্তী চাহিয়া পাঠান। মহারাজ যশোধর তাহা দিতে অস্বীকার করায় দিল্লীর সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। দিল্লী হইতে মোগলসৈন্যও আসিয়াছিল। যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজিত ও বন্দী হন। কয়েকশ মোগলসেনা রাজধানী করিয়া বন্দী মহারাজ যশোধরমাণিক্যকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হয়। সম্রাট তাঁহাকে মুক্তি দিয়া বলেন যে, তিনি প্রতি বৎসর কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব করতরুণ দিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আর কখন যুদ্ধ হইবে না। যশোধর তাহা অস্বীকার করেন এবং নিজে যবন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তীর্থপর্যটনে পাপদেহ ক্ষয় করিবার জন্ত প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করেন। শেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিষ্ণুসেবার প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ওদিকে ত্রিপুরায় অবশিষ্ট মোগলসেনা অনবরতঃ ২ বৎসরকাল রাজ্য লুণ্ঠ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার মহামারী উপস্থিত হয়, তাহাতে অধিকাংশ মোগল মৃত্যুমুখে পড়িলে অবশিষ্ট মোগলসেনা প্রাণভয়ে ত্রিপুরা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে পলায়ন করে। ইহার পর কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সম্মতিক্রমে রাজ্যারোহণ করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাদেশে (১৬২৫ খৃষ্টাব্দে) কল্যাণমাণিক্য রাজা হন। কল্যাণমাণিক্য কাহার পুত্র তাহা রাজমালার জান যায় না। তিনি মহারাজ যশোধর মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অমুমান হয় যে মহারাজ রাজধরমাণিক্যের এক ভ্রাতা আরাকান যুদ্ধে হস্তগত হইয়া নিহত হন, আর দুইজন পলাতক হন, কল্যাণমাণিক্য ইহাদেরই কাহারও পুত্র হইবেন। কল্যাণমাণিক্যের জন্ম সম্বন্ধেও একটা লৌকিক প্রবাদ আছে। তাঁহার পিতা একদিন মৃগয়ায় গমন করেন। এক পলায়িত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তৎপরে জলাবেষণ করিতে করিতে এক বাছাল প্রজার গৃহে গমন করেন। ত্রিপুরা জাতির বাছাল নামে একটা সম্প্রদায় আছে। কল্যাণের পিতা সেই বাছালের রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হন। বাছালকুমারী রাজপুত্রকে আশ্রয়মর্শণ করেন। এই গর্ভে কল্যাণমাণিক্যের জন্ম হয়। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বলশালী ছিলেন। তিনি সৈন্তগণকে সুশিক্ষিত করেন। ইহা দ্বারা ত্রিপুরার রাজপরিবারে একটা নূতন নিয়ম স্থাপিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম যুবরাজপদ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তিনিই যুগ্ম

স্বীয় নামের সহিত “শিব” এই দেবনাম যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই রাজনামের সহিত দেবনাম যোগ করিয়া মুজা মুজিত হইতে থাকে। সম্রাট শাহজাহান তাঁহার নিকট কর চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণমাণিক্য তাহা না দেওয়ার সম্রাট বাঙ্গালার সুবাদার শাহজাহাকে ত্রিপুরা আক্রমণের আদেশ দেন। শাহজাহা যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহাদের সহিত একটা চন্দ্রনির্মিত কামান ছিল। বাহা হট্টক মহারাজ কল্যাণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণ তৎপরে তুলা উপলক্ষে উড়িয়া, মথুরা প্রভৃতি দূরস্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া প্রচুর দানাদি করেন এবং স্বরাজ্যে গ্রামিণি নিঃস্ব প্রজাদিগকে অর্থদান ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন। কেহ তীর্থে গেলে তাহার ব্যয় তিনি রাজকোষ হইতে দিতেন। মুরনগর কশবা গ্রামে তাঁহার খ্যাত দীর্ঘিকা আজিও কল্যাণসাগর নামে বর্তমান আছে। কল্যাণ ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাদেশে স্বর্গগত হন।

তৎপরে যুবরাজ গোবিন্দদেব ‘মাণিক্য’ উপাধি ধারণ করিয়া ১০৬৯ ত্রিপুরাদেশে (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যারোহণ করেন। তাঁহার মহিষী কমলা মহাদেবী অতিশয় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর এক পৃষ্ঠে শিব ও স্বামীর নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় নিজ নাম মুদ্রিত হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কমলাসাগর আজিও কশবাগ্রামে বর্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় বাঙ্গালার সুবাদার শাহজাহার সহিত একযোগে ত্রিপুরা আক্রমণে উত্তত হন, কিন্তু মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এ যুদ্ধে হয় নিজ প্রাণ না হয় সহোদরের প্রাণ যাইবে বুঝিয়া বিনাযুদ্ধে নক্ষত্রের হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ গোবিন্দ আরাকানের আশ্রয়ে যে সময়ে চট্টগ্রামে ছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত শাহজাহা আসিয়া আরাকানে আশ্রয় লয়েন। পথে মহারাজ গোবিন্দদেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। স্বজা তাঁহার ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করেন ও স্বীয় “নিমচা” নামক বহুমূল্য তরবারি প্রদান করিয়া যান।

স্বজা আরাকানে উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সুলতার রূপে যুদ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য রাজ্যে প্রচার করিলেন যে স্বজা কোশলে আরাকান জয় করিতে আসিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে বধ করা উচিত। কিন্তু বিনা-

যুদ্ধে রক্তপাত বোধের অহুচিত একজ্ঞ গোপনে স্বজাকে ধরিয়া আনিয়া এক নৌকায় বাধিয়া নদীতে ডুবাইয়া দেওয়াইলেন। স্বজাপত্নী বন্ধে ছুরি মারিয়া অহুযতা হইলেন। স্বজার দুই কন্যা বিবশানে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয়া কন্যাকে আরাকানরাজ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছত্রমাণিক্য জগজ্ঞান ও নরহরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ছত্রের মৃত্যুর পর গোবিন্দদেব পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বজার প্রতি আরাকানরাজের নৃশংস ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া স্বজার তরবারি বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা কুমিল্লা নগরে একটা মসজিদ নির্মাণ করান, তাহা আজিও স্বজামসজিদ নামে বর্তমান আছে। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য মেহেরকুল আবাদ ৩০ বাতিসা গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করান। তিনিও তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। ১০৭৯ ত্রিপুরাদেশে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১০৮১ ত্রিপুরাদেশে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রামদেব ঠাকুর (গোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজা হন। তিনি প্রথমে স্বীয় শ্যালক বলভীমনারায়ণকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন, তৎপরে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেবকেও ঐ পদে স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি যুবরাজ পদের ঠিক অব্যবহিত পরেই ‘বড়ঠাকুর’ নামে একটা পদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র দুর্জয়দেবকে নিযুক্ত করেন। ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, কিন্তু কার্যে তাহা সফল হয় নাই। ঘনশ্রাম ও চন্দ্রমণি নামে তাঁহার আরও দুই পুত্র ছিল।

১০৯২ ত্রিপুরাদেশে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ রত্নদেব রাজা হন। তিনি স্বীয় অহুজ বড়ঠাকুর দুর্জয়মণিকে ও মাতুল বলভীমনারায়ণকে প্রথমে যুবরাজপদ প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্রমে সরাইয়া রাজবংশীয় চন্দ্রকরায় ও গৌরীচরণকে যুবরাজপদ দান করেন, এবং স্বীয় চতুর্থ ভ্রাতা চন্দ্রমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। রত্নদেবের ১২৫টা বিবাহ ছিল। রত্নমাণিক্য অল্প বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত যুবরাজগণ তাঁহা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তাঁহারা বড়ই অত্যাচারী হন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ নরেন্দ্রঠাকুর নামক রত্নমাণিক্যের এক পিতৃব্যের সাহায্যে ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করেন এবং রত্নমাণিক্য ও বয়োদিক যুবরাজদ্বয়কে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

সায়ের্তা খাঁ সাহায্যে নরেন্দ্রঠাকুর রাজা হন। তিনি

বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্য সরেস্তা থাকে হস্ত-গত করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার করেন। ২১ বৎসর রাজত্ব করিবার পর রত্নমাণিক্যের তৃতীয় ভ্রাতা ধনশ্যাম তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় একটা সত্তর চুড়া মন্দিরের ভিত্তি মাত্র করিয়া যান।

ধনশ্যাম রাজ্যাধিকার করিয়া মহেন্দ্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে উপবেশন করেন। 'মন্ত্রী পরামর্শে মহেন্দ্র এক স্ত্রীর ছই স্বামী বর্তমান থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে বুঝিয়া রত্নমাণিক্যকে নিহত করেন। শেষে ভ্রাতৃবধজনিত উদ্বেগে মানসিক শাস্তি হারাইয়া দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে ৩ বৎসরের মধ্যেই প্রাণভ্যাগ করেন।

১১২৪ ত্রিপুরাকে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ দুর্জয়দেব ধর্মমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরুঢ় হন। তিনি বড়ঠাকুর চক্রমণিকে যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধরকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালার নাজির এই সময় একদল সৈন্ত পাঠাইয়া ত্রিপুরার কতকাংশ অধিকার করিয়া মুসলমান জমীদার নিযুক্ত করেন এবং একদল মোগলসৈন্ত উদয়পুরে রাখিয়া দেন। একদিন মোগলেরা যখন নিশ্চিন্ত মনে আছাড় করিতেছিল, তখন ধর্মমাণিক্য হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন ও নিহত করেন। অতিশয় সংখ্যক লোক পলাইতে পারিয়াছিল।

ছত্রমাণিক্যের পুত্র জগজ্যাম এই সময় ঢাকার মুসলমান শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার জয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন।

১১৪২ ত্রিপুরাকে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) জগজ্যামমাণিক্য মুসলমান সাহায্যে রাজ্য লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহা দ্বারা ত্রিপুরায় যে ক্ষতি হইল, তাহা আর ইহকালে সংশোধিত হইল না। মুসলমান দেওয়ান মীর হবিব পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা স্বাধীন রাখিয়া অল্প সমস্ত স্থান মুসলমান রাজ্য ভুক্ত করিয়া মুসলমান জমীদারের হস্তে দিলেন। কেবল জগজ্যাম-মাণিক্যকে তন্মধ্যে ২২টী পরগণার ঢাকলা রোসনাবাদ নাম দিয়া জায়গীর স্বরূপ দান করেন। এই জমীদারী এখনও আছে, ত্রিপুরারাজ এখন ইহার কর ইংরাজরাজকে দিয়া থাকেন। এই সময় যে রাজ্যাংশ হারাইতে হয় তাহা অতি বিস্তৃত, তাহা এখন সমগ্র জেলা ত্রিপুরা, শ্রীহট্টের অর্দ্ধাংশ, নোয়াখালীর তৃতীয়াংশ, ময়মনসিংহের চতুর্থাংশ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ধর্মমাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত

উপারান্তর না দেখিয়া মূর্খিদাবাদে গমন করেন। তথায় জগৎশেঠের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহার সাহায্যে পুনরায় রাজ্য লাভ করেন। ধর্মমাণিক্য বাঙ্গালা ভাষায় মহাত্ম্যরত্ন অম্ববাদ করেন। অল্পকাল পরে ধর্মমাণিক্যের মৃত্যু হয়।

তৎপরে ঢাকার ফৌজদার ধর্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে তাঁহার পিতার সমরকার (রোসনাবাদের) বাকী রাজত্ব পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি অক্ষমতা জানাইলেন। যুবরাজ চক্রমণি সেই স্থান পরিশোধ করিয়া ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজ্য হইলেন। মুকুন্দ রাজ্য পাইয়া অধর্ম করিলেন না। জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকেই যুবরাজ পদে ও স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়িকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জামীন স্বরূপ পাঁচকড়িকে মূর্খিদাবাদে রাখিয়া দিলেন। মুকুন্দমাণিক্য রত্নমণি নামক এক জ্ঞাতিকে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত মতিয়া পাহাড়ে প্রেরণ করেন। রত্নমণি তথায় বৃচরনারায়ণ নামক পার্শ্বতীয় ত্রিপুরাসর্দারের সহিত মিলিত হইয়া মুকুন্দমাণিক্যকে এক পত্র লিখিলেন যে পার্শ্বতীয় ত্রিপুরাগণ যবন-সংশ্রবে থাকিতে চাহেনা, মহারাজের অমুমতি পাইলে তাহার ফৌজদার সাহুচর হাজি মুনসিমকে বধ করিতে প্রস্তুত আছে। মুকুন্দমাণিক্য পত্র পাইয়া চিন্তিত হইয়া উত্তর দিলেন যে, 'তাহা হইতে পারে না, কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জামীন স্বরূপ মূর্খিদাবাদে আছে।' রত্নমণি ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ফৌজদারের প্রাণ বিনাশের জন্য পীড়াপীড়ী করিতে লাগিলেন। মুকুন্দমাণিক্য কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পত্রখানি ফৌজদারকে দিলেন। ফৌজদার প্রাণরক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া ভাবিল মহারাজ মুকুন্দও এই যড়যন্ত্রে জড়িত, সুতরাং তাঁহাকে, তৎপুত্র রত্নমণি, রত্নমণি ও বড়ঠাকুর গঙ্গাধরকে বন্দী করিল। রত্নমণি ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া সৈন্তে আসিয়া উদয়পুর বেঠেন করিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ ইতিমধ্যে যবন কর্তৃক বন্দী হওয়া বিবপানে আত্মহত্যা করিলেন। রাজ্ঞী সহমৃতা হইবার উদ্যোগ করিলে সর্দার বৃচরনারায়ণ তাঁহাকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে অমুরোধ করেন। তিনি প্রথমে অশুণ্য গণি কড়ি তৎপরে গঙ্গাধরকে উত্তরাধিকারী নির্দেশ করেন। কিন্তু বৃচরনারায়ণ রত্নমণিকে নির্বাচিত করিতে বলার গিদি অস্বীকার করিয়া চিত্তারোহণ করেন।

সর্দার বৃচরনারায়ণের সাহায্যে রত্নমণি ঠাকুর ধর্মমাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইনি গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র।

কৌজদার তাঁহার নিকট মুক্তিভিক্ষা করার জয়মাণিক্য তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কক্ষমণি প্রভৃতি রাজকুমারেরা এই সময় কৌজদারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঢাকার পলাইলেন।

পাঁচকড়ি তখনও বাঙ্গালার নবাবের নিকট ছিলেন। তিনি বহুদিন ত্রিপুরার কোন সংবাদ না পাইয়া নবাবের অহুমতি লইয়া ইতিমধ্যে নৌকাপথে দেশে আসিতেছিলেন। পর্যাগর্তে তিনি কক্ষমণির এক পত্র পাইয়া রাজ্যের অবস্থা জানিতে পারিলেন ও অমনি ফিরিয়া আবার মুর্শিদাবাদে গেলেন। নবাব সমস্ত শুনিয়া ঢাকার শাসনকর্তাকে তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। বাঙ্গালার নবাব এই সময়ে পাঁচকড়িকে সিংহাসনে বসিবার অহুমতি স্বরূপ এক-খানি সনন্দ দেন। ভিন্ন দেশের রাজা হইতে রাজ্যারোহণ-কালে সনন্দগ্রহণ ত্রিপুরায় এই প্রথম।

পাঁচকড়ি সসৈন্তে কুমিল্লার পৌছিলে প্রজা ও কর্মচারি-বর্গ তাঁহাকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল। উদয়পুরে যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য পরাজিত হন। সম্ভবতঃ ১১৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩৯ খ্রষ্টাব্দে) পাঁচকড়ি ইজ্রমাণিক্য (২য়) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা কক্ষমণি যুবরাজ ও হরিমণি বড়ঠাকুর হন।

জয়মাণিক্য রাজ্যচ্যুত হইয়া হরিনারায়ণ চৌধুরী নামক সমস্ত মেহেরকুলের সৈন্তদল এবং আরও ১৪শত সৈন্ত লইয়া ত্রিপুরার অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি উৎকোচ দিয়া ঢাকার শাসনকর্তা জলকাদেবর্ষাকে বশীভূত করিয়া ইজ্রমাণিক্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। রোসনাবাদের বাকৌ খাজানার দায়ে জলকাদেবর্ষা ইজ্রমাণিক্যকে বন্দী করিয়া ঢাকার লইয়া গেলেন। এ সময় ঢাকায় ধর্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ছিলেন। তিনি জলকাদেবর্ষাকে উৎকোচ দিয়া রাজা হইতে চাহিলেন। মহম্মদ রকি নামক একব্যক্তি একদল সৈন্ত লইয়া আসিয়া জলকাদেবর্ষার আদেশমত গঙ্গাধরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইলেন। গঙ্গাধর দ্বিতীয় উদয়মাণিক্য নামে রাজা হইলেন।

জগদ্রামমাণিক্য এতদিন রাজ্যচ্যুত হইয়া ঢাকার ৩টা পরগণার জমিদারী সম্বল লইয়া বাস করিতেছিলেন। (ইহার বংশধরেরা এখনও ঢাকার আছেন। তাঁহারা ‘কাদ্‌বার রাজা’ বা ‘ঢাকার রাজা’ নামে খ্যাত।) জয়মাণিক্য নিজে সফল হইতে না পারিয়া বৃদ্ধ জগদ্রামকে আবার কেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে,

যদি জগদ্রাম উৎকোচ দিয়া ঢাকার নবাবকে বশীভূত করিতে পারেন, তবে আবার তিনি (জয়মাণিক্য) রাজা হইতে পারেন এবং রাজা হইলে জগদ্রামের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিবেন। জগদ্রামও তাহাই করিলেন। জলকাদেবর্ষাও অর্থের দাস, তিনিও অমনি উদয়মাণিক্যের পরিবর্তে জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ও উদয়কে বশীভূত করিয়া জয়মাণিক্যকে সিংহাসন দিলেন। জয়মাণিক্য আবার রাজ্য পাইয়া জগদ্রামের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজ করিলেন।

এই সময় নিবাইন্ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্তা হন। হোসেন কুলিখাঁ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ইজ্রমাণিক্য হোসেন কুলির বন্ধুবান্ধব করেন ও তৎসাহায্যে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দীখাঁর নিকট হইতে সৈন্ত আনাইয়া ত্রিপুরা অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় জয়মাণিক্য বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। ইজ্রমাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজ্যলাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে এক প্রতিনিধি রাখিলেন। কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদ হইতে সংবাদ আসিল, জয়মাণিক্য নবাবের প্রিয়-পাত্র হাজী হোসেনের সহিত বন্ধুতা করিয়াছিলেন ও হাজী হোসেন তাঁহাকে রাজ্য দেওয়াইবার চেষ্টায় আছেন। ইজ্রমাণিক্য উত্তর হইয়া মুর্শিদাবাদে গেলেন ও আলীবর্দীকে সমস্ত জানাইলেন। নবাব হাজীহোসেনকে তজ্জন্ত বচ-তিরস্কার করিয়া জয়মাণিক্যকে কারাগারে রাখিতে আদেশ দিলেন। ইজ্রমাণিক্য রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর হাজীহোসেন অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্ত চেষ্টা করিয়া কুমিল্লার কৌজদার হইয়া ত্রিপুরায় আসিলেন ও ইজ্রমাণিক্যের রাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ইজ্রমাণিক্য সঙ্কট করিতে না পারিয়া নবাবকে জানাইলেন। তিনি অমুসন্ধানার্থ হোসেনউদ্দীন্ নামে একজনকে পাঠাইলেন। হোসেনউদ্দীন্ গোপনে সন্ধান লইয়া হাজীহোসেন ও ইজ্রমাণিক্য উভয়কে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদ গেলেন। নবাব হাজীরই দোষ শুনিয়া তাঁহাকে ইজ্রমাণিক্যের ক্ষতিপূরণ করিতে বলিলেন। ১৭৪৪ খ্রষ্টাব্দে ইজ্রমাণিক্য এই উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মার্চাট্টা-যুদ্ধে নবাব তাঁহাকে একদল সেনার ভার প্রদান করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই। পীড়ার কথা শুনিয়া নবাব হাজীহোসেনের উপর তাঁহার চিকিৎসার ভার দেন। যুদ্ধে যাইবার তাড়াতাড়িতে হাজী যে ইজ্রের কতদূর শত্রু তাহা নবাব ভুলিয়া গেলেন। যাহা হউক হাজী চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইজ্রকে যে ওষধ খাওয়াইলেন,

তাহাতেই তাঁহার জীবনীলা ফুরাইল। নবাব ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ লইলেন ও মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মহা আক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্য দিতে বলিলেন। ক্ষোভদার হাজীহোসেন তাহাই করিতে স্বীকৃত হইয়া কুমিল্লায় পৌছিয়াই যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে রোসনাবাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং লম্ফের গাজী ও আবহুল রজাক নামক দুই ব্যক্তির উপর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বাহুবলে স্বাধীন ত্রিপুরার কতকাংশ স্বশেষ রাখিলেন। হাজীহোসেন তৎপরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া দ্বিতীয় জয়মাণিক্যকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া ত্রিপুরায় লইয়া গেলেন। পথে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইল। হাজী তখন তাঁহার ভ্রাতা হরিধন ঠাকুরকে বিজয়মাণিক্য নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং রোসনাবাদ হইতে মাসিক এক সহস্র টাকা তাঁহাকে দিবার ব্যবস্থা করেন। এই রোসনাবাদের রাজস্ব বাকী পড়ায় বিজয়মাণিক্য বন্দী ও কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সময়ের গাজী ও আবহুল রজাক রোসনাবাদ শাসন করেন। তাঁহারা ত্রিপুরা জাতির নিকট কর প্রার্থনা করায় তাহারা বলে, রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহাকেও কর দিব না। তখন উক্ত মুসলমানদ্বয় পরামর্শ করিয়া দ্বিতীয় উদয়মাণিক্যের ভ্রাতৃপুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষণমাণিক্য নাম দিয়া ত্রিপুরার রাজ্য করিতে সংকল্প করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাহা জানিতে পারিয়া ত্রিপুরার রাজসিংহাসন ভাঙ্গিয়া নদীতে ডায়াইয়া দেন। লক্ষণমাণিক্য এক বংশনির্মিত সিংহাসনে রাজ্য হন। মুসলমানদ্বয় তাঁহার নামে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি লুণ্ঠন আরম্ভ করিল এবং তদ্বারা আপনাদের ধনাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। রোসনাবাদের প্রজাগণ ইহাদের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া নবাব মীর কাশিম আলী খাঁর নিকট জানাইলে তিনি সৈন্ত পাঠাইয়া উভয়কে বন্দী করিয়া আনিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেন।

১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ১লা পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব কাশিম আলী খাঁর সনন্দ লইয়া কৃষ্ণমাণিক্য নামে রাজ্য চাইলেন। তিনি ত্রিপুরায় নতুন রাজসিংহাসন প্রস্তুত করান ও উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন। কৃষ্ণমাণিক্য স্বীয় ভ্রাতা হরিমণিকে যুবরাজ ও স্বীয় পিতৃব্যের পৌত্র বীরমণিকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় চট্টগ্রামের মুসলমানেরা বড় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কশবাগ্রামে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরাজিত হইয়া দুর্গে আশ্রয়

লেন। তথা হইতে অন্তর্নিষ্ক্ষেপ করিয়া মুসলমানদিগকে পরাস্ত করেন। কশবা-দুর্গের ভয়াবশেষ এখনও তথাকার কালীবাড়ীর উত্তরে বর্তমান আছে। এই সময়ে ইংরাজেরা বাঙ্গালা জয় করেন। তৎপরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয়া রূপ লিক নামক এক ব্যক্তিকে রেসিডেন্ট করিয়া ত্রিপুরায় পাঠান।

২য় রত্নমাণিক্য কুমিল্লায় যে সপ্তদশ চূড়া মন্দির পত্তন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তাহা সমাপ্ত করিয়া তাহাতে জগন্নাথ মূর্তি স্থাপিত করেন। যুবরাজ হরিমণি, কৃষ্ণমণি ও রাজধরমণি নামে দুই শিশুপুত্র রাখিয়া স্বর্গগত হন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও মহিষী জাহ্নবা দেবী কৃষ্ণমণিকে অনাদর ও রাজধরকে সমাদর করিডেন। ১১৯১ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাই) মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যু হয়। সেসময় কুমার রাজধর কুমিল্লা ও রেসিডেন্ট লিক চট্টগ্রামে ছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহিষী জাহ্নবা দেবী ত্রিপুরা শাসন করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্ট গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে সংবাদ দিলেন। মিঃ লিক আগরতলায় আসিলে রাজ্ঞী তাহাকে জানাইলেন যে রাজধর সিংহাসনে বসিলেই তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবেন। বড়ঠাকুর বীরমণি রাজ্ঞীর অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজ্যাধিকার করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। রাজ্যচ্যুত লক্ষণমাণিক্য এই সুযোগে সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু জাহ্নবা দেবীর কৌশলে তিনি বশীভূত হন।

জাহ্নবা দেবী কুমিল্লায় একটা দীর্ঘিকা খনন করান। তাহা আজিও রাণীর দীঘী নামে বর্তমান আছে। পূর্ব বাঙ্গালায় ইহার জলের ত্রায় অংশের জল আর কোথাও নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস রাণীর আবেদন মত রাজধরকে ত্রিপুরা গিট বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮৫ খৃঃ অব্দে জুলাই) মহারাজ রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মহারাজ লক্ষণমাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি ঠাকুরকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজধর জেঠাইএর অহুগ্রহে রাজ্য হইলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া না জানায় ইংরাজ গবর্নর চাকলে রোসনাবাদ কিছু দিনের জন্য ত্রিপুরার কাপেটের হস্তে রাখেন। তখন ইহাতে ১৩৯০০০ টাকা আর হিরা মহারাজ ইহা হইতে খরচের জন্য মাসিক ১ হাজার টাকা মাত্র পাইতেন।

রাজধর মণিপুররাজ্যরসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন।

তাহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। অল্প পরী পর গর্ভে তাহার চারিটা পুত্র হয়, তন্মধ্যে দুইটির শৈশবেই মৃত্যু হয় ও দুইটা জীবিত ছিল।

ইহার সময় ব্রহ্মদেশাধিপতি ত্রিপুরা ও আরাকান আক্রমণ করেন। সেনাপতি আশুমাণি মগদিগকে পরাজিত করেন। আরাকান ব্রহ্মের অধিকৃত হয়। কুকিগণ বিজোহী হইলে সেনাপতি আশুমাণি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন।

রাজধর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঙ্গাকে বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যশাসন ভার দেন। তিনি পিতৃমন্ত্রী কালীচরণের পরামর্শে স্তম্ভরূপে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। শ্রীহট্টের জনৈক ভদ্র কার্য্যের কত্মা চন্দ্রতারার সহিত রামগঙ্গা বড়ঠাকুরের বিবাহ হয়।

রাজধর রাজধানীতে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মোগরা গ্রামে রাজধরগঙ্গ নামে একটি বাজার স্থাপন করেন। রাজধর শেষ দশায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ১২১৪ ত্রিপুরাকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর রামগঙ্গা রাজা হন ও ভ্রাতা কালীচন্দ্র যুবরাজ হন। যুবরাজ হর্গামণি কুলাচার মতে রাজ্য-প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন, শেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই প্রতিপক্ষীয় কোর্টের বিচারে তিনিই রোসনাবাদ জমিদারীতে অধিকারী, সুতরাং রাজ্যাধিকারী বলিয়া নির্ণীত হন। মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য সদর দেওয়ানীতে আপীল করেন। আপীলেও হর্গামণির স্বত্ত্ব বজায় থাকে। এই নিষ্পত্তিবলে ইংরাজ গবর্নমেন্ট হর্গামণিকে ত্রিপুরাপতি বলিয়া স্বীকার করেন। রামগঙ্গা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীহটে গিয়া তথাকার বিষণী ও ও বালিশিরা নামক দুইটা পরগণার জমিদারী স্বত্ত্ব লইয়া সপরিবারে বাস করেন।

হর্গামাণিক্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি প্রথমে দেওয়ান রামরত্নের কত্মা স্মিত্রা দেবীকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে দুইটা কত্মা জন্মে, তৎপরে নকুল গাইলিমের কত্মা মধুমতীকে বিবাহ করেন। সদরদেওয়ানীতে মোকদ্দমাব সময় ভূঁইকলাসের রাজগণের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল হর্গামণিকে বিস্তার সাহায্য করায় তিনি রাজা হইয়াই দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে একটা গ্রাম নিষ্কর দান করেন।

হর্গামাণিক্য কালীতে শিবস্তুপনা ও শিবমন্দির নির্মাণ করান। তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ পদোপযোগী ছত্রদণ্ডাদি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অভিষেক হয়

নাই। শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া তিনি কালী যাত্রা করেন, পথে ১২২৬ ত্রিপুরাকে (১৮০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে) পটিনার তাহার স্বর্গলাভ হয়।

হর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর রামগঙ্গা ইংরাজের আদুগ্রায়ে পুনরায় রাজা হন। কণ্ঠমণি ঠাকুরের (মহারাজ রাজধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) পুত্র অর্জুনমণি ঠাকুর মনোনীত যুবরাজ শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর ও মহিষী স্মিত্রা মহাদেবী রোসনাবাদ জমিদারীর জন্য মোকদ্দমা করেন, কিন্তু রামগঙ্গামাণিক্য পুত্র বড়ঠাকুর ছিলেন বলিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার স্বত্ত্বই স্থিরীকৃত হইল। মোকদ্দমা শেষ হইলে রামগঙ্গা ১২৩১ ত্রিপুরাকে (১৮২১ খৃষ্টাব্দ জুন) দ্বিতীয় বার রাজা হন। কালীচন্দ্র পুনরায় যুবরাজ হন ও রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোর বড়ঠাকুর হইলেন।

শম্ভুচন্দ্র মোকদ্দমায় হারিয়া কাইপেং প্রভৃতি কুকিগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু ত্রিপুরার সেনাপতি স্রবা ধনঞ্জয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন। ব্রহ্মরাজ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু রামগঙ্গা কোশলে তাহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি ইংরাজের সাহায্য করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য মোগরা গ্রামে একটি দীর্ঘকাল খনন করাইয়া গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত করেন, তাহা বর্তমান আছে। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী নামে দুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার এক মাত্র পত্নী ছিল। তিনি পারস্ত ভাষায় পণ্ডিত, শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিজ্ঞা এবং মন্ত্রযুক্ত পটু ছিলেন। ১২৩৬ ত্রিপুরাকে (১৮২৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বর) চন্দ্রগ্রহণের সময় রাত্রিতে মন্ত্রকে দীক্ষাগুরু পদ ও বক্ষেশালগ্রাম ধারণ করিয়া মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য স্বর্গলাভ করেন। বৃন্দাবনেও তিনি রাসবিহারী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর তাহার অস্থিগুলি বৃন্দাবনে সেই দেবালয়ে প্রোথিত করা হয়। তাহার শ্রাদ্ধে ১৮ হাজার টাকা কেবল গরীবদিগকে দান করা হয়।

১২৩৭ ত্রিপুরাকে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে) যুবরাজ কালীচন্দ্র রাজা হন। রামগঙ্গামাণিক্যের সময় হইতে ত্রিপুরাপতির অভিষেক কালে বৃটিশরাজ খেলাত দিয়া থাকেন। কৃষ্ণকিশোর যুবরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্র নামে কালীচন্দ্রের পুত্র বড় ঠাকুর হন। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা কুটিলাক্ষী মহাদেবী মণিপুর রাজকত্মা ছিলেন। তিনি স্বপুত্রকে যুবরাজ করিতে বলেন। কালীচন্দ্র তজ্জন্ত তাহাকে বিশেষ ভীতঙ্কার করেন।

এই সময়ে ফরাসী এক কুর্জুন চাকলে রোসনাবাদের অধ্যক্ষ হন। তিনি রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া বিশেষ ধন-শালী হইয়াছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রনগরে সর্কা-পেক্ষা উৎকৃষ্ট অট্টালিকা করিয়াছেন।

অপরিসিত মত্তপানে কাশীচন্দ্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২৪০ ত্রিপুরাকে কৃষ্ণকিশোর রাজা হন। বড়ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হওয়ায় কৃষ্ণকিশোর স্বীয় পুত্র (আড়াই বৎসর বয়স্ক) ঈশানচন্দ্রকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণকিশোর তান্ত্রিকদিগের অমুরোধে কতিপয় চণ্ডাল হত্যা করিয়া তাহাদের মস্তকে মহাপাত্র ও অস্থিতে মহাশব্দের মালা করাইয়া তান্ত্রিকদিগকে দান করেন। তিনি বিধান, বীর ও যুদ্ধকুশল হইলেও অতি মত্তপ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কৃষ্ণকিশোরের সময় চট্টগ্রামের কমিশনার ত্রিপুরার স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণর জেনারেল তাহা অনুমোদন করেন নাই। তাহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্র বড়ঠাকুর হন।

• কৃষ্ণকিশোর শীকারপ্রিয় ছিলেন। শীকারের অমুরোধে এক জনাভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ‘নূতন হাবেলী’ নাম দিয়াছিলেন। ৯ পুত্র ও ১৫ কন্যা রাখিয়া কৃষ্ণকিশোর ১২৫৯ ত্রিপুরাকে ২রা বৈশাখ রাতি বজ্রাঘাতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। ইহার অপরিসিত ব্যয় জ্ঞা চাকলে রোসনাবাদ তখন গুরুত্বপূর্ণে বিজড়িত ছিল।

১২৫৯ ত্রিপুরাকে ২০ মাঘ (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারিতে) মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য রাজা হন। বড়ঠাকুর উপেন্দ্র যুবরাজ হন। তখন রাজ্যের ১১ লক্ষ টাকা ঋণ। কৃষ্ণকিশোর স্বীয় মর্ত্যর সহচরীর গর্ভজাত বলরাম নামক এক ব্যক্তিকে আলাহাজীর পদে নিযুক্ত করেন। ঈশান তাহাকে সহচর ভাবিয়া দেওয়ান পদ দিলেন। কিন্তু বলরাম স্বীয় ভ্রাতা ত্রিদামের সহায়তায় রাজ্যে অত্যাচার করিয়া নিজ কোষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা ও যুবরাজ ব্যতীত সকলেই বিরক্ত হইল। ত্রিপুরার প্রধান প্রধান লোকে তাহার বধচেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে কুক্রিদিগের সাহায্য লইয়া পরীক্ষিৎ ও কীর্তি নামক দুই ব্যক্তি নায়ক হইয়া বলরাম ও ত্রিদামের বাটী আক্রমণ করিল। বলরাম পলাইলেন। ত্রিদাম নিহত হইলেন। ঈশানচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামের শত্রুদিগকে বন্দী ও ত্রিদামহস্তা কীর্তির প্রাণ দণ্ড করেন। বলরামের প্রাণ প্রজাদের বিধেয় জানিয়া মহারাজ ঈশান তাহাকে পদচ্যুত ও ব্রজমোহন ঠাকুরকে দেওয়ান করেন।

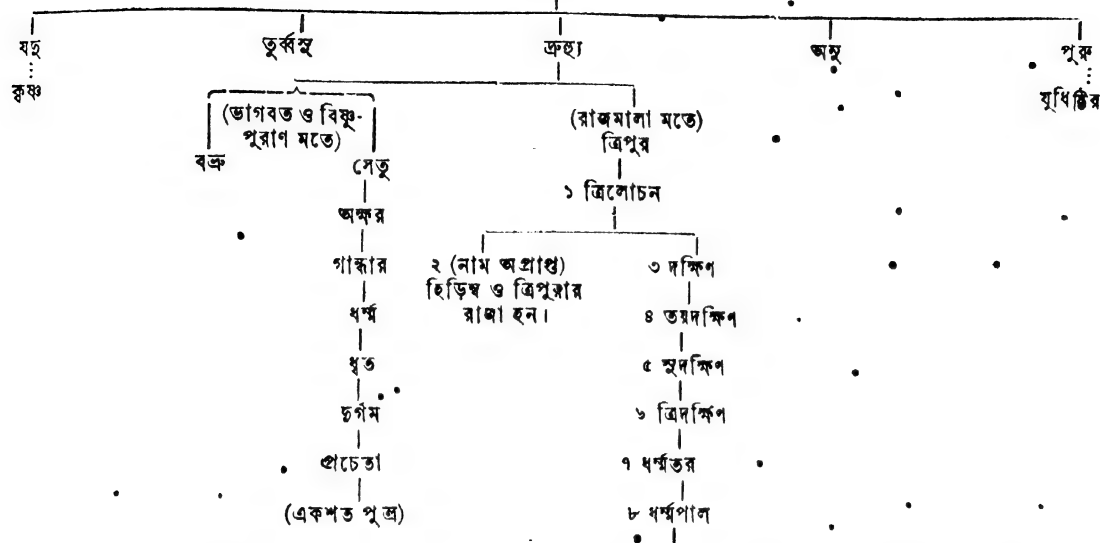
দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পুত্রেরা এই সময় কেন্দ্রীক দক্ষিণ-তীরে বগাচতল নামক স্থানে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে লুণ্ঠনাদি করিত, ঈশানচন্দ্র তাহা দিগকে বশীভূত করেন। যুবরাজ উপেন্দ্র পিতার ভ্রাতৃমদ্যপান ও কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন, ১২৬১ ত্রিপুরাকে তাহার মৃত্যু হইলে ত্রিপুরা স্থবির হইল। ব্রজমোহন দেওয়ান ঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। রোসনাবাদ ধায় ধাই হইল। রাজপরিবারের ভরণপোষণ ক্রেশকর হইয়া উঠিল। কলিকাতার ঠাকুরবংশীয় দক্ষিণারজন মুখোপাধ্যায় এই সময় ত্রিপুরার উপস্থিত হন। তিনি মহারাজকে ভয় দেওয়ার মহারাজ তাহাকেই প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহেন কিন্তু তাহার চরিত্রদোষ থাকায় রাজগুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী সমস্ত কর্তব্যচরীর পরামর্শ মতে তাহাতে বাধা দেন। মহারাজ ঈশান, অভিযয় গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি গুরুবাক্যে দক্ষিণা বাবুকে বিদায় দিয়া গুরুকে বলিলেন ‘প্রভো! আমি চাকলে রোসনাবাদ রক্ষার উপায় দেখি না। আপনার চরণে রাজ্য ও জনদারী অর্পণ করিলাম, আপনি রক্ষা করুন।’

বিপিনবিহারী ১২৬৫ ত্রিপুরাকে ত্রিপুরার শাসনভার নইলেন। কলিকাতায় কার্য চালাইবার জন্ত এই সময় বজ্রচট্টোপাধ্যায় নামক এক অতি বুদ্ধিমান লোক আমমোকা নিযুক্ত হন, তিনি ছয়মাস কলিকাতায় ছয়মাস আগরতলা থাকিতেন। গুরু বিপিনবিহারী অমাত্যগণের পরামর্শ নানা কোশলে রাজ্য ঋণ মুক্ত করেন। ঈশানচন্দ্র ২৭ ভূমি আবাদ করাইয়া স্বীয় দুই পুত্রের নামে ব্রজেননগর নবদ্বীপনগর রাখেন ও তাহাদ্বিতিকে জায়গীর দেন। গুরু পরামর্শে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে যুবরাজ ও বড়ঠাকুর পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তাহার ভ্রাতার ইচ্ছা চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রাণরক্ষা দায় হইল তিনি ভয়ে ঈশানচন্দ্রকে অতিশ্রুতি করাইলেন যে, ঈশান পুত্রদ্বয় ব্যতীত আর কাহাকেও কোন উত্তরাধিকারী দিবে না। রাজাকেও গোপনে বিনাশের চেষ্টা হয়, কিন্তু গুরুচরের কোশলে রাজা তাহা জানিতে পারিয়া তাহারিণ্ডে ধৃত ও বন্দী করেন। এই সময় চট্টগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। ঈশানচন্দ্র তাহা দমনার্থ ইংরাজের সাহায্য করেন।

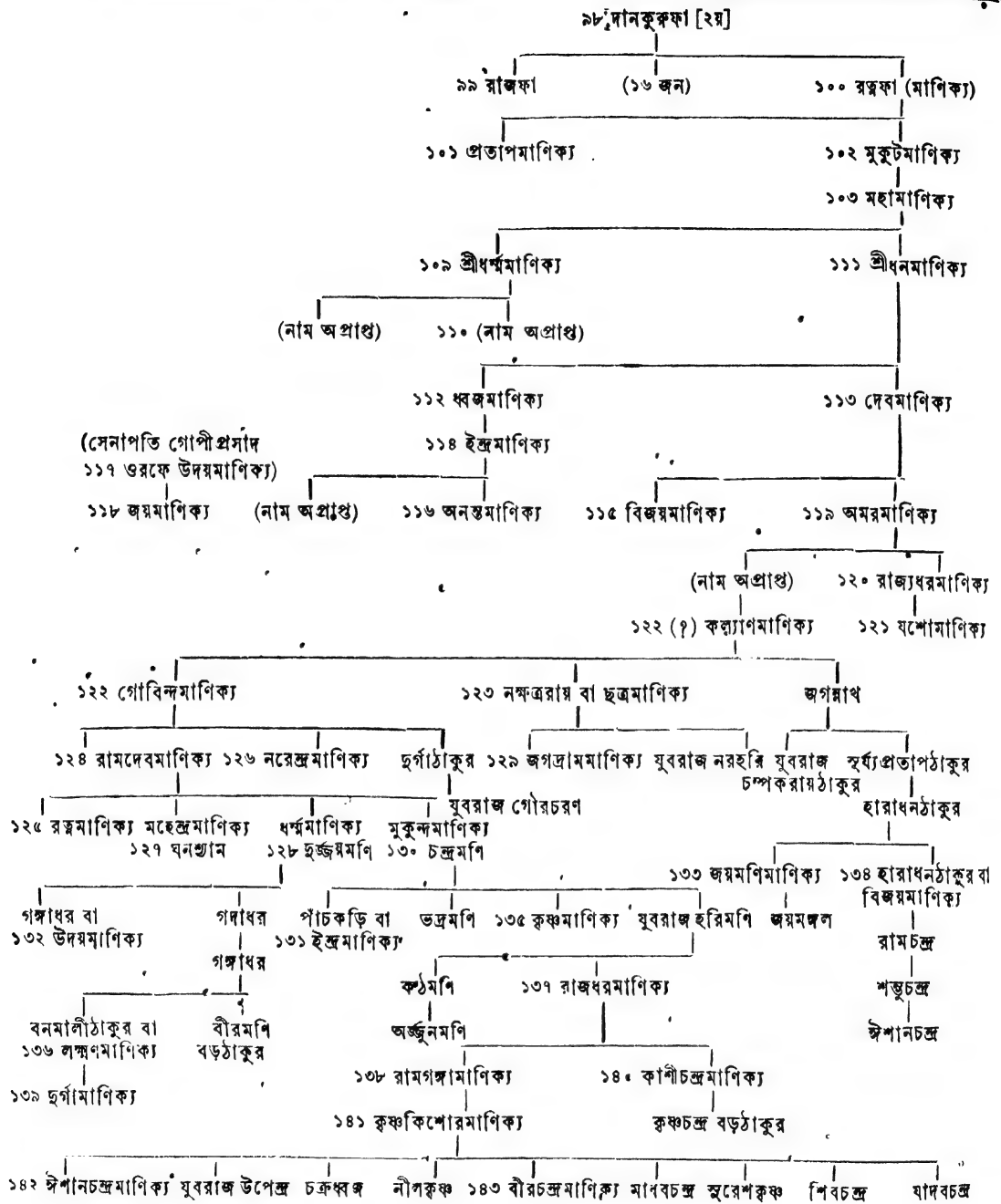
১২৬৯ ত্রিপুরাকে কৃষ্ণকিশোরের উৎপাত হয়, মহারাজ তাহা দমন করেন। এই সময় বড়ঠাকুর ও যুবরাজ পদ পাইবার লালী নীলকণ্ঠ ও বীরচন্দ্র নামক ঈশানচন্দ্রের ভ্রাতৃদ্বয় অনেক মোক্ষ দমা করেন, যোকদমায় তাহারা জরী হন নাই; কিন্তু

ত্রিপুরার রাজবংশাবলী ।

যযাতি •



৯ সুদর্শ	২৬ নাগেশ্বর	৩৩ বীররাজ	৬০ মিশলিরাজ ৬১ তেজাজ ফণ	৮০ সিংহফনী ৮১ ললিতরায়
১০ ত্রিভঙ্গ	২৭ যোগেশ্বর	৩৪ নগপতি	৬২ নরেন্দ্র	৮২ মুকুন্দফা
১১ দেবাজপাল	২৮ জৈম্বরফা	৩৫ শিবিরাজ	৬৩ ইন্দ্রকান্দি	৮৩ কমলরায়
১২ নরজিত	২৯ রঙ্গ	৩৬ দেবরাজ	৬৪ বিমানরাজ	৮৪ কৃষ্ণরায়
১৩ ধর্মাস্তদ	৩০ ধনরাজফা	৩৭ ধরাসিখর	৬৫ যশোরাজ	৮৫ যশোফা
১৪ কৃষ্ণাস্তদ	৩১ নচুঙ্গ	৩৮ ত্রিরাজ	৬৬ নবাজ	
১৫ পোমাস্তদ	৩২ মাইচুঙ্গ	৩৯ সাগর ফা	৬৭ রাজগঙ্গা	৮৬ (নাম অপ্রাপ্ত) ৮৭ সাধুরায়
১৬ নগাস্তদ	৩৩ তরুরাজ	৪০ মলয়চন্দ্র	৬৮ শুক্লরায়	৮৮ প্রতাপরায়
১৭ ত্রিভুজ	৩৪ ত্রিপলি	৪১ সুর্যরায়	৬৯ প্রতীত	৮৯ বিষ্ণুপ্রসাদ
১৮ তরুরাজ	৩৫ সুমন্ত	৪২ উত্তমফণী	৭০ মরুসোম	৯০ বাণেশ্বর
১৯ হেমরাজ	৩৬ রূপবন্ত		৭১ গগন	৯১ বীরবাহু
২০ বীররাজ	৩৭ তরুহেম	৪৩ চরতরু ৪৪ উত্তর	৭২ নবরাত্ন	৯২ সম্রাট
২১ ত্রিরাজ	৩৮ পুহেম	৪৫ প্রমার	৭৩ মুকুন্দরায়	৯৩ চম্পা
২২ ত্রিমন্ত	৩৯ ক্ষেত্রফা	৪৬ কুমার	৭৪ জনকফা	৯৪ মেঘ
২৩ লক্ষীতরু	৪০ কালতরু	৪৭ সুকুমার	৭৫ দেবরাজ	৯৫ সংখ্যাচাগ
২৪ মৈলোক্য	৪১ চন্দ্রফা	৪৮ তরুরাত্ন	৭৬ শিবরায়	৯৬ সিংহভূষণ
২৫ ময়লক্ষী	৪২ গজেশ্বর	৪৯ রাজ্যেশ্বর	৭৭ দানকুরুফা	৯৭ কুঞ্জহোমফা
			৭৮ কুরঙ্গফা	



ইহার ফলে ব্রীশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে এই সময় ত্রিপুরার এক বন্ধুত্ব হিসাবে সন্ধি হয়।

ঈশানচন্দ্র তৃতীয় পুত্রের নামেও রোহিণীনগর নাম দিয়া এক নতুন নগর নির্মাণ ও তৃতীয় পুত্রকে জায়গীর দেন। তিষ্ঠা পরগণায় রাণী চন্দ্রেশ্বরী মহাদেবীর নামে এক বাজার স্থাপিত হয়। চন্দ্রেশ্বরী বুদ্ধাবনে রাধামাধব মূর্তি স্থাপন করেন।

১২৭২ ত্রিপুরাকে ১৭ই শ্রাবণ ৩৪ বৎসর বয়সে মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্য উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না করিয়াই বাত-রোগে কালগ্রাসে পতিত হন। ইনিই ত্রিপুরার নতুন রাজ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। একদিন মাত্র এই প্রাসাদ তিনি ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। অনেক গোলমালের পর বীরচন্দ্রমাণিক্য রাজ্যলাভ করিলেন। ইনি ধার্মিক ও সাহিত্যাহুরাগী। ইহার যন্ত্রে ত্রিপুরারাজ্যে অনেক স্মরণীয় স্থাপিত হইয়াছে। এখন ইনিই রাজত্ব করিতেছেন।

পূর্ব পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা রাজবংশের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরার বৌদ্ধধর্ম। এক সময় ত্রিপুরার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রবল হইয়াছিল। রাজমালায় এ সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত না হইলেও তিব্বতের লামা তারানাথ খুটীর ১৭শ শতাব্দীতে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন,—এখানে সার সঙ্কলিত হইল মাত্র।

“রামপালের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক বিরূপ আবির্ভূত হন। ইহার অপর নাম ধর্মপাল। ইহার প্রদান শিষ্যের নাম (উড়িয়া) কালবিরূপ, তাঁহার প্রদান শিষ্য ত্রিপুরাধিপতি ‘ডোম বিরূপ হেরু’। এক সময় আচার্য্য কালবিরূপ ত্রিপুরায় আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গদেশ স্তুনিয়া ত্রিপুরাধিপতি বিরূপ হন এবং তাঁহার নিকট তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে আচার্য্যের নিকট থাকিয়া রাজাও একজন সিদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মতেও শক্তি সঙ্গম না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজাও একদিন প্রত্যাদেশ গুলিলেন, পদ্মাবতী নামে এক ডোম-কন্তাকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে। রাজাও হঠাৎই সেই ডোমনীকে গ্রহণ করিলেন। তাহাকে লইয়া রাজধানী ছাড়িয়া বনে গিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি ডোমরাজ বা ডোমাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি প্রকৃত ডোমজাতীয় ছিলেন না, তবে ডোমনীকে গ্রহণ করার ডোমপতি* নাম হইল। এই

* তিব্বতী ভাষায় ‘ডোম-প’।

ডোমপতির অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ডোম-কন্তার সহবাস করার তিনি রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে রাজ্যমধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া কুহিল, যে রাজা না থাকিলেই এরূপ অঘটন ঘটিতেছে। প্রজা সাধারণে রাজাকে অতি যত্ন করিয়া আহ্বান করিল। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। রাজা ‘ধর্ম’ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচার করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই শত শত লোক এই ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করিল।* ধর্মপুজায় বজ্রযোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রডাকিনী, বজ্রভৈরব বা ক্ষেত্রপাল, নাথ প্রভৃতি পূজা পাইয়া থাকেন।

ত্রিপুরাস্তক (পুং) ত্রিপুরস্ত অস্ত্যং কেরোতি অস্ত-গিচ্-থুল। ১ শিব, মহাদেব।

“আন্ততোষঃ মিত্রমধ্যে শত্রুণাং ত্রিপুরাস্তকঃ।” (কালীধ্বং)

২১ বাচস্পতি নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি ভট্টপাদের পুত্র। ত্রিপুরারি (পুং) ত্রিপুরস্ত অরিঃ ৬তৎ। ১ শিব। ২ একজন টীকাকার পার্শ্বতীনাথের পুত্র। ইহার রচিত অনর্থনাথব ও মালতীমাধবের টীকা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরারিপাল, একজন সংস্কৃত কবি। সৃষ্টিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ত্রিপুরারিস (পুং) ঔষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোথ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, বিষ, প্রত্যেক ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম অর্দ্ধ তোলা, আদার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অহুপান মধু, চিনি বা আদার রস। ইচ্ছাতে অষ্টবিধজ্বর, স্নীহোদর, শোথ ও অতিসার আন্ত বিনষ্ট হয়। শরীর বেক্রপ ত্রিপুরা দ্রব্য করিয়াছিলেন, এই ঔষধ সেবনেও রোগ সকল সেইরূপ আন্ত প্রশমিত হয়, এইজন্য ইহার নাম ত্রিপুরারিস। (তৈজস্ব্যঃ*)

ত্রিপুরকৃষ (ক্ৰী) ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমাহারঃ। ১ পিতাদি পুরুষত্রয়, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ। ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পিতা-দয়ো ভোক্তারো যন্ত। ২ ভোগভেদ।

“প্রপিতামহেন যদুজ্জং তৎপুত্রং বিনা চ তম্।

তৌ বিনা যন্ত ভোগঃ ত্রাং স বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিপুরকৃষঃ।” (ব্যবহারতঃ)

প্রপিতামহ যাহা ভোগ করিয়াছেন, পরে তৎপুত্রও ভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র তাঁহাদিগের অবর্ত-মানে যাহা ভোগ করেন, তাহাকে ত্রিপুরকৃষ কহে। কিন্তু পিতামহ, পিতা ও পুত্র এই তিন পুরুষ জীবিত থাকিয়া ভোগ করিলে এক পুরুষ ভোগ বলা যায়।

“পিতা পিতামহো যন্ত জীবন্ত প্রপিতামহঃ।

ত্রয়াণাং জীবিতাং ভোগঃ বিজ্ঞেয়ঃ ত্রিপুরকৃষঃ।” (ব্যবহারতঃ) *

(ত্রি) ত্রয়ঃ পুরুষাঃ পরিমাণমত্যাঃ ঠনু তন্ত লুক্ । ৩ পুরুষত্রয়-
পরিমিত ।

ত্রিপুরেশাদ্রি (পুং) কাশ্মীরস্থ একটা পর্বত । (রাজত* ৫১২২০)
ত্রিপুরা (স্ত্রী) জীন্ বাতাদিদোষত্রয়ান্ পুষ্যাতীতি পুষ-ক,
ততষ্টাপ্ । কৃষ্ণত্রিবিং, কাল তেউড়ী । (শব্দচ*)

ত্রিপুরকর (স্ত্রী) ত্রয়াণাং পুরুষাণাং সমাহারঃ । ১ পুরুষত্রয়-
ত্রয়কৃত তীর্থভেদ । ২ জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ভেদে পুরুষ ত্রয় ।
(পুং) ৩ নক্ষত্র বার তিথি রূপ অন্তত যোগভেদ । পুনর্কক্ষয়,
উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্বাভাদ্র, বিশাখা, রবি,
মঙ্গল ও শনিবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে
মৃত্যু হইলে ত্রিপুরকর যোগ হয় । মৃত্যু দিনে উক্ত বার নক্ষত্র ও
তিথি একদিনে হইলেই এইরূপ ত্রিপুরকর যোগ হয় ।

এই ত্রিপুরকর যোগ অতিশয় অন্তত । এই যোগে
মরিলে অচিরে ইহার শাস্তি করিতে হইবে, শাস্তি না করিলে
ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হয়, এবং
বাস্তবস্থ পৰ্য্যন্ত জীবিত থাকে না । পূর্বোক্ত তিথিবার
নক্ষত্রে অনিলে জারজ যোগ হয় । এই যোগে বৃদ্ধি হইলে
অর্থাৎ কোন বস্তু লাভ হইলে ত্রিগুণ লাভ হয়, কোন বস্তু
নষ্ট হইলে ত্রিগুণ নষ্ট হয় । হৃত হইলে ত্রিগুণ হৃত হয় ।
মরিলে প্রথম মাসে বা বর্ষে কুটুম্বের পীড়া এবং তাহার
পুল্ল বিনষ্ট হয় । দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রের
রক্ষা নাই ।

“পুনর্কক্ষয়ত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী ।

পূর্বাভাদ্রঃ বিশাখা চ রবিভোমশনৈশ্চর্য্যঃ ॥

দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ ।

এতেষামেকদা যোগে ভবতীতি ত্রিপুরকরঃ ॥

জাতে তু জারজো যোগো মতে ভবতি পুরুষঃ ।

ত্রিগুণং ফলদো বুদ্ধৌ নষ্টে হৃতো মতে তথা ॥

প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েৎ ।

দেবোহপি যদি বা রক্ষ্যেৎ তন্ত পুত্রো ন জীবতি ॥” (শুদ্ধিকা*)

ত্রিপুরকরযোগের শাস্তি অশৌচের মধ্যে করিতে হয়,
ইহাতে কালবিলম্ব হইলে ক্রমে ক্রমে অনর্থরাশি উপস্থিত
হয়, বিলম্ব হইলে পুল্ল, ভ্রাতা, ভায়া, পতি, স্বশুর, মাতা,
পিতা, স্বদা, পিতৃব্য, ভগিনীপতি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, স্বামী
(প্রভৃ), অগত্যা, ইহার এক একটা করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হয়,
১৬ মাস পূর্ব হইলে বাক্য নষ্ট হয় । পরে বাক্যের অভাবে
বাস্তবস্থ পৰ্য্যন্ত জীবিত থাকে না । এই যোগে মরিলে
তাহার সহিত আর তিন জন মরে এবং কোন বস্তু লাভ
হইলে তাহার সহিত আর তিনটা লাভ হয় । এইরূপ অন্তত

কার্য্যে তিনটা করিয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে, এইজন্য এই যোগে
নাম ত্রিপুরকর । ইহার শাস্তি করিতে হইলে বরাহস্মৃতি
ভোক্ত অযুত হোম করিতে হয়, অসক্ত হইলে যথার্থ
সুবর্ণাদি দান করিবে ।

“অতন্ত্রদোষশাস্ত্যর্থং হোময়েদযুতং বৃধঃ ।

অশক্তশ্চ সুবর্ণাদিদানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধিঃ ॥” (শুদ্ধিকা*)

আচার্য্য দ্বারা হোম ও বলি প্রভৃতি করিতে হয় । [শাস্তি
বিবরণ পুরুষ শব্দে দেখ ।]

ত্রিপুর্ত (পুং) ত্রয়ো বংশাঃ পৃষ্ঠে পশ্চিমপ্রদেশে অস্ত । ১ ঠান-
মতে প্রথম বামুদেব, পর্য্যায়—প্রজাপত্য । (হেম ৩৩৫,
২ সত্যলোক । “সমাগতাঃ সর্বত এব সর্বৈ বেদা যথা মুক্তি
ধরাত্রিপৃষ্ঠে ।” (ভাগবত ১১২১২০) ‘ত্রয়াণাং লোকানাং পৃষ্ঠ
উপর সত্যলোকে ।’ (শ্রীধর)

ত্রিপৌরুষ (ত্রি) জীন্, পিত্রাজীন্ পুরুষান্ ব্যাপ্রোতি হ
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ । পিত্রাদিক্রমে পুরুষত্রয়ব্যাপক ভোগাদি,
একাদিক্রমে তিন পুরুষ ধরিয়া ভোগ । [ত্রিপুরুষ দেখ ।]

ত্রিপ্রশ্ন (পুং) ত্রয়াণাং দিগ্দেশকালানাং প্রশ্নঃ । ১ দিক্ দেশ
ও কালবিষয়ক প্রশ্ন । ২ তন্মূলক দিক্, দেশ ও কাল নিরূপণ
“অশুবিদোহদঃ কিল কালতত্ত্বং
দিগ্দেশকালাবগমোহত্র যশ্চিন্ ।

ত্রিপ্রশ্নান্নি প্রচুরোক্তি ধারি ।” (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

ত্রিপ্রক্ষত (পুং) ত্রিষু স্থানেষু প্রক্ষতঃ । মদক্ষরিত মণেঃ,
যে গজের মেটু, কপাল ও নেত্র এই তিন স্থান হইতে ম
ক্ষরিত হয়, সেই গজের নাম ত্রিপ্রক্ষত ।

ত্রিপ্লক্ষ (পুং) জনপদ বিশেষ । “অবভৃত মভাবযন্তি যমুনা
ত্রিপ্লক্ষাহরণং প্রতি” (কাত্য* শ্রো* ২৪৬৩৯) ‘ত্রিপ্লক্ষ
নাম জনপদং’ (কর্ক)

ত্রিফলা (স্ত্রী) ত্রয়াণাং ফলানাং সমাহারঃ অজাদিভ্যাম্-রিণে
(পা ৪।২।২১) ইতি হুত্রেণ ন ভীপ্ । মিলিত সমভাগ হরীতকী,
বিভীতক ও আমলকী ফল । পর্য্যায়—ত্রিফলী, ফলত্রয়, ফল
ত্রিক । (রাজনি*) হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিন
ফলের সম পরিমাণ সংযোগকে ত্রিফলা বলে, ইহার গুণ-
চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, সারক এ
কফ, পিত্ত, মেহ, কৃষ্ঠ ও বিষমজরনাশক । (ভাবপ্র*)

ত্রিফলায়ুত (স্ত্রী) ত্রিফলানাং রসেন যুক্তং যুতং । যুত
ভেদ । প্রস্তুত প্রণালী—যুত ৮৪ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা
৮৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের, ক
মিলিত ৮১ সের । এই যুত সেবনে তিমিররোগ নষ্ট হয় ।
(ভৈষক্য*)

অন্ত প্রকার বধা—স্বত ৮ সের, কাথার্থ ত্রিফলা (প্রত্যেকটি) ১/২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের, হুড় ৮ সের, ককার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, ড্রাক্সা, যষ্টিমধু, কটুকী, পুণ্ডরীক কাঠ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্রামা-লতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক ২ তোলা, এইরূপে স্বত প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিমিররোগ এবং কামলা, অর্কুদ, বিসর্প, প্রদর, কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর*)

ত্রিফলাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিফলা, যুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল, যষ্টিমধু, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগ্গুল ৮ পল এই সকল দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ইহা লেহন করিয়া সেবন করিলে হৃৎসাধ্য আমবাত, পাণ্ডু, হলীমক, শূল, শ্বয়ধু ও বিষমজর বিনষ্ট হয়। ইহা আমবাতেরই উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যর*)

ত্রিফলাদ্যমৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত স্বতঔষধভেদ, ইহা লঘু ও মহৎ ভেদে বিবিধ।

লঘু ত্রিফলাদ্যমৃত—স্বত ৮ সের, শতমূলীর কাথ ১৬ সের। কক, ত্রিফলা ও যষ্টিমধু মিলিত ১/১ সের, নামাইয়া ইহাতে ১/১ সের মধুমিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমিররোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলাশমহাযুত—স্বত ৮ সের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ১/২ সের, জল ১৬, শেষ ৮ সের, ভৃগুরাজরস ৮ সের, বাসকরস ৮ সের, অথবা বাসকমূল ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের, শতমূলীর রস ৮ সের, ছাগছক্কী ৮ সের অথবা পূর্ববৎ কাথ ৮ সের, আমলকী রস ৮ সের, ককার্থ পিপুল, চিনি, ড্রাক্সা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকলা, গান্তারীছাল, কণ্টিকারী* এই সমুদায়ে ১/১ সের। এই স্বতসেবনে যাবতীয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়, ইহা নেত্ররোগের একটা মহৌষধ। (ভৈষজ্যর*)

ত্রিফলাদ্যমৃত (ক্লী) কমিরোগোক্ত স্বতঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বত ৮ সের, গোমূত্র ১৬ সের, ককার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ, কমলাগুড়ি মিলিত ১/১ সের। এই স্বত সেবনে সকল প্রকার কমিরোগ বিনষ্ট হয়।

অন্তবিধ—হরিতকী, বহেড়া, আমলা, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ মিলিত ১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। স্বত ৮ সের, ককার্থ সৈন্ধব লবণ ১/২ সের। এক্ষেপ চিনি ১/১ সের। ইহারও গুণ পূর্ণরূপ। (ভৈষজ্যর*)

ত্রিঃফলীকৃত (ত্রি) ত্রিঃ ত্রিবারং কলীকৃতঃ বিত্বীকৃতঃ। ত্রিধা বিত্বীকৃত তণ্ডুলাদি, যে তণ্ডুলাদির ত্রুণ তিনবার বাহির করা হইয়াছে। “দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যাং ত্রিঃফলীকৃতঃ-তণ্ডুলাং ত্রিদেবতাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ।” (গোভিল) ‘ত্রিঃফলী-কৃতান্ ত্রিধা বিত্বীকৃতান্।’ (স্বংস্কারভেদে রঘুনন্দন)

ত্রিবন্ধন (পুং) ১ হর্ধ্যাষপোত্র নৃপভেদ। (ভাগবত ৩৭।৪) ত্রিণি বন্ধনানি যন্ত। ২ জাগ্রাদি অবস্থায় যুক্ত জীব।

ত্রিবক্ষু (পুং) ত্রিলোকের বক্ষু।

ত্রিবলি (লী) (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা বলিঃ ১ উদরস্থিত কলীত্রয়।

“ত্রিবলী বলয়োপেতাং ত্রুকুটীভীষণনানাং।” (হর্ধ্যাখ্যান) তিসৃগাং বলীনাং সমাহারঃ। ত্রিবলি।

ত্রিবলীক (ক্লী) তিস্রো বল্যো যত্র, কপ্। পাণু। (হেম*)

ত্রিবাহু (পুং) ত্রয়ো বাহবোহস্ত। ১ কড়াহুচরভেদ। ২ অসি-যুদ্ধাকার ভেদ।

ত্রিভ (ক্লী) ত্রয়াগাং ভানাং রানীনাং সমাহারঃ। ১ লম্বাদি রাশিভয়। “ত্রিভঃ ত্রিভঃ লম্বভতঃ ক্রমেণ ত্রীণাং নৃণাং রাজিদিনেযু তেষু।” (নীলকণ্ঠতাজক)

২ রাশিভয় মাত্র। ত্রীণি ত্রীণি নক্ষত্রাণি যত্র। ৩ নক্ষত্র-ভয়যুক্ত, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন; শত-ভিষা, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র; পূর্ব-ফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তা নক্ষত্রযুক্ত কান্তনমাস।*

ত্রিভঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি ভঙ্গানি বক্রাণি যন্ত। বক্র ত্রি-অঙ্গ, ত্রীকক্ষের মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তিতে ভগবানের ত্রীবা, কটি ও জাহ্নু ঈষৎ বক্রভাবে অবস্থিত থাকে।

ত্রিভঙ্গী (স্ত্রী) মাত্রাস্ত ছন্দোভেদ।

ত্রিভজীবা (স্ত্রী) ত্রিভজ জীবা ৬তং। রাশিভয়ের ধরুণাকার ক্ষেত্রের জীবা, ত্রিজ্যা।

ত্রিভজ্যা (স্ত্রী) ত্রিভজীবা, ব্যাসান্নিরেখা।

ত্রিভগ্নী (স্ত্রী) ত্রীন্ বাতাদিদোষান্ ভগ্নাতি পরিহরণীতি ভগ্ন-অণু ততো ভীপ্। ত্রিবৃতা। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

ত্রিভদ্র (ক্লী) ত্রিযু নথকৃতদন্ততমর্দনেষাণি ভদ্রং যস্মিন্। সুরত। (ত্রিকা*)

ত্রিভমৌর্বিবকা (স্ত্রী) ত্রিজ্যা, ব্যাসান্নিরেখা।

* “কার্ত্তিকাদিব সংযোগে কৃত্তিকাদিষয়ঃ স্বয়ং।

অন্ত্যোপান্ত্যো পঞ্চমন্ড ত্রিভঃ মাসভয়ঃ স্তুতঃ।” (মৃহাসি*)

‘মন্ড কার্ত্তিকস্তাদিষেব গ্রহাণ্ডন্ত্য আশ্বিনঃ, উপান্ত্যঃ, ভাদ্রঃ, পঞ্চমঃ, কাল্গুনঃ, মাসভয়ঃ ত্রিভঃ স্তুতঃ। রেবত্যাশ্বিনী ভরণীতি নক্ষত্রসম্বন্ধা-দাশ্রিতঃ। শতভারাপূর্বোত্তরাভাদ্রপদেতি নক্ষত্রসম্বন্ধাভাদ্রপদঃ। পূর্বোত্তরফাল্গুনী হস্তেতি নক্ষত্রসম্বন্ধাং ফাল্গুনঃ।’ (রজন্য)

ত্রিভাগ (পুং) তৃতীয়া ভাগঃ, বৃত্তো সংখ্যানন্ত পূরণার্থম্।
তৃতীয়ভাগ। “ত্রিভাগশেষাশু নিশাস্ত চ ক্ষণং।” (কুমার ৩৮)

ত্রিভাসু (পুং) তুর্ল্লবংশীয় নৃপভেদঃ। (ভাগ ৯২৩৪)

ত্রিভাব (পুং) ত্রিষু কালেষু ভাবোহস্ত। ত্রৈকালিক পদার্থ।

ত্রিভুক্তি (পুং) ত্রিষু ভুক্তিরন্ত। তীরহত দেশ। (ত্রিকা)

[মিথিলা দেখ।]

ত্রিভুজ (স্ত্রী) ত্রয়োভুজা যত্র। ত্রিভাহক, ত্রিকোণ ক্ষেত্র-
ভেদ, যে ক্ষেত্রের তিনটি ভুজ আছে। [ক্ষেত্র দেখ।]

ত্রিভুবন (স্ত্রী) ত্রয়াং ভুবনানাং লোকানাং সমাহারঃ, পাতা-
দিম্বাং ন ভীপ্। ত্রিলোক, মিলিত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই
ভুবনত্রয়।

ত্রিভুবনচক্রবর্তী, দাক্ষিণাত্যের রাজবিশেষের উপাধি।
চের, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য প্রভৃতি বংশে অনেক রাজা
এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবনপাল, ১. শুঙ্গরাজের চৌলুক্যবংশীয় একজন রাজা,
ইনি তিহুনপাল নামে খ্যাত। ইনি ১২৯৮ সন্থ হইতে
চারি বৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। কাহারও মতে ইনিই
স্বর্ঘ্যশতকের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

২ গোড়রাজ ধর্মপালের মহা সামন্তাধিপতি। ইনি ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতের বড়ই সমাদর করিতেন। ইহারই অমুরোধে রাজা
ধর্মপাল নারায়ণ ভট্টারককে বিস্তর ভূমিদান করেন। দত্তানন্দ
নামক সংস্কৃত ছায়ানাটকরচয়িতা কবি স্তবট ইহার আশ্রয়ে
ও উৎসাহে পুস্তক রচনা করেন।

ত্রিভুবনলাল, নারদবিলাস নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিভুবনেশ্বরলিঙ্গ (স্ত্রী) ভুবনেশ্বর বা একাত্রক্ষেত্রের
প্রধান লিঙ্গ। [একাত্র ও ভুবনেশ্বর দেখ।]

ত্রিভূম (পুং) ত্রিভো ভূময়ঃ উর্দ্ধাধো মধ্যাশ্চ, অচ্ সমা-
সাত্তঃ। প্রাসাদভেদ, তেতালাবাড়ী।

ত্রিভোজনলগ্ন (স্ত্রী) ক্রিতিজবৃত্তের উর্দ্ধস্থ ক্রান্তিবৃত্তের উর্দ্ধ
মধ্যপ্রদেশ। “দর্শাজ লগ্নং প্রথমং বিধায় ন লঘনং বি-
ক্রিভোজনভূল্যে।” (ভাস্কর) “উর্দ্ধমধ্যপ্রদেশত্রিভোজন-
মিত্যর্থঃ।” (স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তটীকার রজনাব)

ত্রিমঙ্গল, একজন বিখ্যাত দ্রাবিড় পণ্ডিত। ইনি ত্রিমঙ্গল-
বার্ত্তিক নামে মক্কাচাখ্যের মতপোষক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ
প্রণয়ন করেন।

ত্রিমণ্ডলা (স্ত্রী) লুতাভেদ, ইহা দুই প্রকার। [লুতা দেখ।]

ত্রিমদ (পুং) ত্রিগুণিতোমদঃ সংজ্ঞায়াং কর্মধা। বিশ্রামদ,
ধনমদ ও অভিজ্ঞনমদ এই তিন প্রকার মদোৎপন্ন পর্কজয়।

“নুনং নৃপাণাং ত্রিমদোৎপদানাং।” (ভাগ ৩১৪৩) ত্রয়াণাং

মদানাং সমাহারঃ, অতিধানাপুংস্বং। ২ মূতা, চিত্রক, বিড়ক।

“বিড়কমূতচিত্রক ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ।” (বৈদ্যকপরিভাষা)

ত্রিমধু (স্ত্রী) ত্রিগুণিতং মধু সংজ্ঞায়াং কর্মধা। ১ ছন্দাদিত্রয়,
ছন্দ, সিতা, মাস্কিক; ছন্দ, চিনি ও মধু এই মধুরত্রয়। “দুগ্ধ-
সিতা মাস্কিকক বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ং।” (বৈদ্যক)

(পুং) ২ ঋগ্বেদৈকদেশ। ৩ ঋগ্বেদের বাগভেদ। ৪ এই
ব্রতচরণ দ্বারা ঋগ্বেদাধায়। ৫ মধুবাতি ঋক্‌ত্রয়বেত্তা।

মধুবাতি ইতিত্রয়ঃ মধুশব্দা যত্র। মধুবাতি ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয়।

“বেদার্থবিদ্ জ্যোষ্ঠসামা ত্রিমধুত্ৰিস্পর্শকঃ।” (যাজ্ঞ ১১২১১)
মধুশব্দত্রয়।

“গায়ত্রীং ত্রিঃ সক্রুহাপি অপেধ্যাহতিপূর্ষিকাম্।

মধুবাতি ইতি ত্র্যচং মধ্বিত্যেত্যতং ত্রিকং অপেৎ ॥” (পারসর)

ত্রিমধুর (স্ত্রী) ত্রিগুণিতং মধুরং সংজ্ঞায়াং কর্মধা। দুগ্ধ,
সিতা ও মাস্কিক রূপ মধুরত্রয়।

ত্রিমল্ল (দাক্ষিণাত্যে এই শব্দ তিক্রমল নামে প্রচলিত)
এই নামে দাক্ষিণাত্যে অনেক সংস্কৃত ও তামিল গ্রন্থকার রত্ন-
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়জন প্রধান।

১ম—ইনি গীতগোবী, গোপালাখ্যা ও ভাস্কিবিলাস
চম্পু রচনা করেন।

২য়—ইনি ‘অম্বাখ্যা’ নামে সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি
ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়াছেন।

৩য়—ইনি তিক্রমল আবাই নামে খ্যাত। বৈদ্যসিদ্ধি
নামক বেদান্ত, সহস্রকিরণী ও সারকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত
গ্রন্থ ইহার রচিত।

ত্রিমল্লজ্ঞান, আশ্বলায়নীয় ‘বিদ্যাপরাধপ্রায়শ্চিত্ত’ নামক
সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিমল্লতনয়, কাতায়নস্মানহত্রের একজন টীকাকার।

ত্রিমল্লভট্ট, অলঙ্কারমঞ্জরী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

ত্রিমল্লভট্টবৈদ্য, একজন আয়ুর্বেদবিদ প্রসিদ্ধ তৈল
পণ্ডিত। শিল্পভট্টের পৌত্র, বলভের পুত্র ও রসপ্রদীপ
রচয়িতা শঙ্করভট্টের পিতা। ইনি ত্র্যযাশুগণভল্লোকা, যোগ-
তরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচক্রোদয় প্রভৃতি বৈদ্যক
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিমালী, (ত্রিমালী) বোম্বাই প্রদেশ বাসী এক প্রকার
ভিক্ষুজীবীজাতি। ইহার বলে যে বহুদিন হইল তৈল
হইতে এই জাতি কণাটক প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।
ইহার তেলুগু ভাষার কথা কয়। ভিকাই ইহার
জাতিগত উপজীবিকা। কেহ কেহ বা কুজাক, মালীবালা,
বজ্রসুত্র, পুতির মালা প্রভৃতির ব্যবসা করিয়াও জীবিকা

নির্মাণ করে। মংস্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি আহারে কেহ আপত্তি করেনা। ইহারা ১০ দিন মাত্র অশোচ গ্রহণ করে। মরাঠী কৃণবীদিগের মত আচার ব্যবহার ও ত্রোতাপ-বাসাদি করিয়া থাকে। বালাবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

ত্রিমাতৃ (ত্রি) ত্রয়াণাং লোকানাং মাতা, নির্মাতা। ত্রিলোক-নির্মাণকারক।

“উত ত্রিমাতা বিদথেন্ সত্ৰাট্” (থক্ ৩।৬।৫)

ত্রিমাত্র (পুং) ত্রিষ্যঃ মাত্রা উচ্চারণকালে হস্ত। প্রভৃত্বের অতীত স্বর।

“একমাত্রো তবৎ ইবো বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্ত প্রুতঃ ক্ষেয়ো ব্যঞ্জনং চার্কিমাত্রকং ॥” (শিক্কা)

একমাত্র স্বর হ্রস্ব, বিমাত্র স্বর দীর্ঘ, ত্রিমাত্র স্বর প্রুত আর ব্যঞ্জন অর্কিমাত্র। প্রণব ত্রিমাত্র, প্রত্যেক কার্যের প্রারম্ভে ত্রিমাত্র প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

“ত্রিমাত্রস্ত অথোক্তব্য প্রারম্ভে সর্বকর্মণাং ॥” (সম্বর্ভ)

[প্রণব ও ঙ্গ দেখ।]

ত্রিমার্গ (ক্লী) ত্রয়াণাং মার্গানাং সমাহারঃ। মার্গের ত্রিতর, তিন পথ। [ত্রিপথ দেখ।]

“ত্রিপথেতি চ নামান্তাঃ ত্রিমার্গগমনাদিদম্ ॥” (রামা ১।৪৫।৪)

ত্রিমার্গগা (ক্লী) ত্রিভি মার্গৈগচ্ছতি গম-ড। গঙ্গা।

ত্রিমার্গগামিনী (ক্লী) ত্রিভি মার্গৈ গচ্ছতি গম গিনি, গুণী। গঙ্গা।

ত্রিমার্গ্য (ক্লী) ত্রয়ো মার্গাঃ যস্তাঃ। ১ গঙ্গা। ২ তেমাথা পথ। ত্রয়ানাং মার্গানাং সমাহার স্ত্রিয়াং ভীষ্। মার্গত্রয়।

ত্রিমুকুট (পুং) ত্রীণি মুকুটানীব শৃঙ্গানি যন্ত। ত্রিকূট পর্বত (হেম)

ত্রিমুখ (পুং) ত্রীণি মুখানি যন্ত। ১ শাক্যমুনি। ২ গায়ত্রী জপাঙ্গ চতুর্বিংশতি মূত্রাস্তর্গত মূত্রাভেদ। [মূত্রা দেখ।]

ত্রিমুখা (ক্লী) ত্রীণি মুখানি যস্তাঃ। বুদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী। পর্যায়—মারীচী, বজ্রকালিকা, বিকটা, বজ্রবারাহী, গৌরী, পাণ্ডুরথ। (ত্রিকাং ১)

ত্রিমুখী (ক্লী) বুদ্ধ দেবীভেদ, মায়াদেবী।

ত্রিমুনি (ক্লী) ত্রয়াণাং মুনির্নাং সমাহারঃ। পাপিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিরূপ মুনিত্রয়। ২ পাপিষ্ঠাদি মুনিত্রয় প্রণীত ব্যাকরণ।

ত্রিমূর্তি (পুং) ত্রিভ্যো মূর্তয়ো যন্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপ মূর্তিত্রয় যুক্ত পরমেশ্বর। (ক্লী) ব্রহ্মশক্তি ভেদ। এই শক্তি, একরূপিনী হইলেও অগজজননপালন রূপে ত্রিভিন্ন রূপিনী হয়। ৩ বুদ্ধ দেবী ভেদ। (ত্রিকাং)

ত্রিমূর্ত্ত (পুং) ত্রয়ো মূর্ত্তানো হস্ত, বহুব্রীহৌ ব সমাসান্তঃ। মূর্ত্তত্রয় যুক্ত।

“বহুমূর্ত্তে ত্রিমূর্ত্তাংস্ত্রিচাহতঃ মূর্থে ॥” (ভট্ট)

ত্রিমোহিনী, যশোর জেলায় একটা গওগ্রাম। অক্ষা° ২২° ৫৪' উঃ, দ্রাঘি° ৮৯° ১০' পূঃ, কেশবপুরের ২৫০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে জয়ানদী কপোতাক্ষ ছাড়িয়া প্রবাহিত হইত, যেখানে ঐ নদীর তিনটা মুখ বা মোহানা বিস্তৃত, সেই স্থান ত্রিমোহানি বা ত্রিমোহিনী নামে খ্যাত। নদীতটস্থ এ স্থান হাটের অল্প বিখ্যাত, এখানকার গ্রামের নাম চন্দ্রা। এখানে পূর্বে চিনির বহু বিস্তৃত ব্যবসা ছিল। এখন আর সেরূপ নাই। তবে এখন হইতে নানাস্থানে চিনি রপ্তানী হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে বারুণীর সময় এখানে মেলা হয়। ত্রিমোহিনীর এক পোয়া দূরে মীর্জানগর মুসলমানদিগের সময় তথায়, যশোরের ফৌজদার বাস করিতেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ স্থান যশোরের মধ্যে একটা হুং নগর বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই।

ত্রিশ্বক, নাসিক জেলায় একটা বিখ্যাত শহর ও তীর্থস্থান। অক্ষা° ১৯° ৫৪' ৫০" উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩৩' ৫০" পূঃ। নাসিক নগর হইতে প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় সাড়েচারি হাজার লোকের বাস।

স্থানমাছাছো এই স্থান ত্র্যম্বক নামে উক্ত হইয়াছে এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব বিরাজ করেন, সেই অল্প মহাপুণ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ত্র্যম্বকের কএকখানি মাহাছা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানি পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডের অন্তর্গত, একখানি বরাহপুরাণীয় ও একখানি নারদ-পুরাণের উত্তরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এখানকার ত্রিশ্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি বিখ্যাত। বর্ত্তমান মন্দির সদাশিব রাওএর ব্যয়ে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দেবসেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্মেন্ট হইতে বার্ষিক ১২০০০ টাকা বরাদ্দ আছে। অহল্যাবাই এখানে একটা ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করাইয়া ছিলেন।

ত্রিশ্বকচূর্ণ পাহাড়ের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৪৮ ফিট উচ্চ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে প্রায় ১৮০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এমন উর্দ্ধে ও চূর্ণম চূর্ণ এ অঞ্চলে কোথাও নাই। চূর্ণে যাইবার কেবল দুইটা প্রবেশ দ্বার আছে, দক্ষিণদ্বার দিয়া রসদাদি যাইত, উত্তরদ্বারে কেবল একটা লোক যাইতে পারে। আর চারি দিক্ উচ্চ নীচ গিরিশৈল সমাজ্জাদিত। চূর্ণদ্বার ছাড়া পাহাড়ের কোন কোন স্থানে কএকটা বুদ্ধ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডাদিগের উদ্ভে-

জনায় কতকগুলি ভীল ও ঠাকুর এখানকার সরকারী কোষাগার আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। বৃহস্পতি সিংহ রানিতে প্রবেশ কালে এখানেও কুড় হইয়া থাকে।

ত্রিষকজী দেঙ্গলিয়া, পেশবা বাজিরাওর একজন অতি বিশ্বাসী ও আশ্রিত। ইনি প্রথমে একজন সামান্য বাণ্ড বা গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন। যে সময় হোলকারের ভয়ে 'বাজিরাও পুণা হইতে মহাড়ে পলাইয়া আসেন, সেই সময় অতি অল্পকাল মধ্যে ত্রিষকজী বাজিরাওর পত্রের উত্তর আনিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যকুশলতা দর্শনে বাজিরাও তাঁহার উপর অতি মদ্য হইলেন। এই সময় হইতে ত্রিষক সর্বদাই বাজিরাওর নিকট থাকিতেন। তিনি অতিশয় চতুর, ধূর্ত ও পটু ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই বাজিরাওর হৃদয় অধিকার করিলেন। বাজিরাও অপর সকল লোক অপেক্ষা ত্রিষকজীকে অধিক বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চতুর ত্রিষকজী বাজিরাওর একজন প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক তিনি বাজিরাওকে অধিক সম্মান করিতেন। বাজিরাও যখন ধৈ আদেশ করিতেন, ত্রিষক হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অবিলম্বে তাহা সমাধান করিতেন। ক্রমেই ত্রিষকজীর অবস্থা উন্নত হইতে লাগিল। সে নাপতি গণপত রাওএর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইলে ত্রিষকজী গণপতরাওএর পদলাভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে খৃস্টজী কর্ণাটক প্রদেশের শাসন-কর্ত্ত্ব পদ ত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সির এজেন্ট পদ নির্বাচন করিলে ত্রিষকজী কর্ণাটকের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

ইরোপীয়দিগের উপর ত্রিষকজীর বড়ই আক্রোশ ছিল। কিসে ব্রীটিশরাজ্য ধ্বংস হইবে, কিসে ব্রীটিশের ক্ষমতা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে, এই চিন্তা ত্রিষকজীর মনে সর্বদা জাগরুক ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্যনায় বাজিরাও ব্রীটিশ গবর্মেণ্টের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। 'ব্রীটিশের হস্ত হইতে বাজিরাওকে স্বাধীন করিবার জন্য ত্রিষক নূতন গোসাবি ও আরবসৈন্য নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশবার পক্ষ হইতে ব্রীটিশ গবর্মেণ্টের সহিত কার্য্য চালাইবার জন্য নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই পরামর্শ মত বাজিরাও সিন্ধিয়া ভোন্স্লা, হোলকর ও পেণ্ডারদিগের নিকট গুপ্তচর পাঠাইলেন। সকলে এক হইয়া বাহাতে ব্রীটিশ পরাক্রম থরু হয়, তাহারই যত্ন করিতে লাগিলেন।

এই বর্ষে ধূর্ত ত্রিষকজী পণ্ডরপুর নামক পুণ্যক্ষেত্রে গঙ্গা-ধরশাস্ত্রীকে গুপ্তভাবে ঘাতক দ্বারা হত্যা করাইয়া ব্রহ্মহত্যা

পাপে লিপ্ত হইলেন। এই পাপকাণ্ড চাপা রহিল না, বোম্বাইয়ের গবর্নর এলফিনষ্টোন সাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি ত্রিষকজীকে অবিলম্বে ব্রীটিশ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য পেশবাকে বলিয়া পাঠাইলেন। বাজিরাও ত্রিষকজীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি সহজে ত্রিষকজীকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এদিকে একদল ব্রীটিশ সৈন্য আসিয়া পুণায় উপস্থিত হইল। বেগতিক দেখিয়া (২৫৫ সেপ্টেম্বর) ত্রিষকজী ব্রীটিশ গবর্মেণ্টকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি মালাসেটের থানাধির্গে বন্দী হইলেন। বাজিরাও তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। থানাধির্গে কেবল গোরা প্রহরী। তাহাদিগকে উৎকেচ দিয়া বন্দীভূত করা অথবা তাহাদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া পলায়ন করা সহজ ব্যাপার নহে। কেবল একজন সহিসের চেঁচায় ত্রিষকজী থানাধির্গ হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সহিস ত্রিষকজীর সহিত কথা কহিতে পারে নাই। ঈর্জিতে ঘোড়ার গা মলিতে মলিতে এইরূপ ভাবে একটা গান করিল,—‘ঝোপের মধ্যে কতকগুলি ধূসর অবস্থান করিতেছে, সেখানে গাছের তলায় ঘোড়া বাধা আছে, ত্বরায় গিয়া সেই ঘোড়ার চড়িয়া দাক্ষিণাত্যকে স্বাধীন কর।’

ত্রিষকজী সেই গানের মর্ম্ম তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু ইরোপীয় সৈনিকগণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পলায়ন কার্য্যে অবশুই ত্রিষক বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন। এখনও মহারাষ্ট্রগণ ত্রিষকের জন্য কার্য্যের জন্য না হউক পলায়নের কৌশল ও সাহসিকতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে।

পলাইয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইরোপীয় উপর তাঁহার আরও জাতক্রোধ হইল। তিনি নাসিক, সঙ্গমনোরি, খাঁদেশ ও মহাদেশ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীল, রামুসি ও বঙ্গসৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ফলতনের অন্তর্গত বেরাড় নামক স্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। এখানে বন মধ্যে যখন তিনি নিদ্রা বাইতেন, ৫০০ রামুসি সশস্ত্র জাগিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। বাজিরাও অর্থদ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এখন ত্রিষক পেণ্ডারদিগের দ্বায় ব্রীটিশরাজ্যে উপস্থিত আরম্ভ করিলেন। এলফিনষ্টোন সাহেব আবার বাজিরাওকে সতর্ক করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, অবিলম্বে তিনি ত্রিষকজীকে ধরিয়। পেন, নচেং তাঁহার বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে।

যে পর্য্যন্ত না তিনি ত্রিষকজীকে ধরিয়া দিবেন, সে পর্য্যন্ত সিংহগড়, পুরন্দর ও রায়গড় দুর্গ বৃটীশের হস্তে থাকিবে। কএক দিন বাজিরাও মিষ্ট কথা বলিয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে ভুল্লাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ৭ই মে (১৮১৭ খৃঃ অঃ) এল্‌ফিন্‌ষ্টোন আবার বলিয়া পাঠাইলেন, পেশবা যখন এখনও ত্রিষকের প্রতিভূস্বরূপ তিনটা দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন না, তখন পুণা অধিকার করিবার জন্য সৈন্ত পাঠাইতে হইল। এদিকে পুণার পার্শ্বে বৃটীশ সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাজিরাও দুর্গ তিনটা ছাড়িয়া দিলেন ও ইংরাজের মনস্তত্ত্বের জন্য বোষণা করিলেন, ত্রিষকজীকে যে মৃত কি জীবিত ধরিয়া আনিয়া দিবে, তাহাকে ২ লক্ষ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। এ ছাড়া তিনি ত্রিষকজীর অমুগত আত্মীয় স্বজনের উপরও লোক দেখান অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

যাহা হউক এবার বাজিরাও প্রকাশ্যে যাহাই করুন, ত্রিষকজী যাহাতে বৃটীশের কবলে না পড়ে, ভিতরে ভিতরে তাহাও করিতে লাগিলেন। এখন যাহাতে বৃটীশ রাজ্য ধ্বংস হয়, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন যাহাতে শীঘ্রই ইহলোক পরিত্যাগ করেন, বাজিরাও তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলেন। আপনার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার জন্য বাজিরাও প্রধান মন্ত্রী বাপুগোখলাকে এক কোটি টাকা প্রদান করেন। ভোন্‌সু, সিন্ধিয়া ও হোলকরের নিকটও লেখালেখি চলিতেছিল, প্রায় সব ঠিকঠাক। এমন সময় যশোবন্তরায় ঘোড়পড়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনকে এই গুপ্ত সমাচার প্রদান করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বাজিরায়ের সহিত দেখা করিলেন। এ সময়ও উভয়ে বেশ সদ্ভাবে আলাপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক অল্প দিন পরেই আশুন জলিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে মহারাষ্ট্রসৈন্ত আসিয়া পুণায় জমিতে লাগিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব বিপদের আশঙ্কা করিয়া পুণা হইতে দুই কোশ উত্তরে কির্কিগ্রামে হটিয়া আসিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ৫ই নবেম্বর কির্কি গ্রামে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। ১৭ই নবেম্বর বৃটীশ সৈন্ত পুণা অধিকার করিয়াছিল। বাজিরাও কএকটা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সৈন্ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিষকজী জুনিরের উত্তর লালঘাটে বধনবাড়ী গ্রামে বদলে পেশবার সহিত মিলিত হইলেন। এখানকার গিরিসঙ্কট অতি দুর্গম, জেনারেল দ্বিধ সসৈন্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছিলেন। ত্রিষকজী এখানে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাহার গতিরোধ করিয়াছিলেন। কএকটা

যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার মহারাষ্ট্র সৈন্তগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ত্রিষকজীর বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার যুদ্ধ করিতে পারিল না। আবার পেশবাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল। কুড়িগী নামক স্থানে একটা ত্রিযুগ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে কএকজন যুরোপীয় কর্মচারী হত ও আহত হইয়াছিলেন। ত্রিষক এই যুদ্ধে অনেকটা সাহস দেখাইয়া ছিলেন, কিন্তু অবশেষে বৃটীশের আয়েম্যন্ত্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রের পরাজয় হইল। এই যুদ্ধকালে বাজিরাও ত্রিষকজী প্রভৃতিকে সন্মোহন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা না ইংরাজদিগকে জয় করিবে, তোমাদের সে দর্প এখন কোঁথায়? শিখ! একদল সেনাকেও তোমরা হারাইতে পারিলে না!’

নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রিষকজী বৃটীশের করালকবলে পতিত হইলেন। এবার তাহাকে চুণার-দুর্গে বন্দী করা হইল। মুক্তিলাভের আশা আর রহিল না।

ত্রিযুগ, (পুং) ত্রিণি অথকানি যন্ত। ইয়ঙ্ বা (ছন্দমাত্তরথা। পা ৬।৪।৭৭) ত্রিনেত্র, মহাদেব। “ত্রিষকং সংঘমিনং দদর্শ” (কুমার) মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যায় মহাকবি-প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের অমুরোধে পাণিনির পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে এই পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ প্রসিদ্ধ কবিদিগের নিদিত।

ত্রিযব (ক্লী) ত্রয়ো যবাঃ পরিমাণমন্ত। পরিমাণ বিশেষ, কৃষ্ণল, তিন যবে এক কৃষ্ণল, রতি।

“সর্ষপাঃ ষট্‌যবো মধ্যত্রিযবশ্চেককৃষ্ণলঃ।” (মহু ৮।১৩৪)

‘ত্রিভিবৈঃ কৃষ্ণলং রতিকৈতি প্রসিদ্ধং।’ (কুল্লুক)

ত্রিযবি = ত্র্যবি। (কাঠক ১।৭২)

ত্রিযষ্টি (ক্লী) ত্রিষু বাতপিত্তকফাত্মকেষু দোষেষু যষ্টিরিষ।

১ কুপভেদ, ক্ষেতপাপড়া। তিস্রো যষ্টয়ো যন্ত। ২ ত্রিগুচ্ছহার।

ত্রিয়ান (ক্লী) বৌদ্ধমত সিদ্ধ তিনটা যান বা মার্গ।

ত্রিয়ামক (ক্লী) ত্রিষু কালেষু শ্রময়তি যম-ধূলু। পাপ।

ত্রিয়ামা (ক্লী) ত্রয়ো যামা অস্তাঃ। ১ নিশা, রাতি। (শব্দমালা)

“ত্রিয়ামাং রজনীং প্রাহত্যাক্রান্তমুচুভূয়ং।

নাড়ীনাং তদন্তে সন্ধ্যো দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে।” (তিথিতত্ত্ব)

রাত্রির প্রথম চারিদণ্ড ও শেষ চারিদণ্ড দিব্যার মধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন আর তিন প্রহর তাহাকেই ত্রিয়ামা অর্থাৎ রাত্রি কহা যায়। ১ হরিদ্রা। ৩ যমুনা। ৪ নীলী। ৫ কৃষ্ণ ত্রিযুগ।

ত্রিযুগ (পুং) ত্রিণি যুগানি সত্যজ্ঞোভাবাপররূপাণি আবির্ভাবকালৌ হন্ত। বিষ্ণু, ব্রহ্মপুরুষ, বিষ্ণু তিনযুগেই আবির্ভূত হন, এই জন্য তাহার নাম ত্রিযুগ।

“স চাবতীর্ণ ত্রিযুগমাজার বিবৃৎষভং ।” (ভাগ* ৩।২৪।২৬)

২ বসন্তাদিকালত্রয় । “যা ওষধীঃ পূর্বা জাতা দ্বেবেভ্য-
ত্রিযুগং পুরা ।” (শুক্র যজু* ১২।৭৫)

‘যুগশব্দঃ কালবাচী ত্রয়াণাং যুগানাং সমাহারঃ ত্রিযুগং
ত্রিকালং বসন্তে ঋতুবি শরদি চ ।’ (মহৌষধ)

বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ তিন কাল । ৩ কৃত (সত্য), ত্রেতা ও
ধার্ম্যরূপ যুগত্রয় । (খৃষ্ ১০।২৭।১ ভাষ্যে সারণ) (ত্রি)
৪ বড়ৈর্ধর্ম্যাশালী ।

“ত্রিযুগো পুণ্ডরীকাকো বাসুদেবধনঞ্জয়ো ।” (ভারত অচম্ভাঃ)
‘ত্রীণি যুগানি যুগলানি বড়ৈর্ধর্ম্যাণি ভগবন্তজানি বা যয়োত্তে’
(নীলকণ্ঠ)

ত্রিযুহ (পুং) কপিলাম্ব, কপিলবর্ণ খোটক । (হেম)

ত্রিযূচ = তূচ । (কাঠক ৩৪।১)

ত্রিরত্ন (ক্লী) বৌদ্ধধর্মের প্রধান তিনটি ধন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্য ।

ত্রিরশ্মি (ক্লী) ত্রিকোণ ।

ত্রিরসক (ক্লী) ত্রয়াণাং রসকাণাং সমাহারঃ । ১ ত্রিপ্রকার
রসযুক্ত সুরা । ২ ত্রিবার মধুপান ।

ত্রিরাত্রি (ক্লী) ত্রিংশতাং রাজীণাং সমাহারঃ অচ্ সমা । সংখ্যা-
পূর্ব্বাৎ ক্লীবতা । ১ রাত্রিত্রয় । ২ তত্পলক্ষিত দিনত্রয় ।

“অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিরাত্রমশুচি র্ভবেৎ ।” (মহ)

ত্রিভিঃ নিবৃত্তং ঠাৎ তত্স লুক্ । দিনত্রয় উপবাসসাধ্যব্রতভেদ ।

“একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা বড়্রাত্রং বা বিধীয়তে ।”

(প্রারম্ভিক্তবিবেকধৃত বচন)

(পুং) ৪ গর্গত্রিরাত্র নাম যাগভেদ । [গর্গত্রিরাত্র দেখ ।]

ত্রিরূপ (পুং) ত্রীণি রূপাণ্যন্ত । অর্থমেধীর অর্থভেদ ।

[অর্থমেধ দেখ ।]

ত্রিরেখ (পুং) তিস্রো রেখা যত্র । ১ শব্দ । (ক্লী) তিস্রণাং
রেখানাং সমাহারঃ । ২ রেখাত্রয় ।

ত্রিল (পুং) ত্রয়ো লঘুবর্ণা যত্র । লঘুবর্ণযুক্ত নগণ ।

ত্রিলঘু (ত্রি) ত্রয়ো লঘবো যত্র । ১ ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ নগণ ।

“ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ” (ছন্দোম*) ছন্দে ‘ন’ এই বর্ণ

থাকিলে তিনটি লঘুবর্ণ হয় । ২ শুভ লক্ষণযুক্ত স্থানত্রয়
হ্রস্ব পুরুষ, যে পুরুষের গ্রীবা, জজ্বা ও মেহন এই তিন
স্থান হ্রস্ব তাহাঁকে ত্রিলঘু কহে ।

“গ্রীবা জজ্বা মেহনৈশ্চ ত্রিভির্হ্রস্বোহয়মীড়িতঃ ।”

(কাশীখ* ১১ অ*)

ত্রিলবণ (ক্লী) ত্রয়াণাং লবণানাং সমাহারঃ, ত্রিগুণিতঃ
লবণং সজ্জাখ্যং বা কর্ণধারয়ঃ । লবণত্রয়, মিলিত সৈন্ধব,
বিড় ও রুচক এই তিন লবণ ।

“সৈন্ধবঞ্চ বিড়কৈব রুচকঞ্চ তৃতীয়কং । মিলিতৈব তৎ ত্রিলবণং
(রাজনি)

ত্রিলিঙ্গ (ত্রি) ত্রীণি লিঙ্গানি অস্ত । ১ পুংখাদি লিঙ্গত্রয়ক
শব্দ । ত্রীণি সত্বাদীন লিঙ্গানি অহুমাণকানি ‘অহু’
২ অহঙ্কারাদি । (ভাগ* ৩।২০।১৪) ৩ বাতাদি ধাতুদোষ
রোগ । (সুশ্রুত)

ত্রিলিঙ্গ, (বর্তমান তৈলঙ্গ, তিলঙ্গ বা তেলুগু দেশ ।) কে
কেহ বলেন—কালেশ্বর, ত্রিশৈল ও ভীমেশ্বর এই তিনটি শৈলে
শিব লিঙ্গরূপে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন বলিয়া এই প্রদেশ
ত্রিলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়, তাহাই এখন অপভ্রংশে তিলঙ্গ,
তেলুগু প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে । আবার কেহ
বলেন, পূর্বকালে ত্রিকলিঙ্গ নাম ছিল, ‘ক’ লোপ হইয়া
ত্রিলিঙ্গ এবং অপভ্রংশে নানা লোকের মুখে যথাক্রমে তিলঙ্গ,
তৈলঙ্গ, তিলিঙ্গ ইত্যাদি নাম হয় । [কলিঙ্গ শব্দে বিস্তারিত
বিবরণ দ্রষ্টব্য ।]

বাস্তবিক ত্রিকলিঙ্গ হইতে ত্রিলিঙ্গ হইয়াছে কি না,
তাহা ঠিক জানা যায় না । মহাভারতের সময় বৈতরণী
নদীতট হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ রাজ্য বিস্তৃত ছিল ।
কিন্তু সে সময় ইহার কোন অংশ ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ
নাম ছিল না । খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীে প্লিনি মোদোগলিঙ্গ
(Modogalingam) শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন । তৈলঙ্গ
ভাষায় মুহু শব্দের অর্থ তিন, সূত্ররূপে মোদোগলিঙ্গ শব্দ
প্রয়োগ দ্বারা ত্রিকলিঙ্গ নাম বুঝাইতে পারে । খৃষ্টীয় ২য়
শতাব্দীে টলেমী ত্রিগলিপটুন্ বা ত্রিগলিকন্ দেশের উল্লেখ
করেন, এই শব্দ সংস্কৃত ত্রিকলিঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গ উভয় শব্দই
রূপান্তর হইতে পারে ।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে শিলালিপি বা তাম্রশাসনে
ত্রিকলিঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় । উৎকল ও কলিঙ্গের
রাজগণও ‘ত্রিকলিঙ্গনাথ’ নামে আপনাদের পরিচয়
দিয়াছেন ।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (?) উৎকলরাজ
উদ্যোতকেশরীর সময়ে উৎকলীণ ব্রহ্মেশ্বর-লিপিতে স্মারক
সর্বপ্রথম ‘তিলঙ্গ’ দেশের উল্লেখ পাই । এই শিলালিপিতে
লিখিত আছে, মহারাজ উদ্যোতকেশরীর পূর্বপুরুষ পূর্ব
তিলঙ্গ দেশে রাজত্ব করিতেন, তথা হইতে আসিয়া উৎকল
অধিকার করেন । এই তিলঙ্গ দেশই এখন তৈলঙ্গ নামে
খ্যাত, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু ঐ ‘তিলঙ্গ’ শব্দ ত্রিকলিঙ্গ
কি ‘ত্রিলিঙ্গ’ শব্দের অপভ্রংশ, তাহার এখনও ঠিক প্রমাণ
পাওয়া যাইতেছে না; তবে এই নাম বলা যাইতে পারে ।

ত্রিলিঙ্গ বা কলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাংশ এক সময়ে তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। শক্তিসম্রাজত্বের মতে—

“ত্রিশৈলঙ্গ সমারভ্য চোলেশাধ্যভাগতঃ।

তৈলঙ্গদেশো দেবেশি ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥”

ত্রিশৈল হইতে চোলেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ।

ত্রিশৈল কর্ণুল জেলায় এবং চোলেশ বা চোললিঙ্গবাসী উত্তর আর্কট জেলায় শোলিঙ্গপুরে অবস্থিত। এরূপস্থলে কৃষ্ণা হইতে পেরার বা পিনাকিনী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণাভ্যন্তর পূর্বাংশে প্রায় সমুদায় ভূভাগ (শক্তিসম্রাজত্বের মতে) তৈলঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। অনেকের মতে, পুরাণে যে অঙ্গুরাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাই তৈলঙ্গ দেশ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএনৎসিয়ং অঙ্গুরাজ্যে আগমন করেন। তাঁহার মতে, এই রাজ্য ৩০০০ লি অর্থাৎ প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত*। ইহার রাজধানীর নাম বেঙ্গিল (বেঙ্গি)। গোদাবরী জেলায় ইলোরের ৬ মাইল উত্তরে বেঙ্গি বা বেগি অবস্থিত†। এরূপস্থলে (কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে) অঙ্গুর বা তৈলঙ্গ দেশ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ হইতেছে।

আইন-ই-অকবরীতে ‘তেলিঙ্গানা’ বা তৈলঙ্গ জ্বা বয়্যারের (বেরারের) দক্ষিণাংশে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তৎকালে সরকার তেলিঙ্গানা ১১টী পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এই সরকার হইতে ৭১২০৪০০০ দাম রাজস্ব আদায় হইত‡। তিব্বতের পণ্ডিত তারানাথ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন ‘কলিঙ্গ ত্রিলিঙ্গেরই কিয়দংশ’**।

আবার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব লিখিয়াছেন, ‘তেলিঙ্গ-নের রাজধানী বরঙ্গল, (এই জনপদ) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যে ও বিসিয়াপুরের (বিজাপুর?) পূর্বে অবস্থিত §।’

এই তৈলঙ্গ বা ত্রিলিঙ্গের লোকেরা ও তাহাদের অবলম্বিত ভাষাই তৈলঙ্গ বা তেলুগু নামে খ্যাত। বর্তমান সময়ে উত্তরে ত্রীকাকোলম্ (চিকাকোল) হইতে দক্ষিণে পরবেকোড়ু (পুলিকাট) পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা প্রচলিত। চিকাকোলের নিকট উড়িষ্যা ও পুলিকাটের পর হইতে তামিল ভাষা তেলুগুর স্থান অধিকার করিয়াছে। এদিকে

পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রের পূর্বসীমা, মহিম্মর, কর্ণুল জেলা ও নিখাম রাজ্য পর্য্যন্ত তেলুগু চলিয়া গিয়াছে। ভাষা-সংস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করিলে তেলুগু-ভাষা-প্রচলিত ভূভাগকেই তৈলঙ্গ দেশ স্বীকার করিতে হয়। এরূপস্থলে ত্রিলিঙ্গ শব্দ হইতে ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা যায় এবং কলিঙ্গদেশ তৈলঙ্গের অংশ বলিয়া মনে হয়। [কলিঙ্গ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউএনৎসিয়ং অঙ্গুর দেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, এখানে মধ্যভারতের লিপি প্রচলিত। আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, ঐ সময় মধ্যভারতের বর্ণ-মালার সহিত উড়িষ্যার বর্ণমালারও আকারগত সৌদাম্য ছিল, কালক্রমে এত বৈলক্ষ্য ঘটয়াছে যে, তৈলঙ্গের বর্ণমালাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণমালা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

কুমারিলভট্ট দক্ষিণাভ্যন্তর ভাষাকে আন্ধ্রাভিড় ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। [তামিল-দেখ।] কুমারিল-বর্ণিত আন্ধ্র ভাষা এখন তেলুগু নামে খ্যাত হইয়াছে।

তৈলঙ্গ ভাষায় ১৩টী স্বর ও ৩৫টী ব্যঞ্জন। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ (হ্রস্ব), ঐ (দীর্ঘ), ঐ, ও (হ্রস্ব), ও (দীর্ঘ), ও, এই ১৩টী স্বর এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ল, ক এই ৩৫টী ব্যঞ্জন।

তৈলঙ্গ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, কর্ণুলি সর্বপ্রথমে তেলুগু ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি আন্ধ্রাভ্যন্তর সভায় উপস্থিত হন। এই রাজ্যের সময়েই সংস্কৃত ভাষা তৈলঙ্গ দেশে প্রচলিত হয়। উক্ত প্রবাদ বচন দ্বারা এইটুকু বোধ হয় যে, আন্ধ্রাভ্যন্তর আসিয়াই তৈলঙ্গে সংস্কৃত ভাষা প্রচািব করিলে তাহারই আদর্শে তৈলঙ্গলিপি ও তৈলঙ্গ ব্যাকরণ গঠিত হয়। কথের তৈলঙ্গ ব্যাকরণ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যে প্রাচীনতম তেলুগু ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহাও নয় বা নয়পত্রে কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। এই নয়পত্রেই তেলুগু ভাষায় মহাভারত প্রকাশ করেন। এখন নয়পত্রে মহাভারতই তেলুগু ভাষায় আদিগ্রন্থ বলিয়া অনেকে অস্বীকার করেন। চালুক্যরাজ বিজুবর্দনের সময় নয়প আবিষ্কৃত হন, চালুক্যবংশে বিজুবর্দন নামে নয় দশ জন রাজা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [চালুক্য শব্দ দেখ।] কোন বিজুবর্দনের সময় নয়প বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। শেষ বিজুবর্দনের সময় হইলেও নয়পত্রে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

* Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II, p. 217.

† R. Sewell's Lists of Antiquities in the Madras Presidency, Vol. I, p. 36.

‡ Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II, 228, 237.

** Schiefner's Taranatha, p. 264.

§ Rennell's Memoir, 3rd edition, p. exi.

কেহ কেহ ইহাকে আদি গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। "তাহার বৃহৎ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী ও ভাষার ছটা 'দেখিলে বোধ হয়, তেলুগুভাষা তাহার অনেক পূর্ন হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং 'তাহার মহাভারত রচিত হইবার পূর্বেও অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নয়। নরপভট্টের পর অগ্নকবি তেলুগু ভাষার শ্লোকাকারে তেলুগু ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বেমন নামে এক ব্যক্তি হুজাকারে তেলুগু ভাষার দুই হাজারের অধিক ধর্মনীতি-বিষয়ক উপদেশ রচনা করিয়াছেন। ইহার বাক্যাবলীতে কর্মকাণ্ড ও বৈতবাদের নিম্না থাকায় কেহ কেহ বেমনকে খৃষ্ট ধর্মপ্রচারের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন*। কিন্তু বেমনের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও অবৈতবাদবিষয়ক সরল উপদেশগুলির ভাষা পাঠ করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন তৈলঙ্গ ভাষার আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। মুদ্রাবন্ধের প্রভাবে তৈলঙ্গেও প্রতি বর্ষে প্রভূত গ্রন্থ বাহির হইতেছে।

ত্রিলিঙ্গক (ত্রি) ত্রিলিঙ্গ স্বার্থে কন্। [ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

ত্রিলিঙ্গী (ত্রী) ত্রয়াণাং লিঙ্গানাং সমাহারঃ ভীপ্। লিঙ্গদ্বয়।

'ত্রিলিঙ্গ্যাং ত্রিষ্মিতি পদং' (অমর)

ত্রিলোক (ত্রী) ১ ত্রিজ্বল, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন। (পুং) ২ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অধিবাসী।

ত্রিলোকধ্বং (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং ধ্বং ধ্বতি রক্ত ধ্ব-কিপ্। পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯৯৩)

ত্রিলোকনাথ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাং নাথঃ। পরমেশ্বর।

ত্রিলোকাত্মন (পুং) ত্রয়ো লোকাঃ আত্মানঃ স্বরূপাণি মৃত্যু। পরমেশ্বর।

"ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯৮২)

ত্রিলোকী (ত্রী) ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ভীপ্।

লোকত্রয়, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন লোক, ভুলোক, ভুবলোক ও স্বলোক।

"যদি ত্রিলোকী গণনা পরা হ্যং।" (নৈষধ)

ত্রিলোকেশ (পুং) ত্রয়াণাং লোকানাংশীশঃ। ১ পরমেশ্বর।

২ স্বর্ঘ্য। (শব্দচ)

ত্রিলোচন (পুং) ত্রীণি লোচনানি যন্ত। ১ শিব। (ত্রী)

২ কালীস্থিত চতুর্দশ মহালিঙ্গান্তর্গত লিঙ্গভেদ; এই ত্রিলোচন লিঙ্গ ত্রিতীয়। "দ্বিতীয়ঞ্চ ত্রিলোচনং।" (কালীখ ৭৫ অ°)

(ত্রি) ৩ লোচনত্রয়যুক্ত। ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইং পার্থবিজয় নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

প্রবাদ অনুসারে কাদম্বরাজবংশের আদিপুরুষ।

ত্রিলোচনভীর্ষ, বিরজাক্ষেত্রের অন্তর্গত একটা ভীর্ষ (কপিলসংহিতা)

ত্রিলোচন-দাস, (জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, তিরোজ ১৫৩০, পৌষ তৃতীয়া।) বর্ধমানের দশ কোশ উত্তর গুসকরা টেসন হইতে পাঁচ কোশ দূরে কুহুর নদীর ধারে মঙ্গলকোটের নিকট কুয়া বা কো গ্রামে ত্রিলোচনদাস জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিলোচনের আরো তিনটা নাম আছে—স্বলোচন, লোচনানন্দ, লোচন। এই শেবোক্ত "লোচন" নামেই তিনি বিখ্যাত। এই লোচন বা ত্রিলোচনই বলা যায় পদকর্তা। চরিতামৃত ও ভক্তিরসাকরাদি প্রাচীন গ্রন্থে তিনি স্বলোচন নামেই পরিচিত। চরিতামৃতে সাধারণ শাখাবর্ণনে অর্থাৎ ১০ম পরিচ্ছেদে তাহার নাম আছে। যথা—

"খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস ত্রিরত্নবন্দন।

নরহরিদাস চিরজীব স্বলোচন ॥"

নরোত্তমবিলাসে খেতরির মহোৎসবে গমনপ্রসঙ্গে "স্বলোচনের" নাম পাওয়া যায়। যথা—

"ত্রিরত্নবন্দন স্বলোচন আদি সঙ্গে।"

তাহার "ত্রিলোচন" নামটী স্বহস্তলিখিত প্রাচীন চৈত্য় মঙ্গলে দৃষ্ট হয়।

গুসকরা টেসনের নিকট কাঁকড়া গ্রামে বিখ্যাত চৈতন্তমঙ্গলগায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর গৃহে লোচনের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ আছে। সেই মৌলিক গ্রন্থে ও ছাপার চৈত্য় মঙ্গলে দিনরাত্রি প্রভেদ। ছাপার পুস্তকে অনেক কথা নাই। বটতলার প্রথম যিনি চৈতন্তমঙ্গল ছাপান, ইহা মুদ্রাপাত তিনিই করিয়া থাকিবেন। বটতলার পুস্তিক পুস্তকের ভিত্তিতে কোন কোন স্থলে "গুণ গায় এ পোত দাস" আছে। প্রকৃত পক্ষে এই "এ" টা "ত্রি," এই হইবে—"গুণ গায় ত্রিলোচনদাস।"

"তাহার অপর দুইটা নামের বিষয় পরে বলিতেছি।

চৈতন্তমঙ্গল কাব্য 'ব্যতীত "হুগুভসার" নামে লোচনের আর একখানি গ্রন্থ আছে। হুগুভসারের মধ্যে চৈত্য় মঙ্গলের নাম ও বিবরণ সহ তাহার আত্মপরিচয় লিখিত হস্তলিখিত চৈতন্তমঙ্গলেও তিনি আত্মপরিচয় লিখিত ছেন। উত্তর লিখাই এক—প্রভেদ নাই। অতএব হুগুভ চৈতন্তমঙ্গলের পরে রচিত হয়।

অনেকে বলেন যে, লোচনদাস সংস্কৃত জানিতেন না, কিন্তু তাহা সত্য নহে। এসিদ্ধ রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত জগদ্ব্যবসায়ের শ্লোকাংশের একটি মনোহর পদ্যগ্রন্থবাদ আছে, তাহা লোচনদাসের কৃত। সংস্কৃত না জানিলে শ্লোকের অর্থবাদে তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। এইরূপ একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(মূল) “পরিণত শারদ শশধর বদনা।
মিলিতা পাণিতলে শুক্ল মদনা।
দেবি কিমিহু পরমন্তি মদিষ্টং।
বহতর স্কৃত ফলিত মমুদিষ্টং ॥ ৫ ॥
পিক বিধু মধু মধুণাবলিচরিতং।
রচয়তি মামধুনা স্মৃতিচরিতং ॥
প্রণয়তু কল্পনুপে স্মৃতিমমুতং।
রামানন্দভনিত হরিরমিতং ॥”

লোচনের অর্থবাদে যথা—

“নির্মল শারদ শশধরবদনী।
বিদলিত কান্ধন-নির্মিত-বরণী ॥ ৫ ॥
পিককৃত-গঞ্জিত-মধুর বচনা।
মোহন কৃত করি শত শত মদনা।
দেবি শৃণু বচনং মম সাংগং।
কিল গুণধামমিলিত মমুবারং ॥
চিরদিনবাহিত যদিহ মদিষ্টং।
তব কৃপয়াপি ফলিত মনোভীষ্টং ॥
ইদমমু কিং মম যাচিত মাস্তি।
নিখিল চরাচরে প্রিয়সখি নাস্তি ॥
প্রণয়তু রসিকহৃদয় স্মৃতি মমিতং।
লোচনমোহন মাধবচরিতং ॥”

বাহুল ভয়ে তৎকৃত বিস্তৃত বাঙ্গলা অর্থবাদ পদ উদ্ধৃত হইল না।

এই লোচনের চতুর্থ গ্রন্থ ‘রাগলহরী,’ এখানি সংস্কৃত ভক্তি-বসামৃতসিদ্ধুর স্থানবিশেষের পদ্যগ্রন্থবাদ। চারিখানি গ্রন্থ ভিন্ন লোচনদাস কৃত বৃহত্তর পদ আছে। এই পদের অন্তর্ভুক্ত লোচনদাসের নাম সর্বত্র সমাদৃত।

এই পদাবলীতে তিনি “লোচন” নামে পরিচিত, ভনিতায় “লোচন” বা “লোচনানন্দ” নাম দিয়াছেন।

তবে এই চারি নামে চারি ব্যক্তিই ছিলেন, এই আপত্তি উত্থিত হইবার অবসর নাই; যখন চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে আমরা “লোচন” এবং “লোচনানন্দ” নামও পাই। লোচনানন্দ নাম তিনি ছই এক স্থানে বলিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ

আদর করিয়া এই নামে কখন কখন তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এক সময় লোচনের চৈতন্যমঙ্গল সর্বত্র সাধারণে গীত হইত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে—

“বৈদ্যবংশোদ্ভব হয় ত্রিলোচনদাস।
ত্রীনরহরির শিষ্টী শ্রীখণ্ডেতে বাস ॥
চৈতন্যমঙ্গলগান তাহার রচিত।

* * * * *
প্রথমে ত্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হয়।
তার পরে কৃষ্ণমঙ্গল গান করয় ॥”

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শেষাংশে এবং হর্লভসার গ্রন্থের আদিতে লোচন নিয়োজিত রূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

“বৈদ্যকুলে অম্ম মোর কো গ্রামে বাস।
মাতা শুক্লমতি সদানন্দী তার নাম ॥
বাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদাতা ॥
বাহার প্রসাদে গাই গৌর গুণগাথা।
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে ॥
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তমগুপ্ত ॥
সর্বভীষণপুত্র সেই তপস্তায় তৃপ্ত।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র ॥
সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুত্র।
যথা তথা যাই ছিলি করে মরে।
ছিলি দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত বাহার ॥” ইত্যাদি।

চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভেই তিনি কলিয়াছেন—

“ত্রীনরহরিদাস যে দয়াময় দেহ।
পাতকী দেখিয়া দয়া বাঢ়াল সিনেহ ॥
হরত পাতকী অল আমি হরচার।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল অপার ॥
তার দয়া বলে আর বৈষ্ণবপ্রসাদে।
এই ভরসায় পুথি ছইবে অবাদে ॥”

[নরহরির দয়ার বিষয় নরহরিসরকার ঠাকুর শঙ্ক জটব্য]

লোচনদাস বৈদ্য, তাহার পিতামাতাদি আত্মীয়গণের নাম তিনি সর্বত্রই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

লোচনের আখরগুলি খুব মোটা মোটা। তাহার বাঁকিতে একটি পাখরের উপর বসিয়া শূন্য আকাশে তলে তিনি

চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিতেন। সে পাথরখানি অদ্যাপি আছে। বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন।

“পিতৃকুলে” ও “মাতৃকুলে” একমাত্র লোচনই উত্তরাধিকারী ছিলেন। অতএব সকলের স্নেহভাজন লোচনের বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হয়। বিবাহের পর তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের নিকট গমন করেন।

নরহরিঠাকুর শ্রীগোরাঙ্গের পার্শ্বদত্ত, গৌর-প্রেম-রসে ভুরপূর। তাঁহার কাছে গেলে যাহা হয়, লোচনের তাহাই হইল। তিনিও “গৌর-প্রেমামৃত-সাগরে” ডুবিয়া গেলেন। ইহারই ফল চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ এবং পদাবলী। নরহরির আদেশ ক্রমে ১৪৫৯ শকে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। [চৈতন্যমঙ্গল নাম প্রাচীর বিবরণ বৃন্দাবনদাস শকে দ্রষ্টব্য]

নরহরি ঠাকুর আকুমার ব্রহ্মচারী, তাঁহার সঙ্গগণে লোচনের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল, তিনি শ্রীখণ্ডেই থাকিয়া গেলেন। বাড়ীতে যাননা, খণ্ডের বাড়ীও গমন করেন না।

এখন লোচনকে সংসারী করিবার উপায় কি? এদিকে তাঁহার জীও কৈশোর প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, যৌবন আগতপ্রায়। লোচনের নিকট বার বার সংবাদ আসিতে লাগিল। শেষে তিনি এক দিন পদব্রজে খণ্ডরালয়ে চলিলেন।

বিবাহের পরে খণ্ডরালয়ে আর যান নাই, জীকেও দেখেন নাই। এখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াই একটি “তেমাথা পথ” দেখিতে পাইলেন। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? নিকটে একটি অর্দ্ধ যুবতীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মা, অমকের বাড়ী কোন্ পথে যাইব?” এ যুবতীই লোচনের জী! একথা যখন অবগত হওয়া গেল, লোচন এবং তাঁহার জী তখন অতি কাতর হইলেন। লোচন সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহা ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই ঘটয়াছে, তা না হইলে, তাঁহার জীই বা তখন পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন কেন?

যাহা হোক, দুইজনে পরম প্রীতিতে অতঃপর একত্র বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া জী স্বামীতে পরম সুখে থাকা যাইতে পারে, অগতের লোককে ইহা দেখাইলেন। বস্তুতঃ ভগবন্তের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহাদের কাছে, ইন্দ্রিয়গণ দন্তোৎপাতিত সর্পের জ্ঞান। লোচন এবং তাঁহার জী কি রূপ শক্তিশালী ছিলেন, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে।

তাঁহার জীর প্রতি কি রূপ অমুরাগ ছিল, চৈতন্যমঙ্গলেই তাহার পরিচয় আছে। এই অপূর্ণ গ্রন্থখানি তিনি

জীর অমুরাগে লইয়া রচনা করেন। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথমে এই পদটি আছে—

“প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা।

আশীর্বাদ মাগে আগে,

যত যত মহাভাগে,

তবে গাবো গোরা গুণ গাঁথা ॥”

কি মধুর ভাব! গৌরপণোদ্যে লোচনের নাম আছে। বৈষ্ণবগণ বলেন, লোচনের স্বরূপ “বড়াই”—ব্রজের বড়াই বুড়ি।

ত্রিলোচনদাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি কাত্যবৃত্তিপঞ্জিকা ও কাত্যোত্তরপরিশিষ্ট রচনা করেন।

ত্রিলোচনদেব ত্রায়পঞ্চানন, নবদ্বীপের একজন নৈয়মিক পণ্ডিত, রামের ছাত্র। ইনি ত্রায়কুস্তমাজলিবাণ্য রচনা করিয়াছেন।

ত্রিলোচনপাল, মহারাজ রাজ্যপালের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ প্রয়াগ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। প্রয়াগ হইতে প্রদত্ত ত্রিলোচনপালের ১০৮৪ অঙ্কাক্ষিত এক তাম্রশাসন এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে, তাহা পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ কিলহর্ণ সাহেব ঐ অঙ্ক সম্বন্ধাপক হির করিয়াছেন। (Indian Antiquary, Vol., XVIII. p. 34)

কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি ১০৮৪ শকসম্বৎ বলিয়াও স্বীকার করা যাইতে পারে, কারণ মূল তাম্রশাসনে সম্বৎ ৭৮ স্পষ্ট নাই। তাম্রশাসনে ইনি রাজ্যপালের পুত্র ও বিষ্ণুপালের পৌত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে মহারাজপুত্র রাজ্যপালের পরিচয় আছে। (Ind. Ant. XVIII. p. 26) পুরোক্ত শব্দ ও শেযোক্তী সম্বৎ গ্রহণ করিলে রাজ্যপালের তাম্রশাসন হইতে ত্রিলোচনপালের তাম্রশাসন ২০ বর্ষ মাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ‘মহারাজপুত্র’ রাজ্যপাল ও কাকুজুজ্যাজ গোবিন্দ চন্দ্রের সম্মতিক্রমে ভূমিদান করেন। একরূপ স্থলে রাজ্যপালকে গোবিন্দচন্দ্রের অধীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ত্রিলোচনপাল পরমতট্টারক মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি স্বাধীন রাজ্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

২ এই নামে পশ্চিমে একজন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি সুলতান মাল্লুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন।

৩ লাটদেশের চৌলুকবংশীর একজন বিখ্যাত রাজা বৎসরাজের পুত্র। ইনি ১২৭ শকে রাজত্ব করিতেন। ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য, ত্রায়সঙ্কেত নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ত্রিলোচনমিশ্র, ধর্মশাস্ত্র নামে ধর্মশাস্ত্র সংগ্রহকার। বর্ধমান ও অত্রিকর্ত্তে রঘুনন্দন ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।
ত্রিলোচন শিবাচার্য্য, রত্নপ্রয়োজ্যোত ও সিদ্ধান্তসারাবলী নামে শৈবশাস্ত্রকার।

ত্রিলোচনাচার্য্য, বৈয়াকরণ-কোটিপত্রনামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

ত্রিলোচনাদিত্য, এক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি নাট্যলোচন ও লোচনব্যাখ্যান রচনা করেন।

ত্রিলোচনা (স্ত্রী) চর্গা।

ত্রিলোচনাষ্টমী (স্ত্রী) ত্রিলোচনার শিবপূজার বা অষ্টমী।
জ্যৈষ্ঠ মাসের গোপচাত্র কৃষ্ণাষ্টমী, এই অষ্টমীতে শিবপূজা করিলে শিবলোকে গতি হয়।

“জ্যৈষ্ঠে মাসি নৃপশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টম্যাং ত্রিলোচনং।

যঃ পূজয়তি দেবেশমীশলোকং স গচ্ছতি ॥” (ভবিষ্যপুং)

ত্রিলোচনী (স্ত্রী) জীণি লোচনানি যন্তাঃ। চর্গা।

ত্রিলোচনেশ্বরতীর্থ (স্ত্রী) ত্রিলোচনেশ্বরং নাম তীর্থং।
তীর্থবিশেষ।

ত্রিলোহ (স্ত্রী) স্তবর্ণ, রক্ত ও তাম্র।

ত্রিলোহক (স্ত্রী) স্তবর্ণ, রক্ত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়।

ত্রিলোহক (ত্রি) জীণি লোহানি ধাতবো যত্র, সংজ্ঞায়াং কন্। স্তবর্ণ, রক্ত ও তাম্রময় পাত্রাদি।

ত্রিলোহী (স্ত্রী) জীণি লোহানি সাধনত্বেনাস্ত্যন্তাঃ গোরা-
ত্রীপ্। স্তবর্ণ, রক্ত ও তাম্রের পরিমাণ ভেদে দ্বারা নির্মিত
মুদ্রাভেদ। তন্ত্রসারের মতে মন্ত্রীর হিতের জন্য এই মুদ্রা
নিরূপিত হইয়াছে। লোহিত্রয়ের মধ্যে স্তবর্ণ সূর্য্য, রোপা
চন্দ্র ও তাম্র অগ্নিস্বরূপ জানিবে।

“সৌমসূর্য্যাক্ষিকপাঃ স্তবর্ণা লোহিত্রয়ং তথা।

রোপ্যাক্ষিকঃ স্তব্রো হেম সূর্য্যন্তাত্রো হস্তাশনঃ ॥

লোহভাগাঃ সমুদ্ভিষ্টাঃ স্রবাদাক্ষরসংখ্যয়া।

তৈ লৌহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসকলিতসঙ্গতাম্ ॥

এষ স্রবাঃ স্তব্রাঃ সৌম্যঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ স্তব্রোদয়াঃ।

আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্কে সৌমসূর্য্যাক্ষিদেবতাঃ ॥

স্রবাঃ বোড়শবিখ্যাতাঃ স্পর্শাঃ স্র্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।

ব্যাপকা দশতে কামধনধর্ম্মপ্রদায়িনঃ ॥

সাপ্তং সহস্রং সংজ্ঞা স্পষ্টা তাম্রং জুহুয়াত্ততঃ।

তন্ত্রাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব্বসংখ্যয়া ॥

নিঃক্ষিপ্য কুন্তে তাম্রং মুদ্রামভিব্যেক্তবদ্যনা।

আবাহ পূজয়েন্মৌমুপচারে বিধানতঃ ॥

অতিবিচ্য বিনীতায় দদ্যাত্তাম্রং মুদ্রিকং তরুঃ।

ইয়ং মুদ্রা কুজযোগ্যবিষমজরনাশিনী ॥

ব্যাল-চোরমুগাদিত্যো রক্ষাং কুর্ঘ্যাবিশেষতঃ।

যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি ধারয়ন্ মনুজেশ্বরঃ ॥

মন্ত্রসিদ্ধিকরী পুংসাং চতুর্বর্গকলপ্রদা।

ধারয়ন্ মনুজো নিত্যং দেবতুল্যো ভবেতুবি ॥” (তন্ত্রসার)

ত্রিবৎস (পুং) ত্রয়ো বৎসাঃ বৎসরীঃ যত্র সঃ। ত্রিবর্ষ বয়স্ক পশু।

“ত্রিবৎসো বয় উক্কিক্ হস্তঃ ॥” (শুক্রযজু ১৪১০)

ত্রিবর্ষ বয়স্ক বৃষ।

“সৌমসূর্য্যাক্ষিকপাঃ সপ্তঃ” (কাত্যায়নশ্রৌ ২২।৩।৪০)

‘ত্রিবৎস ত্রিবর্ষঃ সপ্তঃ আশুসংযুক্ত স্বর্ষভঃ’ (কক)

ত্রিবন্দরম্, ১ ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটি বিভাগের নাম।

ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত। ইহার মধ্যে উত্তর তালুকে ৫২ হাজার লোকের বাস। ২ উক্ত বিভাগের প্রধান নগর ও ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের রাজধানী। মলয়ালম্ প্রদেশের সামাজিক প্রথার একটি কেন্দ্র বলিয়া বহুদিনাবধি এই নগর প্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কোড়রাজ্যের প্রাসাদ, সভামণ্ডপ ও দুর্গ এই নগরে অবস্থিত। ইহার চতুর্-
পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম। নগরটা সমুদ্রতীর হইতে এক কোশ দূরে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে সমুদ্রগর্ভে একটি বালুকচর ও জলাজমীবিশিষ্ট দ্বীপ পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের কোড়বর্ত্তী জমীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। কুরুমানর নদী এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। নগরের দক্ষিণাংশ অস্বাস্থ্যকর। ঘন নারিকেল বাগানের জন্য সহরের এই অংশে বায়ুর চলাচল বড় ভাল হয় না। দুর্গটা তাম্র দৃঢ় নহে, চতুর্দিকে কেবলমাত্র দৃঢ় উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত।

• দুর্গমধ্যে মহারাজ ও রাজবংশীয়গণের প্রাসাদ এবং পদ্ম-
নাভ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির বিখ্যাত মন্দির আছে। এই সকল
অট্টালিকার উচ্চ উচ্চ কোণাকার দোচালা বারান্দা, চওড়া
কাণিস, গভীর গবাক্ষ, এবং কাঠের মোটা মোটা থামবিশিষ্ট
স্থলর কারুকার্ম্মযুক্ত বারান্দা দেখিতে বড় সুন্দর। পদ্ম-
নাভের মন্দির অতি প্রাচীন ও অতি পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।
এই মন্দির থাকতেই এই স্থানে ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজধানী
উঠিয়া আনা হয় ও এই মন্দিরের প্রাসাদেই এ স্থানের এতদূর
প্রসিদ্ধি। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে ৭৫ হাজার
টাকা আয় আছে। অনেকেই আধুনিক রাজগণকে এই
অস্বাস্থ্যকর স্থানের দুর্গবাস ত্যাগ করিতে অহুরোধ করেন,
কিন্তু রাজারা প্রাচীন বাসস্থানের মায়াম এবং ব্রাহ্মদিগের
কথামত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন না। প্রতি পুণ্যাহ কর্ষে

মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন হয় বলিয়া আরও তিনি পদ্মনাভের মন্দিরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিতে পারেন না। এই নগরে মহারাজের এক টাঁকশাল আছে। ইহাতে পরমা ভিন্ন অল্প কোন মুদ্রা হইতে পারে না। এখানে একজন ব্রীটিশ রেসিডেন্ট থাকেন। সহরের উত্তরাংশে স্বাক্ষার, অস্ত্রাগার, হাঁসপাতাল, নারীর ব্রিগেড নামক নারীর সৈন্যদলের কার্যালয়াদি ও যুরোপীয়দিগের বাস আছে। সৈন্য দলে প্রায় ১৪ শত সৈন্য। এই দলে ৩ জন যুরোপীয় সেনানায়ক আছে। ইহার মাস্ত্রাজ গবর্নেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। মহারাজের পরই দেওয়ান সর্কেন্সরী, তাহার বাস এবং কার্যালয়াদিও এই সহরে। এখানে একটা সদর আদালত ও চিকিৎসা বিদ্যালয়, ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে হাঁসপাতাল, তন্মধ্যে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগুলা হাঁসপাতাল, গভিনীর হাঁসপাতাল, জেল হাঁসপাতাল ও বসন্তরোগের হাঁসপাতাল স্বতন্ত্র আছে। মহারাজের একটা কলেজ আছে, তাহার অটালিকা অতি সুদৃশ্য। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে একটা মানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই মানমন্দিরের একটা শাখা অগস্ত্যেশ্বর পর্বতে (৬২০০ ফিট উচ্চে) স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে এখানে যুরোপীয় জ্যোতির্বিদেতা থাকিতেন, এখন দেবী জ্যোতির্বিদেতা আছেন। খরচ বেশী পড়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অগস্ত্যেশ্বরের মানমন্দিরটা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। নেপিয়র মিউজিয়াম নামক বাজ্বয় অতি সুন্দর। ত্রিবাকোড় রাজ্যের ৪৫টা উৎপারশের (অতিথিশালা) মধ্যে প্রধান উৎপারশ রাজবায়ে পরিচালিত হয় এবং এই নগরে অবস্থিত। ইহা আগরশালা (অগ্রশালা) নামে খ্যাত। 'ত্রিবাকোড় রাজগেজেট' নামে সাপ্তাহিক পত্র মলয়ালম্ ও ইংরাজী ভাষায় প্রতি সপ্তাহ এই স্থান হইতে প্রকাশিত হয়। নাগরকয়ল সহরে 'ত্রিবাকোড় টাইমস্' নামক ইংরাজী সংবাদপত্র মাসে ৩ বার প্রকাশিত হয়। ত্রিবাকোড় রাজ্যের ইচ্ছামত এখানে ইংরাজ কর্তৃক টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত হইয়াছে। ৫০ বৎসর হইল এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও ছাপাখানা চলিতেছে। এই নগরের পথ বাড়ি সুন্দর।

ত্রিবার্ণ (পুং) ত্রয়াণাং ধর্ম্মার্থকামানাং বর্গঃ সমূহঃ। ১ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন পুরুষার্থ।

“যত্রাহুক্যাং দম্পত্যোস্ত্রিবার্ণস্তত্র বর্কিতে ॥”

(যাজবল্ক্য ১।৭৪)

২ ত্রিকলা। “ভাগান্ দশৈতান্ বিপচেদ্বিবিজ্ঞো

দশা বিবর্গা মধুরাক কংসং।” (সুশ্রুত ৫।৪১ অঃ)

৩ ত্রিকটু। ৪ বুদ্ধিহান ক্ষয়রূপ পদার্থ। “ত্রিবার্ণপান মদৌ ভবন্তম্।” (ভট্ট)

৫ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়।

‘ত্রিবার্ণো ধর্ম্মার্থকামার্থে ত্রিফলায়াং কুটুজিকে।

বুদ্ধিস্থানক্ষয়ে সত্ত্বরজস্তমসি চেচ্যতে ॥’ (মেদিনী)

৬ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন প্রধান জাতি স্ত্রীতি। (শব্দর) ত্রিয়ার টাপু। ৮ পায়ত্রী।

“ত্রেয়ষক্য ত্রিবার্ণা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী।”

(দেবীভাগবত ১২।৬।১০)

ত্রিবার্ণ (স্ত্রী) তিন রঙ। (ত্রি) তিনবর্ণযুক্ত। (গৃহহৃৎ ৩.১১)

ত্রিবার্ণক (স্ত্রী) ত্রিবার্ণার্থে কন্। ১ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যর বিজাতি বর্ণত্রয়। (মেদিনী)

২ ত্রিফলা। ৩ শ্রাম, রক্ত ও পীত এই তিন রঙ। ত্রয়ে

বর্ণাঃ পুষ্পেষু অস্ত্র কপু। ৪ গোক্ষুর। ৫ ত্রিকটু।

ত্রিবার্ণকুণ্ড (পুং) সরত্, গিরিগিটি। ইহার তিন বর্ণ ধার করিতে পারে। (নিঘণ্টু প্রঃ)

ত্রিবার্ণা (স্ত্রী) বনকাপাসী, বনকাপাস।

ত্রিবার্ণ (ত্রি) ত্রিষু ঋতু বর্ষতে বৃত-উন্। বসন্তাদি তি ঋতুতে প্রাতরাদিকালে যাহা বিলক্ষণ বর্তমান।

“ত্রিবার্ণজ্যোতিঃ স্বভিষ্ঠা য়ে” (ঋক ৭।১২।২)

‘ত্রিবার্ণ ত্রিষু তুষতিশয়েন বর্তমানম্।’ (সায়ন)

ত্রিবার্ণা (স্ত্রী) ত্রিপথগা গঙ্গা।

ত্রিবার্ণ (স্ত্রী) ১ ত্রিপথ। ২ ত্রীণি বস্তুনি যত্র। দেবযান, পিতৃযান ও দক্ষিণায়ানরূপ মার্গত্রয় যুক্ত জীব।

“স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবার্ণা।

প্রাণাধিপঃ স করোতি স্বকর্ম্মভিঃ।” (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৫।১)

ত্রিবার্ণ (ত্রি) ত্রয়ো বর্ষা বৎসরঃ অস্ত্র। ১ তিন বৎসরের জীব।

“নাত্রিবার্ণস্ত কর্তব্য্য বাকবৈব্রদকক্ষিয়া।” (মহু ৫।৭৭)

(পুং স্ত্রী) ২ বর্ষত্রয়।

ত্রিবার্ণ (স্ত্রী) তিন বৎসরের গো।

‘ত্রিয়ারণী ত্রিবার্ণা পৌঃ’ (অমর)

ত্রিবার্ণিকা (স্ত্রী) তিন বর্ষের গো। (হেম ৪।৩০৮)

ত্রিবার্ণীয় (ত্রি) ত্রিবার্ণে ভবঃ গহাযিত্যশ্চ। ত্রিবার্ণোৎপন্নঃ

ত্রিবার্ণ (ত্রি) ত্রিবার্ণে, ত্রিবার্ণোৎপন্নঃ বা ত্রিবার্ণোৎপন্নঃ

মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত দেশীয় রাজশাসিত একটি

মিত্র রাজ্য। ইহার উত্তরে কোচীন রাজ্য, পূর্বে

মহারা ও তিরুবেলী জেলা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত

মহাসাগর। ইহার উত্তর দক্ষিণে ৮৭ কোশ দীর্ঘ, প্রায়

৩৮ কোশ, মোট পরিমাণ ৬৭০০ বর্গ মাইল। ইহাতে ৩৪

তালুক আছে। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দ্রম্। এই নগরে ত্রিবাকোড় রাজের বাস।

এই রাজ্যই প্রাচীন কেরলের দক্ষিণাংশ। ইহার এই কয়টা প্রাচীন নাম পাওয়া যায়—ত্রিবিষকুণ্ড, ত্রিবর্দ্ধনপুর ও পদ্মনাভপুর। পেরিমাস্ অমুসারে একটি প্রাচীন নাম ‘পুরলি’

ত্রিবাকোড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর, যেন ছবির মত। পূর্বাংশে পর্বতমালা অতি ঘন বনে সমাচ্ছন্ন, পর্বত-শিখর ৮ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ। সাগরতীর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে নারিকেল ও গুপারি বৃক্ষে পূর্ণ। এই দুই জ্বাই এক প্রকার দেশের ধনাগমের প্রধান উপায়। সমস্ত দেশটা এক প্রকার উর্বর উপত্যকায় পূর্ণ, পূর্বপশ্চিমে নদী আছে। সাগরতীরে অনেক সাগর-সংশ্লিষ্ট হ্রদ ও অনেক গুলি আভ্যন্তরিক হ্রদও আছে। এই সকল হ্রদের মধ্যে খাল কাটাইয়া অনেক গুলি পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। যখন নদীতে জল থাকে না বা সহজে সাগর দিয়া যাতায়াত করা যায় না, তখন এই হ্রদের মধ্য দিয়া যাতায়াত চলে। নাল্লিনাড় নামক পূর্ববিভাগে ধাতু ও তালের বহু বিস্তৃত আবাদ আছে, ইহা ঠিক তিরেবেলী জেলার মত, তবে ইহার স্থানে স্থানে পতিত অমূল্যের জমীও আছে। ইহার উত্তরাংশে মলয়দেশীয় বন ও বঙ্গুর ভূমি আরম্ভ। সাগরতীরের ভূমি সর্বাপেক্ষা উর্বরা। পর্বতমালার পূর্বে বড় সুন্দর। দক্ষিণাংশে পর্বতমালা বনাচ্ছন্ন, খুব উচ্চ। মধ্যস্থলের পাহাড় তত উচ্চ নহে। উপত্যকাদিতে উচ্চ বনির এবং গিজ্জা আছে; পশ্চিমাংশে বাগানবাড়ী যথেষ্ট। বাদামরুজ্জি, কোলাচল, বিলিঙ্গন, পত্তরাই, অঞ্জেশ্বো, কুইলোন কোণ্ডা, কায়ঙ্গুলম্, পোরকাড় এবং অল্লেন্ডি এই কয়টা সমুদ্র-তীরবর্তী প্রধান বন্দর। এ গুলির মধ্যে অল্লেন্ডি, কুইলোন ও কোলাচল বন্দরেই বড় বড় জাহাজাদি ও অজ্ঞাত স্থানে দলী বড় বড় নৌকা আসে। পেরিয়ার নদীর পশ্চিমে পর্বতমালার নাম অনয়মলয়। ইহাতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ শিখরের আছে, তাহার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। সর্ব-ক্ষিপ্ত পর্বতশিখরের নাম অগস্ত্যোথর মলয়; এই শিখর ইতেই তাম্রপর্ণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্থানের পত্যকা সকলে কাকি ও চা চাষিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, রিবিমলয় বা হামিলটন্ উপত্যকা ৩ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৫ ক্রোশ বিস্তৃত, তন্মধ্যে ৩০ হাজার বিঘা জমীতে কেবল ও কাকি হয়। মেল-মলয় বা কানন্দ-বন পর্বতেও রূপ দীর্ঘ চা ও কাকিক্ষেত্র আছে। ত্রিবাকোড়ের সর্বোচ্চ পর্বতশিখরের নাম ঐন্দ্রমুড়ি। ইহার উচ্চতা

৮৮৩৭ ফিট। হিমালয়ের দক্ষিণে ইহাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত, ইহার নিকটে আরও কয়েকটা শিখরের উচ্চতা ৮ হাজার ফিট। এই পর্বতমালার দক্ষিণে এলাচি-পর্বতমালা। এখানে দাক্ষিণিণ্ড যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহার পর দক্ষিণে পর্বতমালা ক্রমশঃ সরু ও ক্ষুদ্র হইয়া কচ্ছা-কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে লোকবাস অতি বিরল।

ঘাটপর্বত হইতে এদেশের অনেক গুলি নদীই উৎপন্ন হইয়াছে। পেরিয়ার নদীই এদেশের মধ্যে প্রধান, পর্বতের অতি উচ্চ স্থানে উৎপন্ন হইয়া ১৪২ মাইল ঘুরিয়া আসিয়া কোদনলুর নামক স্থানে সাগরের এক জলাবর্তে পড়িয়াছে। এই নদীর মোহানা হইতে উর্ধ্বে ৩০ ক্রোশ পর্যন্ত নৌকা চলে। ইহার পর পশ্চিমে নদী, ইহার অচিন কইল ও কলদা নামক দুটা উপনদী আছে। কুলিতোরই বা পশ্চিম তাম্রপর্ণী নদী মহেন্দ্রগিরি নামক পর্বতে উৎপন্ন হইয়া তিরেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। বৃহৎ তাম্রপর্ণী নদীও অগস্ত্যোথর পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া তিরেবেলী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশে প্রলয় ও কোদর নামক স্থানে পাণ্ড্যরাজ্যদিগের নিশ্চিত কতকগুলি আনিকট বা জলাবরোধ আছে। তীরবর্তী জলাবর্ত হ্রদ গুলির সারির দীর্ঘতা প্রায় এক শত ক্রোশ, চৌবাট হইতে ত্রিবন্দ্রম্ পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিবন্দ্রম্ ও কুই-লোনের মধ্যে ৩ ক্রোশ জমী অতি উচ্চ, এই স্থানে দুইটা খাল কাটাইয়া দিয়া উত্তর দক্ষিণে হ্রদগুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। অল্লেন্ডির পূর্বাংশে বিল্লিনাড় হ্রদই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার জল অতিশয় শুকাইয়া যায়। নৌকা নানা আকারের আছে, তন্মধ্যে শালুতি ও ডোন্নার আকারই বেশী। এদেশে সিমুলবুক্ষেই নৌকা অধিক হয়।

বনিজ, পদার্থের মধ্যে গোহ গুচুর, তন্ত্রিগ ফটকিরি, গন্ধক ও কৃষ্ণনীস পাওয়া যায়। হস্তীদন্ত এদেশের একটি প্রধান বস্তু পণ্য। বনে হস্তী, শাশুর, নীলগাই ও অজ্ঞাত হরিণ পাওয়া যায়।

এদেশের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ আড়াই-কোটি, তন্মধ্যে ১ কোটি ৭৬ হাজার হিন্দু হইবে। তৎপরে খৃষ্টানের সংখ্যা শতকরা ২৬ জন ও মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭ জন। ইহার রাজধানী ত্রিবন্দ্রম্, তাহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৪২ হাজার। প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র ও প্রধান বন্দর অল্লেন্ডি সহর, ইহার লোকসংখ্যা ২৬ হাজার। প্রধান সেনানিবাস কুইলোন সহরে ১৪ হাজার, এতত্তিন্ন নাগরকোল সহরে ১৭ হাজার, কোট্টায়ম্ সহরে ১২ হাজার, ও শেনকোটা সহরে ৮ হাজার লোকের বাস। এতত্তিন্ন

পরবর, কোতর শরৎতলয় প্রভৃতি স্থান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এখানে মলবারে প্রচলিত 'মরুমকতায়ম্' নিধিই সামাজিক শাসনার্থ প্রচলিত। তামিল, তেলগু ও মরাঠীরা স্ব স্ব দেশীয় বিধি অনুসারে চলে। নাঘুরদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিবাহ করে ও উত্তরাধিকারী হয়, অজ্ঞাত সন্তানেরা পৈত্রিক বিষয়ে অধিকার পায় না। কত্তারা অধিক বয়সপর্যন্ত 'অবিবাহিত থাকে', এমন কি অনেকে অতি বৃদ্ধ বয়সেও অবিবাহিতাবস্থায় মরে। [নাঘুরি দেখ।] নায়রদিগের মধ্যে প্রথমত বালিকা বয়সেই কত্তারা বিবাহিত হয়; কিন্তু তাহার স্বামীগৃহে যায় না বা স্বামীর সহিত তাহার কোন সংশ্রব থাকে না। তাঁহার পিতৃগৃহেই থাকে ও যৌবনে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি বা কোন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীজীরূপে পিতৃগৃহেই বাস করে। এই সকল কত্তার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহারাই মাতুলের উত্তরাধিকারী হয়। নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনের বা ভাগিনেরী না থাকিলে উত্তরাধিকারীবিহীন হইয়া থাকে। তাহার পোস্তপুত্রের দ্বারা পৌষ্যভগ্নী গ্রহণ করে ও তদগর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকার দান করে। নায়রের সন্তানেরা স্তত্রং কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহে ও পরস্পর মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র। তাহার মাতুলের প্রাদ্ধিক ও বিষয় সম্পত্তি অধিকার করে। নায়র ও নাঘুরিগণ বড় শুদ্ধাচারী, দিবসে দুই তিন বার স্নান করে। ব্রাহ্মণেরা শবদাহ করে, কিন্তু নায়রেরা বংশপ্রথা অনুসারে শব দাহ বা সমাহিত করে। স্নান বা সাধারণ সমাধি স্থান নাই, স্ব স্ব উদ্যানের ঢুক স্থানে শবদাহ বা সমাহিত হয়। ইহারা শিখা স্থানে শিখা ধারণ করে না, তালুতে শিখা ধারণ ও তাহা সম্মুখের দিকে উল্টাইয়া রাখে। [নায়র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কৃষি দ্রব্যের মধ্যে ধাত ও নারিকেল প্রধান, তাহার পরেই লক্ষা। গুপারিও খুব আদরের। কাঁঠালই এক প্রকার গরীবের প্রধান অবলম্বন, ইহার ফল গরীবের প্রধান আহার্য ও কাঠে গৃহাদি প্রস্তুত হয়। হরিজাগাছের মত এখানে এলাচির গাছ যথেষ্ট জন্মে। এলাচির গাছ ৬ হইতে ১০ ফিট দীর্ঘ হয়। যথা সময়ে বন জঙ্গল পুড়াইয়া এলাচি ছড়াইয়া দেয়, তৎপরে আশ্বিন কার্তিক মাসে এলাচ পাকিলে তাহা তুলিয়া আনে এবং রাজসরকারে জমা করিয়া তেরখ কুবক নিজাংশের মূল্য পাইয়া থাকে। কাফি খুব বেশী এবং ভাল হয়। চা-এর চাষও হইতেছে, পাতা খুব ভাল হয়,

কিন্তু এদেশে পাতার তদ্বির ভাল হয় না। মহিষ ও বলা উভয়েই লাঙ্গল টানে।

এদেশে জমীর উপর প্রকৃত প্রস্তাবে রাজকর বা খাজনা নাই। মলবারের সকলেই জনম বা উত্তরাধিকারহুত্রে বিনা করে ভোগ করে। নাঘুরি ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের নিকট হইতে এই দেশ বিনা করে বাস করিবার অজ্ঞ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তদবধি ইহা বিনা করেই উপভুক্ত হইতেছে। এখন ত্রিবাকোড়রাজ এক প্রকার কর অবধারণ করিয়াছেন। যে জমী যে বংশের অধীনে আবহমানকাল আছে, তাহার কোন কর কেহ এখনও দেয় না, কিন্তু কেহ যদি সেই 'জনম' স্বত্বের জমী স্বজাতি তিন্ন অপরকে অর্পণ লইয়া বিক্রয় বা বন্ধক প্রদান করে, তবে সে জমীর 'জনম' স্বত্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং রাজা তাহার উপর কর ধাৰ্য্য করেন। এই করকে "রাজভোগম্" বলে। যে পরিমাণ জমী এই রূপে করায়ত্ত হয়, তাহাতে বৃনিবার অজ্ঞ যে পরিমাণ বীর আবশ্যক, রাজা তাহার অর্দ্ধেক ও সেই জমীর প্রজার কর দিয়া থাকে, তাহার বষ্টাংশ কর রাজা পাইয়া থাকেন। এইরূপে সম্পত্তি অনেক জমী বিদেশীয়েরা হস্তগত করিয়াছে ইহাকে 'কানম্' বন্দোবস্ত বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে। নায়রদিগের যে সকল প্রাচীন জমী আছে, তাহা 'মাদিমির' নামে খ্যাত, ইহাতে রাজা 'রাজভোগম্' আদায় করেন না। জনম স্বত্বের জমী বিক্রোহপরাধে ও উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকিলে রাজার খাস হয় এবং বজ্র জমী, চর জমী ও নন্দ্রের চর রাজার খাসে আছে, এ সকলকে সরকারী জমী বলে।

এদেশ হইতে কুনা নারিকেল, নারিকেল দড়ি বা ছোড়ো নারিকেলের মালা, হাঁকার খোল, নারিকেলতৈল, শুক আলু বা শুঠ, লক্ষা, লোনামাছ, বাহাছরীকাঠ, কাফি, এলাচি, মোম, তেঁতুল ও তালের মিছরি রপ্তানী হয়। আর তামাক, বিলাতী খুচরা দ্রব্য, চাউল, হুতা, তুলা ও তামা আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়, আর ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানী হয়।

এদেশে আঠারটা মুন্সেফী আদালত, ৩০টা কোর্টমার্ট আদালত, ৫টা জেলা আদালত ও রাজধানীতে একটা মহা আদালত আছে। পুলিশের একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। দেওয়ান 'পেস্তার' (বা বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী) ও তহসীলদারেরাই পুলিশের কার্য্য করে। ত্রিবাকুরে খুইলোনে একটা ও অল্পেপ্পিতে একটা উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ, এতদ্ভিন্ন ২৫টা জেলা স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় আছে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে 'অকল' বা ডাকঘর স্থাপিত হয়, তাহার

কেবল রাজকীর কার্য চলিত, এখন তাহাতে সাধারণেরও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আপাতত ৯৮টি ডাকঘর হইয়াছে।

মহারাজের ১৩৬০ জন পদাতি, ৬০ জন অশারোহী, ৩০ জন গোলন্দাজ এবং ৪৮টি কামান আছে।

ইতিহাস।—ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। প্রবাদ আছে, পরশুরাম যখন সাগরগ্রাস হইতে সমস্ত মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করেন, তখন তিনি এই প্রদেশ নাখুরি নামক ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। খৃষ্টাব্দের ৬৮ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নাখুরিগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। তৎপরে ব্রাহ্মণেরা এক একজন কজিয়কে দ্বাদশ বৎসর কাল আপনাদিগের রাজা করিত এবং এক ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর শাসনকাল ফুরাইলে আর একজন তৎপরে অভিষিক্ত হইত।

ত্রিবাঙ্কোড়ের দেওয়ান সসুনিমেনন্ ত্রিবাঙ্কোড়ের প্রাচীন ইতিহাস এই রূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

পরশুরাম সাগর হইতে মলয়ালম্ ভূভাগ উদ্ধার করিয়া দক্ষিণকেরলে ডাহুবিক্রম নামক এক চেররাজকে স্থাপন করেন। ডাহুবিক্রমের পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আদিত্যবিক্রম পরশুরাম কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে পরশুরাম উদয়মার্ত্তওবর্ষা উত্তরকেরল প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে এই ঘটনা হয়, কলিযুগে দক্ষিণ কেরলে ৪৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। ১৮৬০ কলাক্ষে রাজা কুলশেখর আর্বীর রাজত্ব করিতেন, অল্প দিন পরেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন; এখনও ত্রিবাঙ্কোড়ের নানা স্থানে নানা মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। বহুকাল পরে শকাব্দের প্রারম্ভে মহরার রাজা বীরবর্ষা পাণ্ডা ও চেররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন, তৎপরে ফোজুরাজগণ চেররাজ্য দখল করেন। এই সময়ে চেররাজবংশ মহরার ও তিরেবেলীর অংশ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবাঙ্কোড়ে (দক্ষিণ কেরলে) আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পেরুমালেরা প্রায় ২০০ শত বর্ষ কেরলরাজ্য শাসন করেন, এই সময়ে সিরীয়ক খৃষ্টানগণ ও ইহুদিরা আসিয়া কোচিনে অবস্থান করিতে থাকেন। শেষ পেরুমালরাজ কোচিনের রাজা ও কালিকটের সামরিকরাজকে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

উপরোক্ত বিবরণ কেবল প্রবাদমূলক, প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তৎপরে উল্লেখযোগ্য দুই জন রাজার নাম পাওয়া যায়—এক বীরমার্ত্তওবর্ষা ইনি ৭৩১ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন, অপর রাজার নাম উদয়মার্ত্তওবর্ষা, ইনি ৮২৪ খৃঃ অব্দে কোলম্বাক স্থাপন করেন, এই অল্প

এখন মলয়ালম্ অল্প নামেও প্রচলিত আছে। তৎপরে আমরা ১১৮৯ ও ১৩৩০ খৃঃ অব্দে আদিত্যবর্ষা নামে দুই জন রাজার নাম পাই। বীর রামমার্ত্তওবর্ষা (১৩৩৫-১৩৭৮ খৃঃ অব্দ মধ্য) ত্রিবন্দরম্ রাজপ্রাসাদ ও হুর্গনির্মাণ করেন, তাহার পর এরবিবর্ষা ১৩৭৬ হইতে ১৩৮২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে কেরলবর্ষা কুলশেখর পেরুমাল ওমাস মার্ত্ত রাজত্ব করিয়া স্বর্ণ খনি করিলে তাঁহার সমস্ত সহোদর চের উদয়মার্ত্তওবর্ষা রাজা হন, ইনি ১৩৮২ হইতে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি চেরমাদেবী নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, তথায় তাঁহার শিলালিপি আছে। তৎপরে নিম্নলিখিত রাজগণ যথাক্রমে রাজত্ব করেন—

রাজার নাম	রাজ্যকাল
বনবনাড় সুত্তরাজ	... ১৪৪৪-১৪৫৮ খৃঃ অব্দ
বীরমার্ত্তওবর্ষা	... ১৪৫৮-১৪৭১
আদিত্যবর্ষা	... ১৪৭১-১৪৭৮
এরবিবর্ষা	... ১৪৭৮-১৫০৪
মার্ত্তওবর্ষা	... ১৫০৪
বীরএরবিবর্ষা	... ১৫০৪-১৫২৮
মার্ত্তওবর্ষা	... ১৫২৮-১৫৩৭
উদয়মার্ত্তওবর্ষা	... ১৫৩৭-১৫৬০
কেরলবর্ষা	... ১৫৬০-১৫৬৩
আদিত্যবর্ষা	... ১৫৬৩-১৫৬৭
উদয়মার্ত্তওবর্ষা	... ১৫৬৭-১৫৯৪
বীরএরবিবর্ষা	... ১৫৯৪-১৬০৪
বীরবর্ষা	... ১৬০৪-১৬০৬
রবিবর্ষা	... ১৬০৬-১৬১৯
উমিকেরলবর্ষা	... ১৬১৯-১৬২৫
রবিবর্ষা	... ১৬২৫-১৬৩২
উমিকেরলবর্ষা	... ১৬৩২-১৬৬১
আদিত্যবর্ষা	... ১৬৬১-১৬৭৭

শেষ আদিত্যবর্ষা ও তাহার জ্ঞাতীগণ নিহত হন, তাঁহার ভাগিনেত্রী উদয়মরাণী ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যের অভিভাবিকারূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করে। তাহাদের তদধিনায়ক ত্রিবন্দরমে কিছুকাল অবস্থান করেন, শেষে রাজবংশীর সেনাপতি কেরলবর্ষা তাঁহাকে রাজা হইতে বিদূরিত ও নিহত করেন। উদয়মরাণীর পুত্র রবিবর্ষা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রবিবর্ষার পরবর্ত্তী রাজগণের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল—

রবিবর্ষা।

(১৬৮৪—১৭১৮)

[৩ জন দত্তক গ্রহণ করেন]

উয়ি কেরলবর্ষা
কোলটনাড়রাজের জাতি
(১৭১৮—১৭২৪)

রামবর্ষা
কোলটনাড়রাজের জাতি
(১৭২৪—১৭২৮)

মার্তিগুবর্ষা
কোলটনাড়ের রাণীর পুত্র
(১৭২৮—১৭৫৮)
ভগিনী

রামবর্ষা†
(১৭৫৮—১৭৯৮)

ভগিনী
বলরামবর্ষা‡
(১৭৯৮—১৮১০)

[ইনি ২ জন দত্তক ভগিনী গ্রহণ করেন] যথা—

রাণী গৌরীপাক্ষীবাই
(১৮১০—১৮১৫)

গৌরীপাক্ষীবাই
অভিভাবিকা
(১৮১৫—১৮২২)

রামবর্ষা
নাবালক (১৮১৫—১৮১৯)
রাজ্যস্থ (১৮২৯—১৮৪৬)

মার্তিগুবর্ষা
(১৮৪৭—১৮৬০)

কল্পিণীবাই

রামবর্ষা
(১৮৬০—১৮৮০)

রামবর্ষা (বর্তমান রাজা)
(১৮৮০ খৃঃ অব্দে ১৭ই জুন অভিষেক)

মার্তিগুবর্ষা পেরুমাল ১৭২৯ হইতে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইল্লাইদাতুনাড় ও ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কায়স্থগুম্ জয় করেন। তৎপরে বনজী রামবর্ষা পেরুমাল রাজা হন। ইনি অনেক স্থান জয় করেন। ইহার সৈন্তবল অতি বৃহৎ ছিল। ইতালীয়, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ ইহার সেনানায়ক ছিলেন। ইনি যুরোপীয় ধরণে সৈন্তদল গঠিত করিয়াছিলেন।

১৭৭৬ হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশ্বরের টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ইংরাজের অতি বিখ্যাত বন্ধু ছিলেন। টিপু মলবার জয় করিলে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ভীত হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া রাজা নিজ খরচে দুই দল ইংরাজ সৈন্ত রাখিবার অমুমতি প্রাপ্ত হন। এই সৈন্তের খরচা তাঁহাকে নগদ বা লক্ষ্যদিয়া শোধ করিতে হইত। এই সৈন্তদল বিপিনদীপের নিকট পঁছিতে না পড়িলে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন। আরকোট ও কোদঙ্গুর জগ্গন্নাথ তখন ওলন্দাজদিগের নিকট ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ক্রয় করিয়াছেন। টিপু এই জগ্গ দাবী করিয়া বসিলেন; যুদ্ধ বাধিল। ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও

তাঁহার দলে ২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। পর বৎসর (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপু আবার ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন ও পুনরায় পরাজিত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ টিপু অধিকৃত প্রদেশের কিয়দংশ (তিনটি জেলা) রাষ্ট্রের প্রত্যাগণ করেন ও তৎপরিবর্তে রাজা তিনদল সিপাহী ও একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সৈন্তের খরচ দিতে বাধ্য হন। রাজা বলরামবর্ষার সহিত এইরূপ সন্ধি হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজাকে ইংরাজেরা আর একদল সিপাহী সৈন্তের খরচ দিতে (সর্বস্বত্ব বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে) বাধ্য করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই টাকা বিস্তর বাকী পড়ে দেওয়ানের দোষে ইহা ঘটে। ইংরাজেরা দেওয়ানকে বধ চ্যুত করিতে বলেন। তাহাতে ৩০ হাজার নায়ক বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের রক্ষিত সিপাহী সৈন্ত আক্রমণ করে। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া কর্ণাটক বিগ্রেড নামক বৈ ব্যয়সাধ্য ইংরাজ সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন, খরচ রাজা দেন। তদুপরি ত্রিবাঙ্কোড়ে আর কোন গোল ঘটে না। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বলরামবর্ষার মৃত্যু হয়। ইহার পর রাণী রাজত্ব করিয়া কর্ণেল মন্রো নামক রেসিডেন্টের

• ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হয়। ত্রিচীনপল্লীর নবাবের সঙ্গেও যুদ্ধ ঘটে।

† টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইংরাজের সহিত যোগদান।

‡ ইহার সময়ে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়।

রাজ্য পরিচালনের ভার দেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণ মুন্ডার পর তাঁহার ভগ্নী পার্শ্বতীরাণী অভিভাবিকা হইয়া রাজা রামবর্ষাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। রামবর্ষা ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা মার্ত্তণ্ডবর্ষা রাজা হন। ইহার পর ইহার ভাগিনের বনজী বাল রামবর্ষা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল উত্তরাধিকারভাবে দত্তকভগিনী গ্রহণে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দত্তকরাণীরা অস্তিল নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহারা তুখতী নামে খ্যাত। মলবারের নিরমাহুসারে এই রাজসংসারে রাজার পর রাজভ্রাতা, তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভাগিনের রাজা হইয়া থাকেন। বর্তমান মহারাজের পূর্ণনাম শ্রীপদ্মনাভ দাস বনজী বাল রামবর্ষা কুলশেখর কীরীটপতি মুন্ডে সুলতান মহারাজ রাজারাম রাজা বাহাদুর স্যর সমুদেয় জঙ্গ জি'সি এস আই। ইনি সম্মানার্থ ২১ তোপ পাইয়া থাকেন। মহারাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অপরাধীর জীবন মরণের উপর তাঁহার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রয়োজন মত তিনি প্রাণদণ্ড করিতে পারেন। বর্তমান রাজা ইংরাজী, হিন্দী, মরাঠী, তামিল ও তেলগু ভাষায় কথাপকথন করিতে পারেন। তাঁহার মাতৃভাষা মলয়ালম্।

ত্রিবাকোড় এখন আদর্শ হিন্দুরাজ্য। রাজাকে বিশেষরূপে হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়, এই জন্ত তাঁহাকে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়, এইজন্ত তিনি রাজধানী স্থানান্তর করিতে পারেন না।*

ত্রিবাং (ত্রি) ১ বারপ্রযুক্ত। (পুং) ২ গুরুত্বের একপুঞ্জ। (ভারত উত্তরাংশ ১০০ অঃ)

ত্রিবাঙ্গুর (অপ্রচলিত দেশজ, সম্ভবতঃ ত্রিকান্তর, তেমাখাপখ। "ভুক্তজলে মৎস্য আর নারীর ঘোবন।।

ত্রিবাঙ্গুরে পায় যদি রজত কাঞ্চন।" (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)

* ত্রিবাকোড় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ

১৪৭— Buchanan's *Travels in Mysore, Canara and Malabar*, Vol. III, 31, 32, 139. Shungoonny Menon's *History of Travancore*. Mattee's *Travancore and its people* Col. Yule's *Marco Polo*, II, 274, 290, 212, 318, 320, 324. Wilson's *Mackenzie*, Mss., Book 58, C 1027. Dr. Burwell's *South Indian Palaeography*, 140. *Madras Journal*, I, 7-73, 94, 255, 342. IV, new Series, 79, 80; VII; IX, 365; XIII, Pt. I, 116, 123; Pt. II, No. I; XXI, 30. *Journal Royal Asiatic Society*, I, 171; VII, 341; IV, N. S., p. 388; *Journal Asiatic Society of Bengal*, XV, 224; XX, 371, 382. *Indian Antiquary* I, 195, 229; II, 98, 180, 273; III, 310, 333; IV, 153, 181, 311; V, 25, 60; VI, 366; VII, 343; IX, 77. *Asiatic Researches* 171, 364; X, 106.

ত্রিবিক্রম (পুং) ত্রিষু লোকেষু বলিবন্ধনার্থং ভূব্যোমস্বর্গেষ্ণু ক্রমঃ পাদস্তাসৌ যন্ত বধা ত্রীন্ লোকান্ বিশেষণ ক্রমেতি ব্যাপ্রোহীতি বি-ক্রম-অহ্। ১ বিষ্ণু।

"ত্রিবিভোবং ত্রয়োলোকাঃ কীৰ্ত্তিতা মুনিসত্তমৈঃ।

বিক্রমস্ত ততঃ সর্বাং ত্রিবিক্রমোহসি জনাৰ্দ্দন।।" (হরিবংশ)

ত্রিবিক্রম, ১ সহজিকর্ণায়ুত ধৃত সংস্কৃত কবি। কাহারও মতে সহজিকর্ণায়ুতে ছইজন ত্রিবিক্রমের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একজন ভাগবত ও একজন বৈষ্ণব। ২ একজন ধর্মশাস্ত্রকার, নির্গমসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাময়ুখে ইহার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ একজন অভিধানকর্তা, হেমাদ্রি ও দিনকরের রঘুবংশ-টীকায় ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ কালবিধান নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার, মহাদেব ও বিশ্বনাথ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৫ উষাহরণ নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ইনি ত্রিখিসারিণী, ব্রহ্মব্যবহার, শতশ্লোকব্যবহারক বা ত্রিবিক্রমশতক, ত্রী-জাতক-প্রভৃতি নামে কথকথানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।

৭ পঞ্জিকোদ্যোত নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

৮ মদালসচম্পূরচয়িতা।

৯ রামকীর্ত্তিমুকুন্দমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ত্রিবিক্রমজ্ঞ ভট্টারক, একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক। রাম-ভারতীর শিষ্য। ইনি মঙ্গরত্নমঞ্জু নামে তন্ত্র ও সুগুঢ়ার্থ-দীপিকা নামে শারদাতিলকের একখানি টীকা রচনা করেন। ত্রিবিক্রমদেব, ১ প্রাকৃত ব্যাকরণত্বরিচয়িতা, ইনি মল্লি-নাথের পুত্র ও আদিত্যবন্ধার পৌত্র।

২ লৌহপ্রদীপ নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার। ইনি গোড়াঙ্ক-পুরবৈদ্য বলিয়া আপনায় পরিচয় দিয়াছেন। ভোজরাজ, বঙ্গসেন প্রভৃতির গ্রন্থ দৃষ্টে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়; ইহাতে নানা খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণীত হইয়াছে।

ত্রিবিক্রম পণ্ডিত, পুণ্যগ্রামের একজন বিখ্যাত শাস্ত্রী। ইনি পঞ্চায়ুধপ্রপঞ্চ নামে একখানি সংস্কৃত ভাণ রচনা করেন। ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাচার্য্য, বায়ুস্ততি, নৃসিংহস্ততি ও বিষ্ণুস্ততি-রচয়িতা। ইনি ত্রিবিক্রমপণ্ডিত নামেও খ্যাত।

ত্রিবিক্রমশিষ্য, যোগদীপিকা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থকার। ত্রিবিক্রমসূরি, রঘুরির পুত্র। ইনি আচারচন্দ্রিকা ও প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমচাৰ্য্য, ১ গীর্জাপতাযাত্ৰবর্ণনামে সংস্কৃত অভি-ধানকার।

রবিবংশী ।

(১৬৮৪—১৭১৮)

[৩ জন দত্তক গ্রহণ করেন]

উদ্রি কেরলবংশী
কোলটনাড়রাজের জ্যতি
(১৭১৮—১৭২৪)

রামবংশী
কোলটনাড়রাজের জ্যতি
(১৭২৪—১৭২৮)

মার্ত্তণ্ডবংশী*
কোলটনাড়ের রাণীর পুত্র
(১৭২৮—১৭৫৮)
ভগিনী

রামবংশী†
(১৭৫৮—১৭৯৮)

ভগিনী
বলরামবংশী‡
(১৭৯৮—১৮১০)

[ইনি ২ জন দত্তক ভগিনী গ্রহণ করেন] যথা—

রাণী গৌরীপদ্মাবাই
(১৮১০—১৮১৫)

গৌরীপার্বতীবাই
অভিভাবিকা
(১৮১৫—১৮২২)

রামবংশী
নাবালক (১৮১৫—১৮২২)
রাজ্যস্থ (১৮২২—১৮৪৬)

মার্ত্তণ্ডবংশী
(১৮৪৭—১৮৬০)

কঞ্জিগীবাই

রামবংশী
(১৮৬০—১৮৮০)

রামবংশী (বর্তমান রাজা)
(১৮৮০ খৃঃ অব্দে ১৭ই জুন অভিষেক)

মার্ত্তণ্ডবংশী পেরুমাল ১৭২৯ হইতে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইলাইদাতুনাড় ও ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কায়স্থগম্ জয় করেন। তৎপরে বনজী রামবংশী পেরুমাল রাজা হন। ইনি অনেক স্থান জয় করেন। ইহার সৈন্তবল অতি বৃহৎ ছিল। ইতালীয়, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ ইহার সেনানায়ক ছিলেন। ইনি যুরোপীয় ধরণে সৈন্তদল গঠিত করিয়াছিলেন।

১৭৭৬খৃষ্টাব্দে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশূরের টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধকালে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ইংরাজের অতি বিখ্যাত বন্ধু ছিলেন। টিপু মলবার জয় করিলে ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ভীত হন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া রাজা নিজ খরচে দুই দল ইংরাজ সৈন্ত রাখিবার অহুমতি প্রাপ্ত হন। এই সৈন্তের খরচা তাঁহাকে নগদ বা লক্ষ্য দিয়া শোধ করিতে হইত। এই সৈন্তদল বিপিনদীপের নিকট পহুঁছিতে না পড়িলে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন। আরকোট ও কোদঙ্গুর দুর্গের তখন ওলন্দাজদিগের নিকট ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ক্রয় করিয়াছেন। টিপু এই দুর্গ দাবী করিয়া বসিলেন; যুদ্ধ বাধিল। ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও

তাঁহার দলে ২ হাজার লোক বিনষ্ট হয়। পর বৎসর (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) টিপু আবার ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করেন ও পুনরায় পরাজিত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ টিপু অধিকৃত প্রদেশের কয়দংশ (তিনটি জেলা) রাজার প্রত্যর্পণ করেন ও তৎপরিবর্তে রাজা তিনদল সিপাহীকে ও একদল ইংরাজ গোলন্দাজ সৈন্তের খরচ দিতে বাধ্য হন। রাজা বলরামবংশীর সহিত এইরূপ সন্ধি হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজাকে ইংরাজেরা আর একদল সিপাহী সৈন্তের খরচ দিতে (সর্বমুদ্রক বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে) বাধ্য করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই টাকা বিস্তর বাকী পড়ে। দেওয়ানের দোষে ইহা ঘটে। ইংরাজেরা দেওয়ানকে কবচ্যুত করিতে বলেন। তাহাতে ৩০ হাজার নায়র বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের রক্ষিত সিপাহী সৈন্ত আক্রমণ করে। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া কর্ণাটক বিগ্রেড নামক পর্বত ব্যয়সাধ্য ইংরাজ সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করেন, খরচ রাজা দেন। তদুপরি ত্রিবাঙ্কোড়ে আর কোন গোল ঘটে নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বলরামবংশীর মৃত্যু হয়। ইহার পর রাণী রাজত্ব করিয়া কর্ণেল মন্রো নামক রেসিডেন্টের

* ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হয়। ত্রিভূমপল্লীর নবাবের সঙ্গেও যুদ্ধ ঘটে।

† টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইংরাজের সহিত যোগদান।

‡ ইহার সময়ে একজন বুটান রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

করে নাই। মূর্খিন সেরিক প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ
তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ত্রিভুতের শিকড়ের
হালের গুণ অধিক, সমস্ত মূলে তেমন গুণ নাই। সমস্ত
মূল ব্যবহার করাতে অনেকেই উপকার পান নাই, তাহাতেই
মনোহা দাঁড়াইয়াছে। বাজারে মূল ও মূলের ছাল উভয়ই
এক সঙ্গে বিক্রীত হয়, তাহা হইতে ছাল বাছিয়া লইতে
র। শিকড়ের ছাল এক একগাছি ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত
। এবং সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা হয়,
তাহা দেখিতে টুকরা নলাকার কতকটা তেরচা, মসৃণ,
। বাদ অন্ন কটু, টাটকা হইলে বেশ সদৃশ থাকে। খেত
মূলের শিকড়ের ছাল দেখিতে ধূসর বা রক্তাভ ধূসর। কৃষ্ণ
মূলের পিঙ্গলবর্ণ। খেত ত্রিভুতের ছাল কৃষ্ণ অপেক্ষা
। অনেকটা পুরু। এখন প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণের মতে
হার গুণ—বিলাতী জলাপের সমান ও রেউচিনি অপেক্ষা
। অধিক কার্যকারী।

বর্তনং বৃং ত্রিঃ তিস্রঃ বৃত্তো যত্র। (ত্রি) ২ ত্রিধা ত্রিগুণিত,
জ্ঞাপনীয় তিনবার ত্রিগুণিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়,
ই জন্ত ইহার নাম ত্রিভুং।

“কার্পাসমুপবীতং স্তাষ্মিগ্জোজ্জ্বলং ত্রিভুং।” (মহু ২।৪৪)

‘ত্রিভুদিতি ত্রিগুণং কৃষ্ণা উর্দ্ধবৃত্তং দক্ষিণাবর্তিতং এতচ্চ
। সমধাতে বদ্যপি গুণত্রয়মেবোজ্জ্বলং বৃত্তং মনুনোক্তং
। তৎত্রিগুণীকৃত্য ত্রিগুণং কার্ধ্যং তত্ত্বক্ৰং ছন্দোগ-
। বশিষ্টে—উর্দ্ধবৃত্তং কার্ধ্যং তত্ত্বত্রয়মেবোজ্জ্বলং।

ত্রিভুংকোপবীতং স্তাষ্মিগ্জোজ্জ্বলং। (কুল্লুক)।

যদিও মহু ‘ত্রিগুণং কার্ধ্যং’ ত্রিগুণ করিবে বলিয়াছেন।
। তপি ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রভৃতির মতামুসারে তিনবার
গুণ করিয়া করিতে হইবে।

ত্রির্বর্ততে বৃত্ত কিপ্। ৩ মিশ্রিত তেজ, জল ও অন্ন।

‘ত্রিভুতং ত্রিভুতমৈককাং করবাণি।’ (ছান্দোগ্যোপনিঃ)

ত্রিগুণিত। ত্রিভির্গ্যাঙ্কানাং ত্রির্বর্ততে বৃত্তং কর্ত্তরি

। ৫ যজ্ঞ। ত্রিভির্বর্ততে ত্রিশব্দস্তা বীর্ষার্থঃ। ৬ ঋক্-

। বের নরক। ইহা ঋগ্বেদের সহিত ব্রহ্মার পূর্বমুখ হইতে

। হয়।

। ৭ চক্রেব ত্রিভুংস্তোমং রথস্তরং।

। ৮ যজ্ঞানাং নির্ধমে প্রথমাদুধ্যায়ঃ। (বিষ্ণুঃ ১।৪।৪৮)

(ত্রি) ত্রিভিঃবরবৈবর্তা। ত্রিভুং। [ত্রিভুং দেখ।]

। করণ (ত্রি) ত্রিভুতাং করণং ৬৩৭। তেজ, জল ও
। জ্যাম্বককরণ, তিনের একীকরণ। ক্রিতি, জল ও
। এই তিনের মিশ্রণ, এই তিন ভূতকে ভগবৎ প্রভৃতি

করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্ধেক পুনর্বার হইতাপে
বিতরিত করিয়া বীর অর্ধব্যতীত অল্প হই অর্ধেক এক এক
ভাগ যোজিত করা।

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে—

“তাসাং ত্রিভুতমৈককাং করবাণিতি সৈয়ং ত্রিভুতং”

(ছান্দোগ্যঃ উঃ ৬।৪।৩)

সেই তিন দেবতা অর্থাৎ তেজঃ জল ও অন্নরূপ দেবতা-
। ত্রয় বীজভূত অব্যাকৃত স্বাক্ষারবাহতে অল্প প্রবেশ করিয়া
। ইহাদিগের নাম রূপ ব্যক্ত করিব, এই অভিপ্রায়ে দর্শন
করিয়া সেই দেবতাদ্বয়কে এক একটিকে ত্রিভুং করিলে যেমন
সমান পরিমাণে স্বত্রত্রয় দ্বারা ত্রিভুত হইয়া রজ্জ্ব হয়, সেই
রূপ তেজ, জল ও অন্ন ও ইহাদিগের ত্রিভুংকরণ জানিতে
হইবে। কিন্তু তিনের পৃথক্ পৃথক্ নাম হইয়াছে, অর্থাৎ এই
তেজ, এই জল, এই অন্ন ইত্যাদি তেজ প্রভৃতিকে বিশেষ
করা যায়। উক্ত তেজ প্রভৃতি দেবতার উক্ত রূপে যথোক্ত
জীবের সহিত অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বৈরাগ্য পিণ্ড অর্থাৎ দেবতা-
। দিগের পিণ্ডে অল্পপ্রবেশপূর্বক ইহার এই নাম এবং ইহার
এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন,
যে রূপে এই বহিঃস্থ পিণ্ড হইতে তিন দেবতার ত্রিভুংকরণ
হইয়াছে। দেবতাদিগের যে এই ত্রিভুংকরণ কথিত হইল,
তাহার উদাহরণ এই রূপ।

অগ্নির যে লোহিত রূপ দেখিতেছি, উহা উক্ত তেজের
রূপ জানিতে হইবে। ঐ অগ্নিতে যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা
জলের এবং, উহাতে যে কৃষ্ণরূপ আছে, তাহা অন্নের রূপ
অর্থাৎ অত্রিভুংকৃত পৃথিবীরই ঐ কৃষ্ণ রূপ জানিতে হইবে।
তথাপি লোকে ঐ অগ্নিকে রূপত্রয় ব্যতিরিক্ত জ্ঞান করে,
ইহাতে অগ্নি অগ্নি অপগত হইয়াছে, পূর্বে যে রূপত্রয়
বিবেকবিজ্ঞানবশে অগ্নিবুদ্ধি ছিল, তেজঃ দ্বারা সেই অগ্নি
বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ অপগত হইয়াছে। রক্তোপধানসংযুক্ত
ক্ষতিকমণি গ্রহণ করিলে ইহা পদ্মরাগ মণি এই রূপ প্রতীত
হয়। যখন ইহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ রক্তোপধান
ইহা জানা যায়, তখন আর পদ্মরাগ বলিয়া জ্ঞান থাকে না,
সেই রূপ যাবৎ অগ্নিতে পূর্বোক্ত গুণত্রয়ের বিবেক জ্ঞান না
হয়, তাবৎ অগ্নি বুদ্ধি ও অগ্নি শব্দ থাকে। যখন ঐ রূপত্রয়ের
সম্যক জ্ঞান হয়, তখন আর পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান থাকে না।

বাস্তবিক উহা বিকার মাত্র, কেবল রূপত্রয়ই সত্য।
রূপত্রয় ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নহে।

আদিত্যের যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, উহা তেজের রূপ;
চন্দ্রের যে শুক্লরূপ দৃষ্ট হয়, ঐ শুক্ল রূপ জলের, উহার যে

রূপরূপ আছে, তাহা অমের, অর্থাৎ অত্রিভূক্ত পৃথিবীরই উক্ত রূপরূপ জানিবে। যাবৎ গুণত্রয়ের বিবেক-জ্ঞান না হয়, তাবৎ পৃথক পৃথক রূপে প্রতীতি হয়। বিবেক-জ্ঞান হইলে রূপত্রয় ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, এইজন্য ঐ রূপত্রয়ই একমাত্র সত্য।

ঐ রূপত্রয় ব্যতিরেকে কিছুই সত্য নহে। তেজ, জল ও অম্ন যেক্রমে এই দেবতাদের ত্রিভূত করণে এক একটি হয়, তাহা এইরূপে জানিতে হইবে। পূর্বে তেজেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এখন জল ও অম্নের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পৃথিবীর গন্ধ ও জলের রস আছে, তেজঃ প্রভৃতির উহা অসম্ভব, যে হেতু গন্ধ ও রস তেজে নাই, সমস্ত জগৎই ত্রিভূত, কেবল রূপত্রয়ই সত্য, অম্ন ও জল নিস্পাদ্যপ্রযুক্ত জলই সত্য, জল ও কেবল তেজঃসম্পাদ্য, সুতরাং জল ও নাম মাত্র তেজই সত্য, তেজ ও সংপদার্থনিস্পাদ্য, সুতরাং তেজ ও নামমাত্র, সুতরাং সেই সংপদার্থই সত্য; যদিও বায়ু ও আকাশ ত্রিভূক্ত নহে, সুতরাং উহারা তেজের অন্তর্গত নহে।

ত্রিভূক্ত সকলই অসত্য। কেবল এক মাত্র সংপদার্থই সত্য। (ছান্দোগ্য উপাধ্যায়)

ত্রিভূত (ত্রি) ত্রিভূত। ত্রিগুণিত।

ত্রিভূতা (ত্রী) ত্রিভূতা। ত্রিভূত।

“ত্রিভূতা গ্রহিষ্টৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা।” (মহু)।

ত্রিভূতি (ত্রী) ত্রিভূতঃ কৰ্ম্মধা। ত্রিভূত।

ত্রিভূতিকা (ত্রী) ত্রিভূতঃ বৃত্তয়োহস্তাঃ কপ্। ১ ত্রিভূত।

(ত্রি) ২ ত্রিভূতযুক্ত, যাহার তিনটি বৃত্তি আছে।

ত্রিভূতপুণী (ত্রী) ত্রীন্ দোষান্ নাশ্বেন বৃণোতি। ত্রিভূত ত্রিদোষরূপপদার্থঃ। হিলমোচিকা, হেলিকা।

ত্রিভূতদেদ (পুং) অগাদ্যাত্মনা ত্রিভূততে ত্রিভূত কৰ্ম্মধা।

১ ত্রী বৈদ্যত্রয়। ২ তত্ৎপন্ন প্রণব।

“অচো যজুঃষি চাত্তানি সামানি বিবিধানি চ।

এব জ্ঞেয়ঃ ত্রিভূতদো যো বৈদৈনং স বৈদবিদ্ ॥

আদ্যং বৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রী যশ্চিন্ প্রতিষ্ঠিতা।

স শুভোহোহস্ত্রিভূতদো যন্তং বৈদ স বৈদবিদ্ ॥” (মহু)

অক্, যজু ও সাম এই বৈদ্যত্রয়ই ত্রিভূতদেদ। যিনি ইহা জানেন, তিনি বৈদবিদ্ এবং এই বৈদ্যত্রয় যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ও যাহা আদ্য অক্ষর ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব, এই প্রণবকে যিনি জানেন, তিনিই বৈদজ্ঞ।

ত্রিষ্ব (পুং) একাদশ স্বপ্নের বাস। (দেবীভাগ ১৩২৮)

ত্রিষ্বন (পুং) একজন রাজর্ষি, ত্র্যক্ষণের পিতা।

“ত্রৈবিকো অগ্নে দশতিঃ” (অক্ ৫:২৭:১) ‘ত্রৈবিক্রিদি পুত্রস্বাক্ষণঃ’ (সারণ)

ত্রিবেণী (ত্রী) ত্রিবেণী বৈণ্যঃ বারিপ্রবাহা বিবৃতাঃ সন্ধ্যা বা যত্র। (ত্রিভূতী) বাক্সালার অন্তর্গত হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ একটি তীর্থ ও গ্রাম। ইহা ২২°৫৮'১০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬'৪০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ত্রিবেণী গ্রামের সম্মুখে গঙ্গার পর্বে একটি চর আছে। এই চর দক্ষিণে অপর পারে যমুনার মোহানা। ত্রিবেণী গ্রাম উত্তর পার্শ্ব দিগা সরস্বতী আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। এ তিন নদীর মিলন-স্থান বলিয়াই এই স্থানকে ত্রিবেণী বলা হয়। ত্রিবেণী পূর্বে একটি প্রধান বন্দর ছিল। ব্রীক্সা ও বন্দরের কথা জানিতেন। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন, দক্ষিণ গোদাবরী মোহানা হইতে যে সকল জাহাজ পাটনার যাই তাহা ত্রিবেণী হইয়া যাইত। টলেমীর পুস্তকেও ত্রিবেণী উল্লেখ আছে। ত্রিবেণীর নিম্নে সরস্বতীথালে এখন মুন্সি খানের সময় অনেক মাস্তুল, জীর্ণ নৌকা ও শুল্কাদি হয়। গ্রামের মধ্যেও অনেক স্থানে মুক্তিকার নিম্নে লিকাদির ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতীর মোহানার উত্তরে ত্রিবেণীর সুপ্রশস্ত খাঁ কথিত আছে, উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ স্বাধীন মুকুন্দদেব এই ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৫২ খৃঃ মুকুন্দদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন শতাব্দী হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঘাটটির কোন হানি হয় নাই, য একবার ইহার মেরামত হইয়াছে। এই ঘাটে চাঁদনী ঘর নাই। এই ঘাটের পার্শ্বে চাঁদনীবিহিষ্ট আর এ সুন্দর ঘাট আছে। এই ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদিগের ঘর।

ত্রিবেণীর দক্ষিণ সীমায় একটি মসজিদ আছে। সম্ভ্রান্তি অতি বিখ্যাত। এই মসজিদে জাফর খাঁ ও তৎপুত্রের কবর আছে। জাফর খাঁ পাণ্ডুরায় গোর খাঁর সহিত তুদিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে জাফর খাঁ হন। জাফরের পুত্র হুগলীর রাজাকে পরাজিত করি তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই মসজিদে ঐ কন্যার সমাধি আছে। মুসলমান পক্ষ উপলক্ষে এই মসজিদে রাজকন্যার কবরে সীরাতি দিয়া থাকেন। যাহা, জাফর খাঁ ও গঙ্গাপূজা করিতেন।

মিঃ বুকম্যান জাফরখাঁর মসজিদ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

মসজিদটী দুইটা কেঠনী প্রাচীরে বেষ্টিত।

প্রথম প্রাচীরটি সুবৃহৎ বাসান্ট প্রস্তরে গাঁথা। কথিত আছে, কোন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তিনি এই পাথরগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গঙ্গার দিকে এই প্রাচীরগাত্রে গাহার কতকটা প্রমাণ আছে। ঐ দিকের পাথরগুলিতে অনেক হিন্দু দেবদেবীর অঙ্গহীন মূর্তি ও পক্ষবিশিষ্ট রীক্ষপাদির মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এ পাথরগুলি নিশ্চয়ই কোন হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। এই প্রাচীরগাত্রে ভূমি হইতে চারি হস্ত উর্দ্ধে একটি লৌহ-প্রাচীর প্রাতিষ্ঠ আছে। প্রবাদ আছে, উহা জাফর খাঁর যুদ্ধজয়শেষের হাতি। দ্বিতীয় বেটনীর প্রাচীরটি প্রথম প্রাচীরের পশ্চিম দিকের অংশ হইতে বহির্গত হইয়া মসজিদটিকে ঘরিয়া রাখিয়াছে, ইহা দানাদার পাথরে গাঁথা। বর্তমান দিদিম আস্তানার অধ্যক্ষকে নিত্য সূর্য বসিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিলেন, জাফর খাঁর গোরস্থান সর্ব পশ্চিমে। জাফর খাঁর তিন পুত্র—আয়েন খাঁ, গায়েন খাঁ ও বর খাঁ গাজীর অপর তিনটি কবর আছে। প্রথম বেটনীর মধ্যে বর খাঁ গাজীর দুই পুত্র রহিম খাঁ গাজী ও করিম খাঁ গাজীর সমাধিস্তম্ভ। দ্বিতীয় বেটনীর মধ্যে পশ্চিমে ৪০ হস্ত ব্যবধানে একটি মসজিদের আবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহাও হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্মিত। হার খিলানের স্তম্ভগুলি বিবম মোটা। এই মসজিদের পশ্চিম ভিত্তিতে কতকগুলি লেখা খোদা আছে। কয়েকটি মুন্সীর ভিতরেও কয়েকখানি আরবী ভাষায় শিলালিপি আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তুর্কী খাঁ মহম্মদ জাফর খাঁ ১৮ হিজিরার (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ইষ্টকালয়ের ভিত্তির ফাঁসাবশেষ আছে। লোকে বলে ঐ গুলি খাদিমদিগের গৃহাবলী ছিল।

প্রাচীন পুরাণাদিতে প্রয়াগই ত্রিবেণী নামে উক্ত হইয়াছে। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হওয়ার সেই নিকে যুক্তবেণী বলে, আর ত্রিবেণী নামক গ্রামে গুপ্তা হইতে রসতী ও যমুনা স্তম্ভ হইয়া ভিন্ন মুখে যাওয়ার এই নিকে যুক্তবেণী বলে।*

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব আছে—

‘প্রায়শ্চিত্তগঙ্গা যাম্যে সরস্বত্যাভ্যধোত্তরে।

তদক্ষয়প্রয়াগস্ত গঙ্গাতো যমুনাতা।

যাযা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে ॥’

প্রায়শ্চিত্ত নগরের (পাণ্ডুর) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর তীরে দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা লয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের সম্যক পুণ্য লাভ হয়।

‘দক্ষিণপ্রয়াগ উত্তরবেণী সপ্তগ্রামাখ্যা দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত।’

উত্তরবেণী দক্ষিণপ্রয়াগ সপ্তগ্রামের নিকট দক্ষিণদেশে ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

মার্ক রঘুনন্দন চৈতন্যের সমকালবর্তী, স্মৃতরাং চারিশত বর্ষ পূর্বেও যে ত্রিবেণী তীর্থবৎ প্রসিদ্ধ ও প্রয়াগ তুল্য গণ্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ ও তাহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু প্রমাণ আছে—

‘বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।

যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥

লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।

বাস হেম তিল খেচু ঘিজে দেয় দান ॥

গর্ভে বসি শিবপূজা করে কোন জন।

রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ ॥

আছ করে কোন জন জলের সমীপে।

সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপদীপে ॥’

ত্রিবেণী একটি প্রধান তীর্থ* ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া উক্ত পুস্তকে আর এক স্থলে আছে—

‘ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।

আশ্রম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি

তরী পুরে নানাদান কিনি ॥’

ত্রিবেণীতে শিবেশ্বর নামে এক স্থান আছে। এই শিবেশ্বরের সম্মুখে গঙ্গার একটি দহকে লোকে কালীদহ বলে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী ব্যতীত কেতকা ও ক্ষেমানন্দ দাসের মনসার ভাসানেও কালীদহের উল্লেখ আছে।

ত্রিবেণীখণ্ডের উত্তরে বান্দাপাড়া ও ত্রিবেণীর মধ্যে এক স্থানে একখানি বৃহৎ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া আছে। লোকে ইহাকেই মনসার ভাসানের দেব-রজকী ‘নেতা ধোপানীর পাট’ বলে; কিন্তু ভাসানে লিখিত আছে, নেতার পাটা সোণার ছিল। ও ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের কিছু উত্তরে ঐ পাথরের নিকট একটি পুরুরিণীও আছে, তাহাও ‘নেতা ধোপানীর পুরুর’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* কোন কোন কৃত্তিবাসী রায়সিংহের হস্তলিপিতে এই ত্রিবেণী তীর্থ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গু তমোলুকের লোকেরা বলে, তথা নেতার বাস ছিল, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। তমোলুকের রজকেরা একখানি প্রস্তরফলকে বহুকালাবধি নেতার অন্তরীকৃত মূর্তি বলিয়া পূজা করে। ইহা হইতেই ঐ ভ্রম প্রচলিত হইয়াছে বোধ হয়।

জাফরখাঁর মসজিদের গায়ে যে লোহদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। লোকে সাধারণতঃ উহাকে ‘গাজীর কুড়ুল’ ও ঐ স্থানকে ‘দফরা গাজির তলা’ বলে। ঐ লোহদণ্ড নাড়াইলে নড়ে, কিন্তু প্রাচীর হইতে খসিয়া আসেনা, এজন্য একটা প্রবাদ আছে “গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়েনা।” দফরাগাজী সম্বন্ধে একটা গল্পও আছে। দফরাগাজী নামে এক মুসলমান খনী ছিলেন। তিনি এক দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতে আসিতে পথে মহা ঝড়বৃষ্টিতে পড়েন। নিকটে, আশ্রয় না পাইয়া পথের ধারে এক বৃহৎ বটগাছের তলায় দাঁড়াইলেন। বটগাছের পাশেই অশান। অশানের একটা ভূত ও একটা প্রেতিনী ঐ গাছে বসিয়া তখন কথা কহিতেছিল। দফরাগাজী শুনিলেন, প্রেতিনীটা জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘হাঁ আমার কি বিয়ে হবে না। চিরকালই আইবুড়ো থাকব?’ ভূত বলিল—‘দিদি, অমুক গ্রামের দফরাগাজীর চাকরকে কাল তার বুধিয়া গাই শুভিয়ে মেরে ফেলবে, সে মরে ভূত হবে। সেই ভূতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিব।’ দফরাগাজী বৃষ্টি ধরিলে বাড়ী আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া চাকরকে ডাকাইয়া ঐকটা ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া চলিয়া গেলেন। চাবিটা কিন্তু লইয়া যাইতে ভুলিয়া গেলেন। তাহার জ্ঞী তাহা কুড়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বুধিয়া গাই দড়া ছিঁড়িয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিল। সে একবার গঙ্গাতীর ও একবার বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইয়া মহা অনর্থ বাধাইল। গৃহিণী দেখিলেন, মহাবিপদ! পথের মানুষ মারা যাইতে পারে! এই ভাবিয়া গোরু বাঁধিবার জন্ত চাকরকে খুলিয়া দিলেন। চাকর গোরু বাঁধিতে গেল; বুধিয়া তাড়াইয়া আসিয়া এমন শুঁতাইল যে চাকরের নাড়ী ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল, সে মরিয়া গেল।

দফরাগাজী আসিয়া শুনিলেন, ভূত্য মরিয়াছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার সময় সেই অশানের বটতলায় আসিয়া চুপ ফরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুকণ পরে তিনি শুনিলেন, প্রেতিনী বলিতেছে, ‘তুমি বলিয়াছিলে দফরাগাজীর চাকর মরে ভূত হবে, কৈ তা’ত হ’ল না।’ ভূত বলিল, ‘হাঁ সেত ভূত হতে পেলেন না। বুধিয়া যখন দড়া ছিঁড়ে গঙ্গাতীরে গিয়েছিল, সেই সময় তার শিক্রে গঙ্গাস্নাতিকা লেগেছিল, মরণকালে গঙ্গাস্নাতিকাস্পর্শে চাকরটা উদ্ধার হয়ে গেছে।’ দফরাগাজী শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, হিন্দুর দেবতা গঙ্গার যদি এত মাহাত্ম্য, তবে আমি গঙ্গাতীরে থাকিয়া কেন বঞ্চিত হই। এই ভাবিয়া তিনি তৎপরি দিন, যেখানে জাফরখাঁর মসজিদ আছে, ঐ স্থানে

আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহার পশ্চিমের ঐটা গায়ে অর্থাৎ বাহাতে গাজীর কুড়ুল আছে, তাহাতে এক ছাদবিহীন প্রস্তরের বাড়ী দেখা যায়। কথিত আছে দফরাগাজী গঙ্গাবাসী হইয়া ঐ স্থানে থাকিতেন। লোকের বিখ্যাত বিশ্বাস্য গঙ্গার আদেশে গঙ্গাভক্তের জন্ত এক রাত্রির মধ্যে বাড়ীটা নিৰ্ম্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রাতঃকাল হইয়া গিয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, কাজেই বাড়ীটা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। দফরাগাজী গঙ্গাস্তব করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার স্তবমালায় মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় স্থলিত আছে এক স্তব আছে, তাহা দরাক খাঁ নামক কোন মুসলমানের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্তবটা যেমন ভাববিশুদ্ধ, তেমনি সুবন্দিত প্রায় সকল হিন্দুই এই স্তবটী জানেন ও নিত্য গঙ্গাস্নাতকে ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। স্তবটীতে যেন প্রাণের আবেগ প্রতি বর্ণে বর্ণে গাথা!—ইহার আরম্ভ এইরূপ—

“যং ত্যক্তং জননীং গণৈর্ঘদপি ন স্পৃষ্টং মুক্তদ্বারকৈব-
যস্মিন পান্ডুগন্ত সপিততে তৈঃ স্মৃতাং শ্রীহরিঃ।
স্বাক্ষে জন্ত তদীদৃশং বপুঃসংহা সংনীযতে পৌরুষঃ
জং তাবৎ ককণাপারায়ণপরা মাতাসি ভাগিরথি।”

শেষ এইরূপ—

“স্বরধুনি মুনিকন্ঠে তারয়ে: পূণ্যবস্ত্রঃ
সতরতি নিজপুণ্যে স্তব্র কিং তে মহাম্ম।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়ে: পাপিনং মাং
তদিহ তব মহাবঃ তন্মহাবঃ মহাবঃ॥”

ইতি দরাকখাঁ বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তং।

গাজীর কুড়ুল ও জাফরখাঁর যুদ্ধাঙ্গ এবং দফরাগাজীর দরাক খাঁ ও জাফর খাঁ এই কয়টা নাম ও তিন জনের গঙ্গাভক্তির কথা শুনিয়া অহুমান হই যে, এ সমস্তই এক ব্যক্তির বিবরণ। লোকের মুখে এক জাফরখাঁর নাম ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্বে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত চারিটা স্থান নদীয়া রাজ্যে বিশেষ বিখ্যাত ছিল, এই চারিটিকে চারি সমাজ বলিত। সেই চারিটা স্থান—নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, শুণ্ডিপাড়া ও ঐ ত্রিবেণী। এক সময়ে ত্রিবেণীতে ত্রিশটা টোল ছিল।

সুবিখ্যাত সারউইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃতশিক্ষক অধিকাংশ পণ্ডিত ৬ অগ্নাখতর্কপঞ্চানন এখানে জন্মগ্রহণ করে ও এই গ্রামবাসী ছিলেন। [অগ্নাখতর্কপঞ্চানন দেখ।]

বাকগী ও মকর সংক্রান্তিতে ত্রিবেণীতে দিবসজয়বাণী মেলা হয়, তখন বহু যাত্রী আগমন করে। এখানে গ্রহাদিতেও অনেক যাত্রী আসে।

২ ইড়া, পিললা ও সুবুরাকপ পারিতাবিক নদীতীরের
মঙ্গলস্থান।

“কালপাশমহাবক্ষবিমোচনবিচক্ষণঃ।

ত্রিবেণীসঙ্গমং ধন্তে কেদারং প্রাপয়েম্মনঃ॥”

(হঠযোগদীপিকা ৩২৪)

ত্রিবেণী (পুং) ত্রয়ো বেণবো যত্র। যণমুৎস্থিত অবরভেদঃ।

(শকার্ধচিৎ)

ত্রিবেদ (পুং) ত্রান্ বেদান্ বেত্তি বিদ-অণ্, ত্রয়ো বেদাঃ
অধীতয়েন সম্ভ্যত অচ্ বা। ১ বেদত্রয়বত্তা। “নাযস্থিত-
ত্রিবেদোহপি সর্বাণী সর্ববিজ্ঞায়ী।” (মহু ২।১১৮)

ত্রিগুণিতো বেদঃ মধ্যালো। ২ বেদত্রয়। ৩ বেদত্রয়-
বিহিত কর্ম। “ত্রিবেদসংযোগাচ্চ” (কাত্য্য শ্রো*২৫।১৪।৩৭)
‘বেদত্রয় কর্মবিহিত কর্মযোগী ব্রাহ্মণঃ’ (কক*)

ত্রিবেদিন্ (পুং) ত্রিবেদং বেত্তি-ইন্। বেদত্রয়জ্ঞঃ।

ত্রিবেলা (স্ত্রী) তিস্রো বেলা সৌম্যনোহত। ত্রিবৎ, তেউড়ী।

ত্রিবৈস্তিক (ত্রি) ত্রিণি বিস্তাণি স্বর্ণকর্মমূল্যাত্ত্বিতী ঠক্ তত্
চ লুগভাবঃ। স্বর্ণকর্মত্রয়মূল্যার্থ, স্বর্ণের কর্মত্রয় মূল্যের যোগ্য।

ত্রিশক্তি (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শক্তিঃ। ১ কালী, তারা ও ত্রিপুরা-
রূপ তন্ত্রোক্ত দেবীত্রয়।

“ত্রিশক্তিবিষয়ে দেবি! ক্রমদীক্ষা প্রকীর্তিতা।” (তন্ত্রসার)

২ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াক্রম ঐশ্বর্যশক্তিত্রয়, ইচ্ছাশক্তি,
জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটি ঐশ্বরিক শক্তি। ৩ রাজা-
নিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজ্ঞ এই শক্তিত্রয়। “মন্ত্ৰগুণাঃ
শক্ত্যন্তঃ” (কামন্দকী) তিস্রঃ শক্তয়ঃ যত্। ৪ ত্রিগুণাত্মক
প্রধান, মহত্ত্ব বা বুদ্ধিত্ব। ৫ গায়ত্রী। (দেবীভাগ ১২।৩৬৭)
ত্রিশক্তিধ্বং (পুং) ত্রিশক্তিং ইচ্ছাদিশক্তিত্রয়ং ধ্বংসিত্ব-
ধ্ব-কিপ্। ১ পরমেশ্বর। ২ বিজিগীষু নৃপ।

ত্রিশঙ্কু (পুং) ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব যত্র। ১ মার্জ্জার। ২ শলভ।
৩ চাতক পক্ষী। ৪ খদ্যোত। ৫ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিভেদ,
ইহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা
ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গলভাশায় স্বীয় গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞ
করিতে বলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে অসম্মত হন এবং তাঁহাকে
বলেন ‘ইহা হইবার নহে।’ এইরূপে ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠ কর্তৃক
প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করেন। এখানে
বশিষ্ঠতনয়গণ তপস্তায় নিযুক্ত ছিল। ত্রিশঙ্কু ইহাদিগের
শরণাপন্ন হন এবং এই যজ্ঞ করিবার জন্ত বিশেষ অহুরোধ
করেন। তখন বশিষ্ঠপুত্রগণ তাহাকে বলিলেন, ‘তোমার
বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, দেখিতেছি। যখন বশিষ্ঠ তোমাকে
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তুমি তাহাকে অতিক্রম করিয়া

অস্ত্রের শরণাপন্ন হইতেছ। বশিষ্ঠ বাহা বলিয়াছেন, সেই বাক্য
অমোঘ, তাহা অতিক্রম করা যায় না। সুতরাং যখন তিনি
‘ইহা হইবার নহে’, এইরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা পিতাকে
অতিক্রম করিয়া এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ নহি।’ তখন ত্রিশঙ্কু
বশিষ্ঠপুত্রদিগকে কহিলেন, ‘আপনার ঋিতা আমাকে প্রত্যা-
খ্যান করিয়াছেন এবং জ্ঞাপনারাও করিলেন, এখন আমি
গত্যন্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব।’ বশিষ্ঠতনয়গণ
এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ‘তুমি চণ্ডালত্ব লাভ করঃ
এই শাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর
ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব লাভ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
ত্রিশঙ্কু এই রূপে ছুখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া মহর্ষি
বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাজাকে চণ্ডালরূপী ও
বিফলকর্ম্ম দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত দয়াপরবশ
হইলেন। তিনি কহিলেন, ‘আমি দিবা নয়নে অবলোকন
করিতেছি যে তুমি মহাবলসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতি, অভিশাপে
চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি যে কার্য্যোদ্দেশে আমার
নিকট আসিয়াছ, তাহা নির্দেশ কর, তোমার মঙ্গল
হইবে।’ তখন রাজা ত্রিশঙ্কু কৃতজ্ঞলি হইয়া বলিলেন,
‘আমি যজ্ঞ করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে যাই, এই আমার অভিলাষ;
আমি গুরু বশিষ্ঠ ও গুরুপুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি,
এখন আপনিই আমার একমাত্র শরণ্য। আমি অনেক
যজ্ঞাদির অহুষ্ঠান করিয়াছি, কখনও ধর্ম্মবিগহিত কার্য্য
করি নাই।’ বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন,
‘তোমার কোন ভয় নাই, গুরুর অভিশাপে তোমার এইরূপ
হইয়াছে, তুমি এই রূপেই স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিতে
পারিবে। এখন আমি যজ্ঞসাহায্যকারী পুণ্যকর্ম্ম মহর্ষি
সকলকে স্মারয়ণ করি, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ কর।’ তখন
বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ
করিলেন এবং সমস্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,
‘তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋষি ও বশিষ্ঠ পুত্রগণপ্রভৃতি
বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সূক্ত ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর।
আহুত বা অনাহুত যে বাহা বলিবে, আমার নিকট তাহা জ্ঞাপন
করিবে।’ শিষ্যগণ চারিদিকে গমন করিলে বেদবিদ ঋষিগণ
সকলেই এই যজ্ঞে আসিতে লাগিল, কেবল বশিষ্ঠ পুত্রগণ
ও মহোদয় নামা ঋষি আসেন নাই। বশিষ্ঠপুত্রগণ ও
মহোদয় এই কথা বলিয়াছেন, ‘যে যজ্ঞের যাজক ঋত্বিক,
বিশেষতঃ বে চণ্ডাল, তাহার যজ্ঞসভায় সূর্য ও ঋষিরা
কি প্রকারে হবি ভোজন করিতে পারেন।’ বিশ্বামিত্র এই
কথা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন, ‘বশিষ্ঠপুত্রেরা’ বিনা

দোষে আমাকে দোষী করিতেছে, তাহারাই এই পাপে বিকৃতকায় কুকুরমাংসাহারী স্তম্ভিক (ডোম) হইয়া নৃশংসত জন্ম লাভ করিয়া এই সকল লোকে বিচরণ করুক। মহোদয়ও নিয়াদে প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল ধরিয়া হুগতি ভোগ করুক।’ পরে বিশ্বামিত্র আগন্তু ঋষিদিগকে কহিলেন, ‘ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার অতিলাষ করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন, অতএব ইনি যে জ্ঞানদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অমুষ্ঠান আরম্ভ করুন।’

ঋষিগণ বিশ্বামিত্রকে অতিকোপন স্বভাব জানিয়া কিছু মাত্র প্রতিবাদ না করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র স্বয়ং এই যজ্ঞে অক্ষয়ী হইলেন। মন্ত্রকোবিদ ঋষিগণ যথাসম্মত কৰ্ম্ম আত্মপূর্ব্বিক সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দেবগণকে হবির্ভাগ প্রদান করিলেন, কিন্তু কোন দেবতাই এই যজ্ঞে আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া ক্রব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, ‘নরেশ্বর! আমার অর্জিত তপস্তার বীর্ণ্য দেখ, এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করি। কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না। তুমি গমন কর। আমি তপস্তাধারা যে ফললাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গলাভ কর।’ বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দ্র ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্ত দেখিয়া কহিলেন, ‘মূর্খ! তোর স্বর্গে স্থান নাই, তুই গুরুশাপে অভিহিত হইয়াছিস, অতএব আবার তুই অবাক্শিরা হইয়া মর্ন্ত্যে পড়।’ এই কথা বলিলে ত্রিশঙ্কু মর্ন্ত্যে পড়িতে লাগিল এবং ‘আমাকে জ্ঞান’ করুন’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অর্চনাদ্বারা করিতে লাগিল। তখন বিশ্বামিত্র অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ‘তিষ্ঠ তিষ্ঠ’ এই কথা বলিলেন এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি করিবার মনন করিয়া দক্ষিণদিকে অপর সপ্তর্ষি ও নক্ষত্রগণ সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া আবার তাবিলেন, ইন্দ্রশূন্য সৃষ্টিই প্রশস্ত। তখন দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাগত হইলেন, তখন বিশ্বামিত্র দেবগণকে কহিলেন, ‘আমি ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহা কি প্রকারে মিথ্যা করিব। এই রাজা সশরীরে চিরকাল স্বর্গে বাস করুন, যে পর্য্যন্ত সকল লোক বর্ধমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ক্রব ও নক্ষত্র সকল ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত করুক। আপনারা এই বিষয়ে অহুমতি প্রদান করুন।’ দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। ত্রিশঙ্কু মধ্যমন্তক হইয়া সেই সকল উজ্জল নক্ষত্রের

মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই নক্ষত্র সকল ত্রিশঙ্কু সর্জনা অমুগমন করিয়া থাকে। (রামায়ণ ১৫৭-৬২ সর্গ)

হরিবংশে ত্রিশঙ্কুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

মহারাজ ত্রয্যাক্ষণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্ম ইনি মহাবলশালী ছিলেন বলিয়া বৈবাহিক নিয়ম লক্ষ্য পূর্ব্বক অস্ত্রের বিবাহিত পত্নীকে হরণ করিয়া আত্মদারকে পরিগ্রহ করেন। মহারাজ ত্রয্যাক্ষণ এই বৃত্তান্ত জানি শঙ্কুজ্ঞানে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন সত্যব্রত পিতৃকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমি কোথা যাইব।’ ত্রয্যাক্ষণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, ‘তুই চণ্ডালগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস কর। আমি তোর মত দুঃখ পূত্রধারা পুত্রবান হইতে ইচ্ছা করি না।’ সত্যব্রত পিতা বাক্যে নগর হইতে নিষ্কৃত হইলেন। বশিষ্ঠ ইহাতে বিকলি করিলেন না। সত্যব্রত এইরূপে চণ্ডালগণের বাসভূমি নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র সত্যব্রতের বাসস্থলে একেবারে ১২ বৎসর বৃষ্টি রহিত করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র স্বীয় ভাৰ্য্যাকে এই প্রদোষে পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর তপস্তা করিতেছিলেন বিশ্বামিত্রের পত্নী অত্যন্ত পুত্রগণের ভরণপোষণের ও ঋষির ঔরসজাত মধ্যম পুত্রকে গলে বন্ধন করিয়া গোশয় মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইলে সত্যব্রত ঋষির তুষ্টিসম্পাদন অথবা অমুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় তাহার মুক্তিসাধন করেন, এবং স্বয়ংই তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্রপুত্র সত্যব্রত কর্তৃক মুক্তিলাভ করেন বলিয়া তিনি গালব নামে সর্জিত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রভাৰ্য্যাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সত্যব্রত রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিবার সময় বশিষ্ঠ কিছু বলেন নাই, এইজন্য বশিষ্ঠের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্যব্রতের উপর যে, তাহার পিতার অপরিতোষ জন্মিয়াছিল, সেই মহাপাপেই ইন্দ্র দ্বাদশ বর্ষ জলবর্ষণ বন্ধ করিয়াছিলেন। এখন সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর মধ্যে দুর্জহ্নীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কুলের নিষ্কৃতি লাভ করেন। কি একদা মাংসের অভাব হইলে বশিষ্ঠের কামজ্বা পরস্বিনীকে ভ্রমক্রমে বধ করেন। স্মৃতরাং বোর মহাপাতকের অমুষ্ঠান হইল। ঐ মাংস বিশ্বামিত্রতনয়গণকে ভোজন করাইলেন এবং নিজেও ভক্ষণ করিলেন। বশিষ্ঠ ইহা জানিতে পারিয়া সত্যব্রতকে কহিলেন, ‘যদি তুমি আর পাপপথের অমুষ্ঠান না করিতে, আমি নিশ্চয়ই তোমার পাপরূপশঙ্কু দিরাবরা

করিতাম। তুমি প্রথমে পিতার অন্তোষ উপাদান করিয়াছ, অনন্তর গুরু পরম্বিনী গাভী হত্যা করিয়াছ, আরও উহার বৃথা মাংস ভক্ষণ করিয়াছ, এই ত্রিবিধ মহাপাতকের অমুচান করিয়াছ।' এই ত্রিবিধ শঙ্কু আচরিত হইল বলিয়া সত্যতঃ ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত হইলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র কলত্রের প্রতিপালনিতা বলিয়া ত্রিশঙ্কুকে বর দিতে চাহিলেন। ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্রও 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করেন। পরে ষাটশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি ভয় নিরাকৃত হইলে বিশ্বামিত্র তাকে গৈতুক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং স্বয়ং তাহার পুরোহিত হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিলে দেবগণও বশিষ্ঠকে অনাদর করিয়া ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গারোহণ অসম্বোধন করেন। ত্রিশঙ্কুর কেকয়বংশোৎপত্তা সত্যরথান্না নারী পত্নীর গর্ভে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরিশ্চন্দ্র ত্রৈলোক্য নামে অভিহিত হন। (হরিবংশ ১২:১৩ অ°)।

ত্রিশঙ্কুজ (পুং) ত্রিশঙ্কুজাত্যে জন-ড। হরিশ্চন্দ্র রাজা।
ত্রিশঙ্কুযাজিন্ (পুং) ত্রিশঙ্কু যাজয়তি যজ-গিনি। বিশ্বামিত্র ঋষি। [ত্রিশঙ্কু দেখ।]

ত্রিশত (স্ত্রী) ত্রিগুণিতং শতং মধ্যমোঃ। ত্রিগুণিত শত, ৩০০। "চতুর্বিংশতিসংযুক্তং মণ্ডলং ত্রিশতং স্মৃতং" (কামন্দকী) দ্বিগুণমাসে জীপ্। (স্ত্রী) ২ শতত্রয়।

ত্রিশতীপ্রসারিতৈল (স্ত্রী) তৈলভেদভেদঃ; প্রসৃতত প্রণালী—তিলতৈল ৪৮ সের, কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত সারাবিশিষ্ট গন্ধভাদালিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪, সেন, শেষ ১৬ সের, অম্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, অন্ন কাঁজি ৩২ সের, কক পাকার্থ জল ২৫৬ সের, ককার্থ জীবনীর্গগণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটা ৩০ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মজ্জিষ্ঠা ২ পল, গন্ধভাদালিয়া ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল এই সকল জব্য তৈলবিধি অনুসারে পাক করিয়া নামাইতে হইবে। এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম, নিরুহ, পান ও নস্তার্থে প্রযোজ্য। ইহা বাত ব্যাধি অধিকারে একটা উৎকৃষ্ট তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে অশীতি প্রকার বাতজ ব্যাধি ও বিংশতি প্রকার গৈতিক ও শৈথিল্য ব্যাধি আশ্রয়িত হয় এবং গৃধ্রাণী, অস্থিভঙ্গ, নন্দাণ্ড, অরোচক, অপম্মার, উন্মাদ, বিজ্রম, পক্ষাঘাত, সর্কান্নহত, বাতশূল প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ত্রিশরণ (স্ত্রী) ত্রিণি শরণানি যত। বৃহ। (ত্রিকা°)
ত্রিশর্করা (স্ত্রী) ত্রিগুণিতা শর্করা, মধ্যমোঃ। মিলিত শর্করা, মিস্রী ও শুক এই তিন প্রকার মধুরত্রিক। (রাজনি°)

ত্রিশলা (স্ত্রী) ত্রিভ্যঃ শলা যত্রাঃ পূর্বোদঃ সাধুঃ। অর্হন্ মাতৃবিশেষ, শেষ জৈন তীর্থঙ্কর বর্জমানের মাতা।

ত্রিশাখ (ত্রি) ত্রিভ্যঃ শাখা অগ্রাণি যত। শিখার অগ্রত্রয়-যুক্ত। "কৃষ্ণা ত্রিশাখাং ক্রকুটীং ললাটে" (ভারত কর্ণ ৮৫ অ°)

ত্রিশাখপত্র (পুং) বিববৃক্ষ। (রাভুনি°)

ত্রিশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শাণাঃ পরিণামমন্ত তৈঃ ক্রীতাঃ বা অণু তন্ত বা লুক্। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ দ্বারা ক্রীত।

ত্রিশালক (স্ত্রী) ত্রিভ্যঃ শালা যত্র বা কপ্। হিরণ্যানা-ভাষ্য বাস্তভেদ।

"উত্তরশালাহীনং হিরণ্যানাতঃ ত্রিশালকং ধত্তম্।

প্রাক্শালয়া বিযুক্তং সূক্ষ্মজং বৃদ্ধিৎ বাস্ত ১" (বৃহৎসং ৫৩:৩৭)

যাহার উত্তর দিকে শালা (গৃহ) থাকেনা, তাহার নাম হিরণ্যানাত এবং ইহাকে ত্রিশালক কহে, এই ত্রিশালবিশিষ্ট বাস্ত ধত্ত, যাহার দক্ষিণদিকে শালা থাকেনা, তাহাকে চুরী-ত্রিশালক কহে, ইহা ধননাশক।

ত্রিশিখ (স্ত্রী) ত্রিভ্যঃ শিখা যত। ১ ত্রিশূল স্তম্ভভেদ। ২ কিরীট। (ত্রি) ৩ শিখাত্রয়যুক্ত।

"ত্রিশিখাং ক্রকুটীং কৃষ্ণা সন্দ্রশ দশনচ্ছদঃ" (ভাবত ১:১৬৩ অ°)

৪ রাবণের পুত্র রাক্ষসভেদ। ৫ বিধ। ৬ তামস মনস্তরের ইঙ্গ।

"সত্যাকা হরয়ো বীরা দেবাজি শিখ ঈশ্বরঃ" (ভাগবত ৮:১২৮)

ত্রিশিখর (ত্রি) ত্রিণি শিখরাণি যত। ত্রিশূল পলত।

ত্রিশিখিমলা (স্ত্রী) ত্রিভ্যঃ শিখাঃ সন্ত্যজ ইনি তাদৃশঃ দল-মন্ত। মালাকল নামক মূল। (রাজনি°)

ত্রিশিখিন্ (ত্রি) ত্রিশিখাঃ সন্ত্যজ ইনি। ত্রিশিখ।

ত্রিশিরস্ (পুং) ত্রিণি শিরাসি অন্ত। ১ কুবের। ২ রাবণের পুত্রভেদ। ৩ খরেন্দ্র এক সেনাপতি। ৪ অরপুরুষ, বাণযুক্ত কালে এই অরের সৃষ্টি হয়। [অর দেখ] ত্রয় বেদাঃ শিরাসীব যত। ৫ জৈবরথ।

"রথচক্রত্রিবিচ্ছিন্নাশ্রিশিরস্।" (ভারত ১:২১২৮ অ°)

৬ স্নানমধ্যাত ষষ্ঠ প্রজাপতির পুত্র। (ভারত ২:৩১৪৭:৪৫)

৭ অম্বর বিশেষ। (ভারত ৫:১০২)

ত্রিশীর্ষ (ত্রি) ত্রিণি শীর্ষাণি যত। ত্রিশিখর।

ত্রিশীর্ষক (স্ত্রী) ত্রিশীর্ষ কপ্। ত্রিশূল।

ত্রিশীর্ষন্ (ত্রি) ত্রিশিরস্, ষষ্ঠীর পুত্র।

“ত্রিশীর্ষণং দমস্তং” (শ্লক ১:১২১৩) “ত্রিশীর্ষণং ত্রিশিরস্বং
বৃষ্টঃ পুত্রঃ বিশ্বরূপঃ” (সারণ)

ত্রিশুচ (পুং) ত্রিশ্র: শুচো দীপ্তয়ঃ শৌকা বা অস্ত। স্বর্ণ,
অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত দীপ্তিত্রয়যুক্ত ধর্ম।

“ধর্মত্রিশুক বিরাজতি বিরাজা” (শুক্ল যজুঃ ৩৮২৭)

‘ত্রিশুক ত্রিশ্র: শুচ: দীপ্তয়: যন্ত স, ১৮ মন্ত্রে উক্তা যথা,
যাতে ধর্ম দিবা শুগ্যা গায়ত্র্যাং হরির্ধানে। সা ত আপ্যায়
তাং নিষ্টায়তাং তস্মৈ তে স্বাহা।’ (মহীধর)

২ আধ্যাত্মিকাদি শোকত্রয়যুক্ত।

ত্রিশূল (পুং) ত্রিণ শূলানি ইব অগ্রাণি যন্ত। বনামখ্যাত
অস্ত্র বিশেষ। পর্যায় ত্রিশিখ, শূল, ত্রিশীর্ষক।

“ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে ধৃজাং চক্রং ক্রমাদধঃ” (ভূর্গাখ্যান)
ইহা মহাদেবের অস্ত্র।

ত্রিশূলঘাত (ক্রী) ত্রিশূলেণ ঘাতং। তীর্থবিশেষ, এই
তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের অর্চনা করিলে
গাণপত্যদেহ লাভ হয়।

“ত্রিশূলঘাতং তত্রৈব তীর্থমাপ্যন্ত ভারত।

তত্রাভিষেকং কুব্জীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ॥

গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্তা ন সংশয়ঃ।” (ভারত ৩।৮৪অ)

ত্রিশূলমুদ্রা (স্ত্রী) ত্রিশূলং আকারেনাস্ত্যাত্মাঃ। মুদ্রাভেদ।

“অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠাস্ত বন্ধা শিষ্টাঙ্গুলীত্রয়ং।

প্রসারয়েন্নিশূলাখ্যা মুদ্রেণা পরিকীর্ণিতা ॥” (ভট্ট)

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা অঙ্গুলী বন্ধ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলী-
ত্রয় প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

ত্রিশূলিন্ (পুং) ত্রিশূলং অস্ত্রমস্ত্যন্ত, ত্রিশূল-ইনি। শিব।

(ত্রি) ত্রিশূলধারী। ত্রিযাং ভীপ্। হুর্গা।

“ত্রিশূলিনাং নমস্ত্যামি মহিমাশ্রয়ঘাতিনীং।” (হরিবং ১৬৬অ)

ত্রিশূল (পুং) ত্রিণ শূলানি যন্ত। ১ ত্রিকূট পর্বত। ২ ত্রিকোণ।

ত্রিশূলিন্ (পুং) ত্রিণ শূলানি যন্ত্যন্ত ত্রিশূল-ইনি। রোহিত-
মন্ত্র। (শব্দার্থকল্পতরু)

ত্রিশোক (পুং) ত্রয় আধ্যাত্মিকাদয়ঃ শৌকা অস্ত। ১ জীব,
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ
শোক জীবের আছে বলিয়া জীব মাত্রই ত্রিশোক।

২ কণপুত্র অধিভেদ। “অম্ব ত্রিশোকঃ শত বাবহন নুন”

(শ্লক ১।১২২২) “ত্রিশোকনামধি” (সারণ)

“বাভিঃত্রিশোক উন্নিয়া” (শ্লক ১।১১২১২)

“কণপুত্রত্রিশোক অধিঃ” (সারণ)

ত্রিষংযুক্ত (ত্রি) ত্রিতি ইতিভিঃ সংযুক্তং বেত্তি হৃদসৌতি
চাহবৃত্তো বেদে যথঃ। তিনবার হবিসংযুক্ত যজ্ঞভেদ।

“ঐন্দ্রাট্যৈবঞ্চং চক্ৰং বৈকঞ্চং ত্রিকপাং বা পুরোডাশং চক্ৰং বা
ভেন ত্রিষংযুক্তেন যজতে” (শত ব্রা ৫।২।৫১)

“ত্রিষংযুক্তৈয়ু” (কাত্য শ্রৌ ১৫।২।১১) “ত্রিভির্হবিভিঃ
সংযুক্তং কর্ম ত্রিষংযুক্তং” (ভাষ্য)। ২ তিন বার সংযুক্ত যজ্ঞ,
লৌকিক প্রয়োগে যজ্ঞ হইবে না, কেবল বেদেই যজ্ঞ হইবে।

ত্রিষংবৎসর (স্ত্রী) ত্রয়ঃ সংবৎসরাঃ সাধনকাল। অস্ত্র বেদে
যথঃ। ত্রিবর্ষসাধ্য সত্রভেদ। “ত্রিষংবৎসরং যষ্টীদীক্ষং”
(কাত্য শ্রৌ ২৫।৫।১২) “ত্রিষংবৎসরং সত্রং তচ্চ যষ্টীদীক্ষং
ভবতি” (সং ব্যা)। লৌকিক ব্যবহারে যজ্ঞ হইবে না।

ত্রিষন্ধি (ত্রি) ত্রয়ঃ সন্ধয়োহস্ত, বেদে বা যথঃ। ১ ত্রিসন্ধিযুক্ত।

“চাতুর্মান্তানি ত্রিষন্ধীনি বিসমস্তানি” (শত ব্রা ১১।৫।২৭)

‘ত্রয় সন্ধয়োহস্তরালকালান্চত্বারো মাসা যেষাং তানি’ (ভাষ্য)

ত্রিমষ (ত্রি) ত্রয় (নিঘণ্টু) ত্রয়ষ ইহার পাঠান্তর দেখা যায়।

ত্রিমুরণ (স্ত্রী) ‘হরতে সোমোহত্র স্র-আধারে লুট্, পূর্বপদ-
দিত যথঃ। ত্রিকাল, প্রাত মধ্যাহ্ন ও সারাহ্ন রূপকাল, এই
কালে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণাদি কুরিতে হইবে।

“কুর্য্যাৎ ত্রিবর্ণদ্বারী কৃচ্ছ্রং চান্ধ্রায়ণং তথা।” (যজ্ঞবল্ক্য)

লৌকিক প্রয়োগে যজ্ঞ হইবে না, সেই স্থলে ত্রিসবন এই
রূপ হইবে।

ত্রিমুষ্টি (ত্রি) ত্রিষষ্ঠী যুতং শতাদিত্বাৎ ড। ত্রিষষ্ঠীযুতশতাদি।

ত্রিযষ্টি (স্ত্রী) ত্র্যধিকা যষ্টিঃ বহুত্বে হপি একবচনং।

১ ত্র্যধিকযষ্টি সংজ্ঞা। ২ তৎসংখ্যায়।

“চতুঃযষ্টিত্রিযষ্টি বা বর্ণাঃ সম্ভবতো মতাঃ।” (শিকা)

বিকল্প পক্ষে ত্রয় আদেশে ত্রয়ঃযষ্টি।

ত্রিমুষ্টিতম (ত্রি) ত্রিযষ্টি পূরণে তমপ্। ত্রিযষ্টি সংখ্যায় পূরণ।

ত্রিমুপর্ণ (পুং) ত্রয়ঃ সূপর্ণান্ত্রাচকশকা যজ্ঞ। ১ বছর চ বেদভাগ
ভেদ। [ত্রিসোপর্ণ দেখ।] ২ তৎব্রত। ৩ তৎব্রতধারী পুরুষ।

“ত্রিগাটিকেতঃ পঞ্চামি ত্রিমুপর্ণঃ যজ্ঞমিবিৎ।” (মহ)

ত্রিষ্টুভ (স্ত্রী) ত্রিষ্ণু স্থানেষু স্ত্রুভাতে স্ত্রুভ-কিপ্, যথঃ।
একাদশ অক্ষরপাদক বর্ণযুক্ত ছন্দোভেদ। ইন্দ্র একাদশ
অক্ষর দ্বারা ত্রিষ্টুভ ছন্দ বিধান করেন। “ইন্দ্র একাদশ
ক্ষরেন ত্রিষ্টুভমুদজয়তামুজ্জৈবম্” (শুক্লযজুঃ ৩।৩৩)

এই ছন্দ প্রজাপতির মাংস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

“তস্তোক্ষিগাসীমোমভ্যো গায়ত্রী চ বৃচো বিভোঃ।

ত্রিষ্টুপমাংসাং স্রুতোহুদ্রষ্টপু-জগতাহুঃ প্রজাপতেঃ॥”

(ভাগবত ৩।২।২০)

ইহার প্রকার—

ইন্দ্রবজ্রা । । । । । । । । । । । । । । । ।

উপেন্দ্রবজ্রা । । । । । । । । । । । । । । । ।

উপজাতি তির হুনাযোগে--

[illegible]

(ছন্দোঃ বৃত্তঃ পিঙ্গল)

ট্রিষ্টোম (সং) : ত্রয়ঃ স্তোমা যক, যকঃ। ক্ষত্রুতি যজ্ঞে-
উভয়দিকে কর্তব্য যজ্ঞভেদ। “ক্ষত্রুতিঃ” (কাঠ্য। শ্রী।
১৫২) “তন্মতঃ একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমো” (কাঠ্য।
শ্রী। ১৫২৪) “একে তং ক্ষত্রুতিঃ উভয়তঃ ত্রিষ্টোমজ্যোতি-
ষ্টোমো কুর্ষস্বি” (সং. ব্যা.)

চিহ্ন (পং) ত্রিষু চক্রেষু তিষ্ঠতি স্বাক অবাধেত্যাদিনা
 যবঃ । চক্রত্রয় হিত রথ । “ত্রিষ্টং বাং হরে হুহিতাকুহস্রথং”
 (বহু ১৩৪।৪) ‘ত্রিষ্টং চক্রত্রয়েহবহিতং রথং’ (সামগ্ন)
 চিহ্ন (ত্রি) ত্রিষু বিদ্যাদানযজ্ঞেষু চা-বাং ইনি সুধামাদিত্যং
 যবঃ । বিদ্যাদানীলযুক্ত, বিদ্যাদান ও যজ্ঞযুক্ত । “উৎ-
 কলনি ক্লেভাজ্জিষ্টিনং” (শুক্রযজুঃ ৩৩.১:৪) ‘ত্রিষু বিদ্যাদানিষু
 হিতং নীলবস্ত্রং’ (বেদদীপ)

ইস্ (অবা) ত্রি বারার্থে সূচ্। ত্রিবার, তিনবার।

“অনেন বিধিনা শ্রদ্ধাং ত্রিরসশ্চ হি নির্বপেৎ।”

(५३३ ७, २५१)

त्रिसंवत्सर (श्री) त्रिगुणितः सः सत्सरः । त्रिवर्ष ।

[द्विषःसङ्गस्य पक्षः ।]

ত্রিসন্ধি (জী) ত্রয় সন্ধ্যোহস্তরকাল। বিকাশে হস্তাঃ । পুষ্প-
ভেদ, পৰ্য্যায় লাক্ষ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সন্দাকলা, ত্রিসন্ধাকুসুমা,
কাণ্ডা, স্নকুমারা, সন্ধিলতা । এই পুষ্প ত্রিবিধ—রক্ত, স্নিত ও
অস্নিত। ইহার গুণ ঋত্বিকর, কফ, কাশ ও ত্রিদোষনাশক।

(राजनि)

খ্রিস্টাব্দ (খ্রী) তিস্থনাং সন্ধানাং সমাহারঃ, আবেত্তো বেতি
 শাস্তিকী স্তবতা। পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক ও অপরাঙ্ক কাল, সন্ধ্যা-
 ত্রয়, তিথি খ্রিস্টাব্দাব্যাপিনী হইলে পূজনীয়। অর্থাৎ সেই
 তিথিতে কার্যাদি প্রশস্ত।

*‘‘ଦ୍ଵିମନ୍ତ୍ରାବ୍ୟାପିନୀ ବା ତୁ ମୈବ ମୃତ୍ୟା ନନା ତିଥିଃ ।

न तत्र युग्यादरगमनात् हस्तिनामरा९ ॥" (तिथितय)

অসকৌ এইরূপ পদও হয় ।

ত্রিসন্ধাকুসুম (জী) ত্রিসন্ধাং কুসুমং বচাঃ। ত্রিসন্ধিকুসুম,
ফাগুনিয়া ফুল।

ত্রিসঙ্খ্যাব্যাপিনী (স্ত্রী) ত্রিসঙ্খ্যং ব্যাপ্নোতি বি-আপ-গিনি
 ড়ীপ্। যে তিথি ত্রিসঙ্খ্য কাল অর্থাৎ পূর্ণাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও
 অপরাহ্নকাল ব্যাপিন্না থাকে।

ত্রিসপ্তন্ (ত্রি) ত্রিংশতিঃ সপ্ত । একবিংশতি সংখ্যা, ২১ ।
এক বিংশতিসংখ্যায় ।

“ত্রিসপ্তকৃৎ: পৃথিবী: যো জিগায় ভৃগুতম: ।”(হরিবং ৩০৪অ)

त्रिसप्तति (श्रौ) त्रादिक। सप्ततिः। तिन अधिक सप्तति, १३।

ত্রিসপ্ততিতম (ত্রি)ত্রিসপ্ততিপূরণে তমপ্ । ত্রিসপ্ততিরপূরণ ।

ଦ୍ଵିମସ (କ୍ଳୀ) ଯୋଗି ହରୀତକୀନାଗରଞ୍ଜୁଡ଼ାନି ସମାନି ଯତ୍ର । ୧ ମସ-
ପରିମାଣେ ହରୀତକୀ, ନାଗର ଓ ଞ୍ଜୁଡ଼ । (ରାଜନି*) ୨ ବର୍ଷତ୍ରୟ ।

त्रिस्र (पुं) त्रितिः स्त्रीरते स्र-अप् । कुशर ।

त्रिसरक (त्री) त्रिवारं सरकं, त्रयाणां स्रवकाणां शोधूपानानां
समाहारः वा पात्रादिष्वं न त्रीप् । त्रिवारं स्रवपान ।

“প্রাতিভং ত্রিমরকেন গতানাং” (মাঘ)

ত্রিসর্গ (পুং) ত্রয়াণাং সম্বন্ধস্ত্রয়সাং সর্গঃ । সম্ব রজ ও
তমোত্তমের সর্গ, সৃষ্টি । “যত্র ত্রিসর্গো মৃষা” (ভাগ্য ১।১।১)

ভৈসবন [ত্রিষবণ দেখ।]

ত্রিসবনস্মারিণ (পুং) ত্রিসবনে ত্রিকালে জাতীতি জ্ঞা-গিনি ।

ত্রিকালভ্যায়ী, বাহ্যরা শ্রোতঃ, মধ্যাহ্ন ও সাংকালে শ্রান করে।

ত্রিসামান (পূঃ) ত্রীণি সামানি স্তুতিসাধনানি যন্ত । ১ পরমেশ্বর ।

“त्रिनामा सामगः साम त्रिवर्णो धेयकः त्रिषक् ।” (ब्रह्मसू.)

‘ত্রীণি বেদব্রতসামাখ্যানি তৈত্তিরিসামভিঃ স্তুতত্রিসামা ॥’ (ভাষ্য)

‘অধিপতাই মিত্র! পতাই স্বপতাই’ ইত্যাদি এই ত্রিসাং।

ত্রিসামা (ত্ৰী) ত্রিসামন্তাপ্। মহেন্দ্র পর্বত হইতে নিঃসৃত
নদীবিশেষ। (ভাগ ৫।১২।১৮)

ত্রিসাহস্ (ত্রি) ত্রীণি সহস্রাণি পরিমাণমন্ত অণ্ উত্তরপদ-
বৃদ্ধিঃ। তিন সহস্র দ্বারা পরিমিত। ত্রিয়াং ভীপ্। "ত্রিসাহস্রা-
ক্সমা" (কাতা) শ্রৌ ১৭।৭২৩) "উত্তমা চিতিঃ ত্রিসাহস্রী
লোকম্পূর্ণানাং ভবতি" (কর্ক)

ত্রিসিতা (ত্ৰী) ত্রিগুণিতা সিতা। ত্রিশর্করা। (রাজনি)

ত্রিসীত্য (ত্ৰী) ত্রিবারং সীতয়া সহিতং যৎ (নোবয়ো
ধ্বংসতি। পা ৪।৪।১১) বারত্ৰয় কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি তিন
বার কর্ষিত হইয়াছে।

ত্রিসুগন্ধি (ত্ৰী) ত্রয়াণাং সুগন্ধিজব্যানাং সমাহারঃ। ত্রিজা-
তক, তুল্যপরিমাণ এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত।

"সুগেলাপত্রসংযোগে ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকং।

নাগকেশরসংযুক্তং চতুর্জাতকমুচ্যতে ॥" (অশ্ববৈদ্যক ১২।৭৩)

ত্রিসুপর্ণ (পুং) ১ বহু স্বপ্নের বেদভাগ। ২ তৎস্বত। ৩ এই
ব্রতধারী পুরুষ। "ত্রিগাটিকেতঃ পঞ্চায়ত্রিসুপর্ণ যজ্ঞবিৎ।"
(মহু ৩।১৮৫) "ত্রিসুপর্ণঃ বহুচাং বেদভাগঃ, তদ্ব্রতক,
তদ্যোগাং পুরুষোহপি ত্রিসুপর্ণঃ।" (কুল্লুক)

ত্রিসুপর্ণক (পুং) আশ্বিনস চাবনরূপ অগ্নি।

"অগ্নিরাদ্বিসশেষে চাবনসুপর্ণকঃ।" (ভারত বং ২।১২ অ°)

ত্রিসৌগন্ধ্য [ত্রিসুগন্ধি দেখ।]

ত্রিসৌপর্ণ (ত্ৰী) সুপর্ণেন ঋষিণা কৃতং অণ্ বৃত্তৌ ত্রিশব্দস্ত
সুপর্ণতা উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। সুপর্ণ ঋষি আচরিত ব্রতভেদ,
মহর্ষি সুপর্ণ কঠোর তপস্তা, নিয়ম ও দমণ্ডণ প্রভাবে স্বয়ং
ভগবান্ নারায়ণের নিকট হইতে এই ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া
প্রত্যাহ তিনবার করিয়া পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত
পণ্ডিতেরা এই ধর্মকে ত্রিসৌপর্ণ কহিয়া থাকেন। এই ধর্ম
ঋগ্বেদ 'মধ্যে কীর্ষিত আছে, ইহার অনুষ্ঠান নিত্য হ্রদ্র।
অগ্ন্যশ্রাণ সমীরণ, মহর্ষি সুপর্ণ হইতে এই সনাতন ধর্ম-
লাভ করিয়াছিলেন। পরে সমীরণ এই ধর্ম বিঘসাদী
মহর্ষিদিগকে এবং উহার মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন।
তৎপরে পুনরায় ঐ ধর্ম ভগবান্ নারায়ণে লীন হইয়া যায়।
(ভারত শাস্তি ৩৫০ অ°)

সুপর্ণা এব স্বার্থে অণ্, ত্রয়ঃ সৌপর্ণাঃ যত্র। মন্ত্র ত্রিক,
ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটির নাম ত্রিসৌপর্ণ।

"চতুর্কপদা যুবতিঃ সুপেশা যতপ্রতীকা বয়নানি বজ্রে।

তত্ৰাং সুপর্ণা বৃষণা নিবেদতু যত্র দেবা দধিরে ভাগধেরং ॥৩

একঃ সুপর্ণঃ সমুদ্রে মাণিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচটে।

তং পাকেন মনসা পশুমন্তিতস্তং মাতা হি স উ রেহি মাতঃ ॥৪

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবরো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি,
হুঙ্কাসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রাহস্ত সোমস্ত মিমতে দ্বাদশ।

(ঋক ১০।১১৪।৩)

এক যুবতী নারী আছেন, তাহার মস্তকে চারিধে
তাহার সূক্তি স্তম্ভ ও স্নিগ্ধ, তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বজ্র পরি-
করেন, দুই পক্ষী তাহার উপর উপবেশন করে, তথায় দে-
তার ভাগ প্রাপ্ত হন। (এই স্থলে নারী শব্দের অর্থ যজ্ঞবৈ-
ইহার চারিদিকে স্তম্ভ থাকাতে স্নিগ্ধ আছে, ইহাকেই বো-
লা হইয়াছে এবং যজ্ঞ সামগ্রীই উত্তম উত্তম বজ্র। ইহা
দুই পক্ষী যজ্ঞমান ও পুরোহিত, সুপর্ণ অর্থাৎ জীব ও পরমা
ইহাতে নিবন্ধ আছেন, এই বৈদীতে অগ্ন্যাগ্নি দেব-
ভাগধের অর্থাৎ ভাগ প্রাপ্ত হন। (৩) এক সুপর্ণ (পক্ষী)
সমুদ্রে প্রবেশ করিল, তিনি এই বিশ্বভুবন অবলোক-
করেন, পরিণত বৃদ্ধি দ্বারা আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ত্রি-
নিকটবর্তিনী মাতাকে লেহন করেন এবং মাতাও তাহার
লেহন করেন। পক্ষী এই স্থলে প্রাণবায়ু বা পরমাশ্বা, সু-
অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, তিনি এই বিশ্ব, সকল ভুবন এবং ভূতনা
বিশেষ রূপে স্থাপিত করেন। মাতা অর্থে বাক্য। ও
না থাকিলে বাক্য থাকে না। (৪) সুপর্ণ একই আত্ম-
পণ্ডিতগণ কর্তৃক করিয়া তাহাকে অনেক রূপে ব-
করেন। ইহার যজ্ঞের সময় নানাপ্রকার হ্রদ্র উচ্চা-
করেন এবং দ্বাদশ সংখ্যক সোমপাত্র সংস্থাপন করেন
সুপর্ণ অর্থাৎ পরমাশ্বা একই, তদ্বজ্র লোক সকল ত্যাগ-
ছন্দ ও জ্যোতিদি দ্বারা নানা বলিয়া থাকেন। ত্রিগুণি
দেবতার নাম এক আশ্বা। (৫) (সায়ণ)

৩ পরমেশ্বরের নাম ভেদ।

"ত্রিসৌপর্ণঃ তথা ব্রহ্ম যজুযাং শতকৃত্রিয়ঃ।" (ভারতশা ২৮৩
অনেক স্থলে 'ত্রিসৌপর্ণ' এই পাঠ আছে, ইহা গিণি
প্রমাদ, এই ব্রহ্ম এই শব্দ খত হইল না।

ত্রিসুগন্ধ (ত্ৰী) ত্রয়ঃ স্বগন্ধাইব অবয়বা যত্র। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

নানা প্রকার ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্বক
প্রতিষ্ঠিত। সংহিতাস্বক, তন্ত্র স্বক ও হোরা স্বক, জ্যো-
শাস্ত্রের এই তিনটি স্বক। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সব
বিবরণ থাকে, তাহাকে সংহিতাস্বক কহে। যাহাতে গি-
দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্রস্বক এবং যাহা
অধ্ববিদিশ্রের অর্থাৎ যাত্রা বিবাহ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা
হোরাস্বক কহে। (বৃহৎসং ১।১২)

ত্রিস্তন (ত্ৰী) ত্রয়ঃ স্তনা দোহা যত্র। জ্যোতিঃশাস্ত্র।
প্রথম উপসদে দোহা ত্রিস্তনরূপ ব্রতবিশেষ।

“ত্রিস্তনঃ প্রথমায়ঃ দোহরতি” (কাত্যায়ণী ৮৭১১)

ত্রিস্তনী (ত্রী) ত্রয়ঃ স্তনা অতাঃ ত্রীণ্। রাক্ষসীভেদঃ,
এই রাক্ষসীর তিনটা স্তন ছিল।

“ত্রিস্তনীমেকপাদাক্ত্রিজটামেকলোচনাং।” (ভারত ব* ২৭৯ অ*)
২ গায়ত্রী। (দেবী ভাগ* ১২৩৬৮)

ত্রিস্তাবা (ত্রী) ত্রিগুণিতা তাবতী বেদিঃ অচ্ সমাসান্ত
টিলোপৌ সমাসশ্চ নিপাত্যতে (ত্রিস্তাবা ত্রিস্তাবা বেদিঃ।
পা ৪।৪.৮৪।) অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ বেদিভেদঃ, বেদির আভা-
বিক যে পরিমাণ, তাহার ত্রিগুণ অধিক।

ত্রিস্থলী (ত্রী) ত্রয়গাং গয়াকানীপ্রয়াগরূপস্থলানাং সমাহারঃ।
কানী, গয়া ও প্রয়াগরূপ তিনটা স্থান। এই তিন স্থানসাহায্যে
অবলম্বন করিয়া নারায়ণ ভট্ট ও ভট্টোজি ত্রিস্থলীসেতু নামে
এক একখানি সংস্কৃত গ্রহ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ত্রিস্থান (ত্রি) ত্রীণি স্থানাশ্চত্। ১ স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালস্থিত
পরমেশ্বর। ২ জাগ্রাদি অবস্থাত্রয়সাকী জীব, জাগ্রৎ,
স্বপ্ন ও সুশুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যে জীবের আছে।

ত্রিশ্রোতস্ (ত্রী) ত্রীণি শ্রোতাংসি যন্তাঃ, ত্রিষু স্থানেষু
স্বর্গমর্ত্যপাতালেষু শ্রোতো যন্তাঃ। গঙ্গা।

“অশ্লুঠ নিষ্ঠূত মিবোর্কু মুঠৈ ত্রিশ্রোতসঃ সন্ততধারমন্তঃ।”
(মাঘ ৩১০) ২ নদীভেদঃ। (মেদিনী) [ত্রিশ্রোতা দেখ।]

ত্রিশ্রোতা, উত্তর বাঙ্গালার একটা বৃহৎ নদী। সামান্যতঃ
তিস্তা নামে খ্যাত। তিব্বতের অন্তর্গত চতামু হ্রদে ইহার
উৎপত্তি হইয়াছে, আবার দিকিমের মধ্যে কাকুনজুয়া শৃঙ্গেও
ইহার আর একটা উৎপত্তিস্থান পাওয়া যায়। দার্জিলিংয়ের
উত্তরসীমায় এই নদী সিকিম ছাড়াইয়া ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ
করিয়াছে। কিয়দূর দার্জিলিংয়ের সীমা স্বরূপ থাকিয়া
বৃহৎ রঞ্জিং নামক নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই
নদের সহিত মিলনের পর তিস্তা দক্ষিণমুখে দার্জিলিংয়ের
পার্বত্যপ্রদেশ বহিয়া জম্মাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে;
পার্বত্য প্রদেশে তিস্তার শালের ডোলা চলে। ইহার তীরে
গাহাড় শালবনও অনেক। যেখানে তিস্তা শিবকগোলা
নামক গিরিবন্ধ দিয়া সমতল ভূমিতে পড়িতেছে, সেখানে
তিস্তার বিস্তার ৭৮ শত গজ। এখানে ৫০ মণ
বোঝাইয়ের নোকা চলিতে পারে। নদীগর্ভে বড় বড় পাথর
থাকার স্থানে স্থানে নোকার পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক।
তরাই ছাড়াইয়া জম্মাইগুড়িতে, তৎপরে বঙ্গীগঞ্জের নিকট

কোচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অরসিংহেশ্বরের
নিকট কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া বালুগীটামের ৬ মাইল
উত্তরে রঙ্গপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়াছে। রঙ্গপুরে

ডুবানীগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে চিলমারীখানার নিকট বাগওয়া
নামকস্থানের নিকটে ইহা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রঙ্গপুরে
ইহার দৈর্ঘ্য ১১০ মাইল, বিস্তার ৬ হইতে ৮ শত গজ। ইহার
শ্রোত বড় ধর। সকল সময়েই রঙ্গপুরে এই নদীতে শত মণের
বোঝাই নোকা যাতায়াত করিতে পারে। কেবল শীতকালে
ব্রহ্মপুত্রের মোহানার কাছে চৌরাবাণী ও বাণীর চড়ার বড়
বিপদ ঘটায়। তিস্তার গর্ভ বালুময়। তিস্তার দক্ষিণাংশকে
কাপাসিয়া হইতে নলগঞ্জ হাট পর্যন্ত গুগলানদী বলে।

তিস্তার জলশ্রোত বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্তিত হয়। এইরূপে
ইহার অনেকগুলি পুরাতন গর্ভ ছোট তিস্তা, বড় তিস্তা,
মরা তিস্তা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, এই সকল
খালে এখন কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে। মেজর
রেণেলের জরিপের সময় (১৭৬৪—৭২ খৃষ্টাব্দে) তিস্তার
প্রধান শ্রোত দক্ষিণমুখে বাহিয়া দিনাজপুরের আত্রৈয়ী
নদীর সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা বা পদ্মায় পড়িত।
১১৯৪ সালে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে যে মহাপ্লাবন হয়, সেই
সময় তিস্তা উক্ত পথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণপূর্বমুখে উহারই
একটা শাখা নদীতে ভর করিয়া সমস্ত দেশ ভাসাইয়া ঘাট,
মানস প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদী ভরাইয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে।
ইহার পর আবার একটা পরিবর্তন হয়। বর্তমান শতাব্দীর
প্রারম্ভে ইহা একটা বিস্কোপানী ঝাঁক পরিত্যাগ করিয়া
ঠিক সোজা আসিয়া বর্তমান পথ অবলম্বন করিয়াছে। এখনও
যেখানে নানাস্থানে বালুকাময় চরগুলির ধ্বংস করিতেছে,
তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে হঠাৎ কবে কোন দিকে ভাসা-
ইয়া দিবে। ইহার পশ্চিমতীরে ঘোড়ামারা নামক বৃহৎ
গঞ্জ যেরূপ প্রতি বৎসর পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, তাহাতে
শীঘ্রই উক্ত গ্রামের প্রকৃত অবস্থিতি লোপ পাইবে বোধ
হয়। তিস্তার এইরূপ পরিবর্তনে উত্তরবঙ্গের লোকের ধারণা
তোমর নামক স্থানে হাটবাজার দিন দিন বাড়িতেছে।

তিস্তার এইরূপ হঠাৎ গতিপরিবর্তনেই রঙ্গপুর এত নদী-
বহল হইয়া পড়িয়াছে।

দার্জিলিং তিস্তার প্রধান শাখার নাম রীঙ্গু-চু, রোলি,
বৃহৎ রঞ্জিং, রঙ্গজো, রায়দু ও শিবত। এখানে তিস্তার
জল সমুদ্রবৎ নীলবর্ণ, সময়ে সময়ে ইহা তুর্ধবৎ খেত হইয়া
উঠে। জম্মাইগুড়িতে তিস্তার অনেক উপনদী ও শাখা
নদী আছে, তাহার তত প্রবল বা প্রয়োজনীয় নহে। ইহার
মধ্যে ষাট ও মানস বিখ্যাত।

ইহার সংস্কৃত নাম ত্রিশ্রোতা বা তৃক্ষা। কালীপুরাণে
ইহার উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—যে কোন

সময় এক শিবভক্ত অসুর ভগবতীকে উপেক্ষা করায় ভগবতীর সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কাতর হইয়া অসুর তৃষ্ণাতুর হয় এবং শিবের নিকট জল প্রার্থনা করে। শিব ভগবতীর বক্ষ হইতে হৃদধারা রূপে অসুরকে পানীর প্রদান করেন। অসুরের তৃষ্ণা দূর হইলেও সে ধারা শুকাইল না, সেই ধারা ত্রিহারায় বিভক্ত হইয়া জিম্বোতা রূপে পৃথিবীতে প্রবাহিত রহিল।*

ত্রিস্রোতসী (স্রী) জীবি স্রোতাংসি সন্তি অস্তাং। স্রোত জরযুক্ত নদী ভেদ, এই নদীর তিনটি স্রোত আছে। গঙ্গা। **ত্রিস্পৃশা (স্রী)** ত্রীণি চান্দ্রদিনানি একস্মিন সাবনে দিনে স্পৃশতি স্পৃশ-ক। একাদশীভেদ, যে একাদশীর পূর্বেদিনে দশমী এবং পরদিনে অল্প মাত্র একাদশী, পরে দ্বাদশী ও ত্রিাদিশ শেষে ত্রয়োদশী হয়, তাহাকে ত্রিস্পৃশা কহে, অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি এক সাবন দিনে হইলে ত্রিস্পৃশা হয়। এই দিন অতিশয় পুণ্যকর। ইহাতে স্নান দাশাদি বিশেষ ফলপ্রদ। “যদা পূর্বেদিনে দশমী পরদিনে চৈকাদশী স্বপ্না, ততো দ্বাদশী ত্রিাদিশেষে ত্রয়োদশী সা চৈকাদশী ত্রিস্পৃশা।

“একাদশী দ্বাদশী চ ত্রিাদিশেষে ত্রয়োদশী।

তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যন্ত পারয়েৎ॥”(একাদশীভবযুক্ত বচন)

এই একাদশী করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক বিনষ্ট হয়।

এই একাদশীতে ত্রয়োদশীর দিন পারণ করিবে।

ত্রিস্নান (স্রী) ত্রিষু কালেষু স্নানমত্র। ত্রিকাল স্নানান্ত্রত ভেদ, এই স্নান বাণপ্রস্থান ও প্রায়শ্চিত্তাক, যাহারা বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন, তাহাদের প্রাতঃ, -মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে স্নান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ত্রিকাল স্নান কর্তব্য।

ত্রিহল্য (স্রী) ত্রিকরং হলেন কুষ্ঠং হল-যং মতজনহলাং করণজমকর্ষেবু। পা ৪।৪।১৭) বারতরকুষ্ঠক্ষেত্র, পর্যায় ত্রিগুণাকৃত, তৃতীয়াকৃত, ত্রিগীত্য।

ত্রিহায়ণ (ত্রি) ত্রয়ো হার্যনা বয়ো ২স্ত, গৎ। ১ ত্রিবর্ষ বয়স্ গবাদি। ২ ত্রিবৎসর।

ত্রিহারী (স্রী) ত্রিহার্য-ভীপু। ত্রিবর্ষ গাভি।

“বৎসতর্ঘ্যাস্ত ত্রিহার্যগো স্রীতাঃ” (কাত্য। শ্রো. ২২।১।১৩)

২ দ্রৌপদী, কৃত যুগে বেদবতী, ত্রোতার জনকাম্বজা, ষাপরে দ্রৌপদী, ইনিই কৃষ্ণা ও ত্রিহারী।

* এই উপাখ্যানটি হট্টার সাহেব কালীপুরাণের উপাখ্যান বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালিকাপুরাণে জিম্বোতার দ্বান থাকিলেও এরূপ উপাখ্যান দেখা যায় না।

“কৃত্তে যুগে বেদবতী ত্রোতার জনকাম্বজা।

ষাপরে দ্রৌপদীচ্ছা তেন কৃষ্ণা ত্রিহারী॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজয়ং)

ত্রিহুত, ত্রিহুত, তীরহুত (সংস্কৃত তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ) ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত ত্রিহুত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের পাটনা বিভাগের সর্বোত্তরবর্তী একটি জেলা ছিল। বাক্সালার ছোটলাটের অধীনে এত বৃহৎ ও অধিক লোক সংখ্যাবিশিষ্ট জেলা আর দ্বিতীয় ছিল না। ইহাতে মজঃকরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী, দরভাঙ্গা, মধুবাণী, তাজপুর এই ছয়টি উপবিভাগ ছিল। তখন ইহার উত্তর সীমা নেপাল রাজ্য, উত্তরপূর্বে ভাগলপুর জেলা, দক্ষিণপশ্চিমে মুন্সের জেলা, দক্ষিণে গঙ্গা নদী, দক্ষিণপশ্চিমে সারণ জেলা বা গওক নদী, উত্তরপশ্চিমে চম্পারণ জেলা ছিল। উত্তর সীমায় নেপাল রাজ্যের সহিত ইংরাজ রাজ্যের সীমানিকারণের জঙ্গ খাণ্ড, নদী, ইষ্টকের ও কাঠের কুন্ডাদি আছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে এই বৃহৎ জেলাটি শাসনকার্যের সুবিধা ও সুব্যবহার জন্য ছইটি স্বতন্ত্র জেলার বিভক্ত হইয়াছে। মজঃকরপুর, হাজীপুর, সীতামাড়ী এই তিনটি উপবিভাগ লইয়া মজঃকরপুর নামে ও দরভাঙ্গা, মধুবাণী ও তাজপুর এই তিনটি উপবিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা নামে ছইটি স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এখন বাক্সালা বিহারের মানচিত্র হইতে ত্রিহুত জেলার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। মজঃকরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলার বিবরণ এখনও স্বতন্ত্র ভাবে সংগৃহীত হয় নাই; সুতরাং ত্রিহুত নামেই ইহার বাহ্য কিছু বিবরণ সংগৃহীত হইল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন সুবা বিহার ইংরাজের হস্তে আসে, তখন গঙ্গার উত্তরকূলবর্তী স্থান নকল সারণ, চম্পারণ, ত্রিহুত ও হাজীপুর এই চারিটি সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন সরকার ত্রিহুতের পরিমাণ ৫০৫৩ বর্গমাইল ও সরকার হাজীপুরের পরিমাণ ৭৮৩৫ বর্গ মাইল ছিল, কিন্তু তখন সমগ্র ত্রিহুত জেলার পরিমাণ ৬৩৪৩ বর্গ মাইল মাত্র। পূর্বে সরকার ত্রিহুত ও সরকার হাজীপুর এই উভয়ে ১০৪৫৫ পরিগণা ছিল। এই সকল পরিগণার নামের তালিকা-পাণ্ডায় বার মা, তবে সরকারী কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে তখন ভাগলপুর ও মুন্সের জেলার অধিকাংশ স্থান এই দুই সরকারের অধীন ছিল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুর ও মুন্সেরের অন্তর্গত বালিয়া, দল জিদ্‌পুর, বাদেজুয়ারি, ইমাদপুর, নরসিংহপুর, কুড়া, গাওখণ্ড, কবখণ্ড, নারাদিগর, ছয়, করকিয়া, মালকিবলিয়া, মাদে

গোপাল ও নরপুর এই তেরটা পরগণা ত্রিহুত কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু আবার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহাদিগকে ত্রিহুত হইতে বিচূর্ণ করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সারগের অন্তর্গত পরগণা বাবরা ও যুদ্ধের অন্তর্গত পরগণা বাদে-ভুসারি ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ার পাটনার অন্তর্গত ভীমপুর, গঙ্গাপুর, আজিমাবাদ এই পরগণাগুলির কতকাংশ ত্রিহুতের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ত্রিহুত জেলার ভূভাগ আধারগতঃ পলি জমী, মধ্যে মধ্যে নদী আছে, অনেক স্থলে বনও আছে; বাঁশঝাড় ও আম-কানন যথেষ্ট। সমস্ত ভূভাগ জমীর প্রকৃতি অনুসারে তিনটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। দক্ষিণপশ্চিমে হাজীপুর, বাগাগাছা, সরেসা, বিপাড়া, রতি ও গদেখর পরগণা লইয়া একটা বিভাগ,—ইহার জমী উচ্চ ও সমগ্র জেলার মধ্যে উৎকর্ষ। তৎপরে ছোট গওক ও বাঘমতী নদীর অন্তর্গত দোয়াব ভূভাগ,—ইহার জমী নাবাল, বর্ষায় নদীর প্রাবন হয়; এখানকার প্রধান শস্য খারিফ। তৃতীয় বিভাগ বাঘমতী নদীর উত্তরে ও পূর্বে,—এই স্থানের জমী নাবাল, জলা ও জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। হৈমন্তিক ধাতুই এ অঞ্চলের প্রধান শস্য।

জমী স্বভাবতঃ পলিবিশিষ্ট, কোথাও কঙ্করময়, কিন্তু অধিকাংশস্থলে মাটির মধ্যে সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। হুনিয়া নামে এক জাতি এই সোরা ও লবণ বাছিয়া লইয়া জীবিকার্জন করে।

ত্রিহুতে গঙ্গা, বৃহৎ গওক, বরা, ছোট গওক এবং তিলগুজা এই চারিটা নদী প্রবাহিত আছে। ইহার মধ্যে গঙ্গা, গওক, ছোট গওক, বাঘমতী, ছোট বাঘমতী, তিলগুজা ও করাই এই সাতটা নদীতে বৎসরের সকল সময়ে যাতায়াত চলে, আর কেবল বর্ষাকালে কমলা ও ভাঁহার শাখানদী-গুলি বলান, চাউস, ক্রিম, লাথহাওয়াই, পুরাতন বাঘমতী ও বরা এই কয় নদীতে যাতায়াত হয়।

গঙ্গা—শিকমারীপুরের নিকট গঙ্গানদী এই জেলার দক্ষিণসীমারূপে গণ্য। হাজীপুরের নিকট চাম্ভা ঘাটের কয়েক কোশ উত্তরপূর্বে বাড় নামক স্থানের সম্মুখে গওক আসিয়া গঙ্গার মিলিয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অল্প সময়ে এ জেলার গঙ্গার বিস্তার অর্ধ কোশ মাত্র থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে অনেক বাড়িয়া যায়। সারগ দিয়ারা হইতে গঙ্গার একটা শাখাবিক খাল বাহির হইয়া হাজীপুরের নিকট নেপালী মন্দিরের নিয়ে গওকের সহিত মিলিয়াছে। ইহার বিস্তার

এত অল্প যে ইহাকে কোন রূপে নদী বলা যায় না। গঙ্গার যখন জলবৃদ্ধি হয়, তখন তীরবর্তী স্থান সকলেও প্রাবন হয়, আবার গওকের জলও প্রতিকূল হইয়া তন্মধ্যে গঙ্গার জলও প্রবেশ করিয়া ও তীরবর্তী স্থান সকল প্রাবিত করিয়া থাকে। তাজপুর উপবিভাগে প্রাপ্তি বৎসরই প্রাবন হয়। গঙ্গাতীরে ত্রিহুতে কোন বিখ্যাত স্থান নাই। বাড়ের সম্মুখ হইতে গঙ্গা উত্তরপূর্বমুখে কিরিয়া বাজিতপুর পর্যন্ত আসিয়া দক্ষিণপূর্বমুখে ত্রিহুত জেলা ত্যাগ করিয়াছে।

গওক—হাজীপুরের নিকট ইহা গঙ্গা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই নদী স্থানে স্থানে নারায়ণী ও শাল-গ্রামী নামে কথিত। হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া মজঃফরপুরের কর্ণোল নীলকুঠির নিকট ইহা ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে দক্ষিণপূর্বমুখে আকিয়া বাঁকিয়া হাজীপুর পর্যন্ত আসিয়াছে। গওকতীরে লালগঞ্জই প্রধান গঞ্জ বা বাজার। ইহার স্রোত বড় প্রবল, নৌকা যাতায়াতও বড় ভয়াবহ। হাজার মণ বোকাইয়ের নৌকা লালগঞ্জ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে। গওকের গর্ভ তীরভূমি অপেক্ষা উচ্চ, এজন্য প্রাবন প্রতিরোধ করিবার জন্য উত্তরতীরে দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া আছে। সারগ জেলার দিকে যে বাঁধ তাহা অতি উচ্চ, কিন্তু ত্রিহুত জেলার বাঁধ তত উচ্চ নহে বলিয়া সময়ে সময়ে বাঁধ ছাপাইয়া প্রাবন ঘটিয়া থাকে।

বরা—চম্পারণ জেলায় গওক হইতে বরা উৎপন্ন হইয়া কর্ণোল নীলকুঠির নিকটে ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব মুখে ইহা ক্রমশঃ ডুরিয়া, সরিয়া, ভটোলিয়া, চিতবারা ও শাহপুর পতোরি নীলকুঠির কোল দিয়া একবারে জেলার দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে।

ছোট গওক—চম্পারণ জেলার উৎপন্ন হইয়া ছোট গওক মজঃফরপুর বিভাগে ঘোষেবাট গ্রামের নিকট ত্রিহুত জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, তৎপরে মজঃফরপুরের নিকট আকিয়া বাঁকিয়া আঠারকুঠির নিম্ন দিয়া তাজপুর বিভাগে পুসা ও রুসেরা সহরের নিকট দিয়া দক্ষিণমুখে যুদ্ধের সহরের ঠিক সম্মুখে গঙ্গার পড়িয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গা হইতে দুই হাজার মণ বোকাইয়ের নৌকা রুসেরা পর্যন্ত ও হাজার মণ বোকাইয়ের নৌকা মজঃফরপুর পর্যন্ত যাইতে পারে। নাগরবস্তির নিকট এই নদীর উপর দিয়া দরভাঙ্গা ষ্টেট রেলওয়ে গিয়াছে। ইহার তীরে মজঃফরপুর, সমস্তিপুর ও রুসেরা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

বলান—তাজপুরের নিকটে ছোটগওক হইতে বলান উৎপন্ন হইয়া তাজপুর দলগিহ লয়াইয়ের নিকট দিয়া গিয়া

যেখানে আমওয়ারী নদী মুন্সেরের নিকট ছোটগুকে মিশিয়াছে, ঠিক তাহার কিছু উর্ধ্বে আমওয়ারীর সহিত মিশিয়াছে।

বাঘমতী—নেপালে কাটমাণ্ডু নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া সীতামাড়ী উপবিভাগে মণিয়াড়ী ঘাটের নিকট ত্রিহুত জেলার প্রবেশ করিয়াছে। কিছু দূরে ইহাতে লাল-বাকিয়া নদী আসিয়া মিলিয়াছে, তৎপরে ইহা নারওয়া পর্যন্ত ছোটগুকের সহিত এক প্রকার সমান্তর ভাবে আসিয়া পূর্বকালে রুসেরার নিকট ছোটগুকেই মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন ঘুরিয়া হারাদাঘাটের নিকট করাই নদী অবলম্বনে তিলগুজা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। বাঘমতীর পুরাতন গর্ভ এখনও পুরাতন বাঘমতী নামে বর্তমান আছে। দরভাঙ্গা ও মজফরপুর সহরের সমদূরবর্তী গাইঘাটা নামক স্থানে নূতন বাঘমতী দরভাঙ্গা মজফরপুরের রাস্তাভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুর্কি নামক স্থানে ইহার প্রাবন-প্রকিরোধের জন্য বাধ আছে। এই নদীতে আদৌরি নামক স্থানে লালবাকিয়া, মণিয়ার ঘাটের নিকট ভুরেশ্বরী নদী, সীতামাড়ীর নিম্নে দরভাঙ্গা মজফরপুরের ৭৮ মাইল দক্ষিণে লাখহাড়াই নদী মিলিয়াছে। কমতৌল নামক স্থানে কমলা নদী এবং পালী নামক স্থানে পূর্ব হইতে ঢাউল ও পশ্চিম হইতে ঝিমনদী ছোটবাঘমতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে ছোটবাঘমতী—দরভাঙ্গা সহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে হারাদাঘাটের নিকট বড় বাঘমতীতে মিলিয়াছে।

করাই—বাঘমতী যখন পুরাতন বাঘমতী নদীর ভিতর দিয়া বহিত, তখন ইহা সামান্য নদী ছিল, এখন ইহাই হারাদাঘাটের নিম্নে বাঘমতীর প্রধান স্রোত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুন্সেরের সীমায় তিলকেশ্বর নামক স্থানের নিকট তিলগুজা নদীতে মিলিয়াছে।

তিলগুজা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া কহোল গাঁর নিকটে ত্রিহুতে গঙ্গায় পড়িয়াছে। রাইসারি গ্রামের নিকট ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভেজা গ্রামের নিকট পুনরায় একত্র হইয়াছে। পশ্চিমের শাখায় বাগ্‌তা নামক স্থানে বলান নদী মিলিয়াছে। রাইসারি হইতে নদীগর্ভে স্থানে স্থানে বাধ দেওয়া; নৌকা যাতায়াতের উপায় নাই।

কমলা—নেপালে উৎপন্ন হইয়া অয়নগর নামক স্থানে ত্রিহুতে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বে এখানে শিলানাথ নামে এক শিবমন্দির ছিল, তাহা কালে নদীর গতি পরিবর্তনে নদীগর্ভে পড়িয়াছে। কমতৌলের নিকট কমলা বাঘমতীতে

মিশিয়াছে। কমলার পুরাতন খাদ তৎপরে বরাবর তিলকেশ্বরের নিকট তিলগুজা নদীতে মিলিয়াছে।

এতদ্বিধ ছোট বলান, নারাদারকমলা, পাণ্ডোলনালা প্রভৃতি নদী আছে।

ভাজপুরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে পরগণা সরসার মধ্যে ভালবরৈলা নামক বিলই বিখ্যাত, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ ক্রোশ, পরিমাণ প্রায় ২০ বর্গ মাইল। ইহাতে প্রচুর সোলা জন্মে।

ত্রিহুতে খনিজ জব্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, তবে মাটির সহিত সোরা ও লবণ পাওয়া যায়। হারোলি নামক স্থানে ছোট গুজ হইতে কাঁকর তোলা হয়।

বস্ত্র জব্যের মধ্যে মধু, গোঁজড়া (যে সকল শব্দ, ঝিহু বা তৎ প্রাণীদেহ পুড়াইয়া চূর্ণ প্রস্তুত করে,) চিরেতা, শাতারা, শহরকোণ, গুম্‌চ, মুতি, তালমুলী এবং মকাই প্রভৃতি ভেজ উৎপন্ন হয়। বনের মধ্যে সিঁদ্ধিগাছও জন্মে। প্রকৃত পক্ষে এ জেলায় সেরূপ বন বা পতিত জমী নাই। সেগুণ, আম, শিশু, ঝাউ, শিরীষ, তুন (মেহগনির জাত), গামার, আম, কাঁঠাল, মহুয়া প্রভৃতি কাঠোৎপাদক বৃক্ষ যথেষ্ট আছে।

এদেশে শতকরা ৮৮ জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান। ঘোষেবাত নামক স্থানে একদল পার্শ্বীয় জাতি বাস করে। প্রথমতঃ তাহারা একজন নেপালী স্ববাদারের ভৃত্যরূপে ছিল, এই স্ববাদারের বংশ উৎসর্গে গিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যারা এখন চাষবাস করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মৈথিলী ও গোড়ীরা এই দুই বিভাগ আছে। মধুবাণী ও দরভাঙ্গায় ইহার অর্ধেকের বাস ও সামান্যতঃ ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। মৈথিল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রোত্রিয়েরা শুচি, মজরোতি, যোগিণ ও গৃহস্থ বা মৈথিল, শ্রোত্রিয়, যোগ চকোলা এবং পণ্ডিত এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, এই পঞ্চশ্রেণীকে পঞ্জিব-বড় বলে। শ্রোত্রিয়েরা সর্বাঙ্গপেক্ষা মাননীয়। দরভাঙ্গার মহারাজ ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বাল্যেই কুলীন ব্রাহ্মণের জায় বহু-বিবাহ করিয়া থাকে এবং ইচ্ছামত এক ঋতুরালে কিছু দিন, অপর ঋতুরালে আর কিছু দিন বাস করে। ঋতুরের নিকট প্রতিবার বাসের জন্য ইহারা অর্থ লইয়া থাকেন। সোরাথ নামক এক গ্রামে এক বৈষ্ণব মন্দিরে যাবদীয় ব্রাহ্মণের মেলা হয়। সেই মেলায় বৈষ্ণব শ্রেণীর পণ্ডিতেরা অত্যন্ত ব্যস্তির বংশতালিকা খুঁটিয়া বিবাহ সঙ্কল্প নিরূপণ করেন। উচ্চ কুলজাত সন্তানের পিতা নিম্নকুলে বিবাহ দিলে কুলমর্যাদাবিরূপ অর্থ পাইয়া থাকেন। ঐ মেলায় দিন বর ও কস্তার নাম নিরূপিত ও তাৎপরে

পিতার সম্মতিস্বত্ব এক তালিকা লিখিত হয়। প্রোত্রিয়েরা দ্ব্যশ্রেণী ভিন্ন অল্প শ্রেণীতে বিবাহ করিলে সেই শ্রেণীভুক্ত ও আয়োর স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। ইহার। সকলেই বহুস্তে স্ব স্ব জমীতে কোদাল দেন ও জলসেচন প্রভৃতি করেন, কেবল লাঙ্গল দিবার অল্প লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পূর্বে ইহার। কাহারও নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া চাকুরী স্বীকার করিতেন না, কিন্তু এখন অনেকেই তহশীলদার ও পোমস্তা হইতেছেন। ইহাদের অনেকেই আজগাণান করিয়া জীবিকার্জন করেন। [মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখ।]

ব্রাহ্মণের পর এ দেশে রাজপুত্রের সম্মান অধিক। ইহার। অধিকাংশই জমীদার ও কৃষক; আজ কাল অনেকে পুলিশের চৌকীদার, পেয়াদা ও দ্বারবানের কার্য্য করিয়া থাকে। রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণের পরই ‘বাভন’ নামে আর একজাতি আছে। তাহারা রাজপুত্র অপেক্ষা হীন-মর্যাদা হইলেও অপরাপর জাতি অপেক্ষা গণ্য মাত্র বটে। ইহারা জমীদারী বা অন্তর্জীবী ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত।

[বাভন দেখ।]

ত্রিহৃতের মধ্যে নিম্নলিখিত সহরগুলি বিশেষ বিখ্যাত—

(১) মজঃফরপুর—মজঃফর খাঁ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া ইহার নাম মজঃফরপুর। ছোট গণ্ডকের তীরে ২৬° ৭' ২০" উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৫° ২৬' ২০" পূর্ব দ্রাঘি-মান অবস্থিত। এই নগরেই এ জেলার সদর কাছারী। এখানে মিউনিসিপালিটি, কালেক্টরী, দেওয়ানী ও ফৌজ-দারী আদালত, জেল, ডাক্তারখানা ও স্কুল আছে। সহরটি পরিষ্কার, রাস্তাগুলি প্রশস্ত। বাজারগুলি বড়, প্রত্যহই গ্রাম বিক্রয় হয়। কাছারীর নিকট মান নামে একটি বিলের মত ললাঘর আছে, ইহা কোন নদীর পুরাতন গর্ভের কিয়দংশ মাত্র। বাজারে পুষ্করিণীতীরে ঘাট সম্বলিত একটি রামসীতা ও একটি শিবের মন্দির আছে, সহরটি বড় বেশী অধিক দিনের নয়। স্থাপিত্তা মজঃফর খাঁ একজন ‘আমিল’ বা ‘চাকলা নাই’ (নারক) ছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানী-লাভের বহু পূর্বে তিনি উত্তরে সেকেন্দরপুর গ্রাম, পূর্বে কর্ণেলি গ্রাম, দক্ষিণে সৈয়দপুর এবং পশ্চিমে সারিয়াগঞ্জ হইতে ৭৫ বিঘা জমী বাহির করিয়া লইয়া তাঁহাতেই স্বনামে নগর স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ইহার উন্নতি হইয়াছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ছোট গণ্ডকের প্রান্তে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

রহয়া—মজঃফরপুরের ৩ ক্রোশ দূরে পুসা রাস্তার উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে জুলাইমাসে ৭ দিন ব্যাপী

একটি মেলা হয়। এখানে এক পীরের আশ্রানা আছে, তথায় অনেক যাত্রী আসে।

সারিয়া—মজঃফরপুরের দক্ষিণপশ্চিমে ৯ ক্রোশ দূরে বয়া নদীর তীরে এই স্থানে একটি নীলকুঠি আছে। বয়ার উপর ছাপরা রাস্তার মুখে তিন-খিলানের একটি পোল আছে। এই স্থানের কিছু দূরে একটি প্রস্তরময় খাম আছে। একটি ব্রাহ্মণের উঠানে উহা স্থাপিত। ইহাকে ‘ভীমসিংহের লাঠি’ বলে। ইহা উচ্চে ২৪ ফিট এবং একখানি প্রস্তরে নির্মিত। ইহার মাথায় একখানি চতুস্তম্ভ পাথরের উপর একটি প্রস্তর-ময় সিংহমূর্তি আছে। সিংহমূর্তি পর্য্যন্ত সমস্ত স্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ফিট। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ইহা একটি অশোকস্তম্ভ। ইহার পার্শ্বে একটি স্তম্ভভীর কূপ আছে।

বসন্তপুর—সারিয়ার নীলকুঠির কিছু দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। এখানে গ্রাম্যসমিতি আছে।

সাহেবগঞ্জ—মজঃফরপুরের ১৫ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে বয়া নদীর তীরে এই সহর অবস্থিত। এখান হইতে মতিহারী, মতিপুর ও লাঙ্গলগঞ্জ রাস্তা গিয়াছে। বাজার খুব বড়, তৈলকর শস্ত, গম, কলাই ও লবণের ব্যবসায়ই বেশী। কর্ণেলের নীলকুঠি বাজারের অতি নিকটে। এখানকার প্রান্তত জুতা অনেক স্থানে চালান হয়।

কণ্টাই—মজঃফরপুরের ৪ ক্রোশ দূরে মতিহারী রাস্তার উপর অবস্থিত। এই স্থানেই কণ্টাই নীলকুঠি। সোরার কুঠিও আগে ছিল। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়। এই গ্রামে মিনাপুরের রাস্তা আসিয়া মজঃফরপুরের রাস্তায় মিশিয়াছে।

বেলদান্দ কলান—মজঃফরপুর হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে শীতামাড়ী রাস্তার উপরে অবস্থিত। ইহা পুরাতন বাঘমতী নদীতীরে অবস্থিত। বড় নীলকুঠি আছে।

রাজখণ্ড—মজঃফরপুর হইতে উত্তরপূর্বে ১১ ক্রোশ দূরে এই বৃহৎগ্রাম অবস্থিত। এখানে ভৈরবের মেলা নামক একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় গোক বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে নীলকুঠি আছে। পূর্বে চিনির কারখানা ও চোলাই-খানা ছিল। গ্রামের পশ্চিমে লাখহাড়াই নদী।

কাটুবা বা অকবরপুর—লাখহাড়াই নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে ভগ্নাবশিষ্ট এক যুগ্ম দুর্গ আছে। দুর্গের পরিমাণ প্রায় ৬০ বিঘা, ইহার প্রাচীর ৩০ ফিট উচ্চ। রাজচাঁদ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গাধিপতি ছিলেন। তিনি দরভাঙ্গায় বাইবার সময় স্বীয় পরিবারবর্গকে বলিয়া যান, যদি তাঁহার ধ্বংসা পড়িয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত আনিবে। এক কুখ্যাত রাজার শত্রু ছিল, সে ধ্বংসা

ভাদিয়া ফেলিয়া রাজপরিবারকে সংবাদ দেয়। রাজ-পরিবারবর্গ অল্প চিত্তাশ্রম প্রাণ বিসর্জন করেন।

মধুবাণী—দরভাঙ্গা সহরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্বে এই সহর অবস্থিত। ইহা মধুবাণী উপবিভাগের সদর থানা। এখানে বেশ বড় বাজার আছে; শাক সব্জি ও কাপড় প্রভৃতি পণ্য। সহরের উত্তরাংশে দরভাঙ্গারাজ মধুসিংহের তৃতীয় পুত্র কীর্ত্তিসিংহের বংশাবলী “মধুবাণীর বাবু” নামে খ্যাত হইয়া আছেন। ইহার জবদী পরগণার কতকগুলি গ্রাম রাজসংসার হইতে পাইয়াছেন। এই সহরের ভিতর দিয়া নেপাল যাইবার প্রধান পথ।

ভওয়ারা—মধুবাণী হইতে, এক পোয়া পথ দক্ষিণে এই বৃহৎ গ্রাম অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে একটি দুর্গের ভয়াবশেষ আছে। পূর্বে এই দুর্গে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল। রঘুসিংহ নামে এক ব্যক্তি এই দুর্গে প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। ইনি দরভাঙ্গারাজের বংশোদ্ভব। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার বংশীয় প্রতাপ সিংহ এখানকার বাস তুলিয়া দিয়া দরভাঙ্গায় যান। এখানে একটি মসজিদের ভয়াবশেষ ও খিলাসিযুক্ত এক প্রাচীর আছে। অকবরের সমসাময়িক বাঙ্গালার শাসনকর্তা আলাউদ্দীন এই মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বিরংপুর (বিরটিপুর)—খাজোলি থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এখানেও এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও গৃহপ্রাচীরাদির চিহ্ন আছে। এক স্থানে এক গর্তে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির কতকাংশ আছে। কথিত আছে, মহাভারতোক্ত রাজা বিরটি এই দুর্গে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তেলিরা এই বিরটি রাজাকে স্মৃতি বলে এবং গর্তমধ্যগত শিব-লিঙ্গাংশকে ঘানির মুসল বলিয়া থাকে।

সোরাথ—মধুবাণী হইতে ৪ ক্রোশ দূরে এই গ্রাম। ১০ বৎসর পূর্বে দরভাঙ্গার রাজারা এখানে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহারই নিকট ত্রিহতীর ব্রাহ্মণদিগের বাৎসরিক মেলা হয়। সময়ে সময়ে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়। এই মেলায় বরকর্তা ও কন্ডাকর্তারা পুত্র-কন্ডার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন।

ঝড়ারপুর—মধুবাণীর পূর্বদক্ষিণে ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দরভাঙ্গারাজবংশীয় প্রতাপসিংহের নামে প্রতাপগঞ্জ ও রাজা মধুসিংহের ভগ্নী ত্রীদেবীর নামে শ্রীগঞ্জ এই দুটি বাজার আছে। দরভাঙ্গারাজের সমস্ত সম্ভান এই গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। রাজবংশের অনেকেই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার রাজা প্রতাপসিংহ নিকটবর্ত্তী স্বর্ণগ্রামবাসী মোহান্ত

শিবরতনগিরির প্রসন্নতা লাভ করিতে যান। মোহান্ত ঋণ্যপুরে আসিয়া জটীর একটা শিখা সেই স্থানে দগ্ধ করি বলেন, যে এই গ্রামে বাস করিলে, তাহারই পুত্র সন্তান হইবে। প্রতাপসিংহ তদনুসারে এখানে এক আবাস ঘাট নির্মাণ করেন, কিন্তু বাটী শেষ হইবার পূর্বে অগ্নিকাব্যহার প্রতাপের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ বাটী নির্মাণ শেষ করাইয়া বাস করেন। এই গ্রাম পুরে রাজপুত্রদিগের ছিল। মহারাজ ছত্রসিংহের মহিষী গর্ত্তি হইয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই ঝাড়ীতে ছিলেন বলিয়া ছত্রসিংহ এই গ্রাম কিনিয়া লন। এখানে রক্তমালাদেবীর একটি মন্দির আছে। এই গ্রামে পিতলের ‘পানের বাটা’, ‘গন্ধাঞ্জলী’ নামক জলপাত্র অতি বিখ্যাত।

মাধেপুর (মধ্যপুর)—ইহা বক্রামপুর, হরসিংহপুর গোপালপুরঘাট ও দরভাঙ্গারাতার মিলনস্থলে অবস্থিত প্রাচীন মিথিলার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ইহা মাধেপুর বা মধ্যপুর নামে খ্যাত। মহারাজ মধুসিংহের চতুর্থ পুত্র রমাপতিসিংহ পরগণা প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রামে বাস করেন। ত্রিহত ও পূর্ণিয়ার রাতার উপর এই গ্রাম অবস্থিত বলিয়া কালে ইহা ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতে পারিবে।

বাসদেওপুর—মধুবাণী হইতে ৫ ক্রোশ পূর্বে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহার পূর্বনাম শঙ্করপুর। পরে ইহার নাম শঙ্করপুর গন্ধবার হয়, শেষে বাহুদেবপুর বা বাসদেওপুর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিশদন্তী এইরূপ,—এখানে গন্ধভোর নামে দুই ভ্রাতার বাস ছিল। উভয়েই পরাক্রমশালী এবং নাম মাত্র ত্রিহতরাজের অধীন। ভিলগুয়া পূর্বতীরবর্ত্তী কতকস্থানে গন্ধের জমিদারী এবং কর্ণা নদীর দক্ষিণে ভোরের অধিকার ছিল। ত্রিহতরাজ তাহা দিগকে দমন করিতে না পারিয়া দুই জন বিদেশী দ্বারা তাহা দিগকে বিনষ্ট করেন। হত্যাকারীরা যে যাহাকে হত্যা করে সে তাহারই জমিদারী পুরস্কার পায়। গন্ধহস্তার বংশধরে “গন্ধমারিয়া” ও ভোরহস্তার বংশীরেরা “ভোরমারিয়া” আখ্যালাভ করে। “গন্ধমারিয়া” বংশ শঙ্করপুরে ও ভোরমারিয়া বংশ সিংহিয়া গ্রামে বাস করে। এই হইতে শঙ্করপুর গন্ধবার নামে খ্যাত হয়। মহারাজ ছত্রসিংহ বিবাহ কালে এই গ্রাম ঘোড়ক পান। মহারাজী ছত্রপতিজী এই গ্রাম মৃত্যুকালে নিজ মধ্যম পুত্র বাহুদেবকে দিয়া যান। ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর কুদরসিংহ রাজা হইয়া বাহুদেবকে জরাইল পরগণা দান করেন, কিন্তু তিনি এই রাজ্য দাবী করার বিবাদ বাধে, শেষে কুমার বাহুদেব জরাই

পরম্পরা গ্রহণ না করিয়া মাতৃদত্ত শঙ্করপুরের নাম পরি-
বর্তন ও স্থানমে অভিহিত করিয়া তথার গিয়া বাস করেন।

মীর্জাপুর—মধুবাসী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বাজারে নেপাল তরাই হইতে পশু আসিয়া থাকে। এখান হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপূর্বে বলরাজার ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ আছে। সেই গ্রামের নাম ও বল-
রাজপুর। দুর্গের দৈর্ঘ্য ৪ শত গজ ও বিস্তার ২ শত গজ।
বলরাজা কে ছিল, তাহা জানা যায় না।

জয়নগর—নেপালসীমান্তবর্তী। এখানে এক মুন্সর দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পাঁছাড়ীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য এক মুসলমান এই দুর্গ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। দুর্গ নির্মাণের সময় ভূমধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়ায় এইস্থান অন্ততর বলিয়া গণ্য হয়। সম্ভবতঃ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গা-
লার শাসনকর্তা আলাউদ্দীন কামরূপ হইতে বেতিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ করান, ইহা তাহারই মধ্যে একটা হইবে। নেপালযুদ্ধের সময় এখানে ইংরাজের স্বত্বাবার ছিল। এই গ্রামে নীলকুঠি ও চিনির কারখানা আছে।

শিলানাথ—জয়নগরের নিকটে কমলাতীরে শিলানাথ গ্রাম। বৈশাখে এখানে পক্ষকালব্যাপী এক মেলা হয়। এই মেলায় ত্রিহুতের শস্ত, গবাদি পশু এবং নেপাল হইতে লোহপাণ্ড, কুঠার, তেজপাত ও মুগনাভি আসে। মেলায় শিলানাথ শিবদর্শনে পূর্বে অনেক সন্ন্যাসী আসিত, কিন্তু কমলাগর্ভে সে মন্দির ও প্রতিমা লোপ হয়, সন্ন্যাসীরা আর বড় আসে না।

ককরোল—দরভাঙ্গা হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে এই গ্রাম। এখানে ত্রিহুতীয় যোগা ব্রাহ্মণের বাস অধিক, কুকি কাপড়ের জুতা এই স্থান খ্যাত। নেপালীরাই এই কাপড় বেশী ব্যবহার করে। হুসেনপুর নামক এক পল্লীতে কপিলেশ্বর মহাদেবের এক মন্দির আছে। প্রবাদ—পুরাণোক্ত কপিলমুনির বাস এখানে ছিল, তিনিই এই শিবপ্রতিষ্ঠাতা। মাঘমাসে এখানে এক মেলা হয়, মেলায় কুকি কাপড়, পিতলের বাসন, শস্তাদি বিক্রীত হয়। এখানকার পুন্ডরীকীতে মোহনা নামে এক প্রকার বাঁহ ফল জন্মে।

দরভাঙ্গা—ত্রিহুতের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ নগর। ইহা ছোট বাঘমতীর পূর্বতীরে ২৬°১০'২" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫°৫৬'৩৯" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ইহা একটা উপবিভাগীর সদর থানা। [দরভাঙ্গা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জিমচ—দরভাঙ্গা হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বে কমলাতীরে একটা গ্রাম। এখানে কার্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমার একটা

মেলা হয়। পুজাধিনী হিন্দুসম্প্রদায় এই সময়ে আসিয়া কমলায় স্থান করেন। তাহাদের বিশ্বাস, স্নানে তাহাদের বক্ষ্যাবদৌ দূর হইবে।

লেখরা—এখানে তিনটা বৃহৎ দীঘী আছে। ষোড় দৌড় নামে এক দীঘী ২ মাইল দীর্ঘ। দরভাঙ্গার এক রাজা শিব-
সিংহ এই পুন্ডরীকী খনন করিতে মনস্থ করিয়া এক হস্তে জলপূর্ণ ঝারি লইয়া জল ফেলিতে ফেলিতে ষোড় ছুটাইয়া দেন। কথা ছিল, যেখানে ঝারির জল ফুরাইবে, দীর্ঘিকাটা তত বড় দীর্ঘ হইবে। সেই দীর্ঘিকা এই। এখন তত জল নাই। এক পার্শ্বে সামান্য জল আছে, অস্তান্ত অংশে চাষ বাস হইতেছে। কমলা নদী হয় ত কোন সময়ে এই দীর্ঘিকার নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং ইহার সমস্ত জল বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটে ১৩ বিঘা জমীতে শিবসিংহের আসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

সিংহিয়া—বহেরা হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে সিংহিয়া গ্রামে করাই নদীর তীরে একক্রোশ দূরে মঙ্গল নামক দুর্গ আছে। এই গড়ের পরিধি প্রায় দেড় মাইল। ইহার চতুর্দিকে ৩০৪০ ফিট উচ্চ মুগ্ধ প্রাচীর। তাহার পরগতীর খাদ আছে। মঙ্গল-
গড়ের ভিতরে এখন কোন অট্টালিকা নাই, জমীতে চাষ বাস হয়, তবে ১৮ ফিট ২ ফিট লম্বা ইষ্টক যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না; প্রবাদ এই যে বলরাজা এই দুর্গাধিপতি রাজা মঙ্গলকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করেন। গড়ের পূর্বাংশে নীলকুঠি হইয়াছে।

আহিয়ারী—কামটোল গ্রামের দক্ষিণপূর্বে এই বৃহৎ-
গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী। বৈশাখ মাসে এখানে অহল্যাহান বা সিংহখর নামক ছানে এক মেলা হয়। মেলা একদিন থাকে। প্রায় ১০ হাজার লোক জড় হয়। এই মেলায় কেনা বেচা কিছু হয় না, কেবল পুণ্য কার্খ্যের অন্নষ্ঠান হয়। যাত্রীরা এখানে আসিয়া প্রথমে দেবকালী নামে এক পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে। তৎপরে একখানি প্রস্তরে এক পদ চিহ্ন দেখিতে আসে। ইহা সীতার (রামের ?) পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই উপর এক মন্দির আছে, সেই মন্দিরকে অহল্যা-
স্থান বলে। রামায়ণের অহল্যাগোতম সংবাদ হইতে এই তীর্থের উৎপত্তি কথিত হয়। এখানে দরভাঙ্গারাজের নির্মিত এক বৃহৎ উচ্চ ঠাকুরবাটা আছে।

মালীনগর—ছোট গড়ের উত্তর তীরে একখানি গ্রাম। এখানে রামনবমীর দিন হইতে পাঁচ দিনব্যাপী এক মেলা হয়, তাহাতে ২ হাজার হইতে ৪ হাজার পর্য্যন্ত লোক জড়

হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই নিকট “রামনবমী” নামে উক্ত মেলা হয়। শিব নামে একজন মধ্যবিত্ত বেগিয়া ছিলেন। গুরুর উপদেশে তিনি এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশীয়েগা কাণে ধনী হইয়া, উঠিল এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই বংশীয় বাবু নন্দীপংসিহ গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুসা জমিদারীই ইহাদের। এই বংশের কঠোর মতানুসারে শিবের পুরোহিত নির্ধারিত হয়।

পুসার মালীনগর ও বখতিয়ারপুর নামে গবর্মেণ্টের দুইখানি থান গ্রাম আছে। মালীনগর পূর্বে দরভাঙ্গারাজের মিলকিয়তের মধ্যে গণ্য ছিল। এখানে পূর্বে গবর্মেণ্টের ঘোড়ার শাবকাদি উৎপাদন ও পালনের স্থান ছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখানে অহিফেন ও কুসুমফল আবাদ হইতেছে।

সীতামাড়ী—লাখহাড়াই নদীর পশ্চিম তীরে ২৬°৩৫' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°৩২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এই সহর অবস্থিত। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। ইহা সীতামাড়ী উপবিভাগের সদর থানা। সর্ষপাদি তৈলকর শস্ত, ধাতু, গোচন্দ্র ও নেপালের জব্বাদিই এখানকার প্রধান বাণিজ্য জব্য। সখোয়া নামক কাঠ বর্ষাকালে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া আসে। সোরা ও অনাও নামক পৈতা এদেশের বিখ্যাত। চৈত্রমাসে এখানে এক পক্ষ কাল মেলা হয়। মেলায় মধ্যে রামনবমীর দিনই খুব উৎসব হয়। সকল প্রকার পণ্যজাত আমদানী হয়, তন্মধ্যে সেবাজের জব্বাদিই প্রধান। হাতী বোড়াও বিক্রয় হয়, কিন্তু মাড় বিক্রয়ের জন্তই এই মেলা প্রসিদ্ধ। সীতামাড়ীর ষাঁড় খুব উৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে,—সীতামাড়ীই রাজর্ষি জনকের কবিত যজ্ঞভূমি। এই স্থানেই সীতার জন্ম হয়। লাক্ষণের যে খাদে সীতার উৎপত্তি হয়, তাহা এখন একটা পুষ্করিণী হইয়া রহিয়াছে। আবার কাছারও মতে নিকটবর্তী পনোর নামক স্থানে সীতার জন্ম হয়। সীতামাড়ীতে সীতার মন্দির আছে; এই মন্দিরের নিকট হুমান, শিব, দাশী প্রভৃতির আরও ৮টা মন্দির আছে।

শিওহর (শিবহর)—সীতামাড়ীর ৮ ক্রোশে দক্ষিণ-পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে বেতিয়ারাজের এক জ্ঞাতি রাজা আছেন। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গ্রামে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পনোরা—সীতামাড়ীর তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, এই

স্থান সীতাদেবীর জন্মভূমি বলিয়া খ্যাত। এখানে এক বৃহৎ মুগ্ধর রাক্ষস ও বানর মূর্তি আছে। তাহা হুমান, ও রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য বলিয়া খ্যাত। রাক্ষস মূর্তির ছুটি মস্তক। এই প্রতিমাদ্বয়ের নিকট এক মোহান্ত বাস করেন। প্রতি বৎসর পুতলিকাধরের অঙ্গরাগ হয়।

দেবকাসী—শিবহর গ্রামের ২ ক্রোশ পূর্বে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে ফাঙ্কন মাসে এক মেলা হয়। এখানে এক বৃহৎ উচ্চ শিবমন্দির আছে। এই শিবের মাথায় জল দিতে বহুদূর হইতে যাত্রী আসে।

ভৈরাগিয়া—উত্তর সীমান্তবর্তী একটা স্থান। এখানে এক বৃহৎ বাজার আছে। নেপালী ও পাহাড়ী বণিকেরা এই গ্রামের হাটে আসিয়া পণ্যজাত বেচিয়া চলিয়া যায়। ইহার দক্ষিণে নেপালী বা পাহাড়ীরা যায় না।

বেলা মোচপকাউনি—এই গ্রামের নাম বেলা, কিং এখানকার জল বড় মন্দ। এখানে জল পান করিবার মধ্যে গোপে লাগিয়া কাল পোপ ধুসর হইয়া উঠে, একজ্ঞ গ্রামের নামের সহিত “মোচ পাকাউনি” শব্দ সংযুক্ত হয়।

হাজীপুর—গুণ্ডকের উত্তরতীরে ২৫°৪০'৫০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৫°১৪'২৪" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ইহা হাজীপুর উপবিভাগের সদর থানা। লোকসংখ্যা প্রায় ২২০০ হাজার। ইহা পাটনা সহরের বিপরীতদিকে অবস্থিত ও তিন দিকে নদী থাকায়, জেলার মধ্যে ইহা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটা দুর্গ, কতকগুলি সরাই, মন্দির ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে। দুর্গের মধ্যে একটা সরাই আছে, তাহাতে নেপালের মন্ত্রী মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। সরাইয়ের মধ্যে একটা বিত্তল বৌদ্ধধর্মের মন্দির আছে। ইহার সখোয়া কংঠের কারুকার্য ও জটিলিকার কার্য সমুদয় প্রশংসার যোগ্য। সমস্ত মন্দিরটিকে একটা গিলটী করা গেটি আছে। ইহা ৩০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। সোণপুরঘাটের নিকট জামিনমসজিদ নামে এক প্রস্তর নির্মিত মসজিদ আছে। হাজীনিয়া নামে এক ব্যক্তি প্রায় ৫ শত বৎসর পূর্বে এই সহর ও এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মিনাপুর হাজীপুরের বাজারে আর দুটা মসজিদ আছে। মিনাপুর মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার নাম ইমামবক্স। সহরের পশ্চিমে রামমন্দির প্রবাদ আছে যে, জনকপুর বাইবার রায় রাম এইখানে ছিলেন। তাহার অবস্থিতিস্থানেই এই মন্দির নির্মিত হয়। এখন সারণ জেলায় যে শোণপুর মেলা হয়, তাহা আগে হাজীপুরে হইত। উক্ত মেলায় নদী

হাগল হানা (বলি রূপে) কেলিরা দিবার বে নিয়ম ছিল, তাহা এখনও গওকের উত্তরভীমে অর্থাৎ হাজীপুরেই হইয়া থাকে। পূর্বে যে দুর্গের ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাও হাজীহেলিয়াস্ কর্তৃক ৩৬০ বিঘা জমীর উপর নির্মিত।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অকবরের এক সেনাপতি মজঃফর খাঁ আফগান বিজোহীদের হস্ত হইতে হাজীপুর উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি নদীভীমে ভ্রমণকালে শত্রুহস্তে পতিত হন। দুই বৎসর পরে সুলেমান-কররাণির কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ পাটনার দুর্গ ধ্বংস করেন। খাঁ খানানের উপর দাউদকে দ্রুত করিবার ও বিহারশাসনের জন্ত দিল্লী হইতে আদেশ হয়। দাউদ হাজীপুর দুর্গে আশ্রয় লন, মোগল সেনা দুর্গ অবরোধ করে। অকবর এই সংবাদ পাইয়া নিজে পাটনা অভিমুখে আগমন করেন। তিনি তিন হাজার সৈন্য লইয়া হাজীপুর-গড় অধিকার করিতে মনস্থ করেন। হাজীপুরের জমীদার রাজা গজপতি সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করেন। দুর্গাধিপতি আফগান ফতেখাঁ বাড়ী নিহত হন এবং আরও অনেকে বিনষ্ট হয়। সকলের মস্তক দাউদের নিকট প্রেরিত হয়, উদ্দেশ্য এই যে তিনি তদ্বারা নিজের পরিণাম বুঝিতে পারিবেন। অকবর নিজে দুর্গ দেখিতে যান ও পঞ্চপাহাড়ীর উপর উঠিয়া দুর্গ দেখিয়া আসেন। হিন্দুরা ইষ্টকদ্বারা এই পঞ্চপাহাড়ীর টলা ৫টি নির্মাণ করেন। ৫দিন পরে দাউদ বাঙ্গালা হইয়া উড়িষ্যা পলায়ন করেন। সেখানে পরাস্ত হইয়া মর্কি করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার বিজোহী হইয়া মোগলসৈন্যকে হাজীপুর হইতে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু শেষে মজঃফর খাঁ তাঁহাকে বিশেষরূপে পরাজিত করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বিজোহী আরব বাহাদুর এই দুর্গে আশ্রয় লন। হাজীপুরের দেওয়ান মোল্লা তানিয়াব কর্তৃক তিনি নিজ জায়গীর হারাইয়া বিজোহী হন। মোল্লা মজদী (জমীন্দার), পরখোস্তম (বকশী) ও সম্শের (খালিশা) আরব বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন করেন। আরব বাহাদুর শেষে পরখোস্তমকে বিনাশ এবং প্রায় সমগ্র বিহার প্রদেশ হস্তগত করেন, কিন্তু পাটনার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হাজীপুরদুর্গে আশ্রয় লন। মহাবাজ খাঁ একমাস চেষ্টার পর তাঁহাকে এখান হইতে তাড়িত করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে মরন খাঁর জৈনক সেনাপতি খবিতা এখানে পরাজিত হন। এই হাজীপুরই সরকার হাজীপুরের প্রধান সহর ও ভবন ইহাতে ১১টি পরগণা ছিল। তাহার কয়েকটি এখন মূলের জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

লালগঞ্জ—গওকের পূর্বভীমে হাজীপুরের উত্তরপূর্বে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বিখ্যাত সহর। ইহারই কিছু দূরে সিংহিয়া নীলকুঠি। এই কুঠি ত্রিহত জেলার অতি প্রাচীন কুঠি। পূর্বে ওলন্দাজেরা এই কুঠিতে সোরার কারবার করিত। ত্রিহতে যুরোপীয় কুঠির মধ্যে দুইটি আদি ও পুরাতন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কুঠি ও ইহার সংলগ্ন ১৪ বিঘা জমী অগরাধ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে একশত টাকায় বিক্রয় করেন। এই বিক্রয়ের দলীল আজিও বর্তমান আছে। অগরাধ সরকারের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্নমেন্ট কিনিয়াছেন।

শস্ত্রাদি—আম, কাঁঠাল, পেঁপে, বেল, নেবু, পিচু, আনারস, কলা, পেয়ারা ও আম যথেষ্ট। পুষ্করিণীতে মোখানাকল জন্মে, পাকিলে ভাজিয়া খায়।

ধান্য ত্রিবিধ—আউশ বা ভাদই, অঘানী বা হৈমন্তিক এবং শাঠী বা গামড়ি। গম, যব, ছোদ্দা, জই, কোদো, মক্কা, মাড়ুয়া, কাউনি, শ্রামা, চীন, জনার প্রভৃতি জন্মে। অড়র, খেসারি, মুগ, মসুর, আলু, ডিল, তিসি, রেড়ি, তুলা, পান, ইক্ষু, তামাকু, অহিফেন, নীল, কুহুমুল প্রভৃতি এখানকার লাভকর কৃষি। খনিজের মধ্যে সোরার কাঠাই বিস্তৃত।

শাসনবিভাগ।—ত্রিহত জেলা আপাততঃ মজঃফরপুর ও দরভাঙ্গা এই দুই জেলার বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক জেলার তিনটি উপবিভাগ আছে। এই ছয় উপবিভাগে বা পূর্বতন ত্রিহত জেলায় সর্বস্বত্ব এখন (১) আহিলবার (২) আহিস্ (৩) অকবরপুর (৪) আলাপুর (৫) বাবরা নং ১ (৬) বাবরা নং ২ (৭) বাবরা তুর্কী (৮) বাদে-ভুসারি (৯) বাহাদুরপুর (১০) বালাগাছ (১১) বানুমান (১২) বরৈল (১৩) বসোত্রা (১৪) বেরাই (১৫) ভদ-বার (১৬) ভালা (১৭) ভরবারা (১৮) ভোর (১৯) বিচোর (২০) বোচুহা (২১) চক মণি (২২) ধরোর (২৩) চোড়ন বাঙ্গরা (২৪) দিলবারপুর (২৫) কথরা-বাদ (২৬) করথপুর (২৭) গদেখর (২৮) গড়চান (২৯) গরজোল (৩০) গৌর (৩১) গোপালপুর (৩২) হাজীপুর (৩৩) হামিদপুর (৩৪) হাটি (৩৫) হুবিলা দরভাঙ্গা (৩৬) হাবি (৩৭) হিরনি (৩৮) জবদী (৩৯) জাহাজীরাবাদ (৪০) জখলপুর (৪১) জাখর (৪২) জাহাইল (৪৩) কাথরা (৪৪) কনুহোলি (৪৫) কস্মা (৪৬) থন্দ (৪৭) খুরসন্দ (৪৮) লাছারারী (৪৯) লোবান (৫০) মহিলা (৫১) মহিলা জিলা তুর্কী (৫২) মহিন্দ (৫৩) মকরবপুর (৫৪) মড়বা

কলা (৫৫) মড়বা খুর্দ (৫৬) ননপুর (৫৭) নারায়ণ
(৫৮) নূতন (নোতন) (৫৯) নিজামউদ্দীনপুর খেঁগয়া
(৬০) ওধরা (৬১) পজি (৬২) পছিম (পশ্চিম) ভিগো,
(৬৩) পজি (৬৪) পরহারপুর অন্ধী (৬৫) পরহারপুর
মোরাস (৬৬) পরহারপুর রাধো (৬৭) পিতারুজ (৬৮) পিদি
(৬৯) পুরব (পূর্ব) ভিগো (৭০) রামচান্দ (৭১) রতি
(৭২) সহোরা (৭৩) সলিমাবাদ (৭৪) সলিমপুর মহাবা
(৭৫) সরাই হামিদপুর (৭৬) সরেসা (৭৭) শাহজাহানপুর
(৭৮) তাজপুর (৭৯) তপ্পা ভাতশালা (৮০) তরসোন
(৮১) তিরয়ানী (৮২) তিলকচাঁদ (৮৩) তিরসত
(৮৪) চাকলা নাই—এই ৮৪টা পরগণা।

সিপাহী বিদ্রোহ।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সংবাদ আসিল,
দিল্লীবিদ্রোহে উদ্বৃত্ত কতকগুলি বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিহতে
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখানকার ইংরাজেরা পূর্ব
হইতে আশঙ্কিত হইয়া রক্ষার উপায় খুঁজিতেছিলেন।
ধনীলোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গকে অস্ত্র পাঠাই-
বার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে শুনা
গেল, ওয়ারিস্ আলী নামে একজন পাহারাওয়াল (দিল্লীর
বাদশাহবংশের তাহার জন্ম) পাটনার মুসলমানগণের সহিত
'এ সম্বন্ধে পত্রাদি লেখালেখি করিতেছিল। একজন নব্য যুবক
সিভিলিয়ান ও ৪ জন নীলকর সাহেব ইহাকে ধরিতে
যান এবং পাটনা ও গয়ার মধ্যবর্তী কোনস্থানের এক বিখ্যাত
বদমাইসকে এ সম্বন্ধে যখন সে চিঠি লিখিতেছিল, সেই
সময়ে সেই চিঠিভুক্ত ইহারা তাহাকে ধরেন। ওয়ারিস্
আলির ফাঁসি হয়। তৎপর দিন সৈন্তগণ একত্রিত হুপিয়া
উঠে। জরীফ খাঁ তাহাদের অধিনায়ক হইয়া মুন্সের ডাক
মারে ও কালেক্টরের বাড়ী লুণ্ঠ করে, পরে রাজকীয় কোথা-
গার আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশ ও নাজিবেরা তাহাদিগকে
তাড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহীরা আলীগঞ্জ সেবানে পলায়ন
করে। এতদ্ভিন্ন আর কোন গোল মাল হয় নাই। তবে
আশঙ্কা ন্যূনাবিধ হইয়াছিল।

ত্রিহত ও পার্শ্ববর্তী কয়েক জেলার কিয়দংশই পৌরাণিক
দিল্লীরাজ্য। [ত্রিহতের প্রাচীন ইতিহাস মিথিলাশব্দে ত্রিহত]
ক্রীড়া, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার।

ক্রীড় (ত্রি) ত্রয় ইষবঃ পরিমাণমত কন্ তত লুক্। বাণজয়-
পরিমিত স্থান।

ক্রীড়ক (ক্রী) ত্রয় ইষবো যজ কপ্। বাণজয়ন্ত ধম্ব।
"ক্রীড়কং ধম্বদক্ষিণ" (কাভ্যং শ্রৌ ২৫৪৪৭) "ত্রিহত-
ত্রিহতঃ ধম্বদক্ষিণ" (সং ব্যাং)

ক্রীড়ক (পুং) ত্রিহতঃ অগাদিক্রীড়া ইষ্টক। যত। অমিভেদ।

"সএস ক্রীড়কোহিঃ। অগেগক। যজুরেকা সামিক। ততঃ,
কামিত্যাদি" (শত্ৰু ব্রা ১০৫২২১১)

ক্রীড় (ক্রী) ক্রীড়্যতে ক্রীট-ইন্ সচ কিৎ (ইতপথ্যৎ কিৎ।
উণ্ ৪২১৮) ১ স্ক্রল্লা, ছোট এলাচ। ২ অন্ন। ৩ সংস্র।
৪ কালভেদ, হুস্বাক্ষরের চতুর্ভাগগ্রহণাত্মক কাল, অণ-
ধম্বাত্মক কাল।

"অণু বৌ পরমাণুঃ স্তাৎ তসরেণুত্বঃ স্মৃতঃ।

আলার্করমধ্যবগতঃ ধমেবাহুপ্ততরগাৎ।

তসরেণুত্বকং ভুঙ্কতে যঃ কালঃ সঃ ক্রীড়ঃ স্মৃতা ॥"

(ভাগ ৩।১১৫)

দুই পরমাণুতে এক অণু হয়, তিন অণুতে একটী
ত্র্যসরেণু। গনাক্ষরার দ্বিতীয় অক্ষর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে
তন্মধ্যে এই ত্র্যসরেণু প্রত্যক্ষ হয়, অক্ষর-কিরণবোশে
অতিশয় লঘু হেতু নাহা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া
আকাশগামী হয়, তাহাই ত্র্যসরেণু। ঐরূপ তিন ত্র্যস-
রেণুতে যে কাল ভোগ করে, তাহার নাম ক্রীড়। ক্রীড়
কালকে শতভাগ করিলে এক বেধ, তিন বেধে এক লব,
তিন লবে এক নিমেষ ও তিন নিমেষে এককণ হয়।

(ভাগ ৩।১১ অ)

৫ কুমারাহুতর মাতৃভেদ। ৬ অবয়বাবির হীনতা।

ক্রীড়িত (ত্রি) ক্রীড়-ক্। ১ ছিন্ন, কতিত। ২ ভগ্ন। ৩ খলিত
৪ আহত। ৫ আঘাতিত।

ক্রীড়িবীজ (পুং) কচ্। (শব্দমাং)

ক্রীড়িস্বীকার (পুং) ক্রীড়ানাং স্বীকারঃ। দেবীস্বীকার,
ন্যূনতাস্বীকার।

ক্রীড়িশস্ (অব্যং) ক্রীড় বীপ্সার্থে শস্। ক্রীড় ক্রীড়, অত্যন্ত
ক্রীড়।

ক্রীড়ী (ক্রী) ক্রীড়লা, ছোট এলাচ।

ক্রীড়াদিমণ্ডুর (ক্রী) পাণ্ডুরোগাধিকারে রসজ্ঞসার-সংগ্রহোক্ত
ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—অষ্টশুণ্ণ গোমুত্রে মণ্ডুর গাণ
করিয়া শোধন করবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিটা,
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, বিড়
এই সকলের সমান উক্ত মণ্ডুর মিশ্রিত করিতে হইবে।
দুই তোলা পরিমাণ দোলের সহিত সেবন করিলে অর্থাৎ
এবং অম্লপান বিশেষে হলীমক, পাণ্ডুর, অর্শ, শোথ, উরুভ, কামলা ও কুস্তকামলা আরোগ্য হয়। (রসজ্ঞসারসংগ্রহোক্ত)
ক্রীড়াদিলোহ (ক্রী) শোধাদিকারে রসজ্ঞসারসংগ্রহোক্ত
হোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

৩ষ্ঠ, পিপুল, মরিচ ও ববকার সমভাগ লৌহ মিশ্রিত করিয়া ত্রিকলার কাথের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ রোগ আরোপ্য হয়। (রসেন্সসারসং শোধটি°)

ত্রেতাযুগাদ্যলৌহ (ক্লী) ছোল্যারোপাধিকারে রসেন্সসারসংগ্রাহক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—

৩ষ্ঠ, পিপুল, মরিচ, ভাঙ্গ, চই, চিতা, বিটলবণ, উজ্জ্বলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্জ লবণ এই সকল সমভাগে একত্র করিবে এবং এই সকলের তুলা লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃত অম্লপানের সহিত সেবন করিলে মেদরোগনাশ, বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন, মেহ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। (রসেন্সসারসং ছোল্যটি°)

ত্রেতা (ক্লী) জীন্ ভেদান্ এতি প্রাপ্তোক্তি° বা ত্রিধামিতা পুষো° সাধুঃ। ১ অগ্নিত্রয়,—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই সমুদিত অগ্নিত্রয়। বেদবিদ্যু মুনীগণ অগ্নিকে তিনবার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এইজন্ত অগ্নি ত্রেতাঋ প্রাপ্ত হইয়াছিল। “ত্রিধা প্রণীতোজলনো মুনিত্রিবেদপারগৈঃ।

অতস্তেতাঋমাপরো যদেকত্রিবিধঃ কৃতঃ॥” (হরিবংশ ২০৫।৫)

মহারাজ ইলানন্দন একটা অরণী নির্মাণ করিয়া শমীবৃক্ষ হইতে অগ্নিময়নপূর্বক ত্রিধা বিভক্ত করেন এবং ঐ অগ্নিতে নানাবিধ ধ্বজের অমুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে মহারাজ গন্ধর্ষগণের সালোক্য প্রাপ্ত হন। পূর্বে একমাত্রই অগ্নি ছিল। গন্ধর্ষগণের বরপ্রসাদে মহারাজ তাহাকে ত্রিধা বিভক্ত করেন; এই অবস্থিই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে। (হরিব° ২৬।৪৫—৪৬)

২ দ্যুতবিশেষ, বরাটকের (কড়িখেলার) মধ্যে তিনটা কড়ি চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়।

যে পাশা দ্বারা দ্যুতক্রীড়া হয়, তাহার যে পাশার মধ্যে তিনটা চিহ্ন আছে, সেই পাশা উত্তান ভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া পড়িলে ত্রেতা হয়। “ত্রেতয়া জুতসর্কঃ” (যুদ্ধকটিক)

১ সত্য ও হাপর যুগান্তরবর্তী যুগভেদ, কার্তিক মাসের শুক্লাবতী তিথিতে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি হয়, এইজন্ত কার্তিক মাসের শুক্লাবতী অতিশয় পুণ্য তিথি; এই ত্রেতাযুগে ভগবান, বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই যুগে পুণ্য ত্রিপাদ, পাপ একপাদ। এই সময় পুঙ্করই প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণ সকল সাম্বিক, শ্রোগ অর্হিগত, মানবের পরিমাণ চতুর্দশ হস্ত, পরমাযু দশ হাজার বৎসর, ব্যবহার্য্য রোপ্য পাত, এই যুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০। এই সময়ে ধ্যেবাংশীয় বাহক, সগর, অশ্বমান, অসমজা, দিলীপ, ভগী-

রথ, অজ, দশরথ, শ্রীরামচন্দ্র ও কুশী লব ইহারা রাজচক্রবর্তী। এই কালে লোক সকল দানধর্মপরায়ণ, ব্রাহ্মণ সকল সাম্বিক ও ব্রাহ্মণ বজ্রপরায়ণ হইবে। এই সময় ভারত ব্রহ্ম নাম—

“রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুহৃদনঃ।

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হুয়ে বৈকুণ্ঠ বামন॥” (পঞ্জিকা)

ত্রেতাযুগে দিব্যমান ৩০০০ বৎসর, সন্ধ্যামান ৩০০, সন্ধ্যাংশ ৩০০, মোট ৩৬০০; মানুষদিগের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ১২৯৬০০০ বর্ষ হয়, অতরাং ত্রেতাযুগের বর্ষ ১২৯৬০০০।

“চত্বার্ব্বিংশঃ সহস্রাণি বর্ষাণ্যন্ত কৃতং যুগং।

ভুত তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥

ইতরেযু সসন্ধ্যোযু সসন্ধ্যাংশেযু চ ত্রিযু।

একাপারেন বর্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥” (মহু)

ত্রেতাযুগে রাজা সকল প্রজাদিগকে অপত্য নির্বিশেষে পালন করেন, এইজন্ত অগ্নিতে তাহারা স্নানগামী হন। ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলেই ধর্মের এক পদ হীম হয়, লোক সকল অন্ন ক্লেবাসিত, অনেক লোক দয়াদু এবং কেহ আশ্রম ধর্ম অতিক্রম করে না, যাগযজ্ঞপরায়ণ, বিদ্যুধ্যানরত, ক্ষত্রিয় সকল ভূম্যধিকারী, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সেবাতৎপর, ব্রাহ্মণগণ উদারচিত্ত, বেদবেদান্তপারগ, প্রভি-গ্রহনিরত, সত্যসন্ধ, ক্ষিতেন্দ্রিয় ও বিদ্যুসেবী। সকল ক্রীপতিরতা ও পুত্রগণ পিতৃভক্তিপরায়ণ ও বসুন্ধরাশ্রয়শালিনী। (পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার।) মহুর মতে, এই যুগে আয়ুর পরিমাণ কাল তিন শতবর্ষ।

মহানির্কণতন্ত্রে লিখিত আছে,—সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগে মর্ত্যালোক বেদোদিত সকল কর্ম সম্যকরূপে সাধন করিতে সমর্থ হইবে না। এই সময় বৈদিক কর্ম বহু ক্লেশকর হইবে, বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল স্মৃতিরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই সময় ঘোর সংসার সাগরে শিবই একমাত্র ভর্তা, পাতা, উদ্ধর্তা ও একমাত্র প্রভু।

“দ্বাং বিনা কোহপি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে।

ভর্তা পাতা সমুদ্ধর্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভু॥”

(মহানির্কণতন্ত্র)

ত্রেতায় (পুং) ত্রেতাণাং একোহয়ঃ। দ্যুতভেদে, পাশা খেলার মধ্যে একখানি পাশা বা কড়ি খেলার মধ্যে একটা কড়ি।

ত্রেতাযুগ (ক্লী) ত্রেতৈব যুগং। দ্বিতীয় যুগ। [ত্রেতা দেখ।]

ত্রেতাযুগাদ্যা (ক্লী) ত্রেতাযুগন্ত আদ্যা তিথিঃ। কার্তিক মাসের শুক্লাবতী, এই দিনে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়।

ত্রেতিনী (ক্লী) ত্রেতা অন্ত্যত্র ইনি ক্লীপ। ত্রেতাধিসাধ্য

ক্রিয়া, দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীর এই অধিভরসাধ্য ক্রিয়া। “উজ্জা যন্ত্রে ত্রৈতিনী ভূতঃ” (শ্লোক ১০।১০৮২)
 ত্রৈধা (অব্য) ত্রিপ্রকারং ত্রি-এখাচ্ সংজ্ঞায়াং বিধার্থে ধা। (পা ৫।৩।৪২) ইতি-ধা। (এখাচ্। পা ৫।৩।৪৩) ত্রিপ্রকার, তিন-বার। “ইদং বিষ্ণুর্বিটক্রমে ত্রৈধা নিদধে পদং” (শ্লোক ১।২২।১৭)
 “একত্রেধা বিহিতো জ্ঞাতবেদাঃ” (অথর্ব ১৮।৪।১১)
 ত্রৈংশ (ক্ৰী) ত্রিশদধায়াঃ পরিমাণমন্ত ব্রাহ্মণস্ত ড। ত্রিশ-দধায়পরিমিত ব্রাহ্মণভেদ।
 ত্রৈককুদ (ক্ৰী) ত্রিককুদ নাম পুরুষঃ তত্র ভব অণ্। সৌবীরাজন। “ত্রৈককুদাজ্ঞেননাভাবোহুদা” (কাত্য। শ্রৌ ৭।২।৩৪)
 ‘ত্রিককুদপুরুষঃ তত্র ভবঃ অজ্ঞানং ত্রৈককুদং সৌবীর-মিতি যৎ প্রসিদ্ধং’ (কুরু) ইহার নাম হুশ্রী।
 [অজ্ঞান দেখ।]
 ত্রৈককুভ (ক্ৰী) ত্রিককুভ অণ্। ১ উদানবায়ুদধকীয়। ২ নবরাত্রিসাধ্য যজ্ঞভেদ। [ত্রিককুভ দেখ।]
 ত্রৈকণ্টক (ত্রি) ‘ত্রিকণ্টকঃ লঘুগর্গমৎস্ত ততঃ পরিমাণে রজতাদিত্যং অঙ্ক। লঘুগর্গমৎস্তের পরিমাণ।
 ত্রৈকালজ্ঞ (ত্রি) ত্রিকালজ্ঞ-অণ্। ত্রিকালজ্ঞ সৎক্ষীয়, যাহারা ত্রিকাল বিষয় অবগত আছেন, তৎসৎক্ষীয়।
 ত্রৈকালিক (ত্রি) ত্রিকালে ভবঃ ঠঙ্। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালবর্তী। “ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রোহুতং তথেষ্পিতং।” (ভারত শা ৩৪২ অ°)
 ত্রৈকাল্য (ক্ৰী) ত্রিকাল অর্থ্যে য্যঙ্। ভূতাদি তিনকাল, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল।
 ত্রৈকূটক, চেদিরাজ্যে কলচুরি বংশের সমসাময়িক কালে ত্রৈকূটক বংশ বা ত্রিকূটক বংশ রাজত্ব করিতেন। এ পর্য্যন্ত এই বংশীয় ধরসেন নামে একজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ২০৭ সপ্ততে প্রদত্ত একখানি তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঐ অক্ষ চেদিমৎস্রাজ্যপক। তাহা হইলে ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরসেন বর্তমান ছিলেন। (২৪২ খৃষ্টাব্দে চেদিমৎস্র প্রতিষ্ঠিত হয়।) ত্রিকূটকরাজ্যদিগের স্থাপিত একটা অক্ষ প্রচলিত ছিল। ত্রিকূটকদিগের ২৪৫ অব্দে প্রদত্ত আরও একখানি তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে “ত্রিকূটকানাং প্রবর্তমান-রাজ্য সৎস্তে” এইরূপ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বংশীয় কোন রাজার নাম নাই। রাজা ধরসেন অখমেধ যজ্ঞ করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে। এতদ্বারা প্রমাণ হয় যে, ত্রিকূটকবংশীয় রাজগণ এক সময়ে অতি প্রবল ছিলেন।

ত্রৈগর্ত (পুং) ত্রিগর্তো দেশবিশেষঃ সৌহৃতিজনোহস্ত ভূত বা অণ্। ১ পিতৃাদিক্রমে এই দেশবাসী, বাহারা পুরুষাঙ্কমে, ত্রিগর্তদেশে বাস করে। ২ ত্রিগর্তদেশের রাজা।
 ত্রৈগর্তক (ত্রি) ত্রিগর্তস্ত দেশভেদস্ত অদূরদেশাদি ত্রিগর্ত-বৃঙ্। ত্রিগর্ত দেশের অদূরদেশাদি।
 ত্রৈগুণিক (ত্রি) ত্রিগুণার্থঃ ত্র্যব্য একগুণং প্রবচ্ছতি ত্রিগুণ-ঠক্। ত্রিগুণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক গুণ ত্র্যব্য প্রয়োজ্য বাক্যবিক্রমে।
 ত্রৈগুণ্য (ক্ৰী) ত্রিগুণানাং ত্র্যব্যঃ কর্ণ বা স্বার্থে য্যঙ্। ১ সৎসাদি গুণত্রয়, সৎ রজ ও তমোগুণের ধর্ম। “ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্বৈগুণ্যো ভবাক্ষুণ্।” (গীতা)
 “অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিত্বৈগুণ্যাত্ত্বিপর্যায়ো হতাভাবঃ।” (সাংখ্যক্য)
 ত্রিগুণত্ৰয় সংসার, এই সমস্ত সংসারই অর্থাৎ জগতই ত্রিগুণময়। [ত্রিগুণ দেখ।]
 “ত্রৈগুণ্যাললিতৈশ্চাক্ষরকৃতি রূপবীজিতে।” (শিবরাত্রিব্রতকথা)
 ত্রৈগুণ্য শব্দ এইস্থলে শৈত্য সৌগন্ধ্য ও মান্য এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
 ত্রৈত (পুং) ত্রীণ বৎসান্ তনোতি যুগপৎ তন বাহ° ড ত্রিঃ গর্তভেদঃ তত্র ভবঃ অণ্। যুগপৎসামান্যক গর্তভাজ পণ্ড। “রূপেণৈবাবরুদ্ধে সৌম্যপোষণঃ ত্রৈতমালভেত পশুকাশো যৌ বা” (তৈত্তি। স°) ‘ত্রৈয়াণং বৎসানাং যুগপৎজাতানাং তঃ সমুদারজিতঃ তত্র ভবঃ ত্রৈতঃ তেবামন্ততমঃ।’ (ভাষ্য)
 ত্রৈতন (পুং) অত্যন্ত নিম্নাং দাসভেদ। “শিরো যদন্ত ত্রৈতনো বিবক্ষ্যৎ স্বয়ং দাসঃ” (শ্লোক ১।১৫৮৫)
 ‘ত্রৈতন এতন্মাকো দাসোহিত্যন্তনিম্নাং।’ (সায়ণ)
 ত্রৈদশিক (ক্ৰী) ত্রিদশা দেবতা অন্ম ঠঙ্। দৈব অঙ্গুগ্র রূপ তীর্থভেদ, অঙ্গুলের অগ্রভাগ ত্রৈদশিক তীর্থ। “ব্রাহ্মণে বিষ্ণুস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ। কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন বিপ্রাণ কদাচন॥” (মহু ২।৫৮)
 ত্রৈধ (অব্য) ত্রিপ্রকারং ইতি ত্রিধা ততঃ ধমুঙ্। (দ্বিভোপ ধমুঙ্। পা ৫।৩।৪৫) ত্রিপ্রকার।
 “ব্রতশক্তো বা ত্রৈধং ততুলান্ বিভজ্য।” (কাত্য। শ্রৌ ২৫।৪।৪)
 ত্রৈধর্ম্য (ক্ৰী) ত্রয়াণং বেদানাং ধর্ম্যান্ অর্থতি য্যঙ্। ধর্ম্যি বেদ সৎক্ষীয় হোজ, অক্ষয়ু ও ঔদগাত্যাহ জ্যোতিষ্টোমাদিধর্ম্য কাম্যকর্ম।
 ত্রৈধাতবী (ক্ৰী) উদবসানীয়াধ্য যজ্ঞভেদ। “ত্রৈধাতব্যা সানীয়া সাবৈব বহুঃ।” (শত ব্রা ১২।৬।২৭)

ত্রেয়াতবীর (ক্ৰী) ত্রিখাতবী গর্হাং ছ। যজ্ঞভেদাদি কৰ্মভেদ।
“সর্গো বা এষ যজ্ঞো যত্রেয়াতবীরং।” (তৈত্তি স* ২।৪।১১।২)

ত্রেয়াতুক (ত্রি) ত্রিভিঃ ধাতুভিঃ স্বর্গরোপাত্যত্রেয়ানিবৃত্তঃ
ঠঞ। স্বর্গাদি ধাতুত্রয় নিশ্চাশ্র।

ত্রেয়িকিক (ত্রি) ত্রিভিঃ নিটৈঃ ক্রীতং ঠক্। ত্রিখিক্কারা
ক্রীত, যাহা তিন নিট দিয়া ক্রয় করা হয়।

ত্রেয়াপারায়ণিক (ত্রি) ত্রিঃ পারায়ণং আবর্তয়তি ঠঞ।
ত্রিবার বেদপারায়ণকারক, যিনি তিনবার বেদের পারায়ণ
করিয়াছেন।

ত্রেয়াপুর (পুং) ত্রিপুর-স্বার্থে অণ্। ত্রিপুরদেশ। ত্রিপুরোহ-
ভিজ্ঞোহস্ত তস্ত রাজা বা অণ্। ২ পিতৃপিতামহক্রমে
ত্রিপুরবাসী। ৩ ত্রিপুরের রাজা। ত্রিপুরং পুরত্রয়ং অন্ত্যশ্র
অণ্। ৪ ত্রিপুরস্বামী অসুরভেদ, ত্রিপুরাসুর।

ত্রেয়ফল (ক্ৰী) ত্রিফলানাং তদাশ্রয়ব্যাপ্যামিদং অণ্।
চক্রদন্তোক্ত যতভেদ, প্রস্তুতং প্রণালী—যত ৪ সের।
কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের,
দ্রব ৪ সের, ককার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, ডাঙ্গা, যষ্টিমধু, কটুকী,
পুণ্ডরীককর্ষ, ছোট এলাচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল,
অনন্তমূল, শ্রামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,
প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল ত্র্যবাসংযোগে যথা নিয়মে
যত প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে তিমির, কামলা, বিসর্প,
প্রদম প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদন্ত)

ত্রেয়লি (পুং) অশ্বিভেদ। (ভারত স* ৪ অঃ)

ত্রেয়াতুর (পুং) তিস্র্যাং মাতৃগামপত্যং অণ্ মাতুরুৎ। লক্ষণ,
কৌশল্যা কেকরী ও সুমিত্রা এই তিনজনের সহোদরভাজন
হেতু এবং কৌশল্যা ও কেকরীর চক্রর অংশ ভোজন দ্বারা
সুমিত্রা ইহাতে উৎপন্ন বলিয়া লক্ষণের নাম ত্রেয়াতুর।

[লক্ষণ দেখ।]

ত্রেয়াসিক (ত্রি) ত্রিমাংস তৃতীয়মাংস ভূতঃ অসত্তয়া প্রাপ্তঃ
ঠঞ, ত্রিশদন্ত পুরণার্থভেন সংখ্যাচকাঙ্ক্যভাবাং ন দ্বিশুভঃ
‘বিগোল্গুনপতো’ ইতি নলুক্। ১ অসত্তা দ্বারা অন্ন হইতে
তৃতীয়মাংসব্যাপক, তিনমাংস ব্যুৎপন্ন। ২ ত্রিমাংস ভব।

ত্রেয়াশ্র (ক্ৰী) ত্রিমাংস স্বার্থে ঞ্‌ঞ। ত্রিমাংস, তিনমাংস।

‘অর্ধমাংসমাংসত্রেয়াশ্রাণ্মাশ্রো চৈকে।’ (কাত্য* শ্রো* ২।৩।৬)

ত্রেয়াশ্বক (ত্রি) ত্রিযশ্বকো দেবতা অশ্র। ত্র্যশ্বক দেবতার
উদ্দেশে পশুভেদ। ‘পৃথগ্‌ত্রেয়াশ্বক’ (শ্রুতযজু* ২৪।১৮)

‘বিশং কুপে ত্রিযশ্বকদেবতাকাঃ পৃথগ্‌।’ (মহীধর)
২ হোমভেদ। ৩ রুদ্রদেবতাক ধর্মবিজ্ঞাতভেদ। ৪ রুদ্রদেবতাক
বণি প্রভৃতি, মহাদেবের উদ্দেশে গৃহীত উপহার প্রভৃতি।

ত্রেয়াশ্বক (ক্ৰী) গায়ত্রী। ‘ত্রেয়াশ্বক’ ত্রিযশ্বক চ ত্রিকাল-
জ্ঞানদায়িনী। (দেবীভাগ* ১২।৬।৭৩)

ত্রেয়াহাবক (ত্রি) ত্র্যাহাবে দেশভেদে ভবঃ ধ্বাদি বৃঞ,
অজ বৃদ্ধিনিবেধাৎ ঐচ্। ত্র্যাহাবদেশভব।

ত্রেয়াশিক (ত্রি) ত্রীন্ রাশীন্ অরিক্ত্য প্রস্তুতং ঠঞ।
গণিতভেদ, এই গণিত তিনটা রাশি অধিকার করিয়া
অমুপাতরূপে সম্পন্ন হয়।

তিনটা নির্দিষ্টরাশি অবলম্বন করিয়া সেই তিনটার
একটির সহিত সম্বন্ধ অপর একটা চতুর্থরাশি নির্ণয় করা
এই নিয়মের উদ্দেশ্য। তিনটা রাশি লইয়া কার্য্য করিতে
হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রেয়াশিক (Rule of three)। তিনটা
নির্দিষ্ট রাশির মধ্যে একটা আর একটির যতগুণ বা যতভাগ
হইবে, নির্ণয় চতুর্থটা অবশিষ্ট রাশির ততগুণ বা ততভাগ
হইবে। সুতরাং ত্রেয়াশিকের প্রক্রিয়া গুণন ও ভাগহার-
মূলক। যথা—এক মণ চিনির মূল্য ৭০/০ আনা হইলে
৫ মণ চিনির মূল্য কত হইবে?

এই প্রশ্নে ৫ মণ এক মণের যত গুণ, ৫ মণের মূল্য
এক মণের মূল্যের ত্র্যহাৎ ৭০/০ আনার ততগুণ
হইবে। সুতরাং ৭০/০ আনাকে ৫ গুণ করিলে
৫ মণের মূল্য ৩৫০/০ পাওয়া যাইবে। অতএব তাহাই
করা হইল এবং ৫ মণের মূল্য ৩৫০/০ হইল। এই প্রশ্নের
অঙ্কগুলি অল্পরূপে স্থাপন করিয়া ফল স্থির করা যাইতে
পারে, যথা—

মণ	মণ	টাকা।
১	:	৭০/০
:	:	:
৫	:	৩৫০/০

অর্থার্থে
নির্ণয় রাশি। এই অঙ্কপাত এইরূপে পাঠ করিতে হয়।
‘১ যথা ৫ এর সম্বন্ধে, টাকা—৭০/০ তথা ৩৫ এর সম্বন্ধে।
অ নির্ণয় করিতে হইলে ৭০/০ আনাকে ৫ দিয়া
গুণ করিয়া গুণফলকে ১ দিয়া ভাগ করিতে হয়, কিন্তু
১ দিয়া ভাগকরা আর না কুরা সমান, অতএব ৫ দিয়া
গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যায়, তাহাই স্তর সমান।
এস্থলে ৫ মণ দিয়া গুণকরা হইল, এক্রূপ বিবেচনা না করিয়া
অনবচ্ছিন্ন রাশি ৫ দিয়াই গুণকরা হইল, জ্ঞান করিতে
হইবে, অত্যা গুণক্রিয়া সম্ভবে না।

দৃষ্টান্ত—যদি ৮ ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪২ টাকা হয়, তাহা
হইলে ৩ ভরি স্বর্ণের মূল্য কত হইবে?

এস্থলে অগ্রে ৩ ভরির মূল্য স্থির করিয়া তাহাকে তিন
দিয়া গুণ করিলে তিন ভরির মূল্য পাওয়া যাইবে।

এক ভরির মূল্য স্থির করিতে হইলে ৮ ভরির ৪২

টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিতে হয়। ৪২ টাকাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৫।০ টাকা হয়। তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিলে ১৫।০ আনা হয় এবং ইহাই প্রসঙ্গের উত্তর। এখন এই প্রসঙ্গের অঙ্কগুলি পূর্বমত স্থাপন করিলে এইরূপ হয়। যথা—

ভরি . ভরি . টাকা
৮ : ৩ : ৪২ : অ

কিন্তু ৪২কে অগ্রে ৮ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পরে ৩ দিয়া গুণ না করিয়া যদি ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৮ দিয়া ভাগ করা যায়, তাহা হইলে ফলের ন্যূনাতিরেক হয় না। অতএব ৪২কে ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল ১২৬কে ৮ দিয়া ভাগ করা গেল, ইহাতে ভাগফল টাকা ১৫।০ হইল। এইরূপ প্রসঙ্গের প্রক্রিয়াসকল বিশেষ মনোনিবেশপূর্বক বিচার করিলেই পরবর্তী নিয়ম স্থির হইতে পারিবে।

তৈরশিকের অঙ্কপাতের নিয়ম তিনটি নির্দিষ্ট রাশির মধ্যে যে রাশিটি নির্ণয় চতুর্থ রাশির জাতীয় তাহাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন কর, পরে প্রসঙ্গের ভাব বিবেচনা করিয়া দেখ যে চতুর্থ রাশিটি তৃতীয় রাশি অপেক্ষা গুরু কি লঘু হইবে, গুরু হইলে নির্দিষ্ট রাশিগুলির অবশিষ্ট দুইটির যেটি গুরু, তাহাকে, অথবা লঘু হইলে যেটি লঘু সেইটিকে দ্বিতীয় স্থানে এবং অপরটিকে প্রথম স্থানে স্থাপন কর।

প্রক্রিয়াঘটিত নিয়ম—

প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ হইলে তাহা-দিগকে আবশ্যক মত সর্বনিম্ন বা এক শ্রেণীস্থ কর, এবং কার্যকালে তাহাদিগকে অববচ্ছিন্ন জ্ঞান কর। তৃতীয় রাশি মিশ্ররাশি হইলে তাহাকে আবশ্যক মত সর্ব নিম্ন শ্রেণীতে আনয়ন কর। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের গুণফলকে প্রথম রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই উত্তর হইবে। তৃতীয় রাশি যে শ্রেণীতে আনীত হইয়াছে, উত্তরটি সেই শ্রেণীস্থ হইবে।

পরে আবশ্যক হইলে তাহাকে তদ্রূপ বা তদ্বিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে আনয়ন করিলে প্রকৃত উত্তরটির হইবে। অপর অঙ্ক সকল স্থাপন করিলে বা তাহাদিগকে অঙ্ক শ্রেণীতে আনিলে যদি প্রথম ও দ্বিতীয়ের বা প্রথম ও তৃতীয়ের কোন সাধারণ গুণনীয়ক থাকে, তবে তাহা দিয়া তাহাদিগকে ভাগ কর এবং ভাগফল লইয়া পূর্বলিখিত কার্য কর, ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং প্রক্রিয়ারও সুবিধা হইবে। কেননা ভাজ্য ও ভাজক উভয় রাশিকে কোন এক রাশি দিয়া ভাগ করিলে ভাগফলের ন্যূনাতিরেক হয়

না। দৃষ্টান্ত—যদি ৫৪৪ সের তৈলের মূল্য ৪২৮০ আনা হয়, তবে ৪/৮ সেরের মূল্য কত?

এই প্রসঙ্গ মূল্য টাকা নির্ণয় হইয়াছে, অতএব তৈরশিকের টাকা ৪২৮০ আনাকে তৃতীয় স্থানে স্থাপন করা গেল এবং প্রসঙ্গের গতিকে বুঝা গেল যে নির্ণয় রাশি ঐ তৃতীয় রাশি অপেক্ষা লঘু হইবে, এই অঙ্ক অবশিষ্ট দুইটি রাশির লঘুটিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অপরটিকে প্রথম স্থানে রাখা গেল।

মণ . মণ . টাকা।
৫৪৪ : : ৪/৮ : : ৫২৮০ : অ

পরে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশিকে সেরে আনয়ন করিয়া এবং তৃতীয় মিশ্ররাশিকে আনায় আনয়ন করিয়া পুনরায় এই রূপ স্থাপন করা গেল।

সের . সের . আনা।
২২৪ : : ১৬৮ : : ৬৮৪ : অ

এখন প্রক্রিয়ার নিয়মামুসারে—

$$\frac{৬৮৪ \times ১৬৮}{২২৪} = \frac{৬৮৪ \times ৩}{৪} = ১৭১ \times ৩ = ৫১৩ \text{ আনা অর্থাৎ}$$

টাকা ০২/০ উত্তর হইল।

এই স্থলে ১৬৮ ও ২২৪কে সাধারণ গুণনীয়ক ৫৬ দিয়া ভাগ করা গেল। পরে ৬৮৪ ও ৪কে ৪ দিয়া ভাগ করা গেল।

এই রূপ সকল স্থলে বৃদ্ধিতে হইবে।

তৈরূপ্য (ক্লী) ত্রিকুপ্ত ভাবঃ স্বাঃ। ত্রিধারূপ।

তৈলিন্দ্র (ক্লী) জীপি সম্বন্ধজন্মমাংসি পুংজীকীবরূপাণি ব
লিপানি যন্ত তত্তৎ বা অণু। ত্রিলিঙ্গ প্রধান কার্য।
[ত্রিলিঙ্গ দেখ।]

তৈলোক (পুং) ত্রিলোক স্বার্থে অণু। তৈলোকা, স্বর্গ মর্ত
ও পাতাল।

তৈলোক্য (ক্লী) ত্রিলোকীএব স্বার্থে-স্বাঃ। স্বর্গ, মর্তা
পাতাল। তৈলোক্যে যানি রত্নানি সাম্রাজ্য ভাষ্টি
গৃহে। (চণ্ডী)

তৈলোক্যচিস্তামণিরস (পুং) রসসম্ভারসংগ্রহো
জরনাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্ন
প্রত্যেকে দুই ভাগ। দৌহ ও প্রবাল প্রত্যেক ১ ভাগ
মুক্তা তিন ভাগ, রসসিন্দূর ৭ ভাগ, এই সকল ত্রয়া
করিয়া সূতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী প্র
করিতে ও ছায়াতে শুক করিতে দিবে। এই ঔষধ হাগু
অস্থপানের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, গুল্ম, প্র
জীর্ণ অর ও উদ্বাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়,
ঔষধ বায়ুর শান্তিকারক। (রসসম্ভারসংগ্রহচি)

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হীরা, স্বর্ণ, মুক্তা, তীক্ষ্ণলোহ, প্রত্যেকে এক এক ভাগ, অত্র ৪ ভাগ, রসসিন্ধুর ৪ ভাগ, প্রস্তুতকালে লোহদণ্ডে সূতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। পার্শ্বতী ও সূর্যাদেবের পূজা দিয়া এই রস সেবনে উহাদের অরুগ্রহে অশেষ প্রকার রোগ ও অরুনাশ হইয়া স্বথলাভ হয়। এই ঔষধ আদ্যায় রস অমুপানে সেবন করিলে শ্লেষ্মানাশ, শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলে মাক্ষিক, পিত্তাধিক্যে সূত ৩ চিনি, বাতশ্লেষ্মায় পিপুল চূর্ণ ও মধু এবং প্রমেহে দুগ্ধ অমুপানে সেবন করিবে। এই ঔষধ কাস ও কফবাতনাশক, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ু ও পুষ্টিকর, বৃদ্ধ ও সর্বরোগনাশক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত বাতব্যাবিতি*)

ত্রৈলোক্যডম্বররস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, তাম্র, গন্ধক, পিপুল, জয়পাল, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়া গাব প্রত্যেকে এক তোলা, সিজের আঁটায় মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অমুপান মধু। এই ঔষধে আঁত নবজর প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত অরুচি*)

ত্রৈলোক্যমল্ল, ১ চৌলুকারাজ প্রথম ভীমদেবের পরবর্তী রাজা, প্রথম কর্ণদেবের নামান্তর। [চৌলুক্য দেখ।]

২ কালজররাজ ত্রৈলোক্যবর্ষদেব কোন কোন তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যমল্লদেব নামে উক্ত হইয়াছেন।

৩ গোয়ালিয়রের কচ্ছপারিবংশ (কচ্ছপাবাত বংশ) জাত মালবজৈতা রাজা কীর্তিরাজের পুত্র মূলদেবের নামান্তর। রাজা মূলদেবের ভুবনপাল নামে আরও একটা নাম ছিল। ইহার পরীর নাম দেবব্রতা, তাহার গর্ভে ইহার ঔরসে রাজা দেবপালের জন্ম হয়।

গোয়ালিয়রের সাস্-বাহু মন্দিরে ১১৫০ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ মহীপালের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কচ্ছপাবাত বা কচ্ছপারিবংশে লক্ষ্মণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র বজ্রদামা গাধিনগর বা কাঙ্কজরাজকে পরাজিত করিয়া গোপাজিহুর্গ (গোয়ালিয়র হুর্গ) অধিকার করেন। বজ্রদামার পুত্র মঙ্গলরাজ, তৎপুত্র কীর্তিরাজ মালব জয় করেন এবং সিংহপানীর গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই পুত্র মূলদেব। ইনি চক্রবর্তী লক্ষ্যকায় ছিলেন। মূলদেবই ত্রৈলোক্যমল্ল নামে কথিত হইতেন। ইহার পুত্র দেবপালের পর তৎপুত্র পদ্মপাল রাজা হন। পদ্মপাল মহাবীর ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং দক্ষিণভারতও যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দৌবনে

কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার পর ইহার জাতি ভ্রাতা সূর্যপালপুত্র মহীপাল রাজা হন। কচ্ছপারিবংশ কচ্ছবহ বংশ নামে ইতিহাসে খ্যাত। [গোয়ালিয়র দেখ।]

৪ নেপালের তৃতীয় ঠাকুরী বংশীয় জনৈক রাজা। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় রাজা বক্ষমলের মৃত্যু হয়। বক্ষমলের তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ অররারমল ভাটিগ্রামে এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার রাজত্বকাল ১৫ বৎসর। তৎপরে ইহার পুত্র সূর্যমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র প্রাণমল্ল, তৎপরে তৎপুত্র বিশ্বমল্ল প্রত্যেকে ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎপুত্র ত্রৈলোক্যমল্ল ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া সম্ভবতঃ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নেপাল দেখ।]

৫ পাশ্চাত্য চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের নামান্তর। [চালুক্য দেখ।]

ত্রৈলোক্যমোহন (ত্রি) ত্রৈলোক্য মোহনরতি, মুহ-পিচ্ লু। তদ্ব্যোক্ত তারাকবচভেদ। এই কবচ সর্গাপদ্বিনাশক, সর্গ-বিজয় ও সর্গমঙ্গলময়, এই কবচ ধারণ করিলে বা নিত্য পাঠ করিলে সর্গজ্ঞ ও সর্গসিদ্ধিযুক্ত হয়, তাহার গৃহে লক্ষী সর্গদা স্থির থাকে, মুখে সরস্বতী সর্গদা বাস করেন, এই কবচের প্রভাবে কোন প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয় না। এই কবচ না জানিয়া যাহারা তারাদেবীকে ভজনা করেন, তাহারা অন্নায়ু, নির্ধন ও মূর্খ হয়। এইজন্য তারাদেবীর উপাসক মাত্রকেই প্রথমে এই কবচ জানিয়া পরে তারাদেবীর পূজা দি করিতে হয়। (ভক্তসার) *

ত্রৈলোক্যরাজ (পুং) কান্দীরের একজন রাজা।

(রাজতরং ৭।৯৩)

* "রাশ্ত্রতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি কবচঃ সত্ৰবিগ্রহঃ।

ত্রৈলোক্যমোহনঃ নাম সর্গাপদ্বিনাশকঃ।

ভক্তরত্ন উবাচ।

ত্রৈলোক্যমোহনঃ নাম কবচঃ স্ত্রয়তাং পরং।

সর্গবিদ্যাময়ঃ দেবি সর্গমঙ্গলময়ঃ প্রবং।

সর্গাস্তরকরঃ দেবি সর্গবিদ্যাময়মায়কঃ।

বেদব্যাসোহপি যজ্ঞাং সর্গজঃ পঠনাদ্যতঃ।

যজ্ঞাং পঠনাদীশত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভূঃ।

ধনাবিগঃ কুবেরোহপি দেবাবিগঃ শম্ভিপতিঃ।

পঠনাদ্যারপারিত্যঃ যতঃ সর্গে দীপ্যমাঃ।

সর্গসিদ্ধিযুতাঃ সন্তঃ সর্গেধর্মমবায়ুযুঃ।

যন্ত প্রসাদাদীশোহং তৈরবাপাং হরেবরি।

কোষাবিপো মহাতীমো দেবেষু অধিতঃ প্রভুঃ।

ইদং কবচং অজায়া তারিঃ যো ভজতে নরঃ।

অজায়ুর্নিধনৌর্ধ্বো ভবত্যেব ন সন্দরঃ।*

(ভক্তসারে তারাকবচ ত্রৈলোক্যমোহনঃ নাম কবচঃ)

ত্রেলোক্যাবন্দেব, জনৈক কালঞ্জররাজ। ইহার পিতা পরমর্দ্দিন্দেবের পর ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। ইহারই সময়ে মুসলমানেরা কালঞ্জর আক্রমণ করে। অজয়গড়ে ইহার রাজধানী ছিল। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট আলতামাশ একবার কালঞ্জর লুণ্ঠ করিতে আসেন। ইহার পিতার সময় মহাবা প্রদেশ কালঞ্জররাজ্যের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া পৃথোরাজের হস্তগত হয়। ইনি চেদীরাজ কলচুরিবংশের হস্ত হইতে রেবাপ্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ইহার সময়ে রেবাপ্রদেশের পূর্বাংশে উত্তরে জোনপুর ও মৌজাপুর জেলা পর্যন্ত ইহাদের অধিকারে ছিল; সম্ভবতঃ বাবেলরাজগণ প্রবল হইলে সে অঞ্চলে ইহাদের অধিকার নষ্ট হয়। ইনি চন্দেল বা চন্দ্রাজ্যের বংশজাত।

[চন্দ্রাজ্যের বংশ দেখ।]

ত্রেলোক্যবিজয়া (ত্রী) ত্রেলোক্যস্ত বিজয়ো যন্তাঃ।
তাজ, ভাঙ।

ত্রেলোক্যচন্দ্রসরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধ-
ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ চারিভাগ, অত্র ৬ ভাগ, লোহ
আটভাগ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল,
মরিচ, মোচরস, তালমূলী, শুড়ুচী প্রত্যেকে ৫ ভাগ একত্র
করিয়া চিতা ও সজিনার কাথে দশদিনে ২০ বার ভাবনা
দিয়া পরে অর্দ্ধতোলাপরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে।
অহুপান চিনি ও মধু। ইহা সেবনে উপদ্রব সহ শোথ,
পাণ্ডু, ক্ষয় ও অরাসিসার প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস* পাণ্ডুচি*)
অরনাশক ঔষধভেদ। পারা ও গন্ধকে কজলী করিয়া
২ তোলা, কুরটী, তালমূলী, ধুতুর, কেশুতে, ঘোষা, জয়ন্তী,
মণ্ডুকপর্ণী ইহাদের পত্রের রসে মর্দন করিয়া শুক করিবে।
পরে একরতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে
ত্রিদোষজ্বর অর আশুবিনষ্ট হয়। ইহা বিরচক। শরীরের
উত্তাপ অধিক হইলে নারিকেল জল দিয়া প্রয়োগ করিতে
হয়। (রসেন্দ্রসারস* অরচি*)

ত্রেবণ (ত্রি) ত্রিবণস্ত বনজর্যন্তইদং শিবাণি* অণ্। ত্রিবণ-
সম্বন্ধী।

ত্রেবণি (পুং) ত্রিবণস্ত ঋষেরপত্যং ইঞ্। ত্রিবণ ঋষির অপত্য।
“ত্রেবণেন্দ্রেবণিঃ” (শত* ব্রা* ১৪।৫।৫১২)

ত্রেবণীয় (ত্রি) ত্রিবণঃ সোহস্ত্যন্তি ইতি উৎকরাণি* ছ।
তদ্রাস্ত। ত্রেবণ সম্বন্ধযুক্ত।

ত্রেবর্গিক (ত্রি) ত্রিবর্গায় হিতং বা* ঠঞ্। ধর্ম্মার্থ কামসাধন
কর্ম্মাদি। যে কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিন বর্গ
সাধিত হয়, তাহাকে ত্রেবর্গিক কহে।

“সংস্থানং বিজ্ঞায় সংজ্ঞস্ত কর্ম্ম ত্রেবর্গিককং যং।” (ভাগ* ২।৪।৫)
ত্রিমাং ভীপু, ত্রেবর্গিকী। ত্রিবর্গে প্রস্তুতঃ ঠঞ্। ২ ত্রিবর্গ-
রত। (ভাগ* ৩।৩।১৪)

ত্রেবর্গ্য (ত্রি) ত্রিবর্গে ভব সাধুঃ স্বাঞ্। ত্রিবর্গসাধন ধনাদি।
ত্রেবর্গিক (পুং) ত্রিষু বর্গেষু বিহিতঃ ঠঞ্। ব্রাহ্মণাদিত্রয়রূপ
দ্বিজাতির ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতির ধর্ম্ম।
স্বার্থে ঠঞ্। দ্বিজাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

ত্রেবর্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভবিষ্যতি ঠঞ্, ‘বর্ষভ্রাত্তবিষ্যতি’
ইতি উত্তরপদ ন বৃদ্ধিঃ। ত্রিবর্ষে যে বস্তু হইবে।

“ত্রেবর্ষিকং তাপশ্চিতং তস্ত সৌম্যং সংবৎসরঃ।”

(আখ* শ্রৌ* ১২।৫।১২)

অভবিষ্যৎ অর্থ বুঝাইলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হইবে, সেই
স্থলে ত্রেবর্ষিক হইবে।

ত্রেবর্ষিক (ত্রি) ত্রিবর্ষে ভূতঃ ভবতি বা, ঠঞ্, অভবিষ্যৎ
উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ ত্রিবর্ষভূত, অর্থাৎ তিন বৎসরে হইয়াছে।
২ ত্রিবর্ষে ঘাটা হইতেছে।

“যন্ত ত্রেবর্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভূতাবৃত্তয়ে॥” (মহু ১।১।৭)

ত্রেবিক্রম (ত্রি) ত্রিবিক্রমস্ত ইদং অণ্। ১ ত্রিবিক্রমসম্বন্ধী।
২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণু।

ত্রেবিদ্য (পুং) ত্রিস্রো বিদ্যাঃ সমাজ্ঞতাঃ ঋক্‌যজুঃসাময়জুঃ
ত্রিবিদ্যং তদধীতে বেদ বা অণ্। ত্রিবেদজ্ঞ, ত্রিবিদ্যাবেত্তা।

“ত্রেবিদ্যো হেতুকস্তকী নৈককো ধর্ম্মপাঠকঃ।” (মহু ১২।১১২)

তিস্রণাং বিদ্যানাং সমাহারঃ ত্রিবিদ্যং স্বার্থে অণ্।

২ তিন বিদ্যা। ৩ ব্রতবিশেষ।

“স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রেবিদ্যেনৈজায়া ব্রতৈঃ।” (মহু ২।৮।৮)

‘ত্রেবিদ্যেন ত্রেবিদ্যাত্থোন ব্রতেন’ (কুল্লুক)

ত্রেবিধ্য (ক্লী) ত্রিবিধ্যা ভাবঃ স্বাঞ্। ত্রিপ্রকারত্ব, ত্রিনপ্রকার।

ত্রেবিষ্টপ (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি অণ্। দেবতা, যাহারা
স্বর্গে বাস করেন। (শব্দার্থচি*)

ত্রেবিষ্টপেয় (পুং) ত্রিবিষ্টপে বসতি বা* ঠক্। দেবতা।
(ভাগ* ৮।৮।৮)

ত্রেবৃক্ষ (পুং) ত্রিবৃক্ষস্ত অপত্যং বা অণ্। রাজবিশেষ।

“ত্রেবৃক্ষো অগ্রে দশভিঃ সহস্রৈঃ বৈবানরঃ” (ঋক্ ৫।৭।১০)

ত্রেবেদিক (ত্রি) ত্রিষু বেদেষু তদধ্যয়নার্থং বিহিতঃ ঠঞ্।
বেদত্রয়ধ্যয়নার্থব্রতাদি।

“বটুত্রিংশদাঙ্গিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রেবেদিকং ব্রতং।” (মহু ৩।৩)

ত্রেবৃক্ষব (পুং) ত্রিশব্দোরপত্যং অণ্। ত্রিশব্দর পুত্র হরিশ্চন্দ্র।
[ত্রিশব্দ দেখ।]

ত্রেশাণ (ত্রি) ত্রয়ঃ শানাঃ পরিমাণমন্ত তৈঃ কৃতং বা অণ্।

বিকল্পপক্ষে নস্কৃ। ১ ত্রিশাণপরিমিত। ২ ত্রিশাণ পরিমাণ
যারা ক্রীত।

ত্রিশোক (ক্ৰী) ত্রিশোকেন অবিণা দৃষ্টং নাম। 'বিখা পৃথনা'
ইত্যাদি অথেষ্টের গের ত্রৈক্যর স্ততিবিবরক সামভেদ।

ত্রৈকুভ (ত্রি) ত্রিষ্টুপ উৎসাদি অণ্। ত্রিষ্টু ছন্দসম্বন্ধীয়।
[ত্রিষ্টু দেখ।]

ত্রৈসানু (পুং) তুর্কস্বংসীর গোতাহুপত্র নৃপভেদ।
"গোতানোত্ত সূতো রাজা ত্রৈসানুরপরাভিতঃ।" (হরিবং ২২অঃ)

ত্রৈস্বর্ধ্য (ক্ৰী) ত্রিস্ব-স্বার্থে যঞ্। উদাত্ত, অহুদাত্ত ও
স্বরিত্তরূপ তিনস্বর।

ত্রৈহায়ণ (ত্রি) ত্রিহারগত ইদং হায়নাস্ত্রাযণ্। ১ ত্রিবর্ষ
সম্বন্ধী। ত্রিয়ারং ভীপ্। ভাবে অণ্। ২ তিন বৎসরকাল।

ত্রোটক (ত্রি) ত্রুট-গিচ্-ধূল্। ১ ছেদক। ২ দৃষ্টকাব্যভেদ,
অষ্টাদশ উপরূপকের একপ্রকার, ইহাতে ২৭৮ বা ৯ অঙ্কও
থাকিতে পারে। স্বর্গীয় ও পার্থিব বিষয় ইহার প্রধান
বর্ণনীয়। ইহাতে প্রত্যেক ও-বিদ্যক প্রভৃতি থাকিবে; ইহার
শৃঙ্গার রস অঙ্গী। স্তম্ভিতরক্ত ও বিক্রমোক্ষী প্রভৃতি
ত্রোটক দৃষ্টকাব্য।

"সপ্তাষ্টনবগচ্চাং দিব্যমাহুসংশ্রয়ং।

ট্রটকং নাম তৎপ্রাহঃ প্রত্যক্ষং সবিশুদ্ধকম্॥" (সাহিত্যদ্যং ৬৫৪০)

ট্রটকী (ক্ৰী) রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ)

ট্রটি (ক্ৰী) ট্রোট্যাতে ভিত্ততেহনয়া ট্রোট্টিই (অচ্ ইঃ।
উণ্ ৪১৩৮) ১ কটুফল। ২ চক্ষু। ৩ পক্ষিভেদ। ৪ মীনভেদ।

ট্রটিহন্ত (পুং) ট্রোট্টিচক্ষুর্হন্তইব গ্রহণসাধনং যত্। পক্ষী।
ত্রিয়ারং আতিস্বাং ভীব্।

ট্রটি (ক্ৰী) ট্রোট্টি ভীব্। [ট্রোট্টি দেখ।]

ট্রাতল (ক্ৰী) ১ ট্রোটলতন্ত্র (ত্রি) ২ ত্রোটলা, স্থলঘাট্য।

ট্রাত্র (ক্ৰী) ট্রাত্রতে শিক্ষ্যতে নিয়ম্যভেহনেন ট্রৈ-উত্র
(অশিপ্রাভিভ্য ইত্রৌত্রৌ। উণ্ ৪১৭২) গুণাদি তাড়নদত্ত,
পাঁচেনবাড়ী। পর্যায়—প্রাঙ্গন, ত্রোদন, প্রবরণ। গজের ত্রোদন
দণ্ড, পর্যায়—বৈগুণ, বৈগুণ। ২ অস্ত্র। ৩ অস্ত্রপক্রিয়া।
৪ বাধিভেদ।

ট্রাংশ (পুং) তৃতীয়েহংশঃ। ১ তৃতীয় অংশ। ২ ত্রিগুণিত অংশ।

"ট্রাংশং দাদ্যদহরবিপ্রো ধাবংশৌ ক্ষত্রিয়ারুতঃ।" (মহুঃ ১১৫১)

ট্র্যক্ষ (পুং) ত্রীণি অক্ষীণি নেত্রাণি যত্ ততঃ সমাসান্তপ্রত্যয়ঃ।

শিব, ত্রিনেত্র। ২ দৈত্যবিশেষ। "ভোভো দানবদৈতেয়া

ত্রিহুঃপ্রাক শব্দর" (ভাগ্য ৭২৫) (ত্রি) ৩ নেত্রত্রয়বিশিষ্ট।

অর্ধপ্রযোগে কোন স্থলে সমাসান্ত ব আদেশ হয়না, সেই
স্থলে ত্র্যাকি এইরূপ হয়।

ট্র্যাকী (ক্ৰী) ত্র্যাক-ভীব্। রাক্ষীভেদং।

ট্র্যাকর (পুং) ত্রীণি অকারোকারমকাররূপাণি অক্ষরাণি যত্।

১ প্রণব। "আদ্যাং স্বং ট্র্যাকরং ত্র্যক ত্রী যত্র প্রতিষ্ঠিতা।

স শুদ্ধোহস্তত্রিবিধো যতঃ বেদ স বেদবিদুঃ" (মহুঃ ১১২৬৬)

ট্র্যাকর প্রণবই ত্র্যক, বাহান্ত বেদত্রয় অবস্থিত আছে।

(ক্ৰী) ২ ছন্দোভেদ। "বিহুঃপ্রাকরং ত্রীক্ৰোকারদ্বয়ং"

(সুত্রবক্তৃঃ ১৩১) 'বিহুঃপ্রাকরং অক্ষরত্রয়াক্রকেন ছন্দসা ত্রীন্

ভূরাদীন্ মহুঃপ্রান্' (মহীধর) ৩ ত্রিবর্ণাঙ্ক। তত্রোক্ত মহুঃ

ভেদ। (তত্র) (ত্রি) ৪ বর্ণত্রয়যুক্ত মাত্র। ত্রীণি অক্ষরাণি

যত্। ৬ দ্রষ্টক।

ট্র্যাক (ক্ৰী) ত্রীণি অক্ষানি অত্। সৌবিক্তিকৃত হবিস্। "মধ্যং

কৃৎসং বেধা কৃৎসংবদ্যতাদিম্যাক্রকেনু" (শত্ ব্রা ৩৮৩১৮)

ট্র্যাকট (ক্ৰী) ত্রিভিন্নলৈরট্যাতে গম্যতে ত্র্যক-অট্-অণ্, শক্কা-

বিবাদলোপঃ। ১ শিক্ষ্যভেদ। ২ দ্রোতাঙ্গনী। (পুং) ৩ ক্রিয়র।

৪ চক্র। (হেম)

ট্র্যাকুল (ত্রি) ত্রিভোহুল্ল্যঃ প্রমাণমত্, তদ্বিতার্থবিঃ তদ-

সচ্ তত্ লুক্ অচ্ সমা। ১ অল্পলিঙ্গপরিমিত। ২ অল্পলিঙ্গ-

পরিমিত খাতযুক্ত। ত্রিয়ারং টাপ্।

ট্র্যাক্য (ত্রি) ত্র্যাক্যর হিতং যৎ। ত্র্যাকসাধন ত্র্যাক্য।

"ট্র্যাক্যৈ প্রোণেরথ" (শত্ ব্রা ৩৮৩১৮)

ট্র্যাক্সন (ক্ৰী) ত্র্যগাং অঙ্গনানাং সমাহারঃ। কালাজন,

রসাজন ও পুন্সাজন রূপ মিলিত অঙ্গনত্রয়। (রাজনিং)

ট্র্যাক্সল (ক্ৰী) ত্র্যগাং অঙ্গনীনাং সমাহারঃ বা ট্চ সমা।

সমাহৃত অঙ্গলিত্রয়। ত্রিভি রঙ্গলিভিঃ ক্রীতঃ তদ্বিতার্থবিঃ

গৌ তু তদ্বিত্যলুক্ ন ট্চ। ট্র্যাক্সলি। তিন অঙ্গলি যারা

ক্রীত। তদ্বিতার্থে বিত্ত সমাস করিলে ট্চ সমাসান্ত হইবে

না, সেই স্থলে ট্র্যাক্সলি এই রূপ হইবে।

ট্র্যাক্সপতি (পুং) ত্র্যগাং অধিপতিঃ ৬তুৎ। তিন লোকের

অধিপতি, কৃক, বিষ্ণু।

"নৈতাবতা ত্র্যাক্সপতিভেত্ত বিধ্বতঃ" (ভাগ্য ৩১৬২৪)

ট্র্যাক্সিষ্ঠান (পুং) ত্রীণি মনোবাক্শরীরাদি অধিষ্ঠানান্তত্,

তিন্য়গাং জাগ্রদাদীনাং অধিষ্ঠানং বা। ১ জীব। ২ জাগ্রদাদি

অবস্থাত্রয়সাকী কুটু চৈতন্ত্র।

ট্র্যাক্সীশ (পুং) ত্র্যগাং অধীশঃ। ত্র্যাক্সপতি, তিন লোকের

অধিপতি, বিষ্ণু।

ট্র্যাক্সগা (ক্ৰী) ত্রিভিন্নধ্বজি গচ্ছতি গম-ড ত্রিয়ারং টাপ্। গলা।

ট্র্যাক্সীক (পুং) ত্রীণি উক্বেদনীতাত্মানি অনীকানি ঞ্গা

অত্। সংবৎসরাত্তিমাত্রী দেবতাভেদ।

"ট্র্যাক্সীকঃ পত্যতে মাহিনাবান্" (ঞক্ ৩৫৬৩) 'ট্র্যাক্সীক

ত্রিভিক্রমবর্ষীতাতৈয়ারনৌকৈ ও 'ঠৈকপেতঃ'। (সারণ) (জী)

২ হস্ত্যখরবাগেনভেদ।

ত্র্যমৃতযোগ (পুং) ত্রয়াগাং তিথিব্যবহরনক্ষত্রাণাং অমৃত-

তুল্যো যোগঃ। তিথি নক্ষত্র ও ব্যবহরক যোগভেদ।

ত্র্যমৃত যোগের বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, একাদশী ও
ষষ্ঠী, ষাঠী, শতভিষা, আত্মা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা ও মূল
নক্ষত্র হইলে, শুক্র ও সোমবারে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, ষাদশী
ও সপ্তমী, ভদ্রা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তর-
ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে, বুধবারে জয়া অর্থাৎ ত্রয়োদশী, অষ্টমী
ও তৃতীয়া, মৃগশিরা, শ্রবণা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, তরুণী, অজিৎ
ও অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে, বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী ও
চতুর্দশী তিথি, উত্তরাষাঢ়া, বিশাখা, অহরায়ণা, মঘা ও পুনর্বসু
নক্ষত্র হইলে, শনিবারে পূর্ণা, দশমী, পঞ্চমী, পূর্ণিমা বা
অমাবস্তা তিথি ও রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলে ত্র্যমৃত-
যোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অতীষ্ট ফল লাভ হয়।
যাত্রিক করণে এই ত্র্যমৃতযোগ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত
হইয়াছে, বিষ্টিব্যতীপাতাদি দোষযুক্ত হইলেও যদি এই
ত্র্যমৃতযোগ হয়, তাহা হইলেও সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

(জ্যোতিষ)

ত্র্যম্বক (ক্লী) ত্রীণি অম্বকানি নয়নানি যত্র ত্রয়াগাং লোকানাং
অম্বক পিতা ইতি। ১ শিব, মহাদেব।

"ত্র্যম্বকং যজামাহে অগ্নিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনং।" (শুক্রযজুঃ ৩৬০)

২ মহাদেবের অংশে উৎপন্ন চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যরাজপুত্র।

"এবং তিস্র্যম্বকানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।

অতত্র্যম্বক নামাতুং প্রথিতো লোকদেবযোগঃ॥"

(কালিকাপুঃ ৪৬ অঃ)

এই চন্দ্রশেখর নরপতি সার্কভৌম রাজা হইয়া ত্রিলোক
বিখ্যাত হইরাছিলেন। ৩ একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন।

ত্র্যম্বকসখ (পুং) ত্র্যম্বকস্ত সখা ট্চ সমাসান্তঃ। কুবের,
ত্র্যম্বকের সখা। [কুবের দেখ।]

ত্র্যম্বক্ (ক্লী) ত্রীণি অম্বকানি যতঃ। হুর্গা, যাহার সোম,
সূর্য ও অনল এই তিনটি চক্ষু বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সোমসূর্য্যানাং ত্রীণি যত্র নেত্রাণি অম্বিকা।

ভেন সা ত্র্যম্বক দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিতা॥" (দেবীপুঃ ৪৫ অঃ)

ত্র্যক্রণ (পুং) ত্রিহুক্রপুত্র রাজবিন্দেদ।

ত্র্যক্রুযি (ত্রি) ত্রীণি অক্রুযীণি রোচমানানি শুভ্রাণি ককুপু
পৃষ্ঠপার্শ্বস্থানানি যত্র। রোচমান শুভ্রপৃষ্ঠাদি স্থানত্রয়-
যুক্ত গবাদি। "ত্র্যক্রুযীণাং দশ গবাং সহস্রী" (ঋক্ ৮।৪৬।২২)

ত্র্যবর (ত্রি) সেবকত্রয়বিশিষ্ট।

ত্র্যবি (পুং) বয়সান্নকঃ কালঃ অবিঃ ত্রিষোহবয়সো যত্র
অষ্টাদশ বাস বরক পশু।

"ত্র্যবিবর্ষ ত্রিষ্টপুচ্ছনঃ" (শুক্রযজুঃ ১৪।১০)

'ত্রীন্ লোকান্ অবতি অব রক্ষণাদিহু ইন্' (মহাভা-
রত্নো ত্র্যবিং রেহিহাণা" (ঋক্ ৩।৫৫।১৪) 'সার্কনংবৎসর
বয়সো বৎস ত্র্যবিহাণ্যতে তৎ প্রমাণমাদিত্যং ত্রীন্ লোকঃ
অবতি যতেজসা ব্যাপ্রোতি' (সারণ) ২ ত্রৈলোক্যব্যাপক।

ত্র্যব্দ (ক্লী) ত্রয়াগাং অব্যাহাং সমাহারঃ। ১ বর্ষত্রয়।

"ত্র্যব্দং চরেৎ নিরন্তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতঃ।" (মহু ১।১।২২)
ত্রয়ো অক্সাঃ বয়োমানং যত্র তদ্বিত্যর্থবিশেষঃ। (ত্রি) ২ ত্রিবর্ষ বয়ঃ।
ত্র্যশীতি (ত্রি) ত্র্যশিকা অশীতিঃ কর্ণধাঃ। তিরাশি সংখ্যা
তিন অধিক অশীতি। ২ তৎসংখ্যায়।

ত্র্যশীত (ত্রি) ত্র্যশীতি ততঃ পূরণে ভট্। ত্র্যশীতিসংখ্যায় পূরণ
ত্র্যশীতিতম (ত্রি) ত্র্যশীতি পূরণে তমপ্। ত্র্যশীতি
সংখ্যায় পূরণ।

ত্র্যষ্টক (ক্লী) সুষ্প্রতোক্ত জলনিষ্কপণস্থানভেদ। (হুত্রঃ)

ত্র্যষ্টন্ (ত্রি) ত্রিগুণিতাঃ অষ্ট। ১ চতুর্বিংশতি সংখ্যা।
২ তৎসংখ্যায়।

ত্র্যত্র (ক্লী) তিষ্রঃ অত্রয়ঃ কোণা যত্র অচ্ সমাং। ত্রিকোণ।

ত্র্যহ (পুং) ত্রয়াগাং অহাং সমাহারঃ ট্চ সমাসান্তঃ সমাহার
বিশেষাৎ ন অহাদেশঃ। দিনত্রয়।

উত্তরপদবিশিষ্টসমাসে অহাদেশ হইবে, সেই স্থলে ত্র্যহ
প্রিয় এই রূপ পদ হইবে।

"ত্র্যহং প্রাতঃত্র্যহং সায়ং ত্র্যহ মদ্যাদযাচিতং।" (মহু)

ত্র্যহস্পর্শ (পুং) ত্র্যহং চাত্রদিনত্রয়ং স্পৃশতি স্পৃশ-অণ্
১ তিথিত্রয়স্পর্শী এক সাবন দিন, এক দিনে তিনটি তিথি
হইলে ত্র্যহস্পর্শ হয়। ২ দিনক্রয়।

ত্র্যহস্পৃশ (ক্লী) ত্র্যহং স্পৃশতি স্পৃশ-ক। সাবন দিনত্রয়
স্পর্শী একটি তিথি।

"একং দিনং যত্র তিথিত্রয়ক স্পৃশেত্তমাহুর্নরো হবমাধ্যং।

একা তিথিত্রীণি দিনানি যত্র স্পৃশেত্তদাহুর্ত্রিদিনস্পৃশতঃ।" (বোঃ)

এই ত্র্যহস্পর্শে বিবাহ যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ
কিন্তু স্নানদানাদি অশেষ পুণ্যজনক। [অবম দেখ।] ত্র্যহ-
স্পৃশ-কিন্ ত্র্যহস্পৃশ্। "একাদশী ষাদশী চ রাজিশেষে ত্র্যহ-
দশী। ত্র্যহস্পৃক তত্রহো রাজযুগোষ্ঠা সা সদা তিথিঃ।" (বতি)
প্রথমে একাদশী পরে ষাদশী ও রাজিশেষে ত্রয়োদশী হইলে
ত্র্যহস্পৃক হয়, এই তিথিই উপোষ্য অর্থাৎ এই তিথির
উপবাস করিতে হয়।

জ্যোতিষ্যস (পুং) অরাদিকারে রসজ্ঞসারসংগ্রহোক্ত ঐষ্য ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পার, গন্ধক, তুঁতে ও লব্ধ প্রত্যেক এক ভাগ, দার্বীশাক, অরুণী, নটেশাক, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। জীরা ও স্কৃত অল্পপানের সহিত সেবন করিলে জ্যোহিক অর নাশ হয়। (রসজ্ঞসারস*)

জ্যোহীন (পুং) জিভিরহোতিঃ নিবৃত্তঃ ৭। জিদিনসায়্য ক্রতু ভেদ।

জ্যোহিক (জি) জিহায়াং, চেটীয়াং ভবং ঐহিকং ধনং জ্যোহে দিনরয়ে পর্যাপ্তং ঐহিকং ধনং যত। দিনক্রয়নির্কীর্ষোচিত ধনযুক্ত, তিন দিন নির্কীর্ষ হইতে পারে, একপ ধনশালী।

“কুশলখাত্তকো বা ত্র্যং কুস্তীখাত্তক এব বা।

জ্যোহিকো বাপি ভবেদখত্নিক এব বা ৥” (মহু ৪৭)

মহু চারি প্রকার গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন—কুশলখাত্তক, কুস্তীখাত্তক, জ্যোহিক ও অখত্নিক। যে গৃহস্থ তিন দিনের জীবিকা সঞ্চয় করিয়া নাথৈ, তাহাকে জ্যোহিক কহে। এই গৃহস্থ মধ্যম। ইহা বিজগণের পক্ষে বুঝিতে হইবে।

জ্যোক্ষায়ণ (পুং) জ্যাক্ষয় যুগা অপত্যং ফল্। শিশুপাল হরাদির যুগা অপত্য।

জ্যোক্ষায়ণভক্ত (পুং) জ্যাক্ষায়ণঃ ভক্ত বিষয়ো দেশঃ জ্যু-কাদিঃ ভক্তল্। জ্যাক্ষায়ণের বিষয়।

জ্যোয়ু (ক্লী) জয়ানাং বাল্যবৌবনহবিরাণাং আয়ুবাং সমাহার বেদে অচ্চসমা*। বাল্যাদি আয়ুস্রয়ঃ বাল্য, বৌবন ও হবিরাদিঃ

“জ্যোয়ুঃ জয়নয়ঃ কস্তপস্ত জ্যোয়ুঃ।” (শুক্রসংহ ৩৬২)

জ্যোষ্যে (পুং) জয়ঃ আর্ষেয়াঃ স্বয়ং বয়ঃ। জিপ্রবর গেত্র-ভেদ, যে গোত্রের তিনটী প্রবর আছে তাহাকে জ্যোষ্যে কহে। স্বয়ং রয়ঃ ঠক্ আর্ষেয়াঃ স্বয়ং স্বয়ঃ জয় আর্ষেয়াঃ ধর্ম্য যেবাং। ২ অঙ্ক, বধির ও মুক। ইহাদিগের যাগে অধিকার নাই। তিন জন ঋষির মধ্যে একজন পরজ্ঞব্য দর্শন করিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়াছেন, এইজন্য অন্ধ হন, আর একজন পরনিম্না শ্রবণশক্তি করিয়া শ্রোত্রনিগ্রহ করিয়া বধির হন, অত্র একজন মিথ্যাকথন শব্দ করিয়াছিলেন, এইজন্য মুক হইয়াছিলেন। (ভববোধিনী) *

জ্যোশির্ (জি) তিবঃ দধিতরুপরোক্ষপা আশিরঃ বস্ত। অশির বৃষভেদ।

* জ্যোষ্যায়ঃ স্বয়ং স্বয়ঃ অন্ধবধিরকুম্বকাদি ঐষবাং ভে স্বয়ং
• যি পরজ্ঞব্যদর্শনে অত্র রোণোংপতিসজ্ঞাবনয় চক্ষু নিমীলনে অন্ধঃ,
পরনিম্না শ্রবণশক্তি শ্রোত্রনিগ্রহে বধিরঃ, মিথ্যাকথনশব্দ বা-
ক্যঃ বনমোক্ষ্যং। (ভববোধিনী)

“বস্ত মা পক্ষবাঃ শতযুগ্মরজ্যাকগঃ।

অথমেতদ দানাঃ সোমা ইব জ্যোশিরঃ।” (ঋক্ ৫১২৭।৫)

জ্যোহণ (পুং জী) জিভিঃ চক্ষুগাদৈ রাহন্তি আ-হন-অচ্,
‘পূর্বপদাং সংজ্ঞায়ামগ’ ইতি গৎ। বিস্তির পক্ষিভেদ। (মুক্ত)
জ্যোহীব (পুং) দেশভেদ। তত্র তবঃ ধূমানিহাং বুচ্। জৈবা-
হাবক দেশভেদ।

জ্যোহিক (জি) জ্যোহে ভবঃ ঠক্। আর্ষবাং পূর্বং ন ঐহ্।
জ্যোহিব অরাদি। তিন দিন অন্তর যে অর হয়, তাহাকে
জ্যোহিক অর কহে। [অর দেখে।] লোকে অর্থাৎ সাধারণ
প্রয়োগস্থলে বুচ্ প্রত্যয়, পরে ঐচ্ হইবে, সেই স্থলে
জ্যোহিক এইরূপ পদ হইবে। জ্যোহিক, জ্যোহিব বস্ত।
যে বস্ত তিন দিনে হয়।

জ্যোদয় (ক্লী) জিযু সর্বনেষু উদয়ে গতিরয়ঃ। সোমাখ্যজব্য।
“জ্যোদয়ং দেবহিতং যথা বঃ” (ঋক্ ৪৩৭।৩)

জ্যোদন্ (পুং) জিভিঃ বসন্তশরদ্ধেমঠৈ ঋতুভিঃ ক্রোধোহত অনঙ্-
হৃষৎ। বসন্তাদিক্রোধোযুক্ত বসন্তরূপ বৃষত। বসন্তাদি-
রূপ উচ্চ অর্থাৎ পালানযুক্ত বাড়। “উত জ্যোদা পুন্ড্র প্রজাবান”
(ঋক্ ৩৫৩।২) ‘জ্যোদা বসন্তশরদ্ধেমঠাঠৈ জিভিবুতুভিঃ ক্রো-
ধো বস্ত স জ্যোদা।’ (সারণ)

জ্যোমণ (ক্লী) জয়ানাং উষণানাং সমাহারঃ পূর্বো বা দীর্ঘঃ।
মিলিত শুভী, পিপ্ললী ও মরিচ। ইহার গুণ—দীপনঃ, বাস, কাশ,
বগামর, শুশ্র, মেহ, কফ, হোল্য, মেদ, স্নীপদ ও পীনস-
রোগনাশক। (ভাবপ্রঃ পূর্বঃ) ২ চরকোক্ত ঘৃতবিশেষ।

জ্যোমণাদিমগু (ক্লী) পাভুরোগাধিকারে ঐষ্য বিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী—জিকটু, জিকলা, সুতা, বিড়ল, চই, চিতামূল,
দাকহরিজ্রা, শুড়ক, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল, দেবদাক,
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণ সমষ্টির বিগুণ শোধিত
মণ্ডুরচূর্ণ, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর
পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিতে
হইবে। পরে ডুমুরের জ্বার বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।
পরে উপযুক্ত মাত্রায় তজের সহিত সেবন করিলে কামলা,
মেহ ও স্নীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ভাল হয়। অজীর্ণ
থাকিলে ভোজন পরিত্যাগ করা বিধেয়। (ভৈবজ্যার*)

জ্যোমণাদ্যবর্তি (জী) বস্তি বিশেষ, জিকটু, জিকলা, দাক-
চিনি, সৈন্ধব, মনছাল এই সমুদয় জব্য মিলিত করিয়া বস্তি
প্রস্তুত করিতে হইবে, এই বস্তি চক্ষু মধ্যে প্রয়োগ করিলে
চক্ষুর রোগাদি দূরীভূত হয়। (ভৈবজ্যার* নেত্ররোগাধিকার*)
জ্যোচ (ক্লী) তিস্রণাং ঋচাং সমাহারঃ অচ্চসমা*। ঋক্জয়,
ঋগ্বেদের তিনটী মন্ত্রবিশেষ। “অথ জ্যোচ জপেদধ্যং।” (মহু)

ত্র্যোগী (ত্রী) ত্রীণি এতানি অস্ত বা ত্রিষু কামেষু এতঃ কবুরো
বস্তাঃ 'বর্ণাদিহুদাতাং' ভীপ্ তন্ত নঃ, ততো গৎ। তিনহানে
কৰ্করী ত্রী। "তত্র্যোগী শললী ভবতি লোহঃ কুরঃ সা বা
ত্র্যোগী শললী" (শতং ত্রা ২৬৪ঃ) 'ত্র্যোগীতি ত্রিসু
স্থানেষু এতঃ খেতঃ বর্ণো বস্তাঃ সা ত্র্যোগী' (ভাষ্য) "ত্র্যোগ্যা চ
শললা" (আখ্যং গু ১১৪ঃ) 'ত্রীণোতানি বস্তাঃ সেয়ঃ
ত্র্যোগী শললী' (নারায়ণ)

তু (জি) তনোতি বিস্তারয়তি তন-কিপ্ অনচ বঃ (তনোতে
রনচ বঃ। উণ্ ২৬৩) ১ ভিন্ন, অস্ত, বিভিন্ন। ২ এক।
"উত যঃ পশুর দর্শন বাচয়ত য শূর শূণোত্যোনাং" (ঋক্
১০।৭।১৪) 'বশক একবাচী। একঃ উত শলোহ্যার্থে।
য একঃ শূরশোনাং বাচন শূণোতি।' (সায়ণ)

ত্বং (জি) সৰ্জনাম যুয়দ্ প্রথমৈকবচনং। তুমি, তবান্,
আপনি, যুয়দশব্দ কৰ্ত্তী হইলে জিহ্বাতে মধ্যম পুরুষ হয়।
'যুয়দিমধ্যমঃ'। [যুয়দ্ দেখ।]

ত্বক্ [অচ্ দেখ।]
ত্বক্কুয় (পুং) অচঃ কুৎ রাক্তি-রা-ক। ত্রণ, ক্ষত ধী। (হার্য)
ত্বক্কীরী (স্ত্রী) অচঃ বংশঅচঃ কীরমস্ত্যজ। বংশলোচনা।
ত্বক্কীরী (স্ত্রী) ত্বক্কীর-গৌরী ভীষ্। বংশলোচনা,
পর্যায়—বাংলী, তুগাক্কীরী, তুগা, বংশলা, শুভ্রা, বংশকীরী,
বৈষ্ণবী। (ভাবপ্রা)

ত্বক্কচ্ছ (পুং) অগেব ছদো যন্ত। কীরীশবৃক্ষ, কীরককুকী
গাছ। (রত্নমা)

ত্বক্চেদ (স্ত্রী) (Circumcision) মুসলমান প্রভৃতি স্নেহ-
জাতিদিগের সংস্কার বিশেষ, যাহাতে মুসলমান বালকদিগের
পুরুষাঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করিয়া দিতে হয়।

ত্বক্কুরঙ্গ (পুং) অচস্তুরঙ্গইব। কতুপদার্থ। (পারি নিবন্টু)।
ত্বক্কে (স্ত্রী) অচং ত্র্যয়তি ত্রা-ক। বর্ষ।

ত্বক্পঞ্চক (স্ত্রী) অচাং পঞ্চকং। জগ্ৰোধ, উদ্বহর, অখণ্ড,
শিরীষ ও প্রক্ষ এই ৫টা বৃক্ষের নাম ত্বক্পঞ্চক। কোন
কোন লোকের মতে শিরীষ ও প্রক্ষের স্থানে বেতস ও
পারিশ বৃক্ষ হইবে। ইহার গুণ—শীতল, ত্রণ, শোথ, বিসর্প,
বিষ্টম্ভ ও আত্মাননাশক, তিক্ত, কষায়, লঘু, লেখন্য (ভাবপ্রা)

ত্বক্পত্র (স্ত্রী) অগিব পত্রাণি যন্ত। ১ শুভ্রবৃক্ষ, দারুচিনি। ২
ভেজপত্র। পক্ষীয়—হংকট, ভুজ, অচ, চোচ, বরালক। (অমর)

ত্বক্পত্রী (স্ত্রী) অক্ গৌরা ভীষ্। হিঙ্গুপত্রী, রাঁধুনী।
পর্যায়—কারবী, পুথী, বাল্লীকা, কবরী, পুথু। (অমর)
২ তৎপত্রী, কলাগাছ। ৩ ভেজপত্রসদৃশপত্র, বাটরা পাতা।

ত্বক্পরিপুটন (স্ত্রী) অচঃ পরিপুটনং। চামড়া তোলা।

ত্বক্পাক (পুং) অচঃ পাকো যন্ত। শূকদোষ নিবিত্ত শীতকারোপ
বিশেষ, পিত্ত ও রক্ত রূপিত হইয়া যে সকল শীতকা উপর
হয় এবং বাহাতে অর ও দাঁহ অগ্নে, তাহাকে ত্বক্পাকবাদি
কহে। (সুশ্রুত) [বিশেষ বিবরণ শূকদোষ দেখ।]

ত্বক্পাক্ষয়া (স্ত্রী) অচঃ পাক্ষয়াং কঠোরতা। অকের কাঠিত্ব।

"তন্ত পূর্করূপাণি ত্বক্পাক্ষমকক্ষ্যং রোমহর্ষঃ" (সুশ্রুত)

ত্বক্পুষ্প (স্ত্রী) অচঃ পুষ্টিমিব। ১ রোমাক্ষ। ২ কিলাস,
চর্মরোগ বিশেষ ছুলী।

ত্বক্পুষ্টিকা (স্ত্রী) চর্মরোগবিশেষ, ছুলী।

ত্বক্স (স্ত্রী) অকাতেনেন ত্বক্ করণে অহনু। বল। (নিঘণ্টু)
"সপ্রবিকা ত্বক্সা স্মো দিবচ।" (ঋক্ ১১০।১৪)
'ত্বক্সা বলেন' (সায়ণ)

ত্বক্কীয়স্ (জি) অতিশয়েন অক্ষিতা দ্বয়হনু তুণোলোপঃ।
দীপ্ত। "মক্কান্ ত্বক্কীয়সা বয়সা" (ঋক্ ২৩০।৬) 'ত্বক্কীয়সা
দীপ্তেন' (সায়ণ)

ত্বক্সার (পুং) অচি সারোযন্ত। ১ বংশ। ২ বংশের বৃক্ষ,
বংশের চেচাড়ি। অগেব সারোযন্ত। ৩ শুভ্রবৃক্ষ, দারুচিনি।
৪ শোণবৃক্ষ। ৫ রক্তপ্রধান বংশ, তলতাবীশ।

ত্বক্সারভেদিনী (স্ত্রী) অচঃ সারং ভিনতি ভিদ-পিনি ভীপ্।
ক্ষুদ্র চক্ষু বৃক্ষ। (রাজনি)

ত্বক্সারা (স্ত্রী) ত্বক্সারো বংশ উৎপত্তিকারবেনাত্যতাঃ
অচ্ ততষ্টাপ্। বংশলোচনা।

ত্বক্সগন্ধ (পুং) অচি অগন্ধঃ সন্ধাকো যন্ত। ১ নারাকানবু।
২ লবঙ্গ।

ত্বক্সগন্ধা (স্ত্রী) অচি অগন্ধো যন্তাঃ। এলবালুক নামক
গন্ধ দ্রব্য, স্ট্রেল্লা, ছোটএলাচ।

ত্বক্সাদ্বী (স্ত্রী) অচি স্বাদী। দারুচিনি, শুভ্রবৃক্ষ।

ত্বগ্কুর (পুং) অচক্ষণঃ অক্ষুরইব। রোমাক্ষ। (হার্য)

ত্বগাক্কীরী (স্ত্রী) ত্বক্কীরী পূবোদরা সাধু। তুগাক্কীরী,
বংশলোচনা।

ত্বগ্গন্ধ (পুং) অচি গন্ধোযন্ত। নাগরঙ্গ, নারাকানবু।

ত্বগ্জ (স্ত্রী) অচঃ জায়তে জনড। ১ রোম। ২ রুগি,
রক্ত। (রাজনি)

ত্বগাধাঘদেহ (পুং) (Mollusca) বাহাদের দেহের আধার,
তাহাদের দেহাবরণ। যথা শব্বকাদি।

ত্বগ্দোষ (পুং) অচো দোষো দুষণং যন্তাৎ। কোঠরোগ
গায়ে চাকা চাকা মাগ হইয়া লুকাইয়া যায়, এইরূপ রোগ
বিশেষ। এই রোগ মহারোগ মধ্যে গণ্য। মহাপাঁতকর রোগ
রোগ কথিত হইয়াছে, এই রোগ তাহার মধ্যে একটী। এই

রোগে যদি কাহারও যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়-
শ্চিত্ত না হইলে দাহাদি করিতে নাই। যদি কেহ মোহবশে
দাহাদি করে, তাহা হইলে তাহার চাস্তায় করিতে হয়।

(শুদ্ধিত্ব)

লোম, নীরাস ও কনকচূর্ণ ঔষহ্য করিয়া যে যে স্থলে ঐ
চাকা চাকা দাগ হয়, ঐ স্থলে দিলে ইহা আরোগ্য হয়।

“মন্দোক্ষলোন্নীরাসচূর্ণস্ত কনকচ ৮।

তেনোবর্জিতদেহস্ত হরেৎ গ্রীষ্মপ্রসারিকাং।

অগ্নদোষৈশ্চৈব সেকশ্চ স্মৃদোষশ্চ রুশ্চিতি ॥” (গরুড় ১২৪ অ°)

তুগ্গদোষাপহা (জী) অগ্নদোষঃ রোগবিশেষঃ অপহন্তি হন-
ড-টাপ্। বাকুটী, সোমরাল।

তুগ্গদোষারি (পুং) অগ্নদোষস্ত অরিঃ, তন্নাশকত্বাৎ তথাহি।
হস্তিকল, ইহা অগ্নদোষ নষ্ট করে।

তুগ্গদোষিন্ (ত্রি) অগ্নদোষে হস্ত্যস্ত অগ্নদোষ-ইনি। অগ্নদোষ-
যুক্ত, অগ্নদোষযুক্তরোগী।

তুগ্গভেদ (পুং) অচো ভেদঃ ৩৩৭। অকের ভেদ, চর্মফাটা।

“অক্বে নিস্তোদনং কুখ্যাৎ অগ্গভেদং পরিপোটনং।”

(হস্তত নিদানস্থা ১ অ°)

তুগ্গভেদক (পুং) অচো ভেদকঃ। অক্ভেদকারী, যে চর্ম
বিক্র করে, সমানজাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও অক্
(চর্ম) ভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তাহা হইলে
তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।

“অগ্গভেদকঃ শতং দণ্ডো লোহিতস্ত চ দর্শকঃ।” (মহু ৮।২৮৪)

হৃষ্কার (পুং) তুমি এই প্রকার বাক্য। গুরুজনদিগকে স্বাকার
তুমি এইরূপ বাক্য বলিলে জ্ঞান করিয়া ভোজন নিবৃত্ত
হইয়া অর্থাৎ উপবাস করিয়া দিন শেষে অপমানিতের পাদ-
গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে।

“হৃষ্কারঃ ব্রাহ্মণস্তোক্ত্য হৃষ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।

শাভা নখরহঃ শেষ মভিবাধ্যপ্রসাদয়েৎ ॥” (মহু ১।১২০৫)

হু (জী) অত্যন্ত সংক্ৰিয়তে দেহোহনয়া, অচতি সংক্ৰিয়তি
বা দেহং অচ-কিপ্। ১ বহুল। ২ চর্ম। ৩ স্পর্শগ্রাহক বাহু-
জিয়ভেদ, এই অক্ সকল দেহব্যাপিনী থাকে, ইহা পঞ্চ
কর্ণেজিয়ের মধ্যে একটি। এই অক্ বায়ুর সন্ধান হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু।
(বেদান্তসার) অগ্নিজিয় দ্বারা স্পর্শ হয়। অন্নঃসংযোগই
একমাত্র জ্ঞানের কারণ।

• উত্তুত্পর্শবদ্ ব্যং গোচরঃ সোহপি চ অচঃ।

রূপাচ্চক্ষুর্বা যোগ্যং রূপমজাপি কারণঃ।

জ্যোতিষ্যে অচো যোগো মনসা জ্ঞানকারণঃ।” (ভাষ্যপরি°)

কোন বস্তুতে অন্নঃসংযোগ হইলেই জ্ঞান হয়।

[বিশেষ বিবরণ চর্মন্ দেখ।]

৪ শুড়যক্, দারচিনি। পর্যায়—অচ্, বহুল, ভূজ, বয়াল,
যুথশোধন, শকল, সিংহল, বজ্র, সুরস, কামবরজ, উৎকট,
বহুগন্ধ, বিজ্জল, বনপ্রিয়, নটপর্ণ, গন্ধবক, বর, শীত। ইহার
অণু কটু, শীতল, কফ ও কাসনাশক, শুক্র ও আমদোষনাশক,
কণ্ঠশুদ্ধিকর ও লঘু। (রাজনি°) ৫ কঙ্ক।

তুচ (জী) প্রশস্তা অগ্নস্ত্যস্ত, ইতি অর্শ আদিবাদক্। ১ শুড়যক্,
দারচিনি। ২ অগ্নপত্র। [অচ্ দেখ।]

তুচস্ (জী) অচ-অহ্ন। অচ্।

তুচস্ত (ত্রি) অচসি হিতং যুৎ। অগ্নিজিয়ের হিতকর। “অগ্নঃ
অচস্তং তে বরং” (অথর্ষ ২।৩৩।৭)

তুচা (জী) অচ্ পক্ষে টাপ্ বা অচতি সংক্ৰিয়তি লক্ষণীয়মিতি
অচ্ ততষ্টাপ্। অক্।

তুচাপত্র (জী) অচা অকপত্রমিব যন্ত। অগ্নপত্র, শুড়যক্,
দারচিনি।

তুচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন অথান্ অথৎ ইষ্ঠন্, ততো মতুশো লুক্
(বিয়তোলুক্। পা ৫।৩।৬৪) অচীয়ান্, অতিশয় অক্য়ুক্ত।

তুচিসারঃ (পুং) অচি সারো যন্ত। সপ্তম্যা অলুক্ (হলদস্তাৎ
সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) বংশ, বাশ।

তুচিসুগন্ধা (জী) অচি সুগন্ধো যস্তাঃ, সপ্তম্যাঃ অলুক্।
সুভ্রলা, ছোট এলাচ।

তুচীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন অগ্ভান্ অচ্ ঔহ্নহ্ন, মতোলুক্।
অতিশয় অক্য়ুক্ত।

তুজ্জ্ঞান (জী) অচা জ্ঞানং। স্পর্শেন্নিয়জনিত জ্ঞান, আচপ্রত্যক্ষ।

তুজ্জ্ঞেয় (ত্রি) অচাজ্জ্যেঃ। স্পর্শেন্নিয়দ্বারা জ্ঞেয়।

তুহ (ত্রি) তন-কিপ্ অনো বঃ তুক্ চ। (তনোতেরনশ্চ বঃ।

উণ ২।৬৩°) ১ ভিন্ন। ২ যুগ্মদৃশ্যের প্রথমার একবচনে অৎ
এইরূপ হয়, তোমা হইতে।

তুহ (ত্রি) তদীয়, অৎ সত্বকীয়, তোমার।

তুৎকৃত (ত্রি) তদা কৃতঃ ৩৩৭। তোমাকর্তৃক কৃত, তোমা-
কর্তৃক অসৃষ্টিত।

তুত্স্ (অব্য) একার্থবৃত্তেঃ যুগ্মদন্তসিল্। অৎসকাশ হইতে,
তোমার নিকট হইতে।

তুদীয় (ত্রি) তব ইদং তদাদিভ্যেন বৃদ্ধত্বাৎ ছ, তদাদেশঃ।
একবচনার্থবৃত্তি যুগ্মদন্ত সত্বকীয়, তত্বদীয়, তোমার, আপ-
নার। যেস্থলে বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের বুঝাইবে, সেই
স্থলে তদীয় এইরূপ হইবে না, যুগ্মদীয় এইরূপ হইবে।
একত্ববিষয়ে স্ব আদেশ হয়, বহুব্ধ বিষয় হইলে হয় না।

অস্থি (জি) তব্বেব বিধা-প্রকারো যন্ত । স্বংসদৃশ, তোমার
তুল্য ।

অম্পদলক্ষ্যার্থ (পুং) অস্বিত্তি পদন্ত লক্ষ্যার্থঃ । অজ্ঞা-
নাদি বাষ্ট্যপহিত এবং উহার আধারস্বরূপ অম্পদহিত প্রত্য-
গানন্দরূপ তুরীয় চৈতন্ত । [অম্পদবাচ্যার্থ দেখ ।]

অম্পদবাচ্য (জি) অম্পদন্ত বাচ্যঃ । অম্পদাতিথি অর্থঃ স্বং,
তুমি ব্রহ্ম ।

“দেহাদিভিঃ পরিক্ষিতো জীবন্ত অম্পদাতিথিঃ ।” (বেদান্তসং)
দেহাদিহারা পরিক্ষিত জীব অম্পদবাচ্য । যে জীবের দেহাদি
আবরণ নাই, তিনিই স্বং এই পদের যোগ্য ।

অম্পদবাচ্যার্থ (জি) অস্বিত্তি পদন্ত বাচ্যার্থঃ । অজ্ঞানা-
দির ব্যাপ্তি, অর্থঃ অ-জ্ঞান, স্বল্পশরীর ও স্থূল শরীর ব্যাপ্তি,
এতদ্রূপহিত চৈতন্ত অর্থঃ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব,
আর অম্পদহিত চৈতন্ত অর্থঃ তুরীয় ব্রহ্ম, এই তিন
দক্ষলোহপিণ্ডের গ্রাম অবিরক্ত রূপে ‘স্বং’ এই পদের
বাচ্যার্থ হয় এবং অজ্ঞানাদির ব্যাপ্তিরূপ উপাধির ও তদ্রূপহিত
প্রাজ্ঞ প্রভৃতি চৈতন্তের আধারভূত অম্পদহিত আনন্দস্বরূপ
তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্ত ‘স্বং’ পদের লক্ষ্যার্থ হয় ।

(বেদান্তসং) * [ব্রহ্ম দেখ ।]

অম্পদাতিথি (পুং) অম্পদং অতিথি যন্ত । অম্পদবাচ্য জীব,
যাহার ‘অহং’ ইত্যাদি অভিমান তিরোহিত হইয়াছে এবং
বোধস্বরূপে অবস্থিত, তিনিই অম্পদাতিথি ।

“আলম্বনতয়া ভাতি যোহস্মৎ প্রত্যায়শব্দয়োঃ ।

অন্তঃকরণসম্বন্ধিবোধঃ স অম্পদাতিথিঃ ॥” (বেদান্তসং)

অম্পদ (জি) যুগ্মং স্বরূপে ময়ট্ । স্বংস্বরূপ । “অস্মৎ সর্ব-
লোকানাং রসং রসবিদো বিছঃ” (হরিবং)

অম্পদ (জী) স্বরা দন্ত পূষো সাধুঃ । তৌমাকর্জুক দন্ত ।
“সন ইজ্ঞ ! অম্পদা ইষে” (ঋক্ ৭।২০।২০) “অম্পদায়ৈ ইষে
স্বরা দন্তায়ৈ ইষে অরায়” (সায়ণ)

অম্পদ (জী) স্বরা ভাবে লুট্ । স্বরা । স্বরতে শীঘ্রং গচ্ছতি
স্বর লুট্ । (জি) দ্রুতগামী । “আমেরীশ বাস্তেরীশ অম্পদাঃ
রূপগাং ৫ ধাঃ ।” (অথর্ষ ১।১৮।২৮)

অম্পদীয় (জি) অম্পদীয় । দ্রুতগমনশীল ।

অম্পদাণ (জি) অম্পদ-শানচ্ । সস্বর, যে তাড়াতাড়ি করিতেছে ।

অম্পদ (জী) অম্পদমিতি, অম্পদ-অণ্ড, ততঃ টাপ্ । বেগ, অতীত-

* অজ্ঞানাদিবাষ্ট্যঃ এতদ্রূপহিতাজ্ঞানাদিবাষ্ট্যচৈতন্তং, এতদ্রূপ-
হিতচৈতন্তং তৈজসং তপস্যঃপিতৃবদেকত্বেনাবতাসমানং অম্পদবাচ্যার্থে
ভবতি । এতদ্রূপাদ্রূপহিতাধারভূতসদৃশহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং
চৈতন্তং অম্পদলক্ষ্যার্থে ভবতি” (বেদান্তসং)

লাভের অল্প বিলম্বের অসহন । পর্যায়—সম্রম, আবেগ,
স্বরি, তুর্গি, সংবেগ ।

“অসকৃৎ ময়া পূর্বে নির্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ ।

যুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা স্বরা মরণে পুনঃ ॥”

(ভারত ৩।২৭৮।২৭)

অম্পদ (জি) স্বরা অমনং যন্ত । ততো গং । স্বরাসক্ত ।

অম্পদ (জি) অম্পদাত্ম্য স্বরা মতুপ্ মন্ত বঃ । স্বরায়ুক্ত,
সস্বর ।

অম্পদ (জী) অম্পদমিতি স্বরা ভাবে ইন্ । স্বরা ।

অম্পদ (জী) অম্পদ-জী । শীঘ্র । স্বরতেম্মিতি । স্বরা ‘গতার্থাকর্ষ
কেতি’ কর্তরি ক্ত, বা স্বরা সজ্ঞাতাহত, তারকাদিহিতত্ ।
তদ্বিশিষ্ট, স্বরায়ুক্ত ।

অম্পদিতক (পুং) অম্পদিতং কামিতি প্রকাশতে জায়তে কৈক ।
ত্রিহিভেদ, তোরী । (স্তম্ভত)

অম্পদিতগতি (জী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক পাদে
দশটী করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার পঞ্চম ও দশমবর্ণ গুরু,
তদ্বিগ্ন অল্পবর্ণ লঘু । ইহার লক্ষণ “অম্পদিতগতিশ্চ নজনগৈঃ”
উদাহরণ—“অম্পদিতগতিশ্চ জয়ন্তিরন্তরগিম্বতাবিপিনগতা ॥”
(ছন্দোমণ)

অম্পদিত (জী) দেবীভেদ, এই দেবী আশুফলদায়িনী । “অপাতি-
ধাত্রে অম্পদিতং অম্পদিতং ফলদায়িনীং” (তন্ত্রসং) বৃক্ষ জয়াদির
অল্প অম্পদিত দেবীর পূজা করিতে হয়, ইহার বিধান অমি
পুরাণে ১৪১ অধ্যায়ে এবং ইহার যন্ত্রাদির বিষয় তন্ত্রসং
লিখিত আছে ।

অম্পদিতোদিত (জী) অম্পদিতং শীঘ্রং যথা তথা উদিতং কথিতং ।
শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য । পর্যায় নিরন্ত । (অমর)

অম্পদ (জি) অম্পদ পূষো সাধুঃ । অম্পদপ । (পারস্করনি)

অম্পদ (জি) অম্পদ তনু করণে ক্ত । তনুভূত, অল্পীকৃত ।

অম্পদ (পুং) মনুজ সর্গোজাতিভেদ । “মংস্তাঘাতোনিধানাঃ
অম্পদায়োগবন্ত চ ।” (মনু ১০।৪৮)

অম্পদমতী (জী) অম্পদ তদম্পদহোহন্ত্যন্তাঃ মতুপ্-পূষো সাধুঃ ।
অম্পদ অম্পদহন্ত্যন্তা জী ।

অম্পদ (পুং) অম্পদিত দীপ্যতি* অম্পদীপ্তো তুচ্ছ, ইত্যে অম্পদ
(নব্বুনেত্ব অম্পদীপ্তি । উপ্ ২।৯৬) ১ আদিত্যে,
ষাদশ আদিত্যের মধ্যে অম্পদ একাদশ ।

“একাদশস্তথা অম্পদাদিশোবিষ্কর্যতে ॥” (ভারত ১।৬৫।১৫)

ইনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বিরাট পুরুষের হই
চক্ষুর্গোলক পৃথকরূপে উপর হইলে লোকপাল বী
(একাদশ আদিত্য) আপনার অংশে চক্ষুর সহিত অমি

দেবতাস্বরূপে তাহাতে প্রতিষ্ঠা হইল। সেই চক্ষুঃ হইতেই জীবের জ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে অক্ষিণী ষষ্ঠী লোকপালোবিশিষ্টোঃ।

চক্ষুঃশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্ব্যতীতবেৎ ॥” (ভাগবৎ ৩৬।১৪)

অক্ষিতি তনুকরোতি, কাষ্ঠাদিকং শিল্পকার্য্যং অক্ষ-তুচ্।

২ বিশ্বকর্মা, দেবশিল্পী, মাসে মাসে স্বর্ঘ্যরথে সাত জন পরি-
ভ্রমণ করেন, ষষ্ঠী তাহাদিগের মধ্যে একজন। (বিষ্ণুপুঃ
২।১০ অঃ) ৩ বিশ্বকর্ম্মার পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণুপুঃ ১।১৫।১২২)

৪ প্রজাপতিবিশেষ।

“ষষ্ঠী প্রজাপতির্হাসীং দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।” (ভারত ৫।১।৩)
৫ মহাদেব। “ধাতাশক্রোচ বিষ্ণুচ মিত্রবৃষ্টো ঋষো ধরঃ।”

(ভারত ১৩।১৭।১০৩)

৬ বর্গসঙ্করজ্ঞাতিবিশেষ, স্বত্রধার। ৭ কন্দেবতাক চিত্রা-
নক্ষত্র, চিত্রানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (ত্রি) ৮ তক্ষণ-
কর্তা। ৯ পশু ও মনুষ্যাদির গর্ভের অভ্যন্তরস্থিত রোতোরূপ
বিভাগকারক দেবভেদ। ইনি মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির গর্ভ-
স্থিত রোতঃ বিভাগ করিয়া থাকেন। (শুক্রযজুঃ ২৩।২০)

তুচ্ মৎ (ত্রি) অষ্ট-অস্ত্যর্থ মতুপ্। বীর্ঘাধিষ্ঠাতৃ দেবভেদ-
যজুঃ। “অষ্টমন্তুস্বা সেপম” (শুক্রযজুঃ ৩৭।২০) ‘ষষ্ঠী রোত-
সামধিষ্ঠাতা তৎসহিতাঃ মৈথুনার্থোপস্পর্শে বীর্ঘাধিষ্ঠাতাপে-
ক্ষিতোহত এতদ্ব্যতীতঃ’ (মহীধর)

তাংকামা (স্ত্রী) ঐকাময়তে কম-গিঙ্-অণ্ বেদে বিতী-
য়ায়াঃ ন লুক্। তোমাকে অভিনাযকারিণী, যে তোমাকে
অভিনায করে। “অগ্নে ঐকাময়া গিরা” (ঋক্ ৮।১।১৭)
লৌকিক প্রয়োগে ঐকাম্য এইরূপ পদ হইবে।

দ্বাচপ্রত্যক্ষ (স্ত্রী) দ্বাচং স্বচ-সবন্ধি প্রত্যক্ষং। স্পর্শজ্ঞান,
স্পর্শেন্দ্রিয়জ্ঞান, স্পর্শদ্বারা দ্রব্যাদির অহুতব।

‘অগ্ন জ্ঞানমাত্রে স্বয়নঃসংযোগস্ত কারণং তদা রাসন-
চাক্ষুঃাদিকালে দ্বাচপ্রত্যক্ষং জ্ঞাৎ’ (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

দ্বাদন্ত (ত্রি) দ্বা দন্তঃ বেদে সাধুঃ। তোমা কর্তৃক দন্ত।
“দ্বাদন্তেভী রজ শস্তমেতিঃ” (ঋক্ ২।৩৩।২) ‘দ্বাদন্তেভিঃ দ্বা
দন্তৈঃ’ (সায়ণ)

দ্বাদাত (ত্রি) তোমাকর্তৃক শোধনদ্বারা বিশদীকৃত। “ইজ্ঞ-
দ্বাদাতমিদাশঃ” (ঋক্ ১।১০।৭) ‘দ্বাদাতং দ্বা শোধনেন
বিশদীকৃতং’ (সায়ণ)

দ্বাদুত (ত্রি) ঐং দূতো যেষাং। তুমি বাহাদেব দূত। “বরেন
দ্বাদুতাসো মন্তবদেদম” (ঋক্ ২।১০।৬) ‘দ্বাদুতাসঃ ঐং দূতো
যেষাং তে দ্বাদুতাসঃ বা দ্বা প্রেরিতা বয়ং’ (সায়ণ)

দ্বাদৃশ (ত্রি) অমিব দৃশ্যতে যুদৃশ দৃশ-কিন্। তোমার সদৃশ,

তোমার তুল্য। একবচন বুঝাইলে দ্বাদৃশ এবং যখন বহুবচন
হইবে যুদৃশ-এই রূপ হইবে।

দ্বাদৃশ (স্ত্রি) অমিব দৃশ্যতে হসৌ যুদৃশ দৃশ-কঙ্ (তাদাদিবু
দৃশে রমালোচনে কঙ্। পা ৩।২।৬০) তোমার সদৃশ।

“পুরুষা যদি যুহন্তি দ্বাদৃশা দেবমায়য়া।

শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥” (ভাগঃ ৪।২০।৪)

দ্বায়ৎ (ত্রি) আমায়ন ইচ্ছতি, স্থপ আমনঃ কাচ, ক্যজস্তা-
লটঃ শত্। আত্মাভিলাষী। “মা দ্বায়তো জরিতুঃ” (ঋক্
১।৫।৩৩) ‘দ্বায়ত আমায়ন ইচ্ছতো’ (সায়ণ)

দ্বায়ু (ত্রি) আমায়ন ইচ্ছতি কাচ যুদৃশদ্বাদেশে ‘ক্যাঙ্লসি’
ইতি উ। তোমাকে কাময়মান, তোমাকে যে কামনা করে।
“হুতা ইমে দ্বায়বঃ” (ঋক্ ১।৩।৪) ‘দ্বায়ব ঐকাময়মানা
বর্তন্তে’ (সায়ণ)

দ্বাবৎ (ত্রি) তবৈব দর্শনমস্ত যুদৃশ মতুপ্ যুদৃশদ্বাদেশে
ছন্দসি সাদৃশ্যে ইতি আদেশঃ। ঐংসদৃশ, তোমার তুল্য।
“দ্বাবান্ অনাপ্তঃ” (ঋক্ ১।৫।১০৪) ‘দ্বাবান্ ঐংসদৃশঃ’
(সায়ণ)

দ্বাবস্থ (পুং) ঐং বস্থ ব্যাপকো হস্ত আদেশঃ বেদে পৃথো-
সাধুঃ। তোমা কর্তৃক ব্যাপ্ত। লৌকিক প্রত্যয়ে ‘দ্বাবস্থ’
এইরূপ পদ হইবে।

দ্বাবৃধ (ত্রি) দ্বা বর্দ্ধিতঃ। তোমা কর্তৃক বর্দ্ধিত। “নৃভি
রজয়স্বাবৃধেতিঃ” (ঋক্ ১০।৬৯।৯) ‘দ্বাবৃধেতি দ্বা বর্দ্ধিতঃ’
(সায়ণ)

দ্বাষ্টী (স্ত্রী) দুর্গা।

“তুষ ভূষ্টো যতো ধাতু স্তস্ত ভূষ্টী নিপাতনে।

স্বজত্যেবা প্রজান্তষ্টী দ্বাষ্টী তেন প্রকীর্তিতা।”

(দেবীপুঃ ৪৫ অঃ)

তুষ ধাতুর অর্থ ভূষ্টি, ইনি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন,
এই জন্ত ইহার নাম দ্বাষ্টী হইয়াছে।

দ্বাষ্ট্রী (ত্রি) ষষ্ঠী দেবতা অস্ত্র অণ্। অষ্ট্র দেবতাক আত্মাদি।
ষষ্ঠী দেবের উদ্দেশে স্তুত প্রভৃতি। ২ ব্রহ্মাহর।

“উদ্যমেন দ্বতস্বাষ্ট্রিঃ নমচূর্ণল এবচ ॥” (দেবীভাগঃ ৫।৫।৪)

৩ বিশ্বরূপ। (ভাগঃ ৬।৮।২) ষষ্ঠী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্ত্র
ইত্যণ্। ৪ চিত্রা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১১)

দ্বাষ্ট্রী (স্ত্রী) ষষ্ঠী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অস্ত্র, অষ্ট্র অণ্ জীপ্।
১ চিত্রানক্ষত্র। অষ্ট্র বিশ্বকর্ম্মণঃ অপত্যং স্ত্রী। ২ সংজ্ঞানামে
স্বর্ঘ্যের পত্নী, বিশ্বকর্ম্মার সরগ্ বা সংজ্ঞানামে এক কন্তা হই,
বিবশ্বানের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে অশ্বিনী-
কুমারদ্বয়ের জন্ম হয়।

“স্বীয়ত্ব সবিভূর্তাৰ্থা বড়বারূপধারিণী ।

অন্যত মহাতাৰ্গা সান্ত্বনীক্কেই খিনাবৃত্তৌ ॥”

(ভারত ১১৬৩০৫) ৩ রথিকা, ‘কুজরথ’ (ত্রিকা)

ত্ৰিম্ (ত্রী) ত্ৰিষ দীপ্তৌ সম্পদাদিভাদি কিপ্ । শোভা, প্রভা, দীপ্তি ।

“চয়দ্বিষা মিত্যবধাপরতং পুর-

ভতঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিং ।” (মাৰ ১৩)

২ বাৰ্কা । ৩. ব্যবসায় । ৪ জিগীষা । (ত্রি) ৫ দীপ্য

মান । “তবা দ্বিষো জনম্নরেজতঃ” (ঋক্ ৪১১৭১২) ‘হে ইজ

দ্বিষো দীপ্যমানস্ত তব’ (সায়ণ)

দ্বিষা (ত্রী) ত্ৰিষ হলস্তাং বা টাপ্ । দীপ্তি । (শকরং)

দ্বিষামীশ (পুং) দ্বিষাঃ দৈশঃ অলুক্ সমাসঃ । ১ স্বৰ্ঘ্য ।

২ অৰ্ক বৃক্ষ ।

তিষাম্পতি (পুং) দ্বিষাঃ পতিঃ যষ্ঠাঃ অলুক্ । ১ স্বৰ্ঘ্য ।

২ অৰ্কবৃক্ষ ।

ত্ৰিষি (ত্রী) ত্ৰিষ দীপ্তৌ ত্ৰিষ ইন্ সচ কিং (ইগুপশাং কিং ।

উণ্ ৪১১১২) কিরণ । “ত্ৰিযীরযিত স্বৰ্ঘ্যস্ত” (ঋক্ ৯৭১১২)

ত্ৰিযিত (ত্রি) ত্ৰিট্ জাতা হত্, তারকাদি ইতচ্ । অলিত ।

“অগ্নিরিষ ঋতৌ ত্ৰিযিতঃ” (ঋক্ ১০৮৪১২)

ত্ৰিযীমৎ (ত্রি) ত্ৰিষি বিদ্যাতে হত্ ত্ৰিষি মজুপ্ বেদে দীর্ঘঃ ।

দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত । ‘শ্রদ্ধতি ত্ৰিযীমত ইজ্যায়’ (ঋক্

১১৫৫১৫) ‘ত্ৰিযীমতে দীপ্তিমতে’ (সায়ণ)

ত্ৰেয (ত্রি) ত্ৰিষ পচাদ্যচ্ । দীপ্ত । “ত্ৰেযাসো হংগে রমবন্তঃ”

(ঋক্ ১৩৬১২০) ‘ত্ৰেযাসঃ দীপ্তাঃ ত্ৰিষ দীপ্তৌ পচাদ্যচ্’ (সায়ণ)

ত্ৰেযৎ (ত্রি) ত্ৰিষ-অথচ্ । দীপ্ত । “শূরত্বেষ ত্ৰেযণাদীষতেষয়ঃ”

(ঋক্ ১১৪১১৮) ‘তেষথায়ৈক, কত্চিৎ বিক্রান্তত দীপ্তাং

তেজসঃ সূকাসাং’ (সায়ণ)

ত্ৰেযচ্যাম্ব (ত্রি) ত্ৰেযঃ দীপ্তঃ ছাম্বঃ যন্ত । দীপ্যমান যশো-

যুক্ত । “ত্ৰেযচ্যাম্বা শুমিণে” (ঋক্ ১৩৭১৪) ‘ত্ৰেযচ্যাম্বা

দীপ্যমান যশসে’ (সায়ণ)

ত্ৰেযনুন্ (ত্রি) ত্ৰেযঃ নুন্ যন্ত । প্রদীপ্তবল । “যতো যজ উগ্র-

ত্ৰেযনুন্” (ঋক্ ১০১২০১) ‘ত্ৰেযনুন্ প্রদীপ্তবলঃ’ (সায়ণ)

ত্ৰেযপ্রতীক (ত্রি) ত্ৰেযপ্রতীকঃ যন্ত । দীপ্তমুখ । “দিজাং,

ত্ৰেযপ্রতীকা” (ঋক্ ১৩৬১৭) ‘ত্ৰেযপ্রতীকা দীপ্তমুখাঃ’ (সায়ণ)

ত্ৰেযরথ (ত্রি) ত্ৰেযঃ রথঃ যন্ত । দীপ্তরথ । “মাক্তোগগবেষ-

রথঃ” (ঋক্ ৫১৩১১৩) ‘ত্ৰেযরথঃ দীপ্তরথঃ’ (সায়ণ)

ত্ৰেযস্ (ত্রী) ত্ৰিষ-অনুন্ । দীপ্ত । “অন্তেহ ত্ৰেযসারতঃ”

(ঋক্ ১৩১১১) ‘ত্ৰেযসা দীপ্তেন’ (সায়ণ)

ত্ৰেযসংদৃশ্ (ত্রি) ত্ৰেযঃ সংদৃক্ যন্ত । দীপ্তসংদর্শন । “ত্ৰে-

সংদৃশোনরঃ” (ঋক্ ১৮৫১৮) ‘ত্ৰেযসংদৃশো দীপ্তসংদর্শনাঃ,

ত্ৰিষ দীপ্তৌ পচাত্, দৃশি প্রেক্ষণে, সংপূৰ্ণদৃশাদ্ সম্পদা-

লক্ষণো ভাবে কিপ্, বহুব্রীহৌ পূৰ্ণপদপ্রকৃতিস্বরত্বং’ (সায়ণ)

ত্ৰেযী (ত্রী) দীপ্তা । “ত্ৰেযেযামপীচোন” (ঋক্ ৭৬১১০)

‘ত্ৰেযী দীপ্তা চ ভবতি ।’ (সায়ণ)

ত্ৰৈ (অব্য) ত্ৰচ বা ত্ৰৈ । ১ বিশেষ । ২ বিতৰ্ক । (শকাধি)

ত্ৰৈযীরথী (পুং) কৃশিক । “কৃশিকত্ৰৈযীরথিঃ” (ঋক্ ১১০১১

ভায়ে সায়ণ)

ত্ৰোত (ত্রি) ত্ৰয়া উতঃ বেদে সাধুঃ । ত্রোমাকর্ষক রক্ষিত ।

“ত্ৰোতাসোত্তরভা” (ঋক্ ১৮১২) ‘ত্ৰোতাস ত্ৰয়ারক্ষিতা’ (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে স্বদূত এইরূপ পদ হইবে ।

ৎসরক (পুং) ত্ৎসরতি কোটিল্যং গচ্ছতি ত্ৎসর-উ (ভৃগুশীতৃচরিং-

সরীতি উণ্ ১৭) ১ খড়্গমুষ্টি, পর্যায়—মুষ্টিতালতল । ২ সর্প ।

“মামাং পতেন রপসা বিদৎ ত্ৎসরক” (ঋক্ ৫৫০১১)

‘ৎসরকচ্ছদগামী জিহ্বগঃ সর্পঃ’ (সায়ণ)

ৎসারিন্ (ত্রি) ত্ৎসরণযুক্ত, অত্যন্তভীত । “জাং ত্ৎসারী.দসমানঃ”

(ঋক্ ১১৩৪৫) ‘ৎসারী ত্ৎসরণবান্ অত্যন্তভীতঃ’ (সায়ণ)

ৎসারক (ত্রি) ত্ৎসরৌ ত্জাজ্জে নিপুণঃ, আকর্ষণ কন্ ততঃ

স্বার্থে জন্ । অসিযুক্তনিপুণ ।

“তথাতিপুরুষানজান ত্ৎসারকৌ যমজাবৃত্তৌ ।”

(ভারত ১১৩২ অ)

থ

থ, বাঙ্গলবর্গের সপ্তদশ ও তবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান দন্তমূল, দন্তমূলের দ্বারা দ্বিধ্বাশ্রম্পর্শ, আভ্যন্তর প্রথম হেতু স্পর্শবর্ণতা। বাহ্য প্রথম বিবার, বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ—ত্রিবাঙ্গী, মহাপ্রাণি, গ্রহিগ্রাহ, ভয়ানক, শিলী, শিরসিজ, দন্তী, ভদ্রকালী, শিলোচয়, কৃষ্ণ, বুদ্ধি, বিকর্ণা, দক্ষিণাশা, অধিপ, অমর, বরদা, ভোগদা, কেশ, বামজন্মা, অলস, অনল, লোল, উজ্জয়িনী, পৃথু, গুহ্য, শরচ্ছত্র, বিদারক। (বর্ণাভিধান) ইহার লেখন প্রকার—বাম হইতে দক্ষিণদিকে কৃষ্ণিত কুণ্ডলী করিয়া তৎপরে কৃষ্ণিত হইয়া দক্ষিণাধোভাগে আনিবে, তৎপরে উর্দ্ধদিকে একটি আয়ত রেখা টানিবে। ইহার ধ্যান—

“নীলবর্ণাং ত্রিনয়নাং বড়ভুজাং বরদাং পরাম্।

পীতবস্ত্রপরিধানাং সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনীম্॥

এবং ধ্যান্য ধকারস্ত তদ্ব্যজ্ঞং দশধা জপেৎ।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং ধকারং প্রণমামাহম্॥” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

মাহুকাভাসে—বামজন্মায় ধকারের ভাস করিতে হয়।

ইহার স্বরূপ—কুণ্ডলী মোক্ষরূপিনী, ত্রিশক্তি, ত্রিবিদ্যু, পঞ্চদেবময় ও সর্দনা পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ এবং নবোদিত সূর্য্যের মত।

“ধকারঃ চঞ্চলাপাঙ্গি। কুণ্ডলী মোক্ষরূপিনী।

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিদ্যু সহিতং সদা॥

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।

অরুণাদিত্যসঙ্কাশং ধকারং প্রণমামাহম্॥” (কামধেনুতন্ত্র)

কাব্যাদিতে ধকারের প্রথম প্রয়োগে যুদ্ধ ফল। “ধস্ত যুদ্ধম্।” (বৃত্তরত্নাংকী)

থ (পুং) খুড় সংবৃত্তো ড। ১ পর্ত্ত। ২ ব্যাধিভেদ। ৩ তর-চিহ্ন। ৪ তক্ষণ। (স্ত্রী) ৫ রক্ষণ। ৬ মর্জল। ৭ সাধবস।

(ত্রি) ৮ ভয়রক্ষক।

থই (দেশজ) ১ স্থপতি, মিস্ত্রী। ২ স্থলী, তল।

থইগরি (দেশজ) স্থপতির কার্য।

থকা (স্তবকের অপভ্রংশ) স্তবক, গোছ।

থকা থকা (দেশজ) গোছা গোছা, স্তবকে স্তবকে।

থকার (পুং) ধ স্বরূপে কারঃ। ধ অরূপবর্ণ।

থকুথকু (দেশজ) ১ আঘিল, ঝোলা। ২ ঘন, গাড়।

ধকারাদি (পুং) ধকার আদিবৃত্ত। বাহার আদিত্তে ধ এই বর্ণ আছে।

ধকারান্ত (ত্রি.) ধকারো হস্তে যত। বাহার শেষে ধ আছে।

ধকুথকিয়া (দেশজ) জৈবৎ তরল।

ধকুথকৈ (দেশজ) জৈবৎ তরল, জৈবৎ ঘন।

ধকুড় (দেশজ) থাপড়, চড়।

থগর, নিম্নত্বের তৌজ্জেলার অন্তর্গত একটি নগর। (সংস্কৃত নাম তগর।) ইহার ভিতর দিয়া কতকগুলি গিরিশৈল গিয়াছে। মধ্যে নানাবুদ্ধলতাকীর্ণ ও শস্ত্রশালী উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়।

থতা (দেশজ) চমকান।

থতিয়া, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ফকুখাবাদ জেলার অন্তর্গত তিরবা-নগর হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি নগর, পূর্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। এখনও এখানে হাটবাজার আছে। কতকগুলি রাত্তা আলিয়া এই নগরে মিলিত হইয়াছে। এখানে গবাদির ব্যবসা, পুলিশ, ডাকঘর, ইংরাজী বিজ্ঞালয়, সরাই প্রভৃতি আছে। নগরের দক্ষিণে এক উচ্চ জমির উপর হুর্গের চিহ্ন রহিয়াছে। পূর্বে ঐ হুর্গ মধ্যে ভালপ্রায়ের বাঘেলা রাজপুতগণ বাস করিতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার হুর্গপতি বাঘেলা সর্দারও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পর তিনি বীণাস্থরিত হন ও হুর্গধ্বংস করা হয়।

থতুন, ব্রহ্মদেশের তেনসেরিম্ বিভাগের আমহাট জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এখন আর এই স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধি কিছুই নাই। তলৈজ ইতিহাসে এই স্থান অতি বিখ্যাত। দেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টপূর্ব ১৭শ শতাব্দীতে এই নগর স্থাপিত হয় এবং বহুকাল এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীরূপে বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ব্রহ্মরাজ অন-ব-র-ত অধিকার করেন। ব্রহ্মপুরাণে থতুন অধিকারের বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই নগরে অনেক বৌদ্ধ দেবালয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংসসমুখে পতিত।

থপু (দেশজ) কোমলবস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধ্বনি।

থপাৎ (দেশজ) কোমল বস্তুর মৃত্তিকাদিতে পতন-ধ্বনি।

থপুথপু (দেশজ) হস্তী ও ভেকাদির ভ্রায় মুহুগতিতে গমন করা।

থপুড়া (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থপুপু (দেশজ) থাপড়, চড়, চপেটাঘাত।

থমক (দেশজ) ১ ধীরতাব। ২ চমকান।

ধমকান (দেশজ) চমকাইয়া উঠন, ভয় বা আশ্চর্য্য হেতু ভিত্তিত হওন।

খম্খমা, খম্খমিয়া (দেশজ) মন্দির, মৃগগতি, হিরপ্রাণ, শিখিল।

খর (দেশজ) ১. স্তর। ২. মস্তকের যে অংশে 'কেশের প্রান্তভাগ পতিত হয়।

খর ও পার্কর, সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্তী একটা জেলা। অক্ষা° ২৪°১৩' ও ২৬°১৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৫১' হইতে ৭১°৮' পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৭২২ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে খয়েরপুররাজ্য, পূর্বে জয়শালমের, মলানি, বোধপুর ও পালনপুর রাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের লবণাক্ত জলাভূমি, পশ্চিমে হায়দরাবাদ জেলা। জেলার সদর অমরকোট।

খর ও পার্কর জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,— এক ভাগ 'পট' বা সমতল ভূভাগ এবং 'খর' বা মরুভূমি। পট ভূভাগ সিন্ধু হইতে ৫০ বা ১০০ ফিট উচ্চ হইয়া আছে—ইহার মধ্যেও এক একটা প্রায় ২০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ বালুকামিশ্র বিদ্যমান। কিন্তু খরের মধ্যে তদপেক্ষা উচ্চ বালুকামিশ্র দেখা যায়। কিছুদিন পূর্বে এই ভূভাগ মরুময় বোধ হইত, তেমন জলেরও স্থিতি ছিল না। কিন্তু জল সরবরাহের জন্য রোড়ী নামক খাল কাটা হইলে ক্রমে এই জেলায় নারা নামক ভূভাগ জঙ্গল ও জলায় আকীর্ণ হইয়াছে। এই ভূভাগে পূর্বে নারা ও মিশ্রো নামে দুইটা খাল বহিতেছে; তাহাতে চোর ও খরখাল নামে দুইটা কৃত্রিম স্রোত বাহির হইয়া প্রায় ৮০ মাইল পর্যন্ত গিয়াছে।

খর বা মরুময় অংশে নদী বা কোন প্রকার খাল নাই। কেবল ডেউ-খেলান উচ্চ উচ্চ বালুকাস্তূপ পড়িয়া আছে।

খরের দক্ষিণ-পূর্বে পার্কর নাম ভূভাগ। খর হইতে এই স্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা রহিয়াছে, কোনটা ৩৫০ ফিটের বেশী হইবে না, তাহার প্রস্তর অতি কঠিন। ইহার পূর্বাংশ তেমন উচ্চ নহে; এই অংশ ক্রমে নিম্ন হইয়া শেষে মৃত্তিকায়ুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

জেলার নানাহানে শুষ্ক নদী-গর্ভ পড়িয়া আছে, দেখিলেই বোধ হয় যে, এক সময় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন শাখা প্রশাখার স্রোত প্রবাহিত হইত। এখন যেখানে মরু সেইখানেই পূর্বে শতশালিনী ভূমি ছিল। বিস্তর ইষ্টক ও পাথরাদি পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতেই জানা যায় যে এক সময় লোকবাস ও ছিল।

পুরাতত্ত্ব। পার্কর ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিরাবার ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোচী নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জৈন দেব-

মন্দির আছে, এখানকার জিনমূর্তি দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে জৈনব্রাহ্মণের সমাগম হয়। ইহার নিকট পারা নগর নামে এক প্রাচীন নগরের ভাঙ্গাবশেষ পড়িয়া আছে তাহা আয়তনে প্রায় ৬ মাইল হইবে। খর্মসিংহ নামে এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, পূর্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে হুর্দশা ঘটে। এখানকার প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়ের গিরি নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। খিপ্রা নগরের দক্ষিণে নারা খালের উপর রতাকোট নামে এক বিধ্বস্ত নগর দেখা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, ৯০০ বর্ষ পূর্বে রতা নামে একজন এই নগর স্থাপন করেন, পাঁচশত বর্ষ হইতে ইহার হুর্দশা ঘটয়াছে। জেলার নানাহানে তলপুরমীরদিগের সময় নির্মিত অনেক গুলি দুর্গ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ইস্লামকোট, মিত্তি ও সিঙ্গাল প্রধান। এখন সকল গুলিরই ভগ্নাবস্থা।

ইতিহাস। জেলার প্রাচীন ইতিহাস বেশী কিছু জানা যায় না। এখানকার সোদা রাজপুতেরা বলিয়া থাকেন— উজ্জয়িনীতে তাহাদের পূর্বপুরুষ পরমার সোদা বাস করিতেন। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং এখানকার শাসনকর্তাগণকে পরাজিত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহাদের পূর্বে হুমরাগণ রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হুমরাগণ সোদা রাজপুতের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সোদারাও কলহোরাগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কিছু কাল এই জেলা সিন্ধুরাজ্যের শাসনাধীন ছিল। কলহোরাগণের অধঃপতনের পর এই জেলা তলপুরমীরদিগের অধিকারে আইসে। তাঁহারা জমির উৎপন্ন দ্রব্যের ১ অংশ ভাগ লইতেন। তাঁহাদের সময় এখানে নানাহানে দুর্গাদি নির্মিত হয়।

বহুদিন ধরিয়া খর ও পার্কর জেলা ডাকাতের আক্রমণে বলিয়া গণ্য ছিল। সেই সকল ডাকাতেরা কচ্ছ ও নিকটবর্তী জেলায় গিয়া লুণ্ঠপাঠ করিত।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইলে এই জেলার লোকেরা কচ্ছের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করে। তদনুসারে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়ারি, দিল্লা, মিত্তি, ইস্লামকোট, সিঙ্গালা, বিরাবা, পিটাপুর, বোজাসর ও পার্কর কচ্ছের সামিল হয় এবং অমরকোট, গদরা ও নারাই প্রভৃতি কতকগুলি ভূভাগ হায়দরাবাদ কালেক্টরীর (মীরপুরে ডেপুটি কালেক্টরের) অধীন হইল।

লাখরাজ ও হিন্দুবিবাহ উৎসবে পাটেল বা প্রধানেরা

বৈ অনর্থক অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় সর্দারদিগকে অন্য ব্যবহার করিতেও নিষেধ করা হয়। এই সকল কারণে সোদারাজপুতেরা কেপিয়া উঠে ও বিজোহী হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অল্পেই বিদ্রোহ শান্ত হইল। তখন গবর্নমেন্ট তাহাদের অসন্তোষের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সোদারা জানাইলেন—‘করাড় বণিয়াদিগের প্রতি বিবাহে করস্বরূপ ২৬০ টাকা ও অগ্ৰহণকালে এক টাকা আদায় পাইতে ইচ্ছা করি, কারণ বরাবর পাইয়া আসিতেছি। তাঁহারা যে সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন, তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে ও অনেকগুলি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইয়াছে; বিশেষতঃ অল্পসময় যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য অহিফেন বা শতাদির শুক রহিত করা হয়। সোদারা বহুদিন হইতেই ভ্রমণকালে বণিয়াদিগের গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র বিনা বায়ে আহাতি ও শত পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এই প্রথা এখনও রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এ ছাড়া অমরকোট হইতে যে শুষ্ক আদায় হয়, তাহার কিয়দংশ তাঁহারা পাইতে পাবেন।’

আবেদন শুনিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন,—

করাড় বণিয়াদিগের বিবাহে দেয় করস্বরূপ সোদারা উক্ত বণিয়াদিগের নিকট হইতে শতকরা ৫ টাকা হিসাবে ১১০০০ টাকার বার্ষিক সুদ পাইবেন, নিষ্করে কতকগুলি জমি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অমরকোট হইতে যে শুষ্ক আদায় হইবে, তাহারও কিছু কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সোদা জমিদারের সহিত অমরকোট ও নারা বিভাগের একরূপ বন্দোবস্ত হয়, তৎপরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের কমিসনার সর্ বাটল ফ্রিয়ার এখানে দর্শনালী বন্দোবস্ত চালাইলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই জেলার মরুময় ভাগী ও পার্কর আবার সিন্ধুপ্রদেশের সামিল করা হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি কোলিঙ্গের রাণার সহিত মিলিত হইয়া বিজোহী হয়, হায়দরাবাদ হইতে সৈন্ত গিয়া বিজোহী দমন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিচারে রাণার ১৪ বর্ষ ও তাঁহার মন্ত্রী ১০ বর্ষ নির্বাসন দণ্ড হয়। তৎপরে এই জেলায় আর কোন গোলমাল হয় নাই।

এখানে লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক। তন্মধ্যে শতকরা ৫০ জন মুসলমান, হিন্দু ২১ জন এবং অহিন্দু অসভ্য জাতি প্রায় শতকরা ২০ জন। এ ছাড়া জৈন, শিখ, খৃষ্টান,

রিহদী ও একজন ব্রাহ্ম আছে। বাজরা ও চুয়াই এখানকার শোকেয় প্রধান উপজীবিকা। এখানে খরীফ, রবি ও অদাবা এই তিন শস্ত উৎপন্ন হয়। তবে স্থানভেদে বপন ও কর্তন করিবার সময়ের কিছু পার্থক্য আছে।

• বাণিজ্য—খর ও পার্কর দুইতে প্রধানতঃ নানাবিধ শস্ত, পশম, সূত, উষ্ট্র, গো, মেঘ, চর্ম, অংগ, লবণ এবং পাখা নির্মাণযোগ্য পণ্য নামক এক প্রকার খাগড়া রপ্তানী হয় এবং তুলা, ধাতু, শুক ফল, রঙ, খান কাপড়, রেশম, গুড় ও তামাকু আমদানী হয়। এখানে উত্তম পশমী বনাত ও মোটা কাপাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাসন—রাজস্ব ও বিচারকর্তৃত্ব একজন ডেপুটি কমিসনারের হস্তে আসে, তাঁহার উপর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ের ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাঁহার অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ডেপুটি কালেক্টর ও একজন মুখতিয়ারকার আছেন। মুখতিয়ারকারদিগের ক্ষমতা ১ম ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থায়।

পশু পক্ষাদি সিন্ধুপ্রদেশের অপর স্থানের মত। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

খরবুর্ (দেগজ) ভয়াহিহুত কম্পন।

খরবদী, নিম্নব্রহ্মের অন্তর্গত একটা বিস্তৃত জৈলা। ইহার উত্তর সীমা থোম জেলা, পূর্বে পেণ্ডুয়োগাগিরি, দক্ষিণে হস্তবদী ও পশ্চিমে ইরাবতী নদী। ভূপরিমাণ ২০১৪ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ইহার প্রধান সদর খরবতী। সদরের ধার দিয়া ইরাবতী টেট রেলওয়ে গিয়াছে।

এখানকার ইরাবতী ও নিতং নদীর অববাহিকা ও পেণ্ডুয়োগাগিরির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। প্রধান শৈলশৃঙ্গ বরবেসকন্ ও কোকপুন্দ্র, উভয়টাই প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। শৈলমালার মধ্যে কোক-তদ অর্থাৎ শৈলসেতু নামে এক বিচিত্র গিরি আছে, এক বৃহৎ ফকরের উপর দিয়া এই পাহাড় বিস্তৃত স্তরং দেখিতে সেতুর স্থায় বলিয়া শৈলসেতু নাম হইয়াছে।

এ জেলার মাটি উর্বরা। ইহার ইতিহাস হেনজদা জেলার সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে এখন অনেক হিন্দুধর্মাবলম্বী হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, তেলুগু ও তামিল প্রভৃতি জাতি গিয়া বাস করিতেছে। অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন বৌদ্ধ। [হেনজদা দেখ।]

খরাড়, খরাড় ও মোরবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°২৩'১০" উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৩৭'পূঃ। এখানে রাজা বাস করেন।

থরাড় ও মোরবাড়া, বোম্বাই প্রদেশের পালনপুর এজেন্সীর অধীন একটি দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮ ক্রোশ ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১২½ ক্রোশ। 'রাজপুতনার সীমান্তে গুজরাটের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা সাচোরের এলাকাধীন মাড়বার জেলা, পূর্বে পালনপুররাজ্য, দক্ষিণে ভাবর ও তেরবারা রাজ্য। এই রাজ্যের অধিকাংশ জমিই অহুর্দার ও বালুকাময়, কেবল গ্রামাদির নিকট অতি অল্প কালমাটির জমি পাওয়া যায়।

এখানে মাটির প্রায় ৫০ হইতে ৮০ হাত নীচে জল। স্তরায় জল সরবরাহের সুবিধা নাই, এ জন্য এখানকার ব্যবহার্য শস্ত অতি সামান্যই জন্মে, ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকার শস্ত ভাল জমিতে পারেনা। এখানে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্ম হয়। অপর রোগ বড় একটা নাই, তবে জরের বড় আতঙ্ক। পালি হইতে মাণ্ডবী পর্যন্ত বৃহৎ শাকা রাস্তা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এখানে বহুদিন হইতে বাবেলা রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, খোঁসা প্রভৃতি লুণ্ঠনকারীদিগের মহাউৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এখানকার সামন্তরাজ (সর্দার) ব্রীশ গবর্নমেন্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

• বর্তমান সর্দারের নাম ঠাকুর খেম্বর সিংহ। ইনি থরাড় নামক নগরে বাস করেন ও আপন হস্তে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন।

এই রাজ্যের আয় ৮৫০০০/-। সৈন্যসংখ্যা ৫০ জন অখারোহী ও ৩০ জন পদাতি। এখানে জ্যৈষ্ঠপুত্র রাজ্য পাইয়া থাকে।

থরে থরে (দেশজ) স্তবকে স্তবকে, থাকে থাকে।

থরথরী (দেশজ) ভীতি।

থরসা (দেশজ) অর্ধপক, বাহা আধা রাধা, হইয়াছে, অথচ ঝোলা ঝোলা আছে।

থল (দেশজ) থল।

থলকুড়ী (দেশজ) বহুলতাভেদ (Hydrocotyle Asiatica)

থলপদ্ম (দেশজ) হলপদ্ম।

থলিয়া, থলী, থলে (দেশজ) স্থলি, গুণ, ছালা।

থল্যাও (দেশজ) অপকৃত্রব্যের গ্রাহক, যে চোরামাল গ্রহণ করে।

থলুয়া (দেশজ) স্তবক, গুচ্ছ, থকা।

থলো (দেশজ) থলুয়া।

থল্‌থল্‌ (দেশজ) মাংসল, মোটা।

থস্‌থসিয়া (দেশজ) কোমল, নরম, হিতিস্থাপক।

থা (দেশজ) ১ স্থিতি। ২ শৃঙ্খলা।

থাই (দেশজ) ১ গভীরতা। ২ জলাশয়ের তলদেশ।

থাউকা (দেশজ) সর্বসমেত, সকল একত্র।

থাক্ (দেশজ) ১ স্তর। ২ সীমা।

থাক্‌থাক্‌ (দেশজ) স্তরে স্তরে, উপর্যুপরি, সারি সারি।

থাকন, থাকা (দেশজ) স্থিতিকরণ, অবস্থিতি, বাসকরণ।

থাড় (দেশজ) সোজা।

থাড়কাঁতী (দেশজ) উচ্চ কূল বা ধার।

থাড়ান (দেশজ) কোন বস্তু প্রস্তুতকরণ।

থাতামুতা (দেশজ) সামান্য, সাদাসিদা। (ঔষধ)

থান্ (দেশজ) খণ্ড, টুকরা, মুন্ডাখণ্ড, বজ্রখণ্ড। ২ অথবা বিলাতি বস্ত্র। ২০ গজ কাপড়ে সাধারণতঃ এক থান হয় ১৮ গজেও কোন কোন বস্ত্রের থান্ হয়। পাড়হীন বস্ত্রকে থান কহে।

থান, বোম্বাই প্রদেশে কাট্রিবাড় রাজ্যের ঝালাবার উপবিভাগে এই সহর অবস্থিত, ইহা লখনতর জমিদারীর অন্তর্গত। বড়বান হইতে রাজকোট পর্যন্ত রোস্তা আছে, তাহা এই সহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই সহরে একটা দুর্গ আছে। এখানকার ত্রিনেত্রেশ্বরের মন্দির, কন্দোলার সূর্য্যমন্দির ও বাসান্দীর বাসুকীমন্দির অতি বিখ্যাত। [ত্রিনেত্রেশ্বর দেখ।]

সহরের নিকটে কামলা ও প্রিতম (প্রিয়তম) নামে দুইটা পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে, এই দুই সরোবরে লক্ষ্মীনারায়ণ স্নান করিতেন। দুর্গটির নাম কন্দোলা। এই স্থানেই সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির। কন্দোলা দুর্গের সম্মুখভাগে পর্কতের উপর সোণগড় দুর্গ। বাসুকীমন্দিরের ঝালা বান্দিয়াবেলি নামক স্থানে বন্দুক নামে আরও একটা সর্পমন্দির আছে। ইহার নিকটে টালা পর্কতমালা, এই পর্কতের একাংশকে মাণ্ডব পর্কত বলে। ইহার উপর মাণ্ডব দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে।

থানকুনী (দেশজ) থলকুড়ী।

থানছাড়া (দেশজ) স্থানচ্যুতি।

থান্থান্ (দেশজ) খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা।

থানা, বোম্বাই প্রদেশের একটি জেলা। ইহার উত্তরে পর্বঃ গিঞ্জের অধিকৃত দমান ও সুরাট জেলা, পূর্বে নাসিক, আন্ধ্রনগর ও পুণা, দক্ষিণে কোলাবা জেলা এবং পশ্চিমে আরব সাগর। এই জেলার উত্তরপূর্ব ও পূর্বাংশের ভূভাগ উচ্চ। সমুদ্রোপকূলবর্তী জমী নাবাল, তবে প্লাবন হয় না। নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্র্যম্বক পর্কতে বৈতরণী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা একটা পবিত্র নদী। এই নদীই এখানকার প্রধান। এই জেলার নিকটে সালসেট দ্বীপ।

এখানে হুদ নাই, তবে কুর্দা ও খান্নার মধ্যে বোম্বাই নগরের ৭১০ কোশ দূরে বেহার নামক স্থানে একটি জনসকল জলাশয় আছে। ইহার পরিমাণ ৪২০০ বিঘা। ইহা হইতে বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ করা হয়। তিনটী বাঁধ বাঁধিয়া এই জলাশয় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নিকটে কোন রূপ চাষাবাস বা ব্যবসা বাণিজ্য হয় না, পর্বতশ্রেণীর নিবেশ আছে। পূর্বে ইহার জল ছিল ভাল, এখন নল গলাইয়া কিছু খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি ইহার জল ভাল করিবার জন্য মানা উপায় করিতেছেন।

পর্বত প্রায় সর্বত্রই আছে। সালসেট বীপের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতমালাই তন্মধ্যে প্রধান। মাধেরাণ ও দমন পর্বতমালা প্রসিদ্ধ। বৈতরণীর উৎপত্তি স্থল হইতে উত্তরদক্ষিণে কতকগুলি পাহাড় আছে। কাহার কোন কোনটিতে সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে। এই সকল পার্বত্য দুর্গের মধ্যে মাহলা ও মলনগড় বিখ্যাত। কানাড়া ও খান্নেশের মনজাত কাঠের পরই খান্নার বস্ত্র কাঠের সমাদর আছে। বোম্বাই নগরের আলানিকাঠ এখানকার বন হইতে যায়। খুটান, মুগলমান ও পারসীরাই কাঠের ব্যবসায় করে।

সমুদ্রে মৎস্যধরণও এ জেলার একটি লাভকর ব্যবসায়। লবণাক্ত ও শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায়ও বেশ প্রবল।

পেশবার অধিকৃত, রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া এই জেলা গঠিত হইয়াছে। [অতীত ঐতিহাসিক বিষয় 'বোম্বাই' শব্দে দ্রষ্টব্য] এই জেলার প্রায় ৯ লক্ষ ১০ হাজার লোকের বাস। সালসেট ও বেসিন নামক স্থানের খুটানেরা বোড়শ শতাব্দীতে সেট জৈতিয়ায় ও তদনুচরণ কর্তৃক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। ইহারা ভাণ্ডারী, কুণবী, কোলী প্রভৃতি জাতি হইতে খুটান হয়। খুটান হইয়াও ইহার জাতিভেদ মানিয়া আসিতেছে। এখনও ইহারা পরিচয় দিবার সময় খুটান ভাণ্ডারী, খুটান কুণবী বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরস্পর কর্ম্মদান প্রদান করে না। ইহাদের মধ্যে পর্জুগীজ খুটান নামও আছে। ইহাদের অনেকগুলি গির্জায় মেলা হয়। মেলার সময় খুটান স্বাতন্ত্র্য হিন্দু ও পারসীরাভীরও সমাগম হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে ক্ষত্রক গির্জায় রোগ আরোগ্য হয়, সেই জন্য তাহারা আসিয়া নানা-বিধ পূজোপহার দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হীন লোকে ইজের কোট ও লাল টুপি ব্যবহার করে। উক্ত খুটানেরাও আবার হিন্দু গ্রাম্যদেবতাকে ভক্তি করে ও পূজা দেয়।

এই জেলার বজরা, ধান্না, জিরন্দি, কল্যাণ, বেসিন, প্রন-বেল, উরগ, কুয়লা, রহিম ও অপর এই দশটা প্রধান নগর।

চাউল, লবণ, কাঠ, চূণ ও তুফ মৎস্য এদেশে হইতে

রপানী, আর কাপড়, শস্ত, ডায়াহু, সারিকেন, চিনি ও তুফ এদেশে আমদানী হয়।

চাহই প্রধান উপজীবিকা। তৎপরে লবণ প্রস্তুতের কার্য গণ্য। লবণের ২০০ কারখানা আছে। এই সকল কারখানার বৎসরে ৪৬১৭০০ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করে মাত্র। তৎপরে খাত্তুকার্য, বস্ত্রবরন, রেশম প্রস্তুত ইত্যাদি হয়।

২ খান্না জেলার প্রধান নগর। বোম্বাই নগর হইতে ১১৫ কোশ উত্তরপূর্বে ১৯° ১১' ৩০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৩° ১' ৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। সালসেট খাত্তীর তীরবর্তী বলিয়া নগরটা বড় স্থলবন্দর। দুর্গ, পর্জুগীজ গির্জা ও কতকগুলি জনসকল জলাশয় হইতে ইহার পূর্বে কিছু অসুস্থিত হয়। আরোহণ শতাব্দীতে ইহা একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে মুবারক খিলজী এদেশের শাসনকর্তা হন। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে কাছে সহরের নোসেনা বিনট ও বেসিন উপকূল দখল হইলে এই নগরাধিপতি পর্জুগীজদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। পর্জুগীজেরা এই নগর দুইবার ও শুভুরাটীরা একবার লুণ্ঠ করে। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে সন্ধি অনুসারে এই নগর পর্জুগীজদিগকে দেওয়া হয়। তাহাদের হাতে ইহার অনেক উন্নতি হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পর্জুগীজেরা বেসিন অধিকার হারায়, তৎসঙ্গে খান্নাও তাহাদের অধিকারচ্যুত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে পর্জুগীজেরা খান্না নগর অধিকারার্থ নোসেনা প্রেরণ করে। যোয়তর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই জয়ী হন। এই নগরে রেলওয়ে স্টেশন আছে। বোম্বাই হইতে এক ঘণ্টা পথ দূরে বলিয়া বোম্বাইয়ের অনেকানেক ইংরাজকর্ম্মচারী এখানে থাকেন।

৩ অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার একটি সহর। উনাও সহরের ২৪ কোশ উত্তরপশ্চিম ইহা অবস্থিত। অকবরের রাজত্বকালে চৌহান ঠাকুর খানসিংহ ও পুরাণসিংহ কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত। খানসিংহ দুর্গ নির্মাণ করেন। খান্না (দেশজ) আড্ডা, সৈন্তের আড্ডা, চৌকির আড্ডা।

খান্না (পারসী) দারোগা বা অন্ত পুলিশকর্ম্মচারীর কাছারী।

• [পুলিশ দেখ।]

খান্নাখান্না (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

খান্নাদার (পারসী) পুলিশকর্ম্মচারী, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি।

খান্নাদারী (পারসী) খান্নাদারের কার্য।

খান্নাভবান, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মজঃকরনগর জেলার একটি প্রাচীন সহর। মজঃকর নগর হইতে ৯ কোশ উত্তরপশ্চিমে কুম্বানদী তীরে অবস্থিত। অকবরের সময়

৩৩

হাশির অধীভীম" নামে খ্যাত ছিল, এখানকার ভবানীদেবীর মন্দির হইতে বর্তমান নাম প্রসিদ্ধ হইরাছে। ভবানীদেবী দর্শন করিতে এখানে অনেক যাত্রী আসে।

সিগাহী বিদ্রোহের সময় কাজী মহবুর আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ইন্সিয়েত আলীর অধিনায়কতায় এখানে বিদ্রোহ হয়। সেখানাদিগে এই বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রধান। সামলি তহসীল আক্রমণই প্রধান ঘটনা। বিদ্রোহের পর নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর ও আটটি ফটক তাদিয়া দেয়া হয়।

খানী (দেশজ) কটক জেলার একপ্রকার প্রজা আছে, তাহা-দিগকে খানী প্রজা কহে। ইহারা ক্রিয়াপরিমাণে এতদেশীয় খোদকতা প্রজাদিগের মত।

খানেশ্বর, অখালজেলার অন্তর্গত একটা পবিত্র নগর ও প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ২৯° ৫৮' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৫২' পূঃ। কুরুক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে সরস্বতীদীর তীরে অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম স্বামীশ্বর, তাহারই অপভ্রংশ খানে-শ্বর। মহাভারতে স্বাগুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় ৭ম শতকে চীনপরিব্রাজক হিউএনৎসিং এখানে আগমন করেন। তৎকালে স্বামীশ্বর একটা স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, এই রাজ্য প্রায় ৫৮৩ ক্রোশ বিস্তৃত। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনির মাসুদ এই নগর আক্রমণ করেন এবং এখানকার প্রসিদ্ধ চক্র-স্বামী * মূর্তি গজনিতে লইয়া যান।

শিখদিগের অভ্যুদয়কালে সর্দার মিঠ সিং খানেশ্বর অধিকার করেন। তিনি আপন ভ্রাতৃপুত্রকে এই পুণ্যতীর্থ অর্পণ করিয়া যান। মোগলদিগের আধিপত্যকালে খানেশ্বরের অনেক হিন্দুদেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদাদি নির্মিত হয়, শিখেরা আবার সেই সকল মসজিদ অধিকার করিয়া আপনাদিগের ধর্মগ্রন্থপাঠের স্থান করেন।

মিঠ সিংহের বংশ লোপ হইলে এই স্থান ব্রীটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। কিছু দিন এখানে জেলার সদর ছিল, অল্পকাল পরেই স্থানান্তর করা হয়।

পূর্বে এখানে বিস্তর লোকের বসবাস ছিল। সদর উদ্ভিগা যাতায়াত অবধি এখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিয়া বাইতেছে। এখন প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডুরাই প্রধান। তাঁহারা তীর্থযাত্রীর উপলক্ষ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করেন।

[অপরাপর বিবরণ কুরুক্ষেত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

* ফেরিস্তার এই চক্রস্বামীর মূর্তি 'জগদোহ' নামে উক্ত হইরাছে।

খাপড় (দেশজ) ১ চড়, চপেটাঘাত। ২ হাতের চোটো।

খাবুড়া (দেশজ) ১ চড়, চাপড়, করাঘাত। ২ বিদ্রুতকরণ। ৩ চপেটা।

খাবা (দেশজ) ১ পশু পক্ষী প্রভৃতির নখ। পশু পক্ষী প্রভৃতি চলিয়া যাইলে পায়ে নখের যে সম্পূর্ণ চিহ্ন পড়ে তাহাকে খাবা কহে। জঙ্গলে এই খাবা দেখিয়া হিংস্র জন্তুর সন্ধান হয়। ২ মুঠা।

খাবাখুবা (দেশজ) মুঠা মুঠা।

খাম (দেশজ) শুভ, ইষ্টকাদি নির্মিত অবলম্ব।

খামন, খামা (দেশজ) শুভন, স্থিরহওন, শান্তহওন, থাকন, অপেক্ষাকরণ।

খামান (দেশজ) স্থিরকরণ, শান্তকরণ, গতিরোধকরণ।

থায়েংমিয়ো (থায়েং) নিম্নত্রেঙ্কের পেশুর অন্তর্গত একটা জেলা। পরিমাণ ফল ২৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা উত্তরে উত্তরত্রেঙ্ক, পূর্বে তোঙ্গু জেলা, দক্ষিণে প্রোম এবং পশ্চিমে সান্দোয়ে। জেলা উত্তরত্রেঙ্কের ঠিক নিঃ-ভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহা নিম্নত্রেঙ্কের সীমান্তপ্রদেশ স্পর্শ করিয়াছে। ইরাবতীর বদ্বীপ অধিকার করার পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দালহৌসী ইহাকে নিম্নত্রেঙ্ক হইতে বিভিন্ন করিয়া সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। থায়েংমিয়ো উত্তরে আরাকান হইতে পেশু-যোমা গিরিমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে ৯৩ মাইল। এখানে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র বা অকর্ষিত ভূমি নাই। ইহার পূর্বে পেশু-যোমা ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা গিরিমালা বিস্তৃত। শেষোক্ত গিরিমালা অনধিক ৫০০০ ফিট উচ্চ; কাম্বুদঙ্গ, নাভুদঙ্গ ও স্বীদঙ্গ-মন্-নিংমা নামে ইহার তিনটা শৃঙ্গ আছে। এই গিরি দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহাতে অনেকগুলি নদী আছে। চারিটা গিরিপথ এই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া সান্দোয়ে প্রদেশে গিয়াছে। গ্রীষ্মকাল ভিন্ন এই সমস্ত গিরিপথ দিয়া গমন-গমন করা যায় না। সর্বদক্ষিণ গিরিপথটা বেরঙ্গ-গি-যোম হইতে আরাকানের নেজালি গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে। আর একটা উত্তরদিকে থা-থিং হইতে মিন্-জে পর্যন্ত ৩০ মাইল গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থটা পাশাপাশি অবস্থিত এবং মাই নামে অভিহিত।

ইরাবতী এই জেলার প্রধান নদী, থায়েংমিয়োর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার তীর অত্যন্ত উচ্চ, সুতরাং থায়েংমিয়োর কোন স্থানই বজার ভূমিা যায় না। এই নদীতে দুইটা দ্বীপ আছে,—থায়েংমিয়ো নগরের দক্ষিণে য়ে-বগু দ্বীপ ও জোং-বিন্-সিপ্ দ্বীপ। গ্রীষ্মকাল

এই নদীর জল খুব কঠিন। গেলেও কোথায়ও ৫ ফিটের কম হয় না।

পশ্চিমদিক হইতে তিনটা এবং পূর্বদিক হইতে দুইটা নদী আসিয়া ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। প্রথম তিনটার নাম—পান, মা-তান, যদি এবং শেষোক্ত দুইটার নাম কারি নি এবং বাট্লে। পান উত্তরত্রে বাহির হইয়া কয়েক মাইল গমন করিয়া থারেন্সিয়ো নগরের নিকটে এবং মা-তান নিম্নত্রে উঠিয়া দক্ষিণপূর্বদিক দিয়া প্রায় ১৫০ মাইল পথ গমন করিয়া কামা নগরের নিকটে ইরাবতীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বদিকের নদী দুইটার মধ্যে কারি নি উত্তরত্রে যোমাইশেল হইতে নির্গত হইয়া মারি-দে নগরের কিছু দূরে ইরাবতীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। বাট্লে নদীর মুখে ৪৫০ ফিট লম্বা একটা কাঠসেতু নির্মিত আছে এবং ইহার উপর দিয়াই রেশুন ও মারি-দের পথ চলিয়া গিয়াছে।

এই জেলায় অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। থারেন্সিয়ো নগরের ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে পদকবিন নগরের নিকটে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়। সেশুন, ইন, সা প্রভৃতি এই জেলার প্রধান বস্তৃক।

চিতাবাথ, বস্তবিড়াল, হরিণ, হস্তী, গঁড়ার, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এখানকার প্রধান জন্তু।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে থারেন্সিয়ো নামের খুব কম উল্লেখ আছে। পূর্বে এই অঞ্চলে পুস্ জাতির বসতি ছিল। ভারতবর্ষের ধর্মযাজকগণ যখন এই প্রদেশের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, তখন সম্ভবতঃ এই জেলার নিম্নভাগ খরক্ষেত্র (শ্রীক্ষেত্র—এখনকার প্রোম) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ৪৪৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দ্বংতা-বোজ্ কর্তৃক প্রোমবংশ স্থাপিত হইলে এই প্রদেশ তাঁহারই রাজ্যভুক্ত হয়। প্রোমবংশের পতন হইলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে খমন-দ-দে কর্তৃক পুনরায় একটা রাজ্য স্থাপিত হয়। তাঁহার বংশ ১১০০ বৎসরের বেশী রাজত্ব করেন। এই সময়ে থারেন্সিয়ো পুনরায় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে এই জেলা সান সর্দারগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন পেশু ব্রীশ রাজ্যভুক্ত হয়, তখন থারেন্সিয়ো প্রোম প্রদেশের একটা মহকুমা হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পৃথক করিয়া একজন ডিপুটী কমিশনরের এলাকাধীন করা হইয়াছে।

এই প্রদেশের অধিকাংশ লোক বিপুল মগ বা ব্রহ্মবংশ-গত। এই প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ভারতীয় ও

দেশীয় নিম্নলিখিত কয়েকটা জাতি আছে—কান বা চীন, তেলুগু, তামিল, হিন্দুস্থানী, সাম, কেরা, বাদালী, চীন দেশীয় ও অস্ট্রাল।

এই জেলার প্রধান নগর—(১) থারেন্সিয়ো, (২) আলানিয়ো, (৩) থা-ভোজ, (৪) কামা, (৫) সিন্-দান। থারেন্সিয়োর উৎপন্ন জব্যের মধ্যে চাউল, তৈলোপ-যোগী বীজ, তুলা, তামাক এবং পলাশু প্রধান।

এই প্রদেশের রপ্তানী জব্যের মধ্যে খয়ের, জুপারি, তুলা, চাউল, লবণ, অপরিষ্কৃত রেশম ও মৃৎপাত্র এবং আমদানী জব্যের মধ্যে অপরিষ্কৃত তুলা, রেশম, নীল, চর্খ ইত্যাদি প্রধান।

থারু, বেহার ও উত্তর ভারতের এক অসভ্য জাতি। থারুদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে মানা মত ভেদ আছে। ইহাদের রউতার নামক শ্রেণী বলে যে, তাহারা চিতোরের রাজপুত হইতে উদ্ভূত। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত কুশীনদী হইতে কুমায়ুন ও নেপালের অন্তর্গত স্তারমা নদী পর্যন্ত হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এখানে সেখানে থারুদিগের বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গোরখপুর প্রদেশে লালগঞ্জের নিকটে বাতকান্ ও দেওগঞ্জ গ্রামে অতি প্রাচীনকালে থারুদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া তথাকার লোক বিশ্বাস করে।

থারুয়া দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহাদের কেশগুলি লম্বা ও অচূর। আকৃতি ও চাল চলনে হিন্দুস্থানীর মত।

গোরখপুরে থারুয়া দুই ভাগে বিভক্ত—পুরবী অর্থাৎ পূর্বদেশীয় এবং পচমী অর্থাৎ পশ্চিমদেশীয়। পচমীরা আপনাদিগকে ছত্রী বলে এবং পুরবীদিগের সহিত আহার বিহার করে না। পচমীরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বুড়কা ও ছোটকা। অবোধ্যার গোষ্ঠা প্রদেশে কাঠরিয়া ও উজরিয়া নামক থারুদিগের আরও দুইটা শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বেহারের রউতার শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

চিতবনিয়া বা চিতৌনিয়া থারুয়া জাতির কার্য্য করে। ইহার মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া অথবা প্রস-বাস্তে ইহাদিগের ক্রীলোকেরা অশৌচপালন করে না। বিবাহোৎসবে চারি বা পাঁচজন লোক গমন করে, কিন্তু স্নাত-বাস্তাদি কিছুই হয় না।

বাল্য এবং প্রৌঢ় বিবাহ উভয়ই চিতৌনিয়া থারুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। নয় টাকা কস্তাপণ লওয়া অনেক দিন হইতেই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু অবস্থা বিশেষে

এই পনের তারতম্য হইতে পারে। নিম্ন প্রেরিত হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, সেইরূপ প্রথা সারাই ইহাদিগের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিতের কার্য করে। মর্দনিয়া ও চিতৌনিয়াদিগের বিবাহে বর পক্ষেই কস্তাপক্ষীর লোকদিগকে বিবাহের পূর্বে তিন দিন ধরিয়া খাওয়াইতে হয়। প্রাপ্তবয়সে বিবাহ হইলে পাত্রী অবিলম্বে স্বামীর নিকটে গমন করে। এই সময়ে পাত্রী ও তাহার সমভিব্যাহারী আত্মীয় কুটুম্বগণের অত্যর্থনার ভ্রম পাত্রেয় বাড়ীতে ‘হলু-হিত্তাবন’ (বোভাত) নামক উৎসব হয়। পাত্রী অন্নবরকা হইলে পুনরায় পিতার আলয়ে গমন করে এবং ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন হয়। একরূপ স্থলে পরিত্যক্ত রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু এ বিবাহ বিধবাবিবাহের ভায়ে সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষেই একরূপ বিবাহিতা জীলোককে ‘উত্তারি’ জী বলে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর আত্মীয়বর্গের সম্মতি না লইয়া বিবাহিতা হইলে এবং ‘ভতানা’ না দিলে একরূপ জী ‘হুইরতিন’ বা গণিকা স্বরূপ গণ্য। কেহ সমাজচ্যুত হইলেও তাহাকে এই ‘ভতানা’ দিতে হয়।

• আদিম অসভ্য আতিদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রাণীপূজা ও প্রকৃতিপূজার মিশ্রণই খারুদিগের ধর্ম। বীর ঋক্ষেখর ইহাদিগের একজন প্রধান উপাশ্রয় দেবতা। দূরপ্রদেশে যাইবার পূর্বে ইহার পূজা না দিয়া কোন খারুই গমন করে না। খেরিজেলার খারু বলিয়া থাকে, রাজচক্রবর্তী বেণের ঋক্ষেখর বা রক্ষ নামে এক পুত্র ছিলেন। রাজা পুত্রের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া আদেশ করেন যে, তাহাকে মদলে উত্তর দিকে এমন স্থানে নির্ধারিত করা হউক যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে। রাজাদেশে ঋক্ষেখর সরলে নির্ধারিত হইলেন। তাহার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে সেখানে সূটপাট বা বলপূর্বক জী সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের ঔরসে যে পুত্র সন্তান জন্মিরাছিল, তাহারাই খারু। ঋক্ষেখর হিমালয়ের বনে অতি যত্নে খারুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। খারুদিগের বিশ্বাস রূপে বনে পথে ঘাটে এখনও ঋক্ষেখর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মদদেব (মদের দেবতা) ও ধরচতী নামক আর দুইটি দেবতাকেও ইহার পূজা করে। গো, মেঘ, শূকর ইত্যাদি যাহাতে নির্ঝরে চরিতে পারে, তজ্জন্ত ইহার ধরচতীকে পূজা দেয়। ‘মরি’ খারুদিগের আর এক উপাশ্রয় দেবতা। কেহ কেহ মরি ও হিন্দুদেবতা কালী উভয়কেই এক মনে করেন। চম্পারণে ‘কুয়া’ (কুপ) গ্রামা

দেবতাস্বরূপ পূজিত হয়। কিন্তু এখন শিব ও কালী এই আতির মধ্যে ক্রমশঃ প্রচলিত হওয়ার উক্ত দেবতার পূজা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। খারু কালী দেবীকেই এ অগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং জীবন মরণ কর্তী বলিয়া পূজা করে। যে সমস্ত জীলোকের সম্মান না, তাহারাই এই দেবীরই সাহায্য প্রার্থনা করে। গো, এদেশের দেবীপাটনে কালিকাদেবীর পূজোৎসব উপলক্ষে ইহার অনেক ভক্ত বধ করিয়া নানাবিধ আয়োজন প্রদেয় করে। শিবকে ইহার ভৈরব, ঠাকুর, মহাদেব প্রভৃতি নাম অভিহিত করে ও শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করে। খারুদিগের নিকট তিনি সৃষ্টিস্থিতিকর্তা। অনেক খারু গৃহস্থের গৃহের সম্মুখে মাটির ত্রিপুর উপর মৃৎপ্রতিম লিঙ্গ দেখা যায়।

খারু এখন অনেকটা হিন্দুধর্ম মানিয়া চলিলেও তাদের পূর্ববিশ্বাস তিরোহিত হয় নাই। অন্ন, কালী, উদয়ম মুচ্ছী, শিরঃপীড়া, উন্মাদ, দ্রঃস্বপ্ন এবং যে কোন এক পীড়া উপস্থিত হইলেই তাহা উপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে। কোনরূপ পীড়া হইলেই ওঝা ডাকে। তাহাদের বিশ্বাস, অনেক উপদেবতা ওঝাদের আজ্ঞাবহ, ওঝার মতে করিলে পীড়িতের শরীর হইতে ভূত ছাড়াইতে পারে আবার মনে করিলে ভূত চালাইয়া শত্রুদিগকে কষ্ট দিবে এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। একজন খারু ওঝাদিগকে বড়ই ভয় করে। ওঝার ঝাড়াইবার সম্বন্ধে বাম হাতে কতকগুলি ঘুঁটের ছাই ও সরিষা লইয়া কালিকাদেবীর উদ্দেশে এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে—

‘গুরু হৈ গুরু সৈন্স তত্ত্ব মন্ত্র গুরু, লঠৈ নিরঞ্জন, তোক সোই ফুলকাভার, হমকা সোই গুরু বিজ্ঞা কৈ ভার; যহান বিজ্ঞা নাই, কমরা কাম কৈ বিজ্ঞা। জৈলে বিদ্যা কৈমক কৈ লাগৈ, এসে বিদ্যা লাগই মোর।’

খারুদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নানাবিধ। অনেকের মতে পূর্বে ইহার কেবল গোর দিত। কিন্তু এখন হিন্দুপ্রথাগত শবদাহ করিতে দেখা যায়, কেবল ওলাউঠা বা বসন্তরোগে গোরদেয়। গোর দিবার বাদ্য করিবার পূর্বে শবদেয় সিন্দূর মাখাইয়া একরাতি গৃহের সম্মুখস্থ মাটির ত্রিপুর উপাশ্রয় রাখিবে। খারুদের বিশ্বাস রাজিকালে যজ্ঞের প্রার্থনা বস্ত্রজন্তুদিগকে তাড়াইয়া শব রক্ষা করে। গোর বা শব কার্য্য গ্রামের দক্ষিণাংশে সম্পন্ন হয়। দাহের পর তদনন্তর নিকটবর্তী নদীতে ফেলিয়া আসে। যে প্রাথম চিত্তার জী প্রদান করে, সে ১০ দিন অজুতি হয়। এই সময় তারি

কেহ স্পর্শ করে না, তাহাকে একেবারে থাকিতে হয়। কশ দিন পরে (কোন কোন স্থানে ১৩ দিন পরে) মৃতের আত্মীয়গণ তাহার বাটিতে আসিয়া ক্ষৌরকার্য ও পান ভোজনাদি করে। পানভোজনে মত্তমাংস ব্যবহৃত হয়।

জানী, শীকারে সিদ্ধহস্ত, ঐক্সজালিক বা ভৈরবজ্যোতিং কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে নিজ গৃহের মধ্যেই পুতিয়া কেলে। সেই দিন হইতে সেই গৃহ দেবমন্দির বরূপ গণ্য হয়, সে গৃহে আর কেহ বাস করে না। থাকরা বলে, কেবল মৃতের আত্মা সেই গৃহে অধিষ্ঠিত থাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে আশীর্বাদ করে। তিন কিংবা ছয় মাস পরে মৃতের আত্মীয়েরা ও প্রতিবাসীগণ সেই শবমন্দিরে উপস্থিত হয়। এখানে মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহা নানাবর্ণে রঞ্জিত করে। তাহাই মৃতের প্রতিমা। প্রতিমা প্রস্তুত হইলে তাহার পদপ্রান্তে রাধা মাংস ও মদ্য রাখিয়া সকলে ধূল্য মূর্ত্তিত হইয়া বিলাপ করিতে থাকে। তৎপরে কোন নিদর্শন দৃষ্টে তাহার বুকিতে পারে, যে মৃতের আত্মা প্রতিমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তখন সকলে আনন্দে নৃত্য গীত করিতে থাকে এবং অবশেষে সকলে মিলিয়া সেই প্রসাদী মদ্য মাংস উদরসাৎ করে।

হিন্দুরা থাকর হাতে জল স্পর্শ করে না। হিন্দুর নিকট ইহারা অস্পৃশ্য অস্ত্রাজ জাতি মধ্যে গণ্য। থাকরণ অতি শাস্তিপ্রিয়। ইহারা কখন হিন্দুর সহিত বিবাদ করে না।

ইহারা জুম্ প্রথায় চাষ বাস করে। কৃষিজীবী হইলেও ইহারা সচরাচর স্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে। ইহারা বৃন্ত হস্তী ধরিতে বিশেষ পটু। ইহাদের মধ্যে বিদ্রুপণ মাহত অনেক আছে।

থাকরা বাঙ্গা নামক তৃণ হইতে একপ্রকার অতি সুন্দর মাত্র প্রস্তুত করে।

বাঙ্গালা পেসিডেন্সির মধ্যেই প্রায় ২০ হাজার থাকর বাস। থাল (দেশজ) ধাতুময় ভোজনপাত্র, ভাত খাইবার বাসন, ইহা প্রধানতঃ পিত্তল ও কাঁসা দিয়া প্রস্তুত হয়। থাল, বগি, কাঁসা প্রভৃতি অনেক প্রকার। সাধারণতঃ ভূঙ্গলোকে কাঁসার থাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতিরও থাল প্রস্তুত হয়।

থালকুরী (দেশজ) থলকুড়ী গাছ। (Hydrocotyle Asiatica)

থালী (দেশজ) [থাল দেখ।] ১ ভারতবর্ষীয় বন্যময় বিশেষ।

(ঘরকো)

থালী (দেশজ) ১ পাকপাত, হাঁড়ী। ২ তৈলাধার পাত্রবিশেষ।

থাসিন (দেশজ) ঠাসদা।

থালী (দেশজ) মর্দিত, ঠাসা।

থিতম, থিতাম (দেশজ) আলোড়িত জ্বালাদির হির হওন, জ্বজ্বোর নিয়ে মলসঞ্চিত হওন।

থিত্তি (দেশজ) আলোড়িত জ্বালাদির হির, হিত্তি।

থিবো, ব্রহ্মদেশের শেষ জাতির রাজ্য। [ব্রহ্মদেশ দেখ।]

থিরাগড়, কর্ণাট প্রদেশস্থ একটা নগর।

থু (দেশজ) ১ থুতু। ২ অবজ্ঞাচাক।

থুঅনু (দেশজ) হাপন, অর্পণ।

থুক (দেশজ) ১ থুথু, নিজীবন। ২ অবজ্ঞা।

থুংনী, থুতী (দেশজ) চিবুক, ওঠের অধোভাগ।

থুংকার (থুং) কুভাবে বঞ্, থুং ইত্যবাক্ষক কঃ করণং যত। নিজীবন, থুথু ফেলন।

থুংকুড়ী (দেশজ) থুথু, নিজীবন।

থুথু (দেশজ) ১ নিজীবন। ২ নিজীবন শব্দ।

থুথুকুং (জী) থুথু ইত্যবাক্ষক করোত্যন্তঃ ক-বা- আধারে কিপ্। হেলাঞ্চ। (পারস্কর নিঘণ্টু)

থুবড়া (দেশজ) অকৃতদান, আইবড়, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত।

থুবড়ি (দেশজ) [থুবড়া দেখ।]

থুবা (দেশজ) থোকা, গোছা।

থুবাথুবা (দেশজ) গোছা গোছা।

থুরণ (দেশজ) খণ্ড খণ্ডকরণ, কুচি কুচিকরণ।

থুরথুর (দেশজ) কম্পিত।

থুর্কণ (কী) থুর্ক ভাবে লুট্। হনন, বধকরণ।

থুথু (অব্য) নিজীবন ত্যাগামকরণ শব্দ। “থুথুকৃত্য বমত্তির-ধরগ জনৈঃ” (হুক্তিকর্ণামৃত)

থুর্ত (জি) থুর্ক-কৃত। বিনাশিত।

থুঁতলা (দেশজ) ১ মাড়ান। ২ চেপ্টাকরা।

থুঁতলান (দেশজ) দলন, পেয়ণ।

থুঁতুয়া (দেশজ) দলিত, পেবিত।

থেকা (দেশজ) প্রতিবন্ধ, বাধা।

থেগুয়াথেগুয়া (দেশজ) গোলমাল, বিপ্লব।

থেত্যান (দেশজ) পেয়ণ, দলন।

থেবড়া (দেশজ) চেপ্টা, বসা (নাক)।

থেবা (দেশজ) এক প্রকার বৃক্ষ। (Trichosanthes Theba, Buch.)

থেবেনো (কনিষ্ঠ) একজন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী। পারি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পারস্তের মিসর... ৩৭৪

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই নবেম্বর তারিখে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি Petis de la Croix এর বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহার Memoirs নামক গ্রন্থ সংশোধন করেন। এই গ্রন্থ ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনখণ্ডে মুদ্রিত হয়। খেবেনো ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বরে বলোরা নগর হইতে জাহাজে যাত্রা করিয়া পরবর্তী জাহাজি মাসের ১০ই তারিখে সুরাটে উপস্থিত হন। ভারোচের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তিনি আন্ধ্রাবাদ, বোম্বে, আগরা, দিল্লী, আলাহাবাদ, বহরমপুর, গোয়া, গোলকুণ্ডা, হায়দরাবাদ, মহলিশতন, সুরাট, বন্দর আব্বাস, সিরাজ, কুম ও ফরস্ক নগর পরিভ্রমণ করিয়া মিয়ানা নগরে উপস্থিত হন। ইহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে তখনকার ভারতের অবস্থা কতক কতক জানা যায়।

খেলুয়া (দেশজ) ১ স্থালী, থলি। ২ মুখ খোলা।

খৈকোল (দেশজ) উত্তর বঙ্গের এক প্রকার ফল।
(*Garcinia pedunculata*.)

খৈখৈ (অব্য) বাদ্যায়করণ শব্দবিশেষ, খৈ খৈ এই প্রকার অব্যক্ত শব্দের অমুকরণ শব্দভেদ। (সঙ্গীতদামোঃ)

খৈখৈ (দেশজ) ১ সঞ্চালিত জলহিলোল। ২ পরিপূর্ণ।

খৈলাখৈলা (দেশজ) পূর্ণস্থলী, থলিভরা।

খৈলী (হিন্দী) থলি।

খো (দেশজ) রাখা।

খোঁতা (দেশজ) ১ চিবুক। ২ চকু, পক্ষীর ঠোঁট।

খোক (দেশজ) সমগ্র, সমূহ, রাশি।

খোকখোক (দেশজ) মোট।

খোকে খোকে (দেশজ) একেবারে, একুনে, কিত্তি কিত্তি।

খোকেবিক্রয় (দেশজ) একেবারে বিক্রয়, একেবারে বেচা।

খোড় (দেশজ) ১ কলাগাছের অভ্যন্তরংশ। ২ খাত্তাদির অক্ষুটপুষ্প।

খোড়ন (ক্ৰী) খুড়-লুট। সম্বরণ, আবরণ, আচ্ছাদন।

খোড়ন এই শব্দ প্রামাদিক, খুড়ন ইহাই সাধু।

খোড়া (দেশজ) ১ অন্ন, সামান্য। ২ কাটা।

খোড়ান (দেশজ) ১ কাটান, ছেদন। ২ স্থিতিকরণ, স্থিরকরণ। ৩ শাস্তকরণ।

খোপ (দেশজ) গুচ্ছ, তবক।

খোপখোপ (দেশজ) গোছা গোছা।

খোপনা (দেশজ) ১ গোছা। ২ চিবুক। ৩ মুখ।

খোপলা (দেশজ) খোবনা।

খোপা (দেশজ) গুচ্ছ, কাঁদি।

খোবড়া (দেশজ) ১ চেপ্টা।

খোবনা (দেশজ) মুখ, আন্ত, বদন।

খোবা (দেশজ) গুচ্ছ, তবক, খোপা।

খোবাখোবা (দেশজ) তবকে তবকে, গুচ্ছে গুচ্ছে

খোঁগেয় (ত্রি) স্থান হিতাদি ঠক্ পুষো সাধুঃ। স্থা- হিতাদি। (শকার্ধট্)

তখন দংশ শাপে ভীত হইয়া বারবার ভৃগুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ভৃগু দমার্জ হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্বৃত রাম হইতে তোমার শাপ মোচন হইবে। পরে এই দংশ কীটযোনি প্রাপ্ত হইল। কৰ্ণ যখন পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন, তখন একদিন পরশুরাম কর্ণের কোড়ে মস্তক রাখিয়া নিজা বাইতেছিলেন। এমন সময় ঐ কীট কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার

উল্লেখ্য ভেদ করিতে লাগিল। গুরু নির্যাতন হয়, এই ভয়ে কণ বিশেষ ক্রেশ সহ করিয়া থাকিলেন। কিন্তু কণ পরে কণের উরু হইতে কণির বিনির্গত হইল পরশুরামের গায় পড়িতে লাগিল, ইহাতে পরশুরামের নির্যাতন হইল। কণ গুরু নিকটে এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

পরশুরাম কণের বাক্য শুনিয়া সেই অষ্টাদশ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলক জাতীয়, উহার কলেবর শূকরের ছায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্কাক হুচী মৃদু। লোমজালে সমাকীর্ণ। পরশুরাম দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল এবং শাপ বিষুক্ত হইয়া রামকে প্রণাম করিয়া বধাহানে প্রস্থান করিল। (ভারত শাস্তিঃ ৩ অ)

দংশক (পুং) দশতীতি দংশ-ধূলু। ১ দংশ, দাঁশ, মক্ষিকাতেন। ২ নৃপবিশেষ, ইনি কম্পনদেশের অধিপতি ছিলেন।

“দংশকঃ কম্পনাধিপঃ প্রবুদ্ধে তত্র সক্রোধি।” (রাজতরং ১১৭৮)
(ত্রি) ৩ দংশনকর্তা।

দংশন (ক্ৰী) দশতীতি শরীরমিতি দংশ-লুট। ১ বর্ষ। দংশন ভাবে লুট। ২ কামড়ান, হলরসান, দস্তাদিহারা খণ্ডন।

“দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসী কুরুন্তি যোষিতঃ”

(সাহিত্যদং)

দংশনাশিনী (ক্ৰী) দংশং নাশয়তি নাশি-গিনি ভীপু। তৈল-কীটভেদ। (রাজনিং)

দংশভীক (পুং) দংশাৎ বনমক্ষিকাতঃ ভীকঃ। মহিষ। (হেমং)

দংশমূল (পুং) দংশবহুগ্রং মূলমত। শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনাগাছ।

দংশিত (ত্রি) দংশো বর্ষ সঙ্গাতোহস্ত পরিহিতবীদিত, দংশ-ভারকাদিভ্যঃ ইতচ্। ১ বর্ষিত, বর্ষবিশিষ্ট। “হস্তাখরথ-পূর্বেন দংশিতেন প্রতাপবান্।” (ভারত ২২৯২) দংশীত, দংশ গিচ্ ভাবে ক্ত। দষ্ট, দস্তে খণ্ডিত, যাহাকে দংশন করিয়াছে।

দংশী (ক্ৰী) কুত্রো দংশঃ স্বরার্থে ভীষ্, বা দশতীতি দংশ অচ-গৌরা ভীষ্। কুত্র দংশ, ছোট দাঁশ।

দংশুক (ত্রি) দংশ বাহুলক্যং উক। দংশনলীল। “তদ্ব্যং ক্রীবাঃ দংশুকা দংশুকাঃ” (তৈত্তি ব্রা ১১৭৮২)

দংশোর (ত্রি) দংশ বা এয়ক্। অগকারক, হিংসক।

দংষ্ট্র (পুং) দংশজ। দস্ত, দাঁত। “অসিহনু দংষ্ট্রঃ পিতৃঃ” (ঋক ২১৩৩৪) “দংষ্ট্রদন্তঃ” (সায়ণ)

দংষ্ট্রা (ক্ৰী) দস্তভেদনয়া দংশ করণে ঙ্গনু, (দানীশসেতি পা ৩২১৮২) বা ‘সর্কধাতুভ্য ঙ্গনু’ ইতি ঙ্গনু, গৌরাদি-পাঠে পিতামহীশব্দ পাঠাৎ বিত্যা ভীষোহনিত্যভ্যঃ টাপ।

দস্তবিশেষ, বড় দাঁত, দুলদস্তভেদ, হইপাচী দাঁতের আ-দেশে চারিটা দস্তের নাম দংষ্ট্রা। পর্কার দাঁচ। (হেম)

“দংষ্ট্রায়াং ধরশীনে দিত্তিভ্যঃ বীশঃ পদে রোদনী (সাহিত্যদং ১৩) ২ বৃন্দিকালী, বিছুটা।

দংষ্ট্রানখবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং নখে চ বিষঃ স্ত। মাক্ষার্যা-যাহাদের দস্ত ও নখে বিষ আছে, মাক্ষার, কুহুর, বান-মকর, মণ্ডুক, প্রচলাক, গৃহগোধিকা, পাকমৎস্ত, গো-শব্দুক, চতুষ্পাদ কীট প্রভৃতি দংষ্ট্রানখবিষ। দংষ্ট্রা, ন-মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্দ্রক, মুখ, সন্দংশ প্রভৃতি বি-অবস্থান ভূমি। (সুশ্রুত)

দংষ্ট্রায়ুধ (পুং) দংষ্ট্রা আয়ুধইব স্ত। বরাহ।

দংষ্ট্রাল (ত্রি) দংষ্ট্রা-অস্তি চূড়াদিভ্যঃ ল। ১ দংষ্ট্রা-দাঁতাল। (পুং) ২ রাক্ষসবিশেষ।

দংষ্ট্রাবিষ (পুং) দংষ্ট্রায়াং বিষমত। ১ ভৌম সর্প, স-দিগের দস্তে বিষ। [সর্প দেখ।]

দংষ্ট্রাজ (পুং ক্ৰী) দংষ্ট্রাহরমিবাস্ত। বরাহ। (শব্দার্থটি)

দংষ্ট্রিকা (ক্ৰী) দংষ্ট্রা বিভক্তেহস্তাঃ, দংষ্ট্রা-ঠনু (ত্রীহাদিত্য-পা ৫২১১৬) দাড়িকা, দাড়ি, দংষ্ট্রা। (ত্রি) দংষ্ট্রায়ুক্ত।

দংষ্ট্রিন্ (পুং ক্ৰী) প্রশস্তা দংষ্ট্রা অন্ত্য ইতি ইনি। ১ শূক-২ সর্প। “বিলানি দংষ্ট্রিনঃ সর্কৈ সানুনি যুগপক্ষিণঃ (রামায়ণ ২৩৩২৩)। (ত্রি) ৩ দংষ্ট্রায়ুক্ত।

দংসনা (ক্ৰী) দংস, চুরাদিভ্যঃ গিচ্, ততোভাবে মুচ্। ক-“তরুক্রবা তব তদংসনাভিঃ” (ঋক ৩১৭১৬) ‘দংসনানি কৰ্ম্মভিঃ’ (সায়ণ)

দংসনাবৎ (ত্রি) দংসনা বিভক্তেহস্ত মতৃপ, ততো মতৃ ব-কৰ্ম্মযুক্ত। “সনো হিরণ্যপথং দংসনাবান্” (ঋক ১৩৩১১) ‘দংসনাবান্ কৰ্ম্মবান্’ (সায়ণ)

দংসন্ (ক্ৰী) দনস-অনু। কৰ্ম্ম। (নিবর্তু) “চাক্রতমর্মা দংসঃ” (ঋক ১৬২১৬)

দংসি (পুং) দনস-ইন্। কৰ্ম্ম। “কুংসায় মনসরহস্ত দংসি (ঋক ১০১৩৮১) ‘দংসয়ঃ কৰ্ম্মাদি’ (সায়ণ) “দংস কৰ্ম্মাদি দংসয়তোমানি” (নিরুক্ত ৪১২৫)

দংসিষ্ঠ (ত্রি) দনস তৃণ দংসয়িতা অতিশয়েন সঃ ইষ্টন্ তৃ-লুকি-বিলোপঃ। ১ অত্যন্ত কৰ্ম্মকর্তা, যে অতিশয় ক-করে। “দংসিষ্ঠা রথ্যা রথীতমা” (ঋক ১১২২২) ‘দংসিষ্ঠা অতিশয়িত কৰ্ম্মণো’ (সায়ণ) ২ দর্শনীক-৩ অতিশয় শব্দহিংসক। “বেনা দংসিষ্ঠ কুবনে” (ঋক ৮১২৪২৫) ‘হে দংসিষ্ঠাত্যন্ত দর্শনীক বধা শব্দ প্রায়ঃ কপাল (দ্য)

দংসুজুত (জি) দাক্ষ অর্থদ্বারা স্তম্ভপ্রেরিত। “নহবো দংসু-
জুতঃ” (ঋক্ ১।১২২।১০) ‘দংসুজুতো দাষ্টেরথেঃ স্তম্ভ-
প্রেরিতঃ’ (সায়ণ)

দংসুপত্নী (স্ত্রী) দমনপত্র অস্ত্রদ্বিগের পত্নী। “অথোগিজ্জঃ
স্তম্ভো দংসুপত্নীঃ” (ঋক্ ৪।১০।৭) ‘দংসুপত্নীঃ দমনপত্রা
অস্ত্রাঃ স্তম্ভপত্রোবাশাং তাঃ’ (সায়ণ)

দাঁক (দেশজ) গভীর সজল পক্ষ, পাক।

দক (স্ত্রী) উদক পুষ্পোদরাদিহাং সাধুঃ। জল। (ত্রিকা°)

দকার (পুং) দ-স্বরূপে কারঃ। দ এই বর্ণ।

দকারাদি (জি) দকার আদির্ষত্ব। যাহার আদিত্তে দকার।

দকারান্ত (জি) দকারোহন্তে যন্ত। যাহার শেষে দকার আছে।

দকোদর (স্ত্রী) দক্ষ জলক্ষীতং উদরং যত্র। অশ্রুতোক্ত
উদররোগভেদ, অশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

শরীরস্থ সকল দোষ পৃথকভাবে অথবা মিলিত হইয়া প্রীহো-
দর, বক্রগুদ, আগন্তক ও দকোদর প্রভৃতি উদররোগ জন্মে।

দকোদরের লক্ষণ—স্নেহপান দ্বারা অস্বাসিত হইলে,
বমন বা বিরেচন করান হইলে অথবা নিরুদ্র বস্তি প্রয়োগ
করা হইলে, যদি শীতল জলপান করে, তাহা হইলে সেই
জলবাহিনী নাড়ী সকল দূষিত হইয়া অথবা পূর্বের জ্বা
সেই জঠর দেশস্থ অঙ্গীসমূহ স্নেহপলিপ্ত হইয়া দকোদর
জন্মায়। তাহাতে নাভিমণ্ডল স্निগ্ধ অথচ কৃত্তাকারে শীঘ্র
উন্নত ও জলপূর্ণের জ্বা হয়। চর্ম্মখণ্ড জলপূর্ণ হইলে যেরূপ
ক্ষুদ্র, কম্পিত ও শব্দিত হয়, দকোদরেও সেইরূপ হয়।

এই রোগে আশ্বান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, শোফ,
অস্বেব অবসন্নতা, বায়ু ও পুরীষবদ্ধ হয়। (অশ্রুত)

[বিশেষ বিবরণ উদর দেখ।]

দক্ষ (পুং) দক্ষ কর্ত্তরি অচ্। ১ তাম্রচূড়। ২ দক্ষসংহিতা
কর্ত্তা মুনিভেদ, ময়ু, অজি প্রভৃতি বেদধর্ম্মশাস্ত্র আছে,
ইহাদের মধ্যে দক্ষসংহিতা একখানি। ৩ শিবব্রহ্মত।
৪ বৃক্ষভেদ। ৫ অজি। ৬ মহেশ্বর। ৭ চতুর, কুশল,
জ্ঞেয়কার্য উপস্থিত হইলে যিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্যের
প্রকৃত বিবরণ জানিতে বা উক্তমরূপে সমাধা করিতে
সমর্থ হন, তাহাকে দক্ষ কহা যায়।

৮ একজন প্রজাপতি। (পুরাণ)

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে প্রজাপতি দক্ষের স্তুতি আছে। কোন
কোন মন্ত্রে তাহাকে জ্যোতির্গণের জনক বলা হইয়াছে।

যথা—“জ্যোতিষঃ স্বর্ঘ্য দক্ষপিতৃননাগায়ে অমহো ব্রীহি
দেবান্।” (ঋক্ ৬।৫০।২)

হে শোভনদীপ্তিশালী স্বর্ঘ্য! দক্ষ বাহাদের পিতৃপুরুষ

সেই শোভন-জ্যোতিক দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ
কামনা করিও।

দক্ষ আদিত্যের পিতা আবার আদিত্য হইতে জ্যোতিক ও
দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্ত দক্ষকে দেবতাদিগের
পিতৃপুরুষ বলা হইয়াছে। ঋক্ সংহিতার অপর মন্ত্রে আছে—
“ব্রহ্মগম্পতিরতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।

দেবানাং পূর্বো যুগেহসতঃ সদজায়ত ॥২॥

দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত।

তদাশা অবজায়ন্ত তত্স্থানপদম্পরি ॥ ৩ ॥

তুর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব অশা অজায়ন্ত।

অদিতৈর্দক্ষো অজায়ত দক্ষাধিত্তিঃ পরি ॥ ৪ ॥

অদিতির্জাজনিষ্ট দক্ষ যা হুহিতা তব।

তাং দেবা অবজায়ন্ত তত্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥” (ঋক্ ১০।৭২মূ°)

দেবগণের উৎপন্ন হইবার পূর্বে ব্রহ্মগম্পতি কর্ম্মকারের
জ্বা কার্য্য করিলেন। অসৎ, হইতে সং উৎপন্ন হইল।
দেবগণের উৎপত্তির প্রথমকালে (এইরূপে) অসৎ হইতে
সং জন্মিল। পরে উত্তানপদ হইতে দিক্ হইল। উত্তানপদ
হইতে ভূ এবং ভূ হইতে দিক্ জন্মিল। আদিত্য হইতে দক্ষ
জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে আদিত্য জন্মিলেন। হে দক্ষ!
আদিত্য যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কজ্জা, * তাঁহা হইতে
পরে তত্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।

আদিত্য হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে আদিত্য উৎপন্ন
হইলেন, এ কথাই তাৎপর্য্য কি? এ সবক্কে যাক্ নিকট
লিখিয়াছেন—

“আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহরাদিত্য মধ্যে চ স্তম্ভঃ। আদিত্য
দাক্ষায়ণী। ‘অদিতৈর্দক্ষো অজায়ত দক্ষাচ্ছ, অদিতিঃপরি’
ইতি চ। তৎকথমুপপদ্যত। সমানজন্মানো জ্ঞাতামি-
তাপি বা দেবধর্ষণ ইত্যেতরজন্মানো জ্ঞাতামিতরেতর-
প্রকৃতী।” (১১।২৩)

তাঁহারা বলেন, দক্ষ আদিত্য অর্থাৎ আদিত্যের পুত্র এবং
আদিত্য বলিয়াই তিনি স্তম্ভ হইয়া থাকেন। আদিত্য দাক্ষা-
য়ণী অর্থাৎ দক্ষের কজ্জা। (স্তম্ভিতে আছে,) ‘আদিত্য
হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে আদিত্য উৎপন্ন হইলেন।’
ইহা কিরূপে সম্ভব? হয় উভয়ে সমান জন্ম লাভ করিয়াছেন,
অথবা দেবধর্ম্মাভাসারে উভয়েই উভয় হইতে জন্ম ও প্রকৃতি
প্রাপ্ত হইয়াছে।

অগ্নিগম্পিত রোমের মতে এখানে দক্ষ Spiritual force
ও আদিত্য Eternity।

* বিষ্ণুপুরাণের মতেও আদিত্য দক্ষের কজ্জা। (বিষ্ণুপু° ৪।২।৫।)

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“প্রজাপতি হ বা ইদমগ্রে এক এবাস।” (২৬২।৪।১)

“প্রজাপতি হ বা এতেনাগ্রে যজ্ঞেনেজ প্রজাকামো ‘বহঃ প্রজা পত্ততিঃ স্তাঃ শ্রিয়ঃ গচ্ছেরঃ বশঃ স্তামদাঃ স্তামিতি’। স বৈ দক্ষো নাম ইত্যাদি।” (২৬৪।৪।১)

প্রজাপতিই সর্বাগ্রে কেবল ছিলেন। প্রজাপতি প্রজাকামা হইয়া অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ‘আমি যেন বহু সন্তান সন্ততি ও গবাদি পাই, শ্রীলাভ করি, বশব্দী হই এবং অন্ন পাই।’ তাহারই নাম দক্ষ।

পুরাণে বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষ্ণু পালক, শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ সেই পদ পাইয়াছেন—

“প্রজাপতিবৈ তরতঃ স হীদং সর্বং বিতর্জি।”

(শতপথ ৬।৮।১।১৪)

প্রজাপতিই তরত, কারণ তিনি এই সমস্ত জগতের তরণপোষণ করেন।

হরিবংশে আবার দক্ষকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলা হইয়াছে—

“ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগায়। ব্রহ্মসম্ভবঃ।

• দক্ষঃ প্রজাপতি ভূতা স্বজতে বিপুলঃ প্রজাঃ ॥

(হরিবংশ ২।১১ অঃ)

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞের বৈষ্ণব প্রসঙ্গ আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয়সংহিতার ২য় কাণ্ডে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রভাব প্রস্তাবে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মহাভারত ও পুরাণাদির মতে—ব্রহ্মার দক্ষিণাভূত হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

“শরীরান্ধ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।

অজুষ্ঠাদক্ষিণাদক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত ॥” (মৎস্কপুং ৩।৯)

“যথা সসর্জ চৈবাদৌ তথৈব শৃণুত্বিভাঃ।

যদা তু স্বজতস্তত্ত্ব দেবর্ষিগণপন্নগান্ ॥

নবৃদ্ধিমগুমলোকস্তদামৈমথুনযোগতঃ।

দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাকজ্ঞানমজীজনং ॥” (মৎস্কপুং ৫।৩-৪)

ইহার পূর্বে মানস সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টি দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অবধি মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

দক্ষোৎপত্তির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

বিধাতা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলষী হইয়া ধর্ম, ক্রয়, মনুষ্য, সনক, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাকর্ত্তা মানসপুত্র পরে দক্ষিণাভূত হইতে দক্ষকে এবং বায়ুভূত হইতে দক্ষপুত্রকে সৃষ্টি

করেন। দক্ষ এই পরীতে অনেক কষ্টা উৎপাদন করিলেন ও ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকে অর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমের অসংখ্য মহাপুত্র হইল। কোন সময়ে দক্ষ হর্যমোহ বজ্র করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল আমাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, কিন্তু সতী অনাহুতা হইয়া এই যজ্ঞ আসেন ও দক্ষ কর্ত্তক অপমানিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ‘তুমি এবের বংশে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্য প্রাপ্ত হও,’ এই অভিশাপ দেন। পরে ঋবংশোৎপন্ন প্রচেতাগণ কঠোর তপস্তা করিয়া প্রজাপতির প্রাপ্ত হইলে মারিয়ার গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। পরে দক্ষ চতুর্দশ মানস প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মানসপ্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি বীরণ প্রজাপতির তনয়া অসিকীকে বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র হইতেও প্রজা বৃদ্ধি হইল না। পরে অসিকীতে ৬৮টি রূপবতী কন্যা হইল। তাহার ছইটি কন্যা অদ্বিরাকে, ছইটি কুশাবকে, দশটি ধর্মকে, ত্রয়োদশ কস্তপকে এবং সুপরিংগতি চন্দ্রকে প্রদান করেন। ক্রমে ইহাদের দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইল এবং সেই হইতেই মৈথুন দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া অবধি হইয়াছে। (গরুড় পুং ৫।৬ অঃ)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—এই জগৎ আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে বলেন, ‘তুমি প্রজাপতি সৃষ্টি কর।’ অন্যত্র বিরাটপুরুষ তপস্তা করিয়া সায়জুব মহাকে সৃষ্টি করিলেন। সায়জুব মহা তপস্তাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। ব্রহ্ম তৎকর্ত্তক পরিতুষ্ট হইয়া সৃষ্টির জন্ত দক্ষকে উৎপাদন করেন। দক্ষ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্য ও বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মা আরও দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি ও গোম প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। (কালিকাপুং ১৯ অঃ)

দক্ষপ্রজাপতি যোগমায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্তা করেন যোগমায়ী পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হন এবং দক্ষকে বলেন, তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষি বর প্রার্থনা কর। দক্ষ কহিলেন, যদি আমাকে বর দে তাহা হইলে এই বর দিনু যে, আপনি আমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইবেন। মহামায়ে! এই বর কেবল দক্ষ

নহে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও জানিবে। মহামায়া এই কথা শুনিয়া 'তথাস্ত' এই কথা বলিলেন ও তাহাকে কহিলেন, আমি অবিলম্বেই তোমার পক্ষীয় গর্ভে তোমার কস্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করের সহধর্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি অনাদর করিবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ-তাগ করিব। আর যদি আদরশেষিয়া না হয়, তাহা হইলে চিরদিন থাকিব। আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কস্তা হইয়া মহাদেবের পক্ষী হইব' এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ ক্রীড়ন ব্যতিরেকেই সঙ্কর, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। এই সকল পুঞ্জগণ নায়দের উপদেশে পৃথিবী পর্যাটন করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না দেখিয়া ত্রৈলোক্যে ধর্ম্মে বীরগুননয়া অসিকীকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতির সঙ্কর হইল, অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হটুক এইরূপ প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে মহামায়া প্রাণ-ভূত হইলেন। ইহারই নাম সতী। দেবগণের যত্নে মহাদেবের সহিত সতীর বিবাহ হইল। প্রজাপতি দক্ষ একটা মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে অষ্টাঙ্গীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃ-কার্য্যে ব্যাপৃত, চতুষ্টয় সহস্র দেবর্ষি উল্লাতা, মারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অক্ষর্য্য ও হোতা। সকল দেবতার সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার দেববিধি-প্রদর্শক। এই যজ্ঞে সকল দিকপালগণ দ্বারপাল ও রক্ষক। এই স্থলে মর্ত্তমান যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত। ধরামণ্ডল স্বয়ং যজ্ঞবেদী হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞের বরণ করেন নাই এমন কেহ ছিল না। মহাদেব কপালী, স্ততরাং তিনি বজ্রা নহেন, এই বিবেচনা করিয়া দক্ষ সে যজ্ঞে কেবল তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন নাই। সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভাৰ্য্যা, এইজন্ত তিনিও আহুত হন নাই। সতী ইহা জানিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষের এই নিদারুণ কৰ্ম্ম স্বরণ করিয়া ঘোর রোষাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কোপরক্তনয়না সতী যোগ-বলে সকল দ্বার রোধ করিয়া ক্রুদ্ধ করিলেন, এই মহা-ক্রুদ্ধকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরুদ্ধ ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ইত্যবসরে শিব মানসসরোবরের সন্ধ্যা সমাপন করিয়া কৈলাসে আসিতে আসিতে পথে সতীর দেহভাগ সংবীদ পাঁইয়া শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আসিয়া সতীকে মৃত দেখিয়া ও বিজয়ার মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় কষ্ট হইলেন। এই সময় মহাক্রোধের চক্ষু, কণ্ঠ, নাসিকা ও শ্বক্লহর হইতে অগ্নিকণোপগারী অগ্নিস্রবাসিত জলন্ত উল্কা

সকল নির্গত হইতে লাগিল। দক্ষ যে স্থলে যজ্ঞ করিতেছিল, মহাদেব তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে অবস্থান করিলেন। মহাক্রোধ দূর হইতে সেই সমুজ্জল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সঙ্কর বীরভক্তকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বীরভক্ত বহুগুণ পরিবৃত্ত হইয়া মহামায়া দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভক্তকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে দেখিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু তাহাকে নিবারণ করেন। বীরভক্তকে নিবারিত হইতে দেখিয়া মহাদেব রোষনয়নে যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া যুগলপে পলায়নপর যজ্ঞের অমূল্যরূপ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞ আকাশপথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাদেবও তথায় গমন করিলেন, রক্তভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক "নিজ মায়াবলে সতীশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন যজ্ঞাঙ্গামী ক্রুদ্ধ মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাহাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গিয়া সতী-শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

(কালিকা পু ৮—১৮ অ°) [সতী দেখ।]

দক্ষোৎপত্তির বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে— দশ জন প্রচেতার মানসে মারিবার গর্ভে ও সোমদেবের অংশে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হন, অনন্তর ইনি স্বাবর, জন্ম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকরিত কস্তার সৃষ্টি করেন। এই সকল কস্তার মধ্যে দশটা ধর্ম্মকে, ১০টা কস্তাপকে, অবশিষ্ট নক্ষত্রনামে ২৩টা কস্তা সোমদেবকে প্রদান করেন। ইহাদের গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, মানব প্রভৃতি নানাজাতির সৃষ্টি হইল। এই সময় হইতে ক্রীপূর্ব্বক সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্ব মনন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমভূত হইয়াছিল, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে দক্ষ প্রচেতাগণের পুত্র বলিয়া কথিত হইল ও সোমদেবের দোহিত্র হইয়াও কল্পপে তাহার ঋণুর হইলেন, জনমেজয়ের এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বৈশম্পায়ন বলিলেন, 'উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম। ইহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের কোন মোহের বিষয় নাই। প্রতিযুগেই দক্ষ প্রভৃতি নৃপতিগণের একবার উৎপত্তি আবার লয় হইয়াছে। পূর্ব্ব জ্যোতিষ কনিষ্ঠ কিছুই ছিল না, একমাত্র তপোবলই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ ছিল। প্রজাবিধাতা দক্ষ

বিধাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভূতসমূহ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পক্ষ, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে প্রথমে মানসে সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে দেখিলেন মানস-সৃষ্ট প্রজা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন তিনি প্রজাসৃষ্টির উৎকট বাসনা ক্রীপুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃকর স্থির করিলেন, তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির অসিক্রী নামে এক কন্তাকে বিবাহ করিলেন। পরে প্রজাপতি দক্ষ ঐ অসিক্রীর গর্ভে পঞ্চসহস্র বীৰ্য্যবান পুত্র উৎপাদন করেন, ইহারাও প্রজাসৃষ্টির জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ইহারা ব্রাহ্মার মানসপুত্র নারদের উপদেশে নিরুদ্ভিষ্ট হন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত আনিয়া নারদকে সংহার করেন। ব্রাহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষ কহিলেন, আমি এই নিজ কন্তা অসিক্রীকে প্রদান করিতেছি, ইহার গর্ভেই নারদের পুনরীকর জন্ম হইবে। অতএব ইহাকে লইয়া কষ্টপক্ষে প্রদান করুন, এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মার হস্তে এই কন্তাকে অর্পণ করেন। অভিসম্পাত ভয়ে কষ্টপ এই কন্তা গ্রহণ করেন এবং ইহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি দক্ষ ধর্ম্মপত্নী বীরণতনয়াতে ষষ্ঠিসংখ্যক কন্তার সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মকে দশ, কষ্টপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, বহু পুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও ক্রশাঙ্ককেও দুই চারিটি করিয়া কন্তাদান করিলেন। অরুন্ধতী, বহু, যামী, লম্বা, ভামু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিখা এই দশটি কন্তা ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করেন। পরে বিখা হইতে বিশ্বদেবধ্বজ, সাধ্যা হইতে সাধ্যাশ্রণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বগণ, বহু হইতে বহুগণ, ভামু হইতে ভামু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বা হইতে লম্বা, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সংকল্প হইতে সর্কাস্বরূপ সংকল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। এইরূপে ক্রমে এক দক্ষ প্রজাপতি হইতে চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতে লাগিল।

(হরিবংশ ২—৩ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে— প্রজাপতি দক্ষ ব্রাহ্মার আশ্রয়, ময়ুকন্তা প্রসূতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই প্রসূতির গর্ভে ১৬টি জননী উৎপন্ন হয়, এই ১৬টি কন্তার মধ্যে ১৩টি ধর্ম্মকে, একটা অগ্নিকে ও একটা পিতৃগণকে প্রদান করেন। সতী নামে অন্য একটা কন্তা মহাদেব বিবাহ করেন। প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত

দুহিতৃবৎসল ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বিশ্বকর্মে একটা বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সক দেবতা উপস্থিত ছিলেন, প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞ আগমন করেন, তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া উঠি দাঁড়াইলেন, কেবল ব্রাহ্মা ও শিব ইহারা দুইজনে উঠিলেন না। দক্ষ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক মহাদেব নিজামনেই উপস্থিত রহিলেন, দক্ষকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ ইহাতে কোপে উদ্ভূত প্রবৃত্ত হইয়া শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব রুষ্ট হইলেন না, সভার মধ্যেই বাসি রহিলেন।

দক্ষ কেবল শিবনিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না এমন কি—ক্রোধে জলস্পর্শপূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন ‘এই দেবদ্যম শিব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞাশ্রয় প্রাপ্ত না হয়।’ এই শাপ দিয়া ক্রোধতরে এই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে—গিরিশাশুর নন্দ্য শাপের বিষয় অবগত হইলেন ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন, ‘মহাদেব যখন কাহারও অপরাধ করেন না। তাহার প্রতি যাহারা বিদ্বেষিত হইবে, তাহাদের কোন কার্যসিদ্ধি হইবে না। এই দক্ষের বুদ্ধি দেখে আত্মা বলিয়া ধ্যান করে এবং সে আত্মাত্মক বিশ্বত হইয়া, দক্ষ পুত্র সমান নিতান্ত ক্রীকামী হউক এবং অগ্নি ইহার ছাগলের ছায় মুখ হউক। বস্ত্রতঃ এই দক্ষের ছাগ-তুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, কেননা এ বিচারকে তববিষয় বোধ করিয়া থাকে, এইজন্য এ বস্ত্রই ছাগ।’ এই বরিষা অভিশাপ দেন।

পুত্র দক্ষ এবং জামাতা শিব সর্বদা এইরূপে পরস্পর বিবেষ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে পরমেশ্বর ব্রাহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইহাতে দক্ষের চিত্তে অহঙ্কার আরও প্রবীর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন তিনি বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হইল। কেবল মহাদেব ও সতী নিমন্ত্রণ হইল না। সতী যজ্ঞ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বারম্বার জন্ম মহাদেবের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সতীকে যজ্ঞহলে বাসি করিতেই অমমতি করিলেন না। সতী কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃভাগে গমন করিলেন এবং সেই যজ্ঞহলে পিতৃভাগে অপমানিতা হইয়া প্রাণপণিত্যাগ করিলেন। মহাদেব নারদ মুখে সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া অতিশয়

বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মন্তক হইতে একটি জটা
 • উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে বীর-
 ভ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে যাত্রা
 করিলেন; তিনি ভৃগুর শ্রু ও পুবার দত্ত উৎপাটন
 করিয়া দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলেন ও তীক্ষ্ণধার
 অস্ত্রদ্বারা তাহার মন্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু
 পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন
 না। পরে তিনি বিম্বিত হইয়া প্রাণিধানপূর্বক দেখিলেন,
 যজ্ঞস্থলে কণ্ঠনিম্পীড়নাদিরূপ পশুয়ারপোষায় একটি যজ্ঞ
 ছিল, তখন তিনি দক্ষকে ঐ যজ্ঞে ফেলিয়া তাহার মুণ্ড দেহ
 হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ ছিন্নমন্তক
 দক্ষিণাঘাতে হোম করিয়া যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলি-
 লেন। এইরূপে দক্ষযজ্ঞ একেবারে ধ্বংস হইল। লোক-
 পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের এইরূপে নিধনসংবাদ শুনিয়া অস্ত্রাশ্র
 দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন
 এবং নানা প্রকার স্তবে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া দক্ষ প্রভৃতির
 জীবনপ্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন,
 দক্ষের স্তার বালকদিগের অপরাধ আমি কখন গ্রহণ করি
 না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ার বিমোহিত, আমি কেবল
 তাহাদের দণ্ড দিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে;
 এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক এবং ঐ ভগদেব
 ও মিত্র নামক দেবতার চক্ষুদ্বারা স্ত্রীর যজ্ঞভাগ দর্শন করুন।
 পুষ্ণা স্বয়ং পিঠভোজী হউন। ইনি যজ্ঞমানের দন্তদ্বারা
 যজ্ঞীয়দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন এবং যাহাদের অঙ্গ একেবারে
 নষ্ট হইয়াছে, তাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুবিশিষ্ট
 এবং পুবার হস্তদ্বারা হস্তবান্ হইবেন*। আর ছাগের
 শ্রুই ভৃগুর শ্রু হইবেক। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত
 মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের মন্তক প্রভৃতি ঐ প্রকারে
 সংযোজিত করিলেন। তখন দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন
 করিলেন এবং মহাদেবকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে
 লাগিলেন। (ভাগবত ৪।১-৭ অ°) [রুদ্র ও সূতীশকে
 বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৯ উদীনরপ্ত নৃপভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮) ১০° দক্ষিণ-
 ভাগ। ১১ বিষ্ণু। ১২ বল। (নিম্নকু°) “সদক্ষাণাং দক্ষপতি
 বর্ত্তব” (শুক ১।৯৫।৬) ‘দক্ষাণাং বলানাং’ (সারণ) (সূতী)

* কৃক বজ্রবেদে একটি মন্ত্রে ইহার আভাস আছে। যথা—

“পুষ্ণা শ্রুত মতোহনুৎ তন্ময় পুষ্ণা এপিঠভোজীহস্তকো হি
 ৪: দেবা অকুবন্...বা সমিভুঃ এসবেহবিনো বাহত্যায় পুষ্ণো হস্তাত্যায়
 পিতৃহাদীত্যবীৎ।” (তৈত্তিরীয়সং ২।৩।৫।৬-৬)

১৩ বীৰ্য্য। “ঐশ্বর্য্যৈকদক্ষ পিতৃহাদী দেবানাং” (ভৃকুবজ্র
 ১৪।৩) ‘ঐশ্বর্য্যৈক: বীৰ্য্যৈ: সামর্থ্যৈ: সহ দক্ষশকোহত্র
 বীৰ্য্যার্থ:।’ (মহীধর)

দক্ষকন্তা (সূতী) দক্ষস্ত কন্তা ৬তৎ। দক্ষের কন্তা। দক্ষের
 অদিকী নারী পরীতে ৬০টী কন্তা জন্মে। এই ৬০টির মধ্যে
 ১০টী ধর্ম্মকে, ১৩টী কন্তাপকে, ২৭টী চন্দ্রকে, ভৃগু, অদিকী ও
 কুশা এই তিনজনকে দুই দুইটী ও তাক্ষকেও ৪টী কন্তা
 সম্প্রদান করেন। (ভাগ° ৬।৬ অ°) ‘মহুকন্তা প্রসূতির গর্ভে
 ১৬টী কন্তা জন্মে, এই ১৬টির মধ্যে ১৩ ধর্ম্মকে, একটি
 অমিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে ও একটি মহাদেবকে
 প্রদান করেন। (ভাগ° ৪।১ অ°) [দক্ষ দেখ।]

দক্ষক্রতু (পুং) দক্ষস্ত ক্রতু: ৬তৎ। দক্ষের যজ্ঞভেদ, প্রজা-
 পতি দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া যে যজ্ঞের অর্হুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলেন। [দক্ষ দেখ।] দক্ষা: কুশলা: ক্রতবো সংকরা
 যেষাং। ২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণা, “যে দেবা ননো-
 জাতা ননোযুক্তো দক্ষক্রতবন্তে।” (ভৃকুবজ্র ৪।১১)

‘যে দেবা জেদৃশা: দীব্যস্তি দ্যোতস্তে ইতি দেবাস্চক্ষুরাদী-
 ইন্দ্রিয়রূপ: প্রাণা:।’ (মহীধর)

দক্ষক্রতুধ্বংসিন্ (পুং) দক্ষক্রতুঃ ধ্বংসয়তি ধ্বংস-শিচ্-শিনি।
 ১ মহাদেব। ২ মহাদেবের অংশে আবির্ভূত বীরভ্র। মহা-
 দেবের জটা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষজা (সূতী) দক্ষাং জায়তে জন-ড। দক্ষকন্তা, সতী, হর্গা,
 অশ্বিনী প্রভৃতি।

দক্ষজাপতি (পুং) দক্ষজানাং দক্ষকন্তানাং পতি:। চন্দ্র।
 মহাদেব প্রভৃতি।

দক্ষতনয়া (সূতী) দক্ষস্ত তনয়া। দক্ষপ্রজাপতির হৃদিতা,
 অশ্বিনী প্রভৃতি হর্গা। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া,
 শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মুক্তি, তিতিক্ষা,
 হ্রী, স্বাহা, স্বধা ও সতী এই ষোড়শকন্তা জন্মে। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষতা (সূতী) দক্ষস্ত ভাব: ভাক্তেতল্ টাপ্। নৈপুণ্য, পটুতা,
 ক্ষমতা, কুশলতা।

দক্ষতাতি (সূতী) মানসিক শক্তি।

“জীবাত্তে দক্ষতাতিং কৃণোমি।” (অথর্ব্ব ৮।১।৬)

দক্ষনিধন (সূতী) সামভেদ।

দক্ষপতি (পুং) দক্ষাণাং বলানাং পতি:। বলাদিপতি, বলের
 মধ্যে যে প্রধান বল, তাহার অধিপতি। “স দক্ষাণাং
 দক্ষপতি বর্ত্তব।” (শুক ১।৯৫।৬) ‘দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতি-
 বলাধিপতিবর্ত্তব।’ (সারণ)

দক্ষপিতৃ (পুং) দক্ষ: দক্ষপ্রজাপতি: পিতা উৎপাদকো যত,

সমাসান্তবিধেরনিত্যবাং ন কপ্। দক্ষ প্রজাপতিজাত
প্রাণাভিমানী দেব। “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষাঃ
দক্ষপিতার স্তেনঃ।” (তৈত্তিঃ ১।২।৩।১) লোকিক তু কপ্।
লোকিক প্রয়োগে কপ্ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে দক্ষপিতৃক
এইরূপ পদ হইবে ২ বীৰ্যোৎপাদক। (জী) ৩ অশ্বিনী
প্রভৃতি, ইহাদের উৎপাদক দক্ষ, এই জন্ত ইহাদের নাম
দক্ষপিতৃক।

দক্ষযজ্ঞ (জী) দক্ষ্য যজ্ঞ বা দক্ষ্যে অল্পকৃত্যং যজ্ঞঃ। দক্ষ
প্রজাপতি দ্বারা অল্পকৃত্যং যজ্ঞবিশেষ। [দক্ষ দেখ।]

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ (পুং) দক্ষযজ্ঞভঙ্গঃ। বীরভঙ্গ কর্তৃক দক্ষ-
যজ্ঞের বিনাশ।

দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী (জী) দুর্গা। দুর্গা অর্থাৎ সতী দক্ষযজ্ঞ
ভঙ্গের প্রতি কারণ, এই জন্তই দুর্গাকে দক্ষযজ্ঞবিনা-
শিনী কহে।

“দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী মহাধোরাই যোগিনীকোটপরি-
বৃত্তায়ৈ ভক্তকালৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।” (দুর্গাপূজামন্ত্র)।

দক্ষযাগাপহারী (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১)

দক্ষবিহিতা (জী) দক্ষ্যে বিহিতা গীতিকা। ১ গীতিকাব্যেদে,
“ঋক্গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।

গেরমেত্তত্তদ্যাসকরণাশ্বাক্ষসংজিতং।” (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১৪)

দক্ষবিহিতা গীতি প্রভৃতি অধ্যায় ভাবের সহিত মিলিত
হইয়া গান করিতে হয় এবং এই গান অভ্যাসে মোক্ষলাভ
হয়। (ত্রি) ২ দক্ষকৃত।

দক্ষবৃদ্ধ (জি) দক্ষতার বৃদ্ধিশীল বা আনন্দিত। (বেদ)

দক্ষস্ (জী) দক্ষ করণে অজ্ঞান্। বল। “বৃষণাদক্ষসে” (ঋক্
১।১৫।১৩) ‘দক্ষসে বলয়’ (সায়ণ)

দক্ষসাধন (ত্রি) দক্ষ্য সাধনঃ। বলসাধক। “পবন দক্ষ
সাধনো দেবেভ্যঃ।” (ঋক্ ৯।২৫।১) ‘দক্ষসাধনঃ দক্ষো
বলং যন্ত সাধকঃ।’ (সায়ণ)

দক্ষসাবর্ণি (পুং) মহাভেদ, নবম মহু। ভাগবতে ইহার
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বরুণ হইতে ইহার উৎপত্তি
হয়, তৃত্যেকতু, দীপ্তিকতু প্রভৃতি ইহার গুল। এই
মহন্তরে মরীচি গর্ভ প্রভৃতি দেবতা, অজুত ইহাদের ইন্দ্র এবং
হ্রাতমান্ প্রভৃতি ঋষি আয়ুমান্ হইতে অশ্বারার গর্ভে
ভগবান্ বিভূ ঋষভদেব নামে অবতীর্ণ হন। ইনি অজুত নামক
ইন্দ্রকে সর্বসম্পৎসমৃদ্ধ ত্রিলোক ভোগ করান। দশম মহুর
নামও দক্ষসাবর্ণি, ইনি উপশ্লোকের পুত্র, তুরিযেণ প্রভৃতি ঐ
মহুর সন্তান। এই মহন্তরে হবিমান্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ
হবিমান্, সূর্য, সত্য, অর, মূর্তি ইত্যাদি ঋষি। আর

সুরসেন, অনিরুদ্ধাদি দেব এবং শঙ্কু দেবরাজ। এই মহন্তরে
ভগবান্ বিভূ বিশ্বস্বক বিপ্রের গৃহে বিহুচির অংশাংশে ভয়-
গ্রহণ করেন এবং ইনি বিশ্বক্সেন নামে বিখ্যাত হন। তৎ-
কালে দেবরাজ শঙ্কুর সহিত সখিত্ব হয়। (ভাগ ৮।১৩ অ°)
দক্ষসাবর্ণির সময়ে পুলহপুত্র হবিমান্, তৃণতনয়, সূর্য্যুতি,
অত্রিপুত্র আপোমূর্তি, বশিষ্ঠতনয় অষ্টম, পুলস্ত্যপুত্র প্রমতি,
কশ্যপপুত্র নভোগ ও অঙ্গিরাপুত্র সত্য এই ৭ জন মহর্ষি।
ইহারাই ঋষিমন্ত্রের অধিতীয় লক্ষ্য বলিয়া কথিত। সূর্য,
উত্তমোজা, বীর্ঘ্যবান্, তুলিবজ্জ, শতানীক, নরমিত্র, বৃষসেন,
অর্য্রথ, তুরিহ্রাম ও সুরবর্জা এই ১০ টি দক্ষসাবর্ণির পুত্র।

(হরিবংশ ৭ অ°) (মার্কণ্ডেয়পু ৯৪ অ°)

দক্ষহুত (পুং) দক্ষ্য হুতঃ। দেবতা। (শকাথচি°) প্রজা-
পতি দক্ষের পুত্র সকল নষ্ট হইলে পুত্রিকা উৎপাদন করেন,
তাহাদের হইতে দেবতা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। এই
পুত্রিকাদের পুত্রহেতু দক্ষের পুত্রত্ব সিদ্ধ হয়। বিধাতা দক্ষকে
প্রজাসৃষ্টির আদেশ করিলে মনঃপ্রভাবে ঋষি, দেবতা, সুর,
গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ২ হর্ঘ্যাদি পুত্র, দক্ষপ্রজাপতির
হর্ঘ্য প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ইহার সকলেই প্রজাবৃদ্ধি
করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকেন, কিন্তু নারদের উপদেশে
তাহারা পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে
প্রস্থান করেন, আর প্রত্যাগত হন নাই। (হরিবংশ ৩ অ°)
(জী) ৩ অশ্বিনাদি দক্ষকৃত।

দক্ষা (জী) দক্ষতে বর্জিতে ভারধারণে সমর্থ ভবতি দক্ষ-
টাপ্। পৃথিবী। (মেদিনী)

দক্ষাধ্বরধ্বংসক (পুং) দক্ষ্য অধ্বরঃ ধ্বংসয়তি ধ্বংস-
খাল্। ১ শিব। ২ শিবজটোৎপন্ন বীরভক্ত।

দক্ষাধ্বরধ্বংসকৃৎ (পুং) দক্ষাধ্বরন্ত ধ্বংসং করোতি, ক
কিপু তুগাগমঃ। দক্ষযজ্ঞনাশক শিব, বীরভক্ত।

দক্ষায়া (পুং) দক্ষতে কার্য্যে সমর্থ ভবতি দক্ষায়া
(সুদক্ষিস্থি গৃহিত্য আখ্যঃ। উণ ৩। ৯৬) ১ গরুড়।
২ গৃধ্রপক্ষী। দক্ষ বৃদ্ধো আখ্য। (জি) ৩ বর্জক। “মিরো
দক্ষাযো অর্ধ্যমেবাসি সোম” (ঋক্ ১।৯।১৩) ‘দক্ষাযো
সর্বোদাং বর্জকঃ’ (সায়ণ) ৪ পূজনীয়।

দক্ষারাম, (জাকারাম) ঘোদাবরী জেলার অন্তর্গত স্থিতি
মার্ত্তীর্থ, ক্ষোটাকলী নামক প্রসিদ্ধতীর্থের ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে
এবং রামচন্দ্রপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে তীর্থে
ধরের একটি অতি বৃহৎ দেবালয় আছে; ইহার লিঙ্গ অতি
উচ্চ, এমন কি ষ্টিতল ভেদ করিয়া দুই ফিট উচ্চ হইয়াছে।
পূজার সময় পুরোহিত ষ্টিতলে থাকিয়া সিন্ধের জলাতিবেশ্য

করিয়া থাকেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে ছোট ছোট আরও মন্দির আছে। প্রধান মন্দিরটি স্থলরূপে চিত্রিত। এখানে ওলন্দাজদিগের স্থলরূপ ছোট্টা গোর আছে। ভীমেশ্বরের মন্দিরে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ অনেকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

দক্ষি (ত্রি) দহনশীল। (সারণ)

দক্ষিণ (ত্রি) দক্ষতে ইতি দক্ষ-ইনন্ (ঐদক্ষিভ্যামিনন্। উণ্ ২।৫০)

১ দক্ষিণোদ্ভূত, দক্ষিণদিক্ভব। ২ পরচ্ছন্দ্যস্থবর্তী, পরাতি-প্রায়স্থবর্তী, যাহারা পরের অভিশ্রায় অহুসারে চলে।

৩ দক্ষভাগস্থ। ৪ অবাস, অপসব্য, দেহভাগভেদ, ডাহিন।

প্রতিগ্রহ করিতে হইলে ঔকার উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা করিবে এবং পরে স্বত্তি এই বাক্য বলিবে।

“ঔকার মুচরন্ প্রোজ্ঞো ত্রিবিং শক্ সোদকং।

গৃহীয়াদক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বত্তি কীর্তয়েৎ॥” (আদিভ্যাপুঃ)

এ নায়কভেদ, যে নায়কের অনেকগুলি নায়িকা আছে, এবং যিনি সকল নায়িকার প্রতি সমান অহুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহাকে দক্ষিণনায়ক কহে। “এষ ত্বনেকমহি-
লায় সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ।” (সাহিত্যাদ্ ৩।৪০)

“অন্তঃপুরে ক্ষুরতি পদ্মদৃশাং সহস্র-

মক্ষিণয়ঃ কথং কুত্র নিবেশয়ামি।

ইত্যাকল্যা নয়নাশুরুহে নিমীল্য

রোমাক্ষিতেন বপুর্বা স্থিতমচ্যুতেন॥” (রসমঞ্জরী)

অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র রমণী রহিয়াছে, আমি কাহার দিকে নয়ন ফিরাইব। অচ্যুত ইহা বিবেচনা করিয়া চক্ষুঃ নয়ন নিমীলনপূর্বক রোমাক্ষিত শরীরে অবস্থান করিয়া ছিলেন। এইস্থলে কক্ষ কাহাকেও দেখিলেন না, এইজন্য সকল নায়িকার প্রতি সমান অহুরাগ প্রদর্শিত হইল। অতএব এস্থলে ত্রীকৃষ্ণ দক্ষিণনায়ক।

৬ প্রদক্ষিণ। (ভাগ ১।১৪।১৩) ৭ তদ্রোক্ত আচার বিশেষ, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণ হইতে বামাচার উৎকৃষ্ট।

“সর্বোক্ত্যশোভমা বেদা যেনেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।

বৈষ্ণবাহুতমং শৈবং শৈবাক্ষিণমুত্তমং॥

দক্ষিণাহুতমং বামং বামাং সিদ্ধাস্তমুত্তমং।” (কুলার্ণবত ৫৭)

৮ বিষ্ণু। (বিষ্ণুসং) ৯ দক্ষিণাশ্রি। “দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণঃ।” (আখং গুঃ ৪।২।৩) ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃত্ত, সোম, স্বর্য ও অনল বাস করেন, এই জন্ত কৃত্ত, নিমীলন, দন্তোচ্ছিন্ন, অন্ত ও পতিত-দিগের সহিত আলাপে দক্ষিণ অবগণ ল্পর্প করিতে হয়।

(পরামর) * ১০ উত্তর, অকণ্ঠ, সরল। ১১ সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। ১২ উত্তরের বিপরীত, দক্ষিণদিক্।

এই শব্দ দিক্ দেশাদি ব্যবহারে সর্বনাম অর্থাৎ শব্দরূপে সর্বন্যম শব্দের ভাষ্য রূপ হইবে। অজ্ঞাত, অর্থাৎ যেখানে ‘কুশল’ এই অর্থ সেই স্থলে আকারান্ত শব্দের ভাষ্য রূপ হইবে।

দক্ষিণকালিকা (স্ত্রী) দক্ষিণা অহুকা কালিকা। আভা-
শক্তি, যিনি শিবের হৃদয়ে দক্ষিণচরণ স্থত করিয়াছেন, শিবহৃদয়ে দক্ষিণপদার্পণশীলা কালিকাদেবী। [ভ্রামা ও দশা মহাবিজ্ঞা দেখ।]

দক্ষিণগোল (পুং) দক্ষিণঃ গোলঃ। বিষুবরেখা হইতে দক্ষিণস্থিত ভূলাদি ৬টা রাশি। ভূলা, বিহা, ধর্ম, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ৬টা রাশির নাম দক্ষিণগোল। ইহার বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে অবস্থান করে।

“সসোমাগোলো ভদলং যদাতঃ

যামোহপরং সাগ্ননভাগভানোঃ।” (সিং শিং)

দক্ষিণতম্ (অব্য) দক্ষিণ-অতম্ভূত (দক্ষিণোত্তরাভ্যামতম্ভূত।

পা ৪।২।২৮) দক্ষিণদিকে। দক্ষিণ-তসিল্। ২ দক্ষিণভাগ।

“পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যৎ পূর্ববৎস্বরপুঞ্জিতে।”

(মহানির্দীপিত ৩।৪৮)

দক্ষিণতক্ষপর্দ (ত্রি) দক্ষিণতঃ শিরসো দক্ষিণে ভাগে
কপর্দশ্চূড়া যন্ত। দক্ষিণভাগ চূড়াযুক্ত। “শ্চিত্যাক্ষো মা
দক্ষিণতক্ষপর্দাঃ” (ঋক্ ৩।৩।১) ‘চূড়াকর্ষপি দক্ষিণতো
বশিষ্ঠানামিতি স্বর্য্যতে।’ (সারণ)

দক্ষিণতার (স্ত্রী) দক্ষিণং তীরং। দক্ষিণতীর। দিক্ শব্দের
উত্তর তীর শব্দের স্থানে বিকল্পে তার আদেশ হয়। ‘দক্ষিণ-
তারং দক্ষিণতীরং, উত্তরতীরং উত্তরতারং’ ইত্যাদি (পাদিনি)
দক্ষিণতীর (স্ত্রী) নদী প্রভৃতির দক্ষিণস্থ তীর।

দক্ষিণত্রা (স্ত্রী) দক্ষিণ বেদে নিপাতনং ত্রা। দক্ষিণভাগাদি।

“দিশবজ্রং হস্ত আ দক্ষিণত্রাভিঃ” (ঋক্ ৬।১৮।৯)

দক্ষিণদিক্ (স্ত্রী) দক্ষিণস্থ দিক্। মেরু হইতে বিপ্রকৃষ্ট
দিক্। পূর্ব প্রভৃতি দশদিকের অন্তর্গত এক দিক্। উত্তর-
দিকের বিপরীত দিক্। এই দিকের অধিপতি ভৌম।

“স্বর্য্যঃ সোমঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকৈয়ঃ শনিঃ শশী।

সৌম্যস্ত্রিশশমস্ত্রী চ প্রাচ্যাদিদিগধাধারঃ।” (অ্যোতিং তং)

* “কৃত্তে নিমীলনে চৈব দন্তোচ্ছিন্নে তথানুভে।

পতিতানাক সজ্জাযে দক্ষিণঃ অবগণং স্পৃশেৎ॥

ব্রহ্মাবিকৃত কৃত্ত সোমঃ সূর্য্যোহবলতথ।

তে সর্বো চাপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রত দক্ষিণে।” (পরামর)

পূর্বে স্বর্গদেব যথাবিহিত যজ্ঞাহুতান করিয়া এই দিক
শুদ্ধ কর্তৃপক্ষ দক্ষিণাঙ্করূপ প্রদান করেন, সেই অবধি
এই দিক দক্ষিণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [দিক্ দেখ।]

দক্ষিণদেশ [দক্ষিণাত্য দেখ।]

দক্ষিণধূরীণ (জি) শকটের দক্ষিণভাগের ধূরায়ুক্ত।

দক্ষিণপথ, [দক্ষিণপথ দেখ।]

দক্ষিণপশ্চাৎ (অবা) দক্ষিণত্যাঃ পরায়াম্ দিশঃ অন্তরাল।
‘ দিক্ বহুব্রীহৌ অতি, পরস্ত পশ্চাদাদেশঃ । নৈঋতকোণ ।

দক্ষিণপশ্চাদ্ধি (ধুং) দক্ষিণপশ্চিমভাগ।

দক্ষিণপশ্চিমা (হ্রী) দক্ষিণত্যাঃ পরায়াম্ দিশঃ অন্তরাল।
দিক্, ততঃ পূৰ্বং । নৈঋতকোণ ।

“জগদুত্তরতশাদ্ধূল ৮ দিশাঃ দক্ষিণপশ্চিমাং ।”

(ভারত মহাপ্রস্থানঃ ১ অং) (জি) তদ্রোহবাসী, বাহারা
নৈঋতকোণে বাস করে।

“দক্ষিণপশ্চিমে দক্ষিণং ।” (আখং গৃঃ ১১২১৩)

দক্ষিণপাকালক (জি) দক্ষিণপকাল সম্বন্ধীয়। [পকাল দেখ।]

দক্ষিণপূর্বা (জী) দক্ষিণত্যাঃ পূর্বত্যাশ্চ দিশোহন্তরালং ইতি
সমাসঃ (দিগ্‌নামান্তস্তরালে । পাঁ ২১১২৬) ১ পূর্বদক্ষিণকোণ,
অগ্নিকোণ । (জি) ২ অগ্নিকোণস্থিত। “দক্ষিণপূর্ব উক্তান্ত
‘আহবনীয়ং নিদধতি” (আখং গৃঃ ৪২১১১)

দক্ষিণমানস (ক্রী) গম্যস্থিত তীর্থবিশেষ।

“তস্ত দক্ষিণভাগে তু তীর্থং দক্ষিণমানসং ।

দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মুদাহৃতং ॥” (বাসুপুং গয়ামাং)

তাহার দক্ষিণভাগে দক্ষিণমানস তীর্থ, এই দক্ষিণমানস
তীর্থে তিনটি তীর্থ আছে।

দক্ষিণমার্গ (পুং) ১ তস্তোক্ত আচারভেদ । ২ পিতৃবান নামক
মার্গভেদ । “নির্ঝিষ্টোহহং দক্ষিণমার্গেণ গতগত লক্ষণেন”
(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

দক্ষিণমেরু (পুং) দক্ষিণ কেন্দ্র । (The south-pole)

দক্ষিণরাঢ় (জী) রাঢ়ের দক্ষিণাংশ । [রাঢ় দেখ।]

দক্ষিণরায়, হুন্দরবনের প্রসিদ্ধ বনদেবতা, বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে যেখানে বন অঙ্গুল অধিক, যেখানে বাঘের ভয় বেশী, সেইখানেই এই দক্ষিণরায়ের পূজা হয়। ইনি ব্যাঘ্রজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গণ্য। মল্লী, মউল্যা, বুনো প্রভৃতি নীচ জাতি দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের বড় ভক্ত। বুনোরা যখন হুন্দর বনে কাঠ কাটিতে যায়, দক্ষিণরায়ের পূজা না দিয়া কেহ বনে প্রবেশ করে না। ডায়মণ্ড-হারবার ও মাতলা অঞ্চলে যেখানে যেখানে আবাদ আছে, সেইখানে দক্ষিণরায়ের পূজা হইতে দেখা যায়। উক্ত শ্রেণীর হিন্দুর

মধ্যে ইহার পূজা সেরূপ প্রচলিত না থাকিলেও বহু
হইতে দক্ষিণরায়ের পূজা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রচলি
আছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানেরাও
গাজির ছায় দক্ষিণরায়কে বিশেষ ভয়ভক্তি করে।
সময়ে সময়ে পূজা দেয়।

মাধবাচার্য্য, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী ক
দক্ষিণরায়ের লীলা অবলম্বন করিয়া অনেক গ্রন্থ লিখি
গিয়াছেন, তন্মধ্যে নিমতাগ্রামনিবাসী কৃষ্ণরামদাসের রা
মঙ্গল উল্লেখযোগ্য, এখনও অনেক স্থানে এই রামঙ্গলে
পালা গান হইতে শুনা যায়। রামঙ্গলের আরম্ভে দক্ষি
রায়ের এইরূপ স্তব আছে—

“করবোড়ে মহাকার বন্দিলাম দক্ষিণরায়,

ঠাকুরের চরণকমল।

সঙ্গে নীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি,

উরষটে ভক্তবৎসল ॥

তোমা বিনা প্রভুকেই, যারে যাহা কর এই,

আমল আঠারভাটা।

বহে হীরা বাব বোড়া, পরিধান দিবাজোড়া,

উড়নী যুড়নী পরিপাটা ॥

বেসবার তাড়বালা, কনকের কণ্ঠমালা,

কুণ্ডল উজ্জল দুইকাণে।

ঐরিন্দু অচিরাং, কঠিন কামান হাত,

তরকচ পরিপূর্ণ বাণে ॥

পরিসর পিঠে ঢাল, করে খর তলআর,

কাটারি কোমরে করে ছুরি।

স্তবে যার কোণী বাণে, ধনি শুনি ভাগে ভাগে,

মনোহর মুকুতার কুরি ॥

সোণার বরণ তহু, অখিনী ভাগর জাম,

নিশামণি আননবিজয়।

বিশাল লোচন জোর, শ্রবণ অবধি ওর,

চাহনি চমকে রিপুচর ॥

নল নাল মধু আর, সর্ব তুয়া অধিকার,

মউল্যা মল্লী করে সেবা।

যত দ্রব্য চলে নার, বাছি লও ভাল যার,

রায় বিনা বর দেয় কেবা ॥

পূজা ক’রে এক মনে, কাঠ কাঠে গিয়া বনে,

বাউল্যা বউল্যা কত ঠাঞি।

পাইলে নাহিক খার, বাঘেরা বিমুখ যার

তোমার কৃপায় ভর নাঞি ॥

ডিঙ্গা জল গোটে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় করখানা।

ঐপদ পুজিলে হয়, নহিলে কিছুই নয়,
অহুতব কত তাঁড়ি জানা ॥

গরজে বালাই মানে, ভাল মতে সে যে জানে,
কৰ্মভোগ সকলের গোড়া।

কুড়ীয়েতে ধরে গাঙ্গে, কিবা কোপে বাড় ভাঙ্গে,
করিয়া হাঁকিয়া দেও বোড়া ॥

বড় খাঁ গাজির মাথোঁ, মহামুগ্ধ খনিয়াতে,
দোস্তানি হইল তার পর।

কালুরায় বন্ধু বটে, সোয়ার ঘোড়ার পিঠে,
এক মনে পুজে কত নর ॥

রণে বনে রাজস্থানে, সদত আনন্দ মনে,
তোমার সেবকে ছুখ কিবা।

বলে কবি কৃষ্ণরাম, নায়কের পুর কাম,
গায়নে রায়নে বর দিবা ॥*

তৎপরে কবি কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়ের মুখে তাঁহার এইরূপ
পরিচয় দিয়াছেন—

“মুনি মুখে শুনিয়া নৃপতি প্রভাকর।

সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর ॥

আপনি হইল গিয়া তাহার নন্দন।

বসাইল নবরাজ্য কাটরা কানন ॥

বিবাহ করিল ধর্মকেতুর কুমারী।

দম্পতি কৈলাসে গেহু যোগে তহু ছাড়ি ॥

হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া।

প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া ॥

কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।

না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে ॥

মারিয়া তাহার পুত্র দিলু জিয়াইয়া।

যতনে পুজিল বহু বলিদান দিয়া ॥

বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।

বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ সহর ॥

পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে।

সাত ডিঙ্গা লইয়া গেজ পিতা অধেষণে ॥

পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল।

না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল ॥

মরণে মরণ কৈল সাধুর নন্দন।

সকটেতে আমি গিয়া করিলু রক্ষণ ॥

বাঘ লইয়া আপনি সম্মুখে বসি হানা।

হরিমু সুরত রাজা আর যত সেনা ॥

রাজরাণী আসিয়া অনেক কৈল তব।

জিয়াইয়া দিলু আমি কৃপা অহুতব ॥

রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল।

পিতাপুত্র দুইজনে দেশেরে আইল ॥

করিয়া আমারে পুরী আমার মন্দির।

যতনে পুজিল পুষ্পদত্ত মহাধীর ॥

এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল।

এতক বলিয়া রায় গেল নিঃস্বল ॥*

উপরে দক্ষিণরায়ের যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে
এই বোঝা যায়, যে প্রভাকর নামে এক রাজা ছিলেন,
তিনি বন কাটাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মহা-
দেবের পূজা করিয়া দক্ষিণরায়কে প্রাপ্ত হন। দক্ষিণরায়
আঠারভাঁটার রাজা হইয়াছিলেন। কালুরায়ের কথায় তিনি
হিজলীতে গিয়া নরসিংহকে শাসন করিয়াছিলেন। খনিয়া
নামক স্থানে বড়খাঁ গাজির সহিত তাঁহার মহামুগ্ধ হইয়াছিল,
তার পর উভয়ে বন্ধুতা স্থাপিত হয়।

বড়খাঁ গাজির প্রসঙ্গ থাকায় জানা যায় যে, যে সময়
বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানেরা প্রবল ছিল, সেই সময়
দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে রাজত্ব
করিতেন, তাহার চারিদিকে বাঘের বড় উৎপাত ছিল,
কিন্তু তাঁহার প্রতাপে বাঘে কাহারও অনিষ্ট করিতে
পারিত না, এই জন্ত নীচলোকেরা তাঁহাকে ব্যাভ্রায়েহী ও
বাঘের রাজা বলিয়া অতিশয় ভয় ভক্তি করিত। কবি
কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, বড়খাঁ গাজির অহুগত ককিরেরা
দক্ষিণরায়ের অধিকারে গিয়া তাঁহার প্রজাদিগকে উৎসীড়িত
করেন, তাহাতে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হইয়া বড়খাঁ গাজির সহিত
যুদ্ধ করিতে যান এবং মহামুগ্ধে দক্ষিণরায়ের মাথা কাটা
যায়, + কিন্তু দৈববলে কাটামুণ্ড জোড়া লাগে। শেষে
মহাদেব আসিয়া উভয়ের বিবৃদ্ধ মিটাইয়া দেন এবং উভয়ে
পূর্ববৎ বন্ধুত্বস্বজ্ঞে আবদ্ধ হন। (সেই হইতে বাঙ্গালার
দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানেরা বড়খাঁ গাজি ও
দক্ষিণরায়ের কাটামুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছে।) যথা—

“কপালে বাজিল গিয়া বজ্রসম বাঘ ॥

পড়িয়া পীরের ঘোড়া গড়াগড়ি যায় ॥

দাঁড়াইল বড়খাঁ বাহন গেল গেরা।

সজোরে ডাকিল বাঘ অরে আও মেরা ॥

+ মাধবাচার্য ও কবিকৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে উভয় দলে বাঘ
ও বাঘিনীগণ আসিয়া সেনার কার্য করিয়াছিল।

কৃষিগা বড়খা গাজি কসিলা কামান ।
 এড়িলা বিঘম বড় বজ্রভূল্য বাণ ॥
 অগ্নিবাণ এড়িলেন মহাক্রোধে পীর ।
 পলায় সকল বাঘ পোড়য়ে শরীর ॥
 হীরাবাঘ অস্থির পুড়িল তার গোঁপ ।
 দেখিয়া দক্ষিণায় ঠাকুরের কোপ ॥ ১৯ ॥
 মহা ভয়ঙ্কর শেল, ফালা তার গজ বেল,
 প্রতাপে পলায় দিবাকর ।
 দক্ষিণদেশের পতি, গর্জন করিয়া অতি,
 এড়ে বাণ পীরের উপর ॥ (ইত্যাদি)
 দিয়াছেন পেগবার, চোট ব্যর্থ নাহি যার,
 ক্ষুরধার নিরশয় যম ।
 মারিতে দক্ষিণারারে, ধায় গাজী অনিবারে,
 বলবন্ত সাহস অসম ॥
 বেড়িপাক দিয়া সাটে, বাটহাঁজার বাঘ কাটে,
 ফুটারেতে অপর প্রলয় ।
 আকাশে দেখিল সবে, সমুখে আসিয়া তবে,
 হানে কোপ রাঙ্গের গলায় ॥
 কিঞ্চিৎ না করে কার, উথড়িয়া তল আর,
 তখাচ মহিমা তার এই ।
 সেইক্ষণে ক্রিতি পড়ি, মায়ামুণ্ড গঁড়াগড়ি,
 যেমন দক্ষিণায় সেই ।
 অকালে প্রলয় পড়ে, ঢাল খাড়ায় হুহেনড়ে,
 সাজোয়ার কোপ বল বল ।
 ক্রিতি করে টলমল, হেন বৃষ্টি যায় তল,
 বিকল সকল দেবগণ ॥
 কবি কৃষ্ণরাম ভণে দুই সিংহ যেন রণে
 কারে না করিহ অন্ন বোধ ।
 শুন অপরূপ কথা জৈম্বর আসিয়া তখা
 উত্তরিল ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥ ২০ ॥
 অর্দ্ধেক মাথায় ফণা একভাগে চূড়া টানা
 বনমালা শেল শিলি হাতে ।
 ধবল অর্দ্ধেক কায় অঙ্গ নীল মেঘপ্রায়
 কোরাণ পুরাণ দুই হাতে ॥
 এইরূপ দরশন পাইয়া সে দুইজন
 ধরিয়া পড়িল দুই পায় ।
 তুলিয়া অধিনাথে বুঝাইয়া হাথে হাথে
 দুইজনে দোস্তনি পাতায় ॥
 এই ভাঁটি অধিকার সকল দক্ষিণায়

হড়াহড়ি কেন কর পীর ।
 কেবা তোমা নাহি মানে ব্যক্ত সকল খানে
 ডাকপাক হুনিয়ার জাহির ॥
 যেই ভূমি সেই রায় বর্ষের লোকেতে তায়
 ভেদ ক'রে ছুঃখ পায় নানা ।
 একমাত্র সবে সার যত কিছু দেখ আর
 সকল এ মিথ্যাকার খেলা ॥
 বড়খার মায়াকায় গোরে কেরামত তায়
 হইবেক লোকের কাম ফতে ।
 যেখানে পীরের নাম বানান মকাম খান
 যত ফরতলা নামেতে ॥
 মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণদেশের ভূপ
 পূজা করিবেক যত জন ।
 'বারা' তার খ্যাতি হবে ঠাই ঠাই এই তবে
 কোনখানে মুরতিমোহন ॥" (রায়মঙ্গল)
 পৌষ-সংক্রান্তির দিন দক্ষিণায় ও কালুরায়ের সহিত
 তাঁহাদের বাহন ব্যাঘ্র ও কুস্তীরের মৃগয়-মুষ্টির ও পূজা হয়।
 তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ছাগ, ঘোরণ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।
 কোথাও দক্ষিণায় ও কালুরায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন।
 কেহ কেহ বলে, মহাদেব ব্রহ্মার মাথা কাটিলে সেই মাথা
 হইতে কালুরায় ও দক্ষিণারায়ের উৎপত্তি হয়।
 দক্ষিণশাহবাঙ্গপুর, মেঘনা নদীর মোহানায় একটা দ্বীপ।
 বাধরগঞ্জ জেলার একটা মহকুমা। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে
 পৃথক মহকুমা করা হয়। ভোলা ও বরণ উদ্দীন হালদার
 নামক দুইটা খানা ইহার অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬১৫ বর্গ
 মাইল। ইহাতে ৪০৮ খানি গ্রাম আছে।
 কথিত আছে যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর তারিখে
 যে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবায়ু প্রবাহিত হয়, তদ্বারা ললিত থা নামক
 এই মহকুমার গ্রাম সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল।
 দক্ষিণসদৃ (ত্রি) দক্ষিণভাগে স্থিত বা উপবিষ্ট।
 দক্ষিণসমুদ্র (পুং) দক্ষিণ: সমুদ্র: কর্ণধা। দক্ষিণদিকস্থিত
 সমুদ্র; লবণসমুদ্র।
 দক্ষিণস্র (ত্রি) দক্ষিণে ভাগে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সারি।
 ২ দক্ষিণভাগস্থিত।
 দক্ষিণা (স্ত্রী) দক্ষিণ-টাণ্। ১ দক্ষিণদিক্। পর্যায় অবাতী,
 শামনী, বামী, বৈবস্বতী। (রাজনি)
 "দিক্ দক্ষিণা গন্ধবহং যুধেন ব্যালীকনিখাসমিবোৎসর্জ ॥"
 (কুমার ২২৫)
 দক্ষিণদিকের বায়ুর গুণ—বড়্রসমুষ্ণ, চক্ষুর হিতকারক,

বলবর্ধক, রক্তপিত্তনাশক, জ্বর, কাস্তি ও বৃদ্ধিহারক, শত-নাশক, বিদাহী, অম্র ও বায়ুবর্ধক। গণ্ডপদ প্রভৃতি কীট-জনক। (জ্যোতিষ) এই দিকের অধিপতি বৃষ, কস্তা ও স্কররাশি। (জ্যোতিষ) ২ যজ্ঞাদিবিধি দান। ৩ প্রতিষ্ঠা। ৪ যজ্ঞাদিকর্মাবসানে ব্রাহ্মণদিগকে যে বিহিত দান করা হয়; ঋত্বিকের পারিশ্রমিক, পূজা প্রভৃতি সমাপন করিলে পুরোহিতকে অন্তে যে দান করা যায়, তাহাকে দক্ষিণা কহে। দানযজ্ঞ ব্রত প্রভৃতির দক্ষিণা না দিলে, তাহা ভগ্নে প্রত্যাহারিত হইয়া নিফল হয়।* এইজন্ত প্রত্যেক কার্যাবসানে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য।

“অদন্তদক্ষিণং দানং ব্রতকৈব সুপাতম।

বিফলং তদ্বিকানীয়াস্তমনীষ ছতং হবিঃ॥” (ভবিষ্যপু.)

শুচি হইয়া ভক্তিপূর্বক দক্ষিণা দিতে হয়।* যদি কোন গতিকে দক্ষিণা না দেওয়া হয়, তবে সকলই নিফল হয়। দানের মধ্যে সুবর্ণই শ্রেষ্ঠ, এই জন্য সকল দানেই স্বর্ণ দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য।

“সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা।

সর্বেষামেব দানানাম সুবর্ণং দক্ষিণেষুতে॥” (ব্যাস)

কতকগুলি দানে গোবস্তাদি দক্ষিণার বিধান আছে, কিন্তু সেই সেই স্থলে গোবস্তাদিই দক্ষিণা দিতে হইবে। যেখানে কোন উল্লেখ নাই, সেই স্থলেই সুবর্ণ দক্ষিণা প্রশস্ত। সকলের মধ্যে সুবর্ণ শ্রেষ্ঠ, এই জন্য ‘সুবর্ণং দক্ষিণেষুতে’ ইহা লিখিত হইয়াছে।

“সুবর্ণং রজতং তাম্রং ততুলং ধাতুমেব চ।

মিত্যশ্রাক্ষং দেবপূজা সর্বেষামেব স দক্ষিণং॥” (কন্দপু.)

মিত্যশ্রাক্ষ, দেবপূজা প্রভৃতি সুবর্ণ, রজত, তাম্র, ততুল, ধাতু প্রভৃতি সকলই দক্ষিণা হইতে পারে। দেয় দ্রব্যের তৃতীয়াংশ দক্ষিণা দিতে হয়। আর যে দানের দক্ষিণা উক্ত হয় নাই, তাহার দশাংশ বা শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিতে হইবে।

“দেয়দ্রব্যতৃতীয়াংশং দক্ষিণাং পরিকল্পয়েৎ।

অমুক্ত দক্ষিণে দানে দশাংশং বাপি শক্তিভঃ॥” (কন্দপু.)

তুলাপূর্বক প্রভৃতি দানে দক্ষিণা শতাংশ বা তদধিক প্রদান করিবে এবং ঋত্বিক সকলকে দশনিক প্রদান করিবে। যজ্ঞ * দক্ষিণার সহিত কন্দিনিককে ফল প্রদান করে। কার্য্য-

* “যজ্ঞো দক্ষিণা সার্দ্ধং পূজেন চ কলেন চ।

কন্দিনাং কলমাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদুঃ।

কৃষা কর্ম চ ততৈব তুর্ণং দদ্যাক দক্ষিণাং।

তৎকর্মকলমাতো বিদেহকৃতমিদং নুনে।

কর্তা কর্মনি পূর্ণে চ তৎকণং বুধি দক্ষিণাং।

সম্পন্ন হইলেই দক্ষিণা দিবে, না দিলে প্রতি ক্ষণ বৃদ্ধি হয়। কর্ম সম্পূর্ণ হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে না দিলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি, একদিন অতীত হইলে শত গুণ, তিন দিন অতীত হইলে তাহার দশগুণ, একমাসে লক্ষগুণ ও এক বৎসর গত হইলে ত্রিকোটিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং যজ্ঞমানের সেই কর্ম নিফল ও কর্মকর্তা ব্রহ্মস্বাপহারী হয়। লক্ষী শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি দরিদ্র ব্যাধি-যুক্ত হইয়া কষ্টে কালান্তিপাত করেন এবং তাহার দত্ত শ্রদ্ধতর্পণাদি তৎপিতৃগণ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞমানের দক্ষিণা দিতে বিলম্ব হইলে পুরোহিত দক্ষিণা চাহিবেন। নচেৎ উভয়েরই নরক লাভ হয়। দক্ষিণা চাহিলে পর যদি যজ্ঞমান না দেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মস্বাপহারী তুলাপাতকী এবং নিশ্চয় তাহার কুস্তীপাক ভ্রমণ ঘটে এবং তথায় বসন্তের তাড়ন্য সহ করিয়া লক্ষবর্ষ বাস করিতে হয়। তৎপরে চণ্ডাল হইয়া জমাইতে হয় এবং সর্সাদি ব্যাধিযুক্ত ও দরিদ্র হইতে হয়।* তাহার পাপে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নিরয়গামী হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী, ঋত্বিকী পূর্ণিয়ার রাস মহোৎসবের দিনে ত্রীকুণ্ডের দক্ষিণাংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইহার নাম দক্ষিণা।

নাদন্যাদ্রাক্ষণ্যেত্যন্ত দৈবে জ্ঞানতোহন্যথা।

মুহূর্ত্তে সমতীতে তু বিগুণা সা ভবেৎপ্রবং।

একরাতে বাতীতে তু তবৎ শতগুণা চ সা।

ত্রিরাতে তদশগুণা সপ্তাহে বিগুণা ততঃ।

মাসে লক্ষগুণামোক্তা ব্রাহ্মণানাক বর্ধতে।

সংবৎসরে বাতীতে তু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ

বর্ষান্তে ব্রহ্মস্বাপাহারী সর্ষক নিফল ভবেৎ।

স চ ব্রহ্মস্বাপহারী ন কর্মার্থোহিত্তিচিরঃ।

দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তক তেন পাপেন পাতকী।

তৎপূহাব্যতি লক্ষ্মীশ শাপঃ স্তভা সুহারণঃ।

পিতরো নৈব পুহাতি তদন্তঃ শ্রদ্ধতর্পণঃ।

এবং হর্যাক্ত তৎপূজাঃ তদন্তঃস্মারিতঃ।

দাতা ন দীপতে দানং গ্রহীতাচ ন বাচ্যত।

উভৌ ভৌ নরকঃ বাতিশ্চিরঃ যথা ঘটঃ।

দার্পয়েদব্রহ্মস্বাসন্তেৎ বাচিতারন্ত দক্ষিণাং।

ভবেদব্রহ্মস্বাপহারী কুস্তীপাকঃ ব্রহ্মদ্রুৎপ্রবং।

বর্ষলক্ষং বসন্তত্র বসন্তেন তাড়িতঃ।

ভতো ভবেৎ স চাণালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ।

পাতয়েৎ পুরুষান্ সপ্ত পূর্নান্ সপ্তগুণমবঃ।”

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিঃ)

“কার্ত্তিকী পূর্ণিমারাত্ত রাসে রাধামহোৎসবে।

আবিভূতা দক্ষিণাংশঃ কৃষ্ণস্ত তেন দক্ষিণী ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত)

দক্ষিণার অপর নাম দীক্ষা, ইনি সকল স্থলেই পূজিত
হন। এই দক্ষিণা ব্যতীত বিশ্বের সকল কৰ্ম্ম নিষ্ফল।

(ভাগবত)

৫ নায়িকাবিশেষ। নায়ক অস্ত্র নায়িকার প্রতি আসক্ত
হইলে যে নারী পূর্ণের ভায় নায়কের প্রতি গোরব, ভয়,
'প্রেম, সন্তাব প্রভৃতি পরিত্যাগ করে না, তাহাকে দক্ষিণা
নায়িকা কহে।

“যা গোরবং ভয়ং প্রেমসন্তাবং পূৰ্ণনায়কে।

ন যুক্ত্যন্ত্যন্তোহপি সা জ্ঞেয়া দক্ষিণা বৃধেঃ ॥”

(বিষ্ণুপুরাণটীকার স্বামী)

দক্ষিণাংশত্রিণিন্ (পুং) দক্ষিণাংশে দক্ষিণস্থকে ত্রিণোহস্ত্যস্ত
ইনি। দক্ষিণস্থস্থিত ত্রণযুক্ত, যাহার দক্ষিণস্থকে ত্রণ (কত)
আছে। পিতৃস্বয়ম্বরণ করিলে এই রোগ হয়, এই রোগ
হইলে অজ্ঞান দ্বারা ইহাঙ্গ শাস্তি করিবে।

“পিতৃস্বস্তিগমনাং দক্ষিণাংশত্রিণী ভবেৎ।

তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা অজ্ঞানেনৈন শক্তিতঃ ॥” (পরশর)

দক্ষিণাকপর্দ (পুং) বসিষ্ট। (বেদ)

দক্ষিণাকাল (পুং) যে সময় দক্ষিণা দিতে হয়।

দক্ষিণাগ্নি (পুং) দক্ষিণোদয়ঃ। যজ্ঞানিবিশেষ, দক্ষিণ
দিকে যে অগ্নিস্থাপন করা হয়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি।

দক্ষিণাগ্রা (পুং) দক্ষিণাংশঃ অগ্রমস্ত। দক্ষিণ দিগ্ভাগস্থিতাগ্র

কুশাদি, যে কুশাদির অগ্র দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত থাকে।

“অথ যান্ত্রমুদীচীনাগ্রাণি তৃণানি ভবন্তি দক্ষিণাগ্রাণি তানি
করোতি ॥” (শতং ব্রা° ১২।৫।১।১২)

দক্ষিণাচল (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণাংশঃ দিশি দক্ষিণে দক্ষিণ-
প্রদেশে বা স্থিতোইচলঃ পৰ্ব্বত। মলয় পৰ্ব্বত।

দক্ষিণাচার (পুং) দক্ষিণঃ অপ্রতিকূলঃ আচারঃ। তন্ত্রোক্ত
আচারভেদ। স্বধর্ম্মনিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা
করিলে, এইরূপ আচরণ করিলে দক্ষিণাচার হয়, এই আচারে
স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া শিবকে পূজা করিবে।

“স্বধর্ম্মানিরতোভূত্বা পঞ্চতত্ত্বেন পূজয়েৎ।

সএব দক্ষিণাচারঃ শিবো ভূত্বা শিবাং যজ্ঞেৎ ॥”

(আচারভেদতন্ত্র)

ইহাতে এই মাত্র বিশেষ, মন্ত্রস্থানে বিজয়ারস দিতে
হইবে। বিজয়ারসও পঞ্চমকারের একটী।

“চতুর্মকারাঃ সন্ত্যেব পঞ্চমো বিজয়ারসঃ ॥”

(আচারভেদতন্ত্র)

এই আচার বামাচারীদিগের ভায় অতি কঠোর নয়
ইহা বিস্তৃত বৈদিকাচার সঙ্গত।

“দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কৰ্ম্মতচ্ছব্দবৈদিকং ॥”

(দক্ষিণাচারতন্ত্র)

দক্ষিণোদয়কূলঃ সাধুরাচারো ব্যবহারো যস্ত। (বি
২ শিষ্টাচারবিশিষ্ট। দক্ষিণা দক্ষিণাংশঃ দিশি চারো গতির
ও দক্ষিণদিগ্ গতিশালী, যাহার গতি দক্ষিণ দিকে।

দক্ষিণাজ্যোতিস্ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণাংশঃ জ্যোতিরস্ত
পঞ্চোদন ছাগভেদ। “বোধার্জ্জং পঞ্চোদনং দক্ষিণা জ্যোতি
দদাতি ॥” (অথর্ক ৬।৫।২২)

দক্ষিণাংশ (অব্য) দক্ষিণাংশঃ দিশি, দক্ষিণাংশঃ দিশঃ দক্ষি
বা দিক্ দক্ষিণা আতি (উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। পা ৫।৩৪
১ দক্ষিণ দিক্। ২ দক্ষিণদিকে। ৩ দক্ষিণ দিক্ হইতে।

দক্ষিণাস্তিক্য (স্ত্রী) বৈতালীয় ছন্দোভেদ, ইহা মাত্রায়
বৈতালীয় মাত্রায় প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৪ মাত্রা, দ্বিতীয়
ও চতুর্থ চরণে ১৬ মাত্রা হয়।

“ষড়্বিষমেহষ্টৌ সমে কলান্তাশ্চ সমোস্থানো নিরন্তরা।

নসমাত্রপরাশ্রিতা কলাবৈতালীয়েহস্তে রলৌ গুরুঃ ॥”

(বৃত্তরত্না)

কিন্তু ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয়
মাত্রার মধ্যে একটী গুরু হয়, তাহা হইলে এই দক্ষিণ
স্তিক্য মাত্রায় হইবে, আর আর সকল পূর্বোক্ত বৈতালি
কের ভায়। “তৃতীয় যুগদক্ষিণাস্তিক্য” (বৃত্তরত্না)

“যদি তৃতীয়যুগ দ্বিতীয়মাত্রা তৃতীয়মাত্রাভ্যামেকো গুরুশ্চ
শেষং ত্রৈতালিযবং তদা দক্ষিণাস্তিক্যানামুচ্ছলঃ। (বৃত্তরত্না)

দক্ষিণাপথ (পুং) দক্ষিণা পথঃ অচ্ সমান্তাঃ। দেশভেদে
অবতী ও পথ্য পৰ্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণপথে অনেকটী
পথ গিয়াছে, এই বিদ্য পৰ্ব্বত ও সমুদ্রগামিনী পয়োকী নদী
এই স্থলে মইদিগের আশ্রম ও বিদর্ভদিগের পথ, ইহা
কোশলদিকে গিয়াছে, ইহার পর দক্ষিণদিকে যে দেশ, তাহার
নাম দক্ষিণাপথ। (ভারত ৩।১৬ অ°)। [দক্ষিণাত্য দেখ:]
“এব পস্থা বিদর্ভগামিনী গচ্ছতি কোশলাং।

অন্তঃপরঞ্চ দেশোহয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ ॥” (ভারত ৩।১৬ অ°)

২ দক্ষিণাংশিত মার্গমাত্র, দক্ষিণদিকে অবস্থিত পথ।

“কৃষ্ণাজিনানি ধূষন্তঃ স্বয়মেব দক্ষিণা পথং যান্তি”

(আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১০।১২)

দক্ষিণাপথিক (ত্রি) দক্ষিণাপথোহস্ত্যস্ত স্বামিষেন আবাস
য়েন বা ঠন। ১ দক্ষিণাপথদেশবাসী, দক্ষিণাপথ দেশের রাজা,
দক্ষিণাপথদেশ স্ববক্ষী।

“এতে চাড়ে চ.বহবো দক্ষিণামুখিকান্ পথঃ ১”

(হরিবংশ ১১ অং)

দক্ষিণাপরা (ক্রী) দক্ষিণা অপরা দিশোহন্তরাণা দিক্ ।
১ নৈঋতকোণ । “দক্ষিণপূর্বাং দিশি দক্ষিণপরাং বা”
(আবং গৃং ৪।১৬) (জি) ২ তৎসংহিত । দক্ষিণাঃ পরঃ ।
বজ্রপুস্তির জন্ত অবাদানরূপ দক্ষিণা ক্রিয়াতৎপর ।

দক্ষিণাপ্রবণ (জি) দক্ষিণা দক্ষিণতাং প্রবণং নিয়ং । উত্তর
অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিকে নিঃ, শ্রাভাদি প্রদেশ ।

দক্ষিণপ্রবণ স্থান শ্রাভাদি কার্যে প্রস্তুত ।

“ওচিদেশং বিবিকল্প গোমরেনোপালপয়েৎ ।

দক্ষিণাপ্রবণৈকং প্রযত্নেনোপাদয়েৎ ॥” (মন্ত্র ৩।২০৬)

শ্রাভকার্যের জন্ত অস্থি বা অকারাদিশূন্য ভূমি ও নির্জন
প্রদেশ হির করিয়া তাহা গোমর দ্বারা উপলিপ্ত করিবে ।
যেই স্থানটা যদি সত্যবতঃ দক্ষিণদিকে ক্রমাবনত না হয় ।
তাহা হইলে যত্ন সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিতে হইবে ।
“দক্ষিণাপ্রবণং” (কাভ্যাং শ্রৌং ২২।৩।৬) “দক্ষিণাপ্রবণং
দেববজ্রনং ভবতি ।” (কক)

দক্ষিণাপ্রাণ্টি (পুং) ধূম্যাপেক্ষা প্রকৃষ্টং দেশমত্রোতি প্র-অশ
ক্টিচ্ দক্ষিণা দক্ষিণভাগে প্রাণ্টিঃ বাহুঃ । ধূম্য মধ্য দক্ষিণ
হিত অর্থভেদ । পুঠাল ও প্রকৃষ্ট দেশহিত অর্থভেদ ।
“দক্ষিণাপ্রাণ্টি জবো বন্ত ইতি ।” (কাভ্যাং শ্রৌং ১৪।২।৮)
‘রপে তৃতীয়ং অর্থং যুক্তি ধূম্যাপেক্ষা প্রকৃষ্টং দেশং অত্রো-
তি প্রাণ্টির্বাছোযুগ্মঃ’ (সং ব্যাং) । ২ দক্ষিণহিত প্রাণ্টি
সদৃশ অর্থ । “অথ দক্ষিণাপ্রাণ্টিং যুক্তি সব্যপ্রাণ্টিং বা” (শত-
পথত্রাং ৫।১৪।১২) ‘প্রাণ্টির্নাম পাদত্রয়োণেত্যে তেজ-
ন-পাদত্রিকার্মারঃ ।’ (ভাষ্য)

দক্ষিণাবীজ (পুং) দক্ষিণাঃ বজ্রঃ অমুবজ্রঃ । গৃহস্থপ্রভৃতির
দক্ষিণমুবজ্রভেদ, যাহারা অতিমানপূর্বক দক্ষিণা প্রদান
করেন এবং যাহারা কাম মোহ প্রভৃতিতে অভিভূত, এই
প্রকার গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বৈখানলদিগের সন্মুখেই
দক্ষিণাবজ্র কথিত হইরাছে । “দক্ষিণাবজ্রো নাম গৃহস্থব্রহ্মচারি-
ভিক্ষু বৈখানলানাং কামমোহোপচেতনাং অতিমানপূর্বিকাং
দক্ষিণাং প্রবজ্রতাং দক্ষিণাবজ্র ইত্যুচ্যতে” (ভজ্রসার) বজ্রা-
বজ্র, অর্থাৎ যাহাদের অতিমান তিরোহিত হয় নাই, তাহা-
দের সন্মুখেই বজ্রাবস্থা জানিতে হইবে ।

দক্ষিণামুখ (জি) দক্ষিণা দক্ষিণতাং মুখং বন্ত । দক্ষিণাদি-
মুখ, দক্ষিণাভ । যাহার মুখ দক্ষিণ দিকে থাকে । পূর্ব মুখে
ভোজন করিলে আবু বৃদ্ধি হয় ও দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে
যশোলাভ হয় ।

“আহুয্যঃ প্রোমুখোভুজ্জকৈ বশতঃ দক্ষিণামুখঃ ।” (মন্ত্র)

কিছু যাহাদের পিতা জীবিত আছেন, তাহাদের সন্মুখে
এ বিধি নহে । জীবৎপিতৃক যদি দক্ষিণমুখে ভোজন
করেন, তাহা হইলে তিনি পিতৃবাতী হন । অমাত্রাভ, পরা-
শ্রাভ ও দক্ষিণামুখ ভোজন, জীবৎপিতৃক করিবে না ।

“অমাত্রাভঃ পরাশ্রাভঃ দক্ষিণামুখভোজনঃ ।

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যৎ কৃতে চ পিতৃহা তবেৎ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

দক্ষিণমুখে পিতৃদিগকে তর্পণ ক্রিতে হয় । দক্ষিণমুখঃ
মুখঃ । (ক্রী) দক্ষিণদিকে মুখ ।

দক্ষিণামূর্তি (পুং) দক্ষিণা অমুকুলা মূর্তি রত সংজ্ঞাভাং ন
পুং । শিবমূর্তিভেদ, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন শিবের দক্ষিণা-
মূর্তি ধ্যান করিবে এবং এক বুৎসর ঐ মূর্তি ধ্যান করিলে
শাস্ত্রব্যাখ্যানের সামর্থ্য লাভ হয় ।

“নিভ্যশো দক্ষিণামূর্তিং ধ্যারেৎ সাধকসত্তমঃ ।

শাস্ত্রব্যাখ্যানসামর্থ্যং লভন্তে বৎসরান্তরে ॥” (ভজ্রসার)

ইহার ধ্যান—

“প্রোদ্যচ্ছাধমহাবটক্রমতলে বোগাসনং প্রভুং

প্রত্যাক্তরবুজ্জুহুতিঃ প্রতিনিশং প্রোদীক্যমানাননং ।

মুদ্রাং তর্কময়ীং দধানমমলং কপূরগোরং শিবং

হৃদ্যন্তঃ কলয়ে ক্ষুদ্র মনিশং শ্রীদক্ষিণামূর্তিকং ॥”

ইনি মহাবট ক্রমতলে বোগাসনে অবস্থিত, অধ্যায় তত্ব-
জিজ্ঞাসু সকল চারিদিকে তাহার আনন অবলোকন
করিতেছেন এবং তিনি তর্কমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন,
তাহার বর্ণ কপূরবৎ শুভ্র ; তিনি সর্বদা দীপ্তি পাইতেছেন ।
এবমুত দক্ষিণামূর্তি মহাদেবকে সতত ধ্যান করিবে । (ভজ্রসার)
সমাস বিষয়ে কপু হয়, সেই স্থলে দক্ষিণমূর্তিক এইরূপ
হইবে ।

দক্ষিণামূর্তিমুনি, উদ্ধারকোষ ব্যুৎপাদ্যনির্ণয় নামক
সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা ।

দক্ষিণায়ন (ক্রী) দক্ষিণা দক্ষিণতাং দক্ষিণে গোলে বা অয়নং
রবেঃ । ১ সূর্য্যের দক্ষিণাগতি, রবির নিজ অধিষ্ঠিত স্থান
অপেক্ষা করিয়া দক্ষিণদিক্ গমন । ২ দক্ষিণ গোলরূপ
তুলাদি ৬টা রাশিতে গমন ।

“ঋতুজরকাপায়নং যে অয়নে বর্ষসংজ্ঞিতে ।

কর্কটাদিস্থিতে তানো দক্ষিণায়নমুচ্যতে ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

সূর্য্য গগনমণ্ডলে প্রতি বর্ষে আবর্তমানসের শেষে উত্তর-
দিকে যে কাল পর্য্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর
ক্রান্তি এবং উত্তরক্রান্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে গমন
করে, তাহার নাম দক্ষিণক্রান্তি । এই দুইপ্রকার গতির নাম

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন। অর্থাৎ প্রাণ হইতে পৌষমাস পর্যন্ত
সূর্য উত্তররেখা হইতে দক্ষিণরেখার গমন করেন। ইহার
নাম দক্ষিণায়ন এবং মাঘমাস হইতে আষাঢ়মাস পর্যন্ত
সূর্য দক্ষিণরেখা হইতে উত্তররেখা পর্যন্ত গমন করেন,
তাহার নাম উত্তরায়ন। এই দুইটা সীমার মধ্যে পৃথিবীর
যে অংশ পতিত হয়, তাহার নাম মধ্যখণ্ড। এই খণ্ডে
১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬টা নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া
যায়। গগনমণ্ডলের মধ্যখণ্ডের উত্তরে যে অংশ তাহাকে
উত্তরখণ্ড বলে। তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুন্ড্র ও
তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র অবস্থিত করে। ইহা যুরোপীয়
জ্যোতির্বেত্তারা নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ মধ্যখণ্ডে
যে সমুদ্র অচল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগের কতকগুলি
করিয়া এক একটা আকৃতি নির্দিষ্ট করিয়া পূর্বকালে
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ ষাশভাগে রাশিচক্র নামে সীমা
চিহ্নিত করিয়াছেন। ঐ ষাশটা রাশির নাম—মেঘ, বুধ,
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্ডা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।
মেঘ রাশির প্রথমার্ধেই ক্রান্তিপাত হয়। যে দুই দিন
সূর্য ঐ রেখার থাকে, সেই দুই দিন দিবা ও রাত্রিমান
সমান হয়।

বিশুবরেখার উত্তরদিকে ৬টা রাশি অর্থাৎ মেঘ, বুধ,
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্ডা ও দক্ষিণদিকে আর ৬টা রাশি
অর্থাৎ তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন তির্ধ্যাক্তাবে
অবস্থিত আছে।

পৃথিবী স্রীরক্কে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশাখমাসে
যখন মীন ও মেঘরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়
অর্থাৎ যে অংশে রাশিচক্রের সহিত বিশ্ববরেখার মিলন
হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তখন সূর্যের সমসংস্পর্গত
হয় এবং মীন ও মেঘরাশি ঠিক সূর্যের সমুখবর্তী হয়।
এই সময়ে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উপর সূর্যরশ্মি ঠিক
সোজা হইয়া পড়ে। এক্ষণে পৃথিবীর সকল স্থলেই সেই
সময়ে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়। অর্থাৎ যখন
সূর্য বিশ্ববরেখাতে অবস্থান করে, তখন তাহার
ক্রান্তিশূন্য এবং তখন একমেরু হইতে অপর মেরু অবধি
গোলকাকৃ আলোকময় হয়। সূর্যের উত্তরক্রান্তি যত বৃদ্ধি
হইতে থাকে, ততই উত্তরমেরু অতিক্রম হইয়া সূর্যের
আলোক বিস্তারিত হইতে থাকে ও দক্ষিণমেরু আলোক-
বিহীন হয় এবং সূর্যের যত দক্ষিণক্রান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে,
ততই দক্ষিণমেরু অতিক্রম করিয়া সূর্যের আলোক বিস্তা-
রিত হয়, উত্তরমেরু আলোকশূন্য হইয়া থাকে। সূর্যের

ক্রান্তির পরিমাণ ২৩° ২৮'। বৈশাখমাসে সূর্য মেঘ রাশিতে
প্রবেশ করিয়া মিতা এক অংশের কিছু নূন গমন করি
জ্যৈষ্ঠমাসে বুধ রাশিতে প্রবেশ করে। মেঘ রাশি
কিঞ্চিৎ পশ্চিম ও দ্বিযং উত্তরে বুধরাশি অবস্থিত। বু
মিতা এক অংশের নূন গমন করিয়া আষাঢ়মাসে
মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে। মিথুন রাশি বুধ রাশি
ঠিক উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। সূর্য মিথুনরাশি
উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণমাসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে
যে স্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তরক্রান্তি রেখার মিল
হইয়াছে, সেই স্থান ঐ দিবসে ঠিক সূর্যের সমুখবর্তী
হয়। ইহার পর আর সূর্য উত্তরদিকে গমন করেন।
এইক্ষণে ঐ সময়কে অন্ননাস্তকাল কহে। সূর্য এই রাশি
৩০° অতিক্রম করিয়া ভাদ্রমাসে সিংহ রাশিতে
প্রবেশ করে। এই রাশি কর্কট রাশির দক্ষিণপশ্চি
ভাগে অবস্থিত। ইহার পর সূর্য আশ্বিনমাসে কন্ডা
রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। মেঘ রাশিতে বিশ্ব
রেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ আছে, সেইরূপ
তুলারাশিতেও সংযোগ আনিবে। মেঘরাশি তুলারাশি হইবে
১৮০° দূর। এই কারণে মেঘাদি ৬টা রাশি রাশিচক্রে
অর্দ্ধেকভাগ এবং তুলাদি ৬ রাশি ঐ চক্রের অপরার্ধ অংশ
সূর্য ক্রান্তিকমাসে তুলারাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে
ইহার পর বৃশ্চিকরাশি, সূর্য এই রাশিতে অগ্রহারণ নামে
প্রবেশ করে। তৎপরে সূর্য ধনুরাশিতে পৌষমাসে
মাঘমাসে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যে অংশে
রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণক্রান্তি রেখার মিলন হইয়াছে
ঐ অংশ ঐ দিকে সূর্যের ঠিক সমুখবর্তী হয় এবং
এই স্থান হইতে সূর্য আর দক্ষিণদিকে গমন করেন।
এই ক্ষণে এই সময় দক্ষিণায়নকাল। এই রাশির পর কু
রাশি, ফাল্গুনমাসে সূর্য এই রাশিতে প্রবেশ করে। ইহা
পর সূর্য চৈত্রমাসে মীন রাশিতে প্রবেশ করেন।

এইরূপে পুনরায় বৈশাখমাসে পৃথিবী মীন
মেঘরাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশ্ববরেখা
সহিত যে অংশ রাশিচক্রের মিলন হইয়াছে, সেই
অংশ সূর্যমণ্ডলের সমুখবর্তী হওয়ার সর্বত্র দিবা ও রাত্রি
সমান হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্যই যে এক রাশি হইবে
অন্ত রাশিতে পূর্বোক্তরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে এমন নয়
সচল পদার্থে অবস্থিত হইয়া অচল পদার্থের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পদার্থের গতিভ্রম হয়। সেইরূপ
বস্তুতই ঐরূপ দেখায়। কলে পৃথিবী উপরোক্তরূপে

এক এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গিয়া উত্তরারণ ও দক্ষিণারণ ক্রমে দ্বাদশ রাশিভোগ করিয়া এক বৎসরে দ্ব্যধিক একবার প্রদক্ষিণ করে। [সূর্য্য, পৃথিবী ও অরুন দেখ।] দক্ষিণারনে পূণ্যকর্ম, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিতে নাই।

“বিবাহব্রতবন্ধাদি চূড়াসংস্কারদীক্ষণং।

যজ্ঞগৃহপ্রবেশাদিদানার্চনপ্রতিষ্ঠনং॥

পুণ্যানি বাসি কর্ম্মাণি বর্জ্যয়েৎ দক্ষিণারনে।”

(মলমাস্তম্ভ)

বিবাহ, ব্রত, চূড়াদিসংস্কার, দীক্ষা, যজ্ঞ, গৃহপ্রবেশ, দান, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বর্জন করিবে এবং যদি মোহ প্রযুক্ত করে, তাহাতে ফলশাস্ত হইবে না।

“দেবতারামবাগাদি প্রতিষ্ঠানামুপে রনো।

দক্ষিণাভিমুখে কুর্কন ন তৎফলমবাগ্নয়ং॥” (স্মৃতি)

দেবতা, বাগী ও আরাম প্রতিষ্ঠাদি উত্তরারণে করিবে, দক্ষিণারনে করিবে না, করিলে তাহার ফল পাইবে না। কিন্তু দক্ষিণারনে মাতৃ, ভৈরব, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম ও মহিষাসুরহরী ইহাদিগের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, ইহা বিশেষ বিধি জানিবে।

“মাতৃভৈরববারাহনরসিংহত্রিবিক্রমঃ।

মহিষাসুরহরী চ স্থাপ্য্যৈব দক্ষিণারনে॥”

(কালমা বৈধানসং)

দক্ষিণারণ দেবতাদিগের রাত্রি। এই অস্ত্র চূর্ণোৎসবের সময় সায়ংকালে দেবীর উষোধন করিতে হয়। ২ দক্ষিণারনাতিমানী দেবতাভেদ। ৩ দক্ষিণভাগস্থিত প্রাণ, প্রাণ যে সময় দক্ষিণ ভাগস্থিত হয়।

“দক্ষিণেত্রং যদা প্রাণস্তদাত্তাদক্ষিণারনং।

পঞ্চভূতীয়াকান্ত্র হ্রস্বাঃ পঞ্চোদয়ন্তি তৈ॥” (প্রয়োগসার)

দক্ষিণারণ্য (স্ত্রী) দক্ষিণহং অরণ্যং। অরণ্যভেদ।

দক্ষিণারুস্ (পুং) দক্ষিণে দক্ষিণভাগে অরুণং বস্ত্র। ব্যাধি-কর্তৃক দক্ষিণাক্রান্তি যুগ, ব্যাধি বাণ মারিলে যে যুগের দক্ষিণাক্রান্ত হয়, তাহাকে দক্ষিণারুস্ কহে। ব্যাধি কর্তৃক দক্ষিণ দিকে আহত যুগ।

দক্ষিণার্হ (পুং) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-অর্হ (অর্হঃ)। পা ৩১১২) দক্ষিণাবোগ্য, দক্ষিণার উপযুক্ত। পর্ষ্যার—দক্ষিণী, দক্ষিণ্য। (অমর)

দক্ষিণাবৎ (ত্রি) দক্ষিণ অত্যর্থে মতুপ্ মন্ত বঃ। দক্ষিণায়ুক্ত।

দক্ষিণাবর্ত (ত্রি) দক্ষিণে আবর্ততে আ-বৃত-অর্হ। ১ দক্ষিণে আবর্তযুক্ত, বাহা দক্ষিণ দিকে স্ক্রিয়াছে। ২ শব্দ বিশেষ, যে শব্দের মুখ দক্ষিণ দিকে খোঁজা।

“যৎকৃত্বানুকারকু শিখানরচনোচ্ছয়া।

দক্ষিণাবর্ত-শব্দোৎসবং হস্ত চূর্ণোত্তোমরা॥” (সাহিত্যদং)

দক্ষিণা, দক্ষিণভাগ বর্ততে বৃত-অর্হ। ৩ দক্ষিণদিক্ হিত। দক্ষিণদেশ। [দক্ষিণাত্য দেখ।]

“দক্ষিণাবর্ত আদিত্য-এতন্ময়নসি হিতং।” (ভারত ৬।১২০অং)

দক্ষিণাবর্তবতী (স্ত্রী) দক্ষিণে আবর্ততে আ-বৃত-ব ল্। গোমাদিবাং ডীর্। বৃশ্চিকালি, বিচুটী।

দক্ষিণাবহ (পুং) দক্ষিণা দক্ষিণদিক্ভোগ্য বহতি বহ-অর্হ।

দক্ষিণানিল, দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়বায়ু।

দক্ষিণারুৎ (ত্রি) দক্ষিণা আবর্ততে বৃত-কিপ্। দক্ষিণাবর্ত।

“তন্মাদিমং লোকং দক্ষিণারুৎ সমুজ্জং।” (শতব্রহ্ম ৭।১২।১১২)

দক্ষিণাংশা (স্ত্রী) দক্ষিণা আশা দিক্। দক্ষিণ দিক্।

দক্ষিণাশাপতি (পুং) দক্ষিণতা শিশুঃ অধিপতিঃ। ১ বম, বম দক্ষিণদিকের অধিপতি। ২ ভোমগ্রহ।

দক্ষিণাসদৃ (দক্ষিণসদৃ দেখ।)

দক্ষিণাহি (অব্য) দক্ষিণ দূরার্ধে আহি। দূরস্থিত দক্ষিণ ভাগ।

দক্ষিণিহ (অব্য) দক্ষিণাং বেদে পুণ্যোদরাদিবাং সাধুঃ।

দক্ষিণ দিকে। “প্রদক্ষিণিহুরিবো মাবিবেনঃ” (ঋক্ ৫।৩৬।৪)

দক্ষিণীয়া (পুং) দক্ষিণামর্হতি দক্ষিণা-হ (কড়করদক্ষিণাক্)।

পা ৫।১।৬২)। দক্ষিণার্হ, দক্ষিণার যোগ্য।

“যজ্ঞতো দক্ষিণীয়ো বাসতেয়ো ভবতি য এবং বেদং”

(অর্থক ৮।১০।৪)

দক্ষিণেত্তর (ত্রি) দক্ষিণাদিতরঃ। দক্ষিণ হইতে ইত্তর, বাম। উত্তর দিক্।

দক্ষিণেন (অব্য) দক্ষিণ-এনপ্। দক্ষিণদিকে। এই শব্দের যোগে বিতীয়া বিভক্তি হয়।

• “দক্ষিণেন হরিং ক্রতো” (যুগবোধ)

দক্ষিণেন এই শব্দযোগে ‘হরিং’ ইহাতে বিতীয়া বিভক্তি হইল। কিন্তু কোন স্থলে বিতীয়া তিন অস্ত্র বিভক্তিও দেখা যায়, তাহা আর্ষপ্রয়োগ।

“দক্ষিণেন সরযত্যা দ্বষত্বাত্তরেন চ।” (ভারত ৩।৮৩।৪)

দক্ষিণেশ্বর্ন (পুং) দক্ষিণে ঈশ্বং ত্রণং যত্ব ততোহনিচ্ (দক্ষিণেশ্বর্নলুকযোগে পা ৫।৪।১২৬)। ব্যাধি কর্তৃক দক্ষিণপার্শ্বে আহত যুগ। “যুগমুখিব যুগোৎপদ দক্ষিণেশ্বর্না” (তটী ৪।৪৪)

দক্ষিণেশ্বর, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গ্রাম, হুগলী-নদীর উপর অবস্থিত। দলিকাতার কিছু উত্তর। এখানে বাকদ প্রভৃতির কারখানা, সাহেবদের কতিপয় বাড়ী, দ্বাদশটী মনোহর শিবমন্দির এবং একটা স্মরণ কালীমন্দির আছে।

দক্ষিণোত্তর (ত্রি) দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত।

দক্ষিণোত্তরিন্ (ত্রি) [বৈ] দক্ষিণভাগের উপর অবস্থিত।
দক্ষিণ্য (ত্রি) দক্ষিণাং অর্হতি দক্ষিণা-বৎ। দক্ষিণার্হ।

দক্ষেশ্বরলিঙ্গ (স্ত্রী) কানীহিত। দক্ষপ্রজাপতিরূপিত লিঙ্গ-
ভেদ। দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে কানীতে শিবলিঙ্গ
স্থাপন করেন। ঐ স্থানে অন্তর্ভুক্ত হইয়া ঐ লিঙ্গের
পূজা প্রভৃতি করিতেন। 'মহাদেব ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দক্ষকে
বর দিয়া কহেন, তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া
এবং তোমাকে আরও একটা বর দিতেছি, তুমি যে এই
শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছ, ইহা দক্ষেশ্বরলিঙ্গনামে বিখ্যাত
হইবে। যাহারা এই লিঙ্গের সেবা করিবে, আমি তাহাদের
সংহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিব। তুমিও এই লিঙ্গের
পূজা অস্ত্র সকলের মাত্র হইবে এবং দুই পরাধিকাল পরে
মোক্ষলাভ করিবে। মহাদেব দক্ষকে ইহা বলিয়া ঐ লিঙ্গ
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলেন। (কানীখং ৯১ অং।)

দখল (আরবী) অধিকার, কোন বিষয়ে হস্তার্পণ, কোন স্থানে
প্রবেশ।

দখল্কার (পারসী) অধিকারী, প্রবেশাধিকারী, বাহার
প্রবেশের ক্ষমতা আছে।

দখলী (পারসী) অধিকারী।

দখলীদার (পারসী) অধিকারী, যে অপরকে দখল দিতে
পারে।

দগড়—আর্যদিগের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র বিশেষ। ইহা
দগড়া নামে প্রসিদ্ধ।

দদলি, বাঙ্গালা দেশে অন্তর্গত সিংহভূম জেলার সরইকলা
বিভাগের একটি 'শির' বা গ্রাম সমষ্টি। ইহাতে ৪৩ খালি
গ্রাম আছে।

দগরে, সারস্বত ব্রাহ্মণ্যের একটি শ্রেণী।

দগশাই, পঞ্জাবের অন্তর্গত সিমলা জেলার একটি পার্বত্য
স্থান। এখানে সৈন্দ্ৰদিগের একটি ছাউনী আছে। ইহা সিমলা
হইতে ৪২ মাইল দক্ষিণে, ৩০°৫০' ৫" উত্তর অক্ষা° ও ৭৭° ৫'
৬" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

দগা (পারসী) শঠতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা।

দগার্গল (স্ত্রী) দক্ষ অলম্বারোধ্য অর্গলমিব, গম্য
পাঠে পুষ্পোদরাদিভ্যাং গকারস্ত ককারঃ দগার্গলং। নির্জল-
দেশে অলোপলকি সাধন উপায় ভেদ, যে দেশে জল নাই
সেই দেশে অলবিষয়ক জ্ঞানের উপায়।

"ধর্ম্যং যশস্তঞ্চ বজ্রাম্যতাহং দগার্গলং যেন অলোপলকিঃ।

পুংসাং যথাদেশু শিরাত্তথৈব কিতাবশি প্রায়ত্তমিসংস্থাঃ ৪"

(বৃহৎসং ৪৪১)

ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে।
মহুতদিগের অঙ্গে বেষ্রণ শোণিতপ্রবাহিণী শিরা
সেই প্রকার পৃথিবীতেও উন্নত ও নিরসংহিত অলম্বা
শিরা সকল বিভ্রম। একবর্ণ ও এক রসযুক্ত
আকাশ হইতে পতিত হইয়া মৃত্তিকা বিশেষে নানারূপ
নানাবিধ রস যুক্ত হয়। এইরূপ অল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত
করিতে হইবে। ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, নিম্বতি, বরুণ, শবন,
শকর প্রভৃতি দেবগণ ক্রমশঃ প্রদক্ষিণক্রমে পূর্বাদি
সকলের অধিপতি হন। আট দিকে প্রবাহিত ৮টা শিরা
মিত্র পতির সংজ্ঞা লাভ করে।

পৃথিবীর মধ্যে যে শিরা প্রবাহিত আছে, তাহা মহা
নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা বাতীত অজ্ঞাত আরও শত শত
নানাপ্রকারে বহির্গত হইয়া নানা নামে খ্যাত আছে।

চারিদিকে অবস্থিত ও পাতাল হইতে উঠি
বে সকল উর্দ্ধশিরা আছে, তাহা শুভজনক। কোণি
অর্ধাং অগ্নি, নৈরুত, বায়ু ও কেশান এই চারিদিকে হই
উখিত শিরা সকল শুভজনক নহে। যদি নির্জল স্থান
বেতল বৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে তাহার তিনহাত পক্ষি
সার্ক পুরুষ পরিমাণ নিয়ে * পশ্চিমস্থ শিরা অল প্রবাহি
করে। তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমিত নিয়ে পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডু
পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও পুটভেদক পাষণ এই চিহ্ন
নির্দেশে অল থাকে। নির্জল প্রদেশে যদি অম্লবৃক্ষ থাকে
তাহা হইলে তাহার উত্তরে তিনহাত দূরে দুই পুরুষ নি
পূর্ববাহিনী শিরা অবস্থিত আছে। এই স্থলে এক পুরুষ
নির্দেশে লোহগন্ধিকা মৃত্তিকা ও পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডু থাকে
অম্লবৃক্ষের পূর্বদিকে যদি সমীপস্থ বন্যীক থাকে, তা
হইলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে পুরুষদ্বয় দূরে ও পশ্চিমে
সলিল আছে। মৃত্তিকা ধনন সময়ে অর্দ্ধপুরুষ নিয়ে
ও পারাবত লুপ্ত পাষণ এবং ইহার মৃত্তিকা নীলবর্ণ হই
দীর্ঘকাল পর্যন্ত অল থাকে। উল্লম্ব বৃক্ষের তিনহাত
পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিয়ে শুভবর্ণ অগ্নি, অগ্নন গ
প্রস্তর, ইহার নিয়ে অর্দ্ধপুরুষ দূরে উত্তম অলযুক্ত
আছে। অর্জুনবৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বন্যীক থাকে
তাহা হইলে তাহার নিয়ে পশ্চিমদিকে অর্দ্ধপুরুষ দূরে
থাকে। মৃত্তিকানন সময়ে তাহা হইতে অর্দ্ধপুরুষ পরি
মাণ মধ্যে খেত গোঁধা থাকে, পুরুষ পরিমাণ নিয়ে পুরুষ

* পুরুষ শব্দে টীকাকার ভট্টাচরণের মতে ১২ অঙ্গুলি।

"পুরুষশব্দে যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুরুষো জেরঃ, সচ বিংশত্যাধিকমূল্যক
ভবতিতি সর্বত্র পরিভাষা।" (ভট্টাচরণ)

মৃত্তিকা ও নিরঞ্জন পীত, পিত্ত ও সিক্তাসম্বিত মৃত্তিকা থাকে এবং তন্নিম্নে অপরিমিত জল পাওয়া যায়। বন্যীক উপচিত নিম্নতীব্রত্বের তিনহাত দক্ষিণে সপাদ পুরুষের নিম্নে অশোভ ও স্বাহ জল থাকে। ইহার নিম্নে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ দূরে রোহিতমংস্ত ও তন্নিম্নে কপিলবর্ণ, তাহার নীচে মণ্ডুরবর্ণ, তৎপরে সিক্তা ও শর্করা থাকিবে এবং তন্নিম্নে উত্তম জল পাওয়া যাইবে। যদি বদরী বৃক্ষের পূর্বে বন্যীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরক পরিমাণ নিম্নে জল আছে। যদি পলাশ সম্বিত বদরীবৃক্ষ থাকে, তাহা হইতে সপাদ পুরুষের পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমে জল থাকে। ইহাতে এক পুরুষ নিম্নে দুগ্ধ চিহ্ন থাকে; বিব ও উত্তর বৃক্ষের যোগ হইলে দক্ষিণে তিন হস্ত ছাড়িয়া তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে, তাহা অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণ নিম্নে কৃষ্ণমণ্ডুক থাকে, কাকোত্তর বৃক্ষের নিকট বন্যীক দৃষ্ট হইলে সপাদপুরুষের পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম দিগাহা-শিরা প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে ক্রবৎ পাণ্ডুবর্ণ ও পীতাস্ত মৃত্তিকা, দুর্ধবর্ণ পাষাণ এবং কুমুদ সঙ্গ মূষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জলহীন দেশে যেখানে কম্পিলক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্বাদিকে তিন হস্ত পরিমাণে প্রথম দক্ষিণবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয়। এই স্থলের ভূমি খনন করিলে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে। এই স্থান হইতে হস্তান্তরে অজগন্ধী মংস্ত ও ক্ষীর সম্বিত জল বাহির হইয়া থাকে। শোণাক-বৃক্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে দুই হস্ত অতিক্রম করিয়া যে শিরা আছে, সেই কুমুদ নারী শিরা তিন পুরুষ পরিমাণ নিম্নে প্রবাহিত থাকে। যদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বন্যীক থাকে, তাহার পূর্বে দিকে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে শিরা প্রবাহিত আনিবে। যদি তাহার একহাত দূরে পশ্চিমদিকে বন্যীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার সার্কি চারি পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল প্রবাহিত শিরা। খনন করিলে প্রথম পুরুষ পরিমাণ নিম্নে খেত মৃত্তিকা ও কুমুদ সঙ্গ আভাবুক্ত প্রস্তর থাকিবে, এবং তিন বর্ষ অতীত হইলে ঐ জলবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। ইত্যাদি। (বৃহৎসংহিতা ৫৪ অ°)

দ্বি (ত্রি) দহ ক। ১ কৃতবাহ, তন্নীকৃত, বাহা পুড়িয়া গিয়াছে।

“দৃশা দগ্ধঃ মনসিভঃ জীবয়ন্তি দৃশৈব বাঃ।” (সাহিত্যদ°)

২ শরীরের অমিদাহভেদ, পুড়িয়া যাওয়া, শরীরের কোন হানাদি পুড়িয়া যাইলে নিম্নলিখিতরূপে প্রতিবিধানাদি করিবে। অগ্নিস্বত তৈলাদি দেহবিশিষ্ট অথবা নীরস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া দহন করে। অগ্নি কর্তৃক সঙ্গত হইলে স্বত তৈল

প্রভৃতি দেহ দ্রব্য স্থল শিরার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এই কারণ বক্য ও মাংস প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শীত দহন করে। এই অস্ত্র দেহ দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে অতিশয় বেদনা হয়, এই অমিদগ্ধ চারিপ্রকার, মুঠ—হৃদয়, সম্যক দগ্ধ এবং অতি দগ্ধ। বাহাতে আলা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে মুঠ; বাহাতে দগ্ধ স্থানে ফোট (কোস্কা) উথিত হয় এবং সেই স্থান অতিশয় উষ্ণতা, দাহ, রক্তবর্ণ, পাক ও বেদনাবিশিষ্ট এবং বাহা নিলম্বে আরোগ্য হয়, তাহাকে হৃদয়; দগ্ধ স্থান গভীর না হইলে ও পক তাল-কলের জ্বর বর্ণ হইলে, আর যদি পূর্বেই লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে সম্যকদগ্ধ বলে। অতি দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে মাংস ফুলিয়া পড়ে; শরীর শিথিল, শিরা, বায়ু, সন্ধি ও অস্থির বিনাশ এবং অতি মাত্র, জ্বর, দাহ, শিণাসা, মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। ইহাতে কৃত স্থান বিলম্বে পুরিয়া উঠে, পুরিয়া উঠিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চারি প্রকার দগ্ধ দ্বারা অধিকক্ষণের সাধন হইয়া থাকে। অগ্নি কর্তৃক প্রাণিগণের রক্ত কুপিত হইয়া শীতল হইবে বিশিষ্ট হয়।

রক্তের সেই বেগ কর্তৃক পিত্ত ও বেগবান হইয়া উঠে। অগ্নি ও পিত্ত উভয়ে প্রায় একজাতীয় দ্রব্য এবং একই রসবিশিষ্ট, সেই জন্য অমিদগ্ধ নিমিত্ত তীব্রবেদনা, স্বভাবতঃ আলা ও ফোট হইয়া থাকে এবং জ্বর ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়।

দগ্ধচিকিৎসা—মুঠ দগ্ধে অগ্নির তাপ এবং উষ্ণ ক্রিয়া ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্বারা শরীর ঘর্মাক্ত হইলে রক্ত ও তরল হয়। শীতল জল দ্বারা স্বভাবতঃই রক্ত তলিত হয়। এই কারণ মুঠ দগ্ধে উষ্ণ ভিন্ন শীতল ক্রিয়া কখনই সুখকর হয় না। হৃদয় স্থলে উষ্ণ এবং শীতল উত্তরপ্রকার ক্রিয়া করা কর্তব্য। দগ্ধ স্থানে দ্রুত আলোপন ও শীতল দ্রব্য সেচন করা উচিত। সম্যক দগ্ধ হইলে বংশলোচন, পাঁকুড়হাল, চন্দন, গেরিমাটি এবং গুলঞ্চ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গ্রামে অথবা জল বাহ্য দেশে যে সকল পত্র হয়, সেই সকল পত্রের অথবা জল জন্তর মাংস পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজন্ত বিজ্রমি হইলে বৈষ্ণব নিরস্তর উষ্ণ ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতি দগ্ধের স্থলে যে সকল মাংস শীর্ণ হইয়া যায়, সেই গুলিকে তুলিয়া দেখিতে হইবে ও তাহাতে শীতল ক্রিয়া করিবে। তাহার পর শালিধান্তের তুষ-হীন তণ্ডুল পিণ্ডিয়া ও দ্রুতযুক্ত করিয়া অথবা পাণবাছের কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা গাবহাল পিণ্ডিয়া তাহাতে দ্রুতযুক্ত করিবে এবং ইহা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। জ্বলকের

পত্রাধারী অথবা জলে যে সকল গাছ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটি গাছের পত্রাধারী কত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। পিত্ত জন্ম বিশপ্ণরোগে যে সকল ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতেও তাহা প্রযোজ্য। মোম, যষ্টিমধু, লোধগাছের ছাল, ধূনা, মজিষ্ঠা, চন্দন এবং সূর্যামূল, এই সমূহ দ্রব্য একত্র পিষিবে এবং সেই পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা দ্রুত পাক করিতে হইবে। এই দ্রুত দ্বারা সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ-জ্বালাতন ব্রণ উত্তমরূপে পুরিয়া উঠে। স্নেহ দ্রব্যসংযোগে দগ্ধ হইলে কক্ষক্রিয়াই বিশেষ রূপ বিধেয়।

উষ্ণ বায়ু ও রৌদ্র কটুক দগ্ধ হইলে শীতল ক্রিয়া করিবে। অতিশয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ হইলে কোন অতিকারেরই শাস্তি হয় না। বজ্রাঘি দ্বারা দগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিলে দ্রুত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সূর্য্যক্ষে মর্দন ও সেবন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগ্নিদগ্ধের প্রলেপও প্রয়োগ করিবে।

শল্যচিকিৎসার মধ্যে অগ্নিক্রিয়া প্রধান। পীড়িত স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে অগ্নিক্রিয়া কহে। অগ্নিকর্ম্মের বিধানমতে দগ্ধ করিলে সে রোগ পুনর্বার আর উৎপত্তি হয় না। যে সকল রোগ শল্য বা ক্ষার দ্বারা আরোগ্য না হয়, তাহাঁ অগ্নিকর্ম্মে আরোগ্য হইয়া থাকে। পিঙ্গলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর, শলাকা, জাষবোষ্ঠ অথবা অস্ত্র প্রকার লোহ, মধু, গুড়, দ্রুত, তৈল ও বসা প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যপীড়িত স্থান অগ্নিদগ্ধ করিতে হইলে এই সকল দ্রব্যের সংযোগে করিতে হয়।

কোন প্রকার বৃক্করোগে দগ্ধ করিতে হইলে পিঙ্গলী, ছাগীবিষ্ঠা, গোদন্ত, শর এবং শলাকা দ্বারা, মাংসগত রোগে দগ্ধ করিলে জাষবোষ্ঠ অথবা অস্ত্র কোন প্রকার লোহ দ্বারা; শিরোগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত অথবা অস্থিগত রোগে দগ্ধ করিতে হইলে গুড়, মধু অথবা অস্ত্র কোন প্রকার দ্রুত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্যদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে।

শল্য ও গ্রীষ্ম ঋতুভিন্ন সকল ঋতুতেই রোগবিশেষে পীড়িত স্থান দগ্ধ করা যায়। কিন্তু দগ্ধব্যতীত যদি সে রোগ আরোগ্য না হয়, তবেই দগ্ধ করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে।

রোগীর পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইলে রোগীকে পিচ্ছিল অন্ন আহার করাইয়া পীড়িত স্থান দগ্ধ করিতে হইবে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা দুই প্রকার—বৃক্কদগ্ধ এবং মাংসদগ্ধ। কিন্তু সূত্রান্তের মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিহানেও এইরূপ দগ্ধ করিবার নিবেদন নাই। বৃক্ক দগ্ধ করিলে চট্‌চট শব্দ, তর্জদ এবং বৃক্কের সঙ্কোচ জন্ম হয়। মাংস দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কপোতবর্ণ, অল্প ক্ষীত,

বেবনাবিশিষ্ট, ভক্ষ, সঙ্কচিত এবং কত ইহা থাকে শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কক্ষবর্ণ ও উন্নত ব্রণ বিশিষ্ট এবং রক্তাদির জ্বাষ বদ্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ করিলে দগ্ধস্থান কক্ষ, অক্ষবর্ণ ও কক্ষ হয় এবং সেই দগ্ধকৃত স্থান শীতল আরোগ্য হয় না। তাহার ব্রণ শিরোরোগে এবং অধিমহ রোগে ক্র, ললাট এবং ললাটে অস্থি দগ্ধ করিবে। বৃক্করোগে চক্ষুর দৃষ্টি স্থানে অল্প অচ্ছাদন দিয়া বৃক্কস্থানের রোগ দগ্ধ করিবে। রোগে স্থানভেদে অগ্নিকার্য্য চারি প্রকার—বলয়, বিন্দু, বিলম্ব ও প্রতিসারণ। বালার জ্বাষ গোলবেরার আকারে দগ্ধ করাকে বলয় কহে। বিন্দুর আকারে দগ্ধ করাকে বিন্দু বলা যায়। শরীরের বৃক্ক মাত্র দগ্ধ করার নাম বিলম্ব উষ্ণ দ্রুত তৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে যে দগ্ধ করা যায় এবং যাহাতে দগ্ধের উপকার দ্রব্যটি শরীরে বিস্তৃত হইয় পড়ে, তাহাকে প্রতিসারণ কহে। ইহাতে বিলম্ব আরোগ্য হয়। (সূত্র) [অগ্নিদগ্ধ দেখ।] (ক্লী) ২ কটুণ। (রত্নমালা) ৩ ম্লান। (অমরশতক ২৪) ৪ তিথিভেদযুক্ত চন্দ্রাশ্রিত রাশি

“মৃগসিংহো তৃতীয়ায়াং প্রথমায় তুলামৃগো।

পঞ্চমায় বৃষরাশৌ দ্বৌ সপ্তমায় চাপচন্দ্রে।

নবমায় সিংহকোটাখ্যাবেকাদশায় পুরো গৃহে।

বৃষমীনো জ্যৈষ্ঠদশায় দক্ষসংখ্যাস্বমী গৃহাঃ।

দক্ষসম্মনি যৎকর্ম্ম কৃতং সর্বং বিনশতি।” (জ্যোতিষ)

এই দগ্ধ গৃহে যে কোন কার্য্যাদি করা যায়, তাহা বিনষ্ট হয়। বারভেদযুক্ত নক্ষত্রভেদ।

দগ্ধকাক (পুং স্ত্রী) দগ্ধিব কাকঃ। জ্যোৎস্বকাক।

দগ্ধমস্ত্র (পুং) দগ্ধঃ মস্ত্রঃ কর্ম্মধা। তন্ত্রমারোক্ত মস্ত্রভেদ।

“বহির্বাযুসমায়ুক্তো যস্ত মস্ত্রস্ত মূর্দ্ধনি।

সপ্তধা দৃশ্যতে তস্ত দগ্ধমস্ত্রং প্রচক্ষতে॥” (তন্ত্রসার)

যে মস্ত্রের মূর্দ্ধা প্রদেশে বহি ও বায়ুযুক্ত থাকে এবং সাত বার দৃষ্ট হয়, তাহাকে দগ্ধমস্ত্র কহে।

দগ্ধরথ (পুং) দগ্ধঃ রথঃ যন্ত। চিত্ররথ গন্ধর্কের একটি নামান্তর, এই গন্ধর্ক ইন্দ্রের একজন সারথি। ইহার প্রথম নাম জ্ঞানারণ্য। ইনি ইন্দ্রের সারথির কার্য্য করিতেন এবং ইহার নিজের একখানি বিচিত্র রথ ছিল, এই অস্ত্র ইহার নাম চিত্ররথ হয়। কোন সময় পাণ্ডবগণ একচক্রা হইতে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময় সোমপ্ররণতীর্থে গয়া ইনি রমণীপরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন, এই সময় চিত্ররথ পাণ্ডবদিগকে আসিতে দেখিয়া রথদ্বারাকালন করিতে করিতে অর্জুনের সন্মুখীন হইয়া সগর্বে বলিলেন, আমি

এখানে জনবিহার করিতেছি, এই সময় দেবতারিণী এখানে আসিতে শক্তি হন, তোমরা মানব হইরা কোন সাহসে এইখানে আসিলে। এইরূপে অর্জুনের সহিত অত্যন্ত বিবাদ হয়, পরে পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম হইল। অর্জুন আশ্চর্য-প্রভাবে ইহার রথ দগ্ধ করিয়া দেন এবং এই সময় হইতে ইনি দগ্ধরথ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি অর্জুনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন এবং অর্জুনকে চাকুরীবিজ্ঞা প্রদান করেন। (মহাভারত আদিপঃ ১৭০ অঃ) [অঙ্গারপর্ণ দেখ।]

দগ্ধপাত্রায়া (পুং) ভ্রাতৃত্বদেবী, পত্র সাকল দগ্ধ হইয়া বাইলে বস্তুতঃ দগ্ধপত্রের আর পত্রও থাকে না, কিন্তু পূর্বাংকার দ্বারা তাহার অবস্থান জ্ঞানমাত্র থাকে। [ভ্রাতৃ দেখ।]

দগ্ধরথ (পুং) দগ্ধ অপি রোহিত রথ-ক। তিলকক।

দগ্ধরহা (স্ত্রী) দগ্ধরথ-টীপ্। বৃক্ষবিশেষ, কুহুং গাছ।

দগ্ধবর্ণক (পুং) রোহিষ্যনামক তৃণ।

দগ্ধব্য (ত্রি) দগ্ধ-তব্য। দাহ্য, দহনীয়।

দগ্ধা (স্ত্রী) ১ স্বর্ঘ্যাবস্থান দিক্, স্বর্ঘ্য যে দিকে অবস্থান করে, সেই দিকের নাম দগ্ধা। ২ বৃক্ষবিশেষ, পর্যায়—কুহুং, দগ্ধরহা, দগ্ধিকা, স্থলকহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভয়রোহা, স্তম্ভিকা। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ ও কফ-বাতনাশক, পিত্তপ্রকোপক, জঠরাগ্নিকারক। (রাজনিঃ) ৩ রাশিভেদযুক্ত তিথিভেদ।

বৈশাখ মাসের শুক্লা বজ্জী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, তাজের শুক্লা দশমী, কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া ও ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী; শ্রাবণের কৃষ্ণাবজ্জী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থীতে দগ্ধা বলিয়া পুরোক্ত ঐ সকল মাসের ঐ সকল তিথি নির্দ্ধলা এবং ঐ দগ্ধাকে মাসদগ্ধা কহে। এই দগ্ধা তিথিতে যদি কেহ যাত্রা করে, ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার মৃত্যু হয়। এই দগ্ধাতে বিবাহ হইলে বিধবা, কৃত্তিকর্ষে কলের অভাব, বিচারে মৃত্যু, জীমন্মমে গর্ভপাত ও বাণিজ্যে মূলধনের নাশ হয়, এইজন্য দগ্ধা তিথিতে কোন শুভকর্ম করিবে না।

“দ্বিতীয়া মীনধনুর্বোশ্চতুর্থী বৃষকৃত্তিকয়োঃ।

মেঘকর্কটয়োঃ বজ্জী কজ্জা মিথুনকৈঃষ্টমীঃ।

দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে।

মেঘে দিনেশে বৃষগে ধনুসে বৃকে মৃগশ্রে কলসে চ শুক্লা।

জ্যৈষ্ঠ কজ্জালিঙ্গান্ত মীন বৃষেবু কৃষ্ণাতিথয়ঃ প্রদগ্ধা।

এতিজ্যোতো ন জীবত যদি শক্জো সমোভবেৎ।

বিবাহে বিধবা নারী যাত্রাকালে মৃত্যুং প্রবেৎ।

কজ্জারস্তে কলং নান্তি বিচারস্তে চ মৃত্যুত।

শনম্বে গর্ভপাতঃ ত্রাং বাণিজ্যে মূলনাশনং।

ওতকর্মাণি সর্মাণি নৈব কুর্যাৎবিচক্ষণঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

রুবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে বজ্জী, শুক্রবারে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দগ্ধা হয়, ইহাকে দিনদগ্ধা কহে। এই দিনদগ্ধাতেও কোন প্রকার শুভ কার্যাদি করিতে নাই।

“মাসা কজ্জা দিশোরামাঃ ষটপক্ষমুনরন্তথা।

দহন্তে তিথয়ঃ সপ্তস্বর্ঘ্যাভৈঃ সপ্তসপ্ততিঃ।”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

দগ্ধাহব (পুং) কায়প্রধান বৃক্ষবিশেষ, তুণ্ডা।

“দগ্ধাঃস্তাতীক্ষপত্রঃ ক্ষুপত্রঃ কুমারীকঃ।” (জ্যোতিষানু)

দগ্ধিকা (স্ত্রী) কুংসিতা দগ্ধা কন্ (কুংসিতে। পা ৫।৩।৭৪)

টীপ্। দগ্ধার পোড়াভাতি। কেহ কেহ দগ্ধার শব্দে চাঁচী এই অর্থ করেন। পর্যায়—ভিস্টিটা, ভিস্টিটা, ভিস্টিটা, ভিস্টিটা, ভিস্টিটা। (সারসংগ্রহ) ২ দগ্ধাবৃক্ষ।

দগ্ধেষ্ঠিকা (স্ত্রী) দগ্ধ ইষ্টিকা। ঝামক, ঝামা, ইট অত্যন্ত পুড়িয়া যাইলে গলিয়া যায় এবং তাহা পরে ঝামা হয়।

দগ্ধোদর (স্ত্রী) দগ্ধ উদরং। হতোদর, পোড়াপেট।

“অন্ত দগ্ধোদরস্তার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ।” (হিতোপঃ)

দগ্ধোনি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ডানকুনী।

দগ্ধা (দেশজ) মারামারি, লাঠালাঠি।

দগ্ধাবাজ—যে সর্কদা দগ্ধা করিতে চায়, বিজোহগির।

দজ্জাল (আরবি) ১ মিথ্যাবাদী, ধূর্ত। ২ নিষ্ঠুর।

দড় (দেশজ) দড়, সমর্থ, বলবান্, গটু। ২ বিচক্ষণ, নিপুণ।

ওকড়া। “কেহ বা আছিল দুরে সমাচার পেয়ে।

রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে।” (শ্রীধর্মসং ২।১৬৪)

দড়কা (দেশজ) আতিশয়া, আবেশ (A paroxysm)।

দড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র দৌড়ান। “তীরগুলি শনশনি, গজঘণ্টা

ঠনঠনি, ঝড় বহে অশ দড়বড়ি।” (বিভাহন্দর)।

দড়া (দেশজ) হুল ও বৃহৎ রজ্জু, কাছী, বড় বড় মোকা

আহাৎ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা দুই প্রকারে প্রস্তুত

হয়, কাতা ও পাট (কোঠা), এই দুইয়ের একটা খুব মোটা

করিয়া পাকাইয়া লইলে দড়া প্রস্তুত হয়।

দড়াম্ (দেশজ) ১ জোরে গুরু বস্তুর পতনধ্বনি, কোন ভারি

বিনিস উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইলে ‘দড়াম্’ এইরূপ শব্দ

হয়। ২ আওয়াজ।

দড়াস্ (দেশজ) গুরু বস্তুর পতনশব্দ।

দণ্ডী (দেশজ) রক্ষ. গুণ।

দণ্ড্য (দেশজ) দণ্ডি প্রস্তুতকারী।

দণ্ড (দেশজ) পরিমাণ ভেদ, ৫ পৈর।

দণ্ড (পুং লী) দণ্ড-বঞ, বা দাম্যন্তে হেনেন দম-ড (ভ্রমস্তাং ডঃ। উণ্ ১।১১৩)। ১ দণ্ডড়, লাঠি, যষ্টি।

“যথা দণ্ডহন্তঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে।”

(হটযোগশ্রী* ৩১১)

দণ্ড ধারণ করার গুণ—পড়িয়া বাইলে ধরিতা উঠা যায়, লক্ষ আক্রমণ করিলে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইহা আয়ুর্কর ও ভয়নাশক।

“অনন্তঃ সংপ্রতিষ্ঠানং শত্রুণাঞ্চ নিবেদনং।

অবষ্টজনমায়ুধ্যং ভয়ং সঙ্খ্যারণং॥” (বৈদ্যক)

ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড ওচাইলে কচ্ছ, বা অতিকচ্ছ আচরণ করিবে।

২ ব্রহ্মচারিধার্য কাষ্ঠময় লণ্ডডাকার, পদার্থ। ব্রাহ্মণাদি বর্ষত্রয়ের উপনয়নকালে দণ্ড ধারণ করিবার বিধি আছে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ও পলাশের, ক্ষত্রিয় বট ও খদিরের এবং বৈশ্য পিলু ও উজ্জ্বর কাষ্ঠের দণ্ড ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের দণ্ড কেশান্ত পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়দিগের দণ্ড ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যদিগের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে অর্থাৎ ঐ পরিমাণে দণ্ড প্রস্তুত করিবে।

“ব্রাহ্মণোবেশপালার্শো ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।

পৈলবোজ্জরৌ বৈশ্যৌ দণ্ডানহস্তি ধর্মতঃ॥

কেশান্তিকোব্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।

ললাটসম্মিতো রাজঃ স্তান্ত নাসান্তিকো বিশঃ।

অজ্জ্বন্তে তু সর্কেহ্মারত্ৰণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।

অহুধেগকুরা নুণাং স স্তো নারিদুহিতাঃ॥

প্রতিগৃহ্ণন্তং দণ্ডমুপহায় চ ভাস্করং।

প্রদক্ষিণং পরিত্যাগ্নিং চরন্তকং যথাবিধি॥” (মহু ২।৪৫-৪৮)

সন্ন্যাসিদিগের দণ্ড গ্রহণে একটু বিশেষণ আছে।

“কুটীচকো বহুদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।

চতুর্থো পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥” (হারীত)

কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই সন্ন্যাসিগণের প্রথম অপেক্ষা পরবর্ত্তিকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবে। কমলাকর লিখিয়াছেন, কুটীচক ও বহুদক ত্রিগুণ, হংস এক বৈণব দণ্ড এবং পরমহংস একদণ্ড রাখিবে। (সিগরসি) মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

“যাবন্ন্যাস্ত্রয়ো দণ্ডান্তাবদেকেন বর্ত্তয়েৎ।

বতদিন না ত্রিদণ্ডী হইতে পার, ততদিন একটীও

ধাকিবে। কিন্তু এখানে ত্রিদণ্ড বস্ত্রের নহে, বাগুণ দমনের।

“বাগুদত্তোহং মনোদণ্ডঃ কারদণ্ডন্তথৈব চ।

যন্তৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি চোচ্যতে॥” (মহু)

পূর্বে যে পরমহংসের এক দণ্ডের কথা বলা হইল, ও অবিধানের পক্ষে, পরমজ্ঞানীর পক্ষে নহে। মহোপনিষিথিত আছে “ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ন তৈকং চ। পরমহংসঃ।” “জ্ঞানমেবাত দণ্ডঃ” জ্ঞানই পরমহংসের স্বরূপ।

৩ বাহভেদ। অগ্নিপূরণের মতে মণ্ডল ও অসংহত যে নানাপ্রকার দণ্ড আছে, যথা ত্রিগুণবৃত্তি, বৃত্তি, সর্বভোজ্য পুণ্যবৃত্তি। ইহাদের আবার এইরূপ নাম আছে—প্রদর, দৃঢ় অসহ, চাপ, বৈকুন্ঠিক, প্রতিষ্ঠ, অপ্রতিষ্ঠ, স্ত্রেন, বিজয়, বিশাল, সূচী, সুগাকর্ণ, চমুগুণ, সর্পমুণ, বলয়, অতিক্রান্ত, বিপর্ধ্যয়, সুগাপক্ষ, ধনুঃপক্ষ, বিহুগ, উর্জ্ব দ্বিদণ্ড, চতুর্দণ্ড, গোমুত্রিকা, সকারী, শকট, মকর ইত্যাদি। দণ্ড বা বাহ বলিয়া স্থির করিবে। [বাহ দেখ ভাবে অচ্। ৪ দমন। ৫ শরণাগতভ্রাগ, সর্বভূতে অহিংস দানরূপ কর্ম্মজয়।

“শরণাগতসম্মাণং ভূতানামপ্যহিংসনম্।

বহির্বৈদি চ দানঞ্চ দণ্ডমিত্যভিধীয়তে॥” (ভারত মোক্ষধ

দণ্ড ইবাচরিত দণ্ড-কিপ্ ততোভাবে বঞ্। ৬ দণ্ডভূ

স্থিতি। দণ্ড-করণাদৌ অচ্। ৭ প্রকাণ্ড। ৮ অখ। ৯ ভেগ

১০ মন্থন। ১১ দৈন্ত। ১২ ভূমির পরিমাণভেদ। চরিখে

এক দণ্ড। “হষ্টেচতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ।” (লীলাবতী)

১৩ হর্ঘ্যের একজন পারিষদ্য। ১৪ যম, দণ্ডকর্ত্তা।

• “মণ্ডলাসংহতৌ ভাগৌ দণ্ডান্তে বহবা শূনু।

ত্রিগুণবৃত্তি দণ্ডঃ ত্র্যং ভোগোহস্তা বৃত্তিরেব চ।

মণ্ডলঃ সর্বভোজ্যবৃত্তিঃ পুণ্যবৃত্তিরসংহতঃ।

• প্রদরো দৃঢ়কোহসহঃ চাপো বৈকুন্ঠিরেব চ।

প্রতিষ্ঠঃ অপ্রতিষ্ঠঃ স্ত্রেনো বিজয়সম্মনৌ।

• বিশালো বিজয়ঃ সূচী সুগাকর্ণচমুগুণৌ।

• সর্পাত্তো বলয়কৈব দণ্ডভেদ্যাক দুর্জবাঃ।

অতিক্রান্তঃ অতিক্রান্তঃ কক্ষ্যাত্ম্যাকৈক পক্ষতঃ।

অতিক্রান্ত পক্ষাত্ম্যঃ ত্রয়োহন্তে ত্রিগুণ্যরে।

• পক্ষোরাষ্ট্রতক্রান্তঃ প্রতিষ্ঠোহন্তো বিপর্ধ্যয়ঃ।

সুগাপক্ষো ধনুঃপক্ষো বিহুগো বণ্ড উর্জ্বতঃ।

বিগুণোহন্তক্রান্ত পক্ষোহন্তত বিপর্ধ্যয়ঃ।

বিচতুর্দণ্ড ইত্যন্ত জেয়া লক্ষণতঃ ক্রমাব।

গোমুত্রিকা হি সকারী পক্ষটৌ মকরভবাঃ। (অগ্নি)

অভিমান। ১৬ দণ্ডাধীশ এইভেদে [একশ্রুটিক দেখ।]

১৭ ইকাকুরাজের একপুত্র, ইহারই নামানুসারে দণ্ডাকারপোর নাম হয়। (হরিবংশ ১০ অঃ) ১৮ বাটপল পরিমাপ কাল। [ঘটাবল দেখ।]

“বটিকণ্ডাকারান্ত তিথেন্দিকৃৎমণং ধরে।

দণ্ডকরজনীবেগং।” (তিথিতত্ত্ব)

১৯ বিহু। (ভারত ১৩।১৪২।১০৫) ২০ শিব। (ভারত ১০।২৮৬ অঃ) ২১ দণ্ডাকার গন্ধু হুগোর পরিবেষভেদে।

“পরিবিস্ত্র প্রতিহুগোদণ্ডজুগুরিঙ্গচ্যপনিতঃ।” (বৃহৎসং ১৯ অঃ)

২২ দণ্ডবৎহিত স্তম্ভাদিকিরণের সংঘাত।

“রবিকিরণকলদমরুতায় ক্ষম্বাতো দণ্ডবৎহিতো দণ্ডঃ।

স বিদিক্ষিতো নৃপাশামন্ততো দিক্ বিজাতীনাম্।

শস্ত্রভয়াততকরো দৃষ্ট্য প্রাণ্ডমধ্যসন্ধিসু দিনম্।

গুহ্যতো বিপ্রাদীন যদতিমুখন্তং নিহন্তি দিশম্।”

(বৃহৎসং ৩০ অঃ)

২৩ রাজগণের রাজ্যরক্ষার্থ চতুর্থ উপায়। সাম, দান, তেজ ও দণ্ড এই চারিটা উপায়। ইহার মধ্যে স্বদেশ ও পরদেশ ভেদে দণ্ডের স্বভাবভেদ আছে। রাজ্য স্বদেশে অর্থাৎ নিজ রাজ্য মধ্যে প্রজাপালনার্থ যে দণ্ডবিধি প্রচলন করেন, তাহা স্বদেশ দণ্ড। অগ্নিপুরণে লিখিত আছে, পরদেশে প্রয়োজ্য দণ্ডাদি প্রকাশ ও অপ্ৰকাশভেদে বিবিধ। লুণ্ঠন, গ্রামঘাত, শত্রুঘাত, অগ্নিদীপন, বিব, অগ্নি ও বিবিধ পুঙ্কব সহায়ে বধ এই কয়টা প্রকাশ দণ্ড। সাধুদুষণ ও উদকদুষণ ইহাদের নাম অপ্ৰকাশ দণ্ড। (অগ্নিপুঃ ১৭৪ অঃ)

প্রজাপালন দণ্ড সম্বন্ধে মহাভারত ও হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহারই সারসংগ্রহ কথিত হইতেছে।

কোন কোন অপরাধে রাজা কিরূপ দণ্ড বিধান করিবে, তাহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।

অপাদান—উত্তমর্ণ কর্ত্ত্ব দিলে যদি অধমর্ণ পরিশোধ না করে, পরে উত্তমর্ণ রাজার নিকটে নালিশ জরিলে এবং অধমর্ণ ঋণ দেয় বলিয়া স্বীকার করিলে অধমর্ণকে একশত পণে ৫ পণ দণ্ড করিবে, কিন্তু অধমর্ণ যদি ঋণ স্বীকার করে ও তাহা যদি অপ্ৰমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহার শতপণে ১০ পণ দণ্ডবিধান করিবে। উত্তমর্ণ বন্ধক লইয়া ঋণহানে বুদ্ধি গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ প্রক্রিয়ানে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ হুদ গ্রহণ করিবে। যদি কোন ভোগার্থ বন্ধ বা হাল দানী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ টাকার আর শতক হুদ দিতে হইবে না। ইহার ব্যতিক্রম করিলে

দণ্ডনীয় হইবে। মিথ্যাসাক্য লোভাধীন, মিথ্যাসাক্য দিলে হাজার পণ দণ্ড হইবে। মোহনিবন্ধন মিথ্যাসাক্যে আড়াইশত পণ, ভয়নিমিত্তক মিথ্যাসাক্যে হাজার পণ, দেহ ভক্ত মিথ্যাসাক্যে সহস্রপণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্যে তিনহাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্যে দুইশত পণ এবং অনবধানে মিথ্যাসাক্য দিলে এক পণ দণ্ড হইবে। রাজা সত্যধর্মের পালন ভক্ত ও অধর্মের শাসনভক্ত মিথ্যাসাক্যে এই সঙ্কল্প দণ্ড বিধান করিবে। কিন্তু ক্রিয়, বৈজ্ঞ ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্য দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পুরোঁক দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইরা দিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্ধদণ্ড না করিয়া নির্দাসন মাত্র করিবে।

নির্দোষ—যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্বক একজনের নিকট ধন গচ্ছিত রাখে এবং ঐ ব্যক্তি যদি গচ্ছিত ধন আর প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে জুব্বাদি চোরের জায় দণ্ডবিধান করিবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা ও প্রজ্ঞারগাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে ও তাহার সাহায্যকারিদিগকে বধদণ্ড করিবে।

অস্বামিবিক্রয়—যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ঐ ব্যক্তি যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬ শতপণ দণ্ড করিবে। আর যদি দ্রব্যস্বামীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবে।

সম্বরণস্থান—অনেকে মিলিত হইয়া একত্র কার্য করিবে, তাহাদের পরস্পরের অংশও যথানিয়মে বিভাগ করিয়া লইবে, যদি যোহবশে কেহইহার অস্বাধা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে চৌর্যের নিমিত্ত এক জুব্ব দণ্ড করিবে।

ক্রয়বিক্রয়স্থান—ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অহুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারে। কিন্তু দশ দিনের পরে ঐরূপ ফিরিয়া দিতে বা লইতে পারে না। যদি বলপূর্বক ফিরিয়া দেয় বা লয়, তাহা হইলে তাহার ৬ শত পণ দণ্ড হইবে।

দোষবিশিষ্ট কন্ডাদান—দোষবিশিষ্ট কন্ডার কথা না বলিয়া যদি উহাকে সম্মদান করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ২৬পণ দণ্ড করিবে। যে ব্যক্তি বেবপ্রযুক্ত কোন কন্ডাকে ‘কন্ডবোনি এবং কুমারী নহে’ ইত্যাদি বলিয়া দোষ দেয় এবং তাহা প্রমাণ করিতে না পারে, রাজা তাহাকে শতপণ দণ্ড করিবে।

স্বামিপালবিবাদ—পশুবিষয়ে স্বামী এবং পালকের নিয়ম ব্যতিক্রম হইলে রাজা বিচারপূর্বক দণ্ডবিধান করিবেন। যদি কর্তৃকের দোষে শত হানি হয়, বহু শত রজার প্রাপ্য তাহার দণ্ডণ রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। স্বামী এবং পশুপালের পরস্পর রক্ষণ ব্যতিরেকে এবং পশুকর্তৃক শত ভ্রুণে রাজা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

বাক্পাক্ষয়—ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের এক শত পণ, বৈশ্যের দৈড়শত পণ বা দুইশত পণ এবং শূত্রের বহু, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশবিধ শারীরিক দণ্ডের মধ্যে কোনরূপ দণ্ড হইবে।

ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের ৫০ পণ, বৈশ্যকে গালি দিলে ২৫ পণ ও শূত্রকে গালি দিলে ১২ পণ দণ্ড হইবে। বিজ্ঞাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। আর যদি অকথা গালি গালাজ হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত দণ্ডের বিধি হইবে।

একজাতি অর্থাৎ শূত্র যদি বিজ্ঞাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে শূত্রের জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড করিবে। দণ্ডিত ভাবে শূত্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন। আর যদি একজন একজনের বিদ্ভা, দেশ, জাতি, সংস্কার ও কর্ম সম্বন্ধে দর্প করিয়া অত্যাচার বলে, রাজা তাহাকে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন।

মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে যে পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে।

দণ্ডপাক্ষয়—অর্থাৎ মারামারি, অভ্যাজ অর্থাৎ শূত্র যে কোন অঙ্গদ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবে। শূত্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্ত হস্ত বা দণ্ড তোলে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ এবং পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ করিবেন।

শূত্র ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে রাজা তাহার কটিদেশ সোহময় তপ্তশলাকার অস্ত্রিত করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবে। দর্প করিয়া শূত্র ব্রাহ্মণের গারে খুঁত ফেলিলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন, প্রস্তাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদ, অথোবায় ভ্যাগ করিয়া দিলে গুহদেশ ছেদন এবং অহঙ্কারপূর্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধরিলে বা হিংসাজন্ত তাহার পাদদ্বয় ও দাড়ি ধরে, তাহা হইলে রাজা তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন। লম্বা জাতি

মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্মভেদ করে, অথবা রক্ত কর্ণ করে, তাহা হইলে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। বাহ্য ভেদকারীর ৬ নিফদণ্ড হইবে। অহিতৈশ্য করিলে যেন নির্বাসন রূপ দণ্ড হইবে। মনুষ্য কিম্বা পশুদিগকে প্রহার পীড়া দিলে ক্রোধান্নসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড করিবেন। অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহারকারীকে আহত ব্যক্তির স্তন্য হইবার জন্ত ঔষধ পণ্য দির ব্যয় দিতে হইবে। না দিলে রাজা ঐ ব্যয়ের উপযুক্ত পরিমাণ দণ্ড করিবেন।

চৌর্যাদি—দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্বক যে আহর তাহাকে সাহস বলে ও অসমক্ষে গোপন ভাবে অপহরণে নাম চুরি। কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যা তাহার অপহরণ করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকেও চুরি বলে। চোর যে যে অঙ্গদ্বারা পরধন অপহরণ করে, পুনর্কার আশ করিতে না পারে, এজন্ত রায় উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবে। পিতা, আচার্য্য, গুরোহিত প্রভৃতি সকলই দণ্ডনীয়। রাজা যদি নিজে অপরাধ করেন, তাহারও দণ্ড হইবে, রাজা নিজে দণ্ড দণ্ড দিবে, তাহা জলে বা ব্রাহ্মণকে দিবে।

চৌর্যের গুণদোষজ্ঞ শূত্র চুরি করিলে অষ্ট গুণ, এতদু বৈশ্য চোর বোড়শগুণ এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের ৩২ গুণ দণ্ড হইবে।

চৌর্যের গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ-চোরের বিহিত দণ্ডপেক্ষা গুণ দণ্ড হইবে। তদপেক্ষা গুণবান ব্রাহ্মণচোরের শতগুণ এবং তদপেক্ষা ব্রাহ্মণচোরের ১২৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে।

ক্রীসংগ্রহ ও পরদারসংযোগে দ্রোক মধ্যে বর্ণসঙ্কর হয় এবং তাহা হইতে নানাবিধ অধর্ম ও সর্বনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্ত পরদারসংযোগে প্রযুক্ত লোকদিগকে রাজা নানাবিধ উল্লেজনক নাস্তিক্যাদি কঠোর দণ্ডবিধ করিবেন। অঙ্গরূপাদি প্রেরণ, পরিহাস, আলিঙ্গন, অঙ্গার স্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, একশব্দ্যার শরন ও একত্র ভোগ প্রভৃতি পরজীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে ক্রীসংগ্রহ রূপে পণ্য হইবে। ক্রীলোকের অস্থান যদি পুরুষ স্পর্শক অথবা ক্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করে এবং তাহার পুরুষ যদি ক্রুঠ না হয়, তাহা হইলে এই দোষ সাহসত ক্রীসংগ্রহদণ্ড হইবে।

শূত্র যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে উক্ত প্রকার সংগ্রহ কর তাহা হইলে তাহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে। চারিঘণ্টার সর্বদা তাহা অত্যন্ত রক্ষণীয়। ভিক্ষাজীবী, বন্দী, ধর্ম

এবং পুণ্যকারি কাকের ইয়ারা পরস্পর সহিত অনিবারিত ভাবে কথা কহিতে পারে, কিন্তু আদী কর্তৃক নিষিদ্ধ হইলে তাহারা তাহার জীৱ-সহিত সম্ভাবন করিবে না। নিষিদ্ধ হইয়াও যে ঐরূপ কথা কহে, তাহার এক স্তব্ধ দণ্ড হইবে।

পূর্বে যে বিধি হইল, উহা নষ্ট, নষ্টক, কিবা ভাবোপ-জীবী নীচলোকদিগের জীৱ সম্বন্ধে খাটিবে না। তথাপি ঐ সকল লোকের জীৱ সহিত বা দাসীর সহিত গোপনে ব্যাচীরকর্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে।

অকামা কস্তা গমন করিলে সন্তঃশারীরিক দণ্ড হইবে। সমানজাতীর অকামা কস্তাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। অপকৃষ্ট জাতীর জীলোক যদি আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীর পুরুষকে ভজনা করে, তাহা হইলে উহার কিছুই দণ্ড হইবে না। যে পুরুষ দর্প করিয়া বলপূর্বক সমান জাতীর পরস্পর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলিঘর ছেদ করিতে হইবে এবং ৬০০ শতপণ অর্থদণ্ড হইবে। সকামা সমানজাতীয়া জীৱে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার অঙ্গুলি ছেদ হইবে না। কিন্তু অত্যাশক্তি নিবারণ জন্য দুই শত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি কোন কস্তা অন্য কস্তাকে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ দ্বারা নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে এবং ষিগুণ শুক ও দশবেত হইবে।

‘কস্তৈব কস্তাং বা কুৰ্য্যাৎ তস্তাঃ ত্রাদিশতোদমঃ।

তদঞ্চ ষিগুণং দস্তাৎ শিকটৈশ্চাপুৱাদশ ॥’ (মহু ৮।১৬৯)

যদি বয়স্ক জীৱ কস্তাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তাহার মন্তক মুণ্ডিতকরিয়া অঙ্গুলি ছেদন করিবে এবং গর্দভে চড়াইয়া রাজমার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। ধনিলোকের কস্তা এই দর্পে অথবা সৌলভ্যমদে মত্ত হইয়া বে জীলোক নিজ-পতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষে গমন করে, তাহাকে বহু-লোক সমাজে লইয়া গিয়া কুতুর দিয়া খাওয়াইবে। পাণকারী আর পুরুষকে তপ্ত লৌহময় শরনে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে, বাবৎ ঐ পাণিষ্ঠ ভঙ্গ্যগাং না হয়, তাবৎ কাষ্ঠ প্রদান করিবে। একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্বার বৎসরাজীতে যদি পরস্পর গমনদোষে দুষিত হয়, তাহা হইলে সেই দুইটির ষিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মজাত জী ও চাণালী জীগমনেও ঐ দণ্ড। রক্ষিতা বা অরক্ষিতা থাকুক, পুত্র বিজাতীয় জী গমন করিলে রক্ষিতা গমনে পুত্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্তৃ-প্রভৃতি রক্ষিতা জীগমনে বধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার একবৎসর কারারোধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ

ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার সহস্রপণ দণ্ড ও গর্দভ মূত্রযাক্ষ মন্তক মুণ্ডন হইবে।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে উহার পুত্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে, অথবা দর্ভ বা শরদ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্বক গমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-ণের সহস্রপণ দণ্ড, আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে উহার ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। প্রাণাত্মিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মন্তক মুণ্ডন দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ সকলপাণমুক্ত হইলেও তাহাকে সমস্ত ধনের সহিত অকৃত শরীরে নির্দাসন করিবে। বৈশ্য-রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া জী গমন করিলে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ বৈশ্যজীৱে সঙ্গত হয়, তাহা হইলে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে যে দণ্ড উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্য জীগমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া গমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যের ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ গমন করিলে গর্দভমূত্রদ্বারা মন্তকমুণ্ডন, অথবা ৫০০ পণ দণ্ড হইবে। অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যগমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। চণ্ডালাদি জীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড। যে রাজার রাজ্যে দণ্ড তরে চৌর্য, পরস্পর গমন, বাক্পাক্ষ্য, সাহস, দণ্ডপাক্ষ্য প্রভৃতি কেহ আচরণ করে না, সেই রাজা ইন্দ্র-তুলা প্রভাবসম্পন্ন।

কর্মকর্ম ঋষিককে যে যজমান অকারণ ভাগ্য করে এবং নির্দোষ যজমানকে যে পুরোহিত অকারণ পরিত্যাগ করে, এই উভয়েরই একশত পণ দণ্ড হইবে।

“ঋষিঃ সন্ত্যজেন্দ বাজো বাজাঋষিক্ তাজেন্দ্ভি।

শতং কর্মণ্যজ্ঞৈক তরোদগুঃ শতং শতং ॥” (মহু ৮।১৮৮)

পিতা, মাতা, জী ও পুত্র ইহাদের যদি পাতিভা না থাকে, অথচ মোহপূর্বক কেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ৬০০ পণ দণ্ড করিবে।

বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে আশ্রমহিতকারী রাজা তৎক্ষণাৎ কোন দণ্ড দিও দিও করিবে না। এই স্থলে যে যে প্রকার সম্মেলন যোগ্য, তাহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সাক্ষ্য দ্বারা তাহাদের জ্ঞোথের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ধর্মব্যবস্থা বুঝাইয়া দিবে। কোন গৃহস্থ মাদ-লিক কার্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে প্রাতি-বেশী অথবা তদনন্তরবর্তী অহবেশী ভোজনান্ন ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তাহা হইলে

রাজার আহার একমাত্র রোগ্য হও করিবেন। নিজে প্রোজির হইয়া প্রতিবেশী বা অহবেশী প্রোজির সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি কৃতিকার্য্যে জোজন না করান, তাহা হইলে তাহাকে জোজনের বিগণ জোজর জ্রব্য দিতে হইবে, এবং তাহার এক মাথা জ্বর্ণ দণ্ড হইবে।

সে সকল পণ্য জ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া বিখ্যাত, অথবা যে সকল জ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিবেশ করিয়াছেন, যে ব্যবসারী লোকে ঐ সকল জ্রব্য বিক্রয় বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্বগ্রহণ করিবেন। রাজা পণ্য জ্রব্যের লভ্যাংশের বিংশভিভাগের এক ভাগ লইবেন। যদি কেহ এই তত্ত্ব পরিহার কল্প উৎপথে গমন করে, রাজ্যাদি সময়ে জয় বিক্রয় করে, কিংবা বিক্রয় জ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে, রাজা উহাদিগকে অপ-লাপিত রাজদেয়ের অষ্টপদ দণ্ড করিবেন।

ব্রাহ্মণ যদি প্রভু এবং লোকে অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে পাদদ্ব্যন্ত প্রভুতি দাত্ত কর্ণে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ৬০০ পদ দণ্ড বিধান করিবেন। (মহা ৮ অ°) বাক্যব্যাসহিত্যের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

• রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিধান ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া দণ্ডবিধান করিবেন।

দণ্ডপারদ্ব—আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনানি পর্যালোচনা এবং জন প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাক্ষীরহিত বিবাদে বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দণ্ড দিবেন। গায়ে ভ্রম, পক্ষ, কিংবা ধূলি দিলে দশপদ দণ্ড হইবে। অপবিধ বস্ত্র, পাদ-দ্ব্যন্ত ও নিম্নবন জল স্পর্শ করাইলে পূর্কোক্ত দণ্ড অপেক্ষা বিগুণ দণ্ড হইবে। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা পরদ্রীর প্রতি এই রূপ করিলে বিগুণ দণ্ড। হীন ব্যক্তির প্রতি এই রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদিবশে ঐ রূপ করিলে দণ্ড হইবে না। স্বজাতিকে প্রহার করিলে বা তত্ত্বদেখে পাতুলিলে দশপদ দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শত্রু উত্তত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। পদ, কেশ, ক্রুর কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপদ দণ্ড হইবে। বস্ত্রহারী বন্ধন, গাঢ়মর্দন এবং আকর্ষণ-পূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে, শতপদ দণ্ড হইবে। কাষ্ঠাদি প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে ঐ প্রহারী ব্যক্তির ২২ পদ, আর রক্তপাত হইলে ইহার বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ত্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর বাহ্যে দাহ

নৃতকর হস্ত, সেইরূপ জাতকর করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। গমন, ভোজন এবং কথা কহা বন্ধ করিলে, চু ও জিহ্বা ফুড়িয়া দিলে এবং গ্রীবা, বাহু, কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে।

যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুজনে দিলি হইয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদনেক বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। গরের ভিত্তি সুসংরক্ষিত রাখা অতিহত, বিদারিত, বিধাকৃত এবং ভূমিশারিত করিলে তাহার যথাক্রমে পাঁচ দশ ও বিংশতিপদ দণ্ড হইবে এবং গৃহস্থায়ীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিতে হইবে। যে পরকীর গৃহে হস্তধনক কণ্টকাদি নিক্ষেপ করে, বিব সর্পাদিপ্রাণহর জ্রব্য ফেলিয়া দেয়, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ১৬ পদ ও দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর তালু, রক্তপাত, শূল্যাদিচ্ছেদন এবং করচরণাদি অজ্ঞেয়ন করিলে যথাক্রমে দ্বিগুণ, চতুঃপদ এবং অষ্টপদ দণ্ড হইবে। উষা বিপের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। গবাদিমহাপশুর এই সকল করিলে উহার বিগুণ দণ্ড হইবে।

যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে এবং দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে, ত্যাপের উপযুক্ত কারণ ভিন্ন পিতামাতা প্রভৃতিতে ত্যাগ করে, তাহার শতপদ দণ্ড হইবে। রক্তক পোষ্যের সমর্পিত পরকীর বস্ত্র পরিধান করিলে তিনপদ দণ্ড, বিলা করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে বা বান্ধবদিগকে পরিত দিলে দশপদ দণ্ড হইবে।

আয়ুর্কেন্দ না আনিয়া কেবল জীবিকা নির্বাহার্থ কোন পশুপক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, চিকিৎসকের প্রথম সাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐ রূপ করিলে অধ্যম সাহস দণ্ড এবং রাজপুত্রকে ঐ রূপ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (বাক্যব্যাস ২ অ°)

এমন আর ঐ সকল দণ্ডবিধি প্রচলিত নাই। বৃষ্টি গবর্মেটে এখন নতুন নতুন দণ্ডবিধি আইন চালাইয়াছেন।

• ২৪ কোরব পক্ষীর একজন বীর। ইহার জাতীর নাম ৪৫ ধার। দণ্ডধারের মৃত্যুর পর ইনি অর্দ্ধজনের হতে নি হন। (ভারত কর্ণ ১৯ অ°) ২৫ বাপরের একজন রাজা।

(ভারত আদি ৩৭ ৪°)

২৬ ইক্ষাকুর একশত গুরুমধ্যে একটা পুত্র, ইনি তৎ চাণ্ডীর শিষ্য ছিলেন। ২৭ ধর্ম্মের পুত্র, জিহ্মগর্ভাৎ ২৮ দণ্ডরতি কর্ত্তরি অহ। রাজা, দণ্ডবিধানকর্ত্তা।

দণ্ডক (পুং স্ত্রী) দণ্ডইন্দ্র, ভারতিকে কৈ-ক। ১ হকোকে,

হেন্দ্র প্রত্যেক পাঁচ ২৭টি করিয়া অক্ষর হইবে। ইহার লক্ষণ—“বহিঃ নমুগলং ততঃ সপ্তরেবাক্তনা চতুষ্টিপ্রপাতো চবেদণ্ডকঃ।” (বৃত্তরসাকর)

এই হেন্দ্র প্রত্যেক চরণের প্রথম হইতে ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩ ও ২৬ বর্ণ লঘু, এতদ্বির অস্তবর্ণ গুরু। (১) উদাহরণ—

সরযবটামহারতবেঘালী চতুষ্টিপ্রপাতাকুলং গোবুলং সপদি বেলোকা সবেযন হন্তেন গোবর্জনে নাম শৈলং দধরীলয়া।
[লনয়নরক্ষরকেতি গজ্জলসমুৎপোপাঙ্গনালিনানন্দিতো
দতিনবধাতুখারাবিচিআকারাগোমরারতিরত্ব প্রমোদায় বঃ।”

আরও এক প্রকার দণ্ডক ছন্দ আছে, ইহার প্রত্যেক চরণেও ২৭টি করিয়া চরণ থাকিবে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই—প্রথম হইতে ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫ এই কয়টি বর্ণ লঘু, এতদ্বির অস্ত সকল বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

“প্রতিকসমভিধো বীরবীতিঃ স্তুতো দণ্ডকো নবরাহুতরৈঃ প্রতিধৈঃ।” (বৃত্তরসাকর)

২ ইক্ষাকুরাজের পুত্রভেদ।

“দণ্ডকোপতিঃ কামাৎ ক্রোধাচ্চ জনমেজয়ঃ” (কামন্দকী)

ইনি শুক্রাচার্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি কোন সময়ে গুরুজ্ঞার কোমার্যধর্ম নষ্ট করেন, শুক্রাচার্য জানিতে পারিয়া ইহাকে শাপ দেন, এই শাপে পুরীর সহিত দণ্ড হন, পরে ইহার রাজ্য অরণ্য হইয়া যায় এবং তাহা দণ্ডকারণ্য নামে বিখ্যাত হয়। (রামাং)

৩ বাতরোগ বিশেষ, এই রোগে পাণি, পাদ, শির, পৃষ্ঠ, শ্রোণি প্রভৃতি স্থানে দণ্ডকারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেদ্রুপ বোধ হয়, সেইরূপ বায়ু এই সকল স্থান তরু করিতে থাকে, এইরূপ হইলে তাহাকে দণ্ডক বলে।

“পাণিপাদশিরঃ পৃষ্ঠশ্রোণিতজ্জাতিমারুতঃ।

দণ্ডবৎতরুগাজস্ত দণ্ডকঃ সোহমুপক্রমঃ।” (ভাবপ্রাং)

ওকন্দক (পুং) দণ্ডবৎ কন্দোমূলং বস্ত। ধরণীমূল, ভূমিকন্দ। (রাজনিং)

ওকর্ক (জি) দণ্ডত কর্তা। দণ্ডবিধারক, যিনি দণ্ডবিধান করেন।

ওকর্ম্ম (ক্ৰী) দণ্ডত কর্ম্ম। দণ্ডবিধায়ক কার্য্য।

ওকল (পুং) হনোভেদ।

ওকা (জী) দণ্ডক জীলিনদ্বাদজ টাপু। নাগবাললতা।

ওকাক (পুং) দণ্ডো বসদণ্ডইব কাকঃ। অমলদণ্ডককাৎ অত তথাবাং। ক্রোমকাক, দাঁড়কাক।

দণ্ডকারণ্য (ক্ৰী) দণ্ডকং নাম অরণ্যং। জনহান, দণ্ডকা-বন, দণ্ডক নামক নৃপতির রাজ্য, শুক্রাচার্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্য হইয়া যায়। গোদাবরীতীরস্থ বিশাল অরণ্যানী, এই অরণ্যে রামচন্দ্র বনবাস সময়ে চতুর্দশ বর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতেই রাম নীতাকে হরণ করে, এই অরণ্যেরূপবৎ অংশ অতাপি বর্তমান আছে, এই স্থান অতি রমণীয়। (রামাং) [দাক্ষিণাত্য শব্দ ও দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ।]

“কাব্যোধ্যায়াঃ পুনরুপগমো দণ্ডকারাবম্বে বঃ।” (উত্তরচরিত)
দণ্ডকার্ঠ (জী) দণ্ডার্থং কাঠং। দণ্ডের নিমিত্ত কাঠ, দণ্ড সংকীর্য্য কাঠ। [দণ্ড দেখ।]

দণ্ডগৌরী (জী) অঙ্গরোভেদ। “উর্জলী মিশ্রকেনী চ দণ্ড-গৌরী বরুধিনী।” (ভারত বনপং ৪৩ অং)

দণ্ডগ্রহণ (ক্ৰী) দণ্ডত গ্রহণং। সন্ন্যাসপ্রম অবলম্বন, এই আশ্রমীদিগের হস্তে আশ্রম চিহ্নরূপ এক এক গুছি দণ্ড থাকে।

দণ্ডগ্রাহ (জি) দণ্ডং গৃহ্ণাতি গ্রহ-অণ্। দণ্ডধারণক।

দণ্ডস্ব (জি) দণ্ডেন দেহেন হস্তি হন-টক্। দণ্ডপাক্ষ্যকর্তা, যিনি দৈহিক দণ্ডবিধান করেন।

“বস্ত তেনঃ পুরে নান্তি নান্ত্রীণো ন চুটবাক্।

ন সাহসিকদণ্ডয়ো স রাজা শক্লোকতাক্।” (মহু ৮।৩৮৬)

যে রাজার রাজ্যে চোর, পরজীণী, দণ্ডপাক্ষ্যকারী প্রভৃতি লোক না থাকে, সেই রাজা ইন্দ্রকুল্য।

দণ্ডচক্র (পুং) ১ পুরোপোক্ত অস্ত্রভেদ। ২ দৈন্তবিকাগভেদ।

দণ্ডচক্রাদিষ্ঠায় (পুং) জায়তেদ, একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঘটবাদির প্রতি যেমন দণ্ডচক্র প্রভৃতির কারণতা আছে। [জ্ঞান দেখ।]

দণ্ডটকা (জী) দণ্ডা তাদ্যমানা টকা। বাতবিশ্রব, দামামা, নাগরা। পর্য্যায়—নাগী, ঘটী, যামনারী, যমেরুকা, যামঘোব, দম্ম, ছন্দুতি, ছন্দু, গভীরিকা। (শব্দরং)

দণ্ডতাত্রী (জী) দণ্ডেন তাদ্যমানো তাত্রী তাত্রিনির্মিতবাতং। তাত্রীবাতভেদ। (শব্দরং) জলঘড়ী।

দণ্ডত্ব (ক্ৰী) দণ্ডত্ব তাবঃ তাবেত্ব। দণ্ডতা, দণ্ডের তাব।

দণ্ডদাস (পুং) দণ্ডাদি ধনস্বকার্থং দাসঃ। রাজকৃত দণ্ড তদ্বির অস্ত্র যে দাস্ত স্বীকার করে। রাজা অর্ধদণ্ড করিয়াছেন অথচ দিব্যর ক্ষমতা নাই, এই অস্ত্র যাহারা দাসত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগকে দণ্ডদাস কহে।

“অজাহতো তক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদজিনো।

পৈত্রিকোদণ্ডদাসস্ত সপৈতে দাসবোনয়ঃ।” (মহু ৮।৩১৫)

[দাস দেখ।]

দণ্ডদেবকুল (কী) দণ্ডদেবত কুলং যত্র। ধর্মাবিকরণ, পুলিশ আদালত।

দণ্ডধর (পুং) ধরতীতি ধরঃ পচাদ্যচ্চ দণ্ডস্ত ধরঃ। ১ যম। ২ রাজা, রাজা লোক সকলের হিতের জন্য দণ্ডধারণ করেন, এইজন্য রাজার নাম দণ্ডধর।

“কিশো দণ্ডস্ত বরুণো রাজ্ঞাঃ দণ্ডধরো হি সঃ।” (মহু)

(জি) ৩ লণ্ডধারক।

দণ্ডধার (পুং) দণ্ডং ধরতি ধু-অণ্। ১ যম। ২ রাজা। ৩ অন্য-খ্যাত এক নৃপতি। ইনি কোথাবর্জন অস্ত্রের অংশে অস্ত্র-গ্রহণ করেন।

“কোথবর্জন ইত্যেব যযুজঃ পরিকীর্তিতঃ।

দণ্ডধার ইতি খ্যাতঃ সোহভবন্ মহুজেশ্বরঃ॥”

(ভারত ১।৬৭।৪৭)

ইনি কুরুপাণ্ডব-সমরে দুর্যোধনের বিশেষ সহায়তা করেন এবং অর্জুনের সহিত তুলুল সংগ্রাম করিয়া অর্জুনের হস্তে নিহত হন। ইহার প্রাতা দণ্ডও এই যুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ১২ অং) ৪ পাণ্ডবপক্ষীর একজন বীর, ইনি পাকালবংশীয়। দ্রোণ ও কর্ণের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কর্ণের হস্তে নিহত হন। (ভারত কর্ণ ৫০ অং) ৫ দুর্যোধনের এক পুত্র। (ভারত ১।৬৭।১০২)

(জি) ৬ দণ্ডধারক, শাসক।

দণ্ডধারণ (কী) দণ্ডস্ত ধারণং ৬-তৎ। ১ দণ্ডগ্রহণ। ২ সন্ন্যাস-প্রম অবলম্বন।

দণ্ডধারিন্ (জি) দণ্ডং ধরতি দণ্ড-ধু-গিনি। ১ দণ্ডধর। ২ দণ্ডা-শ্রমী, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন।

দণ্ডধূশ্ (পুং) দণ্ডধারী।

“সর্গজ্ঞাখ্যাদিতোশঃ সপ্তবীপৈকদণ্ডধূশ্।” (ভাগ ৪।২১।১২)

দণ্ডন (কী) দণ্ড-নুট্। দণ্ড দেওয়া, শাসন।

দণ্ডনায়ক (পুং) দণ্ডং রাজ্ঞাং চতুর্থোপায়ং নয়তি নী-ধূল্। ১ সেনাপতি, চতুর্থ বলায়োক্ত। ২ দণ্ডপ্রণেতানুপ। ৩ দণ্ড দিবার অধিকারী বিচারপতি। ৪ স্বর্ঘ্যের একজন অমুচর।

দণ্ডনিপাতন (কী) দণ্ডস্ত নিপাতনং। দণ্ড দেওন।

দণ্ডনীতি (কী) দণ্ডেন নীরতে যা বা দণ্ডোনীরতেহনয়া, নী কর্ণশি করণে বা ক্রিন্। অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক শাস্ত্র, বাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত ব্যবহার নিয়ম ও উপদেশ প্রদেয় চণক্যাদি প্রণীত নীতিশাস্ত্র।

“দণ্ডেন নীরতে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।

দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ক্রিন্ লোকানতিবর্ততে॥” (ভারত)

“একৈব দণ্ডনীতিঃ বিদ্যেত্যোশনসী-হিত্যিঃ।

তত্ৰাঙ্ক সর্গবিজ্ঞানামারম্ভাঃ সনুদ্বাহিতাঃ॥”

“নমো দণ্ড ইতি খ্যাতস্তাংহ্যাদ্যোশনসীপতিঃ।

তত্ৰ নীতি দণ্ডনীতি নরনারীতিরূপে।” (কামন্দকী)

এক দণ্ডনীতিতেই ঔশনসী প্রভৃতি বিজ্ঞা অবস্থিত এবং তাহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ কথিত হইয়াছে। যখনই একরাত্র দণ্ড, সেই দণ্ডে রাজা অবস্থান করেন, এইজন্য রাজার নামও দণ্ড। রাজা লোকদিগকে বাহা দ্বারা সংস্থাপিত করেন, তাহার নাম দণ্ডনীতি।

মহাভারত শাস্তির্পর্বে লিখিত আছে—

ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা লোকহিতের জন্য দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে এই সমস্ত আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং মোক্ষের সত্ত্ব, রজ ও তম নামে তিনবর্গ, বুদ্ধি, ক্ষয় ও সমানক নামে দণ্ডজ্য ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপার, কার্য ও সহায় নীতিজ বহুবর্গ, কর্ণকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও কৃষিবাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, অমাত্যরক্ষা নিযুক্ত চর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষ্য, চরগণের বিবিধোপার, সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ, মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সংকার ও বিজ্ঞগ্রহণার্থ অধম মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার সন্ধি, চতুর্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্মযুক্ত বিষয়, অর্থদ্বারা বিজয় ও আত্মরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বন ও কোষ এই পঞ্চবর্গের জিবিধ লক্ষণ, প্রকাণ্ড ও অপ্রকাণ্ড সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গুচ্চ বিষয়প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাদ্ধ; বজ্রাদি ও অস্ত্রাদিতে বিবোধগ, অভিচার; অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সকল গুণ, ভূমিশুণ, আশ্রয়কা, আশ্রাস, রথাদি নির্মাণের অহ-সন্ধান, মহুয়, হস্তী, অশ্ব ও রথসজ্জার উপার, বিবিধ বৃহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধ্বংসকর্তৃ প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উচ্চা প্রভৃতি পতন, হুগ্রাণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্তব্যাসন, মোচন, সৈন্তের হর্ষাং-পাদন, পীড়া, আগ্নিকাল, পদাতিজ্ঞান, খাতধনন, পূজাক্রি প্রদর্শনপূর্বক শত্রুর অস্ত্রকরণে ভয়সংকারণ, চোর, উগ্রবস্ত্র, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিব্রপ্রবোক্তা, প্রতিরূপকারী, প্রদান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রতন্ত্রাদিপ্রভাবে হতিদিগের বলহ্রাস, শত্রু উৎপাদন, অস্ত্ররক্ত ব্যক্তির আরাধন, ৩ বিশ্বাস জনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়াপ্রদান, রাজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতা, কার্যসামর্থ্য, রাষ্ট্রবুদ্ধি, শত্রুসংখ্যিক নিজেয় সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশ-সাধন, দ্বন্দ্ব

হার, খেলের উদ্দেশ্য, বারাদি, দান, ত্র্যাসংগ্রহ, অতৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, তৃতব্যক্তির পর্যবেক্ষণ, বধাকালে অর্থদান, বাসনে অনাসক্তি, ভূগতির গুণ, সেনাপতির গুণ, জিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসং অতিসক্তি, অঙ্গগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি আশঙ্কা, অনবধানতা-পরিহার, অলস বিষয়ের মোত, লক্ষ বস্তুর বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ধনের বিধানাঙ্গসারে সংপায়ে দান, ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং বাসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থ-দান, যুগয়া, অকজীড়া, জ্ঞাপান ও জ্ঞানভোগ এই চারিপ্রকার কামজ, আর বাকৃপাক্ষ, উগ্রতা, দণ্ডপাক্ষ, নিগ্রহ, আত্ম-ত্যাগ ও অর্থদ্বয় এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, এই সমুদয়ে দশ-প্রকার বাসন, বিবিধবস্ত্র ও কার্যবস্ত্র, চিহ্নবিলোপ, চৈত্যাঙ্কন, অবরোধ, ক্রয়াদি কার্যের অঙ্গশাসন, নানাপ্রকার উপ-করণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শম্ব ও তেরী ত্র্যোপার্জনের এই ৬ প্রকার ত্র্য, লক্ষ রাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান লোকের সহিত আশ্রয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আশ্রিততা, একপথ ধরিতা উন্নতিলাভ, সত্য ও মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য, চত্বরাদিস্থানের প্রত্যেক ও পরোক্ষ ব্যবহারের অঙ্গসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ড-নীতি, যুক্ত্যঙ্গসারে দণ্ডবিধান, অহুজীবীগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজ-মণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, বিনশ্রুতি প্রকার শারীরিক প্রতীকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়, অর্থপূহা, ক্রয়াদি প্রভৃতি মূলকার্যের প্রণালী, মারাদোষ, নোকা-নিমজ্ঞনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ প্রভৃতি। এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের ব্যবহৃত লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষাধ্ব কলগাড়ে সমর্থ হইবে, এই জন্ত ইহার নাম দণ্ডনীতি। এই দণ্ডনীতিতেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ নিহিত আছে। ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষ্যার্থ দণ্ডনীতি প্রণয়ন করেন, পরে প্রজাবর্গের আবুর অন্নতা বৃদ্ধিতে পারিয়া সংক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। মহেশ্বর ইহা দশ সহস্র অধ্যায়ে প্রকাশ করেন। ঐ সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশাল্য নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে ইজ্ঞ তাহাকে ৫ হাজার অধ্যায় বর্নন করেন, ইহা বাহুল্যক নামে বিখ্যাত হয়। বৃহস্পতি এই বাহুল্যক গ্রহণ করিয়া সহস্র অধ্যায়ে প্রচার করেন এবং ইহা বার-পুনরানমে প্রসিদ্ধ হয়। পরিশেষে শুক্রাচার্য এই শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে রচনা করেন। এইরূপে জগতে প্রচারিত হয়। এক দণ্ডনীতিপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্মের প্রচার হইয়াছে।

২. (ভারত জীর্ণপঃ ৫২ অঃ)

দণ্ডনীতি (জি) দণ্ড-অনীরত। দণ্ডের বোণা, দণ্ড, দণ্ডাই। দণ্ডনেতৃ (জি) দণ্ডং নরতি দণ্ড-নী-তৃহ। দণ্ডবিধাতা, দণ্ডের নেতা।

দণ্ডপা (পুং) দণ্ডেন পাতি পা-ক। দণ্ড দ্বারা পালক রাজা। যিনি দণ্ডদ্বারা শাসন করেন।

দণ্ডপাংশুল (পুং) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন পাংশুলঃ নীচঃ। দ্বার-পাল, দোবারিক, দ্বারী, দরোয়ান।

দণ্ডপাণি (পুং) দণ্ডঃ বটিঃ পাণৌ বস্ত। ১ বম, ইনি সর্দার। দণ্ড হস্তে বিরাজমান থাকেন। ২ কাশীস্থিত তৈরবভেদ। পূর্বভ্রম নামে একজন যক্ষ মহাদেবের আরাধনা করিয়া একটা পুত্র লাভ করেন, এই পুত্রের নাম হরিকেশ। হরিকেশ বাল্যাবধি মহাদেবের প্রতি অতিশয় অহরন্ত ছিলেন। পরে মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন, এই রূপে অনেক দিন অতীত হইল। মহাদেব ইহার তপস্তার শ্রীত হইয়া নক্ষীর হস্তধারণপূর্বক পার্শ্বতীর সহিত হরিকেশের তপস্তাশূলে উপস্থিত হইলেন এবং হরিকেশের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, ইহাতে তাহার জ্ঞানোদয় হইল এবং হরিকেশ সমুদ্রে অতীত দেবতাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দ বিবল হইয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব ইহাকে বলিলেন, বজ্র। তুমি এইস্থানে দণ্ডধর হও, আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থিত হুঠের শাসন ও শিষ্টের পালক হও এবং তুমি আজ হইতে দণ্ডপাণি নামে বিখ্যাত হও। আমার আজ্ঞার সম্মত ও উদ্ভ্রম নামে গণেশ সর্দার তোমার অঙ্গুগামী হইয়া থাকিবে। এই কাশীবাসীগণের গলে সুনীল রেখা, হস্তে সর্পবলয়, তালে লোচন, পরিধানে ক্রান্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গল জটা, সর্বাঙ্গে বিদ্যুতি, কপালে চক্র-কলা এবং বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিয়া অস্তিমকালীন বেশ নির্ধারণ করিয়া দিবে। তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যে তোমার আরাধনা না করিয়া কেহই যুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। যিনি আমাকে ভক্তিমান হইবেন, তিনি অগ্রে তোমার পূজা দিবেন। দেবগণ ও মানবসমূহের মধ্যে তুমিই প্রধান পূজনীয় হও, তুমি হুঠের দণ্ডবিধান এবং ভক্ত-দিগকে অস্তর প্রদান করিয়া আমার সমুদ্রে দক্ষিণদিকে অবস্থান কর। মহাদেব দণ্ডপাণিকে এইরূপে বীর দিয়া আনন্দ-কাননে প্রবেশ করিলেন। দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে এইরূপে কাশীপুর শাসন করিতেছেন। (কাশীখঃ ৩২ অঃ) ৩ অনামধ্যাত চক্রবংশীয় নৃপবিশেষ। (সংস্কৃতপুঃ ৫০৮৭) ৪ বৃহস্পতিভেদ।

দণ্ডপাত (পুং) দণ্ডত পাতঃ। দণ্ডপাতেরোপবিশেষ। ইহার

লক্ষণ—“নক্তং দিবা ন নিজামুপৈতি গৃহাতি যুতধীনতমঃ।

উখায় দণ্ডপাতো ভ্রমাতুরো সর্কতো ভ্রমতি ॥” (ভাবপ্রঃ)

এই রোগে দিবারাজের মধ্যে নিজা হয় না, রোগী সর্কদা ভ্রমাতুরের ভায় ভ্রমণ করে ও তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয়।

দণ্ডপাতন (ক্ৰী) দণ্ডপাতনং। দণ্ডনিঃক্ষেপ।

দণ্ডপাক্ষ্য (ক্ৰী) দণ্ডেন যৎ পাক্ষ্যং পক্ষ্যতা দণ্ডাতেহনে-
নেতি দণ্ডোদেহন্তেন যৎ পাক্ষ্যং বিকৃচ্ছাচরণং। ১ ব্যবহার
‘বিষয়ভেদ, তাড়নাদি।

“পরগাজেবতিজ্রোহো হস্তপাদাযুধাদিভিঃ।

ভ্রমাদিভিঃচোপঘাতো দণ্ডপাক্ষ্যমুচ্যতে ॥” (নারদ)

পর গাজে হস্তপাদ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা যে হিংসা
এবং বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করা যায়, তাহাকে
দণ্ডপাক্ষ্য কহে অর্থাৎ দেহের প্রতি যে কিছু বিকৃচ্ছাচরণ
করা যায়, তাহারই নাম দণ্ডপাক্ষ্য। দৈহিক দণ্ডবৎ বাহা
কইজনক তাহাকেও দণ্ডপাক্ষ্য বলা যায়। ২ রাজাদিগের
সপ্তপ্রকার বাসনের অন্তর্গত বাসন বিশেষ। ৩ অষ্টাদশ
বিবাদের অন্তর্গত বিবাদ বিশেষ, তাড়নাদি। [দণ্ড দেখ।]

“অন্তউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাক্ষ্যনির্ণয়ং ॥” (মহু ৮।২৭৮)

দণ্ডপাল (পুং) দণ্ডং শরীরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ মৎস্ত-
ভেদ, অর্ধশকর মৎস্ত, ডাড়িকোণামাছ। দণ্ডেন পালয়তি
পালি-অচ্। ২ দ্বারপাল।

দণ্ডপালক (পুং) দণ্ডপালং কারতি কৈ-ক। শকুলমৎস্ত,
শোলমাছ।

দণ্ডপালক (পুং) ১ প্রধান দণ্ডদাতা, প্রধান পুলিশ কর্মচারী।
২ বাতুক, জল্লাদ।

দণ্ডপালিক (পুং) জল্লাদ, বাতুক, ফাঁসুড়ে।

দণ্ডপিঙ্গলক (পুং) দণ্ডঃ দেহঃ পিঙ্গলোহজ। উত্তরহ দেশভেদ।

দণ্ডবধ (পুং) দণ্ডেন বধঃ। প্রাণদণ্ড।

দণ্ডবালধি (পুং) দণ্ডইব বালধিবন্ত। হস্তী, হস্তীদিগের
লাঙ্গুল দণ্ডাকার।

দণ্ডবাহু (ত্রি) দণ্ডইব বাহুবন্ত। ১ দণ্ডাকার বাহুযুক্ত।
২ একজন কুমারহুচর।

দণ্ডভীতি (ক্ৰী) দণ্ডস্ত ভীতিঃ ৩-তৎ। দণ্ডিত হইবার ভয়।

দণ্ডভুৎ (পুং) চক্রভ্রামণার্থং লণ্ডভাদিকং ভ্রমতি ভু-কিপ্
ভুগাগমশ্চ। ১ কুস্তকার। দণ্ডং দমনং বিভক্তি। (ত্রি) ২
দণ্ডধারক।

দণ্ডমৎস্ত (পুং) দণ্ডইব মৎস্তঃ। দণ্ডাকার মৎস্তভেদ, শকুল
মৎস্ত, শোলমাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তরক্ত ও কক-
নাশক, গুরু ও বলবর্ধক।

“দণ্ডমৎস্তো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তং ককং হরেৎ।

বাতসাধারণঃ প্রোক্তঃ গুরুলো বলবর্ধকঃ ॥” (রাজবলঃ)

দণ্ডমা(ণ)নব (পুং) দণ্ডপ্রধানো নানবঃ মধ্যলো কথং।
দণ্ডপ্রধান জন, বালক।

দণ্ডমাতঙ্গ (পুং) পিত্ততগর। (পারকর নিবন্ধে)

দণ্ডমাথ (পুং) দণ্ডাকারো মাথঃ পথাঃ। প্রধান পথ।

দণ্ডমাধিক (পুং) দণ্ডমাথং ধাবতি ঠক্। প্রধান পথে ধাব-
মান ব্যক্তি।

দণ্ডমুদ্রা (ক্ৰী) দণ্ডাকার মুদ্রা। তত্ত্বসারোক্ত মুদ্রাভেদ।

“উভানোর্দ্ধমুখা মধ্যা সরলা বন্ধমুটিকা।

দণ্ডমুদ্রা সমাপ্যাতা ॥” (তত্ত্বসার)

মুটি বন্ধ করিয়া মধ্যাঙ্গুলী উত্তানভাবে উর্দ্ধমুখ করিলে
এই মুদ্রা হইবে।

দণ্ডযাত্রা (ক্ৰী) দণ্ডার শক্রদমনায় যাত্রা যা যাত্রা প্রাণঃ।

১ দিখিলয়। ২ সংযান মিলিত হইয়া গমন। ৩ বরযাত্রা।

দণ্ডযাম (পুং) দণ্ডং যচ্ছতি যম-অণ্। ১ যম। ২ দিন। দণ্ডে
ইন্দ্রিয়দমনে যামঃ সংযমো যন্ত। ৩ অগস্ত্যমুনি।

দণ্ডযোগ (পুং) দণ্ডবিধান, শাস্তিপ্রদান।

দণ্ডরী (ক্ৰী) দণ্ডং তদাকারং রাতি রা-ক গোরা। ক্রীৎ।
ওদরীহৃৎ, এক প্রকার কাঁকড়।

দণ্ডবৎ (ত্রি) দণ্ডং বিভতেহন্ত দণ্ড-মতুপ্ মত্ বঃ। ১ দণ্ডমিহি,
দণ্ডধারী। ২ অভিবাদন, নমস্কার।

দণ্ডবাদিন্ (পুং) দণ্ডেন বদতি বদ-গিনি। ১ দ্বারপাল।

(ত্রি) ২ দণ্ডবক্তা, যিনি শাস্তি দিবার ভয়, প্রদর্শন
করেন।

দণ্ডবার্জ্য (ক্ৰী) অবস্থানভেদ।

দণ্ডবাসিক (পুং) দ্বারবান্।

দণ্ডবাসিন্ (পুং) দণ্ডেন বসতি বস-গিনি। ১ দ্বারপাল।
২ এক গ্রামাধিপত্য জন, এক গ্রামের শাসনকর্ত্তা।

দণ্ডবাহিন্ (পুং) দণ্ডং বহতি বহ-গিনি। দণ্ডধারক। যিনি
দণ্ড বহন করেন।

দণ্ডবিক্রান্ত (পুং) দণ্ডঃ মহানদণ্ডঃ বিকৃত্যতি নিবর্তি
বজ্রং বি-ক্ৰন্ড অধিকরণে বজ্রং, ভতোবধঃ। যে ক্রমে
আকর্ষণার্থ রজ্জ্বারা মননদণ্ড আবদ্ধ থাকে, বোলমগা
খুঁটি, পুথারি কুঠর। বোলমঘন করিবার স্তম্ভ।

দণ্ডবিধি (পুং) দণ্ডং বিধীরতেহস্মিন্ বি-ধা-কি। দণ্ডবিধি
দণ্ডবিধারক আইন। (Criminal law)

দণ্ডবৃক্ষ (পুং) দণ্ডাকারঃ পত্রাদিহীনযাং বৃক্ষঃ। দূরীণ
মলগাছ, সিজগাছ, (Euphorbia) বার্বে-কন্সু। দণ্ডবৃক্ষ

এই বৃক্কের পাতা প্রভৃতি নাই, দণ্ডের মতন অবস্থিত থাকে, এই জন্য ইহার নাম দণ্ডবৃক্ক হইয়াছে।

দণ্ডবৃহ (পুং) দণ্ডসংজ্ঞকোবৃহঃ। বৃহভেদ, দণ্ডাকারে রচিত বৃহবিশেষ।

“দণ্ডবৃহেন তস্মাৎ বারাক্ষু শকটেন বা।” (মহু ৭।১৮৭)

‘দণ্ডাকৃতিবৃহরচনাদি দণ্ডবৃহঃ এবং শকটাদিবৃহ অনি তত্রাগ্রে বলাধ্যাক্ষ্যে মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বো-
হস্তিনস্তংসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবাং কৃত-
রচনো দীর্ঘঃ সৰ্ব্বতঃ সমবিস্তৃতো দণ্ডবৃহঃ’ (কুল্লুক)

এই বৃহ দণ্ডাকারে নির্মাণ করিতে হয় এবং ইহার অগ্র ভাগে সৈন্যধ্যক্ষ, মধ্যে রাজা, পশ্চাৎ সেনাপতি, উত্তরপার্শ্বে হস্তী, তৎসমীপে ঘোটক ও তাহার পর পদাতিগণ অব-
স্থিত থাকে।

দণ্ডব্রতধর (পুং) দণ্ডব্রতধরঃ তত্র ধরঃ। ১ দণ্ডরূপ ব্রতধারী
রাজা, যিনি সৰ্বদা দণ্ডধারণ করিয়া আছেন। ২ দণ্ডধর যম।
(ত্রি) ৩ দণ্ডধারক।

“দণ্ডব্রতধরে রাজি মুনরো ধর্মকোবিদাঃ” (ভাগঃ ৪।১৩।১৯)

দণ্ডসংহিতা (স্ত্রী) দণ্ডস্ত সংহিতা শাস্ত্রং। দণ্ডবিষয়ক শাস্ত্র,
কোডদারী আইন। (Penal code.)

দণ্ডসহায় (পুং) দণ্ডে সহায়ঃ। হুই দমন প্রভৃতিতে রাজার
সহায়।

দণ্ডসেন (পুং) ১ পুরুষাংশীর বিক্সেনপুত্র নৃপভেদ।

(হরিবংশ ২০ অং)

২ দাপরযুগের এক নৃপতি। (ভারত আদিপঃ ১ অং)

দণ্ডস্থান (স্ত্রী) দণ্ডস্ত স্থানং ভূতং। দণ্ডের স্থানবিশেষ, যহু
দণ্ডের ১০টা স্থান নির্ণয় করিয়াছেন,—উপস্থ, উর্দ্ব, জিহ্বা,
হস্তধর, পাদধর, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ; রাজা অপ-
রাধিদ্বারা এই দশ স্থানে দণ্ডবিধান করিবেন।

“দশস্থানানি দণ্ডস্ত মহুঃ সারজুবোহব্রবীৎ।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং ॥

চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ।”

• (মহু ৮।১২৪—২৫) [দণ্ড, দেখ।]

দণ্ডহস্ত (স্ত্রী) দণ্ডইব হস্তো বৃত্তরূপো বস্ত। ভগ্নরপুশী।
(রাজনিং)

দণ্ডাক (স্ত্রী) তীর্থভেদ, এই তীর্থ চম্পানদীর সমীপে, এই
দানদানাদি করিলে গোসহস্র দানের কলসাত্মক।

“তথা চম্পাং সমাসাত্ত ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ।

দণ্ডাকমতিগমৈব গোসহস্রকলং ভূতং ॥”

(ভারত বনপঃ ৮৫ অং)

দণ্ডাঘাত (পুং) দণ্ডেন আঘাতঃ ক্রমঃ। দণ্ডদ্বারা প্রহার,
ঘটিবার আঘাত।

দণ্ডাজিন (স্ত্রী) দণ্ডক অভিনয়কারী সন্যাসিনঃ। ১ বিভিন্নপেয়
দণ্ড ও যুগচর্ম। তচ্ছলেন ধার্যতরা অত্যন্ত অহ। ২ শঠতা,
কণটতা, কণটীরা বাহিরে দণ্ডাজিন প্রভৃতি ধারণ করে,
কিন্তু অন্তঃকরণ শঠতার পরিপূর্ণ, এইজন্য দণ্ডাজিন পক্ষে
শঠতা বুঝায়।

দণ্ডাজ্ঞা (স্ত্রী) দণ্ডস্ত আজ্ঞা। দণ্ডাদেশ, শাস্তি দিবার হুকুম।
দণ্ডাদেশি (অব্য) দণ্ডেণ দণ্ডেণ প্রোক্ত্য প্রোক্তঃ বৃহঃ, ইচ্
সমাসাত্তঃ পূর্নপদদীর্ঘঃ। (ইচ্ কর্মব্যক্তিধারে। পা ৪।৪।১২৭)
লাটালাটি, পরস্পর ঘটিবার যুদ্ধ। দণ্ডে দণ্ডে প্রহার করিয়া বৃহ।

দণ্ডাদি (স্ত্রী) দণ্ড আদি বস্ত। পানিদ্রব্যাক গণভেদ। “দণ্ডা-
দিভ্যো যৎ” অর্হ অর্থ বৃহাইলে দণ্ডাদি শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয়
হয়। দণ্ড, মুসল, মধুপর্ক, কশা, অর্থ, মেঘ, ছবর্ণ, উদক,
বধ, বৃগ, শুভা, ভাগ, ইত ও ভজ ইহার দণ্ডাদিগণ। (পানিনি)

দণ্ডাধিপ (পুং) দণ্ডস্ত অধিপতিঃ ভূতং। দণ্ডাধিপতি রাজা।

দণ্ডাধিপতি (পুং) দণ্ডস্ত অধিপতিঃ ভূতং। দণ্ডের অধি-
পতি, রাজা।

দণ্ডাপতানক (স্ত্রী) বাতরোগ বিশেষ, বায়ুকাক্ষিত হইয়া
যে সময়ই ধমনীতে অবস্থান করে এবং দণ্ডবৎ তড়িত
করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়া জানিতে হইবে
এবং ইহা কষ্টসাধ্য।

“কফাবৃত্তো যদাবায়ুধমনীষেব তিষ্ঠতি।

সদণ্ডবৎ তড়তি কৃচ্ছ্রে। দণ্ডাপতানকঃ ॥” (তার্পত্রঃ)

দণ্ডাপুণ্ডার (পুং) দণ্ডে দণ্ডাকর্ষে অপুণ্ডত তৎসংকৃত কর্ণঃ
তৎপ্রতিপাদকভাষ্যঃ। ভারতেন, পিষ্টকসংলগ্ন দণ্ডের একদেশ
ইন্দুর কর্ণকৃৎ তক্ষিত হইলে পিষ্টক খানিও যে ইন্দুর তক্ষণ
করিয়াছে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন গৃহস্থ
গৃহের এক স্থানে একটা দণ্ডে একখানি পিষ্টক রাখিয়া
কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছে, পরে আসিয়া দেখিল, দণ্ডটা
ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে; ইন্দুর কর্ণকৃৎ দণ্ড তক্ষিত দেখিয়া
তৎসন্নিবিষ্ট পিষ্টক ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা সহজেই
উপলব্ধি হইতে পারে। কারণ দণ্ড কঠিন পদার্থ, যখন
ইন্দুর এত কঠিন দণ্ড খাইতে পারিল, তখন অকোমল মিষ্ট
পিষ্টক অগ্রে না খাইয়া যে দণ্ডমাত্র তক্ষণ করিয়াছে, ইহা
কখনই সম্ভব নহে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, ইন্দুর নিশ্চয়
পিষ্টক তক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ কোন রেশসাধ্য কার্য্যের
সিদ্ধি দেখিয়া তাহার কাস্তনদিক জ্ঞানার্থ কার্য্যের সিদ্ধি জ্ঞা-
মান করাকেই দণ্ডাপুণ্ডার বলা যাইতে পারে। [ভারত বেদঃ]

দণ্ডার (পুং) দণ্ডং গচ্ছতি অ-অণ্। ১ বাহন। ২ মন্তব্যতী।
৩ কৃত্তকার চক্র। ৪ যন্ত্রভেদ, শরনিক্ষেপ যন্ত্রবিশেষ, ধনুক।

দণ্ডার্থ (ক্ৰী) চম্পানদীর সমীপস্থ, তীর্থভেদ, ইহার পাঠান্তর
দণ্ডাক এইরূপ আছে। [দণ্ডাক দেখ]।

দণ্ডাসন (ক্ৰী) আসনভেদ। • (হেম*)

দণ্ডাহত (ক্ৰী) দণ্ডেন আহতং। ১ তক্র, ঘোল। (ত্রি)
২ দণ্ড দ্বারা ভাঙিত।

দণ্ডিক (পুং) দণ্ডোহন্ত্যন্ত দণ্ড-ঠন্। (অত-ইনি-ঠনৌ পা
৫২।১১৫) ১ দণ্ডধারক, ছড়িবরদার, আসাবরদার। ২
মন্তব্যবিশেষ, ডানিকোণামাছ। ইহার গুণ—তিক্ত, কফ, বায়ু
ও পিত্তনাশক, লঘু। (রাজনি*) (ত্রি) ৩ দণ্ডদাতা, নিয়ামক।
“ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।” (ভা* ৬।১২।৩৬)

দণ্ডিকা (ক্ৰী) দণ্ডিক-টাপ্। ১ হার বিশেষ। ২ রজ্জু।

দণ্ডিত (ত্রি) সজ্জাতো হত, দণ্ড—তারকাদিহাদিতচ্। কৃত্তদণ্ড,
যে দণ্ড পাইয়াছে। পর্যায়—দাপিত্ত, সাধিত। (হেম*)

দণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডো হন্ত্যন্ত দণ্ড-ইনি। ১ যম। ২ নৃপ।
৩ দ্বারপাল। ৪ মজ্জ্বাস। ৫ সূর্য্যের পার্শ্চর ভেদ ৭ ৬ জিন-
দেব। ৭ দমনক বৃক্ষ। ৮ চতুর্থাশ্রম বিশিষ্ট, দণ্ডাশ্রমী,
দেব। ৯ দমনক বৃক্ষ। ৮ চতুর্থাশ্রম বিশিষ্ট, দণ্ডাশ্রমী,

বাহুরো সংক্ৰম অবলম্বন করিয়াছেন। ৯ দণ্ডধারক। ১০
মহাদেব। ১১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

১২ সংস্কৃত সাহিত্য জগতের একজন প্রধান কবি। কেহ
কেহ ইহাকে ব্যাসের পরই আসন দিতে প্রস্তুত। একটী
উক্ত শ্লোক আছে—

“জ্ঞাতে জগতি বাম্বীকে কবিরত্নাভিধীরতে।

কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়ত্মনি দণ্ডিনি॥”

বাম্বীকি হইতেই “কবি” এই শব্দটি হইয়াছে অর্থাৎ
বাম্বীকির পূর্বে কেহ কবি এই আখ্যা পান নাই, তাহার
পর ব্যাস জন্মগ্রহণ করিলে “কবী” হইল জন কবি হইল, তাহার
পর দণ্ডী হইতেই “কবয়” তিন জন কবি হইলেন।

কেহ কেহ ঐ শ্লোকটি মহাকবি কালিদাসের রচিত
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে মহাকবি কালি-
দাসের শ্লোক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ মহাকবি
কালিদাসের বহুপূরে দণ্ডী প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তবে কালিদাস-
নামধারী পরবর্তী কোন ব্যক্তির রচনা হইলে আপত্তি নাই।

উক্ত শ্লোকটি দেখিয়াই কালিদাস অপেক্ষা দণ্ডীকে
শ্রেষ্ঠ কবি বলিতে পারা যায় না। দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা
কালিদাসের রচনা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তবে দণ্ডীর রচনা
সুন্দরিত ও উত্তম ছন্দোবিশিষ্ট দৃষ্টে তাঁহাকেই মহাকবি
বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দণ্ডী তিনখানি গ্রন্থ রচনা
করেন, তন্মধ্যে দশকুমারচরিত ও কাব্যাদর্শ এই দুইখানি
গ্রন্থ পাওয়া যায়। বৈদ্যদিনের কথা নয়, অধ্যাপক শিশুদে
সাহেব প্রকাশ করেন ‘শূদ্রকরচিত মূচ্ছকটিকা নামে যে
নাটক আছে, তাহাই দণ্ডীর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। তাহার
বিবাস দণ্ডী কাব্যাদর্শে (২।৩৬১)

“লিম্পতী ব তমোহদ্বানি বর্ষতীবাজনং নভঃ।

অসংপূর্ববসেবেব দৃষ্টি বিকলতাং গতা।”

এই যে শ্লোকটি লিখিয়াছেন, উহা মূচ্ছকটিকের প্রথম
হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দণ্ডী কখন অভের শ্লোক উদ্ধৃত
করেন নাই। একমাত্র মূচ্ছকটিক দণ্ডীরই রচিত। মূচ্ছকটিকে
যে রূপ মানব-জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে,
দণ্ডীর দশকুমারও তদ্রূপ *।

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঞায়রর ইহার উত্তরে প্রমাণ করিয়া
ছেন ‘উক্ত শ্লোকটি দণ্ডীর নিজের রচিত নহে, অজ্ঞাত
অলঙ্কার শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। দণ্ডী কাব্যাদর্শে
মহাভারত, শকুন্তলা, শিশুপালবধ হইতেও কোন কোন শ্লোক
মূলতঃ বা সামান্যতঃ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“পূর্নশাস্ত্রানি সংহত্যা প্রয়োগানুপলভ্য চ।

যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যালঙ্কণম্॥”

পূর্নশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এইবচন দ্বারা স্পষ্ট
প্রমাণিত হইতেছে। এরূপ স্থলে মূচ্ছকটিকের বচন কাব্যাদর্শে
থাকায় মূচ্ছকটিক দণ্ডীর রচিত বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা
যায় না। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের আড়ম্বরমূলক ভাষা
ও মূচ্ছকটিকের সরল ভাষা পর্যালোচনা করিলে কিছুতেই
এক ব্যক্তির লেখা বলিয়া বোধ হয় না। মূচ্ছকটিকের
রচয়িতা শূদ্রক যে দণ্ডীর বহুপূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,
তাহার অনেক প্রমাণ আছে +। [শূদ্রক দেখ]।

অনেকের মতে—দণ্ডী খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, কাব্যাদর্শে (১।১২) “ছন্দো-
বিচিত্রাং সকলন্তুংপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ।” এই বচনে যে
‘ছন্দোবিচিত্র’ উল্লেখ আছে, তাহাই দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ।
আবার কেহ বলেন, দশকুমারের উত্তরার্দ্ধদণ্ডীর রচিত নহে।

১৩ সংস্কৃতভাষায় অনাময়স্তোত্ররচয়িতা।

১৪ কাব্যপ্রকাশের একজন টীকাকার।

১৫ নামমালা নামক সংস্কৃতকোষরচয়িতা।

* Pischel's edition of Rudrata's Cringaratilaka and
Rayyaka's Sahridayalila.

† Proc. of the Asiatic Society of Bengal, 1887, p. 184

দণ্ডিয়ন (পুং) দণ্ডত ভাবঃ কৰ্ম বা ইমনিচ্। দণ্ডতাব, দণ্ডকৰ্ম।

দণ্ডী, (দণ্ডিন) হিন্দুদিগের একটি উপাসকসম্প্রদায়। ইহার দণ্ড (বংশদণ্ড) ও কমণ্ডলু লইয়া ভ্রমণ করেন বলিয়া দণ্ডী নামে অভিহিত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। আবার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও ভাৰ্য্যা বিদ্যমান থাকিতেও দণ্ডী হওয়া যায় না, কেননা তাহাতে প্রত্যাবার আছে।

“হিতায়াং যৌবনযুতকান্তায়াং পরমেশ্বর।
সৰ্বং হি বিফলং তন্ত যঃ কুৰ্যাদ্ধাধারণম্॥
বিত্ততে পিতরৌ দেবি! যঃ কুৰ্যাদ্ধাধারণম্।
সন্ন্যাসং বিফলং তন্ত রৌরবাখ্যাং গমিস্থতি ॥
বিত্ততে বালভাবেন যন্ত কান্তা স্তত স্তখ্য।
সন্ন্যাসধারণং তন্ত বুধা হি পরমেশ্বর।
স গুরুচাপি শিষ্যশ্চ রৌরবাখ্যাং প্রপত্ততে ॥”

নির্ঝাংগত ১৩শ পটল।

পিতা, মাতা ইত্যাদি বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ যখন সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হন, তখন তিনি কোন দণ্ডী গুরুর নিকট গমন করেন। দণ্ডী গুরু তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লয়ন এবং তিনি যথার্থই উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে মন্ত্রপ্রদান করেন।

মন্ত্রপ্রদানের নিয়ম এই;—গুরু প্রথমে শিষ্যের শরীরে কুংকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ও তৎপরে অন্নাদি সম্ভারগুলি পুনঃ সম্পাদন করেন। তৎপরে দশাঙ্কর মন্ত্র প্রদান করেন। শিষ্য এই মন্ত্রকে মূলমন্ত্র বলিয়া জপ করিতে থাকেন। মন্ত্রগ্রহণের সময় শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ভস্মীভূত করা হয় এবং পূৰ্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ষাণ্মুখিত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করা হইলে পরে শিষ্য গুরুর নিকট হও, কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্র প্রাপ্ত হন। এই দণ্ডী দণ্ডিদিগের অন্তত আদরের জিনিস, কেননা তাঁহারা ইহার উপর ব্রাহ্মায়ার কল্যাণ করিয়া পূজা করেন।

দণ্ডিগণ গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, ভস্মবিলেপন, রক্তাক্ষমালাধারণ ও মন্তক মুণ্ডনাদি করেন। অগ্নি, ধাতু বা ধাতব পাত্রাদি স্পর্শ করেন না, সুত্তরাং রন্ধন করিয়া খাওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। সন্ধ্যা যদি কোন ব্রাহ্মচারী থাকেন, তবে তাঁহা খাওয়াই রন্ধন করাইয়া ভোজন করেন, অন্যথা কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রবেশ অঙ্গ গ্রহণ করেন। শরনের

অন্ত ইহাদের একখানি ছোট মাল্লর ও উপাধান থাকে। ইহার বিভোজন, ব্রাহ্মণের জাতির অন্নভক্ষণ বা অন্য কোন রূপ খাদ্যভক্ষণ ব্যবহার করেন না। দ্বাদশবৎসর পর্যন্ত এই সমস্ত নিয়ম পালনপূৰ্ব্বক তৎপরে দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে।

“ব্রাহ্মশাস্ত্র মথোক্তু যদি মুক্তার্ন জারতে।

দণ্ডং তোরে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ ॥”

কিন্তু কেহ কেহ এই নির্দিষ্ট সময়ের আগে দণ্ড পরিত্যাগ করেন, কেহবা কিছু দিন পর পর্যন্তও এ আশ্রমে থাকেন। দণ্ডিগণ সাধারণতঃ বিগুচ্ছাচারী হইলেও তাত্ত্বিক দণ্ডীদের ধোপনে মন্তমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়;—

“পঞ্চতন্ত্ৰং সদা সেবাং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়ঃ।” প্রাণতোষিণী।

কিন্তু একরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও তাত্ত্বিক দণ্ডীদের অনেক মন্ত মাংসাদি ব্যবহার করেন না। খাহারা করেন, তাঁহারাও অতি গুপ্তভাবে করেন।

নিগুণ ব্রহ্মোপাসনাই দণ্ডীদের প্রধান ধর্ম। তবে খাহারা একরূপ উপাসনা করিতে পারেন না, তাঁহারা শিবাদির উপাসনা করেন।

এই ধর্মসম্প্রদায়ের অনেক বেশ বিদ্বান্; তাঁহারা অনেক সময় অধ্যয়নাদিতে ক্ষেপণ করেন। তাঁহারা নীমাংসা, ভায়, বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে আগমন করেন।

মৃত্যু হইলে দণ্ডীদের শব দাহ হয় না। মৃত্তিকাতে প্রোথিত বা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

কালীতে এখনও অনেক দণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক শ্রেণীর দণ্ডী আছে, ইহারায় বরবাড়ী দণ্ডী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারাজীপুত্র লইয়া বিবর কৰ্ম করে। দশ-নামীদের ‘তীর্থ’, ‘আশ্রম’ প্রভৃতি উপাধি লয়। আবার মধ্যে মধ্যে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড় লইয়া তীর্থযাত্রাও করিয়া বেড়ায়। কালীজেলার অনেক স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক দেখা যায়। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ চলে, কিন্তু নিজ মঠের দণ্ডীর ঘরে বিবাহ করিতে নাই।

বরবাড়ী দণ্ডী এ কথাটিও যেন সোণার পাখর বাটীর মত বোধ হয়, কিন্তু এ কথার উপর একটু রহস্ত আছে। অনেক সন্ন্যাসীর মুখেই শুনা যায়, কোন অরসিক দণ্ডী কালীলোকের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লইয়া সংসারী হন। সেই হইতে বরবাড়ী দণ্ডী নাম চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব দণ্ডী নামে আর এক প্রেমীর দণ্ডী আছে, ইহার জিন্দগী অর্থাৎ তিন গাছি দণ্ড একত্র বাঁধিয়া সঙ্গে রাখেন। ইহার চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসক। শিখা, তির সমস্ত মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক বাস পরিধান, গলদেশে তুলসীকাঠ ও কমলবীজের মালা এবং যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। ইহার বড়ই শুদ্ধাচারী। যথাসময়ে বেদাধ্যয়ন ও নিত্য ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উাহাদের ভোজন, অধিশ্পর্শ, কোপীন ও কমণ্ডলুধারণ এবং উর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমস্তই শৈব দণ্ডীদেরই অমুদ্রুপ। কিন্তু কুলাচারী শৈব দণ্ডীদের মত কেহ মস্তমাংস গ্রহণ করেন না।

দণ্ডোৎপল (স্ত্রী) দণ্ডযুক্তঃ উৎপলমিব। বৃক্ষভেদ, (Canscorda decussata) দীর্ঘবৃত্ত পুষ্পাক্ষুপ। ডানিপোলা বা ডানকুনী। দণ্ডোৎপল একপ্রকার শাকজাতীয় ক্ষুপ, ইহার উৎপলের ভ্রায় কুসুমবিত্ত বৃত্ত দণ্ডবৎ দীর্ঘ, এই জন্ত ইহাকে দণ্ডোৎপল কহে। পীত, রক্ত ও শ্বেত পুষ্পভেদে ইহা ত্রিবিধ। দণ্ডোৎপল সম্বন্ধে নানা মত ভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম দণ্ডকলস।

ইহার চলিত কথা .ডানিকোনা বা ডানকুনী, উহাকে রাঁড়ে মউরোলা কহে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই উভয় মত সম্বন্ধে দোষ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, দণ্ডোৎপলের প্রাকৃতিক সংজ্ঞা যদি দণ্ডকলস বলা যায়, তাহা হইলে জ্রোণপুষ্পী সম্বন্ধে ব্যাখ্যার বিয় হয়। জ্রোণপুষ্পীকে কোন দেশে ঘলঘসে, কোন স্থলে হলকসে এবং কোন স্থলে দণ্ডকলসও বলে। যে হেতু জ্রোণ অর্থাৎ কলস তত্ত্বা ফলের গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুবর্ণ এক দলযুক্ত পুষ্প বাহির হয়, এজন্য ইহাকে জ্রোণপুষ্পী বা ফলেপুষ্পী এবং উক্ত ফলটী ঠিক গোলাবর্ণাকৃতি, সেইজন্য উহাকে গোলাবর্ণও কহে। উড়িয়ার গৌইচ ও হিন্দুস্থানে গোঁমা নামে প্রসিদ্ধ। যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, দণ্ডকলসে ও ঘলঘসিয়াতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাহাতে এইরূপ বলা বাইতে পারে যে একজাতীয় ঘলঘসেকে জ্রোণপুষ্পী এবং দণ্ডকলসকে মহাজ্রোণী অর্থাৎ দণ্ডকলসভেদ কহে। এখানে ইহাদের ভেদ নিম্নপ্রয়োজন। [তত্তৎ শব্দ দেখ।] তাহা হইলে দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ হইতেছে না। দণ্ডোৎপলের অপভ্রংশ ডানীপোলা বা ডানীকানা এই সংজ্ঞার দৃষ্ট হয় এবং শম্বপুষ্পী শব্দের অপভ্রংশ ডানকুনীও দেখা যায়, কিন্তু শম্বপুষ্পী দণ্ডোৎপল হইতে পৃথক্ জাতীয় বৃক্ষ। বোধ হয়, তিন জাতীয় দণ্ডোৎপলের মধ্যে ক্ষুদ্রপুষ্প দণ্ডোৎপল ডানকুনী,

পীতপুষ্প দণ্ডোৎপল গোবরী নামক ক্ষুপ, ইহার অপভ্রংশ গোবন্দিনী। অরুণপুষ্প দণ্ডোৎপল ভেদে, কিন্তু ইহা বৃক্ষ সমস্ত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত তিনজাতি পুষ্পই কুসুরসৌকাজাতীয়। তাবপ্রকাশে ডানীপোলাকে কুসুরবৃক্ষ, তাহার অপভ্রংশ কুসুরসৌকা লিখিত। রত্নমালায় কুসুরসৌকা ভূকদম্ব, গোবরী ও গোজাল নামে অভিহিত; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে এই তিন জাতীয় বৃক্ষই দণ্ডোৎপল নহে এবং ইহারিগের পুষ্পগত বৃত্ত দণ্ডবদীর্ঘ ও পুষ্প উৎপল সদৃশ নহে। এখন দেখা আবশ্যক, কোন জাতীয় তরুকে দণ্ডোৎপল বলা বাইতে পারে। যখন পূর্বে বলা হইয়াছে, দীর্ঘবৃত্তযুক্ত উৎপল সদৃশ পুষ্প দণ্ডোৎপল, তখন গাঁতাজাতীয় পুষ্পশাককে দণ্ডোৎপল বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ ইহার পুষ্প উৎপলবৎ এবং বৃত্ত দীর্ঘ বটে, তাহা হইলে সচরাচর প্রাচীরের উপরিভাগে বহুতর গাঁতাজাতীয় একরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখা যায়। উহার পত্রগুলি সেকালীদল সদৃশ, কিন্তু তদপেক্ষা স্থূল ও অগ্রভাগ জিতাগ্রা-যিত। উহার অগ্রভাগ হইতে একটা দণ্ডবৎ বৃত্ত বাহির হয়, তাহা লার্ভ আকৃতি সদৃশ এবং ঐ বৃত্তোপরি স্বয়ং দলযুক্ত চক্রমল্লিকা পুষ্পাকৃতি একরূপ পুষ্প জন্মে। ইহা প্রকৃতি হইয়া শুষ্ক হইলে উক্ত কুসুম মধ্য হইতে শুকবৎ ফলা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই প্রকৃত শ্বেতপুষ্প দণ্ডোৎপল এবং ইহার অপভ্রংশ ডানিপোলা। বহুদলযুক্ত গাঁতাকে পীত দণ্ডোৎপল বলা বাইতে পারে। ঐ জাতীয় অরুণবর্ণের পুষ্পকে অরুণ দণ্ডোৎপল বলা যায়। পীত দণ্ডোৎপলের নামান্তর গোবন্দিনী ও গন্ধবন্তী। ইহার শুণ—ক্ষর, বাস ও কাসনাশক এবং অম্বীদীপন। (রাকনি)।

দণ্ডোৎপল (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পদণ্ডোৎপল। "দণ্ডোৎপল সিতৈঃ পুষ্পৈঃ বিশ্বদেবানরুণা ভূস।" (জ্যোতিষাঃ) দণ্ড্য (ত্রি) দণ্ড্য কর্ণশিযৎ। ১ দণ্ডনীয়। দণ্ডমহতি দণ্ডাতিয়া যৎ। দণ্ডাই, দণ্ডের বোগা।

দণ্ড (পুং) দস্ত পৃষোদরাদি। সাধুঃ। ১ দস্ত। শব্দ প্রকৃতি বিতৃপ্তি পরে থাকিলে দস্তশব্দ স্থানে দণ্ড আদেশ হয়।

[দণ্ড দেখ।]

দতিগুণ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থানা জেলার দক্ষিণ উপবিভাগের একটি বন্দর। মাহিম হইতে ১০ মাইল উত্তর পূর্বদিকে, ১১° ১৭' উত্তর অক্ষা° ও ৭২° ০০' পূর্ব দ্রাঘিমা° মধ্যে অবস্থিত। এই বন্দরের নিকট সমুদ্রতট পর্বত গিরিপের নিম্নিত একটি হর্নের আশ্রয়স্থলের আছে। দতিয়া, বৃক্কেলগণের অন্তর্গত একটি মৌরব

২৫° ৩৪' হইতে ২৬° ১৭' উত্তর অক্ষা° মধ্যে এবং ৭৮° ১৭' হইতে ৭৮° ৫৬' পূর্ব দ্রাঘিমা° মধ্যে অবস্থিত। পরিমাপ-কল ৮৩৬ বর্গমাইল। ইহার পূর্বে ঝাঁসী প্রদেশ এবং আর তিনদিকে গোয়ালিয়র রাজ্য।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের বেসিনের সন্ধি অনুসারে বৃন্দেলখণ্ডের অস্তিত্ব প্রদেশের সহিত দতিয়ারাজ্য পেশোবা কর্তৃক ইংরাজ হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তখনকার দতিয়ারাজ্য পরীক্ষিতের সহিত পরস্পর পরস্পরের রক্ষা-বিধান করিয়া এক সন্ধি করেন। রাজা পরীক্ষিতের পর তাঁহার পোস্তপুত্র বিজয় বাহাদুর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোস্ত-পুত্র ভবানী সিং রাজা হন। ইনিই বর্তমান রাজ্যাধিপতি। ইনি বৃন্দেলা রাজপুত্র; ১৮৪৫ অব্দে ইহার জন্ম।

এই রাজ্যের রাজস্ব প্রায় ১০০০০০০। সৈনিকবিভাগে ৯৭টা কামান, ১৬০ জন গোলন্দাজ, ৭০০ অশ্বারোহী ও ৩০৪০ পদাতিক সৈন্য আছে। রাজস্বস্বার্থ ১৫টা ভোগ হয়।

২ বৃন্দেলখণ্ডের দতিয়ারাজ্যের প্রধান নগর। আগরা হইতে সাগর পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উপরে আগরা হইতে ১২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিম, এবং সাগর হইতে ১৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিম, ২৫° ৪০' উত্তর অক্ষা° ও ৭৮° ৩০' পূর্ব দ্রাঘি° মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নগরের মধ্যস্থলে নানাবিধ ফলবৃক্ষ ও প্রমোদ উদ্যান-সম্বলিত রাজপ্রাসাদ আছে। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কতকগুলি জৈনমন্দির দেখা যায়।

দত্ত (ত্রি) দীযতে ইতি দা-কৃত। ১ রক্ষিত। ২ কৃতদান; পর্যায়—বিস্ট্র, বিশ্রাণিত। (শব্দরত্ন) “বহুদত্তে নুনিমাসনে নুনিচিরন্তনস্তাবদভিজ্জবিবিশৎ” (মাঘ ১।১৫) দা ভাবে ক্র। ৩ দান।

“দত্তঃ সপ্তবিধঃ প্রোক্তমদত্তঃ ষোড়শাশ্বকঃ।

পণ্যমূল্যং ভূতিস্তুষ্টা দেহাৎ অত্যাশ্রয়তঃ ॥

ক্রীড়াহুগ্রহাৰ্ষকং দত্তং দানবিনো বিহঃ” (মিতাক্ষরা)

দত্ত সপ্তবিধ। [দত্তাশ্রয়ানিক দেখ।]

৪ একজন ঋষি, অজিত্র পুত্র বলিয়া দত্তাত্মের নামে বিখ্যাত হন। ভাগবত মতে বিষ্ণুর দ্বাবিংশ অবতারের বষ্ঠ অবতার। এই অবতারে ইনি অলক ও প্রুক্ষাদেবের নিকট আশ্রয়িত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম নিমি। ৫ অগ্নিসিংহনন্দন জিনভেদ। ৬ একজন নৃপতি।

(ভারত ১২।২৯৬।১৫)

৭ বহুবংশী রাজাধিদেবের পুত্র। (হরিবংশ ৩৮।২)

৮ বৈশ্বদিত্যের উপাধিভেদ।

“শর্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ বর্মা জাতা চ ভূত্বজঃ।

ভূত্বদিত্তশ্চ বৈশ্বদিত্য দাসঃ পুত্রশ্চ কারয়েৎ ॥” (উদাহতঃ)

৯ ব্রাহ্মণদিগের শর্মন, ক্ষত্রিয়দিগের বর্মন, বৈশ্যের দত্ত ও শূত্রের দাস এই কয়টা সাধারণ উপাধি। ১০ অধুনা কারহ প্রভৃতি জাতির উপাধি। গোড়ে মল্লিকদিগের দত্ত এই উপাধি আছে। (কুলদীপিকা) ১১ পুত্রভেদ।

দত্তক (পুং) দত্তএব বার্থে কন্। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে একবিধ। চলিত নাম—পোস্তপুত্র।

দত্তকবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে যথা—কুবেরা-চার্য্য, কোলপাচার্য্য, নন্দপণ্ডিত ও রামপণ্ডিত রচিত চারিখানি দত্তকচক্রিকা, ব্যাসাচার্য্যের দত্তকদর্পণ, অনন্ত-রামের দত্তকদীপ্তি, তাত্যাসাঈ ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দত্তকনির্ণয়, অনন্তদেবের দত্তকপুত্রবিধান, নৃসিংহভট্টের দত্তকবিধান, শূলপাণির দত্তকপুত্রবিধি, নন্দপণ্ডিত, মাধবা-চার্য্য ও রামকবি প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন দত্তকমীমাংসা, শূলপাণির দত্তকবিবেক, দত্তকমলতা, অনন্তদেবের দত্তকোত্তম, ধর্ম্মরাজের দত্তরত্নাকর, মাধবপণ্ডিতের দত্তদর্শি, গঙ্গদেব বাজপেয়ীর দত্তকচক্রিকা, নাগোজীভট্টের দত্তক-কোত্তম, কৃষ্ণরিশ্রের দত্তকভাষণ, ত্রীনাথভট্টের দত্তনির্ণয়, দত্তকতিলক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচলিত। ইহার মধ্যে নন্দপণ্ডি-তের দত্তকমীমাংসা এবং দেবানন্দ ভট্ট বা কুবের কৃত দত্তক-চক্রিকা সর্বাঙ্গপেক্ষা মাজ। এই দুই গ্রন্থ ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই তুল্যরূপে প্রামাণ্য ও সমাদৃত হইয়া থাকে। দত্তক বিষয়ে শাস্ত্রে তেমন মতভেদ না থাকিলেও যে যে স্থলে দত্তকমীমাংসার ও দত্তকচক্রিকার মতে অনৈক্য, সে স্থলে দত্তকচক্রিকার মত রান্ধা ও দক্ষিণ প্রদেশের স্থানে স্থানে আদৃত এবং দত্তকমীমাংসার মত মিথিলা ও কাশী অঞ্চলে মুখ্যরূপে গণ্য।

পুত্র না হইলে পিতৃগণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না এবং প্রিয়াম নরক ভোগ হইয়া থাকে, এইজন্য অপুত্র ব্যক্তি পুত্র গ্রহণ করিবে।

“অপুত্রোহুতঃ কার্য্যঃ বাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ।

পিণ্ডোদকক্রিরাহেতোর্নামসংকীর্ণনায় চ ॥

অপুত্রোণৈব কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।

পিণ্ডোদকক্রিরাহেতো ব্রহ্মত্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥” (মহু)

অপুত্রক ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি ও নামরক্ষার জন্য অতিশয় যত্ন সহকারে পুত্র গ্রহণ করিবে অর্থাৎ যত্ন সহ-

কারে পুত্রপ্রতিনিধি দত্তকাদি গ্রহণ করিবে। পুত্র ভিন্ন অল্প কোন প্রকারে নাম রক্ষা হয় না এবং পিতৃগণ শ্রদ্ধাভরণাদির অভাবে নিত্য অবসন্ন হন, এই জন্য দত্তকাদি পুত্রগ্রহণ অপুত্রবাস্তির অবশ্য কর্তব্য। পুত্র অমিয়া মরিয়ম বাইলে পিতৃগণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাভরণাদি কিছুই সম্পন্ন হয় না, এইজন্য মৃতপুত্র ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার পুত্র হইয়া মরিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিরও পুত্রগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

“অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোষ্য চ।

স্রোষ্টেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।

পিতৃগামনুগৈশ্চ ব স তদ্বালকুমহতি ॥” (শৌনক)

‘মৃতপুত্রো বা’ এই শব্দদ্বারা মৃতপুত্র ব্যক্তির পুত্রগ্রহণ অবশ্যকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু যাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, পৌত্র বা প্রপৌত্র জীবিত আছে, এবং বিধি হলে তাহার দত্তকাদিগ্রহণ হইতে পারে কি না? তাহার দত্তকগ্রহণ হইবে না, কারণ পুত্রগ্রহণের উদ্দেশ্য নামরক্ষা, পিতৃগণের শ্রদ্ধাভরণাদি কার্য সম্পন্ন হওয়া। পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকিলে এ উদ্দেশ্য তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। এইজন্য তাহার পুত্রগ্রহণ হইতে পারে না। অপুত্র ব্যক্তি পুত্রপ্রতিনিধি করিবে। প্রতিনিধি শব্দে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধ পুত্র ব্যাখ্যায়।

“ক্ষেত্রজাদীন্ স্মৃতানেনতানেকাদশযথোদিতান্।

পুত্রপ্রতিনিধীনাহঃ ক্রিয়ালোপান্ মনীষিণঃ ॥” (মহু)

ক্রিয়ার লোপহেতু মনীষিণ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধ পুত্রকেই পুত্রপ্রতিনিধি কহেন। যেমন মৃত ভিন্ন মতের প্রতিনিধি তৈল কথিত হইয়াছে, সেইরূপ ঔরস পুত্র ভিন্ন এই একাদশবিধ পুত্র পুত্রপ্রতিনিধি বুলিয়া গণ্য। ঔরস পুত্র লইয়া পুত্র একাদশবিধ—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গুড়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, জ্ঞীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শোড়। [পুত্র দেখ।] পুত্রপ্রতিনিধি অনেক প্রকার হইলেও কলিযুগে শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অপুত্রক ব্যক্তি এই সকল প্রকার পুত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

“অনেক্ষা কৃত্যঃ পুত্রা ঋষিভি যৈঃ পুরাতনৈঃ।

ন শক্যোন্তেহুনা কর্তৃং শক্তিহীনতয়া নমৈঃ ॥”

দত্তপুত্র ভিন্ন কলিতে অল্পবিধ পুত্র প্রাপ্তিগ্রহ করিতে পারিবে না। কলিযুগে ইহা বর্জিত হইয়াছে।

“ইমান্ ধর্মান কলিযুগে বর্জ্যানাচ্ছ্রমীষিণঃ।”

কলিকালে অপুত্র ব্যক্তির নামরক্ষা ও শ্রদ্ধাভরণাদির

অল্প একমাত্র দত্তক পুত্রই উপায় স্বরূপ। প্রত্যেক অপুত্রক ব্যক্তিরই দত্তক গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

অন্নপরিগ্রহ করিয়া তিনটি ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া হিন্দু মাত্রেই আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিদিগের, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃদিগের ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। এইজন্য পুত্রোৎপাদন অবশ্য বিধেয়। কিন্তু যাহাদিগের পুত্র হয় নাই, তাহারা পিতৃগণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদের পুত্রপ্রতিনিধি চাই। একাদশবিধ পুত্রপ্রতিনিধির মধ্যে দত্তক ভিন্ন সাতবিধ পুত্রপ্রতিনিধি কলিতে লওয়া যাইতে পারে না, অতএব কলিতে অপুত্রক ব্যক্তিদিগের দত্তক গ্রহণ ভিন্ন অল্প উপায় নাই। ‘অপুত্র ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিবে’ ইহা দ্বারা জ্ঞীদিগের দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই; স্বামীর অমুমতি ভিন্ন কোন বিধবা জ্ঞী দত্তক লইতে পারে না এবং জ্ঞী স্বামীর অমুমতি ভিন্ন দত্তক দিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। স্বামী মৃত্যুকালে যদি অমুমতি দেন, তাহা হইলে পরে ঐ বিধবা জ্ঞী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। স্বামী যে কয়টি দত্তকগ্রহণের অমুমতি দিয়া যাইবেন, ঐ জ্ঞী সেই কয়টি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

“ন জ্ঞী পুত্রং দত্তাৎ প্রতিগৃহীয়াৎ বা অজ্ঞাতাঃ সন্তঃ।
রিতি। অনেন বিধবায় ভদ্রজ্ঞানাসমুৎপাদ্য অনধিকারো
গম্যতে। ন চ সধবায় বর্জিতজ্ঞাপেক্ষা পারতন্ত্র্যং”

(দত্তকমীমাংসা)

সধবা জ্ঞী স্বামীর অমুমতি লইয়া দত্তক গ্রহণ করিতে পারে কি না? এস্থলে সধবা জ্ঞীগণ নিজে কোন কণ্ঠ্য করিতে পারে না, কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সকল কার্যই করিতে পারে। স্বামী দত্তকগ্রহণে অমুমতি না দিয়া মৃত হইলে বিধবা জ্ঞীর দত্তক গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনার্য্যসেই সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এইজন্য দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ।

“মৃতভর্ত্তরি সাক্ষী জ্ঞী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।

বর্গং গচ্ছতাপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

ইতি মহুনা ব্রহ্মচর্য্যেণৈব তৎপরিত্যক্তানাতিধানাদিত সৰ্ব্বমকলঙ্কঃ” (দত্তকমীমাংসা) ‘অপুত্রোৎপাদন’ অপুত্রক ব্যক্তি এই এক বচন নির্দেশ করায় দুইজন বা তিনজন মিলিত হইয়া এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, এমত নহে। কারণ দত্তক প্রভৃতির বাসুদায়গণ স্বরণ বিস্মৃত হইয়াছে, এইজন্য তাহা পারিবে না।

“বাসুদায়ণক। বে স্বাদিতককীতকারঃ।

• গোত্ররয়েংপায়ুহাঃ শুকটেশিরয়োৰ্থাঃ” (দত্তকমীমাংসা)
দত্তকবিধি—ব্রাহ্মণগণ সপিও হইতে পুত্র সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ সপিওর পুত্রকে দত্তক লইবেন। সপিওর পুত্র যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসপিও, অসপিওর পুত্রের অনাভে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি সগোত্রের পুত্র না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অসগোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন, কিন্তু দত্তকগ্রহণে সপিওর পুত্রই সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্য সপিওর পুত্রকে দত্তক করিবার জন্য বিশেষ সচেত হইবেন। সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জাতিকে সপিও কহে। সপিও পুত্র না পাইলে সমানোদক পুত্র, সমানোদকের পুত্র না পাইলে সাকুল্যপুত্র, সাকুল্যের পুত্র না পাইলে সগোত্রের পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবেন। ইহাও যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভিন্ন গোত্রের পুত্র গ্রহণ করিবেন। এতগুলি বিধি দ্বারা দত্তকের অবশ্যকর্তব্য তাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনের ও মাতৃস্বপুত্রকে কখনই দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

‘ব্রাহ্মণানাং সপিওষু কর্তব্য পুত্রসংগ্রহঃ।

তদভাবেংসপিও বা অন্ত্র তু ন কারয়েং”

ব্রাহ্মণাদি সপিও, বা তদভাবে অসপিও পুত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্ত্র করিবে না, ‘অন্ত্র নতু’ অন্ত্রহলে করিবে না, ইহার অভিপ্রায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ‘অন্ত্র’ অন্ত্র হলে এই শব্দের অর্থ সপিও ও অসপিও ভিন্ন অন্ত্রের পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ অর্থ করিলে বচনান্তরের সহিত বৈরাগ্য হয়, কারণ বচনান্তরে স্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে—

“সপিওপত্যকটকৈব সগোত্রজমখাপি বা।

• অপুত্রকোষিজ্যোষ্মাং পুত্রাঙ্কে পরিকল্পয়েং”

সমানগোত্রজাতাবে পালয়েদন্তগোত্রজং।

দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃস্বস্বতং বিনা”

অপুত্রক বিজ্ঞ সপিওদির পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহা না পাইলে সগোত্র পুত্র এবং সগোত্র না পাইলে অন্ত্র গোত্রজ পুত্র দত্তক গ্রহণ করিবে। কিন্তু দৌহিত্র, ভাগিনের ও মাতৃস্বপুত্রকে কখনও দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই জন্য ‘অন্ত্র’ এই শব্দের অর্থ সর্বাভিহিত্তিক বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেরই পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে, ক্ষত্রিয়াদির পুত্র পারিবে না। ক্ষত্রিয়াদির সন্ধেও এইরূপ জানিতে হইবে। মমু ও বৃহৎ ব্যাক্ষবক্য ইহাই বলিয়াছেন—

“মাতা পিতা বা দত্তাতাঃ যমতিঃ পুত্রমাপদি।

• মদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ঃ দত্তিমঃ স্ততঃ” (মমু)

“সমাজীয়ঃ স্ততো গ্রীহঃ পিতৃদাতা স নিকৃথতাক্।

• গ্রীহাচ্ছাননমাত্রস্ত স সত্ত্বত তদৃক্খিনঃ”

(দত্তকমীমাংসা)

প্রতিগ্রহীতার পুত্র না হইলে পিতা ও মাতা সন্তুষ্টিতে সমাজীয় পুত্র তাহাকে দান করিবেন, তাহারই নাম দত্তিম বা দত্তকপুত্র। সেই সমাজীয় দত্তকপুত্র পিতৃতর্পণাদি করিবে, এইজন্য গ্রহীতার ধনভাগী হইবে। দৌহিত্র, ভাগিনের প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু শূদ্র ইহাদিগকে দত্তক লইতে পারিবে।

“ক্ষত্রিয়াণাং স্বজাতৌ চ শুক্লগোত্রসমেহপি বা।

বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতোক্ত শূদ্রাণাং শূদ্রজাতীষু”

সর্কেষামেব বর্ণানাং জাতিষেব ন চাভ্যতঃ।

দৌহিত্রৌ ভাগিনেয়ঞ্চ শূদ্রৈস্ত্র জিয়তে স্ততঃ।

ব্রাহ্মণাদিভ্যয়ে নান্তি ভাগিনেয়ঃ স্ততঃ কচিৎ”

(দত্তকমীমাংসা)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে দত্তক গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইহার অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ ভাগিনেয়াদিকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না, এক মাত্রই শূদ্র ভাগিনেয়াদিকে দত্তক লইতে পারিবে। শূত্রের সন্ধে ইহা বিশেষ বিধি জানিতে হইবে।

দত্তকদাতা—একপুত্র ব্যক্তি দত্তক দিতে পারিবে না, দ্বাহার অনেকগুলি পুত্র আছে, এরূপ ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। দ্বাহার দুইটি পুত্র আছে, তিনিও পুত্রদান করিতে পারিবেন না, কারণ দুইটি পুত্রের মধ্যে একটিকে দত্তক দিলে এবং একটা থাকিলে, পরে যদি ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহারও নাম লোপ হইবে, পিতৃতর্পণাদি কার্য সম্পন্ন হইবে না ও সম্বতি অভাবে পিতৃগণ অবসন্ন হইবেন; এই জন্য বিপুত্র ব্যক্তিও পুত্রদান করিতে পারিবে না।

“নৈকপুত্রোণ কর্তব্যং পুত্রদানং কদাচন।

বহুপুত্রোণ কর্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ”

বিপুত্রস্তাপি পুত্রদানে অপরপুত্রদানে বংশবিচ্ছেদমশং-
ক্যাহ বহুপুত্রোণেতি।” (দত্তকমীমাংসা)

এক পুত্র ব্যক্তি কখনও পুত্রদান করিতে পারিবে না, বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন। ‘বহুপুত্র ব্যক্তি পুত্র দান করিবেন’ এই বিধান দ্বারা বিপুত্র ব্যক্তিরও

পুত্রদান নিষিদ্ধ হইল। জীর্ণ স্বামী জীবিত থাকিলে অথবা প্রোষিত বা মৃত হইলে স্বামীর অমুমতি নইয়া পুত্রদান করিবেন, নচেৎ পুত্রদান করিতে পারিবেন না।

নিরপেক্ষ দান—

“দত্তান্নমাতা পিতা য় যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ।”

মাতা ও পিতা যাহাকে দান করেন, তাহাকে দত্তক বলে। যে স্থলে মাতা ও পিতা প্রীতিপূর্বক একজনের বংশ নাশ হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুত্র দান করেন, তাহাকেই দত্তক বলা যায়।

অর্থাৎ দিয়া পিতামাতাকে সন্তোষপূর্বক যে স্থলে পুত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকে দত্তক বলা যায় না। ঐরূপ পুত্র গ্রহণ ক্রীতপুত্র বলিয়া গণ্য। এইরূপ ক্রীত পুত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুত্রপ্রতিগ্রহবিধি—যেদিন পুত্র গ্রহণ করিবে, তাহার পূর্বে দিন উপবাস করিয়া পুত্রগ্রহণ-দিনে অবশেষ স্নানসজ্জিত হইয়া বেদপারগ আচার্য্যের সহিত মধুপর্কাদি দ্বারা রাজ্য ও বিজ্ঞানাদিগকে পূজা করিবে, সকল আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে স্নান স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা পরিতোষ করাইবে।

পরে বন্ধুদিগের সহিত দাতার সমক্ষে গমন করিয়া ‘পুত্রং দেহি’ আদ্যে পুত্র দান করুন, এই বলিয়া পুত্র প্রার্থনা করিবে। দাতা যদি পুত্রদানে সমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রহীতা পুত্রদানপ্রয়োগবিধি অনুসারে পুত্র গ্রহণ করিবেন। ‘দেবস্ত্রাদি’ মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিতে হয়, ঋক্‌সংখ্যক করিয়া পিতৃর দত্তক আশীর্বাদ করিবেন, পরে নৃত্যগীত প্রভৃতি মাদলিক কার্য্য করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিবেন।

“শৌনকোহং প্রবক্ষ্যামি পুত্রসংগ্রহকারণং।

অপুত্রো মৃতপুত্রো বা পুত্রার্থং সমুপোহ্য চ॥

বাসসী কুণ্ডলে বজ্রা উক্ষীষ্য চান্দ্রসূর্য্যকং।

আচার্য্যং ধর্ম্মসংযুক্তং বৈষ্ণবং বেদপারগং॥

মধুপর্কেন সংপূজ্য রাজানশ্চ বিজ্ঞান্ শুচীন।

‘দাতুঃ সমক্ষং গতা চ পুত্রং দেহীতি যাচয়েৎ।

দানে সমর্থো দাতা হৈসৈ যো যজ্ঞেনেনতি পঞ্চতিঃ”

(দত্তকমীমাংসা)

পরে আচার্য্যকে দক্ষিণা দিতে হইবে। রাজা দত্তকগ্রহণ করিলে রাজ্যার্জি অর্থাৎ যে পরিমাণ আয়, তাহার অর্ধেক দক্ষিণা দিবেন। বৈশ্যাদি যথাসক্তি দক্ষিণা দিবে। গ্রহীতা দত্তক গ্রহণ করিয়া স্বশাখোক্ত বিধি দ্বারা ঐ দত্তকের পিতৃকর্তৃক কোন সংস্কারকার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন। যদি

সংস্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতার পুনরীকৃত আর সেই সংস্কারকার্য্য করিতে হইবে না। যদি কোন সংস্কার কার্য্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

যে বালকের চূড়াকরণ সংস্কার পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে আর দত্তক দিতে পারিবে না। এই বালকের পঞ্চম বর্ষের পূর্বেই দত্তক গ্রহণ করা উচিত।

“পিতৃগোত্রো যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে।

আচুড়াত্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যতি চান্ততঃ॥”

চূড়াত্তা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রো বৈ কৃতাতঃ।

দত্তাত্তান্তনয়ান্তে হ্য রত্নথা দাস উচ্যতে॥

উর্দ্ধম্ভ পঞ্চমাবর্ষাব্ধং ন দত্তাত্তা হুতা নৃপ।” (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক কর্তৃক প্রাচীনির্ঘ—দত্তকগ্রহণের পর যদি গ্রহীতা পুত্র হয়, তাহা হইলে এবং উহার মৃত্যু হইলে সপিতৃকরণ প্রভৃতি প্রাচীনির্ঘ দত্তকের অধিকার নাই। ইহাতে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ নিয়ম রক্ষিত হয় না, দত্তক জ্যেষ্ঠ হইলে ঔরস পুত্র সম্বন্ধে সপিতৃকরণ প্রভৃতি প্রাচীনির্ঘ করিতে পারিবে না। অন্ত্যস্ত কার্য্য পুত্রবৎ করিতে পারিবে।

দত্তকশোচ—দত্তকের জননকূলে কেহ মরিলে তাহার অশোচ হয় না। কেবল গ্রহীতকূলে জনন ও মরণে ত্রিরাশীশোচ, অর্থাৎ গ্রহীতা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথাসম্ভব, জনন ও মরণ হইলে দত্তক, দত্তকপত্নী ও তৎপুত্রাদির যথাসম্ভব জনন ও মরণ হইলে গ্রহীতা প্রভৃতির তিন দিন অশোচ হইবে।

দত্তক যদি সপিণ্ড হয়, তাহা হইলেও অশোচ তিনদিন, সম্পূর্ণশোচ হইবে না।

“ভিন্নগোত্রাঃ পৃথক্ পিণ্ডাঃ পৃথক্ সংস্কারাঃ স্তূতাঃ।

জননে মরণে চৈব ত্রাহাশোচন্ত ভাগিনঃ॥

ভিন্নগোত্রাঃ সগোত্রো বা নীভঃ সংস্কৃত্য চেক্ষরা।

জননে মরণে তন্ত ত্রাহাশোচং বিধীয়তে॥” (দত্তকমীমাংসা)

দত্তক সপিণ্ড, সগোত্র বা ভিন্নগোত্রের হউক না কেন, ইহার জনন ও মরণে তিন দিন অশোচ হইবে। দত্তকের যেমন তিন দিন, দত্তকগ্রহীতারও সেইরূপ তিন দিন অনিচ্ছ হইবে। কিন্তু স্বাম্যাদয়-দত্তকের জনককূল ও গ্রহীতকূল এই উভয়কূলেই তিনদিন করিয়া অশোচ হয়। কৃত্য বৈষ্ণব আশ্রমপঞ্চমে, সাপিণ্ড্য নিবৃত্তি হয়, দত্তকেরও সেইরূপ আশ্রমপঞ্চমে, অর্থাৎ আপনাকে ধরিয়া চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্যনিবন্ধন তিন দিন অশোচ হয়। দত্তকের পঞ্চম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত একদিন অশোচ হয়। দশম পুরুষের উর্দ্ধে যানমাত্রা শুদ্ধি হয়। দত্তকচক্রিকার মত

এহীতকর্তৃক দত্তক উপনীত হইলে এহীতার যত্নকে দত্তকের দশ দিন অশৌচ হইবে। কিন্তু এই মত বঙ্গদেশে চলে না এবং এইমতও সমীচীন বোধ হয় না।

“গুরুপ্রেতস্ত শিষ্যস্ত পিতৃমেধং সমাচরন্।

প্রেতহারৈঃ সমং ভদ্র দশরাজেন শুভতি ॥

ইতি মরীচিবচনেন শিষ্যস্ত গুরুপ্রেতকার্য্যকরণ-নিমিত্ত দশাহাশৌচমুখং ভবতি, অত্র গুরুশব্দআচার্য্যাদি-রূপঃ। গুরুশব্দমজ্ঞাপ্যতি, উপনয়নাদিকর্তৃহাৎ ততশ্চ দত্তকস্ত প্রতিগ্রহীতক্রিয়াকরণ এব দশরাজাশৌচং সিদ্ধতি, অত্রথা ত্রিরাত্রমেব।” (দত্তকমীমাংসা)

দত্তকমীমাংসায় এই স্থলের টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ‘অন্ত তু বঙ্গদেশে ব্যবহারো নাশ্চি।’ বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার নাই।

সামি দত্তক সাধ্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্বিষ্ট বিধানে করিবে। নিরিয়দত্তক অমাবস্তা বা প্রোতপঞ্চম মৃত হইলেও সাধ্বৎসরিক শ্রাদ্ধ একোদ্বিষ্ট বিধানে করিবে, কিন্তু পার্শ্বগ বিধানে করিতে পারিবে না।

দত্তকের বিবাহাদি—দত্তকের বিবাহাদিতে পরিবেদন দোষ হয় না, অর্থাৎ অকৃতদার জ্যেষ্ঠ সহোদর সবে দত্তকের বিবাহ হইতে পারে এবং দত্তক অকৃতদার থাকিলেও কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ চলিতে পারে। দত্তকের বিবাহ স্থলে এহীতকূলে ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড, অর্থাৎ এহীতকূলে দত্তক চতুর্থী কন্ডা বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু বঙ্গদেশের প্রধান নিবন্ধকার স্মার্ত রঘুনন্দন ও শূলপাণি উভয় মতেই এহীত পিতৃকূলে সপ্তমী কন্ডা পর্য্যন্ত এবং এহীতী মাতার পিতৃপক্ষে পঞ্চমী কন্ডা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দত্তকের মাতামহপক্ষ—এহীতার অনেকগুলি পত্নী আছে, কিন্তু গৃহীত দত্তকের বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহীতার কোন স্ত্রীর পিতাদি মাতামহ পক্ষ হইতে? শাস্ত্রে প্রথমা পত্নীই ধর্মপত্নী, দ্বিতীয়া প্রভৃতি পত্নী কামপত্নী বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং প্রথমা পত্নীর পিতাদি মাতামহ পক্ষ হইবে। যে স্থলে পতির অমুমতি অমুমতীয়ে বিধবা স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করে, সেই স্থলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যাহাকে অমুমতি দিয়া যাইবেন এবং যিনি সেই অমুমতি অমুমতীয়ে দত্তক গ্রহণ করিবেন, তাহার পিতাদিই দত্তকের মাতামহ পক্ষ হইবে।

দত্তকদায়বিভাগ—দত্তক গ্রহণের পর ঔরস পুত্র জন্মিলে ঐ ঔরস পুত্র তিনভাগ পাইবে, দত্তক পুত্র একভাগ পাইবে, ইহা বঙ্গদেশে চলে না—এই দেশে সমস্ত সম্পত্তি তিনভাগ করিয়া ঔরস পুত্র দুইভাগ ও দত্তক এক ভাগ পাইবে।

“উৎপাদ্যে ক্ষৌরলে যুজ্ঞে তৃতীয়াংশংহা দ্বতাঃ।

সবর্ণা অববর্ণান্ত গ্রাসাদ্ভাদনভাগিনঃ।

চতুর্থাংশংহাঃ দ্বতা ইতি দ্বিতীয় চরণে কচিং পাঠঃ।”

(দত্তকচন্দ্রিকা)

দত্তককন্ডাগ্রহণবিধি—দোহিআদিদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করিয়া দত্তককন্ডা গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রমুখোদিত, পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। দশরথ শান্তাকে দত্তককন্ডারূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইত্যাদি।

অকৃতদারের দত্তকনিষেধ—অকৃতদার অর্থাৎ যিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবেন না, দারপরিগ্রহ না করিলে অপুত্র বলা যায় বটে, কিন্তু তাহার পুত্রও সম্ভাবনা আছে, এই অল্প দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনেক স্ত্রীসঙ্গে যদি স্বামী স্ত্রীকে দত্তক গ্রহণের অমুমতি দেন এবং ভদ্রসূত্রে প্রত্যেকের দত্তক গ্রহণ হয়, তাহা হইলে ঐমত স্থলে শাস্ত্রমুখোদিত সিদ্ধ হইলেও প্রথম গৃহীত দত্তকের ধনাধিকার এবং এক সময়ে অনেক দত্তক গৃহীত হইলে কোন দত্তকেরই ধনাধিকার হয় না।

বীরমিত্রোদয়ের মতে—স্বামী মৃত্যুকালে দত্তকের আজ্ঞা না দিয়া যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর আজ্ঞা না থাকিলেও স্ত্রীগণ দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে। এই মত বঙ্গদেশে চলে না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু এই মত পাশ্চাত্য প্রদেশে চলিত।

স্ত্রী কিংবা পুত্র দত্তক গ্রহণ করিতে হইলেও আগে ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ দত্তক গ্রহণ করিবেন। তাহা না করিলে দত্তক সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণাদি দ্বারা আবশ্যক মন্ত্রাদি পাঠ করাইবেন। মন্ত্র পাঠ না হইলেও স্ত্রী ও পুত্রাদির দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হোম ব্যতীত কখন দত্তক সিদ্ধ হইবে না। উত্তরকালে কোন অনর্থ না ঘটে, এই অল্প বদ্ধ, বান্ধব ও রাজপুরুষের সম্মুখানে দত্তক গ্রহণ করা সম্ভব। (দত্তকচন্দ্রিকা, দত্তকমীমাংসা) [পোষ্য-পুত্র দেখ।]

দত্তকগ্রহণপ্ররোগবিধি—এহীতা দত্তক গ্রহণের পূর্বদিনে উপবাস করিয়া থাকিবেন, পর দিন প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আচমন করিবেন, তাহার পর বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া নারায়ণকে গুরুপুর্ণি দিয়া সন্তোষাচন করিবেন—“ও কর্তব্যো হস্মিন্ পুত্রপ্রতিগ্রহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্ম, ও পুণ্যাহং” এই মন্ত্র তিনবার বলিতে হইবে।

এইরূপ স্বস্তি ও ঋদ্ধি তিনবার করিয়া বলিতে হইবে।
কিছু পুত্রগণ 'স্বস্তি ভবতো ব্রহ্ম' বলিলেই হইবে।

সামবেদীরা 'ও অস্তি সোমোহয়ং' এই মন্ত্র ও যজুর্বেদীরা
'ও স্বর্ঘ্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র পড়িবেন।

তাহার পর 'এতে গর্ভপুষ্পে ও আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো
নমঃ' বলিয়া পূজা করিতে হইবে। গণেশাদি পঞ্চদেবতা,
ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, গুরু ও ব্রাহ্মণকে পূজা করিতে হইবে।
তাহার পর সঙ্কর করিতে হইবে 'শ্রীবিষ্ণুরোঃ তৎসদন্ত
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুক দেবশর্মা (শূদ্র হইলে) অমুকদাসঃ অপ্রজাতঃ
প্রযুক্তপৈতৃকঋণাপকরণপুরামনরকজ্ঞাঘারা শ্রীপরমেশ্বর-
শ্রীভার্যঃ আত্মবংশরক্ষার্থং নমস্তুহ্যস্তিত্বশিষ্টশৌনক-
পরশরাদ্যধিবাক্যাহুসারেণ অশাখোক্তবিধিনা পুত্রপ্রতি-
গ্রহমহং করিষ্যে' এইরূপে সঙ্কর করিবে। সামবেদী হইলে
'দেবোবো' ইত্যাদি, যজুর্বেদী হইলে 'বজ্রাগ্রতো' ইত্যাদি
সঙ্করহৃত পাঠ করিতে হইবে। পরে বিদ্যনাশের জন্ত
গণেশপূজা করিতে হইবে ও ব্রহ্ম, হোতা, আচার্য্য ও
সদন্তকে বরণ করিতে হইবে।

দত্তকগ্রহীতা বলিবেন, 'ও সাধু ভবানান্তাং' ব্রাহ্মণ
বলিবে, 'ও সাধুহ মাসে।' কর্ত্তা বলিবেন, 'অর্চয়ন্তামো
ভবন্তঃ' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'ও অর্চয়।' তাহার পর ব্রাহ্মণকে
বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়া দক্ষিণ জাহ্নু গ্রহণ করিয়া বলিবেন,
'বিষ্ণুরোঃ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ
মৎসঙ্কমিত শৌনকাহুস্তবিধিনা পুত্রগ্রহণকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-
করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মাঃ এতিঃ পাঠাদিত্তি-
রভ্যর্চ ভবন্ত মহং বৃণে' ব্রাহ্মণ 'বতোহস্মি' বলিবে। তাহার
পর 'যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু' ব্রাহ্মণ বলিবেন, 'ঐথা
জ্ঞানং করবাণি।' এইরূপে হোতা, আচার্য্য ও সদন্তকে
বরণ করিতে হইবে। পরে হোতা প্রভৃতি বেদীতে
উপবেশন করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা অশাখোক্ত যথাবিহিত
মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। পঞ্চগব্য শোধন
করিয়া প্রণব দ্বারা পঞ্চগব্য একত্র করিয়া এই মন্ত্রে বেদী
শোধন করিতে হইবে।

'ও বেদাবেদিঃ সমাপাতে বর্হিষা বহিরিঞ্জিরং যুপেন
বুণ আপ্যায়তে প্রণীতো হমিরয়িনা।' তাহার পর বেদীর
উপর চন্দ্রাতপ বস্ত্রদ্বারা এই মন্ত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, 'মন্ত্র
'ওঃ উর্দ্ধউবণ উতয়ে তর্হাদেবো মঃ সবিতা। উর্দ্ধোরাভ্যত
সবিতা যদেজিত্তিরাগাভিবিহ্রয়ামহে।'

পরে বেদীর পূর্বে পঞ্চঘট আরোপিত করিয়া ঘটহা-

পনোক্ত মন্ত্রে পঞ্চঘট স্থাপন করিতে হইবে। পরে বেদীর
ঈশানকোণে শান্তিকলস স্থাপন করিবে।

এ শান্তিকলস দুইখানি বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া 'ও
বরুণতোত্তনমসি বরুণস্ত বস্ত্র সর্জনীহ বরুণস্ত ঋত সনজি
বরুণস্ত ঋত সদনমসি বরুণস্ত ঋত সদনী মাসীন' এই মন্ত্রে
শান্তিকুলে জল পুরিতে হইবে। তাহার পর বেদীর মধ্যে
পঞ্চবর্ণের শুণ্ডিকা দ্বারা সর্কতোভদ্রমণ্ডল, অথবা অষ্টদলপদ্ম
প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে শালগ্রামশিলা সংস্থাপন
করিয়া পূজা করিতে হইবে। প্রথমে সামান্ত্রার্থ ও ভূতভয়াদি
করিতে হইবে। তাহার প্রথম ঘটে গণেশ, দ্বিতীয় ঘটে স্বর্ঘ্য,
'তৃতীয় ঘটে বিষ্ণু, চতুর্থ ঘটে শিব ও পঞ্চম ঘটে চুর্ণা পূজা
করিতে হইবে এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক-
পালকে পৃথক পৃথক ভাবে আবাহনাদি করিয়া পূজা করিতে
হইবে, পরে শান্তিকলসে বরুণকে আবাহন করিয়া যথাস্তা-
হুসারে পূজা করিবে। পরে গণপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও
ধর্ম্মকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। এই প্রকারে পূজা
করিয়া পিতৃগণকে আবাহন করিয়া শতাহুসারে পূজা করিবে।
'ও পিতৃভ্যোনমঃ, ও কুলদেবতাভ্যোনমঃ ও গুরুভ্যো নমঃ,
'ও অগ্নয়ে নমঃ, ও স্বর্ঘ্যসাবিত্র্যো নমঃ, ও বায়বে নমঃ, ও
স্বর্ঘ্যায় নমঃ, ও প্রজাপত্যয়ে নমঃ, ও সোমায় নমঃ ও নিবে
নমঃ, ও পৃথিব্যে নমঃ, ও ভূনমঃ, ও ভুবনমঃ, ও স্বনমঃ, ও
ভূর্ভুবঃ স্বনমঃ ও অগ্নয়ে স্থিতিকৃতে নমঃ' ইহাদিগকে পূজা
করিয়া অগ্ন্যোক্ত বিধিধারা কুণ্ডে বা স্থণ্ডলে বহিঃস্থাপন করিয়া
হোম করিতে হইবে। যজুর্বেদীরা যজুর্বেদোক্ত ও সামবেদীরা
সামবেদোক্ত বিধানাহুসারে কুশণ্ডিকা সমাপন করিবে।
তাহার পর আচার্য্য ও ব্রাহ্মণাদির সহিত গমন করিয়া
গ্রহীতা দাতার নিকট 'ও পুত্রং দেহি' আশাকে পুর
দান করুন, বলিয়া পুত্রভিক্ষা চাহিবেন। পরে পুর
দাতা আচমন করিয়া বিষ্ণুকে অরণ্যপূর্বক নারায়ণ, গুরু,
গণেশ ও নবগ্রহ প্রভৃতি পূজা করিবে। পরে স্বস্তিচারণ
করিবেন—'ও কর্তব্যোহস্মিন পুত্রদানকর্ম্মণি ও পুণ্যাহ
ভবতো ব্রহ্ম ও পুণ্যাহ' ইহা তিনবার পড়িতে হইবে,
পরে স্বস্তিঋদ্ধি পাঠ করিতে হইবে। পরে 'স্বস্তিঃ
ইন্দ্রো' এই মন্ত্র, 'স্বর্ঘ্যঃ সোমো যমঃ কালঃ' এই মন্ত্র
পাঠ করিবে। পরে 'নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা
করিয়া সঙ্কর করিবে। 'শ্রীবিষ্ণুরোঃ তৎসদন্ত অমুকে মাসি
অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা
শ্রীপরমেশ্বরশ্রীভার্যঃ পুত্রদানকর্ম্মাহং করিষ্যে' এইরূপে
সঙ্কর করিয়া সঙ্করহৃত পড়িবে। তাহার পর গণেশ প্রভৃতি

পাড়া দিয়ারা পুঁজা করিয়া পুঁজান করিবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা চতুর্ভাগ্যপুঁজাশ্রুত পুঁজনানে বিয়ে বজ্রেন দক্ষিণা সমপরিষজিবে ইতি পঠিষা বে চ বজ্রতাদি পঞ্চ অচ্যুত পঠিষা ইমং পুঁজং তব পৈতৃকশ্রুণাপ-
করণ পুরাণনরকজাণবংশরক্ষাসিদ্ধার্থং আশ্বিনশ পরমেশ্বর-
প্রীতার্থং অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্য-
মহঃ সম্পদদে।' এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে, তাহার পর
'মম প্রতিগৃহ্যতু পুঁজং তবৎ' ইহা পাঠ করিয়া 'প্রতিগৃহ্য-
যুক্ত' ইহা বলিয়া অকতের সহিত জল দিবে; তাহার পর
দক্ষিণা দিতে হইবে। 'বিষ্ণুরোং তৎসদন্ত অমুক মাসি
অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা
পরমেশ্বরপ্রীতকামনয়া ষাচতে তৎপুঁজদানকরণং সাক্ষ্যার্থং
দক্ষিণমিদং কাঞ্চনঃ তন্তুলাং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতঃ অমুক
গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রীঅমুকায় তুভ্যমহঃ সম্পদদে' ইহা
বলিয়া গ্রহীতার হস্তে দিবে। এই সময় দাতা বালককে
প্রতিগ্রহীতাকে দিবে। এই সময় দত্তকগ্রহীতা 'ও দেব-
ত্বয়া সবিভূঃ প্রসবশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্যোহস্তাভ্যাং হস্তঃ
গৃহ্যমাসৌ' এইমন্ত্র দ্বারা বালককে হস্তবরদ্বারা গ্রহণ করিবে
তাহার পর ঐ বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া 'ও অঙ্গাদক্যং
সন্তপসি হৃদয়াদধিজায়সে আশ্র্যতৈব পুঁজনাশাসি সংজীব-
শরদঃ শতং' এই মন্ত্রদ্বারা বালকের মন্তক আশ্রাণ করিবে
এবং পরে 'শর্মায়া পুঁজাশ্রুতমি ও সন্তানায় পুঁজাশ্রুতমি'
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর 'ও বস্ত্রাণি পরিধংস্ব' এই
মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র পরিধান করাইবে। পরে উকীষ ও কুছুমাদি
দ্বারা তিলক করিয়া দিবে। 'ও হিরণ্যরূপমবসে কুছুধ্বং' এই
মন্ত্রদ্বারা অঙ্গদ্বয় করিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইবে।
তাহার পর 'ও' অস্তিনো মিমিতা মখিনীভ্যাং অস্তি তে
বাদিতি বনর্কগঃ অস্তিপুয়া অরোদধাতু নঃ অস্তি বাস্তা
পৃথিবী হৃতেতনা অস্তয়ে বাবুপশ্রবা মহী সোমং অস্তি ভুবসং-
বস্পতিঃ ও বৃহস্পতিং সর্কগং অস্তয়ে অস্তয়ে আদিত্য সোমা
তবন্ত নঃ বিশ্বেদেবা নোজৌ যুন্তরে বৈশ্বানরা বহুরক্ষিতুন্তরে
দেবা' অতবন্তবঃ অস্তয়ে অস্তয়ে অস্তিনো রুদ্রপাশ্বঃসঃ
অস্তি মিত্রাবরুণা অস্তিপথো রেবতী অস্তি ন ইন্দ্রতামিষ
অস্তিনোহুদিতয়েতুধি। অস্তিপহা মন্ত্রেয়ং সূর্য্যোজস্রমসী চ
পুনর্দধতা ক্রতা জানতা সন্ধে মরি বহুরের নস্তারিষ্টেনেমি
রিকমরিষ্টেনেমি মহতুতং বসং দেবতানাং অসুররং ইন্দ্রসং-
গবিরুহাভগোনামিবারুহেম অরং হোমচমাকীরসদ্রক সমা-
ভেয়ঃ মনসাত তাকং প্রেতপাদি অরণ্যং প্রপদ্যে অস্তি সমা-

দৈবতরন্ত তবন্ত মিত্রাবরুণা তবন্তরে সংবোরভামন্ত সন্তং
অসীমহি গাধন্তঃ প্রতিষ্ঠন্ত মা দিবে বৃহতে সাধনার গৃহ্যতৈব
প্রতিষ্ঠান্তং তৎপ্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা সংবর্যং তন্মাদেতা
বিদুসে পুঁজং লভতে গৃহ্যানে বৈ নানাজিগমিবতি পশুনাং
প্রতিষ্ঠা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন
করিবে এবং অগ্নির পশ্চিমদিকে ও নিজের দক্ষিণে বাল-
ককে রাখিয়া আচার্যের দক্ষিণদিকে গ্রহীতা নিজে বসিবে।
তাহার পর আচার্য্য হোম করিবেন।

ও যদ্বাদ্যাব্যারিণামন্ত মামোমর্ত্যঃ মাজ্যাজ্ঞোহবীংবি-
জাত বেদোযশোহিষ্মাজ্ঞোহি প্রজাতিরথেরমৃতশ্রমন্ত্যং বাহ। ১। ও বৈশ্বজ্ঞাং অরুতে জাতবেদ উলোকমথেক্ণবন্তোণং
অধিগং সপুত্রিণং ধীরবন্তং গোমন্তং যিনমন্তেবাহ। ২। ও ত্বং আময়ে পর্যাবহন্ সূর্য্যং বহতুনাগহ। পুঁজং পতিভ্যো-
জায়াদা অগ্রে প্রজয়াসহ বাহ। ৩। ও নোমোহদগন্ধর্ক্যার
গন্ধর্কোহিদদদয়য়ে। বয়িষ্যপুঁজান্চাদদে দধেমহীয়মজো ইমাং
বাহ। ৪। ও ইহৈবত্বং যারিযোত্বং বিশ্বমায়ুকপুতং। ক্রীড়তো
পুঁজেনপুঁজির্মোদমানৌ স্বী স্বীয়ে গৃহে বাহ। ৫। ও আনঃ
প্রজা জনয়তু প্রজাপতি বাজরসায়মানস্বর্গ্যমি অয়ুমঙ্গলী
পতিলোকমাশিষ সন্মোভবধিপদেশং চতুস্পদে বাহ। ৬।
ও অধোরচাকুরপতি ক্রাধিগিরা পশুভ্যাঃ স্তমনাঃ স্তবর্চঃ।
বীরহর্দেবকামান্তেনো শমোভব ধিপদেশং চতুস্পদে বাহ। ৭।
ও ইমাং স্বমিজ্রমীষঃ স্পুজান্চকু। দশাত্যং পুঁজান্যোহি
পতিমেকা দশংকুধি বাহ। ৮। সম্রাজিগন্তরেতব ও সম্রাজিগ-
প্রবান্তব। ননক্ষরি চ সম্রাজিতব সম্রাজি অধিদেবু বাহ।
৯। ও সমজজ্ঞ বিধেদেবা সমাপোহনয়ানিলৌ। সম্রাতরিখা-
নকাতাসমুদৌদধতু নৌ বাহ। ১০। এই দশটি মন্ত্রদ্বারা
প্রত্যেক চক্রহোম করিয়া প্রজাপতি হোম করিবে। মন্ত্রবধা,
ও প্রজাপতে নম্রদেতার্য্যন্যোবিশ্বজাতানি পরিতাবভূব।
যত্কাযান্তেজুহমন্তমোহস্তবয়ন্তাম পতরোররীণাং বাহেতি-
মন্ত্রেণাষ্টৌতরশতং আজ্যপায়স হোমং কুর্য্যং।

প্রারম্ভিতহোম সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হইবে।
অন্তেতাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রন্ত
অমুক দেবশর্মাঃ সঙ্করিত পুঁজ প্রতিগ্রহ্যতুহোম কর্ষণি
ব্রহ্মকর্ষপ্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতঃ অমুক গোত্রায়
শ্রীঅমুক দেবশর্মাঃ ব্রহ্মণে তুভ্যমহঃ সম্পদদানি। ব্রহ্ম-
দক্ষিণা সমাধা করিয়া অগ্নেয়ং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিবিসর্জন
করিবে। তাহার পর 'অন্তেতাদি সংসঙ্করিত পুঁজ প্রতি
গ্রহ্য হোমকর্ষণি গোত্রাদিকর্ষ প্রতিষ্ঠার্থং ইদং সূর্য্যঃ

ঐবিক্রমৈবতং অমুক গোত্রাঃ ঐবিক্রমৈবতং দেবশর্মাণেহোজ্ঞেভূতা
মহং সস্ত্রদদে ।' ইত্যাদি রূপে দক্ষিণান্ত করিবে । পরে
ব্রাহ্মণ, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া মহোৎ-
সব করিবে । [পোষ্যপুত্র দেখ ।]

দত্তকপুত্র (পুং) দত্তক এবং পুত্রঃ । দাদশ প্রকার পুত্রের
মধ্যে একপ্রকার পুত্র ।

“দদ্যামাতা পিতা বা যং সপুত্রো দত্তকো ভবেৎ ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

• মাতা বা পিতা যং পুত্রকে দান করিয়াছে, তাহাকে দত্তক-
পুত্র বলা যায় । [দত্তক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।]

দত্ততীর্থকৃৎ (পুং) গত উৎসর্গদিগ্নির চম অর্হন্ ভেদ ।

‘বিমলঃ সর্ষাহুভূতিঃ শ্রীধরো দত্ততীর্থকৃৎ ।’ (হেম ১।৫১)

দত্তনৃত্যোপহার (ত্রি) নৃত্য দ্বারা কৃত-অভিবাदन ।

দত্তপ্রাণ (ত্রি) যে আপনাদি জীবন উৎসর্গ করিয়াছে ।

দত্তমার্গ (ত্রি) পথ ছাড়া, গতিরোধ না করা ।

দত্তবর (ত্রি) ১ বর দেওয়া হইয়াছে যৎকর্তৃক । ২ যে বর
প্রার্থনা করিতে দেওয়া হইয়াছে ।

“পূর্ণঃ দত্তবরা রাজা বরাবৈতাব্যচত ।” (রামা ১।১১২২)

দত্তশত্রু, দত্তশর্মন্ (পুং) রাজাধিনের পুত্রের পুত্রভেদ ।

(হরিবংশ ৩৯ অঃ)

দত্তশুক্ষা (স্ত্রী) যে কস্তার জন্ত শুদ্ধ বা পণ দেওয়া হইয়াছে ।

দত্তহস্ত (ত্রি) অবলম্বের জন্ত যে হাত দেওয়া হইয়াছে,
রক্ষিত ।

দত্তাত্মন (ত্রি) দাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার ।

“দত্তাত্মা তু স্বয়ংদত্তো গর্ভে বিয়ঃ সহোদরঃ ।”

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৩৪)

আপনা কর্তৃক দত্তককে দত্তাত্মা বলা যায় । ময়
লিখিয়াছেন—

“মাতাপিতৃবিহীনো, যন্ত্যক্তো বা স্তাদকরণাৎ ।

আত্মানং স্পর্শয়েদ্যন্ত স্বয়ংদত্তস্ত স স্ততঃ ॥” (ময় ৯।১১৭)

যাহার পিতা মাতা নাই অথবা পিতা মাতা কর্তৃক যে
অকারণে পরিত্যক্ত, সেই পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান
করে, তবে উহা গ্রহীতার দত্তাত্মা বা স্বয়ংদত্তপুত্র বলিয়া
গণ্য হইবে । বীরমিত্রোদয়ের লিখিত আছে—

‘অকারণাৎ পাতিত্যাদিকারণমন্তরেণৈব হৃতিক্ষাদৌ
পোষণান্তসামর্থ্যাদিনা মাতাপিতৃভ্যাস্ত্যক্তঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ ।’

দত্তাত্রেয়, বিষ্ণুর অবতার ঋষিভেদ । মহাভারত, হরিবংশ,
ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে
দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে অসংখ্য প্রসঙ্গ আছে । ইহার উৎপত্তি
সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

হুশিকবংশীর কোন কুঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ণের আভিধান
পূরে বাস করিতেন । তাঁহার পতিব্রতা ভাৰ্য্যা অশেষবার
কষ্ট সহ করিয়াও প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষা করিতে
ও তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতেন । এমন কি সেই ব্রাহ্ম
এক দিন কোন এক স্থলবী বেড়াতে দেখিয়া কামশয়
পীড়িত হন ও তাহার নিকট লইয়া বাইতে পত্নীকে আদেশ
করেন । দাক্ষী ব্রাহ্মণপত্নী ঘোরা ঘনঘটাক্ষর-রমণী
প্রিয়তম পতিকে স্নেহে করিয়া ও কএকটা মুদ্রা সঙ্গে লইয়া
সেই বেড়াগৃহে বাইবার জন্ত বহির্গত হইলেন । পথিমধ্যে
শূলবিদ্ধ অগীমাণ্ডব্য ঋষি ছিলেন । অন্ধকারে দেখিতে ন
পাইয়া বাইতে বাইতে ঋষির গারে ব্রাহ্মণের পা লাগিল
মহর্ষি মাণ্ডব্য তৎক্ষণাৎ জুঁক হইয়া অভিশাপ দিলেন, ‘ও
নরাদম পশু, দিয়া আমাকে তেলিয়া দিল, সূর্য্যোদয় যত
নিশ্চয় সে বিনষ্ট হইবে ।’ ব্রাহ্মণপত্নী সেই দাক্ষণ অভিশাপ
শ্রবণ করিয়া নিস্তান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ‘সূর্য্যের আ
উদয় হইবে না ।’ সতীর কথা মিথ্যা হইবার নহে । সূর্য্য
সূর্য্য উদয় না হওয়াতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল
তখন দেবগণ মহাচিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট সূর্য্যোদয়তায়
যজ্ঞলোপের কথা জানাইলেন । ব্রহ্মা কহিলেন, ‘তোম
দ্বারা তেজের ও তপস্তা দ্বারা তপস্তার উপশম হইয়া থাকে
যখন পতিব্রতার মাহাত্ম্য প্রভাবে সূর্য্য উদয় হইতেছে ন
পতিব্রতা রমণী দ্বারা সূর্য্যের উদয় সাধন করিতে হইবে
ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ মহাদাক্ষী অত্রির সহায়িনী অ
সূর্য্যার নিকট গিয়া সূর্য্যোদয়ের উপায় বিধান করিতে অ
রোধ করিলেন । দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত অনন্য
ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে মধু
বচনে প্রীত করিয়া কহিলেন, ‘তোমার কথায় সূর্য্যের উ
দয় না হওয়ার যজ্ঞলোপ ও সৃষ্টিলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে
সেই জন্ত সূর্য্য উদয়ে তোমার মত চাই । সূর্য্যোদয়ে তোমার
পতির মৃত্যু হইলে ও আমি তাঁহাকে অবিলম্বে পূর্নবৎ দেহ
ও নবকলেবর করিব ।’ অনন্যর কথায় ব্রাহ্মণভাৰ্য্যা স
হইলেন । সূর্য্য উদয় হইল । অনন্যর ও মৃত ব্রাহ্মণকে বাচী
দিলেন । দেবগণ এই কার্যে মহাসন্তুষ্ট হইয়া অনন্যকে ব
দিতে আসিলেন । অনন্য বর চাহিলেন, ‘ব্রহ্মা, বিষ্ণু
মহেশ্বর যেন আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ।’ ব্রহ্মা বি
বর দিলেন ।

যথাকালে অনন্যর গর্ভে ব্রহ্মা সৌমরূপে, বিষ্ণু
ত্রৈরূপে এবং মহেশ্বর হর্ষাসারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন
হৈহয়পতি উক্ত ব্রহ্মার অত্রির অবমাননা করিতে এ

হইরাছিলেন। তাহারি কপনকপ দত্তায়েক অতিশয় সুখিত হইয়া সপ্তম দিবসে অসহ্যর দর্প হইতে বিনির্গত হইলেন। দত্তায়েক অনেক দৈত্যদলন ও শিটের পালন এবং অন্ন বরসেই যোগস্থ হইয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন। তিনি সর্বদাই ঋষিকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া যোগসাধন করিতেন। এক সময় তিনি সংসারসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় বহুকাল সরোবর সলিলে ডুবিয়া থাকেন। কিন্তু ঋষিকুমারেরা কেহই সরোবরতীর পরিত্যাগ করিলেন না, তাঁহার অপেক্ষার রহিলেন। তাঁহাদিগকে ছলনা করিবার জন্ত দত্তায়েক স্তম্ভীর রমণী লইয়া জল হইতে উঠিলেন। সেই রমণীর সহিত মত্তপান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ঋষিকুমারেরা তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, দত্তায়েক মহাপুরুষ, যোগিগণেরও নিয়ন্তা, কোন ক্রিয়াতেই তাঁহার আসক্তি নাই। সুতরাং মত্তপান ও জীসঙ্গে তাঁহাকে দৌব ল্পর্শিতে পারে না। যিনি যোগবিশু ও যোগীশ্বর, যোগীরাও মুক্তিকামনার তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন।

এক সময়ে জম্বুজের সহিত দেবগণের যৌরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে অসুরেরাই জয়লাভ করে। বৃহস্পতির আদেশে দেবগণ দত্তায়েকের আশ্রমে আসিয়া বহু প্রকারে তাঁহার ভূষ্টি সম্পাদন করেন। দত্তায়েকের কথার দেবগণ দৈত্যদিগকে বৃদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু দৈত্যগণের প্রবল আক্রমণে ভীত হইয়া দেবগণ সাহায্যের জন্ত আবার দত্তায়েকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দৈত্যেরাও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেখানে প্রবেশ করিল। দেখিল, মহাবল দত্তায়েক ও তাঁহার পার্শ্বে অগভীর বরগীতা লক্ষী বিরাজ করিতেছেন। লক্ষীর রূপ দেখিয়া দৈত্যগণের মোহ হইল। তাঁহারা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রমণীররূপে শিকার তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তখন দত্তায়েক হাত করিয়া দেবগণকে বলিলেন, সৌভাগ্যবশে তোমরা বিজয়ী হইলে। কেননা বখন লক্ষী দৈত্যগণের সপ্তাদ পরিত্যাগ করিয়া মাথার উত্তিরাছেন, তখন নিশ্চয়ই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় করিবেন। দত্তায়েকের কথার প্রোৎসাহিত হইয়া দেবগণ দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। লক্ষীও তাহাদের মাথা হইতে পড়িয়া দত্তায়েকের পার্শ্ববর্তী হইলেন।

রাজা কান্তবীর্ষ্যাক্ষন এখানে বিবেকের বশবর্তী হইয়া রাগদ গ্রহণ করেন নাই। শেষে দত্তায়েকের উপদেশ গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অলঙ্কৃত

অনেক সান্নিধ্য এই দত্তায়েকসম্বন্ধে বোধগোপনে দাত করিয়াছিলেন। (মাকি পৃ. ১৪১৯ অং) [দত্ত দেখ।]

দত্তায়েকের নামে এই কথাদি অধ্যায়সমূহ প্রচলিত আছে—

অকৃতগীতা, অব্যক্তগীতা, দত্তগীতা, যোগশাস্ত্র, বর্ণপ্রবোধ, বিভাগীতা, স্বাস্থ্যসম্বিত্যপদেশ, দত্তায়েকগোরক ও দত্তায়েকোপনিষৎ। এতদ্ভিন্ন দত্তায়েকভক্ত, দত্তায়েকচক্রিকা, দত্তায়েকপটল, দত্তায়েকসংহিতা, দত্তায়েকস্বন্দর প্রভৃতি তাত্ত্বিক গ্রন্থ দেখা যায়। 'দত্তায়েকমহাপুর্নাবর্ণন' নামক সংস্কৃত পুস্তিকায় দত্তায়েকের পুঁজাদি বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের নিকটও দত্তায়েক পূজা পাইয়া থাকেন। দিগম্বর-মুচর রচিত দত্তায়েকমাহাত্ম্যে এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

দত্তায়েক দৈবভক্ত—বিবাহভূষণনামক সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রণেতা।

দত্তাপ্রদানিক (ক্লী) দত্তত সম্প্রদানং গ্রহণমন্ত্যত দত্তাপ্রদান-ঠনু। অষ্টাদশ বিবাদ পদান্তর্গত বিবাদপদবিষয়। অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার পদের মধ্যে দত্তাপ্রদানিক পঞ্চম, চারিপ্রকার দানমার্গেই দত্তাপ্রদানিক পদার্থান্তর্গত অর্পণ, দান, দত্ত ও অনন্ত এই চারিপ্রকার দানমার্গেই দত্তাপ্রদানিক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

“দত্তাপ্রদানমস্যকং যঃ পুনরানাত্মিচ্ছতি”।

দত্তাপ্রদানিকং নাম ব্যবহারপদং হি তৎ। (নারদঃ)

যিনি দান করিয়া পুনরায় অভ্যাসরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নাম দত্তাপ্রদানিক এবং ইহা ব্যবহার পদের অন্তর্গত। ইহার বিষয় বীরমিজোদরে এইরূপ লিখিত আছে। স্বাবর বস্ত্র প্রতিগ্রহ প্রকাশরূপে করিতে হইবে। “দান সম্বন্ধে বাহা প্রতিপ্রত হই, তাহা অবশ্য দিতে হইবে এবং বাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা অপহরণ কর্তব্য নহে। এইভাবে গ্রহণ না হইলে শুদ্ধ দানমাত্র দত্ত বস্ত্রতে দাতার সম্বন্ধ হইবে না।

ভাগ্য জন্ত দাতার স্ব স্ব নিযুক্ত হইলেও এইভাবে গ্রহণ না করিলে অসম্পূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহার অদান প্রতিবেদ্য দাতার স্ব স্ব পুনরায় উৎপন্ন হয়। অসম্পূর্ণ রূপ দান করিয়া পুনরায় যে গ্রহণেচ্ছা করে, সেই গ্রহণ দত্তাপ্রদানিক ব্যবহার নামে বিখ্যাত। দত্ত হইলেই ইনি গ্রহণ করিবেন, এরূপ নিশ্চয়তাপূর্বক তদ্বদেপে দাতা ভাগ্য করিলে তাঁহার স্ববাদর হয়। কিন্তু প্রতিগ্রহে বিব্রত জানিতে পারিলে ঐ স্ব স্ব জন্মে না। বাজবল্যসংহিতার এইরূপ লিখিত আছে, পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে আত্মীয় ব্যবধান করিতে পারিলে অর্থাৎ বাহাতে উত্তম রূপে

পরিবারদি প্রতিপালিত হয়, এইরূপ ধন রাবিত্য করে দান করিতে পারিবেন, নচেৎ পারিবেন না। পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে সর্বধন দান করিতে পারিবেন না এবং পূর্বে অপরকে বাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছেন, তাহাও দান করিতে পারিবেন না। প্রতিগ্রহ প্রকৃত্ত তাহেই করিতে হইবে। বাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইরাছে, তাহা দান করিবে। দান করিয়া পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না।

“যং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারস্থতাদৃতে।
নাথয়ে সতি সর্বধনং যচ্চাত্তম্যে প্রতিশ্রুতং ॥
প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ ত্যাং দাবরত্ব বিশেষতঃ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতকৈব দত্তাভ্যাপহরং পুনঃ ॥”

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭৮—১৭৯)

দত্তবস্ত্র অপাঙ্গে ভ্রাতৃহত্ব অথবা ক্রোধাদিপূর্বক গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রদানিক।

দত্তানপকর্ষন (স্ত্রী) দত্তত্ব অনপকর্ষ আদানং যত্র। দত্তা-
প্রদানিক।

দত্তামিত্র (পুং) সৌখীর নৃপভেদ। (ভারত আদি ১৩৯ অং)
কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, গ্রীকদিগের নিকট এই শব্দ
Demitrius নামে খ্যাত।

দত্তাবধান (ত্রি) দত্তং অবধানং যেন। অবহিত, মনোযোগী।
দত্তাসন (ত্রি) দত্তং আসনং যেন। প্রদত্তাসন, যাহাকে
আসন দেওয়া হইরাছে।

দত্তি (স্ত্রী) দাতাবে ক্তি। দান। “অপশোকমনাঃ কুটু-
ম্বিনী ময়ুগ্ধীষনিবাপদত্তিভিঃ ॥” (ময়ু ৮।৮৬)

দত্তিক (ত্রি) অন্নোদত্তঃ ঠক্। অন্নদত্ত।

দত্তেয় (পুং) দত্তায়াং অপত্যং পুমান্ দত্ত-ঠক্। ইন্দ্র। (ত্রিকাং)

দত্তোনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদভেদ।

দত্তোলি (পুং) পুলস্ত্যমুনি। (বিষ্ণুপুং)

দত্তে (স্ত্রী) দা-বাহ্ কজন্। ১ ধন। “ইন্দ্রবন্তে মাহিনং দত্তং”
(ঋক্ ৩।৩৬।২) ‘দত্তং ধনং’ (সারণ) ২ হিরণ্য। (নিষক্টু)

“যো দত্তবী উষসো ন প্রতীকম্” (ঋক্ ৩।৫০।৮)

দত্তিম (ত্রি) দানেন নিবৃত্তঃ দা-ক্টি জ্জুর্মপচ্। ১ দান
নিবৃত্ত, দানদ্বারা নিশ্চয়। ২ দত্তকপুত্র।

“মাতা পিতা বা দত্তাতাং যমত্তিঃ পুত্র্যাপদি।

দদুশং প্রীতিনংযুক্তং ন.জ্ঞেয়ো দত্তিমঃ সুভঃ ॥” (ময়ু)

[দত্তক দেখ।]

দদ (ত্রি) দা-বাহ্ শ। দাতা।

দদন (স্ত্রী) দদ তাবে দ্যুট্। দান। (শব্দরং)

দদ্বি (ত্রি) দা-ক্টি। দাতা। “বহুং বহুং মিতো দদ্বি” (ঋক্
১।৮১।৭) ‘দুখা দুখানি দদ্বিহি দাতা’ (সারণ)

দদ্বিত্ত (পুং) দাতা। “রায়স্পোষত দদ্বিত্তারঃ স্তামঃ” (ভরত
৭।১৪) ‘ভে তব দদ্বিত্তারঃ দাতারঃ স্তামঃ’ (মহীধর)

দদ্বশানপবি (ত্রি) অগ্নি, দর্শনীয় আশাদি। “দদ্বশানপবে
হমানন্ত” (ঋক্ ১০।৩৬) ‘দদ্বশানপবে দর্শনীয়আশাদিঃ’
(সারণ)

দদ, ভরতকঙ্কের গুজরবংশীয় কএকজন রাজা এই নামে
পরিচিত। তাঁহাদের আজ্ঞার খোদিত কএকখানি তাম্রশাসন
পাওয়া গিয়াছে। কাহারও হতে, ইহার বলভীরাঙ্গণের
সামন্ত বলিয়া গণ্য। ১ম দদের নাম ব্যতীত আর কিছু জানি-
বার উপায় নাই। ইনি ভরতকঙ্কের ১ম গুজররাজ বলিয়া
খ্যাত। প্রায় ৪৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজ্যশাসন করিতেন।
ইহার পুত্রের নাম জয়ভট বীররাগ। এই জয়ভটের ঔরসে
২য় দদ প্রশান্তরাগ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সময়কাল
৪০০, ৪১৫ ও ৪১৭ শকে উৎকীর্ণ তিনখানি তাম্রশাসন
পাওয়া গিয়াছে। ইনি একজন জ্ঞানী ও সর্বিবেচক রাজা
ছিলেন, ইনি দার্শনিক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন এবং নানা
স্থানে মঠাদি নির্মাণ করিয়া তাঁহার ধর্মমত ও শাস্ত্রীয় উপ-
দেশ প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন।

ইহার পর গুজরবংশীয় কোন কোন রাজা রাজত্ব
করিতেন, তাহার কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।
তাম্রশাসনে (৩য়) দদের উল্লেখ আছে। ডাক্তার বৃহল্লর
মতে ইনি ৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খোদিতলিপি
হইতে জানা যায়, ইনি বিপক্ষ নাগবংশীয়দিগকে পরাস্ত
করেন ও বিদ্রোহপূর্ণ পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার
উত্তরাধিকারী (২য়) জয়ভট বীররাগ। ইহার পুত্রের নামও
(৪র্থ) দদপ্রশান্তরাগ। খেড়া হইতে ৩৮০ ও ৩৮৫ (চেমি)
সম্মতে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে,
তদ্বারা জানা যায় যে (৪র্থ) দদ ৬২৮ হইতে ৬৩৩ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ইনি পরম সৌর ছিলেন এবং
সম্রাট ক্রীর্ষদেবের প্রবল আক্রমণ হইতে বলভীরাঙ্গকে
রক্ষা করেন। তিনি বলভীরাঙ্গকে রক্ষা করিলেও এই সিয়তা
বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বলভীরাঙ্গ (২য়) অবসরে
৬৪৮ খৃষ্টাব্দে গুজররাজধানী তরুতক জয় করিয়া এখানে
তাম্রশাসন অর্পণ করেন। কিন্তু গুজররাজ বেশী দিন
অবনত ছিলেন না, বলভীরাঙ্গ (৪র্থ) ধরসেনের মৃত্যুর পর
(৪র্থ) দদ প্রশান্তরাগ আবার প্রবল হইয়া উঠেন। ইহারই
অনেকাল পরে চালুক্যরাজ গুজররাজ্যের দক্ষিণাংশ অধি-

কার করেন। ঐক্যবাদের পুত্রের নামও অস্বতী। তৎপুত্র (৫ম) দক্ষ বাহুবাহির। বলভী ও চান্দ্রা রাজপুত্রের সহিত ইহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার পুত্রের নামও অস্বতী। ইহার ৪৫৩ ও ৪৮৬ (চেহি) সম্বতে প্রসঙ্গ হই খানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। শেষ অক্ষ ধরিলে ১৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহার পর এই শুভ্রবংশীয়র আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

দক্ষ (পুং) ১ কক্ষপ। (সংকল্পসার উপাং)

২ দদাতি কতুমিতি দদ-বাণু-কঃ বা দরিজ্রাতি হৃগ্-জ্ঞতানেন দরিজ্রা কুপ্রত্যরাভেন লক্ষ্যঃ। স্বপ্নরোগবিশেষ, দাদ্। পর্যায় দক্ষক, দক্ষ, দক্ষ। এই রোগ কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত। ভাবপ্রকাশের মতে, কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কতুমুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উদ্ভূত হইলে, তাহাকে দক্ষ কহে। ইহার চিকিৎসা কুড়, বিড়ল, চক্রমর্দ, হরিজ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ, এই সকল কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ্ ও কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। দুর্কা, মর্ষা (ঔষধবিশেষ), সৈন্ধব, চক্রমর্দ ও নন্দীযুক্ত এই সকল সমভাগে লইয়া কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। তিনদিন প্রলেপ দিলে দক্ষ ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

গণ্ডলক তৃণ, শ্বেতসর্ষপ ও সিদ্ধপাতা এই তিনটি সমভাগ এবং চক্রমর্দ পত্র সমস্ত জ্বেরার বিগুণ একত্র কুট্ট না করিয়া অষ্টগুণ গব্যতর্জি নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ সকল একত্র পেষণ করিয়া বনমুটিয়া দ্বারা দক্ষ স্থান ঘর্ষণ করিয়া সাত দিবস প্রলেপ দিলে দক্ষ বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্রাং)। কুষ্ঠসর্ষপ, ত্রীনিকৈত (তারঙ্গীন তৈল), হরিজ্রা, ত্রিকটু, চক্রমর্দের বীজ ও মূলক বীজ একত্র তক্ষ সহযোগে পিষিয়া দক্ষতে লেপন করিলে দক্ষ আরোগ্য হয়। সৈন্ধব, চক্রমর্দ বীজ, শর্করা, নাগকেশর ও কুম্ভাজিন কপিথ রসের সহিত প্রলেপ দিলে শীঘ্র দক্ষরোগ বিনষ্ট হয়। বর্ণকীরী, ব্যাধিঘাত (সৌদাল), নিরীষ, নিষ, শাল, কুটল, লতাসাল, একত্র কক্ষ প্রস্তুত করিয়া স্নানের পর দক্ষতে ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিবে। ইহাতে শীঘ্র দক্ষ আরোগ্য হয়। (মুক্ত কুষ্ঠাধিকার)। গুরুত্বপূর্ণের মতে একপ্রকার ৩য় জড়ীয়রোগ বিশেষ, হরিজ্রা, হরিতাল, দুর্কা, গোমুত্র ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। (গুরুত্বপূ ১২৪ অং)

ক্ষক (পুং) দক্ষরব-বার্ধক্যক্। দক্ষরোগ।

ক্ষু (পুং) দক্ষঃ দক্ষরোগঃ হস্তি হন-টক্। চক্রমর্দক, দাদিমর্দন।

“দক্ষরোগঃ বোধরসঃ হস্তিকপিবঃ” (ভাবপ্রাং)

দক্ষগ (জি) দক্ষ রক্তাত্ত দক্ষ- (লোমাদিগাদাশিদ্ধা- দিতাঃ শনেনচঃ ১ (পা ৫২১১০০) দক্ষরোগী, দক্ষরোগযুক্ত। দক্ষনাশিনী (জী) দক্ষঃ শাশ্রুতিঃ নশ-গিচ্-শিনি-ভীপ্। তৈলিনীকীট। (রাজনিং)

দক্ষরোগিন্ (জি) দক্ষরোগোহস্তাত্ত দক্ষরোগ-ইনি। দক্ষ-রোগবিশিষ্ট।

দক্ষ (পুং) দরিজ্রাতি হৃগ্জ্ঞতানেনেনতি দরিজ্রা উঃ, রক-রেকারাকারাগাং লোপশ্চ (দরিজ্রাতেষাণোপশ্চ। উণ্ ১১২২) দক্ষ।

দক্ষঘু (পুং) দক্ষঃ হস্তি হন-টক্। দক্ষ, দাদ্।

দক্ষগ (জি) দক্ষ-ন। দক্ষ।

দধম্ব (জি) দধি মতুপ্ বেদে নিপাতনাং দধনাদেশে মত বঃ। দধিবিশিষ্ট।

“অজিহ্বত দধম্বতঃ জুপর্ণত দধম্বতঃ” (অক্ ৩৪৮১৮)

“দধম্বতঃ দধিম্বতঃ” (সায়ণ)

দখালিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মহীকাহার একটি রাজ্য। এখনকার ঠাকুর একজন করদ সর্দার। তিনি বরদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৭০০ টাকা করিয়া ‘ঘাসদানা’ বলিয়া এবং এদের রাজাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা করিয়া ‘কিচ্চি’ (সৈন্তের রসদ) বলিয়া কর দিয়া থাকেন। মহীকাহাতে তাঁহার বংশস্থাপিত হওয়া অবধি তিনি কতক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইহার শিশোদিয়া রাজপুত্র। ইহার প্রথমে রাজপুতানা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। পোরাপুত্র লওয়া সম্বন্ধে ইহাদের কোন বাধা নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যভার গ্রাপ্ত করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঠাকুর এদেররাজের চাকরী গ্রহণ করেন, তৎকাল ৪৮ খানি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে তিনি মারবারের রাজকুমার-নিগের চাকরী করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার এই বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হয়।

দধি (জি) দধাতীতি ধা-কি (ভাষাণ্ঠাং ধাক্-কৃষ্ণগমিজনি নমিত্যঃ। পা ৩২১১১)। হৃদ্বিকার বিশেষ, দুই। পর্যায় ক্ষীরজ, মজল্য, বিরল, পয়স। ইহার গুণ উষ্ণবীৰ্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, দ্রব, কষায়, শুষ্ক, অন্নবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথজনক, মেদোবর্দ্ধক, কক্ষপ্রদায়ক, বলকারক, ওজবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ, প্রতিক্রান্ত, শীতকনামক বিষম্ভ্রম, অভীসার, অকটি ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। দধি পাচ প্রকার, প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় বাহ, তৃতীয় খাভ্র, দধি পাচ প্রকার, প্রথম মন্দ, দ্বিতীয় বাহ, তৃতীয় খাভ্র,

মন্দদধি—যে হৃৎ বিকৃত হইয়া ক্রিষ্ণ পাণ্ডু হয়, অথচ অধাতু রস অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এজন্য আপনা হইতেই বীর রসবিহীন হয়, তাহাকে মন্দদধি কহে। এই মন্দদধির গুণ—মল ও মূত্রসিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক।

বাহুদধি—যে হৃৎ সম্যক্ গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস-যুক্ত হয়, অল্প রস অল্পভব হয় না, তাহাকে বাহু কহে। ইহার গুণ অত্যন্ত অভিযানী, শুক্রজনক, মেদোবর্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুরবিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক।

বাহুদধি—যে হৃৎ গাঢ় হইয়া স্নেহ কষায়সংযুক্ত মধুর অন্নাদি হয়, তাহাকে বাহুদধি কহে। বাহুদধির গুণ দধির সামান্য গুণের ভাৱ।

অন্নদধি—যে দধি মধুরতাবিহীন হইয়া অন্নরস পাওয়া যায়, তাহাকে অন্নদধি কহে। ইহার গুণ—অম্লিদীপক, রক্তপিত্তবর্ধক ও কফবর্ধক।

অত্যন্নদধি—যে দধি ঝাড়া দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ এবং কঠা-দিত্তে দাঁহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অত্যন্নদধি কহে। ইহার গুণ—অম্লিদীপ্তিকারক এবং রক্তপিত্তজনক।

গবাদধি—মধুর রস, বলকারক, রুচিজনক, পবিত্র, অম্লিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক এবং বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গবাদধিই অধিক গুণবিশিষ্ট।

মহিবদধি—অতিশয় স্নেহযুক্ত, কফকারক, বায়ু ও পিত্ত-নাশক, মধুরবিপাক, অভিযানী, শুক্রবর্ধক, গুরু এবং রক্ত-দুবক।

ছাগদধি—অতিশয় সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অম্লিদীপ্তি-কারক এবং শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কৃশরোগে হিতকর।

পক্‌হৃৎ দধি—পক্‌হৃৎ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং ধাতুসিস্নুহের বলকারক।

নিঃসার হৃৎ দধি—অসার হৃৎ অর্থাৎ যে হৃৎ হইতে মাখন তোলা হইয়াছে, সেই হৃৎজাত দধি ধারক, শীতবীৰ্য্য, বায়ু-বর্ধক, লঘু, বিষ্টভী, অম্লিদীপ্তিকারক, রুচিজনক ও গ্রহণী-রোগনাশক।

গালিতদধি—যে দধির মাত বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই দধি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, কফকারক, গুরু, বলকারক, পুষ্টিজনক, রুচিজনক, মধুর রস এবং অতিশয় পিত্তজনক নহে।

শর্করাযুক্ত দধি—(চিনিগাড়া দই), এই দধি দধির মধ্যে স্রষ্ট গুণদায়ক, ইহাতে পিপাসা, রক্তপিত্ত ও দাঁহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শুভ্রযুক্তদধি—বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক, শরী-

রেয় উপচরকারক, তৃপ্তিকর এবং কফ, বায়ুনাশক। তাহা ভোজন করিবে না, একান্ত ভোজন করিতে হইলে জল, চিনি, দুগ্ধ, স্থণ, মধু অথবা আমলকী ইহাদের কোন এক দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে হইবে। ঐ করিয়াও রাজিতে ভোজন করা হইতে পারে। দধি রাজি নিষিদ্ধ হইলেও যত প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া সেবন করি তাহা দোষাবহ হয় না। কিন্তু রক্তপিত্ত ও কফোত্তরো জল বা যতসংযুক্ত দধিও অপ্রশস্ত।

হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি সেব করিলে শরীরের হিত সাধিত হয় এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বস এই তিন ঋতুতে দধি ভোজন করিলে প্রায়ই অহিতক হইয়া থাকে। দধিশ্রয় ব্যক্তি যদি নিয়ম অতিক্রম করিয়া সেবন করে, তাহা হইলে অন্ন, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডু এবং উগ্রকামলারোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। দধির উপরিষিত স্নেহসম্বিত বনীভূত পদার্থকে দধির বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মূত্র বা মাত্র বলে। দধির মধুর রস, গুরু, শুক্রবর্ধক এবং বায়ু ও অম্লপ্রণালক। ঐ অন্ন রসাধিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, অরুচি-নাশক, স্রোতঃসমূহের শোধনজনক, আল্লাদজনক, কফর, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অব্ৰূষা, প্রীতিজনক এবং শীত্ৰই সঞ্চিত মলবিরেচক। (ভাবপ্রকাশ)

অতুতে দধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—দধি বি-প্রকার মধুর, অন্ন ও অত্যন্ন, পশ্চাৎ কষায়। ইহা স্নি-উষ্ণ এবং পীনস, বিষমজর, অতিসার, অরুচি ও মূত্রর-রোগশাস্তিকর, তেজস্কর, প্রাণকর ও মজ্জাস্থক। মধুর রস হইলে চক্ষুরোগ জন্মায় এবং কফ ও মেদ বৃ-করে। অন্নরস হইলে পিত্তস্রোতার বৃদ্ধি করে, অত-হইলে রক্ত দূষিত করে। মন্দজাত হইলে অর্থাৎ ত-করিয়া না খসিলে বিদাহী হয়, গলা জালা করে ও তদা-মল, মূত্র, বায়ু, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হয়।

গবাদধি—স্নিগ্ধ, মধুর, অমিকর, রুচিকর এবং পবি-ছাগদধি—লঘু, কফ, পিত্তের শাস্তিকর, বায়ুজনিত প-রোগের নিবৃত্তিকর, অর্শ, শ্বাস ও কাসরোগের হিত-এবং অধিকর।

মহিবদধি—মধুর, বৃষ্য, বায়ুপিত্তের শাস্তিকর, ক-বর্ধক এবং স্নিগ্ধ।

শুভ্রদধি—পাকে কটুয়স, কাসরূক, শুক্রপাক ও বর্ণ-এবং বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, কুবি ও উদরীরোগে শাস্তিকর।

আবিক দধি—যেবছরের দধি বাত, রেয়া ও অর্ধ বুদ্ধিকর, রসে ও পাকে মধুর, চক্ষুরোগকর এবং দোষবর্জক।

বোটকীর দধি—অমিকর, চক্ষুরোগ ও বাতবর্জক, রুক্ষ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্রনাশক।

নারীদধি—মিষ্ণু, বিপাকে মধুর, বলকর, তৃপ্তিকর, ভার, চক্ষুর হিতকর এবং দোষশাস্তিকারক।

হস্তিনীর দধি—লঘুপাক, কফর, উষ্ণবীৰ্য, অজীর্ণকর এবং মলবর্জক। গব্য প্রভৃতি যে সকল দধির বিষয় এস্থলে বলা হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ। গব্যদধি স্বাদু ও বজ্রপূত বা এক্ষে হাঁকা হইলে শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বায়ুর শাস্তি করে, রেয়া বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহাতে পিত্ত কুপিত হয় না। দধির সর গুরুপাক, বৃদ্ধ, বায়ুর শাস্তিকর, অমিকর এবং কফ ও গুরুবর্জক। দধি অসার হইলে অর্থাৎ মেহভাগ না থাকিলে রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুবর্জনকর, অমিকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রায়ই অপ্রশস্ত। হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাকালে দধি ভক্ষণ প্রশস্ত। দধি-মস্ত অর্থাৎ দধির মাত বা নিঃসৃত জল তৃষ্ণা ও রুস্তিনাশক, লঘু, শরীরের ভারশোধনকর, অম্ল, কষায়, মধুর, বাতরেয়ায় শাস্তিকর, কিন্তু তেজোবর্জক নহে। প্রহ্লাদকর, তৃপ্তি, বল ও রুচিকর এবং মলভেদক। এই দধিবর্গে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা সপ্তপ্রকার দধির অন্তর্ভূত আনিতে হইবে। স্বাদু, অম্ল, অত্যম, মন্দজাত, পকুদ্ভজাত, দধিরস এবং অসার এই সাত প্রকার দধি। ইহাদের মস্ত ও দধির স্থার গুণকারী। (সুশ্রুত)

শরৎকালে দধির গুণ—গুরু, অম্ল ও রক্তপিত্তবর্জক, শোক, তৃষ্ণা, জ্বর, শূল ও বিষমজরকারক।

হেমন্তকালে দধিগুণ—গুরু, মিষ্ণু, মধুর, কফকৃৎ ও বলবর্জক, বৃদ্ধ, মেধা, পুষ্টি, তৃপ্তি ও বুদ্ধিদায়ক।

শিশিরে দধিগুণ—অম্ল, মধুর, গুরু, বৃদ্ধ, বলকারক, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

বসন্তে দধিগুণ—মধুর, মিষ্ণু, কিছু অম্ল, শককারক, বল ও বীৰ্যনাশক।

গ্রীষ্মে দধিগুণ—লঘু, অম্ল, উষ্ণ, রক্তপিত্তকারক, শোণ, লম ও পিপাসাকারক।

বর্ষায় দধিগুণ—শীতল, শোণ, বাত, ভ্রম, ভ্রম ও অতিসারনাশক। (রাজবল্লভ) পীনস, অতিসার, শীতক, বিষমজর, অরুচি, গুজ্জর, ও কৃশতারোগে হিতকর। (হারীত ৮ অ°)

২ বজ্র। (হেম)

VIII

দধিকুর্শ্ব (পুং) দধিসংহারকং কুর্শ্ব। দধিসংহারকং বৈদিক কুর্শ্বভেদ। “দধিকুর্শ্ব চরতি প্রবর্ত্যবাং৫৭” (আখ° শ্রীঃ ৫১৩০১) ‘দধিকুর্শ্ব নাম কুর্শ্ববিশেষঃ’ (নারায়ণ)

দধিকুচ্চিকা (স্ত্রী) দধিভাজা কুচ্চিকা, বা অর্দ্ধোদকোচ্চক্ষেদধ্যায়সংযোগাৎ জাতা। দ্রব্যবিকারভেদ, ছান।

“দধা সহ পয়ঃ পকং যৎ জাৎ সা দধিকুচ্চিকা।” (বৈতকরসম্মালা)

পকুদ্ভ দধির সহিত মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ গরমহুখে অম্ল মিশ্রিত হইলে যাহা হয়, তাহাকে দধিকুচ্চিকা কহে। ইহার গুণ—বাতনাশক, গ্রাহক, রুক্ষ ও হুঁজর। (রাজবল্লভ)

দধিক্রা (পুং) দধিঃ দধদন্তং ধারয়ন্ সনুক্রামতি, ক্রম-বিটু অন্তত্যাং। ১ অধরূপ অম্যায়্যক দেবভেদ, অধরূপী অধি-রূপ দেবতা। “দধিক্রামদকছাবিশ্বকৃষ্টিং” (ঋক্ ৪।৩৮।২) ২ অখ। “আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টিঃ” (ঋক্ ১০।৩০।২)

দধিক্রাবন্ (পুং) দধিঃ দধৎ ক্রামতি ক্রম-বনিপ্ অন্তত্যাং। অধরূপ অম্যায়্যক দেবভেদ। “দধিক্রাবণে অকারিষং জিহোরথস্ত বাজিনঃ” (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৩।১৭) “দধিঃ দধৎ ধারয়ন্ ক্রামতীতি দধিক্রাবা, ক্রমবনিপি বিভিনো রহুনাসিকছাদিতি। মকারস্তাকারঃ, তস্ত দধিক্রাব্ণঃ এতৎসংজ্ঞকস্ত অধরূপদেবস্ত” (ভাষ্য°)

দধিগ্রাম, ত্রীকৃষ্ণের একটা লীলাস্থান। (ত্রিভুবনলীলা°)

দধিচার (পুং) দধি চারয়তি চালয়তি চর-গিচ্-অণ্। মহান্ দত্ত, দধিমহনদত্ত। পর্যায়—বৈশাখ, তক্রাট, করঘর্ষণ। (হারাবলী)

দধিজ (স্ত্রী) দধো জারতে জন-ড। নবনীত।

দধিথ (পুং) দধিবর্ণো দ্রব্যান্তিষ্ঠত্যান্মিন্, স্থা-ক, পৃষোদরা-দিভ্যাং সাধুঃ। কপিথ, কতবেল। [কপিথ দেখ।]

দধিথাথ্য (পুং) দধিথং আখ্যাতি কপিথজ্বাৎ অম্লকরোতি আ-খ্যা-ক। সরলজ্ব, লোবান।

দধিধেনু (স্ত্রী) দধিনির্দিতা দেহুঃ। দীনার্থকল্পিত দধিকুন্ত-নির্মিত দেহুভেদ। ইহার বিষয় হেমাজির দানখণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে—যে স্থানে এই কল্পিত দেহু প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থান ভাল করিয়া গোময়ে উপলিষ্ট করিবে। পুষ্পাঘাটা শোভিত একখানি গোচর্ম রাখিবে, পরে মাটিতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণাজিন আতীর্ণ করিতে হইবে এবং খাছের উপর দধিকুন্ত স্থাপিত করিতে হইবে। ইহার বৎসও কল্পনা করিয়া তাহার মুখ সুবর্ণময় করিবে। পরে দেহুর প্রশস্ত পত্রাঘাটা শ্রবণ, সুস্তাকলধারা চক্ষু, চন্দন ও অঙ্কুর দ্বারা শূল, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, ত্রীখণ্ডে শ্রাণ, কলমুলে দত্ত, তাম্রাঘাটা পৃষ্ঠ, দর্ভাঘাটা রোম, হৃদয়

পুঙ্খ, সূর্যের শব্দ, রৌপ্যের শব্দ, নবনীতের স্তন ও ইক্ষুবারা পান প্রভৃতি করিবে। তাহার পর দেখুকে সর্কাতরপ সংযুক্ত করিতে হইবে। পরে এই দেখুকে বস্ত্রযুগ্ম ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। জিতে-জিহ্ম ও সকল গুণসম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণকে দধিক্রাবো-ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া দান করিবে এবং ঐ ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাছকা প্রভৃতি দিতে হইবে। এই প্রকার দধিময় দেখু যিনি দান করেন এবং সেই দিন দধি ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় এবং পূর্বে দশ, অশ্বত্থ দশ ও নিজে এই একবিংশ পুরুষ বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। যেখানে নদীসকল মধুবাহিনী, পারস্যের কদম্ব এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন, দাতা সেই স্থলেই গমন করেন। (হেমোজিঃ দানবৎ বরাহপুং) যিনি ইহা তত্ত্বপূর্বক শ্রবণ করেন * তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন।

দধিপয়স্ (ক্ৰী) দধি চ পয়স্চ। দধি ও পয়, এই শব্দ দ্বিভা-
নাত্ম। 'জাতিরপ্রাণিনাঃ' পানিনির এই শব্দে ইহাদের
সমাহারব্ধের প্রাপ্তি ছিল অর্থাৎ সমাহার ব্ধ হইতে
পারিত, কিন্তু 'পয় আদীন' এই শব্দে পয়ঃ প্রভৃতির নিষেধ
হইল অর্থাৎ সমাহার ব্ধে একবচন হইতে পারিত, কিন্তু
তাহা না হইয়া দধিপয়স্ প্রভৃতি দ্বিভাচন হইবে।

- * "দধিধেনোঃসমাহারজ বিধানঃ শৃণু নাস্ত্রতঃ।
অনুলিপ্তে মহাভাগে গোময়েন নরাধিপ।
গোচর্মহাজে কু পুংঃ পুষ্পপ্রকরশোভিতে।
কুশৈরাত্মীর্ষ্যবহুধাঃ কৃকাজিনকুশোভিতঃ।
দধিকৃত্যঃ সসংস্কার্য সদা ধাতচরোগরি।
চতুর্ধাংশেন বৎসস্ত সৌবর্ধমুখমণ্ডিতঃ।
আচ্ছাদ্যবস্ত্রযুগ্মেন পুষ্পগঠৈস্ত পূজিতাঃ।
'ব্রাহ্মণায় কুলীনায় সাধুভৃত্যায় ধীমতে।
কমাদিত্যপুস্তায় দদ্যাত্তাঃ দধিধেনুকাঃ।
পুঙ্খদেগোপবিষ্টায় মুজিকা কর্ণমাজটকঃ।
পাছকেপানহো ছত্রং দদ্বা মন্ত্র মনুস্মরেৎ।
দধিক্রাবৌতি মন্ত্রেণ দধিধেনুং প্রদাপয়েৎ।
এবং দধিময়ীঃ দেখুং দদ্বা রাজর্ষিসত্তম।
একাহারো দিনং তিষ্ঠেৎ দদ্বা চ নৃপনন্দন।
যজ্ঞমনো বসেজ্জাজন্ম ত্রিরাত্রজ দ্বিজোত্তম।
দ্বীরমাতাঃ প্রপত্তস্তি তে বাস্তি পরমাঃ পতিঃ।
যত্র কীরবহা নদাঃ যত্র পারসকর্দমাঃ।
মুনয়ঃ বরয়ঃ সিদ্ধান্তজ গচ্ছন্তি দেখুধাঃ।
ব ইদং শ্রাবয়েত্তজ্য শৃণুবাষপি মানবঃ।
সোমব্রহ্মধকলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।" (বরাহপুং)

দধিপয় আদি (ক্ৰী) দধিপয় আদিবর্ত। সমাহারব্ধ
নিষেধ নিমিত্ত শব্দবচন পপভেদ। এই গণের সমাহার ব্ধনিষেধ
হইয়াছে। দধিপয়স্, মধুসপিস্, ব্রহ্মপ্রজাপতি, শিববৈশ্রবৎ,
স্বন্দবিশাখ, পরিত্রাট কোশিক, প্রবর্তা উপসদ, ভরুক,
ইথাবর্হিস্, দীক্ষাতপস্, শ্রদ্ধাতপস্, মেধাতপস্, অধ্যয়নতপস্,
উদ্বল মূল্য, আদি অবসান, শ্রদ্ধামেধা, ঋক-সাম, বাহুবল,
ইহার দধিপয় আদিগণ। (পানিনি)

দধিপুষ্পিকা (ক্ৰী) দধীষ শুভ্রঃ পুষ্পমন্তাঃ কপ্, টাণি
অতইত্বং। শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনিং)

দধিপুষ্পা (ক্ৰী) দধীষ পুষ্পমন্তাঃ, জাতিত্বাৎ ভীষ্ম ১ কো-
শির্ষী। ২ শ্বেতাপরাজিতা।

দধিপূপ (পুং) দধিপকঃ পূপঃ। অপূপভেদ, পিষ্টকবিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী—শালিতণ্ডুল চূর্ণ করিয়া দধিতে মর্দন করিবে,
পরে উহা স্বতে পাক করিতে হইবে। পরে পকণ্ডের
সহিত গোলাকারে প্রস্তুত করিতে হইবে, এইরূপ করিলে
দধিপূপ হইবে।

"শালিপিষ্টং যুতং দদ্বা মর্দয়িত্বা যুতে পচেৎ।

বেষ্টয়েৎ পকণ্ডেন সূর্য্যন্তং দধিপূপকং॥

দধিপূপো গুরুবৃদ্ধাঃ বৃংহনোহনিলপিতহা।

হৃতোহগ্নিজলনশ্চৈব বিশেষাদ্ধকটিকারকঃ॥" (পাকশার)

ইহার গুণ গুরু, বলকারক, বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক,

অম্লজনক ও রুচিকর।

দধিপূর্ব্বমুখ (পুং) দধিপূর্ব্বং মুখং যন্ত। দধিমুখা [দধিমুখ দেখা]

দধিফল (পুং) দধীষ শুভ্রোজ্যবঃ কলে যন্ত। কপিথ, কতলো।

কতবেলের রস দধির ছায় অন্ন হেতু ইহার নাম দধিফল।

দধিমগু (পুং) দধঃ মগুঃ। দধির মস্ত, দধির মাত [দধি দেখা]

দধিমগোদ (পুং) দধিমগুইব উদকং যত্র, উদক

উদাদেশঃ। দধিসমুজ। "দধিমগোদএবাজ্জ" বিজ্ঞো

বারিজাসনঃ।" (হেমোজিঃ)। এই সমুজের জল দধির মাত্রে

জায়, এইজন্ত ইহার নাম দধিমগোদ হইয়াছে।

দধিমুখং (পুং) দধিবৎ শুভ্রং মুখং যন্ত। এক বানর, হুগ্রী

বের মাতুল। এই বানর মধুরনের রক্ষক ছিল, হনুমান্ প্রভৃতি

বানরগণ সীতার সংবাদ পাইয়া এই বনে উৎসব করে। দধি

মুখ প্রথমতঃ বানরদিগকে নিষেধ করে, কিন্তু বানরো

ইহার কথা না শুনিয়া ইহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্চিত করে।

(রামায়ণ ৩।৩২, ৩৩, ৩৪ সর্গ)

দধিবর্ত্ত (পুং) দধিবৎ বক্তৃৎ যন্ত। দধিমুখ।

দধিবৎ (জি) দধি অন্ত্যায় মতুপ্ বেদে মন্ত বঃ। দধিবৎ

"অপূপবান্ দধিবাংস্করুরবসীদতু" (অথং ১৮।১১৭) গোপিক

এরোগে মন্থানে ব হইবে না, দধিমৎ এইরূপ পদ হইবে, ক্রীলিঙ্গ ভীপু হইবে। বৈদিক এরোগেই কেবল দধিবৎ হইবে। দধিবামন (ক্ৰী) ১ শালগ্রাম মূর্তির মধ্যে বামনমূর্তিতেদ, ইহার লক্ষণ—

“অতিক্রুদ্রং বিচক্রক নবীননীরদোপমং।

দধিবামনকং জেরং গৃহিণীকং সুখপ্রদং ॥”

(ব্রহ্মবৈবং প্রকৃতিখং)

ইহার আকৃতি ক্ষুদ্র, বিচক্রবৃত্ত ও নবীন নীরদ তুল্য বর্ণবিশিষ্ট। এই মূর্তি গৃহীদিগের সুখজনক, অর্থাৎ গৃহী যদি এই মূর্তি পূজা করে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে সুখ লাভ হয়। (পুং) ২ দধ্যোদন অর্য্য হবনীর বামনভেদ, বামনকে দধ্যোদন দ্বারা হোম করিলে সকল প্রকার দুর্গতি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

“দধ্যোদনেন শুক্লেন ছত্ৰা মুচ্যতে দুর্গতঃ।

দ্বত্বা জৈবিকমং রূপং জপেন্নম্ননমুখী ॥”

(তত্ত্বসার দধিবামনপ্রং)

দধিবারি (ক্ৰী) দধঃ বারি ৬তং। দধিমন্ত, দধির মাতৃ।

দধিবাহন (পুং) অঙ্গনামক রাজার পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অং)

দধিশোণ (পুং) বানর। (জিকাং)

দধিষাযা (পুং) দধিভুক্তি সো-আযা, ততোবৎ নিপাং সাধুঃ (দধিষাযাঃ উৎ ৩৯৭) যুত। (উজ্জল)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর রচিত ‘দধ্যোতেরাযা’ ধা-ধাতু আযা, বিব, অকাগম এইরূপে দধিষাযা পদ সাধা হইয়াছে।

দধিসক্ত (পুং) দধ্যুপসিক্তাঃ সক্তবঃ। দধ্যুপসিক্ত সক্ত, দধিমিশ্রিত ছাতৃ। এইশব্দ বহুবচনান্ত হয়।

“কন্দুপকুনি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ।” (তিথিত্য কুর্খপুং)

দধিসর (পুং) দধঃ সরঃ। দধিস্নেহ।

দধিসার (পুং) দধঃ সারঃ। দধিসার, নবনীত।

দধিস্কন্দ (পুং) তীর্থভেদ।

দধিস্নেহ (পুং) দধঃ স্নেহঃ। দধির সর, দইয়ের সর। পর্যায়—

দধিসর, সর, দধ্যুত্তরপ, কটুর। [শুণ দধি শব্দে দেখ।]

দধিস্বেদ (পুং) দধঃ স্বেদইব। ঘোল।

দধীচ (পুং) দধীচিমুনি। (শুকভেদপ্রং) শুক্রাচার্য্যের এক পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপুং উৎ ১৯০)

দধীচান্দ্র (পুং) দধীচান্দ্র অস্থি। ১ বজ্র। ২ হীরক।

দধীচি, একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যাঙ্ক এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি এই উভয় নামে খ্যাত। বাক্কের নিক্কের মতে, ইনি অথর্কীর পুত্র, সেই অস্ত্র অথর্কণ নামে ঋগি বেদে পরিচিত। (নিক্ক ১২৩৩) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের

মতে, দধীচি শুক্রাচার্য্যের পুত্র, সরস্বতী হইতে দধীচির সারস্বত নামে পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুং উৎ ১ম অঃ) কোন কোন পুরাণমতে অথর্কের ঔরসে কন্দমকতা শাস্তির গর্ভে ইহার জন্ম। ঋকসংহিতার দুইটা ঋকে দধীচ সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

“দধ্যাঙ্ক হ ব্রহ্মধাথর্বণো বামমন্ত্রী শীর্ষা প্র বদীমুবাচ ॥”

(১১১৩১২)

যে অথর্কীর পুত্র দধীচ অম্মমন্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে (অশ্বিষ্যকে) মধুবিজ্ঞা শিখাইয়াছিলেন।

“অথর্কণায়াশ্বিনা দধীচেহাং শিরঃ প্রোত্ভারয়তম্।

স বাং মধু প্রোবোচদৃত্যয়ন্তাষ্ট্রং বদন্তাবপিকক্যং বাম্ ॥”

(ঋক ১১১৭১২২)

হে অশ্বিষ্যগণ! আপনারা অথর্কণ দধীচির (স্বন্ধে) অম্মের মন্তক যুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনিও সত্য পালন করিয়া স্বর্গার * নিকট হইতে লব্ধ মধুবিজ্ঞা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন; হে দম্ভষয়! সেই বিজ্ঞা আপনাদিগের অপিকক্যরূপ হইয়াছিল।

সারণ প্রথমোক্ত ২২ ঋকের ভাষ্যে শাটায়ান ও বাজ-সনেরপ্রপঞ্চ হইতে এইরূপ উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন—

‘ইজ্রো দধীচে প্রবর্গ্যবিজ্ঞাং মধুবিজ্ঞাং চোপদিষ্টা বদামমন্তমৈ বক্ষাসি শিরন্তে ছেৎতামীত্বাবাচ। ততোহশ্বিনাবথ শিরশ্চিহ্না দধীচঃ শিরঃ প্রচ্ছিত্তাত্ত্র নিধায় তত্রাথাং শিরঃ প্রোত্ভাযতঃ। তেন চ দধ্যাঙ্ক ঋকঃ সামানি যজুঃবিচ প্রবর্গ্যবিষয়াদি মধুবিজ্ঞাপ্রতিপাদকং ব্রাহ্মণং চাশ্বিনাবধ্যাপয়ামাস। তদ্বিজ্ঞো জ্ঞাত্বা বজ্রেন তচ্ছিরোহচ্ছিনৎ। অশ্বাশ্বিনৌ তস্ত স্বকীরৎ মাহুৎসং শিরঃ প্রোত্ভাযতামিতি’

ইজ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিজ্ঞা ও মধুবিজ্ঞা উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, ‘যদি এ বিজ্ঞা আর কাহাকেও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার শিরচ্ছেদন করিব। অশ্বিষ্যগণ দধীচের শিরচ্ছেদন করিয়া অস্ত্র রাখিয়া সেই স্থানে ঘোড়ার মাথা পরাইয়া দিয়া ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন প্রবর্গ্যবিজ্ঞা ও মধুবিজ্ঞাপ্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলেন। ইজ্র তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পর সেই মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অশ্বিষ্যগণ তাঁহাকে পুনরায় তাহার নিজের মাহুৎসের মাথা পরাইয়া দিলেন।

ঋগ্বেদে অপর দুই স্থলে দধীচির মন্তকাহি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

* সারণ এখানে ‘স্বর্গার’ শব্দের অর্থ ‘ইজ্র’ লিখিয়াছেন।

+ সারণ ‘অপিকক্য’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, ‘প্রবর্গ্যবিজ্ঞায়া রহত’।

“ইহো দধীচো অশ্বতিব্রাজ্যান্তিকুটঃ।

জ্ঞানান নবতীর্নবঃ” (১।৮।১৩)

“ইচ্ছন্নশ্বত যচ্চিরঃ পর্শতেষুপশ্রিতঃ।

তব্রিদক্ষর্ষণাবতি ॥” (১।৮।১৪)

প্রতিকূল শব্দরহিত ইন্দ্র দধীচির অস্থিধারা-নবগুণ নবতিবার (৯৯বার) ব্রহ্মগণকে বধ করিয়াছিলেন। পর্শতে ব্রুকায়িত দধীচির অশ্বমন্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মন্তক শর্যগাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত ঋক্‌স্বয়ং সন্ধে শাটায়নির এক ইতিহাস আছে—

“আথর্বগত দধীচো জীবতো দর্শনেনানুস্রাঃ পরাবভুবুঃ।
অথ তস্মিন্ স্বর্গতেহুস্রৈঃ পূর্ণা পৃথিব্যভবৎ। অথেন্দ্র-
শৈবস্রৈঃ সহ যোদ্ধুশশ্রুৎসংমুখিমমিচ্ছন্ স্বর্গং গত ইতি
শ্রাব। অথ পপ্রচ্ছ ভজত্যারোহ কিমশু কিকিৎ পরিশিষ্ট-
মদমন্তীতি। তস্মা অবোচন্ অশ্বোতদাশ্বঃ শীর্ষং যেন শির-
সাশ্চিভ্যাং মধুবিভ্যাং প্রাতরীৎ। তত্ত্ব ন বিদ্য যজ্ঞাতবদিতি
পুনরিস্রোহতরীৎ তদমিচ্ছতেতি। তচ্ছাঈষিষুঃ। তচ্ছর্ষণা-
বতানুবিভ্যা জহুঃ। শর্যগাবজ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্থ জঘনাদি
সরঃ স্রুজতে। তস্মা শিরসোহস্থিভিরিস্রোহস্রাজ্জঘানেতি।”

অপর্যায় পুত্র দধীচিকে পুনর্গায় জীবিত দেখিয়া অশ্রুগণ দেবতাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পরে দধীচি স্বর্গ-
গত হইলে ঐ অশ্রু সকল পৃথিবীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর ইন্দ্র ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অশক্ত হইয়া দধী-
চিকে অশেষণ করিতে লাগিলেন, এইস্থানে দধীচিকে না পাইয়া স্বর্গে গমন করেন এবং সেই স্থানে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘দধীচির অবশিষ্ট অঙ্গ কোথায়?’ তাঁহারা বলিয়াছিলেন, দধীচির অশ্বরূপ মন্তক আছে, যে মন্তক দ্বারা তিনি অশ্বধরকে মধুবিভ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, আমি তাহারই অশেষণ করিতেছি। সেখানকার লোকেরা কহিল, তাহা কোথায় আছে, আমরা বলিতে পারি না। ইন্দ্র তাহাদিগকে উহা অশেষণ করিতে বলেন, তাহার অশেষণ করিয়া শর্যগাবৎ নামে কুরুক্ষেত্রের জঘনাদি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে ইন্দ্র এই মন্তকের অস্থি দ্বারা অশ্রুদিগকে ছন্দ করিয়াছিলেন।

ভাগবতেও দধীচির অশ্বশির সন্ধে উপাখ্যানের আভাস পাওয়া যায়। ত্রীধরস্বামীও সাধারণতঃ এই উপাখ্যানটী প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ভাগ-
বত ৬।১১ অঃ ও ত্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য)

মহাভারতে লিখিত আছে,—দক্ষ যে সময় হরিহারে শিব-
হীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় ইনি তাঁহাকে অনেক

বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষ তাঁহার কথার কর্ণপাত না করায় ক্রুদ্ধতরু দধীচি যজ্ঞসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইহার শিষ্য নন্দী ইহার নিকটই শিবমন্ড্রে দীক্ষিত হইয়া শিবপার্বদরূপে পরিচিত হন।

এক সময় দধীচি তপোমুঠান করিতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অলম্বুধা অপ্সরাকে ইহার যোগতরু করিতে পাঠান। যে সময় ইনি সরস্বতীতীরে তপস করিতেছিলেন, সেই সময় অলম্বুধা তাঁহার লম্বুখে উপস্থিত হইলেন। অলম্বুধাকে দেখিয়া দধীচির রেতঃস্রাব হইল। তাহাতে এক পুত্র জন্ম, এই পুত্রের নাম সারস্বত। দেবগণ ব্রহ্মাসুরের ভয়ে উৎপীড়িত হইয়া জানিতে পারিলেন যে দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র না হইলে ব্রহ্মের বিনাশ হইবে না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ইহার নিকট গিয়া অস্থিভিক্ষা চাহিলেন। যে ইন্দ্র দধীচির ঘোরতর শত্রুতা করিয়াছিলেন, দধীচি এখন তাঁহারই উপকারের জন্ত দেহ ত্যাগ করিলেন। অদি-
পুত্রাণের মতে, শুধু বজ্র নয়, দধীচির অস্থিতে বহু অস্ত্র নির্মিত হইয়াছিল।

দধীচ্যস্থি (কৌ) দধীচেরস্থি। ১ দধীচি মূনির অস্থি। এই মূনির অস্থিতে বজ্র নির্মিত হয়। ২ বজ্র। ৩ হীরক। [দধীচি দেখ।]
দধীমুখ (পুং) বানরভেদ। [দধিমুখ দেখ।]

দধুম্ (ত্রি) ধ্বজাভীতি, ধ্বং-কিন্, দ্বিতাদিকঞ্চ নিপাতনং
সিদ্ধং (ঋত্বিক্ দধুগিতি। পা ৩।২।৫৯) ১ ধুট, নির্লজ্জ,
বেহারা। ২ ধ্বংক। “বাজেযু দধুং কবে” (ঋক্ ৩।৪২।৩)
‘দধুং শক্রুণামভিতাবক’ (সারণ)

দধুমনি (ত্রি) দধুগিবাচয়তি দধুং-কিপ্, ততো বাহুলকাৎ
বনি। ধ্বংক, অভিভাবক। “সাহসি মধুষ্টং চিহ্ন দধুমনি”
(ঋক্ ৮।৫০।৩)

দধু (পুং) দধতে জীবভ্যাঃ পাপপুণ্যফলাফলং দধীভীতি যৎ
দানে-বাহুলকাৎ ন। যম, চতুর্দশ যমের মধ্যে একজন।

“ঐত্বদ্ব্যস্তর দধ্যায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ॥” (যমতর্পণময়)
দধ্যাক্ষ (পুং) দদিং ধারকং অক্ষতি অন্ত-কিপ্। অর্থ
অধির পুত্র দধীচিমুনি। “দধ্যাক্ষ যমধ্বাধর্বণো বায়ম্”
শীর্ষা প্র যদীমুবাচ” (ঋক্ ১।১১।১২)

ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিভা ও মধুবিভা উপদেশ দি-
বলিয়া দিয়াছিলেন, তুমি যদি এই বিভা কাহাকেও উপদে-
দাও, তাহা হইলে তোমার মন্তক ছেদন করিব। পৈ-
অশ্বধর দধীচের মন্তক ছেদন করিয়া তাহাতে অশ্বের রক্ত
সংযুক্ত করেন এবং দধীচের মন্তক অস্ত্রস্থলে রক্ষা করে
এইরূপে ইহার নিকট প্রবর্গ্যবিভা ঋক্ সাম ও যজুঃ প্রদা

শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহা তাহা জানিতে পারিয়া অশ্বের মস্তক বস্ত্রদ্বারা ছেদন করেন। অশ্বিষয় তাহাকে পুনরায় তাহার নিজের মস্তক সংযোজিত করিয়া দেন।

(খৃস্ট ১১১৩১২ সায়ণ) [দধীচি দেখ।]

দধাম (ক্ৰী) দধাপসিক্তঃ অন্নঃ। দধিমিশ্রিত অন্ন।

“দধামঃ পায়সকৈব শুভপিষ্টঃ সমোদকং।”

(যাজ্ঞবল্ক্য ১২৮৮)

দধাকর (পুং) দধঃ আকরঃ ইব। দধিসমুদ্র। (শব্দার্থকঃ)
দধানী (ক্ৰী) দধিবৎ উভ্রতাঃ। আনয়তি আ-নী-কিপ্।
সুদশনা, সুদর্শন শুভলক্ষ্য, কেহ কেহ ইহার নাম দধুএ, কেহ বা পুরাতি বলে। হিন্দীতে মদনমস্ত্র।

দধাশির্ (ত্রি) দধাতি পুষ্কতি ইতি দধি শৃণাতি হিণ্যন্তি ইত্যাদী দধোব আশীর্ষজ। দোষঘাতক। “সোমাসো দধা-শিরঃ” (খৃস্ট ১৫৫) ‘দধাশীর্দোষঘাতকঃ’ (সায়ণ)

দধাতুর (ক্ৰী) দধঃ উভ্রতঃ শেষজাতঃ। দধিমেহ।

দধাতুরগ (ক্ৰী) দধঃ উভ্রতঃ চরমাবস্থায় গচ্ছতীতি গম-ড।
দধিমেহ। (রত্নমালা)

দধাদ (পুং) দধিবহদকং যন্ত উদকন্ত উদাদেশঃ।
দধিসমুদ্র।

দধোদন (পুং) দধাপসিক্তঃ ওদনঃ। দধিমিশ্রিত ওদন।

দনাগোধা, ত্রিপুরার অন্তর্গত সাচার নদী নদীর তীরস্থিত একটি গ্রাম। এখানে বেশ বাগিচারের সুবিধা আছে।

দনায়ুস, দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার চারটি পুত্র, তাহাদের নাম বিষ্ণুর, বল, কীর ও ব্রজ। (ভারত আদি ৬৫অ°)

“দন্তচ দনায়ুসচ মাতের চ পিতের চ পরিজগৃহতু
তদানানবইত্যাঃ” (শত° ব্রা° ১৬৩৩৯) দনায়ুসের পুত্রগণ
দানব নামে বিখ্যাত।

দন্ত (ক্ৰী) ১ দক্ষের এক কন্যা। কশ্যপের পত্নী, ইহার বিপ্রচিতি, শবর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, হুর্জয়, অয়ঃশিরা, অশশিরা, অশশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, বর্ভাহু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষ-গম্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, হৃক্ষ, তুহুও, একপদ, একচক্র, বিরু-পাক্ষ, মহোদর, নিচক্র, নিকুন্ড, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, হৃষ্য, চক্র, একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শঠ, বনায়ু ও দীর্ঘজিহ্ব এই ৪০টি পুত্র হয়। ইহার সকলেই দানব নামে বিখ্যাত। দন্তপুত্র চক্র, হৃষ্য, দেবতা চক্র হৃষ্য ইহাতে বৃত্ত। (ভারত ১৬৫ অ°)

২ একজন দানব, ত্রিদানবের পুত্র।

দন্তজ (পুং) দনোজায়তে জন-ড। অশ্বর।

দন্তজদলনী (ক্ৰী) দন্তজত দলনী। অশ্বরনামিনী, হৃর্গা।

দন্তজজিহ্ব (পুং) দন্তজানাং অশ্বরাণাং দ্বিট শব্দঃ বা দন্ত-জান্ দ্বিট দ্বি-কিপ্। দেবতা। (ত্রি) দন্তজশব্দ।

দন্তজারি (পুং) দন্তজত্ অরিঃ ৬-তৎ। দন্তজশব্দ, দেবতা।

দন্তু (পুং) রাক্ষস।

দন্তুসংভব (পুং) সন্তবত্যশ্বাৎ সংভূ-অপ্ দনোঃ সন্তবঃ। দন্তুর পুত্র, দানব।

দন্তুসু (পুং) দনোঃ সুহুঃ। দন্তুর সন্তান, দানব।

দন্ত (পুং) দম-তন্ (হসিমুগ্মিণিতি। উণ ৩৮৬)। ১ অশ্বি-কটক। ২ কুজ। ৩ পর্ত্তনিতম্ব। ৪ সাহু। ৫ মুখের মধ্যে চর্কণসাধন অস্থিভেদ, দাঁত, ইহার সংখ্যা ষাট্টিঃশৎ।
পর্যায়—রদন, দশন, রদ, দ্বিজ, খরু। (শব্দরত্নাবলী)

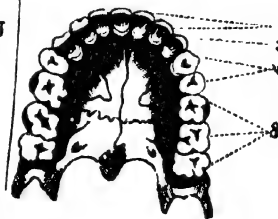
আহার করিবার নলী হইতে আরম্ভ করিয়া মুখাভ্যন্তরে সংলগ্ন কঠিন পদার্থগুলিকে দন্ত বলে। প্রাণীমাজেরই দন্তোপসংহায়, কিন্তু আহার্য্য ভ্রব্যের ও অভ্যাসাদির পার্থক্য অনুসারে দন্তেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দন্তের এই পার্থক্য-দৃষ্টে প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রাণীগণের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

শারীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে দন্তের তিনটি ভাগ আছে—(১) একটি মস্তক (Crown), (২) একটি শিকড় (Root), (৩) একটি গ্রীবা (Neck)। প্রত্যেক দন্তাভ্যন্তরে একটি ধমনী ও একটি রায় প্রবেশ করে এবং প্রত্যেকটির মধ্যস্থলে একটি ছোট গর্ত দেখা যায়। এই গর্তের ভিতরে পাল্প (Pulp) অর্থাৎ দন্ত জন্ত এক কোমল রক্তপূর্ণ ও সচেতন পদার্থ দেখা যায়। দন্তকে লম্বভাবে ছেদ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে ৪টি পদার্থ আছে—(১) ডেন্টাইন (Dentine), (২) সিমেন্ট বা ক্রুটা পিট্রোসা (Cement or Cresta petrosa), (৩) এনামেল (Enamel) ও (৪) পাল্প (Pulp)

ক



খ



ক—অর্ধেক চোয়ালে পৃথক-ভাবে যেরূপ দন্ত থাকে।

খ—উপর চোয়ালের দন্ত—

(১) ইনসাইজার, (২) ক্যানাইন,

(৩) বাইকালিড, (৪) মোলার।

১। ডেন্টাইন—ইহা দন্তের প্রধান অংশ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) দৃঢ় বা গুচ্ছ ডেন্টাইন (hard or true dentine), (২) ভাসো ডেন্টাইন (Vaso-dentine), (৩) অস্টিও ডেন্টাইন (Osteo dentine)। ডেন্টাইন সিমেন্ট ও এনামেলের দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাতে বহুসংখ্যক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বর এবং মুগ্ধ কণিকাসকল দৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরে চূর্ণখণ্ডক কণিকাসকল (Calcareous particles) এবং একরূপ বর্ণহীন তরল পদার্থ থাকে। ডেন্টাইনের মধ্যস্থানে পাল্প নামক গহ্বর দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল ও গহ্বরগুলির মুখ এই পাল্প গহ্বরে মুক্ত থাকে।

ইহাদিগের প্রত্যেকের এক একটি বহিরাবরণ আছে, তাহাকে ডেন্টালসিড (dental sheath) বা দন্তাবরণ বলে।

যে মূল রক্তবহা নাড়ীময় পাল্প (Primitive vascular pulp) দ্বারা ডেন্টাইন পরিপুষ্ট হয়, তাহা যখন স্থায়ীরূপে চূর্ণকণিকাসকল থাকে, তখন লালকণিকাময় রক্তবহা নাড়ী দ্বারা বাহ্যতন্ত বা তিস্তীতে (Tissue) নীত হয়। এইরূপ

ডেন্টাইনকে ভাসো ডেন্টাইন (Vaso dentine) বলে।

কুড় কোষময় (Cellular basis) রক্তবহা নাড়ীর (Vascular canals) চতুর্দিকে সমকেন্দ্রিক স্তরে যখন সজ্জিত থাকে, তখন ডেন্টাইনের একটু রূপান্তর হয়। এই অবস্থার ডেন্টাইনকে অস্টিও ডেন্টাইন (Osteo dentine) বলে।

২। সিমেন্ট বা ক্রুটা পিট্রোসা, অর্থাৎ দন্তের কঠিন পদার্থ—ইহা দন্তের মূলদেশ আবৃত করিয়া থাকে। হস্তী এবং অজ্ঞ কতকগুলি জন্তুর দন্তে সিমেন্ট বেশী পরিমাণে থাকে।

৩। এনামেল—দন্তের বাহ্যতন্তর (Tissue) মধ্যে এইটি সম্প্রাপেক্ষা কঠিন। ইহা দন্তের মস্তককে (Crown) আবৃত করিয়া থাকে।

৪। পাল্প—ইহা ডেন্টাইনের মধ্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহাতে রক্তবহা নাড়ী, শ্রায়ু ও সংযোগতন্ত দৃষ্ট হয়।

ডেন্টাইন ও ভাসো ডেন্টাইন সম্পন্ন দন্ত মৎস্তেই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। মনুষ্য এবং মাংসাদী জন্তুদিগের দন্ত দেখিলে ডেন্টাইন ও এনামেল সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাদিগের দন্তের মস্তকে (Crown) সিমেন্টের একটি পাতলা আবরণ থাকে।

মনুষ্যের দন্ত দুইবার বহির্গত হয়—১ দ্বন্দ্বদন্ত (এই দন্ত অল্পকালস্থায়ী হয়) ও ২ দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত।

দ্বন্দ্বদন্ত—ইহা দুই বৎসর বয়সের মধ্যেই নিম্নলিখিত

২। উপর চোয়ালের মধ্যকার ৪টি ইনসাইজার বা ক্রোটক—৮ হইতে ১০ মাস।

৩। নিম্ন চোয়ালের দুইদিকের ইনসাইজার এবং ৪টি মোলার বা চর্কণদন্ত—১২ হইতে ১৪ মাস।

৪। ৪টি ক্যানাইন বা শৌবনদন্ত—১৮ হইতে ২০ মাস।

৫। ৪টি পশ্চাত্তাগের মোলার—২০ হইতে ২৪ মাস।

দীর্ঘকাল স্থায়ী দন্ত—ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই দ্বন্দ্বদন্ত পড়িয়া যায় এবং তখন দীর্ঘকালস্থায়ী দন্ত বাহির হইতে থাকে। বার তের বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত দন্তই বাহির হয়। ২১ বৎসরের সময় আক্কেল দাঁত বা জ্ঞানদন্ত (Wisdom tooth) বাহির হয়। এই সময় দন্তের সংখ্যা পূর্ণ অর্থাৎ ৩২টি হয়। নিম্নলিখিত প্রণালীক্রমে এই সকল দাঁত বাহির হয়।

১। প্রথম মোলার	...	৬ বৎসর বয়সে।
২। ২টি মধ্যের ইনসাইজার	...	৭ " "
৩। ২টি পাশের " "	...	৮ " "
৪। প্রথম বাইকাম্পিড বা দ্বিমূলী	...	৯ " "
৫। দ্বিতীয় " "	...	১০ " "
৬। ক্যানাইন	...	১১-১২ " "
৭। দ্বিতীয় মোলার	...	১২-১৩ " "
৮। জ্ঞানদন্ত	...	১৭-২১ " "

দ্বন্দ্বদন্তের মোলার দন্তের স্থানে স্থানে বাইকাম্পিড দন্ত ও মোলার দন্তের পশ্চাতে ৩টি করিয়া স্থায়ী মোলার দন্ত বাহির হয়। ৩২টি দন্তের মধ্যে প্রত্যেক মাড়ীর অর্ধেক ভাগে ২টি ইনসাইজার, ১টি ক্যানাইন, ২টি বাইকাম্পিড এবং ৩টি মোলার, সুতরাং মোট ৮টি ইনসাইজার, ৪টি ক্যানাইন, ৮টি বাইকাম্পিড ও ১২টি মোলার দন্ত। ইহাদের মধ্যে ৮টি ইনসাইজার দন্ত দুই মাড়ির সম্মুখে থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি লম্বা মূল এবং চ্যাপ্টা ধার থাকে। এই ধার থাকার জন্তু আহাৰ্য্য দ্রব্য কাটিয়া খাওয়া যায়।

মাড়ির ইনসাইজার দন্তের পাশেই ৪টি ক্যানাইন দন্ত থাকে। ইহাদের শিকড় (Fang) লম্বা এবং একপাশে চ্যাপ্টা।

ক্যানাইন দন্তের পরেই ৮টি বাইকাম্পিড দন্ত থাকে। এই দন্তকে প্রিমোলার (Premolar) দন্তও বলে; ইহাদের শিকড়ের অগ্রভাগ দুইখণ্ডে বিভক্ত। ইহাদের পাশ দিকে ঝাল, উপরিভাগ চ্যাপ্টা ও দুই পাশে ২টি ঠাট্টা

নিম্ন চোয়ালের মধ্যস্থিত ২টি ইনসাইজার—৬ চইতে ৮ মাস।

সকলের পশ্চাতে ১২টি মোলার দস্ত থাকে। ইহাদের একটি বা দুইটি করিয়া শিকড় আছে। ইহাদের উপরিভাগ প্রশস্ত বলিয়া আহার্য্য দ্রব্য পিষিয়া ভক্ষণ করা যায়। জ্ঞান বা আক্কেল দস্তের একটি অসমান শিকড় থাকে।

দস্তের রাসায়নিক পদার্থ—

দস্তান্তরে	শতকরা	৩৩ ভাগ	জাস্তব পদার্থ
কৃষ্ণ পিট্টোসা বা সিমেন্ট	৩০ ভাগ	"	"
ডেন্টাইন	২৮ ভাগ	"	"
এনামেল	৩৫ ভাগ	"	"

দস্তে যে খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ক্যালসিক ফস্ফেট, ল্যাপসিক কার্বনেট, ক্যালসিক স্কুরোরাইড এবং ম্যাগ্নেসিক ফস্ফেট প্রধান।

দস্ত দেখিয়া কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীর এবং তাহার অঙ্গাদি কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, মাংসাসী জন্তুদিগের মোলার দস্ত পেয়ণ-দন্তের ত্রায় না হইয়া তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট হয়। কীটভুক জন্তুদিগের মোলার দস্তের উপর তাহা গুটিবিশিষ্ট ও খুব সূক্ষ্ম হয়।

কপড়ক জন্তুদিগের মোলার দস্তে গোলাকার গুটি থাকে এবং পাকভোজী জন্তুদিগের মোলার দস্তের উপরিভাগ প্রশস্ত ও অসমান হয়।

দন্তোৎপত্তিকাল।—বালক সদন্ত জন্মিলে পিতৃ ও মাতৃ, ৩য় হয়। জাত বালকের প্রথমমাসে দস্ত উঠিলে পিতার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়মাসে দন্তোৎপত্তি হইলে মাতা ও তিনমাসে উঠিলে নৃসিংহের বিনষ্ট হয়। চারিমাসে দন্তোৎপত্তি শুভজনক। পাঁচমাসে দস্ত উঠিলে মিষ্টভোজী ও সুখী, ৬ মাসে উঠিলে পণ্ডিত, ৭ মাসে বলবান, ৮ মাসে দরিদ্র, ৯ মাসে বীর ও দশম মাসে দন্তোৎপত্তি মৃত্যু হয়। একাদশ ও দ্বাদশ প্রভৃতি মাসে দন্তোৎপত্তি শুভজনক। যদি পূর্বোক্ত শুভজনক মাসে দন্তোৎপত্তি হয়, তাহার শাস্তি করা আবশ্যিক। শাস্তি করিতে হইলে প্রথমে ৮টি পুস্তলিকা করিয়া সূক্ষ্ম পুস্তিকা অমূলিপ্ত করিবে, পরে স্রোত বা সংক্রমে গুরু পুস্তি দ্বারা রাপিত করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মপুজা ও হোমাদি কুরিতে হইবে।

* জাত: সদন্ত: পিতৃমাতৃহত্যা ভাত: বিহত্যা প্রথমে তু মাসে।

অথ: দ্বিতীয়ে সহজ: তৃতীয়ে মাসে চতুর্থে শুভকারক: তাৎ।

মিষ্টভোজী হত্যা: হত্যাযে বর্জে সুখী পণ্ডিতকল্পভূতি:।

রতিক্রীড়াতে দস্তাঘাতের স্থান—বাবায় সময়ে স্তন, গণ্ড, ওষ্ঠ ও অধর এই সকল স্থানে দস্তাঘাত ক্রীড়নের সুখজনক।

"স্তনয়োগুণ্ডয়োট্টৈব ওষ্ঠৈব তথাধরে।

দস্তাঘাত: প্রকর্তব্য: কামিনীনাং সুখাবহ: ॥" (কামশাস্ত্র)

গর্ভাবধি সপ্তমমাসে বালকের দস্তমূলের প্রাচুর্য্য হয়।

পঞ্চমাত্রা প্রভেদ।

দস্তক (ত্রি) দস্তে দস্তমার্জনে প্রসিত: কন্। ১ দস্তমার্জন-প্রসিত। দস্ত ইব কন্। ২ শৈলশুদ্ধ। ৩ পরিত হইতে।

বহির্নির্গত পাষণ্ডভেদ। অর্থ কন্। ৪ দস্ত।

দস্তকর্ষণ (পুং) দস্তান্ কর্ষতি কৃষ-লু। জয়ীর।

দস্তকাঠ (স্ত্রী) দস্তাবানার্থ: কাঠ:। দস্তাবান কাঠ, দাঁতন।

দস্তকাঠের বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে,—

বলী, লতা, গুল্ম ও তরুণের প্রভেদ হেতু সহস্র সহস্র প্রকার দস্তকাঠ হইতে পারে; এই জন্ত কোন্ কোন্ বৃক্ষের দস্তকাঠ শুভজনক বা কোন্ কোন্ বৃক্ষ অশুভ, তাহার কথা বলা হইতেছে। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাঠের বা পত্রমন্দিত, যুগাপর্ব্ব, পাটিত, উর্দ্ধগুণ্ড ও অকৃষীহীন দস্তকাঠসকল দ্বারা দস্তাবান করিবে না। বৈকট, ত্রীকল ও কাশ্মীর বৃক্ষে দস্তকাঠ করিলে ব্রহ্মসঙ্কলিনী জাতি: লাভ হয়। ফেমতীর বৃক্ষে উত্তমা ভাষ্যা প্রাপ্তি, বটবৃক্ষজাত দস্তকাঠে বুদ্ধি, অর্ক বৃক্ষে তেজোবুদ্ধি, মধুকবৃক্ষে পুত্রলাভ এবং ককুভ বৃক্ষে সকলের প্রিয়ত লাভ হয়। শিরীষ ও করঞ্জ দস্তকাঠ চটলে লক্ষী, প্রক্ষে সম্যক্রূপে অভীষিত অর্থসিকি, জাতিবৃক্ষে মনুয়া প্রাপ্তি, অশ্বথ বৃক্ষে প্রোদাশ্লাভ, বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে আরোগ্য ও আয়ু, বিধ ও খদির বৃক্ষে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি হয়। অতিমূককে চেষ্টিত দ্রব্যের লাভ ও কদম্ববৃক্ষে সকল প্রকার শুভ হয়। নিম্নে দস্তকাঠ করিলে অর্থপ্রাপ্তি, কবুতীরে অন্নলাভ, ভাগীর বৃক্ষে এই সকল লাভ ও অর্জুনবৃক্ষে লক্ষ্যলাভ হয়। শাল, অশ্বকর্ণ, ভদ্রদারু ও আটকবক বৃক্ষে গোরবপ্রকাশ এবং প্রিয়ঙ্গু, অপামার্গ, জম্বু ও দাড়িম বৃক্ষে দস্তকাঠ করিলে সকল প্রকার সুখলাভ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরমুখে, বসিয়া দস্তকাঠ ব্যবহার করিতে হইবে। দস্তকাঠদ্বারা দস্তাবান করিয়া মুখদোত করিয়া গুটি প্রদেয়ে

ভতোহধিক: তাৎ বলবান্ দ্বানাথ্যে মাসেঃষ্টমে দন্তস্থেব হীন:।

হরপ্রভাঙ্গী নবমে মৃত্যুক দশমে তথা।

একাদশে দাদশে চ সুখী চ হতগো ভবেৎ।

অষ্টৌ পুস্তলিকা: কৃতা হৃগকর্ণকটিকস্তথা।

স্রোতঃসংক্রমে চাপি দাপয়েৎ গুরুপুস্তকৈ:।

দানং সংক্রমণত্যাগ: শতোদ্বির্দশমস্তত:।

হোমং বিপ্রার্চনং চৈব মনস্ততে দন্তদর্পণে ॥" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

দস্তকাঠ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত দস্তকাঠ প্রাপ্ত দিক্‌হিত
অভিমুখে পতিত হইলে শুভকর এবং যদি উহা উর্কে
সংহিত হয়, তাহা হইলে অধিক শুভজনক জানিতে হইবে।

ইহার অন্তথা হইলে অন্তকর জানিবে। (বৃহৎসং ৮৫ অ°)
প্রাতঃকালে শৌচাদি সমাধা করিয়া দস্তকাঠদ্বারা দস্ত-
ধাবন করিবে। তিক্ত, কটু, কষায়, অগ্নিক, কণ্টকযুক্ত ও
কীরিকান্ত দস্তধাবনে প্রশস্ত।

“তিক্তং কষায়ং কটুকং অগ্নিককণ্টকাধিতং।

কীরিণৌবৃক্ষশুশ্রুতান্ ভক্ষয়েদস্তধাবনে ॥” (আহিকতত্ত্ব)
নিষিক্তকাঠ—শুবাক, তাল, হিঙ্গাল, তাড়ী, কেতকী,
খর্জুর ও নারিকেল, এই সকল বৃক্ষ তুণরাজ নামে খ্যাত।
এই সকল বৃক্ষে দস্তকাঠ করিবে না।

“শুবাকতালহিঙ্গালা তথা তাড়ী চ কেতকী।

খর্জুরনারিকেলৌ চ সপৈতে তুণরাজকাঃ ॥

তুণরাজশিরাপট্টৈ র্যঃ কুর্ধ্যাদস্তধাবনং।

তাবদ্ববতি চাতুরী যাবৎ গাং নৈব পশুতি ॥”

(আহিকতত্ত্ব)

বিহিতকাঠ, খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিস্তিড়ী, বেগুপুঠ,
আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিব, অর্ক ও ঔড়ুম্বর এই সকল বৃক্ষ
দস্তকাঠে প্রশস্ত।

দস্তকাঠের পরিমাণ—বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশাস্ত্র, শূদ্রদিগের
ছয় অঙ্গুল এবং নারীদিগের পক্ষে চারি অঙ্গুল।

“দ্বাদশাস্ত্রলক্ষ বৈষ্ণানাং শূদ্রাণাম্ ষড়ঙ্গুলং।

চতুরঙ্গুলমানেন নারীণাং বিধিকট্যতে ॥” (মরীচি)

[দস্তধাবন দেখ।]

দস্তকাঠক (ক্লী) ব্রহ্ম কাঠং কাঠকং দস্তধাবনযোগ্যং
কাঠকং। আহলাবৃক্ষ। (রাজনি°)

দস্তকুর (পুং) দস্তাঃ কুরঃ অন্নমিব চর্বাণ্ডাং যজ্ঞ। সংগ্রাম, যুদ্ধ।

দস্তকুর (পুং) দস্তাঃ কুরাঃ যজ্ঞ। ১ দেশবিশেষ। ২ দস্ত-
কুর দেশের রাজা। (ভারত ভ্রোণ ৬০ অ°)

দস্তগ্রাহিন্ (ত্রি) দস্তং গ্রহাতি গ্রহ-গিনি। যে দাঁত ধরে, যে
দস্ত নষ্ট করে।

দস্তঘর্ষ (পুং) দস্তস্ত ঘর্ষঃ ৩ভং। দস্ত সকলের পরস্পর ঘর্ষণ-
ভেদ, দাঁত কিড়িমিড়ি।

“বস্ত বৈ ভুক্তমাত্রস্ত হৃদয়ং বাধতে ক্খা।

জায়তে দস্তঘর্ষণে স গতায়াঃ স্ততো বৃধৈঃ ॥” (মার্ক পু°)

যাহার ভোজন করিলেও হৃদয় ক্খা দ্বারা পীড়িত হয়
এবং দস্তঘর্ষ হয় অর্থাৎ দাঁত কিড়িমিড়ি করে, তাহার আয়ুঃ
শেষ হইয়াছে, জানিতে হইবে।

দস্তঘাত (পুং) বস্তস্ত ঘাতঃ দস্তেন বা। দস্ত দ্বারা আঘাত।

দস্তচাল (পুং) দস্তানাং চালশ্ললনমজ্ঞ। আত্মরোপজবদে,
দাঁত নড়া, বুদ্ধ হইলে আপনা হইতেই দাঁত সকল নড়িয়া যায়।

“নেত্রস্তম্ভং নিমেষক তুফাং কাসং প্রজাগরং।

লভন্তে দস্তচালঞ্চ তাংস্তানিভাহুপদ্রবান্ ॥” (অশ্বত)

দস্তচ্ছদ (পুং) দস্তাচ্ছান্তস্তেনেন ছদি-গিচ্ ঘ, ততোহন্যঃ
(পুংসি সংজ্ঞায়াম্ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮)। ওষ্ঠ।

“দস্তচ্ছদৈর্দন্তাবঘাতচিহ্নৈঃ

স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রস্তভূতিলৈধৈঃ ॥” (ঋতুসংহার হেমন্তঃ ১২)

দস্তচ্ছদোপমা (স্ত্রী) দস্তচ্ছদস্ত ওষ্ঠস্ত উপমা। সাদৃশ্যঃ যব।
বিশীলতা, তেলাকুচা, ইহার সহিত ওষ্ঠের উপমা দেওয়া
কবি প্রসিদ্ধ, এইজন্য ইহার নাম দস্তচ্ছদোপমা।

দস্তজাত (ত্রি) জাতো দস্তোহস্ত, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ।
জাতদস্ত, যাহার দস্তোৎপন্ন হইয়াছে।

“দস্তজাতে হনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতৈঃ ॥” (মহু ৫৫৮)

দস্তজাত শব্দে দস্তজননযোগ্য কালও বুঝায়। গর্ভোপ-

নিষদে সপ্তমমাসে দস্তজননযোগ্য কাল। যদি সপ্তমমাসে দস্ত
জনন না হয়, তাহা হইলে দস্তজনন যোগ্যকাল হেতু জা
দস্তের অশোচের ভায়ে অশৌচাদি হইবে। “দস্তজননং তদ্ব-
ননযোগ্যকালশ্চোভয়মপি দস্তজাতশব্দেনোচ্যতে, গর্ভো-
পনিষদি সপ্তমমাসে দস্তজননকালশ্চোক্তত্বাৎ, তত্র নৈবাং
দস্তাহুৎপত্তাবপি জাতদস্তকালত্বাৎ দস্তজনন ইব অপো-
নিমিত্ততা” (শুকিত°)

দস্তজাহ (ক্লী) দস্তানাং মূলং কর্ণাদিষাং জাহ। দস্তমূল।

দস্তদর্শনি (ক্লী) দস্তানাং দর্শনং দৃশ-গিচ্-লুট্। যুদ্ধের প্রথমে
যোদ্ধাপুরুষ সকল প্রতিযোদ্ধার প্রতি নিজ দস্ত বাহির করিয়া
দেখান, দাঁত দেখান, দাঁতঘামুটি। যুদ্ধের প্রথমে দস্ত দর্শন,
তাহার পরে শব্দ এবং পরে যুদ্ধ করিতে হয়।

“দস্তদর্শনমারাবস্ততোযুদ্ধং প্রবর্ততে ॥” (ভারত বন ৭১ অ°)

দস্তধাবন (ক্লী) দস্তানাং ধাবনং। ১ দস্তমার্জন। দস্তানাং
ধাবনং যস্মাৎ। ২ দস্তকাঠ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সর্বকালের দস্তধাবন করা আবশ্যিক,
দস্তধাবনে মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নাশ ও দস্ত পরিষ্কৃত হয় এবং
দস্ত বহুদিন স্থায়ী হয়, ইত্যাদি কারণে দস্তধাবন প্রোক্ত
অবশ্য কর্তব্য।

দস্তধাবনের বিষয় আহিকতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে—
মুখ পয়্যাঁষিত হইলে দুর্গন্ধ হয়, এইজন্য যত্নসহকারে দস্তধাবন
করিবে।

“মুখে পয়্যাঁষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো মরঃ।

তথাং সৰ্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েৎ দস্তধাবনং ॥" (আহিকতঃ)

প্রাতঃকালে যথাবিধি শৌচকার্য সম্পন্ন করিয়া দস্তধাবন-পূৰ্ব্বক স্নান করিবে। দস্তধাবন করিতে হইলে দস্তকাঠ (দাতন) ব্যবহার করিয়া পরে জলে মুখ ও দস্তধাবন করিতে হইবে। দস্ত পরিকার করিতে হইলে দস্তকাঠই একমাত্র প্রশস্ত। এই জন্ত দস্তধাবনের জন্ত দস্তকাঠ আহরণ অবশ্য কর্তব্য। কোমল অথচ কটু কষায় বা তিক্তরসযুক্ত দস্তকাঠ দ্বারা বাহাতে দস্ত মাংসের পীড়া না হয়, এইরূপে দস্তধাবন করিতে হইবে। কুরবীর, আম্র, করঞ্জ, বকুল, সকল প্রকার কটক বৃক্ষ এবং কীরযুক্ত বৃক্ষ, যাহা কটু, কষায় ও তিক্ত বা অগ্নিকি, তাহা হইতে দস্তকাঠ সংগ্রহ করিবে। [দস্তকাঠ দেখ।] দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী হইয়া দস্তধাবন করিতে নাই। কেহ মোহপ্রযুক্ত দক্ষিণমুখী হইয়া দস্তধাবন করিলে আয়ুক্ষয় ও পশ্চিমমুখে রোগ হয় এবং এই উভয়দিকেই নরকভোগ হইয়া থাকে।

"দক্ষিণাভিমুখোভূতা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।

ন দস্তধাবনং কুৰ্য্যাৎ কুৰ্য্যাচ্ছেৎ নারকী ভবেৎ ॥"

(আহিকতঃ)

পুষ্ণ ও উত্তরমুখী হইয়া দস্তধাবন প্রশস্ত। দস্ত উদ্ধা-ধোভাবে বর্ষণ করিয়া মুখ জলপূর্ণ করিয়া ও চক্ষু জল দ্বারা ধোত করিলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নবমী, প্রতিপদ, একাদশী এবং উপবাসে, শ্রাদ্ধবাসরে ও রবিবাসরে দস্তধাবন জন্ত দস্তকাঠ ব্যবহার করিবে না, এই সকল নিষিদ্ধ দিনে এবং যদি দৈবাৎ এমন কোন স্থানে যাওয়া যায়, যে স্থলে দস্তকাঠ সংগ্রহ কঠিন, সেইস্থলে বস্ত্রদ্বারা দস্ত ও রসনা বর্ষণ করিয়া দ্বাদশ গণ্ড জলে মুখ শুদ্ধি করিবে। অর্জিত, কর্ণশূলগ্রস্ত, দস্তরোগী, নবজরী, শোষরোগী, কাশরোগী এবং মুচ্ছা ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি, ইহারা দস্তধাবনে দস্তকাঠ ব্যবহার করিবে না।

"অর্জিতো কর্ণশূলী চ দস্তরোগী নবজরী।

শোথী কাসী চ মুচ্ছার্ক্টে দস্তকাঠঃ বিবর্জয়েৎ ॥" (রাঞ্জবঃ)

দস্তধাবনের গুণ—প্রতিদিন দস্তধাবন করিলে মুখবিরসতা ও জিহ্বা দস্তাশ্রিত, মল বিনষ্ট এবং মুখের রুচি হয়। দস্তবর্ষণে কদাচ তুর্জনী ব্যবহার করিবে না, মধ্যমা, অনামিকা বা বুড়াকূটদ্বারা দস্তবর্ষণ করিবেন স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে দস্তধাবন করিতে হইবে। যিনি স্বর্ঘ্যোদয় হইলে দস্তধাবন করেন, তাহার সকল ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। যিনি স্নানকালে দস্তধাবন করেন তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন এবং দেবতা প্রভৃতি তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। যিনি

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন সময়ে দস্তধাবন করেন, তাহার প্রতি দেবতা ও পিতৃগণ সকলই রুষ্ট হন।

"স্বর্ঘ্যোদয়ে বিজশ্রেষ্ঠ যঃ কুৰ্য্যাদস্তধাবনং।

নিত্যক্রিয়াফলং তত্ত সৰ্ব্বমেব বিনশতি ॥

বঃ স্নানসময়ে কুৰ্য্যাৎ জৈমিনে দস্তধাবনং।

নিরাশাঃ পিতরো ভ্রান্তি তত্ত দেবাঃ স্বরর্ষয়ঃ ॥

দস্তস্ত ধাবনং কুৰ্য্যাৎ যো মধ্যাহ্নাপরাহ্নয়োঃ।

তত্ত পুষ্ণং ন গৃহ্নতি দেবতাঃ পিতরো জলং ॥"

(পদ্মে ক্রিয়াযোগসার)

দস্তধাবনে দস্তকাঠ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগবৎ হুল এবং বিপ্রের দাদশাঙ্গুল পরিমিত হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের নয়, বৈশ্যের অষ্ট ও শূদ্রদির ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

দস্তধাবনের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—মহাশূণ্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মমূর্ত্তে আগিবে। পরে শৌচকার্যাদি সম্পাদন করিয়া হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন করিবে। ইহার পর দস্তধাবন করিবে। দস্তধাবনে দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ছায়া হুল, সরল, গ্রহি-বিহীন ও অক্ষত দস্তকাঠ দ্বারা দস্তধাবন বিধেয়। দস্তকাঠের অগ্রভাগ কোমল কুর্জকাকার প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা দস্ত-শোধন চূর্ণ দিয়া দস্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে, এই ভাবে এক একটী করিয়া দস্তবর্ষণ করিবে।

মধুর, ত্রিকটু, সার্ষপতৈল, সৈন্ধবলবণ, তেজ ও বকলচূর্ণ দ্বারা প্রভাহ দস্তশোধন করিবে। মধুর কাঠের মধ্যে মোল-কাঠ প্রশস্ত, কটুরসযুক্ত কাঠের মধ্যে করঞ্জ ও তিক্তরসযুক্ত কাঠ লইবে। এইরূপে দস্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দস্তগতরোগ, জিহ্বাগতরোগ ও মুখরোগ উৎপন্ন হয় না এবং রুচি, মুখের নির্মলতা ও লঘুতা উৎপাদন হইয়া থাকে। আকন্দকাঠে দস্তধাবন করিলে দীর্ঘালাত, বটদ্বারা শরীরের কাস্তি, করঞ্জে জয়, পাকুড়ে অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি, খদির-কাঠে অগ্নিকি, বিষবৃক্ষে ধন, যজ্ঞডুমুরে বাক্‌সিদ্ধি, আম্র-কাঠে নিরোগী, কদম্বকাঠে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, চম্পকবৃক্ষে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষে কীর্তি, সোভাগ্য ও পরমায়ুলাভ, অপাকবৃক্ষে ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, দাড়িধ, অর্জুন ও কুটজ বৃক্ষদ্বারা দস্তধাবন করিলে স্নানর আকৃতিসম্পন্ন হয়। জাতি, ভগবৎ ও মন্দারপুষ্পকাঠে হ্রঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। শুবাক প্রভৃতি কাঠ দস্তকাঠে ব্যবহার করিবে না, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। গলরোগী, ভাপুরোগী, ওষ্ঠরোগী, জিহ্বা ও দস্তরোগী, মুখ ও মুখশোধরোগী দস্তধাবন করিবে না এবং যে ব্যক্তি দ্রব ও বাহার ভুক্ত জব্য পরিপাক হয়

নাই, তাহার পক্ষে; খাস, কাস, বমি, হিকা ও মুচ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে; মদরোগে, শিরো-রোগে, পিপাসিত, শ্রান্ত ও মগ্ধপানজনিত ক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অদিতরোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজরে ও ক্রুরোজে দস্তকাঠ বর্জন করা কর্তব্য। দস্তধাবনের পর জিহবা নির্লেশন করিবে। পরে জল গন্ধুস দ্বারা মুখ ধুইয়া ফেলিবে।

(ভাবপ্রাণ পূর্ব্বং)

দস্তধাবন (পুং) ধাবয়তানেন ধাবি লুট্। ১ খদির বৃক্ষ।

২ শুষ্ককরজ। ৩ বকুল। (শব্দচং)

দস্তধাবনক (পুং) দস্তধাবন-স্বার্থে কন্। দস্তধাবন।

দস্তপত্র (ক্রী) দস্তাইব পত্রাণি অত্। (Earing) কর্ণভরণ-বিশেষ, কুন্তল।

“ কর্ণাবসক্তামলদস্তপত্রং মাতা তদীয়ং মুখমুগ্ধমযা। (কুমারগাঃ ২)

২ গজদন্তনির্মিত পত্রাকার কর্ণভূষণভেদ।

দস্তপত্রক (ক্রী) কুম্পপুষ্প, কুম্ভফল, কুম্ভফলের পাণ্ডী দন্তের ত্রায়, এইজন্ত ইহার নাম দস্তপত্রক।

দস্তপবন (ক্রী) দস্তং পুনতি অনেন পু করণে লুট্। ১ দস্তকাঠ। ভাবে লুট্। ২ দস্তধাবন। [দস্তধাবন দেখ।]

দস্তপাত (পুং) দস্তত পাতঃ ৬তৎ। ১ দস্তের পতন। ২ অখদিগের যে সময় আপনা হইতেই দস্তবিশেষ পড়িয়া যায়, এইরূপ বর্ষ। বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

স্বৈতাত ৬তী দস্তযুক্ত হইলে অথকে শিশু জানিতে হইবে। ঐ সকল দস্ত কষায় বর্ণ হইলে অথের দুই বৎসর বয়স জানিতে হইবে। মধ্যম ও অন্ত দস্ত পতিত বা সমুদিত হইলে অথের তিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম নির্দেশ করা যায়। দস্ত মধ্যে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম সন্দংশ, অথবা কথের দুই দিকে এক সঙ্গে যে দুইটি দণ্ড উৎপন্ন হয়, তাতাকেও সন্দংশ কহে। অথের এই সন্দংশ যদি কাল, জৈবং পীত, শুক্ল, কাচ সূদৃশ, মাংসিক সূদৃশ ও শঙ্খ সূদৃশ হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে উত্তরোত্তর তিন তিন বর্ষ অধিক বয়ঃক্রম হইয়া থাকে, অর্থাৎ সন্দংশ কাল বর্ণের হইলে অথের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইবে, পীতবর্ণ হইলে ১১ বৎসর ও শুক্লবর্ণ হইলে ১৪ বৎসর ইত্যাদি। তাহার পর অথের দস্ত মধ্যে ছিদ্র হইলে চতুর্ভুজবর্তি বৎসর, দস্তচাপিত হইলে সপ্তবিংশতি বৎসর ও দস্ত পতিত হইলে ত্রিংশৎবর্ষ অথের বয়ঃক্রম হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৬৬ অং)

দস্তপালী (ক্রী) দস্তত পালী ৬তৎ। দস্তাশ্র।

“ তাখোষ্ঠদস্তপালী জিহ্বানেত্রোস্তপাশুকরচরণৈঃ। ”

(বৃহৎসংহিতা ৬৮২৭)

ভালু, ওষ্ঠ, অধর ও দস্তাশ্র প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলে বহুতর স্মৃৎ, বণিতা, অর্থ এবং সন্ততি লাভ হয়।

দস্তপুষ্পটুক (পুং) দস্তরোগভেদঃ, [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তপুর (দস্তপুরী) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের একটি নগর। বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যকালে এই নগর অসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধাধিকারের পক্ষে ইহার কি নাম ছিল বলি যায় না। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় এই স্থানে বুদ্ধ দস্ত স্থাপিত ও তদুপরি মন্দির নির্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম ‘দস্তপুর’ বা ‘দস্তপুরী’ হয়।

দস্তপুরের বর্তমান স্থাননির্ণয় লইয়া পুরাতত্ত্ববিদগণে মত ভেদ দেখা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার উড়িষ্যা পুরাতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, কলিঙ্গনগরীতে প্রথমে বুদ্ধ স্থাপিত হয়। তথা হইতে গির্গির নিকট এক স্থানে মন্দির নির্মাণ করা হয়। তন্মধ্যে দস্ত প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজেন্দ্রলাল উক্ত স্থানের নামোল্লেখকালে একবারেই দস্তপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ফাঙ্কসন সাহেব সিংহলী বৌদ্ধগ্রন্থ দাঠাবংশের দোহাই দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাচীন দস্তপুরী নগরীই এখনকার পুরীনগরী। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির যে বেদীং স্থানের উপর নির্মিত, তাহা ফাঙ্কসনের মতে বৌদ্ধদিগের দহগোবের ত্রায় এবং উহার গঠনভঙ্গীও তদুপ, সুতরাং জগন্নাথের মন্দিরই দস্তমন্দির ও পুরীই দস্তপুরী নগরী। কিন্তু দাঠাবংশ পাঠে জানা যায়—ফেম নামে বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধদেবের চিতা হইতে দাহকালে একটি দস্ত সংগ্রহ করেন। তিনি এই দস্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ইহার উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্মাণ করান, দহগোব নির্মাণ করান নাই। ব্রহ্মদত্তের বংশে ৩৭০ হইতে ৩৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে গুহশিব নামে এক রাজা হন। গুহশিব ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্য এবং ব্রাহ্মবিষ্ণুশিবাদির পূজক ছিলেন। একদিন রাজধানী দস্তপুরে দস্তোৎসব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া পাটলীপুত্র রাজ পাণ্ডুরাজকে স্তম্ভন করেন। পাণ্ডুরাজ জৈন অধীম নৃপতি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত চৈতন্ত নামক জনৈক সামন্ত বৃদ্ধির সৈন্তে প্রেরণ করেন। চৈতন্ত দস্তপুরে গিয়া দস্তমন্দির পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন, কিন্তু পাণ্ডুরাজের আদেশ অমান্য না করিয়া যুদ্ধে রাজা গুহশিবকে পরাজিত ও বধ

করিয়া দস্তপুর হইতে দস্তটীও লইয়া পাটলীপুত্রে উপনীত হন।

বুদ্ধদস্ত পাটলীপুত্রে উপস্থিত হইলে রাজ্যে নানাবিধ আশঙ্ক্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। পাণ্ডুরাজ বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নারায়ণের সর্ববাপুত্র ও অসংখ্য অবতাবত্বের কথা বুঝাইয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল হইল না, পাণ্ডুও বোদ্ধ হইলেন। পাণ্ডু কলিঙ্গ-রাজ গুহশিবকে স্বরাজ্যে আটক করিয়া রাখিয়া দস্তের নন্দ্রি-নির্মাণ করাইয়া দেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে গুহশিব দস্ত লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ক্ষীরধার নামে এক রাজা তাঁহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। ক্ষীরধারের ভ্রাতৃপুত্র একে একে রাজা হইয়া গুহশিবকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলেন। উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দস্তকুমার রাজা গুহশিবের কস্তা হেমমালায় পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহশিব বিপদ বুঝিয়া জামাতাকে বলেন, যে যদি যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি দস্ত লইয়া সিংহলে গাইও। ঘটনা তাহাই ঘটিল। যুদ্ধে গুহশিবের মৃত্যু হয়, দস্তপুর দস্তকুমার সন্ন্যাসী দস্ত লইয়া সিংহল যাইবার পথে তামিলি (তাম্রলিপ্ত) নগরে উপনীত হন ও তথা হইতে পোতারোহণে সিংহল গমন করেন। এই গমনায় বুঝা যায় যে, দস্তপুর জগন্নাথপুরী নহে। গহিয়ান্ যখন খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে পুরীতে আসেন, তখন পুরীই একটা বৃহৎ বন্দর ছিল এবং দক্ষিণে যাইবার পথে এই বন্দরেই পোতারোহণ করিতে হইত। দস্তকুমার তথা না-করিয়া সিংহলে যাইবার জন্য যখন ভ্রমোলুকে গিয়াছিলেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে, উহারই কোন নিকটবর্তী স্থানে দস্তপুর ছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল তাঁহার উড়িষ্যার প্রবৃত্তিতে বলিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত জলেশ্বরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে দাতন নামক স্থানই এই প্রাচীন দস্তপুর। ইহা তমোলুক হইতে ২৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

এই দাতন সম্বন্ধে জগন্নাথের পাণ্ডারা বলেন, যে জগন্নাথ বন দক্ষিণে আসিতেছিলেন, তখন তিনি এই স্থানে দস্ত-ধাবন করিয়া দস্তকাঠ নিক্ষেপ করেন। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে দিয়ে একটি রোপোর দাতন দেখাইয়া থাকেন। পুরাবিদ কনিংহাম প্রচলিত প্রাচীন ভূবিবরণের ৫১৭ খণ্ডের রোমকণ্ঠিত গ্রিনির ভারতীয় স্থানসমূহের স্থাননির্ণয় গাণে বলিয়াছেন, যে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য কলিঙ্গ অন্তরীপ হইতে দস্তগুড় নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কলিঙ্গ

অন্তরীপ বর্তমান করিঙ্গাপত্তনের নিকট এবং দস্তগুড় নগর গ্রিনির মতে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫৭৪ মাইল দূরে। বর্তমান রাজমহেন্দ্রী নগরের দূরতা গঙ্গামোহানা হইতে প্রায় ঐ পরিমাণ হইবে, সুতরাং কনিংহামের মতে রাজমহেন্দ্রীই প্রিনিকথিত দস্তগুড় বা দস্তপুর নগর। তিনি প্রমাণস্বরূপ বলেন, যে বর্তমান করিঙ্গাপত্তন হইতে রাজমহেন্দ্রী বা প্রাচীন দস্তপুরের দূরতা ১৫ ক্রোশ মাত্র।

রাজমহেন্দ্রী যে দস্তপুর নহে, তাহা বিশ্বকোষের ‘কলিঙ্গ’ শব্দে দ্রষ্টব্য। দাতনই সম্ভবতঃ দস্তপুর।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দাতন নামে একটা পরগণা আছে, ইহার ভূপরিমাণ ১৯০০ বর্গ মাইল। ইহার রাজস্ব ১০৯০৬। ৩৪ খানি জমিদারী ও ৩৩৭ খানি গ্রাম এই পরগণার অন্তর্গত। এই পরগণার প্রধান গ্রাম দাতন, এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রবাদ আছে, অভিরাম চৌধুরীর বহুপূর্বে এখানকার মন্দিরের দেবসেবার জন্য সমস্ত পরগণার আয় নিদিষ্ট ছিল। ময়ূরভঞ্জের তৈয়ারি রেশম ও কার্পাসমিশ্রিত এক প্রকার বস্ত্র দাতনের প্রধান পণ্য। এখানে ভাল চাউন ও ইক্ষু আমদানী হয়।

দস্তপুষ্প (কী) দস্ত ইব শুক্লং পুষ্প যন্ত। ১ কতকফল। ২ কুন্দ। (শব্দচ°)

দস্তপ্রক্ষালন (কী) দস্তস্ত প্রক্ষালনং। ১ দস্তধাবন। ২ দস্তকাঠ। [দস্তধাবন দেখ।]

দস্তফল (কী) দস্তইব শুভং ফলং যন্ত। ১ কতকফল। (পুং) ২ কপিথ।

দস্তফলা (কী) দস্তফল-টাপু। পিঙ্গলী।

দস্তভঙ্গ (পুং) দস্তস্ত ভঙ্গঃ। দাতভাঙ্গ।

দস্তভাগ (পুং) দস্তসহিতোভাগঃ। গুজাগ্রভাগ, গজের মুখ হইতে স্বক পর্যন্ত যে অগ্রভাগ, তাহাকে দস্তভাগ কহে। হস্তীর মুখ হইতে স্বক পর্যন্ত।

দস্তময় (ত্রি) দস্তস্ত বিকারঃ দস্তময়ট। ১ দস্তনির্মিত। ২ দস্তস্বরূপ।

“কৌমবদ্ধশৃঙ্গানামগ্ৰিদস্তময়স্ত চ।

শুক্রিবিজানতা কাৰ্য্যা গোমূত্রেণোদকেন বা ॥” (মহু ৫।৩২১)

শব্দ, পশুশৃঙ্গ, পশুর অগ্নি বা দস্তনির্মিত জব্য এ সকল কৌমবজের জব্য গোমূত্র বা জলযুক্ত খেতসর্বপ চূর্ণদ্বারা বিস্কৃত হয়।

দস্তমল (কী) দস্তলয়ং দস্তস্ত বা মলং। দস্তলয়ক্লেদ, পর্যায় পুষ্পিকা।

দস্তমাংস (কী) দস্তসংলয়ং মাংসং। দস্তসংলয় মাংস।

দস্তমূল (ক্লী) দস্তমূল মূলং । ১ দস্তমূল, দাঁতের গোড়া ।

২ দস্তরোগভেদ । [দস্তরোগ দেখ ।]

দস্তমূলিকা (ক্লী) দস্তমূল গুল্মঃ মূলং যন্তাঃ, কণ্, টাপি
অতইতঃ । দস্তমূলিকা ।

দস্তমূলীয় (পুং) দস্তমূলে ভবঃ ছ । ভবর্গাদি, এই বর্ণ দস্ত-
মূল হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার নাম দস্তমূলীয় ।

দস্তরোগ (পুং) দস্তমূল রোগঃ ভবঃ । সুখরোগান্তর্গত দস্তমূল
সম্বন্ধীয় রোগভেদ, দাঁতের পীড়া । ইহার বিষয় সূত্রত, ভাব-
প্রকাশ প্রভৃতি রৈখিকগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

দস্তরোগ—শীতাদ, দস্তপুষ্ণটক, দস্তবেষ্টক, শৌধীর, মহা-
শৌধীর, পরিদর, উপকুশ, দস্তবৈদর্য্য, অধিমাংস এবং
৫ প্রকার নাড়ী (নালীয়া) এই পঞ্চদশ প্রকার রোগ দস্ত-
মূলে হইয়া থাকে । দস্তমূল হইতে অকস্মাৎ দুর্গন্ধযুক্ত
কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লিন্ন শোণিত অঙ্গে অঙ্গে নিঃসৃত হইলে এবং
দস্তের মাংস সমস্ত শীর্ণ হইয়া পরস্পর পাকিয়া তুলিলে
শীতাদ নামক রোগ বলা যায় । এই রোগ কফ ও শোণিত
হইতে জন্মে ।

দস্তপুষ্ণটক—হইকি তিরসী দস্তমূলে অতিশয় বেদনা
ও ফুলা জন্মিলে দস্তপুষ্ণটক রোগ কহে । ইহাও কফ ও
রক্ত কর্তৃক জন্মে ।

দস্তবেষ্টক—দস্তমূল হইতে পুথ ও শোণিত নিঃসৃত হইতে
থাকিলে ও তদ্বারা দস্তচালিত হইলে অর্থাৎ নড়িলে দস্তবেষ্টক
রোগ বলা যায় । ইহা দূষিত শোণিত কর্তৃক জন্মে ।

শৌধীর—দস্তমূলে ফুলা, বেদনা, লালান্নাব এবং কণ্
এই সকল উপদ্রব জন্মিলে শৌধীর নামক রোগ বলা যায় ।

মহাশৌধীর—দস্তমূল হইতে দস্ত সকল চালিত হইলে
তালু, ওষ্ঠ ও দস্তমূল অবদীর্ণ হইলে (কাটিয়া গেলে) এবং
দস্তমূলের মাংস পাকিয়া মুখে যন্ত্রণা হইলে মহাশৌধীর রোগ
বলা যায় ।

পরিদর—দস্ত মাংস সকল শীর্ণ হইলে, নিম্নবনকালে
(খুঁত ফেলিতে গেলে) ও তাহা হইতে রক্ত নিঃসরণ
হইলে পরিদররোগ বলা যায় । এই রোগ পিত্তরক্ত ও
কফ কর্তৃক জন্মে ।

উপকুশ—দস্তমূল জালা করিলে ও পাকিয়া উঠিলে
তদ্বারা দস্তসকল চলিত হইলে, ক্ষয় বর্ষণে তাহা হইতে
শোণিত স্রাব হইলে, রক্তস্রাবের পর ফুলিয়া উঠিলে এবং
মুখে দুর্গন্ধ হইলে উপকুশরোগ বলা যায় । ইহা রক্তপিত্ত
হইতে জন্মে ।

দস্তবৈদর্য্য—দস্তমূল কোন প্রকারে দূষিত হইলে অতি-

শয় যাতনা বোধ হয়, ফুলিয়া উঠে, পাকে এবং দস্ত সকল
চলিত হয় । এই বৈদর্য্য রোগ কোন প্রকার আঘাতজন্য
বর্ধন বায়ুকর্তৃক স্বাভাবিক দস্ত অপেক্ষা অধিক দস্ত জন্মে
সেই দস্তের উৎপত্তিকালে অতিশয় তীব্রবেদনা হয়, কিন্তু
ঐ দস্ত জন্মিলে যাতনার শাস্তি হয় ।

অধিমাংসক—হস্তর গহ্বরের (গালের ভিতরের) পথ
ভাগের দস্তে অর্থাৎ যাহাকে কষের দাঁত কহে, তাহাতে
অতিশয় ফুলা ও বেদনা জন্মিলে এবং তাহা হইতে লালান্নাব
হইতে থাকিলে অধিমাংসক রোগ বলে । ইহা কফকর্তৃক
জন্মে ।

দস্তমূলে পাঁচপ্রকার নালী জন্মে যথা—দালন, কৃমি-
দস্তক, দস্তহর্ষ, ভগ্ননক, শর্করা, কপালিকা এবং হুম্মোক ।

দালন—যাহাতে দস্ত সকল বিদীর্ণ হওয়ার ভয় তীব্র
যাতনা বিশিষ্ট হয়, তাহাকে দালন রোগ কহে । এই
রোগ বায়ুকর্তৃক জন্মে ।

কৃমিদস্ত—দস্ত কৃষ্ণবর্ণ ছিন্নযুক্ত ও চলিত হইলে, তাহা
হইতে লালান্নাব হইতে থাকিলে এবং অকারণে অর্থাৎ
না টিপিলেও অতিশয় কটু কটু করিলে ও যাতনা হইলে
তাহাকে কৃমিদস্ত কহে । এই কৃমিদস্ত রোগ বায়ু কর্তৃক
জন্মে ।

দস্তহর্ষ—দস্তে শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ সহ না হইলে দস্তহর্ষ
রোগ বলা যায় । এই রোগও বায়ুকর্তৃক জন্মে ।

ভগ্ননক—মুখ ও দস্ত ভগ্ন হইলে এবং অতিশয় যাতনা
হইলে ভগ্ননক বলা যায় । ইহা কফ ও বাতকর্তৃক জন্মে ।

দস্তশর্করা—মলসঞ্চিত হইয়া শর্করার ভ্রায় কুঠিন হইলে
দস্তের গুণের হানি হয় । ইহাকে দস্তশর্করা কহে । এই দস্ত
শর্করার সহিত দস্তমূলের মাংস নিম্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে
কপালিকা কহে । এই রোগ হইলে দস্ত নষ্ট হয় । শৈথিল্য
মিশ্রিত পিত্তকর্তৃক দস্তদগ্ধ হইয়া শ্রাম অথবা নীলবর্ণ হইলে
শ্রাবদন্ত কহা যায় । বায়ুকর্তৃক উপদ্রব জন্মিয়া হস্তর সন্ধিবিধি
হইলে তাহাকে হুম্মোক বলে । এই রোগে অর্দ্ধিত বায়ু
লক্ষণ দৃষ্ট হয় । (সূত্রত মুখরোগনিঃ)

দস্তরোগের চিকিৎসা—শীতাদ নামক রোগে রক্তমোক্ষণ
করিয়া সর্ষপ, ত্রিফলা ও মুস্তা এই সকলের কাথ রসায়নে
মিশ্রিত কুরিয়া কুবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে । প্রিয়-
ত্রিফলা ও মুস্তা লেপন এবং যষ্টিমধু, উৎপল, গুণ
ও ত্রিফলার কাথ সংযোগে দস্ত প্রয়োগ করিবে ।
দস্তপুষ্ণটক রোগে প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে ।
পরে পঞ্চলবণ ক্ষৌদ্র সহযোগে প্রতীসারণে প্রয়োগ করিবে ।

শিরোবিরেচন, নস্ত ও নিম্ন ভোজনও ইহাতে হিতকর। দস্তবেষ্টরোগে ত্রণ সকল গলিয়া লোথ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদিগের চূর্ণ মধু, ঘৃত ও শর্করা সংযোগে যজ্ঞভূমুরের কাথ গওঁষে প্রয়োগ করিবে। শৌখীর রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোথ, মুস্তা, রসাজন ও মধু একত্র করিয়া লেপার্থে ব্যবহার করা যাইবে। যজ্ঞভূমুরের কাথ গওঁষে প্রয়োগ করিবে। পরিদর রোগে শীতাদরোগের ঝায় প্রতীকার করিতে হইবে। দস্তোপকূশ রোগে বমন, বিরেচন ও শিরোবিরেচন করিয়া কাঁকড়ুজ্বল বা গোম্মিয়া পত্রে শোধিত বিশ্রাবিত করিবে। পরে লবণ ও ত্রিকটু মধু সংযোগে প্রয়োগ করিয়া প্রতিসারিত করিবে। পিপ্পলী, মনপ, শুঙ্গী ও নিচুল ফল এই সকল জলে সিদ্ধ করিয়া ঈষদ্বষ্ণু থাকিলে গওঁষে প্রয়োগ করিবে। জীবক সহ ঘৃত পাক করিয়া কবল ও নস্ত প্রয়োগ করাও হিতকর। দস্তবৈদর্ভ-রোগে শস্ত্রদ্বারা দস্তমূল সংশোধিত করিয়া ক্ষারপ্রয়োগপূর্বক শীতল ক্রিয়া করিবে। অধিক দস্ত (জানদস্ত) জন্মিলে তাহাকে উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ করিবে এবং কুমিদস্ত অধিকারের অপরাপর প্রতীকার করিবে। দস্তমূলে অধিনাস রোগ জন্মিলে তাহা ছেদন করিয়া বচ, গজপিপ্পলী, পাঠা, সজ্জিকা (সোহাগা) ও যব-ক্ষার ইহাদিগের চূর্ণ মধু সহ প্রয়োগ করিবে। মধুর সহিত পিপ্পলীর কাথ কবল করিবে। পটোল, ত্রিফলা ও নিম্ব ইহাদিগের কষায় দস্তমূলদাবনে প্রয়োগ এবং শিরোবিরেচন ও ধূমবিরেচনে প্রয়োগ হিতকর।

দস্তমানীর চিকিৎসা—যে দস্তমূলে নালী জন্মে, সেই দস্ত তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শস্ত্র দ্বারা মাংস ছেদন করিয়া ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা শোধন করিবে। নালীরোগে দস্ত উদ্ধৃত করা না হইলে হস্ত দেশস্থ অগ্নি ভেদ করিয়া নালী জন্মে। অতএব নালীরোগে দস্ত বা ভগ্নাঙ্গ সমূলে উদ্ধৃত করিবে।

যে দস্তমূলের বন্ধন স্থির থাকে, তাহাতে দস্তমূল জন্মিলে উদ্ধৃত করা কৰ্ত্তব্য নহে। তাহা উৎপাটন করিলে অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জন্ত অকৃতা বা অদ্বিতনামক বায়ুরোগ প্রভৃতি গুরুতর রোগ জন্মে। দস্ত নড়িলে জাতীপুষ্পের গাছ, মদন, জাহ্ন, কণ্টক ও খদির ইহাদিগের কাথে দস্তমূল ধাবন করিবে। দস্তমূলে নালী জন্মিলে নালীপথ ছেদন করিবে ও জাতী, মদন, কটুক, স্বাহকণ্টক, খদির, যষ্টিমধু, রোথ ও মজ্জিষ্ঠা ইহাদিগের কষায়ে তৈল পাক করিয়া শোধনার্থ নালী স্থানে প্রয়োগ করিবে।

দস্তহর্ষরোগে মেহ (ঘৃত বা তৈল) বা জৈবৃত ঘৃত, বাতয়

জব্যের কাথ কবলগ্রহণে প্রয়োগ করিবে। মেহ জব্যের ঘৃতা নস্ত অথবা নিম্ন জব্য ভোজনও হিতকর। মাংসরস, যবান্ত, ছট্ট, সস্তানিকা, ঘৃত, শিরোবস্তি ও বাতয় অস্ত্রান্ত্র প্রতীকারও হিতকর। দস্তশর্করা রোগে দস্তমূল আহত না হয়, এইরূপে শস্ত্রপাত করিয়া শর্করা উদ্ধার করিবে। দস্তহর্ষরোগে যে সকল প্রতীকার করিতে হয়, সেই সকলও এইখানে প্রযোজ্য। কপালিকা রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও পুরোক্ত প্রতীকারে হিতকর। কুমিদস্তরোগে দস্ত চলিত না হইলে যেদ প্রয়োগ করিয়া (রসরক্তাদি) শাব করাইতে হইবে।

বাতয় অবপীড়ন ও মেহ গওঁষ এবং ভদ্রদার্বাদিগণস্থ জব্য ও বর্ষাভূ এই দুইটী জব্যের লেপ বিধান করিবে। চলিত দস্ত উদ্ধৃত করিয়া দস্তমূলের গহ্বর ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দধ্ব করিবে। তাহার পর বিদারী, যষ্টিমধু, শুল্কটক ও কেশুর এই সকল সহযোগে দস্তগুণে ছেদ তৈল পাক করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে। হনুমোক্ষরোগে অদ্বিতনামক বায়ুরোগের ঝায় প্রতীকার করিবে। অন্নফল ও শীতল জলে দস্তধাবন এবং অতিশয় কঠিন জব্য ভোজন দস্তরোগীর হিতজনক নহে। যে সকল দস্তরোগ সাধ্য, তাহাদের বিষয় কথিত হইল। (সুশ্রুত মুখরোগচিঃ)

ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

নাগরমুখা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিম্বপত্র এই সকল গোমুত্রদ্বারা পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে; ঐ বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। এই বটিকা মুখে রাখিয়া রাতিতে শয়ন করিয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চলিত দস্ত দূর হয়।

তৈল বা ঘৃত ১৪ সের, ককার্থ ছয়ালভা, খদিরকাষ্ঠ, বিটু-খদির, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেকে এক এক ছটাক। কাথার্থ নীলবিন্ধ্যী সাড়ে বার সের। জল ১১৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে দস্তরোগ নষ্ট হয়।

করালদস্ত—সংশ্রিত বায়ুকর্জুক দস্তসমূহ ক্রমে ক্রমে ভয়ানক বিকটাকৃতি হইলে তাহাকে করালদস্ত কহে। আর সকল প্রকার দস্তরোগে লাক্ষাঅট্টল উপকারী। তৈল ১৪ সের, ককার্থ লোথ, কটুক, মজ্জিষ্ঠা, পদ্ম-কেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল প্রত্যেকে এক পল। কাথার্থ ঐ কক জব্য মিলিত ২১০ সের, জল ১১৪ একমণ চক্কিশ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষারস ১৪ সের ও ছট্ট ৪ সের। এই তৈল পাক করিয়া

মুখে ধারণ করিলে দালন, দস্তর্ঘ, দস্তমোক, কপালিকা, শীতাদ, পুতিবক্ত, অরুচি ও মুখবৈরন্ত নষ্ট হইয়া দস্ত সকল স্থির হয়। (ভাবপ্রকাশ)

দস্তলেখক (ত্রি) দস্তান্ লিখতি জীবিকার্থঃ লিখ-বুল্ নিত্য-সমাসঃ। দস্তলেখকরূপ জীবিকায়ুক্ত, যাহারা দস্তলেখন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

দস্তলেখন (ক্রী) অস্ত্রবিশেষ, দস্তশর্করা রোগ হইলে এই অস্ত্রদ্বারা দস্তমূল ছেদন করিয়া দস্তশর্করা বাহির করিতে হইবে। এই অস্ত্র একদিকে ধারাল এবং চতুর্কোণযুক্ত, অত্রদিকে প্রবৃত্তাকৃতি। এই অস্ত্রে দস্তশর্করা শোধিত করিবে।

“একধারং চতুর্কোণং প্রবৃত্তাকৃতি চৈকতঃ।

দস্তলেখনকং তেন শোধয়েদস্তশর্করাং ॥” (অত্রিসং)

দস্তবক্র (পুং) নৃশবিশেষ, ইনি পৃথুকীর্ণের গর্ভে ও বৃদ্ধ-শর্ম্মার গুহসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কক্শ দেশাধিপতি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত এবং দস্তবক্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (হরিবং ৩৪ অ°)

কৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান কালে ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ°) ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল নিহত হইলে দণ্ডিহা নামক গ্রামে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের গদায় নিহত হন। (শ্রীকৃষ্ণবনলীলামৃত)

দস্তবৎ (ত্রি) দস্তঃ বিভক্তেহস্ত দস্ত-মতুপ্ ততো মস্ত বঃ। দস্তবিশিষ্ট।

দস্তবন্ধু (ক্রী) দস্তস্ত বন্ধমিব। দস্তাবরণ চর্ম্মায়ক মাংসভেদ।

“দলস্তি দস্তবন্ধানি যদা শর্করয়া সহ।” (সুশ্রুত)

দস্তশর্করা রোগ হইলে দস্তের আবরণ চর্ম্ম যে মাংস তাহা বিদলিত হইতে থাকে।

দস্তবর্ত্তি (ক্রী) দস্তনির্ম্মিতা বর্ত্তি। চক্রদন্তোক্ত বর্ত্তিকাভেদ।

“দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্রগবাম্বাজখরোস্তবৈঃ।

সশাশ্বমোক্তিকাস্তোথিকেনৈ মরিচপাদিকৈঃ ॥

ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দস্তবর্ত্তি নির্বর্ত্তয়েৎ।” (চক্রদন্ত)

[বর্ত্তিকা দেখ।]

দস্তবস্ত্র (ক্রী) দস্তানাং বস্ত্রং আচ্ছাদকত্বাৎ। ওষ্ঠ।

দস্তবাসস্ (পুং) দস্তস্ত বাসঃ বস্ত্রমিব আবরকত্বাৎ। ওষ্ঠ, দস্তচ্ছদ।

“চিরোস্ত্রিতালঙ্ককপাটলেন তে তুলাং যদা রোহতি দস্তবাসসা।”

(কুমার ৫।৩৪)

দস্তবিঘাত (পুং) দস্তস্ত বিঘাতঃ। দস্তাঘাত, কামড়ান।

দস্তবিদ্রুপি (পুং) দস্তরোগভেদ। [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তবীজ (পুং) দস্তাইব বীজানি যন্ত। দাড়িম। স্বার্থে কন্।

দস্তবীণা (ক্রী) দস্তে ঠেকাইয়া বাজাইবার উপযোগী বীণা।

দস্তবেদনা (ক্রী) দস্তস্ত বেদনা ৩তৎ। দস্তবাণা, দাঁতের বেদনা।

দস্তবেষ্ট (পুং) দস্তরোগ ভেদ। স্বার্থে কন্। দস্তবেষ্টক। [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তবৈদর্ভ (পুং) দস্তরোগভেদ। [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তবাসন (ক্রী) দস্তস্ত বাসনং। দস্তহানি, দস্তনাশ।

দস্তশঙ্কু (পুং) যন্ত্রতোক্ত অস্ত্রভেদ, এই অস্ত্রের মুখ বগবৎ সদৃশ, এবং আহরণে প্রশস্ত।

“বড়িশো দস্তশঙ্কুশ্চান্নিত্যে তীক্ষ্ণকটক প্রথম যন্ত্রপত্রমুখো।” (সুশ্রুত)

দস্তশট (পুং) দস্তেশু শট ইব শানিজনকত্বাৎ। দস্তশট।

দস্তশঠ (পুং) দস্তেশু শঠ ইব। ১ জঘীর। ২ কপিখ। ৩ কক্ষরঙ্গক। ৪ নাগরঙ্গক। ৫ অন্ন, যাহা খাইলে দাঁত টকিয়া যায়, তাহাই দস্তশঠ।

দস্তশঠা (ক্রী) দস্তেশু শঠা। ১, চাদেরী। ২ ক্ষুদ্রাঙ্গিকা। (রাজনি°)

দস্তশর্করা (ক্রী) দস্তস্ত শর্করেষব। দস্তরোগ বিশেষ। কদ, বায়ু ও শোণিত কর্ত্তক দস্তগত মল, পাথুরি।

“শর্করেষব স্থিরীভূতো মলো দস্তেশু যন্ত বৈ।

সাদস্তানাং শুণ্ডয়া তু বিজ্ঞেয়া দস্তশর্করা ॥” (গুরুড়পুং ১৯ অ°)

যাহার দস্তসমূহে মল শর্করার আয় স্থিরীভূত থাকে, তাহাকে দস্তশর্করা কহে। এই রোগ দস্তের সকল শুণ্ড নাশ করে। ইহার ঔষধ গোরক্ষকঙ্কটী মূল পেষণ করিয়া জলের সহিত তিন দিন পান করিলে দস্তশর্করা নষ্ট হয়।

“গোরক্ষকঙ্কটীমূলং পিষ্টং বাস্তোদকেন বা।

পীতং দিনত্রয়েণৈব নাশয়েৎ দস্তশর্করাং ॥”

(গুরুড়পুং ১৯ অ°) [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তশাণ (পুং) দস্তানাং শাণ ইব। চিকণতাজনকত্বাৎ। নিশ্চক্ণ, চূর্ণভেদ, মিষি। ইহা ব্যবহার করিলে দস্ত পরিষ্কার হয়।

দস্তশিরা (ক্রী) দস্তানাং শিরা যত্র। মাড়ী, দাঁতের মাড়ী।

দস্তশুদ্ধি (ক্রী) দস্তস্ত শুদ্ধিঃ ৩তৎ। দস্তের বিজড়িত, দাঁতের শুদ্ধি।

দস্তশূল (পুং) দস্তস্ত শূলইব, শূলবেদনবদবেদনাদায়কত্বাৎ। দস্তবেদনা, দাঁতের বেদনা, এই দস্তশূল শূলবেদনার আকটদায়ক। [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তশৌফ (পুং) দস্তস্ত শৌফইব। দস্তরোগবিশেষ, দস্ত-কুদ, দাঁতের আব। পর্যায়—দস্তশূল, দস্তশৌক, বিজরা। (রাজনি°)

দস্তসংবর্ষ (পুং) দস্তস্ত সংবর্ষঃ। দাঁতের বর্ষণ, দাঁতে দাঁতে
বর্ষা। দস্তসংবর্ষ করিতে নাই, করিলে অন্তত হয়।

“ন কুর্ধ্যাদস্তসংবর্ষং নম্র্যনো দেহতাদ্ভং।”

(মার্ক পুং ৩৪।৭২)

দস্তহর্ব (পুং) দস্তানাং হর্বো বস্মাৎ। দস্তরোগ বিশেষ।

যাহার দস্ত নীত ও উষ্ণ সহ করিতে পারে না, তাহার দস্ত-
হর্ব রোগ হইয়াছে, জানিতে হইবে। [দস্তরোগ দেখ।]

দস্তমানি, যাহার মন মাত্র হৃদয় অতিশয় পীড়িত এবং
দস্তহর্ব উপস্থিত হয়, তাহার মূত্ৰা সলিলকট জানিতে হইবে।

“দস্ত বৈ স্নাতমাত্রস্ত হৃদয়ং পীডাতে ভ্রশং।

জায়তে দস্তহর্বশ্চ তৎ গতায়ুসমাদিশেৎ॥” (বায়ুপুং)

দস্তহর্বক (পুং) দস্তান্ হর্বয়তি হর্ব-গিচ্-লু। জখীর।

দস্তহর্বণ (পুং) দস্তান্ হর্বয়তি হর্ব-গিচ্-লু। জখীর, জমীর
নেবু।

দস্তাগ্র (স্ত্রী) দস্তস্ত অগ্রঃ, দস্তের অগ্র।

দস্তাঘাত (পুং) দস্তান্ আহন্তি আ-হন-অণ্। ১ নিষ্ক।

২ দশনাঘাত, দস্তের আঘাত।

“দস্তাঘাতবিদারিতারিরুখিঠৈঃ সিন্দুরশোভাকরং।”

(গণেশধ্যান)

দস্তাদ (পুং) সূক্ষ্মতোক দস্তখাদক কুমিরোগ ভেদ, এই
সকল কীট রক্ত হইতে জন্মে, ইহার কেশ নথ ও দস্ত
ভক্ষণ করে।

“কেশরোমনখাদাশ্চ দস্তাদাশ্চিক্কাগস্তথা।” (সূক্ষ্মত)

দস্তাদন্তি (ত্রি) দস্তৈশ্চ দস্তৈশ্চ প্রকৃত্য প্রবৃত্তং যুৎ ইচ্
সমাসাত্তঃ। পুষ্কারণোদীর্ঘঃ। পরস্পর দস্ত প্রহার দ্বারা
প্রবৃত্ত যুদ্ধ।

“কচাক্চি যুদ্ধমাসীদ্ দস্তাদন্তি নখানখি।” (ভারত কর্ণ ৪৯অং)

দস্তানী, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সির অধীন একটা
সামান্য সর্দারের রাজ্য। এখানকার ঠাকুর (সর্দার)
সিদ্ধিয়ার নিকট হইতে ১৮০ ক্রিয়া তজ্জা প্রাপ্ত হন।

দস্তান্তর (স্ত্রী) দস্তস্ত অন্তরং। দস্তের মধ্য, দাঁতের মধ্য।

“ন প্রজনি গতাত্তাঃ ন দস্তান্তরধিষ্টিতঃ।” (মহু ৪।১৪১)

অশ্বলোম মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা উচ্ছিন্ন হয় না
এবং দস্তমধ্যস্থিত অন্নাদি কণাও মুখকে উচ্ছিন্ন করিতে
পারে না।

দস্তায়ুধ (পুং) দস্ত এব আয়ুধং যন্ত। শূকর। দ্বিযাং জাতি-
যাং ভীষ্।

দস্তার্বীদ (পুং স্ত্রী) দস্তস্ত অর্জুদমিব। দস্তরোগ ভেদ।
পর্যায়—দস্তশূল, দস্তশোক, দ্বিজপ্রণ। (রাজনিং)

দস্তালিকা (স্ত্রী) দস্তান্ অলতি পর্যাপ্নোতি অল-লু-টাপি
অতইৎ। বস্মা। লাগাম।

“দস্তালিকাধরণিশ্চলপানিযুগ্মং।” (বস্মতপাল)

দস্তালী (স্ত্রী) দস্তান্ অলতি অল-অণ্-গৌরাদিত্যং ভীষ্।
বস্মা, লাগাম।

দস্তাবল (পুং) অতিশয়িত্তো দস্তৌ যন্ত দস্ত-বলচ্ (দস্ত
শিখাং সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।১১৩) ততোদীর্ঘঃ। হস্তী।

দস্তিকা (স্ত্রী) দম-তন্ গৌরাং ভীষ্, স্বার্থে কন্ ততো হ্রস্বঃ।
দস্তীবৃক্ষ।

দস্তিজা (স্ত্রী) দস্তিকা পুথো সাধু। দস্তিকা। (শব্দরং)

দস্তিদস্ত (পুং) দস্তিনাং দস্তঃ ভতং। হস্তিদস্ত।

দস্তিন্ (পুং) প্রশস্তো দস্তৌ স্তঃ অস্ত দস্ত ইনি। হস্তী।

“মরিতপ্তঃ স্থিতস্তত্রঃ স্থাপয়ামাস দস্তিনঃ।” (দেবীভা ২।১৪২)

দস্তিনী (স্ত্রী) দস্তস্তদাকারোহস্তাত্তাঃ মূলে দস্ত-ইনি-ভীপ্।
দস্তীবৃক্ষ।

দস্তিমদ (পুং) দস্তিনাং মদঃ। হস্তিমদ নামক গজদ্বাভেদ।

দস্তিমূলিকা (স্ত্রী) দস্তি গজদন্তযুক্তমিব মূলমস্তাঃ কপ্
কাপি অতইৎ। দস্তীবৃক্ষ।

দস্তী (স্ত্রী) দামাত্যানস্মা দম-তন্ ততো গৌরাদিত্যং ভীষ্।
(হসি যুগ্মিণ বেতি। উণ ৩।৮৬) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

(Croton polyandrum or Baliospermum montanum)

ইহার মূল বরাহদস্তাকৃতি, এই দস্তী বৃক্ষ বিবিধ লঘু

ও বৃহৎ; যাহার পত্র উড়ন্তর সদৃশ, তাহার নাম লঘুদস্তী এবং

যাহার পত্র এরূপ সদৃশ তাহার নাম বৃহৎ দস্তী। পর্যায়—

গীষ্মা, শ্বেনঘণ্টা, নিকুভী, নাগফোতা, দস্তিনী, উপতিস্তা,

ভদ্রা, রক্ষা, রেচনী, অমুকুলা, নিশল্যা, চক্রদস্তী, বিশল্যা,

মধুপুশ্পা, ঐরওফলা, তরগী, এরূপপত্রিকা, অমুরেবতী,

বিশোধনী, কুভী, উড়ন্তরদলা, নিকুভদলিকা, প্রত্যকর্ণী,

উদ্বরণী। (অমর রাজনিং)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শূল,

আম, বৃক্কদোষ, অর্শ, ব্রণ, অশ্মরী ও শল্যনাশক। (রাজবল্লভ)

লঘু দস্তীর ফল মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীৰ্য্য, মল ও

মূত্রনিঃসারক, এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক। দস্তীঘর

সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য;

ওদাজ্বর (বলি), অশ্মরী, শূল, অর্শ, কণ্ঠ, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত,

রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও কুমিবিনাশক। (ভাবপ্রাং)

বর্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দস্তীবীজের গুণ—

অতি বিরেচক, কিন্তু মাত্রাধিক্য হইলে অতি উগ্র বিষাক্ত;

কোন স্থানে অরপালের পরিবর্তে দস্তীবীজ ব্যবহৃত হয়।

ইহার রসে লৌহ কতকটা দ্রব হইয়া থাকে।

দস্তীহরীতকী (স্রী) গুণাধিকারের ঐষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—
প্লথপোট্রীলবক হরীতকী ২৫টা, দস্তীমূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের
শেষ ৮ সের। এই কাথ জলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া
ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত পুরীকৃত হরীতকী ২৫টা দিয়া
পাক করিতে হইবে। আসন্ন পাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল,
তিলতৈল ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও গুঠ চূর্ণ ৪ তোলা
প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে।
শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়স্বক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগে-
শ্বর প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের
মাত্রা ২ তোলা ও একটা হরীতকী। ইহাতে বিরচন
হইয়া গুণ্য, স্রীহা ও শোণ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।
(ভৈষজ্যর গুণাধি)।

দস্তুর (ত্রি) উন্নত। দস্ত্য: সস্ত্যস্ত দস্ত-উন্নত (দস্ত উন্নত উন্নত।
পা ৫২।১০৬) উন্নতদস্ত, দৈত্য, যাহার দাঁত উঁচু, শূকর
। মারিলে পরজন্মে দস্তুর হইয়া জন্ম হয়।

“শূকরে নিহতে চৈব দস্তুরো জায়তে নরঃ।” (শাতাতিপ)
সামুদ্রিক মতে দস্তুর ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয়।

“কদাচিদস্তুরো মূর্খঃ কদাচিন্মোমশঃ স্তম্বী।

“কদাচিৎ তুন্দিলো হুংখী কদাচিচ্চকলা সতী।” (সামুদ্রিক)

দস্তুরক (পুং) দেশভেদ। এইদেশ পূর্বদিকে অবস্থিত।
(বৃহৎসং ১৪।৬)

দস্তুরচ্ছদ (পুং) দস্তুর উন্নতানতচ্ছদো যন্ত। বীজপুর, টাবানবু।
দস্তেবার, মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যের অন্তর্গত একটা
গ্রাম। অক্ষা° ১৮° ৫৪' উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ২৩' ৩০" পূঃ
মধ্যে। দক্ষানি ও লক্ষানি নদীর সমন্বয়ানে এবং বেলা দিলাজ
নাম পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে দস্তেশ্বরী নামী
কালীর প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

দস্তোচ্ছিষ্ট (স্রী) দস্তেন উচ্ছিষ্টঃ। দস্তদ্বারা উচ্ছিষ্ট।

দস্তোৎপাটন (স্রী) দস্তস্ত উৎপাটনং। দস্তের উৎপাটন,
দাঁততোলা।

দস্তোদ্ভেদ (পুং) দস্তস্ত উদ্ভেদঃ। দস্তোৎগম, দাঁত বাহির
হওন।

দস্তোলুখলিক (পুং) দস্তইব উলুখঃ সোহস্তাস্তি ইতি ঠনু।
(অতইনিঠনো। পা ৫২।১১৫) বাণপ্রস্থবিশেষ। এক
প্রকার সম্রাসী, যাহারা দস্তদ্বারা ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে
অর্থাৎ দস্তদ্বারা খাদ্যাদির তণ্ডুল বাহির করিয়া খায়।

“অগ্নিপকাশনো বা স্তাৎ কালপকোভূগেব বা।

অশ্বকুটৌ ভবেষাপি দস্তোলুখলিকোহপি বা।” (মহু ৬।১৭)

ইহারা অগ্নিপক ভিন্ন অন্ন ভক্ষণ করিবেন, বা কালপক

কলাদি ভোজন করিবেন, কিবা পাণাণদ্বারা চূর্ণ করিয়া
লইবেন অথবা আপনারা দস্তকেই উলুখলম্বলের কার্য
নিয়োগ করিবেন।

দস্তোষ্ঠ (স্রী) দস্তাশ্চ ওষ্ঠোশ্চ তেবাং সমাহারঃ। দস্ত ও ওষ্ঠ
সমাহার। সমাস বিষয়ে ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে দস্ত শব্দ
বিকল্পে অকারের লোপ হয়, এইজন্ত দস্তোষ্ঠ ও দস্তোষ্ঠ এই
রূপ পদদ্বয় হইবে।

দস্তোষ্ঠ্য (পুং) দস্তোষ্ঠে ভবঃ শরীরাবয়বভাঃ যৎ। দস্ত ওষ্ঠ
দ্বারা উচ্চারণীয় বর্ণ, দস্ত্যবকার। “বকারস্ত দস্তোষ্ঠ্যঃ”
। “দস্তোষ্ঠ্যো বঃ স্তোভ্যেঃ” (শিক্ষা)

দস্ত্য (ত্রি) দস্ত্যে ভবঃ দস্ত-যৎ (শরীরাবয়বভাঃ। পা ৪।৩৫৫)
দস্ত্যস্তব। দস্তমূলদ্বয় হইতে জাত তবর্গাদি।

“স্বামূর্জয়া ঋতুরসা দস্ত্যালুতলাঃ স্ত্যোঃ।” (শিক্ষা ১৭)

দস্ত্যোষ্ঠ্য হিতঃ যৎ। ২ দস্তের হিতজনক।

“দস্ত্যোহিমিমেধা জননোহলমুত্র

স্ত্যোহপ কেস্ত্যোহনিলহা গুরুশ্চ।” (সুশ্রুত ১।৪৬)

দস্ত্যবর্ণ (পুং) দস্ত্যস্তব বর্ণ, দস্তদ্বারা উচ্চারিত বর্ণ, ত, ধ,
দ, ধ, ন, স, ব, ঙকার।

দন্দশূক (পুং) গর্হিতঃ দশতি দন্শ যজ্ঞ-উকঃ (যজ্ঞ ৪৭-
দশাং যজ্ঞঃ। পা ৩২।১৬৬) ১ সর্প। ২ রাক্ষস। “চক্ৰঃ
দন্দশূকো গুহ্যপাৎ পরগোরগাঃ।” (বৈজয়কর) (ত্রি) ৩ হিংস্র।

দন্দমামাণ (ত্রি) ভ্রম-যজ্ঞ শানচ্। কুটিল গতিযুক্ত।

দপট (দেশজ) দর্প, অহঙ্কার, আঁফালন।

দপ্পদপ্প (দেশজ) অগ্নিপ্রজলনধ্বনি, আগুণ জলিবার মত
‘দপ্প দপ্প’ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

দফলা, আসামের অন্তর্গত দরঙ্গ ও লক্ষীপুর জেলার একটা
অসভ্য জাতি। ইহারা সাধারণতঃ লক্ষীপুরের নিচের
পর্বতসমূহে বাস করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গের অন্তর্গত
আমতোলা নামক স্থানের অধিবাসী দফলাগণ পার্শ্বতঃ দফলা-
গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বৃট্টাশ গবর্নমেন্ট উদাহরণে দমন
করিবার জন্ত প্রথমে পুলিশ প্রহরী প্রেরণ করিয়া দফলাগণ
বাসস্থান আক্রমণ করেন; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য হইয়া
প্রত্যাগমন করিলে ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে সশস্ত্র একদল সৈন্য
প্রেরিত হয়। ইহারা বিনা বাধার দফলাবন্দীদেরকে উদ্ধার
করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

দফলাপুর, সাতারার পলিটিকেল এজেন্সীর অধীন একটি
জায়গীর। অক্ষা° ১৭° ০' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৭' পূঃ মধ্যে অবস্থিত।
ইহা প্রকৃতপক্ষে আঠারাজ্যের একটা অংশ। দফলাপুর গ্রামের
এক পাটেল বা গ্রাম্যদলপতি এই আঠারাজ্যের রাণদিত্য।

এই গ্রামের নামানুসারে তাঁহার আর এক নাম দফলা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বর্তমান জাঠপতির • পূর্বপুরুষগণের সহিত এক সন্ধি করেন, এই সন্ধি অনুসারে এই জাঠপতিগণই তাঁহাদের রাজ্যে স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে জাঠপতির ঋণশোধকরণার্থ সাতারারাজ এই জাঠরাজ্যকে তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন এবং ঋণশোধ হইয়া গেলে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রত্যর্পণ করেন। এই জাঠ জায়গীরের আর্থিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজেরা অনেকবার ইহার শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং নানারূপ অত্যাচার হওয়ার ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জাঠরাজ্যপিপতির পক্ষে তাঁহার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। লক্ষ্মীবাই দফলা নামী এক বিধবা এখন দফলাপুরের শাসনকার্ত্তী।

দফলাপুর রাজ্যে ৩টা পৃথক পৃথক গ্রাম আছে। পরিমাণ-কল প্রায় ২৪ বর্গমাইল।

রাজস্ব প্রায় ২০০০ টাকা। বাজরা, জোয়ার, তুলা, গম ইত্যাদি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে তিনটা বিদ্যালয় আছে।

দফা (আরবী) হিসাবাদির পৃথক পৃথক বিষয়।

দফাদফা (আরবী) পুনঃ পুনঃ, পৃথক পৃথকরূপে।

দফাদার (পারসী) কর্মচারী।

দফাসারা (দেশজ) দফারফা করা, ধ্বংস করা, মারিয়া ফেলা।

দফে (আরবী) পুনশ্চ, পুনরাবৃত্তি।

দফতর (পারসী) পুস্তক হিসাব, হিসাবাদির তালিকা বা পুলিকা।

দফতরখানা (পারসী) আফিস ঘর, যে স্থানে হিসাবের কাগজপত্র রাখা হয়।

দফতরী (পারসী) যে ব্যক্তি পুস্তকাদি বান্ধে ও যাহারা আফিসে লিখন সামগ্রী যোগায়।

দভোই (দর্ভবতী) বঙ্গে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গাইকোবাড় রাজ্যের একটি নগর। অক্ষা° ২০° ১০' উঃ ৯৩° ৭৮' পূঃ মধ্যে। বরদারাজ্যের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৫০৯। এখানে কঠিম হাউস, পথিকদিকের ডাক বাঙ্গালা, রেলওয়েস্টেশন, ঔষধালয়, জেলখানা, অনেকগুলি স্কুল এবং তুলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কল আছে। মিরাগ্রাম, বরদা ও চন্দোড়ের সহিত ইহা রেলওয়ে দ্বারা সম্বন্ধ। ইহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দর্ভবতী নগরী।

ভ্য (জি) দতে অচ্ ততো বৎ। হস্তব্য, হননীয়। “নাহং তং বেদ দভ্যং দভৎস” (শ্ৰু ১.০.১০.৮।৪)।

VIII

‘তং ইহং দভ্যং হস্তব্যং’ (সারণ)

দভ্র (জি) দভ্রোভীতি দন্ত রক্ (স্থায়িতকীতি। উণ ২।১৩) ১ অন্ন। (নিঘণ্টু) ঋহন্, হ্রস্ব, নিঘষ, মায়ুক, প্রতিষ্ঠা, কৃধু, বত্রক, দর্ভ, অত্রক, ক্ষুরক, অন্ন। ইহার এই একাদশটি নাম। “অসিদভ্র চিদ্রধঃ” (শ্ৰু ১.৮.১।২) ২ অন্নযুক্ত। (পুং) ৩ সমুদ্র। (জী) ৪ উত্তরদিক।

দম (পুং) দম ভাবে ঘর্ষ। ১ দণ্ড, দমন। “নিক্পেতপহ-র্তারং তৎসমং দাপয়েৎ দমং।” (মহু ৮.১২২) লোকদিগকে দমনহেতু দণ্ডের নাম দম। [দণ্ড দেখ।] পর্য্যায় দান্তি, দমথ, দমন। ২ বাহ্যেস্ত্রিয়নিগ্রহ।

“কুংসিতাং কৰ্ম্মণে বিপ্র যচ্চ চিত্তনিবারণম্।

স কীৰ্ত্তিতো দমঃ প্রাকৈঃ সমস্তত্বদর্শিতঃ।”

(পাণ্ডে ক্রিয়াযোগসার)

কুংসিত কৰ্ম্ম হইতে চিত্তের প্রত্যাবর্তনের নাম দম অর্থাৎ যাহাতে কুংসিত কার্যে আর চিত্তের প্রবৃত্তি না হয় বা চিত্ত কোন কুকার্যে ধাবিত হইতেছে যে শক্তি বলে সেই ধার্মিক কার্য হইতে চিত্তকে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ ফিরাইয়া আনে তাহাকে দম বলে।

৩ কৰ্ম্ম। ৪ গৃহ। (নিঘণ্টু) “অথৈ যন্নি ঋং দমং” (শ্ৰু ১।৭।৫) ৫ মহর্ষিবেশেষ। (ভারত ১৩।১৩।৫) ৬ মরুভূমির পুত্র। (ভাগ ৯।২।২২) ৭ মরুভূমির পৌত্র, ইনি দ্রুতদিগকে অশেষ প্রকারে দমন করিতেন এবং অতিশয় বলবান ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি সকল প্রকার সঙ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। ইনি বক্রতনয়া ইন্দ্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দম-জননী জঠরে নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, ঐ রূপে জঠরে থাকায়, জননীকে যে দম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং ইনি নিজেও দমনীল হইবেন, ইহার পুরোহিত তাহা জানিতে পারিয়া ইহার নাম দম রাখিয়াছিলেন। মহারাজ দম বৃষপক্ষীর নিকট ধর্ম্মর্ষদ শিক্ষা এবং দৈত্যরাজ দম্ভির নিকট নানাবিধ অস্ত্রাদিও শিক্ষা করেন এবং বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু ১৩৩—১৩৪ অং) ৮ ভীম রাজার এক পুত্র, দময়ন্তীর এক ভাই। (ভারত ৩।৫৩৯) ১০ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৩।১০.৫)

১১ বৃদ্ধের এক নাম। (ললিতবিং)

দমক (জি) দময়ন্তীতি দম-নিট-ধূল। দমনকর্ত্তা, শাসনকারী।

“হস্তিগোহোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্ঘশ্চ জীবতি।” (মহু ৩।১৬২)

দমকল, অগ্নি দাহ হইতে গৃহাদি রক্ষা করিবার জন্য উদ্ভাবিত বস্ত্রবেশ। দমকল হই প্রকার, ১ম হস্ত দ্বারা চালাইবার উপযোগী ও ২য় বাম্পীর বস্ত্র সংযুক্ত। নগদ্বাদিতে

গৃহ দাহ নিবারণের জন্য বহুকাল হইতে নানাবিধ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বেও গ্রীস ও রোমে এসম্বন্ধে কয়েক প্রকার যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত ছিল।

ইতিহাস।—জুভেনেল ও প্লিনি হামা (Hama) নামে এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে ইহাকে এক প্রকার জলকুপী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু হোলষ্টেন বলেন, যে ইহা জলকুপী নহে, ইহা এক প্রকার বৃহৎ চক বা বক্রমুখ লৌহ একটা দীর্ঘ দণ্ডাগ্রে বদ্ধ থাকিত। বোধ হয়, ইহা দ্বারা অগ্নিবিশিষ্ট জব্যাদি টানিয়া আনিয়া নিবাহিবার চেষ্টা করা হইত।

প্লিনি (Pliny the Younger) নল বা সাইফনের সাহায্যে অগ্নি নিবাহিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাকে কল বলা যাইতে পারে, তাহা খৃষ্টজন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে উদ্ভাবিত হয়। সিবিয়াস (Ctesibius) নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক যন্ত্রতত্ত্ববিৎ টলেমি ফিলাডেল্ফাসের রাজত্বকালে মিশরে থাকিতেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিতি কালে তাঁহার হিরো (Hero) নামে এক ছাত্র ছিল। এই ব্যক্তি নিজ স্পিরিটেলিয়া (Spiritalia) নামক গ্রন্থে এক প্রকার কলের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে এক প্রকার জলোত্তোলন যন্ত্র (Forcing pump) ও দুইটা বৃহৎ নল (Cylinder) ছিল। এই যন্ত্রের উন্নতি হইয়াই এখনকার হস্তচালিত দমকলের উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিল শ্মীয় জগতের উন্নতি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, হিরোর এই যন্ত্রে বর্তমান হস্তচালিত দমকলের সমস্ত মূল সূত্রগুলি ছিল, কেবল দিন দিন জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই গুলিরই উন্নতি করা হইয়াছে।

সম্রাট ট্রোজনের (Emperor Trojan) অটালিকাকার আপোলোডোরাস (Apollodorus) এক প্রকার যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই যন্ত্রে চর্মকুপীত জল ও চর্মকুপীর সহিত নল সংযুক্ত থাকিত। চর্মকুপীতে চাপ দিলে নলমুখ দিয়া অগ্নি স্থানে জল-নিষ্কাশিত হইত।

১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানির অগ্নিবর্ণনগরে অগ্নিনির্বাপনের জন্য পিচকারীর স্থান এক প্রকার কল ছিল, ইহাকে Instrument of fire বা Water-syringe বলিত।

ক্যাস্পার সট (Caspar Schott) এক প্রকার অগ্নিনির্বাপনযন্ত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে যুরেনবর্গে ব্যবহৃত হইত। ইহাও আর হিরোর উদ্ভিষিত

কলের স্থান। ইহা দুইটা বোড়ার টানিয়া লইয়া যাইত ইহার সহিত একটা বৃহৎ জলাধার থাকিত। এই কল চালাইতে ২৮ জন লোকের প্রয়োজন হইত। ইহা হইতে ১ ইঞ্চি মোটা জলধারা ৮০ ফিট উর্দ্ধে গিয়া পড়িত। ১৭শ শতাব্দীর আরও শেবভাগে এই কলে বায়ুকক্ষে (Air-chamber) ও ক্যাশিসের মোটা নল (Hose) ব্যবহৃত হয়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এই সকল জব্য-সংযুক্ত কল ব্যবহৃত হইত। পেররা (Perrault) তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ভান্ডার হাইড (Vander Hide) সসন-পাইপ (Suction Pipe) আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডে ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হস্তচালিত দমকলের ব্যবহার ছিল। [অগ্নিতত্ত্ব দেখ।] এগুলি পিত্তলে নির্মিত হইত। দুইটা জলের বৃহৎ পাত্রে মধ্য দুইটা ভার লম্বিত থাকিত। দুই জন লোকে এই ভার জলের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিলে জল পাত্রদ্বয়ে পার্শ্বদেশস্থ ছিদ্র দিয়া জল বাহির হইয়া উভয় পাত্রের জল একটা উর্দ্ধ মুখ নল দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। লম্বিত ভার দুইটা একবার চাপিয়া দিয়া আবার টানিয়া তুলিয়া আবার চাপিয়া দিতে হইত। প্রতি চাপের সময় নল দিয়া থাকিয়া থাকিয়া তক্ ডক্ করিয়া কতকটা জল বাহির হইত মাত্র। তৎপরে বায়ুকক্ষ ও ক্যাশিসের মোটানল ব্যবহৃত হইয়া ইহার উক্ত অভাব দূর হইয়াছে। এখন জলের উপর বন্ধ ঘনীভূত বায়ুর চাপে ও জলোত্তোলন ঘরের ক্রিয়ায় জলের বেগ বরাবর সমান থাকে, ভার ঘরের উন্নতি অবনতিতে জলাধার লোপ হয় না বা হ্রাসবেগ হয় না।

তৎপরে ইহার উপর বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নল যাহাতে কদম্ব বা ঢেলা পাটকেল যাইতে না পারে, তাহার প্রতিবিধান হইয়াছে। জলাধারের জল ফুরাইয়া গেলে এখন পুষ্করিণী বা নদীতে নল ফেলিয়া জল তুলিবার কৌশল হইয়াছে। এখনকার ছোট কলগুলি একটা বোড়ার টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, দুই চারিজন লোকের চেষ্টায় লইয়া যাইতে পারে। বড় গুলিতে দুইটা বা চারিটা বোড়ার প্রয়োজন হয়। এখন ক্যাশিসের বা চাপ-ডার নল ব্যবহৃত হয়; আমেরিকার তুলা জমাইয়া এক প্রকার নল প্রস্তুত করে। এখন বৃহৎ কল গুলিতে বাষ্পীয় যোগ করিয়া প্রথমাবস্থায় ২৮ জন মানুষের পরিশ্রম কমিয়া দিয়াছে।

লণ্ডনের দমকলের আফিসের কলগুলিতে প্রতি নির্দিষ্ট ২০ গ্যালন জল ছড়াইতে পারে। একজন কলপরিচালক, একজন অগ্নিরক্ষক ও অন্যান্য জব্যাদিসহ ইহার এক একটি

কলের ওজন ৪০৫০ মণের অধিক হইবে না। দুইটি ঘোড়ার কাজেই ইহাকে টানিয়া ১ ঘণ্টার ভিত্তি ক্রোশ দূরে লইয়া বাইতে পারে। বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে এই কলের দুইটি একত্র কুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রতি মিনিটে ১৮০ গ্যালন জল দিতে পারা যায়।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন লণ্ডনের আর্গাইল রুম্‌স্‌ নামক বাটীতে অগ্নি লাগে, তখনই সর্বপ্রথম এই কল বাষ্পীয় বস্তুর সাহায্যে চালান হয়। টেম্‌সের উপর কতকগুলি ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হয়, তাহাও বাষ্পীয় বস্তুর সাহায্যে পরিচালিত হইত। এই কলগুলিতে প্রতি মিনিটে ১৪ শত গ্যালন জল দিতে পারিত। যখন পার্লামেন্টের বাড়ীতে আগুন লাগে, তখন ইহা অপেক্ষাও ক্ষমতাসালী ভাসমান দমকল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনসেতুর নিকটস্থ কারখানায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যে আগুন লাগে, তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা এই সকল কলের কোনটী ঘারাই হয় নাই। অধিকাংশ ভগ্নাবশেষ হইলে তবে সে আগুনকে নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছিল।

সামান্য সামান্য অগ্নিকাণ্ডে হস্তচালিত কলগুলিতে বিশেষ উপকার হয়, কারণ বাষ্প সংগ্রহে বৃহৎ কলে যে বিলম্ব হয় তাহাতেই হয়ত ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ডে সে স্থানের সর্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। হস্তচালিত কলগুলি ইচ্ছা মাত্র কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে যেখানে ছোট কলের ক্ষমতা কুলায় না, সেখানে বড় কল প্রয়োজন, তবে যতক্ষণ বড় কল কার্যারম্ভ করিতে না পারে, ততক্ষণ ছোট কল লইয়া চতুর্দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত।

দমকল সম্বন্ধে একটা সন্দেহ এখনও আছে। অতি বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলে করিয়া জল দিতে গেলে অগ্নি নির্বাপিত হয় কি বৃদ্ধি পায়? কলে যতই জল পড়ুক না কেন অগ্নির তুলনায় তাহার পরিমাণ অল্প। দেখা যায় যে অগ্নি জলিবার সময় অজ্ঞান-জল মধ্যগত অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অগ্নিগাস বাষ্প (Carbonic Oxide Gas) উৎপাদন করে। এই বাষ্পও জল হইতে অক্সিজেন বিযুক্ত উৎপাদন রাশি ও অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। সুতরাং অগ্নিতে অল্প পরিমাণে জল দিলে ওদ্বন্দ্ব এই দুই দ্রব্য জলিয়া অগ্নি আরও বাড়িয়া তুলে। অতএব বাষ্পাকারে পরিণত করিতে অগ্নির উত্তাপ যতটুকু নষ্ট হয়, উক্ত দুই বাষ্প জলিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তাপ সঞ্চিত করে। এ বিষয়ে এখনও বিশেষ আলোচনা বা মীমাংসা হয় নাই।

দমকল ঢালাইবার অল্প এক দল শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। ইহাদের মাথায় দৃঢ় শিরস্ত্রাণ ও খাতুনশ্রিত বস্ত্রধারণ থাকে। এই উভয় থাকিবার অল্প অল্প গৃহের ভগ্নাংশ বা কড়ি, বরগা পড়িয়া কিছু হানি করিতে পারে না। ইহাদের সাহসও বথেষ্ট, জলপতনের নল লইয়া ইহারা যে রূপ সাহসের সহিত অগ্নিকেই বিচরণ করে, প্রজলিত গৃহ হইতে লোকের জীবন ও ধন রক্ষা করে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। এখন যুরোপের সর্বত্রই লণ্ডনের নিয়মে দমকলের লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। লণ্ডনের দমকল আফিসে যে কেহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দেয়, সেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়, এজন্য লণ্ডনে অতি অল্পেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ দমকল আপিসে পৌছায়। ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানেরাই প্রায় একরূপ সংবাদ দিয়া থাকে।

এখন প্রায় সকল প্রধান সহরেই অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য রাখিবার অল্প গির্জার চূড়ার দ্বারা উচ্চ কাঠময় গৃহ নির্মিত হয়। এই গৃহে দিব্যরাত্র এক একজন প্রহরী থাকে, সে কেবল সহরের চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখে। যদি কোথাও অগ্নি দেখিতে পায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ নিজে আসিয়া দমকল আফিসে জানায়।

কনস্টান্টিনোপলে স্বর্ণ অন্তরীপের উত্তর পার্শ্বে দুইটি, উক্ত প্রকার অগ্নিদর্শনগৃহ আছে। সেখানে প্রহরী আছে। সেই প্রহরী কোথাও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া সন্বেত করিলেই প্রহরীর সমস্ত নগরময় “অমুক স্থানে আগুন লাগিয়াছে” বলিয়া চিৎকার করিয়া মাটিতে বেত্রাঘাত করিতে থাকে। মুহূর্ত্ত মধ্যে, সমস্ত নগরে এই সংবাদ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এমন কি যদি বসুন্ধরার অপর পারেও অগ্নি লাগিয়া থাকে, তবে সহরের লোককে ঐ রূপ সংবাদ দিয়া আকুলিত করা হয়। প্রহরীর নগরবাসীদিগকে বাধা করিয়া অগ্নি নির্বাপনে নিযুক্ত করে। ইহারা অগ্নিসংশ্লিষ্ট গৃহাদি সম-ভূমি করিয়া ভাসিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্বাপন করে। আগুন যদি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকে, তবে স্বয়ং সুলতানকে অগ্নি স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে হয়। নগরবাসীরা এই প্রকার সুলতানকে দেখিতে পার বলিয়া সময়ে সময়ে টেক্সা করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইত এবং সুলতান উপস্থিত হইলে তাহার নিকট আপনাদের অত্যাচার, অবিচার বা ছুঃখ কষ্টের কথা জানাইত। বর্তমানকালে আর সুলতান আসেন না, তত্ত্ব স্থানের পাশা উপস্থিত হন।

বাক্সা দেশের সকল স্থানে দমকল নাই। কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ কয়েক স্থানে আছে মাত্র। অল্প স্থানে অগ্নি

লাগিলে অধিবাসীরা অগ্নিসংগৃহীত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া
আগুন নিবাইবার চেষ্টা পায়।

দমঘোষ (পুং) চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইনি চৌদ্দেশের
অধিপতি শিশুপালের পিতা এবং ইহার অপরাধনাম ক্রতুশ্রবা।

দমঘোষস্ত (পুং) দমঘোষস্ত স্তুতঃ। দমঘোষের পুত্র,
শিশুপাল।

দমথ (পুং) দম উপশমে দম অথচ (বাহুল্যং দৃশ্যমদমি-
ভ্যশ্চ। উৎ ৩।১১৪) দম, দণ্ড।

দমথু (পুং) দম ভাবে অথু। দম, দমন।

দমন (পুং) দাম্যাতীতি দম-ল্যা। ১ দণ্ড। ২ ইন্দ্রিয়ারদির
বাহুবলি নিরোধ। ৩ পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ, দোনা, দমনক বৃক্ষ।
৪ কুলপুষ্পবৃক্ষ, কুঁদফুলের গাছ। ৫ ঋষি বিশেষ। (ভারত
৩।২২।৬) ৬ দমরাজ্যের এক পুত্র, মহারাজ দম দমন
ঋষির আরাধনা করিয়া পুত্র সকল লাভ করেন, এই জন্য
পুত্রের নাম দমন রাখিয়াছিলেন (ভারত ৩।৫৩।৯) ৭ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪।৩৪) ৮ মহাদেব। (১৩।১৭।১৩৬)

দমনক (পুং) দমন এবং স্বার্থে কনু। বৃক্ষবিশেষ, দোনা।
পর্যায় দমন, দাস্ত, গন্ধোৎকটা, মুনি, জটীলা, দস্তী, পাণ্ডুরাগ,
ব্রহ্মজটী, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পবিত্রক, দেবশেখর, কুলপত্র,
বিনীত, তপস্বিপত্র, মুনিপত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্ম-
জটী, কুলপত্রক। (ভাবপ্রা°) ইহার পুষ্প অগন্ধ জটাকৃতি।
ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কুষ্ঠদোষ, বিষ,
বিস্ফোট ও বিকারনাশক। (রাজনি°) হস্ত, ব্যাঘ্র ও অগ্নিক্রি,
গ্রহণী, অশ্রু, ক্রোধ ও কণ্ডূনাশক। (ভাবপ্রা°) (ক্লী) ২ ছন্দো-
বিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৬টি অক্ষর থাকিবে। লক্ষণ—
“বিশৃগুনগগমিহ বিতলু হি।

দমনকমিত গদতি গুচি হি ॥” (চিন্তামণিধৃত বচন)

এই ছন্দের সমস্ত বর্ণই লঘু হইবে। ৩ একাদশ অক্ষরপাদক
ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেকপাদে ১১টি করিয়া অক্ষর
থাকিবে এবং শেষবর্ণ ছাড়া আর সকল বর্ণ লঘু হইবে। লক্ষণ—

“দ্বিধবর গুণযুগমর্মলং তদম্ চ কলয় করতলং।

ফণিপতিবর পরিগদিতং দমনকমিদমতিললিতং ॥”

(চিন্তামণিধৃত বচন)

দমনকারোপণোৎসব (পুং) দমনকস্ত আরোপণার্থং য
উৎসবঃ। ত্রীকৃষ্ণকে দমনক অর্পণার্থ মহাপূজারূপ উৎসব
বিশেষ। ত্রীকৃষ্ণের দমনক-দানোৎসব-বিধি হরিতত্ত্ব-
বিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

চৈত্রমাসের শুক্লাদশমীতে ত্রীকৃষ্ণকে দমনক দান করিয়া
উৎসব করিবে।

“চৈত্রমাসে শুক্লাদশমীতে দমনকারোপণোৎসবঃ ॥” (হরিতত্ত্ববিধি)

মধুমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন
করিয়া দমনক বনে গমন করিবে এবং সেই স্থলে এই
মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হইবে।

“অশোকায় নমস্তভ্যং কামদ্রৌশোকনাশন।

শোকান্তিঃ হর মে নিত্যং আনন্দং জনয়স্ব মে ॥

নেম্যামি কৃষ্ণপূজার্থং ত্বাং কৃষ্ণপ্ৰীতিকারকং ॥”

এইক্লেশে প্রার্থনা ও প্রণাম করিয়া দমনক গ্রহণ করিবে।

পরে পঞ্চগব্যদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পূজা করিবে এবং বস্ত্রে
আচ্ছাদন করিয়া বৈদ্যপাঠ করিতে করিতে গৃহে আনিবে।

পরে দমনকাধিবাস করিতে হইবে।

অধিবাসবিধি—ত্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ইহাকে রাখিয়া সর্ষপে
ভজ্রমণ্ডল করিবে, তাহার উপর এই দমনক সংস্থাপিত
করিয়া এই মন্ত্রে অধিবাস করিবে। মন্ত্র—

“পূজার্থং দেবদেবস্ত বিষ্ণোলক্ষ্মীপতেঃ প্রভোঃ।

দমন! ত্বমিহাগচ্ছ সান্নিধ্যং কুরু তে নমঃ ॥”

পরে সর্ষপ কামদেবকে পূজা করিতে হইবে এবং
অষ্টোত্তরশত কামগায়ত্রী জপ করিয়া আমন্ত্রণ করিবে।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া এই মন্ত্রে বন্দনা করিতে হইবে। মন্ত্র—

“নমোহস্ত পুষ্পবাণায় জগদাক্সাদকারিণে।

মগ্নধায় জগদ্রেত্রে রতিপ্ৰীতিপ্রদায়িনে ॥”

পরে ত্রীকৃষ্ণকে এই মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিতে হইবে।

“আমন্ত্রিতোহসি দেবেশ! পুরাণপুরুষোত্তম।

প্রাতঃস্বাস পূজয়িষ্যামি সান্নিধ্যং কুরু কেশব ॥

নিবেদয়াম্যহং তুভ্যং প্রাতঃদমনকং শুভং ॥”

সর্ষপা সর্ষপা বিষ্ণো নমস্তেহস্ত প্রসীদ মে ॥”

এই আমন্ত্রণাদি করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই রাত্রি
জাগরণ করিবে। পর দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমা-
পন করিয়া, দমনক আরোপণের নিমিত্ত মহাপূজা সমা-
পন করিবে। তাহার পর দমনককে ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করিয়া এই
মন্ত্রে ত্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে। মন্ত্র—

“দেব দেব জগন্নাথ বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়ক।

কৃৎসন্য পুরয় মে কৃষ্ণ কামান্ কামেশ্বরীশ্রয় ॥

ইদং দমনকং দেব গৃহায় মদমুগ্রহায় ॥

ইমাং সাংবৎসরীং পূজাং ভগবন্নিহ পূরয় ॥”

তাহার পর দমনকপুষ্পের মালা জড়না করিয়া ত্রীকৃষ্ণ
এই মন্ত্রে অর্পণ করিতে হইবে—

“মণিবিজ্রমমালাভির্শ্রদ্ধারকুসুমাদিভিঃ।

ইমাং সাংবৎসরী পূজাং তবাস্ত গরুড়ধ্বজঃ ॥

বনমালাঃ যথা দেব ! কোষভং সত্ততঃ হৃদি ।

তদ্বক্ষ্যমনকীঃ মালাং পূজাক্ষ হৃদয়ে বহা ॥”

পরে নৃত্য গীত প্রভৃতি ও ত্রাঙ্গগাদি ভোজন করাইয়া মহোৎসব করিবে।

চৈত্রমাসে দমনক আরোপণে কোন বিঘ্নাদি ঘটিলে বৈশাখ বা শ্রাবণমাসে করিতে পারিবে।

“ন কৃষ্ণে দমনারোপঃ শ্রাদ্ধমৌ বিঘ্নতো যদি ।

বৈশাখ্যঃ শ্রাবণে মাসি কর্তব্যং বা তদর্পণং ॥”

যিনি এই দমনক আরোহণার্থ উৎসব করেন, তিনি সকল কামনা প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত ভীষণে মনাদি করিলে যে ফল দমনকে সেই ফল হইয়া থাকে। (হরিভক্তিবিলাস ১৪ বি°)
দমনী (স্ত্রী) দম্যতে হ্মিরনয়া দম-ল্যুট্, ত্রিয়াং ভীপ্। অগ্নি-দমনীযুক্ত। (রাজনি°)

দময়ন্তী (স্ত্রী) দময়ন্তি নাশয়তি অমঙ্গলাদিকমিতি দম-গিচ্-শত্ ভীপ্। ১ ভদ্রমল্লিকা। ২ নলরাজার পত্নী, বৈদর্ভরাজ ভ্রাতার কন্যা। ইনি অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন। নিবধরাজ নল ইহার রূপের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি অমুরক্ত হন এবং এই অমুরাগের বিষয় এক হংস দ্বারা দময়ন্তীর নিকট বলিয়া পাঠান। দময়ন্তী হংসের নিকট নলের রূপ ও গুণাদির কথা শুনিয়া নলের প্রতি অমুরক্ত হন। এই সময় বিদর্ভরাজ দময়ন্তীকে বিবাহযোগ্য দেখিয়া স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করেন। এই স্বয়ম্বর স্থলে নানা দিগেশ হইতে অনেক নৃপতির আগমন হইল, এমন কি ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এই স্বয়ম্বরোদেশে আগমন করিলেন।

দেবগণ আসিবার সময় নলকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে দৃত করিয়া দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। নল দেবগণের বরে সকল লোকের অদৃষ্ট হইয়া দেবগণের অভিপ্রায় দময়ন্তীকে কহিলেন। দময়ন্তী ইহার উত্তরে বলিলেন, আমি পূর্বেই নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, নল ভিন্ন অজ্ঞ কেহ আমার স্বামী হইবে না।

দেবগণ তাহা জানিয়া স্বয়ম্বর স্থলে নলরূপ ধারণ করিয়া থাকিলেন; দময়ন্তী অনন্তোপায় হইয়া দেবগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে দময়ন্তী দেবগণের স্বেদবিরহিত তুচ্ছ নেত্র দিব্যমালাধারী দেহ হইতে নলকে চিনিতে পারিয়া ইহার গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। দময়ন্তী নলকে বর-মালা দিয়া কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। পরে নল পাতঞ্জীকায় সর্বস্বান্ত হইলে বনগমন করেন। ইহাতে পতিব্রতা দময়ন্তী তাঁহার অমুগামিনী হন। শ্রীকৃষ্ণ হইলে মনুষ্যের বুদ্ধিভঙ্গ হইয়া থাকে। নলরাজ পতিপরায়ণা নিদ্রিতা

পত্নীকে নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ বনে গমন করেন। পরে দময়ন্তী কতকগুলি পখিক বণিক কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পিত্রালয়ে আসিলেন।

দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত অধীর হইলেন। দময়ন্তীর পিতা নলকে অন্বেষণ করিবার অজ্ঞ সর্বত্র চর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই নলের অন্বেষণ পাইলেন না। তখন দময়ন্তী অনন্তোপায় হইয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি জানিতেন যে রাজা নল শ্রীকৃষ্ণ ও অপ-মানিত হইয়াই আশ্রয়গোপন করিয়া আছেন। কোন অসামান্য ঘটনা ভিন্ন নলকে গোপন স্থান হইতে বহির করা অসম্ভব। এই জ্ঞাত বোধনা করিয়া দিলেন, যে নল রাজা বহুকাল অজ্ঞাতভাবে থাকার তদীয় পত্নী দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বর হইতে মানস করিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সর্ব-সমিধু নল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এত দিন অযোধ্যাধিপতি শত্রুপর্ণের নিকট ছদ্মবেশে অতি হীন অশ্বপালের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অযোধ্যাধিপতি স্বয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে কোতূহল প্রযুক্ত তিনিই তাঁহার সারথি হইয়া বিদর্ভরাজ্যে আগমন করেন। দময়ন্তী দাসীমুখে এই সারথির অলৌকিক রূপ শুণাদির কথা শুনিয়া সন্দেহচিত্ত হইয়া অশ্বশালায় উপস্থিত হন। তথায় অশ্বপালকে আপন হৃদয়বল্লভ নল বলিয়া জানিতে পারিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন ও স্বয়ম্বর ঘোষণারূপ ধৃত্যাজ্ঞা ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। দময়ন্তী এইরূপে স্বামী লাভ করিয়া পুনরায় ভর্তৃরাজ্যে রাজমহিষী হন। (ভারত বনপ°)

[নল দেখ।]

দমদমা, — ১ বাঙ্গালা প্রদেশের জেলা ২৪ পরগণার একটা মহ-কুমা। অক্ষা° ২২° ৩৪' ও ২২° ৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৬' ও ৮৮° ৩১' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণকল ২৪ বর্গমাইল। ইহার ভিতর দিয়া মধ্যবঙ্গ রেলপথ গিয়াছে।

২ উক্ত মহকুমার একটা নগর। অক্ষা° ২২° ৩৭' ৫২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭' ৫১" পূঃ, কলিকাতা হইতে ৪১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটি এবং সৈনিকাবাস আছে। এই সৈনিকাবাস ইষ্টকনিষ্ঠিত এবং প্রশস্ত। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ পর্যন্ত এখানে কামান ইত্যাদি রাখিবার স্থান ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উহা মীরটে উঠাইয়া লওয়া হয়। সেই সময়ে এখানে একটা অস্ত্রাগার, সৈনিকাবাস, সাহেব এবং দেশীয়দিগের জজ হাঁসপাতাল, বৃহৎ বাজার, অনেকগুলি পরিষ্কার জলপূর্ণ নদী ও প্রটেক্টেদিগের গির্জা ছিল। যে সন্ধি অহুসারে

বাঙ্গালার নবাব ইংরাজদিগের স্বার্থ হ্রাসকৃত করিয়া কলিকাতা, কাশিমবাজার ও ঢাকা পুনঃ প্রদান করেন, সেই সন্ধি এখানেই স্বাক্ষরিত হয় (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। এখানে পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের একটি স্টেশন এবং একটি ইংরাজী স্কুল আছে।

দময়ত (ত্রি) দমংগিচ্-তৃচ্। ১ শাসনকর্তা। (পুং) ২ বিষ্ণু।
দমলচেরি—মাজাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর আর্কটের একটি গিরিপথ। অক্ষা° ১৩° ২৫' ৪০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫' পূঃ। এই পথ দিয়া মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম বার কর্ণাটক আক্রমণার্থ গমন করেন। এখানেই ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব দৌলত আলি মহারাজার সহিত যুদ্ধে হত হন। ১৭৮০-৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলির সৈন্যগণ যখন কর্ণাটক আক্রমণ করে, তখন এই পথ দিয়াই খাতাদি সরবরাহ হইয়াছিল।

দমলিঙ্গ (দবলিঙ্গ)—পঞ্জাবের অন্তর্গত বসহর রাজ্যের একটি গ্রাম। অক্ষা° ৩১° ৪৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ৩৯' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদিগকে দেখিতে চীনতাত্ত্ববিদগণের স্থায়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

দমা (দেশজ) ১ এক প্রকার বাজী। ২ বাধা, আটকান।
দমান—পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি উচ্চ জেলা। অক্ষা° ২৮° ৪০' ও ৩০° ২০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩০' ও ৭১° ২০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সলিমান পর্বতের পূর্বপাদদেশস্থিত প্রদেশ ও দেয়া ইসমাইলখাঁর অন্তর্গত সিন্ধুনদীর দক্ষিণতীর এই জেলার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি অমরুর্কর এবং পশ্বাদি-বিহীন।

দমান, (দমন)—বম্বে প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের অন্তর্গত পর্ন্তুগীজদিগের অধীন একটি নগর। বম্বে নগরের ১০০ মাইল উত্তরে। অক্ষা° ২২° ১৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৫৩' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভগবান্ নদী, পূর্বে ব্রীটশরাজ্য, দক্ষিণে কুলম নদী এবং পশ্চিমে কাছে উপসাগর। নগর হাবিলি পরগণার সহিত ইহার পরিমাণফল ৮২ বর্গমাইল।

নিজ দমানের দুইটি বিভাগ—১ পরগণা নায়ের বা দমান গ্র্যাণ্ডী এবং ২ পরগণা কলন পোবোরি বা দমান পিকেনো। এ ছাড়া ৫ হইতে ৭ মাইল প্রশস্ত হাবিলি পরগণার একটি পৃথক অংশ আছে।

দমান নগর ১৫৩১ খৃঃ অব্দে পর্ন্তুগীজগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। এখানকার অধিবাসীগণ ইহার পুনঃসংস্কার করে। পরে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে পর্ন্তুগীজেরা পুনরায় অধিকার করিয়া এখানে

স্থায়ীরূপে বসবাস করিবার বন্দোবস্ত করেন। নিজ দমানের পরিমাণফল ২২ বর্গমাইল, ইহাতে ২৯ খানি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

এই স্থান কাষে উপসাগরের মুখে অবস্থিত এবং দমন-গঙ্গানামক নদীদ্বারা দমান গ্র্যাণ্ডী (বৃহৎ দমান) ও দমান পিকেনো (ক্ষুদ্র দমান) নামক এই বিভাগে বিভক্ত। দমানগ্র্যাণ্ডী দক্ষিণদিকে থানানামক ব্রীটশাধিকৃত জেলার সংলগ্ন এবং দমান পিকেনো উত্তরদিকে সুরাটের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। শ্বেষোক্ত ভাগ ডম কনষ্ট্যান্টিনো ডি ব্রাগাজার অধীনে পর্ন্তুগীজগণ কর্তৃক ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ইরা ফেব্রুয়ারি তারিখে অধিকৃত হয়। নগর-হাবিলি পরগণার পরিমাণফল ৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২৭৪৬২।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে পুণা নগরের সন্ধি অনুসারে এই পরগণা মহারাষ্ট্রেরা পর্ন্তুগীজগণের হস্তে সমর্পণ করেন।

দমানের প্রধান নদী—১ ভগবান্, ২ কলম্, ৩ নলম-খাল বা দমনগঙ্গা, এ সমস্ত নদীই কাষে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বৃহৎ বন আছে।

এখানকার জমি উর্বরা। চাউল, গম ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। চালের সুবিধা থাকিলেও এখানে সর্বস্বত্ব ১% জমির আবাদ হয়। সমস্ত জমির উপরই একটি ট্যাক্স নির্দ্ধারিত আছে। এই ট্যাক্স হইতে প্রায় ৮০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

পর্ন্তুগীজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবার পূর্বে আফ্রিকার উপকূলের সহিত দমানের বিস্তৃত ব্যবসা চলিত। ১৮১১ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনরাজ্যের সহিত এখানকার আফিমের ব্যবসা ছিল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃক নির্দ্ধ দেশ জয় হইবার পর আফিমের রপ্তানী বন্ধ হইয়া যায় এবং তদবধি দমানের আফিম ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

পুরাকালে বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জিত করণের জন্ত দমান বিখ্যাত ছিল। বুনন কার্য এখনও কণ্ডকটা চলিয়া থাকে। মাক্র ও খেজুরপাতার বুড়ি অনেক প্রস্তুত হয়। এখানে গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কার্য বেশ চলিয়া থাকে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত দমানকে একটি প্রদেশ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখানে একটি মিউনিসিপালিটি আছে। গোয়ার গবর্নর জেনারেলের অধীন একজন শাসনকর্তা কর্তৃক দমান শাসিত হয়। বিচার বিভাগ একজন জজের কর্তৃত্বাধীনে আছে। তাঁহার অধীনে একজন এটর্নি

জেনারেল এবং ছই তিনজন করণিক আছে। এখান হইতে প্রায় লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

এখানে ছইটি দুর্গ আছে। প্রথমটিতে গবর্ণরের প্রাসাদ, দৈত্যের আবাস, হাঁসপাখাল, মিউনিসিপ্যাল আফিস, আদালত গৃহ, জেল, ছইটি গির্জা এবং অন্যান্য অনেক আবাসাদি আছে। ছোট দুর্গটি সেন্ট জিওরগের সাহায্যে পর্তুগীজগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি গির্জা ও একটি গোরস্থান আছে।

দমিতৃ (পুং) দম-তৃহ। শাসনকর্তা।

দমিত (ত্রি) দম্যতে অ দম-ক্ত। (বা দান্ত শাস্ততি। পা ৭।২।২৭) ১ শাসিত, বশীকৃত। ২ ক্লেদসহিষ্ণু, ভারবহনাদি ক্লেদসহিষ্ণু। ইটের বিকল্পবিধান হেতু পক্ষে দান্ত এইরূপ পদ হইবে।

দমিন্ (ত্রি) দমোহস্তাতীতি দম-ইনি। ১ দমনবিশিষ্ট, দমনশীল। (ক্লী) ২ সাগর ও সিদ্ধ সঙ্গমের দক্ষিণস্থ তীর্থভেদ। ৩ এই তীর্থপ্রবর্তক ঋষিভেদ। এই তীর্থ সকল পাপনাশক, এই তীর্থে ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। এই তীর্থে জ্ঞান ও দেবগণ দ্বারা পরিবৃত্ত রক্তকে পূজা করিলে জন্মাবধি সকল পাপ বিনষ্ট হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, কেবল এইখানে জ্ঞান করিলে সেই ফল লাভ হয়। * (ভারত ৩।৮২ অ°)।

দমীসারথি (পুং) বুজের নামান্তর।

দমু (মু) নম্ (পুং) দমনস্, 'অজ্ঞেয়ামপি দৃশ্যতে' ইতি পক্ষে দীর্ঘঃ বা দম-উনস্ (দমেকুনসিঃ। উণ ৪।২৫৪) ১ অধি।

২ শুক্রার্থ্য। (ত্রি) ৩ দময়িতা। "দমনা গৃহপতি, দম আ" (ঋক্ ১।৬।৪) 'দময়তি রাক্ষসাদিকমিতি দমনাঃ' (সায়ণ)

দমে (অব্য) দম-বাহুলকাৎ-কে। গৃহ। (নিঘণ্টু)

দমু (দেশজ) ১ অশুকরণ শব্দ। ২ শুক বস্তুর পতনধ্বনি। ৩ প্রতারণ, ঠকান। ৪ নিঃশ্বাস, প্রাণবায়ু। ৫ সঙ্গীতে লয়প্রদর্শনপূর্বক সুরের দীর্ঘ স্থায়িত্বের নাম দমু।

দম্পতী (পুং) জায়া চ পতিশ্চ বন্দ্যে জায়াশব্দত পক্ষে

* "এদক্ষিণমুপাবৃত্তা গচ্ছন্ত ভরতবর্ষ।

তীর্থঃ কুরুবরজেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতঃ।

দমীতি মাতা বিধাতাঃ সর্গুপাণপ্রণামনঃ।

বত্র ব্রহ্মাবরোসেবা উপাসন্তে মহেশ্বরঃ।

তত্র সার্বভৌমিত্বা চ রক্তঃ দেবগণৈর্ভূতঃ।

অমরভূতি বৎপাপাঃ তৎপ্রাতস্তত্র প্রণমন্তঃ।

দমী চাত্র মরজেষ্ঠ সর্বদেবৈরভিষ্টঃ।

তত্র সার্বা মরব্যত্র হরমেধমবধাঃ।

• (ভারত ৩।৮২।১-১৪)

দমাদেশঃ। মিলিত জায়া ও পতি। দম্পতী এই শব্দ নিত্য বিবচনান্ত, দম্পতীমানে জায়াপতী, দম্পতী ও দম্পতী এই তিনটি পদ হয়। জায়াঃ জমতাবো দম্পতী। জায়া শব্দস্থানে বিকল্পে জম্ ও দম্ আদেশ হয়, ছইটি বিকল্প বিধান হইলে তিনটি পদ হয়, একে অল্প ঐ তিনটি পদ হইল।

"তো দম্পতী বশিষ্ঠস্ত গুরোঃ গুরুরাশ্রমঃ।" (রঘুব° ১ অ°) দমুকল (দেশজ) আগুন নিবাইবার যন্ত্র। [দমুকল দেখ।]

দম্বাজ (পারসী) প্রতারক, কুয়াচোর।

দম্বাজী (পারসী) প্রতারণা, কুয়াচুরি।

দম্ব (পুং) দম্বাতে ইতি দম্ব-বঞ্। ১ কপট। ২ শাঠ্য।

অর্থ্য হইতে ভূষার গর্ভে দম্বের জন্ম।

"মুবাধর্ম্যন্ত ভাষ্যাসীদন্তঃ মায়াঞ্চ শক্রহনু।

অমৃত মিথুনং তন্তু নির্বাতির্জগৎ হেহ প্রজাঃ।" (ভাগ° ৪।৮।২)

অর্থ্য ব্রহ্মার পুত্র, অর্থ্যের পত্নী মিথ্যা। এই মিথ্যার গর্ভে মায়া নামে এক কন্তা ও দম্ব নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ মায়া ও দম্ব দুইজন পরস্পর সোদর হইলেও অর্থ্যশাস্ত্রত বলিয়া পরস্পর মিথুন অর্থাৎ জীপুরুষ হইয়াছিল। এই দম্ব ও মায়া হইতে লোভ ও নিষ্ঠুরি (শঠতা) নামে একটি পুত্র ও কন্তা হয়। (ভাগ°)

৩ নিজে অর্থ্যিক অর্থচ বাহিরে ধার্মিক বলিয়া জানান।

৪ লোভ ও বঞ্চনা দ্বারা বিহিত কথ্যমুঠান। ৫ পূজা প্রাপ্তি ও সম্মান লাভের জন্য অর্থ্যিকত্ব খাপন। "কপটেন ধার্মিকত্বাদিনা স্বোৎকর্ষখাপনেচ্ছা দম্বঃ।" (গৌতমবৃ° ৪।৩)

প্রকৃত ধার্মিক নয়, অর্থচ কপটতাপূর্বক লোকদিগকে ধার্মিক বলিয়া প্রতীপাদন করিয়া নিজের সম্মান লাভের যে ইচ্ছা, তাহার নাম দম্ব। এতোক ব্যক্তিরই বিশেষ যত্নপূর্বক দম্ব পরিহার কর্তব্য।

"দেবঃ দম্বঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্মণ্যং বর্জয়েৎ।" (মহু ৪।১৬৩)

৬ ধর্ম্য প্রতি অমুৎসাহ।

দম্বক (পুং) দম্ব-বুল্। প্রতারক। "ধর্ম্মধ্বজী সদালুক-শ্রদ্ধিকো লোকদম্বকঃ।" (মহু ৪।১২৫)

যাহারা সদা লুক, অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর আগরুক রহিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মের চিহ্ন প্রভৃতি ধারণ করে ও জনসমাজে আপনাদের ধার্মিকতার পরিচয় দেয়, তাহারাই বৈড়ালপ্রতিক।

দম্বচর্যা (ক্লী) শঠতা, প্রতারণা।

দম্বন (পুং) দম্ব ভাবে লুট্। ১ দম্ব। ২ মোহন।

"ত্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্সন্ জীশূদ্রদম্বনঃ।"

(মহু ৪।২৮)

দন্তিম্ (ত্রি) দন্ত-গিনি। দন্তকর্তা। “দন্তিহৈতুকপাশত-
বকবৃত্তিঃ ৮ বর্জয়েৎ।” (বাক্যবাক্য ১।১৩০)

দন্তোদ্ভব (পুং) সার্কভোম নৃপতেদ। এই নরপতি অতি-
শয় দান্তিক ছিলেন। নর নামে একজন ঋষি, ইহার গর্ব
বিনষ্ট করেন। (ভারত উদ্ধোগ ৯১ অ°)

“লোভাদৈলন্ত রাজর্ষির্বাভাপি হর্ষতোহমুরঃ।

পোলন্তো রাগসো মানাং মদাকন্তোভবো নৃপঃ॥

প্রযাতা নিধনং হেতে শক্রবড়্ বর্গমাপ্রিতাঃ।” (কামলক)

(ত্রি) দন্ত: উদ্ভবো যন্ত। ২ দন্ত হইতে জাত কন্দাদি।

যে সকল কার্য দন্তপূরক করা হয়।

দন্তোলি (পুং) দন্ত ভাবে অম্লন, দন্তসি প্রেরণে অলতি
পর্যাপ্তোতি অল-ইন। বজ্র।

দম্য (পুং) দম্যতে ইতি দম-যৎ। ১ প্রাপ্ত ভারবহনযোগ্য-
বৎসতর, যে বৎসতর ভারবহনযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(ত্রি) ২ দমনীয়। ৩ দমনাই। (পুং) ৪ অনডান্।

“শকটং দম্যসংযুক্তং দন্তং ভবতি চৈব হি।” (ভারত ১৩।৬৬।৪)

দয় (পুং) দয়-বাহলকাৎ অপ্। দয়া।

দয়া (ক্রী) দয় ভিদাদাঙ, তত্ঠাপ্। করুণা, দুঃখিত জীবের
প্রতি অমুকম্পা, অর্থাৎ এক ব্যক্তি অতিশয় ক্লেশ পড়িয়াছে,
তাহার ঐ ক্লেশ দেখিয়া নিজের দুঃখানুভব হইয়া তাহার
প্রতি সহানুভূতির নাম দয়া।

“যদ্বাদপি পরক্লেশং হন্তুং বা হৃদি জায়তে।

ইচ্ছা ভূমিস্থরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ণিতা॥

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ।

বর্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হেযাদয়া স্মৃতা॥” (ক্রিয়াযোগসা°)

পরক্লেশ নিবারণের জন্ত হৃদয়ে যে বলবতী ইচ্ছা হয়,
ঐ ইচ্ছাই নাম দয়া। যিনি সর্বভূতের প্রতি মঙ্গল ও হিত
কার্যের জন্ত আপনাত্মায় যে সকল কার্য অমুষ্ঠান করেন,
ঐ ক্রিয়ার নামই দয়া। দয়া একমাত্র প্রধান ধর্ম।

“অহিংসা পরমোদ্যো বিপ্রাণাং নাত্ৰ সংশয়ঃ।

দয়া সর্বত্র কর্তব্য ব্রাহ্মণেন বিজানতা॥

যজ্ঞাদজ্ঞা বিপ্রেশ্ন ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা।” (দেবীভাগ°)

সকল স্থানে অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া কথিত এবং
সকল ভূতে দয়া করা উচিত। দয়া মোহের পত্নী, দয়া
ব্যতীত এ জগতে সকল কার্যই নিফল।

২ দক্ষের এক কন্যা, ধর্মের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

৩ দয়া শাস্তিরূপের ব্যাভিচারিভাব।

“রোমাকাণ্ডাঃ স্বানুভাবানুভাব্যাব্যভিচারিণঃ।

নিবেদধর্মশ্রমভিত্ততদয়াদয়ঃ॥” (সাহিত্যাদ° ৩ অ°)

দয়াকূর্চ (পুং) দয়ায়াঃ কূর্চইব। বৃদ্ধ।

“সমস্তভজঃ সংগুপ্তো দয়াকূর্চো বিনায়কঃ।” (হেম° ২।৩৪)

দয়ানন্দ সরস্বতী, জনৈক গুজরাট বৈদান্তিক পণ্ডিত ও
ধর্মমতপ্রচারক। ইনি নিজ জীবনচরিত হিন্দী ভাষায়
নিজে লিখিয়া একখানি হিন্দী সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন।
তাহারই ইংরাজী অনুবাদ থিয়জফিট নামক পত্রিকায় প্রকা-
শিত হয়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর তদবলম্বনে সংক্ষিপ্তজীবনী
(Biographical Sketch) নামক পুস্তকে ইহার জীবনী
লিখিয়া গিয়াছেন।

দয়ানন্দ গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত
মোবির রাজার অধীন একটা নগরে এক উত্তরপ্রদেশের
ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ানন্দের প্রকৃত নাম বা
পিতামাতার নাম তিনি প্রকাশ করেন নাই, কারণ
তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রকাশ না করিবার কারণ
তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, “আমি ধর্ম্মানুরোধে আমার
পিতামাতার নাম প্রকাশ করিলাম না। আমার আত্মার
আমার সংবাদ পাইলে আমাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাই-
বেন, তাঁহাদের সহিত আবার দেখা হইলে, আবার তাঁহাদের
সহিত বাস করিতে হইবে, তাঁহাদের অভাব দূর করিবার
জন্ত চেষ্টা করিতে ও তজ্জন্ত অর্থস্পর্শ করিতে হইবে, তাহা
হইলে আমি যে কার্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছি,
তাহার বিষয় ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে।”

দয়ানন্দ পূর্ণ পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে না হইতেই
নাগর বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং জাতি ও বংশের নিয়ম
মুসারে, তখন হইতেই তাঁহাকে অনেকগুলি বৈদিক বা
কঠক করিতে হইয়াছিল। ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার উপ-
নয়ন হয়। উপনয়নের পর তিনি গায়ত্রী, মন্ত্রা, বন্দনা ও
কুন্দাখ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্বেদসংহিতা শিক্ষা
করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার পিতা শৈব ছিলেন। সেই জন্ত অতি অল্প বয়সেই
তাঁহাকে শিবপূজা শিখিতে ও মূর্তিকার শিবলিঙ্গ গড়াইয়া
পূজা করিতে হইত। ঈশ্বোচিত উপবাস ব্রতাদি
তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইহার মাতা জর
বয়স্ক পুত্রের উপবাস সন্মুখেও বিশেষ আপত্তি করেন, কেবল
শেষে কুন্দধর্ম্ম পালনে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই লইয়া ইহার
পিতামাতার মধ্যে বচসা হইত।

এই সময়ে দয়ানন্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতেন, বৈদিক
শ্লোকাদি কঠক করিতেন এবং প্রত্যহ পিতার সহিত শিব-
পূজার শিবমন্দিরে যাইতেন। চৌদ্দবৎসর বয়সের পুর্বে

সমস্ত যজুর্বেদসংহিতা, অশ্রাভ বেদের কতকাংশ ও “মন্ত্ররূপাবলী” নামে ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ইহার “বদেদীয়েরা ইহাতেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিত।

ইহার পিতা মহাজনী করিতেন এবং নগরের জমাদার ছিলেন অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যা করিতেন, মৃতরাং সুখে স্বচ্ছন্দেই ইহাদের সংসার নির্বাহ হইত। দয়ানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, যে ‘পিতা যখন আমাকে পার্থিব লিঙ্গপূজায় দীক্ষিত করেন, তখন হইতেই আমার প্রাণে কেমন একটা কষ্ট হইত’। দীক্ষার দিনেই তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়। দীক্ষার দিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল এবং রাতিতে জাগরণ অশ্রা পিতার সহিত মন্দিরে গমন করেন। অধরাত্রিতে তিনি দেখিলেন, মন্দিরের পূজকেরা, ভৃত্যেরা ও কতকগুলি উপাসক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া নিদ্রিত হইল, তৎসঙ্গে তাঁহার পিতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। দয়ানন্দ সন্দেহীকুলিতচিত্তে শিবের জৈমন্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ বাড়িল, পিতাকে আগাইয়া প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, এক কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? দয়ানন্দ বলিলেন,—এই দেব-মূর্তিই যে পরমেশ্বর তাহা আমার ধারণা হইতেছে না, ইহার উপর দিয়া মূরিক সকল চলিয়া যায় অথচ সর্কশক্তিমান দেবতা কিছু বলেন না। তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধোঁতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ প্রতিমা শুকস্বত্র ব্রাহ্মণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহা দেবত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন যে, বর্তমান কলিযুগে কেহ শিবের সাক্ষাৎ পায় না, ভক্তেরা এই প্রতিমাকেই ভক্তিভাবে তাঁহার সত্ত্বা করণা করেন।

এ সকল কথায় দয়ানন্দের তৃপ্তি হইল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধা-বোধ হওয়ায় পিতার অমুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। উপবাস ভঙ্গ করিতে তাঁহার পিতা বিশেষরূপে বারণ করিয়া দিলেও তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে খাইতে দিলেন, তিনিও নী খুইয়া থাকিতে পারিলেন না। পরদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উপবাস ভঙ্গের পাপ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দয়ানন্দের দেবতাভক্তি চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া সে সমস্ত কথা তাঁহার ধারণা হইল না। তিনি তখন সমস্ত গোপন করিয়া বিত্তোপার্জনে কালক্ষেপ করিতে মনন করিলেন। এ সময় তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ড, নিষত্ব, নিরুক্ত ও পূর্বনীমাংসা পড়িতেছিলেন।

দয়ানন্দের ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার সর্ক কনিষ্ঠ

ভ্রাতার জন্ম হয়। তাঁহার আর দুই ছোট ভগ্নী ও একটা ছোট ভ্রাতা ছিল। একদিন রাত্রিতে তাঁহার চতুর্দশ বর্ষীয়া একটা ভগ্নিনীর মৃত্যু হয়। এই তাঁহার প্রথম শোক। এই শোকের সময়েই তাঁহার মনে মৃত্যু ও মুক্তি চিন্তা প্রথম উপস্থিত হয়। এই চিন্তার ফলে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, সর্কশ্রুত্যাগ ও সর্কবিধ ক্রেশ সহ করিয়াও আমি মুক্তির পথ নির্ণয় করিব। এই সময় হইতে তিনি উপবাস প্রার-শিতাদি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। ইহার পরই তাঁহার এক সুপণ্ডিত খুন্নাভাতের মৃত্যু হয়। ইনি দয়ানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাকে হারাইয়া দয়ানন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন এবং জীবনের নশ্বরতা বুদ্ধিতে পারিলেন। তদবধি তিনি নিজের প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর হইলেন।

এই সময় ইহার পিতা ইহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিবাহ করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেক কষ্টে পিতাকে অনুরোধ করিয়া এক বৎসর বিবাহ বন্ধ রাখিলেন এবং কাশীতে গিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া পিতার অমুমতি চাহিলেন, কিন্তু দয়ানন্দের পিতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। পাক পলাইয়া যান, এই উদ্দেশ্যে দয়ানন্দের পিতা নিজ বাটা হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক বৃদ্ধ বাজকের নিকট দয়ানন্দকে রাখিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আবার তাঁহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল, তিনিও আবার বাড়ী আসিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ২১ বৎসর। এবার আর অনুরোধ চলিবে না বুদ্ধিমান দয়ানন্দ লুকাইয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন, দয়ানন্দের পিতা পরক্ষণে জানিতে পারিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, অশ্বারোহীরা তাঁহার সন্ধান পায় নাই।

দয়ানন্দ অশ্বারোহীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পথে একদল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাঁহার মধ্যসর্কশ্র হরণ করিল এবং বলিল, ‘সংসারে যতই দান করিবে, তদনুসারে পরকালে মঙ্গল হইবে।’ কিছুকাল পরে দয়ানন্দ শৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে লالا ভক্ত নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কথা পূর্ব হইতেই দয়ানন্দের জানা ছিল। এখানে আর একজন ব্রহ্মচারীও ছিলেন। দয়ানন্দ আসিয়াই তাঁহার দলে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই সময়ে দীক্ষাকালে তাঁহার নাম “শুদ্ধচৈতন্য” রাখা হইল। সন্ন্যাসীবেশে শুদ্ধচৈতন্যস্বামী

আক্ষদাবাদের নিকটবর্তী কুখানাবাদ নামক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিলেন। সেখানে দ্বর্ভাগ্যক্রমে দয়ানন্দের পরিবার-বর্গের সহিত এক সন্ধ্যাসীর দেখা হয়। তিনি কথায় কথায় শুদ্ধচৈতন্যস্বামী সিন্ধপুরের খেলায় যাইতেছেন; আক্ষীরের তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলেন। শুদ্ধ-চৈতন্যস্বামী ও অজ্ঞাত ছাত্রবৃন্দ দয়ানন্দস্বামীর সহিত যখন নীলকণ্ঠের মন্দিরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে দয়ানন্দের পিতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ আর সংসারে কিরiven না জানিয়া তাঁহার পিতা প্রথমে তাঁহাকে মিষ্ট কথায় কিরাইতে চেষ্টা করেন, তাহার পর অনেক অমুরোধও করেন। দয়ানন্দ পিতার অমুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না জানিয়া অনেক অমুনয় বিনয় করেন। তখন তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি সমভিব্যাহারী সিপাহীদিগের হস্তে পুত্রকে কয়েদীর স্থায় অর্পণ করিলেন। যাহা হউক কোর্শলে দয়ানন্দ সে বন্ধনও ছাড়াইয়া আবার পলাইয়া আক্ষদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে হইতে পলাইয়া কিছুকাল বরদারাজ্যে বাস করেন। বরদার চেতনমঠে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মানন্দস্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই স্থানেই তিনি প্রথমে বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ব্রহ্মানন্দস্বামীর উপদেশেই জীবব্রহ্মের একই বিষয়ে তাঁহার অন্বেষণ শিক্ষা হয়।

তাহার পর তিনি কাশী যান। সেখানে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন। সচ্চিদানন্দ পরমহংস তাঁহাকে নর্মদাতীরবর্তী চানোড়-কঙ্কালিতে যোগশিক্ষার্থ যাইতে উপদেশ দিলেন। তিনিও তদনুসারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দীক্ষিতদিগের সহিত পরিচিত হইয়া পরমানন্দ পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার নিকটেই তিনি বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তৎপরে যোগশিক্ষার্থ দীক্ষিত হইলেন। অল্প বয়স বলিয়া প্রথমতঃ দীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বাধা হইলেও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া পরমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া দণ্ডগ্রহণ করাইলেন। এই দীক্ষাকালে তাঁহার শুদ্ধচৈতন্যস্বামী নাম পরিবর্তিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম হইল। কিছুপরে দয়ানন্দ চানোড় পরিত্যাগ করিয়া ব্যাসাশ্রমে গমন করেন। যোগানন্দ নামে যোগীরাজ তাঁহাকে যোগশিক্ষা দেন। কিছুকাল যোগাভ্যাসের পর যোগের উচ্চতম শিক্ষালাভার্থ আক্ষদাবাদের নিকটবর্তী একস্থানে গমন করেন। এখানকার হইলেন যোগী তাঁহাকে যোগবিজ্ঞানের শেষ গুপ্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন। তাহার পর দয়ানন্দ যোগের আর কোন

নুতন প্রণালী শিখিবার জন্য রাজপুতনার অন্তর্গত বাপ্পর্কতে গমন করিলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের মহামেলার দয়ানন্দ উপনীত হন। সেইস্থানে কিছুকাল থাকিয়া তাইনি নামক স্থানে গমন করেন। এখানে মাংসাহারী ব্রাহ্মণ ও উগ্রশাস্ত্র দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মে। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে গমন করিয়া কেদারবাটে একটি মন্দিরে বাস করেন। এখানে গঙ্গাগিри নামক একজন দার্শনিক সাধুর নিকট তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহা লুইয়া বিচার করিতেন। দুইমাস পরে তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত ক্রুদ্ধপ্রয়াগে আসিলেন। তথা হইতে তিনি অগস্ত্যাশ্রমে যাত্রা করেন। তাহার পর তাহার উত্তরবর্তী শিবপুর নামক স্থানে শীতকাল অতিবাহিত করিয়া ক্রন্দাবাটে ও গুপ্তকাশীতে আগমন করেন। চানোড় অবস্থানকালে সঙ্গদোষে তাঁহার গঙ্গিকাসন অভ্যস্ত হইয়াছিল। একদিন রাজিতে নেশা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার জন্য দয়ানন্দ এক শিবমন্দিরে বারাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বারাণ্ডায় বৃষ ও এলাও নন্দীমূর্তি ছিল। দয়ানন্দ বৃষের পৃষ্ঠে পুস্তক ও বয়সি রাখিয়া বসিলেন। বৃষমূর্তি শুল্কগর্ভ। হঠাৎ তাঁহার পৃষ্ঠ পড়ায় তিনি দেখিলেন, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি লুকাইয়া আছে। তিনি তখন দেবদেহের কল খুলিবার জন্য যেন হাত বাড়াইলেন, অমনি অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি লক্ষ দিয়া ব্যাঘ্রে পড়িয়া পলাইয়া গেল। দয়ানন্দ প্রস্তরমূর্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজির অবশিষ্টাংশ নিজায় কাটাইলেন। এততে একজন বৃদ্ধারমণী আসিয়া বৃষমূর্তির পূজা করিল। পূজার সময় দয়ানন্দ বৃষগর্ভেই ছিলেন। কিছু দূরে বৃদ্ধা দধি ও গুড় আনিয়া বৃষকে ভোগ দিল ও তন্মধ্যে দয়ানন্দকে দেখিয়া নররূপী বৃষজ্ঞানে প্রণাম করিয়া আহাৰ্য্যাজব্য সম্মুখে রাখিল। দয়ানন্দ ক্ষুব্ধ ছিলেন, তিনি সমস্ত আহাৰ্য্য করিলেন। দধি পানে তাঁহার সমস্ত নেশা দূর হইল। এখান হইতে তিনি নর্মদার উৎপত্তিস্থানে যাত্রা করেন।

দয়ানন্দ শেষ দশায় চুড় ও অন্ন ব্যতীত আর কিছু ভোজন করিতেন না; অবশেষে অন্নও ত্যাগ করেন।

সন্ন্যাসীবর্গের জ্ঞান তাঁহার দেহ ক্লেশ বা ক্লীণ ছিল না। তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, স্নায়ু ও বিলক্ষণ সবল ছিল। তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, দয়ানন্দকে পালোরানের বল ও পাঁচ জন পণ্ডিতের বিদ্যা দিয়া

দয়ানন্দ পৌত্তলিকতার বিবেচী ছিলেন, তিনি তাঁহার

মতপ্রচারার্থ সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেখানে যাইতেন, সেখানেই আৰ্য্যসমাজ নামে সমিতিস্থাপন ও স্বমত-মুখারী ভাষ্য সহিত ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতেন। ভাষ্য তাঁহার নিজের রচিত। এই ভাষ্যে তিনি পৌত্তলিক মতপ্রতিপাদক শ্রোতৃ গুলির ভাষ্যের অল্প রূপ ব্যাখ্যা করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। দয়ানন্দের ভাষ্য সর্বত্র আদৃত। নাই।

দয়ানন্দ কলিকাতার আসিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার অগ্রাহ্যিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে লয়ে রাখিয়া ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে এক প্রকাণ্ড চায় দয়ানন্দের বক্তৃতা হয়। দয়ানন্দের ভাষা সরল ও তজ্জ ছিল। সংস্কৃতেরই তাঁহার কথাবার্তা হইত। তিনি হিন্দী ভাষাতেও বক্তৃতা করিতেন। বোম্বাইয়ের রব সাগরের কুলে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি রাণের গল্প গুলি একবারে বিশ্বাস করিতেন না। কেহ দি “রূপক” বলিয়া সে গুলিকে ব্যাখ্যা করিত, তিনি মনি সত্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, ‘সব বুট বাতায়’ বোম্বাইয়ের অবস্থান কালে তিনি গৈরিক ছাড়িয়া লপেড়ে ধূতি ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার বোম্বাই আগমন সম্বন্ধে একটা ব্যাপার ঘটে। গার টেশনে তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুলোক তাঁহাকে তীক্ষ্ণ করিতেছে। কতকগুলি লোকে তাঁহাকে হাওদা ওয়া হাতীতে করিয়া লইতে আসিয়াছে। আবার তাঁহার ঘেঁটার একটা গদ্বিত সাজাইয়া আনিয়াছে। তাঁহাকে তাঁতে চড়িয়া যাইতে অমরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, আমি গরীব সন্ন্যাসী, হাতীতে চড়া আমার সাজে না। রাজ-থে শত শত লোক পদব্রজে যাইতেছে, আমিও যাইব। কখনো চড়িলে লোকে বড় হয় না, তাহা হইলে বৃক্ষবাসী কেরা সমধিক মজ্জ।’

দয়ানন্দ লাহোরের বক্তৃতা শেষে বলেন, প্রাণানামধারী গঙ্গাঙ্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্মলভের অল্প উপায় নাই। হারা যোগের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারাই ধর্ম্মনিদের বাহিরে ভ্রমণ করে।

দয়ানন্দ আজমীর নগরে ৩০ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা টার সময় উনব্বাঁট বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হলোক তাঁহার শবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিল। ই মণ চন্দন কাঠ, আট মণ সামাজ্য কাঠ ও আড়াই সের পুর চিতায় দেওয়া হয়।

দয়ানন্দ হইতেই বাঙ্গালীর মধ্যে “আর্য্য” শব্দের বহুল

ব্যবহার ও “আর্য্যামীর” ধরা উঠিয়াছে। তিনি পৌত্তলিকতাবোধী ও একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে একজন স্বদলভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘজীবনে ঈশ্বরলাভের যে পন্থা সুপরীক্ষিত হইয়াছে ব্রাহ্মেরা তাঁহার সেই যোগাচার ও প্রাণারামের কথা অমু-মোদন করেন না।

দয়্যাপাল, ১ রূপসিদ্ধি নামে শাকটারনের মতামতসারী সংস্কৃত ব্যাকরণরচয়িতা। ২ অঙ্গ দেশের একজন রাজা।

(ভ. ব্রহ্মণ. ২০৪০)

দয়্যাময় (পুং) দয়্যাময়ট। অভিষয় দয়্যালু।

দয়্যারাম, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। ইনি দান-প্রদীপ, পদচক্রিকা, স্মৃতিসংগ্রহ প্রভৃতি নামে সংস্কৃত ভাষায় কএকখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

২ শালগ্রামলিলামাহার্য্যরচয়িতা।

৩ দেবকীন্দ্রনের পুত্র, ইনি ‘রসমানস’ নামে একখানি সংস্কৃত বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৪ কাশ্মীরবাসী সাহেবরামের পুত্র, ইনি লিঙ্গপুরাণের টীকা রচনা করেন।

দয়্যারাম বাচস্পতি, যজুর্বোধের একজন টীকাকার।

দয়্যালু (ত্রি) দয়তে ইতি দয়-আলু (প্ৰিহ গৃহীতি। পা ৩।২।৫৮) দয়্যযুক্ত। পর্য্যায় কাঞ্চণিক, কৃপালু, হরত। (অমর)

“দয়্যালুমনস্তস্মৈঃ পুরাণমজরং বিদুঃ।” (রঘু ১০।১২)

দয়্যালুশর্ম্মন, গোপালসহস্রনামভূষণরচয়িতা।

দয়্যালুমিশ্র, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত কবি।

দয়্যাবৎ (ত্রি) দয়্য বিদ্যাতে ২য়, দয়্য-মতৃপ্ মত্ৰ বঃ।

দয়্যযুক্ত, দয়্যালু।

দয়্যাবীর (পুং) দয়্যাবীরঃ ৩তৎ। ১ দয়্যযুক্ত বীর, যে ব্যক্তি পরহঃখে জীবন বিসর্জন করিতে উদ্যত।

২ দয়্যযুক্ত নায়কভেদ, বীররসের লক্ষণে চারি প্রকার

নায়কের উল্লেখ আছে—দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়্যাবীর ও বুদ্ধবীর।

জীমূতবাহন দয়্যাবীরের উদাহরণ এই রূপ দিয়াছেন—

“শিরাযুগ্মৈঃ শুক্লত এব রক্তং

অদ্যাপি দেহে মম সাংসমতি।

তুষ্টিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ

কিং তক্ষনাঙ্ঘ্য বিরতো গরুদ্যনু॥” (জীমূতবাহন)

দয়্যাপাঙ্কর, ১ একজন বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, ধর্ম্মগী-

ধরের পুত্র; ইহার বিরচিত শাস্ত্রানবীর পুণ্ডরীককৃত

প্রেরণাপাঠে জানা যায় যে ইনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

ইহার কৃত এই কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়—

অধ্বনপদ্ধতি, আধানপদ্ধতি, উপাক্রমবিধি, ঔর্দ্ধদেহিক-
পদ্ধতি, জাতকর্মাদি সমাবর্তনান্তপ্রয়োগ, তিথিনির্ণয়,
দর্শশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, দানপ্রদীপ, নীতিবিবেক, পৌণ্ডরীকক্রতু-
প্রয়োগ, প্রয়োগরত্নাকর, বাস্তচক্রিকা, বুদ্ধিশ্রাদ্ধবিধি,
ত্রতোদ্যাপনকৌমুদীপ্রকাশ, শুদ্ধিরত্ন, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ-
প্রয়োগ, দীক্ষাবিধানতন্ত্র, আত্মজ্ঞানোপনিষদীকা, আশ-
লয়নসূত্রবৃত্তি, শাখায়নগৃহসূত্রের প্রয়োগদীপ, সামন্ততন্ত্র
টীকা প্রভৃতি।

২ অশুবন্ধখণ্ডনবাদরচয়িতা।

৩ গ্রহদীপিকা, প্রহমেনোরমটীকা ও মঞ্জারিপদ্ধতি-
টীকা প্রণেতা।

৪ চিকিৎসাকলিকা নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার।

দয়াশীল (ত্রি) দয়া এব শীলং যন্ত। দয়ালু, দয়ালবান।

দয়িত (পুং) দয়-ক্ত। ১ পতি। (ত্রি) ২ প্রিয় পাত্র।

দয়িতা (স্ত্রী) দয়িত-টাপ্। ভাৰ্যা, পত্নী। “দয়িতা দয়িতাননা-
যুজঃ দয়মীলয়য়না নিরীক্ষ্যতে।” (বসবঃ)

দয়িতাধীন (পুং) দয়িতায়াঃ অধীনঃ। জীর' বশীভূত,
দ্বৈগ।

দয়িত্ব (ত্রি) দয়-ইত্। দয়াশীল।

দয়ু (ত্রি) দেব-কিপ্ উটু। দেবনকর্তা।

দয়েল (দেশজ) একপ্রকার পাখী। ভারতের সর্বত্রই
দয়েলপাখী দেখা যায়। এই পাখী এক একটা ৮৯ ইঞ্চি
পর্যন্ত বড় হয়। ইহাদের মাথা, গলা, বক্ষ, দেহের উপরি-
ভাগ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, ডানা ছাড়া ঐ সকল স্থানেই উজ্জল
নীলবর্ণের আভা; উদর, পুচ্ছের নিম্নভাগ ও দুই পাশের
পুচ্ছের ৪টা পালক খেতবর্ণ। জীজাতির রং পুরুষের মত
তেমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নয়, ইহাদের বক্ষঃস্থল অনেকটা ধূসর বর্ণ।
আবার শাবকের বক্ষঃস্থল তেমন উজ্জল নহে, মধ্যে মধ্যে
লাল বিন্দু এবং শরীরের উপরিভাগ বাদামী হইতে প্রায়
গাঢ় ধূসর।

যে গ্রাম বা নগরের ধীরে বৃক্ষরাশিশোভিত উদ্যান দেখা
যায়, সেইখানেই প্রায় দয়েল উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাসা করিয়া
থাকে, নিবিড় ঘন জঙ্গলে ইহার থাকেনা। কখন গৃহের
সম্মুখে, কখন বা দুইটা মিথুন একত্র কীট পতঙ্গ খুঁজিয়া
বেড়াইতেছে, সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে
বাসায় বসিয়া দয়েল মিষ্ট সুরে গান করিতে থাকে। বৃক্ষ-
চূড়া, গুহা ও উচ্চ বাতীত কখন কখন গৃহাদির সমুচ্চ ছোট গর্ভ
মধ্যেও এই পাখী বাস করে। কেবল গাছের শিকড় ও বাস
দিয়া ইহাদের বাসা প্রস্তুত হয়। এই পাখী এককালে ৪টা

ডিম পাড়ে, ডিম গুলি খেত বর্ণের হইলেও প্রথমাবস্থায়
দেখিতে অনেকটা নীলাভ, মধ্যে পাঁচটে দাগ দেখা যায়।

অনেকে ইহাদের স্মিষ্ট স্বরের অল্প আদর করিয়া
পোষে। নেপালে ধনী লোকেরা দয়েলের লড়াই দেখিবার
জন্ত পুখিয়া থাকে।

ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, শ্রাম, চীন প্রভৃতি স্থানেও
দয়েল পাখী দৃষ্ট হয়।

দর (অব্য) দৃ-ভয়ে অপ্। ১ দ্রবদর্শ। ২ ভয়। ৩ গর্ভ,
(স্ত্রী) ৪ শয্যা। ৫ কন্দর। (পুং স্ত্রী) ৬ পরিতৃপ্ত।
ত্রিয়াঃ ভীব্।

“স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো।

পুষ্করমস্তাধরশোণশোণিমা ॥” (ভাগ* ১।১।১২)

দর (দেশজ) দ্রব্যের মূল্য।

দরওয়ানী, বাংলাদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলার একটি
গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ৫৩' ১৫" উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ৫৫' ১৫" পূঃ মধ্যে
অবস্থিত। এখানে পুলিশের একটি থানা আছে। প্রতি
বৎসর মেলা হয়। এই মেলায় গোমেঘাদি ও অশ্ব বিক্রীত হয়।
দরক (ত্রি) দর ভয়ে “কণাদিভ্যো বুন” ইতি বুন। ভীকঃ

(শব্দার্থটীকা)

দরকণ্টিকা (স্ত্রী) দর দ্রবং কণ্টো-যন্তাঃ কপ্, টাপি অত
ইবং। শতাবরী। শতমূলী। (রাজনিঃ)

দরকার (পারসী) প্রয়োজন, আবশ্যকতা।

দরকারী (পারসী) প্রয়োজনীয়, আবশ্যক।

দরখাস্ত (পারসী) আবেদন, অহুরোধ।

দরঙ্গু, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার
অংশ লইয়া একটি জেলা। অক্ষা° ২৬° ১২' ৩০" ও ২৭°
২' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪৫' ও ৯৩° ৫০' পূঃ মধ্যে
অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভূটান, অকা ও দফলা পাহাড়,
পূর্বে মঙ্গলদইনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে কামরূপ।
পরিমাণফল ৩৪১৮-২৮ বর্গমাইল।

ভৈরবী ও ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। তেজপুর
এই জেলার সদর।

অনেকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এই প্রদেশের উপর দিয়া
চলিয়া গিয়াছে। এখানে ২০০ হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এ প্রদেশ ঘন ও
জঙ্গলময়। এখানে সকল প্রকারের হিংস্র জন্তাই আছে।
এখানে একটি ব্যাঘ্র শীকার করিতে পারিলে ২০ টাকা,
চিতাবাঘ মারিতে পারিলে ৫০, তল্লুক মারিতে পারিলে
১০ এবং হায়েনা মারিতে পারিলে ২০ পর্যন্ত দেয়া

হয়। বহু হতী এখানে সময়ে সময়ে শতের অভ্যন্তর অনিষ্ট করে।

ব্রহ্মপুত্র দরঙ্গের সর্কপ্রধান নদী। ইহার ৫টা প্রধান শাখা আছে—১ ভৈরবী, ২ দিলাদারী, ৩ ধনেশ্বরী, ৪ নোনাই এবং ৫ বড়নদী। এতদ্ভ্যতীত এখানে ২৬টা ছোট নদী আছে। এখানে হ্রদ আদৌ নাই। চাষের সুবিধার জন্য এবং ব্রহ্মপুত্রের বজানিবারণকরণার্থ এখানে দুইটা বাধ আছে।

আসাম হইতে পূর্ণক ইতিহাস দরঙ্গের নাই। পুরাতত্ত্ব এবং স্থানীয় পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকার অনেক দূর পর্যন্ত হিন্দুভাষা বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজপুর নগরের চতুর্দিকস্থ পাহাড় সমূহে অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদাদির যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে এই সমস্ত মন্দিরাদি কোন বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন জাতি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি যে কোন আক্রমণকারী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালার অধিপতি সুলতানের সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃকই এই সমস্ত ধ্বংসবিষয়ক কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বাণরাজার সহিত ক্রীকফের যুদ্ধের ফল। হিন্দুজাতির পতনের পর আসামের অজ্ঞাত প্রদেশের জ্ঞান দরঙ্গ পুনরায় অসভ্যহস্তে পতিত হয়। ব্রহ্মদেশের পাহাড় হইতে আগত সান বংশোদ্ভূত আহম জাতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজদিগের আগমন পর্যন্ত ইহারাই এই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিল। উত্তরদিকের পর্তুগীজের পাদদেশের একটি প্রদেশ আহমরাজ প্রতি বৎসর ৮ মাসের অল্প ভূটিয়াদিগকে খাজা দিবার চাব করিতে প্রদান করিতেন এবং ইহার পরিবর্তে তাহাদিগের নিকটে প্রতিবৎসর উৎপন্ন দ্রব্যের কতকাংশ গ্রাপ্ত হইতেন। বৎসরের অবশিষ্ট ৪ মাস আবার হইতে আধিন তিনি নিজেই এ প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। ইংরাজ কর্তৃক আসাম বিজয়ের পরও কিছুদিন এই বন্দোবস্ত চলিয়া ছিল। কিন্তু ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভূটিয়াদিগের স্থান কমাইয়া দিয়া বার্ষিক ৫০০০ করিয়া দেওয়া হইত। এই বিবরণী অনুযায়ী হইতে ইংরাজ গবর্নমেন্ট প্রতিবৎসর ১৮৫০০ টাকা প্রাপ্ত হন।

যে ভূটিয়াদের কথা উল্লিখিত হইল, তাহারা ভোটান রাজ্যের অধীন নয়, লাসা গবর্নমেন্টের অধীন। তাহারা

ভিক্তীয়দিগের সহিত বিবৃত ব্যবসা চালাইয়া থাকে। ভূটিয়া ব্যতীত, পূর্বাধিক অকা বা হুসোনামক একটা ক্ষুদ্রজাতি বাস করে। ইহার বার্ষিক ৭০০০ করিয়া কর-স্বরূপ পায়। এমন কি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেও অকারা একটা প্রদেশের দাবি করিয়া বৃটিশ অধিকার আক্রমণ করিয়াছিল। [অকা দেখ।]

আরও পূর্বে দফলা নামক একটা জাতি আছে। ইহার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমতোলা গ্রাম আক্রমণ করিয়া কয়েকজন লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ১৮৭৪/৭৫ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। [দফলা দেখ।] অধিবাসী লোকসংখ্যা—২৭৩৩৩।

দরঙ্গের অধিবাসিদিগের মধ্যে অসভ্য জাতিই প্রধান। ইহাদের মধ্যে কাছারী, রাতা ও কোচের সংখ্যাই বেশী। এ ছাড়া আহম, ছটিয়া, ভূটিয়া, দফলা, গারো, মেচ, সাঁওতাল প্রভৃতি আরও কতকগুলি জাতি আছে। এখানকার মুসলমানেরা সকলেই সুন্নি। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা ভাল। কাছারীদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। এখানে একটি গির্জা আছে। মিশনারী স্কুল গুলির ব্যয়নির্বাহার্থ গবর্নমেন্ট বার্ষিক ১৫০০০ দিয়া থাকেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তেজপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

তেজপুরই এ জেলার সর্কাপেক্ষা বৃহৎ নগর। মঙ্গলদৈতে একটি মহকুমা আছে। এ ছাড়া বিশ্বনাথ, হাবালা, মোহনপুর, নলবাড়ী এবং কুন্ডয়াগাঁ নামক কয়েকটা বাণিজ্যপ্রধান গ্রাম আছে।

এখানে চাউলই প্রধান শস্য। চাউল দুই প্রকার—১ নালি বা অরমন, ইহা শীত কালে কাটা হয়, ইহাই প্রধান খাদ্য। ২, আউস—ইহা গ্রীষ্ম কালে কাটা হয়। এই খাজ কাটা হইলে সরিষা, মটর, কলাই ইত্যাদির চাব হয়।

এখানকার জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—১ বস্তি বা বাস্ত জমি,—২ রূপিত বা অর্দ্ধভূমি ও ৩ ফরিংঘাটি।

এখানকার কৃষকদের অবস্থা মন্দ নয়। অধিকাংশ লোকেরই বড় ঋণ নাই। কৃষকেরা সকলেই গবর্নমেন্টের খাস জমি দখল করে। জমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। তাহাদের জমি নাই বা খাজানা করিয়া লইবারও ক্ষমতা নাই, তাহারও সাধারণতঃ মজুরি করিতে যায় না। মাস মাহিনাতে বা চালান ইত্যাদি কাজ করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই দুইটা বলদ ও জমি খাজানা করিয়া লইয়া কৃষিকার্য আরম্ভ করে।

দরঙ্গ বজারদেও প্রাপ্ত হয় না বা বৃষ্টির অভাবেও

কষ্ট পায় না। দ্রুতক এখানে এক রকম সাই বলিলেও হয়।
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে এখানে একবার শত কষ্ট
হইয়াছিল। তাহাও ব্রহ্মদেশবাসিগণের আক্রমণের কারণ,
অজ্ঞতার জন্ত নয়।

রেশম বুনানই এখানকার একমাত্র শিল্পকর্ম। রেশম
দুই প্রকার—এড়িরা ও মুগা। এখানে অনেকেই হুতা কাটে,
বুনে এবং রং করে। এই রেশমী কাপড়ের কতক কতক অতি
সুন্দর হয়। রেশমবস্ত্র বুনান ছাড়া কোন কোন স্থানে
পিন্ডল ও মুগুরপাতাদি প্রস্তুত হয়।

চাক্ষুণ্য এখানে সাহেবদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ চালিত
হয়। এখানে প্রায় ২০০টা চাক্ষুণ্যগান আছে।

এখানকার রপ্তানীজন্ম মধ্যে চা, সর্ষপাদি ও রেশম বস্ত্রই
প্রধান। তেজপুর, মজলদৈ এবং বিশ্বনাথ এই তিনটি
বাণিজ্য প্রধান স্থান। চা-বাগানের নিকটই স্থান সমূহে
সুপ্তাহে সুপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে
বার্ষিক মেলাও হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে উদলগুরির
মেলাই প্রধান। এখানে ভুটুরারা ছোট ছোট ঘোড়া
(পনি), কবল, লবণ, সোণ, স্বর্ণ, লাক্ষা প্রভৃতি
বিক্রয় করে।

ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বারা ধীমারে সকল সময়েই যাতায়াত করা
যায়। এছাড়া এখানে যাতায়াতের অল্প উপায় বড়ই কম।
আসাম রাস্তা (Assam Northern Trunk Road) নামক
একটি প্রশস্ত রাস্তা দরঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অল্প প্রান্ত
পর্যন্ত প্রায় ১৪৩ মাইল গিয়াছে। আসাম-বঙ্গ-রেলপথে
(Assam Bengal Railway) এ প্রদেশে যাতায়াতের
কতকটা সুবিধা হইতেছে।

এখানে ৬টা থানা আছে। তেজপুরে জেলার সদর,
ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও অস্ত্রাস্ত্র কর্মচারীর কার্যালয় আছে।

বাল্যালার অস্ত্রাস্ত্র প্রদেশের জায় এখানে শিক্ষার বিস্তার
হয় নাই। তেজপুরে একটা গবর্নমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয় এবং
মিশনারিদের একটা নর্মালস্কুল আছে।

সবিরাম জর, আমাশয় প্রভৃতি এখানকার সাধারণ
পীড়া। বসন্তরোগ প্রায় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে।
এখানে ২টা দাঁতব্য ঔষধালয় আছে।

দক্ষিণ, আসাম প্রদেশের গারো পাহাড়ের অন্তর্গত একটি
গ্রাম। সোমেশ্বরী নদীতীরে, অক্ষা° ২৫°, ৪৬' উঃ ও
দ্রাঘি° ৯০° ৫৬' পূঃ; ইহার নিকট ১০ মাইল দূরী ও ৩ মাইল
প্রায় একটি সুন্দর করলায় জমি আছে। এখান হইতে
বিশ্বর করলা উৎপন্ন হয়।

দরঙ্গা (আরবী) বার, কপাট।

দরঙ্গী (পারসী) হুচীকর্মকারী।

দরঠাছরণ (দেশজ) বিজের ব্যবহার মূল্যনিরূপণ।

দরনি (পুং জী) নৃ-বিদ্যারূপে অনি (দৃণাতেরপানিঃ) উৎ
২।১০৩) কুল ভল্ল, ভাদন, নদীর তীর ভাদিয়া মাথা।

পর্যায় কুলহন্ত, কুলতুল। (ভূরিপ্রয়োগ)

দরপু (পুং) নৃ-বিদ্যারূপে অথ। ১ দিক্‌সমূহে প্রসারণ। ২ গর্ভ।
(উজ্জল)

দরদু (জী) দৃনাতি নৃ-বিদ্যারূপে অদি। শৃদভসো হদিঃ উৎ
২।১২২) ১ অজি, পরভ। ২ প্রপাত। ৩ ভয়। ৪ রেক-
জাতি। ৫ দেশবিশেষ। ৬ তীর।

দরদ (জী) দর দ্বং দায়তি শুধাতীতি। দৈ-ক। হিজুল,
পর্যায় দরদ; রেজ, চিজাজ ও চূর্ণ পারদ। দরদ তিন ভাগে
বিভক্ত—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ, ইহার উত্তরো-
ত্তর বথাক্রমে গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক
গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ অধিক গুণদায়ক।
চর্ম্মার খেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ লবণাশ
সদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিজুলই সর্বোৎকৃষ্ট। ঔষধে
দরদ (হিজুল) ব্যবহার করিতে হইলে হংসপাদই প্রশস্ত।
শোধিত হিজুলের গুণ—তিক্ত, কষায়, কটুরস এবং চর্ম্ম-
রোগ, কফ, পিত্ত, ক্রান্ত, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, দীহা, আমাশয়
ও গরদোষনাশক। হিজুল মারিয়া উর্জপাতনের নিয়মানুসারে
ডিম্বকবলে পাক করিয়া যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবতই
বিশুদ্ধ—সুতরাং তাহা শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

দরদ শোধন বিধি—মেঘী দুগ্ধ ও অল্পবর্ণ দ্রব্য যথের পরি-
মাতার ভাবনা দিলে হিজুল শোধিত হইবে। হিজুল হইতে
রস বাহির করিতে হইলে কাগজীনেষু অথবা নিষপত্র
রস দ্বারা এক প্রহর কাল হিজুলকে পেষণ করিয়া গারো
জায় উর্জপাতন করিবে। অনন্তর উপরিহ পাত্রসংলগ্ন
গ্রহণ করিবে। ইহা শুদ্ধ ও হিতজনক, সুতরাং রস
কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভাবপ্রঃ)

রসেজ্জসারসংগ্রহে এইরূপ হিজুল হিজুল, শুকতুণ্ডক ও
রসগন্ধক নামে বর্ণিত আছে। রসেজ্জসারসংগ্রহের মতে,
শোধনপ্রণালী—হিজুল, অল্পবর্ণে পেষণ করিয়া দুগ্ধ
দুগ্ধে, সাতবার পেষণ করিলে শোধন হয়। প্রকারান্ত-
মেব দুগ্ধে সাতবার ও অল্পবর্ণে সাতবার ভাবনা দিলেও
শোধন হয়। অন্যরূপ—জাহীর নেবুর রসে দোলদ্রব্য
পাক করিয়া অল্পবর্ণে সাতবার ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ
রসগন্ধক হিজুল তৈয়াসুচী কলের আভাসদৃশ ও

পেকা শ্রেষ্ঠ। বিত্তহীন হিন্দু মেহ ও কুটুম্ব, কটিকর, বদগ্রন্থ, মেধা ও অধিবর্ষিক। (রসেন্সনারসংগ্রহ)

[হিন্দু মেধা]

(জি) দরং ভরং দরভাঙ্গা দাক। ২ ভরদারক। ৩ দেশ-বিশেষ; এই দেশ জৈনকোণে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪ অং) দরং: দেশবিশেষ; সৌভিকজেনোহিত, তত্ত্ব রাজা বা অণু, বহু অণোলুক। ৪ দরদদেশবাসী। ৫ দরদদেশের রাজা। দরদ দেশবাসী অর্থে দরদ শব্দ ব্যবহৃত, কিন্তু অর্থপ্রয়োগে কোন কোন স্থলে একবচনান্ত দেখা যায়। যথা—

“শাধরাজীশ্চ দরদো বিদেহাধিপতিতথা।” (হরিবং ৯১ অং)

৬ রেক্ষজাতিভেদ; এই জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে বৃহল্ল প্রাপ্ত হইয়াছে। [দারদ দেখ।]

“শনৈকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিম্য: ক্ষত্রিয়জাতয়:।

বৃহল্লং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

পৌণ্ড্রকাশোড়্রবিভাঃ কাষোজাঃ জবনাঃ শকাঃ।

পারদাপিত্তবাস্তীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥”

(মহা ১০।৪৩-৪৪)

পৌণ্ড্র, ক, ঔড়্র, জাবিড়, কাষোজ, জবন, শক, পারদ, গহব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সকল দেশোক্ত বক্ষত্রেরা উপনয়নাদি সংস্কারভাবে এবং বাজন, অধ্যাপন প্রভৃতি অভাবে ও ব্রাহ্মণদিগের দর্শন না পাওয়ার জন্য ক্রমশ: শূদ্র লাভ করে।

দরদ (পারসী) ১ বাতনা। ২ সহানুভূতি।

দরদর (দেশজ) বর বর।

দরদা (পারসী) সহানুভূতিসম্পন্ন। ব্যাখার বাথী।

দরদরণ (দেশজ) বিক্রয় দ্রব্যের মূল্য স্থির করা, দাম করা।

দরপেশ (পারসী) সম্মুখে উপস্থিত।

দরবর (পুং) দরেষু শব্দে বর: শ্রেষ্ঠ:। পাক্জন্ত শব্দ।

“দরো দরবরং তেভ্যং বিবাদং শময়স্ব।” (ভাগং ১।১১২)

দরবাজা (পারসী) দ্বার।

দরবান্ (পারসী) দ্বাররক্ষক। দৌবারিক।

দরবার (পারসী) রাজকীয় সভা, মজলিস, রাজাপাত্রমিত্র গঠন। যে স্থলে বসিয়া রাজকীয় কার্য সমাধা করেন, তাহার নাম দরবার।

দরভাঙ্গা (দারভাঙ্গা) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। পূর্বে ইহা ত্রিহত জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাহ্নগারী মাসে ত্রিহত জেলাকে বিভাগ করিয়া তত্ত্ব দুইটি জেলা করা হয়, সেই সময় ত্রিহত জেলার পূর্বাংশস্থিত দরভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই উপ-

বিভাগ লইয়া দরভাঙ্গা জেলা গঠিত হয়। এই জেলার উত্তরে নেপাল রাজ্য, পূর্বে ভাগলপুর, দক্ষিণে মুন্সের ও গঙ্গাসদী এবং পশ্চিমে ময়:করপুর জেলা। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৮ কোশ। লোকসংখ্যা ২৬৩৩৪৪৭। এখানে মুসলমান অগ্রেষ্ঠা হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই জেলার ভূভাগ নদীমাতৃক, স্থানে স্থানে বসতি আছে। আম্রবন ও বাঁশবাগান বধেষ্ঠ, এতদ্ভিন্ন বহুবিস্তৃত খাজুক্ষেত্রও দেখা যায়।

বাঘমতী, গওক, ছোট গওক, করাই, কমলা, তিলজুগা প্রভৃতি নদীই প্রধান। ২০ বর্গমাইল পরিমিত ভালবড়োলা এই জেলায় প্রধান হ্রদ বা বিল। এই জেলার কয়েক প্রকার দীর্ঘবৃত্ত খাজু হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এবারিয়া ও সিঙ্গা প্রধান। ইহার বিচালী ৯ হইতে ১২ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এখানে বস্ত্রোৎপাদনের মধ্যে কেবল মধুই প্রধান। এই জেলায় খাজু, তিসি, নীল, সর্ষপ, তামাকু, কলাই ও শাঁক-আলু প্রভৃতি মুলাদি জন্মে। আলীপুর পরগণার সর্কাপেক্ষা খাজুর চাষ অধিক হয়। নীলের ব্যবসায় যুরোপীয়গণের একচেটিয়া, আর চিনির ব্যবসায় দেশীয়দিগের একচেটিয়া। তাজপুরের অন্তর্গত পুস্কা নামক স্থানে তামাকুর কুঠি স্থাপিত হইয়াছে। যুরোপীয় ও আমেরিকা কৃষিশ্রমজী অল্প-সারে এখানে তামাকুর চাষ ও চুরুট তৈয়ারি হয়। এই জেলার মধুবনীতে একটি সংস্কৃত বিভাগালয় আছে। জল হাওয়া মাঝামাঝি। জরই এখানকার প্রধান ব্যাধি, এক প্রকার লাগিয়াই থাকে। ৪।৫ বৎসর অন্তর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত বড় একটা হয় না।

দরভাঙ্গা উপবিভাগে একটি দেওয়ানী ও টো কোজ-দারী আদালত এবং তিনটি থানা আছে। দরভাঙ্গা সহর ২০° ১০' ২" উঃ অক্ষা° ও ৮৫° ৫৬' ৩২" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ছোট বাঘমতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। বিহার প্রদেশের মধ্যে ইহাই তৃতীয় সহর। এই সহরে লোকসংখ্যা ৭৩,৫৬১; হিন্দুই বেশী। সহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এখানে অনেকগুলি বড় বড় মনোহর পুকুরিণী আছে, তন্মধ্যে তিনটি একস্থানে অবস্থিত, একত্র তিনটির দীর্ঘতা প্রায় ৪ হাজার হাত।

দরভাঙ্গা সহরটি সম্ভবত: মুসলমান নগরী ছিল। কেহ কেহ বলেন, দরভাঙ্গা খাঁ কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, দারবজ শব্দ হইতে দরভাঙ্গা হইয়াছে। অসংখ্য পুকুরিণী দেখিয়া অনেকে বলেন, সেনানিবাস স্থাপনের জন্য প্রচুর মৃত্তিকা তুলিয়া লওয়ার এই সকল পুকুরিণী হইয়াছে। সহরের চতুর্দিকে জমী বড় বাবা, দরভাঙ্গা

বাঘবতী ও কমলার প্রাবনে ডুবিয়া যায়। বাজার খুব বড়। হাট প্রত্যহ হয়। গ্রিহত ষ্টেট রেলওয়ে গঙ্গাতীরবর্তী বাজিতপুর হইতে আসিয়া দরভাঙ্গা সহরে মিশিয়াছে। বাজিতপুরের সম্মুখে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বাড় নামক ষ্টেশন। দরভাঙ্গা হাইতে খইলে লোকে বাড় হইতে জাহাজে বাজিতপুর যায়। এই সহর হইতে সর্বপাতি তৈলকর বীজ, ঘৃত ও কাঠ রপ্তানী হয়।

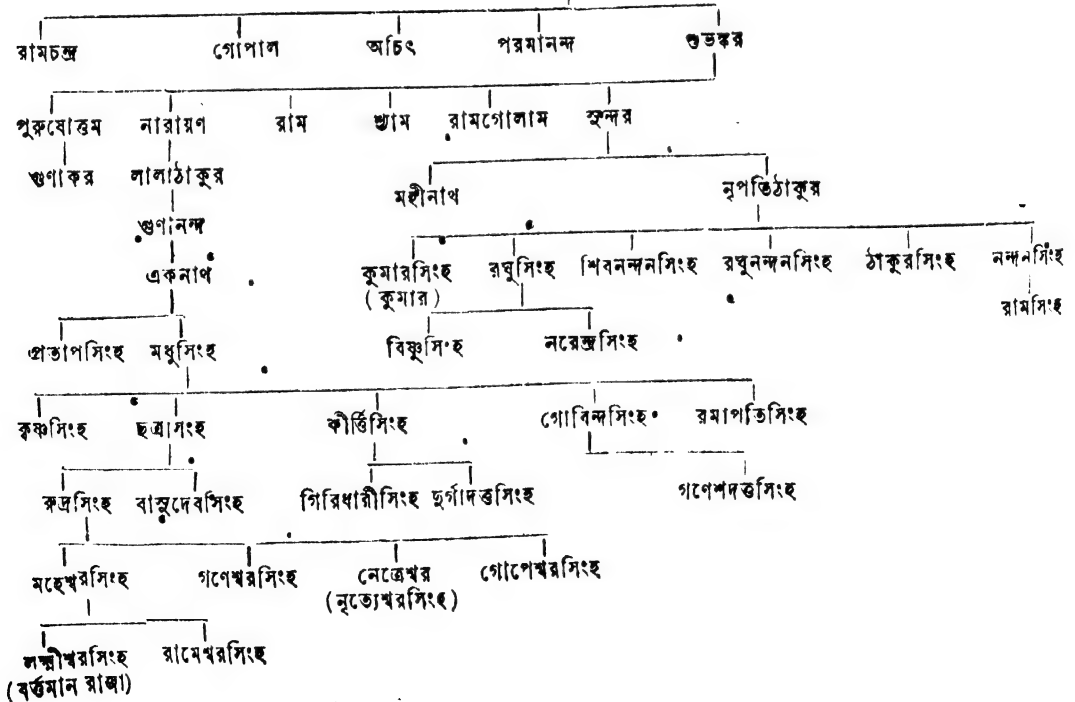
ইতিহাস।—মহেশ ঠাকুরের পিতার নাম হুবে ঠাকুর ও পিতামহের নাম চাঁদ ঠাকুর। ইনি মধ্য ভারতের খণ্ডবালা কুলোত্তম শ্রোত্রি ব্রাহ্মণ। ইনি তীরহতে আসিয়া ভবসিং দেববংশীর রাজগণের পৌরোহিত্য করেন। [ভবসিং দেবের বিবরণ মণিলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রঘুনন্দন রায় নামক একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ মহেশ ঠাকুরের ছাত্র ছিলেন। দরভাঙ্গার অন্তর্গত গোড় পরগণার মধ্যগত রামপুর গ্রামে রঘুনন্দনের বাস ছিল। দিল্লীর সম্রাট অকবর সকল ধর্মের কথাবার্তা শুনিতে। সেই স্থানে রঘুনন্দন অকবরের সভায় উপস্থিত হন। রঘুনন্দন অকবরের সভায় শাস্ত্রীয় তর্কে জয়লাভ করেন। অকবর সন্তুষ্ট হইল। ৯৬৫ ফসলী ২৪এ চৈত্রে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) রঘুনন্দনকে

পণ্ডিত খেতাব ও তীরহতের অন্তর্গত হাতী পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। রঘুনন্দন পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, কাজেই তিনি জমীদারী রাধিতে ইচ্ছুক হইতেন না। তিনি দেশে আসিয়া মহেশ ঠাকুরকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ জমীদারী প্রদান করেন। মহেশ প্রথমতঃ দানগ্রহণ করেন নাই, শেষে বাধ্য হইয়া শিষ্যের বাসনা পূর্ণ করেন। কিছু বিষয়ে নির্ভোক্ত ছিলেন বলিয়া কোন অছিলায় তাহা আবার রঘুনন্দনকে প্রত্যর্পণ করেন। ইহার পরই ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মহেশের মৃত্যু হয়। রঘুনন্দন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ছিলেন, তিনি আর গুরুদত্ত ধনভোগের অশ্রু করেন নাই, কাজেই মহেশের দ্বিতীয় পুত্র গোপাল ঠাকুর পিতার ন্যায় দানপত্র বলে সম্রাট দরবারে হাতী পরগণার বন্দোবস্ত করিতে দিল্লী যান। দিল্লী দরবারের বিচারে মহেশের স্বয়ং সাক্ষ্য হয়। গোপাল জমীদারী বন্দোবস্ত লাভ করিয়া আসিবার সময়ে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) কাশীতে স্বর্গলাভ করেন। এই সময় টোডরমল্ল ‘আসল জমা তুমারী রকবা’ প্রস্তুত করেন। গোপালের সময়েই দিল্লী হইতে দরভাঙ্গার একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন।

দরভাঙ্গার প্রজাদিগের প্রথম ভূসম্পত্তি হাতী পরগণার

মহেশ ঠাকুর।



পরিমাণ ২১৭৩৪১ বিঘা। এই পরগণার ভাবা গ্রামে মহেশ ঠাকুরের বংশধরেরা বাস করিতেন। অকুবরের সময় এই ভাবা গ্রামে বাঙ্গালার সুবেদার জলালুদ্দীনের নির্মিত এক মসজিদ বর্তমান আছে।

দরভাঙ্গা জেলার প্রায় ৪ হান এখন দরভাঙ্গারাজের অধিকারভুক্ত হইয়া আছে।

মহেশ ঠাকুর জমীদারী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই 'সাহুই' কর গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেবের লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, তখন ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহেশের বংশধরেরা ঐ কর গ্রহণে অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহবতজন্মের সুবাদারীর সময় ঐ করগ্রহণক্ষমতা ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মহেশ ঠাকুর পাঁচটা পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর অবিবাহিত অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিতীয় গোপাল ঠাকুর কিছুদিন জমীদারী ভোগ করিয়া কাশীবাসী হন ও ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। তৃতীয় অচিৎ ঠাকুর (অজিত বা অচ্যুত?) অপুত্রক মৃত হন। চতুর্থ পরমানন্দ ঠাকুর মধ্যম ভ্রাতার পর জমীদারী ভোগ করেন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরে পঞ্চম শুভকর ঠাকুর জমীদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন; ইহার ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। দরভাঙ্গার বর্তমান রাজগণ এই শুভকরের বংশোৎপন্ন। পূর্ব পৃষ্ঠায় ইহাদিগের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

শুভকরের মৃত্যুর পর পুত্রবোতম পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুনন্দ ঠাকুর সম্পত্তি অধিকার করেন। ২০ বৎসর রাজ্যভোগের পর সুনন্দ ঠাকুরের ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীনাথ ঠাকুর রাজ্যাধিকার করেন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে মহীনাথ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হইলে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃপতি ঠাকুর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নৃপতি ঠাকুরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুসিংহ রাজ্যাধিকার করেন। তদানীন্তন সুবাদার মহবতজন্মকে উপযুক্ত নজর দিয়া রঘুসিংহ 'রাজা' উপাধি লাভ করেন এবং বার্ষিক লক্ষ টাকা করে সরকার ত্রিহতের মকরির জমা গ্রহণ করেন। নবাব মহবতের দেওয়ান রাজা ধরনীধরকে আর ৫০ হাজার টাকা নজরাণা দিয়া নিম্নবিনোদ জমীদারী ভোগের ব্যবস্থা করিয়া লয়েন। রঘু নুতন জমীদারী ও রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহাদের বংশগত 'ঠাকুর' উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজকেন্দ্রক 'সিংহ' উপাধি গ্রহণ

করেন। কিছুদিন পরে রাজা রঘুসিংহের শিতামহ সুনন্দ ঠাকুরের দ্বিতীয় ভ্রাতা নারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র একনাথ ঠাকুর ইহার শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নবাব মহবত জন্মকে জানাইলেন যে, রাজা রঘুসিংহ লক্ষ টাকা করে যে সরকার ত্রিহত ভোগ করিতেছেন, এখন তাহাতে ৭ গুণ আর বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার ত্রিহত হইতে ১৬৯২৮৭ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। নবাব এই সংবাদে তৎক্ষণাৎ ত্রিহতে উপস্থিত হইলেন ও রাজা রঘুর সম্পত্তি অধিকার করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া পাটনায় লইয়া গেলেন। রাজা রঘু পলায়ন করিলেন। নবাব তাঁহাকে ধরিতে লোক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি নিজেই আসিয়া ধরা দিলেন ও ক্রমে নবাবের প্রসাদ লাভ করিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সকল ক্ষমতা লুপ্ত হইল। তিনি সরকার ত্রিহতের তহসীলদার মাজ হইয়া রহিলেন, তবে কয়েকখানি গ্রাম 'ননকর' পাইলেন এবং সরকার ত্রিহতের বিচারাদি কার্য্য করিবেন, প্রজার কষ্ট দূর করিবেন ও দেশের উন্নতি করিবেন স্বীকার করায় 'সাহুই' কর গ্রহণে অধিকার পাইলেন। রাজা রঘু জীবনের অবশিষ্টকাল এই সকল স্বত্ব প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষ্ণুসিংহ পিতৃ অধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অপুত্রকাবস্থায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার ভ্রাতা নরেন্দ্রসিংহ পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁহাকে কয়েকটা বিষয়ে 'দস্তখত' আদায় করিবার অধিকার প্রদান করেন।

নরেন্দ্রসিংহ এই অধিকার পাইয়া প্রতি আসল মোজার 'সেরিহ্ দিহ' অর্থাৎ ১৪০ টাকা, প্রত্যেক কবুলিয়তের প্রত্যেক টাকায় এক আনা, প্রত্যেক কবুলিয়তের টাকায় শতকরা ২ টাকা সুদ এবং নিজ জমীদারিতে শতকরা ১০ টাকা মালিকানা আদায় করিতেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হয়। তিনি পূর্বে একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপকে দত্তক গ্রহণ করিয়া বান। এই সময় পর্য্যন্ত মধুবনীর নিকট ভাবা নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেখানে মুগ্ধ হর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই হর্গ রাজা রঘু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রতাপ রাজা হইয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে দরভাঙ্গায় প্রাসাদ নির্মাণ করান। এখনও সেই প্রাসাদ বর্তমান আছে ও দরভাঙ্গারাজপরিবার এখনও সেইখানে বাস করিতেছে।

নবাব কাসিম আলী খাঁ রাজা প্রতাপসিংহকে "সাহুইকর" গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্নেন্ট ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে "ননকর" গ্রামগুলি, "দস্তরাং" গ্রহণের অধিকার ও মালিকানা আদায়ের অধিকার ফিরাইয়া লয়েন এবং রাজা নরেন্দ্রের রাণীকে প্রাসাদাদানের জন্ত ১০ খানা গ্রাম, রাজা প্রতাপের ভ্রাতা মধুসিংহের জন্ত ২ খানা গ্রাম ও রাজাকে মাসিক ১ হাজার টাকা দান করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপের অপুত্রক্যবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ রাজা হন। ৬ বৎসর পরে তাঁহার সহিত সরকার ত্রিহতের অধিকাংশ বন্দোবস্ত করা হয়। মধুসিংহ এত বড় বৃহৎ জমিদারী শাসনে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন না। রাজা মধুসিংহ রাজ্যশাস্তি করিয়া ইংরাজরাজের নিকট দস্তরাং আদায়ের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্ত আবেদন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা বাকী পড়ায় ইহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সুপ্রীম কাউন্সিল ইহার অসু-সন্ধান করিতে চাহিলে। রাজা মধু সনন্দাদি দেখাইতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কাছনগোর হিন্দাব দেখিলেই ইহার সমস্ত সীমাঙ্গা হইবে। এতদ্বিধ তিনি দস্তরাং আদায়ের ক্ষমতালাপের বৎসর হইতে এ পর্যন্ত তাঁহার যত টাকা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছিলেন। বাহাউক ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহাকে ৮ বৎসরের বাকী দস্তরাং হিসাবে পাটনার কোষাগার হইতে ১৯০০০০ টাকা প্রদান করেন এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর মি: ভ্যালি-টার্ট দস্তরাং আদায়ের ক্ষমতার পরিবর্তে মাসিক ১ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু ঐ বৎসরই নবেম্বর মাসে শুনা যায় যে, রাজা মধুসিংহ দস্তরাংয়ের বন্দোবস্ত লিখিত কোন সঠক প্রতিপালন করিতেছেন না (অর্থাৎ দেশের সুবিচার করেন না, দেশের কষ্ট দূর করেন না ও দেশের উন্নতি করেন না), বরং প্রজার নিকট হইতে জমা জমী কাড়িয়া লইয়াছেন, এতদ্বিধ তিনি বন্দোবস্তী সরকার ত্রিহতেও শৃঙ্খলার সহিত শাসন পালন করিতে পারিতেছেন না। এই সকল শুনিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হয়, কিন্তু পর বৎসর আবার তাঁহারই সহিত সরকার ত্রিহত বন্দোবস্ত করা হয়। এ সময়ে সরকার ত্রিহতের কর ২৯৫১৮১ টাকা নিরূপিত হয়। রাজা মৃত হইয়া রাজ্যে আসিলেন, কিন্তু রাজত্বের কিস্তির টাকা বাকী পড়িতে লাগিল। কালেক্টর রিপোর্ট করিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থির হইল যে রাজার সহিত বন্দোবস্ত রহিত করা হইবে। এই সময় দশশালা বন্দোবস্তের আয়োজন হইতেছিল। রাজা মধুসিংহ সে বন্দোবস্তের কর্তব্য

সাধনে পরাশ্রুত হইয়া এক আবেদন করিলেন যে, যত দিন ইংরাজ-রাজ তাঁহাকে সরকার ত্রিহতের মকররি বন্দোবস্ত এবং মালিকানা ও দস্তরাং আদায়ের ক্ষমতা না দিবে, তত দিন তিনি কিছুই করিবেন না। কাজেই গবর্ণরজেনারেল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রাজার জমিদারীগুলি কয়েক-উদ্দীন ও বর-কৎ-উল্লা খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে বোর্ডের বিচারে রাজা মধু মালিকানা ও দস্তরাং আদায়ের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু জমিদারী ফিরিয়া পাইবার জন্ত বড় বর্জ করিতে লাগিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে কয়েক-উদ্দীন নিজাংশ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলেন, রাজা মধুসিংহের প্ররোচনার কোন প্রমাণ দিতে চাহে না। কাজেই কালেক্টর বাধ্য হইয়া কয়েক-উদ্দীনের পরিত্যক্ত অংশ রাজা মধুর সহিত বন্দোবস্ত করিবেন স্থির করিলেন। বরকৎ-উল্লা খাঁ ও এই সময় বাটার হান হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা জমিদারী রাখিতে স্বীকার না করার অবশিষ্ট জমিদারী ও রাজা মধুর সহিত বন্দোবস্ত করিবার কথা হইল; কিন্তু রাজা আলীপুর পরগণা ও সরকার ত্রিহতের মকররি জমা না পাইলে বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কালেক্টর কাজেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঠিকাদায়ের সহিত ৭ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত করিলেন। তৎপরে কালেক্টর পুনরায় রাজার সহিত তাঁহার মালিকানা ও দস্তরাং বাদে ১৬৮৫০৬ টাকার জমিদারী বন্দোবস্তের কথা পাড়িলেন। রাজা প্রথমত: আরও ৬ হাজার টাকা ক্রমাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে ১০ হাজার টাকা বৃদ্ধি দিয়া জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ৫টা পুত্র রাখিয়া মধুসিংহ পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসিংহ অপুত্রক্যবস্থায় মৃত হন, দ্বিতীয় ছত্রসিংহ রাজা হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ছত্রসিংহের মৃত্যু হয়। ইনিই সর্বপ্রথমে মহারাজ উপাধি ব্যবহার করেন। ছত্রসিংহ জীবদ্দশায় সমস্ত সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নসিংহের হস্তে সমর্পণ করেন এবং কনিষ্ঠ বাহুদেবকে অরায় পরগণা, ৪ খানি বাড়ী, ২টা হস্তী ও রাজপ্রাসাদে কয়েকটি গৃহ প্রদান করেন। ছত্রসিংহ স্বীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে কীর্তি পরগণা জবুদী, গোবিন্দকে পরগণা পাহাড়পুর এবং রত্ন রমাপতিকে পরগণা পাচাহি দান করেন। তিনি জীবিত থাকিয়া কালেক্টরীতে খারিজ করাইয়া কজের নাম বসাইয়া দিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর বাহুদেব অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবার জন্ত কুলাচার উপেক্ষা করিয়া এক নাশিল করেন, বি

মোকদ্দমার পরাক্ত হন। পরে আশীল করেন, তাহাতেও হারেন। মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গ গমন করেন। তাঁহার পুত্র মহেশ্বর সিংহ রাজা হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মহেশ্বরের মৃত্যু হয়। এ সময় মহেশ্বরের পুত্রবর লক্ষ্মীধর ও রামেশ্বর নাবালক ছিলেন; কাজেই সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। এ সময় জমীদারীতে আয় ১৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু দেনা ৭০ লক্ষ টাকা ছিল, বন্দোবস্তও ভাল ছিল না।

দরভাঁজার জমীদারী জিহত, মুন্সের, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরে অবস্থিত। জিহতে জয়াইল, হাটি ও আলীপুর পরগণার, ভাগলপুরে বাটোর, জিহত ও নারাদিগা পরগণায়, পূর্ণিয়ায় ধর্মপুর পরগণার ও মুন্সেরে হাবিলী খড়গপুর পরগণার দরভাঁজারাজের জমীদারী আছে। ধর্মপুর পরগণা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহআলম্ রাজা প্রতাপসিংহকে দান করেন। ১২ বৎসরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ ৭০ লক্ষ টাকা দেনা শোধ করিয়া রাজ্যের আয় আরও ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করেন। এই সময় লক্ষীধরসিংহ সাবালক হইয়া স্বরাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইনি এখন গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীসভার সভ্য।

দরমা (হিন্দী) ১ নল নির্মিত মাছর, চাঁচ। ২ একপ্রকার নল।

দরমাছা (পারসী) মাসিক বেতন।

দরমিয়ান্ (পারসী) মধ্যবর্তী।

দররোজ (পারসী) প্রতিদিন।

দরবেশ, (দর—বার, বিহতান্ ভিক্ষা করা)। মুসলমান-দিগের ভিক্ষাপ্রার্থী ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। প্রথমে এই সম্প্রদায় ঈদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পরে, আরও বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, ওবাইদুলবিন্ আমীর এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কিন্তু দরবেশের বর্তমান যে সম্প্রদায়গুলি সমগ্র মুসলমান রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়াছে, তাহার বলায় যে, মস্‌নবী-সরিকের গ্রন্থকর্তা মৌলবী-সম্প্রদায়-প্রবর্তক জালালউদ্দীন রুমি হইতে এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইয়াছে।

তুরস্ক প্রদেশের দরবেশগণ ৬০ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার মধ্যে অনেকটা প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। কনস্টান্টি-নোপলের 'বতান্দি' বা 'বেক্‌তান্দি' নামক সম্প্রদায় কোরাণের নিকিষ্ট নিয়মানুসারে চলে না এবং মহম্মদকেও ঈশ্বর-প্রতি বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিতে চায় না। তুরস্কের রুমি নামক দরবেশগণ অত্যন্ত আত্মনির্ভর করেন। তাহার সাবিয়া নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের অনেক দরবেশই ১৮ বংশোদ্ভব ও অসজ্জিত, ইহাদের অধিকাংশই বে-শরা

সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার সময়ের সময়ে হুকেরির পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। ভারতীয় ককিরদের অবশিষ্টাংশ বা-সরা সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদিগকে সলিক বলে।

'বাদি-উদ্দীনশাহ্ মাদারের' নামানুসারে দরবেশের এক সম্প্রদায়ের মদরিয়া নাম হইয়াছে। 'বাদি-উদ্দীন' মাদারকে কেহ কেহ জামশা মাদারও বলিয়া থাকে।

নক্‌শাবন্দি দরবেশগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ ছাড়া দিয়া বুখাই-বার চেষ্টা করেন। মেব্‌লেবিয়ে বা নর্তক দরবেশগণ অনেকটা শিক্ষিত। যে পর্য্যন্ত তাহার মাথা ঘুরিয়া না পড়েন, সে পর্য্যন্ত তাহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন।

রফৈয়া দরবেশগণ ছুরিকাধারা তাহাদের শরীর ছেদন করেন, জলন্ত অঙ্গার তক্ষণ করেন, কাচ চিবাইয়া থাকেন এবং এইরূপ অশ্রান্ত উন্নত সদৃশ কার্য করেন। তাহার মনে করেন যে, এইরূপ কঠোর কার্য করিলে ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া যাইবেন।

গুলশানিয়া দরবেশগণ সম্মুখে ও পশ্চাতে মস্তক দোলান এবং যে পর্য্যন্ত মুচ্ছিত হইয়া না পড়েন, সে পর্য্যন্ত আত্মা আত্মা করিয়া চিংকার করেন।

দরসান (পুং) দু-বিদারণে দু-অসানচ্। দ্যোত। (উজ্জল।)

দরা (দেশজ) ছাতাপড়া, সড়া, বিশীর্ণ হওয়া।

দরাখৎ (পারসী) বৃক্ষ বিশেষ।

দরাজ (পারসী) বিস্তৃত, দীর্ঘ।

দরায়ুস্, মিসরের ফেরোয়া শব্দের জায় দরায়ুস্ শব্দ ব্যক্তিগত নয়, উপাধিগত। অনেকগুলি সম্রাট এই নামে অভিহিত।

দরায়ুস্ (প্রথম) [জন্দভায়া দারয়ুস্] সাধারণতঃ Darius Hystaspes নামে অভিহিত। ইনি হস্তাস্প নামক পারস্যের অনেক সম্রাট লোকের পুত্র।

কথিত আছে, পারস্যরাজ কাইরস্-পুত্র কামবাইসিসের মৃত্যুর পর স্মারদিস্ নামক পারস্যের একজন মদ্যু (Magus) অস্ত্রায়ুর্ধ্বক পারস্যের সিংহাসন-অধিকার করেন। দরায়ুস্ আর ছয়জন পারস্যের সম্রাট লোক দলবদ্ধ হইয়া এই স্মার-দিস্কে ইত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর প্রশ উঠে—পারস্যরাজ কে হইবেন? অনেক তর্কবিতর্কের পর তিরী-কৃত হয় যে, পরদিন সূর্যোদয় কালে সাতজনই অখারু হইয়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। তথায় বাহার অশ্ব প্রথম হেবারব করিবে, তিনিই সিংহাসনাধিকার হইবেন। দরায়ুসের ইবারিস্ নামে একজন বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ভৃত্য ছিল। তাহারই কৌশলে দরায়ুসের অশ্বই প্রথম শব্দ করে। ঠিক এই সময় পরিকার আকাশে বিদ্যায় প্রকাশ পাইল এবং

মেঘগর্জন হইল। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া অশ্রু ছরজন অবিলম্বে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দরায়ুসের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এইরূপে (৫২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে) দরায়ুস্ পারস্ত সিংহাসনে অধি-
রোধ করিলেন। 'আরবীস ব্যতীত এসিয়ার যে সমস্ত জাতি
কাইরস্ ও কামবাইসিসের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল,
তাঁহারা সকলেই দরায়ুসের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। সিংহা-
সনাধিরোহণের পরই তিনি প্রথমে অতোষা ও অস্তিস্তোন
নাম্নী কাইরসের কন্যায়কে বিবাহ করেন। তৎপরে
কাইরস-পুত্র আরদিসের কন্যা পুরমিস্ এবং ওটানিস্ নামক
আর এক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করেন।

নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াই দরায়ুস্ প্রথমে একটা
অশ্বমুক্তি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার উপর এইরূপ লিখিয়া রাখি-
লেন—'হয়তাস্পের পুত্র দারায়ুস্ তাঁহার অশ্বের চতুরতা এবং
ইবারিস নামক ভৃত্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে পারস্তের সাম্রাজ্য
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

ইহার পর তিনি পারস্ত সাম্রাজ্যকে ২০টা প্রদেশে বিভক্ত
করিয়া এক একজন শাসনকর্তার অধীনে প্রত্যেকটির নাম
ক্ষত্ৰপী (Satrapy) রাখিলেন। এই শাসনকর্তাদিগের
নাম ও ক্ষত্ৰপ হইল। প্রত্যেক ক্ষত্ৰপকে যে কর এবং
সৈন্যদিগের ও রাজপরিবারের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য দিতে
হইবে, দরায়ুস্ তাহাও নির্দেশ করিয়া দিলেন।

সারদিসের শাসনকর্তা ওরিটাস্ বিনা কারণে কতকগুলি
সম্রাট লোককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় দরায়ুস্ তাহাকে
শাস্তি দিতে ক্রতসকল্প হইলেন। ওরিটাসের বিরুদ্ধে সৈন্যে
যাত্রা না করিয়া তিনি কোশলে কতকগুলি লোক দ্বারা
ওরিটাসকে বিনাশ করেন।

ইহার কিছুকাল পরেই দরায়ুস্ একটা শিকারে বহির্গত
হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার সময় পড়িয়া যান এবং
তাহাতে তাঁহার গোড়ালি ভগ্ন হইয়া যায়। ডিমবসিডিস্
নামক এক জন চিকিৎসকের চিকিৎসায় তিনি আশ্চর্য্য রূপে
আরোগ্য লাভ করেন।

দরায়ুস্ যখন কুম্বাইসিসের শরীর রক্ষক হইয়া মিশরে
গমন করেন, সেই সময় স্যামসের দ্রুত শাসনকর্তা পলি-
ক্রেটিসের ভ্রাতা সিলোসেন নামক এক ব্যক্তির গাত্রে এক
খান স্বন্দর গাভাবরণ দেখিয়া তাহা ক্রয় করিতে অন্তিলাষ
করেন। কিন্তু সিলোসেন মূল্য না লইয়া দরায়ুসকে তাহা
প্রদান করেন। পরে দরায়ুস্ পারস্তের সিংহাসনে অধি-
রোধ করিলে সিলোসেন তাঁহার নিকট গমনপূর্বক পূর্ব

কথা স্মরণ করাইয়া দেন। দরায়ুস্ প্রচুর পরিমাণে বর্ণ
রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিতে চান। কিন্তু সিলোসেন অশ্ব
লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার অন্তত্বমি স্যামসের উত্তর-
পূর্বক তাঁহাকে প্রদান করিবার অন্ত প্রার্থনা করেন। দরায়ুস্
তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া স্যামস্ উৎসাহার্থ ওটানিসকে একজন
সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। ওটানিস্ সহজেই স্যামস অধি-
কারপূর্বক তাহা সিলোসেনকে প্রদান করিলেন।

ঠিক এই সময়ে বাবিলনের অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হইল।
দরায়ুস্ এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রভূত সৈন্য লইয়া তাহা-
দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া
নগর অবরোধ করিলেন। দিনের পর দিন বাইতে লাগিল।
কিন্তু বাবিলোনীয়দিগের বশ্যতা স্বীকারে কোন চিহ্ন দেখা
যাইত না। এইরূপে এক বৎসর আট মাস কাটিয়া গেল।
দরায়ুসের সমস্ত কোশলই সতর্ক বাবিলোনীয়দিগের নিকট
বার্থ হইতে লাগিল। অবরোধের বিংশতিমাসে রোপিয়াস্
নামক দরায়ুসের একজন কর্মচারীর বুদ্ধিকোশলে বাবিলন
অধিকৃত হইল। রোপিয়াস্ তাঁহার নিজের নাসিকা ও কর্ণ
ছেদন করিয়া বাবিলোনীয়দিগের নিকট গমন করেন এবং
দরায়ুস্ কর্তৃক তাঁহার এই দুর্দশা হইয়াছে, এই কথা বলেন।
বাবিলোনীয়গণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে তাহা-
দের ভার প্রদান করেন। যোগীরাম তখন সুবিধা বুঝিয়া
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক দরায়ুসের হস্তে নগর সমর্পণ করি-
লেন। দরায়ুস্ নগর অধিকারপূর্বক ৩০০০ সম্রাট লোককে
নিহত এবং দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিলেন (৫১৬ খৃঃ পূঃ)।

বাবিলন অধিকৃত হইল; দরায়ুস্ স্ফিদিয়া নামক
মণার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৭৮ লক্ষ সৈন্য
সংগৃহীত হইল। বক্ষোরাস্ উপসাগরের উপর একটা বার-
সেতু নিশ্চিত হইল। দরায়ুস্ এই প্রভূত সৈন্য লইয়া যাত্রা
হইতে যাত্রা করিয়া কাঠসেতু দ্বারা বক্ষোরাস্ পার হইলেন।
এখানে এই সেতুনির্মাতা সামিয়াবীপের অধিবাসী মাথো-
ক্লিসকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া প্রেসের মধ্য দিয়া
গমনপূর্বক দানিয়ুস নদী পার হইয়া ডন নদীর দিকে গমন
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে স্ফিদিয়ার অভ্যন্তরে
প্রবেশ করিলেন। স্ফিদিয়ানেরা সমুদ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া
চূপে চূপে এবং সুবিধা অহুসারে পারসিকদিগকে আক্রমণ
করিতে লাগিল। দরায়ুসের খাড়া দি ক্রমেই হ্রাস হইয়া
অবশেষে অভাব হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রত্যাপন
করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। স্ফিডিত ও হার-
সৈন্যদিগকে পরিত্যক্ত করিয়া একদিন নিশাযোগে

রিত ভাবে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কাঠসেতু দ্বারা বফোরাস্ পার হইয়া প্রেসের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে এসিয়ার অন্তর্গত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্ত লইয়া না আসিয়া ৮০০০ সৈন্ত মেলাবিজাসের অধীনে রাখিয়া এই সৈন্তাধ্যক্ষকে প্রেস বিজয়ের আদেশ দিয়া আসেন। মেলাবিজাস্ এ বিষয়ে কতকটা সফল হইয়া ছিলেন। এইরূপে তাহার ত্রিদিয়া-বিজয়ের উত্তম বিফল হইল।

পারস্ত প্রত্যাগমন করিয়া দরায়ুস্ পূর্বদিকে সিঙ্কনদী পর্যন্ত তাহার প্রাধিকার বিস্তার করিলেন।

৫০১ খৃষ্টপূর্বাব্দে নক্সস্ দ্বীপে গোলমাল হইলে সম্রাট লোকগণ এই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মিলিটসের শাসনকর্তা অরিষ্টলোরাসের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অরিষ্টলোরাস্ সার্বভৌম শাসনকর্তা দরায়ুসের ভ্রাতা আর্তাফারনিসের সাহায্য চাহিলেন। আর্তাফারনিস্ পারস্ত সম্রাটের সম্মতিগ্রহণপূর্বক মেলাবিস্ট্রাসের অধীনে দুই শত যুদ্ধ আহাজ প্রদান করিয়া মিলিটসে যাইয়া অরিষ্টলোরাসের সৈন্ত লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। চারি মাস অবরোধের পর অরিষ্টলোরাস্ যখন দেখিলেন যে তাহার পাদাদি ক্রমেই দূর হইয়া আসিতেছে এবং তাহার শোধ দিবার সাধ্য নাই, তখন তিনি আইয়েনীয়দিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিলেন। আইয়েনীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া সাদিস্ নগর দখল করিলেন এবং মিলিটস্ দ্বীপ শত্রু হস্তগত হইল (৪৯৪ খৃঃপূঃ)।

আথেন্সের অধিবাসীগণ এই বিদ্রোহে অরিষ্টলোরাস্কে সাহায্য করায় দরায়ুসের ক্রোধবলি অগ্নি উঠিল। তিনি ডেটস্ ও আর্তাফারনিসের অধীনে একদল সৈন্ত আটকা দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মারাথন যুদ্ধক্ষেত্রে পারস্তসৈন্ত মিলটাইডিসের অধীনস্থ আথেন্সবাসী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া এসিয়াতে প্রত্যাগমন করিল। (৪৯০ খৃঃপূঃ) দরায়ুস্ আর একবার আথেন্স আক্রমণের অস্ত্র উত্তোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বেই তিনি ইহলোক হইতে অশ্রুত হইলেন (৪৮৫ খৃঃপূঃ)।

দরায়ুস্ পারস্তরাজ্যের অনেক উন্নতি বিধান করেন। রাজকীয় সংবাদাদি প্রেরণ করিবার অস্ত্র তিনি নির্দিষ্ট দূরত্বানুসারে সমস্ত রাজ্যেই লেখক দ্বারা ডাক বসাইবার ব্যবস্থা করেন।

রাজ্য হইবার পূর্বে তাহার তিন পুত্র ছিল। রাজ্য হইবার পর তাহার আর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

রায়ুস্ (দ্বিতীয়) ইনি সাধারণতঃ দরায়ুস্ অকাস্ বলিয়া অভিহিত। ইনি আর্তাফারনিসের আরজ পুত্র। দ্বিতীয়

অরক্শে নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইনি স্বাক্ষর সন্দরানাস্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজের পারস্ত সিংহাসনে অধিরোধ করেন (৪২৩ খৃঃপূঃ)।

ইহার দুই পুত্র ছিল। প্রথমটির নাম আর্তাফারনিস ও দ্বিতীয়ের নাম কাইরস্ (Cyrus)। ইনি সম্পূর্ণরূপে খোরাসান এবং ইহার দ্বীপ পারিসেটিস কর্তৃক পরিচালিত হইতেন বলিয়া ইহার রাজ্যশাসন সুচারুরূপে পরিচালিত হয় নাই। অনেক ক্ষতপ রাজবিদ্রোহী হয়। ইহাদের অধিকাংশই পরাস্ত হইয়া বশতা স্বীকার করেন। ১০ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরে ইনি ৪০৪ খৃঃপূর্বে পরলোক গুত হন। ইহার পর ইহার পুত্র আর্তাফারনিস পারস্ত সিংহাসনে অধিরোধ করেন।

দরায়ুস্ (তৃতীয়) ইনি দ্বিতীয় দরায়ুসের প্রপৌত্র এবং এই বংশীয় শেষ পারস্ত সম্রাট। ইনি তৃতীয় আর্তাফারনিসের পর সিংহাসনে অধিরোধ করেন (৩৩৬ খৃঃপূঃ)। ইহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে আলেক্সান্দার হেলেনপন্ট পার হইয়া এসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করেন। দরায়ুসের সহিত আলেক্সান্দারের কয়েকটা যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকটিতে দরায়ুস্ পরাজিত হন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইহার পরলোক হয় (৩১০ খৃঃপূঃ)। ইনি ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

দরাব (হিন্দী) খোদক।

দরাম (দেশজ) দর।

দরালতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Hedysarum Alhagi)

দরি (রী) (জী) দৃষিদারণে ইন্ তীষ্। ১ কন্দর।

২ তক্ষককুলজাত সর্পভেদ। (ভারত আদি ৫৭ অ°)

দরিত (ত্রি) দরো ভয়মস্ত সজ্ঞাতঃ, দর-ভারকাদিভাৎ ইচ্চ ভীত।

দরিদ্র (পুং) দরিদ্রাতি দুর্গজ্জতি দরিদ্রা-অহ্। নির্ধন।

পর্গায়—নিঃস্ব, দুর্বিধ, দীন, দুর্গত, কীকট, দুহ, অন্তর্মিত।

(দানধর্ম)

পদ্মপুরাণের মতে, যাহারা শ্রমবজ্র পরিগ্রহ করিয়া তিন দিনও উপবাস করে নাই, অর্থাৎ কোন ত্রৈনয়মাদি অনুষ্ঠান করে নাই এবং কোন তীর্থে গমন ও স্নান, গো প্রভৃতি দান করে নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

“অমুগোষা জিরাভানি তীর্থাভ্রনভিগম্য চ।

অদব্যা হেমধেনুচ্চ দরিদ্রো জায়তে নরঃ ॥” (পাণ্ডে ভূমিপ°)

যাহারা কোন শুভ কার্যাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, তাহারাই দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

“জীবালোম্যত্বভান্য দরিদ্রাণাক রোগিণাং।

শিকাবিদলয়জ্ঞাতিবিদ্যার পতিদমঃ ॥” (মহু ৯।৩০)

শ্রী, বালক, বৃদ্ধ, উন্নত ও দরিদ্রদিগের ধনদণ্ডের স্থলে শিকা (শতা), বেত্র প্রভৃতি দ্বারা রাজা দণ্ড বিধান করিবেন।

দরিদ্রতা (ক্ৰী) দরিদ্রতা দ্রাবঃ দরিদ্র-তল্। দরিদ্রত্ব, অকিঞ্চনতা, নির্ধনতা।

দরিদ্রত্ব (ক্ৰী) দরিদ্রত্ব। দরিদ্রতা।

দরিদ্রাণ (ক্ৰী) দরিদ্রের অবস্থা, দারিদ্র্য।

দরিদ্রায়ক (ত্রি) দরিদ্রাভিতি দরিদ্রা-খুল্। দরিদ্র, দীন।

দরিদ্রিত (ত্রি) দরিদ্রা-ক্। দরিদ্র, দারিদ্র্যাক্ত।

দরিদ্রিত্ব (ত্রি) দরিদ্রা-তৃণ্ বা তৃচ্। দরিদ্রায়ক, দারিদ্র্যাক্ত।

দরিন্ (ত্রি) দৃ-ভয়ে বিদ্যারে বা ইনি। ১ ভীক। ২ বিদ্যারগণীল।

দরিয়া (পারসী) নদী, সমুদ্র।

দরিয়া, আফগানিস্থানের অন্তর্গত একটি হ্রদ। অক্ষা° ৩৩° ৩৫' উঃ ও দ্রাঘি° ৬৪° ৩' পূঃ। সিরাকো হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

দরিয়া-ই-নেরিজ নামক হ্রদ পারস্তের অন্তর্গত সিরাজ নগরের ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬০ মাইল।

দরিয়াগঞ্জ, সারণ জেলার অন্তর্গত একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান।

দরিয়াগুন (পারসী) এক প্রকার বক।

দরিয়াদাসী, এক সম্প্রদায়। প্রবাদ আছে যে, ইহার আধা হিন্দু, আধা মুসলমান। ইহার নিষ্ঠুর উপাসক, কোন দেব প্রতিমূর্তির অর্চনা করে না এবং আপনাপন উপাসনা মন্দিরে দেবপ্রতিমারও প্রতিষ্ঠা করে না।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলার একটি তালুক বা মহকুমা। পরিমাণ ফল ৫০৫ বর্গমাইল। মোট রাজস্ব ৫৭০৭০০ টাকা। এখানে ৭টি দেওয়ানী এবং ৩টি ফোর্সদারী আদালত, এতদ্ব্যতীত ২টি থানা আছে।

দরিয়াপুর, বরারের অন্তর্গত এলিচপুর জেলায় দারিয়াপুর তালুকের প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২০° ৫৬' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২২' ৩০" পূঃ। এলিচপুর নগর হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কুন্বীর সংখ্যাই বেশী। এখানে ফোর্সদারী ও দেওয়ানী আদালত ছাড়া, থানা ও ছইটী স্থল, নগরের বহির্দেশে অনেকগুলি মন্দির ও মসজিদ আছে।

দরিয়াফও (পারসী) বোধ, জ্ঞান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটি পরগণা। ইহার উত্তরে বাবোন্দরহাই, পূর্বে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে বসোরি পরগণা। পরিমাণফল ২২৪ বর্গমাইল,

এই পরগণা হিন্দুদিগের সংনামী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। এখানকার উৎপন্ন জবোর মধ্যে চউল, গম, ইন্, জোয়ার ইত্যাদি প্রধান।

দরিয়াবাদ, অযোধ্যার অন্তর্গত বড়বাঁকি জেলার একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৫০' উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৩৬' পূঃ। নদী হইতে কয়লাবাদ বাইবার প্রধান স্রোতের সমীপে, নবাবগঞ্জে প্রায় ২৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে সুলতান ইব্রাহিম সুলতানির একজন স্রাবাদার কর্তৃক স্থাপিত। পূর্বে এখানে এই জেলার সদর ছিল, কিন্তু 'এখানকার জলবায়ু খারাপ বলিয়া নবাবগঞ্জে উঠিয়া যায়। এখানে রামপুরের তালুকদারের একটি বাড়ী আছে। এখানে ছইটী বাজার এবং একটি গবর্নমেন্ট ইংরাজী স্কুল আছে।

দরী (ক্ৰী) দরি-ভীষ্। পর্তের গুহা।

দরীমুখ (ক্ৰী) দরীয়া: মুখং ৬ভং। গিরিগুহার মুখ।

দরীবৎ (ত্রি) দরী বিততেহত, দরী-মতৃপ্-মত্ব বঃ। গুহা-বিশিষ্ট পর্তত।

দরোড, বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিরাবাড় প্রদেশের কালাবার বিভাগের একটি সামান্য রাজ্য। ইহাতে একটি মাত্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে ছই জন কয়দ স্বাধীন জমিদার আছে। রাজস্ব প্রায় ১১৮০ টাকা। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে ৩০৬ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ৫০ টাকা কর স্বরূপ দেওয়া হয়।

দরৌতি, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার একটি গ্রাম। রামগড়ের ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শব্দ-কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আছে।

দরৌদর (পুং ক্ৰী) দরৌ ভরং তজ্জনকং উলং যত, বা ছরৌদর পুংবা সাধুঃ। ছরৌদর, পাশকজীড়া, বৃত্তজীড়া।

“আশ্রিত্য দুর্গং গিরিকন্দরৌদরং

ক্রীড়ন্ত্যশ্বিন্ সততং দরৌদরং।” (উপ ৫।১২ বৃত্তিত্ত)

দরৌলি, সারণ জেলার অন্তর্গত চানবাড়া বিভাগের একটি প্রধান গ্রাম। এখানে হিন্দুদিগের ক্ষত্রকৃতি ছইটী দ্বিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত ছইটী সুলার জলাশয় ও একটি বৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়।

দর্জ (ত্রি) দৃ-বিদ্যারে দৃ-তৃচ্-বেদে ইড়ভাবঃ। দারিত্য, বিদ্যারণকর্তা। “সত্রজঃ দর্জা পাঠ্যো অধঃ ভূতা” (শব্দ ৫।৩৬) ‘দর্জা দারিত্য’ (সারণ) লৌকিক প্রয়োগে দরী (ত্রি) বা এইরূপ প্রয়োগ হইবে, কেবল বেদেই দর্জ এইরূপ হইবে।

দর্জ (পুং) দ-বাঙ্ক জ ইড়ভাবঃ দ্ব্যন্বয়ঃ। দারিত্য। “বৎসু দর্জ মারজ” (শব্দ ৬।৩৬) ‘দর্জ মারজ’ (সারণ)।

দক্ষর (পুং) দৃ-বঙ্ অচ্, পুৰ্বাৎ সাধুঃ । ১ পর্কত । ২ ইবদ্ভ্যতালন, যে পাত্ৰ অন্ন পরিমাণে ভৰ্ত্ত্ব হইয়াছে ।

দক্ষরাত্রী (পুং) ব্যঞ্জন বিশেষ । পর্যায়—মীনাত্রীণ । (শব্দমালা)

দক্ষরীক (ক্ৰী) দারয়তীৰ কণৌ দৃ-গিচ্, জৈক্ (কক্ষরীকা-দয়ক) । উণ্ ৪।২০) ১ এক প্রকার বাস্ত । ২ ভেক ।

দক্ষুর (পুং) দৃগতি কণৌ শব্দেনেতি দৃ-উরচ্ (মক্ষরদক্ষুরৌ) । উণ্ ১।৪১) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ । ভেক ।

“ভয়ং কৃতং কৃতং মোনং ক্ৰৌকিলৈর্জলদাগমে ।

দক্ষুরা বহু বস্তারস্তত্ত্ব মোনং হি শৌভনং ॥” (উত্তট)

২ মেঘা । ৩ বাস্তভেদ । ৪ পর্কতভেদ । মলয় পর্কভৈর নিকট । [দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখ]

“সমীপে সম্মুখময়ো দক্ষুরঞ্চ মহাগিগিং ।” (ভারত ৩।২৮।১৪৭) ৫ রাক্ষসভেদ । ৬ অত্রক ধাতুভেদ ।

“পিনাকং দক্ষুরং নাগং বজ্রক্ষেত্রে চতুর্বিধং ।

দক্ষুরং বগ্নিনিকিণ্ডং কুন্ততে দক্ষুরধ্বনিং ॥” (ভাবপ্রা°)

দক্ষুরঃ পর্কতঃ সন্নিহিততয়া অন্ত্যস্ত অচ্ । ৭ দক্ষুর পর্কত-সন্নিহিত দেশ ভেদ । এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত । (বৃহৎসং ১৪ অ°)

দক্ষুরক (পুং) দক্ষুরায় কায়তি দক্ষুর ইব কায়তি শকারতে বা কৈ-ক । ১ বাস্তভেদ । ২ ভেক, ইহার শব্দ করিলে মেঘধ্বনি বলিয়া ভ্রম হয় । স্বার্থে কন্ । দক্ষুরশব্দার্থ ।

দক্ষুরচ্ছদা (ক্ৰী) দক্ষুর ইব ছদো যত্নাঃ । ব্রাহ্মী । (পারস্কর নিঘণ্টু)

দক্ষুরক্ষণী (ক্ৰী) বৃক্ষভেদ ।

দক্ষুরা (ক্ৰী) দৃগতি দারয়তি বা অস্থরান্ দৃ-উরচ্°প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ । ততটাপ্ । চণ্ডিকা ।

দক্ষু (পুং) দরিজাতি জগচ্ছত্ৰাজমনেন দরিজা উ বকারেকার-যকারাণ্যং লোপশ্চ । (দরিজাতে ধীলোপঃ । উণ্ ১।২০) দক্ষরোগ ।

দক্ষু (পুং) দরিজা বাছ° উঃ । দক্ষরোগভেদ ।

দক্ষু (পুং) দক্ষং হস্তি-দক্ষ-হন্-টক্ । চক্ষুর্দক্ষ । (শব্দর°)

দক্ষু (ক্ৰী) দক্ষরত্নাতীতি° দক্ষ-ন, ততো গণ্ (লোমাদি পামাদিপিজ্জিলাদিভ্যঃ শনেলঃ । পা ৪।২।১০০) দক্ষরোগী ।

দক্ষুনাশিনী (ক্ৰী) দক্ষুং নাশয়তি নশ-গিচ্ পিনি ততো জীপ্ । তৈলিনীবৃক্ষ ।

দক্ষু (পুং) দরিজা উঃ ধীলোপশ্চ । দক্ষরোগ ।

দক্ষু (ক্ৰী) দক্ষরত্নাতীতি দক্ষু নঃ ততো গণ্ : দক্ষরোগী ।

দক্ষরোগিন্ (ক্ৰী) দক্ষু°রোগঃ অত্নাতীতি দক্ষু°রোগ-ইনি । দক্ষরোগী ।

দর্প (পুং) দৃপাতে ইতি দৃপ ভাবে বঞ্ । ১ পয়ের অবধারণ হেতু গুরু ও নৃপ প্রভৃতিকে অভিজ্ঞানক চিত্তবৃত্তি ভেদ ।

২ অহকার্ । পর্যায়—গর্ক, অহঙ্কতি, অবসিগ্ধতা, অভিমান, যমতা, মান, চিত্তোন্নতি, স্মর । (হেম°)

অনেক ধনাদি হইলে অপরের প্রতি যে অবজ্ঞা তাহার নাম দর্প ।

দর্প ধন ও বিভাদি জন্ম হইয়া থাকে । একমাত্র দর্পই সর্বনাশের মূল । এ জগতে যত দিন লোকের দর্প না হয়, ততদিনই তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে । এ জগতে যখনই বাহার দর্প হয়, তখনই ভগবান্ তাহার প্রতিফল প্রদান করেন । ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই দর্প হইলে তাহা চূর্ণ হইবেই হইবে । এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম, যম, গুরু, বহি, জর, বিজয়, স্মর ও অজর প্রভৃতি বাহারই দর্প হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিফল পাইবেন ; এইজন্ত প্রত্যেক উন্নতিকামী ব্যক্তির দর্প পরিহার করা অশুভ কর্তব্য । (ব্রহ্মবৈ° শ্রুত°) ৩ যুগমদ । ৪ উদ্রা । ৫ উচ্ছৃঙ্খল । ৬ ধর্মমর্যাদাভিক্রম । ৭ উৎসাহ ।

“তেজোবিহীনং বিজহাতি দর্পঃ” (কিরাত্মজ্জু°) ‘দর্পঃ উৎসাহঃ’ (মল্লিনাথ) ৮ কস্তুরী । (মেদিনী)

দর্পক (পুং) দর্পরতি হর্ষয়তি মোহয়তি বা দৃপ-গিচ্-গূল্ । ১ কামদেব, ইনি সকলকেই মোহিত করেন, এইজন্ত ইহার নাম দর্পক । (জি) ২ অহঙ্কার ও মোহকারক ।

দর্পণ (ক্ৰী) দর্পরতি সন্মীপয়তি দৃপ-গিচ্-ল্য । ১ চক্ষু । ভাবে ল্যট্ । ২ সন্মীপন । (পুং ক্ৰী) দর্পরতি দৃপ-গিচ্-ল্য (নন্দিগ্রহীতি । পা ৩।১।১৩৪) রূপদর্শনাধার, আশি, আয়না । পর্যায়—মুকুর, আদর্শ, আশ্রদর্শ, নন্দর, দর্শন, প্রতিবিম্বাত, কর্ক, কর্কর । (জটায়র°)

“যন্ত নাস্তি স্মরং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তন্ত করোতি কিং ।

লোচনাভ্যাং বিহীনস্ত দর্পণং কিং করিষ্যতি ॥” (চাপক্য)

ইহার গুণ—আয়ুঃ শ্রীকারী, ও পাপনাশক । (রাজব°)

প্রাতঃকালে উঠিয়াই দর্পণে আপনার মুখ দেখিলে সেইদিন শুভ হয় । ৪ নেত্র । ৫ পর্কতভেদ । ৬ নদ ভেদ । এই পর্কতের বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

দর্পণ নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্কত আছে, এই পর্কতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্বদা বাস করেন । ইহার মধ্য-ভাগে রোহিত মৎস্তের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট রোহণ নামে একটি পর্কত আছে, বাহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় । ইহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটি নদ আছে, এই নদ হিমালয় হইতে প্রসৃত এবং কলদানে

লোহিত্যের তুলা। লোহিত্য উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত এবং সকল তীর্থোদক দ্বারা স্নান করিয়া ছিলেন। এই স্নান হইতে তাহার পাপ ও দর্প একেবারে উৎপাটিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহা দর্পণ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

“তত্ত্ব স্নানসমুদ্ভূতঃ পাপদর্পিত পাটনঃ।

তেনাহং দর্পণো নাম পুরা দেবগণৈঃ কৃতঃ ॥”

(কালিকাপুঃ ৮১ অ°)

যাহারা কঠিনকমাসের গুরু প্রতিপদ তিথিতে এই নদে স্নান করিয়া দর্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, তাহার শত ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে। এই দর্পণাচলের পূর্বদিকে অগ্নিমান্ন নামে একটা পর্বত আছে, ইহার আকার সর্পের মত; দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ।

(কালিকাপুঃ ৮১ অ°)

দর্পদ (ত্রি) দর্পং দদাতি দা-কণ। ১ গর্ভদায়ক পদার্থ।

১ পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩:১৪৯৮০)

দর্পহন (ত্রি) দর্পং হন্তি হন-কিপ্। ১ গর্ভহারক যিনি দর্প বিনাশ করেন। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩:১৪৯৮০)

দর্পারম্ভ (পুং) দর্পস্ত আরম্ভঃ উত্তং। অহঙ্কারের আরম্ভ। পর্যায়—মদক্ষতি। (জটায়ু)

দর্পিত (ত্রি) দৃপ-কৃ। অহঙ্কৃত, গর্ভিত।

দর্পিন্ (ত্রি) দৃপ-ইন্। দান্তিক, অহঙ্কারী।

দর্ভ (পুং) দৃণাতি বিনারয়তি দৃভ (দৃ দলিত্যং ভঃ। উণ ৩:৫১) কুশ। পর্যায়—উলপত্ণ, কাশ। (শব্দর°) দর্ভ দুই প্রকার—ইহার মধ্যে একটীর পর্যায় কুশ, দর্ভা, বর্হি, হৃচাগ ও যজ্ঞভূষণ। অপরটীর পর্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই দুই প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর, কষায় রস, জীত-বীৰ্য এবং মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র°) যে কোন ধর্ম কার্য করা যাউক না কেন, দর্ভ তাহাতে নিত্য প্রয়োজন। শ্রাদ্ধাদি করিতে হইলে দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হয়। বিষ্টরাদি (আসন)ও কুশ দ্বারা প্রস্তুত করিবে। কাশ, কুশ, ববল, তীক্ষ্ণ, রোমশ, মোক্ষ ও শাখল এই ৬ প্রকার দর্ভ।

“কাশাঃ কুশা ববলাশ্চ তথা তীক্ষ্ণরোমশাঃ।

মোক্ষাশ্চ শাখলাশ্চৈব যজ্ঞদর্ভাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥” (বায়ুপু°)

কুশ অরতি প্রমাণে গ্রহণ করিতে হয়।

বর্জনীয় দর্ভ—পপ, যজ্ঞভূমি, আন্তরণ, আসন ও পিণ্ড-স্থিত দর্ভ বর্জনীয়। পিণ্ডের নিমিত্ত যে দর্ভ আশ্রিত হয়, সেই দর্ভ দ্বারা যদি কেহ পিতৃদিগের তর্পণ করে, তাহা হইলে সেই তর্পণ নিফল হয়।

“পথি দর্ভাশ্চিত্তৌ দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞভূমিষু।

স্তরণাসনপিণ্ডেষু যজ্ঞদর্ভান্ পরিবর্জয়েৎ ॥

পিণ্ডার্থং যে স্তুতা দর্ভা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণং।

মৃতোচ্ছিষ্টপ্রলিপ্তে চ ভাগ্যভোগ্যং বিধীয়তে ॥” (হারীত)

সাত, পাঁচ বা নয় সংখ্যক দর্ভ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম ও বিষ্টর প্রস্তুত করিবে। ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ এই—ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্নের সহিত আড়াই বেদ দিয়া অগ্রভাগ উর্দ্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিষ্টর করিতে হইলে ঐ বেটন দক্ষিণাবর্তে না করিয়া বামাবর্তে করিবে এবং অগ্রভাগ উর্দ্ধদিকে না দিয়া অধোভাগে দিতে হইবে।

“উর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশস্ত বিষ্টরঃ।

দক্ষিণাবর্তকো ব্রহ্মা লম্বকেশস্ত বিষ্টরঃ ॥

সম্ভতি নবভির্বাণি সার্কি ভিত্তয়বেষ্টিতং।

উকারেণৈব মজ্জেন দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজং ॥”

(শ্রাক্ততত্ত্ব) [কুশ দেখ]

দর্ভট (ক্ৰী) দৃভ সংদর্ভে বাহ° অটন্। নিভৃত গৃহ, গুপ্তাগার।

দর্ভপত্র (পুং) দর্ভস্তেব পত্রমন্ত। কাশ। (রাজনি°)

দর্ভপুষ্প (পুং) সর্পভেদ, অহি। [দবর্জিকর দেখ।]

দর্ভময় (ত্রি) দর্ভাশ্লকঃ দর্ভ শরাদি° ময়ট্। কুশনির্মিত ব্রাহ্মণাদি।

দর্ভমূলা (ক্ৰী) দর্ভস্তেব মূলমন্তাঃ ভীষ্। ঔষধ ভেদ।

দর্ভর (ত্রি) দর্ভস্ত সমিকৃষ্টদেশাদি দর্ভ অশ্বাদিভ্যাং রঃ।

দর্ভানির অদূর দেশাদি।

দর্ভসূপ (পুং) দর্ভগ্রচুরোহনুপঃ সংজ্ঞান্বেহপি °কৃচ্ছাদি পাঠ্যং পক্ষে পূর্ণপদাৎ ন গচ্ছৎ। দর্ভগ্রচুর অনুপদেশ ভেদ।

দর্ভাহরয় (পুং) দর্ভঃ আহরয়তে সাদৃশ্যাৎ আ-হে-শ। যঃ তৃণ ভেদ। (রাজনি°)

দর্ভি (পুং) একজন ঋষি। এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের উপকারের জন্য অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ স্থাপন করেন। এই তীর্থে চারি সমুদ্র অবস্থিত। যিনি এই স্থানে স্নান করেন, তিনি সকল প্রকার দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

(ভারত বনপ° ৮৩ অ°)

দর্মাণ, পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার শকরগড় ও সীলের একটা নগর। এখানে একটা সামান্য মিউনিসিপালিটি আছে। শাহাড়ী মহাজনেরা এখানে বাস করিয়া থাকে।

দর্বা, বরারের বুন জেলার একটা তালুক। পরিমাণ ১০৬২ বর্গমাইল। ইহাতে ৩২৩ থানি গ্রাম আছে। এখানকার রাজস্ব সর্বমুদ্র ২৬৯২০০ টাকা। এখানে একটা দেওয়ানি ছইটা কোজদারী আদালত ও ৮টা থানা আছে।

দর্কা, মধ্যভারতের বরার প্রদেশের অন্তর্গত বুন জেলার দর্কা নামক তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ২০° ১৮' ৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯' পূঃ। বুন জেলার সদর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে সদর পর্যন্ত একটি পাকারাস্তা আছে। এখানে একটি থানা, একটি ডাকঘর, পথিকদিগের জন্য একখানি বাঙ্গলা এবং একটি মূল আছে। ইহা অতি প্রাচীননগরী।

দর্শ্য (ত্রি) দৃ-বিদ্যারে বাহু° ম। দারক। “পুরাং দর্শ্যো অপামকঃ” (ঋক্ ৩।৪৫।২) •

দর্শ্যন (পুং) দৃ-বিদ্যারে বাহু° মনিন্। দারক। “দর্শ্য দর্শ্যষ্ট বিখ্যতঃ” (ঋক্ ১।১৩২।৬)

দর্শ্য (ত্রি) দরশ হিতং গবাদিত্যাৎ যৎ। দরহিত, ভয়সাধন।

দর্ক (পুং) দৃগতি বিদ্যায়তীতি দৃ-ব (কৃ গৃ-দৃ ড্যা বঃ। উণ ১।১৫৫) ১ রাক্ষস, হিংস্র। ২ জাতি বিশেষ।

“কৈরাতা দরদা দর্কাঃ শূরা বৈবস্বকান্তথা।

উছুরা ছবির্ভাগাঃ পারদীঃ সহ বাহ্লিকৈঃ” (ভা° ২।৫।১।১৩)

৩ দর্ক জাতির নিবাসভূত জনপদ বিশেষ। বর্তমান গজাবগদেশের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

[আখ্যাবর্তের মানচিত্র দেখ।]

দ্রিরাং টাপ্। ৪ উলীনরের পত্নীভেদ। (হরিব° ৩।১২২)

দর্কট (পুং) দর্কায় হিংস্রৈ অটতি অট-অচ্ শক্কাদিত্যাৎ দলোপঃ। দণ্ডবাদী। (হারি°)

দর্করীক (পুং) দৃ-বিদ্যারে দৃ-ক্ কন্ (ফর্করীকাদয়শ্চ। উণ ৪।২০) ১ ইন্দ্র। ২ বায়ু। ৩ বাদ্য বিশেষ। (উজ্জল)

দর্কি (কৌ) দৃগতি বিদ্যায়তানেন দৃ-বিন্ (বৃদৃভ্যাং বিন্। উণ ৪।৫০) কাক্সনাদি কারক, হাতা, পর্যায় কষি, স্বজাক, দর্কা, কধী, স্বজাকজ। ২ সর্পের ফণা। (শব্দ°)

দর্কিক (পুং) দর্কি স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ পুংস্। দর্কী। দর্কিকা (কৌ) দর্কি স্বার্থে কন্ টাপ্। দার্কিকা। স্বজাক। কজ্জলভেদ, শিলা বা তৈজস পাत्रে ঘৃতাদি সংযুক্ত করিয়া দীপ বহিতে ধরিলে যে অগ্নি প্রস্তুত হয়, তাহাকে দর্কিকা কহে। ইহা সকল দেবতা ও দেবীকে দান করা যায়।

“সৃষ্টা নিপাত্ত চৈতানি শিলায়াং তৈজসেস্থবা।

• প্রদত্তাং সর্কদেবেভ্যো দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রকঃ”

যতৈলাদিযোগেন তাজানো দীপবহ্নিনা।

• যদগ্ননং জায়তে তু দর্কিকা পরিকীর্তিতা।”

(কালিকা পু° ৬৮ অ°)

২ গোজিহ্বাভতা, হিন্দী গোজিহ্বাভতা।

কিহোম (পুং) দর্ক্যাঃ হোমঃ ৬তৎ। দর্কীসাধন হোমভেদ।

“দর্কীহোমাহুপাদার সর্কান্ বঃ প্রাপ্নুতে ক্রতুন্”

(ভারত সভা° ১২ অ°)

দর্কিহোমিন্ (ত্রি) দর্কিহোমোহস্তাকীতি ইনি। দর্কী-হোমকারী।

দর্কী (কৌ) দর্কি বাহু° ভীষ্। দর্কি, হাতা। [দর্কি দেখ।]

“আলোচ্য চত্বরে বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণি সর্কদা।

যোহং ব্রহ্ম ন জানন্তি দর্কীপাকরসং যথা”

(উত্তরগীতা ২।৩৭)

দর্কীকর (পুং) দর্কী ফণাঃ কয়োভীতি ক্র-ট, বা দর্কী ফণা কর ইবাস্ত। সর্প। দর্কীকর সর্পের বিষয় সূক্তে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

সর্প বহুবিধ, সাধারণতঃ অগ্নীতি প্রকার; তাহার মধ্যে দর্কীকর, মণ্ডলী, রাজিমণ্ড, নির্কিব ও বৈকরজ এই পঞ্চ শ্রেণী।

ইহাদিগের মধ্যে দর্কীকর ষড়্বিংশতি প্রকার। কৃষ্ণ-সর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেতকৃপোত, মহাকৃপোত, বলা-হক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ক্রকুটীমুখ, পুষ্পাভিকর্ণ, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতৈদর, মহাশির, অলগদ এই ২৬ প্রকার সর্প ফণাবিশিষ্ট, এইগুলি দর্কীকর নামে খ্যাত এবং যে সকল সর্পের মস্তকে রথাক্ষ, লাদল, ছত্র, অস্তিক অথবা অজুশের চিহ্ন থাকে, তাহা-দিগকে দর্কীকর সর্প কহে। এই সর্প ফণাবিশিষ্ট ও লৌহ-গামী। ইহার দিবাভাগে বিচরণ করে। দর্কীকর সর্পের বিষকর্ষক স্বক, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশনান ক্রমবর্ণ হয় এবং শরীরের রক্ষতা, মস্তকের ভার, সন্ধি দ্বানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্বলতা, জ্বর, কাম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলার ঘড়ঘড়ানি, শরীরের জড়তা, শুষ্ক উল্কার, কাস, খাস, হিকা, বায়ুর উর্ধ্বগতি, বেদনা, বমনের ইচ্ছা, তৃষ্ণা, লালস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয় কাণ্ডের অবরোধ এবং অন্ত প্রকার বায়ুজন্তু যাতনা জন্মে।

(সূত্রত) [বিশেষ বিবরণ সর্প দেখ।]

দর্কীসংক্রমণ (কৌ) একটি তীর্থ। এই তীর্থ ত্রিজনগতে পূজিত এবং ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

“দর্কীসংক্রমণঃ প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতং।

অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি”

(ভারত বন° ৮৪ অ°)

দর্কীহোম (পুং) [দর্কিহোম দেখ।]

দর্শ (পুং) দৃশ্যতে উপর্য্যখ্যোভাণরসমস্বপাতভ্যানেন রাষ্ট্র
কাংশাবচ্ছেদেন সহাবস্থিতৌ চন্দ্রস্বর্ঘ্যৌ যজ যজ, দৃশু, অধি-
করণে ঘঞ্। অমাবস্তা। স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রের, সন্ম কাল,
অমাবস্তা তিথি।

“অস্ত্রোহস্তং চন্দ্রস্বর্ঘ্যৌতু দর্শনাদর্শ উচ্যতে।” (মৎসপুং)

সমরাসিতে চন্দ্র স্বর্ঘ্যেণ দর্শনং হয় বলিয়া দর্শ এই নাম
হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ অমাবস্তা দেখ।]

স নিমিত্তত্বং অন্ত্যন্ত অচ্। ২ দর্শকাল কর্তব্য যাগভেদ।
ভাবে ঘঞ্। ৩ দর্শন, চাক্ষুষ জ্ঞান।

দর্শক (পুং) দর্শয়তি নৃপাদিসমীপগমনপথমিতি দৃশ-গিচ্-
ধূল। ১ দ্বারপাল, দ্বারপালগণ সমাগত লোকদিগের
বিষয় রাজাকে নিবেদন, করিয়া তাহাদিগকে রাজদর্শন
করায়, এইজন্ত ইহাদিগের নাম দর্শক হইয়াছে। (ত্রি)
২ জ্ঞী। ৩ প্রধান। ৪ নিপুণ। ৫ দর্শয়িতা। তুমর্থে ধূল।
দেখিতে।

“অভিমন্ত্রিতোহপি ন গচ্ছত যজ্ঞং গচ্ছত দর্শকঃ।”

(ভারত অহুঃ ১০৪ অং)

‘দর্শকঃ দ্রষ্টৃমিত্যর্থঃ।’ দর্শক দৃশু ধাতু-ধূল এই ক্রুৎ
প্রত্যয় যোগে কর্ণে ষষ্ঠী হইতে পারে, কিন্তু তুমর্থে ধূল
হওয়ায় কর্ণে ষষ্ঠী হইবে না, এইজন্ত যজ্ঞ এই কর্ণকারকে
দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিল। তুম্ প্রত্যয় পরে কর্ণে ষষ্ঠী
বিভক্তি হয় না।

দর্শকগঙ্গাহার, বাঙ্গালা দেশের মালদহ জেলার একটি
রাজস্ব বিভাগ। ইহার পরিমাণকল ১৭-২৯ বর্গমাইল। অমির
রাজস্ব ২০৮। এখানে নদী নাই, কিন্তু অগংখা জলাশয়,
ঝিল ও নালা আছে। এখানে কয়েকটী জলাভূমি থাকায়
এই স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে জর ও গুজ-
বেদনা সকল সময়ই হইয়া থাকে। এখানকার ভূমি
উর্ব্বরা। এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, গম, সরিষা ইত্যাদি
অগ্নিয়া থাকে।

দর্শত (পুং) দৃশ্যতেহসৌ দিবি দৃশ কর্ণিণ অতচ্ (ভৃমুদৃশিত।
উৎ ৩। ১০) ১ স্বর্ঘ্য। ২ চন্দ্র। (ত্রি) ৩ দর্শনীয়। “দর্শতো
রথঃ সংদ্রষ্টৌ পিতৃ মাইবক্ষ্যঃ।” (ঋক্ ১। ১৪৪। ৭)

দর্শতত্ৰী (ত্রি) দর্শনীয়বিভূতি। “স দর্শতত্ৰীতিধিগৃহে পৃহে”
(ঋক্ ১০। ১২। ২) ‘দর্শতত্ৰীঃ দর্শনীয়বিভূতিঃ’ (সায়ণ)

দর্শন (ক্রী) দৃশ্যতে হেননেনতি দৃশ করণে ল্যুট। ১ নয়ন।
২ যন্ত্র। ৩ বুদ্ধি। ৪ ধর্ম। ৫ দর্পণ। ৬ শাস্ত্র। ৭ ইন্দ্ৰিয়।
৮ বর্ণ। ৯ চাক্ষুষ জ্ঞান, দেখা। পর্যায় নির্করণ, নিধান,
আলোকন, দীক্ষণ, নিভালন। (জটধর)।

“বেদ্যাক দর্শনে পুণ্যং পাণকং যত দর্শনে।

তৎসর্বং বদ সর্বশেণ স্রোতুং কোতুহলং হি মে॥”

(ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড)

যাহা দেখিলে পুণ্য ও যাহা দেখিলে পাণ হয়, তাহার
বিষয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

স্বদ্রাক্ষণ, তীর্থ, বৈষ্ণব, দেবপ্রতিমা, তীর্থস্বামী, নর,
স্বর্ঘ্য, সতী স্ত্রী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বহি,
শুক, গজেন্দ্র, সিংহ, খেতাশ, শুক, পিক, খলন, হংস,
ময়ূর, সবৎসা খেয়ু, পতিপুত্রবতী নারী, তীর্থস্বামী নর,
স্ববর্ণ বা মণিময় প্রদীপ, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুণ্ডী,
শুকপুষ্প, শুকপাত, সূত, দধি, মধু, পূর্ণকুন্ত, লাক্ষা, রাজেন্দ্র,
দর্পণ, জল, শুকপুষ্পমালা, গোয়োচনা, কর্পূর, রত্ন,
সরোবর, পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান, দেবপুত্রের নিমিত্ত যে
ঘট স্থাপিত হইয়াছে সেই ঘট, শব্দ, হৃদয়, কতরী,
কুঙ্কুম, শুক্তি, প্রবাল, ফাটিক, কুম্মল, গল্যামৃতিকা, হংস,
তাত্র, বিষ্ণু পুরাণ পুস্তক, সর্ষপ বিষ্ণুমন্ত্র, রত্ন, তপসী,
সিদ্ধ মন্ত্র, সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসব, গোমূত্র, গোময়,
হৃৎ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোম্পদ, পঞ্চশতযুক্ত ক্ষেত্র, ভামারী,
ক্ষেমকরী বেস্তা, গন্ধ, দ্রাক্ষাক্তযুক্ত তন্তুল, সিদ্ধার ও পরমর
এই সকল দর্শন করিলে পুণ্য হয় এবং অমঙ্গল সকল নষ্ট
হয়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে রাধিকা, আশ্বিনাষ্টমীতে দুর্গা,
জ্যৈষ্ঠমী দিনে বিষ্ণুমাধব, পৌষ মাসের শুক্লাতিথে
পদ্মা এবং কাশীতে অরুণী প্রভৃতি দর্শন করিলে অশেষ
পুণ্যলাভ হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড)

দৃশ্যতে যথার্থত্বমেনে দৃশ করণে ল্যুট। ১০ পার,
অধ্যাত্মবেদক শাস্ত্রভেদ, যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান যথার্থরূপে
জানা যায়, তাহার নাম দর্শন।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শনই তাহার একমাত্র প্রধান
উপায়। দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব যেরূপেই
জানা যায় না। এই দর্শনশাস্ত্র নাস্তিক, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট,
বৈষ্ণব ও আন্তিকাদি মত ভেদে নানাবিধ। উপনিষদ সমূহ
আর্য্যদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রকৃতি হইয়াছে। অধ্যাত্মতত্ত্ব
অধিগণ বহুদর্শিতাধারা যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহাই দর্শন।
বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ অবলম্বন করিয়া
মার্কসংক্রান্ত কএকটি মত প্রচারিত হয়; তাহার নাম দর্শন।
পরমার্থতত্ত্ব অনুসন্ধানই আর্য্যদর্শন শাস্ত্র সমুদায়ের একমাত্র
উদ্দেশ্য। এই সকল দর্শন শাস্ত্রেই জগতের কারণ বিশেষ
পণ ও মাত্রবের ব্রহ্ম বা পারলৌকিক উন্নতি সাধন
উপায় নির্ধারণ প্রকৃতি আলোচিত হইয়াছে; ইহার

বড় দর্শনই প্রধান। সাধ্বা, পাভঞ্জল, জ্ঞান, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি বড় দর্শন নামে খ্যাত। মাধবাচার্য্য সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে বড় দর্শন, এ ছাড়া চার্কাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশ পাণ্ডপত, শৈব, পূর্ণপ্রজ্ঞ, রামাহজ, রসেশ্বর, পাণিনি ও প্রত্যভিজ্ঞা এই ১৬ খানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সকল দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্রাণীতে লিপিত হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে হইলে 'তত্ত্ব' 'পদার্থ' ও 'কারণ' প্রভৃতি শব্দের তাৎপৰ্য্য জানা আবশ্যিক। জ্ঞান, বৈশেষিক, সাধ্বা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের প্রারম্ভে কতিপয় পদার্থ বা তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যথা—জ্ঞানশাস্ত্রে বোধিশ পদার্থ, বৈশেষিকে সত্ত্ব পদার্থ, সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও পাভঞ্জলে বড় বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। বর্তমান সময়ে পদার্থ শব্দের প্রচলিত অর্থ কেবল কতিপয় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু মাত্র। যেমন জল, স্বর্ণ, পারদ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের ব্যবহৃত পদার্থ সকলের সেদুপ অর্থ নহে। ব্যাকরণাদি পাঠ করিতে হইলে প্রথমেই যেমন কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ দর্শন শাস্ত্রের অঙ্গীকৃত তত্ত্ব ও পদার্থ সেই প্রকার ধাতু বা সংজ্ঞা মাত্র। দর্শনশাস্ত্র মতে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনে এক প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা এবং বেদান্ত দর্শনে অন্য প্রকার পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারণের নামকরণ হইয়াছে। যথা জ্ঞান ও বৈশেষিক সম্মত কারণ তিন প্রকার—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। বৈদান্তিকগণ আরও একটি সাক্ষেতিক কারণ স্বীকার করেন। তাহারাই কহেন, যে কারণ অন্ত উপাদানের সাহায্য না লইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে অথচ আপনি কার্য্যরূপে পরিণত হয় না, তাহার নাম বিবর্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জুই ঐ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি বিবর্ত উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ রজ্জু স্বয়ং সর্প হয় না অথচ অপর উপাদানের সাহায্য ব্যতীত মিথ্যা সর্পের ভাণ উৎপন্ন করে।

মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শনসংগ্রহের মতানুসারে—নাট্যিকাদি ক্রমে দর্শনসমূহের বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

চার্কাকদর্শন—নাট্যিকের মধ্যে চার্কাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মাহুত্বতকাল জীবিত থাকিবে, তঁতহিন কেবল স্বপ্নের উপায় চিন্তা করিবে।

“যাবজ্জীবং সুখং জীবেরূপং কৃদ্বা যতঃ পিবেৎ।

তস্মীতুত দেহত পুনরাগমনং কৃতঃ ॥” (সর্বদর্শনসং)

চার্কাক মতে দেহই আত্মা, দেহান্তিরিক্ত আত্মা নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অহুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনীসন্তোষ, উপাদের জব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখাশেষণ ভিন্ন আর কিছু এরোজনীয় নাই। এই মতে চারিটি কৃত। চার্কাকমতাবলম্বীগণ ভ্রুকাশকে কৃত বলিয়া স্বীকার করেন না। [বিশেষ বিবরণ চার্কাক শব্দে দেখ।]

বৌদ্ধদর্শন। এই দর্শন চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিকদিগের মতে—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। যে সকল বস্তু অগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, আগ্রতাপস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, এবং যে সকল বস্তু আগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, অগ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং সুস্থি অবস্থায়ও আর কিছু উপলব্ধি হয় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে। সত্য হইলে অবশ্যই সকল অবস্থায় দৃষ্ট হইত। যোগাচার মতে, বাহ্য বস্তু মাত্রেরই অলীক, কেবল ক্লেশিক বিজ্ঞান রূপে আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রতীতিবিজ্ঞান ও আলমবিজ্ঞান। আগ্রত ও সুস্থি অবস্থায় যে জ্ঞানঃজন্মে, তাহাকে প্রতীতিবিজ্ঞান, আর সুস্থি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম আলমবিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান হইয়া থাকে। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অহুমানসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্য-সমূহের মতভেদে অসম্ভাবিত নহে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে স্বর্ঘ্য অন্তর্মিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি শুনিলে লম্পট পুরদারহরণের, সাধুগণ সন্ধ্যাবন্দনাদির ও তত্ত্বের পরধনাপহরণের সময় উপস্থিত বোধ করেন।* এইহলে বস্তু একটা কথা বলিলে প্রোত্বর্গ অতিপ্রারম্ভসারে এক বাক্যের পৃথক পৃথক তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মতে পঞ্চ জ্ঞানে-জিয় ও পঞ্চকর্মেজিয়, মন ও বুদ্ধি উভয়েজিয়, এই বাদশ ইজিয়ের আরতন বলিয়া দেহকে বাদশারতন কহে। বৌদ্ধদিগের মতে—দেবতা স্রুগত, জগৎ স্পগতভূর, প্রত্যক্ষ ও অহুমান এই দুই প্রমাণ এবং দ্রুখ, আরতন, সমুদয় ও মার্গ এই চারি তত্ত্ব। বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্বক এই পঞ্চস্বক দ্রুখতত্ত্ব। পঞ্চ ইজিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মারতন অর্থাৎ বুদ্ধি এই বাদশটী আরতন-তত্ত্ব। মহুদদিগের অন্তঃকরণে স্বতাবতঃ যে রাগদোষাদি জগে,

তাহাকে সমুদয়-তত্ত্ব কহে। সকল সংস্কারই কণমাাত্র-স্থায়ী। এইরূপ যে স্থির বাসনা, তাহার নাম মর্গেতত্ত্ব। এই মর্গেতত্ত্বই নির্বোধ। চর্যাদান, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্নাক্রান্তোজন, সমুদায়তান ও রক্তাধর এই কয়েকটি বৌদ্ধ যতিধর্মের অঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখ।]

আর্হতদর্শন।—আর্হতেরা দুিগম্বর। ইহার বৌদ্ধদিগের কণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই কণিক অর্থাৎ প্রথম কণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় কণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও কণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, কণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হতগণ বলেন, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফল সাধনের নিমিত্ত ক্রটিবোধিগোচর কণে কোনমতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। কারণ আপনার ফলভোগের নিমিত্তই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে, যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্তা যে আত্মা সে ফলভোগ কালে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আর্হতমতে, আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহে সদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ ও রাগদেহাদি শূন্য। সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচারিত্র এই তিন সত্ত্বত্রয়। জিনোক্তত্ত্ব বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান ও সংশয়াদির নিবারণাদি রূপ সম্যক শ্রদ্ধাকে সম্যকদর্শন; সংক্ষেপে বা বিস্তারিতরূপে জৈনোক্ত তত্ত্বের যে জ্ঞান, তাহা সম্যকজ্ঞান এবং নির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগকে সম্যকচারিত্র কহে। ঐ চারিত্র পাঁচ প্রকার। অহিংসা, অস্তেয়, স্নানত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। কি স্থাবর কি জঙ্গম কোন প্রকার জীবের বিনাশ না করাই অহিংসা, দত্তাতিরিক্ত বস্তুর অজ্ঞেয় অস্তেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয় স্নেহ বাক্য কখন স্নানত, কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগের নাম ব্রহ্মচর্য্য এবং সকল বিষয়ে মোহত্যাগ পরিগ্রহ। এই টো মহাব্রত। ইহার সাধনাতে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর্হতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে তত্ত্ব দুইটি জীব ও অজীব। জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। আবার কোন মতে পঞ্চ তত্ত্ব, কোন মতে সপ্ততত্ত্ব ও কোন মতে নবতত্ত্বও কথিত হইয়া থাকে। আর্হতদিগের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষের নাম জৈন। ইহার জিনোক্ত তত্ত্বাভাসারে চলে। জৈনদিগের মধ্যে বাহ্য সাধু তাহাদিগের লক্ষণ এই—লজ্জা অরতক্ষণ, গুরুব্রজ পরিধান ও লুক্কিত কেশ ধারণ। জিনধিরা অত্যন্ত কমণ্ডল ও নিঃসঙ্গ।

ইহার চলিবার সময় জীবহত্যা-তরে পিচ্ছিকা বায়ু অগ্রে গথ হইতে জীব সকল অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ গা প্রক্ষেপ করেন। তাহার জল পাত্র ব্যবহার করেন না। হস্ত দ্বারাই জলপান করিয়া থাকেন। তাহার একাকী আহার করেন না। [জৈন দেখ।]

রামানুজ দর্শন। এই দর্শনে আর্হত মত খণ্ডিত হইয়াছে। রামানুজ তর্কাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, আর্হত মত অপ্রমাণিক ও অশ্রদ্ধেয়। ঐ মত গ্রহণে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারেনা। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্ততত্ত্ব ও নবতত্ত্বাদি নানা বিষয় প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সকল লোকের এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সপ্ততত্ত্ব, নবতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কোন্ তত্ত্বের উপর নির্ভর করিব। পরে অব্যবস্থিত মতাবলম্বনের আবশ্যকতা কি দেখিয়া লোক সকল ঐ মত গ্রহণে নিবৃত্ত হয়। আর্হত মতে দিবিং আছে যে, দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ, এইমত খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে নানা প্রকার যুক্তি প্রবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তুর হ্রাস জীবও পরিমিত হইত। পরিমিত বস্তু কখনই নানাহানে থাকেনা, সুতরাং জীবের এককালে নানাদেশে থাকা অসম্ভব ইত্যাদি।

অদ্বৈতমত প্রবর্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা কহেন একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং স্রষ্টিপ্রতিপাদ্য। জগৎপ্রমাণ কিছুই সত্য নহে। সকলই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশে রজ্জুকে মিথ্যা সর্প কল্পিত হইয়া থাকে এবং পরে রজ্জু জানি ভ্রম নিবারণ হইলে ঐ কল্পিত সর্পেরও নিবৃত্তি হয় সেইরূপ অবিদ্যা দ্বারা এই জগৎপ্রমাণ ব্রহ্মে কল্পিত হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ঐ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া জগৎপ্রমাণের নিবৃত্তি হইবে। অবিদ্যা ভাব পদার্থ, কিন্তু সৎ বা অপদেব বাচ্য হইতে পারে না বলিয়া উহাকে সদসদনির্লক্ষণী কহে। বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ঐ অবিদ্যার না হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যে উপনিষদবাক্যও অমৃত প্রমাণরূপে অদ্বৈতমতাবলম্বীরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে না। রামানুজ এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। দর্শনের মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ অচিৎ ও জড়। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্লক্ষ্য জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যাভোগ্য ভগবদাদায়না ও তৎপদপ্রাপ্তাদি জীবের স্বভাব। জী অতি সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদবাচ্য, অচেতন বস্তু

জড়াক্ত জগৎ এবং ভোগ্য প্রকৃতি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগারতন। বাহ্যকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে; যেমন অন্নপানীয়াদি। বাহ্যভোগ ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে, যথা ভোজনপাত্রাদি। বাহ্যে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগারতন কহে, যথা শরীরাদি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, জগতের কর্তা এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বীৰ্য্যশক্ত্যাদিসম্পন্ন। চিৎ, অচিৎ সুদূর বস্তুর উহার শরীর, বস্তু এবং পুরুষোত্তম, বাহ্যদেবাদি উহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, এইজন্য উপাসকদিগকে যথোচিত কল প্রদান করিবার আশ্রয়ে নীলাবশে পাঁচ প্রকার মূর্তি ধারণ করেন। প্রথম অর্চ্য অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতাবস্থারূপ বিত্তব। তৃতীয় বাহ্যদেব, সংকর্ষণ, প্রস্থায় ও অনিচ্ছ এই চারি সংজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্ম। চতুর্থ স্বয়ং ও সংপূর্ণ যজ্ঞ বাহ্যদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্ধামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্তির মধ্যে পূর্ব পূর্বের উপাসনাদ্বারা পাপক্ষয় হয় এবং উত্তরোত্তর উপাসনার অধিকার জন্মে। এইমতে অভিগমন, উপাদান, ইন্দ্ৰিয়া, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেবমন্দিরের মার্জিত ও অমূল্যপন প্রকৃতিকে অভিগমন কহে এবং গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইন্দ্ৰিয়া, অর্থাহুসন্ধানপূর্বক মন্ত্র, জপ, স্তোত্রপাঠ, নামসংকীৰ্ত্তন ও শাস্ত্রাভ্যাস প্রকৃতিকে স্বাধ্যায় এবং দেবতাহুসন্ধানকে যোগ কহে। এই রূপ উপাসনাদি দ্বারা ভক্তগণ নিত্যপদ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারে, তখন আর পুনর্জন্মাদি হয় না। চিৎ ও অচিৎের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে। ঐশ্রিতে যেখানে ঈশ্বর নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত, সেখানে তাহার তাৎপর্য প্রকৃত জনের জ্ঞান রাগদেবাদি গুণ ঈশ্বরের নাই, এইমাত্র। আর যে স্থলে পদার্থের নানান বিষয় নিবেদন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর চিৎ ও অচিৎ সুদূর বস্তুর আত্মা; সুতরাং সকল বস্তুই ঈশ্বরাত্মক, ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ নাই। এই সকল তত্ত্বাহুসন্ধান করিয়া রামাহুজ শরীরকস্বত্বের ভাষ্য করিয়াছেন এবং বোধধারিতার্থ্য মহোপনিষদের মতানুসারে শরীরকস্বত্বের এক বৃত্তি করেন, কিন্তু এই বৃত্তি নিত্য বিদ্যুত। এইজন্য রামাহুজ ঐ বৃত্তির মতাহু-সারে সংক্ষেপে এক ভাষ্য করেন। [রামাহুজ দেখ।]

পূর্ণশক্তিদর্শন—পূর্ণশক্তি আনন্দতীর্থকৃত তাহার মতাহু-

সারে নিজ দর্শন সকলন করিয়াছেন। এইমতে জীব স্বয়ং ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌকবেদ, সিদ্ধার্থবোধক ও যতঃপ্রমাণ প্রত্যক্ষ, অমুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। প্রমক সত্য, এই বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ ও রামাহুজের মতের ঐক্য আছে, কিন্তু রামাহুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞ তাহা স্বীকার করেন না। পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, রামাহুজ বিচ্ছিন্ন তিনটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শব্দ-চাৰ্য্যের মতের গোবর্তন করিয়াছেন।—এই মত অত্রাঙ্কের আনন্দতীর্থকৃত শরীরকমীমাংসার ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, জীব ও ঈশ্বরের যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকেনা। ঐ ভাষ্যে লিখিত আছে—“স আত্মা তত্ত্বমসি খেতকেতো” এই ঐশ্রিত জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ নাই, এইরূপ তাৎপর্য নহে, কিন্তু ‘তত্ত্বং’ অর্থাৎ তাহার ভূমি এই বঙ্গীসমান দ্বারা উহাতে ‘জীব ঈশ্বরের সেবক’ এই অর্থই বুঝাইবে। এইমতে তত্ত্ব হই প্রকার, স্বতন্ত্র ও অন্ততন্ত্র। ইহার মধ্যে ভগবান্ সর্বকোষ-বিবর্জিত অশেষ সঙ্গুণের আশ্রয়রূপ বিদ্যুত স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্র তত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত। এইমতে ঈশ্বরের সেবা তিন প্রকার—অকন, নামকরণ ও ভজন। ইহার মধ্যে অকনের পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে এবং উহার অবশ্যকর্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের শাস্ত্রাচর্য্যাদি চিহ্ন বাহ্যে অকল চিরকাল বিরাজিত থাকে, তাহাই করবে। অকনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুত্রে লিখিত আছে। দ্বিতীয় সেবা নামকরণ, নিজগুণাদির কেশবাদি নাম রাখিবে, তাহা হইলে কথার কথার ভগবানের নাম কীৰ্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিন প্রকার দান, পরিভ্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়। মানসিকও তিন প্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

“সম্পূর্ণ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণোভবেৎ।”

এই বাক্যদ্বারা শূদ্রও ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের জ্ঞান পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়, এই অর্থই বুঝায়। সেইরূপ “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি” এই ঐশ্রিতবাক্য দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের জ্ঞান সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হন। ঐশ্রিতে মায়ী, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী প্রকৃতি ও বাসনা এই হইল শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ ভগবানের

ইচ্ছা মাত্র, অষ্টভেদবাদিনিগের কর্তৃত্ব অবিচ্ছিন্ন নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রকৃত পক্ষভেদ। সেই পক্ষ এই, যথা জীবের ভেদ, জড়ের ভেদ, জড়জীব ভেদ ও জীবগণের এবং জড় পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য ও অনাদি সিদ্ধ। ব্রহ্মের সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করাই সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষই নিত্য; অপর তিন পুরুষার্থ ইহা অস্থায়ী। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্রেরই প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু জৈন প্রসঙ্গ না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞান ভিন্ন জৈন প্রসঙ্গ হইতে পারে না। জ্ঞান শব্দে বিষ্ণুর সর্বোৎকর্ষ জ্ঞানকে বুঝায়।

ক্ষম ও অক্ষয় প্রভৃতির সম্যক জ্ঞান হইলে বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয়, সমুদয় দুঃখ দূরে যায় এবং নিত্য সুখের উপভোগ হয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে—এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিকে জানিলে গ্রাম জানা হয় ও পিতাকে জানিলে পুত্র জানা হয়। সেইরূপ এই জগতের প্রধান ভূত ও পিতার স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানিতে পারিলেই সমুদয় জানা হয় অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না এইমাত্র; নতুবা বাস্তবিক এই শ্রুতিতে অভেদ বোধ হয় না। অষ্টভেদমতাবলম্বীরা যে বাসকৃত বৈদ্যাস্ত্রের কুটার্য্য করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে, ঐ স্বত্র সকলের মধ্যে কএকটি স্বত্রের তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে যথা “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই স্বত্রস্থ “অথ” শব্দের আনুস্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ। আর “জতঃ” এই শব্দের হেতু গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্মসূত্র-সংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, এবং তাহার জ্ঞান ভিন্ন প্রসন্নতা হয় না। তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্তব্য। ইহাই এই স্বত্রের অর্থ। “জন্মান্যন্ত যতঃ” এই স্বত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ঐ স্বত্রের অর্থ এই ‘যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংসার হইয়া থাকে, নিত্য নির্দোষ অশেষ সঙ্গুণাশ্রয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম।’ তাদৃশ ব্রহ্ম প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, “শাস্ত্রবোনিদ্ভ্যং” শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ, যে হেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য; শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানমতীর্থের ভায়ে সমুদায় বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত

আছে, পূর্ণপ্রজ্ঞ ঐ ভাষ্যের মতামতাদি এই সমস্ত ব্রহ্ম উদ্ভাবন করিয়াছেন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আর দুই সংজ্ঞা ব্রহ্ম মন্দির ও মঞ্চ। পূর্ণপ্রজ্ঞ নিজ মাঞ্চভায়ে লিখিয়াছেন তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতারণ। বায়ুর প্রথম অবতারণ হনুমাৎ এবং দ্বিতীয় অবতারণ ভীম। [পূর্ণপ্রজ্ঞ দেখ।]

নকুলীশ-পাণ্ডপত-দর্শন—এই দর্শনাবলম্বীরা পরমকারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পুত্র কহেন। জীব অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পুত্রপতিও বলা যায়। যে কো বিষয় সম্পাদন করিতে হইলে অশ্বাদিদের যেমন অন্ততঃ হনু পদাদিরও সহায়তা করিতে হয়, সেইরূপ অজ্ঞ কোন বস্তু সহায়তা অবলম্বন না করিয়াই অগদীশ্বর জগজ্জাত সমুদয় নিষ্কর করিয়াছেন, এই অজ্ঞ তাহাকে স্বতন্ত্রকর্তা বলিয়া নির্দেশক যাইতে পারে এবং অশ্বাদি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা হইতেছে, তাহারও কারণ পরমেশ্বর, এই নিমিত্ত তাহাকে সর্বকার্য্যের কারণ বলা যায়। এই দর্শনের মতে মুক্তি দুই প্রকার, দুঃখ সকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোন কালেই দুঃখ জন্মে না। এই অজ্ঞ ঐ মুক্তিকে চরম দুঃখনিবৃত্তি বলে দৃকশক্তি দ্বারা কোন বিষয় অবিজাত থাকে না, যত্ন যত ব্যবহৃত বা যত দূর হউক না কেন, স্থল অব্যবহিত অদূরবর্তী বস্তুর স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, এবং যে বস্তুর যে ধর্ম বা যে দোষ আছে, তাহাও জানা যায়, ফলতঃ সকল বিষয় দৃকশক্তিমান ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ে অভিলাষ হয়, তখনই তাহা সুস্থ হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা বা অপেক্ষা করে। মুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে অন্তর্ভুক্ত কোন বা অপেক্ষা না করিয়াই অবিলম্বে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয় এইরূপ দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ মুক্তি পরমেশ্বরে তত্ত্ব শক্তি সূদৃশ, এ অজ্ঞ উহাকে পারমৈশ্বর্য্য মুক্তি বলে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদাস্ত্র প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা গীতায়। মুক্ত ব্যক্তিকে যদ্যপি দাসত্বরূপ অধীনতাশূন্য হইতে হইল, তবে তাহাকে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে ইত্যাদি রূপে পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে। মতে, প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি কহে। চর্য্য দুই প্রকার ব্রত ও দ্বার। ত্রিসংখ্যা ভ্রমব্রহ্মণ, ভ্রমশ্রমণ শরন ও উপায় এই তিনকে ব্রত কহে। হ, হ, হা করিয়া হাতরূপ হরি গুরুশাস্ত্রানুসারে মহাদেবের গুণগান রূপ গীত, নাট্যাদি সমস্ত নৃত্য, পুঙ্খবের চীৎকারের দ্বারা চীৎকার রূপ হর্য্য প্রণাম ও অপ এই ছয় কর্ম্মকে উপহার বলে। এরূপ

জনসমাজে না করিয়া অতি গোপনে সম্পাদন করিতে হয়।
 ধাররূপ চর্যা—ক্রোধন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতংকরণ
 ও অবিতর্ভাবণ তেদে হয় প্রকার। হুপ্ত না হইয়াও হুপ্তের
 ভায় প্রদর্শনকে ক্রোধন, বায়ুস্পন্দকে কল্পিতের ভায়
 শরীরাদির কল্পনকে স্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অঙ্করূপ গম-
 নকে মন্দন, পরম রূপবতী জী সন্দর্শনে বাস্তবিক কামুক না
 হইয়াও কামুকের ভায় কুৎসিত ব্যবহার প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ,
 কর্তব্যাকর্তব্য পর্যালোচনা পরিশুদ্ধের ভায় বিগর্হিত কর্ম্ম-
 ঠানকে অবিতংকরণ এবং নিরর্থক বাধিতার্থক শব্দোচ্চারণকে
 অবিতর্ভাবণ কহে। এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন।
 শাস্ত্রান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে
 বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তর দ্বারা মুক্তিতত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা
 নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুকুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়।
 বিশেষরূপে যাবতীয় বস্তু জানিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়
 না। এই শাস্ত্রে পারমেশ্বর্য্য প্রাপ্তি ও হুঃখ নিবৃত্তি এই
 উভয়রূপ মুক্তি এবং ঐ উভয়ই যোগের ফল। এই মতে কার্য্য
 সকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্রকর্তা।

[নকুলীশ পাণ্ডপত দেখ।]

শৈবদর্শন—এই দর্শনের মতে শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ
 পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নকুলীশ-পাণ্ডপত-দর্শনের
 মতে, পরমেশ্বরের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ-কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে।
 কিন্তু এতদুত্তরবলদ্বারা তাহা স্বীকার না করিয়া যে ব্যক্তি
 যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল
 প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্তা
 কহে। অম্বাদি ভিন্ন একজন জগৎকর্তা পরমেশ্বর আছেন
 ইহা অম্বদ্রাসিদ্ধ। অম্বাদির ভায় পরমেশ্বরের একত শরীর
 নাই, পঞ্চমন্ত্রায়ক শক্তিই তাঁহার শরীর। জ্ঞান, তৎপুরুষ,
 অখোর, বামদেব ও সন্দোভাত এই পাঁচটা মন্ত্র যথাক্রমে
 দৈবের মস্তক, বদন, হৃদয়, শুভ্র ও পাদম্বরূপ এবং যথাক্রমে
 অম্বগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টি রূপ প্রাকৃত্যেরও
 কারণ। আগম দ্বারা আপাততঃ বোধ হয় যে অম্বাদির
 ভায় দৈবের নয়নাদিবিশিষ্ট একত শরীর আছে, কিন্তু উহা
 বাস্তবিক নহে। ঐ সকল আগমের তাৎপর্য্য এই যে, নিরা-
 কার বস্তুর চিন্তা স্বরূপ ধ্যান হইতে পায়ে না বলিয়া, ভক্ত-
 বৎসল পরমেশ্বর ভক্তদিগের ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ
 করুণা করিয়া কখন কখন তাদৃশ আকার ধারণ করেন।
 এই মতে পদার্থ তিন প্রকার পতি, পশু ও পাশ। পতি
 পদার্থ ভগবান্ শিব এবং বাহ্যার শিব পদ প্রাপ্ত
 হইয়াছে তাহারা পশু, আর শিবপদ প্রাপ্তিসাধন দীক্ষাদি

উপায় সকল পাশ। পশু পদার্থ জীবাশ্ম। ঐ জীবাশ্ম মহৎ
 ক্লেজজাদি পদবাচ্য, দেহাদিতির সর্ব্ববাপক, নিত্য,
 অপরিচ্ছিন্ন, চত্বের ও কর্তা স্বরূপ। [জীবাশ্ম দেখ।]
 পাশ পদার্থ মল, কর্ম্ম, মায়ী ও বোধ শক্তিভেদে চারি
 প্রকার। বাস্তবিক অণুটিকে মল কহে; যেমন তত্ত্বল
 ভূতদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ মল
 দৃশ্যশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।
 ধর্ম্মার্থকে কর্ম্ম; প্রলয়বস্থার বাহ্যে কার্য্য সকল মীন
 হয় এবং পুনর্বার সৃষ্টিকালে বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে
 মায়ী এবং পুরুষতিরোধারক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি
 কহে। জীব পশুপদার্থ বাচ্য। ঐ পশুপদার্থ তিন প্রকার;
 বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মলস্বরূপ
 পাশযুক্ত জীবকে বিজ্ঞানাকল; মল ও কর্ম্ম রূপ
 পাশযুক্ত যুক্তকে প্রলয়াকল, আর মল, কর্ম্ম এবং মায়ী
 এই পাশত্রয়বদ্ধকে সকল কহে। সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্ত
 কলুষ ভেদে বিজ্ঞানাকল জীবও দ্বিবিধ। প্রলয়াকল
 জীবও দ্বিবিধ পক্ষপাশযুক্ত ও অপক্ষপাশযুক্ত। পক্ষপাশ-
 যুক্তের মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। অপক্ষপাশযুক্তকে পূর্বাষ্টক
 দেহ ধারণ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে তিথ্যক্ মহুয়াবি বিভিন্ন
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই মতে—মন, বুদ্ধি ও
 অহঙ্কার, চিত্তস্বরূপ অন্তঃকরণ, ভোগসাধন কলা, কাল,
 নিয়তি, বিদ্যা, রাগ; প্রকৃতি ও গুণ এই সপ্ততত্ত্ব; পঞ্চমহা-
 ত্মত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয়ে
 এক বিংশতিতত্ত্বায়ক সূক্ষ্ম দেহকে পূর্বাষ্টক দেহ কহে। ঐ
 অপক্ষপাশযুক্ত জীবের মধ্যে বাহ্যদিগের পুণ্যাতিশয় সঞ্চিত
 আছে; মহেশ্বর তাহাদিগকে পৃথিবীপতিত্ব প্রদান করেন।
 সকল স্বরূপ জীবও দ্বিবিধ—পক্ষকলুষ ও অপক্ষকলুষ।
 মহাদেব পক্ষকলুষদিগকে মহেশ্বর পদবী ও অপক্ষকলুষদিগকে
 সংসারকুপে নিক্ষেপ করেন। [শৈব দেখ।]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—এই দর্শনের মতে মহেশ্বর অগ্নীশ্বর,
 তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। যে প্রকার বহু-
 রূপী ব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞানে কখন নৃপতি কখন ভিক্ষুক,
 কখন জী প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেই
 রূপ ভগবান্ মহেশ্বরও হাবরজদ্বাদি নানারূপে অবস্থান
 করিতে ইচ্ছা করিয়া হাবর ও জলমায়াক জগৎ নির্মাণ
 করিতেছেন এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থান করিতেছেন।
 এজন্য এই জগৎ যে জৈবরায়ক তাহাকে কোন সন্দেহ নাই।
 পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং
 অম্বাদির ঘটপটাদি বিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে

সকলই পরমেশ্বরের স্বরূপ। এইমতে মুক্তিস্বরূপ পরাশর
সিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা, অস্তমতের জ্ঞান এইমতে
পূজা, ধ্যান, অশ্রু, বাগ ও যোগাদির অহুতানের আবশ্যকতা
নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সকল সিদ্ধ হইতে পারে, “স
এবেশ্বরোহং” “সেই ঈশ্বরই আমি” এইরূপ পরমেশ্বরের
সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এই
প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করার এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞা
দর্শন হইয়াছে। ঋক্সীকৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে, এইরূপ
পূর্ক্স উপদিষ্ট ব্যক্তির ঋক্সীকৃতি পূক্স দৃষ্টিগোচর হইলে,
“সোহং বামনঃ” সেই এই বামন এইরূপ জ্ঞান হয়,
নৈয়ায়িক প্রভৃতির ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞা কহেন। শাস্ত্র ও
অহুমানাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তি
জীবাত্মাতেও আছে। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে
“স এবেশ্বরোহং” সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ জ্ঞান হয়।
এইমতে জীবাত্মার সঙ্কিত পরমাত্মার ভেদ নাই, এইমতে
পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনাই প্রকাশ
পাইতেছেন। যেমন আলোকসংযোগাদি না হইলে গৃহ-
স্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের
প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না। তিনি সর্বত্র সর্বদা
প্রকাশমান রহিয়াছেন। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া
সর্বজ্ঞত্বাদি রূপ ঈশ্বরের ধর্ম আমাতেও আছে, এরূপ
জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে
এবং আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন প্রশ্নোদয়
থাকে না। [প্রত্যভিজ্ঞা দেখ।]

রসেশ্বরদর্শন—পদার্থ নির্ণয়প্রশ্নে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের
সহিত রসেশ্বর দর্শনের প্রায় ঐকমত্য আছে। প্রত্যভিজ্ঞা
দর্শনে পারদপদার্থের বিষয় কোন স্থানে উল্লিখিত হয় না।
এই দর্শনে উহা বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে এইমাত্র বিশেষ।
যেমন প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে
নির্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করিয়া
থাকেন। সেইরূপ এই দর্শনাবলম্বীরা মহেশ্বরই পরমেশ্বর
এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা এইরূপ স্বীকার করিতে পরাশ্রয়
নহেন। কিন্তু ইহারা প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনাবলম্বীদিগের স্বক-
পোল করিত, একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই পরমপদ মুক্তির সাধন,
এরূপ বিশ্বাস না করিয়া পরমমুক্তির প্রাপক অস্ত্র এক পথ
অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহারা কহেন যে, মুমুকু ব্যক্তি-
দিগকে প্রথমতঃ দেহের হৈর্য্য সম্পাদনে বদ্ধ করিতে হয়,
তৎপরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয়
হয়, তৎকালে মুক্তিরদেয় আবির্ভাব হয়। যদিও অজ্ঞান

দর্শনেও মুক্তির সাধন এক এক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে
এবং তত্তৎ পথাবলম্বনেও পরমপদ মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা
আছে, তাহা হইলেও ঐ সকল পথে লোকের প্রবৃত্তি হইতে
পারে না। কিন্তু এই দর্শনে পারদ রসদ্বারা ‘দেহের
হৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরত হইতে
পারা যায়, তাহা হইলে পরমকারণিক পরমেশ্বর পরিত্যক্ত
হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ সর্বপ্রদান মুক্তিপদ প্রদান
করেন। অজ্ঞান মুমুকু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহহৈর্য্য
সম্পাদন করিতে হয়, তাহা জ্ঞান বলিবার আবশ্যক নাই।
দেহের হৈর্য্য সাধনোপায় পারদরস ব্যতীত আর কোন
পদার্থ নাই, ঐ পারদরসদ্বারা যে রূপ দেহের হৈর্য্য সম্পাদন
করিতে হয়, অজ্ঞান দর্শনে ইহার উল্লেখমাত্রও নাই।
এই দর্শনের মতে, পারদরস দ্বারা দেহের হৈর্য্য সম্পাদন
করিলে দেহ সম্বন্ধে মুক্তি হয়, এই মুক্তিকে জীবমুক্তি
কহে। প্রথমতঃ এই দেহ স্বাসক্যাশাদি নানারোগের
আশ্রয়, বিনশ্বর, স্তবরাং সমাধিকরণ-ক্লেশ-সহনে নিত্য
অশান্ত, দ্বিতীয়তঃ বালাবস্থার বীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থার
বিষয় রসান্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত কণকালও
চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং বৃদ্ধাবস্থার বিবেকশক্তি
থাকেনা, তৎপরেই দেহপতন হইয়া যায়; স্তবরাং এই দেহে
সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না, অজ্ঞান প্রথমতঃ পারদরস
দ্বারা দিব্য দেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ
যোগাভ্যাসাদি দ্বারা পরমতত্ত্বের ক্ষুধা হইবার সম্ভাবনা।
তন্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহহৈর্য্যসাধনপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।
এই পারদরস সামান্য ধাতু নহে, কারণ মহাদেব পারমাত্মাকে
স্বয়ং বলিয়াছেন যে ‘পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার
প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পারদ সংসাররূপ সমু-
দ্রের বস্ত্রানিরূপিত স্বরূপ। পার প্রদান করে বলিয়া ‘পারদ’
এই নাম হইয়াছে। পারদ আমার বীজ এবং অস্ত্রক তোমার
বীজ; এই দুই বীজের বধাবিধানে মিলন সম্পন্ন করিতে
পারিলে মুক্তা ও দারিদ্র্য্য বস্ত্রণা এককালে দূরীভূত হয়।
পারদ নানা প্রকার। তন্মধ্যে ‘এক এক পারদের এক
একটি অসাধারণ গুণ আছে। বহু পারদদ্বারা শূন্যমার্গে
গতিশক্তি এবং মৃত পারদদ্বারা জীবিত হওয়া যায় ইত্যাদি।
একমাত্র পারদই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্করী
প্রদান করে। পারদ ব্যতীত দেহের নিত্যতাসম্পাদক
উপায়ান্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, তৎপন, দর্শন,
গূঢ়ন ও দানে সকল অতীত সিদ্ধি হয়। পারদরস দ্বারা
রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহার নাম রসেশ্বর। ইহাতে রস

স্তম্ভ বিশেষরূপ বর্ণিত আছে বলিয়া এই দর্শনের নাম রসেশ্বর দর্শন হইয়াছে। [রসেশ্বর দেখ।]

ঔল্কাদর্শন। মহর্ষি কপাদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অপর এক নাম উল্লুক, এজন্ত এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔল্কাদর্শন কহে। এই দর্শনে অজ্ঞাত দর্শনের অনতিমত বিশেষ নামে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে এইজন্ত ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন। এই দর্শন ষড়্‌দর্শনের মধ্যে একখানি। এইমতে অত্যন্ত হুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে হুঃখ নিবৃত্তি হইলে আর কোনকালেই হুঃখ না জন্মে, তাহাকে অত্যন্ত হুঃখনিবৃত্তি কহে। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষ্যকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বাতীত জন্মে না। কিন্তু ঐ তত্ত্বজ্ঞান সহজ সাধ্য নহে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ভগবান্ কপাদ শিষ্য প্রার্থনানুরোধে মননের, অধিতীর সাধন স্বরূপ দশ অধ্যায়স্বক এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দর্শনের সকল অধ্যায়েই হুই হুইটা আত্মিক নামক বিয়ান স্থান আছে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অহুমানাতিরিক্ত প্রমাণান্তর নাই। অজ্ঞাত দর্শনে যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে; সে সকলই অহুমান স্বরূপ, অহুমানাতিরিক্ত নহে। এইমতে পদার্থ বিবিধ ভাব ও অভাব; তন্মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবার এই ষড়্‌বিধ ভাব পদার্থ। ইহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ। গুণ পদার্থরূপ—রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরস্পর, অপারস্পর, বুদ্ধি, স্মৃতি, হুঃখ, ইচ্ছা, ঘেঘ, ঐশ্বর্য, গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, মেঘ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্মভেদে ২৪ প্রকার। নীলপীতাদি বর্ণকে রূপ কহে। রূপ ঐ ঐ রূপ ভেদে নানাবিধ। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আর যাহার রূপ আছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়, এইজন্ত রূপ দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রস ষড়্‌বিধ কটু, কষার, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ সুরতি ও অসুরতি ভেদে বিবিধ। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান বিবিধ প্রমা ও ভ্রম। যাহার যে গুণ বা দোষ আছে, তাহাকে তত্ত্ব গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কহে এবং যাহার যে যে গুণ বা দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে স্বযথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্থ ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। নিশ্চয় ও সংশয় ভেদে জ্ঞান বিবিধ। এই ভবনে মহন্ত আছে আর এই ভবনে মহন্তা আছে কি না, এইরূপ জ্ঞানবশত যথাক্রমে নিশ্চয় ও

সংশয় কহে। সংশয় নানা কারণে হইতে পারে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকেনা, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা বহি না থাকিলে ধূম থাকেনা বলিয়া বহির ব্যাপ্য ধূম, স্তম্ভাং স্বত-
কণ না ধূম দর্শন হয়, তত্ত্বকণ বহির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্ট হইলে আর বহির সংশয় থাকেনা। স্মৃতি ও হুঃখ ধর্মার্থ দ্বারা হইয়া থাকে। স্মৃতি সকলের অভিপ্রের্ত এবং হুঃখ অনভিপ্রের্ত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে স্মৃতি, আর ক্রোশাদি ভেদে হুঃখ নানাবিধ। অভিনাবকে ইচ্ছা কহে। যত্র তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যে বিষয়ে যাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আর যাহার যে বিষয়ে ঘেঘ থাকে, সে তবিসয় হইতে নিবৃত্তি হয়। এজন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রতি যথাক্রমে চিকীর্ষা ও ঘেঘ কারণ। যে যত্র থাকার জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবন-
যোনি কহে। জীবনযোনি যত্র না থাকিলে জন্ত সকল কণ-
কাল ও জীবিত থাকেনা। ঐ যত্র দ্বারা ই প্রাণিগণের শাস প্রাণাদি নির্দাহিত হইতেছে। গুরুত্ব পতনের প্রতি কারণ এবং দ্রবত্ব করণের কারণ। ইহা স্বাভাবিক ও নৈমি-
তিক ভেদে বিবিধ। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। বৃক্কের শাখা আকর্ষণ করিয়া মোচন করিলে যে গুণের সত্তাবে উহা পূর্ক-
স্থানে স্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে সংস্কার দ্বারা পূর্কস্থত বস্তু সকলের স্মরণ হয়, তাহাকে ভাবনাসংস্কার কহে। ধর্ম শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যাদি পদবাচ্য। ইহা গঙ্গারানু ও যাগাদি ধর্মজনক। অধর্মকে দুষ্টদৃষ্ট ও পাপ কহে, ইহা অবৈধ কর্মাদৃষ্টানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়। শব্দ বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদলাদি দ্বারা যে শব্দ জন্মে, তাহাকে ধ্বনি এবং কঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। ঐ বর্ণাত্মক শব্দ স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে বিবিধ। গুণপদার্থ দ্রব্যমাত্রে অব-
স্থান করে। ক্রিয়াকে কর্ম কহে। কর্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃকন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ। উর্দ্ধ প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ ও বিদ্যুত বস্তু সকলের বিস্তারকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, উর্দ্ধগমন, তির্ধ্যাক্ গমন প্রভৃতি গমনের মধ্যে গণ্য। জাতি পদার্থ নিত্য ও অনেক বস্তুতে থাকে। পর ও অপর ভেদে জাতি বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, আর যাহা অল্প স্থানে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কহে।

যাহার চৈতন্য আছে সে আত্মপদবাচ্য, আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন কার্য হইত না।

আত্মা বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা [জীবাত্মা দেখ]। এই দর্শনের মতে বিশেষ পদার্থনিত্য। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটা নিত্য দ্রব্যে এক একটা বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। যেমন অবয়বী বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নতা দর্শনে বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতেছে, সেইরূপ এই পরমাণু অল্প পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং অল্প পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা অপর পরমাণুতে নাই, এজন্য অল্প পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক এই রীতিক্রমে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্মের সহিত জাতির, নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবার পদার্থ কহে। অর্থাৎ বিবিধ ভেদ ও সংসর্গাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক গৃহ নহে, ইত্যাদি স্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ভেদ কহে। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। পূর্বে যে সপ্তবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, তদতিরিক্ত আর পদার্থ নাই। ইহাদিগের মধ্যেই তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে। অক্ষরাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, যে হেতু আলোকের অভাবকেই অক্ষর কহে। তদতিরিক্ত অক্ষর পদার্থ আর কোন প্রমাণ নাই।

[বৈশেষিক ও কণাদ দেখ।]

অক্ষপাদ দর্শন (ভায়দর্শন)—এই দর্শনপ্রণেতা মহাবির নাম অক্ষপাদ ও গৌতম, এজন্য ইহাকে অক্ষপাদ ও গৌতম-দর্শন কহে। ইহাতে ভায় ও তর্কশাস্ত্র এই দুইটা নাম হইয়াছে এবং এই দর্শনে অহুমানের রীতি সবিশেষ নিরূপিত থাকায় ইহাকে আত্মিকী শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে। এই ভায়শাস্ত্রে সকল শাস্ত্রেরই উপযোগিতা আছে, যে হেতু ভায়শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেরই যথার্থ তাৎপর্যগ্রহ হয় না। এইজন্য ভায়শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেরই দ্বার-স্বরূপ। এই শাস্ত্রে “একমেবাদ্বিতীয়ং” ইত্যাদি অনেকানেক ভায়-বিরুদ্ধ ক্রটি আছে, ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন, কিন্তু আদ্যোপান্ত বোদ্ধাধিকার বিবৃতি দেখিলে ঐ সকল আপত্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। মহামহোপাধ্যায়

রঘুনাথ শিরোমণি ঐ সকল ক্রটির সম্বন্ধ করিয়াছেন। এই ভায়দর্শন ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহার প্রত্যেক অধ্যায়েই দুইটা করিয়া আলিঙ্গ আছে। এই মতে পদার্থ বোল প্রকার—প্রমাণ, প্রেমের, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টি, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতর্ক, হেতুভাষ্য, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান। যাহা দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ পদার্থ কহে, প্রত্যক্ষ, অহুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে চারি প্রকার। ঐ চারিটা প্রমাণ হইতে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অহুমিতি, উপমিতি ও শব্দবোধ এই চারিটা প্রমিতি জন্মে। নন্দনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থ রূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষপ্রমিতি ৬ প্রকার—জ্ঞাপক, রাসন, চাক্ষুষ, বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান তাহাকে অহুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব থাকেনা, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা কোন স্থানেই বহি ব্যতিরেকে ধূম থাকেনা বলিয়া ধূম বহির ব্যাপ্য এবং যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহির অভাব থাকেনা বলিয়া বহি ধূমের ব্যাপক। এই জন্য পরস্পরাদিতে ধূম সন্দর্ভ করিয়া বহির অহুমান হইয়া থাকে। অহুমান ত্রিবিধ—পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। কারণ দর্শনে কার্যের অহুমানকে পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণলিপ্তক অহুমান কহে, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অহুমান। কার্য দর্শন করিয়া কারণের অহুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্যলিপ্তক অহুমান কহে; যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অহুমান। কারণ ও কার্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অহুমিতি হয়, তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অহুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ পদার্থ সন্দর্ভনে গুরুপক্ষের অহুমান ক্রিয়াকে হেতু করিয়া ভাষ্য অহুমান এবং পৃথিবীক জাতিকে হেতু করিয়া ভাষ্য বারি অহুমান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে পদার্থ পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। এই শব্দ দ্বারা যে রোগের তাহাকে শব্দবোধ কহে। এই শব্দপ্রমাণ বিবিধ প্রকার ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষলিপ্ত তাহাকে প্রমাণ আর বাহার অর্থ অদৃষ্ট তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ কহে। প্রেমেরপদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দোষ, প্রোক্তাভাব, কল, হৃৎ ও অপবর্গ ভেদে দ্বার প্রমাণ ইন্দ্রিয় দুই প্রকার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়। যোগ

যেব ও মোহভেদে ত্রিবিধ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, শোভ, মায়া ও নন্দাদি ভেদে রাগ পদার্থ নানাবিধ। সমগ্ৰেচ্ছাকে কাম, নিজ প্রয়োজন, ব্যতিরেকেই পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর, যে বিষয়ে কোন ধর্মের হানি হয় না, এমন বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঙ্কিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। কার্পণ্যাদি ভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। বাহা দ্বারা পাণ হইতে পারে, একরূপ বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে শোভ বুলে। পরবক্ষনাকে মায়া কহে। ছলক্রমে নিজের ধার্মিকতাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্ট বাবস্থাপনেচ্ছাকে নন্দ কহে। ক্রোধ, ভীষা, অহুয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাদি ভেদে ঘেবও নানা প্রকার। বিপর্যায়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয় ও শৈশ্যাদি ভেদে মোহও নানা প্রকার। বারংবার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণ রূপ জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন সকল জীবকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত হইতে হয়। মুক্তি ব্যতীত এই প্রেত্যভাব দুঃখ হইতে নিবৃত্তি হয় না। অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি রূপ মুক্তিকে অপবর্গ কহে। এই অপবর্গই সকলের প্রার্থনীয় ও প্রয়োজন। প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণ ভেদে বিবিধ। অভিলষণীয় বিষয়ান্তরের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয় তাহাকে গৌণ, আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্য প্রয়োজন কহে। প্রত্যেকেরই মুখ্য প্রয়োজন সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি, ঐ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির সম্পাদক বলিয়াই অতি রেশমকর বিষয়ও প্রার্থনীয় হয়। ফলতঃ সকল বিষয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে মুখ্য প্রয়োজন আর উহাদিগের সাধন বলিয়া ধনোপার্জনাদিকে গৌণ প্রয়োজন কহে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে; যথা—ক্ষি হইলে মুক্তি হয়? এইরূপ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে ও শাস্ত্রাদি দ্বারা স্তবজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় এইরূপ নিশ্চয় হয়। সিদ্ধান্ত চারি প্রকার—সর্বতত্ত্ব, প্রতিভত্ত্ব, অধিকরণ ও অভ্যুপগম। বিচারক ব্যাক্যবিশেষকে অবরব কহে। অবরব ৫ প্রকার—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে। পরম্পর জিগীষু না হইয়া কোন প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে।

প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া বাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেতুভাস্য কহে। যজ্ঞা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শাক প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক মিথ্যা যে দোষারোপ করা যায়, তাহাকে ছল কহে। প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদি রূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। জ্ঞায় মতে—যোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তখন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। স্তবরাং শরীরাদিতে আত্মতত্ত্ব বুদ্ধি রূপ আর মিথ্যাজ্ঞান জন্মে না। এইরূপে রাগ ও ঘেবের আর উৎপত্তি হয় না। যদি রাগ ও ঘেবই নিবৃত্ত হইল, তবে উহাদিগের কার্য্য স্বরূপ ধর্ম ও অধর্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্বার সম্ভাবনা থাকেনা। ধর্ম ও অধর্মই যখন জন্মগ্রহণের সূচীভূত, তখন ধর্মধর্ম নিবৃত্ত হইলে আর জন্মাদি হইবে না, তখন আর জন্মমুক্তারূপ রেশ ভোগ করিতে হইবে না এবং সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। তখনই মুক্তি হইবে। জীবাত্মাতিরিক্ত যে একজন পরমেশ্বর আছেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ অসুমান ও স্রুত্যাতি। [জীবাত্মা দেখ।] জ্ঞায় ও বৈশেষিক দর্শন এই উভয় দর্শনের মধ্যে এখন কোন শাস্ত্রেরই মূল সূত্রের সম্যক্ অহুশীলন নাই, কেবল উভয় শাস্ত্রসম্মত সংগ্রহ ও টীকা সকল সাধারণতঃ জ্ঞায়শাস্ত্র নামে অভিহিত। পারমার্থিক মত বিষয়ে এই দুই দর্শনে কোন প্রভেদ নাই, এ উভয়ই বুদ্ধিপ্রধান শাস্ত্র। অপর অপর যে যে বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। বৈশেষিক সপ্ত পদার্থ ও নৈয়ারিক যোড়শ পদার্থবাদী এই মাত্র বিশেষ। এই উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী। [জ্ঞায় দেখ।]

সাংখ্যদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি কপিল। মহর্ষি কপিল যখন দেখিলেন, এই জগৎগুলে সকলই ত্রিতাপে ভাপিত, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, চারিদিকেই দুঃখ-ময়, দুঃখ ভিন্ন আর যেন কিছুই নাই। তাই তিনি দয়া পরবশ হইয়া নিস্তারের উপায় স্বরূপ এই অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রচার করেন। এই দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাত্ম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। প্রকৃতির পরিণামে এই চরাচর জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এবং পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা বিমোহিত হইয়া প্রতিবিম্ব রূপে

ছাং ডোগ করিতেছে। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহার প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে এজন্য অমৃত্যু, অর্থাৎ না প্রকৃতি না বিকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক। অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত যে সব রজঃ ও তমোগুণ তাহাদিগের স্বরূপ। সত্ত্ব রজঃ ও তম ইহারা বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ। পুরুষ গুণ বন্ধন করে বলিয়া ইহাকে গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকৃতি সক্রিয়, নিত্য, অনাশ্রিত অর্থাৎ কোন আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া অবস্থিত, অসংযুক্ত, অবিভক্ত, স্বতন্ত্র অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তত্ত্বান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বকর্ণাকরণে সমর্থ। অচেতন জড়াত্মক এবং পরিণামী। মহত্ত্ব অবধি এই দৃশ্যমান মহতী মহীমণ্ডলী প্রকৃতি মহাভূত পর্য্যন্ত বাবতীর পদার্থ মূল প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম্পরায় পরিণাম বিশেষ। এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া জগৎ কার্য সম্পাদিত হয়। সত্ত্বগুণ সূত্র স্বরূপ লবু প্রকাশক, রজঃ ছঃখ স্বরূপ এবং উপষ্টক অর্থাৎ সব ও তমঃ যে নিজ নিজ কার্যে প্রযুক্ত হয়, তাহার প্রবর্তক। তমোগুণ মোহ স্বরূপ, গুরু এবং আবরক। যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত এইরূপে সকল সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ নাই। মহত্ত্ব বুদ্ধি স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারা ই বাবদ্বয়ের কর্তব্যাকর্তব্যতা নিশ্চয় হয়। ঐ নিশ্চয়কে অধ্যবসায় কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধির ধর্ম। পুরুষ নিত্য, সত্যাদি ত্রিগুণশূন্য, চেতন স্বরূপ, সাক্ষী, কূটস্থ, দ্রষ্টা, বিবেকী, সূত্র-দ্বন্দ্বাদি শূন্য, মধ্যস্থ ও উদাসীন পদবাচ্য। পুরুষ শরীরভেদে নানা প্রকার অর্থাৎ এক একটা শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা স্বরূপ এক একটা পুরুষ আছেন। ঐ শরীর দ্বিবিধ সূত্র ও হৃদয়। হুল শরীর মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়। মাতা হইতে লোম, শোণিত ও মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। এই মাতাপিতৃজ শরীরকে বাটুকৌশিক শরীর কহে। ঐ শরীরই রসান্ত, তন্মাত্র বা বিষ্ঠান্ত হয়। হৃদয় শরীর, বুদ্ধি, অহঙ্কার, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ ভবের সমষ্টি, ইহা নিত্য অর্থাৎ প্রায় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং অব্যাহত অর্থাৎ অপ্রতিহত গতি। হৃদয় শরীর শিলামধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক ও পরলোকগামী। এই হৃদয় শরীর, নর, পশু, পক্ষী, শিলা ও বৃক্ষাদি স্বরূপ হুল শরীর ধারণ করে। এই শরীরেরই সূত্র ছঃখ ভোগ হয়; এই শরীরের বিনাশ হয় না। প্রকৃতি সর্বের আদিতে এক একটা হৃদয় শরীর নির্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি পুরুষের

বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত থাকে। বিবেক খ্যাতি হইলেই প্রকৃতি নিবৃত্ত হয়। যেমন নর্তকী নৃত্য দর্শনরূপ স্বকাব্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষকে সংসাররূপ রক্ত দেখাইয়া ত্যাগ হইতে নিবৃত্ত হয়। ইহারা অরূপভূত স্বকাব্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। এজন্য প্রকৃতি পুরুষসাপেক্ষ, পুরুষও প্রকৃতিগত। সূত্র ছঃখকে আশ্রয়িত বিবেচনা করিয়া ত্রিবিধাৱগতিনামে বুদ্ধি প্রার্থনা করে। ঐ বুদ্ধি প্রকৃতির সহিত পুরুষের অন্তর্থাখ্যাতি অর্থাৎ তেজজ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যেন না। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত হয়। এজন্য পুরুষও প্রকৃতিসাপেক্ষ। প্রমাণ ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ, অহ্মান ও শব্দ। এই মতে, সকল কার্যই সং অর্থাৎ সকল কার্যই উৎপত্তির 'পূর্বে' অর্থাৎ কারণে সূত্ররূপে সংযুক্ত থাকে, পরে যখন আবির্ভূত হয়, তখন তাহাকে উৎপন্ন কহে; আর যখন তিরোভূত হয় অর্থাৎ পুনরায় নিজ কারণে বলীন হয়, তখন তাহাকে বিনষ্ট কহে। বস্তুতঃ কোনই কার্যই উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয় না। ত্রিবিধ ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষ বা মোক্ষ। যাহাতে এই ছঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, তদ্ব্যয়ই এই দর্শনে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে।

[সাংখ্য ও কপিল দেখ।]

পাতঞ্জল-দর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি নিজ নামানুসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্জল দর্শন হইরাছে। এই দর্শনে যোগের বিষয় বিশেষ রূপ নির্দিষ্ট থাকার ইহাকে যোগশাস্ত্র ও পদার্থনির্ণয়শাস্ত্রে সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত থাকার, ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন শব্দেও নির্দেশ করা যায়। ভগবান্ কপিল যেরূপ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেন, তদ্ব্যয় পতঞ্জলিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মতে, পুরুষাত্মিক পরমেশ্বর আছেন, এই মাত্র প্রভেদ। একই কহে কহে সাংখ্য শাস্ত্রকে সেখর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য কহিয়া থাকেন। সেখর সাংখ্য পাতঞ্জল ও নিরীশ্বর সাংখ্য কপিলসূত্র। সাংখ্য শাস্ত্রে ঐশ্বর স্বীকার করেন কি না জ্ঞাত নীতান্ত হর্বাচ্য এবং অনালোচ্য, এজন্য তদ্বিষয়ক বিচার্য্যি প্রদত্ত হইল না।

এই দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। এই পাদচতুষ্টয়ে যোগ শাস্ত্র করিবার প্রতিজ্ঞা, যোগের লক্ষণ, যোগের উপায় স্বরূপ যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য তাহাদিগের স্বরূপ ও লক্ষণ, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি বিভাগ, সাক্ষী যোগোপায়, ঐশ্বরের স্বরূপ, প্রমাণ উপাসনা ও তদ্ব্যয় চিত্তবিক্ষেপ ছঃখাদি, চিত্তবিক্ষেপের ও ছঃখাদির

করণোপায় সমাধিতে, ক্রিয়াযোগ, ক্রেশ কণ্ঠের প্রভেদ, তত্ত্বজ্ঞান, বস নিরমাদি, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, সিদ্ধিপঞ্চক, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পতঞ্জলি মতে, ষড়্বিংশতিতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ষড়্বিংশতি তত্ত্বেই বাবত্তীর পদার্থ অন্তর্ভূত আছে। এতদতিরিক্ত পদার্থ-স্তর নাই। চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও পুরুষ ইহার বিষয় সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। ষড়্বিংশতি তত্ত্ব ঈশ্বর। পরমেশ্বর ক্রেশাদিরহিত, জগদ্রিখ্যার্থ স্বচ্ছানুসারে শরীর ধারণ-পূর্বক সংসার প্রবর্তক এবং সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীম, কৃপার নিধান এবং অন্তর্ধামী রূপে সর্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যোগ দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানী যায়। চিত্তবৃত্তির নিরোধকে অর্থাৎ বিষয়রূপে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধোয় বস্তুমাত্রের সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যানবিশেষকে যোগ কহে। অন্তঃকরণকে চিত্ত কহে। ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র ভেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও মূর্তি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যয় কহে। কোন বিষয় বাস্তবিক অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া স্থির থাকিলে ও তদর্থ-প্রতিপাদক শব্দ শ্রবণ মাত্র আপাততঃ ভবিষ্যের যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম বিকল্প। নিদ্রাশব্দে সাধারণ নিদ্রা ও স্মরণকে মূর্তি কহে। এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তিই চিত্তের পরিণাম বিশেষ বলিয়া চিত্তের ধর্ম, আয়ুধর্ম নহে। পরিণাম ত্রিবিধ ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা। যোগ-ধর্মপট্টিত্বনিরোধ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। বহুকাল নিরন্তর আদরাতীতর সহকারে কোন বিষয়ে যত্ন করাকে অভ্যাস, আর বিষয়-সুখ-বিভৃক্তাকে বৈরাগ্য কহে। যাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সে বিবেচনা করে, সুখদুঃখ-জনক বিষয়ের বশীভূত আমি নই, আমারই বশবর্তী সুখ-দুঃখাদি-জনক বিষয়, এ কারণ বৈরাগ্যকে বশীকৃত শব্দে নির্দেশ করা যায়। বিষয় দ্বিবিধ দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক। ইহ-লোকে উপভূজ্যমান বিষয়কে দৃষ্ট, আর পরলোকে ভোক্তব্য বিষয়কে আনুশ্রবিক কহে। জ্ঞানযোগের অধিকারী সকলে নহে; বাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাদিগেরই জ্ঞান-যোগের অধিকার আছে। বাহাদিগের চিত্তপ্রসাদ না হই-রাছে, তাহাদিগকে প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ করিতে হয়। মন্ত্রের সংকার দশ প্রকার—জনন, জীবন, ভাঙন, বোধন, অভিবেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও শুষ্টি। ইত্যাদি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে ক্রেশ সকল লীণ হয়। যোগাক

অষ্টবিধ—বস, নিরম, আদম, প্রাণায়াম, প্রভাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। প্রাণবায়ুর স্বাভাবিক গতিবিচ্ছেদকে প্রাণা-য়াম কহে। প্রাণায়াম ত্রিবিধ রেচক, পুরক ও কুম্ভক। যথাবিধ যোগানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি নানাপ্রকার, তন্মধ্যে অগ্নিমা, লবিমা, মহিমা, গরিমা, প্রাকামা, ঈশিষ, বশিষ ও কামাবশাসিষ এই ৮টা সিদ্ধিকে মহাসিদ্ধি কহে। সকল ব্যক্তিরই সংসারের কারণ একমাত্র প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ। ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ অবিদ্যাবশতই জন্মে। ঐ অবিদ্যার বিনাশক কেবল বিবেকচ্যুতি, এতদ্বির অবিদ্যার উন্মূলক উপায়ান্তর নাই। বেরূপ চিকিৎসাসাধন রোগ, রোগ-হেতু, আরোগ্য ও তেজস্বভেদে চতুর্ভূহ, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও হেয়, হেয়হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু ভেদে চতুর্ভূহ। হুঃখময় সংসারকে হেয়, প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগকে হেয়হেতু, আত্মাত্মিক প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ-নিবৃত্তি স্বরূপ কৈবল্যকে মোক্ষ এবং বিবেকচ্যুতি স্বরূপ দর্শনকে মোক্ষ কহে।

[পাঁচজ্ঞ ও সাংখ্য দেখ।]

মীমাংসাদর্শন—এই দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি জৈমিনি, এইজন্ত ইহার নাম জৈমিনিদর্শন হইয়াছে। ইহাতে বেদের বিষয় সকল মীমাংসিত হইয়াছে, এইজন্ত ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। মীমাংসা ব্যতীত কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত হয় না। এইজন্ত প্রত্যেক কার্যেরই মীমাংসা প্রয়োজন। যে স্থলে বেদের তাৎপর্যার্থ নিশ্চয় করা শ্রুতিন, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিাদির পরস্পর বিরোধভঞ্জনপূর্বক ঐ উভয়ের মাস্ততা সংস্থাপন করাও সামান্য কঠিন নহে। এইজন্ত মীমাংসার প্রয়োজন, মীমাংসা করিতে হইলে একমাত্র মীমাংসাদর্শনই উপায় স্বরূপ। শ্রুতি সকলের মধ্যে যে যে স্থলে অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধ ছিল, অথবা তাদৃশ শ্রুতির সহিত যে যে স্থলে কল্পশাস্ত্র ও মতাদি স্মৃতির বিপ্রতিপত্তি ছিল, মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনে তাহারই মীমাংসা করিয়াছেন। এই দর্শনানুসারে বেদ অপৌরুষেয় এবং বেদই ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং মানব কেহই তাঁহার কর্তা নছেন। উহা নিত্য। যাহারা বেদকে ধারণ ও বৈদিক কর্মচারণ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। বেদ যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে কখনই বেদোক্ত বাবদ্বিষয়ের সত্যতা থাকিত না, কোন অংশ অবশ্যই মিথ্যা হইত সন্দেহ নাই। ইত্যাদি রূপে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই দর্শন দ্বাদশাধ্যায়ে এবং সহস্র সংখ্যক অধিকরণে বিস্তৃত। তাহার এক এক অধিকরণে এক এক প্রকার বিরোধের মীমাংসা আছে এবং প্রত্যেক অধিকরণে পাঁচ পাঁচটা অঙ্গ—বিষয়, অবিসয়, পূর্ব ও উত্তরপক্ষ এবং নির্ণয়।

“বিষয়েই বিষয়শ্চৈব পূর্ণপক্ষতথোক্তং।”

নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেইধিকরণং স্মৃতং ॥” (মীমাংসা)

যেমন এক প্রতিতে আছে, বৃক্ষ সঞ্চীকৃত কুশধারা যজ্ঞ করিবে এবং পর প্রতিতে আছে উত্তর বৃক্ষজাত কুশ ধারা উহা করিবে। এখানে কুশধারা যজ্ঞ করার ব্যবহার নাম বিষয়। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষের কুশ দিয়া যজ্ঞ হইবে কি উত্তর বৃক্ষ সঞ্চীকৃত কুশ ধারা যজ্ঞ হইবে, এই রূপ সন্দেহের নাম অবিষয়। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ তর্কোপত্তাসের নাম পূর্ণপক্ষ, সিদ্ধান্তানুকূল বিচারের নাম উত্তরপক্ষ, নির্ণয় শব্দে সঙ্গতি অর্থাৎ সিদ্ধান্তসিদ্ধি বিচার্য্য বাক্যে তাৎপর্য্যাবধারণ। দেবগণ শরীরী বা সূচতন নহে, যে দেবের যে মস্ত্র বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেব সেই মস্ত্ররূপ, মস্ত্রাতিরিক্ত দেবতার সঙ্গে কোন প্রমাণ নাই। বরং তদ্বিরোধী প্রমাণই বহুতর আছে। দেখ, যদি মস্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন, সেই দেবতারই পূজা করা যায় এবং তিনিই আনা-হনাদি দ্বারা করুণাপূর্ণক ঘট ও প্রতিমাদিতে অবিষ্টিত হইয়া পূজাদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঘট কি যুগ্ময় প্রতিমাদি ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের ভারবহনে অশক্ত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। আর কি প্রকারেই বা অল্প পরিমিত ঘটে, তাদৃশ বৃহদাকার ঐরাবতের সহিত ইন্দ্রদেবের সমাবেশ সম্ভবে? কিন্তু দেবতাকে মস্ত্রায়ক বলিলে এ প্রকার দোষ ঘটে না। বেদ অপোরূপে ও স্বতঃ প্রমাণ। এস্থলে নৈমায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্য স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে, ঘট কুন্তকার কর্তৃক কৃত, এই বাক্যার্থের যাপার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্যন্ত পুরুষোক্তি আছে, সেইরূপ বেদ অভ্যন্ত পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এইমাত্র, নতুবা বেদ যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত এমন নহে। নৈমায়িক পণ্ডিতেরা এইরূপ অনেক হস্তাঙ্কসন্ধান করিয়া বেদের ঐশ্বর-নিশ্চিত্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু এদিকে পরমেশ্বরের শরীরাদি কিছুই স্বীকার করেন না। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যদি পরমেশ্বরের শরীরাদি নাই, তবে তিনি বেদ রচনা করিলেন কি প্রকারে? ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানের যুক্তি সকল খণ্ডিত হইয়াছে। [মীমাংসা দেখ।]

বেদান্তদর্শন—ইহার সূত্ররচয়িতা বেদবাস। শঙ্করাচার্য্য এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করেন, এইজন্য ইহার নাম শঙ্করদর্শনও কহে। বেদব্যাসের সূত্রগুলি একরূপ অক্ষুণ্ণ, কোনক্রমেই ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করা

যায় না। বরং বাহার যেরূপ অভিপ্রায়, সে সেইরূপ অর্থ করিতে পারে। একারণ বেদান্তসূত্রের নানা প্রমাণ, অর্থাৎ ঐ সূত্রের রামাহঙ্কৃত ব্যাখ্যানসারে রামাহঙ্ক প্রমাণ, মধ্বাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানসারে মধ্বপ্রমাণ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যানসারে শঙ্করপ্রমাণ হইয়াছে। এতদ্বিন্ন আরও অনেক প্রমাণ আছে, অধুনা তাহার প্রচলন নাই। শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে ইহাতে অবৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন। উপনিষদ্ শাস্ত্রই ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণভাণ্ডার। এই উপনিষদ্ মীমাংসার জন্মই বেদান্তসূত্র। বেদান্ত বিষয় বলিবার পূর্বে উপনিষদের বিষয় বলা কর্তব্য। উপনিষদসমূহের মত দ্বিবিধ দ্বৈত ও অদ্বৈত। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, দ্বৈত মতে এই ব্রহ্মও আছেন আর জীব ও জগৎ আছে। কেবল আপাততঃ এই দুইই মতকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিলে ঐ মত ভিন্ন বলিয়া বোধ থাকেনা।

শঙ্করাচার্য্য এই দর্শনে অদ্বৈতমতই বিশেষরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বেদান্তদর্শন চারিপাদে বিভক্ত, ঐ সকল পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বাদি অক্ষুণ্ণার্থ প্রতি সত্যের ব্রহ্মপরত্বাদি, সাংখ্যমত নিরাকরণ, অদ্বৈত মত বিরুদ্ধ প্রতিপত্তির সমন্বয়াদি, আকাশের নিত্যত্ব পণ্ডন ও জ্ঞান সংস্থাপন, জীবের সংসারগতি, ক্রমাগতি জগতের অবস্থাভেদাদি ও বেদা প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দর্শনের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সকল জগৎই মিথ্যা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। ইত্যাদি বিষয় সকল প্রায় রূপে প্রতিপত্তি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যাহার অধিকারী না হইয়া সর্বোপাধ্য নিগুণ ব্রহ্মোপাসনায়, উদাত্ত হইয়া তাহাকে “জ্ঞানাত্মনরকং” অর্থাৎ কেবল জ্ঞানমাত্র আলোচনা করিলে নরক হয় ইত্যাদি প্রতিপত্তির অমুসারে কোন নারকী হইতে হয়।

বাস্তবিক প্রকৃত কালের অণুমাাত্রও লাভ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যিনি অধ্যয়ন করি অমুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন করিয়া বেদান্তের একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহজন্মে বা পরজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল ব্রহ্ম বন্দনাদি রূপ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা অর্থাৎ শান্তিল্য-বিদ্যাভ্যাসে সন্তুষ্ট ব্রহ্মলীলা মানস উপাসনা প্রভৃতি অমুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে নিরস্ত নিশ্চল করিয়াছেন এবং সাধন চতুষ্টিসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম

হইবেন, সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মজ্ঞানের অধিকারী। উল্লিখিত প্রকারে ব্রাহ্মজ্ঞানে অধিকারী হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলেই অচিরে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিস্বরূপ মুক্তিভাজন হইতে পারে। ব্রহ্ম সৎ অর্থাৎ সংস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যপদবাচ্য, জ্ঞানস্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপ, অখণ্ড অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অবিভীর্ণ এবং নিধর্মক অর্থাৎ ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্মই নাই, ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ। যদিও ষট্জ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান পৃথক, এইরূপ ভেদব্যবহার দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাভেদ সাধারণতঃ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানের ব্রহ্মস্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের একতাক্রুপ কোন বুলি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা হইলেও বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে বিষয় স্বরূপ উপাধির নানাভেদ লইয়াই জ্ঞানের নানাভেদ ভ্রমের মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেক্রুপ এক মুখই তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে রূপান্তররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঐ স্থলে একই মুখ, সুখের ভেদ নাই। তৈলাদিক্রুপ উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয় মাত্র। সেইরূপ জ্ঞানের ঐক্য থাকিলেও ষট্গটাদি বিষয় স্বরূপ উপাধির ভেদ লইয়া জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীতি হয়। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণায়ক ও সদ্ বা অসদ্রূপে অনির্ণয় পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানই ভ্রমের কারণ, এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপভেদে দুইটি শক্তি জন্মে, যেক্রুপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুবোজনবিস্তৃত স্বর্ধ্যমণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান-কারণরূপে জগৎসৃষ্টি করে, ঐ শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে বিবিধ, মায়া ও অবিজ্ঞা।

বিগুণ অর্থাৎ রজঃ বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে অবিজ্ঞা কহে। ঐ মায়াতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ মায়াকে আয়ত্ত করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, এ কারণ ঐ প্রতিবিম্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পদবাচ্য, আর অবিজ্ঞাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিজ্ঞার বশীভূত হইয়া

মহুয়াদি বাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপতিত প্রতিবিম্বও নানা বলিয়া জীবও নানা। জীবের নানাভাবাদ সকল বৈদান্তিকেরা স্বীকার করেন না এবং একত্ববাদই, যুক্তিধারা সংস্থাপিত করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুস্থিতি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর কহে। এই কারণশরীরে অভিমাত্রী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হন। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্বস্কৃত স্বকৃত ও দৃষ্ট অমুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়া সহকারে নামরূপায়ক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া “এই রূপ করাই কর্তব্য” এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চসূক্ষ্মভূত, পঞ্চীকৃতভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রও কহে। কারণ যে গুণ থাকে, সূক্ষ্মরূপ গুণ কার্যেও উৎপন্ন হয়, এই ত্রায়াহুসারে কারণের সত্ত্ব, রজঃ ও তম আদি গুণ ও আকাশাদি পঞ্চভূতে সংক্রান্ত হয়। ঐ পঞ্চভূতের এক একটা স্বাংশ হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানেজ্রিয়পঞ্চক জন্মে।

আকাশের স্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর স্বাংশ হইতে শ্রবক, তেজের স্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের স্বাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর স্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের স্বাংশ মিলিত হইলে তাহা দ্বারা অস্তঃকরণের উদ্ভব হয়। অস্তঃকরণ অবস্থাভেদে বিবিধ বুদ্ধি ও মন। যৎকালে অস্তঃকরণের নিশ্চয়ায়ক বৃত্তি হয়, তৎকালে তাহাকে বুদ্ধি, আর যখন সংকল্প ও বিকল্পায়ক বৃত্তি হয়, তখন অস্তঃকরণকে মম কহে। প্রত্যেক পঞ্চভূতের রজোঅংশ হইতে যথাক্রমে বাহু, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্বরূপ, পঞ্চকর্মেজ্রিয় জন্মে এবং ঐ পঞ্চভূতের সুমুদিত রজোঅংশ-পঞ্চক হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। পূর্বোক্ত বুদ্ধি জ্ঞানেজ্রিয়পঞ্চকের সহিত বিজ্ঞানময় কোষ এবং মন কর্মেন্দ্রিয় সহ মনোময়কোষ, আর কর্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণ প্রাণময়কোষ হয়। এই তিন কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান; কর্তৃক-শক্তিসম্পন্ন মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিশীল এবং করণস্বরূপ; আর প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিশীল ও কার্যস্বরূপ। পঞ্চজ্ঞানেজ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ হৃদয় শরীর। ঐ হৃদয় শরীরকেই লিঙ্গশরীর কহে। লিঙ্গশরীর ইহলোক ও পরলোকগামী এবং মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই এক এক লিঙ্গশরীরের অভিমাত্রী

অগ্নির বোধ হয়। কিন্তু তাহা কেবল ঐ চারিটা বর্ণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কারণ যদি ঐ চারিটা বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বহির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিংবা গকার উচ্চারণ করিলেও বহির বোধ না হর কেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত ঐ চারিটা বর্ণ একত্র করিয়া বহির বোধ জন্মাইয়া দেয়, এই কথা বলাও বালকতা-প্রকাশ মাত্র। যেহেতু বর্ণ সকল আন্ত বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগের একত্রাবস্থানই সম্ভবে না। অতএব বলিতে হইবে, ঐ চারিটা বর্ণ দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে। পরে স্ফুটস্ফোট দ্বারা অগ্নির বোধ হয়। এ স্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অর্থবোধের ক্ষেত্র ঘটে এবং সমুদায় বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও, সেই দোষ ঘটে, যখন উভয়পক্ষেই দোষ দেখা যায়, তখন এই স্ফোট স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার সিদ্ধান্ত এই, যেমন এক-বার পাঠদ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য সমুদায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা দ্বারা উহা দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়। সেইরূপ প্রথম বর্ণ অকারের দ্বারা স্ফোটের কিছুমাত্র স্ফুটতা জন্মিলেও সম্পূর্ণ স্ফুটতা জন্মে না। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি বর্ণদ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহির বোধক হয়। নতুবা কিছুমাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থবোধক হয়, এমত নহে। যেমন নীল, পীত ও রক্তাদি বর্ণের সারিধাবশতঃ এক স্ফটিক মণিই কখন নীল, কখন পীত, কখন বা রক্তরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ স্ফোট একমাত্র হইলেও ঘট ও পটাদিরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হয়। এই মতে স্ফোটকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং শব্দ শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে ক্রমশঃ অবিশ্বাস নিবৃত্তি হয়; তদনন্তর মুক্তি। ব্যাকরণ শাস্ত্র মুক্তির দ্বার স্বরূপ।

[পাণিনি ও ব্যাকরণ দেখ।]

প্রাচীন আর্ধ্যদিগের জ্ঞান প্রাচীন গ্রীস ও চীন দেশে এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এখন যুরোপে এবং আমেরিকায় ইহার বিপুল চর্চ্চা হইতেছে। দেশভেদে দর্শন শাস্ত্রের প্রেী বদ্ধ করিলে আর্ধ্যদর্শন, মুসলমান ও চীনদিগের দর্শন প্রাচ্য এবং যুরোপ ও আমেরিকায় দর্শনশাস্ত্র পশ্চাত্য নামে

আখ্যাত করা যায়। আবার পশ্চাত্য দর্শন সময় ভেদে প্রেী বদ্ধ করিলে প্রাচীন ও আধুনিক এই তিন প্রেীতে ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে গ্রীস দেশীয় দর্শনই প্রাচীন। পশ্চাত্য দর্শন এবং রোমের দর্শনশাস্ত্রও প্রাচীন গ্রীকদর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্র আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার থেলিস্কে (Thales) গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের প্রবর্তক স্থির করিয়াছেন। স্কেটস্ হইতে স্কেটসের পূর্বতন দার্শনিকগণকে প্রথম সময়ের এবং স্কেটস্ (Socrates), প্লেটো (Plato) এবং আরিস্টটলকে (Aristotle) দ্বিতীয় সময়ের এবং আরিস্টটল হইতে নব প্লেটোনিজম (Neo-Platonism) নামক দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত দার্শনিকগণকে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সময়ের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। স্কেটসের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ হিলিসিষ্ট (Hilicist), পিথাগোরিয়ান (Pythagorean), এলিয়াটিক (Eliatic) আটমিস্ট (Atomist) ও সফিস্ট (Sophist) এই পাঁচ প্রধান প্রেীতে বিভক্ত হইয়াছেন। থেলিস্ (Thales) প্রথম প্রেীর প্রথম দার্শনিক। স্থানানুসারে শেখোক্ত দার্শনিককে প্রথম প্রেীর আইওনিক (Ionic) দার্শনিকও বলা হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎ ক্রমে কি মূল উপাদান হইতে, হইল, ইহাই নিরূপণ করা তাহাদিগের দর্শনের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ তেজ প্রভৃতি জগতের আদি কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। থেলিস্ (Thales) ৬৪০ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ ও ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ক্রিসাস্ (Cræsus) ও সোলনের (Solon) সমসাময়িক ছিলেন। তাহার মতে জলই সমস্ত পদার্থের আদি কারণ। আনাক্সিমন্ডার (Anaximander) ও আনাক্সিমেনিস্ (Anaximenes) এই উভয়েও আইওনিক (Ionic) দার্শনিক। আনাক্সিমন্ডারের মতে শীতোষ্ণ অর্থাৎ তেজ ও তেজের অভাব এবং শেখোক্তের মতে মর্ত্ত্যই বিশ্বের কারণ। এই তিন জনই আইওনিক দার্শনিকের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত।

পিথাগোরাস্ পিথাগোরিয়ান্ (Pythagorean) নামক দর্শনশাস্ত্রের প্রবর্তক। পিথাগোরাস্ ক্রাস্ নগরে ৫৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার প্রবর্তিত দর্শনানুসারে সমসন্নিবেশ ও সমানুপাত (harmony and proportion) এবং এই উভয়ের পরিণতি সংখ্যাই (number) পদার্থের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রেীর দর্শনমত ফিলোলাস্ (Philolaus)

সর্বপ্রথম প্রচার করেন। সিম্মিয়াস্ (Simmias), সিবিস্ (Cebes), ওকেলাস্ (Ocelus), টাইমিয়াস্ (Timaeus), একেক্রেটিস্ (Echecrates), এক্রিও (Achrio), আরকিটাস্ (Archytas), লাইসিস্ (Lysis) এবং ইউ-রিতাস্ (Urytus) ইহারা ইথিওপোগোরিয়ান্ দার্শনিকদিগের মধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন।

পিথাগোরিয়ান্গণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের মতে, আত্মাও হারমনি (harmony) মাত্র এবং শরীর ইহার কারাগার স্বরূপ।

কলোফন দৈশীয় (Colophon) জেনোফনিস্ (Xenophon) এলিয়াটিক (Eleatic) দর্শনের প্রবর্তক। পূর্বে দার্শনিকেরা পদার্থের বহুত্ব স্বীকার করিতেন; কিন্তু ইহারা পদার্থের একত্ব থাকা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জৈম্বরই সর্বনিয়ন্তা। ইহাদিগের মধ্যে পারমিনাইডিস্ (Parmenides), জেনো (Zeno), মেলিসাস্ ইহারা ইহাদিগের মধ্যে খ্যাতনামা। একমাত্র সংই পদার্থ। অসং কোন পদার্থ নাই; ইহাই পারমিনাইডিসের মত। [অপরাপর বিশেষ বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন ও প্রাচ্যদর্শন শব্দে দেখ।]

দর্শনপথ (পুং) দর্শনশ্রু পৃষ্ঠা ৬৩৭। দৃষ্টিপথ।

দর্শনপ্রতিভা (পুং) দর্শনায় প্রতিভাঃ। প্রতিভা ভেদ, হাজির জামিন, যে ব্যক্তি কোন লোককে হাজির করিয়া দিবার জন্ত জামিন হয়। ইহার বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—ভ্রাতৃগণ স্বামী জ্ঞী পিতা পুত্র ইহাদিগের ধন যতদিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভা (জামিন) হইতে পারিবে না। আপনি ইহাকে ছাড়িয়া টিউন, আবশ্যক মত ইহাকে দেখাইয়া দিব, ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা বিশ্বাসী, ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে, ঋণ দিন, এইরূপে দানের ত্রিবিধ প্রতিভা (জামিন) বিহিত আছে। দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভার যত্ন হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভা হয়, তাহা হইলে যে ধৈর্য অংশের প্রতিভা সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছাত্রপ্রিত অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে প্রতিভাগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য। প্রতিভা

সর্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ প্রতিভুক তাহার বিশৃণ অর্পণ করিবে। ধাত্তের অধমর্ণ প্রতিভুক তিন গুণ ধাত্ত, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুর্গুণ বস্ত্র এবং রসের অধমর্ণ আট গুণ রস দিবে। [যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অ°।]

[প্রতিভা দেখ।]

দর্শনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (পদ্মপুং)।

দর্শনী (দেশজ) ১ নজর। ২ চিকিৎসকের রোগীদর্শনার্থ আগমন জন্ত পুরস্কার। চিকিৎসক রোগী দর্শন করিতে আসিলে তাহাকে যে পারিশ্রমিক টাকা প্রদত্তি দেওয়া যায়, তাহাকে দর্শনী কহে।

দর্শনীয় (ত্রি) দৃশ্যতে ইতি দৃশ-অনীয়ত্ব। মনোজ, দর্শনযোগ্য।

দর্শনোপনিয়দ্ (স্ত্রী) উপনিষত্তের।

দর্শপ (ত্রি) দর্শন দর্শনে পবিত্রি পা-ক। দর্শনমাত্রই পাত্ দেবভেদ। “নবৈ-দেবা অন্ততি পবিত্রি এতদেবাহুঃ বৃহীতৃপ্যস্তি” (ছান্দোগ্য উ°)।

দর্শযামিনী (স্ত্রী) দর্শস্তেব যামিনী। তমিশ্রা, অদ্বয় রাজি। দর্শন্ত যামিনী। অমাবস্তা রাজি।

দর্শয়িতৃ (ত্রি) দর্শয়তীতি দৃশ-গিচ্-দর্শি-তৃচ্। ১ দর্শক, দর্শন কারক। ২ প্রতীহার, দ্বারপাল।

“প্রসাদয়েদ্ধামতুল্যপ্রভাব

কং নো গতির্দর্শয়িতা চ ধীরঃ ॥” (ভারত ৬।৩।৬১১)

দর্শবিপদ্ (পুং) দর্শে অমাবস্তায়াং বিপদ্ প্রণাশোদর্শন যন্ত। চন্দ্র।

দর্শিতৃ (ত্রি) দৃশ-গিচ্-ক্ত। ১ যাহা দেখান হয়। ২ প্রীতাপিত।

দর্শিন্ (ত্রি) দৃশ-গিনি। ১ দ্রষ্টা। ২ বিবেচক। ৩ সাংসার কারক। “তদর্শিনমুদাসীনং স্বামেব পুরুষং বিহুঃ” (কুমার স্মিয়ার ভীপ্। এই পদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, বধা দৃশ-দর্শিন্ প্রভৃতি।

দর্শিবন্ (ত্রি) দৃশ্ “অভেদপি দৃশ্যতে” ইতি ইবগিপ্। ভ্রী। “কুরুগাং পাণ্ডবাণাঞ্চ ভবান্ প্রত্যক্ষদর্শিবান্।”

(ভারত, আ° ৬ অ°)

কেহ কেহ এই শব্দ দর্শিবন্ না বলিয়া দর্শিবস্ বলিয়া থাকেন, ইহা অত্যন্ত প্রামাণিক।

দর্শী, মাল্লাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেত্র জেলার একটা জমিদারী তালুক বা মহকুমা। পরিমাণকল ৬১৬ বর্গমাইল। প্রধান নগর দর্শী।

দর্শী, মাল্লাজ প্রেসিডেন্সীর নেত্র জেলার দর্শী নামক জমিদারীর প্রধান নগর। অক্ষা° ১৫° ৪৮' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮'

মধ্যে অবস্থিত। এখানে থানা, ডাকঘর প্রভৃতি ও সাধারণতঃ
বেসমস্ত রাজকীয় কার্যালয় থাকা উচিত তাহা আছে।

দর্শ্য (ত্রি) দৃশ-বৎ। দর্শনীয়। “ইতি চিত্রা রূপাণি দর্শ্যা”
(শ্লোক ৪৫২।১১) ‘দর্শ্যা’ ব্যব্যাপারদর্শনীয়ানি।’ (সারণ)

দল (ক্ৰী) দলভীতি দল-অচ্। ১ উৎসেধ। ২ খণ্ড। ৩ পত্র।
৪ ধন। ৫ তমাল পত্র। ৬ অর্জু। ৭ অস্ত্রচ্ছদ, খাপ। ৮ অপ-
দ্রব্য। ৯ সমূহ, সমুদায়। (দেশজ) ১০ কাঠ কলকাদির
স্থলভ। ১১ জলজ তৃণ বিশেষ।

দল, শব্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা [শব্দ দেখ]। ইনি বামদেবকে
বিনাশ করিতে এক বিযাক্ত বাণ ক্ষেপণ করিলে বামদেবের
শাপে ঐ বাণে ইহার পুত্র ত্রেনজিৎ বিনষ্ট হয়।

(ভারত বন ১২২ অং) [বামদেব দেখ]।

দলইলামা, বৌদ্ধেরা ইহাকে একজন জীবিত, বুদ্ধাবতার
বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরের
বহির্দেশে বুদ্ধলা নামক মন্দিরে ইনি বাস করেন। ইহার
শিষ্যগণকে সংশোধিত বা সংস্কৃত বৌদ্ধ বলে। [লামা শব্দে
বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দলকোষ (পুং) দলাস্তোষ কোষো যন্ত। কুন্ডপুপ বৃক্ষ,
কুন্দফুলের গাছ।

দলগোমা, আসামের গোয়ালপাড়া প্রদেশের একটি গ্রাম।
অক্ষা° ২৬° ৬’ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৪২’ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।
এখানে প্রতি বৎসর জামুয়ারি মাসে একটি বৃহৎ মেলা হয়।
এখানে এ প্রদেশের প্রধান জমিদার বিজ্ঞানী রাজার একটি
জমিদারী কাছারী আছে।

দলজ (ত্রি) দল-জন-ড। একদলস্থিত।

দলভূ (ত্রি) দল-বাহু-অভূ। দ্বিধাকারক।

দলখিখা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার একটি
গ্রাম। এখানে একটি ভাল বাজার আছে।

দলিন্মোক (পুং) দলভীতি দলং বহুলং নিম্মোকইব যন্ত।
তুর্জগতবৃক্ষ।

দলনী (ক্ৰী) দল্যতেহনরা দল-করণে লুট্-ভীপ্। ১ লোহি,
ডেলা। ২ ভেদকর্তা।

“প্রতিপক্ষপক্ষদলনী বাহ্যকলোহাসিনী।” (বিষয়োদভরং)

দলপু (পুং) দল্যতেহসৌ দল্যতে অনেন বা দল-কপন।

উধিরুটি দলি কটি খজিভ্যঃ। উর্দা° ৩১° ৪৩’ ১ বর্ণ। ২ শত্রু-
প্রহরণ। ৩ বিদায়ক আত্ম। দলং যুৎং পার্তি পা-ক। ৪ দলপতি।

পতি (পুং) দলস্ত পতিঃ ৬তৎ। দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দার।

দলপুঞ্জা (ক্ৰী) দলানি পজ্যগীব পুঞ্জাণি যভাঃ। কেতকী,
কোরাল গাছ।

দলদা, সিংহলের কাণ্ডী নগরে অধিত বুদ্ধদেবের সচিব
দত্ত। পৃষ্ঠগীজগণ কর্তৃক ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে আসল দত্ত
বিনষ্ট হয়; এখন যে দত্ত দেখান হয়, তাহা প্রায় ছই ইঞ্চি
লম্বা একখণ্ড বিবর্ণ হস্তী দন্ত ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহা
দেখিতে অনেকটা কুস্তীরের দৃষ্টের জায়। সিংহলের
বৌদ্ধগণ ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি করে।

দলবাই সেতুপতি, রামনগরের এক রাজা। ইনি ১৪৭১
শকাব্দে এসিদ্ধ রামেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকের গোপুর নির্মাণ
করিয়া দেন। ইহা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।
ইনি তৃতীয় প্রকারের পূর্বোক্তর কোণের লভাপতি নামক
মন্দিরও নির্মাণ করাইয়াছেন।

দলমা, বাংলাদেশের মানভূম জেলার অন্তর্গত দলমা নামক
পাহাড়শ্রেণীর প্রধান পাহাড়। ৩৪০৭ ফিট উচ্চ। ইহা
পার্শ্বনাথের প্রতিমূর্ত্তী স্বরূপ বলিয়া বলিত। কিন্তু পার্শ্ব-
নাথ পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গের জায় ইহার একটি শৃঙ্গও নাই।
ইহার ক্রমান্বিত অংশগুলি নিবিড় বনাকীর্ণ। মনুষ্য ও পশু
বোঝা লইয়া ইহার উপর উঠিতে পারে। খরিয়া ও ঝরিয়া
নামক দুই অসভ্য জাতি প্রধানতঃ এই পর্বতে বাস করে।

দলমো, ১ অযোধ্যার রায়বরেলী প্রদেশের অন্তর্গত
একটি পরগণা। ইহার উত্তরে রায়বরেলী পরগণা, পূর্বে
সলোন, দক্ষিণে কতেপুর জেলা এবং পশ্চিমে খাইরোন
ও শরেনী পরগণা। পরিমাণ ফল ২৫০ বর্গমাইল।
পূর্বে এই প্রদেশে ভর নামক জাতি বাস করিত।
দিল্লীর সম্রাট অক্‌বর ইহাকে পরগণা করেন। এই
পরগণার ১৯টি গ্রাম আছে; ইহার মধ্যে লাগলজই
প্রধান। প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বাজার আছে।
এখানকার আমদানী জরোয় মধ্যে ফরজাবাদের চাউল ও
চিনি এবং কতেপুরের তুলাই প্রধান। পূর্বে এখানে বহু
পরিমাণে সোরা প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন কেবল দুইখানি
গ্রামে অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এখানে বৎসর বৎসর
দুইটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

২ দলমো পরগণার প্রধান নগর ও সদর। রায়বরেলী
নগর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী তীরে, অক্ষা°
২৬° ৩’ ৩৫’’ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১° ৪’ ২০’’ পূঃ মধ্যে।

কথিত আছে যে, প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে কনৌজের
কোন রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এই স্থান অনেক দিন
ভরদিগের অধিকারে ছিল। ইহার চতুর্দিকই প্রদেশে
ভরদিগের সহিত মুসলমানদিগের অনেক কাল ধরিয়া
বিবাদ চলিয়া ছিল। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৪০০ অব্দে তুড়েরা

সুলতান ইব্রাহিম সরকি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এখানে অনেকগুলি মসজিদ ও ভক্তদিগের ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

এখানে মহাদেবের একটা মনোহর মন্দির, মুসলমানদের কয়েকটা মসজিদ এবং একটা সরাই আছে। পদ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া, রায়বরেলীর মধ্য দিয়া লক্ষ্যে পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা গিয়াছে। এখানে তিনটা দ্বি-সাপ্তাহিক হাট বসে। থানা, ডাকঘর, গবর্মেণ্টের ইংরাজী বাঙ্গালা বিজ্ঞালয় এবং শাখা ওষধালয় আছে। কার্তিক সংক্রান্তিতে এখানে প্রতি বৎসর একটা বৃহৎ মেলা হয়। সমস্ত দলমৌ পরগণা একজন মুন্সেফের অধীন।

দলন (ক্ৰী) দল-করণে লুট। ১ ডেলা, লোষ্ট্র। ২ মর্দন।

দলসারিণী (ক্ৰী) সারোহস্ত্যস্তাঃ সার-ইনি ভীপ্ চ, দলে সারিণী। কেমুক, কেউগাছ।

দলসূচি (পুং) দলস্ত সূচিরিব। কটক, কাঁটা।

দলস্থ (ত্রি) দলে তিষ্ঠতি ষ্টা-ক। দলভুক্ত।

দলশ্রাসা (ক্ৰী) দলস্ত শ্রাসা ভতৎ। পত্রশিরা।

দলাক্রান্ত (ত্রি) দলে আক্রান্তঃ। দলস্থ, দলভুক্ত।

দূজাটক (পুং) দলৈরাটক ইব। ১ স্বয়ংজাত তিল বৃক্ষ।

২ পূমী, গৈরিক, গিরিমাটি। ৩ নাগকেশরপুষ্পবৃক্ষ,

নাগেশ্বর। ৪ কুন্দপুষ্প বৃক্ষ, কুঁদফুল। ৫ করিকর্ণ বৃক্ষ,

হস্তিকর্ণ পলাশ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। ৭ বাত্যা। ৮ মহন্তর।

৯ ফেন। ১০ ঘাতক। ১১ মাছত। ১২ কুজিকা, জলের পানা।

দলাঢ্য (পুং) দলেন ভেদেন আঢ্যঃ। পক্ষ, কর্কট, দলদলে পাতলা কাদা।

দলাদলি (দেশজ) পক্ষাপক্ষ বিবাদ।

দলান (দেশজ) মর্দন, পদদ্বারা পেষণ, মাড়ান।

দলামল (ক্ৰী) দলেন অমলং। ১ মরুবক বৃক্ষ, মরুয়া ফুল।

২ মমনক বৃক্ষ, দোনা। ৩ মদন বৃক্ষ, ময়না গাছ। (শব্দরং)

দলাল (ক্ৰী) দলেষু অল্লা রসো যন্ত। চূক্রশাক, চূকপালঙ, টুকপালঙ।

দলাহুয় (ক্ৰী) দল ইতি আহুয়ো যন্ত। পত্রক, তেজপাতা।

দলি (পুং-ক্ৰী) দলাতে ইতি দল-ইন্। (সর্গধাতুভ্য ইন্। উণ ৪।১১৭) লোষ্ট্র, ডেলা।

দলিক (ক্ৰী) দলাতে ভিভতে দল-ইন্ সংজ্ঞায়াং কন্। কাঠ।

দলিকোট, স্বাধীন সিকিমের দক্ষিণে নেচু ও দেচু নদীর পশ্চিম, তিস্তানদীর পূর্বভাগে অবস্থিত একটা পার্বত্য উপবিভাগ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ফ্রান্সের বুদ্ধবাজার ফলস্বরূপ এই প্রদেশ ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। এখন ইহা দার্জিলিং প্রদেশের

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই স্থানের নাম এখন কালিমঙ্গ হইয়াছে।

অধুনা এই মহকুমা তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছে— ১ কৃষকদিগের জন্য একভাগ। ইহার ৩০০০ একর জমি জরিপ হইয়া দশবৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইয়াছে। ২ একটা বন ও সিন্ধুকোনা চাষের জন্য গবর্মেণ্টের খাস জমি। ৩ চা চাষ করিবার জন্য ২০০০ একর জমি।

কালিমঙ্গ (দলিকোট) ছোট একটা বাজার এবং মহকুমার কার্যালয়াদি আছে। তিস্তা নদীর উপর একটা সেতু নির্মিত হওয়ার সকল ঋতুতেই পশ্চিমদিক হইতে এখানে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে বলিয়া লোকমুখে ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। পরিমাণফল ৪৮৬ বর্গমাইল।

দলিত (ত্রি) দলমস্ত জাতঃ দল-তারকাদিভাদিত্। ১ প্রকৃতিত, প্রকৃত। ২ খণ্ডিত, কণ্ডিত। ৩ বিদীর্ণ, ছিন্ন।

“দলিতকুচনখামঙ্গপালীঃ রচয় মমাস্তমুপেত্য পীবরোহ।” (প্রবোধচন্দ্রোঃ ২।৩৫)

৪ ডাউল।

দলিন্ (ত্রি) দল স্থাদিভাৎ মতর্থে ইনি। দলযুক্ত। ত্রিমাং গীপ্ দলিল (পারসী) সম্বাস্তনির্দেশক পত্র। মোকদ্দমা সংক্রান্ত পত্র।

দলীপসিংহ, পঞ্জাবকেশরী রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গবর্নরজেনারল লর্ড অদলও সহিত মহারাজ রণজিতের সাক্ষাতের প্রায় তিন মাস পূর্বে দলীপ ভূমিষ্ট হন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর পঞ্জাব রাজ্য প্রভুত্বপ্রয়াসী অর্থগুরু শিখাচদের তত্ত্বাবধায় বিভাবিকাপূর্ণ হইয়া পড়ে। রণজিৎ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যা শয়ন করেন, আর দলীপ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই ৫ বৎসরের মধ্যে রাজ্যশাসনক্ষমতা হারা হস্তে প্রাপ্ত হইয়াছে। দলীপ বলিতে গেলে ভারতের শূন্য স্বাধীন ভূপতি। দলীপের জীবনীর প্রারম্ভে দলীপখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন পঞ্জাবের কিরূপ দাব্য অহায পর্য্যালোচনা করা উচিত।

রণজিতের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খজা সিং রাজ্যাসনে উপবেশন করেন, কিন্তু অকর্মণ্যতা ও ক্রিয়াকলাপে নিম্ন রাজ্যভার বিজ্ঞ ধ্যানসিংহের হস্তে না রাখিয়া চৈতন্যসিংহ নামক অনৈক মূর্খ, দান্তিক চাটুকারের করে সমর্পণ করেন। খজা সিংহের পুত্র নবনেহাল সিংহ অকর্মণ্য পিতার কণ্ঠ পূজা। তিনি ধ্যানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া চৈতন্যসিংহের কবল হইতে পিতাকে রক্ষা করেন।

অতঃপর কার্য্যতঃ নবনেহাল সিংহই পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। খজাসিংহের শবদাহ করিয়া নবনেহাল গৃহে প্রত্যাবর্তন-কালে বিশ্বাসঘাতক চক্রীর চক্রেই হউক বা পঞ্জাবের অদৃষ্ট চক্র পরিবর্তিত হইবে বলিয়াই হউক পশ্চিমধ্যে নিহত হন। তাহার নিধনে নবনেহাল সিংহের জননী চাঁদকুমারী রাজ্য-ভার আপন করে গ্রহণ করেন। ধ্যানসিংহ তাঁহার অধীনে রাজ্যের শাসন-সচিব পদে স্থাপিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি সেরসিংহের সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেরসিংহ রণজিৎ সিংহের পুত্র, কিন্তু রণজিৎ কখন তাঁহাকে ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ধ্যানসিংহের ভ্রাতা গোলাব সিংহ ও সূচত সিংহ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারা সেরসিংহের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়াই রাণী চাঁদকুমারী সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেরসিংহ রাজ্য হাতে লইয়া বিপর হইলেন। তাঁহার জোয়ালাসিংহ নামে একজন প্রিয় সর্দার ছিলেন। রাজ্যাপত্তি-বিষয়ে সহায়তা করায় জোয়ালা সিংহ সেরসিংহের আবও প্রিয়পাত্র হইলেন, সুতরাং তিনি কুটনীতিবিশারদ প্রভুপ্ররাসী ধ্যানসিংহের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া নিহত হইলেন। সেরসিংহ লেহনাসিংহ নামক একজন সিদ্ধনওয়ালা সর্দারকে বন্দী করিয়া তাহার সম্পত্তিস্বরাষ্ট্রভুক্ত করেন। কিছু কাল পরে লেহনাসিংহকে মুক্তি দান করিলে তাহার ভ্রাতা উত্তরসিংহ ও ভ্রাতুষ্পুত্র অজিতসিংহ রাজদরবারে সম্মানিত হইলেন। এখন এই উত্তরসিংহ ও অজিতসিংহ ক্ষমতা অর্জন ও প্রতিশোধ প্ররাসী হইয়া ধ্যানসিংহ ও সেরসিংহের মধ্যে অবিখ্যাসের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল। সেরসিংহ নিজ কক্ষে খসিয়া মল্লদিগের ক্রীড়া কোতুক দেখিতে ছিলেন, অজিত সিংহ একটা বন্দুক দেখাইবার ছলে গৃহে প্রবেশ করেন। সেরসিংহ বন্দুক গ্রহণাভিলাষে হস্ত বিস্তার কুরিবামাত্র ঘিনালিক বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে প্রবেশ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূশায়ী হইলেন। পরে লেহনাসিংহ সেরসিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রতাপসিংহকে হত্যা করিল। ধ্যানসিংহ চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ধ্যানসিংহের হত্যার সময়ে লেহনাসিংহ উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ধ্যানসিংহের স্বযোগ্যপুত্র হীরা-সিংহ ও সূচতসিংহকে রাজধানীতে আনাইয়া এককালে তিনজনের বধকার্য্য সম্পাদন করিবেন। সে আশায় নিরাশ হইয়া এখন তিনি ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলেন।

হীরাসিংহ তৎকালে নিজ সেনাবাসে অবস্থিতি করিতে

ছিলেন। হীরাসিংহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে, মহারাজ সেরসিংহের মৃত্যু হেতু পরামর্শ করিবার জন্য রাজা ধ্যানসিংহ সূচতসিংহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা ধ্যানসিংহের হস্তশিখিত অমুজ্ঞাপত্র ভিন্ন যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহাতে বশপ্রয়োগে লইয়া যাইতে প্রায় ৫০০ সৈন্ত উপস্থিত হইল। হীরাসিংহও গনিজ দলবল লইয়া উপস্থিত হইলেই তাহারী পলায়ন করিল। সেরসিংহের হত্যার কথাই হীরাসিংহের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ধ্যানসিংহের নিধনবার্তা তিনি জানিতেন না। একঘণ্টা পরে এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিল। তিনি তখন শিখ সর্দারদিগকে আহ্বান করিয়া, পিতৃনিধনবার্তা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেরসিংহের সময় হইতেই শিখসৈন্ত প্রভু প্ররাসে অগ্রসর হইয়াছিল। রাজ্যশাসন ও পরিচালন বিষয়ে শিখ সর্দারগণ পঞ্চায়েৎ করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিত। এই দুর্দমসদয় উচ্ছ্রাল জাতিকে নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি তখন কেহই ছিল না। রণজিতের মৃত্যুর পর খজাসিংহের পরিবর্তে যদি নবনেহালসিংহ রাজসিংহাসনে বসিতেন, তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র হয়ত ভিন্ন দিকে পরিবর্তিত হইত, পঞ্জাবের দারুণ অধোগতি ঘটিত না। হীরাসিংহ বুঝিয়াছিলেন, খালসাসৈন্তই এখন পঞ্জাবের প্রভু; তাহাদিগের অসি বল বাহার স্বপক্ষে আছে, সেই রাজা; সেই জন্যই তিনি শিখ সর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, সেই জন্যই খালসাসৈন্তের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

খালসাসৈন্ত এ পর্য্যন্ত স্ববুদ্ধিপরিচালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছে। অকর্ম্মণ্য সেরসিংহের মৃত্যুতে তাহার বিশেষ ক্ষুতি গণনা করে নাই, কিন্তু কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধ্যানসিংহের হত্যাতে তাহার সিদ্ধনওয়ালা সর্দারদিগের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া হীরাসিংহের সহায়তা করিতে অস্বীকার করিল।

ইত্যবসরে অজিতসিংহ পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দলীপকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া আপনি উজীর হইয়া বসিলেন। হীরাসিংহ করাসী সেনাপতি ভেঙ্কুরা ও আবেটাবেলির সাহায্যে লাহোর অবরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। লেহনাসিংহ ও অজিতসিংহ দলবল সহ নিহত হইলেন। কেবল উত্তরসিংহ দলবল সহ শত্রু পার হইয়া ইংরাজরাজ্যে গিয়া প্রাণরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধ জয় করিয়া হীরাসিংহ সৈন্তগণকে একমাস মাহিনা বকশিশ করিলেন ও ভবিষ্যতে তাহাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিবেন স্বীকার করিলেন। লাহোর অধিকারের পর চতুর্থ দিবসে শাসন ও সৈনিকবিভাগের ব্যবতীয়

সম্রাট ব্যক্তির সমক্ষে ও অল্পমতিতে মহারাজ রণজিতের একমাত্র জীবিত পুত্র পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলীপের রাজ্যভার গ্রহণ বিধোষিত হইল। হীরাসিংহ উজীর হইলেন।

মহারাজী বিন্দন দলীপের গর্ভধারিণী। 'পত্নীগণ মধ্যে বিন্দনই মহারাজ রণজিতের প্রিয়তমা মহিষী। তিনি ইহাকে 'মাঃ বুধঃ' অর্থাৎ, 'স্বামীর আদরিণী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। চরিত্র-দোষে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি স্নেহ বীৰ্য্যবতী ভেজবিনী ছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের লেখনী বলে ইনি অযথা কলঙ্কিত হইরাছেন।

সুচেতসিংহ মহারাজী বিন্দনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। হীরাসিংহ উজীর থাকিবে, সুচেতসিংহ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মহারাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজীও তাহাতে যোগ দিলেন। গোলাবসিংহ এই সময়ে অসুস্থ হইতে লাহোরে আসিলেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া হীরাসিংহ সৈন্যগণের প্রিয় হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার 'সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন জবাহিরসিংহ মহারাজকে হস্তগত করিয়া সৈন্যদিগের সম্মুখে দলীপ ও তাঁহার মাতা হীরাসিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতেছেন, এ কথা জানাইলেন ও সম্রাট ইহার প্রতিবিধান না হইলে তিনি বালক মহারাজকে লইয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এ কথাও বলিলেন। মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর হইতে ইংরাজেরা লাহোর দরবারের সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্নমেন্টের সহিত মহারাজ রণজিতের প্রথম সন্ধি হয়। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ইংরাজরাজ, রণজিতসিংহ ও আফগানিস্থানের অধিপতি শাহজাদার মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয়, এই সন্ধিতে সিন্ধু দেশের আমীরগণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইংরাজরাজ সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সিন্ধুদেশ আত্মসাৎ করিলেন। আফগান বুদ্ধ শেষ হইলে ইংরাজসৈন্য পঞ্জাবের ভিতর দিয়া প্রত্যাগমন করিবার অল্পমতি চাহিল, তখন নবনেহালের করেই কর্তৃত্ব সমর্পিত। লাহোর দরবার অসুগ্রহ করিয়া সেবারের মত অসুজ্ঞা প্রদান করিলেন। অল্পকাল পরেই শাহ সুজার রক্ষার্থ পুনরায় আফগানিস্থানে রসদ ও সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল—লাহোর দরবারের সম্পূর্ণ অনতিমতে পঞ্জাব প্রদেশ দিয়া সৈন্য প্রেরিত হইল। এই সময়ে লাহোরের দুর্য্যুক্ত উদ্ধত প্রকৃতি রেসিডেন্ট ওরেন্ড সাহেবের ব্যবহারে শিখাতি ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল, গবর্নর জেনার

ল লর্ড অক্‌ল্যান্ড তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া শিখদিগকে শাস্ত করিলেন। পরে পেশাবর লইয়া গোলামোগ বাঁধিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপক্ষে পেশাবরে রণজিতের অধিকার সাব্যস্ত হয়। এখন শাহজাদা পেশাবর দাবি করিলেন, ইংরাজ তাঁহারই পোষকতা করিলেন। এই সময়ে শাহজাদার পুনরায় বিপদ উপস্থিত, ইংরাজকে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল, পঞ্জাবের ভিতর দিয়া পুনরায় বাহিনী চলিয়া গেল। সেরসিংহ তখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, কিন্তু শিখ সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা তাঁহার সাধ্যারত্ত ছিল না। এই সময়ে গবর্নর জেনারেল 'এজেন্ট সেরসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি দাম সহস্র সৈন্য লইয়া অবাধ্য শিখদিগকে দমন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তদ্বিন্যময়ে তাঁহাদিগকে নগদ চলিশ লক্ষ সূতা ও শতক্ৰর দক্ষিণহু প্রদেশগুলি দিতে হইবে। সেরসিংহ সম্মত হইলেন না। কিন্তু একথা গোপন রহিল না। ইহার কিয়ৎকাল পরেই এজেন্ট মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে, লাহোর দরবারের সহিত তাঁহার আর কোন রূপ সন্ধি হুজ্রে আবদ্ধ নহেন, এবং তাঁহার পেশাবর দখল করিবেন। কথামত কার্য্যও হইল। ইহার কয়দিন পরেই শাহ সুজার পরিবারবর্গ কাবুলে বাইতেছিল, মেজর ব্রডফোর্ট তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়া বাইতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে কতকগুলি শিখসৈন্য প্রেরিত হয়, ঘটনাক্রমে তাহারা মেজর সাহেবের সংশয়ের কল্যাণে শত্রু বলিয়া বিবেচিত হয়। সোভাগ্যক্রমে ইহার ফল যত্ন ও রক্তের হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা হইল, বাগার অগ্নেই মিটিয়া গেল। গোলামোগ মিটল বটে, কিন্তু ইংরাজ শিখদিগের অধিকতর ঘৃণাভাজন হইলেন। ইহার কয়দিন পরেই ইংরাজ আফগানিস্থান হইতে তাড়িত হইলেন। শিখ সৈন্তের আত্মকূল্যে ও গোলাবসিংহের সহায়তার ইংরাজ পুনরায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে সন্ধিমতে নিষিদ্ধ হইলেও ইংরাজ কিরোরপুত্র প্রভৃতি অনেক স্থানে সৈন্তসমাদেশ করিয়াছিলেন। নির্ধনের ইংরাজের কৌশল ভাল দেখিত, বুঝিত, আর ইংরেজের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা বিশৃঙ্খল পরিবর্তিত হইত।

এই সকল কারণে শিখসৈন্য জবাহিরসিংহের এতদূর বড় ভাল বলিয়া বুঝিল না। সম্রাট রাজি ধরিতা পরামর্শ হইল, হীরাসিংহের অসুচরিত্রাও সৈন্যদিগকে অনেক কষ্ট বুঝাইল। পরামর্শ স্থির হইল যে, সুচেতসিংহ ও জবাহির সিংহ রাজ্যের শত্রু। হীরাসিংহ প্রত্যাবেই জবাহির সিংহ

নিকট হইতে বালক মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়া মহোৎসবে নগরে প্রবেশ করিলেন। জবাহিরসিংহ কারাগারে নিকিপ্ত হইলেন—মহারাজের মাতুল বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইল না। গোলাবসিংহ লাহোরেই ছিলেন। সূচেসিংহ ও হীরাসিংহে কখনও মিল বা একমত হইবে না বুঝিয়া, তিনি সূচেসিংহকে সঙ্গে লইয়া জম্মুভাড়া করিলেন। মহারাজ রণজিতের কান্দীরাসিংহ ও পেশোরাসিংহ নামে আর দুইটা পুত্র ছিল, কিন্তু তাহাদিগকে তিনি নিজ ঔরস পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে তাহার লাহোর সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। হীরাসিংহ ও গোলাবসিংহ উভয়ে মিলিয়া তাহাদিগকে শিয়ালকোট অবরোধ করেন। খালসাসৈন্ত রণজিতের নামেই এত ভক্তি করিত যে রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা তাহাদিগের মনঃপুত হইল না, হীরাসিংহের একরূপ যুদ্ধযাত্রা এবং তাহাদিগের মনে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। পরে হীরাসিংহ উভয় ভ্রাতাকে নিরাপদে বাইতে দিলেন, তাহার পক্ষাঘাত চলিয়া গেল। এই সময়ে জবাহিরসিংহ কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সূচেসিংহ অবশ্য গোপনে এ বিষয়ে সহায়তা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সহসা সূচেসিংহ অতীষ্ট সাধনার্থ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। হীরাসিংহ সতর্ক ছিলেন, খালসাসৈন্তকে পুরস্কার অঙ্গীকার করিলেন, তাহার হীরাসিংহের বশ হইল, সূচেসিংহ যে তরসায় আসিয়াছিলেন, তাহা সমূলে নির্মূল হইল, তিনি অনন্তগতি হইয়া একটা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও শিখসৈন্ত কর্তৃক সদলে বিনষ্ট হয়।

সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ শতক্রুর পরপারে পলাইয়া হীরাসিংহের ক্রোধ হইতে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখন স্বযোগ বুঝিয়া শতক্রুর পার হইয়া বিজোহী বাবা বীরসিংহের সহিত যাত্রা মিলিত হইলেন। বাবা বীরসিংহ যাবণা করিলেন যে, পঞ্জাব রাজ্য বস্ততঃ শিখগুরু গোবিন্দসিংহ রাজ্য, দলীপ এখন বালক; হীরাসিংহ রাজমন্ত্রিরূপ উচ্চপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, আর সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ সে কার্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই সকল কথা তুলিয়া খালসাসৈন্তের নিকট পত্রাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। কান্দীরাসিংহ ও পেশোরাসিংহও এই বিজোহে যোগ দিলেন। বিজোহনামার লাহোর হইতে স্বয়ং সৈন্ত প্রেরিত হইল। উভয় একে দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে বাবা বীরসিংহ, সিন্ধনওয়ালা উত্তরসিংহ, কান্দীরাসিংহ প্রভৃতি বীরশয্যায় যত্ন করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া পেশোরাসিংহ

লাহোর দরবারে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে হীরাসিংহ নিকপ্ত হইলেন। তাহার শত্রুকুল দমিত হইল, বিজোহ প্রশমিত হইল, যে-প্রভুত্বের প্রত্যাশায় তিনি আপন পিতৃব্য সূচেসিংহকেও বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এতদিনে সেই প্রভুতা তাহার করায়ত্ত বলিয়া বোধ হইল।

অন্তবিজোহ রাজ্যনাশের একটি প্রধান কারণ। এই সময় যদি আর অন্তবিজোহ উপস্থিত না হইত, বিপদ পরিপূর্ণ হীরাসিংহ ও তাহার অমুচরবর্গ যদি এই সময় ক্ষমতা মদে মত্ত না হইয়া বীরচিত্তে সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া কার্য করিতেন, তাহা হইলেও হয়ত শীঘ্র পঞ্জাব ইংরাজকরায়ত্ত হইত না। বাহা ঘটিল, তাহা হীরাসিংহ ও তদমুচরের কৃত কর্মের ফল।

পণ্ডিত জালা হীরাসিংহের বাল্যগুরু। জালা উচ্চ-শ্রদ্ধাব, ক্ষমতাপ্রিয়, ক্রুরকর্মী। হীরাসিংহ এই ব্যক্তির করে ক্রীড়াপুতলী মাত্র ছিলেন। হীরাসিংহের অভ্যুদয়ের সহিত ইহারও মাত্র বৃদ্ধি হয়। তিনি যে পরিমাণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, তাহার চতুর্গুণ হঠকারিতা প্রদর্শন করিতেন। তাহার বিরুদ্ধে খালসাসৈন্ত অনেকবার হীরাসিংহকে সতর্ক করিয়া দেয়, কিন্তু হীরাসিংহ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ নিরাকরণ করা তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। যে কারণেই হউক, হীরাসিংহ প্রতিবিধান করিলেন না দেখিয়া, তাহার প্রতি শিখসৈন্তগণের বিতৃষ্ণা জগিতে লাগিল। জালা দরবারে বসিয়া বৃকসর্দার ও সামন্তরাজগণের অবমাননা করিতেন। এইরূপ অবমানিত হইয়া বৃক মাজিতিয়া সর্দার লেহনাসিংহ হরিদ্বার যাত্রাবন্দে লাহোর ত্যাগ করিলেন। মহারাজী বিন্দনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জবাহিরসিংহ এখন অমৃতসহরে থাকিয়া হীরাসিংহের বিরুদ্ধে ডাই, অকালী প্রভৃতি রণচণ্ড সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতেছিলেন। লাহোর-দরবারে এক লালসিংহ বাতীত অল্প ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিল না। সে ক্ষমতাও হীরাসিংহের দত্ত নহে, রাজী বিন্দন লালসিংহকে স্বেচ্ছ করিতেন, সেই শক্তিতেই লালসিংহ শক্তিমান ছিলেন।

জবাহিরসিংহ অমৃতসহরে অভিলাষাহুবারী কার্য শেষ করিয়া লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে উক্ত খালসাসৈন্ত তাহার সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিল। মহারাজী বিন্দন ও লালসিংহও হীরাসিংহের সর্বনাশের চেষ্টায় জাল পাতিয়া স্বযোগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্বযোগ মিলিল।

মহারাজী ছিলেন পুত্রের মঙ্গলকামনায় একদিন দান করিতে ছিলেন, এই সময়ে জালা, তাঁহাকে, অপদস্থ ও লাঞ্চিত করেন। জবাহিরসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিন সৈন্যদলে মিলিত হইয়া হীরাসিংহের নিকট জালা পণ্ডিতকে প্রার্থনা করিলেন। হীরাসিংহ পণ্ডিত জালাকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। গোল-যোগের সম্ভাবনা থাকিলেও বিশেষ কিছু ঘটিল না, কিন্তু হীরাসিংহ বুঝিলেন, তাঁহার কালপূর্ণ হইয়াছে; এখন পলায়ন ব্যতীত উপায় নাই, লাহোরে থাকিলে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে। তিনি সদলে লাহোর ত্যাগ করিলেন। জবাহিরসিংহ সসৈন্যে তাঁহার অমুসরণ করিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে হীরাসিংহ সদলে নিহত হন। বহুকালের পর জবাহিরসিংহের মনস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি উজীর হইলেন।

হীরাসিংহ তাঁহার পিতা ধ্যানসিংহের মত সর্বশূণ্যে গুণবান না হইলেও বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কঠোর ছিলেন। নানা গোল-যোগের মধ্যেও যে, তিনি তাঁহার ক্ষমতা এতদিন ধরিয়া অপ্রতিহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। তাঁহার ধর্মলাভেচ্ছা প্রবল ছিল। রণজিতের মৃত্যুর পর গোলাবসিংহ গাড়ী বোঝাই করিয়া ধনরাশি জম্মুতে লইয়া যান। হীরাসিংহ উজীর হইয়াই প্রায় চল্লিশলক্ষ মুদ্রা গোপনে রণজিতের কোষাগার হইতে আত্মসাৎ করেন। ধ্যানসিংহের মৃত্যুর পর যদি সিদ্ধন-ওয়ালাদিগের হাতে রাজ্যভার থাকিত, তাহা হইলে এই ধন কোষাগারেই থাকা সম্ভাবিত ছিল, শিখযুদ্ধের সময় এই অর্থ দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইত। আরও নানা অন্তর্বিগ্রহে অর্থক্ষতি ও সৈন্যক্ষয় হইত না। খালসাসৈন্যের অপিমৃশ্কারিতায় হীরাসিংহ উজীর হইলেন, আর রাজ্যে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, নানা গোলযোগ চলিতে লাগিল। তবে এই খালসাসৈন্যের ভয়ে হীরাসিংহকে সতর্ক হইয়া চলিতে হইত, নহিলে তাঁহার প্রভুত্বপ্রয়াসিতা ও অর্থগুণ্ডিতা দ্বারা শাসন সর্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না। বলিতে গেলে, এই বংশের প্রভুত্বই পঞ্জাবরাজ্যের সর্বসম্পদের অন্ততম হেতু।

জবাহিরসিংহ এ কথা বুঝিয়াছিলেন। উজীর হইয়াই তিনি গোলাবসিংহের নিকট তিনলক্ষ টাকা ও মৃত স্নেহ-সিংহ ও হীরাসিংহের সম্পত্তি দাবি করেন। গোলাব-সিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া খালসাসৈন্যের শরণাপন্ন হন ও তাহাদিগকে অকাতরে অর্থ দান করেন। কিন্তু তিনি

সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তাঁহাকে লাহোরে আনিয়া হইল। এখানে তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ ৬৮০০০০ টাকা তাঁহার ভ্রাতা জাহাঙ্গীর ব্যতীত অল্প সকলই ফিরাইয়া দিবে হইল। এইরূপে নানাবিধ ক্ষতি সহ্য করিয়া তাঁহাকে জম্মুতে ফিরিতে হইল।

গোলাবসিংহের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া এখন মূলতান শাসন অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িল। মূলতানের এই ইতিহাস দিতে হইতেছে, কারণ এই মূলতানে যে আঁ প্রথম প্রধুমিত হয়, সেই অধিতেই পরে পঞ্জাব ভ্রান্ত্যুক্ত হয়। মূলতান পূর্বে মুসলমান শাসনকর্তার অধীনেই ছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিত ইহা প্রথম আক্রমণ করেন, কিন্তু বিফল প্রয়াস হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। অনেক চেষ্টার পর রণজিৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মূলতান অধিকার করেন। এই সময়ে বিখ্যাত প্রকাণ্ড কামান জম্মুমা এইখানে ব্যবহার করা হয়। জম্মুমা এখন লাহোর মিউজিয়মের সমুদয় রক্ষিত আছে। মূলতান অধিকার করিয়া শিখরাজ এক ব্যক্তিকে নবাব নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় হইতে প্রতিবৎসর নিয়মিত কর লাহোরে প্রেরিত হইত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে সেবানমল মূলতান নবাব হন। তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্তা হইলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরমাসে সেবানমল নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মুলরাজ মূলতানের শাসনকর্তা হইলেন। ইনি লাহোর দরবারে যথারীতি নজর-আনা প্রেরণ করিলেন না, অল্প কত দরবারের দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। এতদিন লাহোর দরবারে সৈন্য সজ্জিত হইল, এ সম্বাদে মূলরাজ ভীত হইয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ লক্ষ টাকা নজর-আনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

এদিকে অপমানে ও অর্থব্যয়ে গোলাবসিংহ জম্মু বসিয়া জালজড়িত সিংহের ভ্রাতা আপন হৃদয়তাপে আপনই দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি জবাহিরসিংহের উপর প্রতি শোধ লইবার মানসে পেশোরাসিংহের সহিত যত্ন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজসিংহের মৃত্যুর পর লাহোর দরবার বিদ্রোহে সংলিপ্ত থাকা হেতু, পেশোরাসিংহের উপর অল্প কোন দণ্ড না দিয়া কেবল তাঁহাকে লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গুজরাণ্বালায় বাস করিতে অমুমতি প্রদান করেন, তিনিও তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। গোলাবসিংহের পরামর্শে তাঁহার রাজ্যলালসা বর্ধিত হইল। সৈন্যগণের ভরসার ও বাধ্যতায় নির্ভর করিয়া তিনি লাহোরে আগমন করিলেন। রাজী ছিলেন তাঁহাকে দাবি

করিলেন। সৈন্তদলের পক্ষায়েতগণও তাঁহার প্রতি বখেট সন্ধান প্রদর্শন করিল। ইহাতে জবাহিরসিংহ চিন্তিত হইয়া সৈন্তগণকে বহল যুজ্ঞার লোভ দেখাইল। খালসাসৈন্ত এখন অর্থের বশ, তাহার অর্থে বশীভূত হইয়া পেশোরা সিংহকে বদেষে প্রত্যাঘর্ষন করিতে বলিল। বাধ্য হইয়া পেশোরাসিংহ লাহোর ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে গোলাবসিংহ পেশোরাসিংহকে হত্যা করিতে জবাহিরসিংহকে পরামর্শ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহা সহসা ঘটিল না। পেশোরাসিংহ সহসা আটকহুর্গ অধিকার করিয়া রাজ্যোপাধি গ্রহণ করিলেন। লাহোর হইতে সৈন্ত প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহার রণজিতের পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে উভয় পক্ষে সন্ধিস্থাপিত হইল। সন্ধির পরেই পেশোরাসিংহ গোপনে মৃত, কারাকন্ড ও হত হন। এ সংবাদ লাহোরে পৌঁছিলেই জবাহিরসিংহ আনন্দে উৎসন্ন হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে আনন্দপ্রকাশ করিতে নিবেদন করিল, কিন্তু বিপদ-সাগর-উত্তীর্ণ হইয়াই জবাহিরসিংহের আশা ঘুটিল। গোলাবসিংহের চরও খালসাদিগকে জবাহিরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। শিখ পক্ষায়েত জবাহিরসিংহকে দরবারে উপস্থিত হইতে আহ্বান করিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া জবাহিরসিংহ মহারাজ দলীপসিংহের সহিত একই হাতীতে আরোহণ করিয়া সৈন্তগণের সম্মুখীন হইলেন। সৈন্তগণ তাঁহার নিধনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল, সহসা দলীপসিংহকে পটমগুণে স্থানান্তরিত করা হইল ও পুরমুহুর্তে বন্দকের গুলিতে জবাহিরসিংহের জীবন-লীলা শেষ হইল। রাণী ঝিলনের বিলাপের অবধি রহিল না। সৈন্তগণ জবাহিরের মৃত্যুতেই সন্তুষ্ট হইল, অস্ত্র কোন-রূপ অহিতাচরণে এবার তাহাদের ক্ষমতা কলঙ্কিত করিল না। জবাহিরের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু কেহই আর উজীর হইতে চাহিল না। গোলাবসিংহ, তেজসিংহ প্রভৃতি সকলেই খালসাসৈন্তের ব্যবস্থারে ভীত হইয়া সচিবপদ অস্বীকার করিল। শেষে স্থির হইল লালসিংহকে মন্ত্র-সচিব ও তেজসিংহকে প্রধান সেনাপতিরূপে বরণ করিয়া, মহারানী কিম্বদন্তি রাজ্যচালনা করিবেন। এইরূপে পঞ্চাবকেশরী রণজিতের সমৃদ্ধ রাজ্য দুইজন কাপুড়ব, অকর্মণ্য চক্রীর হুতে অর্পিত হইল।

খালসাসৈন্তের প্রতাপ এই সময়ে উচ্ছলতার সর্বোচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। লালসিংহ ও তেজসিংহ উভয়েই বৃষ্টিয়াছিলেন, বতদিন খালসাসৈন্তের অস্তিত্ব আছে,

ততদিন তাঁহার কোনক্রমেই নিরাপদ নহেন। খালসা-সৈন্ত তাঁহাদের বিলাসপ্রিয়তার সাহায্য করিবে না। বৃট্টশরাজের সৈন্ত বাতীত অস্ত্র কেহই এই দোদীপ্তপরাক্রম খালসার বিনাশসাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু মনে মনে ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার দারুণ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার সে কথাতে উচ্চবাচ্য করিলেন না—জবাহিরসিংহের নিয়তি তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছিল। বীরকেশরী রণজিৎপুত্রকে যে খালসা সহজে ইংরাজের বশতা স্বীকার করিতে দিবে না, তাহা নিশ্চয়। তজ্জন্মই যত গর্হিত হউক না কেন, কোন উপায়ে খালসাসৈন্তের বিনাশই তেজসিংহ ও লালসিংহের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহার তাহারই অযোগ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

যদি খালসাসৈন্ত একরূপ উচ্ছল না হইত, যদি তাহাদের উচ্ছতপ্রকৃতি হেতু তাহার পঞ্চনদের কাষ্যপর রাজনীতিকুশল ব্যক্তিগণের উচ্ছদসাধন না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় পঞ্চনদ এত শীঘ্র বৃট্টশরাজ কর্তৃক কবলিত হইত না, হয়ত এখনও আমরা মহারাজ দলীপসিংহকে পঞ্চনদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতাম। যেমন রোমক-সৈন্তের উচ্ছলতা রোমরাজ্যের পতনের অন্ততম কারণ হইয়াছিল, পঞ্চনদের অদৃষ্টেও তদ্রূপই ঘটিল।

যে সকল কারণে শিখদিগের রাজ্যে ইংরাজ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তাহার অনেকগুলি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আবার একটু ক্ষুদ্র কার্য হইয়া গিয়াছিল। অভীষ্ট সাধনে অকৃতকার্য হইয়া সুরেতসিংহ ফিরোজপুরে পলায়ন করেন; মৃত্যুকালে তথায় তিনি পঞ্চদশ লক্ষ মুজ্রা মুক্তিকাতান্ত্রের প্রোক্ষিত রাখিয়া যান। তাঁহার অনুচরবর্গ এই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া মৃত হয়। লাহোর দরবারের নিয়ম ছিল যে নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তি রাজকোষভূক্ত হইবে। রাজবিজ্রোহীর সম্পত্তিও লাহোর দরবার বাজেয়াপ্ত করিতেন। এই নিয়মামুযায়ী লাহোর দরবার সুরেতসিংহের ঐ অর্থ দাবি করিলেন। জায়গরায়ণ বৃট্টশরাজের মতে স্থির হইল, যে সুরেতসিংহ রাজজ্রোহী বলিয়া তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে পারে না, আর লাহোর দরবার যে অর্থ দাবি করিতেছেন, তাহাতে দরবারের স্বয়ং বৃট্টশ আদালতে প্রকাশভাবে বিচারিত হইবে। একরূপ নীতিবহির্ভূত আদেশও শিখগণ অগ্রমোদন করিয়াছিল। বিচার হইল এবং ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে সুরেতসিংহের অর্থে লাহোর দরবারের দাবিও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু অর্থ আর প্রত্যাৰ্পিত হইল না। তৎপরে,

সীমান্তপ্রদেশে ক্রমশঃ ইংরাজ খাঁর বলবর্ধন করিতে লাগিলেন। ওকতো ও ছলে তাঁহার ফিরোজপুর কক্ষিগত করিয়াছিলেন; সুধিয়ানা, সিবাধু, আদালা প্রদেশেও সৈন্যসংস্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধুদেশও তাঁহাদের কবলগত হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজের ২৫০০ সৈন্য ছিল, তাহা ক্রমে ৩২০০০ সৈন্যে বর্দ্ধিত হয়। আবার মিরাতেও প্রায় ১০০০০ সৈন্য রক্ষিত ছিল। ইহাতেই শিখদিগের মনে সন্দেহ বর্দ্ধিত হয়, যে স্বরাষ্ট্ররক্ষণ ইংরাজের অভিপ্রায় নহে, নিকটস্থ রাজ্যগুলি গ্রাস করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। ইহার উপর আবার রণজিৎ রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া প্রকাশভাবে বাদামুবাদ হইত। সার উইলিয়ম মেক্টেন্ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রণজিৎের পৌত্রের মৃত্যুর পর পেশাবর শাহমুজাকে অপিত হইবে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মেজর ব্রডফুট সীমান্তপ্রদেশে বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে পাতিয়ালা প্রভৃতি লাহোরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যগুলি ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করিল, স্ততরাং ঐ গুলি দলীপসিংহের মৃত্যুর বা রাজ্যচ্যুতির পর বৃটিশাধিকারে আসিবে। এই সময়ে শতজর উপরে নোসেতুনির্মাণার্থে যে নৌকাগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই নৌকাগুলি সমস্ত সৈন্যরক্ষিত হইয়া ফিরোজপুরাভিমুখে প্রেরিত হইল। মূলতানের শাসনকর্তা মুলরাজের সহিতও ব্রডফুটের গোপনীয় ভাবে চিঠিপত্র চলিতেছিল। সিন্ধুবিজেতা সার চার্লস নেপিয়রও বলিয়াছিলেন যে ইংরাজকে পঞ্জাব প্রবেশ করিতেই হইবে। এই সকল কারণে শিখজাতি বুঝিল, ইংরাজের সহিত সময় অবশ্যস্তাবী হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্বকামী বিখাসদ্বাভক সচিবস্বর এই অগ্নিতে হুতসংযোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সীমান্তপ্রদেশে তদানীন্তন গবর্ণরজেনারেল লর্ড হার্ডিজের ক্রুত আগমনবার্তা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য বিবেচনায়, ১৭ই নবেম্বর শিখজাতি ইংরাজের বিরুদ্ধে গণঘোষণা করিল। ১১ই ডিসেম্বর তাঁহার শতজর পার হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের নিকট সেনাসমাবেশ করিল। এইরূপে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মুর্খি ফিরোজসহর, বদোয়াল, আলিবালা, ও সোবরাহান ক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ যুদ্ধ হইল। শিখসেনাপতিগণের মড়ক মহাবীর শিখগণ পরাস্ত হইল। ইংরাজ সৈন্য শতজর অপর পারে ধাবিত হইলেন। গবর্ণরজেনারেল হার্ডিজ কসুর হইতে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৮৪৬ খৃঃ অঃ) ঘোষণা করিলেন, 'যে অবধি শিখগণ ইংরাজরাজের সহিত

তাঁহাদের সন্ধি-ভঙ্গ নিমিত্ত সমুচিত দণ্ড না দিবে, ততদিন পঞ্জাব ইংরাজের অধিকারে থাকিবে।'

সোবরাহানে জয়লাভের পরই যে ইংরাজ এক শীঘ্র শত্ৰু উত্তীর্ণ হইয়া লাহোর অভিমুখে উপস্থিত হইবে, তাহা শিখগণ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন বড়লাটের ঘোষণা শুনিয়া লাহোর-দরবার অতিশয় চিন্তিত হইলেন। বাহাতে ইংরাজ সৈন্য সহসা লাহোরে না আসিতে পারে, তজ্জন্ত গোলাবসিংহ শীঘ্র কসুরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু বড়লাট গোলাবসিংহের কোন অমরোপ রক্ষা না করিয়া কহিলেন, 'লাহোর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তিনি শিখ দরবারের সহিত সন্ধি করিবেন না।' গোলাবসিংহ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তিনি ভাবিলেন, হয়ত শিখ দলীপসিংহকে ইংরাজ শিবিরে উপস্থিত করিলে লাহোরে ইংরাজ আগমন রহিত হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি দলীপকে লইয়া চলিলেন। তখন ইংরাজ সৈন্য কসুর পরিত্যাগ করিয়া লগিয়া পার হইয়া আসিয়াছে, তথায় দলীপসিংহ বড়লাটের সম্মুখে আনীত হইল। মহামনা হার্ডিজ সাদরে দলীপসিংহকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে নরপতি ত্রিশবর্ষ কাল অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র সড়াব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধর পঞ্চনদ শাসন করিবে, ইহা এখনও তাঁহার অভিপ্রায়।'

তৎকালে বড়লাট সর্দারগণকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, 'দলীপকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইবে; কিন্তু বিপাশা ও শতজর মধ্যস্থ সমুদয় প্রদেশ বিজেতার রাজ্যভুক্ত হইবে ও সামরিক ব্যয় স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেন্টকে দেয় কোটি টাকা দিতে হইবে।' অনেক বাগবিত্তার পর শিখ সামন্তগণ অনিচ্ছায় বড়লাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বড়লাট হির করিলেন, শিখ রাজধানীতেই সন্ধির স্বাক্ষরিত হইবে। কাজেই শিখসর্দারেরা দলীপসিংহের সহিত লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। ২০এ ফেব্রুয়ারী ইংরাজসৈন্য শিখরাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই দিনই গবর্ণরজেনারেলের আদেশে সর্ হেনরি লরেল, সর্ ফ্রেডরিক্ করি ও উইলিয়ম্ এডওয়ার্ডস্ দলীপকে সুনামের সহিত সন্মোদিত করিতে আসিলেন। মহাসমারোহে দলীপসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পরদিন প্রাসাদে এক দরবার হইল, এখানে দলীপ ও তাঁহার দরবার সাদরে ও সম্মানে গবর্ণরজেনারেলকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সদয় আচরণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। এই দরবারে বড়লাট সুবিখ্যাত কোহিনূর দেখিতে চাহিলেন। গোলাবসিংহ 'আখনি সেই মণি, আমিরা লর্ড হার্ডিজ

দেখাইলেন। শতাধিক ইংরাজ রাজপুরুষ সবিস্ময়ে ঐ অতুল হীরক দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন। ১৫ই মার্চ, শিখ দরবার ও ইংরাজের সহিত প্রথম সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি অহুসারে স্থির হয়, শিখ মহারাজ শতজর দক্ষিণস্থ প্রদেশগুলির স্বত্ব একতালে ত্যাগ করিবেন। বিপাশা ও শতজর মধ্যস্থ প্রদেশগুলি ইংরাজের হইবে। শিখ দরবার সামরিক বায় স্বরূপ ইংরাজ গবর্নেন্টকে দেড় কোটি টাকা দানে অসমর্থ হওয়ার এক কোটি টাকার পরিবর্তে আপাততঃ কান্দী ও হাজারাসমেত বিপাশা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী সমুদয় প্রদেশগুলি এবং বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিতে স্বীকৃত রহিলেন। তখন শিখরাজের অধীনে ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার পদাতি সংখ্যাবদ্ধ হইল। ব্রীটিশ গবর্নেন্টের ইচ্ছা ব্যতীত এই সংখ্যা-আর বাড়াইতে পারিবে না। ইংরাজগবর্নেন্ট শিখ দরবারের আভ্যন্তরিক রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবে যদি কোন বিষয়ের মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্রীটিশগবর্নেন্ট শিখরাজের মঙ্গল হেতু তাঁহার পরামর্শ দানে শিখ দরবারের সাহায্য করিবেন।

অল্পদিন মধ্যেই শিখদরবার সামরিক বায়ের বক্রী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিলেন, এই সময় মহারাজী বিন্দন উক্তস্বত্বাব শিখদিগের কার্যাবলীতে ভীত হইয়া গবর্নরজেনারলকে জানাইলেন, তাঁহাকে ও তাঁহার তনয় দলীপকে শিখদিগের হস্তে না রাখিয়া উভয়কে ব্রীটিশ সীমানায় কিছুটা তাঁহার সহিত কলিকাতা গবর্নেন্ট হাউসে লইয়া যাওয়াই উভয়ের মঙ্গলজনক। শিখ দরবারের প্রধান রাজপুরুষগণ মহারাজীর অগ্ররোধ মত লর্ড হার্ডিঞ্জকে অগ্ররোধ করিলেন, যেন লাহোর দরবারের রক্ষার্থ কিছুদিন রাজধানীতে ব্রীটিশ সৈন্ত অবস্থিতি করে।

১৫ই মার্চ গবর্নরজেনারলের শিবিরে এক মহাসভা হইল, ঐ সভায় দলীপসিংহ ও প্রধান প্রধান শিখসর্দারগণ উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ব্রীটিশ গবর্নেন্ট শিখরাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নন, ব্রীটিশসৈন্ত সকলেই চলিয়া যাইতে প্রস্তুত, তবে শিখ দরবারের বিশেষ অগ্ররোধে আমি লাহোরে কিছুদিন ব্রীটিশ সৈন্ত রাখিতে সম্মত হইয়াছি। গুরুতর রাজকাৰ্য্য সংশোধন ব্যাপারে ভাল মন্দ শিখ দরবারের হস্তে নির্ভর করিতেছি। আমি বশাসনা সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু শিখসর্দারগণ অবহেলা করিলে তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করিতে ব্রীটিশগবর্নেন্ট কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। লর্ড

হার্ডিঞ্জের সহপদেস্ত তুমিরা সর্দারগণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

পর দিন বড়লাট রাজপ্রাসাদে গিয়া মহারাজ দলীপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

১১ই তারিখে এক সন্ধি হইল যে, শিখ সেনার সংশোধন ও সংস্কারণ জন্য ব্রীটিশগবর্নেন্ট বর্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ ও লাহোরবাসীগণের রক্ষার্থ ব্রীটিশসৈন্ত লাহোরে রাখিবেন।

শিখরাজ্য রক্ষা হইল বটে, কিন্তু নবীন নরপতি দলীপসিংহের প্রতিনিধি স্বরূপ কে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিবে। এ সময় যদি গোলাবসিংহ মন্ত্রী হইতেন, তাহা হইলে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত না, কিন্তু শিখরাজ্যাতার যেহবদ্বিত লালসিংহ মহারাজী বিন্দনের প্রভাবে প্রধান সচিব-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মহী হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সকলের অপ্রিয় ও শিখ সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জাতিবর্ণ ও চাটুকারগণ অতিজঘড় উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক শীঘ্রই লালসিংহের অধঃপতন হইল। [লালসিংহ দেখ।]

দরবারের প্রধান সভাগণ শিখরাজ্যরক্ষণের জন্য ষ্ট্রীট দলীপের অপ্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত ব্রীটিশ গবর্নেন্টকে পঞ্জাবের শাসন ভার গ্রহণ করিতে আবেদন করিলেন। মহামনা হার্ডিঞ্জ সেই অগ্ররোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল, তাহাতে স্থির হয়, গবর্নরজেনারলের প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকিবেন। প্রত্যেক রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে, কএকজন দক্ষ ব্যক্তি রেসিডেন্টের সহকারী পদে নিযুক্ত হইবে। যাহাতে পঞ্জাববাসীগণের জাতীয় প্রাণ ও আচার ব্যবহার রক্ষা হয়, যাহাতে সমুদয় লোকের জায়মর্ত সত্য বজায় থাকে; তৎপক্ষে ব্রীটিশ গবর্নেন্টে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। রেসিডেন্টের পরামর্শ অহুসারে সভাগণ রাজকাৰ্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন মহারাজের রক্ষা ও রাজ্যের শান্তির জন্য গবর্নরজেনারল যত ইচ্ছা সৈন্ত লাহোরে রাখিতে পারিবেন। তজ্জন্ত শিখদরবার বাৎসরিক ২২ লক্ষ নুতন নানক শাহী টাকা ব্রীটিশগবর্নেন্টকে দিবেন। মঙ্গরাজ দলীপসিংহের জননী ও তাঁহার পরিচারিকাবর্ণের ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবেক। যে পর্য্যন্ত মহারাজ দলীপসিংহ নাবালক থাকিবেন, উভয় পক্ষকেই এই সন্ধিপত্রের ধারা অহুসারে চলিতে হইবেক। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহারাজ দলীপসিংহ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ

করিলে, এই সন্ধিধারা হইতে উত্তরণক মুক্ত হইলেন। ইতিহাসে এই সন্ধি ভৈরবাল সন্ধি নামে খ্যাত।

এইরূপে শিশু দলীপ ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের আশ্রিত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যতদিন ভারতে ছিলেন, ততদিন তিনি শিখরাজের উপর যথেষ্ট উদারতা দেখাইয়াছিলেন। মহামতি সর হেনরি লরেন্স ঐ সময় পঞ্চনদের শাসনভার ও শিশু দলীপের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এই মহাত্মার যত্নে শিখরাজের শাস্তি স্থাপিত হয়। ইনি দলীপকে যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করিলেও মহারানী ঝিন্দন তাহার প্রতিনিধি-সত্তার বিরোধী ছিলেন। অনেক সময় তিনি রেসিডেন্টের মতের বিরুদ্ধে ক্রন্দন করিলেও লরেন্স তাঁহার বিরোধী হন নাই। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ মহারানীর আচরণের সংবাদ পাইয়া দলীপকে তাঁহার মাতার নিকট হইতে পৃথক রাখিতে আদেশ করিলেন। দলীপ মাতা হইতে পৃথক হইলেও ইংরাজ কর্মচারীদিগকে পূর্ববৎ নম্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইলেন। বাস্তবিক লর্ড হার্ডিঞ্জ ও সর হেনরি লরেন্স জনকের জায় দলীপকে স্নেহ করিতেন ও যত্ন দেখাইতেন; কিন্তু দলীপের দুর্ভাগ্য যে অল্পদিন পরেই উক্ত দুই মহাত্মা ভারত-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থলে পররাষ্ট্রলোলুপ মার্কু হুইস্ অন্ দালহৌসি এবার গবর্নরজেনারল হইয়া আসিলেন। এ সময়ে সমস্ত ভারতে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছে। তখন সর এফ্ করি লাহোরের রেসিডেন্ট এবং সর হেনরি লরেন্সের ভ্রাতা জন্ লরেন্স বর্তমান রেসিডেন্টের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন।

তখন মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শিখ দরবারের আচরণে বিরক্ত হইয়া বিজ্রোহা হইলেন, এ সময়ে যদি রেসিডেন্ট কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্য পাঠাইতেন, তাহা হইলে সহজেই গোলযোগ মিটিয়া যাইত, কিন্তু তিনি বিজ্রোহদমনে বিলম্ব করায় পঞ্জাবরাজ্যের ভাবি অনিষ্ট-পাতের সূচনা হইল।

এই সময়েই মহারানী ঝিন্দনকে শেখোপুর দুর্গে নির্বাসিত করা হয় এবং ছত্রসিংহ নামে শিখসাম্রাজ্যের এক অতি সম্ভ্রান্ত সর্দারের কন্যার সহিত দলীপসিংহের বিবাহের প্রস্তাব রেসিডেন্ট কর্তৃক উপেক্ষিত হয়। এতদিন উক্ত ছত্রসিংহের প্রতি ইংরাজগণ অতিশয় দুর্ব্যবহার করেন। [সেরসিংহ দেখ।] উক্ত কারণে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার শিখযুদ্ধ ঘটে। ব্রীটিশগবর্নমেন্টের অনবধানতায় শিখযুদ্ধ ঘটিলেও গবর্নরজেনারল এইবার শিখরাজ্য গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধের সূচনা দেখিয়া প্রধান

সেনাপতি লর্ড গাফ্ পঞ্জাবে আগমন করিলেন। দলীপসিংহের সৌজন্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইলেন।

রামনগর, সাহিবপুর ও চিলিনওয়ালার যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণের অদ্বুত রণনিপুণ্য ও অজয়ের ব্রীটিশসৈন্যের পরাজয় দর্শনে ব্রীটিশগবর্নমেন্ট ও সমস্ত ভারত বিচলিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই সমাচার প্রেরিত হইলে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ সিদ্ধবিজ্ঞতা নেপিরারকে প্রধান সেনাপতি পদে বাকরিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। বাহা ইউক মহাবীর প্যাফের অদ্বুত রণকৌশলে গুজরাটের যুদ্ধে শিখ সৈন্যকে অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। শিখযুদ্ধে লাহোর দরবারের অধিকাংশ সর্দার যোগদান করিলেও এবং এ সময়ে পঞ্চনদ সম্পূর্ণরূপে ব্রীটিশের কায়দা খাঙ্কিলেও লর্ড দালহৌসি দলীপকে রাজ্যচ্যুত করি পঞ্জাব ব্রীটিশ শাসনাধীন করিলেন।



দলীপসিংহ।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ লাহোর রাজদরবারে শেষ অধিবেশন হয়, ঐ দিন মহারাজ বৃগজিৎসিংহের পিতৃক সিংহাসনে শেষবার অধিবেশন করিলেন। শিখ সর্দারগণ দীন হীন বেশে সত্তার উপস্থিত হইল। দলীপসিংহের সর্জনশ সাধিত হইতে চলিল। ইংরাজ পরি নিধি দলীপের রাজ্যচ্যুতি-সন্ধিপত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করি

আদেশ করিলেন। দেওয়ান দীননাথ শিশু নৃপতির প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্ত আর একবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষগণ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। অজ্ঞান শিশু দলীপসিংহ অভিভাবক ইংরাজরাজের আদেশক্রমে তাঁহার সর্বনাশ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে এইরূপ লিখিত হইল—

১। মহারাজ দলীপসিংহ তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হইয়া পঞ্জাবের সমুদয় দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিলেন।

২। 'লাহোর দরবারের ঋণ' পরিশোধার্থ দরবারের সমস্ত সম্পত্তি ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইল।

৩। কোহিনূর ইংলণ্ডের রণিকে প্রদত্ত হইবে এবং মহারাজ দলীপসিংহ নিজের, তাঁহার জাতি ও অমুচরবর্গের ভরণপোষণ চালাইবার জন্ত, কোম্পানির নিকট হইতে বাৎসরিক অনধিক পাঁচ লক্ষ ৩০ অনুন চারি লক্ষ টাকা রত্তি পাইবেন।

৪। শিখরাজ আজীবন মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর এই পদবী ব্যবহার করিতে পারিবেন। গবর্ণরজেনারল যেখানে মনে করিবেন সেইখানেই মহারাজ দলীপসিংহকে বাস করিতে হইবে।

অত্যাচারপূর্ণ শিশু মহারাজ দলীপসিংহ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। [দাল্‌হৌসি দেখ।]

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিশু দলীপ অভিভাবক কর্তৃক সর্বস্বান্ত হইলে জন লোগিন্‌নামক একজন ডাক্তার তাঁহার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত হইলেন। দলীপের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহারও বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, তখনও দলীপের দশবর্ষস্পূর্ণ হয় নাই। এই বয়সেই তিনি বেশ পারস্ত ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী শিখিতেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

লোগিনের সদয় ব্যবহারে দলীপ অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্বদাই লোগিনের সহিত থাকিতে ভালবাসিতেন। লোগিনের সঙ্গ ব্যতীত তিনি কখনও বাহিরে বেড়াইতেন না। বাস্তবিক লোগিনও দলীপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বালক দলীপ অল্পবয়সেই যেরূপ বীশক্তি পরিচয় দিয়াছিলেন, লোগিন স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—যে ইংরাজ বালকেরা এই বয়সে এরূপ দেখাইতে অক্ষম। আমোদ প্রমোদের মধ্যে দলীপ বাজ-পক্ষী শীকার ও চিত্রপটাদি অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর, গবর্ণরজেনারল দলীপ-

সিংহকে পঞ্জাব হইতে ফতেগড়ে স্থানান্তর করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় বড় লাটের আদেশমত রাজা সের-সিংহের একমাত্র সার্কি ছর বংশের শিশু কুমার শিবদেবও দলীপের সহিত স্থানান্তরিত হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দলীপ শিবদেব ও তাঁহার মাতা রাণী দম্‌হর সহিত ফতেগড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন।

গঙ্গার নিকট ফতেগড়ে এক সামান্য প্রাসাদে দলীপের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। দলীপের শিক্ষক মহাত্মা লোগিন্‌, বাটীর নিকটবর্তী বাঙ্গলাগুলি ক্রয় করিয়া তাঁহার জন্ত একটি উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন। এখানে দলীপের সহিত শিবদেবের বড়ই সৌহার্দ্য জন্মে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লোগিন্‌ দলীপের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দলীপের মত না থাকায় বিবাহ স্থগিত হইল। লোগিনের শিক্ষাগুণে দলীপ ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী রীতিনীতির অমুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। 'অম্মদিন' পরেই তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অভিলাষ জন্মিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে দলীপ হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি প্রচুরভাবে অল্পমাত্র লোকজন সঙ্গে লইয়া ফতেগড় হইতে ধূমির হইলেন। কেবল শিবদেবের মাতা তাঁহাদের সহিত না গিয়া কিছুদিনের জন্ত পিত্রালয়ে আসিলেন।

দলীপ গুপ্তভাবে গমন করিলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্ত পথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। দিল্লী, আগরা, মীরঠ, রুড়্কি, সেকন্দ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ-হরিদ্বার দর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই সময় হরিদ্বারে নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক নানাজাতীয় যাত্রীর সমাগম হওয়ায় দলীপের প্রকাশ্যভাবে গমনে গব-মেন্ট শঙ্কিত হইলেন। দলীপ অতি গুপ্তভাবে হরিদ্বারে পৌঁছিলেও কএকজন শিখ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশে চীৎকার করিয়াছিল। পাছে কোন গোলমাল ঘটে, এজন্য শীঘ্রই তাঁহাকে ইংরাজ-শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। বর্ষার প্রারম্ভে তিনি মুম্বরিতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি প্রতিদিন পদব্রজে ৪১৫ ক্রোশ পথ হাটিতেন। বসন্তকাল মুম্বরিতে অতিবাহিত করিয়া সবাঙ্কবে ফতেগড়ে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ, তিনি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। জর্ডন নদীর জলের পরিবর্তে গঙ্গাজল সিক্ত হইলেন। তাঁহার ধর্মাস্তর-গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হইল। এই সময় অনেক ইংরাজ ও এদেশীয় খৃষ্টান

দলীপের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ন হইতেই দলীপের বিলাত যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল, লোগিন্ এ বিষয় লর্ড দালহৌসিকে জানাইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কোর্ট অব ডিরেক্টরের মত পাইয়া গবর্নরজেনারেল দলীপকে বিলাত যাইতে অনুমতি দিলেন। শিবদেবও দলীপের সহিত বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে দলীপ বিলাত যাইবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। গবর্নেন্ট হাউসে গবর্নর-জেনারেল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে শিবদেবের বিলাত যাইবার বিরুদ্ধে তাঁহার অননীর করুণ আবেদনপত্র গবর্নরজেনারেলের হস্তগত হইল। কাজেই শিবদেবের বিলাত যাওয়া হইল না।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রেল দলীপসিংহ বিলাত যাইবার জন্ত জাহাজে উঠিলেন। লোগিন্ ও পণ্ডিত নেমিয়াগোরে নামে এক ব্রাহ্মণ জাতীয় খুঁদান তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। দলীপসিংহ ইংলণ্ডে জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত থাকিতেন। কাশ্মীরি কুর্ভায় মথমলের উপর স্তবর্ণখচিত কোট এবং পায়ে স্তবর্ণমণ্ডিত পেটুগেল তিনি সর্বদা ব্যবহার করিতেন। কাহার উচ্চীষে রত্নজড়িত শিরপেচ, কাণে পান্নার বীরবোল ও গলায় তিন নল মুক্তার মালা শোভা পাইত। মহারাজার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার সহিত সর্বদাই আলাপ করিতেন। এমন কি তাঁহাকে প্রায় বকিংহাম প্রাসাদে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতিমূর্তি আঁকাইতেন। একদিন এইরূপ চিত্র লইবার সময় মহারাজী ভিক্টোরিয়া বিবি লোগিন্কে জিজ্ঞাসা করেন, ‘মহারাজ কি কোহিনূর সম্বন্ধে কখন কোন কথা বলেন। এসম্বন্ধে মহারাজ যাহা বলেন, সকল কথা আমাকে বলিও।’ সুবিধা মত বিবি লোগিন্ একদিন দলীপকে বলিলেন, ‘আপনি কি কোহিনূর দেখিতে ইচ্ছা করেন?’ তাহাতে দলীপ উত্তর করেন, ‘হাঁ, আমি আর একবার হস্তে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।’

একদিন দলীপ রাজপ্রাসাদে চিত্রকরের পার্শ্বে স্থিভাবে বসিয়া আছেন, সেই সময় মহারাজী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে কোহিনূর লইয়া দলীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। দলীপ আশ্চর্য ও চমৎকৃত হইয়া কোহিনূর হস্তে লইলেন। ইংলণ্ডের দলীপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি কেন ইহা পূর্নাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে-দ্বিতীয়বা। দলীপ ধীরভাবে সেই মহামণি আলোকে ধরিয়া শিখরুজ দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, ‘ইহার জ্যোতি বাড়িয়াছে করিতে অগ্রসর আকর হাট হইয়াছে।’ এই বলিয়া নত-

ভাবে মহারাজার করে কোহিনূর অর্পণ করিয়া চিত্রকরের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। এই সময়ে তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই। মহারাজী ও আর আর সকলে তাঁহার শান্তভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

মহারাজী দলীপের আচরণে এতই প্রীতি হইয়াছিলেন যে তিনি লোগিন্কে দলীপের ইতিহাস লিখিতে অনুমতি করেন। মহারাজার পুত্রগণ ও রাজকুমারীগণও দলীপের সহিত অনেক সময় নানা প্রকার খেলা করিতেন। ক্রমে রাজকুমারগণের সহিত দলীপের সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। মহারাজী দলীপসিংহের জন্মদিন উপলক্ষে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতেন। এইরূপে ইংলণ্ডের রাজপরিবার-গণের স্নেহে দলীপ অতিসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এক সময়ে লোগিন্ তাঁহার সহিত দলীপের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। দলীপ ঐ রাজকুমারীর গুণের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাকে কখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সময়ে লর্ড হার্ডিজ ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি। তিনি দলীপকে কেন্টনগরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তথায় দলীপ ৭ দিন মহানন্দে অবস্থান করেন। বাস্তবিক ইংলণ্ডের লোকেরা তথাকার উচ্চ রাজপরিবারের জায় দলীপসিংহকেও সম্মান করিতেন।

এতদিন দলীপ নাবালক ছিলেন, শীঘ্রই সাবালক হইবেন, সাবালক হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে তাহা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। লোগিন্ এ বিষয় জানিবার জন্ত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসে লর্ড দালহৌসিকে লিখিলেন, মহারাজের ইচ্ছা ভবিষ্যতে তাঁহাকে যেন কোন ভূসম্পত্তি না দেওয়া হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সন্ধিধারামত তাঁহাকে ৫ লক্ষের ভিত্তর টাকা দেওয়া হইবে। তাঁহার পরিবারবর্গের যদি কাহার মৃত্যু হওয়ায় যে বৃত্তির টাকা বাঁচিয়াছে, ভবিষ্যতে তিনি যেন পাইতে পারেন। লর্ড দালহৌসি উত্তরে লেখেন যে, অপরের বৃত্তির টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইহার পর দলীপ বিভ্রাটর্জয় ও সংকর্ষে মন দিলেন। তিনি অমৃতসহরের নিকটবর্তী বিভ্রালয়ের ছাত্র সম্মুখকে পারিতোষিক দিবার জন্ত বাৎসরিক এক হাজার টাকা, বিলাতে নিঃস্বার্থপরোপকারীর সভায় ১০০০ হাজার টাকা ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগকে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ও তাঁহার অবস্থানকাল পর্যন্ত বাৎসরিক ২৫০০০ হাজার টাকা দানের বন্দোবস্ত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ফটলগের মেজিস্ দুর্গে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণে পরিবৃত্ত হইয়া আমোদে বাস করেন। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। দলীপ, বিলাতী ললনার প্রশংসায় মুগ্ধ হন নাই, রমণীর কুটম্বালে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। ইহাই দলীপের মহত্বের পরিচয়।

দলীপ ছই বৎসর বাস করিবার জন্ত ইংলণ্ডে আসেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স হইয়া ইতালীর রাজধানী রোমনগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মভব 'পোপ দলীপের সম্মানার্থ' রাজপ্রাসাদে যেখানে জন্মের প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত আছে, সেইস্থান আলোকিত করিতে বলিলেন। রোম হইতে দলীপ নেপলস্, পম্পির আশ্বেষগিরি বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করিয়া পরে জেনিভা নগর হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি শুনিলেন, অযোধ্যা বৃটিশাধীন হইয়াছে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলীশাহের বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি স্থির হইয়াছে, এ ছাড়া তাঁহার পরিবার-বর্গের ভরণপোষণ জন্ত বৃটিশ গবর্নমেন্টকে আরও অনেক টাকা দিতে হইবে। স্বাধীন শিখরাজ্যের অধিপতি মহাবীর রণজিৎসিংহের পুত্র ও পরিবারগণের মোট পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি হইবার পর অলস সামন্তরাজ্যের বিলাসের জন্ত বৃটিশ গবর্নমেন্ট ১৫ লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিলেন, ইহা মহারাজ দলীপের পক্ষে অপমানজনক ও অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সুব্যবস্থা হইতে পারে, এই আশায় তিনি ক্লিয়ারিং হোটেলে হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের সভাপতিকে লিখিলেন, 'দশ বর্ষ-বয়সে অভিভাবকের আদেশমত পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন অভিভাবক ও মন্ত্রীগণের পরামর্শে সক্রিয় সর্ভগুলি ভাল বলিয়াই বোধ করিয়াছিলাম। এখন ভরসা করি, আমার পূর্বপদ ও আমার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার সম্মানযোগ্য শ্রায় বন্দোবস্ত করা হইবে।' সভাপতি প্রত্যুত্তরে জানানইলেন, ভারতবর্ষ হইতে হিন্দীরা তাঁহাকে উত্তর দেওয়া হইবে, তবে সক্রিয় ধারাহুসারে তাঁহার ইচ্ছামত বাসস্থান সম্বন্ধে যে প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। মে মাসে অবধি অপেক্ষা করিয়া দলীপ আবার কোর্ট অব ডিরেক্টরগণকে তাঁহার বিষয় জানাইবেন মনে করিয়াছেন, এমন সময় (জুন মাসে) সংবাদ আসিল—ভারতে ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আর তাঁহার পত্র লেখা হইল না।

এ সময়ে উইন্ডসর ও অস্বরন রাজপ্রাসাদে দলীপের প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ হইত। যুবরাজ ও রাজকুমার আলফ্রেড আলবারটনে ছই তিনবার আসিয়া দলীপের সহিত ক্রিকেট খেলা করিতেন ও তাঁহার ফটোগ্রাফ লইতেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দলীপের নাম জ্ঞাত করিয়া বিলাত হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার মাতাকে পত্র লেখেন। তখন দলীপের জননী নেপালে ছিলেন। [বিদ্রোহ দেখ।] ঘটনাক্রমে সেই পত্র জঙ্গবাহাদুরের হস্তগত হয়। তিনি সেই পত্র নেপালের বৃটিশ রেসিডেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে সেই পত্র গবর্নরজেনারলের নিকট হইয়া বিলাতে ডিরেক্টরগণের নিকট আসিল। দলীপের হইয়া সর্জন লোগিন্ গবর্নমেন্টকে লিখিলেন, 'পত্রগুলি দলীপের নয়, জালা।'

এই সময় হইতে দলীপ মাতার বিষয় কিছু চিন্তিত হইলেন। নেমিয়াগোরে ভারতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে মাতার নিকট যাইতে অহরোধ করিলেন। কিন্তু নেমিয়া নিজে নাগিয়া এক উদাসীকে দিয়া রাণি কিল্লনের কাছে পত্র পাঠাইলেন, এ সংবাদ পাইয়া দলীপ অতি দুঃখিত হন। সর্জন লোগিন্ দলীপের হইয়া নেমিয়াকে পত্র লেখেন, 'একজন অপরিচিত লোককে মহারাজার কাছে পাঠান মহারাজের ইচ্ছা নয়। আপনি স্বয়ং গিয়া মহারাজার সহিত দেখা করিবেন ও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে কি রূপে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ কি রূপে তাঁহার কার্য্যে আসিতে পারে। নেপালে থাকাই তাঁহার পক্ষে এখন মঙ্গলজনক। যাঁহাতে ভবিষ্যতে তিনি আত্মীয় ও পরিবারবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন, মহারাজ ভারতে গিয়া তাঁহার চেষ্টা করিবেন।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ দলীপের ক্ষতগড়হু বাটীও বিদ্রোহিরা লুণ্ঠন করে, তাহাতে দলীপের ভারতে যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই নষ্ট হয়, দলীপ এ সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর, দলীপ লোগিনের শিক্ষা-ধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যে বয়সে হিন্দু রাজ-কুমারগণ সাবালক হন, তদপেক্ষা দলীপের এখন তিন বৎসর অধিক হইলেও অথবা যুরোপীয় রাজপুত্রগণ যে বয়সে সর্জন লোক হন, তদপেক্ষা এক বর্ষ অধিক হইলেও কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ জানাইলেন, 'মহারাজ এখনও সাবালক, তিনি কোন বিষয় কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম।' দলীপ তাঁহাদের

কথায় কিছু বিম্বিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সময় ভারত গবর্মেণ্ট লোগিনের বেতন বন্ধ করায়, দলীপ নিজ বৃত্তি হইতে লোগিনকে মাসিক ৪০৩/৪ দিবার অল্প কোম্পানীর সেক্রেটারীকে জানাইলেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রস্তাবে মন্থত হইলেন না।

দলীপ এখন নানাদেশ দর্শনে অভিলষী হইলেন। তিনি মহারাজি ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার আমীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ইংলণ্ড পত্রিতাগ করিলেন। রোম, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি স্থান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। রোমে কুর্গ রাজকুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিবি লোগিন ভাবিয়া ছিলেন, কুর্গরাজকুমারী দলীপের মনোহরণ করিতে পারিবেন; কিন্তু দলীপ একদিন কথায় কথায় বিবি লোগিনকে বলিলেন, 'কেবল ইংরাজরমণীই তাঁহার পত্নী হইবার যোগ্য। এ সম্বন্ধে তিনি কএকজন লর্ড কন্টার পালিগ্রাহণের আশা পাইয়াছেন।' গ্রীষ্মকালে দলীপ ইংলণ্ডে ফিরিলেন।

কুমার শিবদেব খুল্লতাতকে এক পত্র লেখেন, 'তাঁহার জননীর বৃত্তিতেই এখন অতিকষ্টে তাঁহার জীবিকানির্বাহ হইতেছে।' দলীপ শিবদেবের বৃত্তি রক্ষি করিয়া দিবার জন্য ভারতগবর্মেণ্টকে আবেদন করিলেন। অনেক বাদাম্বাদের পর শিবদেবের বাৎসরিক ৮০০০ টাকা মাত্র বৃত্তি স্থির হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে দলীপ শুনিলেন, ইংরাজি 'আইনামুসারে তিনি সাবালক হইলে বৎসরে ২৫০০০ পোণ্ড বা প্রায় সাক্ষি দুই লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইবেন। তৎপরে শুনিলেন, 'তন্মধ্যে ১৫০০০ পোণ্ড তাঁহার জীবিতাবস্থায় দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট ১০০০০ পোণ্ড মধ্যে তাঁহার জীব অল্প বাৎসরিক অনধিক ৩০০০ পোণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ইংলণ্ডের আইনামুসারে 'তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকিলে যে টাকার হ্রদ হইতে তাঁহাকে বাৎসরিক দশহাজার পোণ্ড দেওয়া হইবে, সে সমস্ত টাকা গবর্মেণ্টের হইবে।' কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাঁহার যে সম্পত্তি 'নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছুই পাইলেন না।

১লা নবেম্বর দলীপ লোগিনকে এক পত্র লেখেন, 'গবর্মেণ্ট এখনও আমার প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না, আমি অস্থির হইয়াছি। আমার ভয়, পাছে আমি অগজালে জড়িত হইয়া পড়ি। সমস্ত গবর্মেণ্টকে এ বিষয় জানান উচিত।'

ক্রমে অর্থের অনাটনে দলীপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক লেখালেখির পর গবর্মেণ্ট দলীপের সকল দাবী মিটাইবার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২০এ জাম্বারী তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ এক স্বাক্ষরিত পত্র গ্রহণ করিলেন—'তিনি জীবদ্দশায় বাৎসরিক ২৫০০০ পোণ্ড, এ ছাড়া তিনি নগদ ২০০০০ পোণ্ড প্রার্থনা করিতেছেন। উত্তরাধিকারী অভাবে এই যুদ্ধা ভারতের সাধারণ হিতকার্য্যে ব্যয় করিতে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে। ইহাতে তাঁহার সমুদয় দাবী পরিশোধ হইবে।'

ভারত সভা এই স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া ২৩এ মে 'দলীপকে জানাইলেন, '১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে স্থির যে অংশ মহারাজ পাইতে পারিতেন, তাহাতে আর তাঁহার অধিকার নাই।' বাস্তবিক বৃত্তি হইতে এ সময় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাচিয়া ছিল। ওরা এপ্রেল, দলীপ প্রজাতন্ত্রের জানাইলেন, 'সর্ চার্লস উডের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি যে পরে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তজ্জন্ম তিনি অতিশয় দুঃখিত। বৃত্তি ভোগীর মৃত্যুতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমিয়াছে, তাহান জানিয়া তিনি তাঁহার দাবী ছাড়িতে পারেন না।' প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়া গেল, দলীপ তাঁহার শেষ পত্রের আর কোন প্রজাতন্ত্র পাইলেন না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দলীপ জননীর বাস স্থানের বন্দোবস্ত ও ব্যাব্জ-শিকারের ইচ্ছায় ভারত যাত্রা করিলেন।

গবর্নরজেনারল দলীপের ভারত আসা সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিলেন না, তবে পঞ্জাবে পদার্পণ করিতে নিষেধ করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জাম্বারী মাসে দলীপ ভারতে আদিগেলেন। লোগিনকে তাঁহার বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের সহিত কথাবার্তা স্থির করিবার ভার দিয়া আসেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রাহ করেন নাই।

'দলীপ কলিকাতায় স্পেন্সার্স হোটেলে অবস্থান করেন। এখানে কুমার শিবদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দলীপ গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া মাতাকে আবার ভারত আনিলেন। বহুদিন পরে রণজিৎ-বনিতী পুত্রসুখ দর্শন করি বলিয়া ছিলেন, 'তিনি আর পুত্র ছাড়া হইবেন না।'

দলীপের ভারতবর্ষ ভ্রাম লাগিল না। ক্ষেত্রসারী দ্বারা তিনি লোগিনকে এক পত্র লেখেন, 'ভারত অতি দয়নীয় আমি এখানে আসিয়াছি বলিয়া অনুতাপ করি। নন

লোকের তাড়ার আমার এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। বৃদ্ধ অমৃতচরয়া পুরাতন কথা তুলিয়া আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিতেছে। ভারতবাসী দারুণ মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, আমার ঘৃণার পাত্র। ইংলণ্ডে যাইবার জন্য আমি সর্ব্বদা দিতে প্রস্তুত।

এই সময় একদিন কতকগুলি শিখসেনা চীনরাজ্য হইতে কলিকাতার কিরিয়া আসে। তাহারা রণজিতের পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হোটেলের চারিদিক্ বেটন করিয়া উজ্জ্বল করে দলীপকে অভিবাদন করিল। তাহাদের রাজভক্তি দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণ বিচলিত হইলেন। গবর্ণরজেনারল দলীপের পশ্চিমাক্ষরে যাওয়া বন্ধ করিলেন এবং অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন। দলীপের আর ব্যায়মুগ্ধা হইল না। তাঁহার জননীও বিলাত চলিলেন।

জুলাই মাসে সকলে বিলাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ল্যান্সাষ্টার গেটের নিকট এক বৃহৎ প্রাসাদে দলীপ ও তাঁহার জননীর বাসস্থান হইল।

জুলাই মাসে সর্ চার্লস্ উডের নিকট হইতে পত্র পাইয়া দলীপ অবগত হইলেন, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগী কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে মোট ৭৬৪২৬৩ টাকা বাঁচিয়াছিল। কিন্তু ঐ হিসাবে প্রায় একলক্ষ টাকার ভ্রম থাকার আর একখানি সম্পূর্ণ ও প্রকৃত হিসাব পাঠাইতে লিখিলেন। কএকমাস অতীত হইল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না।

জননীর প্রভাবে দলীপের ধর্ম্মভাব কমিতে লাগিল। এখন আর তিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যাইতে চাহিতেন না। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ মাতার নিকট থাকিলে দলীপ বিগড়াইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার জননীর জন্য এক পৃথক্ বাটা ভাড়া করিয়া দিলেন।

দলীপ বুঝিলেন যে ইংরাজ সহজে তাঁহার প্রতি কোন সুব্যবস্থাক্রমে প্রস্তুত নহেন, এমন কি বিনাদোষে তাঁহার মৃত্যুকেও স্থানান্তর করিলেন;—এই সকল কারণে আর তিনি তির থাকিতে পারিলেন না। মৃত্যুকে ভীরেতে পাঠাইবার জন্য অধীর হইলেন। তাঁহার ভাবী জীবনের নিরানন্দ-ময় দৃশ্য দর্শনে মর্মান্বিত হইয়া উপস্থিত শাস্তিলাভাশায় ইংলণ্ডের মোহিনী রমণীসমাজে চরিত্র কলুষিত করিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'ষ্টার অব ইন্ডিয়া' উপাধির সৃষ্টি হইলে দলীপও এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজী বিন্দন লণ্ডন নগরে আগত্যগ করেন। মাতার শোক যাইতে না যাইতে দুই মাস পরেই তাঁহার স্নেহে জনকোপম দলীপের শিক্ষাগুরু লোগিনের মৃত্যু হইল। এই উচ্চহৃদয় ব্যক্তির মৃত্যুতে দলীপ অভিযত্ন কষ্ট অমৃতব করিয়াছিলেন। কিছু দিন বিবি লোগিনকে সান্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দলীপ জননীর মৃত দেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন। জননীর শবদাহ করিয়া ভাস্মাবশেষ নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে বিসর্জনপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে ইজিপ্টের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে অবতরণ করেন। এখানে বোম্বাইয়ার নারী এক সরলা মার্কিন-বালার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সরলা বোড়ালী, মহারাজ দলীপের মহিষী হইয়াও আপনার পূর্ব্ববৎ ধীর ও শান্ত প্রকৃতি বিন্মত হন নাই। তিনি ইংলণ্ডের উচ্চ রমণী সমাজেও মিশিতে ভালবাসিতেন না; নিভৃতে পতি-সোহাগে কাটাইতে ভালবাসিতেন। তিনি আরবী ভাষা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। সুতরাং দলীপ প্রথম প্রথম স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে বিশেষ অসুবিধা অমৃতব করিতেন। তিনি পত্নীকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য এক বিবি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাজী ভিক্টোরিয়া দলীপকে সস্ত্রীক আহ্বান করিয়া তাঁহার মহিষীর শান্ত স্বভাব ও সদৃশ্যে প্রকৃতই আনন্দ অমৃতব করিয়াছিলেন।

এখন মহারাজ দলীপ আপনার পরিবারবর্গের জন্য চিন্তিত হইলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেন্ট দলীপের প্রতি কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। কেবল কূটতর্কে অতিবাহিত হইল। দলীপ আর উদ্যাস্তর না দেখিয়া সর্ জন্ লরেন্সের উপর এ বিষয়ের মীমাংসার ভার দিতে অমুরোধ করিলেন। সর্ জন্ লরেন্স ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির প্রকৃত মর্ম্ম জানিতেন; তাঁহারই যত্নে ঐ সন্ধি হয়। সর্ চার্লস্ উড দলীপের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সর্ ফ্রেডারিক করিকে লরেন্সের সাহায্য করিতে বলিলেন। রণজিৎ পঞ্চনদের রাজা হইবার পূর্বে তাঁহার কতকগুলি গৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, মহারাজী বিন্দন যখন দলীপের অভিভাবক ছিলেন, তিনি তৎকালে ঐ সম্পত্তি হইতে কর আদায় করিতেন। এখন লোগিন্ ঐ সকল সম্পত্তির বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য দলীপের পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চিন্তার পর লরেন্স ও করি যাহা স্থির করিলেন, ভারত-সভা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

সক্রিয় সৰ্ত্ত মীমাংসিত হইল না, এমন কি দলীপের পূৰ্ণ পৈতৃক সম্পত্তি ও সিপাহীবিদ্রোহে নষ্ট তাঁহার ক্ষতি-গড়হ্ স্বাবর সম্পত্তি সম্বন্ধেও কোন বন্দোবস্ত হইল না। অনেক লেখালেখির পর ক্ষতিগড়হ্ প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রায় ৩০০০০ টাকা পাইলেন।

এই সময় তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এলভেডন জমিদারীও বিক্রীত হইবে। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ কোথায় দাঁড়াইবেন, এই ভাবনায় তিনি ব্যাকুল হইলেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ষোষ্ঠী রাজকুমারের ভরণপোষণ জ্ঞাত গবর্নমেন্ট কেবল মাত্র ৩০০০ পোণ্ড দিবেন। দলীপের পুত্রের পক্ষে ইহা নিতান্ত অযোগ্য।

দলীপ এখন নিরুপায় হইয়া ইংলণ্ডবাসীগণের সুবিচার প্রত্যাশায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট ‘টাইমস্’ পত্রিকায় লিখিলেন—

‘ভৈরবাল-সন্ধি অমুসায়ে ইংরাজ-গবর্নমেন্ট তাঁহার রক্ষণ ও রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ কুরিয়াছিলেন। ইংরাজ মূল-ত্বাধীন বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব করাতোই সমস্ত পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড দালহৌসি ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহারা বিদ্রোহে লিপ্ত নহে তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। একরূপ ঘোষণার পরও তিনি শাস্তিস্থাপন করিয়া এক অসহায় শিশুকে পাইয়া লোভ সঞ্চার করিতে পারিলেন না। ভৈরবাল-সন্ধি অমুসায়ে কার্য্য না করিয়া তিনি পঞ্জাব বাজেরাপ্ত এবং সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইলেন। বিক্রয় করিয়া যে ২৫০০০০ পোণ্ড উঠিল, তাহা বুটীশ-পালিত সৈন্যদিগের প্রতি বিতরিত হইল। আমি নির্দোষ, আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কখন বুটীশগবর্নমেন্টের বিক্রয়ে উঠে নাই, কিন্তু দোহীর সহিত আমাকেও শাস্তি ভোগ করিতে হইল। আমি অত্যাশ্রয়ে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। লর্ড দালহৌসির মতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমার রাজ্যের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন বোধ হয় আয় আরও অনেক বাড়িয়াছে। আমি নাভালক, অবস্থায় অভিভাবকের আদেশে রাজ্যচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আমি ঐ সন্ধিপত্র আইন বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই জ্ঞাত এখনও আমি পঞ্জাবের অধিপতি। যাহাহউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। আমি আমার দয়ালু ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজ্ঞা হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি

অমুসায়ে আমার ভূসম্পত্তি বাজেরাপ্ত হয় নাই। সম্পত্তির রাজস্ব এখন ১৩০০০০ পোণ্ড, কিন্তু দয়ালু বুটীশ গবর্নমেন্ট আমার যাবজ্জীবন ২৫০০০ পোণ্ড বৃত্তি দিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এছাড়া আমার মৃত্যুর পর আমার জমিদারী বিক্রয় করিবেন, এই দাবী পণে ভবিষ্যতে আমাকে আরও ২০০০ পোণ্ড বৃত্তি দিবেন বলিয়াছেন। সুতরাং দেখিতেছি আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্রদিগের মানসম্মত রক্ষা হইবে না। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই সমস্ত পুতান জগতে যদি একজনও স্থায়ীপরাণ ব্যক্তি থাকেন, তিনি আমার পক্ষ হইয়া ইংরাজ পালিয়ামেন্টে আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। নতুবা আমার সুবিচার পাইবার আশা কোথায়?’

দলীপের কাতরোক্তিতে কেহ কর্পণাত করিল না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে একদিন তিনি বিবি লোগিনকে আদিয়া বলিলেন, ‘তিনি ইংলণ্ড ও তাঁহার শঠতার সহিত সকল সংশ্রব তাগ করিলেন।’ বিবি লোগিন দলীপের অবস্থা সম্বন্ধে পন্সনবি বার্না মহারাজী ভিক্টোরিয়াকে জানাইলেন। মহারাজী ভারত-সচিবকে দলীপের বিষয় বিবেচনা করিতে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রায় বৎসর ধিক অতীত হইল, ভারতসভা কোন প্রতিবিধান করিলেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ২৫এ জুলাই দলীপ বিবি লোগিনকে জানাইলেন, ‘আমি শীঘ্রই ভারতযাত্রা করিব। রুম-সৈর আগত প্রায়, ভারত বিপদ জড়িত, এ সময়ে আমি যদি বুটীশগবর্নমেন্টের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট হয় ত আমার উপর সদয় হইতে পারুন।’

ইহার পর দলীপ আরও এক বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎপরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তখনকার ভারতসচিব লর্ড কিশ্বানিকে লিখিলেন—‘যদি বুটীশগবর্নমেন্ট শীঘ্র আমার প্রতি কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের নিমিত্ত আমার ভূসম্পত্তি ও ইংলণ্ডে বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। আমায় যে বৃত্তি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমি মর্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। ভারতসচিব কোন উত্তর দিলেন না। তখন দলীপসিংহ আর সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া গবর্নমেন্টের হস্তে এলভেডন জমিদারী অর্পণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার আয়োজন করিলেন। সে ক্রেটরী অব্ ট্রেট কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে দলীপ প্রকৃতই ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন। দলীপ সাউদাম্পটন্ পরিভ্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সেক্রেটরী অব্ ট্রেট তাহাকে জানাইলেন, ‘তিনি দাবী ৫০০০০ পোণ্ড পাইবেন।’ দলীপ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া

ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। অনেক উচ্চদর ইংরাজ তাঁহাকে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যদি সে কথা শুনিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে দশা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক অমুনয়ের পর দলীপ ভারতগমনের অমুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু পঞ্চদশ দর্শনের ক্ষমতা পাইলেন না। যাহা হউক তিনি জাহাজে উঠিবার পূর্বে স্বদেশীয়দিগকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন—

‘প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! আমি যে ভারতে গিয়া বাস করিব, আমার কখন এ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অদৃষ্ট গুণে আবার আমার ভারতে যাইতে হইবে। আমি নিজ পূর্ব-পুরুষগণের ধর্ম ছাড়িয়া বিজাতীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই জন্য তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্ধম বোধাই এ পৌছিয়াই আবার ‘পাহল’ গ্রহণ করিব। কিন্তু পঞ্জাবে গিয়া আর আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না।’

দলীপের স্বদেশবাদী কৈহ কেহ সহ্যভূতি জানাইয়া অবিলম্বে পত্রে উত্তর পাঠাইলেন। যাহা হউক এ পত্র পৌছিবার পূর্বে হইতেই দলীপের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি এডেনে পৌছিয়াই শিখ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্র ও শিখগণের মনোভাব দর্শনে শঙ্কিত হইয়া ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহার ভারতগমন বন্ধ করিলেন। দলীপ মহারাজী ভিক্টোরিয়ার নিকট তারযোগে প্রকাশ্য বিচারের অমুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ক্রোধাক্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, ‘একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার অভিভাবক বলপূর্বক তাঁহার রাজচ্যুতির সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লওয়ায় তিনি সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিতেছেন।’ যাহা হউক দলীপ অবিলম্বে বন্দীরূপে পুনরায় ইংলণ্ডে আনীত হইলেন। এই ব্যাপারে তিনি ইংরাজকে মহাশত্রুরূপে জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক উপযুগপরি নিরাশার দংশনে দলীপের এক প্রকার বৃত্তিভাঙ্গ ঘটয়াছিল। ধৈর্যধারণ বা চিত্তসম্বরণের ক্ষমতা হইল না। শুদ্ধদের যাতনায় ও ক্রোধে অস্থির হইয়া তিনি গবর্নেন্ট দত্ত বৃত্তি ও পরিত্যাগ করিলেন। কিছুদিন তিনি মর্ডিকটে ইংলণ্ডে থাকিয়া ছদ্মবেশে ফ্রান্সে আসিলেন।

দলীপ ভাবিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি অত্যাচারের কথা যুনিয়া হরত ফরাসী গবর্নেন্ট ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন। এই চরাসার তিনি ফরাসী গবর্নেন্টকে সৈন্ত সাহায্যে তাঁহাকে পুঁদিতারী পাঠাইবার জন্য পত্র দ্বারা মাবেদন করিলেন। ফরাসী গবর্নেন্ট এই অববেচকের

পত্রে কোন উত্তর দিলেন না। দলীপ তাহাতে নিরাশ হইয়া ছদ্মবেশে আয়র্লণ্ডদেশীয় পার্টরিক ক্যাসি নাম ধারণ করিয়া ছাড়পত্র সংগ্রহ করিলেন এবং ফ্রান্স হইতে জর্জটীর রাজধানী বর্লিন নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দলীপের সমস্ত নগদ টাকা ও ছাড়পত্র চুবি যাওয়ায় তিনি মহাবিপদে পড়িলেন। জর্জটী ছাড়িয়া রুশ রাজ্যের সীমান্ত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে ছাড়পত্র না থাকায় রুশ রাজ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। দলীপ আর কোন উপায় না দেখিয়া মস্কোগেজেটের সম্পাদক কাটকফকে তারযোগে আপনায় প্রকৃত নাম ও হরবস্ত্রের কথা জানাইলেন। দলীপ যাহাতে বিনা ছাড়পত্রে রুশিয়ার প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্য কাটকফ তারযোগে সীমান্ত কর্মচারী ও পুলিশকে জানাইলেন এবং দলীপকে আনিবার জন্য একজন দূত পাঠাইলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দলীপ রুশ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মস্কোনগরে উপস্থিত হইলে কাটকফ পরম সমাদরে দলীপকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দলীপ মস্কোনগরে অবস্থান কালে ইংলণ্ডের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি সর্কদাট বলিতেন, রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার অর্ধজন কর্তব্য, তিনি মধ্য এশিয়ার ব্যাপারে রুশের জন্য আয়োজ-সর্গ করিতে প্রস্তুত।

দলীপের ইংরাজ বিদ্বেষ শুনিয়া রুশগণ অতি সন্তুষ্ট হইতেন। ১১ই জুন মস্কোর গবর্নরজেনারেল প্রকাশ্যে দলীপের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ইহার ক’এক মাস পবে দলীপ শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী তাঁহারই শোকে কাতর হইয়া ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দলীপ আরও ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার উপক্রম হইল। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে এই রূপ ঘোষণা করিলেন—‘এডেনে অবরোধ করায় তাঁহার ইংরাজ ভক্তি দারুণ দ্বণ্ডায় পরিণত হইয়াছে। ইংরাজরাজ অত্যাচার রূপে তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি রুশের আত্মাধীন হইয়া কর্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।’ আবার ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভারতবাসীকে সখোদন করিয়া ঘোষণা করিলেন, ‘তিনি ভারতের পঁচিশ কোটি লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে মাসিক এক পরসী ও পঞ্জাবের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট মাসিক এক আনা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি রুশিয়ার সাহায্যে যুরোপীয় সৈন্ত লইয়া শীঘ্রই ভারতে পদার্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।’

যাহা হউক দলীপের অদূরদর্শিতার নিমিত্ত রূষ সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি আশাহুত্ব সহায়-ভূতি না পাইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজধানী পারিসগরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে ভোগবিলাসে তাঁহার চরিত্র আরও কলুষিত হইল; তিনি শীঘ্রই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। গাঁড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্র ভিক্টর দলীপ দেখিতে আসিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থায় দলীপ ভারত-সচিব লর্ড ক্রশকে এক পত্র লিখিলেন, ‘আমি মহারানী ভারতেশ্বরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যদি তিনি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিব অঙ্গীকার করিলাম।’ ১লা আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্রশ দলীপকে জানাইলেন যে ‘মহারানী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।’ ইহাতে দলীপ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি অতিশয় অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার পুত্র পিতার হইয়া মহারানীকে ধৃতবাদ প্রাপন করিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর পারিসগরের এক হোটেলে সম্যাসরণে দলীপের মৃত্যু হয়। ২৯এ তারিখে তাঁহার মৃত দেহ এলভেন প্রাসাদে আনীত ও সমাহিত হইল।

দলীমুগ (পুং) বিলেশয়শ্রেণীস্থ প্রাণবিশেষ।

দলেগন্ধি (পুং) দলে গন্ধো যন্ত, সমাসান্ত ইৎ, সপ্তম্যা অলুক্। সপ্তপর্ণীরূক্ষ, ছেতেন গাছ।

দলোদ্ভব (ত্রি) দলাহৃত্বভিত্তি উদ্-ভূ-অহ্। দলজাত মধুভেদ। “ছদ্মিমেহপ্রশমনঃ মধু রূক্ষং দলোদ্ভবং।” (সুশ্রুত) এই মধু ছদ্মি ও মেহনাশক।

দল্ভ (পুং) দলতি বিশীর্ণত্বত্যানেন দল-ভ (দৃদলিভ্যাং ভঃ। উণ্ ৩।১৫১) ১ প্রত্যারণা। ২ পাপ। ৩ ঢক্। ৪ মুনিভেদ।

দল্ভ্যঃ [দাল্ভ্য দেখ]।

দল্মি (পুং) দলতি রিদারয়তি অসুরানিতি দল-মি (দল্মিঃ। উণ্ ৪।৪৭)। ১ ইন্দ্র। দল্যতেহনেন। ২ বজ্র।

দল্মিমৎ (ত্রি) দল্মি বিভূতে হস্ত দল্মি-মতুপ্। বজ্রযুক্ত।

দল্য (ত্রি) দলন্ত অদূরদেশাদি দলবলাদিভ্যাং য। দলের অদূর দেশাদি, অর্থাৎ সন্নিহিত দেশ।

দব (পুং) দুর্নোতি পীড়য়তি দু-অহ্। ১ বন। ২ বনামি। “দৃষ্টা গতা নিবৃতিমন্ত সর্কে গজাদ বার্ভা ইব গজামন্তঃ।” (ভাগ্ ৮।৩।৩)। ৩ অগ্নি। দু-অপ্। ৪ উপতাপ। কোন কোন কোষকার দব শব্দের উপতাপ এই অর্থ করেন।

দবধু (পুং) দুর্ভাবে অধু (ট্রিতোহধুচ্। উণ্ ৩।৩৮৯)। ১ পরিতাপ, হঃ, উষেগ। দূ্যতেহনেন করণে অধুচ্।

২ চক্ষুর্দাদি দাহ, চক্ষুর্জালা।

দবদগ্ধক (ক্ৰী) দবেন দগ্ধং সৎ কারতি প্রকাশতে কৈ-ক রোহিষ তৃণ। (রাজনিঃ)

দবদহন (পুং) দাবামি, বনজাত অগ্নি। “সরঃসবোহম্যক দবদহনদাহব্যতিকরঃ” (উডট)

দবামি (পুং) দবানাং বনানাং অগ্নিঃ, বাদবএব অগ্নিঃ। দাবানল। দবানল (পুং) দবন্ত অনলঃ। বনামি।

দবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেবামতিশয়েন দূরঃ দূর-ইষ্টন, দূর দূর স্থানে দবাদেশঃ (স্থূল দূর যুবেতি। পা ৩।৪।১৫৬) যুহ, অতিশয় দূরবর্তী।

দবীয়স্ (ত্রি) ইদমনয়োরতিশয়েন দূরঃ দূর-ইষ্টন, দূর দূরত্যাাদিনা সাধুঃ। সুদূর।

দশ (ত্রি) দংশয়তি দীপাতে দন্শি বাহলকাৎ কনি নলোপ (দন্শ দংশনে নলোপঃ। উণ্ ১।১৫৬ উজ্জলতঃ)। সংখ্যাবিশেষ, ১০ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ।

“দিশোদশোক্তাঃ পুরুষন্ত লোকে সহস্রমাহ দশপূর্ণ শতানি। দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবতৌ দশৈরেকা দশদশা দশাহাঃ” (ভারত ৩।১০৪।১)

দশবাচক শব্দ—হস্তাঙ্গুলি, শঙ্খবাহ, রাবণমস্তক, কুবেরা তার, দিক্, বিশ্বদেব, অবস্থা, চন্দ্রাশ্ব, পংক্তি। (কবিধর লতা)। এই দশন শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

দ্রব্যের দশবিধ গুণক্রিয়া। ১ শৈত্য—ইহাধারা জ্ঞান স্তম্ভন, মূচ্ছা, তৃষ্ণা ও দাহের উপশম হয়। ২ উষ্ণ—ইহা শৈত্যের বিপরীত, কিন্তু পাচক। ৩ মৃদু—যেহা মাদ্রিকর, বলকর এবং বর্ণকর। ৪ রূক্ষ—যেহা বিপরীত, বিশেষতঃ স্তম্ভনকর ও ধর। ৫ পিচ্ছিল—নীচ, নীর, বলকর, সন্ধানকর, শ্লেষ্মল ও শুষ্ক। ৬ বিশা-পিচ্ছিলের বিপরীত, ক্রৈদশোষক ও রোগণকর। ৭ তীক্ষ্ণ-দাহপাক ও আশ্রাবকর। ৮ মৃদু—তীক্ষ্ণের বিপরীত। ৯ শুষ্ক—অবলম্বতা, উপলেপ, বলতৃপ্তি ও রোগণকর। ১০ লঘু—শুষ্কর বিপরীত, লেপনকর ও রোগণকর। দ্রব্যের দশবিধ গুণ। ১ দ্রব—ক্রেদকর। ২ সঞ্চিত ও বন্ধনকর। ৩ স্ফূট—পিচ্ছিলবৎ। ৪ কুরুশ—বিশদ, সুধামবন্ধী ও হৃদয়। ৫ অগন্ধ—কটিকর ও মৃদু। ৬ গন্ধ—অগন্ধের বিপরীত ও ক্রাসাক, অরুচিকর, সারক, অগোপ্য কারক, মদকর। ৭ বাবায়ী—সমুদয় দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে। ৮ বিকাশী—প্রকৃতকালোদ্ভাবনপূর্বক ধর বন্ধন শিথিল করে। ৯ আগুকারী—ক্রতগামী স্তম্ভনকর তৈলবৎ দেহে সঞ্চারই ব্যাপ্ত হয়। ১০ পুষ্প—হৃদয় শিথিল গমন করে। (দ্রব্যগুণদর্পণ)

দশই, এতি মাসের দশ তারিখ।

দশই, গোয়ালির (দিক্কারাজ্য) রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। ইহা মধ্যভারতের ভোপালর এজেন্সীর অধীন দশই নামক জায়গীরের প্রধান নগর। আমঝিরা হইতে ১০ মাইল উত্তরে এবং সর্দারপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই জায়গীরের রাজস্ব ২৪০০০।

দশক (ক্রী) দশ পরিমাণমন্ত কনু। ১ দশসংখ্যা, দশতি।
“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ঃ শৌচরিজ্জিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥” (মহু)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইজ্জিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্মলক্ষণ। ২ দশগুণা।

দশকণ্ঠ (পুং) দশ কণ্ঠা গলা যন্ত। রাবণ।

দশকণ্ঠজিৎ (পুং) দশকণ্ঠঃ জয়তি জি-কিপ্। রাবণ-
জেতা, রাম।

দশকন্ধর (পুং) দশ-কন্ধরা গ্রীবা যন্ত। রাবণ, পুষো-
দরাদি স্ত্রহারা রণোপ-কুরিলে দশকন্ধ এইরূপ হইবে।

দশকন্ধরজিৎ (পুং) দশকন্ধরং জয়তি জি-কিপ্। রাম।

দশকন্ধ্যাতীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ।

দশকর্ম্মস্ত (পুং) দশকর্ম্ম জ্ঞা-ক। দশকর্ম্মের মন্তাদি বিষয়ে
অভিজ্ঞ।

দশকর্ম্মান্ (ক্রী) দশবিধং কর্ম্ম। গর্ভাধানাদি দশবিধ
সংস্কারকর্ম্ম। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকরণ,
নিক্ষালন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও
বিবাহ। এই দশটি সংস্কারকার্য্যকে দশবিধ সংস্কার কহে।

দশকর্ম্মপটু (পুং) দশকর্ম্মনি পটুঃ। দশকর্ম্মবিষয়ে পারদর্শী।

দশকর্ম্মপদ্ধতি (ক্রী) দশকর্ম্মণাং পদ্ধতিঃ। দশকর্ম্মবিষয়ক
পদ্ধতি, যে পুস্তকে দশকর্ম্মের সকল বিবরণ লিখিত
আছে, তাহাকে দশকর্ম্মপদ্ধতি কহে। সাম, ঋক্ ও
যজুর্বেদীয় তিনখানি দশকর্ম্মপদ্ধতি আছে। তাহার মধ্যে
তবদেবভট্ট সামবেদীয়, পশুপতিভট্ট যজুর্বেদীয় এবং
কালেশ ঋগ্বেদীয়দিগের দশকর্ম্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এই
পদ্ধতি অনুসারে এখন সকল সংস্কারকার্য্য নির্বাহ হয়।

দশকর্ম্মাধ্বিত (পুং) দশকর্ম্মভিঃ অধ্বিতঃ। ১ দশকর্ম্ম দ্বারা
যুক্ত, যিনি সকল কার্য্যাদি করেন, তাহাকে দশকর্ম্মাধ্বিত
কহে। ২ দশকর্ম্মাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যিনি দশকর্ম্মবিষয়ক ও
অজ্ঞাত সকলপ্রকার পুরোহিত্যাদি কার্য্য উত্তমরূপে জানেন,
তাহাকে দশকর্ম্মাধ্বিত কহে।

দশকামজ্যবাসন (ক্রী) কাম হইতে উৎপন্ন দশ প্রকার
বাসন। মৃগয়া, দাতক্রীড়া, দিবানিদ্ৰা, পরনিদ্ৰা, প্রমদা-

সক্তি, নৃত্য, গীত, ক্রীড়া, ব্রথাভ্রমণ ও মত্তপান এই দশ
প্রকার বাসন কামজ। [বাসন দেখে।]

দশকিঁয়া (দেশজ) নামতা প্রভৃতির গণনাঙ্কের পুস্তক, ধারা-
পাত। ১১ গুণায় ১ দশক।

দশকুমারচরিত (ক্রী) মহাকবি সঙ্কীর্ণীত গল্প গ্রন্থবিশেষ।
ইহাতে দশটি রাজকুমারের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য
ই গ্রন্থের নাম দশকুমারচরিত। ইহা অতি আশ্চর্য্য
উপন্যাস গ্রন্থ, কবি ইহাতে অলৌকিক কবিত্ব শক্তির
পরিচয় দিয়াছেন। এইগ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব ও উত্তর
ভাগ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, দশকুমারের পূর্ব
ভাগই দণ্ডী প্রণীত, উত্তরার্দ্ধ অল্প কবি কৃত। এই প্রকার
কিংবদন্তীর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দশকুলবৃক্ষ (পুং) দশগুণিতঃ কুলবৃক্ষঃ। তদ্রোক্ত কুলবৃক্ষ
দশক, তদ্র কথিত দশটি কুলবৃক্ষ।

“শ্লোয়াতকঃ করঞ্জশ্চ বিদ্যামথকদম্বকাঃ।

নিষো বটোদ্রুমরৌ চ ধাত্রী চিঞ্চা দশ স্তভাঃ ॥” (তন্ত্রদার)

শ্লোয়াতক, করঞ্জ, বিদ্য, অম্বথ, কদম্ব, নিষ, বট, উদ্-
ম্বর, ধাত্রী, চিঞ্চা এই দশটি কুলবৃক্ষ। সাধকসকল
প্রাতঃকালে উঠিয়া এই দশকুল বৃক্ষকে প্রণাম করিবে।

দশক্ষীর (ক্রী) দশবিধং ক্ষীরং। দশবিধ দুগ্ধ, গো, ছাগী,
উষ্ট্রী, মেঘী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী, হস্তিনী, মৃগী ও
গর্দভী, এই দশবিধ জন্তুর ক্ষীরকে দশবিধক্ষীর কহে।

“গবামাজন্তথা চৌহ্রিমানিকং মাহিষঞ্চ যং।

অখ্যাশ্চৈব নার্যাশ্চ করণূনাঃ তথৈব চ ॥” (সুশ্রুত)

[দুগ্ধ দেখে।]

দশখান (দেশজ) দশখণ্ড।

দশগুণ (ক্রি) দশাবৃত্ত, দশবার।

দশগ্রাম (ক্রী) দশখানি গ্রামযুক্ত পরগণা।

দশগ্রামপতি (পুং) দশানাং গ্রামাণাং পতিঃ, উত্তরপদ-
দ্বিগুণঃ। দশগ্রামের অধ্যক্ষ, দশগ্রামযুক্ত পরগণার অধীশ্বর।
যাহার আজায় দশখানি গ্রাম শাসিত হয়, তাহাকে দশগ্রাম-
পতি কহে। ইহার বিষয় মন্ত্রতে এইরূপ লিখিত আছে—
রাজা রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বিদ্বতি অনুসারে দুই, তিন,
দশ, বা শত গ্রামের মধ্যে একদল সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক
এক এক অধিনায়কের উপর ঐ গ্রামের বিচারাদির ভার
অর্পণ করিবেন। রাজা প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক
অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া
দশগ্রামের একজন, বিংশতিগ্রামের একজন, এবং সহস্র-
গ্রামের একজন অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। গ্রামে

কোনরূপ চৌধাদি অজ্ঞায় কার্য সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপিত্ত্বং তাহার বিচারাদি করিবেন, যদি তিনি করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে দশগ্রামপতির নিকট দিবেন, তিনি তাহার বিচারকার্যাদি সমাধা করিবেন। তিনিও যদি অসমর্থ হন, উত্তরোত্তর প্রধান অধিনায়কের নিকট অর্পণ করিবেন। (মুহ ৭অ°)। এখন ঘেরূপ এক একটা জেলা মাজিষ্ট্রেটের শাসনদণ্ডে শাসিত হয়, পূর্বেও ঐরূপ গ্রামপতি, দশগ্রামপতি প্রভৃতির আজাদীনে একটা গ্রাম বা দশটা গ্রাম শাসিত হইত।

দশগ্রামিক (ত্রি) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্ত ঠন।
১ দশগ্রামাধিপ, দশগ্রামের অধিপতি। ২ দশগ্রামাধিপের অদূরদেশাদি।

দশগ্রামিন্ (পুং) দশগ্রামা অধিকৃতত্বেন সন্ত্যস্ত ইনি। দশগ্রামের অধিপতি।

“সদীমি দন্তাং গ্রামন্তু পদং বা বএ গচ্ছতি।

পঞ্চগ্রামী বহিঃক্ৰোশাৎ দশগ্রামাথ বা পুনঃ॥” (যজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৫)

দশগ্রীব (পুং) দশ গ্রীবা অস্ত। ১ রাবণ। ২ অমর-বিশেষ। (ভারত বন° ৯ অ°)। ৩ দমঘোষের পুত্র ভেদ, শিশুপালের ভ্রাতা। ৪ একাদশ মন্বন্তরে ইন্দ্রের শক্রভেদ,

এবং ইহার অপর আর এক নাম বৃষ। (গরুড়পু° ৬৭ অ°)

দশজ্যোতিস্ (পুং) সূর্য্যোজের জ্যোতি পুত্র। ইহার দশ সহস্র পুত্র হইয়াছিল। (ভারত আ° ১ অ°)

দশা (ক্রী) দশ পরিমাণমন্ত অতি। দশবর্গ, দশক, দশসংখ্যা।

দশতয় (ত্রি) দশ অবয়বা যন্ত, দশানাং অবয়বতা বা সংখ্যায়াঃ অবয়বে তয়প্। ১ দশসংখ্যা। ২ দশসংখ্যাস্থিত। স্ত্রিয়াং ভীপ্। “তদেকমেব জাতবেদসং গায়ত্র্য তৃচং দশতয়ীসু বিদ্বতে।” (নিকৃক্ত)

দশতি (ক্রী) দশাবৃত্তা দশ নিপাতনাং সাধুঃ। শতসংখ্যা, দশাবৃত্তদশক। “কালেন মহতা কক্ষরতানাং দশতীর্দশঃ। জনয়ামাস বিপ্রৈশ্চ ৬৫ চাণ্ডে বিনতা তথা॥” (ভারত ১।১৬।১৩) ‘দশাবৃত্তা নব নবতিঃ স্তথা দশাবৃত্তা দশ দশতিঃ শতমিত্যর্থঃ।’ (নীলকণ্ঠ)

দশদশিন্ (ত্রি) দশাবৃত্তা দশ পরিমাণমন্ত ডিনি। শত-গুণিত। স্ত্রিয়াং ভীপ্।

দশদিকপাল (পুং) দশদিশঃ পালয়তি, পাল-অচ্। দশদিকের অধীশ্বর, এই সকল দেবগণ পূর্বাদিক্রমে দশদিকপালন করেন—ইন্দ্র পূর্বাদিক পালক, অগ্নি অগ্নিকোণ, বরু দক্ষিণ দিক, নিরুত নৈরুত কোণ, বরুণ পশ্চিমদিক,

মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক, কেশ ঈশানকোণ, যম উর্দ্ধদিক এবং অনন্ত অধোদিকপালক। উক্ত এই দশ দেবতা দশদিকের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। যে কোন পূজা করিতে হইলে এই ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিতে হয়।

দশদিক্ [শ্] (ক্রী) পূর্বাদি দিক্গমূহ। যথা—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈরুত, বায়ু, ঈশান, অধঃ ও উর্দ্ধ, এই দশটি দিক্।

দশধা (অব্য) দশানাং প্রকারঃ। দশ-ধা (সংজ্ঞায়াং বিধার্থে ধা। পা ৫।৩।৪২) দশপ্রকার, দশবার।

“সর্বং বা রিক্তং জাতন্ত দশধা পরিকল্প্য চ।” (মহা ৯।১৫৫)

দশন্ (ত্রি) দশ বাহু° কনিন্। সংখ্যানির্দেশ, ১০, দশ সংখ্যা, দ্বিগুণিত পঞ্চ। ২ দশসংখ্যাস্থিত। [দশ দেবাঃ]

দশান (ক্রী) দশতে হনেন শরীরং দশন করণে লুটি দশ দশতি নির্দেশাৎ কচিৎ কিত্যপি ন লোপঃ। ১ কচ।

(পুং) ২ শিখর। ৩ দন্ত।

“উবাচ বাগ্ধী দশনপ্রভাতিঃ সংবন্ধিতোরংহলতারহারঃ।” (বসু ৫।৪২)

দশানচ্ছদ (পুং) দশনান্ দন্তান্ ছাদয়তি ছাদি বঞ্ ইয়ঃ। ওষ্ঠ।

দশানপদ (ক্রী) দশনন্ত দশনকতন্ত পদং। দশনকত হন, যে স্থলে দন্ত কত করা যায়।

“দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।” (পীতগোবিন্দ)

দশানবাসস্ (ক্রী) দশনানাং বাসইব আচ্ছাদকস্ত্যং। পাঠে।

দশানবীজ (পুং) দশন ইব বীজমন্ত। দাড়িঘর্ষক্। (পারশুরামি)

দশানাংশু (পুং) দশনন্ত অংশুঃ ৬তং। দশনাংশুঃ দন্তকচি, দন্তশোভা।

দশানাক্ (পুং) দশনন্ত দশনকতন্ত অঙ্কঃ। দশনকত, দশনাত চিহ্ন, দাঁত বসানর দাগ।

দশানাঢ্যা (ক্রী) দশনঃ আঢ্যো যন্তাঃ, এতৎ সেবনেনি দন্তস্ত দার্দ্র্যাৎ অস্ত তথাহং। চূক্রিকা, চূক্রপালঙ্কার, টকপালঙ্কার।

দশনামী, অষ্টৈতবাদপ্রচারক সূত্রাসিক শঙ্করাচার্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন—পরমহংস, হস্তামলক, মণ্ডন ও ভোদন। এই চারিশিষ্যের আবার প্রত্যেকের শিষ্য ছিল। পরমহংস হই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; হস্তামলকের দুই শিষ্য ক ও অরণ্য; মণ্ডনের তিন শিষ্য—গিরি, পুরুষ ও দানব।

এবং তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। এই দশজন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হইয়াছে।

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমত্মাদিলক্ষণে।

সারাসংসারভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥

আশ্রমগ্রহণে প্রোঢ় আশাপাশবিবর্জিতঃ।

বাতায়তবিনির্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্ ॥

স্বম্যো নির্বরে দেশে বনে বাসং কৰোতি যঃ।

আশাপাশবিনির্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥

আরণ্যে সংস্থিতো নিতামানন্দমনেন বনে।

তাক্সা সৰ্গমিদং বিশ্বমরণালক্ষণং কিল ॥

বাসো গিরিবরে নিতাং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।

পত্নীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥

বসেৎ পৰ্বতমূলেষু প্রোঢ়ো যো ধ্যানধারণং।

সারাসংসারং বিজ্ঞানাতি পর্বতঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।

মধ্যাদাশ্চ ন লুপ্তেব সাগরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

স্বরজ্ঞানবশোনিতাং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।

সংসারসাগরে সারাজিজ্ঞো যোহি সরস্বতী ॥

বিজ্ঞাতোহরং সম্পূর্ণঃ সৰ্বভারং পরিত্যজেৎ।

দুঃখভারং ন জ্ঞানাতি ভারতী পরিকীর্তিতঃ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।

পরব্রহ্মরতো নিতাং পুরিনামা স উচ্যতে ॥”

(প্রাগতোষিণী—অবধূতপ্রকরণ)

যিনি তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে তবর্ষকৃত্যবে স্নান করেন, তিনি তীর্থ নামে অভিহিত। যিনি আশ্রম গ্রহণে সমর্থ এবং কামনাবিবর্জিত হইয়া ঐশ্বর্য ও মৃত্যু হইতে নিমুক্ত হন, তাঁহার নাম আশ্রম। যিনি কামনাপরিশূন্য হইয়া রমণীয় নির্বর সন্নিহিত বনে বাস করেন, তাঁহার নাম বন। যিনি আরণ্য এত গ্রহণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগপূর্বক আশ্রম-দায়ক বনে চিরকাল বাস করেন, তাঁহাকে অরণ্য বলে। যিনি সৰ্বদা গিরিমধ্যে বাস করেন, গীতাভ্যাসে কুশল, অবিচলিত বুদ্ধি ও গম্ভীর, তিনি গিরি নামে খ্যাত। যিনি পৰ্বতমূলে বাস করেন, ধ্যান ও ধারণ করিতে সমর্থ এবং সারাসংসার বন্ধকে জ্ঞানেন, তিনি পৰ্বত নামে অভিহিত। যিনি সাগর সদৃশ গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করেন, ফলমুখাদি, আহার করেন এবং আত্মমর্যাদা লক্ষন করেন না, তাঁহাকে সাগর বলে। যিনি সৰ্বদা স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসার সাগরমধ্যে সারাজ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাকে সরস্বতী

বলে। যিনি বিষ্ঠাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার ত্যাগ করেন ও দুঃখভার জ্ঞানেন না, তাঁহার নাম ভারতী। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ, পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সৰ্বদা পরব্রহ্মে নিরত, তিনিই পুরি।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটা মঠে, তাহার উক্ত দশজন শিষ্যের শিষ্যপরম্পরা চলিতেছে, তন্মধ্যে পুরি, ভারতী ও সরস্বতীর শিষ্যেরা শৃঙ্গগিরির মঠে, তীর্থ ও আশ্রমের শিষ্যেরা শারদামঠে, বন ও অরণ্যের শিষ্যেরা গোবর্দ্ধন মঠে এবং গিরি, পৰ্বত ও সাগরের শিষ্যেরা জ্যোতীমঠের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেকগুলি আখড়া নামে ক্ষুদ্র মঠ আছে। প্রত্যেক দশনামী উক্ত মঠ চতুষ্টয়ের কোন না কোনটার অন্তর্গত।

প্রত্যেক মঠের পৃথক পৃথক অধ্যক্ষ আছে, তাঁহাকে মহন্ত বলে। প্রত্যেক মহন্তই তাঁহার অধীনস্থ মঠ ও তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

দশনামীদিগের মধ্যে অরণ্য-সম্প্রদায় একরূপ দেখা যায় না বলিলেই হয়। সাগর ও পৰ্বত সম্প্রদায়ও অতি অল্প।

দশনামীরা নিম্নে উপাসক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু অনেকেই প্রথমে শিবমন্ত্র গ্রহণ ও শিবস্তোত্র পাঠ করেন। ইহাদের কতকগুলি লোক বাস্তবিক নিম্নে উপাসক বা আত্মজ্ঞানী।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের অনেকেই স্ববর্ষোচিত নিয়ম প্রতিপালন করেন না। ইহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যে, তীর্থভ্রমণ ও গজিকা-সেবন ভিন্ন ইহাদের আর কোন কাজ নাই। বেদান্তের তত্ত্বাভ্যাসই ইহাদের প্রধান ধর্ম; কিন্তু ইহারা তত্ত্ব ও যোগশাস্ত্র অচলীলন করিয়া তদনু-রূপ কার্য্য করেন। অনেকে আবার বৃজককি দেখাইতেও চেষ্টা করেন। ইহারা ভিক্ষোগ্রস্ত্রী হইলেও ইহাদের কেহ বেহু বাগিচাদি করিয়া থাকেন।

দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেক স্থপতিত, গ্রন্থকার ও অধ্যবসায়শীল পর্য্যটক দেখা গিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি শঙ্করাচার্য্যের জীবনীবিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার কৃত পুত্রভাষ্য প্রভৃতির টীকা প্রস্তুত করেন। সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণকরণান্তর বেদভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং বিদ্যারণ্যস্বামী নামে খ্যাত হন। এই সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম, কেশদারনাথ, কৈলাস পৰ্বত ও মানস-সরোবর, এমন কি বেলুচিস্তান পর্য্যন্ত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পুরাণপুরি তিব্বত ও কুমায়ার গিয়াছিলেন।

ইহারা কোপীন ধারণ করেন, ইহাদের মৃত্যু হইলে শব

দাহ করা হয় না, হয় নদীতে নিক্ষেপ করা হয়, না হয় মৃত্তিকাতে প্রোথিত করা হয়। কানী মিজাপুর অঞ্চলে অন্তর-পেটিকা স্থাপিত করিয়া সমাধি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

ইহার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দণ্ডী, পরমহংস প্রভৃতি নামধারণ করেন। [গর্যাসী ও দণ্ডী দেখ।] দশনোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ১ নিখাস। দশনেন উচ্ছিষ্টঃ। ২ অধর চূষন।

“রেবতী দশনোচ্ছিষ্টপরিপূতপুটে দৃশৌ।” (মাঘ ২ সং) ৩ দশোচ্ছিষ্ট, দশত্যা ক।

দশপ (পুং) দশ গ্রামান্ পাতি রক্ষতি পা-ক। দশগ্রাম-রক্ষক, রাজনিযুক্ত পুরুষভেদ। যে রাজপুরুষের উপর দশখানি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে, তাহাকে দশপ বা দশগ্রামপতি কহে। রাজা কাহাকে এক গ্রামের, কাহাকে দশ, বিংশতি বা শত গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন।

দশপঞ্চতপস্ (পুং) দশস্ব ইজ্রিয়েষু পঞ্চস্ব বহিষু তপো যত। ইজ্রিয়জয়পূর্বক পঞ্চাধিতপস্চারী, বাহারা পঞ্চজ্ঞানেজ্রিয় ও পঞ্চকশ্মেজ্রিয় জয় করিয়া পঞ্চাধিসাধ্য তপ আচরণ করেন। “অবৃত্তকো বায়ুভক্ষশ দশোলুখলিক স্তথা।

অশ্বকুটৌ নিরশনঃ দশপঞ্চতপাশ্চ যে ॥” (হরিবংশ ৪৫ অং)

দশপারমিতাধর (পুং) দশ পারমিতা ধরো যেন। বুদ্ধ। (হেমং)

দশপাল্লা, উড়িষ্যার করদমহলগুলির মধ্যে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহার উত্তরে অঙ্গুল রাজ্য, নরসিংপুর রাজ্য ও মহানদী, দক্ষিণে মাজাজ প্রদেশের অন্তর্গত গুমদর রাজ্য, পূর্বে খণ্ডপাড়া ও নয়াগড় রাজ্য এবং পশ্চিমে বোদ রাজ্য। এই ক্ষুদ্র রাজ্য পরতময়। ইহার প্রধান পর্বতের নাম গোয়াল-দেশ, ২৫০৬ ফিট উচ্চ। প্রধান নগরেক নাম দশপাল্লা।

এই সহরে প্রায় ৪২ হাজার লোকের বাস। হিন্দু এবং অসভ্য নিবাসীর মধ্যে কল্লজাতির সংখ্যাই বেশী। রাজার আয় প্রায় ৪ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ১৫০০ টাকা কর দিতে হয়। এই রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত। মহানদীর দক্ষিণ-খণ্ডকে দশপাল্লা আর মহানদীর উত্তর-খণ্ডকে যুহ্ম বা জোরেমুহ্ম বলে। শেষ অংশ জয় করিয়া দশপাল্লা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশ পূর্বে অঙ্গুলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এখানকার রাজবংশ স্বর্ঘ্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, উপাধি ভজ, বাজচিল ময়ব। বোদরাজ্যের রাজার এক পুত্র ৫ শত বৎসর পূর্বে এই রাজ্য স্থাপন করেন। ময়ুরভঞ্জের রাজার ভ্রাতৃ এই বংশের আদিপুরুষ ময়ুরভিষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া

খ্যাত। বর্তমানকালে এই রাজ্যের ৫২১ সৈন্য ও ২০০ জন পুলিশ প্রহরী আছে। রাজ্যের নিজ স্থাপিত একটি বিদ্যালয় আছে। [ময়ুরভজ ও বোদ দেখ।]

দশপিণ্ড (পুং) মৃত্যুর পত্র যে দশটি পিণ্ড দেওয়া হয়। দশপুর (ক্লী) দশ দিশঃ পিপর্তীতি পৃ-ক। ১ কৈবর্তীময়, কেউটে মুখ। ২ দশ পুরো যজ। দেশবিশেষ, এই দেশ মালব দেশের অন্তর্গত, বর্তমান নাম মন্দশোর।

“পাত্তৌর্কদশপুরবধুনেত্রকৌতুহলানাম্।” (মেঘদূত ৪২) দশপুরত্ব (পুং) দশগুলিতঃ পুরুষঃ। স্বজনকাবধি পূর দশক, আপনাকে ধরিয়া দশপুরুষ। “যে মাতৃতঃ পিতৃঃ, দশপুরুষং সমুদ্ভূতিতা বিভাতপোভ্যাং পুণ্যশচ কশ্মতিঃ” (আখং শ্রো ৯৩৯০)

দশপুর (ক্লী) দশ দিশঃ পুরয়তি পুর-অণ্। দশপুর, নদী বিশেষ। [দশপুর দেখ।]

দশপূর্বরথ (পুং) দশপূর্নঃ রথঃ যস্য। দশরথ। দশপেয় (পুং) দশভিঃ পুরুষৈশ্চ সমং পেয়ং যজ। যজ্ঞে, “সংস্পেষ্টিভিঃশিষ্য দশপেয়েন যজ্ঞেত” (আখং শ্রো ৯৩৯১)

‘দশপেয়ো নাম ক্রতুঃ।’ (নারায়ণ)

দশবল (পুং) দশবলানি বস্ত্র। বুদ্ধ। দান, শীল, কমা, বীর্ষ, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল এই জন্য দশবল এই নাম হইয়াছে।

“দানশীলক্ষমাবীর্ঘ্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।

উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধবলানি বৈ ॥” (বৌদ্ধশাস্ত্র)

দশবাহু (ক্লী) দশ বাহবো হস্তাঃ। দশভূজা, হস্তা। (মি) দশবাহুবৃক।

দশবাহুচন্দ্রী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pardanthus Chinensis)

দশভূজা (ক্লী) দশ ভূজা বাহবো যস্তাঃ। চূর্ণা, ত্রেতাযুগে ষায়ভুব মন্বন্তরে দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত মহামায়া দশভূজা হইয়া প্রাকৃতভূত হইয়াছিলেন, এবং দেবী নির্ভৈ দৈত্যদিগকে নাশ করিয়াছিলেন।

“ইতিবৃত্তঃ পুরাকল্পে মনো ষায়ভুবে হস্তরে।

আবিভূতা দশভূজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥”

(কালিকাপু ৫২ অং) [চূর্ণা দেখ।] (ত্রি) দশবাহুবিশিষ্ট।

দশভূমিগ (পুং) দশস্ব ভূমিষু দানাদিবলেষু গচ্ছতীতি গ-ড। বুদ্ধ।

দশভূমীশ (পুং) দশস্ব ভূমিষু দানাদিষু ক্রুণে প্রভবতি শি-অচ্। বুদ্ধ। (ত্রিকাণ্ড)

দশম (ত্রি) দশানাং পুরণঃ পুরণে উট, ততো নামবাংই (নাস্তাদসংখ্যাৎদেবর্ষি। পা ৫।২।৪২) দশসংখ্যার পূর্ণ।

“দশমহাবিদ্যা” (বেদান্তপরিঃ) তুমিই দশম, অর্থাৎ দশের পূরণ।

দশমভাব (পুং) জমলগাংশবিশেষঃ। তদ্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে দশম ভাব, অর্থাৎ জমলগাংশ রাশিচক্রের দশম ভাব, লগ্ন অবধি ব্যাস পর্য্যন্ত দ্বাদশটি রাশির তম প্রভৃতি দ্বাদশটি সংজ্ঞা নির্দিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে দশম গৃহে মান, আত্মা এবং কর্মবিষয়ক শুভাশুভ চিন্তা করিবে। এই দশম স্থানে যদি শুভগ্রহাদি থাকে, তাহা হইলে শুভ এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ হইবে। তম প্রভৃতি ভাবের ক্ষুণ্ণগণনা ব্যতীত ফলাফল প্রায় ঠিক হয় না। [দ্বাদশভাব দেখ।]

দশমহাবিদ্যা (স্ত্রী) শাক্তগণের উপাস্ত দশ ইষ্টদেবমূর্তি।

চামুণ্ডাতন্ত্রের মতে—

“কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধ্রুবাতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাধারিণী ॥

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকৃতিস্ত্রী।

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধ্রুবাতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা নামেও খ্যাত।

এই দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সযত্নে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশের সাধারণের বিশ্বাস,—সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে মহাদেব তাহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন, তাহাতে ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উত্তত হন, কিন্তু মহামায়া দশ দিকে দশ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া ইহার পরিরোধ করেন। যে দশ মূর্তিতে মহামায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই দশমহাবিদ্যা। মহাভাগবতপুরাণে এ সযত্নে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

সত্য়াবাচ।

সহস্রং বদ দেবেশ তথাপি পিতুরালয়ে।

গমিষ্যামি মহাযজ্ঞং ত্রষ্টুমিচ্ছুরহং প্রভো ॥

ময়ি তত্র গত্যাং স সম্মানং কুরুতে যদি।

তদোক্তা পুত্রং তুভ্যং দাপয়িষ্যতি চাহুতিম্ ॥

মমাগ্রে যদি তে নিম্মাং করোত্যতিবিমুঢ়াঃ।

তদন্তঃ মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥

শিব উবাচ।

ন তত্র গমনং যুক্তং কদাচিদপি তে সতি।

বিনাপমানং সম্মানং তত্র তে ন ভবিষ্যতি ॥

মস্মিন্দনমস্বস্তে করিষ্যতি পিতা তব।

প্রাণান্ হাততি তচ্ছ্রীষ্য তস্ত কিং,ং করিষ্যতি ॥

সত্য়াবাচ।

বাস্তবোহ্য মহাদেব সত্যং মংপি তুরালয়ে।

ত্বয়াজ্ঞাপয় বা নো বা সত্যং সত্যং বদামি তে ॥

শিব উবাচ।

মহাকামুলজ্যা পুনঃ পুনঃ কিং

ত্রবীষি গন্তং পিতুরালয়ে চ।

প্রয়োজনং তত্র কিমস্তি তে সতি

ত্রিহি ক্ষুণ্ণং তৎ কথমেতদ্ব্যতরম্ ॥

অসম্মানং ভয়ং যেষাং বিদ্যতে ন হ্রাসয়নাম্।

তএব তত্র গচ্ছন্তি যত্র সম্মানভাবনা ॥

মাত্রেঃ কদাচিন্নো গচ্ছেনপূনঃকগৃহে সতি।

অপূনঃকত্বা পূজা ন সা পূজ্যেতি ভদ্রতে ॥

মস্মিন্দনশ্রুতৌ মেনে প্রীতিতে জায়তে সতি।

মস্মিন্দকগৃহে কস্মাদনুত্থা গন্তুমিচ্ছসি ॥

সত্য়াবাচ।

অস্মিন্দনশ্রুতৌ শস্ত্রো ন প্রীতি জায়তে মম।

তচ্ছ্রীতুমিচ্ছনো বাপি তত্র গন্তং সমুৎসহে ॥

যদৈব ত্বাং পরিত্যজ্য সর্কানিহ্ম দৈবতান্।

সমারভয়হায়জ্ঞমসম্মানং তদৈব হি ॥

জাতিং তব ত্বমেতত্ত্ব ন সমালোকসে প্রভো।

যন্তেবং স মহাযজ্ঞ সম্পাদয়তি মং পিতা ॥

ত্বামনাদৃত্য দর্পেণ তদা তে কাপি নো জনঃ।

আহুতিং শ্রদ্ধয়োপেতং সম্পদাশ্রুতি ভুতলে ॥

তদহং তত্র যাত্যামি ত্বয়াজ্ঞাপয় বা নবা।

প্রাপ্যামি যজ্ঞভাগং বা নাশয়িষ্যামি বা মথং ॥

শিব উবাচ।

অবারিতাসি দেবি ত্বং যথেষ্টং কুরু সর্কথা।

অপকর্ম্ম স্বয়ং কৃত্বা পরং দুষয়তে কুধীঃ ॥

জানামি বাথহিত্ত্বং ত্বামহং দক্ষকৃত্যকে।

যথারুচি কুরু ত্বঞ্চ মমাজ্ঞাং কিং প্রীতিক্ষে ॥

এবমুক্তা মুহেশেন তদা দাক্ষায়ণী সতী।

চিস্তয়ামাস সংক্ৰদ্ধা ক্ষণমারক্তলোচনা ॥

সংপ্রার্থ্য মামমুখ্যাপ্য পত্নীভাবেন শঙ্করঃ।

মামবজ্জায় বচনং ভাষতে হতি সুদারুণম্ ॥

তাক্টেনমপি দর্পিষ্টং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম্।

সংহাত্যামি কিয়ংকালং স্বয়ানং নিজ লীলয়া ॥

ততশ্চ প্রার্থিতানেন ভূত্বা হিমবতঃ স্তুতা।

শস্ত্রোঃ পত্নী ভবিষ্যামি ভূয়োহং স্বয়মেব হি ॥

এবং সক্ষিত্য মনসা ক্ষণং দাক্ষয়ণী যুনে ।
 ভয়ানকৈস্ত্রিভিনেত্রৈর্মোহয়ামাস শঙ্করম্ ॥
 শঙ্কঃ সমীক্ষ্য তাং দেবীং ক্রোধবিক্ষুরিতাধরাম্ । •
 কালাগ্নিতুল্যানয়নাং শুক্লান্ধঃ সমভূমুনে ॥ •
 এবং সমীক্ষ্যমানা সা শঙ্কুনা ভীতচেতসা । •
 সহসা ভীমদংষ্ট্রাস্তা সাত্ৰিহাসং সদাকরোং ॥
 তল্লিশম্য মহাদেবো মহাভীতেঃ বিমুগ্ধবৎ ।
 কষ্টেনোগ্নীল্য নেত্রাণি তাং দর্শন ভয়ানকং ॥
 এবং সমীক্ষ্যমানা সা সহসা তেন নারদ ।
 তাক্সা হৈমীং কচিং প্রাসীং কৃষ্ণাজনসমপ্রভা ॥
 দিগম্বরী গলংকেশা লোলমুখা চতুর্ভুজা ।
 কামালসলসদেহা স্বেনাক্ততমুরুষণা ॥
 মহাভীমা ঘোররাবা মুণ্ডমালা-বিরাজিতা ।
 উত্তং প্রচণ্ডকোট্যাভা চক্সাঙ্কিতশেখরা ।
 উত্তদানিত্যসঙ্কশকীরীটোজ্জলমস্তকা ॥
 এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকং
 জাজ্জল্যমানং নিজ জেজসা সতী ।
 কুত্ৰাট্টিহাসং সহসা মহাম্বনং
 সোত্তিষ্ঠমানা বিররাজ তৎক্ষণাৎ ॥
 তথাবিধাকারবতীং নিরীক্ষ্য তাং
 বিহায় ধৈর্য্যং স মহেশ্বর তদা ।
 চকার বুদ্ধিং প্রপলায়নে ভয়াং
 সমভ্যধাবচ্ দিশোতি মুগ্ধবৎ ॥
 তং ধাবমানং গিরিশং বিলোক্য সা
 দাক্ষয়ণী বারয়িতুং পুনঃ পুনঃ ।
 চকার মাতৈরিতি শব্দমুচ্চকৈঃ
 সাত্ৰিহাসং স্তমহাভয়ানকম্ ॥
 নিশম্য তদাক্যমতীভ সংভয়াং
 তদ্বো ন শঙ্কঃ ক্ষণমপমুত্র বৈ ।
 দিগন্তমাগন্তমতীভ বেগতঃ
 সমভ্যধাবন্তয়বিহ্বল স্তদা ॥
 এবং পতিং বীক্ষ্য ভয়াতিভূতকং
 দয়াহিতা তৎপ্রতিবারণেচ্ছয়া ।
 সর্কাস্তু দিক্ক্ষু ক্ষণমাত্র মধ্যতঃ
 হিতা চ তুয়া দশমূর্ত্তয় স্তদা ॥
 সন্ধ্যাবমানো গিরিশোতি বেগতঃ
 প্রাপ্পোতি যাং যাং দিশমেব তজ্জ তাং ।
 ভয়ানকং বীক্ষ্য ভয়েন বিজ্ঞতো
 দিশং তথাহ্যং প্রতি চাভ্যাবত ॥

ন প্রাপ্য শঙ্কুস্ত ভয়াহিতো দিশং
 তত্ৰৈব সংমুদ্রিতচকুরাহিতঃ ।
 উন্নীল্য নেত্রাণি দর্শন তাং পুরঃ
 জামালসংপঙ্কজসন্নিধানদান্ ॥ •
 হসন্তুখীং পীনপমোদরধরায়ং
 দিগম্বরং ভীমবিশাললোচনাম্ ।
 বিমুক্তকেশীং রবিকোটসন্নিভাং
 চতুর্ভুজাং দক্ষিণসংমুখহিতাম্ ॥
 এবং বিলোক্য তাং শঙ্কুশ্বহাভীত ইবাত্রবীং ।
 কা স্বং শ্রামা সতী কুত্র গতা মংপ্রাণবল্লভা ॥ •
 সত্ৰ্যাবাচ ।

ন পশুসি মহাদেব সতীং মাং পুরতঃ স্থিতাঃ ।
 কথং তুবেদংশী বুদ্ধিঃ কিং মাং স্বং লক্ষ্যসেহং ॥
 দশপুর দেবশব উবাচ ।
 স্বং সা তং (পুং) দক্ষকৃত্য মংপ্রাণবল্লভা ।
 কথং (পুং) কৃষ্ণবর্ণা কথং বা ভূতয়প্রদা ॥ •
 সর্কাস্তু দিক্ক্ষু এতাঃ কা দৈবোতিভয়দায়িকাঃ ।
 স্বক্সাং কতমা দেবি বদ মাং ভয়বিহ্বলং ॥

সত্ৰ্যাবাচ ।

অহন্ত প্রকৃতিঃ স্মৃদ্ধা সৃষ্টিসংহারকারিণী ।
 অভবংস্বনিত্যৈ স্বদর্শে গৌরদেহিকা ॥
 স্বামেব লিপ্তুঃ পুরুষং প্রাক্ষীকৃতবশাচ্ছিব ।
 সাহং পিতৃমহায়জ্ঞবিনাশায় ভয়ানক ॥
 অভবংস্বস্ত মা ভীতিং কুরু মত্তো মহেশ্বর ।
 দশ দিক্ক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্ত্তয়ঃ ॥
 সর্কাস্তু মমৈব মা শস্তো ভয়ং কুরু মহামতে ।
 স্বং মংপ্রাণসমো ভর্ত্তা তবাহং বনিতা সতী ॥ •
 স্বাং দৃষ্ট্বাহং মহাভীতং ধাবমানং দিশো ভয়াং ।
 পরিবার্য্য দিশঃ সর্কাস্তু তবাহং দশধা স্থিতা ॥

শিব উবাচ ।

স্বং মূলপ্রকৃতিঃ স্মৃদ্ধা সৃষ্টিহিত্যন্তকারিণী ।
 জামজাত্বা মোহামোহাত্তবাপ্রিয়তমং বচঃ ॥
 ময়োক্তং তন্মহাদেবি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরী ।
 মহাভয়ানকা এতা মূর্ত্তয়স্তব যাঃ শিবে ॥
 আসাং নামানি মে ক্রীহি প্রত্যেকং জীমলোচনে ।
 দেবুবাচ ।

এতা সর্কাস্তু মহাদেব মহাবিদ্যাসমপ্রভাঃ ।
 আসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু তানি মহেশ্বরঃ ॥
 কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ হুঙ্কারী বগলামুখী ॥

ধুমাবতী চ মাতঙ্গী নামাঙ্কজানি বৈ শিবে ।

শিব উবাচ ।

কন্তাঃ কিমাম দেবিত্বং বিশেষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ।

কথয়স্ব জগদ্ধাত্রি স্প্রশসন্নামি মে যদি ॥

দেবুবাচ ।

যেয়ং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা ।

শ্রামবর্ণা তু যা দেবী স্বয়মুর্দ্ধে ব্যবস্থিতা ॥

সেয়ং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিনী ।

দক্ষ্যে সন্ত্যক্তরেয়ং যা বিশীর্ণাতিভয়প্রদা ॥

ইয়ং দেবী ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহামতে ।

বামেতবেয়ং যা দেবী সেয়ং তু ভুবনেশ্বরী ॥

পৃষ্ঠতন্তবদেব্যেয়া বগলা শক্রহৃদনী ।

বক্ষিকোণেতরেয়ং যা বিধবারূপধারিণী ॥

সেয়ং ধুমাবতী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ।

নৈশ্চ্যাস্ত্রে যা দেবী সেয়ং ত্রিপুরহুঙ্কারী ॥

বার্যো যা তু মহাবিদ্যা সেয়ং মাতঙ্গনামিকা ।

ঐশাখ্যং ষোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥

অহস্ত ভৈরবী ভীমা শঙ্কো মা হং ভয়ং কুরু ।

এতাঃ সর্বাঃ প্রকৃষ্টান্ত মূর্তয়ো বহু মূর্তিষু ॥

ভক্ত্যা সংভজ্যতাং নিতাং চতুর্ভুজলপ্রদাং ।

সর্বাভীষ্টপ্রদায়িত্বঃ সাধকানাং মহেশ্বরঃ ॥

মারণোচ্চাটনকোভমোহনজাবণানি চ ।

বশস্তন্তনবিষেযাদ্যভিপ্রোতানি কুর্ন্ততে ॥

ইমাং সর্বা গোপনীয়ান একাশ্রা কদাচন ।

আসাং মন্ত্রঃ তথা যন্ত্রং পূজাহোমবিধি তথা ॥

পুরশ্চর্যা বিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং তথা ।

আচারনিয়মঞ্চাপি সাধকানাং মহেশ্বরঃ ॥

ভদেবাগমশাস্ত্র লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি ।

অহং তব প্রিয়তমা স্বক্ মে হৃতিপ্রিয়পতিঃ ॥

পিতৃঃ প্রজাপতের্দর্শনাশাস্ত্র জ্ঞানামহম্ ।

সমাজ্ঞাপুয় দেবেশ স্বং ন গচ্ছসি চেষ্মদি ॥

ইতি দেব মমাতীষ্টং স্বৈরবাহুগতাপাহম্ ॥

গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতৃদক্ষ প্রজাপতেঃ ।

ইতি তন্ত্র বচঃ শ্রুত্বা মহাতীত ইব স্থিতঃ ॥

প্রোবাচ বচনং শ্রুত্বঃ কালীঃ ভীমাং বিলোচনাং ॥

জানে স্বং পরমেশানি পূর্ণং প্রকৃতিমুত্তমাম্ ।

অজানতা মহামোহাদ্যচ্ছুক্তং ক্ষুদ্র মর্হসি ॥

ইমাদ্যা পরমা বিদ্যা সর্বভূতেষু বহুত্বা ।

স্বতন্ত্রা পরমশক্তিঃ কন্তে বিধিনিবেধকঃ ॥

স্বক্লেদমিবাসি শিবে দক্ষবজ্রবিনাশনে ।

কামে শক্তিত্বং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাঙ্গি বা ক্ষমঃ ।

যচ্চোক্তমুত্তিমোহেন মদ্বৈদ্যানং পতিং তব ।

তৎক্ষমস্ব মহেশানি যথাকৃতি তথা কুরু ।

এবমুক্ত্বা মহেশেন তদা সা জগদম্বিকা ॥

ঈষৎসহাস্তবদনা বচনক্লেদমব্রবীৎ ।

স্বং তিষ্ঠ সর্বপ্রমথৈ রজ্র দেব মহেশ্বর ॥

যামাহং মংপিতৃগৃহে সাস্ত্রতং যজ্ঞদর্শনে ।

ইত্যান্ত্বা সা মহাদেবং তারাপূজ্যবাবস্থিত ॥

একরূপা সমভবৎ সহসা তত্র নারদ ॥

অত্ৰাশ্চ মূর্তয়শ্চাষ্টৌ সহসাঁস্থিহিতা স্তদা ॥

অথ শত্রুঃ সমালোক্য গন্তমিচ্ছুঃ স্বরেশ্বরীং ॥

প্রমথানাহ ভগবান্ রথমানয় চোত্তমম্ ।

যুতাক্ষাবৃতসিংহেন রজ্রজালবিরাজিতম্ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তৎক্ষণাদেব প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং ।

রথং সন্ধানয়ং সিংহৈরযুতৈর্যুক্তমাস্তগৈঃ ॥

তাং সমারোপয়ামাস প্রমথাধিপতিঃ স্বয়ং ।

তস্মিন্ রথে স্থিতা কালী বিষ্ণুলা ভীমরূপিনী ॥”

(মহাভাগবত ৮ম অ°)

মহাভাগবতপুরাণের মত গ্রহণ করিয়া ভারতচন্দ্র
অন্নদামঙ্গলে এইরূপে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের পার্শ্ব
দিয়াছেন—

“নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।

যজ্ঞ দেপিবারে যাব বাপার ভবন ॥

শত্বর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে ।

নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥

যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম ।

আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।

বাপ ঘরে কহা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥

যত কন সতী শিব না দেন আশ্রয় ॥

ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥

মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দস্তরা ।

শবাক্ষা করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥

গলিতরুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।

গলিত রুধির মুণ্ড বায়করতলে ॥

আর বাম করেছে কৃপাণ ধরশান ।

দুই ভুজ দক্ষিণে অভয় বরদান ॥

লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের ছপাশে ।
 ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥
 দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ ।
 তারা রূপ ধরি সতী হইলা সমুখ ॥
 নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা ।
 সর্প বান্ধা উর্দ্ধ একজটা বিভূষণা ॥
 অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কমল ।
 ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥
 নীলপদ্ম খড়্গাকাতি সমুত্তর ৱর্পর ।
 চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥ ২ ॥
 দেখে ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি ।
 রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী ॥
 রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর ।
 চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধ্বংসর ॥
 বিধি বিষ্ণু জৈম্বর মহেশ কদ্রপঙ্ক ॥
 পঞ্চপেত-নিরমিত বর্ষিবাস মঞ্চ ॥ ৩ ॥
 দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা ।
 হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা ॥
 রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অমূল্য ।
 পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
 ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল ।
 মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল ॥ ৪ ॥
 দেবী ভয়ে মহাদেব গেল এক ভিতে ।
 ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে ॥
 রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা ।
 মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ-ভূষণ ॥
 অঙ্কমালা পুণ্ড্র-বরাভয় চারি কর ।
 ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উপর ॥ ৫ ॥
 দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত ।
 ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত ॥
 বিকসিত পুণ্ড্রাঙ্গ কর্ণধার মাঝে ।
 তিন গুণে ত্রিকোণ মন্ডল ভাল সাজে ॥
 বিপরীত রতে রক্ত-রক্তিকামোপরি ।
 কোকনদবরণা বিজুজা দিগম্বরী ॥
 নাগযজ্ঞোপবীতমুণ্ডাঙ্গমালা গলে ।
 খড়্গ কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে ॥
 কণ্ঠ হৈতে ক্রোধ উঠিছে তিন ধার ।
 এক ধার নিজ মুখে করেন আহার ॥
 ছই দিকে ছই সখী ডাকিনী বর্ণিনী ।

ছই ধারা পিরে তারা শব-আরোহিণী ॥
 চন্দ্র স্বর্ষ্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন ।
 অর্ধ চন্দ্র কমল ফলকে সুশোভন ॥ ৬ ॥
 দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদ্রিলা লোচন ।
 ধুমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
 অতি বুদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন ।
 কাকধ্বজ রথাক্রাড়া ধূমের বরণ ॥
 বিস্তার বদনা কুশা ক্ষুধার আকুলা ।
 এক হস্ত কম্পবানু আর হস্তে কুলা ॥ ৭ ॥
 ধুমাবতী দেখি ভীম সভয় হইলা ।
 হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥
 রক্তগৃহে রক্ত-সিংহাসন-মধ্যস্থিতা ।
 পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা ॥
 এক হস্তে এক অস্ত্রের জিহ্বা ধরি ।
 আর হস্তে মুদগর ধরিয়া উর্দ্ধ করি ॥
 চন্দ্র স্বর্ষ্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ।
 ললাটমণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥
 দেখি ভয়ে ভোলানাথ বান পলাইয়া ।
 পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া ॥
 রক্তপদ্মাসনা শ্রীমা রক্তবস্ত্র পরি ।
 চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি ॥
 ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্র কমল ফলকে ।
 চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥ ৯ ॥
 মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান ।
 মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান ॥
 সূবর্ণ সূবর্ণ বর্ণ আসন অমূল্য ।
 ছই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ ॥
 চতুর্দন্ত চারি শ্বেত বারণ হরিষে ।
 রক্ত ঘটে অভূষেক অমৃত বরিষে ॥ ১০ ॥
 পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর হৈল হর ।
 কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর ॥
 তোমরা কে মোরে কহ পাষ্টয়াছি ভয় ।
 কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয় ॥
 কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে ।
 পূর্ব সর্ব জান কেন পারিলা এবে ॥
 পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে ।
 প্রসবিমু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে ॥
 তিন জনে তোমরা কারণ জলে ছিলা ।
 তপ তপ তপ বাক্য কহিমু শুনিলা ॥

তিনজন পরস্পর লাগিলা অপিতে ।
 শব রূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে ॥
 পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি হৃৎ ।
 বিধি হৈলা চতুর্দ্ব্যুৎ কিরি কিরি মুখ ॥
 তুমি ঘণা না করিয়া করিলা আসন ।
 প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিছ ভজন ॥
 পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে ।
 সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে ॥
 এত শুনি শিবের হইল চমৎকার ।
 প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাংকার ॥
 লুকাইয়া দশমূর্তি সতী হৈলা সতী ।
 তারা মূর্তি ছাড়ি হৈলা কালীর মূর্তি ॥
 মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায় ।
 যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥
 রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে ।
 রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥”

উপরে দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখিত
 হৈল, তাহা মহাভাগবতপুরাণ ব্যতীত আর কোন পৌরাণিক
 ৥ তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না ।

তন্ত্রে মহাবিদ্যার উৎপত্তি ভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।
 কুজিকাতন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে—
 “কলৌ কৃষ্ণমাসাদ্য গুরুপি নীলরূপিণী ।
 লীলায় বাক্ প্রদাচেতি তেন নীলসরস্বতী ॥
 তারকছাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 ভুবনানাং পালকস্বাভুবনেশী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
 সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীৰ্ত্তিতা ।
 ত্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা ত্রীবিভা চ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
 নিগুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 ভৈরবী হৃৎসংহন্ত্রী যমহৃৎখবিনাশিনী ॥
 কালভৈরবভাৰ্যা চ ভৈরবী পরিকীৰ্ত্তিতা ।
 ত্রিশক্তি কালদা দেবী ছিন্না চৈব সুরেশ্বরী ॥
 ত্রিগুণা চ মহাদেবী মোহিনী মোক্ষদা এবং ।
 ধ্রুবাতী মহামায়া ধ্রুভাস্ত্রনিন্দনী ॥
 ধুম্ররূপা মহাদেবী চতুর্ভূজপ্রদারিণী ।
 অগমাতা অগন্ধাত্রী, অগতাসুপারিণী ॥
 বকারে বাকুণী দেবী গকারে সিদ্ধিদা স্তুতা ।
 লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্য মে প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
 মাতঙ্গী মদনী লম্বাস্ত্রভাস্ত্রনিন্দিনী ।
 সর্গাপত্যারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীৰ্ত্তিতা ।

পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুলক্ষ্মী ॥

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”

মহাদেবী গুরা হইলেও কলিতে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া
 নীলরূপিণী হইয়াছিলেন, অবলীলাক্রমে বাক্শক্তি প্রদান
 করেন। এই অস্ত্র নীলসরস্বতী নামে খ্যাত লাভ করেন
 এবং ইনি সকল ভূতকে তারণ করেন, এই অস্ত্র
 ইহার নাম তারা বা তারিণী। সকল ভুবনকে পালন করেন
 এই অস্ত্র ভুবনেশ্বরী নাম হইয়াছে এবং সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী
 বলিয়াও ভুবনেশী নামে বিখ্যাত। মহাদেবী ত্রীদাত্রী নামে
 বলিয়া ত্রীবিদ্যা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহাদেবী ত্রিগুণাতীতা
 এই অস্ত্র ইহার নাম ষোড়শী। এই দেবী সকল প্রকার হৃৎ
 নাশ করেন ও যম-যন্ত্রণা বিদূরিত করেন এবং ভৈরবের ভাৰ্যা,
 এই অস্ত্র ভৈরবী নামে খ্যাত লাভ করিয়াছেন। এই দেবী
 ত্রিশক্তিরূপিণী, ইহার মন্তক ছিন্না, ইনি মোহিনী ও মোক্ষ-
 দায়িনী, এই অস্ত্র ইহার নাম ছিন্নমস্তা। এই মহামায়া ধ্রুভাস্ত্র
 বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ ধ্রু এবং ইনি ধর্ম, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন, এই অস্ত্র ইহার ধ্রুবাতী নাম
 হইয়াছে। বকার শব্দে বাকুণী দেবী, গ শব্দে সকল প্রকার
 সিদ্ধিদায়িকা, ল শব্দে পৃথিবী এবং স শব্দে চৈতন্যরূপিণী,
 এই অস্ত্র বগলা নাম হইয়াছে। মহাদেবী অত্যন্ত মদনীলা,
 তিনি মন্তক অস্ত্রকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল আপদ্
 হইতে উদ্ধার করেন, এই সকল কারণে তাঁহার নাম মাতঙ্গী
 হইয়াছে। মহাদেবী সর্গদা বৈকুণ্ঠ বাস করেন, এই অস্ত্র ইহার
 নাম কমলা এবং পাতালে অবস্থিতি হেতু লক্ষ্মী নামেও
 বিখ্যাত। এই দশমহাবিদ্যাও সিদ্ধিবিদ্যা বলিয়া প্রকীৰ্ত্তিত হন।

‘নারদপঞ্চরাত্রে (৩৩ অঃ) লিখিত আছে—

“দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকশিখরতা ।

কুপিষা দক্ষ রাজর্ষিঃ সতী ত্যক্তা কলেবরং ॥

অমৃগুহ চ মেনারাঃ জাতা তস্তাস্ত্রমাতা তদা ।

কালী নামেতি বিখ্যাতা সর্গশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥”

সতী নীলগৃহে উৎপন্ন হইয়া রাজর্ষি দক্ষের প্রতি কুপিত
 হইয়া কলেবর ত্যাগ করেন, পরে অমৃগুহ করিয়া মেনকার
 গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময়ে সতী কালী এই
 নামে বিখ্যাত হন, ইহা সকল শাস্ত্রে বিখ্যাত আছে ।

আবার স্তম্ভতন্ত্রের মতে—

“মহারাত্রিদিনে হবন্ত্যাং নগর্যাং জাতমেব তৎ ।

কালীরূপং মহেশানী সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কং ॥”

মহেশ্বরী অবতী নগরীতে মহারাত্রি দিনে কালীরূপ হইয়া-

ছিলেন, এইজন্ত ইহার নাম কালী হইয়াছে। ইনি সাক্ষাৎ
কৈবল্যদায়িনী।

নারদপঞ্চরাত্রে (৩২ অঃ) লিখিত আছে—

“দক্ষগেহে চ যোংপন্ন সত্যী নামেতি কীর্তিতা।

কৈবল্যদায়িনী যস্মাত্তস্মাদেকজটা সূতা।

তারকস্বাং সদা তারা নীলয়া নাক্ষত্রদা যতঃ।

নীলসরস্বতী প্রোক্তা উগ্রতাহুগ্রতারিণী।

উগ্রাপতারিণী যস্মাজ্জতারা প্রকীর্তিতা।”

যিনি দক্ষগৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম সত্যী,
কৈবল্যদায়িনী এই হেতু তাঁহার নাম একজটা। তিনিই
সকল ভূতকে তারণ করেন, এইজন্ত তাঁহার নাম তারা বা
নীলার বাক্তান করেন, এইজন্ত নাম নীলসরস্বতী এবং
উগ্রতাহেতু উগ্রতারিণী বলিয়া কীর্তিত হন।

আবার স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

“কালরাত্রি দিনে প্রাপ্তে নিশায়াং মধ্যভাগকে।

উগ্রাপতারণার্থন্ত উগ্রতারা স্বয়ং কলা।

মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাথ্যো ব্রহ্মো মহান্।

তত্র জজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীলসরস্বতী।

তত্র অপ্যন্ত প্রজপং স্ত্রিয়ুগং সমবর্তত।

মহোর্দ্ধবক্ত্রান্নিসৃত্য তেজোরশির্বিনির্গতঃ।

ব্রহ্মে চোলে নিপত্যৈব নীলবর্ণা ভবতদা।”

কালরাত্রি দিনে নিশীথ রাত্রে স্বয়ং উগ্র আপদ হইতে
তারণ করেন বলিয়া উগ্রতারা নাম হইয়াছে। মেরু পশ্চিম-
কূলে চোলনামে একটি মহাব্রহ্ম আছে, এই ব্রহ্মে মাতা
নীলসরস্বতী স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানে ত্রিযুগ
ধরিয়া জপ করিতে থাকেন। উর্দ্ধবক্ত্র হইতে তেজো-
রাশি চোলব্রহ্মে নিপতিত হইয়া নীলবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া
নীলসরস্বতী নামে খ্যাত।

ষোড়শীর উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্রে মতে—

‘ভূয়ঃ শূণু মুনিশ্রেষ্ঠ রুহন্তং পরমাত্মকম্।

যেন কালী মহামায়া স্কন্দরীতমুপাগতা।

কৈলাসশিখরঃ রম্যে বসমানে চ শঙ্করে।

ইন্দ্রশচ প্রেষয়ামাস সর্কশ্চান্দ্রসো মুদা।

আগতান্তা মহাদেবং তুষ্ণবৃত্তং মহেশ্বরং।

ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা তাগাস স বৃষভধ্বজঃ।

আভাষ্য স্কন্দয়া বাচা করুণামৃতয়া ততঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

পুরুষত্বাতিথিজ্ঞেয়ঃ পুরুষো নাজ সংশয়ঃ।

ত্রীণাং ত্রী চাতিথিজ্ঞেয়া তস্মাদ্গজত্ব কালিকাং।

ইত্যুক্ত্বা তৎপূরং রম্যং বিবেশ পরমেশ্বরঃ।

উবাচ কালীং ভগবানীশ্বরং পরমেশ্বরীং।

জা অপ্যাপুং পরমাং ত্রীণি পরমহুর্ভাং।

ততো দেবী মহাকালী চিস্তয়িত্বা মুহমুহঃ।

এতজ্জপমপোহায় শুদ্ধগৌরী ভবামাহং।

যস্মাং কালীতি কালীতি মহাদেবঃ সমাহ্রয়েৎ।

ইতি সঙ্কিত্য মনসা অন্তর্ধানং গতঃ পরা।

মহাদেবোহপি কালেন গতোহন্তঃপুরং শিবঃ।

নাগশ্চ তদা কালীং তত্শ্চৈ তস্মিন্ পুরে হরঃ।

অথ কালে কদাচিত্তু আগতস্তত্র নারদঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং মহাদেবং মহেশ্বরং।

কৃতাজ্জলিপুটস্তত্শ্চৈ ততো দেবাগ্রতো মুনিঃ।

মহাদেবোহপি বায়েন পাণিনা মুনিসত্তমং।

উপশ্লুত্ব সমাখ্যাত চক্রে পুণ্যবতীং কথাম্।

কালেন ক্রিয়তা তত্র কথান্তে মুনিসত্তমঃ।

উবাচ সাদরং বাক্যং প্রণম্য জগদীশ্বরম্।

নারদ উবাচ।

ক গতা স্বাং পরিত্যজ্য কালী কালবিনাশিনী।

প্রত্যাচ মহাদেবস্তং মুনিং নারদং ততঃ।

অন্তর্ধানং গতঃ দেবী মাং হিত্বা মুনিসত্তমঃ।

ইতি প্রোক্ত্বা বচস্তত্ত নারদো হর্ষমাগতঃ।

বিবাদসময়স্তাং মহাকাল্যাচ শূলিনঃ।

ইতি সঙ্কিত্য মনসা ধ্যানমাপ্রিত্য নারদঃ।

দদর্শ তাং মহাকালীং ধ্যানচক্রে সমাপ্রিতঃ।

সুর্মেরোরুত্তরে পার্শ্বে স্থিতা সা পরমেশ্বরী।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা উপতন্তে জগদ্বারীং।

দেবুবাচ।

বিদুরেণ মদীয়েন কিং কুরোতি মহেশ্বরঃ।

তত্শ্চৈব কুশলং সর্কং কথয়স্ব মুনীশ্বরঃ।

নারদ উবাচ।

উত্তোগং পরমং চক্রে বিহার্যার্থং মহেশ্বরঃ।

দেবদেবো গিরিস্থে তং নিবারয় স্তব্রতে।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তত্ত সক্রোধো পরমেশ্বরী।

আজ্জলামান্য রক্তাক্ষী ক্রপমজ্জদধৌ পরা।

যদ্রাস্তি ত্রিষু লোকেষু সৌন্দর্যমপি কৃত্রিৎ।

দধৌ তজ্জপমভূলং সর্কেষ্বামধিকং পরং।

যত্রান্তে ভগবান্ দেবো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।

সমাগতা কণেনৈব ততঃ সা পরমেশ্বরী।

দদর্শ হৃদয়ে শক্তোঃ স্বর্কায়াম্ পরমেশ্বরী।

উবাচ সা মহাদেবঃ ক্রোধেন মহতাবুতা ॥
 কৃতপ্রহং মহাদেব ময়া যঃ সময়ঃ কৃতঃ ।
 ত্বং ত্বং লজ্জিতবান্ দেব কিমর্থং পরমেশ্বর ॥
 কৃত্বা বিবাহং হৃদয়ে স্থানং দত্তং ময়া শিব ।
 এতং কৃত্বা বচন্তস্তাঃ প্রহস্ত পরমেশ্বরঃ ।
 উবাচ স প্রিয়াং স্বাক্ষরীং প্রেমগগনদয়া গিরা ॥
 ঈশ্বর উবাচ ।

নাভং কৃতয়ো কল্যাণি নাভং সময়লজ্যকঃ ।
 হৃদয়ে মেম্বয়া দৃষ্টা স্বচ্ছায়া নাজ সংশয়ঃ ।
 ধ্যানং কুরু মহাভাগে পশু ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা ॥
 স্বচ্ছায়া সৈব দেবেশি ততঃ স্বস্থিভবং পরা ।
 উবাচ পরমেশানং দেবদেবং মহেশ্বরং ।
 পরেণ প্রেমভাবেন জগদীশং জগন্ময়ং ।
 কা ছায়া হৃদি দৃষ্টা সা তন্মে ক্রুহি জগৎপতে ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা মহাদেবঃ কালিকাবচনং পরং ।
 উবাচ প্রেমভাবেন দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥
 ঈশ্বর উবাচ ।

যয়াজ্জিবুবনে রূপং শ্রেষ্ঠং কৃতবতী শিবে ।
 তস্মাৎ স্বর্গে চ মর্ত্যে চ পাতালেহস্ত্র পার্হতি ॥
 স্কন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চ খ্যাতা ত্রিপুরস্কন্দরী ।
 সদা ষোড়শবর্ষীয়া বিখ্যাতা ষোড়লী ততঃ ।
 বাঃ ছায়াং হৃদয়ে মেহস্ত্র দৃষ্টা ভীতা সুরেশ্বরী ॥
 তস্মাৎ ষা ত্রিসু লোকেষু খ্যাতা ত্রিপুরভৈরবী ।
 নাবস্তা ভগবত্যাশ্চ সৃষ্টিচিন্তা রূপায়মী ।
 'এতস্তাং ভুবনেশানীং রাজরাজেশ্বরীং বিদুঃ ।
 যা চোগ্রতারিণী প্রোক্তা যা চ দিক্বরবাসিনী ।
 যৈষা ললিতকাস্তাখ্যা খ্যাতা মঙ্গলচণ্ডিকা ।
 কোষিকী দেবদূতী চ যাস্তাভ্যামুর্ভয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 যা খ্যাতা ভুবনেশানী তস্তা ভেদা হনেকথা ।
 ত্রিপুরা জয়দুর্গা চ বনদুর্গা ত্রিকণ্টকী ।
 কাত্যায়নী মহিষমারী দুর্গা চ বনদেবতা ॥
 শ্রীদ্রামদেবতা বজ্রপ্রতারিণী চ শূলিনী ।
 গৃহদেবী গৃহাক্ষরী মেধা রাধা চ কলিকা ॥
 কথিতাশ্চ সমাসেন তাসাং ভেদাশ্চ নারদ ।
 'বিস্তারণং তু কেচনৈব শক্যতে গদিতং মুনৈঃ ॥'

এ মুনিশ্রেষ্ঠ, পরমাস্তর্যজনক ও অভিগোপনীয় বৃত্তান্ত
 শ্রবণ কর, যে কারণে মহামায়া কালী স্কন্দরী প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন। যে সময়ে শঙ্কর রমণীয় কৈলাসনিধয়ে বাস

করিতেছিলেন, সেই সময় ইজ্র মহাদেবকে স্তব করিবার
 জন্য অঙ্গরাগিকে পাঠাইরাছিলেন, তাহার আসিয়া মহা-
 দেবের স্তব করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের স্তবে সন্তুষ্ট
 হইয়া বলিয়াছিলেন, 'পুরুষের অতিথি পুরুষ, জীলোকের
 অতিথি জীলোক, এইজন্য তোমরা কালিকার নিকট গমন
 কর।' মহাদেব অঙ্গরাগিকে এই কথা বলিয়া রমণীয় পুর
 মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ঐ অঙ্গরাগণ পরম-
 ভুলভপ্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাদেব কালীকে এই বিষয়
 বলিয়াছিলেন। কালী ইহা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া
 কালীরূপ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধগৌরী হইয়াছিলেন। মহা-
 দেব নিজেও 'কালী কালী' বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, ইহা মনে
 মনে চিন্তা করিয়া মহামায়া অন্তর্ধনে করিয়াছিলেন। মহাদেব
 অন্তঃপুরে যাইয়া কালীকে দেখিতে পাইলেন না, সেই-
 খানেই অবস্থান করিলেন। কোন সময়ে নারদ এইখানে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব নারদের গাত্র বাম-
 হস্তে স্পর্শ করিয়া সাদরসম্ভাষণপূর্বক নানাবিধ কথা
 বলিলেন। নারদ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল-
 বিনাশিনী কালী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়া-
 ছেন?' মহাদেব বলেন, 'কালী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া
 অন্তর্হিত হইয়াছেন।' নারদ মহাদেবের এই কথা শুনিয়া
 অত্যন্ত দ্রষ্ট হইলেন। তিনি কালী ও মহাদেবের এই বিবাদ
 চিন্তা করিয়া ধ্যান অবলম্বন করিলেন। তিনি ধ্যানচক্ষে
 দেখিয়াছিলেন, সূর্য্যের উত্তরপার্শ্বে মহাদেবী অবস্থান করিতে-
 ছেন। নারদ মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নাম করিয়া
 সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাদেবী নারদকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাদেব আমা ছাড়া হইয়া কেমন
 আছেন, তাহার সকল কুশল সংবাদ বল।' নারদ মহাদেবীকে
 কহিলেন, 'হে গিরিসুত! দেবদেব মহাদেব পরম বিহারার্থ
 উজ্জোগ করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে নিবারণ করুন।' দেবী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধাধিতা হইলেন এবং
 চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। তখন দেবী অস্তরূপ ধারণ করিলেন; তিন
 লোকের হকান শূলে সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই, তিনি যেরূপ
 সৌন্দর্য্যধারণ করিলেন। অতুলনীয় সেইরূপ ধারণ করিয়া
 যেখানে ভগবান্ মহেশ্বর অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে
 গমন করিলেন। মহাদেবী শঙ্কর হৃদয়ে স্বচ্ছায়া দেখিয়া
 অত্যন্ত ক্রোধাধিতা হইয়া মহাদেবকে কহিলেন, 'হে
 কৃতপ্র, তুমি আমার সহিত প্রীতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, কি জন্য
 তাহা লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি বিবাহ করিয়া হৃদয়ে
 আমাকে স্থান দিয়াছ।' মহাদেব কালীর এই কথা

শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হে কল্যাণি, আমি কৃত্য নহি এবং প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন করি নাই, আমার হৃদয়ে যাহা দেখিতেছ, তাহা তোমারই ছায়া, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা বরং তুমি ধ্যান অবলম্বন করিয়া দেখিতে পার।' পরে কালী উহা আপনাই ছায়া অবগত হইয়া স্তব্ধ হইলেন এবং মহাদেবকে কহিলেন, 'ছায়া কে? তাহা আনাকে বলুন।'

মহাদেব এই কথা শুনিয়া কালীকে বলিলেন, 'হে শিবে! তুমি জিভুবনে শ্রেষ্ঠ রূপ ধরিয়াছিলে, সেই জন্ত স্বর্গে, ধর্ত্ত্য ও পাতালে স্তম্ভরী, পঞ্চমৌ, ত্রিপ্রপুস্কন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ কর এবং সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া বলিয়া ষোড়শী নামে বিখ্যাত হও। অদ্য আমার হৃদয়ে ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলে, সেই জন্ত ইহা তিনলোকে ত্রিপুর-ভৈরবী নামে খ্যাত। ভগবতীর কৃপাময়ী স্ফুটিতা যে অবস্থা, তাহাকে 'ভুবনেশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া জানিবে; যিনি উগ্রতারিণী, দিক্বরবাসিনী, ললিতকাস্তা, সঙ্গলচণ্ডিকা, কোষিকী, দেবদূতী প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। যিনি ভুবনেশ্বরী নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার ভেদ অনেক,—ত্রিপুটা, জয়ভূগা, বনভূগা, ত্রিকটকী, কাত্যায়নী, মহিষমারী, ভূগা, বনদেবতা, শ্রীরামদেবতা, বজ্রপ্রস্তারিণী, শূলিনী, গৃহদেবী, মেধা, রাধা, কালিকা ইত্যাদি তাঁহার ভেদ জানিবে।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি—নারদপঞ্চরাত্নের মতে—

“একদা পার্বতীদেবী স্নানার্থং গতবতাপি।
সাক্ষং সহচরীভ্যাম্ মন্দাকিনী জলে মুদা।।
তত্র স্নাত্বা কামবাপ্পীড়িতা চ অগম্যমী।
বভূব কৃষ্ণা সা দেবী অগদানন্দকারিণী।
অপ কালে কদাচিত্তু তাভ্যাং পৃষ্ঠা মহেশ্বরী।
দেহি ভক্ষ্যং ক্ষুধার্ত্ত্যভ্যামাবাভ্যাং পরমেশ্বরী।।
অত্র তে চ প্রদাতামি কুরুতাং মে প্রতীক্ষণং।
ক্ষণদীর্ঘং পুনঃ পৃষ্ঠা দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ।।
প্রতীক্ষণং প্রকুরুতাং কিঞ্চিং কালং স্মরামি চ।
ক্ষণাৎ পরমুচ্চতুস্তে দেহি ভক্ষ্যমথাবয়োঃ।।
মাতা ত্বং সর্বজগতাং মাতরং প্রার্থয়েচ্ছিত্ত্বং।
মাতা দদাতি সর্বেষাং ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্।
অতস্ত্বং প্রার্থয়ে ভক্ষ্যং ভক্ষ্যং কুরুণাময়ি।
ইতি শ্রুত্বা মহেশানী মধুরং বচনং তয়োঃ।।
গৃহে গতা প্রদাতামি ইত্যাচৈ বচনং তয়োঃ।
উচতুস্তে পুনস্তাং বৈ ডাকিনী বর্ণিনী পরে।।

অয়া চ বিজয়া যে তু আবাং ক্ষুৎপরিপীড়িতে।

দেহি ভক্ষ্যং অগম্যাতর্কর্যে দেবি শ্ৰীহিতম্।

ইতি শ্রুত্বা বচঃ প্রকৃত্বা কৃপাময়ী শুচিস্থিতা।

নখাগ্রেণ চ চিচ্ছেদ বামেন শ্বশিরস্তদা।

ছিন্নমাত্রস্ত তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ।।

কণ্ঠাধিনঃস্থতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন।

বামদক্ষিণভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে।।

সখীমুখে তু সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে।

এবং কৃষ্ণা তু তা স্তত্র গতঃ সর্বা বথাগতম্।।

ছিন্নং তস্তা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্তুতা।।”

একদিন পার্বতী দেবী সহচরীদিগের সহিত মন্দাকিনীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়া কামাতুর হইলেন। সেই সময়ে অগদানন্দকারিণী দেবী কৃষ্ণা হইয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে সহচরীরা মহেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে মহেশ্বরী! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমাদের কিঞ্চিং ভক্ষ্য প্রদান করুন।' মহেশ্বরী বলিয়াছিলেন, 'ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি তুমি দিতেছি।' ক্ষণকাল অতীত হইলে আবার তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিল। তখন অগম্যাতা তাহাদিগকে কহিলেন, 'কিছুকাল অপেক্ষা কর, ভক্ষ্য দিতেছি।' পরে কিছুকাল অতীত হইলে তাহারা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমিই সর্ব জগতের মাতা, শিশু মাতার নিকটেই ভক্ষ্যাদি প্রার্থনা করে, মাতা সকলকেই ভক্ষ্যাদি দিয়া থাকেন, হে কৃপাময়ী! এই জন্ত 'তোমার নিকট ভক্ষ্য প্রার্থনা করিতেছি।' মহেশানী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'গৃহে মাইরা ভক্ষ্য প্রদান করিব।' ডাকিনী বর্ণিনী জয়া বিজয়া পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'হে অগম্যাতা: কৃপাময়ী! আমরা যে রূপে তৃপ্ত হই, আমাদের সেইরূপ খাদ্য দিন।' কৃপাময়ী দেবী তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া ঈষদ্ হাস্য করিয়া বাম নখাগ্রে দ্বারা কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইলেই বামহস্তে পতিত হইল। কণ্ঠ হইতে ত্রিধারে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল। বাম ও দক্ষিণদিকে যে দুইটা ধারা নির্গত হইল, সেই দুইটা ধারা ছই সখীমুখে সংযোজিত করিলেন এবং মধ্য ধারা নিজ মুখে ধরিলেন। এই রূপে মুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল,—এইজন্ত ছিন্নমস্তা এই নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে লিখিত আছে—

“ছিন্নোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি তান্নাং সৈব চ কালিকা।

পুরাকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পৰ্কতান্তরে ॥

মহামায়া ময়া সাক্ষিঃ মহারতপরাধণা ॥

শুক্রেংসারণকালে তু চ শুভ্রীভূতদা ॥

তদা বদেহসমুত্তে বেষন্তী সখ্যভূতঃ ॥

ডাকিনী বর্ণিনী নামা সখ্যো তাভ্যাং সহাধিকা ॥

পুষ্পভদ্রানদীকুলং জগাম চণ্ডনায়িকা ॥

মধ্যাহ্নে চ ক্ষুধার্তে চ চণ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ ॥

ভক্ষণং দেহি তৎপ্রজ্ঞা বিহন্ত চণ্ডিকা শুভা ॥

চিচ্ছেদ নিম্ন মূৰ্দ্ধানং কবচোপরি পার্শ্বতী ॥

নিম্ন মূৰ্দ্ধিঃ সমাসাদ্যা যা পুরা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

বিবর্ণাং তাস্ত দৃষ্টাৎ সহসা ক্রৌঞ্চমাগতঃ ॥

অস্ত্রৈঃ কৃতমিদং মদ্য ততঃ শুশ্রাব তক্ষণা ॥

তদাত্মং ক্রোধজ্ঞো দেবী মদংশঃ ক্রোধভৈরবঃ ॥

বীররাজিদিনে জাতা দিনান্তে পরমা কলা ॥

সবীভ্যাং সহ দেবেশি নদ্যাং তস্তাং প্রচণ্ডিকা ॥

হিমার উৎপত্তি বলিতেছি, সেই কালিকা ও তারাই ছিন্নমস্তা ॥ পূৰ্বে সত্যযুগে পৰ্কতশ্রেষ্ঠ কৈলাসপৰ্কতে মহামায়া জামার (শিবের) সহিত মহাসুরতপরাধণা ছিলেন, শুক্রেং-সারণকালে মহামায়া চণ্ডমূৰ্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সময়ে বদেহ হইতে দুইটা শক্তি সমুত্ত হয়, সেই দুইশক্তির নাম ডাকিনী ও বর্ণিনী, ইহারা দুইজনই পরস্পর সখী হইল ॥ অধিকা তাহাদের সহিত পুষ্পভদ্রা নদীকূলে গমন করিয়া-ছিলেন ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে ঐ দুইজন ক্ষুধার্ত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিয়াছিল, আমরা ক্ষুধার্ত হইয়াছি, আমাদেরকে খাদ্য দিন ॥ তখন চণ্ডিকা ঈষদ্ হাস্ত করিয়া নিম্ন মস্তক ছেদন করিলেন ॥

মাতঙ্গীর উৎপত্তি নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

“কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নবিভূষিতে ॥

উপবিষ্টা মহাদেবী শব্দোরক্রে প্রিয়া সতী ॥

উবাচ প্রেমভাবেন স্বপতিং পরমেশ্বরী ॥

দেব্যাবাচ ॥

যৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ ন কিঞ্চিদুর্লভং মম ॥

যতন্তু সৰ্বদোহসীতি সৰ্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ ॥

কিস্তং গন্তমিচ্ছামি মাতাপিত্রোঃ শুভালয়ে ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥

প্রিয়ঃ মমৈতদেবেশি মমাপি গমনং শিবে ॥

সন্দেহঃ কিস্ত মে দেবি গন্তাসি হুনিমগ্নিতা ॥

ইতি শ্রুয়া বচঃ পত্ন্যৰূঢ় মিত্যাহ স্তম্ভবৎ ॥

গতায়ং ময়ি তজ্জৈব তন্তো গন্তাসি শব্দর ॥

ঈশ্বর উবাচ ॥

এতচ্চে সময়ং ভদ্রে কৃতবানস্বাহং শিবে ॥

গতায়ং স্বয়ি গচ্ছামি তবানরনহেতুনা ॥

এতস্মিন্নন্তরে মেনা চকারোংসবমুত্তমম্ ॥

ক্রৌঞ্চমাগ্রেষয়ামাস যত্র দেবঃ সদাশিবঃ ॥

ততো দৃষ্টা মহাদেবঃ ক্রৌঞ্চং তং ধরণীগতং ॥

বামেন পাগিনোখাপ্য সমালিঙ্গ্য গিরেঃ সূতং ॥

চুচুবে তস্ত মূৰ্দ্ধানং নেত্রান্তঃপরিসি কিপন ॥

স্বাক্ষে নিবেশয়ামাস পৃষ্টা কুশলমবায়ং ॥

উবাচ শঙ্করা বাচা কিমর্থমিহমাগতঃ ॥

ক্রৌঞ্চ উবাচ ॥

যদি তে হস্তি কুপনাম যয়ি দাসে অগতংপতে ॥

হিমালয়সূতাং গোবীঃ তত্র নেতুং সমুৎসহে ॥

শঙ্কর উবাচ ॥

শীঘ্রং গচ্ছ বরারোহে ক্রৌঞ্চে ন সহ পার্শ্বতী ॥.....

পুনঃ প্রণম্য সা দেবী দেবদেবং মহেশ্বরং ॥

কৃচ্ছ্রেণ রথমারুহ মৈনাকিনা সমং যযৌ ॥

ক্ষণাৎ পিতৃগৃহং প্রাপ্য উত্তীৰ্ণ্য চ রথাত্ততঃ ॥

জগাম বায়ুবেগেন ক্রৌঞ্চে ন সহ সত্তরা ॥

যত্রান্তে হিমবান্ রান্না মেনা চ বরবর্ণিনী ॥

এবং সূখোষিতা তত্র পার্শ্বতী পিতৃমন্দিরে ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ তেষাং হর্ষপ্রবন্ধ চ ॥

এতস্মিন্নন্তরে শব্দুঃ শঙ্করাদায় দেবরাতৃ ॥

শঙ্করাস্ত বেষণেন জগাম হিমবদ্গৃহং ॥

বিক্রেতুকামঃ শঙ্করানং ছলেন ত্রিপুরাস্তকঃ ॥

নারীভ্যাঃ প্রদদৌ শঙ্কং পার্শ্বতৌ ন দদাতি চ ॥

পার্শ্বতী প্রণয়বিষ্টা কৃত্বা তস্ত চ সম্মতিং ॥

দাস্তামি তে মহাভাগে চাক্ষুষং মহেশ্বর ॥

ময়া যদ্ব্যচিতিং ভদ্রে দাতব্যং মূল্যমেব তৎ ॥

বাচমুক্তা জগদ্ধাত্রী পরিধায় স্ননির্ফলম্ ॥

দিব্যং মনোহরং শঙ্কং চাক্ষুৰূপং সূশোভনং ॥

শঙ্করাস্ত দ্বাপ্রাহমূল্যং দেহি পতিব্রতে ॥

দেব্যাবাচ ॥

পিতা মে হিমবানজির্ভর্তা শব্দুঃ কুপাময়ঃ ॥

পুত্রা মে গগনাখাত্তা ভ্রাতা মৈনাক এব চ ॥

ভাতৃপুত্রঃ স্বয়ং ক্রৌঞ্চো মাতা চ মম মেনকা ॥

যৎ পার্থরসি ভদ্রে তদাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥

শঙ্কর উবাচ ॥

পীড়িতঃ কামবাণেন স্বয়ি সাক্ষিঃ বরাননে ॥

শীঘ্রং বরয় মাং ভদ্রে নাত্তং পণ্যং মমেন্সিতং ॥
 ইতি শ্রুত্বা বচন্তস্ত শঙ্কাকারস্ত পার্শ্বতী ।
 মামেবং বচনং কৃষ্ণং কঃ শকোতি জগজ্জয়ে ॥
 গদিত্বং হৃষ্টভাবোহসৌ শপ্তুং চক্রে মনস্ততঃ ।
 ততো ধ্যানং সমাধায় ধৈর্যমালম্ব পার্শ্বতী ॥
 দদর্শ চেষ্টিতং শস্তোঃ প্রহস্ত পরমেশ্বরী ।
 উবাচ শঙ্কাকারং তং স্মিতপূর্বাননা ততঃ ॥
 অধুনা গচ্ছ ভদ্রেস্তে পুরয়ামি মনোরথম্ ।
 দিনান্তরে মহাবাহো বিমুজ্য সা অগচ্ছিতা ॥
 কিরতিবেশমাস্থায় সখীভিঃ পরিবারিতা ।
 জগাম যত্র দেবেশঃ সক্ষ্যাং চক্রে মহেশ্বরঃ ॥
 নৃত্যগীতৈঃ কামবেশৈঃ পানভোজনবিস্তারৈঃ ।
 উবাস তত্র রমণাবেশেন পরমেশ্বরী ॥
 এতস্মিন্নস্তরে শঙ্কুঃ সক্ষ্যাং কর্ত্বন জগাম সঃ ।
 মানসাধ্য সরসীরে গতা সক্ষ্যাং মহেশ্বরঃ ॥
 দদর্শ তাং সখীভিঃ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্ ।
 রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরীধানাং সুনির্মলাম্ ॥
 তস্মৈ বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটন্তনীং ।
 আগত্য সন্নিধৌ তস্তাঃ প্রাহ দেবঃ কৃপাময়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

কা ত্বং শঙ্কু বরারোহে কিমর্থমিহমাগতা ।
 মনোরথং তে দাস্যামি সত্যং সত্যং কৃপাং কুরু ॥

চাণ্ডালুবাচ ।

চাণ্ডাল্যস্মি সুরশ্রেষ্ঠ তপোর্থমিহমাগতা ।
 দেবত্বমভিলাষং মে মা বিয়ং কুরু পণ্ডিত ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শিবেহিহং দেথ দেবেশি তপস্বিকলদায়কঃ ।
 অধুনা পার্শ্বতী তুলাং করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 তদেব কামভাবেন তৎকল্যাণি ভজন্ত মাং ।
 কথং বিলম্বসে দেবী দেবত্বং যদি বাহুসি ॥

চাণ্ডালুবাচ ।

তপোহর্ষণাপত্তা অত্র দেবদেব জগৎপতে ।
 দেবতাত্ত্বমবাপ্তং বৈ মা বিয়ং কুরু ধর্মরাট্ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

ভবিষ্যতি ন তে বিয়ং কারক্লেপেন কিং তব ।
 অধুনা ভব দেবীত্বং মধ্যাক্যং বিকলং নহি ॥
 ইত্যুক্তা হস্তমাদায় হস্তেন পরমেশ্বরঃ ।
 উপবিষ্টো মহাদেব স্তস্তা আসনমুত্তমং ॥
 তয়া সাক্ষিং মহাদেব সমাপ্তিযা চ তাং শিবঃ ।

চূষে বদনং তস্তা মৈথুনারোপচক্রমে ॥
 রমমাণ স্তয়া সাক্ষিং কালেন কিরতা হরঃ ।
 চণ্ডালবেশমগমন্ততঃ প্রাহ প্রিয়াসতী ॥
 নাহং স্বা হলিতুং শক্যা কেনোপায়েন কুজ চিং ।
 স্বং হি দেব শুক্লদেব দেবদেব জগৎপতে ॥
 এবং নানাপ্রকারেণ তয়োস্ত রমমাণয়ো ।
 অভবচ্চ তয়োঃ প্রীতিরতুলা মুনিসত্তম ॥
 রত্যন্তে চোপবিষ্টৌ তু ততঃ প্রাহ পরং সতী ।
 জগৎ কুরু জগন্নাথংদেহি মে বাহুতং বরং ॥”

ঈশ্বর উবাচ ।

“যস্মাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা ।
 তস্মান্মুর্তিরিয়ং ভদ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 উচ্ছিষ্টচণ্ডালিনীধ্যাতা সর্বশাস্ত্রেণ গোপিতা ।
 কৃত্যয়াং তব পূজায়াং পূজাস্তে পরমেশ্বরী ॥
 সাক্ষা ভবিষ্যতি শিবে অতথা নৈব পার্শ্বতী ।
 মাতঙ্গী নাম মূর্তিতে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 সিদ্ধবিদ্যা মহাবিদ্যা যথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
 ত্রিপুরভৈরবী দেবী যথা চ ভুবনেশ্বরী ॥
 কালী তারা মহাবিদ্যা যথা তে উত্তমে তনু ।
 ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ তথা ধুমাবতী তনুঃ ।
 বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী তে তনুরিয়ং ॥”

নানারত্নবিভূষিত রমণীয় কৈলাস শিখরে মহাদেবী শঙ্কু
 অঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় পার্শ্বতী ঐ
 ভাবে মহাদেবকে কহিলেন, ‘হে প্রভো! আগনি, সকল অতি
 লাভ প্রদান করেন এবং আপনার অঙ্গুগ্রহে আমার কিছুমাত্র
 দুর্লভ নাই, আমার পিতৃভবনে যাইতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে
 মহাদেব পার্শ্বতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ‘ইহা আমি
 অনিচ্ছা নহে এবং আমারও যাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু
 অনিমন্ত্রিত হইয়া যাওয়া উচিত নহে।’ পার্শ্বতী এই কথা
 শুনিয়া কহিলেন, ‘আমি গমন করিলে আপনিকগমন করিবেন’
 তাহাতে মহাদেব বলিলেন—‘আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যিনি
 যাইলে আমি তোমাকে আনিতে যাইব।’

এই সময়ে মেনকা মহোৎসব করিয়াছিলেন, তখন
 পার্শ্বতীকে আনিতে ক্রোড়কে পাঠাইয়া দেন। তখন
 মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিল। মহাদেব
 তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। ক্রোড় মহাদেবকে বলিল
 ‘হে জগৎপতে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে,
 তাহা হইলে গোত্রীকে পিত্রালায়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।’
 মহাদেব এই কথা শুনিয়া পার্শ্বতীকে কহিলেন, ‘হে পার্শ্বতী!

দীপ্ত তুমি ক্রোধের সহিত গমন কর।' পার্শ্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণপূর্বক মৈনাকীর সহিত বেধানে রাজা হিমবান্ ও মৈনাক ছিঁড়েন এবং বেধানে পার্শ্বতী স্থখে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই অবসরে দেবপতি শঙ্কু শঙ্খ লইয়া শঙ্খকারের বেশ ধারণ করিয়া হিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং শঙ্খ বিক্রমের ছল করিয়া নারীদিগকে শঙ্খ দেখাইড়ে লাগিলেন। তিনি সকলকে শঙ্খ দিলেন, কিন্তু পার্শ্বতীকে দিলেন না। পার্শ্বতী শঙ্খ চাহিলে শঙ্খকার বলিলেন, 'হে মহেশ্বরী, আমি যাহা মূল্য চাহিব, তাহা যদি দাও, তোমাকে মনোহর শঙ্খ দিব।' পার্শ্বতী 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিলে শঙ্খকার মনোহর শঙ্খ পরাইয়া দিলেন, এবং মূল্য চাহিলে পার্শ্বতী বলিলেন, 'আমার পিতা পরিত্যক্ত হিমবান্, কুপাসাগর মহাদেব আমার স্বামী, গণপতি প্রভৃতি পুত্র, ভ্রাতা মৈনাক, ভ্রাতৃপুত্র ক্রোধ, মাতা মৈনকা, অতএব আমার নিকট যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব।' শঙ্খকার ইহা শুনিয়া কহিলেন, 'হে বরাননে! আমি অত্যন্ত কামপিড়িত হইয়াছি, অতএব দীপ্ত আমাকে বরণ কর, ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য পণ্যে অভিলাষ নাই।' পার্শ্বতী এই কঠোর বাক্য শুনিয়া 'ত্রিভুগতে আমাকে এইরূপ বলিতে কাহার শক্তি?' ইহা ভাবিয়া শাপ দিবার জন্ত মনে মনে স্থির করিলেন; পরে ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাহা মহাদেবেরই কার্য বৃত্তিতে পারিলেন।

তখন মহামায়া ঈশদ্ব হস্ত করিয়া কহিলেন, 'এখন যাও দিনান্তরে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।' পরে পার্শ্বতী ক্রিয়ারবেশ অবলম্বন করিয়া সখীদিগের সহিত যেখানে দেবপতি মহাদেব সন্ধ্যা করিতেছিলেন, নৃত্যগীত প্রভৃতি কামবেশবিভূষিতা হইয়া সেইখানে গমন করিলেন, এই অবসরে শঙ্কু সন্ধ্যা করিতে মানস সযোবরে গমন করিলেন। সেইখানে কামবেশোজ্জ্বলা রক্তবর্ণা 'রক্তবস্ত্রপরিধানা পীনোরতপয়োধরা সখীপরিবৃত্তা গৌরীকে দেখিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'হে সুরতুমি কে, কি জন্ত এখানে আসিয়াছ, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব, আমার প্রতি কৃপা কর।' মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ স্ত্রী কহিলেন, 'আমি চাণ্ডালী, তপস্তার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আমার অভিলাষ দেবদ্ব লাভ। আমার তপোবির করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'আমি দেবতা শিব এবং আমিই তপস্বিদিগের কল প্রদান করিয়া থাকি, যখন তোমাকে পার্শ্বতীতুল্যা করিব; তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে কল্যাণি! এখন আমাকে কামভাবে ভজন।

কর, যদি দেবদ্ব ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে কেন বিলম্ব করিতেছ?' তাহাতে চাণ্ডালী বলিল, 'হে দেবদেব জগৎপতি! আমি তপস্তার নিমিত্ত আসিয়াছি, দেবদ্ব প্রাপ্ত হইব, আমার বির করিবেন না।' মহাদেব বলিলেন, 'তোমার তপস্তার বির হইবে না এবং কায়ক্লেশেই বা প্রয়োজন কি? এখনি দেবদ্ব প্রাপ্ত হও, আমার বাক্য নিফল হইবার নহে।' এই কথা বলিয়া পরমেশ্বর হস্ত ধারী তাহার হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে উত্তম আসনে বসাইলেন। মহাদেব তাহার সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন এবং কিছুকাল তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া চণ্ডালবেশ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর স্ত্রী বলিলেন, 'আপনাকে কোন উপায়ে আমি ছলনা করিতে সমর্থ নহি। আপনি দেবদেব জগৎপতি।' এই প্রকারে তাহাদের অতিশয় প্রীতি হইয়াছিল। তাহার পর রাত্রে উপবিষ্ট হইয়া স্ত্রী বলিয়াছিলেন, 'হে জগন্নাথ জগৎকর এবং আমার অভিলষিত বর প্রদান করুন।'।

মহাদেব কহিলেন, 'চাণ্ডালবেশে' আমাতে উপগত হইয়াছ, এইজন্ত তোমার এই মূর্ত্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্রে গোপিতা উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী নামে তুমি খ্যাতি লাভ করিবে। হে দেবি! পুণ্যভ্যে তোমার পূজা করিলে সকল পূজা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। তোমার এই মূর্ত্তি নিশ্চরই মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইবে। যে প্রকার সিদ্ধবিদ্যা, মহাবিদ্যা, ত্রিপুরভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, কালী, তারা, ইহা তোমারই তত্ত্ব, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা প্রভৃতি সিদ্ধবিদ্যাও তোমারই তত্ত্ব।

আবার স্বউক্ততত্ত্বের মতে—

"অখোচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীং বক্ষ্যে শৃণু শাবুধানতঃ।

নারদঃ পৃষ্টবান্ বিষ্ণুং গীতজ্ঞানং বদ প্রভো॥

তমুবাচ হরিঃ পূৰ্ণং গতোহহং শঙ্করঃ প্রতি।

তত্র দৃষ্টং শিবং শান্তং মরীচগগনদ্বন্দ্বলম্॥

অনেকরসসংযুক্তং বিবিধাষাদনৈর্যুতম্।

সামরস্তাং তদা জাতমুচ্ছিষ্টং গলিতং মুদা॥

অনেকগুণসম্পন্ন প্রভূতপন্ন কুমারিক।

উচ্ছিষ্টং দেহি দেহীতি পার্শ্বতী শব্দরেণ চ॥

উভাত্যাং দত্তমুচ্ছিষ্টং প্রদাদং প্রীতিপূৰ্ণকম্।

শিবশক্তি উচকু স্তাং কস্তে বাঃ প্রভজন্তি যে॥

জগহোমান্বিতস্তেবাঃ সিদ্ধান্তি চ মনোরথাঃ।

তদা প্রভৃতি চোচ্ছিষ্টমাতঙ্গীতি নিগদ্যতে॥"

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর বিষয় বলিতেছি, সাবধান হইয়া

শ্রবণ কর। একদা নারদ বিষ্ণুকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন। বিষ্ণু নারদকে কহিলেন, একদিন আমি শিবদর্শন
করিতে গিয়াছিলাম, সেইখানে মহাদেবকে শায় ও মারীচগণ-
সংযুত এবং অত্যন্ত হর্ষে গলিত ও উচ্ছিষ্ট জাত হইতে দেখিয়া-
ছিলাম, সেই 'উচ্ছিষ্ট দাও দাও' এই কথা বলিলে শঙ্করের
সহিত পার্শ্বভী প্রীতিপূর্বক উচ্ছিষ্টপ্রসাদ পরম্পরে গ্রহণ
করিয়াছিলেন। শিবশক্তিধর বলিয়া ছিলেন, 'তোমাকে যে
ভজনা করিবে, অপহোমাদিধারা তাহারই সকল মনোরথ
সিদ্ধি হইবে।' সেই অবধি তিনি উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী বলিয়া কীর্তিত
হইয়া থাকেন।

উক্ত বিবরণের পর স্বতন্ত্রতন্ত্রের আর একস্থলে লিখিত
আছে—

“অথ মাতঙ্গিনীং বক্ষ্যে ক্রুরভূতভয়ঙ্করীং।

পুরা কদম্ববিপিনে নানাবৃক্ষসমাকুলে ॥

বশ্যার্থং সর্গভূতানাং মতঙ্গো নামতো মুনিঃ।

শতবর্ষসহস্রাণি তপোহতপ্যাত সন্ততম্ ॥

তত্র তেজঃসমুৎপন্নং স্কন্দরীনেত্রতঃ স্ততে।

তেজোরাশিরভূতত্র স্বয়ং শ্রীকালিকাশিকা।

শ্রামলং রূপমাতস্য রাজমাতঙ্গিনী ভবেৎ।”

ক্রুরভূতভয়ঙ্করী মাতঙ্গিনীর বিষয় কথিত হইতেছে।
পূর্বে নানাবৃক্ষসমাকুল কদম্ববিপিনে সকল ভূতবশের
নিমিত্ত মতঙ্গ নামে মুনি সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্তা করিয়া-
ছিলেন, সেইখানে স্কন্দরীনেত্র হইতে তেজঃসমুৎপন্ন
হইয়াছিল, সেই তেজোরাশিই শ্রীকালিকা, বা অধিকা,
পরে তিনিই শ্রামলরূপ অবলম্বন করিয়া রাজমাতঙ্গিনী
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

ধূমাবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ ত্রিংশ রূপ বিবরণ
পাওয়া যায়। নারদপঞ্চরাত্নের মতে—

“একদা বসমানস্ত কৈলাসশিখরে হরঃ।

অঙ্কহা গিরিজা তত্র পশ্যচ্চ বৃষভধ্বজম্।

কুধরা পীড়মানান্মি দেহি ভোক্তুং যথোচিতম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ক্ষণং প্রতীক্ষ্য ভক্তং তে দাস্তামি ভোজনং ততঃ।

ইত্যুক্তা বিরামান্ত দেবশ্চৈব বৃষভধ্বজঃ ॥

দেবুবাচ।

দেহি ভক্ষ্যং মহাদেব ক্ষুধিতান্মি জগৎপতে।

বিলম্বিতুং ন শক্যামি পীড়িতান্মি মহেশ্বর ॥

ইতি শ্রুত্বা প্রিয়াবাক্যং পুনঃ প্রাহ কৃপানিধিঃ।

ক্ষণং প্রতীক্ষ্য দাস্তামি ভক্ষণং চাতি বাহিতং ॥

পুনঃ প্রতীক্ষ্য সা দেবী পুনঃ প্রাহত্বিং বচঃ।

দেহি ভক্ষ্যং জগন্নাথ ন শক্যামি বিলম্বিতুম্ ॥

ইত্যুক্তা পতিমানায় মুখৈবিক্ষেপ সা তদা।

ক্ষণেন তস্তা দেহাত্তু ধূমদজ্বা ব্যাহারত ॥

ততো দেহে সমুৎপন্নে শস্ত্রস্ত নিজ মায়ায়া।

উবাচ পরমেশানঃ স্বাঃ প্রিয়াঃ শৃণু শোভনে।

পশু ভজে মহাভাগে পুরুষো নাস্তি মাং বিনা।

স্বদন্তা বনিতা নাস্তি পশুত্বং জ্ঞানচক্ষুষা ॥

বিধবাসি কুরু ত্যাগং শাস্তিসিন্দুরমেব চ।

সাধবাং লক্ষণং দেবি কুরু ত্যাগং পতিব্রতে ॥

এষা মূর্তিস্তব পরা বিখ্যাতী বগলামুখী।

ধূমব্যাগুশরীরাত্তু ততো ধূমাবতী স্মৃতা ॥” (নারদপং ১৩ অঃ)

একদিন মহাদেব কৈলাসশিখরে অবস্থান করি-
ছেন, সেইখানে ক্রোড়ভিত্তা গিরিজা বৃষভধ্বজকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, ‘হে দেবদেব মহাদেব! আমি ক্ষুধার নিত্য
পীড়িত হইয়াছি, আমাকে যথোচিত ভক্ষ্য প্রদান করুন।’
মহাদেব কহিলেন, ‘ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, তোমাকে খাদ্য
দিতেছি।’ ইহা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। পুনরায় দেবী
বলিলেন, ‘হে দেবদেব জগৎপতে! আমি ক্ষুধার নিত্য কাতর
হইয়াছি, বিলম্ব করিবার সামর্থ্য নাই, শীঘ্র যথোচিত খাদ্য
প্রদান করুন।’ মহাদেব প্রিয়তমা পত্নীর এই কথা শুনিয়া
বলিলেন, ‘ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, বাহিত খাদ্য দিতেছি।’
সতী আবার বলিলেন, ‘হে জগন্নাথ! বিলম্ব করিবার সামর্থ্য
নাই, শীঘ্র খাদ্য দিন।’ এই কথা বলিয়া সেই দেবী পতিকে
গ্রহণ করিয়া মুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে
উহার দেহ হইতে ধূমরাশি উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার
পর মহাদেব নিজ মায়া দ্বারা দেহ উৎপন্ন করিয়া ঈশ্বর
পত্নীকে বলিয়াছিলেন, ‘অগ্নি শোভনে! জ্ঞানচক্ষুদ্বারা
লোকন কর, আমি ভিন্ন পুরুষ নাই এবং তোমা ভিন্ন
নাই, এখন তুমি বিধবা হইয়াছ, শাস্তিসিন্দুর পরিভাষণ
কর। হে পতিব্রতে, পতিব্রতা চিহ্ন ত্যাগ কর, তোমার ঐ
মূর্তি বগলামুখী নামে খ্যাত হইবে। সমস্ত শরীরে ধূম
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তোমার অপর আর
ধূমাবতী হইবে।’

স্বতন্ত্রতন্ত্রের মতে—

“দক্ষপ্রজাপতের্ব্রজে সর্গসংহারচক্ৰা।

ক্রুদ্ধা দেহং বিনিক্ষিপ্য ততোধূমোভবনু মহান্ ॥

তস্মাক্ ধূমাবতী জাতা সর্গশক্রবিনাশিনী।

কালী কাল্য কালবক্তা ভৌমবারে নিশা

প্রাণেশ্বরতৃতীয়ারং জাতা ধুমাবতী শিবা ॥

দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞে সতী সকল সংহার বিষয়ে চকল দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে সেই দেহ হইতে মহা ধুমরাশি উথিত হইয়াছিল, সেই জন্ত ধুমাবতী হইয়া ছিলেন। মঙ্গলবার অক্ষয়া তৃতীয়ার সন্ধ্যাকালে শিবা ধুমাবতী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই মূর্তি সর্কশক্তিবিনাশিনী।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে বগলামুখীর উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—
“অথ বক্ষ্যামি দেবেশি বগলোৎপত্তিকারণম্।

পুরা কৃতযুগে দেবি বাতকোত্তপস্থিতে ॥

চরাচরবিনাশায় বিষ্ণুশ্চিন্তাপরায়ণঃ।

তপস্তবাচ সন্তুষ্টা মহাশ্রীত্ৰিপুরাশিকা ॥

হরিদ্রাধ্যং সরো দৃষ্টা জলক্ৰীড়াপরায়ণা।

মহাপীতহৃদস্তেষু সৌরাষ্ট্রে বগলাশিকা ॥

শ্রীবিভাসসম্ভবং তেজো বিজৃম্বতি ইত্যন্ততঃ।

চতুর্দশী ভোমযুতা মকারেণ সমন্বিতা ॥

কুলশঙ্কসমায়ুক্তা বীররাজিশ্রকীর্ণিতা।

তস্তামেবার্দ্ধরাজৌ তু পীতহৃদনিবাসিনী ॥

ত্র্যক্ষত্রবিদ্যাসংজাতা ত্রৈলোক্যান্তভিনী পরা।

তন্তেজো বিজৃম্বং তেজো বিদ্যাহু বিদ্যায়ার্গতম্ ॥”

হে দেবেশি! বগলার উৎপত্তির কারণ বলিতেছি, পূর্বে সত্যযুগে চরাচর বিশ্ব বিনাশের নিমিত্ত বাতকোত্ত উপস্থিত হইলে বিষ্ণু অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন।

পরে ত্রিপুরাশিকা তপস্তা বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া হরিদ্রাধ্য সরোবর দেখিয়া জলক্ৰীড়াপরায়ণা হইয়াছিলেন। এই দেবী মহাপীতহৃদের মধ্যে শ্রীবিভাসসম্ভব তেজ ইত্যন্ততঃ বিজৃম্বন করিয়াছিলেন, মঙ্গলবারে চতুর্দশী এবং তাহাতে কুণনকজ্বলোৎপাদক মকার সমন্বিত হইলে বীররাজি হয়। এই বীর রাজ্যদিনে অর্দ্ধ রাজি সময়ে ত্রৈলোক্যান্তভিনী পীতহৃদ-নিবাসিনী দেবী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই তেজ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহালক্ষ্মীর উৎপত্তিও স্বতন্ত্রতন্ত্রে এইরূপ—

“অথ শ্রীভুবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাম্।

পুরা ব্রহ্মা জগৎপ্রষ্টুং তপোহপ্যাত দাক্ষণম্ ॥

তপসা তস্ত সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী।

চৈত্রকুরু নবম্যাক্ত উৎপন্ন্য তারিণী স্বয়ং ॥

কোথরাজিঃ সমাখ্যাতা সর্কশক্তিময়ী শিবা।

রৌদ্রার্ণবসম্ভূতা মথনাত্মনোঃ পুরা ॥

কোথরাজিঃ হলহা চ পদ্মাসনগতা রমা।

কাঠম্যাং ত্র্যম্বকে কোলাপুরনিকৃতিনী ॥

VIII

ততঃ তিথৌ সমুৎপন্ন্য মহামাতৃকিনী কলা।

কান্তনৈকাদশীযুক্তা ভূগৌ ভোমে চ বা তিথিঃ ॥

জাতা ততঃ মহালক্ষ্মীঃ সর্কসৌভাগ্যদায়িনী ॥”

অনন্তর ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি বিষয়ে মাতৃরূপ শ্রীভুব-নার বিষয় বলিতেছি। পূর্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্ত দাক্ষণ তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহার তপস্তার পরমেশ্বরী সেই শক্তি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। অতএব চৈত্র কুরু নবমীতে তারিণী স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইনি সর্কশক্তিময়ী এবং কোথরাজি বলিয়া বিখ্যাতা; ইনি পূর্বে সমুদ্রমহনকালে ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন; ইনি বিষ্ণুর বক্ষঃহলহায়িনী ও পদ্মাসনগতা। ইনি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে কোলাসুরকে বিনাশ করেন এবং ঐ তিথিতে মহামাতৃকিনী-কলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি, অথবা শুক্ল ও মঙ্গলবারে যে তিথি হয়, তাহাতে সর্কসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মিয়াছিলেন।

প্রত্যেক মহাবিদ্যার আবার ভৈরব নির্দিষ্ট আছে।

তোড়লতন্ত্রের মতে—

“শৃং চার্কজি সুরভে কালিকায়ান্ত ভৈরবম্।

মহাকালং দক্ষিণায় দক্ষভার্গে প্রপূজয়েৎ ॥

মহাকালেন বৈ সার্কিং দক্ষিণা রমতে সদা ॥

তারায় দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ ॥

তেন সার্কিং মহামায়া তারিণী রমতে সদা ॥

মহাত্রিপুরসুন্দর্যা দক্ষিণে পূজয়েৎ শিবম্।

পঞ্চবক্তুং ত্রিনেত্রকং প্রতিবক্তুং সুরেশ্বরম্ ॥

তেন সার্কিং মহাদেবী সদাকামকুতুহলা।

অতএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকীর্ণিতা ॥

শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজ্ঞেৎ ॥

ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্তিসংজ্ঞকম্।

পূজয়েৎ পরযজ্ঞেন পঞ্চবক্তুং তমেব হি ॥

ছিন্নমস্তা দক্ষিণাংশে কবজং পূজয়েৎ শিবং।

কবজপূজনাং দেবি সর্কসিদ্ধীশ্বরো ভবৎ ॥

ধুমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী।

বগলায়া দক্ষভাগে একবক্তুং প্রপূজয়েৎ ॥

মহারুদ্রেতি বিখ্যাতঃ জগৎসংহারকারকম্।

মাতৃকী দক্ষিণাংশে চ মতলং পূজয়েৎ শিবম্ ॥

তমেব দক্ষিণামূর্তিং জগদানন্দকারকম্।

কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবম্ ॥

পূজয়েৎ পরমেশানি সসিদ্ধো নাজ সংশয়ঃ।

পূজয়েদরপূর্ণায়া দক্ষিণাংশে চ রূপকম্ ॥

মহামৌলিকপ্রদং দেবং দশবক্তং মহেশ্বরম্ ।

দুর্গায়া দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপূজয়েৎ ॥

অতাস্ত সৰ্ববিদ্যাস্ত ঋষয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ।

স এব তত্ৰা ভক্তা চ দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ ॥৭

কালিকার তৈরব, মহাকাল, কালীর দক্ষিণভাগে তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে তারার দক্ষিণে অক্ষোভ্য, মহা-ত্রিপুরাসুন্দরীর দক্ষিণে পঞ্চানন শিব, ভুবনসুন্দরীর দক্ষিণে জ্যোত্বক, তৈরবীর দক্ষিণে দক্ষিণামূর্তি, ছিন্নমস্তার দক্ষিণে কবন্ধ নামক শিব, বগলার দক্ষিণে মহাক্ষ নামক একবক্ত, মহাদেব, মাতঙ্গীর দক্ষিণে মতঙ্গনামক শিব, কমলার দক্ষিণে বিষ্ণুরূপী সদাশিব, অন্নপূর্ণার দক্ষিণে দশমুখ মহেশ্বর এবং দুর্গার দক্ষিণে নারদ ইত্যাদি তৈরবমূর্তির পূজা করিতে হয়।

শাক্তগণ বলিয়া থাকেন, দশমহাবিদ্যাই দশাবতাররূপ পরি-গ্রহ করিয়াছিলেন। তোড়লতন্ত্রে ১০ম উল্লাসে লিখিত আছে—

“দশাবতারং দেবেশ ক্রহি মে জগতাং শুরো ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব সুবিস্তরাৎ ।

কা বা দেবী কথন্তুতা বদ মে পরমেশ্বর ॥

শিব উবাচ ।

তার। দেবী মীলরূপা বগলা কুম্ভমূর্তিকা ।

ধূমাবতী বরাহঃ শ্রাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা ॥

ভুবনেশ্বরী বামনঃ শ্রাম্মাতঙ্গী রামমূর্তিকা ।

ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ শ্রাবলভজন্তু তৈরবী ॥

মহালক্ষ্মীর্ভবেৎ বুদ্ধো দুর্গা শ্রাৎ কাক্ষিকপিনী ।

স্বয়ং ভগবতী কালী কুম্ভমূর্তিঃসমুত্তবা ॥

ইতি তে কথিতং দেব্যবতারং দশমেব হি ।

এতাপাং পূজনাদেবি মহাদেবসমো ভবেৎ ॥”

হে দেবেশ! জগৎগুরো! আমাকে দশাবতারের বিষয় বিস্তারিতরূপে বলুন, এই বৃত্তান্ত শুনিতে আমার বিশেষ কোতূহল হইয়াছে। কোন্ কোন্ দেবী কি মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা বলুন। মহাদেব পার্শ্ব-ভীর এই প্রশ্নে বলিয়াছিলেন, তারাদেবী মৎশ্রাবতার, বগলা কুম্ভ, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রিপুরাসুন্দরী জামদগ্ন্য, তৈরবী বল-ভজ, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা ককি ও কালী কুম্ভমূর্তি পরিগ্রহ করেন। এই তোমাকে দশাবতারের বিষয় বলিলাম, ইহা-দেব পূজা করিলে সাধক মহাদেব সদৃশ হয়। [দশমহা-বিভার ধ্যান তত্ত্ব শব্দে এবং অপরাপর বিষয় যন্ত্র ও মন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দশমান (পুং) জনপদবিশেষ ও তজ্জনপদবাসী। সম্ভবতঃ

দশমাল শব্দেরই পাঠান্তর।

দশমাল (পুং) জনপদবিশেষ, দশমালিক দেশ।

[দশমালিক দেখ।]

দশমালিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ দশমালিক দেশের রাজা। ৩ দশমালিকদেশবাসী।

দশমাস্ত্র (পুং) দশমাসান্ গর্ভে স্থিতঃ যৎ। দশমাস ব্যাপিণী গর্ভে স্থিত বালক। গর্ভস্থিত বালকের গর্ভ হইতে স্ত্রুথে জন্ম অথ এই তিনটি শব্দ দর্শিত হইয়াছে।

“যথা বাতঃ পুষ্করিণীঃ সমিগয়তি সর্বতঃ।

এবা তে গর্ভে একত্ব নিরৈতু দশমাস্ত্রঃ ॥”

“যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র একতি।

এবা ত্বং দশমাস্ত্র সহাবৈহি জরায়ুণা ॥”

“দশমাসাচ্ছয়ানঃ কুমারো অধিমাতিরি।

নিরৈতু জীবো অক্ষভোজীবো জীবন্ত্যা অধি ॥”

(শব্দ ৩৭৮৭-৮-১)।

বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে, তদ্রূপ তেমন গর্ভ সঞ্চালিত হউক, এবং দশমাস পরে গর্ভস্থ জীব নির্গত হউক। বায়ু স্বয়ং কম্পমান হইয়া বনকে কম্পিত করে, সমুদ্র বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া নিজে চালিত হয়। তদ্রূপ গর্ভস্থিত জীব দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া জরায়ুবেষ্ট হইয়া পতিত হউক। জীব দশমাস পর্য্যন্ত জননী জগ্নে অবস্থিত হইয়া জীবিতা অক্ষতশরীরী জননী হইতে নির্গত হউক। দশমাস স্ত্রুথে জননী জঠরে বাস করিয়া জরায়ু জীব নির্গত হও এবং জননীও জীবিত থাকুক। (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয় গর্ত্তীদিগের স্ত্রুথপ্রসবের নিমিত্ত এইরূপ স্তুত হইয়াছিলেন।

দশমিকভগ্নাংশ, অক্ষশাস্ত্রের একটি প্রকরণ। দশাংশ ভগ্নাংশ মাত্রকেই অথও আকারে রাখিতে পারা যায়, তাহা নাম দশমিকভগ্নাংশ। যখন ভগ্নাংশের হয় দশ কিংবা মনে কোন গুণিতক হয়, তাহাকে দশমিকভগ্নাংশ কহে। এই অথবা অধিক ভগ্নাংশ তুলনা করিতে হইলে তাহাদ্বয়কে প্রথমে সমান হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশে পরিবর্তন করিতে হয় আর ভিন্ন ভিন্ন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশ অপেক্ষা সঙ্গন হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের প্রশ্ন সহজে কসা যায়। কিন্তু যে সঙ্গন সংখ্যা লইয়া অনার্য্যসে কসা বাইতে পারে, তাহারা ১০, ১০০, ১০০০, ১০০০০ ইত্যাদি, কারণ ১এর পর যেরূপ শূন্য যোগ করিলেই হয়। এই সকল অবকে দশমিক কহে। একটী অথও রাশিকে দশমিকে কিংবা এক

এটা রাশি হইবে, যদি ভাগশেষ শূন্য না হয়, তাহা হইলে ক্রমাগত ভাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে একটা ভাগশেষ ছইবার হইবে, মনে কর ২৪৬টা ভাগশেষ সকলই ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যেমন ২৪৭ ভাগশেষ ২৪৭ অপেক্ষা গুরু হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যদি আমরা ক্রমাগত ভাগ করিয়াই যাই, তাহা হইলে একটা ভাগশেষে পূর্বের কোন ভাগশেষের সমান হইবে। তবে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যতগুলি ভাগশেষ সমান হইবে, ভাগফলে পুনরায় ততগুলি সমান অঙ্ক উদয় হইবে। এক্ষণে লিঙ্কায় হইতে পারে, যে অনেক সামান্য ভগ্নাংশ দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তর্কন দশমিকের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, দশমিকভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার সামান্য ভগ্নাংশ অপেক্ষা অতিশয় সহজ, যদিও সকল সামান্য ভগ্নাংশ সমান দশমিকভগ্নাংশে পরিণত হয় না, তথাপি উহার এমন নিকট দশমিক বহির হইতে পারে, যে যদি সেই সামান্য ভগ্নাংশের পরিবর্তে সেই দশমিকভগ্নাংশটি বসান যায়, তাহা হইলে অতি সামান্য ভুল হয়।*

দশমিকভগ্নাংশ সকল সামান্য ভগ্নাংশের আকারে লিখিত হয় না, তাহা এইরূপে চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয় যথা—হরে যতগুলি শূন্য থাকিবে, লবের ততগুলি অঙ্ক ডানদিক হইতে লইয়া একটা বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। যেমন $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০০} = ১৪৭৩২.৬$; $\frac{১৪৭৩২৬}{১০০} =$

$$১৪৭৩.২৬; \frac{১৪৭৩২৬}{১০০০} = ১৪৭.৩২৬; \frac{১৪৭৩২৬}{১০০০০} = ১৪.৭৩২৬।$$

বিন্দুর বামদিকের অঙ্কগুলিতে ঐ দশমিকে কতগুলি অখণ্ডরাশি আছে, আর ডানদিকের অঙ্কতে কত ভগ্নাংশ (যাহাদের হর দশ) আছে প্রকাশ হয়। যথা—প্রথমটির ডানদিকের অঙ্কে একটা ভগ্নাংশ যাহার হর দশ দ্বিতীয়টির ১০০ শত বৃদ্ধি ইত্যাদি। দশমিক সকল পূর্ণাংকরে লিখিত হয় না। ৭ লিখিলে $\frac{৭}{১০}$ লিখিলে $\frac{৭}{১০০}$ ইত্যাদি বৃদ্ধি। দশমিকের ডানদিকে শূন্য দিলে মানের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন ৩ ও ৩০০। প্রথম দশমিকটি $\frac{৩}{১০}$ ও দ্বিতীয়টি $\frac{৩০০}{১০০০}$ র সমান। আমরা দেখিতে পাই—তেছি যে দ্বিতীয় দশমিকটি প্রথমটির উত্তর লব ও হরকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া হইয়াছে। অতএব উভয়ের মান সমান।

ছইটি দশমিককে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে যে দশমিকটিতে অপর দশমিক অপেক্ষা অল্প অঙ্ক আছে,

তাহাতে যতগুলি অঙ্ক কম আছে ততগুলি শূন্য বসায়। মনে কর ৫৪ ও ৪০২২। প্রথম দশমিকটি $\frac{৫৪}{১০০}$ আর

দ্বিতীয়টি $\frac{৪০২২}{১০০০}$ হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই—

তেছি যে উভয়ের হর সমান, কিন্তু $\frac{৫৪০০}{১০০০০} = ৫৪০০।$ অর্থাৎ

রাশিতে দশমিক বিন্দু শেষে বসাইতে হয়, যথা ১২২ = ১২২.০। কিন্তু শেষের বিন্দুটি লিখিতে হয় না। ইহা দ্বারা

রাখিও যে ১২২ ও ১২২.০০ উভয়ই সমান, যেহেতু প্রথমটি ১২২ আর দ্বিতীয়টি $\frac{১২২০০}{১০০}$ ।

কিন্তু সামান্য ভগ্নাংশকে

বিশুদ্ধরূপে দশমিকভগ্নাংশে পরিবর্তন করা যাইতে পারে, আর

কিন্তু ভগ্নাংশকে বা পরিবর্তন করা যাইতে পারে না, তাহা এই স্থানে জানা আবশ্যক। যে ভগ্নাংশের হর

মৌলিক অঙ্ক ২ ও ৫ ব্যতিরেকে অন্য কোন মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশ সম্পূর্ণরূপে সামান্য দশমিকে

পরিণত হয় না। আর যে ভগ্নাংশের হর ঐ ছইটি মৌলিক অঙ্ক দ্বারা বিভাজ্য হয়, সেই ভগ্নাংশকে সামান্য দশমিকে

পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

দশমিকের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন ও ভাগহার হয়।

পৌনঃপুনিক দশমিক সকল ভগ্নাংশকে বিশুদ্ধরূপে দশ-

মিকে পরিবর্তন করা যায় না। সেইরূপ ভগ্নাংশের ভাগ

ফল শেষ হয় না; ভাগফলে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উদয়

হইয়া থাকে। ঐ ভাগফলকে পৌনঃপুনিকদশমিক কহে।

পৌনঃপুনিকদশমিক ছইপ্রকার—বিশুদ্ধ ও মিশ্র।

যে দশমিকের প্রথম অঙ্ক হইতে কতকগুলি অঙ্ক পুনঃ পুনঃ

উদয় হয়, সেই দশমিককে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিকদশমিক

কহে। যথা—৫৫৫৫০০ ও ৩২৩ ২৩২০০। যে দশ-

মিক প্রথম অঙ্ক হইতে পুনঃ পুনঃ উদয় না হইয়া কতকগুলি

অঙ্কের পর হইতে উদয় হইতে থাকে, তাহাকে মিশ্রপৌনঃ

পুনিকদশমিক কহে।

[ভগ্নাংশ ও পৌনঃপুনিকদশমিক দেখ।]

দশমিন্ (জি) নবতে রুদ্রঃ দশমী সা অবস্থান্তরো অস্ত্য পুরণস্ত্যং ইনি। নবতুর্জবরুদ্র, অতিবৃদ্ধ, বাহার বয়স ২০ বৎসরের অধিক।

দশমী (জী) দশম-ভীপূ ১ তিথিবিশেষঃ চত্বের দশমবলা ক্রিয়ারূপা এবং তদ্রূপলক্ষিত কালপূর। ২ বিমুক্তাবস্থা ৩ মরণাবস্থা। ৪ অতিশেষ বয়োবস্থা। (নানার্থটীকা ভাষ্য

“শ্রোত্রঃ স্বচ্ চক্ষুযী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।

পায়ুপন্থং হস্তপাদং রাক্চৈব দশমী স্মৃতা ॥” (ময় ২১০)

দশমীস্থ (ত্রি) দশমাস্ত্র অবস্থায়ঃ তিষ্ঠতি ঙ্গাক। ১ অতি-
বৃদ্ধ, ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক। ২ কামুকদিগের কাম-
কৃত দশ-দশার মধ্যে নষ্টরূপ শিখাশ্রু।

দশমুখ (পুং) দশ মুখানি যন্ত। রাবণ।

দশমুখান্তক (পুং) দশমুখত অন্তকঃ। রাম।

দশমুখরিপু (পুং) দশমুখত রিপুঃ ৬তং। রাম।

দশমূত্রক (ক্লী) দশানাং মূত্রকানাং সমাহারঃ। হস্তী,
মহিষ, উষ্ট্র, গো, অজ, মেঘ, অশ্ব, গর্দভ, মাহুয ও মাহুযী
এই দশবিধের মূত্র। এই সকল মূত্রের বিষয় সূত্রতে এই-
রূপ লিখিত আছে—

গো, মহিষ, অজা, মেঘ, হস্তী, অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্র ইহা-
দিগের মূত্র তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎলবণ রস, লঘু,
শোধানকর, কফ, বাত, ক্রমি, মেদ, বিষ, গুণ্ড, অশ্ম, উদররোগ,
কৃমি, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগের শাস্তিকর, জদ্য ও
অগ্নিকর। এতদ্বিন্ন অপরের মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু,
শোধানকর, কফ ও বায়ুশাস্তিকর, ক্রমি, মেদ ও বিষনাশক।
অশ, কঠররোগ, গুণ্ড, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগহারী, ভেদক,
জদ্য, অগ্নিকর ও পাতক। [বিশেষ বিবরণ মূত্র শব্দে দেখ।]

দশমূল (ক্লী) দশানাং মূলানাং সমাহারঃ, পাতাদিষ্টাং
ন ভীপ্। পাচনবিশেষ, দশমূলপাচন। বিষছাল, শোনা-
চাল, গান্তারিছাল, পারুলছাল এবং গনিয়ারি একত্র
এত পঞ্চ দ্রব্যকে বৃহৎপঞ্চমূল বলা যায়। শালপাণি,
চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাঁচ দ্রব্যের নাম
বৃহৎপঞ্চমূল, এই উভয়বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল
কথা যায়। এই দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধতোলা
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত, জ্বর, কাস, শ্বাস,
তন্দ্রা, পাণ্ডুশূল, এবং কঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়।

(ভৈষজ্যরং জরাধিঃ)

দশমূলগুড় (পুং) ঔষধবিশেষ, দশমূল মিশ্রিত ১২১০ সের,
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে পুরাতন গুড় ১২১০
সের ও আদার রস চারি সের, একত্র করিয়া মূহ অগ্নিতে
পাক করিবে। ইহা কাই মটন ঘন হইলে পিপুল, পিপুল-
মূল, মরিচ, শুঠ, হিঙ্গু, ভেলায়মুটী, বিড়ঙ্গ, বনযবানী, যব-
ক্ষার, মাচিকার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ এই সকল দ্রব্যের
প্রত্যেকের ১ পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তম-
রূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সিক্ত ভাণ্ড
মধ্যে রাখিবে। ইহা সেবনের মাত্রা একতোলা। ইহাতে
অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্রীহা ও জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল
শান্ত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরং গ্রহণ্যধিঃ)

দশমূলমুত (ক্লী) চক্রদন্তোক্ত জরনাশক মুতভেদ। দশ
মূল ৮ সের, পার্কার্ণ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পিপুল,
পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার প্রত্যেকে ৮
তোলা। ছফ ৪ সের। এই সকল ককার্থ দিতে হইবে। মুত
ও দশমূলের কাথ একত্র পাক করিয়া পরে ককজব্র্য পাক
করিবে। অনন্তর মুত ছাঁকিয়া লইয়া ছফের সহিত পাক
করিবে। পরে পূর্ববৎ ক্ষীর করিয়া ছাঁকিয়া মুত লইবে।
ইহাতে বিষম জরাদিরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরং জরাধিঃ)

দশমূলতৈল (ক্লী) চক্রদন্তোক্ত বধিরতাশ্লানক তৈল ঔষধ-
ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের, পার্কার্ণ দশমূল
১২১০ সের, জল ৬৪ সের, মিসিন্দাপত্র রস ১৬ সের, পার্কার্ণ
দশমূল ১ সের। এই তৈলে সন্নিপাত, শিরোরোগ ও অস্থি-
সন্ধি আশু প্রশমিত হয়। অত্বিধ—কটু তৈল ৪ সের,
দশমূলের কাথ ১৬ সের, ককার্থ দশমূল ১ সের। এই
তৈলের নস্ত লইলে কেশের অকলপকতা নিবারণ এবং
অভ্যঙ্গ, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ দূর হয়।

অত্ব প্রকার—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬
সের, ছফ ৮ সের, ককার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ,
কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋজি, বুদ্ধি, প্রত্যেক ৮ তোলা; ইহার
ব্যবহারে বাতশূল, পিত্তশূল, কফশূল, শিরোরোগ প্রভৃতি
নষ্ট হয়।

দশমূলতৈল—স্নান, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ।

স্নানদশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, দশমূলের কাথ
১৬ সের, ককার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক
জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ ভাল হয়।

মধ্যমদশমূলতৈল—কটু তৈল ৪ সের, পার্কার্ণ দশমূল,
ককজবীজ, মিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধূতুরাপত্র প্রত্যেক
৪৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ কাথা-
দ্রব্য সকল প্রত্যেকে ৬ তোলা। ইহাতে শিরোরোগ
প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

বৃহদদশমূলতৈল—কটুতৈল ৪ সের, পার্কার্ণ দশমূল
প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, আদার রস
৪ সের, ককার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ,
ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, খেতসর্বপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী,
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল
৮ সের। এই তৈল অভ্যঙ্গ ও নস্তার্থে প্রযোজ্য। ইহাতে
শিরোরোগ ও উর্দ্ধজরগত নানাবিধ পীড়ার শাস্তি হয়।

অত্বিধ বৃহদদশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের। পার্কার্ণ
দশমূল ১২১০ সের, শেষ ১৬ সের। ধূতুরাপত্র ১২১০

সের, নিসিন্দাপত্র ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।
করার্থ বাসকমুলের ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রান্না, যষ্টিমধু,
মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, কটফল, করঞ্জবীজ, কুড়,
তেঁতুলছাল, বনশিম, চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা
ব্যবহার করিলে কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল প্রভৃতি
আশু প্রশমিত হয়।

মহাদশমূলতৈল—কটুতৈল ১৬ সের, কাথার্থ দশমূল
১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোড়ানেবুর রস ১৬
সের, আদার রস ১৬ সের, ধূতীর রস ১৬ সের, কর্ণার্থ
পিপুল, কটুকী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঠ,
চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রান্না, হুড়হুড়ে,
কটফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুষ্কমূল,
বনানী, জীরা, কুড়, বনযমানী, বিকড়কমূল প্রত্যেক
১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ
প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। শিরো-
রোগে ইহা একটা প্রধান তৈল। (ভৈষজ্যরং শিরোরোগাধি°)

দশমূলশুষ্কী, অরুণ ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল ২
তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপার্থ শুষ্কচূর্ণ
অন্ধ তোলা। ইহাতে অরুণতির ও শোথ সহিত গ্রহণী-
রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরং)

দশমূলাদিক্রাথ (পুং) অরুণাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত
প্রণালী—বেলছাল, গাভারী, পাকুল, শ্যোনাক, গণিয়ারি,
জয়ন্তী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুল্যা, শালপানী, রান্না,
পিপুলী, পিপুলীমূল, কুড়, শুষ্কী, চিরতা, মুখা, শুলফ, বেড়েলা,
বালা, ড্রাক্সা, ছরালভা ও শতমূলী। এই সকল দ্রব্যের
কাথ সেবন করিলে বাতজনিত অরুণ ও তদবটি উপশ্রব নষ্ট
হয়। (ভাবপ্র°)

দশমূলারিফ (পুং) বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ।
প্রস্তুত প্রণালী—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল,
কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, শুলফ ২০ পল, আমলা ১৬ পল,
দ্রাণলভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল,
কুড়, মল্লিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বাসুনহাটী, কতবেল,
বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংগী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণ-
জীরা, তেঁতুলী, রেণুফ, রান্না, পিপুল, মৃগারি, শটী,
হরিদ্রা, স্থলফ, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়া-
শুকী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা,
ঋদ্ধি বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল,
শেষ চতুর্থাংশ, ড্রাক্সা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২০
সের। এই উত্তর কাথ একত্র করিয়া মৃগুর পাড়ে রাখিয়া

তাহাতে মধু ৪ সের, শুড় ৫০ সের, বাঁইফুল ৩ পল, কাঁকলা
বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, শুড়ফল, এলাইচ, রেচ
পত্র, নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ পল ও মৃগনাতি।
তোলা মিশ্রিত করিয়া ঐ পাড় একমাস মাটিতে পুতি
রাখিতে হইবে। পরে ইহা তুলিয়া নির্মলীফল ফেনি
ঐ রসকে নির্মল করিতে হইবে। এই অরিষ্ট গ্রহণী, অরুণ
বাতব্যাধি, শ্বাস, কাস, ধাতুকর ও মেহ প্রভৃতি বিবি
রোগে প্রযোজ্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্লবর্ণ
ও কামোদ্দীপক। (ভৈষজ্যরং)

দশমূলীতৈল (ক্লী) বাধির্ঘ্যানাশক তৈল ঔষধভেদ। প্র
প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কক দশমূল ১ সের
এই দশমূলীতৈল বধিরতানাসের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশযোগভঙ্গ (পুং) দশানাং অঙ্গানাং যোগঃ দশযোগঃ ও
ভঙ্গঃ। সংস্কারকার্যে নক্ষত্রবেধবিশেষ। বিবাহাদি কে
সংস্কার কার্যে দশযোগ ভঙ্গে করিতে নাই। স্বর্ঘ্য
নক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে স্বর্ঘ্য অবস্থান করেন, সেই নক্ষ
এবং কর্ম নক্ষত্রে অর্থাৎ যে নক্ষত্রে সংস্কারাদি কার্য হই
সেই নক্ষত্র এই দুই নক্ষত্রে একত্র করিয়া যদি পঞ্চ
চারি, একাদশ, উনবিংশ, সপ্তবিংশ, একাদশ, অষ্টাদশ
বিংশ সংখ্যা হয়, তাহা হইলে দশযোগ ভঙ্গ হইবে।

“তিথ্যাদ্যৈবৈদেক দশোনিবংশ ভৈকাদশাষ্টাদশবিংশসংখ্যা
ইষ্টোড়শা স্বর্ঘ্যযুতোড়শা চ যোগাদমুশ্চেৎ দশযোগভঙ্গঃ।

(জ্যোতিঃসার)

এই দশযোগ ভঙ্গে কেহ কেহ প্রতিপ্রসব যাক
করেন। এই প্রতিপ্রসব অগত্যাগক্ষে স্বীকার্য। যেন
দশযোগ বিদ্ধ হইবে, তাহার আদ্যপাদে স্বর্ঘ্য থাকিলে চ
র্থাংশ দূষিত হয়, দ্বিতীয় পাদে স্বর্ঘ্য থাকিলে তৃতীয়
চতুর্থপাদে স্বর্ঘ্য থাকিলে প্রথম পাদ এবং স্বর্ঘ্য প্রথম
তৃতীয় পাদগত হইলে দ্বিতীয় পাদ দুষ্ট হয়। ঐ সকল দুষ্ট
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্য পাদে কার্যাদি সকল করা যায়।

“আদ্যপাদে স্থিতে স্বর্ঘ্যে তুরীয়াংশঃ বিবর্জয়েৎ।

দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়াংশ বিপরীতমতোহস্তথা।” (জ্যোতিঃসার)

এই দশযোগভঙ্গে গর্ভাধানাদি বিবাহ পর্যন্ত দশ
সংস্কার কার্যে বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

দশরথ (পুং) দশম্ব দিকু রথঃ রথগতির্ভাষ্য। ১ ইক্ষ্বর
একজন রাজা। ইনি অযোধ্যাধিপতি, রামের পিতা
পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দশরথের উৎপত্তি বিষয়ে এই
লিখিত আছে। সৌরাষ্ট্রদেশে ভিক্র নামে এক রাজা

ছিলেন, তাহার পরী সর্বদা তাহার সহিত কলহ করিত, পরে কলহ করিয়া একদিন জীবন পরিত্যাগ করে, এই পাণে প্রেত হয়। বিজপত্নী শ্রুত অবস্থার ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন ধর্মদত্ত নামে কোন ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করে এবং ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে তুলসী পত্রের জল বিজপত্নীর গায়ে পড়ে; ইহাতে বিজপত্নীর পাণ ভাঙ কিছু লঘু হয়। বিজপত্নী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া বলুন, আমি কি করিলে পাপভার হইতে মুক্ত হই।' এইরূপে তাহাকে অহুয় করিয়া কহিলে ধর্মদত্ত তাহাকে কহিলেন, 'তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, তোমার কোন পুণ্যকর্মে অধিকার নাই। তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমাকে আমার উদ্ধার করা অবশ্য কর্তব্য। আমি আজই ধরিয়া যে কাক্তিক্রত করিয়াছি, তাহার অর্ধেক তোমাকে দান করিলাম।' এই কথা বলিয়া তাহাকে তুলসী মিশ্রিত জল প্রদান করিলেন এবং দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র শ্রবণ করাইলেন; তাহার পর এই বিজপত্নী দিবাক্রপধারিণী হইল। সেই স্থলে বিজুদত্ত দিব্যরথ লইয়া উপস্থিত হইল, এবং বিজপত্নীকে এই রথে তুলিয়া লইল। ধর্মদত্ত তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। বিজুদত্ত তখন তাহাকে বলিল, আপনার বিস্মিত হইবার আবশ্যক নাই এবং আপনার মত পুণ্যবান্ কেহ নাই, আপনি এই জন্মাস্তে ভাগ্যার সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। সেইখানে বহুদিন বাস করিয়া পুণ্যক্ষর হইলে স্বর্গ্যবংশে দশরথ নামে রাজ্য হইবেন। এই কথা কহিলে লইয়া আপনার তিনটি পত্নী হইবে। পরঃ ভগবান্ বিজু আপনার পিতা বলিয়া স্বীকার করিবেন। (পদ্মপু উত্তর ধং)

দশরথ স্বর্গ্যবংশীয় মহারাজ অজের পুত্র। ইহার অনেক গুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে কোশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিনজন প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি নূতন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই একদিন শব্দবেধী বাণ পরীক্ষার জন্য অন্ধরাত্রি সময়ে যমুনাতীরে গমন করেন এবং তথায় শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিঃক্ষেপ করেন। সেই বাণে অন্ধমুনির পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে অন্ধমুনি দশরথকে এই বলিয়া শাপ দেন—'আমি যেক্ষণ পুত্রশোক কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, তোমাকেও এইরূপ পুত্রবিহবে কাতর হইয়া মরিতে হইবে।' দশরথ ব্রাহ্মণপুত্র বধ করিয়া দুঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনেক দিন পর্যন্ত পুত্র না হওয়ার অতিক্রমে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে বলি-

ষ্ঠের পরামর্শে বারাক্ষণা দ্বারা অযাশ্রকে আনাইয়া পুত্রোক্তি বজ্র করেন। এই বজ্রের চরু কোশল্যা ও কেকয়ীকে দেন। কেকয়ী ও কোশল্যা ঐ চরু হইতে দুই খণ্ড সুমিত্রাকে প্রদান করেন। এজন্য কোশল্যা রাম, কেকয়ী ভরত, সুমিত্রা লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুত্র প্রসব করেন। কোশল্যার শান্তা নামে এক কন্যা জন্মে। দশরথ এই কন্যা লোমপাদ রাজাকে পোষাপুত্রিকা প্রদান করেন। রাম উপযুক্ত হইলে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। রাম কল্যা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সময় কেকয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটি পর প্রার্থনা করেন। দশরথ সত্য প্রতিজ্ঞা পালন হেতু ইহাতেই স্বীকৃত হন। রাম বন-গমন করিলে রাজা দশরথ রাম-শোক কাতর হইয়া অর্দ্ধরাত্রি সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে ইহার সূতদেহ তৈলদ্রোণীতে রক্ষিত হয়, পরে ভরত আসিয়া অস্তোতীক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। [রাম দেখ।]

২ বলিকের পুত্র ইহার পুত্রের নাম ঐড়বিড়ি। (ভাগ১)

৩ সম্রাট অশোকের পুত্র। [শ্রিয়দর্শী দেখ।]

দশরথসুত (পুং) দশরথসুতঃ ৬তং। রাম।

দশরথশিশুত (পুং) দশরথ শতানি অশু। সহস্রকিরণ, স্বর্গ।

"দশরথশিশুতোমপদ্যতিঃ যশসা দিক্ দশশপিপ্লবতঃ। (রঘু)

দশরাত্র (পুং) দশতি রাত্রিতি নিবৃত্তঃ ঠঞ, তশু লুকি তকি-
তার্থ বিগো অচ্ সমা। ১ দশরাত্রসাধ্যা যাগভেদ, এই যজ্ঞ দশ দিন ধরিয়া করিতে হয়। (কৌ) দশানাং রাত্রীনাং সমা-
হারঃ। রাত্রিদশক, সংখ্যাবাচক শব্দের পর রাত্রি শব্দ থাকিলে সমাহার বিগু সমাসে কৌবলিঙ্গ হয়।

"প্রতিষেধেঃ সমং তত্র দশরাত্র মনুয্যতি।

যচ্ছেষঃ দশরাত্রশু তাবদেবাত্তির্ভবেৎ ॥ (মহু)

দশরূপক (কৌ) দশ রূপকানি দৃশ্যকাব্যানি প্রতিপাদ্যন্তেন
সম্ব্যজ্ঞ অচ্। নাটকাদি লক্ষণ প্রতিপাদক গ্রন্থভেদ; এই
গ্রন্থে দৃশ্যকাব্যের লক্ষণ ও নায়ক নায়িকার প্রভৃতির
লক্ষণ, নাটকের দোষ গুণ প্রভৃতি বিশেষরূপে কথিত
হইয়াছে।

দশরূপভূহ (পুং) দশ-মংসুদৃশ্যবরাহাদীনি রূপানি বিভ-
ক্তীতি ভূ-কিপ্-ভূগাগমশ্চ। বিহু। [দশাবতার দেখ।]

দশলক্ষণক (পুং) দশ লক্ষণানি যশু। ধর্ম, ধর্মের দশটি
লক্ষণ এইজন্য ধর্মকে দশলক্ষণক কহে। ধৃতি, ক্ষমা, দম,
অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই
দশটি ধর্মের লক্ষণ।

“ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেরং শৌচমিচ্ছিয়নিগ্রহঃ।

ধীরদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং ॥” (ময়ু)

দশবক্ত্র (পুং) দশ বক্ত্রাণি যন্ত। রাবণ।

দশবাজিন্ (পুং) দশ বাজিনো রথে যন্ত। চক্র।

“দশাখং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিহ্ন্যোমাধিদৈবতং ॥” (চন্দ্রখান)

দশবার্ষিক (ত্রি) দশব্দ বর্ষেহু ভবঃ ঠঞ, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ।

দশবর্ষভব, যাহা দশ বৎসরে হয়। স্ত্রিয়াঃ ভীপ্।

“পরেণ ভূজ্যমানায়া ধনশ্চ দশবার্ষিকৌ ॥” (যাজ্ঞঃ)

দশবাহু (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪০)

দশবিধ (ত্রি) দশ বিধা প্রকারা যন্ত। দশ প্রকার।

“ভেদস্তমসো অষ্টবিধঃ দশবিধঃ মহামোহঃ।” (সাংখ্যকাং)

মহামোহের ভেদ দশ প্রকার।

দশবীর (ক্লী) দশ বীরা যন্ত। সত্রভেদ, যজ্ঞবিশেষ। “তদেত-

চ্ছাক্ত্যানাং দশবীর মেবাং দশবীরা জায়ন্তে য এতদ্রূপযতি”

(তাণ্ড্য ব্রা ২৫।৭।৪৫) ‘তদেতদ্রূতঃ সত্রঃ শক্ত্যানাং দশবীরং

বীরয়ন্তমিত্রানিতি।’ (তাণ্ড্য)

দশব্রজ (পুং) ঋষিভেদ। “বাতিঃ কথং মেধাতিথিং যজ্ঞং

বাতির্বংশং দশব্রজং” (ঋক্ ৮।৮২০)

দশশত (ক্লী) দশশতং শতং। ১ সহস্র সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

দশশতনয়ন (পুং) দশশতং নয়নানি যন্ত। ইন্দ্র।

দশশতরশ্মি (পুং) দশশতং সহস্রং রশ্ময়োহন্ত। সূর্য্য। (হেম)

দশশতাক্ষ (পুং) দশশতং অক্ষৌণি যন্ত। ইন্দ্র।

দশশতাক্ষি (ক্লী) দশশতং অজুগ্মো যন্ত। ১ শতমূলী।

২ শতাবরী। (পারদ্বরনিং)

দশশপ্তা (ক্লী) দশ চ শপ্ত চ অস্যাং বিষ্ণু তৌ। সামবেদের

বিগ্রহাং ভেদে বিষ্টুতি ভেদ।

দশসাহস্র (ক্লী) দশশতং সহস্রং পরিমাণমন্তু অণ্ উত্তরপদ-

বৃদ্ধিঃ। ১ দশশতং সহস্র, অণুত, দশ হাজার। ২ তৎসংখ্যেয়।

“ভূতানাং দশসাহস্রং পরিখেন সমাহতং।” (হরিব ২৫২ অং)

দশসাহস্রিক (ক্লী) দশসহস্রাণাং প্রমাণং অণ্ ততো ঠঞ

উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। অযুতপরিমিত ভাগাদি।

দশহরা (ক্লী) দশ অদন্তোপাদানহিংসাদি দশবিধানি দশ-

জন্মকৃতানি বা পাপানি হরতীতি জ-অচ্ ততষ্টাপ্। জ্যৈষ্ঠ

মাসের শুক্লাদশমী, জ্যৈষ্ঠীশুক্লা দশমীর নাম দশহরা, এই দিন

গঙ্গার জন্ম দিন।

“জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিস্তুতদিনে শুক্লপক্ষে দশমাং

হন্তে শৈলান্নিরগমদিয়ে জাহ্নবী মর্ত্যলোকং।

পাপাত্তস্তাং হরতি চ ত্রিধৌ সা দশেত্যাহরাখ্যাঃ

পুণ্যং দদ্যাদপি শতশৃণং বাজিমেষাযুক্ত ॥” (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী মঙ্গলবার হস্তানক্ষে গঙ্গা

হইতে মর্ত্যলোকে আগমন করেন, এইজন্ত এইদিন অতি

পুণ্যজনক, এই তিথি নানাবিধ পাপ নষ্ট করে, এ

এই তিথিতে স্নানদানাদি করিলে বাজিমেষ যজ্ঞের

ফল লাভ হয়। এই তিথিতে জাহ্নবী দশবিধ পাপ ও দশবিধ

জিজ্ঞিত পাপ হরণ করেন বলিয়া এই তিথির নাম দশহরা

রাছে। শুভভেদের উদ্ভাদান, অবিধি পূর্বক হিংসা ও পরদার

এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ; পারশ্ব, অনুত, পৈশ্চ

অসম্বন্ধ প্রলাপ এই, চতুর্ধি বায়ু পাপ; পরদ্ব্যচিহ্ন

মনে মনে পরের অমঙ্গল চেষ্টা, মিথ্যাভিবেশ এ

ত্রিবিধ মানস পাপ। এই দশবিধ পাপ গঙ্গা হরণ করেন, এ

জন্ত জ্যৈষ্ঠী শুক্লাদশমীর নাম দশহরা হইরাছে।

“অদন্তানুপাদানং হিংসা চৈবাধিধানতঃ।

পরদারোগসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥

পারশ্বমনৃতকৈব পৈশ্চিক্ষাপি সকাশঃ।

অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বায়ুরং শ্রাচ্চতুর্ধিঃ ॥

পরদ্ব্যবোচ্চবিধানং মনসানিষ্টচিত্তনং।

বিতথ্যভিবেশশ্চ ত্রিবিধং কল্মাশনসং ॥

এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্ত জাহ্নবি।

স্নাতস্ত মম মে দেবি জলে বিষ্ণুপদোত্তবে ॥

বিষ্ণুপাদার্ধসমুত্তে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।

ধর্মজীবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাদেবি জাহ্নবি।

অমৃতেনাধ্বনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥” (কৃত্যতত্ত্ব)

দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় এই মন্ত্র পঠি

স্নান করিতে হয়। যদি এই দশমীতে হস্তানক্ষত্রে যো

হয়, তাহা হইলে দশজন্মজিজ্ঞিত দশবিধ পাপক্ষয় হয় এ

ঐ তিথি যদি মঙ্গলবারে হয়, তাহা হইলে দশবিধ পাপক্ষয়

পূর্বক শতব্রহ্মমেষ যজ্ঞের ফললাভ হয়। জ্যৈষ্ঠমাস যদি

মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলেও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথি

তেই দশহরা হইবে। এই স্তলে তিথিমাহাত্ম্যই প্রবল।

“জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতপক্ষে দশমাং হস্তযোগজ্ঞঃ।

দশজন্মা মহাগঙ্গা দশ পাপহরা স্মৃতা ॥

শুক্লপক্ষশ্চ দশমী জ্যৈষ্ঠে মাসি যিজ্যোক্তম।

হরতে ঋশ পাপানি তস্মাদদশহরা স্মৃতা ॥

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দশমাং হস্তযোগেন জাহ্নবী।

হরতে দশপাপানি তস্মাদদশহরোচ্যতে ॥” (তিথিতত্ত্ব)

যদি দশমী তিথি উত্তর দিনব্যাপিনী হয় এবং পূর্বদিন

যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পূর্বদিন দশহরা হইবে।

তিথি উত্তর দিন পাইলে পরদিনেই দশহরা হইবে এবং উত্তর দিনবাগিনী তিথিহইলে পূর্নদিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে পূর্নদিনেই দশহরা হইবে, পরদিন কেবল তিথিতে স্নান করিতে হইবে। যদি এই দিন গঙ্গাস্নান না করা যায়, তাহা হইলে যে কোন নদীতে অর্ধদান ও তর্পণাদি করিলেও মহাপাতক সদৃশ পাতক হইতে বিমুক্তি হয়।

“বাংকাক্ষিঃ সৱিতঃ প্রাপ্য দদ্যাদস্তাং তিলোদকং।

ব্রূচাতে দশতিঃ পাপৈঃ সমুহাপাতকোপমৈঃ॥” (স্কন্দপুরাণ)

দশহরা তিথিতে গঙ্গামূর্তি প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাপূজা করিতে হয়; দশহরাতে গঙ্গাপূজা অবশ্য কর্তব্য এবং ঐদিন মস্ত, কচ্ছপ, মণ্ডুক, মকরাদি জলচর, স্বর্ণ, রক্ত প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে অসফল হইলে পিষ্টদ্বারা (পিটুণী) প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে এবং গঙ্গাতে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভাসাইয়া দিবে এবং এই দিন যে কোন লোক “ওঁ নমঃ শিবায়ৈ নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্র দ্বিবারাত্র্য জপ করে, তাহা হইলে পঞ্চসংস্র দশধর্ম ফল লাভ করে। দশহরার দিন গঙ্গাজলে থাকিয়া যিনি গঙ্গার স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অক্ষয় বা দরিদ্র হন না। এইজন্ত দশহরার দিন দশবিধ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত গঙ্গাস্নান অবশ্য কর্তব্য।

দশা (স্রী) দশতীতি দশক ততো নলোপঃ বা দশতে ইতি অচুতত ষ্টাপ্। ১ অবস্থা। ২ দীপবর্তি।

“অপেক্ষতে ন চ স্নেহং ন পাত্ৰং ন দশাক্ষরং।

পরৌপকারনিরতা মণিদীপা ইবোত্তমা॥” (উভট)

৩ চিত্র। ৪ বস্ত্রাস্ত, বস্ত্রের শেষভাগ। এই দশা শব্দ বহুবচনান্ত।

কালকৃত গর্ভবাসাদি রূপ অবস্থা, এই দশা দশটী। মনুষ্যের দশদশা গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৈশোর, পৌরুষ, যৌবন, স্থবিরতা, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু, এই দশটী মনুষ্যের অবস্থা সকলেই এই দশার অধীন (মোক্ষার্থে নীলকণ্ঠ) কামরূপ বিরহীদিগের অবস্থা ভেদ। এই অবস্থাও দশটী। নয়নপ্রীতি, চিন্তা, সঙ্কল্প, নিজাচ্ছেদ, তত্ত্বতা, বিষয়নিবৃত্তি, জ্ঞানানু, উন্মাদ, মুচ্ছা ও মরণ এই দশটী অনঙ্গদশা। প্রথম নারক দর্শন, তাহার পর ত্রিবিধক চিন্তা, চিন্তা করিতে করিতে নারকে পাইবার সঙ্কল্প, এই সঙ্কল্প হইতে নিজা হ্রাস, নিজা হ্রাস হইলেই শরীর ক্ষীণ হয়, তখন আর উপভোগাদি কোন বিষয়ই ভাল লাগেনা, তখন আপনা হইতেই লজ্জানান হয়; তাহার পর একেবারে উন্মত্ত হইতে হয়, উন্মাদ হইতে মুচ্ছা। এই মুচ্ছা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত

হইতে পারে। বিরহবর্ণন করিতে হইলে এই দশটী দশার মধ্যে ৯টী বর্ণন করিতে হয়, মৃত্যু বর্ণন করিতে নাই।

“দৃশ্যনঃ পঞ্চসঙ্কল্পঃ আগরঃ ক্লেশতারতিঃ।

ইত্যাগোন্মাদ মুচ্ছাস্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ॥

নয়নপ্রীতিঃ প্রথমঃ চিন্তাপঞ্চকতোহর্থ সঙ্কল্পঃ।

নিজাচ্ছেদস্তত্ত্বতা বিষয়নিবৃত্তিঃ শ্রীনাশঃ॥

উন্মাদো মুচ্ছা মূতিরিত্যোতাঃ স্তর দশা দশৈশ্ব স্নাঃ।”

(অলঙ্কারশাস্ত্র) ৭ গ্রহগণের স্ব স্ব ফল বিপাক কাল-

ভেদ রূপ অবস্থা; জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে।

সত্যযুগে শাক্যিকী দশা, ত্রেতাযুগে গৌরী দশা, দ্বাপর-যুগে যোগিনী দশা ও কলিযুগে নাক্তিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের স্তম্ভান্ত নির্ণীত হয়। এইরূপ অষ্টোত্তরী নাক্তিকী দশার বিবরণ বলা যাইতেছে।

সূর্যের দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৮ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, শনির ১০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, রাহুর ১২ বৎসর ও শুক্রের ২১ বৎসর দশাভোগের কাল। ইহার মধ্যে প্রত্যেক দশারই অন্তর্দশা আছে।

একটি চতুর্কোণ—ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূর্নাদি অষ্ট দিক চিহ্নিত করিবে, অনন্তর ঐ ক্ষেত্রের আটদিকে পূর্ন হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকাদি নক্ষত্র স্থাপন করিবে। পূর্নাদি চারিদিকে তিন তিনটী করিয়া ও অয়্যাদি চারি কোণে চারি চারিটী করিয়া নক্ষত্র বিজ্ঞাপন করিবে। যথা;—পূর্নদিকে—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরা এই তিন নক্ষত্র জমিলে রবির দশা; অম্বিকোণে—আজা, পুনর্নসু, পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্র এই চারি নক্ষত্রে জমিলে চন্দ্রের দশা; মঘা, পূর্নফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জমিলে মঙ্গলের দশা; হস্তা, চিত্রা, শ্রাব্ধা ও বিশাখা নক্ষত্রে জমিলে বুধের দশা; অশ্বরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জমিলে শনির দশা; পূর্নাবাঢ়া, উত্তরাবাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণা-নক্ষত্রে জমিলে বৃহস্পতির দশা; ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্নভাদ্রপদনক্ষত্রে জমিলে রাহুর দশা; উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী অশ্বিনী ও ভরণীনক্ষত্রে জমিলে শুক্রের দশা হয়। সূর্য, রাহু, মঙ্গল ও শনি ইহাদের দশাতে মনুষ্যের ক্রেশ; বৃহস্পতি, বুধ, চন্দ্র ও শুক্র ইহাদের দশাতে মঙ্গল হইয়া থাকে। বর্তমান শকাব্দ হইতে জয়কালীন শকের অঙ্ক বিয়োগ করিলে যত বৎসর অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রতি বৎসরে ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অহুপল যোগ করিলে যত হইবে, তত বৎসর বয়স ধরিয়া দশা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাকেই সাবনত্বি কহে।

জন্মকালে নক্ষত্রের যত দণ্ড পল অতীত হইয়াছে এবং যত দণ্ড পল অবশিষ্ট আছে, তাহা জানিয়া অমুপাত দ্বারা দশাকালে কত অংশ অতীত হইয়াছে এবং কত অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন রোহিণী নক্ষত্রে কোন ব্যক্তির জন্ম হইলে ২ বৎসর অতীত হইয়াছে জানিতে হইবে, অবশিষ্ট চারিবৎসর আছে, অবশিষ্ট চারি বৎসরের মধ্যে রোহিণীনক্ষত্রের যত দণ্ড পল গতে জন্ম হইয়াছে তাহা দ্বারা অমুপাত করিয়া কত অংশ অবশিষ্ট আছে তাহা স্থির করিতে হইবে। জন্মের প্রথমে যে গ্রহের দশা হইবে তাহার ভোগকালের পর তৎপরবর্তী গ্রহের দশা ভোগ হইবে। যদি জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড হয়, তাহা হইলে দশার ভুক্ত ও অবশিষ্ট জানিতে অমুপাত না করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মামুসারে ভুক্তাবশেষ স্থির করিতে পারা যাইবে।

জন্মসময়ে নক্ষত্রের যত দণ্ড ও পল গত হইয়াছে, শুভ-গ্রহ দশা হইলে তাহার ১১ গুণ করিয়া, পাপগ্রহের দশা হইলে বিগুণ করিয়া, গুণফলকে পুনর্বার দশা পরিমাণের অঙ্ক দিয়া পূরণ করিতে হইবে।

পরে ঐ গুণফলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে মাস এবং মাসকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে বৎসর হইবে। এইরূপে দশার ভুক্ত অংশ জানিয়া দশা পরিমিত কাল হইতে বিরোগ করিলেই অবশিষ্ট অংশ জানিতে পারিবে। জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনাত্মক হইলে অমুপাত করিয়া দশাকালের ভুক্ত ও অবশিষ্ট অঙ্ক স্থির করিবে।

নক্ষত্রামুসারে দশাভোগের কালবিভাগ—কৃত্তিকা, রোহিণী ও মৃগশিরানক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ৬ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে দুই বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৬ মাস, নক্ষত্রের চারিভাগের একভাগের নাম পাদ, এবং প্রতি দণ্ডে ১২ দিন ও প্রতি পলে ১২ দণ্ড হইয়া থাকে। আর্দ্রা, পুনর্বসু ও পুষ্যনক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা হয়, এই দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৯ মাস। প্রতিপাদে ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতিপলে ২২ দণ্ড ৩০ পল জানিবে। মঘা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশার জন্ম জানিতে হইবে, এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হয়।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের

দশার জন্ম হয়। এই দশার পরিমাণ ১৭ বৎসর, ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অম্বরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়, এই দশাভোগ্যকাল ১০ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর চারি মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১০ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ২০ দিন ও প্রতি পলে ১০ দণ্ড ভোগ হয়।

পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবণনক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল হয়।

অশ্বিনী—বৃহস্পতির দ্বিতীয় দশা ১৯ বৎসর। এই দশা পরিমিত কালকে চারিভাগ করিয়া একভাগ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের ও অবশিষ্ট তিন ভাগের সমষ্টি অর্থাৎ ১৪ বৎসর তিন মাসকে দুইভাগ করিয়া একভাগ অর্থাৎ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের ও ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণনক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। অশ্বিনীপূরণের মতে বৃহস্পতির দশাকে ৪ ভাগ করিয়া একভাগ পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্রের ও অপর তিনভাগের সমষ্টির অর্দ্ধেক উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রের এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অভিজিৎ নক্ষত্রের ও অপর অর্দ্ধেক শ্রবণনক্ষত্রের বিভাগ জানিতে হইবে। যথা পূর্বাষাঢ়ায় ৭ বৎসর ৯ মাস, উত্তরাষাঢ়ায় ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন, অভিজিৎতে ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড ও শ্রবণায় ৩ বৎসর ৬ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড।

খনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্বাভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাহুর দশা হয়, এই দশার পরিমাণ ১২ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড হইবে।

উত্তরাভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও তরুণনক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হয়। এই দশা ভোগ্যকাল ৫ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং প্রতি দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড ও প্রতি পলে ৩১ দণ্ড ৩০ পল ভোগ হয়। প্রথমতঃ জন্মনক্ষত্র হইতে দশা নির্ণয় করা যাইতেছে।

কর্ম নক্ষত্র	দশা	ভোগ্যকাল
৩ কৃত্তিকা	রবি	৬ বৎসর।
৪ রোহিণী		
৫ মৃগশিরা		
৬ আর্দ্রা	চন্দ্র	১৫ বৎসর।
৭ পুনর্বসু		
৮ পুষ্যা		
৯ অশ্লেষা	মঙ্গল	৮ বৎসর।
১০ মঘা		
১১ পূর্বফল্গুণী		
১২ উত্তরফল্গুণী	বুধ	১৭ বৎসর।
১৩ চতুর্দা		
১৪ চিত্রা		
১৫ স্বাতী	শনি	১০ বৎসর।
১৬ বিশাখা		
১৭ অম্বরাধা		
১৮ জ্যেষ্ঠা	বৃহস্পতি	১১ বৎসর।
১৯ মূল্য		
২০ পূর্বাষাঢ়া		
২১ উত্তরাষাঢ়া	রাত	১২ বৎসর।
২২ অভিজিৎ		
২৩ শ্রবণা		
২৪ ধনিষ্ঠা	শুক্র	২১ বৎসর।
২৫ শতভিষা		
২৬ পূর্বভাদ্রপদ		
২৭ উত্তরভাদ্রপদ	শুক্র	২১ বৎসর।
২৮ রেবতী		
২৯ অশ্বিনী		
৩০ ভরণী		

এই সকল নক্ষত্রানুসারে যে নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে সেই নক্ষত্র ধরিয়া দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

দশাকাল—রবির দশাতে চিত্তের উত্তেজনা, পরিতাপ, মন-হানি, ক্রোধ, বিদেশগমন, রোগভয়, অনিষ্টপাত, হুঃখ, জীবনহানি, বন্ধন ও রাজপীড়া হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে—মহুয়ের ঐশ্বর্য, ঘোটকাদি বাহন, রাজপুত্র, রত্ন, ছত্র, মঙ্গল, প্রতাপ, বীরাবৃত্তি, মিষ্টান্নভোজন, পানীয়পান ও উত্তমশয্যা লাভ হয়।

মঙ্গলের দশায়—চুইলোক হইতে আত্মবিনাশ, বন্ধন, ভয়, চিন্তা, অন্ন, বিকলতা, চোরত্বাতি, অগ্নিভয়, বিবাদ, রোগ, অকীর্তি, প্রতাপহানি ও ধন বিনাশ হয়।

বুধের দশাতে—উত্তমাকাশিনীসভোগ, ধনাগম, অতিশয় সুখলাভ, বিবিধ ঐশ্বর্য, কোবাগার বৃত্তি ও মনোরথ পূর্ণ হয়।

শনির দশাতে—অপবাদ, বধ, বন্ধন, আশ্রয়বিনাশ, চোরভয়, অগ্নি, সর্প ও রাজভয়, আশাত্ত ও কার্যাহানি হয়।

বৃহস্পতির দশাতে—রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, বিবিধ বস্ত্র ভোগ, সুখ ও ধন, ধাতুভুক্তি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং লক্ষ্মীলাভ হয়।

রাহুর দশাকালে—মহুয়ের পত্নীর অপরাধ নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন এবং অন্ত্রাঘাতের ভয়, অন্নপরাক্রম, অজ্ঞাত কষ্ট, ধন ও কান্তিবিহীনদেহ হয়।

শুক্রের দশার সময়—মঙ্গলসিদ্ধি, প্রেমদাসলাভ, অভিলাষ, পূর্ণ, বদান্ততা, রাজপুজিত, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণে গমন, মনোরথ সিদ্ধি, অর্থসঞ্চয় ও রাজলক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। স্থূলদশাকালের বিষয় বলা হইল কিন্তু প্রত্যেক দশার মধ্যে অন্তর্দশা আছে। অন্তর্দশার ফল অন্তর্দশার কালানুসারে হইয়া থাকে।

অন্তর্দশা—রবির স্থূল দশা ৬ বৎসর, তাহার মধ্যে রবির নিজ দশান্তর ৪ মাস, চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস, বুধের অন্তর ১১ মাস ২০ দিন, শনির অন্তর ৬ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির অন্তর ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর অন্তর ৮ মাস, শুক্রের অন্তর ১ বৎসর ২ মাস। রবির দশামধ্যে রবির অন্তর্দশার রাজদত্ত, মনস্তাপ, বন্ধন, বিদেশগমন, শরীরপীড়া ও নানা প্রকার হুঃখভোগ হয়। রবির দশাতে চন্দ্রের অন্তর্দশার মহুয়ের শক্রনাশ, রোগশান্তি, বিত্তলাভ ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। মতান্তরে রবিরদশাতে চন্দ্রের অন্তর্দশায় রোগ, শক্রা, দ্রাব, ইচ্ছাহানি, মনঃপীড়া প্রভৃতি হইয়া থাকে। রবির দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দশায় মহুয়গণ প্রধান হইয়া মগিরত্ব ও প্রবাল প্রভৃতি লাভ করে। রবির দশাতে বুধের অন্তর্দশায় মহুয় দারিত্র্য ও হুঃখী হয় এবং সঙ্গগায়ে বিচ-চ্ছিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। আর নানা প্রকার শরীরের উপজ্বল হওয়াতে ক্লেশ পায়।

রবিদশান্ত শনির অন্তর্দশায় মহুয় রাজভয় প্রাপ্ত হইয়া নীর শক্তিরহিত ও ধৈর্যহীন হয় এবং তাহার সকল কার্য বিফল হইয়া যায়। মতান্তরে—রবির দশাতে শনির অন্তর্দশায় মহুয়ের সন্তাপ, বিত্ত বন্ধনাশ, পরাজয় ও সকল কার্য নষ্ট হয়।

রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মহুয়ের সম্পত্তি বৃদ্ধি, রোগ শান্তি, লোকের নিকট বিশ্বাস ও ধর্ম লাভ হয়। মতান্তরে—রবির দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মহুয়ের ধর্ম

অর্থ ও স্বথ লাভ হয়। এবং কুষ্ঠাদিরোগের শান্তি হইয়া সুখ ভোগ হয়।

রবির দশাতে রাহুর অন্তর্দশায় মনুষ্যের রোগ, শোক, ভয়, মৃত্যু, বিত্তনাশ ও নানা প্রকার অন্তঃ হইয়া থাকে।

রবির দশাতে শুক্রের অন্তর্দশায় মনুষ্যের শিরঃপীড়া, উদরাময়, জ্বর, অর্ভাসার ও শূল প্রভৃতি রোগ হইয়া শীঘ্র শরীর নষ্ট হয়।

চন্দ্রের স্থল দশারকাল ১৫ বৎসর। ইহার মধ্যে দুই বৎসর ১ মাস নিজের অন্তর্দশা এই সময়ে সম্পত্তি বৃদ্ধি, স্বর্ণভূষিতা জীলাভ ও অতিশয় যশোবৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে সর্কদা কাল ও চোরভয় এবং শরীরের ক্রেশ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে মঙ্গলের অন্তর্দশায় মনুষ্যের রক্তপিত্ত পীড়া ও চোরের ভয় হয়।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন বুধের অন্তর্দশার ভোগকাল। এই সময়ে প্রভুত্ব, সুখসম্পত্তি, হস্তা, ঘোটিকাদিবাহন ও গোধানাদি লাভ হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন শনির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে বুদ্ধিক্রয় স্তম্ভভেদ বিপদ প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হয়। মতান্তরে চন্দ্রের দশাতে শনির অন্তর্দশায় ক্রেশ, রাজভয়, বিপদ, শোক ও সম্পত্তিনাশ হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য ধন, ধর্ম, সুখ, বস্ত্র ও অলঙ্কার লাভ করে।

চন্দ্রের দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস রাহুর অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে সকল প্রকার রোগ, বন্ধুনাশ এবং উক্ত দশা বিশিষ্ট ব্যক্তি কিঞ্চিকালের নিমিত্তও সুখী হইতে পারেন। মতান্তরে অগ্নিভয়, হস্তঃ, শোক, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে।

চন্দ্রের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস শুক্রের অন্তর্দশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তমাজীসন্ধান, ধন, ধাতু, মুক্তা, মণি প্রভৃতি লাভ করিয়া সুখী হয়।

চন্দ্রের দশাতে ১০ মাস রবির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রাজার অমুগ্রহ, সুখ ও অতুল ঐশ্বর্যলাভ করে।

মঙ্গলের স্থলদশা ৮ বৎসর। তাহার মধ্যে মঙ্গলের নিজ দশা ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড। মঙ্গলের এই নিজদশার সময় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে নৃপ, চোর, শত্রু ও শূন্যভাব হইতে হয় এবং নানাবিধ মনস্তাপ এবং জরাদি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দশার কাল। এইকালে ধননাশ, মনস্তাপ, কদরপীড়া এবং নানাবিধ দুঃখ হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এই কালে মনুষ্য তীর্থযাত্রা, ক্রোধান্ধপূজা প্রভৃতি সংকার্য্যকারী হয়। কিন্তু এই সময়ে রাজভয় হইবার সম্ভাবনা।

মঙ্গলের দশাতে বৃহস্পতির অন্তর্দশায়—মনুষ্য পুণ্য, পুণ্য, অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চনা করে এবং রাজতুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে অগ্নিভয়, অগ্নি, চোর, শত্রুভয় ও বিত্তনাশ প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে ধননাশ, রোগ, শত্রুভয় নানবিধ উপদ্রব ও রাজভয় হইয়া থাকে।

মঙ্গলের দশাতে ৫ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্মান জীলাভ পদবৃদ্ধি হয়।

মঙ্গলের দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন চন্দ্রের অন্তর্দশার কাল। এই কালে নানা প্রকার সম্পত্তি, সুখ, মূল্য মণি প্রভৃতি ভূষণ লাভ হয়।

বুধের স্থলদশা ১৭ বৎসর তন্মধ্যে ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড তাহার নিজান্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্য ধন উপার্জন করে, বুদ্ধিবৃদ্ধি, ধনলাভ, সৌভাগ্য ও শত্রু ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড শনির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বাতশ্লেষপীড়া, বৃদ্ধির সহিত বিবাদ ও বিদেশ গমন প্রভৃতি ক্রেশ হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দশার কাল। এই সময়ে মনুষ্য রোগ হইতে হয়, শত্রুভয়, বিনাশ, ধনাগম ও সুপুত্র লাভ করে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন রাহুর অন্তর্দশার কাল। এইকালে মনুষ্যের অকস্মাৎ অগ্নিভয়, অগ্নি, বন্ধন, বিত্তনাশ ও মহাক্রেশ হয়।

বুধের দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন শুক্রের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্য ধনাঢ্য, পুত্রবান্ ও ধার্মিক হয়।

বুধের দশাতে ১১ মাস ১০ দিন রবির অন্তর্দর্শার কাল; এইকালে মনুষ্য স্ববর্ণ, প্রবাল ও বিপুল যশোলাভ করে এবং শ্রীমান্ ও পরধন প্রাপ্ত হয়।

বুধের দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস ১০ দিন চন্ড্রের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্যেব শত্রু ও শৃঙ্খলিত হইতে ভয় উপস্থিত হয় ও নানা প্রকার কষ্ট হইয়া থাকে।

বুধের দশাতে ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্যের শিরোরোগ, হৃদয়পীড়া, দম্বা ও তন্দ্র হইতে ভয় এবং জুতা ও পাদে পীড়া হইয়া থাকে।

শনির স্থল দশা ভোগের কাল ১০ বৎসর। তাহার মধ্যে ১১ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির নিজান্তর্দশা। এই সময়ে মনুষ্য থলবৃত্তি অবলম্বন করে এবং স্ত্রী ও পুত্রের নিকট নিগ্রহ, অর্থক্ষয়, বন্ধুবিনাশ, বিদেশগমন ও মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্য দেবতার প্রতি অমুরক্ত ও শাস্ত প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সম্পত্তিলাভ করে এবং তাহার ক্রনাশ হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দর্শার কাল। এই সময়ে মনুষ্যের বিদেশগমন, বন্ধুবিষেব, মিত্রভয় ও কন্যা অবিদাহ প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দর্শার কাল; এইকালে মনুষ্যের বন্ধুসমাগম, ভাব্যা ও বিত্ত, সুখসম্পত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

শনির দশাতে ৬ মাস ২০ দিন রবির অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্যের ধন পুত্র বিনাশ হইয়া হুঃখবৃদ্ধি হয় এবং বন ও বল নষ্ট হয়।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন চন্ড্রের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্যের বন্ধুবিচ্ছেদ, স্ত্রীবিনাশ, কলহ নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ৮ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্যের দেশত্যাগ, পীড়া ও নানা কষ্ট হুঃখ হইয়া থাকে।

শনির দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন ২০ দণ্ড বুধের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্য ভাগ্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া পুত্রপৌত্র লাভ করে।

বৃহস্পতির স্থল দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর। তাহার মধ্যে ৩ বৎসর ৪ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড বৃহস্পতির নিজান্তর্দশা। এই সময়ে মনুষ্যের সংপুত্র, তপস্তা, সুখ্যাতি, পৌরুষ, সুখ ও গজাখাদি বাহন লাভ হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন রাহুর অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে অকস্মাৎ ভয় ও রাজপীড়া প্রভৃতি উপদ্রব এবং বন্ধন ও মনস্তাপাদি শারীরিক ক্লেশ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন শুক্রের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে শত্রুভয় ও বন্ধুনাশ হইয়া নানা প্রকার রোগে এবং জীবিরোগে প্রভৃতিতে নানা প্রকার হুঃখ পায়।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ২০ দিন রবির অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মিত্রলাভ, ধনাগম, উত্তমাস্ত্রীলাভ এবং রাজার প্রিয়পাত্র হয়।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ৭ মাস ২০ দিন চন্ড্রের অন্তর্দর্শার কাল। এই সময়ে উত্তমাস্ত্রীলাভ ও শত্রুভয় হয় এবং সকল প্রকার যোগযুক্ত হইয়া রাজত্বলা সম্মান লাভ করে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড মঙ্গলের অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্য অতিশয় ক্রোধী, শত্রুনাশক ও হস্তীর জায় ভীমদর্শন হয় এবং সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া সুখে কাল যাপন করে।

বৃহস্পতির দশাতে ২ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড বুধের অন্তর্দর্শার কাল। এই সময়ে মনুষ্য কখন সুখ ও কখন অসুখ হইয়া কখন সুখ ও কখন অসুখ ভোগ করে; এই সময়ে শত্রু বৃদ্ধি হয়, ও দেবপূজায় অমুরাগ জন্মে।

বৃহস্পতির দশাতে ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড শনির অন্তর্দর্শার কাল। এইকালে মনুষ্য বেস্তা সহবাসে সুখভোগ করে এবং বিত্তবিহীন হইয়া সর্বদা অর্থক্ষয় লিপ্ত হয়।

রাহুর স্থল দশা ১২ বৎসর। তাহার মধ্যে রাহুর নিজের ১ বৎসর ৪ মাস ভোগ কাল। এই সময়ে জীবিরোগ, বন্ধুনাশ, শত্রুভয় ও অর্থনাশ হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস শুক্রের অন্তর্দর্শার কাল। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত মিত্রতা, স্ত্রীলাভ, বিত্তসঞ্চয় ও বন্ধুগণের সহিত স্নেহবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ৮ মাস রবির অন্তর্দর্শার কাল। এই কালে শত্রুভয়, ভয়ানক রোগ, অর্থনাশ, রাজভয়, অতিশয় ব্যথা ও শিরোরোগাদি নানা প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ৮ মাস চন্ড্রের অন্তর্দর্শার কাল।

এই সময়ে জীবনাশ, কলহ, ক্লেশ, পাপে অমুরাগ, কুভোজন, বন্ধুবিরোধ ও রিপুভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১০ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দিশার কাল। এইকালে মনুষ্যের বিষভয়, অশ্রুভয়, অগ্নিভয়, চৌরভয় এবং নানাবিধ ক্লেশ হয়।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দিশার কাল। এই কালে মনুষ্যের কফ ও বাতঘটিত রোগ এবং ভ্রমাবহ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দিশার কাল। এইকালে মনুষ্য বেষ্টাসহবাসে নিযুক্ত থাকিয়া বিতর্বিহীন ও ধর্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

রাহুর দশাতে ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দিশার কাল। এইকালে মনুষ্য রোগমুক্ত ও শত্রুভয়-বিহীন হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণপূজাতে তৎপর থাকে এবং নানা প্রকার ধর্ম উপার্জন করে।

শুক্রে দশদশা ২১ বৎসর। তাহার মধ্যে ৪ বৎসর ১ মাস শুক্রের নিজ অন্তর্দিশার কাল; এই সময়ই মনুষ্য সুনীতি শিক্ষা করিয়া কীর্তিলভ করে এবং জীৱা অধ্ববৃদ্ধি ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রে দশাতে ১ বৎসর ২ মাস রবির অন্তর্দিশার কাল; এইকালে মনুষ্যের চক্ষুরোগ, বন্ধন, মহাভয় ও সকল বিষয়ে অমঙ্গল হইয়া থাকে।

শুক্রে দশাতে ২ বৎসর ১২ মাস চন্ড্রের অন্তর্দিশার কাল। এইকালে মনুষ্যের নখে, দন্তে ও মস্তকে পীড়া হয় এবং বন্ধু-জনের সহিত সর্দদা বিবাদ হইয়া থাকে।

শুক্রে দশাতে ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন মঙ্গলের অন্তর্দিশার কাল। এইকালে মনুষ্যের উত্তমা জীলাভ, ও ভূমি লাভ হইয়া থাকে এবং শরীরের বীৰ্য্যহানি হয়।

শুক্রে দশাতে ৩ বৎসর ৩ মাস ২০ দিন বুধের অন্তর্দিশার কাল। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমা জীলাভ, ধনধাতাদি সম্মান, শরীরের পুষ্টি ও স্রবণশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শুক্রে দশাতে ১ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন শনির অন্তর্দিশার কাল। এই সময় মনুষ্য উত্তম নগরে, অতিমনোহর গৃহে, সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি আমোদ করে এবং শত্রুনাশ ও মিত্রলাভ হয়।

শুক্রে দশাতে ৩ বৎসর ৮ মাস ২০ দিন বৃহস্পতির অন্তর্দিশার কাল। এই দশাতে মনুষ্য উত্তমাজী ও ধনধাতা লাভ করে এবং সর্দদা বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া সুখে কাল-যাপন করে।

শুক্রে দশাতে ২ বৎসর ৪ মাস রাহুর অন্তর্দিশার কাল। এইকালে বিদেশ গমন, হুঃখ, অস্ত্রাভ্যাসের সহিত সম্মান ও পাণকার্য্যে অমুরাগ হয়।

১) এই সকল গ্রহগণের অন্তর্দিশাসূত্রে স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে এবং দশাকালীন গ্রহগণের বলাবলার ইচ্ছা ফলাফল নির্ভর করে।

হরগোরীদশা—হরগোরীদশা গণনায় সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এই গ্রহগণের গ্রহের গণনা করিতে হয়। এই দশাতে সমস্ত গ্রহের দশ ভাগের কালের সমষ্টি ১২০ বৎসর। এই দশা গণনা করিতে হইলে কৃত্তিকা হইতে পূর্ব্বফল্গুনী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্র সূর্য্যাদি নবগ্রহের দশার আরম্ভ হয়, তৎপরে উত্তরফল্গু হইতে ন্যূনক্ষত্র ও উত্তরাষাঢ়া হইতে নয় নক্ষত্রে এক এক গ্রহের দশার আরম্ভ হইয়া থাকে। শুক্রপক্ষে জাতব্যক্তি সপক্ষে এইরূপে কৃত্তিকানক্ষত্র গণনা করিয়া দশার আরম্ভ নির্ণয় করিবে। কৃষ্ণপক্ষে জাতব্যক্তির সপক্ষে অর্ধ হইতে গণনা করিয়া কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহ দশা প্রথমে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিবে।

হরগোরীদশাতে ৬ বৎসর রবির দশা, তৎপরে চন্দ্র ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, শনির ১৭ বৎসর বুধের ১৬ বৎসর, কেতুর ১৫ বৎসর ও শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগ হয়। যে গ্রহ দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দিশা নির্ণয় করিতে হইবে, ঐ গ্রহের দশাবর্ষ সংখ্যাকে পরস্পর গুণ করিয়া গুণফলকে দ্বিগুণ ভাগ দিলে যত ভাগফল হইবে, তত মাস এবং শিষ্টাঙ্কে ৩০ দিয়া ৬০ করিয়া দশ দ্বিগুণ ভাগ করিয়া ভাগফল হইবে, ততদিন অন্তর্দিশা ভোগের কাল জানিবে হইবে, এইরূপে এই দশার অন্তর্দিশা নিরূপণ করিতে হইবে।

বিশোত্তরী দশা—এই বিশোত্তরী দশাতে প্রথমে সূর্য্য, তৎপরে চন্দ্র, মঙ্গল, রাহু, বৃহস্পতি, শনি, বুধ, কেতু ও শুক্র এইরূপ ক্রমে পর পরবর্তী গ্রহের পরপর দশা ভোগ হয়। এই বিশোত্তরী দশা মতে রবির ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৯ বৎসর, শনির ১৭ বৎসর, বুধের ১৬ বৎসর, কেতুর ১৫ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর দশাভোগের কাল। এই সকল গ্রহের দশাকালের সমষ্টি ১২০ বৎসর, যাহার রাশিতে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ হয়, সেই ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে।

এই দশাতে ও কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে দশার আরম্ভ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্যক্তির

কিংবা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হয়, তাহার প্রথমে রবির দশা। এইরূপে রোহিণী, হস্তা বা শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে চক্রে দশা। মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, আদ্রা, স্বাতি বা শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর, পুনর্ভস্ম, বিশাখা বা পূর্নভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, পুষ্যা, অম্বরাধা ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে ও মূল্য বা অশ্বিনী নক্ষত্রে কেতুর, পূর্নফল্গুনী, পূর্নষাঢ়া বা পূর্নভাদ্রপদে বুধের এবং মঘা বা ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা প্রথমে হইবে। তৎপরে উপরিনিখিত ক্রমানুসারে পর পরবর্তী গ্রহের দশা পরে পরে হইবে।

ত্রিংশোত্তরী দশাতে এইরূপে অন্তর্দশার কাল নিরূপণ করিতে হয়। যে গ্রহের দশাতে যে গ্রহের অন্তর্দশা স্থির করিতে হইবে, সেই সেই গ্রহের দশাভোগের বর্ষসংখ্যাকে পবম্পর গুণ করিয়া ১২০ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাই অন্তর্দশার বর্ষ। অবশিষ্ট অঙ্কে ১২ দিয়া গুণ করিয়া ঐ গুণ ফলুকে ১২০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল খাঙ্গ হইবে, তাহা মাস, এইরূপে দণ্ডাদিও স্থির করিতে হইবে।

আদ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা—অষ্টোত্তরী দশা গণনার প্রণালী প্রায় পূর্বোক্ত নাক্ষত্রিকদশার ত্রায়, ইহাতে এই মাত্র প্রভেদ, যে নাক্ষত্রিকদশাতে কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগাদি গ্রহের দশা নির্ণয় করিতে হয়। এই দশাতে আদ্রা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দশা স্থির করিতে হইবে। যথা—

আদ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা।

জগদনক্ষত্র	দশা	দশাভোগ্য কাল
আদ্রা	রবির	৬ বৎসর।
পুনর্ভস্ম		
পুষ্যা		
অশ্লেষা		
মঘা	চক্রে	১৫ বৎসর।
পূর্নফল্গুনী		
উত্তরফল্গুনী		
হস্তা		
চিত্রা	মঙ্গলের	৮ বৎসর।
স্বাতি		
বিশাখা		
অম্বরাধা		
জ্যেষ্ঠা	বুধের	১৭ বৎসর।
মূল্য		

পূর্নষাঢ়া	শনির	১০ বৎসর।
উত্তরাষাঢ়া		
অভিজিৎ		
শ্রবণা		
ধনিষ্ঠা	বৃহস্পতির	১২ বৎসর।
শতভিষা		
পূর্নভাদ্রপদ		
উত্তরভাদ্রপদ		
রেবতী	রাহুর	১২ বৎসর।
অশ্বিনী		
ভরণী		
কৃত্তিকা		
রোহিণী	শুক্রের	২১ বৎসর।
মৃগশিরা		

এইরূপে অষ্টোত্তরী দশা স্থির করা যাইবে, অন্তর প্রাত্যস্ত-দশার কাল নাক্ষত্রিকদশার ত্রায়। কেবল স্থানে স্থানে ফলাফলের বিভিন্নতা আছে।

ত্রিংশোত্তরী দশা গণনা করিতে হইলে এইরূপে করিতে হয়। অষ্টোত্তরী নাক্ষত্রিক দশার ত্রায় জন্ম নক্ষত্রসাধে প্রথমতঃ দশা নিরূপণ করিতে হইবে। কেবল দশাভোগের কালের বিভিন্নতা আছে, নাক্ষত্রিকদশাতে রবির ৬ বৎসর, চক্রে ১৫ বৎসর ইত্যাদি। এই দশাতে যে কয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের দশা হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের কালকে সেই কয়টি নক্ষত্রদ্বারা ভাগ কারণে যত বৎসর যত মাস হইবে, তত বৎসর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের কাল জানিতে হইবে।

যথা রবির ২ বৎসর, চক্রে ৩ বৎসর ৯ মাস, মঙ্গলের ২ বৎসর ৮ মাস, বুধের ৫ বৎসর ৩ মাস, শনির ৩ বৎসর ৪ মাস, বৃহস্পতির ৪ বৎসর ৯ মাস, রাহুর ৪ বৎসর, শুক্রের ৫ বৎসর ৩ মাস ভোগ কাল।

এই সকল দশার সমষ্টি ৩০ বৎসর। সুতরাং ৩০ বৎসরে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ শেষ হয়। দশাভোগ শেষ হইলে পুনর্বার সেই সেই গ্রহের দশাভোগ হইয়া থাকে।

ত্রিংশোত্তরী দশাকাল—যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশা, জন্মনক্ষত্র হইতে দশম নক্ষত্রের দশাকে কর্মদশা ও জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শ নক্ষত্রের দশাকে আধান দশা বলে। যাহার যে বৎসরে জন্ম দশার রবি বা বৃহস্পতি, কর্ম দশার রাহু বা রবি ও আধান দশার বুধ বা শনি অধিপতি হয়, সেই বৎসর তাহার মৃত্যু হইবে।

কোন ব্যক্তির কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথম ২ বৎসর রবির দশা, তৎপরে ৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত চন্ডের দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ৫ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ১২ বৎসর ৮ মাস বুধের দশা, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত শনির দশা, তৎপরে ২০ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত শুক্রের দশা হইবে। এইরূপে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহগণ দশাভোগ করিবে, তৎপরে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পরে পুনর্বার ঐ সকল গ্রহের দশাভোগ হইবে।

যাহার যে জন্মনক্ষত্র হইবে, তিনি তদনুসারে এইরূপ দশার কাল ও গ্রহনির্ণয় করিয়া লইবেন। পরে ঐ ব্যক্তির কর্মনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে। যথা—যাহার কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার কর্মনক্ষত্র ১২ উত্তরফল্গুনী, প্রথমে মঙ্গলের দশা এবং দশাভোগের কাল ২ বৎসর ৮ মাস, তৎপরে ৪ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত বুধের দশা বৎসর যোগ করিলে ৬ বৎসর ১১ মাস হয়। তৎপরে ১০ বৎসর ৩ মাস শনির দশা, তৎপরে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশা। তাহার পর ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তৎপরে ২৪ বৎসর ৩ মাস শুক্রের দশা, তৎপরে ২৬ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত চন্ডের দশা।

পরে ঐ ব্যক্তির আধান অর্থাৎ ষোড়শনক্ষত্রের দশা গণনা করিতে হইবে।

কৃত্তিকানক্ষত্রে জাতব্যক্তির জ্যোষ্ঠানক্ষত্রই আধান নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে প্রথমে ৩ বৎসর ৪ মাস শনির দশা, তৎপরে ৮ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশাভোগের কাল। তৎপরে ১২ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত রাহুর দশা, তাহার পর ১৭ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত শুক্রের দশা, তৎপরে ১৯ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত রবির দশা, তৎপরে ২৩ বৎসর ১ মাস পর্য্যন্ত চন্ডের দশা, তাহার পর ২৫ বৎসর ৯ মাস পর্য্যন্ত মঙ্গলের দশা, তৎপরে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের দশা ভোগ হইবে।

এইরূপে প্রতি নক্ষত্রে জাতব্যক্তির জন্ম, কর্ম ও আধান নক্ষত্রের দশা গণনা করিয়া দেখিবে। যে কোন ব্যক্তির যে বর্ষে জন্মনক্ষত্রের দশাধিপতি রাহু কিংবা রবি ও আধান নক্ষত্রের দশাধিপতি বুধ বা শনি হইবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সেই বৎসরে এই গণনানুসারে মহৎ রিষ্ট জানিতে হইবে। এই দশা গণনার অভিজিৎ নক্ষত্রেরও দশা গণনা হয়।

এই ত্রিশোত্তরী দশার গণনাদি সহজে করিবার জন্য

একটা চক্র অঙ্কিত করা গেল, ইহা দেখিয়া অজ্ঞাত নক্ষত্রের গণনা করিলে কাহার কত বয়সে কোন গ্রহের দশা হইবে, তাহা জানা যাইবে।

১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২	
রবি	২ বৎসর	মঙ্গল	৪	১২	১০	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮
বুধ	৩	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
শনি	৪	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
বুধ	৫	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
রাহু	৬	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
শনি	৭	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
বুধ	৮	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
রাহু	৯	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
শনি	১০	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
বুধ	১১	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	
রাহু	১২	১২	১০	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	১২	৮	১০	৮	

চক্র।

যাহার কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্ম হইবে তাহার ত্রিশোত্তরী দশা গণনার দৃষ্টান্ত।

নিত্যদশা গণনা—যে দিনেতে নিত্যদশা গণনা করিয়া সেই দিনের তিথি, বার ও নক্ষত্র ইহাদিগের দশা গণনা করিবে, তাহার জন্ম নক্ষত্রাক, একত্র যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ফলা অবশিষ্ট ১ থাকিলে সেই দিনে রবির দশা, ২ ৭ দশা, ৩ থাকিলে মঙ্গলের দশা, ৪ থাকিলে বুধ শনির, ৫ থাকিলে বৃহস্পতির, ৬ থাকিলে রাহু থাকিলে শুক্রের দশা হইবে। এই দশা প্রতিদিন প্রতিদিনের শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

উক্ত রূপ গণনার যে দিন স্থবোর দশা হইবে, সেই দিনে বিত্তনাশ এবং চক্রে দশায় ধর্ম ও অর্থলাভ, মঙ্গলের দশায় অস্বাস্থ্য, বুধের দশায় সম্পত্তি, শনির দশায় মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির দশায় সম্পত্তি, রাহুর দশায় বন্ধন ও শুক্রের দশায় সর্ব প্রকারে সূখ হয়। গর্গ প্রভৃতি এই দশার ফল এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রকারান্তরে দিনদশা গণনা।—

জন্মনক্ষত্রাক চারি গুণ করিয়া তাহাতে যে দিনে দশা গণনা করিবে, সেই দিনের তিথি শু বারাক যোগ করিবে।

পরে ঐ যুক্তাককে ৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট মুক দ্বারা দিনদশা স্থির করিতে হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি, ২ অবশিষ্ট থাকিলে চক্রে, ৩ থাকিলে মঙ্গল, ৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, ৬ থাকিলে শনি, ৭ থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, ৯ বা শূন্য থাকিলে শুক্র দিন-দশায় অধিগতি হইবে। এইরূপে প্রতি দিনদশা গণনা করিয়া প্রতিদিনের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। যে দিনে রবির দশা হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্রেশ হইবে, এই রূপ চক্রে দশাতে শোধ্য ও মনোবাহ্য সিদ্ধি, মঙ্গলের দশাতে অস্ত্র ও অগ্নিভয়, রাহুর দশাতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির দশাতে স্ত্রীলাভ, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্য-কার্য, কেতুর দশাতে কার্যনাশ, শুক্রের দশাতে লাভ ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। যে তিথিতে দশা গণনা করিবে, যতক্ষণ সেই তিথি থাকিবে, ততক্ষণ সে দশাশাস্ত্রী ফল হইবে। তিথি পরিত্যগে আর সেইরূপ ফল হইবে না। তখন পুনর্বার গণনা করিয়া ফল দেখিতে হইবে।

যোগিনী দশা—যদি জন্মনক্ষত্রে তিন যোগ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অক্ষাহসারে যোগিনী দশা জ্ঞাত হইবে। ১ অবশিষ্ট থাকিলে মঙ্গলার, ২ থাকিলে পিঙ্গলার, ৩ থাকিলে ধন্বার, ৪ থাকিলে জাম্বীর, ৫ থাকিলে ভজিকার, ৬ থাকিলে উদ্ধার, ৭ থাকিলে সিদ্ধার, ৮ থাকিলে শকটর দশায় জন্ম জানিবে।

মঙ্গলর দশাভোগের কাল ১ বৎসর, পিঙ্গলার ২ বৎসর, ধন্বর ৩ বৎসর, জাম্বীর ৫ বৎসর, ভজিকার ৫ বৎসর, উদ্ধার ৬ বৎসর, সিদ্ধার ৭ বৎসর এবং শকটর ৮ বৎসর হইয়া থাকে।

জন্মনক্ষত্রাহসারে যোগিনী দশা নিরূপণ—আজ্ঞা, চিত্রা ও শানক্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলার দশা; পুনর্ভু, অশ্বিনী ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হইলে পিঙ্গলার; পুষ্যা, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ধন্বার; অশ্বিনী, অশ্লেষা, অশ্বরাধা ও

পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে জাম্বীর; ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ভজিকার; কৃত্তিকা, পূর্বফল্গুনী, মূলা ও রেবতীনক্ষত্রে উদ্ধার; রোহিণী, উত্তরফল্গুনী ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সিদ্ধার; মৃগশিরা, হস্তা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শকট যোগিনীর দশা জানিবে। প্রথমে জন্ম নক্ষত্রাহসারে দশা নির্ণয় করিয়া জন্মনক্ষত্রের মানদণ্ড স্থির করিবে। পরে ঐ নক্ষত্রের যত দণ্ড ভুক্ত হইয়াছে এবং যত দণ্ড অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জানিয়া তদ্বারা অনুপাত করিয়া ভোগের কাল নির্ণয় করিবে। মঙ্গলাযোগিনী সর্বদা মহাশয় মঙ্গল করেন, তাহার দশাতে প্রণয়, যশলাভ এবং সকল বিষয়েই শুভ হইয়া থাকে।

পিঙ্গলাযোগিনী সর্বদা মহাশয় নানাপ্রকার অন্তঃকৃত্তি করেন, ইহার দশাতে মহাশয় হুঃখ ও ধনাশি নাশ হইয়া থাকে।

সর্বকল্যাণকারিণী ধন্বাযোগিনীর দশাতে সূখ, হুঃখ স্ত্রীবৃত্তি, প্রণয়, সম্মান ও ধনধাত্মাদি লাভ হইয়া থাকে।

জাম্বীরযোগিনী সর্বদা মহাশয় নানাবিধ হুঃখ প্রদান করেন, তাহার দশাতে বিদেশ গমন, হুঃখ, কার্যনাশ, মনঃ-পীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্রেশ হয়।

ভজিকাযোগিনীর দশাতে সূখ, লাভ, যশ, ধর্মভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও সম্ভোগ হয়।

উদ্ধাযোগিনী সকল সময় মহাশয় শোকবৃত্তি করেন, তাহার দশাতে নানাবিধ রোগ, হুঃখ, ভয়, শোক, ধননাশ, শত্রুভয় ও মনস্তাপ হইয়া থাকে।

সিদ্ধাযোগিনীর দশাতে ধন, ধাত্ত, যশ, ধর্ম, সূখ, রাজ-পুত্রা ও লোকের নিকট সমাদর লাভ হয় এবং সকল কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

শকটযোগিনীর দশাতে জীবন সংশয় হয়, যদিও জীবন থাকে, তাহা হইলে সর্বদা রোগ, শোক, মনঃপীড়া ও নানা-প্রকার শকট উপস্থিত হয়।

যোগিস্তম্ভদশা—যাহার যত বর্ষ হুল দশা হইবে, তত পরি-মিত অক্ষকে সেই অক্ষদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৩৬ দিয়া ভাগ করিলে যত ভাগফল হয়, সেই পরিমাণ বৎসরাদি সেই সেই যোগিনীর অন্তর্দশা-কাল জানিবে। যে সকল যোগিনী শুভফল দেয়, অন্তর্দশায় তাহারও শুভফল দিয়া থাকে।

লাঘিক দশা—দশাঙ্গান দ্বারা সকল প্রাণীর শুভাশুভ ফলের সময় নির্ণয় হইয়া থাকে। এই জ্ঞাত দশা নির্ণয় করা আবশ্যিক। আয়ুর্দায় গণনা প্রণালীতে গণনা করিয়া যে গ্রহের যত বর্ষাদি নির্ণীত হইবে সেই গ্রহের তত বর্ষাদি দশাকাল

জানিবে। গ্রহগণ অবস্থানসারে স্বীয় স্বীয় দশাকালে শুভ-
শুভ ফল প্রদান করেন। লগ্ন, রবি ও চন্দ্র এই তিনের
মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা অগ্রে হইবে। তৎপরে
প্রথমতঃ যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে যে গ্রহ
 থাকিবে, তাহার দশা জানিবে।

কেন্দ্রস্থানে 'হুই তিন' গ্রহ থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে
গ্রহ বলবান্ তাহারই দশা অগ্রে হইয়া ক্রমশঃ বলবানের
দশা হইবে।

প্রথম যাহার দশা হইবে, তাহার কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ
না থাকিলে কিংবা কেন্দ্রস্থানস্থ দশাভোগের পরে পণফরে
অর্থাৎ বিত্তীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে যে গ্রহ থাকিবে,
তাহার দশা জানিবে। পণফর গৃহে হুই তিন গ্রহ থাকিলে
অগ্রে বলবান্ গ্রহের দশাভোগ হয়, তাহার পর বলহীনের
দশাভোগ হইয়া থাকে। একদা হুই তিন গ্রহের বল সমান
হইলে যে গ্রহের প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে
তাহার দশা হইবে। তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর
সংখ্যাধিক্য অনুসারে দশার পূর্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। হুই তিন
গ্রহের বল ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহের
প্রদত্ত আয়ুর সংখ্যা অধিক হইবে, অগ্রে তাহার দশা
হইবে, তৎপরে ক্রমশঃ গ্রহপ্রদত্ত আয়ুর সংখ্যার অধিক্য
অনুসারে দশার পূর্ববর্ত্তিত্ব জানিবে। হুই তিন গ্রহের বল
ও আয়ুর সংখ্যা সমান হইলে যে গ্রহ পূর্বে উদিত হইবে,
তাহারই দশা পূর্বে জানিবে। এইরূপে পর পর উদিত
গ্রহের দশা পর পর হইবে।

গ্রহগণ স্বকোণে বা স্বহোরাতিতে কিংবা মিত্রকোণে বা
মিত্রহোরাতিতে থাকিলে দশাফল শুভ জানিবে। স্বকোণ
হোরাতিস্থিত ও মিত্রহোরাতি স্থিত গ্রহগণের নীচ হইতে
উচ্চাভিমুখে গমনকালে তাহাদের দশাফল অতি শুভ জানিবে।

নৈসর্গিকী দশা—বৃহজ্জাতকে নৈসর্গিকী দশা এইরূপ
লিখিত আছে—চন্দ্রের ১ বৎসর, মঙ্গলের ২ বৎসর, বুধের
৩ বৎসর, শুক্রের ২০ বৎসর, বৃহস্পতির ১৮ বৎসর, রবির
২০ বৎসর ও শনির ৫০ বৎসর নৈসর্গিকী দশা। স্বীয়
স্বীয় দশাকালে গ্রহগণ শুভ হইলে দশাফল শুভ এবং গ্রহগণ
অশুভ হইলে দশাফল অশুভ হইবে।

গ্রহদশার অন্তে লগ্নের দশা।—যবনাচার্য্যের মতে লগ্নদশাতে
মহুযের শুভফল হয়। জ্যোতির্বিদ বলেন, লগ্ন দশায় অশুভ ফল
হয়। লগ্ন, চন্দ্র ও সূর্য্য এই তিনটি যদি পূর্ণ বলবান্ হয়, তাহা
হইলে সত্যচার্য্য মতে প্রথমে লগ্ন দশা হইবে। আর সমবলী
না হইলে তিনের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, তাহার দশা প্রথমে

জানিবে। দশাধিপতি নীচ স্থানে শক্রগৃহে কিংবা শক্র নবান্ধে
স্থিত হইলে সেই দশাকালে মহুযা অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়।
দশাধিপতি গ্রহ পূর্ণবলবান্ পরমোচ্চস্থানে স্থিত হইলে সেই
দশা নাম সংপূর্ণ দশা, এই দশাতে আরোগ্য ও ধনবৃদ্ধি হয়।
দশাধিপতি গ্রহ যদি সংপূর্ণ বলহীন ও নীচরাশি স্থিত হয়,
তাহা হইলে সেই দশার নাম রিক্তাদশা। এই দশাতে মৃত্যুর
ধনশূন্য বিনাশ হয়। দশাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চরাশিতে
অবস্থিত হইলে যদি তাহার কিঞ্চিৎ বল থাকে, তবে সেই
দশার নাম পূর্ণাদশা। এই দশাতে মহুযের ধনবৃদ্ধি হয়।
দশাধিপতি পরম নীচস্থানে স্থিত হইলে যদি শক্র নবান্ধে
স্থিত হয়, তবে সেই দশায় নাম অনিষ্টফলা; এই দশাতে
নানা প্রকার রোগ ও অনিষ্ট বৃদ্ধি হয়।

রবির দশাকালে মহুযা নথ, দন্ত, চক্ষু, সূর্য, জ্বর, কপ,
পথ ও রাজা এই সকল দ্বারা ধনলাভ করে এবং তেজ,
ধৈর্য, উত্তম, কীর্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি হয়। ভাষ্য, পুত্র, ধন,
অস্ত্র, অগ্নি ও রাজা এই সকল হইতে আপদ হইয়া থাকে
এবং পাপকর্ম্মে অনুরাগ, স্বীয় ভৃত্যের সহিত কলহ, স্বয়ং ও
কোড়স্থানে পীড়া হয়।

চন্দ্রের দশাকালে মহুযা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা ধনলাভ
করে; নিদ্রা, আলস্য ও মূঢ়তা বৃদ্ধি হয়; ব্রাহ্মণের প্রতি
ভক্তি জন্মে। কীর্তি বৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় হইয়া
থাকে এবং আত্মীয়ের সহিত শত্রুতা হয়।

মঙ্গলের দশাতে মহুযা শত্রুদমন, রাজা, ভ্রাতা, মই ও
উর্গাবিশিষ্ট পশু এই সকল হইতে ধন প্রাপ্ত হয়। মরণ
গ্রহ শুভ হইলে এই সকল ফল হয়, অশুভ হইলে পুত্র, মিত্র,
স্ত্রী ও ভ্রাতা ইহাদিগের সহিত শত্রুতা এবং পতি
ও গুরু ইহাদের সহিত অপ্রণয় জন্মে। পরস্পরোত্ত, গ্রহ-
রাশি জনিত পিপাসা, ক্রোধপ্রবাহ, অর ও পিতৃবিহার প্রভৃতি
রোগ, পাপকর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত প্রণয়,
অধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও উগ্রস্বভাব হয়।

বুধের দশায় বুধ গ্রহ শুভ হইলে সৌখ্য, দোত্যকার্য্য দ্বারা
মিত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণের নিকট ধনলাভ এবং পুত্র,
প্রশংসা ও কীর্ত্তিলাভ, কাংস, সূর্য, অশ্ব, ধূম্রী,
সৌভাগ্য ও সুখ লাভ হয়। বুধগ্রহ অশুভ হইলে মরণ
উপহাস, শ্রমসেবা, পরিশ্রম, বন্ধন, শ্রম ও পীড়াগ্রস্ত হয়।

বৃহস্পতির দশাকালে—বৃহস্পতি গ্রহ শুভ হইলে মরণ
বিভাদি গুণ, সম্মান, প্রাভুত্ব, কীর্তি, কাঙ্ক্ষা, প্রতাপ, মরণ
ও উত্তমাদি দ্বারা ধনলাভ; সূর্য, অশ্ব, পুত্র, স্বামী
বন্ধ লাভ এবং গুণজ রাজার সহিত প্রণয় ও প্রণয়

সেহের পাত্র হয়। বৃহস্পতি অন্ত হইলে স্নানবস্ত্র অমুসন্ধানে পরিশ্রম, কণপীড়া ও অধার্মিকের সহিত শত্রুতা হয়। শুক্রের দশাতে শুক্রশুভ হইলে মনুষ্যের গীতাহারাগ, হর্ষ, দুঃখি প্রভা, অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, জী, রত্ন, শরীরকান্তি, অতি-নাশিত জবা, জ্ঞান, প্রিয়বস্ত্র ও বন্ধু এই সকলের বৃদ্ধি হয় এবং ক্রয়বিক্রয়ে কৌশল ও কৃষিকার্য্য দ্বারা ধনলাভ হয়। শুক্র অন্ত হইলে রাজা, ব্যাধ ও অধার্মিক ইহাদের সহিত শত্রুতা এবং প্রিয় ব্যক্তির বিনাশে শোকপ্রাপ্তি হয়। শনির দশাকালে শনি শুভ হইলে মনুষ্য গর্দভ, উষ্ট্র, পক্ষী ও বৃদ্ধাত্মী লাভ এবং গ্রাম, নগর ও পুরী অধিকার করিয়া সম্মান লাভ করে। শনির দশায় শনি অন্ত হইলে শ্লেষা, বায়ুকোপ ও মোহ প্রভৃতি বিপদ হয়, তন্ত্রা, নিদ্রা, আলস্য ও পরিশ্রমাদি দ্বারা ক্লেশ ও ভূত্য, সম্মান, জী, ঠাকাদের নিকট অপমান এবং অজ্ঞেয় ও পীড়াজনিত ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। যে গ্রহ জন্মকালে শুভ থাকিবে, সেই গ্রহ দশাকালে শুভ ফলপ্রদান করিবে, অন্ত হইলে অন্তত ফল প্রদান করিবে এবং মিশ্র হইলে মিশ্রফল প্রদান করিবে। লগ্নাধিপতি গ্রহের দশারূপ লগ্নদশারও ফল হয়।

গ্রহদিগের দশাকালে দশাধিপতি ও অন্তর্দশাধিপতি উভয়েই ফল প্রদান করে, কিন্তু অন্তর্দশাধিপতি গ্রহপ্রদত্ত ফলই মনুষ্য ভোগ করিয়া থাকে।

যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাম্বিকী, যুজ্জ্বা, বিংশোত্তরী, ত্রিশোত্তরী, পতাকী, হরগোরী ও দিনদশা এই দশটা দশা আছে, ইহাদের মধ্যে সত্যযুগে লগ্নদশা, ত্রেতাতে হরগোরী দশা, দ্বাপরে যোগিনী দশা এবং কলিতে একমাত্র নাক্ষত্রিকী দশাই প্রদান। এই সকল দশা যথাসম্ভব কথিত হইল। জ্যোতিষীগণ বলেন, পূর্কোক্ত বিবরণ দেখিয়া দশাফলগণনা করিয়া জীবনের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

পাকর্ষ (পুং) দশয়াবর্ত্য আকর্ষতি তৈলাদিকমিতি আকৃষ্-অহ্। ১ প্রদীপ। ২ বস্ত্রাঞ্চল।

পাকর্ষিন্ (পুং) দশয়া আকর্ষতি দশা-কৃষ-গিনি। প্রদীপ।

পাক্ষরী (ক্ৰী) দশ অক্ষরাণি পাদেহজ। ১ পঙ্ক্তি নামক ছন্দোভেদ। “বরুণোদশাক্ষরেণ বিরাজিযুজয়ং” (শুক্লযজুঃ ৯৩৬) (ত্রি) ২ দশাক্ষরযুক্ত মন্ত্রভেদ। জিহ্বা “টাপ্।

“দশাক্ষরাটৈব বিরাট্” (শত ব্রাঃ ১১১১২২) অর্শ আদি-আচ, ততোজীপ্। ৩ জীদেবতামন্ত্র।

“এষা দশাক্ষরীবিজ্ঞা সর্বদম্পদপ্রদায়িনী” (তন্ত্রসার)

শাঙগুণ (পুং) ভাবপ্রকাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুত

প্রণালী—ত্রিকটু, চিতা, ত্রিকলা, মুক্তক এবং শুগুণ এই সমস্ত রমভাগে লইয়া পাক করিয়া মাত্রাম্বারী ভক্ষণ করিলে মেহোদোষ এবং কফ ও আমবাতজন্য সমস্ত রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্রাঃ)

দশাঙ্গধূপ (পুং) ১ অবগ্রহ পিণ্ডাদি নাশক ধূপবিশেষ, এই ধূপ ত্রিদোষনাশক। [ধূপ দেখ।] ২ পুষ্পদানের পর দেবতাদিগকে দীপমান ধূপবিশেষ। মধু, মুক্ত, ঘৃত, গন্ধ, শুগুণ, অশুর, শৈলজ, সরল, সিল্প ও সিদ্ধার্থ এই দশটা দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে; ইহাতে দশাঙ্গধূপ প্রস্তুত হয়। “মধুমুতঃ স্তবং গন্ধো শুগুণবশুরশৈলজঃ।

সরলং সিল্পসিদ্ধার্থং দশাঙ্গধূপ উচ্যতে” (স্মৃতি)

আর একপ্রকার—কপূর, কুষ্ঠ, অশুর, শুগুণ, চন্দন, কেশর, বাসক, পত্র, ত্বক্, জাতীকোষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিলে দশাঙ্গধূপ হয়।

“কপূরং কুষ্ঠমশুরশুগুণচন্দনমুতঃ।

কেশরং বাসকং পত্রং জাতীকোষকুটমঃ”

সর্বমেতদ্ ঘৃতযুতং দশাঙ্গধূপৈরিতঃ” (স্মৃতি) [ধূপ দেখ।]

দশাঙ্গলেপ (পুং) প্রলেপ বিষয়ে দেয় দশাঙ্গযোগবিশেষ; শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, রক্তচন্দন, এলাচি, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতসংযোগে প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নষ্ট হয়। (ভাবপ্রাঃ)

দশাঙ্গুল (ক্ৰী) দশ অঙ্গুল ইব শিরা চিহ্নানি ফলবৃক্ষগরি সন্ধ্যাত্ম অহ্। ধর্ম্মজ, ধর্ম্মজ। (ভাবপ্রাঃ) এই ফলের উপর অঙ্গুলের নত শিরা চিহ্ন থাকায় এই ফলের নাম দশাঙ্গুলি হইয়াছে। দশ অঙ্গুলঃ পরিমাণমন্ত ইতি তদ্বিতার্থিণোগোঃ ঠাৎ তত্ত্ব লুক্ সমাসান্তঃ অহ্ প্রত্যয়ঃ ২ দশাঙ্গুলপরিমিত।

“সভূমিংসর্বতোবৃত্তাত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলঃ” (শুক্ল ১০১০১২)

“দশাঙ্গুলং দশাঙ্গুলিপরিমিতং দশং অত্যতিষ্ঠং অতিক্রম্য ব্যবস্থিতঃ।” (সায়ণ)

দশাধিপতি (পুং) ১ জ্যোতিষোক্ত দশাধিপতি রব্যাদিগ্রহ, রবি প্রভৃতি গ্রহ দশাধিপতির অধিপতি। দশানং পদাতীনং অধিপতিঃ ২ দশ পদাতির অধ্যক্ষ, রাজনিযুক্ত সৈন্ত ভেদ, ইহাদিগকে জমাদার কহা যায়।

“সমানাসনপানান্তে কার্য্যা বিশৃণবেতনাঃ।

দশাধিপত্যঃ কার্য্যাঃ শতাধিপত্যস্তথা” (ভারত শাঃ ১০০ অঃ)

দশানন (পুং) দশ আননানি বদনানি যন্ত। রাবণ। দশ আননানি। দশবদন। এইরূপ সমাসে ক্রীবাচক হয়।

“যুগ্মং কৃতে খঞ্জনগজনাঙ্গি !

শিরো মদীয়ং যদি য়াতি যাতু।”

লুনানি নুনং জনকান্নজার্থে

দশাননেনাপি দশাননানি ॥” (উট্টট)

দশানিক (পুং) অস্ত্রতে ইতি ভাবে বঞ্ আনোজীবনং
তস্মিন্ হিতঃ আনিকঃ দশাঙ্গঃ অবস্থাবিশেষে আনিকঃ।
দত্তীকৃৎ। (শব্দচ*)

দশাস্ত্র (পুং) দশায়াঃ অস্ত্রঃ ৬তৎ। ১ বার্কিক্য। ২ বর্তিকাস্ত্র।

দশায়ম্ব (পুং) দশ আময়া যম্মাৎ। কুদ্র।

দশাপর্বিত্রে (স্ত্রী) দশা বজ্রাকলং পবিত্রমিব। শ্রাদ্ধাদিতে
দেয় বস্ত্রখণ্ড। শ্রাদ্ধাদিতে বস্ত্রখণ্ড দান করিতে হয়।

“দশা পবিত্রনামকো যো বস্ত্রখণ্ডে স্তেনোক্তোভ্যো-
কলশমূলমধ্যে বিলভাগান্ মন্ত্রগতৈঃ স্ত্রিতিঃ শোধয়েৎ।”

(তাণ্ড্য* ব্রা* ১।২)

দশার, বোবাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড়ের ঝালবার
বিভাগের একটা সামান্ত রাজ্য। ইহাতে ৭ খানি গ্রাম
আছে। রাজস্ব প্রায় ৬০০০০, ইহার মধ্যে ১২২৬৮ ব্রীটশ
পূর্বমেন্টকে করস্বরূপ দিতে হয়। ইহার পরিমাণফল
২৬৫ বর্গমাইল।

দশারুহা (স্ত্রী) দশস্ব দিক্ আরোহতি অঙ্গৈর্বাগ্নোত্তীতি
আরুহ-ক টাপ্। কৈবর্তিকা।

দশার্ণ (পুং) দশ ঋণানি হর্গভূময়ো জলধারা বা যত্র ততো
বৃদ্ধিঃ। (এতোষ তুটিস্ব। পা ৮।৪।৬৫) ইত্যস্ত ‘প্রবৎসর
কক্ষল বসনার্ণ দশানামুণে।’ ইতি বার্তিকোক্ত্য বৃদ্ধিঃ। দেশ
বিশেষ, এই দেশ বিজয়পুর্নতের পূর্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত।
বর্তমান দশান নদী প্রবাহিত স্থান। টলেমী এই স্থান
দোসারন্ (Desaron) নামে বর্ণনা করেন। মৈথল্য
পাঠে জানা যায় যে, বিদিশা নগরী এই দশার্ণের রাজধানী।
[বিদিশা দেখ।]

“কিক্কিকটকস্থলনিদাদরাষ্ট্রাণি পুরিকদশার্ণাঃ।”

(বৃহৎসং ১৪।১০)

(ত্রি) তদস্ত্যভিজ্ঞঃ তস্ত রাজা বা অণ্। ২ দশার্ণ-
দেশবাসী। ৩ দশার্ণদেশের রাজা। দশ ঋণানি বর্ণানি
যত্র। ৪ দশাঙ্করমন্ত্রবিশেষ।

“দশানামপি তদ্বানাং সাক্ষীবেত্তা তথাক্ষরং।

দশাঙ্কব টিতি খ্যাতো মন্ত্ররাজঃ পরাংপরঃ ॥

লুপ্তবীজবতাব্ধাৎ দশার্ণ ইতি কথ্যতে।”

(গৌতমীয়তন্ত্র ২ অ*)

(স্ত্রী) ৫ নদীবিশেষ। বর্তমান নাম দশান।

দশার্ণক [দশার্ণ দেখ।]

দশার্ণেয়ু (পুং) পৌরব রোজাশ্বনৃপের পুত্রভেদ।

(হরিবংশ ৩১ ক)

দশাঙ্কি (স্ত্রী) দশানাং অঙ্কিঃ। ১ পঞ্চ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যা।

দশ-বলানি ঋদ্ধোতি ঋধ-অণ্। ৩ দশবল বৃদ্ধ। (ত্রিকা)

দশার্হ (পুং) ১ ক্রোষ্ট্র-বংশীয় ঋষ্ট নৃপের পুত্রভেদ। ২ কৃষ্ণ

নৃপপৌত্র। ৩ বৃষ্ণি বংশীয়। ৪ বৃষ্ণি বংশীয়দিগের অধি

কৃত দেশ। (পুং) ৫ বিষ্ণু।

“বিজয়োজয়সত্যসঙ্কো দশার্হঃ সাত্ততাং পতিঃ” (বিষ্ণু)

দশাবতার, বিষ্ণুর অসংখ্য অবতারের মধ্যে দশটি অ-
তার অতি প্রসিদ্ধ। এই দশটির নাম মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ,
নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথী রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী।
অবতারসমূহের মধ্যে এই দশটি অবতার জগতের ঋচি
সঙ্কটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া দশ-অবতার বলিয়া
এই দশটিকে বুঝায়।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন যেখানে যেভাবে যে সমস্ত এইম
মূর্তিতে দশবার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিয়ে তদ্রূপ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১ম মৎস্তাবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে বা
মান সময়ে খেতবরাহ নামক কল্প চলিতেছে। ইহার পূর্বে
কয়েকটা কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রতি কল্পের অন্ত
মানে সময়ে এক একটা মহাপ্রলয় ঘটে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম
তখন যোগনিদ্রার অভিভূত হন। প্রলয়ে ভূরাশি চূর্ণ
ভূবন জলমগ্ন হয় এবং বেদাদিও বিনষ্ট হয়। খেতবরাহ
কল্পের পূর্বে যে কল্প ছিল, সেই কল্পপ্রযুক্তি সময়ে যে প্রলয়
ঘটে, সেই সময়ে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদি পড়ি
য়ায়। হয়গ্রীব নামক জনৈক দানবপতি সেই সকল বেদ
হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বে
জম্বিভূ দেশে সত্যব্রত নামে অতিতেজস্বী বিষ্ণুপুত্র
এক রাজর্ষি রাজত্ব করিতেন। ইনি বলবিক্রম ও
তপস্তার স্বীয় পিতৃপিতামহাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন।
বর্তমান খেতবরাহকল্পে এই সত্যব্রতই বিবৎসপুত্র প্রাণ-
দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ ইহাকেই মৎস্ত
অভিষিক্ত করেন। এক সময়ে নৃপতি সত্যব্রত বিলাস
বদরী নামক স্থানে এক পদে উর্দ্ধবাহু হইয়া তপতা করি
আরম্ভ করেন, পরে অধোমস্তকে অনিমেঘ নরনেও তপসা
করেন। এইরূপে সত্যব্রতের অযুতবর্ষ অতীত হইয়া গেল।
অনন্তর এক দিন সত্যব্রত কৃতমাণ্য নদীতে (কোন কোন
পুরাণ মতে তমসা নদীতে) আর্দ্রবস্ত্রে পিতৃদোষের

তর্পণ করিতেছিলেন। তর্পণ করিবার অস্ত্র তিনি যে জল কুণ্ডিতেছিলেন, তাহার মধ্যে হঠাৎ এক অজ্ঞানিতে জলের সহিত একটি ক্ষুদ্র সফরী মংস্ত (পুঁটীমাছ) উঠিল। জাবিড়ে-ধর জলজলির সহিত মংস্তটিকে পুনরায় নদীতে ফেলিয়া দিলেন। মংস্তটি তখন করুণস্বরে বলিল, রাজন্! আপনি নানবৎসল ও পরমকারুণিক, আমি অতি দুর্লভ, আপনার পরগণ্যত হইয়াছি। মকরকুণ্ডীরা দি হিংস্রজন্তুগণ আমার জ্ঞাতিবর্ষকে বিনাশ করিয়াছে, আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় লইলাম; তবু আপনি আমাকে এই নদীতেই ফেলিয়া দিলেন?”

জাবিড়েধর সত্যাত্ত তখন করুণার্জ হইয়া পুনরায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া রক্ষার্থ স্বীয় কলসীর জলে রাখিয়া দিলেন, তৎপরে তর্পণাদি সারিয়া মংস্ত সহিত কলসীটি লইয়া নিজ আশ্রমে গেলেন। সেই দিন রাত্রিতে মংস্তটি এত বাড়িয়া উঠিল যে, তাহার দেহ আর সেই কলসীতে ধরিল না। তখন সে কাতরভাবে রাজাকে জানাইল যে, আমি আর ইহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমাকে কোন একটি বিস্তৃত স্থানে রাখিয়া দিন। রাজা তখন তাহাকে মণিকচ্ছলে (অস্ত্র পুরাণ মতে কূপে) নিক্ষেপ করিলেন। মংস্তটি মণিকচ্ছলে পড়িয়াই মুহূর্ত্তমধ্যে তিনহস্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল এবং কাতর হইয়া বাজার নিকট বিস্তৃত স্থান প্রার্থনা করিল। রাজাও তাহাকে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেখানে পড়িয়াই তাহার দেহ বাড়িতে লাগিল ও ক্ষণ পরেই সরোবরের আরতন পরিমাণে তাহার দেহ বাড়িল। তখন সে আবার কাতর ভাবে রাজাকে “বলিল, মহাশয়! আপনি আমার রক্ষাতার হইয়াছেন, অতএব যে সকল জলাশয়ে আমাকে ফেলিতেছেন, তাহাতে আমার দেহ বর্দ্ধিত হইলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেছি না, অতএব আমার এমন কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করুন, যাহার জলে আমি বর্দ্ধিত-দেহ হইয়া স্বখে বাস করিতে পারি।

বাজিবি সত্যাত্ত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াগত হইলেন এবং তাহাকে লইয়া হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে কোণাও তাহার স্থান সংকুলান না হওয়ায়, তিনি তাহাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন। তখন সেই অলৌকিক সফরী রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আমার মৃত্র জলে ফেলিবেন না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার বল-মান সামুদ্রিক জন্তুতে বিনষ্ট করিবে। আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছি, আপনি এখন আশ্রয়

দেওয়া দূরে থাক, যেখানে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেই স্থানেই ফেলিতে যাইতেছেন?

রাজা সফরীর বাক্যে হতবুদ্ধি হইলেন এবং কিয়ৎকাল মোনভাবে থাকিয়াই বুঝিলেন যে, এই মংস্ত কখনও সামান্য মংস্ত নহে। ভগবান্ বাতীত একরূপ অলৌকিক দেহধারণ-ক্ষমতা কি কোন জীবের সম্ভবে? ইহা ভাবিয়া রাজা মংস্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আপনি আমার একরূপে বিমোহিত করিতেছেন কেন? আপনি একদিনের মধ্যে সমস্ত হ্রদসরোবরের অপেক্ষাও দেহায়তনবুদ্ধি করিলেন! ইহা ঐশী মায়া ভিন্ন অস্ত্র কিছু সম্ভব নহে! আপনি বোধ হয় স্বয়ং নারায়ণ, জীবগণের কোন মঙ্গলোদ্দেশ্যেই এই জলচররূপ ধারণ করিয়া থাকিবেন। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার দাস, আমাকে একরূপে মায়া প্রদর্শন করিতেছেন, কেন? এখন কি জন্তু আপনি এই অদ্ভুত দেহ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার গীলা অবগত হইলেই চরিতার্থ হইব।

তখন মংস্তরূপী কহিলেন, ‘রাজন্! আমিই নারায়ণ, জীব-রক্ষার্থ উপদেশ দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি। অস্ত্র হইতে সপ্তমদিবসে স্থাবর জঙ্গমাদি সমন্বিত এই জগৎ প্রলয়পরেধিজলে নিমগ্ন হইবে। অতি ভীষণকাল আসিয়াছে, এখন আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই বিনাশ হইয়া যখন জগৎ প্রলয়জলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম দেখিবে, তখন তুমি সমস্ত ওষধি, সকল বীজ, সকল প্রাণী-মিথুন ও ঋষিদিগকে লইয়া আমার অপেক্ষা করিবে। প্রলয়ের ভীষণ তরঙ্গমুখে আমি এক বৃহৎ-নৌকা প্রেরণ করিব। তুমি সমস্ত লইয়া সেই বিশাল নৌকার আরোহণ করিবে। তখন চতুর্দিক্ অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণের তেজোবলে সেই নৌকা সেই আলোকহীন প্রলয়জলে ভ্রমণ করিবে, তাহার বিনাশ নাই। যখন প্রচণ্ড বায়ুবেগে তরঙ্গী আন্দোলিত হইতে থাকিবে, তখন আমি শূন্যশূন্য অলৌকিক শব্দী মংস্তরূপে উপস্থিত হইব। তুমি তখন মহাসর্প রজ্জু দ্বারা আমার সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিও। কমল-ঘোনির নিম্নাবসান পর্য্যন্ত তোমাদিগের সেই নৌকা লইয়া প্রলয়জলে ঘুরিয়া বেড়াইব। সেই সময় তুমি আমার ব্রহ্ম নামের মাহাত্ম্য জানিতে পারিবে। আমিই তাহা বর্ণন করিয়া তোমায় আমার স্বরূপ জানাইয়া দিব।’ এই বলিয়া মংস্তরূপী ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে রাজিবি সত্যাত্ত হরির বাক্যানুসারে সমস্ত সংগ্রহ

করিয়া সমুদ্রতীরে কুশাসন বিস্তারপূর্বক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রলয়কারী মেঘসমূহ মুঘল ধারে বারিবর্ষণ করিয়া সাগরের জল বর্ধিত করিয়া তুলিল। ক্রমে সূর্য্যোদয় বন্ধ হইয়া গেল, সাগরের জলে পূর্ণতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিল এবং বেলাভূমি প্রাণিত করিয়া সমস্ত ভূভাগ ডুবাইতে ছুটিগ। এই সময় ভূরঙ্গমুখে একখানি বিশাল তরঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজর্ষি তখন হরিচরণ স্মরণ করিয়া মহর্ষিগণের সহিত সমস্ত সংগৃহীত বস্ত্র ও প্রাণী লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। এ দিকে পৃথিবী ডুবিয়া গেল। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে ছুটিগ। কিছু পরে অমৃত যোজন-বিস্তৃত শৃঙ্গযুক্ত মৃগময় এক মহামংস্ত্র সমুখে আবির্ভূত হইল। রাজর্ষি ভগবানের আদেশ মত মহাসর্পের রজ্জ্বদ্বারা সেই মংস্ত্রের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিলেন। নৌকা বন্ধন হইলে মংস্ত্র মহাবেগে ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপ ভ্রমণের সময়ে মংস্ত্রমুখে রাজর্ষি সত্যত্রত মংস্ত্রপুরাণ, সাংখ্যযোগ ও আত্মতত্ত্ব শুনিলেন। [মংস্ত্রপুরাণ দেখ।] এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, নৌকা হিমালয় পর্বতের নিকট উপস্থিত হইল। প্রলয় জলে চরাচর বিধ্ব ডুবিয়া গেলেও অত্রভেদী হিমালয়ের একটা শৃঙ্গের কিয়দংশ বিষ্ণুমায়ার ডুবে নাই। মংস্ত্র সেই শৃঙ্গ দেখাইয়া রাজর্ষি সত্যত্রতকে সেই শৃঙ্গেই নৌকা বাঁধিতে বলিলেন, রাজর্ষিও তাহাই করিলেন। এই শৃঙ্গ তদবধি নৌবন্ধন নামে খ্যাত হইল। মংস্ত্ররূপী নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর প্রলয়াবসানে বিধাতা যোগনিদ্রা হইতে উখিত হইলেন এবং দেখিলেন, ভগবানের রূপায় জগতের বীজ রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদ অপহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মা বেদ-বিরহে কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান তখন দানবেন্দ্র হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ভগবান মংস্ত্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিবর্গের নিকট স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, এই সত্যত্রত মন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া সুর, অসুর, নর প্রভৃতি পদার্থের সৃষ্টি করিবে। ইহার তীত্র তপোবলে জগৎপাদিনশক্তি জন্মিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

এই সত্যত্রতই শেষে বর্তমান কল্পে বিবস্বৎপুত্র ব্রাহ্মদেব নামে প্রাজ্ঞভূত হন এবং বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত নামে বর্তমান কল্পের সপ্তম মযু হইয়াছিলেন।

২য় কূর্ম্ম-অবতার। এক দিবস চুর্কাসা মূনি সন্তানক

বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বিস্তারবধুগণ তাঁহাকে পারিজাত ফলের মালা দিয়া সন্মিলন করেন। মহর্ষি চুর্কাসা সেই মালাধারণ করিয়া ঘূহিতে রাহিতে পথে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকেই সেই পারিজাতমালা প্রদান করিলেন। ইন্দ্র মহর্ষিপ্রদত্ত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া ঐরাবতের কুন্ডের উপর রাখিলেন। ঐরাবত পারিজাত গন্ধে প্রমত্ত হইয়া সেই মালা শুণ্ড দ্বারা নামাইয়া ফেলিয়া দিল। মহর্ষি চুর্কাসা নিজ দত্ত মালায় ইন্দ্রকে অমর্যাদা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, বাসু! তুমি গর্কিত হইয়া আমার প্রদত্ত মালায় ইন্দ্ররূপ অবমাননা করিলে অতএব অস্ত্র হইতে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে, তোমার পুত্র শ্রীহীন হইবে। চুর্কাসার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। লক্ষ্মী দেবী তৎক্ষণাৎ স্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্বক পাতাল বরুণালয়ে প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভ্রষ্টশ্রী হওয়ায় যজ্ঞাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইয়া লাগিল। অসুরগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যে তারা যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেকানেক দেবতা ক্রমে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যম প্রভৃতি প্রধান দেবতারা বিষম সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া ভয়রক্ষার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। পারিয়া সূর্য্যমুখশিখরাসীন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মাও সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, এ বিপদে হরি নিগতি নাই। চল সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। এই বলি সকলে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তব্রে তাঁহাকে স্তব করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, আমি তোমাদিগের বিপদ করিব। এখন একটা কার্য্য কর। যতদিন না আমি উপস্থিত হয়, ততদিন তোমরা দৈত্যগণের সহিত সংগ্রাম কর। এখন জগতের যে অবস্থা, তাহাতে অমৃত গ্রহণ কিছূতে ইহার বিপদ দূরীভূত হইবে না, অতএব আমার সমুদ্রমন্ধান দ্বারা অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা করিতে হইবে। এই অমৃতসেবনে মৃত ও জীবন পাইয়া থাক। সমুদ্রমন্ধান সহজ ব্যাপার নহে। ক্রীড়াসাগরে যাবতীয় লুপ্তপদ ওষধি নিক্ষেপ করিয়া মন্দেরপর্বতকে অস্থানদণ্ড এক বায়ুকিকে রজ্জ্ব করিয়া সাগর মন্ধান করিতে হইবে। ইন্দ্র দেবাত্মরে বৈরভাব থাকিলে কার্য্য হইবে না। যেরূপ একযোগে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। অতএব যেরূপ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। মন্ধান মন্দেরপর্বতের বেগ পৃথিবী সঙ্ঘ করিতে পারিলে

ক্রমশঃই রসাতলে ঘাইতে থাকিবে, তখন আমি কৃষ্ণরূপে মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিব। এই মছনে নানারসসমুৎপন্ন হইবে; তাহাতে লোভ করিও না, দৈত্যদিগের অসম্মতিতে কোন কার্য করিও না এবং কালকূট উৎপন্ন হইল তীত হইও না। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন।

তখন বলি দৈত্যগণের অধিপতি। দেবগণ তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলি রাজ ইজের নিকট সমুদ্রমছনের কর্তব্যতা ও উপকারিতা বুঝিয়া অরিষ্টেনেমি প্রভৃতি দানবেশ্বরগণের সঙ্ঘি পত্ন্যামর্শ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং সাগরমছন করিয়া অমৃতোৎপাদনে ব্যগ্র হইলেন।

তৎপরে সুরাসুর উভয় পক্ষ সাগরমছনে কৃতসংকল্প হইয়া মন্দরপর্বতকে উৎপাটন করিয়া লইয়া ক্ষীরোদসাগরাস্থিত-স্থে চলিলেন। কিয়দূর গমন করিয়া তাঁহারা ভার সস্থ করিতে পারিলেন না, পথেই মন্দরকে ত্যাগ করিলেন। মন্দরগিরি পতিত হইয়া অনেকানেক সুরাসুর চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এদিকে গরুড়বাহন বিষ্ণু সুরাসুরদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া মন্দরপর্বতকে তুলিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। গরুড় পর্বত বহন করিয়া ক্ষীরোদ তীরে নামাইয়া প্রস্থান করিল।

তৎপরে দেবগণ সমুদ্রকে প্রসঙ্গ করিবার উদ্দেশে বলিলেন, বারিধে! আমরা অমৃত উৎপাদনের নিমিত্ত তোমার জল মনঃ কণিষ, তুমি অমৃতমতি কর। ক্ষীরোদসাগর কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে অমৃতের অংশ প্রদান করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি মন্দরাদি ভ্রমণজ্বনিত ক্লেশ সস্থ করিতে সন্মত হই। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে উদ্যোগ হইল। বায়ুকিকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া দেবগণ তাঁহাকে মন্দরগাত্রে জড়াইয়া দিলেন। নারায়ণ দেবগণকে বায়ুকির মুখভাগ ও দৈত্যগণকে লাঙ্গলের দিকে ধারণ করিতে বলিলেন। দৈত্যেরা বলিল, সে কি, আমরা বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, অস্ত্রবিদ্যাও আমাদের পটুতা আছে, আমাদের অগ্ন্যকর্ষও অপ্রশস্ত নহে; আমরা সর্পের লাঙ্গল ভাগ ধরিব কেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে, সর্পের লাঙ্গল ধরিলে অমঙ্গল হয়, অতএব আমরা তাহা ধরিব না। তরিও দৈবদ্ব্যস্ত করিয়া তাহাই অমৃতোৎপাদন করিলেন। দেবগণ লাঙ্গলদেশ ও দৈত্যেরা মুখদেশ ধারণ করিয়া মন্দরকে সমুদ্রজলে স্থাপন করিলেন।

মছনকার্য আরম্ভ হইল। মন্দর দেবদৈত্যের বলে আকর্ষিত হইতে লাগিল। মন্দরের বেগ সস্থ করিতে পারে

জলে একপ কোন আধার ছিল না বা দেবাসুরের বাহবলও মন্দরকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মন্দর ক্রমশঃই সাগর গর্ভে প্রোথিত হইয়া ঘাইতে লাগিল। তখন সকলেই বিস্ময়স্থে বিষ্ণুর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুও দ্রাক্ষিপাক বুঝিয়া বৃহৎকার কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া সাগরজলে প্রবিষ্ট হইয়া ভ্রাম্যমাণ মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন এবং বিরাট মূর্তিতে মন্দরের উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তাহাকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন।

মছনের বেগে ক্রমে বায়ুকির সহস্র রূপা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইয়া দৈত্যদিগকে আচ্ছন্ন ও হীনবল করিয়া ফেলিল। ভগবানের রূপায় মেঘ সকল বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কতকটা শান্তি প্রদান করিল।

তৎপরে প্রথমেই সধুম অমির দ্বার মহাবিষ কালকূট (অস্ত্র পুরাণের মতে সর্পশেবে) উৎপন্ন হইল। এই বিষের আক্রাণে দেবাসুর ও অগ্নতের প্রাণী হতচেতন হইয়া পড়িল; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, প্রভো! এখন আপনি রক্ষা না করিলে চলে না, ত্রিভুবন ধ্বংস হয়। শিব অগ্নতের তত্ত্ব কামনার সেই কালকূট পান করিয়া ফেলিলেন। বিষপ্রভাবে তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ ধারণ করিলে তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

শিবরূপায় কালকূট অন্তর্হিত হইলে দেবদৈত্য চৈতন্ত লাভ করিয়া পুনরায় সাগরমছনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার প্রথমে সুরভী নামক গাভী উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ তাহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতারা ত্রিভূত হওয়ার তাঁহাদের যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল, এখন সুরভীর ঘূতে সেই যজ্ঞ উদ্ধার করিবার অস্ত্র মহাবিরা তাহার সেবা করিতে লাগিলেন, তৎপরে অশ্বরত্ন উচ্চৈশ্রবা উথিত হইল। ইন্দ্র ও বলি উভয়েই তাহাকে লইতে চেষ্টিত হইলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র আপাততঃ তাহার লোভ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে গজরত্ন ঐরাবত উথিত হইল। ঐরাবত চতুর্দন্ত হস্তী। ইন্দ্র এই হস্তীকে গ্রহণ করিলেন। পরে অষ্টদিগগজ, অষ্টকর্ণিকী, পদ্মরাগ ও কোস্তভমণি উৎপন্ন হইল। কোস্তভমণিটা বিষ্ণু স্বয়ং বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে বরং লক্ষ্মীদেবী উঠিলেন, তৎপরে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কমলনয়না পরমরমণীয়া আর একটা কামিনী উঠিলেন, ইহার নাম বাক্ষী বা মদীরা। নারায়ণের আদেশে দৈত্যেরা এই কস্তা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে অমৃতকুন্তহস্তে ধন্বন্তরী উঠিলেন। দেবদৈত্য অমৃত গ্রহণে ব্যগ্র হইলেন এবং দৈত্যেরা বলে তাহা গ্রহণ করিল। নারায়ণ তখন মোহিনী ক্রীড়িত গ্রহণ করিয়া

দৈত্যগণের নিকট অমৃতকুন্ত চাহিলেন। তাহার মুখ হইয়া কুন্ত প্রদান করিলে, বিষ্ণু তৎসহ অন্তর্হিত হইলেন। ইতি মধ্যে শিব সেই মোহিনীমূর্তি দেখিয়া আসক্তলিপ্সায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিলেন। শেষে নারায়ণ তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, যাহা হউক তুমি যখন মুগ্ধ হইয়াছ, তখন আমি তোমাকে উপভোগার্থে দেহাঙ্গ দান করিলাম। এই বলিয়া উভয়ে দেহাঙ্গ মিলাইয়া হরিহর মূর্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

এ দিকে দেবদৈত্যে অমৃত হৃত হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাহুকি-নিখাস-জর্জরিত দৈত্যেরা পরাজিত হইল। দেবগণ জয়ী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন ও অজর, অমর হইবার উদ্দেশ্যে অমৃত পান করিতে লাগিলেন। সিংহিকানন্দন রাহু নামে এক দৈত্য গোপনে তাঁহাদিগের সহিত অমৃত পান করিল। চক্ষু স্বর্ঘ্য তাহা দেখিতে পাইয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক ছদ্বর্শনে ছেদন করিলেন। অমৃত তখন তাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কাজেই তাহার মৃত্যু হইল না। তদবধি তাহার সেই ছিন্ন মস্তক গগনপথে ঘুরিতেছে এবং স্থান কালানুসারে চক্ষুস্বর্ঘ্যকে গ্রাস করিয়া থাকে।

এইরূপে ভগবান কৃষ্ণমূর্তিতে জগতের জতা লক্ষী উদ্ধার করেন।

পুরাণান্তরে কৃষ্ণাবতারের বিবরণ এইরূপ,—ভগবান্ কারণজলে শয়ান থাকিয়া স্বীয় গাভ্রমল হইতে এক রমণী সৃষ্টি করিলেন। এই রমণীই আত্মশক্তি। ভগবান্ ইহাকে অবলম্বন করিয়া ইহারই গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। আত্মশক্তি তখন শব্দরূপে স্রাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহিলে তিনি চতুর্দিকে মুখ ফিরাইয়া চতুর্মুখ হইলেন। তৎপরে তিনি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি একবারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে মহাদেবের সহিত মিলিত হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, আপনি শতবার দেহ পরিবর্তন করিতে পারিলে আমি আপনার সহিত মিলিত হইব। আত্মশক্তি তাহাই করিলে শিবশক্তির স্মিলন হইল।

এইরূপে শক্তি স্থাপিত হইলে, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর বীজ না পাইয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তখন বিষ্ণু কর্ণরস হইতে মধুকৈটভ নামে দৈত্যদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন। তাহার জন্মিয়াই ব্রহ্মাকে বধ করিতে ছুটিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুরই শরণ

লইলেন। বিষ্ণু দৈত্যকে বধ করিয়া তাহারই মের মাংসে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বীজ পাইয়া বেদনী সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু জলের উপর পৃথিবী ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্রহ্মাকে স্থির করিবার জন্য ধরাধর পর্ত সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পর্তের ভারে পৃথিবী টমটম করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তখন বায়ুকীকে পর্ত ধারণ করিতে বলিলেন, কিন্তু জল মধ্যে বায়ুকীর আধার হে হইবেন ভাবিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন মহা কৃষ্ণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বায়ুকীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। পর্তসহ পৃথিবী স্থির হইল। ব্রহ্মা আবার স্বাবরজ্জলম সৃষ্টিতে মন দিলেন।

৩য় বরাহ অবতার।—পৌরাণিক কাল গণনানুসারে চতুর্দশ মন্বন্তর রা সত্যযুগাদিপরিমিত ৭১ দিব্য যুগে এক কল্প হয়। এই কল্পান্তে মহাপ্রলয় ঘটে। চতুর্দশ মন্ব মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বই প্রথম। যখন স্বায়ম্ভুব মন্ব প্রথম উৎপন্ন হইলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতা! আমি কিরূপে আপনার সেবা করিব? তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, তুমি আপন ভার্গ্যায় আয়তুল্য পুস্ত্রোৎপাদন, পৃথিবীশাসন ও যজ্ঞাদি দ্বারা যজ্ঞধরের আরাধনা কর। মন্ব কহিলেন, পিতা! পুস্ত্রোৎপাদনের স্থান কোথা? পৃথিবী কোথায়? সমস্তই তো জলে নিমগ্ন রহিয়াছে। মন্বর কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাহার জন্মকালে মহাপ্রলয় ঘটয়া কোন এক কল্প অতীত হইয়াছে এবং তিনিই প্রথম মন্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অপর এক কল্পের আরম্ভ করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ে বিষ্ণু বরাহমূর্তি পরিগ্রহ করেন।

ব্রহ্মা মন্বর মুখে পৃথিবীর জলমগ্নাবস্থা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, পৃথিবীর উদ্ধার করে কে? যিনি আমাকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ তির আর কাহাকেও এ কার্যে সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মার এই চিন্তাকালে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটা অশ্রুত প্রমাণ বরাহ বহির্গত হইল। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বিস্ময়গত হইলেন। ঐ শূকর ক্ষণকাল আকাশে থাকিয়াই এক বৃহৎ হস্তীর শ্রায় বদ্ধিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা এষ্ট অলৌকিক শূকর দেখিয়াই বুঝিলেন যে, নারায়ণ এই মায়াবর দেহ ধারণ করিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সময় শূকররূপী নিরপেক্ষ পর্তপ্রমাণ বাড়াইয়া বজ্রধ্বনির শ্রায় গর্জন করিলেন ব্রহ্মাদি তখন তাহাকে নারায়ণ বলিয়া নিশ্চয়িতভাবে বুঝিতে পারিয়া বেদজ্ঞর উচ্চারণপূর্বক তাঁহার

করিলেন। বরাহ দেব তখন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার চলে পুনরায় গর্জন করিয়া জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

বজ্রবরাহ ভগবান্ সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া পুর দ্বারা জলধির একদিক্ হইতে অপরদিক্ বিদারণপূর্বক দেখিলেন, প্লবণ কালে তিনি কারণ সলিলে শয়ন করিয়া যে পৃথিবীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধরণী তখন রসাতলে রহিয়াছে। আদিবরাহ ইহা দেখিয়া স্বীয় বিশাল দস্তাবে ধরণীকে বসাইয়া জল হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এই সময় এক দিন সূর্য্যাস্ত সময়ে মরীচিনন্দন কশ্যপ হোমকার্য্য সমাপন করিয়া অগ্নিগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী দিতি কামদ্বীড়িতা হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি কহিলেন, মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, এই সময়ের নাম রাক্ষসী বেলা, এ সময় ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণের সহিত সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ও ত্রিনয়নে সর্ব্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, এ সময় ভগবানের নাম স্মরণ ভিন্ন অস্ত্র কৰ্ম্ম করিতে নহি, করিলে শুভ হয় না।' দিতি কহিলেন, নাথ আমি পুত্রবতী সপত্নীগণের দোভাগ্য দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া আছি, তাহাতে এখন মদনবেদনা উপস্থিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে, অতএব আপনি দ্রুতগমনে উদ্ধার করুন। কশ্যপ পুনরায় সাধনা করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দিতি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক পতির বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কশ্যপ পত্নীর এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্কে স্মরণ করিয়া পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কশ্যপের সাংকালীন নিয়ম ভঙ্গ হইল এবং দিতির মনু অনুতাপে জলিয়া উঠিল। কশ্যপ প্রিয়াকে চিৎকারে দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার আপন চিত্তের অস্তিকি, মুহূর্ত্তদোষ, আমার নিয়ম ভঙ্গ এবং ক্রোধের অবমাননা এই দোষ চতুষ্টয় জন্ম তোমার এই গর্ভে দুইটি অপরূপ সন্তান জন্মিবে। তাহারা লোক ও লোকপালদিগের পীড়াকর হইবে, অনর্থক শ্রাণীহত্যা ও স্ত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিবে এবং মহর্ষিগণের কোপ উৎপাদন করিয়া ভগবানের হস্তে বিনষ্ট হইবে। তোমার এক পৌত্র জন্মিবে, সে হরি-পরাক্রম হইবে। দিতি শতবর্ষ গর্ভধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ইহারা পূর্বে অর বিজয় নামে বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। একদল সনকাদি ঋষি চতুষ্টয় নারায়ণদর্শনে উপস্থিত হইলে ইহারা তাঁহাদিগকে বিব্রত দর্শন করিয়া উপহাস ও বেজ্র প্রহার করে। সেই ঋষিদিগের শাপে অর বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল।

অন্যকাল মধ্যে এই পুত্র মহাবলশালী হইয়া দেবতাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল এবং উত্তর ভ্রাতা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া বরলাভ করিল। হিরণ্যকশিপু জিতুবনাধীশ্বর হইল এবং হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী অর করিয়া স্বর্গে গমন করিল। দেবতার প্রকাবে বলশ্রুত দৈত্যগণে পরাজিত হইলেন। হিরণ্যাক্ষ তখন জরাজীর্ণ সাগর মধ্যে বক্রণের বিভাবরীপুরীতে উপনীত হইলেন। বক্রণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বলিল, আপনি অদ্বুত বলশালী, দৈত্য-শ্রেষ্ঠ ও রণপণ্ডিত, সুতরাং পুরুষোত্তম ব্যক্তিতে কেহ আপনাকে রণে সঙ্কট করিতে পারিবে না। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনিই আপনার দর্পচূর্ণ করিবেন। হিরণ্যাক্ষ কটুকিতে কর্ণপাত না করিয়া বিষ্ণুর অমূল্যদানে প্রস্থান করিল। নারদ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, বিষ্ণু এখন রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন।

হিরণ্যাক্ষ শুনিয়াই রসাতলে উপস্থিত হইল,—বিষ্ণুকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু দেখিল, এক বৃহৎকার বরাহ দশনাগ্রে পৃথিবী ধারণ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। তখন এই অদ্বুতকর্ম্ম বরাহকে দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া দৈত্য-শ্রেষ্ঠ তৎপ্রতি কটুকি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইল। আদিবরাহ কটুকি শুনিয়া তাহার প্রতি ভীম দৃষ্টিতে চাহিলেন, তাহাতেই তাহার তেজ বিনষ্ট হইল। তৎপরে হরি পৃথিবীকে তুলিয়া অলোপরি স্থাপন ও আপন আধার শক্তিতে তাহাকে স্থির রাখিয়া অর্দ্ধ বরাহ ও অর্দ্ধ বিষ্ণু মূর্তিতে দৈত্যকে অক্রমণ করিলেন। উত্তরে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এক্ষা অন্তরীক্ষে ঋকিয়া বলিলেন, 'দুই দৈত্য আমার নিকট বর লাভ করিয়া দেবতারও অজেয় হইয়াছে, কিন্তু এখন লোক নাশকারী অভিজিৎ নামে মুহূর্ত্তে অতীত হয়, অতএব আপনি উহাকে বিনাশ করুন।' নারায়ণ স্বয়ংই অনন্ত কালরূপী, ব্রহ্মা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া তিনি ঈষদাস্ত্র করিয়া স্বদর্শন দ্বারা দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্ এইরূপে ধরিত্রীর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণে এই বরাহ সপক্ষে একটা বেশ নূতন কথা পাওয়া যায়। ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষ বিনাশ ও পৃথিবী উদ্ধার করিয়াও শান্ত হইলেন না। 'মহাবরাহ তখন পৃথিবীতে উপরত হইয়া বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাপুত্র পৃথিবীতে মহাউৎপাত আরম্ভ করিল। দেবতার ইহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুর স্তব

করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ‘আপনার এই মহাবরাহমূর্তি সংহার করুন ও এই সকল উৎপীড়ক প্রাণিদগিকে বিনাশ করুন।’ বিষ্ণু কহিলেন, একবার যে শক্তি তাঁহা হইতে নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে তিনি সংহার করিতে পারেন না। সে শক্তি-দমনের অজ্ঞ তদ-পেক্ষা অপর কোন মহাশক্তির আবশ্যক। মহাদেব এজ্ঞ অধুরুদ্ধ হইলেন। দেবতারও তাঁহাকে অধিকতর শক্তি-সম্বিত কীরিবার অজ্ঞ আপন আপন শক্তি তাঁহাতে সন্নি-বিষ্ট করিলেন। মহাদেবও তখন অষ্টপদ মহাকায় পরত-মূর্তি পুরিগ্রহ করিয়া মহাবরাহ ও তদ্বংশকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে শাস্ত করিলেন। • [হিরণ্যাক দেখ।]

৪র্থ নৃসিংহাবতার ।—হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু
ব্রহ্মার নিকট কি দেবতা কি মানব কিংবা কোন সৃষ্ট
প্রাণী তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না অথবা জলে
স্থলে স্বর্গে বা আকাশে তাহার মৃত্যু হইবে ন', এইরূপ বর-
লাভ করে। এই বরপ্রভাবে সে আপনাকে অমর জানিয়া
দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিতে ও তাহাদের প্রতি মহা
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। সে ইন্দ্রাদি দেবতা কাহা-
রও গ্রাস করিত না, বিষ্ণুর সহিত সর্বদা স্পর্ধা করিত।
ইহার একপুত্র প্রহ্লাদ অতি শৈশব হইতেই হরিপরা-
য়ণ হইয়া উঠে, এজন্ত হিরণ্যকশিপু তাহার উপর অতিশয়
বিরক্ত ছিল। প্রহ্লাদের হরিভক্তি ছাড়াইবার জন্ত
হিরণ্যকশিপু তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ, বদ্ধহস্ত
পদে জলে নিক্ষেপ ও হস্তপদতলে নিক্ষেপ করে,
কিন্তু ভগবানের রূপায় সে সকল বিপদে উদ্ধার পাইয়া-
ছিল। দৈত্যপতি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে একপ
বিপদে-সে কিরূপে রক্ষা পাইতেছে? বালক প্রহ্লাদ
তাহাকে বলিল, 'ভগবান্ বিষ্ণুই তাহাকে উদ্ধার করিয়া
থাকেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ।' দৈত্যপতি
বলিল, সে কি? তোর হরি সর্বব্যাপী? তবে কি সে
এই মর্ম্মরপ্রসূর স্তম্ভেও আছে? প্রহ্লাদ দৃঢ়তা সহ-
কারে বলিল, 'নিশ্চয়ই ভগবান্ উহাতে আছেন।' তখন
দৈত্যপতি সে কথায় অবিশ্বাস করিয়া পুত্রকে মিথ্যাবাদী
বলিয়া তাহাকে হরি-উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত
বলিল, 'আচ্ছা এই স্তম্ভ আমি ধ্বংস করিতেছি, কৈ দেখি,
তোর হরি উহাতে কেমন করিয়া আছে।' এই বলিয়া
দৈত্যপতি খণ্ডাখণ্ডে স্তম্ভ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। আশ্চ-
র্যের বিষয় এই ভগবান্ ভক্তবাক্য, ভক্তবিশ্বাস ও ভক্তের
প্রাণ রক্ষার্থ তৎক্ষণাৎ অর্ধসিংহ ও অর্ধনরাকার দেহ ধারণ

করিয়া সেই বিধণ্ডিত স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং আর উপেক্ষা না করিয়া দৈত্যপতির কেশবধূ.
পূৰ্বক বীর উরুধরের উপর ফেলিয়া নথরধারা তাহার কৃষ্ণি
বিদ্যারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল।
দৈত্যপতি এইরূপে তখনকার অশ্বষ্ট এক অভিনব বীর.
কার মূর্তির উরুতে সন্ধ্যার সময় প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ
বাক্যও সফল হইল। [প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু দেখ।]

ভগবান্ এইরূপে চতুর্থ অবতারে নৃসিংহ মূর্তি ধারণ
করিয়া ভক্তপ্রাণ রক্ষা ও পৃথিবীকে দৈত্যের কবল হইতে
উদ্ধার করেন।

এম বামনাভতার।—নৃসিংহাবতারে যে প্রহ্লাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার পোত্র বলি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন, তাঁহার ধর্ম বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া ভগবান তাঁহাকে জিলোকের আধিপত্য প্রদান করেন। এই আধিপত্য লাভ করিয়া তিনি অতিশয় দানশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার নিকট কোন অর্থী বিমূর্খ হইত না। তাঁহার রাজ সুশাসক ও সুশালকও আর দ্বিতীয় ছিল না। এই সদ্গুণ স্বত্বেও তিনি এতদূর গর্ষিত ছিলেন যে, তিনি দেবর ব্রাহ্মণের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। দেবতারা এক মহা অসন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুও তাঁহা দিগকে আশ্বাসিত করিয়া কশ্যপের ঔরসে অদিতিগণে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। উপনয়নের পর বামন বলি নিকট দানলাভাশায় গমন করেন। বলি ক্ষুদ্রকায় ভ্রম সন্তানকে প্রার্থীরূপে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজ-তোমার কি প্রয়োজন? বামন বলিলেন, 'ত্রিগুণধর্মিত ভূমি, আমি ছত্রদণ্ড স্থাপন করিয়া তথায় ভগবান আসন করিব।' বলি; হাসিয়া বলিলেন, 'এত সামান্য দান আমার পক্ষে উপহাসকর, ভূমি গ্রামনগরাদি প্রার্থনা কর। বামন বলিলেন, আমার অধিক প্রয়োজন নাই, যাহা চাতি তাহা দিলেই সন্তুষ্ট হইব, অধিক লোভ নাই। বলি হাসিয়া দানার্থ জল গ্রহণ করিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন, মহারাজ বিপদ 'ঘটিল, ইনি স্বয়ং নারায়ণ। বলি বলিলেন, যিনিই হউন, যখন দান করিব ততীকৃত হইয়াছি তখন অলুপ্ত হইবে না। দান করা হইল। বামন অকস্মৎ বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একপদে উজ্জলোক অপর পদে অপর লোক আবরণ করিয়া নাভিদেহন হইতে আর এক পদ নির্গত করিয়া তাঁহার স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি পলায়িত কৃতবাসে বলিলেন, ভগবান! আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে। এখন ও পদ আমার মস্তকে রাখুন। নারায়ণ হাম্বর

তাহাই করিলেন এবং তাঁহার দান ধর্মের পুরস্কার স্বরূপ
অথোলোক তাঁহাকে পুনঃ প্রতাপন করিয়া পাতালে তাঁহার
বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার ভক্তিতে
প্ৰীত হইয়া তাঁহার ঘরে চতুর্ভুজ মূর্তিতে ধারী হইয়া
রহিলেন।

এই অবতারে ভগবান্ মহা দান্তিকের দন্ত বিনাশ করিয়া
দেবহংস দূর করেন।

৬ষ্ঠ অবতার পরশুরাম। তৃণবংশজাত জমদগ্নি নামক
ক্ষত্রিয় ঔরসে তাঁহার রেণুকানারী ক্রিয়া পত্নীর গর্ভে রাম
জন্মগ্রহণ করেন। জমদগ্নির অত্যন্ত পুত্রও ছিল। কোনও
কারণে জমদগ্নি পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কাটিয়া
ফেলিতে পুত্রদ্বিগকে বলেন। রাম মাতৃহত্যা অপেক্ষা পিতৃ-
অজ্ঞা লজ্জনকে গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরশু
দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদ করেন। এই পরশু তিনি মহাদেবের
নিকট লাভ করিয়াছেন। জমদগ্নি রামের কার্য্যে প্ৰীত হও-
য়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। রাম জননীর পুনর্জীবন
এবং নিজের দীর্ঘজীবন ও যুদ্ধ অজয়ত্ব প্রার্থনা করিলেন।
জমদগ্নি বর দিলেন। মাতৃহত্যার পাপে তাঁহার পরশু
তাঁহার হাতে লাগিয়া রহিল, খুলিল না, রাম মাতৃহত্যার পাপ
দূর করিবার জন্য কৈলাসে তপস্কার্য গমন করেন। হৈহয়-
দেশাধিপতি কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুন এই সময় এক দিন জমদগ্নির
মাশ্রমে গিয়া ইন্দ্ৰের গচ্ছিত ধন কামধেনু নামক গাভী
প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি তাহা দিতে অস্বীকার করায়
রাজা বলশূর্য্যক গোহরণে উত্তত হইলে, দেবগাভী অকস্মাৎ
শরীর বৃদ্ধি করিয়া ক্ষত্রিয়সৈন্ত বিনাশ করিতে আরম্ভ করি-
লেন। রাজা ক্রোড়েই পলাইলেন। এই সময় রাম তপস্তা
হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রাজা অর্জুনের
বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে বিনাশ এবং আবার
কৈলাসে গমন করিলেন। অর্জুনের পুত্রগণ তৎপরে
জমদগ্নিকে কাটিয়া ফেলিলেন। জমদগ্নি মৃত্যুকালে রামকে
ইহার প্রতিবিধানের আদেশ দিয়া মরিলেন। যখন জমদগ্নির
চিতা জলিতেছে, তখন রাম উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃবধের
প্রতিশোধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যখন ক্ষত্রিয়গণ এতই
গর্বিত ও অহঙ্কারী হইয়াছে, তখন পৃথিবী হইতে সমস্ত
ক্ষত্রিয় বংশ নষ্ট করিব। এই প্রতিজ্ঞাবশে তিনি এক্ষণকার
পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার
অধিকৃত হয়। এইরূপে পৃথিবী নৃপতিহীন হওয়ার
অস্বাভাব্যতা বাড়িল। কস্তুর ইহা দেখিয়া পৃথিবীর মঙ্গলের
নিমিত্ত রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামও পৃথিবীর

ব্যবস্থা লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি শুককে উপস্থিত
দেখিয়া তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী দান করিলেন এবং তপ-
তার জন্য কৈলাসে গমন করিতে উত্তত হইলে কস্তুর বলি-
লেন, তুমি বাহা দান করিয়াছ, তাহা লইলে প্রত্যাচারী
হইবে। রাম তখন সমুদ্রতীরে গিয়া বরুণকে বলিলেন,
আমি সমস্ত পৃথিবী কস্তুরকে দিয়া আসিয়াছি, আমার দাঁড়াই-
বার স্থান নাই। তুমি আমার স্থান দাও। আমি ধনু হইতে
শর নিক্ষেপ করিলে যেখানে শরটা পড়িবে, তোমার ততদূর
অলরাশি সরাইয়া লইয়া নূতন ভূমি আগাইয়া দিতে হইবে।
বরুণ এক্ষণ অমরোখ শুনিয়া ইহা বৈষ্ণবীমায়া জানিয়া
দেবগণের পরামর্শ লইলেন। দেবগণ পরামর্শ দিলেন,
অন্ত রাত্রিতে যম উইপোকা হইয়া রামের ধনু হিলা
কাটিয়া রাখিয়া দিবেন। কল্য শর নিক্ষেপকালে
তাহা ছিঁড়িয়া যাইবে ও শরের বেগ অতি অল্প হইয়া
পড়িবে। তাহা হইলে আর তোমাত্ত বৈশীদূর সরিয়া যাইতে
হইবে না। তাহাই হইল। মলবার উপকূলের লোকের
মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরামই মলবার উপকূলে
সমুদ্র প্লাবন বন্ধ করিয়া নিম্নে তথায় আজিও আছেন।

ভগবান্ এই অবতারে মাতৃহত্যা করিয়া পরশুসংকুল
হস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরশুরাম আখ্যা পাইয়াছিলেন।
হৃদ্যন্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও সমুদ্র বেগ রোধ করিয়া দক্ষিণ
ভারতের রক্ষা এই অবতারের কার্য্য। [পরশুরাম দেখ।]

৭ম রাম অবতার।—লঙ্কায় রাবণ নামক রাক্ষসরাজ
অতি দর্পিত হইয়া ত্রিলোক পীড়িত করিলে দেবগণের প্রাধ-
ন্য ভগবান্ নারায়ণ রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারি
অংশে উত্তরকোশলের রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ
করেন। লক্ষ্যও সীতারূপে মিথিলারাজের কন্যা হইয়া
জন্মিলেন। তারকানারী এক রাক্ষসীর উৎপাতে অধীর
হইয়া বিশ্বামিত্র নামক ঋষি আসিয়া ভগবানের অবতার
রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাম ও লক্ষণ উভয়ে গিয়া
তাড়কাকে বিনাশ ও যজ্ঞদর্শন ছলে মিথিলায় গিয়া হরধনু
ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করেন। পরশুরাম এই ধনু
গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় কর্তৃক ধনুভঙ্গ
বিবরণ শুনিয়া রামকে বিনাশার্থে আহ্বান করিলেন। রাম
হাসিয়া ভার্গবের স্বর্গগমন পথ বন্ধ করিলেন, পরশুরাম
হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে বিমাতার চক্ষুতে পড়িয়া
রাম লক্ষণ ও সীতাসহ পঞ্চবটী বনে গমন করেন। সেখানে
রাবণভরী স্থপণা লক্ষণকে দেখিয়া কামুকী হইয়া তাঁহাকে
প্রার্থনা করেন। লক্ষণ জানিতে পারিয়া তাহার নাশাচ্ছেদন

করেন। স্বপ্নখার রক্ষক খরহুগ যুদ্ধ করিতে আসিলে সে শব্দে হত হইল, তখন স্বপ্নখা রাবণকে সকল বিবরণ বলিলে রাবণ আসিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। মারীচ রাক্ষস স্বপ্নখা হইয়া রামকে প্রলুব্ধ করিয়া দূরে লইয়া গেলে রাবণ যোগীবেশে সীতাকে হরণ করেন। পথে পক্ষীজ্ঞ জটায়ু রাবণকে বাধা দিলে রাবণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া লঙ্কার প্রাধান করিলেন। সীতা তাহার রথে থাকিয়া কাদিতে কাদিতে ও গাভ্রালঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে গেলেন। রাম তৎপরে মারীচকে রাক্ষস জানিয়া বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গৃহে সীতাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্বেষণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুর নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিলেন এবং ঋতুমুখ পূর্বে রাবণাজের ভ্রাতা সুগ্রীবের নিকট সীতার এক অলঙ্কার পাইলেন। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের লোভ দেখাইয়া রাম দ্বারা বানররাজ বালিকে বধ করান ও নিজে রাজ্য অধিকার করিয়া রামকে বানর-সেনা দ্বারা সাহায্য করেন। হনুমান সাগর পার হইয়া সীতার সংবাদ লইয়া লঙ্কার রাজোত্থান নষ্ট করিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। নল নামক এক বানর অদ্ভুত কৌশলে সাগরে সেতু বন্ধন করেন। সেই সেতুদ্বারা রাম সৈন্তে লঙ্কার গিয়া রাবণকে স্ববংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার করেন। রাজ-ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধের মধ্যেই আসিয়া রামের সহিত যোগদান করেন। বিভীষণই শেষে লঙ্কার রাজা হন। তৎপরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় আসিলে ভরত তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। সীতার বহুদিন পরগৃহবাসজনিত একটা নিম্না উঠিল। রাম সীতাকে বান্দ্যকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইল। সীতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। ঋষির আশ্রমে কুশ ও লব তাঁহার দুই পুত্র ভূমিষ্ট হইল। ইহার ঋষিবালকের ভ্রাতৃ গীতাঙ্গ ও কত্রিয়ের ভ্রাতৃ ধনুর্সেনও শিষিয়াছিল। বান্দ্যকি ইহাদিগকে যথার্থ পরিচয় বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত রামায়ণ গান সীতাবর্জন পর্যন্ত শিখাইয়া ছিলেন। এদিকে কিছুদিন পরে রাম অশ্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঋষিকে নিমন্ত্রণ করেন। বান্দ্যকি অশিষ্য পরিচয়ে কুশলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। সভা-স্থলে রামায়ণ গান হইল। ক্রমে ঋষি পরিচয় করাইয়া দিলেন। সীতা আনীত হইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহাকে অধিপরীক্ষা ব্যতীত পূর্ণগ্রহণ করিবেন না বলিয়া তিনি পরীক্ষা দান করিবার পূর্বেই গাভ্রালে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে কিছুদিন পরে রাম যখন কালপুরুষের সহিত

কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ উপস্থিত হওয়ার রাম নিয়মামুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযুতে প্রাণত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন পরে রাম, ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং অন্তান্ত অমুগত লোক লইয়া সরযুপ্রবেশপূর্বক স্বর্গ গমন করেন। [রাম দেখ।]

৮ম বলরামাবতার।—মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র এক দৈত্য কংস নামে জন্ম গ্রহণ করেন। কংস রাজা হইয়া বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করেন। ইহার অত্যাচারে ও পৃথিবী অস্ত্রাশ্রয় রাজগণের অসম্ভব বুদ্ধিযশ শাস্তিদূর হওয়ার দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্ পৃথিবীকে ভারমুক্ত করিবার জন্ত, আবার অবতীর্ণ হইতে স্বীয় করিলেন। দৈবকী কংসের এক পিতৃব্যকন্যা। বৃদ্ধি বংশীয় বৃন্দদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কংস জানিতে পারেন যে, দৈবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। তিনি তাহাতে জুড় হইয়া দৈবকীকে পায় সহিত কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন ও তাঁহার ৬টা সন্তানকে বিনষ্ট করেন। ৭ম গর্ভ হইলে বৃন্দদেব তাহা রোহিণী নামক অস্ত্র এক পরীতে সঞ্চারণ করিয়া দেন। রোহিণীকে, মথুরার নিকটবর্তী গোকুলপতি গোপরাজ নন্দের নিকট রাখি আসেন। ৮ম গর্ভে এক বালক ভূমিষ্ট হইলে বৃন্দদেব তাহাকে লইয়া সেই রাজিতে প্রহরীরা নিদ্রাগত হইলে গোপনে জল ঝড়ের মধ্যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন। নন্দ সেই দিন এক কন্যা হইয়াছিল, বৃন্দদেব স্তন্যদান করিয়া কন্যাটিকে লইয়া স্বীয় পুত্র রাখিয়া আসেন। পরদিন কংস কন্যাটিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটিকে হত্যা হইয়া উদ্ধে উঠিয়া গিয়া বলিল, তোমার বিনাশ করি গোকুলে বসিত হইতেছেন। কংস শুনিয়া গোকুলে সমস্ত বালক ও জীবসন্তান বিনাশের জন্ত আদেশ দিলেন। নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান বলরাম ও দৈবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ নামে রক্ষিত হইল। শিশুকালে তাঁহার কংসের ভয়ে লুক্কায়িত ছিলেন, তৎপরে যখন গোচারে তাঁহার প্রবৃত্ত হইলেন, তখন দৈত্যগণ কংস কর্তৃক নিহত হইয়া তাহা দিগকে বিনাশ করিতে আসিত। বলরামহতে যুদ্ধ ও প্রলম্ব নামে দুই অস্ত্র বিনষ্ট হয়। বলরাম কালে কাল মদিরাপুত্র হইয়া উঠেন। কংস উভয় ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার জন্ত নানা চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইয়া এক্ষণে নিমন্ত্রণ করেন। নন্দ-কংসের অধীন রাজা, কাজেই নন্দ উপস্থিত হইলেন। এই বজ্র হলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম করত বিনষ্ট করিয়া উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করিয়া সিংহাসনে ধর

রেন। তৎপরে তাঁহারাই মথুরা রাজ্যের সর্বেসর্কা
রয়া রহিলেন। কালে অরাসুদ (কংসের খণ্ডর) তাঁহা-
গকে মথুরা হইতে ত্যাগ করিলে, তাঁহার। ষারকার
মন করেন। বলরাম রেবতী নারী কন্যাকে বিবাহ করেন।
খন কৃষ্ণপুত্র শাশ্বতর্গ্যোপদেব-কন্যা লক্ষণাকে হরণ করিয়া
বাসুদেব হন, তখন বলরামই যুদ্ধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার
রেন। দ্বিবিদ নামক বানররাজও ইহার যন্তে বিনষ্ট
ন। ইনি চণ্ডীপানের অসুবিচার শুরু। ইনি একবার
গিয়াছিল। শেষে প্রভাসের যুদ্ধে মহাবংশ ধ্বংস হইলে
নি যোগাবলম্বনে কৃষ্ণের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র অব-
তাব কল্পনা সম্পন্ন করেন।

এই অবতাবে বুদ্ধ। কপিলবাস্তু নগরে রাজা শুক্লদেবের
বসে মায়াদেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ, নামে এক কুমার জন্মে।
নি অবশেষে শাক্যসিংহ নামেও কথিত হন। ইহার
পা এক নাম গৌতম। বাল্যকাল হইতেই ইনি ক্রীড়া
রত, নিচ্ছনবাসপ্রিয় ও ধ্যানধারণাপরায়ণ ছিলেন।
বগদিব কন্যা গোপার সহিত ইহার বিবাহ হয়। সংসারী
হলেও গৌতম বলিতেন, “জগতে স্থায়ী কিছু নাই, কিছুই
না নাই, কঠিন বর্ণে উৎপন্ন অগ্নিকণার মত এই জীবন,
এ জন্মিয়া উঠে, আবার নিভিয়া যায়। আমরা জানি না
কোথা হইতে আসে, কোথা যায়। ইহা বীণাধ্বনিবৎ,
গীতেরা বৃথা ইহার আশ্রিত অহুস্কান করেন। এমন
কিন্তু এক মহাশক্তি আছে, যাহাতে আমরা বিরাম লাভ
করিতে পারি? আমি যদি তাহার অহুস্কান করি, আমি
মহাত্মকে তাহা দেখাইতে পারি। যদি আমি স্বাধীন হই,
আমি পৃথিবীকে মুক্ত করিতে পারি।” গৌতমের এইরূপ
বচনান্ত চিন্তা দূর করিবার জন্য নানা চেষ্টা হয়, কিন্তু
সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে গিয়া
এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, এক রোগগীড়িত ও এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে
দেখিয়া তাঁহার মনে জীবন যৌবনধনের পরিণাম ভাবিয়া
আকুল হইলেন, তাঁহার মনে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় আধিপত্য
স্থাপন করিল। তিনি এক রাত্রিতে একমাত্র অহুস্কান লইয়া
গোপনে অধীরোদ্রোহে রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।
এই সময় রাজল নামে এক পুত্র হইয়াছিল। প্রত্যয়ে তিনি
অপদ্রব, পরিচ্ছদ ও অশ্ব অহুস্কান দান করিয়া তাহাকে
বাড়ী ফিরিতে বলিলেন। তৎপরে গৌতম প্রথমে বৈশালী
নামক স্থানে গমন করিয়া এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট আশ্র-
ত হইয়া শিক্ষা করেন। তাঁহার জ্ঞানকুণ্ড অপরিমিত। তিনি

বৈশালীতে শিক্ষা সমাপন করিয়া রাজগৃহের এক বিখ্যাত
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট গমন করেন। এখানেও তাঁহার
তৃপ্তি হইল না। তিনি উরুবিল্ব গ্রামে গিয়া পাঁচজন সহপাঠীর
সহিত তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। তপস্তার পর তাঁহার সঙ্গীরা
তাঁহাকে নাস্তিক বোধে ত্যাগ করে। অবশেষে তিনি বহু
সাধনার পর যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া তৃপ্ত হন। এই সময়
তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণ করেন এবং মায়ামোহিত জগতের
জ্ঞান এক নূতন জ্ঞানালোক প্রকাশ করেন। তিনি স্বমত
প্রচারার্থ কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্যাসী পাঁচজন
সন্ন্যাসীকে স্বমতে আনয়ন করেন। তৎপরে প্রচার কার্যে
ব্রতী হইয়া তিনি রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সভায় আহুত
হন। রাজা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহার বাসের জ্ঞান
তাঁহাকে কালাস্তক নামক মঠ প্রদান করেন। এখানে
থাকিয়া তিনি উপদেশ দান করিতে আরম্ভ করেন। এই
খানেই তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র কাত্যায়ন ও মৌল-
ল্যায়ন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজা বিম্বিসার পুত্র
কর্তৃক নিহত হইলে বুদ্ধ রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তী নগরে
গমন করেন। অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার মত
গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি পিতার সহিত
সাফল্য করিতে গমন করেন। তিনি স্বরাজ্যে কতকগুলি
অমাত্যের কার্য করিয়া সমস্ত শাক্যকে বৌদ্ধ করেন। তাঁহার
পত্নী ও পিতৃব্যপত্নী স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথম বুদ্ধমত গ্রহণ
করেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি আবার রাজগৃহে ফিরিয়া
আসেন ও পিতৃহত্যা রাজ্য অজ্ঞাতশত্রুকে বোধ করেন।
তৎপরে বৈশালী এবং তথা হইতে কুশীনগরে গমন
করেন। এই সময়ে তিনি বুদ্ধিতে পারেন যে তাঁহার দিন
ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এক শালবৃক্ষ
মূলে ধ্যানরত হইয়া তিনি নির্বোধ লাভ করেন।

পূর্ণাঙ্গসময়ে এই বুদ্ধ ও নারায়ণের অবতার। পুরাণে
আছে, দৈত্যেরা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাস করি যে, কি উপায়ে
তাহারা স্বায়ভাবে জগতে রাজ্য করিতে পারিবে। ইন্দ্র
তাহাদিগকে পবিত্রভাবে যাগযজ্ঞে ও বেদবিহিত আচারের
অনুবর্তী হইতে বলেন। তাহারা এক মহাযজ্ঞের অহুস্কানে
প্রবৃত্ত হইলে, অজ্ঞাত দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন।
বিষ্ণু যজ্ঞকালে ত্রিলোকের আধিপত্য দৈত্য কর্তৃক দলিত
হইবে বুঝিয়া এক সন্ন্যাসী মূর্তি ধারণ করিয়া অপবিত্র
বেশে হস্তে এক খাঁটা লইয়া যজ্ঞাহুস্কান দৈত্যগণের নিকট
উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহার অপবিত্র বেশভূষা দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করায় তিনি অজ্ঞ উত্তর না দিয়া যজ্ঞে দেব-

কার্যে প্রাণীবধ করা অতীব অত্যা এই কথা বুঝাইয়া বলেন। আমি পবিত্র হইব বলিয়া অপরের প্রাণবধ করিব, ইহা অত্যা। পাছে আমার পদদলিত হইয়া কোন ক্ষুদ্র প্রাণী বিনষ্ট হয় বলিয়া আমি এই ঝাঁটা দ্বারা সমুদ্রস্থ ভূমি পরিষ্কার করিয়া তবে পদক্ষেপ করি। দৈত্যেরা এইরূপ হৃদয়-মোহকরী দয়া-উদ্দীপক কথায় প্রব হইয়া আরক্ত যজ্ঞ পরি-তাগ করিল ও “অহিংসা পরমোদ্যম” এই মত অবলম্বন করিয়া বেদমার্গ ত্যাগ করিল। ত্রিভুবন দৈত্যগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। নারায়ণের অবতার হওয়া সফল হইল। [বুদ্ধ দেখ।]

১০ম অবতার কক্কী। কক্কী অবতার এখনও হয় নাই। ইহার পর হইবে। ইহা বর্তমান কলিযুগের শেষভাগে ঘটবে। কলির অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণু-বশনামক ব্রাহ্মণ গুরুর জন্ম গ্রহণ করিবেন। পরশুরাম তাঁহাকে বেদাদি শিখাইবেন এবং মহাদেব অস্ত্রক্ৰিয়া শিখাইয়া এক সর্গস্বামী স্বৈরাচার, এক অক্ষয় অসি ও এক শুকপক্ষী দান করিবেন, তৎপরে তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় স্নেহ ও বিধ-ম্মিকে বিনাশ করিয়া পুনরায় সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম স্থাপন করিবেন। [কক্কী দেখ।]

এই দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও বামনের কথা বেদে পাওয়া যায়। মৎস্য ও কূর্মের উক্তি শতপথ-ব্রাহ্মণে; কূর্ম, বরাহ ও বামনের কথা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে আছে। মৎস্য অবতারে যে প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা খৃষ্টানদিগের বাইবেলের লিখিত নোয়ার সময়ের জল-প্রাণের ইতিহাসের সহিত মিলে। ভগবানের আদেশে সত্যতঃ যেক্ষেপে নৌকা দ্বারা সর্ববীজ রক্ষা করেন, খৃষ্টান-দিগের নোয়া ও ভগবানের আদেশে সেইরূপ করিয়াছিলেন। মত্ ও হু বা নোয়া শব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এক ব্যক্তিবোধক। তাঁহার বলেন, পাশ্চাত্য শাস্ত্রের ইতিহাস দেশ ভেদে রূপান্তরিত হইয়া বেদে স্থান পাইয়াছে। প্রলয়ের জলপ্রাণনকে পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন যে, ইহা বার্ষিক হৈমন্তিক অথবা প্রাবৃটের বৃষ্টিজনিত দেশ বিশেষের জল প্রাণন ভিন্ন আর কিছুই নহে। [প্রলয় দেখ।] *

ভূতযজ্ঞেরা বলেন যে, এই দশ অবতার ব্যাপারে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ-কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বলেন যে, যখন ভূহাটি হয় নাই, তখন জলচর জীব ভিন্ন অস্ত কিছু ছিল না, সেইকালে ভগবানের দ্বারা

বুঝাইবার জন্য তাঁহার মৎস্যমূর্তি করা হইয়াছে তৎপরে যখন সাগর মধ্য হইতে অন্ন পরিমাণ ভূমি জাগি উঠিল, তখন উভচর কূর্ম বা কচ্ছপমূর্তি কল্পিত হইয়াছে তাহার পর ভূমি ভাগ বৃদ্ধি পাইল, জল সরিয়া অনেক দূ-গিয়া পড়িল, কিন্তু ভূমি তখন কদম মাত্র, সেসকল জমী-বরাহের দ্বারা জীবই বাস করিতে পারে, তাই সেই কৃ-ভগবানে প্রবরাহাবতার কল্পিত হইয়াছে। তাহার পর ভূমি শুকাইল, বরাহ ভিন্ন অস্ত জীব থাকিবার উপযোগী হইল, এই সময়ে নর ও পশু জাগিল, কিন্তু তখনও নর ও পশু যেরূপে ভগবানের নরপশু মূর্তি (নৃসিংহ মূর্তি) কল্পিত হই-য়াছে। তাহার পর বামন ও পরশুরাম মহাশয়সমাজের উ-তির ক্রমবিকাশ ও রামচন্দ্রে তাহার পূর্ণবিকাশ দেখান হইয়াছে। বলরাম, বুদ্ধ ও কল্পিতে মহাশয়সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ও তদুপযোগী অবতার কল্পনা আছে।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রথম চারিটা অবতারের তিনটা যেরূপ বৃহৎকার্যের হইয়াছে, শেষ কয়েকটা অবতারের কার্যের তত বিশালতা দেখা যায় না। এই সকল অব-তার যেন পাশ্চাত্য জগতের Hero-worship রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়।

এখন উড়িয়া প্রভৃতি স্থানে দশাবতারের যে মূর্তি দেখা যায়, তাহাতে বুদ্ধ স্থানে চতুর্ভুজ জগন্নাথ মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। [তাৎস শব্দে দশাবতারের ছবি দেখ।] একত অনেক জগন্নাথদেবকে বুকেরই রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু জগন্নাথদেবের মানস-প্রকাশক স্বরূপীয় উৎকলখণ্ডে দশাবতার হইতে জগন্নাথমূর্তি স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

“অতো দশাবতারানাং দর্শনাত্তত্ত্বং যৎকলম্।

তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো দৃষ্টা ত্রীপুরুষোত্তমম্॥”

(উৎকলখণ্ডঃ ৫১ অঃ)

দশাশ্ব (পুং) দশ অশ্ব রথেষু যজ্ঞ। চন্দ্র।

“দশাশ্বং য়েতপশ্বং বিচিস্ত্যেমাধিদৈবতং।

জলপ্রত্যাদিদৈবক স্বর্গ্যাশ্বমাস্বরেত্তথা॥”

(গ্রহযোগতত্ত্বঃ সোমধানঃ)

২ ইক্ষাকুর দশম পুত্র। (ভারত ১০২৬)

দশাশ্বমেধ (ক্লী) কালীস্থিত তীর্থভেদ। ব্রহ্মা রক্ষা দিব্যদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কালীতে দশটা অশ্বমে-যজ্ঞ করেন। যে স্থানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থান দশাশ্বমেধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তী-

কুঙ্গুরোবর নামে বিখ্যাত ছিল, ঐক্ষার যজ্ঞাবধি দশাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থান অতীত পুণ্যজনক, ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে এই স্থানে দশাশ্বমেধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। দশাশ্বমেধ তীর্থ সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, সঙ্কোপাসনা, তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যে সকল সংকল্প করা যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে। দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বর পূজন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জৈষ্ঠমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দ্বিতীয়াতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মধর্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। জৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী তিথি পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি যথাক্রমে তথায় স্নান করে, সে তিথিসংখ্যা পরিমিত জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে।

দশজন্মার্জিত পাপসংহারিণী দশহরা তিথিতে যে ব্যক্তি দশাশ্বমেধ তীর্থে স্নান করে, তাহাকে বমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে দশজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অবভূত স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল লাভ হয়। গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত দশহবেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দশাগ্রস্ত হয় না। (কাশীখণ্ড ৫২ অং) [কাশী দেখ।]

দশাশ্বমেধিক (ক্ৰী) [দশাশ্বমেধ দেখ।]

দশান্ত্র (পুং) দশ আস্ত্রানি যন্ত। রাবণ।

দশান্ত্রজিহ্ব (পুং) দশান্ত্রং জয়তি দশান্ত্র জি-কিপ্। শ্রীরাম।
দশাহ (পুং) দশানাং অহাং সমাহারঃ টচ্ সমাসান্তঃ সমাহারহাং নাস্তাদেশঃ। দশ দিন।

“দশাহ শাব মশোচং সপিণ্ডেযু বিধীয়তে।

অতিক্রান্তে দশাহে তু ত্রিয়ারাত্রমশুচি ভবেৎ ॥” (মহু ৫৬৯)

সপিণ্ডবিগের শব নিমিত্ত অশৌচ অর্থাৎ মৃত্যুশৌচ দশদিন হয়। দশদিন অতিক্রান্ত হইয়া গেলে অশৌচের কথা শুনিতে তিন দিন অশৌচ হয়।

দশিন্ (ত্রি) দশ সংখ্যাঃ যেযাং ডিনি ১ দশ সংখ্যায়ুক্ত।
দশ সংখ্যা গ্রামাঃ অধিকৃতত্বেন সস্ত্যস্ত ডিনি। ২ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিপতি।

“দশী কুলন্ত ভূজীত বিংশী পঞ্চকুলানি বৈ।” (মহু)

(ত্রি) দশ সংখ্যাঃ গ্রামাং যেযাং ডিনি ৩ দশ সংখ্যাগ্রামাংক।

“তাং দশিতিঃ প্রায়ুক্ত।” (শত ত্রা ১৩১৪২)

দশবর্তিকা বস্ত্রাঞ্চলং বা অন্ত্যস্ত ইনি। ৪ দশায়ুক্ত দীপ।

৫ সদশ বস্ত্র, যে বস্ত্রের দশা আছে।

দশীবিদর্ভ (পুং) দক্ষিণস্থ দেশভেদ। (ভারত, ভীষ্ম ৯ অং)

দশেশ্বন (পুং) দশা বর্তিকা ইক্ষনং কাঠমিব যন্ত। প্রদীপ।

দশেশ্বর (পুং) দশতীতি দশ্শ এরক্ (পতিকটিকুটিগড়ি শুড়ি দংশিতাঃ এরক্। উণ ১৫২) হিংস্র জন্তু।

দশেশ্বরক (পুং) দশেশ্বর সংজ্ঞায়াং কন্। ১ মরুভূমি, তৃণ জলাদি-শূন্য প্রদেশ। ২ তদ্রূপস্থ। ৩ জনপদবিশেষ, বর্তমান মাড়বার।

“আবস্ত্যান্ দাক্ষিণাত্যাংচ পার্শ্বতীয়ান্ দশেশ্বরকান্।”

(ভারত ৭।৯১৬)

দশেশ্বরকঃ সোহভিজ্ঞানো হস্ত তন্ত রাজা বা অণু বহুযু, অণোলুক্। ৪ দশেশ্বরকদেশবাসিগণ। ৫ দশেশ্বরকদেশের রাজসমূহ। ইহা বহুবচনান্ত।

দশেশ্বরক (পুং) দশতি স্থঃখানি দশতি দশ্শ এরক্ ততো কন্। মরুদেশ। (ভূরিপ্রাং) হেমচন্দ্রে দশেশ্বরক এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

দশেশা (পুং) দশানাং ঈশঃ ৬তৎ। ১ দশাপতি রবি প্রভৃতি। দশানাং গ্রামাণাং ঈশঃ। ২ রাজ কর্তৃক নিযুক্ত দশগ্রামাধিপতি।

“শংসেদ গ্রামো দশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং।” (মহু)

দশৈকশিক (ত্রি) একাদশার্থক্যং একাদশবস্ত্রতো দশ যে দস্তা দশ একাদশ উবিষ্যন্তি তে দশৈকাদশাঃ নিপাতিতানাং সমাসান্তোহকারঃ। যাহারা শতপ্রতি দশকরূপ বুদ্ধি গৃহীতা বাক্টিষিক ভেদ, যাহারা শত করা দশভাগ হুদ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দশৈকশিক কহে।

দশেশ্বনি (পুং) দশ বহবঃ উগয়ো যন্ত। বহুব্রিক্ষ, যাহার অনেক হবি (স্বতাদি) আছে। “দশোণয়ে কবয়ে তর্ক-সাতো” (ঋক্ ৬২.১৪) “দশোণয়ে বহুব্রিক্ষাং কবয়ে মেধা-বিনঃ পঞ্চমার্থে চতুর্থী” (সায়ণ)

দশোনি (পুং) বেদোক্ত সর্পভেদ।

দশৌষধকাল (পুং) দশবিধ ঔষধকালঃ মধ্যালো কর্ণধাং। দশপ্রকার ঔষধের সময়। ইহার বিষয় অশ্বত্থে এইরূপ লিখিত আছে,—নির্ভুক্ত, প্রাগুক্ত, অধোভুক্ত, মধ্যভুক্ত, অন্তরাভুক্ত, সভক্ত, সামুগ্গ, মুহমুহ, গ্রাস ও গ্রাসান্তর এই দশবিধ ঔষধ সেবনের কাল।

কেবলমাত্র ঔষধ সেবন করিলে নির্ভুক্ত বলা যায়। অন্নহীন ঔষধ অর্থাৎ ঔষধ সেবন করিয়া কিছুমাত্র ভোজন না করিলে ঔষধের বীৰ্য্যের আধিক্য হয়। তাহাতে শীঘ্র রোগ শাস্তি

হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে এক্রপে ঔষধ সেবন করা অতিশয় মানিকর ও বলক্ষয়কর।

প্রাগ্ভক্ত—আহারের পূর্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্ভক্ত। এক্রপ ঔষধ সেবনে শীঘ্র পরিপাক ও বলের হানি হয়, বৃদ্ধ, শিশু, ভীকু এবং ক্রীর্ণের এইরূপ ঔষধ সেবন বিধেয়। অধোভক্ত—ভোজনান্তে, ঔষধ সেবনের নাম অধোভক্ত। ইহাতে শরীরের উষ্ণতাগ্ধ বহুবিধ রোগের শাস্তি হয় এবং বলজন্মে।

মধ্যভক্ত—ভোজনের মধ্যে ঔষধ সেবন করাকে মধ্যভক্ত কহে। ইহাতে ঔষধের বীর্ণ্য সকল দেহে প্রসারিত হয় না। দেহেব মধ্যভাগস্থ সকল রোগের শাস্তি করে।

অন্তরাভক্ত—ভোজনের পূর্বে এবং পরে সেবন করার নাম অন্তরাভক্ত। ইহা হৃদা, লগকর এবং অগ্নিকর।

সভক্ত—ঔষধ সহযোগে অন্ন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাকে সভক্ত কহে। অবলা, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে এই ঔষধ সেবনীয়।

সামুদ্রা—ভোজনের প্রথমে ও শেষে ঔষধ সেবনের নাম সামুদ্রা। উষ্ণ ও ঋণ: উভয়দিকে দোষের গতি থাকিলে এক্রপ সেবন করা বিহিত; এজন্ত ইহাকে সামুদ্রা কহে।

মুহুগুহ—অগ্নের সহিত হটক বা অন্ন রহিত হটক সর্বদা সেবনের নাম মুহুগুহ। শ্বাস, কাস, হিকা ও বমনরোগে এইরূপ সেবন করা কর্তব্য।

প্রাসান্তর—পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে প্রাসান্তর কহে। বমণীয়, ধূম এবং শ্বাসাদি রোগে লেহনীয় ঔষধ এইরূপে সেবনীয়। এই দশবিধ ঔষধের কাল।

দষ্ট (ত্রি) দংশনকৃত। দংশিত, যাহাকে দংশন করা হইয়াছে।

দস (পুং) দস উপক্ষেপে বেদে ভাবে অচ্। উপক্ষেপ। "মহুং চক্ষুঃপদং দস্য"। (শ্লক ৬২০।১১)

'দস্য শত্রুনাযুপক্ষেপায়' (সায়ণ) লৌকিক প্রয়োগে দস হইবে না, সেইহলে ঋণ: করিয়া দাস হইবে, ইহা কেবল বেদেই ব্যবহৃত হয়।

দস্যু, পঞ্জাবের হুশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৪৪' হইতে ৩২° ৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪' হইতে ৭৫° ৫৭' পূঃ। কান্ধাড়া পাহাড় ও বিপাশা নদীর মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৩৮৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ই লক্ষ।

হুশিয়ারপুর জেলাস্থ একটা নগর এবং দস্যু তহসীলের সদর। হুশিয়ারপুর নগর হটতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, বিরাটরাজ এখানে রাজধানী

স্থাপন করেন। আইন্-ই-অকবরীতে নগরের উত্তরাংশে পুতন গড়ের উল্লেখ আছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এখন দুইটা মাজ বুরুজ খাড়া আছে এখানে শত ও তামাকের ব্যবসা হয়। এখানে নিম্ন আলত, থানা, ডাকঘর, সরাই, বিদ্যালয় ও হুন্দর জলা আছে। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

দসেরক (পুং) দেশেরক: মরুদেশে সাহিত্তিকনোহত, তরাজা বা অণু। ১ দাসেরক, দসেরকদেশবাসী ও এই দেশে রাজা। বহু অণোলোক। ২ দসেরকদেশবাসী লোকের ও এই দেশের রাজসমূহ। দাসেরক পৃথো সাধু:। ৩ গদ: "যান্তিষ্ঠন্ত্য: প্রমেহন্তি তথৈবোদ্রদসেরক:।"

(ভারত কর্ণপ ১০ জ)

দস্তক (পারসী) ১ ছাড়, জব্যাদি লইয়া যাইবার অহু পত্র। ২ পরওয়ানা, দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে ধরিবার জগু কন পত্র, গ্রেপ্তারি পরওয়ানা।

দস্তখৎ (পারসী) হাতের লেখা, স্বাক্ষর।

দস্তবস্ত, পারসী বন্ধাজলি, জোড়হাত।

দস্তা, মূল অষ্টপাতুর মধ্যে দস্তা একটা। খনিতে খাঁটি দস্তা পাওয়া যায় না। ইহার সহিত গন্ধক, অল্পজান প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম এইরূপ:—

নাম	...	দেশ।
জিঙ্ক (Zinc)	...	ইংলণ্ড ও ফ্রান্স
জিঙ্ক (Zink)	...	জার্মানী
স্পেল্টার	...	হলণ্ড
চিঙ্ক, জিঙ্কো	...	ইটালি, স্পেন
স্চপাটের (Schpaater)	...	ক্রিয়ায়
দস্তা (Impure Calamina)	...	বাল্লালা, হিন্দুস্তান
মদল তুতম, তুতানগম	...	তামিল
দস্ত	...	নেপাল
কলথুবরী (Oxide of Zinc)	...	পারস্য
জস্ত, অস্‌দ, সফেদ মিশি	...	পাঞ্জাব
সুльф. বুলরি, সফেদ তুত (Sulphate of Zinc)	...	দাক্ষিণাত্য
বুলে তুতম	...	তামিল
তুতম	...	উলগু
তুতগ গুটি	...	মালয়
গোট	...	ব্রহ্ম
যশদ	...	সংস্কৃত

খনি হইতে গন্ধকসহ বে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় Sulphide of Zinc

কিঞ্চিৎ Zink blende নামে পরিচিত এবং অল্পজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহা Zincite নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাল্জাজ, বাঙ্গালী, রাজপুতানা, হিমালয়, গঙ্গাব প্রভৃতি প্রদেশে এবং আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে দস্তা পাওয়া যায়।

মাল্জাজের মহরাজেলার যে গন্ধকমিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত জৈব অর্ণ বা রোপাও থাকে। কপূল জেলার বসবপুর গজপল্লী খনি হইতে অজ্ঞাত ধাতু ও পদার্থ মিশ্রিত দস্তাও পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার হাজারীবাগ জেলায় মহাবাক ও বড়গুণ্ড খনি হইতে ও সাঁওতাল পরগণায় বৈরুক নামক স্থানেও যে গন্ধক এবং মিশ্রিত দস্তা (Blende) পাওয়া যায়, তাহার সহিত সীসা এবং তামা মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়।

রাজপুতানায় উদয়পুর রাজ্যে জওয়ার নামক স্থানে পূর্বে দস্তা উদ্ভিত। উত্তর রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে এই স্থানের খনি হইতে ২২০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত, কিন্তু রাজপুতানা গেজেটায় একথা অস্বীকার করেন।

কাস্টেন ক্রক বলেন, খনিতে ৩৪ ইঞ্চি মোটা ধাতুশিরা দেখা যায়। দেশীয় লোকেরা উহা সংগ্রহ করিয়া শুঁড়াইয়া দিয়া দস্তা প্রস্তুত করে। ৮।৯ ইঞ্চি উচ্চ মুচিতে ঐ ক্রক শুঁড়া পুরিয়া মুখ আটিয়া দেয় এবং নিম্নমুখ করিয়া গারি দিয়া কয়লার আগুনে গলাইতে থাকে। ২।৩ ঘণ্টা উত্তাপ দিলে ঠিক হয়। ১৮২২।৩ খৃষ্টাব্দে ছত্তিশগের সময় এই সকল খনির কার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিমালয়পার্শ্বে—শিগরী নামক স্থানে যথেষ্ট দস্তা পাওয়া যায়। আন্টিমনি (অজুন) খনির নিকটেই দস্তা থাকে। গাড়বালের বেলায় তাম্র খনিতে, সিমলার সবাথু সীসা খনিতে ও কাশ্মীরে ইহা পাওয়া যায়। জোনসার প্রদেশে গন্ধকমিশ্রিত দস্তার খনি আছে।

আফগানিস্তানে ঘোরবন্দ উপত্যকার উত্তর অঞ্চলে ইহার খনি যথেষ্ট আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে জাক (Sulphate of zinc) বলে। ইহা কিছুতে ব্যবহৃত হয় কিনা জানা যায় না।

বঙ্গদেশের অধীন টাভয় ও মাগুই দ্বীপে দস্তা পাওয়া যায়, কিন্তু উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায় কিনা এখন জানা যায় নাই।

বৃহৎ ও বর্ধমান দস্তার ব্যবহার দেখা যায় না। ভাব-প্রকাশে রসশোধনপ্রণালীর জায় দস্তা বা খর্পরশোধন-প্রণালী কথিত আছে। মুদ্রাসম্বন্ধীয় বা মুদ্রাস্বাত্তিক পীড়ায়, পাদপীড়ায়, ভাবপ্রকাশ দস্তা ব্যবহারের কথা লিখিয়া

গিরাছেন। উঃ পঃ প্রদেশের হিন্দু হাকিমেরা পুরাতন জ্বর, গোণ উপদংশ, পুরাতন মেহ, প্রদর প্রভৃতি রোগে দস্তা ব্যবহার করেন। মুসলমান হাকিমেরা, ঘা, ক্ষত, দগ্ধ ক্ষত বা বাথা-ফুলায় যুরোপীয় ডাক্তারদিগের জায় দস্তা ব্যবহার করেন। তামিল কবিরাজেরা মাটির মুচিতে মনসা জাতীয় এক প্রকার, বৃক্ষের (Euphorbia nerrifolia) পাতা দিয়া দস্তা জাল দেয়। উভয় জব্য গলিয়া গেলে অগ্নিতে জলিয়া উঠে। তাহার তন্ম হই তিন-বার অগ্নিতে শোধন করিয়া লইয়া মেহ, শুক্রকর্ম ও অর্শরোগে ব্যবহার করেন। ভাবপ্রকাশে আছে,—

“যশদং রঙ্গ সৃশং রীতি হেতুশ্চ তদ্ব্যতম্।

যশদং তুবরং তিত্তং শীতলং কফপিত্তহং।

চক্ষুঃ পরমং মেহান্ পাণ্ডুঃ শ্বাসক নাশয়েৎ।”

দস্তা ধাতুর আকৃতি ও শোধনমারগাদি সমস্ত রঙ্গের জায়। জারিত দস্তা কষায়, তিত্তরুস, শীতবীৰ্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক।

ডাঃ ওয়াট তাহার Dictionary of Economic products of India নামক গ্রন্থে, খর্পর অর্থে দস্তা (Impure calamine) বলিয়াছেন এবং ভাবপ্রকাশে তাহার উল্লেখ আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু “খর্পর” ধাতু ভাবপ্রকাশ মতে উপধাতু মধ্যে গণ্য। [খর্পর দেখ।] কবিরাজ সিদ্ধেশ্বর গুপ্তের জব্যার্থচক্রিকা নামক আয়ুর্বেদীয় অভিধানে ইহাকে ইংরাজীতে a collyrium extracted from the Amomum Authorbiza বলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কবিরাজেরা সংনামক ধাতুকে খর্পর বলিয়া থাকেন। এই সংধাতুতে মুসলমান রমণীরা এদেশে ‘পাড়ু’ নামক গহনা প্রস্তুত করে। কাংসকারেরা ইহাকে ‘সং-দস্তা’ বলে ও দস্তা ধাতু হইতেই উৎপন্ন বলিয়া থাকে। কাঁসারীদিগের মতে দস্তা দ্বিবিধ রূপদস্তা, ইহা পরিস্কৃত ও বিশুদ্ধ এবং সদ্দস্তা বা পাটা দস্তা, ইহা ধাতুস্তর সংযোগে প্রস্তুত হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে যশদ ধাতু বিশুদ্ধ দস্তা আর খর্পর উন্মিশ্রিত কোন ধাতু। খর্পর গন্ধকের সহিত মিলিত হইলে ‘খর্পরীতুখ’ হয়, ইহার নামান্তর ‘রসক’। এই ‘রসক’ বা খর্পরীতুখ ইংরাজীতে Sulphate of zinc এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় ‘খপলিয়া’ নামে খ্যাত। ‘রসক’ বা খপলিয়া কাশ্মীরবাসী সওদাগরেরা এদেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহা দেখিতে পিণ্ডবৎ সর্বপ খোলের জায় ধূসরবর্ণ ও কঠিন, ভাঙিলে শুঁড়াইয়া যায়। [রসক দেখ।] রসকের প্রকার তেদকে এদেশে ‘রসমাণিক’ বলে। রসক চূর্ণ করা যায়, কিন্তু খর্পর চূর্ণ

করা যায় না। “খর্পরং পত্তলীকৃত্বা” অর্থাৎ “খর্পরকে পাত করিয়া”—ইহা হইতে খর্পরকে সংদস্তা বা পাটাদস্তা বলিতে আপত্তি হয় না। যে ধাতু আঘাত সহিতে পারে অর্থাৎ পিটিলে শুঁড়াইয়া যায় না, পাত হইয়া যায়, তাহাই মুদ্রা ধাতু ও মূল ধাতু। ভাবপ্রকাশ মতে “খর্পরঃ রূপাঙ্ক তাম্রাঙ্ক রত্নঃ বশদমেবচ। সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরি-সম্ভবাঃ।” খর্পর, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন, বশদ (দস্তা), সীস, লৌহ এই সাতটি গিরিসম্ভব মূলধাতু। এতদ্ভিন্ন যেগুলি ঘা সহিত পারে না, পিটিলে শুঁড়াইয়া যায়, সেগুলি কঠিন ও উপধাতু।

দস্তা ইংরাজী ধাতুশাস্ত্রানুসারেও মূলধাতু। ইহা দেখিতে নীলাভ-শ্বেতবর্ণ। ইহার বহির্ভাগ রূপার স্তায় উজ্জ্বল, ইহা কঠিন, ভাঙ্গিলে স্তরবৎ সংস্থান দেখা যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬.৮ গুণ। সামান্য উত্তাপে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ২২২° উত্তাপে ইহা নরম হইয়া ঘাতসহ হয় ও তাহা হইতে তার বা পাত প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু ৪০০° উত্তাপে ইহা আবার ভঙ্গপ্রবণ হয়। ৭৭৩° উত্তাপে গলিয়া তরল হয় এবং বহু-উত্তাপে ইহা উদ্বায়ুও হয়। দস্তা উদ্বায়ু হইয়া যে বাষ্পরাশিতে পরিণত হয়, তাহাতে বায়ু লাগিলে জলিতে থাকে, আলোক অতি উজ্জ্বল হয় ও পুড়িয়া Oxide of zinc নামক মিশ্রধাতু উৎপন্ন করে। দস্তা যদি খোলা পড়িয়া থাকে, তবে বায়ু লাগিয়া তাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় ও সীসার মত রং হইয়া যায়। লৌহে পিত্তলে বা তামার মরিচা ধরিলে যেমন ধাতুর হানি হয়, দস্তার তাহা হয় না।

বিক্রয়ার্থে যে দস্তা পাওয়া যায়, তাহাতে সীসা, লোহা, অক্সার, সৈঁকো ও তামা মিশ্রিত থাকে। দস্তা হইতে অম্ল-জান যোগে দেখিতে পশমের স্তায় Protonide of zinc বা ফুলদস্তা (Flowers of zinc), ক্ষারধাতুযোগে দেখিতে কাঁচকড়ার স্তায় Hydrated oxide of zinc, Sulphate of zinc (শ্বেতভূতে), Carbonate of zinc, Chloride of zinc (Butter of zinc বা মাখনবৎ দস্তা), গন্ধকের সহিত যোগে (Sulphate of zinc-blend), তামার সহিত (Brass) বা পিত্তল, রূপদস্তা (German silver) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

এক ধাতুতে লৌহের পাত কলাই করিয়া গৃহাদির ছাদ কবে। জলের কলের নল, টেলিগ্রাফের তার প্রভৃতিও ইহা দ্বারা কলাই করা হয়। ইহা গলাইয়া নানা বাসন, পয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মূর্তি, পুতলিকা প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা লৌহাদির বস্ততে দিবার জন্ত শ্বেতবর্ণ তৈলাক্ত রঙ্গ প্রস্তুত হয়। এদেশে মুসলমানগণের ব্যবহার্য অন্ন দানের

শুড়শুড়ি, রেকাব, গেলান, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। শেদ-টার বা দস্তার বড় বড় পাত বা চাদরে বাড়ীর ছাদের নর্দমার নল, বেড়া, বার্ণিষে যে কার্যে টিন ব্যবহৃত হয়, তৎ-স্থলে বেশী দিন স্থায়ী করিতে হইলে, স্পেলটার বা দস্তা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে জাহাজের তলা মোড়াই করা হয়। ইহা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া নানাবিধ দ্রব্য নির্মিত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে, যুরোপের প্রুসিয়া, বেলজিয়ম ও হলণ্ডে সর্কাপেক্ষা অধিক দস্তা উৎপন্ন হয়।

যুরোপে ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে দস্তা উৎপন্ন হইত না। ফ্রান্সের গ্রেন্সে (False silver) নামক এক ধাতুর উদ্দেশ্যে আছে। অনেকে ইহাকে দস্তা বলিয়া অসুমান করে মাত্র। ১৮শ শতাব্দীর পর্য্যন্ত পর্ভুগীজের ভারতবর্ষ ও চীন হইতে স্পেলটার ও তুতেনাগ নামে দস্তা লইয়া যুরোপে বিক্রয় করিত। তখন পিত্তল প্রস্তুত ভিন্ন ইহার আর কোন ব্যবহার ছিল না বা দস্তা যে একটা স্বতন্ত্র ধাতু, তাহা জানিত না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সিলভিষ্টার নামে এক ব্যক্তি প্রথম দস্তার পেটেন্ট প্রাপ্ত হন। আমেরিকার নিউজার্সি নামক স্থানের Red zinc বা রক্তবর্ণ দস্তাখনিই ভূবনবিখ্যাত।

দস্তার সাহায্যে Zincograph নামক এক প্রকার ছবি প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা কাগজ ফটোগ্রাফের স্তায় ছবি প্রস্তুত হয়। লিথোগ্রাফে যেমন পাথরে ছবি আঁকিতে হয়, ইহাতে তেমনি জিরস্টে আঁকিতে হয়। Zinc Ethyl নামক এক প্রকার তরল ধাতুও ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা বায়ু লাগিলে অগ্নি উঠে ও অতি কড়া গন্ধ বাহির হয়। ক্র্যান্ডল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তি ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন।

দস্তা হইতে ডাক্তার মহাশয়েরা নানারূপ তরল, কৃষ্ণ, স্নায়বৎ পদার্থ প্রস্তুত করিয়া নানারূপ রোগে ব্যবহার করেন। দস্তার রোগোপশমতা সর্বদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রেই দেখা যায়। দস্তানা (পারসী) হস্তাবরণী, অঙ্গুলিজ, হস্তে পরিধেয় পরিচ্ছাদ বিশেষ।

দস্তুর (পারসী) রীতি, ধারা, নিয়ম, পদ্ধতি।

দস্তুরী (পারসী) নগদ মূল্য প্রদান অথবা প্রাপ্য টাকার দ্রব্য বিক্রয়কালীন ক্রেতার ভৃত্য বিক্রেতার নিকট দিয়া পাওয়া তাহাকে দস্তুরী কহে।

দস্তা (পুং) দস্ততি উৎক্লিপতি “দক্ষিণাদিকমতি, দস্তা (ইষ্মুদ্বিদ্ধিস্তেতি। উণ ১।১৪৪) ১ উপসর্গক।

“পুরুণি দস্তো নিরিনাতি ব্যজ্রৈঃ” (শব্দ ১।১৪৮) “উপসর্গকমতি” (সায়ণ) দস্ত দর্শনে কর্ণপি শব্দ। ২ দস্তী।

“রাজেব দশ্য শিষ্যদোহি বিহিবি” (স্ক ১০৪৩২) ‘হে দশ্য দর্শনীয়েজ’ (সারণ) ৩ যজমান। ৪ চোর। ৫ হত্যাশন। (মেনিনী) ৬ খল। (শকর)

দশ্য (ত্রি) দসি দংসন দর্শনরোঃ, ততো মক্ দশ্যমিত্যাদ্রমকারত্ব বর্ণনাপত্য। তকারঃ। দর্শনীয়। “বীতরে দশ্যং কৃণোত্বধ্বং।” (স্ক ১৭৪৪) ‘যজ্ঞং দশ্যং সর্কৈদর্শনীয়ং’ (সারণ)

দশ্যবর্চস্ (ত্রি) দশ্যং বর্চঃ যন্ত। দর্শনীয়তেজা। “কুজোব-
দিশ্রোদশ্যবর্চঃ” (স্ক ১১৭৩৪) ‘দশ্যবর্চঃ দর্শনীয়তেজাঃ’ (সারণ)
দশ্য (ত্রি) দশ্য স্বার্থে যৎ। দর্শনীয়। “দ্যাকার দশ্যং
বচঃ” (স্ক ৮২৪২০)

দশ্যবেসহ (পুং) উপজব হেতু চোরের অভিভাবক। “বৃহ-
ত্রগং তুর্কীতি দশ্যবেসহঃ” (স্ক ১৩৬১৮) ‘দশ্যবেসহঃ অশ-
চপত্রবহতোচোরস্তাভিভাবিতা’ (সারণ)

দশ্য (পুং) দশ্যতি পরস্মাৎ নান্যরতীতি দর্শ-যুচ্ (যজ্ঞি মনি
শ্রদ্ধিদসিজনিতোযুচ্। উণ ৩২০)। ১ মহাসাহসিক,
ঢাকাইত। ২ খল। ৩ চোর।

“বিক্রোশন্তো যন্ত রাষ্ট্রাঙ্ঘ্রিস্তে দশ্যভিপ্রজাঃ।

সংপশ্যতঃ সভত্যন্ত মৃতঃ স নতু জীবতি ॥” (মহু ৭১৪৩)

ব্রাহ্মণদিবর্ণ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদিকারণে যাহারা
বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়, সাধুভাবীই হউক, আর
স্নেহভাবীই হউক, উহারা দশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
দ্বিজবিগর্হিত কর্ম ইহাদের জীবিকা। দশ্য জাতি কর্তৃক
আয়োগ্য জীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, উহারা সৈরিক
নামে খ্যাত হয়; এই জাতি কেশরচনাদি কার্যে সূচত্ব,
ইহারা প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীবী এবং
পাশদারা যুগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।
(মহু ১০৩১) ৫ কর্মবজ্জিত। “গন্ধিতে দশ্যজাত্য স্তবান্”
(স্ক ৬২৪৮) ‘দশ্যজাত্য কর্মবজ্জিতঃ প্রেরিতায়’
(সারণ) (ত্রি) ৬ উপক্ষেপক। (পুং) ৭ অশ্রু।

“চেতন্তে দশ্য তর্জণা” (স্ক ৯৪৭২)

১। স্কসংহিতায় অনেক মন্ত্রে দশ্য শব্দের উল্লেখ আছে।
কোন কোন স্থলে দশ্য শব্দ পাঠে বোধ হয়, অর্থাৎ হইতে
ভিন্ন কোন জাতি দশ্য বা দাস নামে অভিহিত ছিল, তাহারা
অর্থাৎ জাতির পূর্বে ভারতের নানাস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া
ছিল, বহুসংখ্যক গ্রাম নগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের
বাহুবলে আর্থাগণ অনেক সময়ে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল,
অনেক সময় তাহারা ই অশ্রু প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া-
ছিল;—ইহা যেন তাহাদেরই উচ্ছদ করিবার জন্য অবতীর্ণ
হইয়াছিলেন। আর্থাগণের প্রভাবে সেই ‘অনাস’ দশ্যাগণ

পরাজিত হইয়া কেহ বন জঙ্গলে দূর দেশে পলায়ন করিয়া
প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কেহ বা আর্থাগণের অধীনতা
স্বীকারপূর্বক আর্থ্যের সংস্রবে ক্রমে আর্থাগমাজত্ব
হইয়াছিল। নিম্নলিখিত মন্ত্রে দশ্যের সহিত আর্থা জাতির
কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, জানিতে পারা যায়।

“সং হ হ ত্যাদ্ অদমরো দশ্যৈরেকঃ কৃষ্টীরবনোরাখ্যায়।”

(স্ক ৬১৮৩)

হে ইহা! তুমি দশ্যদিগকে সীত্র স্বরূপে আনিয়াছ;
তুমিই আর্থাগণকে পুত্রদাসাদি দিয়াছ।

“বিষমাং সৌমধমানিহ দশ্যান্ বিশো দাগীরকৃণোরপ্রশস্তাঃ।”

(৫২৮৪)

হে ইহা! তুমি এই দশ্যদিগকে সমস্ত (সদৃশ) হইতে
বঞ্চিত করিয়াছ! তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিম্ননীয় করিয়াছ।

“অন্ততঃ অমায়ং অযজ্ঞানং অদেবযুঃ।

অব যঃ সখা হুধুভীত পর্কতঃ সুরায় দশ্যং পর্কতঃ ॥”

(স্ক ৮৫৯১০)

আমাদের মিত্র পর্কত কঠোর আঘাতে উর্দ্ধ হইতে দশ্যকে
নিপাতিত করুক, যে ভিন্নব্রতাবলম্বী, যাহার মনুষ্য নাই,
যে যাগযজ্ঞাদি করে না, অথবা দেবতাদিগকেও মানু না।

“আ ন ইহ পৃকসে অম্যাকং ব্রহ্ম উত্ততম্।

তৎ স্বা বাচামহে অবঃ শুকং যদ্ হরমাহুযম্ ॥

অকর্ম্মা দশ্যরতি নো অমন্ত্ররজ্ঞতো অমাহুযঃ।

সং তত্মামিহন বদ্যদাসস্ত দশ্যয় ॥” (স্ক ১০২২৭৮)

হে ইহা! আমরা এই যজ্ঞের সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছি,
যতক্ষণ না তৃপ্তি হয়, ততক্ষণ কর। আমরা তোমার নিকট
অন্ন প্রার্থনা করি, আর একপ বল চাই, বাহাতে অমাহুযকে
বিনাশ করিতে পারি। আমাদের চতুর্দিকে দশ্য আছে,
তাহারা যাগযজ্ঞাদি করে না, কিছু মানে না, তাহাদের কার্য্য
স্বতন্ত্র, তাহারা মাহুযের মধ্যেই নয়। হে অমিহা! তাহা-
দিগকে বধ কর। সেই দাসকে হিংসা কর।

“প্র অজ্ঞক্রমব্রহঃ সূর্য্যস্ত কুংসাক্ষ অজ্ঞদ বরিবো যাতবেহকঃ।

অনাসো দশ্যান্ অমুণো বর্ধেন নি হুর্ধোণে আবৃণ্ড্ মুধ্বাচঃ ॥”

(স্ক ৫২৯১০)

হে ইহা! তুমি পূর্বে সূর্য্যের একখানি রথচক্র ছেদন
করিয়াছিলে, অপর এক ধন লাভের জন্য কুংসকে দিয়াছিলে,
তুমি বজ্র দ্বারা সুখসৌন্দর্য্যহীন অর্থাৎ নাসিকারহিত দশ্য-
দিগকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে বধ করিয়াছিলে।

“নি অক্রতুন্ গ্রথিনো মুধ্বাচঃ পণী রপ্ৰকী অবৃধা অযজ্ঞান্।

প্র প্র তান্ দশ্যায়িবিবায় পূর্ব্বশকারাপরী অযজ্ঞান্ ॥” (স্ক ৭৬৩০)

যজ্ঞহীন, জলক, হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধিশূন্য, পশি নামক যজ্ঞরহিত দম্ভ্যগণকে দূর করুন। অগ্নি প্রেধান হইয়া বাহারা যজ্ঞ করে না, তাহাদিগকে হের্য করুন।

“ইন্দ্রাণী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধ্বংসম্।

সাকমেতেন কর্ণণা।” (ঋক্ ৩।২২।৬)

হে ইন্দ্রাণী! তোমরা এক উজোগেই দাসগণের নবতি সংখ্যক পুরী কল্পিত করিয়াছিলে।

“ত্বং শতান্তর শব্দরস্ত পুরো অঘহাপ্রতীনি দন্তোঃ।”

তুমি দম্ভ্য শব্দরের শতাদিক অপ্রতিম পুরী ধ্বংস করিয়াছ।

“প্রতি যদন্ত বজ্রং বাহোবা ধুঁ ইতী দম্ভ্যন পুর আরসীনিতারীং।”

(২।২০।৮)

যখন তাঁহার হস্তে বজ্র দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহা দিয়া দম্ভ্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

“উত দাসং কোলিতয়ং বৃহতঃ পর্কতাধি।

অবাহরিস্ত শব্দরম্।” (৪।৩০।১৪)

হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শব্দরকে বৃহৎ পর্কতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলে।

“অত্র দাসস্ত নমুচে: শিরো যদবর্ত্তয়ো মনবে গাতুমিচ্ছন।”

(৫।৩০।৭)

তুমি এই বৃদ্ধে মনুষ্যের স্তম্ভবর্জনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ।

“ত্রিরো হি দাস আয়ুধানি চক্রে কিং মা করয়বলা অন্ত সেনাঃ।

অন্তর্হি অথ্যহুতে অন্ত ধেনে অথোপ প্রেদু যুধয়ে দম্ভ্যমিচ্ছঃ।”

(৫।৩০।১৫)

দাস জীদিগকে নিজের অন্ত স্বরূপ করিয়াছিল, ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই ভাবিয়া) ইন্দ্র তাহার ছইটি প্রিয়তমা জীকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ সেই দম্ভ্যর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন।

বৃজ, শব্দর ও নমুচি প্রভৃতির দাস, দম্ভ্য ও অম্বর এই তিন আখ্যায়ই বেদে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে ঐ তিন শব্দই বৈদিক যুগে এক জাতিবোধক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। * [নমুচি, শব্দর ও বৃজ দেখ।]

ছান্দোগ্যোপনিষদে দম্ভ্য বা অম্বরজাতিসম্বন্ধে লিখিত আছে—

“তস্মাদপি অজ্ঞেহ অদদানং অশ্রদ্ধানং অঘজমানং আহ রাসুরো বতেতি। অম্বরানাং হোষোপনিষৎ প্রোক্ত শরীরং তিক্ষ্মা বসনেন অলঙ্কারেণৈতি সংস্কৃত্যেত্যেন জম্বং লোকং জেযন্তো মত্তন্তে।”

* সায়ণ কিন্তু দাস শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘দাসঃ বর্ণঃ পুমানিকঃ যথা দাসমূপকপরিভাঃ অধরং নিকৃষ্টমশ্রমম্।’

সেই অস্ত্র আজও যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্ঞহীন, তাহাকে অম্বর বা অম্বরধর্মী বলা হইয়া থাকে। অম্বরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম—তাহারা শব্দেহ অর্ধ, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া থাকে; তাহারা মনে করে যে এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই বুঝি এই লোকের পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল।

বাস্তবিক ভারতীয় অসভ্য ও স্লেচ্ছ জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“অস্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেহন্ধা।

পুত্ৰাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিবা ইত্যাদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।

বৈশ্বামিত্রা দম্ভ্যানাং ভুরিষ্টাঃ।” (৭।১৮)

তোমার বংশীয়গণ ভ্রষ্ট হইবে। ইহারাই অন্ধ, পুত্ৰ, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিবা ইত্যাদি উত্তরদিগবাসী অনেক জাতি। বিশ্বামিত্র হইতেই দম্ভ্যগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাসংহিতার (১০।৪৫) মতে—

“মুখবাহুরূপজ্ঞানঃ যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।

স্লেচ্ছবাচস্পার্ধ্যবাচঃ সর্কে তে দন্তবঃ স্ততাঃ।”

কুলুক টীকায় লিখিয়াছেন—

“ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্রিয়ালোপাদিনা যা জাতয়ে বাহ্য জাতা স্লেচ্ছভাষ্যুক্তা আর্ধ্যভাষোপেতা বা তে দন্তবঃ সর্কে স্ততাঃ।”

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি হেতু বাহারা জাতিচ্যুত হইয়াছে, স্লেচ্ছভাষী হউক, আর আর্ধ্যভাষী হউক, তাহারা সকলে দম্ভ্য বলিয়া গণ্য।

মহাভারতে সভাপর্কে লিখিত আছে—

“দরদান্ সহ কাষোজৈরজয়ং পাকশাসনিঃ।

প্রাপ্তন্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাপ্রিত্য দন্তবঃ।”

অর্জুন দরদৃদিগের সহিত কাষোজ ও উত্তরপূর্বে যে সকল দম্ভ্যজাতি বাস করিত, তাহাদিগকে জয় করিয়া ছিলেন।

জোগপর্কে আশ্রয়কৃত দম্ভ্য জাতির উল্লেখ আছে—

“দম্ভ্যানাং শ শিরজ্ঞাণৈঃ শিরোভিলু নমুচকৈঃ।

দীর্ঘকুর্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্তৈরঙজৈরিব।”

মহাভারতে শান্তিপর্কে ১৬৮ অধ্যায়ে দম্ভ্যসম্বন্ধে এই রূপ ইতিহাস আছে—

ভীষ্ম উবাচ।

“হস্ত তে বর্ত্তয়িষ্যেহমিতিহাসং পুরাতনম্।

উদীচ্যাঃ দিশি যদুস্তং স্লেচ্ছমু মমুজাধিপঃ।”

ব্রাহ্মণো মধ্যদেশীয়ঃ কশিদিবৈ ব্রহ্মবজ্জিতম্ ।
গ্রামঃ বৃদ্ধিযুতঃ বীক্ষ্য প্রাবিশদ্ ভৈক্ষকাস্কয়া ॥
তত্র দহ্যর্ধনযুতঃ সর্ববর্ণবিশেষাধিৎ ।
ব্রহ্মণাঃ সত্যাস্কশ্চ দানে'চ নিরুতাং তবৎ ॥
তত্র ক্ষয়মুপাগম্য ততো ভিক্ষামযাচত ।
গৌতমঃ সন্নিকর্ষণে দহ্যভিঃ সমতামিবাৎ ॥
তথা তু বসন্তস্তত্র দহ্যগ্রামে স্থখং তদা ।
কিমিদং কুরুষে মোহাদ্বিপ্রাংস্থং হি কুলোদ্বহঃ ॥
মধ্যদেশপরিজ্ঞাতো দহ্যভাবঃ, গতঃ কথম্ ।"

ভায় কহিলেন, আমি তোমাকে একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, উত্তরদিকে স্নেহদিগের মধ্যে যাহা ঘটয়াছিল। মধ্যদেশীয় এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণহীন অথচ সমৃদ্ধিশালী এক গ্রাম দেখিয়া ভিক্ষার আশায় তথায় প্রবেশ করেন। তথায় সকল বর্ণের সম্মানজন্য, ধর্ম্মশীল, সত্যবাদী ও দাননিরত এক ধনী দহ্য বাস করিত। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। (সেই ব্রাহ্মণ) গৌতম দহ্যদিগের নিকটে থাকিয়া ক্রমে তাহাদের মত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে স্তবে তিনি দহ্যগ্রামে বাস করিতে থাকেন, ইত্যবসরে আর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মোহাক্ত হইয়া একি করিতেছ? উত্তম মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ-বংশে তোমার জন্ম। তুমি কিরূপে এই দহ্যভাব প্রাপ্ত হইলে?

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, দহ্যজাতি স্নেহ বলিয়া গণ্য ছিল, তাঁহাদের সহিত বসবাস ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইত।

শাস্তিপুর্বে ৬৫ অধ্যায়ে দহ্যদিগের কর্তব্য এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—

"মাতাপিত্রোহি শুশ্রূষা কর্তব্য সর্বদহ্যভিঃ ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাত্মমবাসিনঃ ॥
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্তব্য সর্বদহ্যভিঃ ।
বেদধর্ম্মক্ৰিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥
পিতৃযজ্ঞস্তথা কৃণাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ ।
দানমর্চনং যথাকালং বিজ্ঞেভ্যো বিশ্বজ্ঞেং সদা ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ামুপালনম্ ।
তরণং পুস্তদারণাং পৌচমহোহএব চ ॥
দক্ষিণা সর্বযজ্ঞানাং জ্ঞাতব্য ভূতিমিচ্ছতা ।
পাকযজ্ঞা মহাহীশ্চ দাতব্যাস্তে সর্বদহ্যভিঃ ॥
এতান্নৈবশ্রকারাণি বিহিতানি পুরাণনব ।
সর্বলোকস্ত কৰ্ম্মাণি কর্তব্যানীহ পাণ্ডিব ॥

মাক্রাতোবাচ ।

দৃশ্যন্তে মামুবে লোকে সর্ববর্ণেষু দহ্যবঃ ।

শিক্ষাশ্বরে বর্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষপি ॥"

মাতা, পিতা, আচার্য্য, গুরু ও ভূমিপালের সেবা সকল দহ্যরই কর্তব্য। বেদামুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম করাই তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত। পিতৃযজ্ঞ, কৃপা, জলসত্র, শয়ন এবং যথাকালে ব্রাহ্মণদিগকে দান, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, বৃত্তি, জ্ঞাতিপালন, পুত্রভার্য্যাতির ভরণপোষণ, শৌচ, অজ্রোহ, সকল যজ্ঞে দক্ষিণাদান ও পাকযজ্ঞাদি সকল দহ্যরই দেয়। পুরাকালে এইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সকল লোকেরই এইরূপ কর্তব্য কর্তব্য। মাক্রাতা কহিলেন, সকল বর্ণের মামুবে মধ্যে দহ্য দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া চারি আশ্রমেই বর্তমান আছে।

দহ্যজুত (ত্রি) দহ্যভি জুতঃ। দহ্য কর্তৃক প্রেরিত, যাহারা দহ্যদিগের দ্বারা কুর্কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

"ন শর্দতে দহ্যজুতায় স্তবান।" (ঋক্ ৬২৪৮) 'দহ্যজুতায় কর্ম্মবজ্জিতৈঃ প্রেরিতায়।' (সায়ণ)

দহ্যতর্হণ (ত্রি) দহ্যদিগের দমনকর্তা।

"কহা চেতন্তে দহ্যতর্হণা।" (ঋক্ ৯৪৭২)

দহ্যভয় (পুং) দহ্যনাং ভয়ঃ। চোরভয়, ডাকাইতের উপজব।

দহ্যবৃত্তি (স্ত্রী) দহ্যনাং বৃত্তিঃ। চৌর্য্য, ডাকাইতি।

দহ্যসাৎ (অবা) দহ্যনামধীনঃ ভবতি সম্পত্ততে বা সতি। তদ্বরাধীন।

"অস্তাশ্চাকাশ এবহ্মা লোকোহয়ং দহ্যসাৎভবেৎ ।

পতেষু নরকং যোরঃ যদি রাজা ন পালয়েৎ ।"

(ভারত শাস্তিপু. ৬৮ অ.)

দহ্যহত্য (স্ত্রী) দহ্যনাং হত্যা যত্র। দহ্যদিগের হনন দ্বারা যুক্ত সংগ্রাম, যে সংগ্রামে দহ্য হত হয়। "প্র-ঋজি স্থানং দহ্যহত্যোষ্যবিধং" (ঋক্ ১৫১৫) 'দহ্যহত্যোষু দহ্যনা-মুপক্ৰণয়িতৃণাং হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা দহ্যনাং হননে নিমিত্তভূতেষু' (সায়ণ)

দহ্যহন (ত্রি) দহ্যং হন্তি হন-কিপ্। অসুরবিধাতক ইজ্ঞ।

"ন বজ্জতুদহ্যহা ভীমঃ" (ঋক্ ১১০.১১২) 'দহ্যহা দহ্যনাং উপক্ৰণয়িতৃণাং অসুরাণাং হন্তা' (সায়ণ)

দহ্য (পুং) দহ্যতি উৎকিপতি পাংশুনিতি দহ-রক্ (ক্ষয়ি

তকীতি। উণ্ ২১৩) ১ ধর, গর্দভ। স্রিয়াং জ্ঞাতিবাৎ ভীষ।

দহ্যতি রোগান্ দহ্যতি দহ উপক্ষেপে রক্। ২ অশ্বিনী-

কুমারদ্বয়, এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবিচিনাস্ত। ৩ বিষ্ণু সংখ্যা।

৪ বিজ্ঞ সংখ্যায়। ৫ অশ্বিনীনক্ষত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
হেতু দশ শবে অশ্বিনীনক্ষত্রকে বুঝায়। ৬ দর্শনীয়।

“দশা জঠরং পূণেতাং” (ঋক্ ৬।৩৯।৭) ‘দশা হৈ দর্শনীয়ায়
বিজ্ঞাবিষ্ণু’ (সায়ণ) অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ‘মধ্যে বিশেষ-
বাচী হইলে এই শব্দ একবচনান্ত হয়।

“নাসত্যশ্চৈব দশশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনীস্মৃতৌ ॥” (হরিব* ৯।৫৩)
৭ হিংস্র। (ক্ৰী) ৮ শিশির।

দশদেবতা (ক্ৰী) দশৌ অশ্বিনৌ অধিষ্ঠাতৃদেবতা যন্তাঃ।
অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম ২।২২)

দশসু (ক্ৰী) দশৌ অশ্বিনৌ স্মৃতে সৃ-ক্ৰিপ্। সংজ্ঞা, ইনি
স্বর্ঘ্যের পত্নী, ইহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন।

দহ (দেশজ) ১ নদীর অতি গভীর স্থান। ২ দক্ষ হওয়া।

দহকামল, বুন্দাবনের একটা গ্রাম। এইস্থান ত্রীকুক্ষের
লীলাস্থান। (ত্রীবুন্দাবনলীলামৃত)

দহদহা (ক্ৰী) কুমারামুচরমাতৃভেদ। (ভারত শাস্তি* ৪৭ অ*)

দহন (পুং) দহতীতি দহ-ল্যু। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ।
৩ ভগ্নাতক। ৪ দুইতেজা (পুং ক্ৰী) ৫ কপৌত। (ত্রি) ৬

দাহকমাত্র। (পুং) ৭ রুদ্রভেদ। (ভারত ১।৬৬।৩)
৮ কৃত্তিকানক্ষত্র। “দহনবিধিশতখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারণে”

(জ্যোতিষতত্ত্ব) দহ ভাবে লুট্। (ক্ৰী) ৯ দাহ, ভস্ম করা,
পোড়ান।

“ইতরো দহনে স্বকস্মণাং ববৃতে জ্ঞানমগ্নেন বহিনা।” (রঘু ৮।২০)

দহনকেতন (পুং ক্ৰী) দহনস্ত কেতনং ধ্বজইব। ধুম। (হেম)

দহনপ্লুট (ত্রি) দহনাদিব প্লুটং প্রোষণং যস্মাৎ। বৈজ্ঞক
প্রসিদ্ধ পদার্থ, বেলেস্তারা (Blister), ইহা দেহে প্রাদান
করিলে অগ্নিব হ্যার প্রোষণ অর্থাৎ ফোস্কা পড়ে।

দহনপ্রিয়া (ক্ৰী) দহনস্ত অগ্নেঃ প্রিয়া ৬তৎ। স্বাহাদেবী,
অগ্নিপ্রিয়া।

দহনবহুল (পুং) অগ্নি। ‘বহিঃজ্যোতির্দহনবহুলো হব্যবাহো-
হনলোহয়িঃ’ (হেম ৩।৬৫)

দহনবিটপী (ক্ৰী) লীঙ্গলিকা, ইষ-লীঙ্গলাগাছ।

দহনক্ষ (ক্ৰী) দহনং নাম ঋক্ষঃ। কৃত্তিকানক্ষত্র।

“যদা বিশাখাসু মনোজমদ্রী স্ততশ্চ ভানোর্দহনক্ষ যাতঃ।”
(বৃহৎসং ১০।১৬)

দহনসারথি (পুং) দহনস্ত সারথিঃ ৬তৎ। বায়ু।

দহনাগুরু (ক্ৰী) দহনায় অগুরু। দাহাগুরু, অগুরু দ্রব্যবিশেষ।

দহনারাতি (পুং) দহনস্ত অগ্নেঃ অরাতি শব্দঃ। জল,
অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি নির্মাণ হয়, এইজন্ত ইহাকে দহনা-
রাতি কহে।

দহনীয় (ত্রি) দহতে দহ-অনীয়স্। দাহ, দহনাহ।

দহনোপল (পুং) দহনায় বহুতৎপাদনায় ব উপলঃ প্রস্তুত-
খণ্ডঃ। সূর্য্যকাস্ত মণি। এই মণিতে সূর্য্যের কিরণ পতিত
হইলে অগ্ন্যুৎপত্তি হয়, এইজন্ত ইহার নাম দহনোপল হই-
য়াছে। কোন স্থলে দহনোপম এইরূপ পাঠ দেখা যায়,
দহন উপমা বস্ত। ইহারও অর্থ সূর্য্যকাস্তমণি।

দহনোক্তা (ক্ৰী) দহনস্ত উক্তা ৬তৎ। অগ্নির বিক্ষুব্ধ
রূপ উক্তা।

দহর (পুং) দহ-অর। ১ মুষিকা, মুচি। ২ স্বর। ৩ ভ্রাতৃ,
ভাই। ৪ বালক। (ক্ৰী) ৫ অতি হৃদয়। ৬* হৃদবো। “অথ
‘যদিদং দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরো হস্মিনস্তরাকাস স্তয়িন’
(ছান্দোগ্য* উঃ) ৭ নরক। ৮ বরুণ।

দহরপৃষ্ঠ (ক্ৰী) তৈত্তিরীয় সংহিতার অংশবিশেষ।

দহরসূত্র (ক্ৰী) বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ বা সূত্রবিশেষ।

দহরম্ মহরম্ (দেশজ) বহুতা, প্রণয়।

দহরাকাস (পুং) দহরং অকোশঃ কক্ষধাঃ। চিরাবাপ,
ঈশ্বর।

দহমান (ত্রি) দহ কক্ষণি শানচ্। যাহা দহ্য হইতেছে।

দহু (পুং) দহতীতি, দহ-বৃক্। (ক্ষয়িতকীতি। উৎ ২।১০
দাবানল, দাবাগ্নি। ২ অগ্নি। ৩ নরক। ৪ বরুণ। ৫ হৃদয়াকাস
“আয়ীক্ষিকী এতীবর্তা দগুনীতিস্তথৈবচ।

এবং ব্যাক্তয়স্মাসন্ প্রণবো হস্ত দহুতঃ ॥” (ভাগ* ৩।২৪।৪৪)

‘দহুতঃ হৃদয়াকাসাৎ’ (ত্ৰিধরস্বামী) ৬ জঠর। (ভাগ* ৪।২২।৩)

দহুগ্নি (পুং) দহুস্ত অগ্নিঃ। জঠরাগ্নি।

দা (ক্ৰী) দা-কিপ্। ১ দান। ২ রক্ষা। ৩ ছেদ। ৪ উপভোগ,
উত্তাপ। (দেশজ) ৬ গৃহকর্ষ্যে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ,
কাটারি।

দাই (দেশজ) ধাত্রী।

দাঙ্গি (আরবী) ১ আয়া (Milk-nurse)। ২ ধাত্রী।

দাউক, জলচর পক্ষীবিশেষঃ (Gallimula Madraspatana)

দাউদ (দেশজ) ১ দক্ষরোগ। [দক্ষ দেখ।] ২ বাইবেলকে
দেভিদ্ (David)। [দাবুদ দেখ।]

দাউদখাঁ, (দাবুদশা) যখন সেরশা-বংশীয় ইসলামশাহ দিল্লীর
সম্রাট, সেই সময় বাঙ্গালার সুরবংশীয় শেখ নবাব গায়দ
উদ্দীনকে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে বিনাশ করিয়া সুলেমান নবক
করাণীবংশীয় পাঠান বাঙ্গালার অধিপতি হন। ১৫৭২
খৃষ্টাব্দে সুলেমান করাণীর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর
পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরাজিদ রাজা হন। পর বৎসর
বরাজিদকে বিনষ্ট করিয়া পাঠান-সম্রাটেরা বরাজিদকে

কনিষ্ঠ দাউদকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। দাউদ রাজাভার লইয়াই দেখিলেন ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বরোহী, ২০,০০০ কামান ও ৩,৬০০ হস্তী আছে। এই সময় গোড়নগরের পরগণার তাহার রাজধানী ছিল। দাউদ নিজ সৈন্তবল দেখিয়া বিহারে সর্বত্র নিজ নামে যুগ্ম পড়িতে আদেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধযাত্রা ফিরিয়াই দাউদ গাজিপুয়ের সম্মিলিত জমানিয়া নামক মোগল-দুর্গ অধিকার করিলেন, এ সময়ে দিল্লীতে অকুবর সম্রাট ছিলেন। দাউদের বিবরণ শুনিয়া অকুবর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুন্ইম খাঁ ও রাজা টোডরমলকে পাঠান। মুন্ইম পাটনা অধিকার করিয়া বাঙ্গালার প্রবেশ করেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। পথে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলমারী (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠানসৈন্তের যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ অঃ); প্রথমে পাঠানদিগের জয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু টোডরমলের গুণে শেষে মোগলেরা জয়ী হয়। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। মোগলেরা অনুসরণ করিলে কটকের নিকট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন। মোগলেরা তাঁহাকে কটকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুন্ইম খাঁ ফিরিয়া আসিয়া তাণ্ডা হইতে গোড়ে রাজধানী পুনরায় তুলিয়া আনেন। মুন্ইম নিজে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় গোড়ে মারীভয় হয়। সেই মারীভয়ে মুন্ইম খাঁর মৃত্যু হইল। বাঙ্গালা মোগলরাজ্যভুক্ত হইল, গোড়নগরও অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। মুন্ইমের মৃত্যু শুনিয়া দাউদ কটক হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। মোগলসম্রাট হোসেন কুলিখাকে সেনাপতি করিয়া রাজা টোডরমলের সঙ্গে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। রাজমহলের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দাউদ বিনষ্ট হন। যুদ্ধে মোগলেরা জয়ী হইয়া (১৫৭৫ খৃঃ অঃ) দাউদের ছিন্নমস্তক অকুবরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেনকুলি খাঁই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইলেন।

দাউদনগর, গয়া জেলার আরজাবাদ উপবিভাগের প্রধান সহর। ইহা ২৫° ২'৩৯" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৪° ২৬'৩৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে শোণনদীর তীরে অবস্থিত। সহরের পথঘাট ভাল নহে। দাউদ খাঁর প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার নামে খ্যাত সরাই এই সহরের প্রধান অট্টালিকা। সম্ভবতঃ ইহা দুর্গরূপে ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। ছোট একটা ইমামবাড়া ও ব্যবসায়ের উপযুক্ত চৌতরা নামক চকবাটা বিখ্যাত। এখানে কাপড়, মোটা কার্পেট (গালিচা) ও কঞ্চল প্রস্তুত

হয়। দাউদনগরের ৪ মাইল দূরে গয়ার রাস্তার উপর একটা হুসর কারুকার্যখোদিত মন্দির আছে।

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই নগরের এইরূপ উল্লেখ আছে;—

“শোণনদপার্শ্বভাগে গয়াদেশে বিজ্ঞোক্তমাঃ।

দাহদনগরং ভাবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥

দাহদাখ্যাত্ত বনো শাপাৎ ভ্রষ্টচ কীকটে।

তেনৈব স্থাপিতব্যাত্ত গ্রাঃ সর্কজিনাস্পদঃ ॥ ২২ ॥

যুগসায়ং দাহদে চ যুদ্ধং ভাবি পরম্পরং।

স তেথর্বনৈঃ শাকং বিপ্রাঃ সংবৎসরাবধিঃ ॥ ২৩ ॥

কীকটৈস্ত্ত প্রার্থনায়াং সমতা ভাবিনীষয়োঃ।

শোণস্ত্ত তোয়ং পাত্তস্ত্ত সততং দাহদপ্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

দশবর্ষ সহস্রাণি গমিষ্যন্ত্ত কলৈর্ঘদা।

ভবিষ্যতি দাহদাখ্যাত্ত নগরস্ত্ত বনানশনং ॥ ২৫ ॥

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে কীকটাত্তর্কজী গয়াদেশবর্ণনে ষট্টিংশোধ্যায়।

শোণনদের পার্শ্বে, গয়াদেশে কলিকালে দাহদনগর প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাপভ্রষ্ট দাহদ নামক যবন কর্তৃক ঐ নগর স্থাপিত হইবে। সংবৎসরাবধি দাহদনগরে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ হইবে, পরে কীকটবাসিগণের প্রার্থনায় শান্তি স্থাপিত হইবে। দাহদনগরের প্রজারা শোণনদের স্রলই ব্যবহার করিবে। কলির দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে দাহদনগর ধ্বংস হইবে।

দাউদনগর গয়া হইতে ২০ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। আন্দগঞ্জ লইয়া ইহা একটা বৃহৎ গড়গ্রাম। প্রায় ৮০০ হাজার বাড়ী আছে। দাউদ খাঁর সরাই বাড়ীতে দুইটা প্রকাণ্ড ফটক আছে। দাউদের পুত্রের নাম আন্দদ, ইহারই নামানুসারে আন্দগঞ্জের নাম হইয়াছে। চৌতরা বাড়ীটা জিতল। প্রত্যেক তল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র। প্রত্যেক তলে ঢালু ছাদের বারান্দা আছে। ইহার প্রাচীর মৃত্তিকার, খুঁটি কাঠের, ছাদ খোলার। এখানে এখনও দেশীবস্ত্র প্রস্তুত হয় ও দেশবাসীরা তাহাই ব্যবহার করে। বিলাতী কাপড়ের বহুল ব্যবহারেও এদেশের লোকে এখনও দেশী কাপড় ছাড়ে নাই। এখানকার তাঁতীদিগকে জুড়িকের সময়ও গরকারী রিলিফ কার্যের সাহায্য লইতে হয় না। মোটা গালিচা ও কঞ্চলও এখানে প্রস্তুত হয়।

দাউদপুত্র, সম্রাট অকুবরের মৃত্যুর পর ও নাদিরশাহের অভ্যুদয়ের মধ্যকালে (১৬০৫—১৭৩৯ খৃঃ অঃ) দাউদ খাঁর পুত্রগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। ইহার দাউদপুত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং ইহাদের বংশীয় সকলেই ‘দাউদপুত্র’ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। দাউদপুত্রগণের বস্ত্রবরন ও সৈনিক

বৃষ্টিই উপজীবিকা। শিকারপুর অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। ভ্রমণশীল জাতির জায় ইহারা ঝাঁপুর, তরাই, সঙ্গর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিত।

মহরদিগের সহিত অনেক যুদ্ধের পর দাউদপুরের উত্তর সিদ্ধপ্রদেশে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় ইহারা এক প্রকার পুরুষাভূষ্মে সিদ্ধপ্রদেশের শাসনকর্ত্ত্ব ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্ত্বাদিগের সহিত তাঁহাদের সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত। এই গোলযোগ নিরারণের জন্ত আহাঙ্গীর সিদ্ধপ্রদেশে অস্থায়ী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তৎপরে দাউদপুরেরা ১৬৫৮ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিদ্ধপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

দাউদপুর, প্রতাপগড় জেলার একটা গ্রাম। এখানে দাউদখাঁ কর্ত্ত্বক নির্মিত অনেক ইষ্টকের ভগ্নদুর্গ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, আলাউদ্দীন খিলজীর সময় এই সকল দুর্গ প্রস্তুত হয়।

দাউদমর্দন (দেশজ) দক্ষমর্দন গাছ। (Cassia alata)

দাউলিয়া (দেশজ) শত্রুকর্ত্তনকারী।

দাঁও (দেশজ) সুযোগ, সুবিধা।

দাওয়া (আরবী) ১ অধিকার, স্বত্ব। ২ খোলার ঘরের সমুখস্থিত ঢালার মধ্যস্থ ভূমিখণ্ড।

দাঁড়ি (দেশজ) ১ নৌকাদণ্ড, বহির্জ। ২ পক্ষী রাখিবার জন্ত খাত বা কাঠময় দণ্ড।

দাঁড়কাক (দেশজ) দ্রোণকাক।

দাঁড়ঘরা (দেশজ) গীতবাগ্ন জন্ত মন্দিরের নিকট চতুষ্কোণাকার নারগা বা মণ্ডপবিশেষ।

দাঁড়া (দেশজ) ১ রীতি। ২ প্রথা। ৩ ব্যবহার। ৪ আচরণ। ৫ মেরুদণ্ড। ৬ শিরদাঁড়া। ৭ দণ্ড।

দাঁড়াগুলি (দেশজ) কাষ্ঠনির্মিত ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ, ইহা দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ, প্রথমটা এক অনতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠদণ্ড, ইহারই নাম দাঁড়া। দ্বিতীয়টা কাষ্ঠময় কন্দুক, ইহার নাম গুলি।

দাঁড়াগোপাল (দেশজ) জীলোকদিগের একরূপ ব্রত বা মানত বিশেষ। স্বামী বা পুত্রগণ কোন দেশে পলাইয়া গেলে তাঁহারা এইরূপ দাঁড়াগোপাল মানিয়া থাকে। পুত্র বা স্বামী আসিলে প্রথমেই তাহাকে বসিতে নী দিয়া পান ও সুপারি দ্বারা জীলোকেরা দাঁড়াগোপাল ব্রত করিয়া থাকে।

দাঁড়ান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওন।

দাঁড়ী (দেশজ) ১ নৌকাবাহক। ২ অঙ্গলোক। ৩ তুলাদণ্ডের কাষ্ঠ। ৪ পূর্ণচ্ছেদবোধক (।) এই প্রকার চিহ্ন।

দাঁড়াপ বা দাঁড়াশ (দেশজ) একপ্রকার সর্প (Coluber baerformis)

দাঁড়ীপাল্লা (দেশজ) তুলাদণ্ড, মানযন্ত্র।

দাঁড়ীকোট (দেশজ) একপ্রকার ক্রীড়াবিশেষ। এই খেলা একপায়ে যাইতে যাইতে খেলিতে হয়।

দাঁত (দেশজ) দন্ত, দশন, রদন।

দাঁতকড়া (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ, দন্তশূল, দাঁতের গোড়া ফোলা রোগ।

দাঁতকপাটী (দেশজ) পীড়া ও দোর্দল্যাদিজনিত দন্তরোগ।

দাঁতখামাটী (দেশজ) ক্রোধবাজক অধর দংশন।

দাঁতন (দেশজ) দন্তধাবন, দন্তমার্জন। ২ মেদিনীপুরের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন গ্রাম। [দন্তপুর দেখ।]

দাঁতনকাটি (দেশজ) দন্তধাবনার্থ ব্যবহৃত ক্ষুদ্রশাখা।

দাঁতলসা (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতশূল (দেশজ) দন্তরোগবিশেষ।

দাঁতাল (দেশজ) দন্তযুক্ত, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট, দন্তর।

দাঁতি (দেশজ) ১ লঘুবলুগা। ২ বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাঁতুয়া (দেশজ) বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দেঁতো (দেশজ) দন্তর, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট।

দাক (পুং) দদতি দক্ষিণামিতি দাক, (কৃ দা ধা) বার্তিকলিত্য কঃ। উণ্ ৩।৪০। ১ যজমান। ২ দাতা।

দাক্ষ (ত্রি) দক্ষস্তেনং অণ্। ১ দক্ষসম্বন্ধীয় যজ্ঞাদি। দাক্ষীণ্য স্তব্যঃ অঙ্গো লক্ষণং বা ইঞস্তাৎ অণ্। ২ দাক্ষিসমুদায় ৩ তদঙ্গ। (ক্রী) ৪ তল্লক্ষণ। দাক্ষে ছাত্রাঃ 'ইঞস্' ইতি অণ্। ৫ দাক্ষির ছাত্রসমূহ, দাক্ষির ছাত্র অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত। দাক্ষেরাগন্তঃ অণ্। (ত্রি) ৬ দাক্ষি হইবে আগত। ৭ দাক্ষির দণ্ডপ্রধান মানবের অন্তঃবাসী (শিষ্য)। দাক্ষক (পুং) দাক্ষেরিদং গোত্রচর্য্যং বুঞ্। ১ দণ্ডপ্রধান মানবাস্তেবাসি, ব্যতীত তৎসম্বন্ধী। দণ্ডপ্রধান মানবাস্তেবাসী বুঝাইলে অণ্ প্রত্যয় হইবে, বুঞ্ হইবে না।

দাক্ষীণ্যঃ বিষয়ো দেশঃ রাজত্বাদিষ্যৎ বুঞ্। দাক্ষির বিষয় দাক্ষায়ণ (পুং ক্রী) দক্ষস্ত গোত্রাপত্যং ইঞ, যুনি কঃ। দক্ষের যুবা গোত্রাপত্য। দক্ষস্ত ইদং দাক্ষং তল্ল অরনক্কেতি ২ স্ববর্ণাদি অলঙ্কার। "দাক্ষায়ণং দক্ষিণা।" (কাত্যায়ন শ্রৌ ৪।৪।২৮) "দাক্ষায়ণং স্ববর্ণমুচ্যতে" (কর্ক)। ৩ ভূষণ। "যো বিততি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং।" (শুক্লযজু ৩৪।৫১) "দাক্ষায়ণশব্দোহলঙ্কারার্থঃ।" (বৈদদীপ)।

৪ দক্ষকৃত যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞের কথা শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে।

"ভগ্নদনেন দোহযজত তন্মাদ্ দাক্ষায়ণোবজ্ঞোনাদ্।" (শতপথব্রাহ্ম ২।৪।৪।)

দাক্ষিণ্যভক্ত (পুং) দাক্ষিণ্যভক্ত বিষয়ে দেশঃ এষু কাৰ্য্যা-
দিভ্যং ভক্ত। তদীয় দেশরূপ বিষয়।

দাক্ষিণ্যবজ্র (পুং) দাক্ষিণ্যবজ্র যজ্ঞঃ। দক্ষবজ্র।

দাক্ষিণ্যনি (ত্রি) দাক্ষিণ্য-ইনি। স্বর্ণযুক্ত।

“দাক্ষিণ্যী ব্রহ্মহতী বেণুবান্ সন্মতুলঃ।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

“দাক্ষিণ্যং স্বর্ণং তদন্ত্যাতীতি ইনি, দাক্ষিণ্যী।” (মিতাক্ষর)

দাক্ষিণ্যী (স্ত্রী) দক্ষত্ব অগত্যং স্ত্রী দক্ষ-কিঞ, গোরা* ভীষ্।

১ অশ্বিনী প্রভৃতি রেবতী পর্যন্ত ২৭টি তারা। ২ চূর্ণা।

৩ রেহিণীনকত্র। ৪ দক্ষকত্র মাত্র। ৫ দত্তীবৃক্ষ। ৬ অদিতি,

কল্পপত্নী। ৭ কক্ষ। ৮ বিনতা। (ভারত ১২২৫)

“দক্ষ তেবামারভ্য প্রজাঃ সমুখিবর্জিতাঃ।

তত্র দাক্ষিণ্যীপুত্রাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাঃ।” (বরাহপুং)

দাক্ষিণ্যীপতি (পুং) দাক্ষিণ্যীনাং অশ্বিনাদি নক্ষত্রাণাং
পতিঃ ভক্ত। চন্দ্র।

দাক্ষিণ্যীরমণ (পুং) রময়তীতি রম-ল্য। দাক্ষিণ্যীনাং
রমণঃ চন্দ্র।

দাক্ষিণ্য (পুং) দাক্ষিণ্যং অদিতৌ ভবঃ যৎ। আদিত্য।

দাক্ষিণ্য (পুং) দক্ষাযা এব স্বার্থে অণ্। গৃধ্র।

দাক্ষি (পুং স্ত্রী) দক্ষত্ব গোত্রাপত্যং ইঞ্। দক্ষের অপত্য।

ঘোষাদি পরে থাকিলে এই দাক্ষি শব্দের আদ্যাদাত্তা হয়।

যথা দাক্ষিঘোষ, দাক্ষিকক্স ইত্যাদি।

দাক্ষিকক্ষ (স্ত্রী) দাক্ষিণ্যং কক্ষ, (সংজ্ঞায়কস্বাধীনরম্। পা
৩।৪।২০) ইতি উনীনরভাভাবাৎ ন ক্লীবতা। বাল্লীক। (ভরত)

দাক্ষিকর্ষ (পুং) গ্রামবিশেষ।

দাক্ষিকূল (স্ত্রী) এক গ্রামের নাম।

দাক্ষিণ (ত্রি) দাক্ষিণ্য প্রয়োজনমন্ত অণ্। ঋতুগ্রহাঙ্ক
হোমতর্ক। “অথ প্রাপ্তিরেত্য গাইপত্যং দাক্ষিণ্যনি
হুহোতি।” (শত* ব্রা* ৪।৩৪।৬)

দাক্ষিণ্যক (পুং) দাক্ষিণ্যং কক্ষসমাপ্তৌ, ত্রব্যাদানরূপায়াং
ক্রিয়ায়াং প্রস্তুতঃ, দাক্ষিণ্যমার্গেণ চন্দ্রলোকঃ গচ্ছতি বা* বুঞ্।

১ দক্ষিণাত্যপর। ২ চন্দ্রলোকগামী। ৩ বক্ষবিশেষ, বক্ষ তিন
প্রকার—প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞাতিক ও দাক্ষিণ্যক। [বক্ষ দেখ।]

দাক্ষিণ্যশাল (ত্রি) দক্ষিণ্যশালায়াং ভবঃ। দক্ষিণ্যারী গৃহ।

দাক্ষিণাত্য (ত্রি) দক্ষিণ্য দক্ষিণাত্যং দিশি ভবঃ দক্ষিণ্য ত্যক্
(দক্ষিণ্য পশ্চাৎ পূরসন্ত্যাক্। পা ৪।১।৩৮) ১ দক্ষিণদেশো-
ভব। ২ নারিকেল। (রাজনি*) ৩ দক্ষিণদিক্। ৪ দক্ষিণ-
দেশবাসী। ৫ দক্ষিণদেশের অন্তর্ভুক্ত। ৬ দক্ষিণরাজ্য।

১০। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশকে সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য
বলে। বিদ্যাপর্যন্তমালা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব-

পশ্চিমে বিস্তৃত থাকায় ভারতবর্ষ উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে বিভা-
বতঃ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তরখণ্ডকে আৰ্য্যাবর্ত
[আৰ্য্যাবর্ত দেখ।] ও দক্ষিণখণ্ডকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়।
যে অল্প উত্তরখণ্ডের আৰ্য্যাবর্ত নাম হইয়াছে, সেরূপ কোন
কারণে দাক্ষিণাত্য নাম হয় নাই, কেবল দক্ষিণদিকবাহিত
বলিয়াই ইহাকে দাক্ষিণাত্য বলে। এক সময়ে নন্দী নদী
হইতে কৃষ্ণা নদীর অন্তর্গত ভূখণ্ডমাত্রকে দাক্ষিণাত্য বলিত,
কিন্তু কালে তাহা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য-ভারত একটা বৃহৎ উপদ্বীপ, ইহার পশ্চিমে
আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর,
কেবল উত্তরে বিদ্যাপর্যন্তমালা ও আৰ্য্যাবর্ত নামক উত্তর-
ভারত। এই উপদ্বীপটি ত্রিকোণাকার, ইহার শৃঙ্গের নাম
কুমারিকা বা কছাকুমারী অন্তরীপ সর্বদক্ষিণাংশে ভারত
মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার ভূমিভাগ বিদ্যা-
পর্যন্তমালা। এই ত্রিভুজাকৃতি দাক্ষিণাত্য স্বভাবতঃ একটা
দুর্ভেদ্য দ্বীপবৎ রক্ষিত। ইহার উত্তরে যেমন বিদ্যাপর্যন্ত-
মালা পূর্বপশ্চিমে এক সমুদ্রকূল হইতে অপর সমুদ্রকূল
পর্যন্ত বিস্তৃত, সেইরূপ পশ্চিমপার্শ্বে সমুদ্রতীর হইতে
কিছু দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গড়ে ৪ হাজার ফিট, উচ্চ
পশ্চিমঘাট বা সহ পর্বতমালা। এরূপ পূর্বেও পূর্বঘাট
পর্বতমালা এবং দক্ষিণে উভয় পর্বতের মিলনস্থলে নীলগিরি
ও মলয়পর্বত। পশ্চিমঘাটের পশ্চিমে একবারে সমুদ্রের
কূলে যেমন অপ্রশস্ত ভূখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আছে,
সেইরূপ পূর্বঘাটের পূর্বেও পশ্চিমাপেক্ষা কিছু অধিক
বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে এবং নীলগিরি ও মলয়ের দক্ষিণেও
আছে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোপকূলকে মলবার (মলয়বর?)
উপকূল এবং পূর্বউপকূলকে করমণ্ডল উপকূল বলে।
যত নদী সমস্তই পূর্বাভিমুখে পূর্বঘাটের মধ্য দিয়া বঙ্গোপ-
সাগরে পড়িতেছে। প্রধান প্রধান নদীর মধ্যে নন্দী,
তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার (পোন্নৈয়ার) ও কাবেরী
বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে প্রথম ছইটা মাত্র পশ্চিমমুখে
প্রবাহিত হইয়া আরবসাগরে পড়িয়াছে। পূর্বোপকূলের
ভূমি নদীবাহিত পলিমৃত্তিকায় উৎপন্ন, কিন্তু পশ্চিমোপকূলের
ভূমি সেরূপ নহে। ইহা স্থানে স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাতশয়
উচ্চ এবং পশ্চিমঘাটের এক একটা শাখা পর্বত একবারে
সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত, কোন কোনটা বা একবারে
সমুদ্রের জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আৰ্য্যাবর্ত সম্বন্ধে যতটা পাওয়া
যায়, দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে আবার ততটা পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয়

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্বে প্রত্নতত্ত্ববিদগণের গবেষণায় এবং প্রাচীন মন্দির ভগ্নাদির অস্তিত্ব হইতে এখানকার বাহ্য কিছু ইতিহাস জানিতে পারা যায়। হিন্দু পুরাণাদি ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি 'হইতেও গল্প-বিজড়িত কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। রামায়ণোক্ত রাম-কর্তৃক দাক্ষিণাত্যবিজয়ের পূর্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানা যায় না। রঘুবংশের রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে দাক্ষিণাত্যের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাকে ঠিক রামের পূর্ব-বর্তীকালের অবস্থা বলিয়া না ধরাই যুক্তিসঙ্গত, তাহা রঘুবংশের গ্রন্থকার কালিদাসের সমসাময়িক অবস্থা বলিয়া ধরিলেই ভাল হয়। রামায়ণ মহাভারতাদির সময়ে দাক্ষিণাত্যের সমস্তাংশ যে লোকবাস ছিল না, তাহার প্রমাণ আছে।

খৃষ্ট জন্মের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এবিষয়ে বিচার করা সুবিধাজনক। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে বাহ্য কিছু জানা যায়, তাহাই হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন খোদিত লিপি ও প্রাচীন গ্রীকদিগের লিখিত বিবরণাদির উপর নির্ভর করিতে হয়।

গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে খৃষ্ট জন্মের পরবর্তী ব্যাপার কিছু কিছু জানা যায়। খৃষ্টীয় ৮০ হইতে ৮৯ বৎসর মধ্যে "পেরিপ্লাস্" নামক গ্রীকদিগের বাণিজ্য বিবরণ পুস্তক লিখিত হয়*। অনেকের মতে এই গ্রন্থ এরিয়ান কর্তৃক লিখিত। পূর্বে গ্রীকেরা ভারতে আসিতে হইলে গ্রীস হইতে বাহির হইয়া মিশর, আরব, আফ্রিকা, পারস্য, বেলুচিস্তান প্রভৃতি দেশের কোন কোন স্থানে জাহাজ লাগাইত, এই গ্রন্থে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা আছে, তৎপরে সর্বপ্রথমে ভারতোপকূলে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিয়ে ধারাবাহিকরূপে সংক্ষেপে উক্ত হইল। তাহা হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা কি ছিল, তাহা উপলব্ধি হইবে।

১। স্কাইথিয়া (Skythia) (থক) দেশের উপকূল-বর্তী সিন্ধু (Sinthas) নদীর মোহানা—ইহাই সিদ্ধ নদীর মোহানা। পার্শ্বের (Pasirees) অন্তর্গত পাসিরা (Pasira) নামক ক্ষুদ্রসহরের কিছু দূরে বগিসরা (Bagisara) নামক বন্দর ছিল। ইহা বর্তমান উর্মরা বা অরবা নামক অন্তর্ভূত উপরে ছিল। এই স্থান হইতে গ্রীকপোত সিদ্ধ মোহানায় প্রবেশ করিত। এখানকার জল খেতবর্ণ। খেত-বর্ণ জল দেখিলেই নাবিকেরা সাবধান হইত, কারণ এখান-

কার সমুদ্র জলে অজস্র সর্প ভাসিয়া বেড়াইত এবং একটু দূরে পারস্যের দিকে একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় 'গ্রাট' (Graai = গ্রাহ) কুস্তীর দেখিতে পাইত। নদীর মধ্য যুগ ব্যতীত আর সাতটা শাখা ছিল। মধ্য মুখের উপর 'ব্রুর্করিকন' (Barbarikon) নামক একটা বিখ্যাত বাণিজ্যবন্দর ছিল।

২। মীননগর (Minnagar) উক্ত বন্দরের সমুপে একটা ক্ষুদ্রদ্বীপে এই নগর অবস্থিত ছিল। এই নগরই তখন শকরাঙ্কোর (Skythia) রাজধানী ছিল। তখন পারদরাজগণ (Parthian princes) এখানে রাজত্ব করিতেন। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত।

৩। আরিয়াকি (Ariake) 'মোম্বারোস' (Mombaros) প্রদেশের 'আরিয়াকি' (Ariake) একটা বিভাগের নাম। 'আরিয়াকি' টলেমির মতে 'লারিকি' নামে খ্যাত। 'লারিকি' ইয়ুলের মতে 'লাট' বা 'লার' দেশ, গুজরাট প্রদেশের অধিকাংশ প্রাচীনকালে লাট নামে খ্যাত ছিল। পণ্ডিত ভগবান্ লাগ ইঞ্জলীর মতে 'আরিয়াকি' সংস্কৃত 'অপরাস্তিক' শব্দের গ্রীক নাম। পশ্চিম সমুদ্রপৃষ্ঠবর্তী প্রদেশ পুরাতন 'অপরাস্ত' নামে বর্ণিত হইয়াছে। 'মোম্বারোস' হইতেই বর্তমান 'মুম্বাই' বা বোম্বাই শব্দ উৎপন্ন।

৪। আবিরিয়া (Aberia) মোম্বারোসের পরে দেশে অভ্যন্তর ভাগে স্কাইথিয়ার এই অংশ অবস্থিত। ইহা সংস্কৃত "আতীর" দেশ। এই আতীরদেশের সমুখবর্তী সমুদ্রোপকূলই 'সুরস্ট্রেনে' (Surostrene) ইহাই সংস্কৃত স্বাষ্ট্র সুরাস্ট্রদেশের রাজধানীর নামও তখন মীননগর ছিল। এ মীননগর হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র বিক্রয়ার্থ বকুগঞ্জ (ভক্কর) সহরে আসিত।

৫। অষ্টকপ্র (Astakapra) ইহা বকুগঞ্জ সহরে (Barugaza বর্তমান ভরোচের) বিপরীত দিকে অবস্থিত এই নগরের সংস্কৃত নাম ইয়ুলের মতে 'হস্তকবপ্র' বা 'হস্তবপ্র'। ইহাই বর্তমান ডাউনগরের নিকটবর্তী 'হাথ' নামক স্থান।

৬। মই (Moais) অষ্টকপ্রের পর এক নদী, এই নদী বিস্তৃত মুখ ও তন্মধ্যে বামদিকে 'বইওনিস' নামে একদীপ "মইস" নদী বর্তমান 'মহী' এবং ঐ দ্বীপটা সম্ভব 'পেরম' দ্বীপ†।

* Indian Antiquary. Vol. VIII, pp. 138—161.

† Indian Ant. Vol. VIII, 1879, 141 'পেরিমােস' দেশের দক্ষিণমুখে অরবর হইবার বর্ণনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে নদী উত্তরবর্তী স্থান বোধ হয়; তাহা হইলে 'মইস' 'মহী' হইবে না। তবেই সম্ভব, বই পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়া জাহাজ তখন সর্বদায় প্রবেশ করিত।

৭। নম্নদীওস্ (Namnadios)—উক্ত দ্বীপ হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া এই নামে একটা নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরুগজ সহরে ঝাওয়া যায়। এই নদীই বর্তমান নম্নদা নদী।

৮। বরুগজ (Barugaza) সহর। ইহাই নম্নদাতীরস্থ প্রাচীন বিখ্যাত বন্দর। ইহার বর্তমান নাম ভরোচ। অধ্যাপক উটলসনের মতে ‘ভুগুক্ষেত্র’ বা ‘ভুগুকচ্ছ’ শব্দের অপভ্রংশ। বৃহৎসংহিতার ভরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। ভুগুবাণীয়েরা যেখানে বাস করিতেন, তাহাই ভুগুক্ষেত্র। গুজরাটে, কচ্ছ প্রদেশে ও ভরোচ জেলার এখনও অনেক ভার্গব ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহার এক্ষণে দরিদ্র ও মূর্থ। মূর্খের মুখে “ভুগুক্ষেত্র” ক্রমশঃ ‘ভুগুছত্র’ ‘ভুগুকচ্ছ’ ‘ভুগুকছ’ ‘ভরুকচ্ছ’ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীকদিগের মুখে এই ভরুকচ্ছ “বরুগজ” নাম হইয়াছে।

৯। দখিনাবাদ্ (Dakhinabads) বরুগজ হইতে দক্ষিণ-মুখে যে দেশ তাহারই নাম। ইহারই সংস্কৃত নাম ‘দক্ষিণাপথ’। এই দেশের অভ্যন্তরভাগ মরুময়, পার্শ্বত্যা এবং ব্যাঘ্রাদি স্থাপদ, ভীষণ সর্প ও বানরাদি পূর্ণ। ইহার অপরদিকে গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ।

১০। ‘পৈঠান’ (Paithan) বরুগজ হইতে দক্ষিণে ১১ দিনের পথ দূরে এই সহর অবস্থিত এবং ইহার পূর্বে দশদিনের পথ দূরে ‘তগর’ (Tagara) সহর অবস্থিত। এই দুই সহর দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্য স্থল। এই ‘পৈঠান’ প্রতিষ্ঠান শব্দের অপভ্রংশ এবং তগুর বর্তমান ‘কুনার’। এই দুই স্থানে বস্ত্রশিল্পের বড়ই প্রাচুর্য্য ছিল।

১১। ‘লিমুরিক বা দিমুরিক (Limurike or Dimurike) বা দিমুরিক দাক্ষিণাত্যের পূর্ববর্তী একটা বিভাগ। সম্ভবতঃ ইহাই তামিল বা দ্রাবিড় দেশ। [তামিল দেখ।]

১২। কল্লিএন (Kalliena) বর্তমান ‘কল্যাণ’ ইহা এখন বোম্বাইয়ের নিকট অবস্থিত। এক সময়ে ইহা বিখ্যাত ছিল। অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত নৌসরিপ (Nausaripa) বর্তমান সুরাটের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত নৌসরি নামক স্থান। সোপ্পরা (Souppara) বসাইর নিকটবর্তী স্পপ্পরা নামক স্থান, পৌরাণিক স্থানিক দেশ। এখানে তামা ও তিল উৎপন্ন হইত ও পোষাকের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

১৩। সেমুল (Semulla) ইয়ুলের মতে ইহা বর্তমান বোম্বাই হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণে চেনবল বা চোল নামক

বন্দর, কিন্তু পণ্ডিত ইন্ডজীর মতে ইহা বর্তমান ‘চিম্বলা,’ অনেক খোদিতলিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ঐ স্থানের পর দিমুরিকের নিকট পর্য্যন্ত কয়েকটা ক্ষুদ্র স্থানের উল্লেখ আছে, সেগুলি বর্তমান গোয়া হইতে বোম্বাইয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি এই— হিপ্পোকৌর (Hippokoura) বর্তমান ‘বোডাবন্দর’, মন্দগর (Mandagar) বর্তমান ‘রাজপুর’, পলৈপতম্ (Palaipatm) বর্তমান ‘বছুট’, মেলিজেইগর (Melizeigara) বর্তমান জয়গড়, বুজানটিয়ম্ (Buzantium) বর্তমান বিজয়দুর্গ, তোগরোন (Togaron) বর্তমান দেব-গড়, (ইহা বিজয়দুর্গের নিকট), তুরনোসবোয়া (Turon-nosboa) ইয়ুলের মতে ইহাই বর্তমান বলা বা তিরকল্ নদী। এতদঞ্চলে মালবনের (Malwan) নিকটে তীরের কাছে প্রথম দ্বীপের নাম সিকুদুর্গ। ইহারই পর একটা ক্ষুদ্র দ্বীপকে ইংরাজীতে এখন বারট আইল্যান্ডস্ (Burut Islands) বলে। ইহারই মধ্যে ভিংগোলা (Vingorla) পর্য্যন্ত বিশেষ খ্যাত। পেরিপ্লাসে এই পর্য্যন্ত সেসিক্রিয়েনই (Sesikrienai) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

১৪। ঐগিদিওন্ (Aigidion) গোয়ার নিকটবর্তী ঐগিদিয়াই দ্বীপ, কিন্তু ইয়ুল বলেন যে সদাশিবগড়ের দক্ষিণবর্তী ‘অঙ্গদ্বীপ’।

১৫। নোর (Naura) ইহা দিমুরিকের অন্তর্গত। বর্তমান হোনবর কখন কখন ওনোর রূপেও লিখিত হয়। ইহা শরাবতী নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত।

১৬। মিড্র (Nitra) দিমুরিকের প্রথম বন্দর। মূলতের মতে বর্তমান মিরজান বা কোমতা, কিন্তু ইয়ুলের মতে ইহা মঙ্গলুর। এই স্থানের আর কয়েকটা স্থান এই— মুজিরিস (Muziris) নামক নগরে ঐরিয়াকি ও মিশর হইতে আগত জাহাজ দাঁড়াইবার স্থান ছিল। ক্যাল্ডুয়েলের মতে ইহাই বর্তমান মুইরিকোটা (muyire-kotta)। কেরো-বোত্রসের (Kerobotros) রাজ্যে ইহা অবস্থিত। তুণ্ডি (Tundy) এই রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর ছিল। ইহা বর্তমান তুণ্ডি ও নেলকুণ্ডা (Nelkunda), তখনকার একটা প্রধান বন্দর, ইহা বর্তমান কুণ্ডা নামক স্থান। কেরো-বোত্রসের সংস্কৃত নাম কেরলপুত্র। কেরলপুত্র-রাজগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিতেন, সেইস্থানে এখন মলয়ালম্ ভাষা প্রচলিত ও তাহাই প্রাচীন কেরলরাজ্য। কেরুর (Kuroura) নগর (বর্তমান ‘করুর’ নগর) তাহাদের রাজধানী ছিল। নেলকুণ্ডা পাণ্ড্য রাজগণের অধিকারে ছিল। মহারা

(তামিল) বা মথুরা (সংস্কৃত) সহরে ইহাদের রাজধানী ছিল। এই বন্দরের নিকটে নদীর মোহনায় যেখানে জাহাজাদি থাকিত, তাহা বকরি (Bakare) বা বেকার (Becare) নামে খ্যাত ছিল; ইহার বর্তমান নাম মুন্সরের মতে মর্করি। সেকালে বরুগঞ্জ ও নেলকুণ্ডার স্থায় বৃহৎ বাণিজ্যস্থান দাক্ষিণাত্যে আর ছিল না।

১৭। পরলিয়া (Paralia) ইহা একটা প্রদেশের নাম। ইহা বর্তমান কালে দক্ষিণ ত্রিবাকোড়ু ও দক্ষিণ তিরেবেল্লী। এখানে কুইলন্ (কোলম্ব) নগরের দক্ষিণে যে রক্ত পর্বত আছে, পেরিপ্লাস্ এষে তাহা পুরোহস (Purrhos) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার নিকটে সেকালেও মুক্তা উত্তোলিত হইত। পাণ্ডুরাজগণ এই ব্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন।

১৮। কোমার (Komar) বা কুমারিকা অন্তরীপ, দুর্গার “কুমারী” নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখনও এখানে প্রতিমাসে ভগবতীর উদ্দেশ্যে লোকে একটা বিশেষ দিনে স্নানদানাদি করিয়া থাকে, তবে প্রাচীন কালে ইহাতে যতটা আগ্রহ ছিল, এখন আর ততটা নাই। তখন এখানে একটা দুর্গ ছিল। পেরিপ্লাসের লিখিত গ্রীকনাবিকদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনই এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ কাল তাহার চিহ্নও নাই, কেবল অন্তরীপ হইতে দূরে সমুদ্রগর্ভে অর্ধজাগরিত একটা পর্বতের উপর একটা পানীয়ের উপযুক্ত পরিষ্কার জলের কূপ আছে। পেরিপ্লাসে কোলখোই বা কোলকেই (Kolkhoi) নামে আর একটা স্থানের উল্লেখ কুমারিকার পরে পাওয়া যায়, তাহা ‘কয়াল’ নামক প্রাচীন নগর। ইহাই পাণ্ডুরাজগণের প্রথম রাজধানী। এখন ইহা সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে আছে। ইহার তলদেশ হইতে সমুদ্র সরিয়া গেলে ইহারই অভাবে পর্ন্তগীজেরা আর একটা নূতন বন্দর তুতুকুড়ি (Tuticorin) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে।

১৯। কয়ালের পর উপকূলে আরগলু নামক প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। ইহার একটা অন্তরীপের নাম ছিল কোরু (Koru) ও তাহার উপর আরগেরু (Argeirou) নামে একটা নগর ছিল। ইহাই প্রাচীন ভূবেত্তাদিগের কোলিন্স নগর, ইহার বর্তমান নাম রামেশ্বর। তৎপরে পূর্ব উপকূল ঘুরিয়া উত্তরমুখে যাইতে এই কয়টা বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান ছিল—কামর (kamara) টলেমী ইহাকেই সম্ভবতঃ (কাবেরিস্ নদী তীরবর্তী) বলিয়া গিয়াছেন, ইহাই বর্তমান কাবেরীতীরবর্তী কাবেরীপত্তন; পছকী

(Poduke) ইহাই পুছ্কেরি বা ‘নূতন নগর’, বর্তমান কালে ইহাই পুদিচেরী।

২০। তৎপরে সিংহল বা তাম্রপর্ণী দ্বীপের বর্ণনা আছে মগধ হইতে একদল ঔপনিবেশিক এই দ্বীপে তাম্রপর্ণী নাম প্রদান করে। তিরেবেল্লী জেলায় এই নামে একটা নদী আছে। মুন্সর অধুমান করেন যে, প্রথমে এই নদী তীরে মগধগণ উপনিবেশ করে, তৎপরে তাহার সিংহল উঠিয়া যায়।

২১। মসলিন্ (Masalin) গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যগত ভূভাগের নাম। টলেমী ইহাকে মসোলিয়া বলিয়াছেন সংস্কৃত নাম মোসল। সম্ভবতঃ মসলিপটন ইহারই রূপান্তর।

২২। ইহার পর এক খাঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া আর একটা প্রদেশের নাম দোশারিন (Doserene) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা দগান নদী ও গোদাবরীর মধ্যগত ভূভাগের নাম। ইহাই সংস্কৃত দশার্গদেশ। টলেমী এই স্থানে অধিবাসীর কথা লিখিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, এখানে নানাজাতির বাস, তন্মধ্যে এক জাতির নাম কিরাদা (Kirradai), সংস্কৃত “কিরাত”।

পেরিপ্লাসে তৎপরে গঙ্গার মোহনাস্থিত একটা দ্বীপ। গঙ্গে (Gange) নামক একটা নগরের নাম মাত্র কথিত আছে। তারপর ভারত সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই।

ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট সভ্যতা ছিল, অনেকগুলি রাজ্য, নগর, বন্দর ইত্যাদি ছিল। সুদূর যুরোপের সঙ্গেও দাক্ষিণাত্যের নানাজনপদে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের এই অবস্থা ছিল এখন দেখা যাউক, খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ৫৬ শত বৎসরে মধ্যে এদেশের অবস্থা কি ছিল। খৃষ্টের ৫৬ শত বৎসর পূর্বে বুদ্ধের কাল। তাহার সমকালে দাক্ষিণাত্যের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে বিজয় নামক যে বংশ বাত কুমার সিংহলে প্রথমে গিয়া রাজা হন, তাহার জন্ম ও বৃদ্ধ দেবের নির্বাণলাভ একদিনেই হয়। এই বিজয় বংশ শক্রর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করেন, তখন তিনি ‘লাল’ দেশের উপত্যকা ও পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন। তিনি নন্দদার উত্তরে মুহুগিরি, বৃন্দার (স্থপারক) দেশের মালীগিরি (মলয়গিরি) ও দক্ষিণ পাণ্ডুগিরি অতিক্রম করেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ, রাজবাহিকারী, রাজাবলী, মিলিন্দপ্রস্ন, সঙ্ঘলিঙ্গ, কারবিরতিগীত ও অনেক বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থাদি, কাহিয়ানের ও হিউএনৎসিংয়ের ভ্রমণ, ললিতবিস্তর, সঙ্ঘপুঙ্খরীক ইত্যাদি গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণাপূর্ণ পুস্তকাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে বুদ্ধের সমকালে দক্ষিণাত্য প্রধানতঃ কুক্ষানদীর উত্তরখণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। উত্তর খণ্ডে (১) উড়িষ্যা ও (২) কলিঙ্গ এই দুই রাজ্য, পূর্বাংশে (৩) লাল দেশ (লাট) নন্দদার উত্তর কুল ব্যাপিয়া গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৪) সুনাপরাস্তক (স্বর্ণাপরাস্তক) বা অপরাস্ত, (৫) অবন্তি এবং (৬) নবভুবন এই করটী পশ্চিম কুল নন্দদার মোহানার নিকট বর্তমান ছিল। আর দক্ষিণ-খণ্ডে (৭) রক্তচন্দনের দেশ (৮) জাবিড় (৯) পাণ্ড্য ও মলয়, (১০) মহিষ, (১১) নাগোদীপো (নাগদ্বীপ) এবং (১২) মহিয়ারট্ট এই করটী রাজ্য ছিল। রাজাবলীতে বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যে চোলরাজ্যের নামও আছে।

গোদাবরীর অববাহিকায় দক্ষিণাত্যের সাধারণ নাম দক্ষিণাপথ বলিত। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির দক্ষিণাংশকে হোরকক্ষেত্র বলিত। ক্ষীরনদী বা পালার নদীর অববাহিকাই জাবিড় নামে খ্যাত ছিল। ইহা পূর্বঘাট পর্যন্তমালা ও পেল্লার নদীর দক্ষিণ অববাহিকা হইতে চোলরাজ্যের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই সময়ে রাজ্যাদির মধ্যে নন্দদার নদীর উত্তরতীরে কোঙ্কণ প্রদেশ হইতে (বেণ) গঙ্গা নদীর কুল পর্যন্ত নাগরাজ্যের রাজ্য ছিল। শ্রাবস্তী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বুদ্ধ এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশ্য উপসাগরের পশ্চিমাংশে নন্দদার খাঁড়ীর উপর লাল (লাট) দেশ ছিল এবং আর একটী লাল বঙ্গরাজ্যের অধীন ছিল*। নন্দদার উত্তর অববাহিকার নিকট উজ্জয়নী বা অবন্তি রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য আর্য্যাবর্তান্তর্গত হইলেও দক্ষিণাত্যের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

গোদাবরীর উত্তর অববাহিকার অশ্বক ও মূলক রাজ্য ছিল, গুহাপিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। 'মূলক' রাজ্যই পৌরমণিক 'মৌলিক' রাজ্য। গোদাবরীর উত্তর তীরে এবং ব-দ্বীপে কলিঙ্গ রাজ্য ছিল। কুক্ষানদীর পূর্বাংশের উত্তর-তীরে বর্তমান বিদর ও গোদাবরীর মঞ্জিরা নামক শাখা-নদীর কুল পর্যন্ত মঞ্জরিক নামক নাপরাজ্য ছিল। বুদ্ধ এই দেশের নাগরাজ্যকে দর্শন দিয়াছিলেন।

দক্ষিণাংশে পাণ্ড্যরাজ্যই একমাত্র পরাক্রান্ত সুব্যবহিত রাজ্য ছিল। ইহা বর্তমান মহারা ও তিরেবেলী জেলা ব্যাপিয়া ছিল।

সিংহলদ্বীপেও তিনটী নাগরাজ্য ও তিনটী বঙ্গরাজ্য ছিল। সিংহলদ্বীপের নিকটে মণিদ্বীপেও নাগাধিকার ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থে ওড্রু, দক্ষিণ কোশল, মহারাষ্ট্র, আন্ধ্র, প্রাচীন কলিঙ্গ, মালব, ভরুকচ্ছ, (ভূগ-কচ্ছ বা ক্ষেত্র), ধনকটক (কুক্ষানদীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত), জাবিড় (রাজধানী কাঞ্চীপুর), মালকুট (রাজধানী কোঙ্কণ-পুর) প্রভৃতি রাজ্যে বুদ্ধের ভ্রমণের কথা বর্ণিত আছে।

এই সময়ের নগরাদির মধ্যে লালদেশে সিংহপুর (সিংহম্বর বা সিংহবপুরম্বর), সুনাপরাস্তদেশে সাগলম্বরের, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), উজ্জয়নী, অলক, প্রতিষ্ঠান, গঙ্গনদী (গ্রাম), স্বর্পারক নগর, মল্লয়ারাম (গ্রাম); কলিঙ্গ দেশে অশ্বক ও মৌলিক, দক্ষিণাপথে মাহিয়তী*, মালকুট রাজ্যে কোঙ্কণপুর, জাবিড়রাজ্যে কাঞ্চীপুর ও দক্ষিণ মথুরা (মহারা) ছিল।

বন্দরাদির মধ্যে ভরুকচ্ছ, সিংহপুর (বন্দরাজপুত্র বিজয় এই নগর হইতে সিংহল যাত্রা করেন), সাগল (বিজয়ের ভ্রাতৃপুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনলাভাশায় এই স্থান হইতে সিংহল যাত্রা করেন), স্বর্পারক†, (এই স্থানে সিংহল-যাত্রাকালে বিজয়ের জাহাজ থামিয়া ছিল), কলিঙ্গ দেশে আজিতা (Adzeitta ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ মতে বঙ্গোপসাগরে জাহাজ বিশ্রামের স্থান) প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

জলযানের মধ্যে "জনকজাতক" গ্রন্থে একখানি জাহাজ-ভঙ্গের কথা আছে, তাহাতে মারীমাজা ও আরোহী ছিল। প্রায় ৭ শত জন। স্বর্পারকবোধিসত্ত্ব যে জাহাজে বাণিজ্যস্বার্থ গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্যতীত আরও ৭ শত বণিক ছিল এক্রূপ লিখিত আছে। মেঘবাহনজাতকে একখানি জাহাজে ৫ শত লোকের কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধ-শিষ্য পূর্ণের ভ্রাতা তিন শত লোক লইয়া এক জাহাজে গিয়াছিলেন ইত্যাদি। ইহা হইতে জানা যায় যে সেকালে অতি বৃহদাকার জাহাজাদি ছিল ও দক্ষিণাত্যের বন্দরে যাতায়াত করিত। এগুলি সমস্তই বায়ুবেগে যাইত।

পণ্য ভ্রবোর মধ্যে স্বর্পারক বোধিসত্ত্বের বিবরণে আছে, তিনি সর্পস্থান হইতে সকল প্রকার ভ্রবাই সংগ্রহ করিয়া-

* মহাত্মারত্নক রাজা নীলের রাজধানী।

† ইহাও মহাত্মারত্নক দেশ। ইহা আধুনিক বেনিন নগরের নিকট বর্তমান ছিল।

* 'Turner' Mahavamsa, p. 44-46.

ছিলেন। রক্তচন্দন, খেতচন্দন, মণিমাণিক্যাদি, সিংহলের মুক্তা প্রভৃতি দ্রব্য সাধারণ পণ্যের সহিত সকলেই কিছু কিছু আনিত। সদল বঙ্গরাজকুমার, বিজয়কে কুবেরী যখন আহাৰ্য্য দান করেন, তখন জাহাজ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া দেন, সুতরাং চাউলের আমদানী রপ্তানীও ছিল। সময়ে সময়ে দেশীয় দ্রব্য লইয়া বিদেশীয় দ্রব্যের বিনিময় করা হইত, তন্মধ্যে চাউল, ধাতু, রক্তচন্দন, খেতচন্দন, ধূনা, জগদ্ধ্রব্য, ঔষধ, কড়ি, শস্য, স্বর্ণ, নৌহ, তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যাদি, কাপাস, রাস্কব বস্ত্র প্রভৃতিই প্রধান।

বুদ্ধের সময়ে যখন দাক্ষিণাত্যে এতটা বাণিজ্য বাণ্যার থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এতগুলি রাজ্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই বলা যায় যে বুদ্ধের পূর্বে অন্ততঃ ৫ শত বৎসর আগেও দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা বিস্তৃত এবং রাজ্যাদির কতকটা শৃঙ্খলা ছিল। এইরূপে খৃষ্টীয় সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বেও দাক্ষিণাত্যে যে সভ্যতা ছিল, তাহা কতক প্রমাণিত হইল। ইহার পূর্বে মহাভারতের কাল।

মহাভারতের সময়ও দাক্ষিণাত্যে আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সে সময় কলিঙ্গ, মাহিষতী, বিদর্ভ, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রিয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান আৰ্য্যগণের নিকট পুণ্যক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। বনপুর্বে তীর্থযাত্রা পরীক্ষায়ায় ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সেই ভারতীয় যুগেও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান বনজঙ্গল পরিবৃত্ত ছিল। আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়া তখন অনেক বনজঙ্গল গ্রাম নগরাদিতে পরিণত হইতে ছিল। ইহার পূর্বে আমরা রামায়ণ ও তৎপূর্বে বৈদিক যুগে আসিয়া উপস্থিত হই।

বৈদিকযুগে দাক্ষিণাত্যে কেবল অনাৰ্য্য জাতিরই বাস ছিল, তখনও দাক্ষিণাত্যে আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। অগস্ত্য ঋষিই প্রথম দক্ষিণপথে আৰ্য্যধর্ম প্রচারের স্বত্রপাত করেন এবং পরশুরাম ও রামচন্দ্রের যন্ত্রে অনাৰ্য্য জাতির মধ্যে আৰ্য্যসভ্যতা প্রসারিত হয়। রামায়ণপাঠে জানা যায়, যমুনানদীর দক্ষিণ হইতেই দণ্ডকারণ্য ও সমস্ত গোদাবরী প্রদেশ পর্যন্ত এই অরণ্য বিস্তৃত ছিল এবং রাক্ষস প্রভৃতি অনাৰ্য্যজাতি এ অঞ্চলে আধিপত্য করিত। তৎকালে রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ নানা ফলবৃক্ষসমাকীর্ণ গ্রাম ও গিরিদরীবেষ্টিত কুঞ্জসম্বিত গুহা মধ্যে বসবাস করিত। তাহাদের মধ্যেও রাজা ছিল, সামন্ত ছিল, তাহাদের রাজ্যপরিচালনোপযোগী বিধিব্যবস্থাও ছিল।

তাহাদের বলবিক্রমে আৰ্য্য ঋষিগণ বিলক্ষণ ভয় পাই আৰ্য্যাবর্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের সাহায্য লইতেন। ক্ষত্রিয়গণও দাক্ষিণাত্যরাজগণকে নিত্য উপেক্ষা করিতে রাজর্ষি জনক সীতাময়ম্বরকালে দাক্ষিণাত্য রাজগণ আহ্বান করিয়াছিলেন—

“দাক্ষিণাত্যারেক্ষাংশ সর্কানানয় মা চিরম্।” (রাম ১১১)

দাক্ষিণাত্যবাসী অনাৰ্য্যজাতির উপজীবের কথা রা এইরূপ লিখিত আছে—

“দর্শয়ন্ত্যতিবীভৎসৈঃ ক্রুরৈর্ভীষণকৈরপি।

নানাক্রূপৈর্বিক্রপৈশ্চ ক্রূপৈরুখদর্শনৈঃ॥

অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সংপ্রযুক্ত্য চ তাপসান্।

প্রতিশ্রুতাপরান্ হিংসামনাৰ্য্যাঃ পুরুষবতঃ॥

তেষু তেষাশ্রমহানেষ বুদ্ধমবলীর চ।

রমন্তে তাপসাস্তত্র নাশরন্তাহরন্তেচতসঃ।” (রাম ২১১৬)

কাহারও মতে, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রপুত্র ও উল্লেখ আছে, এই অন্ধু হইতে দাক্ষিণাত্যের অন্ধু বা জনপদের নামকরণ হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ করেন, ঐতরেয়ব্রাহ্মণের সময় হইতেই দক্ষিণ অনাৰ্য্যজাতির সহিত আৰ্য্যজাতির সংস্রব হইয়াছিল। যুগে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পাণ্ড্য, চের ও চোল এই প্রধান জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশের যযাতির পুত্র তুর্ল্লভর বংশে পাণ্ড্য, কেরল, কোলা এই চারিজন জন্মগ্রহণ করেন।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় অন্ধু, পাণ্ড্য প্রভৃতি ‘ক্ষত্রিয়গণই সংস্কারভ্রষ্ট, জাতিচ্যুত ও সম হইয়া’ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশপূর্বক অনাৰ্য্যসমাজে আ বিস্তার করেন এবং চিরদিন বহুসংখ্যক অনাৰ্য্য সংশ্রবে থাকিয়া অনাৰ্য্যধর্ম ও অনাৰ্য্যভাষা গ্রহণ তাহাদের বংশধরেরা পৈত্রিক আৰ্য্যভাব ও আৰ্য্যভাষ্য কালে বিস্তৃত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে সমৃদ্ধি ও সভ্যতা ছিল, তাহার আভাস ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে শাহ, অন্ধু, কাথ প্রভৃতি আধিপত্য করিতেছিলেন। ইহাদিগের অধঃপতন নল, মোর্য, কদম্ব, সেলুক, কলচুরি, গদ, অদ্রপ মালব, শুঙ্গর, গম্ব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, হরগল প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। কো করাড়ে শিলাহার, সৌন্দত্তির রট, হাললে ও গোয়া যেলবুর্গার সিদ্ধ, শুভলে শুভ, মহিন্দুরে কোহু,

গণপতি প্রভৃতি সামন্ত রাজগণও এক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য হিন্দুরাজ-গণের শাসনাধীন ছিল। ১২৯০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দিল্লীর আলাউদ্দীন খিলজী মহারাত্রি, তৈলঙ্গ ও কর্ণাট আক্রমণ করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব খর্ব্ব করেন। ইহার কিছুদিন পরে বাঙ্গালী-বংশের উদ্ভাবন হয়। ইহাদের প্রবল প্রতাপে তৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্যের (১৫৬৫ খৃঃ অবঃ) এবং বিজয়নগর বা কর্ণাটের হিন্দু রাজ্যের অবসান হয়। কিছুদিন পরেই গৃহবিবাদে বাঙ্গালী রাজ্য বিজয়পুর, আন্ধ্রদেশ, গোলকুণ্ডা, বিদর ও বেরার এই ৫ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই শেষ চুইটী রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ হয়। বাকি তিনটি শাহজাহান ও অরঙ্গজেবের যত্নে দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন হইল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ দাক্ষিণাত্যে চৌধুরী আক্রমণ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। মহারাত্রিনায়ক সাতারা রাজ্য পতন করেন। পরে সাতারারাজ্যের প্রাকৃত শাসনশক্তি পুণ্য পেশবার করায়ত্ত হয়। শীঘ্রই মহারাত্রিদিগের পরাক্রম কিছু হ্রাস হইল।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণের চেষ্টায় হায়দরাবাদে নিজামত রাজ্যের স্বত্বপাত হয়। এই সময় তুঙ্গভদ্রার উত্তরবর্তী রাজ্য ও সামন্তগণ পেশবার এবং দক্ষিণবর্তী রাজগণ নিজামের অধীনতা স্বীকার করিতেন। প্রথমে মহিমুর উদয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করিত, শেষে হায়দরাবাদীর করায়ত্ত হয়। এ সময় কেবল ত্রিবাঙ্কোড়ের হিন্দুরাজ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যের এইরূপ অবস্থা ছিল। এই সময় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রীটিশজাতি দাক্ষিণাত্যের উপকূলে বাণিজ্য করিতেছিলেন। যে সময় মহারাত্রি ও নিজামে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় ফরাসী ও ব্রীটিশ উভয়পক্ষে যোগদান করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভুতাবিস্তারে প্রয়াস পান। যথাকালে ব্রীটিশের ভাগ্যে সুদিন উদয় হইল। এখন অতি অল্প ভূভাগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য ব্রীটিশ-জাতির শাসনাধীন।

এখন দাক্ষিণাত্য প্রধানতঃ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ, হায়দরাবাদ, মহিমুর, ত্রিবাঙ্কোড় ও আরও একটা ক্ষীণ রাজ্যে বিভক্ত।

[মহাভারত, রামায়ণ ও পৌরাণিককালের দাক্ষিণাত্য জনপদসমূহের নাম ও বর্তমান অবস্থান দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাপথক (ত্রি) দক্ষিণাপথে দেশে ভবঃ ধূমাদিভ্যং বুঞ্।
দক্ষিণাপথদেশজাত।

দাক্ষিণ্য (ক্লী) দক্ষিণন্ত ভাবঃ দক্ষিণ-ম্বঞ্। ১ অমূলতা, উদারতা, সরলতা। ২ পরহুম্মানুবর্তন।

“তন্তু দাক্ষিণ্যরুচেন নাম্না মগধবংশজা।

পরী সুদক্ষিণেত্যানীদধরন্তেব দক্ষিণা ॥” (রঘু ১।৩১)

৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকলক্ষণভেদ।

“দাক্ষিণ্যং চেষ্টয়া বাচ্য পরচিত্তানুবর্তনং।” (সাহিত্যদঃ ৬।৪৫৭)

চেষ্টা এবং বাক্যদ্বারা পরচিত্তের অনুবর্তনের নাম দাক্ষিণ্য। উদাহরণ—

“প্রসাধয় পুরীং লঙ্কাং রাজা ত্বং হি বিভীষণ।

আর্যোণামুগৃহীতস্ত ন বিয়ঃ সিকিমন্তরা ॥” (সাহিত্যদর্পণ)

হে বিভীষণ! তুমি লঙ্কাপুরীর রক্ষা বিধান কর এবং তুমিই রাজা, এ স্থলে এই বাক্যদ্বারা বিভীষণের চিত্ত অনুবর্তিত হইল, এই অস্ত্র ইহা দাক্ষিণ্য হইল, এই প্রকার চেষ্টা দ্বারাও হইয়া থাকে। ৪ দক্ষিণাচাররূপ দ্রাবিড়বিশেষ, আশানৈবেরব ও উগ্রতারা প্রভৃতি দেবীকে বামাচার ও দক্ষিণাচারে পূজা করিতে হয়। ঋষি, দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূতপিশু এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বারা সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করিয়া যিনি বিধিপূর্ব্বক স্নানদানাদি দ্বারা সরহস্ত পূজা করেন, এরূপ পূজাকে দাক্ষিণ্য কহে।

“ঋষীন্ দেবান্ পিতৃংশ্চৈব মনুষ্যান্ ভূতসকলান্।

যো যজন্ পঞ্চভির্বজ্ঞৈঃ ঋণানি পরিশোধয়ন্ ॥

বিধিবৎ স্নানদানভ্যাং কুর্সন্ যবিধিপূজনং।

ক্রিয়তে সরহস্তস্ত তদাক্ষিণ্যমিহোচ্যতে ॥

দেবীচ দক্ষিণা যস্মাত্তস্মাদাক্ষিণ্যমুচ্যতে।” (কালিকাপুঃ ৭৭ অঃ)

(ত্রি) ৫ দক্ষিণার্হ। দক্ষিণে ভবঃ দাক্ষিণ-ঈঞ্।

৬ দক্ষিণভব, দক্ষিণদিক্ সম্বন্ধী।

দাক্ষিপলদ, দাক্ষিপ্রস্থ (পুং) জনপদবিশেষ।

দাক্ষিহ্রদ (পুং) একটা হ্রদের নাম।

দাক্ষী (ক্লী) দক্ষন্ত জ্ঞাপত্যঃ দক্ষ-ইঞ্। ১ দক্ষের ক্লী অপত্য।

২ পাপিনি মুনির মাতা। [পাপিনি দেখ।]

দাক্ষীপুত্র (পুং) দাক্ষ্যঃ পুত্রঃ ৬তৎ। পাপিনি মুনি।

দাক্ষেয় (পুং) দাক্ষ্য অপত্যঃ পুমান্ দাক্ষী-টক্ (ক্লীভ্যোঢক্।

পা ৪।১।১২০) দাক্ষীপুত্র, পাপিনি মুনি। (হেম)

দাক্ষ্য (ক্লী) দক্ষন্ত ভাবঃ কক্ষধা দক্ষ-ম্বঞ্। দক্ষতা, নিপুণতা, কোশল, হঠাৎ বিপদাদি হইলে উপস্থিত কার্যে বিচলিত না হইয়া কার্যে প্রবৃত্তির নাম দাক্ষ্য।

“শক্তিঃ চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভূতানাক্ষ পরিগ্রহং।” (মাঘ)

দাখিল (আরবী) ১ প্রবেশ করা। ২ অর্পণ করা। ৩ উপস্থিত হওয়া। ৪ জমা করা।

দাখিলখারিজ (আরবী) কালেক্টরীর রেজেষ্টারীতে পুরাতন অধিকারীর নাম বদলাইয়া নূতন অধিকারীর নাম লেখান।

দাখিলদার (পারসী) যে ব্যক্তি টাকা বা দ্রব্য প্রেরণ করে।

দাখিলা (আরবী) ১ সজস্ব আদায়ের রসিদ, প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিবার সময় দাখিলা দিয়া খাজনা লইতে হয়। ২ কোন দ্রব্য বা টাকা প্রদান করার স্বীকারপত্র।

দাখিলী (পারসী) মোগল সম্রাটের স্থায়ী সৈন্য।

দাগু (পারসী) ১ চিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক। ২ ছিন্ন।

দাগ্বালা (দাগুওয়ালা) চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত।

দাগরাজি (পারসী) ইষ্টকালযেয় ভাণ্ডার সংস্থার করা, কোটার কোন স্থান ভাঙ্গিয়া যাইলে সেই স্থান সারানার নাম দাগরাজি।

দাগব্যায়নি (পুং) দণ্ডের গোত্রাপত্য।

দাগা (পারসী) ১ পীড়ন, ক্লেশ। ২ বিবাদ, ঝগড়া। ৩ ঠকান, প্রভারণ করা। ৪ ছোড়া, ক্ষেপণ করা। ৫ ছোঁকা দেওয়া।

দাগাবাজ (পারসী) প্রভারক, প্রবঞ্চক, জুয়াচোর।

দাগাবাজী (পারসী) প্রভারণা, প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরী।

দাগী (পারসী) দাগযুক্ত, চিহ্নিত, অঙ্কিত, কলঙ্কিত, যে দোষ করিয়া দণ্ড পাইয়াছে।

দাগুড়া (পারসী) শক্ত, কঠিন।

দাগোব, বৌদ্ধদিগের এক প্রকার অন্নার্থ স্তম্ভ। ইহা সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' শব্দের অপভ্রংশ। পালি ভাষায় "ধাতুগভা," তামিল "দাগোব" (Dagob)। যেমন চৈত্যা সকল আদি বৌদ্ধদিগের নামে প্রতিষ্ঠিত বা উৎসর্গীকৃত হয়, সেইরূপ মৃত ব্যক্তির ভস্ম লইয়া যে সকল স্তম্ভ বা স্তূপিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে দাগোব বলে।

দাগোব মধ্যে নানা প্রকার কারুকার্যযুক্ত ধাতু ও প্রস্তরনির্মিত পাত্র থাকে; প্রায় প্রত্যেক দাগোবে এক একটা স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত বাস্র থাকে, তাহা নানারূপ। শিখবেষ্টিত গৌতমের ধর্মোপদেশক মূর্তি এই বাস্র গায়ে অঙ্কিত আছে; ঐ বাস্রটি নানারঙে মণ্ডিত ও নানা চিত্র-বিচিত্রযুক্ত। কোথাও কোথাও ঐ সকল বাস্রে দস্ত, অস্থি ও ভূজপত্র লিখিত অনেক পুঁথি দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল পুঁথি এখন পাঠ করা দুঃসাধ্য, কারণ এরূপ জীর্ণ যে, ভূগিতে যাইলেই গলিয়া যায়। সিংহলের অমুরাধাপুরে অনেক দাগোব আছে, বৌদ্ধপুণ্যার্থীগণ তাহার চতুর্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ঐ চৈত্যসম্বন্ধে প্রবাদ আছে— কোন সময়ে সিংহলরাজ এলোরা শকটারোহণে যাইতে

ছিলেন, পথে তাঁহার গাড়ীর চাকার আঘাতে দাগোবের একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া যায়, তৎপরে রাজা দেখিলেন যে, সেই স্থানের ১৫ খানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে, রাজা ভয়ে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ১০০০০ টাকা দান করেন।

ভারতবর্ষের নানাহানে নানাপ্রকার দাগোব দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অমরাবতী, অজ্ঞাটা, কয়ামবেলী, কালি, অভয়গিরি, লক্ষারাম এবং কলমধু দাগোব প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দাগোব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মবানী বৌদ্ধগণের উপাসনা-মন্দিরের (দাগোডার) মত।

দাগ (পুং) দহ-ভাবে, বঙ, জ্বলন। কু। দাহ।

দাগ, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশজেলার পলিটিকাল এজেন্টের অধীন একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ। ইহার উত্তরসীমা বঙ্গবি নামক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য, উত্তরপূর্বে খান্দেশ ও নাদিক জেলা এবং পশ্চিমে বাসদা রাজ্য। অক্ষা° ২০° ২২' হইতে ২১° ৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৮' হইতে ৭৩° ৫২' পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ২৮ কোশ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৪ কোশ। লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

এই ভূভাগ ১৫ ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকটি এক এক জন সর্দারের অধীন। এই ১৫টা বিষয়ের নাম দাগ-পিম্প্রি, বড়বান, কেতককছুপড়া, অমালা, চিকলি, পিম্পলা-দেবী, পলাশবিহার, ওচর, দেবভোতি, গার্বি, শিববার, কিলি, বাসুণী, খুড়ে (বিলবারি) ও সুরগানা। এই ১৫টির মধ্যে ১৪টা ভীলসর্দারগণের এবং ১টা এক কুণবির অধীন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার সকলেই স্বাধীন, তবে যুদ্ধবিগ্রহের সময় সকলেই গার্বিসর্দারের অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য। পূর্বে এই সর্দারগণ মলহােরের এক দেশমুখকে বার্ষিক ১০০০ টাকা কর দিত। কিন্তু এই কর আদায়ের সময় দেশমুখের সহিত সর্দারগণের গোলমাল হইত। এখন গবর্নমেন্ট গোলমাল নিবারণের জন্ত সর্দারদিগের প্রাণ্য টাকা হইতে কাটিয়া লইয়া দেশমুখের বংশধরকে দিয়া থাকেন।

সর্দারদিগের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই উত্তরাধিকারী হয়। এখন সমস্ত দাগ-ভূভাগই গবর্নমেন্ট সর্দারদিগের নিকট হইতে জমা করিয়া গাইরাছেন। এখানকার জনবাহু অস্বাস্থ্যকর।

দাগলি (দঙ্গলি) এক সম্মানসী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অর্থজি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয়না এবং অর্থের দ্বারা সর্কাপেক্ষা অধিক। এইজন্ত এই সম্মানসিগণ ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। হায়দরাবাদ, পুণা, সাতারা প্রভৃতি অনেকানেক প্রসিদ্ধনগরে ইহাদের মঠ কুঠী বিস্তারিত আছে।

পূর্বে কলিকাতারও ইহাদের মঠাদি ছিল। এই সম্প্রদায়দিগের মধ্যে এক একজন মঠাধ্যক্ষ অর্থাৎ মহন্ত থাকেন। ইহারা বহুবিক্রিত বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া বিপুল-সম্পত্তির অধীশ্বর হন। এমন কি এই সম্প্রদায়ী অনেক মহন্তের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আছে।

মঠাধ্যক্ষ মঠে অবস্থিতি করিয়া মঠের কার্য সম্পাদন করেন। তাঁহার শিষ্যেরা দেশদেশান্তরে গমনাগমনপূর্বক বাণিজ্য ব্যাপার নিরূপিত করিয়া থাকে। এইরূপ বাণিজ্যে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হয়, ঐ অর্থ সন্ন্যাসীভোজন, দেবমন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংকল্পে ব্যয় হয়। দাঙ্গলি মহন্তেরা বালক ক্রয় করিয়া শিশু অর্থাৎ চেলা করেন, যতপূর্বক তাহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিছুদিন এইরূপে প্রতিপালন করিয়া যদি মঠাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে বরাবর রাখিয়া দেন, নচেৎ ঐ শিশুদিগকে দশনামী সন্ন্যাসীকে অর্পণ করেন।

নাড়া (দেশজ) কলহ, বিজ্রোহ, মারামারি।

দাড়ল, পঞ্জাবের দেরাগাজী থাঁ জেলার অন্তর্গত জৈনপুর হসীলের অধীন একটা নগর; অক্ষা° ২৯° ৩০' ২২" উঃ ও দ্রা° ৭০° ২৫' ২১" পূঃ। নাহিরদিগের আধিপত্যকালে এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের নিকট হইতে গাজী থাঁ মন্দির করেন। তৎপরে এই স্থান খেলাতের খানদিগের মন্দিরভুক্ত হয়। পূর্বে এখানে বহুবিক্রিত বাণিজ্যাদি ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। ডাক (পূঃ) দালমতি মুখাত্তরস্বয়ং বিচূর্ণী করৌতিতি দলপিচুপ্ল, লত ড। দস্ত, দাড়া।

ডিকাক (দেশজ) জোণাকাক। [কাক শব্দ দেখ।]

ডিব, গ্রামবিশেষ। কালীদেশের পশ্চিমে দুই যোজন দূরে এইস্থান।

“কালীদেশপশ্চিমে চ যোজনদূর ব্যত্যয়ে।”

দাড়বগ্রামমুখাশ্চ ভবিষ্যতি সুখাম্পদঃ ॥”

(ব্রহ্মণ্য ৫৭।১৪৭)।

ডবিয় ব্রহ্মণ্ডের মতে—কর্ত্তি অবতার হইয়া অসিধারা ধর্মপরিণ লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া এই দাড়ব গ্রামে যে বাস করিবেন। দাড়ব গ্রামের পার্শ্বে তাজুড় নামক নামে যবনদিগের অধিবাস হইবে, কলির অধর্ত্তাগ গত হলে এই গ্রাম নষ্ট হইবে। (ভঃ ব্রহ্মণ্য ৫৭ অঃ)

ডা (দেশজ) ১ দাঁত। ২ চিকড়ীমণ্ডের দাড়। ৩ কাঁক-ফার দাড়।

ডান (দেশজ) দণ্ডায়মান হওয়া।

দাড়ি (দেশজ) ১ মুখাবয়ববিশেষ, অধরের নিম্নভাগ, যেখানে অশ্রু উৎসৃত হয়, চিবুক। ২ অশ্রু।

দাড়িম (ত্রি) মূলনামিতি দাল, তেন নিবৃত্তঃ ভাবপ্রত্যয়স্তাদি-মপ, ডল্লয়োরেকত্বং। ১ এলা। ২ ফলবৃক্ষবিশেষ।

ইহা রক্তবর্ণ কুসুম, বহুবীজ, মধুরায়ুক্ত ফলবৃক্ষ। সংস্কৃত পর্যায় করক, পিণ্ডুল্প, দাড়িম, পর্লক, শাঘর, পিণ্ডীর, ফলশাড়ব, শুকবল্লভ, রক্তপুল্প, দাড়িমীসার, কুটুম, ফলশাড়ব, রক্তবীজ, সুফল, দস্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কঙ্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র।

বাল্যলায় দালিম, দাড়িম, ডালিম, আনার; পশ্চিমাঞ্চলে ঢালিম, ঢারিম, আনার কা পের, বেদানা, স্থানভেদে নাসফল; উড়িষ্যা দালিম, দালিম; দক্ষিণে আনার, ড্রাবিড়ে মাদলৈ, মদলম্, মিচিআতির মধ্যে মদল, তৈলঙ্গে দলিম, দাদিম, দালিম; কর্ণাটে দালিমে গিদা; বোম্বাই অঞ্চলে আনার, দালিম; গুজরাটে দাড়িম, পঞ্জাবে দার, দারুণী; পারস্তে নর, আনার; আরব রাগা বা রশ্মন বলে। (Punica Granatum.)

পারস্ত, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান, বলুচিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্বত্রই দাড়িমগাছ আছে। কোথাও ছোট খাট আবার কোথায় বহুখাণ্ডা প্রশাখাবিশিষ্ট বড় গাছ দেখা যায়।

বহু পূর্বকাল হইতে দালিম ভারতবাসীর নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে ফিকা অস্থায়ী লালরঙ হয়, তাহাতে অনেকে কাপড় রং করে। ফলের খোসার খারক গুণ থাকায় চর্মরোগ করিবার সময় ইহার কস ব্যবহৃত হয়, হরিত্রা ও নীলরঙের সহিতও সর্দা মিশান হয়। পশ্চিমাঞ্চলে দালিম ছালে একপ্রকার কাপড় রং হয়, তাহাকে কক্রেজী বলে। একরূপ স্থলে সেই খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া বারআনা জল মরিয়া গেলে লইয়া ব্যবহার করে। গাছের ছালেও চামড়া রং করা হয়। এইজন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রতিবর্ষে বিস্তর রপ্তানী হয়। ইহার মূল্য টাকায় দেড় সের হইতে দশ সের পর্যন্ত।

দাড়িমফল বহু পূর্বকাল হইতেই ঐযৎ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হিন্দুদের প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থে, ষ্ট্রাভোনদিগের বাইবেলের আদিভাগেও দাড়িমের উল্লেখ আছে। ইজিপ্ট, পার্শিপোলিস ও আসিরীয়ার স্থাপত্যশিল্পে ও পুরাতন ক্রীষ্টস্বত্বে দাড়িমের চিত্র দেখা যায়।

অজীর্ণরোগে দাড়িমের রস অতিশয় হিতকর। ডাক্তার ঐনসির মতে,—বড় বড় ক্রমি জন্মাইলে ইহার শিকড়ের ছালে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বীজ ও মজ্জা যথাক্রমে পাকস্থলী ও হৃৎপিণ্ডের হিতকর, স্ফোটক ও শৈত্য-

কারক, ফুল ও কুঁড়ি রক্তরোধক ও শুণ্ডপাদক। দাড়িমফুলের যে ক্রমিয় গুণ আছে, তাহা পূর্বে যুরোপীয়েরা কেহ জানিতেন না। ডাক্তার বুকানন বঙ্গদেশ হইতে ইহার ক্রমিনাশক গুণ অবগত হইয়া প্রকাশ করেন। তৎপরে ডাক্তার ঐন্সলি, জেমিং প্রভৃতি যুরোপীয় চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিতে থাকেন। এখন যুরোপ ও ভারতে দাড়িমফুল ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা আধ ছটাক হইতে এক ছটাক। কঠশোধ বা মূত্রনালী স্ফীতির রোগেও ইহার কাথ প্রয়োগ করা যায়।

অজীর্ণ ও ক্রমিরোগে কোথাও কোথাও দাড়িমপাতার রস ও কচি দাড়িমফল উপকারী। ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া ৪৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বায়ুনলীগ্রন্থাহে (bronchitis) উপকার দর্শে।

দাড়িম পার্শ্বীয় প্রদেশেই ভাল জন্মে। বাংলাদেশে যে সকল দাড়িম হয়, তাহা ছোট ও বীজপূর্ণ থাকে; এছাড়া আফগানিস্তান ও প্ৰস্তোর অর ও ক্ষুদ্র বীজযুক্ত বড় বড় দাড়িম এ দেশে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। তাহা বাংলাদেশে দাড়িম অপেক্ষা খাইতে সুস্বাদু ও নরম।

বৈজ্ঞানিক মতে,—দাড়িম রসভেদে তিন প্রকার মধুর, মধুরাস ও কেবল অম্ল। তন্মধ্যে মধুর রসযুক্ত দাড়িম বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কঠগত রোগ, মুখরোগ, নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, জীবৎ কষায় রস, ধারক, ত্রিধ্ব এবং মেধা ও বলবর্দ্ধক। মধুরাস দাড়িম অগ্নিদীপ্তিকারক, কুটিকারক, ক্রিষ্ণ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্লদাড়িম পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রা°)

বঙ্গদেশে যে দাড়িম জন্মে, তাহা বহুবীজ ও অন্নরসায়ক। পাটনা প্রদেশ হইতে যাহা আসে, তাহা মধুরাস রসায়ক, ইহাকে মকটু কহে। কাবুল প্রদেশ হইতে যাহা আসে তাহা কেবল মধুর, রসায়ক, ইহাকে আনার বা বেদানা কহে। এই কএকজাতি ভিন্ন আর এক জাতি দাড়িমবৃক্ষ আছে, তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোর রক্তবর্ণ বৃহদলে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে কেশর নাই। ইহাকে কেহ কেহ মো-আনার কহে। কেহ কেহ বা রোহিতক কহেন, ইহার অপর নাম দাড়িমপুষ্পক। স্রিয়াং গৌরা ভীষ্ম দাড়িমী। “রক্তদন্তা ভবিষ্যতি দাড়িমী কুসুমোপমা” (দেবীমা°)

অমরকোষে পুংলিঙ্গ প্রায়িক উদাহরণ দেখিয়া মেদিনী ত্রিলিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন।

দাড়িমপত্রক (পুং) দাড়িমস্ত পত্রমিব পত্রমস্ত কপ্। রোহিতক বৃক্ষ।

দাড়িমস্ত পত্রমিব পত্রমস্ত। ১ রোহিতক বৃক্ষ।

দাড়িমফুলের তার এই জন্ত ইহার নাম দাড়িম পুষ্প হইয়াছে, রোহিতকের চলিত নাম রোহড়াগাছ। (ক্লী) দাড়িমস্ত পুষ্পঃ ৬তৎ। ২ দাড়িমের ফুল।

দাড়িমপ্রিয় (পুং) দাড়িমফলঃ প্রিয়ঃ যন্ত। কীরপকী, শুকপকী, এই পকী দাড়িম খাইতে ভালবাসে।

দাড়িমভক্ষণ (পুং) ভক্ষয়তীতি ভক্ষি-লু, ভক্ষণো ভক্ষকঃ, দাড়িমস্ত ভক্ষণঃ ৬তৎ। ১, কীরপকী। (ত্রি) ২ দাড়িম-ভক্ষক।

দাড়িমাদিচূর্ণ (ক্লী) বৈজ্ঞানিকচূর্ণ ঔষধভেদঃ।

দাড়িমাদ্যুত (ক্লী) যুতোষধভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—যুত ১/৪ সের। কদার্ব দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিজা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, বমানী, ধনিয়া, অন্নবৈতম, পিপুলমূল, কুলশুঠ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। যুতপাক প্রণালীতে যথোপযুক্তরূপে পাক করিতে হইবে। এই যুত উপযুক্ত মাত্রা ব্যবহার করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

আর ছই প্রকার দাড়িমাণ্ড যুত আছে, মহাদাড়িমাণ্ড বৃহদাড়িমাণ্ড যুত। মহাদাড়িমাণ্ডের প্রস্তুত প্রণালী—যুত ১/৪ সের, কাথার্ব দাড়িমবীজ ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, যবতণ্ডুল ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৫ সের, কুলথকলাই ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের। শতমূলীর রস ১/৪ সের, গব্যাহু ১/৪ সের, কদার্ব জাফা, পিপুলজ্বর, ত্রিফলা, বেগুন, জীবক, ঋষভক, কঁকলা, ক্ষীরকাকলা, মেদ, মহামেদ, ধা বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিজা, দারুহরিজা, মজিষ্ঠা, কুড়, এলাই ভূমিকুম্ভাণ্ড, বেড়োলা, শিলাজতু, শুড়ষক, বেণাযু কুম্ভাণ্ড, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা, যুত পাকের নিয়মমত পাক করিতে হইবে। এই যুত পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়, মেহরোগের ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদাড়িমাণ্ডযুত—যুত ১/৪ সের, কাথার্ব পক দাড়িমবীজ ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদার্ব দাড়িমবীজ, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিজা, দারুহরিজা, জাফা, পিপুল, যুজাত (অভাবে তালের মাতী), নীলোৎপল, গমপরিণ, বনযমানী, মহানিষ, কঁকলা, শুঠ, বচ, দেবদারু, চই, ব গার্জারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অমলমূল, রাখালশার মূর্খা, বংশলোচন, কঁকড়াশুঙ্গী, ধনিয়া, কুলথকলাই, মেদ, নিমছাল, বৃহত্তী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, ধা ছাল, ছাতিমছাল, নিসিন্দামূল, এই সমস্ত মিলিত ১/৫ জল ১৬ সের, যথাবিধি এই যুত পাক করিবে। এই

পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়। প্রমেহের ইহা প্রত্যক্ষফলদ ঔষধ। (তৈষজ্যঃ প্রমেহাধিকার)

দাড়িমার্ফক (পুং) দাড়িমফলের তৃণাদিযুক্ত চূর্ণ ঔষধভেদ।

দাড়িমীরস (পুং) রসভেদঃ* দাড়িম যুতে সম্ভূত করিয়া একটা পাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পক্ক হইলে বস্ত্রে ছাকিয়া লইলে যে রস হয়, তাহাকে দাড়িমীর রস কহে।

*দাড়িমঃ যুতসম্ভূতঃ তত্র পাত্রে বিনিঃক্ষিপেৎ।

ততঃ পকপটে পূত ইতি শ্রাদ্ধাদিমীরসঃ ॥

দাড়িমীরসার (পুং) দাড়িমঃ দাড়িমীশব্দঃ সরতি প্রাপ্নো-
তীতি স্বঃঅণ্। দাড়িম।

দাড়িম্ব (পুং) দাড়িম। [দাড়িম দেখ।]

দাড়ী (স্ত্রী) দাঁলাতে ফলেহনৌ দল কর্মণি যঞ, গৌরাঃ ভীষ-
লস্ত ড। ১ দাড়িম। ২ তৎফল।

দাঢ়া (স্ত্রী) দৈপ-শোধনে দা-কিপ্, দে শুক্লো দানীয় বা ঢোকতে
ঢোক-ড। ১ দংষ্ট্রী, দন্তভেদ। ২ প্রার্থনা। ৩ সমূহ। (শম্ভার্থকঃ)

দাড়িকা (স্ত্রী) দাঢ়ারৈঃ কেশসমূহায় প্রভবতীতি ঠক্ তত
ঠাপ্। ১ শব্দ, দাড়ী।

*পাদরো দাড়িকারিণ্ড গ্রীবারাং বৃষণেষু চ। (মহু ৮।২৮২)

দাঢ়া স্বার্থে কপ্ কাপি অত ইত্বঃ। ২ দংষ্ট্রিকা। (হেমঃ)

দাণ্ড (পুং স্ত্রী) দণ্ডস্ত ইক্ষুকপত্রভেদস্ত অপত্যঃ শিবাঃ অণ্।

১ দণ্ড নৃপতির অপত্য। স্ত্রিয়াং ভীপ্। দণ্ডস্ত ভাবঃ অণ্।

(স্ত্রী) ২ দণ্ডস্তাব। ৩ আয়ুধজীবিসম্বভেদ। দণ্ডানাং

সমূহঃ অণ্। ৪ দণ্ডসমূহ।

দাণ্ডকি (ত্রি) ত্রিগুণবর্ধ আয়ুধজীবিসম্বভেদ।

*আহুস্ত্রিগুণবর্ধাঃশকৌণ্ডোপরথদাণ্ডকী।

কৌণ্ডিকিজালমাশিষ্ট ব্রহ্মশূণ্ডোহিত্ব জালকিঃ ॥

(পাণিনি ৫।৩।১১৬ কাশিকা)

দাণ্ডকীয় (ত্রি) দাণ্ডকি স্বার্থে-ছ। দাণ্ডকি, দাণ্ডকি স্থলে
দাণ্ডকী এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দাণ্ডগ্রাহিক (পুং) দণ্ডগ্রাহস্ত অপত্যঃ দণ্ডগ্রাহ-ঠক্ (রেব-
তাদিত্যঠক্। পা ৪।১।৪৬) দণ্ডগ্রাহের অপত্য।

দাণ্ডপাত্তা (স্ত্রী) দণ্ডস্ত পাত্তো হস্তাং তিথৌ ইতি যঞস্তাৎ ঞঃ
ট্যঞঃ সাত্তাং ক্রিয়তে ঞঃ। পা ৪।২।৫৮) দণ্ডমাত্রস্থিত তিথি-
ভেদ, যে তিথি দণ্ড মাত্র থাকে, তাহাকে দাণ্ডপাত্তা কহে।

দাণ্ডপায়ন (পুং) দণ্ডপস্ত অপত্যঃ দণ্ডপ, অপত্যো ফক্-
। (নড়াদিত্যঃ ফক্। পা ৪।১।১২) দণ্ডপের অপত্য।

দাণ্ডমাধিক (ত্রি) দন্তমাধঃ ধাবতি ঠক্। (মাথোএরপদ-
পদব্যম্পদং ধাবতি। পা ৪।৪।৩৭) দণ্ডধারা মন্বন যোগ্য।

দাণ্ডাজিনিক (ত্রি) দণ্ডাজিনেন শার্ঠেন দন্ডেন বা অর্থাননি-

চ্ছতি দণ্ডাজিন-ঠক্। কুহক, মারাবী, বাহারী শঠতাপূর্বক
দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া অর্থাবেষণ করে, কপট ধার্মিক।

দাণ্ডারন (পুং) দণ্ডস্ত গোত্রাপত্যঃ নড়াদিত্যঃ ফক্। দণ্ডের
গোত্রাপত্য।

দাণ্ডিক (ত্রি) দণ্ডেন দণ্ডধারণেন জীবতি বেতনাদিত্যঃ ঠক্।

দণ্ডধারণোপজীবী, বাহারী দণ্ডধারণ করিয়া জীবনধারণ করে।

*নৈব রাজ্যং ন রাজাসীং চন্দ্রেন দাণ্ডিকঃ। (ভারতঃ ১২।১।৩৫)

সত্যযুগে রাজা, রাজ্য, দণ্ড এবং দাণ্ডিক কিছুই ছিলনা।

দাণ্ডিক্য (স্ত্রী) দাণ্ডিকস্ত ভাবঃ যৎ। দাণ্ডিকের ভাব।

দাণ্ডিন্ (পুং) দণ্ডেন শ্রোক্তঃ অধীযতে শৌনকাঃ গিনি।

দণ্ডপ্রোক্ত কল্পতরুখ্যায়িনমূহ। এই দণ্ডিন্ শব্দ রহস্যচিন্তাত্ত।

দাণ্ডিনায়ন (পুং স্ত্রী), দণ্ডিনো গোত্রাপত্যঃ নড়াদিত্যঃ ফক্,

দাণ্ডিনায়নেতাদিনা টিলোপাত্যাবঃ। দণ্ডীর গোত্রাপত্য।

দাত (ত্রি) দাপ কর্মণি ক্ত। ১ লুন, ছিন্ন। দৈপ কর্ত্তরি-

ক্ত। ২ শুদ্ধ।

দাতাত্মা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Perca Datnia.)

দাতব্য (ত্রি) দা-তব্য। দানযোগ্য, দেয়।

দাতব্যচিকিৎসালয় (পুং) যে ঔষধালয়ে বিনামূল্যে ঔষধ
ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

দাতা [দাতৃ দেখ।]

দাতাগঞ্জ, ১ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের একটি তহসীল।

ভূপরিমাণ ৪৩০ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের সদর ও

একটি নগর। বুদাউন নগর হইতে প্রায় ৮ কোশ পূর্বে

অবস্থিত। এখানে তহসীলের কাছারী, নিম্নআদালত,

বিভাগালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

দাতানা, পশ্চিম মালব এজেন্সীর অধীন একটি ক্ষুদ্র সামন্ত

রাজ্য। সিক্রিয়া হইতে ১৮০ টাকা তআ স্বরূপ পাইয়া থাকে।

দাতারাম, ছন্দোমঞ্জরীর একজন টীকাকার।

দাতি (স্ত্রী) দৈপ শোধে-ক্তিচ্। ১ শুদ্ধি। ২ ছেদন। দা-ক্তি।

৩ দান। ৪ দত্ত।

*মরুতো দাতিবল্ল (ঋক্ ১।৮।৭৮) 'দাতিবার প্রদেয়জলঃ

দত্তবরণীয় হবিলক্ষণনো বা' (সায়ণ)

দাতু (স্ত্রী) দা-ভাবে তুন্। ১ দান। 'কত্তস্ত দাতু শবসো

যুষ্ঠৌ' (ঋক্ ১০।১২।১) 'কদদাতু কিং দানং' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ দাতা। 'সহস্র দাতু পশুমঙ্গিরণ্যবৎ' (ঋক্ ৯।৭।২।৯)

দাতৃ (ত্রি) দা-তৃহ। ১ দানকর্ত্তা। ২ দানশীল। 'কামো

দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈততে' (যজুঃ ৭।৪৮)

স্ত্রিয়াং ভীপ্। দীর্ঘার্থে তৃচ্ প্রত্যয় যোগে কর্মকারকে

যত্তী বিভক্তি হইবে না।

দাতৃত্ব (জী) দাতৃত্বাব: ভাবে তন্। দাতৃ, দানশীলতা,
বদান্যতা।

दातृत्वं (क्री) दाह-भावे च । दाहता ।'

দাভামিত্রায় (ত্রি) দভামিত্র সম্বন্ধীয়।

ନାତୁଆ (ଧୂ ଶ୍ରୀ) ନାମ-ଜିନ୍ନ ନାମିତଃ ମାରଣଂ ଉତ୍ତେ ନାତି-ଓ-
 ଅଂ ବା ନୋ-ଜିନ୍ନ ନାମିତଃ ବଂସିତ ବଂ-କ-ଓ-ଓ ନିହାତ୍ ଆର୍ଥେ ଅଂ
 ତତୋ ଆହଂ । ମଂସିବିଶେଷ । ଡାକମାଣି, ମ୍ୟାୟ—କାଳ-
 କଟକ, ଅହାତ୍, ନାତୋହ, କାଳକର୍ତ୍ତ, ମାମନ, ମିତିବର୍ତ୍ତ, କଟା-
 ଫୁଟ, କାଳନନ୍ଦଂ । (ଡିକା) ଇହାର ଶୁଣ ବାସୁନାଶକ, ବୁଝ,
 ଶୁଭବୁଦ୍ଧିକାମି, ମ୍ରମନାଶକ, ତୁଷ୍ଟିପ୍ରଦ ଓ ବାତନାଶକ ।

(शत्रुघ्न ११ अ०)

“প্রার্টকাটে সুখীভূতা কোবা কুত্র ন গচ্ছতি ।

ইতি বদতি দাত্যাহঃ কোবা কোবা ক্বা ক্বা ॥” (উদ্ভট)

এই পক্ষীর মাংস ভক্ষণ মন্বাদি সংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

“कलविङ्गं प्लवः हंसः चक्राक्षः त्रिभुक्तुङ्गः ।

সারসং রজ্জ্ববাণী দাতুহঃ শুকসারিকে ॥” (মমু ৫।১২)

চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুকুট, সারস,

রজ্জুবাল (অলচর পক্ষিবিশেষ), ডাক এবং শুক ও সারিকা

এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না। ২ জনকাক। ৩ চাতক।

. (মেদিনী) ৪ মেঘ। (শব্দরং)

दातृहक (पुं) दातृह-स्यार्थे कन् । दातृह ।

দাতোহ (পুং) দাতৃঃ পৃষোৎ সাধুঃ । দাতৃহ পক্ষী ।

দাত্র (ক্লী) দ্রুতি দ্রুতি বানেন দো অবথওনে দ্রুন্ (দাম্বি
শসেতি ৭ পা ৩২১৮২) ছেদনসাধন অস্ত্রভেদ, দা, পর্যায়—

नवित्र, धर्मीक । (शब्दरं) दा भावे द्वन् । २० दान । "तद

বাং দাত্ৰং মহিকীৰ্ত্তেণ্ডং ।” (ষাঙ্ক ১।১১৬৬) ‘তদাত্ৰং দানং’

(সায়ণ) দা-কর্মণি ত্র। ৩ দাতব্য। “দাতঃ যত্রোপদশ্রুতি”

(ঋকৃ ৮।৪৩।৩৩) 'দাত্ৰিঃ দাতবাং' (সায়ণ)। ৩ দানকর্তা ।

"नामस्तु दातृर्मानि" (यजु. १०।७) 'दातृः दानकर्तृ' (वेददीप)

दात्रौ (दौ) दातृ-डौप् । १ दानकर्त्रौ । २ शक्रा ।

“दीनसन्तापशमनौ दात्री दध्नु वैरिणी ।” (काशीथ० २.८२)

दातृ (पुं) ददातीति दा अन् (अनि दा द्या प्रिति । उ० ४।१०४)

१ दाता । २ यद्धकर्ष ।

দাখা (দাঠা) বোম্বাই প্রদেশে কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত
একটি ক্ষুদ্রগ্রাম। ২৬ খানি গ্রাম এই রাজ্যের অধীন।

আয় প্রায় ২৫০০/- টাকা, তন্মধ্যে ৫০৯৯/- টাকা বরদার
গাইকবাদের এবং ২২২/- টাকা ক্ষুণ্ণাগড়ের নবাবকে কব-

স্বরূপ দিতে হয়। ভূপরিমাণ ৫১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা
আয়িশ দশ হাজার।

দান (খুঃ) দান-ভাবে স্বপ্ন। দান।

“तत्र दद्याद् बहून् दातान् विशान् संपूज्या माधवः ।”

(ভারত শ. ৪. অ.)

দাদ (পারসী) প্রতিশোধ, ঐতিহিংসা।

ମାନ (ନେମ) ମଞ୍ଜୁରୋଗ ।

দাদুখানি (দেশজ) উৎকৃষ্ট তুণুলবিশেষ, এই তুণুল রন্ধন করিলে অতিশয় সুগন্ধ বাহির হয়।

দাদন্ (পারসী) চুক্তিতে বাধ্য করিবার অস্ত্র মূল্যাদির অগ্রিম দান। কোন লোক কৃতকঙ্কালি জব্দ্য ক্রয় করিবে, যাহার কাছে কিনিবে, তাহার সহিত দরদাম চুকাইয়া জব্দ্য না গইয়া অগ্রিম বে টাকা দেওয়া যায়, তাহাকে দাদন কহে।

দাদনদার (পারসী) যে দাদন দেয়।

দাদা (দেশজ) ১ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ২ পিতামহ। ৩ মাতামহ।

৪ এই নামে 'এক ব্যক্তি দত্তার্ক' নামে ধর্মশাস্ত্র রচনা করেন।

দাদাজি কোণ্ডদেব, একজন ঐতিহাসিক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রনাট্যক। শাহজি পুণায় রাজধানী স্থাপন করিয়া দাদাজিকে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। দাদাজি বিচক্ষণ, ভায়শয়, রাজনীতিকুশল ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার শাসনশৃেণে অল্পদিন মধ্যেই রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি প্রজাদিগের উপর রাজস্বের হার কমাইয়া দেন; পুণায় নিকটবর্তী পাহাড়ীদিগকে ব্যাবাদি হিংস্রজন্তু মারিয়া পথিকদিগের অনেক সুবিধা করেন।

মিজিবাই ও তৎপুত্র বিখ্যাত শিবাজির থাকিবার জন্য দাদাজি লালমহল নামে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

এখন এই প্রসাদ অম্বরথানা নামে খ্যাত।

শাহজি দাদাজির উপরই শিবাজির শিক্ষাভার অর্পণ করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণেই শিবাজি ব্রাহ্মণভর্ত্ত, হিন্দু-ধর্ম্মাহুরাগি, সমরকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাহাজির মৃত্যুর পর দাদাজিই শিবাজির হস্তে পিতৃরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। শিবাজি দাদাজিকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দাদাজি মৃত্যু-শয্যায় প্ৰাণনকরেন। তিনি অন্তিমকালে শিবাজিকে জননী সম্মত্বমির স্বাধীনতা, গো-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রা এবং হিন্দুধর্মের জয়পতাকা উঠাইবার উপদেশ দিয়া যান। শিবাজি আজীবন গুরুর উপদেশে বিমূঢ় হন নাই। [শিবাজি দেখ।]

দাদডা—তিন মাত্রা, তাল—বোল—

x ১
 | |
 ধা গিন ধা তি তা ::

দাদাতাই, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, ইহার পিতার নাম

পদ্মাবতী মাধব, ইনি কিরণাবলী নামে ব্রহ্মসিদ্ধান্তের এক ধার্মিক ও ভূরীয়বস্ত্র রচনা করেন।

দাহুপহী নৌরজী [নৌরজী দেখ।]

দাহু (দেশজ) পিতামহী, মাতামহী।

দাহুমর্দন (দেশজ) দাহমারী, দক্ষর বৃক্ষবিশেষ, ইহার বৃক্ষে দক্ষ ভাল হয়।

দাহুপহী, এক বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়। দাহুপহী-দিগকে রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলা যাইতে পারে। দাহু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এইজন্ত ইহার নাম দাহুপহী হইয়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তিনি এক কবীরপহীর শিষ্য ছিলেন। কারণ কবীরপহীদিগের গুরুপ্রণালী মত্যা তিনি ষষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—১ কবীর, ২ কমাল, ৩ যমাল, ৪ বিমল, ৫ বুদ্ধন ও ৬ দাহু। রাম নাম জপই এই বৈষ্ণবদিগের একমাত্র উপাসনা। ইহার ঐশ্বর্য উপাশ্রয় দেবতার নাম রাম বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বেদান্ত-মত-সিদ্ধ পরব্রহ্মের আয়তন হার নিগুণ স্বরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তাহার মন্দির ও প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা অমুচিত তাহা স্বীকার করেন।

দাহু আন্ধ্রদেশের একজন ধুরুরি ছিলেন, তিনি ১২ বৎসর বয়সের সময়ে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া অজমীরের অন্তঃপাতী শম্বর নগরে অবস্থান করেন। তথা হইতে কল্যাণপুরে যান। অবশেষে ৩৭ বৎসর বয়সে শম্বর হইতে ৪ কোশ ও জয়পুর হইতে ২০ কোশ দূরে নটরৈ নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। জনশ্রুতি আছে, তথায় অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল, তুমি পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও। এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি নটরৈ হইতে ৫ কোশ দূরে বহরন পর্বতে গমন করিলেন, তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া একবারে অস্তিত্ব হইয়া গেলেন, আর তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। ইহাতে দাহুপহীরা বলে, তিনি পরমেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছেন। দাবিস্তানে লিখিত আছে, অকবরের সময়ে দাহু দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইয়াছিলেন। দাহুপহীরা তিলকসেবা ও মালাধারণ না করিয়া কেবল জপমালা সঙ্গে রাখেন এবং মন্তকে এক প্রকার টুপি দিয়া থাকেন, ঐ টুপি চতুর্দোণাকৃতি, অথবা গোলাকৃতি খেঁচু এবং তাহার পশ্চাৎভাগে একটি গুচ্ছ লম্বমান থাকে। ইহাদিগকে এই টুপি সহস্তু প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

দাহুপহীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বিরক্ত, নাগা এবং বিস্তরধারী। যাহারা বিষয় রাগশুভ্র হইয়া পরমার্থ সাধনে

কালক্ষেপ করে, তাহাদিগের নাম বিরক্ত। ইহাদিগের অঙ্গে কেবল অঙ্গরক্ষণী ও সঙ্গে জলপাত্র থাকে, মন্তকে আবরণ থাকে না। নাগারা অন্তরধারী, বেতন পাইলে যুদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার যুদ্ধার্থে বিশেষ দক্ষ। অনেক রাজাদের নাগা সৈন্য থাকে।

বিস্তরধারীরা সাধারণ লোকের আয় নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই তিন শাখা পুনরায় বিভক্ত হইয়া বহুতর প্রশাখায় প্রাধানতঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে ৫২ প্রশাখা প্রধান। ঐ ৫২ প্রশাখার পরস্পর কি পার্থক্য আছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। দাহুপহীরা উষাকালে শব দাহ করেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ধর্মব্রত লোকেরা অনেকে শব দাহ করিলে সেই সঙ্গে অনেক পতঙ্গের প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়া আপনাদিগের মৃতদেহ পশুপক্ষীর আহ্বারার্থে প্রান্তরে বা কান্তারে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া যান। দাবিস্তানেও লিখিত আছে, কাহারও লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে দাহুপহীরা পশুপৃষ্ঠোপরি তাহার শব সংস্থাপন করেন এবং এই কথার বলিয়া প্রান্তরে প্রেরণ করেন যে, ইহা দ্বারা হিংস্রক ও অপরাপর জন্তুর পরিতোষ হওয়াই সর্বাঙ্গেক্ষেপ্ত। অজমীর ও মাড়বার দেশে বহুসংখ্যক দাহুপহী অবস্থান করেন। নটরৈগ্রামে এই সম্প্রদায়দিগের প্রধান দেবস্থান বিদ্যমান আছে। তথায় দাহুর শয্যা ও দাহুপহী-দিগের প্রামাণিক শাস্ত্র সকল রক্ষিত হইয়াছে এবং বিহিত বিধানে ঐ ছুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। নটরৈনের পূর্বতোপরি একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে, সাধারণে বলিয়া থাকে তথা হইতে দাহুর অন্তর্ধান হয়। এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ অবধি করিয়া পৌর্ণমাসী পর্যন্ত এক মেলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের বিবরণ হিন্দীভাষায় অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহাদের ধর্ম-গ্রন্থে অনেক স্থলে কবীরপহীদিগের ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত আছে।

“দাহুর বিশ্বাসকা অঙ্গ” নামে এক গ্রন্থ আছে, ইহার কতিপয় শ্লোক ও বাঙ্গালা অম্ববাদ দিলাম।

“দাহু সহজে হোইগা জৈ কুছ রচিয়া রাম।

কাটুকো কলপে মটর দুখী হোইব কাম ॥”

রাম যাহা করে, তাহা সহজেই হইবে। অতএব তুমি কেন শোকে প্রাণত্যাগ কর, এ অতি দুষ্ট কর্ম।

“দাহু কহে যে তৈকিয়া সর্বহৈ রহা জেতুং কটর

করণ করাংবণ এক তুজ্ঞ জানাখীং মুহোইকোই ॥

সোহ ইসারা সাংইয়াং যে সবকা হাণি বিচার ॥

দাদু কহে, জগদীশ্বর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাই রহি-
রাছে, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তুমি কর্তা, তুমিই
কার্য্যিভা, আর কেহ দ্বিতীয় নাই।' যিনি সকল বস্তুকে
জ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার জীবন। জীবন
মরণের বিচার তাহারই হস্তগত; তাহাকেই চিন্তা কর।

দাতুমর্দন (দেশজ) দক্ষমর্দন, দাউদমর্দন।

দাতুমারী (দেশজ) দাউদমারী।

দাধিক (ত্রি) দগ্নি দগ্না বা সংস্কৃতং দগ্না চরতি দধি-ঠক।
(চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ দধিতে সংস্কৃত দ্রব্য। ২ দগ্নাচারী।
৩ দধিধারা সংস্কৃতি। ৪ দগ্নোপসিদ্ধ। (ক্লী) ৫ য্তোষধভেদ,
প্রস্তুত প্রণালী—বিটলবণ, এলাইচ, সৈন্ধব, চিত্রক, ত্রিকটু,
জীরক, হিঙ্গু, সৌবর্জল, যবক্ষার, আত্মাতক ও অন্নবেতস
'এই সকল দ্রব্যের টক সেবুর রসে চতুর্গুণ দধি সংযোগে
যত পাক করিবে। এই য্তের নাম দাধিক য্ত। ইহা
ঘারা গুণ্য, গ্রীহা ও শুলের শাস্তি হয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র
৪২ অ°)

দাধিক্র (ত্রি) দধিক্রাসষকীয়।

দাধিখ (ক্লী) দধিখন্ত বিকার অমুদাতাদিহাং অঞ্। ১
কশিখের বিকার। (ক্লী) তন্ত পরিমাণং অঞ্। ২ কপিখ-
পরিমাণ।

দাধুবি (ত্রি) ধুবি যুক্ত লুক ততো ইন্। ধরিজী। "পুত্রা যাংশ্চোহু
দাধুবিভরথো" (শ্লক ৬৬৬।৩) 'দাধুবি: ধরিজী' (সায়ণ)

দাধুমি (ত্রি) ধুয যুক্ত লুক ততো ইন্। ১. ধর্ষক। ২ অত্যন্ত ধর্ষক।
"ব্রহ্মণাথামি সবনেনুদাধুমি:" (শ্লক ২।৭।৭) 'দাধুমি: ধর্ষক:' (সায়ণ)

দান (ক্লী) দা দানে দো অবথগুনে দৈপ শোথুনে ভাবাদৌ
লুট্। ১ গজমদ। ২ পালন। ৩ ছেদন। ৪ শুদ্ধি। ৫ বৃক্ষ-
কোটর-কীটজ মধু। ইহার গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ, ছর্দি ও
মেহনাশক। (রাজব°) ৬ দেব ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদানক দ্রব্য-
মোচন, স্ব স্বত্যাগাঙ্কুল ব্যাপারভেদ। পর্য্যায়—ভ্যাগ,
বিহাপিত, উৎসর্জন, বিসর্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন,
প্রতিপাদন, প্রাদেশন, নিরূপণ, অপবর্জন, অংহতি, দায়,
প্রদান, দমন, দত্তি, উৎসর্গ, অতিসর্জন, স্পর্শ, বিসর্গ,
ক্ষণন, প্রাদেশন। (শঙ্কর°) দানের লক্ষণ—

"অর্থানামুদিতো পাঁজে শ্রদ্ধা প্রতিপাদনং।

দানমিত্যভিনির্দিষ্টং ব্যাখ্যানং তন্ত বক্ষ্যতে॥" (ভক্তিতত্ত্ব)

সংপাভ উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহাতে দ্রব্য সকল
অর্পণের নাম দান। দানের ৬টা অঙ্গ।

"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ক ধর্ম্মযুক্ত।

দেশকালো চ দানানামদাত্তেতানি যবিহঃ॥" (ভক্তিতত্ত্ব°)

দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয়, ধর্ম্মযুক্ত, দেশ
এই ৬টা দানের অঙ্গ। দান করিতে হইলে মনে মনে
স্থির করিয়া অর্থ্যৎ অমুৎকে দান করিব, এইরূপ
করিয়া ভূমিতে জল নিঃক্ষেপ করিবে, পরে তা-
দিত্তে হইবে। এইরূপ দান শ্রেষ্ঠ, যদিও সাগরের
পাওয়া যায়, তথাচ এইরূপ দান-ফলের অন্ত নাই।

"মনসা পাত্রমুদ্ভিষ্ট ভূমৌ তোয়ঃ বিনিঃক্ষিপেৎ।

বিম্বতে সাগরস্তান্তঃ দানস্তান্তো ন বিম্বতে॥" (ভক্তিতত্ত্ব°)

পরোক্ষে কল্পিত দান। যদি সেই পাত্র পাওয়া না যায়, তাহা
হইলে তাহা গোত্রজদিগকে দিতে হইবে; তাহা না থাকিলে
যজ্ঞ এবং তদভাবে স্বজাতি, তদভাবে জলে নিঃক্ষেপ করিবে।

"পরোক্ষে কল্পিতং দানং পাত্রাভাবে কথং তবেৎ।

গোত্রজেষু স্তথা দত্তাৎ তদভাবেহন্ত বন্ধুঃ॥

যদা তু সসংকুল্যঃ স্তায় চ সম্বন্ধিবান্ধবা।

দত্তাৎ স্বজাতিশিষ্যেভ্যস্তদভাবেহস্পৃ নিঃক্ষিপেৎ॥" (ভক্তিতত্ত্ব°)

দান করিবার সময় স্থান করিয়া বিশুদ্ধ স্থান গোময় দ্বারা
উপলিপ্ত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া দান করিবে এবং পরে
দান জন্ত দক্ষিণা দিতে হইবে।

প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া অর্থ্যৎ কোন প্রকার উপ-
কারের প্রত্যাশাদি না করিয়া কেবল বুদ্ধিতে প্রণোদিত
হইয়া সংপাভে যে দান করা যায়, তাহাকে ধর্ম্মদান কহে।

"পাত্রেভ্যো দীযতে নিতামনপেক্ষা প্রয়োজনং।

কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যক্ষ্মদানং প্রচক্ষতে॥" (ভক্তিতত্ত্ব°)

এই দান অতিশয় পুণ্যদায়ক; দানের মধ্যে ধর্ম্মদানই
শ্রেষ্ঠ। যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট গমন
করিয়া দান করিলে অনন্ত গুণ এবং আর্হান করিয়া
দান করিলে সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। প্রার্থনা করিলে পরে
দান করিলে অর্ধেক ফল হয়। যিনি আশা দ্বিয়া দান-
কালে দান না করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।
যিনি দান করিয়া পশ্চাৎ তাপগ্রস্ত হন, তিনিও নিরয়গামী
হইয়া থাকেন।

উক্ত বিধানের যিনি দান ও প্রতিগ্রহ করেন, এই দুই
জনেরই স্বর্গলাভ হয়। ইহার বিপরীত হইলে নরক হইয়া
থাকে। দান প্রকৃতি অহস্বারে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক
ভেদে ত্রিবিধ।

"দাতব্যমিত্যবিদ্যানং দীযতেহমুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাঁজে চ তদানং সাত্বিকং স্মৃতং॥

যত্ন প্রত্যাপকারার্থং ফলমুদ্ভিষ্ট বা পুনঃ।

দীযতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং বিহঃ॥

পশ্চাদ্ধাবনকালে যক্ষানমপায়েভ্যস্ত দীয়েত ।

দানি কৃত্তমবজ্ঞাতঃ ভক্তামসমুদাহৃতং ॥" (গীতা ১৭।২০-২২)

দানি উপকারক ব্যক্তির প্রতাপকীর মানসে নহে, কিন্তু কেবল দানি বা মাত্র বোধে যে উপযুক্ত হৃদয়, কাল এবং পাত্রসময়ে দান করা যায়, তাহাকে সাধিক দান কহে। প্রতাপকার কামনায় কিংবা ফল-কামনায় মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে রাজস দান কহে এবং দেশকাল পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন

পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান। যাহাদের প্রকৃতি সাধিক ভাবে গঠিত, তাহারা সাধিক দান করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট রাজস ও তামস দান হয়। এই দান নিত্য নৈমিত্তিকাদি ভেদে চারি প্রকার। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল এই চারি প্রকারের মধ্যে চতুর্থ দান সর্লশ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কোন উপকার প্রত্যাশা না করিয়া প্রতি দিম ব্রাহ্মণাদি সংপায়ে যে দান করা যায়, তাহাকে নিত্য দান কহে। যে দান পাপাদি শাস্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন প্রকার নিমিত্ত জন্ত সংপায়ে দান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে। অপত্য, ঐশ্বর্য ও স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে দান করা যায়, তাহাকে কাম্য দান এবং ঈশ্বরের প্রীতির জন্ত ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণদিগকে যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে। এই দান সর্লপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

“নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে ।

চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্লদানোত্তমোত্তমং ॥

অহন্তহ্মি যংকিঞ্চিদদীয়তে হুপকারিণে ।

অহুদিগ্ধ ফলন্তং স্তাদ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকং ॥

বভু পাম্পেশান্ত্যর্থং দীয়েতে বিহ্বাং করে ।

অপত্য বিজ্ঞতৈশ্বৰ্য্য স্বর্গার্থং যং প্রদীয়েত ।

নৈমিত্তিকমহুদিষ্টং দানং সন্তিরহুত্তমং ॥

দানস্তং কাম্যমাখ্যাতমুবিভি ধর্মচিন্তকৈঃ ॥

বশীশ্বরপ্রীগনার্থং ব্রহ্মবিশ্ব প্রদীয়েত ।

চেতসা ধর্মযুক্তেন দানং তত্ত্বিমলং শিবং ॥" (কুর্মপু')

যে হলে শালগ্রামশিলা অবস্থান করেন এবং গঙ্গাদি তীর্থ অবস্থিত, এই সকল স্থানই দানের পক্ষে প্রশস্ত। সন্ধ্যাকালে দান করিতে নাই, অর্থাৎ অন্তর্মিত হইলে দান করিবে না, বরি কেহ করে, তাহা হইলে এই দান নিফল হইবে। যাহার সামর্থ্য আছে, এইরূপ লোকের নিকট যদি ব্রাহ্মণ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করে এবং তিনি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে অনন্ত নরক হয়।

জীবন অনিত্য, আয়ু অত্যন্ত চঞ্চল, কখন মৃত্যুর মুখে পতিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই সকল ভাবিয়া সর্লদা দানাদি পুণ্য কার্যে জীবন অতিবাহিত করিবে। ভোজন করিয়া দান করিবে না। অভুক্ত হইয়া দান করিতে হয়। যিনি পতন হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে দানপাত্র কহে। যাহারা বিজ্ঞা ও তপোবলে বলীয়ান, তাহারা ই দানের উপযুক্ত পাত্র এবং ইহাদিগকে দান করিলে পতন হইতে উদ্ধার হয়।

“পতনাত্ প্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্লেত ॥” (বিষ্ণুস্মৃতিভা’)

যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের অর্থাৎ দ্বারা জীবিকানির্লহ করেন, তাহারা দানের অপাত্র। দানের তাহারাই পাত্র, যাহাদের উদরে শূদ্র নাই। একজনের পিণ্ডাদি লোপ দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া পুত্রবীনের নাম দত্তক, এই দান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [দত্তক দেখ।]

সমীপস্থ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণকে যদি কেহ কিছু দান করে, তাহা হইলে তাহার সপ্তম কুল পর্যন্ত বিনষ্ট হয়।

“সমিক্লেষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ ।

ভোজনে চৈব দানে চ দহতাসপ্তমং কুলং ॥” (শাতাভ্র)

মন্ত্রপূর্লক দান যদি অপাত্রে করিত হয়, তাহা হইলে দাতার নিরয়ভোগ হইয়া থাকে। দেবতা, অগ্নি ও ব্রাহ্মণকে দান করিতে যদি কেহ নিষেধ করে, শতবার তির্ঘ্যাং যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে চাণ্ডালকূলে জন্মগ্রহণ করে।

“ন দংবেতি যো ক্রয়াৎ দেবায়ো ব্রাহ্মণেশু চ ।

তির্ঘ্যাং যোনিগ্নাতং গঙ্গা চাণ্ডালেষভিজায়তে ॥” (শাতাভ্র)

সুবর্ণ, রক্ত ও তাম্র যতিদিগকে দান করিবে না, এবং যদি কেহ দান করে, তাহার ফল হইবে না। ব্যাক্য দ্বারা যাহা স্বীকার করা হয়, তাহা কার্য্যে করা না হইলে অণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

এই লোককে দান করিব, এই কথা বলিলে সর্লগ্রে তাহা দেওয়া উচিত।

যে ধন পরের পীড়া দিয়া উপার্জিত হয় নাই, এবং পরি-শ্রমাদি বস্ত দ্বারা উপার্জিত হইয়াছে, এইরূপ ধন অন্নই হউক বা অধিক হউক, ইহাই দেয় অর্থাৎ দানের উপযুক্ত।

“অপরাবাধমক্লেশঃ প্রযত্নেনার্জিতং ধনং ।

অন্নং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥” (দেবল)

যে পরস্ব হরণ এবং পরে দান করে, এইরূপ ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে না এবং দানের কোন ফলভোগী হয় না। পশু, অন্ধ, বধির, মুক, এবং ব্যাদিপীড়িত অর্থাৎ মহাপাতক

রোগগ্রস্ত এই সকল লোকদিগকে দান করিবে না, কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রভাবে যদি রেশ পায়, তাহা হইলে তাহা দিয়া তাহাদের উপকার করিবে। ধন সাত প্রকার বিশুদ্ধ, এই ৭ প্রকার ধন দান করিতে পারা যায়। 'অধ্যয়নাদি দ্বারা যে ধন লাভ হয়, শৌর্য্য অর্থাৎ জয়াদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, অপ, হোম ও দেবদেবাদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, কত্যাগত ধন, কত্মার সহিত আগত শ্রুতাদি দ্বারা লব্ধ যে ধন, শিষ্টাগত অর্থাৎ গুরুদক্ষিণাদি দ্বারা প্রাপ্ত যে ধন, রাজ্যাগত অর্থাৎ ঋত্বিক্ ক্রিয়া করিয়া যে ধন লাভ হয়, অবয়োগত অর্থাৎ জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে যে ধন লাভ হয়, এই সাত প্রকার ধন বিশুদ্ধ। এই সাত প্রকার ধনকে সাধিক ধন বলা যায়।

"ঐতর্য্যোয়তপঃকত্যা শিষ্টাযাজ্যাবয়োগতঃ।

ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতং ॥" (রত্নাকর)

রাজসিক ধন—কুশীদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, শাল্যসুস্থি অর্থাৎ দেবা চাকুরী ও উপকার করিলে কৃতোপকার দ্বারা লব্ধ ধন রাজসিক। তামসিক ধন—দ্যুতক্রীড়া, চৌর্য্য, পার্শ্বিক, পরপীড়া, সাহস, সমুদ্রযাত্রা ও গিরি আরোহণ, ব্যাজ অর্থাৎ শূন্যাদি হইয়া ব্রাহ্মণদিগের বেশ ধারণ করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জিত হয়, তাহাকে তামস ধন কহে। দানে সাধিক ধনই শ্রেয়, রাজসিক ও তামসিক ধন মিলনীয়। দানে এই-রূপ ধন পরিত্যাগ করিবে। পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ যে সপ্তবিধ ধন, তাহাই দানের পক্ষে প্রশস্ত। যে কোন দান করা যায়, সেই সেই বস্তুর এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবে।

দেয় দ্রব্যের দেবতা।—ভূমি দান করিতে হইলে ইহার দেবতা বিষ্ণু, কত্মাদানে দেবতা প্রজাপতি, গজদানেও দেবতা প্রজাপতি, তুরগ দানে দেবতা যম, একশক পশু মাট্রেই যমদেবতা, ধেনু দানে দেবতা রুদ্র, মহিষ দানে দেবতা যম, ছাগদানে দেবতা অগ্নি, মেঘদানে দেবতা বরুণ, বরাহদানে দেবতা বিষ্ণু, এতদ্বিধ বহুপশু মাট্রেই বায়ু দেবতা ও জলজ জন্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। সুবর্ণ দানে দেবতা অগ্নি, গণ্ডদানে দেবতা প্রজাপতি, পুস্তকাদি বিজ্ঞানদানে দেবতা ব্রহ্মা, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন ও পাছুকা দানে দেবতা প্রজাপতি, সকল প্রকার কৃতোপকারের দেবতা বিষ্ণু, সমুদ্রযাত্রা পত্রাদির দেবতা অগ্নি ইত্যাদি। যে কোন দ্রব্য দান করিতে হইলে সেই সেই দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামো-ক্তেপ করিয়া উৎসর্গ করিবে ও দান করিতে হইবে। দাতা দানে করিবার সময় যাহাকে দান করিবেন, তাহার নাম

গোত্র উল্লেখ করিয়া এবং দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী নামে উৎসর্গ করিয়া দান করিবেন।

"নামগোত্রে সমুদ্যর্থ্য প্রদত্তাৎ শ্রদ্ধয়াশ্রিতঃ।

পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সশ্রদদে ইতি ॥" (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

'দানের পাত্র—যাহাদের কান্তি, দয়া, সত্য, শীল, তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি আছে, তাহারাই প্রকৃত দানের পাত্র।

সর্বদাই যত্ন সহকারে গো, ভিল, ভূ, হিরণ্য প্রভৃতি পাত্র বিশেষে দান করিবে। পুণ্যকারী লোক আত্মদিককে অন্নদান, কুটুম্বকে গোদান, রাজ্যিককে সুবর্ণ, অনপত্যদিগকে পুত্র কত্যা, ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধোপকরণ দ্রব্য, বৈশ্যকে গণ্যোপযোগী দ্রব্য ও শূদ্রকে শিল্পোপযোগী দ্রব্য দান করিবে। যে বস্ত্র যে বর্ণের উপযোগী, সেই বস্ত্র সেই বর্ণকে দিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারিদিগকে দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও কমণ্ডলু, দান করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। গৃহস্থকে বস্ত্র, শয্যা, আসন, খাদ্য, গৃহ ও গৃহপরিচ্ছদ দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। বাণশস্যদিগকে নীবার, শাক, ফল ও দুগ্ধ দান করিবে। গন্ধ, মাল্লা দ্রব্য, তাম্বূল ও অলঙ্কার বস্ত্রাদি জীদিগকে দান করিবে, কিন্তু জীদিগকে দান করিতে হইলে তাহার স্বামীর নিকটে দিতে হইবে, নতুবা পারিবেন না। বালকদিগকে ক্রীড়নক (খেলিবার পুতুল) দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। একরূপ ছই লোক অতিশয় পুণ্যবান, যিনি হৃদিকে অন্ন এবং স্তন্থিকে হেম ও বস্ত্র দান করেন।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্ত্র্যা মণ্ডলভেদিনৌ।

দাতারূপ চ হৃদিকে স্তন্থিকে হেমবস্ত্রদাঃ ॥" (অগ্নিপু)

অন্নায় কার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ দান করিলে তাহার ফল হয় না।

দানাকালে তিথিকাল—কার্ত্তিক মাসের প্রতিপ তিথিতে দান অতিশয় পুণ্যজনক। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে দান বিশেষ প্রশস্ত। বৈশাখ মাসের ঊরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য হয়। ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী এবং ঐ দিন যদি মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের নাম সুখ্যা, এই দিনে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। অগ্রহায়ণ ও শ্রাবণ মাসের যে শুক্লাপঞ্চমী ইহাতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী এবং শুক্লাপক্ষের সপ্তমী ঐ দিন যদি রবিবার হয়, ইহাতে দান করিলে অতিশয় পুণ্য হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণের শুক্লাসপ্তমী, পৌষমাসের শুক্লাষ্টমী, আশ্বিন মাসের শুক্লানবমী, কৈষ্ঠমাসের শুক্লাদশমী এবং শুক্লাপক্ষের পুশ্যানকত্রয়ুজ একাদশী তিথি, ভাদ্রমাসের

প্রবানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাবদনী, আশ্বিনমাসের বাদনী, এবং পুণ্যানক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুনমাসের বাদনী, চৈত্রমাসের জ্যৈষ্ঠদনী, চৈত্রমাসের ও শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দশী, বৈশাখমাস ও কার্তিকমাসের পূর্ণিমা, এই সকল তিথিতে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য হয়। বাতিপাত, যুগাদি, অমাবস্তা, অবম সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি পুণ্যকালে দান করিতে হয়। দানের নিষিদ্ধকাল—সন্ধ্যাকালে দান করিবে না এবং রাত্রিতেও দান করিবে না। রাত্রিতে যদি কেহ দান করে, তাহা নিফল হয়।

“রাত্রৌ দানং ন কর্তব্যং কদাচিদপি কেনচিৎ।

হরস্তি রাক্ষসা যস্মাৎ তস্মাক্তুর্ভয়াবহং ॥

বিশেষতঃ নিনীথে তু ন শুভং কর্ম শর্মণে।

অতো বিবর্জয়েৎ শ্রোত্রো দানাদিষু মহানিশাং ॥” (স্কন্দপু.)

মহাশুক্র নিপাত হইলে প্রথম বর্ষে দান করিতে নাই। চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহণেও রাত্রিতে দান করিতে পারিবে এবং কজাদান রাত্রিতে প্রশস্ত। এ সকল বিশেষ বিধান জানিতে হইবে।

“গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রাদি প্রসবেষু চ।

দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিত্যুতে ॥” (বৃদ্ধ বশিষ্ঠ)

গ্রহণ, উদ্বাহ, যাত্রাদি-প্রসব এই সকল নৈমিত্তিক দান। রাত্রিতেও এই দান নিষিদ্ধ নহে। অট্টহাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থসমূহে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়। নদীতীর, গোষ্ঠ, ব্রাহ্মণের বাটী ইত্যাদি পুণ্যস্থলে যাহা দান করিতে হয়; এইরূপ দানই বিশেষ পুণ্যপ্রদ। দান কথিতে হইলে, সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধা প্রয়োজন, শ্রদ্ধাযিত হইয়া যদি শাকু মুষ্টি দান করা যায়, তাহাও অনন্তপুণ্য ফলদায়ী হয়। আর শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যদি সর্বস্ব দান করা যায়, তাহাও নিফল হইয়া থাকে। এইজন্ত শ্রদ্ধাই একমাত্র দানের অঙ্গ। কেবল দান বলিয়া কেন, শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। দানের সময় দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই যানাদি করিয়া শুচি হইবেন, পরে দাতা দান করিবে ও গ্রহীতা গ্রহণ করিবেন।

“স্মরাতঃ স্ম্যগাচাস্তুঃ কৃতগন্ধাদিকক্রিয়ঃ।

কামকোষধিবহীনশ্চ পায় ওষ্পর্গবর্জিতঃ ॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবানী পাত্রং দাতা চ শত্বতে ॥” (বরাহপু.)

দানকালে ‘শু’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া দান করিবে।

গ্রহীতাও প্রণব উচ্চারণ করিয়া গ্রহণ করিবে।

“ওঙ্কারেণ দত্তাৎ প্রতিগ্রহীয়াচ্চ” (জাতুকর্ণ্য)

প্রণবই একমাত্র জগতের বীজ ও বেদের আদি, এইজন্ত প্রণব উচ্চারণ করিয়া দান দানাদি শুভ কার্য্য করিতে হইবে।

প্রশুপূর্বক যে ব্রাহ্মণকে দান করে (প্রশুপূর্বক শব্দে ‘তুর্ষি’ এইরূপ, বেদপাঠ করিলে এতদিব ইত্যাদি রূপে) তাহার নরক হয় এবং যে ব্রাহ্মণ এইরূপ দান গ্রহণ করে, তাহারও নরক হয়।

“প্রশুপূর্বস্ত যো দত্তাৎ ব্রাহ্মণায় প্রতিগ্রহঃ।

সঃ পূর্বঃ নরকঃ যাতি ব্রাহ্মণস্তদনন্তরং।” (শাতাতিপ)

অপমান করিয়া যিনি দান করেন এবং যিনি এইরূপ দান গ্রহণ করেন, এই দুই জনেরই বহুদিন ধরিয়া নিয়মগামী হইতে হয়। কোন কার্য্য প্রত্যাশা করিয়া যিনি দান করেন এবং এইরূপ যিনি গ্রহণ করেন, ইহারা দুইজন নরক ভোগ করিয়া থাকেন।

যে কোন বস্তু দান করিতে হইলে মন্ত্রপূর্বক দান করিতে হয়, অমন্ত্রক দান নিফল, এইজন্ত কতকগুলি দ্রব্য দানের মন্ত্র লিখিত হইল। দেয় দ্রব্যের দানমন্ত্র হোমাদির ব্রতখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে।

কপিলাদানের মন্ত্র—

কপিলে সর্বভূতানাং পূজনীয়াসি রোহিণি।

সর্বতীর্থময়ী যস্মাদতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥”

শত্ৰুদানের মন্ত্র—

পুণ্যন্ত শত্ৰু পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।

বিষ্ণুনা বিপ্ৰতো নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

বৃষদানের মন্ত্র—

ধর্ম্মন্তঃ বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ।

অষ্টমূর্ত্তের বিধানমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

সুবর্ণদানের মন্ত্র—

হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থঃ হেমবীজঃ বিভাবসোঃ।

অনন্তপুণ্যফলদমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

পীতবস্ত্র দানের মন্ত্র—

পীতবস্ত্রযুগং যস্মাদ্বাস্তুদেবন্ত বস্ত্রভং।

প্রদানাত্ত্বং মে বিষ্ণুরতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ হ ॥

শ্বেতাশ্বদানের মন্ত্র—

যস্মাদ্বিকৃৎস্বরূপেন যস্মাদমৃতসম্ভবঃ।

চন্দ্রার্কাবাহনং নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

ধেনুদানের মন্ত্র—

যস্মান্তঃ পৃথিবী সর্বা ধেনুঃ কেশবসম্ভিতা।

সর্বপাপহরা নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

সৌহদানের মন্ত্র—

যশ্যদায়ককর্ণাণি হৃদযীনানি সর্কদা ।

লাঙ্গলাভাযুধাদীন ততঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

ছাগদানের মন্ত্র—

যশ্যং ছাগযজ্ঞানামক্কেন ব্যবস্থিতঃ ।

যানং বিভাবলেন্নিত্যমতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

ঋতবস্ত্রদানের মন্ত্র—

শরণ্যং সর্ক লোকানং লজ্জায়া রক্ষণং পরং ।

অবেশধারি ত্বং যশ্যধাসঃ ! শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

রক্তবস্ত্রযুগদানের মন্ত্র—

রক্তবস্ত্রযুগাঃ যশ্যাদিত্যস্ত প্রিয়ং সদা ।

প্রদানাদত্ব মে সূর্যো হতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

কৃষ্ণবস্ত্রদানের মন্ত্র—

ধর্ম্মরাজেন বিধৃতং কৃষ্ণবস্ত্রং অশোভনং ।

সর্কক্রেশবিনাশায় কৃষ্ণবস্ত্রং দদামাহং ॥

অন্নদানের মন্ত্র—

অন্নমেব যতো লক্ষীরন্নমেব অনর্দিনঃ ।

অন্নং ব্রহ্মখিলত্রাণ মন্ত্ৰমে অন্ন অন্নানি ॥

সোপদংশ দধার-দানের মন্ত্র—

চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থং চন্দ্রাযুজসমপ্রভং ।

দধারঃ তস্ত দানেন প্রীয়তাং বামনো মম ॥

দধারঃ সোপদংশঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকং ।

প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজোহি তদানাম্মম সর্কদা ॥

কুসুমার (খিচুড়ী) দানের মন্ত্র

সর্কদা সর্কলোকেশ সর্কব্যাপী সনাতনঃ ।

নারায়ণঃ প্রসন্নতাং কুসুমারপ্রদানতঃ ॥

পায়সারদানের মন্ত্র—

পায়সং পরমায়ক পর্কদানোত্তমোত্তমং ।

সর্কদৈবতযোগাক্ষ শ্রেয়ঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতু ॥

অপুপারদানের মন্ত্র—

আদিত্যতেজসা তক্তং কাতিশ্রেষ্ঠকরং পরং

তদন্নং মম বিপ্র ত্বং প্রতীচ্ছাপুপমুত্তমং ॥

সক্তদানের মন্ত্র—

প্রোজাপত্য্য যতঃ প্রোক্তাঃ সক্তবো যজ্ঞকর্ম্মণি ।

তস্যাং সক্তূন্ প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং মে প্রোজাপতিঃ ॥

রক্তদানের মন্ত্র—

অম্বরেষ্ সমুদ্ভূতং রক্ততং পিতৃবল্লভং ।

তস্মাদত্ব প্রদানেন রক্তঃ সম্প্রীয়তাং মম ॥

তাত্রদানের মন্ত্র—

পর্যাপাদশৈশুশ্রাদ্ধক্যাত ৮ ভক্ষণাং ।

তৎ প্রোজা তক্ত বৎপাপং তাত্রপাত্রং প্রোজাতু ॥

স্বর্ণগর্ভতিলাপাত্রদানের মন্ত্র—

দেবদেব জগন্নাথ বাহিতার্থক্ষলপ্রদা ।

তিলাপাত্রং প্রদাত্তামি তবাক্ষে সংস্থিতে রহং ॥

দর্পণদানের মন্ত্র—

দর্শনেন যশ্যদর্শ নৃণাং মঙ্গলদায়কঃ ।

শৌর্য্যসৌভাগ্যসংকীর্্তিনির্ম্মলজ্ঞানদো ভব ॥

মুক্তাদানের মন্ত্র—

তাত্রপর্ণাণ্যবোংপন্ন বর্ণাত্মা কল্পবর্জিতাঃ ।

মুক্তাঃ শুক্লভূত্বাঃ সত্ত্ব ভক্তিযুক্তিপ্রদা মম ॥

স্বর্ণপদ্মদানের মন্ত্র—

অহুত্বো জগৎপ্রষ্টু বোধসো হেমপদ্মজঃ ।

পদ্মাবাগ হরেন্নাতি জাতো মাং পাহি সর্কদা ॥

অঙ্গুলীদানের মন্ত্র—

হিরণ্যগর্ভসমুদ্ভূতং সৌবর্ণমঙ্গুলীযুক্তং ।

ধর্ম্মপ্রদং প্রযচ্ছামি প্রীয়তাং কমলাপতিঃ ॥

বলয়দানের মন্ত্র—

কাকনং হস্তবলয়ং রূপকান্তিসুখপ্রদং ।

বিত্ত্ববণং প্রদাত্তামি বিত্ত্ববরতু মাং সদা ॥

কুণ্ডলদানের মন্ত্র—

কীরোদমথনে পূর্কমুদ্ভূতং কুণ্ডলময়ং ।

শ্রিয়া সহ সমুদ্ভূতং দদৌ ত্রী প্রীয়তাং মম ॥

তুলসীদানের মন্ত্র—

মণিকাকনপুষ্পাণি মণিমুক্তাময়ানি চ ।

তুলসীপত্রদানস্ত কলাং নাইন্তি বোড়লীং ॥

তুলসীপত্রদানাধা ব্রহ্মণঃ কায়সত্ত্ববং ।

পাপপ্রশমনং যাতু সর্কে সত্ত্ব মনোরথঃ ॥

দ্রুতদানের মন্ত্র—

অশক্ষীহরণং নিত্যং নিত্যং সৌভাগ্যবর্দ্ধনং ।

ক্ষীরং মঙ্গলমায়ুবাং ততঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

নবনীতদানের মন্ত্র—

কামধেনোঃ সমুদ্ভূতং বিজ্ঞো ভূষ্টিকরং পরং ।

নবনীতং প্রদাত্তামি বলং পুষ্টিঞ্চ দেহি মে ॥

য়তদানের মন্ত্র—

কামধেনুসমুদ্ভূতং দেবানামুত্তমং হবিঃ ।

আয়ুর্বিবর্দ্ধনং দাতু রাজাং পাতু সদৈব মাং ॥

তৈলদানের মন্ত্র—

তৈলং পুষ্টিকরং নিত্যমায়ুবাং পাপনাশনং ।

অমঙ্গলাহরং পুণ্যমতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

পাছুকাদানের মন্ত্র—

কটকোচ্ছিষ্টপাণ্যবৃষ্টিকাদিনিবারণং ।

পাছুকঃ সম্প্রদাত্তামি বিপ্র প্রীত্যা প্রগৃহ্যতাং ॥

চামরদানের মন্ত্র—

লশাকরসকাশ হিমহিঙীরপাতুর ।

প্রাণসারয়াস্তু হরিতং চামরামরবরত ॥

চন্দনধণ্ড দানের মন্ত্র—

চন্দনাবাসমন্দারং সখে বৃন্দাবনাচ্চিত ।

চন্দনং যৎপ্রদাদ্যে সন্তানান্দোপ্রদো ভব ॥

কন্তুরীদানের মন্ত্র—

সমন্তভোহপি বস্ততাঃ সংস্ততানি সুরাহরৈঃ ।

বিত্তভাগে কন্তুরী স্তবদাহস্ত সদা মম ॥

কপূরদানের মন্ত্র—

কন্দর্পদোযস্মাৎ কপূরজাগতপর্ণ ।

শ্রমযাত্রভবন্তপদ্মকানাদপূস্পত্ ॥

ধাত্তদানের মন্ত্র—

ধত্তং করোষি দাতারমিহলোকে পরত্র চ ।

তস্মাৎ প্রদীয়তে ধাত্তমতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

গোধূমদানের মন্ত্র—

যস্মাদ্রময়ো অম্বুদীপো গোধূমসম্ভবঃ ।

গাক্ষসৌধাধনদঃ অতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

মুলাদানের মন্ত্র—

মুলাবীজানি বৈ যস্মাৎ প্রিয়ানি পরমেষ্ঠিনঃ ।

তস্মাদেবাঃ প্রদানেন প্রীতিঃ সিক্তু মে সদা ॥

চণকদানের মন্ত্র—

পুরা গোরূকনোকাবসময়ে হরিতকিতাঃ ।

চণকাঃ সর্বপাপাত্মা অতঃ শাস্তিঃ দদম্যমী ॥

লবণদানের মন্ত্র—

রসানামগ্রজং শ্রেষ্ঠং লবণং বলবর্দ্ধনং ।

ব্রহ্মণা নিম্নিতং সাক্ষাদতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছতু ॥

যবদানের মন্ত্র—

ধাত্তুরাজাশ্চ মাল্য্য বিজগ্ৰীতিকরা যবাঃ ।

তস্মাদেবাঃ প্রদানেন মমাস্তিতমতঃ ফলং ॥

তিলাদানের মন্ত্র—

তিলাঃ পাপহরা নীত্যাং বিকোর্টৈর্দহসমুদ্ভবাঃ ।

তিলাদানেন সর্বং মে পাপং নাপ্য কেশব ॥

শর্করাদানের মন্ত্র—

অমৃতত কলোপরাঃ ইক্ষুধারাজশর্করা ।

দুর্বাগ্ৰীতিকরা নিতামতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

ইক্ষুধাদানের মন্ত্র—

মনোভবধর্মমধাহুতুতঃ শর্করাজনিঃ ।

তস্মাদস্ত প্রদানেন মম স্তম্ভ মনোরথাঃ ॥

শুড়দানের মন্ত্র—

প্রণবঃ সর্বমজ্জাণাঃ নারীণাং পার্শ্বভী যথা ।

তথা রসনাং এবরঃ সর্দৈবৈকুরসৌমতঃ ।

মম তস্মাৎ পরাং লক্ষ্মীং দদম্য শুড় সর্বদা ॥

মধুদানের মন্ত্র—

যস্মাৎ পিতৃণাং প্রাক্কে ত্বং পীতং মধুমুতোদ্ভবং ।

তস্মাস্তব প্রদানেন রক্ষমাং হৃৎসাগরাং ॥

অলকুন্ডদানের মন্ত্র—

বারিপূর্ণঘটোপেতং দেবত্রয়ময়ং যতঃ ।

প্রীয়তাং ধর্মরাজোহিস্ত দানেনানেন পুণ্যদঃ ॥

উপানহদানের মন্ত্র—

উপানহো প্রদাত্তামি কটকাদিনিবারণে ।

সর্বদাহনৈব স্তবদে অতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছতু ॥

বাজনদানের মন্ত্র—

সুবিজ্ঞা সর্বজন্তুনাং শৈত্যানলকরী শুভা ।

পিতৃণাং তৃপ্তিদা নিতামতঃ শাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥

শিবলিঙ্গদানের মন্ত্র—

শিবশক্ত্যায়কং যস্মাৎ জগদেতচ্চরাচরং ।

তস্মাদনেন সর্বং মে কুরোতু ভগবান্ শিবং ॥

কৈলাসবাসী গৌরীশো ভগবান্ ভগনেত্রভূং ।

চরাচরায়কোলিঙ্গরূপী দিশতু বাহিতং ॥

মরকতলিঙ্গদানের মন্ত্র—

ইদং মারকতং লিঙ্গং রৌপ্যপীঠসমম্বিতং ।

ধাত্তৈর্বাদশভিযুক্তমেকাদশ ফলাদিতং ॥

সম্প্রদত্তাং বিধানেন যথোক্তং ফলমস্ত মে ।

পুস্তকদানের মন্ত্র—

সর্ববিজ্ঞাপ্রয়ং জ্ঞানকরণং ললিতাকরং ।

পুস্তকং সম্প্রযচ্ছামি শ্রিয়া ভবতু ভারতী ॥

পুষ্পদানের মন্ত্র—

আশ্রয়ন্তি মনো যস্মাৎ তস্মাৎ সুমনসঃ স্তুতাঃ ।

দত্তা দদতু মে নিতামত্যাঙ্কাদযুতাং শ্রিয়ং ॥

তাম্বুলদানের মন্ত্র—

তাম্বুলং ত্রীকরং ভজং ব্রহ্মবিজ্ঞানিষাকং ।

অস্ত প্রদানাৎ ব্রহ্মভাঃ শিবং দদতু পুংলং ॥

তাম্বুলকরদানের মন্ত্র—

পূরিভং পূগপূরণে নাগবল্লীদলাদিতং ।
 পূর্নে পূর্ণপাত্রেণ কপূর-পূরকেণ চ ॥
 সপূগখণ্ডনং দিব্যং গন্ধক্সীপ্পরসাং প্রিয়ং ।
 করজ্ঞং শুণাধারং ত্বংপ্রদানাত্ কুরুষ মাং ॥

হরিদ্রাদানের মন্ত্র—

লক্ষ্মীপ্রিয়া বা লক্ষ্মীদা লক্ষ্মীবদ্বসনপ্রিয়া ।
 দোভাগ্যকুণ্ডবরজ্রীণাং হরিদ্রা ত্রিশদান্ত মে ॥

যজ্ঞোপবীত দানের মন্ত্র—

ব্রহ্মহুত্রঃ মহাদিব্যঃ ময়া যজ্ঞেন নির্মিতঃ ।
 ব্রহ্ম জন্মাহুত্ব মে দেব ব্রহ্মহুত্বসমর্পণাত্ ॥

শয্যাদানের মন্ত্র—

যস্মাদশুভং শয়নং কেশবস্ত শির্বস্ত চ ।
 শয্যামবাপ্য শূন্তান্ত তস্মাজ্জন্মনি জন্মনি ॥

ছত্রদানের মন্ত্র—

ইহামৃতোত্তমজ্ঞাণং কুরু কেশব মে প্রভো ।
 ছত্রং ত্বংপ্রীত্য দেদত্তং ব্রাহ্মণায় ময়া শুভং ॥ (হেমাদ্রিঃ ৭*)
 মহাপাতকজ রোগ হইলে বা কোন কঠিন গীড়া হইলে
 সেই রোগ জন্ত বিহিত দ্রব্য যথাবিধানে দান করিয়া
 চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগজন্ত দানের বিষয় হারীত-
 সংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

গো, ভূমি বা সুবর্ণদান করিয়া দেবতাদিগকে পূজাপূর্ক
 রোগের প্রতীকার করিবে। কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগের শাস্তির
 নিমিত্ত গো, ভূমি বা হিরণ্য দান করিবে। মেহ, শূল,
 ঝাঙ্গ, ভগন্দর, অর্শ ও কাশ রোগে সুবর্ণ ও অন্নদান করিতে
 হইবে। অররোগে রক্তজপ, মতি, অন্ন বা শাস্ত্র দান
 করিবে। শুষ্ক ও অগ্নিমান্দ্যরোগে কস্তাদান করিবে।
 মেহ ও অশ্মরী রোগে লবণ দান করিতে হইবে। শূলরোগ
 হইলে প্রভূত অন্নদান করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্যলাভ
 হয়। রক্তপিত্তরোগে ঘৃত ও মধু দান করিবে। গ্রহণী
 রোগে গো, হিরণ্য, ভূমি ও অন্ন এই চতুর্বিধ দান করিবে।
 কুনখী ও শ্রাবদন্ত রোগে সুবর্ণ দান, শিউর ও কুষ্ঠরোগে রোগ্য
 দান, সিঞ্চলরোগে ত্রুপদান, বহুমূত্রে গোদান, নেত্ররোগে
 ঘৃত, নাসিকারোগে সুগন্ধ দ্রব্য, কণ্ঠরোগে তৈলদান, দ্বিষক
 রোগে রসদান ও পিত্তরোগে উদ্ভিদান করিয়া রোগের চিকিৎসা
 করিতে হইবে। এইরূপ দান করিয়া চিকিৎসা করিলে
 আভ্যোগ উপশমিত হয়। (হারীত দ্বিতীয় স্থান ১ অধ্যায়)

গ্রহণ গোচরে অষ্টবর্গে বা দশাতে বিরুদ্ধ হইলে দানাদি
 দ্বারা শুভ হইয়া থাকে।

রবিগ্রহের দান—মাণিক্য (অভাবে মূল্য), গোধূম,

সবৎস দেখু, কুরুজরঞ্জিত বস্ত্র, শুভ্র, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন,
 রক্তবস্ত্র ও আতপতগুল দক্ষিণার সহিত দান করিলে রবিগ্রহ
 কখন মন্দফল দেননা।

চন্ডের দান—রক্ত পট্টে তুলা, কপূর, মুক্তা, শুক্লবসু,
 রৌপ্য, যুগোপযুক্ত বৃষ, ঘৃতপূর্ণ কুন্ত ও বস্ত্র।

মঙ্গলের দান—প্রবাল, গোধূম, মন্থর, কলাই, অল্পবর্ণ
 বৃষ, শুভ্র, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীর পুষ্প ও তাম্র মঙ্গলের দান
 দান করিতে হয়।

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাংস্ত, মুগকলাই, পীতবর্ণ
 পুষ্প, ত্রাফা ও হস্তিদন্ত বুধের জন্ত দান করিবে।

বৃহস্পতির দান—চিনি, দারুহরিদ্রা, অম্ব (অভাবে ২২
 কাহন কড়ি), পীতধাতু, পীতবস্ত্র, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ
 বৃহস্পতির জন্ত দান করিতে হইবে।

শুক্রে দান—বিচিত্র বস্ত্র, খেতাখ, ধোহু, বস্ত্র, রোগা,
 স্বর্ণ, সুগন্ধি ও তুলা শুক্রে জন্ত দান করিতে হইবে।

শনির দান—মাষকলাই, তৈল, নীলবস্ত্র, কৃষ্ণতিল, নীল
 মণি, মহিষ, লোহ ও সবস্ত্র দক্ষিণা।

রাহুর দান—গোমেদ, রক্ত, অম্ব, নীলবস্ত্র, কৃষ্ণ, কৃষ্ণতিল,
 সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে।

কেতুর দান—বৈষ্ণবামণি, রক্ত, মুগমদ, তিল, তিলতৈল,
 কঞ্চল ও খড়্গ সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিতে হইবে।
 এই সকল গ্রহ সফলীয় সকল দানই অম্ব মন্ত্র উচ্চারণ ও বর
 সহিত উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। দান দ্রব্যাদি গ্রহাচার্য্যের
 দান করিবে, অন্যথা নিফল হইবে। যদি কোন গ্রহ
 জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানে লোভ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে
 সেই ব্রাহ্মণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু, পর চণ্ডালযোনি
 লাভ হয়। (জ্যোতিষ)

“গ্রহদেয়ানি দানানি গ্রহে দেয়া চ দক্ষিণা।

গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং অন্যথা নিফলং ভবেৎ ॥

লোভাৎ গৃহীতি যো বিপ্রো জ্ঞানতোহজ্ঞানতোহপি বা।

ইহলোকে দরিদ্রঃ শ্রাৎ মৃতো চাণ্ডালযোনিজঃ ॥” (জ্যোতিষ)

গ্রহ সন্মুখে কোনরূপ, দানাদি গ্রহাচার্য্য ভিন্ন অন্য
 ব্রাহ্মণের গ্রহণ করিতে নাই।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণে দানের মাধ্যম্য বর্ণিত আছে।
 এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় দান সন্মুখে বিভিন্ন গ্রন্থকার রচিত
 বিস্তর গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই গুলি উল্লেখযোগ্য।
 যথা—কমলাকর রচিত দানকমলাকর, রঘুনন্দন রচিত দান
 কল্পতরু, গোবিন্দানন্দ রচিত দানকৌমুদী, অনন্তর
 রচিত দানকৌস্তভ; গৌতম, জয়রাম, দিবাকর ও বলা

বনের দানচন্দিকা, দিবাকরের দানদিনকর, ভবদেব-ভট্টের দানধর্মপ্রক্রিয়া, নররাজ ও রত্নাকর ঠাকুরের দান-পত্রিকা, রামদত্তের দানপদ্ধতি, নীলকণ্ঠের দানপরিভাষা ও দানময়ূখ, ত্রিধরমিশ্রের দানপত্রিকা, অনন্তভট্টের দান-পারিজাত, মিত্রমিশ্রের দানপ্রকাশ, দয়ারামের দানপ্রদীপ, কুবেরনন্দের দানভাগবত, ২ রাজের দানমঞ্জরী, চণ্ডেশ্বর ও রাজভট্টের দানরত্নাকর, নররাজ ও বিভাপতির দান-বাক্যাবলী, দানবিবেক, মদনসিংহদেবের দানবিবেকোত্তোত, দিবাকরের দানসংক্ষেপচক্রিকা, 'অনন্তভট্ট, কামদেব ও রাজা বল্লালসেনের দানসাগর, এ ছাড়া অগ্রসিক হেমাদির দানধর্ম ও অপুত্রার্কের দানাপার্ক আছে।

দানক (ক্ৰী) কুংসিতঃ দানং দান-কন্। কুংসিত দান, নিম্নিত দান।

দানকর্ম (ক্ৰী) দানমেব কর্ম। দানক্রিয়া। পর্যায়—দাতি, দাশতি, দাসতি, রাতি, রাসতি, পূনর্দাতি, পূনর্দাতি, শিক্তি, তুষ্টি, মহত। (নিঘণ্টু ৩ অধ্যায়)

দানকাম (ত্রি) দানং কাময়তে কাম-স্বার্থে নিঙ্ অণ্। দানলী। "গোতমস্তোমেন যদীচ্ছদানকামা মে প্রজ্ঞাতাং।" (আশ্বলায়নশ্রৌ ৯।৩।১৪)

দানকূল্য (ক্ৰী) হস্তীর মদজল।

দানকেলী, ত্রিপুরগোশ্বামী কৃত ভাগিকালক্ষণাক্রান্ত দৃশ্যকাব্য।

দানকোণ (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Cyprinus harbigar)

দানগড়, এই স্থানে ত্রিপুর দানলীলা করেন। (ত্রিপুরাবনলীলা*)

দানঘাটি, গোবর্দ্ধনস্থিত ত্রিপুরের লীলাস্থান। (ভক্তমাল)

দানচ্যুত (পুং ক্ৰী) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

দানধর্ম (পুং) দানার্থো ধর্মঃ দানরূপো ধর্মো বা মধ্যলো*।

দানের ধর্ম, দান, দানশীলতা, দানাত্মক ধর্ম।

*অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্মমহত্তমং।

অর্থানামুদিতো পাতে প্রজ্ঞয়া প্রতিপাদনং ॥ (গীর্ভঙ্গপু ৫১অঃ)

পুণ্য কার্যের মধ্যে দানই সর্বোত্তম, দানের ফল অনন্ত।

[দান দেখ।]

নিনিবর্তনকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ডের নিকট অবস্থিত কুণ্ডভেদ।

(ভক্তমাল, ত্রিপুরাবনলীলা*)

দানপতি (পুং) দানো পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭৩৭। ১ সত্তত দাতা,

যিনি সর্বদা দান করিয়া থাকেন। ২ অক্রুরের নামান্তর,

শতধরা স্তম্ভক মণি হরণ করিয়া ইহার নিকট গচ্ছিত

রাখেন, ইনি প্রতিদিন এই মণির প্রভাবে বহুদান

করিতেন, এই জন্ত ইহার দানপতি নাম হয়। (ভাগা*)

৩ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ ২৩২।৭)

VITA

দানপত্র (ক্ৰী) দানস্ত পত্রং। ত্যাগপত্র, ত্যাগ করিলাম অর্থাৎ তোমাকে ইহা দান করিলাম বলিয়া যে পত্র লিখিয়া দেওয়া হয়।

দানপদ্ধতি (ক্ৰী) দানস্ত পদ্ধতিঃ। দানবিষয়ক পদ্ধতি, দানের প্রণালী, দানের নিয়ম।

দানপাত্র (ক্ৰী) দানস্ত পাত্রং। *দানযোগ্য ব্রাহ্মণভেদ, যিনি দানের উপযুক্ত। [দান দেখ।]

দানপ্রতিভাষ্য (ক্ৰী) ঋণ পরিশোধার্থ ঋমিন।

দানফল (ক্ৰী) দানস্ত ফলং ৬৩৭। দান-জন্ত ফল, দানের ফল, দানজন্ত ধর্মসঞ্চয়।

দানফলের বিষয় অধিপুরণে এইরূপ লিখিত আছে— দাতার নিকটে গমন করিয়া তত্ত্বিপূর্বক দান করিলে তিনি অবস্থার অক্ষয় ফল লাভ হয়, ভয় বা ক্রোধপূর্বক দান করিলে গর্ভাবস্থার ইহার ফল ভোগ এবং ঈর্ষা ও ক্রুদ্ধ ইহা দন্ত ও অর্থের জন্ত বিজ্ঞানিগকে দান করিলে, বাল্যকালে ইহার ফলভোগ হয়।

যাহারা বৈশ্ব ও বেদবিহীন সন্ধ্যাদি-উপাসনাবর্জিত ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ইহার ফল বৃদ্ধকালে প্রাপ্ত হয়।

চারিপ্রকার জন্ম ও ষোড়শ প্রকার দান নিফল—অপুত্র ব্যক্তি, বক ধার্মিক, পরামর্ভোজী ও যাহারা সর্বদা লোকের পীড়া দিয়া থাকে এই চারি প্রকার লোকের জন্ম নিফল। ১ দেবপিতৃবিহীন, ২ ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপী, ৩ দত্তাশু-কীর্তন (দান করিয়া বলা), ৪ বেদ, অগ্নি ও তৃত্যোগী, ৫ অস্ত্রাঘ দ্বারা উপার্জিত বস্ত্রদান, ৬ ব্রহ্মবাতী, ৭ মিথ্যাবাদী গুরু, ৮ চোর, ৯ পতিত, ১০ কৃতঘ্ন, ১১ সর্বদা যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ঘেঁষ করিয়া থাকে, ১২ যাচক, ১৩ বুঘলীপতি, ১৪ পরিচারক, ১৫ ভৃত্য, ও ১৬ মিথ্যাবাদীকে দান করিলে নিফল হয়, এই ষোড়শ প্রকার দান করিলে দান জন্ত কোনই ফল হয় না *।

* "পরা যদীরতে দানং ভক্ত্যা পাতে বিধানতঃ।

তদনন্তফলং বিদ্ধি অবহাসিতরে নৃপঃ।

তমোবৃত্তস্ত যো দদ্যাৎ ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।

নৃপদানাত তৎসর্গঃ তুড়জে নর্ত্তকঃ।

ঈর্ষা বহুমান্যৈব দত্তার্থঃ চার্পকারণং।

যো দদতি বিজ্ঞাতিতাঃ স বাধ্যো তু তদনন্তং।

বৈশ্বদেববিহীনক সন্ধ্যোপাসনাবর্জিতঃ।

যদানং দীরতে তন্মৈ বৃদ্ধকালে তদনন্তং।

বুধা জ্ঞানি চ দ্বারি বুধা দানানি ষোড়শ।

তান্তহং সপ্রবক্ষ্যামি বধাবহমুপূর্বকঃ।

দানব (পুং) দানোরপত্যং দহু-অণ্ (তত্ত্বাপত্যং। পা ৪।১।১২)
দহুর অপত্য, কশ্চপের ঔরসজাত ও দহুগর্ভজ পুত্রগণ, অসুর।
“নি মারিনো দানবস্ত মায়া অপাদয়ৎ।” (ঋক্ ২।১।১০)
ইহু অভিযুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবদিগের
মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছিলেন। ভাগবত মতে ইহাদের
সংখ্যা একষষ্টি তাহাদের মধ্যে—বিমূর্খা, শব্বর, অরিশ্ট,
হয়গ্রীব, বিভাবহু, অয়োমুখ, শঙ্কশিরা, স্বর্ভাহু, কপিল, অরুণ,
পুলোমা, বৃষপর্কী, একচক্র, তাপন, ধুম্রকেশ, বিরূপাক্ষ,
বিপ্রচিতি ও দুর্জয় এই ১৮ জন দানবের মধ্যে প্রধান।
মহাভারতের মতে—চত্বারিংশৎ দহুর পুত্র।

“চত্বারিংশদনোঃ পুত্রাঃ খ্যাতাঃ সর্বত্র ভারত।

তেষাং প্রথমজ্ঞো রাজা বিপ্রচিতির্মহাবিশাঃ।” (ভারত ১।৬৫।২১)

দক্ষকন্যা দহু ত্রিলোকবিশ্রুত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিতি রাজা হইয়াছিলেন।
শব্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেনী, দুর্জয়, অয়শিরা,
অবশিরা, বীর্ঘবানু, অবশঙ্কু, গগনমূর্খা, বেগবানু, কেতুমানু,
স্বর্ভাহু, অখ, অবশপতি, বৃষপর্কী, অজক, অখগ্রীব, যুগ্ম, তুহণ্ড,
একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচক্স, নিকুম্ভ, কুপট,
কপটি, শরভ, শলভ, স্বর্ঘ্য ও চক্স ইহারা দহুবংশে অন্যহেতু
দানব বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। দানবের মধ্যে চক্স ও স্বর্ঘ্য
দেবতা হইতে ভিন্ন। ক্রমে ইহাদের বংশ এত বিস্তৃত
হইয়াছিল যে তাহা গণনা করাও দুষ্কর হইয়া উঠে।
এই বংশেই ব্রজ উৎপন্ন হইয়াছিল। (ভারত ১।৬৫ অ°)
মহাসংহিতার মতে—দানবগণ পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে।

“ঋষিভাঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।

দেবেভ্যস্ত জগৎ সর্গঃ চরং স্থাধুপূর্কশঃ।” (মহু ৩।২০।১)

মরীচ্যাদি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছে।
পিতৃলোক হইতে দেবদানব এবং দেবতা হইতে এই চরাচর

জগৎ আত্মপুর্নিক ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। দানবভেদঃ জ্ঞ
(ত্রি) দানব সখকীয়। ত্রিমাং ভীপী।

দানবগুরু (পুং) দানবানাং গুরুঃ ৬তৎ। দানবদিগের জ্ঞ
গুরুচার্য।

দানবজ (পুং) দানে বজ্রইব। বৈশ্বজাতিক অশ্ববিশেষ
ইহারা দেবতা ও গন্ধর্বদিগকে বহন করে। ইহাদের
বার্দ্ধিক্যব্রহ্ম নাই এবং কদাপি বেগহীন হয় না। ইহারা
মনের স্থায় বেগশালী। (ভারত ১।১৭১ অঃ)

দানবারি (পুং) দানবানাং ঋরিঃ ৬তৎ। ১ দেবতা ২ বিষ্ণু
দানমেব বারি অলং। (ক্লী) ৩ গজমদলল।

দানবিধি (পুং) দানস্ত বিধিঃ ৬তৎ। দান করিবার বিধি
বা নিয়ম।

দানবীর (পুং) ১ অত্যন্ত দাতা, যে ব্যক্তি সর্বস্ব দান
করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ২ বীররস ভেদ। ৩ নায়কভেদে
“স চ দানবর্ষযুগৈঃ দয়য়া চ সমন্বিতশচতুর্দ্বাভ্যাং।

স চ বীরঃ। দানবীরঃ, ধর্মবীরঃ, দয়াবীরঃ, যুদ্ধবীরঃ
চতুর্বিধঃ। তত্র দানবীরঃ পরশুরামঃ।

“ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহী নির্ব্যাখ দানাবিধিঃ।”

(সাহিত্যদ্রঃ ৩।২০।)

দানবীরের স্থলে ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ স্থায়িতা
ব্রাহ্মণদিগকে সম্প্রদান আলম্বনবিভাব, সখ ও অধাবসার
দ্বারা উদ্ধীপন বিভাব, সর্বস্বত্যাগাদি দ্বারা অমৃতভাব, ধর্ম
যুক্তি প্রভৃতি সঙ্গারীভাব। স্থায়িতা প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টি প্র
হইয়া দানবীরতা প্রাপ্ত হয়। ‘ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্র’ এই পৌ
দ্বারা ‘পরশুরাম’ এস্থলে সম্পূর্ণ দানবীর।

[বিশেষ বিবরণ বীররস দেখ।

দানবেয় (পুং) দয়াঃ অপত্যং দহু ত্রিমাং উক্ত, ততো ঔ
দক্ষকন্যা দহুর অপত্য।

“দৈতেয়া দানবেয়াশ্চ কিমিচ্ছন্তি পরাক্রমাৎ।” (হরিশ্চ ২২।)

দানব্রত (ক্লী) দানমেব ব্রতং। দানরূপ ব্রত।

দানশক্তি (ক্লী) দানস্ত শক্তিঃ। দান করিবার ক্ষমতা, দাতৃ
দানেচ্ছা।

দানশীল (ত্রি) দানে শীলং স্বভাবো বস্ত। দাতা। পর্যায়
বদান্ত, বদন্ত। (হেম ৩।১৫)

দানশূর (পুং) দান শূরঃ বীরঃ। দানবীর, শাক্যমনি।

দানশৌণ্ড (ত্রি) দানেশু শৌণ্ডঃ অতিদক্ষঃ। বহুপ্রদ, ক্ষ
বদান্ত, অতিশয় দাতা।

“নিগুণোহপি বিশ্বখোন ভূপতে

দানশৌণ্ডমনসঃ পুরোহিতবৎ।” (মাধ ১।৪।৩০)

অপুত্রস্ত বৃথা জন্ম ধর্মবাহাঃ নরঃ সদা।

পরপাকং সদামুত্তি পরতাপরতাত্বে।

দেবপিতৃবিশীনং বৎ ঈশ্বরেভ্যঃ সর্গোবতঃ।

দত্তামুর্জনাটৈব বেদাশ্রিতত্বত্যাগিনে।

অন্তায়োপার্কিতং দানং ব্যর্থং ব্রহ্মহ্মে তথা।

গুরবে হনুতবজ্রে চ শ্বেনার পতিতায় চ।

কৃতদ্বার চ বদন্তা সর্গা ব্রহ্মবিধিবে।

যা চকার চ সর্গস্ত বৃথাঃ পতয়ে তথা।

পরিচারকায় ভৃত্যায় সর্গস্ত পিতৃনায় চ।

ইত্যেতানি তু রাজেন্দ্র বৃথা বানানি বোদ্ধব।” (অগ্নিপু্রাণ)

দানসাগর (পুং) দানানঃ সাগর ইব। মহাদানবিশেষ, বাহাতে ঘোড়শ দান করিতে হয়। গোড়দেশ প্রসিদ্ধ ভূমি, আসন প্রভৃতি ঘোড়শ পদার্থের প্রত্যেক বস্তু ১৬ দান করিয়া যথোক্ত বিধানে দান করিলে দানসাগর হয়।

“যঃ কশিৎ কুরুতে দেবি গ্রহণে দানসাগরং।

বৃষোৎসর্গঃ মহাদানঃ যৎ কিঞ্চিৎ পৃথিবীতলে ॥”

(কামধেনুতন্ত্র ২৫ পটল)

দানানঃ সাগর ইব প্রতীপাদকতয়া আধার ইব। ২ তুলা-পুরুষাদিমহাদানের বিধানজ্ঞাপক স্মৃতিনিবন্ধভেদ।

দানযোগ্য (ত্রি) দানন্ত যোগ্যঃ ৬তৎ। দানের যোগ্য, দানের পাত্র।

দানী (দেশজ) ১ দানব, অসুর। ২ প্রেত। ৩ কঠাভরণবিশেষ। ৪ শস্ত। ৫ ক্ষুদ্রবীজ।

দানাপ্রসু (ত্রি) দানকর্ম্ম। “তা ত ইন্দ্র-দানাপ্রসঃ আক্কাণে” (ঋক্ ১০।২১।১১) ‘দানাপ্রসঃ দানকর্ম্মণঃ’ (সায়ণ)

দানাদার, ১ দানায়ুক্ত। (পারসী) ২ শস্তযুক্ত।

দানাদার পাথর, অন্তরভেদ (Granite.)

দানি (ত্রি) দানমস্তাতি দান-ইনি। দানযুক্ত।

“স্বয়ম্বলং তপোযজ্ঞস্বাধ্যায়ব্রতদানিনঃ।” (ভাগবত ৭।২।১০)

দানীয় (ত্রি) দীয়তে হইবে দা সম্ভবদানে অনীয়স্ব। দানের যোগ্য, দানপাত্র।

দানু (পুং) দদাতীতি দা-নু (দাতাভ্যাস্তঃ)। উণ্ ৩।৩২)

১ দাতা। ২ বিক্রান্ত। ৩ বায়ু। ৪ অথ, শর্ম্ম। ৫ দানব।

“দাহুঃ শূর্য্যানং স জনাস ইন্দ্রঃ” (ঋক্ ২।১২।১১) ‘দাহুঃ দানবঃ’ (সায়ণ) (ক্লী) ৬ দান। ৭ বর্ষণ। “যবঃ ন বৃষ্টি-দ্যিব্যেন দাহুনা” (ঋক্ ১০।৪৩।৭) ‘দাহুনা দানেন বর্ষণেন বা’ (সায়ণ) ৮ দেয় ধন। “করন্তিস্রো মথবা দাহু চিত্রাঃ” (ঋক্ ১।১৭।৪।৭) ‘দাহুতি দেবৈরধনৈশ্চিত্রাঃ’ (সায়ণ)

দানুদ (ত্রি) দাহুং দদাতি দাহু দা-ক। ধনদাতা। “প্রদাহুদো দ্যিব্যো দাহুপির” (ঋক্ ৯।৯৭।২৩) ‘দাহুদঃ দাতৃত্যঃ ধনা-দীনাঃ দাতা’ (সায়ণ)

দানুমৎ (ত্রি) দাহুঃ বিজতে হন্ত দাহু-মতৃপ্। হিংসায়ুক্ত।

“পর্কতে দাহুমদ বহু” (ঋক্ ৫।১৪) ‘দাহুমৎ দাহুমতো হিংসায়ুক্তঃ যদা দহুরস্বর মাষা সৈব দাহুঃ তবতঃ।’ (সায়ণ)

দানোকস্ (ত্রি) দানের এক নিলয়।

“বীরং দানোকসং বন্দৈধ্য” (ঋক্ ১।৬১।৫) ‘দানোকসং দানানামেকনিলয়ং’ (সায়ণ)

দান্ত (ত্রি) দম-কর্ত্তরি ক। ১ বহিরিঙ্গিয় নিগ্রহকর্ত্তা, তপঃ ক্রেশসহ।

“শান্তোদান্ত উপরতন্তিতিক্ঃ শ্রদ্ধাবান্

সমাহিতোভূত্বা আত্মাত্মানমনবলোকয়েৎ” (বেদান্তসার)

২ দমিত। ৩ শিক্ষিতবৃক্ষ। ৪ মদনকম্বুক। ৫ বিদর্ভরাজ

ভীমসেনের দ্বিতীয় পুত্র, দময়ন্তীর ভ্রাতা। (ভারত ৩।৫৩ অ°)

দন্তেন নিবৃত্তং দন্ত-অণ্। ৬ দন্তনির্ম্মিত। ৭ দানা।

দান্তা (স্ত্রী) অঙ্গরোবিশেষ।

“বিহ্যতা প্রশমী দান্তা বিছোতা রতিরেব চ।” (ভারত ১২।১৯।৪৫)

দান্তকড়া (দেশজ) দাঁতের গোড়ার ব্যথা, দাঁত কনকনানি।

(Toothache)

দান্তি (স্ত্রী) দম-কিন্। ১ তপঃক্রেশাদি সহিষ্ণুতা। ২

বাহুজিয় নিগ্রহ। ৩ বস্ত্রতা। ৪ নব্রতা, বিনয়।

দান্তিক (ত্রি) গজদন্তনির্ম্মিত।

দাপ (দর্প শব্দের অপভ্রংশ) ১ দর্প, গর্ক, অহঙ্কার। ২ জোরে আঘাত।

দাপনীয় (ত্রি) দণ্ডার্থ।

দাপয়িতব্য (ত্রি) দণ্ডের যোগ্য।

দাপট (দেশজ) প্রভাব, প্রতাপ, অহঙ্কার, গর্ক।

দাপান (দেশজ) দর্পকরণ, প্রভাব প্রদর্শন, প্রতাপ প্রকাশ।

দাপিত (ত্রি) দা-পিচ্-কর্ম্মণি ক। ১ সাধিত। ২ দণ্ডিত।

৩ দাপিতধনক প্রতিবাদী প্রভৃতি। ৪ ধনাদি দ্বারা আয়ত্তী

কৃত। ৫ শোধিত দ্রব্য। কলিজ ও পুরুষোত্তমের মতে

দাপিতের পাঠান্তর দায়িত। দর্প।

দাপু (দেশজ) লতাভেদ (Polypodium proliferum.)

দাপোলি, ১ বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত

একটা উপবিভাগ। ইহার উত্তর সীমা জঞ্জিরা ও কোলাবা,

পূর্বে কোলাবা ও খেড়, দক্ষিণে বাশিষ্টী নদী চিপ্লুন হইতে

দাপোলিকে পৃথক রাখিয়াছে এবং পশ্চিমে স্মারবসাগর।

ভূপ্রমাণ কমবেশ ৫০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা আর

দেড় লক্ষ। এখানে অপরপর জাঁতির মধ্যে কুণবি, মাজ,

মহার ও ভজ্জি জাতি অনেক। শেখোক্ত তিন জাঁতির

অবস্থা অতিশয় মন্দ।

সমুদ্রের ধারে দাপোলি আর ৩০ মাইল বিস্তৃত। সমুদ্রের

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ অন্ন বালুকায়ুক্ত। সমুদ্রের ধারে

অথচ সাবিত্রী ও বাশিষ্টী নদীর সঙ্গমে বাকোত ও দাভোল

নামে দুইটা গওগ্রাম আছে। এখানকার গ্রামসমূহ আম ও

কাঁঠাল গাছ যথেষ্ট জন্মে। এখানকার জল হাওয়া স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর। সমুদ্র হইতে আর আড়াই

ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কোকণের মধ্যে এই স্থান অতিশয়

স্বাস্থ্যকর।

দাভি, গুজরাটের রাজপুত জাতির মধ্যে এক প্রধান শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, পূর্বকালে গজনী, এদর, ভীলড়িগড় ও খেড়গড়ে দাভিদিগের বাস ছিল। দাভিরাই ইহাদের আদিপুরুষ। দাভিরাবির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কবিতা শুনা যায়—

“বড়ী সতী বনবাস দেব শ্রীরাঙ্গ দীপো।

সীতাজী চালায়া কনকলবাসো কীধো ॥

পুরা মাগজ পেট এ কুংবর লব আয়ে।

অশো কুংবর অবতার অশোখত পুনম জায়ে ॥

সুপে কুংবর রথীরাং সতী সীতা ধুবনে চালায়াং।

বনং চরী দেখ পাছাং বলাং হেত করে লব লীয়াং ॥

পল খোলী রুখী দেব তহাং বালক নহীং দীশে।

মার্থো কোই মংঝার সীংহ শীয়াল কে শশে ॥

(কে) ধরে রথী হর ধ্যান ভাতরখি নাম দেয়ায়ে।

ওখ বহে আবীয়াং বাবু জম দীসে বীজো।

বাত কুণ তেড় বে শগতী তেরো ॥

মাস জেঠ পথ শাম কৃত জগতণো অধতাম

সোম সপবার শবজে দরঝসা কুখ ডাত।

হেক ভড় জোধ উপায়ো চোরাসী রথ আয়েনর ভাতীনে পায়ে
পদবেগর ডুঙ্গর গণা হেক পত জুজয়ে ॥

সমসর পংদর চোরাসী মহাকোধ পেদাস হ্যো।”

দেব শ্রীরাঙ্গ সীতাকে বনবাস দিলেন। সীতা বিজনবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ‘দশমাস পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ণচন্দ্রের জায় কুমার অবতার লবকে প্রসব করিলেন। (একদিন) সীতা ঋষির নিকট পুত্রকে রাখিয়া জ্ঞান করিতে গমন করেন। কিন্তু এক বনচরীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া লবকে কইয়া বান। এদিকে ঋষি ধ্যানান্তে সম্মুখে বালুককে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন, বোধ হয় বিভ্রাল, বা শূগাল অথবা কোন শশক তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি দাভ (দর্ভ) হইতে একটা মূর্তি প্রস্তুত করিলেন। যজুর্বেদ স্মরণ করিয়া তাঁহার দর্ভ ঋষি বা দাভ-রখি নাম রাখিলেন। সীতা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যেন ঠিক তাঁহার পুত্রের জায় আর একটা রহিয়াছে। (ঋষি কহিলেন), হে শক্তি! কথায় আর কি হইবে? এ দুইটাকে তোমার আপন পুত্র বলিয়া জানিও। এইরূপে কৃতযুগের অন্ত্যে গত হইলে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে সোম-বারে দুর্গাসা ঋষি মহাবল দর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। গঙ্গবেগর পর্বতে ৮৪ জন ঋষির সমক্ষে সেই যুগের ১৫৮৪ বর্ষ গত হইলে দাভি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দর্ভঋষির অধস্তন ২০শ

পুরুষে অমরসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পালোড় হইতে যাত্রা করিয়া চোহানদিগকে তাড়াইয়া প্রমাণগড় অধিকার করিয়াছিলেন। অমরসেন হইতে ১২শ পুরুষে জয়পাল, ইনি প্রমাণগড় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জ্ঞান কান্দীর অধিকার করেন। জয়পালের ১৬শ পুরুষ পরে যোধ্য কান্দীর ছাড়িয়া পড়িয়ারদিগকে পরাস্ত করিয়া তখোল অধিকার করিলেন। তাঁহার ১০ম পুরুষে অধিরাজ যাদবদিগের নিকট হইতে শত্রুজয় হুগ জয় করিয়াছিলেন। দেভা (ডেভা) অধিরাজ হইতে ৭ পুরুষে অধস্তন। ইনি ১৬৭২ সন্থতে কোরভাদিগকে তাড়াইয়া খেড়গড় অধিকার করেন।

খেড়গড়ে দাভিরা বহুদিন ছিলেন। তৎপরে রাঠোর-দিগের হস্তে নির্ধাতন ভোগ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে শালদাভি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া ভিন্মালে (ভিন্নমাল) আসিয়া বসবাস করেন। শালদাভির অষ্টম পুরুষ পূর্ববর্তী হুদার সময়ে দাভিরা কচ্ছবাহতীলের নিকট হইতে ভীলড়ী-গড় জয় করেন। এখানে বহুদিন তাহাদের রাজধানী ছিল। হুদার পাঁচ পুরুষ পরে সোমেশ্বর দাভি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেহরাজ কবিকে সোতান্না গ্রাম দান করেন। এখনও কবির বংশধরেরা ঐ গ্রাম ভোগদখল করিতেছেন।

শালদাভির প্রপৌত্র আসলদাভি গৃহবিবাদে ভিন্মাল ছাড়িয়া এদরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে এদর-রাজ তাঁহাকে দশ হাজার অশ্বরোহীর পদে নিহত করিলেন। ক্রমে তিনি অনেকগুলি গ্রাম দখল করিয়া ভীলড়িগড়ে বাস স্থাপন করেন। আসলদাভির পুত্র এক ভীলরদারের কস্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু শেষে সমাজে নিমিত্ত হইবার ভয়ে এদরে না আসিয়া আবুশিখরের নিকট চোতোয়লা পাহাড়ে গিয়া ভাটেখী দেবীর কঠোর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিরোহীরাজের নিকট যাইতে আদেশ করেন। শিরোহীরাজ তাঁহাকে রোহ-সরোয়া চোরাসি গ্রাম দান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ভাটেখীর কৃপায় তিনি ‘সন্মান লাভ করেন, এইজন্য তিনি ভাটেখীর নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও

* সোতান্না দান-সম্বন্ধে এই দুই প্রচলিত আছে—

“কচবাহা কাড় ভেল দুদে লই ভেলড়ী

সাড়ে অসী ব্র তপেরো অমর।

দান লব দুদো দএ মেহরাজনে সোতান্না—

সমতে সোমেশ্বর, সোমাপেরো ॥”

ভাটেশ্বরীর নামে বিখ্যাত এবং এখনও উক্ত স্থানে বসবাস করিতেছে। *

দাভী (ক্ৰী) অনিষ্টজনক। (১৮)

দাভা (ত্রি) ১ বাধ বা বাধার যোগ্য। ২ শাসনযোগ্য।

দাম (দেশজ) ১ মূল্য। ২ অলঙ্কার বিশেষ।

(ক্ৰী) দো খণ্ডনে বা করণে মন দামন। ১ পঞ্চাদি বন্ধনরজ্জু।

যে দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়, দৌকা, পর্যায়—সন্ধান, রজ্জু।

“গোপীন্দ্রে ভয়ি কৃতগণি দামতাবৎ

যাতে দশাশ্বকলিলাঞ্জনসম্মাংকং ॥” (ভাগ১ ১৮।৩১)

(ত্রি) ২-দাতা। “শগ্গন্ত বিশগ্গতে রায়ো দাতা

মতীনাং।” (শ্লক ৬।৪৪২) ‘রায়ো ধনস্ত দামা দাতা ভবতি।’

(সারণ) দা ভাবে মন। ৩ সন্ধান। ৪ মালা। (মাঘ ৪।৫০)

দম্যতে অহুশিষ্মতে দম কর্ণশি ঘঞ্। ৫ লোক, বিশ্বসংসার।

দামকণ্ঠ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

দামকণ্ঠি (পুং) দামকণ্ঠস্ত যুবা গোত্রাপত্যঃ দামকণ্ঠ-ইঞ।

দামকণ্ঠের যুবা গোত্রাপত্য। বহু এই অর্থ বুঝাইলে

অপত্যার্থে যে প্রত্যয় হয়, তাহার লুক হয়। ‘দামকণ্ঠাঃ’

দামকণ্ঠের বহু যুবা গোত্রাপত্য।

দামগ্রস্থি (পুং) মংশুরাজ বিরাটের সেনাপতি। (ভারত বিরাটপ ৩১ অং)

দামচন্দ্র (পুং) ক্রপদ নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ভ্রোগপ ১৫৮ অং)

দামজাতক্ৰী (পুং) সুরাষ্ট্রের এক শাহরাজ।

[শাহ-রাজবংশ দেখ।]

দামড়া (দেশজ) ছিন্নমূল বৃক্ষ, খাসী, বলদ।

দাম্ন (ক্ৰী, ক্ৰী) দো খণ্ডনে দীর্ঘতে ইতি দা-মনিন্ (সর্ক-ধাতুভ্যো মনিন্। উণ ৪।১৪৫) দোহনকালে পঞ্চাদির পাদ-

বন্ধন রজ্জু, ছাঁদন দড়ি। ২ মালা। ৩ রজ্জুমাত্র। ৪ যে

দড়িতে অনেক গোরু বাঁধা যায়।

দামনপর্বন (ক্ৰী) দমনো দমনবৃক্ষস্তত্ত্বদমিত্যাণ্ প্রত্যয়ে

দামনঃ তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধি পর্ব যস্মিন্। ১ দমনভঞ্জন তিথি,

চৈত্র শুক্লচতুর্দশী। ২ চৈত্রমাসের শুক্লাদশী আদি করিয়া।

“সতীর্থৈর্হর্ষিবৃদ্ধাঙ্গৈঃ তত্ত্বদামনপর্বণোঃ।” (নরসিংহপুং)

[দমনক দেখ।]

দামনি (পুং) দমনপ্রাপত্য ইঞ। ১ দমনের অপত্য।

২ আয়ুধকীর্ষি সজ্জভেদ।

দামনী (ক্ৰী) দামৈব প্রজ্ঞাদি স্বার্থে অণ্ অনি নলোপঃ

ভীপ্ পশুবন্ধন-রজ্জু।

“দামনী দামসারৈশ্চ কেচিৎ কায়াবলম্বিভিঃ।” (হরিং ৬৬ অং)

দামনীয় (ত্রি) দামনি রাজ্যাদি হ্। দমনের অপত্য।

দামন্তাদি (পুং) ছ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিনি গণোক্ত গণভেদ।

দামনি, ঔলপি, বৈজপায়ি, ঔকদি, ঔদাক, আচ্যুতজি, শাকু-

স্তকি, আকিম্বতি, ঔড়বি, কাকদস্তকি, শাকুস্তপি, সার্কসেনি,

বিন্দু, বৈন্দবি, তুলভ, মোঞ্জায়ন, কাকন্দি, সাবিজীপুত্র,

এইগুলি দামন্তাদি। (পাণিনি)

দামলিপ্ত (ক্ৰী) তমোলিপ্তনগর, তমোলুক। [তমোলুক দেখ।]

দামলিহ (পুং) দাম-লেহি লিহ-কিপ্। দামলেহক।

দামা (ক্ৰী) দামন্-টাপ্। দাম দেখ।]

দামাঞ্জন (ক্ৰী) দামাঞ্চলং প্ৰবোধরাদিভ্যাং লভ নঃ। অখাদির

পাদবন্ধন রজ্জু।

দামাঞ্চল (ক্ৰী) দামঃ অঞ্চলমিব। অখাদি পাদবন্ধন রজ্জু।

“সক্ সারোষপরিচারকবার্যমাণা

দামাঞ্চলস্থলিতলোলপদং তুরঙ্গাঃ।” (মাঘ ৫।৬১)

দামাদ (পারসী) জামাতা, হুহিতার পতি।

দামান (দেশজ) জাহাজ বা নৌকার যে দিক্ বায়ু আঘাত

করে, তাহার প্রতিকূল দিক্।

দামামা (দেশজ) ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্দ যন্ত্র, ইহার

অপর নাম দগুড়া। ২ বাজযন্ত্রবিশেষ, ডকা।

দামাশাহী (পারসী) করনির্ণয়। ঋণ স্থির।

দামিনী (ক্ৰী) দামা স্ত্রীমা নগঃ স একদেশেভ্যে অন্ত্যস্ত

ইনি ভীপ্। (সংজ্ঞায়াম্ মন্ত্যভ্যাং। পা ৫।১।৩৭)

সোদামিনী, বিজ্ঞাৎ।

দামোদ (পুং) অথর্ববেদের এক শাখা।

দামোদর (পুং) দামঃ বন্ধনসাধনঃ উদরে যন্ত, বা দমাদি

সাধনেন উদার উৎকৃষ্টা মতির্বা তয়া গম্যতে ইতি দামোদরঃ।

যশোদানন্দন কৃষ্ণ, যমলার্জুন ভগ্ন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ

উদরে দাম বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বলিয়া গোপীগণ

তাহাকে দামোদর বলিয়া আহ্বান করিত। তদবধি তিনি

অগতে দামোদর নামে অভিহিত হইয়াছেন। (হরিবং ৬৩ অং)।

“দামানি লোকনামানি তানি যতোদরাস্তরে।

তেন দামোদরো দেবঃ শ্রীধরস্ত রম্যশ্রিতঃ ॥”

(বিষ্ণুর সহস্রনামভাষ্যে শঙ্কর)

দামপদে লোক বুঝায়, এই সকল লোক বাহার উদরে

* রাজপুত-ইতিহাসলেখক কর্ণেল টড্ বা করবন্স এই জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই, এই জাতি মধ্যে এখনও যে কিঞ্চিদ্রী আছে, তাহাও লিখিত হইল।

তাহার নাম দামোদর। বাহার উদরে বিখ্যাত্ত তিনিই দামোদর বলিয়া প্রসিদ্ধ। “দমাদামোদরং বিহু” (ভারত) বহিরিঙ্গির নিগ্রহের নাম দম, অত্যন্ত দমসাধন অজ্ঞ দামোদর এই নামে খ্যাত। ২ অতীত অর্হৎ ভেদ। ৩ শালগ্রাম-মূর্তিভেদ, ইহার লক্ষণ—

“হুলো দামোদরো জেরঃ স্কন্ধচক্রে ভবেতু সঃ।

চক্রে তু মধ্যদেশে স্ত পুজিতঃ স্তদঃ সদা ॥” (পদ্মপুং)

দামোদর শালগ্রাম হুল ও ইহার চক্র স্কন্ধ, এই শিলা মহেশ্বর, স্তদঃ।

“বিচক্রে স্কটমত্যন্তঃ জেরঃ দামোদরাভিধঃ ॥” (ব্রহ্মবৈং)

হুইটা চক্রযুক্ত ও স্থল শালগ্রাম শিলার নাম দামোদর।

“বিষক্সেনমভিহুলং লঘুদামোদরং স্ততঃ ॥” (মৎস্তস্ক্র)

মৎস্তস্ক্রের মতে দামোদর লঘু।

“উপধ্যত চক্রে ধ্ব নাতিদীর্ঘঃ মুখে বিলং।

মধ্যে চ রেখালৈক্যং চ দামোদরঃ স্ততঃ ॥” (ব্রহ্মাণ্ডপুং)

অনতিদীর্ঘ উপরি ও অধোদেশে হুইটা চক্র, মুখে বিল, অর্থাৎ গর্ত ও মধ্যদেশে লম্বমান একটা রেখা থাকিলে তাহাকে দামোদর বলিয়া জানিতে হইবে।

[শালগ্রামশিলা ও নায়ার দেখ।]

দামোদর, ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ইনি কাশ্মীররাজ প্রথম গোনদীর পর রাজা হন। ইনি গান্ধার-রাজকন্যার স্বয়ম্বরে সেই কন্যাকে হরণ করিতে গিয়া ত্রীকুক্ষের চক্রে নিহত হন। ২ কাশ্মীরের আর একজন রাজা। ইনি মহারাজ জলোকের পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন। ইনি একজন ভক্ত শৈব ছিলেন, যক্ষাধিপতি কুবেরের সহিত ইহার মিত্রতা ছিল। ইহার আজ্ঞাহুসারে যক্ষেরা একটা অলাভমির উপর বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেন। ইনি তত্পরি একটা নগর নির্মাণ করিয়া তাহার নাম দামোদর রাখেন। ইনি ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ-গণের প্রার্থনা পূর্ণ না করায় তাহারা ইহাকে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইবার শাপ প্রদান করেন এবং পরে ইনি তাহা-দিগকে প্রসন্ন করাইয়া এই বর পান, যে একদিনে সমগ্র রামায়ণ শুনিতে পারিলে শাপমুক্ত হইবেন। (রাজতরং)

দামোদর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয় জনের নাম বিখ্যাত।

১ মহানটিক-সঙ্কলয়িতা।

২ কাশ্মীরের একজন গ্রন্থকার। [দামোদরগুপ্ত দেখ।]

৩ পদ্যাবলী, সহস্রিকর্ণামৃত ও ভোজপ্রবন্ধমৃত একজন মহাকবি।

৫ পদ্মনাভের শিষ্য, ইনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে আর্ষভট্টের করণগ্রন্থ ও করণপ্রকাশিকা প্রণয়ন করেন।

৬ কংসবধ-নাটকরচয়িতা।

৭ লঘুকালনির্ণয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

৮ জাতকর্মপদ্ধতি ও দামোদরপদ্ধতি নামে জ্যোতির্গ্রন্থ রচয়িতা।

৯ শীলাবতীর পাটীগণিতের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

১০ ভক্তিচন্দ্রিকা প্রণেতা।

১১ মাধবযোগীর শিষ্য—ইনি ‘মীমাংসানামনিবন্ধকালকার’ রচনা করেন।

১২ বাণীভূষণ নামক ছন্দোগ্রন্থরচয়িতা। ইনি আপনাকে দীর্ঘবোধ্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১৩ নির্বেকদীপক নামে ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

১৪ একজন বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি বৈদ্যকীয়, ব্যাধার্গল ও হরিবন্দন নামে বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫ শতপথীয়ানুবাকসংখ্যা ও হোত্রাবলোক প্রণেতা।

১৬ শ্রাব্যপদ্ধতিরচয়িতা।

১৭ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের সঙ্কেতমঞ্জরী নামী টীকাকার।

১৮ সমরসার নামক জ্যোতিষের এক টীকাকার।

১৯ লক্ষ্মীধরের পুত্র, সঙ্গীতদর্পণ-রচয়িতা।

২০ বিকৃতভট্টের পুত্র, আরোগ্যচিন্তামণি-প্রণেতা।

২১ ইষ্টিকাল রচয়িতা।

২২ জাত সংগ্রহকার।

২৩ সিদ্ধাস্তহৃদয় নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

২৪ হোত্রাপ্রদীপরচয়িতা।

২৫ গন্ধাধরের পুত্র, যজ্ঞচিন্তামণি নামে তাত্ত্বিক গ্রন্থকার।

২৬ বিশ্বনাথের পুত্র, ভগবৎপ্রসাদচরিতরচয়িতা।

দামোদর, বাঙ্গালার এক প্রসিদ্ধ নদ। ছোট নাগপু পুর্বাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদ দক্ষিণপূর্বাভিঃ ৩৫০ মাইল গমনের পর বিখ্যাত জলমারি (গান্ধার (James and Mary sands) নামক চোরাবালির কি উত্তরে কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর দক্ষিণে মিশিয়াছে। এই সঙ্গমস্থলের অক্ষা° ২২° ১৭' উঃ এবং দ্রা° ৮৮° ৭' ৩০" পূঃ। কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্বের দক্ষিণে পার্শ্বপ্রদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে দামোদর ও ইহার বহুসংখ্যক উপনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

লোহার্ডাঙ্গা নগরের সন্নিকটে দামোদর নদের বাহিকা শোণনদের অববাহিকা হইতে পৃথক হইয়াছে। অন্তর্গত জলবাহি পূর্বদিকে আসিয়া দামোদরে পতিত হয়।

অপরদিকের জলরাশি উত্তরাভিমুখে বিহার প্রদেশস্থ সর্ব প্রধান শোণ নদে গিয়া পতিত হয়। ইহার উৎপত্তিস্থান প্রায় অক্ষা° ২৩° ৩৫' হইতে ২৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৪০' হইতে ৮৪° ৩৫' পূঃ। দুইটা সরিৎযোগে এই নদ উৎপন্ন। তন্মধ্যে দক্ষিণস্থ সরিতের উৎপত্তি স্থান লোহার্ডাগাং তোরি পরগণায় এবং উত্তরদিকের সরিৎটার উৎপত্তিস্থান হাজারি-বাগ জেলার উত্তরপশ্চিম কোণে। এই দুইটা পার্শ্বাভিমুখী সরিৎ প্রায় ২৬ মাইল গমনের পর হাজারিবাগ জেলার পশ্চিমে মিলিত হইয়া ঠিক পূর্বাভিমুখে কুণারী অমুখা প্রভৃতি উত্তরস্থ উপনদীর সহিত মিলিত হইতে হইতে এই জেলার মধ্য দিয়া ৯০ মাইল গমন করিয়াছে। তৎপরে মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পূর্বমুখেই বর্ধমান জেলার প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানে দামোদরের সর্বপ্রধান উপনদ বরাকর ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ইহার স্রোত দক্ষিণদিকে ধ্রুং বক্র হইয়া বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ উপবিভাগ ও বাঁকুড়া জেলা উভয়ের মধ্যসীমা দিয়া বর্ধমান জেলার প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই অভিমুখেই বর্ধমান নগরের কিছু দক্ষিণে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তৎপরে দামোদর ঠিক দক্ষিণাভিমুখে বর্ধমান ও হুগলীজেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের নিকট হইতে বহুদূর পর্যন্ত পার্শ্বাভিমুখে প্রদেশে ইহার স্রোতবেগ প্রথর, কত নদ নদী ইহাতে প্রবাহিত; এখানে ইহার বর্ধাপোচিত ভাব, গতি মূহল, অল্প নদীর জল আসিয়া ইহাতে পড়া দূরে থাকুক সমতল ভূমে প্রবাহিত বলিয়া ইহার অনেক জল শাখা প্রশাখারূপে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কাণা নদী প্রধান। এই শাখা বর্ধমান জেলার সলিমাবাদে উৎপন্ন হইয়া কুস্তী নদী নামে নওয়ানরাই গ্রামের নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

পূর্বে দামোদরের প্রধান স্রোত কলিকাতার অনেক উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইত। এখন এই স্রোত হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে সাধারণ স্রোত আছে, লোকে তাহাকে 'কাঁপসোনার খাল' বলে।

ভারতবর্ষের অসংখ্য নদীর জায় দামোদর নদেরও গতি প্রথমে প্রথর ও শৈবে অতি মন্দ। ইহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রগুহ হইতে ১০২৬ ফিট উচ্চ। এই উচ্চস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া এই নদ হাজারিবাগ জেলার প্রতি মাইলে প্রায় ৮ ফিট নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ৯৩ মাইল মাত্র আসিতে ৭৪৪ ফিট নিম্নে উপনীত হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৫০ মাইল পথে ইহার সর্বোচ্চ অবদতি কেবল ৫৮২ ফিট

মাত্র। এইরূপে প্রথমে ভীষণবেগে প্রবাহিত হওয়াতে মৃত্তিকারূপী স্রোত-যোগে নীত হয় এবং শেষে স্রোতবেগ মন্দীভূত হইলে পরলক্ষ্যে সমতলে পতিত ও সঞ্চিত হয়।

মানভূম জেলাতেও দামোদরের বেগ বড় কম নহে। বর্ধমান জেলার এই বেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে, এজন্য প্রায়ই তথায় বৃহৎ বৃহৎ বাধার চড়া পড়িয়া থাকে। বর্ধমানের দক্ষিণে এবং হুগলী জেলার ইহার গতি মন্দ, স্রোতঃ ভূরি পরিমাণে স্রোতানীত মৃত্তিকারূপী এই প্রদেশে এবং পল্লতার অপরদিকে ভাগীরথীর সহিত সঙ্গমস্থলে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়। আবার এই সঙ্গমস্থানের কর্তৃক মাইল দক্ষিণেই রূপনারায়ণ (দারিকেশ্বর) নদীর সঙ্গম। স্রোতঃ ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত হওয়াতে এই স্থানে বিস্তর চক্ষু পড়িতে থাকে, স্রোতঃ যানাদি যাতায়াতের বিশেষ বিপদাশঙ্কা উৎপাদন করে। পূর্বে যখন দামোদর কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিশিত, তখন সমস্ত জলরাশি প্রবাহিত হইয়া নদী মোহানা পরিষ্কার থাকিত, চড়া পড়িয়া বন্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল না। গতি পরিবর্তিত হওয়ার কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীকূলে জলপথে বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে।

মোহানা হইতে অনেক দূর পর্যন্ত দামোদরে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে রাণীগঞ্জের উপর পর্যন্ত বড় বড় নৌকা ঘাইতে পারে। অল্প সময়ে হুগলীর আমতা পর্যন্ত নৌকাদি যায়। পূর্বে রাণীগঞ্জ হইতে বিস্তর নৌকা পাথরিয়া কয়লা বোঝাই লইয়া হাবড়ার অন্তর্গত মহেশরথার ঘাইত। তথা হইতে এই সকল কয়লা উল্বেড়িয়া খাল ও ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় আসিত। এখন রেল হইয়া কয়লা রপ্তানীর সহজ উপায় হইয়াছে।

দামোদরের হঠাৎ বজা বড় তদুৎপন্ন। ইহাকে দেশের লোকে হড়কা বাণ বলে। বহুসংখ্যক গ্রাম, শস্তক্ষেত্র, মনুষ্য ও গবাদি এই বজা দ্বারা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই রূপ এক বজার বর্ধমান নগর প্রায় বিধ্বস্ত এবং নদীতীরে বোধ ভাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরিণামে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮২৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ বজার/বিস্তীর্ণ জনপদের গৃহ, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু কীটাদি একবারে ভাসিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শত শত ভগ্নগৃহ, বৃক্ষাদি, মৃত মনুষ্য, পশাদির দেহ, গাড়ী, পাকী প্রভৃতি এই বজার ভাসিয়া যায়। কৃষকদিগের জমির আলি প্রভৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। তজ্জন্য বহুকাল পর্যন্ত সীমানির্ধারণ লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। এই সকল বজার

পর বর্ধমানের মধ্য দিয়া অনেক দূর রেল পথ স্থাপিত হওয়ায় লাইন রক্ষার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের যত্ন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্নমেন্ট বঁধ রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবার পর আর দুর্ঘটনা ঘটে নাই। নদীর উত্তরদিকে এখন একরূপ রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত জল একদিকে প্রবাহিত হওয়াতে দক্ষিণদিকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই দক্ষিণদিকের উর্বর শতপূর্ণ জনপদে বজা ঘাটা সমূহ ক্ষতি উৎপন্ন হয়।

সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদূরে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের মধ্যবর্তী প্রায় ৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি সময়ে সময়ে ৮ হইতে ১৮ ফিট গভীর বজা জলে ডুবিয়া যায়।

দামোদর আচার্য্য, একজন বিখ্যাত উপনিষত্তাত্ত্বিক। ইহার রচিত ঐতরেয়, কঠ, কেন, তৈত্তিরীয়, প্রাশ্ন ও মুণ্ড-কোপনিষদের ভাষ্য পাওয়া যায়।

দামোদরগার্য্য, একজন বৈদিক পণ্ডিত। ইনি পারস্যরাস্তা-সারিণী প্রোগ্রামপদ্ধতি রচনা করেন। ইনি, কর্ক, বিষ্ণু, গঙ্গাধর ও হরিহরের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দামোদর গুপ্ত, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি শব্দলীমত বা কুটনীমত নামে কাব্য রচনা করেন। রাজ-তরঙ্গিনীতে ইনি জয়াদিকবি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। জয়াদি ৭৭৯ হইতে ৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন।

দামোদরঠাকুর, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত। সংগ্রামশাহের রাজত্বকালে 'দিব্যনির্ণয়' রচনা করেন। দানময়ূখে অনেক স্থানে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরজিপাঠী, বালকসত্ত্ব ও যজ্ঞচিন্তামণিরচয়িতা। দামোদরদৈবজ্ঞ, সভাবিনোদ ও ষটপঞ্চাশিকা-টীকাকার। কেশবের জাতকপদ্ধতিতে শেযোক্ত গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

দামোদরপণ্ডিত, কীর্তিচন্দ্রোদয় নামে ধর্মশাস্ত্রকার। ইনি অকবরের সময়ে চুড়মল্লের সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন।

দামোদরভট্ট, ১ জগন্নাথানন্দের শিষ্য ও মোনভট্টের পুত্র; ইনি তর্করাস্ত্রসেতু ও মুমুক্শুসর্গ রচনা করেন। ২ মাংস-বিবেকরচয়িতা।

দামোদরমিশ্র, কর্ণপুররাজ হেমন্তসিংহের সভাপণ্ডিত। ইনি কিরাতাজুর্নীরের গৌরবদীপনী নামে এক টীকা রচনা করেন।

দামোক্ষীয় (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (ভারত সভা ৪ অ°)

দামোহ, ১ মধ্যপ্রদেশের চিক্‌মিশনারের শাসনাধীন জবল-পুর্ন নগরের অন্তর্গত একটি নগর। এই নগর ১৮৫৬

হইতে ২৩° ৩০' উঃ অক্ষা° এবং ৭৯° ৫' হইতে ৮০° পূঃ দ্রাঘি° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে বৃন্দেলখণ্ড, পূর্বে জবলপুর, দক্ষিণে নরসিংপুর্ন এবং পশ্চিমে সাগর। পরিমাণ ফল ২৭৯৯ বর্গমাইল। প্রধান নগর দামোহ এই নগরই শাসন-বিভাগের সদর। এই জেলার চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী বিরাজিত, তজ্জন্ত সীমা নির্ধারণে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে। দক্ষিণদিকে বালুকা-প্রান্তরময় উচ্চ পর্বতশ্রেণী, শাখাশাখা বিস্তার। নরসিংপুর্ন ও জবলপুর জেলা হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে; পূর্বদিকে ভোঁদলা পাহাড় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবশেষে ভাঁড়ের পর্বতে মিশিয়াছে। পশ্চিমদিকে বিদ্যাচলশ্রেণী সীমান্ত প্রদেশের বহদুর-ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। অধিক উচ্চ না হইলেও এই পর্বতশ্রেণী জেলার মধ্যে পরম রমণীয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমৃদ্ধ সৌন্দর্য্য বর্ধন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নাতি-উচ্চ গভীর জলপরিপূর্ণ পর্বতের উপত্যকাভূমি বিরাজমান। এই সকল উপত্যকার কতক অংশ সাগর জেলার অন্তর্গত। এইরূপে তিনদিকে পর্বতশ্রেণীবেষ্টিত দামোহ জেলার মান-ভূমি উত্তরদিকে ক্রমশঃ হইয়া চলিয়াছে; অবশেষে উত্তর সীমার ভূভাগ সহসা অবনত হওয়ায় তাহার উপর দিয়া বৃন্দেলখণ্ডের সুদূর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ ও পূর্বাংশে পার্শ্বভূমি ব্যতীত জেলার অধিকাংশ সমতল ও উর্বর, কেবল স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে। জেলার মধ্যভাগই সর্বাপেক্ষা উর্বর। ভূভাগের মুহুপ্রবণতা হেতু জলনিকাশের কোন ক্ষতি হয় না, অর্থাৎ পর্বত সকলের সচ্ছিত্রতা নিবন্ধন ভূরি পরিমাণে বৃষ্টিবারি সঞ্চিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ উৎস্রুগে বাহির হইয়া অধিবাসীগণের অশেষ হিতসাধন করে। জেলার সমস্ত নদী দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত; তন্মধ্যে প্রধান সোনার ও বৈরমা নদীদ্বয় বিদ্যমান, কোপ্রা, গুয়াইয়া প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিশিতে মিশিতে প্রবলবেগে উত্তর সীমায় উপনীত হইয়াছে। এই স্থানে সোনার পূর্বদিকে ফিরিয়া বৈরমার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তৎপরে ঐ মিলিত নদী দামোহ হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে বৈরমা নদীর সহিত মিলিয়া অবশেষে যমুনার পতিত হইয়াছে। নদী হইতে শতক্ষেত্রাদিতে জলসেচনের সুবিধা যথেষ্ট পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

পূর্বকালে বর্তমান দামোহ এবং সাগর জেলা যোরা নগরের চন্দ্রেন রাজগণের অধীন বাহিল্লী নগরস্থ প্রাচীন নগর নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে এই নগরটি প্রাচীন নগরের

ভয়াবশেষ ব্যতীত চন্দেল রাজগণের আর কোন কীর্তি এখন বিদ্যমান নাই। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দেলরাজগণের অধঃপতন হইলে বুদ্ধেলখণ্ডের খাতোলা-বাসী গোণ্ডগণ ইহার অধিকাংশ অধিকার করে, পরে প্রায় ১৫০০ খৃঃ অঙ্কে বিখ্যাত বুদ্ধেলরাজ বীরবর বড়সিংহ দেব গোণ্ডদিগকে পরাস্ত করিয়া দামোহ অধিকার করেন। ইহার পর দামোহ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। এখনও তথায় মুসলমান শাসনকর্তাদিগের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত এবং অবস্থাও হুঃস্থ-ভাবাপন্ন। মহারাজ্যদিগের অভ্যুত্থানকালে যেমন মুসলমান প্রতাপ থর হইতে লাগিল, অমনি পালাবাসী মহাবীর রাজা চন্দ্রশাল দামোহ ও সাগর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহারই সময়ে হট্টা দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭৩৩ খৃঃ অঙ্কে ফরকাবাদের নবাব দামোহ আক্রমণ করেন; রাজা চন্দ্রশাল তাকে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশবার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐ সাহায্যের প্রতিদান হেতু চন্দ্রশাল নিজ রাজ্য তিন সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দুই ভাগ নিজ দুই পুত্রকে ও এক অংশ পেশবাকে অর্পণ করেন। বর্তমান দামোহ জেলা ঐ তিন অংশেই অস্বাধিক পড়িয়াছিল। বাহা হউক, মহারাজ্যগণ শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল।

তদবধি দামোহ জেলা সাগরস্থ মরাঠাশাসনকর্তার অধীনে ছিল। মরাঠাদিগের দৌরাভ্যে ইহার অনেক স্থান অরণ্যে গণিত হয়। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দামোহ ইংরাজ-দিগকে অর্পিত হয়। তদবধি ইহার দিন দিন ত্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ত্রিশ-সনি পর্যন্ত দরে বিক্রীত হইতেছে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কৃত্তিরদিগের সংখ্যা প্রায় ১ অংশ। অস্পৃশ্য হিন্দুজাতীরের মধ্যে কুর্খিগণই উৎকৃষ্ট কৃষক। ইহার শিষ্ট এবং রাজভক্ত। অপরাপর কৃষিজীব-গণের মধ্যে লোধিগণ প্রধান, ইহার কৃষিকার্যে কুর্খিদিগের অপেক্ষা হীন নহে, কিন্তু ইহারা বড়ই দুর্দান্ত, প্রতিহিংসা-প্রিয় এবং সহজেই যে কোন বিপ্লবে যোগদান করে। ইহাদের সংখ্যা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহার উৎকৃষ্ট সৈন্ত, হইবার উপযুক্ত। অবশিষ্ট জাতির মধ্যে গোণ্ড, কাছি, চামার, ধীমাল, চণ্ডাল প্রভৃতি অধিক। মুসলমানদিগের সংখ্যা অত্যন্ত, ইহার প্রায় সকলেই হুন্সি-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই জেলার দামোহ ও হট্টা কেবল এই দুইটা মাত্র সহরে গুরুত্বাধিক লোক বাস করে।

১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে দামোহ জেলার সমগ্র ২৭৯৯ বর্গ মাইল ভূমির মধ্যে কেবলমাত্র ৮১০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে কৃষিকার্য হইয়াছিল, ঐ বর্ষেই ৬৮৪ বর্গমাইল কৃষি-কার্যোপযোগী বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজাত প্রবোর মধ্যে গোধুম সর্বশ্রেষ্ঠ, অস্পৃশ্য শস্তের মধ্যে তুল ও সর্বপাদিমাল উল্লেখযোগ্য। কার্পাস সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রধান কৃষক কুর্খিগণ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদী হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। ইহার কি ক্রী কি পুরুষ সকলেই ক্ষেত্রে গিয়া কাজ করে, এবং ইহাই ইহাদের উন্নতির মূল কারণ। কুর্খিগণ শান্তি-প্রিয় ও রাজভক্ত এবং বিষম দায়ে না ঠেকিলে কদাচৈতৎক ভ্রমস্পত্তি বিক্রয়াদি দ্বারা হস্তান্তর করে না। কুর্খিদিগের পরই লোধিগণ কৃষিকার্যে বিশেষ পটু। ইহার প্রায় তিন শতবর্ষ পূর্বে এই জেলায় আসিয়া বাস করে। গোণ্ড-গণ পার্শ্বত্যাগ্রদেশে হীনভাবে চাষ বাস করিয়া থাকে এবং অনেকে নিজে আসিয়া কুর্খি ও লোধিদিগের শক্তক্ষেত্রে মজুরি করে।

জেলার অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ কুণ্ডলপুর ও বন্দকপুরের দুইটা মেলাতেই হইয়া থাকে। কুণ্ডলপুরের মেলা চৈত্রমাসে হোলীপূর্ণিমার পরই আরম্ভ হয় এবং দুইপক্ষকাল থাকে। কুণ্ডলপুরে নেমিনাথের মন্দির নিকটে এই মেলা হয়; বহু সংখ্যক জৈন সমবেত হইয়া নেমিনাথের উপাসনা করে এবং সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করে। এই মীমাংসাকালে অনেকের অর্থদণ্ড হয়, ঐ অর্থ মন্দিরের ব্যয়-নির্বাহার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। বন্দকপুরের মেলা মাঘ ও ফাল্গুন মাসে বসন্তপঞ্চমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে হইয়া থাকে। ঐ সময়ে নানা দিপেশন হইতে ভক্তগণ মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যোগেশ্বর মহাদেবের নিকট মান্তি ভিক্ষিতে আইসে এবং গঙ্গা ও নর্মদা হইতে জল আনিয়া মহাদেবের মাথায় ঢালিয়া থাকে। এইরূপ পূজার মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ১২০০০ টাকা হয়। দামোহনিবাসী মহারাজ্য পণ্ডিত নাগজী-বল্লালের গিতা ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি এক রাত্রি স্বপ্নে ভূগর্ভে প্রোথিত ঐ শিবলিঙ্গের বিষয় অবগত হন এবং সুপ্রাদেশক্রমে ঐ স্থানে মন্দির নির্মিত হইলে মহাদেব আপনাই ভূমি বিদীর্ণ করিয়া উথিত হন। তদবধি এখানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল। এখন প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী সমাগত হয়। বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী সওদাগর প্রভৃতি এই মেলায় আসিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া থাকে। নানাবিধ বস্ত্র, বাসন, খেলনা

প্রভৃতিই মেগার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্নদিক্ হইতে বহু পরিমাণে বিলাতি ও দেশীয় বস্ত্র, তামাক, পাণ, সুপারি, নারিকেল, নানাবিধ মসলা, চিনি, শুষ্ক প্রভৃতি এবং ধাতু-নির্মিত নানাবিধ বাসন এই জেলায় আমদানী হয়। পশ্চিমে রাজপুতানা হইতে লবণও আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যজাত জেলার মধ্যে অল্পই ব্যয়িত হয়, অধিকাংশই জেলার মধ্য দিয়া স্থানান্তরে বিক্রয় জন্ত নীত হইয়া থাকে। রপ্তানীর মধ্যে গোধূম, ছোলা, তুণুল, ঘৃত, কার্পাস, মোটা কাপড় ও পশুচৰ্ম্ম প্রধান।

সাগর হইতে জবলপুরের রাজপথ, সাগর হইতে জোকাই পর্য্যন্ত রাস্তা, হট্টা দিয়া নাগোদ পর্য্যন্ত রাস্তা এবং আর একটা রাস্তা দামোহ দিয়া গিয়াছে। তন্নিম্ন বজারাগণ লবণবাহী বলদের পাশ লইয়া আর দুইটী পথে এই জেলায় গমনাগমন করে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দামোহ মধ্যপ্রদেশের একটা পৃথক্ জেলারূপে পরিগণিত হয়। একজন যুরোপীয় ডেপুটী কমিসনার একজন সহকারী কমিসনার ও তহদীলদার সাহায্যে ইহার শাসনকার্য সম্পন্ন করেন।

দামোহ জেলার জলবায়ু মোটের উপর স্বাভাবিক। নন্দদাতীরবর্তী ভূভাগ এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মের প্রাচুর্য অল্প। শীতকালে প্রায় সামান্য বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির পরই তুহিনপাতাদি ঘটয়া থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৬ ইঞ্চ।

জেলার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহুসংখ্যক অধিবাসীকে গ্রাস করে। শীতকালিবার প্রথা হইয়া বসন্তের প্রাচুর্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। চক্ষু উঠা বিরলু নহে।

উপরোক্ত দামোহ জেলার একটা সবভিভিন্ন বা তহসীল। পরিমাণ ফল ১৭৯২ বর্গমাইল। সদর সমেত ইহাতে মোট ৪টা দেওয়ানি ও ৭টা ফৌজদারী আদালত আছে।

উপরোক্ত দামোহ জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা ২৩° ৫০' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৯' ৩০" পূঃ। সাগর হইতে জবলপুরের উচ্চ রাজপথ এবং সাগর হইতে জোকাই দিয়া আলাহাবাদ পর্য্যন্ত রাজপথ এই নগর দিয়া গিয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৭৫৩। নগরের ভিত্তি বালুকাপ্রস্তরের উপর। ইহা জন্ত বৃষ্টিবারি পুষ্করিণীতে সহজে সঞ্চিত থাকে না, তাই সমস্ত প্রাচীরেই পুষ্করিণী আছে, তথাপি বিস্তৃত পানীর জল দামোহ নগরকে বহু অংশে নিষ্কটস্থ কর্তৃক সকল হইতে তাপ-সাগর অন্তর্গত।

বিকীরণ জন্ত দামোহ নগরের উতাপ বর্ধিত হয়। এই নগরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরাদি নাই। কয়েকটা প্রাচীন হিন্দু দেব মন্দির ছিল, মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ নির্মাণ করেন, ইহাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে।

দাম্পত্য (ক্লী) দম্পত্যোরিদং পত্যস্ত্বাং, যক্। ১ দম্পতি সখ্যকী অগ্নিহোত্রাদি। ২ দম্পতিরয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা।

“বিভাকামস্ত গিরিশং দম্পত্যার্থমুমাং সতীং।” (ভাগ ২১৩৮)
দাম্পত্যপ্রণয় (পুং) বিবাহিত জীপুরুষের প্রণয়, বাদী ও জীর পরস্পর অধুরাগ।

দাম্বাল (দেশজ) অস্থিরচিত্ত। দামাল। এই শব্দ অবেদিত্তির প্রতি প্রয়োগ করা হয়। যথা, দাম্বাল ছেলে।

দাম্বিক (পুং জী) দন্তেন চরতীতি দম্ব-ঠক্। (চরতি। পা ৪।৪।৮) দম্বযুক্ত, অহঙ্কৃত, কপটী, প্রবঞ্চক, কীর্তি প্রভৃতি ধাপনের নিমিত্ত ধর্মচ্যারী বৈড়ালব্রতী।

“পাপরোগ্যভিশস্ত দাম্বিকা রসবিক্রী।” (মহু ৩।৫)

দায় (পুং) দা-দানে ঘঞ, ততো যুক্ (আতো যুক্ কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ যৌতুকাদি দেয় ধন। কতাদানকার জামাতাকে ব্রতভিক্ষাদিতে ব্রাহ্মণাদিগকে যে ধন দেওয়া হয়। “দায়স্ত্রিবিধং তন্মৈ শৃণু মে গদতো মম।

যজ্ঞার্থং রাজভির্দত্তং মহান্তং ধনসঞ্চয়ং॥” (ভারত ৩।৫।১১)

২ হরণ, বিভাগার্থে পিতৃাদি ধন। [দায়ভাগ দেখা] দীঙ্ ক্ষয়ে ভাবে ঘঞ। ৩ লয়। দো-খণ্ডনে ঘঞ। ৪ বণন। ৫ দেয় ধনাদি। ৬ দীর্ঘমান ধন। ৭ দান।

“অস্বামিনা কৃতো যন্ত দায়ো বিক্রয় এব বা।”

অকৃতঃ সতু বিজ্ঞেয়ঃ ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ॥” (মহু ৮।১২২)
৮ দাতা।

দায়ক (ত্রি) দদাতীতি দা-ধূল্। ১ দাতা।

“তাবতঃ গোঙ্গহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়কঃ।” (ভারত ৩।২০০০)

দো খণ্ডনে ধূল্। ২ দণ্ডক। দায়েন ধনে কায়িকৈক। ৩ দায়াদ।

দায়বন্ধু (পুং) দায়ে বন্ধুঃ। ভ্রাতা।

দায়ভাগ (পুং) দায়স্ত ভাগঃ বা দ্বায়স্ত সঞ্চিক্তিভাগো ধনবিভাগ, পৈতৃক ধনবিভাগ, অষ্টাদশ বিবাদান্তর্গত বিয়া পদভেদ, সঞ্চিক্তিমাত্রে সঞ্চিক্তিধন বিভাগ।

বঙ্গদেশে জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ বিশেষ। এই গ্রন্থ ধর্ম্মরত্নের একভাগ। জীমূতবাহন এক কবি। তর্ক বিতর্ক, বিশেষ বিবেচনা ও বখাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন

পূর্বক পরমত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে এতদ্দেশে দায়নিবন্ধন আর যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সকলই জীমূতবাহনের অঙ্গগামী হইয়াছে, সকলেই স্বমতের প্রামাণিকতা ও পৌষকতা নিমিত্ত তাহার মত স্বরণ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে তাহার বাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। দায়ভাগের সঙ্গে দায়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারকৃত দায়ভাগটীকা ও দায়ক্রমসংগ্রহ বিশেষ মাত্র। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন কৃত দায়তত্ত্ব নিত্য সক্ষিপ্ত হইলেও বিশেষ উপকারী। ইহাতে প্রায় সকল বিষয়, জীমূতবাহনের মতানুসৃত তদপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল কোন কোন বিষয়ে রঘুনন্দন দায়ভাগ হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে দায়ভাগের ত্রুটি পূরণ করিয়াছেন। দায়ক্রমসংগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মূলগ্রন্থ, এই গ্রন্থ দায়ভাগের মুসংগ্রহ এবং ইহার মত দায়ভাগটীকার অঙ্গরূপ।

রামনার্থ বিদ্যাবাচস্পতি কৃত দায়রহস্য বা স্মৃতিরত্নাবলী বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে আদৃত ছিল, কিন্তু কোন বিষয়ে তাহার মত জীমূতবাহন ও রঘুনন্দনের মত হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন আবশ্যক বিষয়ে তাহাদের ব্যবস্থাপিত মত সন্দেহজনক স্থলে দায়ভাগের বিরুদ্ধে চলে না।

দায়ভাগের কতিপয় টীকা আছে, তাহার মধ্যে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিকৃত টীকা অতিশয় প্রাচীন, এই টীকার অনেকস্থল শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্তৃক উপেক্ষিত, খণ্ডিত ও সংশোধিত হইলেও ইহা একখানি উত্তম টীকা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অচ্যুতচক্রবর্তী নামে আর একজন দায়ভাগের এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকার তিনি অনেকস্থলে চূড়ামণির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণবিবেকেরও এক টীকা প্রণয়ন করেন। অচ্যুত ও চূড়ামণির পরে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য আর এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কিছু পূর্ববর্তী বা প্রায় তৎসমকালীন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, ইনি বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকা বিশেষরূপে আদৃত ও বিখ্যাত। এই টীকা দায়ভাগ ও দায়তত্ত্বের পরেই প্রামাণ্য। রঘুনন্দন নামে আর একজন পণ্ডিত দায়ভাগের এক টীকা প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ এই রঘুনন্দনকে স্মৃতিসংগ্রহকর্তা রঘুনন্দন বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ স্মৃতি রঘুনন্দন একরূপ অকর্ণধ্য টীকা লিখিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। কোন পণ্ডিত এই টীকা বিশেষ আদৃত

হইবে বলিয়া রঘুনন্দনের নামে প্রচার করিয়াছিলেন। দায়রহস্যকর্তা রামনার্থ বিদ্যাবাচস্পতি একখানি টীকা করিয়াছেন। কাশীরাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন পণ্ডিত দায়তত্ত্বের এক টীকা প্রস্তুত করেন। এই টীকার অনেকস্থল দায়ভাগটীকার সহিত প্রায় একমত।

দায়শাস্ত্রের মত পরস্পর ভিন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধকারীদের মত প্রচলিত। গোড় অর্থাৎ বঙ্গদেশে ধর্ম্মরত্ন অর্থাৎ দায়ভাগ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণিকৃত দায়ভাগটীকা, স্মৃতিতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, বিবাদার্ণবসেতু, বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব এই সকল গ্রন্থ বিশেষ আদৃত এবং ইহাদের মতানুসারে বঙ্গদেশে দায়বিষয়ক সকল বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। মিথিলা অঞ্চলে মিতাক্ষরা, বিবাদরত্নাকর, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, দ্বৈতপরিশিষ্ট, বিবাদচন্দ্র, স্মৃতিসারসমুচ্চয় ও মদনপারিজাত প্রভৃতির মত প্রচলিত।

কাশীপ্রদেশে মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মাধবী, বিবাদতাণ্ডব ও নির্ণয়সিদ্ধ এই সকল গ্রন্থের মত প্রচলিত।

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মিতাক্ষরা, ময়ূখ, নির্ণয়সিদ্ধ, হেমাজি, স্মৃতিকৌস্তভ ও মাধবী ইহাদের মত চলিত।

দ্রাবিড় প্রদেশের দ্রাবিড় ও কর্ণাটকভাগে মিতাক্ষরা, মাধবী ও সরস্বতীবীলাস এবং অন্ধ্রভাগে মিতাক্ষরা, মাধবী, স্মৃতিচঞ্জিকা ও সরস্বতীবীলাসের মত প্রচলিত।

মিতাক্ষরা গ্রন্থ কাশী প্রদেশে প্রচলিত মতের সংস্থাপক এবং অস্ত্রান্ত্র নিবন্ধ গ্রন্থ হইতে অনেক স্থলে প্রামাণ্য। কাশীপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষীয় অন্তরীপের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা আদৃত এবং এই গ্রন্থ প্রধান নিবন্ধ বলিয়া গণ্য ও বিশেষ মাত্র। এই দেশে প্রচলিত অস্ত্রান্ত্র গ্রন্থনিচয় সকল বিষয়েই প্রায় মিতাক্ষরার অনুমত এবং ঐ সকল গ্রন্থে মিতাক্ষরার উক্তি প্রমাণস্বরূপ ধৃত হইয়াছে। কেবল কোন কোন স্থলে মিতাক্ষরার অলিখিত অথবা বিরুদ্ধ মত লিখিত হইয়াছে, ইহা মিতাক্ষরার দোষ ধরবার জন্ত বা উহার মত খণ্ডন করবার জন্ত নহে—তৎপ্রতি সম্মানপূর্বক স্বমত ব্যক্ত করবার জন্ত এইরূপ ভাবে লিখিত। এইরূপ মতসমূহের বিশেষ মতের ব্যবহার ও ততৎ মত প্রকাশক গ্রন্থের বিশেষ আদর করায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কাশী হইতে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কাশীপ্রদেশে পরাশরমাধব, ব্যবহারমাধব, মিত্রমিশ্রকৃত বীরমিত্রোদয়, বীরেশ্বর ভট্ট ও বালমুন্ড প্রণীত মিতাক্ষরা টীকাব্য এবং কমলাকর কৃত বিবাদতাণ্ডব প্রভৃতি

মিতাক্ষরার সহিত বিশেষ আদৃত ও ব্যবহৃত। ঐ প্রদেশে ঐ সকল পুত্রকের মতামুসারে দায়বিভাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের শাসনাধীন হওয়াধি পুংক্তিতে তিনখানি নিবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রথমে 'বিবাদার্ণব-সেতু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের অনুজ্ঞাক্রমে বিরচিত হয়। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় আর দুইখানি বিরচিত হয়, তন্মধ্যে বিবাদসারণ ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুইখানি। ইহার প্রথমখানি মিথিলাবাসী স্মার্ত সর্কোয়াজিবেদী কর্তৃক লিখিত, দ্বিতীয়খানি জিবেগীনিবাসী জগন্নাথ-তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সংগৃহীত। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই সর্ব উইলিয়ম জোন্স সাহেবের আদেশ ও উপদেশমুসারে রচিত হইয়াছে।

দায়বিভাগের বিষয় দায়ভাগে এইরূপ লিখিত আছে, পুত্র সকল পিতৃধনের যে বিভাগ করেন, তাহার নাম দায় ভাগ, এই বিভাগ ব্যাপার যে ধনে হইয়া থাকে, সেই ধনকে ঋষিরা বিবাদপদ বলিয়াছেন, অর্থাৎ এই ধন লইয়া নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়।

“বিভাগোহর্থস্ত পিত্র্যস্ত পুত্রৈর্ধনং প্রকল্যতে।

দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ॥” (দায়ভাগ)

পিতৃ হইতে আগত ধনের নাম পিত্র্যধন, পিতার মরণোত্তর সেই পিত্র্যধনকে পুত্রস্বত্বক বলা যায়। পিত্র্য ও পুত্র এই দুইটি পদ উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা দ্বারা সম্পর্কীয় সমস্ত অধিকারীকে বুঝায়। কেননা সম্পর্ক মাত্রেরই সমস্ত সম্পর্কীয়ের ধনবিভাগেও দায়ভাগপদ প্রয়োগ আছে। এইজন্ত দায়ভাগ বিবাদপদ উপক্রম করিয়া মাতৃপ্রভৃতিরও ধন বিভাগ নিদ্রিষ্ট হইয়াছে। ‘দায়ত ইতি ব্যাংপত্ত্যা দায়শব্দো দদাতি প্রয়োগশ্চ গোণঃ।’ দান করে যাহা এই ব্যাংপত্তিতে দায় শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু মৃতাদি ধনে তাহা ঘটে না, সুতরাং দধাতু প্রয়োগ গোণ, লক্ষণা শক্তি দ্বারা যেমন দানাদীন স্বঘনাশ ও পরস্বঘোৎপত্তি জন্মে, তেমনি মরিলে বা পতিত হইলে কিংবা সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলে তদ্বনে তাহার স্ব স্ব নিবৃত্তি হইয়া পুত্রাদির স্ব স্ব জন্মে।

পূর্বস্বামীর স্বঘনাশ হইলে পর তৎসম্বন্ধাধীন যে দ্রব্যে স্ব স্ব হয়, সেই ধনে দায় শব্দটি প্রসিদ্ধ। প্রথমে দায় নিরূপণ করিয়া তাহার বিভাগ নিরূপণ করা প্রয়োজন। প্রথম দেখা উচিত, দায়ের বিভাগ, কি অবয়বের বিভাগ, কিংবা দায়ের সহিত বিভাগ, এই সকল পক্ষের কোন্ পক্ষ শ্রেষ্ঠ, প্রথম পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না, কেন না তাহা হইলে দায় বিনাশ পায়, দ্বিতীয় পক্ষও ঘটে না, সংযুক্ত দ্রব্যে ও ইহা

আমার নহে, ইহা আমার জাতার বিভক্ত ধন, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। স্ব স্বের বিশেষ নাই এইরূপ সামুদায়িক স্ব স্ব জন্মিলে পর ঐ স্ব স্বের দ্রব্য বিশেষে যে ব্যবস্থাপন তাহার নাম বিভাগ, ইহাও বলিতে পার না। এক-স্ব স্ব একের সামুদায়িক স্ব স্ব জন্মাইয়া দিতে গেলে আন এক তুল্যবলস্ব স্ব তাহার প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং তাহা না পারিয়া এতৈক অংশ স্ব স্ব জন্মিয়া দেয়, পরে বিভাগই তাহার ব্যঞ্জক জানিবে। আর সমগ্র পিতৃধনে সকল পুত্রের সামুদায়িক স্ব স্বের উৎপত্তি ও বিনাশ-কল্পনায় কেবল গৌরব মাত্র।

ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি ধনে একদেশোপাত্ত অর্থাৎ তৎ-দংশে উৎপন্ন স্ব স্বের এই দ্রব্য অমুকের, ইহা অমুকের নহে, এইরূপ অবধারণ অবিভক্তাবস্থায় না থাকায় বৈশেষিক ব্যবহারের অমুপযুক্ততা বিধায় থাকা না থাকায় তুল্য। আংশিক স্ব স্বের গুটিকাপাদি দ্বারা যে ব্যক্তীকরণ, তাহাকে বিভাগ বলা যায় অথবা বিভাগ স্ব স্বের যৌগিক অর্থ এই যে বিশেষরূপে ভাগ অর্থাৎ স্ব স্ব স্তাপন, ইহার নাম বিভাগ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা ধনবিভাগ করিয়া লইবে, এই কথা বলায় বিভাগের পূর্বে তাহাতে তাহাদের স্ব স্ব নাই বোধ হয়, এবং বিভাগকেও স্ব স্বের কারণ বলা যায় না। কারণ উদাসীন ব্যক্তি, অসম্পর্কীয়ের ধন, গুটিকাপাদি দ্বারা বিভাগ করিয়া লইলে স্ব স্ববানু হইতে পারে, তাহাও অসঙ্গত, এইজন্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, পিত্র্যাদির মৃত্যুর পরই এই ধন আমাদের এইরূপ পুত্রগণ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং একপুত্রাদি স্থলে বিনা বিভাগই স্ব স্ব হইয়া থাকে, তখন পিত্র্যাদির মরণই পুত্র প্রভৃতির স্ব স্বের প্রতি কারণ, ইহাতে পূর্বোক্ত কোনরূপ বসঙ্গতি ঘটে না।

পূর্বস্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎ স্ব স্বের প্রতি কারণ। জীবন পদে সম্বন্ধের গর্ত্তহাবহাও বুঝায়, কেবল গর্ত্তহের ভূমিষ্ট হওয়া অপেক্ষা থাকে। উপার্জকের উপার্জন ব্যাপারকে অর্জন বলে, এই অর্জন দ্বারা যে উপার্জিত ধনের স্বামী হয়, তাহার নাম অর্জক, এজন্ত উত্তরাধিকারিতা স্থলে পুত্রের জন্মই অর্জন পদবাচ্য, ইহাতে পিতার জীবদ্দশাতেই পুত্রের পিতৃধনে স্ব স্ব হউক না কেন, ইহা বলিলে পিত্র্যাদির মরণোপেক্ষা নাই। এইজন্ত কোন কোন গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, জন্মই অর্জন, যেরূপ পিতৃধন পুত্রের, ইহা বলিলে মম প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ জন্মে। পর বলিয়াছেন, পিতা ও মাতার মরণোত্তর পুত্রেরা একজ হইয়া

পৈতৃকধন সমান করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন, পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রেরা বিভাগ করিতে পারে না। পিতামাতা জীবিত থাকিতে পুত্রগণের বিভাগ হয় না। পত্নী, পুত্র ও ক্রীতদাস এই তিনজন অধন বলিয়া উক্ত আছে। ইহারা যাহা উপার্জন করে, তাহারই সেই ধন হয়। সিদ্ধান্ত হইল যে পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে পুত্রগণের স্বামিস্ব জন্মে না। কিন্তু লোকান্তরগত হইলে স্বামিস্ব হয়। মৃত্যুপরে কেবল মরণমাত্র বিবক্ষিত নহে, কিন্তু পুতিত্ব প্রাপ্তিও বোধক, যেহেতু স্ব স্ব বিনাশক রূপে কি মরণ, কি পতিত্ব, কি সন্ন্যাস সকলই সমান। নারদ বচনানুসারে মাতার রক্ষোনিবৃত্তি হইলে ও ভগিনী সকল পাত্রমাংস করা হইলে পর, পিতা পতিত হইলে বা গৃহস্থাস্রম রহিত হইলে অথবা একেবারে বিষয় বিরক্ত হইলে পর পুত্রেরা পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। তন্মধ্যে পতিতের সর্বস্ব দানাদি প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রে বিহিত থাকায় প্রায়শ্চিত্তবিমুক্ত পিতার পতিতাই স্ব স্ব বিনাশক। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত প্রবৃত্তি থাকিলে স্ব স্ব নাশ হইবে না।

“মাতৃনিবৃত্তে রক্ষসি দত্তাহু ভগিনীষু চ।

বিনষ্টে বাপশরণে পিতৃপুত্রপত্নীষু ॥” (দায়ভাগ)

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠই সর্বধনাধিকারী হইবে, অন্যেরা অধিকারী নহে, এরূপ ব্যবস্থা না হইবার কারণ কি? যেহেতু মমু বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন পাইবে, অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ পিতৃব্য সেই জ্যেষ্ঠের অমুকীর্ষী হইবে।

“জ্যেষ্ঠ এবতু গৃহীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।

শেষান্তিমুপলব্ধেযুর্ধ্যত্বেব পিতরং তথা ॥” (দায়ভাগ)

এই বচনের জ্যেষ্ঠপদে পিতার পুমান-নরকনিবর্তক পুত্রই অভিপ্রাণ; বর্তমান জীবিতদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নহে, যে হেতু মমুচনে অস্ত্রস্থলে স্পষ্টই উক্ত আছে। জ্যেষ্ঠ জাতমাত্রে মানব পুত্রবান এবং পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হয়, সেই হেতু জ্যেষ্ঠ পিতৃধন লাভ করিবার যোগ্য ও যাহাতে ঋণশোধ ও বদ্ধার স্বর্গের আনন্দলাভ হয়, সেই জ্যেষ্ঠই ধর্মজ পুত্র, অস্ত্র পুত্রদিগকে কামজ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহার তাৎপর্য্য ঐরূপ নহে, কারণ সকলের ইচ্ছাধীনই জ্যেষ্ঠাধিকার ক্ষত হয়, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার ভায় অমুগত সকল ভ্রাতাকে ভরণপোষণ করিবেন, তিনি যদি অসমর্থ হন, এবং কনিষ্ঠ যদি শক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কনিষ্ঠই সকলের ভরণপোষণ করিবে। এজন্য জ্যেষ্ঠই সকল ধনাধিকারের

হেতুবোধ হয় না, কারণ মমু অস্ত্র আর এক বচনে বলিয়াছেন যে, ভ্রাতৃগণ মিলিত হইয়াই বাস করুক বা ধর্মবুদ্ধি কামনায় পৃথকরূপেই বাস করুক, ইহা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; ইত্যাদি কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকল ধনাধিকারী না হইয়া সকল ভ্রাতা তুল্যাংশরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। এইরূপে পিতার স্বঘনাশ কাল একটা, আর বিভাগের কাল আর একটা, পিতার স্বঘনাশ না হইলে পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ হয়। এইরূপ পিতৃধন বিভাগের দুইটা কাল, পিতার মরণান্তর একটা ও পিতার বিষয় বৈরাগ্য ও মাতার রক্ষোনিবৃত্তি হইলে পর আর একটা। মাতার রক্ষোনিবৃত্তি না হইলে এবং পিতা বিষয়ানুরক্ত থাকিলে ও তাহার ইচ্ছাক্রমে বিভাগ হয়, এই মিতাক্রান্তে যে কালভ্রম উক্ত হইয়াছে, তাহা আদরণীয় নহে। কারণ মাতার রক্ষোনিবৃত্তি ও পিতার বিষয়বৈরাগ্য এক সময়ে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন, বান্ধিক্যপ্রযুক্ত পিতা কার্য্যাক্ষম হইলে পুত্রদের পিতৃধনবিভাগে ক্ষমতা জন্মে, কিন্তু এই বচনের এরূপ অভিপ্রায় নহে, পিতা জীবিত থাকিলে পিতৃধনের গ্রহণ বা দান কিংবা গচ্ছিত করা কিছুতেই পুত্রের ক্ষমতা নাই। পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা প্রবাসী কিংবা রোগগ্রস্ত হইলে পর পৈতৃক অর্থ চিন্তা করিবে অর্থাৎ ধনাদি ব্যবহার কার্য্য নির্বাহ করিবে। অথবা তাহার অমুমতিক্রমে কার্য্যাদক্ষ অস্ত্রপুত্র ও সকল কার্য্য নির্বাহ করিতে পারে। কিন্তু পিতা বৃদ্ধ বা উন্নত হইউন কিংবা অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইউন, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতার ভায় অপর ভ্রাতার অর্থ পালন করিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া বিভাগ করিতে পারিবেন না এবং তাহার বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। ধনবিভাগের দুইটা কালই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইল, একটা পিতার মৃত্যু ও আর একটা তাহার ইচ্ছা। তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে পুত্রদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে পারেন। পিতামাতার মরণান্তর পুত্রেরা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে, গার্হস্থ্য আশ্রম ধন ভিন্ন চলে না, এই কারণই পুত্রেরা পিতামাতার জীবদ্দশায় স্বাধীন হইতে পারে না। সকলে ইচ্ছাক্রমে বায় করিলে ও সমগ্র ধনক্ষয় পাইলে গৃহস্থাস্রম চলে না, এইজন্য পিতামাতার জীবন থাকিতে পুত্রেরা স্বাধীন হইতে পারেন। অতএব পিতামাতার জীবদ্দশায় পুত্রগণের একত্র সহবাস বিধেয়। ঐ উভয়ের মৃত্যুর পর তাহার বিভক্ত হইলে পৃথক পৃথকরূপে ধর্ম কর্ম বুদ্ধি পায়। এই জন্য জীবৎপিতৃমাতৃকের বিভাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিভাগ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের

সমান জানিতে হইবে। যেহেতু পুত্র, মৃতপিতৃক পৌত্র ও মৃতপিতৃক পিতামাতাকে প্রপৌত্র এই তিনেরই পার্শ্বাধিকারে ধনিপিতৃ ও ধনিভোগ্য পিতৃদ্বয় দানের কোন বিশেষ নাই, যেমন পক্ষিগণ অর্থবৃক্ষবানের আশা করে, সেইরূপ পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ ইহারা জাতসন্তানকে উপাসনা করেন ও আশা করিয়া থাকেন যে, এই সন্তান মধু, মাংস, শাক, দ্রব্য ও পায়স দ্বারা বর্ষায় নবোদকোপলক্ষে এবং মথার আবাদগকে শ্রদ্ধা করিবে।

“পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।

জাতঃ পুত্রঃ প্রশংসন্তি পিঙ্গলঃ শকুনা ইব।

মধুমাংসেন খড়্গেন পরমা পাশসেন বা।

এব দান্তি ন স্তুতিঃ বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥” (দায়ভাগ)

এই বচনে প্রপিতামহগ্রহণহেতু পুত্রপদ প্রপৌত্র পর্যন্ত লাক্ষণিক বিধায়, প্রপিতামহের পর্যন্ত পার্শ্বশ্রদ্ধাকারী বলিয়া প্রপৌত্র পর্যন্তের তুল্য ধনাধিকার। এতদ্ব্যতীত পিতৃক পৌত্র ও প্রপৌত্রের পার্শ্বে অধিকার প্রযুক্ত পিতৃ ও প্রদান না করার দায়াদিকার হইবে না।

তাহাদের পিতৃপ্রাপ্ত ভাগই উত্তরকালে তাহাদের হইবে। আর যে স্থলে এক পুত্র বিভবান ও আর এক পুত্রের কতকগুলি পুত্র আছে, সে স্থলে সেই পুত্রের এক ভাগ আর একভাগ মাত্র সেই সকল পৌত্র ভাগ করিয়া লইবে। তাহার কারণ এই যে, পিতামহ ধন স্বপক্ষের মূলকারণ, অপিত্রধীন জন্ম, সূতরাং সেই পিতার বঁটুকু ধনস্বামিত্ব যোগ্যতা ছিল, তত ধনেই তাহাদের সকলে মিলিয়া অধিকারী হইবে। আর যে ‘অনেক পিতৃকানান্ত পিতৃতো ভাগকল্পনা’ এই বচনের অভিপায় একরূপ নহে, এস্থলে যদি এক বচনের প্রয়োগ করা যায়, তাহা পিতৃব্যের পিতারই সেই সকল ধন ছিল বলিয়া পিতৃব্যেরই সকল হইতে পারে, ভ্রাতৃপুত্রের কিছু নাত্র হয় না। আর ‘পিতৃতো ভাগকল্পনা’ এই বাক্যের পিতা পুত্রবৎ ভাগবাবস্থা অর্থ করিলে যেমন পিতার ভাগদ্বয় প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ পিতৃব্যের দুইভাগ ও তদভ্রাতৃপুত্রদের এক এক ভাগ হয়, ইহাও কিন্তু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। অতএব যেখানে এক ভ্রাতার অঙ্গসংখ্যক পুত্র ও অপর ভ্রাতার অনেকগুলি পুত্র, সেস্থলেও পিতৃদ্বয়স্বারে ভাগ কল্পনা করিবে। সিদ্ধান্ত হইল যে, পৈতৃক ধন বিভাগে প্রযুক্ত হইলে সকল পুত্রেরা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে; নানাধিক করিবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, পিতামাতার মরণে পৈতৃক ধন ও ঋণ পুত্রেরা সমান ভাগ করিয়া লইবে।

পিতার মরণান্তর সহোদর ভ্রাতারা পিতৃধন বিভাগে প্রযুক্ত হইলে মাতাকে পুত্র সমানাংশ দিবে। কিন্তু সহোদর ও বৈমাত্রেয় উভয়কৃত বিভাগস্থলে দিবে না। ‘সমান-হারিণীমাতা’ ইত্যাদি বচনে মাতৃপদের সুখ্যার্থ জননী, বিমাতা নহে।

যদি মাতার ভর্তৃ ও স্বশ্রাদ্দি দত্ত কিছু জীধন না থাকে, তাহা হইলে পুত্রের সমানাংশ প্রাপ্য। আর যদি জীধন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধমাত্র প্রাপ্য, ইহা প্রমাণিত বৃত্তিতে হইবে। যেস্থলে পিতা পুত্রগণকে সমান ভাগ দেন, সেস্থলে পুত্রহীনা সকল স্ত্রীকেই জীধন না থাকিলে পুত্র সমানাংশ দিবেন। বচন বিশেষে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে, যে পিতা পুত্রহীনা পত্নীদিগকে পুত্র সমভাগিনী করিবেন। কিন্তু পুত্রবতীদিগকে নহে। পিতামহ ধনবিভাগকালে পৌত্রের পুত্রহীনা পিতামহীকে সমানাংশ দিবেন, কারণ শাস্ত্রে পিতামাতার তুল্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অবিবাহিতা কস্তা বিবাহযোগ্য ধন পায়। কেহ কে বলেন, অবিবাহিতা কস্তা ভ্রাতৃভাগের চতুর্থাংশ পাইবে “সমাংশামাতরদেব্যাং তৃতীয়াংশাশ্চ কস্তকাঃ।” (বৃহস্পতি) এই বচনানুসারে মাতা তুল্যাংশ ও কস্তা চতুর্থাংশভাগিনী হইবে। অর্থাৎ পুত্রের তিনভাগ এবং অবিবাহিতা কস্তা একভাগ, কিন্তু স্বল্পধন স্থলে পুত্রগণের স্বামিত্ব, অর্থাৎ পুত্রেরাই সমগ্রভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া কুমারীকে চতুর্থাংশ দিবে, অর্থাৎ ভ্রাতার অসংস্কৃতা ভগিনীদিগকেও নিজ অংশ হইতে চতুর্থাংশ দিয়া সংস্কার কর্তব্য করিবে। এই বাক্যের তাৎপর্য এইরূপ—ভগিনীদিগের সংস্কারকর্তব্যতাই নির্ধিত হইয়াছে, অধিকারিতার কথা নাই। বহুতর ধন যশে ভগিনীকে তদীয় বিবাহযোগ্য ধনই দিবে, কোন নির্দিষ্ট অংশ, দিব্যার ব্যবস্থা নাই। সকল স্থলে চতুর্থাংশের নিয়ম করিলে যেখানে চারি পাঁচ পুত্র ও কস্তা একটী সেইখানে কস্তার বহুতর প্রাপ্তি হয়, আর যেখানে চারিটী কুমারী ও একটী পুত্র, সেই স্থলে পুত্রের সুবই যায়, তাহা উচিত নহে, যেহেতু পুত্রেরই প্রাধান্য। এই সকল কারণে ভগিনী কোন নির্দিষ্ট অংশ না পাইয়া ভ্রাতার বিবাহযোগ্য ধন তাহাকে দিতে হইবে। অবিবাহিতা ভগিনীদিগকে ঋতুমতী হইবার পূর্বেই তাহাদের বিবাহ দিতে হইবে, ইহা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। এইজন্য অংশাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কিন্তু ঐ সংস্কার কার্যে যদি সর্বব্যয় হয়, তাহাও দোষাবহ নহে।

জীৱন-বিভাগ।—প্রথমতঃ জীৱন নিষ্কৰণ কৰিতে হইবে। বিষ্ণুৱচনাৰুসাৰে পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্ৰদত্ত, ভ্ৰাতৃদত্ত, অধ্যায়ুপাগত অৰ্থাৎ যৌতুকধন, আধিবেদন লব্ধ, মাতৃলাদি দত্ত, শুদ্ধ ও অস্বাধেয় এই ঙ্গল জীৱন। বিবাহের পর ভৰ্তৃকুল ও পিতৃমাতৃকুল হইতে এবং ভৰ্ত্তা ও পিতৃমাতার নিকট হইতে জীলোক যে ধন প্রাপ্ত হয়, সেই ধনকে অস্বাধেয় ধন কহে এবং পিতা ও মাতার সম্পর্কে সম্পর্কীয়দিগের নিকট ও পিতৃমাতার নিকট বিবাহের পর বাহা প্রাপ্ত হয় এবং ভৰ্ত্তার নিকট ও ভৰ্তৃকুল অৰ্থাৎ শ্বশু-ৱাদি হইতে বাহা লব্ধ হয়, তাহার নামও অস্বাধেয়। বিবাহ সময় লব্ধ যৌতুক ধনে সম্ভবিসম্ভৱ অভাবে ভৰ্ত্তার অধিকার। নারদ অধ্যায়ি, অধ্যাবাহনিক, ভৰ্তৃদত্ত, ভ্ৰাতৃদত্ত, পিতৃ ও মাতৃদত্ত এই ছয় প্রকার ধন জীৱন, বলিয়াছেন। বিবাহকালে অগ্নি সন্নিধানে জীলোককে বাহা দান করা যায়, তাহাই অধ্যায়িনামক জীৱন। কন্ডাকে যখন পিতৃালয় হইতে পতিগৃহে লইয়া যায়, তখন ঐ কন্ডা পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে বাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধ্যাবাহনিক জীৱন কহে। ভৰ্তৃদায় শব্দে ভৰ্তৃদত্ত ধন বুঝায়, সংক্রান্ত ধন বুঝায় না। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী ইচ্ছামুসাৰে ভৰ্তৃদায় ব্যয় কৰিবে। কিন্তু পতি বিঘ্নমানে মুক্তহস্ত হইয়া ব্যয় কৰিতে পারিবে না।

যাযবন্ধ্য বলেন, পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্ৰদত্ত, ভ্ৰাতৃদত্ত, অধ্যায়ুপাগত ও আধিবেদনিক এই ছয়টা জীৱন। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ কৰিবার নিমিত্ত স্বামী প্রথম জীকে যাহা পাৰি-তোষিক দেন, তাহার নাম আধিবেদনিক। (অধিবেদন শব্দের অর্থ অধিক বিবাহ তত্পলক্ষে যাহা দত্ত, এই ব্যুৎপত্তিতে আধিবেদনিক শব্দ নিস্পন্ন।) বৃত্তি অৰ্থাৎ প্রাসাচ্ছাদনাবশিষ্ট ধন, অলঙ্কার, শুদ্ধ ও সূদ এই সকল জীৱন। স্ত্রী ইচ্ছামুসাৰে এই সকল ধনের দানবিক্রয়াদি কৰিতে পাবেন। জীৱনের প্রকৃত লক্ষণ এই—জীলোক ভৰ্ত্তার কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং যে ধন দান বিক্রয় ও ভোগ কৰিতে পারে, সেই ধনকে জীৱন বলা যায়।

জীলোক শিল্পকৰ্ম করিয়া বাহা প্রাপ্ত হয়, পিতৃমাতৃ ও ভৰ্তৃকুল ত্রিণ অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বাহা লব্ধ হয়, তাহাও জীৱন। কাত্যায়ন ঋষি বলিয়াছেন, যথাবিবাহিতা, বা কুমারী হউক, অথবা পতির গৃহে বা ভৰ্ত্তার নিকটেই হউক বাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সৌদায়িক নামক জীৱন কহে, এই সৌদায়িক ধনে জীলোকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। ভৰ্ত্তা যদি দ্বিতীকাদি সঙ্কেতে পুড়িয়া জীৱন গ্রহণ না

করিয়া অন্য কোন প্রকারে জীৱিকানিৰ্দ্ধাৰ কৰিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে জীৱন লইতে পারিবেন। অন্যথা পারিবেন না। দ্বিতীক সময়ে, আশুজক ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে ও রোগক্ৰান্ত হইলে এবং উত্তমণ ঋণ আদায় কৃত্ত কারাৰোধ কৰিলে পর স্বামী বিপদগ্রস্ত হইয়া যে জীৱন গ্রহণ করেন, তাহা পুনর্বার জীকে না দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত দুৰ্ঘটনা ব্যতীত যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরে তাহাকে এই ধন পরিশোধ কৰিতে হইবে, অন্যথা রাজার নিকট দণ্ড-নীয় হইবেন। স্বামী জীৱন লইয়া যদি অন্যজীর সহিত বাস করেন এবং পূৰ্ব্বজীকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট হইতে বলপূৰ্ব্বক জীৱন লইয়া জীকে দেওয়াই-বেন। জননী পরলোকগতা হইলে সহোদর ভ্ৰাতৃগণ এবং ভগিনীরা সকলে মিলিয়া মাতার অযৌতুক ধন সমান ভাগ করিয়া লইবে। জীৱনে তদীয় অপত্যদিগের অধিকার, কন্ডা অবিবাহিতা হইলে সেও অংশভাগিনী হইবে। কিন্তু বিবাহিতা হইলে আর মাতার অযৌতুক ধন পুত্র থাকিতে পাইবে না।

দায়ধিকারক্রম। স্বত্বকারণ।—পূৰ্ব্ব স্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর জীবনই তৎস্বত্বের প্রতি কারণ, এই স্থলে জীবন অৰ্থে গর্ভাবস্থাও বুঝায়, কেবল গর্ভস্থের ভূমিষ্ট হওনের অপেক্ষা থাকে মাত্র। গর্ভস্থ ভূমিষ্ট হইলে তাহার প্রাপ্য যে ধন, তাহা তাহার বন্ধু বা মিত্রের হস্তে লুপ্ত থাকিবে।

উদ্দেশ্যহিত ব্যক্তির (যাহার কোনরূপ উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না) এবম্বিধ লোকের দ্বাদশ বৎসর গতে তাহার ধনে তত্ত্বরাধিকারীর স্বত্ব হয়।

মরণপাত্ৰিত্য, অশ্রমাস্তর গমন এবং উপেক্ষা দ্বারা ধনীর স্বত্বনাশ হইলে তৎকালে পুত্রের অধিকার। ঔরসপুত্র জন্মিবার পূৰ্বে গৃহীত দত্তক ঔরসপুত্রের সহিত বিষয়-ভাগী। সকল ঔরসপুত্র পিতৃধন তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অধিক ধন লইতে পারিবেন না। পুত্রভাবে পৌত্রের ও তদভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। যে পৌত্রের পিতা মৃত ও যে প্রপৌত্রের পিতৃপিতামহ মৃত তাহারা (ধনীর) পুত্রের সহিত স্ব স্ব পিতৃযোগাংশ ভাগ করিয়া লইবেন। পৌত্র সকল পিতৃমুসারে ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, স্ব স্ব সংখ্যামুসাৰে ভাগ পাইবেন না।

পত্নীর অধিকার—পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে পত্নী ধনাধিকারিণী। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে অধিকারিণী হইবে না। যে ধন পতির অধিকৃত ছিল, পত্নী সেই ধনের অধিকারিণী হইবে, পতি ভবিষ্যতে যে ধনে উত্তরাধিকারী হইত, সেই ধনে পত্নী অধিকারিণী হইবে না। ছই কিংবা

অধিক পত্নী থাকিলে সকলেই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। পত্নীগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তদধিকৃত পতিধনে বিভক্তমান। অপরা পত্নীদিগের অধিকার জানিতে হইবে। পত্নী পতির ধন ভোগ করিবে, দান বিক্রয় করিতে বা বন্ধক দিতে পারিবে না। অপুত্রা পত্নী বিগতকন্যত্বা হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়া যাবজ্জীবন ধন ভোগ করিবে, পরে তাহার মৃত্যুর পর পতির উত্তরাধিকারী ধন গ্রহণ করিবে। যদি দৌরাত্ম্যাদি কারণে পত্নীর পতিগৃহে বাস করা কঠিন হয়, তাহা হইলে পিতৃ প্রভৃতি কুলে বাস করিয়া পতিধন পাইবে, কিন্তু ব্যভিচার প্রভৃতির জন্য বাস করিলে পতিধন পাইবে না। জীসংক্রান্ত ধন মাত্রে তৎপূর্বস্বামীর দায়াদই অধিকারী হওয়াতে পত্নীপদে অধিকারিণী জীমাত্রকে বুঝায়। জীরা পতিসংক্রান্ত ধনের উপভোগমাত্র ফলভোগিনী, তাহারা কোনক্রমে পতির ধন অপব্যয় করিবে না। এস্থলে উপভোগ পদে বিলাস নহে, দেহধারণোপযুক্ত অন্ন বস্ত্র; অন্নবস্ত্রের জন্য সেই ধন হইতে লইবে। পতির ধনে যদি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে পতির বিষয় বন্ধক দিতে পারে, তাহাতে না চলিলে বিক্রয় করিতে পারে এবং পতির পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য যদি দান বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাও সিদ্ধ হইবে।

পতির ঋণশোধ, কন্যার বিবাহ, অবশ্য পোস্ত পরিবার-বর্গের প্রতিপালন, অথবা অত্যাবশ্যক হিতকার্য্যে দানাদি করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণ যদি পত্নীর অস্বাচ্ছাদনের এবং অবশ্য কর্তব্যকার্য্যের ব্যয় দেয় বা দিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে সে পতির বিষয় বিক্রয়াদি করিতে পারে না। যদি করে, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে না। পতির উপকারার্থ দান ও ভোগ ভিন্ন তদ্ব্যতিরিক্ত যে দানাদি তাহা অসিদ্ধ। সর্বস্ব বিক্রয় ব্যতীতকে যদি জীবন ধারণ ও পতির ঋণ শোধাদি অবশ্য কর্তব্য কার্য্যে সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু পারলৌকিক কাম্যক্রমার্থে কিয়দংশ মাত্র দানাদি অভিমত, সর্বস্ব নহে। পত্নী যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ দানাদি করে, তাহা হইলে তাহার পতির উত্তরাধিকারিগণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য অধিকারী যে তিনিই প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন, বাহার্য্য গোণউত্তরাধিকারী তাহারা কোন অসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

ধনস্বামীর উপকারার্থে পত্নী অর্থাভ্যুদয় দানাদি করিলে তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনাও সিদ্ধ হইবে।

পত্নী যেমন স্বামীর ধন অপহার করিবে না, তদ্রূপ অস্বামীর ধন অপহার করিবে না, যেহেতু উভয়রূপ ধনেই বিশেষে পতির উপকার হইতে পারে; এতদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগাদি গ্রন্থে জীরা অধিকৃত সংক্রান্ত স্বামীর অস্বামীর ধনে বিশেষ নাই।

ধনস্বামীর অনুপকারে পত্নীকৃত যে দানাদি, তাহা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি বিনাও অসিদ্ধ।

পত্নী পতিসংক্রান্ত ধন অভিযোগাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া লইলেও তাহাতে তাহার পূর্ণাঙ্গপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জন্মে না। পত্নী যেরূপ পতির সংক্রান্ত ধন দানাদি করিবে না, সেইরূপ তদ্রূপভাবে উপার্জিত সমস্ত ধনও দানাদি করিতে পারিবে না। পত্নীকৃত সংক্রান্ত ধনের দানাদি অসিদ্ধ হইলে ঐ ধন পত্নীর দখলেই থাকিবে। (যদি সেই পত্নী ব্যভিচারাদি কোন অন্তায় কার্য্য না করে।)

উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করা উদ্দেশ্যে যে কোনরূপে জী পতির ধন হস্তান্তর করুক না কেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে। পত্নী পতির পিতৃব্যাদির অনুমতিক্রমে নিজ পিতৃমহাকুলেও দান করিতে পারিবে, কিন্তু দানাদি বিষয়ে বিধবা পতিকুলের অধীনা আনিবে।

পত্নীর মরণকালে জীবিত নিকট সম্পর্কীয়েরাই তৎপরে অধিকারী। পত্নীর অভাবে হ্রিতা অধিকারিণী হয়। দত্তা ও অদত্তা হ্রিতা থাকিলে অদত্তা কন্যাই ধনাধিকারিণী হয়। অবিবাহিতা হ্রিতার অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্র হ্রিতা তুল্যরূপে অধিকারিণী। বক্ষ্যা ও পুত্রহীনা হ্রিতা অধিকারিণী নহে।

যে হ্রিতার পুত্র নাই পৌত্র আছে, তাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহার কন্যা মাত্র আছে, তাহার বক্ষ্যা না হইয়াও ধনাধিকারিণী হইবে না।

অধিকারপ্রাপ্ত হ্রিতা বক্ষ্যা কি বিধবা হইলে অথবা কন্যামাত্র প্রসব করিলে, তাহার স্বত্বনাশ হয় না।

দায়াদিকার হইতে অযোগ্য হ্রিতার জীবিকা না থাকিলে সঙ্গতি অনুসারে তাহাকে অস্বাচ্ছাদন দিবে। অধিকারযোগ্য হ্রিতা অনেক থাকিলে তাহারা সকলে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের একের স্ত্রীভাবে তদধিকৃত ধনে অস্ত্রের অধিকার। হ্রিতা সংক্রান্ত ধন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ভিন্ন দানবিক্রয় বা বন্ধক দিতে পারিবেন না, এবং যদি এইরূপ করেন, তাহা সিদ্ধ হইবে না।

অধিকারযোগ্য হ্রিতার অভাবে দৌহিত্রের অধিকার। হ্রিতার অভাব এইপদ এই স্থলে কুমারী, ধর্ম

বতী ও সম্ভাবিত পুত্রা দ্বিহিতার অভাবজ্ঞাপক। যেহেতু বক্ষা ও পুত্রহীন বিধবা দ্বিহিতা থাকিতেও দৌহিত্রের অধিকার দৃষ্ট হয়।

মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া দৌহিত্র মরিলে তৎসংক্রান্ত ধনে তাহার পুত্র প্রভৃতি অধিকার পাইবে, ঐ মাতামহের দায়াদেশের অধিকারী হইবে না। অনেক দৌহিত্র থাকিলে সকলেই মাতামহ-ধন বিভাগ করিয়া লইবে, ঐ ভাগ তাহাদের নিজ সংখ্যানুসারে সমান হইবে। তাহাদের মাতৃসংখ্যানুসারে সমান হইবে না।

দ্বিহিতার দত্তক মাতামহের ধনে অধিকারী হয় না। দৌহিত্রের অভাবে পিতা ধনাধিকারী হয়। পিতার অভাবে মাতা ধনাধিকারিণী হন। বিমাতা অধিকারিণী নহে। মাতা ঐ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্ত ভিন্ন দানবিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না। মাতার অভাবে ভ্রাতার অধিকার, সহোদর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অধিকার। অবিভক্ত স্থাবর ধনে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তুল্যাধিকার। গুণবান্ দত্তক যদি ওরস পুত্রের অর্থাৎ ধনীর মাতৃ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেও সহোদর রূপে গণ্য, আর যদি ধনীর মাতা তাহাকে দত্তক গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ধনীর বৈমাত্রেয় রূপে গণ্য। ভ্রাতার ধন প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতা মরিলে তাহার নিজ পুত্রাদিই তদ্ধনাধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়েই মৃত ভ্রাতার সংসৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সহোদরের ধন সহোদরই পাইবে। যে স্থানে বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টি ও সহোদর অসংসৃষ্টি, তথায় উভয়েই দায়াদিকারী।

যদি সহোদর ও বৈমাত্র উভয়েই সংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কেবল সহোদরই ধন প্রাপ্ত হইবে। সহোদরের মধ্যে একজন সংসৃষ্টি হইলে সেই অধিকারী হইবে। কেবল বৈমাত্রেয় ভ্রাতার থাকিলে তন্মধ্যে যে মৃতের সহিত সংসৃষ্টি ছিল, প্রথমে সেই তদ্ধনাধিকারী, তদভাবে অসংসৃষ্টি অধিকারী।

ভ্রাতার বিভক্ত হইয়া পরে প্রীতিতে যদি একত্র হয়, এবং তাহার পর যদি বিভক্ত হয়, তাহা হইলে ঈকলেই ক্রমরূপে বিভাগ করিয়া লইবে, জ্যেষ্ঠ অধিক পাইবে না।

ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃপুত্র এককালে অধিকারী নয়। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অভাবে সহোদর ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। সহোদর ভ্রাতার পুত্রভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অধিকারী। যদি সহোদর ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি ও কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি, সেই তদ্ধনাধিকারী। যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কোন পুত্র সংসৃষ্টি থাকে

এবং কোন পুত্র অসংসৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে সংসৃষ্টি সেই অধিকারী হইবে। যদি সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের সংসৃষ্টি অথবা অসংসৃষ্টি হয়, তাহা হইলেও উত্তরাবস্থাতেই সহোদর ভ্রাতার সংসৃষ্টি পুত্র অধিকারী।

ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতার পৌত্রের অধিকার। ভ্রাতৃপৌত্রের অধিকারেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ক্রম এবং সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি এই নিয়ম পাটিবে। মৃতপিতৃক ভ্রাতৃপুত্র ও মৃতপিতৃপিতামহক ভ্রাতৃপৌত্র অনেক থাকিলে সোদর ও বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টি ও অসংসৃষ্টি ক্রমানুসারে অধিকার ও বিভাগ হইবে। পরন্তু এই বিভাগ তাহাদের স্ব স্ব সংখ্যানুসারে হইবে, পিতৃসংখ্যানুসারে হইবে না।

ভ্রাতৃপৌত্রের অভাবে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার। সহোদর ও বৈমাত্রেয় উত্তররূপ ভগিনীপুত্রের তুল্যাধিকার।

পিত্রাদির যে দৌহিত্রগণ ধনীর অথবা তত্তত্তরাধিকারীর পত্নী প্রভৃতির নিধনকালে জীবিত বা গর্ভস্থিত, তাহারা ই তদ্ধনাধিকারী। তৎপরে গর্ভস্থেরা অধিকারী নহে। পিতৃদৌহিত্রের অভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র অধিকারী।

ভ্রাতৃদৌহিত্রভাবে পিতামহ ধনাধিকারী। পিতামহের অভাবে পিতামহী অধিকারিণী। পিতামহীর অভাবে পিতৃসহোদরের অধিকার। পিতৃসহোদরের অভাবে পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের অভাবে পিতৃসহোদরের পুত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পুত্রের অভাবে পিতৃবৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্র ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে পিতৃসহোদরের পৌত্র অধিকারী। পিতৃসহোদরের পৌত্রভাবে পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র অধিকারী। পিতৃবৈমাত্রেয়ের ভ্রাতৃপৌত্রভাবে পিতামহের দৌহিত্রের অধিকার।

পিতামহের দৌহিত্রভাবে পিতৃব্যের দৌহিত্র ধনাধিকারী। পিতৃব্যের দৌহিত্র না থাকিলে প্রপিতামহের অধিকার। প্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী ধনাধিকারিণী।

প্রপিতামহীর অভাবে পিতামহের সহোদর, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাহাদের পুত্র এবং পৌত্রেরা যথাক্রমে অধিকারী।

পিতামহের ভ্রাতৃপৌত্রের, অভাবে প্রপিতামহের দৌহিত্র ধনাধিকারী।

প্রপিতামহের দৌহিত্রভাবে পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্র ধন পাইবেন।

পিতামহের ভ্রাতৃদৌহিত্রভাবে মাতামহ ধনাধিকারী।

মাতামহের অভাবে মাতুলের অধিকার।

মাতুলের অভাবে মাতুলপুত্র অধিকারী।

মাতুলপুত্রাভাবে মাতুলের পৌত্র অধিকারী।

• মাতুলপৌত্রাভাবে মাতামহের* দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবেন*।

মাতামহের দৌহিত্রাভাবে প্রমাতামহ অধিকারী। প্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্র অধিকারী। প্রমাতামহের পুত্রাভাবে তাহার পৌত্র অধিকারী। তাহার অভাবে প্রপৌত্র। প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে তাহার দৌহিত্র অধিকারী। প্রমাতামহের দৌহিত্র না থাকিলে বৃদ্ধপ্রমাতামহ ধনাধিকারী হইবেন।

বৃদ্ধপ্রমাতামহের অভাবে তাহার পুত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্রাভাবে পৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্রাভাবে প্রপৌত্রের অধিকার। বৃদ্ধ প্রমাতামহের প্রপৌত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার। ধনীর ভোগ হয় এক্রপ পিতৃ দানকর্তার অভাবেই সকল্য অধিকারী। সকল্যদিগের মধ্যে প্রথমে প্রপৌত্রের পুত্র অধিকারী। তাহার পর প্রপৌত্রের পৌত্র অধিকারী। তৎপরে* প্রপৌত্রের প্রপৌত্র অধিকারী। তদভাবে বৃদ্ধপ্রপিতামহাদি উর্দ্ধতন সকল্যের ও তাহাদের সন্ততিদের যথাক্রমে অধিকার। অর্থাৎ প্রথমে বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তদভাবে তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। ইহাদের অভাবে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। তদভাবে অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তৎপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও দৌহিত্র ক্রমে অধিকারী। বহুজাতি সকল্য ও বান্ধব থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে, অধিক নিকট সম্পর্কীয়, সেই অপুত্র ব্যক্তির ধনাধিকারী হইবে। এইরূপ সকল্যের অভাবে সমানোদক ধনাধিকারী।

চতুর্দশ পুরুষসংখ্যাত্ত জ্ঞাতিকে সমানোদক কহে।

সমানোদকের ও সকল্যের হায় আসক্তি ক্রমে অধিকার হইবে, অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি ক্রমে ধনাধিকারী।

সমানোদকের অভাবে আচার্য্য অধিকারী। আচার্য্যভাবে শিষ্য। শিষ্যভাবে সহবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারী ধনাধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সগোত্র অধিকারী। তদভাবে স্বগ্রামস্থ সমান প্রবর অধিকারী। এই সকলের অভাবে বেদজ্ঞ গুণযুক্ত সেই গ্রামস্থিত ব্রাহ্মণের অধিকার। তদভাবে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অজ্ঞের ধনে রাজা অধিকারী।

* মিতাক্ষর্য মতে মাতামহ দৌহিত্রের পর মাতুলপুত্র অধিকারী।

কিন্তু দায়ভাগমতে এবং বঙ্গদেশপ্রচলিত অজ্ঞাত গ্রন্থের মতে মাতুলের পরেই মাতুলপুত্র অধিকারী।

গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে ভিন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের অধিকার। স্বগ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ গুণবান্ ব্রাহ্মণের অধিকার। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধনে সামান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণের ধন সামান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।

• প্রথমে স্বগ্রামস্থ সামান্ত ব্রাহ্মণ, তদভাবে ভিন্ন গ্রামস্থ সামান্ত ব্রাহ্মণ অধিকারী।

শাস্ত্রানুসারে আচার্য্য ধনাধিকারী; কিন্তু শুরু নহে। ধনী ব্রাহ্মণ না হইলে উত্তরাধিকারীর অভাবে তাহার ধন রাজগামী হয়।

• মৃতধনীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইবে, মৃতব্যক্তির যিনি ধন পাইবেন, তিনিই তাহার ঔর্দ্ধদেহিকাদি কাণ্ড করিবেন। যদি একজন ধনাধিকারী হয় ও অন্য আর একজন ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী হয়, তাহা হইলে সেই ধনাধিকারী ধন দিয়া ক্রিয়াধিকারী দ্বারা তৎক্রিয়া করাইবেক।

বাণপ্রস্থাদির ধনাধিকার—ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য অধিকারী।

বাণপ্রস্থের ধনে এক তীর্থবাসী অথবা একাশ্রমবাসী ধর্ম জাতা অধিকারী। তদভাবে একত্র বাসী অথবা একাশ্রমী অধিকারী। নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য ধনাধিকারী হয়।

উপকূর্ক্সণ ব্রহ্মচারীর ধনে তাহার পিতৃাদি অধিকারী।

কূলাচারাদি—যদি কোন দেশে অঞ্চলে গ্রামে বা সমাধে জাতিতে বা কুলে কোন আচার চলিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ক্কোক্ত সকল নিয়মাপেক্ষা মাত্র। কিন্তু যে আচার বহুকাল বা বহুপুরুষ হইতে একাদিক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই পূর্ক্কোক্ত নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ মাত্র হইবে। যে আচার বহুকাল হইতে ক্রমিক চলিয়া আইসে নাই, তাহা তাদৃক্ মাত্র নহে। কিন্তু বলে বা অধর্ম্মচারিণী আচারের অবরোধ, হইলে তাহাকে আচারভঙ্গ বলা যাইতে পারে না। জীবিকাবিষয়ক মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবশ্য পোষ্যবর্গ অনবত্ত পাইতে অধিকারী।

মৃত ধনীর ত্যক্ত বিষয় হইতে তাহার অবিবাহিত ভগিনী বা কস্তা বিবাহোচিত ধন পাইতে অধিকারিণী*।

পত্নী বা অধীন পরিবার কেহ অক্ষুচিত কারণে দ্রুত হইলে পরিবার কর্তার স্থানে এবং তাহার মৃত্যুর পর ততকাল বিষয় হইতে অন্ন বস্ত্র পাইবে। যে পোষ্যব্যক্তি ছাড়া কারণে পরিবারের মধ্যে থাকিতে এবং আহালাদি করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পৃথক্ থাকিয়া প্রাসাদ্ধান পাইবে। মৃত ধনীর অর্থানুসারে জীবিকার পরিমাণ অবধারণ করিতে

হইবে। কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য এমন নহে, কিন্তু বিবর থাকিলে আর আর আবশ্যক এবং ধর্মকর্মার্থ ধন দিতে হইবে।

যদি কোন জী ব্যভিচারের মানস বিনা পিতামাতার বা তৎকুটুম্বের গৃহে আশ্রয় লয়, তাহা হইলেও সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী। পতির যদি একপ আদেশ থাকে, যে পতিকূলে বাস করিলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, তবে সে বিনাকারণে যদি অথ কোন স্থানান্তরে বাস করে, তাহা হইলে সে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে অধিকারিণী নহে।

পতিত ভিন্ন বিভাগে অনধিকারী ব্যক্তির মৃত ধনীর বিবর হইতে অগ্রাচ্ছাদন পাইতে অধিকারী। দায়াদিকারী উক্ত ব্যক্তিগণকে যদি অন্ন বস্ত্র না দেন, তাহা হইলে রাজা ধনীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন।

অনধিকারী ব্যক্তিদের কছারা যে পর্যন্ত বিবাহিতা না হয়, ততদিন তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে।

তাহাদের অপুত্র জীর্ণ সদাচারী হইলে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলা হইলে দূরীকৃত হইবে।

পিতৃকৃত বিভাগ কাল।—পিতার স্বেপার্জিত ধনে তাহার যখনই ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু পৈতামহ বিবরে মাতার রঞ্জনবৃত্তি হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি বিভাগ করিতে পারিবেন। (মাতা পদে বিমাতাও বৃত্তিতে হইবে।)

বস্ত্ত: মাতা ও বিমাতার রঞ্জনবৃত্তির পর কিংবা পিতার রুতিশক্তি রোধ হইলে যখন পিতার ইচ্ছা হয়, তখনই পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে। পিতা কর্তৃক, বিভক্ত ব্যক্তির বিভাগের পর উৎপন্ন ভ্রাতাকে ভাগ দিতে বাধ্য।

পিতৃ কর্তৃক স্বেপার্জিত ধন বিভাগ।—স্বেপার্জিত ধনের বিভাগ পিতার ইচ্ছানুসারেই হইবে। স্বেপার্জিত ধন পিতা যত ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন।

কোন পুত্রের গুণিত্ব হেতু সম্মানার্থ কিংবা কোন পুত্রের অনেক পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় এইজন্ত, অথবা কোন পুত্র অযোগ্য এবং কুপা, ভক্তি প্রভৃতি কারণে যদি পিতা নানাদিক বিভাগ অর্থাৎ কোন পুত্রকে অধিক এবং কোন পুত্রকে অল্প দেয়, তাহা হইলেও এই বিভাগ ধর্মত: সিন্ধু হইবে। কিন্তু গুণিত্বাদি কারণ ব্যতীত স্বেপার্জিত ধনের বিভাগ করিলে তাহা ধর্ম নহে।

অত্যন্ত ব্যাধি, ক্রোধাদিজন্ত আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া, যদি এক পুত্রকে অধিক ও অল্প পুত্রকে অল্পভাগ দেন অথবা কিছু না দেন,

তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিন্ধু অর্থাৎ পিতা যদি গুণিত্বাদি কারণে নানাদিক ভাগ দেন, তাহা হইলে সেই বিভাগ ধর্মসঙ্গত ও সিন্ধু। যদি রোগাদিতে আকুলচিত্ততায় বিষয় বিভাগ করেন, অথবা কোন পুত্রকে ভাগশূন্য করেন, তাহা হইলে তাহা অসিন্ধু। গুণিত্বাদি কারণ বিনা অথচ রোগাদি জন্ত অস্থিরচিত্ততা ভিন্ন কেবল ইচ্ছাতে যদি নানাদিক বিভাগ করেন, তাহা হইলে তাহা ধর্মসঙ্গত নহে, কিন্তু সিন্ধু। যদি পুত্রেরা এককালে বিভাগ প্রার্থনা করে, কিন্তু ভক্ত্যাদি কারণে পিতা বিষয় বিভাগ করিবেন না; পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পত্নীদিগকেও পুত্রের সমান ভাগ দেয়। ভর্তা প্রভৃতি জীধন না দিয়া পত্নীকেও সমান অংশ দিতে হয়। জীধন দত্ত হইয়া থাকিলে যে জীদিগকে যৎপরিমিত জীধন দত্ত হইয়াছে, পিতা তৎসম ধন অপুত্রা পত্নীদিগকে দিবেন। তাদৃশ জীধনের অভাবে পুত্রের সমান অংশ দিবেন। কিন্তু পুত্রদিগকে নান দিলে ও অংশ অধিক গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রহীনা পত্নীকে নিজ অংশ হইতে পুত্রের সহিত সমান অংশ দিবেন। জীধন দত্ত হইলে অপুত্রা পত্নীকে অধিক দেয়।

ভাৰ্য্যা মাতা কিংবা পিতামহীর লক্ষ অংশ যদি ভোগ্য হইয়া ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার জীবিকা পাইতে অধিকারিণী। যদি ভোগ্যবশিষ্ট থাকে ও ধনীর গৃহীত ধন ভোগে ক্ষয় হয়, তাহা হইলে পুত্রাদিবৎ ভাৰ্য্যাদি হইতেও লইতে পারেন।

পত্নী বিভাগে প্রাপ্ত ধন ছায়া কারণ বিনা দানবিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারিবেন না। তিনি ঐ ধন ভোগ করিবেন মাত্র, তাহার পর পুর্নস্বামীর উত্তরাধিকারীরা পাইবে।

স্বেপার্জিত ও পৈতামহ-ধন-নির্ণয়।—যে ধন আদিত পিতা কর্তৃক উপার্জিত, তাহা তাহার প্রকৃত স্বার্জিত। পিতামহের ধন দত্ত হইলে পরে পিতা নিজ শ্রমাদিতে উদ্ধার করিলে তাহা তিনি স্বেপার্জিত ধনের মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পৈতামহ স্থাবর ধন থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে তিনি স্বেপার্জিত ধনের মত ব্যবহার করিতে পারিবেন। পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধ জন্ত যে ভূমি নিবন্ধ ও দাসাদি প্রাপ্ত হন, তাহাই ব্যবহারে প্রকৃত পৈতামহ ধন বলিয়া গণ্য। ক্রমাগত যে ধন, তাহাই পৈতামহবৎ ব্যবহার্য্য।

মাতামহাদির মৃত্যু হইলে যে ধন পাওয়া যায়, তাহা স্বেপার্জিতের স্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিতৃকৃত পৈতামহধন বিভাগ।—পৈতামহ ধন পিতা বিভাগ করিলে পুত্রদ্বিগকে এক এক অংশ দিবেন ও নিজের দুই অংশ লইবেন, তদধিক লইতে পারিবেন না। * পুত্রোক্ত গুণবদ্দি কারণে পিতা পৈতামহ ধন ন্যায্যিক বিভাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ বিভাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। পিতা যেরূপ পুত্রকে তদযোগ্যাংশ দিবেন, সেইরূপ পিতৃহীন পৌত্রকে ও পিতা-পিতামহহীন প্রপৌত্রকেও তত্তৎ পিতৃপিতামহ যোগ্যাংশ দিবেন।

পুত্রার্জিত ধনে পিতার অংশ।—পুত্রার্জিত ধনেও পিতার দুই ভাগ। পিতৃ দ্রব্যের উপঘাতে পুত্র কর্তৃক অর্জিত ধনের অর্ধেক পিতার এবং এইরূপে যিনি উপার্জন করেন, তিনি দুই অংশ পাইবেন। অপর পুত্রের এক এক অংশ।

পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জিত ধনে পিতার দুই অংশ, অর্জক পুত্রেরও তাহাই। অন্ত্য পুত্রগণ এই ধনে অংশ পাইবে না।

বিদ্যাবিহীন পিতা জনকতা মাত্র দুই অংশ পাইবেন।

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ও কোন ভ্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জন করে, তাহা হইলে তাহাতে পিতার দুই অংশ, ঐ পুত্রদ্বয়ের এক এক অংশ, আর যদি কেহ ভ্রাতার ধনদ্বারা ও নিজশ্রম ও ধনদ্বারা ধন উপার্জন করে, তাহা হইলে তদর্জকের দুই অংশ ও পিতার দুই অংশ, ধনদাতার এক অংশ, উভয় অবস্থাতেই আর আর ভ্রাতার অংশ নাই।

যে পৌত্রের পিতা জীবিত ও কদর্জিত ধনের ভাগ পিতামহ গ্ৰহণ করেন না। কিন্তু তৎপিতাই লইবেন। পৈতামহ ধনের উপঘাতে অর্জিত হইলে উপঘাতিত ধনানুসারে পিতামহ এক অংশ পাইবেন।

মাতামহের ধনোপঘাতে দৌহিত্র উপার্জন করিলে উপঘাতিত ধনানুসারে মাতামহ অংশ লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। * কিন্তু মাতামহের ধনোপঘাত ব্যতীত যদি দৌহিত্র ধন উপার্জন করে, তাহা হইলে মাতামহ অংশ পাইবেন না।

ভ্রাতৃ কর্তৃক বিভাগ—মরণাদিতে পিতার স্বত্বক্ষণ হইলে অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাহার ইচ্ছা হইলে বিভাগ করণে পুত্রদের অধিকার জন্মে। তদবধি ভ্রাতৃগণের বিভাগ কাল। কিন্তু মাতা বিত্তমানে বিভাগ ধর্মসঙ্গত নহে। যদি মাতার অনুমতি লইয়া বিভাগ হয়, তাহা হইলে ধর্মসঙ্গত হইবে।

ভ্রাতৃগণের অংশের পরিমাণ।—সহোদর ভ্রাতৃগণ সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবেন।

ওরস ও দত্তক পুত্রের মধ্যে বিভাগে ওরস পুত্রের দুই

অংশ দত্তকের এক অংশ। অধিকারী ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ প্রপৌত্র পর্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অংশ যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদযোগ্যাংশভাগী।

পিতৃহীন পৌত্র ও পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্র ক্রমে স্ব স্ব পিতার ও পিতামহের যোগ্য অংশভাগী, স্ব স্ব সংখ্যানুসারে অংশী নহে।

সাধারণ ধনের উপঘাতে উপার্জিত বিষয়ভাগ।—সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জিত ধনে অর্জকের দুই ভাগ, অত্রের এক ভাগ। অবিভক্ত দায়দ্রব্যদিগের মধ্যে কাহারও শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে তাহাতে তাহার দুই অংশ প্রাপ্য।

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যৎপরিমিত ধনের উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগ করণ কর্তব্য।

দায়দ্রব্যগণের মিশ্রিত ধনেও শ্রমে কোন বিষয় উপার্জিত হইলে যদি তদন্ত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায়, তাহা হইলে তাহার তদনুসারে অংশভাগী, নতুবা সমভাগী।

দায়দ্রব্যদিগের একের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইবে। যদি জননী বিদ্যমানে বিভাগ হয়, তবে তিনি পুত্র তুল্যাংশ লইবেন। জননী বা পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

স্বামী প্রভৃতি যদি স্ত্রীধন না দেন, তাহা হইলেই জননী সমভাগ প্রাপ্য, কিন্তু স্ত্রীধন দিলে অর্ধেক প্রাপ্য। যদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে না চাহে, তাহা হইলে তিনি অভিযোগাদি দ্বারা লইতে পারিবেন। যে স্থলে এক পুরুষ ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে, সে স্থলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দাতব্য।

সহোদর ও বৈমাভ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নহে। কিন্তু সহোদর ভ্রাতারা যদি ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদের জননীকে ভ্রাতৃতুল্যাংশ ভাগ দিবে। বৈমাভ্রের ভ্রাতাদের গতি বিভাগ কালে যদি সহোদরেরা অথবা তাহাদের মধ্যে এক জনও যদি আপন অংশ পৃথক করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার জননী ও পুত্র তুল্যাংশ লইতে অধিকারিণী।

পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে ভ্রাতা যেরূপ অধিকারী, সেইরূপ মাতাও অধিকারিণী।

জননী যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারী হুন, তাহা হইলে তদযোগ্যাংশ পাইবেন, জন্মক মাতৃ স্ব স্ব পুত্র তুল্যাংশ পাইবেন। জননী যে কেবল এক পুত্রের অংশ পরিমাণ অংশভাগিনী, তাহা নহে। স্বয়ং পুত্রগণের বিভাগের সময়ে যখন, পুত্র ও পৌত্রগণের বিভাগেও ঐরূপ ভাগ পাইবেন।

পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী পৌত্র তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্র

উত্তরাধিকারিণী হবেন, তাহা হইলে তৎস্বরূপে তাহার যোগাংশ পাইবেন, অথচ পিতামহী বলিরা বিভাগে নিজ যোগাংশ পাইবেন। যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়দান অংশ লয়, তাহা হইলে পিতামহীও তাহার নিকট হইতে অংশ পাইতে অধিকারিণী। স্বামীর ও জ্ঞাতব্যর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতামহী তাৎপন ধনে নিজ অংশ পাইবেন।

মাতার জ্ঞাত পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত বন্দু দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না।

বিভাজ্য নির্ণয়—পৈতামহ ও পিতার অর্জিত এবং সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জিত এই তিন প্রকার ধন বিভাজ্য। অন্তের ব্যাপারে অর্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল বিভাজ্য। পূর্বকৃত ভূমি ঋকজন শ্রমদ্বারা উদ্ধার করিলে তাহাকে চারি ভাগের এক ভাগ দিয়া অস্ত্র দায়দারো যোগাংশ বিভাগ করিয়া লইবেন।

বিদ্যা উপাধি দ্বারা প্রাপ্ত ধন সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জিত না হইলেও সমান, আর অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য, ন্যূনবিদ্যা এবং বিদ্যাহীন ব্যক্তিদের সহিত নয়। উপঘাতে অর্জিত বিদ্যাধনে সকল দায়দাই অংশী।

কুল হইতে বা পিতা হইতে শিক্ষিত ভ্রাতাদের উপা-
র্জিত ও শৌর্য্যদ্বারা প্রাপ্ত ধন বিভাজ্য। পিতা ও পিতৃ-
ব্যাদি ভিন্ন অর্থাৎ অস্ত্র হইতে শিক্ষিত যে কোন বিদ্যাদ্বারা
অর্জিত তাহা সমবিদ্বান্ ও অধিক বিদ্বানের সহিত বিভাজ্য।
ন্যূনবিদ্বান্ ও বিদ্যাহীনের সহিত বিভাগ হইবে না।

যদি বিদ্যার্জনকালে তাহার পরিবারকে অস্ত্র ভ্রাতা
নিজ ধনে প্রতিপালন করে, তাহা হইলে তিনি তবিত্যর্জিত
ধনে ভাগ পাইবেন। দুই অথবা তিন মূর্থ ভ্রাতা তাহার
স্নোকে প্রতিপালন করিলে তাহারা সকলেই ভাগী। ধন্যজন্য
গত ভ্রাতার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণভারাপিত ভ্রাতা তাহার
উপার্জনভাগী। যেস্থলে ভ্রাতার পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে,
সেই স্থলে সমান ভাগ জানিতে হইবে।

অবিভাজ্য নির্ণয়—অনুপঘাতে অর্জিত ধন অর্জকেরই,
অনুগ্রহ নহে, ইহা সিদ্ধ।

সাধারণ ধনের উপঘাতে অর্জিত ধনে অস্ত্র ভ্রাতার ভাগ
নির্দিষ্ট হওয়ায় অনুপঘাতে অর্জিত ধনে ভাগ না থাকা
জায। পিত্রাদির অর্থ সাহায্য না লইয়া বাহা উপার্জিত
হয়, তাহা অনিচ্ছার বিভাজ্য নহে, যেহেতু তাহা নিজ
চেষ্টায় লব্ধ।

পৈতৃক ধনের উপঘাতাভাবে জ্ঞাতব্যের অস্ত্র ভ্রাতার

ব্যাপার নাই, কেবল অর্জকের নিজ চেষ্টাতে তাহা লব্ধ
হইয়াছে, তাহা তাহার অসাধারণ ধন। এই ধন বিভাজ্য
নহে। পিতৃব্যের কন্যা বিনা অস্ত্র বাহা স্বয়ং উপার্জন
করে এবং মিত্র হইতে লব্ধ, আর বাহা ঔষাহিক, অর্থাৎ
আমাত্ব্য হেতু স্বত্ত্বাদি হইতে লব্ধ, বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত,
শৌর্য্যদ্বারা উপার্জিত ও এবং বাহা সৌদামিক, এই সকল
ধন বিভাজ্য নহে।

ক্রমাগত বিষয় অস্ত্রে হরণ করিলে যদি দায়দায়িগের
একজন সাধারণ ধনের উপঘাতে বিনা এবং অন্তের সাহায্য
বিনা উদ্ধার করে, তাহা হইলে এইরূপ ধন অন্তের সহিত
বিভাজ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্ত বা অবিভক্ত কর্তৃক সাধারণ
ধনের অনুপঘাতে এবং অনুগ্রহের সাহায্য বিনা ভূমি সম্পত্তি
ব্যতীত বাহা অর্জিত হয়, তাহা অর্জকেরই, তাহাতে অন্যের
ভাগ নাই।

পিতৃপিতৃব্যাদি ভিন্ন অন্য হইতে প্রাপ্ত, যে কোন বিভাজ্য
দ্বারা সাধারণ ধনের অনুপঘাতে বাহা অর্জিত হয়, তাহার
ভাগ ন্যূনবিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ পাইবে না, কিন্তু সমান বিদ্বান্
বা অধিক বিদ্বান্ ভাগ পাইবে।

শৌর্য্যদ্বারা অর্জিত ধন, ভাষ্যধন ও বিভাজ্যিত ধন
এই তিন প্রকার ধন এবং পিতা মেহপ্রযুক্ত বাহা দেন,
এইরূপ ধন বিভাজ্য নয়। পিতামহ বা পিতা মেহপূর্বক
বাহা দিয়াছেন, অথবা মাতা হইতে লব্ধ যে ধন, তাহা
বিভাজ্য নহে।

বস্ত্র, পত্র, অর্থাৎ অশ্বাদি বাহন, অলঙ্কার, উদক, কৃত্তার
(লডুকাদি), ক্রীড়ন, যোগক্ষেম, অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যবহার-
যোগ্য শয্যাসিন, ভোজনপাত্রাদি, বাজা, বাগদান বা যাগ-
স্তুতিমা অর্থাৎ দেবোত্তর, এই সকল বিভাজ্য নহে।

“বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃত্তারমুদকং স্ত্রিয়ঃ।

যোগক্ষেমপ্রচারকং ন বিভাজ্যঃ প্রচকতে॥” (মহু)

গোকর পণ, গাভীর পণ, পরিধের বস্ত্র, প্রযোজ্য ও শিমাধ
দ্রব্য বিভাজ্য নহে। প্রযোজ্য অর্থে—বাহার বাহা প্রয়ো-
জনীয়, যুগান্ত প্রভৃতির গ্রন্থাদি, ইহা মূর্থের সহিত বিভাজ্য
নহে। মূর্থ পুত্রক লইবে না, তাহা কেবল পণ্ডিতের গ্রন্থীয়,
কিন্তু তদন্তর্গত নিজ অংশের তুল্য মূল্য অথবা অস্ত্র দ্রব্য
পণ্ডিতের স্থানে তাহা প্রাপ্য।

পিতার জীবদ্দশায় যে বস্ত্রতে যে পুত্র গৃহোত্তানাদি
করে, তাহা তাহার বিভাজ্য নহে। এ স্থলে পিতা তাহাকে
নিবেদন না করায় তাহার অসম্মতিক্রমে হইয়াছে, বলিতে
হইবে।

বিভাগের পর গর্তস্থ পুত্রের ভাগ—যদি পিতা পুত্রদ্বিগকে ভাগ করিয়া দিয়া আপনিও বখাশাজ্জ ভাগ লইয়া পুত্রদের সহিত অসংস্থাব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিভাগের পর জাতপুত্র পিতৃধনই লইবে, তাহাই তাহার অংশ।

যদি ধনীর অজ্ঞাত গর্ত্যব্যবহার পুত্রেরা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পর জাত পুত্র ভ্রাতাদের স্থানেই ভাগ লইবে।

ধনীর জীর গর্ত প্রকাশ পাইলে যদি তৎগর্ত্যের ভাগ পূর্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন না হইলে, পিতার অংশ সকলেই ভাগ করিয়া লইবে। পুত্রদ্বিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া কোন পুত্রের সহিত সংস্থাব্যবহার আর এক পুত্র উৎপন্ন করিয়া পিতার মৃত্যু হইলে তখন বিভক্তদিগেরই অধিকার।

পিতা যদি জীর গর্ত নিশ্চয় করিয়া ও প্রভূষ হেতু পুত্রদ্বিগকে ভাগ দেন, তাহাতে পুত্রদের স্বামীজ অম্মাইবার কারণ, তাহাতে গর্ত্যের অধিকার নাই। পিতৃধনেই কেবল তাহার অধিকার। বিভাগের পর পুত্রোৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সে ভূল্যাংশভাগী হইবে। যদি ভূম্যাদি পিতামহ ধনও বিভক্ত হয়, তাহা হইলে বিভক্তজ তৎধনের ভাগ ভ্রাতৃগণ হইতে পাইবে।

বিভাগ হইয়াছে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে জ্ঞাপ্তি বা বহুগণের অথবা অপরের সাক্ষ্যদ্বারা কিংবা লিখিত দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। যদি কোন নিদর্শন বা সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে আনুমানিক প্রমাণ প্রামাণ্য।

বিভাগের পর আগত দায়াদের ভাগ—বিভক্ত হউক বা না হউক, দায়াদ উপস্থিত হইলে সাধারণ বিবয়ের ভাগ পাইবেন। ঋণ, ক্ষেত্র, গৃহ ও লেখ্য যাহা যাহা পৈতামহ হয়, চিরকাল প্রবাসে থাকিরাও দায়াদ আগত হইলে ভূভাগী হইবে। কেবল সেই যে ভাগ প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে, কিন্তু তৎসন্তানেরা ভাগহারী হইবে।

কোন ব্যক্তি অবিভক্ত্যবহার দেশান্তরে গিয়া বহুকাল পরে সহাগত হইলেও সে এবং সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত তৎসন্ততিরাও পুরুষাচক্রমে তদ্দেশবাসী বা প্রতিবাসীদের পরম্পরা পরিচিতি হইলে পর বখাশাজ্জ অংশ পাইবে। কিন্তু দেশে থাকিলে চারি পুরুষ পর্যন্ত তৎধনভাগী। অবিভক্ত্যবহার যত ধন বৃদ্ধি বা যত ব্যয় হইয়া থাকে, তৎসমুদায় মিলাইয়া যাহা দৃষ্ট বা বিভ্রম, তাহারই বিভাগ কর্তব্য।

ঋণ পরিশোধাদি—পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া যে ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিভাজ্য। পিতামহের পিতৃব্যের অথবা অপরের দায়রূপ ধন প্রাপ্ত হইলে তাহার ঋণ পরিশোধ

করিয়া দায় গ্রহণ করিতে হইবে। উক্তরাধিক্ষে তাহার বা পাওরা বাইবে, তিনি তাহা ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য কিন্তু বন্ধদেশে পিতার বা পিতামহের অথবা অজ্ঞ বৈদ পূর্ব স্বামীর দায়রূপ ধনাধিকারী না হইলে কেহ তদাধিকার পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে।

পূর্বস্বামীর ঋণ পরিশোধ তাহার তাক্ত ধনের পরিমাণে হুসারে কর্তব্য। মৃত ধনীর তাক্তধন অনেক গ্রহণ করিলে তাহা প্রত্যেকের নিজ অংশ পরিমাণে পূর্বস্বামীর ঋণ পরিশোধনীয়। পিতামহের জীবনকালে পৌত্রোৎপন্ন পৈতামহ ধনাধিকারী হইলে প্রথমে পিতামহের ঋণ পরিশোধ করিবে, এই ঋণ শোধ দিয়া যদি ধন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পিতার ঋণও পরিশোধ করিতে হইবে। অনধিকারী পিতার ঋণ তাহার জীবনকালেই পৈতামহ ধনাধিকারী পুত্রদের পরিশোধ কর্তব্য। ঋণগ্রাহী ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্যন্ত প্রবাসী হইলে তৎপুত্র, পৌত্র, অথবা ধনহারী ব্যক্তি বিশেষ ২০ বৎসরের পর তাহার ঋণ দিবে।

পিতা যদি পুত্রদ্বিগের মধ্যে নিজ ধন ও ঋণ বিভাগ করিয়া দেন ও আপনি নিজ অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে যদি তাহার অপার পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ জাত পুত্র পিতার ঋণ পরিশোধ করিবে এবং দায় পাইবে। অবিভক্ত দায়াদদিগের মধ্যে একজনের পরিবারের নিমিত্ত ঋণ করিলে, তাহা সকলে শোধ দিবে, অথবা সাধারণ বিবর হইতে শোধ বাইবে। অবিভক্তদিগের মৃত ঋণ তাহাদের মধ্যে একজন উপস্থিত থাকিলেও তাহাকে দিতে হইবে এবং ভ্রাতার অবিভক্ত থাকিলে পিতৃ ঋণও এইরূপে দিবে। কিন্তু বিভক্ত হইলে স্ব স্ব প্রাপ্ত দায়াদসারে দিবে।

অসংস্থত পুত্র কস্তার সংস্কার—যে ভ্রাতাদের সংস্কার হইয়াছে, তাহারা পিতৃ ধন দ্বারা অসংস্থত ভ্রাতা ও ভগিনীর সংস্কার অবশ্য করিবে। ধনীর অবিবাহিতা কস্তা প্রভৃতির বিবাহাদি সংস্কার অধিকৃত ধনায়সারে করিবে। পিতৃধন না থাকিলে ভ্রাতাদের স্ব স্ব ধনে তাহাদের সংস্কার করা কর্তব্য।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বিবর—বন্ধদেশে প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের শেষ পর্যন্ত অপ্রাপ্ত ব্যবহার্য্য বালক অর্থাৎ নাবালক। অপ্রাপ্ত ব্যবহার্য্য ব্যক্তি ব্যবহার্য্য করিতে অযোগ্য। ঐ বালক যদি কোনরূপ করে, তাহা অসিদ্ধ ও নির্বর্তনীয়। বালকের প্রাপ্ত ধন বিনা যত তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তৎপুত্র বা মিত্রের হতে ভ্রত থাকিবে। আপনাকে এবং আপন ধন রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিদের

* বর্তমান আইনানুসারে ২১ বৎসরের শেষ পর্যন্ত।

রাজা সর্বাধিক। অধাক্ষপে রাজা বালকের ধন, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। রাজা আত্মীয় বন্ধনের মধ্যে বাহাকে-যোগ্য, বিবেচনা করিবেন, তাহার উপর অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকের সকল ভার অর্পণ করিবেন। তিনি বালকের ও তাহার অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের প্রাসাদানন নিমিত্ত আবশ্যক হইলে অথবা অনিবার্য কার্য নির্বাহ নিমিত্ত বৈরূপ ধরচাদির আবশ্যক হইবে, তিনি সেইরূপ দিবেন এবং ঐ বালক ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে তাহার-বিবয়ের আর বার-হাস ও বুদ্ধির নিকাশ দিতে হইবে এবং যদি তিনি কোন রূপ ক্ষতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

বদদেশে পুত্রবান পুরুষ পৈতামহ বা ষোণাঙ্গিত স্বামীর দ্বার বিষয় পুত্রদের সম্মতি বিনা দানবিক্রম প্রভৃতি যথা ইচ্ছা করিতে পারেন। ধনী নিজ মরণোত্তর স্বধন বিতক্ত হইবার নিয়ম (অর্থাৎ উইল) করিয়া যাইতে পারেন।

দায়াদিগের মধ্যে ঐক্য বা অনেক সাধারণ বিষয়ে নিজ প্রাপ্য অংশ দানাদি করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ। অবিতক্ত দায়াদ সকল নাবালক বিষয় দায় প্রাপ্ত না হইয়াই, বিশেষ আবশ্যক কার্যে বিক্রয়াদিতে সম্মতি দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে।

যে স্থলে সম দায়াদের প্রাপ্ত ব্যবহারাদি প্রযুক্ত সম্মতি দানে সমর্থ, অথচ অসুপস্থিত নহে, সে স্থলে উক্ত কারণাদিতে দানাদি কৃত হইলেও তৎসিদ্ধি নিমিত্ত তাহাদের সম্মতি আবশ্যক। ব্যবহারে দান সিদ্ধির নিমিত্ত দাতার ক্ষমতা ও তদান, তাহার চিত্তস্থিরাবস্থার তৎকর্তৃক কৃত হওয়ার প্রমাণ মাত্র প্রয়োজন।

দান লৈখ্য ও বাক্য দ্বারা হইয়া থাকে। গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে শুদ্ধদান রাজ্যে দত্ত বস্তুতে দাতার স্বত্ব ধ্বংস হয় না।

কোন নিয়মপূর্বক দানে ঐ নিয়ম পালিত না হইলে দাতার স্বত্ব যায় না এবং গ্রহীতারও স্বত্ব হয় না।

দানে প্রাপ্ত বলিয়া দুইজনে এক বস্তুর প্রার্থী হইলেও কাহার আগম পূর্বক তাহা-বাক্য না হইলে দাতার ভুক্তি প্রমাণ হয়, তাহারই অধিকার। কিন্তু কাহারও আগম পূর্বক প্রমাণ হইলে তাহার ভুক্তি না থাকিলেও সেই অধিকারী। যে যে বিষয় দানবিষয়ক, বিক্রয় ও বন্ধক প্রভৃতিতে সেই নিয়ম থাকে।

অদের প্রকরণ—নিষ্কণ, ভাস্ক, গজিত, বন্ধক, বাচিত ও ভাষাকারণ বিনা নিজের স্বাতিভিত্তিক সাধারণ ধন আর অন্যপংকালে জীঘন দানাদি অসিদ্ধ।

পুত্রাদি থাকিতে সর্বদ্য দান এবং শাস্ত্রসম্মত কারণ বিনা সাধারণ বিষয়ের নিজ অংশ দানাদি সিদ্ধ, কিন্তু অধর্ম।

দত্তক, পুত্র করণার্থ পুত্রদান, পরিজন ব্যাপ্ত বিপদে পরিজন পালনার্থ এবং আবশ্যক ধর্মকর্মার্থ অবিতক্ত বিবয়ের স্বকীয় অংশাতিরিক্ত ও বিতক্ত স্বকীয় সমুদায়ের ও জীঘনের দানাদি সিদ্ধ অথচ ধর্ম।

দেয় প্রকরণ।—উত্তমরূপে পরিবার প্রভৃতির প্রতিপালন হইয়া বাহা অতিরিক্ত হয়, সেই স্বাবর অস্বাবর ধনের দানাদি সিদ্ধ এবং অধর্মমুক্ত নহে।

পরিবার পালনের ব্যাঘাতে বেচ্ছাপূর্বক অথবা কায্য ধর্ম কারনার কৃত যে দানাদি তাহা সিদ্ধ হইলেও ধর্ম নহে। কিন্তু যদি সর্বস্ববিক্রয়াদি বিনা বিপদ হইতে জ্ঞান, পরিবার পালন, অথবা অবশ্য ধর্ম কর্ম নিশ্চাদন না হয়, তাহা হইলে বিবেচনা অসুসারে বাহা কৃত হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। রক্ষণাবেক্ষণে অশক্ততাদি ভ্রাত্যাকারণে যদি কোন জী তাৎকালিক মুখ্য দায়াদকে স্বাধিকৃত সংক্রান্ত ধন দেয়, তাহা হইলে এই দান সিদ্ধ হইবে।

রাজ্য অবিভাজ্য, যোগ্য হইলে কোঠাই রাজ্যাধিকারী, কোঠ অযোগ্য হইলে অন্য ভ্রাতা পাইবে।

দত্তপ্রকরণ—ভূতি, ভবোর মূল্য, বা শুদ্ধরূপে অর্থাৎ বিবাহে, কুষ্ঠিতে বা প্রত্যাপকাররূপে, মেহে, অসুগ্রহে, বা শ্রদ্ধা সহকারে বাহা দত্ত, তাহা অপ্রত্যাহার্য। ভূতিতে বা অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রযুক্ত অত্যধিক ধন দিতে বীকৃত হইলে তাহা দাতব্য নয়। বস্তুতঃ গৃহহাদিতে ও পুত্রের রোগাদিতে কেহ যদি ভ্রাতাকে সর্বস্ব দিতে বীকার করে, তাহা হইলে তৎবীকার অসিদ্ধ। কিন্তু উপকারসুসারে অধিক দেওয়া উচিত। অত্যন্ত অধিক ধন দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তাহা দত্ত না হইলে বা অত্যধিক দত্ত হইলেও উপরোক্ত যুক্তিতে পুনঃগ্রহণীয়।

অদত্ত প্রকরণ।—ভর্যাসিত, ক্রোধাসিত, কামাক্ষ, মোহ-প্রযুক্ত, উন্মত্ত, আর্জ, বা অপ্রকৃতিস্বাবস্থায়, অথবা উৎকোচ-রূপে, পরিহাসে, জীড়ায়, ভ্রমে বা প্রতারণায়, কিংবা বালক অস্বত্ব বা অগবর্জিত কর্তৃক অথবা প্রতিলাভেচ্ছায় কিংবা অন্যজকে পাত্ৰবোধে অথবা অতি বুদ্ধ, অতি ব্যাকুল, নিঃসন্দেহ, বা অতি দৃষ্ট কর্তৃক কিংবা পাণকর্মে বাহা দত্ত, তাহা অদ-ভাহি। বস্তুতঃ দোষযুক্ত দান অসিদ্ধ, কিন্তু কারণমূলক দান সিদ্ধ। আর্জের কৃত ধর্মার্থ দান সিদ্ধ। বালক কর্তৃক দত্ত ধর্মার্থ দান দক্ষিণাদি সিদ্ধ।

দায়ভাগ সঙ্কে বাহা লেখা হইল, এখন বর্তমান আইনও

প্রায় এইরূপ, কিন্তু কোন কোন স্থলে বৎসামাত্র পরি-
বর্তিত হইয়াছে। দার সপক্ষে মিথাকরার মত লিখিত হয়
নাই, মিথাকরা শব্দে এই বিষয় লিখিত হইবে।

দারভাগের স্থানে স্থানে অনেক বিষয় মত ভেদ আছে
এবং টীকাভাগে সেই সেই স্থল আরও হ্রস্ব করিয়াছেন,
এই সকল কারণে বিচার্যদি না দিয়া কেবলমাত্র দার সপক্ষে
ব্যবস্থা সকল প্রদত্ত হইল।

দার্যবিভাগ (পুং) দার্য বিভাগঃ। দারভাগ, দারের বিভাগ।
[দারভাগ দেখ।]

দার্যাদ (পুং) দার্য বিভাজনীয়ং ধনং আদ্যন্তে আ-দা-ক্ ; দার্য
অতি অদ-অণ্, দার্যন্ত আদ্যঃ প্রাচ্যকঃ। ১ দার্যগ্রাহী, বাহারী
ধন প্রাপ্ত হন, সপিণ্ড। ২ পুত্র।

“ভূতীয়া মরণাৎ ক্ষান্তা দার্যাদা উর্দ্ধমাপ্নুযুঃ।” (কাত্যায়ন)

উত্তরাধিকার যুদ্ধে বাহার ধন গ্রহণে অধিকার আছে,
উত্তরাধিকারী জাতি। (জি) ৩ দার্যধিকারী, ধনাধিকারী।
দ্বিযাং টাপ্। কজ্ঞা। কিন্তু যুদ্ধবোধের মতে বগুভের উত্তর
ভীপ্ হয়, সেই স্থলে দার্যাদী, এইরূপ পদ হইবে। কিন্তু
প্রায় সাধারণ স্থলে দার্যাদা এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

দার্যাপবর্তন (ক্লী) দার্যন্ত অপবর্তনং। উত্তরাধিকারিণ
লোপকরণ।

দার্যাদবৎ (জি) দার্যাদঃ বিদ্যাতে হস্ত, দার্যাদ-মতুপ্ মত বঃ।
পুত্র। “স্বরা দার্যাদবানশি ত্বং মে বৎসকরঃ সূতঃ।”

(ভারত ১৭৫ অং)

দার্যাদী (ক্লী) দার্য অজীতি অদ অণ্, দ্বিযাং ভীষ্। কজ্ঞা।

দার্যাদ্য (ক্লী) দার্যাদন্ত্য ভাবঃ ব্রাহ্মণাদি স্তৃণ্যং ১ সপিণ্ড্য।

দার্যরূপং আদ্যং। ২ সপিণ্ড্য নিবন্ধন ধন।

“স এষঃ পাতোদার্যাদ্যং যদি প্রাপ্নোতি পাণ্ডবঃ।”

(ভারত আং ১৪১ অং)

দার্যাদ্যতা (ক্লী) দার্যাদ্যন্ত ভাবঃ ভাবে তল্, ততো টাপ্।

দার্যাদ্যের ভাব।

দার্যিত (জি) দার-দানে গিচ্-ক্। দীপিত, কৃতদান, বাহা
দেওয়া হইয়াছে।

দার্যিন্ (জি) দার্য-গিনি। দাতা, কিন্তু দান অর্থে স্বতন্ত্র প্রয়োগ
নাই, অর্থাৎ দারী এইরূপ স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ হয় না,
উপপদপূর্বক প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন ‘শতদারী’
ইত্যাদি। কিন্তু কর্মোপপদে বিত্তীয়া বিভক্তির স্থানে ক্রদ
বিভক্তির যোগে কর্মে বজী হইতে পারিত, কিন্তু পাণিনির
২।৩।৭০ যুদ্ধে বজী নিষেধ হইয়াছে।

দারী (দেশজ) ১ দারগ্রস্ত, বিপন্ন। ২ বাধ্য। ৩ বাহার উপর

যুক্তী বা ভার থাকে, বাহাকে কতিপূরণ করিয়া দিতে।
যেমন আমি এই বিষয়ে দারী রহিলাম।

দায়ুদ (হিব্রু Daūd) অপভ্রংশ নাম-দেভিড (David-প্রিয়)
ইসরায়েলের দ্বিতীয় রাজা। ইনি জুডা জাতিভুক্ত এবং
বৈধলম্ নিবাসী জেসির নবম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। দায়ু
বালাকালে পিতার মেঘপাল রক্ষা করিতেন, ঐ সময়ে
পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সাসুরেল তাঁহাকে ইসরায়েলের
রাজপদে মনোনীত ও অভিষিক্ত করেন। ইসরায়েলের রাজা
সল তখনও জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তখনু শতনি এই
অভিষেকের বিষয় জানিতে পারেন নাই। দায়ুদের বীণ-
বাদনে অলৌকিক শক্তি ছিল, সল মধ্যে মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত
হইতেন, দায়ুদ তাঁহাকে স্তম্ভুর বীণাবনি শ্রবণ করাইয়া
তাঁহার উন্মাদতা দূর করেন। ইহার পর ইসরায়েলাইটিগির
সহিত ফিলিস্টাইনদিগের ভয়ানক সমর বাধিলে সল যশে
যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে
ফিলিস্টাইনদিগের মধ্যে দুর্ধর্ষ বলশালী মহাকার গোলিয়াথ
নামক বীর ইসরায়েলাইটিগিকে বন্দ্যুকে আহ্বান করিলেন।
কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে দায়ুদ
গোলিয়াথের সম্মুখীন হইয়া উপলব্ধ নিঃক্ষেপে প্রথমে
তাঁহার ললাটে আঘাত, তাহাকে ভূপাতিত এবং পরে তাঁহারই
অসি দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। এই অলৌকিক
বীরকে ইসরায়েলাইটিগণ সকলেই দায়ুদের পক্ষপাতী হইয়া
ধন ধন্য করিতে লাগিল। সলও যুদ্ধ জয় করিয়া প্রথমে
দায়ুদের প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দায়ুদের
সর্ব্বজনপ্রিয়তার তাঁহার প্রীতি শীঘ্রই উৎকট হিংসার পরি-
ণত হইল। আবার দায়ুদ সলের সিংহাসনে বসিবে এই
চিন্তায় ঐ প্রধুমিত হিংসানগ্ন জলিয়া উঠিল। তিনি
দায়ুদের প্রাণবিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু
কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, অনেক কষ্টে
দায়ুদের কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নির-
কজ্ঞা সিবলের সহিত বিবাহ দিয়া আপাততঃ বিবাদ মিটাই-
বার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে ঈর্ষানল তাঁহার মনে
জলিয়া ছিল, কিছুতেই তাহা নির্বাপিত হইল না। তিনি
পুনরায় দায়ুদের বিনাশ সাধনে বন্ধপূর্ব্বক হইলেন। উগ্র
পক্ষে যেরূপের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দায়ুদ বণাসাধা আত-
রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ সময়ে দায়ুদ হুইয়া
সলকে হাতে পাইয়াও তাঁহাকে বিনাশ করেন নাই। অব-
শেষে সল নিহত হইলে যুদ্ধের অবসান হইল।

তৎপরে দায়ুদ জুডার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

হেবরন নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। জুডা ব্যতীত অপরপূর অনেক জাতি সলের পুত্র ইশ্বোশেখকে আপনাদিগের রাজা বলিয়া প্রচার করিল। ইশ্বোশেখ নিহত হইলে দায়ুদ সমগ্র জাজোর অধীশ্বর হইলেন এবং ১০৫৫ হইতে ১০১৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গতান্বিত হন। রাজপদে আসীন হইয়াই তিনি প্রথমে জেরুসালেম-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের প্রধান নগর জেরুসালেম হস্তগত এবং তথায় আপনায় বাসস্থান স্থাপিত করেন। এই নগরেই ক্রমশঃ যিহুদীধর্মের প্রধান আড্ডা হইল। ইহার পর দায়ুদ ফিলিস্তাইন, আমেলকাইট, এডোমাইট, মোয়াবাইট, আমোনাইট এবং সিরীয় প্রভৃতি জাতিতে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া একদিকে ইউফ্রেতিস্ হইতে তুমথাসাগর পর্য্যন্ত ও অপরদিকে সিরীয় হইতে লেহিতসাগর পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ প্রজাপূর্ণ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু তিনি বাথসেবাকে হরণ ও তাঁহার স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া নিজ বিজয় গৌরব কলঙ্কিত করেন। তিনি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহ এবং তদ্রূপিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে যিহুদীগণ শিল্প, বাণিজ্য, ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়েই বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ্যশাসনের জন্য সর্বদা একদল দৈন্য রাখিতেন এবং দ্বাদশ জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ইশ্রায়েলের বিভিন্ন জাতির উপর কর্ত্ত্ব প্রদান করেন।

যাহা হউক, দায়ুদ নিরবচ্ছিন্ন রাজ্যস্থল লাভে সমর্থ হন নাই, তাঁহাকে অনেক বিজোহাদি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রই বিজোহী হইয়া হত হয়। ইহাতে দায়ুদের অবশিষ্ট জীবন নৈরাশ্রে কালিমায় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

দায়ুদ যে কেবল যুদ্ধবীর, রাজনীতিবিদ ও রাজা ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার কবিত্বশক্তিও প্রশংসনীয়। তাঁহার রচিত স্বতীর্গীতি পুস্তক (Book of psalm) খৃষ্টীয় জগতে অতুলনীয়। এই পুস্তকের অধিকাংশ গীতিই দায়ুদের রচিত।

দায়ুদের জীবন নিষ্পাপ ছিল না। হৃদ্য ইজ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া তিনি অনেক সময় পাপে লিপ্ত হইতেন। এই সকল দুষ্ট স্বভাবিক বিধকট দংশনে তাঁহার হৃদয় সর্বদাই জর্জরিত হইত এবং তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তিনি বলিতেন, গতপাপ আমার হৃদয়ে সুদীর্ঘ কাগজক রহিয়াছে।

কিন্তু এত পাপের মধ্যেও এত ভ্রমসঙ্কুল তামসিক কার্য্য কলাপের অন্তরালেও দায়ুদের অকপট হৃদয়বেগ ইতিহাসে অতুলনীয়। হৃদ্যস্ত রিপুগণ তাঁহাকে উন্মার্গগামী করিলেও

তাঁহার হৃদয়বস্তা লোপ করিতে পারে নাই, অচ্ছতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইত। কোন পাপকার্য্য করিলে দায়ুদ অচ্ছতাপ পরিহারার্থ, ঐ কার্য্যে নিদ্বিষ্টতা প্রতিপাদন করিতে নানারূপ হল উদ্ভাবন করিয়া আত্ম-বঞ্চনা করিতেন না। দায়ুদের রচিত ধর্মগীতি সকল পাঠ করিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়, কিরূপে এই রাজকবির সরল আত্মা ভবিষ্যতের জীবন-বিভীকার ভীত নিবিড় তমসাক্ষর সন্দেহদোলায় আন্দোলিত ও অজ্ঞাত আপৎ-পাতের আশঙ্কার আতঙ্কিত হইয়া বিচূর্ণিত হইতেছে, অবশেষে কিরূপে সেই মহা অন্তর্বিপ্লবের ভীষণ ঝটিকা অপগত হইলে হুঃখ, শোক, সন্তাপ, মর্ম্মপীড়া দাবু বিশোষিত জৈবরশ্মি দায়ুদের হৃদয় সমুদিত হইয়াছে। জৈবরশ্মি, অটল ও ঐকান্তিক তক্তিসূচক একরূপ গীতি বাইবেলে জাতি বিরল। দায়ুদের স্বথঃখময় বহু ঘটনাপূর্ণ জীবনের স্মৃতিঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাস, তাঁহার গীতিতে পরিস্ফুট হওয়াতে সংসারজালাব্যথিত খুদানদিগের পক্ষে ঐ সকল স্তোত্র অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেক খৃষ্টীয় ধর্মবিদগণ দায়ুদকে যীশুখ্রিষ্টের এক প্রতিক্রম বলিয়া স্বীকার করেন। বাইবেলে দায়ুদের বিস্তীর্ণ ইতিহাস বর্ণিত আছে।

দায়ের (আরবী) মোকদ্দমা কজু করা।

দায়েরা (আরবী) ১ মণ্ডলী। ২ কক্ষ। ৩ ঢকা। ৪ থানকা, মঠ। ৫ বিচারকমণ্ডলী। ৬ বহুজনের দ্বারা বিচার।

দার (পুং) দারয়তি ভ্রাতৃনৃ-দৃ-গিচ্-দারে কর্ত্তরি অচ্। ১ ভাষ্যা, পত্নী, স্ত্রী। 'দারাদেনিতাং, এই স্ত্রীদ্বারা দার শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত; এই দার শব্দে একবচন প্রয়োগ হয় না, নিত্য বহুবচন ইইয়া থাকে।

“পাণিগ্রহণিকা মত্ৰা নিয়তং দারলক্ষণং।” (মহু)

১. পাণিগ্রহণায়ক মত্ৰই দারলক্ষণ। পাণিগ্রহণস্বরূপ মত্ৰ পাঠ মাত্রেই দারায়ক জ্ঞান জন্মে। দৃ-করণে ষগ্। ২ ঔষধ-ভেদ। ভাবে ষগ্। ৩ বিদারণ।

দারক (ত্রি) দারয়তি নাশয়তি পিতৃণঃ দৃ-গিচ্-ধূল্। ১ পুত্র।

“কঠৈস্তে দারকা রাজন্ দেবপিত্রোপমাঃ শুভ্রাঃ।

বর্জ্জস্মা রূপতশ্চৈব সদৃশা মে মতাস্তব।” (ভারত ১।৮০।১৩)

২ বিদারক। ৩ বালক। দ্বিগ্যং টাপ্। ৪ কন্তা।

দারকর্মন (স্ত্রী) দারাগা তদ্যন্ত প্রতাপাদকং কর্ম্ম। ভাষ্যাত্তসম্পাদক জ্ঞান বিশেষরূপ বিবাহ, যে ক্রিয়াতে ইনি আমার ভাষ্যা, এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দারকর্মন বলা যায়। “সাপ্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মনী মৈথুনে।”

(উদাহৃত)। [বিবাহ দেখ।]

দারকাচার্য্য (পুং) শাক্যবৃদ্ধের শিক্ষাপুত্র।

দারক্রিয়া (ক্রী) দারাণাং ক্রিয়া। দারকর্ম, বিবাহ।

দারগঞ্জ, আলাহাবাদ নগরের উপকণ্ঠস্থ একটা সহর। অক্ষা° ২৫° ৪৪' উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ২৫' পূর্ব। এই সহর গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত এবং ফলে আলাহাবাদ নগরেরই অংশ বলিয়া পরিগণিত। আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটই ইহার শাসনকার্য্য সমাধা করেন, আলাহাবাদের পুলিশ ইহার শাস্তি রক্ষা করে এবং এই নগরও আলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। আলাহাবাদের কেন্দ্রস্থান হইতে ইহার দূরত্ব দুই মাইল মাত্র।

দারগ্রহণ (ক্রী) দারাণাং গ্রহণং। পত্নীগ্রহণ, বিবাহ।

দারণ (ক্রী) দারয়তি নাশয়তি জলমলং অনেন দূ-গিচ্ করণে লুট। ১ কতকফল, নির্মলীফল, এই ফল জলে দিলে জলের মলা বিদূরিত হয়। দূ-গিচ্ ভাবে লুট। ২ বিদারণ, দারক-মাত্র। ৩ বিদারণ সাধন অস্ত্রাদি। ৪ ব্রণাদি স্ফোটন-সম্পাদকঔষধ বিশেষ। [ব্রণ দেখ।]

করঞ্জ, ভল্লাতক, দণ্ডী, চিতা, অশ্বমারক, কপোলক বিষ্ঠা, কাকবিষ্ঠা ও গৃধ্রিনীর বিষ্ঠা, ইহার যে কোন একটা পক ব্রণে লেপন করিলে ব্রণ বিদূরিত হয়। ক্রুর দ্রব্য (অপ-কারাশি) অথবা যবক্ষার প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও ব্রণ ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক। (ভাবপ্রা°)

দারদ (ক্রী) দরদি দেশভেদে ভবঃ সিদ্ধাদি° অণ্। ১ দরদ দেশোক্তব বিষভেদ। ২ দারদ। ৩ হিঙ্গুল। ৪ সমুদ্র।

দারদ (দার্দ) লাদক প্রদেশের পশ্চিম ভাগে সিদ্ধুদের কুল-বর্তী ভূভাগবাসী একজাতি। ইহার আর্ধ্যবংশসম্মত; নানাশাখায় বিভক্ত হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেছে। অনেকে বহুকালাবধি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মস্হ মহাভারতাদি গ্রন্থে এই জাতি সংস্কারভ্রষ্ট ব্রাত্য ক্রত্ৰিয় বর্ণিত আছে।

এখন ইহারা তিন বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। তিন ভাষাতেই লিখিবার সময় পারস্ক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ তিন ভাষার নাম শিনা, খজুনা ও অর্গিয়া। আস্তর, গিলঘিট, এবং আরও দক্ষিণে চেলা, দারেল, রেহলী এবং পালা প্রভৃতি সিদ্ধুদের উভয় কুলবর্তী প্রদেশে শিনা ব্যবহৃত হয়। হুঞ্জা ও নাগর নামক স্থানে খজুনা এবং চিত্রলে ও ইয়াশানে অর্গিয়া ভাষাপ্রচলিত। কাশ্মীরীগণ ইহাদের মধ্যে বাস করিলেও নিজ ভাষায় কথাবার্তা কহে। কিন্তু কাশ্মীরী ও দার্দ ভাষায় বিশেষ সোসাদৃশ্য আছে।

গিলঘিট, আস্তর ও বল্টিস্থানে দার্দগণ রোগু, শিন,

রহুন, ক্রেমিন ও ডোম প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহা-দিগের মধ্যে শিন ও রহুন জাতিই প্রধান, ক্রেমিনগণ বিশ জাতি। ডোম ও ঢোকরা নীচতম। অনেকের মতে, এই দার্দ জাতিই গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ বর্ণিত দাদিসি (Dadiceæ) জাতি। কিন্তু সার্জন বেলু (Bellew) সাহেব বলেন, কাকর জাতির সহিত আফগানিস্থানে 'দার্দ' নামক এক জাতি বাস করে; ইহারাই হিরোদোতাস্ প্রোক্ত দাদিসি জাতি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব*। শিন ও কাশ্মীরী সীমান্তে হিন্দুকুশ দারদ প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণেও দরদ ও এই জনগদবাসী দার্দগণের উল্লেখ আছে।

দারদগণ খুব মত্তপ্রিয়। ইহারা আপনাদের ব্যবহার্য্য মত্ত নিজেই প্রস্তুত করে। শস্তসার সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত লাদক প্রদেশ হইতে আনীত প্যাপস্ নামক একরূপ দ্রব্য মিশাইয়া সুর্য্যোত্তাপে অথবা অগ্নির নিকট স্থাপ্যে ১০-১২ দিন রাখিয়া দেয়। উহা ছাঁকিয়া লইলেই মত্ত হইবে। ইহাতে দুই তিনবার জল মিশাইয়া মো নামক মত্ত প্রস্তুত হয়। আস্তর, শিন ও গিলঘিটবাসীগণ এই মত্ত পান করে। নাগরে ডাক্সা হইতে মত্ত প্রস্তুত হয়।

দারদগণ জীপুরুষ একত্র আহার করে। পুরুষগণ একত্র দুগ্ধপান করিলে, তাহার চিরকালের জন্য বন্ধুত্বপুত্রে আবদ্ধ হইল এইরূপ অঙ্গীকার করা হয়।

দার্দগণ চৌধানবাজি অর্থাৎ অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া ভাটা তাড়না খেলিতে ভালবাসে। এইরূপ খেলাকে পোগো খেলাও বলে। আস্তরে ইহাকে তোপি এবং গিলঘিটে ইহাকে বুলা কহে। এই খেলার জন্য গ্রামের প্রান্তে বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া থাকে। [চৌধানবাজি শব্দ দেখে।]

শিকার করিতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ। ধনুর্কাণ শিকার সকলেই মনোযোগী। শীতকালেই শিকারের বটা অধিক।

ইহারা বন্দুক ব্যবহার করে। ঐ সকল বন্দুক টুপি দার বিলাতী বন্দুক নহে। উহাতে অগ্নিসংযোগে গুলি ছুড়িতে হয়। বন্দুকের গুলি শুদ্ধ সীসার না করিয়া প্রস্তর খণ্ডে সীসা মুড়িয়া প্রস্তুত হয়। শর সন্ধান ও বন্দুক ছুড়িতে ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ।

ইহারা আমোদ প্রমোদের সময় বাঁজ সম্বন্ধে নৃত্য করিয়া থাকে। অগ্নি চন্দ্রাদি লইয়াও নানাপ্রকারে নৃত্য দলে নানারূপ ক্রীড়া প্রদর্শন করে।

দারেলবাসীরা মৃত ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়া ডাক্সা স্থাপি

* Bellew's Races of Afghanistan.

প্রভৃতি ভঙ্গন করে। এই জাতি অনেক সময় মৃত্তিকার নিয়ে খান্না দ্বারা প্রোথিত করিয়া রাখে। কখন কি আকস্মিক বিপৎপাতে খাদ্যাভাব হয়, এই আশঙ্কায় বোধ হয় একপ করিবার উদ্দেশ্য। সন্তান জন্মিলে যে খাদ্য প্রোথিত করা হয়, তাহা ঐ সন্তানের বিবাহকালে উত্তোলিত করিয়া বহু বাকবের মধ্যে বিতরিত হয়। খাদ্য জব্যের সহিত বৃত্তও প্রোথিত হয়। এই দীর্ঘকালে ঐ বৃত্ত বিষাদ ও লোহিত বর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু দারদগণ মনে করে, এই বর্ণ স্নন্দর ও সুন্দরীর সৌভাগ্যচূচক।

দারুল (দারেল) সিন্ধুনদের পশ্চিম কূলবর্তী একটি প্রাচীন প্রদেশ। বহু প্রাচীন কালে ইহার দারেলনগর উদ্ভূত রাজ্যের রাজধানী ছিল। দারদগণ এই প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী, এই দারদগণ হইতেই ইহার নাম দারেল হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাচুর্য কালে দারেল বিশেষ সৌভাগ্যশালী ছিল। চীনপণ্ডিতক ক্ষা-হিয়ান্ এবং হিউএনৎ সিয়ং উভয়েই এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন। ক্ষা-হিয়ান্ দারেলকে তো-লি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এখানে ১০০ ফিট উচ্চ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের কাঠনির্মিত এক প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়া ছিলেন। হিউএনৎসিয়ং ইহাকে উজ্জল স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত এবং অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, মাধ্যান্তিক নামক জনৈক বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধানে এই প্রকাণ্ড ও অত্যন্ত মূর্তি নির্মিত হয়। নির্মাতাকে ভাবী বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের আকার প্রকার হস্তরূপে দেখাইবার জন্য মাধ্যান্তিক তাহাকে তিনবার ভূষিত নামক চতুর্থ স্বর্ণে লইয়া গিয়াছিলেন। স্বর্ণটি ঐ স্থানে মৈত্রেয়ের মূর্তি দেখিয়া সেইরূপ দীর্ঘ ও আকর্ষণকারী মূর্তি ঐ কাঠময়ী মূর্তি নির্মাণ করে।

দারপরিগ্রহ (পুং) দারাগং পরিগ্রহঃ গ্রহণং। দারকর্ম, বিবাহ। “অতঃপরং সমারুতঃ কুর্যাদারপরিগ্রহং।” (মহু)

দারপরিগ্রহিন্ (ত্রি) দারপরিগ্রহ-ইন্। দারপরিগ্রহযুক্ত।

দারবলিভুজ্ (পুং) দারেন চক্ষুযাতজন্ত বিদারণেন বলিং ভুজ্ভে ভুজ্-ক্রিপ্। বকপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

দারব (ত্রি) দারুণঃ বিকারঃ রক্তাদিত্যং অগ্রং। দারু-বিকার কঠময় পদার্থ। “অভীষ্টঃ পৃথিবীগোলাং কারয়িত্বা তু দারবঃ।” * (স্বর্ধ্যাক্ষি)

দারসংগ্রহ (পুং) দারানাং সংগ্রহঃ। দারগ্রহণ।

দারী, ১ হিন্দুদিগের একপ্রকার আনন্ড যজ্ঞ। ২ (দেশজ) জী। দার শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, এই জন্ত দার শব্দের প্রথমার বহুবচনে ‘দারীঃ’ এইরূপ প্রয়োগ হয়, কিন্তু বক্তব্য

‘দারীঃ’ বিসর্গান্ত শব্দের প্রয়োগ নাই। অতএব ‘দারী’ এইরূপ শব্দ দেশজ বলিতে হইবে। [দার দেশ]

দারী, ১ পারস্যের কৈকান বংশের ৮ম রাজা। রাণী হুমায়ূর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার রাজত্বকালে পারস্যে অনেকগুলি যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তন্মধ্যে মাকিদনরাজ ফিলিপের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাই প্রধান। ইনি ১২ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে ইহার পুত্র দারী বা দারাব (২য়) রাজা হন।

২ অপর নাম দারাব, গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই Darius Cadomanus নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ৩৩ খৃঃ পূর্বাব্দে মহাবীর আলেকসান্দারের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ইনিই কৈকান বংশের শেষ নরপতি।

দারাকী (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য : (Cyprinus Bunfa) দারাড়, কচ্ছপ্রদেশবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহার পূর্বে হিন্দু ছিল।

দারাদিগমন (ক্রী) বিবাহ। “দারাদিগমনকৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণম্” (মহু ১।১১২) ‘দারাদিগমনঃ বিবাহঃ’ (কুল্লুক)

দারাদীন (ত্রি) জীর বশীভূত, রৈগ।

দারারশেকো, ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান; কিন্তু পুত্রগণের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ। ইহার মাতার নাম অলিয়া-বেগম। এই অলিয়া-বেগমই ‘মুমতাজ মহল’ নামে খ্যাত হন *। ইহারই সমাধিমন্দির সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল। অর্ধ সাহেব মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতে যে বিবরণসংগ্রহ করেন, তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহান আসফ খান (নুরজাহানের ভ্রাতার) কন্যা মমলাজী জমানীকে বিবাহ করেন এবং ইহারই সমাধির জন্য তাজমহল নির্মাণ ও ইহারই গর্ভে দারারশেকো স্ত্রী প্রভৃতি পুত্রোৎপাদন করেন †। কোন্ সালে দারারশেকোর জন্ম হয়, তাহা স্থির জানা যায় না। বিভারিজ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের একস্থলে লিখিয়াছেন ‡ যে, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে দারার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি অসুস্থজীব অপেক্ষা হই বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে দারার জন্মকাল ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ; কিন্তু অসুস্থজীবের সমকালবর্তী কাফিখা কুঠ সুনতথ-উল্ল সুবাব নামক

* Elliott's History of India, Vol. VII. p. 27, and note.

† Historical Fragments of the Moghul Empire, p. 187—88.

‡ Beveridge's History of India, I. p. 28.

ইতিহাসে অরঙ্গজেবের জন্মকাল ১০২৮ হিজরী (অর্থাৎ ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ) দেওয়া আছে। তাহা হইলে দারার জন্মকাল ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ হয়। বাদশানামার মতে; ১০২৪, হিজরী ২৯ সফর (১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে ২০ এ মার্চ) দারার জন্ম হয়। দারার সহোদর ভ্রাতা আটটি ও ছয়টি ভগ্নী ছিল। শেষ সন্তান এসবের সময় ৪০ বৎসর বয়সে অলিয়া বেগম ১০৪০ হিজরী (১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। এই সময় দারার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। শাহজাহান তখন ৪ বৎসরমাত্র রাজত্ব পাইয়াছেন। সুলতান, অরঙ্গজেব, মুরাদ এবং জাহান্নায়া, রৌশনআরা প্রভৃতি শাহজাহানের ইতিহাস-প্রতিভা সন্তানগণ দারার সহোদর সহোদরা ছিলেন।

কাশ্মীর হইতে লাহোরের পথে যখন ১০৩৭ হিজরীর (১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে) জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল, তখন দারাপেকো মহম্মদ সুলতান এবং অরঙ্গজেব নূরজাহানের নিকটেই ছিলেন। নূরজাহান যদিও এ সময়ে নিজস্বামাতা শাহরিয়ারের জন্ত দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ওজ্জ্বল শাহজাহান্ন ভ্রাতৃপুত্রী জামাতা হইতেও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃপুত্রী সন্তান বলিয়া শাহজাহানের সন্তানদিগকে নিজের মহলে নিজের নিকটে রাখিয়াই লালন পালন করিতেন। এ সময় দারার বয়স ১০ বৎসর মাত্র। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ে শাহজাহান্ন আগ্রার ছিলেন না, দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। শাহরিয়ারই রাজ্যলাভ করিবেন একপ্রকার স্থির হইল, কিন্তু মূর্খ শাহরিয়ার সেই সময় আগ্রা ত্যাগ করিয়া লাহোরে পিতার ধন রত্ন অধিকার করিতে গেলেন। এদিকে মন্ত্রী ইরাদত খাঁ ও সেনাপতি ইয়ামিন্ উদ্দৌলা আসফ খাঁ (নূরজাহানের ভ্রাতা) রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবারণ উদ্দেশ্যে খসরুর (জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) পুত্র বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্ত নূরজাহানের স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার একদিন আগে আগ্রার উপস্থিত হইলেন এবং সর্বপ্রায়ে শাহজাহানের পুত্রগণকে রাজ্যের অধিকার হইতে উদ্ধার করিয়া আসিফ খাঁ নামক এক সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। দৌহিজ-দিগকে নিরাপদ করিয়া আসফ খাঁ জামাতার জন্ত সিংহাসন রক্ষার্থ মন্ত্রী ইরাদতের পরামর্শে বুলাকিকে সিংহাসনে বসাইয়া দাক্ষিণাত্যে জামাতাকে আনিতে পাঠাইলেন। ৪ মাস পরে (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) শাহজাহান্ন আসিয়া আগ্রায় সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। শাহজাহান্ন রাজ্যলাভ করিবার

৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে (১০৪০ হিজরীর) ১৩ বৎসর বয়সে দারার বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীরের বিত্তীয় পুত্র কুমার পরবেজের কন্যা নাদিরার সহিত দারার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ভায় খুম্বাশ-ইতিপূর্বে আর হয় নাই। তাঁহার গর্ভে সুলতান শেরশাহ ও শিগেহর শেরশাহ নামে দুই পুত্র জন্মে। ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে (১০৬২ হিজরীর) সুলতান শাহজাহানের আদেশে কুমার অরঙ্গজেব বাহাদুর সুলতান হইতে কান্দাহার জয় করিবার জন্ত গমন করেন, কাবুলের পথে অজ্ঞানী শাহজা খাঁ নামক সেনাপতি কান্দাহার জয়ের ফরমাণ ও বৃহৎ সৈন্তদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। উভয় সৈন্তদল একত্র করিয়া অরঙ্গজেব কান্দাহার চূর্ণ অবরোধ করেন। দুর্গ ও দুর্গ ও অত্র শত্রে পূর্ণ ছিল। ভিতর হইতে অজস্র বর্ষণ হওয়ায় মোগল সেনার দাঁড়ান দায় হইয়া উঠিল। অরঙ্গজেবের অধীনে যে দুই কামান ছিল, অনবরত ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার দুইটা কাটিয়া গেল। অজ্ঞানী শাহজা খাঁর সেনাদলে মীর-ই-আফ্রিস কাসিম খাঁর অধীনে যে পাঁচটা কামান ছিল, তাহা হইতে যদিও অসংখ্য গোলা বর্ষণ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ কোন ফল হইল না। অনর্থক বারুদ ও গোলা ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুমাত্রও দুর্গধ্বংস হইল না। সংবাদ শাহজাহানের নিকট পৌছিল। আরও একটা বিপদের সূত্রপাত হইল। গজনীর নিকটবর্তী উজবেক ও অলমান জাতীর আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মহা অনিষ্ট আরম্ভ করিল, কাজেই সুলতান ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে অরঙ্গজেবকে অবরোধ উঠাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

অরঙ্গজেব ফিরিয়া আসিলে, কুমার সুলতান ইকবাল দারাপেকো দৃঢ়তা সহকারে জানাইলেন যে তিনি কান্দাহার নিশ্চয়ই জয় করিতে পারিবেন। শাহজাহান্ন জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে সেই বৎসরেই অধিক সংখ্যক সেনা এবং কবুল ও সুলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃক প্রেরণ করিয়া পাঠাইলেন। দারা লাহোরে পৌছিয়াই যুদ্ধে আয়োজনে এত ব্যস্ত হইলেন, যে আয়োজন করিতে এক বৎসর সময় লাগিতে পারে, তাহা তিনি ৪ মাসের মধ্যে করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সঙ্গে 'কিশাবর-কুশা' (পেশবারী) ও 'গড়-ভক্তন' নামে দুই অতি বৃহৎকার কামান চলিল। এই দুই কামানে যে গোলা দেওয়া হইত, তাহার ওজন ১৮ এক মণ আট শের। আর একটি কামান ছিল, তম্বার গোলার ওজন ১৬ এক মণ ষোল শের। এতদতিরিক্তে হাজার মণ বারুদ ও ২৫০০০ মণ সীসা সঙ্গে লইলেন। সব

* ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় এবং ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহজাহান্ন সিংহাসন লাভ করেন।

আরোহণ করিয়া তিনি খাজার দিন হির করিয়া পিতার অমৃত লইলেন, মূলতানের পথে রসদ ও খাসের সুবিধা বলিয়া সৈন্তদল সেই পথে চলিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে (১০৬৩ হিজরীর) দারা কান্দাহার অবরোধ করেন ও বৃন্তের দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

অবরোধে ৫ মাস কাটিয়া গেল। বাকর, সীসা, গোলা ও লি ফুরাইয়া আসিল। আফগানিস্তানের পর্তুগীজসমাজের প্রদেশে শীতের প্রকোপে শীতবস্ত্রহীন মোগল সেনা মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। মুলতান শাহজাহান সংবাদ পাইয়া নিখিয়া পাঠাইলেন যে, যদি এখন দুর্গের সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, আর অতি অন্নদিনের মধ্যে সে কার্য সমাধা হয়, হউক, নতুবা বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, চলিয়া আসাই শ্রেয়কর। দারা কর্তৃক নবনিযুক্ত নবমিত বৃন্ত প্রদেশের শাসনকর্তা বৃন্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়া সদলে আসিয়া দারার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বৃন্তের কারখানা পর্যন্ত উঠাইয়া আনিলেন। দারা কিরিবার কথা প্রস্তাব করিলে সমস্ত মোগল সেনাপতিই তাহাতে সম্মত হইলে ঐ বৎসরের শেষ মাসে অবরোধ উঠাইয়া সকলে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জাহাঁঙ্গীরের সময় নিরুপিত হইয়াছিল যে, অতঃপর চিতোরের আর কোন রাণা চিতোর-দুর্গ সংস্থার করাইতে পারিবেন না। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রাণা জগৎসিংহ সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়া জীর্নহান সকল ডালিয়া অসুচু করিয়া পুনর্নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান এই সংবাদ পাইয়া ৩০ হাজার সৈন্ত সহ অমরী শাহজা খাঁকে চিতোর ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন।

দারা শাহজাহানের সকল পুত্র অপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন, সর্বদাই কাছ থাকিতেন, এমন কি মতবৈধ হইলেও তিনি দারার কথামত কার্য করিতেন। সম্রাটের এই পুত্রবংশ-তার কথা সর্বত্রই প্রকাশ ছিল। রাণা জগৎসিংহও তদ্বা জানিতেন। শাহজা খাঁ খলিলপুরে গিয়া ছাউনী করিবামাত্র রাণা জগৎ গোপনে দারার নিকট বিখ্যাত লোক পাঠাইলেন এবং অসুরোধ করিলেন যে, তিনিই মধ্যস্থ হইয়া মুলতানের এই ক্রোধ নিরাসন করিয়া দিল। দারাও সম্রাটকে রাণা জগৎসিংহের অসুরোধ প্রসূনের বিনয় বিশেষরূপে জানাইলেন। সম্রাট শুনিয়া নিজ দূতকে পাঠাইয়া জানাইলেন যে, 'রাণা খীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মোগল দরবারে রাখিয়া দিবেন ও একদল সৈন্ত রাণারই একজন আত্মীয়ের অধীনে দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া মোগল সম্রাটের কার্য করিবে। রাণা

ইহাতে বীকৃত না হইলে তিনি চিতোর ধ্বংস করিবেন।' রাণা পুনরায় দারাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি যদি তাঁহার দেওয়ানকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত পুত্রকে মোগল দরবারে পাঠাইয়া দিতে পারেন। দারাও সম্রাটকে বলিয়া সেইরূপ আদেশ লইলেন ও নিজ দেওয়ান সেখ আবদুল করিমকে চিতোরে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শাহজাহান সেনা চিতোর আক্রমণ করিয়া মুরচা প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙিতে আরম্ভ করিল। রাণা জগৎসিংহ পুনরায় প্রতিনিধি পাঠাইতে হির করিলেন। ইতিমধ্যে দারার দেওয়ান আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাণা তৎক্ষণাৎ আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। দারার মধ্যস্থতার এবং রাজকুমারকে প্রতিভূরূপ পাইয়া মুলতান শাহজাহান রাণাকে ক্ষমা করিলেন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে শাহজাহানের রাজ্যে ১০৬৫ হিজরী অতীত হওয়ার এক উৎসব হয়। এই উৎসবে নানা নিদেশ হইতে রাজস্ববর্গ নিমন্ত্রিত হইরাছিলেন। এই মজলিসে শাহজাহান জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে একটি বিশেষ খেলাং দিয়া সম্মানিত করেন। এই খেলাংয়ের সহিত যে জামা দেন, তাহার আত্মীনে ও মগজীতে যে কারচোপের কাজ ছিল, তদ্বাধ্যো মুক্তা ও মণিমাণিক্যাদি গাঁথা ছিল। ইহার মূল্য ৫০ হাজারের উপর নির্ধারিত হইরাছিল। একখানি শিরপেচ (শেরফক) দিরাছিলেন, তাহার একখানি চুনি ও দুইটা মুক্তার দাম ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এতদ্বিন্ন নগদ ১৩ লক্ষ টাকাও প্রদান করেন। এই অবধি দারা 'শাহ বুলন্দ ইকবার দারাদেশকো' নামে অভিহিত হইলেন। এই 'উপাধি ও সম্মান শাহজাহান জাহাঁঙ্গীরের নিকট পাইরাছিলেন। দরবারে সম্রাটের তক্ত ভাউসের সম্মুখে এতদিন দারার বসিবার আসন ছিল, এখন হইতে তক্ত ভাউসের দক্ষিণে এক স্বতন্ত্র স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপিত হইল।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের একবার পীড়া হয়। এই সময় দারাদেশকো রাজ্যের সমস্ত কার্য চালাইতে থাকেন। এই সংবাদে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ কিছু চমকিত হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা মহম্মদ আজা এ সময়ে বাকালার, তৃতীয় ভ্রাতা মহম্মদ অরজজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ বক্স ওজরাটে শাসনকর্তা ছিলেন।

দারাকে শাহজাহান বড় ভালবাসিতেন, কারণ তিনি গায়নী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষার বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এতদ্বিন্ন তিনি সাহসী, সরল ও বুদ্ধিমান, কিন্তু বড়

অপরিণামদর্শী ছিলেন। এতদিন তাঁহার আরও একটা দোষ ছিল, যে তিনি যখন যে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র কাল বিলম্ব করিতেন না, মনে উদিত হইবামাত্রই করিয়া ফেলিতেন। শাহজাহান তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার পরামর্শমত হইয়া একটা অভিযাত্রা করিয়া ফেলিতেন। দারাকে সম্রাট চক্রর আড় করিতেন না। দারার আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অকবরের স্ত্রীর মুসলমান ও হিন্দুধর্মের সারমত সংগ্রহ করিয়া নিজ ধর্মমত সংগঠন করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি কান্দাহার জয়ার্থ গমন করেন (১০৫০ হিজরা), সেই সময় কান্দাহারে মৌলানা শা নামক একজন কবীরের সহিত পরিচিত হন। এই ব্যক্তিই তাঁহাকে হিন্দু, খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করিয়া অমৈত্ববাদ শিক্ষা দেন। ইহার কাছেরে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য পাঠ করিয়া চমৎকৃত হন এবং তদবধি তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তিত হয়। তিনি অকবরের স্ত্রীর সর্বদা মুসলমান কবীর ও হিন্দু সন্ন্যাসী, গোঁসাই প্রভৃতিতে পরিবৃত্ত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। তিনি আল্লা শব্দের পরিবর্তে উপাসনাকালে 'প্রভু' শব্দ ব্যবহার করিতেন, আঁটার উপর ওঁকার খোদাইয়া পরিতেন এবং রোজা, নমাজ কোরাণুসসায়ে করিতেন না। এই সকল কারণে মুসলমান-সমাজ তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তিনি নিজে বলিতেন যে, হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের উদ্দেশ্য এক এবং বসন্ত জাতীয় স্ত্রীর এক সত্য হইতেই উদ্ভূত। তিনি আপনাকে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন না বা আচার-ব্যবহারে সেরূপ আচরণও করিতেন না। এই সকল কারণে যখন সম্রাটের পীড়ার সময় তিনি নিজে রাজ্য-শাসন গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের সমস্ত লোক অনেকেই চমকিয়া উঠিলেন। সকলেই ভাবিল যে, যদি সম্রাটের মৃত্যু হয়, আর দারা যদি রাজা হন, তাহা হইলে মুসলমান ধর্মের মূলোচ্ছেদ হইবে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে এজন্য অকথা ভাষায় নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহান দারাকে, ভালবাসিতেন বলিয়া ইতিপূর্বেই তাঁহাকে উত্তরপ্রদেশের বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সুজা, অরজ্জব প্রভৃতির মনে মনেও রাজ্যলিপ্সা ছিল, কিন্তু কেহ এতদিন ক্ষুটিতে পারেন নাই। দারার প্রাক্‌গণের মধ্যে সুজা প্রাচীনারী বিলাসপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধবিৎ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, মুসাদ কেবল আনন্দপ্রিয় ও অতিমাত্রায় সুরাসেবী ছিলেন। দারা পূর্বে হইতেই সতর্ক হইয়া পিতাকে দিয়া প্রাক্‌গণকে

অতি দূরদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্য সম্রাটের পীড়ার সময় যখন তিনি স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন সাক্ষাৎ সমাজে কোন গোলমাল হইল না, কিন্তু পরস্পরের অন্তরঙ্গ দ্বারা প্রত্যেকেই দূর দেশে থাকিয়াও এই বিষয়ের সংবাদ পাইলেন। বাঙ্গালার সুজা ও আনন্দাবাদে মুসাদ স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া আপন আপন নামে সুজা প্রচলিত করিলেন ও খুৎবা পাঠ করাইতে লাগিলেন। সুজা কাল-বিলম্ব অবিধে বোধে রাজ্যভুক্তির অভিপ্রায়ে গুটিনা ও বিহার প্রদেশ বাঙ্গালার অধিকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। দারা অরজ্জবের কুটবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ভয় করিতেন মাত্র এবং দক্ষিণে তিনি বেরূপ বলবিক্রমাদি প্রকাশ করিয়া প্রশংসায়িত হইরাছিলেন, তজ্জন্তও তিনি সশঙ্কিত ছিলেন। শাহজাহান পূর্বে হইতেই দারাকে ভালবাসিতেন ও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন, এখন আবার শয়্যাগত হইয়া আরও তাঁহার নিদোষাভাবতা হইয়া পড়িলেন। অরজ্জব ঠিক এই সময়ে বিজাপুর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তখন দক্ষিণে অনেক সৈন্য ও সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে অরজ্জবের অধীনে এত বল রক্ষা করা দারা অকর্তব্য বোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতাবশতঃ তাহা কৌশলে দূর করিবার সময় অপেক্ষা না করিয়া সম্রাটকে দিয়া আদেশ পাঠাইলেন, যে বিজাপুরের অবরোধ ত্যাগ করিয়া সমস্ত সেনাপতি ও আর্মীর ওমরাহবর্গ একবারে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করুন। অরজ্জব এই আদেশের সর্ব বুদ্ধিলেন এবং একা অবরোধ রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া বিজাপুরগতি সেকন্দের আদিলশাহ প্রস্তাব মত সন্ধি করিয়া একটা টাকা রাজস্ব ও সন্ধির মূল্য স্বরূপ নানারূপ ধন রত্ন লইয়া অবরোধ উঠাইয়া খৃষ্টিয়-বনিয়াদ সহরে (আরজাবাদে) প্রস্থান করিলেন। এখানে পঁহজিরাই সংবাদ পাইলেন, দারা দিল্লী ত্যাগ করিয়া আগ্রার পিতৃকোষাগার অধিকার করিতে গিয়াছেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সুজা বৃহৎ এক দল সৈন্যলইয়া বাঙ্গালা হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। শাহজাহান তখন কতকটা সুস্থ ছিলেন। তিনি সুজাকে দূর করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তিনি তদনন্তর সুজা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। কাজেই দারা সম্রাট পাইয়া রাজা অরসিংহ (মির্জা) ও মুসলমান সৈন্যের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজা অরসিংহ

সৈন্যের পুরোভাগ লইয়া যখন কাশীর নিকট পলাতীতবর্তী বাহাদুরপুর গ্রামে পৌঁছিলেন, তখন জুলা দেড়কোশ দূরে থাকিয়া যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পর দিন যুদ্ধোদ্যোগের পূর্বে রাজা জয়সিংহ সৈন্যে অগ্রসর হইয়া অগ্রস্তুত অবস্থায় জুলাসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উৎসাহ-কালর তৃপ্তি প্রদ মধুর নিদ্রা। ত্যাগ করিয়া তখনও দারাদেশ-পক্ষ জুলা বা তাঁহার সেনানীবর্গ পাত্তোখান করেন নাই। অস্ত্রের বনঝনার তাঁহার জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সব ফরাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধনসম্বল, 'কামান গোলাবাক্স' পত্রকরগত, কতকগুলি লোকও বন্দী হইয়াছে। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া গোপনে নৌকারোহণে কয়েক জন অশ্রুচরমাত্র লইয়া জুলা পলায়ন করিলেন। তিনি দুরাজ্যে গেলেন না, কাজেই সমস্ত দেশ দারাদেশ-অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। বন্দীদিগকে লইয়া রাজা জয়সিংহ আগ্রার উপস্থিত হইলে, দারা তাহাদিগকে নগরের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া আনাইলেন এবং 'করকজনের প্রাণবধ ও কয়েক জনের হস্তক্ষেপ করিয়া দিলেন।

যে দিন দারাদেশ জুলেমান শেখো ও রাজা জয়সিংহ জুলা বিকল্পে যাত্রা করেন, সেই দিনই আর একদল সৈন্য লইয়া মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও কাশির খাঁ দক্ষিণে যাত্রা করেন। অরঙ্গজেব ও মুরাদ দক্ষিণে কি করিতেছেন ও কি অবস্থায় আছেন, তাহার সংবাদ না পাইয়া দারা প্রস্তুত অবস্থায় অনিবার্য অস্ত্র একবারে এই চরম ব্যবস্থা করিলেন। মুরাদ-বল যদি আক্রমণে পরিভাগ করিয়া কোন দিকে অগ্রসর হন, তবে তাঁহাকে আক্রমণের ভার কাশির খাঁর উপর দেওয়া হইল ও 'মহারাজ যশোবন্ত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ হিঁস হইয়া সৈন্যদল প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে যখন যোগল সম্রাট মহারাজ যশোবন্তের রাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সময় যশোবন্ত নিজ বলাবল বুঝিয়া দারাদেশকের নিকট লোক পাঠাইয়া দেন; তাহার দারার নিকট পৌঁছিয়া সমস্ত জানাইলে দারা রাজাকে দাওয়া করিতে প্রস্তুত হইলেন। সম্রাট দারাকে বুঝাইয়া কতক তিরস্কার কতক আশ্বাস দিয়া এক পত্র পাঠাইলেন। যশোবন্ত পত্রের দ্বিতাবাক্য মর্ম বুঝিয়া আরও ভীত হইয়া দারার উপাসনা ত্যাগ করেন ও দ্বিজা রাজা জয়সিংহের সহায়তার সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থন হন। সম্রাট তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া আক্রমণে স্থাবারী প্রণয়ন করেন এবং তৎক্ষণ এক ফরমান ও খেলাৎ পাঠাইয়া দেন। দারা এই সময়ে মালদা প্রদেশ নিজ বশে রাখিয়া

তাহার সমস্ত রাজস্ব দারা সৈন্যগণের বেতনাদি চুকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাহারও মালজমর ধনসম্বল দিয়া আশ্বস্তাশ্বিত হইয়া প্রত্যুত্থানে উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দারাদেশকো অরঙ্গজেবের উকীল ইলাবেথকে বন্দী করিয়া তাহার বাটা লুণ্ঠ করেন।

এদিকে মুরাদ বঙ্গ আক্রমণে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া ও খুৎবা পাঠের আদেশ দিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই খাজা-শাবাজ নামক একজন খোজার অধীনে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া মুরাটের দুর্গ অধিকার করেন এবং বঙ্গের সমস্ত বণিকের নিকট ১৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর বণিক দল ৬ লক্ষ টাকা দিতে সীত্বত হয়।

এদিকে যখন অরঙ্গজেব আক্রমণ ও কল্যাণ প্রদেশ জয় করিয়া বিজাপুর অবরোধ করিয়া ছিলেন, সেই সময় সম্রাট শাহজাহান মীরজুমলাকে (উম্মাদা-উল্-সলাতন-উল্-কহির মুরাজ্জম খাঁকে) তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। মীরজুমলাও তাঁহার সহিত একমত হইয়া কার্য করেন। আলমগীর নামার মতে দারাদেশকো এই সময় গোপনে বিজাপুরগতি আদিল খাঁ ও তাঁহার অস্ত্রাভিযায়ী ওমরাহকে অরঙ্গজেবের কথামত কার্য করিতে নিবেদন করিয়া পত্র লিখেন। ইহাতে প্রায় পাইয়া আদিলখাঁ অরঙ্গজেবকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর দারা অরঙ্গজেবকে বলহীন করিবার অস্ত্র সম্রাটকে দিয়া মীরজুমলাকে সৈন্যে আগ্রার কিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়াইলেন। মীরজুমলা তদহুলাে আক্রমণের পথে সৈন্যে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন। অরঙ্গজেব জোঠের কোশল বুঝিতে পারিলেন এবং তিনিও এ সময়ে মীরজুমলার দ্বার সূচক সেনাপতিকে বৃহৎ সেনাদল লইয়া আগ্রার জোঠের পক্ষে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি দারার উপর কোশল খেলিলেন, পথ হইতে মীরজুমলাকে হঠাৎ বন্দী করিয়া দৌলতাবাদের 'দুর্গে রাখিয়া দিলেন। মীরজুমলার পুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ এই সময়ে দরবারে মীরজুমলা পদে নিযুক্ত ছিলেন। দারা মীরজুমলাকে বন্দী করার সংবাদ পাইবামাত্র আমীন খাঁকে বন্দী করিলেন, কিন্তু ৩৪ দিন পরে যথার্থ ঘটনা অবগত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। (ইনারেত খাঁর দ্বিত) "শাহজাহাননামার" মতে, ইহার কিছু পূর্বে আদিল খাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র মজহুল ইলাহি উত্তরাধিকারী নির্ণীত হন। অরঙ্গজেব এই সময় খাঁ জাহান সারোতা খাঁ নামক তাঁহার মাতুল পুত্রকে

দৌলতাবাদের ভার দিরা প্রেরণ করেন। এতদিন জমাদ-
উল-মুলক শ্রাজ্জম খাঁ (মীর জুমলা), শাহ নবাজ খাঁ সর্কী
(সায়েরস্তা খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), মহবত খাঁ, নিজবেত খাঁ,
রাজা রাসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ প্রায় ২০ হাজার অশ্বা-
রোহী লইয়া তাঁহার সহিত বিজাপুরের অবরোধ রক্ষার্থ
রহিলেন। শ্রাজ্জম খাঁ (মীরজুমলা) ইহার কিছু পূর্বে
(আদিল খাঁর জীবিত কালে) শাহ বুলন্দ একবালের (দারা-
শেকোর) প্রেরিত হুইজন ক্রীতদাসের আনীত গুপ্ত আদেশ
মত হীরামণি চুনি পাঠা দ্বারা সজ্জিত কতকগুলি খোড়া,
কণ্টিকারের ধনরত্নাদির কিয়দংশ এবং ক্রীতদাসস্বরকে
আদিল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। আদিল খাঁ এই উপ-
হার ও দূতগণকে গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই স্বর্গগত
হন। নবভূপতি হুই ক্রীতদাসের হস্তে পত্রোত্তর ও
উপহার দিয়া পুনঃ প্রেরণ করেন। ইহারা প্রায় লক্ষ টাকার
উপহার লইয়া ফিরিয়াছিল।

আমল-ই-সালি নামক ইতিহাসের মতে দারা কেবল
মীরজুমলাকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেন নাই, অরঙ্গ-
জেবের অন্তান্ত সেনাপতিকও প্রত্যাবর্তন করিবার অন্ত
আদেশ পাঠান। তদনুসারে মহবত খাঁ, রাজা হুজালা ও
আরও হুই চারিজন অরঙ্গজেবের আদেশের অপেক্ষা না
করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন।

অরঙ্গজেব কৌশল করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তগত
করিবার অভিপ্রায়ে সর্বদা পত্রাদি লিখিতেন এবং ভারতের
ভবিষ্যৎ সম্রাট বলিয়া সন্মোদন করিতেন। তিনি জানিতেন
যে সুজা একা বন্ধে আছেন; যদি উত্তরাধিকারিণী লইয়া
ভ্রাতার ভ্রাতার যুদ্ধ বাধে, তবে তাঁহার উভয় ভ্রাতা একত্র
দক্ষিণ হইতে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে একা দারা বা একা
সুজা বাধা দিতে পারিবেন না, সুতরাং যুদ্ধজয় তাঁহাদেরই
হইবে। তৎপরে কণ্টকে নৈব কণ্টকবৎ সুরাপারী অপরিণত
বুদ্ধি সুরাদকে অপস্থত করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। এই
বিবেচনার তিনি পর্বে সুরাদকে লিখিলেন, 'আমি ফকীর,
প্রবন্ধনাশুর সংসারে থাকিতে বা রাজকার্যে হস্তক্ষেপ
করিতে আমার বিশ্রুদ্রা ইচ্ছা নাই, তবে অধাশ্রিত দারা
যে রাজ্যলিপ্ত করে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তুমি বীর,
বীর, রাজ্য তোমাকেই সাজে। অধাশ্রিত দারা ইতিমধ্যে
পিতাকে একপ্রকার নিজাধীনে রাখিয়া নিজেই বধেচ্ছাচার
করিতেছে ও আমাদের উপরেও হুকুম চালাইতেছে। এ
সময় আমাদের একযোগে কার্য্য করা উচিত ও রাজ্যের
বিশৃঙ্খলা দূর করা উচিত। পিতা জীবিত আছেন, যদি

আমরা এইরূপে তাঁহার রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ক্ষ-
কার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে তিনিও সন্তুষ্ট হইবেন এবং
তখন আমরা তাঁহার নিকট দারার অন্ত ক্রমা প্রার্থনা করি
ও তাঁহাকে মকার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। আপাততঃ
মালব দিরা বশোবস্ত তোমার পথ রোধ করিতে উপস্থিত
হইতেছে। তুমি তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবে। আমি
তোমার আত্মবহ জানিবে এবং শীঘ্রই আমার সুর সৈন্য-
দল ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া নর্মদাতীরে তোমার পথে
উপস্থিত হইব। ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। পরে
খরের নামে লপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সন্দের
করিও না।'

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব বুরহানপুরে উপস্থিত হইলেন।
মহারাজ যশোবন্তসিংহ পূর্বে সে সংবাদ কিছুই পান নাই
শেষে অরঙ্গজেবের সৈন্য বখন উজ্জয়িনী হইতে ৭ কোশ
মাত্র দূরে উপস্থিত হইল, তখন তিনি সংবাদ পাইলেন। দাদ
অধিপতি রাজা শিবরাজ অকবরপুরের নিকট শত্রুসৈন্যে
শিগ্রা-উত্তরণ সংবাদ পাইয়া মহারাজ যশোবন্তকে লিখি
পাঠাইলেন। ওদিকে কাশিম খাঁ সুরাদের আক্রমণ
পরিভাষ্য শুনিয়াই অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পথে শুনিলেন যে
তিনি অন্তর্গত দিরা অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইয়া
অন্ত প্রায় ১৮ কোশ পথ চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই হতা
হইয়া তিনি দ্রুত ফিরিলেন। ধার-চূর্ণের নিকট অরঙ্গজেব
ও সুরাদের সৈন্য মিলিত হইল। ধার চূর্ণে দারাদেশকে
যে সৈন্যদল ছিল, তাহার ভীত হইয়া চূর্ণ ত্যাগ করিয়া মা
রাজ যশোবন্তের দলে আসিয়া মিশিল এবং কাশিম খাঁ
আসিয়া মিলিলেন।

মহারাজ যশোবন্ত সমবেত সৈন্য লইয়া অরঙ্গজেব
সুরাদের সমবেত সৈন্যের দেড় কোশ দূরে গিয়া দাঁড়া
করিলেন। কূটবুদ্ধি অরঙ্গজেব এই সময়ে কবি নাম
একজন ব্রাহ্মণকে দূতরূপে যশোবন্তের নিকট পাঠাইলেন
কবি বাক্যকুশল হিন্দী করি। তিনি দিরা অরঙ্গজেবে
আদেশমত বলিলেন যে আমি পিতৃদুর্শনে বাইতেছি
অতএব তুমি আমার সহিত একত্র বাইতে পার তুমি আমার
পথ হইতে সসৈন্তে দূরে যাও, কেননা একটা গোদা
বাধিছে, পারে। যশোবন্ত এই চাতুরী শুনিয়া অতি ক
ভাবে তাহার উত্তর দিলেন। পর দিন (২০ এপ্রেল, ১৬৫৮
খৃষ্টাব্দে) যুদ্ধ বাধিল। রাজপুতকলক যশোবন্ত এর
কাশিম খাঁর দল পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। অরঙ্গজেব
জয়ী হইয়া গোরালপুরের পথে প্রস্থান করিলেন।

এই সময় অত্যন্ত গরম পড়িয়া সন্ধ্যাট শাহজাহান জীবৎ আরোগ্য হওয়ায় আত্মা ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করেন। দারা বহু আগন্তি করেন। ইহার উপর আবার যখন যশোবন্তের পরাজয় জনিলেন, তখন সন্ধ্যাকে নানা অহুযোগ করিয়া শীঘ্র আগ্রার আসিতে লিখিলেন। তৎপরে দারা ৬০ হাজার সৈন্ত ও শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণকে লইয়া যুদ্ধার্থে আগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যাট শাহজাহান তাঁহাকে বিস্তর নিবেদন করিলেন, বুঝাইলেন যে তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন, এখন এ যুদ্ধের ফল কি হইবে। কেবল ভ্রাতৃবিবাদ বাড়িবে মাত্র, এবং আমার যাত্রার আয়োজন কর। আমি গিয়া বরং অরঙ্গজেব ও মুরাদকে বুঝাইয়া এ বিষয় হইতে নিরস্ত করিয়া আসি। দারাপেকো এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। এবং জাহান শায়েস্তা খাঁর মধ্যস্থতার সন্ধ্যাকেও এ উদ্দেশ্যে গাণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়েস্তা খাঁ সন্ধ্যার স্থালক, তিনি সকল ভাগিনেয়কে ভালবাসিতেন এবং অরঙ্গজেবের বুদ্ধি ও গুণের প্রশংসা করিতেন। সন্ধ্যাট পুত্রগণের মনোভাব বুঝিয়া অরঙ্গজেবের নিকটে গিয়া বসিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিলেন এবং তজ্জন্ম কর্তা সায়েস্তা খাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। যশোবন্তের রাজ্যের সংবাদ আসিবার পূর্বে সায়েস্তা খাঁর সহিত বিষয়ের যথেষ্ট পরামর্শ করিতেন, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। অরঙ্গজেবের বুদ্ধির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি অরঙ্গজেবকে বুঝাইবার কোন আবশ্যকতা ছিলেন না। তৎপরে যখন যশোবন্তের পরাজয় সংবাদ পৌঁছিত হইল, তখন সন্ধ্যাট সায়েস্তা খাঁর উপর বিষম হতাশ হইলেন। তিনি রাগ সামলাইতে না পারিয়া হস্তের ডিঙ্গা সায়েস্তা খাঁর বুকে মারিলেন ও ২৩ দিন তাঁহার ধর্মশন করিলেন না। তৎপরে আবার ডাকাইয়া তাঁহাকে মরায় এই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ ক্ষমা পরামর্শ দিলেন। সমস্ত উদ্বেগ প্রস্তুত হইলে সায়েস্তা খাঁ সন্ধ্যাকে পুত্রদিগের সহিত দেখা করিতে লেন না।

যশোবন্তসিংহের পরাজয়ের পর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথমে দারাপেকো খলীল-উল্লা খাঁ নামক একজন সেনাপতির অধীনে কতকগুলি সৈন্ত ঢোলপুরে পাঠায়া দিলেন। চম্বল নদীর পার্বত্যভাগে রক্ষার্থে ইহার উপর আদেশ থাকিল। দারা নিজে আগ্রা সহরের বাহিরে পেকা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাকে জয় করিয়া সুলতান কো আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই তাঁহার

আশা ছিল, কিন্তু ভায়া-ঘটিল না, যথা সময়ে সুলতান আসিয়া পৌঁছিলেন না। দারা বাধ্য হইয়া আগ্রসর হইলেন। সামুগড় নামক স্থানে উভয়পক্ষের সৈন্ত অর্ধক্রোশ ব্যবধানে ছাউনি করিয়া রহিল। খলীল-উল্লা খাঁ ঢোলপুরে থাকিয়াও কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

পর দিন প্রাতে (৭ই রমজান ১০৬৮ হিজরায়) দারাপেকো সৈন্তসংস্থানে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন ভীষণ গরম পড়িয়াছিল। রৌদ্রের উত্তাপে বস্ত্রাদি উত্তপ্ত হওয়ায় গরমে এবং জলাভাবে অনেক সৈন্ত মারা পড়িল। অরঙ্গজেব অভিমুখী কামানের গোলাপতনের স্থান ব্যবধান রাখিয়া বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দারা কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ করিলেন না। অরঙ্গজেব সেই ভাবে সেনাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন, কেবল প্রাতঃকাল পর্যন্ত অতি সতর্ক থাকিতে বলিলেন। রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রত্যুষে উপাসনার পরই অরঙ্গজেব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। মহম্মদ মুরাদ বক্স তাঁহার সুবিধায় সর্দারগণকে লইয়া বামভাগে রহিলেন। বাহাদুর খাঁ দক্ষিণপার্শ্বে ও অরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ আজিম হস্তীপৃষ্ঠে পশ্চাভাগ রক্ষার্থে নিযুক্ত হইলেন।

দারার পক্ষে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিপেহরশেকে সৈন্তদলের সম্মুখে ছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থে রস্তম খাঁ দক্ষিণী দাদশ সহস্র অঝারোহী সৈন্ত লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ইহার প্রথমেই অরঙ্গজেবের পক্ষীয় তোপ দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেবের পক্ষে তৎপুত্র মহম্মদ সুলতান সম্মুখভাগ রক্ষার্থে উপস্থিত ছিলেন। ছর্ডাঘাটক্রমে নিজ পক্ষীয় কামানের গোলা লাগিয়া রস্তম খাঁর হস্তী বিনষ্ট হইল। সে সময় যুদ্ধের অবস্থা বড়ই ভীষণ। রস্তম খাঁ মধ্যস্থলে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে বুঝিয়া শত্রুর দক্ষিণপার্শ্বে বাহাদুর খাঁকে আক্রমণ করিলেন। বাহাদুর খাঁ রস্তমের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রমশঃই হটিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বাহাদুর খাঁ নিজে আহত হইয়া যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। দক্ষিণপার্শ্বে প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহা দেখিয়াই ইসলাম খাঁ, সেখমীর প্রভৃতি সেনাপতিরা দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষার্থে নববল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। নববলের সহিত রস্তমের পরিপ্রান্ত সেনাদল অধিকক্ষণ যুঝিতে পারিল না। রস্তম খাঁ প্রায় পরাস্ত হইলেন ও সিপেহরশেকে পলায়ন করিলেন।

দারা সংবাদ পাইয়া রস্তমের সাহায্যার্থে ২০ হাজার

অশ্বারোহী নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে পশ্চাৎ হইতে তোপ চালাইতে লাগিলেন। দারা স্বয়ং অগ্রসর হওয়ার অরঙ্গজেব স্বদলের সমস্ত বন্দুকধারীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন ও এককালে সমস্ত তোপ চালাইতে আদেশ দিলেন। দারা হঠাৎ এত গোলাগুলির আক্রমণ সহিতে না পারিয়া হস্তিয়া আসিলেন। সে দিন যুদ্ধ ইহাতেই শেষ হইল।

পরদিন দারা মুরাদকে আক্রমণ করিলেন। খলীল-উল্লাহ এইদিন দারার দলে সম্মুখভাগে নায়ক ছিলেন। তিনি একবারে সহস্র উল্লেবেক তীরন্দাজকে মুরাদের হস্তীবিনাশার্থে নিযুক্ত করিলেন। মুরাদের সৈন্তদল ও হস্তী একবারে সহস্র ধাক্কায় আক্রমণ সহিতে পারিল না। হস্তীটা পলাইয়া বাইতেছিল, কিন্তু মুরাদ তাহার পদব্রজ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলিলেন। রাজপুতসর্দার রাজারাম সিংহ এই সময়ে স্বীয় পীতবসনধারী সৈন্তদল লইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি মুরাদের প্রতি ভীষণ বর্ষা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন 'তুমি দারাদেশকের সহিত সিংহাসন লইয়া স্পর্ধা করিতে আসিয়াছ?' 'মুরাদ নিজ হস্তে তীর মারিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার অধিকাংশ পীতবাস সেনা প্রমত্ত হস্তী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। আলমগীর-নামার মতে, অরঙ্গজেব এই সময়ে সৈন্ত অগ্রসর হইয়া মুরাদকে সাহায্য করেন, কিন্তু মুনতখব উল-লুবারের গ্রন্থকার স্বীয় পিতার (তিনি এই যুদ্ধে অরঙ্গজেবের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন তাঁহার) মুখে শুনিয়াছিলেন যে অরঙ্গজেব সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই।

এই সময়ে রাঠোররাজ রূপসিংহ রাজপুতসেনা লইয়া অরঙ্গজেবের সৈন্তের মধ্যস্থান আক্রমণ করিলেন। মধ্যভাগে অরঙ্গজেব নিজে সেনাপতি ছিলেন। রূপসিংহ যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই তরবারী হস্তে বিপক্ষসেনার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বিপক্ষবিনাশ করিতে করিতে অরঙ্গজেবের হস্তী লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। শত্রুরক্তে দান করিয়া তিনি হস্তীপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং হাওদার দড়ি কাটিয়া হাওদা ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করেন। অরঙ্গজেব বিস্মিত হইয়া এ ছেন সাহসী বীরকে জীবিত বন্দী করিবার আদেশ দেন, কিন্তু সৈন্তগণ তাঁহার আদেশ বুঝিতে পারিবার পূর্বেই এই দুর্দ্বৈর বীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল।

রক্তম খাঁ এই সময় আসিয়া যুদ্ধের ভীষণতা আরও

হন। দারা এক যুদ্ধে এতগুলি সেনাপতিকে মরিয়া দেখিয়া প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একটি গুলি আসিয়া তাঁহার হাওদার পড়ায় তিনি চকিত হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় একটি ঘোড়ার উঠিয়া পড়িলেন। ইহাতে আরও অনিষ্ট ঘটিল। তাঁহার সৈন্তদলের কতকগুলি তাঁহাকে হাওদার মধ্যে দেখিতে না পাইয়া হত্যা হইয়া পড়িল ও কতকংশ তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়া চড়িতে দেখিয়া বুঝিল, তিনি বুঝি পলাইতেছেন। তাহার যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলাইবে কি থাকিবে এইরূপ বিবেচনা করিতেছে, ইতিমধ্যে আরও এক দুর্ঘটনা ঘটিল। একজন সৈনিক এই সময়ে দারার পৃষ্ঠে একটি শব্দ শ্রবণ করিয়া দিতেছিল। সে দক্ষিণ হস্তে তুণী ধরিয়া বাম হস্ত দ্বারা যেমন বাঁধিবার কিতা ঘুরাইয়া আনিবে, অমনি একটি কামানের গোলা আসিয়া তুণসহ তাহার দক্ষিণ হস্তটা উড়াইয়া লইয়া গেল এবং সে লোকটা মারা গেল। ইহাতে নিকটবর্তী চতুর্দিকস্থ সেনা একত্রীত হইয়া পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলাইতে দেখি ও দারাকে হস্তীপৃষ্ঠে না দেখিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত অস্ত্রাভিনো দারার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দারাও ভয়সেনাকে নানা চেষ্টা করিয়াও আর ফিরাইতে পারিলেন না, তখন শত্রুর কামানের মুখে দাঁড়াইয়া সিংহাসনে আশা করা অপেক্ষা প্রাণরক্ষার্থে পলাইতে প্রস্তুত হইলেন। সিংহহরশেকো ৩০।৪০ জন অশ্বচর লইয়া তাঁহার গতি মিলিত হইলেন। গরে আরও সহস্র অশ্বারোহী তীরন্দাজ লইল। পিতাপুত্র তখন দ্রুতপদে আগ্রা অভিমুখে পলাইলেন। শত্রুদল আনন্দে বিজয়গানসহ মত্ত হইল।

অরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হইয়া আনন্দে প্রথমে উগাধ করিলেন; পরে স্বয়ং গিয়া দারার পরিত্যক্ত শিবির পরিদর্শন করিলেন। মুরাদ শরীরের নানা স্থানে ও মুখে গিয়া শরাস্রাঘাত পাইয়াছিলেন। 'অরঙ্গজেব সর্বপ্রথমে সেই মস্ত ওষধ প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার বীরত্বের স্মৃতি রাখিতে করিলেন। অবশেষে, তাঁহাকে ভবিষ্যৎকালে বলিয়া সোধন করিয়া মূর্খ ভূতীমান্নী রক্তপুত্রকে একলা ফুলাইয়া তুলিলেন। মুরাদের হাওদার গায়ে জীর্ণ হইয়া লাগিয়া গিয়াছিল যে, যেন একটি বৃক্ষের মত বোধ হইতেছিল। পরিশেষে এই হাওদা যুদ্ধে বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বহুকাল কক্কবিরারের সমাধি যোগলরাজতাপ্তারে স্থাপিত ছিল।

সপুত্র দারা সন্ধ্যাকালে বিনালোকে আলগে পৌঁছ

মজার তিনি আর পিতাকে মুখ দেখাইতে পারিলেন না। সন্ধ্যা শুনিয়া আশাস দিয়া পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে জাকিয়া পাঠাইলেন, তবুও তিনি আসিতে পারিলেন না। সেই রাত্ৰিতেই তিনি তৃতীয় প্রহরের পর আশ্রা ত্যাগ করিয়া নাহোর বাইবার উদ্দেশে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সিপেহরশেকো, পক্ষী, কচ্ছা ও কতিপয় অহুচর মাত্র নইলেন। তাঁহার হস্তিপুঠে এবং উষ্ট্রে ধনরত্নাদি চাপাইয়া লইয়া চলিলেন। পথে তিন দিন পরে প্রায় ৫ হাজার অশ্বারোহী তাঁহার সহযাত্রী হইল। এই সময় কয়েক জন আমীর সন্ধ্যাটুকুর্ক প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল।

জয়লাভের পর অরঙ্গজেব সমস্ত ঘটনা আত্মপূর্বিক বিবৃত করিয়া এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছার বটিকাছে এইরূপ লিখিয়া একখানি পত্র স্বীয় পিতাকে পাঠাইয়া দিলেন। এই সময় মাতুল খাঁ আহান সারেন্তা খাঁ ও তৎপুত্র মহম্মদ আমীন খাঁ আসিয়া অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলেন। ১০ই রমজান, অরঙ্গজেব সামুগড় ত্যাগ করিয়া আশ্রা ব্যাড়া করিলেন এবং নগর বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। এই স্থানে সন্ধ্যা তাঁহাকে সান্না করিয়া বহুতে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় সন্ধ্যাটুকু বাদশা-বেগম পিতার অহুমতি লইয়া ভ্রাতাকে দেখিতে আসেন এবং দেখিলে হৃৎকথার অনুযোগ করেন। অরঙ্গজেব সে অনুযোগ অতি কুভাবে গ্রহণ করিয়া জোষ্ঠা ভয়ীক তীব্র উত্তর প্রদান করেন। বাদশা-বেগম ভ্রাতার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া কিরিয়া আসেন। পরদিন সন্ধ্যাটুকু একখানি তলওয়ারে “আলমগীর” শব্দ খোদাইয়া ও একখানি প্রশংসাপত্র পত্রের সহিত নিজ বিখ্যাত অহুচরকে দিয়া অরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। অরঙ্গজেব “আলমগীর” অর্থাৎ “বিশেষতা” নাম পাইয়া মহা আনন্দিত হন এবং স্বীয় পুত্র মহম্মদ জুলতানকে নগর মধ্যে শাস্তি স্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। এই সময় অনেক সন্ধ্যা লোক তাঁহার সহিত বেড়া করিতে আসেন। অরঙ্গজেব তাঁহাদের পদবৃদ্ধি করিয়া ধনরত্নাদি উপহার প্রদান করেন।

১৭ই রমজান (৮ই জুন তারিখে) অরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র মহম্মদ জুলতানকে বলিয়া পাঠান যে, প্রথমে তিনি আশ্রা হুর্গে বাইবেন ও হুর্গের প্রত্যেক দ্বারে নিজ বিখ্যাত অহুচরগণকে প্রহরী নিযুক্ত করিবেন। পরে তাঁহার পিতামহের নিকট গিয়া তাঁহার রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণের প্রত্যাশ করিবেন। বাহিরের ফোন সংবাদ বৃদ্ধ সন্ধ্যাটেক নিকট পৌছিতে না পারে, তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন।

মহম্মদ জুলতান, পিতৃনিদেশে পিতামহের হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা, কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নির্জনে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে অরঙ্গজেব দারাপেকোর জায়গীর মেবাত অধিকার করিবার জন্য মহম্মদ জাকর খাঁকে পাঠাইলেন। ‘রাজকোবাগার’ হইতে মুরাধকে ২৬ লক্ষ টাকা ও রাজার প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া তখনও তাঁহাকে বশীভূত করিয়া রাখিলেন এবং ১২ই রমজান নিজে সসৈন্তে আশ্রার প্রবেশ করিয়া দারাপেকোর অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দারা নাহোরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে হয়ত অরঙ্গজেবের সেনা গোপনে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। নগরে প্রবেশ করিলেই তাহার তাঁহাকে নগর মধ্যেই আবদ্ধ করিবে। তিনি বাহিরে থাকি-
য়াই অর্থ ও বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং জুলমদান শেখের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জুলমদান শেখা জুজাকে পরাস্ত করিয়া বিহারে অপেক্ষা করিতে-
ছিলেন। তিনি অরঙ্গজেবের জয়বাস্তা শুনিয়া পিতার সহিত যোগ দিবেন কিনা, ইহাই ইতস্ততঃ করিতে ছিলেন। দারা পুত্রের অনর্থক বিলম্ব দেখিয়া নিজে আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না, ভয় হইল, কোন দিন অরঙ্গজেবের সেনা আসিয়া বন্দী করিবে। কাজেই তিনি ১৫ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। দারাদে এই সময় কাতরোক্তিতে নিজের বিপদাবস্থার কথা জানাইয়া পুত্রের নিকট বিহারে এবং নিজের দুর্দশা হেতু বুদ্ধিজাত্যতার কথা জানাইয়া পিতার নিকট আশ্রয় প্রত্যাশ পত্র লিখিতেন।

অরঙ্গজেব এদিকে নিজে গিয়া, পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন এবং সমস্তই ঈশ্বরের হস্তে বলিয়া প্রবোধ দিবেন, বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দারার প্রতি সন্ধ্যাটেক অত্যধিক ঘেহ স্রবণ করিয়া আর নিজে বাইতে সাহস পাইলেন না, মধ্যম পুত্র মহম্মদ আজিমকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গিয়া পিতামহকে ৫০০ আসবাবী ও ৪ হাজার মুজা নজর দিলেন। সন্ধ্যাটুকু পোকে হুর্গে জোঁধে চক্কর লগে আশ্রুত হইয়া পোত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে আজিম পিতার হইয়া পিতামহের নিকট পিতৃবক্তব্য নিবেদন করিলেন। সন্ধ্যাটুকু হাঁনা কিছুই বলিলেন না। তৎপরে অরঙ্গজেব জোঁধ পুত্র মহম্মদ জুলতান ও ইসমাইল খাঁকে বৃদ্ধ সন্ধ্যাটেক প্রহরিতার রাখিয়া জোঁধ ভ্রাতার অহু-
সন্ধান প্রবৃত্ত হইলেন। খাঁ ছয়ান্ আলাহাবাদ অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন।

এদিকে শাহজাহান্ কাবুলের শাসনকর্তা মহম্মত খাঁকে এক পত্র গোপনে লিখিয়া জানাইলেন যে দারাদেশকে লাহোরে যাইতেছেন। সেখানে অর্থ ও লোকের অসুবিধা নাই এবং মহম্মত খাঁর ভ্রাতৃ সাহসী বীর ও আর দ্বিতীয় নাই। অতএব তিনি স্বীয় সৈন্ত লইয়া দারাদেশ সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া এই দুই অবস্থা দুর্দান্ত পুত্রকে শাসন করিয়া সম্রাটকে উদ্ধার করুন।

মুরাদ ও অরঙ্গজেব দারাদেশ অমুসন্ধানে মথুরায় আসিয়া শিবির করিয়া থাকেন। এই সময় একদিন (৪ঠা শওরাল) অরঙ্গজেব আর বুধা ভায় বহিয়া বেড়ান অসহযোগে রাত্রিতে নিজ ভাষুতে মুরাদকে আহ্বানার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং অত্যন্ত মজ্ঞপান করাইয়া অচেতনাবস্থায় বন্দী করিয়া হস্তিপুষ্ঠে সালিনগড় হুর্গে পাঠাইয়া দেন। অপরের সন্দেহ নিবারণার্থ সেই সময়ে আরও তিনটা হস্তী সাজাইয়া আরও তিন দিকে পাঠাইয়া দেন। পরে তাঁহার সমস্ত ধনাদি হরণ করিয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে দারা লাহোরে পঁহুঁছিয়া রাজকোষাগারে প্রায় কোটি টাকা প্রাপ্ত হইলেন ও আমীরদিগের নিকটেও সাহায্য পাইলেন। তিনি এখন সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে ১০৬৮ হিজরায় ১লা জেলকদে (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ ২২এ জুলাই তারিখে) অরঙ্গজেব শুভমুহুর্তে দিল্লীতে হিন্দু স্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু স্বনামে মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন দেশীয় রাজগণকে উপহার ও স্বনামে খুঁবা পাঠাদি এখন স্থগিত রহিল।

ওদিকে সুলেমান-শেখো পিতার পত্র পাইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্ত ও অরঙ্গজেবের হাত এড়াইবার জন্ত হরিবারের নিকট সৈন্তে গজাপার হইয়া লাহোর অভিমুখে চলিলেন। অরঙ্গজেব সে সংবাদ পাইয়া বাহাদুর খাঁকে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্ত পাঠাইলেন এবং নিজে লাহোর অভিমুখে চলিলেন। সুলেমান গজাপার হইয়া গুনিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা আসিতেছে, অমনি তিনি কান্দীর ঘুরিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীনগরের পাহাড়ের পথে উঠিলেন। শ্রীনগরের রাজা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন ইহাও তিনি আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না; বরং তাঁহার নিজের সৈন্তদলও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল, কেবল ৫ শত মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সহিত রহিল। তখন তিনি আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন আরও কতক অমুচর তাঁহার সদ পরিত্যাগ করিল। দুই শত মাত্র সঙ্গী লইয়া পাছে পড়িতে

পড়েন, এই ভয়ে আলাহাবাদ ছাড়িয়া পুনরায় শ্রীনগরমুখের আশ্রয়ে গমন করিলেন। পথে বাদশাবাগের জায়গীরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাহার দেওয়ানের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা লইলেন ও তাঁহার বাড়ী লুট করিলেন। শেষে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত অমুচর তাঁহাকে ত্যাগ করিল। কেবল মহম্মদ শা কোকা একা তাঁহার সঙ্গ রহিল। তিনি পরে শ্রীনগরে উপস্থিত হইলেন তথাকার রাজা তাঁহার ধনাদি লইয়া তাঁহাকে একপ্রকার বন্দীদশায় রাখিলেন, বাহাদুর খাঁ এই সংবাদ পাইয়া রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে বন্দীকে সৈন্তের রক্ষকতায় তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি আগ্রায় গমন করুন।

আমল-ই-শালি পাঠে জানা যায়, শ্রীনগররাজ স্বীয় পুত্রের সমভিব্যাহারে সুলেমান শেখোকে বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং বাহাদুর খাঁ দুইদিন পরে তাঁহাকে নব সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি তাঁহাকে গোয়ালির হুর্গে রাখিয়া ককর (পোস্তুর সরবৎ—মুছ বিষ) খাওয়াইতে বলেন।

এই সময় আলীনিকর পুত্রগণ মুরাদবৃক্সের নামে তাহাদের পিতৃহত্যার নালিশ করে। সম্রাট তাহাদিগকে রক্তের পরিবর্তে রক্ত গ্রহণ করিতে গোয়ালিরে পাঠাইয়া দেন। মুরাদ এ সময়ে গোয়ালিরে বন্দী ছিলেন। কাজীগণ মুরাদের দোষাভাসনানে প্রবৃত্ত হইলে মুরাদ বলেন, ‘আমার বাঁচাইলে রাজ্যের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু বন্দীকে যদি বাঁচাইতে সম্রাটের ইচ্ছা না থাকে, তবে আর এ সকল অর্ডরের প্রয়োজন কি? আমার অর্থে বা আছে, তাই হউক।’ আলীনিকর পুত্রগণ দুই আঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। তৎপরে মুছ বিষের প্রভাবে স্থলতান শেখো মুহূর্তেই হইলে পিতৃব্য ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়কেই সেই হুর্গে প্রোথিত করা হইল।

লাহোর ও তত্রিকটবর্তী স্থান হইতে দারা নানা লোক দেখাইয়া প্রায় বিশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। পরে সুলজাকে হস্তগত করিবার জন্ত নানা প্রতিক্রিয়াতে বদ্ধ হইয়া এক পত্র লিখিলেন। সুলজাও জ্যেষ্ঠের সাহায্য চাকায় সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে দারা লাহোরেই আপনাকে সম্রাট বলিয়া প্রচার করিতে ও স্বনামে মুদ্রা চালাইবার ও খুঁবা পাঠের ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু তাহা ঘটয়া উঠিল না। ইতিমধ্যে অরঙ্গজেবের সিংহাসনপ্রাপ্তির কথা লাহোরে পৌছিল। অমনি অনেকে ভয়ে দারাদেশ পক্ষ ত্যাগ করিল।

ওদিকে অরঙ্গজেবের সহিত সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ যশোবন্ত স্বরাজ্যে পলায়ন করেন। রাজা হুজুরালের কন্যা তাঁহার প্রাণনা মহিষী ছিলেন। স্বামী যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মহারাজী স্বামীকে সাতিশর তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ যশোবন্ত পত্নী কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অরঙ্গজেবের কাছে ক্রমা প্রার্থনা চাহিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ করিলেন, তিনি দরবারে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ধনাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিলেন ও তাঁহার মনসব (অখারোহী) সৈন্তের নামকত্ব তাঁহাকেই প্রদান করিলেন।

অরঙ্গজেব পঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলে দারাপেকো ভীত হইলেন। একে তাঁহার অনেক সৈন্ত অরঙ্গজেবের নামে ভয় পাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার উপর পুনরায় সৈন্ত সংগৃহীত হইতে না হইতে দিল্লীর যুৎ সৈন্তদলের সহিত যুদ্ধ ঘটবার সম্ভাবনা হইল দেখিয়া তিনি এক সহস্র অখারোহী ও কএকটা কামান লইয়া ঠাট্টা ও মূলতানের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেনাপতি দাউদ খাঁ অরঙ্গজেবকে বাধা দিবার জন্য লাহোরেই রহিলেন। দাউদের উপর আদেশ দিয়া গেলেন যে, দিল্লীর সৈন্ত যাহাতে নদী পার হইতে না পারে, তাহার উপায়ার্থ তাহাদের উপস্থিতির পূর্বে তিনি যেন নদীস্থ সমস্ত নৌকাগুলি ডুবাইয়া পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিছুদিন পরে অরঙ্গজেব মূলতানের নিকট ইরাবতীতীরে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া দারাদত্তর নামক স্থানে সরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে মুর্জাম খাঁ হুলতান হুজাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন ও সম্রাটপুত্র মহম্মদ হুলতান তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময় দারার আরও অনেক সৈন্ত ছাড়িয়া গেল। তিনি বাধা হইয়া ধনরত্নাদির কতকাংশ ভক্তরে রাখিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া শিবিহান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখান মীর তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিয়া অতি নিতুতবর্তী হইলে তিনি স্বহস্ত অখারোহী লইয়া আক্রমণে উদ্দেশ্য যাত্রা করিলেন। সেখান মীরের সৈন্তদল ও জলাভাবে পথক্লান্তিতে বলহীন হইয়া পড়িল। ভারবাহী ও অশ্বের মৃত্যুই অধিক হওয়ায় অধিকাংশ সৈন্ত হাটিয়াই যাইতে লাগিল।

অরঙ্গজেব এই সময় শুনিলেন, দারাপেকো কচ্ছের মধ্য দিয়া আক্রমণবাদের অতি নিকটে পৌঁছিয়াছেন ও পথে ৩৪ হাজার অখারোহী সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। সেখান আর তাঁহার অনুসরণ করা বিফল বোধে পঞ্জাবের পথে

ফিরিলেন এবং লাহোরের শাসনকর্তা আমীর খাঁ সম্রাটের আদেশমত এই সময় সেলিমগড় হইতে মুরাদ বক্সকে তাঁহার সঙ্গে গোয়ালিয়ার দূর্গে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে।

এদিকে দারা কচ্ছের জমীদারকে অর্থদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্র সিপেইর (সফীর) শেকোর বিবাহ দিবার আশ্বাস দেন। কচ্ছের জমীদার তাঁহাদিগকে লোক দিয়া আক্রমণবাদের প্রেরণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে অরঙ্গজেবের খন্তর শাহনবাজ খাঁ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া মুরাদ বক্সের পরিত্যক্ত প্রায় দশলক্ষ টাকার স্বর্ণ রৌপ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। এই অর্থ পাইয়া দারা আবার বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করেন। দারার নবনিযুক্ত সেনাপতিরা একে একে সুরাট, কাবে, বরোচ প্রভৃতি বন্দর অধিকার করিয়া তাহাদের চতুর্দিকস্থ প্রদেশও হস্তগত করেন। পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার আবার ২৯ সহস্র অখারোহী সংগৃহীত হইল। তিনি তখন বিজাপুর ও হায়দরাবাদের শাসনকর্তাদিগকে অর্থ ও সৈন্ত পাঠাইতে লিখিলেন।

ইতিমধ্যে মহারাজ যশোবন্ত আবার বুদ্ধিদোষে মৌগল দরবার হইতে ভাড়িত হন। স্বজাির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করেন। স্বজা পরাজিত হইলে তিনি অপমানিত হইয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। দারার আশা হইয়াছিল যে এই অপমানিত রাজপুতবীর সংবাদ পাইলে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তিনি মৌগল দরবারে পুনঃপ্রতিপত্তি লাভাশায় আবার এক নূতন বিশ্বাসঘাতকার কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। দারা যখন দক্ষিণের নবগঠিত সৈন্তদল লইয়া অগ্রসর হইলেন, তখন যশোবন্ত পথিমধ্যে পত্নীদ্বারা জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। অরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া আক্রমণভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মির্জা রাজা জয়সিং এই সময় রাজা যশোবন্তের অপরাধ ক্ষমার জন্য অরঙ্গজেবকে যথেষ্ট অহরোধ করেন। সম্রাটও সে কথা রক্ষা করেন। রাজা যশোবন্ত দারার সহিত মিলিত হইবার জন্য যোধপুর হইতে ২০ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছিলেন, মির্জা-রাজ এই সংবাদ পাইয়া পথ হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। দারা তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য দেবচাঁদ নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ছইবার ও সফীরশেকোকে একবার রাজার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা বাকজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাদিগকে ভোকা দিয়া ভুলাইলেন।

সাহায্য-বিরহিত হইয়া তিনি আজমীরের পক্ষতয়ালা অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। পার্শ্বত্যাগ পথ সকল পাথর ফেলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। মধ্যে মধ্যে বন্দুকধারী ও কামান রাখিয়া আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া নিজে মধ্যস্থলে রহিলেন। অরঙ্গজেব সংবাদ পাইয়া নিজ দলের কামান পাঠাইয়া দারার এই বাহু ভাঙিতে আদেশ দিলেন। তিন দিন ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু দারার সৈন্য-সমাবেশ অতি নিপুণতার সহিত হইয়াছিল, স্তত্রাং বিপক্ষদল বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। দারার লুক্কায়িত সৈন্য হঠাৎ সম্মুখীন হইয়া আক্রমণকারীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া লুকাইল। পর দিন অরঙ্গজেব নিজ সেনাপতিবৃন্দকে ডাকিয়া উৎসাহিত ও সম্মান সংবর্দ্ধনার লোভ দেখাইয়া বামূনের জমীদার রাজা রাজরূপকে প্রথমক্রমণের ভার দিলেন। রাজা রাজরূপ এক দল সাহসী পদাতি লইয়া দারার সৈন্যবাহুর পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র পর্বতশিখরে গিয়া মোগল-সম্রাটের পতাকা উঠাইলেন। দারার সেনাপতির ভাবেন নাই যে, এই স্থানে আসিয়া শত্রুরা কোনদিন তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক, রাজা রাজরূপ এইরূপে পশ্চাৎগে উপস্থিত হইয়া শাহ নবাজ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শাহ নবাজের দলের সমুখভাগ সেখমীর ও আফগান বীর দিলীর খাঁ কর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরাস্ত হইলেন এবং জামাতৃযুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার অপমানে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

দারা পরাজয় ও শাহ নবাজের পতন শুনিয়া একবারে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়িলেন ও পুত্র সফীরশেখো, ফিরোজ মেঘাতী ও কতিপয় অন্তঃপুরচারিণীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কতকগুলি অল্পভার বহু মূল্য মণিমাণিক্য ভিন্ন তিনি আর সমস্তই ফেলিয়া আশ্রয়স্থানের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। রাজি ৩ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেলে অরঙ্গজেব শুনিলেন দারা পলাইয়াছেন। তখনও দারার অগ্রবর্তী সৈন্যের কোন কোন দল যুদ্ধ করিতেছিল। রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া দারার পশ্চাৎগত হইলেন। দারা পাঁচ ক্রোশ চলিয়া গেলে তাঁহার ভ্রাতাবর্গ পরস্পর বিবাদ করিয়া দারার পরিত্যক্ত ধনরাশির মধ্যে যে যাহা পাইল, সে তাহাই লইয়া সরিয়া পড়িল। যে সকল খোজা জীলোকদিগের রক্ষার্থ ছিল, তাহারা লুণ্ঠনকারীদিগকে বলে না পারিয়া কেবল জীলোকগণকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইল। লুণ্ঠকেবা কিন্তু জীলোকদিগের মণিমাণিক্যাদি ও গাভাস্তরণ

অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে হস্তীতে চড়াইয়া দিয়া তাঁহাদের উষ্ট্রগুলি লইয়া মক্কাভূমির মধ্য দিয়া পলায়ন করিল। খোজাগণ হস্তীসহ রমণীদিগকে লইয়া দেড় দিন পরে দারার সহিত মিলিত হইল। ভ্রাতাবিরহিত, জব্যাক্তি লুণ্ঠিত ও অপদস্থ দারা একদল কুক্ক, বিষম, ক্লিষ্ট, অত্যাচারপীড়িত জীলোক লইয়া মক্কাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ৮ দিনে আশ্রয়-বাগে উপস্থিত হইলেন। সহরের প্রধানগণ অরঙ্গজেবকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়া দারাকে নগর প্রবেশ করিতে বাধ্য দিল। ভাণ্ডারভর্তি দারা সেখানেই এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া নগরাস্থিকারের আশা বিসর্জন দিয়া সহরের ছইক্রোশ দূরে কারি নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানে হৃদ্যন্ত কোলসর্দার কাজি তাঁহার সহায়তা করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গুজরাটের ভিতর দিয়া কচ্ছের সীমায় পহুঁছাইয়া দিল। কচ্ছের জমীদার ইতিপূর্বে দারাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবার তাহা করিলেন না। পূর্বে তিনি দারার ভাগ্য পরিবর্তনের সন্দেহে নিজের ভবিষ্যৎ শ্রীবুদ্ধির আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ভাগ্যহীন দারার নিকট কোন আশা নাই দেখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্যাস্ত করিলেন না। দারার চক্ষু বিগলিত হইল; তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তরে প্রস্থান করিলেন।

যে এতদিন এত হৃদ্যশায় ও তাঁহার সঙ্গে ছায়ার মত ছিল, সিদ্ধ প্রদেশের সীমায় পৌঁছিলে সেই ফিরোজ মেঘাতী দেখিল, হৃদ্যগা আর দারাকে ছাড়িবে না। সেও বৎস তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিল। দ্বারা বৎস পুত্রমাত্র সহায় হইয়া আবিমান নামক স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখানকার মক্কাভূমির দস্যুরা তাঁহাকে ধরি করিবে বলিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দারা মক্কাশি জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ জাতির সর্দার মির্জা মক্কাশি তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং তাঁহাকে লোক দিয়া ১২ দিনের পথ দূরে কান্দাহারে পাঠাইয়া দিতে চাহিল। মির্জা মক্কাশি তাঁহাকে ইরান (পারস্য) যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু তখনও দারা দিল্লীর সিংহাসনের স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কচ্ছের অন্তর্গত দাদকের জমীদার মালিক জিবানের নিকট যাইতে চাহিলেন। এই ব্যক্তি দারার নিকট অনেক বিঘ্ন কৃতজ্ঞ ছিল। দারা উপস্থিত হইলে এই অতিথিহীনকারী নরপত্ত তাঁহাকে খালংগে লইয়া গেল। এখানে হুইল অবস্থতির পর তাঁহার পত্নী নাদিরাবেগম ও কজা হুইল পরবেল হৃদ্যশায় হুশিয়ার আমায়র মোগাকাত বৎস

কালকবলিত হইলেন। এইবার কচ্ছে প্রবেশকালে তাঁহার নিজের নিযুক্ত গুল মহম্মদ নামক স্ত্রাট ও বরোচের শাসনকর্তা ৫০ জন অখারোহী ও আড়াইশত বন্দুকধারী লইয়া দারার সহিত মিলিত হন ও বরাবর এগর্যাক্ত সঙ্গে ছিলেন। এখন হুংখের পর হুংখ, বিপদের পর বিপদ, নিরাশার পর নিরাশা ভোগ করিয়া দারা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীবিহিত হইয়া এই গুল মহম্মদের হস্তে ত্রীকঙ্কার মৃত দেহ সমর্পণ করিয়া লাহোরে পাঠাইয়া দিলেন। বিপদের সময় এক মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে দূরে পাঠাইয়া অক্লেশে ভ্রতা ও অকর্মণ্য খোজামাজ লইয়া দারা সেই স্থানেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে মালিক জিবানের সহায়তর তিনি ইরানে যাইতে প্রস্তুত হইলে মালিক উদ্যোগ করিল, কিন্তু কৃতজ্ঞতা বিসর্জন দিয়া সে ত্রীকঙ্কার আশা আপাততঃ গোপন রাখিয়া দারার সহিত অগ্রসর হইল। কিয়দূর গিয়া সামান্য অছিলা করিয়া স্বীয় ভ্রাতার অধীনে একদল বদমায়েস লোক রাখিয়া চলিয়া আসিল। এই ব্যক্তি দারার সহিত কিয়দূর গিয়াই হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ ও বন্দী করিল। তৎপরে সফীরশেকো এবং অন্যান্য লোককেও বন্দী করিয়া জোষ্ঠের নিকট আনিয়া দিল। মালিক জিবান্ এই সংবাদ রাজা জয়সিংহ ও বাহাদুর খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিল। বাহাদুর খাঁ ভক্তরের শাসনকর্তাকে এই সংবাদ শীঘ্র অরঙ্গজেবকে লিখিতে বলিলেন, ভক্তরের শাসনকর্তা বাকের খাঁ যথাকালে সস্ত্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, বাহাদুর খাঁও পাঠাইলেন। অরঙ্গজেব উভয় স্থান হইতে সংবাদ পাইয়া বিশ্বাস করিলেন এবং ঢোল বাজাইয়া এই সংবাদ রাষ্ট্র করিলেন। সাধারণে সকলেই মালিক জিবানের বিশ্বাসঘাতকতার চটয়া নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু দরবার হইতে সে ২০০ অশ্ব উপহার এবং এক হাজারী মনসবদারের পদ প্রাপ্ত হইল।

এই সময় শুলেমানশেকো ত্রীনগররাজের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজা রাজরূপ সস্ত্রাটের আদেশবর্তী হইয়া ত্রীনগররাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি শুলেমানকে আশ্রয় দেওয়াতে সস্ত্রাট জুড় হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। ইহার পরিণাম বাহা হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে বাহাদুর খাঁ দারাদেশকো ও সফীরশেকোকে লইয়া সস্ত্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সস্ত্রাট আদেশ দিলেন যে পিতাপুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হাকীতে চড়াইয়া নগরের সমস্ত বাজারে ঘুরাইয়া পুরাতন দিল্লীর খিজিরাবাদ নামক স্থানে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। বাহাদুর খাঁ বন্দীদ্বয়কে লইয়া আসায় যথেষ্ট সম্মান ও পুরস্কার পাইলেন।

মালিক জিবান্ ইহার পর বক্তব্যর খাঁ নাম লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পথে চলিবার সময় বাহাদুর মনে মনে দারাকে ভালবাসিত, তাহার ও সাধারণ লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার গাজে কাদা ঢেলা মারিতে লাগিল, গালি দিতে লাগিল, শেষে তাহাকে খুন করিতে উত্তত হইল। প্রস্তর-ঘাতে তাঁহার অস্থিরেরা অনেকের মারা পড়িল। মালিক গতিক বুঝিয়া ঢাল চাপা দিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। মালে রাজপ্রাসাদে গিয়া আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। কোতরাল আসিয়া তাঁহার অস্থিরবর্গকে উদ্ধার করিল। অস্থিরদ্বানে প্রকাশ পাইল যে, হৈবত খাঁ নামক একজন আহম্মদী (রক্ষক) এই গোলমালের সূত্রপাত করে। তাহার শিরচ্ছেদ হইল।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষে (১০৬৯ হিজিরার জেলহজ্জ) দারাদেশকোর বিনাশের আদেশ হইল। বাবহার-জীবদিগের মতে তিনি ধর্মবহির্ভূত, অনাচারী ও কাকের-দিগের সহবাসী ও তাহাদের আচারানুষ্ঠান বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রানুসারে অপরাধী বলিয়া স্থির হইল। তাঁহার শিরচ্ছেদ হইলে তাঁহার ছিন্নদেহ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার মধ্যে স্থাপিত করিয়া নগর ভ্রমণ করাইয়া হামায়ুন বাদশাহের কবর পার্শ্বে সমাধিত করা হইল। সফীরশেকো গোয়ালিয়র জর্গে বন্দী রহিলেন।

হিন্দুবদ্ধ মোগল সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী দারাদেশকোর এইরূপে অন্ত হইল।

পূর্বেই লেখা হইয়াছে, দারাদেশকো একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যজগতে তিনি 'কাবিরি' নামে খ্যাত। তিনি 'সফীনৎ উল্ আউলিয়া' নামে মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম একীকরণ মানসে 'মজমা উল্ বহরইন্' নামে একখানি উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ, ১০৬৩ হিজিরায় 'মুত্তাখ্ শাহনামা', 'হসনাৎ উল্ অরফীন্', 'রিসালা হক্‌নামা' প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পারস্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ফকীর মোলানার মুখে বেদের সার উপনিষদের পরিচয় পাইয়া কান্দী হইতে সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রধান পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখে উপনিষদের বাখ্যা শুনিয়া ৬ মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া ১০৬৭ হিজিরায়

(১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) টিগলীসহ পারস্ত ভাষার সমস্ত প্রধান উপ-নির্ঘদ অম্ববাদ করিয়া প্রচার করেন।

ফরাসী পণ্ডিত মুলো আঁকতাই ছপেরো উক্ত অম্ববাদিত উপনিষৎগুলি আবার ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই ফরাসী অম্ববাদ দেখিয়াই উপনিষদের উক্ত তত্ত্ব যুরোপীয়দিগের নিকট সমীচীন হয়। দারার পক্ষপাতশূন্য ধর্মমত শুনিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিতেন। কাত্র (Catrou) লিখিয়াছেন, যে দারা যুক্ত্যালে খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বী ছিলেন। উপনিষৎগুলির ভূমিকায় দারা বেদের ও কোরাণের আলোচনা করিয়া অতি সুন্দর কথা লিখিয়া গিয়াছেন *।

দারা নিজে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পাইবার জন্য কেবল কোরাণে নির্ভর করিতেন না, তিনি হিন্দুর বেদোপনিষদাদি, খ্রীষ্টানের বাইবেল প্রভৃতিও পাঠ করিতেন। উপনিষদের ভূমিকায় তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। তিনি এই ভূমিকায় অল্প ধর্মকে নিন্দা করা বা স্বর্ণা*কর্য যে

* ইংরাজী অম্ববাদ প্রদত্ত হইল—“Happy is he, who having abandoned the prejudices of vile selfishness, sincerely and with grace of God renouncing all partiality, shall study and comprehend this translation which is to be denominated ‘mighty secrets’, knowing it to be a translation of the words of God, he shall become unperishable and without dread and without solicitude, and eternally liberated.”

(a) ‘And whereas the views of this seeker of plain truth were directed to the origin of the being, in Arabic language, and the Syriac, and the Chaldaic, and the Sanskrit, he was desirous to comprehend these *Opnekhata*, which are a treasury of monotheism and in which the proficients, even among that tribe, were become very rare by translating without any worldly motives in a clear style word for word.”

(b) And whereas the holy *Koran* is almost totally mysterious, and at the present day the understanders thereof are very rare, he (Dara) was desirous to collect into view all the heavenly books, that the very word of God itself might be its own commentary; and if in one book it be compendious, in another book it might be found diffusive, and from the detail of one, the other might be comprehensible, he had therefore cast his eyes on the books of Moses, and the Gospels, and the Psalms and other holy pages.”

† “And it is also known out of the holy *Koran* that there is no tribe without a prophet and without a Bible and from sundry passages therein it is proved, that God inflicts no punishment on any tribe until a Prophet hath been sent to them and that there is no country wherein a religion accompanied with prophecy hath not been placed,”

কোরাণেরও অনভিমত তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন †। তাহার প্রণীত পারস্ত ভাষার রচিত অথর্ববেদোক্ত কল্পতরু অতি সুন্দর।

দারি (ত্রি) দৃ-গিচ্ ইন্। দারক।

দারিক্রা (ক্রী) দারক টাপি অতইৎ। কত্।

“অরিষ্টং বৃষভং কেশিং পুতনাং দৈত্যদারিকায়।”

(হরিবংশ ৪১।১৫২)

দারিকাদান (ক্রী) দারিকায় দানং। কত্। দান, কত্। কাকে সংপাত্তকরণ।

দারিকেশ্বর, বাঙ্গালার অন্তর্গত বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার একটা নদ। মানভূম জেলায় তিলাবনি পাহাড়ের নিকট এই নদ উৎপন্ন হইয়া পূর্বদক্ষিণাভিমুখে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়া ভাগীরথীর মোহানায় পতিত হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার স্রোত পূর্বমুখে এবং দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়া সহরের ৩ মাইল পূর্বে দারিকেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ধমান জেলা দিয়া গমনকালে দারিকেশ্বর ভার-জুলি ও আমোদর নামক আরও দুইটা উপনদের সহিত মিলিত হইয়া বর্ধমানতরঙ্গে প্রধানতঃ দক্ষিণপূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। তাহার পর ইহা হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যসীমা দিয়া মোহানা পর্যন্ত গিয়াছে। বর্ধমান জেলা হইতে বহির্গত হইবার পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া রূপ-নারায়ণ হইয়াছে। প্রাচীন মাইলে ইহার প্রাচুর্য্য দামোদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নূন হইলেও ইহাতে দামোদরের ত্রায় অনেক সময় হড়পা বাণ পড়িয়া থাকে। এই হড়পা বাণ প্রায় ৪।৫ ফিট উচ্চ জলের প্রাচীরের ত্রায় নদী ও-রূপ পূর্ণ করিয়া ভীষণ বেগে সহসা আগমন করে এবং মহত, গত, পাকী, বোড়া প্রভৃতি যাহা সমুদ্রে পড়ে সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। কামিনীগণ সলিল পার্শ্বে বালুকোণরি কলস রাখিয়া শ্রান করিতেছে, এমন সময় পহসা কল কল গুল্লীর নিনাদে ভীষণ বেগে হড়পা আসিল, রমণীগণ শশ্বাতে রুদ্ধ হইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে বাণ আসিয়া, পড়িল, কুণ্ড সহিত তাহার ভাসিয়া চলিল,—এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে।

বর্ষাকালে কখন কখন ইহাতে দুই তিন দিন পর্যন্ত এমন বজ্রা থাকে, যে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। নদী মধ্যে যাহা স্থানে বড় বড় পাথর আছে। উহাকে নৌকাদি লাগিলে

† See “Historical Fragments of the Moghul Empire,” pp. 240—250.

ভাদ্রিয়া যায়। বর্ষা ভিন্ন অল্প সময় ইহাতে অধিক জল থাকে না। গ্রীষ্মকালে নদীর অধিকাংশ স্থানেই বালুকাময় গর্ভে পরিণত হয়। বালুকা খনন করিলে পর জল পাওয়া যায়। তবে ইহাতে অনেক স্থানে বস্তুর সময় স্রোত-বেগে বালুকারাশি অপসৃত হওয়ায় গভীর ও বহুদীর্ঘ দহ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দহে গ্রীষ্মকালেও প্রচুর জল থাকে। দারিকেশ্বরে নৌকাদি দ্বারা প্রায় বাণিজ্যাদি হয় না। ছই চারিটা বড় বড় কাঠ সময় সময় বর্ষাকালে মানভূম হইতে ভাসাইয়া পূর্বদিকে আসা হয় মাত্র। ইহার তীর অতিশয় উর্বরা। বর্ধমান ও হুগলীজেলার বস্ত্রাভ্যুনিবারগাথ ইহার তীরে বাধ আছে।

দারিত (ত্রি) দার্ব্যতে স্মৃতি দৃ-ণিচ্ ক্ত। কৃতদারণ। পর্যায় ভিন্ন, ভেদিত, বিদারিত, ভাঙিত।

‘বংশনানেনব মুক্তস্ত সগরেন মহাশ্মনা।

গাম দুঃখাং তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী।’ (ভারত ৩।১০।৭।৪২)

রিদ্রা (ক্ৰী) দরিদ্রস্ত ভাবঃ দরিদ্র-শ্যন্। দরিদ্রতা, অকিন্তনতা, ধনাদিরাহিত্য।

‘সুখং হি দুঃখাভ্যমুভয় শোভতে বনাদিকারেণিবি দীপদর্শনং।

সুখাত্মা যো যাতি নরো দরিদ্রতাং

যতঃ শরীরেন মৃতঃ স জীবতি।’ (মৃচ্ছকটিকঃ)

দুঃখামুভব করিয়া সুখ শোভা পায়, বাহারা সুখ হইতে দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা মৃতকর হইয়া জীবন ধারণ করে। এক দরিদ্র্য অনন্ত দুঃখদায়ক, গুণবান লোকসমুহও দরিদ্র্য দশ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সকল গুণরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রিল, বংশ শব্দার প্রোপোজ। ইনি অথর্ববেদীয় কৌশিক-শব্দের টীকা রচনা করেন।

রী (জী) দারয়তি পদন্তলমিতি দৃ-ণিচ্-ইন্ (সর্ধধাতুভ্য। উৎ ৪।১১৮) ততো জীয্। ক্ষুদ্ররোগ নিশেষ, এই রোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, বাহারা দ্রব্রজে অধিক গমন করে, তাহাদের বায়ু কুপিত হইয়া বস্ত্র রুদ্ধ হয় এবং পরে পাদন্তল বেদনার সহিত বিদারিত হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে দারীরোগ কহে।

‘পরিক্রমণশীলস্ত বায়ুরতীর্থরুদ্ধয়োঃ।

পাদয়ো কুরুতে দারীঃ সন্ধজাঃ তলসংশ্রিতাঃ।’ (ভাবপ্রঃ)

দারী চিকিৎসা—পাদদারীরোগে শিরাবোধপূর্বক রক্ত-শোধন এবং মেহ শোধন ও প্রলেপদ্বারা চিকিৎসা করিতে ইবে। মোম, ছাগাদির বসা ও মজ্জা, ঘৃত ও ঘবক্ষার এই কল মিলিত করিয়া তদ্বারা মুহুঃমুহুঃ প্রলেপ দিতে হইবে।

বিশেষ কিছু উক্ত না থাকায় বসা ও মজ্জা স্থলে ছাগাদিরই গ্রহণীয়। মদনপালের মতানুসারে মেদ, বসা ও মজ্জা, অমৃতস্থলে গ্রাম্য ও অনুপজাতির গ্রহণ করিবে। ধূনা, জৈরুব ও লৌহ এই সকল ঘৃত ও মধুর সহিত মছন করিয়া সার্বপ তৈল মিশ্রিত করিয়া পাদদ্বয়ে প্রক্ষেপ করিলে দারীরোগ নষ্ট হয়। মোম, শিলারস, ঘৃত, গুড়, গুগ্গলু, ধূনা ও গেরিমাটি, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী দূর হয়। ধুতুরাবীজের মূল, কক এবং মানকচুর ক্ষার জল দিয়া সার্বপ তৈলে পাক করিয়া পাদদ্বয়ে প্রক্ষেপ করিলে পাদদারী ভাল হয়। (ভাবপ্রঃ)

দারু (পুং ক্ৰী) দীর্ঘাতে ইতি দৃ-উণ্ (দৃসনিজনীতি। উণ্ ১।৩) ১ কাঠ। ২ পিত্তল। ৩ দেহদারু। ৪ শিরী। ৫ দারক।

(ত্রি) দা-দানে দো খণ্ডনে বা কু। ৬ দানশীল। ৭ খণ্ডনশীল।

দারুক (ক্ৰী) দারু স্বার্থে কন্। ১ দেবদারু। (পুং) ২ কৃষ্ণের সারথি, ইনি অত্যন্ত কৃষ্ণতন্ত ছিলেন। দারুক শব্দজাহরণের সময়ে যাদবদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবার ভয়ে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাকে বন্ধন করিয়া নিজ রথে লইয়া অতীষ্টস্থানে গমন করুন। ‘আমি যাদবদিগের বিপক্ষে রথ চালাইতে পারিব না। ইনি ক্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুনকে কৃষ্ণ সমীপে আনিয়া কৃষ্ণের নিদেশ বলিয়া অরণ্য আশ্রয় করেন। (ভাগঃ ভারত) ৩ যোগাচার্য্য বিশেষ, ইনি মহাদেবের অবতার স্বরূপ।

‘অটামালী চাট্টহাসৌ দারুকৌ লাদলী তথা।’ (বায়ুসং ২।১০।৪)

দারুকচ্ছ (পুং) দেশভেদ। (ত্রি) তত্র ভবঃ কচ্ছান্তদেশ-বাগিহাং বুৎ। দারুকচ্ছক, দারুকচ্ছদেশভব।

দারুকদলী (জী) দারুবৎ কঠিনা কদলী। ১ বনকদলী। ২ কাঠকদলী। কাঠকলা। (রাজনিঃ)

দারুকা (জী) দারুণা কাঠেন কায়তি কৈ-ক, টাপ্। কাঠমরী জী, কাঠের পুতুল। পর্যায়—পত্রিকা, দারুজী, শালভজিকা, শালভজী, শালাকী, দারুপুত্রিকা, কুরুজী, দারুগর্ভা। (হারাবলী)

দারুকাবন (ক্ৰী) বনময় তীর্থভেদ।

দারুকি (পুং) দারুকস্ত অপত্যং ফিৎ। দারুকের অপত্য।

দারুকেশ্বর (পুং) শিব লিঙ্গভেদ। (শিবপুঃ)

দারুকেশ্বরতীর্থ (ক্ৰী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুগন্ধা (জী) চীড়ানামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিঃ)

দারুগর্ভা (জী) দারুময়ো গর্ভো যথাঃ। দারুময় জী।

দারুচিনি (জী) স্নানমথ্যাত গুড়দ্রব্য ভাবপ্রকাশের মতে—ইহার পর্যায় স্বকৃষ্ণ ও দারুসিতা। শব্দরত্নাবলী মতে—পর্যায় স্বতকট, ভূক, স্বকপত্র, বরাজক, স্বক, চোল,

পত্র, দল, স্তম্ভবন্ধন, উৎকট, চোচ, শুভ্রকৃৎ। বাঙ্গালায়
দালচিনি, পঞ্জাবে কিরফা বা দারচিনি, বোম্বাই অঞ্চলে
তাজ, দলচিনি বা তিথি, তৈলঙ্গে 'দারলিঙ্গ', লবঙ্গপত্র,
সয়লবঙ্গপত্র, দ্রাবিড়ে করুবা, কর্ণাটে দলচিনি বা লবঙ্গপত্রে,
সিংহলে রসু, কুরুম্মু, আরবী দারসীনি, কিরফা, শৈলানিয়া;
পারসী দারচিনি বা তলিখাছে। [শুভ্রকৃৎ দেখ।]

সিংহলের বনজঙ্গলে দারুচিনির গাছ আপনাপনি যথেষ্ট
জন্মে, সিংহলের পশ্চিম উপকূলেও এই গাছের চাষ আছে।
দাক্ষিণাত্যে ও তেনসরিম প্রদেশেও দারুচিনি গাছ হইতে
দেখা যায়। (Cinnamomum zeylanicum) বাইবলের
আদি পুস্তকে এই দারুচিনি Kinnemon নামে বর্ণিত হই-
য়াছে (Exodus XXX, 20.)

বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর দারুচিনি প্রচলিত, সিংহলের
দারুচিনি ও চীনের দারুচিনি। চীনের দারুচিনি অতি
নিকট।

সিংহল, চীন, শ্রাম, কোচীন চীন ও যবদ্বীপ হইতে
প্রধানতঃ দারুচিনি রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত সিংহলের দারু-
চিনিই বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদেশে রপ্তানী ও আদৃত
হইয়া আসিতেছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে (ওলন্দাজদিগের আধি-
পত্য কাল পর্য্যন্ত) সিংহলে সর্বদানে বস্তাবস্ত্র দারুচিনি
গাছ জন্মিত, তখনও কেহ দারুচিনির চাষ করিত না। নরম
জমি হইতে যে দারুচিনি পাওয়া যাইত, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং
তাহাই গরম মসলার জন্ত যুরোপ প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত।

গাছের ছালই বঙ্গদেশে দারুচিনি বা দালচিনি নামে
খ্যাত। সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে যাহারা 'ক' সংগ্রহ করে,
তাহারা সচরাচর ৯ প্রকার দারুচিনির কথা উল্লেখ করিয়া
থাকে—১ নুগ, ২ কর্পূর অর্থাৎ কর্পূরযুক্ত, ৩ কহতে বা
ধারক, ৪ সবেল অর্থাৎ আটাল, ৫ ডবুল অর্থাৎ ডব্বক,
৬ নিকা অর্থাৎ বস্ত্র, ৭ মাল অর্থাৎ ফুলওলা, ৮ ভোপা অর্থাৎ
তেপাতা এবং ৯ বে কুরুম্মু অর্থাৎ উইধরা দারুচিনি।

দারুচিনিগাছের শিকড়ে কর্পূর এবং ভিতরের ছাল, পত্র
ও মূল এই তিন স্থান হইতে তিনপ্রকার তৈল পাওয়া যায়।
সিংহলে ও ইংলেণ্ডে ছাল চৌয়াইয়া শতকরা অর্দ্ধ বা এক
ভাগ তৈল প্রস্তুত করে। এই তৈল দেখিতে সোণার মত,
তাহাতে দারুচিনির মিষ্টতা, সুগন্ধ এবং অল্প পোড়া গন্ধ
থাকে। ইহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। পাতায় তৈল হয়,
তাহার গন্ধ লবঙ্গের মত। সিংহল হইতে তাহা 'লবঙ্গ-
তৈল' বলিয়াই রপ্তানী হয়। ইহা দেখিতে কটা ও আটাল।
মূল হইতে যে তৈল হয়, তাহা দেখিতে পীতবর্ণ, ইহা জল

অপেক্ষা হালকা। ইহা কর্পূর ও দারুচিনির গন্ধবিশিষ্ট এবং
উগ্র কর্পূরস্বাদযুক্ত। এই গাছের ফল হইতেও পুষ্কালে
এক প্রকার তৈল হইত, এখন আর এ তৈল পাওয়া যায় না।

যুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে দারুচিনির গুণ সুগন্ধ,
উত্তেজক, বায়ুনাশক, উদরায়ান, উদরশূল, অস্ত্রের আচ্ছাদ-
নক পীড়া, বলহারক উদরাময়, পাকস্থলীর প্রদাহ, বৃক্ক-
ধিক্য প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। দন্তশূল ও তিসার
পক্ষাঘাতে ইহা অতিশয় ভেজকর। আমাশয় রোগেও ২০
গ্রেণ দারুচিনির গুড়া প্রয়োগে অনেক সময় উপকার দর্শে।
দারুজ (ত্রি) দারুগো জায়তে জন-ড। ১ মর্দল বাজতে,
মাদল। ২ কাঠনির্মিত। "আসনং প্রথমং দস্তাং গোলম
দারুজমেব বা।" (কালিকাপুঃ ৬৭ অঃ)।

দারুণ (পুং) দারয়তীতি দৃ-ণিচ-উনন্ (কুব্ধারিত্য উনন্।
উণ ৩৫৩) ১ চিত্রক বৃক্ষ, চিতা গাছ। ২ ভয়ানক রস।
৩ ভয়ানক, ভীষণ, হংসহ। ৪ ভয় হেতু। "দুদয়কুব্ধ-
শোবী দারুণঃ দীর্ঘশোকঃ।" (সাহিত্যদঃ)। ৫ রৌদ্রদগ্ধ
নক্ষত্রগণ। ৬ বিদারক। ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪২৭৪)

দারুণক (ক্লী) দারুণবৎ কার্যতীতি কৈ-ক। মস্তকজাত বৃ-
ক্ক রোগবিশেষ, খুস্কী, হিন্দী ক্লী। বায়ু ও কফ কুপিত হইয়া
মস্তকের কেশস্থল আশ্রয় করে, ইহাতে কেশভূমি কণ্ডুক
কৃষ্ণ ও ককশ অর্থাৎ উপরিভাগের বন্ধ শুষ্ক হইয়া উঠে,
এইরূপ হইলে তাহাকে দারুণক কহে। ইহার চিকিৎসা-
পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায় ও সৈন্ধব এই গুল
মধুরাগ্নিহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দারুণক
রোগ নষ্ট হয়। আম্রবীজ ও হরীতকী সুমভাগে হুৎ গো
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ নষ্ট হয়। গুল-
ফলের কঁক এবং ভুজরাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া
প্রয়োগ করিলে কণ্ডু ও দারুণক কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্রঃ)

দারুণতা (ক্লী) দারুণস্ত ভাবঃ দারুণ-তল, ত্রিয়ার টাণ্ড।
দারুণের ভাব, কঠোরতা।

দারুণা (ক্লী) তিথিতেদ, অক্ষয়তৃতীয়া।

"তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞা যা দারুণা সা প্রকীৰ্ত্তিতা।" (বৃতি)
২ নশ্বদাখণ্ডাধিষ্ঠাতৃদেবীভেদ। (শঙ্করাচার্যঃ)।

দারুণান্ন (ত্রি) দুরাশ্রা, কঠোর হৃদয়।

দারুণ্য (ক্লী) ১ কারুণ্য। ২ উগ্রতা, কঠোরতা, ভীষণতা।

দারুণতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

দারুণিশা (ক্লী) দারুপ্রাধান্যে নিম্না হরিজা। দারুহরিজা।

দারুপত্রী (ক্লী) দারুণঃ দেবদারুণঃ পত্রমিব পরমদ-
ভীপ। হিম্বপত্রী।

দারুপাত্র (ক্লী) দারুণঃ পাত্রঃ, বা দারুনির্মিতং পাত্রঃ।
কাষ্ঠজাধারাদিপাত্র। দারুপাত্র যতিগণের ব্যবহার্য।

“অলাবুঃ দারুপাত্রঞ্চ যুগ্মং বৈদলং তথা।

এতানি যতিপাত্রাণি মমুঃ স্বায়ত্ত্ববোধব্রবীৎ॥” (মমু)

দারুপীতা (স্ত্রী) দারুণা ক্রাঠেন পীতা, কাষ্ঠপ্রধানদ্বাং
তথাৎ। দারুহরিদ্রা।

দারুপুত্রিকা (স্ত্রী) দারুময়ী পুত্রিকা। কাষ্ঠপুত্রিকা, দারুকা।

দারুফল (পুং) ফল ও বৃক্ষভেদ। (Pistachio)

দারুজঙ্ঘা, জগ্নমাথ। [জগ্নমাথ, দেখ।]

দারুময় (ত্রি) দারুনির্মিতং দারু-ময়ট। কাষ্ঠনির্মিত।

দারুমেদ, বৃক্ষবিশেষ। (Tomex sebifera)

দারুমুখ্যাহারা (স্ত্রী) দারুমুখ্যঃ আহার্যতে স্পর্ধতে আ-হে
অহ্। গোধা।

দারুমুয়া (স্ত্রী) দারুপ্রধানা মুয়া। দারুমৌচাখ্যা বিব।

দারুযন্ত্র (ক্লী) দারুময়ং যন্ত্রং। কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রভেদ।

“অন্যতজ্জোহি পুরুষঃ কৰ্ম্যতে দারুযন্ত্রং।

কেচিদীশ্বরনির্দিষ্টাঃ কেচিদেব যদুচ্চয়া॥” (ভারত উঃ ১৫৮ অঃ)।

দারুবধু (স্ত্রী) দারুময়ী বধুঃ বধুপ্রতিমা দারুময়ী বধুরিব ত্বা।

১ কাষ্ঠপুত্রিকা। ২ কাষ্ঠময়ী স্ত্রীপ্রতিমা।

“জলবিন্দুমিন্দুমগিদারুবধুং” (মাঘ)

দারুবহ (ত্রি) দারু বহতি বহ-অহ্। দারুবাহক, যে কাষ্ঠ
বহন করে।

দারুসার (পুং) দারুসু সারঃ শ্রেষ্ঠঃ। চন্দন। (শঙ্কার্থচিঃ)

দারুসিতা (স্ত্রী) দারুণি সিত্তেব। দারুচিহ্নি, শুভঙ্ক।

“জ্যেঃ দারুসিতা স্বাবী তিত্তা চানিলপিত্তং।” (ভাবপ্রঃ)।

দারুহরিদ্রা (স্ত্রী) দারুপ্রধানা হরিদ্রা স্বনামথ্যাত বৃক্ষ

বিশেষ, (Curcuma xanthorrhiza) পর্যায়—পীতজ, কালৈয়ক, হরিজ, দারু, পচম্পা, পর্জনী, পীতিকা, পীত-

দারু, স্থিররাগা, কামিনী, কটকটেরী, পর্জনী, পীতা, দারু-

নিশা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, ককটিনী, দারু, নিশা,

হরিদ্রা। (শঙ্কবঃ) ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ব্রণ, মেহ,

কণ্ডু, বিসর্প, অগ্নদোষ ও চক্ষুদোষনাশক। (রাজবঃ)।

দারুহরিদ্রা হরিদ্রার তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা নেত্র-

রোগ, ক্লমরোগ ও মুখরোগনাশক। (ভাবপ্রঃ)

দারুহস্তক (পুং) হস্ত ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইব প্রতিকৃভে)।

পা ৫৩৯৬)। দারুণো হস্তকঃ। কাষ্ঠনির্মিত হস্ত, কাঠের

হাতা, পর্যায় তর্জী।

দারোগা (পারস্য) শান্তিরক্ষক কর্মচারিবিশেষ, ধানদার,

খলিশ আমলা।

দার্বসজ (ত্রি) দীর্ঘসজ্ঞে ভবঃ দীর্ঘসজ্ঞ-অণু ততো আভ্যচ আৎ
(দেবিকাশিংশপতি। পা ৫৩৯৬) দীর্ঘসজ্ঞাযোগেৎপর,
বহুদিন ধরিয়া যে স্বজ্ঞ করিতে হয় তৎস্বজ্ঞীয়।

দারজিলিং, ১ বঙ্গের লেক্টেন্যান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন রাজ-
শাহী-কোচবিহার বিভাগের উত্তরভাগস্থ একটা জেলা। অক্ষা°

২৬° ৩০' ৫০" হইতে ২৭° ১২' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৩' ০০"

হইতে ৮৮° ৫৬' ৩৫" পূঃ, নেপাল ও ভূটান রাজ্যের মধ্যে সিকিম-

রাজ্যভিষুখে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১২৩৪ বর্গ মাইল, লোক-

সংখ্যা ২২০৩১৪। তন্মধ্যে হিন্দু ১৭১১৭১, মুসলমান ১০০১১,

বৌদ্ধ ৪০৫২০, খৃষ্টান ১৫০২, জৈন ৮০, শিখ ২৭, পারসী

৩ জন। ইহার মধ্যে দুইটা নগর ও ৩৩১৭টা গ্রাম আছে।

এই জেলা দুইভাগে বিভক্ত—এক ভাগ পার্বত্য ও
অপর ভাগ তরাই। তরাই বা পার্বত্যের তলদেশকে এখানকার
লোকেরা মোরঙ্গ বলে। তরাই প্রদেশ অস্বাভাবিক।

এই জেলার সমতলক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০ ফিট মাত্র

উচ্চ, কিন্তু তাহার পার্শ্ব হইতেই গিরিমালা উঠিয়া ৬০০০

হইতে ১০০০০ ফিট উচ্চ শৃঙ্গ বিস্তার করিয়াছে। তাহার

পার্শ্বভাগ সমুজ্জল ভূয়ারমুণ্ডিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ

গিরিশৃঙ্গ ধবলগিরি ও কান্ধনজয়া ঐ ভূয়ারময় প্রদেশের

সহিত সম্মিলিত। এই পার্বত্য প্রদেশে ১২ হাজার ফিট

উচ্চ পর্য্যন্ত স্থানে শ্রামল ভূগাদি দৃষ্ট হয়। তাহার উপর

তালীশপত্র জাতীয়, তাহার নিম্নে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি

এবং সমতলের নিকট মূল্যবান শালবৃক্ষ জন্মে।

তরাই অংশে পূর্বে মালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রচণ্ডতা

ছিল, মেচ, ধীমাল ও কোচেরা অঙ্গল পোড়াইয়া জমি

পরিষ্কার করিয়া চাষবাস করিত। এখন চা ও কৃষির জন্য

অধিকাংশ বন অঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

বৃটীশাধিকৃত ভূভাগের মধ্যে এখানে সিঙ্গালীলা

পাহাড়টাই সর্বোচ্চ, ইহার অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে,

তন্মধ্যে কলালুম্ ১২০৪২ ফিট উচ্চ, সুবরগা ১০৪৩০ ফিট ও

তঙ্গলু ১০০৮৪ ফিট উচ্চ।

ইতিহাস। পূর্বে এই জেলা সিকিমরাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। গোখারাজ পৃথীনারায়ণ যে সময় প্রভূত বিক্রমে

নেপাল অধিকার করিয়া স্বরাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়া

ছিলেন, সেই সময় সিকিমরাজ্য রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃটীশ গব-

র্মেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার কএক বর্ষ পরে

নেপালের সহিত ইংরাজরাজ্যের যুদ্ধ ঘটে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে

নেপালরাজ পরাস্ত হইয়া বৃটীশ সেনাপতি সন্ ডেভিড

অস্তরলনির সহিত সন্ধি করেন। ঐ সন্ধিক্রমে সিকিম ও

তাহার দক্ষিণাংশ ব্রীটিশ শাসনাধীন হয়। ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট সিকিমরাজ্য প্রকৃত স্বত্বাধিকারীকে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে সিকিম ইংরাজের মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সীমা লইয়া নেপাল ও সিকিমে আবার বিবাদ উপস্থিত হয়। মেজর বয়েড গবর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবাদ মিটাইয়া দেন। এই সময় বয়েড সাহেব সিকিমরাজ্যকে জানাইলেন যে, গবর্নর জেনারেল দার্জিলিংয়ের জলবায়ু শুণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাকে দার্জিলিং অর্পণ করিলে তিনি প্রীত হইবেন। তদনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ্য দার্জিলিংয়ের পার্বত্যাংশ অর্থাৎ বড় রক্তিত নদীর দক্ষিণ, কালিয়াল, ক্বয়ী (বলাসন) ও ছোট রক্তিত নদীর পূর্ব এবং রংনাথ ও মহানন্দা নদীর পশ্চিম এই চতুঃসীমাবর্তী ভূভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। উক্ত বয়েড সাহেবই দার্জিলিং পাহাড়কাটা পথ প্রস্তুত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেন। রেলপথ হইবার পূর্বে এই পথ দিয়াই লোকে দার্জিলিং যাইত। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং আসিবার রেলপথে দ্বারে উক্ত পাহাড়কাটা পথ দেখা যায়। এখন ভূট্টারাই কেবল ঐ পথ ব্যবহার করে।

উক্ত পথ প্রস্তুত করিয়া বয়েড সাহেব সিঞ্চল পাহাড়ে সৈনিক শিবির নির্মাণ, ভূম্যদির বন্দোবস্ত ও বিচারালয়াদি স্থাপন করেন। তৎপরে তাহার মৃত্যু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজের নিকট হইতে ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট বলাসন ও ছোট রক্তিত নদীর পশ্চিমাংশ ও মেচী নদীর পূর্বাংশস্থিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই দার্জিলিং বন্দের রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অকর্ণধ্য যুরোপীয় সৈনিকগণের আশ্রয়বাস বলিয়া গণ্য হইল। এই সময়ে অনেকেই গ্রহাদি নির্মাণ কারণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। তখনও দার্জিলিং চার চার প্রচলিত হয় নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার হকার ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট ও সিকিমরাজ্যের আদেশ লইয়া দার্জিলিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাক্তার ক্যাম্বেলের সহিত সিকিমরাজ্যে গমন করেন। তাহার রাজমন্ত্রী ষড়যন্ত্রে ধৃত ও বন্দী হন। তাহাদের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য একদল ব্রীটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল। ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট সিকিমরাজ্যকে বর্ষে বর্ষে টাকা পাঠাইতেন, তাহাও বন্ধ করিলেন। এই সময়ে সিকিম তরাই লইয়া প্রায় ৬৪০ বর্গমাইল জমি ব্রীটিশ শাসনাধীন হইল। আবার ভূটান যুদ্ধের পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতানদীর পূর্ব পার্শ্ব সমুদায় পার্বত্য ভূভাগ দার্জিলিংয়ের

সামিল হয়। এখন সিকিমরাজ্যের সহিত ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের বেশ মিত্র ভাব। সিকিমরাজ্য দার্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিসনরের মত লইয়া সকল কর্ম করিয়া থাকেন। ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট রাজ্যের বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া এখন ১২০০০ টাকা স্থির করিয়াছেন।

আশ্রয়বাস বলিয়াই দার্জিলিংয়ের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ নদার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হওয়া অবধি বঙ্গবাসী যুরোপীয়দিগের নিকট সিমলাদেশ অপেক্ষা দার্জিলিংয়ের সুন্দর বাড়িয়াছে। এখন কেহ মনে করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাইতে পারেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং প্রথম চা বাগান হয়। অল্প দিন মধ্যেই এখানকার চা সর্বত্র আদৃত হওয়ার চা বাগানের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে লোকসংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার অপরাপর স্থানের স্থায় এখানেও আমন বা হৈমন্তিক এবং আউস বা ভাদই শস্ত উৎপন্ন হয়। তরাই প্রদেশে দিন দিন ধাতের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙ্গালী ও নেপালীরাই এখানে প্রধানতঃ হলচালনা করিয়া থাকে। পূর্বে বনজঙ্গল দগ্ধ করিয়া 'জুম' প্রণালীতে শস্তোৎপাদন অসভ্যজাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এখন এই প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পর্বত ও তরাই উভয় প্রদেশে 'হাল' ও 'পাটি' এই দুই প্রকার ভূমির মাপ প্রচলিত। যে পরিমাণ জমিতে যেক্রপ হল বা বলাদ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে হাল এবং যে পরিমাণ বীজ যত জমিতে বোনা হয়, তাহাকে পাটি কহে। এখন স্থানে স্থানে ইংরাজীমান প্রচলিত হইতেছে। তরাই অঞ্চলে এক একর জমিতে প্রায় ১২ মণ শস্ত উৎপন্ন হয়। তিব্বতানদীর পশ্চিমে গবর্নমেন্ট থার্মহলে প্রতিবৃহের উপর ৩ টাকা করিয়া কর ধার্য করিয়াছেন। কিন্তু দার্জিলিং সহর দার্জিলিং মিউনিসিপালিটির কর্তৃত্বাধীনে আছে। অধিবাসীদিগকে যথেষ্ট টেক্স দিতে হয়।

তরাই প্রদেশে ধাতের মূল্য অনেক সস্তা হইলেও দার্জিলিং সহরে ১১, ১২ টাকার কম ভাল চাউল পাওয়া যায় না। এই জেলায় এখন চা কৃষি ও চা বাগিচাই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার সমস্ত চা-বাগানই যুরোপীয় তত্ত্বাবধানে এবং যুরোপীয়দিগের মূলধনে চলিতেছে।

রেলপথে সুবিধা থাকায় এখানকার অধিকাংশ চাই কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই জেলায় ১৮৪৮

চাক্রে আছে। প্রায় ১৪ লক্ষ বিঘা জমিতে চা আবাদ হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় প্রায় ১৩২২৭০ মণ চা হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে সিন্কেণার চাষ আরম্ভ হয়। এই স্বল্প ওষধির আদর বৃদ্ধি হওয়ায় এখন চাষও বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে কুইনাইনের পরিবর্তে সিন্কেণা ব্যবহৃত হওয়ায় প্রতিবর্ষে এই সিন্কেণা হইতেই গবর্মেণ্টের লক্ষাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বজালা বড়বাগটে দার্জিলিংয়ের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এখানে দুর্ভিক্ষের স্রষ্টাপাত হইলেই পাহাড়ীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া গিয়া আশ্রয়লাভ করে। যে বার পোষ্যাসে ধাত্তের মূল্য বৃদ্ধি হয়, সে বারই লোকে ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে।

বাণিজ্য। এখন চাই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানকার লেপ্‌চারার একপ্রকার মোটা কাপাস বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, জেলাস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাহাই ব্যবহার করে। পাহাড়ীরা নানাস্থান হইতে বিক্রয়ার্থ চীনের পেয়াল, প্রবাল, অকৌকের বাটা ও পুতির মালা, ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া আসে। এখানকার ভূটিয়াদের প্রস্তুত দা ও লেপ্‌চাদের ছুরিকা বিখ্যাত। দার্জিলিং সহরে যুরোপীয়দিগের ব্যবহার্য ও বিলাসামুরূপ বিস্তর দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে মূল্য অপর স্থান অপেক্ষা মহার্ঘ্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এই জেলায় কয়লা, লৌহ, তাম্র ও অনেক স্থানে চূণ পাওয়া যায়।

তিব্বতে যাইবার পথে তিস্তা নদীর উপর একটা সুন্দর পৌহনির্মিত সেতু আছে।

এখন দার্জিলিং বিহার চর্চাও বেশ। দার্জিলিং সহরে তিব্বত ও ইংরাজী ভাষা শিখিবার জন্য গবর্মেণ্টস্কুল আছে। লেপ্‌চা প্রভৃতি জাতিতে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

২ উক্ত দার্জিলিং জেলার প্রধান নগর ও বঙ্গাগত যুরোপীয়গণের গ্রীষ্মকালের স্বাস্থ্যাবাস। অক্ষা° ১৭° ২৪' উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৮' ৩৬" পূঃ।

এই স্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এখানকার কোন কোন বৌদ্ধের মতে ইহার প্রাচীন নাম 'দার্জিলামা'। দার্জি নামে এক লামা এখানে বাস করিতেন। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বলিয়া ভূটিয়ারা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি প্রদান করিত, এখনও তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। সেই দার্জিলামা হইতে দার্জিলিং নাম হই-

য়াছে। আবার কোন কোন হিন্দুর মতে, দুর্জয়লিং নামক শিবের নাম হইতেই বর্তমান নামকরণ হইয়া থাকিবে। কালিকাপুরাণে এক দুর্জয়গিরির উল্লেখ আছে। বর্তমান দার্জিলিং হইতে কামরূপ পর্যন্ত গিরিমালা সম্ভবতঃ কালিকাপুরাণে দুর্জয়গিরি নামে বর্ণিত হইয়াছে। কেহ আবার দার্জিলিং শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করেন, দ=প্রস্তর, রঞ্জে=শ্রেষ্ঠ, লিং=স্থান বা প্রদেশ অর্থাৎ পবিত্র গুহা বা লামাদিগের চিহ্নিত স্থান। দার্জিলিংয়ের বর্তমান কাছারীর কিছু দূরে একটা গুহা (গুম্ফা) আছে, ভূটিয়ারা মধ্যে মধ্যে সেখানে আসিয়া মহাকালের পূজা করে। অনেক সন্ন্যাসীও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। ভূটিয়ারা বলে যে ঐ গুম্ফা দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসানগরী পর্যন্ত যাওয়া যায় ও লামাগণও ইহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করেন। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে, নেপালের ফুনসোলামগে নামক এক রাজার রাজত্বকালে এখানে লামাসরাই বা গুম্ফা নিষ্প্রতি হয় এবং লামাগণই 'দার্জিলিং' নামে অভিহিত করেন। এই নামেই এখন সমগ্র জেলা প্রসিদ্ধ। এক সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের উপর দার্জিলিং সহর অবস্থিত। তিনটা শৃঙ্গ ইহার সহিত সংলগ্ন; উহা হইতে নিম্নভাগ অতিশয় ঢালু। দার্জিলিং রেলওয়ে ষ্টেশন আছে; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাহাই ৭১৬৬ ফিট উচ্চ। কোন কোন ইংরাজের বিশ্বাস দার্জিলিং সহরে ও লণ্ডননগরে প্রায় একতাবেই শীত গ্রীষ্ম দেখা দেয়।

দার্জিলিংয়ের জলবায়ু ভাল বলিয়া এখানে দিন দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৭০১৮ জন লোকের বাস ছিল, কিন্তু গত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ১৪১৪৫ জন লোক স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৮৬, বৌদ্ধ ৩৬৫৭, মুসলমান ১৮৯৮, খৃষ্টান ৫২৪, শিখ ৫২, জৈন ২৮।

এখানকার এডেন্‌ সানিটোরিয়াম, কোচবিহার মহারাজার বাড়ী, ছোট লাটের প্রমোদ ভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, এ ছাড়া অনেক বড় বড় গির্জা ও মাঝারি বাড়ী এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি উজ্জ্বল আছে।

দার্জিলিংয়ের আশে পাশেও উল্লেখযোগ্য অনেক স্থান আছে। ৭৮৯৬ ফিট উচ্চ জলপাহাড়ের সুন্দর সৈন্তানিবাস, মহাকাল পাহাড়ের গুম্ফা, ভূটিয়াবাসিতে ভোটগ্রন্থসজ্জিত বুদ্ধমন্দির, লিবলে নূতন সৈন্তাশ্রয়নিবাস, এবং নগরের মধ্যে কাকঝোয়া জলপ্রপাত দেখিবার জিনিস। এই প্রপাতকে ইংরাজেরা ভিক্টোরিয়া ফল (Victoria fall) বলেন। প্রবাদ আছে, যে এখানে গোরীদেবী আসিয়া স্থান করিতেন।

স্বাস্থ্যকার জন্ত এখানে যেমন অনেকে আসিয়া থাকেন, এখন ব্যবসার উপলক্ষেও অনেক বণিক ও সামান্য দোকানদার সর্বদাই যাতায়াত করিতেছে। ছোট বড় অনেক দোকান বসিয়াছে।

এখানে প্রতি রবিবারে হাট হয়। এই দিনই সকলে সাত দিনের ব্যবহারোপযোগী জিনিস পত্র খরিদ করিয়া রাখেন। এখানকার জিনিস পত্র মহাৰ্থ্য। ভাল চাউলের মণ ১১.০ কি ১২.০ টাকা, এক সের ভাল মাধনের দাম ২০.০ টাকা, মংগের সের ১.০ টাকা, কাঠের কয়লার মণ ১০.০, কোককয়লার মণ ১৮.০। এখানে ভাল মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। এখানকার গোল আলু বড়ই সুস্বাদু।

দার্কচ্যুত (পুং) ১ দৃঢ়চ্যুতের অপত্য। ২ সামভেদ।

দার্ক্য (ক্ৰী) দৃঢ়ত্ব ভাবঃ দৃঢ়ত্বাৎ (বর্ণদৃঢ়াদিত্যঃ) য্যৎ চ। পা ৫।১।২২৩। দৃঢ়তা। “বাক্যাত্তপি যথাশ্রজঃ দার্ক্যায়োদাহরন্তি যো।” (পঞ্চদশী ৬।১০৪)

দার্ক্যেয় (ত্রি) দৃঢ়তী ভবঃ ঠক্। ১ দৃতিভব। ২ দৃতিভবস্থিত।

দার্ক্যুর (পুং) দার্ক্যুরঃ মৃৎপাত্রভেদঃ স্তদাকারোহস্ত্যন্ত শ্রজা-দিত্বাৎ ৭। ১ দক্ষিণাবর্ত শৃঙ্খলভেদ, যে শাখের দক্ষিণদিকে আবর্ত থাকে। (ক্ৰী) ২ লাক্ষা, লা, জো। ৩ জল। (ত্রি) দার্ক্যুরস্তদং অণ্। ৪ দার্ক্যুর সম্বন্ধী। ত্রিযাং ভীপ্।

“চালিতোশুরপুত্রোণ ভার্গবোহস্মিনসেন বৈ।

প্রবিষ্টো দার্ক্যুরীং মায়ামনাবৃষ্টিং চকার হ ॥” (হরিবংশ) এই স্থলে দার্ক্যুরী শব্দে রাক্ষসী।

দার্ক্যুরিক (ত্রি) দার্ক্যুরঃ মৃৎপাত্রভেদঃ শিল্পমন্ত ঠক্। মৃৎপাত্র ভেদকারক, কুলাল, কুমার। ত্রিযাং টপ্।

দার্ক্য (ত্রি) দার্ক্যস্তদং অণ্। কুশ সম্বন্ধী।

দার্ক্যায়ণ (পুং, ক্ৰী) দার্ক্য গোত্রাপত্যঃ দার্ক্য-কৃক্। দার্ক্যায়ির গোত্রাপত্য।

দার্ক্যি (পুং, ক্ৰী) দার্ক্য গোত্রাপত্যঃ ইক্। দার্ক্যায়ির গোত্রাপত্য।

দার্ক্যি (ত্রি) দার্ক্যে ভবঃ কৃষ্ণাদিৎ ৭। দার্ক্যভব, দার্ক্যোৎপন্ন।

দার্ক্যি (পুং) দেশভেদ, এই দেশ কৃষ্ণবিভাগের ঈশান দিকে বর্তমান কাশ্মীরে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।] (ক্ৰী) ২ তদ্রূপ নদীভেদ।

দার্ক্যিক (ত্রি) দার্ক্যেয়ু দার্ক্যজনপদেয়ু ভবঃ। বহুবচনার্থে বৃক্। দার্ক্যজনপদ ভব।

দার্ক্যিট (ক্ৰী) দার্ক্যেয় নিশ্চলস্তয়া নিরুপগীরবিষয়নিশ্চলার্থঃ অটন্ত্যত্র অট বৎকথং-ক। : চিত্তাগ্রহ, মন্ত্রগ্রহ, চিত্তা এবং মন্ত্রণা করিবার জন্ত গ্রহ।

দার্ক্যি (পুং) দার্ক্যৎ কঠিনং অণ্ডং যন্ত। ময়ূর। (শব্দক)

দার্ক্যিঘাট (পুং) দার্ক্য কঠং আহতীতি আ-হন অণ্ টকাঙ্। দেশঃ (দারাবাহনোহণশ্চ চ টঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।৪২) শতপত্রক পক্ষী, কাঠঠোকরা পাখী। সংজ্ঞা নৃ, ব্যাহিঃ অন্তস্থানে ট হইবে না। : ত্রিযাং জাতিত্বাৎ ভীপ্।

দার্ক্যিঘাত (পুং) দার্ক্যি আঘাতো যন্তাৎ। ১ দার্ক্যিঘাট পক্ষী। (ত্রি) ২ কাঠাঘাতমাত্র।

দার্ক্যিদি (পুং) ঔষধভেদ, দার্ক্যহরিজ্ঞা, রসজ্ঞান, বাসকমূল, ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঠ, তেলার মুতা, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের। শেষ অর্দ্ধপোয়া। একটু মধু শ্রক্ষেপ দিয়া এইরূপ “পান করিলে প্রদর রোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরং জীরোগাধি)

দার্ক্যিদিলৌহ (ক্ৰী) রসজ্ঞানসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ, প্রথমে প্রণালী—দার্ক্যহরিজ্ঞা, হরিজ্ঞা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, বিড়ঙ্গ এবং ইহাদের সমভাগ লৌহ একর মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা মধু ও ঘূতের সহিত লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ নাশ হয়। (রসজ্ঞানসং)

দার্ক্যিক (ক্ৰী) দার্ক্যিট দৃ-গিচ্ উণ্ ত্রিযাং দার্ক্যন্ত অবয়ববিভাগ রূপতেন ঞ্ণবচনত্বাৎ ভীপ্। ১ দার্ক্যহরিজ্ঞা। ২ গোজিহ্বা। ৩ দেবদারু। ৪ হরিজ্ঞা।

দার্ক্যিপত্রিকা (ক্ৰী) দার্ক্যিঃ পত্রমিব পত্রমত্যাঃ ততঃ কন্ টাপ্, অত ইত্বং। গোজিহ্বাবৃক্, গোজিহ্বাগাছ।

দার্ক্যি (ক্ৰী) দার্ক্যিট দৃ-গিচ্ উণ্ ত্রিযাং দার্ক্যন্ত অবয়ববিভাগ রূপতেন ঞ্ণবচনত্বাৎ ভীপ্। ১ দার্ক্যহরিজ্ঞা। ২ গোজিহ্বা। ৩ দেবদারু। ৪ হরিজ্ঞা।

দার্ক্যিকাথোদ্রব (ক্ৰী) রসজ্ঞানবিশেষ, দার্ক্যহরিজ্ঞার কাণ ও হৃদয় সমভাগে পাক করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইলেই এই ঘনীভূত দার্ক্যিকাথকে রসজ্ঞান কহে। ইহা অতির চক্ষুর হিতজনক। পর্যায়—তাক্ষাশৈল, রসগর্ভ ও তাক্ষা। ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীৰ্য্য, রসায়ন, ছেদন এবং কফ, বিষ, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্রাঃ)

দার্ক্যিতৈল (ক্ৰী) তৈল ঔষধভেদ, তিল তৈল ১৪ সের, কন্ধার্থ দার্ক্যহরিজ্ঞা, তুলসী, ব্যষ্টিমধু, হরিজ্ঞা, দার্ক্যহরিজ্ঞা, মিলিত ১১ সের। পাকের জল ৩৬ সের। এই তৈলে মেট্ররোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরং শূকদোষাধিঃ)

দার্ক্যিদি (পুং) ঔষধবিশেষ; দার্ক্যহরিজ্ঞা, ইজয়ব, মরিচা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, ভাসা লতা, শিউলী ছোপ, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমহাল, মুতা, হুড়, শুঠি, পদ্মকাঠ, শঠী, রামবাসকমূল, সরলকাঠ, বলাহুয়,

হাড়ভাঙ্গা, চিরাতা, ভেলার মূটি, আকনাদি, কুশমূল, কটুকী, পিপুল, খন্ডা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ইহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া এই কথার পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিল্য, সারি-পাতিক, বন্দজ, সন্তত প্রকৃতি ক্ষুদ্রাক্ষণ বিষমজ্বর, জ্বরহ, বহিঃশ, ধাতুহ ও নৈর্ঘরাজিক এই সকল অর, শীত, কম্প, দাহ, কাশ, ঘর্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতীসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, শোথ, অগ্নিমন্দা, অরুচি, অষ্টবিধশূল, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, দীহা, অগ্রমাস, বৃক্ক, হৃদীয়ক ইত্যাদি নানা-বিধ রোগ বজ্রহিত বৃক্ষের জ্ঞান নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর* অর্যধি*)
দার্শ (ত্রি) দর্শে ভবঃ আর্ষপ্রয়োগে ঠঞ বাধিষ্য* অণ্।
১ দর্শভব। "দার্শমন্তলয়র্ন পূর্ষ পৌর্ণমাসক যোগতঃ।" (মহু)

(ত্রি) দৃশি নেত্রে ভবঃ অণ্। ২ নেত্রভব।*

দার্শনিক (ত্রি) দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, যিনি উক্তমরূপ দর্শনশাস্ত্র অবগত আছেন।

দার্শপৌর্ণমাসিক (ত্রি) দর্শে পৌর্ণমাস্তাঃ চ ভবঃ ঠঞ।
দর্শপৌর্ণমাসভব, বাহা অমাবস্তা ও পূর্ণিমায় হয়।

"দার্শপৌর্ণমাসিকেতি কথ্যব্যাচ।" (কাত্য্য শ্রৌ* ৫।৬।৩১)

দার্শিক (ত্রি) দর্শে ভবঃ দর্শ ঠঞ। দর্শভবঃ, আর্ষপ্রয়োগে দার্শ হয়, অর্থাৎ ঠঞ না হইয়া অণ্ হয়। দর্শপৌর্ণমাস সম্বন্ধীয়।

দার্শ্য (ত্রি) দার্শিক।

দার্বিদ (ত্রি) দৃষদি পিষ্টঃ অণ্। প্রস্তরে পিষ্ট সক্তু প্রকৃতি।

দার্বিদ্রত (স্ত্রী) দৃষত্যা নভ্যস্তীরে কর্তব্যঃ অণ্। সত্রভেদ, এই যন্তু দৃষতী নদীতীরে করিতে হয়।

"দার্বিদ্রতমুত্রিগাচার্যায়ো রত্নতরঙ্গ গা রক্ষং সংবৎসরং।"

(কাত্য্য শ্রৌ* ২৪।৬।৩৩)

দার্টাস্ত (ত্রি) দৃষ্টাস্ত অণ্। দৃষ্টাস্তযুক্ত। দৃষ্টাস্ত দিয়া বুঝান।

দার্টাস্তিক (ত্রি) দৃষ্টাস্তেন যুতঃ ঠঞ। দৃষ্টাস্তযুক্ত। "স্বাপত্ত দার্টাস্তিকত্বেন বিবক্ষিতং।" (বৃহদারণ্যক-শাক্তরভাষ্য*)

দাল (স্ত্রী) দলেভ্যঃ সন্ধিতং দল-অণ্। বস্ত্র মধু, ইন্দ্রনীল-দলকার ক্ষুদ্র মক্ষিকোৎপন্ন বৃক্ষকোটরাস্তরভব মধু, ক্ষরিত হইয়া গজোপরি পতিত হইলে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। ইহার গুণ—মধুর, অম্লকবায়রস, (কিছু কবায়রস অম্ল, মধুরস অধিক), লঘুগুণী, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফর, রুক্ষ, কটিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও শরীরের উপচরকর। (ভাবপ্র*)
সংস্কৃত্য পতিতং পুষ্ণাৎ যন্তু পত্রোপরিহিতং।

মধুরাস্কবায়রক দালমধু কীর্ণিতঃ।" (ভাবপ্র*) [মধু দেখ।]

(পুং) দলে জাতং দল-অণ্। ২ কোজব ধাতুভেদ।

দল ভাবে ঘঞ। ৩ দলন।

দালচিনি (দেশজ) [দালচিনি দেখ।]

দালন (পুং) দালয়তি দল-গিচ্ লু। দস্তগত রোগভেদ।

[দস্তযোগ দেখ।]

দালব (পুং) দলতি দল-উণ্ তত্তায় অণ্। স্থাবর বিষভেদ।

দালবুকার্ক, (Don Alphonzo Dalboquerque) আলবুকার্ক নামে খ্যাত। পর্তুগীজরাজের একজন বিখ্যাত সৈন্যধ্যক্ষ। তিনি ১৫০৪-১৫০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অলমিডার পর ভারতে পর্তুগীজগণের অধ্যাক্ষতা প্রাপ্ত হন। তিনি আরব সাগরের উপকূলে মস্কট প্রকৃতি স্থান অধিকার ও ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর, ছইবার গোয়া অক্রমণ করেন। পর বর্ষে তিনি মালাকার দুর্গ ও অর্মজাদীপ দখল করিয়াছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী আদেন বন্দর দখল করিবার জন্য ২০ খানি জাহাজে ১৭০০ জন পর্তুগীজ ও ২০০০ ভারতীয় সৈন্য লইয়া গমন করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বাহা হউক ঐ বর্ষে তিনি পেরিম দ্বীপে প্রবেশ করেন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার যত্নে পর্তুগীজদিগের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়াছিল। ঐতিহাসিক ডি ব্যারস্ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

দালহোসী [ডালহোসী দেখ।]

দালা (স্ত্রী) দলাতে দল কর্ম্মণি ঘঞ। মহাকাল নামক লতা। (ভাবপ্রকাশ)

দালাদপিক্সা, সিংহলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি উৎসব।

এই উৎসবে বুদ্ধের দস্ত্র বাত্রীদিগকে দেখান হয়। কাণ্ডী-রাজভবনসংলগ্ন বিহার মধ্যে এই দস্ত্র দাগোবাকার এবং ইহা কএকটি ধৃত্তনির্মিত রত্নচিত্র বাক্সের মধ্যে অবস্থিত। এই দস্ত্রের বিষয় দাঠবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ স্মৃতি আছে—

ক্ষেম নামে একজন বুদ্ধের শিষ্য শীকাসিংহের নির্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দে) তাঁহার দস্ত্র কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গদেশের রাজা ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁহার পুত্র গৌত্র কন্নী ও সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে অপর রাজগণের শাসন পর্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দস্ত্র সাদরে রক্ষিত হয়। প্রথমে দস্ত্রপুরাধিপতি শুহলিব এই দস্ত্রের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না, পরে তিনি এই বিষয় জ্ঞানিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া রাজ্য হইতে অস্ত্র ধর্মাবলম্বীদিগকে দূর করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অতিশয় বিগ্ন হইয়া পাটলিপুত্রের পাণ্ডুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু শুহলিবের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য

শ্রেরণ করিলেন, তাহারাই যাইয়া ঐ দস্ত আনয়ন করিলে রাজা পাণ্ডু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা নষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে পাণ্ডু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন। দস্ত দস্তপুরে পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেই স্থান হইতে ঐ দস্ত সিংহলে অমৃতদপুরে আনীত হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে পর্তুগীজ যুদ্ধের সময় কনষ্টান্টাইন ডি ব্রাগেজা এই দস্ত নষ্ট করেন। কিন্তু সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথা স্বীকার করেন না। তাহারাই বলেন যে সময় ঐ মন্দির ভগ্ন হয়, সেই সময় ঐ দস্ত সজ্জারামে ছিল। অনেক পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ও সিংহলবাসী মুন্সু কুমারস্বামী বলেন, এখন বাহা বুদ্ধদস্ত বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনই নরদস্ত নহে।

দালান (পায়সী) ইষ্টকনির্মিত প্রশস্ত গৃহ, প্রাসাদ।

দালাল (আরবী) যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যবর্তী হইয়া কার্য্য করে, ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্থতা করে, অথবা কোন একটা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মধ্যবর্তী হইয়া যে কার্য্য নিষ্পন্ন করত।

দালালি (আরবী) ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে মধ্যস্থতাকরিত্ব প্রাপ্য অর্থ, দস্তুরি।

দালি (জী) দল-ইন্। দালি, শমী ধাত্ত। মুগ, মসুর প্রভৃতিকে ভাজিয়া তুষ নিষ্কাশিত করিলে দাইল বা দালি প্রস্তুত হয়, দালি ও দালী এই দুইটা সংস্কৃত পর্য্যায়। এই দাল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া লবণ, আদা ও হিন্দু মিলিত পুর্নক পাক করিলে তাহাকে স্থপ কহে। ইহার গুণ—বিষ্টভী, রুক্ষ এবং শীতবীৰ্য্য। তুষরহিত শমী ধাত্ত (দাল) ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে তাহা লঘু হইয়া থাকে। (ভাবপ্রণ অন্নবর্ণ) দাড়ি: ডস্ত ল:। ২ দাড়িষ। জীয়াং ভীপ্। ৩ দেবদালীলতা।

দালিকা (জী) দালৈব স্বার্থে কন্ টাপি অত ইৎ। মহাকাললতা।

দালিম (পুং) দাড়িম: ডস্ত ল:। দাড়িম।

দাল্ভ (পুং) দলভস্ত দলভগোত্রস্ত ছাত্রা: অন্ যলোপ:। দাল্ভ্যের ছাত্র সকল। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাল্ভ্য (পুং জী) দলভস্ত মনে গোত্রাপত্যং যজ্ঞ (গর্গা-দিত্যো যজ্ঞ। প। ৪। ১। ১০৫) দল্ভ ঋষির গোত্রাপত্য বক নামে মুনিবিশেষ।

“বকো দাল্ভা: স্থলশিরা: কৃষ্ণধৈপায়ন: শুক:।” (ভারত ২। ৪। ১১)

একজন ঋষি। ইজ ইহার বন্ধু ছিলেন, এই ঋষি চন্দ্র-সেন রাজার গভীর্ষী পত্নীকে পরশুরামের ক্রোধ হইতে রক্ষা করেন। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই দাল্ভ্য কায়স্থদিগের আদিপুরুষ।

দাল্ভ্যঘোষ (পুং) পুণ্যপ্রমরূপতীর্থভেদ।

(ভারত বনপং ৯০ ক)

দাল্ভ্যায়নি (পুং) দল্ভ্যস্ত যজ্ঞপত্যো ফিঞ। দাল্ভ্য ঋষির যুবা অপত্য।

দাল্মি (পুং) দালমতি অম্বরান্ দল-গিচ্ বাহঃ মি। ইজ।

দার (পুং) ছনোতি উপতাপয়তি হ-ণ (ছণ্যোয়ণুপসর্গে, পা ৩। ১। ৪২) ১ বন। “ইদমিত্রঃ সদা দাবং ষাণ্ডবং পরিধ-ক্ষতি।” (ভারত ১। ২২৪। ৬) ২ বনবহি, বনের মধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দাব কহে।

“উৎসজ্য দময়ন্তী তু নলোরাজা বিশাংপতে।”

এদর্শ দাবং দহন্তঃ মহান্তঃ গৃহনে বনে।” (ভারত ৩। ৬। ১) ৩ অগ্নি। ছ ভাবে ঘঞ। ৪ উপতাপ।

দাবন্ (পুং) দা-কর্ম্মভাবদৌ বনি। ১ দেয়। ২ দান। “দাবনে বায়োমথস্ত দাবনে” (শক্ ১। ১৩৪। ১) “দাবনে দাতব্যায় হবিবে তৎস্বীকারায় পুনঃ কিমর্থং দাবনে অশ্বভ্যাং অভিমু-দানায়” (সায়ণ)। “দাবনে” এই স্থলে ছান্দস প্রয়োগ হেতু উপধার লোপ হইল না, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগাদি স্থলে ‘দাবু’ এইরূপ পদ হইবে।

দাবপ (পুং) দাবং বনবহিঃ পাতি পাক। পুরুষভেদ। “অগণ্যায় দাবপং” (শুক্লযজু ৩। ১। ৬)

দাবস্ (পুং) অঙ্গিরা মুনির পুত্র। (পঞ্চত্রাং ভাষ্য)

দাবাগ্নি (পুং) দাবোত্তবোহগ্নিঃ মধ্যলো- কর্ম্মধা। বনোত্তব অগ্নি, কাঠে কাঠে ঘর্ষণ হইয়া বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দাহ করে।

দাবাগ্নিমোচনবন, বন বিশেষ, এই বনে ত্রীকুফ দাবাগ্নি ভক্ষণ করেন। (ভক্তমাল)

দাবানলকুণ্ড, কুণ্ডবিশেষ, এই কুণ্ড দাবাগ্নিমোচনবনে অবস্থিত। (ভক্তমাল)

দাবানল (পুং) দাবোত্তবোহনলঃ। দাবাগ্নি।

দাবিক (ত্রি) দেবিকায়ং ভবঃ অন্, ততো আন্তচো আং (দেবিকা শিংশপতি। পা ৭। ৭। ১) দেবিকানদীসম্বৎসর বাহা দেবিকা নদীতে হয়।

দাবিককূল (ত্রি) দেবিকাকূলে ভবঃ। অন্ আন্তচো আং। দেবিকাকুলোত্তব।

দাবী (আরবী) প্রার্থনা, আবেদন, স্বপ্ন, অধিকার।

দাবীদার (পারসী) প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী, দর-খাস্তকারী।

দাবীছুরী, বৃক্ষ বিশেষ (Kyris Indica)

দাশ (পুং) দশতি হিন্তি মংজান্ দশ ট, নশ্চ আচি (দংশপ)

তুং৫১১)। ধীবর, জেলে, বাহারী মংত্র ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

“দাশানাং ভূজবেগেন নদ্যাঃ শ্রোতোজবেন চ।

বাঘ্না চামুক্লেণ তুর্গং পারমবাগ্নুং ॥” (ভারত আ°)

“নিবাদো ভার্গবঃ সূতে দাসং নৌকর্যজীবিনঃ।”

কৈবর্তমতি যঃ আত্মরাধািবর্তনিবাসিনাঃ ॥” (মহু ১০।৩৪.)

নিবাদকর্তৃক আরোগব জীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম ভার্গব বা দাশ, ইহার নৌনির্ভাণকর্ণোপজীবী এবং আর্ধ্য-বর্তবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত বলিয়া থাকে। দ্বিরাঃ ভীপ্। দাত্তে ভূতি রম্। ২ ভূত্য, চাকর (রমানাথ)

শাক (পুং) দাশ স্বার্থে-কন্। দাশ।

শগ্রাম (পুং) দাশপ্রধান গ্রামঃ। ধীবর প্রধান গ্রাম, যে গ্রামে ধীবরদিগের আশ্রয় আছে।

শগ্রামিক (ত্রি) দাশগ্রাম-ঠঞ। দশগ্রাম্যেক সন্নিহিত দেশাদি।

শ(স)তয়ী (ত্রি) দশ-অবরবা যত্র ত্রয় ততঃ স্বার্থে-ণ, দ্বিরাঃ ভীপ্। দশাবরব অর্থঃ সংহিতা।

শ(স)নন্দিনী (ত্রি) দাশন নন্দিনী। ধীবরকন্যা, বাস-মাতা, সত্যবতী।

শ(স)পুর (পুং ক্রী) দাশান্ ধীবরান্ পুরয়তি পুর-অণ্। কৈবর্তমুক্তক, একপ্রকার মুতা বাস।

শ(স)ফলী (ত্রি) দাশপ্রিয়ং ফলং যজ্ঞাঃ, ভীপ্। ওষধি-ভেদ। (শকার্ধচি°)

শ(স)মেয় (পুং) দেশভেদ, এই দেশ উত্তরদিকে অব-স্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৮)

শরথ (পুং) দশরথভেদং অণ্। ১ জীরামচন্দ্র। “প্রদী-য়তাং দাশরথায় মৈথিলী”। (মহানা°) দাশরথেঃ জীরামভে-দং অণ্। (ত্রি) ২ দাশরথ সঙ্কী।

শরথি (পুং) দশরথভ্রাপত্যং অত ইচ্। দশরথের অপত্য, রামাদি চারি ভ্রাতা, রামচন্দ্র। “অরত্যাদৌ দাশরথিভবন্ ভবান্” (মাঘ ১স°)

শরথি রায়, (দাত্তরায় নামে খ্যাত) বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত কবি। যেসকল কবিদিগের মধ্যে মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গাল সাহিত্য রক্ষা পাইয়াছিল, সেই কৃতিবাস, কান্দীদাস যে ছন্দে যে ভাষায়, যে উপারে বাঙ্গালাভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, দাশরথি রায়ও ইংরাজাধিকারের প্রথমাবস্থায় বর্তমান ১৯শ শতাব্দীর প্রবেশ সময়ে জনগ্রহণ করিয়া সেই উপায়েই বাঙ্গালা সাহিত্যকে অপূর্ণক রাখিয়াছিলেন। কৃতিবাস কান্দীদাসও পাঁচালী প্রবন্ধে কাব্য রচনা করিয়া

গিয়াছেন, তবে কৃতিবাসদিগের সহিত দাশরথির স্বর্ণ মর্ত্য ভেদ। কৃতিবাসদিগের পাঁচালী প্রবন্ধে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কবিত্বপূর্ণ মহাকাব্য আর দাশরথি পাঁচালী প্রবন্ধে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্য নহে, দীর্ঘ ছড়া বাঁধা গান মাত্র। কৃতিবাসদিগের কাব্য গীত শ্রবের অপেক্ষা রাখে না। দাশরথির প্রবন্ধ গীত না হইলে তাদৃশ ভাল লাগে না।

১৭২৬ শকে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইহার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বর্তমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকট বাদমুড়া নামক গ্রামে ইহার পৈতৃক বাস ছিল। দাশরথি বালাকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্তী পীলা নামক গ্রামে শ্রীর মাতুলালয়ে বাস করিতেন। মাতুলের যত্নে গ্রহগত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ইংরাজী শিখিয়া সাক্ষী গ্রামের নীলকুঠিতে তিনি প্রথম জীবনে কেরানীগিরি করিতেন। তাঁহার মাতুলই তাঁহাকে এই কর্মে নিযুক্ত করাইয়া দেন। দাশ-রথির বালাকাল হইতেই গীতবাঁধে বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময় পীলাগ্রামে অক্ষর কাটানী (অকাবাই) নামে নৃত্য-গীত-বাবসায়িনী এক নীচজাতীয় রমণী ছিল। গীত বাদ্যের আসক্তিতে ক্রমশঃ দাশরথির সহিত এই রমণীর প্রণয় হয়।

কিছুদিন পরে অকাবাই এক ওস্তাদী কবির দল করে। দাশরথি রায় এই দলে বাঁধনদার ছিলেন। সে কালে কবির লড়ায় পান্নে উভয় দলে গালাগালি হইত। একদিন দাশরথি এক সঙ্গীতসংগ্রামে প্রতিপক্ষ হইতে অতি কটু গালাগালি খান। তদবধি তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কবির দল ত্যাগ করেন। কবির দলের সখে তিনি ইতিপূর্বেই বিষয় কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এই আলস্যের অবসরে ছড়া ও পালা করিয়া গান বাঁধিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বয়সবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই, সকল ছড়া ও গান লইয়া এক পাঁচালীর দল করিলেন। পরে এই দলই তাঁহার জীবিকা ও “দাত্তরায়” নামে খ্যাতিস্ব কারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ও দেশব্যাপ্ত বশঃ এই পাঁচালী হইতেই হয়।

দাত্তরায়ের অনেকগুলি পালা আছে। উদ্যমে আপাততঃ কতকগুলি বটতলার দশ খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৭২ শকে (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনেকগুলি পালা রচনা করেন, তাহার অনেকগুলি তিনি নিজেই

নিজের দলে গাওরাইয়া বাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র হয় নাই। এক কস্তা ছিল, তিনিও অনেক দিন নিঃসন্তান বিধবাবস্থায় গত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী অনেক দিন জীবিত ছিলেন।

দান্তরায়ের ছড়াগুলির প্রধান গুণ সেগুলি অতি সুন্দর সরল ভাষায় লিখিত, তাহাতে কবিত্বও নিতান্ত বিরল নহে। রামপ্রসাদের গানের জায় তাঁহার গান ও গানের সুর এখন লোকে আগ্রহ করিয়া শিখি। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দান্তরায়ের গান জানে না এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। এখনও অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থ প্রাচীনা কামিনীগণের ফরমায়েস মত দান্তরায়ের “ঠাকুরপ বিঘর” গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃতিবাস কালীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার অপামর সাধারণের ভক্তিতাজন হইয়াছেন, দান্তরায় ‘সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে আনন্দ অশ্রু সহজ নূতন রূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর, কি ভক্ত, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই দান্তরায়ের গানের পক্ষপাতী, এরূপ ভাগ্য কম জনের হয়।

ইহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত গ্রন্থস্বত্ব বেচিয়া ফেলিয়াছেন।

দান্তরায়ের কবিতার অল্পপ্রাস বড় বেশী। স্থানে স্থানে অল্পপ্রাসের শব্দ মিলাইতে গিয়া তিনি অতি কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া কবিতা গাথিয়াছেন, অনেক স্থলে অতি কষ্টেও স্পষ্ট অর্থ হয় না। তবে তাঁহার রহস্যোদ্দীপন ক্ষমতা অতি চমৎকার; বৈরাগীর ভণ্ডাচারের উপর, গৌড়ামীর উপর তাঁহার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। যে স্থলে কদাচারের—কুংসিত ব্যাপারের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, সেই স্থানে প্রায়ই তিনি এই সকল ভক্ত বিটলগণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাশক্তি বড় স্বাভাবিক ছিল। প্রভাসযজ্ঞে নিমন্ত্রিত বীরভূমের মূৰ্খ ব্রাহ্মণগণের আকুলতার বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে প্রস্থিত বিজপত্নীকে প্রতিবেশিনীগণের পরামর্শ দান, কল্লিগীর বিবাহে নাথদের রসভাষা, কল্লিগীর্দূত ব্রাহ্মণের অবস্থা প্রভৃতি পড়িয়া তাঁহার রহস্যোদ্দীপনী ক্ষমতার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে দান্তরায়ের একটি সুন্দর ও সর্বজনপরিচিত গীত উদ্ধৃত হইল—

রাগিনী সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

রঙ্গ করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন,

তোমায়ে নিদয়া বামা কি অভেদ।

এলোকে নী, করে অসি বোড়নী কুলকণ্ঠে ॥

বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে,
করেছ নিদয়া মেয়ে, সাধিল প্রাণে।

চলহে রাজন চণ্ড, প্রাণভয়ে প্রাণাকুল,

অকুল সাগরে আর কুল দেখিলে।

ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি,

দাশরথি গতি পায় অতি যতনে ॥

দাশরাজ্য (ত্রি) দশানাং রাজ্যং ইদং তদ্বিতার্থবিগো, অণ, উপধালাপঃ। দশরাজ্য সম্বন্ধী।

দাশরাজ্যিক (ত্রি) দশরাজ্যেণ নিবৃত্তঃ ঠঞ। দশরাজ-সাধ্য যজ্ঞভেদ। দশরাজ্যেদং ঠঞ। ২ দশরাজ সম্বন্ধী। “দেবেভ্যো দশরাজ্যং দিগভ্যো দাশরাজ্যিকং পৃষ্ঠাং” (শতব্রাহ্ম ১২।১।২।৩)

দাশার্ণ (পুং) দশার্ণঃ স্বার্থে অণ্। ১ দশার্ণদেশ। সোমতি জনোহস্ত তস্ত রাজা বা অণ্। ২ পিতৃাদি ক্রমে দশার্ণ দেশ-বাসী। ৩ দশার্ণ দেশের রাজা। স্বার্থে ক। “তজ্জ দাশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণঃ।” (ভারত সত্যং ২৮ অং)

দাশার্হ (পুং) দশার্হস্ত গোত্রাপত্যঃ শিবাদিভ্যঃ অণ্। ২ বংশ মাত্র, যত্নবংশীয়, কৃত্ত্বাদি। দশার্হস্তষাচকশকোহস্ত অধ্যায়ে অম্বুবাক বা অণ্। ২ আয়ুধকীব সন্ততেন। ৩ বংশীয় রাজা মাত্র।

দাশাধ্বমেধ (পুং) দশাধ্বমেধ-অণ্। দশাধ্বমেধ সম্বন্ধী।

দাশু (ত্রি) দাশ দানে উন্। ১ দাতা। ২ দত্ত। “দাশু দাশধ্বরায়” (ঋক্ ৬.৬৮।৬) ‘দাশধ্বরায় দত্ত হবিষ্য’ (দায়গ)

দাশুরি (ত্রি) দাশ হিংসনে উরিন্। হিংসক। “স্বয়ং চি মজ্জতে দাশুরি” (ঋক্ ৮।৪।১২) ‘দাশুরিদাশান্’ (দায়গ)

দাশেয় (পুং স্ত্রী) দাশ্য দীর্ঘা অপত্যং ঠক্। দীর্ঘী অপত্য। দ্বিগাং ভীপ্। ব্যাসের মাতা সত্যবর্তী। “অরি গম্যোপসংগৃহ দাশেয়ীমিদমক্রবন্।” (ভারত উৎ ১৩২ অং)

দাশের (পুং স্ত্রী) দাশ্য অপত্যং কুত্ৰাদিভ্যঃ ঠক্। দীর্ঘী অপত্য। দ্বিগাং টাপ্।

দাশেরক (পুং) দাশেরপ্রধানঃ দেশঃ সংজ্ঞায় কন্। ১ মরুভূদেশ, মাড়বার। ২ মরুভূদেশের রাজা। ৩ পিতৃাদিক্রমে মরুদেশবাসী সকল। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

দাশৌদনিক (পুং) দশ ওদনা যজ্ঞ যজ্ঞে তজ্জ ব্যাখ্যানো গ্রহ ঠঞ। ১ দশৌদন যজ্ঞ ব্যাখ্যান গ্রহ, যে গ্রহে মঙ্গলদন যজ্ঞের বিঘর আছে। দশৌদন যজ্ঞস্ত দক্ষিণা যজ্ঞাধ্যায় ঠঞ। ২ দশৌদন যজ্ঞের দক্ষিণা।

দাশ্য (ত্রি) দশ-ক দশস্ত দশকস্ত অদূরদেশাদি সঙ্গাশ্চ, ঠা দশকের অদূর দেশাদি।

দাশ্ব (ত্রি) দাশ বন্ বাহু ইডভাঃ। দাতা। (অট্টধর)

দাস (ত্রি) দাসু-দানে কহ (দাসান্ সাল্হান্ বীচাংস্। পা
৩।১।১২) ইতি স্বত্রেণ নিপাতনাং সাধুঃ। ১ দত্তবৎ, বাহা
দেওয়া হইয়াছে। ২ হিংসিতবৎ, হিংসা করা হইয়াছে।
“পীবরোদাখাংসং” (পক্ ৪।২।৮) ‘দাখাংসং হবির্দত্তবন্তং’ (সারণ)
দাস (ত্রি) দসতীতি দসি-ট, নন্তচ আৎ (দংসেট্টেনো। উণ
৫।১০)। ১ জ্ঞাতায়া। ২ শূদ্র। ৩ ধীবর। দ্বিগাং ভীষ্।
দন্ততে ভূতি রসৈ দাসতি দদাত্যাকং স্বামিনে উপচারায় বা
দাস-অচ্। ৪ চাকর, ভূত্যা। পর্য্যায়—দাসের, দাশের,
গোপ্যক, চোটক, নিষোজ্য, কিঙ্কর, প্রৈশ্য, ভূজিয়, পরি-
চারক, *প্রৈশ্য, প্রৈষ, প্রৈষী, পরিচ্ছাদা, পরিচর, সহায়,
উপহাতা, সেবক, অভিসর, অহুগ। (নারদ) ৫ শূদ্রদিগের
নামান্ত প্রযোজ্য উপাধি বিশেষ।

*শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্ত স্ত্রাং বর্ষান্তং ক্ষত্রিয়স্ত চ।

গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্বশূদ্রয়োঃ ॥” (উদ্বাহতব্ধ)

ব্রাহ্মণদিগের নামের শেষে বর্ষন্, ক্ষত্রিয়দিগের নামের
শেষে বর্ষন্, বৈশ্বশূদ্রদিগের গুপ্ত এবং শূদ্রদিগের নামের শেষে
দাস এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। দাস দানে সম্প্রদানে
বঞ্। ৫ দান মাত্র।

“বত্তস্তাত্মনোদানাদাসত্বং দায়বত্ত্বঃ।” (কাত্যায়ন)

যাহারা স্বতন্ত্র আত্মা পরার্থে দান করে, তাহাদিগকে দাস
কহে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে দাস শব্দকে অনেক কথা লিখিত আছে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ দাস হইতে পারে।

“ত্রিশূ বর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাত্তং বিপ্রস্ত ন কচিৎ।” (শ্রুতিচ°)

বর্ণক্রমে দাসত্বের বিষয় বৃদ্ধিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-এবর্ণের
নিকটও দাসত্ব স্বীকার করিবে না এবং যদি স্বীকার করে,
তাহা হইলে কখন হীনকর্ম্ম করিবে না।

“সবর্ণোহপি হি বিপ্রং তু দাসত্বং নৈব কারয়েৎ।” (কাত্যায়ন)

যদি কোন ব্রাহ্মণ লোভহেতু সংস্কৃত ধর্ম্মকে দাসত্ব
নিয়োগ করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবে।

“দাত্তস্ত কারয়ন্তোভ্যাং ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দিল্লান্।

অনিচ্ছতঃ প্রভাবত্বাজ্ঞাঃ দাপ্যাঃ শতানি ষট্ ॥” (মহু)

কিন্তু শূদ্রাদিকে দাত্তকর্মে নিযুক্ত করিলে দণ্ডনীয়
হইবে না। *শূদ্র একমাত্র দাসত্বের অগ্র সৃষ্ট হইয়াছে।
এই দাস পঞ্চদশ প্রকার।—গৃহজাত, অর্থাৎ যাহারা নিজ গৃহে
দাসীর গণ্ডে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রীত, দারে উপাগত অর্থাৎ
ঋণগ্রাহিত্বরূপে যাহাকে লাভ করা যায়, ঐশাকালভূত
অর্থাৎ যাহাকে দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রতিপালন করিয়া রক্ষা করা
যায়, আহিত, ঋণ দাস, যুদ্ধপ্রাপ্ত, পণে জিত, বয়ঃ উপাগত,
প্রজ্ঞাবাসিত অর্থাৎ যাহারা প্রজ্ঞা হইতে চ্যুত হইয়াছে,

কৃত, অর্থাৎ এতদিন তোমার দাস হইব এইরূপে উপাগত,
ভক্তদাস, বড়বান্ধ, (গৃহদাসীর নাম বড়বা, তাহার লোভে
আগত, অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিয়া দাসত্বকর্মে অব-
হিতকে বড়বান্ধ কহে), ও আত্মবিক্রেতা।

*গৃহজাতস্তথাক্রীতঃ লকো দারাদুপাগতঃ।

অম্মাকাল ভূতস্তদাহিতঃ স্বামিনঃ চ যঃ ॥

মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।

তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রজ্ঞাবাসিতঃ ক্লতঃ ॥

ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বান্ধতঃ।

বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥” (নারদ)

দাস সকলের মধ্যে যে প্রভূকে প্রাণসংশয়কর বিপদ
হইতে মোচন করিতে পারে, তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়
এবং তাহার পুত্রবৎ প্রতিপালনীয়।

*যশ্চৈনাং স্বামিনং কশ্চিন্মোচয়েৎ প্রাণসংশয়ং।

দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ ॥” (শ্রুতি)

যে আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ কিছু টাকা লইয়া আপনাকে
বিক্রয় করিয়াছে, সে অতি অশুভতম দাস। এই আত্ম-
বিক্রেতা স্বামীর প্রসাদ ভিন্ন অর্থাৎ প্রভুর প্রসন্নতা ব্যতি-
রেকে কখনই দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় না।

*বিক্রীনীতে স্বতন্ত্রঃ সন্ য আত্মানং নরাধমঃ।

সজঘতমস্তেষাং সোহপি দাত্তান্ ন মুচ্যতে ॥” (শ্রুতি)

শূদ্র স্বামী কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয়
না। দাসত্ব কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক, এই জন্য ঐ কার্য
হইতে তাহাকে কেহ বিমুক্ত করিতে পারে না।

মহু সাত প্রকার দাস নির্দেশ করিয়াছেন—ধ্বজাজাত,
অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস,
যাহারা ভাতের দায়ে দাসত্ব স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ
গৃহস্থদাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ যাহাকে মূল্য দিয়া ক্রয় করা
হইয়াছে, দ্রবিশ অর্থাৎ অগ্র কর্তৃক দত্ত, দণ্ডদাস অর্থাৎ
রাজকৃত দণ্ডভঙ্গির জন্য যে দাসত্ব স্বীকার করে।

*ধ্বজাজাতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদ্রবিশো।

পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ পৈতৃতে দাসবোনয়ঃ ॥” (মহু ৮।১১৫)

এই দাস সকল যে ধন উপার্জন করে, সেই ধন তাহার
প্রভু গ্রহণ করিবে। মহুর মতে, ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধচিত্তে দাস
শূদ্রের ধন গ্রহণ করিতে পাট্রন, কারণ শূদ্রের নিজস্ব
কিছুই নহে।

এই দাস প্রভূতি যদি অত্যাধিকার্য করে এবং প্রভুর
আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে শাসন
করিতে হইবে। মহুর মতে, ক্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং

সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে বৃদ্ধ রক্ষাবারী অথবা বেগুনল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে।

রক্ষাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে, কদাপি উত্তমানে প্রহার করিবে না। যদিও অত্যন্ত ক্রোধী হইয়া এইরূপ অন্ত্যায়রূপে প্রহার করে, তাহা হইলে সে চোরের জায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (মহু ৮২২৩—৩০০) বলপূর্বক যাহাকে দাসত্ব কর্ত্তে নিয়োগ করা যায় এবং চোর চুরি করিয়া যাহাকে দাসত্ব নিমিত্ত বিক্রয় করে, ইহার পূর্বোক্ত কারণ ভিন্নও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে।

“বলাদাসীকৃতশোরে বিক্রীতশ্যাপি মুচ্যতে।” (যাজ্ঞবল্ক্য)

এই দাসদিগের দুই প্রকার কর্ম উক্ত হইয়াছে শুভ ও অশুভ, ইহার মধ্যে গৃহঘার, অশুচি স্থান, রথ্যা ও অবস্থার প্রভৃতির শোধন, শুদ্ধাঙ্গ স্পর্শন, উচ্ছিষ্ট বিষমূত্র গ্রহণ ও পরিত্যাগ এই সকল দাসদিগের অশুভকর্ম, এতদ্বিধ অশুভ আর সকল কার্য্য শুভ।

“কর্ম্মাপি বিবিধং জ্ঞেয়মুত্তমং শুভমেব চ।

অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃত্যং স্মৃতং ॥

গৃহঘারান্তিহীনমথ্যাবস্থরশোধনং।

শুছাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিষমূত্রগ্রহণোজ্ঞানং ॥

অশুভং কর্ম্মবিজ্ঞেয়ং শুভমজ্ঞানতঃপরম্।” (মিতাক্ষরায় নারদ)

ব্রাহ্মণদিগের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেরই দাস।

৭ নিজ গোত্রে সংস্কার ব্যতীত গৃহীতদাসক, যে বালকের পিতৃগোত্রে চূড়াদি সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, পরে সেই বালককে যদি কেহ দাসত্বরূপে গ্রহণ করে তাহাকে দাস কহে।

“চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈকৃত্যঃ।

দত্তাত্মকনরাস্তোহস্য রক্তথা দাস উচ্যতে ॥” (দাসকচ)

ত্রিযাং ভীপ্। দাসী। (ত্রি) দাস উপক্ষেপে অচ্। ৮

উপক্ষেপক। (পুং) ৯ ব্রূজাস্থর। ১০ দস্যু। [দস্যু দেখ।]

১১ বঙ্গ ও উৎকলের নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত উপাধিভেদ।

দাসক (পুং) দাস-স্বার্থে ক। ১ দাস। ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক স্বার্থভেদ।

দাসকায়ন (পুং ত্রী) দাসকন্ত গোত্রাপত্যং অস্বাদিভ্যাং কক্।

তদগোত্রাপত্তা, দাসক স্বার্থ গোত্রাপত্তা।

দাসত্ব (ত্রী) দাসত্ব ভাবঃ দাস ভতলৌ ভাবে ইতি স্ব।

দাসের ভাব, দাসের কর্ম্ম বা অবস্থা, যেমন লইয়া অপরের কর্ম্মকরা, ভৃত্যতা, রায়দীনতা, গোলামী।

দাসদাসী (দেশজ) চাকর চাকরাসী।

দাসনন্দিনী (ত্রী) দাসত্ব ধীরত্ব নন্দিনী। সত্যবতী, ধীরকন্তা।

দাসপত্নী (ত্রী) দাসত্ব দাস উপক্ষেপে-অচ্। দাসী বৃত্তান্তঃ পতির্ভাসাং। ১ অণু, জল। “দাসপত্নী রহিমোপা অতিষ্ঠা” (শুক ১৩৩১১) ‘দাসঃ বিখোপক্ষপণহেতুর্ভূজঃ পতিঃ দাসী, যাগামপাং তা দাসপত্নীঃ।’ (সায়ণ) জল এই অর্থে দাসপত্নী শব্দ ব্যবহৃত। দাসত্ব পত্নী। ২ দাসের ত্রী।

দাসপুত্র (ত্রী) কৈবর্ত্তমুতক, এক প্রকার মুতাভাস।

দাসমিত্র (ত্রী) দাসত্ব মিত্রঃ ৬তৎ। দাসের মিত্র। অদ্ব্য দেশানৌ কাশ্য ঠাক্। দাসমিত্রিক-দাসমিত্রের অদ্ব্য দেশাদি।

দাসমিত্রি (পুং ত্রী) দাসমিত্রত্ব অপত্যং ইঞ্। দাসমিত্রের অপত্য। ততঃ ঐষুকানিভ্যাং তক্তল্। দাসমিত্রিত্তক্ত তদীয় বিবর দেখ।

দাসমীয় (ত্রি) দশমে দেশভেদে তবঃ, বা দাসং পুত্রং মিত্রে মানসস্তি মৈথুনাবিভিঃ তা দাসমাত্যাস্ত তবঃ চু। ১ দশমদেশ তব। ২ গৃহস্থপুত্রভিত্ত ত্রীভাতি।

“ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকা নাম বজ্রনাং।”

(ভারত কর্ণ ৪৪ অ°)

দাসমেয় (পুং) পুরাণোক্তব অনপদবিশেষ।

দাসুর, (দাস জাতি) কর্ণাটক প্রদেশবাসী জাতিভেদ।

ইহার কবলিগর্ বা কৈবর্ত্তজাতির একশাখা বলিয়া গণ্য।

ইহার বলে যে তৈলঙ্গ দেশ হইতে কর্ণাটে আসিয়াছে।

কর্ণাটক প্রদেশের বিজাপুর অঞ্চলে অনেক দাসুর পুত্র হয়। ইহার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, তিরমলদাসুর ও গন্ধ দাসুর। উভয়শ্রেণী মধ্যে আহারাদি চলে, বিবাহ চলে না। তিরমলদাসুরেরা তাহাদের রমণীদিগকে বেস্তাভূতি, মৃত্যু গীতাদি করিতে দেয়, তাহাতে আপত্তি করে না, কিন্তু গন্ধ দাসুরদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা প্রচলিত নাই। এই জাতির মধ্যে ২২টা উপাধি আছে। যথা—বিজি, বব্ব, চিন্মব্ব, চিত্তাকালব্ব ইত্যাদি।

ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা কবলিগর্ বা ধীরদিগের জায়, তবে ইহার কতকটা বেশী অসভ্য ও অধিক পরি শ্রমী। ইহার কণাড়ী ও তেপুগু উভয় ভাষা ব্যবহার করে।

ইহার গ্রামের বাহিরে অস্থায়ী ঘর কুরিয়া বাস করে। ইহার হিন্দু হইলেও মরহাদি মুসলমান পক্ষ হাদন হোসেনের উদ্দেশে ছাগ বলি দেয়। কিন্তু কেহ গোমাংস ভক্ষণ করে না। সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করে। মাহতি ইহাদের প্রধান উপাধি দেখত। দাসপত্নী, দশেরা, গণপ-

চতুর্থী এই গুলি ইহাদের প্রধান পর্ব। ইহাদের বিবাহ-পদ্ধতি বিসাদি ও কর্ণটিকের সৈবর্ষজাতির ন্যায়।

দাসবেশ (পুং) দাসস্ত দাসবেশঃ ৬৩৭। দাস্যনাশ, দাস্য-কর। “পুংয়ে চ দাসবেশায় চাবহঃ।” (শুক্ ২।১৩৮) ‘দাসবেশায় দাসানাং দাস্যনাং বেশায় নাশায়’ (সায়ণ)।

দাসিকা (স্ত্রী) দাসতি দদাতি আত্মানমিতি দাস দানে কুল, টাপ্ অত ইয়ং। দাসী।

দাসী (স্ত্রী) দাস গোরাণিঃ ৩। ১ দাসের পত্নী, নীচ জাতি স্ত্রী। ২ পরিচারিকা, পরিচর্যার নিমিত্ত যে স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা যায়, কর্মকরী, চাকরাণী। ৩ শূদ্র ও কৈবর্তের ভাৰ্য্যা, ভজ্জাতীয়া স্ত্রী। ৪ ধীবরী।

“ন গতা চ বধুস্তত্র প্রোষা সংপ্রোষিতা তয়া।

তত্ৰাঞ্চ বিহুরো জাতো দাস্তাঃ ধৰ্ম্মাশতঃ শুভঃ।”

(দেবীভাগঃ ১।২০।৭২)

কাকজ্যা। ৬ নীলগান্ন। ৭ নীলকিণ্টী। ৮ নীলকিণ্টী। ৯ বেন্দী।

দাসীত্ব (স্ত্রী) দাস্তাঃ ভাবঃ দাসীত্ব। দাসীর ভাব, দাসীর কার্য।

দাসীপাদ (ত্রি) দাস্তাঃ পাদেব পাদো যন্ত, হস্তাদিভ্যাং নাস্ত্যলোপঃ। দাসতুল্য পাদযুক্ত। জিয়াং ভীষ। পাদস্ত পদভাবশ্চ। দাসীপদী এইরূপ পদ হইবে।

দাসীভারাদি (পুং) পাণিনিউক্ত শব্দগণ বিশেষ, দাসীভার, দেব-স্তুতি, দেবভীতি, বহুভীতি, ওষধি, চন্দ্রমন্। (পাণিনি ৬।২।৪২)

দাসীভ (স্ত্রী) দাসীনাং সভা ততো স্ত্রীবলিপ্তং। (অশালা চ। পা ২।৪।২৪) দাসীর সভা, দাসীসমূহ।

দাসেয় (পুং) দাস স্বার্থে চক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত। দাসস্ত উৎপন্নঃ ইতি কক্। (ত্রি) ৩ দাসোৎপন্ন।

দাসেয়ী (স্ত্রী) দাসেয় জিয়াং ভীপ্। সভাবতী।

“দমীক্য রামা দাসেয়ীঃ কাময়ামাস শাস্তমুঃ।” (ভারত ১।১০০।৪২)

দাসের (পুং) দাস্তা অপত্যং চক্। ১ দাস। ২ কৈবর্ত।

দাস বাহুলকাৎ এরচ্। ৩ উষ্ট্র। (ত্রি) ৪ দাসিকাপত্য।

দাসেরক (পুং) দাসের-স্বার্থে কন্। উষ্ট্র।

“দাসেরকঃ সপদি সংবলিতঃ নিষাটৈ

বিপ্রং পুরা পতগরাভিব নির্জগার।” (মাঘ ৫।৬৬)

২ দাসীমৃত। ৩ জাতিভেদ। (ভারত ৬।৪৭।৪৬)

দাস্ত (স্ত্রী) দাসস্ত ভাবঃ দাস-স্ত্যজ্। ভক্তিলক্ষণ নর প্রকার, তদ্বৎ দাস্ত এক প্রকার—

“অর্জনং বন্দনং মন্ত্রজপঃ সেবনমেব চ।

স্বরণং কীর্তনং শব্দং গুণশ্রবণমীপিতং ॥

নিবেদনং যন্ত দাস্তং নবধা ভক্তিলক্ষণং।”

(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিঃ) [ভক্তি দেখ।]

দাস্তমান (ত্রি) দা কদপি তমানঃ। তবিত্যদান সম্বন্ধি বস্ত্বে, যে বস্ত্র পরে দান করা যাইবে, তাহাকে দাস্তমান কহে।

দাস্তাদি (পুং) ঐষজ্যায়দ্যাবল্যুক্ত পাচন ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—নীলকিণ্টী, দেবদারু, ইক্ষুব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শঠী, শুষ্ঠি, বেণারমূল, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলা-ডুমুর, পদ্মকাঠ, হাড়কোড়া, ধনে, শুঠ, মূতা, সরলকাঠ, সজ্জিনার ছাল, বালা, কণ্টকারী, কৈংপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, শুড়ক, কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ইহা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া আথতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, জ্বৈদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্বাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোফজনিত জ্বর, বমি সহিত জ্বর, ক্ষয় জ্বর, স্ততক, চাতুর্ধক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর আন্ত প্রশমিত হয়। (ঐষজ্যায় জরাদিঃ)

দাস্ত (স্ত্রী) দস্তৌ দেবতে হস্ত অণ্। অধিনীনকজ।

দাহ (পুং) দহ ভাবে ঘঞ্। দহন, ভস্মীকরণ, পোড়ান।

মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করিতে হয়। তাহার বিধান শুদ্ধিতে এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর পর পুত্রাদি সকলে মিলিত হইয়া দাহস্থলে শবদেহ লইয়া যায়। সেই স্থলে শবদেহ রক্ষাপূর্বক পুত্রাদি স্নান করিয়া পিণ্ডের নিমিত্ত জল পাক করিবে। পরে শবদেহকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রে শবের সকল শরীর আচ্ছাদন করিবে। সেই স্থলে কুশ ছড়াইয়া শবের মস্তক দক্ষিণদিকে করিয়া রক্ষা করিবে; পরে শবদেহ তুতি মাখাইয়া এই মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে। মন্ত্র—ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিষরাং ॥

কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্বপাপপ্রণালিনীং।

, ভদ্রাবকাশাং গঙ্গক্যাং সরযুং পনসং তথা ॥

বৈনবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিত্তারকং তথা ॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাং স্তথা ॥”

এই সকল পুণ্য তীর্থের বিষয় স্মরণ করিয়া অর্থাৎ ইহা পাঠ করিয়া শবকে স্নান করাইবে, পরে আর একখানি বস্ত্র পরিধান করাইয়া উপনীত ও উত্তরীয় দিতে হইবে, পরে চন্দ্রাদি দ্বারা শবশরীর উপলিপ্ত করিয়া কর্ণ, নাসিকা, নেত্র ও মুখ এই ৭টা ছিদ্রে ৭ খণ্ড স্তব্ধ দ্বারা একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। (ইহার পর বান্ধব সকলে শবদেহ বন্দন করিয়া দাহস্থলে লইয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহার এইরূপ নহে, দাহ স্থলে শব লইয়া যাইয়া এই সকল করা হইয়া থাকে।)

পরে অগ্নিদাতা চিতাহুযিতে গমন করিয়া পিণ্ড প্রদান

করিবে, সেই স্থলের ভূমিতে কিঞ্চিৎ গোময় প্রক্ষেপ দিয়া ভূমিতে বামজাম্বু পাতিয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া কুশমূল দ্বারা 'ঐ অপহতাস্ত্রারক্ষাসি বেদিসদ' এই মন্ত্রে দক্ষিণাংশ রেখা করিবে। তাহার উপরি কুশ ছড়াইয়া দিবে এবং 'ঐ এহি প্রেত সোম্য গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্কিণেভির্দেহ-অভ্যঃ ত্রিবিণেহ তত্রঃ রয়িক নঃ সর্ববীরঃ নিযচ্ছ' এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া সতিল জলপাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া 'ঐ অদ্য অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শ্বন অবনেনিক্' এই মন্ত্রে আত্মীর্ণ কুশোপরি অবনে-জয় অর্থাৎ জল প্রক্ষেপ দিবে। পরে সতিল পিণ্ড গ্রহণ করিয়া 'ঐ অদ্য অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শ্বন এতন্তে-হয়মুপতিষ্ঠতাং' এই মন্ত্রে পিণ্ড কুশোপরি দিতে হইবে। পরে পিণ্ড পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে জল দিবে। সামবেদী ভিন্ন অস্ত্র বেদীয়া আবাহন করিবে না। পরে পুত্রাদি চিত্তা রচনা করিবে, তাহার শবকে দুইখানি বস্ত্রের সহিত চিত্তার উপর দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া তুলিয়া দিবে, পুরুষ হইলে অধোমুখে এবং স্ত্রী হইলে উত্তান ভাবে চিত্তার উপরি স্থাপন করিবে। সামবেদিদিগের 'শব্দ উত্তরদিকে মস্তক করিয়া চিত্তায় সাজাইতে হইবে। ইহার পর অগ্নিদাতা অগ্নি গ্রহণ করিয়া 'এনং মহন্ত' অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করুক, এই চিত্তা করিয়া—

"ঐ কৃশ্বা তু ত্বকং কশ্ম জানতা বাপ্যজানতা।

মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চমগতং ॥

'শর্শ্বাধর্মসমায়ুক্তং লোভমোহসমাবৃতং।

দেহয়ং সর্বগাংত্রাণি দিব্যান্ লোফান্ স গচ্ছতু ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হইবে এবং দক্ষিণামুখ হইয়া মস্তক স্থানে অগ্নি প্রদান করিবে। পরে দাহ সম্পন্ন হইলে প্রাদেশপ্রমাণ সপ্ত-কাষ্ঠিকা অর্থাৎ সাতখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া চিত্তাগ্নি ৭বার প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর কুঠার দ্বারা 'ক্রবাদ্যায় নমস্তভ্যং' এই মন্ত্র পড়িয়া প্রজলিত চিত্তার উপর বংশদণ্ড দ্বারা ৭বার প্রহার করিবে। তাহার পর ঐ চিত্তাগ্নি অবলোকন না করিয়া বামদিক দিয়া স্নান করিবার জন্ত নদীতে গমন করিতে হইবে। শব সঙ্কল্পী বস্ত্রাদি স্নানবাসী চাণ্ডালাদি সকলেই পাইবে। স্মৃতিকা এবং রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীদিগের মৃত্যু হইলে 'আপোহিষ্ণীয় বামদেব্যাদি' মন্ত্রে আবাহন করিয়া স্নান করাইয়া দাহ করিবে এবং গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হইলে স্থানান্তরে গর্ভ নিঃসারিত করিয়া তাহার

দাহ করিতে হইবে, গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ নিঃসারিত না করিয়া দাহ করা বিশেষ দোষাবহ ও অধর্মজনক।

তাহার পর সকলে জল সমীপে গমন করিয়া পুত্রাদি অর্থাৎ যিনি অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তাহার প্রয়োগ, দ্বিজ্ঞ শ্রীমাদিকৈ ক্ষিপ্রাসা করিবেন, 'উদকং করি-শ্যামঃ' জলকার্য্য করিতে পারি, তিনি ইহার অমুমতি দিলে বৃদ্ধদিগকে অগ্নে করিয়া জলে অবতরণ করিতে হইবে। তাহার পর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া দক্ষিণমুখে প্রেতে, উদ্দেশ্য তর্পণ করিতে হইবে। সাম-বেদীয়া আচমন করিয়া 'ঐ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুক দেবশর্শ্বাং তর্পরামি' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। যজু-র্ষেদীয়া 'ঐ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শ্বম্নেতন্তে তিলে-দকং তৃণান্' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন। তর্পণ তিনবার করিলে ফলাতিশয় জানিতে হইবে, নচেৎ একবার করিলেও চলিবে। তর্পণের পর পুনরায় স্নান করিয়া সকলে একত্র হইয়া বালককে অগ্নে করিয়া জলাশয় হইতে উত্তিবে। তাহার পর তৃণক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া এইরূপ চিত্তা করিবে।

"মামুশ্চে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গং।

যঃ করোতি স সংমৃঢ়ো জলবৃদ্ধসমিতে ॥

পঞ্চদশস্তুতঃ কাযো যদি পঞ্চমগতঃ।

কশ্মভিঃ শশরীরোথৈস্তত্ত্ব কা পরিদেবনা ॥

গস্ত্রী বহুমতীনাশমুদধিদেবতানি চ।

ফেণপ্রথঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকে ন যান্ততি ॥

শ্লেষ্মাশ্চবান্ধবৈমুক্তং প্রেতোভুক্তং যতোহবশঃ।

অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া কার্য্য বিধানতঃ ॥"

এই জগতে মনুষ্য সকল কদলীস্তম্ভের ভায় নিঃসার, জীবন বিত্যাগ চঞ্চল, সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, ইহাতে সার কল্পনা করা মূঢ়ের কার্য্য, সকলই স্ব স্ব কর্মভোগ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে পরিদেবনার বিষয় কি? গৃথিবী, সমুদ্র, দেবতা ইহাদেরও নাশ হইবে, তখন আর মর্ত্যের বিষয় চিন্তনীয় কি? এইরূপ চিত্তা করিয়া গৃথী ধীরে গমন করিয়া নিষ্পত্ত দস্ত দ্বারা কাটিয়া 'শমী পাণঃ সময়তু' এই বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে। অস্ত্রের পর 'অশ্বো বস্থিরোভূয়াংসং' এই বলিয়া প্রস্তর, পাদদ্বারা স্পর্শ করিয়া 'অগ্নিনঃ শর্শ্বযচ্ছতু' এই বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করিবে। গো, ছাগ, গোময়, উদক ও গোরসর্ষপ স্পর্শ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

দিবাভাগে দাহ করিতে বাইলে সন্ধ্যাকালে এবং রাত্রিতে দাহ করিতে বাইলে দিবাভাগে ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে দগ্ধ

হইলে প্রাক্কণের অসুস্থতা হইয়া দিবারাত্রি এই উভয় সময়ে
যাইয়া ঐ উভয় সময়েই কিরিয়া আসিতে পারে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)
[অন্ত্যেষ্ট দেখ।]

২ কুপিত পিত্তজ দেহসত্তাপভেদ, ব্যাধি বিশেষ, এই
দাহরোগের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে।

দাহরোগ সাত প্রকার। তাহার মধ্যে পিত্তজ দাহ-
রোগে পৈত্তিক জ্বরের ভ্রায় লক্ষণ হয়, প্রভেদ এই যে পিত্ত-
জ্বরে শরীরের মানি ও আশাশয় দৃষিত হয়, এই রোগে তাহা
হয় না। ইহারও পিত্তজ জ্বরের ভ্রায় প্রতিবিধান করিতে হইবে।

রক্ত জ্ঞ দাহ—রক্ত জ্ঞ দাহরোগে সমস্ত শরীরের রক্ত
প্রকুপিত হইয়া দাহ উৎপাদন করে। রোগী দাহ কর্তৃক
এত পীড়িত হয় যে, তাহার সমস্ত শরীর যেন নিকটস্থ প্রে-
লিত অগ্নি কর্তৃক তাপিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়,
অতিশয় পিপাসা উপস্থিত হয়, শরীর ও চক্ষুঃশয় তাব্রবণ হয়,
মূখে ও গাত্রে রক্তের ভ্রায় গন্ধ হয় এবং সমস্ত শরীরে অগ্নি-
কণা প্রসিক্ত হইলে ঘেরুপ হয়, সেইরূপ বোধ হয়।

রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ—শত্রাদি কর্তৃক ক্ষত হইলে সেই
ক্ষত স্থল হইতে রক্তস্রাব হইয়া কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে
আর এক অতি কষ্টকর দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ
কোষ্ঠজ দাহ কহে।

মত্তজ দাহ—মত্তপানজনিত উন্মাদ, পিত্ত ও রক্তের সহিত
মিলিত ও বদ্ধিত হইয়া চক্ষুকে আশ্রয় করিলে ঘোরতর দাহ-
রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে মত্তজ দাহ কহে। পিত্ত কুপিত
হইলে ঘেরুপ প্রতিবিধান আবশ্যক, তজ্জন ইহার প্রতিবিধান
করিতে হইবে।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—যে অবোধ মনুষ্য পিপাসা হইলে
জলপান না করে, তাহার রসধাতু ক্ষীণ হইয়া ও পিত্তের উন্মাদ
বদ্ধিত হয় এবং ঐ পিত্তোন্মাদ শরীরের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে
দাহ উৎপাদন করে, এই রোগে রোগীর গলদেশ, তালু ও
ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং জিহ্বা বহির্নির্গম ও কম্প হইয়া থাকে।

ধাতুক্কয়জ দাহ—ধাতুক্কয় জ্ঞ দাহরোগে মুচ্ছা, পিপাসা,
স্বভঙ্গ ও কার্য্যকরণে অক্ষমতা হয়। যদি রোগী দাহ কর্তৃক
স্রষ্টাধিক পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই রোগে তাহার
মৃত্যু হইয়া থাকে।

মর্ষাভিঘাতজ দাহ—মর্ষক হৃদয় ও বস্তি প্রভৃতি মর্ষস্থানে
আঘাত প্রাপ্ত হইলে তৎকর্তৃক যে দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে
মর্ষাভিঘাতজ দাহ কহে। এইরূপ দাহরোগও অসাধ্য।

অসাধ্য দাহ—সকল প্রকার দাহ রোগীরই যদি গাত্রে
বহির্দেশে শীতল এবং অভ্যন্তরে দাহ হয়, তাহা হইলে এইরূপ

রোগীকে চিকিৎসা করিবে না, এইরূপ দাহরোগ অসাধ্য।
ইহার প্রতিবিধানে কোন ফল হইবে না।

দাহরোগের চিকিৎসা—শতধোত ঘৃত ও ঘবের ছাত্ত
একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা
পেষণ করিয়া লেপন করিলে অথবা কাঁজি-সংসিক্ত আর্দ্রবস্ত্র
দ্বারা সর্কশরীর আবৃত করিয়া স্থাথিলে দাহরোগ আরোগ্য
হয়। বেণার মূল ও রক্তচন্দন কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া
অঙ্গে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়। পদ্মপত্র বা কদলীপত্র-
নির্মিত শয্যায় শয়ন করাইয়া চন্দনাক্ত জল-সিক্ত ব্যজন
দ্বারা বায়ু সেবন করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়।

তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও
বাজনানিল সেবন করিতে হইলে তৎস্থলে শীতল জলই প্রশস্ত।
প্রিয়দ্রু, লোধ, বেণারমূল, বালা, নাগকেশর পত্র এবং
কৈবর্তমূলক এই সকল কালীয়ক কাষ্ঠের কাণের সহিত
পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ নষ্ট হয়।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, রক্তচন্দন এবং পদ্ম পেষণ
করিয়া জলের সহিত মিলিত করিবে, পরে ঐ জল দ্বারা এক
স্ত্রোণী পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহরোগ নষ্ট হয়।

প্রক্ষুটিত পদ্মসম্বিত বাপী, জলঘর গৃহ (ফোয়ারার ঘর)
এবং চন্দনচর্চিতাঙ্গী কামিনী, এই সকলে দাহ জ্ঞ দীনতা
দূর হয়। পদ্মনিমগ্নজল, চিনি মিশ্রিত জল, চিনি মিশ্রিত
হৃৎ ও ইক্ষুরসু সেবন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপুড়া, বেণামূল, বালা, মুখা, পদ্মমূল,
পদ্মমুগাল, মোরি, ধনিয়া, পদ্মকাষ্ঠ এবং আমলকী এই সকল
দ্রব্য দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে
মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, ইহাতে অতিশয় প্রবল
দাহও নিবারিত হয়।

তিলতৈল ১৪ সের ৬৪ সের কাঁজির সহিত মুহু অগ্নির
উত্তাপে পাক করিয়া ইহা শরীরে মর্দন করিলে দাহজ্বর
ভাল হয়। (ভাবপ্রকাশ দাহাধিকার)

পান জ্ঞ উষ্ণতা পিত্তরক্ত কর্তৃক বৃদ্ধি হইয়া অক
আশ্রয় করিয়া ঘোরতর দাহ জন্মায়। এরূপ স্থলে পিত্তজ্ঞ
দাহের ন্যায় প্রতিবিধান করিবে। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির
এইরূপ দাহ হইলে চন্দনলেপ, শিশিরোদক, শীতলজল,
কোমল শয্যা, কামিনীসংস্পর্শ প্রভৃতি হিতকর।

পিত্তজন্য দাহ উপস্থিত হইলে পিত্তজ্বরের ন্যায় প্রতি-
বিধান করিতে হইবে। তৃষ্ণা হইয়া পান না করিলে
জলীয় রস ধাতু ক্ষীণ হইয়া তেজঃ উৎখিত হয়, তৎকর্তৃক

দেহের অন্তর্ভাষে দাহ উপস্থিত হইয়া গল, ভাসু, ওষ্ঠ ও জিহ্বা বড় শুক হয় ও রোগী কাঁপিতে থাকে। এমন স্থলে তেজের শাস্তি করিয়া অলৌকিক ধাতুর বুদ্ধি করিবে। শরীর সহযোগে প্রচুর পরিমাণে শীতলজল, ইক্ষুস ও মহা প্রদান করিলে ইহার প্রতিকার হয়। কোষ্ঠদেশ রক্তপূর্ণ হইলে অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। ধাতুকর অন্য দাহ উপস্থিত হইলে মুচ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে, ক্ষয়ক্ষীণ হয়, ক্রিয়াশক্তি হ্রাসিত ও শরীর অবসন্ন হয়। সে স্থলে রক্তপিত্তের ন্যায় প্রক্রিয়া, স্নিগ্ধ এবং বায়ুশাস্তিকর ক্রিয়া সকল হিতকর। অনাহার, শোক প্রভৃতি অনেক কারণে অন্তর্দাহ জন্মে; অতীত বিষয় প্রাপ্তি হইলে ইহার শাস্তি হয়। মর্মান্বনে অভিযাত অন্য যে দাহ জন্মে, তাহা অসাধ্য। বাহিরে শীতল ও অন্তরে দাহ থাকিলে তাহা অসাধ্য। (সুশ্রুত)।

দাহক (ত্রি) দহতি দল-বুল। ১ দাহকর্তা।

“ক্ষেত্রবেশবনপ্রাণিবীতখলদাহকাঃ।” (বাজ্ঞ ২।২৮৫)

(পুং) ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ রক্তচিত্রক। ৪ অগ্নি।

দাহকাষ্ঠ (ক্ৰী) দাহার যৎকাষ্ঠং। দাহাণ্ডক, অণ্ডকচন্দন।

দাহক (ক্ৰী) দাহং হস্তি হন-টক্। দেহদাহনাশক ঔষধাদি।

[দাহ দেখ।]

দাহজ্বর (পুং) দাহপ্রধানোজ্বরঃ। গাত্রজ্বালাযুক্ত জ্বররোগ। পর্যাবৃত্ত জলের সহিত বৃষ্টিকমূল পান করিলে এই জ্বর প্রশমিত হয়।

“পীতং বৃষ্টিকমূলং পর্যাবৃত্তজ্বলেন বৈ।”

সার্কঃ বিনাশয়েৎ দাহজ্বরঞ্চ পরমেশ্বরঃ।” (গরুড়পুং ১৯৩ অঃ)

[জ্বর দেখ।]

দাহন (ক্ৰী) দহ-ণিচ্ ভাবে লুট্। ভস্মীকরণের নিমিত্ত প্রেরণ। দাহকরান, পোড়ান।

দাহনাণ্ডর (ক্ৰী) দাহনস্ত দাহনার অণ্ডক। দাহাণ্ডক নামক গন্ধজব্যভেদ। (রাজনিঃ)

দাহময় (ত্রি) দাহেন প্রচুরঃ দাহ-ময়ট্। দাহপ্রধান জরাদি, যে জরাদিতে প্রচুর দাহ উপস্থিত হয়।

দাহমর (পুং) দাহার্থঃ স্রিয়তে গম্যতেহস্মিন্ স্ব-অপ্। অশনি, শবদাহ ষ্টান।

দাহহরণ (ক্ৰী) দাহো হ্রিয়তে হনেন হ-লুট্ পিচ্ কৰ্ত্তরি ল্য বা। বীরণমূল, বেণার মূল। ইহা দাহনাশক।

দাহাণ্ডক (ক্ৰী) দাহায় বদণ্ডক। অগ্নিক গন্ধজব্য বিশেষ; পঞ্চায়-দাহনাণ্ডক, দাহকাষ্ঠ, ধূপাণ্ডক, তৈলাণ্ডক, পূর, বন-বল্লভ। ইহার গুণ-কটু, উষ্ণ, কেশবর্ধন, বর্ণপ্রসাধক, কেশ-দোষ বিনষ্টকারক, সর্পিদা সৌগন্ধবিজ্ঞারকাণ্ডী। (রাজনিঃ)

দাহিন্ (ত্রি) দহতি দহ-ণিনি। দাহক, দাহকর্তা।

দাহিকাশক্তি (ক্ৰী) দাহক-ক্রিয়াঃ ক্ৰীপ্। অত ইক্ দহন করিবার শক্তি।

দাহুক (ত্রি) দহ-বাহুলকঃ উকন্। দাহক।

“নাস্যামির্দাহকো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।” (আশ্বা ৭।২।৮।১১)

দাহু (ত্রি) দহ কন্ধপি গাৎ। ১ দহনীয়, দক্ষ্য, দাহ্য, দহনযোগ্য।

“অর্হেদ্যোহয়মদাহোমক্রেতৌহশোব্য এবচ।” (গীতা ২ অঃ)

দিউ (বীপ) পশ্চিম ভারতে পৰ্বতগুহাধিকৃত একটা বীপ।

অক্ষা ২০° ৪৩' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি ৭১° ২' ৩০" পূঃ।

কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণসীমান্ত এক বিস্তীর্ণ খাঁড়ির পর পারে এই বীপ অবস্থিত। ইহার পূর্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৭ মাইল ও উত্তরদক্ষিণে ২ মাইল মাত্র। উত্তরসীমান্ত খালে সামান্ত জেলেডিম্বি ও ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াত করে, এই খাঁড়ি থাকায় গুজরাট হইতে এই বীপ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণপার্শ্বে বাসুগাথরের পাছা উঠিয়াছে, তাহারই পাদ দেশে অগতীর সমুদ্র জল প্রবাহিত হইতেছে।

এই বীপের পাছা শুষ্ক ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নয়। বীপের নান্যাহানে নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। এখানে ছোট হইলেও উত্তম বন্দর আছে; তথায় ২ বাঁও জলে জাহাজ নদর করিয়া থাকিতে পারে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ, জমি অল্পক্ষর, ভাল জল দ্রুত। কৃষিকর্মেরও ভেদন আয়োজন নাই। উৎপন্ন জব্যের মধ্যে গম, কাপ্‌সি, বাজরা, নারিকেল ও আত্রাণি ফল পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার।

বীপের পূর্বকোণে দিউনগর অবস্থিত। ইহার মধ্যে দুর্গ আছে, নদবন্দর হইতে তাহা প্রায় ৫ মাইল দূরে হইবে। এক সময় এই নগর বাণিজ্য ব্যবসারে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তৎকালে এখানে প্রায় ৫০০০ লোকের বসবাস ছিল। এখন সেই পূর্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই। বৌদ্ধদিনের কথা নয়, মোজাফিক ও ভারতের নান্যাহানের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিত। নগরের অনেক গৃহস্থের এক একটা বৃহৎ জলকুণ্ড আছে। রুইর সময় তাহাতে জল ধরিয়া রাখে।

পূর্বে এই নগরে অনেক স্থলর ও বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, এখন তাহার অস্তি অল্পই আছে। তন্মধ্যে যে মাজিঙ্গ গির্জা (এখানে জেজুচরণ ১৩০১ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব বিজ্ঞান স্থাপন করেন) উল্লেখযোগ্য। সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ান (এখন দৈনিক ইন্ডাপাতাল), সেন্ট্রাল নামক

গোরহান প্রভৃতির ভয়াবহতা। এখানকার টাঁকশালে পূর্বে সকলপ্রকার মুদ্রা প্রভূত হইত, এখন আর তেমন হয় না। এ ছাড়া পর্তুগীজ গবর্ণরের প্রাসাদ, কারাগার ও বিজ্ঞানাল আছে।

এখন ১০টা হিন্দুদেবালয় ও ২টা মুসলমান মসজিদ দৃষ্ট হয়। পর্তুগীজগমনের পূর্বে এখানে কএকটা হিন্দু-তীর্থ ও বৃহৎ দেবমন্দির ছিল, পর্তুগীজেরা সেই সকল নষ্ট করে।

দিউ নগর ছাড়া এই দ্বীপে তিনখানি গ্রাম আছে,— উত্তরাংশে বচবারা, দক্ষিণে নগবা ও পশ্চিমে মেনিক-বারা। শেথোকু হই গ্রামে কেল্লা আছে।

বঙ্গ বয়ন ও বঙ্গ রং করা ই এখানকার লোকের প্রধান উপ-কৃষিকা। এখানকার জিনিষ বিদেশে খুব আদৃত হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের অনেকেই মৎস্যজীবী হইয়া পড়িয়াছে। বার্ষিক প্রায় ৪০০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

আরব ও পারস্যদেশগণের বাণিজ্যের অতি সুবিধা হইবে ভাবিয়া পর্তুগীজেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রথমে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট হুমায়ুন যে সময় গুজরাটধিপতি বাহাউর শাহকে আক্রমণ করেন, সেই সময় (১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) বাহাউর শাহ পর্তুগীজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপে দুর্গ নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে ষড়-বৎস চলিতেছিল। ঘটনাক্রমে (১৫৩৭ খৃঃ অব্দে) পর্তুগীজ জাহাজ হইতে প্রত্যাগমনকালে গুজরাটধিপতি নিহত হন। এই বর্ষে বাহাউরের জাতপুত্র (৩য়) মহম্মদ পর্তুগীজ দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আবার একবার আক্রমণ করেন। এবার ডম্‌জোয়াও ডিকাত্‌টো প্রভৃত সৈন্যবল লইয়া দ্বীপে উপ-স্থিত হইয়া মুসলমান সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দ্বীপ-বাসী পর্তুগীজদিগের রক্ষাবিধান করেন। কাত্তোর বীরত্বে সমস্ত দ্বীপ চিরতরে পর্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কট হইতে কতকগুলি সশস্ত্র আরবী আলিয়া দ্বীপ আক্রমণ করে ও লুটপাঠ করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে আর কোন গোলমাল হয় নাই।

বর্তমান দুর্গটি মুসলমান অবরোধের পর ডিকাত্‌টো কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার সংস্থান সুদৃঢ়, গঠন সুন্দর, অনেকগুলি পিল্লার কামান-বারা সুরক্ষিত। সেতুপার হইয়া তোরণদ্বার দিয়া এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণদ্বারে পর্তুগীজ ভাষায় খোদিত লিপি আছে।

এখানকার গবর্ণর ফোজদারী ও দাওয়ানী উভয় শাসন বিভাগের কর্তা। তিনি গোয়ার গবর্ণরজেনারলের অধীন।

দিওদোরাস্, সিকিউলাস্ (Diodorus, Siculus) একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক। ইনি সিসিলী দ্বীপে আজিরিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাঁহার আখ্যায়িকা জানা যায় নাই। তিনি জুলিয়াস্ ও অগষ্টস্ সিজারের সমকালে বিত্তমান ছিলেন। এশিয়া ও যুরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ এবং রোমনগরে বহুকাল বাস করিয়া তত্তৎ স্থানের প্রাচীন ও তৎকালীন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই সমস্ত সংগৃহীত বিবরণ হইতে তিনি ত্রিশবৎসর পরিশ্রম করিয়া চল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বিবুলিওথেকা' (Bibliotheca) অর্থাৎ পুস্তকাগার নামক এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করেন। ইহার প্রথম ৬ খণ্ডে ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত গ্রীস ও অজ্ঞাত দেশীয় দেবদেবীবিষয়ক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণনা করেন। তৎপরের একাদশ খণ্ডে ১১৮৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে আলেকসান্দারের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিত আছে। অবশিষ্ট ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৬০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত। এই চত্বারিংশ খণ্ডায়ক বিরাট ইতিহাসের অধিকাংশই কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছে, এখন কেবল প্রথম ৫ পাচখণ্ড এবং একাদশ হইতে বিংশ পর্য্যন্ত দশ খণ্ড এই পনর খণ্ড সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। ৫ম হইতে ১০ম খণ্ড একবারেই লুপ্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট খণ্ড সকলের নানা অংশ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে।

দিওদোরাসের ইতিহাস হইতে প্রাচীনকালের প্রভূত বিবরণ জানিতে পারা যায়। সাধারণতঃ তাঁহার রচনা কল্পনাচাতুর্য্য ও অতিরঞ্জনদোষবর্জিত এবং সরল ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ প্রথর মেধাশক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ইতিহাসে সূক্ষ্মতা নাই। তিনি যে সকল বিবরণ শুনিয়া অথবা অত্যাশ্রিত ঐতিহাসিকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সকলের সত্যাসত্য নির্ধারণে তাদৃশ বিচারশক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও তিনি এমন বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু হুংখের বিষয় তাঁহার পুস্তকের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় খণ্ডগুলিই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল খণ্ড থাকিলে নিঃসন্দেহে অতীতকালের নানা তত্ত্ব, যাহা এখন সন্দেহের ঘোর অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, প্রকাশ হইয়া পড়িত।

দিক্ (আরবী) ত্যক্ত করা, বিরক্ত করা। (সং) দিক্।

[দিশ্ দেখ।]

দিক্ (পুং) দিক্ কায়তে কৈ-ক। বিংশতিবর্ষবয়স্ক করি-
শাবক, করভ। (শব্দর*)

দিক্‌স্তা (স্ত্রী) দিশ এব কস্তাঃ। দিক্‌রূপ কস্তা। দিশ কস্তা
এব। দিক্ সকলই কস্তা। দিক্ সকল ব্রহ্মার কস্তারূপে
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিষয় বরাহপুরাণে এইরূপ
লিখিত আছে—

ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম এই জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই
সময় একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন কে এই জগৎ সৃষ্টি
করিবে? এই প্রকারে অতিশয় চিন্তিত হইলে তাহার কণ
হইতে মহাপ্রভাবশালিনী দশটী কস্তা আবির্ভূত হইল।
তাহাদের মধ্যে পূর্বা, পশ্চিমা, প্রতীচী ও উত্তরা এই চারি
কস্তা পরমশোভনা এবং অতিশয় গভীর, তাহারা সকলে
ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল, হে দেবদেব জগৎপতে!
আমাদিগকে অবকাশ প্রদান করুন, যেখানে আমরা ভর্তার
সহিত সুখে অবস্থান করিতে পারি। ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া
কহিলেন, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক, এই ব্রহ্মাও
বহুবিস্তৃত, ইহার অন্তর্ভাগে তোমরা ইচ্ছানুসারে বাস
কর, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের জ্ঞাত
তগন্থী ও নিম্পাপ ভর্তৃদিগকে সৃষ্টি করিব, তাহাদের
সহিত সুখে অবস্থান করিবে। এখন যেদিকে যাহার
অভিরুচি হয়, সেই দিকে গমন কর। এইরূপে ব্রহ্মার
আদেশে অভিরুচি অনুসারে এক এক দিকে এক
এক জন গমন করিল। ব্রহ্মা এইরূপে তাহাদিগকে
বিদায়* করিয়া মহাবলশালী লোকপালদিগকে শীঘ্র সৃষ্টি
করিলেন, পরে তিনি লোকপালদিগকে দেখিয়া সেই
দশটী কস্তাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে
লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকপালদিগের সহিত ইহাদের
বিবাহ দিলেন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিখর্ত, বরুণ, বায়ু, ধনদ ও
জৈশান এই অষ্টদিক্‌পালকে ঐ আট কস্তা প্রদান করিলেন,
ঊর্দ্ধ্বদিকে স্বয়ং অবস্থান রহিলেন এবং অধোদিকে শেষকে
ব্যবস্থিত করিলেন। ইহার পর হইতে এই দেবীগণ
ইন্দ্রাদির সহিত কীর্তিত হইয়া থাকেন। (বরাহপু*)

দিক্‌র (পুং) দিশং আদেশং করোতি বা দিশং জীমূষদংশনং
করোতি কৃ-ট্‌চ্। ১ যুবা। ২ মহাদেব। (কালিকাপু* ৮২ অঃ)

দিক্‌রবাসিনী (স্ত্রী) দিক্‌রে শিবে বসতীতি বস-গিনি, ভীপ্।
দেবীবিশেষ, দিক্‌র অর্থে মহাদেব, যিনি তাহাতে অবস্থান
করেন, তাহার নাম দিক্‌রবাসিনী।

“এবং দিক্‌রবাসিনীঃ কথিতঃ পূর্ববৎ ক্রমঃ।

যংস্বতা নাভুভং কিক্‌দাদ্যোতি শ্রবণে যতঃ ॥

দিক্‌রত্বকণঃ প্রোক্তস্তথা শব্দশ্চ দিক্‌রঃ।

তস্মিন্‌মুখিতা দেবী তস্মাদ্‌দিক্‌রবাসিনী ॥”

(কালিকাপু* ৮২ অঃ)

দিক্‌রিকা (স্ত্রী) দিক্‌রিগঃ দিগ্‌গজন্ত সকাশাং কায়তে শোভতে
ইতি দিক্‌রিন্ কৈ-ক, তভ্‌ষ্টাপ্। নদীবিশেষ; নাটক পর্যায়ে
মর্দনসরোবরের স্থায় একটা সরোবর আছে, মহাদেব ঘর্ণার
সহিত এই সরোবরে প্রায় জলক্রীড়া করেন। ইহার পশ্চাৎ
পূর্ব ও মধ্যভাগ হইতে তিনটী নদী প্রবাহিত হইয়াছে,
ইহার পশ্চিমভাগে প্রবাহিত নদীর নাম দিক্‌রিকা,
দিগ্‌গজদিগের ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য ইহার
নাম দিক্‌রিকা হইয়াছে।* (কালিকাপু* ৮২ অঃ) ইহার
বর্তমান নাম দিক্‌রাই। [কামরূপ দেখ।] দিক্‌ দ্বয়
দংশনং করিকা নথকতরেখা চ যস্তাঃ। ২ যুবতী।

দিক্‌রিন্ (পুং) দিক্‌ স্থিতঃ করী। ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ,
দিক্‌হন্তী।

“ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোজ্জ্বলঃ।

পুষ্পদন্তঃ সার্কভোমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ ॥” (অমর)

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অজ্ঞন, পুষ্পদন্ত, সার্ক-
ভোম ও সুপ্রতীক এই ৮টী হন্তী দিগ্‌গজ নামে খ্যাত।
জিয়াং ভীপ্।

দিক্‌রী (স্ত্রী) দিশঃ বর্তুলাকারা দন্তকতরেখা করী চ নথকত-
রেখা চ যস্তাঃ সংজাতাং ন কপ্। বা দিক্‌রঃ যুবা, ততো
ভীব্। যুবতী জী।

দিক্‌কাস্তা (স্ত্রী) দিশা এব কাস্তাঃ। দিক্‌কাস্তা।

দিক্‌কামিনী (স্ত্রী) দিশ এব কামিনীঃ। দিক্‌কামিনী।

দিক্‌কুমার (পুং) জৈন মতে ভবনাধিপতি। (হেম)

দিক্‌চক্র (স্ত্রী) দিগেব চক্রং। চক্রবাল।

দিক্‌তট (পুং) দিক্‌চক্রং।

দিক্‌দার (পারসী) বিরক্তজনক।

দিক্‌দারী (পারসী) বিরক্তি।

দিক্‌পতি (পুং) দিশাং পতিঃ। দিগ্‌ধীশ্বর, পূর্বাধি অষ্ট-
দিক্‌র অধিপতি, শুক্র অগ্নিকোণের, কুজ দক্ষিণদিক্‌র,

* “অস্তি নাটকশৈলে তু সরো মানসসম্মিতঃ।

যত্র সার্ক শৈলপত্র্যা জলক্রীড়াং সমা হয় ॥

কুমুদে নরশাব্দীল স্বর্ণপল্লবশোভিতে।

তন্ত পশ্চাদ্‌মধ্যপূর্বভাগেভ্যশ্চ সরিত্ত্বং ॥

অবতীর্ণঃ প্রযাত্যেব দক্ষিণং সাগরং প্রতি।

তন্ত পশ্চিমভাগে তু নদী দিক্‌রিকাস্তা ॥

দিগ্‌গজক্ষেত্রসংজাতা তেন দিক্‌রিকা স্তুতা ॥” (কালিকাপু* ৮২ অঃ)

রাহ নৈঋতকোণের, শনি পশ্চিমদিকের, চন্দ্র বায়ুকোণের, বুধ উত্তরদিকের ও বৃহস্পতি ঈশানকোণের অধিপতি।

“সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্রমাগতঃ সৈংহিকৈঃ শনিঃ শশী।

সৌম্যাদিশমস্বী চ প্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরাঃ” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

২ দিক্‌সমূহের পতি ইচ্ছাদি। [দিক্‌জ্ঞা দেখ।]

দিক্‌পাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি অণ্। পূর্বাদিক্রমে দশ দিক্‌ পালনকর্ত্তা। পূর্বাদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈঋতকোণে নিঋত, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে মরুত, উত্তরদিকে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ, উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মা ও অধোদিকে অনন্ত অবস্থান করিয়া পালন করিয়া থাকেন।

দিক্‌বিভাগ (পুং) দিক্‌।

দিক্‌শূল (স্ত্রী) দিশি দিগন্তেদে গতো শূলমিব। পূর্বাদি-দিকে গমন বিষয়ে নিষিদ্ধ বারভেদে, কোন দিকে যাত্রা করিতে হইলে দিক্‌শূল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। শুক্র এবং রবিবারে পশ্চিমদিকে, মঙ্গল ও বুধবারে উত্তর দিকে, সোম এবং শনিবারে পূর্বদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে শূল হয়, অর্থাৎ যে বারে যে দিকে শূল সেই বারে সেই দিকে গমন করিতে নাই। যে মহুয়া বিত্তলাভাশায় দিক্‌শূল লভন করিয়া গমন করে, ইচ্ছাভূত প্রভাবশালী হইলেও তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না।

“শুক্রাদিত্যাদিনে ন বারুণদিশং ন জ্ঞে কুঞ্জে চোত্তরাং।

মন্দেনোপ দিনে ন শক্রককুভং যাম্যাং শুরো ন ব্রজেং ॥

প্লানিতি বিলজ্য যান্তি মহুজা যে বিত্তলাভাশয়া।”

ব্রীহীশাঃ পুনরাপত্তি যদি তে শক্রেণ তুল্যাপি ॥”

(জ্যোতিঃসারসংগ্রহ)

কাহারও মতে, বুধ ও বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে, সুরাচার্য্য অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুকোণে এবং রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমদিকে শূল হয়।

“বোধে শুরো দক্ষিণাং।

ঈশানে জলনে চৈব নৈঋতে মারুতে তথা।

ন গন্তব্যঃ সুরাচার্য্যে প্রভীচ্যাং রবিশুক্রেয়াঃ ॥” (স্বধ্ববোধ)

দিক্‌সুন্দরী (স্ত্রী) দিশ্‌এব সুন্দর্য্য। দিক্‌রূপ সুন্দরী, দিক্‌কল্পা।

দিক্‌সাধন (স্ত্রী) দিশ্‌সাধ্যন্তে জ্ঞানার্থং অনেন। দিক্‌জ্ঞান-

সাধন উপায়ভেদ। বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয়

জ্যোতির্বিদগণ অতি সুস্পষ্টরূপে দিক্‌ সকল নির্ণয় করিবার উপায়

বলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যাসাশাস্ত্রের যজ্ঞাধ্যায়ে

যজ্ঞি ও শঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা দিক্‌নিরূপণের অতি সুন্দর উপায় বর্ণিত

আছে। স্থলতঃ যে দিকে সূর্য্যোদয় হয়, তাহাই পূর্ব, আর

যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায়, তাহাই পশ্চিম দিক্‌। এইরূপে পূর্ব পশ্চিমদিক্‌ অবধারিত হইলে মংস্তচিহ্ন * দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌ সাধন করিতে হয়। আর সমগ্র ভূমণ্ডলের উত্তর-ভাগে মেরু†। উদয়কালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে সম্মুখে প্রাক্‌ বা পূর্ব দিক্‌, পশ্চাতে পশ্চিম, দক্ষিণে দক্ষিণ এবং বামভাগে উত্তর দিক্‌ হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-রূপে ধরিতে গেলে সূর্য্য প্রতিদিন পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত হয় না। ৫ বৎসরে কেবল দুইদিন মাত্র অর্থাৎ বিন্দু ব সংক্রান্ত দুইদিন সূর্য্য প্রায় ঠিক পূর্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। বাহা হউক, অস্ত সময়ও সূর্য্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে দিক্‌ নির্ণয় হইতে পারে। প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে ইহার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত আছে। যথা--সলিল দ্বারা সংশোধিত কোন সমতল শিলাতলে অথবা কোন প্রকার দৃঢ় প্রলেপযুক্ত কোন সমতল ভূমে ইচ্ছামুত্থাপন কর; তাহার পর উহায় ছায়াগ্র পূর্বাঙ্ক ও অপরাহ্নে যে যে স্থানে বৃত্তের ঠিক পরিধির উপর আসিয়া পড়ে, ঐ দুই স্থানে দুইটা বিন্দু চিহ্নিত কর। ঐ দুইটা বিন্দুকে পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দু বলা যায়, অতঃপর ইহাদের দুইটিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কেন্দ্র করিয়া তিমিচিহ্ন দ্বারা মধ্যস্থলে উত্তর দক্ষিণ রেখা অঙ্কিত কর। এইরূপে উত্তরদক্ষিণ রেখার মধ্যস্থলে তিমিচিহ্ন দ্বারা পূর্বপশ্চিম রেখাও অঙ্কিত কর। এই দুইটা রেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বপশ্চিম দিক্‌ সূক্ষ্ম-রূপে সাধিত হইলে পুনরায় মংস্ত চিহ্নদ্বারা উক্তরূপে বিদিক্‌ অর্থাৎ মধ্যবর্তী দিক্‌ সকল নিরূপিত হইবে ‡।

* পূর্ব ও পশ্চিমে দুইটা বিন্দু লইয়া ঐ দুইটা বিন্দুকে কেন্দ্র ও উহাদের পরস্পর দূরত্বের সমান ব্যাসার্দ্ধ লইয়া দুইটা বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পরিধিযের ছেদজনিত যে অসম্পন্ন মংস্তাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়, ইহাট মংস্তচিহ্ন। তিমি অর্ভূতি ইহার অপর নামও আছে। ঐ পরিধিযের ছেদ বিন্দুদ্বয় যোগ করিলে সংযোজক রেখা উত্তরদক্ষিণদিক্‌ সূচিত করিবে।

† “যত্রোদিতোহর্কঃ কিল তত্র পূর্বা।

তত্রাপরা যত্র গতঃ প্রাতিষ্ঠাং।

তন্মংস্ততোহস্তে চ ততোঃশিলানা-

মুদক্‌স্থিতো মেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ ॥” (গোলাধ্যায়)

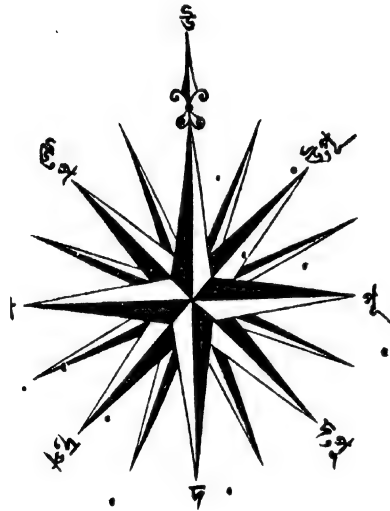
‡ “শিলাতলেঃস্থংস্তকে বজ্রলেপেহপি বা সন্মু।

তত্র শঙ্ক কুলেরিষ্টেঃ সমঃ মণ্ডলমাধিবেং ॥

তদাধ্যো স্থাপয়েচ্ছঙ্কু করনাদ্বাদশাঙ্গুলং।

তচ্ছায়াগ্রঃ স্পৃশ্যেদ্যত্র বৃত্তে পূর্বোপর্য্যাক্ষয়োঃ ॥

নির্দিষ্ট গোলকোটীর একদিকে ধাতুময় আবরণ অপরিদিক্ কাচ দ্বারা আবৃত থাকে। ধাতুময় আবরণের ভিতর দিকে দিক-নির্দেশক রেখা দ্বারা বিভক্ত কাগজের উপর চুম্বকহুঁচী স্থাপিত হয়। কাগজের উপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই চারিটা প্রধান দিক এবং দৈর্ঘ্য অক্ষি নৈর্ঘ্য বায়ু প্রভৃতি চারিটা কোণ। ইহাদের মধ্যবর্তী দিক সকলও রেখা দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই রূপে সচরাচর ১৬ বা ৩২টা দিক্ কম্পাসে ব্যবহৃত হয়। উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ প্রথমতঃ উ, পূ, দ ও প সত্ত্বত দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উহাদের সম্মিলনে, স্থলর কোণে বাবতীর মধ্যবর্তী কোণ স্থিতি হইয়া থাকে। যথা—উত্তরপূর্বকোণ বুঝাইতে উ পূ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বুঝাইতে দ প ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাগজফলকে সচরাচর পুষ্প বা তারা চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তদ্বারা উত্তর দিক্ সহজেই প্রত্যক্ষ হয়।



দিগদর্শন যন্ত্র।

অরিপ প্রভৃতি কার্যে দিক্ নির্দেশের পরিবর্তে উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৃত্তের পরিধি ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত থাকে। উত্তরের রেখায় ইহার শূন্য এবং তথা হইতে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে একাদিক্রমে ৩৬০ পর্যন্ত অঙ্ক লিখিত থাকে। ঠিক পশ্চিমে ৯০, দক্ষিণে ১৮০, পূর্বে ২৭০ ইত্যাদি। সুবিধার জন্য কোন কোন কম্পাসে ঐ

থাকে, সুতরাং ইহার কাগজ হুঁচীর সহিত ঘুরিয়া চিহ্নিত স্থান সর্বদা উত্তর দিকেই দাঁড়ায়। কোটার গায়ে পশ্চিম বিপরীত দিকে সংলগ্ন দুইটা চিহ্নের ভিতর দিয়া দূরত্ব বৃত্ত উত্তর দিকের সহিত কত কোণিক দূরে অবস্থিত, তাহা গঠিত হয়।

এখন চুম্বকহুঁচীর নিত্য ধর্ম দ্বারা ইহার এক প্রান্ত নিয়তই উত্তর দিকে অবস্থিত থাকে। [চুম্বক ধর্ম।] সুতরাং কাগজের ঊত্তরদিশজ্ঞাপক চিহ্ন হুঁচীর ঐ প্রান্তের নিম্নে আনিলে একবারেই সমস্ত দিক্ নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু চুম্বকের কাঁটা সর্বত্র ভৌগোলিক উত্তর অর্থাৎ যামোয়ার রেখার সহিত ঠিক থাকে না, এমন কি একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইহার উত্তর প্রান্ত ভৌগোলিক বা প্রকৃত উত্তর দিকের পূর্বে বা পশ্চিমে হেলিয়া থাকে। ইহাকে চুম্বকের অপস্থিতি (Declination of the needle) বলে। পূর্ব দিকে কাঁটা হেলিলে উহাকে প্রোচ্যাপস্থিতি ও পশ্চিমদিকে হেলিলে উহাকে প্রোভ্যাপস্থিতি বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান স্থানেই অপস্থিতি প্রায় স্থলর বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। কম্পাস দ্বারা ঐ দিক্ নিরূপণ করিতে হইলে এই বৈষম্য বাদ দিয়া লইয়া হয়। বাস্তবিক এইরূপেই দিগদর্শন দ্বারা দিক্ নির্ধারণ হইয়া থাকে। সামান্য পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা এই অপস্থিতি অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়া যায়। পৃথিবীর বাবতী স্থানের চৌম্বকীয় অপস্থিতি-নির্দেশক স্থলর মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, প্রত্যেক নাবিক নিজ নিজ জাহাজে ঐ মানচিত্র রাখিয়া দিগদর্শন সাহায্যে দিক্ নিরূপণ করিয়া লয়।

তত্ত্বিগ্ন প্রত্যেক জাহাজেই যে ভূরি পরিমাণ লৌহ বিদ্যমান থাকে, উহা প্রায়ই অস্বাভাবিক চুম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া যায়। জাহাজস্থ এই লৌহ কম্পাস যন্ত্রের অতি সম্মিলিত বিধায় পার্থিব চুম্বক-শক্তি সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটার নির্দিষ্ট উত্তর দিকের অনেক ইতর বিপদ হইয়া থাকে। এই অন্তরায় নিরাকরণ জন্য নাবিকগণ বহুবিধ উপায় অবলম্বন করে। জাহাজের অগ্রভাগে কম্পাসের সন্নিকট বৃহৎ বৃহৎ লৌহদণ্ড স্থাপন করিলে জাহাজের অগ্রভাগ লৌহের চুম্বকশক্তিজনিত আকর্ষণ বহু পরিমাণে লাঘব হইয়া যায়। কখন কখন জাহাজের অগ্রভাগের পশ্চিম বর্ত্তে উচ্চ মাস্তুলের উপরিতাণ্ডে কম্পাস স্থাপন করিলে জাহাজের চুম্বকশক্তি দূরতানিবন্ধন ততদূর কার্য্যকারী হয় না, সুতরাং কম্পাসের কাঁটা প্রায় স্থলরূপে উত্তর দিক্ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেক সময় এই সকল উপায়

নিজ দিক পাওয়া যায় না। প্রাশান্ত মহাসাগরে সূর্যের
জলধাত্রীর সময় এইরূপ সামান্য ভুলের জন্য মহান্ অনিষ্ট
ঘটিতে পারে। নাবিকগণ তথ্য আকাশে কোন তারকা
প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজকে এক চক্র ঘুরাইয়া
কম্পাসের কাঁটার গতি পরীক্ষা করে, তদ্বারা জাহাজের
চুম্বকশক্তিজনিত কাঁটার অপস্থতির পরিমাণ বাহির হইয়া
পড়ে। সুতরাং নাবিকগণ সেইরূপে কম্পাস নির্দিষ্ট দিক
সংশোধন করিয়া অভিলষিত দিকে গমন করিতে সক্ষম হয়।
বলা বাহুল্য কম্পাসদ্বারা বিস্তারিত দিক নির্দিষ্ট না হইলে
উপকারের কথা দূরে থাকুক, ইহা সমূহ বিপদেরই কারণ
হইয়া উঠে।

স্থলভাগেও জরিপ প্রভৃতি কার্যে কম্পাসের ব্যবহার
অতিশয় উপকারী। ভূগর্ভে খনি এবং হুড়ুদাদি খননে ইহার
ব্যবহার সমুদ্রযাত্রার ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন
নহে। যেকোন কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, দিগদর্শন
তাহার উপযোগী করিয়া নির্ধারিত হয়। সুতরাং ইহার আকার
ও গঠন প্রণালী বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এক কার্যের
উদ্দেশ্যে নির্মিত কম্পাসে অপর কার্যে সূচক সম্পন্ন হয় না।
২ অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা।

দিগদাহ (পুং) দিশাং দাহঃ। উৎপাত বিশেষ, আকাশের
অস্বাভাবিক অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, দিগদাহ উপস্থিত হইলে
নানা প্রকার অন্তঃ হইয়া থাকে।

“দাহো দিশাং রাজভয়ায় পীতোদ্যুশ্চ নাশায় হতাশবর্ণঃ।

বশ্যাক্ষণঃ স্তাদপসব্যবায়ুঃ শস্ত্রশাশং স করোতি দৃষ্টে।”

(বৃহৎসং ৩।১।১)

দিগদাহ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজভয়ের কারণ ও অগ্নি
বর্ণ দৃষ্ট হইলে দেশ সকল বিনষ্ট হয়, এই সময় যদি দক্ষিণ
বায়ু অরুণবর্ণ হয়, তাহা হইলে শস্ত্রসমূহ বিনষ্ট হয়। যে
দিগদাহে অতীব দীপ্তি এবং সূর্যের স্তম্ভ ছায়া প্রকাশিত
হয়, এইরূপ দাহ রাজার মহাভয় ও শত্রু প্রকোপ সূচনা
করে। পূর্বদিকে দিগদাহ হইলে মৃগ ও ক্ষত্রিয়গণের,
অম্বিকোণে হইলে শত্রী ও কুমারগণের, দক্ষিণে উগ্রপুরুষ,
বৈশ্য, দ্রুতগণ, পুরুষ এবং প্রমদাগণের, পশ্চিমে শূদ্র ও
কষিকীবিগণের, বায়ুকোণে ভূরক্ষ সহিত চোরগণের, উত্তর-
দিকে বিপ্রগণের, দৈশানকোণে পাণ্ডী ও বণিকগণের
পীড়া হয়। যদি আকাশ পরিষ্কার হয়, নক্ষত্র সকল
নির্মল হয় এবং প্রদক্ষিণভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা
হইলে সর্ববর্ণ দিগদাহে লোকসমূহ ও রাজার মঙ্গল
হইয়া থাকে। (বৃহৎসং ৩।১।২)

দিগদেবতা (স্ত্রী) দিশাং উন্মর্ষাদানাম্ দেবতা সাকীভূতব।

দিক সকলের মর্যাদা ও সাকীভূত দেবতা।

দিগ্ধ (পুং) দিক্বে লিপাতে স্র বিবাদিনা দিহ-ক্ত। ১ বিবাক্ত
বাণ, বিব মিশ্রিত বাণ, পর্যায়—লিপ্তক। ২ স্নেহ। ৩ অগ্নি।
৪ প্রবন্ধ। (ত্রি) ৫ লিপ্ত।

“সচন্দ্রনোশীরমুণালদিধঃ শোকাগ্নিনাগাদ্হান্নিবাসভূয়ঃ।”

(ভট্ট ৩২১)

দিগ্গনগর, বর্জমান জেলায় একটা গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ২২’
উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৫’ পূঃ। এক সময়ে এখানে অনেক
বর্জিত লোকের বাস ছিল। এখন এখানে শস্ত্র ও চিনির
হাট হয়। এখানকার পিত্তল কাঁসার বাসন সুন্দর।

দিগ্ধল (স্ত্রী) দিগ্ধ নিমিত্তঃ গ্রহাণাম্ বলং। লঘাদিতে দ্বিত
গ্রহগণের বল।

“লগ্নে সৌম্যসুরাচাৰ্যৌ কুজাকৌ দশমে তথা।

দুানে সৌরিশচতুর্থে তু সিতেন্দু দিগ্ধলিভৌ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

মঙ্গল ও রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে দক্ষিণদিগ্ধলী,
শনি লগ্নের সপ্তম স্থানে থাকিলে পশ্চিম দিগ্ধলী এবং শুক্র ও
চন্দ্র লগ্নের চতুর্থ স্থানে থাকিলে উত্তর দিগ্ধলী হয়। ইহা
দ্বারা দিক নির্ণয় ও নানা প্রকার গণনা হইয়া থাকে।

দিগ্ধলিন্ (পুং) দিগ্ধলং অন্ত্যস্ত ইনি। ১ দিগ্ধনিমিত্ত
বলযুক্ত গৃহ। ২ তাদৃশ রাশি ভেদ।

দিগ্ধদন (স্ত্রী) দিগ্ধভেদে বদনং যন্ত। পূর্বাদি দিক্ ভেদাঙ্ক-
সারে ঐ সকল দিকে স্থিত রাশিভেদ।

“মেঘান্তাজিহ্মাং জেরাঃ প্রাগাদি দিগ্ধাধর্মী।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

মেঘরাশির পূর্বদিকে, বৃষরাশির দক্ষিণে ও কর্কটের
উত্তরে মুখ, এই প্রকার যথাক্রমে সিংহাদিরও জানিতে হইবে।
দিগ্ধভাগ (পুং) দিশাং ভাগঃ। দিগ্ধবিভাগ, দিক্ সকলের বিভাগ।
দিগ্ধরস, বেয়ারের বন জেলাস্থ নগর। অক্ষা° ২০° ৬’ উঃ,
দ্রাঘি° ৭৭° ৪৫’ পূঃ। কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসায়ের জন্য এই
স্থান বিখ্যাত।

দিগ্ধস্ত্র (পুং) দিক্ৰূপং বস্ত্রং যন্ত। ১ মহাদেব। ২ জৈনভেদ।
(ত্রি) ৩ লগ্ন।

দিগ্ধারণ (পুং) দিক্ স্থিতো ব্যারণঃ। গ্রীষ্মাদি দিগ্ধগঞ্জ।

দিগ্ধাসস্ (পুং) দিক্ৰূপং বাসঃ যন্ত। ১ মহাদেব। (ভারত
১৩।১।৪১) ২ জৈনভেদ। (ত্রি) ৩ লগ্ন, উল্লগ্ন।

দিগ্ধিজয় (পুং) দিশাং তৎস্বরূপলোকানাম্ বিজয়ঃ। বিজা
বা যুদ্ধ দ্বারা চতুর্দিক জয়করণ। যথাক্রমে দিগ্ধিজয়, পাণ্ডব-
দিগ্ধিজয় ইত্যাদি।

দিগ্ধিজয়গঞ্জ, রাণবরেলি জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল বা

উপবিভাগ। ইহার মধ্যবর্তী দিগ্‌বিজয়গ্রামে তহসীলদার ও 'পুলিস ইনস্পেক্টর' থাকেন। এই গ্রামের নাম হইতেই তহসীলের নামকরণ হইয়াছে। এই তহসীল অক্ষা° ২৬° ১৭' ৩০" হইতে ২৬° ৩৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১১' ৩০" হইতে ৮১° ৩৭° পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত।

দিগ্‌বিজয়ী (ত্রি) দিগ্‌বিজয়-ইন্। বিজ্ঞা বা বাহুবল দ্বারা সকল দেশ জয়কারক। যে দিক্ বিজয় করিয়াছে, যেমন দিগ্‌বিজয়ী রাজা, অর্থাৎ যে রাজা নানাদেশ যুদ্ধে জয় করিয়া সেই সেই দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। যেমন, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত অর্থাৎ যে পণ্ডিত নানাদেশীয় পণ্ডিতসমুদায়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া সেই সেই স্থলে আপন পাণ্ডিত্যপ্রতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিগ্‌বিদিক্ (স্ত্রী) ১ সকল দিক্, অনির্গত দিক্, দিক্ ও দিকের মধ্যবর্তী দিক্ অর্থাৎ সকল দিক্। (দেশজ) ২ গুরু লঘু, হিত অহিত, জায় অজায় বিবেচনার অভাব প্রদর্শনস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা তাহার দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই।

দিগ্‌বিদিক্‌স্থ (ত্রি) দিগ্‌বিদিক্ স্থা-ক। নানাদিকে স্থিত।

দিগ্‌বিভাগ (পুং) দিশাং বিভাগঃ। দিগ্‌ভাগ।

দিগ্‌বিলোকন (স্ত্রী) দিশাং বিলোকনঃ। শৃঙ্গদৃষ্টি।

দিগ্‌ভ্রম (পুং) দিশাং ভ্রমঃ। দিক্ ভ্রম।

দিক্ (পুং) ফোটনকালে দিগ্‌ ইতি ক্রুখা কায়তে শব্দায়তে কৈ-ক। উৎকৃণ ডিগ, ছোট উকুন, নিকি, ইহার ফোটন সময়ে 'দিগ্' এইরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

দিগ্‌নক্ষত্র (স্ত্রী) দিশি দিগ্‌ভেদেন তিতং নক্ষত্রঃ। দিক্ ভেদে স্থিত নক্ষত্র।

“কৃত্তিকাত্তান্ত পূর্বাদৌ সপ্তসপ্তোদিতাঃ ক্রমাৎ।

যদিশাং যন্ত নক্ষত্রং তত্র তন্ত শুভং গৃহং॥” (জ্যোতিষশাস্ত্র)

কৃত্তিকাদি করিয়া সাতটা নক্ষত্র পূর্বাদি দিকে উদিত হয়, বাহা নক্ষত্র যদিশা, অর্থাৎ যে দিকে হয়, সেই নক্ষত্রে তাহার গৃহ শুভ হয়।

দিগ্‌নাগ (পুং) দিশি স্থিতো নাগঃ। ১ দিগ্‌গজ।

“দিগ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থলহস্তাবলোপান্।” (মেঘদূত)

২ এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গ্ৰন্থকার। ইহার রচিত প্রামাণ-সমুচ্চয় গ্রন্থ পাঠে বৌদ্ধমতের অনেক নিগূঢ় কথা জানিতে পারা যায়। মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকার লিখিয়াছেন যে, দিগ্‌নাগ কালিদাসের একজন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলভদ্রদেবের স্তম্ভাধিতাবলীতে দিগ্‌নাগের একটা কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ কবিতাটা মহাভারতে পাওয়া যায়।

দিগ্‌মণ্ডল (ত্রি) দিশাং মণ্ডলং। দিক্‌সমূহের মণ্ডল দিক্‌চক্র, দিক্‌চক্রবাল।

দিগ্‌মাতঙ্গ (পুং) দিশি স্থিতো মাতঙ্গঃ। দিগ্‌গজ।

দিগ্‌মাত্র (স্ত্রী) দিশেব মাত্রা। একদেশ। (শব্দার্থক)

দিগ্‌মূঢ় (ত্রি) দিশি মূঢ়ঃ। দিগ্‌ভ্রান্তিমূঢ়, দিগ্‌নির্গত অসমর্থ, যাহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে।

দিগ্‌মোহ (পুং) দিশি মোহঃ। দিক্‌ভ্রম।

দিগ্‌মু (পুং) তিগ্‌ পুণ্ডরিকাদিশাং সাধুঃ। বাস্তবতেন।

দিগ্‌মুর (পুং) হিগ্‌ পুণ্ডরিকাদিশাং সাধুঃ। বাস্তবতেন।

দিগ্‌মুর (পুং) হিগ্‌মুর, সমুদ্রক্ষেপ।

দিত (ত্রি) দীযতে অ দো অবধগুনে দৌ-ক্ত, ইতি ইচ্ছা (ভূতিভূতী)। পা ৭।৪।৪০। ছিন্ন, বৈধীকৃত, বিদীর্ণ।

দিতি (স্ত্রী) দৈত্যমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত্নী, ইহার গর্ভে বাহার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই দৈত্য।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সমস্ত পুত্র নষ্ট হইলে দিতি আসিয়া কশ্যপের নিকট ইচ্ছাকেও দমন করিতে পারে এরূপ ক্ষমতামালা এক পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তাহা অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, ‘তুমি শত বর্ষ গর্ভধারণ করিবে, এই সময়ে অতি শুচি থাকিবে, ভ্রমেও কখন অধর্মান্বেষণ করিবে না।’

দিতিও অতি সাবধানে ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইচ্ছা আপনার ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিয়া দিতির ছল খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে দিতি পানি খুঁজিয়া শয়ন করিতে যান। ইচ্ছা সেই অবসরে বজ্রদ্বারা তাঁহার জরায়ু সাক্ষাৎ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। গর্ভস্থ শিশুর রোদনে ইচ্ছাও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন আবার তিনি সেই প্রত্যেক খণ্ড সাত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলেন। তাহারাই দৈত্য নামে খ্যাত। [মরুৎ দেখ।] দো-ভাবে কিন্ন। ২ খণ্ড, ছেদন।

(পুং) ৩ রাজবিশেষ। (শব্দার্থক) (ত্রি) ৪ দাতা।

“রায়ে চ নঃ স্বপত্যায় দেব দিতিক্‌ রাস্বাদিতি মুকুতঃ” (৪৫ ৪।২।১১)। “দিতিং দাতার চ রাস্বদেহি” (সায়ন)। দিতি

দ্বিতীয় ভীপু। দিতী, দৈত্যমাতা।

দিতিক্‌ (পুং) দিতেজ্যায়তে অন-ড। দৈত্য, দিতিক্‌ পুত্র, অমর।

“একএব দিতেঃ পুত্রঃ হিরণ্যকশিপুঃ স্মৃতঃ” (ভাষ্য)। দিতিক্‌

দিতিতনয় (পুং) দিতেস্তনয়ঃ। দৈত্য।

দিতিনন্দন (পুং) দিতেঃ নন্দনঃ। দিতিপুত্র।

দিতিসুত (পুং) দিতেঃ সুতঃ। দৈত্য।

দিত্য (পুং) দিভৌ ভবঃ যৎ। ১ অস্তুর দিতিক্‌ ২ ছেদন। (ত্রি) ২ ছেদনার্থ, ছেদনযোগ্যার্থাদি।

দিভাবাহু (পুং) দিতাং ছেদনার্হঃ খাণ্ডাদিকং বহতি বহ-ণি ।
 দিবর্ষবরক্ষ পশু । “দিভাবাহু যো বিরাট-চ্ছলঃ” (শুক্লযজুঃ ১৪।১৪০)
 ‘দো-অবধগুনে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ দিতিং খণ্ডনমহতি দিতাং
 খাণ্ডঃ বহতি দিতাবাহু, যজ্ঞ দিবর্ষপশুদিভাবাহু’ (ভাষ্য) ।
 দ্বিগ্মাং ভূপি বাহু উটু । ‘দিভ্যোহৌ, দিবর্ষবরক্ষ গো ।
 “দিভাবাহু চ মে দিত্যোহৌ চ মে” (শুক্লযজুঃ ১৮।২৬) ‘দিকং সরো
 বৃষঃ দিতাবাহু তাদৃশী গোদিত্যোহৌ’ (বেদদীপ) ।

দিংস্ (জী) দাতৃ-মিচ্ছা দ-সন্ ভাবে অ । দানেচ্ছা, দান
 করিতে ইচ্ছা ।

দিংস্ (জি) দাতৃমিচ্ছাঃ দা-সন্ ততো উঃ । দানেচ্ছা, দান
 করিতে অভিলাষী ।

দিংস্ (জি) দান করিবার যোগ্য ।

দিদা, শোহর দুর্গাধিপতি সিংহরাজের কন্যা । কাম্বীরের
 রাজা কেমগুপ্তের মুত্য়া হইলে দিদা অভিমত্মা নামে শিশু
 পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রিগণের সাহায্যে নিজে রাজ-
 কার্য্য নির্বাহ করেন । ইনি রাজকার্য্যে নিজে গ্রহণ করি-
 গেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যাশাসনোপযোগী বুদ্ধির অভাব
 ছিল, এইজন্য মন্ত্রী ফাল্গুন প্রভৃতি কএকজন প্রধান
 ব্যক্তির উপর অত্যাচার করেন, তাহাতে তাঁহার দিদার
 বিরুদ্ধে ষড়ঙ্গ করিবার চেষ্টা করেন । অবশেষে ইনি ব্রাহ্মণ-
 দিগকে উৎকোচ দিয়া কোশলে বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন ।
 কিছুদিন পরে আবার গোলাযোগ উপস্থিত হয় । এইবার
 ইনি বিবাদ না মিটাইয়া সৈন্তে দুর্গাশয় করিয়া যুদ্ধ করেন,
 অবশেষে বিজোহীরা পরাজিত হয় তাহাদের মধ্যে কেহ
 হত ও বন্দী হয়, পরে বন্দীদের মধ্যে প্রায় সকলে বিনষ্ট হয় ।
 কিছুদিন পরে “অভিমত্মা ১৩ বৎসর ১০ নাস রাজত্ব করিয়া
 যক্ষারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন । তাহার পর দিদা স্বীয়
 পোত্র (অভিমত্মার পুত্র) নন্দীশপুত্রকে রাজা করেন, পরে
 ইনি স্বীয় পুত্রের অরণ্যার্থ অভিমত্মাপুর নামে একটা নগর
 স্থাপন এবং ঐ স্থলে অভিমত্মাস্বামী নামে একটা দেবমূর্তি
 প্রতিষ্ঠা এবং নিজের নামেও দিদাপুর ও দিদাস্বামী
 নামে নগর ও দেবমূর্তি স্থাপন করেন । এইরূপ
 আত্মা করিয়া প্রজাগণের নিকট কিছু প্রিয় হন । কিন্তু
 একবৎসরের মধ্যেই ইহার পুত্রশোক শেষ হয় এবং স্বীয়
 পোত্রকে বিনাশ করেন । পরে দ্বিতীয় পোত্র জিভুবনশপ্ত
 রাজা হইলেন, কিন্তু দিদা তাঁহাকেও মারিয়া ফেলিলেন ।
 তৎপরে কনিষ্ঠ পোত্র ভীমশপ্তকে রাজা করেন । ইহার
 মৌনে এতই পাপের রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, যে তাহা
 ধন্য করা যায় না । ব্যভিচার ইহার অনেক ভূষণ ছিল,

উপপতি নির্বাচনে নিতান্ত হীন জাতিকেও উপেক্ষা করিতেন
 না । ক্রমে সকল লোকের অশ্রদ্ধা বর্ধিত হইতে লাগিল ।
 ভীমশপ্ত ক্রমে আপনার মাতার উপদেশে সকল ব্যাপার
 বুঝিতে পারিলেন । তিনি নিতান্ত ধার্মিক ছিলেন, পিতামহীর
 এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় মর্ষাহত হইলেন, তাঁহার
 চরিত্র সংশোধনের উপায় করিতে লাগিলেন, রাজকার্য্যের
 সুশৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন । পাণিষ্ঠা দিদা
 তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে প্রকাশ্য ভাবে হত্যা করিয়া
 নিজেই রাজ্যাসন অধিকার করিলেন । ইহার প্রধান উপ-
 পতি তুঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হইল । এই ব্যক্তি পূর্বে খশজাতীয়
 মহিষপালক ছিল ; পরে রাণীর অমুগ্রহে ও ভ্রাতার সহিত
 রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয় । অজ্ঞান মন্ত্রীরা বাধ্য হইয়া তুঙ্গের
 অধীনতা স্বীকার করিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাজ্যের উচ্ছেদ
 কামনা করিতে লাগিল । তুঙ্গ ইহা জানিতে পারিয়া কএক
 জনের প্রাণবধ করিল । তৎপরে দিদা নিজ ভ্রাতৃপুত্র
 সংগ্রামরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন । ইহাব
 কিছুদিন পরে রাণীর মৃত্যু হয় । সংগ্রামরাজ সিংহাসনে অধি-
 রূঢ় থাকেন । (রাজতরঙ্গিণী)

দিদাপুর, কাম্বীরের একটা নগর, দিদা নিজ নামে চিরস্মরণ-
 য় করিবার জন্য নিজের নামে এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন ।
 (রাজতঃ) [দিদা দেখ ।]

দিদাস্বামিন্ (পুং) দিদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি । দিদা
 দিদাপুরে দিদাস্বামী নামে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন ।
 (রাজতঃ) [দিদা দেখ ।]

দিদন্তিসু (জি) দন্ত সন্ ততো উ । ঠকাইবার ইচ্ছা ।

দিদিংস্ (জি) ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা ।

দিদি, (দেশজ) জোষ্ঠা ভগিনী ।

দিদিবি (পুং জী) বোম, আকাশ ।

দিদৃক্ষমান (রি) দৃশ-সন্ দিদৃক্ষ শানচ্ । যে দেখিতে ইচ্ছা
 করিতেছে ।

দিদৃক্ষা (জী) দ্রষ্টৃমিচ্ছা দৃশ-সন্ ভাবে অ । দর্শনেচ্ছা, দর্শন
 করিবার অভিলাষ ।

দিদৃক্ষু (জি) দ্রষ্টৃমিচ্ছাঃ দৃশ-সন্ ততো ট । দর্শন করিতে
 ইচ্ছুক ।

দিদৃক্ষেণ্য (জি) দ্রষ্টৃমেষ্টব্যঃ দৃশ-সন্ কেত্ব । দর্শন
 করিতে অভিলাষী ।

“দিদৃক্ষেণ্যঃ পরিকাঠাসু জেজ্ঞঃ” (শক্ ১।১৪৬।৫)

দিদৃক্ষয় (জি) দিদৃক্ষাঃ অহতি দিদৃক্ষা বাহু ঠক্ । দর্শনীয় ।

“দিদৃক্ষয়ঃ হুনবে” (শক্ ৩।১।১২) “দিদৃক্ষয়ঃ সর্কেদর্শনীয়ঃ” (সারণ)

দিহ্য (পুং) দিহ্যং পুণোদরাদিহ্যং সাধুঃ। ১ বজ্র। (নিঘণ্টু)

“লজ্জদন্তা ধৃত্য দিহ্য মন্যে” (ঋক্ ১৭১৫) ২ বাণ।

“কত্রাণাং কত্র পতির্যথাতি দিহ্যন্ পাহি।” (শুক্লযজুঃ ১০।১৭)

‘দো অবথওনে দ্যতি থওরতি দিদ্যাবো বার্ণাঃ।’ (ভাষ্য)

দিহ্যৎ (ত্রি) দ্রাতৃকিপ্ নিশা সাধুঃ। ১ দীপ্তিশীল।

(পুং) ২ বজ্র। (নিঘণ্টু)

দিতোহী (স্ত্রী) দিবর্ষবয়স্কা দেখু। [দিত্যাবাট দেখ।]

দিধক্ষমাণ (ত্রি) দিধক্ষ-শানচ্। দাহনেচ্ছ, যে দাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

দিধক্ষা (স্ত্রী) দধু মিচ্ছা। দহ-সন্ ততো অ। দধু করিবার ইচ্ছা।

দিধক্ষু (পুং) দধু মিচ্ছুঃ দহ-সন্ ততো উ। দধু করিতে ইচ্ছা।

দিধি (পুং) ধা-কি। ১ ধৈর্য্য। ২ ধারণ।

দিধিষায্য (পুং) দধাতি আনলমিতি ধা-আয্য, ধাতোজ্জিৎ ইৎ যুক্ত (দিধিষায্য। উণ্ ৩।৯৭) ১ আরোপিত বজ্র, মিথ্যাবজ্র। (ত্রি) ২ ধারক।

“মিত্রইব যো দিধিষায্যোভূদেব।” (ঋক্ ২।৪।১)

‘দিধিষায্যো ধারয়িতা অধুৎ।’ (সারণ)

উজ্জলদন্ত “দিধিষায্যঃ” এই স্বজের স্থলে ‘দিধিষায্যঃ’ এই স্বত্র করনা করিয়াছেন এবং ইহার ব্যাখ্যাস্থলে ‘দিধি পূর্বাৎ ততে রায্য যত্২ চ দিধিষায্যঃ স্তুতঃ’ এইরূপ লিখিয়াছেন।

দিধিযু (পুং) দিধিৎ ধৈর্য্যং স্তুতীতি সো বাহুলকাৎ কুঃ বা দিধিৎ আন্বন ইচ্ছতি স্পপআন্বনঃ কাচ্, ততোকিপ্, বাহু ইত্২।

১ দ্বিক্রটাপতি, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর শেষ স্বামী।

২ গর্ভাধানকর্ত্তা। “হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোন্তবেৎ পত্ন্য জনিত্বং”

(ঋক্ ১০।১৮।৮) ‘দিধিষোর্গর্ভস্ত নিধাতুঃ’ (সারণ)

দিধিযু (স্ত্রী) পুত্রাতি পাপং যথা দিধিৎ ধৈর্য্যং ইন্দ্রিয়ভৌবল্যাৎ স্তুতি ত্যজতীতি দা বা সো কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (অন্যদূন কৃজস্তুতি। উণ্ ১।৯৫) ১ দ্বিক্রট, বারম্বারবিবাহিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে। ২ জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় নাই, কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করিয়াছে, তাহাকে দিধিযু কহে।

“জ্যেষ্ঠায়াং বিজ্ঞানানায়াং কস্তায়া মুহুতেহুজা।

সা চাগ্রে দিধিযুজ্ঞেয়া পূর্বা চ দিধিযুঃ স্তুতা ॥” (উদাহতস্ব)

(ত্রি) ৩ ধারক। “ধীতিমাদিদয্যো দিধিষো বিজ্ঞাতাঃ।”

(ঋক্ ১।৭১।১০)

দিধিবৃপতি (পুং) দিধিযুঃ দ্বিক্রটাত্তত্২ পতিঃ স্বামী। দ্বিক্রটাপতি, যে স্ত্রীর দুইবার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পতি।

“ভ্রাতৃমৃতস্ত ভার্ঘ্যায়্যো বোহু রজ্যোত কামতঃ।

ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়া দিধিবৃপতিঃ ॥” (মহু ৩।১৭০)

পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ প্রীতি ঋতুতে এক এক বার গমন না করিয়া যে ব্যক্তি নিয়ম ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক কামতঃ মৃতভ্রাতার পত্নীতে আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিবৃপতি কহে। মৃতভ্রাতার পরপূর্ব্বার পতিকে দিধিবৃপতি বলা হয়। মৃতরাষ্ট্র ও পাতুর জনক হেতু বাসকেও দিধিবৃপতি বলা যায়।

দিন (স্ত্রী) ত্ততি ঋণরতি মহাকালমিতি দো ছেদেইনচ্ (বহুলমন্ত্রতাপি। উণ্ ২।৪২) স্বর্ষ্যাকরণ, প্রকাশিত সময়, স্বর্ষ্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সময়, দিবস। ৬.

দণ্ড পরিমিত কাল, এক স্বর্ষ্যোদয় হইতে পুনর্ব্বার স্বর্ষ্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত সময়, ষষ্টিদণ্ডাত্মক ‘মানুষ অহোরাত্র পর্য্যায়—বস, অহ্ন, দিবস, বাসর, ভাস্বর, দিবস, বাসর, অংশক, ছা। (শব্দরং)

স্বর্ষ্যাকরণাবছিন্নকাল, ইহার বৈদিক পর্য্যায়—বতো ছা, ভাহু, বাসর, স্বসরাণি, ভ্রংস, ঘর্ম্ম, যুগ, দিন, দিবা, দিব, দিব, ত্তবিভবি। (নিঘণ্টু) চাত্রতিথিরূপ কাল ও মাহ দিন অর্থাৎ এক চাত্রতিথি একদিন।

এই সময় সর্দদা পরিবর্তনশীল বলিয়া জ্যোতির্বিদগণ এ অহোরাত্র অর্থেই দিন শব্দ ব্যবহার করেন। আনুতিকগণি নিবন্ধন পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার নিজ মের দণ্ডের উপর আবর্তন করে। এই আবর্তনই দিবারাত্রি কারণ। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া একবারে ইহা অক্ষাংশে স্বর্ষ্যালোক পড়ে, আরাক্ষ স্তত্রাং অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে যে অংশে আলোক তথায় দিবা এবং যে অংশে অন্ধকা তথায় রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবীর আনুতিক আবর্তন ক মেরুদ্বয় সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই প্রতি দিন একবার এইরূপ আলোক ও একবার অন্ধকার হয় বলা বাহুল্য স্বর্ষ্যই দিবারাত্রির কর্ত্তা। দিবাভাগে স্বর্ষ চক্রবালের উপরিভাগে এবং নিশাকালে উহার নিম্নে থাকে স্তত্রাং দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বর্ষ্য পরিদৃষ্টমান আকাশ মণ্ডলের কোন স্থান হইতে পশ্চিম দিকে সরিয়া আসে যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই এ দিবারাত্রি অথবা দিনের পরিমাণ। এক্ষণে কথা হইতেছে কোন্ সময় হইতে দিবস গণনা আরম্ভ করা হইবে এ বিষয়ে নানা আভ্যুতীয় ও নানা সম্প্রদায়ের লোকে আপন ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে দিবস গণনা করেন প্রধানতঃ স্বর্ষ্যোদয়, স্বর্ষ্যাস্ত, দিবা বিগ্রহর ও রাত্রি বিগ্রহর এই চারিটি কালই দিবসের আরম্ভকাল বলি

ব্যবহৃত হয়। দিবাভাগই জীবগণের কার্যের উপযুক্ত এবং অন্ধকারময় নিশাকালই বিশ্রামের উপযোগী; কার্যের পর বিশ্রাম ইহাই স্বাভাবিক; সুতরাং সূর্যোদয় হইতে দিবস আরম্ভ করিয়া বিশেষে শেষ করাই সহজসিদ্ধ ও প্রকৃতিস্বভাবত। বোধ হয়, এই জন্তই এদেশীয় জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ সূর্যোদয় হইতে দিবস গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এখনও এদেশে ঐরূপেই দিন থরা হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক সমস্ত জাতিই সূর্যোদয় হইতে দিনমান গণনা করিত। কেবলমাত্র আরবেরা মধ্যাহ্ন এবং মিসরীয়গণ মধ্যরাত্রি হইতে দিবস গণনা করিত। বর্তমান কালে এশিয়ার অধিকাংশ জাতি এবং যুরোপের অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক ও ইটালীবাসিগণ সূর্যোদয় হইতে দিবস ধরিয়া থাকে। চীনেরা মধ্যরাত্রি হইতে, আরবেরা মধ্যাহ্ন হইতে এবং যুরোপীয় অল্পাংশ জাতি মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করে। সূর্যোদয়কাল স্বল্পরূপে প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত ও দুর্বল বলিয়াই জ্যোতির্বিদগণ সম্ভবতঃ মধ্যাহ্ন বা মধ্যরাত্রি হইতে দিন গণনা করিয়া থাকিবেন। যুরোপের অধিকাংশ স্থানে মধ্যরাত্রি হইতে দিন আরম্ভ হইলেও, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক অধিকাংশ পর্যবেক্ষণাদি রজনীযোগেই হইয়া থাকে বলিয়া একরাতে প্রত্যাখ্যাত নানাবিধ ঘটনা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পড়িয়া যায় এবং তাহাতে নানাবিধ অসুবিধা উৎপাদন করে, সেই হেতু জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ দিবা বিশ্রাম হইতেই দিবস গণনা করেন। সুবিধার জন্ত দিবসকে পূর্বাঙ্ক ১২ ঘণ্টায় ভাগ না করিয়া একবারেই ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গণনা করা হয়। এইরূপে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের যখন মঙ্গলবার ২১ ঘণ্টা সময়, লোকিক ও রাজকীয় ব্যবহারে তখন বুধবার পূর্বাঙ্ক ৯ ঘণ্টা; জ্যোতির্বিদগণের যখন বুধবার ২টা, লোকিক ব্যবহারে তখন বুধবার অপরাহ্ন ২টা অর্থাৎ জ্যোতির্বিদগণের তারিখ লোকিক ব্যবহারের তারিখের ১২ ঘণ্টা পরে আরম্ভ হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ সূর্যাস্ত হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিবস গণনা করিতেন।

পূর্বে যে সকল দিনের কথা বলা হইল, তাহার আরম্ভ কাল কিছু ভিন্ন হইলেও সময় পরিমাণে এক। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ স্পষ্ট তিন বিভিন্ন প্রকার দিনমানের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) নাক্সত্রদিন (২) স্কট সীবন বা সৌর দিন এবং (৩) মধ্যম সীবন বা সৌরদিন।

কোন একটা নাক্সত্র যে সময় যামোস্তর রেখার আসিয়া পড়ে, ঐ সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখা; অনন্তর আবার ঐ নাক্সত্র

যখন সেই রেখার আসিবে, ঐ সময়ও নির্দিষ্ট কর। এই উত্তরের মধ্যবর্তী যে কাল তাহাই নাক্সত্র দিন। যামোস্তর রেখার উপর দিয়া গতির পরিবর্তে, নাক্সত্রের একবার উদয় হইতে পুনরায় উদয় যে সময়, তাহাকেও নাক্সত্র দিনমান ধরা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্বাঙ্ক উপরই যত্নাদি দ্বারা পর্যবেক্ষণ সুবিধানক। এই নাক্সত্র দিনের মধ্যে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্তন করিয়া আসে। ইহার পরিমাণ সর্বদাই সমান অথবা যদিই পরিবর্তনশীল হয়, তবে তাহা এত অল্প যে চাই এক যুগে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। নাক্সত্রদিনের এই নিত্য সমতা জন্ত ইহা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের বিশেষ আদরণীয় এবং বহু সংখ্যক জ্যোতিষিককাল এই নাক্সত্রমানে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তারার উদয়াস্ত লইয়া মহাশয়ের কাজকর্মের কিছুই আসিয়া যায় না।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডে ঠিক একবার আবর্তন হইল কিনা সে বিষয়ে মহাশয়ের তত সংশয় নাই; আলোক ও অন্ধকারের পর্যায় লইয়াই তাহাদের দিন। ইহার সৌরমান গৃহীত হইয়া থাকে। সূর্যের উপর্যুপরি দুইবার যামোস্তর রেখা দিয়া গতির মধ্যবর্তী যে কাল, তাহাই প্রকৃত বা স্কট সৌরদিন। এই সৌরদিন নাক্সত্রদিন অপেক্ষা প্রায় ৪ মিনিট দীর্ঘতর। কি কারণে এই বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। মনে কর একদিন দিবা বিশ্রামের সময় এক নাক্সত্র ও সূর্য যুগপৎ যামোস্তর রেখায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৎপর দিবস পৃথিবীর ঠিক একবার আবর্তন হইলে ঐ নাক্সত্র যামোস্তর রেখা আসিবে, কিন্তু ঐ সময়ে সূর্য দৃশ্যতঃ ১° এক অংশ পরিমিত আকাশে পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সূর্য পুনর্বার সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীকে আরও প্রায় ৪ মিনিট ঘুরিতে হয়। রাশিচক্রে সূর্যের এইরূপ পূর্বগতি যদি সমবেগ সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সৌরদিন ও নাক্সত্রদিনের তার সূক্ষ্ম হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহা নহে। জ্যোতিষবস্তুর সহিত নিরক্ষবৃত্তের ছেদন জন্ত এতদ্বয়ের বৃত্ততা সর্বদা সমান থাকেনা, সুতরাং জ্যোতিষপথে দৃশ্যতঃ সূর্যের গতি সম হইলেও নিরক্ষবৃত্তে ইহার সংঘাত গতি সমান হয় না। পৃথিবীর কক্ষ সূর্য হইতে অসমদূরবর্তী এবং পৃথিবীর গতিও বৎসরের সকল সময়ে সমান নহে, এই সকল কারণে দৃশ্যতঃ সূর্যের পূর্বগতি বড়ই বৈষম্যভাবাপন্ন। তজ্জন্ত সৌরদিনও সর্বদা পরিবর্তনশীল। যদি একটা বাড়ি যথাবিধি প্রকৃত সৌরদিনানুযায়ী সময় রাখিবার জন্ত

বিজ্ঞত করা যায়, তবে প্রায় সপ্তাহ না বহিতে যাইতেই দেখা যাইবে যে উহাতে আর সূর্য্যবড়ির সহিত ঐক্যভাবে সময় দিতেছে না, হয় কম কিবা বেশী সময় নির্দেশ করিতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, বড়ি ঠিকই চলিতেছে, তবে ইতিমধ্যে সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি পরিবর্তিত হইয়া সৌরদিনের বৈশ্যম্য ঘটয়াছে, কিন্তু সূর্য্যবড়ি সর্বদা সৌর সময়ই নির্দেশ করে। এই সকল গোলযোগ পরিহার্য্য জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ সৌরদিনের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সশস্যসঙ্গত কালকে দিন সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে কাল পাওয়া যায়, তাহাই গড় বা মধ্যম সৌরদিন। ইহা ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে বিভক্ত।

স্মৃতি ও পুরাণ মতে এক চান্দ্রমাসে পিতৃলোকের একদিন, এক সৌর বৎসরে দেবতা ও অসুরদিগের একদিন এবং ৮,৬৪,০০,০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন ইহা থাকে।

৩ জ্যোতিষস্বত্বোক্ত রাশিভেদ।

দিনকর (পুং) করোতীতি ক্-অহ্, দিনকরঃ। ১ স্বর্ঘ্য।

“দিনকরপরিপাতাং ক্লীণতোয়াঃ সমস্তাং

বিদধতি ভয়মুচ্ছৈবীকমাণা বনাস্তাঃ।” (ঋতুসং ১।২২)

২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকর, ১ প্রবেশস্থানকর নামে সংস্কৃত বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইহার প্রকৃত নাম মহাদেব দিনকর। ইনি এবং ইহার পিতা বালকৃষ্ণ উভয়ে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ নামে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা দিনকরী নামেও খ্যাত। এতদ্ব্যতীত ভৈবানন্দ যে তত্ত্বচিন্তামণির টীকা লিখিয়াছেন, দিনকর তাহারও এক বৃত্তি করিয়াছেন।

৩ মাসপ্রবেশসারণী নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

৪ রামতরঙ্গিনী-টীকারচয়িতা।

দিনকরতনয় (পুং) দিনকরস্ত তনয়ঃ ৬তৎ। অর্কনন্দন, স্বর্ঘ্যপুত্র, ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ সূর্য্যব। জিয়াং টাপ্। ৫ তপতী। ৬ যমুনা।

দিনকরদেব (পুং) স্বর্ঘ্যদেব।

দিনকরভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত। রামেশ্বরভট্টের পুত্র ও বিশ্বেশ্বর ভট্টের পিতা। ইনি ছত্রপতি শিবের আশ্রয়ে দিনকরোক্তো নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহার পুত্র বিশ্বেশ্বর সমাধা করেন। এ ছাড়া দিনকর ঋগ্বৈদ্য, কর্ম্মবিপাকসার, শান্তিসার এবং ভাট্টদিনকর নামে শাস্ত্রদীপিকার এক টীকা রচনা করেন।

২ বারেন্দ্রবাসী মোড়বংশীয় একজন জ্যোতির্বিদ। ই। ১৫০০ শকে খেটসিদ্ধি এবং চন্দ্রাণী নামে জ্যোতির্বিদ্যা প্রণয়ন করেন। ৩ পদ্মকিরণভট্টের পুত্র, ইনি তর্ককৌমুদী নামে তর্কভাষার টীকা রচনা করিয়াছেন।

দিনকররাও, গোয়ালিয়ারের দেওয়ান বা প্রধান রাজমন্ত্রী ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার-রাজ সাবালক হন এবং তাহার রাজকার্য্য নির্বাহ করিবার জন্য বৃটীশ গবর্নমেন্ট যুবক দিনকর রাওকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাহার অশাসন ও গোয়ালিয়ার রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি যে সকল সংস্কার করেন, ইংরাজরাজপুরুষগণও মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অত্যাধি রূপে যে সকল কর আদায় হইত, দিনকর তাহা রহিত করেন। তাহাতে অনেক রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থহানি হওয়ার তাহাদের উদ্বেগ নায় দিনকর রাওকে পদচ্যুত করিয়া রাজা নিজে রাজকাব্য দেখিতে থাকেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। স্ত্রীর অশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আবার দিনকর নিযুক্ত হইলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি প্রাণপণে বৃটীশ গবর্নমেন্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাহার স্থানে বালাজী চিম্নাজি দেওয়ান হইলেন।

দিনকর্ত্ত (পুং) দিনং করোতি ক্-তৃচ্। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। দিনকরাত্মজা (স্ত্রী) দিনকরস্ত স্বর্ঘ্যস্ত আত্মজা। স্বর্ঘ্যকণ্ঠা, যমুনা, তপতী।

দিনকৃৎ (পুং) দিনং করোতি দিন ক্-কৃপ্ তুভাগমন্। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনকেশর (পুং) দিনস্ত কেশর ইব। অন্ধকার। (শকরং)

দিনক্ষয় (পুং) দিনস্ত তিথেঃ ক্ষয়ঃ। তিথিক্ষয়ী

“একস্মিন্ সাবনেহহি তিথীনাং ত্রিতয়ং যদা।

তদা দিনক্ষয়ঃ প্রোক্তস্তত্র সাহজিকং ফলং॥” (মলমাসতত্ত্ব)

[তিথিক্ষয় দেখে]

দিনচর্যা (স্ত্রী) দিবসের কর্তব্যকর্ম্ম, প্রতিদিন বিরূপ আচরণ করিলে স্বস্থ শরীরে কালান্তিপাত করা যায়, তৎ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

“মানবো যেন বিধিনা স্বস্থ স্থিতিতি সর্বদা।

তমেব কারয়েদৈবেদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেঙ্গিতং॥

দিনচর্যাং নিশাচর্যাং শতচর্যাং যথোদিতং।

আচরন্ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা তিষ্ঠতি নাশ্রুতা॥”

যেহ্রণ আহার ও আচরণাদি দ্বারা মানবগণের সর্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বৈদ্য তদনুরূপ আদেশ করিবেন। ব্যাধি সকলের অভীপ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবন

ধারণই বিষয় হইয়া উঠে। এই স্বাস্থ্যসাধনের উপায় স্বরূপ দিনচর্যা, রাত্রিচর্যা ও ক্ষুদ্রচর্যা লিখিত হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে, ইহার অন্তথা হয় না।

যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের সমতা থাকে, শরীরস্বরূপ ক্রিয়াসমর্থ হয়, এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়। মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ত্রাস্তা মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্যোদয় কালের প্রথম দুই ঘণ্টার মধ্যে গাজোখান করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈহিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ চুঃখশাস্তির অন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। স্নানের দধি, ঘৃত, দর্পণ, স্নেহদর্শণ, বিব, গোয়ালচনা ও মালা দর্শন এবং স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ ঘুতের ছায়ায় স্বকীয় বদন দর্শন করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ উৎকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে অঙ্গকুশল অর্থাৎ পেট ডাকা, অগ্নি ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মল-মূত্রাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, কারণ ইহাতে নান্য-প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

মলবেগ ধারণ করিলে উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং নানা প্রকার বেদনা ও শুষ্কদেশে কঠিনবৎ পীড়া প্রভৃতি, বায়ুবেগ ধারণ করিলে মলমূত্রনিরোধ, উদরাগ্নান ও শরীরের ক্রান্তি প্রভৃতি; মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও শিশ্নদেশে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ, শিরঃশূল, শরীরের নম্রতা এবং বক্ষঃদেশে আকর্ষণবৎ পীড়া হয়। এইজন্য মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে বিশেষ কার্যাত্মকরোধে ও ঐ বেগধারণ করিবে না এবং বেশ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক অকাল কুস্থনাদি দ্বারা তাহা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করিবে না। মলমূত্রাদি বিসর্জনাতে শুষ্ক প্রভৃতি মলপথসমূহ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে, ইহা দ্বারা শরীরের ক্রান্তি বল ও দেহ পবিত্র হয় এবং অলক্ষ্য ও কলিকালজাত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পরে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে, ইহাতে শারীরিক শুষ্কতা ও চক্ষুর হিত হইয়া থাকে। পরে দস্তকাঠ গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ প্রক্ষালন করিবে। [দস্তধাবন ও দস্তকাঠ দেখ।]

দস্তধাবন ও জিহ্বা নির্গমনের পর পুনঃ পুনঃ শীতলজল-গুণ্ড ধারণ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত এবং মুখের অভ্যন্তর বিশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহই কটুতৈলাদির নস্ত গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে।

কিছু কফ শাস্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, শিত শাস্তির

নিমিত্ত মধ্যাহ্ন সময়ে এবং বায়ু নিবারণের জন্য সাংকালে নস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ নস্ত গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বপ্ন শিথল ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয় এবং বলি, পলিত ও ব্যাকরোধ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরে সৌবীরাজন নয়নে প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা চক্ষুঃদগ্ন স্কন্দ ও স্কন্দ পদার্থ দর্শনে ক্ষমতা হয়। কিন্তু বাহারা রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রান্ত, তৃষ্ণা এবং শিরঃশ্রান্ত এই সকল ব্যক্তি নেত্রাজন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন অন্তর নস্ত, অশ্রু, কেশ ও রোম কঠন করিবে। কারণ কেশাদির কঠন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, ধন ও পরমায়ুবর্ধক। নাসিকার রোম উৎপাটন করিবে না, এই রোম উৎপাটন করিলে অতি সত্তরই চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। প্রত্যহ চিকুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইবে। প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্য কর্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কক্ষসামর্থ্য, বিভক্ত, ধন গারতা (অর্থাৎ শরীরের যে যে স্থানে সক্ষম মোটা হওয়া উচিত পুষ্টির সহিত তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মাদিতে বাহার যেরূপ বল, তিনি তাহার অঙ্গাংশ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন। যৎকালে ক্ষয়যুক্ত বায়ু মুখরন্ধ দ্বারা মুতমূহ বহির্গত হইবে এবং মুখশোথ উপস্থিত হইবে, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ষণোন্মাদ হইবে, তখন অর্ধশক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম হইল বলিয়া জানিতে হইবে। ভোজনান্তে, শুল্কান্তে, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোথ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

শরীর পুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিতে হইবে, কিন্তু মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে বিশেষ করিয়া তৈল মর্দন হিতকর।

অভ্যাস বিষয়ে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল প্রশস্ত। অভ্যাসদ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি দূর হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। সন্তকে তৈলাভ্যাস করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয় এবং শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

প্রত্যহ কর্ণে তৈল প্রয়োগ করিলে কোনরূপ কর্ণরোগ হয় না। এইরূপে তৈলমর্দন করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ইহাতে লোমকূপ, শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা শরীরভ্যন্তরে তৈল জলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি

সম্পাদন এবং বৃদ্ধি করে। ধ্বংসপ্রবণ বুদ্ধের মূলে জল সিঞ্জন করিলে নতুন পল্লবাবাদি বর্দ্ধিত হয়, তুচ্ছ প্রহেঙ্গসিদ্ধি গাত্রে অর্থাগাহন প্রাপ্ত করিলে মহুঘোর প্রসরভাঁদি ধ্যতুলমূহ গুট হইয়া থাকে। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্ণা প্রতিহত হইয়া শরীরভাস্তরে প্রবিষ্ট হয়। উষ্ণজল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর দোষি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞানের পর বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জন করিবে, ইহাতে শরীরের কান্তি, কণ্ঠ ও বৃন্দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্র-মার্জনের পর শরীর শিথিল হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানান্তর যথাযোগ্য অমুলেপনাদি কর্তব্য। অমুলেপনের পর যথা বিধানে শরীর ভূষিত করিবে। তৎপরে আহারের সমুদয় উপস্থিত হইলে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। প্রাতঃ এইরূপ করিলে পরমাযু ও শুভাদৃষ্ট বর্দ্ধিত হয়। ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, পুষ্পহার, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজ্য এই ৮টা মঙ্গলজনক।

ভোজনের পূর্বে এবং পরে সর্বদা পাহাধারণপূর্বক
গমনাগমন করিবে, যেহেতু পাহাধারণ করিলে পদগত
ব্যাধি দূর হয় এবং চক্ষুর হিত হয়।

মানহরণের স্বভাবতঃই চারিটা ল্পহা বলবতী হইয়া থাকে—আহার, পান, নিদ্রা এবং স্মরণোচ্ছ্রা। ক্ষুধার সমস্র যদি আহার না করা যায়, তাহা হইলে অরুচি, শ্রাস্তিষোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর দুর্ললতা, রস রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানোচ্ছ্রা প্রতিঘাত করিয়া জল না খাইলে কঠশোধ, মুখশোধ, প্রতিশস্তির ত্রাস, রক্তশোধ এবং হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবোগ ধারণ করিলে জ্ষ্ম, মস্তক ও চক্ষুর শুক্ল, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি বেক্লপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির আহাৰ্য্য বস্তুর অভাবে শারীরিক পাক অগ্নিও ক্ষণ হইয়া পড়ে, জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ সমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে এবং ধাতুর অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এই জন্ত ক্ষুধা হইলেই ভোজন করা কৰ্ত্তব্য। প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্কালে লগ্যর্দ্রক অর্থাৎ লুণ ও আদা ভোজন করিবে। ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও কটিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহার পব কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহায়েের শেষ অবস্থায় দ্রব দ্রব্য পান করিবে। এই নিয়মে আহাৰ করিলে বল ও বাস্ত্য রক্ষা হয়। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে বাহ্য বাহ্য বধ্যক্রমে সুস্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিবে। এক বস্ত

ভোজননের পর অল্প যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই এ স্থলে স্বাদু বলা হইয়াছে। অভিলাষ ত্রুত বা নিষেধ করিয়া ভোজন করিবে না। মন্যাদিগুরু বাক্তি ত্রিবিধ গুরুত্ব্য পরিভাগ করিবেন। মাত্ৰা গুরু, স্বভাবতঃ গুরু, ও সংস্কার গুরু এই ত্রিবিধ গুরুপদার্থ। মাত্ৰা গুরু, মুদগাদি, ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণানুসারে গুরু হয়। মাষকলায় প্রভৃতি স্বভাবতঃ গুরু, পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। গুরু ও লঘুত্ব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণ ভোজন, করিতে অর্থাৎ মাষকলায় পিষ্টক প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রায় এবং মুদগাদি স্বভাবতঃ লঘুত্ব্যপ্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল ত্ব্য, তরু প্রভৃতি অভিলাষ তরল ত্ব্য এবং মিশ্রিত ভক্তাদি অবিজ্ঞ মাধ্যম থাকিলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। কারণ পেয় সর্বপ্রকারে লঘুগুরুত্ব্য। গুরু ত্ব্য চিপিটক প্রভৃতি, বিরুদ্ধ ত্ব্য ক্ষীর মংস্তাদি এবং বিষ্টস্তি ত্ব্য ছোলা প্রভৃতি ইহারা জঠরায়িকে মন্যভূত করে। ভোজননের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া বা ক্ষুধা না হইলে, ভোজন করিবে না।

উদর গহবরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গমনাগমনের নিমিত্ত অপরূপ রাখিবে। অত্যন্ত জলপান করিলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জলপান না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। এই অল্প স্নাহারের সময় অষ্ঠরাগ্নি উদ্বীপিত করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করিলে শরীর ক্লান্ত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থলতা ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই অল্প ভোজনের মধ্যভাগেই জলপান করিতে হইবে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ নিষিদ্ধ; যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ভোজন করিলে গুল্মরোগ হয় এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জ্বলোদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে ভোজন শেষ হইলে প্রভিকা গ্রহণ-পূর্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দৃষ্ট প্রভৃতিতে যে সকল দস্তুর মল থাকে, তাহা বরপূর্বক বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। কারণ দৃষ্টমল পদার্থ দ্রবীকৃত না হইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এইজন্য অল্পে অল্পে উহা বাহির করিয়া কেলিবে, কিন্তু যদি কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে দস্ত লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দস্ত বরপণ জান করিয়া বাহির করিবার অল্প অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না।

আচমন করার পর জলসিক্ত হস্তদ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে ভিমির বিনষ্ট হয়। পরে ভুক্তির স্থল পাকের অস্ত্র অগত্যাদি মহাস্থগণের নাম স্মরণ করিতে হইবে। অঙ্গারক, অগস্ত্য, বৈশ্বানর, স্বর্ঘ্য এবং অশ্বিনীকুমারস্বয় ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইবে। ভোজনান্তে অগ্নির প্রভৃতির ধূম দ্বারা কক্ষ নির্হরণপূর্বক হস্ত অথচ কটুভিত্তক কষায় রসবিশিষ্ট ফল চর্ষণ করিয়া মুখের নির্মলতা সম্পাদন করিবে। পরে স্নগন্ধি দ্রব্যাদির সুহিত তাবল চর্ষণ করিবে। [তাবল দেখ।]

তাহার পর ধীরে ধীরে একশত পদ গমন করা কর্তব্য। ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি উপবেশন করে, তাহার তদুপার্জিত অর্থ্যং ভূড়ি হয়, যে শয়ন করে, তাহার শরীরের পুষ্টি হয়, যে সন্মগ্ন করে, অর্থ্যং ধীরে ধীরে এক শত পদ গমন করে, তাহার পরিশ্রম বর্জিত হয়। যে ব্যক্তি অতিশয় ক্রুদ্ধ বেগে গমন করে, তাহার নানারূপ উৎকট ব্যাধি জন্মে। পরে অষ্টমাস পরিমিত কাল, উত্তানভাবে, তাহার দ্বিগুণিত-কাল দক্ষিণপার্শ্বে, এবং তাহার দ্বিগুণকাল বামপার্শ্বে গমনান্তর তৎপরে স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। ভুক্ত বস্ত্র জীর্ণ না হইলে বামপার্শ্বে শয়ন করা বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবে প্রতিদিন চলিতে পারিলে শরীরে কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয় না। (ভাবপ্রকাশ)

[রাত্রিচর্য্যা শব্দ দেখ।]

নৈজ্যোতিস্ (কৌ) দিনস্ত্র জ্যোতিঃ। আতপ, রোদ্র।

নৈ দিন (দেশজ) প্রতিদিন।

নৈজ্যোতিঃ (পুং স্ত্রী) দিনে দিবসে হুঃখিতঃ দিব্যভাবে বিরোগিস্বাস্থ্যার্থঃ। চক্রবাক্য পক্ষী। ত্রিমাঃ ভীপ্।

দিনপ (পুং) দিনং পাতি পা-ক। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ রব্যাধি বারাধিপতি।

দিনপতি (পুং) দিনস্ত্র পতিঃ। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ বারাধিপতি স্বর্ঘ্যাদি।

দিনপাত (পুং) দিনস্ত্র চাত্রদিনস্ত্র তিথেঃ পাতঃ ক্ষয়ঃ। ১ দিনক্ষয়।

“জ্যৈষ্ঠমাসে দিনপাতে ধর্ম্মবি রবৌ তাল্লজ্যৈষ্ঠে মাসি।

চক্রি নিম্নপ্তে কুর্ঘ্যারিখাঙ্গলাঃ বিবাহক্” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

(দেশজ) ২ দিনবাপন।

দিনপিত্ত (পুং) দিনস্ত্র পিত্তঃ ৬২৩। জ্যোতিষোক্ত অর্হগণ।

দিনপ্রণী (পুং) দিনং প্রণয়তি কয়েতি প্র-ণী-কিপ্। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনপ্রবেশ (পুং) ভাঁজকোক্ত মাসপ্রবেশের ভার বর্ষমাস

সম্বন্ধী দিনের প্রবেশ, ইহার বিবরণ জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে। যে সময়ে বর্ষ প্রবেশ হইবে, সেই সময়ই প্রথম মাস প্রবেশ ও প্রথম দিন প্রবেশ জানিবে। বর্ষ প্রবেশকালের রবিস্পষ্টে একত্রাশি যোগ করিলে যত রাশ্যাদি হইবে, তাহার নাম মাসার্ক। মাসার্কের নিকটস্থ পূর্ব পরবর্তী কোন সময়ের রবিস্কুটের সহিত মাসার্কের অন্তর করিয়া যত অংশাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে কলা করিয়া রবির গতি দ্বারা ভাগ দিলে যত ভাগফল লক্ষ হইবে, তাহাকে, নিকটস্থ যে দিন যত দূর সময়ে রবি স্কুট গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহার সহিত যোগ বা বিয়োগ করিবে। অর্থাৎ মাসার্কের পূর্ব রবিস্কুটে যোগ ও পর রবিস্কুটে হইতে বিয়োগ করিবে। “মাসার্কস্ত তদাসন্নপত্যার্কেন সহায়ত্বং।

কলী কৃত্যার্কগত্যাশ্চ দিনাদ্যেন্দ্রযুতোহন্বিতং ॥

তৎপঙক্তিঃ বারপূর্বঃ মাসার্কেন্দ্রিকহীনকে।

তদ্বারাঞ্জে মাসবেশো দ্যাবেশোপ্যেকমেব চ ॥” (ভাঁজক)

এইরূপ যোগ বা বিয়োগ করিয়া যত দিনদণ্ডাদি হইবে, তত দিন দণ্ডাদি সময়ে মাস প্রবেশ হইবে। দিনপ্রবেশও এই নিয়মে হইবে। যে সময়ে দিন প্রবেশ হইবে, সেই সেই সময়ের সমস্ত গ্রহস্কুট, ভাব, সন্ধি ও বলাদি নিরূপণ করিয়া ফলের বিচার করিবে।

দিন-প্রবেশকালে বর্ষ-প্রবেশাদির ভার স্বর্ঘ্যাদি গ্রহ ও দ্বাদশ ভাব সাধন করিয়া চন্দ্র ও নবাংশাধিপতি দ্বারা শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে। সুশাধিপতি, জন্মলগ্নাধিপতি, ত্রিরাশিপতি, দিনরাত্রির অধিপতি, দিনলগ্নাধিপতি, মাস-লগ্নাধিপতি ও বর্ষলগ্নাধিপতি ইহাদিগের মধ্যে যিনি বলবান হইয়া দিন লগ্নকে দৃষ্টি করেন, সেই গ্রহই দিনাধিপতি হইবেন। যদি দিনপ্রবেশ লগ্ন বা চন্দ্র হইতে ত্রিকোণ, কেন্দ্র বা একাদশ স্থান বলবান, শুভগ্রহ বর্ষ, তৃতীয় বা একাদশ স্থানে পাপগ্রহ অবস্থিত করে, তবে সেই দিন সুখ, মান, অর্থ ও যশ লাভ হয়।

বর্ষ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে যদি পাপযুক্ত দ্বিরাধিপতি, বর্ষাধিপতি বা মাসাধিপতি অবস্থিত করেন, তাহা হইলে রোগ, মান ও যশোহানি হইয়া থাকে এবং উক্ত গ্রহগণ কেন্দ্র ত্রিকোণ বা একাদশ স্থানে স্থিত হইলে স্তম্ভলাভ হয়। দিনপ্রবেশ নবাংশ শুভগ্রহযুক্ত হইয়া যদি চন্দ্র কর্তৃক মিত্র দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নীরোগ, রাজ্যলাভ ও শরীর পুষ্টি হয়। ইহার বিপরীতে পূর্ববৎ বিপরীত ফল জানিবে। দিনপ্রবেশকালে যে ভাব নবাংশ শুভগ্রহ কর্তৃক মেহ দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট বা শুভযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের

শুভফল হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ যদি পাপযুক্ত বা পাপ গ্রহ কর্তৃক শত্রু দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভাবের 'অশুভ ফল' জানিবে। ষষ্ঠ ভাব নবাংশ যদি শুভযুক্ত হয়, তবে রোগ ও পাপযুক্ত হইলে শুভফল হইবে। ব্যয়ভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভদৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সখ্য হইবে। জয়াভাব নবাংশ শুভযুক্ত বা শুভ দৃষ্ট হইলে স্বীয় পত্নী হইতে সখ্য এবং 'পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে গৃহবিরোধ হয়। পাপবয়ের মধ্যস্থ হইলে মৃত্যু হয়।

নপ্তম ভাব নবাংশ শুভ মধ্যস্থ হইলে বহুবিধ কামিনীসুখ হয়, উক্ত নবাংশ বৃহস্পতি থাকিলে স্বীয় ক্রোড়ে ও অন্তঃ গ্রহ থাকিলে পরক্ৰোড়ে রতিসন্তোগ হয়। অষ্টম ভাগ নবাংশ দিনপ্রবেশ লগ্নের অষ্টম স্থান শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে রোগে মৃত্যু হয়। শুভাশুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে শুভাশুভ ফল এবং পাপ দৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে সখ্য, দিনপ্রবেশ-লগ্নের দ্বিতীয় ও ষাটম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে হানি, শুভগ্রহ থাকিলে সন্ধ্যা এবং 'পাপগ্রহজন্ত কর্তরীযোগ হইলে রোগ এবং শুভগ্রহযুক্ত কর্তরীযোগ হইলে শুভ হয়।' ক্ষীণচক্রলগ্নে বা অষ্টম স্থানে স্থিত হইয়া পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে মৃত্যু, ক্ষয় বা রোগ ও শত্রু হইতে অশ্রুভয় হইয়া থাকে। মঙ্গলযুক্ত চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রু হইতে অশ্রুভয় এবং চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে গজাধাদি হইতে পতন ও শরীরে নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে। সপ্তম স্থানে শুভ-গ্রহ থাকিলে জয়, দ্বিতীয় স্থানে সখ্য, নবম স্থানে ধর্ম, অথার্হম ও রাজসম্মান লাভ হয়। দিনপ্রবেশ সময়ে চন্দ্র যেক্রমে অবস্থান করেন, সেইক্রপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। চন্দ্রক্ষুণ্ডের রাশি পরিচয় করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে চন্দ্রের 'অবস্থা' নির্ণীত হইবে। চন্দ্রের প্রবাসীস্বায় মনুষ্যের ও প্রবাস, নষ্টাবস্থায় বিস্ত্রনাশ, মৃত্যাবস্থায় মৃত্যুভয়, জয়াবস্থায় জয়, হস্তাবস্থায় স্ত্রীবিলাসাদি সখ্য, ক্রৌড়াবস্থায় সখ্য, সুপ্তাবস্থায় নিদ্রা, ভ্রুকাবস্থায় দেহপিড়া, ভয় ও ভীণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

দিনবন্ধু (পুং) দিনস্ত বন্ধুঃ। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবন্ধু।

দিনবল (পুং) দিনে বহুঃ যন্ত। বিপদরাশি, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, একাদশ ও ষাটম রাশি, দিনবলী। (বৃহজ্জাতক)

দিনমণি (পুং) দিনস্ত মণিরিব। ১ স্বর্ঘ্য।

"দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন-ভব-ধ্বন" (গীতগোবিন্দ)

২ অর্কবন্ধু।

দিনমল (ক্লী) মাস।

দিনময়ুখ (পুং) দিনে ময়ুখো যন্ত। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবন্ধু।
দিনমান (ক্লী) দিনস্ত মানঃ। স্বর্ঘ্যদর্শনকালের মান (১) ষাটম মাসের প্রতিদিবসীয় দিনমান নিম্নলিখিত নিয়মামুদ্বিগ্ন করা যায়, প্রথমতঃ রবিক্ষুণ্ড করিতে হইবে, আর ঐ রবির ক্ষুণ্ড অয়নাংশযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা হই অয়নাংশ হীন করিবে, তাহাতে শূন্য সময়ের অর্থাৎ বি সংক্রান্তির রবির ক্ষুণ্ড হইবে। ঐ বিবৃৎসংক্রান্তি হইতে আ করিয়া ক্রমশঃ ৬ মাসের ৬ সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ বৈশ মাসে বিবৃৎসংক্রান্তি-দিবসীয় ০ শূন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ ক্রিশ, আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, শ্রাব মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৬৪, ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪, আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ এই ৬টা অঙ্কে বিবৃৎসংক্রান্তি মধ্যস্থ ছায়া ৫।১০ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯০ দিয়া ভ দিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাতে ৩০ যোগ করিলে অঙ্ক হইবে, সেই দণ্ডাদিই যথাক্রমে উক্ত বিবৃৎসংক্রান্তি প্রভৃতি ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। আর যে ৬ সংক্রান্তি অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের দিনমান এইরূপে জানা যাইবে, যথা—যে ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৬০ হইতে বিয়ুক্ত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা যথাক্রমে কার্তিকাদি ৬ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। যে যে দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কর ৫১০ পঞ্চাঙ্গুল দশ বাঙ্গুল মধ্যস্থ ছায়া হয়, সেই দেশের দিনমান এইরূপে আনয়ন করিতে হয়। যথা—বৈশাখ মাসের বিবৃৎসংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড, ঐ ৩০ দণ্ডকে ৬০ দণ্ড হইতে হীন করিলে যে ৩০ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩১৪০ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে হীন করিলে ২৮১৭০ পল থাকে, উহাই অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হয়। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান ৩৩৬ পল, ৬০ হইতে ঐ অঙ্ক হীন থাকিলে ২৮৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনের পরিমাণ। প্রাণ মাসের সংক্রান্তি দিনের দিনমান ৩৩৪০ পল, ৬০ দণ্ড হইতে উহা হীন করিলে ২৮২০ পল অবশিষ্ট থাকে, ইহাই মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিনমান ৩৩৬ পল, ঐ অঙ্ক ৬০ হইতে বাদ দিলে ২৮৫৪ পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩১৪০ পল, উহা ৬০ হইতে বিয়ুক্ত

করিলে ২৮।১৭ পল হইয়া থাকে, এই ২৮।১৭ পল চৈত্র সংক্রান্তি-দিবসীয় দিনমান হইয়া থাকে। এই যে সকল দিনমান লিখিত হইল, প্রত্যেক ৬৬ বৎসরে রবির এক অয়ন দিন হয়, এই নিয়মামুত্রে এখন ১০ই চৈত্র দিবসে স্বর্গ্য বিষুবরেখায় আসেন, এইজন্য ঐ দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড হয়, আর আর সংক্রান্তি সেই সেই মাসের ১০ দিবসে ঘটতেছে। ইদানীন্তন পঞ্জিকা দেখিলেই জানা যায় যে ঐ দিবসেই উক্ত দিনমান দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে কেবল সংক্রান্তি দিনের দিনমান উক্ত হইল; ইহার মধ্যবর্তী দিনগণের দিনমান স্থির করিতে হইলে মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান স্থির করিয়া তাহার পর দিবস হইন্ত আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সংক্রান্তি দিনের পূর্ব দিন পর্যন্ত গণনা করিয়া যত দিন দণ্ড হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব সংক্রান্তি হইতে পর সংক্রান্তি পর্যন্ত যে দণ্ডাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ত্রৈমাসিক দ্বারা পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়া লইবে।

৫০ খাদ্যী ৩০ যুগ্মশারকো ৫৪ যুগ্মরসো ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ খাদ্যঃ।
ছায়া ৫।১০ স্রা খনবোঃ ৯০ চ্চতাঃ খদহর্নে ৩০ যুক্তা ছামানানি ঘট।
স্পষ্টার্কাদয়নাংশযুক্তবিযুতাৎ শূভক্রমাৎ ষষ্টি ৬০ তশ্চেৎ।

শ্রুতান্তরাগি ষট্‌তদপর্যাগাত্মপাতাৎ পুনঃ ৥" (সিদ্ধান্তর)

দিনমুখ (ক্লী) দিনস্ত মুখং। অহমুখ, প্রভাত।
দিনমূর্দ্ধন (পুং) দিনস্ত মূর্দ্ধা ইব আত্মস্থানত্যাৎ। উদয়গিরি।
দিনযোবন (ক্লী) দিনস্ত যোবনমিব। মধ্যাহ্ন।
দিনরত্ন (ক্লী) দিনস্ত রত্নমিব প্রকাশকত্যাৎ। ১ স্বর্গ্য।
২ অর্কবৃক্ষ।

দিনরাশি (পুং) জ্যোতিষোক্ত অর্হগণ।

"যথা স্বভগণাভ্যন্তো দিনরাশিঃ কুবাসরৈঃ।

বিভাজিতো মধ্যগত্যা ভানবাদি গ্রহো ভবেৎ ৥" (স্বর্গ্যসিং)

২ দিনসংজ্ঞক বুযাদি রাশি। [রাশি দেখ।]

দিনব্যাস (পুং) দিনস্ত অহোরাত্রাভ্যক কালজ্ঞাপকবৃত্তস্ত ব্যাসঃ। স্বর্গ্যসিদ্ধান্তোক্ত অহোরাত্রবৃত্তব্যাসের অর্ধ ব্যাস।

"জাতৌ ক্রমোৎক্রমজ্ঞে, তে কৃত্বা তত্রোৎক্রমজ্ঞায়া।

দ্বীনজিহ্বা দিনব্যাসদলং তদ্বিক্ণিপাতরং ৥" (স্বর্গ্যসিং)

১. "দ্বীনব্যাসদলং অহোরাত্রবৃত্তস্ত ব্যাসার্দ্ধং।" (রজন্যধ)

দিনাংশ (পুং) দিনস্ত অংশঃ। ১ ত্রিধাবিভক্ত দিনের প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সারাহ্ন ভাগ, দিবসের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সারাহ্নরূপ ত্রিবিধ কাল। ২ পঞ্চাশ বিভক্ত দিনের সপ্তাবদি কাল।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাঃ ত্রীনসপ্তবস্তাবদেব তু।

মধ্যাহ্নমুহূর্ত্তঃ স্তাদপরাহ্নন্ততঃ শরং ॥

সারাহ্নমুহূর্ত্তঃ স্তাৎ প্রাক্‌ তত্র ন কারয়েৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্বর্ঘ্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃ, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত সপ্তব, তাহার পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, পরে তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন, তদনন্তর তিন মুহূর্ত্ত সারাহ্ন কাল। দিন এই পাঁচ অংশে বিভক্ত, ইহারিগের মধ্যে প্রাতঃরাদি কালকে দিনাংশ কহে। সারাহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে কোন কার্যাদি করিবে না।

দিনাস্ত্র, উঃ পঃ প্রদেশে হামীরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কুলপাহাড় হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ছোট পাহাড়ের উপর চন্দ্রেন্দ্ররাজদিগের সময়কার এক শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার কার্য-কার্য অতি সুন্দর। এই পাহাড়ের নিয়ে জৈনতীর্থস্থর শাস্তিনাথের এক অতি বৃহৎ মূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তাহার গায়ে ১১৯৪ সনৎ খোদিত।

দিনাগম (পুং) দিনস্ত আগমঃ। প্রভাতকাল।

দিনাজপুর, বাঙ্গালার ছোটনাগড়ের শাসনাধীন রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমাংশবর্তী একটা জেলা। অক্ষাঃ ২৪° ৪৩' ৪০" হইতে ২৬° ২২' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৮° ৪' হইতে ৮৯° ২১' ৫" পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্বে করতোয়া এবং পশ্চিমে মহানন্দা নদী অনেকদূর পর্যন্ত জেলার সীমান্তে অবস্থিত। পরিমাণফল ৪১১৮ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১৪,৩৪৬। পুনর্ভবা নদীতীরস্থ দিনাজপুর নগর জেলার সদর।

উত্তর বঙ্গের অন্ত্যান্ত জেলা অপেক্ষা ইহার ভূমি বন্ধুর। হিমালয় হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত ভূমি 'খিয়ার' নামক এক-প্রকার আঁটালমৃত্তিকাময়, তাই নদীকূল সহজে ক্ষয় হয় না। জেলার দক্ষিণাংশে এবং বায়ুকোণে কুলিক নদীর তীরবর্তী প্রদেশে ভূমি তরঙ্গায়িত হইয়া স্থানে স্থানে ১০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। বহুসংখ্যক নদী জেলার মধ্যে নিজ নিজ পথে প্রবাহিত। বর্ষাকালে ইহার বন্য প্রাবনে কুল অতিক্রম করিয়া তীরদেশে পলি সঞ্চিত করে। খিয়ার ও পলি মৃত্তিকার পরিমাণের উপরই প্রধানতঃ জেলার কৃষিকার্য নির্ভর করে। বর্ষাকালে নদী সকল ফুলিয়া উঠে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐরূপকালে পরিণত হয়। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে নদীজল ছই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্রাবিত করিয়া যায়, কিন্তু সে জল কোন উল্লেখযোগ্য ফল, জলা প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে না। দক্ষিণদিকে মাটির পাহাড় অল্প গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং অগণিত বন্য পশুর আবাস স্থান। ঐ সকল জঙ্গল হইতে বন্যজাত অন্নই উৎপন্ন হয়।

দিনাজপুর জেলার সমস্ত নদী প্রধানতঃ ছইশ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণী দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া মহানন্দা নদীতে পড়িয়াছে, অপর শ্রেণী দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বগুড়া ও রাজ-

সাহী জেলায় তিস্তানদীর (জিস্তাতার) পূর্বতন গর্ভে সলিল বিসর্জন করিতেছে। মহানন্দা নদী পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ৩০ মাইল স্থানে প্রবাহিত। নাগর, টাঙ্গন ও পূর্নুর্ভবা ইহার উপনদী, সকল গুলিতেই বর্ষাকালে নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। আতরাই (আত্রেয়ী), যমুনা ও করতোয়া নদী পুরাতন তিস্তায় পড়িয়াছে। বিগত শতাব্দীতে তিস্তার স্রোত সহসা পরিবর্তিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল উপনদীতে বাণিজ্য সম্যক হ্রাস ও বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে।

জেলার সর্বত্র বিশেষতঃ করতোয়া নদীতীরে বহু-সংখ্যক শালবন দৃষ্ট হয়। এই সকল অরণ্যে জমিদার-দিগের বেশ লাভ হয়। কিন্তু অনেক সময় অকালে ঐ সকল গাছ কাটিয়া ফেলা হয়; সুতরাং কাষ্ঠ ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। অরণ্যে মধু, অনন্তমূল, শতমূলী, এবং বহু ফুল পাওয়া যায়। বহু জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রক, বস্ত্রবরাহ, বস্ত্রমহিষ, নানাজাতীয় মৃগ, বস্ত্রমার্জার, শূগল, নকুল, গন্ধগোকুল, সজাক, তরঙ্গু এবং নদীতে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়। ব্যাঘ্র ও চিত্রক গভীর জঙ্গলে ও কাশবনাদিতে বাস করে এবং প্রীতি বৎসর বহুসংখ্যক মনুষ্য গবাদি বিনাশ করে। বস্ত্রমহিষ, শূকর ও শূগলাদি ইক্ষু ও ধাতুক্ষেত্রে আসিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়া যায়। এ জেলায় শিকার ও অস্ত্রাজ্ঞা জ্ঞান পক্ষী পর্যাপ্ত, নানা প্রকার মৎস্যও পাওয়া যায়। জেলার অনেক স্থানে বিস্তীর্ণ প্রান্তের পড়িয়া আছে, পশু-পালকগণ ঐ সকল স্থানে বিনা করে নিজ নিজ গোমেষাদি পশুচারণ করে।

দিনাজপুরে অসভ্যজাতির সংখ্যা অধিক, এই সকল অসভ্যজাতি সম্ভবতঃ নিত্য নীচভাবে হিন্দুধর্মে থাকা অপেক্ষা বিজেতা মুসলমানদিগের ধর্মের আশ্রয়ই প্রেরণ করিবেচনা করে এবং তজ্জন্তই তথায় মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক। ছোটনাগপুর হইতে ভূমিজ, সাঁওতাল, কোল, খরবার, ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতীয় বহুসংখ্যক লোক এখানি রাজপথ নির্মাণে ও জঙ্গলাদি কাটিতে আসিয়া বাস করিতেছে। প্রকৃত হিন্দু সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত অর্ধ হিন্দু শ্রেণী সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ, ইহার পালি, রাজবংশী, কোচ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণগণ এদেশে অল্পকাল আসিয়া বাস করিতেছে, এইরূপ প্রবাদ আছে। অস্ত্রাজ্ঞাতির মধ্যে রাজপুত, কাশ্মির, কৈবর্ত, বেগিয়া, নাপিত, তাঁতি, কুমার, লোহার, গোয়াল, জেলে, দোসাধ, হাড়ী, চণ্ডাল ইত্যাদি। দিনাজপুর

সহরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকজন রাজকর্মচারী মাত্র ইহার উপাসক। কয়েকটা জৈনপরিবারও আসিয়া বাস করিতেছে। ভিক্টোরিয়ার বৈরাগী বৈষ্ণবের সংখ্যাও অল্প নহে, অনেক পালি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমানেরা অধিকাংশই কৃষিকারী জমিদার বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা অল্প। শতসংগ্রহকালে অস্বাধিক লোক এই জেলায় আসিয়া থাকে, কিন্তু দিনাজপুর হইতে লোক বড় অল্প স্থানে যায় না।

এই জেলায় নগরের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল দিনাজপুর নগরে দশসহস্রাধিক লোক বাস করে, আর কোন স্থানে পঞ্চ সহস্রের অধিক লোক থাকে না। অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিকারী এবং পল্লীগামে বাস করিতে ভালবাসে। দোকানদার এবং শিল্পকারীগণও গ্রহস্থের ঝরচ অমুখ্যরী চাষ করিয়া থাকে। ধান চাষই বেশী, তবে কেহ কেহ উপযুক্ত জমি থাকিলে সামান্য পরিমাণে শাক, ফলমূলদি আবাদ করিয়া থাকে।

কৃষকেরা সামান্য ভাবে কীবনযাপন করে। ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত সুলভ জেলার কৃষকদিগের অপেক্ষা স্বল্প। এখানে কৃষকদিগের অধিকাংশই একাধিক বিবাহ করে, কৃষক মাঠে চাষ করে, আর রমণীগণ বাড়ীতে থাকিয়া কেহ কাপড় বুন, কেহ হুতা কাটে, কেহ বা শণ পাট হইতে চট তুলিয়া প্রস্তুত করে। শেষোক্ত কাজ প্রায় স্ত্রীলোক দিগের একচেটিয়া। এই সকল দ্রব্য গ্রহস্থের ব্যবহার বাদে অবশিষ্ট সন্নিহিত হাটে বিক্রীত হয়। নদীতীরে বড় বড় গোলা আছে। তথায় ধাতাদি শস্ত সঞ্চিত হয় এবং বর্ষান্ত্রে নৌকাযোগে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

ততুলই এ জেলার প্রধান শস্ত, তন্মধ্যে অধিকাংশই হৈমন্তিক এবং নিম্নভূমিতে জন্মিয়া থাকে। উচ্চভূমিতে আশুধান্ড এবং নদী ও বিল প্রভৃতির ধারে ধারে বোয়ো ধান্য সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তত্তির ভুট্টা, বহুয়া, নানাবিধ কলায়, তামাক, পাট, শণ, সরিষা, জল প্রভৃতি মাল, ইক্ষু ও পাণ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

সারের মধ্যে গোমর, খিয়ার ও পলি উভয় জমিতেই দেওয়া হয়। খিয়ার কখন পড়িয়া থাকে না, কিন্তু পলি জমির উর্বরশক্তি বাড়াইবার নিমিত্ত ৪০ বৎসর পূরে এক বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হয়। এক জমিতে বৎসর বৎসর এক আবাদ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফসল চাষ করিলে যে অধিক লাভের সম্ভাবনা তাহা কেহই জানে না। জেলার মধ্যে কর্ষণযোগ্য বিস্তর জমি পতিত অবস্থায় আছে। গোমহিষ, মেঘ, ছাগাদি পশু এবং তাহাদের চারণযোগ্য মাঠের

অভাব নাই। খিয়ার জমিতে বৎসরে একবার মাত্র ধান্য হয়, পলিজমিতে আউস ধান্য কাটিলে কলায়, গম, যব, সর্ষপ প্রভৃতি আবাদ হইয়া থাকে।

দিনাজপুরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈববিভূষণ। যেন একবারেই নাই বলিলেই হয়। বর্ষাকালে নদী সকল উচ্ছলিত হইয়া বহুদূর জলপ্রাণিত করে বটে, কিন্তু তাহাতে উপকার বই শস্যের অপকার হয় না। কেবল একবার মাত্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর্ষ অনাবৃষ্টিতে এই জেলার আমন ধান্য আদৌ হয় নাই। প্রজামণ্ডলের এই প্রধান শস্য বিনষ্ট হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্নেন্ট রিলিফ কার্য খুলিয়া দুর্ভিক্ষ অনেকটা নিবারণ করেন।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, ইহার একটা শাখা-রেলপথ দিনাজপুর সহর দিয়া গিয়াছে। জেলার সর্বত্র সকল দিকে পাকা রাস্তা আছে। নদী দিয়াও যাতায়াত বাণিজ্যাদি চলে বটে, কিন্তু অনেক নদীতে বৎসরে ৩।৪ মাস মাত্র বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই কৃষিকারী। তজ্জন্য শিল্পের উন্নতি অত্যন্ত। নীলকুঠি বা রেশম কুঠি আদৌ নাই, চিনির কারবারও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। স্থানীয় ব্যবহারের জন্য মোটা কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেকলী নামে বস্ত্র তৃণজাত একরূপ দীর্ঘস্থায়ী মাদুর স্থানে স্থানে নির্মিত হয়।

জেলার উত্তরভাগে কোচ-রমণীগণ বিস্তার চট খুলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

রেলপথ খুলিবার পূর্বে নদী দিয়াই দিনাজপুর জেলার বাণিজ্য সম্পন্ন হইত, এখন রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের আরও সুবিধা হইয়াছে। তণ্ডুল, শণ, পাট, তামাক, চিনি, চট এবং চর্ম অস্ত্রাস্ত্র স্থানে রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে লবণ ও বিলাতী কাপড় প্রধান। জেলার পশ্চিমার্দ্ধেইতে তণ্ডুলাদি মহানন্দা নদী দিয়া বেহার ও উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হয়, পূর্বাংশের বাণিজ্য জব্বাতিস্তরে উপনদী এবং নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথ দিয়া একবারে কলিকাতার আনীত হয়। গ্রীষ্মকালে গোবর গাড়ী ও বলদ দ্বারা ব্যাপারীরা সমস্ত জেলা ঘুরিয়া তণ্ডুল সংগ্রহ করে এবং নদীতীরস্থ আড়তে জমা করিয়া রাখে। বর্ষাকালে নদীযোগে ঐ সংগৃহীত তণ্ডুল হানাত্তরে নীত হয়। এইরূপ গোলায় মধ্যে রায়গঞ্জ, নিতপুর, চাঁদগঞ্জ, বিরামপুর ও পতিরাম প্রধান। নেকমর্দ নামক স্থানে অনেক মুসলমান ফকিরের সম্মানার্থ প্রতিবৎসর একটা

মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রায় ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ লোকের সমাগম এবং গো মেঘাদি ও ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আনীত বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শান্তপুর, ঢালদীঘি, অলবার খাওয়া প্রভৃতি তিনটা স্থানেও সামান্য মেলা হইয়া থাকে।

মধ্যবৃষ্টি ও পাঠশালা সকলে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানে বিদ্যালয়িকার বহু বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার জন্তও নানা স্থানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

নিয়মক অপেক্ষা দিনাজপুরের জলবায়ু শীতল। এখানে বসন্তকাল শেষ না হইলে গ্রীষ্ম পড়ে না, বৈশাখ মাসের ১০।১৫ দিন পর্যন্ত রাত্রিতে বেশ শীত থাকে। শীতকালে রাত্রিতে অত্যন্ত তুহিনপাত হয়, এবং প্রভাতে কুহেলী রাশিতে দিম্বাওল আচ্ছন্ন থাকে, সূর্য উদিত না হইলে উহা দূর হয় না। দেখা গিয়াছে গ্রীষ্মকালে এখানে বিদেশীদিগেব পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে, কিন্তু অধিবাসিগণ বর্ষার শেষেই অধিক পীড়িত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ ইঞ্চি। গড় তাপাংশ ৮৩°৫'।

নানাপ্রকার জ্বর, কালাজ্বর, প্রীহা, উদরাময়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সচরাচর হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এখানে অত্যন্ত অধিক, বহুসংখ্যক অধিবাসী এই রোগে প্রাণত্যাগ করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেবল এই ম্যালেরিয়া রোগেই ৩০,০০০ এর অধিক লোক গতাহ হইয়াছে। এরূপ দুর্ভয়সর কেহ কখনও দেখে নাই। ইংরেজ কর্মচারিগণ পুনঃ পুনঃ অরাক্ষত হইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। রাজকার্য্য-পরিচালন দৃষ্ট হইয়া উঠে। কঠোর পক্ষগণ এই ব্যাপারে দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত হইল, প্রায় শতকরা ৭৫ জন রুম, তন্মধ্যে ৫৪ জনের প্রীহারোগ। মৃত্যু-সংখ্যা রেজিষ্টারি করিবার জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। দেখা গেল, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সহস্রে বার্ষিক প্রায় ৪২ জন অর্থাৎ লণ্ডন নগরের প্রায় দ্বিগুণ। জেলাসমূহে মৃত্যু আরও অধিক। দিনাজপুর নগরের সন্নিগটে এবং অস্ত্রাস্ত্র স্থানে জল নিকাশ, জল কল্কর্ভনাদির ব্যবস্থা এবং অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন দ্বারা ইহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য ক্রমশঃ দিনাজপুরের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। দিনাজপুর নগর, রায়গঞ্জ, চুড়ামন, মহাদেবপুর, বাসুরঘাট প্রভৃতি স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ইতিহাস। দিনাজপুরের প্রাচীন ইতিহাস নিত্য অস্পষ্ট। পৌরাণিককালে এই স্থান জ্যোতিষিক নামে খ্যাত ছিল। তৎপরে ইহার কতকাংশ নিবৃত্তি ও কতকাংশ বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত হয়। প্রবাদ অনুসারে এই জেলার অধিকাংশ প্রাচীন মন্ত্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং বিরাট রাজ এখানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে এই মন্ত্রকেই মহাভারতের বিরাত্রাজের রাজ্য বলিয়াই কীর্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারত পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে বিরাত্রের মন্ত্র উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত, এ অঞ্চলে নহে। [আর্য্যাবর্তের মানচিত্রে মন্ত্রের অবস্থান ও মন্ত্র শব্দ দ্রষ্টব্য।] প্রবাদ আছে—দিনাজপুরে এক সময়ে বাণ রাজা রাজত্ব করিতেন, এই জেলার নানাস্থানে বাণ-কীর্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

বহুদিন হইল, পরাক্রান্ত বৌদ্ধরাজগণ এখানে আধিপত্য করিতেন। জেলার নানাস্থানে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণ এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন,—তাহাদের কীর্তি এখনও দিনাজপুরের নানা স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। [পালবংশ দেখ।]

পালবংশীয়দিগের পরাক্রম থর্ব্ব হইলে এই জেলা সেন-রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। পালবংশীয়দিগের স্ত্রায় এখানে কোন সেনরাজ বাস করিতেন কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এখানকার-তর্পণদীঘি হইতে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। সেনদিগের পর এই জেলা গোড়ের মুসলমান অধিপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। দিনাজপুরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ পারসী ও আরবী শিলালিপি দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুকানন সাহেব লিখিয়াছেন, রাজা গণেশ নামে এক ব্যক্তি এখানে বিশেষ প্রবল হইয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরীতে ইনিই কাঁস বা কংস নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি এক সময় সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেই কংসের আবাস রাজসালী জেলাস্থ ভাতুরিয়া নামক স্থানে ছিল, দিনাজপুরে নহে।

দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশের এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়।

উত্তররাষ্ট্রীয় কায়স্থবংশসম্ভূত বিষ্ণুদত্ত নামে এক ব্যক্তি নবাব-সরকারে কাজুনগো হইয়া দিনাজপুরে আগমন করেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি সুরপ্রসন্ন হন। তাহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত বাঙ্গালার সুবাদার শাহজাদার নিকট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার

এক পুত্র ও এক কন্যা আছে। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র মজুমদার শিত্তসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার ভাগিনের শুকদেব মাতুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন অপরূপাবস্থার হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যু হইলে ১৫৬৬ শকাব্দে শুকদেব সমস্ত মাতুল-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তৎপুত্র রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী। শুকদেব রাজমহলে গির শাহজাদার নিকট করমাণ গ্রহণ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পড়িলেন; সকলে তাঁহারে রাজা শুকদেব বলিয়া ডাকিত। শুকদেব শুকসাগর নামক এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৩ শকে শুকদেবের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ রামদেব তিন বর্ষ ও তৎপরে তাহার কনিষ্ঠ জয়দেবও তিন বর্ষ সম্পত্তি সন্তোষ করেন। এই সময়ে ঘোড়াঘাট পরগণা তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬০৯ শকে প্রাণনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ করিলেন। তাহার বিবাহে দিল্লীর দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে দিল্লী যাইতে হয়। ১৬১৪ শকে তিনি বাদশাহ আলম্গীরের নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে ‘রাজা’ উপাধি পাইলেন। পথিমধ্যে বৃন্দাবনধামে যমুনার তীরে রাখাক্ষ মুক্তি পাইয়াছিলেন, ঐ মুক্তি দিনাজপুরে আনিয়া নিজগৃহে স্থাপন করেন। ঐ মুক্তির নাম কল্লীগীর্জা। তাহারই যন্ত্রে কান্তনগরের সুরাসিদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে একখানি শিলাপটে মন্দিরনির্মাণকাল সম্বন্ধে এই কবিতাটি উৎকীর্ণ আছে—

“শাকে বেদাক্রান্তালঙ্কিতপরিগণিতে ভূমিগঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদকাতিরমাং সুরচিতনবরত্নাখ্যামস্মিন্নকর্ষীং।
কল্লিগ্যাঃ কান্ততুষ্টেঃ সমুচিতমনসা রামনাথেন রাজা
দত্তঃ কান্ত্য কান্ত্য তু নিজ নগরে তাতসঙ্কল্পসিদ্ধো॥”

[কান্তনগর দেখ।]

এ ছাড়া প্রাণনাথ নানাস্থানে আরও কতকগুলি দেবালয় ও প্রাণসাগর নামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। কান্তনগরের মন্দির তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহার মৃত্যুর পঞ্চ তাহার দত্তকপুত্র রামনাথ সম্পূর্ণ করেন।

রামনাথকে কেহ কেহ রমানাথ নামেও উল্লেখ করেন। ১৬৪১ শকে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে রমানাথ পিতৃ-বিষয় লাভ করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি বাণরাজের

ভয় বাতী হইতে প্রভূত নিধি প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার ক্রীড়ক হইয়াছিল। এই সময় সালবাড়ী পরগণার জমিদার রাজেশ্ব না দেওয়ান নবাব মুর্শীদ কুলী খাঁ রামনাথকে সালবাড়ী অধিকারের আদেশ করেন। তাহাতে সালবাড়ী জমিদারের সহিত রামনাথের দুইবার যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধে রামনাথ জয়লাভ করিয়া সালবাড়ী হইতে কালিকা ও চানুড়া দেবীর মূর্তি আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সালবাড়ীর জমিদার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং সালবাড়ী পরগণা রামনাথের অধিকৃত হয়। রামনাথ নবাবের নিকট আপনার বিজয়বার্তা ও রাজস্ব পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে করদাহি পরগণা দান করিলেন। ১৬৬৭ শকে তিনি কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনাস্থর দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লীর দরবারে তিনি 'মহারাজ' উপাধি, রাজোচিত খেলাত এবং নিজ রাজধানীতে দুর্গ ও সৈন্তরক্ষার আদেশ পাইয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে এক গোপালমূর্তি আনিয়াছিলেন। ১৬৭৬ শকে গোপালগঞ্জে এক পঁচিশ রত্নমন্দির নির্মাণ করিয়া সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশে একমুদ্র মন্দির অতি বিরল। এই মন্দিরে শিলাফলকে এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—

“শাকেহুজুভূমিধরতর্কসুধাঃসুসম্বা

ব্রীতকুম্ভমন্দিরমসৌ নুপরামনাথঃ।

ভক্ত্যা দদৌ পরময়া সহ রাধিকায়ৈ

কৃষ্ণায় ভক্তরূপকজলকিকামঃ।”

ইতিপূর্বে শুকসাগরের তীরে পিতার স্থাপিত শুকেশ মন্দিরও এক সুন্দর শিবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন;— সেই মন্দির মধ্যেও এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—

“শকাক্ষে শশাঙ্কধিকালেন্দুসম্বা

শিবায়াতিক্রুষ্টো দদৌ সৌধগেহম্।

শুকেশায় রম্যঃ রামনাথভূপে

নুপপ্রাণনাথস্য সংস্থাপিতায়॥”

এ ছাড়া রামনাথ আরও অনেক সংকীর্ণ্তি করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, এক সময়ে ইনি কলতরু হইয়া ছিলেন।

তৎকালে সৈয়দ মহম্মদ নামে এক ব্যক্তি রঙ্গপুরের সীমান্তরক্ষার জন্য কোজদার নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ রামনাথের অতুল ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়া হুটে কোজদার একদিন চটায় রামনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। রামনাথ জীপুত্রসহ গোবিন্দনগরে পলাইয়া গিয়া আশ্রয়লাভ করেন, পরে গজাবানের ছল করিয়া মুন্সি-

বাদে উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট কোজদারের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সুবাদার সৈয়দ মহম্মদকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্ত দিলেন, সেই সৈন্ত সাহায্যে রামনাথ কোজদারকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অধিকৃত বাতালনাড়ি পাঁচখানি পরগণা অধিকার করেন এবং সুবাদারের নিকট নগদ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ও বিস্তর মুক্তা জহবতাদি পাঠাইয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইলেন। রামনাথের চারি স্ত্রী, চারি পুত্র, চারি কন্যা ও চারি জামাতা ছিল। এই জন্ত তিনি সমস্ত দ্রব্যে ৪ চিহ্ন অঙ্কিত করাইলেন। এখনও রাজবাড়ীর সকল দ্রব্যে এই ৪ চিহ্ন ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

১৬৮২ শকে রামনাথ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার, ষোষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। অপর তিন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। রামনাথের ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার শ্রাদ্ধাদির পরই সনন্দ আনিবার জন্য দিল্লীযাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই করদাহের বাড়ীতে সহসা অরোগে মৃত্যু হয়। এখন তাঁহার ৩য় ভ্রাতা বৈষ্ণনাথ নির্বিবাদে সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার সময় মীর কাসিম বাঙ্গালার নবাব। তিনি বাঙ্গালার সকল রাজা ও জমিদারগণের প্রতি রাজস্ব বৃদ্ধির আদেশ করেন। বৈষ্ণনাথ রাজস্ব বৃদ্ধি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কাসিম কোশলক্রমে মুন্সীরে আনিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এই সুযোগে তাঁহার কনিষ্ঠ কান্তনাথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নিজ নামে সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন। বৈষ্ণনাথ দুর্গরক্ষককে উৎকোচ দিয়া দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন এবং কান্তনাথের হস্তভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেন। তাঁহার যত্নে তন্নন্দসাগর নামক সরোবর, আনন্দসাগর ও মাতাসাগরের সহিত সংযুক্ত রামনাড়া নামক বৃহৎ খাল এবং ১৬৯৭ শকে নিজ রাজধানীতে কালিয়াজীউ বিগ্রহের, বিশ্রাম মন্দির নির্মিত হয়। শেখোক্ত মন্দিরে শিলাপটে এই শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—

“যং কারিয়েতি সত্যতঃ ব্রহ্মরাজপন্নৌ

প্রেমণা জগদা নিধিল শ্রুতিমুগ্ধাযীশম্।

তমৈ হৃদ্যাক নৃপতো হরয়ে শকাঙ্কে

বিশ্রামমন্দিরমদারূপবৈষ্ণনাথঃ॥”

বৈদ্যনাথের সময় দিনাজপুরের ঐশ্বর্যের চরমাবস্থা *।

* তখনকার লোকেরা এই শ্লোকটি আওড়াইত—

“নদের রাজার দুর্গোৎসব রাগি ভবানীর কীর্তি।

দিনাজপুরের ঐশ্বর্য বর্জমানের বৃদ্ধি।”

বৈষ্ণবনাথের পুত্র সন্তান হয় নাই, এই জন্ত তিনি এক জাতি-পুত্রকে দত্তক লয়েন। তাঁহার নাম রাখান। বৃটিশ গবর্নমেন্টের নিকট রাখান। 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সময়েই দিনাজপুরজ্যেষ্ঠের অবনতির সূত্রপাত হয়। মুশাসনের অভাবে এই সময় বিজয়নগর পরগণা ভিন্ন প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রীত হইল। মনোকেষ্ঠে রাখান ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্র গোবিন্দ নাথ উত্তরাধিকার পাইলেন।

ইনি বৃন্দাবনে কুঞ্জসংযুক্ত একটা মনোহর মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখাশ্রামরায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৬০ শকে গোবিন্দনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তারকনাথ রাজা হইলেন। মহারাজ তারকনাথ দিনাজপুর জেলার নানাহানে পাকা রাস্তা এবং দিনাজপুর সহরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাসপাতাল নির্মাণ করাইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৭ শকে অশুভ্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার মহিষী শ্রামামোহিনী সম্পত্তির রক্ষাভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের সময় প্রভূত অর্থ বিতরণ করিয়া দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ দয়ার গুণে বৃটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে 'মহারাজী' উপাধি প্রদান করেন। ইহার যত্নে দিনাজপুরে ইংরাজী, বাঙালী ও ব্যায়াম শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইনিই দিনাজপুরের বর্তমান মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরকে দত্তক গ্রহণ করেন।

পুরাতত্ত্ব। এই জেলার নানাহানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণের প্রাচীন কীর্তি এবং পুণ্যস্থান পড়িয়া আছে।

বীরগঞ্জ থানার মধ্যে কাস্তনগরের চারিপার্শ্ব ভূভাগকে এখানকার লোকেরা উত্তরগোবৃহ বলে। তাহাদের বিশ্বাস, এখানে বিরটিরাজ গোধন চরাইতেন। বীরগঞ্জের ২ ক্রোশ পূর্বে আত্রৈয়ী নদীর তীরে সনকা নামক স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এখানে চাঁদসওদাগরের মন্দির ভগ্ন ছিল। কাস্তনগর ও প্রাণনগরে দিনাজপুর রাজগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে।

রাণী শুল্লখানার মধ্যে গোরখনাথ নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শিব ও কালীমন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে পাথর দিয়া ঘেরা একটা প্রস্তবণ বা কূপ আছে। যতই জল লওয়া হউক না, কিছুতেই তাহার জল খালি হয় না। শিবরাত্রির দিন এখানে মহাধুমধাম হইয়া থাকে। ইহার নিকট রামরায় ও শ্রামরায়ের প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

পীরগঞ্জ থানার তল্লননদীর বামধারে ইষ্টকরাশির স্তূপ

দেখা যায়। প্রবাদ আছে, এখানে বিরটিরের সমসাময়িক মহাদেবের এক গড় ছিল। হেমতাবাদের নিকট মথুরা দৌকরপোস্ নামক এক মুসলমান সাধুর দরগা আছে, সহস্র সহস্র মুসলমান এখানে সাধুর পূজা দিতে আইসে।

দৌকরপোসের মসজিদ স্থলতান্ হোসেন শাহ নির্মাণ করাইয়া দেন। মসজিদগোড়ে ১১৬ হিজরী অঙ্কিত আছে। হেমতাবাদের পশ্চিমাংশে মহেশ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এখানকার লোকেরা বলেন, বদরুদ্দীন নামক এক মুসলমান পীরের উৎপাতে মহেশ ঢাকায় চলিয়া গান। এখানে একটি উচ্চ প্রাচীর আছে, সাধারণে তাহাকে হোসেনশাহের 'তখত' বা সিংহাসন বলে। বংশীহারী থানার উত্তরপূর্বাংশে রাজা মহীপালের কীর্তি মহীপালদীঘি নামে প্রায় অর্ধক্রোশ ব্যাপী এক বৃহৎ সরোবর আছে। জগদল থানার তল্লন ও পুনর্ভবা নদীর পলি-পড়িয়া এক বীপ হইয়াছে, এই বীপের মধ্যে একটি সরোবর ও এক প্রকাণ্ড ইটের স্তূপ দেখা যায়। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস, স্বর্গ্যবংশীয় মায়ারাজ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। গঙ্গারামপুর থানার দমদমা নামক স্থান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে বিস্তার প্রাচীন কীর্তি ও ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। লোকেরা ঐ সকল বাণরাজ্য কীর্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। এখানে তর্পণদীঘি নামে এক স্রবহৎ পুষ্করিণী আছে। চুরাত্তর সালের মধ্যভাগের সময় ইহার নিকট একটি ক্ষুদ্র ডোবা কাটাইবার সময় তদ্রূপে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এক খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়।

প্রবাদ এইরূপ এখানে বাণরাজ তর্পণ করিতেন, সেই জন্ত তর্পণদীঘি নাম হয়। ইহার অনতিদূরে বাণেশ্বরবাটী ও মুসলমানগণের প্রাচীন রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। দেবকোটে মুসলমান রাজগণের সময়কার কয়েকখানি খোদিত লিপি আছে। এই নগরের অনতিদূরে এক বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ পুতিত আছে।

হাবড়া থানার মধ্যে বিরটিপাট নামে ইষ্টকের স্তূপ বিশিষ্ট এক প্রাচীন স্থান আছে। এখানকার লোকেরা ইহারই কিছু দূরে বিরটিসেনাপতি মদনের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া থাকে। ইহার খানিক দূরেও অনেক প্রাচীন স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে কেহ কেহ কীচকের বাটী নির্দেশ করে। হাবড়া থানার মধ্যে করতোয়াতীর্থ অবস্থিত, কোন যোগ উপলক্ষে সহস্র সহস্র হিন্দু এখানে করতোয়া নদীতে স্নান করিতে আইসে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরাও মাল্য উৎসর্গ করিয়া করতোয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ ছাড়া ঘোড়াঘাট থানার

করতোরায় ঋষিভীর্ণ বিস্ত্রমান। হিন্দু ও মুসলমান কীর্তি ব্যতীত এই জেলার বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন ও বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের অভাব নাই। দিনাজপুরের দক্ষিণপূর্বাংশে বিস্তর বৌদ্ধকীর্তির ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ অঞ্চলে পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন রাজধানী বর্ধনকুটা অবস্থিত। পাষাণরাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক গ্রামে বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে 'যোগীশুফা' নামক বিখ্যাত স্থান আছে। এখানে প্রস্তরময়ী মারাদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের এই পবিত্র স্থানে পরবর্তী কালে বৈষ্ণবেরা চতুর্ভূজ, নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধদিগের দেবদেবীর মূর্তি ও শিৱনৈপুণ্য দেখা যায়। খেতল পরগণায়ও ঐরূপ অনেক আছে। পাটবিবি থানার উত্তরপূর্বে ও পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাইশাহ নামক গীরের আস্তানার নিকট বৌদ্ধস্তূপ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল স্থাপিত মহীপুর অবস্থিত। যোগীশুফার চারিদিকে বিস্তর ধ্বংসাবশেষ আছে; প্রবাদ যে ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী, চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির আসাদ ছিল। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে প্রসিদ্ধ বৃন্দলস্তম্বে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকর্ণ। বাস্তবিক যোগীশুফার নিকটবর্তী প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটন করিলে পালরাজগণের অনেক কীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দিনাপু (ক্ৰী) অন্ধকার।

দিনাদি (পুং) দিনস্ত আদিঃ। প্রভাতকাল।

দিনাধীশ (পুং) দিনস্ত অধীশঃ। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিনাস্ত (পুং) দিনস্ত অন্তঃ। দিবাবসান, সায়াক্ষ।

"কুত্বাদিনাস্তে নিলয়ায় গন্তঃ" (রঘু)

দিনাস্তক (পুং) দিনং অন্তর্যতি অন্তঃগিচ্-খুল। অন্ধকার। (ত্রিকা)

দিনাপুর (দানাপুর), ১ বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের পাসনাবীন পাটনা জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা। ইহার প্রকৃত নাম দানাপুর, সাহেবেরা দিনাপুর বলে। অক্ষা° ২৫° ৩২' হইতে ২৫° ৪৪' উঃ; দ্রাঘি° ৮৪° ৫০' ১৫' হইতে ৮৫° ৭' পূঃ। পরিমাপ ফল ১৪৩ বর্গমাইল। এই মহকুমাতে দুইটা থানা, একটা দেওয়ানী আদালত, ও তিনটা ফৌজদারী আদালত আছে।

২ আলাহাবাদ সামরিক বিভাগের অন্তর্গত পাটনা জেলার সেনানিবাস ও সামরিক সদর আড্ডা। এই নগর গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তুলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৮' ১২" উঃ; দ্রাঘি°

৮৫° ৫' ৮" পূঃ। সেনানিবাসের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমস্ত দানাপুর মহকুমার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। দানাপুর হইতে বাকিপুর তিন ক্রোশ দূরবর্তী; সুতরাং দানাপুর বাকিপুর এবং পাটনা সহর সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত একটা নগরের তিনটা অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের উত্তরে গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ। তিনটা নগরেই রেলওয়ে স্টেশন আছে। ১৮৪৭ খৃঃ অঙ্গে পাটনা জেলাতে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তাহার সূত্রপাত এই দানাপুরের সেনানিবাস হইতেই হইয়াছিল। ঐ সালের জুলাই মাসে এখানকার তিন দল সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সেনানিবাস হইতে বহির্গত হয় এবং দলবদ্ধ হইয়া শাহাবাদে গমন করে। তাহাদিগকে বাধা দিবার কেহ না থাকায়, তাহারা তথ্য হইতে গিয়া আরা আক্রমণ করে। ইহার পূর্বেই দানাপুর হইতে এক দল গোরা পল্টন আরা রক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুরোপীয় গোরা সৈন্যগণ বিলক্ষণ পটুতা ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু শেষে সিপাহীদিগেরই জয়লাভ হয়।

দিনারস্ত (পুং) দিনস্ত আরস্তঃ ৬তৎ। প্রভাতকাল।

দিনার্ক (পুং) দিবসের অর্ধভাগ, মধ্যাহ্ন।

দিনাবসান (ক্ৰী) দিনস্ত অবসানঃ। দিনান্ত, সন্ধ্যা।

দিনান্ত (ক্ৰী) মস্তভেদ।

দিনিকা (ক্ৰী) দিনং কৃত্যাহেতুতয়া অন্ত্যাহ ইতি দিন-ঠন্।

একদিন কৃত কর্মমুলা, একদিন কার্যের বেতন, একদিন কর্ম করিলে, বাহা পাওয়া যায়। (রত্নমালা)

দিনেমার, ডেন্মার্ক দেশের অধিবাসী, ইংরাজীতে ইহাদিগকে ডেন্ন (Danes) কহে। [ডেন্মার্ক দেখ।] খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই দিনেমারগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে তাহাদের দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাঙ্কবার ও ত্রীরামপুরে দিনেমারগণ কুঠি স্থাপন করেন। এই দুই স্থান এ পর্যন্ত উহাদিগেরই অধীন ছিল, অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ডেন্মার্কের নিকট হইতে ঐ দুই স্থান জয় করেন। মাস্সাক প্রেসিডেন্সির পোর্টনভ, এবং মলবার উপকূলে ইন্দোভা ও হোল্টেরি প্রভৃতি স্থানেও দিনেমারদিগের কুঠি ছিল।

ডেন্মার্কের রাজার সহায়তায় এদেশের প্রথম খৃষ্টীয় ধর্মের প্রটেষ্ট্যান্ট মত প্রচারিত হয়। জিজনবাল্গ ও প্রু

(Plutschau) ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারদিগের আশ্রয় টাঙ্কুইবারে প্রটেষ্টান্ট মত প্রচার আরম্ভ করেন। ইহারাই প্রটেষ্টান্ট মতে তামিল ভাষায় সমস্ত বাইবেল অনুবাদ করেন।

বাল্লা দেশে কেরি, মাসমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের নাম নহবিখ্যাত। ইহার সকলেই দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে থাকিয়া নানাবিধ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। 'বলা বাহুল্য, ইহার নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন এবং বিদ্যাশিক্ষার নূতন প্রণালী প্রবর্তনাদি দ্বারা এদেশের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। বাল্লা ভাষায় পুস্তক ছাপিবার জন্য ইহারাই প্রথম বঙ্গীয় অক্ষর প্রস্তুত করেন।

দিনেশ (পুং) দিনস্ত জৈশঃ। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ স্বর্ঘ্যাদি বারাদিপতি।

দিনেশাত্মজ (পুং) দিনেশস্ত আত্মজঃ। ১ শনি। ২ যম। ৩ কর্ণ। ৪ স্ত্রীষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। তপতী, যমুনা।

দিনেশ্বর (পুং) দিনস্ত ঈশ্বরঃ। ১ দিনেশ, স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ স্বর্ঘ্যাদি বারাদিপতি।

দিন্দিগল, (দিগুগল), ১ মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মহরা জেলার একটা তালুক বা মহকুমা। পরিমাণফল ১১৩২ বর্গমাইল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই মহকুমা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। কোদবর, মাগেরি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত, তন্নিম্ন প্রচুর মৎস্য-পূর্ণ বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা আছে। শুনা যায়, এই সকল পুকুরিণীতে পূর্বে মুক্তা ও শুক্ল জন্মিত। 'পণ্যভ্রম্বোর মধ্যে জয়পাল, সালসা ও সোণামুখীর পাতা উল্লেখযোগ্য। এই মহকুমার অন্তর্গত শুভম এবং কধমপত্তি নামক স্থানে লৌহের কারখানা এককালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল।

২. উপরিউক্ত দিন্দিগল মহকুমার প্রধান নগর; ইহার প্রকৃত নাম দিগুগল অর্থাৎ দিগুগনামক দানবের শৈল। অক্ষা° ১০°২১'৩৯" উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°০১'১৭" পূঃ। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮৮০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং পলনী পর্বতশ্রেণীকোদাইকানাল স্বাভাবিকভাবে হইতে ৫৪ মাইল ও মহরা হইতে ৩২ মাইল দূরবর্তী।

অধিবাসীর সংখ্যা ২০,২০৩ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৫৮৯, মুসলমান ২২৫১, খৃষ্টান প্রভৃতি ৩৩৬৩ জন। পূর্বে খৃষ্টানগণ সহরের এক পৃথক পল্লীতে বাস করিত, প্রত্যেক খৃষ্টানের গৃহচূড়ায় ক্রুশ চিহ্ন স্থাপিত থাকিত। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৫ জন তত্ত্বাব, ১৮ জন ব্যবসায়ী এবং ১৩ জন কৃষিজীবী।

দিন্দিগল মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির সমস্ত বড় বড় সহরের

সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। তামাক, কফি, এলাইচ পত্রচর্ম প্রভৃতি এ স্থান হইতে চতুর্দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্বে এখানকার পটুবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট মসৃণিন প্রভৃতির সমাদর ছিল, কল্পদ্বা নানক উর্ণাজাত কল্লণ ও আদ বিক্রীত হইত। স্বাভিভিজননের সদর কলিয়া দিন্দিগল সহরে সমস্ত কাছারী, পোষ্ট টেলিগ্রাফ অফিস, ডাকঘর গবর্নমেন্ট স্কুল ও দাতব্যচিকিৎসালয় আছে।

পূর্বে দিন্দিগল নগর মহারাজের নামে মাত্র অল্প একটা পৃথক রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহার দুর্গ নগরে পশ্চিমদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২২৩ ফিট উর্দ্ধে এক হুরারো শৈল শৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং চতুর্দিকে বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অত্যাধি ঐ দুর্গ সম্পূর্ণবিস্তার বিস্তারিত আছে, এই দুর্গে অবস্থান স্বভাবতঃ হুরাক্রম্য ও সুদৃঢ়, পরন্তু ইহা মহারা কোইম্বাতোরের মধ্যবর্তী গিরিবন্ধ সকলকে রক্ষা করিতেছে এই কারণে এই দুর্গ লইয়া অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে।

১৬২৩ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্থান মরাঠা মহিশুর ও মহারা সৈন্তগণের রণকোশলের লীলাভূমি হইয়া ছিল। ঐ সময়ে দিন্দিগলের পলিগার অর্থাৎ সদারগণ প্রায় ১৮ জন ক্ষুদ্র সদারের উপর আধিপত্য করিত। চাঁ সাহেব, মহারাজগণ ও মহিশুরের সৈন্তদল যথাক্রমে এই স্থান অধিকার করে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলি এই দুর্গে সেনা সরিবেশ করিয়া নিজ ভাবী রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করে। দক্ষিণ দিকে হইতে কোইম্বাতোরের পরে অবস্থিত বলিয়া হায়দর আলীর সহিত যুদ্ধে এই দুর্গ ইংরাজদিগের পক্ষে বিশেষ অসুবিধায় কারণ হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হস্তচ্যুত হয়, পুনরায় ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মজলুর সন্ধি অনুসারে মহিশুর রাজাকে প্রদত্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আবার যুদ্ধের সূচনা হওয়ার ইংরাজগণ উহা অধিকার করেন। পরিশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা দুর্গটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয়। শৈলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে দুর্গের মধ্যস্থলে কএকটি ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন ধর্ম মন্দির বিস্তারিত আছে। ইহার পাদদেশে ভিত্তির চতুর্দিকে বেড়িয়া ১৪৬০ শকাব্দিত বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতের রায়ের সাময়িক একটা শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তন্নিম্ন দিন্দিগলে হই একজন ব্রাহ্মণের নিকটও প্রাচীন ভাস্কর্য্যাদি আছে।

দিন্দিবরম্, (তিভিবরম্) মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ আর্কট জেলার একটা তালুক বা স্বাভিভিজন। পরিমাণ

কল ৮৪৪ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই তালুক দিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনটি স্টেশন আছে। প্রধান স্থান দিল্লিবরম্ ও গিজি।

২ উপরোক্ত দিল্লিবরম্ সবডিভিজননের প্রধান সহর।

দিল্লেশ্বরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার একটা সবডিভিজন। ইহার উত্তরে কল্বান ও সপ্তশৃঙ্গ পর্বত, পূর্বে চান্দোর ও নিকাদ; দক্ষিণে নাসিক সবডিভিজন; পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও পেণ্টঃ পরিমাণকল ৫২৯ বর্গমাইল।

এই উপবিভাগের অধিকাংশ পর্বতময়, তজ্জাত শকটাদি বাতাসের সুবিধা নাই। কেবল সাবল গিরিপথ দিয়া বলসার পর্যন্ত এবং আইবান গিরিপথ দিয়া কল্বান পর্যন্ত রাজপথ দুইটা সুগম। বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তত্ত্বিন্ন অজ্ঞাত সময়ে অরোগের প্রাক্ত্য হইয়।

২ উপরোক্ত দিল্লেশ্বরী সবডিভিজননের প্রধান নগর। এই নগর নাসিক হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে সবডিভিজন সংক্রান্ত কাছারী, ডাকঘর, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে।

দিপ্পা গ্রাম (পুং) কাস্মীরের একটা গ্রাম। (রাজতরং ৪৩০১৮) দিপ্পু (ত্রি) দন্ত সন্ উচ্চান্দসঃ ন ভষ্য। দন্তেচ্ছ। “ন যং দিপ্পসন্তি দিপ্পসবঃ” (খৃষ্ণ ১২৫১৪) লৌকিক প্রয়োগে দিপ্পু হইবে না, সেই স্থলে দিপ্পু এইরূপ হইবে, বৈদিক প্রয়োগে কেবল ‘দিপ্পু, দিপ্পসন্তি’ এইরূপ প্রয়োগে হইবে। দিপালপুর, ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটা তহসীল। পরিমাণকল ৯৫৬ বর্গমাইল। ইহার প্রায় ৩ অংশে কৃষিকার্য্য হয়, অবশিষ্ট পতিত ও অসুন্দর।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগমারী জেলার একটা প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট নগর ও উপরোক্ত দিপালপুর তহসীলের সদর। এই নগর গুথারা স্টেশন হইতে ১৭ মাইল এবং পাকপত্তন হইতে ২৮ মাইল দৈর্ঘ্যকোণে প্রাচীন বিপাশা নদীর তটে অবস্থিত। এই নগর এক্ষণে দুর্দশাগ্রস্ত হইলেও পূর্বে দিল্লীর পাঠান সম্রাটগণের সময়ে ইহা অসম্বল উত্তর পঞ্জাবের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও বাবর দিপালপুর নদীরকে লাহোরের সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন। অনেক অসুন্দর করেন, এই নগর সম্ভবতঃ দেবপাল নামক কোন রাজা কর্তৃক স্থাপিত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ দেবপাল হইতেই দেবপালপুর বা দিপালপুর হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ আছে, ইহার আদি নাম ত্রিপুর, বিজয়চাঁদ

নামে কোন ক্ষত্রিয় এই নগর স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রের নামে ইহার নামকরণ করেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব বলেন; এই স্থানই সম্ভবতঃ টলেমী বর্ণিত দৈদলনগর হইবে। প্রাচীন নগরভিত্তির স্থানে স্থানে স্তূপাকার ভগ্ন ইষ্টকাদির সহিত শকরাবাদিগণের যুদ্ধা পাওয়া গিয়াছে। ফিরোজ তোগলক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এই নগর পরিদর্শন করিয়া নগর বাহিরে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং শতক্রু হইতে খাল কাটিয়া নগর সরিধান পর্যন্ত জল আনয়ন করেন। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণকালে এই নগর সমৃদ্ধিতে মূলতান ব্যতীত আর সকল নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, তৎকালে এখানে ৮৪০ বুরুজ, ৮৪০টা মসজিদ ও ৮৪০টা কূপ ছিল। প্রাচীন নগর-প্রাকার প্রায় ২১ মাইল দীর্ঘ হইবে। ইহার বাহিরেও বহুদূর পর্যন্ত ভগ্ন ইষ্টক স্তূপাদি দৃষ্টে বোধ হয় প্রাচীরের বাহিরে বহু লোকের বসতি ছিল। এক্ষণে এই বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্তমান দিপালপুর নগর প্রাচীন নগরের দৈর্ঘ্যকোণে নদীর পরপাশে অবস্থিত। নদীর উপর তিনটা খিলানযুক্ত একটা সেতু আছে। কি কারণে এই নগর পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হয় তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে অসুন্দর হয়, বিপাশা নদীর পুরাতন স্রোত শুখাইয়া যাওয়া ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বকালে হটলে খান বা খাল সংস্কার করা হয়, তাহাতে দিপালপুরের প্রাচীন বাণিজ্যের কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এখানে তহসীলের যাবতীয় কাছারী, থানা, সরাই প্রভৃতি আছে।

দিপালপুর, মধ্যভারতের অন্তর্গত ইন্দোর অর্থাৎ হোলকর রাজ্যের একটা সহর। অক্ষা° ২২° ৫১’ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫’ পূঃ। এই সহর মো হইতে নীমচের পথে অবস্থিত। সহরের পূর্বভাগে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

দিপালপুর, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত নাগাপাহাড় জেলার একটা গ্রাম। এই গ্রাম সমান্তরিত হইতে ১২ মাইল উত্তরে ধনেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান কাছাড়ের রাজগণের রাজধানী ছিল, ঐ রাজধানী বহুকাল জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। অতাপি গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃহৎ পুষ্করিণী ও দুর্গপরিখাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্পকাল পূর্বে যখন এখানে দিপালপুর গ্রাম ও বাজার স্থাপিত হয়, তৎকালে এখানে জনপ্রাণীও ছিল না। এখানে অনেকগুলি নির্মল সলিলপূর্ণ স্বন্দর সরোবর বিস্তৃত আছে, এবং বিস্তীর্ণ দুর্গ প্রাকারের সুস্পষ্ট চিহ্ন অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। ঐ প্রাচীর উৎকৃষ্ট ইষ্টকনির্মিত এবং অন্যান্য ৮ হাত

উচ্চ ও ৪ হাত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইষ্টক-নির্মিত সুদৃঢ় ভোরগঘার এবং তাহার পাথরের চৌকাঠ অদ্বীপ দেহিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাঠনির্মিত কপাট প্রভৃতি বহুকাল লোপ পাইয়াছে। প্রাচীর হইতে ইষ্টক খসিয়া খসিয়া উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার হইয়াছে এবং ওহুপরি নানা জাতীয় তরুলতা জন্মিয়াছে। দুর্গের পরিসর প্রায় দুই দিকেই ৮০০ গজ, ইহার আধার অনেকটা সমচতুরস্র ক্ষেত্রের প্রায়। নদীর দিকে প্রাচীরের নিকট পাদদেশে পরিখা নাই, কিন্তু নদীর বিপরীত দিকে গভীর পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গ মধ্যে তিনটা ক্ষুদ্র পুক-রিণীর গর্ভমাত্র বিদ্যমান আছে। ইহাদের একটাতে সোপানমালা-শোভিত একটা ঘাট এবং তাহার পশ্চাতে সোপানযুক্ত এক উচ্চ ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ভগ্নস্তূপ সম্ভবতঃ কোন দেবালয় কিম্বা ঘাটের চাঁদনী ছিল। ভোরগ প্রবেশ করিয়াই অদূরে বামদিকে এবং কিঞ্চিৎ দূরে দক্ষিণদিকে কতকগুলি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ, এক এক খণ্ড প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য এই অদ্বৃত স্তম্ভগুলিই এখানের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। কোতুহলোদ্দীপক ও বিস্ময়জনক। বামভাগের স্তম্ভনিচয় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৫টা করিয়া চারি শ্রেণীতে ন্যায়মান; দুই পশ্চিম স্তম্ভসকলের উপরিভাগ গোলাকার, কতকটা ছত্রকের প্রায় এবং সর্বোচ্চ অঙ্গ কারুচাতুৰ্য্যপরিচায়ক লতাপুষ্পাদিভাষা পরিশোভিত। ইহাদের সর্বোচ্চ স্তম্ভ ১৫ ফিট এবং সকলের ছোটটা ৮ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চ। অপর গুলির উচ্চতা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ ফিট এবং পরিধি ১৮ হইতে ২০ ফিটের মধ্যবর্তী। ইহাদের সাধারণ গঠন-প্রণালী এক হইলেও কোন দুইটা স্তম্ভ একরূপ নহে, প্রত্যেকের গঠন ও খোদকতা প্রভৃতিতে একটু বিশেষত্ব আছে। অপর দুই পশ্চিম স্তম্ভ চতুরস্র এবং অষ্টতাকার, ইহাদেরও গায়ে কারুকার্যের অভাব নাই। কি উদ্দেশ্যে এই সকল স্তম্ভ নির্মিত হয়, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ইহাদের অসম উচ্চতা এবং মস্তকের উপরিভাগেও কারু-কার্য থাকতে, ঐ গুলি প্রাসাদাদির স্তম্ভ বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল হইতে এখান জনশ্রুতি হইয়াছে এবং এখানকার রাজবংশ নানাহানে ছড়িয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই সকল প্রাচীন কীর্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ ও নাই। কোথাও খোদিত লিপিও পাওয়া যায় না। সম্ভ্রুতি স্তম্ভ কয়টার নিকটবর্তী স্থান মাত্র জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, অন্ততঃ দুর্গের অরণ্য হইয়া দৃষ্টিগোচর। এই

সকল পরিষ্কৃত হইলে হয়ত ইহার মধ্যে অনেক গুহতন্ত্র বাহির হইয়া পড়িবে।

দিমাপুরে সম্ভ্রুতি একটা পুলিশ আউট পোস্ট হইয়াছে। খনেশ্বরী নদী দিয়া নৌকাদি যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এখানে নাগাদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ক্রয়বিক্রয়াদি হইয়া থাকে।

দিয় (জি) দেয় পুখো সাধু। দেয়। "ভুবনস্থ দিয়ানাং পতিঃ"
(শঙ্ক ৮।১৯।৩৭)

দিরিপক (পুং) কন্দুক। (জিকাং)

দিল (পারসী) ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ সাহস। ৩ উৎসাহ।

দিল্‌গীর (পারসী) হৃৎষিত, মনঃপীড়িত।

দিল্‌গীরী (পারসী) হৃৎষ, মনঃপীড়া।

দিল্‌হিহো (পারসী) মনোযোগ।

দিলার খাঁ, মাহাদীরের দুইজন সেনাপতি। একজন ৫০০০
অপর জন ৭০০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন।

দিলাল, মেঘনামোহানাহ সন্দীপ নামক দীপের মুসলমান দস্তারাজ। ইহার দস্তারাজি করিবার জন্ত কতকগুলি বেতন-ভোগী সৈন্য ছিল। দিলালের মতে বিভিন্ন জাতীয় দ্বীপুত্রের মধ্যে বিবাহ হইলে সম্ভান সম্ভতিসকল ও দূতকায় হয়। এই ধারণা অনুসারে তিনি নিজ অধিকারে এবং সৈনিকদের মধ্যে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিতেন, হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল এক মাত্র জাতির মধ্যে আদান প্রদান আবশ্যক থাকতেই তাহারা ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষীণকায় হইতেছে। বাঙ্গালার নবাবের সৈন্য কর্তৃক দিলাল ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হয় এবং তথায় লোহপিঞ্জরে কিছুকাল আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

দিলাবর খাঁ, মালব প্রদেশের মুসলমান রাজবংশের আদি পুরুষ। ইহার মাতা সুলতান সাহাবুদ্দীনের 'বংশীয়া'। হিন্দু রাজবংশের শেষাবসানকালে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি গিয়াস-উদ্দীন বলবনের সময়ে মুসলমানগণ মালব আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। তদবধি মালব দিল্লীসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে সুহৃদ শাহ ভোগলকের রাজত্বকালে দিলাবর খাঁ মালবের শাসন কর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করিলে সম্রাট মাহমুদশাহ পলায়ন করিয়া প্রায় ৩ বৎসরকাল প্রথমে গুজরাটে ও পরে মালবদেশে বাস করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলে দিলাবর নিজ সভাসদগণকে মালবরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া

তাহাদিগকে সামন্ত রাজা করিলেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। খারানগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি মাণ্ডু নগরেও অনেক সময় বাসন করিতেন।

দিল্লীর খাঁ রাজা হইয়া কয়েকবর্ষ পরেই ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে গতাপ্ত হইলে তৎপুত্র আর খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দিল্লীর খাঁ হইতে তাঁহার বংশীয় ১১ জন রাজা মালবের সিংহাসনে রাজত্ব করিলে পর হুমায়ুনপুত্র বীরবর অকুবর মালব অধিকার করিয়া দিল্লীর ষোড়শ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। দিল্লীবার, পঞ্জাবের অন্তর্গত বহাবলপুর রাজ্যের একটা দুর্গ। অক্ষা° ২৮° ৪৪' উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৪' পূঃ। এই দুর্গম দুর্গ পঞ্চনদের বামতীর হইতে ৪০ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে খেড়া সিদ্ধভাট ইহা নির্মাণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দুর্গ অরশালমেরের রাজাদিগের অধিকারে ছিল, ঐ বংশের দায়ুদ-পুরগণ দুর্গ অধিকার করে।

দিল্লীবার, রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটা নগর। এই নগর উদয়পুরের ১৪ মাইল দৈর্ঘ্যকোণে আরাবলী পর্বতের পূর্বংশে অবস্থিত। উদয়পুরের জনৈক সামন্ত সর্দার এই নগরে বাস করেন। নগরের দক্ষিণে একটা শৈলের উপর তাঁহার প্রাসাদ নির্মিত, আরও প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণে নগর তল হইতে প্রায় ১০০০ ফিট উচ্চ, একটা স্থলীকৃত ছুরারোহ আবু নামক গণ্ডশৈলের উপর জৈনদিগের বিখ্যাত দিল্লীবার মন্দির অবস্থিত। ইহা জৈনদিগের পবিত্র স্থান। পূর্বে এখানে শিব কৃষ্ণাদির মন্দির ছিল বলিয়া অস্বাভাবিক, কিন্তু তাহার এখন বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। চতুর্দিকস্থ বহুদূরস্থ প্রদেশ হইতে গিরিশঙ্কর মন্দির দৃষ্ট হয়।

দিল্লীসা (দারসী) মনের মত। ২ সন্তোষ। ৩ উৎসাহ।

দিল্লীপ (পুং) স্বর্ষ্যবংশীয় নৃপভেদ। স্বর্ষ্যবংশে দুই জন দিল্লীপ নামে রাজা ছিলেন, হরিবংশে এই দুই জনের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—মহীপতি সাগরের পুত্রদিগের মধ্যে পঞ্চজন পৃথিবীর অধীশ্বর হন, পঞ্চজনের পুত্র অশ্বম্যান, ইহার পুত্র দিল্লীপ। এই দিল্লীপের আর একটা নাম খট্টাক, এই নামেও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মুহূর্তকালের অল্প স্বর্ণ হইতে মর্ত্যলোকে আগমনপূর্বক অন্ন গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যে তিনি সত্যার্থ ও যুক্তিবলে ত্রিলোক অধীশ্বান করেন। তদীয় ইহার পুত্র ছিলেন। পরে এই স্বর্ষ্যবংশে মহারাজ অনবিরের দ্বিতীয় নামে এক পুত্র জন্মে, ইনি সর্ববিজ্ঞাবিশারদ ছিলেন,

ইহার পুত্র মহারাজ দিল্লীপ। এই দিল্লীপ রামচন্দ্রের প্রপিতামহ, ইহার পুত্র রঘু, রঘু নিজের বাহুবলে অযোধ্যার রাজধানী স্থাপন করেন। (হরিবংশ ১৫ অঃ)

লিঙ্গপুরাণের মতে অসমঞ্জের পুত্র অশ্বম্যান, অশ্বমানের পুত্র দিল্লীপ, দিল্লীপের পুত্র তদীয়রথ। পরে এই বংশে ঐলবিলি নামে রাজার ঔরসে দিল্লীপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খট্টাক নামেও বিখ্যাত ছিলেন, ইনি মুহূর্তকালের অল্প স্বর্ণ হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি সত্য ও যুক্তিবলে ত্রিলোক ও তিন অগ্নি জয় করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র রঘু, ইনিই রামের প্রপিতামহ। (লিঙ্গপু° ৬৬ অঃ)

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে এই দিল্লীপের বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা ইনি রাজ্যের গুরু-লোপাশঙ্কর স্বর্ণ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসিবার সময় অনবধানতাবশতঃ স্বর্গীয় গাভী সুরভির পূজা করিতে বিস্তৃত হন, সুরভি এই অপরাধে রাজা দিল্লীপকে অভিষাপ প্রদান করেন যে, আমার নন্দিনীর সেবা না করিলে তোমার পুত্র হইবে না। রাজা দিল্লীপ এই অল্প অনপত্ত্যতা হেতু হুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন, পরে পত্নীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শ হন। ঋষি বশিষ্ঠ ধ্যানে সুরভির অবমাননা অবগত হইয়া রাজাকে নন্দিনীর সেবা করিতে বলেন, দিল্লীপ অনন্তকর্ম্ম হইয়া সুরভিতনয়া নন্দিনীর সেবা করেন। নন্দিনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর প্রদান করেন। এই বরে ইনি পুত্রলাভ করেন, এই পুত্রের নাম রঘু, তাঁহারই নামে রঘুবংশ বিখ্যাত হইয়াছে। দিল্লীপের পত্নীর নাম স্যুদক্ষিণা। রঘু বয়োপ্রাপ্ত হইলে দিল্লীপ তাহার উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। (রঘুবংশ)

দিল্লীপুরাট (পুং) দিল্লীপ এর রাট রাজা। দিল্লীপ রাজা।

দিল্লীর (স্ত্রী) শিল্পীক। গোমর ছত্র, গোবরের ছাতা, কৌড়ক ছাতি।

দিল্লী (দিল্লী), ১ পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা বিভাগ। উত্তর অক্ষা° ২৭° ৩৯' হইতে ৩০° ১১' এবং পূর্বদ্রাঘি° ৭৬° ১০' হইতে ৭৭° ৩৫' পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভাগে দিল্লী, গুর্গাও এবং কর্ণাল এই তিনটা জেলা আছে। পরিমাপ কল ৫০১০ বর্গমাইল।

২ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন উক্ত দিল্লী বিভাগের একটা জেলা। উত্তর অক্ষা° ২৮° ১২' হইতে ২৯° ১০' এবং পূর্বদ্রাঘি° ৭৬° ৫১' ১৫" হইতে ৭৭° ৩৪' ৪৫" পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিমাপ কল ১২৭৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬,৪৩,৫১৫ জন। এই জেলা দিল্লী বিভাগের

মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কর্ণাল জেলা, পশ্চিমে রোহতক, দক্ষিণে গুয়গাঁও জেলা এবং পূর্বে যমুনা নদী, যমুনার উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত মীরট ও বুলন্দ শহর জেলা। মোগল রাজধানী প্রাচীন দিল্লীনগর শাসন বিভাগের সদর।

দিল্লী জেলার একদিকে যমুনা নদীর অবাধিকাহিত পঞ্চময় উর্বরা প্রান্তর, অপরদিকে রাজপুতানার পর্বতশ্রেণীর উপকণ্ঠ শৈলমালা, সুতরাং ইহার ভূমির প্রকৃতিও বিচিত্র। উত্তরভাগ শতক্ৰম দক্ষিণতীরবর্তী। নিম্নপ্রান্তর প্রায় জল-শূন্য ও অশুষ্ক, তবে ইহার মধ্য দিয়া যমুনা খাল কাটা হইয়াছে; তজ্জন্ত যেখানে যেখানে জল জমিয়া হানি না করে অথবা ভূমি হইতে লবণ উঠিয়া একবারে সমস্ত উদ্ভিদ বিনাশ না করে, সেই সমুদায় স্থানে প্রচুর শস্ত জন্মে। এই অংশে কেবলমাত্র যমুনা তীরবর্তী ভূমি স্বভাবতঃ অতিশয় উর্বরা। এখন যমুনা নদী যে স্থানে, পূর্বকালে যমুনা তাহার ৫ কোশ পশ্চিমে প্রবাহিত হইত, এখনও তথায় উচ্চ নদীতট স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। কাল সহকারে তথা হইতে সরিয়া সরিয়া যমুনা বর্তমান স্থানে আসিয়াছে এবং বৃহৎ চর বা মানা, উৎপন্ন করিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ মানা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দিল্লী নগরের এক মাইল মাত্র উত্তরে মেবাট শৈলের একটা শাখার পাদমূলে প্রতিহত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রান্তরময় শৈল প্রায় যমুনার গর্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত। আরাবলী গিরি শ্রেণীর একটা শাখা দিল্লী জেলার দক্ষিণ-দিকে গুয়গাঁও হইতে প্রবেশ করিয়া অদূরেই তিন মাইল প্রশস্ত মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং দিল্লী নগরের ১০ মাইল দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ উত্তর-মুখে, দিল্লীর পশ্চিম দিয়া অবশেষে যমুনা তীরস্থ প্রান্তরে বিলীন হইয়াছে, অপর শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ফিরিয়া পুনরায় গুয়গাঁও জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই মালভূমি কোথাও সমতল হইতে ৫০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, কিন্তু উহাতে কোথাও জল নাই। কৃষ্টি ভূমি সমতল হইলেও জলাভাবে তথায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ গ্রামের সীমাজুক্ত এই মালভূমির অংশ লইয়া, ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ করে। উহাতে সামান্য পরিমাণে তৃণাদি জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ক্রিয়ৎ পরিমাণে পশুচারণ ব্যতীত আর কোন ব্যবহারে আইসে না। বর্ষাকালে পাহাড়ের জলরাশি গিরিদরী দিয়া বেগে নিম্ন দিকে সমতল প্রান্তরে আসিয়া পতিত ও সঞ্চিত হয়, তাহাতে তত্তৎস্থানের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। জেলার

দক্ষিণপূর্বে নাজকগড় নামে এক বিস্তীর্ণ অগভীর বিল আছে, ভাত্র আশ্বিন মাসে এই জলা প্রায় ৪০৪৪ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। দিল্লী জেলার প্রবেশ করিবার পূর্বেই পূর্ব ও পশ্চিম খাল দিয়া যমুনার অধিকাংশ জল বহিয়া যায়; সুতরাং এই স্থলে যমুনা শুষ্ক প্রায় এবং বর্ষাকালি রাত্তিতে অপর সকল সময়েই প্রায় সর্বত্র হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; আবার দিল্লীর নীচে শুখলা সহরের নিকটে যমুনার অবশিষ্ট জলরাশি নূতন আগরা খাল দিয়া প্রবাহিত হয়, এই সকল খাল দিয়া যেকোন জল যায়, তাহাতে যমুনা শুষ্ক হইয়া পড়িত, তবে বীধ ও বালুকাকারি নিম্ন দিয়া অধিকাংশ জল বহিয়া আইসে, তাহাতেই প্রোত কথঞ্চিৎ বজায় থাকে।

এই জেলার ইতিহাস প্রধানতঃ দিল্লী নগরের ইতিহাসেই পর্য্যবসিত, সুতরাং তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান ভারতবর্ষীয় মহাবল পরাক্রমে এক রাজচক্রবর্তীর সসমৃদ্ধ রাজধানী হইয়া আসিতেছে। বর্তমান দিল্লী নগর যে স্থানে অবস্থিত তাহার চতুর্দিকে প্রায় ১০১২ মাইল স্থানের মধ্যে এই সকল রাজধানী একের পর একাদিক্রমে নানা সময় স্থাপিত হয়। অত্মপি ভূরি ভূরি ভয়স্বপাদি এই সমস্ত স্থান ব্যাপিল পতিত রহিয়াছে এবং প্রাচীন রাজধানীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বোষণা করিতেছে। ইহার অতি প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধের পর এই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরই ভারতবর্ষের অধিতীর রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠিরের রাজধানী হয়। [ইন্দ্রপ্রস্থ দেখ]।

যুধিষ্ঠিরের পর বংশপরম্পরায় তাহার অধস্তন ত্রিশ পুরু পর্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন, তৎপরে পাণ্ডব রাজমহাবিসর্ক সিংহাসন অধিকার করেন। বিসর্কের বংশধরগণ ৫০০ বর্ষ রাজত্ব করিলে পর পঞ্চদশ গৌতমরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জেলার সহিত সমাধাধ্যাবর্ত্ত যথাক্রমে হিন্দু, পাঠান, মোগল ও অবশেষে মহারাজ্যদিগের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ডকেলের বিজয়ের পর দিল্লী ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, সন্ধিয়ারা তাৎকালিক মোগল রাজধানী দিল্লীনগরের উত্তর দক্ষিণ যমুনার পশ্চিম তীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। ইংরাজগবর্নেন্ট সন্ন্যাসী শাহ আলমকে মরঠাদিগের হস্ত হইতে মোচা করেন এবং তাহার ব্যয়নির্বাহার্থ বর্তমান দিল্লী ও হিমা জেলার অধিকাংশ অর্পণ করেন। ইংরাজ কর্মচারিগণ সন্ন্যাসী নামে দিল্লী প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন, কেবল বরতগড় প্রভৃতি কয়েকস্থানের রাজা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ

রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু এইরূপ শাসনকার্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল। অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা দিল্লীর রেসিডেন্ট ও চিফ কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং শাসনভার একজন কমিশনারের হাতে দিয়া আগরা-হাইকোর্টের অধীনস্থ করা হইল। ইহার পর হইতেই দিল্লীপ্রদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনভুক্ত হয়। তদবধি ঐ প্রদেশ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জেলা প্রথম গঠিত হয়, তৎকালে বর্তমান রোহতক জেলার কতক ভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। তাহার পর কর্ণাল জেলার অন্তর্গত পানিপথ তহসীলের অনেকাংশ ও বল্লভগড় রাজ্য ক্রমশঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিপাহীবিদ্রোহের সময় সমস্ত জেলা বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়, এবং উত্তরভাগ ইংরাজেরা পুনরধিকার করিলেও যতদিন দিল্লীনগর সম্পূর্ণ ইংরাজ করায়ত্ত না হইয়াছিল, ততদিন ইংরাজেরা দক্ষিণভাগে পুনরাধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ দমিত হইলে দিল্লী জেলা ইংরাজ গবর্নমেন্টের নবোপার্জিত পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের অধীন হইল। বল্লভগড়ের রাজা রাজস্রোহিতা অপরাধে দণ্ডিত হইলে তাঁহার রাজ্য একটা নূতন তহসীলরূপে দিল্লী জেলার অন্তর্ভুক্ত হইল; আর যমুনার পূর্বতীরস্থ পূর্বপরগণা নামক ভূভাগ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত হইল। কিছুদিন পরে সিংহানচ্যাত দিল্লীর সম্রাটকে রেজুনে নির্বাসিত করা হয়, সম্রাট তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাটকে স্থানান্তরিত করিবার পর হইতে দিল্লী জেলায় একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এই জেলার অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ অং:) ৬৪৩,৫১৫, ঐ বর্ষে প্রতি বর্ষ মাইলে লোকসংখ্যা গড় ৫১৪ জন। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু ৪,৮৩,৩০২, মুসলমান ১,৪৯,৮০০, শিখ ২৭০, জৈন ৭০০৬, পারসী ২৭, খৃষ্টান ২০১৭ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৩ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার ১২৭৬ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ৭০১ টি গ্রাম ও নগর ছিল। তন্মধ্যে ১৪০ টিতে দুই হইতে পাঁচশত, ১২২ টিতে পাঁচ, হইতে দশ শত, ৯১ টিতে এক হাজার হইতে দুই হাজার; ২৬ টিতে দুই হইতে তিন হাজার, ৮ টিতে তিন হইতে পাঁচ হাজার; ২ টিতে পাঁচ হইতে দশ হাজার এবং ১ টিতে দশ হইতে ১৫ হাজার পর্যন্ত লোক বাস করিত।

এই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তন্মধ্যে জাতিগণই

সর্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক এবং প্রধান। দিল্লীর উত্তরে অধিকাংশ ভূমি ইহাদের অধিকৃত, তবে অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ অধিদার আছে। অস্ত্রাস্ত্র স্থানের জাগরণের দ্বারা ইহারাও পরিশ্রমী, কৃষিকুশল এবং নিয়মিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করে বলিয়া বিখ্যাত। যমুনা তীরবর্তী উর্দুরা ভূমি অপেক্ষা মধ্যভাগে উচ্চভূমিতেই অধিক সংখ্যক জাতি বাস করে। দিল্লীর নিকট ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—দেশবাস বা দেশস্থ ও পচাদে বা পাশ্চাত্য, শেষোক্ত সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পশ্চিম হইতে আসিয়াছে। উত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছুই নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব সম্প্রদায়-ভুক্ত হিন্দুধর্মাবলম্বী, অনেকে মুসলমান শিখ প্রভৃতি ধর্মাস্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। অস্ত্রাস্ত্র জাতির মধ্যে রাজপুতগণের সংখ্যা অধিক, ইহাদের এবং ব্রাহ্মণদিগেরও অনেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তন্মি ব্রাহ্মণ, বেণিয়া, লোহার, চামার, ধোবি, যোগি, শুজার, ছুরা, নাই প্রভৃতি হিন্দু এবং বেধুতি, সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, ফকির প্রভৃতি মুসলমান বাস করে। এখানে তর্গা নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারা গোড়দেশীয়। প্রবাদ আছে, তক্ষককুলের বিনাশ জন্ত ইহারা এদেশে আহৃত হইলেন। অনেকে অনুমান করেন, এই প্রবাদোক্ত তক্ষকবংশ, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শক রাজগণই হইবে। বেণিয়াগণ জেলার সর্বত্র বাস করে এবং দোকান অথবা ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। দিল্লীনগরে সওদাগরদিগের মধ্যে অনেকে বেণিয়া। শুজার জাতি স্বভাবতঃ অলস ও শঠ, ইহারা অধিকাংশ দক্ষিণদিগের উচ্চ মালভূমি ও পাহাড় সকলে পশুচারণ ও সামান্য কৃষিকার্যাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা অধিককাল একস্থানে বাস করে না। ইহাদের পশাদি আগরণের অপবাদ আছে। গোপালক অর্থাৎ আহীরগণ হিন্দুসমাজে নিতান্ত নিম্নস্থান অধিকার করে না। মুসলমানদিগের মধ্যে কেবলমাত্র পাঠকগণই বিশুদ্ধ মুসলমান বংশোদ্ভব। দিল্লীজেলার নিম্নলিখিত চারিটা মাত্র নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে, যথা দিল্লী, সোণপত, ফরিদাবাদ ও বল্লভগড়।

এই জেলার অনেক অংশ উচ্চ প্রস্তরময় অম্লকর এবং কোন কোন স্থান লবণময়, অতরাং কৃষিকর্মের সম্পূর্ণ অল্প-যোগ্য। অবশিষ্ট অনেক ভূমি জলাভাবে পতিত রহিয়াছে। গবর্নেন্ট খাল কাটরা অনেক স্থানে জলাসেচনের সুবিধা ও তৎজন্য কৃষির উন্নতিসাধন করিতেছেন। উত্তরভাগে যমুনার পশ্চিমতীরবর্তী খাল থাকার শতাব্দী অগিয়া থাকে।

কার্পাস, ইক্ষু, ধান্য, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, গোখুম, যব, 'ছোলা প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ভাষ্যাক ও পর্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎ পরিমাণ নীল সর্ষপাদি জন্মে। যমুনার পশ্চিমকূলে বিস্তীর্ণ পলিময় 'খাদার' বা মানাতে জল-সেচনের অভাব না হইলেও তথায় খালের তীরের মত শস্তাদি উৎপন্ন হয় না।

এ বিষয়ে কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষিত ভূমি যমুনাতীরবর্তী ভূমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খালের ধারে যে সকল শস্ত জন্মে, ঐ সকল শস্ত খাদারেও হইয়া থাকে। কয়েক হাত খনন করিলেই সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। দিব্লীর দক্ষিণভাগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অমূর্সর ও পূর্ষতময় এবং যদিও আগরা 'খাল এই স্থান দিয়া কাটা হইয়াছে, তথাপি ঐ খাল এত নিম্ন যে উহার জলে উচ্চ ভূমিতে জলসিঞ্চন করিবার উপায় নাই। নাজফগড় ঝিল বর্ষাকালে পূর্ণ হয়, একটা খাল দিয়া যমুনাতেই জল ফেলিয়া পরে কতক পরিমাণে ঝিল শুষ্ক করিলে জলে ডুবা জমিতে আবাদ হয়। যাহা হউক এ জেলার বৃষ্টিপাত বড় অল্প, তজ্জন্ত খাল প্রভৃতি স্বল্পেও কৃষিকার্যের সম্যক উন্নতি হইতেছে না।

দিব্লী বহুকাল পর্যাপ্ত, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং এই জেলার জ্যেষ্ঠ জমি প্রভৃতির বন্দোবস্ত অনেকাংশে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের জায়। ভায়াচারা নামক এক প্রকার জ্যেষ্ঠ খুব চলিত। অধিকাংশ প্রজারই দখলী স্বত্ব নাই। জমির উৎপন্ন শস্ত অমুসারে খাজনার হার ভিন্ন ভিন্ন।

বাণিজ্যাদি প্রধানতঃ দিব্লী নগরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তত্ত্বিন্ন সোণপত, ফরিদাবাদ ও বরভগড়ে স্থানীয় ক্রয় বিক্রয় জন্ত হাট আছে। জেলার শিলাদিও দিব্লী নগরেই সীমা-বদ্ধ। তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহুবিধ অলঙ্কার, তথাকার নকশি ও জরির চিকণ কাজ সর্বত্র বিখ্যাত। এখানকার কাচমণ্ডিত চিকণ মাটির বাসন প্রেশাবরের সম শ্রেণীর বাসন ব্যতীত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কালকা পর্যাপ্ত রেলপথ দিব্লী হইতে দূরে যমুনার পরপার দিয়া গমন করি-রাছে, সুতরাং এই পথেই অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হই-তেছে। যাহা হউক, তজ্জন্ত সামান্য অসুবিধা হইলেও নদী, সুন্দর রাজপথ এবং রেলপথ প্রভৃতি দ্বারা দিব্লী প্রধান বাণিজ্যস্থানের সহিত সংলগ্ন থাকায়, ইহার তত ক্ষতি হয় নাই। গাজিয়াবাদ জংশন হইতে যমুনার উপর লোহসেতু দিয়া দিব্লী সহর পর্যাপ্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা শাখা রেলপথ আছে, এই শাখা পঞ্জাব,

রেলপথের সহিত সংলগ্ন। রাজপুতানা ষ্টেট রেলপথ দক্ষিণভাগে কিয়দূর এই জেলার ভিতর দিয়া গুরগাঁও অভিমুখে গিয়াছে। বর্ষাকালে বড় বড় নৌকা যমুনা-যাত্রায় করে। দিব্লী হইতে লাহোর, আগুয়া, জয়পুর ও হিসার পর্যাপ্ত প্রস্তরময় উৎকৃষ্ট রাজপথ আছে; তত্ত্বিন্ন ব্যবসায়ীদের গমনোপযোগী বহুসংখ্যক রাস্তা প্রত্যেক সহর ও প্রধান প্রধান ঘাট প্রভৃতিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভাগপত, ছাঁনো, মনিয়ারপুর ও কুন্দপুরে ভাসমান নৌসেতু আছে। দিব্লীর নিকট যমুনার উপরিত্ত রেলপথ সংক্রান্ত সেতুকে রেলের নিম্নে এক পৃথক পথ দিয়া সাধারণ শকটাদি যাত্রায় ব্যবহার করে।

শাসন ও রাজস্ব বিভাগে এখানে ১ জন ডেপুটি কমিশনার, ১ জন সহকারী আসিষ্ট্যান্ট ও ২ জন অতিরিক্ত সহকারী আসিষ্ট্যান্ট কমিশনার, ১ জন স্মল কল কোর্টের জজ, ২ জন মুনসেফ, ৩ জন, তহসীলদার এবং তত্ত্বিন্ন শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-আদায় প্রভৃতির জন্ত আবশ্যকীয় অপরাপর কর্মচারী আছে। এই জেলা ৩টা তহসীলে এবং শান্তিরক্ষার সুবিধা জন্ত ১৩টা থানায় বিভক্ত। প্রায় ১১৮টা স্কুল এবং একটা কলেজে যথারীতি ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মিসনরী কলেজ, জেলা স্কুল, আংলো আরবী স্কুল এবং মিসনরীদের অন্ত্যন্ত বিদ্যালয় প্রধান। দিব্লীর গব-মেন্ট কলেজ কয়েক বর্ষ হইল উন্নিয়া গিয়াছে।

যমুনানদীর অববাহিকাহিত অন্ত্যন্ত জেলার সহিত দিব্লীর জলবায়ুর বেশী প্রভেদ নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের সময় ছায়াতে উত্তাপের পরিমাণ ফা° ১১৬° পর্যাপ্ত হইয়া থাকে, শীতকালে পৌষমাসে নিম্ন সংখ্যা ফা° ৪৬°৪' পর্যাপ্ত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি মাত্র। সচরাচর পশ্চিম ও বায়ুকোণ হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। জর ও উদরাময় পীড়া সচরাচর হয়, অনেক সময় বসন্তরোগ দেশব্যাপক হইয়া বহু প্রাণী বিনাশ করে। ৮টা দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

৩ দিব্লী জেলার সদর তহসীল পরিমাণফল ৪৩৪ বর্গমাইল। দিব্লী সহর এই তহসীলের অন্তর্গত। দিব্লী সহরেই কাছারী প্রভৃতি আছে।

৪ উক্ত দিব্লী বিভাগের অন্তর্গত দিব্লী জেলার প্রধান নগর। পূর্বে এইখানে মোগলসম্রাটদিগের রাজধানী ছিল। এখন ইহা ইংরাজদিগের দিব্লী বিভাগের সদর। অক্ষা° ২৮° ৩৮' ৫৮" উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ১৬' ৩০" পূঃ। লোক-

সংখ্যা ১,২২,৫৭২। তন্মধ্যে হিন্দু ১০৮,০৫৮, মুসলমান ৭২,২০৮, খ্রীষ্টান ১৭০০, জৈন ৩২৫৬, শিখ ২৮২, পারসী ৩১ এবং সিহদী ৬ জন। দিল্লী নগর কলিকাতা হইতে ২৫৪ মাইল, আগ্রা হইতে ১১৩ মাইল এবং আলাহাবাদ হইতে ৩২৪ মাইল দূরবর্তী। ইহার অপর নাম শাহজাহানাবাদ। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক সত্ৰাট শাহজাহান নির্মিত অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং পূর্বদিকে পুণ্যতোয়া যমুনা নদী প্রবাহিত। উক্ত প্রাচীরের পরিমাণ ৫৫ মাইল। বর্তমান উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে ইংরাজদিগের নিখাত পবিত্র নগরটী আরও দুর্গম হইয়াছে। ইহার দশটি সিংহদ্বার, তন্মধ্যে উত্তরে কাম্বীর ও মোরি দ্বার, পূর্বে কাবুল ও লাহোর দ্বার, এবং দক্ষিণে আজমীর ও দিল্লীদ্বার প্রধান। মোগলসত্ৰাটদিগের রাজপ্রাসাদ নগরের পূর্বাংশে যমুনানদীর তীরে অবস্থিত; এখন ইহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার তিনদিকে লোহিতবর্ণ বালুকাপ্রস্তরনির্মিত উচ্চ প্রাচীর এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি সিংহদ্বার আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পরে প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ করিয়া গোরা সৈন্তের অস্ত্র বারিক নির্মিত হইয়াছে। উক্ত দুর্গের দক্ষিণে দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে দৌলী সিপাহী সৈন্তগণের দস্ত একটী সেনানিবাস আছে। যমুনার পরপারে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সলিম শাহ কর্তৃক নির্মিত সলিমগড় নামক একটী দুর্গ আছে; এখন তাহা দশম দশা, এই সলিমগড়ের এক কোণ দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির রেলপথ একটী স্তম্ভা লোহসেতু দ্বারা যমুনা পার হইয়া দিল্লী নগরভিত্তরস্থ টেম্পলে পৌছিয়াছে। তৎপরে উক্ত রেলপথ 'রাজপুতানা ট্রেড রেলওয়ে' নামে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। নগরের উত্তরপূর্বকোণে কোবাগার ও অস্ত্রাঙ্গ সরকারী আফিস। দরিয়াগঞ্জের সেনানিবাস ও দুর্গের পশ্চিমদিকে কোম্পানির বাগান। এই সেনানিবাস, দুর্গ, রেলপথ ও বাগানে নগরের প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ। এই অংশে লোকসংখ্যা বিরল, কিন্তু অপর অংশে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দিল্লীর স্থাপত্য শিল্পের মৌরব লক্ষণবিধাত; এছাড়া তাহার সমুদ্র বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক দিল্লীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তাযলীর অত্যন্ত নিখাদকৌশল ও বিশ্বব্যাপী শিল্পকারী পরম রমণীয়তা বর্ণনা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। মিঃ কাম্ভাসন্ তাহার ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থাপত্যের ইতিহাস (History of India and Eastern Archi-

itecture) নামক পুস্তকে এই সকল প্রাসাদের অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শাহজাহানের রাজপ্রাসাদ আগরার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা হয়ত চিত্রবৈচিত্রে ও আড়ম্বরে হীন হইলেও ইহার গঠনপ্রণালী অনেকটা সমভাবাপন্ন এবং ভারতীয় সর্বপ্রধান স্থাপত্যপ্রিয় সত্ৰাট দ্বারা নির্মিত। এই প্রাসাদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩২০০ ফিট এবং বিস্তার পূর্বপশ্চিমে ১৬০০ ফিট; প্রাসাদের চারিদিকে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত উচ্চ প্রাচীর, তাহার স্থানে স্থানে বৃক্ষ, প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর, তাহার পরই ৩৭৫ ফিট দীর্ঘ সারি সারি বিচিত্র কারুকার্যবিশিষ্ট স্তম্ভাবলী-শোভিত প্রশস্ত হস্তাযল। মিঃ কাম্ভাসন্ বলেন, এই প্রবেশদ্বার ভগ্নতের যাবতীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বার অপেক্ষা অধিকতর মনোহর। এই প্রাসাদ বহুসংখ্যক উস্তান, ফোয়ারা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাট্যশালা, সঙ্গীতশালা প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। অস্ত্র সকল হস্তাযলির কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র দেওয়ানি খাস অর্থাৎ সত্ৰাটের মন্ত্রণাগার শাহজাহানের নির্মিত অস্ত্রাঙ্গ সমস্ত অট্টালিকা অপেক্ষা সুন্দর না হইলেও যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর কারুকার্যসম্বলিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যমুনার ঠিক উপরেই এই বাটী অবস্থিত, ইহার অভ্যন্তরস্থ স্থল খোদকতা কৌশল এবং উহাদের ফলপুষ্পাদির চিত্র প্রভৃতির কল্পনাচাতুর্য্য অতীব প্রশংসনীয়। এই দেওয়ানিখাসেরই ছাদের চতুর্দিকে লেখা আছে, 'যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবু তাহা এই!' বাস্তবিক এক্ষণ অল্পম সৌন্দর্য্যময় কক্ষ পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজপ্রাসাদে কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না।

প্রাসাদের মধ্যস্থল হইতে সমস্ত দক্ষিণাংশে দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০০ ফিট পরিমিত স্থানে সত্ৰাটের অস্ত্রপুত্র ছিল। এই অস্ত্রপুত্রের পরিসর যুরোপের বৃহত্তম রাজপ্রাসাদেরও বিস্তার। প্রাসাদস্থ অধিকাংশ কক্ষাদিই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, এখন যে সকল বিজ্ঞান আছে, তাহাদের নাম যথা—প্রবেশকক্ষ, নোবতখানা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, এবং রঙ্গমহল। তন্মিত্ত আরও দুই একটী গৃহ বিজ্ঞান আছে। বলাবাহুল্য এই কয়েকটী গৃহই প্রাসাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তথাপি ইহাদের সমুদ্র প্রাঙ্গণ এবং পরস্পরকে সংলগ্ন করিবার পথ প্রভৃতি লুপ্ত হওয়াতে ঐ সমস্ত অনেকটা ক্রীহীন হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের বারিকে ঐ সকল অতুলনীয় হস্তাযলী বিচিত্র কারুকার্যবিশিষ্ট কারুকার্য হইতে চ্যুত এবং সামান্য প্রাচীর গায়ে স্থাপিত মণির ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

সহরের যে অংশে দেল্লীদিগের বাস, তপায় অট্টালিকাদি ইটক নির্মিত, সুন্দর ও সুদৃঢ়। অধিকাংশ গণি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা বক্র এবং অনেকগুলি একদিকে বক্র, কিন্তু ছোট রাস্তা খারাপ হইলেও তারতবর্ষের অন্ত কোন সহরে দিল্লীর মত উৎকৃষ্ট বড় রাস্তা নাই। ইহার প্রধান প্রধান ১০ টি বৃহৎ রাস্তা গণ্য সুন্দররূপে পাথর দিয়া বাধান, জল নিকাসের জন্য মর্দমার ব্যবস্থা এবং রাস্তা আলোকদানের বন্দোবস্ত অতি উৎকৃষ্ট। চাঁদনীচক বা রজতরথ্যা ইহাদের মধ্যে প্রধান; এই পথ ৭৪ ফিট প্রশস্ত এবং দুর্গ হইতে লাহোর তোরণদ্বার পর্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থিত জলপ্রণালীর উত্তর পার্শ্বে দুইশ্রেণী নিম্ন ও অশ্বখ বৃক্ষ আছে; পূর্বে এই প্রণালী দিৱরিজ প্রাঙ্গণে জল আনয়ন করা হইত, এখন এই জলপ্রণালীর উপর উচ্চপথ প্রস্তুত হইয়াছে। চাঁদনীচকের কিছু দক্ষিণে এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর বিখ্যাত জমা-মসজিদ। সম্রাট শাহজাহান তাঁহার রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে ইহার নির্মাণ আরম্ভ ও দশম বর্ষে শেষ করেন। ইহার সম্মুখে, ৪৫০ বর্গ ফিট প্রশস্ত চত্বরভূমি, উৎকৃষ্ট প্রাণিট ও মর্দমর প্রস্তরে বাধান এবং চতুর্দিকে অলিন্দময় প্রাচীরযুক্ত। এই স্থান হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত দিল্লী নগর একবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মসজিদের দৈর্ঘ্য ২৬১ ফিট, ইহার তিনটি গুচ্ছ খেতমর্দমর প্রস্তরে নির্মিত। নিম্ন হইতে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী মসজিদ পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ছাদের উপর সমুখভাগে দুই কোণে দুইটা উচ্চ চূড়া আছে। মসজিদের অভ্যন্তর সমস্ত খেতবর্ষ মর্দমরপ্রস্তর মণ্ডিত। দিল্লীর আরও দুইটা মসজিদ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একটার নাম কালা মসজিদ। প্রবাদ—কোন আফগান সম্রাট এই মন্দির নির্মাণ করেন। ইহার বর্গ কাগজের কাল হইয়াছে বলিয়া ইহাকে কালামসজিদ বলে। অপরটা রহুনউল্লোহার মসজিদ। আধুনিক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে দিল্লীর গর্ব-মেন্ট কলেজ, রেসিডেন্সি এবং প্রাইমারি স্কুলের গির্জা, এই তিনটি প্রধান। কয়েক দিনাব লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে উপরোক্ত গির্জা নির্মাণ করেন। চাঁদনী হইতে যমুনাবিকে অর্ধপথে একটা ঘড়ির স্তম্ভ এবং উহার সম্মুখে দিল্লীকলেজ ভবন ও মিউজিয়ম বা যাদুঘর। চাঁদনীচকের উত্তরে মহারাজীর উদ্যান তাহার পর উত্তরে পাহাড়ের মূল পর্যন্ত নগর সীমা বিস্তৃত। এই পর্বতের শৃঙ্গ হইতে দিল্লীসহর ও টেসনের দৃশ্য অতি মনোহর। নগরের পশ্চিমে প্রাচীরের বাহিরে বহু সংখ্যক পল্লী দৃষ্ট হয়, এই সকলের মধ্যে এক পল্লীতে সম্রাটদিগের

সমাধিস্থান আছে। তন্মধ্যে সম্রাট হুমায়ূনের সুন্দর প্রাণিট প্রস্তরনির্মিত এবং অভ্যন্তরে মর্দমরখচিত সমাধিমন্দির সর্ব-শ্রেষ্ঠ। নগর হইতে প্রায় দুইমাইল দূরে এক বিস্তীর্ণ উদ্যানের চতুর্দিকে প্রাচীর এবং অভ্যন্তরে নানান স্থানে সুন্দর জলাশয় ও বহু সংখ্যক মন্দির আছে। মধ্যভাগে ২০ ফিট উচ্চ ২০০ ফিট প্রশস্ত চত্বরের উপর সুন্দর স্তম্ভরাশি স্তম্ভোত্তীর্ণ এবং খেত মর্দমর প্রস্তরের গুচ্ছযুক্ত হুমায়ূনের সমাধিমন্দির অবস্থিত। ইহা অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। আরও পশ্চিমে প্রায় এক মাইলদূরে আর একটা সমাধি মন্দির আছে, ইহার মধ্যেও অনেকগুলি সুন্দর সমাধিমন্দির এবং ক্ষুদ্র মসজিদ বিদ্যমান; তন্মধ্যে মুসলমান ফকির নিজাম উদ্দীনের সমাধি ও ধর্মশালা প্রধান। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত দিল্লীর শেষ সম্রাটগণ সকলেই এই কবিরের সমাধির চতুর্দিকে সমাহিত হইতেন। প্রত্যেক সমাধি-ক্ষেত্র প্রধান সুন্দর বাঁকুরি কাটা মর্দমর প্রস্তরের ঘেরার মধ্যে অবস্থিত। এই সকল গোরস্থান ব্যতীত দিল্লীতে কুতবমিনার, লোহস্তম্ভ প্রভৃতি আরও বহুতর প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান আছে, তাহা ক্রমশঃ বন্যস্থানে বর্জিত হইতেছে।

সমৃদ্ধ আমীর ও অজ্ঞাত ধনকুবেরদিগের হস্ত্যাবলী নিঃসন্দেহে পূর্বে নগরের প্রভূত শোভা বর্ধন করিত, কিন্তু ঐ সকল সুন্দর সৌধমালার একটাও এক্ষণে বিদ্যমান নাই। উহাদিগের স্থানে বর্তমান সম্রাটব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত হীন তথাপি মনোহর অট্টালিকাশ্রেণী নির্মিত হইয়াছে। এই নগরে পরিভ্রম জল প্রচুর পাওয়া যায়। সর্বপ্রতি ইহার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে এখানে দিল্লীকলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহাই প্রধান বিদ্যালয় ছিল। প্রথমে ইহাতে কেবলমাত্র দেশীয় ভাষা সকলেই শিক্ষা দেওয়া হইত। দেশীয় সম্রাট মুসলমানগণ চালা দিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন এবং একটা সভাপঠন করিয়া তদ্বারা ইহার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজে ইংরাজী শিক্ষাবিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "উহা সরকারী শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লী কলেজ হইতে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া কৃতবিদ্য হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই কলেজভবন বিদ্রোহীদিগের দ্বারা তদ্য এবং ইহার ছাত্রাণ্য প্রাচ্য গ্রন্থ-সমূহ-সম্বলিত উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় লুপ্তি হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অপর একটা গৃহ নির্মাণ করিয়া উহাতে কলেজ পুনঃ স্থাপিত

হয়, ঐ কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইল। অবশেষে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে পঞ্জাব রাজধানী লাহোর নগরস্থ কলেজে ঐ প্রদেশের শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করিবার জন্ত দিল্লী কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি তথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

যে দিন হইতে প্রাচীন আর্ধ্যগণ ভারতভূমিতে আধিপত্য বিস্তারপূর্বক পুণ্যসলিলা যমুনাভীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে এই স্থানে কত কত রাজা ও রাজচক্রবর্তি-গণের উদ্ভাৱ ও পতন হইয়া গেল। কত কত রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট এই স্থানে নূতন নূতন রাজধানী স্থাপনপূর্বক রাজত্ব করিয়া কালের করালকবলে কবলিত হইলেন, পর পর কত রাজধানী স্থাপিত এবং কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্তমান কালে দিল্লী নগর যে স্থানে অবস্থিত, তাহার চতুর্দিকে যেন একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসক্ষেত্র। বিসপ হিবর সাহেব এই অধুনাতন দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, “দৃশ্যটা যেন একটা অতীব ভয়ানক ধ্বংসক্ষেত্র, ভগ্নস্তম্ভের পর ভগ্নস্তম্ভ, সমাধির পর সমাধি, ভগ্ন গৃহের ভগ্ন ইটক ও নানাবিধ প্রস্তর খণ্ড চতুর্দিকে তরলতাদি-পরিশুদ্ধ কঠিন মরু ভূমির উপর সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।” এই ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্ন স্তূপরাশি বর্তমান শাহজাহানাবাদ নগর হইতে পঞ্চকোশ দূরবর্তী রায়-পিথোরা এবং তোগলকাবাদের (পরিত্যক্ত) দুর্গ অবধি বিস্তৃত। যতদূর পর্য্যন্ত উক্ত ধ্বংসাবশিষ্ট রাজধানীসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ ফল ৪৫ বর্গমাইল। বর্তমান নগর-প্রাচীরের ২ মাইল দক্ষিণে যে স্থানে ইন্দরপথ বা পুরাণকিন্না নামক গ্রাম এবং দুর্গ আছে, পূর্বে তথায় পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখন দেখা যাউক, দিল্লী এই নামটির উদ্ভব কিরূপে হইল? খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে হইতে দিল্লী অথবা দিল্লীপুর এই নামটির উৎপত্তি হইয়াছিল। কেরিস্তার মতামুসারে জেনারল কনিংহাম বলেন যে, রাজা দিলু হইতে প্রথমে দিল্লীর নামকরণ হয়। এই দিলু ইজ্রায়েলের গোতমবংশীয় রাজগণের পরবর্তী ময়ুরবংশীয় শেষ রাজা। তখন দিল্লী বর্তমান সহরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতগুলি প্রাচীন ঐতিহ্য জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব কর্তৃক স্থাপিত বিখ্যাত লোহস্তম্ভ হইতে বাহা জানা গিয়াছে, তাহাই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য করিতে পারা যায়। ঐ ধাতুময় স্তম্ভটী নিরেট, উহার

বাস ১৬ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ৫০ ফিট। ইহার প্রায় অর্ধেকের উপর মুক্তিকায় দৃঢ়প্রোথিত। স্তম্ভের পশ্চিমদিকের গায়ে সংস্কৃত অক্ষরসেন গভীররূপে খোদিত আছে। একমাত্র এই লিপির ইহার প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথকিং পরিচায়ক বলিয়া আদরণীয়। প্রত্নতত্ত্বাধ্যয়নপ্রিয় প্রিন্সেপ সাহেব সর্বপ্রথম এই অক্ষরসেনের পাঠোদ্ধার করেন, উহার মর্ম এইরূপ—‘রাজা ধাব যিনি নিজ ভুলবলে বহুকাল সমগ্র ধরার অধিনায়ক অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্তি স্বরূপ এই স্তম্ভ স্থাপিত হইল। এই সকল খোদিত লিপি তাঁহার শাণিত অসিধারাক্ত শক্রগণের দেহের গভীর ক্ষতাক্ষের দ্বারা তাঁহার কীর্তি চিরকাল ঘোষণা করুক।’ কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন, এই ধাব রাজা সম্ভবতঃ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ সময়ের গুপ্তবংশের অক্ষরসেনের অক্ষরগুলির ছাঁদ পর্যালোচনা করিলেও ঐ অক্ষর গুপ্ত-দিগের সাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অনুসারে ঐ লোহস্তম্ভ তোমরবংশের স্থাপয়িতা অনঙ্গপাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আদিয়া পড়ে। কথিত আছে, বাস রাজাকে ঐ স্তম্ভ ভূগর্ভে দৃঢ়-রূপে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন, এবং বলিয়া দেন ইহার দৃঢ়তার উপর তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মীর অচলতা নির্ভর করিবে। তদনুসারে ঐ স্তম্ভ প্রোথিত হইল। বাস তাঁহাকে বলিলেন, স্তম্ভ যথাস্থানে বিহিত হইয়াছে, ইহার পাদমূল ভূগর্ভে বাহু-কির মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, সুতরাং স্তম্ভও অচল এবং রাজার রাজ্যলক্ষ্মীও অচল। কিন্তু স্তম্ভমূল বাহুকের মাথায় ঠেকিয়াছে, রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না। তিনি স্তম্ভ খনন করাইতে আরম্ভ করিলেন। খনন হইলে উহার পাদদেশে বাহুকের শোণিত দৃষ্ট হইল। রাজা ফাঁকের পড়িলেন এবং নিজ সন্ধিতার জন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বাহা-ইউক বাসকে পুনরায় আহ্বান করিয়া স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করিলেন। কিন্তু এবার আর কোন মতে স্তম্ভ সেরূপ অটল ভাবে প্রোথিত হইল না, ‘ঢিলা’ অর্থাৎ আলগা রহিয়া গেল, সুতরাং তোমরবংশের রাজ্যলক্ষ্মীও অচিরে পরহস্ত-গত হইল, এই ঢিলি অর্থাৎ ঢিলা স্তম্ভ হইতে নগরের নাম ঢিলি হইল *। এই প্রবাদেরও নানারূপ মতভেদ আছে,

* “কিন্তু তাহা ঢিলি ভই

তোমর ভয় মত হিন।”

কিন্তু অর্থাৎ স্তম্ভ ঢিলি অর্থাৎ ঢিলা হইয়াছে, তোমরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যাহা হউক সকলেরই মতে ইহা তোমরবংশীয় রাজগণের অভ্যুত্থান কালে স্থাপিত হয়। কিন্তু স্তম্ভে যে লিপি আছে, তদ্বারা প্রবাদের সত্যতা অগ্রমাণিত হইয়া যায়।

জেনারল কনিংহাম বলেন, দিল্লী নগর বহুকাল ভয়াবশিষ্ট হইয়া পতিত থাকিলে পর অনঙ্গপাল ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া নগর পুনরায় নির্মাণ করেন। তাহার বংশীয় পরবর্তী রাজগণ দিল্লী হইতে কনৌজ বা কান্ধুজ নগরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

রাঠোর-বংশের স্থাপয়িতা চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্ধুজ হইতে তোমরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী ঐ বংশীয় ২য় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় আর একবার তোমর-রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি দিল্লীনগর পুনর্নির্মাণ গৃহপ্রাসাদাদি দ্বারা সুশোভিত এবং পরিখা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। অত্য়াপি কুতব-মিনারের চতুর্দিকে ঐ দুর্গ প্রাচীরাদির ভয়াবশেষ পড়িয়া আছে। রাজা ধাব-প্রতিষ্ঠিত লোহস্তম্ভের গায়ে অপর এক পংক্তি অক্ষুশাসন লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ— ‘১১০৯ সংবতে (১০৫২ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপাল দিল্লীকে জনপূর্ণ করেন।’ এই লিপি দ্বারা অনঙ্গপালের দিল্লীতে পুনর্নির্মাণের কাল অনুমান করা যায়। ইহার প্রায় এক শত বর্ষ পরে তোমর বা তুয়ার বংশীয় শেষ রাজা ৩য় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে আজমীরাদি পতি চোহানবংশীয় বিশলদেব দিল্লী অধিকার করেন। যাহা হউক, বিশলদেব তোমররাজকে সামন্তভাবে দিল্লীতে রাজত্ব করিতে দিলেন। ক্রমশঃ উভয় বংশ বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইল। এইরূপে পরিণীত দম্পতি হইতে অবশেষে আর্ধ্যাবর্তের শেষ স্বাধীন ভূপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ জয়প্রহর করিলেন। পৃথ্বীরাজ তুয়ার ‘ও চোহান উভয় বংশেরই উত্তরাধিকারী’ হইলেন। ইনি রায় পিথোরা নামক দুর্গ এবং অনঙ্গপালের দুর্গপ্রাক্যের বহির্ভাগে আর একটা প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিল্লী নগরকে আরও সুরক্ষিত করিলেন। অত্য়াপি বহুদূর ব্যাপিয়া এই প্রাচীরের ভয়াবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট হইতে দিল্লীর অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন্ বা মহম্মদ ঘোরী প্রথমবার আর্ধ্যাবর্ত আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজ প্রভূত পরাক্রমে নিজ রাজ্য রক্ষা করিলেন, এবং প্রসিদ্ধ খানেক্ষরের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ৪০ মাইল পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। দুই বৎসর পরেই পরাক্রান্ত স্বনন্দয়্য

পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার দৈবচক্ষুগণকে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দুর্দান্ত স্বনন্দেনাপতি বন্দীকৃত বীরবর পৃথ্বীরাজকে নিরস্ত্র নিঃসহায় অবস্থায় হত্যা করিল। ভারতের সৌজগ্যারবি সেই দিন অন্তমিত হইল, হিন্দুর গৌরব সেই দিন অবসান হইল। পরাধীনতার তমোময় ঘনজালে সেই ভীষণ দিনে ভারতের ভাবী অদৃষ্টা-কাশ আচ্ছন্ন করিল। বিধর্ম্মীর বিজাতীয় শাসনশেল সেই দিন হইতে হিন্দুর বক্ষে প্রোথিত হইল।

মহম্মদঘোরীর প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন আইবক পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করিয়া যে পর্য্যন্ত দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় হইতে দিল্লী মুসলমানদিগের রাজধানী হইল। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরীর মৃত্যুর পরে কুতব আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর ‘দাস রাজাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম। ইহাদিগের স্থাপিত অনেকগুলি কীৰ্ত্তি এখন ধ্বংসপ্রায়। কুতবের মসজিদ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণের পর হইতে আরম্ভ হইয়া তিন বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। পরে তাহার আমাতা আলতামাশ ইহার অনেকাংশ বহিষ্কার করেন। মসজিদের দুইটা প্রাঙ্গণ আছে। একটা বাহিরে এবং অন্যটা ভিতরে। ভিতরের প্রাঙ্গণটি চতুর্দিকে নান কাককার্য্যচিত্ত স্তম্ভশ্রেণীবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত ঐ স্তম্ভগুলি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ সমুদয় স্তম্ভে খোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিগুলি চূর্ণাদিবিশিষ্ট একপ্রকার স্থল আবরণে আবৃত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি ঐ আবরণ খসিয়া পড়াতে মূর্ত্তিগুলি স্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইয়া হিন্দুদিগের প্রাচীন শিরগৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতেছে। ইবন বতুতা নামক একজন মুসলমান ভ্রমণকারী মসজিদ নির্মাণের দেড়শত বৎসর পরে উহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘ঐ মসজিদ সৌন্দর্য্যে এবং বিস্তারে অভুলনীয়। মসজিদের বহিঃপ্রাঙ্গণের নৈঋত কোণে কুতবের আর একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে; তাহারই নাম দিল্লীর কুতব-মিনার। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ কুতবমিনার শব্দে লিখিত হইয়াছে।] কুতবমিনারের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাজা ধাব প্রতিষ্ঠিত লোহস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই মিনারের চতুর্দিকে স্তূপপরিমাণে ভগ্ন স্তূপ পতিত আছে, তন্মধ্যে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে আরক আলউদ্দীনের অসম্পূর্ণ স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ প্রধান।

দাসরাজগণের সময়েই দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান-রমণী অধিরোহণ করেন। অমুচরবর্ণ ইহাকে মূলতান রাজিয়া এই পুরুষোচিত উপাধি দিয়াছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে

পর্যন্ত দামরাজগণ রাজত্ব করিলে জলালউদ্দীন খিলজী দিল্লী অধিকার করেন। ইহার ত্রাত্ত্বপুত্র আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে মধ্য-এসিয়া হইতে মোগলগণ চুইবার দিল্লী আক্রমণ করে।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে তোগলক নংশ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে এই রাজবংশের আদিপুরুষ গরাসউদ্দীন তাৎকালিক দিল্লীর ৪ মাইল পূর্বে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই তৃতীয় রাজধানীর চূর্ণ, অট্টালিকা, রাজপথ প্রভৃতির সুস্পষ্ট ভগ্নাবশেষ বিস্তীর্ণস্থানে অদ্যাপি পড়িয়া আছে। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে গরাসউদ্দীন পরলোকগত হইলে তৎপুত্র মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট হইলেন। এই ব্যক্তি জিনবার সমস্ত দিল্লীবাসীর সহিত নিজ রাজধানী দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রায় ৮০০ মাইল দূরবর্তী দেবগিরি বা দৌলতাবাদ নগরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। সুদীর্ঘ পথ যাত্রাতে দিল্লীবাসিগণের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ভাষ্কর্য্য নিবাসী ইবন্ বতুতা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিদর্শন করেন। তিনি এই পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ শৃঙ্গ অট্টালিকাদির সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ফিরোজশাহ তোগলক নামে অপর একজন সম্রাট আর একবার দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হুমায়ূনের সমাধি ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে এই রাজধানী স্থাপিত হয়। এই নরপতির প্রাসাদের ভগ্নভূমধ্যে বর্তমান দক্ষিণ তোরণদ্বারের বাহিরে অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ ৪২ ফিট উচ্চ এবং ফিরোজশাহের লাট অর্থাৎ স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। গোলাপীরঙের এক খণ্ড প্রস্তরে এই স্তম্ভ গঠিত। ইহাতে পালিভাষায় এক লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রিন্সেপ সাহেব বহুত্ব ও পরিশ্রমে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই স্তম্ভ আদৌ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফিরোজশাহ খিজিরবাদ হইতে ইহা আনাইয়া নিজ নব রাজপ্রাসাদে স্থাপন করেন।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে বিখ্যাত তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ করেন। মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করেন, দিল্লীসৈন্য প্রাচীরের নিকটেই তৈমুর কর্তৃক পরাজিত হয়। তৈমুর অরক্ষিত নগরে প্রবেশ করিলে ক্রমাগত পাঁচ দিবস ধর্ম্মিয়া লোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। দিল্লীর রাস্তাঘাট মুতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে নরশোণিতলোলুপ তৈমুরের উৎকট নরহত্যা লালসা পরিতৃপ্ত হইলে তিনি বহুসংখ্যক নরনারী বন্দী করিয়া এবং প্রভূত অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রায় দুইমাস দিল্লী এইরূপ বিভী-বিধ্বাস হইয়া রহিল, অবশেষে মহম্মদ তোগলক আসিয়া

পুনরায় দিল্লীসাম্রাজ্য কথঞ্চিৎ অধিকার করিলেন। ১৪০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ প্রাগভাগ করিলে সৈয়দবংশ দিল্লীর চতুর্দিকস্থ সাম্রাজ্যমাত্র প্রদৈশে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে লোদিবংশ রাজ্যাধিকার করিলে আগরা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় মোগল সম্রাটদিগের আদিপুরুষ বাবর অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং লোদিবংশীয় শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ইনি অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই বাস করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রাচীন ইন্দ্ৰ-প্রস্থের ভিত্তিতে পুরাণকিন্ধা নামক চূর্ণ নির্মাণ ক্রিয়া সংস্থার করাইলেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সেরশাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লী নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। ইহার নির্ম্মিত লালদরজা নামে একটি তোরণ অতাপি জেলখানার সম্মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সেরশাহের পুত্র সেলিমের নির্ম্মিত সেলিমগড় নামক চূর্ণ অতাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করেন, কিন্তু ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার সমাধি মন্দির বিখ্যাত। তৎপরবর্তী অকবর ও জাহাঙ্গীর আগরা, লাহোর অথবা আজমীরে বাস করিতেন। সুতরাং দিল্লী কিছুকাল হীনদশায় রহিল। অবশেষে সম্রাট শাহজাহানের সময়ে দিল্লী বর্তমান সৌন্দর্য্যমণ্ডলীতে সুশোভিত হইয়াছিল। ইনি নগরকে বর্তমান পরিখাপ্রাচীরাদি দ্বারা অরক্ষিত করেন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম শাহজাহানাবাদ রাখেন। প্রসিদ্ধ জমা মসজিদ ইহারই নির্ম্মিত, তদ্বিত্ত ইনি যমুনা নদীর পশ্চিম খাল সংস্থার করেন। অরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইহার যশসোরভ দিগ্বাণল পরিপূর্ণিত করিয়া যুরোপখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের রাজসভার অলৌকিক বৈভব ও গৌরবরাশি ভ্রমণকারীদিগের মুখে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উপজ্ঞানের জ্ঞান দূরদেশে জনগণের ভয়-বিষয়-কৌতুহলোদ্দীপ্ত কর্তৃকৃষ্ণে গীত হইত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদে শীঘ্রই মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইতে লাগিল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মহারাত্রীগণ দিল্লীর নিকট আগমন করে। তিন বৎসর পরে নাদিরশাহ সদর্পে এই নগরে প্রবেশ করেন। তৈমুরকৃত হত্যাকাণ্ডের আর একবার অভিনয় হইল। পূর্ণ আটান দিন নাদির দিল্লীতে থাকিয়া

ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে লুণ্ঠন করেন, যতদিন এক কপদক কোথাও ছিল, ততদিন তাঁহার লুণ্ঠন বন্ধ হয় নাই। অবশেষে নাদির প্রায় সর্বসমেত ১০ কোটি টাকা এবং বিখ্যাত ময়ূরাসন লইয়া প্রস্থান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রায় ভয়মাসকাল ধরিয়৷ দিল্লীর রাস্তার মধ্যেই খোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া হতভাগ্য রাজধানীকে শীঘ্র শীঘ্র অধঃপতনের চরম সীমায় আনয়ন করিল। এই সময় আক্কেদশাহ-ছুরাণী ছইবার দিল্লী আক্রমণ করেন, আবার দুর্দান্ত বর্গিসৈন্য কর্তৃক ইহার উৎসরের পূর্ণতা সাধিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলমগীর নিহত হইলেন। তাঁহার পর শাহ আলম নামে মাত্র সম্রাট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কিছুই ক্ষমতা রহিল না। আফগান ও মরাঠাগণ ক্রমান্বয়ে দিল্লী আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ শাহআলমকে দিল্লীতে স্থাপন করিল। কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার দিল্লীভ্রম অধিকার করিল। সম্রাট সিদ্ধিয়ার হস্তে বন্দী রহিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক মরাঠাদিগকে পরাজিত ও দিল্লী অধিকার করিয়া শাহআলমকে মুক্ত করিলেন। পর বৎসর হোলকর দিল্লী আক্রমণ করেন, কিন্তু রেসিডেন্ট অক্টরলোনি অল্পমাত্র সৈন্য দ্বারা নগর রক্ষা করেন, অবশেষে লর্ড লেক গিয়া আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই বিজিত প্রদেশ প্রাসাদ বাতীত সমস্তই সম্রাটের নামে শাসিত হইত।

ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীতে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় দিল্লীতে আর একবার পতনোন্মুখ মোগলশাসিতা স্থাপিত হইল। ১০ই মে সন্ধ্যার সময়ে মিরাতের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং পরদিবস প্রাতঃকালে রমুনাপার হইয়া দিল্লীপ্রবেশের চেষ্টা করে। তচ্ছু বণে রক্ষ-সৈন্তের অধিনায়ক, কমিশনার এবং কালেক্টর সাহেব লাঠোর ফটকের সমীপে উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণ তাহাদিগকে ধও ধও করিয়া কাটিয়া ফেলিল, তৎকালে অধিকাংশ যুরোপীয় কর্মচারী নগর মধ্যে বাস করিত। তখন গৃহে গৃহে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ব্যাপার চলিতে লাগিল। বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যেই অজ্ঞাগার এবং দুর্গ বাতীত সমস্ত সহর তাহাদিগের করতলগত হইয়া গেল। এট সংবাদ শীঘ্রই নগর বহিঃস্থ সেনানিবাসে পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে এক দল সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছিবামাত্র তাহার বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়া সেনা

বিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারীদিগকে হত্যা করিল। লেপ্টেন্যান্ট উইনোচি অপর আট জন যুরোপীয়ের সাহায্যে বিলক্ষণ সাহসের সহিত অজ্ঞাগার রক্ষার নিমিত্ত বহুদল চেষ্টা করেন; অবশেষে ক্ষতশাহ হইয়া অজ্ঞাগারের বাকদ-রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে বাকদরাশি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় ভীষণ শব্দে অজ্ঞাগার উড়িয়া গেল। পাঁচজন ইংরাজ এই ব্যাপারে বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট চারিজন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। দুর্গ ও সেনানিবাসের সিপাহীসৈন্য মিরাত হইতে গোলা পতন আসিবার আশঙ্কায় এ পর্যন্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। সন্ধ্যার সময়ে তাহার্য্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং যুরোপীয়দিগের পুত্র, বাগ, বন্ধ, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। অতি অল্প যুরোপীয় পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগেরও অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। ঐ দিবস সন্ধ্যার পরে দিল্লীতে ইংরাজশাসনের সমস্ত চিহ্ন একবারে বিলুপ্ত হইল।

এইরূপে মোগল সাম্রাজ্যের আর একবার অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু এই দৈবাগত স্বাধীনতা সম্রাটকে অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে ইংরাজ সৈন্য বদলি-কা-সরাইয়ের যুদ্ধে সিপাহীদিগকে পরাস্ত করে। ঐ দিবসেই সন্ধ্যার সময় তাহার্য্য বিদ্রোহীদিগকে সেনা-নিবাস হইতে তাড়াইয়া নগরবহিঃস্থ উচ্চভূমিতে ছাউনি স্থাপন করে। তিন মাস অবরোধের পর ইংরাজসৈন্য পুনরায় দিল্লী হস্তগত করিল। সম্রাট পলায়ন করিয়া হমায়নের সমাধি মন্দিরে আশ্রয় লয়েন, কিন্তু পরদিবস ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সামন্তিক-আইনে তাহার বিচার হইল এবং বিচারে বিদ্রোহের উত্তেজনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি চিরকালের জন্য রেজুৎ নগরে নির্বাসিত হইলেন। তথায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দিল্লীর মোগলসম্রাটের নামও অবসান হইল।

দিল্লী পুনরায় ইংরাজাধিকৃত হইলে কিছুকাল উহা সামরিক বিভাগের শাসনাধীনে রহিল। ঐ সময়ে দিল্লীবাগিগণ সুযোগ পাইলেই যুরোপীয় সৈনিকদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল, ঐতিকারের জন্য ইংরাজ-সেনানী সমস্ত অধিবাসীদিগকে কিছুদিনের জন্য দিল্লী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুগণ অল্পদিন পরেই নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু মুসলমানগণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জাম্ময়ারি পর্যন্ত পূর্ণরূপে কঠোরভাবে বিতাড়িত রহিল। ঐ তারিখে দিল্লীনগর সামরিক-শাসন বিভাগ হইতে সাধারণ

মানস বিভাগের অন্তর্গত হইল। তদবধি দিল্লীতে একরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং ইহীর স্বথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা আশ্বিনের মহারানী ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্র পাঠ করিবার জন্ত এই দিল্লীনগরেই দরবার হয় এবং ঐ দরবারে ভারতীয় সমস্ত প্রধান প্রধান রাজস্ববর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ গৃহ সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান। দিল্লী ইন্সটিটিউট—ইহা সম্রাটের নিকট সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা গবর্নমেন্ট সাহায্যে নিশ্চিত। ইহাতে দরবারহল, যাদুঘর, পুস্তকাগার, পাঠাগার, স্টেশন সংক্রান্ত ঘর, বক্তৃতা দিবার রক্ষণ ও বলনাচের ঘর, এই কয়েকটি বিভাগ আছে। মিউনিসিপাল সভা ও অনররি মাজিস্ট্রেটগণের বৈঠক উক্ত দরবার হলে হইয়া থাকে। সরকারী আফিস লকল, জেলা আদালত, কোষাগার, তহসিলী পুলিশ আফিস, ডিষ্ট্রিক্ট জেল, পাগলা গারদ, হাঁসপাতাল ও দাতব্যঔষধালয় আছে। সদাব্রত-গৃহ সাধারণের প্রদত্ত চাঁদা ও মিউনিসিপালিটির সাহায্য দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে ৪টি গির্জা আছে। দিল্লী কলেজ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়, সাধারণের চাঁদার ইহা চলিত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লক্কোয়ের নবাব ফজলআলি খাঁ এককালীন ইহাতে ১,৭০,০০০ টাকা দান করেন। এখন দিল্লীতে বহুসংখ্যক ছাপাখানা হইয়াছে।

দিল্লীনগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পঞ্জাব ও রাজপুতানা ষ্টেট এই তিনটি রেলপথেরই স্টেশন আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড এবং অত্রাণ্ড অনেকগুলি স্থানীয় রাজপথ দিল্লী হইতে চতুর্দিকে প্রধান প্রধান স্থানে গিয়াছে। তত্তির যমুনা দিয়াও নৌকাদি যাতায়াত করে। সুতরাং দিল্লীতে কি জলপথ কি স্থলপথ কি রেলপথ সকল দিয়া বাণিজ্যের সুবিধা আছে। অদ্যাপি এখন কলিকাতা, বোম্বাই, রাজপুতানা প্রভৃতির সহিত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল। আমদানীর মধ্যে নীলবড়ী, রাসায়নিক নানাবিধ ঔষধাদি, তুলা, রেশম, স্বত্র, গোধূম, সর্ষপাদি শস্ত, সূত, লবণ, নানাবিধ ধাতু, শূন, চর্শ এবং বিলাতী কাপড় প্রধান। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশ আবার তথা হইতে নানাস্থানে রপ্তানি হয়; অধিকন্তু তামাক, চিনি, তৈল, স্বর্ণরোপ্যের বিবিধ অলঙ্কার ও জরি প্রভৃতিও রপ্তানি হইয়া থাকে। বিন্দী, কাবুল, অল্‌বার, বিকানীর, জয়পুর এবং দোয়াব ও পঞ্জাবের সমস্ত নগরে দিল্লী-সংবাদগরগণ বাণিজ্য করিয়া থাকে। বেঙ্গল এও দিল্লী ব্যাংক যুরোপীয় মূলধনে স্থাপিত। তুলার সওদাগরদিগের অনেকের এখানে একত্র আছে। চাঁদনী চক কারবারের

প্রধান আড্ডা, এখানে সারি সারি নানাবিধ পণ্য পরিপূর্ণ বহুসংখ্যক আপগুশ্রেণী দর্শকের মনোহরণ করে। শিল্প-জাতের মধ্যে, দিল্লীর স্বর্ণরোপাদির সূক্ষ্মতার নিশ্চিত পুষ্পাদি প্রধান। কিন্তু এখন বিলাতী দ্রব্যের অধিকরণ অতিশয় প্রবল হওয়ার ঐ সকলের কলনা-চাতুর্য ও সৌন্দর্য অনেক কমিয়া যাইতেছে। মোগলরাজবংশের লোপ হওয়াতেও এই শিল্প উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্জাবের মধ্যে দিল্লীনগরে সর্বাঙ্গেকা স্থানীয় মসলিন প্রস্তুত হয়, তত্তির এখানে উৎকৃষ্ট শাল, নানাবিধ খোদাই ও চিকনদাজি, কাচমণ্ডিত মটার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাঁদনীচকে মণি জহরত প্রভৃতির বহুসংখ্যক সওদাগর আছে। দিল্লীর মিউনিসিপালিটি প্রথমশ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

দিল্লীর প্রত্যেক প্রাচীন সৌধমন্দিরাদি এবং অত্রাণ্ড স্থানের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও এক প্রকাণ্ড বহি হইয়া পড়ে, সুতরাং এস্থলে প্রধান প্রধান স্থান ও অত্রাণ্ড কীর্তিকলাপের নামের কেবল এক তালিকামাত্র দেওয়া গেল। যথা—তোগলকাবাদ, তোগলকের সমাধি, হাজার-সতুন, আদিলাবাদ, মন্দিরককী, রোসন চিরাগ, সুলতান বহুলোল লোদির সমাধি, সাতপালা বাঁধ, খিড়কিমসজিদ, দর্গা যুসুফ কোটাল, দর্গা সেখ সলাউদ্দীন, পাঁচবুরুজ কাকন সরাই, লজরখাঁর সমাধি, বাস্তবাউড়ি, খিজিরের গুহল ওকলা, বড় পালা, খানুইখানানের সমাধি, নীলগুহল, হুমায়ূনের সমাধি ও তন্নমাস্থ অপর একটা কবর, আরবকি সরাই, দরজা মন্দি, ইসা খাঁর সমাধি ও মসজিদ, দর্গা নিজামুদ্দীন, খিজর খাঁর মসজিদ, দিল্লীর শেষ সম্রাটগণের সমাধি, দর্গা আমীর খুস্ক, রাজাখাঁর সমাধি, চৌবটুখা, লালমহল, সৈয়দ আব্বাদের সমাধি, লালবাজলা, পুরাণকিলা, খাসমহল, নীল-ছত্রি, সিরমলিল, কিল্লাকোণমসজিদ, কাবুলফটক, ফিরোজ-শাহের কোতেলা, অশোকের স্তম্ভ, কুশাক-শিকার, চৌবুরুজী, ভূতুলিঙ্গ, ফিরোজশাহের কোতেলার দক্ষিণে লিপিয়ুক্ত একটি মসজিদ, পুরাণকিলার সন্নিকট নগরভারণ ও ইহার নিকটবর্তী লিপিয়ুক্ত মসজিদ, কোশনিয়ার, মসজিদ নুতবউল-ইসলাম, লোহস্তম্ভ, অসম্পূর্ণ মিনার, বৃহৎমিনার বালাট, কুশাক সবুজ, আলতামাদের সমাধি, আলাউদ্দীন খিলজীর সমাধি, আলাই দরজা, ইমাম্ জামিনের সমাধি, মহম্মদকুলিখাঁর সমাধি, রাজন কা-বইন, মোলানা জমালের সমাধি ও মসজিদ, গয়াসউদ্দীন বলবনের সমাধি, শামশি হোজ ও নিকটস্থ মন্দির, দর্গা কুতবউদ্দীন, বখতিয়ার কাকি ও মসজিদ, মতি মসজিদ, আদমখাঁর সমাধি, যোগমারা, অনঙ্গপালের লালকোট ও

আলাউদ্দীন কৃত উহার বিস্তার, কিম্বা রায় পিখোরা, হাজিবাং
রোসেবির সমাধি, স্থলতান গারির সমাধি, হোজ খাস,
কিরোজশাহের গোর ও সন্নিহিত ইদ্গা, পাহাড়ের উপরিত
স্থলতান গারির সমাধির ভগ্নাবশেষ, কিস্ত বায়েন, মজীপালপুর,
মাল্চা, বদি-মজিল বা বিজয়মন্দির, মসজিদ বেগবপুর, মঠকি
মসজিদ, তিরহোন্জা, সুবারুপুর কোতেলা সমাধি, বুরুজ,
কাসা হজরত কতেশা, থয়েরপুরে সমাধি ও মসজিদ,
সেকন্দর লোদির সমাধি, যজ্ঞ-মন্ড, কদম শরিকী, মহল ভুলি
ভাতিয়ারি, মসজিদ সরহিন্দ, নিগমবোধঘাট, দিল্লীভূগুস্থ
সৌধমালা, জমা মসজিদ, কালা বা কলান মসজিদ, দর্গা শাহ
তুর্কমান, মসজিদ অকবরবাড়ী, সোণালী মসজিদ, জিনং
উল্ মসজিদ, শরিক উদৌলার মসজিদ, কতেপুরী মসজিদ,
পঞ্জাবী কাটরা মসজিদ, ফকর-উল্-মসজিদ, গাজিউদ্দীনের
মাজারী, সোণালী মসজিদ কোতোয়ালী, ঔকপুর ও হুর্থা-
হুত, সেলিমগড় ও হুর্থা মধ্যবর্তী সেতু, জাহাঁপানা, দিল্লী
শির্সা, কিরোজাবাদ, সিরি, কিলোকড়ি ইত্যাদি।

দিব্ (জী) দীব্যস্তাত্র দিব বাহু আধারে ভিব্ । ১ স্বর্গ।
২ আকাশ । ৩ দিন । “দিবী চক্ষুরাততম্” (ঋক্ ১২২।৫)
দিব (মী) দীব্যস্তামিন্ দিব ঘঞার্থে অধিকরণে ক । ১ স্বর্গ।
২ আকাশ । ৩ দিন । ৪ বন ।

দিবক্ষস্ (জি) ১ স্বর্গীয় । (পুং) ২ ইন্দ্র ।
দিবঙ্গম্ (জি) দিবং আকাশং স্বর্গং বা গৃচ্ছতি দিব বাহু
খচ্ মুম্ । ১ আকাশগামী । ২ স্বর্গগামী । “দিবঙ্গমং কুরো-
ধাথ মার্গং ভৌমস্ত কারণাৎ ।” (ভারত বন্য ১৪৬ অঃ)

দিবন্ (পুং) দীব্যস্তামিন্ দিব-কনিন্ (কনিন্ যু বৃথীতি ।
উণ্ ১।৫৬) দিন ।

দিবস্ (পুং ক্রী) দীব্যস্তাত্র দিব অসচ্ কিল (দিবঃ কিং ।
উণ্ ৩।১২১) দিন ।

“দ্রাঘন্তাদিবসানি বদীয় বিরহেণ ভীততাপেন ।
গ্রীষ্মেণৈব নলিত্তা জীবনমল্লীকৃতং তুস্তাঃ ॥”
(আর্যাসপ্তশতী ৬৩২)

দিবসকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্ দিবসস্ত কদম্ । ১ স্বর্বা ।
২ অর্কবৃক্ষ ।

দিবসকুং (পুং) দিবসং করোতি কৃ-কিপ্ তুগাগমঃ ।
১ স্বর্বা । ২ অর্কবৃক্ষ ।

দিবসনাথ (পুং) দিবসস্ত নাথঃ । স্বর্বা ।

দিবসভর্তৃ (পুং) দিবসস্ত ভর্তা । স্বর্বা ।

দিবসমুখ (ক্রী) দিবসস্ত মুখং । প্রভাতঃ, প্রাতঃকাল ।

দিবসমুদ্রা (ক্রী) একদিনের বেতন ।

দিবসবিগম (পুং) দিবসস্ত বিগমঃ । দিবাবসান, দিবসাত্যয়,
সায়ংকাল, সন্ধ্যাকাল ।

দিবসান্তর (জি) অন্তঃ দিবসঃ । অন্তদিন । “গর্তস্থো বা
প্রস্থতো বাপ্যথবা দিবসান্তরঃ ।” (ভারত ১।১৯৮)

দিবসেশ্বর (পুং) দিবসস্ত ঈশ্বরঃ । দিবসের প্রভু, হুর্থা ।

দিবস্পতি (পুং) দিবঃ পতি অলুকসমাসঃ । ঐরোদশ
মহন্তবের ইন্দ্র ।

দিবস্পত্নী (পুং) দিব আকাশস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ঃ বা দিবঃ পুত্র
আয়তে তৈ-ক, পূর্বো সাধু । ১ ছালোককপ্তি । ২ ছালোক-
পালক হুর্থা ।

“দিবস্পত্নার হুর্থার শংসতঃ ।” (ভৃকৃ বজ্ ৪।৩৫)

‘দিবস্পত্নার ছালোকস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ার ছালোকানি
হুর্থো জগন্তে দিব পুত্র আয়তে স ইতি দিবস্পত্নার দিবঃ
পালকায় ।’ (দেবদীপ)

দিবস্পৃথিবী (ক্রী) জ্যোত পৃথিবী চ দিবে দিবসাদেশঃ ।
(দিবসস্ত পৃথিবাং । পা ৬।৩।৩০) স্বর্গ ও ভূমি । এই স্ত
দ্বিবচনান্ত । “রজসঃ স্তমঃসং দিবস্পৃথিবাঃ ।” (ঋক্ ২।২৩)

দিবস্পৃশ্ (পুং) স্পৃশতি স্পৃশ-কিন্ দিবঃ স্পৃক্ ৬তৎ । ১ পাদ
দ্বারা স্বর্গস্পর্শী বিষ্ণু, যিনি পা দিয়া স্বর্গ স্পর্শ করিয়াছিলেন ।
তগবান্ বামনাবতারে পাদ দ্বারা স্বর্গ লোক স্পর্শ করিয়া-
ছিলেন । “পাদোহস্ত সর্ষাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবী ।”
(ছান্দো উ°) ২ আকাশস্পর্শী শব্দাদি ।

দিবা (অব্য) দিব-কা । দিবস ।

“পশ্চিমান্ত সমাসীনো মলং হস্তি দিবাকৃতং ।” (মহু)

দিবাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত বুলন্দসহর জেলার একটি
বর্ধিষ্ণুসহর ও বাণিজ্যস্থান । অক্ষা° ২৮° ১২' উঃ, দ্রাঘি°
৭৮° ১৮' ৩৫" পূঃ । এই সহর বুলন্দসহরের ২৬ মাইল উত্তরে
অবস্থিত । কথিত আছে, ধুরুগড় নামক একটি প্রধান
মুজপুত রাজধানীর উত্তরে ১০২৯ খৃষ্টাব্দে এই সহর স্থাপিত
হয় । সম্প্রতি অরোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলপথ এই স্থান
কিন্দ্রা গমন করিতে ইহার দিন দিন উন্নতি হইতেছে । কাসের
দিবাই নামে উক্ত রেলপথের একটি স্টেশন আছে । প্রতি
সোমবার দিবাই সহরে একটি হাট, কসিয়া থাকে । ঐ হাট
জেলার মধ্যে সর্ষাপেশ্বর হুৎ ।

দিবাকর (পুং) দিবা দিনং করোতীতি কৃ-ট । (দিবাবিতেতি ।
পা ৩।২।২১) ১ স্বর্বা । ২ অর্কবৃক্ষ । ৩ কাক । ৪ পুষ্পবিশেষ ।

দিবাকর, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া
যায়, ভগ্নাধো এই করজন উল্লেখযোগ্য ।

১ দিনকরের পুত্র, হানদিনকর-রচয়িতা ।

২ বৃত্তরত্নাকরের চীকাবর, মল্লিনাথ শিঙাপালবধের চীকাবর চীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ ঐসিক জ্যোতির্বিদ্য, কোন কোন গ্রহে ইহার নামান্তর 'দিনকর' লিখিত আছে। 'ইনি নৃসিংহের পুত্র, কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের পৌত্র এবং দিবাকরের অপৌত্র। ইনি 'তব-চিন্তামণি' নামে গণিত জ্যোতিষ, জীতকপদ্ধতি, জাতকপদ্ধতি-প্রকাশ, পদ্মজাতক, কেশবপদ্ধতির প্রৌচমনোরমা নামে চীকা, মকরন্দবৃক্ষাবন, সুধোদ্রতা নামে বর্ষগণিতপদ্ধতি, বর্ষতন্ত্র, ত্রীপতিপ্রকাশ, গণিতাশ্বতসারণী, জাতকপদ্ধত্যা-দাহরণ, রামবিনোদপ্রকাশপদ্ধতি, দিবাকরী এবং ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে গোপীরাজমতধনন নামে জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ একজন ঐসিক মার্ত্ত পণ্ডিত। মহাদেবভট্টের পুত্র ও গঙ্গার গর্ভজাত। ইহার পিতামহের ঋষি বালভক, প্রপিতামহের নাম মহাদেব এবং বুদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারায়ণ। ইহার পুত্রের নাম বৈদ্যানাথ।

ইনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মশাস্ত্রস্থানিধি নামে এক বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ (আচার্য্য, তিথ্যর্ক প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত), প্রায়-শ্চিত্তমুক্তাবলী ও প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলীপ্রকাশ, মন্ত্রমার্ত্ত্ত, শ্রাজ্জলিকা এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরাদর্শ রচনা করেন।

৫ মহাদেবভট্টের পুত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পৌত্র, ইহার উপনাম 'কাল'। ইনি পুরোক্ত দিবাকরের মাতা গঙ্গার পুত্র-পিতামহ। ইনি দানচক্রিকা ও মার্ত্ত্তপ্রায়শ্চিত্ত রচনা করেন।

৬ পদ্যাবলীযুক্ত একজন বিখ্যাত কবি।

দিবাকর দত্ত, হস্তিকর্ণামৃতযুক্ত একজন সংস্কৃত কবি।

দিবাকরবংশ, কক্ষ্যামালাস্তোত্র এবং বিবেকজ্ঞান নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। শেষোক্ত গ্রন্থ অভিনবগুপ্তের জীবন-প্রত্যজ্ঞাস্থবিমর্শিনীযুক্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিবাকরস্তুত (পুং) দিবাকরস্ত স্তুতঃ। স্বর্ঘ্যপুত্র শনি, বম, কর্ণ, সূত্রীব। স্ত্রিয়াং টাপ্। যমুনা, তপতী।

দিবাকীৰ্ত্তি (পুং) দিবা দিবসে এব কীৰ্ত্তির্ভূত, রাজো ক্ষৌর-কর্ণনিবেধাৎ। ১ নাপিত। ২ চাণাল।

"রাজো ন বিচরেযুতে গ্রামেষু নগরেষু চ।

দিবা চরেযুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ" (মহু ১০।৫৪)

নাপিতগণ। রাজার শাসনস্থানে গ্রাম এবং নগরে কার্য্যের নিমিত্ত দিবাভাগে বিচরণ করিবে, রাজিতে কদাপি কার্য্যের জন্ত গম্যক করিবে না। নাপিত, চাণাল প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলে দান করিতে হয়।

"দিবাকীৰ্ত্তিমুদ্যাক পতিতং হৃতিকং তথা।

শবন্তং স্পৃষ্টনৈব স্পৃষ্টা দানেন শুভাতি" (মহু ৫।৮৫)

দিবা অকীৰ্ত্তির্ভূত। উলূক, পেচক। দিবসে ইহাদিগের নাম উচ্চারণ করিলে ইহাদের ভক্ষণ বা তক্ত হইবে, এইরূপ লোক প্রবাদ আছে; এইজন্য দিবাভাগে ইহাদের নাম করিতে নাই।

দিবাকীৰ্ত্ত্য (স্ত্রী) দিবা দিবসে কীৰ্ত্ত্যং কীৰ্ত্তনীয়াং। বর্ষসাধ্য গবানয়ন যজ্ঞে দুই মাসষট্‌কের মধ্যে বিবৃৎ নামক দিনে গো সামভেদ, অর্থাৎ বর্ষসাধ্য গবানয়ন যজ্ঞে বিবৃৎসংক্রান্তির দিন যে সাম গান করা যায়, তাহার নাম দিবাকীৰ্ত্ত্য।

"দিবাকীৰ্ত্ত্যাসামা ভবতি" (তাণ্ডাত্রাঃ ৪।৩।১২)

'দিবাকীৰ্ত্ত্যানি শুক্রিয়ানি সামানি তস্মিন্ প্রযুক্তান্তে ইতি দিবাকীৰ্ত্ত্যাসামা অয়ং বিবৃৎ দিবাকীৰ্ত্ত্যাসামা কার্ধ্যং' (ভাষ্য) দিবাচর (পুং) দিবা চরতীতি চর-ট। ১ পক্ষী। ২ চণ্ডাল। দিবাচারিন্ (ত্রি) দিবা চরতি চর-ণিনি। দিবসসংক্রান্তীভূত।

"সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ দিবাচারিভ্যঃ" (আখ্যায়নগৃহ ১।২৯)

দিবাতর (স্ত্রী) অতিশয়েন দিবা প্রকাশকং তরপ্। অত্যন্ত প্রকাশকৃ দিবা। "যঃ সূর্য্যর্গতরো দিবাতরাং প্রায়ুবে দিবা-তরাৎ" (শক্ ১।১২৭।৫)

দিবাক্ষ (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে অক্ষঃ। ১ পেচক। ২ দিবসাক্ষ প্রাণিমাত্র।

"দিবাক্ষাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাজ্যাবস্থান্তথা পরে।" (দেবীমাং)

(স্ত্রী) ৩ বস্ত্রলাপক্ষী।

দিবাক্ষকী (স্ত্রী) দিবাক্ষ স্বার্থে-ক গোরাং ভীষ্। ছুছন্দরী, ছুচা।

দিবাপৃষ্ঠ (পুং) স্বর্ঘ্য।

দিবাশ্রনীপ (পুং) কুংসিত মনুষ্য।

দিবাভীত (পুং স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতঃ। ১ পেচক

"গীনং দিবাভীতমিবাক্ষকারং" (কুমার)

স্ত্রিয়াং জাতিষাৎ ভীষ্। (পুং) ২ কুমদাকর। ৩-চৌর। (মেদিনী)

দিবাভীতি (স্ত্রী) দিবা দিবসে ভীতির্ভয়ং যত্। ১ পেচক।

(ত্রি) ২ দিবস ভীতিযুক্ত।

দিবাত্ত (ত্রি) দিবার ভায় আলোকযুক্ত।

দিবামণি (পুং) দিবা দিবসস্ত মণিরিব। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

দিবামধ্য (স্ত্রী) দিবা দিবসস্ত মধ্যাৎ। মধ্যাহ্ন।

দিবাবহু (পুং) দিবা বহুঃ কিরণো যত্। ১ স্বর্ঘ্য। ২ অর্ক-

বৃক্ষ। দীবাতি দিব-কিপ্ ভৌঃ আবহুঃ হবিরস্ত বা দিব-

মাবসতি বস্-উন্। ১ দীপ্তহবিক। ২ ছালোকবাসী ইন্দ্র।

"দিবং যয দিবাবসো" (শক্ ৮।৩৪।১)

দিবাশয় (পুং) দিবা দিবসে শেতে শী-অচ্। ১ দিবান্ধাপ-

যুক্ত, বাহারি দিনে শয়ন করে। ২ দিবসে অপ্ৰকাশযুক্ত।

“ন মে দিব্যশাঃ পুত্রা ন রাত্রৌ দধিতোজিনঃ ।

শুক্লিণীঃ নাশুগচ্ছতি ন স্পৃশতি রজশ্বলাঃ ॥” (ঐজমি ভারত)

দিবাসঞ্চর (ত্রি) দিবা দিবসে সঞ্চরতি সম্ভ-চর-ট। দিবস-চারী প্রাণিভেদ, পর্যায়—শ্রামা, শ্রেন, শশয়, বজ্রল, শিখী, ত্রীকর্ণ, চক্রবাক, চাষ, অগ্নীরক, খঞ্জরীট, শুক, শ্বাজ, ত্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, কুললে, কুকুট, খর, হারীত, গৃধ, কপি, ফেট, পূর্ণকুট ও চটক এই সকল পক্ষী দিবাচর ।

(বৃহৎসংহিতা ৮৮।১)

দিবাস্বপ্ন (পুং) দিবা দিবসে স্বপ্নঃ । দিবানিদ্ৰা ।

“দিবাস্বাপং ন কুর্কীত যতোহসৌ স্রাৎ কফাবহঃ ।

গ্রীষ্মবর্জেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিবিধ্যতে ॥

উচিতো হি দিবাস্বাপো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং ।

বাতাদয়ঃ প্রকৃপ্যতি তেষামস্বপতাং দিবা ॥” (ভাবপ্রঃ)

দিবসে নিদ্ৰা যাইবে না, কারণ দিবানিদ্ৰা কফকারক ।

কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্ৰা দ্বারা কোন দোষ হয় না । গ্রীষ্ম-

কাল ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্ৰা নিষিদ্ধ । যাহাদের

প্রত্যাহ দিবানিদ্ৰা যাওয়া অভ্যাস, তাহারা দিবানিদ্ৰা পরি-

তাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয় ।

যে সকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা জীপ্রসঙ্গ দ্বারা অথবা পথ

পর্যটনে ক্লান্ত, এবং অতিসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিষ্কা,

বায়ুরোগ, মদাতায় ও অজীর্ণ এই সকল রোগে আক্রান্ত,

অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণ কফ, শিত্ত, বৃদ্ধ ও যাহারা রাজজাগরণ

করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্ৰা হিতকারক । যে

দিবানিদ্ৰা ও রাজজাগরণে অভ্যস্ত, তাহার দিবানিদ্ৰা ও

রাজজাগরণে কোন দোষ হয় না । (ভাবপ্রঃ) [নিদ্ৰা দেখ।]

দিবানিদ্ৰা কামজ বাসন মধ্যে গণ্য ।

“মৃগয়াস্কো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ ত্রয়োমদঃ ।

ত্রৌষাভিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥” (মহু)

দিবাস্বাপ (পুং) দিবা দিবসে স্বাপঃ ৭৩৭ । দিবানিদ্ৰা ।

[দিবাস্বপ্ন দেখ।]

দিবাস্বাপা (স্ত্রী) বৃক্ণলা পক্ষী । (রাজনিঃ)

দিবি (পুং) দীবাভৌতি দিবা ক্রীড়ারঃ দিব-ইনু-সচ কিৎ ।

(ইগুপত্যাং কিৎ । উগ্ ৪।১১২) চাষ পক্ষী ।

দিবিজয় (ত্রি) স্বর্গবাসী ।

দিবিক্ষিপ্ত (ত্রি) দিবি ক্ষয়তি ক্ষি-কিপ্ তুকাগমঃ, অলুক

সমাসচ । স্বর্গবাসী । “স্বর্ষামাসাবিচরন্তা দিবিক্ষিপ্তা” (ঋক্

১০।২১।১২) ‘দিবিক্ষিপ্তা দিবি বসন্তো’ (সায়ণ)

দ্বিবিগত (ত্রি) দিবি গতঃ অলুক সমাসঃ । স্বর্গগত । “সহিতো

তজ রন্তাবো যথা দ্বিবিগতো তথা ।” (হরিবঃ)

দ্বিবিচর (ত্রি) দিবি আকাশে চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, স্বর্গচারী । ত্রিষাং ভীষ ।

দ্বিবিচারিন্ (ত্রি) দিবি চরতি, চর-গিনি । আকাশচারী, স্বর্গচারী ।

দ্বিবিজ্ঞ (পুং) দিবি জ্ঞতে জন-ড, অলুক সমাসঃ । দ্ব্যলোক-জ্ঞাত, স্বর্গজ্ঞাত, যাহারা স্বর্গে জন্মিয়াছেন ।

“ব্রাহ্মণো দ্বিবিজ্ঞা ঋতে ন্যবিজ্ঞান ।” (ঋক্ ৭।৭৫।১)

বিকরে অলুক সমাস হয়, কিন্তু বিকর স্থানে অলুক না হইলে দ্বাজ এইরূপ পদ হইবে ।

দ্বিবিজ্ঞাত (ত্রি) দ্বিবিজ্ঞাতঃ অলুক সমাসঃ । স্বর্গজ্ঞাত, আকাশজ্ঞাত ।

দ্বিবিজ্ঞা (স্ত্রী) দীপ বাহু ইতচ্ পৃথোঃ সাধুঃ । দীপ্তি ।

“প্রাধারণো বাচা দ্বিবিজ্ঞা দ্বিবিজ্ঞা ।” (ঋক্ ১০।৭৬।৬)

‘দ্বিবিজ্ঞাঃ দীপ্তিমন্তায়াঃ ।’ (সায়ণ)

দ্বিবিজ্ঞা (ত্রি) দীপ্তিমন্ত প্ৰবোধরাদিষাং সাধুঃ । দীপ্তিবৃদ্ধ ।

“মহারারে দ্বিবিজ্ঞতে” (ঋক্ ৪।৩১।১১) ‘দ্বিবিজ্ঞতে দীপ্তিমন্তে

(সায়ণ)

‘দ্বিবিজ্ঞ (পুং) দিবি দ্ব্যলোকে স্থিতান্ ইজাদীন যজতে যজ-

কিপ্, অলুক সমাসঃ । দ্ব্যলোকস্থিত দেবযাজী, যাহারা

স্বর্গলোকে থাকিয়া দেবতাদিগের যাগ করে । “হোতাদ্রো

ন দ্বিবিজ্ঞোমন্ততমাঃ ।” (ঋক্ ৯।২৭।২৬) ‘দেবানিজাদীন

স্তবন্ত্যেবং দ্বিবিজ্ঞো দিবি দ্ব্যলোকে স্থিতান্ ইজাদীন দেবান্

যজন্তঃ’ (সায়ণ)

দ্বিবিযোনি (ত্রি) স্বর্গজন্মা ।

দ্বিবিবরুধ (পুং) ১ পুরুবংশে ভূমহ্মাপুত্র নৃপভেদ । (ভারত ২৪ অঃ)

২ অঙ্গদেশাধিপতি দধিবাহনের পুত্র । (হরিবঃ পুঃ ৩১ অঃ)

দ্বিবিজিৎ (ত্রি) স্বর্গে বাসকারী ।

দ্বিবিষদ্ (পুং) দিবি সীদতীতি সদ-কিপ্ সম্ভমা অলুক

যজ্ঞক । দেবতা, যাহারা স্বর্গে বাস করেন । “পৃথিবীসদং

স্বান্তরিক্সসদং দ্বিবিষদং দেবসদং নাকসদং” (শুক্লযজুঃ ৯।২)

দ্বিবিষ্ট (ত্রি) স্বর্গে স্থাপনীয় ।

দ্বিবিষ্টি (স্ত্রী) যাগ, যজ্ঞ ।

দ্বিবিষ্ঠ (ত্রি) দিবি স্বর্গে তিষ্ঠতি দ্ব্য-ক-অলুক সমাসঃ

ততো যজ্ঞঃ । ১ স্বর্গস্থ, যাহারা স্বর্গে অবস্থান করেন । ২ অস্ত

রীক্ষস্থিত । কোন কোন স্থলে অকৃতযজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞ হয় নাই

এইরূপ প্ররোগ দেখা যায়, সেই স্থলে দ্বিবিষ্ঠ এইরূপ হয় ।

“নভা দ্বিবিষ্ঠাং ত্রিদশাং ত্রিঃ পরীতা

বিবেশ বহিঃ ধ্যায়তী ভর্তৃপাদাং ।” (ভাগবত ৪।২৩।২২)

দ্বিবিষদ্ [দ্বিবিষদ্ দেখা ।]

দিবিন্শ্চ (জি) দিবি শ্চিন্তি কিন, ন বৎ। ছালোক-
শ্চিন্তি, বাহার্য স্বর্গলোক শ্চিন্তি করিয়া থাকে। "আহি
শ্চিন্তি দিবিশ্চিন্তি" (খক ৪৪৬৪)

দিবী (জি) দিব বাহুঃ কী। উপজিহ্বিকা কীট।

দিবেদিবে (অং) দিব বাহুলক্যং বিবৃৎ। দিবস।

দিবোকস্ (পুং) দ্যৌঃ স্বর্গঃ আকাশো বা ওকো বতঃ।
১ দেবতা। ২ চাতক পক্ষী। (জি) ৩ আকাশবাসী।

দিবোজা (জি) দিবো জারতে জন-ড, বাহু অসুখ সমাসঃ।
ছালোক হইতে জাত, বাহার্য স্বর্গলোক হইতে জন্মগ্রহণ
করিয়াছে।

"এবা হানো হুহিতা দিবোজাঃ" (খক ৬৬৫১)

দিবোদাস (পুং) দিবঃ স্বর্গাং দাসো দানং বটৈঃ। ১ বৎসের
পুত্রভেদ।

ব্রহ্মর্ষি ইন্দ্রসেনার বৎস নামে এক পরাক্রমশালী পুত্র
হয়, এই বৎস হইতে যেনকার গর্তে দুই বৎস সন্তান জন্মে,
একটা পুত্র ও অপরটা কন্যা, পুত্রের নাম ব্রহ্মর্ষি দিবোদাস,
কন্যার নাম বশিষ্ঠী অহল্যা। দিবোদাসের মহর্ষি মিত্রযু নামে
এক পুত্র হয়। (হরিবংশ ৩২ অঃ) ২ মহাবংশীর রিপুঞ্জরখ্যা
নপভেদ, মহামতি রিপুঞ্জর অবিসৃজ্যেজ্ঞ কাশীধামে কঠোর
তপঃসাধন করেন, ব্রহ্মা ইহার তপস্যার সঙ্কটে হইয়া ইহার
নিকট উপস্থিত হইয়া সন্তানপ্রদর্শনপূর্বক বর দেন এবং
ইহাকে সন্ধান করিয়া বলেন, 'রিপুঞ্জর তুমি এই পৃথিবী
পালন কর, নাগরাজ অনঙ্গমোহিনী নামে কন্যা প্রদান
করিতেছেন; ইনি তোমার পত্নী হইবেন।' দেবতাগণ
তোমাকে স্বর্গ হইতে কুহুম এবং রত্ন সকল প্রদান করিবেন।
এই ব্রহ্ম তুমি দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইবে।'

"দিবোহুপি দেবা দাস্তস্তি রত্নানি কুশুম্বানি চ।

প্রজাপালনসম্ভটী মহারাজ! প্রতিকরণং।

দিবোদাস ইতি খ্যাত মতো নাম স্বমাপ্যসি।"

(কাশীখণ্ড ৪৭ অঃ)

'আমার বরপ্রভাবে তুমি অতিশয় বলশালী হইবে।'
লোকপিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়া স্বদানে প্রস্থান করেন,
দিবোদাসও কাশীতে, অবস্থান করিয়া অপত্যনির্ক্বেশে
প্রজা পালন করিতে থাকেন। [কাশী দেখ।]

দিবোদাস চন্দ্রবংশীর ভীমরথের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম
হৃদাস ও প্রভর্দন। ইনি ইন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইন্দ্র শব্দ
নামক অশ্বের ১০০ শত পুরীর মধ্যে ৯৯টা বিনষ্ট করিয়া
ঐ অবশিষ্ট পুরী দিবোদাসকে দান করেন। ইনি কাশীর
রাজা ছিলেন। মহাভারত যুগে ইহার পিতার নাম হৃদেব।

ইহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হন। ইহার পিতৃশত্রু
বীতহব্যের পুত্রগণ আসিয়া ইহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে
দিবোদাস পরাজিত হন। পরে ইনি তরবার মুনির আশ্রয় গ্রহণ
করেন। তরবার ইহার জন্ত যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ-
প্রভাবে ইহার প্রভর্দন নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী পুত্র
হয়। এই প্রভর্দন বীতহব্যের পুত্রগণের বিনাশ সাধন
করেন। মহাদেব ইহার নিকট হইতে কাশী গ্রহণ করেন।

(ভারত অশ্বশাসন ৩০ অঃ)

৩ দিবোদাসপ্রকাশ নামক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। নির্ণয়সিদ্ধ
ও শ্রীকৃষ্ণের এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪ চিকিৎসাদর্শগত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শ্রুতান্তে
ঐ গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

দিবোজ্জ্ব (জি) দিবোজ্জ্ব, স্বর্গ হইতে জ্জ্ব করিত।

দিবোজ্জ্ব (জি) দিবে স্বর্গে উত্তবতি উদ্-জ্জ-অচ্। ১ স্বর্গজাত,
আকাশজাত। (জী) দিবি বনে, উদ্ভবে বতঃ। ২ এলা।

দিবোজ্জ্ব (জি) আকাশে দীপ্তিশীল।

দিবোজ্জ্ব (জী) দিবা জাতা উদ্ভা। দিবসজাত আকাশ
হইতে পতিত উদ্ভা, যে উদ্ভা দিবাভাগে আকাশ হইতে
পতিত হয়।

"সমুদ্রপতং সাচিদিবোজ্জ্ব নতলক্ষ্যুতা।" (ভারত উৎ ৩০ অঃ)

দিবোকস্ (পুং) দিবঃ স্বর্গ আকাশো বা ওকো বহন্যনং বতঃ।
১ দেবতা। ২ চাতক। (জি) ৩ স্বর্গবাসী।

"সাত্ত্ব বিধবৎপুং কশ্মলাভিহতারূপ।

দর্শ পথি গচ্ছতী বহ্নু দেবান্ দিবোকসঃ" (ভারত ১২৩২)

দিবোকস্ (পুং) ওক্ স শব্দো অদন্তোহপ্যতি দিবঃ ওকসো
২স্ত। দেবতা।

"বহ্নুদ্বানিহ সংপ্রাপ্তৈঃ সর্ষৈরেব দিবোকসৈঃ।" (হরিবং ২১৩ অঃ)

দিব্য (জি) দিবি ভবঃ যৎ। ১ স্বর্গভব। ২ আকাশভব। ৩
উৎপাত ভেদ। ৪ বম। ৫ গুণ্ডলু। ৬ তাত্ত্বিক আচার বিশেষ,

ইহাকে দিব্যভাব কহে, সকল তাত্ত্বিক কার্য তিন ভাবে হয়,
দিব্য, পশু ও বীরভাব। সত্য ও জ্ঞেতার প্রথমার্ধ পূর্ণাত্ত দিব্য

ও বীরভাবে তাত্ত্বিক কার্য সম্পন্ন করিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে।

পক্ষ মকার সাধন, শ্রম সাধন ও চিত্ত সাধন দিব্য ও বীর
ভাবানুসারে হয়, পশুভাবে এই সকল আচরণ করিবে না।*

[তত্ত্ব দেখ।] ৭ নারকভেদ, এই নারক দিব্য ও অদিব্য

* "শুণু ভাব্যঃ যৈবি দিব্যবীরপশুক্রমাং।

দিব্যস্ত দেববৎ প্রাণো বীরকোদ্ধতমানসঃ।

সত্যজ্ঞেতার্ণপর্যন্তঃ দিব্যভাববিনির্দিষ্টঃ।

জ্ঞেতাপারপর্যন্তঃ বীরভাব ইতীকৃতঃ।

ভেদে বহুবিধ, ইহার মধ্যে ইন্দ্রাদি দিব্য নায়ক, ইন্দ্রাদি
প্রভৃতি দিব্য নায়িকা। মাধব প্রভৃতি অদিব্য নায়ক,
মালতী প্রভৃতি অদিব্য নায়িকা, অর্জুনাদি দিব্যাদি
নায়ক, দ্রৌপদী প্রভৃতি দিব্যাদি নায়িকা। (রসমঞ্জরী)
৮ লবঙ্গ। (ক্লী) ৯ হরিচন্দন। ১০ গজাজল স্পর্শপূর্বক
শপথ ভেদ, গজাজল স্পর্শ করিয়া যদি কেহ মিথ্যা কহে,
তাহা হইলে যতদিন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি লোপ না হয়, ততদিন তাহার
নরক হয়।

“গজাতোয়মুপস্পৃশ্ব মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ।

স যাতি কালহৃত্ত্বঞ্চ যাবতৈঃ ব্রহ্মধোনমঃ ॥” (ব্রহ্মবৈং প্রা° খ°)

গজাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিবে না, যদি কেহ বল-
পূর্বক গজাজল স্পর্শ করাইয়া দিব্য করে, তাহা হইলে
উভয়েরই নরক হয়।

গজোদক, তাম্র, গোময়, গোরক্ষ ইহা স্পর্শ করিয়া যদি
কেহ সত্য বা মিথ্যা শপথ করে, তাহা হইলে যিনি করেন
বা যিনি করান, উভয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

“তথা গজোদকং তাম্রং গোময়ং গোরক্ষমুখা।

সত্যং বা যদি বাসত্যং যদি দিব্যং কেরোতি যঃ ॥

কর্তৃ চ রোরবং যাতি তথা কারয়িতা প্রিয়ে।

উভয়োঃ পুনরাবৃতিব্যাপ্তশুকরযোনিষু ॥

দিব্যং কর্তৃঃ কারয়িতু জপপূজা যথা তথা।

গায়ত্রীরহিতস্তাপি নরকলোকান্তরোত্তরং ॥” (গায়ত্রীতন্ত্র ৫ প°)

১১ ব্যবহারভেদ। এই ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ ইহা
পরীক্ষা করিবার নিয়ম। প্রতিজ্ঞাত অর্থ সাধনের নিমিত্ত
বাদী ও প্রতিবাদীর কর্তব্য তুলাদি পরীক্ষাভেদ, যে স্থলে
বাদী ও প্রতিবাদীর লৌকিক ও লেখ্য প্রমাণাদি না থাকে,
সেই স্থলে তুলা প্রভৃতির বিধানানুসারে দিব্য করিতে হয়,
এই সকল দিব্য করিলে বিচারক ধর্ম্মানুসারে বিচার করি-
বেন। বৃহস্পতির মতে এই দিব্য নয় প্রকার—

“ষটৌহুগ্নিরুদককৈব বিষং কোষস্ত পঞ্চমঃ।

ধন্ত তণ্ডুলাঃ প্রোক্তঃ সপ্তমং তপ্তমাষকং ॥

অষ্টমং ফলমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।

দিব্যান্তেতানি সূর্য্যগ্নি নির্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা ॥” (বৃহস্পতি)

ষট, অগ্নি, উদক, বিষ্ণু, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক ফল ও
ধর্ম্মজ এই নয় প্রকার দিব্য, বিধাতা স্বয়ং বিধান করিয়াছেন।

মদ্যং মংস্তং তথা মাংসং মূত্রাং মৈথুনম্বেব চ।

প্রশানসাধনং তন্ত্ৰং চিত্তসাধনম্বেব চ ॥

এতন্তে কথিতঃ সর্গঃ দিব্যবীরমন্তং প্রিয়ে।

দিব্যবীরমন্তং নাতি কলিকালে স্থলোচনে ॥” (কাশীবিলাসতন্ত্র)

এই দিব্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে ভিন্ন প্রকার; ব্রাহ্মণের দিব্য
করিতে হইলে ষটবিধ অনুসারে, ক্ষত্রিয় হত্যাশন, বৈশ্য
সলিল ও শূদ্র বিষ প্রয়োগানুসারে দিব্য করিবে।

“ব্রাহ্মণস্ত ষটোদেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্ত হত্যাশনঃ।

বৈশ্যস্ত সলিলং দেয়ং শূদ্রস্ত বিষমেব তু ॥” (নারদ)

বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী ইহাদিগের ষটবিধ অনুসারে
দিব্য করিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে কখন বিষ দিবে না।
বিষ্ণুসংহিতার বচনানুসারে ধৈর্য্যরোগী, ভীক, শ্বাসকাসরোগী
ও অসুসেবীকে হেমন্ত ও শিশিরকালে জলদিব্য করিতে দিবে
না। কুষ্ঠরোগীদিগের অগ্নি দিব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। মদ্যপায়ী,
স্ত্রীব্যাসনী, কিতব ও নৃত্যিক ইহাদিগকে কোষদিব্য করিতে
দিবে না।

ধর্ম্মজ দিব্য এবং ষট ধারণ সকল ঋতুতে হইতে পারে।
বর্ষা, হেমন্ত ও শিশিরকালে বহি, গ্রীষ্মে সলিল এবং শীত-
কালে বিষ দিব্য করিবার নিয়ম। শীতকালে ভোর, গ্রীষ্মকালে
অগ্নি, বর্ষাকালে বিষ এবং প্রভাত সময়ে তুলা দিব্য
করিবে না।

পূর্বাঙ্কে অগ্নি, ষট ও কোষ, মধ্যাহ্নে জল এবং রাত্রির
পশ্চিমভাগে বিষদিব্য করিবার নিয়ম। বৃহস্পতি যখন সিংহ
বা মকরস্থ এবং ভৃগু যখন অন্তর্মিত হন, সেই সময় দিব্য
করিতে নাই। মলমালে অষ্টমী ও চতুর্দশী, ইহাতে দিব্য
করিবে না।

যজ্ঞে অধ্বর্য্য অর্থাৎ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ যেক্ষণ সকল কার্য
নির্বাহ করেন, দিব্যবিষয়ে বিচারক সেইরূপ রাজার আদেশে
সকল কার্য্য করিবেন। (বীরমিত্রোদয়ঃ)।

১২ তত্ত্ববেত্তা। (ক্লী) ১৩ আমলকী। ১৪ বক্রা
কর্কোটকী। ১৫ শতাবরী। ১৬ মহামেদা। ১৭ ব্রাকী
১৮ শ্বেতদূর্কা। ১৯ হরিতকী। ২০ পুরা। ২১ গন্ধবতী
(পুং) ২২ স্থলজীরক। (ক্লী) ২৩ দৈবদিন। ২৪ দৈব
দিনের পরিমাণ। ২৫ ছালোকজাত। ২৬ মনোজ। ২৭
লোকাতীত।

দিব্যক (পুং) ১ সর্পভেদ। ২ জন্তুভেদ।

দিব্যকট (ক্লী) প্রতীচীহ পুরভেদ।

“কুংসং পঞ্চনদকৈব তথৈবমৈরপর্কতং।

উত্তরজ্যোতিষকৈব তথা দিব্যকটং পুরং ॥” (ভা° সভা° ৩১ অ°)

দিব্যকুণ্ড (ক্লী) দিব্য পুণ্যপ্রদবাৎ জ্যোৎস্বকটং কুণ্ডং। কাম-
রূপে কোভকশৈলের পূর্বভাগস্থ পুষ্করিণী বিশেষ, কামরূপে
দুর্জয় পর্বতের দক্ষিণপূর্বকোণে বরাসন নামে এক নগর
আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে কোভকশৈল অবস্থিত। এই

পাহাড়ে রক্তশিলাপৃষ্ঠে অরং দেবী বিরাজিতা আছেন এবং এই পূর্বভের উপত্যকা ভূমিতে দিব্যকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া দেবীকে পূজা করিতে হয়। যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য দিব্যকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চ পুঙ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

দিব্যকুণ্ডে নয়: সাত্বা পঞ্চপুঙ্করিণীং শিবাং।

য: পূজয়েন্ মহাভাগ স যোনৌ নহি জায়তে ॥”

(কালিকাপুঃ ৮১ অঃ)

দিব্যগন্ধী (পুং) দিবা গন্ধ: যন্ত। ১ গন্ধক। দিবা: গন্ধ:।

২ মনোহর গন্ধ। (স্ত্রী) ৩ লবঙ্গ।

দিব্যগন্ধা (স্ত্রী) দিবা: গন্ধো যন্তা:। ১ হুলেলা, বড়এলাচ।

২ মহাপঞ্চশাক।

দিব্যগায়ন (পুং) দিবা: স্বর্গীয়: গায়ন:। গন্ধর্ভ, স্বর্গগায়ক।

দিব্যচক্ষুস্ (ত্রি) দিবা: অলৌকিকং চক্ষুঃ। জ্ঞানচক্ষু।

“নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুর্ভৈ।” (নীলকণ্ঠস্তোত্র)

জ্ঞানাত্মক চক্ষু, জ্ঞানরূপ চক্ষু, অলৌকিক পদার্থ দর্শন-যোগ্য নেত্র।

“নতু মাং শক্যতে ত্রৈলোক্যেনৈব স্বচক্ষুযা।

দিবাং দদামি তে চক্ষু: পশু মে যোগ্যৈশ্বর্যং ॥” (গীতা ১১।৮)

হে অর্জুন! তুমি এই চক্ষুচক্ষুধারা আমার ঐশ্বরিকরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না, তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলাম, এই দিব্য চক্ষু ধারী আমার ঐশ্বরিকরূপ ও প্রভাব দর্শন কর।” দিবা: স্বর্গীয়: মনোজ্ঞ: বা চক্ষু:। ৩ স্বর্গীয় চক্ষু।

৪ সুন্দরলোচন। ৫ উপচক্ষু, অর্থাৎ চক্ষুমা। ৬ ঈর্কট। (ত্রি)

৭ সুগন্ধ ভেদ। দিব্যে আকাশভূতে চক্ষুরী যন্ত। ১৮ অন্ধ।

দিব্যতা (স্ত্রী) দেবভাব।

দিব্যতেজস্ (স্ত্রী) দিবা: তেজো যন্তা:। ত্রাস্তীশাক, ইহা সেবন করিলে স্বর্গীয় লোকদিগের জ্ঞায় তেজ হয়, এই অস্ত্র ইহার নাম দিব্যতেজস্। (ত্রি) দিবা: তেজো যন্ত। অলৌকিক তেজস্ব।

দিব্যদর্শিন্ (ত্রি) দিবা: অলৌকিকপদার্থ: পশ্যতি দৃশু-গিনি। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক।

দিব্যদৃশ্ (ত্রি) দিবা: পশ্যতি দৃশু-কিপ্। অতীন্দ্রিয় পদার্থ-দর্শক, দিব্যপদার্থদর্শী।

দিব্যদোহদ (স্ত্রী) দিবা: স্বর্গীয়: দোহদ: অতিলাঘো যন্ত।

“উপযাচিত, অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতাদিগকে দেয় বস্ত্র।

“যদীরতে তু দেবেভ্যো মনো রাক্ষাত্ত সিদ্ধয়ে।

উপযাচিতকং দিব্যদোহদং তদ্বিহ্বলং ॥” (হারাবলী)

দিব্যানদী (স্ত্রী) দিবা নদী। আকাশগঙ্গা।

দিব্যানারী (স্ত্রী) দিবা স্ত্রী, অপ্সরা, স্বর্বেশ্বা।

দিব্যপঞ্চামৃত (স্ত্রী) পঞ্চানাং অমৃতানাং তত্ত্বল্যাবাহুগণব-
দ্রব্যাণাং সমাহার:। পঞ্চামৃত; দধি, ঘৃত, চিনি ও মধু
এই পাঁচটা দ্রব্য মিশাইলে দিব্যপঞ্চামৃত হয়।

দিব্যপুষ্প (পুং) দিবা: মনোজ্ঞ: পুষ্প: যন্ত। ১ করবীর।

(স্ত্রী) ৩ মনোহর কুমুম।

দিব্যপুষ্পা (স্ত্রী) দিব্যানি পুষ্পানি যন্তা:। মহাজ্যোতা।

দিব্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) দিব্যপুষ্প সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, অতইত্বং।

লোহিতবর্ণ অর্কবৃক্ষ।

দিব্যপ্রস্থ (পুং) দিবা: প্রস্থ:। অনাগত জ্ঞাপক প্রস্থ।

“উজ্জ্বলং দৈবযুক্তং রহস্তং দিব্যপ্রস্থা: যুগচক্রা মুহূর্তা: ॥”

(ভারত উঃ ৪৭ অঃ)

দিব্যমান (স্ত্রী) দিবা: মান:। দৈব মান।

দিব্যযমুনা (স্ত্রী) দিবা যমুনা তত্ত্বল্যাকলপ্রদ্বাং। নদী

বিশেষ, এই নদী কামরূপে দমনিকা নদীর পূর্বদিকে অব-
স্থিত। দমনিকা নদীর পূর্বোত্তরকোণে যমুনা সদৃশ ফল-
দায়িনী দিব্যযমুনা নামে এক মহতী নদী আছে। এই দিবা-
যমুনা দক্ষিণ পূর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণসমুদ্রাভিমুখে
পতিত হইয়াছে। যে কোন মাসে একমাসকাল এই স্থানে
স্নান করিলে মুক্তি ও নানাবিধ সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়।
বিশেষত: কার্তিকমাসে এই নদীতে স্নান করিলে মোক্ষ হয়।

(কালিকাপুঃ ৭৯ অঃ) [কামরূপ দেখ।]

দিব্যরত্ন (স্ত্রী) দিবা: চিন্তামাত্রং তদর্থপ্রদারকত্বাৎ অলৌ-
কিকং রত্নং। চিন্তামণি।

দিব্যরথ (পুং) দিবা: স্বর্গীয়: অন্তরীক: বা রথ:। ব্যোমযান,
দেববিমান।

দিব্যরস (পুং) দিবা: রস: নিত্যকর্ণধা। ১ পারদ। ২
মনোজ্ঞ রস। দিবা: রস: যন্ত। ৩ মধুর রসযুক্ত।

দিব্যালতা (স্ত্রী) দিব্যবনভবা লতা। ১ সুর্লতা। ২ মনোজ্ঞ
লতামাত্র।

দিব্যবস্ত্র (পুং) দিবা: বস্ত্রমিব, অতিধানাং পুংস্বং। ১ স্বর্ষা-
শোভা, স্বর্ষাপ্রকাশ। (ত্রি) দিবা: সুন্দরং বস্ত্রং যন্ত।
২ সুন্দর বস্ত্রযুক্ত। (স্ত্রী) দিবা: বস্ত্রং। ৩ মনোহর বস্ত্র।
দ্রিবি ভবং যং, দিবা: বস্ত্রং। ৪ দ্রিবিভব বস্ত্র।

দিব্যজ্যোত্রে (স্ত্রী) যে কাণে সব স্তন্য যায়।

দিব্যসরিৎ (স্ত্রী) দিবা সরিৎ। আকাশগঙ্গা।

দিব্যসামু (পুং) দিবা: সামুর্ধ্বজ। ১ বিশ্বদেবভেদ। ২ দিবা-
সামুখ গিরি।

দিব্যসার (পুং) দিবা: সারোবস্ত। শালবৃক্ষ।

দিব্যসিংহ, শ্রীহট্টজেলার উত্তরপশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া সুনাম-
গঞ্জ সর্ভভিভিসন। সুনামগঞ্জে লাউড়ের জঙ্গল বিখ্যাত।
এই 'লাউড়' এক সময়ে একটা ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য ছিল। ৪০০
শত বৎসর পূর্বে এই স্থানে বিনি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার
নাম দিব্যসিংহ। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।
অবৈত প্রভুর পিতা কুবের ইহার মন্ত্রী ছিলেন, এই কারণে
দিব্যসিংহ অবৈত প্রভুর বাল্যচরিত সকল অবগত ছিলেন।
কালে অবৈত প্রভু লাউড় ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আগমন
করেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন
বৃদ্ধ রাজা দিব্যসিংহ পুত্রহন্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া শান্তিপুরে
অবৈত প্রভুর কাছে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বৈরাগ্য-
দর্শনে অবৈত তাহাকে 'কৃষ্ণদাস' এই নূতন নাম দেন।
বৈষ্ণব জগতে তিনি এই নামেই পরিচিত। অবৈতপ্রকাশ
গ্রন্থে আছে—

“সেই হৈতে রাজার নাম হৈল কৃষ্ণদাস।”

অবৈতশাখার চরিতামৃত ও কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত—

“পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস।”

এই রাজা দিব্যসিংহ (কৃষ্ণদাস) সংস্কৃতে অবৈতের
বাল্যদীপা রচনা করেন। ইহাই সকলের আদিগ্রন্থ।

বখা—“ভক্তিবলে হৈলা তিরো প্রভুর রূপপাত্র।

সংস্কৃতে রচিলা প্রভুর বাল্যলীলাসুত্র ॥” (অ' অ')

দিব্যজী (জী) দিব্যাবদান, অম্বরা।

দিব্যাত্মম (পুং) পুণ্যাশ্রমবিশেষ, বলদেব কৃষ্ণকোজ দর্শন
করিয়া দিব্যাত্মমে গমন করেন, এই পবিত্র আশ্রম মধুক,
আত্র, প্রস্ক, ভোগোথ, বিষ্ণ, পনল প্রভৃতি বৃক্ষ সমাকীর্ণ।
পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোহুষ্ঠান করিয়া
বথাবিধি সমুদায় সনাতন যজ্ঞ সমাধান করেন। এই স্থলে
ব্রহ্মচারিণী কুমারী শান্তিল্যাহিতা জীলোকের হৃদয় তপস্যা
করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বলদেব ঋষিদিগের স্তুতি
এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তথায় সূক্ষ্মাদি কার্য সমাপন
করিয়া হিমালয়ে আরোহণ করেন। (ভারত শলা ৫৫ অঃ)

দিব্যাংশু (পুং) স্বর্ষ্য।

দিব্যা (জী) দ্বিবি ভবা সনোজ্ঞশৃগবখাং দিব্যোব। ১ দ্বিজী।

২ বক্রাকর্কোটকী। ৩ শতাবরী। ৪ মহামেদা। ৫ ব্রাহ্মী।

৬ হুলদীরক। ৭ বেতদূর্গা। ৮ হরীতকী। ৯ নারিকাতেন।

[দিবা দেখ।]

দিব্যাদিব্য (পুং) দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ অদ্বিভ্যশ্চ। ১ দারকভেদ।

(জী) ২ নারিকাতেন।

দিব্যাবদান (জী) বোধ অবদানঃ প্রবোধঃ।

দিব্যাসন (জী) আসন ভেদ।

“অথ দিব্যাসনং বক্ষ্যে পৃষ্ঠং হস্তেন বন্ধয়েৎ।

একহস্তমধ্যদেশং ভূমিহস্তকং নাসরা ॥” (কল্পজামল)

দিব্যোলক (পুং) সর্পভেদ। “জরাগাং বৈ করজানং পুনর্দিব্যো,
লকলোঃপুশ্পকরাবিচিহ্নিকাঃ।” (সুশ্রুত)

দিব্যোদক (জী) দিব্যঃ আন্তরীক্ষঃ উদকং। আকাশ জল।
পর্ষায়—খবারি, আকাশসলিল, স্যোমোদক, অন্তরীক্ষ জল।
ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুর, পথ্যাদ, পরম কটিকর,
অগ্নিকারক, তৃষ্ণা ও মেনার্শক। সত্ত্বোদ্ভূত জলের গুণ—
কলুষ ও দোষদায়ক। (রাজনিঃ)

দিব্যোপপাত্তক (জি) দ্বিবি ভবাঃ দিব্য-বৎ (দ্ব্যপ্রাপ্যাত্ত-
দকপ্রতীচো বৎ। পা ৪।২।১০) উপপদ উৎকল্পে। (লব পত পদ
ভেত্তি। পা ৩।২।১০৪) দিব্যাত্মানৌ উপপাত্তকভেত্তি।
দেবতা। যে সকল দেবতা মাতৃ ও পিতৃাদি অপেক্ষা না
করিয়া অদৃষ্টসহকৃত হইতে অন্বে, সেই দেবতাদিগকে
দিব্যোপপাত্তক কহে। (শব্দার্থটিং)

দিব্যোষ (পুং) দিব্যানাং স্বর্গীয় গুণানাং ওষঃ সমুহোষজ।
ওষবিশেষ।

“মহাদেবো মহাকাল ত্রিপুরশৈব ভৈরবঃ।”

দিব্যোষাঃ গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধোষান্ কথ্যামি তে ॥”

(শক্তিরত্নাকরতঃ)

বেধানে মহাদেব, মহাকাল, ত্রিপুরশৈব দিব্যোষ ওর,
সেই স্থলে আত্ম সিদ্ধি লাভ হয়।

“অথ তত্রা ওষকং বক্ষ্যে বৃষ্টাভূতকলপ্রদান্।

উর্দ্ধকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠোবৃষধ্বজঃ ॥

দিব্যোষান্ সিদ্ধিদান্ বৎস শৃণুয্যঃ বহিহিতো মুখা।”

(শক্তিরত্নাকরতঃ)

দিব্যোষধি (জী) দিব্যঃ ওষধিঃ। মনঃশিলা। (শব্দার্থটিং)

দিশু (জী) ত্রিশতি অবকাশং দশাতি বা দিশু-কিন্ প্রত্যয়েন
সাধুঃ। (ঋষিগদ্যগিতি। পা ৩।২।১০) আশা, পূর্ব পশ্চিম
দক্ষিণাদিক্রপা। পর্ষায়—কুরুপ, কাষ্ঠা, আশা, হরিৎ, নিম-
শিনী, দিশা, ককুত, হরিত, গো। (শব্দরত্ন) বৈদিক মতে
দিকের নাম।

“কৃষেবমবধিঃ তস্মাদিহিং পূর্বক পশ্চিমঃ।

ইতি দিশো নিমিত্তেত বরা সা দিগিতি স্বতা ॥”

অবধি অর্থাৎ নিয়ম করিয়া তুমি পূর্ব, তুমি পশ্চিম
এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ‘দিশু’ এই শব্দ হইয়াছে।
এই দিকের সংখ্যা দশ—পূর্বা, পশ্চিমা, আশ্বিনী, দক্ষিণা,
নৈঋতী, পশ্চিমা, খারবী, উত্তরা, জ্যৈষ্ঠা, উর্দ্ধ ও অধঃ।

জায় মতে, এই দিক্ সর্বগতত্ব ও পরম মহৎ পরিমাণ দূরাস্থিকাদি ধৌহত্, অর্থাৎ ইহা অতি দূরে এবং এই বস্তু অতি নিকট এইরূপ জ্ঞানের কারণ। দিক্ এক, কিন্তু এক হইলেও উপাধিভেদে পূর্বাদি সংজ্ঞা হইয়াছে, যথার্থতঃ কোন সংজ্ঞা নাই। ইহার গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ ও বিভাগ।

“দূরাস্থিকাদিধৌহতুরেকানিতাদিগুণ্যতঃ।

উপাধিভেদাদেকাণি প্রাচ্যাদিব্যাপদেশভাক্ ॥” (ভাষ্যং ৪৬)

তর্ককৌমুদীতে দিকের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, দূরত্ব সন্নিহিতত্ব জ্ঞানাতীত অর্থাৎ ইহা দূর ইহা নিকট এইরূপ জ্ঞানের অধীন পরত্ব এবং জ্ঞাপরত্বস্বয়মেব নাম দিক্ অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরত্ব ও অপরত্ব অস্বয়িত হয়, তাহাই দিক্। এই দিক্ এক নিত্য ও বিভূ, তাহা হইলেও উপাধির ভেদাধুনে চতুর্বিধ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রধানতঃ এই চারিটি দিক্। ইহার মধ্যে যে দিক্ উদ্যাচলের সন্নিহিত অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পূর্বদিক্ কহে। অস্তাচলের সন্নিহিত দিক্কে অর্থাৎ যে দিকে সূর্য্য অস্তমিত হন, তাহাকে পশ্চিম বলে। সূর্য্যের সন্নিহিত দিক্ উদীচী অর্থাৎ উত্তর এবং যে দিকে সূর্য্য বাবহিত, তাহার নাম দক্ষিণ। (তর্ককৌমুদী) *

২ দশসংখ্য। ৩ দশসংখ্যা। ৪ দশ সংখ্যাবিত। ৫ শ্রোত্রা-
ধিক্তিত দেবতাভেদ

“দিক্ বাতর্ক. প্রচেতেহিষি ত্রৈলোক্যেজ্ঞমুত্কাঃ।”

(শারদাতিলক)

দিক্, আসামের লক্ষীপুর জেলার দক্ষিণাংশস্থিত একটা নদী।

দিক্‌গড় নগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

এই নদী হইতেই তীরস্থ দিক্‌গড় নগরের নাম হইয়াছে।

দিক্‌গড়, ১ আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার সদর সর্ব-
ভবিজ্ঞান। পরিমাণফল ২০৩৮ বর্গমাইল।

২ দিক্ নদীতীরের গড় অর্থাৎ দুর্গ। আসামের অন্তর্গত
লক্ষীপুর জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ২৭° ২৮' ৩০"
উঃ, দ্রাঘি° ৯৪° ৫৭' ৩০" পূঃ। ইহা দিক্ নদীতীরে, ব্রহ্মপুত্র
ও ব্রিক্রম নদসম্মিলন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। লোক-

* “দূরত্বসন্নিহিতত্বজ্ঞানাতীতপারত্বস্বয়মেব নাম দিক্। সংখ্যা পরি-
মাণপৃথক্ সংযোগবিভাগগুণককবতী। সাপেক্ষা বিভূনিত্য চ।
অপাধ্যায়ভেদাভুক্তবিধা, প্রাচ্য, প্রতীচী, উদীচী, দক্ষিণা চেতি, উদ্যা-
চল সন্নিহিতা দিক্ প্রাচী। অস্তাচল সন্নিহিতা দিক্ প্রতীচী। সূর্য্য-
সন্নিহিতা দিক্ উদীচী। সূর্য্যবাবহিতা দিক্ উদীচী।” (তর্ককৌমুদী)

সংখ্যা ৯৮৭৬ জন, তন্মধ্যে হিন্দু ৭১০১, মুসলমান ২৩৯৫,
খ্রীষ্টান ৯০, জৈন ৪৭ এবং বৌদ্ধ ৪ জন। ব্রহ্মপুত্র দিয়া
ঈশ্বর দিক্‌মুখ অর্থাৎ দিক্‌নদীর মোহানা পর্য্যন্ত গিয়া থাকে।
সুতরাং দিক্‌গড়ই জলপথে বাণিজ্যের শেষ সীমা। এখান
হইতে চা ও কুচুক নামক একপ্রকার বৃক্ষনির্ধাস বিদেশে
রপ্তানী হইয়া থাকে। আমুদানীর মধ্যে বস্ত্র, তুণ্ডল, লবণ
ও তৈল প্রধান। এখানে একটা সৈনানিবাস আছে।

দিশস্ (স্ত্রী) দিশতীতি দিশ-কশ্বন্। দিক্।

দিশা (স্ত্রী) দিশ্‌কিপ্‌টাপ্। ১ দিক্। ২ রূপপত্রীভেদ।

দিশাগজ (পুং) দিশায়াং স্থিতো গজঃ। দিগ্‌গজ।

দিশাচক্ষুস্ (পুং) গরুড়াক্ষভেদ।

দিশাপাল (পুং) দিশাং পালয়তি পালি-অণ্। ১ দিক্‌পাল
২ ব্রহ্মাকর্তৃক নিয়োজিত বৈরাজাদি প্রজাপতি পুত্র, ইহার
দিক্‌ সকল পালন করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় হরিবংশে
এইরূপ লিখিত আছে,—লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় জগৎ
বিভাগ করিয়া দিক্‌পালদিগকে স্থাপন করিলেন, পূর্বদিক্‌
পালনার্থ বিরাটতনয় সুরম্বা, দক্ষিণদিক্‌-রক্ষার্থ কর্কম
প্রজাপতিপুত্র শত্ৰুপদ নৃপতি, পশ্চিমদিকে মহায়া রজঃপুত্র
কেতুমান্ ও উত্তরদিকে প্রজাপতি পর্জন্ততনয় রাজা
হিরণ্যারোমা অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে গণপতি ও
দিক্‌পালগণ কর্তৃক স্বাধিকৃত প্রদেশ সমুদয় যথাবিধি আবহ-
মান কাল হইতে অদ্যাপি পালিত হইতেছে। (হরিবংশ ৪ অঃ)

দিশাহারা (দেশজ) দিগ্‌জয়যুক্ত, ভ্রান্ত, হতবুদ্ধি।

দিশোদগু (পুং) দিশং অনাদৃত্য দগুঃ। অনাদর দ্বারা দগু।

দিশ্য (ত্রি) দিশি ভবমিতি দিশ্‌-ঘণ্ (দিগাদিত্যো ঘণ্।
পা ৪।৩।৫৪) দিগ্‌ভব, দিগ্‌জাত। “যে দিব্যা যে দিশ্য
স্তেভ্যইমং বলি মহার্ঘঃ।” (আখং গৃহ ২।১৯)

দিশ্চ (স্ত্রী) দিশতি ইষ্টানিষ্টকলং দদাতি দিশ্‌-জ্ঞ (ক্‌চিচ্‌কৌ-
চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) ১ ভাগ্য।

“ততস্তে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্পে সমুতপাক্‌বাসাঃ।

ন দিষ্টমিত্যতিক্রান্তং শক্যং বুদ্ধ্যা বলেন ল ॥” (ভারত ১৪।৫।১৬)

(ত্রি) দিশ-কশ্বণি ক্ত। ২ উপদিষ্ট। (পুং) দিশতি দিশ
সংজ্ঞায়াং ক্ত। ৩ কাল। ৪ বৈবদ্যত মূহুর পুত্রবিশেষ।
৬ দারুহরিদ্রা। (ত্রি) ৭ প্রদর্শিত। ৮ দস্ত।

দিক্‌শাস্ত্র (পুং) দিষ্টস্ত্র ভাগ্যস্ত্র অস্ত্রোত্তম। মরণ, অস্ত্রিম
কাল, মুত্য়া।

“মোক্‌শিত্বা তু ভূমগন্‌ সর্পসজ্জাদ্বিজোত্তমঃ।

জগাম কালে ধর্ম্মায়া দিষ্টোত্তম পুত্রপৌত্রবান্ ॥” (ভারত ১।৫।২৭)

দিষ্টি (স্ত্রী) দিশ-কিন্‌ নঃজ্ঞায়াং ক্‌চিচ্‌ বা। ১ হর্ষ। ২ পরি-

মাণ। ৩ কখন। ৪ উৎপন্ন। ৫ উৎসব। "তথাচাত্ত দিহিঙ্গি-
মিব শুভাব।" (কাণ) ৬ ভাগ।

দিহিঙ্গা (অব্য) দিহ সম্পদাদিহাং তাবে কিপু দিশং দেশনঃ
স্ত্যায়তি স্তো-কিপু নিপাং সাধুঃ। ১ হৰ্ষ। ২ মজল। ভাষ্যার্থ
কিট শব্দের তৃতীয়র একবচনে দিহা। হর, ইহার অর্থ
'ভাগ্যোন্ন' অর্থাৎ ভাগ্য দ্বারা।

দিহু (জি) বদান্তি দা বাহুলকাৎ পিহু। দাতা।

দিহু (পারসী) ২৪টা কাপড়ে এক দিহু হয়। ২ কাপড়ের
স্বত্র সরিয়া ফাঁক হওয়া।

দিহুপড়া (দেশজ) স্ত্রীস্বর, যে কাপড়ের স্বত্র সরিয়া
গিয়াছে এবং যে স্থলের স্বত্র সরিয়াছে, সেই স্থল।

দিহু, অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বহেলী জেলার একটি মহর।
ইহা সাইনলীভীরে বরেলী মহর হইতে ১০ মাইল দূরে
অবস্থিত। এখানকার বাসীর উৎকৃষ্ট।

দিহিঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার একটি নদী। যে
তিনটা নদীসংযোগে ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে, দিহিঙ্গ
তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহা দ্বারাই সর্বাপেক্ষা অধিক পরি-
মাণ জলরাশি আসিয়া থাকে। তিব্বতদেশে শাল্পো নামে
যে নদী আছে, সকলেরই বিশ্বাস সেই নদী হিমালয়ের
অজ্ঞাত অগম্য পথ দিয়া বহুদূর গমনের পর আবার পর্বতের
গহ্বর পথে বহিস্কৃত হইয়াছে এবং অবশেষে আসামে
আসিয়া দিহিঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছে।

দিহিঙ্গ, আসামের অন্তর্গত লক্ষীপুর জেলার দুইটা নদী এই
নামে পরিচিত—নোয়া (নব) দিহিঙ্গ ও বুড়ী দিহিঙ্গ। এই
দুইটা নদী ও দিহিঙ্গ নদী একত্র মিলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন
হইয়াছে। নোয়া দিহিঙ্গ পূর্বভাগে সিংপো পর্বতে উৎপন্ন
হইয়, পশ্চিমাভিমুখে সদিয়া সহরের কিছু উপরে ব্রহ্মপুত্রনদে
মিলিত হইয়াছে। বুড়ীদিহিঙ্গ লক্ষীপুর জেলার অধিকাংশে
পাটকাই পর্বতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে অয়পুর সহরের
নিকট দিয়া অবশেষে শিবসাগর ও লক্ষীপুর জেলার মধ্য
সীমান্তে গমনপূর্বক ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে
বুড়ী দিহিঙ্গ দিয়া অয়পুর পর্যন্ত সীমান্ত গভীরায় করে।
বিশগাঁও নামক গ্রামের নিকটে একটি কৃত্রিম খাল কাটিয়া
দুইটা দিহিঙ্গ নদী সংযুক্ত করা হইয়াছে। বুড়ী দিহিঙ্গ নদীর
তীরে বহুবিভীর্ণ স্থানে পাথরিয়া কয়লা ও মেটে তৈলের
(কেরোসিন) খনি আছে। এখানকার কয়লা খুব উৎকৃষ্ট
এবং জলপথে রপ্তানী করিবারও বেশ উপায় আছে।
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহার কয়লা ও কেরোসিনের খনি একবার
খোলা হয়, কিন্তু পরে অনেক দিন বন্ধ থাকে। অয়পুর ও

মাকুম নামক স্থানে সম্ভ্রান্তি খনি খোলা হইয়াছে। আসা
রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে।
কোম্পানি মাকুমের কয়লা রপ্তানীর জন্য দিকগড় সীমান্ত
বাট হইতে দমদমা পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল রেলপথ স্থাপি-
ত। দমদমা হইতে আবার দিহিঙ্গ নদীর উপর দি-
মাকুমের কয়লা খনি পর্যন্ত রেল আছে।

দীক্ষক (জি) দীক্ষিতে দীক্ষ-বুল। উপদেষ্টা, শিক্ষক।

দীক্ষণ (স্ত্রী) দীক্ষ তাবে লুট। বজ্রাদির নিমিত্ত নিরমভেদ।
"বক্ষমোক্ষবধীক্ষণেঘপি।" (রাজমাং)

দীক্ষণীয় (স্ত্রী) দীক্ষণার হিতং হিতাদিহাং হ। দীক্ষাধন
হবির্ভেদ। "যো দীক্ষতে আত্মাবেক্ষণং বনো দীক্ষণ
হবির্ভবতি।" (শতং ব্রাং ৩২।৪।২১)

দীক্ষণীয় (স্ত্রী) দীক্ষণীয়-টাং। ইষ্টিতেদ, বজ্রভেদ।

"দীক্ষণী প্রাধিকারীতিথা দেবতা।" (কাত্যায়ণ শ্রৌঃ ৫।৪।১০)

"দীক্ষণীদীনঃ সকলানামিহীনঃ স দেবতাকানামুপাংতঃ।"

(কর্ক) ৩ সৌমিক যজ্ঞভেদঃ। ৪ বাজপেয়সকৃত যজ্ঞভেদঃ।

দীক্ষণীয়েষ্টি (স্ত্রী) দীক্ষণীয়া ইষ্টিঃ। যজ্ঞবিশেষ, পর্যায়-
সৌমিক। এই যজ্ঞে দেবতাদিগকে বিশেষতঃ বিষ্ণু ও
অগ্নিকে আবাহন করিয়া একজনকে স্ব্যাক্ষপে অপরকে
নিজরূপে যজ্ঞকারীর পাপমুক্তির জন্য পূজা করা হয়, তাহার
পর তাহাকে বজ্র ও তদুপরি কৃষ্ণসার চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়া
অন্ত্রায় যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করা হয়। তাহার পর তাহার
আবরণ মোচন করিয়া তাহাকে অবজ্রত নানার্থ প্রে-
করা হয়। অতঃপর তাহার নব জন্ম হইল স্থির করা হয়
দীক্ষা (স্ত্রী) দীক্ষ তাবে অ দ্বিরাং টাং। ১ বৃক্ষন। ২ পুত্র
ও ব্রতসংগ্রহ। ৪ নিয়ম। ৫ উপনয়ন সংস্কার। ৬ শু-
নিকট তন্ত্রোক্ত ইষ্টমন্ত্রগ্রহণ।

"দীক্ষতে বিষলং জ্ঞানং ক্ষীর্ণতে কর্ম্মবাসনা।"

তেন দীক্ষতি সা প্রোক্তা মুনিভিঃস্বত্ববিদিতঃ।

দদতি দিব্যতাং তাবৎ ক্ষিপ্রাৎ পাপমুক্ততিঃ।

তেন দীক্ষতি বিখ্যাতা মুনিভিঃস্বত্বপারগৈঃ।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যৎ কুর্য্যৎ পাপস্ত সংক্ষয়ঃ।

তস্মাদীক্ষতি সা প্রোক্তা মুনিভিঃস্বত্ববিদিতঃ।"

৭ গোতমীর ত্রয়

বাহাতে রিমল জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মবাসনা সকল
হয়, তাহার নাম দীক্ষা এবং বাহাতে দিব্য লাভ ও পা-
সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দীক্ষা। দীক্ষা গ্রহণ অব-
কর্তব্য। দীক্ষিত না হইলে সেহ পবিত্র হয় না, এই
অন্যতঃ বর্ণেরই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যিক। পিতা, মাতা

নহ, কনিষ্ঠ-সহোদর ও শত্রুশত্ৰুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

“পিতৃশত্রুং স গৃহীত্বাং তথা যাতামহত চ।

সোদরস্ত কনিষ্ঠস্ত বৈরিণশ্চাপ্রিতস্ত চ ॥” (যোগিনীতন্ত্র)

‘যামী পরীকে, পিতা পুত্রকঙ্কাকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিতে পারিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পরীকে দীক্ষিত করিতে পারেন।

“ন পরীং দীক্ষয়েত্ত্বা ন পিতা দীক্ষয়েৎ স্ত্রীং।

ন পুত্রকং তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ ॥

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তথা পরীং স দীক্ষয়েৎ ॥” (কল্পবামল)

যতিনিগের নিকট হইতে, পিতা ও মনবালীর নিকট হইতে এবং বিবিদ্ধাশ্রমী অর্থাৎ সংসারত্যাগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িকা হয় না।

“যতেদীক্ষা পিতৃদীক্ষা দীক্ষা চ বনুবাশিনঃ।

বিবিদ্ধাশ্রমিণাং দীক্ষা ন লা কল্যাণদায়িকাঃ ॥”

(গণেশবিমর্ষিণী)

এই সকল নিষেধ বচন থাকার ইহাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তের বিষয় জানিতে হইবে অর্থাৎ এই সকল নিষিদ্ধ বাক্তিগণ যদি সিদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ অশুভ হইবে না, বরং কল্যাণদায়িকা হইবে। যেহেতু শক্তিধামলে ‘সিদ্ধমন্ত্রো ন চুচ্ছতি’ এবং

“যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিশ্ভাং লভেৎ প্রিয়ে।

তদেষ তাস্ত দীক্ষেত তাস্ত্। গুরুবিচারং ॥” (সিদ্ধবামল)

যদি, ভাগ্যানুসারে সিদ্ধবিদ্যা লাভ হয়, তাহা হইলে গুরুবিচার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি কেহ প্রমাদ বা অজ্ঞানতা হেতু পিতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

“প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতৃদীক্ষাং সমাচরন্।

প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরৎ ॥” (গণেশবিমর্ষিণী)

এই হলে পিতৃগদ উল্লঙ্ঘনা জানিতে হইবে অর্থাৎ ‘যাতামহ প্রভৃতি পুর্কে যে যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডাভ্যাস সাবিত্রী অণ।

“দশমাহব জপেন সূর্যকন্দরনামিনী।” (শম্ভু)

কল্পবামলে যত্নের নিকটও দীক্ষা গ্রহণের বিধান আছে,

কিন্তু এ সবকে লিখিত আছে,—‘তীর্থচারণকৃত, মন্ত্রতত্ত্ববিদ্যা-রত, জ্ঞানী, সংযতেশ্বর ও নিত্য কার্যতৎপর কেবল এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিতে পারা যায়। পিতার মন্ত্র নির্বীৰ্য্য অর্থাৎ পিতার নিকট দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্রদ্বারা অণপুত্রাদি করিলে কোন ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু শৈব ও শাক্ত মন্ত্র বিষয়ে কোন দোষ নাই। ‘পিতার নিকট দীক্ষিত হইবে না’ এই বচন কোল-দীক্ষাপর অর্থাৎ কোলাচার বিহিত দীক্ষাতে পিতার নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তত্ত্বের সর্বত্র নহে। কারণ যোগিনীতন্ত্রে শত্রুগণি বিদ্যা লক্ষ্য করিয়াই শিদ্ধি হইতে দীক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথবা ‘শৈবে শাক্তে ন চুচ্ছতি’ এই বচনের শাক্ত পদটি কেবলমাত্র তারাদিবিদ্যাবিশয়ে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তারাদির মন্ত্র শিদ্ধি হইতে গ্রহণ করিতে পারা যায়। মন্ত্রতত্ত্বকে এইরূপ লিখিত আছে,—‘পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। গঙ্গা ও কালী প্রভৃতি মহাতীর্থে এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে শিদ্ধি হইতে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ বিচার করিবে না। স্বপ্নসক ও জীর্ণমন্ত্র মন্ত্রপুনর্বার সংকার করিলেই শুভ হয়। জীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক,—সাম্যী, সদাচারতৎপর, গুরুর প্রতি ভক্তিহীনা, জিতেজিয়া, সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, স্ত্রীলা ও পুত্রাদি কার্যে অহুরক্তা অর্থাৎ এই সকল গুণসম্পন্ন জীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা এই সকল গুণসম্পন্ন হইলেও তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। জীর্ণগুরু নিকট দীক্ষা গ্রহণে শুভ ফল হয়। বিশেষ যাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অষ্ট গুণ ফল লাভ হয়। যদি যাতা তাহার উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে অষ্ট গুণ ফল, নচেৎ শুভ ফল। কোন কোন তত্ত্ববিদ বলেন,—সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণে গুরু বিচার নাই। বিধবা জীর মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, ইহার প্রতিপ্রসবে এইরূপ লিখিত আছে, বিধবা জী পুত্রের অহুরক্তা লইয়া, কস্তা পিতার আজ্ঞা ও সধবা জী স্বামীর আজ্ঞানুসারে দীক্ষা দিবে, নচেৎ ইহাদের ব্যতীত নাই। গর্ভবতী জীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ দোষাবহ নহে; কিন্তু দশম মাস গর্ভবতী জীর নিকট দীক্ষিত হইলে রোরব নরক হইয়া থাকে।

মন্ত্র যদি স্বপ্নে লাভ হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র সদগুরু নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদগুরু লাভ না হয়, তাহা হইলে অলপূর্ণ কলমে গুরুর আশ্রিত্য করিয়া ঐটগুণে কুচুম দিয়া মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলমে এই পত্র

নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ঐ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। বগ্নলক্ষ্য মন্ত্রে মন্ত্রপরীক্ষা অনাবশ্যক।

দীক্ষার আবশ্যকতা—দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রজপ দ্বিভিত, হয়, এই জন্ত প্রথমে দীক্ষার নিরূপণ করা আবশ্যক। দীক্ষা মনুষ্যকে দিব্যজ্ঞান প্রদান এবং পাপরাশি ক্ষয় করে, এই হেতুই ব্রহ্মচর্যাগাদি সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা আছে, কারণ দীক্ষাই জপ, তপস্যা প্রভৃতির মূল। দীক্ষা ব্যতীত জপতপস্যাগাদি কোন কার্যই হইতে পারে না। এই জন্ত সকল আশ্রমেই দীক্ষিত হইয়া বাস করিবে। দীক্ষিত না হইয়া যে ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্য করে, তাহার সেই সকল কার্য্য পান্থ্যে রোপিত বীজের জায় নিষ্ফল হয়।

দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সঙ্গতি কিছুই হয় না। অতএব অতিশয় যত্নপূর্বক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে। যথাসম্ভব দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে, যাহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রহে মন্ত্র দর্শনপূর্বক ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই নরাদম সহস্র মনস্তরেও নিষ্ফল পায় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। দীক্ষা গ্রহণ না করিলে এই সকল দোষ ঘটয়া থাকে। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠাসম, জল মূত্র তুল্য এবং তৎ-কৃত প্রাক্কাদিও নিষ্ফল। (ভস্ক)

শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে প্রভেদ এইরূপ। প্রণব ও প্রণব-বটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আশ্রমমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র, বাহা ও প্রণবসংযুক্ত-মন্ত্র অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণের অধোগতি হয় এবং মন্ত্রগৃহীতা শূদ্রও নিরয়গামী হইয়া থাকে। লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রী) শ্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। শূদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে। কারণ শূদ্র ইহা-দের মন্ত্রগ্রহণে অধিকারী। ইহার অভ্যাগ করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে। যে যে দেবতার মন্ত্রগ্রহণে অধিকার আছে, তন্মাত্র হইতে অক্ষুণ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। দীক্ষার সময় তারিচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র অক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে এবং অগ্নীধনী ও কুলাকুল প্রভৃতি চক্র বিচার করিতে হইবে।

বগ্নলক্ষ্য মন্ত্র, স্রীর নিকট হইতে গ্রহীতব্য মন্ত্র, মাল্যমন্ত্র ও ত্র্যক্ষরমন্ত্র এই সকল বৈদিক মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার

করিবে না। নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যাক্ষর এবং ত্র্যাক্ষরাদি মন্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করিবে না। যে মন্ত্রের অন্তে 'হৃৎকৃৎ' থাকে, তাহাকে পুং মন্ত্র, যাহার অন্তে 'বাহা' থাকে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে 'নমঃ' আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। স্তুত্যাঃ মন্ত্র তিন প্রকার।

যে যে মহাবিদ্যা পৃথিবীতে দোষপরিশূদ্ধা, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কালী, নীলা, মহার্ঘী, স্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাখাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবীগণ কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিন্ধুমন্ত্র, স্তুত্যাঃ ইহাদিগের উপাসনায় কলিকালে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না অর্থাৎ 'কলৌ সংখ্যাত্তুগুণং' ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে কলিকালে জপপূজাদির চতুর্গুণ সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, তাহী করিতে হয় না, কারণ এই সকল মহাবিদ্যাগণ কলিদোষহস্তী নহেন।

দশমহাবিদ্যা মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার, নক্ষত্রচক্রাদি "বিচার, বগ্নলক্ষ্য শোধন ও অরিমিতাদি বিচার করিতে হয় না। দীক্ষাকালে ইহাদের মন্ত্র গ্রহণ করিলে সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রশংসা বাক্য, সর্ব্বত্রই বিচারের আবশ্যক। কেননা হ্রদদৃষ্টক্রমে যদি কখন স্পষ্ট বৈরিমন্ত্র পাওয়া যায় এবং তদ্বারা দোষ দৃষ্ট হয়, এই সকল কারণে বিচারের আবশ্যক।

দীক্ষাকালে নামগ্রহণ প্রণালী।—দীক্ষাগ্রহণের সময় পিতা-মাতা যে নাম নির্দিষ্ট রাখেন, সেই নামের দেবভার্য্য প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত বর্ণসকল গ্রহণ করিবে। নামগ্রহণ সম্বন্ধে পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে—যাহার যে প্রসিদ্ধনাম থাকে, অথবা জন্মকালে যে নাম রক্ষিত হয় এবং যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা যে নাম গ্রহণ করেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রহ্মবামলে লিখিত হইয়াছে, যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে মিত্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠে, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলে অন্তমনস্ক অবস্থায় প্রত্যুত্তর দান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষাকার্য্যের সমস্ত অলঙ্ঘন করিবে। কোন্ দেবতার মন্ত্রগ্রহণে কোন্ কোন্ চক্র আবশ্যক?—বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র, ত্রিপুরাসুরে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্রে অক্ষভূমচক্র, গণেশ-মন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র এবং মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

[চক্রবিচারের জ্ঞাতব্য বিষয় তত্ত্ব চক্র শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

দীক্ষাপ্রকরণ। দীক্ষার নির্দিষ্ট দিবসে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্র কুশ শয্যাতে বসাইয়া নিজামন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিবেন এবং শিষ্য শয়নকালে এই নিজামন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রীশুকর, পাঙ্কজ ধ্যানপূর্বক শয়ন করিবেন।

নিজামন্ত্র—“ওঁ হিহি হিহি শূলপাণয়ে স্বাহা” অথবা

“নমো জয়জ্ঞেন্দ্রায় পিজলায় মন্মথনে।

রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপত্যে নমঃ ॥

স্বপ্নে কথং মে তথ্যং সর্বকার্যোদ্দেশ্যতঃ।

ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাতামি ত্বং প্রসাদান্মহেশ্বর ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিদ্রিত হইবে, পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট প্রদর্শিত শুভাত্ত জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য যদি স্বপ্নে কল্পা, ছত্র, রথ, অশ্বীপ, অঁটালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মীলা, সমুদ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, পর্ব্বত, ঘোটক কোন পবিত্র ভ্রবা, আমমাংস, মদ এবং আসব ইহাদের মধ্যে কোন একবস্ত্র দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হইবে।

দীক্ষাসম্বন্ধে কালনির্ণয়। চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি, বৈশাখ মাসে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে বহ্ননাশ, শ্রাবণ মাসে পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্তি, ভাদ্রমাসে বহ্ননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবুদ্ধি এবং ফাল্গুনে সকল কামনা সিদ্ধি হয়। যদি উক্ত বিহিত মাস মলমাস হয়, তাহা বর্জন দিবে। কখনও মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। চৈত্র মাসে যে দীক্ষার বিধান বলা হইয়াছে, তাহা গোপাল মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে জানিতে হইবে। কারণ কোন তন্ত্রের মতে, চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে মৃত্যু ও দুঃখ হয়। ভাদ্র ও নক্ষত্র-মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। এই জন্ত দীক্ষা সম্বন্ধে সৌরমাস গ্রাহ্য।

দীক্ষাসম্বন্ধে বারনির্ণয়। রবিবারে দীক্ষা গ্রহণে বিত্তসঞ্চয়, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্য এবং শনিবারে বশনাশ হয়।

দীক্ষাসম্বন্ধে তিথি-নিরূপণ। প্রান্তিপদে দীক্ষা গ্রহণে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়াতে জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি বৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞাননাশ, সপ্তমীতে অর্থ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্যলাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্বসিদ্ধি,

ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে তিথ্যাব্যবসিদ্ধিপ্রাপ্তি, অমাবস্তায় মানহানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মরুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অমাবস্তায় তিথি বর্জন করিতে হইবে। যে দিনে সন্ধ্যা গর্জন, ভূমিকম্প ও উৎপাত হয়, সেই দিন অমাবস্তায় বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং সেই সমস্ত দিন এবং বৈদ্যোক্ত অজ্ঞাত অমাবস্তায় দিন দীক্ষাকার্য্যে বর্জন করিবে। দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই স্থলে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা বিষ্ণু মন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে বিহিত হইবে। ষষ্ঠী তিথিতে শিবমন্ত্র গ্রহণ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দশমী ও সপ্তমী নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—শুক্ল পক্ষের দশমী ও ষষ্ঠী বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। ইহা শৈবতন্ত্রে প্রতীপাদিত হইয়াছে।

দীক্ষাবিষয়ে নক্ষত্রনির্ণয়—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলে অর্থ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাকপতিত্ব, মৃগশীর্ষে অর্থপ্রাপ্তি, আর্দ্রায় বহ্ননাশ, পূর্ব্বফল্গুতে ধন সম্পত্তি, পূষ্য শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় হঃখনাশ, এবং পূর্ব্বফল্গুতে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, উত্তরফল্গুতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুনাশ, বিশাখায় অর্থ, অহরায় বহ্নবুদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় মৃতহানি, মূলার কীর্ত্তিবুদ্ধি, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ব্বভাদ্রে অর্থ, উত্তরভাদ্রে হঃখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবুদ্ধি হয়। এই স্থলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকার যে নিষেধ বিধান করা হইল, ইহা শিব ও বহ্নির ইতর বিষয়ে জানিবে অর্থাৎ শিব ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণে উক্ত নক্ষত্রের দোষাবহ নহে। কারণ কোনস্থলে শিব ও বহ্নিমন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা প্রাপ্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনা এবং উত্তরাষাঢ়ায় দীক্ষা গ্রহণ শুভজনক, এই স্থলে যে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা বিধান আছে, ইহা কেবল মাত্র রামমন্ত্র গ্রহণে জানিতে হইবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে যোগনির্ণয়—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুমান, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বুদ্ধি এবং হর্ষণযোগ দীক্ষাকার্য্যে শুভাবহ। রত্নাবলীতে লিখিত আছে—প্রীতি, আয়ুমান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরায়ান, শিব, সিদ্ধ এবং ইজ এই ষোড়শ যোগই দীক্ষাকার্য্যে শুভজনক।

করণ নির্ণয়—বব, বালব, ক্রোলব, তৈলিল ও বণিজ এই সকল করণ দীক্ষাকার্য্যে শুভ।

লগ্ননির্ণয়—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্রতারা শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য করিবে। বিষ্ণু-মন্ত্রগ্রহণে স্থিরলগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত।

শিবমন্ত্রগ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্রদীক্ষাতে দ্ব্যাম্বক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনুঃ ও মীন এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে দীক্ষা গ্রহণে শুভ হইবে। কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, এই অজ্ঞ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পক্ষ নির্ণয়—শুরূপক্ষে দীক্ষা শুভফল প্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষের ও পক্ষমী পর্য্যন্ত দীক্ষাকার্য্য দোষাবহ নহে। সম্প্রতিকামী ব্যক্তি শুরূপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। পূর্বে কৃত নিষিদ্ধমাসে ও তিথি-বিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে, এই বিষয়ে রত্নাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী, কার্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লাচতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লানবমী, চৈত্রমাসের কামচতুর্দশী, বৈশাখের অক্ষয়াতৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা-পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী এই সকল দেবপক্ষ, ইহাতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তীর্থস্থানে দীক্ষা গ্রহণের জায় কোটীশূণ ফল হয়। এই সকল দেবপক্ষের মন্ত্রগ্রহণে মাস, তিথি, বার ও নক্ষত্রাদি কিছুই বিচার করিবে না। শকর স্বয়ং বলিরা-ছেন, দেবপক্ষের মন্ত্রগ্রহণ করিলে ঋষ, নক্ষত্র, মাস ও তিথ্যাদি-দোষ এবং যোগ করণাদির দোষাদোষ বিচার করিতে হইবে না। কাহারও কাহারও মতে, চৈত্রের শুক্লাজ্যৈষ্ঠদশী, বৈশাখের শুক্লাএকাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জ্যৈষ্ঠদশী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লাষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দশী, মাঘমাসের শুক্লাএকাদশী, ফাল্গুনের শুক্লাষষ্ঠী, এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তিদিন, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ, যুগান্তা তিথি ও মন্বন্তরান্তি তিথি এবং মহাপূজাদিন দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ। চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিও দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। এই বচনে চতুর্দশী ও অষ্টমী বিধান শক্তিদীক্ষায় এবং চতুর্থী গণেশমন্ত্র দীক্ষা-বিষয়ে জানিবে। দীক্ষাবিষয়ে সূর্য্যগ্রহণের জায় উত্তম সময় আর নাই। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণকালে বারতিথ্যাদির নিয়ম নাই। সূর্য্যগ্রহণকালে

শক্তিদীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুদীক্ষা করিবে ন। ব্রহ্মসামলের বচনানুসারে ত্রিবিদ্যা তিন স্তম্ভ বিদ্যা সম্বন্ধে জানিবে অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণে ত্রিবিদ্যার মন্ত্র এবং চন্দ্রগ্রহণকালে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। গোঁতমীরতন্ত্রে উ-হইরাছে, পক্ষবোণে ও চন্দ্রগ্রহণ কালে সকল প্রকার দীক্ষা প্রশস্ত। নীলতন্ত্রে তারামন্ত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভলগ্ন, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র এবং মিত্র তারাতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণকালে দীক্ষাকার্য্যে অজ্ঞ কিছুই বিচার করিবে না। সূর্য্যগ্রহণকালে ত্রিবিদ্যা ও হুর্গামন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্রের মুক্তিকাল হয়। সোমবারে অমাবস্য মঙ্গলবারে চতুর্দশী ও রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে শত ব্রহ্মগ্রহণের সমান হয়, ইহাতে দীক্ষাদি কার্য্য অতি প্রশস্ত কুলাবৈ লিখিত আছে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে দেবতুল্য পক্ষ হয়, এই অজ্ঞ ইহাতে দীক্ষা অতি প্রশস্ত।

গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাশ পর্বত ও কালীক্ষেত্র এই সকল স্থানে মন্ত্রগ্রহণে কালাকা শুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। বিষ্ণুসামলে লিখিত আছে দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি তাহা প্রত্যেক তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকল অতীর্ষি হয়। আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমী তিথি দীক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত। কারণ এই সময়ে জগদম্বা গৃহে গৃহে আবিস্কৃত হন, অতএব এই সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাস ও নক্ষত্রাদির বিচার করিবে না। অজ্ঞ লিখিত হইয়াছে, হুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমীদিনে এবং শুকর অজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে নাই।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে কোন তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। অশোকাষ্টমী, রামনবমী এবং শুকর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিতে হইবে না।

ইহাতে যে কোন লগ্ন বা যে কোন তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। মঙ্গলবারে চতুর্থী হইলে এবং জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলে সমযাচারতন্ত্রে লিখিত আছে, যুগান্তা তিথি, লগ্নাদি এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কিছুই বিচার করিতে হয় না। শুকদেব শিষ্যকে আশীর্বাদ করিয়া কৃপাপূর্ব্বক যদি দীক্ষিত করেন, তাহা হইলে লগ্নাদি

কিছুই বিচার করিতে হইবে না। যখন মন্ত্রজ্ঞ গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, তখন সকল বার, সকল গ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র ও সকল রাশিই শুভফল প্রদান করেন।

দীক্ষাহানি নিরূপণ—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিশ্ববৃক্ষের সমীপ, পার্বত্যগ্র, পার্বত্যগুহা ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কৈটীশুণ ফল লাভ হয়। গয়া, ভারতক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চট্টগ্রামে চন্দ্রপার্বত্য, মতলদেশ ও কড়াগ্রহ এই সকল স্থলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারাহী-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যদি গুরু অন্তর্গত কিংবা ব্রাহ্মবাহার থাকেন, অথবা গুরু ও রবি একগৃহস্থ হন, তাহা হইলে মেঘ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয় না। কালী, তারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। এই বিষয় মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে, 'মহাবিদ্যার মন্ত্র-গ্রহণে কালাদি বিচার ও অস্মিত্ত্বাদি দোষ বিচারের আবশ্যক হইবে না। (তন্ত্রসার) [অস্ত্রাভিবিবরণ মন্ত্র শব্দে ও কলাবতী দীক্ষার বিষয় কলাবতী শব্দে উল্লেখ্য।]

পঞ্চায়তনী দীক্ষা—এই দীক্ষার বিষয় যামলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ এই পঞ্চ দেবতার পঞ্চ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে—গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিকর প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তবে তাহা যন্ত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ যন্ত্রের ঐশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নি-কোণে শিব, নৈঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্মাণ করিয়া ইহাদের পূজা করিতে হইবে। আর যদি মধ্যভাগে বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তাহা হইলে ঐশানকোণে গণেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য ও বায়ুকোণে অগ্নিকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ইহাদের পূজা করিবেন। যদি মধ্যভাগে শক্তির অর্চনা করেন, তাহা হইলে ঐশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্বত্যী পূজা করিতে হইবে ইত্যাদি। (তন্ত্রসার ১) [পঞ্চায়তনী দীক্ষা দৈখ্য।]

সংক্ষেপ দীক্ষা—সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর নূতন কুন্ত স্থাপন করিয়া জল দিয়া পূর্ণ করিবে, তাহার পর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা ঐ কুন্তে অর্চনা করিয়া বস্ত্রসম্বৃত কুন্ত মধ্যে সর্ব্বৌষধি ও নবরত্ন ক্ষেপণ করিবে। তাহার পর কুন্ত মুখে গন্ধপত্র দিয়া বৈধাশক্তি দেবতার পূজা করিয়া হোমবিধি অনুসারে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। পরে অলঙ্কৃত শিষ্যকে বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়া

প্রোক্ষণীয়পাত্র জল ও শাণ্ডিকুজ জলে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। তৎপরে শিষ্যমস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে। তাহার পর 'নমোহস্ত' এই মন্ত্রে আতপততুল দ্বারা শিষ্য মস্তকে অর্চনা করিবে। প্রকৃষ্টান্তর যথা—অক্ষতযুক্ত শব্দ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চনা করিবে। পরে শব্দ জল দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্তাঙ্গণ করিয়া গুরু শিষ্যকর্ণে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন, ইহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যুত দীক্ষাপ্রণালী অনুষ্ঠানে অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শব্দ অর্চনা করিয়া সেই জল দ্বারা মূলমন্ত্রে অষ্টবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া কর্ণে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন। বিশ্বসারতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণকালে, তীর্থস্থানে, কাণ্ডাদি পুণ্য ক্ষেত্রে কিংবা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিলেই দীক্ষা হইল। এই সমস্ত স্থলে পূজাদি অনাবশ্যক। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অজ্ঞাত যুগে মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ দিবে; কলিযুগে কেবল উপদেশ করিলেই কার্য্য হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার) উপনয়নাদি সংস্কারকেও দীক্ষা কহে। [তাহার বিবরণ তন্ত্র শব্দে উল্লেখ্য] ৫ অনুষ্ঠান। ৬ প্রবৃত্তকরণ, প্রবর্তনা। ৭ যজ্ঞাদি কর্ষে সংস্কার।

দীক্ষাকর্তৃ (পুং) দীক্ষাগুরু, উপদেষ্টা।

দীক্ষাতত্ত্ব (ক্লী) দীক্ষায়াঃ তত্ত্বং। দীক্ষাবিবরণ তত্ত্বং, দীক্ষা সম্বন্ধে অবস্থা জ্ঞাতব্য বিষয়।

দীক্ষাগুরু (পুং) দীক্ষায়াঃ গুরুরূপদেষ্টা। মন্ত্রাদি উপদেষ্টা, যিনি দীক্ষা দেন।

দীক্ষাস্ত (পুং) দীক্ষায়াঃ প্রধান বাগস্ত অন্তঃ অন্তোপলক্ষিতো-যজ্ঞঃ। অবতৃত মানরূপ বাগভেদ অর্থাৎ অল্পাঙ্কিত যজ্ঞ সমাপনান্তে নানাদি দোষ শাস্তির জন্ত য়ে যজ্ঞ করা হয়। প্রধান যজ্ঞের নাম দীক্ষা, প্রধান যজ্ঞ অবসান হইলে প্রধান যজ্ঞের দোষাদি শাস্তির জন্ত য়ে যজ্ঞ করা যায়, তাহার নাম অবতৃত বা দীক্ষাস্ত। [অবতৃত দেখ।]

দীক্ষাপতি (পুং) দীক্ষায়াঃ পতিঃ ৬তং। দীক্ষাপালক সোম। "দীক্ষাং মে দীক্ষাপতির্মন্ত্যামহু" (শুক্র যজুঃ ৫।৬) 'দীক্ষায়াঃ পতিঃ পালকো সোমঃ' (বেদবীপ)।

দীক্ষাপাল (পুং) দীক্ষায়াঃ পালঃ। দীক্ষাপতি।

দীক্ষাযুগ (পুং ক্লী) দীক্ষায়াঃ যুগঃ। দীক্ষা পঞ্চাদি মার-গার্ধ কাঠময় পদার্থভেদ, হাড়িকাট। যজ্ঞাদি স্থলে যজ্ঞীর পশু-হত্যার নিমিত্ত কাঠের হাড়িকাট প্রস্তুত করা হইত, তাহাকে দীক্ষাযুগ কহে।

দীক্ষিত (জি) দীক্ষ-কর্ত্তরি জঃ বা দীক্ষা সম্বন্ধে, তার-
কাদিভাদিত্। ১ ত্রতাদিক যজ্ঞাদি কর্ণে সঙ্কল্পপূর্বক
প্রীত, বাহার্য্য সোমাদি যজ্ঞ সংকল্পপূর্বক অমুষ্ঠান করিয়া-
ছেন। ২ তত্ত্বোক্ত গৃহীতমন্ত্র, বাহার্য্য তত্ত্বস্বিসারে গুরু
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

“অদীক্ষিতা বে কুর্য্যন্তি অপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।

ন ভবন্তি প্রিয়ে তেবাং শিলায়াঃ সপ্তবীজবৎ।

দেবি দীক্ষাবিহীনস্ত ন সিদ্ধির্ন চ সগতিঃ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ॥

অদীক্ষিতোহপি মরণে রোরবং মরকং ব্রজেৎ॥” (তত্ত্বসার)

অদীক্ষিত ব্যক্তি অপপূজাদি যে সকল কার্য্যের অমুষ্ঠান
করেন, তাহা সমস্তই নিফল হয়। [দীক্ষা দেখ।] ৩ কাম্পিন-
নগরস্থ যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। কাম্পিননগরে সোমযাজীকূলে
যজ্ঞদত্ত নামে বেদবেদাঙ্গবিশারদ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি
রাজমান্য ও বহুধন সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। ইনি সাম্বিক
ও বেদাধ্যয়নে কালান্তিপাত করিতেন।

“আদৌ কাম্পিননগরে সোমযাজিকুলোদ্ভবঃ।

দীক্ষিতোযজ্ঞদত্তাখ্যো যজ্ঞবিজ্ঞাবিশারদঃ॥” (কালীখঃ ১৩ অঃ)

৪ স্বীকৃতদীক্ষ, যিনি দীক্ষা স্বীকার করিয়াছেন।

“ততঃ পরাজিতাঃ পার্থা বনবাসার দীক্ষিতাঃ।

অজিনাহ্যন্তরীয়াণি জগৃহুশ্চ বথাক্রমং॥” (ভারত ২।৭২।১)

দীক্ষিতায়নী (জী) দীক্ষিতঃ স্বনামখ্যাত ব্রাহ্মণ এব অয়নং
গতির্ভাষ্যঃ দ্বিগাং তিষ্ঠাৎ ভীপ্। কাম্পিননগরস্থিত দীক্ষিত
নামক ব্রাহ্মণের জী। (কালীখঃ ১৩ অঃ)

দীক্ষিতৃ (পুং) দীক্ষ (স্বদীপদীক্ষিত্। পা ৩।২।১৩) ইতি
স্বজ্ঞেয় যুক্তঃ বাধিত্বা লীলার্থে ত্। দীক্ষাশীল, দীক্ষাবিশিষ্ট।
৫২৬ কেহ ইহাকে সোমযাজী এইরূপ অর্থ করেন।

দীঘল (দেশজ) দীর্ঘ, লম্বা।

দীঘী (দেশজ) দীর্ঘিকা শব্দের অপভ্রংশ, বৃহৎ জলাশয়।

দীপ্তি (জী) দীপ্ত, স্কিন্ বেদে পলোপঃ। দীপ্তি। “স্বদীপ্তি
রত্নাদিতোভ্যঃ” (তাণ্ডার্য্যঃ ১।১।১)। “স্বদীপ্তিঃ স্বদীপ্তিরসি”
(ভাষ্য)

দীদি (পুং) দীপ *বাহু* দি প্ৰযো* সাধুঃ। দ্যোতমান।

“অশ্বিনা পিবৃতং মধু দীদ্যাকী শুচিত্রতা” (ঋক্ ১।১৩।১০)

‘দীদ্যাকীদ্যোতমানাশ্বিকৌ’ (সারণ)

দীদিবি (পুং-স্ত্রী) দিব্যন্ত্যেনেনতি দিব-কিন্ অভ্যাসত চ
দীর্ঘশ্চ (দিবোষে দীর্ঘশ্চাত্যাসত্। উণ্ ৪।৫৫)। ১ অন্ন।
২ বৃহস্পতি। ৩ সূর্য্য ৪ ভক্ষ্যভব্য। (জি) পুনঃ পুনঃ ভূশং
বা দীবতি দিব-যঙলুক্ ইন্ ন গুণঃ অভ্যাসদীর্ঘঃ। পুনঃ পুনঃ

বা অভ্যাসদ্যোতক। “রাক্ষসমধ্বরাণাং গোপামৃতত দীদিবিঃ”
(ঋক্ ১।১।৮) ‘দীদিবিং পোনঃ পুন্যেন ভূশংবা দ্যোতকঃ’ (সারণ)

দীধিত্তি (জী) দী ধীতে দীপাতে ইতি দীঘী সংজ্ঞায়াং ক্রিচ্
ইট (দীঘরণ্যোদীধীবেব্যোঃ। পা ৩।৪।৫৩) ইতি স্বজ্ঞেয়
অস্ত্যস্ত লোপঃ। কিরণ।

“পুণোব বৃদ্ধিং হরিদম্বদীধিত্তে-

রমুপ্রবেশাদিব বাগচক্ষমাঃ।” (রঘু ৩।২২)

জলময় চক্রে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া নৈশ অন্ধকার
বিদূরিত হয়। ২ নৈমায়িকপ্রবর রঘুনাথশিরোমণি চিত্তা-
মণির এক টীকা প্রস্তুত করেন, এই টীকার নাম দীধিত্তি।
অঙ্গুলি। (নিবট্টু)

দীধিত্তিকুৎ (পুং) দীধিত্তিং কেরোতি কৃ-ক্টিপ্। চিত্তামণি
টীকাকারক রঘুনাথ শিরোমণি। [রঘুনাথশিরোমণি দেখ।]

দীধিত্তিমুৎ (পুং) দীধিত্তয়ঃ ভূমা সম্ভাস্ত মতুপ্। স্বর্ঘ্য।

দীন (জি) দীর্ঘতে ‘দ্যেতি কর্ত্তরিত্ত ততো নিষ্ঠা তত্ত নঃ
(ওদিত্তশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ১ চুঃসিত্। ২ দরিত্র। “চরয়ঃ
পৃথিবীং দীনাঃ সর্বদাধ্ববহিষ্কৃতাঃ।” (মহু ৯।২৩৮) ৩ কাতর।
৪ শোচ। ৫ হীন। ৬ ক্ষুধা। ৭ সন্তপ্ত। ৮ ভীত।
(স্ত্রী) ৯ ভগবৎপু।

দীন কৃষ্ণদাস, উৎকলের একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি।
ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর
প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। দীনকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ রহস্ত-
ময়। ইহার মাতা জীতী ৮ জগন্নাথদেবের মন্দিরে সন্ন্যাসিনী
ভাবে বাস করিতেন। রূহণা একদিন প্রভাতে তিনি একটা
নবকুমার প্রসব করিয়া বসিলেন। লোকে স্বামীহীন এই
রমণীর পুত্র প্রসব দেখিয়া কংণাকণি করিতে লাগিল।
সন্ন্যাসিনী তাহাতে উত্তর দিলেন, একদিন তিনি রজনীযোগে
প্রভু জগন্নাথের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে জগ-
ন্নাথ তাঁহার প্রতি স্রীত হইয়া মল্লমুদেহে তাঁহাকে দর্শন
দেন এবং তাঁহা হইতেই এই পুত্র জন্মিয়াছে। এই অপূর্ব
গল্প জগন্নাথদেবের উপর অটল ভক্তিয়ুক্ত আপামর সাধারণ
সকলেই মনে বেশ লাগিল। শীঘ্রই ইহা দেশময় ছড়ায়
পড়িল। দীনকৃষ্ণ ৮ জগন্নাথদেবের পুত্র বলিয়া সর্বত্র খ্যাতি
হইতে লাগিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক জন্ম এইরূপে
মাতৃদোষ স্থালন করিল।

দীনকৃষ্ণের জন্মবিবরণ বাহাই হউক, তিনি সকল শ্রেণীর
লোকদ্বারা সমাদৃত হইয়া মন্দিরেই বাস করিতে লাগিলেন।
এই সময়ে চৈতন্যদেব-প্ররম্বিত অভিনব বৈষ্ণবধর্ম তারত-
বর্ষে সর্বত্র বিস্তৃত হইতেছিল। উৎকলে তখন তাঁহার

পূর্ণ প্রভাব। দীনকৃষ্ণ সেই বৈষ্ণবশ্রেণী মধ্যেই পরিগণিত হইলেন এবং বৈষ্ণব-কবিদিগের আভাবিক প্রিয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক স্তম্ভের 'রসকল্লোল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয়, স্থূলপিত্ত, ভাব্য রচিত এবং উৎকল ভাব্য একটা অলঙ্কার স্বরূপ। রসকল্লোল বাতীত দীনকৃষ্ণ আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়েও সর্বস্বত্ব প্রায় ১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। দীনকৃষ্ণের জীবনে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ইনি পুরীর তাত্‌কালিক রাজা পুরুষোত্তম-দেবের (১৪৭৮—১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রাশংসাহচক কয়েকটা কবিতা লেখেন; ঐ সকল কবিতা অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহা দ্বারা অনুমান হয়, দীনকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রসকল্লোল রচনা করিয়া থাকিবেন।

দীনকৃষ্ণদাস, বাঙ্গালার একজন প্রাচীন পদকর্তা। অনেকে ইহার রচিত পদগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ বলিয়া ভুল করেন।

দীনতা (জী) দীনত ভাবঃ দীন-তন্ ততো টাপ্। ১ দৈন্ত, দারিদ্র্য। ২ কাতবতা। ৩ ক্রোভ। ৪ সন্তাপ।

দীনদয়ালু (পুং) দীনে দয়ালু। দুঃখিতে দয়ালু, বাহার্য্যঃখিত লোকের প্রতি সর্বদা দয়ালীল।

দীনদয়ালু পাঠক, মহর্ষিভৈরব নামে সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

দীনদয়ালু বাজপেয়িন্, রত্নবরসংহিতা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-পণ্ডিত।

দীননাথ (পুং) দীনানাং নাথঃ। দুঃখিতজনভর্তা।

দীননাথ, ১১ গীর্জাণবোধ নামে সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা।

২ পরসংগ্রহ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ রচয়িতা।

দীননাথ পণ্ডিত, (রাজা) পঞ্জাব-কেশরী-মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজস্ব সচিব। ইহার পিতা ভকতমল দিল্লীনগরে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। পঞ্জাবের দেওয়ান গঙ্গারামের সহিত দীননাথের নিকট সম্পর্ক ছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম দিল্লী হইতে দীননাথকে লাহোরে আহ্বান করেন। এই সময়ে গঙ্গারাম লাহোর রাজ-সরকারের হর্তাধীন ছিলেন, তাহার অগ্রগ্রেহ দীননাথ তথায় একটা পদ প্রাপ্ত হইল; শীঘ্রই তাহার অসাধারণ দীক্ষা ও অধ্যবসায় সর্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপদ দেওয়ান গঙ্গারামের মৃত্যু হইলে তৎপদে দীননাথ পণ্ডিত রাজকীয় মুদ্রাধ্যক্ষ ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। তৎপরে তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান ভবানীদাসের মৃত্যুর পর প্রধান রাজস্বসচিব পদে

নিযুক্ত হন। রণজিৎসিংহের পরও তিনি অনেক দিন শিখরাজ্যের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি সুবক্তা, কর্মকুশল, কুটনীতিবৎ, হৃদয়দর্শী ও পরিশ্রমী।

দীননাথ সূরি, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় ভৈরবদাহের আদেশে 'ভৈরব-নবরস-রত্ন' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দীন ভবানন্দ, একজন প্রাচীন পদকর্তা। ইহার স্তম্ভর বাঙ্গালী পদগুলি বৈষ্ণবগণের বড় প্রিয়।

দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্গের বিখ্যাত গ্রন্থকার ও কবি। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিগী গ্রামে দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বপুরুষ-গণ বাস করিতেন। তাহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র কাঁচড়া-পাড়ার কয়কোশ ঘরে, যমুনাবৈষ্ণব চৌবেড়িয়া গ্রামে বাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া তথায় বাস করেন। এখানে দীনবন্ধুর জন্ম।

সন ১২৩৬ সালে চৈত্রমাসে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা তেমন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কোন প্রকারে দিনপাত হইত মাত্র। দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্জননারায়ণ। তাহারই অপভ্রংশে লোকে তাহাকে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। দীনবন্ধুর চরিত্রে যে সকল মহত্বের লক্ষণ ছিল, তাহার অধিকাংশই তিনি স্বীয় জননীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

বাল্যকালে তিনি গ্রামস্থ পাঠশালার লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং তাহা সমাপন হইলে তাহার পিতা তাহাকে জমীদারী সেৱস্তার অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতা চাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। তখন বাহির-সীমুলিয়ার পিতৃব্যের বটী আসিয়া খুড়তুতা-ভাইগণের আশ্রয়ে, ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাহাকে পালাক্রমে রত্নন কার্য্যও করিতে হইত।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার ভাবী নীল-দর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক মহাত্মা লঙ্ সাহেবের অবৈত-নিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। লঙ্ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত 'গন্ধর্জন নারায়ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন।

লঙ্ সাহেবের স্কুল তহিতে ভিত্তি হেয়ার স্কুলে, পরে জুনিয়ার স্কলারশিপ বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া

সিনিয়র স্কলারশিপ (Senior Scholarship) পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন।

পঠদশাতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন এবং সত্বরেই তখনকার বঙ্গসাহিত্যের নেতা প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের মনোবশীল করেন। ঈশ্বরগুপ্ত 'দীনবন্ধুর কবিতার গুরু। দীনবন্ধুর অনেক কবিতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ছাঁচে ঢালা।

কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলায় বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধুর বিবাহ হয়। তাঁহার জ্বর উচ্চ চরিত্রগুণে একদিনের অস্ত্রও তাঁহাকে সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার আইন শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ভরণপোষণাভাবে তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি পরীক্ষা দিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পোষ্ট অফিসের কর্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমে ১৫০ বেতনে প্যাটনার পোষ্ট মাষ্টার হইলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াও সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করেন নাই।

প্যাটনার তাহার কার্যের দক্ষতা দেখিয়া সাহেবগণ একবৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উন্নীত করেন এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। ঐ পদে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থানই ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুসাই যুদ্ধে ডাকের বন্দোবস্তের অস্ত্র গবর্নেন্ট তাঁহাকে মনোনীত করিলে, তিনি কর্তব্যাহুরোধে নির্ভরচিত্তে যুদ্ধের মুখে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'কমলেকামিনী' প্রকাশ করেন। কার্যোপলক্ষে কখনকালেই তাঁহাকে অধিককাল থাকিতে হয়। তাঁহার কার্যদক্ষতায় তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে মাসে কলিকাতায় পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের প্রধান সহকারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতায় থাকিয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সফরসঙ্গে গমন করিতে হইত। লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি ১৮৭১ মেম্বার 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বিষম বহুমুখ রোগে আক্রান্ত হন এবং রোগের দুর্ভিক্ষ সহ্য করিয়া ১লা নবেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অগজাজীপুজার তালানের দিন ইহ-জীবন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স তখন ৪২ বৎসর ৮ মাস মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার বথাক্রমে আটটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা হইয়াছিল।

প্রায় ৩২ বৎসর হইল, তাঁহার মাতা ৮ গজালাভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু তখন কার্যোপলক্ষে কটকে গমন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে জননীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা, তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া দাদশ কবিতায় প্রবাসীরা বিলাপে লিখিয়াছেন—

“ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই।

“বিদেশে বিবাহে মরি দেশে চলে যাই।”

বঙ্গদেশে এমন স্থান নাই যেখানে দীনবন্ধুর বন্ধু মিলে না। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই ভক্তলোকেরা তাঁহার বন্ধুশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

দীনবন্ধুর বন্ধু বন্ধিমা বাবুর জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা। সেই ভালবাসার চিত্র স্বরূপ দীনবন্ধু 'নবীন ভগ-স্বিনী' বন্ধিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পক্ষান্তরে বন্ধিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে 'মৃণালিনী' উপহার দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ভালবাসা শুধু ইহকাল লইয়া নহে। তাই দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর আনন্দমঠে বন্ধিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে স্বর্গে ও মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই আনন্দমঠের নতুন রকমের উৎসর্গ পত্র লিখিত হইয়াছে। তাই সেই চিরকালের বন্ধু দীনবন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বন্ধিমচন্দ্র “কণ্ঠ মাং স্বদধীনজীবিতাং” ইত্যাদি কুমারসম্বতের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর জীবন আলোচনা করিলে বলিতে পারা যায়, তাঁহার জ্ঞান সুখী পুরুষ ছিল। যদিও প্রথম জীবনে দরিদ্রতার কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তথাপি উক্তর জীবনে তাঁহার জ্ঞান সুখী কেন? তাঁহার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থগম, সংসারে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ, সমাজে বিপুল খ্যাতি, সাহিত্যে প্রভূত সম্মান, রাজকার্যে সমধিক উন্নতি, বহুবর্গের অনুরোধ, বয়োজ্যেষ্ঠগণের সাদর সম্ভাষণ, কনিষ্ঠগণের অকৃত্রিম সম্মান, তিনি একাধারে সকলই ভোগ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্তসম্পাদিত 'সামুদ্রজ্ঞান' পত্রিকায় দীনবন্ধু সর্ব প্রথম মানবচরিত্র নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সুরধুনীকাব্য, দাদশকবিতা, দুই দ্বার জামাইবধী এবং প্রভাকরে বিজয়কামিনী নামে একশ্লোক কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যের সহিত তাঁহার দশবর্ষ পরবর্তী 'নবীন ভগস্বিনী' নাটকের নায়ক নায়িকার নাম ও চরিত্র সঙ্গত মিল আছে। নানাহানে ভ্রমণকালে নীলকরদিগের দোষাদোষ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তিনি নীলদর্শন প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থে তাঁহার নাম ছিল না। লঙ্ সাহেব এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া কারারুদ্ধ হন। পরে এই গ্রন্থ যুরোপীয় অপর্যাপ্ত অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থদ্বারা দীনবন্ধু বঙ্গের প্রজা সাধারণের যথেষ্ট উপকারী করিয়া গিয়াছেন। নবীনতপস্বিনীর পর তিনি বিয়েপাগলাবুড়ো এবং তৎপরে সন্দ্বার একাদশী রচনা করতেন। এ সময়ে বঙ্গদেশে সর্বত্রই তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার বিশেষ যত্নের ধন নীলাবতী প্রকাশিত হয়। ইহার পর দীনবন্ধু 'কিছুদিন' বিশ্রাম লাভ করেন, তৎপরে 'স্বরধুনী', 'জামাইবারিক' ও দ্বাদশকবিতা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হইল। স্বরধুনী কাব্য বহুপূর্বে লেখা হইয়াছিল, এ গ্রন্থ তেমন ভাল না হওয়ায় অনেকই এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই প্রকাশে বিলম্ব ঘটয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে 'কমলে কামিনী' প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুলুপ্ত হইয়াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত, নবীনতপস্বিনীর বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। সন্দ্বার একাদশীর প্রায় সকল নায়কনায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি, তৎপরিণত ঘটনামূলক মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। জামাই বারিকের দুই ভ্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলাবুড়ো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।" বঙ্কিম চন্দ্র আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "বিশ্বব্রতের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সঙ্ক্ষেপে দীনবন্ধুর বহুদর্শিত। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল ধর রাস্তা, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের দ্বারা জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। যেখানে যেটা সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। দীনবন্ধুর এই দুইটা গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি। যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার কবিতা নিফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা, তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাঁহার কারণ।"

বাস্তবিক দীনবন্ধু বাহা একবার দেখিয়াছেন, তাহা বৈরাগ্য চিত্রকরের তুলিতে আঁকিয়াছেন,—তাঁহাতে বৈরাগ্য সকল হইয়াছেন, বাহা তিনি কখন দেখেন নাই, কল্পনাবলে সে চিত্র আঁকিতে স্মিতা সে রূপ কৃতকার্য হন নাই।

দীনবাউল, পাবনা জেলা বাগী একজন প্রসিদ্ধ বাউল। ইহার প্রকৃত নাম গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার স্মৃতিত বাউল সংগীতগুলি অতি কদরগ্রাহী ও সর্বজনপ্রিয়।

দীনসুধক (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৭)

দীনা (স্ত্রী) দীন-টাণ্। মুখিকা। (ত্রি) দরিদ্রা।

দীনার (পুং) দীয়েতে ইতি। (দীদীভোহট্ট। উণ্ ৩।১৪০।)

ইতি আরন্ হট্ট। ১ স্বর্ণভূষা। ২ স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। ৩ নিক পরিমাণ। ৪ স্বর্ণকর্ষণ।

দীনার, এমিয়া ও যুরোপের নানাহানে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা বিশেষ। ইহা দেশভেদে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুতেই প্রস্তুত হইত এবং মূল্যেও নানাহানে নানারূপ ছিল। এখন ভারতবর্ষে কোথাও দীনার প্রচলিত নাই, কিন্তু মুসলমানদিগের এদেশে আগমনের বহুপূর্বে এদেশে দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার বিস্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিবংশ, মহাবীর চরিত প্রভৃতিতে দীনারের উল্লেখ আছে। সাক্ষি প্রকাণ্ড টোপ বা বোদ্ধত্বের পূর্বদ্বারে সত্রাট চন্দ্র-শস্ত্রের উৎকীর্ণ যে লিপি আছে, তাহাতে দীনারের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অমরকোষেও দীনারের নাম আছে।

পারস্তদেশেও দীনার নামে স্বর্ণমুদ্রা চলিত ছিল। অনেক অনুমান করেন। পারস্ত ও ভারতবর্ষের দীনার মুদ্রা সম্ভবতঃ রোমকদিগের দিনারিয়াস্ হইতে আধায়া হইয়া থাকিবেক। 'রোমকদিগের দিনারিয়াস্' একরূপ রৌপ্য মুদ্রা, কিন্তু স্বর্ণের দিনারিয়াস্, তাহাদের দিনারিয়াস্ প্রভৃতি মুদ্রাও চলিত ছিল, যাহা হউক রোম হইতেই এ দেশে দীনার নাম চলিত হয়, কি এদেশ হইতেই রোমে দিনারিয়াস্ প্রচলিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যখন অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দীনার নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন খুব সম্ভব ঐ নাম এদেশীয়।

দীপ (পুং) দীপাতে দীপয়তি বা স্বং পরঞ্চতি দীপি বা দীপ-চ। বর্জিত জলদগ্নিশিখা। তৈলাদি ব্লেহবেদগে স্বপর প্রকাশক বর্জিতদাহক শিখায়ুক্ত প্রদীপ। পর্যায়—প্রদীপ, ব্লেহাশ, দীপক, কজ্জলধবজ, শিখাতরু, গৃহমণি, জ্যোৎস্বিনী, দশেক্ষন, দোষাতিলক, দোষাত্ত, নয়নোৎসব। (শব্দরত্ন)

* কোষকার অমরসিংহের মতে দীনারের পরিমাণ ১ নিক অর্থাৎ দুই তোলা। রঘুনন্দনের মতে দীনারের পরিমাণ ৩০ রতি স্বর্ণ। অকবরের সময়ে দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ছিল ১, সিফাল অর্থাৎ প্রায় অর্ধ তোলা। সম্রাট পারস্তদেশে দীনার শব্দে মুদ্রার ভাষ্য 'মাজ বুকার'। তথায় ১০০০ দীনার—১ টমাউন (প্রায় আট আনা)।

“বারিদ্বন্দ্বিতাপ্রোতি স্বধর্মকস্যাময়ঃ।

তিলপ্রদং প্রজামিষ্টং দীপদক্ষুক্ষুভুতং।” (মহা ৪:২২২)

তলদাতা তৃপ্তি, অন্নদাতা অক্ষর স্বধর্ম, তিলদাতা মনো-
মত সন্তান সন্ততি এবং দীপদাতা উত্তম চক্ষু লাভ করেন।
কার্তিকমাসে দীপ দান অতিশয় পুণ্যজনক। ইহার
বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে*।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ এবং নশ্বদা ও কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দান
করিলে যে পুণ্য হয়, কার্তিক মাসে দীপ দান করিলে তাহার
অধিক পুণ্য হয়। কার্তিকমাসে বিষ্ণুর অগ্রে বাহারা দীপ
দান করে, তাহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিশ্চয়োজন এবং এক
দীপ দানে সকল যজ্ঞের ফললাভ হয়। বাহারা কার্তিক
মাসে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান না করেন, তাহাদের প্রতি সকল
পাপ গর্জন করিতে থাকে এবং বাহারা দীপদান করেন,
তাহাদের সকল প্রকার পুণ্য হয়। কার্তিকমাসে কেশবাগ্রে
দীপদান বিষ্ণুর যে প্রকার তুষ্টিপ্রদ, গরায় পিণ্ডদানে বিষ্ণুর
তাদৃশ ক্রীতি হয় না।

“মহাহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ শুদ্ধিহীনঃ জনাধিন।

ব্রতং সম্পূর্ণতাং বাতু কার্তিক দীপদানতঃ।”

এই মন্ত্রে বিষ্ণুর অগ্রে দীপদান করিতে হইবে।
যদি কার্তিক মাসে বিষ্ণুর আরতনে বিবিধ দীপ দান
করিয়া সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হন এবং স্বর্গলোকে
গমন করেন। দীপ স্পর্শ করিয়া কোন বৈধকর্ম করিতে
নাই, দীপ স্পর্শ করিয়া দেবোদ্দেশে কোন কার্য্য করিলে
তাহাতে পাপ হয়।

“দীপং স্পৃষ্ট্বা তু যো দেবি মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

ভক্তাপরাধাথৈব ভূমে। পাপং প্রাপ্নোতি মানবঃ।” (বরাহপু.)

দীপার্থে দেহাদির নিয়ম—স্বত ও তৈল দিয়া দীপ প্রস্তুত
করিবে, অন্য কোনরূপে যেহ পদার্থ দ্বারা দীপ করিবে না।

* “সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে নরদামাং শশিগ্রহে।

তুলাদানন্ত যৎ পুণ্যং তদুর্দ্ধে দীপদানতঃ।

যুতেন দীপকং যন্ত তিলতৈলেন বা পুতঃ।

আলয়েৎ মুনিশাঙ্গুল অধঃসেধেন তন্ত কিং।

তেনেষ্টং ক্রতুস্তিঃ সর্গং কৃতং তীর্থবাসনং।

দীপদানং কৃত্য যেন কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ।

তাবৎগজ্জস্তি পাপানি দেহে হস্মিন্ মুনিসত্তমঃ।

বাবৎ কার্তিকমাসে ন দীপদানং কৃত্য ভবেৎ।

তাবদপজ্জস্তি পুণ্যাদি সর্গে মর্ত্যে সদাতলে।

বাবন্তু জলতে দীপঃ কার্তিকে কেশবাগ্রতঃ।” (পদ্মোত্তরখণ্ড)

“স্বতং তৈলক দীপার্থে দেহান্তজানি বর্জ্যয়েৎ।” (অগ্নিপু.)

“স্বতপ্রদীপঃ প্রথমতিলতৈলেভ্যেব্রততঃ।

সার্বপঃ কলনির্ধাসজাতোবা রাজিকোভবঃ।

দধিভক্ষণচাপুষ্কটৈব প্রদীপাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।” (কালিকাপু.)

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়—ইহা তেজোময় ও চতুর্দক্ষ-
প্রদ, এই নিমিত্ত বহু সহকারে দীপদ্বারা দেবতার পূজা
করিতে হয়। দীপ ৭ প্রকার—স্বত প্রদীপ, তিল তৈলযুক্ত
প্রদীপ, সার্বপ তৈলযুক্ত, কলনির্ধাসজাত, রাজিকাভাত,
দধিভাত ও অপুষ্কট, পল্লবভাত, দর্ভ, গুড়ভাত, শগুজ,
বাদর ও কোবোভাত এই পাঁচ প্রকার বাতি
দীপকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তৈলস, দারুস, লৌহনির্মিত,
মৃৎপ্র এবং নারিতৈল দ্বারা এই সকল দীপপাত্র
প্রস্তুত। প্রদীপের আধার তৈলসাদির নির্মাণ করিতে
হইবে অথবা বৃক্ষের উপর দীপদান করিবে। কখনও
ভূমিতে দীপদান করিতে নাই। পৃথিবী সকল সহ করিতে
পারেন, কিন্তু ছইটী সহ করিতে পারেন না; অকাঁচের
নির্মিত পদাঘাত এবং দীপতাপ। এইজন্য পৃথিবী বাহাতে
তাপ না পান, এইরূপ দীপদান করিতে হইবে। যদি কেহ
এইরূপ দীপদান করে, তাহা হইলে তাহার তত্ত্বতাপ নরক
হয়। শোভন ব্রতাকার বর্জ্যযুক্ত, স্নেহ, অভয়পাত্র দ্বিত,
সুদৃশ, সুস্বাদু, এইরূপ বৃক্ষকোষে যতপূর্ব্বক দীপ দান
করিতে হইবে। যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুল দূর হইতে
পাওয়া যায়, তাহা দীপ নহে, তাহা পাপবৃক্ষ। দেহাদির
আচ্ছাদক, শোভন, অর্জিযুক্ত, ভূমি তাপবিবর্জিত,
সুশিখ, শব্দশূন্য, ধূমরহিত, অনতিব্রত, এবং দক্ষিণাবর্ত-
বর্জ্যযুক্ত দীপদানই মঙ্গলজনক। দীপ যদি বৃক্ষে দিত
হয়, এবং পাত্র যদি দেহ দ্বারা পূরিত থাকেন, বর্তী যদি
দক্ষিণাবর্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জল ভাবে জলে, তাহা হইলে
এই দীপই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ দীপ সকল দেবতার
তুষ্টিপ্রদ হইয়া থাকে। যদি এরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে,
তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম দীপ কহে। যদি দীপপাত্র
তৈল না থাকে, তাহা হইলে অধম দীপ বলিয়া অভিহিত
হয়। শগুজ বা বৃক্ষের শুষ্ক নির্জ্বিত কিংবা জীর্ণ অথবা
শক্ত বা মলিনবস্ত্র সলিতা নির্মাণের ভক্ত গ্রহণ করিবে না।
ত্রিবুদ্ধির নিমিত্ত সর্গদাতা তুলা দ্বারা সঙ্গিতা প্রস্তুত করিতে
হইবে। স্বত ও তৈলাদি মিশাইয়া দীপের দেহ করিবে না।
যে ব্যক্তি স্বত ও তৈলাদি মিশাইয়া প্রদীপে দেহ দান করে,
সে তাম্রিল নরকে গমন করে। বসি, সজা এবং অবি-
নির্ধাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গসমুদয় দেহ দ্বারা দীপ জালিবে

না। এরূপ দেহধারণা দীপ জালিলে নরক হয়। ত্রিবিধির অভিজাতী হইয়া অধিনির্দিষ্ট পায়ে অথবা পটা হর্গন্ধাদিযুক্ত পায়ে দীপ স্থাপন করিবে না। যক্ষপূর্বক কখনও লক্ষণ-যুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপ নির্মাণ করিবে না। জ্ঞানপূর্বক অথবা মোতাদির বশীভূত হইয়া কখনও দীপ হরণ করিবে না। কারণ দীপ হরণ করিলে অন্ধ হয় এবং যে দীপ নির্মাণ করে, সে কালা হয়। (কালিকাপু. ৭৯ অঃ)

পুরুষের দীপ নির্মাণ করিতে নাই।

“দীপনির্মাণণাৎ পুংসঃ কুমাণ্ডচ্ছদনঃ জিয়াঃ।

অচিরেণৈব কালেন বংশনাশো ভবেৎ ক্রবৎ ॥” (তিথিতঃ)

পুরুষ দীপ নির্মাণ করিলে এবং ক্রীসকল কুমাণ্ডে ছেদন করিলে নিশ্চয় বংশ নাশ হয়। পুরুষ দেবদত্ত দীপ নির্মাণ করিতে পারে।

“স্বয়ং নির্মাণিতং দীপ মাঞ্জিষতি স্মারয়ঃ।

তস্মান্নির্মাণয়েদীপং দেবানাং গণভূষ্টয়েৎ ॥” (বিধান পারিঃ)

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা ষ্টুর্দশী তিথিতে নরক নিবৃত্তি জন্য দীপ দান করিতে হইবে। দেবতাকে দীপ দান করিবার সময় বটানাদ করিতে হয়।

“নানে ধূমে তথা দীপে নৈবেদ্যে ভূষণে তথা।

বটানাদঃ প্রকুর্বীত তথা নীরাজনেহপি চ ॥”

(বিধানপারিজাতঃ)

একাদশীতত্ত্বয়ত কালিকাপুরাণের বচনানুসারে দেবতার নিমিত্ত কল্পিত দীপও নির্মাণ করিতে নাই।

“নৈব নির্মাণয়েদীপং দেবার্থমুপকরিতং।

দীপহস্তাভিরেদনঃ কাণো নির্মাণকো ভবেৎ ॥” (একাদশীতঃ)

দেবার্থ উপকল্পিত দীপ নির্মাণ করিতে নাই, নির্মাণ করিলে চক্ষু অন্ধ হয়। বৃহৎসংহিতায় দীপ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে;—বামাবর্ত্ত মলিন কিরণ ক্ষুণ্ণ যুক্ত ও অল্প-মুষ্টি দীপ বিমল স্বেদ ও বক্তিকায়িত হইলেও শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। যে দীপ কম্পমান ও শব্দযুক্ত হয়, বিশেষ রূপে তাহার প্রসারিত শিখা হইলেও শূলভ বা মক্ষণবিনীন হইয়া শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দীপ পাপ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। দীপাদি সহস্র মুষ্টি, আয়ত তরু, কম্পনহীন, দীপ্তিমান, নিঃশব্দ, স্বন্দর প্রদক্ষিণ গতি অর্থাৎ বাহার গতি দক্ষিণ দিকে, বৈদূর্য্য ও বর্ণ সমৃদ্ধ ছাতিময় এবং রুচির ও উদাত হইয়া দীপ্তি পায়, এইরূপ দীপ অতিশয় শুভজনক। (বৃহৎসংহিতা ৮৪ অঃ)

[এদীপ দেখ।]

দীপক (ক্ৰী) দীপয়তি দীপ-পিচ-ধূলী। ১ বাক্যালঙ্কার।

ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

“অগ্রস্ততঃপ্রস্ততয়োদীপকন্ত নিগদ্যতে।

অথ কারকযেকং তাদনেকাহু ক্রিয়াহ চেৎ ॥”

(সাহিত্যদর্প ১০।৬৯৬)

যে স্থলে অগ্রস্তত এবং প্রস্ততের গুণক্রিয়ারূপ ধর্ম একত্র হয় এবং অনেক ক্রিয়ার এক কারক হয়, সেই স্থলে দীপকালঙ্কার হইয়া থাকে। অগ্রস্তত অর্থে অবর্ণনীয় বিষয়, প্রস্তত অর্থে বর্ণনীয় বিষয়। উদাহরণ

“বলাবলোপাদধূনাপি পূর্ববৎ

প্রবাধাতে তেন জগজ্জিগীষুণা।

সতী চ যোষিৎ প্রকৃত্তিচ নিশ্চলা

পুমাংসমভোতি ভবান্তরেষপি ॥” (সাহিত্যদর্প)

জগজ্জিগীষু সেই শিশুপাল পূর্বের স্ত্রীর (অর্থাৎ পূর্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু প্রকৃতি রূপে যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত) অধুনাও সেইরূপ অলঙ্কারের সহিত এই জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। সতী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও সেই পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। নিশ্চলা প্রকৃতি ও সতী স্ত্রী পরজন্মেও তাহাকে পরিত্যাগ করে না এবং তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এইস্থলে বর্ণনীয় বিষয় শিশুপাল জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে, পূর্বজন্মে যখন হিরণ্যকশিপু রাবণাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তখনও যেরূপ জগৎকে পীড়া দিত, এই শিশুপালরূপে সেইরূপ জগতের পীড়া উৎপাদন করিতেছে। হিরণ্যকশিপু রাবণাদির পরপীড়ারূপ নিশ্চলা প্রকৃতি এই শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণের সময়ও পরিত্যাগ করে নাই অর্থাৎ ইহাই এই স্থলে বর্ণনীয় বিষয়। এ স্থলে অবর্ণনীয় বিষয় সতী স্ত্রী জন্মান্তরে তাহাকে পরিত্যাগ করে না। এই ছয়ের বর্ণনীয় ও অবর্ণনীয়ের একধর্মাব্তি-সম্বন্ধহেতু দীপক অলঙ্কার হইল। অনেক ক্রিয়ার এক কারক হইলে দীপক অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

“দ্বয়ং সমাগতবতি স্বরি জীবনাত্বে

ভিন্না মনোভবশরণেণ তপস্বিনী সা।

উত্তিষ্ঠতি অপীতি বাসগৃহং শ্রীদী

মায়্যতি যাতি হসতি শসিতি ক্ষণেন ॥” (সাহিত্যদর্প)

হৃদয়নাথ তুমি দূরে গেলে সেই দীন কামশরপীড়িতা হইয়া কখন উঠিতেছে, কখন নিজা ঘাইতেছে, হাত ও দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এই স্থলে এক ব্যক্তিকার উত্থান-দ্রির অনেক ক্রিয়া সম্বন্ধ হেতু দীপক অলঙ্কার হইল।

‘সোহধোষ্ট বেদান্ জিদশানবষ্ট’ ইত্যাদি স্থলেও দীপকালঙ্কার হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের বিচিহ্নতাই প্রধান লক্ষণ, কিন্তু এই স্থলে বিচিহ্নতা নাই বলিয়া দীপক অলঙ্কার হইল না।

অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের এক ধর্ম্যভিসম্বন্ধ তুল্যযোগিতার সহিত এক হইয়া উঠে, যেহেতু তুল্যযোগিতার লক্ষণ—

“পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্তেষাং বা যদা ভবেৎ ।

একধর্ম্যভিসম্বন্ধঃ স্তাস্তদা তুল্যযোগিতা ॥” (সাহিত্যদং)

প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত পদার্থের একধর্ম্যভিসম্বন্ধ হইলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয় ।

এই স্থলে প্রভেদ এই ‘প্রস্তুতানাং অন্তেষাং বা’ প্রস্তুত বা অন্তের অপ্রস্তুতের এই কথা বলায়, যেস্থলে প্রস্তুতের সহিত অপ্রস্তুতের এবং অপ্রস্তুতের সহিত প্রস্তুতের এক ধর্ম্যভিসম্বন্ধ হইল, সেই স্থলে তুল্যযোগিতা এবং যে স্থলে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের সহিত একধর্ম্যভিসম্বন্ধ হইবে, সেই স্থলে দীপক হইবে । (সাহিত্যদং ১০ পং)

(জি) ২ দীপ্তিকারক । (পুং) দীপয়তি অর্থাগ্নিমিত্তি

দীপি-ধূলু । ৩ যমানী, জোয়ান । ৪ লোচমস্তক । (শব্দরং) ৫ রাগবিশেষ, দীপক রাগ । হনুমনমতে এই রাগ বড়রাগের মধ্যে দ্বিতীয় । এই রাগ সুর্য্যানেত্র হইতে নির্গত হয় । ইহার জ্ঞাপ্তি সম্পূর্ণ, গৃহ বড়জ স্বর, গ্রীষ্ম ঋতু ও মধ্যাহ্ন সময়ে এই রাগ গান করিতে হয় । ইহার রূপ রক্তবর্ণ, বস্ত্র পাটলবর্ণ, গলভূষণ বৃহদুজ্জ্বলমালা, এই রাগ মত্তহস্তীআরুচ এবং বহু দীপিরিবৃত । ইহা সম্পূর্ণ । ইহার গ্রহ, অংশ ও জ্ঞান বড়জ, ইহার মূর্তি—

“বালারতার্থং প্রবিলীনদীপে গৃহেহরুকারে শুভগং প্রবৃত্তঃ ।

তত্ভাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈঃ লজ্জাং দধৌ দীপকরাগরাজঃ ॥”

কহার কহারও মতে, এই রাগ লজ্জাহেতু গৃহ অন্ধকার করিয়া বালারত ছিলেন, তাহার শিরোভূষণ রত্নদীপ দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হয় । ইহার পঞ্চ পত্নী দেশী, কামোদী, নাটিকা, কেমারী ও কানড়া এবং অষ্ট পুত্র কুণ্ডল, কুমল, কলিঙ্গ, চম্পক, কুমুস্ত, রাম, লহিল ও হিমাল । ভরত মতে ইহার পত্নীগণ—কেদারা, গোরী, গোড়ী, শুক্লরী ও কজাগী এবং পুত্রগণ—কুমুম, টঙ্ক, নটনারায়ণ, বিহাগরা, কিরোদন্ত, রতসমঙ্গলা, মঙ্গলাষ্টক ও আড়ানা ।

স্বরগ্রাম—স ঋ গ ম প ধ নি স । মতান্তরে দীপকের ভাৰ্যা দেশী, কামোদী, কেমারা, কাফী, নাটিকা ও কানড়া । দীপকের পুত্র নট, কানড়া, বারোঞা, গারা, খাখাজ, ইমন, কেমার, সখা, শ্রামকল্যাণ । অস্ত্র মতে ইমনকেদার, কেমারকল্যাণ, জয়েৎকল্যাণ, কামোদকল্যাণ, হাখির কল্যাণ, শ্রামকল্যাণ ও সখাষট্ । কল্লিনার্থ মতে—সুহানারক, আড়ানা, শব্দরা, কানড়া, বেহাগড়া, নটকেদার । পুত্রবধু—মিঞারমোজার, পরদীপকী, মাঘাররী, মালীগোরা, মালাবতী,

পলাশী, সখী, হুরী । মতান্তরে পুরিমাধানত্নী, চৌবাটকী, ভধারী, মলবেহা, কানড়া, আতীরী, অষ্ট সখী, ভীমপলত্নী । (সঙ্গীতরং) ৬ প্রদীপ ।

“বিকুব্ধেখনি যো দস্তাৎ কার্ত্তিকে মাসি দীপকং ।

অগ্নিটোমসহস্ত কলমাপ্রোতি মানবঃ ॥” (ব্রহ্মাণ্ডপুং)

১ পক্ষীবিশেষ, শিকরা, বাজপাখী । ৮ তালবিশেষ ।

“পুতোলঘুঃ পুতশ্চৈব তালে দীপকনামনি ।” (সঙ্গীতদং)

দীপকমালা (জী) দশাক্ষরযুক্ত ছন্দোভেদ, ইহার ২৩৭/২ বর্ণ লঘু, তত্ত্ববর্ণ ১০০০ । “দীপকমালা ভৌমভাঙ্গণৌ” (ছন্দোমং) II, III, IV, V ।

দীপকলিকা (জী) দীপক, কলিকৈব । ১ দীপশিখা । ২ পূন-পাগিকৃত বাজবজাসংহিতার এসিক্ টীকা ।

দীপকিট (জী) দীপক কিটং । দীপজাত কঙ্কল ।

দীপকুণ্ডী (জী) দীপক কুণ্ডী বৈদ্যধারকদ্বাং । দীপবর্ষ, শলিতা, পর্যায়—তৈলমালী, দীপক্ষীরী, বিদাহিকা । (শব্দমাং)

দীপখোরী (জী) দীপং খোররতি গত্যাভাতং করোতি স্থিরী-করোতীতি খোর গত্যাভাতে গিচ্ অচ্ গোরাধিবাং ভীষ-দীপকুণ্ডী, শলিতা ।

দীপকর, বুদ্ধাবতারের মধ্যে একটা । [বুদ্ধ দেখ ।]

দীপকরত্নীজ্ঞান অতিষ, একজন বিখ্যাত বৌদ্ধযতি । ইনি ৯৮ খৃষ্টাব্দে গোড়রাজ্যান্তর্গত বিক্রমপুর নগরে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার আদিনাম চন্দ্রগর্ভ, অবধূত জ্ঞেতারির নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন । ইনি হীনযান শ্রাবকদিগের ত্রিপিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতাবলম্বীদিগের তিন পিটক, মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদিগের বুদ্ধহিতায়দর্শন এবং চারি তন্ত্র বিশেষরূপ ব্যাংগন হইয়াছিলেন এবং তীর্থিকদিগের শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করিয়া একজন ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাস্ত করেন । অবশেষে ইনি সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জন, ধর্ম, ধ্যান ও অধ্যাত্মজ্ঞানসম্বলিত ত্রিশিক্ষা নামক বৌদ্ধদিগের তত্ত্বগ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ লাভার্থ ককগিরির বিহারস্থ রাহুল গুপ্তের নিকট গমন করেন । এই স্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের গুরুমত্রে নীক্ষিত হইয়া গুরুজ্ঞানবজ্র নাম প্রাপ্ত হইলেন । ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দস্তপুরীর মহাসাল্লিকাকাচার্য ঈশ্বরকিত্তাহাকে পবিত্র বৌদ্ধমত্রে দীক্ষিত করিয়া দীপকর ত্রীজ্ঞান উপাধি প্রদান করেন । একত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ত্রীজ্ঞান উচ্চতম তিস্ত পদবী প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্মরক্ষিত ত্রাহাকে বোধিসত্ত্ব মন্ত্র গ্রহণ করাইলেন । ইনি সেই সময়ে

লকল এসিক বৌদ্ধশাস্ত্রগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং অবশেষে নানাবিধ শিক্ষাহেতু সর্বদা মনের চাকলা নিবারণ এবং ধর্ম ঐকান্তিকতা লাভার্থ স্বর্ণদীপহ বৌদ্ধ-ধর্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রসিঙ্গের নিকট গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে উপদিষ্ট হন। ১ তদনুসারে তিনি একটি ব্লিকপোটে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদীপে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাদশবর্ষকাল বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়া বজ্রাসনহ (বোধ গয়া) মহাবোধির মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। [অতীত দেখ ৬]

দীপধ্বজ (পুং) দীপস্ত ধ্বজইব। কঙ্কল।

দীপন (পুং) দীপ্যতে ইতি দীপ-লু। ১ তগরমূল। ২ কুহুম। ৩ মূরশিখাবৃক্ষ। ৪ শালিক শাক। ৫ কাসমর্দ। ৬ পলাতু। (ত্রি) ৭ দীপক মাত্র, দীপস্বিতা।

“স্বাসিতং হর্ষাতলং মনোরমং

প্রিয়ামুখোচ্ছাসবিক্রিতং মধু।

সুতরিতগীতং মদনস্ত দীপনঃ

সুচৌ নিশীথে হৃদয়বন্তি কামিনঃ ॥” (ঋতুসংহার ১।৩)

৮ গ্রাহ মন্ত্রসংস্কারভেদ, মন্ত্রগ্রহণ করিলে তাহার সংস্কার করিতে হয়, দীপন তাহার মধ্যে একটি। মন্ত্রের দশপ্রকার সংস্কার করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধিলাভী হয়। জনন, জীবন, তোড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও শুষ্টি মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার।

“মন্ত্রাণাং দশকৃত্যন্তে সংস্কারাঃ সিদ্ধিদায়িনঃ” (শারদাতিলক)

[মন্ত্র দেখ।] ৯ প্রকাশন।

দীপনী (স্ত্রী) দীপ্যতে জঠরবহিরনন্য দীপ-ণিচ লুট জিয়াঃ জীপ্। ১ মেথিকা, মেথি। [মেথিকা দেখ।] ২ যমানী। ৩ পাঠ। (রাজনি)

দীপনীয় (পুং) দীপ্যতে জঠরবহিরনন্য দীপ-ণিচ অনীয়র্। ১ যমানী। (ত্রি) ২ দীপনযোগ্য। ৩ ঔষধ বর্ণ বিশেষ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক ও কয়টী নাগর, এই দ্রব্য গইয়া দীপনীয় বর্ণ। ইহা কক্ষ ও বায়ুনাশক।

“পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরং।

দীপনীয়ঃ স্বভোবর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥” (চক্রদত্ত)

দীপপাদপ (পুং) দীপস্ত পাদপ ইব। দীপবৃক্ষ। দীপাধার, পিলুখ।

দীপপুষ্প (পুং) দীপ ইব পুষ্প যন্ত। চম্পক বৃক্ষ।

দীপভাজন (স্ত্রী) দীপস্ত ভাজনং ৬তৎ। দীপপাত্র।

“বামনার্কিরিব দীপভাজনং” (ঋতু)

দীপমালা (স্ত্রী) দীপানাং মালা ৬তৎ। শ্রেণীভূত প্রদীপ,

দীপশ্রেণী, এককালে অনেক প্রদীপ আলিয়া দিয়া অগচ্ছাত্রী বা হর্গার পূজা করিতে হয়, এইরূপ দীপমালা দ্বান বিশেষ জলদারক।

“উদ্ভূতাক্ষ অগচ্ছাত্রীঃ পূজয়েৎ দীপমালা ॥” (ভিখিতব)

দীপবৎ (ত্রি) দীপ অস্ত্যর্থ মতুপ্ মত্ব ব। ১ দীপবৃক্ষ গৃহাদি।

দীপবতী (স্ত্রী) দীপবৎ জিয়াঃ জীপ্। কামাখ্যাস্থিত নদী-বিশেষ। শাখতী নদীর পূর্বে দীপবতী নামে এক নদী আছে, এই নদী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দীপের স্থায় অক্ষকার নষ্ট করে, এইজন্য দেব-মহুয়া সমাজে ইহার নাম দীপবতী হইয়াছে। দীপ-বতী নদীর পূর্বদিকে শ্রুগট নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। (কালিকাপুঃ ৮২।১-৩)

দীপবৃক্ষ (পুং) দীপস্ত বৃক্ষ ইব আধারঃ। দীপাধার। পিল-হুজ, পর্যায়—দীপতরু, জ্যোৎস্নাবৃক্ষ, দীপপাদপ। (শব্দার্থক)

“বধা প্রদীপ্তঃ পুরতঃ প্রদীপঃ

প্রকাশমন্তস্ত কেরোতি দীপান্।

তথেষ পক্ষেজ্জিহ্বাদীপবৃক্ষ।

জানপ্রদীপাঃ পরবন্তএব ॥” (ভারত ১২।২০২।১০)

দীপশত্রু (পুং) দীপস্ত শত্রুরিব। কীটভেদ, জোনাকী পোকা।

দীপশিখা (স্ত্রী) দীপস্ত শিখা কারণেহন অন্ত্যস্তাঃ অচ টাপ্। ১ কঙ্কল। দীপস্ত শিখা। প্রদীপজালা।

“সকারিণী দীপশিখৈব রাজৌ

যং যং ব্যতীয়াস্ত পতিবরা সা ॥” (রঘু ৬।৬৭)

দীপশৃঙ্খলা (স্ত্রী) দীপানাং শৃঙ্খলেব। দীপালী।

দীপাস্থিত (ত্রি) দীপৈরস্থিতঃ। দীপবৃক্ষ।

দীপাস্থিতা (স্ত্রী) দীপৈরস্থিতা। গোণচান্দ্র কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তা, কার্ত্তিক মাসের অমাবস্তার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মী-পূজা করিতে হয় এবং এই তিথিতে যথাসক্তি পথ, আপগ, অশান, নদীতট ও পর্বতসামুহে দীপমালা বিভূষিত করিতে হয়। স্বর্ঘ্য তুলারানিতে গমন করিলে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে অমাবস্তা তিথিতে নানাবিধ উপকরণ দ্বারা পার্কণ প্রাক্ক করিবে এবং অপরাহ্ন সময়ে রাজা নগরে ঘোষণা করিবেন, ‘সকলেই লক্ষ্মীপূজা কর এবং চারিদিকে উচ্চাদান কর’ এইরূপ ঘোষণার পর সকলে লক্ষ্মীপূজা ও উচ্চাদান করিবে।

“তুলারানিগতে তানৌ অমাবস্তাং নরাধিপ।

সাব্বা দেবান্ পিতৃন্ তক্ত্যা সংপূজ্যাথ প্রণম্য চ ॥

কৃদ্বা তু পার্কণপ্রাক্কং দধিকীরগুড়াদিভিঃ।

ততোহপরাক্রমসময়ে ধোয়স্নেহগরে নৃপঃ ।

লক্ষ্মীঃ স্পন্দ্যত্যন্তঃ লোকা উদ্ধাভিচ্চাপিবেষ্ট্যতাং ॥" (তিথিতঃ)

অমাবস্তার দিন প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা করিবে।

লক্ষ্মীপূজা ব্যবস্থা।—যদি অমাবস্তা উত্তর দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে প্রদোষ ব্যাপ্তি দ্বারা সময় নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ যে দিনে অমাবস্তা প্রদোষ সময় পাইবে, সেই দিন লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"তুলাসংস্থে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শনোঃ

উদ্ধাভস্তা নরাঃ কুর্ধ্যুঃ পিতৃণাং মার্গদর্শনং ॥" (তিথিতঃ)

কিন্তু যদি দুই দিনে প্রদোষ পায়, অর্থাৎ অমাবস্তা দুই দিনেই প্রদোষ পাইয়াছে, একরূপ স্থলে পরদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়তঃ প্রদোষপ্রাপ্তৌ পরদিন এব যুগ্মাং ।

দষ্টকোরজনীযোগো দর্শাত্ত ত্যাং পরেহহনি ।

তদা বিহার পূর্বেহ্যঃ পরেহহি স্থখরাত্রিকা ॥" (তিথিতঃ)

উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে পর দিনে লক্ষ্মী পূজা হইবে, অমাবস্তা যদি পরদিবস একরূপ রাত্রি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পূর্বদিবস পরিত্যাগ করিয়া পরদিন লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। ইহার নাম স্থখরাত্রিকা। যদি উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ অমাবস্তা উভয় দিনের কোন দিনেই প্রদোষ না পায় একরূপ স্থলে পার্শ্ব শ্রাদ্ধের অনুরোধে পর দিনে উদ্ধাদান এবং পূর্বদিনে লক্ষ্মীপূজা হইবে। ইহার প্রমাণ—

"উভয়ত্র প্রদোষপ্রাপ্তাবপি উদ্ধাদানঃ পরদিনে পূর্বোক্ত-পার্ষ্ণগানুরোধাৎ,

ভূতাহে যে প্রকুর্ষন্তি উদ্ধাগ্রহমচেতসঃ ।

নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দদ্বা সুদারুণং ॥

ইতি জ্যোতির্কচনাচ্চ । অত্রৈব লক্ষ্মীঃ পূর্বাংহে রাত্রৌ পূজ্যা ।

"অমাবস্তা যদা রাত্রৌ দিব্যভাগে চতুর্দশী ।

পূজ্যতীয়া তদা লক্ষ্মীর্ক্সেয়া স্থখরাত্রিকা ॥" (তিথিতঃ)

উভয় দিনে প্রদোষ না পাইলে উদ্ধাদান পার্শ্ব শ্রাদ্ধের অনুরোধে পরদিন করিতে হইবে, ভূতচতুর্দশীর দিন যে সকল দ্রব্য লোক উদ্ধাদান করে, তাহাদের পিতৃগণ নিরাশা হইয়া তাহাদের সুদারুণ শাপ দিয়া গমন করেন, দর্শনের অন্তর্ভুক্ত উদ্ধাদানের অবশ্যকর্তব্যতা। যে দিন পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্শ্বশ্রাদ্ধ করা হইবে, সেই দিনই উদ্ধাদান করিবে। এই কারণে পর দিন পার্শ্ব শ্রাদ্ধকৃত হইলে সেই দিনই সায়াংকালে উদ্ধাদান করিতে হইবে এবং পূর্বদিনে লক্ষ্মীপূজা করিবে, কারণ এই ঘটনে যদি রাত্রি-

কালে অমাবস্তা হয় এবং দিব্যভাগে চতুর্দশী থাকে, তাহা হইলে সেই দিন রাত্রিতেই লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে এবং তাহারই নাম স্থখরাত্রি। পিতৃকৃত্যাহেতু দক্ষিণ দিকে প্রাচীনা-বীতি হইয়া উদ্ধাদান করিতে হইবে। উদ্ধাগ্রহণের মন্ত্র—

"শস্ত্রাশস্ত্রহতানাক ভূতানাং ভূতদর্শনোঃ ।

উদ্ধলজ্যোতিষা স্নেহং দহেয়ং ব্যোমবহিনী ॥"

উদ্ধাদানের মন্ত্র—

"অগ্নিদগ্ধাচ্চ যে জীবা য়েহ্যাদগ্ধাঃ কূলে মম ।

উদ্ধলজ্যোতিষা দগ্ধাভ্যে যান্ত পরমাং গতিং ॥"

উদ্ধাবিসর্জনমন্ত্র—

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে ।

উদ্ধলজ্যোতিষা বত্ন প্রপশ্বন্তো ব্রহ্মকৃত্যে ॥"

এই মন্ত্রে উদ্ধাগ্রহণ, দান ও বিসর্জন করিতে হইবে। এই অমাবস্তার দিন বাল ও আতুর ভিন্ন কাহারও দিব্য-কালে ভোজন করিতে নাই। প্রদোষ সময়ে যথাবিধানে লক্ষ্মীপূজা করিয়া দেবতার গৃহে দীপবৃক্ষ প্রদান করিবে এবং পরে চতুঃপথ, শ্মশান, নদী, পর্বত, সাহু, বৃক্ষমূল, গোধ, চত্বর, গৃহ ও ক্রয় বিক্রয় ভূমি প্রভৃতি সকল স্থল দীপাবলী প্রদান করিবে এবং বস্ত্রপুষ্পাদি দ্বারা অশোভিত করিতে হইবে। এইরূপ আলো দেওয়ার নাম দেওয়ালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে ইহার অতিশয় ধুমধাম হয়।

দীপাবলিতা অমাবস্তার দিন লক্ষ্মীপূজাপ্রয়োগ।—গৃহমধ্যে উত্তরমুখী হইয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। প্রথমে দ্বি-বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 'ও তদসদ্ ও অন্যোতাদি অমুক গোত্র অমুক দেবশ্রী পরম বিভূতিলাভকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে', এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া শালগ্রাম বা ঘটাদিহ জলে ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবে। 'পাশাঙ্ক' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যথাসক্তি দশ বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তাহার পর

"ও নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে ।

যা গতিস্বং প্রপন্নানাং সা মে ভূম্যধদর্শণাং ॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান দিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ও বিশ্বরূপস্ত ভাষ্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে ॥"

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥ পরে কুঁবেরাদিকে পূজা করিতে হইবে। পূজা কা-গৃহাদিতে দীপ দিতে হইবে।

দীপদানের মন্ত্র—

"অগ্নিজ্যোতিঃ সবিজ্যোতিঃস্বজ্যোতিঃস্বদেব চ ।

উত্তমঃ সর্ব জ্যোতীনাং দীপোহয়ং প্রতিগৃহতাং ॥"

পরে ব্রাহ্মণ ও বহুদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।
তাহার পর প্রত্যুষে তবিবোক্ত কর্ণ, গোরেচনা, তিলক ও
প্রদীপ বন্ধন করিয়া লক্ষ্মীকে এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে।

‘ওঁ বিশ্বরূপত ভার্গ্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

মহালক্ষ্মি নমস্তভ্যং সুখরাজিঃ কুরুষ মে ॥

বর্ষাকালে মহাঘোরে যম্ময়া ছুড়তঃ কৃতং।

সুখরাজিপ্রভাতেহু তম্মে লক্ষ্মীর্বাণোহু ॥

যা রাত্রিঃ সর্বভূতানাং যা চ দেবেষবহিতা।

সত্বসরপ্রিয়া যা চ সা ময়াহু সুরকলা ॥

মাতা স্বং সর্বলোকানাং দেবানাং সৃষ্টিসম্ভবা।

আখ্যাতা ভূতলে দেবি সুখরাজি নমোহু তে ॥

‘ওঁ লক্ষ্মো নমঃ’ এইরূপ তিনবার পূজা করিবে।

(তিস্তি ও কৃত্যতষ)

[লক্ষ্মীপূজা দেখ।]

কালীকুলসভাব নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের মতে—এই দিন
মহানিশায় কালীপূজা করিতে হয়। [শ্রামা শব্দে বিঘ্নত
বিবরণ উষ্টব্য।]

দীপালী (জী) দীপানাং আলী। দীপশ্রেণী, দেওয়ালী।

দীপাবতী, রাগিণীবিশেষ। দীপক ও সরস্বতীযোগে উৎপন্ন।

দীপাবলি (জী) দীপানাং আবলিঃ ৩৩৭। দীপশ্রেণী।

দীপিকা (জী) দীপয়তি প্রকাশয়তি দীপ-ণিচ্ থূল টাপি অত
ইৎ। ১ মহিস্থাপনীর জীবনবাস কৃত জ্যোতির্গ্রহ। ২ রাগিণী
বিশেষ, হিন্দোলরাগের পত্নী। ইহার রূপ—

“প্রদোষকালে গৃহসম্প্রবিষ্টা প্রদীপহস্তাক্রণগাজরজ্ঞা।

নীমস্তপিন্দুরবিরাজমানা সুরক্তমালা কিল দীপিকেরুম্ ॥”

এই রাগ প্রদোষকালে গের।

দীপিকাঠৈলং (জী) তৈল ওষধ ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—

মহংগমূলের ৮ অঙ্গুলি কাঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া
পটবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিদ্ধ করিয়া প্রজ্জলিত করিবে।

ইহাতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় ঈষ-
দ্রুণ থাকিতে থাকিতে কর্ণে পুরণ করিলে সত্ত বেদনার

উপশম হয়। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরল কাঠে দীপিকা-
তৈল প্রস্তুত করা যায়। কর্ণের বেদনানাশের পক্ষে এই

তৈল অতিশয় উপকারী। (ভৈষজ্য-কর্ণরোগাধি)

দীপিতৃ (জি) দীপয়তীতি দীপ-ণিচ্ তৃচ্। দীপিকর্তা।

দীপীয় (জি) দীপ অপূর্ণানিবাং হিতার্থে ছ। দীপহিত।

দীপ্য (জি) দীপ-য়ৎ। দীপহিত।

দীপোৎসব (পুং) দীপৈরুৎসবঃ। ১ দীপহেতুক উৎসব।

২ দীপাঘিষ্ঠা অমাবস্তা।

দীপু (জি) দীপ-ক্ত। ১ প্রকাশ্যিত। ২ সমুদ্ভাসিত। (জী)

৩ স্বর্ণ। ৪ ছিটু। ৫ নিষুক, নেবু। ৬ সিংহ। ৭ নাসিকাগত
রোগবিশেষ, এই রোগে নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের স্তায় বায়ু
নির্গত হয়, এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপের স্তায় জ্বালা করে।

“ব্রাহ্মে ভৃশং দাহসমধিতে তু”

বিনিঃসরেকুম্ ইবেহ বায়ুঃ।

নাসা প্রদীপেব চ যত অস্তৌ-

বাধিস্ত তং দীপমুদাহরতি ॥” (সূত্রত উত্তরতং ২২ অঃ)

৭ উজ্জল। ৮ আলোকময়।

দীপুক (জী) দীপমেব স্বার্থে কনু। স্বর্ণ।

দীপুকিরণ (পুং) দীপাঃ কিরণাঃ যত। ১ সূর্য্য। ২ অর্করূপ।

দীপুকীর্তি (জি) দীপা কীর্তিযত। ১ প্রকাশমানশব্দক,
যাহার যশ প্রকাশিত হইয়াছে। ২ কীর্তিকের।

“আর্যেরশ্চৈব কলশচ দীপুকীর্তিরনাময়ঃ।” (ভারত বন ২৩১ অঃ)

দীপা কীর্তিঃ কর্ণধা। দীপু এইরূপ যশ।

দীপুকেতু (পুং) ১ নৃপভেদ। (ভারত ১১২ অঃ)

২ দক্ষসাবর্ণি মহুর পুত্রভেদ।

“নবমো দক্ষসাবর্ণি মনুর্বরুণসন্তসঃ।

ধৃষ্টকেতুর্দীপুকেতুরিতাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥” (ভাগ ৮।১৩৯)

দীপুঃ কেতু যত। (জি) ২ দীপধ্বজক, যাহার ধ্বজ

প্রদীপ, তাহাকে দীপুকেতু কহে। (পুং) দীপুঃ কেতুঃ
কর্ণধা। দীপু এমন ধ্বজ।

দীপুজিহ্বা (জী) দীপা জিহ্বা যতঃ। উভায়ুখী শৃগালী,

খ্যাকশিয়াল। (হারা) ইহাদের জিহ্বা হইতে রাজিকালে

যতঃই অগ্নিফরণ হয়, এইরূপ অগ্নি আছে, এইজন্য
ইহাদের নাম দীপুজিহ্বা হইয়াছে। (জি) ২ প্রদীপ জিহ্বা।

“দীপুকেদীপুজিহ্বা সংপ্রদীপমহাননঃ।” (ভারত ১।২২৯।৩৭)

দীপুপিঙ্গল (পুং) দীপুপিঙ্গলচ দীপু স্বর্ণ তদ্বৎ পিঙ্গ-
লো বা। সিংহ। জিহ্বাং জাতিযাং জীষ্।

দীপুমূর্তি (জি) দীপা মূর্তিযত। ১ প্রকাশ্যিত মূর্তিক,
যাহার মূর্তি অতিশয় উজ্জল। ২ বিষ্ণু।

“বিশ্বমূর্তি মহামূর্তি দীপুমূর্তিরমূর্তিনামঃ।” (ভারত ১০।১৪৯।১০)

দীপুরস (পুং) দীপু উজ্জলঃ রসো যত।, কিঙ্কলক, কৈটো,
রাজিকালে ইহাদের রস উজ্জল হয়, এইজন্য ইহাদের নাম
দীপুরস হইয়াছে।

দীপুরোমন্ (পুং) বিশ্বদেবভেদ।

“জিতায়া মুনিবর্ষশ্চ দীপুরোমন্ ভয়করঃ।” (ভারত অশ্ব ৯১ অঃ)

দীপুলোচন (পুং) দীপে লোচনে নয়নে যত। বিড়াল।

জিহ্বাং জাতিযাং জীষ্।

দীপ্তলোহ (ক্লী) দীপ্তং লোহমিব। ১ কাংস্ত। ২ জলিতলোহ।
দীপ্তবর্ণ (ত্রি) দীপ্তঃ বর্ণমিব বর্ণো যন্ত। ১ সুবর্ণ তুলা বর্ণ-
যুক্ত, বাহার বর্ণ সোণার যন্ত। (পুং) ২ কার্ত্তিকের।

(ভারত ৩২৩১ অঃ)

দীপ্তশক্তি (ত্রি) দীপ্তা শক্তির্ভক্ত। ১ প্রকাশমান সামর্থ্য, বাহার
সামর্থ্য প্রকাশিত হইরাছে। ২ কার্ত্তিকের।

(ভারত বন ২৩১ অঃ)

দীপ্তা (ক্লী) দীপ্ত-টাপ্। ১ লাললিকা বৃক্ষ, লাললাগাছ।
২ জ্যোতিষতীলতা, লওয়া কটকী। ৩ সাতলা, সেহহুভেদ।
(রাজনিঃ)

দীপ্তাংস্ত (পুং) দীপ্তা অংশবো হস্তা। ১ হৃদা। ২ অর্কবৃক্ষ।

দীপ্তাক (পুং) দীপ্তে অক্লিণী যন্ত। ১ বিভাগ। ত্রিষাং
জাতিষাং ভীষ্। ২ দীপ্তলোচনাবিত উজ্জল চক্ষুঃশিষ্ট।

দীপ্তাশ্মি (পুং) দীপ্তঃ অশ্মির্ভক্ত। ১ অগস্ত্যমুনি। এই মুনি
বাতাপি ও সমুদ্রকে জীর্ণ করার ইহার নাম দীপ্তাশ্মি
হইরাছে। [অগস্ত্য দেখ।] ২ দীপ্তজঠরাশ্মিযুক্ত। দীপ্তঃ
অশ্মিঃ। ৩ প্রজলিত অশ্মি।

দীপ্তাক্ষ (ত্রি) দীপ্তঃ অক্ষঃ ভক্ত। ১ দীপ্তিযুক্ত দেহ, প্রভা-
বিশিষ্ট-অক্ষ। ২ ময়ূর। ত্রিষাং জাতিষাং ভীষ্।

দীপ্তি (ক্লী) দীপ-ক্তিন্। দীপন, পর্যায়—প্রভা, রুচ, রুচি,
জ্বিষ, ভা, ভাস, ছবি, ছাতি, রোচিস্, শোচি। (অমর)
২ ক্রীদিগের অবতরণ গুণ। (হেম ২।১৩)

“কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।

উদীর্ণিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদীপ্তিরুচ্যতে॥”

বরষ ভোগ, দেশকাল ও গুণাদিধারা যে কান্তি অতিশয়
উদীপিত হয়, তাহাকে দীপ্তি কহে; বয়ঃ প্রভৃতি অঙ্গুসারে
ক্রীদিগের শারীরিক কমনীয়তা জন্মে, তাহার নামই দীপ্তি।

সাহিত্যদর্পণেও ইহার লক্ষণ এইরূপ—

“কান্তিরেবাতিবিস্তারঃ দীপ্তিরিত্যভিধীয়তে॥”

(সাহিত্যদঃ ৩।১৩১)

অতি বিস্তারী কান্তির নাম দীপ্তি। সাহিত্যদর্পণে
ইহার উদাহরণ—

“ভারুণ্য বিলাসঃ সমধিকলাবণ্যসম্পদোদাসঃ।

ধরনিতলভ্যভরণং যুবজনমনসো বশীকরণং॥” (সাহিত্যদঃ)

২ অভিব্যক্তি, জ্ঞানভিব্যক্তিরূপ দীপ্তির কারণ পাতঞ্জলে
এইরূপ লিখিত আছে।

“যোগান্ধাভ্যাসাদুক্তিকরে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ॥”

(পাতঞ্জল ২।২৮)

বিষয় সকল সংযোগ না হইতে পারিলে বিবেকের হেতু

অর্থাৎ কারণ হয়। যম নিয়মাদি যোগাদি সকল অহুতান
করিলে অন্তর্জ্ঞান এবং বিবেকের প্রতিবন্ধক সকল নশ হয়,
তখন জ্ঞানে দীপ্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

দীপ সংজ্ঞায়াং ক্রিচ্। ও লাক্ষা। ৪ কাংস্ত।

(পুং) ৫ বিশ্বদেবভেদ।

“উল্লীনাভো নভোদশ্চ বিষ্ণুর্ দীপ্তিরেব চ॥” (ভারত অমু ৯১ ক্লঃ)

দীপ্তিক (পুং) দীপ্ত্যা কার্যভীতি কৈ-ক। দ্বন্দ্বপাণবৃক্ষ,
শিরশোলা।

দীপ্তিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) দীপ্তিঃ কেশ্বরঃ নাম তীর্থং। জৈরভেদ।

দীপ্তিমৎ (পুং) দীপ্তি বিত্ততে হস্ত, দীপ্তি-মন্তুপ্। ১ দীপ্তিযুক্ত।

২ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। (হরিবংশ ১৬২ অঃ)

দীপ্তোদ (ক্লী) দীপ্তঃ উদকং যত্র উদকস্ত উদ্যাদেশঃ। ১ তীর্থ-
ভেদ। এই তীর্থে বধূদর নামে একটা নদী আছে। ইহাতে
স্নান করিয়া দানাদি করিলে পাপবিমুক্ত হওয়া যায়। এখানে
ভৃগুনন্দন রাম অংগাহন করিয়া আপনার হৃদভেদ পুনঃ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবযুগে ভৃগু এখানে কঠোর তপোব্রতান
করিয়াছিলেন। (ভারত বন ৯৯ অঃ)

দীপ্তোপল (পুং) দীপ্তঃ হৃদ্যাকিরণসম্পর্কঃ জলিতঃ উপলঃ।
হৃদ্যকান্তমণি।

দীপ্য (ত্রি) দীপ্যার দীপনার হিতং গবাং যৎ। দীপ্তিহিত।

(পুং) দীপ্যার অগ্নিদীপনার হিতং অপূণাদিষাং পক্ষে
যৎ। যমানী, জোয়ান, ইহা অতিশয় অগ্নিকারক, এই রকম
ইহার নাম দীপ্য। ২ জীৱক। দীপ তত্র সাধু ইতি যৎ।
৩ ময়ূরশিখা। ৪ রুদ্রজটা।

দীপ্যক (ক্লী) দীপ্যার হিতং সাধুরিতি বা। দীপ-যৎ হৃতঃ
স্বার্থে কন্। ১ অজমোদা, বনফোয়ান। ২ যমানী, জোয়ান।
৩ ময়ূরশিখা ৮৪ লাচমন্তকবৃক্ষ, রুদ্রজটা।

দীপ্যা (ক্লী) পিণ্ডথর্জুরী, পিণ্ডথেরুর।

দীপ্র (ত্রি) দীপাতে ইতি দীপ-র (নমিকম্পাতি। পা ৩।২।১৬৭)
দীপ্তিশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট।

“কচিং কচিচ্চিভ্যোতির্দীপদীপপ্রকাশিতং॥”

(কথাসরিৎসাগর ২।৫।১৩৫)

দীপ্যমান (ত্রি) দীপতে ইতি দা কশ্মণি শানচ্। ব্রহ্মদান
দান সধকি বস্ত, বাহা দেওয়া হইতেছে।

“বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরায়ত্বমুতকে।

পূর্বসকলিতং ত্রব্যং দীপ্যমানং ন হুতং॥” (তিথিভবঃ)।

দীর্ঘ (ত্রি) দূণাভীতি দূ-বিদারণে বাহ্। দীর্ঘ। আরত, দীর্ঘ,
পরিমাণভেদযুক্ত। কণাদ বলেন, “দীর্ঘ” পরিমাণের
পরিমাণ ভেদই দীর্ঘত্ব। সাধ্যমতে মহর্ষেঃ সর্বহাভরণো।

[পরিমাণ দেখ।] ২ লতাপালবৃক্ষ। ৩ ইংকট, ওকড়া। ৪ মাড়বৃক্ষ, কোকগদেশে মাড়বিন্। ৫ উট্টু। ৬ নল বাগড়া। ৭ পঞ্চম, বর্ষ, সপ্তম ও অষ্টমরাশি, অর্থাৎ সিংহ, কন্ডা, তুলা ও বৃশ্চিকরাশি, দীর্ঘরাশি।

“বৃশ্চিককন্ডাযুগপতিবধিভো দীর্ঘাঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)।

৮ দ্বিমাত্রবর্ণ অর্থাৎ আ, ই, উ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ এই সকল শব্দবর্ণ, ইহাদিগকে দীর্ঘ কহে।

“একমাত্রো ভবেচ্চৈব দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাাত্র প্রুতোজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনপার্জমাাত্রকঃ” (ব্যাকরণ)

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তর দীর্ঘ অর্থাৎ শব্দ হয়। ৯ সলীত গ্রন্থের মতানুসারে দ্বিমাাত্রার নাম দীর্ঘ যেমন অ—অ, সহজে হুইতী অকার উচ্চারণে যে সময় লাগে, তাহাকে দীর্ঘ বা দ্বিমাাত্র কাল কহে।

দীর্ঘকণা (ঐ) দীর্ঘ কণা নিত্যকর্মণা। গৌরবীরক, গাম্বীরে।

দীর্ঘকণ্টক (পুং) দীর্ঘ: কণ্টকো যন্ত। বর্ষুরবৃক্ষ, বাবলাগাছ।

দীর্ঘকণ্ঠ (পুং ঐ) দীর্ঘ: কণ্ঠো যন্ত। ১ বকপক্ষী। জিহ্বাং জাতিহাং ভীষ্। ২ দানব ভেদ। (জি) ৩ আরত কণ্ঠমাত্র, বাহাদের কণ্ঠদেশ দীর্ঘ। ৪ আরত এইরূপ কণ্ঠ।

দীর্ঘকণ্ঠক (পুং) দীর্ঘকণ্ঠ-কপ্। বকপক্ষী।

দীর্ঘকন্দ (ঐ) দীর্ঘ: কন্দো যন্ত। মূলক।

দীর্ঘকন্দক (ঐ) দীর্ঘকন্দ-কপ্। মূলক।

দীর্ঘকন্দিকা (ঐ) দীর্ঘকন্দক টাপ্ টাপি অত ইহং। যুগলী, তালমূলী।

দীর্ঘকন্দর (পুং) দীর্ঘ: কন্দরো যন্ত। ১ বকপক্ষী। জিহ্বাং জাতিহাং ভীষ্। (জি) ২ দীর্ঘকন্দরযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ কন্দর।

দীর্ঘকর্ণ (পুং) দীর্ঘো কর্ণ যন্ত। ১ বাহার বড় কাণ। ২ জাতিবিশেষ।

দীর্ঘকাণ্ড (পুং) দীর্ঘ: কাণ্ডো যন্ত। শুণ্ড তৃণ।

দীর্ঘকাণ্ডা (ঐ) ১ পাতালপক্ষীলতা, ছেওড়া হিলীভাষা। ২ তিক্তাক্ষ। (রাজনিং)

দীর্ঘকায় (পুং) দীর্ঘ: কায়ঃ যন্ত। আরতশরীরী, বাহার শরীর দীর্ঘ।

দীর্ঘকাল (ঐ) দীর্ঘ: কালঃ। অনেকদিন।

দীর্ঘকীল (পুং) দীর্ঘ: কীলঃ শাখাদণ্ডো যন্ত। অকোঠবৃক্ষ। লা আকড়া। ২ দীর্ঘ এইরূপ কীল।

দীর্ঘকীলক (পুং) দীর্ঘকীল স্বার্থে কন্। অকোঠ বৃক্ষ।

দীর্ঘকূল্য (ঐ) গজপিপ্লী।

দীর্ঘকুরক (ঐ) দীর্ঘ: কুরকঃ অন্নঃ। রাজার, আচ্ছদেশোভব পলিভেদ।

দীর্ঘকেশ (পুং ঐ) দীর্ঘ: কেশইব লোম অন্ত। ১ ভল্লক।

২ দেশভেদ। (বৃহৎসং ১৪১২৬) এই দেশ কৃষ্ণবিভাগের পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। (জি) ৩ আরতকেশযুক্ত, বাহার কেশ দীর্ঘ। জিহ্বাং জাতিহাং ভীষ্। বাহাং বা ভীষ্।

“বিশোজী চাক্রনেত্রো গজপতিগমনা দীর্ঘকেশী হুমধ্যা।”

(মহানটক ১২১)

দীর্ঘকো(য)শিকা (ঐ) দীর্ঘ কো(যো)শো যন্তাঃ কপ্, কাপি অত ইহং। ঝিনারিকা, ঝিণ্ডক, পর্যায়—হুর্ণামা, শুকি।

দীর্ঘগতি (পুং) দীর্ঘ: গতিষন্ত। উট্টু, ইহার দূরে দূরে পাদ নিক্ষেপ করে, এই জন্য ইহাদিগকে দীর্ঘগতি কহে।

দীর্ঘগমন (জি) দীর্ঘ: গচ্ছতি দীর্ঘ-গম-গিনি। বাহার দীর্ঘ বা দ্রুত গমন করে।

দীর্ঘগ্রহি (পুং) দীর্ঘোগ্রহি: পক্ষ যন্ত। গজপিপ্লী, গজ-পিপ্ল। (রাজনিং)

দীর্ঘগ্রীব (পুং) দীর্ঘা গ্রীবা যন্ত। ১ উট্টু। ২ নীলকোষ। জিহ্বাং জাতিহাং ভীষ্। ৩ দেশভেদ, এই দেশ কৃষ্ণবিভাগের দক্ষিণপশ্চিমদিকে অবস্থিত। (বৃহৎসং ১৪১২৩)

দীর্ঘঘাটিক (পুং, ঐ) দীর্ঘা ঘাটী অস্তান্তি তন্। উট্টু।

দীর্ঘচক্ষু (পুং) দীর্ঘা চক্ষুযন্ত। পক্ষিভেদ। (পারস্কর নিঘণ্টু)

দীর্ঘচ্ছদ (পুং) দীর্ঘাচ্ছদা যন্ত। ১ ইক্ষু। (জি) ২ দীর্ঘচ্ছদক, দীর্ঘপত্রযুক্ত। ৩ দীর্ঘ এইরূপ পত্র।

দীর্ঘচ্ছন্দস্ (ঐ) ছন্দোবিশেষ, বড় ছন্দঃ।

দীর্ঘজঙ্গল (পুং) দীর্ঘ: যজ্ঞা তথা জঙ্গলো গতিশীলঃ। ভদ্রান মৎস্ত।

দীর্ঘজজ্ঞ (পুং) দীর্ঘা জজ্ঞা যন্ত। ১ বক। ২ উট্টু। (জি) ৩ আরতজজ্ঞযুক্ত। (ঐ) ৪ দীর্ঘ এইরূপ জজ্ঞা।

দীর্ঘজাম্বুক (পুং) দীর্ঘ: জাম্বুযন্ত ততো কপ্। দীর্ঘজজ্ঞ।

দীর্ঘজিহ্বা (পুং) দীর্ঘা জিহ্বা যন্ত। ১ সর্প। ২ দানববিশেষ।

“গরিষ্ঠশ্চ বনায়ুশ্চ দীর্ঘজিহ্বশ্চ দানবঃ।” (ভারত ১৬৫১০০)

দীর্ঘজিহ্বা (ঐ) দীর্ঘজিহ্ব-টাপ্। ১ রাকসীভেদ। (ভারত ৩২৮১৪৪) ২ কুমারাহুচরমাতৃগণভেদ।

দীর্ঘজিহ্বী (পুং) ১ কুস্কর। “দীর্ঘজিহ্বীচ ছন্দসি” (পারস্করনিং) এই শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও বৈদিক গ্রন্থোক্তানুসারে ভীপ্ হইল।

দীর্ঘজীবিন্ (জি) দীর্ঘ: বহুকালঃ জীবতি জীব-গিনি। বহুকালজীবী, বাহার অনেক দিন বাঁচিয়া থাকেন, তাহাদিগকে দীর্ঘজীবী কহে।

“যজ বর্জরতে রাজা পাপকৃত্তো ধনাগম্যৎ।

তত্র কালেন জায়তে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ।” (মহু ৯২৪৬)

রাজা যখন স্নায়পূর্বক দণ্ড ধারণ করেন, বেদ-
পারগ ব্রাহ্মণ সকল যখন শ্রদ্ধা হন এবং রাজা মহাপাতকীর
নিকট ধন গ্রহণ করেন না, এ সময় সকলেই দীর্ঘজীবী
হয়। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে বিবৃদ্ধাচার আবশ্যিক।
বিবৃদ্ধাচারী ও স্বধর্মপরায়ণ হইলে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন
লাভ হয়। যথোচ্ছাচারই অকাল মৃত্যুর প্রতিকারণ,
এই জ্ঞান মন্যাদি সকল দায়েই বিবৃদ্ধাচারীর প্রশংসা দেখা
যায় এবং অকাল মৃত্যুর উদ্দেশ্য হলেও এইরূপ লিখিত
আছে। বিহিতকর্মের অননুষ্ঠান, নিমিত্তের সেবন, ইচ্ছার
অনিগ্রহ, আলস্য এবং অন্নদোষই একমাত্র অকাল মৃত্যুর
কারণ। যাহারা এই সকল অনুষ্ঠান করেন না, অর্থাৎ স্বধর্ম-
পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ
করিয়া থাকে।

“বিহিতশ্রাদ্ধানুষ্ঠানং নিমিত্তস্ত চ সেবনং।

অনিগ্রহাচ্ছেদ্রিগাণাং নরঃ পতনমিচ্ছতি॥” (মহু)

দীর্ঘতমস্ (পুং) দীর্ঘাত্তবঃ স্ততয়ো যত। প্রভূত-স্তুতিক
দেবাদি, যে দেবাদির অনেক স্তব আছে। “দীর্ঘতমস্ হৃদ্বা
যময়িঃ” (ঋক্ ১০।৬২।৭) ২ দীর্ঘকালব্যাপিসন্তানক। (ভাষ্য)

৩ দীর্ঘ এইরূপ তত্ত্ব।

দীর্ঘতমস্ (জি) দীর্ঘং বহুকালব্যাপকং তপোযত্ন। বহুকাল-
ব্যাপক তপস্ব আয়ুর্বংশীয় নৃপভেদ, ইনি অনেক দিন ধরিয়া
তপস্বা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম ‘দীর্ঘতমস্’ হইয়া-
ছিল। (হরিবং ২৯ অ°)

দীর্ঘতমস্ (পুং) ১ কাশীরাজের পুত্র ধনন্তরির পিতা।
উত্থাপুত্র। ইহার বিষয় মহাভারতে এইরূপ লিখিত
আছে—উত্থা নামে এক ধীসম্পন্ন মূনি ছিলেন। তাঁহার
প্রিয়তমা মমতা নামে এক ভাৰ্যা ছিল। মমতা যখন পূর্ণ
গর্ভবতী, এমন সময় উত্থোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগণের
পুরোহিত বৃহস্পতি, মমতার উপগত হইলেন, ইহাতে
মমতা বৃহস্পতিকে কহিল, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে
গর্ভধারণ করিয়াছি, অতএব তুমি ‘বিরত হও, আমার এই
সন্তান গর্ভস্থ হইয়াই বড়লবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তোমারও
বীৰ্য্য অমোঘ, এক কুক্ষিতে দুই সন্তানের অবস্থান অস-
ম্ভব, অতএব ইহাতে বিরত হও। বৃহস্পতি অতিভৈষ্য
হইয়াও কামবশে আপনার চিত্তকে সংযত করিতে
পারিলেন না। বৃহস্পতি মমতার অসম্মতিতে তাহাতে উপ-
গত হইলেন। অনন্তর রোতঃপাত-করণোত্তর বৃহস্পতিকে
গর্ভস্থ বালক কহিল, তাত! কান্ড হউন, এই গর্ভমধ্যে উত্তরের
স্থিতি হইতে পারে না। বৃহস্পতি তাহার বাক্য না শুনিয়া

রোতঃপাত করিলেন। গর্ভস্থ সেই মূনি শুক্রত্যাগের সময়
বৃষ্টিতে পারিয়া শুক্রপ্রবেশের পথ চরণধারী ক্রুদ্ধ করিয়া
রাখিলেন। তখন ঐ রোতঃ প্রতীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে
পতিত হইল। ইহাতে শুগবান্ বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ
গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিলেন, ‘তুমি এতাদৃশ মনোরম সময়ে
আমাকে এরূপ বাক্য কহিলে, এ কারণে তুমি দীর্ঘতমসে
প্রবিশি হইবে অর্থাৎ অন্ধ হইবে।’ বৃহস্পতির এই শাপে
ঐ শব্দী জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন।
প্রবেষী নারী ব্রাহ্মণতনয়র সহিত ইহার বিবাহ হয়।
তাঁহার গর্ভে ইহার গোতম প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ‘ঐ
গোতমাদি পুত্র সকলই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিল।
দীর্ঘতমা স্মরতিসন্তান কামধেয় হইতে গোদর্শ শিকাপূর্বক
তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রকাশ্য মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মৰ্যাদা অতি-
ক্রম করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বিধি হইলেন।
প্রবেষীও নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। একদিন দীর্ঘতমা পত্নীকে
অসন্তুষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত আমার
প্রতি বিবেচাচরণ কর? প্রবেষী কহিলেন, স্বামী ভাৰ্য্যার
ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্তা বলা যায়
এবং পালন করেন বলিয়া তাহাকে পতি কহে। তোমার
জন্মান্তরাশ্রয় আমি চিরকাল তোমার ও তোমার
পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, এখন আর
ভরণপোষণ করিতে পারিব না।

দীর্ঘতমা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি অস্ত্র হইতে
এইরূপ লোকমৰ্যাদা স্থাপন করিলাম। নারীগণ একমাত্র
পতিতেই অহরন্তর থাকিবে, স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত
হউন, পত্নী আর অস্ত্র পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না।
যতপি কোন নারী অস্ত্র পতিকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে
পতিতা হইবে। ব্রাহ্মণী তাহার এই বাক্য শুনিয়া অতিশয়
কুপিতা হইয়া পুত্রদ্বিগকে কহিল, ‘তোমরা অন্ধ পিতাকে
বন্ধনপূর্বক গঙ্গার ফেলিয়া দিয় আইস।’ পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে
বন্ধন করিয়া ভেলার উপর চড়াইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া
আসিল। দীর্ঘতমা গঙ্গার জলে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর যাইয়া
পড়িলেন। বল নামে একরাজা গঙ্গার তীর করিতে আসিয়া এই
অবস্থাপন্ন শব্দিকে দেখিয়া ইহাকে নিজ আলয়ে লইয়া যাই-
লেন। পরে ইহাকে তেজস্বী জানিতে পারিয়া ইহার ত্রিকট
প্রাৰ্থনা করিলেন, ‘হে মহাভাগ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত
আমার ভাৰ্য্যাতে ধর্ম্মধর্ম্মকুল, সন্তান উৎপাদন করুন।’
তেজস্বী শব্দী রাজার ঐ কথার স্মৃত হইলে রাজা

হৃদেয়া নামে বীর পত্নীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজ-
মহিষী হৃদেয়া তাঁহাকে অন্ধ ও বুদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া
তাঁহার নিকট বীর দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ঋষি শূদ্র-
ধোনিতে কাকীবান্ প্রভৃতি ঐকাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন।
রাজা তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় হৃদেয়াকে তাঁহার নিকট
প্রেরণ করিলেন। তখন দীর্ঘতমী ঋষি হৃদেয়া দেবীর অঙ্গ
সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'তোমার অতি প্রেমজনী পুত্র
হইবে, তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও মুঙ্গ
হইবে। এই ভূমণ্ডলে তাহাদের নামে এক এক দেশ হইবে।
অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে
কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ এবং মুঙ্গের নামে
মুঙ্গদেশ হইবে।' (ভারত আদিপঃ ১০৪ অঃ) নীতি-
মঞ্জরীতে লিখিত আছে—ত্রেতন প্রভৃতি ভূতাম্বর্ণ দীর্ঘতমাকে
প্রথমে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, কিন্তু সেখানে ইনি অধিনী-
কুমারের প্রদানে রক্ষা পান। তাহার আবার অগ্নিতে নিক্ষেপ
করে, এখানেও ইনি ঐকপে রক্ষা পান। ত্রেতন ইহার মন্তকে,
বক্ষে ও বাহুগলে আঘাত করিয়াছিল। শেষে আপনি অমৃতপ্ত
হইয়া নিজ দেহে সেইরূপ আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে।
দীর্ঘতরু (পুং) দীর্ঘঃ তরুঃ। ১ তালবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ বৃক্ষমাত্র।
দীর্ঘতা (স্ত্রী) দীর্ঘতা ভাবঃ দীর্ঘ-তল-টাপ্। আরতি, দৈর্ঘ্য,
দীর্ঘত্ব।
দীর্ঘতিমিষা (স্ত্রী) দীর্ঘতিম বা কিম্বৎ। ককটী, কাকুড়।
দীর্ঘতুণ্ড (স্ত্রী) দীর্ঘঃ তুণ্ডঃ যন্ত। ১ চুচুল্লরী। (ত্রি) ২ দীর্ঘ-
তুণ্ডযুক্ত গজাদি। (স্ত্রী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ তুণ্ড।
দীর্ঘতৃণ (পুং) দীর্ঘঃ তৃণমিব, অভিধানাৎ পুংস্বৎ। ১ পল্লিবাহ
তৃণ। (রাজনিঃ) (স্ত্রী) ২ দীর্ঘ এইরূপ তৃণ।
দীর্ঘদণ্ড (পুং) দীর্ঘো দণ্ড ইব কাণ্ডাবচ্ছেনেন। এরণ্ড বৃক্ষ।
(ভাবপ্রঃ) স্বার্থে কন্।
দীর্ঘদণ্ডী (স্ত্রী) দীর্ঘদণ্ড গোরাগিহ্মাং ভীষ্। গোয়ক্ষী। (রাজনিঃ)
দীর্ঘদর্শিতা (স্ত্রী) দীর্ঘদর্শিনোভাবঃ দীর্ঘদর্শিন্ তল্ অমু-
নাসিকলোপঃ ততোটাপ্। বহুদর্শিতা, অনেক দেখিয়া যে
জান অয়ে।
দীর্ঘদর্শিন্ (পুং) দীর্ঘঃ দীর্ঘাৎ বা পশ্যতি শিনি। ভাবি-
কাব্যজ্ঞ, ভবিষ্যতে যাহা ঘটবে তাহা যে বিদিত আছে,
বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পণ্ডিত। ২ ভল্লক। (ত্রি) ৩ দূরদর্শক।
"দীর্ঘ দীর্ঘঃ পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতং।" (ভারত ১৪৮৮৪০)
দীর্ঘদৃষ্টি (পুং) দীর্ঘা দৃষ্টির্দর্শনমন্ত। ১ পণ্ডিত। দীর্ঘা দূরতো
দৃষ্ট যেন। ২ দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রভেদ।
দীর্ঘক্র (পুং) দীর্ঘশাস্ত্রো ক্রশ্চেতি। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘক্রম (পুং) দীর্ঘোক্রমঃ। শাস্ত্রলিখক, শিল্প।
দীর্ঘদ্বার, ব্রহ্মধেওক্ত বিশালদেশান্তর্ভুক্ত একটি জনপদ।
ব্রহ্মধেয়ের বতে, এই জনপদ গওকীতে অবস্থিত এবং
ইহাতে সপ্ত সহস্র গ্রাম ও জিশটী নগর ছিল।
দীর্ঘদম্ব, বুদ্ধের সাময়িক অনৈক ব্রহ্মচারী। ইনি 'দীর্ঘদম্ব-
পরিভ্রাজক-পরিপূজ্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া বিখ্যাত।
দীর্ঘনাদ (পুং) দীর্ঘঃ দূরগামিহ্মাৎ বিতীর্ণঃ নাদোবজ্ঞ, কুড়া-
দিহ্মাৎ ন পশ্বৎ। ১ শব্দ। (ত্রি) ২ বহুকালস্থায়ী শব্দযুক্ত
বস্তাদি। (পুং) ৩ আরত শব্দ।
দীর্ঘনাল (পুং) দীর্ঘঃ নালঃ যন্ত। ১ যাবনাল। ২ শুণ্ডতৃণ।
(স্ত্রী) ৩ দীর্ঘরোহিণী।
দীর্ঘনাস (ত্রি) দীর্ঘা নাসা যন্ত। দীর্ঘনাসিকায়ুক্ত।
"বকযাতী দীর্ঘনাসো দদ্যাত্ গাং ধবলপ্রভাৎ।" (শাততপ)
(স্ত্রী) দীর্ঘনাসিকা।
দীর্ঘনিদ্রা (স্ত্রী) দীর্ঘা নিদ্রা। দ্রুত।
"সোহদ্যমংকার্ম্য কাক্ষেপবিদীপিতদিগন্তরৈঃ।
শরৈর্বিভিন্নসরসীকো দীর্ঘনিদ্রাঃ প্রবেক্ষ্যতি ॥" (মার্কপুঃ ৭।১৩)
২ দীর্ঘকালব্যাপিনী নিদ্রা।
দীর্ঘপক্ষ (পুং) দীর্ঘো পক্ষো যন্ত। ১ কলিঙ্গাখ্য। ২ দীর্ঘপক্ষ-
যুক্ত পক্ষিমাত্র।
দীর্ঘপটোলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘা পটোলিকা। লতাকলবিশেষ,
ধুঁহল। ইহার শুণ্ড—স্নিগ্ধ, কটু, বিষ্টেষ্ঠী ও শুষ্ক; বায়ু, পিত্ত,
শ্লেষ্মা, ক্রটি ও ভেদকারক, মধুর এবং শীতল। (বৃজবলভ)
দীর্ঘপত্র (পুং) দীর্ঘঃ পত্রঃ যন্ত। ১ রাজপলাশু। ২ বিষ্ণুকন্দ।
৩ হরিদর্ভ। ৪ কুপীনুবৃক্ষ, কুঁচলে গাছ। ৫ ইক্ষুভেদ।
"কাস্তারস্তাপসেক্ষুস্ত কাঠেকুঃ স্থচিপত্রকঃ।
নৈশালো দীর্ঘপত্রস্ত নীলপোরোহেৎ কেদারকুৎ ॥""
(সুশ্রুত হৃদয়ন ৪৫ অঃ)। [ইক্ষু দেখ।]
দীর্ঘপত্রক (পুং) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্। ১ রক্ত লগুন,
লালরক্তন। ২ এরণ্ড। ৩ হিজল বৃক্ষ, হিজলগাছ। ৪ বেতস
বৃক্ষ। ৫ করীরবৃক্ষ, মথুরা অঞ্চলে কচড়া। ৬ ভল্লক মধুক
বৃক্ষ, জলমৌলগাছ। ৭ লগুন।
দীর্ঘপত্রী (স্ত্রী) দীর্ঘঃ পত্রঃ যন্তাঃ। ১ চিত্রপর্ণিক, ক্ষুদ্রে
চাকুলিয়া। ২ হৃষিকেশবৃক্ষ, ছোট জাম। ৩ পুশ্পপর্ণীলতা,
চাকুলে। ৪ গন্ধপত্রী। ৫ কেতকী। ৬ ডোরীকুপ। ৭ শাল-
পর্ণী, শালপাইন।
দীর্ঘপত্রিকা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইহ্মঃ।
২ খেতবাচা, সাদা বাচ। ২ স্তবকুমারী। ৩ শালপর্ণী। ৪ খেত
পুনর্বা।

দীর্ঘপত্রা (স্ত্রী) দীর্ঘপত্র গোরাদি ভাব্। ১ পলশীলতা।
২ মহাচক্ষুশাক।

দীর্ঘপর্নী (স্ত্রী) দীর্ঘঃ পর্ণঃ যন্তা গোরাদি ভাব্। পুন্নিপর্নী,
চাক্লে।

দীর্ঘপল্লব (পুং) দীর্ঘঃ পল্লবো বস্যা। ১ শগবৃক্ষ। (ত্রি)
২ আরত পদ্মবৃক্ষ। (পুং স্ত্রী) ৩ আরতপল্লব।

দীর্ঘপাদ (পুং) দীর্ঘঃ পাদো বস্যা সমাসান্তঃ অন্ত্যলোপঃ।
কঙ্কপক্ষী, কঁক। সমাসান্তবিধের নিত্যত্বাৎ অন্ত্যলোপাত্যবঃ।
সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অর্থাৎ সমাসান্তবিধি কোন
স্থলে হইবে, কোন স্থলে হইবে না, এইজন্য অন্ত্যলোপ না
করিয়া 'দীর্ঘপাদ' এইরূপ শব্দ হইবে। পাদ শব্দ স্থানে পদ
আদেশ করিয়া দীর্ঘপদ এইরূপ হইবে। (ত্রি) দীর্ঘপদবৃক্ষ।

দীর্ঘপাদপ (পুং) দীর্ঘশাস্তো পাদপশ্চেতি। ১ ভাল। ২ পুং।

দীর্ঘপৃষ্ঠ (পুং) দীর্ঘঃ পৃষ্ঠঃ যন্ত। সর্প।

দীর্ঘপ্রভ (পুং) ষাপরযুগে অশ্রুবাভার যুগপৎ নামক
নৃপভেদ।

"যুগপৎপ্রতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যন্ত মহাস্থরঃ।

দীর্ঘপ্রজ ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং সোহিতবর্ষপ ॥"

(ভারত আ' ৬৭ অঃ)

ইনি অতিশয় দূরদর্শী ছিলেন বলিয়া দীর্ঘপ্রজ এই নামে
বিখ্যাত হন। (ত্রি) দীর্ঘা প্রজা যন্ত। ২ দূরদর্শী।

দীর্ঘফল (পুং) দীর্ঘঃ ফলং যন্ত। আরণ্যবৃক্ষ, সোন্দাল,
সৌদাদুগাছ।

দীর্ঘফলক (পুং) দীর্ঘফল সংজ্ঞায়াঃ কন্। অগস্ত্যবৃক্ষ,
বকফুলগাছ।

দীর্ঘফলা (স্ত্রী) দীর্ঘা ফলানি যন্তাঃ। ১ মালবদেশপ্রসিদ্ধ
জতুকা নামে লতা। ২ কপিলপ্রাক্ষা, আম্র।

দীর্ঘফলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘফল কপ্ টাপ্ কাপি অত ইৎ।
১ কপিলপ্রাক্ষা। ২ জতুকা।

দীর্ঘবালা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ বালঃ কেশো যস্যোঃ। চমরী। ঝালত্যাং
ভাব্। দীর্ঘবালী।

দীর্ঘবাহু (পুং) দীর্ঘো বাহু যন্ত। ১ শিরাহুচরভেদ।
"দীর্ঘরোম্যুদীর্ঘভূজো দীর্ঘরাহনিক্রমঃ।" (হরিবংশ ২৭৭ অঃ)
২ যুতবাহুর পুত্রভেদ। (ভারত ১১১৭১৩০) (ত্রি) ৩
আরতবাহুবৃক্ষ, বাহার বাহুবৃক্ষ দীর্ঘ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাবিহিত,
তাহাকে দীর্ঘবাহু কহে।

দীর্ঘবাহুগর্ভিত (ত্রি) দৈত্যভেদ।

দীর্ঘভূজ (পুং) দীর্ঘো ভূজো যন্ত। ১ শিরাহুচরভেদ। ২ দীর্ঘ-
বাহুবৃক্ষ। ৩ দীর্ঘ এইরূপ বাহু।

দীর্ঘমারুত (পুং) দীর্ঘঃ অধিকসমরবাপী মারুতঃ সিংহাস-
বাহুবৃত্ত। হতী। ত্রিরাং জাতিবাং ভাব্।

দীর্ঘমুখ (পুং) ১ বক্ষভেদ। (ত্রি) ২ দীর্ঘ মুখবৃক্ষ।

দীর্ঘমূল (পুং) দীর্ঘঃ মূলং যন্ত। ১ মোরটলতা, ক্ষীরমোরট।
২ শিখার বৃক্ষ। (স্ত্রী) ৩ লামজক তৃণ, বেণীগাছের সূক্ষ্ম
পাঁভা তৃণ।

দীর্ঘমূলক (স্ত্রী) দীর্ঘমূল-সংজ্ঞায়াঃ কন্। মূলক। (রাজনিং)

দীর্ঘমূলা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ মূলং যন্তাঃ টাপ্। ১ শ্রামালতা। ২
শালপর্নী, শালপাইনগাছ।

দীর্ঘমূলিকা (স্ত্রী) দীর্ঘমূল-কপ্ টাপ্ কাপি অত ইৎ।
ছুরালতা।

দীর্ঘমূলী (স্ত্রী) দীর্ঘঃ মূলং যন্তাঃ টাপ্। ছুরালতা।

দীর্ঘযজ্ঞ (ত্রি) দীর্ঘঃ বহুকালব্যাপকো যজ্ঞো যন্ত। ১ বহুকাল-
ব্যাপক যজ্ঞকারী। যিনি অনেক দিন ধরিয়া যজ্ঞ করেন।
(পুং) ২ ষাপরযুগের একজন অযোধ্যাধিপতি।

"অযোধ্যারাজ্য ধর্মজ্ঞঃ দীর্ঘযজ্ঞঃ মহাবলঃ।

অজয়ং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো নাতি তীত্রেণ কর্ণগা ॥"

(ভারত সভা ২৯ অঃ)

দীর্ঘযাথ (ত্রি) যা-কর্মণি থ, দীর্ঘকালেন যাথঃ গন্তব্যঃ।

দীর্ঘকাল দ্বারা গন্তব্য। "যথা স্রজংপথিতি দীর্ঘযাথেঃ।" (বৃ
২১৫৩) "দীর্ঘযাথে দীর্ঘকালেন গন্তব্যেঃ।" (সায়ণ)

দীর্ঘরঙ্গা (স্ত্রী) হরিত্রা।

দীর্ঘরত (পুং) কুরুত।

দীর্ঘরদ (পুং) দীর্ঘো রদো দন্তো যন্ত। ১ শূকর। (ত্রি)

২ আরত দন্ত, বাহার দন্ত দীর্ঘ। (পুং) ৩ দীর্ঘ এইরূপ দন্ত।

দীর্ঘরব, উৎকলের একজন রাজা। ইনি উৎকলবিজয়ী
মহারাজ জনমেজয়ের পুত্র। [জনমেজয় দেখ।]

দীর্ঘরসন (পুং) দীর্ঘা রসনা জিহ্বা যন্ত। সর্প।

দীর্ঘরাগা (স্ত্রী) দীর্ঘঃ অধিককালস্থায়ী রাগঃ যন্তাঃ।
হরিত্রা। (রাজনিং)।

দীর্ঘরাত্রি (স্ত্রী) দীর্ঘাঃ প্রচুরা রাত্রিঃ সন্ত্যত্র, অর্শাদিবাৎ।
চিরকাল। যুদ্ধবোধ মতে, দীর্ঘাশাস্তো রাত্রিশ্চেতি 'দৈর্ঘ্য-
দেশসম্ব্যাপ্তপূণ্যবধী দীর্ঘারাত্রিঃ' ইতিহুত্রেণ য, প্রত্যয়-
ধানাৎ। দীর্ঘা রাত্রি, দীর্ঘনিশা।

দীর্ঘরাব (ত্রি) দীর্ঘঃ রাবঃ যন্ত। উচ্চশব্দকারী।

দীর্ঘরোগিন (ত্রি) চিররোগী, বাহার আর সকল পর
রোগ ভোগ করে।

দীর্ঘরোমন (পুং) দীর্ঘানি রোমানি যন্ত। ১ তরুণ। ২ শিখা-
হুচরভেদ। (হরিবংশ ১৪২)

দীর্ঘরোহিষক (ক্লী) দীর্ঘং রোহিষং ততঃ পার্থে সংজ্ঞায়াঃ
বা কন্। কত্বগভেন, স্তম্ভকি কৃৎ বিশেষ, বড়রোহিষ, পর্যায়—
দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়জ্ঞান, বজ্জেট, দীর্ঘনাশ, তিক্তসার, ইহার স্তম্ভ—
কটু, উষ্ণ, কক্ষ, বাত, তৃত্যহ ও বিবনাশক এবং ত্রণক্ষত
উপশমকারণ। (রাজনিং) .

দীর্ঘলতাক্রম (পুং) অধিকর্ণবৃক্ষ, স্তম্ভাশাল।

দীর্ঘলোচন (ত্রি) দীর্ঘং লোচনং যস্য। ১ আরতনেত্রক,
বাহার চক্ষু আরত। ২ শিবাষ্টচরভেদ। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।
(ক্লী) আরতং লোচনং। ৪ আরতং এইরূপ লোচন।

দীর্ঘলোহিত্যস্তিকী (ক্লী) রক্ত ইক্ষু।

দীর্ঘবংশ (পুং) দীর্ঘো বংশ ইব। ১ নল তৃণ। ২ সন্ততকৃণ।
৩ প্রাচীনবংশসমুহ।

দীর্ঘবক্ত (পুং ক্লী) দীর্ঘং বক্তং মুখং যস্য। হৃদী। (ত্রি)
লম্ববদন। ত্রিমাং শব্দেহপি টাপ্। (ক্লী) দীর্ঘং বক্তং।
আয়ত এইরূপ বদন।

দীর্ঘবচ্ছিকা (ক্লী) দীর্ঘবৎ, নীকতে সিক্তি নীক-ক পূর্বোদরা
বৃষঃ। কুন্তীর।

দীর্ঘবর্ষাভূ (পুং ক্লী) দীর্ঘা বর্ষাভূঃ। খেতপূনর্নবা।

দীর্ঘবল্লী (ক্লী) দীর্ঘা বল্লী। ১ মহেন্দ্রবাকী, বড় মাকাল।
২ পাতালগরুড়ীলতা, ছেউড়ী। ৩ পলাশীলতা। ৪ আরত
এইরূপ লতা।

দীর্ঘবৃক্ষ (পুং) দীর্ঘঃ বৃক্ষঃ। ১ শালবৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ।

দীর্ঘবৃন্ত (পুং) দীর্ঘঃ বৃন্তঃ যস্য। শ্রোত্রাক বৃক্ষ, সোণাগাছ।
২ শ্রোত্রাক প্রভেদ, লম্বাসোনা। ৩ মতাক্রম, লত্বাশাল।

দীর্ঘবৃন্তক (পুং) দীর্ঘবৃন্ত পার্থে-কন্। [দীর্ঘবৃন্ত দেখ্।]

দীর্ঘবৃন্তা (ক্লী) দীর্ঘঃ বৃন্তঃ যস্য। ইন্দ্রচিতিলতা।

দীর্ঘবৃন্তিকী (ক্লী) দীর্ঘঃ বৃন্তঃ যস্য। কপ্ টাপি অতইৎ।
এলাপণী, কাটা আমরুলীগাছ।

দীর্ঘশর (পুং) দীর্ঘঃ শরঃ। যাবনাশ খাণ্ড, জোনার ধান।

দীর্ঘশস্ত্র (পুং) গাব ফল।

দীর্ঘশাখ (পুং) দীর্ঘা শাখা যস্য। ১ শগবৃক্ষ, শগের গাছ।
২ শালবৃক্ষ।

দীর্ঘশাখিকা (ক্লী) দীর্ঘা শাখা যস্য। কাপি অতইৎ।
নীলগ্নীকৃপ, হিন্দীতে নল্লবনগুড়।

দীর্ঘশিশ্নিক (পুং) দীর্ঘা শিশ্নিক্য কপ্। ক্ষব। রম্বিকাক্রম।

দীর্ঘশুক (পুং) দীর্ঘঃশুকঃ অগ্রং যস্য। শালিভেদ, শালিখাণ্ড।

দীর্ঘশুক (ক্লী) দীর্ঘঃ শুকঃ যস্য। কপ্। রাজার, অকুদেশের
আমন ধানকে রাজার কহে।

দীর্ঘশ্রুতি (ত্রি) বৃহৎ শ্রুত্বক, বড় শ্রুতি।

দীর্ঘশ্রবসু (পুং) দীর্ঘং শ্রবো বসী। দীর্ঘতমার পুত্র ঐবিভেদ।

“উশিকায় বগিজে দীর্ঘশ্রবসে” (ঋক ১১.১২১১) ‘উশিক্
সংজ্ঞা দীর্ঘতমসঃ পত্নী উস্যাঃ পুত্রো দীর্ঘশ্রবানাম কশ্চিদ্বিরনা-
যুষ্ঠৌ জীবনার্থমকরোৎ বাসিষ্ঠ্যঃ।’ (সায়ণ) এই ঐবি কোন
নামে অনাযুষ্টি হইলে জীবিকার জন্য বাসিষ্ঠ্য করিয়াছিলেন।
(ত্রি) ২ দীর্ঘকর্ণযুক্ত। (ক্লী) ৩ দীর্ঘ এইরূপ কর্ণ।

দীর্ঘশ্রুতি (ত্রি) ১ বহুদূর হইতে যাহা শুনা যায়। ২ দূর দেশ
পৰ্য্যন্ত যাহার নাম বিখ্যাত।

দীর্ঘসক্ধ (ত্রি) দীর্ঘে সক্ধিনী যস্য। বহুব্রীহৌ স্বাক্ষাৎ বচ্।
(বহুব্রীহৌ সক্ধক্সো স্বাক্ষাৎ বচ্। পা ৫।৪।১১৩) দীর্ঘোক্ত।

দীর্ঘসক্ধি (ক্লী) দীর্ঘে সক্ধিনী যস্য, স্বাক্ষানিত্যুক্তে ন বচ্।
শকট। বহুব্রীহি সমাসে স্বাক্ষ ব্রুত্বাইলে সক্ধি ও অক্শিপ্তের
উত্তর বচ্ হয়, কিন্তু এই স্থলে শরীরাদ ব্যাধ নাহি, এইজন্য
বচ্ হইল না, যে স্থলে স্বাক্ষ ব্রুত্বাইবে, সেইস্থলে দীর্ঘসক্ধি
না হইয়া ‘দীর্ঘসক্ধ’ এইরূপ হইবে।

দীর্ঘসজ্জ (ক্লী) দীর্ঘঃ বহুকালসাধ্যং সজ্জং। ১ যজ্ঞবিশেষ,
দীর্ঘকালিকযজ্ঞ, এই যজ্ঞ অমুষ্ঠান করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়া
থাকে। (ত্রি) ২ দীর্ঘসজ্জযজ্ঞকর্তা। ৩ তীর্থবিশেষ, এই
দীর্ঘসজ্জ তীর্থে ব্রহ্মাদিদেবতা ও পরমর্ষি সিদ্ধ প্রভৃতি ঐধা-
নিয়মে অবস্থান করিয়াছিলেন, এই তীর্থে গমন মাত্রই অশ্ব-
মেধ ও রাজস্বয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। (ভারত ৩।১০।৩।৪)

(ক্লী) ৪ বাবজীবন কর্তব্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। “দীর্ঘসজ্জং
হ বা ত উপবন্তি যেহগ্নিহোত্রং জুহুতোতবৈ জরামর্ধ্যং সজ্জং
যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা।” (শতপথব্রাং ১২।৪।১২) .

দীর্ঘসজ্জিন্ (পুং) দীর্ঘসজ্জকারী।

দীর্ঘস্মরত (পুং) দীর্ঘঃ বহুকালব্যাপকং স্মরতং যস্য। ১ কুজর।
ত্রিমাং জাতিভাৎ তীর্ষ। (ক্লী) ২ আরতস্মরত।

দীর্ঘসূক্ষ্ম (পুং) দীর্ঘশ্চানৌ সূক্ষ্মশ্চেতি। প্রাণায়ামভেদ।

[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ।]

দীর্ঘসূত্র (ত্রি) দীর্ঘেণ বহুকালেণ সূত্রং কার্য্যারম্ভঃ যন্ত। ১
চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যাসম্পাদনকাকী।

“অদীর্ঘসূত্রস্ত ভবেৎ সর্ষকর্ম্মসু পার্থিবঃ।

দীর্ঘসূত্রস্ত নৃপতেঃ কর্ম্মহানি ক্রবৎ ভবেৎ।

রাগে যেষ চ কামে চ জ্যোহে পাপে চ কর্ম্মপি।

অগ্নিয়ে চৈব কর্ম্মব্যো দীর্ঘসূত্রস্ত শততে।” (যন্তপূরণ)

সকল কার্য্যই অদীর্ঘসূত্র হইবে, নৃপতিগণ দীর্ঘসূত্র
হইলে কার্য্যহানি হইবে। কিন্তু রাগ, ঘেব, কাম, জ্যোহ,
পাপকার্য্য এবং অগ্নির কর্ম্মে দীর্ঘসূত্র অবলম্বন করিবে,
অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মে দীর্ঘসূত্র হইলে সেই সেই কার্য্য

হইতে পারে, এইজন্য এই সকল কার্যে দীর্ঘস্থত্বভার
বিধান আছে। যে ব্যক্তি কোন কার্য উপস্থিত হইলে তাহা
সম্পাদনে সক্ষম না হইয়া ইহা আজি, নাহয় কালি করিব
মনে করিয়া আলস্তে কালক্ষেপ করে, তাহাকে দীর্ঘস্থত্ব
কহে। বাহ্যার উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার
যতপূর্ব্বক দীর্ঘস্থত্বতা পরিহার্য করিবেন, দীর্ঘস্থত্ব হইলে
কখনও উন্নতিলাভ হটবে না। (ক্ৰী) ২ দীর্ঘ এইরূপ
স্থত্ব। (ত্রি) ৩ দীর্ঘতত্ত্বক।

দীর্ঘস্থত্বতা (ক্ৰী) দীর্ঘস্থত্ব ভাবঃ দীর্ঘস্থত্ব-তল-টাপ্।
চিরজিৱতা।

দীর্ঘস্থত্বিন্ (ত্রি) স্থত্বঃ বহুকালং ব্যাপ্য কৰ্ম্মারম্ভোহস্ত্যত
দীর্ঘস্থত্ব-ইনি। দীর্ঘস্থত্ব।

“বিষাদী দীর্ঘস্থত্বী চ কৰ্ত্তা ভাস উচ্যতে ॥” (গীতা ১৮।২৮)

একদিনে যে কার্য করা যায়, সেই সেই কৰ্ম্ম একমাসে
বিনি করেন, তাহার নাম দীর্ঘস্থত্বী। “বদহা কার্যং তৎমানেন-
নাপি যো ন সম্পাদয়তি স দীর্ঘস্থত্বী” (আহিকতত্ত্ব)

দীর্ঘস্থত্ব (পুং) দীর্ঘঃ স্বকোষত্ব। তালবৃক্ষ।

দীর্ঘস্থত্ব (পুং) দীর্ঘঃ অর্থঃ ৯ [দীর্ঘ দেখ।]

দীর্ঘা (ক্ৰী) দীর্ঘ-টাপ্। পুষ্টিপণী, পর্যায়—পৃথকপণী, লাজুলী,
ক্রোষ্টপুচ্ছিকা, বামনি, কলসী, তরী, গৃহা, ক্রোষ্টক-
মেথলা, দীর্ঘা, শৃগালবিয়া, ত্রীপণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা,
অভিলুহা, স্মৃতিলা, চিত্রপর্ণিকা। (বৈদ্যকরত্নমালা)

দীর্ঘাধ্বগ (পুং) দীর্ঘঃ আয়তঃ অক্ষানঃ গচ্ছতি গম-ড।

১ লেখহার, পত্রবাহক। ২ উষ্ট্র।

দীর্ঘায়ু (ত্রি) দীর্ঘঃ আয়ুঃ। চিরজীবী। “জীবাভূত
দীর্ঘায়ুঃ মে” (ভুল্লয়জু ১৮।৬) ‘দীর্ঘায়ুর্ভাবঃ দীর্ঘায়ুঃ
বহুকালমায়ুঃ পুৰোদরাদিত্যং সলোপঃ আয়ুৰ্দ্ধনস্তো বা।’ (ভাষ্য)

দীর্ঘায়ুত্ব (ক্ৰী) [দীর্ঘায়ু দেখ।]

দীর্ঘায়ুধ (পুং) দীর্ঘঃ আয়ুধঃ। ১ কুস্তাজ। দীর্ঘো আয়ুধো-
ইব দণ্ডো যত। ২ শূকর।

দীর্ঘায়ুষ্টি (পুং) দীর্ঘায়ুধো ভবঃ দীর্ঘায়ুস্। বহুকাল আয়ু,
দীর্ঘকালজীবন, লৌকিক প্রয়োগে ‘দীর্ঘায়ুষ্টি’ হইবে, কিন্তু
বৈদিক প্রয়োগে অজ্ঞান লোপ করিলে দীর্ঘায়ুষ্টি হইবে।

দীর্ঘায়ুয্য (পুং) দীর্ঘঃ আয়ুঃ জীবনং যত। ১ যেত মন্দারক।

(ত্রি) ২ দীর্ঘায়ুযুক্ত, বাহাদেয় আয়ু অতিশয় দীর্ঘ।

দীর্ঘায়ুস্ (পুং) দীর্ঘঃ আয়ুঃ। দীর্ঘায়ুযুক্ত, চিরজীবী,
বাহ্যার অধিক দিন বাচিয়া থাকে।

“গুদক্ষিসিরামায়ুঃ সংহতাজঃ স্থিরোস্থিরঃ।

উত্তরোত্তরস্থক্কেত্রো যঃ স দীর্ঘায়ুৰ্যচ্যতে ॥

গৰ্ভাংপ্রভৃত্যরোগো যঃ শনৈঃ সমুপচীরতে।

শরীরজানবিজ্ঞানৈঃ স দীর্ঘায়ুঃ সমাসতঃ ॥”

(স্থত্বত্বত্বস্থান ৩৬ অঃ)

বাহ্যার শরীরে শিরা, স্নায়ু, বা সন্ধি গুঢ়ভাবে নিহিত,
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, ইন্দ্রিয়সকল স্থির এবং
শরীর উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই দীর্ঘায়ু।
যিনি জন্মাবধি অরোগী এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিন দিন
বৃদ্ধি হয়, তাহাকে দীর্ঘায়ু জানিতে হইবে। চিকিৎসক
চিকিৎসা করিতে যাইলে ‘প্রথমে রোগী অস্বাস্থ্যক দীর্ঘায়ু
তাহা নিরূপণ করিবেন। দীর্ঘায়ু নিরূপণ স্থলে সুস্থত্বে এইরূপ
‘লিখিত আছে—হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনের অগ্রভাগ,
দশন, বদন, স্বক এবং ললাট দেশ বিস্তৃত হইলে, অনুলির
পৰ্ব, উচ্চ (যে খাস টানিয়া লওয়া যায়), বাহ এবং চক্ষু
দীর্ঘ হইলে, জ্ঞ ও স্তন্যবায়ের মধ্যভাগ এবং বক্ষস্থল বিস্তারিত
হইলে, জন্মা, মেট্র এবং গ্রীবা হ্রস্ব হইলে, শ্বস, নাভি ও বৃদ্ধি
গভীর হইলে, স্তন্যবায় শরীরে অধুচ্চ এবং দৃঢ় ভাবে থাকিলে,
কর্ণ দীর্ঘরোমবিশিষ্ট হইলে, মস্তক মস্তকের পশ্চাত্তাগে
থাকিলে, স্নান ও অঙ্গুলেপন করিলে, মস্তক হইতে
শরীরের নিম্নভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকিলে এবং সকলের
শেষে হৃদয়দেশ শুষ্ক হইলে আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

(স্থত্বত্বত্বস্থান ৩৪ অঃ)

দীর্ঘারণ্য (ক্ৰী) দীর্ঘঃ অরণ্যঃ। নিবিড় বন।

দীর্ঘালক (পুং) দীর্ঘোহলকইব। যেতমন্দারকবৃক্ষ।

দীর্ঘাশ্র (ত্রি) দীর্ঘঃ আশ্রয়ঃ যত। ১ আয়তমুখ। ২ হতী।

৩ শিরায়ুচরভেদ। দীর্ঘঃ আশ্রয়ঃ যত দেশে। ৪ পশ্চিমোত্তর-
দেশভেদ। (বৃহৎসং ১৪ অঃ)

দীর্ঘাহন (পুং) দীর্ঘাণি অহনি যত। যে সময়ের দিন সকল
দীর্ঘ, নিদাঘ সময়, গ্রীষ্মকাল। দীর্ঘঃ অহঃ। এই স্থলে সমাস
করিয়া ‘রাজাহঃসখিত্যষ্টচ্’ এই স্থত্রানুসারে টচ্ সমাস
করিলে ‘দীর্ঘাহ’ এইরূপ হইবে, ‘দীর্ঘানিবস’ এইরূপ অর্থ
বুঝাইবে, বহুব্রীহি সমাসে টচ্ সমাসান্ত হয় না, এইজন্যই
‘দীর্ঘাহন’ শব্দ হইয়াছে, কিন্তু বন্দ্য, তৎপুরুষ ও কৰ্ম্মবায়
সমাসে টচ্ সমাসান্ত হইয়া থাকে।

দীর্ঘিকা (ক্ৰী) দীর্ঘেব দীর্ঘা সংজ্ঞার কন্ টাপি অত ইব।

জলাশয়ভেদ, দীর্ঘি, পর্যায়—বাপী। ত্রিশত যত পরিমিত
জলাশয় হইলে তাহাকে দীর্ঘিকা কহে। “শতেন যত্ৰতিঃ

পুষ্করিণী, ত্রিভিঃ শতৈর্দীর্ঘিকা, চতুর্ভিঃ স্রোণঃ পঞ্চভিঃ
(জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব) ২ জলাশয়মাত্র। ‘অর্থদীর্ঘদীর্ঘিকা’ (অদয়)

দীর্ঘেবারু (পুং) দীর্ঘা ইকাকঃ। তদনুলতা।

দীর্ঘোচ্চারণ (ঈ) দীর্ঘ উচ্চারণ। উচ্চারণ কালে প্রায়-
জন্যিকাদি বুঝাইবার জন্য লক্ষ বিশেষের গুরু উচ্চারণ।

দীর্ণ (জি) দূ-বিদ্যারে জ্ঞ। বিদ্যারিত।

“আরসং হৃদয়ং নুনং রামমাতুরসংশয়ং।

যস্মৈ দীর্ণং প্রিয়ে পুত্রে বনবাসায় নির্গতে ॥” (রামাং ২।৩৯।২৯)

২তীত। ভাবে ক্ত। ৩ বিদ্যারণ।

দীর্ঘা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশের
পালনপুর রাজ্যস্থ একটা সহর ও ইংরাজ সেনানিবাস।

অক্ষা° ২৪° ১৪' ৩০" উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ১২' ৩০" পূঃ। এই সহর

মাউ নগরের ৩০ মাইল উত্তরপশ্চিমে, নীমচের ২৫ মাইল

পশ্চিমে এবং বোম্বাই নগরের ৩৯ মাইল উত্তরে

বান্ নদীতে অবস্থিত। পূর্বে এই সহরের নাম ফরিদা-

বাদ ছিল। সহরের উত্তরপূর্বদিকে ৩ মাইল দূরে বান্

নদীতীরে ইংরাজ সৈন্তনিবাস। পূর্বে এই সহর সুদৃঢ়

প্রাকারবেষ্টিত ছিল এবং বরদার গাইকবাড় ও রাধন-

পুরের সৈন্তের অক্রমণে সম্পূর্ণ আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।

এখন ঐ প্রাচীর নানাস্থানে ভাঙিয়া গিয়াছে। এখানে

ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

দুআ (দেশজ) ১ কোন কার্যে অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্গত হইলে
তাহাকে দুআ কহিয়া থাকে। ২ দোহন করা।

দুআর (দেশজ) দরজা।

দুই (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইটা (দেশজ) দ্বিসংখ্যা।

দুইবার (দেশজ) দ্বি।

দুইমনা (দেশজ) যাহার মন দুই দিকে থাকে, দ্বিমুখ।

দুঃকূল (পুং) চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

দুঃখ (স্ত্রী) দুঃ দুঃ খনতীতি খন-ড বা দুঃখতীতি দুঃখ অচ্।

১ সংসার। ২ রোগ।

“তেকাভঃ পীডাতে দুঃখে শোণিতক্লমসমুৎপৈ।” (ভাবপ্র°)

‘দুঃখেঃ রোগে’ (টীকা)

৩ কষ্ট। অসুখ, পর্যায়—বাধা, অমানস্ত, প্রস্থতিজ,

কষ্ট, ক্লম্, অভীল, অস্তি, অস্তি, আস্তি, পীড়ন, অবাধা,

বাধন, আমনস্ত, আমানস্ত, বিবাধন, পীড়িত, বিহে-

ঠন। (শব্দর°) এই এই বস্তু দুঃখ—পারতন্ত্র্য, যাহারা

পরের অধীন হইয়া জীবন ধারণ করে, অর্থাৎ (মানসিক

ক্লেশ), বাধা, মানচ্যুতি, শত্রু, কুভাৰ্য্যা, যাহার স্ত্রী

দুঃখ, তাহার দুঃখে জীবন অতিবাহিত হয়, নৈঃস্ব,

ধনরাহিত্য, কুগ্রামবাস, কুশাসিসেবন, বহুকন্ডা, বৃদ্ধত্ব,

পরগৃহবাস, বর্ষাপ্রবাস, ভাৰ্য্যাধ্বংস, কুভৃত্য ও দুর্লভকরণক

কৃষি, কৃষিকরলভ্য এই সকল মহত্বের দুঃখপ্রদ বলিয়া
উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যাদি মত সিদ্ধ প্রতিকূলবেদনীয় রজোকাৰ্য্য চিত্ত-
ধর্মভেদ। • জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনের মতে, দুঃখ আত্মার
(জীবাশ্মার) ধর্ম, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে দুঃখ
বুদ্ধি ধর্ম অর্থাৎ চিত্ত ধর্ম।

“বুদ্ধাদিবটকং সাংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।”

ধর্মাদিষ্টোক্ত্যাতে আত্মনাস্থাচতুর্দশ।

অধর্মজ্ঞাতঃ দুঃখস্তাত্ প্রতিকূলং সচেতসাং ॥” (ভাষ্যপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এই দুঃখ
অধর্ম জ্ঞাত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দুঃখের প্রতি অধর্ম কারণ দুঃখ কার্য্য, কার্য্য ও কারণের
সহিত নিত্য সম্বন্ধহেতু অধর্ম আচরণ করিলেই দুঃখ অবশ্য-
ভাবী। দুঃখ যাবতীয় প্রাণীর অনভিপ্রের, লোকের যত
প্রকার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি, এই
দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মানব কতপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে
তাহা অবগনীয়। কিন্তু কোন পথ আশ্রয় করিলে দুঃখনিবৃত্তি
হয়, তাহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিপদে অনন্তদুঃখ
ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞান ও বৈশেষিক দর্শনে এইজন্য লিখিত
হইয়াছে ‘অধর্মজ্ঞাতঃ দুঃখস্তাত্’ অধর্ম আচরণ করিলেই
দুঃখ হইবে। ক্রেশাদিভেদে দুঃখ নানাবিধ। সুখ সকলেরই
অভিপ্রের, এই কারণে সকলেই প্রতিনিয়ত সুখাশ্বেষণে
প্রবৃত্ত হয়। • এই বস্তু হইতে আমার সুখ দুঃখ নিবৃত্তি হইবে,
এই জ্ঞান হইলে সুখ দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা জন্মে। •

যাহা দ্বারা যাহা নিম্পন্ন হয়, তাহাকে তাহার ফল কহে,
যেমন রন্ধনের ফল অন্ন, শাস্ত্রাভ্যাসের ফল জ্ঞানোদয়। ফল
পদার্থ ও মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। চরমফলকে মুখ্যফল কহে।
মুখ্যফল সুখ ও দুঃখের ভোগ, এতদতিরিক্ত সকল ফলই
গৌণ, যেহেতু সকল কর্মেরই চরমে সুখ বা দুঃখের ভোগ
স্বরূপ ফলপর্য্যবসান হয়। দেখ রন্ধনদ্বারা পশ্চিশেষে ভোজন
জন্য তৃপ্তিরূপ সুখ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানোদয়
হইলে অসীম বিদ্যানন্দরূপ সুখের ভোগ হয়। আর চৌর্য্যাদি
দোষে দূষিত হইয়া কারাবাসরূপ অশেষ যন্ত্রণা স্বরূপ দুঃখের
ভোগ হয়। এইরূপে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীক্স হয়,
যে সকল কর্মেরই চরমফল সুখভোগ কিংবা দুঃখ ভোগ।
অতাস্ত দুঃখনিবৃত্তি হইলে মুক্তি হয়। এই মুক্তিই একমাত্র
সকলের অভিপ্রের। এই মুক্তির জন্য সকলেই চেষ্টিত, কিন্তু
পথ হারাইয়া লোকে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া অশেষবিধ
ক্লেশ পাইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শনের মতে—হুঃখনিবৃত্তির জন্তই শাস্ত্রজিজ্ঞাসা হইয়াছে, লোক সকল যখন প্রতিনিয়ত হুঃখে পীড়িত হইয়া ক্রমাগত জন্মমূর্ত্ত্যুরূপ হুঃখে অভিভূত হইতে লাগিল, তখন পরম কারুণিক কপিলদেব ভূতগণের প্রতি দয়াপর-বশ হইয়া হুঃখোদ্ধারের উপায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। এই জ্ঞান হইলে হুঃখের ক্ষয় হয়। যদি এ জগতে হুঃখ বলিয়া কোন জিনিস না থাকিত, নিত্য পক্ষার্থের ভ্রায় যদি তাহার নিবৃত্তি না হইত ও এই হুঃখ পরিহার যদি অতিশয় কষ্টসাধ্য হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রজিজ্ঞাসার আবশ্যকতা ছিল না। যখন দেখা যায়, হুঃখোৎপত্তি হয়, তাহার আবার ধ্বংসও হয়, এইজন্ত—

“হুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবধীতকে হেতো।

দৃষ্টে সাপার্থী চেৎ নৈকান্তাতত্ত্বতো ভাবাৎ ॥” (তত্ত্বকোঃ)

হুঃখত্রয়ের বিনাশই এখানে জিজ্ঞাস্ত, যদিও তাহার ক্ষণিক অবসানের হেতু প্রত্যক্ষগোচর হয়, কিন্তু একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, এইজন্ত জিজ্ঞাসা নিশ্চয়োজন নহে। হুঃখত্রয়ের বিনাশই এখানে জিজ্ঞাস্ত। এই মতে হুঃখ ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক হুঃখ ত্রিবিধ শারীরিক ও মানসিক। বাত, পিত্ত ও ক্লেয়ার বৈষম্য নিমিত্ত যে হুঃখ হয়, তাহাকেই শারীরিক হুঃখ কহে। কান, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন হুঃখ মানসিক। আধিভৌতিক হুঃখ চারিপ্রকার—ভূত সকল হইতে উৎপন্ন, জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উত্তিজ হইতে উৎপন্ন, ফা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক প্রভৃতি স্তাবরাদিজনিত হুঃখ। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন যথা—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা ও বজ্রপতনজনিত ক্লেম।

এই ত্রিবিধ হুঃখের বিনাশই একমাত্র শাস্ত্রজিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, বাহ্যতে এই হুঃখত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই হেতু। এই সকল হুঃখের ক্ষণিক নাশ হইতে দেখা যায়।

কহ কেহ কহেন, এই সকল হুঃখবিনাশের নিমিত্ত শত শত উপায় আছে। শারীরিক হুঃখনিবৃত্তির জন্ত চিকিৎসক কর্তৃক নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছে। মানসিক হুঃখ প্রতীকারের জন্ত মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান, ভোজন প্রভৃতি উপায় বিদ্যমান আছে। নীতি, শাস্ত্রাভ্যাস-কুশলতা প্রভৃতি অবলম্বন করিলে আধিভৌতিক হুঃখ নিবৃত্তি হয়। আধিদৈবিক হুঃখ প্রতীকারের জন্ত মণিমন্ত্রোষধাদি প্রভৃতি সহজ উপায় আছে।

এই সকল হুঃখ প্রতীকারের উপায় সত্য, কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় বটে, একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না,

একান্ত ও অত্যন্ত হুঃখ নিবৃত্তিই সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ক্ষুধা হইলে ভোজন করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, আবার পরক্ষণে ক্ষুধা হয়, সেইরূপ এই সকল উপায়ে হুঃখ নিবৃত্তি হইলেও একান্ত ও অত্যন্ত হুঃখনিবৃত্তি হয় না। আবার পরক্ষণে হুঃখনিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। যদি যেন কর দৃষ্টোপায় দ্বারা হুঃখনিবৃত্তি হয় না, কিন্তু আত্মশ্রমিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা হুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে, এ সম্বন্ধে তত্ত্বকোমুদীতে লিখিত আছে—

“দৃষ্টবদাত্মশ্রমিকঃ সক্ষ-বিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞানবিজ্ঞানান্ ॥” (তত্ত্বকোঃ)

দৃষ্টের ভ্রায় আত্মশ্রমিকও অসম্পূর্ণকারণ, তাহাও অবি-শুদ্ধ ও ক্রিয়াতিশয়যুক্ত তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞেয় জ্ঞানই শ্রেয়ঃ। ত্রিবিধ হুঃখ আদৌ থাকিবে না, কোনকালেও পুনরুৎপন্ন হইবে না, এইরূপ ভাব বিনিবৃত্ত হইলে বা বিনষ্ট হইলে তাহাকে আত্যাত্মিক হুঃখ নিবৃত্তি বলা যায়।

সামান্যাকারে হুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সামান্য পুরুষার্থ, কিন্তু আত্যাত্মিক হুঃখনিবৃত্তি আত্যাত্মিক পুরুষার্থ। ইহার অপর নাম পরম পুরুষার্থ। তাহার কারণ এই যে, ঐরূপ হুঃখনিবৃত্তিই হুঃখনিবৃত্তিকামনার চরমসীমা। দৃষ্ট উপায় দ্বারা অর্থাৎ লৌকিক উপকরণ দ্বারা আত্যাত্মিক হুঃখ নিবৃত্তি হয় না, লৌকিক উপকরণে হুঃখের নিবৃত্তি হইলেও তাহার অনুবর্তন থাকে। ধনাদির দ্বারা উপস্থিত হুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার তৎসদৃশ অজ হুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। স্তত্রাং স্বীকার করিতে হই-তেছে যে, লৌকিক উপায়ে ক্ষণিক হুঃখনিবৃত্তি হয়, আত্ম-াত্মিক হুঃখ নিবৃত্তি হয় না। ক্ষণিক হুঃখনিবৃত্তি হইলেও তাহা অপুরুষার্থ নহে। কেননা পুরুষ তাহাও চায়, তাহাও প্রার্থনা করে। আজ ক্ষুধার প্রতীকার করিলেও কাল আবার ক্ষুধা হইবে, ইহা ভাবিয়া কে কোথায় উদাসীন থাকে? থাইতে চায় না? অতএব দৈনন্দিন ক্ষুধাশূন্য যেমন সেই সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্তি পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য, সেইরূপ লৌকিক উপায় ও তৎসাধ্য সাময়িক হুঃখনিবৃত্তি উভয়ই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য।

সকল স্থানে ও সকল সময়ে হুঃখনিবারণ লৌকিক উপায় থাকে না, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই; থাকিলেও তদ্বারা হুঃখের আত্যাত্মিক নিবৃত্তি হয় না। সেইজন্ত শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যক্তির হুঃখনিবারণ লৌকিক উপায় গুলিকে হের ও তত্ত্বজ্ঞান করিয়া থাকেন। জী, অন্নপান ও ভোজনাদি

দৃষ্ট উপার পরিভাগ ও শাস্ত্রীয় উপার অবলম্বন করেন।
লৌকিক উপারে যে হুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহার ভারতম্য বা
উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, কিন্তু হুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিতে তাহা
নাই। এই জ্ঞাত মুক্তিরই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার তাৎপর্য
এই যে, মুক্তির উৎকর্ষতা জানিয়া অভিজ্ঞ পুরুষ কলিক
হুঃখনিবৃত্তি ও তৎসাধক লৌকিক উপকরণ তুচ্ছ জ্ঞান
করেন এবং সুমুগ্ধ হইয়া শাস্ত্রপথ অবলম্বন করেন। ধনাদি
দৃষ্ট উপার এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উভয়ই তুল্য। ধন-
ভোগ যেমন নশ্বর, পুণ্যভোগও তদ্রূপ অশ্বর, সূতরাং শাস্ত্রীয়
উপারের মধ্যে ক্রিয়ামুখক উপায়গুলি আত্যন্তিক হুঃখনিবৃত্তির
কারণ নহে। শাস্ত্রমোক্ষ উপদেশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু
তথ্যবশত অনেকগুলি প্রাণ ও অনেক বিচার্য আছে।

কেহ কেহ বলেন, এই হুঃখ ভোগ করে কে? আত্মা
না অথ কেহ। কিন্তু আত্মা কোনরূপ ধর্ম লিপ্ত নহেন, তিনি
ত্রিগুণাতীত, প্রকৃতির মায়ার মোহিত হইয়া প্রতিবিম্বরূপে
স্বহুঃখাদি ভোগ করেন। [জীবাত্মা দেখ।]

জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধেই
হউক, একবার সুখামুভব হইলেই সময়ান্তরে তাহা মনে হই-
বেই হউবে। সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের
ইচ্ছা করে, ভোগ কামনা করে, সুখসাধন দ্রব্যে সমাসক্ত
হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তির
নাম রোগ। এইরূপ সুখেচ্ছার জায় হুঃখের প্রতি অমুশয়
বা অমুভূতি হইয়া থাকে। “হুঃখামুশয়ী ধেষঃ” (পাতা ২৮)।
পূর্ণামুভূত হুঃখ মনে হইবামাত্রই হুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা,
অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত, চেষ্টাও
হয়। সেই প্রতিঘাত চেষ্টা বা অনিচ্ছা বিশেষকৈ ধেষ শব্দে
অতিহিত করা যায়। যে বস্তুতে একবার হুঃখ হইয়াছে,
সে বস্তুর প্রতি ধেষ জন্মিবেই জন্মিবে। এইরূপ ধেষ জন্মিলে,
যাহাতে আর তাহা না হয়, তাহার চেষ্টা হয় অর্থাৎ
অবশ্যই তাহার প্রতিঘাত চেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা,
ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা করিবার ইচ্ছা এ সমস্তই
ধেষের রূপান্তর মাত্র। যাহাতে আমার হুঃখ না হয়, প্রতি-
নিষতওই চেষ্টা আছে এবং হুঃখের প্রতি ধেষও আছে, তখাচ
হুঃখ পরিহার করিতে কেহ সমর্থ হয় না। জীব সকল বার
বার মরণহুঃখভোগ করিয়া জীবের চিত্তে তত্তাবত্তের সংস্কার
বাসনাসক্ত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, এই সকল
বাসনার নাম মরস, এই মরসের দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সমু-
দয় জীবেরই চিত্তে সেইপ্রকার তাঁব অর্থাৎ অলক্ষ্যরূপে
মরণ হুঃখের ছায়া বা স্মৃতি নামক স্মৃতিকারী বৃত্তি আকৃষ্ট

আছে। সেই আকৃষ্ট বৃত্তির নাম অভিনিবেশ। একবার
হুঃখামুভব হইলে সেই সেই হুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিশেষ এবং
তাহা আশু না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা বা ইচ্ছাবিশেষ জন্মে। সেই
ইচ্ছাবিশেষকেও অভিনিবেশ বলা যাইতে পারে।

হুঃখের চূড়ান্ত সীমা মরণ। মরণই হুঃখের পরাকাষ্ঠা
বা চরম সীমা। সেইজন্যই জীবের মরণভর অত্যন্ত অধিক
এবং তাহাদের চিত্তে ‘আমি যেমী না মরি,’ এইরূপ একটা
স্বপ্ন বৃত্তি অজ্ঞাত বৃত্তি-সমূহের মূলে নিগূঢ় ভাবে নিহিত বা
সুকাশিত আছে।

প্রাণিমাাত্রের শরীরের উপর—ইন্দ্রিয়ের উপর ‘অহং’ এই-
রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। সেইজন্যই প্রাণিগণও সম্পর্ক
পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদি
নাশের ইচ্ছাও করে না, সর্বদাই মনে করে এবং প্রার্থনা
করে, আমার যেন মরণহুঃখ এবং ধনাদি নাশ না হয়।
বিশেষতঃ মরণহুঃখে অমুভূতি অর্থাৎ ‘আমি যেন না মরি’
এইরূপ প্রার্থনাটা জীবের অন্তঃকরণে সর্বদাই জাগরুক
আছে। কি জ্ঞানী, কি মুখ, কি ইতর প্রাণী, সকলেরই উক্ত
রূপ মরণভ্রাস আছে এবং সকল প্রাণীই এইরূপ প্রার্থনা
করে। জীবের এইরূপ সংস্কার থাকতে অশেষবিধ হুঃখ-
ভোগী হয়, কোনরূপ দুঃখ কার্য করিতে সমর্থ হয় না।
সর্বদাই যেন, কিসে না মরি, কিসে ভাল থাকিব, ইত্যাকার
চিন্তায় বাতিবাস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অজ্ঞাত ঋষিগণ
জীবের এই মরণভ্রাস ন্দেখিয়া পূর্বজন্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব
জন্মের অমুমান করিয়াছেন।

পূর্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সুখ একবার অমুভূত
হইলে পুনর্বার তাহাতে ইচ্ছার উজ্জেক হয় এবং হুঃখ অমুভূত
হইলে তৎপ্রতি বিশেষ জন্মে। জীবের যখন মরণের প্রতি
অত বিশেষ, তখন নিঃসংশয়িতরূপে অমুমান হইতেছে যে
মরণে অবশ্যই কোন কঠোরতর যন্ত্রণা আছে এবং জীব সেই
কঠোরতর হুঃখ অবশ্যই কোন না কোন সময়ে ভোগ করি-
য়াছে। মরণে যদি হুঃখ না থাকিত এবং জীব যদি তাহা না
ভোগ করিত, তাহা হইলে জীবের মরণের প্রতি অত বিশেষ
হইত না। মরণের প্রতি বিশেষ কেবল মনুষ্যের নহে,
কুমি কীটাদিরও আছে, সন্ধ্যোজাত শিশুরও আছে। মনুষ্য
যখন একবার বই ছিঁবার মরে না, তখন মরিতে এত ভয়
কেন? ইহাতে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে, মরণে একটা
অনির্দেয় হুঃখ আছে, জীব তাহা ভোগ করিয়াছে, বর্ত-
মান দেহে তাহারই অমুভূতি হইতেছে, সেই অমুভবন বাসনা
সংস্কারের ঘোঁতে আসিয়া পড়িতেছে, নিগূঢ়তম বাসনার

স্রোতে বহমান হইতেছে বলিয়াই জীব তাহাঁ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে না ; অর্থাৎ আমি অনন্তবার মরিয়াছি এবং অনন্ত-বার মরণ দুঃখ ভোগ করিয়াছি, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। ঐ জ্ঞান যদি ইঞ্জিয় দ্বারা উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহা অবশ্যই বুঝিতে পারিত। কিন্তু ইহা ইঞ্জিয় দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত গূঢ়তম সংস্কারের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়। 'স্মৃত্যং তাহার কারণ অজ্ঞাত থাকি-তেই জীব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না, যে আমি একবার মরিয়াছিলাম এবং তজ্জনিত অনির্বচ্য কঠোরতম দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম। এইজন্যই জীবের মরিতে এত অনিচ্ছা। যদি মরণই সকলপ্রকার দুঃখের প্রধান হয়, তাহা হইলে কিরূপে এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় এবং ইহার কারণই বা কি ? সংসারচক্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, জীব সকল জন্মশরিগ্রহ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অতিশয় গতিতে এক-বার মরিতেছে, আবার জন্মাইতেছে, দুঃখ ভিন্ন কথাটা নাই, সাংসারিক যে সুখ, তাহাও দুঃখ মাথা, এইজন্য সেই দুঃখ-মিশ্রিত সুখকে দুঃখ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং সাংখ্য-দর্শনে বিজ্ঞানভিক্তি লিখিয়াছেন, 'তত্ব দুঃখপক্ষে নিঃক্ষেপ-ণীয়ঃ'। অর্থাৎ তাহাও দুঃখ মধ্যে গণনীয়। সমগ্রদর্শন শাস্ত্রে কিসে দুঃখনিবৃত্তি হয়, ইহার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ বলিয়াছেন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই দুঃখের প্রতিকারণ। কেহবলিয়াছেন, স্রাবিষ্ঠা বা মায়ী বশতই দুঃখভোগ হয়। যাহা হউক এই সকলে সামান্ত মত-ভেদ থাকিলেও মূল সকলের এক, কাহারও মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক জ্ঞান হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয়। কেহ বলেন, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্তের মায়ারূপ উপাধি তিরোহিত হইলে দুঃখ দুব হয়। এইরূপ দুঃখ নষ্ট হওয়াকে মুক্তি বা মোক্ষ কহে [মুক্তি ও মোক্ষ দেখ।] দুঃখের কারণ কি, এই বিষয় একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে, আমরা যে সকল কার্য্য করি তাহার একটা সংসার আয়ত্নে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়, পরে সেই সেই সংসাররূপ সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখের মূল কৰ্ম্মাশয় বলিতে হইবে, ইহাতে ভগবান্ শ্রুতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ" (পাতা দ' ২।১২) ক্লেশমূল কৰ্ম্মাশয় দুইপ্রকার, এক দৃষ্টজন্মবেদনীয়, অপর অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ বর্তমান শরীর দ্বারা কৃত ও অর্থাভ্যন্তরীণ শরীর দ্বারা কৃত। চিরকাল বসিয়া ভাল মন্দ কৰ্ম্ম কর, আর তাহার ফল-ভোগ কর, জীব সকল ক্লেশের বাধ্য হইয়াই ভাল মন্দ কার্য্য

করে এবং সেই সকল কার্য্য আবার তাহাদের নূতন ক্লেশের বা কৰ্ম্মমূলের সৃষ্টি করে। • কৃতকৰ্ম্মের অমৃত্ত্বং দ্বারা যে চিত্ত-ক্ষেত্রস্থ সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ক্ষুতিপূরণ হয়, বা নূতন রাগ দ্বেষাদিরূপ কৰ্ম্মবীজ উৎপন্ন করে, ইহাকেই যোগীরা কৰ্ম্মাশয়, যাক্তিকেরা অদৃষ্ট, অপূৰ্ণ, পাপ, পুণ্য বা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কহিয় থাকেন। কেহবা তাহাকে সংস্কারও কহে, এই সংস্কার বহু দিন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অনিবার্য্য। এই সংস্কার থাকিলেই তাহার ফল স্বরূপ জাতি, জন্ম, মরণ জীবন ও ভোগ হইবেই হইবে। উক্ত কৰ্ম্মাশয় ক্রিয় যোগাদির দ্বারা জীর্ণ, শীর্ণ বা দগ্ধকর না হয়, তাহা হইবে তাহাকে বাধ্য হইয়া অবশ্যই বিবিধ ভাল মন্দ কার্য্য করিতে হইবে এবং সেই সেই স্বকৃত কৰ্ম্মের জ্ঞানমন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে। বার বার জন্ম, বারবার মরণ ও বার বার সুর, নর ও তিৰ্য্যক্ যোনিতে পতন, আর বার অরকাল ও বহুকাল জীবন ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হইবেই হইবে। যে সকল স্থলে সুখ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত সুখ, অর্থাৎ দুঃখ নামক সুখ কারণ যোগিগণ বিষয় মাত্রকেই দুঃখ বলিয়া বলিয়াছেন। "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখশূণ্যবৃত্তিবিরোধাজ সৰ্ব্বমেব দুঃখ বিবেকিনঃ" (পাতা ২।১৫)।

পরিণামে দুঃখ অর্থাৎ ভোগকালে দুঃখ এবং পশ্চাত্তাপ স্মরণকালেও দুঃখ হয় দেখিয়া এবং সন্তাদিগণ পরস্পরকে অভিভূত করে দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত বস্তুকেই দুঃখ বলিয় গণ্য করেন। কিন্তু শ্রুতিজ্ঞ, অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তি রাই মোহে মুগ্ধ ও ভ্রমাক্র হইয়া ইহাতে সুখ হয় ও ইহাতে দুঃখ হয় এইরূপ নির্ণয় করে। যে জানে না, সেই গির সুখ হইয়া বলিয়া বিবাক ভক্ষণ করে ; কিন্তু যে জানে, সে তাহা ভক্ষণ করিবে না। যে জানে না সেই গিয়া দুঃখমাথা স্ব ভোগ করুক, যে জানে সে তাহা ভোগ করিতে চাহিবে না চক্ষু যেমন সূক্ষ্মতম ও কোমলতম লুতাত্তর (মাকড়সার স্ততার) স্পর্শ দুঃসহ বোধ করে; সেইরূপ যোগীরা কিংবা বিবেকীরা দুঃসহ্যবিক্ত ভোগকে দুঃসহ বিবেচনা করেন। প্রত্যেক দৃষ্টে বা প্রত্যেক ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সন্তাপ দুঃখ একত্র গ্রথিত আছে।

অনন্তজ্ঞ মোহাক্র লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না কাজে কাজেই তাহারা তাহাতে মুগ্ধ হয়, ব্যাসক্ত হয়। ভোগ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়। কিন্তু যাহারা বুঝি যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কি আর তাহার নিকট যায়, কদাচ নহে। মতপান দ্বারা উৎপন্ন মনোবিদ্বার যেমন

মহাপারীর নিকট স্তম্ভ বলিয়া প্রতীত হয়, তজ্জগৎ বিবরণের
সংযোগ দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতির সহিত স্রীমুখি প্রভৃতির
সংযোগাদি দ্বারা উৎপন্ন মনোবিকার অবিবেকীর নিকট স্তম্ভ
বলিয়া ভ্রম হয়।

অবিবেকী বাহ্যকে স্তম্ভ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ
কহেন। বাহ্য পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখে
জড়িত, বাহ্য কেবল মনের বিকার মাত্র, বাহ্য কেবল সত্ত্ব-
গুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাত স্তম্ভ
নহে, স্তম্ভ নামক দুঃখ। ভোগ যে, স্তম্ভ নাই, প্রত্যেক
ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ
ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যন্ত মনোনিবেশ করিলেই অস-
ভূত হয়। মনে কর, এক দিন তুমি কোন দিব্যান্ধনায় সংযুক্ত
হইলে, তৎকালে তোমার যে মনোবিকার জন্মিল, তাহাকে
তুমি স্তম্ভ বলিয়া ভাবিলে; মনোবিকার যতক্ষণ থাকিল,
ততক্ষণই স্তম্ভ ভাবিলে, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার যে
দুঃখ সেই দুঃখ, সেই কার্য করার তোমার যে আনন্দ হয়,
তজ্জগৎ জন্ম আর এক প্রকার পৃথক দুঃখও হইল, আরও দেখ
তোমার সেই মনোবিকার বা স্তম্ভটা স্থায়ী হইল না, শীঘ্র
শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। স্তম্ভ থাকিল না, নষ্ট হইল,
ইহা ভাবিয়াও আবার তোমার দুঃখ হইল। তুমি যে সেই
অমুচিত মনোবিকারকে অত্যন্তকালের জন্ম স্তম্ভ মনে করিয়া-
ছিলে, তৎপ্রভাবে পর দিন আবার তুমি তাহাই পাইবার
জন্ম লালায়িত হইলে। স্তম্ভের জন্ম লালায়িত হইলে যে
কত ক্লেশ, কত দুঃখ, কত আশ্রয় ও কত পাপ করিতে হয়,
তাহাও মনে করিয়া দেখ। সেই স্তম্ভ নামক মনো-
বিকার বা ভোগটা দীর্ঘ করিবার নিমিত্ত তুমি ইচ্ছুক হও
কিনা? অবশ্যই হও। কোন গতিকে যদি তোমার সেই
ইচ্ছার পূরণ না হয়, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুসঙ্গ উপকরণ না
পাও, অথবা ভোগের সঙ্কোচ, কি তাহার অন্ততা ঘটে, তাহা
হইলে তোমার যে কত দুঃখ, তাহা শতমুখ না হইলে এক
মুখে বলা যায় না।

মনে কর, যেন তোমার ভোগের সঙ্কোচ বা অন্ততা
ঘটিয়া ন, বৃদ্ধি হইল। কিন্তু যেমন ভোগ বাড়িল, অমনি
তৎসঙ্গে রোগও জন্মিল। “ভোগে রোগভরং” ভোগের
সঙ্গে রোগের ভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে
রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব
এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে
দুঃখের তাহা বলা বাহুল্য, একটু মনোনিবেশ করিলেই
ভোগের পরিণাম দুঃখ প্রত্যক্ষ হইবে। এমন কি বর্তমানে

অর্থাৎ ভোগকালেও তুমি শত শত দুঃখে বা শত শত পরি-
তাপে আক্রান্ত বা জড়িত হইতেছ। পাছে ইহা নষ্ট হয়,
কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে, কিসে ইহার
ব্যাঘাত না হয়, ইত্যাদি বহু প্রকার চিন্তানল বা তাপজনক
চিন্তা উপস্থিত হইয়া তোমাকে পরিতপ্ত করিতেছে। এত-
দূর উহার আনন্দিক বিবিধ পাপময় মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ,
দেব, ক্রোধ প্রভৃতি উদ্ভিত হইয়া তোমার অন্তরে বিবিধ
ভবিষ্যদুৎপন্ন বীজ সঞ্চার করিতেছে। অতএব স্তম্ভ-
ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখভোগ করিতে
হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও
এক কথা আছে, স্তম্ভভোগ করিবার চিন্তে তাহার সংস্কার
আবদ্ধ হয়, সেই সংস্কার ভোগকে পুনর্বার সেই ভোগের
দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্মই তুমি পুনঃ পুনঃ
পূর্নাত্মভূত স্তম্ভের তুল্য স্তম্ভ ভোগ করিবার ইচ্ছা কর, যতক্ষণ
তাহা না পাও, ততক্ষণ ব্যাকুল থাক। অতএব স্তম্ভভোগের
সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া
দেখিলে জানা যায় যে ভোগ আর কিছুই না, কেবল এক
প্রকার মনোবিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ত্ব,
রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম রূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগ
মাত্রই দুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই
পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ প্রযুক্ত থাকায়
এবং পরস্পর বিরোধী গুণপরিণাম বর্তমান থাকায় যোগীর
নিকট ও বিবেকীর নিকট সে সকলই দুঃখ বলিয়া গণ্য।
কখন তাহার উহাকে স্তম্ভ বলিয়া ভাবিতে পারেন না।
তাহা হইলে কি স্তম্ভ নাই, মনোবিকার নষ্ট হইলেই স্তম্ভ,
ঈশ্বরে ও আত্মতত্ত্বে চিত্ত স্থির হইলেই স্তম্ভ, মনোময় হইলে
আরও স্তম্ভ। সে স্তম্ভ দৃষ্টভোগে নাই বলিয়াই যোগীরা
দৃষ্ট সমুদায়কে দুঃখমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ইহাই সকলের
উদ্দেশ্য, ইহার জন্ম সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতমার্গ
অবলম্বন করিতে না পারিয়া রাশি রাশি দুঃখ নিরাকরণ জন্ম
চেষ্টা বৃথা, কেননা, দুঃখের যখন উৎপত্তি হয়, তখন দুঃখের
প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, বিতীর্ণকালে স্থিতি ও তৃতীয়ক্ষেণে দুঃখ
আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। দুঃখ যখন আপনা হইতেই
বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন দুঃখনির্দেশের জন্ম চেষ্টা করা নিশ্চ-
য়োজন। অতীত দুঃখ তো বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার
জন্মও সাধনের আবশ্যক নাই, এই জন্ম শাস্ত্রে অতীত ও
বর্তমান দুঃখ প্রতীকার না করিয়া অনাগত দুঃখের প্রতীকার
করিবার ব্যবস্থা আছে।

“হেয়ং দুঃখমনাগতং।” (পাতা ২। ১৬) অনাগত

অর্থাৎ ভবিষ্য দুঃখই হয়, বাহ্যতে আর ভবিষ্যতে দুঃখ না হয়, তাহা করাই কর্তব্য। অভিশ্রম এই যে, আরক ভোগ অর্থাৎ যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, সে দুঃখ বিনা ভোগে নিবৃত্ত হয় না। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। সুতরাং যোগীর প্রতি উপদেশ এই যে যোগী অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যদুঃখের নিবারণ চেষ্টা করিবেন। যোগ দ্বারা দুঃখের বীজ নষ্ট করিয়া দিলেই তাহা শুশুক হইবে। দুঃখবীজ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেলে কোথা হইতে দুঃখস্বরূপ হইবে? জ্ঞানী আত্মা ও দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ, এই দুইয় সংযোগ থাকাই দুঃখের কারণ।

• অভিশ্রম এই যে অথ দুঃখ ও মোহ এ সমস্তই বুদ্ধি দ্বারা বিকার। বুদ্ধিব্যবস্থা অন্তঃকরণ ইন্দ্రిয় সম্বন্ধাদি বিষয়াকারে ও অথ দুঃখাদি আকারে পরিণত হইবামাত্র তাহা চিৎশক্তিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়। তাদৃশ প্রদীপ্ততাকে শাস্ত্রকারেরা চিৎশক্তির প্রতীকসংক্রম বা চিচ্ছারাপত্তি বলিয়া থাকেন। লোক-ব্যবহারে তাহা, 'দর্শন' বা 'দেখা', জ্ঞান বা বুঝা; সুতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধি সত্য বা অন্তঃকরণ পদার্থটী। দৃশ্য এবং তৎসম্বন্ধিহ অপরিণামী • চিৎশক্তি তাহার জ্ঞানী। সেই দৃশ্য আর জ্ঞানী—এই দুয়ের যে কথিত প্রকারের সংযোগ আছে অর্থাৎ একীভাব হইয়া আছে, তাহাই সংসারীজীবের উল্লিখিত দুঃখসমূহের মূল অর্থাৎ বুদ্ধির উপর পুরুষের বা আত্মার অভেদ ভ্রান্তি বা আত্মসম্পর্ক কল্পিত হইতেছে বলিয়াই পুরুষ অথ দুঃখাদি বিকীরে বিকৃতপ্রায় হইতেছেন। সুতরাং বুদ্ধির সহিত তাদৃশ মিথ্যা সঙ্গ দৃষ্টনা থাকাতাই পুরুষের ক্লেমময় ভোগ উপচারক্রমে উৎপন্ন হইতেছে।

• নুতনদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপ-
হিত চৈতন্তের মায়োপাধি দূর না হইবে, ততদিন কিছুতেই দুঃখনিবৃত্তি হইবে না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে আন্তরিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না; তাহা বলিয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যজ্য নহে, ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়, তখন দুঃখ-
নিবৃত্তি হয়, এইরূপ ধরিলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপও দুঃখ-
নিবৃত্তির কারণ, 'অপাম সোমং অমৃতং অত্মং' ইত্যাদি শ্রুতিতে আমরা সোমরস পান করিয়া দেবত্ব লাভ করিব, এইরূপ উক্ত আছে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অর্গাদি লাভ হয়, সেই স্থলে অথ অত্ম লাভ করিয়া আর অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির প্রতি বন্ধ থাকে না, ইহাদের যখন পুণ্য ক্ষীণ হয়, তখন আবার

অন্যগ্রহণ করিতে হয়, এই সকল কারণে ক্রিয়াকলাপ নিক-
হইয়াছে। তত্তির আর কিছুই নহে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ
একমাত্র চিত্তশুদ্ধির উপায়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ-
জ্ঞানাদি হইবে না।

• মহুযোর আশাই দুঃখের কারণ, আশা-বতর্দিন থাকি-
• ততদিন অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে, যখন আ-
কোন প্রকাশ আশা থাকিবে না, তখনই স্বার্থতঃ দুঃ-
নিবৃত্তি হইবে।

“আশা হি পরমঃ দুঃখঃ নৈরাশ্র্যঃ পরমঃ সুখং। •

তথা সহিত কান্তাশাং সুখং সুখাপ পিঙ্গলা ॥” (সাংখ্যভা-

আশাই পরম দুঃখ, নৈরাশ্র্যই সুখ, পিঙ্গলা বেষ্টা কান্তা
ছেদ করিয়া সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল। যখন আমা-
সকল • আশা তিরোহিত হইবে, আর কোন বিষ-
প্রয়োজন থাকিবে না, তখনই দুঃখনিবৃত্তি হইবে। আশা
মোহিনী মায়ার বিমোহিত হইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ কা-
তেছি, যেদিন সকল আশা দূর হইবে, সেইদিন আর ৩
ভোগ করিতে হইবে না, সকল দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাই-
বরাহপুরাণে এইগুলি দুঃখতর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে
অহঙ্কারী জীব মোহে আবৃত্ত হইয়া আমাকে (ঈশ্বর) প্র-
হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? বাহ্যার সর্বা
সর্ববিক্রেতা, নমস্কারবিবর্জিত এবং বাহ্যার আমাকে প্র-
হয় না, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? গৃহে মধ্য
সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে অতিথিসেবা না করি
বাহ্যার ভোজন করে, তাহা অপেক্ষা তাহাদের আর দুঃখ
কি? কেহ বা আমমাসে ভক্ষণ করে, আবায় কেহ স্বতঃস্ব
সেবন করে এবং কেহ শুষ্ক মাসে ভক্ষণ করে, কেহ দ্র
ফেণনিত ধ্যান শয়ন করে, কেহ বা তৃণশয্যা দিন কাট
কেহ বিধান, কেহ কৃতী, কেহ সর্কশাস্ত্রবিশারদ হয়, আ
কেহ মুক হয়, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? •

(বরাহপুরা

• * “দুঃখমেব প্রক্যামি তচ্ছ দুঃখং বহুকারে।

উচিত্তে নোপচারেণ দুঃখং মোক্ষবিশাশনং। •

অহঙ্কারকৃতো নিত্যং নরো মোহেন চার্যতঃ। •

যে মাং নৈব প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরং কিং •

সর্কশী সর্কবিক্রেতা নমস্কারবিবর্জিতঃ। •

যে চ মাং ন প্রপদ্যন্তে ততো দুঃখতরং কিং •

প্রাপ্তকালে বৈশদেবে দৃষ্টমতিধিমাগতঃ। •

অদ্বা তন্ত যো ভুঙ্কতঃ তজ্জ দুঃখতরং কিং •

অস্তু পিণ্ডিতং কেচিৎ স্বতশালিসমমিতং। •

শুষ্কায় কেচিদমতি ততো দুঃখতরং কিং •

বরব্রাহ্মত্বাং শয্যাং সমাসেবতি কুচিতাঃ। •

কেচিৎ তৃণে স্বেদন্তে ততো দুঃখতরং কিং •” (বরাহপুরা)

হুঃখগ্রাম (পুং) হুঃখানাং গ্রামো বজ। সংসার, সংসারই সকলপ্রকার হুঃখের কারণ, বা সংসারই হুঃখময়। সংসার নিবৃত্তি না হইলে হুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই অস্ত সংসারকে হুঃখগ্রাম বলা যায়। হুঃখানাং গ্রামঃ ৬৩৭। হুঃখ সমুদয়। হুঃখজাত (ত্রি.) জাতং হুঃখমস্ত পরনিপাতঃ। সংজাত হুঃখ। (কী) হুঃখানাং জাতং ৬৩৭। হুঃখ সমুদয়।

হুঃখতা (কী) হুঃখত ভাবঃ হুঃখ তল, ততো টাপ্। হুঃখের ভাব, হুঃখত্ব।

হুঃখত্রয় (কী) হুঃখানাং ত্রয়ঃ। ত্রিবিধ হুঃখ; আধ্যাত্মিক, আভিভৌতিক ও আধিদৈবিক হুঃখ। "হুঃখত্রয়ভিত্তিকজ্ঞানাসা" (তন্ত্রকোঃ ১কাঃ) [হুঃখ দেখ।]

হুঃখদ (ত্রি) হুঃখং দদাতি দাক। ক্লেশকর, হুঃখজনক।

হুঃখদন্ধ (ত্রি) হুঃখেন দন্ধঃ। পরিতপ্ত, ক্লিষ্ট।

হুঃখদায়ক (ত্রি) হুঃখং দা-পিচ্-ধূলোঃ হুঃখকর, হুঃখজনক, যাহা হইতে হুঃখ উৎপন্ন হয়।

হুঃখদির (পুং) হুঃখঃ খদিরঃ। মহাসার খদিরভেদ।

(শব্দার্থচিঃ)

হুঃখদোহা (কী) হুঃখেন দুহতে ইতি দুহ-ণ্যৎ (ঋলোণ্যৎ। পা ৩।৪।১২৪) কটে ঘে গাভীর দুহদোহন করা যায়। যে গাভীকে সহজে দোহন করা যায় না, করটা। (হেম)

হুঃখনিবহ (ত্রি) হুঃখং।

হুঃখভাগিন্ (ত্রি) হুঃখং ভজ-গিনি। যিনি হুঃখ ভজন করেন, হুঃখভোগী, যাহার ভাগ্যে হুঃখ হইয়াছে।

হুঃখভোগে (পুং) হুঃখন্ত ভোগঃ। হুঃখানুভব, হুঃখসহন।

হুঃখময় (ত্রি) হুঃখং স্বরূপে-ময়ট্। ১ হুঃখ স্বরূপ। ২ হুঃখপূর্ণ।

হুঃখলভ্য (ত্রি) হুঃখেন লভ্যঃ। হুঃখসাধ্য, যাহা হুঃখ দ্বারা লাভ হয়; যাহা হুঃখে লাভ করা যায়।

হুঃখলক্ষিকা (কী) ১ হুঃখে যাহা পাওয়া যায়। ২ রাজীভেদ।

হুঃখলোক (পুং) সংসার, যে লোকে হুঃখভোগ করিতে হয়।

হুঃখভাবিত (ত্রি) কটে উচ্চারিত।

হুঃখশীল (ত্রি) হুঃখং শীলয়তি শীল-অণ্। হুঃখানুভবশীলন-কর্তা, যাহাদের হুঃখভোগ করা স্বভাব, অর্থাৎ যে সর্বদাই হুঃখ অনুভব করেন।

হুঃখসাগর (পুং) হুঃখানাং সাগরঃ। হুঃখের সমুদ্র, অতিশয় হুঃখ।

হুঃখসংস্পর্শ (ত্রি) হুঃখং স্পর্শ।

হুঃখসঞ্চার (পুং) ১ কটে বাপন। ২ কটেভোগ।

হুঃখস্পর্শ (ত্রি) হুঃখভোগ।

হুঃখহরা (কী) হুঃখং হরতি হুঃখ-হরাট্। হুঃখনাশিনী হুঃখ।

হুঃখাকর (পুং) হুঃখত্ব আকরঃ। ১ হুঃখের ধনি, সংসার। (ত্রি) ২ হুঃখহারক।

হুঃখাচার (ত্রি) ১ হুঃখভাব। ২ হুঃখালন।

হুঃখাস্ত (পুং) হুঃখত্ব অস্তঃ। হুঃখের অবসান।

হুঃখাস্থিত (ত্রি) হুঃখেন অস্থিতঃ। হুঃখযুক্ত।

হুঃখার্জিত (ত্রি) হুঃখেন আর্জিতঃ। পীড়িতঃ। হুঃখপীড়িত, যিনি হুঃখে কাতর হইয়াছেন।

হুঃখিত (ত্রি) হুঃখং সজ্ঞাতমস্ত, হুঃখং তারকাদিষাদিতত্। সজ্ঞাত হুঃখ, যাহার হুঃখ হইয়াছে।

"হুঃখিতা যত্র দৃষ্টেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ।" (মহু)

হুঃখিন্ (ত্রি) হুঃখমত্যাভীতি ইনি। হুঃখাধিত।

"হুঃখিনো হুঃখিনো বাপি প্রাণিনো লব্ধচক্ষুঃ।"

আত্মবৎ পরিপত্রতি তে যান্তি পরমাং গতিং॥" (অগ্নিপুং)

হুঃখাপ্য (ত্রি) হুঃখেন প্রাপ্যতে আপ-ণ্যৎ। হুঃখলভ্য, যাহা হুঃখে পাওয়া যায়।

হুঃশকুন (কী) হুঃশং শকুনং। অন্তত্বচক নিমিত্ত ভেদ। কোন স্থলে যাত্রাকালে অন্তত্বচক নিমিত্ত দর্শন করিলে যে কার্যো যাত্রা করা যায়, তাহা সকল হয় না।

বক্ষা, চক্ষ, তুষ, অস্থি, লবণ, লবণ, অঙ্গার, ইন্ধন, কীট, বিট, তৈল, উন্নত, বলা, ঔষধ, শত্রু, জটিল, প্রাণটুপ, ব্যাধিত, নয়, তৈলাভ্যাজ, বিকলাঙ্গ, ক্ষুধার্ত, রক্ত, ক্রীপুল, শরট, অগ্নহন্য, যাজ্ঞারহু, কৃত (হাতি), কাষার বজ্রধারী, শুড়, তক্ষ, পক্ষ, বিধবা, কুল, কুটুম্ব, বজ্রাধির খলন, কক্ষধাজ, কার্পাস, বমন, দক্ষিণদিকে গদ্বতরব, গভিনী, মুণ্ডিতমস্তক, আর্জ বজ্রপরিধারী, হুর্বচ, অক্ষ, বধির ও উদকী এই সকল হুঃশকুন অর্থাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে অমঙ্গল হয়। কক্ষবজ্রপরিধারী, কক্ষবর্ণ বিলেপনে বিভূষিতা ও কক্ষবর্ণ মাল যন্তকে ধারণ করিয়াছেন এইরূপ কক্ষবর্ণ নারী দৃষ্ট হইলে অন্তত্ব হইয়া থাকে।

(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্যঃ)

"অন্ত জন্মান্তরকৃতং কর্ম পুংসাং শুভাশুভং।"

যতন্ত শকুনঃ পাকং নিবেদয়তি গজ্ঞতাং॥" (বৃহৎ ৮৬ অঃ)

গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা পুর্নধগণের জন্মান্তর কৃত শুভাশুভ কর্ম প্রকাশ পায়, ইহার নামই শকুন, যে কালে অন্তত্ব স্থিতি হয়, তাহাকেই হুঃশকুন কহে। (বৃহৎ-সংহিতা ৮৬-২০ অঃ) [বিশেষ বিবরণ শাকুন দেখ।]

হুঃখলা (কী) রাজা যুতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা, গান্ধারীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে। সিদ্ধরাজ অরজ্জবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। যখন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অরজ্জব নিহত হন, তখন

পূর্বোক্ত দুঃখ সৰল দেখিলে তাহার শাস্তি করা উচিত। ইহার শাস্তির বিষয় ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

রক্তচন্দন কাষ্ঠ যতাক্ত করিয়া হোম এবং সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, তাহাতে দুঃখ অস্ত ফল হইবে না এবং সহস্র মধুহৃদন নাম জপ করিলেও দুঃখ অস্ত ফল হইবে। ত্রিক্ষের নাসটিক পূৰ্ণমুখ হইয়া ত্রিক্ষপূৰ্ণ পাঠ করিলেও দুঃখ অস্ত ফল পাইয়া হয়।

“রক্তচন্দনকাষ্ঠানি যতাক্তানি চ বোদ্ধহেৎ।

গায়ত্র্যা চ সহস্রেন তেন শাস্তিবিধীয়তে ॥

সহস্রধা জপেৎ যোহি ভজ্যা মাং মধুহৃদনং।

নিম্পাপো হি ভবেৎ সোহপি দুঃখম্ভোগোভবেৎ ॥

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনং।

হংসং নারায়ণকৈব এতন্মামাষ্টকং শুভং ॥

ভূতিঃ পূৰ্ণমুখঃ প্রাজ্ঞঃ দশরূপকঃ যোজপেৎ।

নিম্পাপো হি ভবেৎ সোহপি দুঃখম্ভোগোভবেৎ ॥”

(ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপু)

দুকূল (ক্লী) দু-উল্ল কুচ্চ। দুঃ ক্লতি কূল আবরণে ক পৃথো বা সাধু। ১ ক্রোমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র। ২ শ্লক বস্ত্র। ৩ সূক্ষ্মবস্ত্র।

“গোপবটী দুকূলচৌরায়।” (ভাষাণ ১)

দুকূল, (শাম)-জাতক বর্ণিত একজন বৌদ্ধ ঋষি। ইনি গৌতম বা শামের পিতা। শামজাতকে লিখিত আছে— শামের জন্মের পর দুকূল এবং তাহার পত্নী পরিকা একদিন ফলমূলাহরণে অরণ্যে গমন করেন এবং তথায় দৈবহুর্জিপাকে উভয়েই অন্ধ হন। শাম খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া আইসেন এবং পুনরুৎকর্ষা ও একাগ্রচিত্তে অন্ধ পিতামাতার সেবায় রত হন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি নদীতে জলানয়নে গমন করিলে ভ্রমক্রমে জনৈক মৃগয়ারত নৃপতি তাঁহাকে শরাঘাত করেন। শাম রাজাকে অসহায় পিতামাতার ভাবী দুঃখ বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা অন্ধ ঋষিদম্পতির নিকট গমন করিয়া যথার্থ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলে সকলে দারুণ শোকসন্তপ্তচিত্তে মৃত শামের নিকট আগমন করিলেন। পরিকা এই বলিয়া ‘সত্য ক্রিয়া’ সমাপন করিলেন, ‘যদি আমার পুত্র যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিয়া থাকে, যদি সে ‘অখশিলা’ ক্রিয়াকলাপ অতন্ত্রিতভাবে সমাপন করিয়া থাকে এবং যদি আমার একমাত্র বৃদ্ধদেবেই মতি থাকে ও কখন ‘তিলকুনভবন’ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে আমার পুত্র পুনর্জীবিত হউক।’

দুঃখ এইরূপে সত্য ক্রিয়া করিলে শাম পুনর্জীবিত হইলেন। একজন দেবী ঐ কালে আবির্ভূত হইয়া অন্ধ দম্পতিকে চক্ষুদান করিল। রাজা বিস্মিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই উপক্ৰাসটী রামায়ণবর্ণিত দশরথ কর্তৃক অন্ধকমুনি পুত্র সিদ্ধবধের অহুকরণ। রামায়ণের সিদ্ধ বাণাধাতে গতানু হইয়াছিলেন এবং পুত্রশোকে অন্ধকমুনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জাতকে শাম আবার বাঁচিয়া উঠিলেন।

দুগড়, থানা নগরের ২০ মাইল উত্তরস্থ একটা সহর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল হাটলে দুগড়ের যুদ্ধে মহারাজারদিগকে পরাজিত করেন।

দুগড়িয়া, মধ্যভারতের ভূপালরাজ্যের বন্দোবস্তকালে পিণ্ডারী সর্দার চীতুর ভাতা রাজা খাঁ তাহার জীবদ্দশায় ভোগ করিবার জন্য স্বেচ্ছাবলপুরের কিয়দংশ জায়গীর পান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের কথামত স্বেচ্ছাচারী মুদ্রার পর ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট তাহার পাঁচপুত্রের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। দুগড়িয়া রাজাখাঁর তৃতীয়পুত্রের অংশে পড়িল।

দুগারি, রাজপুতানার অন্তর্গত বুনীরাজ্যের একটা সহর। এই সহরেই বুনীরাজ্যের মধ্যে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ মহাযথাত সর্বো বর আছে। ঐ সর্বোবরের পরিমাণ প্রায় ৩ বর্গ মাইল বুনীরাজ্যের জনৈক আত্মীয় এখানকার জায়গীরদার। এখানে অনেক হিন্দু দেবালয় ও দুইটা জৈন-মন্দির আছে।

দুগূল (ক্লী) দুকূল পুর্বোক্তাদিহাং সাধুঃ। দুকূল, পট্টবস্ত্র। দুঃ (ক্লী) দুহতে অ দুহ কৰ্ম্মণি ক্র। ক্রীজাতির স্তননিঃসৃত্রব জব্যবিশেষ, দুধ; পর্য্যায়—ক্ষীর, পীযুষ, উষ্ম। শুভ্র, পর বালজীব। (ভাবপ্রকাশ)

শুভপারী জীবগণ জন্মের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধমাত্র পান করিয়াই জীবন ধারণ করে ও তাহাতে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয়। পরমেশ্বরের অপার কোশলে সকল প্রাণীই মাতৃস্তনে শিশুর জীবনধারণোপযোগী পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। শিশু তৎকালে আর কোন খাদ্যই পরিপাক করিতে পারে না, অত্ৰ কোন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না, মাতৃস্তন হইতেই তাহার সকল খাদ্যের অভ্যাস হয়। শরীরধারণোপযোগী হারজীর পদার্থই বিন্যাসন থাকার একমাত্র দুগ্ধপান করিয়াই জীবনধারণ করিতে পারি যায়। এজন্য অনেক ডাক্তার দুগ্ধকে আদ্য খাদ্য ধরিয়া অন্যান্য খাদ্যের পুষ্টিকারিতা নির্দ্ধারণ করেন।

মাতৃশরীরস্থ রস প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা স্তনে দুগ্ধক পরিণত হয় এবং চূচক দিয়া স্রবিত হয়। গোমহিষা

রোমহুৎ প্রাণীদিগের স্তনাগ্রভাগে এক একটা মাত্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু মনুষ্যের সেক্রপনহে, মানব স্তনাগ্রভাগে বহু ছিদ্র দিয়া হৃৎক নিগত হয়। এই সকল ছিদ্র বহুশাখা প্রশাখা-যুক্ত, হৃৎক প্রাণীসমূহের বহিষ্কৃত মাত্র। [এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ স্তন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রায় সকল প্রাণীরই হৃৎক অশুদ্ধ, শুভ্রবর্ণ, পরিষ্কৃত, জল অপেক্ষা ক্রিষ্ণ অধিক ভারী, স্নেহ মিষ্ট স্বাদ ও একপ্রকার বিশেষ সঙ্গন্ধযুক্ত, হৃৎক নানাবিধ অন্ন এবং উষ্ম পদার্থের সম্মিশ্রিত হইতে গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অগ্নীকরণ বস্তু সাহায্যে দৃষ্টি করিলে সদ্য হৃৎক অসংখ্য শুভ্রবর্ণ অণুকারি বিষ দৃষ্ট হয়, এই সকলের ব্যাস প্রায় ১ ইঞ্চির ১০ সহস্র ভাগের একভাগ, সুতরাং মনুষ্যশোণিত হৃৎক অণু পরিমাণে উহাদের বিশৃঙ্খল অপেক্ষাও অধিক। এই সকল হৃৎক হৃৎক অণুমেদ বা তৈল অণুলাবণ পদার্থময় এবং স্বচ্ছ সলিলবর্ণ পদার্থে ভাসমান থাকে। হৃৎকের এই জলীয় অণু তদন্য অণুসকল অপেক্ষা দ্রব ও ক্ষুদ্র, সুতরাং কিছুকাল স্থির করিয়া রাখিলে এই সকল তৈলময় অণু অধিকাংশ উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন এই অংশ পৃথক করিয়া তাহা হইতে প্রচুর মাখন পাওয়া যায়। অবশিষ্ট হৃৎক নবনীতের ভাগ স্নেহ থাকে। হৃৎক মন্থন করিলেও দেহময় অণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র জমিয়া যায় এবং ভাসিয়া উঠে। অবশিষ্ট হৃৎককে মাখন তোলা হৃৎক বহে। ইহার গুণ অন্ন, সুতরাং মূল্যও কম।

হৃৎক হইতে নবনীত পৃথক করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে ছানা প্রভৃতি থাকিয়া যায়, অল্পদি যোগ করিলে এই ছানা পৃথক জমিয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত ছানা বাহির করিয়া লইলে অবশিষ্ট অংশে ক্রিষ্ণ নির্জল যোগ করিলে প্রায় সমস্ত ছানা পৃথক হইয়া যায় এবং স্বচ্ছ স্নেহ নীলবর্ণ জলমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে ছানার জল বহে। এই জলে তখনও হৃৎক শর্করা এবং নানা জাতীয় খনিজ পদার্থ ও লবণাদি থাকিয়া যায়। নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাণীর হৃৎকের পৃথক পৃথক উপাদান লিখিত হইল। ১০০ ভাগ হৃৎক বিশ্লিষ্ট করিয়া সে যে বস্তু পাওয়া যায়, অপর স্তম্ভে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

এতদ্ভিন্ন এদেশে মাছের হৃৎক এবং তদুৎপন্ন দধি, স্নাত প্রভৃতি প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাছের হৃৎক তৈলের ভাগ অধিক থাকায় উহা হইতে অধিক পরিমাণে নবনীত ও স্নাত উৎপন্ন হয়। খাটকীজ হৃৎক শর্করার ভাগ অধিক, তদুৎপন্ন

প্রাণী	জলীয় অংশ	তৈলাদি পদার্থ	ছানা	শর্করা	ক্ষারাদি কঠিন পদার্থ
নারীহৃৎক (গড়)	৮৮.৬	২৫.৩	৩৪.৩	৪৮.২	২.৩
এ (উৎসংখ্যা)	৯১.০	৫৪.০	৪৫.২	৬২.৪	২.৭
এ (নিম্নসংখ্যা)	৮৬.৪	৮.০	১৯.৬	৩৯.২	১.৬
এ (শিশু ১৪ দিনের)	৮৭৯.৮৪৮	৪২.৯৬৮	৩৫.৩৩৩	৪১.১৩৫	২.৯৬
সোহু	৮৫.০	৪.০	৭২.০	২৮.০	৩.২
গর্ভভীহৃৎক	৯১.৬.৩	১.১	১৮.২	৬০.৮	৩.৪
ছাগীহৃৎক	৮৬.০	৩৩.২	৪০.২	৫৩.৮	৫.৮
মেঘহৃৎক	৮৫.৬.২	৪২.০	৪৫.০	৫০.০	৬.৮

উহা হইতে একরূপ জ্বাসব প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

স্তন্যপায়ী জীবের শিশুগণ বহুদিন কেবলমাত্র স্তন্য পান করিয়াই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং হৃৎক প্রাণীদেহের পুষ্টিজনক সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। তদনুসারে ডাক্তার প্রাউট (Prout) সাহেব হৃৎকের উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের পর্যায় বিভাগ করিবার প্রস্তাব করেন; যথা—

১ জলীয় খাদ্য (জল), ২ অণুলাবণ খাদ্য (ছানা), ৩ তৈলময় খাদ্য (নবনীত), ৪ শর্করাময় খাদ্য (হৃৎকশর্করা) এবং ৫ ক্ষারময় খাদ্য, তাহাও হৃৎক বিদ্যমান আছে। হেডলেন সাহেব হৃৎকের ক্ষারোপাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাতে চূর্ণ, লবণ, যবক্ষার, সোডা, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি পাইয়াছেন।

হৃৎক সহজে পরিপাক্যের বিশেষ উত্তেজনা ব্যতীত শিশুর উদরে পরিপাক হয়। ইহার উপাদান সকল সহজেই পরিবর্তিত হইয়া শরীরপোষণে নিযুক্ত হয়। চূর্ণ প্রভৃতি হৃৎকের কঠিনাংশ শিশুর অস্থি পোষণ ও দৃঢ় করে। এইরূপে ছানা তৈলময় ও শর্করা তরল শরীরের অজ্ঞান অংশ পূরণ করে। শিশুগণের কতকাল মাতৃস্তন্য পান করা উচিত, তাহা হৃৎকরূপে স্থির হয় নাই। শিশুর শারীরিক পুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ইহার বিভিন্নতা হয়। সচরাচর ৩ মাস পর্যন্ত স্তন্যপানের কাল নির্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার উর্দ্ধে স্তন্য পান করিলে শিশু ও প্রস্তুতি উভয়েরই হানির সম্ভাবনা।

শিশু স্তন্য ত্যাগ করিলেও তাহাকে গো, মহিষ ও অজা-দির হৃৎক অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর দেওয়া উচিত। যদিও কেবলমাত্র হৃৎক পান করিয়া শরীরের সম্যক পুষ্টি হয়না, তথাপি সকল অবস্থাতেই মনুষ্যদেহের পক্ষে হৃৎক অতিশয় পুষ্টিকর। রুম, হর্সল, বিশেষতঃ কাশ রোগগ্রস্তদিগের পক্ষে হৃৎক অমৃত তুল্য।

তুতে প্রভৃতি কোন কোন খাতব বিব খুঁইয়া শরীর বিবাক্ত হইলে দ্রুতপানে ঐ বিব প্রশমিত হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, দ্রবীকণ সাহায্যে সদ্য দ্রুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণু দৃষ্ট হয়। উহাদের অধিকাংশের ব্যাস ০.০০০ ইঞ্চি হইতে ০.০০০০০ ইঞ্চি, কতিং ০.০০০০০ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট অণুগু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দ্রুত ০.০০০ এমন কি ০.০০০ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট অণু দেখিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদময় অণু আবার স্থল আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ আবরণ তৈলময় নহে, যেহেতু সদ্যদ্রুত এসিটিক এসিড যোগ করিলে ঐ সকল অণু নানাবিধ আকার ধারণ করে। আবরণ শুদ্ধ মেদময় হইলে এরূপ পরিবর্তন হইত না। আবার ইথর যোগ করিলেও উহার মেদের ন্যায় দ্রব হইয়া যায় না।

এসবের অব্যবহিত পরেই স্তন হইতে যে দ্রুত নির্গত হয়, তাহার উপাদান পরকল্পী সময়ের দ্রুত হইতে অনেকটা পৃথক্। এই দ্রুত তিন চারিদিন পর্য্যন্ত খুব ঘন থাকে, ঐ অবস্থায় উহাকে গাঞ্জলা দ্রুত কহে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, গাঞ্জলা দ্রুত অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক মেদময় অণুগু ব্যতীত পীতবর্ণ বর্তৃলাকার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদ ও অণুলালময় কণাদি বিদ্যমান আছে। ইথর যোগে ঐ সকল মেদভাগ সহজে দ্রব হয়। ৩৪ দিবস পর্য্যন্ত এই সকল কণা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সচরাচর ২১০ দিন মধ্যে এক বারে তিরোহিত হয়। কখন কখন ২০ দিবস পর্য্যন্ত দ্রুত এই সকল কণা দৃষ্ট হইয়াছে। আবার অনেক সময় পীড়া প্রভৃতি দ্বারা স্তন দ্রুত বিকৃত হইয়া এই সকল কণা প্রকাশ পায়।

স্বাস্থ্যব্যতীত প্রসূতির খাদ্যের উপরেও স্তনদ্রুতের গুণাগুণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য যখন শিশু কেবল মাতৃদুগ্ধ দ্বারা প্রাণধারণ করে, তখন তাহার পীড়া হইলে মাতা উপবাস করেন এবং স্বয়ং ঔষধ সেবন করেন, তাহাতেই শিশু আরোগ্য লাভ করে। শিশু পীড়িত হইলে মাতাকেই পথ্যপথ্য বিচার করিতে হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, একটা কুকুরী যখন কেবল শস্তাদি খাইত, তখন তাহার দ্রুত অধিক মাত্রায় মাখন ও শর্করা দেখা যাইত, আবার যখন তাহাকে মাংসাদি খাইতে দেওয়া হয়, তখন তাহার দ্রুত কার্বোনি কঠিন পদার্থের আদিক্য দেখা যাইত। বসায়ুক্ত খাদ্য দিলে দ্রুত মাখনের

ভাগ অধিক হয়। এই নিয়ম অত্যন্ত প্রাণীতেও সত্য হইতে পারে। আবার স্ট্রেকের সাহেব দেখিয়াছেন যে গবাদি যখন গৃহে পোষা হয়, তখন তাহাদের দ্রুত অধিক মাখন উৎপন্ন হয়, আর মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দিলে দ্রুত মাখনের ভাগ কমিয়া যায়। বর্ষাকালের কাটা ৩০০ বাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালের টাটকা বাস খাওয়াইলেও দ্রুত অপেক্ষাকৃত অধিক মাখন হয়।

ফেরিয়ার সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, শিশুর স্তন পানকালে নারীদ্রুত ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া আসিলে উহাতে নবনীর অংশ বরাবর সমান থাকে। শিশুর বসোবসি সহকারে মাতৃদ্রুত ছানার ভাগ বর্দ্ধিত হয়, এদিকে শর্করা ভাগ কমিয়া আইসে এবং ক্রমাংশ বৃদ্ধি পায়।

দ্রুতের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। [দ্রুতপরিমাপকযন্ত্র শব্দে তাহা বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

এসিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে কেবল হিন্দুগণ ব্যতীত অপর কোন জাতি প্রায় গোমহিষাদির সদ্য দ্রুত পান করে না। এমন কি চীন, ব্রহ্মদেশ, মলয় ও ভারতের পূর্ব প্রান্তস্থ থসিয়া, গারো, নাগা, বাবা (বব্বীপ), সুমাত্রা জাপান প্রভৃতি দেশবাসিগণ সদ্য দ্রুত পান করা দ্রুত থাকুক, ব্রহ্মজানক মনে করিয়া স্থগা করে। দ্রুত শুক করি কিংবা পচাইয়া তাহা হইতে পনির, ছানা প্রভৃতি তাহাদে সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য উহাদের প্রসূত পনিরাদি এদেশীয়দিগের প্রীতিকর হইতে পারে না। হিন্দু ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক জাতিই নবনীত বা মাখন গলাইয়া দ্রুত প্রস্তুত করে এবং তাহা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। যুরোপীয়গণ মাখন ব্যবহার করেন, যত তাহাদে রুচিকর নহে। অনেক জাতি আছে, দ্রুতবিক্রয়কে নিতাই নীলবৃত্তি মনে করে। আরবেরা পণ্যপরিবর্তন লই দ্রুত দেয়, কিন্তু বিক্রয় করেন না। লাক্সান (দ্রুত বিক্রেতা তাহাদের নিকট অতি ঘৃণিত ও লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য বালকোর সাহেব অনুমান করেন, ঐ দেশে অতিথিকে কি মূল্যে দ্রুত দান করিবার ব্যবহার থাকায় বিক্রয় এতদূর স্থগা হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি মকানগরে মিসরী এক নিকট জাতি ব্যতীত অপর কেহ দ্রুত বিক্রয় করে না।

পশ্চিম ও মধ্যএসিয়ার অনেক জাতি অদ্যাপি উইর পান করে। অনেকের উইর দ্রুতই জীবনধারণের জন্য উপায়। বহু প্রাচীনকাল হইতে উইর দ্রুত ব্যবহৃত হইত। বাইবেলে উক্ত আছে যাকুব তাহার ভ্রাতা ইশা

মজার পত্তর সহিত ৩০ টী হুঙ্কবতী উদী প্রদান করিয়াছিলেন।
হাতে বোধ হয় রিহদিগ অতি পূর্বকাল হইতেই উষ্ট
হুঙ্ক ব্যবহার করিত।

চীনের উত্তরভাগে বিশেষতঃ মঙ্গোলিয়া প্রদেশের অধি-
বাসিগণ সন্ধ্যা হুঙ্ক পান করে এবং তাহা হইতে ছানা
বাধনাদিও প্রস্তুত করে। মঙ্গোলিয়ায় গাভীর সংখ্যা পর্যাপ্ত,
এতদ্ব্যতীত মঙ্গোলীয়গণ ঘোটকীহুঙ্কও পান করিয়া থাকে।
ঘোটকী হুঙ্কে কঠিন ক্ষারদিগর ভাগ শতকরা প্রায় ১৭ এবং
করীয়া প্রায় ৮ অংশ থাকার শরিক্তা ভাগ সহজে অন্তরোৎসেক
করিয়া সুরাসারে পরিণত হয়। একজ্ঞ মঙ্গোলীয়গণ এবং
জাত্যবাসিগণ ঘোটকীহুঙ্ক হইতে কুমিস নামক উহাদের
উপাদেয় এক প্রকার আসব প্রস্তুত করে। হানবংশীয়
রাষ্ট্রাধিপতির রাজত্বকালে চীনদেশে কুমিস প্রচলিত ছিল।
মলয়ক ভাতারগণ, গোহুঙ্ক ও ঘোটকীহুঙ্ক সিদ্ধ করিয়া টক্
হইতে দেয় এবং পরে উহাকে নানারূপে পচাইয়া একরূপ
রুয়া প্রস্তুত করে। এই রুয়াক দ্রব্য গ্রীষ্মকালে তথায়
পচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ২৪ ঘণ্টা আদাল
দান দিয়া চোয়াইলেই সুরা হয়, শীতকালে ২৩ দিন
দাখিতে হয়।

মহিষহুঙ্ক ভারতবর্ষে বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মহিষের
দেহ সচরাচর গাঢ় ও মিষ্ট এবং ইহাতে গোহুঙ্ক অপেক্ষা
মাখনের ভাগ অনেক অধিক। ধূর্ত গোরালারা গোহুঙ্কে
অপেক্ষাকৃত সুলভ মহিষহুঙ্ক মিশাইয়া বিক্রয় করে, গোহুঙ্ক ও
মহিষহুঙ্ক একত্র মিশাইয়া মাখন প্রস্তুত করে। বাহ্লা হউক,
অনেক নির্ভলবান্ হিন্দু মহিষাদির হুঙ্ক অপবিজ্ঞ বোধে
পান করেন না।

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীনভাতার প্রভৃতি স্থানে লোকে
চামরী, বনলোক প্রভৃতির হুঙ্ক পান করে। কৃষিয়ার উত্তর-
ভাগে বলগাহরিণে হুঙ্ক দেয়। আরবেরা আল না দিয়া
হুঙ্কে শুক করিয়া জামিদা নামক একপ্রকার ক্ষীর প্রস্তুত
করে। স্বতঃসংযোগে উহাতে সুমিষ্ট খাদ্য হয়। জলে গুলিয়াও
আরবেরা ঐ শুক ক্ষীর উপাদেয় বোধে পান করে বটে,
কিন্তু বিশেষদীর্ঘদিগের পক্ষে উহা তাদৃশ সুস্বাদ ও প্রীতিকর
হয়না। বলা নাহুল্য হুঙ্ক হইতে দেশ, কাল ও লোকের
কটিকভেদে দধি, ছানা, মাখন, নবনীত প্রভৃতি নানা
উপাদেয় প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যতস্থানে যতপ্রকার
মিষ্টান্ন হইতে পারে, তাহার অধিকাংশই হয় হুঙ্কজাত, হুঙ্ক
মিশ্রিত, অথবা হুঙ্কজাত কোন পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া
থাকে। গব্যরস কেবল হিন্দুর নহে, পৃথিবীর অনেক

জাতিরই খাদ্যের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কবিগণ বলেন,
গব্যরসবিহীন ভোজনই বৃথা। গো মহিষাদির হুঙ্ক সন্ধ্যা
এবং তরল অবস্থাতেই সুপাচ্য এবং পুষ্টিকর, তন্নির
উহাকে বিক্রয় করিয়া যে রূপই খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত
হউক না কেন উহা অপেক্ষাকৃত শুক্লরূপাক হইয়া উঠে।
হুঙ্কে নানা উপাদেয় শুক এবং চূর্ণ অবস্থায় আনিয়ন করা
যায়। এইরূপ হুঙ্কচূর্ণ গরমজলে শুণ্ডিয়া কৃত্রিম হুঙ্ক প্রস্তুত
করা হয়। সমুদ্রে দীর্ঘকাল গমন করিতে হইলে হুঙ্ক
পাওয়া অসম্ভব, এইরূপ স্থলে ঐ হুঙ্কচূর্ণ দ্বারা কৃত্রিম হুঙ্ক
প্রস্তুত করিয়া জাহাজের লোকদিগকে বিশেষতঃ হুঙ্কপোষ্য
শিশুদিগকে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা হুঙ্ক অধিকরূপ রাখিয়া দিলে সহজেই নষ্ট হইয়া
যায়। বাহাতে হুঙ্ক এইরূপে নষ্ট না হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত
অবিকৃত থাকে, তাহার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে। অনেক
নানা উপাদেয় কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এইরূপে যে স্থলে
গোমহিষাদির সন্ধ্যাহুঙ্ক পাওয়া যায় না, তথায় ঐ সকল
হুঙ্কদ্বারা তাহার অভাব পূরণ হয়।

আমরা এস্থলে হুঙ্করূপ করিবার কয়েকটা সুল উপায়
সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এদেশে সম্প্রতি বহুস্থল্যক
পৃথক্ পৃথক্ কোম্পানীকৃত যে সকল বিলাতী হুঙ্ক আইসে,
তাহার অধিকাংশই সুলভঃ নিম্নলিখিত উপাদেয় প্রস্তুত হইয়া
থাকে। প্রথমতঃ হুঙ্কে প্রস্তুত তাত্রকটাহে চালিয়া
১১০° ফা° তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ
চিনি দিয়া ক্রমাগত ৪ ঘণ্টাকাল হাত দিয়া নাড়িতে
হইবে। সিদ্ধ হইলে হুঙ্ক মরিয়া ৩ অংশ অবশিষ্ট থাকিতে
নামাইতে হইবে, এই গাঢ় হুঙ্ক পরে চীনের কোটায় পুরিয়া
ঝাল দিয়া লইতে হয়, পরে সমস্ত কোটা ফুটন্ত জলে
কিছুক্ষণ রাখিয়া শীতল হইলেই হইল। এইরূপে প্রস্তুত হুঙ্ক
বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। এসেঙ্গ অব্ মিঙ্
এইরূপে প্রস্তুত হয়। বাচফোর্ড সাহেব এক প্রকার কঠিন
হুঙ্ক প্রস্তুত করেন, তাহা এইরূপ। ৫০ সের হুঙ্কে ১০ সের
খেতশর্করা এবং ছোট এক চামচ বাইকার্বনেট অব্ সোডা
দাও। ঐ মিশ্র দ্রব্য এনামেজমতিত লৌহকটাহে চালিয়া
বাম্পের তাপে সিদ্ধ কর এবং ক্রমাগত উহাতে বাতাস কর
ও নাড়িতে থাক। এইরূপ করিতে করিতে যখন সমস্ত জল
মরিয়া হুঙ্ক শুষ্কতার মত হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া
লও। এই সকল চূর্ণই পরে এক এক পাউন্ড লইয়া
চাপ দিয়া ইষ্টকাকার করিয়া বিক্রয় হয়। ব্যবহারকালে
ঐ ইট ভঙাইয়া জলে গুলিলেই হুঙ্ক হয়। বলা নাহুল্য

বহু লোকের প্রতিযোগিতার দিন দিন নানাবিধ রক্তিত হৃৎ আবিষ্কৃত হইতেছে। চিনি, গোড়া বা কোন প্রকার কার যোগে জলীয়ংশ হ্রাস ও হৃৎ হইতে বায়ু নিষ্কাশন প্রভৃতি ঐ সকল প্রক্রিয়ার মূল সূত্র। মেবার সাহেব হৃৎ পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া পরে ঐ পাত্রকে শতাংশিকের ১০০° উত্তপ্ত অগ্নিতে সিদ্ধ করেন, পরে ঐ হৃৎ বোতলে সম্পূর্ণ বদ্ধ রাখায় ৫ বৎসর পর্যন্ত অবিকৃত ছিল।

বৈজ্ঞানিক ভাবপ্রকাশ মতে, হৃৎের গুণ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক, সদ্য শুক্রকারক, শীতবীৰ্য্য, সকল প্রাণীরই সাক্ষা, জীবন ও শরীরের উপচরকারক, বলকারক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্কর, সন্ধানকারক, রসায়ন, বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া-তুল্য গুণকর; পাণ্ডু, দারি, তৃষ্ণা, হৃৎরোগ, শূল, উদাবর্ত, শূল্য, বস্তিগতরোগ, শুদাভ্রু, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনি-রোগ, শ্রম, ক্রম ও গর্ভস্রাবে সর্বদা হিতকর; বালক, বৃদ্ধ, ক্রত, ক্রীণ রোগগ্রস্ত, ক্ষুধাতুর ও মৈথুন হারা কৃশ এই সকল ব্যক্তির পক্ষে হৃৎ সর্বদা অত্যন্ত হিতকারী।

গোহৃৎের গুণ—মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতল, শুভ্র-বর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, রক্তপিত্তনাশক, দোষ, ধাতু, মল ও প্রোতাসমূহের ক্ষয় ও ক্রিয়তাসম্পাদক এবং গুরু, ইহা প্রতি-দিন সেবন করিলে জরা ও সমস্ত রোগ প্রশমিত হয়। হৃৎের মধ্যে গোহৃৎই শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গাভীর হৃৎ বায়ুনাশক এবং অতিশয় গুণকারী। শীতবর্ণ গাভীর হৃৎ পিত্ত ও বায়ুনাশক, শুক্রবর্ণ গাভীর হৃৎ কফকারক ও গুরু, রক্তবর্ণ ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট গাভীর হৃৎ বায়ুনাশক। বাল-বৎসা, অর্থাৎ যে গাভীর বাছুর অতি শিশু এবং বৎসহীনা গাভীর হৃৎ ত্রিদোষজনক, এই হৃৎ সেবন করিতে নাই; অঙ্গল দেশে বিচরণকারী, অনুপদেশে এবং পার্শ্বতীয় দেশে বিচরণকারী গাভীর হৃৎ বথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ।

আহারবিশেষে গুণ বিশেষ।—সে সকল গাভী অন্ন পরিমাণে আহার করে, তাহার হৃৎ গুরু, কফকারক, বলজনক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং সূক্ষ্মব্যক্তিদিগের পক্ষে গুণ-কারী। যে সকল গাভী পলালতৃণ ও কাঁপাসবীজ ভক্ষণ করে, তাহাদের হৃৎ রোগীদিগের পক্ষে হিতকর।

মাহিব হৃৎ।—মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, শুক্রনিজাজনক, অভিযন্ত্রী, ক্ষুধাজনক, শীতবীৰ্য্য ও গব্যহৃৎ অপেক্ষা দেহবহল।

ছাগীহৃৎ।—কষায়, মধুর রস, শীতবীৰ্য্য, সংগ্রাহী, লঘু, রক্তপিত্ত, অতিসার, কক্ষকাশ ও জরের শান্তিকারক। শরীরের লঘু হেতু এবং কষ্টতিক্রম জ্বা ভোজন, অন্ন

জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ছাগলের হৃৎ লঘু রোগনাশক।

মৃগাদির হৃৎগুণ।—মৃগ প্রভৃতি জন্তু দেশজ পশু; ছাগহৃৎের জ্ঞান উপকারী।

মেবীহৃৎ।—লবণ, মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য্য, অশরীরে নাশক, অক্ষুদ্র, তৃপ্তিকর, কেশের হিতজনক, শুক্র, পিত্ত কফবর্দ্ধক, গুরু এবং বায়ুজনিত কাসরোগে ও অপর মোঃ সংসর্গবিহীন বায়ুরোগে প্রশস্ত।

ঘোটকীহৃৎ।—ঘোটকীর হৃৎ এবং আর সমস্ত এক অর্থাৎ এককুরবিশিষ্ট জন্তুর হৃৎ কৃষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য্য, বলকারক, অন্নলবণ, মধুর রস, লঘু; শোণ ও বায়ুনাশক।

উদীহৃৎ।—লঘু, মধুর, লবণরস, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্না এবং কৃমি, কৃষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোণ ও উদররোগনাশক হস্তিনীহৃৎ। শরীরের উপচরকারক, মধুর, কষায় গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শীতবীৰ্য্য, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতক এবং স্থিরতাসম্পাদক।

নারীহৃৎ। লঘু, শীতবীৰ্য্য, অগ্নিশ্রনীপক এবং বায়ু ও চক্ষুশূলবিনাশক। ইহা নস্ত্র ও চক্ষুপ্রসাধন-ক্রিয়ার প্র-ধারোক্তহৃৎ।—অর্থাৎ দোহনকালের পর যতক্ষণ

ধাকে, এইরূপ হৃৎ বলকারক, লঘু, শীতবীৰ্য্য, অমৃত গুণকারী, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ত্রিদোষনাশক, কিন্তু শীতল হইলে পরিভাগ্য করবে। গব্যহৃৎ ধানোক্ত অ উপকারী, মাহিবহৃৎ ধারাতীত অবস্থায়, অর্থাৎ দোঃ পর শীতল হইলে, মেবীহৃৎ শীতোক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ করিলে শীতল না হওয়া পর্যন্ত) এবং ছাগীহৃৎ সিদ্ধ শীতল হইলে গুণদায়ক হয়। গব্য ও মাহিবহৃৎ বাহি সমস্ত অপক হৃৎ অভিযন্ত্রী, গুরু, কফবর্দ্ধক, আঃ এবং অহিতকারী। অপক নারীহৃৎ হিতকারক, সিহ হইলে অহিতজনক।

হৃৎ সিদ্ধ করিয়া উক্ত অবস্থায় সেবন করিলে বায়ু নষ্ট হয়। সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তদ্বারা হয়। অর্দ্ধাঙ্গ জলের সহিত পাক করিয়া হৃৎবিশিষ্ট অর্থাৎ জল সকল নষ্ট হইয়া বাইলে তাহা অপক হৃৎ লঘু হয়।

জলরহিত হৃৎ যত অধিক জল দেওয়া যায়, অধিকতর গুরু, স্নিগ্ধ, বৃদ্ধ ও বলবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

সদ্যপ্রসূতা গাভীর ঘন হৃৎকে পীযুষ বলা যায় হৃৎ জাল দিলে তাহার পিত্তাকৃতি অংশকে কিলট এবং অপক নষ্ট হৃৎকে কীরশাক বলে। দধি

দ্বারা দুধকে নষ্ট করিয়া বস্ত্রে বাধিয়া নিংড়াইয়া দ্রবভাগ নিষ্কাশিত করিলে উহাকে তুক্রপিণ্ড কহে। নষ্ট দুধের ছানা উদ্ধৃত করিলে যে দ্রবভাগ থাকে, তাহা মোরট নামে অভিহিত। পীপ্ব, ক্লিষ্টা, ক্ষীরশাক ও তুক্রপিণ্ড এই সকল তুক্রবর্জক, শরীরের উপচরকারক, বলবর্ধক, গুরু, কফজনক, হৃদয়গ্রাহী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত ও বাহাদের নিজ হ্রা না, অথবা বাহারা মৈথুনশ্রযুক্ত ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চিনিসংযুক্ত মোরট লঘু, বলকারক, রুচিকারক, মুখশোধ, পিপাসা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

দুধের সর—গুরু, শীতবীৰ্য্য, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, তৃপ্তিকারক, শরীরের উপচরকারক, স্নিগ্ধ, কফ, বল ও শুক্রদারক।

খণ্ড সংযুক্ত দুধ—শুক্লবর্জক ও ত্রিদোষনাশক। শুষ্ক সংযুক্ত দুধ—মূত্রকুচনাশক, পিত্ত ও কফবর্জক। প্রভাতাদি ভব দুধ—রাত্রিকালে সোমগুণ বহুল, এইজন্ত প্রাণি সকলের দেহ সোমাত্মক থাকে এবং রাত্রিকালে কোনরূপ শারীরিক ক্রিয়া হয় না, এইজন্ত দৈহিক ধাত্বাদি সোমগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্ত প্রভাত কালের দুধ সারংকালের উপর দুধ হইতে গুরু ও শীতবীৰ্য্য। দিব্যভাগে সূচ্যকরণ দ্বারা প্রাণিগণের শরীর সজ্জাপিত হয়, সুতরাং ধাত্বাদি সমস্তই আয়ুর্গুণাঘাত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বায়াম ও বায়ু সেবন করা হয়, একারণে প্রভাত সময়ের দুধ অপেক্ষা সারংকালীন দুধ লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক।

প্রাতঃকালে দুধ পান করিলে পুষ্টি, উপচর এবং অগ্নিশ্রীপ্ত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে পান করিলে বল ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাল্য অবস্থায় পান করিলে শরীর বৃদ্ধি হয়, ক্রমবস্থায় পান করিলে ক্ষয় নিবারণ হয়, বৃদ্ধাবস্থায় পান করিলে তুক্র বৃদ্ধি হয় এবং রাত্রিকালে পান করিলে শরীরের হিত সম্পাদন, বহুবিধ দোষের নাশ এবং চক্ষুর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রাত্রিকালে অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না করিয়া কেবল পান করিবে। কারণ রাত্রিতে কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে তাহা জীর্ণ হয় না। সমস্তই পান করিবে, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিবে না।

মানবগণ দিব্যভাগে যে সকল বিদাহী অন্ন ও পানীয় দ্রব্য আহার করিয়া থাকে, সেই বিদাহ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রত্যহ রাত্রিতে দুধ পান করিবে।

কৃশ, বীলক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং বাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত আছে, তাহাদের পক্ষে দুধ অতিশয় হিতজনক। কারণ ইহাতে সদা তুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মলিত দুধের গুণ—গব্য অথবা ছাগী দুধ ময়ন করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে তাহা লঘু, শুক্রজনক এবং সর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক হইয়া থাকে। গো অথবা ছাগী দুধ হইতে উদ্ধৃত কেনা ত্রিদোষনাশক, রুচিকারক, বলবর্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, হিতকর, সদ্যতৃপ্তিকারক, লঘু এবং অতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণরোগে প্রশস্ত।

নিম্নিত দুধ—যে বিবর্ণ, অন্নরসায়িত, তুর্গন্ধযুক্ত, গ্রথিত, অন্ন অথবা লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সংযুক্ত অর্থাৎ দুধে অন্ন ও লবণ দিলে তাহা দুট মধ্য পরিগণিত হয়। এইরূপ দুধ সেবন অহিতকর। এক্ষণ দুধ সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে। (ভাবপ্রা পূর্বকং)

দুধের বিষয় সূক্ষ্মেতে এইরূপ লিখিত আছে—গো, ছাগী, উষ্ট্র, মেঘ, মহিষ, নারী ও হস্তিনী ইহারা বিবিধপ্রকার ওষধি ভক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগের দুধ প্রেসর, আশ্বাসজনক, গুরু, মধুর, শিথিল, শীতল, স্নিগ্ধ, নির্মল, সারক এবং মুহু। যে সকল প্রাণী পান করিয়া জীবন ধারণ করে, এই হলে কথিত সকল প্রকার দুধই তাহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল ও সৌভাগ্য। কোন প্রকার দুধই তাহাদের পানের পক্ষে নিষেধ নাই। কারণ দুধ সেই সকল প্রাণীর জাতীয় আহার। বায়ু পিত্ত, শোণিত, এবং মানসিক বিকারের দুধ পান বিরুদ্ধ নহে। জীর্ণরোগ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুরু, উন্মান, উদরী, মুচ্ছা, ভ্রম, মত্ততা, দাহ, পিপাসা, জ্বত্রোগ, বস্তিরোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, অর্শ, শূল, উদাবর্ত, অতীসার, প্রবাহিকা, বোনিরোগ, গর্ভশ্রাব, রক্তপিত্তশ্রম ও ক্রম, দুধ এই সকলের শান্তিকর; পাননাশক, বলকর, বৃদ্ধ্য, কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজক, রসায়ন, মেধাজনক, সজ্জানস্থাপন, বয়ঃস্থাপন, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, বমন ও বিরচনে তুল্য হিতকর এবং শুষ্কধাতুবর্জক। বীলক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং ক্ষুধা, দ্রীসংসর্গ ও পরিশ্রমে ক্লান্ত ইহাদিগের পক্ষে দুধই উৎকৃষ্ট পথ্য। রাত্রিকালে চন্দ্রের গুণে ও বায়ামের অভাবে প্রাতঃকালের দুধ প্রায়ই ভার ও শীতল হইয়া থাকে। দিব্যভাগে সূচ্যের তাপসঞ্চারণ, বায়ুসেবন প্রভৃতি কারণে অপরাহ্ন কালের দুধ বায়ুর অমূল্যমকর, শ্রান্তিনাশক ও চক্ষুর দীপ্তিকর। দুধ অগ্নিতে পক করিলে লঘু হয়, কেবল নারীর দুধই অপক অবস্থায় হিতকর। অপক দুধের মধ্যে ধারোক্ত দুধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পর শীতল হইলে বিপন্নীত গুণ হয়। সকল দুধই অতিশয় নিষ্ক করিলে ভার এবং পুষ্টিকর

হয়। দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ বা অন্নরস জন্মিলে বিবর্ণ, বিরস, লবণযুক্ত বা এখিত হইলে (অর্থাৎ ছানা হইয়া পড়িলে) এইরূপ দুগ্ধ পরিভাগ করিবে। (অশ্বত)

দুগ্ধোৎপত্তির বিবরণ হারীতসংহিতায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে * । যে যে বস্তু আহার করা যায়, সেই সকল দ্রব্য ক্ষীরশরীরে অম্লগত হইয়া 'পিত্তধারা মুজিত এবং জঠরাগ্নিতে পরিপাক হয়, এইরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া স্তন্যবাহিনী শিরা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দুগ্ধ কহে। ইহা অমৃত তুল্য এবং সকল ভুতের জীবন ও বলকারক। হারীত সংশয়াপন্ন হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বিভো! এই দুগ্ধ কেমন করিয়া রসের সম্পত্তি এবং কেমন করিয়াই বা বর্জিত হয়, রক্তের সংস্থানে রক্তবর্ণ না হইয়া ক্ষীর কেন পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং, কুমারী ও বন্ধাদিগের দুগ্ধ প্রবৃতি না হইবার কারণ কি? তাহার পিতা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, রক্তপিত্তে পরিপাক হইয়া রক্তই শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এইজন্য দুগ্ধ শুভ্রবর্ণ। কুমারী ও বন্ধাদিগের অন্নধাতু ও অন্নবল এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ হয় না। বন্ধাদিগের ক্ষীরনাড়ী বাতে পূরিপূরিত থাকে এবং আর্দ্রব অধিক পরিমাণে হয়, এইজন্য ইহাদের দুগ্ধ প্রবৃতি হয় না। নারীসকল প্রসূতা হইলে শ্রোতঃবিন্দুজি হয়, সেইজন্য স্তন্যক্ষীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদাঃপ্রসূতা জীর শ্লৈশ্মিক পয়ঃ অন্নে, সেইজন্য এই দুগ্ধ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। এই দুগ্ধ পরিভাগ করিবে। নারীদিগের অবিকৃত দুগ্ধ বলকারক ও দোষনাশক। (হারীত)

* "যদযদাহারজাতস্ত রসঃ ক্ষীরশিরামুগং।

সরঃ জলকং তুদ্রকং তথা পিত্তেন সহযুক্তং।

পাচিতং জাঠরে বক্রে পিত্তেন সহ মুজিতং।

পচ্যমানঃ শিরাপ্রাপ্তঃ ক্ষীরঃ তদ্বিক্ত পুত্রকঃ।

তেন ক্ষীরমিতি খ্যাতময়িদোষান্নকং পয়ঃ।

অমৃতং সর্বভুতানাং জীবনং বলকৃৎমতঃ।

হারীতঃ সংশয়াপন্নঃ পপ্রচ্ছ পিতরং পুনঃ।

কথং রসস্ত সম্পত্তিঃ কথং সংযীয়তে বিভো।

কথং রসস্ত সংস্থানে ক্ষীরং পাণ্ডুবীয়তে।

কথং তত্র কুমারীণাং বন্ধানাং ন কথং ভবেৎ।

অন্নধাতুবলং যস্মাৎ তস্মাৎ ক্ষীরং ন জায়তে।

বন্ধানাং ক্ষীরনাভ্যন্ত বাতেন পরিপূরিতাঃ।

ক্ষীরঞ্চ ন ভবেৎশ্রোতঃ আর্দ্রবৎখণ্ডিঃ বতঃ।

প্রসূতাসু চ নারীষু বলেন সহ সূর্যতে।

তেন শ্রোতঃবিন্দুজিঃ স্তাৎ ক্ষীরমাত্তপ্রবর্ততে।

তস্মাৎ সদাঃ প্রসূতাসাং জায়তে শ্লৈশ্মিকং পয়ঃ।

তেন কাঠিন্যমায়তি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ।

পয়ঃকাঠিন্যং নাথ্য। বলকৃদোষনাশকং।" (হারীতসং গ্রন্থসংস্থান ৮ অঃ)

পূর্বাঙ্কে গব্যদুগ্ধ ও অপরাহ্নকালে মাষিষ দুগ্ধ প্রস্তুত, দুগ্ধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলেই মলকর হয়। "গব্যং পূর্বাঙ্ককালে স্তাদপরাহ্নে তু মাষিষং।

ক্ষীরং সশর্করং পথাং যথা সাধ্যাক্ষ সর্বদা।" (রাজনিঃ)

দুগ্ধ সকল সময়ই তপ্ত করিয়া পান করিতে হইবে। দুগ্ধের সহিত মৎস্ত, মাংস, শুড়, মূদগ ও মূলক ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ হয়, শাক ও জাম্ববরাদির সহিত সেবন করিলে আশু মৃত্যু হয়।

শাক, অন্ন, পল, পিণ্যাক, কুলথ, লবণ, আমিষ, করীর, দধি ও মাষ মিশ্রিত হইলে দুগ্ধ দ্বিকদ্ধ হয় অর্থাৎ এই সকল মিশ্রিত দুগ্ধ সেবন অহিতকর।

"শাকান্নপলপিণ্যাককুলথলবণামিষৈঃ।

করীরদধিমাষৈশ্চ প্রায়ঃ ক্ষীপং বিকথাতে।" (রাজবল্লভ)

দুগ্ধ জাল দিয়া স্নেহদুগ্ধ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জাগ্র দিবার পর তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে; এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে চতুর্থভাগ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়। দুগ্ধের সর বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধ, কচিকর ও স্বাদু, পরিপাকে মধুর, রক্তপিত্তনাশক ও গুরুপাক। দুগ্ধার চক্ষুর্হিতকর, বলকর, পিত্তনাশক ও রসায়ন। পয়ঃমিশ্রিত দুগ্ধ অর্থাৎ বাসী দুগ্ধ গুরু, বিষ্টভী ও দুর্জর।

গাভীর দুগ্ধ প্রসবের পর ৭ দিন না ঘাইলে পান করিতে নাই।

দুগ্ধকৃপিকা (ক্ৰী) দুগ্ধকৃপা: সাধনভেন অন্ত্যস্তা ইতি দুগ্ধকৃপ ঠনুটাপ্। পিষ্টক বিশেষ। ভাবপ্রকাশে প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে:—পাককুশল ব্যক্তি ছানার সহিত তুলুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা দৃঢ় কৃপিকা প্রস্তুত করিয়া স্বভেদ সহিত সম্যক পাক করিবে। অনন্তর ঐ কৃপিকার মধ্যদেশ মধ্যে ঘনদুগ্ধ অর্থাৎ ক্ষীর দ্বারা পূরণ করিয়া ময়দা দিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে উহাকে তপ্ত ঘৃতে পাক করিয়া কর্পূর-বাসিত করিবে, পরে উৎকৃষ্ট চিনির রসে নিমজ্জিত করিয়া ক্ষণকাল পরে তুলিয়া লইলে তাহাকে দুগ্ধকৃপিকা বলা যায়। ইহার গুণ—বলকারক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, পুষ্টিজনক, স্নীত-বীৰ্য্য, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, ক্ষুধিজনক, শরীরের উপচয়কারক এবং ইহা সেবন করিলে দর্শনশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্রঃ)

দুগ্ধতালীয় (ক্ৰী) দুগ্ধত তালার প্রাতিষ্ঠানৈ হিতং। দুগ্ধত্র, ক্ষীরফেন, দুগ্ধের সর।

দুগ্ধদা (ক্ৰী), দুগ্ধং দদাতি বা দুগ্ধদ জিহ্বাং টাপ্। যে দুগ্ধ দেয়।

হৃৎপরিমাপক যন্ত্র, (Galacto-meter or lacto-meter)

হৃৎের গুণাগুণ ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার যন্ত্র বিশেষ। অনেক স্থলেই গোরালার নিকট বিশুদ্ধ হৃৎ পাওয়া যায় না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে হৃৎ অপর্যাপ্ত মিশ্রজব্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাদ গন্ধাদি দ্বারাও উহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। হৃৎের মধ্যে মাখনের অংশ অথবা ইহাতে মিশ্রিত জলের পরিমাণ নিরূপণ করিবার জন্য হৃৎপরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার অতি সহজ। একটা হৃৎ কাচের নল ১০০ অংশে বিভক্ত। যে হৃৎ পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা ঐ নলে পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া দিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে হৃৎের নবনীতাংশ সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তখন ঐ নবনীত নলের কত অংশ ব্যাপিয়া আছে, তাহা নলের গায়ে চিহ্ন দেখিয়া লইলেই হৃৎে শতকরা নবনীতের ভাগ বাহির হইল। ডোফেল সাহেব হৃৎ পরীক্ষার জন্য একরূপ পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, ইহা হুই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ২০ অংশে বিভক্ত, বিশুদ্ধ জলে দিলে এই যন্ত্রের ০ চিহ্ন পর্যন্ত ডুবে এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৮৩ হয়। এমন কি কোন দ্রব পরীক্ষার্থে দিলে ২০ চিহ্ন পর্যন্ত ডুবিয়া যায়। হৃৎ নির্জল হইলে ঐ যন্ত্র ১৪০ অংশ চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত ডুবে। বলা বাহুল্য হৃৎে আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। জল মিশাইলেই ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস হয়, সুতরাং হৃৎপরিমাপক যন্ত্র অধিক ডুবিয়া যায়।

হৃৎপাচন (ক্ৰী) পচাতে হৃৎমিহিত পচ অধিকরণে লাট। হৃৎ পাকের পাত্র, বাহাতে হৃৎ পাক করা যায়। পর্যায়—বজ্রক। হৃৎপাষণ (পুং) হৃৎ কীরং পাষণ-ইব কঠিনং যন্ত। বৃক্ষ-বিশেষ, শিরগোলা, পর্যায়—হৃৎপাষণক, হৃৎশ্মা, কীরী, গোমেদসম্মিত, বজ্রাভ, দীপ্তিক, হৃদী, কীরকব। ইহার গুণ—কটিকারক, জঘন্য, অর, পিত্ত, হৃৎজোগ, শূল, কাস ও আত্মান-বিনাশক।

হৃৎপুচ্ছী (ক্ৰী) হৃৎবৎ শুভ্রং পুচ্ছং মূলদেশে যন্তাঃ গোরাদি-ভ্যাং ভীষ। বৃক্ষবিশেষ, হৃৎপুচ্ছী, পর্যায়—সেবকালু, নিশা-ভঙ্গা, নসঙ্করী। (শঙ্কর*)

হৃৎপৌষ্য (ত্রি) হৃৎপৌষ্যঃ। ১ বাহারা কেবল হৃৎপান করিয়া জীবিত থাকে। ২ শিশু।

হৃৎফেন (পুং) ১ হৃৎফেন ইব ফেনো যত্র। ২ কীরহিত্তর, পর্যায়—শাকর। (রাজনি*) ২ হৃৎফেনা।

হৃৎফেনী (ক্ৰী) হৃৎবৎ শুভ্রাঃ ফেনোযন্তাঃ গোরাদিভ্যাং ভীষ। হৃৎক্ষপবিশেষ। পর্যায়—পরফেনী, ফেনহৃদা, পরশ্বিনী।

VIII

১৫৫

মুতারি, বর্ণকেতুরী, গোলাপর্ণী। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, নীভল, বিষত্রণনাশক এবং কটিকর। (রাজনি*)

হৃৎবন্ধক (পুং) হৃৎবৎ বন্ধঃ ততো কন। হৃৎবোহনের অন্ত গোবন্ধন। পীতহৃৎাকু দেখিয়া সংস্থিত। হৃৎবন্ধকৈঃ।

(হেম* ৪।৩৩৩)

হৃৎবীজা (ক্ৰী) হৃৎবৎ শুভ্রং বীজং যন্তাঃ। যবনালাদ্য ততুল, চিপটি। ইহার গুণ—অমধুর, হৃৎজর, বীণ্য ও গুটিদায়ক।

(রাজনি*)

দুগ্ধসমুদ্রে (পুং) সমুদ্রবিশেষ। সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে একটা সমুদ্র।

দুগ্ধাক (পুং) হৃৎবৎ শুভ্রং অক্ষং নেত্রং চিহ্নবিশেষো যন্ত। উপল বিশেষ।

হৃৎকাকি (পুং) হৃৎ সমুদ্র।

দুগ্ধাকিতনয়া (ক্ৰী) হৃৎকাক্তনয়া। লক্ষ্মী।

দুগ্ধামুধি (পুং) হৃৎ সমুদ্র।

দুগ্ধাম্বন (পুং) হৃৎ কীরং অশ্মা প্রস্তর ইব কঠিনং যন্ত। হৃৎ-পাষণ।

দুগ্ধিকা (ক্ৰী) হৃৎ নির্যাসো বহলতয়া বিজতে যন্তাঃ হৃৎ-ঠন টাপ্ চ। বৃক্ষবিশেষ, হৃদী হৃৎকাকীব। পর্যায়—বাহুগণী, কীরাবী, কীরিকী, হৃদী, কীরী, কীরাক্তিকা। (শঙ্কর*) ইহার গুণ—উষ্ণ, শুষ্ক, রুক্ষ, বাতল, গর্ভকারক, বাহুকীর, কটু, তিক্ত, মলমূত্রোপসর্গকারক, পটু, বাহু, বিষ্টভী, বলকর এবং কফ, কুষ্ঠ ও কৃমিনাশক।

২ গন্ধিকাবৃক্ষ, ইহার পর্যায়—উত্তমা, যুগ্মফলা, উত্তম-ফলিনী। (রত্নমালা)

দুগ্ধিন (ত্রি) হৃৎমস্ত্যন্ত ইনি। কীরবৃক্ষ।

দুগ্ধিনিকা (ক্ৰী) রক্তাপামার্গ, লালঅপাঙ্গ।

দুগ্ধী (ক্ৰী) হৃৎ কীরং বহলতয়া অন্তাভ্যাঃ ইতি অর্শ অদি-ভদচ্ গোরাদি ভীষ। কীরাবী, পর্যায়—উত্তমা, হৃদিকা, হৃদী, ফলোত্তমা, ফলিনী, হৃৎপাষণ। (রাজনি*)

দুগ্ধ (ত্রি) হৃৎ-ক হৃৎ য। দোহনকর্তা। “কামদুগ্ধা গোঃ” (সিদ্ধান্তকো*) এইরূপ প্রয়োগ কোন উপপদ থাকিলেই হয়, অতথা হর না, যেমন কামদুগ্ধা। এই স্থলে কাম উপপদ থাকায় এই প্রয়োগ সাধু। আর যে স্থলে উপপদ থাকিবে না অর্থাৎ হ্রস্ব এই পদের পূর্বে কোন শব্দ থাকিবে না, সেই স্থলে এইরূপ প্রয়োগ হইবে না।

দুগ্ধাগালি, পঞ্জাব প্রদেশস্থ হাজারী জেলার মধ্যে একটা ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যবাস। গ্রীষ্মকালে যুরোপীয়গণ এখানে আসিয়া কিছুদিন বসবাস করেন।

দুচ্ছক (পুং) হৃৎ-উপতাপে ভাবে কিং তুচ্ছ হৃৎ উপতাপঃ

তলিবারে শরোভীতি শক-পূচাদ্য। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ, বিহারাত্তবকাশক।

দুচ্ছুন (ত্রি) দুষ্ট উচ্ছুনঃ প্রাদিসঃ প্ৰবোধনাদিভাঃ সাধু। দুষ্ট উচ্ছুন। দুচ্ছুন ভূশাদিকাঙ্। “কিমস্মান্ দুচ্ছুনায়সে।” (ঋক্ ৭।৫৫।৩) ‘দুচ্ছুনায়স বাধসে।’ (সায়ণ)

দুচ্ছুন (পুং) দুষ্টঃ বা প্রাদিসমাসঃ প্ৰবোধনা সাধু। দুষ্ট কুত্বয়। “আরে বাধস্ত দুচ্ছুনায়।” (শুষ্ক যজু ১৯।৩৮) ‘দুষ্টাশ্চ তে স্থানশ্চ তেষাং।’ (বেদদীপ)

দুজনা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৮° ৩৯’ ১৫” হইতে ২৮° ৪২’ ১৫” উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭’ হইতে ৭৭° ৪৩’ পূঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার নবাব মহম্মদ সাদত আলী খাঁ আফগানবংশীয়। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক আবদুল সমন্ খাঁর কার্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রদিগকে আত্মীবন ভোগ করিবার জন্ত এই স্থান প্রদান করেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে গবর্নরজেনারল এক চিরস্থায়ী সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হরিয়াণা জেলাস্থ কএকটি জমিদারী এই সনন্দের অন্তর্গত হয়। পরে সেই কতকগুলি গ্রামে জমিদারীর পরিবর্তে আবদুল সমন্ রোহতক জেলাস্থ দুজনা ও মেহানা গ্রাম গ্রহণ করেন। দুজনা গ্রাম দিল্লী হইতে ৩৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার নবাব কার্যকালে বৃটিশ গবর্মেণ্টকে দুইশত অখারোহী ঘারা সাহায্য করিতে বাধ্য। এই রাজ্যের ভূপরিমাণ ১১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

দুটা (দেশজ) দুই।

দুটী (দেশজ) দুই।

দুটীখানি (দেশজ) অল্প পরিমাণ।

দুড়ি (স্ত্রী) তুলি লম্বা ডঃ। তুলি, কচ্ছপী।

দুড়ু মদাম্, দুড়ু মদাড়ু ম (দেশজ) গোলাগুলি নিঃক্ষেপ কিংবা ঘারে আঘাত করার জায় শব্দ।

দুগু (ত্রি) দুগুত ইব কারতি কৈ-ক প্ৰবো ভলোপঃ। দুষ্টচিত্ত।

দুগুভ (পুং) দ্রোড়তি মজ্জতি ক্রুড মজ্জনে উভ হুন রলোপশ্চ। (উভঃ কিং কুদ্রোড়িভ্যাং কন্বণোরলোপশ্চ। উৎ ১।৪৪০)

ইত্যাগাদিকোষটীকাধিতত্বত্রাং সাধু। দুগুত সর্প, টোড়া সাপ। “শুরমীনঃ মহারোজ্রাঃ প্রাস শক্ত্যুগ্র দুগুতাং।” (ভারত ৬।১৫৪।১৭০)

দুগুভি (পুং) দুগুভি প্ৰবো সাধু। দুগুভি।

দুত (ত্রি) দু-উপতাপে ক্র। পীড়িত।

“মুহুর্তা হুতয়া।” (মাঘ) ‘হু-গতো’ এই অর্থে দুধাতুর উত্তর ‘ক’ প্রত্যয় করিলে ‘দুন’ এইরূপ পদ হইবে।

দুদাহি, উ-প প্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। ললিতপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে রায়-সাগর নামক একটি হ্রদের ধারে ও হুসরিয়া নামক গিরি-হ্রদের প্রায় অর্দ্ধমাইল পূর্বে অবস্থিত।

এখানকার প্রভূত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে এই গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামসাগরের তীরে এখানকার অতীত কীর্ত্তির বিশিষ্ট নিদর্শন নিহিত রহিয়াছে।

এখানকার বরাহমন্দির ও ব্রহ্মার মন্দির উল্লেখযোগ্য। ভারতে ব্রহ্মার মন্দির অতি বিরল, কিন্তু এখানকার সুগঠিত ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরটি সেই অভাব-মোচন করিয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মার পৌত্র দেবলকি কর্ত্ত্ব প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি জগমোহন ভোগমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ এই তিন অংশে বিভক্ত। গর্ভগৃহটি অন্ধকারময়। এই গৃহের মধ্যস্থলে ঘরের নিকট নবগ্রহ রক্ষিত হংসোপক্ৰিচ্ছমূৰ্খ ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজিত। খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দী উৎকীর্ণ কুটীলাক্ষরের ছয় খানি শিলালিপি এ মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে।

এই গ্রামে দুইটি ভগ্ন জৈনমন্দির পড়িয়া আছে। ইহা একতীতে এখনও চহাত উচ্চ একটি দিগম্বর জিন মূর্ত্তি রহিয়াছে। অপরটিতে পূর্বে ২৪টি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল ব্রাহ্মণদিগের উৎপাতে জৈনমূর্ত্তিগুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

গ্রাম হইতে একপোয়া পথ পশ্চিমে ‘বগিরা কা বরা’ নামে এক জঙ্গল পড়িয়া আছে। এই জঙ্গলের মধ্যেও অনেক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

চন্দেলরাজ সন্ন্যাসসিংহের একখণ্ড খোদিত লিপি এই স্থান ‘হুগুপ্যাগ্রাম’ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

দুদয়া, জম্মাইগুড়ী জেলার প্রবাহিত একটি নদী। গয়েরক ও ননাই নদীর মিলনে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। নদীতীরে গবর্মেণ্টের খাস বনবিভাগের কাষ্ঠাদি বিক্রয়ের এব আড়ত আছে। এই নদীর আবার কএকটি উপনদী আ-যথা—গুলন্দী, কাপুয়া, রেহতী, বড়বাঁক, দেমদেমা, তাসাি সৰ্ব্ব গুলি ভূটানস্থ গিরিমালা হইতে বাহির হইয়াছে দুখোখন্দবীর (পুং) নীলকণ্ঠভাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশ বি-যোগভেদ।

“বীৰ্য্যামিত্তো কার্যাবিলম্বনাথো স্বকাদিগোন্তান্তরো যুক্তি অস্তো যদা ধো বলিনো তদান্তসহায়তঃ কার্যামুশন্তি সন্তঃ।” (নীলকণ্ঠভাষি)

লম্বাধিপতি বা কার্যাবিলম্বিত বলবান হইয়া যুদ্ধে হিত কোন গ্রহের সহিত ইখশালী হইলে এই যোগ।

অস্ত্রের সাহায্যে শুভকল প্রদান করে। পক্ষান্তরে যদি
লম্বাধিপতি বা কাৰ্য্যধিপতির সহিত অস্ত্র বলবান্ ঐহবরের
ইখশাল হয়, তাহা হইলে এই বোগ শুভ ফলপ্রদ হইবে।

হু (ত্রি) হুং উপতাপঃ তং দদাতি দা-ক। যাতনাদায়ক।

• হুদিক্ (দেশজ) হুই দিক্, হুই পক্ষ।

হুহু (পুং) অহুংবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুক্রম (পুং) হুর্ধ্বহুটোক্রমঃ পূর্বোদয়াদিক্রমঃ রলোপঃ। হরিং
পলাতুঃ সবলবর্ণ পেরাঁজ।

হুধ (দেশজ) হুধ।

হুধকলম্বা (দেশজ) হৈমন্তিক ধান্য বিশেষ।

হুধকলম্বী (দেশজ) লেতা বিশেষ।

হুধকুলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Convolvulus turpatham)

হুধকোরোয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Trichosanthes anguina)

হুধচাঁপা (দেশজ) চম্পকভেদ।

হুধতোলা (দেশজ) হুধোত্তলন। গেটে অন্ন হইলে ছেলেরা
হুধ তুলিয়া ফেলে।

দুধদাঁত (দেশজ) শিশুদিগের অধমোদগত দন্ত।

দুধপিটলী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Dolichos lignosus)

দুধপুর, বোম্বাই প্রদেশের রেবাকাহার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র
সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার সর্দার
রাঠোর রাজপুত। বরদার গাইকবাড়কে ৩০ টাকা
মাত্র কর দিতে হয়।

দুধরুজ, গুজরাটের কালাবারপ্রান্তের মধ্যবর্তী একটা ক্ষুদ্র
সামন্তরাজ্য। হুইখানি মাত্র গ্রাম লইয়া এই বিষয়। আর
প্রায় ১৮৩৪০০, তন্মধ্যে ১১০০০ টাকা, বৃটিশ গবর্নমেন্টকে এবং
২৭ টাকা জুনিয়গড়ের নবাবকে কর স্বরূপ দিতে হয়।

হুধলতা (দেশজ) ক্ষীরীবৃক্ষ।

দুধাধারী, এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইহার কেবল মাত্র হুধপান
করিয়া শরীর রক্ষণ করেন।

হুধি (ত্রি) হুধি হিংসাকর্ম ইতি ভাষ্যোক্তে। হুধ-হিংসার্যঃ
কি। ১ হিংসক। "হুম গৃভে হুধয়ে হর্কতে।" (শব্দ ৬৩৬২)

'হুধয়ে হিংসকার্য' (সায়ণ) উপচারহেতু হুধর এই অর্থও
হইবে। "হুধেযুক্তত্বে বতঃ সহানসা।" (শব্দ ১০১০২৬)

'হুধেহর্করত' (সায়ণ)

হুধিত (ত্রি) হুধিত, বিরক্ত।

হুধিকু (পুং) হুধেকু।

হুধিয়া (দেশজ) ১ হুধপোষ্য। ২ হুধবৃত্ত।

হুধু (ত্রি) হুধ বাহু রক্ত। হুধং বাঁধারমতি, ধুক পূর্বোদয়াদি
সাধুঃ। ১ হিংসক। ২ প্রেরক। ৩ হুধর। ৪ হুধর্ষ।

• হুধব্যবহাপক। "হুধ আত্মনু রামরমি নামনি।" (শব্দ ১৫৬৩)
'হুধঃ হুধীনাং ধর্ষা, ব্যবহাপয়িতা বা' (সায়ণ) "হুধকতো
মরুতো ভ্রাজহুঠয়ঃ" (শব্দ ১৬৪১১১) 'হুধকুৎ হুধং হুধং
নাস্তৈঃ হুধর্ষং বা আত্মনা' (সায়ণ)

হুধকুৎ (ত্রি) হুধ কার্য্যকারী।

হুধবাচ্ (ত্রি) হুধ কথা, না বুঝিয়া মন্দকথা বলা।

হুন্ (দেশজ) শীত।

হুন (দেশজ) দ্বিগুণ।

হুনা (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুনিয়া (আরবী) পৃথিবী, জগৎ।

দুনিয়াদার (পারসী) পার্শ্ব বা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত।

দুনিয়াদারী (পারসী) পার্শ্ব কার্য্যসম্বন্ধীয়।

দুসুগী (দেশজ) দ্বিগুণ।

দুন্দম (পুং) হুন্ ইত্যব্যক্তশব্দেন মণতি শব্দায়তে ইতি মণ
শব্দে ড। হুন্ডি। (শব্দরং)

দুন্দু (পুং) ১ বহুদেব, ত্রীকোণ পিতা। ২ হুন্ডিবাদ্য।

দুন্দুভ (পুং) হুন্ ইত্যব্যক্তশব্দং ভগতি ভগ-ড। হুন্ডিবাদ্য।

দুন্দুভি (পুং) হুন্ ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতিতি ভা বাহুলকাৎ
কি। বৃহৎ ঢকা, পর্যায়—ভেরী, আনক।

"আকাশে হুন্ডীনাঞ্চ বতুব তুয়লঃ শবনঃ।"

(ভারত ১১২৩৪৬)

২ বক্রণ। ৩ দৈত্যভেদ, দানববিশেষ।

"অভবন্ দহুপুত্রাশ্চ শতং ত্রিপুরারক্ষমাঃ।

শব্দকর্ণো বিদারশ্চ গবেষ্ঠৌ হুন্ডিত্ত্বা ॥" (হরিবংশ ৩৮১)

৪ রাক্ষসভেদ। ৫ বাতবিশেষ। ৬ বিষ। ৭ হুধুবংশীয়
অন্ধকের গুহ। (ভাগ ৯২৪২০) ৮ ক্রৌঞ্চীপাধিপতির
পুত্রের অন্ততম। ৯ ক্রৌঞ্চীপের দেশভেদ।

(৬ ব্রহ্মাণ্ডপুং ৩৬ অঃ)

১০ পুরুষবিশেষ। (মৎসপুং ১২১১৩) ১১ অসুরবিশেষ।

"মায়াবী নাম তেজস্বী পুরুষোহুন্ডিভেঃ স্তুতঃ।"

• তেন তত্ত মহৈধরং তুলিনঃ ক্রীড়ন্তঃ পুরা ॥" (রামা ৪৯৮)

মহিষকল্পী দানব, বালী ইহাকে বধ করিয়া ইহার দেহ ঋতু-
মুখে ক্ষেপণ করে, সেই অবধি মহর্ষি মতঙ্গের শাপে বালী
আর ঋতুমুখে আসিতে পারিত না। (রামায়ণ কিং ১১ সর্গ)
(শ্রী) ১২ একজন গন্ধর্ব্বী, ব্রহ্মার আদেশে মদুরা হইয়া জম্মগ্রহণ
করে, ইহারই উত্তোগে রামের বনবাস হয়। (ভারত বন
২৭৫ অং) ১৩ অক্ষবিশেষ, পাশক, অন্নবিন্দু ত্রিকঙ্কর।

১৪ একপ্রকার প্রাচীন আনন্দ যন্ত্রবিশেষ।

দুন্দুভিক (পুং) কীটভেদ। [কীট দেখ।]

দুন্দুভিনির্হাদ (পুং) দুন্দুভের বনির্হাদো বস্ত। দানবভেদ।
(রুদ্রপুং)

দুন্দুভিষেণ (পুং) দুন্দুভিঃ সেনায়াং, বস্ত্র, সুসামাদিঃ বস্তুং।
বৃপভেদ।

দুন্দুভিস্থন (পুং) দুন্দুভেবাত্তভেদস্ত্বনোৎপন্ন বিবচিকিৎ-
সায়াম্। সুশ্রুতোক্ত বিবচিকিৎসাভেদ। “অথাতো দুন্দুভি-
স্থনীয় মধ্যপরাং ব্যাখ্যাত্যামঃ ‘ইত্যাদি’ (সুশ্রুত কল্পস্থা-
৭ অঃ)। বচ, (ধোয়াগাছ) অশ্বকর্ণ, (লতাশাল) তিনিশ,
পিচুন্দ (নিষ), পাটলী (পারুল), পারিভদ্রক, আত্র, উড়-
ষর, করহাট, ককুত, সর্জক, আত্মাতক, স্নেহাতক, অকোটি,
আমলক, প্রগ্রহ, কুটজ, শমী, কপিথ, অশ্বাস্তক, চিরবিষ, মহা-
বৃক্ষ, বৃহীবৃক্ষ, ভয়াকবৃক্ষ, শোনাগাছ, মধুর, রক্তসজিনা
শাক, গোলা, মূর্খী, তিলক, গোক্ষুরক, গোপঘটা, অরিমেদ
এই সকলের ভস্ম গোমূত্র সহযোগে ক্ষার প্রস্তুত করিবার
প্রণালী অম্বুসারে প্রাবিত করিয়া অর্থাৎ ছাকিয়া পাক করিতে
হইবে। পরে পিঙ্গলীমূল, তণ্ডুলীয়ক, অম্ববেতস, চোচক,
শুড়ক, মঞ্জিষ্ঠা, করঞ্জিকা, গজপিঙ্গলী, মরিচ, উঃপল, শ্রামা-
লতা, বিড়ক, ঝুল, অনন্তমূল, সোমলতা, তেউড়ী, কুঙ্কুম, শাল-
পত্রী, কেওড়া, খেতসর্ষপ, বরুণবৃক্ষ, সৈন্ধবলবণ, পাকুড়,
হিজ্জলবৃক্ষ, গাবভেড়াণ্ডা, বেতস, মুষিকপর্ণী, ছাতিমের ডাঁটা,
হাতিডাঁড়া, আতাইচ, পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুষ্ঠ,
হরিদ্রা, বচ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সেই ক্ষারে প্রক্ষেপ
করিবে। এই ক্ষার দ্বারা দুন্দুভিপতাকা ও ভোরগাদি
লেপন করিবে। তাহাদিগের শ্রবণ, দর্শন বা স্পর্শে বিষ
নষ্ট হয়। শর্করান্দ্রী, অর্শ, বায়ুজন্তু গুল্ম, কাস, শূল, উদরী,
অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি ও সকলপ্রকার শোক ও শ্লাঘ এই সকল
রোগেও সেবন করান যায়। ইহা সকল প্রকার বিষের প্রতি
কারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (সুশ্রুত দুন্দুভিস্থনীর চিকিৎ-
সিতাধ্যায়)

দুন্দুভিস্থন (পুং) দুন্দুভির শব্দ।

দুন্দুভিস্থররাজ (পুং) ক একজন বৃক্ষের নাম।

দুন্দুভ্য (পুং) দুন্দুভৌ দানবভেদে বিবে বাদ্যভেদে বা ভবঃ
প্রস্থতোবা যৎ। ১ রুদ্রভেদ। ‘নমোদুন্দুভ্যায় বস্ত্রাণ্ড’ (শুক্র যজুঃ
১৬৩৫) দুন্দুভয়ে তদ্বাদনায় সাধু যৎ। ২ দুন্দুভিবাদন
সাধনমন্ত্রভেদ। ‘ঐজ্ঞাঃ ক্ষত্রিয়স্ত চক্রদুন্দুভ্যাস্’ (কাত্যায়-
শ্রৌঃ ১৪।৩।১৩) ‘ক্ষত্রিয়স্ত চক্রারোহণে দুন্দুভেবাদনমস্ত্রা
ঐজ্ঞা ভবন্তি’ (কর্ক)।

দুন্দুমার (পুং) দুন্দুমার পুত্রোদরঃ সাধুঃ। ধুন্দুমার। (শব্দার্থকরঃ)

দুফানিকুথ (স্ত্রী) নীলকণ্ঠাজিকোক্ত বর্ষপ্রবেশযোগ ভেদ।

“মন্মঃ স্বভোক্তাদিগদে স্থিতশ্রেণে

পদোননীশ্রেণ কৃত্তেখশালঃ।

তজাপি কার্ধ্যং ভবতীতি বাচ্যং

বক্রাদি নিকর্ষা পদে ন চেৎ শ্রাং ৥” (নীলকণ্ঠোক্ত তান্ত্রিক)

মন্মগতিগ্রহ স্বোক্ত স্বক্ষেত্রাদিরহিত হইয়া শীঘ্রগতি
গ্রহের সহিত ইৎশাল যোগবিশিষ্ট হইলে, যদি উক্ত
শীঘ্রগতি গ্রহ অন্তর্গত, নীচগত বা বক্রগত না হয়, তবে
এই যোগ হয়। এই যোগ কার্ধ্য সিদ্ধিকারী, এই যোগে
নাম ‘দুফালিকুথ’ এইরূপও পঠিত দেখা যায়।

দুপুর (দেশজ) দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নি।

দুপুরেমণি (দেশজ) সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ, ইহার পু-
মধ্যাহ্নে প্রসুটিত হয়।

দুপাটী (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

দুবরাজপুর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি নগর
অক্ষা° ২৩°৪৭’৩৫” উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২৫’ পূঃ। এখা-
মুনসফী আদালত, থানা, নানা খাদ্যদ্রব্য ও তৈজস
বিক্রয়ের এক বৃহৎ বাজার আছে। এখানে বহুসংখ্য
পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর তীরে বিস্তারিত তালগাছ দেখা যা-
ঐ সকল তালগাছ হইতে যথেষ্ট তাড়ী সংগৃহীত হইয়া থাকে
নগরের দক্ষিণাংশে দানাদার পাথরের এবং কাল অ-
পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া পরিষ্কার চি-
পার্শ্বনাথ, রাজমহল ও পঞ্চকূট পাহাড় নয়নগোচর হয়।
পাহাড়ের উপর পাথর কাটিয়া একটি সুন্দর শিবালয় নির্মিত
হইয়াছে।

দুমকা, নয়া, (দুমকা) ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত সাঁও-
তাল পরগণা জেলার সদর সর্ভভিজ্ঞন। পরিমাণ ফল ১০
বর্গমাইল।

২ সাঁওতাল পরগণা জেলার ও ঐ জেলার নয়াই
সর্ভভিজ্ঞনের সদর। অক্ষা° ২৪°১৬’ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°
৩০’ পূঃ। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা হইতেই হুং
ইংরাজ গবর্নমেন্টের থানার নাম দেখিতে পাওয়া
১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দুমকা বীরভূমের অধীন একটি ঘাটো
থানা ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজমহল পার্শ্বভাষ্য প্রা-
শাসন জন্ত ইহাকে ভাগলপুরের অধীন একটি ‘কোঁহি’
থানা করা হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার নাম
বলিয়াই শুনা যায়, ঐ বৎসর সাঁওতাল হাঙ্গামার
এস্থানের ছাউনির ইংরাজ সেনানী ইহাকে নয়া
বলিয়া বর্ণনা করেন। এখনও লোকে সচরাচর
দুমকা বলিয়া থাকে, কচিং নয়া দুমকা নাম ব্যবহৃত

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হুয়াকা 'সাঁওতাল পরগণা' জেলার সদর হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ জেলার প্রত্যেক স্বাভিজিন নব্বই প্রধান এক একটা জেলা হইলে হুয়াকা কেবল হুয়াকা স্বাভিজিনের সদর থাকে, পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জেলা মিলিত হইলে হুয়াকা পুনরায় সমস্ত সাঁওতাল পরগণার সদর হইল। এখানে জেলা সংক্রান্ত কাহারী প্রভৃতি আছে। মোড় নদীজীরে ইহার বাজার অবস্থিত; বাজার তত উৎকৃষ্ট নহে।

দুপাটী (দেশজ) একপ্রকার ছোট ফুলের গাছ। (Impatiens Balsamina)

দুপেটা (দেশজ) বাহার দুইটা পেঁচ আছে।

দুফাক (দেশজ) বিধা।

দুবার (দেশজ) দুইবার।

দুভাষিয়া (দেশজ) বাহার দুইপ্রকার ভাষা বলিতে পারে।

দুমুখ (দেশজ) ১ বাহার দুই দিকে মুখ। ২ সর্পভেদ।

দুয়ুড়ি (দেশজ) ১ দুমুখ। ২ বাঁকা।

দুমেটিয়া, দুমেটন (দেশজ) দুইবার মুক্তিকা প্রদত্ত। ইহা কেবল মুক্তিকারী দেবমূর্তি নির্মাণ বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

দুয়ুড়া (দেশজ) বাঁকান।

দুয়ক (পুং) দুয়া, মেঘভেদ।

দুয়াভেড়া (দেশজ) মেঘবিশেষ।

দুয়ার (দেশজ) দ্বার, দরজা।

দুয় (পুং) (অব্য) দু-কক্ অক্ বা। ১ হুট। ২ নিজ। ৩ নিবেধ। ৪ হুং। ৫ ঙ্গদর্ঘ। ৬ কৃচ্ছার্থ। ৭ কৃশ। ৮ অসম্প্রতি। ৯ সঙ্কট।

ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে হু বা হুস শব্দ উপসর্গ হয়।

দুয় (ত্রি) দু-কৃপা। দ্বার। "হুরোদ্যাত্তাক্ষরং" (শব্দ ১।১২৮৫)

'বাহুর যজ্ঞগৃহদ্বার' (সারণ)। "হুরোমাহুদী দেব আচ" (শব্দ ৫।৪৫১)

'মাহুদীমহুদসম্বন্ধিনীহুরঃ দ্বারঃ।' (সারণ)

দুয় (ত্রি) দু-বাহু। কুর। দাতা। "হুরো অথত হুর ইজ" (শব্দ ১।৫৩২)। 'হুরোদাতাসি' (সারণ)

দুয়ক (পুং) দুটো অক্ষঃ প্রাপিস। ১ কপট পাশক। ২ হুট-নেজ। "অকর্ষপুরুষতাকি প্রোশাসমেতি হুয়াহ যাজ্ঞবকো

হরকু হৈ হাসঃ" (শত্ৰু ব্রা ৩।১২১০) 'হুরকমেব অজ্ঞেন

নাশয়তি' (অব্য)। 'হুটমক্ষি যত্ৰ বচ্চ সমাসাঙ্ঘঃ' ৩ তদ্রাক্ষ

ইটেনৈত্রয়ক। হুটো অক্ষো ব্রহ্ম। ৪ হুটদ্যুত।

দ্রুতক্রম (ত্রি) দ্রুতেন অতিক্রম্যতেহসৌ দ্রু-অতি-ক্রম

খলু। ১ বাহাঃ অতিক্রম করা যায়, অলঙ্ঘনীয়, বাহা অতিক্রম করা হুসাধ্য। ২ অজ্ঞেয়। "সর্বত্র তপসা সাধ্যং তপোহি

দ্রুতক্রমঃ।" (মহু) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১।৩।১২১।১৬)

দ্রুতায় (ত্রি) দ্রুতেন অতিক্রম্যতেহসৌ দ্রু-অতি-ক্রম-নীয়। ২ দ্রুত। "স্বর্গমার্গপরিষো দ্রুতায়ঃ" (রঘু)

দ্রুতাত্ত্ব (ত্রি) দ্রু-অতি-ই-কর্মণি ত্বন্। দ্রুতক্রমণীয়।

"তাহুরি পাশানন্তস্ত সেতু দ্রুতাত্ত্ব রিপবে বর্তায়" (শব্দ ৭।৬৫১০)

'দ্রুতাত্ত্ব দ্রুতক্রমণীয়ে' (সারণ)

দ্রুদৃষ্ট (ক্ৰী) দ্রু-দৃষ্টং অদৃষ্টং। হৃদ্যা, পাণ। মন্দভাগ্য।

পাপকার্য্য বাহা দ্রুদৃষ্ট অয়ে, যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার

একটা সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে 'অদৃষ্ট' এইপদে অতি-

হিত করা যায়; ঐ অদৃষ্ট শুভাশুভ কর্মসাধ্য। শুভকর্ম করিলে

অর্থাৎ পুণ্য কার্য্য করিলে শুভাদৃষ্ট ও পাপকার্য্য করিলে দ্রুদৃষ্ট

হয়, এইজন্য পাপই একমাত্র দ্রুদৃষ্টের কারণ। [অদৃষ্ট দেখ।]

দ্রুদ্রাণী (ক্ৰী) অদ্র-ভাবে মনিন্ বা ত্রীপ্ হ্রা অদ্রাণী প্রাদিসু।

হুর্ডোজন। "পাহি দ্রুদ্রাণ্য অবিধং নঃ পিতুং।" (শুক্লযজু ২।২০)

'অদ্রনসদ্রাণী হ্রা অদ্রাণী দ্রুদ্রাণী হুর্ডোজনং ততঃ মাং পাহি।' (বেদবীণ)

দ্রুদ্রিগ (ত্রি) দ্রুতেন দ্রিগম্যতে হসৌ দ্রু-অধি-গম বাহু-

কর্মণি ড। ১ দ্রুদ্রাণ্য। ২ দ্রুদ্রৈয়।

দ্রুদ্রিগম (ত্রি) দ্রুতেন অধিগম্যতে দ্রু-অধি-গম কর্মণি খলু।

১ দ্রুদ্রাণ্য। ২ দ্রুদ্রৈয়।

দ্রুদ্রিষ্ঠি (ত্রি) দ্রু-অধি-স্থ-ক্। ১ নিত্যম্ মন্দভাবে সম্পা-

দিত। (পুং) ২ অদ্রুপযুক্ত গৃহাধিষ্ঠান।

দ্রুদ্রীত (ক্ৰী) দ্রু-অধীতং প্রাদিসু। দ্রুদ্রাণ্যন, মন্দাধ্যয়ন।

"বদ্রীতমবিজ্ঞাতং নিগদেদৈব শক্যতে।

সোহনরাবিব শুকৈধো ন তজ্জলতি কহিচিৎ ॥" (মহীভাষ্য)

বাহা অধীত হইয়াছে, অথচ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ জানা

হয় নাই, বলিবারও শক্তি নাই, অগ্নি ব্যতিরেকে যেমন

শুককাষ্ঠ প্রজলিত হয় না, সেইরূপ দ্রুদ্রীত বিদ্যাও কোন

ফলদায়ক হয় না।

দ্রুদ্রায় (ত্রি) দ্রুতেন অধীয়তে দ্রু-অধি-ই খলু। অধ্যয়ন

করিতে অশক্য। বাহা অনার্য্যে অধ্যয়ন করিতে পারা

যায় না। বাহা পড়িয়া উঠা কঠিন।

দ্রুদ্রাবসায় (পুং) দ্রু-দ্রু-অধ্যাবসায়ঃ। মন্দ কার্য্যে চেষ্টা

বা দৃঢ় যত্ন।

দ্রুদ্রব (পুং) দ্রু-দ্রু-অধ্যব। প্রাদি সমাসঃ অচ্ সমা। দ্রুদ্রব, দ্বারা পথ।

দ্রুদ্রপালন (ত্রি) পালন করা অতি কঠিন।

দ্রুদ্রবোধ (ত্রি) বাহা অদ্রগ করাও কঠিন।

দ্রুদ্রুত (ত্রি) দ্রু-অ-স্থ-ক্। বাহা দ্রুত অদ্রুতান

করা যায়।

দ্রবস্থ (ত্রি) দ্র-অস্থ স্বী-যৎ। কঠে অস্থত্বাৎ।
 দ্রবস্ত (ত্রি) দ্রষ্টা হস্তো অবসানং যন্ত। যুগ্মা-দ্রাত-পানাদি-
 বাসন, যাহার অবসান অতিশয় অন্তঃজনক। যাহা প্রথমে
 আপাত রমণীয় বোধ হয়, পরে অতিশয় দুঃখ প্রদান করে।
 বাসনানি দ্রবস্তানি প্রথমেণ বিবৰ্জয়েৎ ॥” (মহু)
 বাসনসমূহ অতিশয় দ্রবস্ত, ইহা যত্নপূর্বক বর্জন করিবে।
 দ্রবস্তো হস্তঃ পরিচ্ছেদো যন্ত। ২ দ্রবস্তঃ ৩ গভীর।
 ৪ দ্রবস্তক্রমণীয়।
 “নৃত্যতি যুতিজনেন সমং সখি! বিরহজনস্ত দ্রবস্তে ॥”
 (গীতগোবিন্দ)
 দ্রবস্তকঃ (পুং) দ্রবস্ত-কপ্। ১ অসম্মানার্থাদ। ২ শিখ।
 “দ্রবিস্তো মহাদেবো দ্রাব্যারো দ্রবস্তকঃ।”
 (ভারত অম্ব ৪১ অঃ)
 দ্রবস্থ্য (ত্রি) দুঃখেন অস্বীয়তে হসৌ দ্রব্ অস্থ ই কৰ্ম্মণি থল্।
 দুঃখ দ্বারা অস্থগমনীয়।
 দ্রবস্থ্য (ত্রি) কঠে যাহার অস্থগমন করা যায়।
 দ্রবস্তিগ্রহ (পুং) দুঃখেন আভিমুখ্যেন গৃহতে হসৌ দ্রব-অভি-
 গ্রহ থল্। ১ অপমার্গ। (ত্রি) ২ দুঃখ দ্বারা গ্রাহ্য। (স্ত্রী) ৩-
 হরগতা। ৪ কপিকচ্ছু। (রাজনিঃ)
 দ্রবগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহতে নিগৃহতে হসৌ দ্রব্ অব-
 গ্রহ কৰ্ম্মণি থল্। কঠদ্বারা অনিগ্রাহ্য।
 “বংশাগতো রিপুর্যজ্ঞ বিচলেৎ দ্রবগ্রহঃ ॥” (কামন্দকী)
 দ্রবপচার (ত্রি) যাহাকে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত করা যায় না।
 দ্রবপর্মেয় (ত্রি) দুঃখেন হপনীয়তে হসৌ দ্রব-অপ-নী যৎ।
 যাহা দ্রবীকরণ করা দুঃসাধ্য, যাহা অপনয়ন করা কঠিন।
 দ্রবগত (ত্রি) দ্রব্ অব গম-ক্ত। যাহা দুঃখে জ্ঞাত হওয়া
 যায়, যাহা দুঃখে প্রাপ্ত হওয়া যায়।
 দ্রবগম (ত্রি) দ্রব-অব-গম-থল্। দ্রবস্ত, দ্রবগম্য।
 দ্রবভিগাহ (ত্রি) দ্রবস্ত, অটল, দ্রবগম্য।
 দ্রবগ্রহ (ত্রি) দুঃখেন অবগৃহতে হসৌ দ্রব-অব-গ্রহ-ণাৎ।
 দুঃখ দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়।
 দ্রববোধ (ত্রি) দুঃখেন অববোধ্যতে হসৌ দ্রব-অব-বুধ-থল্।
 বোধ্। হর্বাধা, যাহা দুঃখে বুঝা যায়।
 দ্রববরোহ (ত্রি) দুঃখেন অববরোহ্যতে হসৌ দ্রব-অব-ব-রুহ-থল্।
 বোধ্। হ্রাবরোহণীয়, যাহা কঠে আরোহণ করা যায়।
 দ্রববদ (স্ত্রী) বিরক্ত বলা বা নিন্দা করার পক্ষে কঠকর
 অর্থাৎ যাহা সহজে মন্দ বলা যায় না।
 দ্রবস্ত (ত্রি) দ্রব্ দ্রষ্টা অবস্থা যন্ত। যাহার অবস্থা মন্দ,
 দ্রবস্তাপন্ন।

দ্রবস্থ্য (স্ত্রী) দ্রষ্টা অবস্থা প্রাদিস। দারিদ্ৰ্যাদি মন্দা অবস্থা
 দ্রবস্থ্য (ত্রি) দুঃখেন অববোধ্যতে হসৌ অব-অব-বুধ-থল্। হ্রাব্য
 যাহা দুঃখে লাভ করা যায়।
 দ্রববোধিত (স্ত্রী) দুঃখে অস্বীয়তে হসৌ মন্দ দৃষ্টি।
 দ্রবস্থ্য (ত্রি) দুঃখ দিতে বা অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা।
 দ্রবস্থ (পুং) দ্রব্ নিম্নিতং অস্থঃ। দুর্দিন, মন্দ দিন।
 দ্রবাক (পুং) দুঃখোত্তীতি হন উপত্যাপে আকঃ (আব-
 থাদাদে: সত্ব কিং। উণ্ ১২১২) ইতি উণাদিকোষধৃত যুয়ে
 নিপাতনাং সাধুঃ। ১ স্নেহবিশেষ। ২ স্নেহদেহবিশেষ।
 দ্রবাকাক্ষ (ত্রি) দ্রব্ দ্রষ্টা আকাক্ষা যন্ত। কিছুতেই বাহ্য
 আকাক্ষা নিবৃত্তি হয় না, দ্রবপ্রত্যাশী, যে অসম্ভব বিষয়ে
 প্রত্যাশা করে।
 দ্রবাকাক্ষা (স্ত্রী) দ্রব্ দ্রষ্টা আকাক্ষা। হ্রাব্য বিবয়ে
 অভিলাষ।
 দ্রবাকৃতি (ত্রি) দ্রব্ দ্রষ্টা আকৃতি যন্ত। ১ মন্দ আকৃতিবিশিষ্ট
 (স্ত্রী) দ্রষ্টা আকৃতি। ২ মন্দ আকৃতি, খারাপ আকার।
 দ্রবাক্রন্দ (অব্য) দুঃখেন আক্রন্দ্যতে হসৌ আক্রন্দ-থঃ
 অতি দুঃখে ক্রন্দন।
 দ্রবাক্রম (ত্রি) দুঃখেন আক্রম্যতে হসৌ দ্রব-আক্রম-থঃ
 দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়, দ্রবাক্রম্য।
 দ্রবাক্রম্য (ত্রি) দ্রব্ আক্রম-ণ্যৎ। দুঃখদ্বারা আক্রমণীয়
 যাহা সহজে আক্রমণ করা যায় না।
 দ্রবাক্রোশ (পুং) দুঃখেন আক্রোশ্যতে হসৌ দ্রব-আক্রোশ-থঃ
 বোধ্। আর্তনাদ, কঠিরে ক্রন্দন।
 দ্রবাক্রান্ত (ত্রি) দুঃখেন আগতঃ। ১ যে অতি কঠে আসিয়া
 ২ যে অতি দুঃখে আসিয়াছে।
 দ্রবাক্রম (পুং) মন্দ উপায়ে উপার্জন।
 দ্রবাক্রম (পুং) দুঃখেন আগ্রহ্যতে হসৌ দ্রব-আগ্রহ-থঃ
 মন্দ বিষয়ে আগ্রহ যুক্ত।
 দ্রবাক্রম (ত্রি) দুঃখেন আচর্যতে হসৌ দ্রব-আচর-থল্।
 দুঃখে আচরণ করা যায়। দ্রবাক্রম।
 “সৌম্যং চতুর্গমেতেষামাশ্রমানাং দ্রবাক্রমঃ ॥” (ভারত)
 দুঃখে আচরিত অচ্। ২ দ্রবাক্রমযুক্ত।
 “সমীকরণঃ সৌম্যগতোহস্তা চরঃ
 সমস্ততঃ শূলমতীৰ্ণ কর্ণোঃ।
 করোতি দোষৈশ্চ যথা প্রস্তুতঃ
 স কর্ণশূলো কথিতো দ্রবাক্রমঃ ॥” (ভারত)
 দ্রবাক্রম (স্ত্রী) দুঃখেন আচরিতং। যাহা অতি দুঃখে
 রিত হইয়াছে।

দুরাচার (পুং) আচর্যাতে ইতি চর ভাবে ষৎ। হ্রষ্টঃ
আচারঃ। হ্রষ্ট আচার, বিকৃত আচরণ, কুব্যবহার, কদাচার।

“প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জিতাঃ।

দুরাচাররতাঃ সর্বৈ সত্যবর্তীঃ পরাশ্রুতাঃ।” (অধ্যাত্মরামায়ণ)
কলিকালে, লোক সকল পুণ্যকর্মবিবর্জিত হইবে, এবং
সর্বদা মন্যকার্যে রত থাকিবে, সকলে সত্য কথা বলিতে
পরাস্রুত হইবে। (ত্রি) হ্রষ্টঃ আচারো যন্ত। ২ হ্রষ্টাচারযুক্ত।

“দুরাচারোহি পুরুষো লোকো ভবতি নিমিত্তঃ।” (মহু)

দুরাচ্যস্তব (ত্রি) হ্রঃখেন আচ্যঃ ক্রিয়তে কর্ণোপপদে খল্
মুম্। হ্রঃখা অচ্যঃ আচ্যকরণীয়।

দুরাচ্যস্তব (ক্লী) হ্রঃখেন অনাচ্যোন আচ্যোন ভূয়তে, উপপদে
ভাবে খল্-মুম্। হ্রঃখা অচ্যোন আচ্য হওয়া, যাহারা
কষ্ট করিয়া হ্রবস্থা হইতে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দুরাত্নতা (ক্লী) দুরাত্নো ভাবঃ হ্রাত্নত-তল্-টাপ্। হ্রাত্নায়
কার্য্য, হ্রাত্নায় ভাব।

দুরাত্নত্ব (ত্রি) হ্রষ্টঃ আত্মা অন্তকরণং যন্ত। হ্রষ্টাত্ত্বকরণ,
পাপাত্মা, হ্রষ্ট, অভ্যাচারী, নির্দয়।

“যন্ত ধর্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যামরাধিপঃ।

অচিরাতঃ দুরাত্মানং রশে কুর্য্যন্তি শত্রবঃ।” (মহু ৮।১৭৪)

যে ব্যক্তি কত্মার দোষ গোপন করিয়া কত্মা সম্প্রদান করে,
সে দুরাত্মা পদবাচ্য এবং তাহার দান নিষ্ফল হয়।

“যন্ত দোষবতীং কত্মা মনাধ্যায়োপপাদয়েৎ।

তন্ত ভবিতথং কুর্য্যাত কত্মাদাতুঃ দুরাত্মনঃ।” (মহু ৯।৭৩)

দুরাদান (ত্রি) কষ্টে যাহা ধারণা করা যায়।

দুরাদান (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি ৬৭ অঃ)

দুরাদান (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১৭ অঃ)

দুরাদর্শ (পুং) হ্রষ্টান্ রাক্ষসান্ আদর্শতি হ্র আ-দ্র-অচ্।
১ খেতসর্ষণ। ২ অদর্শনীয়। ৩ অহকারী।

“জগন্নাথো দুরাদর্শো গঙ্গাং ভাগীরথীং প্রতি।”

(ভারত অমৃ ৫৮ অঃ)

দুরাদর্শ (ক্লী) দুরাদর্শ-টাপ্। কুটুখিনী বৃক্ষ।

দুরাদান (পুং) হ্রঃখেন আদর্শ্যাতে হ্র আ-দ্র-অচ্।

১ হ্রঃখা অদর্শনীয়। ২ চিত্তবিনোদ। (পুং) ৩ মহাদেবী।

[হ্রস্ত দেখ।]

দুরাদি (পুং) হ্রষ্টঃ আদিঃ। ক্রেশজনক, হ্রঃজনক।

দুরাদি (ত্রি) [হ্র] মন্দধী, মন্দচেষ্টাকারী।

দুরানম (ত্রি) হ্রঃখেন আনম্যতে হ্র আ-দ্র-অচ্।

হ্রঃখা অানমনীয়। “স বিচিন্ত্য চ ধর্ম্ম দুরানমঃ” (রঘু)

দুরানী, আক্গানহানের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী একজাতি,

ইহাদের অপরাধ নাম আবদালি। দুরানী শব্দটি পারস্য ভাষা
হইতে উৎপন্ন, ইহার মৌলিক অর্থ ‘মুক্তা সঞ্চয়ী’। আবদালি
জাতি দক্ষিণ কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাখচিত একটি কুণ্ডল
পরিধান করে, এই জন্ত ইহাদের প্রথম রাজা বীরবর আক্গদ
শাহ আবদালী ‘হুরিহুরান্’ অর্থাৎ মুক্তাবলীর মুক্তা উপাধি
প্রাপ্ত হন। তাহার পর হইতে সমগ্র আবদালি জাতি দুরানী
নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই জাতি সাদোজাই,
পগুজাই, বারকজাই, হলকোজাই, মুরজাই, ইশাকজাই ও
খাগবানি এই কয়টি শাখায় বিভক্ত। ইহাদের আদি বাসস্থান
কান্দাহার (প্রাচীন গান্ধার) প্রদেশ; তথা হইতে ইহারা
বহুকাল হইতে হেলমন্দ ও অরন্দাবনদী তীর দ্বিধা বর্তমান
হাজার প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাবুল হইতে
জালালাবাদ প্রদেশে স্থানে স্থানে হুই একজন দুরানী বাস করে,
ঐ সকল স্থানে ইহারা সর্বত্রই হয় জমিদার অথবা সৈনিক-
বিভাগের বৃত্তিভোগী। কেহই সামান্য প্রজাতিতে বাস করেন না।

প্রসিদ্ধ আক্গদ শাহ আবদালী (পরে দুরানী) নিজ
অসাধারণ বীরত্ব ও অধ্যবসায় প্রভাবে এই জাতিকে প্রবল
পরাক্রান্ত রণকুশল এবং দিগ্বিজয়ী করিয়া তুলেন। [আক্গদ
শাহ আবদালি দেখ।] তাহারই সময়ে এই জাতির চরম
উন্নতি হইয়াছিল। পূর্বে শতক্র ও সিন্ধুতীর হইতে পশ্চিমে
পারস্যের মরুভূমি এবং উত্তরে আর্মু বা অক্সু নদী হইতে
দক্ষিণে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে দুরানী শাসন
সংস্থাপিত হয়। আক্গদের বারবার রত্নভূমি ভারতবর্ষ লুণ্ঠনে
ঐ জাতি রাজপদে উন্নীত এবং মহাসমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়ে।
এতাবৎকাল পর্যন্ত পশুপালক বা দস্থ্যবৃত্ত সর্দারগণ সম্রাট
সভাসদে পরিগণিত হয়। কিন্তু অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থা হইতে
দৈবক্রমে একবারেই প্রভূত ধন সম্পত্তি ও ক্ষমতা লাভ
করিয়া ইহারা অধিকদিন তাহা রাখিতে পারে নাই। আক্গদ-
শাহের মৃত্যুর পরই তাহার পুত্র বিলাসী, হর্সলচেতা ও নিরু-
ত্তম তৈমুরের রাজত্বকালে অনেক প্রদেশ তাহার অধিস্থার
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাহার
পুত্রগণ সমস্ত রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লয়। কিন্তু শীঘ্রই
গৃহবিবাদে তাহারা সকলেই হীনবল হইয়া পড়ে, তখন
বারকজাই বংশীয় দোস্তমহম্মদ কাবুলের সিংহাসন অধিকার
করেন। তাহার ভ্রাতৃগণ কান্দাহার, খিলাত প্রভৃতি স্থানে
রাজ্য স্থাপন করে। এইরূপে সাদোজাই বংশ হইতে বারক-
জাই বংশীয়গণের হস্তে আক্গানহানের রাজ্যশাসন হস্ত
হয়। সাদোজাই বংশীয় আক্গদশাহ দুরানীর বংশধর রাজা
লুঘিয়ানার ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

ভারতগবর্মেণ্ট কবিয়ার আক্রমণ হইতে সতর্কতা অবলম্বন
অন্ত দোস্তমহম্মদের সহিত সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু
দোস্তমহম্মদ সন্মত না হওয়ায় ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাকে কাবুলের
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবিলম্বে দোস্তমহম্মদ ইংরাজ
করে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ভারতবর্ষে প্রেরিত হন।
কিন্তু তৎপরেই কাবুল-যুদ্ধের সময় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুজা হৃদ্যন্ত
আফগান কর্তৃক নিহত হন। ঐ বৎসর কাবুল হইতে ইংরাজ সেনা
সকল বিনষ্ট হইল, প্রতিশোধ দিবার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট
পলক সাহেবের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্য
প্রতিশোধ লইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলে দোস্ত মহম্মদকে
আফগানস্থানের আমীর পদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠান হয়।
যুদ্ধপ্রিয় আফগানগণ সাহসী বীর-দোস্ত মহম্মদকে সাদরে
অভ্যর্থনা করিল। তদবধি ঐ বংশীয়েরাই রাজত্ব করিতেছে।

দুরাপ (ত্রি) হুঃথেন আপ্যতে হুঃ-আপ-থল্। ১ হুঃপ্য।

“ইকাকুনাং হুরাপেহর্থে স্বদধীনা হি সিক্য়ঃ।” (রঘু)

(ক্ৰী) ভাবে থল্। ২ হুঃপ্য।

দুরাপন (ত্রি) হুঃ-আপ-লুট্। হুঃপ্য, হুরাপ, যাহা হুঃথে
পাওয়া যায়। “পরেহি হুরাপন বাত ইবাহম্মশি” (শক্ ১.১৫২)

‘হুরাপনা হুঃপ্য হুরাপা বাশি।’ (সায়ণ)

দুরাপাদন (ত্রি) হুঃথেন আপাদ্যতে হুঃ-আ-পাদ-লুট্। হুঃথ
দ্বারা আপাদনীয়, দুরহুঃ।

“কিং হুরাপাদনং তেবাং পুঃসামুদ্রামচেতসাং।

যৈরাশ্রিততীর্থপদশরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥” (ভাগবত ৩.২৩.৪১)

দুরাপূর (ত্রি) হুঃথেন আপূর্যতে আ-পূর-থল্। ১ হুঃপূর, যাহা
অতি কষ্টে পূর্ণ হয়। ২ হুঃথদ্বারা চারিদিকে যাহা পূর্যমাণ,
যাহার সকল দিকে হুঃথ পূর্ণ আছে।

‘হুরাপূরণে কামেন মোহেন চ বলীরসা।

শেষং গংহেব্ সক্রুতী প্রমত্তস্তাপ্যতি হি॥” (ভাগ ৭.৬৮)

‘হুরাপূরণে হুঃথেঃ সমুত্তাং পূর্যমাণেন।’ (শ্রীধর)

দুরাবাধ (ত্রি) ১ হুঃথ বা পীড়া দিবার যোগ্য নহে। (পুং)
২ শিব।

দুরাস্রায় (ত্রি) হুঃথে যাহা অয়ন্ত করা যায়।

দুরাব্য (ত্রি) হুরাপ্য, হুঃপ্য। (বেদ)

দুরারক্ষ্য (ত্রি) হুঃথেন আরক্ষ্যতে হুঃ-রক্ষ-থল্। ১ হুঃথদ্বারা
রক্ষণীয়। ২ যাহা অতি কষ্টে রক্ষা করা যায়।

দুরারাধ্য (ত্রি) হুঃথেন আরাধ্যতে আ-রাধ-থল্। হুঃথদ্বারা
আরাধনীয়, যাহা অতি কষ্টে আরাধনা করা যায়।

“ইতি লোকাত্তমুখাদি দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।” (ভাগ ৯.১১.১০)

২ বিষ্ণু। (ভাগ ৪.৮.৩০)

দুরারিহ্ন (পুং) হুঃথিয়ার্গি হুঃ-ঋ-ণিনি হুরারী হুঃগাণী
অহ্নঃ তং হুঃথি হন-কিপ্। বিষ্ণু।

দুরারুহ (পুং) হুঃথেন আরুহতে হুঃ-আ-রু-থল্। কণ্ঠ
ক। ১ বিষবৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ হুরারোহণীয়,
যাহা হুঃথে আরোহণ করা যায়।

দুরারুহা (ক্ৰী) ঋক্-রী-বৃক্।

দুরারোহ (পুং ক্ৰী) হুঃথেন আরুহ্যতে হুঃ-আ-রু-থল্।
১ সরঠ। ২ ত্রিয়ার্গি আতিথ্যে ভীষ্। (ক্ৰী) ২ ত্রিবরী। ৩
শাল্যবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ হুরারোহণীয়। “হুরারোহঃ পদম্ রাজাঃ
সর্বলোকনমস্কৃতং।” (কামন্দক) ভাবে থল্। (পুং) হুঃথ
দ্বারা আরোহণ। কষ্টে যাহাতে আরোহণ করা যায়।

দুরালক্ষ্য (ত্রি) হুঃথেন আলক্ষ্যতে হুঃ-আ-লক্ষ্য-থল্। অতি
কষ্টে যাহা লক্ষ্য করা যায়।

দুরালভ (ত্রি) হুঃথেন আলভ্যতে আ-লভ-থল্। হুলভ্য, যাহা
হুঃথে লাভ করা যায়।

দুরালভা (ক্ৰী) হুরালভ-টাপ্। স্তন্যামখ্যাত কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র
ক্ষুণ বিশেষ। আলকূলীলতা, হিন্দীভাষায় হিলুয়া, যবাস ভেদ।
পর্যায়—হুরালভা, ধন্যদাস, তাম্রমূলা, কঙ্করা, হুঃপাশী, ধবী,
ধন্যবাসক, প্রবোধনী, স্তম্ভদলা, বিরূপা, হুরতিগ্রহা, হুলভা,
হুঃপাশী, ধাস, যবাস, হুঃপাশী, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা,
সমুদ্রান্তা, গাঙ্কারী, কাবারী, ধনুর্ধাস, যুবস, কঙ্করা, বিরূপক,
পদ্মযুধী। (শক্ ৮) ইহার গুণ—সারক, অন্ন, হৃদী, মেয়া,
পিত্ত, বিসর্প ও বেদনানাশক। (রাজব) কটু, তিক্ত, উষ্ণ,
ক্ষার, অন্ন, মুদুর, বাত, ওষু ও প্রমেহনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

দুরালভু (ত্রি) হুঃ আ-লভ-থল্ হুঃম্। হুরালভু, হুঃপ্য।
ত্রিয়ার্গি টাপ্ হুরালভা। [হুরালভা দেখ।]

দুরালাপ (পুং) হুঃথিঃ আলাপঃ। কটু কথা, গালি। (ত্রি)
হুঃথিঃ আলাপো যত্। কটুভাষী, হুঃথবক্তা।

দুরালোক (ত্রি) ১ অত্যাচ্ছল। (পুং) ২ অত্যাচ্ছলতা, মহাভ্রাত।

দুরাবর্ত (ত্রি) সহজে যাহা ফিরান যায় না।

দুরাবহ (ত্রি) যাহা আনা কষ্টকর।

দুরাব্য (ক্ৰী) অবগত্যনো ভাবে প্যৎ হুঃথঃ আব্যং গতিঃ।
হুঃথমতি। “অবিততস্ত মনামহে হতিসেতুং দুরাব্যম্।” (ঋ
৯.৪.১২) ‘দুরাব্যং হুঃথমতিঃ।’ (সায়ণ)

দুরাশ (পুং) হুঃথিঃ আশা যত্। দুরাশিষিত।

দুরাশা (ক্ৰী) হুঃথিঃ আশা। হুঃথনোরথ। হুঃপাশা।

দুরাশয় (পুং) হুঃথিঃ আশয়ঃ। হুঃথ আশয়। মলচিত্ত।

“ফটনিভির দুরাশয়ো হুঃথঃ।” (যাব)

হুঃথঃ আশয়ো যত্। (ত্রি) ২ হুঃথশয়যুক্ত।

ছুরাস (ত্রি) অজ্ঞের, অবহিকরণীয়, অনির্বাসনীয়।

দুরাসদ (ত্রি) হুঃখেন আসাদ্যতে হসৌ হুর আস-দ-কর্মণি খল। ১ হুঃখাণ্য, হুঃখ, হুঃখিবহ, হুঃসহ।

“সবত্ব ছুরাসদঃ পরৈঃ” (রঘু)

দুরাসিত্ত (ক্ৰী) হুঃ-আস-ক্ত। ১ বসিবার অস্থগুহুত। ২ বস।

দুরাহর (ত্রি) হুঃখেন আহরিতে হসৌ হুর আ-হ-খল। হুঃখ হারা আহরণীয়, যাহা হুঃখে আহরণ করা যায়।

দুরাহা (ত্রি) হুরদৃষ্ট, হুঃখাণ্য।

দুরিত (ক্ৰী) হুঃ ইত্যং গমনং নরকাদিহানপ্রাপ্তিরন্থাৎ। ১ পাপ।

“হুরিতৈরপি কৰ্ত্তৃমাশ্রয়াৎ প্রযতন্তে নৃপহনবো হি যৎ।”

(রঘু ৮২) (ত্রি) ২ পাপযুক্ত।

দুরিতক্ষয় (পুং) হুরিতস্ত ক্ষয়ঃ। পাপক্ষয়ঃ।

দুরিতদমনী (ক্ৰী) হুরিতং দম্যতে হুনয়া দম-করণে লুট ভীপ্। ১ শমীকৃৎ। ২ (ত্রি) পাপদমনসাধন মাত্র। জিহাং ভীপ্। ৩ পাপনাশিনী।

দুরিতারি (পুং) হুরিতস্ত অরিঃ ভত্যৎ। ১ হুরিতনাশক, পাপ-নাশক। ২ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ।

“চক্রেশ্বরজিতা বালা হুরিতারিচ কালিকা।

মহাকালী শ্রামা শান্তা ক্রকৃষ্ণা স্ততারকা।

আকাশা মানবী চণ্ডা বিদিতা চাক্ষুশী তথা।

কন্দর্পনির্বাসনবলা ধারিণী ধরণপ্রিয়া।

নরদণ্ডার্থ গাক্ষ্যধিকা পদ্মাবতী তথা।

সিদ্ধার্থিকা চেতি জৈনঃ ক্রমাচ্ছাসনদেবতা।” (হেম)

যথাক্রমে এই সকল জৈনদিগের শাসনদেবতা।

দুরিষ্ট (ক্ৰী) হুঃ ইত্যং যজ্ঞঃ। অভিচারার্থ যজ্ঞ, অভিচার করার-জন্ত যে যজ্ঞ করা যায়।

দুরিষ্টকৃৎ (পুং) হুরিষ্টং অভিচারযজ্ঞঃ করোতীতি কৃ-কিপ্ তুগামঃ। অভিচারযজ্ঞকর্তা।

“দেবদ্বিজপিতৃষেষ্ঠা রত্নদ্বয়িতা চ যঃ।

স যতি ক্রমিভক্ষে বৈ ক্রমীশেচ হুরিষ্টকৃৎ।” (বিষ্ণুপুঃ ২।৬।১৪)

যাহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদিগকে বেধ করে, এবং রত্নাধরণ ও হুরিষ্ট যজ্ঞ করে, তাহারা ক্রমিভক্ষ বা ক্রমীশ নরকে গমন করিয়া থাকে।

দুরিষ্টি (ক্ৰী) হুঃ ইত্যং। অশান্তীয় যজ্ঞ। “পাহি হুরিষ্টো” (শুক্লযজুঃ ২।২০)।

দুরিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেবাং বা অতিশয়েন হুঃ নিমিত্তঃ। অতিমন্দ।

দুরীশ (পুং) হুঃ ইত্যং প্রকৃঃ। নিমিত্ত প্রকৃঃ।

দুরীষণা (ক্ৰী) হুঃ ইত্যং দুরীষণা ইচ্ছাভিশংসনং। শাপ।

দুরূ (পুং) পর্যুতভেদ। (ভারত অহুঃ ১৬৫ অঃ)

‘দুরূদৃষ্টতা’ এই স্থলে দুরূ ও দুর এই পদ সাধু নহে,

এই স্থলে ‘দুরূদৃষ্টতা’ এইরূপ পদ সাধু। তাহা হইলে দুরূ পরিবর্তে দুরূ এইরূপ পাঠ হইবে।

দুরূক্ত (ক্ৰী) হুঃ উক্তং। দুরূতবচন, দুরূতাক্য, কটু কথা, গালি।

দুরূক্তি (ক্ৰী) হুঃ উক্তিঃ। কটুবাণ্য, মন্দভাষন।

দুরূচ্চার (ত্রি) হুঃখেন উচ্চাৰ্যতেহসৌ হুর-উৎ-চর খলখৎ। অহুচ্চার্য, যাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, অস্মীল।

দুরূচ্চার্য (ত্রি) হুর-উৎ-চর-ণাৎ। যাহা সহজে উচ্চারণ করা যায় না।

দুরূচ্ছদ (ত্রি) হুঃখেন উচ্ছিন্যতেহসৌ হুর-উদ্-চ্ছদ কর্মণি খল। ১ দুরূচ্ছার, দুরূচ্ছনেয়, দুরূচ্ছবার, যাহা অতিকণ্ঠে উন্মূলিত করা যায়।

দুরূচ্ছদ্য (ত্রি) হুর-উৎ-চ্ছদ-ণাৎ। দুরূচ্ছদ্য।

দুরূতর (ত্রি) হুঃখেন উত্তীর্ণ্যতেহসৌ হুর উৎ-তৃ-কর্মণি খল। ১ দুরূতর। ২ অদুরূতর, যাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। হুঃ উত্তরঃ। (ক্ৰী) ৩ হুঃ উত্তর বাণ্য, অদুরূতর।

দুরূতোল্য (ত্রি) হুঃতোলা, যাহা সহজে উত্তোলন করা যায় না।

দুরূৎসহ (ত্রি) হুঃসহ, অসহনীয়।

দুরূদয় (ত্রি) ১ যাহা ভাল দেখা যায় না। ২ দুরূদয়ীক্য।

দুরূদাহর (ত্রি) হুঃখেন উদাহরিতে হুর-আ-হ কর্মণি খল। সহজে যাহার উদাহরণ দেওয়া বা বলা যায় না।

“অহুজ্জিতার্থসম্বন্ধঃ প্রবন্ধো দুরূদাহরঃ।” (মাঘ)

দুরূদাহ (ত্রি) হুরূদাহ, হুঃসহ।

দুরূধুরা (ক্ৰী) যোগভেদ।

“রবিবর্জ্যঃ দ্বাদশগৈরনফা চন্দ্রাদ্বিতীয়গৈঃ স্ননফা।

উভয়স্থিতৈঃ দুরূধুরা কেমফম সন্জকোহন্তঃ।” (বৃহজ্জাতক)

অন্যকালে রবি ভিন্ন অন্তগ্রহ দ্বাদশ গৃহে অবস্থান করিলে অনফা যোগ হয় এবং যদি রবি ভিন্ন গ্রহ, চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় ভবনস্থ হন, তাহা হইলে স্ননফা যোগ হয়; যদি, এই উভয়ের যোগ হয়, অর্থাৎ রবি ভিন্ন গ্রহ লগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহে থাকিয়া চন্দ্র হইতে দ্বিতীয় গৃহে অবস্থান করেন, তাহা হইলে দুরূধুরা যোগ হয়। এই দুরূধুরা যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য বাগ্মিতা, ধন, বিক্রম প্রভৃতি অশান্ত গুণসমূহ দ্বারা, ভ্রমণে বিখ্যাত হয়। সে ব্যক্তি সর্বদা স্বাধীনতা ভোগ করে এবং নোম্যমুর্তি,

ধনবান্, উত্তম সোভাগ্যশালী, সুখোপভোগী, দাতা, সুইষ
প্রতিপালক, সুবুদ্ধি ও উত্তম ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(বৃহজ্জাতক)

দুরূপক্রম (ত্রি) হুঃখেন উপক্রম্যতেহসৌ হুঃ উপ-ক্রম
খল্। হুয়াসদ, হুঃগম, যেখানে যাওয়া কঠিন।

দুরূপচার (ত্রি) হুঃ-উপ-চর-ঘঞ্। অহুপশম্য।

দুরূপলক্ষ (ত্রি) হুঃখেন উপলক্ষ্যতেহসৌ হুঃ উপ-লক্ষ-খল্।
হর্নিরীক।

দুরূপসর্পিণী (ত্রি) হুঃখেন উপসর্প যত উপ-স্প-পিণি। অত-
কিতভাবে আগত।

“একমেব দহতায়িনবং হুরূপসর্পিণং।” (মহু ৭।৯)

দুরূপহানি (ত্রি) হুঃপাণ্য।

দুরূপায় (পুং) হুঃ উপায়ঃ। হুঃপায়, মলোপায়।

দুরূহ (ত্রি) হুঃখেন উহতে হুঃ উহ কশ্মণি খল্। হুঃখিতক।

“জানীতে অয়দেব এব শরণঃ প্রাযো হুরূহক্রতে।” (গীতগোবিন্দ)

দুরেবা (ত্রি) হুঃ-ই বাহুঃ ব। হুঃখদ্বারাগম্য।

“প্রাদেবীমার্যাসঃ সহতে হুরেবাসঃ।” (শুক ৫।২।৯)

‘হুরেবাসঃ হুঃখগমনা’ (সায়ণ)

দুরৌক (ত্রি) হুঃ উপেকা সমবারো অত্র। হুঃসেব।

“হুরৌকমমিরায়বে শুশোচ।” (শুক ৭।৪।৩)

‘হুরৌকঃ হুঃসেবং’ (সায়ণ)

দুরৌগ (পুং) গৃহ। (নিঘণ্টু) যজ্ঞগৃহ। “কাব্যায়ো রাজা
নেমু ক্রত্বা দক্ষত্ব হুরৌগে।” (শুক্লযজু ৩৩।৭২) ‘হুরৌগে
যজ্ঞগৃহে।’ (মহীধর)

দুরৌগযু (পুং) যজমান গৃহের মিশ্রিতা। “অসি দিবস্তায়ু-
হুরৌগযু।” (শুক ৮।৬।১২) ‘হুরৌগযু যজমানগৃহস্ত
মিশ্রিতা।’ (সায়ণ)

দুরৌদর (পুং) হুঃ উপা সমস্তদুরমস্ত। ১ দ্যুতকার। ২ পণ।
৩ অক্ষ। (ক্লী) ৪ দ্যুত। “দুরৌদরছদ্মজিতাঃ সমীহতে
নরেন জেতুঃ জগতীং সুযোধনঃ।” (কিরাতঃ)

দুর্গ (পুং ক্লী) হুঃখেন গম্যতে হসৌ হুঃ গম বাহুঃ। প্রসিদ্ধ
রাজাদিগের আশ্রয়ণী কোটী, গড়, কেল্লা। কালিকাপুরাণে
দুর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রাজা নগরের অদূরে
প্রাকার অট্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ প্রস্তুত করাই-
বেন, নগর যদি কোনরূপ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে
দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতীকার করা যায়।
দুর্গ রাজাদের প্রধান সহায়। দুর্গস্থিত একজন ধর্মজারী
অস্ত্র স্থানস্থিত একশস্ত্র লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত
লোক সহস্র লোকের সহিত অনারাদে যুদ্ধ করিতে পারে।

এই অস্ত্র সকল হুঃখের প্রার্থনা দ্বারা হয়। অলদুর্গ,
ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পার্বত্যদুর্গ এই বৃ-
দ্ধি দুর্গের মধ্যে দেশান্তরে যে কোন দুর্গ করিতে
পারে, পার্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পার্বত্যদুর্গ, মরুদেশে
মরুদুর্গ ইত্যাদি। দুর্গ করিতে হইলে নগর ধনুর জার,
ত্রিকোণ বা গোল অথবা চতুর্কোণ করিবে। অস্ত্ররূপ দুর্গ
করিতে নাই। যুদ্ধকারি দুর্গ করিতে নাই, এইরূপ দুর্গ
কুলনাশক। রাক্ষসরাজ রাবণের লক্ষ্যদুর্গ যুদ্ধকারি ছিল।
বলিরাজের শোণিতপুরে তেজস্বীর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, কিং
ইহা বাজনাশক ছিল, এই অস্ত্র বলি, শ্রীমুখ্য এবং লক্ষ্য-
পতি রাবণ বিনষ্ট হয়। ইক্ষ্বাকুংশীর রাজাদিগের অমোঘা-
নগর ধনুর জার ত্রিকোণ, এই অস্ত্র ইহা সর্বদা অরপ্রদ
রাজা দুর্গভূমিতে দুর্গ দেবী ও দুর্গদ্বারে দিক্‌পালগণকে বধা
বিধি পূজা করিলে অরপ্রদ করেন। রাজা অর বৃদ্ধি প্রভৃতি
কামনার দুর্গসমিবেশ করিবেন। (কালিকা পুঃ ৮৪ অঃ)

রাজা দুর্গ প্রস্তুত করিয়া দুর্গমধ্যে বাস করিবেন
ইহাতে অধিকাংশ বৈশ্ব ও শূদ্র, অন্ন ভ্রাক্ষণ এবং অনেক
কর্মকার রাখিয়া দিবেন। এইরূপ হলে দুর্গ নির্মাণ কঃ
প্রশস্ত, যে হলে শত্রুগণ হঠাৎ আসিতে না পারে এবং না
প্রকার কলপুঙ্গাদি সুশোভিত থাকে, ব্যাল ও তরুর প্রভৃতি
কিছুমান ও উপজব নাই। এমন পরচক্রের অগম্য অদেবমাতৃ
ভক্তজন দেশই প্রশস্ত। ধনুর্দুর্গ, মহীদুর্গ, নরদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ
অমুদুর্গ ও গিরিদুর্গ এই বড় বিধ দুর্গ। ইহার মধ্যে যে কো-
এক দুর্গ নির্মাণ করাইয়া রাজা বাস করিবেন। এই ৬ একা
দুর্গের মধ্যে শৈলদুর্গ সর্বোত্তম, অভেদ্য এবং প্রকৃতভদ্র
তথায় অভেদ দুর্গম উৎকৃষ্ট অমুদুর্গাযুধসম্পন্ন এবং হটাদি
দেবালয়াদি বিশিষ্ট গুর স্থাপন করিবেন। (অগ্নি পুঃ)

রাজা প্রভূত ধন সম্পত্তি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বনসম্প-
হইয়া দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থান করিবেন
দুর্গ-নির্মাণের এইরূপ স্থান প্রশস্ত, যেখানে অনেক
বৈশ্ব ও শূদ্র এবং অন্নসংখ্যক ভ্রাক্ষণ ও বহুসংখ্যক কর্মকা
অবস্থান করে, অনেক অমুদুর্গ লোক যে হলে বাস করে
যেখানে প্রজা সকল করতারে পীড়িত না হয় ও রাজা
সুখদুঃখভাগী হয়, যে হলে ভূমি অদেবমাতৃক, বৃক্ষা
সকল ফলভরে অবনত, পরচক্রের অগম্য, যে হলে শ-
প্রভৃতি হঠাৎ না ধাইতে পারে, সর্দীক্ষপ, ব্যাল ও তরু
প্রভৃতি বর্জিত যে স্থান, এইরূপ স্থানই দুর্গনির্মাণের পঃ
প্রশস্ত। যে কোন দুর্গ প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে প্রাকার ও
চারিদিকে পরিধা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে প্রাকার ও

অটালকসংযুক্ত করিয়া তাহার চারিদিকে শত শত শতাব্দীর নরিশেষ করিতে হইবে। তাহাতে মনোহর সৰুগাট গোপুর করিয়া পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত করিবে এবং ইহার মধ্যে চারিটা আরতবীথি প্রস্তুত করিয়া একটা বীথিকার অগ্রভাগে স্তম্ভভাবে দেবতার গৃহ, দ্বিতীয় বীথিকার অগ্রভাগে রাজবেশ, তৃতীয় বীথ্যাগ্রে ধর্ম্মাধিকরণ অর্থাৎ বিচারালয় ও চতুর্থ বীথিকার অগ্রভাগে গোপুর প্রস্তুত করিবে। পুর চত্বর আয়ত বা বৃত্তাকার হইবে। ত্রিকোণ, যবমধ্য, অর্ধ চন্দ্রাকার বা বজ্রাকারও করা যাইতে পারে। নদীতীরে পুরাদি করিতে হইলে অর্ধচন্দ্রাকার বিশেষ প্রশস্ত। নদীতীরে অত্র কোন প্রকার শুভদায়ক নহে। রাজগৃহের দক্ষিণদিকে কোশাগার ও তাহার দক্ষিণে গজস্থান করিতে হইবে, গজগৃহ পূর্ব বা উত্তরদিকে, অত্রিকোণে অস্ত্রাগার, মহানস, অপরাপর কর্ম্মশালা, পুরোহিতের গৃহ, রাজগৃহের বামদিকে মন্ত্রী বেদবিদ ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, কোষ্ঠাগার, গো এবং অশ্বস্থান করিতে হইবে। অশ্বশালায় উত্তর বা দক্ষিণদিকে শ্রেণী প্রশস্ত, ইহা ভিন্ন অত্রদিকে শুভদায়ক নহে। অশ্বশালায় সমস্ত রাজি প্রাণীপ জালিয়া রাখিতে হইবে এবং অশ্বশালাতে কুকুট, বানর, মর্কট ও সবৎসাধেয় রাখিয়া দিবে। গো, গজ ও অশ্বশালাতে সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে ইহাদের পুরীষ নির্গম করিবে না। রাজা এইরূপ হুগ্মমধ্যে বধাক্রমে বোধ, শিল্পী, মন্ত্রী, গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য, গজবৈদ্য প্রভৃতির অবস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। হুগ্মমধ্যে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য তাহার প্রতীকারের জন্য বৈদ্য প্রভৃতিকে বস্ত্রপূর্বক রাখিয়া দিবে। হুগ্মমধ্যে নানা প্রকারি প্রাহরণযুক্ত সহস্রঘাতী, অর্থাৎ যিনি সহস্রকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন তাহার উপর এই হুগ্ম রক্ষার ভার জ্ঞাপন করিবেন। হুগ্মদ্বার স্তম্ভপুথ থাকিবে এবং ইহার কার্য্যকলাপ কেহ যেন জানিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করিবেন। হুগ্মমধ্যে সকল প্রকার আয়ুধ, ধনু, তোমর, খড়্গ, কবচ, বস, লঙ্ঘ, শুড়, হড়, পরিষ, প্রস্তর, মৃৎগর, কিশল, পট্ট, কুঠার, শূল, শক্তি, পরশু, চক্র, বর্ষ, কুন্দাল, রজ্জ, বেত্র, পীঠক, তুণ, দাড় প্রভৃতি সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদির সঞ্চয় করিবেন। সকল প্রকার বাদ্য প্রভৃতি, সকল প্রকার ওষধি, প্রভূত পরিমাণ যবস, ইক্ষু, শুড়, তৈল, বস, গোরস, মজ্জা, মাষ, অস্থি, গোচর্ম্ম, পটহ, ধাজ, যব, গোধূম, রক্ত, সকল প্রকার বস্ত্র, কলাস, মৃদ, মাঘ, চণক, তিল প্রভৃতি সকল প্রকার শস্ত, পাণ্ড, গোময়, শণ, সর্জরস, ভুজ, জড়, লাক্ষা, ইক্ষু, আশী-

বিষ দ্বারা কুঁড়, ব্যাল, সিংহাদি মৃগপক্ষী এই সকল বখান্ধানে হুগ্মমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবেন এবং সাদা প্রকার কল প্রভৃতি ইহাতে রক্ষা করিবেন।

ভীড়, প্রেত, কুশিত, বিঘানিত, কুড়তা ও পাশাশর লোককে হুগ্মমধ্যে রাখিবেন না। (মংতপুঃ ২১৭ অঃ)

হুগ্ম রাজাদিগের প্রধান সহায়, হুগ্ম না থাকিলে রাজ্য কিছুতেই রক্ষা হয় না। রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে হুগ্ম স্ফূট করিয়া রাখা নিত্য প্রয়োজন।

হুগ্মের বিষয় মহাত্মারতে এইরূপ লিখিত আছে—রাজার কিরূপ পুরে অবস্থান করা উচিত যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নে ভীষ্মদেব এইরূপ বলিয়াছেন, হুগ্ম ৬ প্রকার—ধনুহুগ্ম, মহীহুগ্ম, গিরিহুগ্ম, মনুহুগ্ম, জলহুগ্ম ও বনহুগ্ম সর্বাঙ্গে এই ৬ প্রকার হুগ্ম নির্মাণ করা যায়। ঐ হুগ্ম মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরী স্থাপন করিবে। যে পুরী হুগ্মমধ্যে অবস্থিত এবং হুগ্মের প্রাক্ষর, স্ফূট পরিধা, হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথার অনেক বিদ্বান্ শিল্পী ও স্ননিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকে, অসংখ্য তেজস্বী মনুহুগ্ম এবং হস্তী, অশ্ব, চক্র ও আপগ থাকে, সেই স্থলে কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। হুগ্মমধ্যে কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন এবং বিচারালয় সংস্থাপনপূর্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবে। সর্ব্বদা হুগ্ম মধ্যে অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধাতাদি সংগ্রহ এবং বস্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবে; কাঠ, লৌহ, তুণ, অজার, শূল, অস্থি, বংশ, মজ্জা, তৈল, মধুক্রম, ওষধ, শণ, সর্জরস, শর, চর্ম্ম, মাষ, বেত্র, মুগ্ধা ও বজ্র সংগ্রহ, পুষ্করী ও কূপ প্রভৃতি নানা প্রকার জলাশয়, বট অশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদয় বস্ত্র সহকারে রক্ষা করিবে। আচার্য্য, ঋষি, পুরোহিত, হুগ্মতি, সাধু-সন্নিক, চিকিৎসক, প্রজাবান্ ও জিতেজ্জয় প্রভৃতি সাধু লোক-সমূহকে পরম সমাদরে এই হুগ্ম পুরী মধ্যে অবস্থান করাইয়া জামাতার দণ্ড বিধান করিবে। যে রাজা হুগ্ম নির্মাণ না করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি অচিরে রাজ্যচ্যুত হন এবং লোকের নিকট উপহীসাম্পদ হন। হুগ্মই রাজাদিগের প্রধান সহায়। এই জন্য হুগ্মনির্মাণ করিয়া তাহা স্ফূটভাবে রক্ষাপূর্বক যথানিয়মে রাজ্যপালন করিবেন। (ভারত শাস্ত্রপুর্ক) [রাজধর্ম্ম দেখ ।]

২ অশ্বরতেদ, এই অশ্বরকে বিনাশ করতে দেবী ভগবতী হুগ্ম এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। [হুগ্ম দেখ ।]

দুর্গ (জগ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও সহর। অক্ষা° ২১° ১১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২১' পূঃ। রায়পুর হইতে ১২ ক্রোশ পশ্চিম বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত।

লোক সংখ্যা আর চারি হাজার। মরাঠারা (১৭৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে) যে সময়ে ছত্রিশগড় আক্রমণ করে, "সেই সময় এই দুর্গনগরেই তাহাদের আড্ডা ছিল। তাহার উচ্চ ভূমির প্রাকারবেষ্টিত এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। এখন তাহা ধ্বংসমুখে পতিত। এখানে উৎকৃষ্ট কাঁপাস বহু পাওয়া যায়। এখানে তহসীল, থানা, স্কুল, ডাকঘর, পাহাশিবাস ও ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

দুর্গ, অধ্যয়ননিবাসী নিরুক্তভাষ্যকার।
দুর্গকর্মান্ন (ক্ৰী) দুর্গার্থঃ দুর্গে বা কৰ্ম কার্যঃ। দুর্গসাধন কৰ্ম-ভেদ। [দুর্গ দেখ।]

দুর্গকারক (পুং) দুর্গং কৰোতি বেষ্টেনৈন কৃণুত। ১ বৃক্ষভেদ। (ত্রি) ২ দুর্গকর্তা।

দুর্গটিকা (স্ত্রী) দুর্গসিংহকৃত কলাপ-ব্যাकरणের টীকাভেদ।

দুর্গত (ত্রি) দুর্গচ্ছতি দুর্গ-গম কর্তরি ক্ত। ১ দরিদ্র, দৈহপ্রাপ্ত।
"সমাশ্বসি কেনাহং কথং আগমি দুর্গতঃ।" (ভট্ট)

(পুং) ২ সছিত্তিকর্ণপুতস্থত একজন সংস্কৃত কবি।

দুর্গততা (স্ত্রী) দুর্গতস্ত ভাবঃ দুর্গত-তল্ ততো টাপ্। দরিদ্রতা, দুর্দশার ভাব।

দুর্গতরী (স্ত্রী) দুর্গং তীর্যতে হনয়া ত্ব করণে লুট্ ততো ভীপ্।
দেবীভেদ। "সাবিত্রী দুর্গতরী বীণা সপ্তবিধা তথা।"

(ভারত স* ১১ অঃ)

(ত্রি) ২ দুর্গতরণ সাধন, যাহা দ্বারা দুর্গ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

দুর্গতি (স্ত্রী) দুর্গা গতিঃ। ১ নরক। ২ দুঃখবস্থা, দারিদ্র্য, দীনতা। ৩ ক্লেশকর পথ।

"ন দুর্গতিমবাপ্রোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।" (ভারত শাস্তি)

(ত্রি) ৪ দারিদ্র্যযুক্ত।

দুর্গতিনাশিনী (স্ত্রী) দুর্গতিং নাশয়তি নাপি-গিনি ভীপ্।
দুর্গাদেবী, ইহার নাম স্মরণ করিলে সকল প্রকার দুর্গতি বিনষ্ট হয়, 'এই জন্য ইহার নাম দুর্গতিনাশিনী; বিপদে পড়িয়া যিনি ভক্তি সহকারে একবার দুর্গানাম স্মরণ করেন, তাহার সকল প্রকার দুর্গতি নাশ হয়।

"ব্রহ্মাণ্ডবিজয়স্তাস্ত্র কবচস্ত্র প্রজাপতিঃ।

ঋষিচ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতিনাশিনী॥" (ব্রহ্মসংহ* গণেশখ*)

দুর্গদেব, বঙ্গসংবৎসরী নামে সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা।
ইহার রচিত সংবৎসরকল নামে আর একখানি জ্যোতিষ পাওয়া যায়।

দুর্গন্ধ (পুং) দুর্গঃ গন্ধঃ। দুর্গগন্ধঃ, পর্যায় পুতিগন্ধি।

"সুগন্ধং বেত্তি দুর্গন্ধঃ দুর্গন্ধস্ত সুগন্ধিতাং।

যো বা গন্ধায়জানতি গতাস্তু তং বিনির্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১।৩০)

বাহারী দুর্গকে সুগন্ধ জ্ঞান এবং সুগন্ধকে দুর্গন্ধ জ্ঞান করে বা বাহাদের কোনরূপ গন্ধের জ্ঞান হয় না, তাহাদিগকে ক্ষীণায় জ্ঞানিতে হইবে। ২ আত্মবৃক্ষ। ৩ পলাতু। দুর্গা গন্ধো যত্র। (ত্রি) ৪ দুর্গগন্ধযুক্ত।

"অধাঙ্গগাম ঝরিতোধর্ষচাঁণ্ডালরূপযুক্ত।

দুর্গকো বিকৃতোক্তকঃ শ্রীকলো দত্তরো দ্বণী ॥" (মার্কপু* ৮।৮)
(ক্ৰী) দুর্গটো গন্ধো যত্র। ৫ সৌবর্জল লবণ।

দুর্গন্ধতা (স্ত্রী) দুর্গন্ধস্ত ভাবঃ দুর্গন্ধ তল্-টাপ্। দুর্গন্ধের ভা-
দুর্গন্ধাত্ত (ত্রি) দুর্গকো অক্কে যস্ত। পুতিগন্ধাবিত্ত যুক্ত, সুগন্ধি পুষ্প হরণ করিলে তাহার গোন্ধে দুর্গন্ধ হয়।
"সৌগন্ধিকস্ত হরণাৎ দুর্গন্ধাঃ প্রজায়তে।" (শাততপ)
দুর্গন্ধিন্ (ত্রি) দুর্গকোহধ্যতেতি দুর্গন্ধ-ইনি। দুর্গন্ধযুক্ত, গন্ধবিশিষ্ট।

"অস্থিস্থগং দ্বায়ুযুক্তং মাংসশোণিতলেপনং।

চর্ম্মাবনকং দুর্গন্ধিপূর্ণং মৃতপূরীষয়োঃ॥" (মহু ৬।৭৬)

দুর্গপতি (পুং) দুর্গস্ত পতিঃ। ১ দুর্গরক্ষক, বাহার উ-
দুর্গরক্ষার ভার থাকে। ২ দুর্গস্বামী।

দুর্গপাল (পুং) দুর্গং দুর্গং বা পালয়তি পালি-অণ্। ১ কু-
পালক। "যমোহসুরাণামসি দুর্গপালো।" (ভাগ* ৮।২৩।৫
২ দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ।

দুর্গপুঙ্গী (স্ত্রী) দুর্গং পুঙ্গং যস্তাঃ জাতিদ্বাং ভীষ্। বৃক্ষবিদে-
পর্ষায় কেশপুষ্ঠা, মানসী, বালাকী, কেশধারিণী। (শব্দ-
ইহা কেশপুঙ্গী নামে খ্যাত।

দুর্গম (ত্রি) দুর্ হঃথেন গম্যতে ইতি দুর্-গম-ওল্ (ঈষদ্-
কৃচ্ছাকৃচ্ছার্থেভ্যঃ থল্। পা ৩।৩।৬)। ১ দুর্গ, দুর্গে গ-
অতিশয় ক্লেশ সাধ্য, এইজন্য দুর্গম পদেও দুর্গা ২ দুঃখ বা
গমনীয় স্থান, প্রভৃতি। দুর্ হঃথেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি
৩ দুর্জের, বাহাকে অতি কষ্টে জানা যায়। (পুং) ৪ বি-
(ভারত ৬।১৪।৩৫) ৫ অসুরবিশেষ। (ক্ৰী) ৬ ব-
৭ সুকটস্থল। (ভারত ১।৮।১৩০)

দুর্গমণীয় (ত্রি) দুর্-গম-অনীয়ন্। দুর্গমা, যে স্থলে গ-
করা অতিশয় ক্লেশকর।

দুর্গম, বাহুদেবের পুত্র, বাহাদুরীকীর টীকাকার।

দুর্গল (পুং) দুঃস্থিতো গলো যত্র লোকানাং। দেশভে-
দে সৌভিজ্ঞনোহস্ত, তস্ত নামো বা, অণ্। দৌর্গল, পিতৃবিজ্ঞ-
তদেশবাসী, বা দুর্গল দেশের রাজা। বহু অগোমুখ।
স্থলে অণের লুক হইবে সেই স্থলে 'দুর্গলাঃ' এইরূপ হইবে
অর্থাৎ বহুবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি হইবে না। দুর্গল যে
বাসী লোকসমূহ, বা দুর্গল দেশের রাজসমূহ।

দুর্গলজ্জন (পুং) দুর্গং দুর্গমস্থানং মরুভূমাদি লজ্জাতেহেনেন লজ্জি করণে লুট্। ১ উট্। (হেমং) ত্রিরাঃ আতিবাং ভীব্।
দুর্গসংস্কার (পুং) দুর্গত সংস্কারঃ। দুর্গের সংস্কার, দুর্গ ভূমাদি হইলে পুনর্স্কার নূতন করিয়া প্রস্তুত করণ, প্রতি পক্ষেয়া যুগার্থ উদ্যোগ করিলে, বিশেষরূপে দুর্গ সংস্কার করিতে হয়। দুর্গ অসংস্কৃত থাকিলে রাজার অতিপদে পরাজয়ের সম্ভাবনা। এইজন্য সর্বদাই দুর্গ সংস্কার করা বিশেষ আবশ্যক।

দুর্গসংস্কার (পুং) দুর্গং সংস্কার্যতে অনেন সম্-চর করণে অপ্। সংক্রম, সাকো।

দুর্গসংস্কার (পুং) দুর্গং নদাদি দুর্গমস্থানং সংস্কার্যতে গম্যতে হেনেন সম-চর-ঘঞ। দুর্গসংস্কার, সংক্রম, সাকো, বাহার সাহায্যে দুর্গম স্থানাদি সংস্কার করা যায়।

দুর্গসিংহ, ১ কাত্ত্ববৃত্তি-রচিত। মল্লিনাথ, বিট্টল, তটোজি, দুর্গাদাস, বোপদেব, হোমাজি প্রভৃতি ইহার মত উক্ত করিয়াছেন। ইহার বৃত্তি না থাকিলে কলাপব্যাকরণ সহজে আরম্ভ হইত না, এমন কি অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ থাকিত। এই দুর্গসিংহ সম্বন্ধে অনেকে অপরূপ গল্প করিয়া থাকেন, তাহা বিবাস যোগ্য নহে। ইহার রচিত পরিভাষাবৃত্তিও আছে। ২ বিখ্যাত নিকুজভাষ্যকার, ইনি অমৃতমাগনিবাসী বলিয়া পরিচিত। ৩ একজন প্রাচীন জ্যোতির্বিদ। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ইহার মত উক্ত করিয়াছেন।

দুর্গসেন, বলভদেবের স্তাবিভাবলী-যুক্ত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্গা (স্ত্রী) শূর-গম্-ড (সুহুরোরধিকরণে। পা ৩২।৪৮ বার্তিক) ততটাপ্। ১ আদ্যাশক্তি। নামান্তর—উমা, কাত্যাবনী, গৌরী, কালী, লৈম্ববতী, কেশরী, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, শর্কালী, সর্ক-মল্লা, অপর্ণা, পার্শ্বতী, মুড়াণী, চণ্ডিকা, অম্বিকা, শারদা, চণ্ডী, চণ্ডবতী, চণ্ডা, চণ্ডনাসিকা, গিরিজা, মল্লা, নারায়ণী, মহামায়া, বৈষ্ণবী, মহেশ্বরী, মহাদেবী, হিঠী, কেশরী, কোট্টবী, যম্ভী, মাধবী, নগনন্দিনী, জয়ন্তী, ভাগবতী, রম্ভা, সিংহরথ, সতী, ভ্রামরী, দক্ষকন্যা, মহিষমর্দিনী, হেরম্বজননী, সাবিত্রী, কৃষ্ণপুঞ্জলা, বুধাকপারী, লম্বা, হিমশৈলজা, কাঙ্কিকেরপ্রভু, আঁড়া, নিত্যা, বিদ্যা, শুভকরী, সাধিকী, রাজসী, তামসী, ভীমা, নন্দনন্দিনী, মহামায়া, শূলধারী, সুনন্দা, শুভঘাতিনী, ইী, পর্কতরাজনয়না, হিমালয়স্থতা, মহেশ্বরবনিতা, সত্যা, ভগবতী, কেশানী, সনাতনী, মহাকালী, শিবানী, হরবল্লভা, উগ্রচণ্ডা, চান্দা, বিধাতী, আনন্দা, মহামায়া, মহামুদ্রা, মাকরী, ভোমী, কল্যাণী, কৃষ্ণা, মানদাজী, মদালম্বা, মানিনী,

চাক্রিকী, স্মৃগী, কেশা, বলদেবী, ক্রমরী, ভূম্বা, কান্তনী, বতী, ব্রহ্ম-বরী, ভাবিনী, দেবী, অচিন্তা, ত্রিনেত্রা, ত্রিশূলা, চর্কিকা, তীত্ৰা, নন্দিনী, নন্দা, ধরিত্রী, মাতৃকা, চিদানন্দশ্রুপিনী, মনধিনী, মহাদেবী, নিজাক্রুপা, ভবানিকা, ভারা, নীলসরস্বতী, কালিকা, উগ্রভারী, কামেশ্বরী, সুনন্দী, কৈরবী, রাজরাজেশ্বরী, ভুব-নেশী, ষড়িতা, মহালক্ষ্মী, রাজীবলোচনী, ধনদা, বাগীশ্বরী, ত্রিপুরা, জালামুখী, বগলামুখী, সিদ্ধবিদ্যা, অন্নপূর্ণা, বিশা-লাকী, স্তম্ভগা, সগুণা, নিম্বগা, ধবলা, গীতি, গীতবাদ্যপ্রিয়া, অটোলবাসিনী, অটোহাসিনী, ঘোরা, প্রোমা, বটেশ্বরী, কীর্তিকা, বুদ্ধিদা, অরীরা, পণ্ডিতালয়বাসিনী, মণ্ডিতা, সংবৎসরা, কৃষ্ণরূপা, বলিশ্রিয়া, তুম্বা, কামিনী, কামরূপা, পূর্ণাঙ্গা, বিষ্ণুচক্রধরা, প্রকমা, বৃন্দাবনশ্রুপিনী, অমোঘা-কৃপিনী, মারাবতী, জীমুতবসনা, জগন্নাথশ্রুপিনী, কুর্ভিবসনা, ত্রিভাষা, বমলাক্ষ্মী, বামিনী, বশোদা, যাদবী, অগভী, কৃষ্ণ-জায়া, সত্যভামা, স্তম্ভজিকা, লক্ষ্মণা, দিগম্বরী, পৃথুকা, তীক্ষ্ণা, আচারী, অক্রুরা, জাহ্নবী, গণ্ডকী, ধোয়া, জম্বুগী, মোহনী, বিকারী, অক্ষরবাসিনী, অশংকা, পত্রিকা, পবিত্রকা, তুলসী, অতুলা, জানকী, বক্ষা, কামনা, নারসিংহী, গিরীশা, সাধবী, কল্যাণী, কমলা, কান্তা, শান্তা, কুলা, বেদমাতা, কণ্ঠদা, সূক্ষ্মা, ত্রিপুরসুন্দরী, রাঙ্গেশী, দক্ষবজ্রবিনাশিনী, অনন্তা, ধর্মেশ্বরী, চক্রেশ্বরী, ধননা, বিদগ্ধা, কুজিকা, চিত্রা, সুলেখা, চতুর্ভুজা, রাক্ষা, প্রজ্ঞা, ঋদ্ধিদা, তাপিনী, তপা, সূরমাত্রা, দূতী ইত্যাদি।

নামনিকৃতি। দেবীর দুর্গাদি নাম হইবার কারণ দেবী-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“অরণ্যাদভয়ে দুর্গে তারিতা রিপুলকটে।

দেবাঃ শক্রপুঙ্গবো যস্মাত্তেন দুর্গা প্রকীর্ণিতা ॥” ৩৭ অঃ।

অরণ্যমাত্রই ইচ্ছাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসমূহ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দুর্গা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের মতে—

“তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাশ্রমম্।

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তস্মৈ নাম ভবিষ্যতি ॥”

আমি দুর্গা নামক মহাশ্রমকে বিনাশ করিব, সেইজন্য দুর্গাদেবী নামে আমার নাম বিখ্যাত হইবে।

কালীখণ্ডে (৭২ অঃ) লিখিত আছে—

“অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেঘ্যতি।

দুর্গদৈত্যস্ত সময়ে দ্বাতনাদিত দুর্গমাং ॥”

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের মতে—

* সহস্র নামের মধ্যে এই কর্ণী নাম লিখিত হইল।

“ভূর্গে দৈত্যে মহাবিরে ভবনকে চ কর্মি ।
শোকে হুঃখে চ নরকে বনকে চ অশ্মনি ॥ ৭
মহাভরৎহতিরোগে চাপ্যশকো হস্ত্বাচকঃ ।
এতান্ হন্তোব বা দেবী সা ভূর্গা পরিকীর্তিতা ॥” ৮
ভূর্গ নামক দৈত্য মহাবির, সংসারবন্ধন, কর্ম, শোক, হুঃখ, নরক, বনকে, অশ্ম, মহাভয়, অতি ভয় এবং হস্ত্বাচকঃ যে দেবী হনন করিয়া থাকেন, তিনিই ভূর্গা নামে খ্যাত ।

(প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ)

অপরাম্পর নামনিরুক্তি সঙ্কে দেবীপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়—

“সর্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ ।
দদাতি ইপিষ্ঠাল্লোকে তেন সা সর্সমঙ্গলা ॥” ১
“দেবী সকলের হৃদয়ে থাকিলে মঙ্গল শুভ ও অভিলষিত ফল দান করেন, এই অশ্রু লোকে তাঁহার নাম সর্সমঙ্গলা ।
“শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি বা দেবী দদতে হরে ।
ভক্তানামাঙ্গিহরণী মঙ্গল্যা” তেন সা স্মৃতা ॥”

তিনি ভক্তদিগকে শোভন অথবা শ্রেষ্ঠ ফল দান করেন এবং ভক্তদিগের হুঃখ নিবারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গল্যা ।
“শিবা মুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগিনাং মোক্ষগামিনী ।
শিবায় যো অপেক্ষেবী শিবা লোকে ততঃ স্মৃতা ॥”
শিব শব্দের অর্থ মুক্তি দেবী যোগিগণের মোক্ষদাত্রিকা । শিবকলের নিমিত্ত দেবীর আরাধনা করা হয় বলিয়া তাঁহার নাম শিবা ।

“সোমপূর্য্যানাগস্ত্রীণি যতা নেত্রাণি ভার্গব ।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্তিতা ॥”

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু ইহারা দেবীর ত্রৈলোক্য রূপ, এই অশ্রু মুনিগণ তাঁহাকে ত্র্যম্বকা বলিয়া থাকেন ।

“যোগাগ্নিনা তু বা দক্ষা পুনর্জাতা হিমালয়ে ।
পূর্ণহর্যোন্মূবর্ণাতা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা ॥”

যোগানলে যিনি আপনার তদ্বৎ ক্রিয়া হিমালয়ে পূর্ণহর্যোন্মূবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই গৌরী ।

“কং ব্রহ্মা কং শিবঃ প্রাক্তমশ্বসারকং কং মতম্ ॥
ধারণাশনাবাপি কাত্যায়নী মতা বৃধৈঃ ॥”

ক শব্দে ব্রহ্মা, ক শব্দে শিব ও ক শব্দে অশ্বসার বুঝায় । ব্রহ্মা ও শিব তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন এবং অশ্বসার তাঁহার বসন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী * ।

দেবীর স্বরূপ ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মুতে—

* দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামনিরুক্তি সঙ্কে দেবীপুরাণ ৩৭ অঃ ও ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অঃ দ্রষ্টব্য ।

“আজ্ঞা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিকৃত্যকারিণী ।
করেমি চ যরা সৃষ্টিঃ যরা ব্রহ্মাদি দেবতা ॥
যরা অস্রতি বিষকং যরা সৃষ্টিঃ প্রজারতে ।
যরা বিনা অগম্যতি যরা দত্তা শিবায় সা ॥
দুয়া নিদ্রা চ ক্ষুণ্ণিত্বক্ষা ব্রহ্মা কমা যুতিঃ ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিতথা শান্তিলক্ষ্যাদিদেবতা হি সা ॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাক্ষী গোলোকে রাধিকা সতী ।
মর্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ কীরোদে দক্ষকন্তা সতী চ সা ॥
সা ভূর্গা মেনকা কন্যা দৈন্যভূর্ণতিনাশিনী ।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ভূর্গা সা শক্রাদীনং গৃহে গৃহে ॥
সা বাণী সা চ সাবিদ্রী বিভাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
বহৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিঃ চাক্ষরে ॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিঃ শীতলা ।
শক্তপ্রহতিশক্তিঃ ধারণা চ ধরাসু সা ॥
ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিদ্রোহু দেবশক্তিঃ সুরেশু সা ।
তপস্বিনাং তপস্তা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা ॥
মুক্তিশক্তিঃ মুক্তানাং মারা সাংসারিকস্ত সা ।
মত্তক্তানাং ভক্তিশক্তিঃ ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা ॥
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীশ্চ বগিনাং লভ্যরূপিণী ।
পারে সংসারসিদ্ধানাং ত্রয়ী হস্তরত্নারিণী ॥
সংস্র সঙ্কল্পরূপা চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী ।
ব্যাখ্যাশক্তিপ্রতো শাস্ত্রে দাতৃশক্তিঃ দাতৃযু ॥
ক্ষত্রাদীনং বিশ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীযু চ ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্মারা দত্তা শিবায় সা ॥”

সৃষ্টি, হিতি ও লয়কারিণী আদ্যা নারায়ণী শক্তি । যে সা যরা আমি ব্রহ্মাদি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি যদ্বারা ঐ জগৎকৃত হইতেছে, যদ্বারা সৃষ্টি হইতেছে, যে শক্তি বিনা ক থাকে না, সেই শক্তিই আমি শিবকে দিরাছি ; তুয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তৃক্ষা, ব্রহ্মা, কমা, যুতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি লক্ষ্যার অধিদেবতা সেই শক্তি । তিনিই বৈকুণ্ঠে গোলাে ধামে ও মর্ত্যে মহাসাক্ষী রাধিকা সতী, তিনিই কীরোদসুর লক্ষ্মী, তিনিই দক্ষকন্যা মতী, তিনিই দৈন্যভূর্ণতিনাশি মেনকার কন্যা ভূর্গা, তিনিই বাণী, বিপ্রগণের অধিষ্ঠা দেবী সাবিদ্রী, তিনিই অগ্নির দাহিকাশক্তি, সুর্য্যের প্রভা শক্তি, পূর্ণচন্দ্রের শোভাশক্তি, জলের শীতলা শক্তি, ধর ধারণা ও শক্তপ্রহতি শক্তি, তিনিই ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যশক্তি দেবগণের দেবশক্তি, তিনি তপস্বিগণের তপস্তা, গৃহিণী গৃহদেবতা, মুক্তগণের মুক্তি ও সাংসারিকগণের মারাত্মক আহার ভক্তগণের ভক্তিশক্তি, আবার প্রকৃতি তিনি স্ব

ভক্তিমতী, তিনিই রাজগণের রাজ্যলক্ষী, কলিকগণের লভ্য-
রূপিণী, সংসারসাগর পার করিতে তিনিই হস্তরত্নারিণী অরী,
সজ্জনগণের তিনিই বৃদ্ধি ও মেধাশক্তিধরুণা, প্রতিশাস্ত্রের
বাধ্যাশক্তি, দাতার দানশক্তি, ক্ষত্রিয়াদির বিশেষত্ব, সতীর
পতিভক্তি, এরূপ যে শক্তি তাঁহাকেই আমি মহাদেবকে
দান করিয়াছি।

দেবীর পরিচয়।—সর্বপ্রথম বাজসনেয়সংহিতায় (শুক্ল
যজুর্বেদ ৩।৫৭) অধিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

“এত তে রজ ভাগঃ সহ স্রাজ্যধিকার্য তং জুব্ব স্বাহা।”

হে রজ! তোমার ভগিনী অধিকার সহিত আমাদের
প্রদত্ত এই পুরোডাশ অমুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর।

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৫।১০।৪)

এখানে ভাষ্যকার মহীধর এইরূপ লিখিয়াছেন—

‘অধিকার্য রজভগিনীষ ঐত্ৰ্যোক্তম্ (২।৬।২।২), “অধিকা
হ বৈ নামান্ত স্বস্যা তরাভৈব সহ ভাগঃ” ইতি যোহয়ং রজভাঃ
ক্রুরো দেবন্তত বিরোধিনঃ হস্তমিচ্ছা ভবতি তদাত্তথা ভগিনী
ক্রুরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনন্তি। সা চাধিকা শর-
ক্রপং প্রাপ্য অরাদিকমুৎপাত্ত তং বিরোধিনং হন্তি। রজ-
ধিকার্যক্রগ্রহণমেনে হবিষা শাস্তং ভবতি। তথাচ তিত্তিরিঃ।
এষ তে রজ ভাগঃ সহ স্রাজ্যধিকরেত্যাহ শরবা অস্তাধিকা সা
ভিয়া এষা হিনন্তি যং হিনন্তি তরৈবৈনং সহ শময়তীতি।”

(কা° ৫।১০।১০)

অধিকার রজভগিনীষ ঐতিহ্যেই উক্ত হইয়াছে যে,
অধিকা তাঁহারই ভগিনীর নাম,—তাঁহার সহিত তাঁহারও যজ্ঞ-
ভাগ আছে। এই রজ নামক ক্রুরদেবতা তাঁহার বিরোধি-
গণের হননেন্দ্ৰা করিয়া থাকেন। সেইরূপ সাধনভূত
ক্রুরদেবী তাঁহার ভগিনীর সহিত বিরোধিকে হনন করেন।
সেই অধিকা শরক্রপগ্রহণপূর্বক অরাদি উৎপাদন করিয়া
তাঁহার বিরোধিকে বিনাশ করেন। রজধিকার উগ্র হবি-
ষীরা প্রশমিত হউক। তিত্তিরি (কাঠক) ঐতিহ্যে আছে,
হে রজ! এই তোমার ভাগ, ভগিনী অধিকার সহিত গ্রহণ
কর। এই অধিকার শরক্রপ ধারণ করিয়া ইহাদের
হনন করেন, তোমার সহিত (আবার) শাস্ত করেন।

উক্ত প্রমাণ ব্যাখ্যা জানা বাইতেছে, দেবী অধিকা প্রথমে
রজের ভগিনীরূপেই গণ্য হইলেন। তৎপরে তলবকার
উপনিষদে উমা হৈমবতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ
পাওয়া যায়—

এক সময় ব্রহ্ম দেবগণের অস্ত্র যুদ্ধে অগ্ন লাভ করেন।
কিন্তু এই অগ্ন লাভ তাঁহাদের সমাজ বলেই সংঘটিত গিয়াছে,

এরূপ সকলেই মনে করেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের অগ্নিনিরা-
করণের অস্ত্র দেখা দিলেন। কিন্তু দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে
পারেন নাই। তাঁহারা প্রথমে অগ্নি, তৎপরে বায়ুকে তাঁহার
স্বরূপ জানিবার অস্ত্র পাঠাইলেন। ব্রহ্ম তাঁহাদের পরিচয়
জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নি বলিলেন, ‘আমি সকলই পুড়াইতে
পারি।’ বায়ু কহিলেন, ‘আমি সকলই উড়াইতে পারি।’ তখন
ব্রহ্ম তাহাদিগকে একগাছি তৃণ দিলেন। দেবগণ সেই তৃণ
গাছটির কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ—

“অথ ইহা মস্ত্রবন—মস্ত্রবরতদ্বিজানীহি কিমেতলক্ষ্যমিতি।
তথেন্তি তদভ্যাজবৎ তস্মান্তিরোদধে। স তস্মিন্নৈবাকালে
দ্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ
কিমেতলক্ষ্যমিতি। সান্নাক্ষেন্তি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিষয়ে
মহীরক্ষমিতি। ততো হৈব বিদাধিকার ব্রহ্মেন্তি।”

তখন ইহাকে কহিলেন, ‘মস্ত্রবন! আন দেখি এই
ভক্তির জিনিসটা কি?’ তিনি বলিলেন, ‘তাই হউক’ এবং
যেমন অভিযুধী হইলেন, ‘অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই
ব্রহ্ম বহুশোভমানা উমা হৈমবতী ক্রীমূর্তিতে আকাশে
আগমন করিলেন। তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এই
ভক্তির পাত্র কি?’ সেই (ক্রীরাণা) কহিলেন, ইহা ব্রহ্ম।
এই ব্রহ্মের বিজয়প্রভাবেই তোমরা মহাবল হইয়াছ।
তখন হইতে তিনি ব্রহ্মকে জানিলেন।

কেনোপনিষদের উক্ত বিবরণানুসারে জানা বাইতেছে,
উমা হৈমবতীই ব্রহ্মবিদ্যা। ভাষ্যকার এখানে উমা হৈমবতী
শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘হৈমবতী হৈমকৃতা-
ভরণবতীমিব বহুশোভমানামিত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো
দ্রুহিতা হৈমবতী নিক্রামেব সর্বক্ষেণে দীপ্যতঃ সহ বর্ততে ইতি।’

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে সাধারণার্থও এইরূপ
লিখিয়াছেন, “হিমবৎপুত্র্যা গোষ্ঠ্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্
গৌরীবাচক উমাশব্দো ব্রহ্মবিদ্যামূলকম্ভি। অতএব তলব-
কারোপনিষদি ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিপ্রস্তাবে ব্রহ্মবিদ্যামূর্ত্তিঃ পঠ্যতে
‘বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ’ ইতি তদ্বিষয়ঃ
তস্মা উময়া সহ বর্তমানত্বাৎ সোমঃ।”

হিমবানের কল্পা গৌরীর ব্রহ্মবিদ্যাভিমানে রূপ থাকার
গৌরীবাচক উমা শব্দ ব্যাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যাই উপলক্ষ করিতেছে।
এই হেতু তলবকার উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যার মূর্ত্তি বর্ণিত হই-
য়াছে। ‘সেই বহুশোভমানা উমা হৈমবতী তাঁহাকে বলিলেন’,
এইরূপে উমার সহিত বর্তমান হেতু সোম নাম হইয়াছে।

আবার উক্ত আরণ্যকের ৩৮ অমুখ্যকের সাধারণভাষ্যে
এইরূপ লিখিত আছে—

‘উমা ব্রহ্মবিদ্যা তরা সহ বর্তমান সোম পরমাশ্রুত’

হে পরমাশ্রুত সোম । * উমা ব্রহ্মবিদ্যা, তোমার সহিত বর্তমান । ‘ঐ আরণ্যকের ১৮ অমুবাংকে “অধিকাপতরে +” শব্দ আছে, এখানেও ভাষ্যে ‘অধিকা জগন্মাতা পার্শ্বতী তত্তা ভর্তে’ এইরূপ ব্যাখ্যা আছে ।

কৈবল্যোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিবরক প্রস্তাবে এইরূপ বর্ণিত আছে—“উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং

ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং ।”

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অমুবাংকে দুর্গা সপ্তকে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় । বধা—

“কাত্যায়নায় বিগ্রহে কঙ্জাকুমারিঃ ধীমহি তন্নোহুর্গি প্রচোদয়াৎ ।”

সারণ্যচাৰ্যের মতে ইহাই বেদোক্ত দুর্গাগায়ত্রী । তিনি এই স্থলেব্রহ্মাণ্ডে লিখিয়াছেন, ‘পশ্চাদ্ দুর্গাগায়ত্রী । হেমপ্রখ্যামিন্ধুগুণাকমৌলিমিত্যাগমপ্রসিদ্ধমুর্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে কাত্যায়নায় ইতি । কৃতিঃ বন্তে ইতি কাত্যো কৃত্র ।...স এব বানমধিষ্ঠানং বস্তা সা কাত্যায়িনী অথবা কতন্তু ঋষিবেশেষত অপত্য কাত্যঃ ।...কুংসিতমনিষ্ঠঃ মারয়তি ইতি কুমারী কঙ্জা দীপ্যমানা চাসৌ কুমারী চ কঙ্জাকুমারী । দুর্গিঃ দুর্গা । লিঙ্গাদিব্যত্যুঃ সর্বত্র ছান্দোগ্যে দ্রষ্টব্যঃ ।”

পরে দুর্গা গায়ত্রী বলিতেছি । সুবর্ণসদৃশ মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রভূষিতা ইত্যাদি আগমপ্রসিদ্ধ মূর্তিধারিণী দুর্গার প্রার্থনা করিতেছে । কৃতি আচ্ছাদন করেন বলিয়া কৃত্রের অপর নাম কাত্য, তিনিই বাহার অধিষ্ঠান সেই কাত্যায়িনী । অথবা কত নামক ঋষিবেশেষের অপত্য বলিয়া কাত্য নাম হইয়াছে । কুংসিত অনিষ্ট মারেন অর্থাৎ বিনাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম কুমারী ; কঙ্জা অর্থাৎ দীপ্যমানা, উত্তর মিলিয়া তাঁহার নাম কঙ্জাকুমারী হইয়াছে । দুর্গিই দুর্গা, একরূপ লিঙ্গাদিব্যত্যুঃ বেদের সর্বত্রই দেখা যায় ।

নারায়ণোপনিষদে দুর্গাগায়ত্রী এইরূপ আছে—

“কাত্যায়নায়ৈ বিগ্রহে কঙ্জাকুমারিঃ ধীমহি,
তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ ।”

অথেন পরিশিষ্টের রাজিগণিষ্ঠে দুর্গা সপ্তকে এই পাওয়া যায়—

“তোব্যামি প্রবতে দেবীং শরণ্যাং বহুচপ্রিয়াম্ ।
সহস্রসম্ভিতাং দুর্গাং স্নাতবেদসে স্নানবাম সোমম্ ॥ ৫

শাস্ত্যর্থং বিজ্ঞানানুযুক্তিঃ সোমপাশ্রিতাঃ ।

অথেনে বস্ সমুৎপন্নাহরতি যতো নিদধতি বেদঃ ॥ ৬

বে ভ্যাম্ দেবি প্রপদ্যতে ব্রাহ্মণ্যঃ হব্যবাহনীম্ ।

অবিদ্যা বহবিদ্যাঃ বা স নঃ সর্শদতি দুর্গাপি বিখা ॥ ৭

অগ্নিবর্ণাং তত্তাং সোম্যাং কৌর্ভরিযান্তি বে বিজ্ঞাঃ ॥ ৮

তান্ তায়রতি দুর্গাপি ন্যুবব সিদ্ধং দুর্গিতাত্যমিঃ ॥ ৯

দুর্গেবু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুলকটে ।

অগ্নিচোরিনিপাতেষু দুর্গেগ্রহনিবারণে ॥

দুর্গেবু বিষমেবু ত্বাং সংগ্রামেবু বিনেবু চ ।

মোহবিদ্যা প্রপদ্যতে তেবাং মে অতরং কুরু ॥ ১০

কেশিনীং সর্কভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ ।

স মাং সমা নিশাঃ দেবী সর্ষতঃ পরিরক্ত ॥ ১১ ৩ নমঃ ।

ভামগ্নিবর্ণাং তপসা জলতীং বৈরোচনীং কর্মকলেষু যুগ্মা ॥

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্ততরসি তরসে নমঃ

স্ততরসি তরসে নমঃ ॥

দুর্গা দুর্গেবু হানেবু শং নো দেবীরতিষ্টে ॥

যঃ ইমং দুর্গাস্তবং পূণ্য রাজৌ রাজৌ সদাপঠেৎ ॥ ১৩

দেব্যুপনিষদে মহাদেবীর এইরূপ পরিচয় আছে—“সর্কে বৈ দেবা দেবী উপত্যঃ কাসি ত্বং মহাদেবি ? সা ব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মন্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ সৃষ্টকামৃতক অহমানন্দানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাবস্থায় বৈদিত্যে ইত্যাহাথর্কশ্রুতিঃ । অহং পঞ্চভূতান্ধপঞ্চভূতানি অহমধিলাং জগৎ বেদোহহমবেদোহহং অহং কৃত্তির্বহুভিষ্ক-রাম্যহং আদিত্যোক্তত বিশ্বদেবৈঃ অহং মিত্রাবরুণাবৃতা বিত-শ্র্যহং ইজ্রায়ী অহমশিনাবৃভো অহং সোমং তষ্টারং ধ্রুবাং তগং দধাম্যহং বিষ্ণুয়ুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজ্ঞাপতিং দধাম্যহং দধামি ত্রিবিং হ্রবিয়তে স্নত্বাপে যে যজমানঃ স্নত্বতেহং রাজী সজমনী বহ্নানমহং স্নবে পিতরমন্ত মুর্দ্ধন্যম যোনিরপ-স্বন্তঃ সমুদ্রে যা এবং বেদ স দেবীপদমাপ্তোতি ।” “এবাস-শক্তিঃ সোমো বিজ্ঞবিমোহিনী পাশাঙ্কশমুর্জাণধারিণী ত্রীমহা-বিদ্যা য এবং বেদ স শোকং তরতি ।”

সকল দেবতা তাঁহার চারিপাশে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, ‘আপনি কে, মহাদেবি ?’ তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, আমি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে । আমি সূত্র ও অশুত্র, আমি আনন্দ ও অনানন্দ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা আধর্কশ্রুতিতে ইহাই নির্দিষ্ট আছে । আমিই পঞ্চভূত ও অপঞ্চভূত, আমিই অধিলাং জগৎ, আমিই বেদ ও অব্যেদ, আমিই ক্রতুগণ ও বাহুগণ, আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব, আমি

* মহীধর বাজসনেয়সংহিতার ভাষ্যে (৬৬৩২) এবং ভট্টভট্টসংহিতায় তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্যে ‘সোম’ শব্দের ‘উমরা সহিত’ এইরূপ অর্থ কথিত আছে ।

+ ত্র্যমিড়ের পুথিতে ‘উমাপতরে’ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় ।

ও অগ্নি, আমিই অগ্নীকুমারদত্ত, আমিই সোম, বটী,
১ ও তগ, আমিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকৈ ধারণ
র; বাহারা বজ্র করে, সেই বজ্রমানদিকে আমি বহু
দান করি, আমি সকল রাজ্যে বাস করি, অগতের পিতাকে
মিহী প্রথমে উৎপন্ন করি, সমুদ্র জলের মধ্যে আমার অঙ্গ,
মার বে জানে, সে দেবীপদ প্রাপ্ত হয়।' পরে দেবগণ
ইলেন, ইনিই আত্মশক্তি বিশ্ববিমোহিনী পাশাঙ্কুশ ও
ক্লীণধারিণী, ইনিই ক্রীমহাবিদ্যা। যে ইহাকে জানে,
শৌক্য হইতে নিস্তার পায়।

বহু চৌপনিষদে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"দেবী হোকাগ্র আসীৎ সৈব জগদমসৃজত কামিক-
তি বিজ্ঞায়তে শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে; ততঃ এব ব্রহ্ম
রীজনং বিষ্ণুরীজনং ক্রত্বো অজীজনং লুপ্তে মরুদগণা
রীজনন্ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কিমরা বাসিদ্ভবাদিনঃ সমস্তাদজী-
যন্, ভোগ্যমজীজনং, সর্গমজীজনং, সর্গং শাক্তমজীজনং,
ওজং শ্বেদজং উত্তিঞ্জং জরাযুজং যৎকিঞ্চিৎ প্রাণিস্থাবর-
মং মনুষ্যমজীজনং। সৈবা পরাশক্তি সৈবা শাস্ত্রবী বিদ্যা
দিব্যভূতি বা হাদিব্যভূতি বা সাদিব্যভূতি বা; রহস্ত
ম্ ওম্ বাচি প্রতিষ্ঠা সৈব পুরজয় শরীরজয় ব্যাপ্য বহিরন্তর-
সয়জী দেশকালবস্তুসঙ্গাৎ মহাজিপুরসুন্দরী বৈ প্রত্যাক-
তিঃ সৈবাত্মা ততোহনাদস্যাত্মানাত্মা। অতএবা ব্রহ্মসংস্থিতিঃ
বাভাবকলাবিনির্মুক্ত চিহ্না চিত্তীয় ব্রহ্মসংস্থিতিঃ। সচ্চি-
নন্দলহরী, মহাজিপুরসুন্দরী বহিরন্তরমহাপ্রভা স্বয়মেকৈব
ভাতি। যদন্তি সন্মাত্রঃ বহির্ভাতি চিন্মাত্রঃ সৎপ্রিয়মানন্দং
দেতং সর্গাকারা মহাজিপুরসুন্দরী। অক্ষাহং স্বর্গং বিশ্বং
সর্গদেবতত্ত্বং সর্গং মহাজিপুরসুন্দরী সত্যমেতৎ ললিতাধ্যা-
স্ত তদন্তিতীয়সংগর্ভার্থং পরং ব্রহ্ম। পঞ্চরূপপরিচয়াদিশ-
পপ্রাণতঃ অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্চিহ্নতে মহাদিতি।
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বা অহং ব্রহ্মাস্মিতি বা ভাষ্যতে। তত্ত্বমসী-
তাব সন্ধ্যাত্তে অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বা ব্রহ্মবাসস্মিতি বা
বাহুস্মিতি বা সোহহমস্মিতি বা ঘোহসৌ সোহহস্মিতি
বা বা ভাব্যতে সৈবা বোড়শী* ত্রীবিদ্যা পঞ্চদশাকরী* ক্রীমহা-
জিপুরসুন্দরী বালাধিকৈতি বগলৈতি মাতঙ্গীতি স্বয়ম-
ল্যাণীতি। ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি-
রিণী রাজমাতঙ্গীতি বা অখারুণৈতি বা প্রত্যঙ্কিরা ধ্রুবাতী
পুত্রী গায়ত্রী সরস্বতী ব্রহ্মাণ্ডকলেতি। ষোড়শাকরে পরমে
সোমন্ বসিন্ দেবী অধিবিশ্বে নিষেহঃ যঃ তন্ন বেদ কিং-
৬৫১ করিষ্যতি ব ইত্যদ্বিহঃ ত ইত্যে সমাসতে ইত্যুপনিষদ্।"

দেবীই সর্গাকারে একমাত্র ছিলেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি

করেন, কামিকলা ও শৃঙ্গারকলা নামে খ্যাত হইরাছেন; তাহা
হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কল্পগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, কিন্নরগণ
ও সকল জ্বানের বাসিদ্ভবাদিগণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই
সকল ভোগ্য উৎপাদন করিয়াছেন, বাস্তবিক শক্তি হইতেই
সমস্ত উৎপন্ন হইরাছে। অওজ, শ্বেদজ, উত্তিঞ্জ ও জরাযুজ
যে কোন প্রাণী স্থাবর, জলম, মনুষ্যাদি জন্মলাভ করিয়াছে।
এই দেবীই পরাশক্তি, শাস্ত্রবী বিদ্যা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা,
সাদিবিদ্যা, রহস্ত, ওজাদি বাক্যপ্রতিষ্ঠা, তিনিই পুরজয় ও
শরীরজয় ব্যাপিরা দেশকাল ও বস্তুর আসদহেতু অন্তরে ও
বাহিরে প্রকাশিত, মহাজিপুরসুন্দরী, প্রত্যাক্ চৈতন্ত, তিনিই
আত্মা, তিনিই অত্মপক্ষে অসত্য ও অনাত্মা, এই দেবীই ব্রহ্ম-
সংস্থি, ভাবাত্মাবকাশবিনির্মুক্ত, চিহ্নিৎ চিত্তীয়, ব্রহ্মসংস্থিৎ,
সচ্চিদানন্দলহরী, মহাজিপুরসুন্দরী, অন্তরে ও বাহিরে অমুপ্রবেশ
করিয়া অমং একস্বরূপ প্রকাশমান, বাহ্যিকিছু সং আছে, বাহ্য
কিছু চিৎ-বিদ্যমান, বাহার আনন্দই প্রিয়, তাহা এই সর্গাকারা
মহাজিপুরসুন্দরী, সকল বিশ্ব সর্গদেবতা সর্গসাধারণ মহা-
জিপুরসুন্দরী, ইনিই সত্য ললিতা নামে আখ্যাত, বাস্তবিক
ইনিই অধিতীয় অখণ্ড পরব্রহ্ম। পঞ্চরূপ পরিচয়পূর্ণক
অখরূপ ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই মহাদি
সং এক পরতত্ত্ব? আমি প্রজ্ঞান ব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি,
আমিই আত্মা বা পরব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি, যে আমি সেই আমি,
যে এই সেই আমি, এইরূপ বাহা বলা যায় বা ভাবা যায় সে
সমস্তই তিনি, তিনিই এই বোড়শী, ত্রীবিদ্যা, পঞ্চদশাকরী,
ক্রীমহাজিপুরসুন্দরী, বালাধিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ম-
ল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, বারাহী, তিরুদ্রিণী,
রাজমাতঙ্গী, শুকশ্রামলা, লঘুশ্রামলা, অখারুণা, প্রত্যঙ্কিরা,
ধ্রুবাতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মানন্দকলা।

দেবীর বৈদিক পরিচয় উপরে লিপিবদ্ধ হইল। মহাতারত
ও হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। এখন পৌরাণিক বিবরণ
বর্ণিত হইতেছে—

মহামায়ার আধিষ্ঠাব। কালিকাপুরাণের মতে, জ্যোতি-
র্ময় পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আবির্ভূত
হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সৃষ্টিহিত্তির সংরক্ষণের জন্য স্ব স্ব শক্তি
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহেশ্বর তাহা করিলেন না। তিনি
যোগে তন্ময় হইয়া রহিলেন। কুসুমশরের প্রভাবে ব্রহ্মা
নিজ সৃষ্ট সন্ধ্যার প্রতি অহরন্ত হন। এই কাণ্ডের অন্ত
মহাদেব তাহাকে যথেষ্ট উপহাস করেন। তাহাতে
মহাদেবও কিরূপে শক্তির সহিত মিলিত হইবেন, তৎপক্ষে
ব্রহ্মারও অনেকটা জেদ হইল। এদিকে মহাদেব পাণিগ্রহণ

না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না, কিন্তু মহাদেবের জীবন-সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত কোন রমণীও ছিলেন না। কাজেই সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

অবশেষে ব্রহ্মা অনেক চিন্তার পর দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, ‘সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুমারী ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারেন, এমন নারী কেহ নাই।’ আমি তাঁহার স্তব করিতেছি, অবশ্য তিনিই শিবকে মোহিত করিবেন। দক্ষ! তুমিও সেই অগম্যরীর পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্টারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন।’ ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ প্রজাপতি তিন সহস্র দিব্য বৎসর কঠোর তপস্বী করিয়াছিলেন। মহামারী প্রথমে ব্রহ্মা, তৎপরে ধ্যানস্থ দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তিনি ব্রহ্মার কামনা পূর্ণ করিবেন স্বীকার করিলেন এবং দক্ষকে বলিলেন, ‘আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্টারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্মিণী হইব। যখন তুমি আমাকে আর আদর করিবে না, তখনই আমি দেহত্যাগ করিব।’ পরে দেবী দক্ষপত্নী বীরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ক্রমে মহামারী শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। মহাদেবকে পাইবার জন্য মাতার আদেশে মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। যে মহাদেব বিবাহের সম্পূর্ণ বিধেয়ী ছিলেন, এখন সতীর রূপে ও পূজার তাঁহার মন টলিল, ভোলানাথ ভুলিলেন। সতীকে দেখা দিলেন। সতী বর প্রার্থনা করিলেন। দাক্ষারণীর কথা শেষ হইতে না হইতেই ‘তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও’ মহাদেব এই কথা বার বার বলিতে লাগিলেন। তখন সতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘আমার পিতাকে জানাইয়া আমার গ্রহণ করুন।’ এই বলিয়া সতী মাতার নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাদেবও হিমালয়প্রান্তে প্রবেশ করিয়া সতীর বিরহে ব্যাকুল হইলেন, ব্রহ্মাকে আপনায় মগ্নের কথা জানাইলেন। ব্রহ্মার মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি দক্ষকে গিরা শিবের মনোভাব জানাইলেন। দক্ষও প্রফুল্লচিত্তে সতীকে সম্প্রদান করিলেন। প্রকৃতিপুরুষের মিলন হইল। কৈলাসগিরি-কন্দরে ও হিমালয়ে মহাকোবী নদীপ্রপাতের নিকট শিবা শিবায়ীর সহিত নানারূপে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। দক্ষ মহাবজ্রের অমুষ্ঠান করিলেন। সকল দেবতাই তাঁহার গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, কেবল মহাদেব, কপালী, অন্তএব যজ্ঞার্ননহেন, এই জাতিরা দক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সতী তাঁহার অতি প্রিয়তমা হইলেও কপালীর ভাৰ্য্যা

বলিয়া সে বজ্রে দোষদর্শী দক্ষ তাঁহাকেও আত্মহন করি নাই। যখন সতী পিতার এই হর্ব্যবহারের কথা শুনিলেন ক্ষণমাত্র আর তাঁহার জীবনধারণের ইচ্ছা রহিল না তখন কোণারজনরনা সতী, যোগবলে শরীরের সকল বা রোধ করিয়া কুন্ডল করিলেন। সেই মহাকুন্ডলে তাঁহা প্রাণবায়ু ব্রহ্মরূপে তেজ করিয়া নির্গত হইল। মহাদেব গুণে আসিয়া বিজয়ার নিকট সতীর প্রাণত্যাগের কারণ শুনিলেন তখন দ্রোণপূর্ণ মহাব্রহ্ম অবিলম্বে দক্ষবজ্রে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। [দক্ষবজ্র দেখ] তখন ক্রতুভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তরণপূর্বক নিজ মায়াবো সতীর মৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। যজ্ঞাহুগামী ব্রহ্ম সতী নিকট আসিয়া ও তাঁহাকে মৃত দেখিয়া বজ্রের কথা ভুলি গেলেন, শুবদেহের পার্শ্বে বসিয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন সলিলে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হইল। মহাদেব সতীর শব স্নেহে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে বাইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্ম বিষ্ণু ও শনি এই তিন দেব সতীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতী অঙ্গ পতিত হইল, সেই স্থানেই পুণ্যতীর্থ বা মহাপীঠ হইল শিব মারী মোহিত হইয়া সতীশোকে বিলাপ করিতেছিলেন জগজ্জননী মায়াই ইহার কারণ। যতদিন না সতী পুনরা জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন তিনি নিকল পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামারী স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহামারী যোগনিদ্রা শিবের কদম্ব পরিভ্যাগ করিলেন।

সকল দেবতা তাঁহার চারিপাশে বসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘আপনি কে, মহাদেবি?’ তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আমি ব্রহ্মব্রহ্মপণী প্রকৃতিপুরুষায়ক জগৎ, আমি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। আমি শূন্য ও অশূন্য, আমি আনন্দ ও অনানন্দ, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, আমি ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা আধর্ষপ্রকৃতিতে ইহাই নির্দিষ্ট আছে। আমিই পঞ্চভূত ও অপঞ্চভূত, আমিই অখিল জগৎ, আমিই বেদ ও অবেদ, আমিই কল্পগণ ও বায়ুগণ, আমি আসিত্য ও বিশ্বদেব, আমি

সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের ভাষা গোরাহী বিদ্যাৎসদৃশী হইবে। শিবই ইহার যোগ্য বর। তৎকালে মহাদেব হিমালয়ের ওদধি প্রদেশগরের নিকট এক সাহুতে ধ্যানরত ছিলেন। গিরি-রাজ এখানে আসিয়া একদিন যথাবিধানে মহাদেবের পূজা করিলেন। মহাদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আসিয়াছি, কিন্তু যেন কোন ব্যক্তি এখানে না আসিতে পারে, তাহাই করা।” গিরিরাজ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কেবল তিনি নিজ তনয়কে মহাদেবের পূজারি অন্তঃস্থ করিলেন। কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক শত্ৰু সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মন সহজে ভুলিল না। ক্ষৌর সাধ্য সাধনার মহাদেব দেখিয়াও দেখিলেন না।

এদিকে তারকাসুর প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্যে অধিকার করিয়া বলিল। দেবতারা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ সময় মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন কেহই তারকাসুরকে বধ করিতে সক্ষম নহে, ত্রাক্ষা একথাও সকলকে বলিলেন। মহাদেবকে মোহিত করিবার জন্য মদন রতি ও বসন্তের সহিত প্রেরিত হইলেন। এবার কুম্ভনাথের শত্রু সন্ধান বার্থ হইল। মহাদেবের কোধানলে তিনি তন্নীভূত হইলেন। তাহাতে ভগবতীর বিরহ আলা আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি পক্ষতপা করিয়া ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িলেন। (হরিবংশে লিখিত আছে, মেনকা কস্তার ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ‘উ মা’ আর তপস্তা করও না, তাহা হইতেই ভগবতীর উমা নাম হইল।)

এদিকে সর্গাকারী কবি কি স্থির থাকিতে পারেন? দেবীকে সর্বদেবভক্তের সর্ব মহাজিগুরস্বরী সত্যমেতং ললিতাখ্যং বস্ত তদন্তীতীয়স্বার্থং পরং ব্রহ্ম। পঙ্করূপপরিভ্যাগাদম্বরূপপ্রহরণতঃ অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিত্তিতে মহদ্বিত্তি। প্রজ্ঞানং ব্রহ্মত্বিত্তি বা অহং ব্রহ্মাস্মিত্তি বা ভাষ্যতে। তত্ত্বমসী-ত্যেব সন্তাব্যতে অন্নমাস্মা ব্রহ্মত্বিত্তি বা ব্রহ্মবাসস্মিত্তি বা যোহহমস্মিত্তি বা সোহহমস্মিত্তি বা যোহসৌ সোহহস্মিত্তি বা বা ভাব্যতে সৈবা যোড়শী ত্রিবিদ্যা পঞ্চদশাস্মরী ত্রিমহা-ত্রিপুরাস্বরী বালাধিকৈতি বগলৈতি মাতঙ্গীতি স্বরস্বর-কলাগীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডীতি চণ্ডীতি বারাহীতির-করীণী রাজমাতঙ্গীতি বা অশ্বারূঢ়ীতি বা প্রত্যাহ্বিতা ধ্রুবাতী শুব্রী গায়ত্রী সরস্বতী ব্রহ্মাণ্ডকলৈতি। ঋচোজঙ্করে পরমে যোমন্য বসিন্দে দেবী অধিবিন্দে নিসেদুঃ যঃ তন্ন বেদ কিং-খচা করিবাতি য ইত্যবদ্বিঃ ত ইয়ে সমাসতে ইত্যুপনিবদ।”

দেবীই সর্গাধে একমাত্র ছিলেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি

প্রভৃতি, বর্বেভাক্তে দেখিয়া পার্বতীকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, ‘ভিন্নাঙ্গনভ্রামলে কালি! তুমি উৎকর্ষী প্রভৃতির সহিত আলাপ কর।’ এই বলিয়া তিনি কালীর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। ‘ভিন্নাঙ্গন ভ্রামলা কালী’ এই কথা শুনিয়া ভগবতীর কোথোজেক হইল। তিনি অঙ্গযোগের সমক্ষে মহাদেবের ঐ কথার আপনাকে নিম্নিত বোধ করিলেন ও শৈলশিখরে গুপ্ত হইয়া প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব অনেক খুঁজিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মহাদেবকে বিশেষ কাতর জানিয়া সতী দেখা দিলেন। মহাদেব তাঁহার মান ভাঙিতে গেলেন, কিন্তু কালী মানভয়ে বলিলেন, “যে পর্যন্ত আমার শরীর সোণার মত গোর না হয়, সে পর্যন্ত আমি তোমার সহবাস করিব না।” এই বলিয়া মহামায়া মহাকৌরীপ্রপাত নামক হিমালয় সাহুতে গমন করিলেন। এখানে তপস্যায় এক শত বৎসর অতিবাহিত হইল। তপস্যাক্তে তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল মহাদেবকেই দেখিতে লাগিলেন। এখন দেবীর অজীঠ সিদ্ধ হইল, আকাশগন্ধার জলে স্নান করিয়া কালী বিদ্যাৎসদৃশা গৌরবর্ণ গৌরী হইলেন। (কালিকাণ্ড ৪৫ অঃ)

কার্তিক গণেশ ইহার পুত্র। ইনিই মহিবীমদ্বিরূপে মহিষাসুরকে নিধন করেন।

দেবীভাগবতে দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগণ মহিষাসুরের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সকলে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা আবার শিব ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিম্বলোকে উপস্থিত হইলেন। এখানে বিম্বলোকে সকলে জানা-ইলেন যে ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবস্থা হইয়াছে। স্ত্রীরা বরদানের বলে সে বড়ই উদ্ধত ও গর্বিত হইয়া পড়িয়াছে, এদিকে এমন রমণীও দেখি না’ যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। এখন বাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার একটা উপায় বিধান করুন। বিম্বলোকে তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, যদি সেই অস্তুরকে বধ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব তেজের নিকট প্রার্থনা কর, যেন উৎপন্ন তেজসমূহ সমবেত হইয়া এক নারীরূপে স্রাবিত হন। সেই নারীকে আমরা কস্তাদির ত্রিশূল প্রভৃতি দিব্য-অস্ত্রে কৃত্রিম করিব। সেই নারীই মদগর্জিত অস্তুরকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। তখন ব্রহ্মার মুখ হইতে পদ্মরাগমণির ভাষা রক্তবর্ণ হুঃসহ তেজ উৎপন্ন হইল। এইরূপ শব্দের শরীর হইতে অত্যন্ত রোপ্যবর্ণ, বিম্বল শরীর হইতে নীলবর্ণ,

ইন্দের শরীর হইতে জিহ্বাশরীর বিচিহ্নবর্ণ, কুবের সম অনল ও বরুণের শরীর হইতে একেবারে স্নমহৎ তেজঃপূজ প্রাচ-
ত্ব হইল, পরে অস্ত্রাঙ্গ দেবগণের শরীর হইতে তাহার
তেজ নির্গত হইল। তখন সেই মহাতেজের সমষ্টি অতীব
উজ্জল হইয়া উঠিল। সেই তেজোরাশি অবলোকন করিয়া
বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। অকস্মাৎ সেই তেজঃ-
পূজ হইতে এক অদ্বিতীয় রমণীমূর্তি আবির্ভূত হইয়া সকলের
বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এই রমণী মূর্তিই মহালক্ষ্মী, এই
ভুবনমোহিনীর বাহু অষ্টাদশ, মুখমণ্ডল খেতবর্ণ, নয়ন কৃষ্ণবর্ণ,
অধর রক্তবর্ণ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ। তিনি দিব্যভূষণভূষিতা
কমনীয়া কান্তিধারিণী; তাহার সহস্র বাহু হইলেও অমুর-
গণের বিনাশের নিমিত্ত তেজোরাশি হইতে অষ্টাদশভূজরূপে
আবির্ভূত হইলেন। (দেবীভাগ ৮।৮ অঃ)

কাহার তেজ হইতে তাহার শরীরের কোন স্থান উৎপন্ন
হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও দেবীভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

শঙ্করের তেজ হইতে তাহার সুবিপুল খেতবর্ণ ও মনো-
হর মুখকমল, যমের তেজ হইতে আজ্ঞাচলনবর্তী কৃষ্ণবর্ণ
মনোহর কেশকলাপ, অগ্নির তেজ হইতে মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ-
তারকাযুক্ত ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ এইরূপ জিনয়ন; সন্ধ্যার
তেজ হইতে কৃষ্ণবর্ণ জয়মূল, বায়ুর তেজ হইতে নাতিদীর্ঘ
নাতিস্থল শ্রবণযুগল, কুবেরের তেজ হইতে তিলকুল সদৃশ
নাসিকা, দক্ষাদির তেজ হইতে কুলকুসুম সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি,
অরুণের তেজ হইতে রক্তবর্ণ অধর, কার্তিকের তেজ হইতে
রমণীয় ঠোঁট, বিষ্ণুর তেজ হইতে অষ্টাদশ বাহু, বহুগণের
তেজ হইতে রক্তবর্ণ অঙ্গুলি সকল, সোমের তেজ হইতে উত্তম
স্তনযুগল, ইন্দের তেজ হইতে জিবলীযুক্ত মধ্যমূল, বরুণের
তেজ হইতে অস্ত্রাঙ্গ ও উরুযুগল এবং পৃথিবীর তেজ হইতে
বিপুল নির্ভীক উৎপন্ন হইল। তখন সেই পরাশক্তিকে দেবগণ
এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিলেন;—বিষ্ণু চক্র, শঙ্কর
শূল, অরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতগ্রী, বায়ু বাণপূর্ণ তুণ, ইন্দ্র বজ্র, যম
কালদণ্ড, ব্রহ্মা গজাঙ্গুলপূর্ণ কমণ্ডলু, বরুণ পাশ ও পদ্ম, কাল
খড়্গ ও চর্ম্ম, কুবের সুরাপূর্ণ পানিপাত্র, বিশ্বকর্মা পয়স ও
গদা প্রদান করিলেন। এইরূপ অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহা-
দেবী সিংহের উপর আরোহণ করিয়া অমুর বিনাশে অগ্র-
সর হইলেন। ষোড়শের বৃদ্ধের পর মহাদেবীর হস্তে মহিষ-
াসুর পরাজিত ও নিহত হইলেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও সর্বদেবের তেজ হইতে সহস্রভূজা মহিষ
মর্দিনীর আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে
মহামারীর আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে—

“যদিও মহাদেবী (দশভূজা) দক্ষিণ মহিষাসুরকে বধ
করিয়াছিলেন, তবে আবার তিনি (যোড়শভূজা) ভজ-
কালীরূপে যে মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, এরূপ বনি-
বার কারণ কি? দেবগণ বর্ধন সেই ভজকালী মূর্তি দর্শন
করিয়াছিলেন, তখন দেবীর পাদদেশে মহিষাসুর নিপতিত
ও তাহার ক্রদয়ে শূল কিম্বদেখিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ
কি?” ঠাকুর কহিলেন, “হে মহারাজ! বৈষ্ণবে মহিষের সহিত
ভজকালী প্রাচুর্য্য হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় বলিতেছি শ্রবণ
কর। বীর মহিষাসুর একদিন নিশাযোগে পর্ব্বতে নির্জী যাইতে
যাইতে অতি নিদ্রাক্রম তরুণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন
মহামারী ভজকালী অতি ভীষণভাবে মুখবিশ্ভারপূর্ব্বক ধ্বজা
ধারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিতেছেন।
প্রাতঃকালে মহিষাসুর অতিশয় ভীত হইয়া আপনার অমুর-
বর্গের সহিত সেই মহামারীর পূজা করিল। অনন্তর মহা-
দেবী মহিষাসুর কর্তৃক প্রপূজিত হইয়া যোড়শভূজা ভজকালী
রূপে আবির্ভূত হইলেন। তাহার পর মহিষাসুর মহামারীকে
প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল, দেবি! আমি সত্যই স্বপ্নে
দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান
করিতেছেন। তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনি আমার
কবির পান করিবেন। আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে
শঙ্কহ নাই, আমারও তাহাতে ছঃখ নাই। পূর্বে আমার পিতা
আমার ভ্রাতৃ আপনার সহিত শস্ত্র আরাধনা করিয়াছিলেন,
তাহাতেই আমার অন্ন হয়। আমি ইন্দ্র প্রাণ হইয়াছি ও
অশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য নির্বিবাদে উপভোগ করিয়াছি,
সুতরাং আর আমার বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। এখন
আপনার আশ্রয় এই মাত্র আমার প্রার্থনা। নিবিল যজ্ঞ
যাহাতে আমি পূজ্য হই, তাহা করুন। কতদিন স্বর্গ
ধাকিবে, ততদিন যেন আমি আপনার পদত্যাগ না করি,
এই বর প্রদান করুন। মহাদেবী কহিলেন, যজ্ঞের এমন
একটী ভাগ নাই, যাহা এখন আমি তোমাকে দিতে পারি।
কিন্তু তুমি যুদ্ধে আমাদের নিহত হইয়াও কোনকালে আমার
পদত্যাগ করিবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই
স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে।

তখন মহিষাসুর দেবীকে পাদদ্বয়ে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, পুরমেশ্বর! যজ্ঞে আপনায় কোন কোন মূর্তি
সহিত আমি পূজ্য হইব? দেবী কহিলেন, উগ্রচণ্ডী, ভজকালী
ও দুর্গা এই তিন মূর্তিতে তুমি সর্বদা আমার পাদদ্বয়ে হইয়া
মহাশয় দেব ও রাক্ষসগণের পূজ্য হইবে। আদি স্থিতে আমি
অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডী মূর্তিতে তোমাকে বিনাশ করিয়াছি।

দ্বিতীয় স্রষ্টিতে এই (বোড়শভূজা) ভক্তকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। এখন (দশভূজা) দুর্গারূপে অমৃতবর্ণের সহিত তোমাকে বধ করিবু।

• দুর্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে—

পুরাকালে দুর্গা নামে রুদ্রর এক পুত্র ছিল, এই মহাদৈত্য তপস্শর বলে জিলোক জয় করিয়া আপনার অধীন করিয়া ছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলের পদই কাড়িয়া লইয়াছিল। তাঁহার উদ্বে শ্বশিগণের তপস্শা ও ব্রাহ্মগণের বেদপাঠ শব্দ হইল। মহাবিপদে পড়িয়া দেবগণ মহেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অসুরকে বিনাশ করিবার জন্ত দেবীকে পাঠাইলেন। মহাদেবী দেবগণকে অভয় দিয়া যুদ্ধের উল্লেখ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কালরাত্রি নামী রুদ্রাণীকে দৈত্যকে আনিবার জন্ত পাঠাইলেন। দুর্গাসুর সেই মনোরমা রুদ্রাণীর রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছে বলিয়াও তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না। দৈত্যাসুরগণ যেমন কালরাত্রিকে ধরিতে যাইবেন, অমনি দেবীর হস্তারে সেই রক্ষিগণ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তখন দুর্গাসুরের আদেশে অমৃত সন্ধ্যাক অসুর আসিয়া সেই দেবীকে ধরিবার উপক্রম করিল। তাঁহার নিঃশ্বাস বায়ুতে দৈত্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দেবীও আকাশমার্গে উঠিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গাসুর দৈত্যবীরবর্গের সহিত তাঁহায় অহুগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই মহাসুরাগণ বিষ্ণুচক্রে আসিয়া সহস্রভূজা, মহাতেজা, মহাপ্রহরণা মহাদেবীকে দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, কালরাত্রি আসিয়া দেবীর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। দুর্গাসুর মহামায়ার রূপ দর্শন করিয়া কামশরে গীড়িত হইল এবং যে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে বিশেষরূপে পারিতোষিক দিবার লোভ দেখাইল। তখন দৈত্যবীরগণ ভগবতীকে ধরিবার জন্ত ছুটিল। কিন্তু কাহাকেও মহামায়ার সম্মুখীন হইতে হইল না। সকলেই পরাজিত হইল। পরে দুর্গাসুর নিজে মহাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

মহাদেবীর শরীর হইতে শক্তিগণ উৎপন্ন হইয়া দৈত্যসেনা ধ্বংস করিতে লাগিল। দুর্গাসুর সেনাগণের হৃদশা দর্শন করিয়া মহাগজ মূর্তিধারণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। মহাদেবী পাশাঙ্গ প্রহারে তাঁহার ভীমগুণ বিধ্বং করিয়া ফেলিলেন। তখন দৈত্যপতি আবার মহিবরূপ ধারণ করিয়া

দেবীকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দেবী ত্রিশূলদ্বারা তাহাকে ভূমিশায়ী করিলেন। অবিলম্বে সেই দৈত্য সহস্রভূজ পুনঃ মূর্তিধারণ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবিলম্বে দেবী একটি মহাস্র নিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দুর্গাসুর নিহত হইল। বর্গে চন্দ্রুতি বাজিতে লাগিল। দেবগণ দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে মহাদেবী দুর্গা নামে বিখ্যাত হইলেন। (কাশীখণ্ড ৭২ অঃ)

কালিকাপুরাণে একস্থলে লিখিত আছে—সেই দশভূজা জগদ্ধাত্রীই মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। ইনিই আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী দিন প্রোহত হইয়াছিলেন। পরে শুক্লপক্ষে সপ্তমীর দিন দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ তাঁহাকে নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া ছিলেন। নবমীতে মহাদেবী নানাবিধ উপচারে পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে বিনাশ করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিস্তৃত হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। পুরাকালে সায়জুব মনুষ্যের এই দশভূজা দেবগণ কর্তৃক পূজিত হন। সপ্তশতীচতীর মতে—স্বারোচিষ মনুষ্যের সুরথ রাজা ও সমাধি নৈশ্র দেবীর পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে, ভারতভূমে সর্বপ্রথম মনুষ্য রাজাই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবত, মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ, বৃহদ্রাশি-কেশবপুরাণ ও বৃহদ্রাশিপুরাণে রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত আছে। কালিকা-পুরাণে ও বৃহদ্রাশিপুরাণে লিখিত আছে—রামের শ্রুতি অনু-গ্রহ ও রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাজিকালে মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। মহাভাগবতে আছে—রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্ত একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখেন। তখন রামচন্দ্র আপনার একটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে অগ্রসর হন। দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কাহারও মতে, রাবণ বসন্তকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, এই জন্ত তাহা বীণসতীপূজা নামে খ্যাত।

[বাসন্তীপূজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্গোৎসববিধি।—শরৎকালে বার্ষিক যে মহাপূজা করা হয়, তাহাকে শারদীয়া মহাপূজা কহে এবং এই পূজার চারিটি প্রধান কর্ম্ম স্নান, পূজা, হোম ও বলিদান। এই পূজা তিথিভিন্ন ব্যাপিয়া করিতে হয়।

“শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে বা চ বাষিকী।

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্মস্বরী শুভা।

তাং তিথিভিন্নমাসাদ্যা কুর্ধ্যাত্ত্যয়া বিধানতঃ।”

‘চতুঃকর্মস্বরী মণনপূজনবলিদানহোমরূপা সা।’

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে প্রত্যেকেরই এই পূজা অবশ্য কর্তব্য, যাঁহারা মোহ আলস্য দণ্ড বা ঘেবপূর্বক পূজা না করেন, তাহাদের প্রতি দেবী ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সকল প্রকার অভিলাষ নষ্ট করেন। এই শরৎকালীন চুর্গা পূজার সকল প্রকারে নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা না করিলে প্রত্যাব্যভাগী হইতে হইবে। (তিথিত°)

“বিশ্বরীচের চরে চৈব লগ্নে কেন্দ্রগতে রবে।

বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসৃজ্যনং।

যো মোহাদপথবালভ্যাদেবীং চুর্গাং মহোৎসবে।

ন পূজয়তি দম্বাধা ঘোষাধাপ্যথ ভৈরব।

ক্রুদ্ধা ভগবতী তন্ত কামানিষ্টান্ নিহন্তি বৈ।”

চুর্গা পূজা করিলে দেবতা সকল প্রীত হন এবং যিনি পূজা বিধির অহুষ্ঠান করেন, তিনি অতুল বিভূতি ও চতুর্ভুজ ফল লাভ করেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ ইহার মধ্যে যিনি যাহা অভিলাষ করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করেন, তিনি অচিরে তাহা প্রাপ্ত হন। সমাধি নামক বৈশ্ব ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া সমাধি বৈশ্ব নির্বাণ ও সুরথ রাজা রাজ্যাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে যে কোন অভিলাষ করিয়া দেবীর পূজা করে, তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, মুখস্থ মুক্তিলাভ করে, এই সকল কারণে প্রত্যেকেরই এই পূজা করা অবশ্য কর্তব্য। এই পূজার ৭টা কল্প বিহিত আছে—এই সকল ৭টা কল্পের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে যে কোন কল্পে পূজা করিতে হইবে।

নবম্যাদি কল্প।—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণানবমী হইতে আশ্বিন মাসের মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা হয়, তাহাকে নবম্যাদি কল্প কহে। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যে পূজা করা যায়, তাহাকে প্রতিপদাদি কল্প, আশ্বিন শুক্লাষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টমী হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত অষ্টম্যাদি কল্প, কেবল মহাষ্টমীর দিন অষ্টমীকল্প, এবং মহানবমীর দিন নবমীকল্প; এই সপ্তবিধকল্প উল্লিখিত হইয়াছে। এই সপ্তবিধ কল্পদ্বারা ইহার নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি যেকল্প অবস্থাপন, তিনি এই সপ্তবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পে পূজা করিতে পারেন।

“তত্ত্বচনাত্ কৃষ্ণনবম্যাদি-প্রতিপদাদি-ষষ্ঠ্যাদি-সপ্তম্যাদি

মহাষ্টম্যাদি কেবলমহাষ্টমী কেবলমহানবমী পূজারূপকমা উন্নয়ন।” (তিথিত°)

কল্পারম্ভের পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না। যেহেতু এইরূপ লিখিত আছে—

“ব্রতযজ্ঞবিবাহেহু শ্রাদ্ধে হোমোহর্চনে জপে।

আরকে স্তবকং নস্তাদনারকে তু স্তবকং।” (তিথিত°)

ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চনা ও জপ আরম্ভ হইলে স্তবক অশৌচ হয় না, অনারক হইলে স্তবক অশৌচ হয়।

চুর্গোৎসব ব্রত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পূজা সাধিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ। সাধিকী পূজার নিরামিষ নৈবেদ্য, জপ ও যজ্ঞাদি, পুরাণাদিতে কীর্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ, এবং দেবীস্তুত জপ প্রভৃতি করিতে হয়। বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা যে পূজা করা যায়, তাহাকে রাজসী পূজা কহে। জপ যজ্ঞ বিনা সুরমাংসাদি উপহারে যে পূজা হয়, তাহাকে তামসী পূজা কহে। এইরূপ পূজা স্নেহগণ ও দম্মগণ অহুষ্ঠান করিয়া থাকে।

“শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিণীয়তে।

সাধিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি বিশ্রুতিঃ।

সাধিকী জপযজ্ঞাষ্টৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।

মাহাত্ম্য ভগবত্য্যশ্চ পুরাণাদিসু কীর্তিতং।

পাঠস্ত্যজপঃ শ্রোতঃ পঠেদেবী মনাস্তথা।

দেবীস্তুতজপৈশ্চৈব যজ্ঞো বহিষু তর্পণং।

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।

সুরমাংসাহ্যাপাংহারৈর্জপযজ্ঞৈ বিনা তথা।

বিনা মন্ত্রৈস্তামসী শ্রাব্য কিরাতানাস্ত সন্ততা।” (তিথিত°)

পূজাশ্লে পূজকের তপোযোগ অধিক থাকে এবং পূজার আতিশয্য ও দেব প্রতিকৃতির স্বরূপ হয়, সেইশ্লে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।

“অর্চকস্ত তপোযোগাদর্চনশ্রুতি শায়নাৎ।

আভিরূপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমুচ্ছতি।” (তিথিত°)

নবম্যাদিকল্প—রবি কভারদ্বিশিতে গমন করিলে অর্থাৎ আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিতে হইবে। যদি নবমীতে আর্দ্রানক্ষত্র না হয়, তাহা হইলে কেহ নবমীতে বোধন হইবে! কালিকাপুরাণের মতে নবমীতে অষ্টাদশভুজার বোধন ও ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধন করা কর্তব্য। আর্দ্রের মতে, ইহা সঙ্গত নহে কারণ কামাখ্যাপঞ্চমুষ্টি প্রাকরণে এইরূপ লিখিত আছে—

“শরৎকালে পূজা যম্মাত্ নবম্যাং বোধিতাস্ততঃ।

শারদা সা সমাখ্যাত্যা পীঠে লোকে চ নামতঃ।

রূপমস্তাঃ পুরা শ্রোক্তং সিংহকং দশ বাহতিঃ ।

রূপমেবং দশভুজং পূর্বেকুক্তং বিচিত্রয়েৎ ।*

উগ্রচণ্ডোতি না মূর্তি ভক্তকালী স্বহং পুনঃ ।

বরা মূর্ত্যা স্বঃ হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥” (তিথিত*)

পূর্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবগণ কর্তৃক যে দবী বোধিত হইয়াছে, তাহার নাম শারদা, ইনি দশবাহা-মহিতা এবং সিংহবাহিনী । ইত্যাদি পূর্বেকুক্ত বচনানুসারে হিমাশ্বরের পাদলগ্ন হেতু পূজার বিষয় পূর্বে উক্ত হই-
য়াছে । কিন্তু অষ্টাদশভুজার মহিষাসুরের প্রতি পাদলগ্ন
স্তাবনা নাই ইত্যাদি কারণে নবমীতে বা ষষ্ঠীতে দশভুজার
বাহনই যুক্ত । “দুর্গায়াঃ পাদলগ্নে ন মহিষাসুরস্ত পূজাঃ
পূর্বমুক্তঃ অতএব অষ্টাদশভুজায়াঃ পাদলগ্নঃ মহিষাসুরস্ত
সম্ভবতি তদ্বাদশভুজায়াঃ নবম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা বোধনং ।”

(তিথিত*)

নবমীতে বোধন করিয়া জ্যোতানকত্রযুক্ত ষষ্ঠীতে বি-
ক্ষে আমন্ত্রণ, মূলানকত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ, পূর্বা-
র্জানকত্রযুক্ত অষ্টমীতে পূজা হোম ও উপবাস, উত্তরাধাতা-
নকত্রযুক্ত নবমীতে বিবিধ বলিদ্বারা শিবাকে পূজা ও শ্রবণা-
নকত্রযুক্ত দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিতে হইবে ।
পূর্বে যে সকল নকত্র উক্ত হইল, ঐ সকল তিথিতে যদি ঐ
সকল নকত্র যোগ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল তিথিতেই
মহাদি হইবে, নকত্রের কথা বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা
লগ্নাতিশয়ের জ্ঞা । যদি ঐ তিথিতে পূর্বেকুক্ত নকত্রের যোগ
হয়, তাহা হইলে পূজাতেও বিশেষ ফল হয় ।

“ঈষে মাস্ত্রিস্তে পক্ষে কভারশিগতে রবৌ ।

নবম্যাং বেধং দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥

জ্যোতানকত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিদ্যাভিমন্ত্রণং ।

সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং ॥

পূর্বাধাতুতাপ্তম্যাং পূজাহোমাদ্র্যপোষণং ।

উত্তরেণ নবম্যাক্ত বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবং ॥

শ্রবণেন দশম্যাক্ত প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥” (তিথিত*)

প্রতিবৎসর কভারশিত্তে হুয়া অবস্থান করিলে অর্থাৎ
আশ্বিনমাসে কর্তব্যার্থের অনুপপত্তি হেতু সিংহকে অর্থাৎ
ভক্তমাসে বোধন এবং তুলার অর্থাৎ কার্তিক মাসে স্থাপনাদি
করিবে । কিন্তু মলমাসে করিবে না । যদি আশ্বিন মাস
মলমাস হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসে পূজাদি কিছুই হইবে

* সর্ভের এই স্থানে কিছু বিরোধ দেখা গাইতেছে । কারণ কালিকা-
যোগে দশভুজা, বোড়শভুজা ও অষ্টাদশভুজা এই তিন মূর্তিরই পাদলগ্নে
মহিষার থাকিবে ও পূজা হইবে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ।

না, কার্তিক মাসে হইবে । এইরূপ হলে ভক্তমাসে বোধন ও
কার্তিক মাসে পূজা হইবে, ভক্তের কৃপানবমী হইতে প্রতি-
দিন দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজাদি করিতে হইবে । “প্রতি-
বর্ষং কভার্কৈ কর্তব্যানুপপত্তেঃ সিংহার্কৈঃ পি বোধনঃ
তুলার্কৈঃ পি স্থাপনাদিকঃ ক্রিয়তে চাত্রকৃত্যং কভার্কৈ
মলমাসে ন তদারভ্যতে যদি পূর্বমারকঃ তদা মলমাসে পি
পূজা দেবীমাহাত্ম্যপাঠাদিকঃ প্রভাং কর্তব্যমেব ॥” (তিথিত*)

কৃপানবমীতে যে বোধন হইবে, তাহা দেবকৃত্যহেতু
পূর্বাঙ্কে হইবে, যদি উত্তরদিন পূর্বাঙ্কে নবমী লাভ হয়, তাহা
হইলে পূর্বদিনে এবং পূর্বদিনে যদি অর্জানকত্র হয়, তাহা
হইলে পূর্বদিনে পূর্বাঙ্কসময়ে দেবীর বোধন হইবে ।
বোধন কার্যে যে রাত্রিপদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দেব-
রাত্রিপদ জানিতে হইবে । দক্ষিণায়ন দেবতারিণের রাত্রি,
এই জ্ঞাত রাত্রিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে । যদি পরদিনে
অর্জানকত্র লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে বোধন হইবে
এবং পূর্বাঙ্কেতর সময়ে যদি অর্জানকত্র লাভ হয়,
তাহা হইলে অর্জানকত্রানুগোষে পূর্বাঙ্কেতরকালে বোধন
হইবে ।

“তত্র কৃপানবম্যাং দেবকৃত্যে ন পূর্বাঙ্কে বোধনং ।

উত্তরদিনে পূর্বাঙ্কে নবমীলাভে পূর্বদিনে অর্জানকত্রো-
ষে পূর্বাঙ্কে বিনা দিব্যমাত্র যুগ্মাদয়ং বিনাপি পরদিনে
বোধনং উত্তরদিনে পূর্বাঙ্কে নবম্যর্জলাভে পূর্বদিনে বোধনং
যুগ্মাং ॥” (তিথিত*)

ষষ্ঠীতে বোধন করিতে হইলে সায়াংকালে বোধন করিতে
হয় । যাহারা নবমীতে বোধন করিতে সমর্থ হন না, তাহারা ই
ষষ্ঠীতে সায়াংকালে বোধন করিবে ।

“ষষ্ঠ্যাং বিবর্তরৌ বোধঃ সায়াং সন্ধ্যাক্ত করয়েৎ ॥”

ষষ্ঠীতে বিবর্তকে সায়াংকালে দেবীর বোধন করিবে, যে
সময় সন্ধ্যা পরিস্ফুট হয় নাই, তারকা সকল যখন ভাল
করিয়া দেখা যায় না, এইরূপ সময়ই প্রকৃত বোধনের কাল ।

ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে বোধন আমন্ত্রণ করিতে হইবে, পত্নী-
প্রবেশের পূর্বদিনে যদি সায়াংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে
একদিনে বোধন ও আমন্ত্রণ হইবে । কিন্তু পত্নীপ্রবেশের
পূর্বদিন সায়াংকালে ষষ্ঠীলাভ না হইলে তাহার পূর্বদিন
সায়াংকালে বোধন এবং পরদিনে সায়াংকালে আমন্ত্রণ হইবে ।
যখন উত্তরদিনে সায়াংকালে ষষ্ঠী হইয়াছে, সেই সময় পর-
দিনে ষষ্ঠীতে বোধন হইবে । যদি উত্তরদিনই সায়াংকালে
ষষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে পূর্বাঙ্কে ষষ্ঠীতে বোধন করিবে ।

“ষষ্ঠ্যাং বোধনামন্ত্রণকরণে পত্নীপ্রবেশপূর্বদিনে

সায়ং বজীলাভে একদৈবোত্তরকরণং বদা তু পূর্কদিনে সায়ং-
বজীলাভ শুদা পূর্কোছাকোঁধনং পরদিনে সায়ং আমজ্ঞগং ।
বদা তুভয়দিনে সায়ং বজীলাভ শুদা পরেছকি "বঠ্যাং বোধনং
উত্তরদিনে সায়ং বঠ্যাভাবৈ পূর্কোছকি বঠ্যাং বোধনং ।" (তিথিত)

প্রতিপদাদি কল্প—আখিন মাসের শুক্লপক্ষে নবরাত্রক
বিধি অমুষ্ঠান করিবে । প্রতিপদাদি ক্রমে মহানবমী পর্য্যন্ত
বধাবিধানে পূজা করিতে হইবে । প্রতিপদে কল্পারম্ভ করিয়া
মহানবমী পর্য্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও পূজা করিতে হইবে ।
প্রতিপদে কেশসংস্কার ত্রব্য, দ্বিতীয়্য পট্টডোর, তৃতীয়াতে
দর্পণ, সিন্দূর ও অলঙ্কার, চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলক ও নেত্র-
মণ্ডল, পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ ও বর্ষাশক্তি অলঙ্কার, ষষ্ঠীতে সায়ং-
বিন্ধকর্তে বোধন, সপ্তমীতে পূজন, অষ্টমীতে উপবাস ও
অষ্টশক্তি পূজা, নবমীতে উগ্রচণ্ডা ও অস্ত্রাণ্য দেবতার পূজা,
বলিদান ও কুমারীপূজা করিতে হইবে, দশমীতে পূজা
করিয়া বিসর্জন করিতে হইবে ।

এইরূপ বিধিবারা বাহারা পূজা করে, তাহাদের সকল
অপাদ নাশ এবং পুত্র, দার, ধন ও ধান্যাদি বিবিধ সুখ লাভ
হয়; অন্যকালে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর গণ মধ্যে
পরিগণিত হয় । এই বিধানকে নবরাত্রক কহে ।

"আখিনে শুক্লপক্ষে তু কর্তব্যং নবরাত্রকং ।

প্রতিপদাদিক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ ॥

কেশসংস্কারত্রব্যাদি প্রদত্তাং প্রতিপদিনেং

পট্টডোরং দ্বিতীয়াং কেশসংস্কারহেতবে ॥

দর্পণঞ্চ তৃতীয়াং সিন্দূরালঙ্করণং তথা ।

মধুপর্কং চতুর্থীচ্ছ তিলকং নেত্রমণ্ডলং ॥

পঞ্চম্যাং অঙ্গরাগঞ্চ শক্ত্যালঙ্করণানি চ ।

বঠ্যাং বিন্ধকর্তে বোধং সায়ং সন্ধ্যাস্থ কারয়েৎ ॥

সপ্তম্যাং প্রাতঃরানীয়া গৃহমধ্যে প্রপূজয়েৎ ।

উপোষগমণাষ্টম্যামষ্টশক্তেঃ প্রপূজয়েৎ ॥

নবম্যুগ্রচণ্ডায়া শুভদেবার্চনং দ্বিবা ।

পূজা চ বলিদানঞ্চ তদ্ব্যতীতঃ প্রপূজয়েৎ ॥

কুমারী পূজনীয়া চ ভূয়সী চ ভূষণৈঃ ।

সংপূজ্যে প্রযগং কুর্ঘ্যাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ ॥

অনেন বিধিনা বস্ত্র দেবীং জীর্ণকতে নরঃ ।

বন্দ্যবৎ পালয়েত্তত্ত্ব দেবী সর্বাঙ্গাদি হিতং ॥

পুত্রদারদনকোঁনং সংখ্যা তত্ত্ব ন বিভক্তে ।

ভুক্তোহ পরমানন্দোঁগান্ প্রোত্রে দেবীগণো ভবেৎ ॥"

বঠ্যাদিকল্প—বজীর দিন প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ করিয়া
সায়ংকালে বিষশাখা ও ফলে দেবীর বোধন করিবে, দশমীতে

বোধিত বিষশাখা আনিয়া পূজা করিতে হইবে, অষ্টমীতে
পূজা ও আগরণ, নবমীতে প্রভুত বলিদান ও পূজা এবং
দশমীতে শাবরোৎসব বারাবিসর্জন করিতে হইবে ।

"বোধয়েদ্বিষশাখায়াং বঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ ।

সপ্তম্যাং বিষশাখাস্তান্ধ্যাত্য প্রতিপূজয়েৎ ॥

পুনঃ পূজ্যাং তথাষ্টম্যাং বিশেষণ সমাচরেৎ ।

আগরণঞ্চ যগং কুর্ঘ্যাৎ বলিদানিং মহানিশি ॥

প্রভুতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচরেৎ ।

ধারেন্দ্রশত্ৰুজাং দেবীং ছুর্গামন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥"

বিসর্জনং দশম্যাস্ত কুর্ঘ্যাৎ শাবরোৎসবৈঃ ।

ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥

ভগলিদ্ধাতিধানৈশ্চ ভগলিদ্ধাতিধানৈঃ ।

ভগলিদ্ধাক্রিয়াভিচ্ছ কুর্ঘ্যাচ্চ দশমীদিনে ॥" (ভবিষ্যপু.)

সাধারণতঃ প্রায় এই তিন কল্প দেখা যায়, নবম্যাদি
কল্প, প্রতিপদাদিকল্প ও বঠ্যাদিকল্প । অনেক স্থলে এই
ত্রিবিধ কল্পের মধ্যে যে কোন এক কল্পাসূত্রে ছুর্গা পূজা
হইয়া থাকে; কিন্তু কুলাচার অনুসারে বাহাদের যে কোন
কল্পের বিধান থাকে, তাহারা সেই কল্পাসূত্রে পূজা করিবে।
যেহেতু কুলাচার উন্নয়ন করা শাস্ত্রসম্মত নহে ।

কল্পারম্ভ হইলে সেইদিন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত পূজা
ও বিজয়াদশমীতে বিসর্জন করিতে হইবে এবং প্রতিদিন
দেবীমাহাত্ম্য ও ঋষিচ্ছন্দাদি পাঠ করিতে হইবে ।

"মাহাত্ম্যাং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্তিতং ।

পঠেচ্ছ শৃণুয়াগপি সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥"

পুরাণাদিতে কীর্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সকলকাম
সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠ করিবে। মার্কণ্ডেয়পুরাণাত্তর্গত চণ্ডী
এইরূপ লিখিত আছে—

"পরংকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী ।

তত্ভাং মমৈতন্মাহাত্ম্যাং শ্রদ্ধা ভক্তিসমম্বিতঃ ॥

সর্বাধাধাবিনিমুক্তো ধনধান্যস্তুতাষিতঃ ।

ধনুশ্চো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥" (চণ্ডী)

পরংকালে যে মহাপূজা হয়, তাহাতে আমার মাহাত্ম্য
অবশ্য পঠনীয়, বাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীমাহাত্ম্য পাঠ
বা শ্রবণ কবে, তাহারা সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত
হয় । [চণ্ডীপাঠ শব্দ দেখ ।]

নবম্যাদি কল্পারম্ভ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন
একবার করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। যে
কহ, বলেন, দেবীমাহাত্ম্য একবার পাঠ করিলে
হয় । প্রতিদিন পাঠ করিবার আবশ্যক কি? ইহাতে রত্নমল

এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, একবার পাঠ করিলে শাস্ত্রার্থ সিদ্ধ হয়, তাহাচ কলবাহালা হেতুঃ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা আবশ্যক।

“অত্র যতপি দেবীমাহাশ্রয়পাঠস্ত ‘সকল কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ’ ইতি জ্ঞানং সকলকরণাদেব তত্তদকলসিদ্ধির্জায়তে তথাপি তৎকলবাহালায় পুনঃ পুনঃ পাঠঃ।” (তিথিতত্ত্ব)।

প্রতিপদাদি কলে প্রতিপদ ছইতে মহানবমী পর্যন্ত ও ষষ্ঠাদি কলে ষষ্ঠী ছইতে মহানবমী পর্যন্ত পাঠ করিতে হইবে। নবম্যাদি কলে নবমীতে বোধন করিয়া পত্নীপ্রবেশ পূর্ক দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠীতে সারংকালে আমন্ত্রণ ও অধিবাস এবং নবমীর দিন বোধন করিতে অসম্ভব হইলে ষষ্ঠীর দিন বোধন, আমন্ত্রণ ও দেবীর অধিবাস করিতে হইবে।

বোধন ও আমন্ত্রণের মন্ত্র ভেদানুসারেই পৃথক্ অর্থাৎ দুইটা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ পৃথক্, এইরূপ হুতি হইয়াছে। বোধন মন্ত্র—

“শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥

ঐঃ রাবণস্ত বধার্থায় রামস্বাহুগ্রহায় চ।

অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্থির কৃতঃ পুরা ॥

অহমপাশ্বিনে তত্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীঃ।

শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে ॥

তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।

যথৈব রামেণ হতো দশাস্ত্র স্তথৈব শত্রু নৃ বিনিপাতয়ামি ॥”

আমন্ত্রণের মন্ত্র—

“মেরুমন্ডারূকৈলাসহিমবচ্ছিত্রে গিরৌ।

জাতঃ শ্রীকলবৃক্ষ ত্বং অধিকার্যঃ সদশপ্রিয়ঃ ॥

শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ।

নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গা স্বরূপতঃ ॥”

এই দুইটা মন্ত্রদ্বারা বোধন ও আমন্ত্রণ এই দুইটা পৃথক্ অর্থাৎ বোধনের সময় পূর্কোক্ত বোধনমন্ত্র এবং আমন্ত্রণ সময়ে আমন্ত্রণের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

সপ্তম্যাদিকল্প। আশ্বিনমাসের শুক্লা সপ্তমী ছইতে মহানবমী পর্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হইবে। সপ্তমী তিথিতে কল্পরত্ন করিয়া নবপত্রিকা ও মুখ্যরী ভগবতী প্রতিমাপূজা ও অষ্টমীতে মহান্নান করাইতে হইবে। পঞ্চগব্য, গায়ত্রী, কষায়, গন্ধাদি, তীর্থব্যুরি, সকল প্রকার ওষধি, ভগ্নার, কলস, পুষ্পরত্নাদি, তেয় প্রভৃতি এবং গীতবাদিত্র-নন্দী সহকারে মহান্নান করাইতে হয়। পরে পূজা, নানাবিধ উপহারাদি দ্বারা নৈবেদ্য ও তিলধাত্তাদি সংযুক্ত বিবপত্র দ্বারা হোম করিতে হইবে। সংসারে যে সকল কাম্য হইয়া আছে, তাহা এই হোম দ্বারা হয়, এবং দীর্ঘায়ু, পুত্র ও

বিপুল ধনমুত্তাদি লাভ হয়। নবমীতে এই বিধি অনুসারে পূজা এবং দেবীর প্রীতির নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। এইরূপ বিধি অনুসারে পূজা করিলে ইচ্ছায় বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে দেবীপুরে গতি হয়।

“আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।

তত্র পূজাবিশেষণ কর্তব্যম্ মম মানবৈঃ ॥

বিশেষঃ তত্র বক্ষ্যামি শৃণু পুত্রক সম্বতঃ।

সপ্তম্যাং পত্রিকাপূজা রত্নাদি নবতিষ্ঠুতা ॥

মহীময়ী চ মূর্তি মৈ পূজ্যমুদনবৃদ্ধয়ে।

অষ্টমী সা মহাপূজ্যা তিথিঃ প্রীতিকরী মম ॥

কুর্ধ্যাত্তত্র মহান্নানং পঞ্চগব্যযুতৈস্তথা।

গায়ত্রীভিঃ কষায়ৈশ্চ গন্ধাদৈস্তীর্থব্যুরিভিঃ ॥

ওষধীভিঃ সর্করাভিঃ ভূজাভিঃ কলসৈস্তথা।

গীতবাদিত্রনাট্যেন স্নাপয়েন্মাক্ষ তক্তিতঃ।

পূজা সহপহারৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ মনোহরৈঃ ॥

বিষপত্রৈঃ স্তুতাক্তৈশ্চ তিলধাত্তাদিসংযুতৈঃ।

জুহুয়াচ্ছলিতে বহৌ তত্ৰ পুণ্যকলং শৃণু ॥

সংসারে যানি সৌখ্যানি কাম্যানি নরপুঙ্গব।

দীর্ঘমায়ুর্ধনঃপুত্রং বিপুলং ধনধান্যকং।

লভতে মৎপ্রসাদেন অন্তে মম পুত্রং ব্রজেন ॥

অনেন বিধিনা যন্ত নবমীমতিবাহরেন ॥

ভূক্তে চ বিপুলান্ ভোগানন্তে শিবপুত্রং ব্রজেন ॥”

পত্নীপ্রবেশ-ব্যবস্থা—মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে বা কেবল সপ্তমীতে পূর্কাত্ম সময়ে পত্নীপ্রবেশ অর্থাৎ নব-পত্রিকা স্থাপন করিতে হইবে, উত্তর দিন যদি পূর্কাত্ম লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে পত্নীপ্রবেশ হইবে। ইচ্ছাতে তিথিযুগ্মাদি আদরণীয় হইবে না।

“ততঃ সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং কেবলার্যঃ উভয়ত্র পূর্কাত্মে সপ্তমীলাভে পরত্র।

“বৃগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিঞ্চ সপ্তমী পার্শ্বতী প্রিয়া।

রবেরুদয়মীকন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

“পূর্কাত্মে নবপত্রিকা শুভকরী সর্কার্শিসিদ্ধিপ্রদা

আরোগ্যং ধনদা করোতি বিজয়ং চতুঃপ্রবেশে শুভা।

মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষরকরী সংগ্রামে ঘোরাবহা।”

সারাহ্নে বধবন্ধনানি কলহঃ সর্পকৃতঃ সর্কদা।” (তিথিতত্ত্ব)

পূর্কাত্ম সময়ে নবপত্রিকাপ্রবেশ অত্যন্ত শুভ এবং সকল সিদ্ধিদায়িনী। মধ্যাহ্ন সময়ে পত্নীপ্রবেশ জনপীড়ন ক্ষয়, সারাহ্নকালে বধ, বন্ধন ও নানা প্রকার অন্তত্ব হইয়া থাকে। এই ত্রয় পূর্কাত্ম সময়ে নবপত্রিকা প্রবেশ প্রশস্ত।

নবপত্রিকা—কদলী, দাড়িমী, ধাত্র, হরিজা, মানক, কচু, বিব, অশোক ও জরস্তীপত্র এই নয়টি নবপত্রিকা—

“কদলী দাড়িমী ধাত্র হরিজা মানক কচুঃ।

বিবোঃশোকঃ জরস্তী চ বিজেরা নবপত্রিকাঃ” (তিথিত)

[নবপত্রিকা দেখ।] পত্নীস্থাপন করিয়া যুগ্মরীমূর্তির আগ

প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কারণ দেবপ্রতিমার আগপ্রতিষ্ঠা

না করিলে তাহাতে দেবত্ব হয় না।

“অন্তেষামপি দেবানাং প্রতিমানাপি পার্থিব।

আগপ্রতিষ্ঠা কর্তব্য তস্তাং দেবত্বসিদ্ধয়ে” (তিথিত)

আগপ্রতিষ্ঠার পর যথাবিধি নানা প্রকার উপহার

দ্বারা দেবীপূজা করিতে হইবে।

মহাষ্টমীর দিন উপবাস, নানা প্রকার উপহার ও বলিদ্বারা

ভগবতীর পূজা করিতে হইবে। অষ্টমীতে বলিদানের বিষয়

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দেবীপুরাণের বচনান্তরে লিখিত

আছে, অষ্টমীতে বলিদান করিলে বংশনাশ হয়। ইহাতে

রঘুনন্দন এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমীতে যে বলিদান

নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সন্ধিপূজাপর; কারণ সন্ধিপূজা অষ্টমীর

শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দুই দণ্ডের মধ্যে এই

সন্ধিপূজা হয়, উভয় তিথিকৃত্য হেতু সাবকাশ স্থল হইয়াছে,

এই জন্য ঐ অষ্টমীতে বলিদান না করিয়া নবমীতে বলিদান

নিষিদ্ধ, এইরূপ অভিপ্রায় নচেৎ অন্তবচনে লিখিত আছে,

অষ্টমীতে বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে

হইবে এই বচন নিরর্থক হয়।

“অষ্টম্যাং পশুঘাতশ্রুতে:—

অষ্টম্যাং কৃষিটৈরশ্বাঃসৈঃ মহামাংসৈঃ স্তৃগকৃতিঃ।

পূজয়েৎকৃত্যাতীয়েকলিভির্ভোজয়েচ্ছিবান্”

ইতি কালিকাপুরাণাচ্চ।

অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেৎ ধ্রুবঃ।

ইতি দেবীপুরাণায়ং। সন্ধিপূজাবলিদানপরং তৎপূজার

উত্তরতিথিকর্তব্যম্ভেন তদ্বলিদানন্ত নবম্যাং সাবকাশবাং।”

(তিথিত)

সন্ধিপূজা—অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে বোগিনীগণের

সহিত দেবীর পূজা করিতে হইবে। ইহাতে অষ্টমীর শেষদণ্ড

ও নবমীর প্রথমদণ্ড যে দেবীর পূজা করা যায়, তাহা অতি-

শয় ফলদায়ক; অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি রাজিভাগেই প্রস্তুত,

অর্দ্ধরাত্রে দশগুণ, সন্ধ্যারাত্রে ত্রিগুণ ফলদায়ক। এই সন্ধি-

কালকে উমামহেশ্বরতিথি কহে।

“অষ্টমী নবমী সন্ধৌ তৃতীয়া ধনু কথ্যতে।

তত্র পূজাংঘং পূজ বোগিনীগণসংস্রুজা।

অষ্টম্যাং শেষদণ্ডন্ত নবম্যাং পূর্বাংক চ।

অত্র বা জিরতে পূজা বিজেরা সা মহাকলাঃ।

অষ্টমী নবমীযোগে রাজিভাগে বিশিষ্টতে।

অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যারাত্রে ত্রিগুণং ভবেৎ॥

অষ্টমী নবমীযুক্তা নবমী চাষ্টমীযুতা।

অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রায় উম্মা মহেশ্বরী তিথিঃ॥” (তিথিত)

মহাষ্টমী তিথিতে পূজবান্ ব্যক্তি উপবাস করিবে না

নবমীতে বিবিধ বলি প্রভৃতি উপহার দ্বারা দেবীর পূজা

করিতে হইবে। অষ্টমী বাননবমী এই দুই দিনের মধ্যে

কোন একদিনে হোম করিতে হইবে, কিন্তু মহাষ্টমীর দি-

হোম প্রশস্ত। জপ ও স্তোত্রপাঠ করিয়া নবমীর দিন দক্ষিণায়

করিতে হইবে। দেবীর পূজোপচার সম্বন্ধে যাহার যে একা

শক্তি, তিনি সেই শক্ত্যানুসারে পূজা করিবেন।

“উপবাসং মহাষ্টম্যাং পূজবান্ সমাচরেন্”

যথা তথৈব পূজায়া ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েৎ॥

নবম্যাং বলিদানন্ত কর্তব্যঃ ঐব যথাবিধি।

জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে॥” (তিথিত)

মহাষ্টমীর দিনই উপবাস করিতে হইবে, মহাষ্টমী পূজ

পর দিন যদি সন্ধিপূজা হয়, তাহা হইলে সেই দিন উপবাস

হইবে না।

মহানবমী পূজাকল্প—আশ্বিন মাসে মহানবমীতে ভ-

বতীর পূজা করিতে হইবে।

“লক্ষাভিষেকা বরদা শুক্রে চাশ্বযুক্ত চ।

তস্মাৎ সা তত্র সংপূজা নবম্যাক্তিকা বৃধেঃ॥” (তিথিত)

কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমীকল্প—আশ্বিনমাসে

মহাষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে বিমুক্তভাবে ভগবতী

যথালক্ষ্যপটীরে পূজা করিতে হইবে।

“ভক্তকালীং পটে কৃষা তত্র সংপূজয়েদ্বিজঃ।

আশ্বিনে শুক্লপক্ষ চাষ্টম্যাং নিরতন্ততঃ॥” (বিমুক্ত)

“উপোষিতো বিতীরেহহি পূজয়েৎ পুনরেন তাত।

যদ্বৈকতা মথ্যষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।

পূজয়েৎস্বয়ং দেবীং শুক্লভাবেন চেতনা॥” (কালিকা)

অষ্টমাদি কল্পান্তে—অষ্টমী ও নবমী এই দুই দি-

যথাবিধিত পূজাদি করিতে হইবে।

ছপার ধ্যান—

“জটাজুটসমায়ুক্তাকর্মেদ্রুতশেখরাং।

লোচনজয়সংযুক্তাং পূর্ণলঙ্গলাননাং॥

অভঙ্গীপুষ্পবর্ণাভাং স্তম্ভপ্রতিষ্ঠাং স্তলোচনাং।

নবদীবনসম্পরাং সর্বাভরণভূষিতাং॥

সুচাক্ষরশনাং তথং পীসোরতপয়োদধাং ।
 ত্রিতক্খানসংখানাং মহিষাশুরমহাদিনীং ॥
 মৃণালারতসংস্পর্শনশব্দসমযিতাং ।
 ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণি থঙ্কং চক্রং ক্রমাদধাং ॥
 তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তি দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ ।
 • খেটকং পূর্ণচাপক পাশমস্থমেচ্চ ॥
 বটায় বা পরন্তং বাপি বামভ্যঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
 অধস্তানহিষং তথশিখিরম্ভং প্রদর্শয়েৎ ॥
 শিরশ্ছেদোত্তরং তথক্ষানবং থঙ্কাক্রশিণং ।
 হৃদিশূলেন নিভিন্নং নির্ঘদজ্জবিভূষিতং ॥
 রক্তরক্তী কুতোদকং রক্তবিন্দু স্নেহিতং ॥
 বেষ্টিতং নাগগাশেন ক্রকুটীভূষণনং ॥
 সপাশবামহন্তেন ধৃতকেশকং দুর্গায়া ॥
 বমফ্রধিরবজ্রকং দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
 দেব্যাক্ত দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং ।
 কিকির্দুর্গং তথা বামমস্থ্যং মহিষোপরি ॥
 শক্রক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং ।
 প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ষকামফলপ্রদাং ॥
 স্তূরমানক তজ্রপমপটৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চ ওনারিকা ॥
 চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচিৎকা ॥
 আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং ।
 চিত্তয়েৎ সততং দুর্গাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং ॥”

এই মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া ‘মহামানপূর্ষক বোড়িশো-
 চার ও বরিনাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং আচরণ ও
 দেবতা পূজা করিবে। এইরূপে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা
 করিবে।

বিজয়দশমীকৃত্য—উক্তরূপে পূজা সমাপন করিয়া দশমী
 দিনে বিসর্জন করিতে হইবে।

‘চরলয়ে বিসর্জয়েৎ’ এই বচনানুসারে চরলয়ে বিসর্জন
 করিতে হইবে। যদি চরলয় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে
 কেবল তিথিতেই বিসর্জন করিতে হইবে। দেবীর যাত্রাকালে
 নিমজ্জন করিতে হয়, তাহার পর বিসর্জন করিতে হইবে,
 নৌযান বা নরযান দ্বারা ভগবতী শিবাকে লইয়া যাইয়া ক্রীড়া
 কোড়াকাদি মঙ্গলদ্বারা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

“হর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে ।

সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ।

নিমজ্জান্তসি দেবি স্বং চণ্ডিকা প্রীতিবা শুভা ।

পূজার্যধনবৃদ্ধার্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া ॥”

বিসর্জন করিয়া গৃহে আগমন করিয়া অজিহাবধারণ
 করিবে। তাহার পর ঘটস্থিত জল দ্বারা এই মন্ত্রে বজ্রমূকে
 অভিষেক করিতে হইবে।

অভিষেকমন্ত্র—

ও উভিষ্ঠ ব্রহ্মদাম্পতে বর্জস্তম্বেমহে দেবা উপগ্রহত
 মকৃতঃ সুদানবে ইন্দ্রপ্রাচ্যুর্ভবা সচা ।

ও সুরাধামতিবিক্রান্ত ব্রহ্মাবির্ভূ মহেশ্বরাঃ ।

বাহুদেবো জগন্নাথ তথা সত্বর্ষণঃ প্রভুঃ ॥

প্রোছ্যন্তানিরুদ্ধস্ত ভবন্ত বিজয়ার তে ।

আখণ্ডলোরিভগবান্ হমো বৈ নৈকান্ততথা ॥

বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যাক্ততথা শিবঃ ।

ব্রহ্মণা সহিতো শ্রেষো দিক্‌পালাঃ পাক্ত তে সদা ॥

কীর্তিগন্ধীধ্বতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রমা মতিঃ ।

বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ পুষ্টিঃ কান্তিচ মাতরঃ ॥

এতাভিত্যভিবিদ্ধস্ত ধর্মপালাঃ সুসংযতাঃ ।

আদিত্যচন্দ্রমা ভোমো বৃক্ষজীবসিতার্কজাঃ ॥

গ্রহাব্যমতিবিক্রান্ত রাহকেতুস্ত তর্পিতা ।

ঋষয়ো মুনয়ে গাবো দেবমাত্তর এব চ ।

বেবপয়োহধরো নাগা দৈত্যাস্তাশ্বরসাং গণাঃ ।

• • • • • কাপি সর্ষশজ্জাগি রাজানো বাহনানি চ ।

ঔষধানি চ রত্নানি কালস্তাবয়বাশ্চ য়ে ॥

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাতীর্থানি জলদা হৃদাঃ ।

দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।

এতে স্বামতিবিক্রান্ত ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥” (বৃহন্নিকৈশ্বরপুরাণ)

এই বিজয়া দশমীর দিন অপরাজিতা পূজা করিতে
 হইবে। এই দশমী তিথিতে রাজানিগের বিজয়যাত্রা
 করিতে হয়, এই যাত্রা অতিশয় শুভদায়ক। যদি দশমী
 উল্লভন করিয়া নৃপগণ যাত্রা করে; তাহা হইলে তাহার
 রাজ্যে সংবৎসরের মধ্যে কোন বিজয় হইবে না।

“দশমীং যঃ সমুদ্রত্যাগোহানং কুরুতে নৃপঃ ।

তস্ত সংবৎসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ ॥” (তিথিতং)

স্বয়ং যাত্রা করিতে অশক্ত হইলে থঙ্কাদির যাত্রা করিতে
 হইবে। এই বিজয়া দশমীর দিন দুর্গানাম জপ করিতে হইবে,
 যে কোন বিপদ হউক না কেন দুর্গানাম জপ করিলে তাহা
 দূর হয়।

“দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানামং পরং মন্ত্রং ।

যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্তুতঃ স মানবঃ ॥

মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদে সতটে ।

মহাভুখে মহাশোকে মহাতরঙ্গস্থিতিতে ॥

যঃ স্মরেৎ সততং হুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মম্বং ।
স জীবলোকো দেবেশি নীলকণ্ঠমবাগ্নুং ॥" (মুণ্ডালাতঃ)
প্রাতঃকালে উঠিয়া বাহারা হুর্গানাম স্মরণ করে, তাহা-
দেরও কোন বিপদ হয় না। হুর্গানাম ভবগমুজ উচ্চারণের
একমাত্র ভরণি স্বরূপ। ভক্তিপূর্ক হুর্গানাম করিয়া
যে বাহা চায়, সেই তাহা প্রাপ্ত হয়। হুর্গানামে সকল
বিপদ দূর হয়। হুর্গাদেবীর বিসর্জন হইলে পর
সম্বৎসরের শুভাশুভের নিমিত্ত হুর্গামণ্ডপে বসিয়া হুর্গানাম
জপ করিয়া যাত্রা করিবে। দেবীকে বিসর্জন করিয়া
আসিয়া পিতা, মাতা ও গুরুলোকদিগকে প্রণাম ও আত্মীয়,
স্বজন, খন্ড বান্ধবদিগকে প্রেমালিঙ্গনে সম্ভাষণ করিতে হয়।



বঙ্গবাসী হিন্দুগণের হুর্গোৎসবই সর্বপ্রধান। উৎসব বলিয়া
গণ্য। বৎসরান্তে এরূপ মহাপূজার ধুমধাম আর কোন দেশে
দেখা যায় না। হুর্গাপূজার তিন দিন বাঙ্গালী হিন্দুমাঝেই
অপর সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মহোৎসবে যোগদান
করেন। হিন্দুগণ ভাবেন, এমন দিন আর আসিবে না।
এই কয় দিন আমরা যেখানে কাটাঁইব, সংবৎসর সেইরূপে
যাইবে। তাই এই কয় দিন সকলেই নব বেশে নবোচ্চাসে
মহাসুখী হইবার চেষ্টা করেন এবং দেবীর নিকট আপনায়
মনের কথা প্রকাশ করিয়া কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। পূজার
চতুর্থ দিবস অর্থাৎ বিজয়ার দিন বৎসরের মধ্যে প্রধান দিন
বলিয়া গণ্য। মহামায়ায়কে বিসর্জন দিয়া আসিয়া মনের
আবেগে শান্তিবারিগ্রহণার্থ আত্মীয় সম্ভজন একত্র হন। সকল
অভ্যাচার দুর্ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া শত্রুকেও কোলে নিয়া
থাকেন। এ সময় শত্রুবিজ্ঞ জ্ঞান থাকে না, সকলেই পরস্পরে
কোলাহল করেন, আশীর্বাদ নমস্কারাদি করিয়া থাকেন।

বকের সর্বত্রই কাস্তিকগণেশ লক্ষী সরস্বতী প্রভৃতি পরি-
বৃত্ত দশভূজা হুর্গার মৃগ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয়। বাঙ্গালী

দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ মৃগ্ময়ী প্রতিমার পূজা হইতে
দেখা যায় না। আঘাটবর্ষ ও দাক্ষিণাত্যের অপর্যাপ্ত স্থানে
যেখানে ভগবতীর শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইখানেই
ঐ করদিন দেবীপূজা ও উৎসবাদি হইয়া থাকে। অনেক
স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়াও মহাদেবীর পূজা হইয়া থাকে।
বাংলা ভিন্ন অপর সকল স্থানে এই উৎসব 'দশেরা' নামে
খ্যাত। হুর্গোৎসব উপলক্ষে যেমন এ দেশে চণ্ডীপাঠ হয়,
দশেরার করদিন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ঘরে ঘরে বেদপাঠ
হইয়া থাকে। [মহাবিভা, শারদীয়পূজা ও বাক্যপূজা
প্রভৃতি শব্দে অপর্যাপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

হুর্গাচরণ রক্ষিত, একজন বাঙ্গালী বণিক। গোবিন্দচন্দ্র
রক্ষিতের পুত্র। সন ১২৪৭ সালের ১৪ আশ্বিন বুধবার (১৮৪১
খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর) বঙ্গদেশের ফরাসী চন্দ্রনগরে জন্ম
হয়। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে কলিকাতার সওদাগরের
বাটিতে চাকরি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে
নিজেও নানা প্রকার স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া বণিক
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। তাঁহার
সত্যনিষ্ঠা ও উদারভাৱ ফরাসী বণিকদিগের চিত্ত আকর্ষণ
করে। ক্রমে মরিচসহর, বন্দো ও ফ্রান্সের অন্তান্ত অধিকারের
সহিত তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধনশালী
হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি এখন একজন প্রধান বাঙ্গালী
বণিক। চন্দ্রনগরে জলকষ্ট উপস্থিত হইলে তিনি অনেক অর্থ
ব্যয় করিয়া কল বসাইয়া গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া লোকের
পুষ্করিণী পরিপূর্ণ করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। হঠাৎ
কলটি তথ্য হইয়া যাওয়ার ফরাসী গবর্নমেন্ট তাঁহাকে ঐ কার্য
হইতে নিরস্ত করেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বিজ্ঞান স্থাপন ও
দানাদিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের
রাজ্য ত্যাগের পর ফরাসি-রাজ্যে আবার সার্থারণ তত্ত্ব
প্রবর্তিত হয়। সেই ক্ষণ ফরাসী উপনিবেশ গুলিতে নির্বা-
চনপ্রথা প্রচলিত হইল। চন্দ্রনগরের শাসন ও বিধি
ব্যবস্থা করিবার ভার তদন্ত নির্বাচিত 'লোকাল কোর্সিল'
নামক সভার উপর অর্পিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার
স্থাপন সময়ে হুর্গাচরণ এই সভার সভ্য নিযুক্ত হন। পরে
১৮৭৯ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসীরা হুর্গাচরণকে এই
সভার সভাপতি মনোনীত করিয়া তাঁহার পরামর্শমাফায়ে
কার্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্নমেন্ট
তাঁহার সততার ও ভ্রমরপতীর পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে
নগরস্থ অবৈতনিক জজ ও মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। তাঁহার
বিদ্যাহারা দেখিয়া, পারিসগরে ফরাসী সাহিত্যপরিষদ

তাঁহাকে সম্মানিত সভাপদ (Officier de Academie) অর্পণ করিয়া একটি পদক পাঠাইয়া দিয়াছেন। এসিয়ার পূর্বপ্রান্তে কম্বোজের ফরাসীসমাজ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে (Chevalier de ordre Royal du Cambodge) নামক উপাধি অর্পণ করিয়াছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রতিষ্ঠিত ফরাসীদিগের অতুল্য সম্মানের পদ সেভালিয়ার দে লা লেজিওন (Chevalier de la Legion de honour) নামক উপাধিও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন চন্দ্রনগরের রাজবাটীতে এই উপাধি বিতরণ উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। পরদিবস তিনি দীন দুর্গাকে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। দুর্গাচরণ জাতিতে তত্ত্বাবহ ও প্রকৃত হিন্দু। বৎসরে ২১ বার করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করেন। অতি সন্মান্য অবস্থা হইতে নিজের চেঁচায় যে সকল লোক সমাজে উন্নত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। প্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বরেন্দ্রনাথের পিতা। ইনি যুরোপীয় চিকিৎসায় একরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালদেশে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না এবং এখনও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই। চিকিৎসাকার্যে অভূতপূর্ব পারদর্শিতা দর্শনে দেশের লোক সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

দুর্গাচ (জি) ছর-গাহ কর্মণি ক্ত। কষ্ট দ্বারা অবগাহ, বাহা সহজে অবগাহন করা যায় না।

দুর্গাদত্তমৈথিল্য, বন্দোপাধ্যায় হিন্দুপতির আশ্রয়ে ইনি বৃত্ত-মুক্তাবলী নামী সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাদাস, একজন বিখ্যাত রাঠোরনেতা। মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর গিশাচ-প্রকৃতি অরজ্জবে বধন যশোবন্তের শিশু পুত্র ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আপনায় করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রাঠোর-বীর দুর্গাদাস রাঠোরকুলমান রংগা কুরিবার জন্ত দিল্লী রাজধানীতে মুসলমান সৈন্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে একজন বিখ্যাত মুসলমান কুড়ির মধ্যে (যশোবন্তের পুত্র) শিশু অজিতকে লইয়া গুপ্তভাবে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে। কুমার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিলে দুর্গাদাস কতিপয় বিখ্যাত অম্বচর সহ সেই স্থানে আসিয়া কুমারকে লইয়া আবুশিখরে উপস্থিত হইলেন। এখানে দুর্গাদাস এক সন্ন্যাসীর গৃহে অতি গুপ্ত-

ভাবে থাকিরা শিশু অজিতকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়ে ও মেহে শিশু অজিত রক্তিত ও যুদ্ধ-বিজ্ঞাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া শেষে রাজপুত্র সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

সেই সময় দুর্গাদাস অজিতকে লইয়া অর্জুন শিখরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দুবংশীয় পরিহাররাজ মাড়বারের শত্রু সিংহাসন অধিকার করেন। রাঠোরজাতি নেতৃহীন হইলেও অবিলম্বে আবার পরিহারদিগকে তাড়াইয়া মাড়বার উদ্ধার করেন। নেতৃহীন রাঠোরদিগের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অরজ্জবে অলিয়া উঠিলেন, তিনি মাড়বার রাজ্য ধ্বংস করিবার আরোজন করিলেন। এই সময় দুর্গাদাস কুমার অজিতকে মিথ্যারে আনিয়াছিলেন। অরজ্জবে সৈন্তে চিতোর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে তিনি শুনিলেন যে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস ঝালর অধিকার করিয়াছেন। মোগল সম্রাট কালবিলম্ব না করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্ত ঝালরে সৈন্ত পাঠাইলেন। মোগল সৈন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই দুর্গাদাস ঝালর অধিকার ও এখান হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া যোধপুরে উপস্থিত হইলেন। এই সময় মোগল সম্রাট সমস্ত রাজপুত্রজাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত আদেশ করিলেন; তাঁহার এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্ত তাঁহার পুত্র কুমার অকুবর মোগল সেনাপতি তাইবর খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। নাদোল নামক ক্ষেত্রে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত হয়। মিবার ও মাড়বারের বীরগণ একত্র হইয়া মুসলমান সৈন্ত বিধ্বস্ত করেন। ১৭৩৭ সন্থে ১৪ই আশ্বিন যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মহাবীর দুর্গাদাস অতুল বীরত্ব ও অপূর্ব শৌর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অরজ্জবে পুত্র কুমার অকুবর রাজপুত্রগণের অসীম সাহস ও অহুপম বীরত্ব দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে যদি একপু মহাবীরদিগকে আমার পক্ষে লইতে পারি, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে ভারতের রাজত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব। এই ভাবিয়া দুর্গাদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। দুর্গাদাস ভাবিলেন, কুমার অকুবরের সহিত মিশিলে কুমার অজিতের অনেকটা সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাজপুত্র বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। উভয় দলে সন্ধি হইয়া গেল। অরজ্জবে চিরশত্রু রাঠোরগণ কুমার অকুবরকে ভারতের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন অকুবর সম্রাটরূপে

নিজ নামে ঘোষণা প্রচার করিলেন। ‘অরজ্জ্বেব এই সংবাদ পাইয়া অকুবর ও তাঁহার সহচর হুর্গাদাসকে রীতিমত শাস্তি দিবার জন্য কুটনীতি বিস্তার করিলেন। তিনি কুমার অকুবরের দক্ষিণ হস্তে তাইবর খাঁকে হস্তগত করিবার জন্য মহোচ্চ পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন। তাইবর খাঁ লোভে পড়িয়া অরজ্জ্বেবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং একজন বিশ্বাসী ককিরকে পাঠাইয়া রাজপুতদিগকে জানাইলেন, ‘শিতাপুত্রে এখন মিলিত হইয়াছে। আমরা বাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এখন মনে করিবেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আপনারা স্বদেশে প্রস্থান করুন।’ দূত আসিয়া ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, আরও জানাইল যে তাইবর খাঁ অরজ্জ্বেবের হস্তে নিহত হইয়াছে। রাজপুত মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া অজমের হইতে ১০ ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিলেন। কুমার অকুবর পরে সেই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া আবার বিশ্বস্ত সেনানীবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া রাজপুতগণের সহিত মিলিত হইলেন। রাজপুতগণ এখন বৃকিতে পারিয়া সকলেই অমৃত্যুপ করিতে লাগিল। তাঁহারা যে সুযোগ পাইয়া ছিল, তাহাতে অচিরে অরজ্জ্বেবের ধ্বংসসাধন ও তাহাদের সৌভাগ্যাদয় হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন বীর হুর্গাদাস কুমার অকুবরকে লইয়া মাড়বারের পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে অরজ্জ্বেব অকুবরকে ধৃত করিবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে ৮ হাজার স্বর্ণ রুদ্রা দিয়া হুর্গাদাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হুর্গাদাস উৎকর্ষের বশীভূত হইবার লোক নহেন, তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিয়া কুমার অকুবরকেই প্রদান করিলেন। অকুবর হুর্গাদাসের সেই আত্মরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালনে তাঁহাকে অটল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উচ্চহৃদয় তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই। অরজ্জ্বেব যখন দেখিলেন, যে তাঁহার চাতুরী ব্যর্থ হইল, তিনি হুর্গাদাস ও অকুবরকে ধৃত করিবার জন্য অবিলম্বে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। হুর্গাদাস নিজ অগ্রজ শোনিঙ্গের হস্তে অজিতের রক্ষাতার অর্পণ করিয়া অকুবরকে লইয়া বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে মোগলসুনা আসিয়া তাঁহাকে ধেরিয়া কেলিল। তিনি ঐমিত্তেজে শত্রুবাহ ভেদ করিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। অরজ্জ্বেব খালর পর্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। শেষে যখন জানিলেন যে তিনি প্রকৃত পথে আসেন নাই, হুর্গাদাস দক্ষিণে গুজরাট ও বামে চম্পান রাধিয়া নিরাপদে নন্দনা অভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন, তখন

তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্র আশ্রমকে রাঠোরগণ ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন এবং নিজে সৈন্তে দক্ষিণাংশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই হুর্গাদাসের পরাক্রম ধ্বংস করিতে পারিলেন না। ১৭০৮ সন্থতে কুমার অকুবর মরাঠাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। হুর্গাদাস নিশ্চিন্ত হইয়া সৈন্তে অজমেরাভিমুখে উপস্থিত হইয়া তথাকার মুসলমান শাসনকর্তাকে আক্রমণ করিলেন। পরে তিনি মাড়বার হইয়া মহারাণীর সাহায্যার্থ কিছু দিন চিতোরের যাত্রা করেন। ইহার অল্পকাল পরে কুমার অকুবর অরজ্জ্বেবের ভয়ে পার্শ্ব দেশে, চলিয়া গেল। পূর্বে হইতে তাঁহার কন্যা ও পরিবার রাঠোরদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল। পাছে রাঠোরপতি মোগলরাজনন্দিনীর সতীত্ব নষ্ট করেন, এই কলঙ্কের আশঙ্কায় অরজ্জ্বেব অজিতের সহিত সন্ধিস্থত্ব প্রবর্ত্ত হইলেন। এতদিনে হুর্গাদাসের মনোস্থাননা সিদ্ধ হইল। তাঁহার যত্নের ধন অজিত সন্তান আপন অতিক্রম করিয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন যেখান তিনি আন্তরিক প্রীত হইলেন।’ যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অজিতের স্বখসমৃদ্ধির জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এরূপ উচ্চপ্রকৃতি প্রভুভক্ত, মহাবীর, সদাশয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অতি বিরল।

হুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, নবদ্বীপনিবাসী একজন পণ্ডিত। হুর্গাদাস নৈরায়িক প্রধান বাহুদেব সার্কভোমের পুত্র ছিলেন। ইনি বোপদেব কৃত যুক্তবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পসূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ কল্পক্রম টীকার নামে খাতুনীপিকা। ঐ টীকার তিনি আপনাকে বাহুদেব সার্কভোমের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

‘শাকে সোমরসেবু ভূমিগণিতে শ্রীসার্কভোমারামো হুর্গাদাস ইমাং চকার বিষদাং টীকাং সুবোধাবধিঃ।’

অন্ত আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

‘ইতি বাহুদেবসার্কভোমভট্টাচার্যাস্থজ শ্রীহুর্গাদাসপণ্ডিত বিরচিত খাতুনীপিকা নাম কবিকল্পক্রমটীকা সমাপ্তা।’

হুর্গাদাস খাতুনীপিকার টীকা ১৫১১ বা ১৫৩১ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে, কারণ ‘শাকে সোমরসেবু’ রসাইবু ও রসাইবু এই দুইয়ের ‘রসেবু’ হয়। রসালঙ্কারে ১ এবং রসনিবেশে ৬ বুঝায়। যদি এই স্থলে ‘রসাইবু’ এইরূপ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ টীকা ১৫১১ শকে রচিত এইরূপ ধরিলে ইহাকে সার্কভোমের পুত্র এইরূপ নির্দেশ করা যায়। ১৫৫৫ শকে চৈতন্যের ‘অন্তর্দান’ হয়। তৎকালে সার্কভোম জীবিত ছিলেন এবং ১৫১১ শকে ‘খাতুনীপিকা’ রচিত হয়।

তাহা হইলে উত্তরের ব্যবধানকাল ৪৬ বৎসর দেখা যায়। যদি হুগাঁওসকে কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায়, তাহা হইলে এবং যদি সার্কোভোমের শেষ দশার তাহার জন্ম হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই তাঁহাকে সার্কোভোমের পুত্র এইরূপ অনুমান করা যায়। সার্কোভোম অগ্নিবিধাত পণ্ডিত ছিলেন। এই জন্তই তাঁহার নামে পরিচর প্রদান করিয়াছেন। হুগাঁওসের পুত্র সার্কোভোমবংশের আর কোন পরিচর পাওয়া যায় না।

হুগাঁওস বিদ্যাবাচস্পতি, গুরুপাহকপকত স্তোত্র-টীকাকার।

হুগাঁওসসম্মিশ্র, জ্ঞানবাধিনী নামে সংস্কৃত গ্রন্থগ্রন্থতা।

হুগাঁওদেবী, মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধ এক মহাভক্তিক। এরূপ ভক্তিকের কথা কখন শুনা যায়নাই। (১৩২৬ হইতে ১৪০৭ খ্রষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ষোল্লশবর্ষ ব্যাপী অনাবৃতিতে এই ভক্তিক ঘটে। ভক্তিকের ১ম বর্ষে মাক্সদশাহ বাকশি গুজরাট হইতে শতাব্দি আমদানী করিবার জন্ত ১২০০০ বৃষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? জলাভাবে অল্পকাল মধ্যেই জনপদ মরুভূমে পরিণত হইল। কত শত লোক মরিল, তাহার সংখ্যা নাই। মুসলমান শাসনকর্তাগণ দেশ ছাড়িয়া পলাই-লেন। এই সুযোগে হিন্দুসামন্তগণ অধিকার লাভ করেন। ১২ বর্ষের পর বৃষ্টি হইলে এই ভক্তিক নিবারিত হয়।

হুগাঁওধ্যক্ষ (পুং) হুগাঁও অধ্যক্ষ: ৬৩৭। হুগাঁওক্ষক, হুগাঁও প্রধান অধিনায়ক।

“অনাহার্য্যশ্চ শুরশ্চ তথা প্রাজ্ঞ: কুলোত্তম:।

হুগাঁওধ্যক্ষভূতো রাজতদ্ব্যক্ত: সর্বকর্ম্মস্থঃ” (‘মন্তপু’)

অনাহার্য্য অর্থাৎ হঠাৎ বাহাকে পরাস্ত করা যায় না, বীর, কুশীল, এবং সকল কার্য্যকুশল ব্যক্তিই হুগাঁওধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত।

হুগাঁওবমী (স্ত্রী) হুগাঁও পূজাপলক্ষিতা নবমী। কার্তিক মাসের শুক্ল নবমী, চাত্র কার্তিকের শুক্ল নবমীকে হুগাঁওবমী কহে। এই তিথি ত্রেতাযুগের আত্মাতিথি, অর্থাৎ এই তিথিতে ত্রেতাযুগের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছিল। এই হুগাঁওবমীর দিন তিনবার অগ্নিহোম হুগাঁওবমীর পূজা করিতে হয়, পূর্নমাস, মধ্যাহ্ন ও সারাহ্ন এই ত্রিকালে পূজাই প্রাপ্য। বাহারা এইরূপ পূজা করে, তাহার সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে। বাহার ত্রিকালে পূজা করিতে সমর্থ না হয়, তাহার এককালে অর্থাৎ একবার পূজা করিবে। বিধিপূর্ব্বক চারি মাস চতুষ্কপূজা করিলে যে পুণ্য হয়, নবমী দিনে অগ্নিহোম পূজা করিলে সেই ফললাভ হয়। [অগ্নিহোম দেখ।]

* কার্তিক মাসে পূজা নবমী নবমী।

ত্রিকালেককালং বা বর্ষ বর্ষে প্রাপ্যম্।

হুগাঁওপুর, হুগাঁও জেলার বাহিরবন্দ পরগণার একটা গওগ্রাম। এখানে পাঁচ হইতে এক রকম কাগজ প্রস্তুত হয়। দিনে এক রিমের বেশী কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না। এই প্রস্তুত কাগজ গাঁওর আদ্যে বস্ত্র ও জলপাইগুড়িতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

২ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুসল্লের রাজধানী।

[মুসল্ল দেখ।]

হুগাঁওভক্তিতরঙ্গিনী (স্ত্রী) একখানি তন্ত্রের নাম।

[বিদ্যাগতি দেখ।]

হুগাঁওমাহাত্ম্য (স্ত্রী) হুগাঁও: মাহাত্ম্যং। দেবীমাহাত্ম্য, ভগবতীর মহিমা। চণ্ডীতে দেবীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপ বর্ণিত আছে, এইজন্ত চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য কহে।

দুর্গারাম, পাণ্ডুরাম নামে সংস্কৃত গ্রন্থকার।

হুগাঁওবতী, চিতোরের রাণা সেনের কন্যা। রেসিনের রাজা শিলোড়ীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৫৩১ খ্রষ্টাব্দে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর শাহ শিলোড়ীকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরেই রাজা শিলোড়ীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ অনন্তোপায় হইয়া রেসিনের দুর্গ বাহাদুর শাহের হস্তে অর্পণ করিতে মনস্থ করেন। তখন রাণী হুগাঁওবতী মুসলমানের হস্তে নিগ্রহভোগ অপেক্ষা “জয়ব্রত” অবলম্বনই প্রেরণবিবেচনা করিয়া সাত শত রাজপুত্রমণী সহ প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করেন।

হুগাঁওবতী, হামিরপুর জেলার মহোবা নগরে চন্দেল রাজপুত্র বংশীরদিগের রাজধানী ছিল। হুগাঁওবতী মহোবায় রাজার কন্যা। ইহার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া গড়মন্ডলের গোড় রাজপুত্রবংশীর দলপৎ শা তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। হুগাঁওবতী অস্ত্র একজনের বাগদস্তা এবং দলপৎশা হুগাঁওবতী হইতে জাত্যাংশে বীন ছিলেন, এই হুগাঁও কারণে বিবাহের অবৌদ্ধিকতা প্রদর্শন করা হয়। দলপৎশা তাহাতে নিরস্ত না হইয়া নিজ দলবল সহ হুগাঁওবতীর পিতাকে আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে পুরাত্ত করিয়া হুগাঁওবতীকে ‘বীর ধর্ম্মপত্নী’

নির্ম্মাণ প্রতিমাংসংস্কারা জগদ্ধাত্র্যা বিধানত:।

পূজারিণী পরদিনে প্রতিমাংসংস্কারেৎ।

এবং কৃষ্ণ চক্রবর্তী তবৎ সাধকগণমঃ।

পূজাপোষকনৈবধ্যসংস্কার তবৎ পুরী।

দাসদাসীপদংস্কার: মুক্ত: স্তাং পাপসঙ্কটং।

বিশেষতঃ বহুভুজ নবমী প্রাপ্য সাধক:।

পূজারিণী বৃষরীং বা: সততে বাহিতং কল্যাণং। (শক্তিসম্বতঃ)

‘মাসে সততঃ পুণ্যং বিধিমা পূজা চতিকাং।

‘তৎকালং সততে বীর নবমী কার্তিক চ।’ (তিথিতত্ত্ব)

রূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের একবৎসর পরে দুর্গাবতীর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। এই পুত্রের তিন বৎসর বয়ঃক্রম-কালে দলপংশা রানী দুর্গাবতীকে রাজ্যভার ও পুত্র বীরনারায়ণের রক্ষাভার দিয়া যুভাযুখে পতিত হন। দুর্গাবতী দয়াধর্ম্যে উন্নত ও প্রজাপালনে সর্বদা কর্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। মধ্যপ্রদেশে এখনও প্রতি গৃহে তাঁহার স্মৃতি কীর্ণিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া সম্রাট অকবরের মণিকপুরস্থ প্রতিনিধি আসক খাঁ ১৮০০ সৈন্য লইয়া মণ্ডলের রাজধানী সিংগড় আক্রমণ করেন। রানী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে গড়া (আধুনিক অবলপুরের সন্নিকটে) ও পরে মণ্ডলে প্রস্থান করেন। এখানে প্রথম যুদ্ধে রানী দুর্গাবতীরই অঙ্গ হয়। পরদিন যুদ্ধে আসক খাঁ কামান ব্যবহার করেন। তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইলেও দুর্গাবতী অসীম সাহসে নিজ সৈন্য পরিচালন করিতেছিলেন—যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই। যুদ্ধ-কালে একটি তীর তাঁহার বামনেজে ও দ্বিতীয় তীর তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হয়, এই সময়ে তাঁহার পশ্চাদিকক্ষ শুক নদী সহসা জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় সৈন্যগণ দ্রুতদমে পলায়নপর হয়। তখন যুদ্ধ জয়াশায় হতাশ হইয়া রানী মাহতের কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা গ্রহণ করিয়া নিজ হৃদয়ে আত্মল বিদ্ধ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দুর্গাশক্তর, ইনি মল্লারিগন্ধি নামে জ্যোতিষের টীকা ও আগারবিনোদ নামে শিল্পশাস্ত্র রচনা করেন।

দুর্গাসহায়, একজন খ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি অকবর নামে ও মুহম্মদরচন নামে সংস্কৃত জ্যোতিষ এবং বৃন্তবিবেচন নামে ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেন।

দুর্গাস্মরণ (কী) দুর্গায়াঃ স্মরণং ৬তং। দুর্গানাম স্মরণ।

“দুর্গা অখদিদং সর্বং দুর্গা সর্বত্র কারণং।

অহঙ্ক দুর্গেত্যেবং যৎ তদ্ দুর্গাস্মরণং বিহুঃ॥” (তত্ত্বসার)

পরিদৃষ্টমান অগৎ পকলই দুর্গাস্মরণ, বা তিনিই এই সকল জগতের কারণ, তাহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, আমি দুর্গা অরূপ অর্থাৎ অভেদ এইরূপ চিন্তাকে দুর্গাস্মরণ কহে।

দুর্গাহ (ত্রি) দুঃখেন গাহতে গাহ-ণ্যৎ। সহজে যাহা অব-গাহন করা যায় না।

দুর্গাহ (পুং) দুর্গা আস্থা যন্ত। ভূমিজগৎগুণু। (রাজনিঃ)

দুর্গতি (ত্রি) দুঃখেন গৃহতেহসৌ দুঃ-গ্রহ বা কক্ষণি কি, সম্ভ্রমারণং বেদে হস্ত তঃ। দুর্গাহ, গ্রহণ করিতে অশক্ত, যাহা গ্রহণ করা অতি কষ্টকর। “বৃত্তত বৎপ্রবেশে দুর্গতিঃ স্নঃ” (শব্দ ১:৫২১৬) “দুর্গতিস্থানঃ দুর্গাহব্যাপনঃ” (সারণ)।

দুর্গোৎসব (পুং) দুর্গায়াঃ উৎসবঃ। দুর্গাপূজা নিমিত্ত উৎসব, দুর্গাপূজার সময় পূজানিমিত্তক যে নানাপ্রকার উৎসব হয়, তাহাই দুর্গোৎসব। কিন্তু ব্যবহারিক দুর্গোৎসব বলিলে দুর্গাপূজা এইরূপ ব্যবহৃত হয়। [দুর্গা দেখ।]

দুর্গাহ (ত্রি) দুঃখেন গৃহতেহসৌ দুঃ-গ্রহ কক্ষণি খলু। দুঃখ-বরা গ্রহণীয়, যাহা সহজে গ্রহণ করা যায় না। ২ দুর্জের। ৩ হ্রাসক। “দুর্গাণি হুগ্রাহণ্যাসন্ ততঃ রোজুগুণিবিহাঃ” (রঘু) ৬ (কী) টাপু। ৪ অপামার্গ।

দুর্গাহ (ত্রি) দুঃখেন গৃহতেহসৌ দুঃ-গ্রহ কক্ষণি খাং। গ্রহণ করিতে অশক্ত, সহজে যাহা গ্রহণ করা যায় না।

“জগ্রাহ তচ্চনুন্নঃ দুর্গাহং দৈবতৈরপি।” (হরিশ্চ ৮৪ অঃ)

দুর্ঘটি (ত্রি) দুঃখেন ঘট্যতেহসৌ দুঃ-ঘট কক্ষণি খলু। দুঃঘট কক্ষণি খলু। দুঃসংগদ্য, যাহা দুঃখে সম্পন্ন হয়, যাহা হওয়া অতি কঠিন।

“কোহমর্থো দুর্ঘটীভবতি অরূপদ্বয়াভাবাৎ” (ভাগ ৬/৯১৩৪)

দুর্ঘটিনা (কী) দুর্ঘটী অন্তর্ভা ঘটনা। অন্তর্ভ মটনা, বিপদ।

দুর্ঘোষ (পুং) দুর্ঘটঃ ঘোষো নিনাদোঘাতঃ। ১ ভক্তক। (ত্রি) ২ দুঃশব্দযুক্ত। (পুং) দুঃ শব্দ। জিয়াং ভীহ্।

দুর্জন (পুং) দুঃপ্রজ্ঞানঃ প্রাদিসং। দুঃলোক, খল।

‘দুর্জনঃ পরিহৃতব্যো বিদ্যায় ভূষিতৌহপি সঃ।

মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

দুর্জনঃ প্রিয়বানী চ নৈতদ্বিখাসকারণং।

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হল্যহলং॥” (চারণ্য)

দুর্জন বিদ্যাবিভূষিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, মণিবিভূষিত সর্প কি ভয়ঙ্কর নহে? দুর্জন প্রিয়বানী হইলেও তাহাকে বিখাস করিতে নাই, যেহেতু তাহাদের মুখে মধু এবং হৃদয়ে হল্যহল বিষ, এই সকল কারণে দুর্জনকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। দুর্জন সর্প হইতেও ক্রুরতর, সর্বদাই দুর্জন হইতে পৃথক থাকিবে।

“শ্যাম্যেৎপ্রত্যাপকারণে নোপকারণে দুর্জনঃ।” (কুমারসং)

দুর্জন প্রত্যাপকার দ্বারাই শাস্ত হয়, উপকার করিলে ঠাণ্ডা হয় না। দুর্জনকে উপকার করিলে বরং মল কলই হয়। দুর্জনের সহিত সংসর্গ করিলে মহাপাতক হয়।

দুর্জনশাল, রাজপুতানার অন্তর্গত ফোটার একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ফোটারাজ ভীমসিংহের ৩৭ পুত্র ৬ পিতার মৃত্যুর পর প্রথমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুনসিংহ রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু চারি বর্ষ রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে মধ্যম ভ্রাতা সিংহ ও কনিষ্ঠ দুর্জনশাল এই দুই ভ্রাতার সিংহাসন লইয়া বিবাদ ঘটে, শেষে উত্তর ভ্রাতার ঘোরতর

হয়। যুদ্ধে শ্রামসিংহ নিহত হইলেন, হুর্জনশালের আর শোকের পরিসীমা রহিল না। ১৭৮০ সনতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে হুর্জনশাল শিউলিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মোগল-সম্রাট মহম্মদশাহ হুর্জনশালকে ভাল বাসিতেন। হুর্জনশালের প্রার্থনামত মহম্মদশাহ আদেশ দেন যে, অশ্বনা-
তীরে যে যে অংশে হরজাতি বাহ্য করেন, সেই সেই অংশে কোন মুসলমান আর গোহত্যা করিতে পারিবেন না।

১৭৯৫ সনতে হররাজ হুর্জনশালের সহিত মহারাত্রী-
নারকে পেশবা বাজীরাওর সন্মিলন হয়। কিন্তু এ মৈত্রতা
অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮০০ সনতে অধররাজ
ঈশ্বরীসিংহ কোটা জয় করিবার অভিলাষে জাঠ ও মহারাত্রী-
গণের সহিত মিলিত হইয়া কোটা আক্রমণ করেন। এই
সময় মহাবীর হুর্জনশাল বিপুল বিক্রমে রাজ্যরক্ষা করিয়া-
ছিলেন। তিনমাস অবরোধের পর, বার্ষ মনোরথ হইয়া
ঈশ্বরীসিংহ চলিয়া আসেন। সেই সময়কার যুদ্ধে মহারাত্রী-
দলের অন্ততম নেতা জয়প্রী সিদ্ধির একটা হাত কামানের
মুখে উড়িয়া যায়। প্রধান সেনাপতি হিম্মতসিংহের
গুণে হুর্জনশাল বাজীরাওর নিকট হইতে নাহরগড় দুর্গ
লাভ করিলেন।

ঈশ্বরীসিংহ পলায়ন করিলে বীরবর হুর্জনশাল পূর্ক-
শক্ততা বিন্মত হইয়া উমেদসিংহকে তাঁহার পৈত্রিক বন্দী-
রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জ্ঞপ্তি বিবেচ্য চেষ্টিত হইলেন।
ঐ সময়ে তাঁহার পরামর্শে হোলকরের সাহায্যে উমেদসিংহ
বন্দীরাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু উমেদসিংহের উপকার
করিতে গিয়া তাঁহাকে পর্যন্ত হোলকরের অধীনতা স্বীকার
করিতে হইল। ইহার পর হুর্জনশাল নানাদেশ জয় করিয়া
কোটা রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮১০ সনতে হয় ও খিচি এই
দুই জাতির মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এই যুদ্ধে উমেদ-
সিংহ হুর্জনশালকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনবর্ষ রাজত্বের পর হুর্জনশাল ইহলোক পরিত্যাগ
করেন। যে গুণ থাকিলে রাজপুত্র প্রশংসনীয় হয়, হুর্জন-
শালের তৎসমস্ত গুণই ছিল। অমায়িকতা, উদারতা ও সাহ-
সিকতা প্রভৃতি কিছুই তাঁহার অভাব ছিল না। তিনি
গুণ ও বিশ্বাসের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়
নিয়ম হয় যে, সন্ধ্যার পর কোটার নগরদ্বার বন্ধ হইবে,
আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঘটনাক্রমে এক দিন
তিনি যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।
তখন রাত্রি হইয়াছে, তাঁহার অন্ধুরেরা প্রথমে দ্বার ঠেলিল,
শেষে হুর্জনশাল নিজ পরিচয় দিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন।

দ্বাররক্ষক কহিল, 'রাজে তাহার দ্বার খুলিবার আদেশ নাই,
অতরাং এখন তিনি অন্ত্র গিয়া অবস্থান করুন।'

প্রাতে যখন হুর্জনশাল নগরে প্রবেশ করেন, দ্বাররক্ষক
তাঁহার পদদেশে অন্ত্র রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা
করে। হুর্জনশাল তাহার কর্তৃত্বা কার্যের প্রশংসা করিয়া
তাঁহাকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন। কোটার হুর্জনশালের
গুণের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

দুর্জয় (ত্রি) হুঃথেন জীয়তেহসৌ হুঃজি-খল্। ১ জয় করিতে
অশক্য, বাহা সহজে জয় করা যায় না। (পুং) ২ বিজু।
(ভারত ১৩।১৪৯।১৬) "ক্রেণাংচ বিবিধাংস্তাং স্তান্ মৃত্যুমেব চ
হুর্জয়ং॥" (মহু) ৩ কার্ত্তবীৰ্য্য বংশীর অনন্ত রঞ্জার পুত্র-
ভেদ। (কুশ্পুং) ৫ দানব বিশেষ। ৬ রাক্ষস বিশেষ।

দুর্জয়গিরি, কামরূপস্থ বিখ্যাত শৈল। কালিকাপুরাণে এই
গিরির বিষয় বর্ণিত আছে। [কামরূপ দেখ।]

দুর্জয়ন্ত (পুং) নৃপভেদ। (বিজুপুং)

দুর্জর (ত্রি) হুঃথেন জীর্ঘ্যতি জু-অচ্। কষ্টপরিপাচ্য, বাহা
সহজে পরিপাক করা যায় না।

"বাহু পাকরসং শাকং হুর্জরং ইরিমহজং।" (হুশ্রুত ১।৪৬)

দুর্জরা (স্ত্রী) দুর্জর-টাপ্। জ্যোতিষতীলতা।

দুর্জাত (স্ত্রী) দুঃ জাতং প্রাং সৎ। বাসন। "দুর্জাত বহুরয়
মুকহরীষরোমে পোলস্ত এষ সমরেশ্ব পুরঃ প্রহর্তী।" (রঘু ১৩।৭২)
২ অসমজ্ঞা। (ত্রি) অসম্যাক্জাত, বাহার বৃথা জন্ম হইয়াছে।
"যো ন বাতর্যৈ বৈরমন্মসজ্জোনামঃ পুমান্।

অদলং জন্ম তস্তাহং মন্তে দুর্জাতযায়িনঃ॥" (ভারত বন ৩৫ অঃ)

দুর্জাতি (ত্রি) হুঃস্থিতা জাতি রজ্। ১ নিন্দিত বংশীর, বাহার
জাতি নিন্দিত হইয়াছে। হুঃস্থিতা জাতি জন্ম যন্ত। ২ যাহার
জন্ম নিন্দিত হইয়াছে। দুষ্টা জাতিঃ। দুর্টা জাতি।

দুর্জীব (ত্রি) হুঃস্থিতো জীবো জীবনোপায়ো যন্ত। পরভুক্তা-
দ্রাপজীবী, বাহার পরের অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ
করে। দুঃ জীব ভাবে খল্। (স্ত্রী) ২ নিন্দিত জীবন। হুঃথং
জীবতি জীব-অচ্। ৩ পরের অধীন হইয়া জীবনধারণ।
'সর্বং পরবশং হুঃথং' পরের অধীন সকলই হুঃথজনক। এই
জ্ঞান জীবনের পরাধীনতা হেতু দুর্জীব শব্দে এই অর্থবোধ
হইয়াছে।

দুর্জৈয় (ত্রি) হুঃথেন জীয়তেহসৌ হুঃজি-গ্যৎ। দুর্জয়, বাহা
হুঃথে জয় করা যায়।

দুর্জৈয় (ত্রি) হুঃথেন জায়তে জা-কৃশ্ণি বৎ। জানিবার
নিমিত্ত অশক্য, দুর্বোধ্য, বাহা বহু কষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায়।
"উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জৈয়ামকৃত্যজ্ঞতিঃ।" (মহু)

দুর্গ(ন) (পুং) দুঃখোন্নয়ন, আদি স ততোপস্থঃ । ‘দুঃখী নীতি ।
‘দুঃখিতো, নয়ো বস্তু । (ত্রি) দুঃখী নীতিবৃত্ত । ‘কন্তব্যো মম বৃত্তস্ত
দুর্গস্ত ফলোদয়ঃ ॥’ (হরিবংশ ৫১ অঃ) । এই স্থলে গুণ না
হওয়াই জায্য, যে হেতু ‘পূর্নপদাং সংজ্ঞায়াঃ’ সংজ্ঞা বৃত্তিতে
পূর্নপদের উত্তর গুণ হইবে, এই স্থলে নী খাতু অচ্ প্রত্যয়
করিয়া ময় এবং গুণবিধিতে হ্রস্ব লঙ্ঘের প্রতিষেধ হেতু অণ্ড
অর্থাৎ গুণ না হওয়াই উচিত ।

দুর্গশ (ত্রি) দুঃখেন নশ্রতি হ্রস্ব মশ-অচ্ বেদে গুণঃ । কষ্ট
ধারা নষ্ট, যাহা অতি কষ্টে নষ্ট হয় । ‘পর্যেকেন দুর্গশঃ
চিদবাক্’ (অথর্ষ ৫।১১।৭) বৈদিক প্রয়োগে ‘দুর্গশ’ এইরূপ
গুণ হয়, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে দুর্গশ এইরূপ অণ্ড হইবে ।

দুর্গামন্ (ত্রি) দুঃখিতঃ নামাংস্ত ‘পূর্নপদাং সংজ্ঞায়াঃ’ ইতি
গুণে প্রাপ্তি কৃত্তাদিগঠাৎ ন গুণঃ ইতি কেচিৎ, বেদে হু গুণ
মধ্যপাঠোদৃষ্টে । ১ দীর্ঘকোষিকা, বিহ্বক । ২ অর্শ-
রোগ । অতিপাতকই অর্শরোগের কারণ, এইজন্য ইহা অতিশয়
নিম্নিত বলিয়া এই রোগের নাম দুর্গামন্ হইয়াছে । ‘অমী বা
যন্তে গর্ভং দুর্গামা বোনিমার্শয়ে’ (ঋক ১০।১৬২।১) বা
টাপ্ । ‘দুর্গামা উপধার লোপ করিলে বিকল্প পক্ষে ভীপ্
হয়, সেই স্থলে ‘দুর্গামী’ এইরূপ হইবে ।

দুর্গীতি [দুর্নীতি দেখ ।]

দুর্দম (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেহসৌ হ্রস্ব দম-কর্শপি থল্ । অদমনীয়,
যাহা অতি কষ্টে দমন করিতে হয় । ‘সকুৎ পাশাবকীর্ণাতে
ন ভবিষ্যতি দুর্দমাঃ ॥’ (ভারত শা ৮৮ অঃ) ২ রোহিণীর
গর্ভজাত বসুদেবের এক পুত্র । (হরিবংশ ৩৫ অঃ)

দুর্দমন (ত্রি) দুঃখেন দম্যতেহসৌ বাং যুচ্ দুঃখেন দমনঃ
যন্ত ইতি বা । ১ দুঃখ ধারা দমনীয় । ২ জনমেজয় বংশজাত
শতানীকাস্ত্রজ নৃপভেদ । (ভাগবত ৯।২২।২২)

দুর্দম্য (ত্রি) দুঃখেন দম্যতে দম-যৎ । ১ অদমনীয়, দুর্দম,
দুঃস্ব, অশক্তি । ২ বৎসভর, গোশিশু, বাছুর ।

দুর্দর্শ (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতেহসৌ হ্রস্ব দৃশ-কর্শপি থল্ । দর্শন
করিতে অশক্য, হ্রস্বধারা দর্শনযোগ্য, যাহা অতি কষ্টে দেখা
যায় । ‘সুদুর্দর্শমিত্যে রূপং দৃষ্টবানস্মি যন্মম ॥’ (গীতা ১১ অঃ)
বেদে হু দুঃখেন দর্শোদর্শনমস্ত ইত্যেবাবাক্যং ।

দুর্দর্শন (ত্রি) দুঃখেন দৃশ্যতে দৃশ-যুচ্ । দুর্দর্শ, দেখিতে
অশক্ত । ‘বিশেষতশ্চাত্র দুর্দর্শনানি পরাধনি’ (অশ্বত্থ)

দুর্দর্শা (স্ত্রী) দুঃখী দর্শা । দুঃখবহা, মন্দ অবস্থা ।

দুর্দান্ত (ত্রি) দুঃখেন দান্তঃ দম-ক্ । দুর্দমনীয়, অশান্ত । ‘এনসা
ব্রূহাতে রাজা দুর্দান্ত ইতি চোচ্যতে ॥’ (ভারত শা ২৪ অঃ) ।

রাজা পাণী হইলে দুর্দান্তপদবাচ্য হয় । ২ কলহ । ৩ বৎস-
ভর, বাছুর । ৪ শিব । (ভারত শা ২৮৩ অঃ) ।

দুর্দিন (স্ত্রী) দুঃখং দিনং । ১ মেঘাচ্ছন্ন দিন, দিন বলিলে অমো-
রাত্র বুঝায়, কিন্তু দুর্দিন শব্দে রাত্রি বুঝাইবে না, কেবল দিন-
মাত্র পর বুঝাইবে । ২ বনাককার । ৩ দৃষ্টি । ‘অনিভিজ্ঞা-
তমিষাণাং দুর্দিনেবভিক্ষারিকাঃ ॥’ (কুশারস) ৫ দুর্দিত
দিনমাত্র, মন্দ দিন ।

‘যমচ্চ তু কথালাপরমপীযুষবর্জিতঃ ।

তদ্দিনং দুর্দিনং শ্রোতৃকমেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনং ॥’ (শকাধিঃ ৬৩)

যে দিন ভগবানের নাম করা হয় নাই, সেই দিনই দুর্দিন,
মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নহে ।

দুর্দিবস (পুং) দুঃখঃ দিবসঃ আদি সঃ । দুর্দিন । ২ বৃষ্টির দিন ।

দুর্দুরিয়া, বাঙ্গালা প্রদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি
প্রাচীন বিখ্যাত গ্রাম । ভূঞা রাজগণের নির্মিত দুর্গের
ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে । সাধারণে ইহাকে রাণীবাড়ী
বলে । এক সময় এই দুর্গ ‘বাঈজ্ঞান্যকারে’ স্থাপিত ছিল,
ইহার চারিদিকে বনার নদী প্রবাহিত । ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে
প্রায় দুই মাইল বেড়ের মধ্যে ১২ হইতে ১৪ ফিট উচ্চ বহিঃ-
প্রাচীর বিদ্যমান ছিল । দুর্গের অবস্থান দেখিলেই বোধ
হয় যে এক সময়ে এখানে দুইটা বাটী ও একটা বুরুজ ছিল ।
দুর্দুরিয়ার পার্শ্বে ও পূর্বে একটি প্রাচীন নগর ছিল, এখন
ভাঙ্গা ইষ্টকাদি তাহার পরিচয় দিতেছে মাত্র ।

দুর্জুর্জু (ত্রি) দোলয়তি উৎক্লিণতি আশ্রিতকতামিতি দোলি
বাহু কুট প্রত্যয়েন সাধুঃ । নাস্তিক । (জটায়ব)

দুর্জুহা (স্ত্রী) সহজে যাহাকে দোহন করা যায় না ।

দুর্দুত (স্ত্রী) দুঃখং দ্যুতং আদি সঃ । কপট দ্যুতজীভা, কপট
পাশাখেলা । ‘অহং হি তাবৎ সর্কসেবাং তেভ্যাং দুর্দ্যুতদেবিনাং ॥’
(ভারত আশ ৮ অঃ)

দুর্দুশীক (স্ত্রী) দুঃখ দৃশ বাং কর্শপি জক্ । দুর্দর্শনীয় বিষ ।

‘অজকারং সুদুর্দুশীকং তিরোদধে’ (ঋক ৭।৫০।২) ‘সুদুর্দু-
শীকঃ সুদুর্দর্শনং বিষঃ’ (সুারণ)

দুর্দুষ্টি (ত্রি) দুঃখং দৃষ্টং । রাগাদিদোষ দুষ্টি ।

‘দুর্দুষ্টিং পুনর্দৃষ্টা ব্যবহারান নৃপেত্র হু ।

সভ্যাঃ স অসিনো দণ্ড্যা বিবাসা দ্বিগুণং দুঃখং ॥’ (বাজবল্য)

দুর্দেব (স্ত্রী) দুঃখং দেবং । দুঃখদেব, দুর্ভাগ্য । পাপ ।

দুর্দেববৎ (ত্রি) দুর্দেবং বিভভেৎস্ত । দুর্দেব মতৃগ্, মতৃবঃ
দুঃখদৃষ্টক ।

দুর্দ্রিতা (স্ত্রী) খতিত লভাবিশেষ ।

দুর্দ্রুম (পুং) দুঃখোন্নয়নঃ । পলাশ, পেরাজ । (জটায়ব)

হুর্কর (পুং) হুর্ : ধেন হ্রিত্তে ধৃ-কর্মণি ণ্। ১ নরক বিশেষ। ২ ধবভৌযধি। ৩ পারদ। ৪ জ্ঞাতক। ৫ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ, ইনি দেবী ভগবতীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

(মার্ক পুং ৮৩।১২)

৬ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ভেদ। (ভারত ৭।১৩৩।৩০) ৭ শয্রাসুরের এক মন্ত্রী। (হরিবং ১৬২।১৮) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০)

৯ রাবণের সেনাপতি, অশোক বন ভঙ্গ সময়ে রক্ষকগণ হনুমানের হস্তে প্রাণভ্যাগ করিলে রাবণ হনুমানকে ধরিবার জন্য হুর্কর প্রত্যুত্তরে আদেশ দিরাছিল। (রাবণ হুর্কর ৪৬ অঃ)

হুর্কর রাক্ষস হনুমানের হস্তে নিহত হন।

হুর্করী, মহারাজ চন্দ্রশুপ্তের প্রাণনা মহিষী। চাপক্য চন্দ্রশুপ্তকে শত্রুহন্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যাহ একটু একটু করিয়া বিষপান অভ্যাস করাইতেন; কিন্তু চন্দ্রশুপ্ত তাহা জানিতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন রাণী হুর্করী তাঁহার সহিত আহার করিতে বসেন, তখন চন্দ্রশুপ্ত নিকটে ছিলেন না, রাণীও তখন পূর্ণগর্ভা। বিষ খাওয়া রাণীর অভ্যাস ছিল না। সুতরাং বিষের ভোজন মাত্রই চাপক্য আসিয়া বলিলেন, 'এক করিয়াছ' এই কথা বলিতে না বলিতে রাজী পঞ্চদ পাইলেন। তখন চাপক্য হুর্করীর গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিলেন। সেই শিশু বিন্দুনার।

(হরিরাবলীচরিত ৮।৪৩২-৪৪৩)

হুর্করীত্ব (পুং) হুর্-ধৃ বা-ঈত্ব। হুর্করগী। "অধিমীলে ভূজাং বহিষ্ঠং শাস্তু মিত্রং হুর্করীত্বং" (শক ১০।২০।২)। 'হুর্করীত্বং হুর্করগী' (সারণ)

হুর্করু (জি) হুর্কর, যাহাকে ধরা যায় না বা বাহার গতিরোধ করা যায় না।

হুর্কর্ম (জি) হুঃ স্থিতো ধর্মোযত, সমাসান্তবিধের নিত্যস্বার্থার্থে ন তচিত্ অনিচ্ সমা। হুঃ ধর্মযুক্ত। "ককোটকান্ বীরকান্চ হুর্কর্ম্যান্চ বিবর্জয়েৎ" (ভারত কর্ণ ৪৪ অঃ) লৌকিক প্ররোগে অনিচ্ সমাসান্ত হইবে। সেই হলে 'হুর্কর্ম' এইরূপ হইবে।

হুর্কর্ম (জি) হুঃ ধেন ধৃষ্যতেহসৌ হুর্ ধৃষ কর্মণি ণ্। অধর্মগী, ধর্মণ করিতে অশক্য, হুঃ ধারা ধর্মগী। "সংশিতান্ হুর্কর্ম উগ্রো তপসি বর্জতে" (ভারত আ ৭১ অঃ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।৩) ৩ হুর্করগী।

হুর্কর্মণ (জি) হুর্ ধৃষ-যুচ। হুঃ ধারা ধর্মগী।

"বিন্দাহবিন্দো হুর্কর্মঃ স্রবাহঃ হুঃ ধর্মণঃ" (ভারত শা ৬৭)

হুর্কবর্তা (জি) হুর্কবর্ত ভাবঃ হুর্কবর্ত টাপ্। হুর্কবর্ত ভাব, হুর্কবর্ত।

হুর্কবর্তা (জি) হুর্কবর্তা টাপ্। ১ নরাদমণী। ২ কছারীহুক।

হুর্ক (জি) হুর্ ধা-ভাবে অ। হুঃ ধান।

"হুর্ধাং দধাতি পরমে বোয়ান্" (শক ১০।১০২।৪)

'হুর্ধাং হুর্ধানং' (সারণ)

হুর্কর্ধা (জি) হুঃ ধেন ধাৰ্য্যতে ধাতি-বৎ। বাহা সহজে ধারণ করা যায় না, হুর্কর্ধা।

হুর্কর্ধাব (জি) হুর্-ধাব-ণ্। হুঃ ধাধনী।

হুর্কর্জিত (জি) হুর্-ধা কর্মণি ক্ত, বেদেন ধাঞো হিঃ। হুঃ তাবে স্থাপিত। "ইদমগ্রে স্থপিতং হুর্কর্জিতমপি" (শক ১।১৪০।১১) 'হুর্কর্জিতং হুঃ স্থাপিতাৎ' (সারণ) লৌকিক প্ররোগে 'হুর্জিত' এইরূপ প্ররোগ হইবে না, বেদেই ব্যবহৃত হয়, লৌকিক প্ররোগে 'হুর্জিত' এইরূপ প্ররোগ হইবে।

হুর্কর্জী (জি) হুঃ স্থিতা ধীযত / হুঃ বুদ্ধিযুক্ত, মনুষ্যবুদ্ধিযুক্ত।

"অনুখানবতা চাশি হুর্কর্জীভেন হুর্কর্জী" (ভারত উৎ ১৩৪ অঃ)

হুর্কর্জুর (জি) হুর্ ধৃব হিংসনে কর্মণি কিপ্। হুঃ ধারা হিংসনীয়। "হুর্ধা গাবো ন হুর্ধুরঃ" (শক ৫।৫৬।৪)

'হুর্ধুরো হুঃ ধেন হিংস্তাঃ' (সারণ)

হুর্কর্কট (জি) হুর্ ধৃব ডট্ পূর্বা সাধুঃ। যুক্তিবিনা গুরুবাক্য অমাত্রকারী শিষ্য, যে শিষ্য বা ছাত্র বিচারকরণান্তর গুরুবাক্য মাত্র করে।

হুর্নয় (পুং) হুর্-নী-অচ্। নীতিবিরুদ্ধাচরণ, হুর্নীতি, কুনীতি, মন্দরীতি। "সংচিন্ত্য হুর্নয়ং যোরঃ স্তনানং ছাতজন্ময়ৎ" (ভারত বন ৫১ অঃ)

(ভারত বন ৫১ অঃ)

হুর্নামক (পুং) হুঃ নামা অন্ত। অর্শরোগ।

হুর্নামন্ (জি) হুর্ হুঃ নাম যত। অর্শরোগ।

"দধ্যাজং কফপিত্তয়ঃ লঘুবাতকম্যাপহং"

হুর্নাম ঋসকাসেব হিভময়েঃ প্রদীপনং" (সুশ্রুত)

হুর্নামন্ (পুং জি) হুঃ নিম্নিতং নাম যত। দীর্ঘকোষিকা, ঝিগু।

হুর্নামারি (পুং) হুর্নামঃ অর্শরোগগত অরিঃ শক্রঃ। শূরণ, ইহা অর্শরোগ নাশক।

হুর্নাম্নী (জি) হুর্ নিম্নিতং নাম যতঃ জীপ্। হুর্নাম্নী। (শকর)

হুর্নিগ্রহ (জি) হুঃ ধেন নিগ্রহতে হুঃ নি-গ্রহ-ণ্। বাহা সহজে নিগ্রহ বা দমন করা যায় না, হুর্দম।

হুর্নিমিত (জি) হুর্-নি-মি-ক্ত। হুঃ তাবে ক্ষিপ্ত, সন্ময়ে উৎক্ষিপ্ত। "পদে পদে হুর্নিমিতা গলতী" (কুমারসং ৭।৬১)

হুর্নিমিত (জি) হুঃ নিমিতং। তাবি রিষ্টহৃৎক শকুনভেদ, যাহাতে ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচিত হয়। বিপদ হইবার পূর্বে হুর্নিমিত সকল দর্শন হয়। হুর্নিমিত দর্শন হইলে তাহার শৃতি করা উচিত। [বিশেষ বিবরণ শাকুন শ্রেখ।]

দুর্নিয়ন্ত (ত্রি) দুঃ-নি-য়ন্ত-কৃৎ। দুঃখ দ্বারা নিয়ন্তব্য, বাহাকে অতি দুঃখে নিয়মন করা যায়।

“অধ্যাত্তেব রক্ষরো দুর্নিয়ন্তবো হন্তরো দুর্নিয়ন্তবঃ।” (শব্দ ১।১৩৫:৯) ‘দুর্নিয়ন্তবঃ দুঃখেন নিয়ন্তব্যঃ।’ (সারণ)

দুর্নিরীক্ষ (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষাতে নিরীক্ষক-কৃৎ। অতি কষ্টে বাহা নিরীক্ষণ করা যায়, বাহা দেখিতে অতি কষ্ট হয়। দুর্দর্শ।

দুর্নিরীক্ষ্য (ত্রি) দুঃখেন নিরীক্ষাতে নিরীক্ষক-কৃৎ। দুঃখে বাহা নিরীক্ষণ করা যায়।

দুর্নিবর্ত্য (ত্রি) দুঃখেন নিবর্ত্যতে দুঃ-নি-বৃত্ত-কৃৎ। দুঃখে বাহা নিবর্তিত হয়, বাহা অতি কষ্টে সম্পাদিত হয়।

দুর্নিবার (ত্রি) দুঃ-নি-বৃ-ণঞ। বাহা অতি কষ্টে নিবারণ করা যায়।

দুর্নিবার্য (ত্রি) দুঃ-নি-বৃ-ণ্যৎ। বাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায়, সহজে বাহা নিবারণ করা যায় না।

“দুর্নিবার্যতয়া চৈব প্রভয়া মহতী চমুঃ।” (ভারত শাস্তি)

দুর্নিশ্পত্তর (কৌ) দুঃখেন নিশ্পত্ততি দুঃ-নি-প্র-পত-অচ, অতিশয়েন তৎতরপ্ বেদে তকারলোপঃ। ‘দুঃখ দ্বারা নিশ্পত্ততর, অতিশয় দুঃখে নিশ্পত্ত হওয়া। ‘অতো বৈ খলু দুর্নিশ্পত্তরং ভবতি।’ (ছান্দোগ্য উঃ) ‘দুর্নিশ্পত্তরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ।’ (ভাষ্য)

দুর্নীতি (কৌ) দুঃ-নী-ভাবে কৃৎ। নীতিবিরুদ্ধাচরণ।
“যন্ত প্রসাদাৎ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ।”

(ভারত বিঃ ২০ অঃ)

দুঃশী-কর্তৃক। (ত্রি) ২ দুর্নীতিবৃত্ত, কুরীতিবিশিষ্ট, বাহার রীতি নীতি ভাল নহে, উচ্ছৃঙ্খল, অশিষ্ট, অসদাচারী।
দুর্নীতি (কৌ) দুঃ দৃষ্টা নীতিঃ দুঃ-নী-কিন্। দৃষ্টানীতি, কুরীতি, দুর্নীতি পরায়ণ হইলে নানাবিধ কষ্ট পাইতে হয়, এই অজ্ঞ প্রত্যোক্যের দুর্নীতি পরিহার করা কর্তব্য, রাজা দুর্নীতিযুক্ত হইলে তাহার রাজ্য অচিরে ধ্বংস হয়। দুর্নীতি অবলম্বন করিয়া যে কোন কার্য করা যায়, তাহাই উচ্ছৃঙ্খল হয়। [নীতি দেখ।]

দুর্নীতিভাব (পুং) দুর্নীত্যাঃ ভাবঃ। দুর্নীতির ভাব।

দুর্নৃপ (পুং) দুঃ নৃপঃ। কুরাজা, মন্দ নৃপতি।

দুর্বচন (পুং) দুঃপ্রবচনঃ। কুবাক্য, কটুবাক্য, কুকথা।

দুর্বন্ধ (ত্রি) দুঃ বন্ধঃ। দুঃভাবে বন্ধ, যেরূপ ভাবে আশ্রয় থাকে, সেইরূপে বন্ধন না করিয়া দুঃভাবে বন্ধ।

“দুর্বন্ধেনাহু তিস্রে চ বিজ্ঞেয়ং তিস্রেন্নবৎ।” (হুত)

দুর্বল (ত্রি) দুর্নিমিত্তং বলং যন্ত। কৃশ, পর্যায়—অমাস, হাত, কান্ত, শিত, শাত, অবল ও অন্নবলযুক্ত।

“সবলো জরমাপ্রাপ্তি দৈবাজ্বরতি দুর্বলঃ।” (দেবীতা ১।১৫৭)

সকল কার্যে সবল ব্যক্তি জর লাভ করে; কিন্তু দুর্বল ব্যক্তি দৈবাৎ জর যুক্ত হয়। ‘বলীয়াসি হি দুর্বলং বাধ্যতে’ ইতি ভাষ্যৎ। বলবান্ কর্তৃক দুর্বল পরাজিত হয়, এই ভাষ্যসূত্রের প্রত্যেক সবল ব্যক্তি দুর্বলকে পীড়া দিতে পারে এবং অনেক স্থলে পীড়িত হইতে দেখা যায়, এই কারণে ‘দুর্বলস্ত বলং রাজা’ দুর্বলদিগের একমাত্র রাজাই বল, নৃপতিগণ সর্বদা সবলের হস্ত হইতে দুর্বলদিগকে রক্ষা করিবেন। ২ শিথিল। ৩ কৃশ। ৩ দুঃস্থ।

“অটিলশ্চানধীয়ানং দুর্বলং কিতবস্তথা।”

• বাজয়ন্তি চ যে পুংসস্তাংস্তত্রাজেন ভোজয়েৎ ॥” (মহু ৩।১৫১)

দুর্বলতা (কৌ) দুর্বলস্ত ভাবঃ দুর্বল-তলু-টাপ্। দুর্বলত্ব, দুর্বলের কাণ্ড।

দুর্বলত্ব (কৌ) দুর্বল ভাবে-ত্ব। দুর্বলতা।

দুর্বলা (কৌ) দুর্বল-টাপ্। অশুশিরীষিকা।

দুর্বলাচার্য্য, পরিভাষেন্দুশেখরট্টকা, মঞ্জবা ও কুঞ্চিকা নামে তাহার টীকা এবং দুর্বলী নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ রচিত।

দুর্বল (ত্রি) দুঃপ্রাণো যন্ত। ১ দুঃস্বপ্নরোগযুক্ত। ২ খলিত। টাকরোগ। ৩ কুটিলকেশ। (মেধাতিথি)

“অটিলশ্চানধীয়ানং দুর্বলং কিতবং তথা।” (মহু ২।১৫১)

দুর্বীরণ (কৌ) দুঃপ্রাণে বীরণং। দুঃপ্রাণে বীরণ ভগভেদ।

“দুঃপ্রাণোপপক্ষ্যামি দুর্বীরণানি জায়ন্তে।” (শত ব্রা ১।১৪)

১।৬) ‘দুর্বীরণানি দুঃপ্রাণানীবতি লুপ্তোপমা’। (ভাষ্য)

দুবুদ্ধি (কৌ) দুঃপ্রাণে বুদ্ধিঃ। দুঃপ্রাণে, কুবুদ্ধি। (ত্রি) দুঃপ্রাণে বুদ্ধিঃ যন্ত। ২ মন্দবুদ্ধিযুক্ত, কুবুদ্ধিশালী।

দুবুধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে হনৌ দুঃ-বুধ-বৃণ্ডার্থে ক। দুর্বল চিত্ত, দুঃখেন।

দুর্বোধ (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-কক্ষি খল্। দুঃখের, বাহা সহজে বোঝা যায় না।

“নিসর্গদুর্বোধমবোধবিরুবাঃ।” (কিরাতা)

দুর্বোধ্য (ত্রি) দুঃখেন বুধ্যতে বুধ-ণ্যৎ। দুর্বোধ, দুঃখের।

দুর্ব্রাহ্মণ (পুং) দুঃপ্রাণো ব্রাহ্মণঃ। নিম্নিত ব্রাহ্মণভেদ। বাহার তিন পুরুষ হইতে বেদপাঠ ও বিহিতহোম লোপ হইয়াছে, তাহাকে দুর্ব্রাহ্মণ কহে।

“যন্ত বেদশ্চ বেদী চ উৎসর্গা চ ত্রিপৌরুষী।

স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ।” (ধৃত্বাম্বী)

দুর্ভক্ষ (ত্রি) দুঃখেন ভক্ষতে দুঃ-ভক্ষ-কৃৎ। ১ কষ্ট দ্বারা ভক্ষণীয়, বাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায়। ২ যে সময়ে ভক্ষণীয় দুঃখাপ্য হইয়া উঠে, দুর্ভিক্ষ।

ছুৰ্ভিক্য (ত্রি) ছুৰ্ভিক্য-পাং । ছুৰ্ভিক ।

ছুৰ্ভগ (ত্রি) ছুৰ্ভিতো ভগো ভুগাং যন্ত । ছুৰ্ভগায়াত, মন্য ভাগাযুক্ত ।

“ছুৰ্ভগোহয়ং জন স্তত্র কিমর্থমুহুশমিতঃ ।” (হরিবংশ ১২৬ অঃ)

যাহারা পাপকাৰ্য্যের অহুষ্ঠান করে, তাহারা ছুৰ্ভগ হইয়া ভুগগ্রহণ করে ।

ছুৰ্ভগত্ব (ক্ৰী) ছুৰ্ভগন্ত ভাবঃ ছুৰ্ভগ-ত্ব । ছুৰ্ভগতা, ছুৰ্ভগের ধৰ্ম্ম, মন্যভাগ্যের ভাব ।

ছুৰ্ভগা (ক্ৰী) ছুৰ্ভগ-টাপ্ । পতিস্বেহরহিতা ক্ৰী, পৰ্য্যায়—বিরক্তা, বিবৃক্তা, নিষা, সোভাগ্যরহিতা ক্ৰী, যে ক্ৰীকে স্বামী ভালবাসে না ।

“কস্মভিঃ স্বকুভৈঃ সা তু ছুৰ্ভগা সমপদ্যত ।

নাভাগচ্ছৎ পতিং না তু কচ্ছা রূপবতী সতী ॥”

(ভারত ১১২৬ অঃ)

নারী সকল স্বকৃত কৰ্ম্মানুসারে ছুৰ্ভগ্যা প্রাপ্ত হয় ।

ছুৰ্ভগ্ন (ত্রি) ছুৰ্ভো ভগ্নঃ । শহজে যাহা ভগ্ন করা যায় না ।

ছুৰ্ভগ্ন (ত্রি) সহজে যাহা ভাঙ্গা যায় না ।

ছুৰ্ভর (ত্রি) ছুৰ্ভেন ভ্রিয়তে হ্র-ভৃ-প্ৰল্ । হ্রঃসহ, গুরু, ভারী ।

দুৰ্ভাগ্য (ক্ৰী) ছুৰ্ভং ভাগ্যং প্রাদি স* । ১ হ্রদৃষ্ট । ২ পাপ ।

(ত্রি) ছুৰ্ভিতং ভাগ্যং যন্ত । ৩ ছুৰ্ভ ভাগ্যযুক্ত । ৪ হতভাগ্য, অভাগা, যাহার ভাগ্য ভাল নহে ।

ছুৰ্ভাবনা (ক্ৰী) ছুৰ্ভা ভাবনা । হুশিষ্টা, উদ্বেগ, উৎকর্ষা ।

ছুৰ্ভব্য (ক্ৰী) ছুৰ্ভেন ভূয়তে হ্র-ভৃ-প্ৰল্ । অভাবনীয় ।

দুৰ্ভামিত (ত্রি) ছুৰ্ভঃ ভামিতঃ । ১ মন্য কথন, মন্যবাক্য বলা, হরুক্ত । ছুৰ্ভামিতং যন্ত । ২ কর্কশভাবী ।

দুৰ্ভামিন্ (ত্রি) ছুৰ্ভেন ভাবতে হ্র-ভাব-পিনি । ছুৰ্ভাবী, কর্কশভাবী ।

ছুৰ্ভিক্ (ক্ৰী) ভিক্কায়াঃ অভাবঃ অব্যয়ীভাবসমাসে অত্র অব্যয়ত্বং । ভিক্কার অপ্রাপ্তিকাল, যে সময়ে ভিক্কার অভাব হয়, যখন খাদ্যাদ্রব্য পাওয়া যায় না । যে দেশে বেদ্যপ শস্ত হওয়া আবশ্যক, সেই দেশে তৎপরিমিত শস্তাদি না হইলে ছুৰ্ভিক উপস্থিত হয়, যাহা কিছু পূৰ্বে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইলে চেষ্টা করিলেও আর খাদ্যাদ্রব্যাদি পাওয়া যায় না, কাজে কাজেই তখন ছুৰ্ভিক আসিয়া উপস্থিত হয় । ছুৰ্ভিক্কাঁরক বৎসরের ‘বিষয় জ্যোতিষত্বে এইরূপ লিখিত আছে * ।

* “রাষ্ট্রভক্ষ্য ছুৰ্ভিকং তরুরৈরপীড়নং ।

জানীয়াধিগ্রহং যোরঃ প্রমাথিনি বীর্যননে ॥

ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ২৩ প্রমাথী নামক সংবৎসরে রাষ্ট্রভক্ষ্য, ছুৰ্ভিক, চৌরোপজব ও ঘোরবিগ্রহ হয় । ২০ বার নামক সংবৎসর, ৩৪ শৰ্করী সংবৎসর, ৩৫ প্রবসংবৎসর, ৫০ অনল সংবৎসর, এই সকল সংবৎসরে ছুৰ্ভিক হইয়া থাকে । ৫১ পিঙ্গল সংবৎসরে নৰ্ম্মদাতটে ছুৰ্ভিক হয় । ৫৫ হুৰ্ম্মতি নামক সংবৎসরে সামান্যরূপ ছুৰ্ভিক উপস্থিত হয় । ৫৬ রক্তাক সংবৎসর, ৫৮ ক্রোধসংবৎসর ও ৬০ ক্ষয়সংবৎসরে বিষম ছুৰ্ভিক ও নানাপ্রকার উপজব হইয়া থাকে ।

যে সময়ে আশান হইতে শৃগাল, কুকুরাদি মাংস অস্থি প্রভৃতি লইয়া পুরের মধ্যে আগমন করে, বা গৃহমধ্যে পরিত্যাগ করে, সেই বৎসর ছুৰ্ভিক হইয়া থাকে ; পৃথিবী আশান ভূমিতে পরিণত হয় ।

“মাংসাহিনী সমাদায় আশানাদ্ গুত্রবারসা ।

আশৃগালোথবা মধ্যে পুরস্ত প্রবিশন্তি চেৎ ॥

বিকিরন্তি গৃহাদৌ চ আশানঃ সা মহী ভবেৎ ।

সংগ্রামশ্চ মহাঘোরো ছুৰ্ভিকমরকস্তথা ॥” (জ্যোতিষত্ব)

ছুৰ্ভিক প্রভৃতি রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে অশৌচাদি বিশেষ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে দোষাবহ হয় না ।

“ছুৰ্ভিক্যুক্তরাষ্ট্রে চ মৃতকে মৃতকেহপি বা ।

নিয়মাশ্চ ন হুম্মন্তি দানধর্ম্মরত্নেষু ॥” (গরুড়পু* ২২৬ অঃ),

ছুৰ্ভিক্ জায়তে যোরঃ সৰ্বোপদ্রবসংসৃতং ।

অনাবৃষ্টিঃ সমাখ্যাতা ব্যয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে ॥ ২০ ॥

কচিং বর্ষতি পুষ্করো দেশে সংহ্রিষন্নগুনঃ ।

ছুৰ্ভিকঃ শৰ্করীবর্ণে ব্যবহারো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ছুৰ্ভিক্ জায়তে সৰ্বা মেদিনী ছুৰ্য্যতি প্রিয়ে ।

মবে ধবন্ত্রী ভোয়াদি গীড়িতা মানবা ভুবি ॥ ৩৫ ॥

ছুৰ্ভিক্ জায়তে যোরঃ ধাতৌষধি প্রপীড়নং ।

অনলে চ সমাখ্যাতা নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৫০ ॥

দেশভক্ষঃ হুৰ্ভিক্ সমাসাৎ কথয়ামাহঃ ।

পিঙ্গলে চারুপদ্মাকি । ছুৰ্ভিকং নৰ্ম্মদাতটে ॥ ৫১ ॥

ছুৰ্ভিক্ মধ্যমং প্রোক্তং ব্যবহারো ন বর্জ্যতে ।

ভবেই মধ্যমারুটীছুৰ্ভিক্তৌ সমুপস্থিতৌ ॥ ৫৫ ॥

ছুৰ্ভিক্ মরণং যোরঃ ধাতৌষধি প্রপীড়নং ।

পাপমরণো ভবেদেবি রক্তাখ্যেহমরবন্ধিনী ॥ ৫৮ ॥

রোগো মরণ ছুৰ্ভিকং বিরোধোপদ্রবাকুলঃ ।

ক্রোধে তু বিষমং সৰ্বং সমাখ্যাতঃ হ্রপ্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥

মেদিনী চলতে দেবি সৰ্বকৃতং চরাচরং ।

দেশভক্ষ্য ছুৰ্ভিক্ করে সঞ্জীরতে প্রজা ॥

সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোকণে তথা ।

ছুৰ্ভিক্ জায়তে যোরঃ ক্ষয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥” (জ্যোতিষত্ব)

বে জীর পতিগৃহে বিরাগমন হয় নাই, তৎপূর্বে যদি
হুভিক উপস্থিত হয় এবং পতি তাহাকে লইয়া যায়, তাহা
হইলে কোন দোষ হয় না।

“একগ্রামে চতুঃশালে হুভিকে রাষ্ট্রবিপ্লবে।”

পতিনা নীরমানায়াঃ পুরুষকো ন হুযতি ॥” (জ্যোতিষ)

হুভিক উপস্থিত হইলে রাজা অতিশয় যত্ন সহকারে
প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, আর যে স্থলে রাজার দোষে
হুভিক উপস্থিত হয়, সেই দেশ সমূলে বিনষ্ট হয়। হুভিক
সময়ে যাহারা অন্নপ্রদান করে, তাহারা অতিশয় পুণ্যশালী।
হুভিক সময়ে চাপক্য নয়টা বৃত্তির বিধান করিয়াছেন।

“শকটঃ শাকিনী গাবো জালমাকন্দনং বনং।

অনুপঃ পর্বতোরাজা হুভিকে নবরত্নয়ঃ ॥” (চাপক্য)

শকট, শাকিনী, গো, জাল, জ্বাকন্দন, বন, অনুপ, পর্বত ও
রাজা হুভিক সময়ে এই নয়টা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐ বিপদ
হইতে উদ্ধার হইবে।

দুর্ভিদ (ত্রি) হুঃথেন ভিদ্যাতে হুঃভিদ কৰ্ম্মণি যএর্থো ক।
হুর্ভেদা, ভেদ করিতে অশক্য, বাহা ভেদ করা যায় না।

দুর্ভিষজ্য (ক্লী) হুঃভিষজ্ কৃৎসাক্ কৰ্ম্মণি গাং যলোপঃ।
২ হুশিকিৎস, সহজে বাহার চিকিৎসা করা যায় না। ভাবে
গাং। ২ হুঃথারা চিকিৎসা। “হুর্ভিষজ্যাং চান্নৈ ভবতি
যমেধন প্রাপিত্যতে” (বৃহদারণ্য উঃ) “তত আত্মা বাধিধ্যাদি
দোষ প্রাপ্তৌ হুর্ভিষজ্যাং হুঃথভিষকর্পতা হাষ্ট্রে দেহায় ভবতি
হুঃথেন চিকিৎসনায়ো হসৌ ভবতি।” (ভাষ্য)

দুর্ভৃত্য (পুং) হুষ্টৌ অসন্ ভৃত্যঃ। হুষ্টভৃত্য। শুক্রনীতিতে ভৃত্যের
এই সকল দোষ নিম্নিত হইয়াছে। যে সকল ভৃত্যকে উপযুক্ত
বেতন দেওয়া যায় না, এবং বাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে,
শঠ, কাতর, লুপ্ত, সমক্ষে অপ্রিয়বাদী, অতি উৎকোচাভিলাষী,
নাশ্তিক, দাঁড়িক, সত্যবাদী হইলেও অস্বাধ্যায়, অপ-
মানিত এবং যাহারা নিজ বুদ্ধিবলে অসত্যকে সত্য ও
সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মহৎ ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং
অত্মকে বঞ্চিত করিয়া ধন্যদি গ্রহণ করে, ভৃত্যের এই সকল
দোষ থাকিলে তাহারা দুর্ভৃত্য পদবাচ্য, এইরূপ ভৃত্তি হইলে
প্রভুর মহানিষ্ট হইয়া থাকে। (শুক্রনীতি ২ অঃ) [ভৃত্য দেখ।]

দুর্ভেদ (ত্রি) হুঃথেন ভিদ্যাতে হুঃভিদ-থল্। হুর্ভেদা, হুঃথে
ভেদনীয়, বাহা ভেদ করা যায় না, কঠিন।

দুর্ভেদ্য (ত্রি) হুঃথেন ভিদ্যাতে হুঃভিদ কৰ্ম্মণি গাং। হুর্ভেদ।
হুর্ভেদ্য (পুং) হুষ্টোভ্রাতা। হুষ্টভ্রাতা। “হুর্ভেদ্যস্ত চোগ্রস্ত
রাজন্ হুঃশাসনস্ত চ।” (ভারত বন ২৭ অঃ)

দুর্মুখ (ত্রি) ১ অমুখী। ২ মন্দ বক্তা।

দুর্মুখল (ত্রি) অমুখ।

দুর্মুখি (ক্লী) হুষ্টা মতিঃ। দুর্মুখি, বাহাতে বিবেকোৎপত্তি
হয় তাহার প্রতিবন্ধক পাশলিষ্ট মলিন বুদ্ধি।

“নিষীদনো অপদ্রমতিং অহি।” (শুক্লযজুঃ ১১৪৭) হুহিতা
মতির্ভক্ত। (ত্রি) হুষ্টমতিযুক্ত। ৩ বষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৫৫ম
বৎসরের নাম, এই বৎসরে হুভিক হয়। (জ্যোতিষ)
দুর্মুদ (ত্রি) দুঃস্থিতো মনো যন্ত। উন্নত। “দুর্মুদং পদক্লিপ-
সরোভ্যঃ।” (শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১২৭।৫)

দুর্মনস্ (ক্লী) হুষ্টং মনঃ। হুষ্টমন।

“প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ।” (রামাঃ ২।৩১।২০)

হুহিতং মনোযন্ত। (ত্রি) হুহিতমনস্ক, যাহার দুর্ভাবনা
উপস্থিত হইয়াছে, উদ্বিগ্নচিত্ত, চিন্তিত, বিমনা, দুঃখনা।

দুর্মনা [দুর্মনস্ দেখ।]

দুর্মনায়মান (ত্রি) “দুর্মনস্ কাণ্ড, সলোপঃ। দুর্মনায় শানহ।
উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত।

দুর্মুখ্য (পুং) হুষ্টৌ মনুষ্যঃ। হুষ্টমানুষ, হুষ্টলোক।

দুর্মুক্ত (ত্রি) হুঃম-ন-তুন্। হুষ্টমুক্তমান, হুষ্টবলিয়া ভাব।

“দুর্মুক্তা মৃতস্ত নাম।” (শুক্ল ১০।১২।৬)

দুর্মুক্ত (পুং) হুষ্টোমুক্তঃ। হুষ্টমুক্তা, দুর্মুক্তগায় রাজগণ আত
বিনষ্ট হয়।

দুর্মুক্তিত (ত্রি) হুঃম-মুক্ত। হুষ্টভাবে মুক্তিত, বাহা মন্যভাবে
মুক্তা করা হইয়াছে।

“যয়া দুর্মুক্তিতং দ্যুতং সৌবলে ন চ ভারত ॥” (ভারত উঃ
১২৭ অঃ) (ক্লী) ভাবে ক্। হুষ্টমুক্তা।

দুর্মুক্তিন্ (পুং) হুষ্টঃ মজী। কুমজী, মজীর যে সকল গুণ
উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ যে মজীর না থাকে,
তাহাকে দুর্মুক্তী কহে। মজী হুষ্ট হইলে সেই রাজা অচিরে
নষ্ট হয়। [মজিন্ দেখ।]

দুর্মুর (ত্রি) হুষ্টৌ মরো যুত্য়াঃ। ১ হুষ্টমৃত্যু। (ত্রি) হুঃথেন
মরো মরণং যন্ত। ২ হুষ্টভাবে মৃত, যাহার কণ্ঠে মৃত্যু হয়।

“দুর্মুরমহং মন্তে নৃগাং কৃচ্ছ্রে হপি বর্ত্ততাং।

যত্র কর্ণং হতং শ্রদ্ধা নাত্যজন্ জীবিতং নৃগ ॥”

(ভারত কঃ ১ অঃ)

বাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদের অতিশয় কণ্ঠে মৃত্যু
হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিদ্ধিতে এইরূপ লিখিত আছে—
চাণ্ডাল, উদক, সর্প, ব্রাহ্মণ, বিদ্যা, দংষ্ট্রী ও পত্ন হইতে
পাপীদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে, এইরূপ মৃত্যুকে দুর্মুর কহে।
এইরূপ ভাবে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের উদ্দেশে

উদকাদি ক্রিয়া অল্পাধিত হইলে তাহা বিফল হয়। বাহার।
 ক্রোধপূর্বক শত্রু, অগ্নি, বিষ, উষকন, জল, গিরি ও বৃক্ষ
 হইতে পতন প্রভৃতি ইহার মধ্যে যে কোন এক উপায়ে প্রাণ
 পরিত্যাগ করে, তাহাদের এইরূপ মৃত্যুও হুম্বৃত্য পদবাচ্য।

ইহাদের দাঙ্ক, অস্তোষ্টিক্রিয়া ও ভূতি কিছুই হইবে না।
 যদি কেহ ইহাদের দাহাদি করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া
 শুদ্ধ হইতে হইবে *।

হুম্মত্বাঙ্কন দানাদি করিতে হয়। তাহার বিবরণ বিংশ-
প্রকাশনদিতে এইরূপ লিখিত আছে,—সর্পদষ্টে হইয়া মৃত্যু
হইলে কাঞ্চন, হস্তী দ্বারা নিহত হইলে চতুর্নিক পরিমাণ স্তবর্ণ,
রাজা কর্তৃক হত হইলে হিরণ্ময় পুরুষ, চোর কর্তৃক হত হইলে
ধেমু, বৈরি কর্তৃক হত হইলে যথাসক্তি কাঞ্চন, শয্যাতে
মৃত্যু হইলে শয্যা, শৌচহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে খিনিক
স্তবর্ণ, সংস্কারহীন, হইয়া মরিলে ব্রাহ্মণ বালককে উপনয়ন,
অথ দ্বারা হত হইলে নিকটতরপরিমিত স্তবর্ণ নির্মিত অথ,
কুকুর কর্তৃক হত হইলে শক্তি অনুসারে ক্ষেত্রপাল স্থাপন,
শূকর কর্তৃক হত হইলে সদক্ষিণ মহিষ, উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া
মরিলে ধাতু পর্কিত, বিষ দ্বারা মৃত্যু হইলে স্তবর্ণনির্মিত
মেদিনী, উষ্মকনে মৃত হইলে কনকনির্মিত কপি, প্রস্তর
দ্বারা নিহত হইলে সবৎসা পরাশ্রিনী ধেমু, জল দ্বারা মৃত্যু
হইলে হৈমবরুণ, বিস্মৃতিকারোগে মৃত্যু হইলে শত ব্রাহ্মণ-
ভোজন, কাসারোগে মৃত্যু হইলে অষ্টকচ্ছত্রত, অতিসার
রোগে মৃত্যু হইলে লক্ষ গায়ত্রী জপ, অন্তরীক্ষে মৃত্যু হইলে
বেদপারায়ণ, বিদ্যাপাতে মৃত্যু হইলে বিদ্যাদান, এবং পতিত
হইয়া মৃত হইলে ষোড়শ প্রাজ্ঞাপত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়।
পুৰোক্ত মৃত্যু সকল হুম্মত্ব, এরূপ মৃত্যুতে এবং অপত্য
রহিত হইয়া মরিলে নবতি কচ্ছত্রাস্ত্রায়ণ করিকে। মৃত্যুর পর
এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। (শাততপীর) [মৃত্যু দেখ।]

ଦର୍ମରଣ (କ୍ତ୍ରୀ) ହୁ-ସ୍-ଲୁଟ । [ହର୍ମର ନେଧ ।]

দুর্মরত্ন (ক্লী) দুর্মরত্ন ভাবঃ দুর্মর-ত্ব । দুর্মরতা, দুর্মৃত্ব ভাব ।

দুমরা (জী) ছর্মণ-টাপ। দুর্ধা।

* "চণ্ডালাছন্দকাং সুর্ণাং ব্রাহ্মণাষৈছত্যাংপি।

ନଃଷ୍ଟି ଭ୍ୟଞ୍ଚ ପଶୁଭ୍ୟଞ୍ଚ ଯରାଗଂ ନାମକର୍ମଣାଂ ॥ .

• উদকঃ পিণ্ডমানক প্রোত্তেভ্যো বৎ প্রদীয়তে ।

নোপতিষ্ঠতি তৎ সৰ্ব্ব মন্ত্রীক্ষে বিনশতি ।

কোথাও প্রাণঃ বিহঃ বহিঃ নান্দমুখকঃ জলঃ ।

গিরিবৃক্ষপ্রপাতঞ্চ যে কুর্স্বন্তি নরাধমাঃ ॥” (নির্ণয়সিং ৬ষ্ঠ অঙ্কিয়া)

হুম্বৰ্ণ (পুং) হুংখেন যুবাতে হুং-বৃক কৰ্ম্মণি খল। হুংখ বায়া
মৰ্ণণীয়, বাহা অতিকষ্টে সহ করা বায়। 'বক্ষুগ্রা ইমং হবং
হুম্বৰ্ণ চক্রিরা উত ৭' (গ্লুক ৮।৪৫।১৮)

দুর্মর্ষণ (পুং) দ্বর্-মৃষ ভাবায়াং ণ্ম বাধিভ্যাং যুচ্। ১ অতিকষ্টে
সহনীয়। ২ বিক্ষু। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভ্রম। (ভারত ১।১১৭।৩)

দুর্মর্ষিত (ত্রি) দূৰ্-মৃষ-কৃত । বৈরতা-সাধনে উত্তেজিত ।

দুঃখলিকা (দ্রী) দৃশ্যকাব্যরূপে উপরূপক ভেদে, নাটিকা
 জ্যোতিক, গোষ্ঠী, মটক প্রভৃতি নানাবিধ, দুঃখলিকা তাহার
 মধ্যে একবিধ। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ
 লিখিত আছে—

“দুর্গমী চতুরঙ্গা শ্রাং কোশিকী ভারতী তথা ।

अगर्भा नागरनरा नून नारकभूषिता ॥

তিনালি: প্রথমোক্তোক্তাং শিটক্রীড়াময়ো ভবেৎ ।*

পঞ্চনালি দ্বিতীয়োহঙ্কে। বিদুষকবিনাসবান ॥

ସମ୍ମାନିକ ସ୍ତ୍ରীମণ্ড পীঠমନ୍ଦିର ବିলাসবান ।

चतुर्थो दशनाभिः आदकः क्रीडितनायकः ॥”

(সাহিত্যদ. ৬৫৪৪)

এই দৃষ্টকাব্য হস্তরসপথান্ন, ইহা চারি অঙ্গে সমাপ্ত
হইবে, গর্ভাক থাকিবে না, অন্ননায়ক হইবে। প্রথম অঙ্কে
তিনালি হইবে এবং তাহাতে বিটের ক্রীড়াতে পূর্ণ থাকিবে,
দ্বিতীয় অঙ্কে পঞ্চনালি এবং বিদূষকের বিষয়, তৃতীয় অঙ্কে
ষড়্ভালি এবং গীঠমন্দের বিষয়, চতুর্থ অঙ্কে দশনালি এবং
ক্রীড়িত নায়ক হইবে; এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে
দ্রুম্মল্লিকা কহে। যেমন বিন্দুমতী।

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭୀ [ହର୍ଲ୍ଲିକା ଦେବ ।]

दुर्भासस्य (क्री) दृष्टः मासस्यः । दृष्ट मासस्य ।

দুর্মাযু (জি) হুটাত্মাযুধানি মিশস্তি মি ক্বেপে উন্। হুটাত্মা
ক্বেপক, হুটাত্ম নিক্বেপকারক।

“हृत्मायवो हृत्नेवा मर्त्यानः ।” (अक् ३।२०।१५)

छुर्मिज (पुं) छुई मिजः आदि० स० अमिजवद् पुं० इत् । १ ।
 अमिज, शक । (जि)० छुःहितं मिजः वञ्च । २ छुई मिजक,
 छुईवक्तृक ।

দুর্মিত্রিয় (শত্রু) দুর্মিত্রায় অমিত্রস্য সাধুঃ। অমিত্র ভাবে
 অবস্থিত।

“ସୁମିତ୍ରାୟା ନ ଆପ ଓବଧୟଃ ସହ ହର୍ମିତ୍ରାୟା ହଟେନ୍ଦ୍ର ସହ ।”

(ଉଦ୍ଧୃତଂ ୭।୨୨)

‘হুমিঞ্জিরা অমিত্রৈষ্যেনাবহিতাং ।’ (বেদদীপ)

দুর্ভিলকা (জী) মাদ্রাস্তভেন, ইহার ঐতিচরণে স্বাক্ষিঃশং
মাদ্রাস্ত হইবে।

দ্বাত্রিংশতঃ ফণিপতি-জগিত-সকল-বিভূষণ-বৃত্তবরং ।

দশবস্তুভূবৈর্যতিরক্ত প্রভবতি কবিকুলদয়ানন্দকরং ॥

যদাষ্টচতুর্কলগণনির্মিতপদমিতি দুর্মিলকা নামপরং ।

নরপতিবরতোষণ-বন্দিত্বিভূষণ ভূবনবিদিত সস্তাপহরং ॥

(ছন্দঃশাস্ত্র)

দুর্ম্মুখ (ত্রি) দুঃখং যুগং যত তথাপারো বা যত । ১ অখ ।

২ বানরভেদ । ৩ মহিষাসুরের সেনাপতিভেদ । (চণ্ডী)

৪ রামচন্দ্রের গুপ্তচর, রামচন্দ্র ইহার দ্বারা প্রজামণ্ডলীর

অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতেন, ইহার নিকট সীতার লোকাপবাদ

বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন । এই অপবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে

নিরপীণিত করেন । উত্তররামচরিতে কেবল ইহার উল্লেখ

দেখা যায় ।

“তদ্বাস্তচরী দুর্ম্মুখঃ সময়া পৌরজানপদানপসপিতুঃ

প্রযুক্তঃ ।” (উত্তররামচ) ৫ নৃপভেদ । (ভারত ৬৭ অঃ)

৬ নাগভেদ । ৭ শিব । (ভারত ১১১৭৩) ৮ ধৃতরাষ্ট্রের

পুত্রভেদ । ৯ উত্তরদ্বারগৃহ । ১০ ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে ১১

বৎসরের নাম দুর্ম্মুখবৎসর । ১২ বক্ষভেদ । ১৩ অগ্নিরবাদী ।

ভক্তমালে এক দুর্ম্মুখের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি

রাধিকার দেবর ও ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী । (ভক্তমাল)

দুর্ম্মুহুর্ভুত (পুং ক্রী) নিন্দিতো মুহুর্ভুতঃ প্রাদি স* । অপ্রশস্ত-

মুহুর্ভুত, নিন্দিত মুহুর্ভুত ।

“নক্ষত্রেষামুহুর্ভুতঃ দুর্ভুতৌ দুর্ম্মুহুর্ভুজাঃ ।

সংপতস্ত্যাসুরীং যোনিং যজ্ঞপ্রসববর্জিতাঃ ॥”

(ভারত শাং ১৮০ অঃ)

দুর্ম্মুখ (দেশজ) মুদগর, পিটনে, গাদনী, যদারা মৃত্তিকা পেটা

হয়, নূতন প্রাসাদাদি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকাকে

দুর্ম্মুখ করিয়া অর্থাৎ মাটি ভাল করিয়া গিটিয়া তাহার উপর

গাঁথনি বা অপরাপর কার্য্য করিতে হয় ।

দুর্ম্মূল্য (ত্রি) হস্তিতং মূল্যং । হস্তিত মূল্য, মহার্য্য, যাহার

দাম অধিক, যে বস্তুর যে পরিমাণ দাম স্থির আছে, সেই বস্তুর

তাহা অপেক্ষা অধিক দাম হইলে দুর্ম্মূল্য কহে ।

দুর্মেধস্ (ত্রি) নিন্দিতা মেধা অস্ত, অসিচ্ সমা* । নিন্দিত

মতি, দুর্ভুদ্ধি, ধারণাবর্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিশক্তি কোন বিষয়ে

ধারণা করিতে না পারে ।*

“ন কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃ দুর্মেধান্তহৌ কিঞ্চিদবাক্যে ॥”

(ভারত বন* ১০ অঃ)

আর্ষেভু সমাসান্তবিধের নিত্যত্বাৎ নাসিচ্ । আর্ষ প্রয়োগ

হলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতা হেতু অসিচ্ সমাসান্ত হইবে

না, সেই হলে দুর্মেধ এইরূপ প্রয়োগ হইবে ।

“অশ্রদ্ধদানান্ নিঃসন্ধান্ দুর্মেধান্ হ্রসিতাযুঃ ।”

(ভাগবত ১৪/১৮)

দুর্মেধস্ব (ক্রী) দুর্মেধসো ভাবঃ স্ব । দুর্মেধার ভাব, দুর্ভুদ্ধি-
কার্য্য ।

দুর্মেধাবিন্ (ত্রি) দুঃখঃ মেধাবী । দুঃখমেধা, যুক্ত ।*

দুর্ম্মৈত্র (ত্রি) দুঃখো মৈত্রঃ । দুঃখমিত্র, দুঃখবন্ধ ।

দুর্ম্মোহ (পুং) দুঃখঃ নিন্দিতঃ যুহ্যত্যানেন মুহ করণে যজ্ঞ

১ কাকভূজী । (ক্রী) কাকাদনী ।

দুর্ম্ম্য (পুং) দুঃখং যাজি যাক্ষুহরি দ্বারে ভবঃ যং বা ১ গৃহ

“সং গোষ্ঠমাবদন্তং দেবী দুর্ম্ম্যো ।” (তন্ত্রার্থক ৫/১৭) ‘দুর্ম্ম্য শব্দে

“গৃহবাচী ‘দুর্ম্ম্যাবৈ গৃহাঃ ইতি ক্রতেঃ ।’ (বেদদীপ) ২ দ্বার-

ভব যুগ । ‘নিরেক্ষে পজ্ঞেয়ু স্তোমো দুর্ম্ম্যোনি কুপ ।’

(ঋক্ ১৫/১৪)

দুর্ম্মশস্ (ক্রী) নিন্দিতং যশঃ । অকীর্ত্তি ।

“তদগ্রহচী সচিব স কামিনীর্ম্মনোভবঃ সীযতি দুর্ম্মশঃ পটৌ ।”

(নৈষধ) দুঃস্থিতং যশো যজ্ঞঃ (ত্রি) দুঃস্থ যশযুক্ত, মন্দযশঃ ।

দুর্ম্মোগ (পুং) দুঃখো যোগঃ । ১ দুর্ভাগ্যযুক্ত গ্রহযোগ ভেদ ।

২ দুঃখকৌশল ।

“দাসীভূতাস্মি দুর্ম্মোগাং সপত্ন্যাঃ পুতগোত্রম ।” (ভারত আ*

২৭ অঃ) (দেশজ) দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্নদিন, যেদিন অতিশয়

ঝড় ঝুটি প্রভৃতি হয় ।

দুর্ম্মোগ (ক্রী) দুঃখা বোনিহানমন্ত্যস্ত, অর্শ আদি অচ

সংজ্ঞায়াং গত্যং । সংগ্রাম, যুদ্ধ ।

“নিদুর্ম্মোগে আবৃণন্তে মুদ্রবাচঃ ।” (ঋক্ ৫/১৯/১০)

‘দুর্ম্মোগে সংগ্রামঃ ।’ (সারণ)

দুর্ম্মোধ (পুং) দুঃখেন যুধাতে হসৌ দুর্ম্ম যুধ কন্দপি থল । দুঃখ

দ্বারা যোধনীয়, যিনি অতিশয় দুঃখ সহ করিয়া যুদ্ধ করিতে

পারেন ।

দুর্ম্মোধন (পুং) দুঃখেন যুধাতে হসৌ দুর্ম্ম-যুধ-যুচ্ । দুর্ম্ম

কনীর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র । মহাভারতীয় যুদ্ধে

ইনিই প্রধান নায়ক ও কৌরবদলের নেতা ছিলেন । পাণ্ডু

রাজের মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক হস্তি-

নায় আনীত হন এবং দুর্ম্মোধনাদি শতব্রাতার সহিত একত্র

শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন । দ্বিতীয়পাণ্ডব ভীম

দুর্ম্মোধনের সমবয়স্ক ছিলেন । তাহার অপরিমিত বলবিক্রম

এবং গদা চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দর্শন করিয়া দুর্ম্মোধন

তাঁহার বিশেষ বিদেষ্টা হইয়া পড়েন । দুর্ম্মোধনও গদা-

যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং দ্বারকাধিপতি ক্রীককের

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের নিকট উক্ত অস্ত্রের ব্যবহারাদি শিক্ষা

করেন; কিন্তু তবু ভীমের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া ভীমকে বিমর্ষ করিবার জন্য কীড়াছিলে একদিন তাঁহাকে বিবাহ করাইয়া মুক্তিভাবস্থায় পলাগতে নিষেধ করেন। ভীম তদবস্থায় নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণিবার পর বাসুকী কর্তৃক নাগলোকে নীত ও বিষজর হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

যুতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দুর্ঘোষন তাহাতে বিষম আপত্তি উত্থাপন করেন। পুত্র-স্নেহে পীড়িত হইয়া যুতরাষ্ট্র দুর্ঘোষনের কুমন্ত্রণায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে বনবাসে প্রেরণ করেন। পথে ইহা-দিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্ঘোষন লোক পাঠাইয়া জটুগৃহে বদ্ধ করিয়া পুড়াইয়া মারিবার কল্পনা করেন, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধকাম হইল নাই। বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় যুধিষ্ঠির রাজস্বর যজ্ঞস্থাপন করিলে দুর্ঘোষন যজ্ঞ-সভার পাণ্ডবগণের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও যশ দেখিয়া একান্ত অস্বাভাবিক হইয়া পিতাকে প্ররোচিত করিয়া পাণ্ডবগণকে অক্ষয়ীদ্বার আকর্ষণ করেন। শকুনি নামক গাংকার রাজতনয় অক্ষবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দুর্ঘোষনের মাতুল, সুতরাং তিনিই দুর্ঘোষনের পক্ষাবলম্বনপূর্বক খেলিতে বসিলেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও অক্ষবিদ্যায় অতি পটু, শকুনি ভ্রাতৃপথে তাঁহাকে হারাতে না পারিয়া মায়া অক্ষ ধার্য যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব হরণ করিলেন। শেষে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-গণের, পত্নীর ও নিজের স্বাধীনতা পণ্যস্ত পণ্য হারিলেন। দুর্ঘোষন ধীরে প্রফুল্ল হইয়া দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী রজঃস্বলা ছিলেন; তিনি আসিতে অস্বীকৃত হইলে দুঃশাসন গিয়া তাঁহার কেশকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিলেন। দুর্ঘোষন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশে বসি-বার নিমিত্ত আকর্ষণ করিল। ভীম এই অপমানে অগ্নিয়া গদাঘাতে দুর্ঘোষনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন বৃদ্ধ রাজা যুতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া আত্মবিবাদ নিবারণ করিলেন এবং পণের নিয়মামুসারে যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে আদেশ দিলেন। বনবাস কালে দুর্ঘোষন পাণ্ডবদিগের হৃদয় দর্শন করিয়া আনন্দলাভের জন্য যৌবরাজ্য করেন। পথে তিনি সমলে গুরুগণ কর্তৃক বন্দী হন; যুধিষ্ঠির অনিতে পাইয়া ভীম ও অর্জুনকে পাঠাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনার দুর্ঘোষন মর্ষণপীড়িত হইয়া পাণ্ডবের শক্ততা-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। ক্রমে নির্দিষ্ট অজ্ঞাতবাসকাল

অতীত হইলে ক্রকের মধ্যস্থতার উত্তর পক্ষে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হয়, কিন্তু দুর্ঘোষন ক্রকের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট না হওয়ার উত্তরপক্ষে দ্বোরতর যুদ্ধের আরোজন হইতে লাগিল। উত্তরপক্ষেই ক্রকের সাহায্য চাহিলেন। পাণ্ডবেরা একা ক্রকে এবং দুর্ঘোষন ক্রকের সৈন্যদল গ্রহণ করিলেন। ক্রকক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ বাধিল। দশদিন যুদ্ধের পর কৌরবগণের সেনাপতি ভীম; পাঁচদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি দ্রোণ, আড়াইদিন যুদ্ধের পর কৌরব সেনাপতি কর্ণ ও অর্দ্ধ দিন যুদ্ধে কৌরব সেনাপতি শল্য বিনষ্ট হইলে কৌরবগণের সম্যক পরাজয় হইল। দুর্ঘোষন পলাইয়া এক হ্রদ মধ্যে লুকাইলেন। অরশেষে দুর্ঘোষন ও বিক্রপে উৎপীড়িত হইয়া তিনি বাহিরে আগিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে দুর্ঘোষনেরই জয়লাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু ভীম প্রতিজ্ঞা অরণ্যপূর্বক ভ্রাতৃ বিরুদ্ধ হইলেও কটীদেশের নিম্নে গদাঘাত করিলেন। দুর্ঘোষন তাহাতে অস্থিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীম পরিত-শক্রর মস্তকে গদাঘাত করিয়া চিরপোষিত ক্রোধের শান্তি করিলেন। পাণ্ডবেরা যুতপ্রায় দুর্ঘোষনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে দ্রোণপুত্র অশ্বখামা, আসিয়া দেখা করিলেন। হতাশ অবস্থায় দুর্ঘোষন ইহাকেই পাণ্ডব বিনাশে নিবৃত্ত করিলেন ও ভীমের মুণ্ড আনিতে বলিয়া দিলেন। অশ্বখামা ছদ্মবেশে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্রকে রিনাশ করিয়া দুর্ঘোষনকে সংবাদ দিলেন। দুর্ঘোষন পাণ্ডবপুত্র নিধন সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। (মহাভারত) কাশীদ্বারী মহাভারতে আছে—অশ্বখামা পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্রের মুণ্ড লইয়া আসেন। দুর্ঘোষন ভীমের মুণ্ড চাহিলেন। অশ্বখামা ভীমকৃতি ভীমপুত্রের মুণ্ড দিলেন, কিন্তু বর্ধন দুর্ঘোষন তাহা চাই হস্তের চাপে গুড়াইয়া ফেলিলেন, তখনই ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, অশ্বখামা পঞ্চপাণ্ডবই আমার শত্রু, দ্রৌপদীর এই বালক কর্তী আমার নিকট কোন দোষী নহে। ইহার পরই অত্যন্ত হর্ষের পর অতি বিবাদ উৎপন্ন হইয়া দুর্ঘোষনের প্রাণ বহির্গত হইল। দুর্ঘোষনকে যুধিষ্ঠির ‘সুঘোষন’ বলিতেন। (জি) যিনি অতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন।

দুর্ঘোষনি (জী) নিমিত্তা যোনি: প্রাদি স। নিমিত্ত জাতি। হৃদিতা যোনিবৃত্ত। (জি) নিমিত্ত আতিক, বাহ্য নিমিত্ত কুলে জন্ম হইয়াছে।

“নন্দনকন দুর্ঘোষনি: প্রকৃতিঃ সাং নিবজ্জতি।” (মহ)

দুর্লক্ষণ (ক্ৰী) হুঃ লক্ষণং। অণ্ড চিহ্ন, অমললক্ষণ চিহ্ন।
দুর্লক্ষ্য (ত্রি) হুঃ খেন লক্ষ্যতে হসৌ হুঃ-লক্ষ্য-ৎ। অদৃশ্য,
বাহা স্মৃতি কষ্টে দেখা যায়।

দুর্লজ্জন (ত্রি) হুঃ খেন লজ্যতে লজ্জ-যৎ, হুঃ খদ্বারা লজ্জ-
নীয়, অতি কষ্টে লজ্জনীয়, অলজ্জা, বাহা সহজে লজ্জন করা
যায় না।

দুর্লজ্জা (ত্রি) হুঃ খেন লজ্যতে লজ্জ-যৎ। অলজ্জনীয়, বাহা
সহজে লজ্জন করা যায় না।

দুর্লভিক (ক্ৰী) হুঃ লভেত্বা লভ্যে কন-টাপ্। ১ নিমিত্তা
লভা। ২ ছন্দোভেদ।

দুর্লভ (ত্রি) হুঃ খেন লভ্যতে হুঃ-লভ কশ্মপি থল্। লাভ
করিতে অশক্য, দুস্ত্রাপ্য, বিরল, বাহা সহজে লাভ করা যায়
না, বাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। বহুশূন্য। ২ অতি
প্রশস্ত। ৩ প্রিয়।

“নরং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তজ্জ দুর্লভা।” (সাহিত্যদ্ব্যং)

“দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যদুর্লভং ক্ষেমকং স্মৃতং।

দুর্লভা সদৃশী ভার্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ ॥” (চণক্য)

সত্যবাক্য, উত্তমপুত্র, সদৃশী ভার্যা ও প্রিয়তম স্বজন
ইহ জগতে অতি দুর্লভ। ৪ কচ্ছুর। ৫ বিষ্ণু।

“দুর্লভো দুর্জয়ো দুর্গঃ।” (বিষ্ণুসহস্রনাম)

দুর্লভ ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুকে পাওয়া যায়, এই অল্প ভগবান
বিষ্ণুর নাম দুর্লভ হইয়াছে। বাস বচনে লিখিত আছে,
সহস্র সহস্র অম্ব ধরিতা তপস্তা করিলে কৃষ্ণ পরাভক্তি জন্মে,
সেই ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

(ক্ৰী) ৬ দুর্লভা। ৭ খেত কণ্টকারী।

দুর্লভক, কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্দনের পুত্র। ইনি অনল-
লেখ্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের
সিংহাসনাবিরোধ করেন এবং পরে প্রতাপাদিত্য এই নাম
গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

ইনি প্রতাপপুর নামে একটা নগরী স্থাপন করেন। ঐ
স্থানে রৌহিত হইতে নোনগ্রামের একজন বণিক আসিয়া
বাস করেন। ঐ বণিকের সহিত ইহার অতিশয় বন্ধুত্ব হয়।
একদা ইনি বন্ধুর গৃহে তাহার পত্নী ত্রীনয়নপ্রভাকে
দেখিয়া অতিশয় মোহিত হন, কিন্তু বীর অভিলাষকে অন্তরে
গোপন রাখিয়া দারুণ মনঃপীড়ার আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী
হন। এই সময় ইহার বন্ধু পীড়ার কারণ কোনরূপে অবগত
হইয়া আশনার দ্বারা পীড়াকে প্রশান্ত করিয়া দুর্লভকে করে অর্পণ
করেন। সেই পীড়ার কারণেই ইহার দেহ পূর্ববৎ বল প্রাপ্ত হয়।
ঐ রাণীর গর্ভে ইহার তিন পুত্র হয়,—তাহাদের নাম চন্দ্রা-

পীড় বা বজ্রাদিত্য, তারাপীড় বা উদয়াদিত্য এবং অবিন্ধ্য-
পীড় বা ললিতাদিত্য। ইনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু-
মুখে পতিত হন। (রাজতরং) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্লভ, মূলতানের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। আলবিরী
ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দুর্লভরাজ, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা।
ইনি ১০৭৮ সংবৎ পর্যন্ত ১১ বর্ষ ৬ মাস রাজত্ব করেন।

[চৌলুক্যবংশ বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দুর্লভরাজ, সামুদ্রিক নৃপতি সংস্কৃত গ্রন্থের চরিত্র। ইহার পুত্র
জগদেব অশ্বচিন্তামণি নামে সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ রচনা করেন।

দুর্লভবর্দ্ধন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের জামাতা। বালাদিত্য
গণকের মুখে শুনিয়া ছিলেন যে, তাহার মৃত্যুতেই গোলন্দ-
বংশের শেষ হইবে, তজ্জন্য তিনি ইহার সহিত বীর কন্যা
অনললেখ্যের বিবাহ দিয়া ইহার পুত্র দুর্লভকে পুত্ররূপে
গ্রহণ করেন। ইনি কর্কটনাগের পুত্র। ইহার পুত্র
ইহাকে প্রজ্ঞাদিত্য নাম দিয়া অনেক ধন অর্পণ করেন।
ইহার পত্নী ইহাকে বড়ই অবজ্ঞা করিতেন। তাহার
ব্যভিচার কাশ্মীরভূমিকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল।
ইনি এই ব্যভিচার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আর তাহার
সহিত পত্নীবৎ ব্যবহার করিতেন না। স্বপুত্রের মৃত্যুর পর
ইনিই রাজা হন। ইহার পত্নীর গর্ভে অনেক সন্তান
জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ইহার ঐরসজাত প্রথম পুত্র দুর্লভক
ইহার মৃত্যুর পর রাজা হন। ইনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া
ছিলেন। (রাজতরং ৩ তরং) [কাশ্মীর দেখ।]

দুর্লভস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরের ত্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি-
বিশেষ। (রাজতরং ৩৬)

দুর্লভিত (ক্ৰী) হুঃ-লভ ইচ্ছায়াং ভাবে ক্। ১ হৃষ্টে,
আবদার। ২ হৃষ্টেষ্টিত।

“স শশাপ ততো রোবান্মুনিহৃদিতরং তব।

অতিদুর্লভিতৈঃ কন্যা শত্রুহন্তং গমিষ্যতি ॥” (হরিবংশ ১৪০ অ)

কর্তরি ক্। ৩ তথাবিধ ইচ্ছাযুক্ত। ৪ হৃষ্টেষ্টিত। (ত্রি)

৫ চপল।

“দুর্লভিত (ক্ৰী) হুঃ-লভ-ক্। হৃষ্টেষ্টিত।

দুর্লভ (পুং) হুঃ খেন লভ্যতে হুঃ-লভ-ৎ। হুঃ খায়া লাভ,
কষ্টে লাভ, ক্রেশে পাওয়া।

“মোকদুর্লভবিষয়ং বড়বামুখসাগরং।” (ভারত শা ৩০৭ অ)

দুর্লভ্য (ক্ৰী) হুঃ লেখ্যং। গর্হিত লেখ্যপত্র, ভাল লিখা।
আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি নষ্ট হইয়া যাইলে পুনরায় বাহা
লেখা যায়।

“দেশান্তরেষু চর্যেণো নটোন্মৃষ্টে ক্ষতে তথা।

ভিন্নে দণ্ডে তথা ছিন্নে লেখ্যভুক্ত্য কারয়েৎ॥” (নারদ)

লিপির অক্ষর লোপ করিয়া ছুটভাবে মিথ্যা করিয়া যাহা লেখা যায়, তাহাকে চর্যেণা কহে। কাগজে বেরূপ ছিল, সেই রূপ আ লিখিয়া নিজ আবশ্যক মত মিথ্যা করিয়া যাহা লিখিত হয়। “ছুটং লিপ্যক্ষরুলোপেনাবাচকতয়া বা বরেন্থাং তন্তু চর্যেণাং।” (বীরমি)

দুর্বচ (জি) হৃদুংধেন উচ্যতে হৃৎ-বচ-খল্। অতিহুংধে কথ-নীক্য যাহা অতিশয় হুংধে বল্য যায়।

“অপি বাগধিপস্ত দুর্বচং বচনং তদ্বিদ্যতী বিশ্বয়ং।” (কিরাত)
দুর্বচস্ (কী) ছুটং বচঃ। গহিত বাক্য, হুঁকা, কটু কথা, নির্দা বাক্য।

“অসহ্যং হুঁকা জ্ঞাতে মেধাস্তরিতরোজবৎ।” (উডট)

মেধাস্তরিত্র রোজের স্তার জ্ঞাতির হুঁকা অসহ্য।

দুর্বরাহ (পুং কী) ছুটো বরাহঃ প্রাদিসং। গহিত বরাহ, নির্দিত বরাহ, গ্রামা শূকরন স্ত্রিমাং জাতিভাং জীষ। “জয়ো হ বাপশবো হমধ্যা হুঁকাহ এডকঃ খ।” (শত ব্রাং ১২৪।১৪)

দুর্বর্ণা (কী) হুঁ নির্দিতঃ সুবর্ণাদ্যপেক্ষয়া বর্ণং যন্ত। ১ রজত, রৌপ্য।

২ এলবালুক। (জি) ৩ নিন্দ্যবর্ণযুক্ত।

“ন তত্র কশ্চিদুর্বর্ণো ব্যাধিতো বাপি দৃশ্যতে।”

(ভারত বন ১২৬ অঃ)

৪ খেতকুটী, বাহার গারে খেতবর্ণ কুটরোগ জন্মে।

“দুর্বর্ণঃ কুনখী কুটী সান্নাখী কুণ্ডলোকো।”

(ভারত বন ১২২ অঃ)

ছুটোবর্ণঃ ১ ৫ নিন্দ্যবর্ণ ত্রাসাদিবর্ণ। “দুর্বর্ণোহস্ত

ভাত্বাঃ।” (তৈত্তি সংহিতা ২।২।৪৬) ৩ ছুট অক্ষর।

দুর্বর্তু (জি) হুঁ বৃ-কর্ম্মণি তুন্। দুর্বীর। “দুর্বর্তুঃ স্য ভবতি ভীমঃ।” (খক ৪।৩৮) “দুর্বর্তুঃ দুর্বীরঃ” (সারণ)

দুর্বস (জি) হুংধেনোযাতে হুং হুং-বস বাহু-আধারো খল্। কটে বাসযোগ্য, যেখানে বাস করিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

“জয়োদশোহুং সংপ্রাপ্তঃ কচ্ছাৎ পরমদুর্বসঃ।”

(ভারত বিং ১ অঃ)

দুর্বসতি (কী) হুংধেন বসতিঃ। হুংধে অবস্থিতি, কটে অবস্থান।

দুর্বহ (জি) হুংধেন উচ্যতে অনেন হুং-বহ কর্ম্মণি খল্। হুংধে বহনীর, যাহা অতিশয় হুংধে বহন করা যায়, বহন করিতে অশক্য। “অহুপ্রবেশাদাত্য পুংসুতনাপি দুর্বহং” (রত্ন)

দুর্বহক, অস্বাভাবলীঘত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দুর্বাচ (কী) হুঁ নির্দিতা বাক্। ১ নির্দিত বাক্য। ছুটা বাক্ যন্ত। (জি) ২ নিন্দ্যবচনাবিত, নিন্দ্যবচনযুক্ত।

“অতীব জল্পনু হুঁকাচো ভবতীহ বিহেটকঃ।”

(ভারত ২।১৪।৮)

দুর্বাচা (কী) নিন্দ্যং বাচ্যং প্রাদিসং। অপবাদ, অকীর্তি।

“কীড়ানিমিত্তং ন শ্রুত্বা দুর্বাচাং ন ভবিষ্যতি।” (রামাং সু)

২ কটে কথনীর, যাহা বলিতে অতিশয় কষ্ট হয়।

দুর্বাদ (পুং) ছুটো বাদঃ প্রাদিসং। ১ অকীর্তি, অপবাদ।

২ স্ততিপূর্ষক অপ্রিয়বাক্য। ৩ নির্দিত বাক্য।

দুর্বাস্ত (কী) ছুটং বাস্তং প্রাদিসং। ১ বিধানাভিক্রম দ্বারা বমন, অনিয়মিত বসি। হুংধিতং বাস্তং যন্ত। ২ ছুটবমনযুক্ত।

দুর্বার (জি) হুংধেন বার্থ্যতে হসৌ হুং-বারি-খল্। কটে বারগীর, যাহা অতিশয় কটে বারণ করা যায়, বারণ করিতে অশক্য।

“কিকায়মরিদুর্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রেতেতসঃ।” (কুমারসং)

দুর্বারণ (জি) হুংধেন বারণমন্ত। ১ কটে বারগীর। (পুং) ২ শিব।

দুর্বারি (জি) হুংধেন বারিবারণং যন্ত। কথোজ দেশীয় বোধভেদ।

“এতে দুর্বারয়ো নাম কথোজা যদি তে শ্রুতাঃ।”

(ভারত জোণ ১১২ অঃ)

দুর্বারিত (জি) মন্দভাবে নিবারিত বা শাসিত।

দুর্বার্তা (কী) ছুটা নির্দিতা বার্তা। ছুটবার্তা, মন্দবর, অপ্রিয়বেদক বার্তা।

দুর্বার্য (জি) হুংধেন বার্থ্যতে হসৌ হুং-বারি-খল্। অতি কটে বারগীর, সহজে যাহা নিবারণ করা যায় না।

দুর্বাসনা (কী) হুঁ নির্দিতা বাসনা। ছুট বাসনা, হুঁ-রেজা, যে ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। দুর্বাসনাবশে মানবগণ সর্বদাই অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে। [বাসনা দেখ।]

দুর্বাসস্ (পুং) হুঁ নির্দিতা নিগূঢ়মিতি বাস ইব ধর্ম্মাবরণং যন্ত। দুনিবিশেষ। ইহার নামনিরুক্তিহলে এইরূপ লিখিত হই

রাছে, বাহার ধর্ম্মে দৃঢ়নিষ্ঠর আছে, তাহাকে দুর্বাসা কহে।

“নিগূঢ়নিষ্ঠরং ধর্ম্মে যং তং দুর্বাসসং বিদুঃ।”

(ভারত অহু ৪৭ অঃ)

দুর্বাসা অজিহ্মনির পুত্র, শিবাংশসম্বৃত ১০ ইনি অতি-শয় কোপনস্বভাব ছিলেন। ঔরুহ্মনির কস্তা কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন। বিবাহ সময়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, যে পত্নীর শত অপরাধ সার্জন করিবেন। তদনু-সারে ইনি শত অপরাধের পর পত্নীকে শীপ দ্বারা ত্যজ করেন।

ঔরুহ্ম কস্তাশোকাকুরা হইয়া ইহাকে ‘হত দর্প হইবে’ এই

বলিয়া অভিষেক প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি মহারাজ
অশ্বরীষের নিকট হতদর্প হন। একদা ইনি ভ্রমণ করিতে
করিতে কোন অশ্বারোহণে এক ছড়া সস্তানক পুষ্পমালা
দর্শন করিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া পুনঃ ঐ মালা
ঐরাবত মন্তকে রক্ষা করিলে ঐরাবত ঐ মালা ভূতলে ফেলিয়া
দেয়। এই ভয় দর্শন সাপিত হইয়া ইজ্ঞাকে শাপ দেন, ইজ্ঞ
এই শাপে শ্রীভ্রষ্ট হন। ইহারই শাপে শকুন্তলা হস্ত কণ্ঠক
পরিভাষিত হন। ইনি কুন্তীভোজগৃহে কুন্তীর পরিচর্যা করিতে
হইয়া তাঁহাকে যে মহামন্ত্র প্রদান করেন, তৎপ্রভাবেই পাণ্ডব-
গণের জন্ম হয়। ইনি রাধিকাকে প্রকৃতি জানিয়া বুঝিয়া
রাজার নিকট অনেক প্রশংসা করেন। পরে শ্বৈতিক রাজার
দীর্ঘ-সত্রে যাজ্ঞান ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

“হৃদ্যোদনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কাম্যাকবনে দ্রৌপদীর
ভোজনের পর ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। একদা ভ্রমণ
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

হর্ষাসা উন্নতবৎ ছিগেন, এজন্য কখন কোন কার্যের
ব্যবস্থা ছিল না। কোন দিন বহুলোকের ভোজ্য ভোজন
করিতেন, কোন দিন অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই
ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একদিন ইনি উত্তপ্ত পায়স
ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, এই পায়স
সর্বদা লেপন কর। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন।
কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ পদতলে পায়স লেপন
করিলেন না। তখন হর্ষাসা কৃষ্ণগীর দেহে পায়স লেপন করিয়া
তাহাকে রথে বোজন করিয়া সেই রথে আরোহণপূর্বক
কৃষ্ণগীরকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণগীর যথাসক্তি
রথ আকর্ষণ করিয়া যখন ক্রান্ত হইলেন, তখন হর্ষাসা ক্রুদ্ধ
হইয়া রথ হইতে অবতারণ করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখে
প্রস্থানোদ্ভূত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে সন্তুষ্ট করিল
ইনি বলিয়াছিলেন, তুমি ক্রোধজিৎ; আমার বরে তুমি ও
কৃষ্ণগীর সর্বলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স
লেপন কর নাই, তাহাতে আমি বড়ই অগ্নীত হইয়াছি।
যাহা হউক, পদতল ব্যতীত তোমার সর্বদেহ অস্তেদেহ হইল।
ইহারই শাপে শাশ্বৎদ্বংশনাশক মুসল প্রসব করিয়াছিলেন,
তাহাতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়। (ভারত, ব্রহ্মবৈ, ভাগবত)

২ আর্ঘ্যাদিশতী, দেবীমহিমস্তোত্র, পরশিবমহিমস্তোত্র,
ললিতাস্তবয় ও সুলক্ষ্মীমহিমা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

দুর্বাহিত (স্রী) দুর্বাহ, সহজে যাহা বহন করা যায় না।

দুর্বিচক্ষণ (জি) ক্রোধে বা দম্ভে গর্ভ করা।

দুর্বিগাহ (জি) হৃদুঃখেন বিগাহতে হৃদু-বি-গাহ কণ্ঠনি ধল।

অতি কষ্টে গাহনীয়, হৃদবগাহ। (পুং) ২ যন্তরাষ্ট্রের মূত্র-
ভেদ। (ভারত ১১১৭৭৫)

দুর্বিগাহ (জি) হৃদুঃখেন বিগাহতে হৃদু-বি-গাহ-পাং। হৃদু-
গাহনীয়।

দুর্বিচিন্ত্য (জি) হৃদুঃখেন বিচিন্ত্যতে হৃদু-বি-চিন্ত্য-বৎ। সহজে
যাহা চিন্তা করা যায় না, চিন্তার অসাধ্য।

দুর্বিচেষ্ট (জি) হৃদুঃখেন বিচেষ্ট্যতে হৃদু-বি-চেষ্ট-বৎ। হৃদু-
বহার, চেষ্টার অসাধ্য।

দুর্বিজ্ঞান (স্রী) হৃদুঃখেন বিজ্ঞায়তে হৃদু-বি-জ্ঞা-বুৎ। অজ্ঞেয়,
অতি কষ্টে জ্ঞেয়, যাহা অতিকষ্টে জানা যায়।

“বনেষু চ বিহৃত্যেব তৃতীয় ভাগমায়ুঃ।” (মহু ৬৩৩)

“আয়ুস্তুতীয়ভাগত্ব দুর্বিজ্ঞানায়।” (কুল্লুক)

দুর্বিতর্ক (জি) হৃদুঃখেন বিতর্ক্যতে হৃদু-বি-তর্ক-বৎ। তর্কের
অসাধ্য।

“দৈবেন দুর্বিতর্কেন পরেণানিমিষেণ চ।

জাতকোভাস্তগবতো মহানাদৌঃপুত্রয়ঃ ॥” (ভাগ ৩২.০১২)

দুর্বিতর্ক্য (জি) হৃদু-বি-তর্ক-বৎ। সহজে যাহা তর্ক করিয়া
স্থির করা যায় না।

“সনিশ্চায় পুরতিশ্রো হেমী রোপ্যাসন্নীবিভুঃ।

হ্রদ্যপায়সংযোগো দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥” (ভাগ ৭.১১৫৪)

দুর্বিদ (জি) ১ হৃজ্জৈয়। ২ সহজে যাহা জানা যায় না।

দুর্বিদগ্ধ (জি) হৃটো বিদগ্ধঃ প্রাদিস। গর্বিত, অহঙ্কারী।

“অলীকবেগদুর্বিদগ্ধং গুরুশ্রুতং।” (কাদম্বরী)

দুর্বিদগ্ধ (জি) বিদ-লাভে বিদ-জ্ঞানে বা বাহ্য অজ্ঞ, বিজ্ঞান
লভ্য ধনঃ জ্ঞানঃ বা প্রাদিস। ১ দুর্ধনক। ২ দুর্জ্ঞানক।

“আ রে মহ্যং দুর্বিদগ্ধস্ত দীমহি” (ঋক ১.০৩৫৪)

“দুর্বিদজ্ঞা নিখুর্ভিতন” (ঋক ১.০৩৬২)

দুর্বিদ্য (জি) দুর্বিদ-বৎ। অজ্ঞ, অশিক্ষিত।

দুর্বিদ্বন্ (জি) কুমনা, অসহ।

দুর্বিদ্বান (জি) দুহা বিধা অস্ত। ১ দরিদ্র। ২ ধল। ৩ মূর্খ।

“শাস্ত্রেষু কুধিযো বিভ্রমানেষু দুর্বিদ্যঃ।

বুদ্ধিমাধীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থান্ প্রবদন্তি তে দঃ”

(রামায়ণ ২.১০.২৩০)

দুর্বিধি (পুং) দ্বিধিঃ বিধিঃ। ১ দুর্ভাগ্য। ২ কুনিয়ম।

দুর্বিনয় (পুং) হৃদু-বি-নী ভাবে অচ্। বিনয় রাহিত্য।

দুর্বিনীত (জি) হৃদু-বি-নী কর্তৃক। বিনয়শূন্য, অবিনীত,

উভত, কুব্যবহারী।

“কুপুত্রোহপি ভবেৎ পুংসাঃ কুদয়ানক্ষকারকঃ।

দুর্বিনীতঃ কুরুগোহপি সুর্ধোহপি ব্যসনী ধলঃ ॥” (পঞ্চতন্ত্র ১.১৭)

তুর্হণায় (ত্রি) তুর্হণ হননমিচ্ছতি কাচ, তুর্হণায় উন্, বেদে গৎ। তুর্হণনেনচ্ছ। "তুর্হণয়ং তুর্হণায়ুৎ" (ঋক ৪।৩০।৮)

'তুর্হণায়ুৎ তুর্হণনমিচ্ছতি' (সায়ণ) ছান্দস উবঙ।

তুর্হণাবৎ (ত্রি) তুর্হণাবিততে হন্ত তুর্হণা 'মতুর্প' মন্ত বঃ। সাংঘাতিক।

তুর্হণ (ত্রি) তুর্হণে হম্বর্থন্ত প্রাদি বহু বা তুর্হণ-উন্। ১ তুর্হণে হননীয়। ২ তুর্হণে হম্বর্থন্ত। "তদারভত তুর্হণো।" (ঋক ১০।১৫৫।৩) লৌকিক প্রয়োগে তুর্হণ অগত্ব হইবে, ইহার অর্থ তুর্হণম্বর্থন্ত।

তুর্হল [সি] (ত্রি) তুর্হণে হলিগন্ত অচ্ সমা। মন্দ হলম্বর্থন্ত।

তুর্হাদ্ (ত্রি) তুর্হাচরিত।

তুর্হিতু (ত্রি) নিমিত্তো হিতঃ প্রাদি স। শক্র, অমিত্র। "ন তুর্হিতঃ ছাদগ্ধেন পাপয়া।" (ঋক ৮।১২।২৬)

তুর্হিত (ক্ৰী) নিমিত্তং হতং। নিমিত্ত হোম, অফলজনক হোমকার্য।

"সদৈব যাচমানেষু তথা দস্তাঘিতেষু চ।

এতেষু দক্ষিণা দস্তা দাবাঘ্যাবিব তুর্হিতং।" (ভারত শাং ১৮ অঃ)

তুর্হণায়ু (ত্রি) তুর্হণে হণীয়েতে ক্রুধ্যতি লজ্জতে বা তুর্হণী কণ্ডাদিক্রুৎ যচ্ ততো উণ্ অল্লোপযলোপৌ পৃষো সাধুঃ

জ্ঞেয়ারস্তাকারঃ। ১ তুর্হণে ক্রোধন, তুর্হণাবে ক্রোধম্বর্থন্ত। ২ তুর্হণাবে লজ্জমান। "তুর্হণায়ুস্তিরস্চিত্তানি বসবো জিঘাংসতি।"

(ঋক ৭।৫২।৮) 'তুর্হণায়ুশোভনং ক্রুধ্যান্' (সায়ণ)

তুর্হদ (ত্রি) তুর্হণে হদয়ং যন্ত (তুর্হণ তুর্হদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ। পা ৫।৪।১৫০) ইতি নিপাতনাং হদয়ন্ত হদ্যভাবঃ। শক্র, অমিত্র। তুর্হদিতং হদয়ং প্রাদিব। ২ তুর্হদিত হদয়।

"অশ্রমসারময়ঃ নুনং হদয়ং মম তুর্হদঃ।" (ভাং বনঃ ১১২ অঃ)

তুর্হদয় (ত্রি) তুর্হণে হদয়ং যন্ত প্রাদি বহু। ১ তুর্হদন্তঃ করণ-ম্বর্থন্ত। তুর্হণে হদয়ং। (ক্ৰী) ২ তুর্হণে অন্তঃ করণ। যে স্থলে শক্র ও

মিত্র না বুঝার, সেই স্থলে হদয় শব্দ স্থানে হদ আদেশ হয়

না। শক্র ও মিত্র বুঝাইতে তুর্হ ও তু পূর্বক হদয় শব্দ

স্থানে হদ আদেশ হয়। এই অস্ত্র 'তুর্হদয়' এই স্থলে হদ

আদেশ হইল না।

তুর্হদীক (ত্রি) তুর্হদুঃ দ্বীকং যন্ত। তুর্হলেস্ত্রিয়, যাহার ইস্ত্রিয় সর্বল তুর্হল।

তুর্হ (দেশজ) কর্ণভরণ বিশেষ।

তুলা (ক্ৰী) ১ ইষ্টকা ভেদ। ২ দোলা।

তুলাই, ১ পার্শ্বতীর ত্রিপুরারাজ্যে প্রবাহিত ময়ূরদী হইতে নির্গত একটা উপনদী। ২ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটা পয়রণ।

তুলারভট্টাচার্য্য, প্রসিদ্ধ ভারতীয় গানাদায়ী ক্রোড় নামক চিত্র রচয়িতা।

তুলাল (দেশজ) ১ প্রেম, অনুরাগ। ২ প্রিয়, মনোজ।

তুলালচাঁপা (দেশজ) এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ।

তুলি (পুং) তুল-কি। ১ সুনিভেদ।

তুলিচা (দেশজ) আসন বিশেষ।

তুলিয়া (দেশজ) বর্ণশব্দর জাতিবিশেষ, ইহার নীচজাতি, শিবিকা বা ভার বহন করিয়া জীবন ধারণ করে।

তুলিচুহ (পুং) দিলীপ, রাজার পিতা, অনমিত্রের পুত্র।

(হরিবংশ ১৫ অঃ)

তুলোল, স্তম্ভিকর্ণামৃত ধৃত একজন কবি।

তুল্লল (ত্রি) তুল-কিপ্ তুলং লগতি লগ-অচ্। রোমশ।

(শব্দার্থচিঃ)

তুল্লানবাব, একজন বিখ্যাত সাধু। ১৭৫৪ শকে কলিকতার নিকটবর্তী শিবপুর হইতে ভূকৈলাসে আনীত হন।

তখন ইনি সমাধিহ ছিলেন। অনেক বাদ্গালী ও সাহেব ইহার ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করেন। ইহার নাসিকার নিকট আমোনিয়া প্রয়োগ করিয়াও সহজে কেহ ইহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

কতদিন তিনি সমাধিহ ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই।

এ সময়ে তিনি কিছুই আহাৰাদি করিতেন না। অনেক কষ্টে প্রথমতঃ কএক কোঁটা তুলা গলাধঃকরণ করা হয়।

যাহা হউক সাধারণের উত্তেজনার কিছুদিন পরেই তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। ৫৭ দিনক চেঁটার পর তিনি ছই একটা কথা

কহিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 'তুল্লানবাব' বলেন।

বেহ কেহ তাঁহাকে পঞ্জাবী বলিয়া অনুমান করেন। যখন তিনি সমাধিহ ছিলেন, তখন তাঁহার তত্ত্ব

কাঙ্কনের মত উজ্জল বর্ণ ছিল, কিন্তু ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহার

সে মুখশ্রী ও শরীরের জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হয়। ১৭৫৫ শকে

উর্দু ভঙ্গ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাধিকালে যোগিগণ যে মহা স্বচ্ছন্দ ভোগ করেন এবং এই ছদ্দিনের সময়ও যে ভারতে সিদ্ধ যোগীর অভাব নাই,

এই সাধু তাহার নিদর্শন।

তুল, তিব্বতে বৌদ্ধদিগের বিনয়শাস্ত্র তুল নামে পরিচিত।

তুলহী, অস্বাধ্যা প্রদেশের খেরিজেলার অন্তর্গত একটা নগর। চৌকানদীর ২ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এখানে গ্রামের অসিদ্ধদের বৃহৎ বাটা ছিল। সিপাহীবিরোধের সময় বাজেরাগ হয়।

তুল (ক্ৰী) করণ পরিচয়কণে কণা যচ্ তুলত্ব কিপ্ অঙ্গো-

হলোপৌতাবঃ । ১ হবিঃ । ২ পরিচরণ । “এতিরমে হবো
গিরো বিশেষিতঃ ।” (ঋক্ ১।১৪৮)

দুবন্ত (জি) হবন্ত শব্দার্থে যৎ অন্তোপযলোপৌ । পরি-
চর্যাই । “আ বদ্ হবন্তাদ্ হবসে ন কারঃ ।” (ঋক্ ১।৬৫।১৪)
‘হবন্তাৎ পরিচর্যাইং হবসে পরিচরণায় ।’ (সায়ণ) :

দুবন্ত্য (জি) হবঃ পরিচরণমিচ্ছতি কাচ ততো উন্ । পরি-
চরণেচ্ছায়ুক্ত । “গোত্বত্ব্যতি পর্য্যগ্রং হবন্ত্যঃ ।” (ঋক্ ১০।
১০।১২) বেদে কচিদন্ত জিরাযুক্ত ।

দুবন্ত্ (জি) হবো হবিঃ পরিচরণঃ বাস্ত্যন্ত মতুপ্ মন্ত বঃ
সান্ত্বাৎ ম পদকার্য্যঃ । ১ হবিত্যুক্ত । ২ পরিচরণযুক্ত ।
“অবন্ত্যসি হবন্তান্” (শুক্ল যজুঃ ৫।৩২)

দুবোয়া (জী) পুআ । (ঐব)
দুবোয় (জি) হবঃ পরিচর্য্যা মিচ্ছতি ক্যচি বেদে বা পদকার্য্যঃ
ততো উন্ । পরিচরণেচ্ছ । “স তু ঋধি ঋত্যা যো হবোয়ঃ”
(ঋক্ ৬।৩৬।৫) ‘হবোয়ুরমদীয়ং পরিচরণমায়ান ইচ্ছন’
(সায়ণ)

দুশ্চর (জি) হুঃথেন চর্যতেহসৌ হুঃ-চর কর্ম্মণি থল্ । যাহা
আচরণ করা কঠিন, অতি কষ্টে আচরণীয় ।

“চরতঃ কিল হুঃচরঃ তপঃ” (রঘু) ২ হুঃগম । হুঃথেন
হুঃৎ বা চরতি চর-অচ্ । ৩ শব্দক । ৪ ভল্লক ।

দুশ্চরন্ত (জী) হুঃচরন্ত ভাবঃ স্ব । হুঃচরের ভাব, হুঃচরতা ।

দুশ্চরিত (জী) হুঃৎ চরিতং প্রাদি সন্ । হুঃত, পাপ,
হুঃতাব, মন্দ চরিত্র ।

“ইহ হুঃচরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্নকৃতৈস্তথ্য ।

প্রাপ্তবীজ্য হুঃচরিতানো নরা রূপবিপর্য্যায়ঃ ।” (মনু ১।১৪৮)

ইহজন্মের বা পূর্নজন্মের হুঃচরিত্র দ্বারা মহাত্ম কুণ্ঠী,
কুনখী প্রভৃতি রূপবিপর্য্যায় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাপ অমুষ্ঠান
করিলে তাহার ফল রোগভোগ অবশ্যই করিতে হয় । যথা—

“যথা মহাত্মনঃ প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং নিমজ্জতি ।

তথা হুঃচরিতং সর্বং বেদে ত্রিভূতিমজ্জতি ॥” (মনু ১।১২৬৪)

বেদরূপ মহাত্মদে লোষ্ট্র নিঃক্ষেপ করিলে তাহা নিমগ্ন হয়,
সেইরূপ সকল হুঃচরিত বেদে নিমগ্ন হয়, অর্থাৎ বেদপাঠ ও
বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অমুষ্ঠান করিলে হুঃচরিত সকল বিনষ্ট
হয় । যাহারা যথাবিহিত বেদপাঠ ও বৈদিক ক্রিয়ার অমু-
ষ্ঠান করেন, তাহাদের পাপে আর মতি হয় না, এবং পূর্নকৃত
পাপ সকল বিনষ্ট হয় । (জি) হুঃথেন চরিতং । ২ অতিকষ্টে
কৃত, হুঃথে আচরণীয় । হুঃৎ চরিতং যন্ত প্রাদিবহ্ ।
৩ হুঃচরিত্র, যাহার স্বভাব মন্দ, হুঃৎ প্রকৃতি ।

দুশ্চরিতিন্ (জি) হুঃচরিত্র ।

দুশ্চরিত্র (জি) হুঃচরিত্রং চরিত্রং যন্ত । মন্দচরিত্র, কুঃতাব ।

দুশ্চর্য্যন্ (পুং) হুঃৎ চর্য্যং যন্ত । অনার্য্যত মেতু, বাহার মেতুর
অগ্রভাগ চর্য্য আচ্ছাদিত থাকে না । পর্য্যায়—দ্বিনয়ক, দণ্ড,
শিপিবিষ্ট । “(হেম) গুরুগম্বী হরণ করিলে হুঃচর্য্য, হরণ,
ইহা মহাপাতকের চিহ্ন । “হুঃচর্য্যাকৃতমগঃ ।” (স্মৃতি)

হুঃচর্য্য ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তামুষ্ঠান না করিলে তাহার কোন
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না এবং এই অবস্থার মৃত
হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দাহাদি করিতে নাই ।
[মহাপাতক দেখ ।]

দুশ্চারিত্র (জী) চরিত্রমেব স্বার্থে অণু চারিত্রং হুঃৎ
চারিত্রং । ১ হুঃচারিত্র, পাপ । হুঃস্থিতং চারিত্রমন্ত । ২ হুঃ
চারিত্রযুক্ত, যাহার স্বভাব অতিশয় মন্দ ।

দুশ্চিকিৎস (জি) হুঃ-চিকিৎস-থল্ । অচিকিৎস, যাহার
চিকিৎসা হুঃসাধ্য ।

“হুঃচিকিৎসন্ত ভবন্ত মৃত্যোর্ভিষক্তমং স্বাত্ত গতিং গতঃ স্ব ।”
(ভাগবত ৪।৩।৩৮) ‘হুঃচিকিৎসন্ত অত্যন্ত অচিকিৎসন্ত
ভবন্ত ইন্দ্রনো’ (শ্রীধরস্বামী)

দুশ্চিকিৎসা (জী) হুঃচিকিৎসা চিকিৎসা । নিম্নিত চিকিৎসা,
অভ্যাসরূপে চিকিৎসা । ভিষগ্গণ এইরূপে গো পশু প্রভৃতিকে
চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ড এবং মায়ুষের প্রতি
করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে ।

“চিকিৎসকানাং সর্বেষাং মিথ্যা প্রচরতাং দমঃ ।

অমাহুবেষু প্রথমঃ মাহুবেষু তু মধ্যমঃ ॥” (মনু ৯।২৮৪)

‘সর্বেষাং কায়শল্যাদিভিষজাঃ হুঃচিকিৎসাঃ কুর্ত্ততাং দণ্ডঃ
কর্ত্তব্যঃ’ (কুল্লক)

দুশ্চিকিৎসিত (জি) হুঃচিকিৎস-কৃত । অচিকিৎসনীয়, যে
ব্যাধির প্রতিবিধান করা যায় না, যে গ্রামে হুঃচিকিৎসিত
‘ব্যাধি পীড়িত বহলোকের বাস, সেই গ্রামে বাস
করিতে নাই ।

“নাথার্ষিকে বসেদগ্রামে ন ব্যাধিবহলে ভ্রশং ॥” (মনু ৪।৬৪)

‘যত্র হুঃচিকিৎসিত ব্যাধিপীড়িতা বহবো জনাঃ তত্র বাসো
ন যুক্তঃ ।’ (কুল্লক)

দুশ্চিকিৎসন্ত (জি) হুঃ-কিত স্বার্থে সন্, হুঃথেন চিকিৎসন্তে
হুঃ-চিকিৎস কর্ম্মণি যৎ । অতি হুঃথে চিকিৎসনীয়, প্রতিকার্য্য
রোগ, যে রোগ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভাল করিয়া চিকিৎসা
করিলে আরোগ্য হয় । [রোগ দেখ ।]

দুশ্চিক্য (জী) লগ্ন হইতে তৃতীয়রাশি ।

“ত্রিভিকোণক নবমঃ হুঃচিক্যঃ স্ত্রাৎ তৃতীয়কঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

হুঃচিৎ (জি) হুঃচিন্তা, মন্দ ভাবা ।

দুষ্টিচিন্তা (ক্ৰী) কুচিন্তা, মন্দ ভাবনা।

দুষ্টিচিন্তা (ত্রি) হুঃথেন চিন্তাতে চিন্তি কৰ্ম্মণি খলু। অতি হুঃথে চিন্তনীয়, বাহা চিন্তা করা অতিশয় কষ্টকর।

দুষ্টিচেষ্টিত (ক্ৰী) হুঃনিমিত্তং চেষ্টিতং। ১ নিমিত্ত চেষ্টিত, মন্দ চেষ্টা। ২ মন্দকাৰ্য্য।

দুষ্টিচ্যবন (পুং) হুঃসহঃ চ্যবনং চালনমন্ত, বা হুঃদুঃচ্যবনঃ শিবো যন্ত হুঃ-চ্য-ল্য। ইচ্ছ। "যুৎকারেণ হুঃচ্যবনেন ধুঃন।" (শুক ১০।১০২।২) 'হুঃচ্যবনেন অষ্টায়বিচাল্যেন' (সারণ)

ইচ্ছ বহুকাল স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিয়া নিজ স্থান হইতে চ্যুত হন, এই জন্ত ইহার নাম দুষ্টিচ্যবন হইয়াছে। এক এক মন্বন্তরে চতুর্দশ ইচ্ছ হয়, কিঞ্চিদধিক পাঁচহাজার যুগ এক এক ইচ্ছ নিম্পদ ভোগ করে। কল্পভেদে প্রত্যেক ইচ্ছের নাম বিভিন্ন। [ইচ্ছ দেখ।] (ত্রি) ২ অবিচালা।

দুষ্টিচ্যব (ত্রি) হুঃথেন চ্যাব্যতে হসৌ হুঃ-চ্য-ণিচ্ কৰ্ম্মণি খলু। ১ অতি কষ্টে চ্যাবনীয়, বাহাকে অতি কষ্টে চ্যাবিত করা যায়। (পুং) ২ মহাদেব।

"হুঃচ্যাবচ্যবনোজ্ঞতা হস্তা ব্রহ্মবিধাঃ হরঃ।" (ভারত কণ ৩৪ অঃ)

(ভারত কণ ৩৪ অঃ)

দুষ্টিচ্যব (ক্ৰী) হুঃথেন অরতে হসৌ হুঃ-চ্য-ণল্। অতি-হুঃথাবহ পরমবর্ণযুক্ত কাব্যাদোষভেদ, যে সকল স্থলে শব্দ বিভ্রাস শুনিতে অতি কঠোর হয়, সেই স্থলে এই দোষ হয়।

"হুঃশ্রবঃ ত্রিবিধা স্ত্রীলাহুচিতার্থপ্রযুক্ততা।" (সাহিত্যদ* ৭।৫৩৪)

'পরমবর্ণতয়া অতিহুঃথাবহঃ হুঃশ্রবঃ' (সাহিত্যদ*)

উদাহরণ-

"কার্ত্তার্থং যাতু তদ্বদী কদানন্দবশং বদাণ।" (সাহিত্যদ*)

চন্দ্রালোকে ইহা অতিকট্টদোষ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

"ভবেচ্ছৃতিকট্টবর্ণঃ শ্রবণোষজেন পটুঃ।" (চন্দ্রালোক)

শ্রবণের উষ্মজেন পটু বর্ণ হইলে অতিকট্টদোষ হয়।

দুষ্কর (ত্রি) হুঃথেন ক্রিয়তে হুঃ-ক কৰ্ম্মণি খলু। অতিশয় হুঃথে করণীয়, বাহা করা অতিশয় কষ্টকর।

"অপি যৎ সুকরং কৰ্ম্ম তদপ্যেকেন্ত তদুঃ।" (মহু)

(ক্ৰী) ২ আকাশ। ভাবে খলু। ৩ হুঃথে করণ।

দুষ্করচর্যা (ক্ৰী) দুষ্কর কৰ্ম্মণ্যে অধীন।

দুষ্করণ (ত্রি) ১ য়ে কার্য্য সাধন করিয়া অধীন।

দুষ্কর্ণ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

দুষ্কৰ্ম্মন (ক্ৰী) দুষ্টি কৰ্ম্ম প্রাদি সৎ। ১ পাপ।

"দুষ্কৰ্ম্মজানুং রোগা যান্তি চৈবৈজ্ঞেয়ং।" (শাতাভপ*)

কঠিনঃ স্মর্যক্তনৈর্হোমৈর্দনৈস্তেষাং কৰ্ম্মণ্যে ভবেৎ।" (শাতাভপ*)

হুঃনিমিত্তং কৰ্ম্ম যন্ত। ২ পাপকৰ্ম্ম।

দুষ্কলেবর (পুং ক্ৰী) দুষ্টিং নিমিত্তং কলেবরং। ১ কুংলিত কলেবর।

"শঙ্কত বিদান্ কুঃকলেবরাত্ময়ান্ যন্তঃ কঃ শ্রম এব কেবলং।" (ভাগ* ৫।১০।১৫) 'কুংলিতস্ত কলেবরস্ত অত্মায়ং' (শ্রীধরস্বামী) ২ ব্যাধিময় দেহ।

দুষ্কাল (পুং) দুষ্টিঃ কালঃ প্রাদি সৎ। ১ নিমিত্তকাল, যে কার্য্যের জন্য যে কাল বিহিত হইয়াছে, সেই কার্য্য সেই কাল অতিক্রম করিয়া অন্য সময়ে করিলে কালের দুষ্টি হয়।

হুঃসহঃ কালো কলনমন্ত। ২ মহাদেব। (ভারত শা* ২৮৬)

দুষ্কীর্ত্তি (ত্রি) দুষ্টি কীর্ত্তিযন্ত। 'দুষ্টি কীর্ত্তিযুক্ত। দুষ্টি কীর্ত্তিঃ। ২ কুকীর্ত্তি।

দুষ্কুল (ক্ৰী) দুষ্টিং কুলং প্রাদি সৎ। নিমিত্ত কুল।

"অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং জীৱন্তঃ দুষ্কুলাদপি।" (মহু)

নিমিত্তকুল হইতেও জীৱহণ করিতে পারা যায়। হুঃসহঃ কুলং যন্ত। (ত্রি) ২ নিমিত্ত কুলজাত।

"মদমূৰ্খতাভিমানঃ দুষ্কুলতৈশ্চর্য্যসংযুক্তাঃ।" (সাহিত্যদ*)

দুষ্কুলীন (ত্রি) দুষ্কুলে ভবঃ দুষ্কুল-ঠক্। নিমিত্ত কুলজ, নিমিত্ত কুলজাত।

দুষ্কৃত (ত্রি) মন্দকাৰ্য্য।

দুষ্কৃত (ক্ৰী) দুষ্টিং কৃতং প্রাদি সৎ। ১ পাপ।

"দাতুর্ঘং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসকলং প্রতিপত্ততে।

নিপানকর্ত্ত্বঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে।" (মহু)

২ তজ্জনক কৰ্ম্ম।

দুষ্কৃতকৰ্ম্মন (ত্রি) দুষ্কৃতং কৰ্ম্ম যন্ত। ১ দুষ্কৰ্য্য। ২ পাপী, বাহারা দুষ্কৰ্য্য করে।

দুষ্কৃতাজ্ঞান (ত্রি) দুষ্কৃতং আত্মা স্বভাবো যন্ত। পাপাঙ্গী, দুঃস্বা।

দুষ্কৃতি (ত্রি) দুষ্টি কৃতিযন্ত। দুষ্কৰ্ম্মকারক।

"পাদম্পর্শস্ত ব্রহ্মাণসি দুষ্কৃতীনবধুনং।" (মহু)

দুষ্কৃতিন্ (ত্রি) দুষ্কৃতমন্ত্যস্ত অন্ত্যার্থে ইনি। দুষ্কৃতকারী, পাপকারক।

দুষ্কৃষ্ট (ত্রি) হুঃ-কৃষ-ক্ত। হুঃথে বাহা কৃষিত হইয়াছে।

দুষ্ক্ৰিয়া (ক্ৰী) দুষ্টি ক্রিয়া। কুঃকৰ্য্য, দুষ্কৰ্ম্ম, পাপ।

দুষ্ক্ৰিয়াচরণ (ক্ৰী) দুষ্ক্ৰিয়াব অহুতান, কুঃকৰ্য্যকরণ।

দুষ্ক্ৰিয়ান্ন (ত্রি) দুষ্ক্ৰিয়ায়াং রতঃ ৭৩৭। কুঃকৰ্য্যে, অধি-নিষিষ্ট।

দুষ্ক্ৰীত (ত্রি) দুঃ-ধেন ক্রীয়েত ইতি দুঃ-ক্রী-ক্ত। হুঃসা, মহাৰ্ঘ, অহুচিৎলা ক্রীত।

"ক্রীত্বা মূল্যেন দুঃ-দুষ্ক্ৰীতং মন্ততে ক্রী।" (প্রারম্ভিকত* নাম)

দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি দ্রব্যের মূল্য অধিক

এরক, নিমিত্তকাৰ্য্যকারী।

বিবেচনা কুরে, তাহা হইলে সেই দিন অবিকল সেই বস্ত-
বিক্রোতাকে কেরত দিবে।

হুস্ত [হুঃ দেখ।]

হুস্তধির (ত্রি) হুঃ ধিরঃ প্রাদি স। কালকন্দ, কুস্ত ধির-
ভেদ, পর্যায়—কাষোজী, কালকন্দ, গোরট, অমরজ, পত্রভক,
বহিসার, ধির, মহাসার, কুস্তধির। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ,
তিক্ত, রক্তপ্রণোথ দোষ, কণ্ডুতি, বিষ, বিসর্প, জ্বর, কুষ্ঠ ও
উন্মাদনাশক। (রাধনিঃ)

হুস্ত (ত্রি) হুঃ ক্ত। ১ হুস্তল। ২ অধঃ, হুস্তন। ৩ দোষাপ্রিত।
৪ পিত্তাদিদোষযুক্ত। (ক্লী) ৫ কুষ্ঠ, কুড়।

হুস্তগজ (পুং) হুঃ গজঃ। গজীরবেদী হস্তী।

হুস্তচারিন্ (ত্রি) হুঃ চরতি চর-ণিনি। দোষযুক্ত কৰ্ম্মকারী,
কুক্ষ্মাহুষ্ঠানকারী।

“অথ যত্রৈনমাসীনং শঙ্করন্ হুস্তচারিণঃ।” (ভারত বিঃ ৪ অঃ)

হুস্ততা (ক্লী) হুস্ত ভাবঃ হুঃ-তল্ ভতো টাপ্। হুস্তনতা, দোষ-
যুক্ততা, অধমত্ব।

হুস্তত্ব (ক্লী) হুস্ত ভাবঃ হুঃ ভাবে-ক্। হুস্ততা।

হুস্তনু (ত্রি) হুস্ত তনুৰ্ভূত প্রাদি বহু বোদে যৎ। হুস্ত দেহযুক্ত।

“কুধা কিল ত্বা হুস্তনো জন্মিবানংসরূপ।”

(অথর্ক ৪।৭।৩)

লৌকিক প্রয়োগে হুস্ত এই পদ হইবে না, সেইহলে
হুস্ত এইরূপ হইবে। বেদেই কেবল যত্ব হইয়া হুস্ত এই
পদ হইয়াছে।

হুস্তযোগ (পুং) হুঃ যোগঃ। ১ বৈধৃতি ব্যতীপাত প্রভৃতি
নিমিত্ত যোগ। এই যোগে নান দানাদি অস্ত কোন প্রকার
শুভকৰ্ম্ম করিতে নাই। ২ অসিষ্টহৃৎক গোচরবিলম্বাদিস্থিত
গ্রহযোগ ভেদ।

হুস্তর (ত্রি) হুঃথেন তীৰ্থাতে হসৌ কৰ্ম্মণি থল্ বেদে যৎ।
হুস্তর, অতি হুঃথে তরণীয়।

“চক্ৰত্যং মরুতঃ যৎসু হুস্তরং।” (শক্ ১।৫৪।৪)

লৌকিক প্রয়োগে যত্ব হইবে না। সেইহলে ‘হুস্তর’ এইরূপ
প্রয়োগ হইবে।

“তিভীর্ হুস্তরং সেনাহাড়ুপেনাস্মি সাগরং।” (রঘুঃ)

হুস্তরক্তদৃক্ (ত্রি) হুস্ত রক্তা ট দৃগত। পিত্তাদি দোষজ-
রক্তনেত্রক, পিত্তাদি দোষ জন্মিলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এই-
রূপে চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে হুস্তরক্তদৃক্ বলা যায়।

“দৌলিতঃ দ্বীপ্রসজেন আরতে হুস্তরক্তদৃক্।” (শাততপীর)

যাহারা অন্ত্যস্ত দ্বী আশক্ত, তাহার হুস্তরক্তদৃক্ হইয়া
অসুখগ্রহণ করে।

হুস্তরীজ (পুং) হুস্ত-রীজ- বেদে ইট দীর্ঘত্ব ভতোযৎ।
অতি হুঃথে তরণীয়। অহিংস্র।

“তুবিগ্রয়ে বহুরং হুস্তরীজবে।” (শক্ ২।২১।২)

লৌকিক প্রয়োগে ‘হুস্তরীজ’ হইবে না, সেইহলে হুস্তরীজ
হইবে।

হুস্তব্রষ (পুং) হুঃ ব্রষঃ। যে সকল ব্রষ ভার বহন করিতে
সমর্থ অথচ ভার বহন করে না, তাহাদিগকে হুস্তব্রষ কহে;
পর্যায়—গলি।

হুস্তব্রণ (পুং) হুঃ ব্রণঃ। অচিকিৎস ব্রণ ভেদ, এই রোগ
চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয় না। পূর্বকালে মহাপাতক
করিলে ইহকালে এই রোগ হয়। এই রোগে যদি মৃত্যু হয়
এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত নী করা হয়, তাহা হইলে উহার
দাহাদি কার্য্য হইবে না, যদি কেহ মোহবশে তাহার
দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে দাহকারীও প্রায়-
শ্চিত্ত করিতে হইবে। নচেৎ দাহকারী কোনরূপ ধর্ম্ম কৰ্ম্ম
অহুষ্ঠান করিতে পারিবে না।

“হুস্তব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতো হি ক্ষিণাশনং।

ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাশোভবাঃ স্মৃতাঃ।” (মলমাস্তঃ)

হুস্ত ব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ মহাপাতকজ,
এই রোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি জীবিতকালে যদি এই রোগের প্রায়শ্চিত্ত
না করে, তাহা হইলে নিজেও ব্রত নিয়মাদি কোন ধর্ম্মকৰ্ম্মের
অহুষ্ঠান করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলে
পাপ নষ্ট হয় ও পাপ জন্ত ব্যাধির শাস্তি হইয়া থাকে। এই
জন্ত মহাপাতকজ রোগ মাঝেই সর্ক্সাণে তাহার প্রায়শ্চিত্ত
করা আবশ্যক। [মহাপাতক ও রোগের বিশেষ বিবরণ
ত্রিণীর্গ শব্দে দেখ।]

হুস্তি (ক্লী) হুস্ত-ক্তিচ্। দোষ।

“ক্ষিপ্তং রক্তং হুস্তি মায়ান্তি।” (অশ্বতঃ)

হুস্তুত (ত্রি) হুদুঃ নিমিত্তঃ স্তুতঃ বেদে যৎ। নিমিত্ত
ভাবে স্তুত। “যজ্ঞস্ত হুস্তুতঃ হুঃশস্তং।” (ঐতরেয়ব্রাঃ ৩।৩৮)

লৌকিক প্রয়োগে ‘হুদুঃ’ এইরূপ হইবে না, ‘হুস্তত’ হইবে।

হুস্তসাক্ষিন্ (পুং) হুঃ সাক্ষী কৰ্ম্মধা। নারদাদি কথিত
অসাক্ষি প্রযোজক দোষযুক্ত সাক্ষী, কুটসাক্ষী, যে সকল
সাক্ষী প্রকৃত কথা বলে না, তাহাদিগকে হুস্তসাক্ষী কহে।

“নার্থ সখিকিনো নাশা ন সহারা ন বৈরিণঃ।

ন হুস্তদোষাঃ কৰ্ত্তব্যা ন ব্যাখার্তা ন দুষিতাঃ।

ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারককুশীলবো।

ন প্রোজিরো ন লিক্শো ন সল্যেভ্যো বিনির্গতঃ।”

(মহু ৮।৩৪-৩৫)

সকল বর্ণের মধ্যেই বাহারা সত্যবাদী, যুদ্ধাদের কর্তব্য
কর্ণের জ্ঞান আছে এবং অলুপ্ত, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে
পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলী হইলে তাহা-
দিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাহাদের রহিত অর্থ সম্বন্ধ
আছে, বাহারা মিত্র এবং সাহায্যকারী, ভৃত্য, প্রকৃত শত্রু,
পূর্বে বাহারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহা-
পাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষী গ্রাহ্য নহে। এই
সকল সাক্ষী হুটসাক্ষী। স্পকার বা তজ্ঞপ কাককর্মজীবী,
নটা-বহবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, লোকবিগর্হিত
ব্যক্তি, নিবিদ্ধকর্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, চণ্ডালাদি নীচজাতি,
অন্ধ, বধাদি বিকলেদ্রিয়, আর্জ, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণার
গীড়িত, পঞ্চময়ে ক্রান্ত, কামাভুর, জুহু এবং তত্তর ইহা-
দিগকেও সাক্ষী মানিবে না।* ইহারও হুটসাক্ষী পদবাচ্য।

[বিশেষ বিবরণ সাক্ষিন্ দেখ।]

হুটু (অব্য) হুৎ নিমিত্তঃ তিষ্ঠতি হুৎ-হা-কু, ততো বৎ।
নিম্ন।

হুটু (ত্রি) হুৎ নিমিত্তঃ তিষ্ঠতি হুৎ-হা-কু বৎ। অবিনীত।

হুটুচ (ত্রি) হুৎথেন পচতে হুৎ-পচ-থল্। সহজে বাহা
পরিপাক হইয়া না।

হুটুতন (ক্ৰী) হুটুঃ পতত্যনেন পত করণে লুট্। অপ-
শব্দ, অপ-শব্দের প্রয়োগ করিলে হুটুতনশব্দ এবং হুটুতন
জন্ত পতন হয়, এই কারণে হুটুতনশব্দ অপ-শব্দবোধক।
“নাপ ভাষিত বৈ ন স্নেহিত বৈ স্নেহো হ বা নাম যদপশব্দঃ।”
(শ্রুতি ৭ (ক্ৰী) হুৎ-পতভাবে লুট্। অতি হুৎথেন পতন।

হুটুত্র (পুং) হুটুতানি পত্রাণি যন্ত। চোর নামিক গুরুত্বাব। (অমর)
হুটুদ (ত্রি) হুৎথেন পততে হুৎ পদ কর্মণি থল্। অতিশয়
হুৎথেন প্রাপ্য, বাহা অতি হুৎথেন পাত্তা যায়। “শ্রুতৌলি
চক্রণ রথ্য হুটুদী বৃণক।” (শব্দ ১৫৩৯)

‘হুটুদা হুটুদেন প্রাপ্তুমশক্যেন চক্রণ তৃতীয়াহানে
‘হান্দস আটু’ (সায়ন)

হুটুরাজয় (ত্রি) হুটুথেন পরাজয়িতে হুটু-পরা-জি
কর্মণি থল্। অ-করিতে অশক্য, অতিশয় হুৎথেন জেতবা,
বাহা অতিশয় হুৎথেন জয় করা যায়। (পুং) ২ হুটুরাজয়ের
পুত্রভেদ।* (ভারত ১১১৭ অঃ)

হুটুরিগ্রহ (ত্রি) হুৎথেন পরিগ্রহতে হুটু-পরি-গ্রহ-কর্মণি
থল্। পরিগ্রহ করিতে অশক্য, বাহাকে পরিগ্রহ করিতে
পারা যায় না।

‘লোকাধারাঃ শ্রীয়ে রাজাঃ হুটুপা হুটুরিগ্রহাঃ।’

(ভারতকতী)

২ নিম্নার্থা। হুৎথিতঃ পরিগ্রহো ভাষ্য। বত। ৩ হুটু
ভাষ্যক, বাহার ভাষ্য। হুটু।*

হুটুরিহন্ত (ত্রি) হুৎ-পরি-হন থল্বে তুল্। অতিশয় হুৎথেন
নাশরিতবা, বাহা অতিশয় হুৎথেন হনন করা যায়। ২ হুটু-
রিহাণ্য। “বহুতা নো হুটুরিহন্ত শর্ম।” (শব্দ ২১২৩৬)
‘হুটুরিহন্ত হন্তমশক্যং’ (সায়ন)

হুটুরীক্ষ (ত্রি) হুৎথেন পরীক্ষাতে হুৎ-পরি-ঈক্ষ-থল্। অতিশয়
হুৎথেন পরীক্ষণীয়, বাহা অতি কঠোর পরীক্ষা করা যায়।

হুটুর্শ (ত্রি) হুৎ-স্পর্শ কর্মণি থল্-বা বিসর্গলোপঃ। ১ হুৎ
স্পর্শনীয়, স্পর্শ করিতে অশক্য। (ক্ৰী) ২ হুটুরাজা।

হুটুপান (ত্রি) হুৎথেন পীয়তে হুটু থল্বে কর্মণি যুচ্। হুৎথেন
পেয়, বাহা অতিশয় হুৎথেন পান করা যায়, পান করিতে
অশক্য।* তাৎবে যুচ্ (ক্ৰী)

হুটুপার (ত্রি) ১ সহজে বাহা পার হওয়া যায় না। ২ হুৎসাধ্য।

হুটুপুত্র (পুং) হুটুঃ পুত্রঃ কর্মণা*। কুপুত্র। নিম্নিতপুত্র। (ত্রি)
হুটুঃ পুত্রঃ যন্ত। ২ বাহার হুটুপুত্র আছে, হুটু পুত্রযুক্ত।

হুটুপুরুষ (পুং) হুটুঃ পুরুষঃ কর্মণা*। নিম্ননীয় পুরুষ, মন্দ
লোক।

হুটুপূর (ত্রি) হুৎ-পূরি কর্মণি থল্। ১ পূরণ করিতে অশক্য,
অতিশয় হুৎথেন পূরণীয়, বাহা পূর্ণ হয় না।

“কামমাপ্রিত্য হুটুপূরঃ দন্তমানমদাধিতাঃ।” (গীতা)

২ অনিবার্য। মহুস্তের আশা হুটুপূর, মানবগণ এই
হুটুপূর আশার মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রতিপদে
হুৎথেন ভোগ করিয়া থাকেন। আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।
একটা আশা পূর্ণ হয়, আবার পরক্ষণেই সেইখানে আর
একটা আশা আসিয়া স্থান অধিকার করে।

হুটুপ্রকম্প্য (ত্রি) হুৎথেন প্রকম্পাতে হুৎ-প্র-কম্প-থল্।
সহজে বাহা কাঁপে না।

হুটুপ্রকাশ (ত্রি) হুটুঃ প্রকাশঃ প্রাদিস*। অন্ধকার।

‘পাঁপন্ত লোকো নিরয়ো হুটুপ্রকাশো

নিত্যং হুৎথেন শোকভূয়িষ্ঠমেব।” (ভারত শান্তি ৭৩ অঃ)

হুটুপ্রকৃতি (ত্রি) হুৎথেন প্রকৃতিবন্ত। হুটু প্রকৃতি, মন্দ-প্রকৃতি।
(ক্ৰী) হুটু প্রকৃতিঃ। মন্দ-এমন প্রকৃতি।

হুটুপ্রজস্ (ত্রি) হুৎথেন প্রজা বন্ত বহুব্রীহৌ অসিচ্ সমাসঃ।
নিম্না প্রজাযুক্ত, বাহার প্রজা নিম্নিত। প্রাদি সমাস হইলে
অসিচ্ সমাসান্ত হইবে না। কারণ বহুব্রীহি সমাসে অসিচ্
প্রত্যয় হয়, যে স্থলে ‘হুটু প্রজা’ এইরূপ বাক্য হইবে, সেই
স্থলে হুটুপ্রজস্ এইরূপ না হইয়া হুটুপ্রজা এইরূপ হইবে।
অর্থ নিম্নিত প্রজা হইবে।

দুপ্রাজ (জি) মল প্রজ, নির্কোথ।

দুপ্রাজান (জি) হুঃথেন প্রজ্ঞাতে হসৌ হুঃপ্র-জা থলধে
কর্ণি যুচ্। আনিত্তে অশকা, অতিশয় কঠে বাহা আনা

বার। (কৌ) হুঃপ্র-জ্ঞানঃ ১০ ২ নিম্ননীর জ্ঞান।

“হুঃপ্রজ্ঞানেন নিরয়াঃ বহবঃ সমুদ্রভাঃ।”

(ভারত শাস্তি ১২৭ অঃ)

দুপ্রতিগ্রহ (জি) প্রতিগ্রহ পক্ষে অতি কঠিন, সহজে বাহা
গ্রহণ করা যায় না।

দুপ্রতিবীক্ষণীয় (জি) হুঃপ্র-প্রতিবি-জ্ঞক-অনীর। বাহা
অতি কঠে দেখা যায়, দেখিতে অশকা।

দুপ্রতিবীক্ষ্য (জি) হুঃথেন প্রতিবীক্ষ্যতে হুঃপ্র-প্রতিবি-
জ্ঞক কর্ণি যৎ। বাহা অতি কঠে নিরীক্ষণ করা যায়।

দুপ্রধ্ব (জি) হুঃপ্র-প্রধ্ব হুঃপ্র-প্রধ্ব ধ্বনীর।
(পুং) ২ ধ্বতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ভীষ্ম ৬৮ অঃ)

হুঃপ্রধ্ব শব্দে হুঃপ্রধ্ব এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। (জী)
৩ হুঃপ্রধ্ব। ৪ থর্জুরা।

দুপ্রধ্বগ (জি) হুঃপ্র-প্রধ্ব ভাব্যারঃ যুচ্। অতিশয় হুঃপ্র-
ধ্বনীর। (পুং) ২ ধ্বতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১১১৭৩)

(জী) ৩ বার্তাকী।

দুপ্রধ্বগী (জী) হুঃপ্রধ্বগী হুঃপ্রধ্বগী ইনি-ভীপ্। ১ কণ্টকারী।
২ বৃহতী।

দুপ্রধ্ব্য (জি) হুঃথেন প্রধ্ব্যতে হনেন, হুঃপ্র-প্রধ্ব কর্ণি
যৎ। অতি হুঃপ্র-প্রধ্ব ধ্বনীর।

দুপ্রময় (জি) সহজে বাহা মাপা যায় না।

দুপ্রলম্ব (জি) হুঃথেন প্রলম্বতে হুঃপ্র-প্রলম্ব থল্। ১ সহজে
বাহা ঠকান যায় না। ২ সহজে বাহা পাওয়া যায় না।

দুপ্রবাদ (পুং) হুঃপ্র-প্রবাদঃ প্রাদি সৎ। ১ হুঃপ্র-প্রবাদ, নিম্নিত
প্রবাদ। হুঃপ্র-প্রবাদো বস্ত। (জি) ২ নিম্নিত প্রবাদযুক্ত।

দুপ্রবৃতি (জী) হুঃপ্র-প্রবৃতিঃ প্রাদি সৎ। হুঃপ্র-প্রবৃতি, বার্তা।
“তেষাং সূর্যনৈবেদিকা হুঃপ্রবৃতিহরাতবৎ।” (বপু)

দুপ্রবেশ (জি) হুঃপ্র-প্রবেশো হুঃপ্র-প্রবেশ, যৎ হলে
অতি হুঃপ্র-প্রবেশ করা যায়।

“বহির্বিগগনস্বাধঃ প্রেক্ষ্য লক্ষ্য সমবিতং।

হুঃপ্রবেশং মহাত্মান নরৈঃ ধর্মবহিষ্কৃতৈঃ।” (ভারত ১৪৫ অঃ)

(জী) ২ কহারীবৃক্ষ।

দুপ্রসহ (জি) হুঃথেন প্রসহতে হসৌ হুঃপ্র-প্রসহ কর্ণি থল্।

১ হুঃপ্রসহ, বাহা অতিশয় হুঃপ্র-প্রসহ করা যায়। ২ ভীষণ।

(পুং) ৩ একজন অসিদ্ধ ঈশ্বরচাৰ্য।

দুপ্রসজ (জি) সহজে বাহা প্রসঙ্গ করা যায় না।

দুপ্রসাদন (জি) হুঃপ্রসাদন।

দুপ্রসাধ্য (জি) হুঃথেন প্রসাধ্যতে হনেন হুঃপ্র-প্রসাধ্য-যৎ।
সাধন করিতে অশকা, বাহা অতি কঠে প্রসাধন করা যায়।

দুপ্রসাহ (জি) হুঃথেন প্রসাহতে হনেন থলধে যৎ। হুঃপ্রসাহ।

দুপ্রসর্ষ (জি) হুঃপ্র-প্রসর্ষো হুঃপ্র-প্রসর্ষ, যৎ হলে
ধ্বতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১১৬৭ অঃ)

দুপ্রাপ (জি) হুঃথেন প্রাপ্যতে হসৌ হুঃপ্র-প্রাপ-যৎ। হুঃপ্র-
প্রাপ, বাহা অতি কঠে পাওয়া যায়।

দুপ্রাপন (জি) হুঃপ্র-প্রাপন, সহজে বাহা পাওয়া যায় না।

দুপ্রাপ্তি (জী) হুঃপ্র-প্রাপ্তি, হুঃপ্র-প্রাপ্তি, অভাব।

দুপ্রাপ্য (জি) হুঃথেন প্রাপ্যতে হসৌ হুঃপ্র-প্রাপ-যৎ।
যৎ। হুঃপ্র-প্রাপ, বাহা সহজে পাওয়া যায় না।

দুপ্রাবী (জী) [বৈ] ১ হুঃপ্র-প্রাবী। ২ অন্ততকারী।

দুপ্রীতি (জী) হুঃপ্র-প্রীতিঃ। অপ্রীতি, মল তালবাসা।
(জি) হুঃপ্র-প্রীতিঃ। ২ হুঃপ্র-প্রীতিঃ।

দুপ্রোক্ষ (জি) হুঃথেন প্রোক্ষ্যতে হুঃপ্র-প্রোক্ষ কর্ণি থল্।
হুঃপ্র-প্রোক্ষ, বাহা অতি কঠে দেখা যায়।

দুপ্রোক্ষনীয় (জি) হুঃপ্র-প্রোক্ষনীয়, হুঃপ্র-প্রোক্ষনীয়।

দুপ্রোক্ষ্য (জি) হুঃথেন প্রোক্ষ্যতে হুঃপ্র-প্রোক্ষ কর্ণি যৎ।
অতি কঠে দর্শনীয়।

দুপ্রস্তু (পুং) পৌরবংশীয় একজন রাজা। চন্দ্রবংশীয় ঐতি-
রাজার পুত্র। ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি একদিন
যুগ্ম করিতে গিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কণ্ঠমূলের আশ্রমের
নিকট গমন করেন এবং এই স্থল হইতে অমাত্য প্রভৃতিকে
বিদায় দিয়া একাকী কণ্ঠমূলের আশ্রমে উপনীত হন। এই
সময়ে মহর্ষি কণ্ঠ আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রম-পালিতা শকু-
কলা আসিয়া যথাবিধানে রাজাকে পাণ্ডা অর্থাৎ দিয়া
স্নান জিজ্ঞাসা করেন। রাজা যথাবিধানে পূজিত হইয়া
শকুন্তলাকে কহিলেন, ভগ্নে! আমি মহাত্মা কণ্ঠকে
উপাসনা করিতে আসিয়াছি, তিনি কোথায় গমন করিয়া-
ছেন। শকুন্তলা কহিলেন, ভগবান্ পিতা কলায় যথেষ্ট
করিয়ছেন, সুতরাং অতীত করিলে তাঁহার দর্শন
লাভ হইবে।

রাজা শকুন্তলার অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নিতান্ত
বিমোহিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অরি-
ভগ্নে! তুমি কণ্ঠ রূপসম্পন্ন হইয়া কি নিমিত্ত বনে আসি-
য়াছ এবং কোথায় হইতে আসিয়াছ? যদি কোন বাধা না
থাকে, তাহা হইলে সকল বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কোতূহল
নিবৃত্তি কর। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন,

আমি অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা, মহামুনি কৌশিক আমার পিতা। আমি উর্কিরেতা ভগবান কথের পালিতকন্তা। রাজা শকুন্তলাকে 'অপ্সর-গর্ভসম্ভূতা' ভাবিয়া তাহারে কহিলেন, তুমি আমার পত্নী হও। শকুন্তলা রাজার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি গর্ভবতী বিবাহে কোন দোষ না থাকে এবং আমার গর্ভজাত পুত্র যৌবরাজ্যে অতিবিক্ত হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি। মহারাজ দুঃস্বপ্ন তাহাই হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া যথাবিধানে গর্ভবতী মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। মহর্ষি কথ আশ্রমে আসিয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। এই বিবাহের পর শকুন্তলা গর্ভধারণ করেন, তিন বৎসর সমাপ্ত হইলে তিনি দুঃস্বপ্নের ঔরসসম্ভূত এক কুমার প্রসব করেন। ধর্মিগণ ঐ কুমারের নাম সর্কদমন রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মহর্ষি কথ শিষ্যের সহিত শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা রাজার সমীপে আগমন করিয়া যথাগম্য সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্, আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, আপনি ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। মনোনিবেশ বাহা প্রকৃষ্ট হন, তদনুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহার, যশোভাজন হইয়া থাকেন। শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্নকৃত সকল কার্য্য দুঃস্বপ্নের স্মৃতিপথারূঢ় হইল, কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শকুন্তলাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট তাপসি! তুমি কাহার ভাৰ্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কিবয়ে কোম সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরুঢ় হইতেছে না, অতএব এখন তোমার যথার ইচ্ছা চলিয়া যাও।

শকুন্তলা রাজার এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রাজাকে নানাবিধ তিরস্কার করিলেন। দুঃস্বপ্নও শকুন্তলাকে নানাবিধ মর্শ্ব-পীড়াদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। শকুন্তলা তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, রাজন্! আপনারা স্বয়ং দুর্জয় হইয়া "সজ্জনদিগকে তিরস্কার করেন, যেমন কুপিত ভূজয় হইতে ভয় হয়, সেইরূপ সত্যধর্ম্ম-চ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিকদিগেরও ভয় হইয়া থাকে। আন্তিকগণ যে ভীত হইবে, তাহা আর বলাই বাহ্য। বাহা হউক যে ব্যক্তি নিজে আত্মরূপে সন্তান উৎপাদন করিয়া পরে অস্বীকার করে, ভগবান তাহার যথোচিত ফল বিধান করেন। শকুন্তলা এইরূপে অনেক বলিয়া প্রোহান করিলেন। তখন সন্ধ্যায় এইরূপ দৈববাণী হইল, "মহারাজ! শকুন্তলা বাহা বলিয়াছে, তাহা সকলই সত্য। এই পুত্র আপ-

নারই, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন, এই পুত্রকে আনিবের বাক্যানুসারে ভরণ করুন এই জন্ত ইহার নাম ভরত হইবে।" রাজা এই দৈববাণী শুনিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। শকুন্তলার সেই পুত্র সার্কভৌম রাজচক্রবর্তী হন, এই ভরত হইতেই ভারত প্রসিক্ত হইয়াছে। (মহাভারত আদি ৩৮-৭৪)। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থে দুঃস্বপ্ন চরিত্র বাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। মহাভারতে রাজা দুঃস্বপ্ন লোকনিলাভের কপট ভাব অবলম্বন করিয়া শকুন্তলা-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হইলেও তাহাকে অন্ত্যরূপে পরিভ্যাগ করেন। কিন্তু কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-নির্ভরিত শকুন্তলাকে রাজা দুঃস্বপ্ন দুর্কীর্ণা মূনির শাপ প্রভাবে বিস্মৃত হন এবং প্রতাপে পাছে ধর্ম্ম হুইতে চ্যুত হন, না জানিয়া কি করিয়া পরতী গ্রহণ করেন ইত্যাদি ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিয়া বাধ্য হইয়া তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বিশেষতঃ শকুন্তলা এই সময় গর্ভবতী ছিলেন, কোন্ ধর্ম্মভীক ব্যক্তি না জানিয়া গতিনী ক্রীকে নিজ পরীকরণে গ্রহণ করিতে পারে? শকুন্তলা রাজাকে অভিজ্ঞান অমৃতময়ী দিতে স্বীকৃত হইয়া পরে দেখাইতে পারিলেন না। ইহাতে রাজার আরও সন্দেহ হইল, কাজেই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

মহাভারতে শকুন্তলাও নিতান্ত লজ্জাহীন হইয়া পুণ্ড-লীর স্তায়, রাজাকে নানাবিধ দুর্কীর্ণা প্রয়োগ করেন, কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা যেন মূর্ত্তিমতী লজ্জা।

"শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী বসংক্রিয়া।" (শকুন্তলা)।

শকুন্তলা কালিদাসের এক অপূর্ণ সৃষ্টি। [বিশেষ বিবরণ শকুন্তলা দেখ।]

হরিবংশে দুঃস্বপ্নের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—মহারাজ সুরোধের ঔরসে উপদানবীর গর্ভে দুঃস্বপ্ন জন্মগ্রহণ করেন। দুঃস্বপ্নের পুত্র ভরত, ভরত শকুন্তলার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। (হরিবংশ ৩২ অঃ)

দুঃস্বপ্ন (ত্রি) দুঃ-স্বা-ক, বাহুল্যকঃ বিসর্গ লোপঃ। দুঃথে অবস্থিত।

"কল্পাস্তদ্বস্থা বস্থা তথোহে।" (ভট্ট) ২ কুট।

৩ কুট। স্মিয়াং আতিষাৎ ভীষু।

দুঃস্বপ্ন (কৌ) দুঃপ্ঠঃ পৃষ্ঠঃ বা বিসর্গলোপঃ। মনুষ্যভাবো জিজাসিত।

হুহাদি (পুং) হুহ প্রাদি যন্ত। ধাতু গণ বিশেষ, লকার

নিগর জন্ত এই গণ নির্দিষ্ট হইয়াছে হুহ, বাচ, কথ, প্রোহ,

ভি, চি, ক্র, শাস, জি, দন্ত, মহ, বদ এই সকল ধাতু হুহাদি

গণ। "অপ্রধানং হুহাদীর্ঘাঃ।" পাণিনির শাসনানুসারে যে

বলে দিকর্ষক ধাতুর কণ্ঠ উক্ত হইবে, সেই বন্ধে হুহাদি

ধাতুর অর্থান কর্তৃক উক্ত হইবে, গোপকর্তৃক অর্থান কর্তৃক
কহে। অর্থান কর্তৃক উক্ত হইলে 'উক্ত কর্তৃক অর্থান'
এই নিয়মামুত্রে হুহাদি ধাতুর অর্থান কর্তৃক অর্থান গোপ
কর্তৃক অর্থান বিতক্তি হইবে এবং অর্থান কর্তৃক বিতীয় বিতক্তি
হইবে।* বিকর্তৃক ধাতুর মুখ্যকর্তৃক উক্ত হয়, কিন্তু 'অর্থানং
হুহাণীনাং' এই বিশেষ নিয়মামুত্রে তাহা হইবে না।

হুহিতুঃপতি (পুং) হুহিতুঃপতিঃ বাঃ বর্তাঃ অলুক সমাসাতঃ।
হুহিতার পতি, কস্তার স্বামী, জামাতা। বিকরে যদীর অলুক
সমাস হয়, যে স্থলে অলুক হইবে না, সেইখানে হুহিতুপতি
এইরূপ হইবে।

হুহিতু (জী) দোষি বিবাহাদিকালে ধনাদিকমাত্রা গৃহ-
তীতি বা দোষি গা ইতি হুহ-তুচ্চ (নপুংনেইৎ হুহোহু
পাত্তাত্ত্বজামাতামাতৃপিতৃহুহিতু। উপ ২।১৬)। নিপাতনাং
গণাভাবঃ। কস্তা।

হুহিতাকে সময়ে পালন করিয়া উপযুক্ত পাত্রকে দান
করিতে হয়। বিশেষরূপে পাত্র বিবেচনা করিয়া কস্তাকে
দান করিতে হইবে, কস্তাদানের পাত্রাপাত্রের বিষয়
এইরূপ লিখিত আছে;—গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মুঢ়,
রোগী, কুংসিত, অত্যন্ত কোপন, অতি দুঃখ, চাপল, অজ-
হীন, অন্ধ, বধির, অক্ষ, মূর্থ, ক্রীতত্বা ও পাপী, ইহাদের
সহিত কস্তার বিবাহ দিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। কদাপি
এইরূপ পাত্রকে কস্তা সম্ভাদান করিবে না।

শান্ত, শুণী, যুবক, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব ইহাদের সহিত
বিবাহ দিবে। এইরূপ পাত্রের স্তুতি বিবাহ দিলে কস্তা-
দাতা দশবাণী দানের ফল প্রাপ্ত হয়।

উক্ত রূপ গুণ ও দোষ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সম্ভা-
দান করিবে। যদি কেহ কস্তা পালন করিয়া বিক্রয় করে,
তাহা হইলে তাহার কুস্তীপাক নরক হয়। ঐ নরকে
গমন করিয়া মৃত ও পুরীষ ভক্ষণ করে এবং যতদিন চতুর্দশ
ইন্দ্র অবস্থান করে, ততদিন পর্যন্ত এই দুর্দশা ভোগ করে,
ইহার পর ব্যাধি বোনিতে অন্ম হয়, এই ব্যাধি জন্ম লাভ
করিয়া দিবানিশি মাংসভার বহন ও বিক্রয় করিয়া থাকে *।

যথোক্তরূপে কস্তাদান করিলে অশেষবিধ পুণ্য হইয়া

* কুস্তা পরীক্ষা ক্রান্তত ব্রূপতি কামিনী বরং।

বরং গুণহীন বৃদ্ধারাজানি তথা।

দরিদ্রায় চ মুঢ়ায় সোণিণে কুংসিতায় চ।

অত্যন্তকোপবৃদ্ধায় চাত্যন্তদুঃখায় চ।

চাপলায়াজহীনায় চাক্ষর্য বধিরায় চ।

অন্ধায় চৈব মূর্খায় ক্রীতত্বল্যায় পাপিনে।

থাকে। বেদজ, বাহারা ত্রিসঙ্খ্যা করিয়া থাকেন, পণ্ডিত,
সত্যাবাদী, 'জিতেন্দ্রিয়'এরূপ সমুদ্র সম্পন্ন পাত্রকে কস্তা
সম্ভাদান করিতে হইবে। অপাত্রে কিছুতেই কস্তা সম্ভাদান
করিবে না।

বাহারা কস্তাকে বিহু বা মহাদেবের প্রীতির জন্য
দান করে, তাহার নারায়ণ বরূপ হয়, এই কথা শ্রুতিতে
লিখিত আছে।

"নবা কস্তাং স্ত্রীলাক হরায় হরয়ে হুধবা।

নারায়ণবরূপক ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতং॥

বিহুভক্তো যদা কস্তাং দদাতি বিহুগ্রীতয়ে।

সলভেভ্যরিদাতক এবং বিশ্রোভবার চ॥" (ব্রহ্মবৈং প্রকৃতিধং)

যদি সংহিতায়ও অপাত্রে কস্তাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হুহিতু (কী) হুহিতুর্ভাবঃ। হুহিতু-ব। কস্তার ভাব।

হুহিতুপতি (পুং) হুহিতুঃপতিঃ। জামাতা।

হুহিতুঃ (ত্রি) হুহিতুঃ বিদ্যাতে হুত্ব অন্তর্থে মতপ্।

হুহিতুয়ুক্ত।

হুহু (কী) হুহতে ইতি হুহ কর্ণি কাপ্ (এতিহ্য শাস্ত্র বদ

জুঃ কাপ্। পা ৩।১।৩০২), ইতি হুহুত্ব 'শংসি চি

ওহিভোবা' ইতি কাশিকোক্তে: কাপ্। ১ দোহনযোগ্য।

২ দোহ।

হুহুমান (ত্রি) হুহতে ইতি হুহ কর্ণি শানচ্। যাতাকে

দোহন করা যায়। দোহনবিশিষ্ট।

হুহা (পুং) যযাতি রাজার পুত্রভেদ। ঐনি শশিষ্ঠার গর্ভে

জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি দিক্ সকল বিষয় করিয়া প্রত্নদিগকে

বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্নীচীদিকের শাসনভার

ক্রুর উপর অর্পিত ছিল। যযাতি হুহাকে নিজের বাক্যকা

দিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু চত্বা দীপার

করে নাই। তাহাতে যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান

করেন।

ব্রহ্মহত্যাঃ লভেৎ জ্যৈষি যঃ স্বকস্তাং দদাতি চ॥

শাস্ত্রীয় গুণিনে চৈব ব্রূমে চ বিদুবে হপি চ।

বৈষ্ণবায় স্তুত্যাং নবা দশবাণী ফলং লভেৎ॥*

কস্তাবিক্রে দোষ যথা—

"যঃ কস্তা পালনং কুত্বা কয়োতি বিক্রয়ং যদি।

বিশদাধনলোভেন কুস্তীপাকং স পচ্ছতি॥

কস্তামুত্রপূরীষক তত্র ভক্ষতি পাতকী।

কুসিদ্ধির্গণিতঃ কটিকর্ষাবিজ্ঞাতদুর্দশ।

মৃতক ব্যাধবানো চ স লভেৎকাম নিশ্চিতং।

* বিক্রীপিতে মাসভার বহতোব দিবানিশি॥" (ব্রহ্মবৈং প্রকৃ)

“বন্ধমে জনরাজ্যাতঃ বরঃ স্বং ন প্রযচ্ছতি।”

তন্মাদ্র্যোঃ প্রিয়ঃ কামো ন তে সম্পৎসতে কীৰ্ত্তিঃ॥”

(মহাভারত)

ভূমি আমার হৃদয় হইতে অগ্ন্যগ্ৰহণ করিয়া স্বীয় যৌবন আমাকে দিতেছ না, এই অস্ত্র তোমার কোন প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। [যযাতি দেখ।] ইহার পাঠান্তর দ্রুত এইরূপ দেখা যায়।

দুর্জয়পুর, রাজপুতানার অন্তর্গত একটা দেশীয় রাজ্য। গবর্ণর-জেনারলের এজেন্টের রাজনৈতিক শাসনাধীন। অক্ষা° ২৩° ৩১' হইতে ২৪° ৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭' হইতে ৭৪° ১৬' পূঃ। এই রাজ্যের উত্তর সীমা উদয়পুর রাজ্য, পূর্বে উদয়পুর ও মাছি (মহী) নদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গুজরাটের অন্তর্গত রেবাকান্ডা ও মহীকান্ডা বিভাগ। পূর্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩৫ মাইল।

রাজ্যের অধিকাংশই শৈলময়, বদরী, নাগকণী ও শলার নামক গর্দ গাছের জঙ্গলে ভরা, মধ্যে অপরূপ তরুশুলতাও দেখা যায়। উত্তরাংশের ভূমি বস্তুর অসমতল, দক্ষিণাংশ দেখিতে অনেকটা গুজরাটের মত। এখানে জাবলুস, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাঠেরও হই তিনটা বন আছে। কিন্তু পশু চারণের উপযুক্ত মাঠ নাই। স্ত্রতরাঃ গ্রীষ্মকাল আসিলে এখানকার ভীলদিগের পালিত গবাদি উপযুক্ত আহারাভাবে নিত্যকাল ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পক্ষতের উপত্যকার ও পাদদেশে চাষবাস হয়। অল্প স্থানে বন-জঙ্গল পোড়াইয়া ভস্ম হইলে তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া সামান্ত চাষ হইয়া থাকে।

এখানে নানাবিধ পাথর পাওয়া যায়। ঔষধে গ্রানিট পাথরে গৃহাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সামান্ত রকম চূণও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তেমন বিস্তৃত নয়। এখানে লৌহের আকর থাকিলেও লৌহ উত্তোলনের জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না।

এই রাজ্যে মহী ও সোম কেবল এই দুই নদী প্রবাহিত। মহী-সোম-সঙ্গম একটি পুণ্য তীর্থ। এখানে বাগেশ্বর শিবের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। প্রতিবর্ষে এখানে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়।

মহীনদী বাঁশরাড়া হইতে এবং সোম সাপুঘর হইতে এই রাজ্যকে পৃথক রাখিয়াছে। মহীনদীর প্রস্তরময় গর্ভ প্রায় ৩৪ শত কিট বিস্তৃত; ইহার তীর বেগায়াছে পরিপূর্ণ।

বব, গম, ছোলা, ধান, কান্দনি, বাজরা ও কয়েক প্রকার সামান্ত শস্ত, কার্পাস, অহিফেন, তিসি, সরিষা, আদা, লঙ্কা,

হরিদ্রা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ভরিতরকারীর মধ্যে পেঁয়াজ, লগুন, রাজাআলু, মূলা প্রভৃতি আছে। কল তেমন বেই হয় না, তবে তরমুজ, নেবু, আম ও কদলী অল্প স্বল্প পাওয়া যায়। মউরা গাছ যথেষ্ট আছে এবং তাহা হইতে প্রচুর গুরিমাণে মত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানে প্রায় লক্ষ ভীলের বসবাস।

রাজ্যের মধ্যে ১৬ বর প্রধান ও তন্নিম্নে ৩২ বর ঠাকুর বা সর্দারের বাস। ইহার সকলেই রাজপুত। এই ৪৮ বরই প্রধান বলিয়া গৃহ্য।

এই রাজ্য ছয় তরবার বা পরগণার বিভক্ত। যথা—বারা, বরেল, কিতারা, চৌরাণি, তিরগোদ ও চুবাট। প্রত্যেক পরগণার কতকগুলি গ্রাম আছে।

জমির মধ্যে কতক খালসা বা রাজার খাসে, কতক জায়গীর বা সর্দারগণের অধীন এবং কতকগুলি ধরার বা দেবোত্তর।

রাজপুত মহাজন ও বোড়াশ্রমীর মুসলমানেরা এখানে বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া থাকে। রাজার অধীনে পাঠান মেকরাণী সৈন্য আছে।

দুর্জয়পুর রাজ্যে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রিত ‘বাগর’ নামক ভাষা প্রচলিত।

এখানে তেমন ভাল রাস্তা প্রস্তুত হয় নাই। প্রধান নগর দুর্জয়পুর, গল্লিরাটো ও সগুবারা। বাগেশ্বরের মত গল্লিরাটো নামক স্থানে প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা হইয়া থাকে।

ইতিহাস।—দুর্জয়পুরের রাজার উপাধি মহা-রাবল। উদয়পুরের রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশেই মহারাবলের উৎপত্তি। ইনি বিখ্যাত শিশোদীর বংশ-সম্ভূত। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। যে সময়ে মোগল বাদশাহগণ আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎকালে এখানকার মহারাবল মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইলে দুর্জয়পুররাজ মহারাত্রিগণের করম হইলেন। শেষে বৃটিশ গবর্নেন্টের সাহায্যে মহারাবল মহারাত্রিকবল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাবল বশোবন্ত সিংহ বৃটিশ গবর্নেন্টের সহিত সন্ধিস্থলে আবদ্ধ হইলেন এবং বৃটিশ গবর্নেন্টকে বর্ষে বর্ষে ৩৫ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। বশোবন্ত ভীক, বাসনাশক্ত ও লুপট ছিলেন; এই জন্য তাহার সময়ে রাজ্যের অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা হওয়ার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাহার দত্তকপুত্র

দলপংসিঃ (প্রতাপগড়ের সামন্তসিংহের পৌত্র) রাজপ্রতি-
নিধি নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সামন্তসিংহের মৃত্যুর পর দলপংসিঃ
প্রতাপগড়েরও অধিকারী হইলেন। বৃটীশ গবর্নমেন্টের পরামর্শ
মত দলপংসিঃ সর্বলিঙ্গ ঠাকুরের পিতৃপুত্র উদয়সিংহকে মন্তক
ভয়েন এবং দুর্ভাষপুররাজের ক্রাবী উত্তরাধিকারী হইর
করেন। মধ্যে একবার যশোবন্ত সিংহ রাজাগ্রহণের চেষ্টা
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। এই
সময়ে নাবালক রাজাকে লইয়া রাজ্যমাধ্যে অনেক অনিয়ম
ঘটিতে লাগিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্নমেন্ট প্রতিনিধির
হস্তে চাইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া একজন দেশীয়কে
এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করি-
লেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাবল উদয়সিংহ বয়োপ্রাপ্ত
হইলে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের
সময় তিনি বৃটীশ গবর্নমেন্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।
তাঁহার যত্নে দুর্ভাষপুররাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে জয়শালমেয়ের মহারাজের
সহিত তাঁহার কস্তার বিবাহ হয়।

এখন মহারাবলই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁহার অধীনে
দেওয়ান এবং দেওয়ানের অধীনে কামদারগণ দেওয়ানী ও
কোজদারী উভয়বিধ বিচার করিয়া থাকেন। কোন মোক-
দমার পুনর্বিচার অর্থাৎ শেষ বিচার করিতে হইলে তাহা
মহারাবল করিয়া থাকেন। রাজ্যের শাস্তিরক্ষার জন্য
পানাদার ও কোতোয়াল নিযুক্ত আছে। মহারাবলের
অধীনে ১০০০ পদাতি ৪০০ অশ্বারোহী ও ৩০টা কামান
আছে। তিনি বৃটীশ গবর্নমেন্টের নিকট ১৫টি মাস্তোপ
পাইয়া থাকেন।

দুর্ভাষ (জি) হুংখেন নভাতে ইতি হুং-নভ-খল্ (হুং দাশ-
নাশ নভাধোবুত্মুত্তরপদাদেঃ ষ্টুৎক। পা ৬৩।১০২) ইত্যেতি
বার্তিকোক্ত্য। উৎঃ তন্ত ডুৎক। ১ অতি হুংখ
দণ্ডনীয়। ২ বাসনপ্রাপ্ত-বিপদযুক্ত। ৩ হুংহ নাশ করিতে
অশক্য। “যুং নকং যুতব্রত মিভাবরুণ দুর্ভাঃ” (খক্
১।১০৬) “দুর্ভাঃ হুংহ শক্তিদুঃ বিনাশিতুঃ অশক্যং
দুর্ভাঃ নহ-ভম্বীকরণে হুংখেন নভাতে ইতি হুংহং ভবদুঃ
ষিতাদিনা হুরিতাপপদে দধেঃ খল্, ব্যাত্যো বহলমিত্য-
কীরত উকারো রেক্ত লোপঃ দকারত ডকারো হকারত চ
ডকারঃ” (সারণ)

দুর্ভাষ (জি) হুংখেন নভাতে যঃ হুং-নাশি-খল্ ‘পুর্বোদরাধীন
বংশোদ্ভূতঃ ইত্যন্ত হুংদাশনাশেতি’ ইতি বার্তিকোক্ত্য।

উৎঃ ডুৎক। পীড়াবৃত্ত, পীড়িত। “নমন্তে অবস্থানে ধেনা
দুর্ভাষে অস্তসি” (অর্থঃ ১।১০।১১) কোন কোন স্থলে
দন্ত স্কারান্ত এইরূপও দেখা যায়। সেই স্থলে দুর্ভাষ
এইরূপ হইবে।

দুটী (জি) হুংখেন ধায়তি হুং-ধো টিভায়াঃ সম্পদাদিভ্যাং ভাবে
কর্তরি বা ক্রিপ্। দুর্ভাষ শব্দবৎ কার্য্যং। ১ হুংখায়া।

২ হুং বুদ্ধি। “অস্ত্যাকঃ শংসো অভ্যন্ত দুটাঃ।” (খক্ ১।১০।৮)

‘হুটো হুখিঃ পাপবুতীন্ হুং-ধো ক্রিপ্ দৃশি গ্রহণাহুভে
তন্ত চ বিধাংতরোপসংগ্রহাধ্বাং সম্প্রসারণঃ, পুর্বোদরাধিনু-
ধো চেতি পাঠাদুরো রেফসোঃ উত্তরপদাদেঃ টুৎক।’ (সারণ)

দুট্য (জি) হুংখেন ধায়তি হুং-ধো-ক দুর্ভাষশব্দবৎ য কার্য্যং।
হুংখায়া অধম।

দুর্ভাষ (জি) হুংখেন নভাতে হুং দাশি-খল্ (হুং দাশ-
নাশেতি। পা ৬৩।১০২ ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্য। উৎঃ গুৎক।
অতিশয় হুংখেন নষ্ট, যাহা নাশ করিতে অশক্য।

দুত (পুং) দুতে বার্তাবহনাদিনা দুত দীর্ঘশ্চ (দুতনিভ্যাং
দীর্ঘশ্চ। উণ ৩।৯০) বার্তাহরঃ; পর্যায়া—সন্দেশ, সন্ধিষ্টকথক।
রাজগণ যখন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতির অমুষ্ঠান করেন অথবা যখন
কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন, তখন দুতের প্রয়োজন।

“চারেকণঃ দুতমুখঃ।” রাজাদিগের দুত মুখ বরুণ, চর চকু,
অর্থাৎ রাজগণ বাহা কিছু বলিবেন, সকলই দুতমুখে। দুত
ও চর নৃপতিগণের প্রধান সহায়, দুত ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহাদি কোন
কার্য্য শূন্যতার সহিত সম্পন্ন হয় না, এই জন্য বিশেষ করিয়া
দেখিয়া ও দুতের স্তম্ভাব চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া নিয়োগ
করিবেন। দুতের বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—
“যথোক্তবাদী দুতঃ প্রাদেশভাবাবিশারদঃ।

শুকঃ ক্লেসসহো বাগ্মী দেশকালবিভাগবিৎ”।

বিজ্ঞাতদেশকালশ্চ দুতঃ ত্রাং স মহীক্ষিতঃ।

বক্তা নয়ন্ত যঃ কালে স দুতো নৃপতেভ্যেৎ” (মৎস্রপুং)।

দুত নিয়োগ করিতে হইলে তাহার এই সকল গুণ
থাকা আবশ্যক,—যথোক্তবাদী, দেশভাবাবিশারদ, যে
স্থলে দুত প্রয়োগ করিতে হইবে সেই স্থানের ভাষার
সুগুণিত, কার্য্যকুশল, ক্লেসসহ, দেশকালবিভাগবিৎ অর্থাৎ
কোন সময়ে কিরূপভাবে কার্য্য করিলে ফলদায়ক হয়,
তাহা যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং নীতিশাস্ত্রে
বক্তা এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত লোক দুত হইবার উপযুক্ত।
চাপকা দুত বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন—

“মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।

যৌরো যথোক্তবাদী চ এব দুতো বিধীরতে” (চাপকা ১০০।)

যিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বাকপটু, উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যিনি অপরের চিত্ত আনিতে বিশেষ পারদর্শী, ধীর ও বধ্যোক্তাবাদী, এইরূপ গুণসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে দূত নিয়োগ করা যাইতে পারে। * বৃত্তিকরতকতে দূতের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যিনি শত্রুদিগের আকার ও ইচ্ছিত দেখিয়া সকল ভাব বুঝিতে পারেন, শত্রুর বাক্য ও বাক্যার্থ প্রভৃতি অবগত আছেন এবং যিনি প্রত্যাগমনমতি, ধীর, ইচ্ছিতজ্ঞ, সভ্য, সংকুলভাত, কার্যকুশল, রাজার প্রতি দৃঢ় অমুরক্ত, বিত্তজ্ঞ স্বভাব, মেধাবী, দেশকালবিদ, বপুমান, নির্ভীক, বাগ্মী, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে দূত নিয়োগ করা যায় এবং উক্ত গুণসম্পন্ন দূতই প্রশস্ত। এই দূত তিন প্রকার—বিমূঢ়ার্থ, মিতার্থ ও শাসনহারক, ইহার মধ্যে যিনি কার্যকালে কেবল প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে বিমূঢ়ার্থ; যিনি কার্য মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হন, উত্তর প্রত্যুত্তর করেন না, তাঁহাকে মিতার্থ এবং যিনি লেখ্য পত্রাদি লইয়া যান, তাঁহাকে শাসনহারক কহে। দূত কোন বিষয়ের নিশ্চয় করিবেন না, এবং কোন বিষয় লিখিবেন না। দূতকে তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর কোনরূপ ছিদ্র প্রকাশ করিবেন না। দূত যাইয়া নিজ প্রভুর ভেজ এবং স্ত্রী, বিক্রম ও উন্নতিকর বাক্য, শত্রুর ক্ষোভকর চেষ্টা, অমর্যগীততা, কার্যদক্ষতা ও নির্ভীকতা এই সকল বিষয় বর্ণন করিবেন। কামলকীতে দূতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সরগাকুশল, মজ্জ, গুণলভ, মেধাবী, বাগ্মী ও হুগুণিত এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি দূত হইবার উপযুক্ত। এবং বিধ গুণসম্পন্ন দূতকে দূতান্বিনী নিকট প্রেরণ

করিতে হইবে। রাজানিবেশের চর ছই প্রকার—প্রকাশ ও অপ্রকাশ, বাহারা প্রকাশভাবে রাজার কার্যাদি কহে, তাহানিকে দূত ও বাহারা অপ্রকাশিত থাকে, তাহানিকে চর কহে।

প্রথমে দূতবারা সন্ধান লইয়া চর প্রেরণ করিবেন, তখন এই ছই উপায়ে পররাষ্ট্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আনিতে সমর্থ হইবেন। যে রাজগুণ অশক বা পরপক্ষের অভিপ্রায় আনিতে পারেন না, তিনি আগিয়া থাকিরাও অতিশয় নিজিত, ক্রোধন ও তাঁহার এই নিজ্ঞা জ্ঞান হয় না এবং অচিরে তিনি বিনষ্ট হন, এইরূপ দূত ও চর নিয়োগ করিয়া প্রকরণ পরাষ্ট্র ও সেইরূপ পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। দূত বধ্য নহে। দূতকে সম্মানাদি প্রদর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে হয়। [রাজদণ্ড দেখ।]

২ কাহারও পীড়া হইলে তাহার বিররূপ আনিয়া যিনি বৈদ্যগৃহে গমন করেন, তাহাকে বৈজ্ঞানিক দূত কহে। ইহার মুখে তনিয়া চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিবেন।

“অ্যাকুরোপক্রমাধস্ত দূতো যাক্তি ভিষগৃহে।”

তত্ত পরীক্ষণং কার্যং যেন সংলক্ষ্যতে গদঃ ॥ (হারীত)

বৈদ্যক দূতের লক্ষণ।—খন্ড, অন্ধ, মূৰ্খ, বধির, বামন, স্ত্রী, ক্রুদ্ধ, ভূষিত, জীর্ণ, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ, কোষী ইত্যাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি দূত হইতে পারিবেন না, অর্থাৎ ইহাদিগকে বৈদ্যগৃহে প্রেরণ করিতে নাই। (ত্রি) ২ প্রথমমাত্র।

দূতক (পুং) দূত স্বার্থে কন্। ১ দূত। ২-রাজপ্রসক্ত শাসনাদি জ্ঞাপন করিবার প্রধান কর্মচারী।

দূতস্রী (স্ত্রী) দূতং হু উপতাপে ভাবে উপাদিক ক্তঃ, দীর্ঘক, দূতং উপতাপং হত্যাতি হন-টক্, ভীপ্। কদম্বপুশী। (Michelia Kadamba)

দূতজ্ঞ (স্ত্রী) দূতজ্ঞ ভাবঃ দূত ভাবে জ্ঞ। দূতের কার্য, দোতা, দূতের ভাব।

দূতি (স্ত্রী) দূততে নারকাদিবার্তাহরণাদিনেতি। হু-বাহ্ তি দীর্ঘক। দূতী। “প্রতিকৃতিরচনাভ্যো দূতিসম্বন্ধিতাঃ সমধিকতররূপাঃ শুভসম্ভানকামিনীঃ” (রঘু ১৮।৫০)

দূতিক। (স্ত্রী) দূতিরেব স্বার্থে কন্ ততট্টাপ্ অতইৎ। দূতী। “অশুকো হতু যুদ্ধেন বরং আবাচতুতিনা।

দূতিক। পরকার্যেণ ত্রয়ো দোষাঃ স্বয়ং ক্রতাঃ ॥

(পঞ্চতন্ত্র ১।২৭৮)

দূতী (স্ত্রী) দূতি কৃদিকাদিতি বা ভীপ্। দোতা কৎ-কিট্। স্ত্রী, ভীপুকবের বার্তাবাহিনী, কুটনী, কুটনী, সকারিকা। পর্যায়—বারিকা, দূতীপু, দূতিক। সাহিত্যদর্পণে দূতী দূতীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—“নিম্নভীর্থে বিদগ্ধ

* “পরেজিতজ্ঞঃ পরবাগ্যব্যাখ্যাপি তদবিদ।

সদোপন্নমতির্মহো দূতঃ তাং পৃথিবীপতেঃ ॥

দূতকৈব প্রকুরীত সর্গশাস্ত্রবিশারদঃ।

ইচ্ছিতজ্ঞঃ তথা সভ্যাং গচ্ছং সংকুলসভবঃ ॥

অমুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিদঃ।

বপুমান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজঃ প্রশস্ততে ॥

দূতএব হি সমস্তো ভিনন্তোব হি সমতান্।

বিমূঢ়ার্থো মিতার্থকঃ তথা শাসনহারকঃ ॥

দূতান্বিনোহ্যাত্যন্তপৈঃ সৈম্পোদাৰ্দ্ধবজ্জিতৈঃ।

বিমূঢ়ার্থং কার্যবশাৎ শাসনং ন করোতি যঃ ॥

মিতার্থঃ কার্যমাত্রোক্তো ন স্বর্ধ্যদ্রুতরোত্তরঃ।

যথোক্তবাদী সন্দেহহারকো লেখহারকঃ ॥

তজ দূতো ব্রজয়েৎ চিত্তরেহুদ্রোত্তরঃ ॥

দূতো হি ন লিবেৎ কিঞ্চিৎ সিদেতা মিলিসন্দঃ।

পুস্তমানোহপি ন ত্রাণং দ্যাদিঃ কাপি বৈশল্য ॥ (বৃত্তিকরতক)

তথা সন্দেশহারকঃ। কার্ধ্যশেষজিহ্বা দূতো দূত্যাশ্চাশি
তথাবিধাঃ।” (সাহিত্যদং ৩৮৬)

৪ প্রেরণন মত লোক প্রেরণ করিলে তাহাকে দূত
বলা যায়, এই দূত তিন প্রকার—নিষ্কটার্ধ, মিতার্ধ ও সন্দেশ-
হারক। দূতীও এই প্রকার অন্তর্নিহিত হইবে।

উত্তরোত্তরবয়সীর বয়ঃ বৃদ্ধি চোস্তরং।

সুপ্তিঃ কুরুতে কার্ধ্যাঃ নিষ্কটার্ধস্ত স দূতঃ।

মিতার্ধভাবী কার্ধ্যস্ত সিক্তিকারী মিতার্ধকঃ।

ব্যবহৃতসন্দেশহারঃ সন্দেশহারকঃ।” (সাহিত্যদং ৩৮৭-৮৮)

যে সকল দূত বা দূতী উত্তরের অর্থাৎ যিনি প্রেরণ করি-
রাছেন এবং যাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এই দুইজনই
তাব বিশেষরূপে অবগত হইয়া নিজেই উত্তর প্রেরণ করে,
এবং কার্ধ্য সুসিদ্ধ করে, তাহাকে নিষ্কটার্ধ; “যাহারা অল্প
কথা কর এবং কার্ধ্য সাধিত করে, তাহাকে মিতার্ধক ও যাহারা
প্রভুর কথা মাত্র বলিয়া থাকে, তাহাকে সন্দেশহারক কহে।
নারীদিগের ভাবান্তিক্রিয়া দূতীপ্রেরণ দ্বারা জানা যায়—

“লেখ্যাপনৈঃ সিন্ধুর্বাশ্চৈত মূর্ত্ত্যবিতৈঃ।

দূতীসম্প্রদর্শনৈর্নারী ভাবান্তিক্রিয়াবিতৈঃ।”

(সাহিত্যদং ৩৯৫৬)

সখী, নর্ত্তকী, দাসী, ধাত্রীকন্ডা, প্রতিবেশিনী, অপ্ৰোচা
কন্ডা, সন্ন্যাসিনী, রজকী, চিত্রকারাদি স্ত্রী, তাত্ত্বিক, ধাত্তিক
স্ত্রী প্রভৃতি দূতী হইয়া থাকে। নারিকাবিবয়ে ইহারা দূতী
হয়, কিন্তু ইহাদিগকে নারক বিবয়েও দূতী জানিতে হইবে।

“দূতাঃ সখী নটী দাসী ধাত্রয়ো প্রতিবেশিনী।

বালা প্রভৃতিভা কাকঃ শিবিজাতাঃ বয়ঃ তথা।”

(সাহিত্যদং ৩৯৫৭)

দূতীদিগের এই সকল গুণ থাকা আবশ্যিক,—নৃত্য গীতাদি
কার্যবদ্ধতা, উৎসাহ, দৃঢ়তর বদ্ধ, তক্তি, স্মৃতি, চিন্তাশক্তি,
অর্থাৎ চিন্তা দেখিয়া যে সকল অবগত হইতে পারে,
কর্তব্যার্থ স্মরণ, মাধুর্য, নরস্ববিজ্ঞান অর্থাৎ পরিহাসাভিজ্ঞতা,
বাগ্মিতা ও অধুরভাবিষ এই সকল গুণ ভূষিত হইলে তাহাকে
দূতী কহে। গুণের ভারতম্যামুগারে দূতী উত্তম মধ্য ও
অধম, এই তিন ভাবে বিভক্ত।

“কলাকোশলমুৎসাহো ভক্তিসিন্ধুজ্ঞতা স্মৃতিঃ।

মাধুর্যঃ নরস্ববিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদুৎকৃতাঃ।

“এতা অপি যথোচিত্যাহুতমধমমধ্যমঃ।” (সাহিত্যদং ৩৯৫৮)

দূতীদিগকে চলিত কথায় কুটনী বলে। কুলললনার
সর্বনাশ সাধন করাই ইহাদের কার্য, ইহাদের কৃষ্ণক পড়িয়া
কত জিতেজির পুরুষ ধর্ম হইতে ছাড় হইয়াছে।

দূত্যা (স্ত্রী) দূতত্বে ভাবঃ কর্তব্য বা দূত বহিগত্যাক। পা ৪।১।১২৩)

ইত্যভ্যন্তি বারিকোক্তাঃ বা, বৈদিকে তু (দূতত ভাগকর্মণী।

পা ৪।৪।১২০) ইতি ব ১১ দূতকর্ম। ২ দূতের ভাব, দূতের কর্ম।

দূন (পুং) দূ-উপতাপে ক ‘হৃথোদীর্ঘশ্চ’ ইতি বারিকোক্তা

তত ন দীর্ঘশ্চ। ১ অধাদি দ্বারা প্রাপ্ত। ২ উপতপ্ত।

৩ হৃথিত্যভিষ্ট, প্রাপ্ত পরিভাষিত।

“পিভেন দূনে রসনা মিভালি

ভিকারতে হংসকুলাবতংস।” (নৈষধচ ৩৯৫)

দূন (স্ত্রী) বেশ শুভো বাহলকং কু। প্রাণরূপ দেবতাভের।

“সা বা এবা দেবতা দুর্নাম দুঃ হুতা মুতাদুঃ হ বাসান্

মুতাদুঃবতি ব এবং বেদ।” (শতপথ ব্রা ১৪।৪।১১০) ‘উপা

সকশরীয়া প্রাণরূপা দেবতা দুর্নাম দুঃপ্রিতোবাং খ্যাতাঃ

অতঃ শুচা’ (ভাষ্য) উপাসকদিগের শরীরে অবস্থিত প্রাণ-

রূপ দেবতা ‘দু’ এই নামে খ্যাত বলিয়া বিস্তৃত। উপা-

সকের মুতাকে দুঃ করে বলিয়া এই জন্ত দুঃ নামে খ্যাত।

দুঃ করোতি মুতামুশাসকত দুঃ কৃত্যর্থৈ পিচ বাহলকং

ন নবাদেশঃ কিপ্, পিলোপঃ।

দূর (ত্রি) দুর্দুঃখেনেরতে প্রাপ্যতে ইতি হু-ইণ্-চরীণো-

লোপশ্চ। উণ ২।২০) ইতি বৃদ্ধাভ্যোপোপশ্চ। অন্তিকট,

অসমিকট। পর্যায়—বিশ্রকট, অনাসয়।

“শরীরস্ত গুণানাক দুঃমত্যন্তমন্তরং।

শরীরঃ ক্ষণবিধংসি কলান্তঃ স্থানিনো গুণাঃ।” (হিতো ১৪০)

বৈদিক পর্যায়—আক, পরাক, পরাচ, আর, পরাবত।

(নিরুক্ত ৩ অ)

“দূরাতিকাদিধীহেতুরেকা নিত্য দিঙচ্যতে।” (ভাষ্যপং)

দিকের দৈশগত পরস্পর দূরত্ব, অত্যন্ত দূর হইলে প্রত্যক্ষ

জান হয় না, কোন বস্তু অতিশয় দূরে আছে, এট ‘দূরত্ব

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

“অতিদূরাং সামীপাদিপ্রিয়বাতান্মনোহনবহানাং।

সৌম্যাবধানাদিত্তবাসমানাতিহারাদ।” (সাংখ্যাকাং ৩০)

অতিশয় অর্থ বুঝাইল ইটন, ঈরনুন্ অজ্ঞতি প্রত্যয় হইলে

দূর শব্দ স্থানে দব আদেশ হয়।

দূরক (ত্রি) দূর স্বার্থে কন্। দূর।

দূরগ (ত্রি) দূর গচ্ছতি দূর-গম্-ড। দূরগামী।

‘যো হ্যাকাশমরো দেবো দূরগঃ শল্লসংভবঃ’ (হরিবংশ ১৩৯।৪০)

দূরগত (ত্রি) দূরং গতঃ ৩ভৎ। যাহারা দূরে গমন

করিয়াছে।

দূরগামিন্ (ত্রি) দূরং গচ্ছতি দূর-গম-গিনি। যে দূরে

গমন করিয়াছে।

দূরগ্রহণ (ক্রী) বহুদূর হইতে গ্রহণ বা দর্শন করিবার ক্ষমতা।
 দূরকরণ (ক্রি) দূর করা, স্থানান্তর করা।
 দূরংগত (ক্রি) দূরে থাকা।
 দূরঙ্গম (ক্রি) দূরং গচ্ছতি গম বাহুল্যার্থে যেনে থ, যুস্চ।
 দূরগামী।

“দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃকং।” (শুক্রবজ্জ: ৩৪।১)

লৌকিক প্রয়োগে দূরদর্শন হইবে না, “দূরং” হইবে।

দূরচর (ক্রি) দূরে চরতীতি চর-ট। দূরবিচরণকারী, বাহারা
 দূরে বিচরণ করে। টিবাং জীষ। জীলিঙ্গে দূরচরী হইবে।
 দূরতস্ (অব্য) দূর-তস্। দূর হইতে।

“রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।” (মহু ৪।৭০)

রাত্রিকালে বৃক্ষমূল দূর হইতে পানিবর্জ্যমীষ।

দূরত্ব (ক্রী) দূরত্ব ভাবে দূর ভাবে ব। দৈনিক পরস্পর, দেশগত
 পৃথক্য।

“দোষো হগ্রমায়া অনকং প্রমায়ান্তঃ প্ৰণোভবেৎ।

পিণ্ডদূরত্বাদিক্রমে দোষো নানাবিধঃ সূতঃ।” (ভাবাপং)

দূরদর্শন (পুং ক্রী) দূরে হপি দর্শনং দৃষ্টি বৃত্ত। ১ গৃহ। জিরাং
 জাতিত্বাং জীষ। (পুং) ২ পণ্ডিত। দূশ-ভাবে লুট।
 (ক্রী) ৩, দূর হইতে দর্শন। দূরতো দৃষ্টতে হনেন দূশ-করণে
 লুট। ৪ দূরবীক্ষণ যন্ত্রভেদ, দূরবীন।

দূরদর্শিন্ (ক্রি) দূরাং পশ্যতি কার্ষ্যোৎপত্তেঃ প্রাক পশ্যতি
 জানাতি বা দূশ-গিনি। ১ দূরদর্শক। (পুং) ২ পণ্ডিত।
 ৩ গৃহ।

দূরদৃশ্ (ক্রি) দূরাং পশ্যতি দূশ-কিন্। ১ দূরদর্শী। ২ পণ্ডিত।
 ৩ গৃহ।

দূরদৃষ্টি (ক্রি) দূরে দৃষ্টিবৃত্ত। ১ দূরদর্শী, পরিণামদর্শী। (ক্রী)
 ২ দূরদর্শন।

দূরমূল (পুং) দূরে অসন্নিকটে মূলং যন্ত। যুজ্জত্ব।

দূরযায়িন্ (ক্রি) দূরে য়াতি য-গিনি। দূরগামী, যে দূরে
 গিয়াছে।

দূরবর্তিন্ (ক্রি) দূরে বর্ততে দূর-বৃত-গিনি। দূরস্থিত, যাহা
 দূরে আছে।

দূরবস্ত্রক (ক্রি) দূরে বস্ত্রং যন্ত। বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।

দূরবাসিন্ (ক্রি) দূরে বসতি বস-গিনি। দূরদেশবাসী,
 যে দূর দেশে বাস করে।

দূরবীক্ষণ (ক্রী) দূরং বীক্ষ্যতে হনেন দূর-বীক্ষ-লুট।
 (Telescope) চক্ষুর অগোচর দূরস্থিত বস্তুদর্শনার্থ নলাকার
 যন্ত্র। যে যন্ত্র দ্বারা বহুদূরের পদার্থ দেখা যায়, তাহাকে
 দূরবীক্ষণ কহে।

যে সকল যন্ত্র দ্বারা জীবসমূহের অশেষবিধ কলাপ
 সাধিত হইরাছে, তন্মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র একটী। হলণ্ডাভ্যাসের
 হিডেলবর্গ দেশের একজন চসমা-ব্যবসারীয় পুত্র হইখানি
 কাচ লইয়া এদিক ওদিক করিয়া কীড়া করিতেছিল,
 ঐ হইখানি কাচ, একবার এদিকে একবার ওদিকে এইরূপে
 দেখিতে দেখিতে ঐ কাচ দ্বারা সমুদ্রস্থ এক গির্জার চূড়াদিত
 ফুটুটকে অপেক্ষাকৃত বড় ও তাহার উপরিভাগ নিয়ে ও
 নিম্নভাগ উপরে দেখিতে পাইল। এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার পিতাকে তথিবর জ্ঞাত করিল।
 তাহার পিতাও সেই হই কাচ দ্বারা তদ্রূপ অবলোকন করিয়া
 অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া
 সেই হইখানি কাচ এক কাঠফলকে একত্র কোণে স্থাপিত
 করিলেন; যে ইচ্ছাক্রমে তাহা নিকটস্থ ও দূরস্থ করিতে
 পারেন, এই প্রকারে দূরস্থিত বস্তু নিকটস্থিত বস্তুর ভাৱে দৃষ্ট
 করিবার যন্ত্র অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হইল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে
 ডাক্তার ডি পরিগ্রেস্কিত কার্টের (perspective glasses
 বিষয় বর্ণনা করেন। তৎপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার
 সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা হয়। যুরোপীয়গণ সকলেই স্বীকার করেন,
 হলণ্ড হইতেই দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইরাছে। জচারিয়ান্স
 জান্সেন, হান্স লিপার্সে, জেম্ন্ বা যাকুব মেতিয়ান্স প্রভৃতি
 কএক ব্যক্তি দূরবীক্ষণের আবিষ্কার্তা বলিয়া খ্যাত। তৎপরে
 জুবনবিখ্যাত গ্যালিলিও ইহার বিষয় অবগত হইয়া
 দূরবীক্ষণযন্ত্র সৃষ্টি করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি ১৬০৯
 খৃষ্টাব্দে এক কাঠময় মলের দুই দিকে দূরদৃষ্টিসাধক কাচ
 বসাইয়া প্রকৃষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং
 তদ্বারা আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ সকল নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিলেন। তিনি এই যন্ত্রের সহায়তায় বৃহস্পতি গ্রহের
 চতুর্দিকে চারিটা চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে, স্বর্ঘ্য আপন মেরুদণ্ডে
 ঘূরিতেছেন ও তন্মধ্যে নানাবিধ দাগ আছে, চন্দ্র মধ্যে
 পর্বত ও উপত্যকা আছে এবং সামান্ত চক্ষুর অগোচর অনেক
 জ্যোতিষ আকাশমণ্ডলে বিরাজমান আছে, এই সকল
 বিষয় আবিষ্কার করিলেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকৃত দূরবীক্ষণ
 যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তদবধি ক্রমে ক্রমে ঐ যন্ত্রের উন্নতি হইয়া
 আকাশমণ্ডলস্থিত অত্যন্ত ক্ষীণ পদার্থ সকল আবিষ্কৃত হইতেছে।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত হর্শেল সাহেব কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা
 দৃষ্ট বস্তু তাহার বাতাবিক অবস্থ, অপেক্ষা ৬০০ গুণ
 বড় দেখায়। মহাতেজঃপুঞ্জ শনিগ্রহকে ঐ যন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট
 রূপে দেখা যায়, বোধ হয় যেন আমরা ঐ গ্রহাভির্গুণে
 ৪০০০০০০০ ক্রোশ আগ্রসর হইয়া তাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি।

১ ঘণ্টার যদি আমরা ২৫ ক্রোশ এই গ্রহাভিমুখে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে এই ৪০০০০০০০ ক্রোশ উত্তীর্ণ হইতে আমাদের ১৮০ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু এই বস্তুর সহায়তায় আমরা এই দূরস্থিত হইলেও সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। ইহার সহায়তায় আমরা, বহুদূরস্থ অগম্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক ও তাহাদের অবস্থিতি, স্থান স্পষ্টরূপে দেখিয়া থাকি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্বে যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এবং ধূমকেতু লোকের দৃষ্টির স্পর্শগোচর ছিল, এখন জ্যোতির্বিদগণ পণ্ডিতগণ এই যন্ত্র সাহায্যে তাহার আবিষ্কার করিয়াছেন; দিন দিন এই যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রকৃতি অনেক প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে।

৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচদ্বারা বস্তুখণ্ড (object-glass) নির্মাণ করিয়া একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণার্থ অনেক দিন হইতে কএকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহার বস্তুখণ্ডের একাংশ পারদগণিত হইতে নির্মিত হইয়া আসিয়াছে। একখণ্ড কাচ দ্বারা যদি বস্তুখণ্ডের কাজ চলিত, তাহা হইলে এই প্রকার একটি দূরবীক্ষণ নির্মাণ সহজ সাধ্য বিষয় হইয়া পড়িত। কিন্তু বস্তুখণ্ডের অল্প আরও একখানি ভিন্ন প্রকৃতির কাচ আবশ্যক এবং এই কাচ প্রস্তুত করা এত কঠিন ব্যাপার, যে তিন বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে কার্য্যতৎপর ও সুনিপুণ শিল্পীগণ দ্বারা কার্য্য করা হইলেও একখানি সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর কাচ প্রস্তুত হইবে কিনা, এবিষয়ে মতবৈধ আছে। এই কাচখণ্ড এমন ভাবে গঠিত হইবে, যে ইহার বিভিন্নাংশের স্থলতা পূর্ণপ্রস্তুত কাচের তত্ত্ব অংশের স্থলতার সহিত একটি নির্দিষ্ট অল্পপাত রাখিবে এবং আলোক রশ্মি সকল প্রথম কাঁচ খানির মধ্যে বিক্ষিপ্ত (refracted) ও বিশ্লেষণজনিত রঙ্গিন হইয়া আসিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলে বাহাতে রশ্মি সকলের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর ছায়া এককালীন বর্ণচ্ছটা শূন্য হয় এবং বাহাতে কাচ দ্বারা কেবলমাত্র বিক্ষিপ্তের কার্য্য সুসাধিত হয়, তাহা বস্তুখণ্ডের বিভিন্নাংশের প্রস্তুত সময়ে বিশেষ সাবধানের সহিত দেখা আবশ্যক। সুতরাং এইরূপ একখণ্ড কাচ দ্বিগুণ মাজিয়া প্রস্তুত করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই প্রকার ৪০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কাচখণ্ড নির্মিত হইলে ইহা জ্যোতির্বিদগণের অতুলনীয় আদরের সামগ্রী হইবে এবং এই কাচ দুইখানি অতিশয় সূক্ষ্মাবান হইবে।

প্রস্তাবিত দূরবীক্ষণ নির্মাণ শেষ না হইতেই ইহা দ্বারা

কি কি কার্য্য সাধিত হইবে এবং আধুনিক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ অপেক্ষা ইহার আকৃতি-বুদ্ধিকারী ক্ষমতা কত অধিক হইবে, এখনই সেই সকল বিষয়ের গণনা হইতেছে।

লিঙ্ক-মানমন্দিরের দুই হাত ব্যাসযুক্ত দূরবীক্ষণ ও আরক-গের ৪ হাত ব্যাসযুক্ত যন্ত্রই আজকাল পৃথিবীর ২ টী সর্ববৃহৎ যন্ত্র বলিয়া কথিত আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টির (লর্ড রসের) যন্ত্রটির ব্যাস পরিমাণ অপরাট, অপেক্ষা দ্বিগুণ হইলেও একটি প্রতিফলক দূরবীক্ষণ (Reflecting telescope) বলিয়া লিঙ্কের যন্ত্রটির অপেক্ষা ইহার পরিসর বুদ্ধিকারী শক্তি অনেক কম। এইরূপ লিঙ্ক-মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি ক্ষমতার সর্ব প্রধান বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কল্পিত দূরবীক্ষণের ক্ষমতা এই যন্ত্রটির সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, নূতন যন্ত্রের রশ্মিপঞ্জীকরণশক্তি (Light-gathering power) লিঙ্কের যন্ত্র অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ অধিক হইবে। সুতরাং এই যন্ত্রটি দ্বারা অপরিস্রুত তারকা ও নীহারিকা মণ্ডলের প্রকৃতি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা এবং ওরিয়ন (Orion) প্রকৃতি জ্যোতিষ্করাশির রহস্য কতকটা উদ্ভেদ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আলোক রশ্মিপ্রেরণে বায়ুস্তরের বাধা ও আকাশের অপরিস্রুততা ইত্যাদি ধরিয়া হিসাব করিয়া এই নূতন যন্ত্রটির আকৃতি বুদ্ধিকারী ক্ষমতা শেষে কি দাঁড়াইবে, ইহা লইয়া অনেক বাগবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে এবং ইহা দ্বারা নয় চক্ষু দৃষ্ট পদার্থ যে একলক্ষ গুণ বৃহদায়তন দেখাইবে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই যন্ত্র দ্বারা শুক্র ও মঙ্গলাদি গ্রহের উপরিস্থ নানাবিষয়ের আবিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা গ্রহবাসী জীবগণের অস্তিত্ব সম্ভাব্য বা তাহাদের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করাটোবার উপযোগী হইবে না। কএকজন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখাই-ছেন;—এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরীক্ষা করিলে ইহা ১২০ ক্রোশ দূরবর্তী পদার্থের স্তায় বৃহৎ দেখাইবে এবং চন্দ্রমণ্ডলের সকল বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কতই নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে। কালে হয়ত এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইতে পারে, বাহা দ্বারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সকল বিবরণ প্রত্যক্ষগোচর হইবে।

দূরবীন (দেশজ) দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

দূরবেধিন (পুং) দূরং বেধো হত্যন্ত ইনি। ১ দূর হইতে লক্ষ ভেদক। দূর নিক্ষেপ্য অস্ত্র, দূরপাতী, দূরস্থ বস্তুকে বাহা বিদ্ধ করে, সারকাদি।

দূরসংস্থ (জি) দূরে সংস্থান স্থিতিবৃত্ত। দূরস্থ, দূরবর্তী, দূরস্থিত।
দূরসংস্থান (জি) দূরে সংস্থান। ১ দূরস্থতা। ২ দূরে স্থিতি,
দূরস্থানে বাস।

দূরস্থ (জি) দূরে তিষ্ঠতি দূর-স্থ-ক। দূরস্থিত, যে দূরে থাকে,
দূরবর্তী।

দূরাপাত্তি (জি) দূরপাত্তি দূর আ-পত-ণ। দূরপাত্তি
অস্ত্র, যে অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করা যায়।

দূরাপাত্তিন্ (জি) দূরং আপাত্তি আ-পত-ণিনি। দূর-
নিক্ষেপ্য অস্ত্র।

দূরাপ্লাব (জি) দূরে আপ্লাবো বভ। দূরে লক্ষগ্রন্থনকারী,
যে দূরে লক্ষ প্রদান করে।

দূরাবস্থিত (জি) দূরে অবস্থিত, দূরস্থিত, দূরবর্তী।

দূরীকরণ (জি) বহিষ্কৃত করণ, তাড়াইয়া দেওন।

দূরীকৃত (জি) তাড়িত, বাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দূরীভূত (জি) তাড়িত, বহিষ্কৃত, যে দূর হইয়া গিয়াছে, যে
অবমাননা সহকারে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

দূরত্বা (জি) দূর কহ-ক্ত রেফে পরে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। ক্র-
রোগ ভেদ।

দূরোন্মিত্র (পুং) দূরে অমিত্র শত্রুর্ভব বেদে সপ্তম্যাঃ অলুক্।
একোনপঞ্চাশৎ মরুৎমধ্যে মরুৎ ভেদ।

দূরোত (জি) দূরে ভবঃ এত। দূরভব, দূরগামী, দূরক।

দূরোপাক (জি) দূরে পচতি পচ-ণ জঙ্কাদিভ্যাং কৃৎ, সপ্তম্যাঃ
অলুক্। দূরে পাচক। জিরাং টাপ্। জঙ্কাদিগণে এই শব্দ
ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ আছে, কিন্তু লিঙ্গবিশিষ্ট পরিত্যায় নিত্যতা
নাই, এইজন্য এইস্থলে কৃৎ হইল।

দূরোপাকু (জি) পচ-উণ্ জঙ্কাদিভ্যাং কৃৎ সপ্তম্যাঃ অলুক্।
দূরে পাচক।

দূরোরিত্তেফণ (জি) দূরে ঈরিতং ত্তেফণঃ যেন। দূর পর্য্যন্ত
প্রেরিত দর্শন, কেকর, টেরা, বক্রাক্ষি।

দূরোহ (পুং) হুঃখেন ক্লমতে হসৌ হুর-কহ কশ্মপি খলু রেকৈ
পরে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। ১ হুঃখ দ্বারা রোহণীয়, রোহণ করিতে
অশকা, আদিত্য লোক। “অসৌ বৈ দূরোহো যৌ হসৌ
তপতীতি।” (ঐতঃ ব্রাঃ ৪।২০) (জি) ২ দূরোহোহমাত্র।

দূরোহণ (দ্বি) দুরহং আরোহণং যত। ১ আদিত্য। (জি)
২ ছন্দোভেদ। “অসৌ বা আদিত্যো দূরোহণং ছন্দঃ।”
(ঐতি) “দূরোহণং ছন্দঃ।” (শুক্রবজ্জুঃ ১০।৫)

(জি) ৩ দূরোহোহীশ্বর। ৪ অতি হুঃখে আরোহণ।
৫ হুঃসাধারোহণ। ৬ তচ্ছন্দক মত সাধায় ভেদ। “পুনত্রি-
পতাহর্চনঃ পচ্ছ এব সপ্তমঃ।” (আখং শ্রৌঃ ৮।২।১৩)।

‘পুনত্রিপততোযমাদিমোক্তং পক্ষমং অর্ঘচনঃ বটং পুনঃ
পচ্ছঃ সপ্তমং, এতদ দূরোহণং ভবতি। সপ্তমবাননিয়মেন
যক্ সপ্তকৃৎসোহভ্যাতা দূরোহণমিতি আপন্যার্থঃ।’ (নারায়ণ)
“এতদ্ দূরোহণং।” (আখং শ্রৌঃ ৮।২।১৫) ‘দূরোহণমিতি,
ঐক্যভেদে: পুনর্দূরোহণবচনং বিবিধং। দূরোহণমভ্যতি
প্রদর্শনার্থং ভেদে স্বর্ণকামত চতুস্তাত্তেন দূরোহণং ভবতি।’
(নারায়ণ)

দূর্য্য (জি) দূরে উৎসার্য্যঃ দূর-বৎ। ১ পুরীষ, বিট্টা, প্রোভঃ
কালে উৎখিত হইয়া, নৈকর্ত্ত কোণে ঝাঁড়াইয়া বর্ণ জাগ
করিলে বত দূর যায়—সেই স্থান জাগ করিয়া বিট্টা জাগ
করিতে হয়, এইজন্য পুরীষের নাম দূর্য্য।

“ততঃ কলাং সমুখার কুর্য্যামৈশ্বজং নরেশ্বর্য্য।

নৈকজ্যামিহুবিধেকমভীত্যাভ্যধিকং ভুবাঃ।” (বিষ্ণুঃ)

দূর্ব্ব (পুং) বৃপভেদ। (ভাগঃ ৯।২২।২৯)।

দূর্ব্বা (জি) দূর্ব্বাতি যোগান্ অনিষ্টং বা দূর্ব্বং হিংসারং অ
রেকৈ পরে পূর্বাণো দীর্ঘঃ। (Panicum dactylon)
যনামখ্যাত ভূপভেদ। পর্য্যায়—শতপর্কিকা, সহস্রবীর্ষা,
ভার্গবী, কহা, অনন্তা, তিক্তপর্কী, হৃদ্রা, বহুবীর্ষা, হরিতা,
হরিভালী, কচ্ছকহা। খেতদূর্ব্বার পর্য্যায়—শতবীর্ষা, গঙালী,
শক্লান্দক, গোলোমী, শতপর্কী, সিতদূর্ব্বা, সিতা, নবা,
মহাবরা। (শব্দরং) ভাবপ্রকাশের মতে দূর্ব্বা ও গঙদূর্ব্বা
তিন প্রকার—নীলদূর্ব্বা, খেতদূর্ব্বা ও গঙদূর্ব্বা। কহা, অনন্তা,
ভার্গবী, শতপর্কিকা, শল্ল, সহস্রবীর্ষা ও শতবরী এই
কএকটা নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। ইহার গুণ—শীতবীর্ষা, তিক্ত,
মধুর, কষায়, রস এবং ককপিষ্ট, রক্তদোষ, বীর্ষপ, তৃকা,
দাহ ও চর্ম্মরোগনাশক।

গোলোমী ও শতবীর্ষা খেতদূর্ব্বার নামান্তর, ইহার গুণ—
কষায়, তিক্ত, মধুর রস, ত্রণনাশক, ভজোদ্যাত্ত্বর্কক, শীত-
বীর্ষা, বীর্ষপ, রক্তদোষ, তৃকা, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক।

‘গঙালী, মংতাকী ও শক্লান্দক ইহা গঙদূর্ব্বার নামান্তর;
গুণ—শীতবীর্ষা লৌহজীবক, ধারক, লঘু, তিক্ত, কষায়,
মধুর রস, বায়ুবর্জক, কটু, বিপাক এবং দাহি, তৃকা, কফ,
কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, ও অরনাশক। (ভাবপ্রকাশ) • •

দূর্ব্বার উৎপত্তি বিবরণ—ভবিষ্যোত্তরে এইরূপ লিখিত
আছে—

পুরাকালে যখন দেবাসুর কর্তৃক কীরোদ সমুদ্র স্রবিত
হয়, সেই সময় বিষ্ণু মন্দর পর্ব্বত বাহ ও অক্ষা দ্বারা ধারণ
করিয়াছিলেন। যখন ঐক্স এই পর্ব্বত অতিশয় বেগে ঘুরিতে
লাগিল, তাহাতে বিষ্ণুর ঘোম সকল ভবিত হইয়া উৎপাটিত

হইরাছিল; সেই সকল রোম উর্ধ্বাঙ্গী উৎকৃষ্ট হইয়া তটান্তরে লাগিয়াছিল, তাহাতে হরিংবর্ণ অক্ষর দূর্কা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিষ্ণুর শরীর হইতে দূর্কা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দূর্কার উপরি মণ্ডিত অমৃত বিভক্ত হইল; এই অমৃতকুন্তের গাত্রে বারিবিম্ব ইহাতে পতিত হয়; সেই অমৃত এই দূর্কা অঙ্গরূপে অমর হইয়াছে এবং ইহা অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দূর্কা পাপ সকল বিনষ্ট করে, এই অমৃত ইহার নাম দূর্কা।

“দূর্কা হরতি পাপানি খাদী হরতি পাতকং।

হরাতকী হরেজোগং তুলনী হরতে জয়ং।” (বিষ্ণুঃ)

দূর্কা পূজার একটা প্রধান উপকরণ। কেবল দূর্কা দ্বারা

দেবপূজা হইয়া থাকে। দূর্কা অতিশয় পবিত্র। কিন্তু হর্গাদেবীকে দূর্কা দ্বারা পূজা করিতে নাই।

“অকর্তনৈর্ভ্যেং বিষ্ণুং ন তুপ্তা বিনায়কং।

ন দূর্গয়া যজ্ঞেং হর্গাং নোম্মতেন দিবাকরং।” (আহিকতঃ)

অকৃত দ্বারা বিষ্ণু, তুলনী দ্বারা বিনায়ক এবং দূর্কা দ্বারা হর্গাকে পূজা করিবে না। “ন দূর্গয়া যজ্ঞেং হর্গাং এই বচনানুসারে হর্গাকে দূর্কা দ্বারা পূজা করা যাইবে না, কিন্তু হর্গাপূজার অর্থে দূর্কা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ অর্থে দূর্কা দান বিশেষ বিধি আছে, এই অমৃত অর্থাৎ কার্য্যে দূর্কাদান দোষাবহ নহে।

দূর্কাঙ্কী (জী) বহুদেবের ভ্রাতা বৃক্কের পত্নী।

“তক্ষপুত্রমালানী দূর্কাঙ্ক্যাং বৃক্ক আদধে।” (ভাগঃ ৯২৪১২২)

দূর্কাগ্রাম, পঞ্চকূটের অন্তর্গত এক প্রাচীন গ্রাম। চন্দনকারির ৫ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। (দেশাবলীবিবৃতি)

দূর্বাদামৃত, বৈদ্যাকোক্ত রক্তপিণ্ডাধিকারের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দাউদখানি চাউল ৪ সের, ১৬ সের জলে মাড়িয়া ঝাঁকিয়া তাহার ১৬ সের জল লইবে, তাহাতে ছাগ-দুগ ১৬ সের, ছাগদুগ ৪ সের, ককার্থ দূর্কামূল, হুঁদিরকেশর, মজিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, বেতচন্দন, বেগারমূল, মূতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা দিবে। রক্ত বমন হইলে এই মৃত্ত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্ত, কর্ণ ও চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুতে পুরণ ও শুষ্কতার দ্বারা রক্তস্রাব হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গারে আলিস করিবে।

দূর্কাষ্টমী (জী) দূর্কা তত্ত্বপাগৌরী তৎপ্রিয়া অষ্টমী। তাজি শুক্লাষ্টমী, তাজিমাগৈর শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাকে দূর্কাষ্টমী ব্রত কহে।

“শ্রাবণীদোর্গনবমী দূর্কা চৈব হতাপনী।

পূর্ববিষ্টেব কৰ্ত্তব্য শিবরাত্রি বসন্ত দিনং।”

(কালমাধবীর শ্রুতবাক্য)

“ব্রহ্মণ তাজগমে মাসি শুক্লাষ্টম্যামুপোষিতঃ।

দূর্কাং গৌরীং গর্দেশক কল্যাকারং শিবং যজ্ঞেং।

কলত্রীহাদিতিঃ সর্কৈঃ শঙ্কুঃ নমঃ শিবায় চ।

অনগ্নিপক্ষমস্তীয়াং যুযাতে ব্রহ্মহত্যা।” (গরুড়পুঃ)

তাজমাগৈর শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া দূর্কা, গৌরী, গর্দেশ ও মহাদেবকে কল প্রভৃতি যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে এবং এই অনগ্নিপক্ষ ব্রত তত্ত্ব করিতে হইবে। এইরূপে ব্রতাহুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি হয়। এই ব্রত অষ্টমীর সাধ্য। যে বৎসরে আরম্ভ করা যায়, সেই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যে বৎসর পূর্ণ হইবে সেই বৎসরে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, যে বৎসর এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, সেই বৎসর যদি অকাল হয় তাহা হইলে ব্রত গ্রহণ করা যায় না এবং যদি প্রতিষ্ঠা বৎসরে কোন রূপ প্রতিবন্ধকে প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহা হইলে অকালে প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। যে বৎসর কালান্তকি থাকিবে; সেই বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ব্রতপ্রারোগবিধি—ব্রতারম্ভের পূর্বদিনে সংযম করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দানাদি ও আচমন করিয়া স্বত্তিবাচন করিবে; পরে সূর্য্যার্থ দিয়া সন্ধ্যা করিতে হইবে।

সন্ধ্যা—বিষ্ণুমোহন্য ভাজে মাসি শুক্ল পক্ষে অষ্টম্যা-স্তিধাবারত্যা অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী মর্ত্যলোকাবিকিরণক-মুখ-সোভাগ্যাবিজিন্ন পুত্রপৌত্রাদিলাভপূর্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামা ভবিষ্যপূরণোক্তাষ্টাবধিনিষ্পাদিত দূর্কাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।

এইরূপে সন্ধ্যা করিয়া সংকল্প হুক্ত পড়িবে; পরে যথাবিধি আসন শুদ্ধাদি করিয়া গণেশাদি দেবতা প্রভৃতিতে পূজা করিবে। পরে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

“নীলোৎপলদলশ্রামং চতুর্ভূজং ক্রীড়াটিনং।

শঙ্খশঙ্করগদাপদধারিণং বনমালিনং।

“শ্রীবৎসলক্ষণোপেতং শ্রিয়া বাজা সমমিতং।”

এইরূপে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা করিয়া “ও কৃষ্ণায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তাহার পর আবরণ দেবতা পূজা করিতে হইবে। শচী, হর্গা, গৌরী, শ্রী, সরস্বতী, গঙ্গা, দ্বিতী, অদ্বিতী, সুবেণা, অরু-দ্রতী, ব্রহ্মদেবী, সুভদ্রা, শাণ্ডিনী, জম্বা, বিজয়া, রমা, দীক্ষা, রেবতী, দময়ন্তী, শীতা, সুকেশা, রত্না, বাসুদেব, দেবকী, বিষ্ণু, মহাদেব এই সকল আবরণ দেবতা পূজা করিয়া দূর্কার ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান—

ও নীলোৎপলদলশ্রামং সর্বদেবশিরোযুগং।

বিষ্ণুদেহোত্তরং পুণ্যামৃতৈরভিষিক্তাং।

সর্বদৈবাজরাং দুর্গামমরীং বিষ্ণুপিতৃং ।

দিব্যসন্তানসংদাত্রীং ধর্মার্থকামমোক্ষদাং ॥”

পরে যথোপচারে দুর্গা পূজা করিয়া ঐর্গ্যম করিতে
দেবে। প্রণাম মন্ত্র—

“তং দুর্ক্বেহমৃতনামাসি পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ।”

সোভাগ্যসম্ভতিং দত্তা সূর্য্যার্থাকরীভবঃ ॥

যথাশাখাপ্রশাখাভি বিষ্ণুতানি মহীতলে ।

তথা মমাপি সন্তানং দেহিহৃদয়াময়ং ॥”

এইরূপে প্রণাম তোলা উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার
পর বামহস্তে ডোর ধারণ করিয়া ব্রতের কথা শুনিতে
হইবে। ব্রতকথা—

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রতমেকং সমাচক্ষ বিচার্য্য মধুসূদন ।

যেন সন্ততি বিচ্ছেদো জার্য্যে ন কদাচন ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মাসি ভাদ্রপদে হষ্টম্যাং শুরুপক্ষে যুধিষ্ঠির ।

দুর্গাষ্টমীব্রতং নাম যা কয়োতি পতিব্রতা ॥

ন তন্ত্যাঃ ক্রমাপ্রোতি সন্তানং সাশুপৌরুষং ।

নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং বর্ষা দুর্গা তথা কুলং ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথমেবা সমুৎপন্ন কন্মাদুর্গা চিরায়ুযী ।

কন্মং বন্ধ্যা পবিজ্ঞা চ লোকে ধন্য মহীতলে ॥

কেন বা তৎব্রতং দেব চরিতং কেন হেতুনা ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কীরোদসাগরে পূর্বে মথ্যমানেহমৃতার্থিনী ।

বিষ্ণুনা বাহুজল্যাত্যাং বিধৃতো মন্দরো গিরিষ্ঠ ॥

ব্রমতা তেন বেগেন লোমান্তাঘর্ষিতানি বৈ ।

উন্মিষিতানি রোমাণি চোৎকিণ্ণানি তটান্তরে ॥

অজায়ত শুভা দুর্গা রম্যা হরিতশাঙ্করা ।

এবমেবা সমুৎপন্ন দুর্গা বিষ্ণুতনুত্বা ।

ততঃ উপরি বিস্তৃতং যথিতামৃতমুত্তমং ॥

দেবানবগন্ধরুক্ষকবিদ্যাধরোরগৈঃ ।

তত্র যে হমৃতকুস্তুভ নিপেতুর্বারিবিন্ধবঃ ॥

তৈরিয়ঃ স্পর্শমাদ্য দুর্গা চৈবাজরামরা ।

বন্ধ্যা পবিজ্ঞা দেবৈব সূর্য্যদ্যার্জিতা তথা ॥

পূজয়েত্যাং প্রযত্নেন ত্রৈবানানাবিধৈরপি ।

অষ্টম্যাং ফলপূর্ণৈস্ত শুবাকৈর্নারিকেলকৈঃ ।

জাঙ্গা হরীতকীভিঃ শোচকৈ জারকৈস্তথা ॥

নাগরৈশ্চ জরীকৈ বীজপুটৈশ্চ শোভনৈঃ ।

দধ্যাক্তৈঃ পরোক্তৈশ্চ ধূপনৈবেদ্যাদীপকৈঃ ॥

মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণু কথিতং ময়া ।

তং দুর্ক্বেহমৃতনামাসি বন্ধিতাসি সুরাসুরৈঃ ॥

সোভাগ্যং সম্ভতিং দত্তা সূর্য্যার্থাকরী ভব ।

যথা শাখাপ্রশাখাভি বিষ্ণুতানি মহীতলে ॥

তথা মমাপি সন্তানং দেহি হৃদয়াময়ং ।

এবমেব পূজা পার্ধ পূজিতা ত্রিদশোভনৈঃ ॥

তেষাং পরীতিরনিশং ভগিনীভিত্তধৈব চ ।

পূজিতা চ তথা গোষ্ঠ্যাং ঘোষ্ঠ্যাং রত্যাং শ্রিয়া তথা ॥

সরস্বত্যা গঙ্গয়া চ দিত্যাদিত্যা সুনীলয়া ॥

বিন্দুমত্যা বেশবত্যা ইন্দুমত্যা সুনীলয়া ॥

মন্দোদর্যা চণ্ডিকয়া মারুয়া দীক্ষয়া তথা ।

ঘর্ড্যালোকে চ রেবত্যা দমরন্ত্যা সুনীলয়া ॥

সূর্য্যকেশয়া যুতাচ্যা চ রক্তয়া মিশ্রকেশয়া ।

সূর্য্যকেশয়া যুতাচ্যা চ রক্তয়া মিশ্রকেশয়া ॥

মজ্জনন্তা যেনকয়া তথৈব মানিকাদিভিঃ ।

জীভিরভ্যর্জিতা দুর্গা সোভাগ্যসুখদায়িনী ॥

স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভি দুর্গা সম্পূজিতা জনৈঃ ।

দত্তা পিষ্টানি বিপ্রৈঃ কলানি বিবিধানি চ ॥

তিলপিষ্টানি গোমুখ্যাপিষ্টানি পায়সং ।

তোজস্বিনা স্নানযজ্ঞঃ সধক্লিষজ্ঞং তথা ॥

ততো ভূজীত তচ্ছেষং শ্বরং ভক্ত্যা সমাহিতা ।

নারীচৈব প্রকুর্য্যীত চাষ্টমীব্রতমুত্তমং ॥

সর্বতঃ স্তব্দোভাগ্যপুত্রপৌত্রাদিতিমূতা ।

মর্ত্যালোকে চিরং স্থিতা চতুর্দশং গতা গুণঃ ॥

বসন্তে রময়া সাক্ষিঃ শাশ্বতদ্বিবাকরৌ ॥

মেঘাবৃত্তে হৃদয়তলে বিশদে চ পক্ষে

যাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নভসীহ কুর্য়্যুঃ ।

দুর্গাং তদক্ষতভিলৈঃ প্রতিপূজয়েতু-

ক্তাঃ প্রাপ্যুঃ সকলসিদ্ধিসমৃদ্ধিমুখিং ॥”

ইতি ভবিষ্যোত্তরে দুর্গাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে ঐকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

‘কোন ব্রতানুষ্ঠান করিলে জীবিতগের সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না,

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষের অষ্টমী

তিথিতে দুর্গাষ্টমী ব্রত করিলে সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না। দুর্গা

যে রূপে মহীতলে অঙ্গর অমর হইয়া বিষ্ণু লাভ করিয়াছে,

যে নারী এই সকল ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহাদের সন্ততিও ঐ রূপ

বৃদ্ধিলাভ করে; কদাচ ক্ষয় হয় না। এই ব্রত নারীদিগকে

সকল সৌভাগ্য দান করিয়া থাকে। ভবিষ্যন্তরপূরণের
মতে—এই ব্রত প্রত্যেক নারীর অঙ্গষ্ঠান করা কর্তব্য।

দুর্বাসোম (পুং) অশ্রুতোক্ত কসায়নাক সোমলভাতেন।

“অন্তমাস্ত্রীং চৈব চক্ষমা রজতপ্রভঃ।

দুর্বাসোমঃ কনীরাংচ খেতান্তঃ কনকপ্রভঃ।” (অশ্রুত)

[সোম দেখে।]

দুর্বেষ্টকা (স্ত্রী) বজ্রাচ্চ চিত্তরূপ ইষ্টকাভেদ।

“তমস্মিন্নব্রতীং। উপাহারানীতি কেনেতি পশুতিরিতি

তথৈতি পশিষ্টে করাহ তদ্ব্যবহাৰে বাব পশিষ্টকা বদুর্বেষ্টকা
তদ্ব্যবহাৰে।” (শত ব্রা ৩২।৩৫)।

দুর্লাশ (ত্রি) দুর্ভাশ ভূত বা লঃ। হংধ দ্বারা হিংস্র, অতিশয়
হংধে হিংসরী।

দুলিকা (স্ত্রী) দুলী-বর্ধে কন্-টাপ্, পূৰ্ণ ব্রহ্ম। দুলী, নীলী।

দুলী (স্ত্রী) দুগ্ধ দুৰ্ভাশ অস্ত্র অতি দুৰ্ভাশ রজ লঃ, গৌরা-
দিভ্যাং জীয্। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। এই বৃক্ষ বপন প্রভৃতি
করিতে নাই, ইহা বিক্রাদি করিলে পাতিভ্যা অয়ে, বাহার
মোহপ্রযুক্ত বপন ও বিক্রাদি করে, তাহার তিন কঙ্ক,
চাক্ষারণ করিয়া বিস্তৃত হইবে। ইহার বিক্রাদিতে পাতিভ্যা
অয়ে, এই হেতু ইহা দুগ্ধ করিয়া দিবে, এই অস্ত্র ইহার নাম
দুলী হইয়াছে।

“শুণ্বেহ মহাবাহো নীলীরক্তস্ত ধারণাং।

বাসসোগণশাঙ্গল গদতো মম ক্রুৎশঃ।

পালনাং বিক্রাদিভেব তন্তুরূপজীবনাং।

পতিতস্ত ভবেৎ বিপ্রজিভিঃ কৃষ্টে বিস্তৃথ্যতি।” (ভবিষ্যপুং)

দুবকুণ্ড, গোরালিয়ার রাবোর অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান।

গোরালিয়ার নগর হইতে ৭৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং দিগ্ৰি

হইতে ৪৪ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে কুহ ও চবল নদীর

অধিত্যকার উপর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই স্থান অবস্থিত।

এখানে অতি প্রাচীন জৈন দেবালয় আছে। খ্রিস্ট ৯ শত বর্ষ

পূর্বে ঐ মন্দির নির্মিত হয়। জৈন শ্রেষ্ঠ ও শ্রাবকগণের

উৎকর্ষ এককথানি খোদিত লিপিস্থ শিলালিপি আছে।

তৎপার্শ্বে জানা যায়, এক সময় এখানে দিগম্বর জৈনদিগের

বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখনও অনেক ভগ্নদিগম্বর জৈনমূর্তি

দৃশ্যমান আছে। প্রবাদ এইরূপ অমরকতু নামে এক

যাহারাই সঙ্গার এখানকার জৈন দেবমূর্তি তালিয়া চুরিয়া

নষ্টপাট করিয়া চলিয়া যায়।

শুক (স্ত্রী) দুগ্ধে ইতি ভাবে কিপু দুঃ খেদস্তাঃ স্তারতে শুক-ক।

বহুনির্মিত গৃহ, তাঁবু। (সারস্বতী)

দুয়ক (ত্রি) দুয়রতি দুয়-গিচ্-খুদ। ১ দোবাংপাদক,

দোবজনক। পর্যায়—পাংসন, বে দোব জন্মান, বে দোব যুক্ত
করিয়া দেয়।

“বেদবিক্রিয়গণৈশ্চ বেদানাং চৈব দুয়কাঃ।

বেদানাং নিম্নকোটৈশ্চ তে বৈ নিয়গগানিনঃ।” (ভারত অষ্টাং)

২ খল।

দুয়ণ (স্ত্রী) দুবি ভাবে লুট। দোষ, দোষ দেওন, সন্দোষতা
সম্পাদন।

“দুয়ান্তা দুয়ণার্থে চ পরিতাপো-মহীরসঃ।

অর্থস্ত নীতিতত্ত্বজ্ঞেরর্থদুয়ণ্যুচ্যতে।” (কামন্দক)

(ত্রি) দুবি কর্ত্তরি লু। ২ দোবজনক।

“পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহো হটনং।

অশ্রুচাক্ষুগৃহে বাসো নারীণাং দুয়ণানি চ।” (মহু ৯।১৩)

পান, দুর্জন সংসর্গ, পতিবিরহ, অশ্রু, অস্ত্র গৃহে বাস ও
নিজা জীমিগের দুয়ণী। (পুং) ৩ রাক্ষস ভেদ, রাবণের
ভ্রাতা। পক্ষবটী বনে ধর ও দুয়ণ স্বপ্ননথার রক্ষণাবেক্ষণে
নিযুক্ত ছিল, লক্ষ্মণ স্বপ্ননথার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিলে
রামচন্দ্রের সহিত ইহার ঘোরতর সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে
দুয়ণ রামের হস্তে নিহত হয়। (রামায়ণ আর্য)

দুয়ণারি (পুং) দুয়ণস্ত রাক্ষস ভেদস্ত অরিঃ ৬তং। রামচন্দ্র,
ইনি দুয়ণকে নিহত করেন।

দুয়য়িত্ব (ত্রি) দুয়-গিচ্-তৃচ্। দোবাংপাদক।

দুয়য়িত্ব (ত্রি) দুবি শীলার্থে ইতৃচ্। দুয়ণশীল।

দুয়ি (স্ত্রী) দুয়রতি দুয়-ইন্। (সর্গধাতুভ্যঃ ইন্। উণ ৪।১১৭)

দুয়িকা, নেত্রমল, চক্ষুর মলা, পিচটী।

দুয়িকা (স্ত্রী) দুবি-বর্ধে কন্-টাপ্ যবা দুবি-ধূল টাপ্ অত-

ইতৃচ্। ১ নেত্রমল। পর্যায়—দুয়ি, দুয়ী, পিকোড়ক, দুয়ীকা,

পিচোট, পিচোট। ২ তুলিকা। ৩ দুয়ণকর্জী।

“শাশলীকণ্টকপ্রথাঃ ককমাক্তশোণিভৈঃ।

জায়ন্তে পিড়কা দুনাং বক্তে বা মুখদুয়িকী।” (অশ্রুত)

দুয়িত (ত্রি) দুয়-ক। প্রাপ্তদোষ, যিনি দোষপ্রাপ্ত হইরাছেন।

২ মৈথুন্যবাদযুক্ত। পর্যায়—অভিশত, বাচু, ক্ষারিত,

আক্ষারিত। (শব্দর)

দুয়িতা (স্ত্রী) দুয়িত-টাপ্। দুয়ণপ্রাপ্ত কঙ্কা, পর্যায়—সখেনা,

বর্ধকারিণী, প্রমাদিকা। (শব্দর)

দুয়ী (স্ত্রী) দুবি ‘ক্লদিকারাদিতি’ ভীষ্। দুয়িকা।

দুয়ীকা (স্ত্রী) দুয়রতি দুয়ি ককন্ ততটাপ্ (ক্লদিকারাদি-

কন্। উণ ৪।১৬) দুয়িকা।

দুয়ীবিষ (স্ত্রী) দুয়রতি দুবি বাহুল্যং জৈ, ততঃ কর্ণ-

ধারয়ঃ। অশ্রুতোক্ত ধাতুদ্ব্যক বিব ভেদ, এই বিবের বিব

স্বপ্নে এইরূপ লিখিত আছে। হাবর, অঙ্গু অথবা ক্রিমি এই তিন প্রকার বিষের মধ্যে যে কোন বিষ হউক শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে বা জীর্ণ হইলে বা বিষম ঔষধ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে অথবা দাবারি বায়ু কিংবা দুর্বাণিকরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দুর্বাণ কহে। অন্নদীর্ঘ প্রযুক্ত এই বিষে প্রাণ নাশ হয় না, কিন্তু কক্ষের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল শরীরে অবস্থিতি করে। দুর্বাণ কৰ্ত্তৃক পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ তির্যক হয়, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও বিসন্ন হয়, পিপাসা জন্মে, মুচ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা হয় এবং ছত্রোদরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঐ বিষ আশ্রয় গত হইলে কক্ষ বাতজ্বর রোগ এবং পীকাশয় গত হইলে বায়ুশিতজ্বর রোগ জন্মে। পক্ষ-হীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে, তাহারই বিকার জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত মেঘাচ্ছন্নদিনে ইহা কুপিত হয়, এবং এই সময় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে,—নিজ্রা, দেহের ভার, জ্বরণ, হৃৎ, অর্থাৎ রোমাঞ্চ, অঙ্গমর্দ অর্থাৎ গায়ের কামড়ানি, অঙ্গের অবসন্নতা, এই সকল উপজব ঘটিলে অন্ন অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার ঢাকা ঢাকা দাগ জন্মে, ধাতু সকল ক্ষয় হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়া উঠে, অলোদরী ও বমন হয়, এবং অতীসার রোগ জন্মে, অথবা শরীরের বিষণ্ণতা, মুচ্ছা বা বিষমজ্বর অথবা পিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই বিষ কর্তৃক উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষ, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকার জন্মে।

পূর্বোক্ত ক্ষীণ তেজ বিষ দেশ কাল ও ভক্ষ্যভব্যের দোষে ও দ্বিবানিজ্রা দ্বারা সর্বদা দূষিত হইয়া সকল ধাতু দূষিত করে, এইজন্য দুর্বাণ বলা যায়। দুর্বাণ কৰ্ত্তৃক পীড়িত রোগীর ঘ্রেন, ভ্রেন ও বমন দ্বারা সংশোধিত হইলে ত্রিগুণলিখিত দুর্বাণবিষনাশক অগদ পান করাইবে। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, গন্ধজ্ব, অটামাংসী, লোথ, কেউটামুখা, স্তবর্জিকা, ছোটএলাচ, বালা, কন্দকপলাস, গিরিমুক্তিকা, এই অগদ মধু সহযোগে দুর্বাণ নাশ করে। ইহাকে বিহারি অগদ কহে। ইহা অস্ত্রান্ত রোগেও ব্যবহৃত হয়। অন্ন, দাহ, হিকা, শুক্রক্ষ, শোক, অতীসার, মুচ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কল্প প্রভৃতি উপজবে রোগ ও তাহার উপজব বিবেচনা করিয়া বিষনাশক ঔষধ দ্বারা

প্রতীকার করিতে হইবে। দুর্বাণ রোগ আশ্রয়ান হইলে শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কালের হইলে বাধ্য থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারী হইলে আরোগ্য হয় না। (বিশ্বকোষ ২ অঃ)

দুর্বাণ (জি) দুর্বাণিকরণে। দুর্বাণবিষনাশক জব্য। দুর্বাণ (জি) দুর্বাণিকরণে। ১ দুর্বাণ। ২ নিম্ন। ৩ রাক্ষোপ-ঘাতক।

“রাক্ষোপঘাতঃ কুর্যাণা যে পাণাঃ স্তব্ধবস্তাঃ।

একৈকশঃ সংহতা বা দৃষ্টান্তানু শরিরচক্রে ॥” (কামন্দকী)

যাহারা রাক্ষোপীড়িত জন্মায় এবং পাণিষ্ট ব্যক্তি যাহাদের মিত্র, তাহারা একত্র অথবা মিলিত হইলে তাহাদিগকে দৃষ্ট কহে। ৩ বস্ত্র। ৪ বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। (জি) ৫ পুষ।

দুর্বাণ (জি) দুর্বাণে ইতি দুর্বাণিকরণে-টীপু। হস্তিকন রজ্জ্ব, হস্তিবন্ধ রজ্জ্ব। পর্যায়—কক্ষা, বরজা, চূবা। (অমর)

দুর্বাণ (জি) উদররোগ ভ্রেন, ইহার লক্ষণ—অন্ন জীলোকের দ্বারা নথ, রোম, মূত্র, মল বা আর্জবযুক্ত অন্নপান প্রদত্ত হইলে বা শত্রু কর্তৃক বিষ প্রদত্ত হইলে অথবা দূষিত জল বা দুর্বাণ সেবন করিলে রক্ত ও দোষ কুপিত হইয়া জঠরে সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট ঘোর উদরী রোগ জন্মে। শীতল বায়ু প্রবাহিত ও মেঘাবৃত দিনে এই রোগে দোষ সকল কুপিত হইয়া দাহ, রোগী মুচ্ছিত, পাণ্ডুরণ, কৃশ ও তৃষ্ণার কঠিন হয়। ইহাকে দুর্বাণ কহে। (স্বপ্নত)

ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,— কোন অসচ্চরিত্রা জী বশীকরণাদি দ্বারা বার্থসিদ্ধির মানসে যাহাকে অন্নপানীয়ের সহিত নথ, লোম, মূত্র-মার্জারাদির বিষ্ঠা বা আর্জবরক্ত ভক্ষণ করায়, অথবা শত্রুতে যাহাকে সংযোগজ বিষ ভক্ষণ করায়, কিংবা যে ব্যক্তি দূষিত জলপান বা দুর্বাণ ভক্ষণ করে, তাহার বাতাদি দোষ এবং রক্ত দূষিত হইয়া শীঘ্রই অতি ঘোরতর ত্রৈদোষিক উদররোগ উপাদান করে। শীতল বায়ুতে এবং দ্রুতদিনে এই রোগ অতি প্রবল হয়। অতিশয় পিপাসা হইতে থাকে, রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মুচ্ছা হয়, এবং শরীর পাণ্ডুরণ ও পিপাসায় কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকে সান্নিপাতিক উদরও কহে। (ভাবপ্র)

দুংহণ (জি) দুংহ-গুট। দৃঢ়করণ।

দুংহিত (জি) দুংহ-ক। দৃঢ়িত।

দুক (জি) দীর্ঘাতে ইতি দু-বিদারে বাহুল্যং কক। হিজ।

দুকাণ (জি) জ্যোতিষোক্ত রাশির তৃতীয় দশাংশরূপ জ্ঞান-জ্যোতিষ। “জিৎসংসজ্জং বিংশতিক্রমে যৎ হৃদেৎসিক্রমো

দশকং দুকাণে।” (নীলকণ্ঠ তালক)

দুর্কাণ (পুং) দূশো নেত্রাবেব কণো যন্ত । সর্প ।

“দুর্কাণো মশকঃ শিলা সরসিজঃ বাণো জলোকাঃ শুকঃ

শুভাংশুগণকো কুলোন্তমবনী পাহো নভশ্চাতকঃ ।

বাদী চক্রচরো বকো মধুলিঙ্গে লালোটিকো লম্পটঃ

ক্রীমদ্বিভোজঃ ভবন্ত বিংশতিরমী দ্বৈধৈরিণাং সেবকাঃ ॥”

(উদ্ধৃতি)

দুর্কার্ম (ক্ৰী) দুগর্থঃ দৃষ্টার্থঃ কৰ্ম্ম । গ্রহ সকলের দর্শন-
যোগ্যতা-জ্ঞানার্থ কৰ্ম্মভেদে ।

“নক্ষত্রগ্রহযোগেষু গ্রহাস্তোদধিসাধনে ।

শূদ্রায়তো তু চন্দ্রস্ত দুর্কার্মাদাবিদং যুতং ॥” (স্বর্ধাসিকান্ত)

দুর্কাণ (ক্ৰী) জ্যোতিষোক্ত রাশির দশাংশরূপ তৃতীয়ার্শে,
দ্রেকাণ । এক একটা রাশিতে তিনটা করিয়া দ্রেকাণ আছে ।

রাশির তিন অংশের এক অংশের নাম দ্রেকাণ । যে গ্রহ যে
রাশির অধীশ্বর হন, তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেকাণের
অধিপতি এবং সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর যে
গ্রহ তিনি দ্বিতীয় দ্রেকাণের এবং তাহার নবমরাশির অধী-
শ্বর যে গ্রহ তিনি তৃতীয় দ্রেকাণের অধিপতি হন । অর্থাৎ

মেঘের অধীশ্বর মঙ্গল, তিনি মেঘের প্রথম দ্রেকাণের অধি-
পতি; মেঘের পঞ্চমরাশি সিংহ, ঐ সিংহের অধীশ্বর রবি-
গ্রহ, তিনি মেঘের দ্বিতীয় দ্রেকাণের অধিপতি; মেঘের
নবম ধনু, ঐ ধনুর অধীশ্বর বৃহস্পতি, তিনি মেঘের তৃতীয়
দ্রেকাণের অধিপতি হন । এইরূপ বৃষ প্রভৃতি সকল রাশি
সম্বন্ধে জ্ঞাতিতে হইবে । মেবাদি লগ্ন পরিমাপকে তিনভাগ
করিলে দ্রেকাণ জানা যাইবে । দৃষ্টান্ত—কলিকাতাদি প্রদেশে
অয়নাংশ শোধিত মেঘলগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৭ পল, ৭ বিপল
উহাকে তিন ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ ১ দণ্ড ২২ পল
২২ বিপল ২০ অমূল হয়, অতএব মেঘলগ্নের প্রথম ভাগে
জন্মিলে তাহার মঙ্গলের দ্রেকাণে জন্ম বলা যায় । প্রথম ভাগের
পর ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল ৩০ অমূল মধ্যে জন্ম হইলে
মেঘ হইতে গণনায় পঞ্চম রাশি যে সিংহ, তাহার অধিপতি
রবি, তিনি ঐ মেঘের দ্বিতীয় দ্রেকাণের অধিপতি হন, অত-
এব রবির দ্রেকাণে জন্ম হইল । ২ দণ্ড ৪৪ পল ৪৪ বিপল
৪০ অমূল গতে জন্ম হইলে মেঘ হইতে গণনায় নবমরাশি
ধনু এবং ঐ ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি অতএব বৃহস্পতির
দ্রেকাণে জন্ম জানা যাইবে । অয়নাংশ-শোধিত লগ্ন সকলকে
কিভাগ করিয়া সহজোপায়ে দ্রেকাণ জ্ঞাত হইবার জন্য একটা
তালিকা প্রদত্ত হইল, ইহাতে অগ্গমান তিন ভাগ করিয়া
কাহার কোন ভাগে জন্ম হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সহজেই
বুঝা যাইবে । তালিকা—

রাশির নাম	প্রথম দ্রেকাণ	দ্বিতীয় দ্রেকাণ	তৃতীয় দ্রেকাণ
মেঘ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্ৰ	বৃষ	শনি
মিথুন	বৃষ	শুক্ৰ	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্না	বৃষ	শনি	শুক্ৰ
তুলা	শুক্ৰ	শনি	বৃষ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্ৰ	বৃষ
কুম্ভ	শনি	বৃষ	শুক্ৰ
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

শুভগ্রহের দ্রেকাণের নাম জল, এবং অন্তর্ভুক্ত গ্রহের
দ্রেকাণের নাম দহন । ঐ জল দ্রেকাণে যে ব্যক্তি জন্মিবে,
তাহার জল মধ্যে মৃত্যু এবং দহন দ্রেকাণে যাহার জন্ম হয়,
তাহার অগ্নিতে মৃত্যু হয় । শুভগ্রহের দ্রেকাণে পাপগ্রহ-
যুক্ত হইলে তাহার সলিল এবং মিশ্র সংজ্ঞা হয় ।

সৌম্যরূপ দ্রেকাণ—মিথুনের এবং মীন লগ্নের প্রথম
দ্রেকাণ, কর্কট ও ধনু লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেকাণ এবং কন্না লগ্নের
তৃতীয় দ্রেকাণ, ইহাদের নাম সৌম্যরূপ দ্রেকাণ । এষ্ট সকল
দ্রেকাণে জন্ম হইলে মানব সুখী হয় ।

রত্নভাগ্যবিত্ত দ্রেকাণ—কর্কট লগ্নের প্রথম দ্রেকাণের নাম
ফলপুষ্প যুত, এই দ্রেকাণে জন্মিলে ফল পুষ্পযুক্ত ধীতিতে বাস
হয় । ধনু লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেকাণ এবং তুলা লগ্নের প্রথম দ্রেকা-
ণের নাম রত্নভাগ্যবিত্ত । ইহাতে জন্মিলে রত্নভাগ্য লাভ হয় ।

রৌদ্রদ্রেকাণ—মেঘলগ্নের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দ্রেকাণ,
বৃশ্চিকের দ্বিতীয় ও তৃতীয়, মিথুন ও তুলা লগ্নের তৃতীয়, মীন
লগ্নের দ্বিতীয় এবং সিংহ লগ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় এই সকল
দ্রেকাণের নাম রৌদ্র-দ্রেকাণ ।

উচ্ছাত্ত দ্রেকাণ—মিথুন, মেঘ, মকর, কুম্ভ, ইহাদের
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাণের এবং ধনু প্রথম ও তৃতীয়,
তুলা তৃতীয়, সিংহ এবং কন্না দ্বিতীয় দ্রেকাণ এই সকল
দ্রেকাণের নাম উচ্ছাত্ত দ্রেকাণ; এই সকল দ্রেকাণে জন্মিলে
অসুখাঘাতে মৃত্যু হয় ।

সর্পনিগড় দ্রেকাণ—মীন ও কর্কটের শেষ দ্রেকাণ এবং
বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেকাণ, ইহাদের নাম সর্পনিগড়
দ্রেকাণ, এই সকল দ্রেকাণে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্প
দংশন করে । সে শূন্যে আবদ্ধ হয় ।

ব্যাড় দ্রেকাণ—কুন্ত ও বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয়, কর্কট ও মীনের তৃতীয়, সিংহের প্রথম ও তৃতীয়, মকরের তৃতীয়, তুলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই সর্বল দ্রেকাণের নাম ব্যাড় দ্রেকাণ, ইহাতে জন্ম হইলে হিংস্র জন্তু হইতে মৃত্যু হয়।

পাশধারিপক্ষি দ্রেকাণ—বৃষের প্রথম, এবং মকরের প্রথম ও তৃতীয় দ্রেকাণের নাম পাশধারি দ্রেকাণ, ইহাতে জন্মিলে পাশধারী অর্থাৎ বাণ বিশেষে মৃত্যু হয়। তুলার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং সিংহ ও কুন্তের প্রথম পক্ষি-দ্রেকাণ; এই পক্ষি-দ্রেকাণে জন্ম হইলে পক্ষী হইতে মৃত্যু হয়।

দ্রেকাণে জন্মফল—প্রতি লগমানকে তিনভাগ করিয়া তাহার কোন দ্রেকাণে পুরুষ এবং কোন দ্রেকাণে স্ত্রী এবং তাহার কিরূপ আকৃতি এবং দীর্ঘ বা নষ্ট বস্তুর প্রায় গণনায় চোর পুরুষ বা স্ত্রী ও তাহার কিরূপ আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি তাহার বিষয় বৃহজ্জাতকে এইরূপ লিখিত আছে—

মেঘের প্রথম দ্রেকাণে প্রসব করিলে পুরুষ জন্মে, সে ব্যক্তি কটদেশে গুরুবস্ত্র বেঁটন করিয়া রাখিবে, কৃষ্ণবর্ণ, ক্রোধী, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সমর্থ, ভীষণ স্বভাব, কুঠারধারী এবং রক্তচক্ষু হইবে।

মেঘের দ্বিতীয় দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী রক্তবস্ত্র পরিধান, ভূষণ এবং ভোজনীয় দ্রব্যে লালসা করিবে, কুণ্ডোদরী, অশ্বমুখী, পিপাসায়ুক্তা এবং খজা হইবে। মেঘের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ক্রুর, চতুষ্টিকলাভিজ, কপিলবর্ণ, সর্বদা কণ্ঠে অভিলাষী, নিয়ম রক্ষা করিতে অসমর্থ, উদ্যত দাঁওহস্ত, রক্তবস্ত্রপরিধানপ্রিয় এবং ক্রোধী হয়।

বৃষের প্রথম দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রীর কেশ কুঞ্চিত ও লম্বা, উদর কুন্তাকৃতি, এবং পান, ভোজন ও অলঙ্কার পরিধানে সর্বদা অভিলাষিণী হইবে।

বৃষের দ্বিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ কৃষি, ধাতু, গৃহ, ধেনু প্রভৃতি লাভ করিবে, পণ্ডিত, লাজল ও শকট চালনে দক্ষ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বস্ত্রধারী হইবে।

বৃষের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের শরীর চক্করী সদৃশ বৃহৎ, দন্ত পাণ্ডুবর্ণ, চরণ বৃহৎ, বর্ণ পিঙ্গল এবং মেঘ ও মৃগমাংস ভক্ষণে অনুরাগী হইবে।

মিথুনের প্রথম দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে। সেই স্ত্রী স্ত্রীকর্ণে অভিলাষিণী, স্তম্ভরী, আভরণ পরিতে ও পরাইতে আক্লান্দিতা, সম্ভানহীন এবং অতিশয় কামার্তা হয়।

মিথুনের দ্বিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ ধনুর্ধারী ও বলবান হইবে, সর্বদা জীড়া, পুত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি চিন্তনে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

মিথুনের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ অলঙ্কার বিভূষিত, বহু অর্থশালী, ধনুর্ধারী, নৃত্যগীতাদি কুশল ও পরিহাস পটু হয়।

কর্কটের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ হস্তী সদৃশ বলবান, মলরকানন-বাসপ্রিয়, ভ্রমার মুখ পুরুষের ত্রায় ও হরগ্রীব হইবে।

কর্কটের দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী কর্কশকভাবা ও পূর্ণঘোবনা হইয়াও রোমনশীলা হয়।

কর্কটের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ জীর আভরণে অল্প বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

সিংহের প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ মলিন বহুধারী এবং পিতৃমাতৃবিয়োগবিধুর হইয়া চোদনপ্ৰায়গ হইবে।

সিংহের দ্বিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষের অশ্ব সদৃশ আকৃতি, মৃত্যুকে পাণ্ডুবর্ণ মালায়ুক্ত কৃষ্ণসার চর্ম ও কঞ্চলধারী, দুরাসদ এবং তাহার নাসিকাগ্রভাগ নষ্ট হয়।

সিংহের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ বানরের ত্রায় স্বভাব এবং দীর্ঘশ্রু ও কুটিল হইবে।

কন্তার প্রথমভাগে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী মলিন বস্ত্রপরিধান, অর্থাভিলাষিণী ও গুরুকুলগামিনী হইবে।

কন্তার দ্বিতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষের হস্তে লেখনী, শ্রাম বর্ণ মস্তক বস্ত্রধারা বেষ্টিত, ধনুর্ধারী ও লোমশ হইবে।

কন্তার তৃতীয় দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে, ঐ স্ত্রী গোরবর্ণা, ধোতপট্টবাসে আচ্ছাদিতা ও দেবভক্তিপরায়ণ হইবে।

তুলার প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ পথিমধ্যে তুলাদি ধারণ করিয়া বিক্রাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। তুলকার্যে বিশেষ দক্ষ হইবে।

তুলার দ্বিতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষের মুখ পক্ষী সদৃশ এবং সর্বদা কুংপিপাসায়িত হইয়া স্ত্রী পুত্রকে স্মরণ করিয়া থাকে।

তুলার তৃতীয়ভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ নানাবিধ স্বর্ণলঙ্কারে বিভূষিত এবং আকৃতি কুংসিত হইবে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেকাণে স্ত্রী জন্মে। ঐ স্ত্রী বস্ত্র আভরণ বর্জিতা হয় এবং নানাবিধ কষ্ট পাইয়া থাকে। বৃশ্চিকের দ্বিতীয়ভাগেও স্ত্রী হয়, সেই স্ত্রী স্বাভিলাষিণী হইবে।

বৃশ্চিকের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অতি প্রতাপাশিত হইবে, ইহাকে দেখিলে সকলেই ভয় পাইবে।

ধনুর প্রথমভাগে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ অশ্ব সদৃশ বলবান হইবে ও ধনুর্ধারণপুঙ্ক তপস্বীদিগের বস্ত্রীয় দ্রব্য রক্ষা করিবে।

ধনুর দ্বিতীয় দ্রেকাণে জী হয়, ঐ জী মনোরমা, অতিশয় সুন্দরী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

ধনুর তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ অতিশয় সুন্দরাকৃতি হয় এবং নানাবিধ সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে, ঐ পুরুষ রোমশ, ক্ষরদন্ত ও শূকর সদৃশ দেহসম্পন্ন হয়।

মকরের দ্বিতীয়ভাগে জী জন্মে। ঐ জী কলাভিজ্ঞা ও নানাবিধ বিচিত্র বস্তুরে অভিলାষিণী হইবে।

মকরের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সুন্দরাকৃতি এবং অর্থসম্পদ লাভ করিয়া থাকে।

কুম্ভের প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ ভোজন চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে।

কুম্ভের দ্বিতীয় দ্রেকাণে জী হয়, এই জী দুর্ভাগ্যশালিনী হইবে।

কুম্ভের তৃতীয়ভাগে পুরুষ জন্মে। ঐ পুরুষ শ্রামবর্ণ এবং কর্ণে লোমযুক্ত হইবে।

মীনের প্রথম দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ সৌভাগ্যশালী হইবে।

মীনের দ্বিতীয় দ্রেকাণে জী জন্মিবে, ঐ জী অতিশয় সুন্দরী হইয়া থাকে।

মীনের তৃতীয় দ্রেকাণে পুরুষ হয়, ঐ পুরুষ নানাবিধ দুঃখভোগ করিয়া থাকে, বিশেষ এই যে, দ্রেকাণাধিপতি জীগ্রহ যদি দুর্ভাগ্য হয় এবং লগ্নাধিপতিগ্রহ যদি পুরুষ হয়, কিংবা যদি পুরুষ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে জী দ্রেকাণে পুরুষ জন্মে এবং বলবান্ জীগ্রহ যদি ঐ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে পুরুষ দ্রেকাণে জী জন্মে, কিন্তু জী দ্রেকাণে পুরুষ জন্মিলে ঐ পুরুষের স্বভাব জীলোকের মত এবং পুরুষ দ্রেকাণে জী জন্মিলে ঐ জীর স্বভাব পুরুষের মত হয়। (দীপিকা)

লগ্নের কোন দ্রেকাণে জন্ম হইলে জী এবং পুরুষ জন্মে তাহা বলা হইল। কাজীপ্রদীপের মতে—মেঘের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে দাত্ত, ভোক্তা, ভোজ্য, উগ্র, উন্নতিহীন, বহুপ্রিয় ও কোপন হইবে। মেঘের দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে স্ত্রীচঞ্চল, রুতিমান, গীতপ্রিয়, প্রশস্তমনা, মিত্রবান্ভোগী ও সুরূপ হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে গুণবান্ পরদোষকর, নরেন্দ্রসেবী, স্বজনপ্রিয়, অতিশয় ধার্মিক ও গাভ্রপ্রিয় হইবে।

বৃষের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে পানভোজনপ্রিয় ও নারী-বিয়োগ-সন্তাপযুক্ত, শ্রীকর্ম্মমুগ্ধাঙ্গী ও ব্রাহ্মণকার্য্যযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে উত্তম ধনসম্পন্ন, মিত্রতায়ুক্ত,

সুরূপ সম্পন্ন, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান্, স্থিরপ্রকৃতি, মনসী, লোভী ও জীপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে চতুর, অন্নভাগধর, মলিন এবং স্বজাতিগণকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হয়।

মিথুনের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে স্থূল মন্তকসম্পন্ন, বলবান্, প্রাজ্ঞ, গুণবান্, ধূর্ত, বিলাসী, রাজলক্ষ্মণানী ও বাগ্মী হইবে। দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে সুরূপ ও সুন্দর গঠন, সুন্দর কেশযুক্ত, বিখ্যাত, মৃদু, মহাদীপসম্পন্ন, প্রতাপা-বিত, বলশালী ও যশস্বী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে কোমল নয়ন, উত্তম শরীরসম্পন্ন, বৃহৎ মন্তক বিশিষ্ট, নির্জনপ্রিয় ও ভ্রমণপ্রিয় হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে দেবতা ও ভ্রাঙ্কণভক্ত, চপল, গোরবর্ণ, সুখীর মূর্ত্তি ও জীপুষ্টিপ্রিয় হয়। দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে লোভী, সুন্দর জীৱত, অরুচি, জীজিত, অভিমানী, ভ্রাতৃপুঞ্জিত, বিলাসী, চপল ও বহুভোজী হইবে। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্ম হইলে জীচঞ্চল, ভাগ্যবান্, বিদেশপ্রিয়, মিত্র ও পুত্রাদির প্রীতিকর ও স্নেহ হইয়া থাকে।

সিংহের প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে দাতা, ষাডক, বিজয়েচ্ছু, বহু ধনসম্পন্ন, রমণীয় বহু, গুরু, ব্রাহ্মসেবক ও সহিষ্ণু হইবে। দ্বিতীয় দ্রেকাণে হইলে সুকবি, কামী, দাতা; স্থির স্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, সুভোগী, শুভকর্মে রুচি ও উত্তম বুদ্ধিযুক্ত হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে পরধনহরণে লোভী, স্থূল শরীর, মহামতি, ধূর্ত, অনেক সন্ততিযুক্ত ও অগল্ভ হয়।

কন্তার প্রথম দ্রেকাণে জন্ম হইলে শ্রামবর্ণ, সুবাক্যসম্পন্ন, বিনীত, প্রাজ্ঞ, সুন্দরমূর্ত্তি ও উত্তম চক্ষু যুক্ত হয়। দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে ধীর, বিদেশগামী, শিষ্ট ও সমরকুশল, বাচাল ও বুদ্ধিমান্ হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে রোগী, পরামর্ভোজী, রতি ও গীতযুক্ত, রাজপ্রিয়, খর্ব্ব, স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলমন্তক হইয়া থাকে।

তুলারাশির প্রথম দ্রেকাণে জন্মিলে কন্দর্প সমান রূপবান্, কন্দর্পনিপুণ, মজ্ঞ ও সেবাজ্ঞ এবং উত্তম মেধাবী হয়। দ্বিতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে পদ্মচক্ষু, উত্তম রূপবান্, প্রলাপী, বিখ্যাত আশ্রয়বংশ-বর্জনকর্ত্তা, ব্রুতি ও অর্থপটু হয়। তৃতীয় দ্রেকাণে জন্মিলে চপল, শঠ, কৃত্তর, রূপহীন, ক্রূরচারী, ক্রূশ শরীর, ধন, বহু ও যশোহীন, অন্নবুদ্ধি ও পতিত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেকাণে জন্মিলে গোরবর্ণ, স্থিরপ্রকৃতি, ক্ষোভী, মদরহিত, বিদ্বত চক্ষুবিশিষ্ট, স্থূল, বিশাল শরীর ও

বিবাদপ্রিয় হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে মিষ্টায়-
পানভোগী, বলবান, রতিপ্রিয়, কমনীয় মূর্তি, শক্রজয়কারী,
সরল ও ক্রিয়াবান হইবে। তৃতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে
ঐশ্বর্যমণ্ডিত, হিংস্র, পিঙ্গাক, মহোদর, প্রবক্তা, ধর্মচ্যুত,
বাহ ও হৃদয় স্থল এবং সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

ধর্মরাশির প্রথম দ্রেক্ষেণে জন্মিলে উত্তম মণ্ডলাকার
চক্ষুঃসম্পন্ন বাগ্মী, মূহ ও ধর্মপরায়ণ হইবে। দ্বিতীয় দ্রেক্ষেণে
জন্মিলে শাস্ত্রার্থবেত্তা, মন্ত্রভুংগিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রভু হয়।
তৃতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে বহুতাপটু, সাধুগতি, ধার্মিক,
মানী, বারাজনাসক্ত, রূপযশোভাজন ও প্রভু হইয়া থাকে।

মকরের প্রথম দ্রেক্ষেণে জন্মিলে আজ্ঞামূল্যবাহু, শ্রাম-
বর্ণ, পুথুলোচন, শঠ, মিতভাবী, জীর্নবিক্রিত ও মেধাযুক্ত হইবে।
দ্বিতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে শ্রামবর্ণ, শঠ, পরজী ও ধনাপহারী
হইবে। তৃতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে দীর্ঘ ললাট, পাপাত্মা,
ক্লেশ ও দীর্ঘাঙ্গ এবং বিদেশবাদী হয়।

কুম্ভের প্রথম দ্রেক্ষেণে জন্মিলে অতিশয় লুক, উন্নত,
কাষাকুশল, ধনবান ও সুবাক্যসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্ষেণে
জন্মিলে লুক, পটু, প্রতিমান, গোরবর্ণ, মেধাবী ও বহুমিত্র-
সম্পন্ন হইবে। তৃতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে শঠ, এলাপী, ক্লেশ,
কুশীল, রতিবেত্তা ও বহুমিত্রযুক্ত হয়।

মীনের প্রথম দ্রেক্ষেণে জন্মিলে প্রাজ্ঞ, গোরবর্ণ,
মেধাবী, কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত, ক্রিয়াকুশল, সুখভোগী ও বিনীত
হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্ষেণে জন্মিলে বহনশীল, পরসেভোক্তা, কামী,
সজ্জনের অন্তরীণ এবং পণ্ডিতপ্রিয় হইবে। তৃতীয় দ্রেক্ষেণে
জন্মিলে শ্রামবর্ণ, কলানিপুণ, শুচি, দ্বিজানুরক্ত, ক্রীড়া ও
হাস্যকুশল হইয়া থাকে।

বদি সূর্য্যের দ্রেক্ষেণে জন্ম হয়, তাহা হইলে বালক মলিন,
শূর, জীবন্ত, ক্রুর, সাহসিক, কুকর্মকুশল, মূর্থ, রূগহীন,
ব্রণাধিত শরীর, বহু আশায়ুক্ত, গুরুজননাগামী, অল্প সম্ভান-
বিশিষ্ট, দ্যুতক্রিয়ারত, পাপী, মুখর, রূপণ ও অস্বাধিত হইবে।

চন্দ্ৰের দ্রেক্ষেণে জন্মিলে সুন্দর গঠন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ
ধনবান, সর্বদা শীলসম্পন্ন, বহুভাবী, বৈধকর্মরত, তীর্থগামী,
শাস্ত্রবেত্তা, কুণভূষণ, দেবতা, গুরু ও বহুজনের উক্ত, নিত্য
ধর্মরত, বিদিশ-যাত্রাকুশল ও দাতা হয়।

মঙ্গলের দ্রেক্ষেণে জন্মিলে মলিন, ক্রুর, ধনহীন, পাপাত্মা,
খল, দয়াহীন, হৃৎকিরীত, বহুভাবী, আত্মভরিত, ক্রোধন,
রোগাক্ত, পরসেবক ও গুণবাহীন হইবে।

বৃহস্পতির দ্রেক্ষেণে জন্ম হইলে বুদ্ধিমান, সর্বদা রাজপুত্র,
দীর্ঘায়ু, বলবান, বহুসম্বতিযুক্ত, শাস্ত্র, বশস্বী, শুচি,

ধর্মজ্ঞানপরায়ণ, প্রমাদশূন্য, শাস্ত্রবিদ, ধনী, মানী ও মুক্ত
হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দ্রেক্ষেণে জন্মিলে অতিশয় গুণবান, দীর্ঘায়ু,
সুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রিয়ভাবী, ধার্মিক, দয়ালু, শাস্ত্র, স্থল ও
বশস্বী হয়।

শুক্রের দ্রেক্ষেণে জন্মিলে সুন্দর শরীরসম্পন্ন, রাজস্বী,
সর্বজ্ঞ, দাতা ও সাধুগণের প্রতিপালক, ধনী, দয়ালু, শুচি ও
ধার্মিক হইবে।

শনির দ্রেক্ষেণে জন্মিলে মলিন, ক্রুর, মূহ, তন্দ্র, হৃৎকিরীত,
রূপণ, গুণহীন, পাপাত্মা, গুরুজননাগামী, অতিশয় খল, ক্রোধন,
নির্দয়, রোগাক্ত, মুখর, কুরূপ ও কামাতুর হয়। (কোজী প্রদীপ)
দৃক্ষপ (পুং) দৃশ্যঃ ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ দৃষ্টিপাত। ২ স্বর্ঘ্য-
সিদ্ধান্তোক্ত দৃক্ষবৃত্তজ্যোত্তরালস্থ শররূপ ক্ষেপ।

“মধ্যোদয়জ্যোত্তরালস্থ জ্যোত্তরালস্থ বগিতং কল্পং।

মধ্যজ্যোত্তরবিশিষ্টং দৃক্ষক্ষেপঃ শেষতঃ পদং॥” (স্বর্ঘ্যসিং)

দৃক্ষপ (পুং) দৃশ্যঃ পদ্য ৬তৎ। দৃষ্টিযোগ্য স্থান।

“ক্রমেণ তন্মিত্ত তীর্ণ দৃক্ষপে।” (নৈষধ)

দৃক্ষপাত (পুং) দৃশ্যঃ পাতঃ ৬তৎ। দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিনিঃক্ষেপ।

“নৃপতিস্ততঃ দৃক্ষপাতে অলভিঃ কপিণীকৃতঃ।”

(রাজতরং ৩৩৪১)

দৃক্ষপ্রসাদা (স্ত্রী) দৃশ্যে নেত্রৌ প্রসাদয়তি প্র-সদ-গিচ্-অণ্
টাপ। কুলখা, কুলখাজন, ইহা চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃপ্রসন্ন
হয়, এই জন্ত দৃক্ষপ্রসাদা নাম হইয়াছে।

দৃক্ষপ্রিয়া (স্ত্রী) দৃশ্যঃ প্রিয়া ৬তৎ। শোভা, দেখিতে চক্ষুঃ
অতিশয় প্রীতি জন্মে, এই জন্ত দৃক্ষপ্রিয়া নাম হইয়াছে।

দৃক্ষশক্তি (স্ত্রী) দৃক্ষ-শক্তিঃ শক্তিঃ। ১ প্রকাশরূপ
চেতন। ২ তদ্ব্যক্ত সর্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। “দৃক্ষদর্শন-
শক্ত্যেবাক্ষ্যতেবাস্মিতা।” (পাতং স্বং ২৬) “পুরুষো দৃক্ষ-
শক্তিবুদ্ধিদর্শনশক্তিঃ।” (ভাষ্য)

দৃক্ষপ্রতি (পুং) দৃশ্যে এব প্রতি কণৌ যন্ত। সর্প, চক্ষুঃপ্রভা।

দৃগ্ধ্যক্ষ (পুং) দৃশ্যঃ নেত্রয়োঃ ধক্ষঃ অধিষ্ঠাতৃদেবঃ। স্বর্ঘ্য,
স্বর্ঘ্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আলোকে
দেখিবার শক্তি জন্মে।

দৃগ্গল (স্ত্রী) দৃশ্যে দর্শনায় অলতি অল-অচ। শকলখণ্ড, পুরা-
ভাষ। “পুরাদৃগলং প্রত্যক্ষমামিহঃ।” (আশ্ব-শ্রোঃ ৫১২)
‘দৃগলং শকলং’ (নারায়ণ)

দৃগ্গতি (স্ত্রী) দৃশ্যগতিঃ ৬তৎ। ১ চক্ষুর গতি। ২ স্বর্ঘ্য
সিদ্ধান্তোক্ত গ্রহসম্প্রদায়গামী দৃগ্গতিভেদ।

দৃগ্গোল (পুং) যোগোলাভ্যর্গত গোল, দৃশ্যগোল।

“বদ্ধা ধপোলে নলিকাধরং চ এববয়ে তরলিকাধমেব ।

বহিঃ ধপোলাধিবধীত বীমান্ দৃগ্গোলমেবঃ থলু বন্ধামাধঃ ॥”

(সিদ্ধান্তশিরো)

প্রথমে ঐকান্তিক ও অধঃবৃত্তিক এই দুইটী বৃত্তিক করিয়ে, তাহাতে অন্তঃকালিকর নির্মাণপূর্বক রূপ ভাবে প্রোথিত করিয়া তাহার পর দৃষ্টিগুণ করিবে। এই দৃষ্টিগুণ পূর্ববৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নান করিয়া করিতে হইবে, বাহাতে ইহা ধপোলৈর মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। ইহাতে যদি একটাই গ্রহগোল হয়, তাহা হইলে একটা দৃষ্টিগুণ হইবে। যে যে গ্রহ বেধানে বেধানে অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের উপরিভাগে দৃষ্টিগুণ ও শব্দাদি করিতে হইবে। অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আটটা দৃষ্টিগুণ রচনা করিবে। তাহাতে অষ্টম এবং দৃক্ষপমণ্ডল ঐ ধপোলে এব চিহ্নেরনলিকাধর বদ্ধ করিয়া ঐ নলিকার আধারকে ধপোল করিয়া অঙ্গুলিভর অন্তরে দৃগ্গোল রচনা করিবে।

ক্রান্তিমণ্ডলাদিবৃত্ত ধপোলবৃত্ত এবং কূটপালবৃত্ত বাহা বাহা নিবদ্ধ হয়, তাহাকেই দৃগ্গোল কহে। অগ্রা, কুল্যা, সম-শঙ্কু, আদ্যাক্ষেত্র, বিগোপিত, ভগোলবৃত্ত এবং ধপোল-বৃত্ত মিলিত হইয়া গোলবদ্ধ বাহা সম্যক্রূপে উপলক্ষিত না হয়, এইরূপ হইলে দৃগ্গোল কহে।

[গুণ্য] (জী) স্ব্যাসিকীভ্যোক্ত দিনমানাদিভানার্ধ শঙ্কুভার উপযোগিনী দৃষ্টিযোগ্য দৃক্ষবৃত্তক্ষেত্রহ জীবা।

[গুণ্য] (জী) প্রথমদৃষ্টি।

[গুণ্য] (জী) ১ বজ্র। ২ স্ব্য। ৩ সর্প।

[গুণ্য] (জী) সিদ্ধান্তশিরোনমিকথিত গ্রহণদর্শনোপযোগী দৃক্ষক্ষেত্রহ লব্ধ ভেদ।

“গর্ভস্থত্র সদা ভ্রাতাং চক্রাকো” সমলিখিতকো।

দৃক্ষস্থানবিত্তচক্রভেদে তরলবনঃ স্ততঃ ॥ (সিদ্ধান্তশিরো)

[যিষ] (পুং) দৃশি বিষং যত। দৃষ্টিবিষ সর্পভেদ, যে সর্পের চক্রেতে বিষ আছে। ত্রিরাং জাতিভাং জীব।

[গুণ্য] (জী) দৃশঃ প্রচারহানং বৃত্তমিব। বৃত্তাকার দৃক্ষপ্রচারস্থল।

[গুণ্য] (জী) সিদ্ধান্তশিরোনম্যুক্ত গ্রহণদর্শনোপযোগিতা হেতু দর্শিত দৃক্ষপ্রচারের নতিবিশেষ। [নতি দেখ।]

[গুণ্য] (জী) দৃশঃ ভং প্রচারস্ত যণ্ডলমিব। গোলনকান্তগত বন্দ্যাকার যণ্ডলভেদ।

“উদ্ধাধবৃত্তিককীলকস্থে প্রোতঃ রূপং দৃশ্যলং তদন্তঃ।

কৃত্য পরিভ্রাম্য চ তত্র তত্র নেয়ং গ্রহো গচ্ছতি বজ্র যত ॥

জেরঃ তদেবাধিলেচরং পৃথক পৃথগা রচয়েৎ তথাচৌ।

দৃষ্টিগুণঃ বিজিতলব্ধকস্ত দৃক্ষপমণ্ডল্যামিদং বদতি ॥”

(সিদ্ধান্তশি)

দৃষ্টি (জি) দৃক্ষ নিপীতনাং সাধুঃ। ১ স্থল। ২ অশিখিল।

প্রগাঢ়। ৩. বলাবান্। ৪ কঠিন। (জী) ৫ দোহ। ভাবে-ক।

৬ অতিশয়। (পুং) ৭ দৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ৮. জরোহণ

মহু কচির পুত্রভেদ। (হরিবং ৭ অং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুসং)

১০ সপ্তবিধ রূপকের মধ্যে একপ্রকার।

“দৃষ্টিঃ প্রোচোহধ ধচরো বিভবশ্চতুষ্রকমঃ।

নিখারকঃ প্রোতিভাঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ ॥”

ইহার লক্ষণ—

“দৃঢ়াধ্যঃ ভ্রাম্যবৃষং তালেহত্র হংসলীলকে।

চতুর্দশাকরৈরুক্তঃ শূদারে পরিকীর্ণিতঃ” (সঙ্গীতদামোদর)

১১ লীলাযুক্ত কুটলগণিতভেদ।

দৃঢ়কণ্টক (পুং) দৃঢ়ঃ কণ্টকো যত। ১ কুত্রলক বৃক্ষ, ধলা

আঁকড়া। ২ কুত্র কণ্টকযুক্ত বৃক্ষভেদ।

দৃঢ়কাণ্ড (পুং) দৃঢ়ঃ কাণ্ডঃ যত। ১ বংশবৃক্ষ। ২ দীর্ঘ-

রোহিবক। (জী) ৩ পাতালগরুড়ীলতা।

দৃঢ়কারিন্ (জি) দৃঢ়-ক-শিনি। ১ প্রারকসম্পাদনিতা, কর্তব্য

বিষয়ে যিনি দৃঢ়নিষ্ঠর।

“দৃঢ়কারী যুধিষ্ঠিঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।

অহিংস্রোদমদানাত্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথা ব্রতঃ ॥” (যজুঃ ৪।২৪৬)

দৃঢ়কত্র (পুং) দৃঢ়রাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়কুরা (জী) দৃঢ়ঃ কুরমিব অগ্রং যত্যাঃ। ববজাতৃণ। (রাজনিং)

দৃঢ়গাত্রিকা (জী) দৃঢ়ঃ গাত্রং যত্যাঃ। কপ্ টাপি অতইহঃ।

মংতাভী। (শব্দচঃ)

দৃঢ়গ্রহি (পুং) দৃঢ়ঃ গ্রহিঃ পক্ষঃ যত। ১ বংশ। (জি) ২ দৃঢ়

গ্রহিযুক্ত মাত্র।

দৃঢ়গ্রাহিন্ (জি) দৃঢ় গ্রহ-শিনি। দৃঢ়রূপে গ্রহণকারী, নিশ্চয়

করিব এইরূপ ভাবে বাহারা গ্রহণ করে।

“দৃঢ়গ্রাহী করোমীতি অগাং অপতি অ্যপকঃ। . .

ন সম্পূর্ণো ন সংযুক্তো নিরয়ং সোহমুগচ্ছতি ॥”

(ভারত শান্তিপর্ব)

দৃঢ়চ্ছদ (পুং) দৃঢ়ঃ ছদো যত। দীর্ঘরোহিবক তৃণ। (রাজনিং)

দৃঢ়চ্যুত (পুং) পরপুংস্বয়নুপায়াভাতে ভাত অগন্তা যুনির

পুত্র, ইহার নাম ইখবাহ। (ভাগবত ৪।২৮ অঃ)

দৃঢ়তরু (পুং) দৃঢ়ঃ তরুঃ কক্ষ্য। ১ ধববৃক্ষ। (রাজনিং)

দৃঢ়তা (জী) দৃঢ়ত্ব ভাবঃ দৃঢ়-তল-টাপ্। দৃঢ়ত্ব, কাঠিত্ব, স্থিরতা।

দৃঢ়ত্ব (পুং) দৃঢ়ঃ কঠিনং ত্বং যত। মুগ্ধত্ব।

দৃঢ়ত্বা (জী) দৃঢ়ত্বং যত্যাঃ। ববজাতৃণ।

দৃঢ়ত্ব (জী) দৃঢ়ত্ব ভাবঃ দৃঢ় ভাবে-ত্ব। দৃঢ়তা।

দৃঢ়ত্ব (পুং) দৃঢ়া ত্বক্ যত। বাবনাল শর।

দৃঢ়দংশক (পুং) দৃঢ়ং বখা তথা দংশতীতি দংশ-ধূল্। অশ্লবস্ত
বিশেষ, হাল্লর।

দৃঢ়দন্ত্য (পুং) দৃঢ়চ্যুতের পুত্র একজন ব্যক্তি।

দৃঢ়ধন (পুং) দৃঢ়ং ধনং নিশ্চয়রূপসম্পত্তিৰ্ভুক্ত। ১০ শাক্যমুনি।

দৃঢ়ধর্মুস্ (পুং) শাক্যমুনির এক পুর্নপুরুষ।

দৃঢ়ধর্মুন্ (পুং) দৃঢ়ং ধর্মুযুক্ত, অনন্ত সমাসান্ত। ১ দৃঢ় ধর্মুক।

“রাক্ষাসঃ দৃঢ়ধ্বানং দিলীপং সত্যবাদিনং।” (ভারত ৮।১৩১ অঃ)

২ পৌরব নৃপভেদ। (ভারত ১।১৮৬ অঃ)

দৃঢ়ধর্ম্মিন্ (ত্রি) দৃঢ় ধর্ম্মযুক্ত।

দৃঢ়ধুর্ (ত্রি) দৃঢ় ধুরাযুক্ত।

দৃঢ়নাভ (পুং) মাসা-অত্র এড়াইবার মন্ত্রভেদ।

দৃঢ়নিশ্চয় (পুং) দৃঢ়ঃ কৃতকৈরুভিতবিভূঃ অশক্যতয়া হিরঃ
নিশ্চয়ে অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি নিশ্চয়ো যত। হিরপ্রজ্ঞ,
সংসার হইতে উপরত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অধ্যবসায়যুক্ত
বিশ্বাস।

দৃঢ়নীর (পুং) দৃঢ়ং কালেন দৃঢ়তাং প্রাপ্তং নীরং যত। নারি-
কেল, ইহার জল ক্রমে ক্রমে শতরূপে পরিণত হয়।

দৃঢ়নেত্র (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

দৃঢ়নেমি (পুং) ১ অজমীঢ় বংশীয় সত্যব্রতি নৃপ-পুত্র নৃপভেদ।
(হরিবং ২০ অঃ) দৃঢ়ানেমির্ভুক্ত। ২ দৃঢ়নেমিক রথ, কঠিন
নেমিযুক্ত রথ।

দৃঢ়পত্র (পুং) দৃঢ়ং পত্রং যত। বংশ।

দৃঢ়পত্রী (স্ত্রী) দৃঢ়পত্র গৌরাদিভ্যাং ভীষ্। বৃষজাতৃপ।

দৃঢ়পাদ (ত্রি) দৃঢ়ঃ পাদঃ পদনং জ্ঞানং যত। ১ দৃঢ়নিশ্চয়।
২ বেধস্। “বহুশাঃ দৃঢ়পাদশ্চ বিশ্বাস্যা অগতাং পতিঃ।”
(হরিবংশ)

দৃঢ়পাদা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ পাদো মূলং যন্তাঃ, সমাসান্ত বিধেরনিভা-
ষাং নাষ্ট্যালোপঃ। ববতিজ্ঞা।

দৃঢ়পাদী (স্ত্রী) দৃঢ়পাদ-ভীষ্। ভূম্যামলকী।

দৃঢ়প্ররোহ (পুং) দৃঢ়ঃ প্ররোহঃ অস্থুরো যত। বটবৃক্ষ।

দৃঢ়ফল (পুং) দৃঢ়ানি ফলানি যত। ন্যুরিকেল।

দৃঢ়বন্ধিনী (স্ত্রী) দৃঢ়ং বখা তথা বগ্নাতীতি বন্ধ-গিনি-ভীপ্।
১ ভ্রামালতা। ১ ত্রি ২ অশিধিলবন্ধকারক।

দৃঢ়ভূমি (পুং) দৃঢ়া ভূমিরবস্থা যত। মনের স্থৈর্য্যধারণের
জন্তু অভ্যাস ভেদ, ইহার বিষয় পাতঞ্জলযোগশাস্ত্রে এইরূপ
লিখিত আছে—

“তত্র স্থিতৌ যদ্রোহিত্যাসঃ” (পাত ৮।১৩)

“ন তু দীর্ঘকালান্যনৈরজ্ঞানসংকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ”

(পাত ৯।১৪)

চিন্তকে হির করিবার জন্তু বাহাতে রাহুলঃ ত তাহল বৃত্তির
উদয় না হয়, এইরূপ যত্ন বিশেষকে অভ্যাস কহে। বিষয়-
তিনিবেশ ত্যাগ করিয়া চিন্তকে যত্নপূর্ব্বক বারবার একত্র
বা একতান করা এবং তাহার পূর্ব্ব সাধক যমনিয়মাদি সাত
প্রকার যোগানের অল্পটান করাই অভ্যাস। কল কৃথা এই,
যে রূপ যত্ন দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, সেইরূপ যত্ন ও
তজ্ঞপ অল্পটান করার নাম অভ্যাস। যম নিয়মাদি দ্বারা
পরিমোচিত চিন্তকে বার বার একত্র করিতে করিতে ক্রমে
তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচল্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন দেখিবে
যে অভ্যাস দৃঢ় হইয়াছে, তখন তাদৃশ চিন্তকে যখন ইচ্ছা
তখনই একতান করিতে পারিবে। এবং বিধি অভ্যাসকে
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সর্বদা প্রজ্ঞা সহকারে সম্পন্ন করিতে
পারিলে ক্রমে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিত হয়। এইরূপ
হইলে তাহাকে দৃঢ়ভূমি কহে। বস্তুতঃ উক্তবিধি অভ্যাস হই
পাঁচ দিনে হয় না, প্রজ্ঞার সহিত, তত্ত্বের সহিত, উৎসা-
হের সহিত সর্বদা অভ্যাস করিতে পারিলেই তাহা দীর্ঘ-
কালে গিয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। “তজ্ঞপ যোগাভ্যাস যখন দৃঢ়
হইবে, তখন চিন্ত সম্পূর্ণরূপে অধীন হইবে। চিন্তের কোন-
রূপ চাকল্য উপস্থিত হইবে না। তখন চিন্ত একতান হইবে,
এইরূপ হইলে দৃঢ়ভূমি হয়। চিন্তের দৃঢ়ভূমি অবস্থা হইলে
তখন বৈরাগ্য নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

দৃঢ়মুষ্টি (পুং) দৃঢ়া মুষ্টিধারণার যত্ন। ১ খড়্গাদি। দৃঢ়া দানড-
ভাব্যং কঠিনা মুষ্টিযত্ন। (ত্রি) ২ রূপণ। ৩ দৃঢ়মুষ্টিধারণ।
“নিগৃহীতঃ কঙ্করায়ঃ শিশুনা দৃঢ়মুষ্টি।” (হরিবংশ ২০।২০)
দৃঢ়মূল (পুং) দৃঢ়ং মূলং যত্ন। ১ মূলতৃণ। ২ মুদ্যানক তৃণ।
৩ নারিকেল।

দৃঢ়রজা (স্ত্রী) দৃঢ়ঃ হিরঃ রজো রাগো যন্তাঃ। ফটী, কটুকিরি।
দৃঢ়রথ (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ) ইহার
পাঠান্তর দৃঢ়রথাস্র এইরূপ দেখা যায়। (ভারত ১।১১৭।১১৮)
২ কঙ্করু বংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ৩১৩ অঃ)

দৃঢ়রুচি (স্ত্রী) দৃঢ়া রুচির্ভুক্ত। ১ হির রাগযুক্ত। ২ রূপবীণ-
পতি হিরণ্যয়েতা প্রেরয়ত্তের এক পুত্র।

দৃঢ়লতা (স্ত্রী) দৃঢ়া কঠিনা লতা। পাতালগন্ধকীলতা (রাকনি)
দৃঢ়লোমন্ (পুং) দৃঢ়ানি লোমানি যত্ন। ১ শূকর। ২ জিরাঃ
টাপ্ ভীষ্ বা। দৃঢ়লোমা বা দৃঢ়লোমী এইরূপ পর হইবে।
(ত্রি) ২ কঠিন লোমযুক্ত।

দৃঢ়বজ্র (পুং) একজন অশুররাজ।

দৃঢ়বর্ষ্মন্ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত ১।১১৭।১১৮)
দৃঢ়ং বর্ষ্ম যত্ন। দ্রষ্টেদসর্গাহযুক্ত, বাহার বর্ষ্ম অভিধার কঠিন।

দৃঢ়বল, একজন প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থকার। বাচস্পতি ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দৃঢ়বল (পুং) দৃঢ় বলবন্ত। ১ পুংলুপ। ২ লকুট।
(ত্রি) ৩ দৃঢ় বলবন্ত, বাহার বল অতিশয় কঠিন।

দৃঢ়বল (স্ত্রী) দৃঢ় বলং বতীঃ। অথবা। (রাজনিং)।

দৃঢ়বীজ (পুং) দৃঢ় বীজং বতীঃ। ১ চক্রবর্ধ। ২ বর্ধর।
৩ বর্ধর। (ত্রি) ৪ কঠিন বীজযুক্ত। (স্ত্রী) দৃঢ় বীজং। দৃঢ়
এরূপ বীজ।

দৃঢ়ক (পুং) নারিকেল।

দৃঢ়ক (স্ত্রী) দৃঢ়রূপে বিককরণ।

দৃঢ়ব্য (পুং) অবিভেদ।

“দৃঢ়ব্যশোভিবাচ্চ তৃণসোমাদিরাত্তথা।” (ভারত অমৃ ১৫ অঃ)

দৃঢ়ভ্রত (ত্রি) দৃঢ় প্রতিপদৈক্যলক্ষিতং ভ্রতং বত। হির
সকলযুক্ত, দৃঢ় অধ্যবসারবিশিষ্ট, কলানদয় পর্যন্ত কার্যকারী,
অবলম্বিত কার্যসাধনে বাহার দৃঢ়তর যত্ন আছে।

“এবং দৃঢ়ভ্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।” (মহু)

দৃঢ়শক্তিক (ত্রি) দৃঢ় শক্তিবৃত্ত ততো কপু। মহাশক্তিবৃত্ত।

দৃঢ়সন্ধ (ত্রি) দৃঢ়া সন্ধা বত। ১ হির সন্ধান। (পুং) ২ দৃঢ়-
রাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৮)

দৃঢ়সন্ধি (ত্রি) দৃঢ় সন্ধাঃ সন্ধিবৃত্ত। নিশ্চয়। পর্যায়—
সংহত, দৃঢ়রূপে মিলিত।

দৃঢ়সূত্রিকা (স্ত্রী) দৃঢ় সূত্রং বতীঃ কপু অত ইৎ। সূত্রীণতা।

দৃঢ়সেন (পুং) কলিযুগের জনমেজয় বংশীর নৃপভেদ।

(ভাগবত ৯।২২।৪৭)

দৃঢ়ক্ষ (পুং) দৃঢ় ক্ষো বত। ১ কীরিকা বৃক্ষ। (ত্রি)
২ দৃঢ় বক্ষবিশিষ্ট।

দৃঢ়দ্রব্য (পুং) লোপামুদ্রার গর্ভজাত অগস্ত্য ঋষির পুত্র, ইনি
ইথবাচ নামে প্রসিদ্ধ।

দৃঢ়হনু (পুং) অজমীড় বংশীর নৃপভেদ। (ভাগ ৪।২১।১৭)

দৃঢ়হস্ত (পুং) দৃঢ় হস্তঃ হস্তব্যাপারোহস্ত। ১ অক্ষাঙ্গি ধারণ
বিষয়ে দৃঢ়হস্তযুক্ত বোধ পুরুষ। ২ দৃঢ়রাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

(ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াঙ্গ (ত্রি) দৃঢ় অঙ্গং বত। ১ কঠিনাদযুক্ত, বাহার অপরূপ
অতিশয় কঠিন। (স্ত্রী) ২ জীরক।

দৃঢ়াদি (পুং) পাণিনিযুক্ত শব্দগণ বিশেষ—দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ়,
তৃঢ়, কৃঢ়, বজ্র, শুক্র, চূক্র, আত্র, ক্রক, লবণ, তাত্র, শীত,
উষ্ণ, অজ, বধির, পণ্ডিত, মধুর, মূর্খ, নৃক, জবন এই সকল
শব্দ দৃঢ়াদিগণ। “বর্ণদৃঢ়াদিত্যাঃ স্বাক্ষ চ।” (পাণিনি)
আবারে দৃঢ়াদির উক্ত স্বাক্ষ ও ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়।

দৃঢ়ায়ু (পুং) দৃঢ়তীর ঋতু সাধর্ষির পুত্র বিশেষ। (হরিব ৭ অঃ)

২ উর্কশীর্গর্ভজাত ঐল নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৭৪ অঃ)

দৃঢ়ায়ুধ (পুং) দৃঢ় আয়ুধো তথ্যাপারো বত। বোকা, বৃক-
তংগর কাকি।

“দৃঢ়ায়ুধো অবপাতো যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ো।”

(ভারত বনপর্ব ৫১ অঃ)

২ দৃঢ়রাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অঃ)

দৃঢ়াশ্ব (পুং) দৃঢ়মার নৃপপুত্রভেদ। (হরিব ১২ অঃ)

দৃঢ়েয়ু (পুং) অবিভেদ। (ভারত অমৃ ১৫ অঃ)

দৃঢ়েয়ুধি (পুং) দৃঢ় ইয়ুধি বেন। ১ বহুতৃণক বোধ, যে বোচ্চ-
পুরুষের ইয়ুধি দৃঢ়ভাবে বদ্ধ আছে। ২ রাজভেদ।

(ভারত অমৃ ১৫ অঃ)

দৃঢ় (ত্রি) দৃঢ়। ১ আদনযুক্ত। দৃ বিদ্যারে ক্ত, বাহুল্যং
হ্রস্বঃ। ২ বিদীর্ণ। “দৃঢ়ে দৃংহ মায়িত্ত।” (ভরত ৩৬।১৮)

“দৃঢ়ে দৃ বিদ্যারে বিদীর্ণে অরাজক্যরিতে হপি শরীরে।”

(বেদদীপ)

দৃঢ়া (স্ত্রী) দ্রিযতে স্মৃতি দৃ-কর্মণি ক্ত টাপু। জীরক।

দৃঢ়ি (পুং) দৃঢ়াভিতি দৃ বিদ্যারে ইতি তি হ্রস্বচ (দৃঢ়াতে
হ্রস্বচ। উপ ৪।১৮৩) চর্মপুটক, চর্মমর পাত্র।

“ইজ্জিরাগান্ত সর্কেবাং যদোকং ক্ষরতীজ্জিরং।”

ভেনাত ক্ষরতি প্রজা দৃভেঃ পাতাদিবেদকং ॥” (মহু ২।১২)

চর্মপাত্র বহুজিহ্মর না হইলেও একটা জিহ্মের দোবে
যেমন অলপূর্ণ হইয়া মর হইয়া যায়, তদ্রূপ ইজ্জিরাগের মধ্যে
যদি একটা ইজ্জির আলিত হয়, তাহা হইলে সেই একটা
ইজ্জির-দোকলোই, পরম জ্ঞান নষ্ট হইয়া থাকে। ২ মৎস্ত।
৩ গলকম্বল।

“সবংসাং পীবরীং দদা দৃতিকঠামলকৃতং।

বৈষদেবমসংবাধং স্থানং প্রেষ্ঠং প্রপদ্যতে ॥”

(ভারত ১।৩৭।১৮)

“দৃতিকঠাং প্রলম্বগলকম্বলাং।” (নীলকণ্ঠ) ৪ মেঘ।

৫ (নিঘণ্টু) ৫ সত্রবিশেষধারক বজ্রমান ভেদ। ৬ রোমশ চর্ম।

দৃতিধারক (পুং) দৃতিচর্মপুটকধারক ধারতীতি ধারি-

ধূলু (ধূলু তুচে। পা ৩।১।৩৩) বৃক্ষবিশেষ, আকনপাতা।

পর্যায়—আনন্দী, মুখিকারাবু, বামন। (শব্দচ)

দৃতিবাতবতোরয়ন (স্ত্রী) বজ্রভেদ। “দৃতিবাতবতোরয়ন-

মেটেকেন পৃষ্ঠ্যন্তোমেন মাসং মাসং।” (কাত্য শ্রৌ ২৪।

২৪।১৬) “দৃতিবাতবতোরয়নমিতি সত্রত সংজ্ঞা।” (কর্ক)

দৃতিহরি (পুং) দৃতিঃ চর্মমর জব্যং ক্ষরতীতি দৃতি-হ-ইনু।

হরুয়। যে হলে পত্ অর্থ হইবে না, সেই হলে ইনু না

হইয়া 'অণু' হইবে এবং পদ 'বৃত্তিহার' 'ঐহিক' হইবে, অর্থ-
চর্চহারক বুঝাইবে।

দৃজ্য (জি) দৃ-কর্ষণি কাপ্। ১ আদরগীর। (কী) ভাবে
কাপ্। ২ আদর। "আদৃত্যভেন বৃত্তোৎ" (ভট্ট)

দৃপ্র (কী) গোমিগের নির্গমন-হাররোধক। 'তে এব্যত
মনসা দৃপ্রমূর্তি' (কক্ ৪/১১৫ ভাবো সারণ)

দৃন্ (অব্য) ১ হিংসা। ২ দৃঢ়ার্ঘ। (শকার্ঘটি)

দৃনফু (জী) দৃনক কৃ নিপাতনাং ম লোপঃ। ১ সর্পকৃতি।
২ বজ্র।

দৃনফু (জী) দৃনফুতীতি দৃনফু নিপাতনাং কৃপ্রত্যয়েন সাধু।
(অপু দৃনফু অধু কধু কফে লু কক্কু দিধি। উণ্ ১১৫)

১ সর্পঃ ২ চক্র। (পুং) ৩ বজ্র। ৪ হৃদ্য। ৫ রাজা, নৃপ। ৬

অন্তক + কোন কোন স্থলে দৃনফুর পাঠান্তর দৃনফু দেখা যায়।

দৃপ্ত (জি) দৃপ-গর্হে হর্ষে চ বর্তমানোক্ত। গর্হাণ্ডিত। গর্হিত।

"বদ্যক্রৌং কালকেনান্ততত্তে

গোলোমানো বরদাণ্যাক দৃপ্তাঃ।

দেবৈবরজেরা নির্জিতাশাঙ্কনেন

তদা নাপংসে বিজয়ার সজয়" (ভারত ১/১১৬২)

দৃপ্ত (জি) দৃপতি বাধতে ইতি দৃপ-রক্ (ক্ষয়িতকীতি। উণ্
২/১৩) দৃপ্ত বলযুক্ত।

দৃক্ (জি) দৃত গ্রহনে কর্ণণি ক। ১ গ্রহিত। দৃক-ভয়ে কর্তরি
ক। ২ ভীত। ভাবে ক। (কী) ৩ গ্রহন। ৪ ভয়।

দৃভীক (পুং) দৃত বাহলকাং ভীকন্। অস্তরতেন। "অধ-
র্বো যো দৃভীকঃ" (কক্ ২/১৪৩) 'দৃভীকো নামাস্তয়ঃ'।
(সারণ)

দৃমিচণ্ডেশ্বর (কী) মৎস্যপুরাণোক্ত শিবলিঙ্গ ত্তেন।

দৃবন্ (জি) দৃ-বিহারে কনিপ্ বাহলকাং বেদে দৃবঃ।

বিদারক। "দৃবাসি কজাসি" (শুরুষজুঃ ১০/৮) 'তং দৃবাসি

দৃ বিদারপে দৃপান্তি শজন্ বিদারয়তি দৃবা।' (ভাব্য)

দৃশ্ (জি) পৃষ্ঠভ্যসেন ইতি দৃশ-করণে কিপ্। ১ চক্ষু, নেত্র,
বাহার দ্বারা দেখা যায়।

"দৃশা দৃশ্যঃ মনসি জ্ঞানী বরতি দৃশৈব যাঃ।

বিরূপাক্ষত জয়িনীভ্যঃ জ্ঞানো বামলোচনাঃ" (সাহিত্যম্)

ভাবে কিপ্। ২ দর্শন। ৩ বুদ্ধি। (জি) পৃষ্ঠভীতি দৃশ
কর্তরি জিন্। ৪ বীক্ষক। তত্ত্বং পরার্থ-দর্শক।

"বাবুভকোদিবা তিষ্ঠন্ রাস্মিঃ কীদাপ্ত দৃবদৃক্" (যাজ্ঞঃ)

২ দ্রষ্টা পুরুষ।

"দৃক্ দর্শনশক্ত্যোহেকোহুভৈবাবিভা।" (পাতঃ সূত্র)

'দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ' (ভাব্য) ৬ বিষয় সংখ্যা।

দৃশতি (জী) দৃশ বাহলকাং ভাবে অতিক্ঃ দর্শন।

"হরো ন বত দৃশতিরেরণাঃ" (কক্ ৩/৩৩১)

'দৃশতির্দর্শনঃ' (সারণ)

দৃশদৃ (জী) দৃবদ্ পূর্বোদয়াদিভ্যং সাধুঃ। শিলা, পাথ-
নিশেবণ শিলাপট। "তর্থা দৃশংপুজক।" (গৌড়িন)

'দৃশং পেষণাধারশিলাপুত্রা শেবণকরণরূপপ্রভরঃ'।

(সংস্কারভেদে রঘুনন্দন)

দৃশদৃভী (জী) দৃবদৃভী পূর্বোদয়াদিভ্যং সাধুঃ। ১ ব্রহ্মবর্ত
সীমাহ নদীভেদ। এই নদী সুরকেন্দ্রের অন্তর্গত, বাহ্যায়

দৃশদৃভী নদীতীরে অবস্থান করেন তাহারই স্বর্গে বাস-করিয়।
ধাকেন। এই স্থান অতি মনোরম। [দৃবদৃভী দেখ।]

"দক্ষিণেন সরসভ্যা দৃবদৃভীভ্যেণ চ।

যে বৃশভি কুরুক্ষেত্রে তে বসতি জিপিষ্টে" (ভারত ৩/৮৫৪)
২ কাত্যবর্ধন।

দৃশা (জী) দৃশ হলুতধাং বা টাপ্। চক্ষুঃ নেত্র।

দৃশাকাজ্য (কী) দৃশা দৃশা বা আকাজ্যঃ অভিলষণীঃ।
পদ্ম।

দৃশান (পুং) দৃশ-আনচ্ কিত্। ১ লোকপাল। ২ বিরোচন।

৩ আচার্য্য। ৪ ব্রাহ্মণ। ৫ উপাধ্যায়। (কী) ৬ জ্যোতিঃ।

(জি) দৃশতে ইতি দৃশ-কর্ষণি আনচ্। ৭ দৃশমান।

"দৃশানো রুদ্র উবিয়া।" (কক্ ১০/৪৫৮)

দৃশি (জী) দৃশতে ২নরা দৃশ-ইন্ স চ-কিৎ। ২ চক্ষুঃ। ২ চেতন
পুরুষ। "দ্রষ্টা দৃশিমানঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যাহারপদঃ"।

(পাতঃ সূত্র ২/২০)

পুরুষের নাম দ্রষ্টা, বস্তুতঃ বাহ্যকে দ্রষ্টা বলা হয়, তিনি
দ্রষ্টা নহেন, কেননা তিনি চিত্রপী ও অপরিণামী। স্ততঃ

পরিণমমবতাব্। অন্তঃকরণই জ্ঞানাদি ধর্মের আধার।

নির্জিকার বতাব আত্মা বা পুরুষ বধন তাদৃশ বুদ্ধিতে উপ-
রত হন, বুদ্ধির সহিত একীভূত হন, অর্থাৎ বধন তিনি

সন্নিধান বশতঃ বুদ্ধি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিরাক্ত হন,
তখনই তাহাকে উপচারক্রমে দ্রষ্টা কহে। বুদ্ধির বা অন্তঃ

করণের পরিণাম বা বিষয়াকারত্যা না থাকিলে তাহার কিছু
'মাত্র দ্রষ্টব্য থাকে না।

তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই তাঁহার
দেখা। অতঃ কোনরূপ বোঝা তাহার নাই।

"তদভাবাং সংযোগাতাবো হানিং তদৃশেঃ কৈবল্যাং"।

(পাতঃ সূত্র ২/২৫)

দৃক্ এবং দৃষ্টের সংযোগের কারণ অবিকার্য্য, এই অবিকার্য্য
যদি যোগ্যভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা চিত্তনিরোধ দ্বারা বিহীন

হয়, তাহা হইলে যে পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বা
ঐহিক দৃশ্যতা থাকে না। পুরুষ তখন মৃত্ত অর্থাৎ কেবল
হন। অর্থাৎ সন্ধবর্ণিত হওয়ার তিনি তখন বীর চিত্রন
স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

দৃশী (স্ত্রী) দৃশি বাছলকাং জীহ। [দৃশি দেখ।]

দৃশাক (ত্রি) দৃশ কর্ণি কেক্ষণ দর্শনীয়। “তোমাংকরায়
দৃশীকং।” (শব্দ ১২৭।১০) ‘দৃশীকং দর্শনীয়ং’ (সংস্কৃত)

দৃশেজ্ঞ (ত্রি) দৃশ-কর্ণি কেক্ষণ দর্শনীয়। “দৃশেজ্ঞো মহিমা
সমিক্।” (শব্দ ১০৮৮।৭) ‘দৃশেজ্ঞঃ দর্শনীয়ঃ’ (সংস্কৃত)

দৃশোপম (স্ত্রী) দৃশায়া উপমী যত্র ঋতপদ্ম। (শব্দমালা)

দৃশ (ত্রি) দৃশতে ইতি দৃশ-কর্ণি ক্যাপ্। ১ দর্শনীয়।
২ মনোরম। ৩ দ্রষ্টব্য। ৪ জ্ঞেয়মাত্র, প্রকাশ।

“ঐহিক দৃশ্যমোঃ সংযোগো হেরহেতুঃ।” (পাতং ২।১৭)

ঐহী ও দৃশের সংযোগই হয় হেতু অর্থাৎ হিংস্রের প্রতি-
কারণ। ঐহী, আত্মা ও দৃশ অর্থাৎ অন্তঃকরণ এই দুইয়ের
সংযোগ থাকিলেই দৃশ উপস্থিত হয়, কেবল দৃশ নহে,
অথ, দৃশ ও মোহ এ সমুদ্বৈ অস্তঃকরণের বিকার। বুদ্ধি
দ্রব্য বা অন্তঃকরণ ইঞ্জির সন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও অথ
দৃশাদি আকারে পরিণত হইবা মাত্র তাহা চিত্রশক্তি দ্বারা
প্রোজ্জল হয়। অতরাং পরিণাম স্বভাব বুদ্ধিসন্ধ বা অন্তঃ-
করণ পদার্থটী দৃশ এবং তৎসম্বন্ধিত অপরিণামী চিত্রশক্তি
তাহার দ্রষ্টা।

দৃশ ও দ্রষ্টা এই দুয়ের যে সংযোগ আছে অর্থাৎ একী-
ভাব হইয়া আছে, ইহাই সংসারী জীবের দৃশ সমূহের মূল।
“প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেক্রিয়ায়কং জোগাপবর্ণার্থং
দৃশঃ।” (পাতং ২।১৮) প্রকাশস্বভাব সন্ধ, ক্রিয়ায়ক রজঃ,
তদ্বস্ত্রের প্রতিরোধক অচল স্বভাব তম, এতৎ ক্রিয়ায়ক
ভূত ও ইঞ্জির ইহার দৃশ। পুরুষ ভিন্ন পরিদৃশ জগতে বাহ্য
কিছু নয়ন গোচর হয়, সকলই দৃশ; ইহার সকলেই পুরুষের
ভোগ ও অপবর্ণ প্রদানার্থ উদ্যত আছে। সন্ধ, রজ ও
তম এই গুণত্রয়ায়ক প্রকৃতি ও তদ্ব্যপন্ন যে কিছু ভূত
ভৌতিক সে সকলই পুরুষের ভোগের ও অপবর্ণের নিমিত্ত
কারণ। এই দৃশ অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকীর মোক্ষ
প্রদানার্থ উদ্যত আছে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]
দৃশ্যকাব্য (স্ত্রী) কাব্যবিশেষ, যে কাব্য রঙ্গালয়ে নটগণ
কর্তৃক প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে।

“দৃশ্যবাস্তবভেদেন পুনঃ কাব্যং বিধানম্।

দৃশ্যং তত্রাভিনয়েন তদ্রূপারোপ্যত্বরূপকং॥”

(সাহিত্যদং ৬।২৭২)

কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য, বাহ্য অভিনীত হয়,
তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে। ইহাকে সাধারণ লোকে নাটক
কহে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণ প্রকৃতি অনুসারে শাস্ত্রের সুতানু-
সারে নাটক দৃশ্যকাব্যের এক প্রকার মাত্র।

রঙ্গালয়ে নটগণ যে যে পুস্তক অভিনয় করে, সকলই
দৃশ্যকাব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্যের
প্রাণস্বরূপ, তাহা ভরত মুনি কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এইরূপ কথিত
আছে, তিনি উহা ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়া গুরু ও
অপ্সরোগণকে শিক্ষা দেন। ক্রমে উহা প্রচলিত হইয়াছে।
দৃশ্যকাব্য দুই ভাগে বিভক্ত রূপক ও উপরূপক; ইহার মধ্যে
রূপক দশ এবং উপরূপক অষ্টাদশ প্রকার। রূপক—

“নাটকমথপ্রকরণং ভাগব্যায়োগসমবকারভিমাঃ।

ঐহামুগাধবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকানি দশ॥”

উপরূপক—

“নাটিকাভোটকং গোষ্ঠী সটকং নাট্যরাসকং।

প্রহানোন্নাপ্য কাব্যানি প্রেক্ষণং রাসকং তথা॥

সংলাপকং ত্রীগদিতং শিল্পকং বিলাসিকা।

চর্যমিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাগিকৈচি চ॥

অষ্টাদশ প্রাহরূপরূপকানি মনীষিণঃ।

বিনা বিশেষং সর্কেবাং লক্ষ্য নাটকবস্তুতং॥”

(সাহিত্যদং ৬।২৭৫-৭৬)

নাটক, প্রকরণ, ভাগ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঐহা-
মুগ, অন্ধ, বীথ্য ও প্রহসন এই দশবিধ রূপক। নাটিকা,
ভোটক, গোষ্ঠী, সটক, নাট্যরাসক, প্রহান, উন্নাপ্য, কাব্য,
প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, ত্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা,
চর্যমিকা, প্রকরণী, হল্লীশ ও ভাগিকা এই অষ্টাদশ প্রকার
উপরূপক।

দৃশ্যকাব্যের মধ্যে নাটক সর্ব প্রধান। ইহার প্রদর্শন
নিক বিবরণ হইতে গৃহীত এবং ক্রিয়মাণ কবির মনঃ-
কল্পিত হইবে। ইহার নায়ক দ্বয়ন্তের জায় নৃপতি,
রামচন্দ্রের জায় অলৌকিক কর্মতাসম্পন্ন এবং ত্রীকুণ্ডের
জায় দেবতা হইবে। শূদ্র বা বীররস ইহার প্রধান
বর্ণনীর বিষয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মুদ্রারাসক, বেণীসংহার,
অনর্থস্বপ্ন প্রকৃতি নাটকশ্রেণীভুক্ত। প্রকরণের লক্ষণ
নাটকের জায়, কেবল ইহার গল্প সমাজের প্রকৃতি ও
প্রেম-বিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণ দুই অংশে বিভক্ত
শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। শুদ্ধপ্রকরণের নায়ক বেশ্যা এবং সঙ্কীর্ণ
প্রকরণের নায়িকা কোন ভজবংশের প্রতিপালিতা কামিনী
বা সহচরী। প্রকরণের নায়ক নাটকের জায় উক্ত শ্রেণীর

ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক স্ত্রী, আদ্য বা গজাতবধিক।
মুহুর্তিক, মালতীমাধব প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। তাণ
ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার ভাষা বিস্তৃত হইবে, প্রায়স্তে ও
শেষে সঙ্গীত থাকিবে। নাট্যের নায়ক মাত্র অভিনয় জীড়া
করিবেন। তিনি রঙ্গভূমিতে আসিয়া নানাধরে ও নানা
ভাবভঙ্গী দ্বারা বিবিধ ব্যক্তিকে সন্ধান করিয়া সভ্যগণের
মনোরঞ্জন করিবেন। সীতামধুম ও সারদাতিলক নামক
এই ভাণশ্রেণীভূক্ত।

ব্যায়োগ ইহাও এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। যুদ্ধবর্ণন ইহার
উদ্দেশ্য, প্রেম বা রহস্য বর্ণনীয় নহে, ইহার নায়ক অলৌকিক
ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ হইবে। জামদগ্ন্যজয়, সৌগন্ধিকাধর, গ
নজয়বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যায়োগ মধ্যে পরিগণিত।

সমবকার তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবতা ও অসুরদিগের
যুদ্ধ বর্ণন ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা আদ্যোপা
দ্যায়সম্ব্যাক্ষ এবং উজ্জীক ও গায়ত্রী ছন্দে রচিত। অজি
নরকালে ইহাতে হয়, হস্তী, রথাদি পরিপূর্ণ, যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল
সংগ্রাম এবং নগরাদির ধ্বংস, ইহার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা
থাকিবে। সমবকার গ্রন্থ অতিবিরল। ডিম—বীর ও ভয়ানক
রস সংযুক্ত রূপক, ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, অসুর বা দেবতা
ইহার নায়ক। জৈহামুগ চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ, দেবদেবী ইহার
নায়ক নায়িকা, প্রেম ও কোতুক বর্ণন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।
কুম্মশেখরবিজয় প্রভৃতি জৈহামুগ। অঙ্ক—ইহা এক অঙ্কে
সম্পূর্ণ এবং করণ রসপ্রধান। কবি কোন প্রসিদ্ধ পৌরা
নিক বিষয় লইয়া ইহার গল্প রচনা করিবেন। শর্মিষ্ঠা-যযাতি
নামক দুই সংস্কৃত গ্রন্থ অঙ্ক লক্ষণাক্রান্ত। বীথ্য ভাণের ভায়
লক্ষণাক্রান্ত, এবং এক অঙ্কে প্রথিত। কিন্তু দশরূপকের
মতানুসারে দুই অঙ্ক থাকিতে পারে। গ্রহসন্দ হস্তরসপ্রধান
দ্বিপু (জি) দু-বিদ্যায় কীর্ণ করিতে হয়, বেণু সমাজের
কুরীতি সংশোধন ও রহস্যজনক বিবরণ বর্ণনা করা ইহার
মুখ্য উদ্দেশ্য, নাট্যোন্নিধিত ব্যক্তিগণ রাজা, রাজপারিষদ,
ধূর্ত, উদাসীন, ভৃত্য এবং বেণু। ইহার মধ্যে নীচ জাতীয়
পুরুষগণ জীলোকের ভায় প্রাকৃত, ভায়র কথোপকথন
করিবে। হস্তাণব, কোতুকসর্বস্ব এবং ধূর্তসমাগমি প্রভৃতি
সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ। "নাটিকা বা প্রকরণিকা প্রায় একপ্রকার,
শৃঙ্গার রস ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। রত্নাবলী প্রভৃতি
নাটিকা। জ্যোৎস্না ১৭১৮ বা ১৯ অঙ্কে সম্পূর্ণ, পার্শ্ব ও স্বর্গীয়
বিষয় ইহার প্রধান বর্ণনীয়। বিক্রমোর্কশী প্রভৃতি জ্যোৎস্না।
গোষ্ঠী এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নাট্যপ্রদর্শক ব্যক্তি ২১০
জন পুরুষ, এবং ৫০০ জন স্ত্রী। রৈবতমদনিকা গোষ্ঠী লক্ষণা-

ক্রান্ত। সটকে একটি আশ্রয় গল্প আদ্যোপাশ্রয় প্রাকৃত
ভায়র বর্ণিত থাকিবে। কর্ণরমজরী এই লক্ষণাক্রান্ত।
নাট্যরাসক—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং বর্ণিতব্য বিষয় প্রেম
ও কোতুক। ইহার আদ্যোপাশ্রয় অভিনয়কালে নৃত্য ও
সঙ্গীত সহ সম্পন্ন করিতে হয়। নর্দবতী ও বিলাসবতী
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ নাট্যরাসক লক্ষণাক্রান্ত। গ্রন্থান
নাট্যরাসকের সদৃশ, কিন্তু ইহার নাট্যোন্নিধিত ব্যক্তিগণ
অতীব নীচ জাতীয়। ইহাও তান গর শর সংযুক্ত নৃত্যগীতে
পরিপূর্ণ এবং দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ। উজ্জাণ্য এক অঙ্কে প্রথিত,
প্রেম ও হান্ত ইহার প্রধান বর্ণনীয়। পৌরাণিক এবং
নাট্যবিষয়ক কথোপকথন মধ্যে সঙ্গীত গের। দেবীমহাদেব
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভূক্ত। কাব্যপ্রেমবিষয়ক বর্ণনে
এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও কবিতা
থাকিবে। গায়বোধয় প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রেক্ষণ
বীররস প্রধান এবং এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক নীচ
জাতীয়। বালিবধ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রেক্ষণ বলা
প্রসিদ্ধ। রাসক—হস্তরস উজ্জীক উপরূপক এবং ইহা এক
অঙ্কে সমাপ্ত, ইহার পঞ্চব্যক্তি মাত্র অভিনেতা। নায়ক নায়িকা
উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি, নায়ক মূর্খ এবং নায়িকা বুদ্ধিমতী হইবে।
মেনকাহিত একখানি রাসক। সংলাপক ১৭১০ বা ৪
অঙ্কে সম্পূর্ণ, ইহার নায়ক প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী,
ইহার অধিকাংশেই যুদ্ধ বর্ণন। মারাকাপালিক নায়ক
সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভূক্ত। জীগদিত—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ,
ইহার নায়িকা স্ত্রী, এবং ইহাতে অধিকাংশ স্ত্রীত থাকে।
ক্রীড়ারসাতল (সংস্কৃত) একখানি জীগদিত। শিরক—
চারি অঙ্ক যুক্ত, শশান ইহার রঙ্গস্থল, নায়ক ভ্রাতৃ,
প্রতিনায়ক চণ্ডাল, ইন্দ্রকাল ও আশ্রয় ঘটনা বর্ণন করাই
শিরকের উদ্দেশ্য। কনকাবতীমাধব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই
শ্রেণীভূক্ত। বিলাসিকা এক অঙ্কে প্রথিত, প্রেম এবং কোতুক
ইহার বর্ণনীয়। হৃদয়লিকা হস্তরস প্রধান উপরূপক
ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিন্দুমতী এই শ্রেণীভূক্ত। প্রকর
নিকা নাটিকার ভায়। হস্তাণ—ইহাতে আদ্যোপাশ্রয় সঙ্গীত ও
নৃত্য হইয়া থাকে। আভ্যনাল ইহাকে 'অপেরা' বলা যাইতে
পারে। ইহা এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, একজন পুরুষ এবং ১১
জন জীলোক দ্বারা ইহা অভিনীত হয়। একলিরবরতক
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ এই শ্রেণীভূক্ত। ভাগিকা এক অঙ্কে
সম্পূর্ণ এবং ইহা হান্ত রসময়। কামদত্তা (সংস্কৃত) ভাগিকা
লক্ষণাক্রান্ত।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যসমূহে এই সকল লক্ষণ পরিচি

থাকিত। নাটক রচনার ভাবাদিরও বিশেষ নিয়ম ছিল, নাটক শুধু ও গভীরে বিভক্ত। নাট্যোন্নিবিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে নান্দী, বিদ্বক, হুজুয়ার, শারিগাণিক ও নট নটীর উল্লেখ থাকিবে। পুরুষগণের ভাবা সংস্কৃত, এবং জীলোক-দিগের প্রাকৃত ভাবার কথোপকথন হওয়া আবশ্যিক। এই সকল বিষয় সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে। উচ্চপদস্থ গণিতদিগের বক্তব্য ভাবা সংস্কৃত। এইরূপ জীলোক-দিগের সম্বন্ধে সৌরসেনী এবং গাণা সম্পর্কে মহারাজী ভাবা প্রযুক্ত হইবে। রাজান্তঃপুরচারী, জনগণের ভাবা মাগধী। রাজপুত্র ও রাজপরিচারক এক শ্রেণীদিগের সম্পর্কে অর্দ্ধ-মাগধী। বিদ্বকের প্রাচ্য, ও ধর্মের অবজ্ঞিকা। বোকা এবং নাগর প্রভৃতির পক্ষে দাক্ষিণাত্য ভাবা প্রয়োগ করা উচিত। শকার, প্রভৃতি অন্ত্যক জাতির পক্ষে শকারী, বাল্লীকের বাল্লীকী, জাবিড়ের জাবিড়ী, জাতীর জৌয়ের জাতারী, পল্লবের ও. তৎসদৃশ জাতিতে চাণালী রীতির ভাবা ব্যবহার্য। কাঠ বা তৃণপর্ণাদিকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে জাতারী বা চাণালী এবং অজ্ঞানকারক নীচ ব্যবসারিগণেরও ঐ ভাবা প্রায়। কুৎসিতব্যক্তি মূর্খদিগের পক্ষে পৈশাচী এবং উচ্চ পদাধিকার চেষ্টা ও চেষ্টাদিগের পক্ষে শৌরসেনী। বালুক, উন্নত, বণ্ড ও আর্জ, ব্যক্তিদিগের শৌরসেনী এবং স্থল বিশেষে সংস্কৃত ব্যবহার করাও কর্তব্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দরিদ্র তিন প্রভৃতির প্রাকৃত ভাবা প্রয়োগ করা আবশ্যিক। উত্তম-শয় ব্যক্তি, কঁপটসন্ন্যাসী প্রভৃতি, দেবী, মন্ত্রিকজ্ঞা ও বেষ্ঠা এই সকল ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃত ভাবা শোভনীয়। অস্ত্রপ্রকার হইলেও তাহাতে দোষাবহ হইত না। জী, সখী, বালক, ধর্ম, বেষ্ঠা, এবং অঙ্গরাদিগের ভাবা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে। (সাহিত্যদ)। বাল্যাদি ভাবার এইরূপ দৃষ্টকাব্যের কোন বাধাবোধ নিম্নম নাই। কেবল নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সর্বাঙ্গীন দৃষ্টকাব্যের নাটক লক্ষণাক্রান্ত নহে। [এই সকল দৃষ্টকাব্যের বিশেষ বিবরণ নাটক এবং তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দৃশ্যাদৃশ্য (জি) দৃষ্টক অর্দ্ধক বন্দন। দৃষ্ট ও অর্দ্ধদৃষ্ট।

“অষ্টাদশশতাব্দ্যন্তা দৃষ্টাংশাঃ বোদয়াস্তিঃ।”

বিভজ্যাক্ষাঃ ক্ষেত্রানৈনৈদৃষ্টাদৃষ্টতাপ বা ॥” (সূর্যাসি)

দৃশ্যাদৃশ্য (জী) ১ কোন অংশে দৃষ্ট চক্রে এবং কোন অংশে

• অদৃষ্টচক্রে, সিনীবানী, ইহাতে কোন অংশে চক্রে দেখা যায় না। ২ তদন্তিমানী দেবতাত্ত্বিক। ইনি অজিতর তৃতীয়া কল্প।

“বাং কপর্জিতান্ধহৃতাংহৃতেতি দেহিনঃ।”

তদ্ব্যাপ্ত্য সিনীবানী তৃতীয়াইজিরসঃ স্ততা ॥” (ভারত ৩২১ অঃ)
দৃশ্য (জি) দৃষ্ট-নকপি। দর্শক।

“অনাকৃত্য বিবরৈ বিজ্ঞানং পারদৃশনঃ।” (রত্ন ১ সর্গঃ)

দৃশ্যসার (কী) দৃশনঃ পাবাণ্ড সারইব সারো যত। সুভারস।

দৃশ্য (জী) দীর্ঘতে অসৌহৃতি দৃ-অদি-বুগ্ হ্রস্বচ (দৃগাতে :
বুগ্ হ্রস্বচ। উৎ ১১৩১) পাবাণ, শিলা, পেণশিলা।

“তত্র বক্তং দৃশদিতরণজীসম্বন্ধেহমোলোঃ।”

শব্দং সিদ্ধকরণচিতবলিঃ তক্তিনত্রঃ পরীরাঃ।” (মেঘদূত ৫৭)

দৃশদিদ্যাক (পুং) মাঘঃ শুক্লেন দীর্ঘতে কন দৃশদি পেণশ, ব্যবহারে রাজে দেয়ঃ মাঘকঃ অলুক্ সমাসঃ। পেণশ ব্যবহারে রাজদেয় মাঘরূপ কর।

দৃশ্যৎ (জি) দৃশনঃ সত্যস্মিন্ তুমা মত্প মত বঃ। ১ দৃশদ্যুক্ত, শিলায়ুক্ত। (পুং) ২ পুণ্ডেদ। (ভারত ১১৫ অঃ)

দৃশ্যতী (জী) দৃশৎ জিয়াং তীর্ষ। নদীভেদ, সরস্বতী ও দৃশতী এই দুইটা দেবনদী, এই দুই নদীর মধ্যস্থান ব্রহ্মাবর্ত নামে প্রসিদ্ধ।

“সরস্বতী দৃশত্যাংদেবনদ্যাংবিন্দিতঃ।

তং দেবনির্ধিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥” (মহু ২১৭)

ব্রহ্মক্ষেত্রে এই নদী প্রবাহিত। ঋকুসংহিতা হইতে এই নদী পুণ্যসলিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতে এই নদী মহাতীর্থরূপে গণ্য।

মুসলমান ইতিহাসে ইহা “বাঘর” নামে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার বর্তমান নাম “রাঙ্গি।” খানবশের ১৭ মাইল দক্ষিণে প্রান্তরময় গর্ভে এই নদী প্রবাহিত হইতেছে। [ব্রহ্মক্ষেত্র দেখ।]

২ বিশ্বামিত্রের পরীতেদ। (হরিবং ২৭ অঃ)

দৃষ্ট (জি) দৃষ্ট-কর্ণপি ক্ত। ১ দর্শনকর্ণ বিলোকিত।

“দৃষ্টদোষোহপি বিবরে মম্বাক্ষষ্টচেননঃ।” (দেবীমাং)

২ জ্ঞাতমাত্র।

“দৃষ্টাশ্রয়িকবিবরবিতৃক্ষতবশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যঃ।”

(পাতঃ দং ১১৫)

দৃষ্টবিবর ও আশ্রয়িক অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত বিষয় যুগপৎ উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিম্পূহ হইলে বশীকার সংজ্ঞা নামে বৈরাগ্য জন্মে। বাহ্যদোষাৎ, তাহার নাম দৃষ্ট। জী, অন্ন, পান, উপলপন প্রভৃতি বর্তমান ভোগসাধন বস্ত সকলই দৃষ্ট। বাহ্য বিন্দুমাত্রও প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহা সকলই দৃষ্ট পদবাচ্য। তাৎপর্য্য। ৩ দর্শন। ৪ রাজাদিগের স্বরাষ্ট্রস্থিত চৌরাদির ভয়। ৫ পররাষ্ট্রস্থিত দাহবিলোপাদির ভয়। (কী) ৬ সাক্ষ্যকার।

“দৃষ্টমহমানমাপবচনং চ সর্বপ্রমাণসিদ্ধান্তঃ ত্রিবিধঃ
প্রমাণমিষ্টঃ।” (সাংখ্যকারিকা)

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনপ্রকার—দৃষ্ট, অজ্ঞান ও আশ্রয়বচন।
তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নাম দৃষ্ট প্রমাণ, এই প্রমাণ
সর্বশ্রেষ্ঠ। বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে আর কোন প্রকার
সন্দেহ থাকে না। এই অস্ত্র দৃষ্ট প্রমাণ সর্বশ্রেষ্ঠ।
ইন্দ্রিয়ের সহিত বাস্তববস্তুর সংযোগের অব্যবহিত পরেই যে
তৎসম্বন্ধ বস্তুর স্বরূপবোধকরূতি জন্মে, তাহারই নাম দৃষ্ট
বা প্রত্যক্ষ। [বিশেষ বিবরণ প্রমাণ শব্দে দেখ।]

দৃষ্টকর্মান (ত্রি) যাহা কার্য্য দৃষ্ট বা পরীক্ষিত হইয়াছে।

দৃষ্টকূট (স্ত্রী) প্রহেলিকা, হেয়ালির দৃষ্ট প্রস্তর।

দৃষ্টত্ব (স্ত্রী) দৃষ্টত্ব ভাবঃ দৃষ্টভাবে ত্ব। দৃষ্টের ভাব, দর্শনহেতু।

দৃষ্টদোষ (ত্রি) দৃষ্টো দোষঃ রাগসোভাদিষত্ব। জ্ঞাতরাগ-
লোভদোষাদিয়ুক্ত; যে ব্যক্তির রাগ লোভ প্রভৃতি দোষ
সকল দেখা গিয়াছে, তাহাকে দৃষ্টদোষ কহে। এবং ভূত-
ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে পারা যায় না। মানিলেও তাহা গ্রাহ্য
হইবে না।

“ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্যান ব্যাখ্যাতান দৃষিতাঃ।” (মহু ৭।৩৪)

দৃষ্টো দোষা মিথ্যাজ্ঞানজন্তু ভাসনা যত্র। ২ জ্ঞাত-মিথ্যা-
জ্ঞানজন্তু বাসনায়ুক্ত বিষয়।

“দৃষ্টদোষেষুপি বিষয়ে মমত্বাক্ষট্টেতনঃ।” (দেবীমাং)

দৃষ্টো জ্ঞাতো দোষো যেন। ৩ ছিদ্ৰাবলোকক রিপু, যে
শত্রু দোষ দেখিয়াছে।

দৃষ্টনষ্ট (ত্রি) দৃষ্টঃ সন্ নষ্টঃ। দর্শন মাৎরেই নষ্ট, যাহা দেখি-
লেই নষ্ট হইয়া যায়। “বিদ্যাৎপুঞ্জাবিবগণৌ দৃষ্টনষ্টৌ বভূবুঃ।”

(কথাসরিৎসাগর ১।৬২)

দৃষ্টপৃষ্ঠ (ত্রি) দৃষ্টঃ প্রতিষোধৈঃ পৃষ্ঠং যত্র। পলায়মান, যুদ্ধ-
কাপে পলায়ন করিলে শত্রুগণ পৃষ্ঠ অবলোকন করে, এইজন্ত
দৃষ্টপৃষ্ঠ অর্থে পলায়ন।

দৃষ্টপ্রত্যয় (ত্রি) দৃষ্টেন দর্শনেন প্রত্যয়ঃ বিবাসো যত্র।
দর্শনের দ্বারা কৃত দৃঢ়নিশ্চয়।

দৃষ্টরজস্ (স্ত্রী) দৃষ্টং রজঃ আর্ভবং যয়া। ১ দৃষ্ট রজস্বানারী,
যে নারীর রজঃ দৃষ্ট হইয়াছে। ২ তদুপলক্ষিতা প্রোচাঃ স্ত্রী।

দৃষ্টবীৰ্য্য (ত্রি) দৃষ্টং বীৰ্য্যং যেন। দৃষ্ট বল, যাহার বল দেখা
বা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

দৃষ্টসার (ত্রি) দৃষ্টঃ সারো যেন। দৃষ্ট বল।

“গজেন্দ্রো দৃষ্টসারেন গজেন্দ্রেন ব বধ্যতে ॥” (কাম-নীতি ৮।৬৭)

দৃষ্টাদৃষ্ট (ত্রি) ১ যাহা দেখিবার নয়, তাহা ২ যে দেখিয়াছে।
২ দেখা ও অদেখা।

দৃষ্টান্ত (পুং) দৃষ্টঃ অন্তঃ দিশ্চক্ষুরে যদ্বিন্ ১ উদাহরণ,
কোন বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য বা প্রমাণিত
করিবার জন্য অন্ত কোন পরীক্ষিত বিষয়ের উল্লেখ।

“তৃপ্তিযোগঃ পরেণাপি মহিমা ন মহ্যমানাঃ।

পূর্ণশ্রোত্রোদরাকাজী দৃষ্টান্তোহজ মহারবঃ ॥”

(শিতপালবধ ২।৩১)

২ শাস্ত্র। ৩ মরণ। ৪ অর্থালঙ্কারবিশেষ, ইহার লক্ষণ

সাহিত্যদর্পণে এইরূপ লিখিত আছে—

“দৃষ্টান্তস্ত সধর্ম্মত বক্তনঃ প্রতিবিষয়ত্বং ॥” (সাহিত্যদ ১০।১৮)

সমান ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর প্রতিবিষয়নের নাম দৃষ্টান্ত; যেহেতু
দুইটা বিষয় সমান ধর্ম্মাবলম্বী হইবে এবং এই দুইটা বিষয়ের
প্রতিবিষয়ন প্রাণিধানগম্য সাম্যত্ব হইবে অর্থাৎ দুইটা বিষয়ের
সমতা প্রাণিধান করিলেই বোধ হইবে, সেই হলে দৃষ্টান্তালঙ্কার
হইবে। ইহা সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য হইবে।

উদাহরণ

“অবিদিতগুণাপি সংকবিভগিতিঃ কর্ণেযু বমতি মধুধারাং।

অনধিগতপরিমলাপি হি হরতি দৃশঃ মালতীমালা ॥”

(সাহিত্যদ ১০ পৃ)

সংকবিদিগের বাণীর শুণ না জানিলেও অর্থাৎ অর্থাৎ
অবগত না হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে, যেহেতু মালতী-
পুষ্পের মালার গন্ধ পরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্রকে হরণ
করে। এই হলে কর্ণে মধুধারা বমন ও নেত্রহরণ এই দুই-
টির শব্দ ঠিক একরূপ নহে, কিন্তু একটু প্রাণিধান করিয়া
দেখিলেও এ দুইয়ের সাম্যতা স্পষ্টরূপে বুঝাইবে ১ এইহলে
দুইটা বিষয় একটা সংকবিভগিতি ও দ্বিতীয় মালতীমালা।
সংকবিভগিতির হলে ‘অবিদিতগুণা’ শুণ অর্থাৎ অর্থাৎ
দোষ না হইলেও কর্ণে মধুধারাবর্ষণ, দ্বিতীয় মালতীমালা এই
পদে ‘অনধিগতপরিমলা’ গন্ধপরিজ্ঞাত না হইলেও নেত্র
হরণ এই দুই বিষয়ের সমতা একরূপে না হইয়া প্রাণিধান
অর্থাৎ একটু মনোবোগপূর্বক দেখিলে এই দুইটা বিষয়
এক তাহার ‘সাদৃশ্যবোধ’ হইল, এইজন্ত এইহলে দৃষ্টান্ত
অলঙ্কার হইল। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বৈপরীত্য এই
অলঙ্কার হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণ সাধর্ম্ম্য দ্বারা হইল।
বৈধর্ম্ম্যের উদাহরণ

“অসি দৃষ্টে কুরঙ্গাখ্যাঃ প্রসংকে মদনবাধা।

দৃষ্টাহরণভাষিকো মানিঃ কুহুদসংহতে ॥”

(সাহিত্যদ ১০ পরিঃ)

ভুমি দৃষ্ট হইলে কুরঙ্গাখ্যার মদন বাধা দূর হয়। ইদৃ

উদিত না হইলে কুহুদসংহতির মানি দেখা যায়। এইহলে এই

দুইয়ের বৈপরীত্য ভাবে সমতা হওয়ার দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। এই স্লোকে, কুরদাকীর মদন বাধা নাশ এবং কুন্দসংহতির গ্রানি দর্শন, একের হুঃখ নাশ, অপরের হুঃখ দর্শন এই দুই পদের বৈপরীত্য ভাবে প্রতিপাদন দ্বারা সমতা হওয়ার দৃষ্টান্তালঙ্কার হইল। দৃষ্টান্ত ও প্রতিবস্তুপমা প্রায় একরূপ, কেবল এইমাত্র পৃথক্, যে স্থলে একটা ক্রিয়ার পৃথক্ নির্দেশ হইবে, সেই স্থলে প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার হইবে। [প্রতিবস্তুপমা দেখ।]

৫ গোতমসূত্রোক্ত বোড়শ পদার্থের মধ্যে পদার্থ-ভেদ। “লৌকিক পরীক্ষাকাণ্ডঃ স্মরণার্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ” (গোতমসূত্র)। প্রকৃত বিষয়ের দৃষ্টান্তকরণার্থে যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপস্থাপন করা যায়, সেই স্থলে দৃষ্টান্ত কহে। যথা এই পর্বতে বহি আছে, যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই বহি থাকে, যেমন রজনশালা। এ স্থলে যেমন রজনশালা এই অংশটিকে দৃষ্টান্ত কহে।

দৃষ্টান্তিত (ত্রি) দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত।

দৃষ্টার্থ (ত্রি) দৃষ্টে অর্থো যেন। ১ যৎ কর্তৃক অর্থ দৃষ্ট হইয়াছে, যিনি অর্থ অবলোকন করিয়াছেন।

“স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টার্থঃ কারণৈশ্চ মহাশুভৈঃ।

ঋষিবৈকান্ধিঃ হুমানভবঃ প্রীতিমান্ পুনঃ” (রামাং ৫ঃ১২ঃ৫)

২ যাহার অর্থ স্পষ্ট।

দৃষ্টি (স্ত্রী) দৃশ্-ভাবে ক্‌ত্বিন্। ১ দর্শন, চাক্ষুব জ্ঞান। ২ জ্ঞান মাত্র। “বিসিত বন্ধকারগন্ত দৃষ্টা তরুণং” (সাম্বাং ১)

৩ প্রকাশ। পশুত্যাগেন দৃশ-করণে ক্‌ত্বিন্। ৪ চক্ষু।

“দৃষ্টা দৃষ্টিমধো দদাতি কুরুতে নাল্পমানভাবিতা”

(সাহিত্যাদি ৩ঃ৬৮)

দৃষ্টিকুণ্ড (ত্রি) দৃষ্টিং করোতি কৃ-কিপ্, তুগাণ্মশ্চ। ১ দর্শক। (স্ত্রী) ২ স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিকৃত (স্ত্রী) দৃষ্টোদর্শনার কৃতমিব অতীব শোভাকরত্বাৎ তথাৎ। স্থলপদ্ম।

দৃষ্টিক্লেপ (পুং) দৃষ্টেঃ ক্লেপঃ। দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিগত (পুং) দৃষ্টিং গতঃ বিষয়তয়া প্রাপ্তং যত্র তৎ। ১ নেত্রবিষয়। ২ নেত্রগত রোগ ভেদ।

দৃষ্টিগুণ (পুং) দৃষ্টাঃ গুণ্যতে অভ্যন্ততে যত্র গুণ অভ্যাসে অচ বা ঘঞ। ১ বাগ্‌দিলক্ষ্য। ২ নেত্রগুণ।

দৃষ্টিগুরু (পুং) শিব।

দৃষ্টিগোচর (পুং) দৃষ্টেগোচরঃ। নেত্রগোচর। দৃষ্টিপথ যথাবর্তী যাহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়।

দৃষ্টিনিপাত (পুং) দৃষ্টেনিপাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্লেপ, দৃষ্টিপাত।

দৃষ্টিপ (পুং) দৃষ্টিং শিবিতি পা-ক। দেবগণভেদ।

“আভ্যাহুঃ গন্ধপা দৃষ্টিপাশ্চ” (ভারত অমৃ ১৮ অঃ)

দৃষ্টিপথ (পুং) দৃষ্টেঃ পথঃ। দৃষ্টির পথ, দর্শনপথ।

দৃষ্টিপাত (পুং) দৃষ্টেঃ পাতঃ। দৃষ্টিনিঃক্লেপ, দৃষ্টিনিপাত।

দৃষ্টিফল (স্ত্রী) গ্রহগণ রাশিতে অবস্থান করিয়া অভ্যন্ত রাশিকে অবলোকন করিলে* শুভাশুভাদি যে ফল হয়, তাহাকে দৃষ্টিফল কহে। বৃহজ্জাতকে দৃষ্টিকলের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

যেয রাশিহিত চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, বৃধ দৃষ্টে পণ্ডিত, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজ সদৃশ, শুক্রদৃষ্টে গুণবান্, শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তদ্বর এবং রবিদৃষ্টে ভৃত্য হয়। বৃষ রাশিহিত চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন, বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে চোর, শুক্রদৃষ্টে মাননীয়, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনি দৃষ্টে ধনবান্ এবং রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভৃত্য হয়।

মিথুন রাশিহিত চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শাস্ত্র-ব্যব-সারী, বৃধ দৃষ্টে ক্ষিতিপতি, শুক্রদৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে তদ্ব-হীন, শনিদৃষ্টে তত্ত্বকর্মকারী এবং রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে। কর্কট রাশিহিত চন্দ্র মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যোদ্ধা, বৃধদৃষ্টে কবি, বৃহস্পতি দৃষ্টে পণ্ডিত, শুক্রদৃষ্টে ভূপাল, শনিদৃষ্টে অন্ত্রজীবী ও রবিদৃষ্টে ধনহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জ্যোতিষবেত্তা, শুক্রদৃষ্টে ধনবান্, শুক্রদৃষ্টে নরশ্রেষ্ঠ, শনিদৃষ্টে ক্ষুরকর্মকার, রবিদৃষ্টে নরপালক এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাণিঘাতক হইবে।

বৃশ্চিক রাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যুগল সম্ভানোৎ-পাদক, বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কুজাঙ্গ, শুক্রদৃষ্টে বস্ত্রের রাগকর্তা, শনিদৃষ্টে অলহীন, রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনহীন এবং মঙ্গল দৃষ্টে ভূপাল হয়।

ধনুরাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতিগণের অনাথ, বৃহস্পতি দৃষ্টে ক্ষিতিনাথ, শুক্রদৃষ্টে জনগণের আশ্রয়-স্থল এবং শনি রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দান্তিক ও শঠ হয়।

মকর রাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজাধিরাজ, বৃহস্পতি দৃষ্টে রাজা, শুক্র দৃষ্টে পণ্ডিত, শনিদৃষ্টে ধনবান্, সূর্য্য-দৃষ্টে দরিদ্র এবং মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতি হইয়া থাকে।

কুম্ভরাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপাল, শুক্রদৃষ্টে রাজতুল্য এবং শুক্র, শনি, রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদ্বীতে আসক্ত হয়।

মীনরাশিহিত চন্দ্র বৃধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উপহাসবেত্তা,

বৃহস্পতি দৃষ্টে নরপাল, শুক্রদৃষ্টে পশ্চিম এবং শনি, রবি ও মঙ্গল এই পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পাপায়া হইয়া থাকে।

মেবাদি দ্বাদশরাশির অর্দ্ধভাগ হোরা নামে বিখ্যাত। সেই হোরা রবি ও চন্দ্রগ্রহের হইয়া থাকে।

স্বর্ষাদি গ্রহগণ স্মীয় স্মীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে হোরায় অবস্থিতি করিবেন, যদি চন্দ্রমা তৎকালে স্মীয় অধিষ্ঠিত মেবাদি দ্বাদশরাশির কোন একরাশিতে স্বর্ষাদি গ্রহের অধিষ্ঠিত হোরাতে থাকিরা ঐ সকল গ্রহগ্রণ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইবে।

মেবাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে রবির হোরাভাগে চন্দ্রমা থাকিরা মেবাদি দ্বাদশ রাশির রবির হোরাভাগস্থিত স্বর্ষাদি গ্রহগ্রণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় শুভকর হয় এবং মেবাদি দ্বাদশ রাশির কোন এক রাশিতে চন্দ্রের হোরাভাগস্থিত স্বর্ষাদি গ্রহগ্রণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও শুভকর হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ রবির হোরাভাগস্থিত গ্রহ দৃষ্টে অন্তত এবং চন্দ্রের হোরাভাগস্থিত চন্দ্র স্বর্ষ্যের হোরাভাগস্থ গ্রহ দৃষ্ট অন্ততকর হয়। অধিপতি শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভ এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মধ্যফল হইয়া থাকে। যদি স্বর্ষাদি গ্রহগ্রণ মিত্রভবন এবং স্বভবন গত হইয়া দৃষ্টি প্রদান করে, তাহা হইলে শুভ হয়। আর শত্রুভবন গত হইয়া দৃষ্টি করিলে অন্তত হয়।

গ্রহগণের দৃষ্টি অনুসারে এই যে ফল উল্লিখিত হইল, এই ফলই লগ্নের ফল হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

যে রাশিতে রাহ থাকে, সেই রাশি হইতে দক্ষিণাবর্ত গণনায় পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং দ্বাদশ রাশিতে রাহর পূর্ণ দৃষ্টি; দ্বিতীয় ও দশম রাশিতে ত্রিগদ দৃষ্টি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে অর্দ্ধদৃষ্টি এবং যে রাশিতে রাহ থাকে, সেই রাশিতে আর একাদশ স্থানে রাহ ও কেতুর দৃষ্টি নাই। এই সকল দৃষ্টি ও গ্রহ বলাবল অনুসারে ফলাফল বিবেচিত হইয়া থাকে। (জ্যোতিষতত্ত্ব *)

* “তৃতীয়ে দশমে চৈব পাদদৃষ্টিকদাকৃত।

অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীর্তিতা।

চতুর্থে চাষ্টমে চৈব পাদোদানপরিবর্তিতা।

সপ্তমে পরিপূর্ণা চ ফলমেবং প্রকল্প্যতে ॥

তৃতীয় দশমাবার্কিঃ পঞ্চম পূর্ণফলপ্রদঃ।

ত্রিকোণগান্ ওদন্তৈব চতুর্থদৃষ্টিমগান্ বুজঃ ॥

পাদৈকদৃষ্টিদশমমুত্তীয়ে ত্রিগদদৃষ্টিনিবপকক তু।

ত্রিগদদৃষ্টিশ্চতুর্থকৈ তু সম্পূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে স্তাৎ ॥

সুতমদনবাস্তো পূর্ণদৃষ্টিঃ স্বরারে যুগল দশমরাসৌ দৃষ্টিমাত্রঃ ত্রিগদঃ।

সহস্ররিপু চতুর্থে চাষ্টমে চাষ্টদৃষ্টিঃ দ্বিতিভবনমুপাত্য নৈব দৃষ্ট্যং হি রাহোঃ ॥

দৃষ্টিবন্ধু (পুং) দৃষ্টেন্নেত্রস্ত বহুরিষ সাদৃশ্যপাদনাৎ। খ্যোত।
দৃষ্টিমৎ (ত্রি) দৃষ্টি বিদ্যাতে অত দৃষ্টি-মত্প। দৃষ্টিবন্ধু, দর্শন-
বিশিষ্ট। “অয়েররপোব মেবেতি দৃষ্টং দৃষ্টিমত্যাং বরৈঃ।”

(কামরূপ)

দৃষ্টিবাদ (পুং) জৈনদিগের পঞ্চাশক বাদসম্বলিত জ্ঞান ভেদ।
“দৃষ্টিবাদো দ্বাদশাঙ্গী ত্রাশনিপিটকাধর্য।”

পরিকল্প্যমহাপূর্ণাভ্যুপেক্ষগত চুল্লিকাঃ পঞ্চ।

স্বাদৃষ্টিরাদভেদাঃ পূর্ণাণি চতুর্দশাণি পূর্ণগতে ॥

(হেমচন্দ্র ২।১৬৬০)

জৈনদিগের ১২ ধ্যানি অঙ্গের মধ্যে দ্বাদশ দৃষ্টিবাদ।
ইহাতে ক্রিয়াবাদীদিগের মত বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হই-
রাছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্যসকলকীর্তিতত্ত্বার্থান্বারদীপকে
লিখিত আছে—

“অস্তিৎ দৃষ্টিবাদাং ক্রিয়াবাদানিহুচকং।

চন্দ্রভাষ্যবিত্ত্বাদ্যো যত্যাং প্রোক্তা জিনাধিপৈঃ ॥ ১৫

চন্দ্রপ্রজপ্তিসংজ্ঞা সা চন্দ্রগত্যাদিহুচিকা।

ষট্টিংশলক্ষকৃৎপঞ্চসহস্রপদপশ্চিতা ॥ ১৬

লক্ষাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রীণীতি পদসংখ্যাকা।

স্বর্ষাতাযুঃপরীবারচারকৈত্রাদিশম্পদাম্ ॥ ১৭

সম্যাক্রপিকা স্বর্ষাপ্রজপ্তিকচ্যতে বৃথৈঃ।

পঞ্চবিংশৎসহস্রত্রিলক্ষসংপদসম্বিতা ॥ ১৮

জঘ্বীপকুলাত্রীণাং ভোগভূমীতরায়ানাং।

পৃথক প্রক্রপিকা জঘ্বীপপ্রজপ্তিরচ্যতে ॥ ১৯

স্তাৎ ষট্টিংশৎসহস্রবিপক্ষাশলক্ষসংপদা।

অসংখ্যবীপবানীনাং তির্ঘ্যাক্ষিত্যাদিত্ত্বতাম্ ॥ ২০

সম্যাকপ্রক্রপিকা বীপবাক্ষিপ্রজপ্তিক্রম্য।

লক্ষাশ্চতুর্দশীতিঃ ষট্টিংশৎসহস্রসংযুতা ॥ ২১

ইতি সংখ্যাক্ষিতা ব্যাখ্যাপ্রজপ্তিঃ প্রতাপাদিকা।

ষড়্ভ্রব্যালক্ষণাদীনাং শুণপধ্যায়ভাবগৈঃ ॥ ২২

একা কোটি তথা লক্ষা একাশীতিঃ সহস্রকাঃ।

পক্ষেতি পদসংখ্যাচ্যং পঞ্চাশ পরিবর্তন চ ॥ ২৩

লক্ষ্যগাং কর্তৃত্বোক্ত্যাদিরো বতোদিতা নৃণাং।

তৎসংজ্ঞাং স্তাৎপদং হষ্টাশীতিলক্ষপদপ্রমং ॥ ২৪

স্তাৎ প্রথমাহুযোগং পঞ্চ সহস্রপদপ্রমং।

সত্রিংশটিলক্ষাপ্রকল্পব্রহ্মপদশেকম্ ॥ ২৫

ত্রিদশে স্বর্ষাপ্রজ্ঞা ত্রিকোণে চ বৃহস্পতি।

চতুরশ্রে মহীজন্ত পূর্ণদৃষ্টিঃ প্রকীর্তিতা।

বহ্নানক বিতীয়ক ষট্টিংশাদশস্তথা।

‘বাদশূক ন গন্ততি সর্বত্রএকি কিল গ্রহাঃ’ (জ্যোতিষতত্ত্ব)

- আদ্যমুৎপাদপূর্বে ত্বে কোট্যোপদমানকম্ ।
 জীবদীনঃ কিলোৎপাদব্যয়দ্ব্যাদিসূচকঃ ॥ ১০৬
 অগ্রায়ণীপূর্বে যদবতিলকসংপদং ।
 অজানামগ্রভূতার্থপ্রদানার্থরূপকং ॥ ১০৭
 বীৰ্য্যপ্রবাদপূর্বে সন্ততিলকপদগ্রমং ।
 চক্রিকৈবলিদেবেজ্ঞানীনঃ দ্বীর্ঘাদিশেষকং ॥ ১০৮
 অতিনাস্তিপ্রবাদং ত্বে বটিলকপদগ্রমং ।
 জব্যপকান্তিকারান্তিন্যস্তাদিনরভাবকং ॥ ১০৯
 জ্ঞানপ্রবাদপূর্বে চৈক্যানকোটি পদগ্রমা ।
 পক্ষজ্ঞানজ্ঞানোৎপত্তাধারাদিশেষকম্ ॥ ১১০
 সত্যপ্রবাদপূর্বে বড়গ্রন্থকোটিপদগ্রমং ।
 বাগ্‌শুভিস্থতাসত্যাদীনঃ হৃৎকমজসা ॥ ১১১
 অস্মদপ্রবাদপূর্বে বড়বিশ্বকোটিপদগ্রমং ।
 জীবানাং কর্মকর্তৃত্বতোক্তাদিনিরূপকম্ ॥ ১১২
 এককোটিধিকানীতিলক সংপদমস্মিতম্ ।
 কর্মপ্রাদপূর্বে ত্বে কর্মণ্যং হৃৎকং নৃণাম্ ॥ ১১৩
 বন্ধোবশদমানীনঃ নির্জরানুভবান্নাম্ ।
 চতুর্ভিরধিকানীতিলকসংখ্যাপদগ্রমং ॥ ১১৪
 প্রত্যখ্যানাহ্বয়ঃ পূর্বে প্রত্যখ্যানস্ত ধীমতাং ।
 ত্তান্নাং নিয়মাদিবরূপাণাং চ প্ররূপকম্ ॥ ১১৫
 বিজ্ঞানবাদমেকা কোটীদলকসংপদং ।
 সর্ববিজ্ঞানিমিত্তান্তষ্টানিমিত্তহৃৎকং ॥ ১১৬
 কলাগণনামধেয়ং বড়বিশ্বকোটিপদগ্রমং ।
 সর্ভৈবষ্টিশলাকাপুস্তককলাগণদেশকম্ ॥ ১১৭
 প্রণোবায়ং ভবেৎকোটীনঃ ত্রয়োদশসংপদম্ ।
 প্রাণমাত্রচিকিৎসাদিপ্রতিপাদকমজিনাম্ ॥ ১১৮
 ক্রিয়াবিশালপূর্বে স্ত্রাবকোটিপদগ্রমং ।
 জ্ঞানোপকারসংক্যাং কলাগুণাদিশেষকম্ ॥ ১১৯
 দ্বিষট্‌কোটিগ্রপকাশলকসংপদমানকম্ ।
 তাল্লোকবিন্দুসারথ্যং মোক্ষমার্গাদিসূচকম্ ॥ ১২০
 পকাশনবতিঃ কোট্যো লক্ষাঃ পকাশদেব হি ।
 পক্ষেতি সর্বপূর্বাণাং পদসংখ্যাস্তি পিণ্ডিতা ॥ ১২১
 ১৫ কোটী নব লক্ষাণি নবানীতি সহস্রকাঃ ॥
 ১৬ শতেজ্জৈতি চাক্ষৌকপদসংখ্যাসমধিতা ॥ ১২২
 আত্মা জলগতাভিখ্যা চুল্লিকান্তি নিরূপিকা ।
 জলেষ্ণু গমনস্তম্ভনাদি সরাদিকাশ্রয়ঃ ॥ ১২৩
 এতাবৎ পদসংখ্যা চুল্লিকা স্থলগতাভিখ্যা ।
 ধরাগমনসমস্ততদ্বাদিপ্রতিপাদিকা ॥ ১২৪
 তাবৎ পদগ্রমা মারাগতাভিখ্যা চুল্লিকা স্ততা ।

ইজ্ঞানাদিকৃতানাং সত্ত্ববাদাদিসূচিকা ॥ ১২৫

পূর্বেক পদসংখ্যা চুল্লিকা রূপগতাহ্বয়া ।

নানা ব্যাঘ্বেতরূপাদি কর্তৃবিভাদিশেষিকা ॥ ১২৬

তৎপ্রায়গ-পদাট্যা চুল্লিকাশগতা স্ততা ।

• আকাশগমনাদীনঃ সত্ত্বতদ্বাদিসূচিকা ॥ ১২৭

দশকোটিশ লক্ষাণ্যেকোনিপকাশদেব হি ।

সহস্রাঃ বটচচারিংসংপদসংখ্যোতি চুল্লিকা ॥ ১১৮

অষ্টোত্তরশতকোটিবটিলকসংখ্যাকাঃ ।

বটপকাশং সহস্রাণি পক্ষেতি পদসমিতা ॥ ১২৯

সংখ্যা পিণ্ডিতা প্রোক্ষা ত্রীগণেশৈর্জিনাগমে ।

দৃষ্টিবাদার্থ্য পূর্ভুতাস্তিমিত্ত পক্ষাশ্রয়ঃ ॥ ১৩০

শেষ অঙ্কের নাম দৃষ্টিবাদ । ইহাতে ক্রিয়াবাদী ও অপরা-
 পর বিষয় আছে । উহা ৫ ভাগে বিভক্ত—পঞ্জিকর্ম, সূত্র,
 প্রথমাহুযোগ, পূর্বগত ও চুল্লিকা ।

পরিকর্মের মধ্যে—

১। চক্রপ্রজ্ঞাপ্তি—ইহাতে জিনাধিপ চক্রের শক্তি, গতি,
 আয়ু, বিভূতি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন । ইহার পদ-
 সংখ্যা ৩৬০৫০০০ ।

২। স্বর্ঘ্যপ্রজ্ঞাপ্তি—ইহাতে স্বর্ঘ্যের আয়ু, পরিবার, চায় ও
 ক্ষেত্রাদি-সম্পদ বর্ণিত আছে । ইহার পদসংখ্যা ৫০৩০০০ ।

৩। অধ্বীপপ্রজ্ঞাপ্তি—ইহাতে অধ্বীপের ভোগ, ভূমি ও
 কুলপর্কতাদির বিষয় বর্ণিত আছে । ইহার পদসংখ্যা ৩২৫০০০ ।

৪। বীপবাদিপ্রজ্ঞাপ্তি—ইহাতে অসংখ্য বীপ, সমুদ্র ও
 পর্কতাদির বিষয় বর্ণিত আছে । পদসংখ্যা ৫২৩৬০০০ ।

৫। ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞাপ্তি—ইহাতে ছয় প্রকার জ্বরের
 গুণপর্কাস্ত ও লক্ষ্যাদি বর্ণিত হইয়াছে । পদসংখ্যা ৮৪৩৬০০০ ।

সর্বশুদ্ধ পরিকর্মের পদসংখ্যা ১৮১০৫০০০ ।

সূত্র—মানবের দ্বারা কর্মের কর্তৃত্ব ও তেজাদি যে সমস্ত
 হইয়া থাকে, সূত্রে সেই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে । ইহার
 পদসংখ্যা ৮৮০০০০০ ।

প্রথমাহুযোগ—ইহাতে ৬৩ জন শলাকা-পুস্তকের স্বরূ-
 পাদি নির্ণীত হইয়াছে । পদসংখ্যা ৫০০০ ।

পূর্বগতের মধ্যে—

১। উৎপাদপূর্ক—ইহাতে জীবাদির উৎপত্তি, নাশ ও
 স্থিতির বিষয় বর্ণিত । পদসংখ্যা ১০০০০০০০ ।

২। অগ্রায়ণীপূর্ক—ইহাতে অক্ষসমূহের মুখ্য বিষয়গুলি
 ও মুখ্য তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে । পদসংখ্যা ২৬০০০০০০ ।

৩। বীৰ্য্যপ্রবাদপূর্ক—চক্রী, একবলী ও দেবাদির শক্তি,
 জ্ঞান ও বীৰ্য্যাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে । পদসংখ্যা ১০০০০০০০ ।

৪। অন্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব—ত্রয়োদশপুস্তিকার অন্তিনাস্তি সন্ধে আলোচিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৬০০০০০।

৫। জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব—এই গ্রন্থে পঞ্চজ্ঞান ও ত্রিপ্রকার অজ্ঞান এবং যাহারা জ্ঞানজ্ঞান ধারণ করে, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২২২২২২।

৬। সত্যপ্রবাদপূর্ব—বাগ্‌গুপ্তি অর্থাৎ বাক্‌সংঘম, স্মৃত ও সত্যাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১০০০০০৬।

৭। আয়প্রবাদপূর্ব—এই গ্রন্থে জীবগণের কর্ম, কর্তব্য ও ভোক্তাভি নিরূপিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০।

৮। কর্মপ্রবাদপূর্ব—ইহাতে মানবের কর্ম সন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৮০০০০০০।

৯। প্রত্যাখ্যানপূর্ব—ইহাতে জীবের প্রত্যাখ্যান, ব্রত-নিয়মাদি বৃক্কণ বর্ণিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ৮৪০০০০০।

১০। বিভ্রামুপ্রবাদপূর্ব—ইহাতে সকল বিভ্রামু নিমিত্তাদি অষ্টাঙ্গের বিষয় আছে। পদসংখ্যা ১১০০০০০০।

১১। কলাপপূর্ব—ইহাকে ৬৩শলাকা-পুস্তকের কলাপকর্ম সমূহের বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২৬০০০০০০।

১২। প্রাণাবারপূর্ব—প্রাণাপান চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১৩০০০০০০।

১৩। ক্রিয়াবিশালপূর্ব—ইহাতে হস্ত, অঙ্গকার, সংকাষা, কলা ও গুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ১০০০০০০০।

১৪। লোকবিন্দুসারপূর্ব—ইহাতে মোক্ষমার্গাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১৩৫০০০০০০।

পূর্ববাদের মোট পদসংখ্যা ২৫৫০০০০০০।

চলিকার মধ্যে—

১। জলগতা—এই গ্রন্থে জলে গমন ও মন্ত্রাদিপ্রভাবে জলস্তম্ভনাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৮২২০০০।

২। স্থলগতা—ইহাতে স্থলভ্রমণ ও তন্ত্রমন্ত্রাদি প্রতিলিপিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৮২২০০০।

৩। মাংসগতা—ইহাতে ইন্দ্রজালাদি হেতু মন্ত্রবাদাদি লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ২০৮২২০০০।

৪। রূপগতা—ইহাতে বায়ু, হস্তী প্রভৃতির রূপধারণ করিবার বিদ্যা আছে। পদসংখ্যা ২০৮২২০০০।

৫। আকাশগতা—আকাশ গমন সন্ধে মন্ত্রভাদি বর্ণিত আছে। পদসংখ্যা ২০৮২২০০০।

চলিকার মোট পদসংখ্যা ১০৪২৪০০০।

গণধরগণের বিরচিত এই শেষ অঙ্গের মোট পদসংখ্যা ১০৮৬৮৫৬০০০।

দৃষ্টিবিক্ষেপ (পং) দৃষ্টিভেদকদেশত বিক্ষেপঃ। ১ কটাক-দর্শন। দৃষ্টিবিক্ষেপঃ। ২ দৃষ্টিপাত। ৩ দর্শনানুরার।

দৃষ্টিবিভ্রম (পং) দৃষ্টিবিভ্রমঃ। নেত্রবিশাস ভেদ।

“বিবর্তিতক্রিয়মন্ত শিক্যতে তরাদকামপি দৃষ্টিবিভ্রমঃ।”

(শকুন্তলা)

দৃষ্টিবিজ্ঞান (ক্ৰী) দৃষ্টিবিজ্ঞানঃ। আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিজ্ঞা।

দৃষ্টিবিষ (পং) দৃষ্টিবিষঃ যন্ত। স্পর্শভেদ। জিহ্বা জাতিভাঃ।

“দৃষ্টিবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈঃ পুং ভোগিত্তিরভূতৈঃ” (ভারত ৩২২ জঃ)

‘দৃষ্টিবিষঃ’ ইত্যত্র আর্ষোদীর্ঘঃ।

দৃষ্টিস্থান (ক্ৰী) দৃষ্টিঃ স্থানঃ। গ্রহদিগের অবলোকনস্থান।

ইহার বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ লিখিত আছে—গ্রহ কিংবা জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, তদ্বা হইতে গণনার তৃতীয়ার আর দশম স্থানে সেই গ্রহের একপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম আর নবম রাশিতে অর্ধ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি, এবং সপ্তম রাশিতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি হয়।

ইহাতে বিশেষ এই যে—তৃতীয়ার আর দশম স্থানে শনি গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ এবং অষ্টম রাশিতে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি, এতদ্বির অত্যন্ত স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহগণের দৃষ্টি নাই। গ্রহগণের বলাবল এবং এই সকল দৃষ্টি অনুসারে ন্যূনাধিক বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা যাইবে।

দৃষ্য (ক্ৰী) দৃষ্য, হস্তীর গাজাবরণ।

দেআনৎ (আরবি) নির্ভা, সাধুতা, নম্রতা।

দেআন্দার (পারসী) ধার্মিক, ভায়পয়।

দেআল (পারসী) প্রাচীর।

দেআলতা (দেশজ) ১ অলঙ্কৃতভেদ। ২ সিন্দুর।

দেউটী (দেশজ) প্রদীপ।

দেউড়ী (দেশজ) প্রবেশদ্বার, কটক।

দেউড়ীবালা (পারসী) দ্বারবান, দ্বাররক্ষক।

দেউড়ী বা বার-দেউড়ী, সাগর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ২২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪' পূঃ। সাগর হইতে ৪৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। একসময়ে এখানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ হইল, ডাকাতেয়া আন্দোলন লাগাইয়া এখানকার গৃহাদি পুড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রায় ত্রিশহাজার লোকের মৃত্যু হয় ও বহুসংখ্যক লোক নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। সেই পর্যন্ত লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

দেউল (দেশজ) দেবালয়, মন্দির, মঠ।

দেউলগাঁও রাজ্য, বরারের বুলদানা জেলার অধীন একটি নগর। অক্ষা° ২০° উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° পূঃ। ইহার পূর্বনাম দেবলবাড়ী। জাদোনবংশীর রাজগণ এখানে কুজবাটিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ নাম হয়। নগরের উত্তরে সারি সারি ছোট পাহাড় ও দক্ষিণে আরী নামে একটি ছোট নদী প্রবাহিত। এক সময় নগরের চারিদিকে প্রাচীর ছিল; এখন তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

নগর-নির্মাতা জাদোনবংশের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লখিম জাদোনরাও উত্তর-ভারত হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তাঁহার কন্যা জিজিয়ার সহিত শাহজীর বিবাহ হয়। এই জিজিয়ার গর্ভে মহাবীর শিবাজী জন্ম গ্রহণ করেন।

জাদোনবংশ বঙ্গাবর এখানকার আর ভোগ করিতে ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওর অধীনে ঐক দল আরব-সৈন্য আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়, সেই অবধি জাদোনদিগের সম্পত্তি বৃষ্টি গবর্মেণ্ট ব্যুজেরাপ্ত করিয়া লন। জাদোনদিগের বন্ধে বরারে যে সকল দেবস্থান নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই নগরস্থ বালাজীর মন্দির বিখ্যাত।

কার্তিক মাসে বালাজীর মহোৎসব হয়, সে সময় দেবের উদ্দেশে প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার পূজা দেওয়া হয়। বাহারী দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন, তাহার সকলেই উদর পুরিয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এখানে কার্পাস ও রেশমের ব্যবসাই প্রধান।

দেউলঘাট, বরারের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২০° ৩১' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১০' ৩০" পূঃ। বেণগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্বে দেউলী নাম ছিল। এখানে অনেক হিন্দু দেবমন্দির ছিল, অরঙ্গজেব-প্রেরিত নাসির-উদৌল কর্তৃক সেই সমস্ত বিধ্বস্ত হয়।

দেউলমি (দেশজ) গতবিভবতা, নিঃস্বতা।

দেউলিয়া (দেশজ) গতসর্বস্ব, গতবিভব, নিঃস্ব।

দেউলী (দেশজ) দীপাবলি।

দেওকর্ণ, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে সিপাহীবিদ্রোহ হয়, দেওকর্ণ সেই সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টের ক্রিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। ইহারই চেষ্টা ও যত্নে মথুরার চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এই অক্টোবর, আগ্রা হইতে বাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া মথুরা আক্রমণে আগমন করেন। বিদ্রোহী সেনাপতি দেওকর্ণ বাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বন্দী হন। দেওকর্ণ বন্দী হইলে পর কর্ণেল কটনের সৈন্যদল মথুরার ভিতর দিয়া বিদ্রোহীদিগকে শান্তি দিতে দিতে কাশী পর্য্যন্ত গমন করে। ইহার পর আর মথুরার কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

দেওকলি, রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর দেবগিরি।

[দেবগিরি দেখ।]

দেওকালী, ত্রিহুত জেলার সীতামারীর রাস্তার উপর একটি গ্রাম। এখানে একটি বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ফাস্তমমাসে এই শিবলিঙ্গের মাধায় জল দিবার জন্ত অনেক লোকের সমাগম হয়। সেই সময়ে এখানে একটি মেলা হয়।

দেওগড়, মেবার রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। মেবারের একজন প্রধান সামন্ত এখানে বাস করেন। ৮২ খানি গ্রাম তাঁহার অধীন। নগরের চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০০০ ঘর ও প্রায় সাতহাজার লোকের বসবাস আছে। রাও উপাধিকারী সামন্তের প্রাসাদের চারিপার্শ্বে গড় আছে।

দেওগড়, মধ্যপ্রদেশস্থ ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। পূর্বকালে এখানে গোণ্ড রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখন দেওগড়ে ৫০৬০ ঘর মীথ লোকের বসতি। কিন্তু গ্রামের সম্মিলিত জমলে বহুতর গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি পুষ্করিণী ও কূপ দেখা যায়, সেগুলির জল এখন অব্যবহার্য। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে এবং গ্রাম-সম্মিলিত পর্বতচূড়ার একটি প্রস্তর-নির্মিত গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

দেওগড় (দেবগড়), বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন রত-গিরি জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। দৈর্ঘ্যে ২৬ মাইল ও প্রস্থে গড়ে ৩২ মাইল। উপবিভাগের মধ্যে ১২১ খানি গ্রাম আছে, লোকসংখ্যা ১১২৯০৩। ঐ উপবিভাগের মধ্যে দেবগড় নগরটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি স্থলর বন্দর। এখানে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ঘরাঠা দম্মা অজিরা কর্তৃক এই দুর্গ নির্মিত হয়। অজিরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইমলাক কর্তৃক ধৃত হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খারেনপত্তন হইতে মহকুমা উঠাইয়া এখানে আনা হয়।

দেওগাঁ, উঃ পঃ প্রদেশস্থ আজিমগড় জেলার একটি নগর। লোকসংখ্যা ১২২৩৭৪। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

দেওঘর, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। এখানে একটি মহকুমা ও মিউনিসিপালিটি আছে। আর পাঁচ-হাজার টাকার উপর। বিখ্যাত তীর্থ বৈদ্যনাথ এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। [বৈদ্যনাথ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] দেশাবলী-বিবৃতিমতে, ইহার নাম 'দেবঘর', ইহা বীরভূম প্রদেশের অন্তর্গত।

দেওড়, (দেশজ) ১ বাজির আওরাজ। ২ গুলি নিক্ষেপ।

দেওড়া, পল্লবের বসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ইহার অক্ষা° ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৪' পূঃ। চারিদিকে ঘেষ্টিত ও মধ্যে নানা শতশ্রামলা উর্বরক্ষেত্রযুক্ত। যেখানে যেখানে কৃষি আছে বা শ্রোত চলিয়াছে, সেখানে লোকের বসবাস। এখানকার বাণী নিকটবর্তী পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে সমুদ্রপ্রাসাদে বাস করেন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

দেওদার, গুজরাটের অন্তর্গত একটি অর্ধ স্বাধীন ক্ষত্ররাজ্য। এখানে অধিকাংশই রাজপুত ও কোলীজাতির বাস। পূর্বে এখানে কেবল ডাকাতের আড্ডা ছিল। তাহাদের উৎপাতে নিকটস্থ জনপদ বড়ই উৎপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের যত্নে এখান হইতে ডাকাতেরা পলায়ন করে। সেই অবধি এই রাজ্য ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের রক্ষণাধীন আছে। কিন্তু ব্রীটিশ গবর্নমেন্ট রাজ্যের আভ্যন্তরিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। দেওদার নগর অক্ষা° ২৪° ২' উঃ ও দ্রাঘি° ৭১° ৪৯' পূর্বে অবস্থিত।

দেওনথল, একটি গ্রাম, পল্লবের অন্তর্গত প্রকথ হইতে সিনলা যাইবার পথে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট উচ্চে গগর নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ২' পূঃ। এই স্থানের অবস্থান ও দৃশ্য অতি মনোরম।

ইহারই ১৫ মাইল দূরে দেওনথল নামে আর একটি বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারল অষ্টলিনের সহিত গুর্খাদিগের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরই গুর্খারা ব্রীটিশ গবর্নমেন্টের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়।

দেওয়ান, (আরবী দিবান্) ভারতবর্ষে বড় বড় রাজার মহার যে কার্য্য, ছোট রাজার বা জমিদারের দেওয়ানের কার্য্য তাহাই। পারস্তদেশে দেওয়ান বলিলে আদালত বুঝায়। যে গৃহে আগন্তুক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বসান যায়, তাহাকে দেওয়ানী আম বলে। কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমে স্থচীপত্র সংযুক্ত করিলে তাহাকেও দেওয়ান বলে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে দেওয়ানী আদালত ছিল, তাহাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই রকম মোকদ্দমাই হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি শাহ আলমের নিকট যে বাঙ্গালার দেওয়ানীর সনন্দ প্রাপ্ত হন, সে দেওয়ানীর অর্থ করসংগ্রহ ও বিচারকমতা।

দেওয়ানী আদালত (পারসী) বিচারালয় বিশেষ, এখানে ভূসম্পত্তাদির বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। [দেওয়ানী দেখ।]

দেওয়াল (দেশজ) প্রাচীর।

দেওয়ালী, দীপদান উৎসব। কার্তিকী অমাবস্তার কালী-প্রাচার পূজা হইয়া থাকে, সেইদিন প্রতিগৃহ আলোকমান সম্বিত হয়। বঙ্গদেশে দেওয়ালীর ধুম নাই, বাঙ্গালীরা কার্তিক চতুর্দশীতে ও অমাবস্তার ঘরে ঘরে আলো দি থাকে; বিশেষ আমোদ কিছুই করে না। পশ্চিম প্রদেশে ইহার গোরব দেখা যায়। কৃষ্ণাচতুর্দশী হইতে আর কয়রা তুংপ্রদেশবাসীরা শুক্লাচতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা গৃহাদি আলোকশোভিত করিয়া গীতবাদ্য প্রভৃতি আনন্দ রত থাকে। মহারাষ্ট্র ব্যবসায়ীরা এই দিনে রত্নত বস্ত্রোৎসব লাভ হিসাব করিয়া "নুতন খাতা" আরম্ভ করে প্রবাদ যে ত্রিকল্প এই দিনে নরক দৈত্যকে হত্যা করি ১৬০০ হাজার বন্দীকৃত পরিত্যক্ত উদ্ধার করে মেবারের রাণা এইদিনে তাহা সেইখান মন্ত্রীকে সঙ্গে লই আহ্বান করেন; রাণা একটী চতুর প্রদীপ হাতে লই দাঁড়াইয়া থাকেন এবং মন্ত্রী ও রাণার আত্মীয়বর্গ প্রদীপে তৈল ব্রক্ষণ করিয়া থাকেন। এই দিনে ও ইহ পূর্বদিনে তুলসী প্রভৃতি হাতে লইয়া দেবমন্দির প্রদর্শন করিতে হয়। [দীপাবিহিতা অমাবস্তা দেখ।]

দেওয় (দেশজ) দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দেওয়ালী, একটি আধুনিক রাগ। গান্ধারী, মালতী সরস্বতী যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেওলী, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমের, জয়পুর ও মাবারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি সেনানিবাস। মোটম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রকার সৈন্য অবস্থানের বন্দোবস্ত আছে। হরবর্ষ পলিটিকেল এজেন্ট এই স্থানে অবস্থান করেন।

দেওলী, মধ্যপ্রদেশের বরদা জেলার একটি নগর। এখা তুলা বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুইবার হাট হইয়া থাকে হাটে গোষ্ঠ বিক্রয়ও হয়। লোকসংখ্যা ৫১২৬। এখা চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও পাহানিবাস আছে।

দেওখিহাগ, [দেববেহাগ দেখ।]

দেওশাক, সম্পূর্ণ রাগ। মোল্লার, কানড়া ও শঙ্করাভা যোগে উৎপন্ন।

স্বরগ্রাম। "গ, ম, প, ধ, নি, স, ধ, ঙ" (সঙ্গীতরত্নাকর)

দেথন (দেশজ) দর্শন, অবলোকন।

দেথো (দেশজ) অবলোকন করা, দর্শন করা।

দেথাম (দেশজ) প্রদর্শন।

দেথাদেথি (দেশজ) ১ অমুকরণ। ২ সামনাসামনি।

দেখাশুনা (দেশজ) দর্শন ও শ্রবণ। দেখা সাক্ষাৎ।
দেগাঁ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বরোচ জেলার অধুসহর
উপবিভাগের অধীন একটি পুরাতন বন্দর। নগরটি মুহী-
নদীর উপকূলে, কাশে উপসাগরের ১৮ মাইল দূরত্বের উপরে
অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০। আইন-ই অকবরীতে ইহার
উল্লেখ আছে।

দেড় (দেশজ) অর্ধন্যূন হই, সার্বিক।

দেড়ী (দেশজ) ১ দেড়শ, সার্বিক এক শত। ২ প্রজ্ঞ প্রস্তুত।
(ধনের খোঁসা বাড়িয়া যবীন অর্থে পরিহার করা হয়)।

দেতীড়া (দেশজ) তৃণভেদ।

দেদীপ্যমান (ত্রি) আজলামান, অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট।

দেধান (দেশজ) ধাতুর জ্বালায় পুড়িয়া যাইতে থাই হয়।

দেনদার (পারসী) শ্রমী, অধর্মণ।

দেন্দারী (পারসী) ক্ষণপ্রস্তুত।

দেনা (আরবী) ধণ, ধার, কর্জ।

দেহুয়া (দেশজ) দানে প্রস্তুত।

দেফল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

দেমা (আরবী) অহঙ্কার, হুঁহুতা।

দেমাগিরি, চট্টগ্রাম পার্বত্যপ্রদেশ কর্ণফুলী নদীর একটি
জলপ্রপাত। এই প্রপাতের পরে কর্ণফুলী বহির্ভায়েন
হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দেমাগিরি গ্রামে রবর ও অন্যান্য
বনজ পদার্থ বিক্রয়ার্থ একটি হাট স্থাপিত হয়। হাট উক্ত-
রোস্তর জমকাইয়া উঠিতেছে।

দেমাগির [দিপালপুর দেখ।]

দেয় (ত্রি) দা-কর্মণি যৎ। ১ দাতব্য। দানযোগ্য, দিবার
উপযুক্ত।

“বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দারস্থতানুতে।”

নাথের সতি সর্বস্বং যচ্চাত্তমৈ প্রতিশ্রুতং ॥ (যাক্সবক্য)

দেবী ইসমাইল খাঁ, পঞ্জাবের অধীন একটি জেলা। ইহার
উত্তরে বঙ্গ জেলা, পূর্বে বঙ্গ ও সাপুর, দক্ষিণে দেবীগাজী খাঁ
ও মুজফ্ফরগড় ও পশ্চিমে সুলেমান পাহাড়। এই জেলা
ভারতের শেষ সীমা। ইহা উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল দীর্ঘ,
পূর্বে পশ্চিমে গড়ে ৮০ মাইল।

এখানে হুইটী গড়ের ভূগোলের পাওয়া যায়। তাহা-
দিগকে কাকিরকোট বলে। সম্ভবতঃ গ্রীকরাই এই গড়
নির্মাণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশের বিশেষ
বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে
মালিক সোহরাবের অধীন একদল বলুচী আসিয়া এই স্থানে
বাস করে। ইসমাইল খাঁ ও কত্থা নামে তাঁহার দুই পুত্র

আগন নামে হুইটী নগর স্থাপিত করে। এই বলুচীদিগকে
হটজাতি বলা হয়। এই হটজাতি ৩০০ বৎসর স্বাধীন ভাবে
রাজত্ব করে, পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আকবরশাহ দ্বারা তাহাদিগকে
পরাজিত করিয়া নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ১৭৯২
খৃষ্টাব্দে দ্রাবিড় সিংহাসনাধিকারী শাহ জমাল মহম্মদ খাঁ এক-
জন আকবরকে নবাব খেতাব দিয়া এখানে প্রেরণ করেন।
মহম্মদ খাঁ দেশ অধিকৃত করিয়া মনকেরা নামক স্থানে রাজ-
ধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক
দৌহিত্র সের মহম্মদ খাঁ রাজ্যে অতিবিক্রম হন। রণজিৎ-
সিংহ এই সময়ে দেশজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মনকেরা
অধিকার করিয়া লইলে সের মহম্মদ দেবী ইসমাইল খাঁ নগরে
পলায়ন করেন ও শিখরাজের করদ হইয়া তথায় পঞ্চদশ-
বর্ষকাল রাজত্ব করেন। দেয় কর বাকি পড়িলে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে
নব নেহালসিংহ এদেশ আগন অধিকারভুক্ত করিয়া লন।
পঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবী ইসমাইল খাঁ ইংরাজ রাজত্ব
হইয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ কালে এখানেও
বিদ্রোহের সূচনা দেখা যায়, কিন্তু ভেপুটী কমিশনার কর্ণেল
কক্সের যত্নে সে বিদ্রোহ-অগ্নি জলিবার পূর্বেই নির্বাপিত হয়।

এখানকার লোকসংখ্যা ৪৪১৬৪৯। চাষের সুবিধা
আদৌ নাই। খাল কাটিয়া জল আনিয়া মাটি ভিজাইয়া চাষ
করিতে হয়। গম, বব, জোয়ার, চিনি, তামাক, মক্কা,
মুগ, মসুর, অরহর প্রভৃতি এখানে জন্মিয়া থাকে। দেবী
ইসমাইল খাঁ ও খোরাসানের সহিত বৎসরে দুইবার এখানে
আমদানী ও রপ্তানী চলে। চামড়া, লবণ ও অন্যান্য নানাবিধ
স্বর্থের জিনিষ এখানে আমদানি হয়। এখানে গ্রীষ্মের একোপ
বড় বেলী।

দেবীগাজী খাঁ, পঞ্জাবের দেবীজাত বিভাগের অন্তর্গত একটি
জেলা। ইহার উত্তরসীমা দেবী ইসমাইল খাঁ, পূর্বে সিন্ধু
নদী, দক্ষিণে উত্তর-সিন্ধুর প্রান্তসীমা জেলা এবং পশ্চিমে
সুলেমান পাহাড়। অক্ষা ২৮° ৩৭' হইতে ৩১° ১৫' উঃ এবং
দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫' হইতে ৭০° ৫৯' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য
১৯৮ মাইল, প্রস্থ ২৫ মাইল। মোট ভূগরিমাণ প্রায় ৪৫১৭
বর্গমাইল।

এই জেলা বাসুকামর নিয়ন্ত্রণে সমাচ্ছন্ন। একদিকে
সুলেমান পাহাড় ও অপর দিকে সিন্ধুতট এই স্থান ঘেরিয়া
রাখিয়াছে। পশ্চিমাংশে নতোরত গিরিমালা পাহাড়ের
মালভূমির দিকে বিস্তৃত, ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক স্বাধীন
বলুচী জাতির আশ্রয়স্থান রাখিয়াছে। পাহাড় হইতে
বিস্তৃত জলস্রোত জমির উপর আসিয়া পতিত হয় বটে,

কিন্তু শুক ভূমিতে শীতাই শুকাইয়া যায়। কঁহা ও সজ্বর নদীতে কেবল বারমাস জল থাকে, অস্তঃশীতল স্থানে গ্রীষ্মাগমে নদী বিল প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এ সময়ে বনু-চীরা স্ব স্ব গোমেবাদি লইয়া দূরদেশে পাহাড়ে চলিয়া আসে। তৎকালে কেবল দেড় শত বা দুই শত হাত মাটির নীচে কূপ হইতে জল পাওয়া যায়। এই পশ্চিমাংশে নদীর ধারে অনুমানবশুস্ত নির্জঙ্গ মরুভূমি পড়িয়া আছে। মধ্যে মধ্যে জলকষ্টনিবারণার্থ গবর্মেন্টের ব্যয়ে ৩৮ ফিট গর্ত করিয়া কূপ নির্মিত হইয়াছে। পূর্বাংশে সিদ্ধনদের জল কতকটা ভূমিকে, উর্ধ্বরতা দান করিয়াছে। এই অংশেই অধিকাংশ লোকের বসবাস। অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ জাতি, হিন্দু ও নানাবিধ বনুচী জাতি। এ অঞ্চলে উপবন মধ্যে বিস্তর ধর্মুর বৃক্ষ জন্মে। এখানকার ধর্মুর অতি উৎকৃষ্ট। এখানে বন জঙ্গলে যে কাঠ পাওয়া যায়, তাহা কেবল জালান হইয়া থাকে। চাষবাসের জন্য কএকটা খাল কাটাও হইয়াছে। সজ্বর ও জামপুর তহসীলের অংশ এখানকার লোকের নিকট কালাপাণি নামে খ্যাত। দুইটা নদীতে বার মাস কৃষ্ণনীলাভ জল থাকে, এই জন্ত কালাপাণি নাম হইয়াছে।

এখানকার স্থলমান পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গের নাম এক-ভাই, তাহা প্রায় ৭৪৬২ ফিট উচ্চ, ইহার পরই গন্ধারি নামক শৃঙ্গ। গ্রীষ্মের সময় স্থলমান পাহাড়ের উর্দ্ধভাগ বেশ শীতল থাকে। স্ততরাং যুরোপীয়দিগের পক্ষে অতি মনোরম। এখানে ৯২টি গিরিসঙ্কট আছে, তন্মধ্যে সজ্বর, সবী সর্কার, চাচার, কঁহা ও যোরি প্রধান।

সিদ্ধনদের প্রাবনে জেলার পূর্বাংশে কেমন কোন স্থান ভূরিয়া যায়। যে যে গ্রাম প্রাবিত হয়, তাহাতে পলি পড়িয়া জমির উর্ধ্বরতা ধ্বংস করে। সময়ে সময়ে সিদ্ধনদের ভীষণ প্রাবন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ১৮৩৩ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের প্রাবন সকলেই উল্লেখ করিয়া থাকে। এই সময়ে সিদ্ধনদের জল ২০ ফিট উঠিয়া বটায় ও ক্রোশ ভূমি প্রাবিত করিয়া শায়র উপত্যকা পর্যন্ত প্রাবিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রাবনে দেবগাজী খাঁর সৈন্যবাহিক ভাসিয়া যায়।

খনিজ-স্রবোর মধ্যে এখানকার পাহাড়ে গৌহ, তামা ও সীসক পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট করলাও বাহির হইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে ভটকির উত্তোলিত হয়। পাহাড়ে মূলতানী মাটি নামে একপ্রকার মাটি পাওয়া যায়, তাহাতে ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং তাহা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এখানকার খার নামক গাছ পড়াইয়া সাজী প্রস্তুত করে। সিদ্ধ-প্রাবিত

ভূমিতে যথেষ্ট সুস্বাদু জন্মে। বস্ত্র পত্তর মধ্যে বাঘ, হরিণ, শূকর, বস্ত্র গর্দভ, নানাপ্রকার পক্ষী ও পায়রা দেখা যায়।

ইতিহাস।—পূর্বকালে এই জেলায় কেবল হিন্দুজাতির বসবাস ও হিন্দুরাজত্ব ছিল। জেলায় অনেক নগরেই হিন্দু রাজগণের কীৰ্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়া থাকে। এখানকার হিন্দু রাজগণের মধ্যে বীরবর রসালুর নাম অতি বিখ্যাত।

[রসালু দেখ।]

সজ্বর ও অপরাগর নান্দহানে মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী প্রাচীন কীৰ্ত্তির প্রভুত্ব ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মূলতানের সহিত এই জেলা আরবশিক্রিত মহম্মদ বিন-কাসিমের হস্তগত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই জেলার আর রাজপরিবারগণের বৃত্তি স্বর্ণপ বরাদ্দ ছিল। প্রায় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন নবাবের আত্মীয় সোদী-বংশীয় নাহীরেরা প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁহারা কিন ও সীত-পুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। নাহীরবংশ সমস্ত দেবগাজী বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তবাসী পার্শ্বর্তীয় বনুচীজাতির আক্রমণে তাঁহাদের অধিকার হ্রাস হইতে থাকে। বনুচীদিগের মধ্যে মালিক সোহরাবের নামই প্রথম শুনা যায়। তৎপরে সর্দার হাজী খাঁ প্রবল হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র গাজী খাঁ (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে) আপনার নামানুসারে সছর ও এই জেলার নামকরণ করেন, তদবধি দেবগাজী খাঁ নামই প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে উক্ত বনুচীরা মূলতানরাজের অধীন সামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। ক্রমে আপনাদিগের দলপৃষ্ঠ করিয়া দুই পুরুষ পরে ইহারা দেবগাজীতে স্বাধীন রাজরূপে গণ্য হইলেন। এই বংশীয় ১৮ জন রাজা দেবগাজী শাসন করেন এবং তাঁহারা পর্যায়ক্রমে হাজী ও গাজী খাঁ উপাধি ধারণ করিতেন। অকবরের আধিপত্যকালে গাজী খাঁর বংশ নামমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন। যদিও এই সময় তাঁহাদের রাজ্য জায়গীর স্বরূপ গণ্য হইত এবং কিছু কিছু করিতে হইত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তারে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। দক্ষিণাংশে নাহীরেরা খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মোগল-প্রভুত্ব হ্রাস হইয়া আসিলে, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধনদের পশ্চিম কুলবর্তী প্রদেশ নাদিরশাহী দুরাণির অধীন হয়। এই সময়ের গাজী খাঁ দুরাণির অধীনতা স্বীকার করিয়া পৈতৃক অধিকার নির্দিষ্টভাবে ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী না থাকায় এই জেলা আবার কিছুদিনের জন্য নাম নাই মূলতানেই সামল হয় (প্রায় ১৭৫৮ খৃঃ অব্দ)। এই সময় দিয়ার

কলহোরা রাজগণ এই জেলা আক্রমণ ও জয় করেন, কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মাক্ছুব ওজর নামে আফগানশাহ হুদাশীর অধীনস্থ একজন শাসনকর্তা এই জেলা উদ্ধার করেন। তাঁহার যত্নে এই জেলার নানাহানে ক্ষুণ্ণ ও খাল খনন এবং কৃষিকার্যের সুবন্দোবস্ত হয়। হুদাশী রাজগণের অধীনে এখানে কএক ব্যক্তি যথাক্রমে শাসনকার্য নিৰ্বাহ করেন, তৎপরে বনুচী-জাতির অন্তর্বিদ্বেহে এই স্থান খ্রীষ্ট ও উৎসর হয়।

এ সময় সংস্কারভাবে খালগুলি মজিয়া যায়, কৃষিকর্ম উদ্ধিয়া যায়, প্রজাগণের দুর্দশায় একশের হয়। রণজিতের অত্যাচারকালে এই জেলা লাহোর দরবারের অধীন হয়। সমস্ত পঞ্জাব ব্রীটশ গবর্নমেন্টের শাসনাধীন হইলে এই জেলাও সেই সঙ্গে ব্রীটশাধীন হইল। ব্রীটশ শাসনে জেলার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে।

জেলার মধ্যে পাঁচটা প্রধান সহর আছে,—দেবগাজী থা, দজল, নৌসহরা, যমপুর, রাজনপুর ও মিথনকোট।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর। অক্ষা° ৩০° ৩' উঃ ও দ্রাঘি° ৭০° ৫০' পূঃ। এ সময়ে ইহার ধার দিয়া সিদ্ধ প্রবাহিত হইত, এখন গর্ভ পড়িয়া আছে, প্রোত প্রায় এক কোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। লোকসংখ্যা ২৭৮৮৬, তন্মধ্যে ১১২৪ জন হিন্দু ও ১৫২৬ জন মুসলমান।

১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে গাজী থা মহরানি নামক এক বনুচী এই নগর স্থাপন করেন। সেই পর্যন্ত এই স্থানই নিকটবর্তী জনপদসমূহের শাসনকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। নগরের পূর্বাংশে কস্তুরিমাল চলিয়াছে; তাহার দুইপাশে ঘন আশ্রয় বৃক্ষশোভিত; মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে বিস্তর লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। নগরের উপর এক সমুদ্র বাধ আছে, বস্তা হইতে নগর-রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বাধ প্রস্তুত হয়। পূর্বে যেখানে গাজীখার বাগান ছিল, এখন সেখানে আদালত ও প্রাচীন দুর্গ মধ্যে তহসীলের কাছারী ও পুলিশ কার্যালয় হইয়াছে। এ ছাড়া টাউনহল, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বাজলা, ডাকঘর প্রভৃতি এবং মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি মসজিদ আছে, তন্মধ্যে গাজী থা, আবদুল জব্বার ও চুতখার মসজিদ বিখ্যাত। শিখদিগের আধিপত্যকালে ঐ তিনটা শিখদিগের উপাসনাগৃহরূপে গণ্য হইয়াছে। এ ছাড়া কয়েকটা প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ও দুইজন মুসলমান সাধুর আশ্রান আছে।

এখান হইতে নীল, আক্কে, খেজুর, গম, কার্পাস, কালিন, দ্রুত ও চন্দ্র রপ্তানী হয় এবং তিনি, কাবুলের নানা ফল,

বিলাতী কুঠী কাপড়, খাকু, লবণ ও গরমমসলা আমদান হয়। এক সময়ে এখানে রেশম ও তুলার বিস্তৃত কারবার ছিল, এখন আর নাই। এখানকার বাজারটা মন্দ নয়।

গ্রীষ্মকালে খালের ধারে সপ্তাহে একবার হাট বসে। জেদার প্রায় অধিকাংশ বণিকই এই সহরে বাস করে। শান্তিরক্ষার জন্য এখানকার কৈদার একদল অশ্বারোহী ও দুইদল পদাতিক আছে।

দেবগাজী, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একজন কমিসনরের অধীন একটা বিভাগ। অক্ষা° ২৮° ২৭' হইতে ৪৩° ১৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯° ৩৫' হইতে ৭২° ২' পূঃ পর্যন্ত, সিদ্ধর উপত্যকায় অবস্থিত। দেবদুইসমাইল থা, দেবগাজী থা ও বয়ু এই তিন জেলা ইহার অন্তর্গত। মোট ভূপরিমাণ ১৭৬৮১ বর্গমাইল।

দেবদূন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটা জেলা। লোক-সংখ্যা ১৪৪০৭০। প্রবাদ মতে, দেবদূন মহাদেবের আবাস স্থান কেদারধোলের এক অংশ। রাবণবধ-কথিত পাপের প্রায়-শুদ্ধ করিবার জন্য রাম লক্ষ্মণ এখানে আসিয়া পূজাদি করেন। মহাপ্রস্থান-গমনকালে যুধিষ্ঠিরাদিও এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। নাগবংশীয় বামন নাগাশয পর্কতে কিছুদিন রাজত্ব করেন। হরিপুরের নিকটস্থ বিখ্যাত চালশি শিলার উপর অশোকের একখানি লিপি খোদিত আছে, তাহাতে বোধ হয় এই দেবদূনই এক সময় ভারত ও চীন সাম্রাজ্যের সীমানির্দেশক ছিল। হিউএন্ সিয়াংএর ভারতে আগমনকালে তিনি এখানে কোন নগরই দেখেন নাই। কথিত আছে, একাদশ শতাব্দীতে একদল বজ্জারা এই পথ দিয়া যাইবার সময় এই স্থানের শোভায় মুগ্ধ হইয়া এই বসতিশূন্য ও দৌলসমাগম-শূন্য স্থানে তাহাদের চিরবাসস্থান নিরূপিত করে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ইহার কোন যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তখন দেবদূন গড়বাল রাজ্যের অধীন। শিখগুরু রামরায় [রামরায় দেখ।] পঞ্জাব হইতে তাড়িত হইয়া সম্রাট অরঙ্গজেবের সুপারিস লইয়া গড়বালের রাজার নিকট গমন করেন। রাজা ফতেশা রামরায়কে দেবায় বা গুরুদ্বারে একটা মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন ও তাহার ব্যয়নির্বাহার্থ কিছু সম্পত্তি প্রদান করেন। ফতেশার মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পৌত্র প্রতাপ শা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া সাধারণপুত্রের শাসনকর্তা নাজীবুদ্দৌলা রাজ্যের আত্মসাৎ করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের আরও সমৃদ্ধ হয়। নাজীবের মৃত্যুর পর দেবদূনের অবস্থা বিপর্যয় ঘটে। সীমান্তের আতিসমূহের ক্রমাগত আক্রমণে দেশ দরিদ্র

হইয়া পড়ে। ইত্যবসরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গুৰ্জাৰাতি আসিয়া দেৱাদুন আক্ৰমণ কৰে। ৰাজা পৰ্য্যটন, শা শ্ৰীনগৰ হইতে দুন ও তথা হইতে সাহাৰণপুৰে পলায়ন কৰেন। গুৰ্জাৰাতি দেৱাদুন অধিকাৰ কৰিয়া লয়। গুৰ্জাৰাতিগেৰ শাসন সময়ে দাস-ব্যবসায় চলিতে লাগিল। দেশেৰেৰে অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

গুৰ্জাৰাতিগেৰ ব্যবহাৰে উত্কাৰ হইয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংৰাজ গবৰ্ণমেণ্ট তাহাদিগেৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰেন। দেৱাদুন সহজেই হস্তগত হয়। ক্ৰমে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ইংৰাজ গবৰ্ণমেণ্ট কলিকাতাৰ্গ হস্তগত কৰেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেৱাদুন ইংৰাজ কৰগত হয়।

দেৱাদুন উত্তৰাংশে একটা ত্ৰিকূলেৰ আকাৰে হিমালয়া-ভিত্তিৰে প্ৰস্থান কৰিয়াছে, দক্ষিণে শিবালাক পৰ্ব্বত তাহাকে বেটন কৰিয়া দুইটা বৃহৎ উপত্যকা উৎপাদন কৰিয়াছে। পৰ্ব্বতে দেবদাৰু, ওক প্ৰভৃতি বৃক্ষ আছে। জললে হাতী, ব্যাঘ্ৰ, ভল্লুক, হৰিণ প্ৰভৃতি জন্তু বাস কৰে।

দেৱাদুনেৰ ভূপৰিমাণ ১১৯৩ বৰ্গমাইল। তন্মধ্যে ১০২১ বৰ্গমাইল ভূমি এখনও কৃষিত হয় নাই। ধাতু, তিল, ইক্ষু, গম, বৰ প্ৰভৃতিৰ চাষ হইয়া থাকে। এখান হইতে বড় বড় কাঠ, বাঁশ, চূণ, কয়লা ও চালাতা প্ৰভৃতি ৰপ্তানি হইয়া থাকে।

দেৱানানক, পঞ্জাবৰে গুৰুদাসপুৰ জেলাৰ অন্তৰ্গত বতাল তহনীলেৰ অধীন একটা নগৰ। অক্ষা° ৩২° ২' ১৫" উঃ ও দ্ৰাঘি° ৭৫° ৪' পূঃ। ইয়াবতী (রাবি) নদীৰ ধাৰে ও বতাল সहर হইতে ৬ ক্ৰোশ উত্তৰপশ্চিমে অবস্থিত।

এই নগৰেৰ নিকট অপরদিকে পথোৰিকিগ্ৰামে শিখ-দিগেৰ আদিগুৰু নানক বাস কৰিতেন ও ঐ গ্ৰামে তাঁহাৰ মৃত্যু হয়। তাঁহাৰ বংশধৰ বেদিগণ বৰাবৰ ঐ গ্ৰামেই বাস কৰিতেন, কিন্তু ঐ গ্ৰাম ক্ৰমে ইয়াবতীৰ গৰ্ভশায়ী হইলে বেদিৰা নদী পাৰ হইয়া আসিয়া এক নতুন নগৰ স্থাপন কৰেন এবং তাঁহাদেৰ আদিগুৰু নানকেৰ নামানুসাৰে এই স্থানেৰ দেৱানানক নাম ৰাখেন। তদবধি এই নগৰ শিখদিগেৰেৰ নিকট অতি পবিত্ৰ বলিয়া গণ্য। বুবা নানকেৰ স্মৰণার্থ এখানে একটা স্মৰণ মন্দিৰ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। এখানে নানকেৰ বংশধৰেৰাই প্ৰধান। আৰু অনেক শিখেৰ বাস আছে। হিন্দুৰ সংখ্যা বেশী নয়।

এক সময়ে এখানে প্ৰভুত বাণিজ্য সম্পন্ন হইত; ৰেলপথ হইয়া অবধি ব্যবসায় বড়ই কলিয়া গিয়াছে। তবে এখানকাৰ শাল প্ৰভুতৰেৰ ব্যবসা এখনও অসিদ্ধ। এখানে বিস্তৰ কাৰ্পাস ও চিনি ৰপ্তানী হয়। রাবি নদীৰ জ্বাৰনে

নগৰেৰ বিশেষ অনিষ্ট ঘটাবাৰ সম্ভাবনা, সেই জন্তু বাধা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দিৰ ও নগৰ জ্বৰন গৰ্ভশায়ী হইতে পাৰে, এ আশঙ্কা দূৰ হয় নাই।

এখানে থানা, ইংৰাজী ও দেশীয় ভাষা শিখিবাৰ বিদ্যালয়, ডাকঘৰ, গুৰুদালৰ প্ৰভৃতি আছে।

দেৱাপুৰ, উঃ পঃ প্ৰদেশেৰ কাণপুৰ জেলাৰ অন্তৰ্গত একটা নগৰ ও দেৱাপুৰ তহনীলেৰ সদৰ। সেতুৰ নদীৰ ডানিধাৰে ও কাণপুৰ সহৰ হইতে ১৭ ক্ৰোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তহনীলেৰ কাছাৰী, প্ৰথমশ্ৰেণীৰ থানা, বিদ্যালয়, ডাকঘৰ প্ৰভৃতি আছে। মৰাঠাদিগেৰ শাসনকালে (১৭৫৬-১৭৬২ খৃঃ অঃ) এ প্ৰদেশেৰ শাসনকৰ্ত্তা গোবিন্দৰাৱ পণ্ডিত এখানে একটা স্মৃৎ চূৰ্ণ নিৰ্ম্মাণ কৰেন। নগৰেৰ মধ্যে কডকুদি প্ৰাচীন মসজিদও আছে।

দেৱবন্দ, পঞ্জাবৰে হাজাৰা জেলাৰ অন্তৰ্গত একটা গ্ৰাম। অক্ষা° ৩৪° ১৮' উঃ ও দ্ৰাঘি° ৭২° ৫৫' পূঃ। সিদ্ধনদেৰ বামধাৰে অবস্থিত। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শিখ-সেনাপতি পেরসাহ সৈয়দ আক্ৰমণেৰে পৰাস্ত কৰেন। এখন এই স্থান আমেৰ নবাবেৰ অধীন।

দেব (পুং) দিব-অচ্। ১ অমৰ, সুর। ২ ৰাজা। ৩ নৃপ। ৪ মেঘ। ৫ পাৰদ। ৬ ব্ৰাহ্মণদিগেৰেৰ উপাধিভেদ।

“ততশ্চ নাম কুৰীত পিতৈব দশমেহনি।

দেবপুৰুষঃ নরাধ্যাং হি শৰ্ম্ম বৰ্ম্মাদিসংযুতঃ ॥” (ভবিষ্যপুং)।

পিতা পুত্ৰজননেৰ দশম দিনে দেবপুৰুষ নামকৰণ কৰিবেন।

১ দেবদাৰু। ৮ পূজা। ৯ দীপ্ত। ১০ পাৰদ। ১১ পাৰায়।

“একদেবঃ সৰ্বভূতেষু গুঢ়ঃ” (ঐতি)।

“দীৰ্যতে ক্ৰীড়তে বশ্যাং যোচতে ত্ৰোততে-দিধি।

তস্মাদেব ইতি প্ৰোক্তঃ সূৰ্যতে সৰ্বদৈবতৈঃ ॥” (যোগিষাঙ্ক)

প্ৰধানতঃ স্বৰ্গবাসীকে দেব বা দেবতা কহে। এই অগতেও শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেবও বলা যায়, যেমন ভূদেব অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, নৰদেব অৰ্থাৎ ৰাজা। কেহ কেহ দেব শব্দকে শ্ৰেষ্ঠাৰ্থবাচক বলিয়া থাকেন। যেমন নৰদেব নৰশ্ৰেষ্ঠ। [দেবতা শব্দে বিস্তৃত বিবৰণ দেখ।] ১২ একজন প্ৰাচীন বৈয়াকৰণ। ১৩

আতুৰ-সন্ন্যাসকাৰিকা নামে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰকাৰ।

দেবশাস্তি (পুং) দেবশাস্তি স্মৃতিশ্ৰুতি নিত্যকৰ্ম্মা প্ৰকৃতিবস্তাবঃ। ধৰ্ম্মেৰ পত্নী ভাৰ্য্যগৰ্ভজাত পুত্ৰ, ইনি বস্ত্ৰ পেৰ কড়া। (ভাগবত ৬।৬।৫)। ‘দেবশাস্তি’ এই ব্ৰহ্ম প্ৰকৃতিবস্তাব না হইলে দেববৰ্ণ এইৰূপ পদ হইত।

দেবশাস্তি (পুং) দেবান্ধাঃ ঋষিঃ পূজ্যাদ্যঃ প্ৰকৃতিবস্তাবঃ। দেবৰ্ষি ভাৰ্য্যাদি।

“অথ দেবদ্ব্যৌ রাজান্ সংপরেত্যং নৃপাশ্চজ্ঞঃ।” (ভাগ. ৩।১৬।১)
প্রকৃতিবন্ধাব না হইলে দেবর্ষি এইরূপ হইবে।

দেবক (পুং) যদ্বংশীয় একজন রাজা ইনি শ্রীকৃষ্ণের বাতামহ, ইনি গন্ধর্বপতির অংশাধিকার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

“যন্তুসীদেবকো নাম দেবরাজ সমুদ্ভাতিঃ।

সগন্ধর্বপতিমুখ্যঃ ক্ষিতৌ জজ্ঞেনরাধিপঃ।” (ভারত ১।৩৭।৬৯)

আহক নরপতির কস্তার গর্ভে হই পুত্র জন্মে, দেবক ও উগ্রসেন। এই দেবকের চারি পুত্র ও সপ্ত কস্তা হয়। নৃপতি দেবক বহুদেবকে সাতটা কস্তা সমুদ্ভাতি করেন। (হরিবং ৩৮ অঃ)

• ২*মুখিষ্ঠিরের এক পুত্র। (ভারত)

দেবকর্দম (পুং) দেবপ্রিয়ঃ কর্দমইব। স্নগন্ধি ত্রব্য বিশেষ।

চন্দন, অশুর, কর্পূর ও কঙ্কম এই সকল মিশ্রিত হইলে দেবকর্দম পদবাচ্য হয়। (রাজনিং)

দেবকাত্মজা (স্ত্রী) দেবকস্ত আত্মজা কস্তা। দেবকী।

দেবকার্য্য (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ার্থঃ কার্য্যং। দেবপ্রিয়ার্থঃ হোম-পূজাদি কার্য্য।

“দেবকার্য্যাং বিজাতীনঃ পিতৃকার্য্যাং বিশিযতে।” (মহু)

দেবানাং অভিলষিতং কার্য্যং। ২ দেবতাদিগের অভি-লষিত কার্য্য।

দেবকাঠ (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ঃ কাঠং। দেবদাক, দেবদাকপ্রভেদ।

পর্যায়—পুতিকঠ, ভদ্রকাঠ, স্নকঠক, স্নিগ্ধদাক, কাঠদাক।

ইহার গুণ তিক্ত, উষ্ণ, রূক্ষ, স্নেহ, ও বায়ুনাশক। (রাজনিং)

দেবকিরী (স্ত্রী) দেবঃ মেঘঃ কিরীতীতি কৃ-ক। গোরা-

দিত্বাং ভীষ্। মেঘরাগের ভাষ্য।

“ললিতা মালসী গোরা নাটী দেবকিরী তথা।

মেঘরাগস্ত রঙ্গিণ্যো ভবন্তীমাঃ স্নমধ্যমাঃ।”

ইহার স্বরূপ—

“ভ্রমন্তী নন্দনে শ্রামা পুষ্পপ্রচয়তৎপর।

খাতা দেবকিরী হেবা করাপিতসখীকরা।” (সঙ্গীতদামোং)

দেবকিল্বিম্ব (স্ত্রী) দেবেন কৃতং কিষিৎ অনিষ্টকর্ম্ম। দেব-কৃত অনিষ্টকার্য্য।

“অথো যমন্তু পড়বীশাং সর্ষ্মাদেব কিষিবাং” (শক্ ১০।৯১।১৬)

দেবকী (স্ত্রী) দেবক-ভীষ্। দেবকের কস্তা, বহুদেবের

পত্নী। পর্যায়—দৈবকী, কৃষ্ণজননী, দেবকাত্মজা। (শকরং)

বহুদেবের সহিত ইহার বিবাহের পর একদিন নারদ আসিয়া

কংসকে এই সংবাদ জ্ঞাত করেন যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী

নামে যে তোমার পিতৃষা আছেন, তাহারই অষ্টম গর্ভজাত

পুত্র তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইবে। তুমি এই বেলা হইতে

সাবধান হও। নারদ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অন-

ন্তর কংসক্রোধে ভরে অধীর হইয়া আত্মীয় ও সচিবগণকে

আজ্ঞা করিলেন, তোমরা দেবকীর গর্ভ কৃতনে সর্বদা যত্নশীল

হইবে, প্রথম হইতেই দেবকীর সকল গর্ভ ধ্বংস করিবে।

দেবকী বিক্ষুব্ধ হইয়া বেচ্ছামুরারে আমার অন্তঃপুর মধ্যে

অবস্থান করুক, অন্তঃপুরে নারীগণ যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে

তাহাকে রক্ষা করে। দেবকী যথাক্রমে সপ্তগর্ভ ধারণ করিয়া-

ছিলেন। যখন তাহার ঐক একটা গর্ভস্থবালক জন্মিষ্ট হইতে

লাগিল, কংস তৎক্ষণাৎ লইয়া শিলাতলে নিঃক্ষেপপূর্ব্বক

তাহার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে একাদিক্রমে বড়গর্ভ

নিহত করিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন

যোগমায়া স্বীয় মারাবলে আকর্ষণ করিয়া ঐ গর্ভ রোহিণীতে

বিনিবেশিত করিলেন। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভ কি

হইল বলিয়া অনুমান হইতে আরম্ভ হইল। এই লম্বয় দেবকীর

অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল। রক্ষিবর্গ এই সময়ে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক

তাহার সেই গর্ভ রক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর গর্ভকাল

সম্পূর্ণ হইতে না হইতে দেবকী অষ্টমমাসে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুত্র

প্রসব করিলেন। এইরাত্রে যশোদা একটা কস্তা প্রসব করেন।

বহুদেব এই রাত্রে শিশুকে কোড়ে করিয়া যশোদার গৃহে

রাখিয়া তাহার কস্তা লইয়া দেবকীর শয্যার অর্পণ করিলেন।

পরে বহুদেব কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমার

একটা কস্তা হইয়াছে। কংস ইহা শুনিয়া ঐ কস্তা গ্রহণপূর্ব্বক

শিলাতলে নিঃক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ কস্তা উদ্ধে উথিত

হইয়া কংসকে কহিল, ‘তুমি এই পাশে অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত

হইবি।’ এই কথা বলিয়া যোগমায়া আকাশমার্গে গমন

করেন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া দেবকী ও বহুদেবকে

উদ্ধার করেন। দেবকী ও বহুদেব জন্মান্তরে পুত্র ও স্ত্রীপা

নামে বিখ্যাত ছিলেন। ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ

হইয়া বামনরূপী ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত করেন। অদিতি

কশ্যপকে বরুণের গাভী প্রত্যর্পণ করিতে বারণ করায় ব্রহ্মার

শাপে মাহুদী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবকী ন্যূমে

প্রসিদ্ধ হন। [বহুদেব, কৃষ্ণ ও কংস দেখ।]

অথুর ইহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শন করিলে সকল

প্রকারে পাতক বিনষ্ট হয়। (পুরাণ)।

দেবকীনন্দন (পুং) দেবকম্নঃ নন্দনঃ ৩তৎ। বহুদেবপত্নী

দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ।

“নন্দগোপস্ত জায়ৈকা বহুদেবস্ত চাপরা।

তুলাকালং হি গতিণ্যো যশোদা দেবকী তথা।

দেবক্য জনয়িষ্যুঃ যশোদা তাস্ত বন্ধকং।

• মুহূর্ত্তে হতিজিতে প্রাপ্তে সার্ব্বভায়ে বিভূষিতে।”

দেবকীন্দন কবিরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার।

ইনি আচার্য্যচিন্তামণি, একাদশীভ্রতনির্ঘর, চণ্ডীচিন্তামণি, নন্দরত্নবিবরণ, বালবোধ, রসাত্তিথ্যমহাকার্য্য এবং বৈষ্ণবাভিধান প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দেবকীপুত্র (পুং) ১ দেবকীন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ২ পুরুষবর্জদর্শন বিষয়ে ঘোর নামক আদ্বৈতের শিষ্য কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণের মাতার নামও দেবকী। “তদৈবতদেবার আদ্বৈতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তোবাচা হপিপাস এব স বভূব।” (ছান্দোগ্য উপঃ ৩।১৭।৬) “তদৈবতং যজ্ঞদর্শনং ঘোরো নামতঃ আদ্বৈতসো গোত্রতঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় শিষ্যায় উক্তা উবাচ তদেত-
জয়মিত্যাশি।” (ভাষ্য)

দেবকীমাতৃ (পুং) দেবকী মাতা যন্ত। সমাসান্তবিধের নিত্য-
স্থান ন কপু। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

“পশ্চৈতান্ দেবকীমাতৃমুখুর্নন্ত সংযুগে।” (ভাঃ প্রোঃ ১৮অঃ)

দেবকীয় (ত্রি) দেবস্তেনং গহাদিভ্যং ছ। দেব সম্বন্ধীয়।

দেবকীর্তি, ১ একজন প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ। ভট্টো-
পল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ বর্ণদেশনা নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা। রায়-
মুকুট ইহার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দেবকোট, দিনাজপুরের অন্তর্গত প্রাচীন নগর। মহম্মদ
বখতিয়ার গোড় আক্রমণের পর এখানে কিছুদিন রাজধানী
করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ৬০২ হিজরায় আলীমর্দীন তাঁহাকে
হত্যা করেন। দমদমার নিকট গঙ্গারামপুরে যে ধ্বংসাবশেষ
পড়িয়া আছে, বুদ্ধমান সাহেবের মতে এখানেই প্রাচীন
দেবকোট অবস্থিত ছিল। এখনও ইহার নিকটবর্তী সমুদয়
স্থান দেবকোট পরগণার অধীন।

দেবকুণ্ড (স্ত্রী) দেবকুণ্ডং কুণ্ডং। দেবখাত।

দেবকুরু (পুং) স্ত্রীকৃষ্ণ ও নিষদের মধ্যস্থিত জনপদ।
(জৈনহরিবংশ ৫।৬৫)

দেবকুরুষা (স্ত্রী) মহাক্রোধি। (রাজনিঃ)

দেবকুল (স্ত্রী) দেবার কোলতীতি কুলং সংঘাতে ক। বিনা-
মুখ, অল্পমুখ, দেবগৃহভেদ, দেউল।

“সোহং দরিত্রসমুপ্তস্তত্র নারায়ণাপ্রভঃ।

নিরাহারঃ স্নিতোহকার্ষং গম্মাদেবকুলং তপঃ॥”

(কথাসরিৎসং ১২।২৭)

দেবানাং কুলং। ২ দেবতাদিগের বংশ। ৩ দেবতাসমূহ।

দেবকুলা, প্রভাসপথে কুল পবিত্র নদী।

দেবকুলা (স্ত্রী) দেবকুলা কুলা অল্পসরিৎ। ১ দেবনদী
গঙ্গা। ২ মরীচির কথা পুর্ণিমার তনয়া।

“পরী মরীচেষ্ট কলা স্তম্ভে বর্দ্ধমান্বজা।

কস্তপং পূর্ণিমানক যয়ো রাপুর্নিতং জগৎ॥

পূর্ণিমানুত বিরজং বিশ্বগক পরস্তপ।

‘দেবকুলাং হরেঃ পাদশোচাদ্ বাহুং সরিকিবঃ॥”

(ভাগবত ৪।১।১০-১৪)

ইনি ভগবানের অংশাবতার ভূমার পত্নীভেদ। (ভাগঃ ৫।১৫।৬)

দেবকুম্ভ (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ঃ কুম্ভঃ পুংসং যন্ত। লবক।

দেবকুট (স্ত্রী) বশিষ্ঠাশ্রম সন্নিকটস্থিত আশ্রমভেদ।

“তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতঃ।

তত্রাতিথ্যকং কুর্য্যণো বাজপেয় সমাপুমান্॥

দেবকুটং সমাসান্ত দেববিগগসেবিতং।” (ভারত বনপঃ ৮৪)

২ মেকর পূর্ণস্থিত একটী পর্বত। (লিঙ্গপুঃ ৪২।৪)

দেবকুত্র (স্ত্রী) দেবানাং কুত্রং বলং যত্র। যজ্ঞ। উচ্ছ্রাত্যং

তে বজ্রতা দেবকুত্রে কশদ গবি।” (শক্ ৫।৬৪।৭) ‘দেবকুত্রে
যজ্ঞে’ (সারণ) ••

দেবকুত্র (স্ত্রী) দেবানাং কুত্রং। ১ দেবতাদিগের কুত্র,
পুণ্যস্থান। ২ স্বর্ণ।

দেবকুম (পুং) বিজ্ঞানকার নামক গ্রন্থরচয়িতা।

দেবখাত (স্ত্রী) দেবেন খাতং, অকৃত্রিমবাদস্ত্র তথ্যং।

দেবখাতক, অকৃত্রিম জলাশয়। দেবসমীপস্থ খাত।

“নদীযু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।

মানং সমাচরেয়িত্যং গর্ভপ্রসবণেষু চ॥” (মহুঃ ৪।২০৩)

নদী, দেবখাত, তড়াগ, সরোবর, গর্ভ ও প্রসবণ প্রভৃতিতে
প্রতিদিন স্নান করিতে হয়।

দেবখাতক (পুং স্ত্রী) দেবখাতমেব স্বার্থে-কন ৬। অকৃত্রিম

জলাশয়, অপোকৃষের দেবকুণ্ড, নাগাদিকুণ্ড, স্কন্ধকুণ্ড।

পর্যায়—আখাত, অখাত, দৈবনির্মিত। ২ গুহা।

দেবখাতবিল (স্ত্রী) দেবখাতং অকৃত্রিমং বিলং, নিত্য-
কর্ম্মধাং। গুহা।

দেবগঙ্গা, আত্মায়ে প্রবাহিত এক নদী। বর্তমান নাম দিবল।

(দেশঃ)

দেবগণ (পুং) দেবানাং গণঃ ৬৬তৎ। দেবসমূহ, এই দেব-
গণের সংখ্যা ত্রয়ত্রিংশৎ।

“ত্রয়ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাস্তেযামহঃ তব।

অহয়ং স্ত্রং প্রেক্ষ্যামি পক্ষশঃ কুলতো গগান্॥”

(ভারত ১।৬৬ অঃ)

২ নক্ষত্রভেদ। ৩ দেবপক্ষ। ৪ দেবাসুচরিতা।

দেবগণগ্রহ (পুং) স্ত্রীকৃত্যন্ত দেবাদি গণরূপ গ্রহ, দেবসমূহ
বিভক্ত স্বভাব, এই জন্ত তাঁহারা গ্রহ হইতে পারেন না,

সুতরাং দেবগণদিগকে দেবগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিষয় সূত্রতে এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীর ক্রিয়া-শুভতা, বিষমতা, অমানুষিকতা এবং সহিষ্ণুতা থাকিলে এই বলা যায়। অসংখ্যগ্রহ এবং গ্রহাশ্লিষ্টগণ, অশুচি, অমর্যাদক, ক্ষত হউক বা না হউক লোকের হিংসাকারী। ইহারা সংকারাভিলাষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই গ্রহগণ বিবিধাকার ও আট ভাগে বিভক্ত। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃ, রক্ষ, ভূজ্ঞ এবং পিশাচ এই আট প্রকার। সন্ততি, শুচি, গন্ধমালা প্রভৃতি, তন্ত্রাধীন, বিভক্ত, সংযতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরপ্রদাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা-শীল এই সকল দেবগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ। স্বর্ধ্যাক্ত, বিজ্ঞ, শুদ্ধ ও দেবতার দোষবস্তা, কুটিলবৈদ্য, নির্ভয়, বিষম দৃষ্টি, অন্নপানে অসন্তুষ্ট ও দৃষ্টবুদ্ধি এই সকল অসুরগ্রহাবিষ্টের লক্ষণ।

দর্পণাদিতে, যেরূপ ছায়া, প্রাণীদেহে সীতোক্ষ, সূর্য্যাক্ত-মণিতে যেরূপ সূর্য্যরশ্মি এবং দেহে যেরূপ জীব অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করে, গ্রহগণও সেইরূপে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবগ্রহ পৌর্ণমাসী তিথিতে আবিষ্ট হয়। গ্রহগণ মধ্যে যাহারা দেবাংশসম্বৃত, তাহাদের মধ্যে দেবতার সত্তা থাকার তাহাদিগকে দেবাংশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই সকল শুচিশীল দেবগ্রহকে দেবতার গ্রাহ্য নমস্কার ও তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

কিন্তু এই সকল দেবগ্রহ দিব্যভাব ধারণ করিয়া হিংসার্থ বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভূত বলা যায়। ইহাদিগের শাস্তির জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়া জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

ইহাদিগকে রক্তবর্ণ গন্ধমালা, সকল প্রকার ভক্ষ্যব্যা, বস্ত্র, মণ্ড, মাংস, রক্ত প্রভৃতি যাহার যাহা অভিলষিত, তাহা প্রদান করিতে হইবে। যাহারা দিবাভাগে মনুষ্যের হিংসা করে, তাহাদিগকে দিবাভাগেই বলিপ্রদান করিবে। দেবগ্রহ হইলে দেবতার গৃহে হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে। দেবগ্রহের স্থলে কোন বিষয় অযুক্তরূপে প্রয়োগ করিবে না। পিশাচগ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহের স্থলে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। তাহা হইলে সেই গ্রহ ক্রুদ্ধ হইয়া বৈশ্ব এবং আতুর উভয়কেই হনন করে। (সূত্রতন্ত্র উত্তরতন্ত্র ৬০ অঃ)

দেবগণদেব, এক প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

দেবগণিকা (জী) স্ববেশা, অপ্সরা।

দেবগন্ধর্ব্ব (পুং) দেবানাং গন্ধর্ব্বঃ ৩তং। ইহারা দেবতা-দিগের সমীপে গান করিয়া থাকে।

দেবগন্ধা (জী) দেবশ্রিয়ো গন্ধো যজ্ঞাঃ। মহামেন্দা।

দেবগর্ত (পুং) দেবীং গর্তো যজ্ঞঃ। দেবাহিত গর্তক, দেবপুত্র নয়াদি।

“প্রতিজ্ঞগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্বিব্যাকৃগণং।

পুত্রং কর্ম্মলগ্নাভিভং দেবগর্তং শ্রিয়ারুভং॥”

(ভারত বনপং ৩০৮ অঃ)

(জী) ২ কুশদীপের নদীভেদ। (ভাগ০ ৪।২০।২১)।

দেবগাঙ্কার (পুং) দেবপ্রিয়ঃ দেবযোগ্যাক্ত গাঙ্কারঃ। স্বর-ভেদ, রাগভেদ, দেওগাঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ, ইহা সম্পূর্ণ আত্মীয় রাগ, ষড়্জ বাদী, স্বরগ্রাম “গ ম প ধ নি স খঃঃ” (সঙ্গীতরং)

দেবগাঙ্কারী (জী) জী রাগের ভাষ্যা, ইহার গানের সময় শিশির ঋতু এবং তৃতীয় গ্রহের হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত।

“গাঙ্কারী দেবগাঙ্কারী মালবীত্রীচ সারবী।

রামগির্ঘাপি রাগিণাঃ ত্রীরাগস্ত প্রায়ঃ ইমাঃ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

দেবগায়ন (পুং) দেবানাং গায়নঃ ৩তং। গন্ধর্ব্ব।

দেবগিরি (পুং) দেবানাং প্রিয়ঃ গিরিঃ। ১ পর্ব্বত বিশেষ, রৈবতক পর্ব্বতের নাম ভেদ, গিরনর। এই স্থানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

দেবগিরি, দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর ও দুর্গ। এখন দৌলতাবাদ নামে খ্যাত। অক্ষাঃ ১৯° ৫৭' উঃ ও দ্রাঘিঃ ৭৫° ১৮' পূঃ; অরঙ্গাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ এবং হায়দরাবাদ হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। যন্ত্ররাজ নামক সংস্কৃত জ্যোতিষের মতে, দেবগিরি ২০° ৩৪' অক্ষাংশে অবস্থিত।

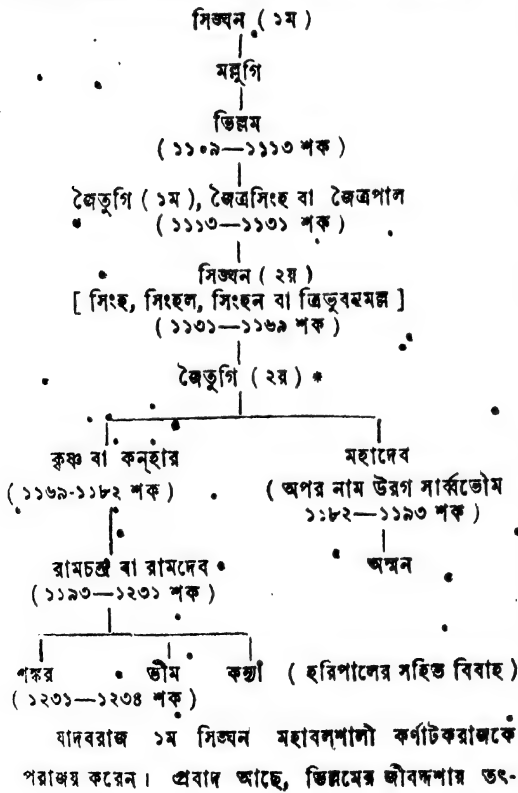
দেবগিরি দুর্গ অতি প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ-গণের আশ্রিত্যকালে এখানে অনেক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করিতেন। দেড়শত ফিট উচ্চ কোণাকার পাথরে নির্মিত দুর্গ গঠিত। ইহার বহিঃপ্রাকারের বৈড় প্রায় দেড়ক্রোশ হইবে। দুর্গ ও প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক গুলি পরিখা আছে। তোরণদ্বার গুলি ব্যতীত আর কোন স্থান দিয়া প্রবেশের পথ নাই। পাহাড়ের উপর দুর্গ অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় কামান ও ধ্বজস্তম্ভ থাকিবার একটা ছোট আয়গা আছে। গড়খাইএর বাহিবে অন্ন দুই ২১০ ফিট উচ্চ একটি মিনার আছে। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে মুসল-মানেরা সর্ব্বপ্রথম এই স্থান আক্রমণ করিলে স্মরণার্থ এই মিনার নির্মিত হয়। এখনও এই মিনারটির কোনরূপ অক্ষহানি হয় নাই। চূড়ায় উঠিলে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দৃশ্য বেশ নয়নগোচর হইয়া থাকে। মিনারের নিকটেই অতি প্রাচীন ও বৃহৎ জৈন-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া

আছে। মন্দিরের নিকটেই চানী-মহল্লির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। গোলকুটার শেষ জুলতান আবুল হসন (তানশা নামে খ্যাত) অরাজক্যেব কর্তৃক এখানে বন্দী ছিলেন। এতদ্বিধ প্রাচীন রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ নাধাহানে পূর্বতন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

যে পাহাড়ের উপর দেবগিরি দুর্গ স্থাপিত, তাহা প্রায় ৬০০ ফিট উচ্চ। পরিধাও প্রায় ৩০ ফিট বিস্তৃত; একটা ছোট পাথরের সেতু দিয়া পার হইতে হয়।

কোন সময়ে দেবগিরি নগর স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। এখানকার যাদবরাজগণের অভ্যুদয় হইতে দেবগিরির নাম ও সমৃদ্ধি ভারতবিখ্যাত হইয়াছে।

কলচুরিবংশের অধঃপতন হইলে তাঁহাদের অধিকৃত ভূভাগের দক্ষিণাংশ হোরশল ব্রাহ্মণ ও ধারসমুদ্রের যাদবগণের শাসনাধীন হয়। এই সময় উক্তভাগ আর এক যাদববংশের করন্তলগত হইল। তাঁহারা দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। নানা স্থান ইহাতে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে দেবগিরির যাদবরাজগণের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়।



পুত্র জৈতুগি ধারবাড় জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মি নামক স্থানে হোরশলরাজ ২য় ব্রাহ্মণের নিকট পরাজিত হন। জৈতুগি বিজয়পুরে (বিজাপুরে) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ত্রিকলিঙ্গরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরে ধারবাড় পর্য্যন্ত ইহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।

২য় সিঙ্ঘনের রাজত্বকালেই দেবগিরি যাদবগণের রাজধানী বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ২য় সিঙ্ঘনের সময়কার ৩৮ খানি খোদিত লিপি স্মারিত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি তিলক, কলচুরি ও অন্ধ্ররাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দেবগিরির যাদবরাজ্য অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। ২য় সিঙ্ঘনের পর তাঁহার পৌত্রকৃষ্ণ, রাজা হন। তাঁহার মহাপ্রধান বা প্রতিনিধির খোদিত লিপিপাঠে জানা যায়, তাঁহার পিতা (যাদব-সেনাপতি) রট্ট, কোঙ্কণের কাদম্ব, গুজির পাণ্ড্য এবং হোরশলরাজকে পরাজয় করিয়া কাবেরীতীরে অশ্বস্ত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সিঙ্ঘনের পর মহাদেব আপন প্রাপ্তে সিংহাসন অধিকার করেন। এই মহাদেবের সময় দেবগিরির সভার অনেক মহাপণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাপণ্ডিত হেমাজি ও বোপদেবের নাম সর্বত্র বিখ্যাত। মহাদেবের পর তৎপুত্র অশ্বনের ভাগ্যে রাজ্যসম্পদ ঘটে নাই। কঙ্কর পুত্র বীরবর রামচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমুদয় দক্ষিণ ও মধ্যভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১২১৬ শকে (১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) আলাউদ্দীন খিলজী ৮ হাজার অশ্বারোহী সহ অকস্মাৎ দেবগিরি আক্রমণ করেন।* রাজা রামচন্দ্র প্রাণপণে দুর্গ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত যুদ্ধের পর খাদ্যাতাব ঘটল, সুতরাং রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ ও আলাউদ্দীন খিলজীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সর্বপ্রথম দেবগিরির যাদববংশ মুসলমানের নিকট আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। দেবগিরিপতি কর দিতে বাধ্য হইলেন। ১২২৮ শকে রামচন্দ্র করদানে অস্বীকার করেন। তখন আলাউদ্দীন আপন পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। তিনি একলক্ষ অশ্বারোহীসহ মালিক কাকুরকে দক্ষিণাভ্যে পাঠাইলেন। এবারও রামচন্দ্র বিপুল মুসলমান-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কাজেই আবার বশতা স্বীকার করিলেন। তিনি দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

* হেমাজির চতুর্ভুজচিহ্নাদেশির পরিশেষেও ইহার নাম 'চৈতুপাল' লিখিত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন সম্রাটের সাম্রাজ্যকে গ্রহণ করিয়া সম্রাটের
দেবগিরিতে পাঠাইয়া দিলেন। তিন বর্ষ পরে যখন মালিক
কাফুর ওরফল জয় করিতে যান, তৎকালে রাজা রামচন্দ্র
মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১২৩২
শকে রাজা শঙ্কর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করি-
লেন এবং মুসলমানরাজকে করদানে অস্বীকৃত হইলেন।
আবার (১২৩৪ শকে) 'মালিক কাফুর ভীমবলে আসিয়া
শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন'। প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়া
শঙ্কর পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই সময় মালিক কাফুর
দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। দেবগিরিতে তাঁহার
সদর হইল। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে আহুত হইলে
রাজা রামচন্দ্রের জামাতা হরিপাল দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান
হইতে দলবল সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগকে তীড়াইয়া
দেবগিরির সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রবল প্রতাপে
ছয় বর্ষকাল তিনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে
১৩৪০ শকে দিল্লীর মুবারক আপনি সসৈন্তে আসিয়া
হরিপালকে আক্রমণ করিলেন। বড়বয়ে ও বিবাসবাতকভার
হরিপাল পরাজিত হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহার মন্তক
খিঞ্চু করিয়া নগরদ্বারে ঝুলাইয়া দিল। এইরূপে দেব-
গিরির বাদবরাজ্যের অবসান হইল। তৎপরে দিল্লীরয়ের
প্রিয়পাত্র কএক ব্যক্তি যথাক্রমে দেবগিরি শাসন করিতে
থাকেন। গয়াসউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ ভোগলক ১৩২৫
খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুবিখ্যাত
দিল্লী নগরী তাঁহার ভাল লাগিল না। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি
দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন এবং
দিল্লীবাসীদিগকে আদেশ করিলেন, 'অবিলম্বে নগর লুণ্ঠ
করিয়া সকলে দেবগিরি বাজা কর।' দিল্লী হইতে দেবগিরি
চারিশত কোশ ব্যবধান। অদূর পথ পর্যটন করিতে
দিল্লীবাসিগণ কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই
বাহ্য। ক্ষৌরমতি মবারকের, বুদ্ধির দোষে দিল্লী জনশূন্য
ও ত্রীভ্রষ্ট হইল। দেবগিরির সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। এই
সময়ে দেবগিরির 'দোলতাবাদ' অর্থাৎ দোলতগাঙ্গালী
নগর নাম হইল। এই সময়ে তাজিরবাসী ইবন্ বতুতা
দেবগিরি দেখিয়া লতমুখে ইহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া
গিয়াছেন। ভোগলকবংশের পর দেবগিরি কুলবর্গী ও
রিদয়ের বাক্ষগীবংশের শাসনাধীন হইল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ
পর্যন্ত এই স্থান বাক্ষগীবংশের অধীন থাকে। তৎপরে
দেবগিরি-দুর্গ আক্কে নগরের নিজামশাহী বংশের করায়ত্ত
হইল। তাঁহাদের গৌরবরবি অন্তিমিত হইলে মোগলদিগের

অধীন হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মুরদাবাদের মৃত্যুর পর দক্ষিণা-
পথে দক্ষিণমোগলসাম্রাজ্যের সহিত এই দেবগিরিও বর্তমান
নিজামবংশের হ্রাসস্থিত। আসফজার অধিকারভুক্ত হইল।
এখানকার দুর্গে এখন ১০০ মাত্র সৈন্য আছে।

দেবগিরি, ধারবাড়ের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। কন্নড়গীর
তিন কোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে কাদম্ব-
রাজপুত্রের সময়কার অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া
গিয়াছে। এক সময়ে এখানে জৈনপ্রাধাত্য ছিল। যখনচার্য্য
নির্মিত এখানকার বহুমায় মন্দির বিখ্যাত।

দেবগিরী (জী) রাগিণী বিশেষ। সোমেশ্বর মতে, বসন্তরাগের
ভাষ্য। এই রাগিণী বসন্ত সময়ে গের। তরুত মতে, হিন্দোল
রাগের পুত্র, নাগধনির ভাষ্য। লক্ষীতর্পণ মতে, নটকল্যাণের
ভাষ্য।

"কাদম্বিনী শ্রামতঃ সূত্বা ভূততনী স্কন্দহারবরী।

চিরাবরা মন্তকোরনেজা মদালসা দেবগিরী প্রতিষ্ঠা।"

বরগ্রাম "স ক গ ম প ণ নি স : :"

হেমন্তে দিবা চতুর্থ প্রহর হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্যন্ত গান সময়।

দেবগুপ্তসুরি, অপর নাম জিনচন্দ্র। উৎকলগজ-সমুত
একজন বিখ্যাত জৈনচার্য্য, কক্কাহরির শিষ্য। ইনি প্রথমে
"নবপদ" বা নবপদপ্রকরণ নামে জৈন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ
করেন, তৎপরে ১০৭৩ সন্থতে 'প্রাবন্ধিনন্দ' নামে নবপদের
একখানি বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। ইহার
কুলচন্দ্র নামে আর একটা উপাধি ছিল।

২ আর একজন জৈনচার্য্য, সিদ্ধহরির শিষ্য। এই
দ্বিতীয় দেবগুপ্তের শিষ্য বশোদেব ও সিদ্ধহরি, ইহার প্রথম
শিষ্য ১১৭৪ সন্থতে অষ্টচর্য্যাবিবরণ ও ২য় শিষ্য ১১৯২ সন্থতে
বৃহৎক্ষেত্রমাসমুত্তি রচনা করেন।

দেবগৃহ, গয়ায় একটা পুণ্যস্থান। এখানে 'চাবনাশ্রম'
ছিল। (দেশাবলী)

দেবগ্রাম, জিপুরার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, রাধানগরের
দক্ষিণে অবস্থিত। (দেশাবলী)

দেবঘট্ট, বশোরের মধ্যবর্তী একটা গওগ্রাম। ২ হিমালয়
পৈলস্থ দেবপ্রয়াগের অদূরে অবস্থিত একটা প্রাচীন তীর্থ।
কম্পুরাণে হিমবৎশে ইহার আরাধ্যা বর্ণিত আছে।

(হিমবৎ ৮১৮, ৪৪১: ৪৪২)

দেবগুরু (পুং) দেবস্ত গুরু: ৬তৎ। দেবতাদিগের গুরু,
বৃহস্পতি, সুরাচার্য্য। ২ দেবতাদিগের পিতা কস্তপ।

দেবগুহী (জী) শুভ-বাহলকাং কিং ডীপ্ দেববৎ গুহী।
গুহা সুরবতী।

“দেবগৃহাং সরস্বত্যাং সার্বভৌম ইতি প্রভৃঃ।”

(ভাগবত ৮।১৩৮)

দেবগৃহ (ত্রি) দেবানাং গৃহং, ৬তৎ। দেবতাদিগের
অতি রহস্ত।

“প্রত্যর্থো দেবগৃহস্ত ভবানু যজ্ঞ বয়ং স্থিতাঃ।” (হরিব ১১৬ অঃ)

যাহাতে প্রাণীগণের বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, এই জন্ত
দেবগণ কর্তৃক প্রতির অর্থ প্রতিশয় গোপিত বলিয়া ইহার
নাম দেবগৃহ হইয়াছে।

দেবগৃহ (স্ট্রী) দেবানাং গৃহং ৬তৎ। দেবালয়, দেবমন্দির।
ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে তাহার মধ্যে প্রভূত
জলাশয় এবং উপবন সকল বিনিবেশিত করিতে হইবে।
ইষ্টাপূর্ত্ত য়া যে সকল লোক ল্যুভ হয়, এক দেবগৃহ নির্মাণ
করিলে সেই সকল লোক লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে
লোকভূষণ ও দেবতাতুষ্টি দুইই হয়। সলিল এবং উদ্যানযুক্ত
মহাযুক্ত বা দৈব সম্পাদিত স্থানের সন্নিধানে দেবতাগণ স্বয়ং
উপস্থিত হন। যে সরোবরে নলিনীরূপ ছত্রধারী সূর্যের
কিরণ নিরন্তর হয়, যাহার বিমল সলিলে হংসের স্কন্ধধারী
কল্লার নিয়ে বীচি সকল বিকিণ্ড হয়, যে সরোবরে হংস,
কারণব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ কর্তৃক শব্দিত হয় এবং
যাহার তীরস্থ নিচুল বৃক্ষের ছায়ার জলচারী প্রাণীগণ
বিশ্রাম লাভ করে, সেই সরোবরের সারিধো দেবগণ
স্থতী হয়।

ক্রৌঞ্চশ্রেণী সাহার কাঞ্চীকলাপ, কলহংসের কলশ্বন
যাহার শব্দ, জল যাহার বস্ত্র, শফরী সকল যাহার মেঘলা,
তীরস্থ প্রফুল্ল বৃক্ষ সকল যাহার কর্ণভূষণ, স্নান ও স্থলের
সঙ্গমস্থল যাহার শ্রোণী, পুলিন যাহার উন্নত স্তন এবং
হংস সকলই যাহার হাত, এইরূপ নিম্নগামিনী নদী সকলের
সমীপবর্তী স্থানে দেবতাগণ উপস্থিত হন।

বনের উপান্ত স্থানে, নদী, শৈল ও নিখরের উপান্ত
ভূমি সকলে এবং উদ্যানযুক্ত পুর প্রদেশে দেবগণ নিত্য রতি
লাভ করেন। দেবগৃহ নির্মাণের স্থান নিরূপণ করিতে
হইলে বাস্তবদায় যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণগণের, বলিয়া
কথিত হইয়াছে, দেবমন্দির সেই সকল ভূমি প্রশস্ত।
সর্বদা দেবগৃহে চতুষ্পাতিপদ বাস্তবমণ্ডল করা কর্তব্য।

ইহাতে সমদিকস্থিত মধ্যমস্থলে দ্বার করিতে হইবে।
যাহার বিস্তার যত হইবে, তাহা তাহার বিস্তার পরিমাণে
উন্নত করিবে। উন্নতির একতৃতীয়াংশ কটি হইবে, বিস্তারের
অর্ধেক গর্ভগৃহ ও চতুর্দিকস্থ অস্ত্র তিস্তি সকল হইবে। আর

গর্ভের পাদ অর্থাৎ একচতুর্থাংশ পরিমাণে উহা বিস্তীর্ণ ও
বিস্তারিত হইবে।

উন্নতির পাদ পরিমাণে বিস্তীর্ণ শাখা ও দ্বারের উপরি-
তন অংশের দিগন্তকে সমভাবে নির্মাণ করিয়া তাহার
বিস্তার এক চতুর্থাংশ করিতে হইবে এবং তাহার বেষ এই
বিস্তারের এক চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ শাখাধর্মের দৈর্ঘ্য
বিস্তারের পাদ পরিমাণে হইবে। ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত ও নব
সংখ্যক শাখাসম্বিত আরজনই প্রশস্ত। অর্থাৎ শাখার
চারিভাগে দুইটি দ্বারদেশ নিবিশিষ্ট করিবে। ইহার শেষভাগ
মঙ্গলহৃৎক বিহঙ্গম, শ্রীবৃক্ষ, ঐশ্বর্য, ঘট, মিথুন, পদ্মবীজী ও
প্রামথগণ কর্তৃক উপশোভিত হইবে। দ্বার পরিমাণের
অষ্টভাগের একভাগ হীন ও পিত্তিকায়ুক্ত প্রতীমা হইবে
এবং তাহাতে দুইভাগ প্রতীমা ও তৃতীয়াংশ পিত্তিকা
হইবে। মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছদ, নন্দন, সমুদ্র, পদ্ম,
গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুরুর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্বভো-
ক্ত, ঘট, সিংহ, বৃত্ত চতুর্কোণ, বোড়শাঙ্গি ও অষ্টাঙ্গি এই
বিংশতি প্রকার দেবগৃহের সংজ্ঞা। যথাক্রমে ইহাদের
লক্ষণ বলা হইতেছে—

যে দেবগৃহ বজ্রকোণ, দশভৌম, স্তম্ভর কুরুরুক্ত,
চতুর্দ্বার ও দ্বাত্রিংশং হস্ত বিস্তীর্ণ, এইরূপ লক্ষণযুক্ত
দেবগৃহের নাম ‘মেরু’। যাহা ত্রিশহস্ত বিস্তীর্ণ, দশভৌম-
যুক্ত ও চূড়াবান, তাহার নাম ‘মন্দর’। মন্দর লক্ষণযুক্ত
দেবগৃহ যদি ২৮ হস্ত বিস্তীর্ণ ও অষ্ট ভৌমযুক্ত হয়, তাহা
হইলে তাহাকে ‘কৈলাস’ বলা যায়। যাহা জালাকৃতি
গবাক্ষবিশিষ্ট এবং ২১ হাত বিস্তীর্ণ, তাহার নাম ‘বিমান’।
যাহাতে ৬টি ভৌম থাকে, যাহা ৩২ হাত বিস্তীর্ণ এবং ১৬টি
চূড়ায়ুক্ত, তাহাকে ‘নন্দন’ কহে। গোলাকার, একশৃঙ্গ ও
এক ভৌম দেবালয়ের নাম ‘সমুদ্র’। একভূমিক, একশৃঙ্গ,
পদ্মাকৃতি ও অষ্টশাখ দেবগৃহের নাম ‘পদ্ম’। গরুড়ের দ্বার
আকৃতিবিশিষ্ট দেবগৃহের নাম ‘গরুড়’। ২৪ হাত বিস্তীর্ণ
সপ্তভৌম এবং বিংশতি অঙ্গে বিভূষিত দেবগৃহ ‘নন্দিবর্দ্ধন’
নামে বিখ্যাত। গজপৃষ্ঠের দ্বার আকারধারী ও মূল হইতে
চতুর্দিকে বোড়শ হস্ত বিস্তৃত দেবালয়ের নাম ‘কুরুর’।
যাহার বিস্তৃতি ১৬ হাত এবং বলভীদেশ তিনটি চক্রাঙ্গী
বিশিষ্ট তাহাকে ‘গুহরাজ’ কহে। যাহা দ্বাদশহস্ত বিস্তৃত,
গোলাকার, একশৃঙ্গ ও এক নেমিযুক্ত, তাহা ‘বৃষ’ নামক
দেবগৃহ। ইহা গোলাকার হইলে ‘বৃত্ত’ দেবগৃহ হয়।
হংসাকার দেবগৃহের নাম ‘হংস’। ৮ হাত বিস্তীর্ণ কলগাকার
দেবালয়ের নাম ‘ঘট’।

যে দেবগ্রহে ৪টা হার থাকে ও বাহা বহুভাবিশিষ্ট, তাহার নাম 'সর্বভোক্তা'। ইহাতে ৫টা ভৌম এবং স্থলর অনেক চন্দ্রশালা থাকে, ইহার বিস্তৃতি ২৬ হাত। বাহাতে সিংহ চিহ্ন থাকে, বাহা ৮ হাত বিস্তীর্ণ ও বাদশ কোণ সম-
 বিত। তাহার নাম 'সিংহ'। বাহার ৫টা মাত্র অণ্ডের মধ্যে চারিটা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে 'চতুরঙ্গ' কহে। (বৃহৎসং ৭৪ অঃ)

অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—প্রথমে স্থান নিরূ-
 পণ করিয়া চতুরঙ্গীকৃত ক্ষেত্র বোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া
 মধ্যস্থিত চতুর্ভাগ আরও করিয়া অপর বাদশভাগ ভিত্তির
 • নিমিত্ত কল্পিত করিবে। জ্ঞাত্য চতুর্ভাগ পরিমিত উচ্ছ্রিত,
 জ্ঞাত্যর বিগুণ উন্নত মঞ্জরী, মঞ্জরীর চতুর্ভাগে প্রদ্যুগুণ
 পরিমাণ হইবে। উত্তরপার্শ্ব সম বা বিগুণ শোভা-
 সম্পাদনাকল্প অত্রতুমির বিস্তার হইবে। মণ্ডপের অগ্রে
 গর্তস্থত্বয় পরিমাণে বিস্তীর্ণ এবং পাদাধিক পরিমাণে
 দীর্ঘ বা প্রসাদ পরিমাণ স্তম্ভ দ্বারা মুখমণ্ডপ করিবে।
 পরে একাশীতি পদযুক্ত বাস্ত করিয়া মণ্ডপ আরম্ভ
 করিবে। প্রতিমা-প্রমাণি স্তম্ভ পিণ্ডিকা করিয়া পিণ্ডিকার্ক
 পরিমাণে গর্ত-নির্মাণ করিবে। ঐ গর্ত পরিমাণে ভিত্তি সকল
 প্রস্তুত করিবে। ভিত্তির আরাম পরিমাণে উৎসেধ, ভিত্তির
 উচ্ছ্রায়ের বিগুণ পরিমিত শিখর, শিখরের চতুর্ভাগ ত্রয়-
 ভূমি, শিখরের চতুর্ভাগ পরিমাণে সমুদ্রে মুখমণ্ডপ, গর্তের
 অষ্টমাংশ পুরিমাণে রথনির্গমদ্বার, পরিধির ষষ্ঠাংশ পরি-
 মিত রথ সকল এবং উহার তৃতীয়াংশ পরিমাণে রথনির্গম-
 দ্বার করিতে হইবে। রথত্রয়ে ঘোটকত্রয় সর্ষদা যোজিত
 করিয়া রাখিবে। বেদিকা পরিমাণের উর্দ্ধে কলস কল্পিত
 করিয়া বিস্তারের বিগুণ দৈর্ঘ্য করিতে হইবে।

প্রাসাদের চতুর্ভাগ পরিমাণে প্রাক্যরের উচ্চতা এবং
 পাদোদানপরিমিত গোপুরের উচ্চতা হইবে। (অগ্নিপু ২৬৮ অঃ)

[বিশেষ বিবরণ প্রাসাদ ও মন্দির দেখ।]

দেবগ্রহ (পুং) সূক্ষ্মতোক গ্রহভেদ।

“যঃ পশ্চতি নরো দেবানু জাগ্রাণা শরিতোহপি বা।

উন্মাদ্যতি নতু ক্ষিপ্রং ততু দেবগ্রহং বিহঃ ॥”

যে সকল মনুষ্য জাগ্রৎ বা শরিতাবস্থার দেবতাদিগকে
 অবলোকন করে, তাহার তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হয়, ইহাদিগকে
 দেবগ্রহ কহে।

দেবজ্ঞান (ত্রি) দেবং গচ্ছতি গম-বোদে ক। দেবগামী।

“অস্তাং রায়োতু হোত্রায়াং দেবজ্ঞানম্।” (শতপথব্রা ১১১।১২)

গৌকিক প্রয়োগে—“দেবজ্ঞান” হইবে না, সেইস্থলে গিনি

প্রত্যয় হইয়া দেবগামী এইরূপ পদ হইবে।

দেবচক্র (স্রী) ১ জ্ঞান অতিসুবেদন।

“পশিষ্যে এতদেবচক্রং বদতিস্বঃ ॥” (ঐত ব্রা ৪।১৫)

২ বামলোক দেবতাভেদে উপাসনাকাপক চক্রভেদ।

দেবচন্দ্র, বিখ্যাত জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের শিষ্য। ইনি
 শান্তিনাথবৃত্ত নামে প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন। মুনিন্দেব
 য়ি তাহাই সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবচন্দ্রগণি, এক খ্যাতিমান জৈন পণ্ডিত। ইনি ১৬৪৮
 সনতে আপন শিষ্য মুনিন্দ্রের অন্ত বমকভক্তি ও তাহার
 চীকা রচনা করেন।

দেবচর্য্য (স্রী) দেবানাং চর্যা ভূতং। ১ দেবচরিত।

২ দেবার্থ চরণ হোমাদি।

“শ্রিরাঘুভমনির্দেশং দেবচর্য্যোপশোভিতং।”

(ভারত বনু ১৪৫ অঃ)

দেবচিকিৎসক (পুং) ১ দেবতাদিগের চিকিৎসক, অবৈদ্য,
 অশিনীকুমারদ্বয়। এই শব্দ বিবচনান্ত। ২ বিদ্য সংখ্যা।
 ৩ অশিনী নক্ষত্র।

দেবচ্ছন্দ (পুং) দেবৈশ্ছন্দ্যতে আকাজ্জতে ছন্দ-যঞ। হার-
 বিশেষ, এই হার শতযষ্টিক। কাহার কাহার মতে অষ্টোত্তর-
 শত যষ্টিক।

“শতমষ্টযুতং হারো দেবচ্ছন্দো অশীতিরেকযুতা।

অষ্টাধিকো হর্দ্ধহারো রশ্মিকলাশ্চ নবযষ্টকঃ ॥” (বৃহৎসং)

অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতায়ুক্ত বা একাশীতি সংখ্যক লতা-
 যুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ।

দেবচ্ছন্দস (স্রী) দেবপ্রিয়ং ছন্দঃ ট্ছ সমাসান্তঃ। বৈদিক
 ছন্দোভেদ।

দেবজ (ত্রি) দেবাজ্জারতে জন-ড। ১ দেবজাত। (স্রী)

২ মাসভেদ। “তন্মাদাহঃ সত্যং সাম দেবজং সামেতি” (শতপথ

ব্রা ৩।৪।২।১৬)। (পুং) ৩ কৃশাশ্বেষু সহোদর। সূর্য্যাবংশীর

সংযম নৃপতির পুত্র ভেদ। (ভাগ ৯।২।২২) ৪ সূর্য্য সম্পাদিত

ঋতু। “সপ্তম মাহরেকজঃ ষড়্ভিদ্ রমা ঋষয়ো দেবজাঃ” (ঋক

১।১৬৪।১৫) ‘সপ্তানাং ঋতুনাং মধ্যে সপ্তমঃ সপ্তমঃ ঋতু

একজঃ একেনোৎপন্নঃ আহঃ কলাভবিদঃ।’ চৈত্রাদীনাং

মাসানাং ধরমেলনেন বসন্তাত্মাঃ ষড়্ভূতবোভবন্তি, অধিক মাসে-

নৈক উৎপত্তিতে সপ্তমভূতঃ। ন চ তদ্রূপোমাস এব নাস্তীতি

মন্তবাং। অস্তি ত্রয়োদশমাস ইত্যাহরিতি প্রত্যে, তদেব

উচ্যতে। ষড়্ভেব ঋতবো মাপবরূপঋতবরোগস্তারঃ। তে চ

দেবজাঃ দেবাদ্বাদিত্যাক্ষাতা ইত্যেবামাহঃ ষড়্ভেব দেবজাঃ

অদেবজ একঃ (সারণ)

দেবজ্ঞান (ত্রি) দেবৈরজ্ঞতে ইতি অদ-ক্ অধ্যাদেশঃ (অদো-

অগ্নিশক্তি। পা° ২।৪।৩৬) ১ দেবগণ কর্তৃক তক্ষিত।

(স্ত্রী) ২ কত্ব।

দেবজ্ঞক (স্ত্রী) দেবজ্ঞ-বার্থে কন্। কত্ব।

দেবজন (পুং) দেবজ্ঞপোজনঃ। দেবজ্ঞপ জনঃ “তক্ষয়িত্বাত্যা-
গ্নমপঃ ক্রচা নিনয়তে ত্রিঃ সূর্যদেবজনেভ্যঃ বাহেতি” (আখ-
ত্রৌ° ২।৪।১২)। দেবানাং জনঃ। ২ উপদেব, দেবতাদিগের
উপকরণে উৎপন্ন গন্ধর্ব্বাদি।

দেবজনবিদ্যা (স্ত্রী) দেবজনানাং বিদ্যা। গন্ধর্ব্ববিদ্যা, নৃত্য-
গীতাदि।

দেবজাত (ত্রি) দেবেভ্যোজাতঃ। দেবতা হইতে যিনি
জন্মিয়াছেন। “যদ্বাঙ্গিনো দেবজাতস্ত সপ্তেঃ” (ঋক্
১।১৬২।৬) দেবানাং জাতঃ। ২ দেবগণ। “বাত্তেতানি দেব-
জাতানি যুগ্মশ আখ্যায়ন্তে।” (শতপথব্রা° ১৪।১।২।২৬)

দেবজামি (স্ত্রী) দেবানাং জামিরিব। ১ দেববন্ধু। “অযামি
যোষ ইশ্র দেবজামি রিরজান্ত” (ঋক্ ৭।২।২) ‘দেবজামি
দেবানাং বন্ধুঃ’ (সায়ণ)। ২ দেবানাং জামিঃ। ২ দেবতাদিগের
স্ত্রী। “বিজ্ঞতে অগ্নজনিজং দেবজামীনাং পুত্রোহসি।”

(অথর্ব্ব ৬।৪৬।২)

দেবজুষ্ট (ত্রি) দেবৈবজুষ্টং। দেবসেবিত।

দেবট (ত্রি) দিব্যতীতি দিব-অটন্ (শকাতিভ্যো অটন্।
উণ্ ৪।৮।১) শিল্পী।

দেবটী (স্ত্রী) দেবং দেবশব্দং অটতে অতিক্রামতীতি অট-অণ্
শক্কাতিভাদলোপঃ গোরাতিভ্যং ডীষ্। গন্ধাচিল্পী।

দেবতর (ত্রি) অতিশয়েন দেবঃ দীপ্তঃ দেবকো বা তরপ্।
১ অতিশয় দীপ্ত। ২ অতিদেবক।

দেবতরু (পুং) দেবপ্রিয়ঃ তরুঃ। ১ মন্দারাদি বৃক্ষ।

‘পট্টকতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

সস্তানঃ স্বয়ংকৃষ্ণ পুংসি বা হরিচন্দনং ॥’ (অমর)

মন্দার, পারিজাত, সস্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই ৫টা
বৃক্ষ দেবতরু। ২ চৈত্যবৃক্ষ।

দেবতা (স্ত্রী) দেব বার্থে তন্। কচিং বার্থিকা অপি প্রত্যয়াঃ
প্রকৃতিভ্যো’ লিপ্ৰবচনাভ্যন্তিবর্ত্ততে ইতি ভাব্যোক্তে: পুং-
ব্যতিক্রমেণ স্ত্রীভ্যং। দেব, নির্জর।

১। এখন দেবতা বলিলে আমরা যেমন স্বর্গবাসী অমর-
বৃন্দকে বুঝিয়া থাকি, ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঠিক এরূপ ভাবিতেন
কি না, তৎপক্ষে যোর সন্দেহ। কাব্যায়ন ঋষি ঋক্সংহিতার
অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

“যন্ত বাক্যং ন ঋষিঃ, যাং তেনোচ্যতে সা দেবতা।

তেন বাক্যেন প্রতিপাত্যং যন্ত সা দেবতা ॥”

বাহার কথা সেই ঋষি। বাহার বিষয় তৎকর্তৃক বলা
হইয়া থাকে, তাহা দেবতা। সেই (ঋষি) ব্যক্তির প্রতি-
পাত্ত যে বস্ত, তাহাই দেবতা।

ঋষি, ছন্দ ও দেবতা এই তিন লইয়া বেদ। যে বস্ত
আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদি গিরি,
নদী, বনস্পতি প্রভৃতি বাঁহা দ্বারা বৈদিক ঋষিগণ কিছুমান
উপকার পাইয়াছেন, ঋক্সংহিতায় সে সমস্তই দেবতানামে
স্মৃত হইয়াছে।

নিরুক্তকার যাক্ত দেবতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

“দানাবা দীপনাবা হ্যাহানো ভবতীমতি অ নো দেবঃ
সা দেবতা ॥” (৭।১৫)

দান এবং দীপন হেতু যিনি স্বর্গহানীর হন, তিনিই দেব
এবং দেবতা।

সায়ণাচার্য্য ঋক্সংহিতার প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে ‘দেব’
শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

‘তথা দেবনার্থ দীবাতি ধাতুনিমিত্তো দেবশব্দ ইতোত-
দায়্যতে। দেবনাবৈদেবোহভুদিত্তি তদেবানাং দেবত্বমিতি।’

দেবনার্থ দিব্যাত্ম হইতে দেবশব্দ নিষ্পন্ন, এই অস্ত্র দেবতা
হইয়াছে। দেবন হেতু দেবতা হইয়াছে, এই নিমিত্ত
দেবতাদিগের দেবত্ব।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

“দীব্যতে ক্রীড়তে যশ্মাৎ রোচতে দ্যোততে দিবি।

তন্মাদেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূরতে সূর্যদৈবতৈঃ ॥”

বাহার দীপ্তি পান, ক্রীড়া করেন, স্বর্গে শোভিত হন এবং
হ্রাতবিশিষ্ট হন, এইজন্য তাহাদিগকে দেবতা বল্য দায় এবং
সকল দেবতা কর্তৃক স্তূরমান হন।

দেব শব্দের মূল ধাতুর্ধ দ্যোতমান বা দীপ্তিমান।

(‘দ্যোতনাদেবঃ।’ মহতীকায় কুল্লুক ১২।১১৭) অর্থাৎ ঋষি-

গণের সমক্ষে বাহা দীপ্তিমান বা প্রকাশমান হইয়াছিল।

প্রথমতঃ তাহাকেই তাঁহারা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। এখন দেব শব্দের বৈশেষ্য আছে, প্রথমতঃ

বৈদিকযুগে দেবতা-আখ্যাত-প্রকৃতিপুঞ্জের এরূপ একটি

‘বিশেষ্য-আরোপিত হয় নাই। ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি

প্রভৃতির স্থায়িত্ব দর্শনে, এই সকল প্রকৃতিপুঞ্জ হইতে জগতের

নিত্য উপকার ও নিত্য প্রয়োজনীয়তা দর্শনে সৃষ্ট হইয়া ঋষি-

গণ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দেবত্ব আরোপ করিলেন। দেব-

ত্বের ইহাই মূলবীজ। ঋক্সংহিতার এই করজন দেব দেবীর

বিশেষ উল্লেখ আছে। বর্থা—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ,

অশ্বিন, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ঋতুগণ, ব্রহ্মপশ্চি, সোম,

ঘটা, সূৰ্য্য, বিষ্ণু, শূনি, যম, পৰ্জন্য, অৰ্বাচা, পূৰ্বা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বজ্রগণ, আদিভাগণ, উশনা, জিত, জৈতন, অহিবুধ, অজ একপাং, গুচ্ছা, গরুড়ান্ এই সকল দেব এবং সর-স্বতী, স্নাতা, ইলা, ইন্দ্রাণী, হোত্রা, পৃথিবী, উবা, অগ্নী, রোদণী, যাক, সিনীবালী ও শুকু প্রভৃতি দেবী।

তখনও দেবত্ব সর্ববাদিসম্মত হয় নাই। দেবগণের সংখ্যা ও অস্তিত্ব নাতিশ্রুত্ব সৰ্বদে টবদিক ঋষিগণের মধ্যেও মত ভেদ ছিল। এ বিষয়ে নিরুক্তকার যাক লিখিয়াছেন—

“দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূৰ্য্য। তাঁহাদের মহাতাণ্ডা, কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, উল্লাতা প্রভৃতি পৃথক পৃথক তর্কের অজ (তির নাম হই-রাছে।) অথবা তাঁহারা পৃথক পৃথক দেবই ছিলেন, কারণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের স্তুতি করা হইয়াছে ও তির তির নাম দেওয়া হইয়াছে।” (নিক্ক ৭।৫)

ঋকসংহিতার ১ম, ৮ম ও ৯ম মণ্ডলের অনেক সূক্তে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

“যে দেবাসোঃ দিব্যো কাদশঃ পৃথিব্যাম্যো কাদশঃ।

অপ্সু কিতোঃ মহিনৈ কাদশঃ দেবাসো বজ্রমিমাং কুৰ্ব্বাঃ॥”

(ঋক ১।৩৩।১১)

যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর মধ্যেও একাদশ, অন্তরীক্ষে অবস্থানকালেও একাদশ, তাঁহারা আপন মহিমার যজ্ঞ সেবা করেন।

“যে ত্রিশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বহিরালদন।

বিদরহঃ দিতাননঃ॥” (ঋক ৮।২৮।১)

যে ত্রিশের পর তিন সংখ্যায়ুক্ত অর্থাৎ যে ৩৩ জন দেবতা বহিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমা-দিগকে অবগত হউন এবং দুই প্রকার ধন দান করুন।

এই ৩৩ জন দেবতা কাহারো? এ সম্বন্ধে ঋকসংহিতার কোন কথা নাই। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“কতমে তে ত্রয়ত্রিংশদিত্যেষ্ঠৌ বসব একাদশ রুদ্রা বাদশা-দিত্যন্ত একত্রিংশং ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়ত্রিংশাবিতি।”

(শতপথব্রা ১।১।৩।৫)

সেই ৩৩ জনকে কে, অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, বাদশ আদিত্য এই একুত্রিশ এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া ৩৩।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আবার ৩৩ জন, সোমপ এবং ৩৩ জন অসোমপ এই ৬৬ জন দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

‘অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বহুটিকার এই ৩৩ জন সোমপ।’ একাদশ অর্যাক, একাদশ

অর্যাক এবং একাদশ উপর্যাক ইহারা অসোমপ। ‘সোম-পারীরা সোমমহারা তৃপ্ত হন এবং অসোমপারীরা বজ্রের পতন্যারা প্রীত হন।’ (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ২।১৮)

ঋকসংহিতার আবার ৩৩৩৩ দেবতারও উল্লেখ আছে।

“ত্রীণিশতা ত্রী সহস্রাণ্যামি ত্রিংশত দেবা নব চাপর্শন।”

(ঋক ৩।৯।৯)

তিন সহস্র তিনশত ত্রিংশৎ ও নবদশক দেবগণ * অমিকে পূজা করিয়াছেন।

শতপথব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫), শাখ্যায়নশ্রোতসূত্র (৮।২।১।৫)

প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও ৩৩৩৩ জন দেবতার বর্ণনা আছে। বোধ হয় দেবগণের এইরূপ সংখ্যা সৰ্বদে মত ভেদ দৃষ্টে কোন কোন ঋষি আবার দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। ঋকসংহিতার লিখিত আছে—

“এ হু ত্বোমং তরত বা জয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং বদি সত্যমসি।

নেত্রো অস্তীতি নেম উঃ হ আহ ক দ্রং দদর্শ কমভিষ্টাম॥”

(ঋক ৮।১০০।৩)

হে অর্যাকিলায়ী ব্যক্তিবৃন্দ! ইন্দ্র আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহার স্তুতি করিব?

এরূপ সন্দেহ অল্পদিন মধ্যেই ঋষিগণের জন্ম হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। ঋষিগণ জানিরাছিলেন, দেবগণ সোমরস পান করেন ও মানব হইতে তির।

“দেবেভ্যো হি প্রথমং যজ্ঞিয়েত্যোহমৃতম্”

সুবাস ভাগমুত্তমম্।” (ঋক ৪।৫৪।২ = শতপথ ব্রা ২।৪।২।১)

প্রথমে, যজ্ঞিয় দেবগণের নিমিত্ত অমরত্বের সাধনভূত সোমরূপ উত্তমভাগ উৎপন্ন করিয়া থাক।

‘হং বিধেবাং বরুণাসি যাক্ষা যে চ দেবা, অহ্মর মে চ মর্তাঃ।’

(ঋক ২।২৭।১০)

হে অহ্মর বরুণ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, তুমি সকলের রাজা। (এখানে দেবতা ও মনুষ্যে পার্থক্য নিরূপিত হইল।)

ঋকসংহিতার দেবতা সৰ্বদে মহোচ্চ ভাবও প্রকটিত হইয়াছে। ঋকসংহিতা নিশ্চিষ্ট হইল, তির তির দেবতা এক পরমাত্মার নাম মাত্র।

‘ইন্দ্রে মিত্রং বরুণ ময়িষাহরধো দিব্যঃ স স্পর্গো গরুড়ান্।

* সারথ্যচার্য দ্বারা লিখিয়াছেন, দেবতা কেবল ৩৩ জন, ৩৩৩৩

সংখ্যা তাঁহাদের মহিমাপ্রকাশক। কিন্তু ঋকসংহিতার ১০ম মণ্ডলের

৫২ সূক্তেও এই ৩৩৩৩ জন দেবতার উল্লেখ আছে।

একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্ত্যসিং মমং কাতরিশ্বানমাহঃ”

(১১৬৪৪৬)

মেধাবীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় সুপর্ণ ও গুরুমান্ন। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বান্বে।
“সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।”

(১৩১১৪৫)

সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কল্পনাবলে নানারূপে বর্ণনা করেন।

শেষে যে দুইটা ঋক্ উক্ত হইল, উহাই উপনিষদ ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য একাত্মবাদের মূল বীজ। পুরাণে যে অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণনা আছে, তাহা আর কিছু নয়, এক ঐশ্বর্যমাত্র বা ঈশ্বরেরই মহিমাব্যঞ্জক রূপক বর্ণনা, ঋক্‌সংহিতার উক্ত দুই মন্ত্রে তাহার মূল সূত্র প্রকটিত হইল। অধিক বলিতে কি দেব-দেবীর উপাসনামূলক বর্তমান হিন্দুধর্ম উক্ত দুই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। নীমাংসাদর্শনের মতে, দেবগণের বাস্তবিক রূপ বা বিগ্রহ নাই। দেবগণ মন্ত্রাত্মক। চতুর্থান্ত পদযুক্ত মন্ত্রই দেবতা।

[পৌরাণিক দেবত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহর্ষিসংহিতার লিখিত আছে—

“ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।

দেবেভ্যস্তত্ত্ব জগৎ সর্কং চরং স্থায়মুপূর্কশঃ॥” (মহু ৩২.১১)

ঋষিগণ হইতে পিতৃগণ, পিতৃগণ হইতে দেবদানব এবং দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

মহুর বচনানুসারে দেবগণ যেন এক স্তম্ভ শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। সকল পুরাণ মতেই কশ্যপ ঋষি ও অদিতি হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার দাক্ষিণাত্যে জুড়িভাদি অঞ্চলে হিন্দুগণের মধ্যে বিশ্বাস সং-ব্যক্তিগণের মূর্ত্তা হইলে তাহারা দেব এবং অসং ব্যক্তিগণের মূর্ত্তা হইলে তাহারা উপদেবতা হয়।

এদিকে বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে দেবাসুর সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে আমরা সর্ক প্রথম দেব ও অসুরনামক দুই দলের স্পষ্ট সংগ্রামের পরিচয় পাই।

কাহারও মতে—দেবাসুরের সংগ্রাম রূপক বর্ণনা মাত্র, উহা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সংঘর্ষ-প্রকাশক। ঋক্-সংহিতার অনেক মন্ত্রে দেব ও অসুর এই দুই শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও এবং এই দুই শব্দই অনেক স্থলে দৃষ্টমান-প্রকৃতিপুঞ্জের সংজ্ঞা স্বরূপ ব্যবহৃত হইলেও, ঋক্‌সংহিতার

কোন কোন মন্ত্রে এবং ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেব ও অসুর এই দুই দলের পরস্পর বৈরভাবের প্রত্নত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শন হইতে অনেক ভাবাবিদ ও পুরাবিদ অনুমান করেন, বেদোক্ত দেবাসুরই জগতের প্রাচীনতম সূত্র আখ্যাভ্যতির পূর্কপুরুষ। পারস্ত ও জারতবাসী আখ্যাগণের পূর্কপুরুষগণ যখন একত্র বসকাস করিতেন, সেই সময় দেবাসুরের পার্থক্য ছিল না। সেই সময়কার ঋক্-দেবাসুর এক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। আবার যখন গৃহবিবাদে অথবা অপর কোন কারণে দেব ও অসুর উপাসকগণ পৃথক হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহাদের ধর্মসম্পর্ক বিবেচনায় বৃদ্ধি হইতেছিল, সেই সময় এক দল অস্ত্রমূলক উপাসকগণের কুৎসা কল্পিতে লাগিলেন অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসিকগণ তাঁহাদের জবর্তা নামক প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরগণকে অহিতাচারী ও প্রোতস্বরূপ এবং দেবোপাসকগণকে মিথ্যা শঠ প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। অস্ত্রপক্ষে বৈদিক ঋষিগণ অসুর ও অসুরোপাসকগণের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিতে ছাড়েন নাই। [আর্ধ্য, বেদ, পারসী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আসিরীয় হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিরশিগিতে আসিরীয়বাসীগণ ‘অসুর’ নামে বর্ণিত হইয়াছে। ‘কেহ কেহ অনুমান করেন সেই অসুর ও দেবোপাসকগণের যে যৌরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই দেবাসুর সংগ্রাম নামে খ্যাত।

বেদে যে ৩৩টা দেবতার উল্লেখ দেখিলাম, পুরাণে তাহাই ৩৩ কোটি হইয়াছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

“সদারা বিবুধাঃ সর্কৈ শ্বানাং শ্বানাং গণৈঃ সহ।

ত্রৈলোক্যে তে জয়রিশং কোটিসংখ্যাতরাহভবন্”

(পাদ্মে উত্তরখণ্ড)

এই ত্রৈলোক্যে দেবগণ তাঁহাদের পক্ষী ও অসুর গণ সহ সংখ্যার মোট ৩৩ কোটি। [দেবতাদিগের গণ গণদেবতা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুরাণ মতে, অধিকারী ভেদে দেবতার ভেদ হইরা থাকে। কুর্কপুুরাণে লিখিত আছে—

“যা যজ্ঞাভিমতা পুংসঃ সা হি তন্তৈব দেবতা।

কিন্তু কার্যাবিশেষে পুজিতা চেষ্টনা নৃপাং”

বিশেষণ সর্কলা নারং ত্রিমোহন্তথা নৃপাং।

নৃপাণাং দেবতঃ বিষ্ণুতথৈব চ পুরন্দরঃ”

বিপ্রাণামগ্নিরাতিতো ব্রহ্মা চৈব শিগকিযক।

দেবানাং দেবতঃ বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভূৎ”

গন্ধর্বাণাং তথা সোমো ঋক্‌গামপি কথ্যতে।

বিদ্যাধরাণাং বাগ্বেদবী সাখানাং ভগবান্ হরিঃ ।
 রক্ষসাস্ত্রশঙ্করো রুদ্রঃ ক্রিয়রাণাঞ্চ পার্শ্বতী ।
 ঐষীণাং দৈবভ্যঃ ব্রহ্মা মহাদেবশ্চ শূলভৃৎ ।
 মনুনাং স্মাধুমা দেবী উখা বিষ্ণুঃ সত্যাক্ষরঃ ॥
 গৃহস্থানাঞ্চ সর্কে স্য ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ।
 বৈখানসস্মাধিকা স্মাদ্ যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ ।
 ভূতানাং ভগবান্ রুদ্রঃ কুশাণ্ডানীং বিনায়কঃ ।
 সর্কেষাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব প্রজাপতিঃ ।
 ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবোহি ভাভাবত ॥”
 • বৈ পুরুষেরা যিনি অভিমত, তিনিই তাহার দেবতা ।
 তিনিই কার্যাবিশেষধারা পুজিত হইয়া মনুষ্যদিগের অভীষ্ট-
 দান করিয়া থাকেন । সকলস্থলেই যে এই নিয়ম, তাহা
 নহে, ইহার বিপরীতও দেখা যায় । নৃপদিগের দেবতা অগ্নি,
 আদিত্য, ব্রহ্মা ও মহাদেব, দেবতাদিগের দেবতা বিষ্ণু,
 দানবদিগের মহাদেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষদিগের সোম, বিষ্ণুধর-
 দিগের বাহুদবী, সাধাদিগের হরি, রক্ষদিগের শঙ্কর রুদ্র,
 ক্রিয়দিগের পার্শ্বতী, ঐষিদিগের ব্রহ্মা ও মহাদেব, মনুদিগের
 উমা, বিষ্ণু এবং ভাস্কর দেবতা, ব্রহ্মচারীদিগের দেবতা ব্রহ্মা,
 বৈখানসদিগের দেবতা সকলই, যতিদিগের মহেশ্বর, ভূতদিগের
 ভগবান্ রুদ্র, কুশাণ্ডের বিনায়ক এবং সকলের দেবতা
 দেবদেব প্রজাপতি । এরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন ।

দেবতাদিগের মধ্যেও আবার বর্ণভেদ নির্ণীত হইয়াছে ।

মহাভারতে শাস্তিপর্কে মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে—

“আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেষাং বিশ্চ মরুতস্তথা ।
 অশ্বিনৌ চ যুতো শূদ্রৌ তপস্যাগ্রে সমাপ্তিতৌ ॥
 স্মৃত্যজ্ঞিরদা দেবা ব্রাহ্মণা ইতি নিশ্চয়ঃ ।
 ইত্যোক্তং সর্কদেবানাং চাত্তুবর্ণাং প্রকীর্তিতম্ ॥”

ঋদশ আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদগণ বৈশ্য, উগ্রতপস্মাযুক্ত
 অশ্বিনয় শূদ্র এবং অজিরস দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত ।
 এইরূপ সকল দেবতার চাত্তুবর্ণ্য কীর্তিত হইয়াছে ।

ব্রহ্মবৈবর্তের মতে—দেবগণের মধ্যে ছয় জনই প্রধান ।

“গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিঃ বিষ্ণুঃ শিবঃ শিবাম্ ।

দেবষট্‌কঞ্চ সংপূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণঃ ॥” (ব্রহ্মবৈ)

• গণেশ, স্বর্ঘ্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও হর্গা এই দেবষট্‌ক,
 বিচক্ষণ ব্যক্তির এই ছয়জনকে পূজা ও প্রণাম করা কর্তব্য ।

মাসবিশেষে দেবতাবিশেষের পূজা নির্দিষ্ট আছে ।

মন্ত্রমহোদধির মতে—

“যথা যথেষ্টদেবেষু নৃণাং ভক্তিঃ সমেধতে ।

প্রাপ্যতে তৈরযত্নেন মনোহভীষ্টং তথা তথা ॥

শুচৌ তত্ত্বমহে কুর্যাদেবপ্রশ্রবনোৎসবম্ ।

উর্জ্জ্বলত্বৈব দেবানামুখাপনবিধিং স্বধীঃ ॥

মাঘকৃষ্ণচতুর্দশ্যং বিশেষাচ্ছিবপূজনম্ ।

আশ্বিনানুবাংহেষ্ হর্গা পূজা যথাবিধি ॥

জ্যোপালং পূজয়েদ্বিশ্বতঃ কৃষ্ণাষ্টমীদিনে ।

রামং চৈত্রে সিতে পর্কে নরসিংহং প্রপূজয়েৎ ।

যজ্ঞচ্ছুরুচতুর্থাঙ্গ গণেশঃ ভাদ্রমাসয়োঃ ॥

মহালক্ষ্মীঃ যজ্ঞে দ্বিধান ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীদিনে ।

মাঘশ্চ শুক্লসপ্তম্যাং বিশেষাচ্ছিবনায়কম্ ॥

যা কাচিং সপ্তমী শুক্লা রবিবারযুতা যদি ।

তস্তাং দিনেশং সংপূজ্য মজ্জাদর্ঘ্যং পূর্যাদিতম্ ॥

তত্ত্বং কমোদিতানন্তান্ দেবতাপ্রীতিবর্দ্ধনান্ ।

বিশেষনিয়মান্ কুশা ভজ্যেদেবমনস্তথাঃ ॥

আষাঢ়ী কার্ত্তিকী মধ্যো কিক্রিয়ন্নমস্চরেৎ ।

দেবসম্প্রীত্যে বিধান্ জপপূজাদিতংপরঃ ॥

এবং যো ভজতে বিষ্ণুঃ রুদ্রঃ হর্গাং গণাধিপম্ ।

ভাস্কর্য্যং শ্রদ্ধয়া নিত্যং স কদাচিন্ন সীদতি ॥”

যেক্ষেপে মনুষ্যদিগের ইষ্টদেবে ভক্তি বৃদ্ধি এবং যত্ন ব্যতীত
 অভীষ্ট লাভ হয়, (তদ্বিষয় বর্ণিত হইছে) । গ্রীষ্মকালে দেবতা-
 দিগের পশ্রবনোৎসব করিবে এবং তাহার পর দেবতাদিগের
 উখাপন করিবে । মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা
 করিবে । আশ্বিন মাসে প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত হর্গা-
 পূজা । শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে গোপাল, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের
 নবমী তিথিতে রাম, বৈশাখের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে নর-
 সিংহ, ভাদ্র এবং মাঘমাসের শুক্লচতুর্থাতে গণেশ, ভাদ্র
 মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মহালক্ষ্মী, মাঘমাসের শুক্লসপ্তমী
 তিথিতে দিননায়ক, যে কোন শুক্লসপ্তমী তাহাতে যদি
 রবিবার হয়, এই বারে গণেশপূজা করিবে । আষাঢ় এবং
 কার্ত্তিকমাসে কোন নিয়ম আচরণ করিবে । দেবতার
 প্রীতির নিমিত্ত যদি জপপূজাদি, তৎপর হইয়া বিষ্ণু, রুদ্র,
 হর্গা, গণেশ ও স্বর্ঘ্য ইহাদিগকে নিত্য পূজা করা হন, তাহা
 হইলে যাহারা পূজা করেন, তাহারা কখন অবসন্ন হন না ।

বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মধ্যে কুলদেবতা, ইষ্টদেবতা, গৃহ-
 দেবতা, গ্রাম্যদেবতা, স্থানদেবতা, প্রভৃতি দেবতার পূজা
 দৃষ্ট হয় ।

কুলক্রমাঙ্কসারে যে দেবতা পূজিত হইয়া আসিতেছেন,
 তাহাই কুলদেবতা । শিব, বিষ্ণু, হর্গা প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে
 কোন একটা কোন শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের কুলদেবতা । যিনি
 যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন, সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতাই

ইষ্টদেবতা। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী স্বল্পপু বাক্ত পুজিত হন, তিনিই গৃহদেবতা। গ্রাম্যদেবতার বিশেষ কোন রূপাদি নির্দেশ নাই। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

গ্রাম্যদেবতার স্থিতিকাল কালির প্রথম ২৮০০ বৎসর, এই সময়ের পর হইতে আর গ্রাম্যদেবতার দেবতা থাকিবে না।

“কলেন্দ্র সহস্রাণি বিকৃতিষ্ঠিতী ভূতলে।

তদৰ্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদৰ্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা।”

চৈত্যা প্রভৃতি বৃক্ষাদি তলে যে দেবতার পূজা হইয়া থাকে, তাহাকেই গ্রাম্যদেবতা কহে।

দাক্ষিণাত্যেই গ্রাম্যদেবতার বেশী প্রাধান্য। তথাকার নিয় শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যেই গ্রাম্যদেবতাগণের বখেট প্রতিপত্তি দেখা যায়। ঐ সকল গ্রাম্যদেবতা কোন স্থানে স্তম্ভহীন কাঠখণ্ড বা শিলাখণ্ডে পুজিত হন।

দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে ইহারায় অন্ন, অন্ন বা অন্নার এবং পশ্চিম ও উত্তরাংশে সটাই, তৈরো, মগোবা, চামড়া, অসরা, অই, মরিয়াই প্রভৃতি নামে খ্যাত। সাধারণে বিপদে পড়িলে, রোগে পীড়িত হইলে, তাঁহাদের পূজা দেয় এবং তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য ছাগ, মেঘ, মহিষাদি বলি দিয়া থাকে।

বৌদ্ধেরাও দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহাদের মতে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নিয় শ্রেণীতে দেবগণ। দেবগণের নিয় মানব। বৌদ্ধগণের মতে, অনেক প্রকার দেবতা আছেন, তন্মধ্যে দিব্যাবদান নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে চাতুর-মহারাজিক, তুষিত প্রভৃতি কএকপ্রকার দেবতার উল্লেখ আছে।

যথা—“যা উপবিষ্টাঙ্গাচ্ছক্তি তাস্চাতুরমহারাজিকান্ দেবান্ গজা ত্রয়জিংশান্ যামাঃস্ববিতান্ নির্মাণুরতীন পৰ-নির্মিতবশবর্তিনো দেবান্ ব্রহ্মকারিকান্ ব্রহ্মপুরোহিতান্ মহাব্রহ্মগুণঃ পরীতভান্ অগ্রমাণভান্ আভাশ্বরান্ পরীত-গুভান্ অগ্রমাণগুভান্ শুভকৃৎস্বাননজকান্ পুণ্যপ্রসবান্ বৃহৎফলান্ অববাহান্ অতপান্ সুদৃশান্ সুদর্শান্ অকনিষ্ঠ-পর্যন্তান্ দেবান্ গজানিতাং হুঃখং শূভমনাশ্চৈতাদেবাবয়ন্তি।” (দিব্যাবদান)।

যাহারা উপবিষ্টাগ হইতে গমন করেন, তাহারা চাতুর মহারাজিক দেবতা, তুষিত নির্মাণরতি, পরিনির্মিতবশবর্তী, পরীতভ, অগ্রমাণভ, আভাশ্বর, পরীতগুভ, অগ্রমাণগুভ, শুভকৃৎস্ব, অনজক, পুণ্যপ্রসব, বৃহৎফল, অববাহ, অতপ, সুদৃশ, সুদর্শ ও অকনিষ্ঠ প্রভৃতি দেবসমীপে গমন করিয়া অনিত্য হুঃখ শূভময়, আশ্বার অস্তিত্ব নাই, ইহাই উল্লেখ্য করিয়াছিল।

জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের মত তীর্থঙ্কর কেবলী প্রভৃতি

তাঁহাদের উপাসনগণকে দেবাধিদেব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; দেবগণ এই দেবাধিদেব অপেক্ষা পদমর্যাদার সকল বিষয়ে নিম্ন। দেবগণের পদ মানব। জৈনদিগের দেবতা চারিপ্রকার—বৈমানিক বা কল্পভব, কল্পাতীত, গ্রৈবেয়ক ও অমৃতর। বৈমানিক ১২ প্রকার—সৌখ্য, ঈশান, সর্নৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্মা, অন্তক, শুক্র, সহস্রার, নভ, প্রাপিত, আরণ ও অচ্যুত। কল্পাতীত দেব ১ প্রকার ও অমৃতর ৫ প্রকার। (হেম)।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সকল সভ্য দেশেই এক সময়ের ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত হিষ্ট। অনেক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি ও রূপাদির পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, মিসর হইতে দেবতাদের স্তম্ভপাত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহারই ছায়া অমূল্যত কুইয়াছিল। কিন্তু এই মত সমাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক আখ্যায়িকার দ্বারা অপরাপর সভ্যজাতির মধ্যেও দেবতাদের আপনাপনি উদ্ভূত হইয়াছিল; তবে বিদেশীর সংগ্রহে এক ভাব ভাবান্তরে যে রূপান্তরিত হয় নাই, এমন নহে। [মিসর, রোম প্রভৃতি শব্দ উঠে।]

দেবতাগার (ক্লী) দেবতানাং আগারঃ ৩৩৭। দেবগৃহ, দেবতামন্দির।

“কোষ্ঠাগারায়ুধাগারদেবতাগারভেদকান্।

হস্তাশ্বরথহর্ষুঃচ হস্তাদেবাভিচারয়ন্।” (মদু ৯২৮০)

যাহারা কোষ্ঠাগার, আশ্বগৃহ ও দেবগৃহ নষ্ট করে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণ করে; রাজা কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

দেবতাগৃহ (ক্লী) দেবতানাং গৃহং ৩৩৭। দেবতাদিগের আলয়, দেবমন্দির।

দেবতাজিৎ (পুং) দেবতাঃ জয়তি জি-কিপ্। ১ দেব বিজয়ী অমরাদি। ২ ভরতপুত্র স্রমতির পুত্রভেদ।

“তস্মাদ্ভুক্তসেনায়াং দেবতাজিহ্মাম পুত্রোহভূৎ” (ভাগ ৫।১৫।২)

দেবতাড় (পুং) দেবো দীপ্তকালঃ ইতি লভ ড। বৃক্ষবিশেষ দেবতাড়গাছ। পর্যায়—বেগী, ধুরা, গঁর, জীমূত, অগরী, ধরগরী, স্তাড়ী, আখুবিষহা, আখু, বিবজিষ্ম, মহাচ্ছদ, কদম্ব, বৃজাব, দেবতাড়ক। (রত্নমালা)। দেবো চন্দ্রাকৌ তাড়য়তি ত্ৰাি কৰ্ম্মণি অণ্। ২ রাহ। দেবর্নায় দীপনার ত্ভাডাত্তেহৌ ত্ৰাি কৰ্ম্মণি অচ্। ৩ অগ্নি ৮ ঘোবকলতা।

দেবতাড়ক (পুং) দেবতাড় স্বার্থে কন্ণ দেবতাড় বৃক্ষ। দেবতাড় (পুং) তন-ক ততএব তাত স্বার্থে অণ্। দেবান তাতঃ। দেবতাদিগের নির্মিত বিহৃত বস্তু। “এবা দেব দেবতা

পবন" (শঙ্ক ৯৯৭১২৭) দেবানাম তাত: ৬৩২। ২ দেবতা-
দিগের অনুক কল্পণ। ৩ মন্ত্রীচানি ঋষি। ৪ হিরণ্যগর্ভ।

দেবতাতি (পুং) দেব-বার্ধে তাতিল। দেবতা। "স আবহ
দেবতাতিং যবিত্ত" (শঙ্ক ৩৪৯১৪) 'দেবতাতিং দেবং বার্ধে
তাতিল' (সারণ)

দেবতাধিকরণ (স্ত্রী) দেবতাকর্ম্মস্থ তদধিকারিষ্মনধিকারিষ্বা-
বা-অধিক্রিয়তে বিচার্যতেত্বে অধিক্র-আধারে লুট্। নজা-
দিতে দেবতাদিগের অধিকারিষ ও অনধিকারিষের অন্ততর
সাধক জ্ঞায়তেম।

দেবতাধিপ (পুং) দেবতানাম্ অধিপ: ৩২। দেবতাদিগের
অধিপতি ইহে।

দেবতাধ্যায় (স্ত্রী) সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

দেবতানুক্রম (পুং) দেবতানাম্ অনুক্রম: ৬৩২। দেবো-
দেশ, দেবতাদিগের উদেশ।

"নামধেরানি ব্রহ্ম দক্ষিণাশ ব্রতানি, চ।

দেবতানুক্রম: কর: সংকল্পস্ত্রমেব চ।" (ভাগ ২। ৬২৬)

দেবতাপ্রতিমা (স্ত্রী) দেবতানাম্ প্রতিমা ৬৩২। দেবতা-
দিগের প্রতিমূর্ত্তি। দেবতাদিগের প্রতিমা গঠন করিবার
অঙ্গমানাদি এবং মূর্ত্তি-বিষয় সামান্য রূপে বৃহৎসংহিতার
এইরূপ লিখিত আছে—

দেবালয়-বারের যে এক তৃতীয়াংশ তাহাই পিত্তিকার
প্রমাণ; এইরূপ পরিমাণ-বিশিষ্ট পিত্তিকার নির্মাণ করিয়া
ইহার বিশ্লেষণ পরিমাণে প্রতিমা প্রস্তুত করিতে হইবে।
প্রতিমার ঋষি অঙ্গুলি প্রমাণের দ্বাদশগুণ বিস্তীর্ণ এবং
আয়ত মুখ হইবে, কিন্তু নয়জিৎ মূর্নির মতে প্রতিমার মুখ
দৈর্ঘ্যে চতুর্দশ অঙ্গুলি হইবে। ইহা ত্র্যবিড় দেশে
প্রচলিত। নানা, ললাট, চিবুক ও গ্রীবা চতুরঙ্গুল প্রমাণ
এবং কর্ণধর, হস্তধর ও চিবুক বিঅঙ্গুল পরিমাণে বিস্তৃত।
ললাটের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল, বিস্তার বিঅঙ্গুল, শব্দধর
বিঅঙ্গুল এবং কর্ণধর, হস্তধর ও চিবুক বিঅঙ্গুল পরিমাণে
বিস্তৃত হইবে। সার্কপঞ্চমঙ্গুলে ক্রমের সমস্তই কর্ণোপান্ত
এবং স্তম্ভরূপে কর্ণপ্রোত করিতে হইবে। নেত্রান্ত হইতে
কর্ণধরের বিবীর চতুরঙ্গুল, অধর অঙ্গুল প্রমাণ এবং তাহার
অর্দ্ধাধিক ওষ্ঠ, বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন। গোছা অর্দ্ধাঙ্গুল
এবং মুখ চারি অঙ্গুল, নাসার অগ্রভাগ হইতে নাসাপুটের
বিঅঙ্গুল, নাসার উচ্চায় বিঅঙ্গুল এবং ইহা চতুর্দশের মধ্যস্থানে
চারি অঙ্গুল অন্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। অক্ষিকোণ ও নেত্রের
বিঅঙ্গুল, নেত্রতার ইহার এক তৃতীয়াংশ, নৃক্ততার ইহার এক
পঞ্চমাংশ এবং অক্ষিবিকাশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এক

পার্শ্ব হইতে, অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ক্রমসকল দশাঙ্গুল, ক্রমের
অর্দ্ধাঙ্গুল, ক্রম্য বিঅঙ্গুল ও ক্রমের চতুরঙ্গুল প্রমাণ
হইবে। ক্রম্যমান অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তীর্ণ, ইহা কেশরেখাবৎ
করা আবৃত্তক। নেত্রান্তে অঙ্গুলি সপ্ত করবার দেওরা
কর্তব্য। মণ্ডকের বিশালতা ৩২ অঙ্গুল এবং ১৪ অঙ্গুল
প্রশস্ত হইবে। নয়জিৎ মূর্নির মতে, কেশযুক্ত মস্তক
দৈর্ঘ্যে ১৬ অঙ্গুল। গ্রীবাভাগ দশ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও এক-
বিশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ। কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুলি,
হৃদয় হইতে নাভি এবং নাভি হইতে মেট্রদেশ পর্য্যন্ত এই
পরিমাণ হইবে। উরুধর ও জন্বা চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি,
জাহ ও শিচ্চ চারি অঙ্গুল, শুলকধর ও চারি অঙ্গুল, পদধর
১২ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল প্রশস্ত, পাদাঙ্গুষ্ঠধর ৩ অঙ্গুল
প্রশস্ত এবং পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ, পাদতর্জনী দৈর্ঘ্যে ৩
অঙ্গুল হইবে। অবশিষ্ট পাদাঙ্গুলি সকল ক্রমে ক্রমে অষ্টাংশ
অষ্টাংশ কম করিয়া করিতে হইবে। ১০ অঙ্গুলি অঙ্গুলের
উৎসেধ হইবে। অঙ্গুষ্ঠের চতুর্ভাগই অঙ্গুষ্ঠ-নখের পরিমাণ।
ইহাতে কাহার কাহারও মত—একাঙ্গুলির চতুর্ভাগ কম,
অন্ত সকল অঙ্গুলির পরিমাণ বা অর্দ্ধাঙ্গুলি কিংবা তদপেক্ষা
কিঞ্চিৎ কম হইবে। জন্বার অগ্রভাগের দৈর্ঘ্য ১৪ অঙ্গুলি ও
বিস্তার ৫ অঙ্গুলি। জন্বার মধ্যভাগ সপ্তাঙ্গুলি, দৈর্ঘ্য পরি-
ণাহ অপেক্ষা ত্রিগুণ ও উহা সপ্তাঙ্গুলি বেধবিশিষ্ট, জাহ
মধ্যে বেধ অষ্টাঙ্গুলি এবং পরিণাহ ২৪ অঙ্গুলি হইবে। চতু-
র্দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিপুল উরুধরের মধ্যদেশের পরিধি
তাহার বিশ্লেষণ, অর্ধাংশ ২৮ অঙ্গুল, অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত
কটিদেশের পরিধি ৪৮ অঙ্গুল এবং নাভির বেধ ও প্রমাণ
এক অঙ্গুল হইবে। নাভিমধ্যের সহিত স্তনধরের মধ্য-
পরিণাহ পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি ও উর্দ্ধ বোডশাঙ্গুলি, তাহার
কর্ণধর ৬ অঙ্গুলি, স্কন্ধদেশ ৮ অঙ্গুলি এবং বাহ ও গ্রীবাধরের
পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি, বাহ ৬ অঙ্গুলি বিস্তৃত ও প্রতিবাহ চারি
অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। বাহমূলধর ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অগ্র-
হস্তধর দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইবে।

কব্জল বিস্তার ৬ অঙ্গুলি ও দৈর্ঘ্যে সপ্তাঙ্গুলি, মধ্যমা
পঞ্চাঙ্গুলি, প্রদেশিনী অঙ্গুলির পরিমাণ, মধ্যাঙ্গুলির পর্কাদি-
পরিমাণে কম, অনামিকা তর্জনির সমান, আর কনিষ্ঠাঙ্গুলি
অনামিকার এক পর্ক পরিমাণে কম হইবে। অঙ্গুষ্ঠে দুইটা
পর্ক এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে ত্রিপর্ক এবং অঙ্গুলি সকলের নখের
পরিমাণ পর্কের অর্ধেক হইবে। দেশাঙ্গুরূপ ভূষণ, বেশ,
অলঙ্কার ও মূর্ত্তিধারা প্রতিমাকে লক্ষণযুক্ত করিতে হইবে।

দেবপ্রতিমা ১০৮, ১৬, বা ৮৪ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে

বর্ণাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম হয়। ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বিত্ব, চতুর্ভুজ বা অষ্টভুজ করিবে, পরে তাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসাক্ষয়ুক্ত এবং কোমলভূমি ভূষিত করিতে হইবে। তাহার আকৃতি অতদীপ্পূর্ণবর্ণের ভ্রূষ শ্রীমবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত, প্রসন্নমুখ, কুণ্ডল ও ক্রীটধারী এবং তাহার গল, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ ও ভুজদ্বয় করিবে। এই বিষ্ণুপ্রতিমায় দক্ষিণ হস্তসমূহে যথাক্রমে খড়্গা, গদা, শর ও চতুর্থ হস্তে শাস্তি এবং বাম কর সর্বলো কামুক, খেটক, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করাইবে। নারায়ণকে চতুর্ভুজ করিতে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের একহস্ত শাস্তিগ্রন্থ ও অগ্র হস্ত গদাধার এবং বাম-পার্শ্বের হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করাইবে। কিন্তু দ্বিত্ব করিলে দক্ষিণ হস্তে শাস্তি এবং বামহস্তে শঙ্খ থাকিবে। ভক্তগণ এই প্রকার বিষ্ণুপ্রতিমা নির্মাণ করিবেন।

বর্গদেবকে শঙ্খ, চক্র ও ধূপালের ভ্রায় গৌরবর্ণ কলেবর বিশিষ্ট এক কুণ্ডলধারী, মদবিভ্রমলোচন ও হলধারী করিয়া নির্মাণ করা কর্তব্য।

কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে এক অনংশা নারী দেবী প্রতিমা করিয়া সেই দেবীর কটি সংস্থিত করিবে, আর তাহার হস্তে পদ্ম রাখিবে। ঐ দেবী চতুর্ভুজা হইলে তাহার বামকরদ্বয়ে পুস্তক লিখিত পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের একটি বরদ ও অপরটি সাক্ষ্য হইবে। অষ্টভুজার বামহস্ত সকল কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শস্ত্রযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত সকল বর, শর, দর্পণ ও অক্ষয়ত্রয়সম্বিত করিতে হইবে। সাধ গদাধারী, প্রভ্রাম চাপধারী ও সুল্লরূপ বিশিষ্ট হইবেন এবং ইহাদিগের স্ত্রীদিগকেও খেটক ও নিস্ত্রিশখারিণী করিবে। ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্ভুজ এবং পদ্মাসনস্থিত হইবেন। কার্তিকেশ-কে কুমাররূপধারী, শক্তিধর ও ময়ূরচিহ্নিত করিবে। গুরুবর্ণ ইন্দ্রের হস্তে বজ্র ও ত্রিধাকৃভাবাপন্ন ললাট, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত চতুর্দন্ত ও তিনটা নেত্র। মহাদেবের মস্তকে চক্রকলা, বৃষধ্বজ, উর্দ্ধে তৃতীয় নেত্র, বামার্দ্ধে শূল, ধনু, পিনাক, কিংবা গিরিজা উমার অর্দ্ধাঙ্গ, এই সকল চিহ্ন থাকিবে। বুদ্ধের চরণ ও হস্তে পদ্ম ংস্থিত করিবে। তাহার প্রসন্নমুখ, স্নানীলুপেশ ও তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন। অর্জুনের আঙ্গুলস্থিত বাহু, শ্রীবৎসাক্ষয়ুক্ত, প্রশান্তমুখ, দিগম্বর, তিরুণ ও রূপবান্ করিতে হইবে।

রবির নামা, ললাট, জস্তা, তিরু, গণ্ড ও বক্ষঃ উত্তম, কিন্তু পদ হইতে বক্ষঃ পর্যন্ত লুক্কায়িত হইবে, তিনি ঔত্তরিক বেশধারী হইবেন। তাঁহার হস্তে পদ্ম, মাথায় মুকুট ও ভ্রমণ-কারী গ্রহে পরিবৃত্ত এবং তাহার গলদেশে হার প্রলম্বিত ও

কুণ্ডল দ্বারা বদন ভূষিত হইবে। সূর্য্যের ভ্রায় দ্ব্যতিশাশী মুখ, কক্ষক দ্বারা গুণ্ণদেহ, শ্মিত ও প্রসন্নমুখ এবং রত্নের উজ্জ্বল প্রভ্রামণ্ডলবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রতিমা যিনি নির্মাণ করান, তাহার অপেষ বিধ মঙ্গল হইয়া থাকে। দেবপ্রতিমা একহস্ত পরি-মিত হইলে সোম্যা, হস্তায় উন্নতা হইলে ধনদায়িনী এবং তিন হস্ত বা চারি হস্ত পরিমিতা হইলে তাহা ক্ষেম ও স্তুতিক্রমের কারণ হয়। দেবপ্রতিমার অঙ্গ অধিক হইলে কর্তার নৃপত্যয়, প্রতিমা হীনাকী হইলে অমঙ্গল, ক্ষীণোদরী হইলে ক্ষুদ্র এবং ক্রশা হইলে কর্তার অর্থনাশ হয়।

প্রতিমা শস্ত্রপাত দ্বারা ক্ষত হইলে অথবা ব্যুমদিকে অবনত হইলে কর্তার মরণ, বামদিকে অবনত হইলে কর্তার পত্নী এবং দক্ষিণদিকে অবনত হইলে কর্তার মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রতিমার দৃষ্টি উর্দ্ধগত হইলে কর্তা অন্ধ এবং দৃষ্টি অধো-মুখী হইলে কর্তা সর্বদাই চিন্তিত থাকে। এই সূর্য্য-প্রতিমা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা সকল দেবপ্রতিমা সম্বন্ধেই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল যাহাতে না ঘটে, এইরূপ বিশেষ সাবধান হইয়া দেবপ্রতিমা সকল প্রস্তুত করাইতে হয়।

লিঙ্গের বৃত্তপরিধিকে সূর্য্যদ্বারা দৈর্ঘ্যে পরিমিত করিয়া তাহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার একভাগ মূল্যের পরিমাপ, কিন্তু মূল চতুরস্র হইবে। দ্বিতীয়ভাগে অষ্টাঙ্গি মধ্য আর তৃতীয়ভাগে উর্দ্ধস্থল বৃত্ত করিবে। লিঙ্গের নিম্নের চতুরস্রভাগ অবনীধাতে পিণ্ডিকাছিন্নের মধ্যের সহিত একরূপ সমভাবে বিভক্ত রাখিতে হইবে, যে গর্ত হইতে পিণ্ডিকার উচ্চায়ের সহিত পিণ্ডিকা যেন চতুর্দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লিঙ্গ ক্রশবীর্য হইলে দেশনাশক, পার্শ্ববিহীন হইলে পুরবিনাশক এবং ক্ষত-মস্তক লিঙ্গ বিনাশের কারণ হয়।

মাতৃগণ স্নানাদেবতার অমুরূপ চিহ্নযুক্ত করা কর্তব্য। সূর্য্যপুত্র রেবন্ত অশ্বারূঢ়, যুগল-কৌড়াদিযুক্ত, মহিষ-রূঢ়, বক্রগণাধারী ও হংসারূঢ়। কুবের নরবাহন, বৃহৎ কৃষ্ণ ও সূর্য্যের ক্রীটধারী। প্রমথাদিগণ গণেশ গজমুখ, প্রলম্ব অর্ঠর, কুঠারধারী, একদন্ত এবং মূলক কল ও স্ত্রীল দল কলধারণকারী হইবেন। (বৃহৎসং ৫৮ অঃ)

অগ্নিপুরণে দেবপ্রতিমার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।—ভগবান্ নারায়ণ যে মৎস্তাত্মতার পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, সেই মৎস্তের আকার প্রাকৃত মৎস্তের ভ্রায়। কৃষ্ণের আকার কৃষ্ণের ভ্রায়। বরাহের আকার মছবোর ভ্রায় অগ্ন-

প্রত্যেকবিশিষ্ট, হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, লক্ষ্মী বা পদ্ম, বাম কর্ণে শ্রী, চরণতলে পৃথিবী ও অনন্ত।

নরসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম উরুতে দানব ক্ষত বিক্ষত, গলদেশে মালা, হস্তে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় তিনি নৈতান্ত্রিক বক্ষ বিদায়ণ করিতেছেন।

বামনের আকৃতি হস্ত, মস্তকে ছত্র, হস্তে দন্ত এবং চারি বাহ। পরশুরামাবতারের হস্তে শশর শরাসন, খড়্গ ও পরশু। রামাবতারের দুইভুজ, ঐ দুই হস্তে ধনুশর, খড়্গ ও শঙ্খ শোভিত। বলরামের চারি বাহ, ইহা গদা ও লাকলে সুশোভিত, তন্মধ্যে বামহস্তের উর্দ্ধে লাকল, অধোদেশে সুশোভন শঙ্খ এবং দক্ষিণ হস্তের উর্দ্ধদিকের বাহুতে সুবল ও অধোদিকের বাহুতে চক্র।

ভগবান্ বুদ্ধের মূর্তি অতি শাস্ত, কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ সুগোবর্ণ, পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন উর্দ্ধপদ্ম, তিনি বর ও অভয় প্রদান করেন। ভগবান্ ককি ব্রাহ্মণ মূর্তি, তিনি অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া আছেন; হস্তে ধনু, তুণ, খড়্গা, শঙ্খ, চক্র ও শর। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, দুই পার্শ্বে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর। এই প্রকারে বাহুবল মূর্তি নির্মাণ করিতে হইবে।

চণ্ডীর বিংশতি হস্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্তসমূহে শূল, অসি, শক্তি, চক্র, প্রাস, খেট, আয়ুধ, অভয়, ডমরু ও শক্তিকা এবং বামকরসমূহে নাগপাশ, খেটক, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু, বণ্টা, ধ্বজ, গদা, আদর্শ ও সুগর অথবা চণ্ডীর দশবাহ, তাঁহার অধোভাগে ছিন্নমূর্তি পতিত মহিষ। ক্রোধভরে হস্তে অস্ত্র শোভিত। ঐ মহিষের গ্রীবা হইতে এক পুরুষ উৎকৃত হইয়াছে, তাহার হস্তে শূল, মুখে রক্ত বসি হইতেছে এবং তাহার কেশ, মালা ও লোচনযুগল রক্তবর্ণ, গলদেশ পাশবন্ধ এবং ঐ পুরুষ সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত। চণ্ডীর দক্ষিণ চরণ সিংহের স্বন্ধে এবং বামচরণ অশ্বের পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত। ইনি জিনেন্দ্রা ও সশস্ত্র।

চণ্ডীর আর এক প্রকার মূর্তি আছে, ইহাতে, অষ্টাদশ বাহ, তন্মধ্যে দক্ষিণ করসমূহে শূল, খেটক, আদর্শ, তর্জনী, চপে, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ এবং বামহস্তসমূহে শক্তি, সুগর, শূল, বজ্র, খড়্গা, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা। অবশিষ্ট মূর্তির বোড়শ বাহ। রত্নচণ্ডাদি নয় মূর্তির হস্তে ডমরু ও তর্জনী ভিন্ন উল্লিখিত সমস্ত অস্ত্রই বিরাজমান। রত্নচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচক্রিকা ও উগ্রচণ্ডা, এই সকলের বর্ণ বথাক্রমে রোচনাত, অরুণ, অসিত, নীল, ওজ, ধূস্র, পীত ও শ্বেত। ইহারা সকলেই সিংহের উপর আরোহণ করিয়া মুষ্টিধারী মহিষ ও

ভাটার গ্রীবাস্থিত শস্ত্রশালী পুরুষের কচ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহাদিগের নাম নবহর্গা। ললিতার বামহস্তে স্বরু ও মস্তক এবং দক্ষিণ করে দর্পণ। লক্ষ্মীর দক্ষিণকরে পদ্ম এবং বামহস্তে শ্রীফল। সরস্বতীর হস্তে পুস্তক, অক্ষমালা ও বীণা। জাহ্নবীর হস্তে কুণ্ড ও পদ্ম, বর্ণ শ্বেত এবং তাহার আসন মকর। তুষ্কর ও রুবর্ণ এবং শূল ও বীণা হস্তে মাতার পুরোভাগে বৃষে আকৃষ্ট। গোবী চতুর্ভুজী, ব্রহ্মচারিণী ও অক্ষমালা হস্তে বিরাজমান। শাক্তী শ্বেতবর্ণী ও হংসগামিনী, ইহার বামহস্তে কুণ্ড ও অক্ষপাত্র এবং দক্ষিণহস্তে শর ও চাপ। কোমারী ত্রিভুজা, রক্তবর্ণী, শক্তিহস্তা ও শিখিপৃষ্ঠে আসীন। বারাহী দণ্ড, শঙ্খ, অসি ও গদা হস্তে মহিষ পৃষ্ঠে অধিকৃতা, তাঁহার বামহস্তে চক্র এবং পার্শ্বে গদাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী বিরাজমান। ইন্দ্রাণী সহস্রলোচনা ও বামহস্তে বজ্রধারিণী।

চামুণ্ডার জিনয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নাই, অস্থি চর্মসার, কেশ সকল উর্দ্ধগ, উদর কুশ, পরিধান বীণচর্ম, বামহস্তে কপাল ও পট্টাঙ্গ, দক্ষিণহস্তে শূল ও কর্ত্তরী, অস্থি ভূষণ ও শব আসন। যক্ষিণীদিগের লোচন স্বরু ও দীর্ঘ, শাকিনীদের দৃষ্টি বক্র এবং অপ্সারাদের নয়ন পিন্ধলবর্ণ ও শরীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। দ্বারপাল নন্দীশ্বর অক্ষমালা ও ত্রিশূল-হস্ত। (অগ্নিপুং ৮৮ অং)

দেব প্রতিমা সকল নগরান্নিমুখে স্থাপন করিবে, পরা-স্থানে স্থাপন করিবে না। পূর্বদিকে ইন্দ্রের, অধিকোণে অগ্নির, দক্ষিণদিকে মাতৃকাগণের, ভূতসমূহের, ষম ও চণ্ডিকার, নৈঋতে পিতৃদেবতাদিগের, বাক্ষ্যে বরুণাদির, বায়বে বায়ু ও নাগেশ, সৌম্যে যক্ষ ও গুহ্যের, ঈশানে চণ্ডীশ্বর ও মহাদেবের এবং সকল দিকে বিষ্ণুর ও মধ্যভাগে ব্রহ্মার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। বিশেষ সাবধান হইয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরে তাহাতে দেবপ্রতিমা স্থাপন করিবে।

(অগ্নিপুং ৮৮ অং)

অগ্নিপু্রাণে অনেক দেবপ্রতিমার লক্ষণলিখিত হইয়াছে, বাহুল্যবোধে সকল লিখিত হইল না। হেমোজির ব্রতখণ্ডে, বিষ্ণুধর্মোস্তরে ও হর্ষশীর্ষ পঞ্চরাত্রে অনেক দেবতার মূর্তি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, এইস্থলে সমস্ত লক্ষণ না লিখিয়া কেবল মাত্র সেই সেই দেবতার নাম প্রদত্ত হইল। গণেশ, সরস্বতী (মূর্তি চতুর্ভুজা ও সর্ষাতরণবিভূতি, ইহার দক্ষিণ হস্তে পুস্তক ও অক্ষমালা, হস্তে বীণা ও কমণ্ডলু), লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা, দুর্গা, নন্দা, অম্বা, সর্ষা, মদলা, কালরাজি, ললিতা, ভোষ্ঠা, গোবী, ভূতমাতা, অরুতি,

যোগিনীজা, মাতৃগণ, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কোথারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐশ্বরী, চামুণ্ডা, নান্দীমুখ মাতৃগণ, বৈগৌরী, পদ্মা, শূচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবমাতা, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, পৃষ্টি, তৃষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা, ইহার নান্দীমুখ মাতৃগণ, নবদুর্গা, বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকর্ণিকা, বলবিকর্ণিকা, বলপ্রমথনী, সর্ষভূতদমনী, মনোমনী, কৃষ্ণা, উমা, পার্শ্বতী, মহাকালী, বাক্ষণী, চামুণ্ডা, শিবদত্তী, কাত্যায়নী, অম্বিকা, যোগেশ্বরী, ভৈরবী, রক্তা, শিবা, কীৰ্ত্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্রমা, বৈষ্ণবী, ঐশ্বরী, বামা, দীপ্তি, রতি, শ্বেতা, ভদ্রা, মঙ্গলা, জয়া, বিজয়া, কালী, ঘণ্টাকর্ণ, জয়ন্তী, দ্বিতী, অরুণতী, অপরাজিতা, কোমারী, চতুঃষষ্টি যোগিনী, ময়দীপিকার মতে যোগিনীগণের নাম—অকোভ্যা, ঋক্ষপণী, রাক্ষসী, ক্ষণপা, ক্ষয়া, পিঙ্গাকী, অক্ষয়া, ক্ষেমা, বালা, লীলা, লয়া, লোলা, লঙ্কা, লকেশ্বরী, লালসা, বিমলা, হতাশনা, বিশালাক্ষী, হকারা, বড়বা-মুখী, হাহারবা, মহাক্রুরা, ক্রোধনা, ভয়াননা, সর্ষজ্জা, তরলা, তারা, কৃষ্ণা, হরাননা, রত্নসংগ্রাহী, শবরা, তালুজিহ্বিকা, রক্ষাকী, হুগ্রসিদ্ধা, বিহাজ্জিহ্বা, করজিগী, মেঘনালা, প্রচ-ভোত্রী, কালকণী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রহাসা, বরপ্রদা, প্রপঞ্চিকা, প্রলয়াস্তা, শিশুবক্তা, পিশাচী, পিশিতাশরা, লোলুপা, ধমনী, তর্পনী, বাঘনী, বিক্রতাননা, বায়ুবেগা, বৃহৎকৃষ্ণ, বিক্রতা, বিধ্বংসিকা, যমজিহ্বা, জয়ন্তী, হুগী, যমাস্তিকা, বিড়ালী, রেবতী, পূতনা ও বিজয়ন্তিকা এই ৬৪ জন চতুঃষষ্টিযোগিনী)।

আদিত্যপুরণে এই সকল দেবমূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, লোকপাল, বিশ্বকর্মা, ধর্ম, ঋষেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল, ব্যাকরণ, নিকরু, ছন্দ, জ্যোতিষ, মীমাংসা, জায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, নৃত্যশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, পাতঞ্জল, সূত্র্য, অর্থশাস্ত্র, নারদ মুনি, ভৃগু, অজিতা, বিষ্ণু, লোকপাল বিষ্ণু, বাসুদেব, সর্ষগণ, প্রহ্মা, অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, যোগেশ্বর, হংস, মৎস্ত, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, রাম প্রভৃতি, কৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রহ্মা, কাম, অনিরুদ্ধ, সাংঘ, দেবকী, যশোদা, গোপাল, বুদ্ধ, কঙ্কি, নর-নারায়ণ, হরি, হরপ্রব, কপিল, ব্যাস, বান্দীকি, দত্তা-ত্রৈয়, ধর্মসুত্র, জলশারী, গরুড়, রুদ্র, মূর্ত্যষ্টক, অর্জুনারীধর, দক্ষিণামূর্ত্তি, উমামহেশ্বর, হরিহর, বিজেশ্বর, রুদ্রভেদ, একপাদ, অহিবৃদ্ধ, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, জ্যাক, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, অপরাজিত, স্কন্দ, ভৈরব, মহাকাল, অম্বি, বীরভদ্র, জয়, বহু, জব, আপ, অম্বিল, অনল, প্রত্যা, প্রভাস, দ্বাদশ-দিতা, ধাতু, মিত্র, অধ্যায়া, রুদ্র, বরুণ, স্বর্ঘা, ভগ, বিবস্বান,

পূবা, স্বর্ঘা, স্বষ্টা, বিষ্ণু, ৪২ মরুৎ, রেবত, যক্ষ, রাক্ষসাদি, গন্ধর্ব্ব, বাহুকি, তক্ষকাদি, পিতৃগণ, বিশ্বদেব সকল, সপ্ত সমুদ্র, বীপাদি দিকপতি, অগ্নি, যম, বরুণ, বায়ু, ধনদ, আকাশ, জব, নবগ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি, কাল, যজুর্ভ, সিত, অঙ্গুণ, আর্ঘ্যভট, সাবিত্র, বৈরাঙ্গ, গন্ধর্ব্ব, স্তুতিজিত, রৌহি-ণেয়, বল, বিজয়, সত্ত্বম, বরুণ, হুভগ, বিক্রম, বৃষ, চিত্রভানু, হুভানু, তারণ, অব্যয়, সর্ষজিৎ, দেয়, মন্থথ, হেমলঘ, বিলহ, বিকারী, প্রব প্রভৃতি বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে। এ সকল দেবপ্রতিমা যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলে ধর্ম অর্থ প্রভৃতি লাভ হয়। [প্রতিমালাক্ষণ তত্ত্ব শব্দে উক্ত্যে।]

দেবতাপ্রতিষ্ঠা (তী) দেবতানাং প্রতিষ্ঠা ভূতং। দেবতা-দিগের প্রতিষ্ঠা, বিধানপূর্ব্বক দেবপ্রতিমাতে দেবগণের সান্নিধ্য-সম্পাদক কার্যভেদ। দেবতাদিগের প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে দেবপ্রতিমার দেবত্ব জন্মে। দেব-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা না করিয়া পূজাদি করা যায় না, অথমে দেবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পরে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

“সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাত্রী রত্নময়ী তথা।

শৈলদারুময়ী বাপি লৌহশঙ্খময়ী তথা ॥

রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাত্র্যকাংস্তময়ী তথা।

শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চা প্রশস্ততে ॥” (প্রতিষ্ঠাতব)

সুবর্ণ, রক্তত, তাম্র, রত্ন, পাষাণ, দারু, লৌহ, শঙ্খ, রীতিকা, তাম্র ও কাংস্ত দ্বারা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল প্রতিমা প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিলে অধিক শুভ হয়। প্রতিমাতে দেবত্ব কল্পিত না হইলে সাধকদিগের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, এই জন্য চৈতন্যরূপ, অধিতীয়, অশরীরী ত্রৈলোক্য উপাসকদিগের কার্যের নিমিত্ত রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।

“চিন্ময়ত্বাধিতীয়স্ত নিকলজ্ঞানশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥”

‘রূপকল্পন রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যাংশাদি কল্পনা।’

(দেবপ্রতিষ্ঠাতব)

স্বর্ণ প্রভৃতি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে মুক্তিলাভ এবং তেজো-নির্মিত দক্ষিণীনির্মিত এবং রৈবতীকী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে শুভ হয়। দেবপ্রতিমার জ্বর শালগ্রামাদি শিলা, শিব-লিঙ্গাদিও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। জ্যোতির্ধ্বীক দিনে এবং কালভুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবে। মলমাসাদি অন্তর্জকালে প্রতিষ্ঠা হয় না। [প্রতিষ্ঠা দেখ।]

দেবতাময় (তী) দেবতাস্বরূপং দেবতাময়ত্বং। ১ দেবতাময়ক। দেবতাস্বরূপে ত্রিরাং ভীপু। ২ হিরণ্যগর্ভরূপ দেবতাত্ত্বং।

“যা প্রাণেন সম্ভবতাদিতির্দেবতামরী শুভাঃ প্রবিশ্ত
তিষ্ঠতী যা ভূতেতিবাভ্যায়ত ॥” (কঠোপনিঃ ৪।৭)

“যা দেবতামরী সর্বদেবতাত্মিকা প্রাণেন হিরণ্যগর্ভরূপেণ
পরম্বাৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভবেতি” (জ্যোতঃ)

দেবতায়তন (ক্ৰী) দেবতানাং আয়তনং ৬৩৭। দেবগৃহ।

• “সীমাসন্ধিষু কাব্যানি দেতায়তনানি চ।” (মহু)
সীমার সন্ধিস্থলে দেবগৃহ প্রস্তুত করিতে হয়।

দেবতালয় (পুং) দেবতানাং আলয়ঃ ৬৩৭। দেবগৃহ।

দেবতাবেশ্যুন্ (ক্ৰী) দেবতানাং বেশ্য ৬৩৭। দেবগৃহ,
দেবালয়।

দেবতিথি (পুং) পুরুষাংশীয অক্রোধনের পুত্র নৃপভেদ।

(ভারত ১।২৫ অ°)

‘দেবতিথি’ এই পাঠই প্রায় অধিকাংশ পুস্তকে দেখা
যায়, ‘দেবতিথি’ এই পাঠ অল্প পুস্তকেই আছে।

দেবতীর্থ (ক্ৰী) ১ পবিত্র তীর্থভেদ। ২ দেবপূজার উপযুক্ত
সময়। ৩ অঙ্গুলির অগ্রভাগ, দেবপূজার উপযোগী হস্তের
অংশ।

দেবত্ব (ত্রি) দেবতা কর্তৃক দত্ত।

দেবত্ব্য (ত্রি) দেব সম্বন্ধীয়।

দেবত্ব্যা (ত্রি) পশুভেদ। (বেদ)

দেবত্বো (অব্য) দেবায় দেয়ং করোতি সম্পদ্বতে দেয়ে জ্ঞা।

১ করণাদি বিষয়ে দেবতাকে দেয়। ২ দেবতাধীন। দেয়ং বস্তু
দেবে রমে বা দ্বিতীয়াস্তাৎ সম্যমস্তাৎ ৯ ন দেবশব্দাৎ জ্ঞা। ৩
বন্দনাদি কর্তৃযুক্ত দেবতা। ৪ রমণবিষয় দেবতা। ৫ দেব-
দিগের প্রতি এই অর্থ। “দেবত্বা যন্তমবসে” (শুঙ্কযজুঃ ৬।২০)

“দেবান্ প্রতি যন্তং গচ্ছন্তঃ।” (বেদদীপ) (ত্রি) দেবান্
জায়তে জ্ঞা। ৬ দেবতারক্ষক। “দেবএব সবিতা প্রপয়তি
বর্ষিষ্ঠেইধিনাক ইতি দেবত্বো এতদাহ” (শতপথব্রাঃ ১।২।২।১৪)

দেবত্বোত, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার। নির্ণয়-
সিদ্ধ ও সংস্কারকোস্তভে এই ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবত্ব (ক্ৰী) দেবত্ব ভাবঃ ভাবে স্ব। দেবতার ভাব, দেব-
তার ধর্ম, দেবসাম্যজ্ঞা, দেবভূয়।

দেবদত্ত (ক্ৰী) দেবোং মেঘাৎ দত্তো যন্তাঃ। নাগবলা।
(রাজনিঃ)

দেবদত্ত (পুং) দেবা এনং দেয়ান্নরিতঃ সংজ্ঞায়াং (জিহ
কৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) সংজ্ঞা শব্দ-প্রতিপাদ্য
নরভেদ, যে স্থলে নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই স্থলে
দেবদত্ত এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা দেবদত্ত প্রস্তুত
করিতেছে ইত্যাদি।

“ব্রাহ্মণ্যুখ্যে বধা নান্তি কশিৎ ব্রাহ্মণকথনে।

দেবদত্তাদিরো বাক্যে তথৈব স্থানিরর্থকাঃ ॥”

বৈরূপ ব্রাহ্মণ কথনে ব্রাহ্মণার্থ নাই, সেইরূপ দেবদত্তাদি
বাক্যে নিরর্থক অর্থাৎ ইহার কোন অর্থ নাই। (ত্রি) দেবেন
দত্তঃ ৩৩৭। ২ দেবতা কর্তৃক দত্ত, দেবদত্ত। ৩ দেবতাকে
যাহা প্রদত্ত হইয়াছে। ৪ অর্জুনের শম্বের নাম দেবদত্ত।

“পাক্ষজন্তঃ সর্ষীকেশঃ দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ।” (গীতা)

৫ দেহস্থিত জুড়নকর বাহুভেদ।

“বিজুড়নে দেবদত্তঃ শুক্লফটিকসমিতঃ।” (সারদাটীয়ায়ব)

দেবার দত্তঃ। ৬ দেবার্ধ উৎসৃষ্ট গ্রামাদি।

দেবদত্ত, ১ জৈনমতে স্বর্ঘ্যের এক পুত্র। (জৈনহরিবংশ ১৭।৩০)

২ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। ইনি সাক্তভাষার
গ্রন্থাখ্যপ্রকাশ রচনা করেন।

৩ শৃঙ্গারসবিলাস নামে অলঙ্কার-গ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ গুজরবাসী হরির পুত্র। ইনি খাত্তরত্মমালা নামে
সংস্কৃত নৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

দেবদত্ত, শাক্যবংশীয় একজন রাজকুমার। শুদ্ধোদনের
ভ্রাতৃপুত্র। বৈরূপ হৃষীকেশন যুধিষ্ঠিরাদির শত্রু, দেবদত্ত
শাক্যবৃদ্ধেরও সেইরূপ ঘোর জাতিশত্রু ছিলেন। যে যে
বৌদ্ধ গ্রন্থে বুদ্ধ শাক্যসিংহের বিবরণ আছে, সেই সেই
গ্রন্থেই দেবদত্তের কতক কতক পরিচয় পাওয়া যায়।
বুদ্ধের সহিত বাল্যকাল হইতেই একত্র লালিত, পালিত
হইলেও ভেদঃ বীৰ্য্য বিজ্ঞানবুদ্ধি সর্ববিষয়ে শাক্যসিংহের
উন্নতি দর্শনে দেবদত্ত অতিশয় মর্ষপীড়িত হইতেন। প্রথমে
দেবদত্ত যশোধরাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু
যশোধরা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধার্থের অঙ্গলক্ষী
হয়, তাহাতে দেবদত্ত আরও মর্ষপীড়িত ও তাহাদের
অনিষ্ট কুরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। কিসে বুদ্ধের
অনিষ্ট করিবেন, সর্বদাই তাহার স্বযোগ খুঁজিতেল।

মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু দেবদত্তের পরম
বন্ধু ছিলেন। কল্পকল্পাবদানে লিখিত আছে, অজাতশত্রু
তাঁহার বন্ধু দেবদত্তের প্রয়োচনায় আপন পিতা বিম্বিসারের
প্রাণসংহার করেন। অবদানশতকে লিখিত আছে, যখন
বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন, জুহুৎ দেবদত্ত বহু
সংখ্যক বাতককে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পাঠান। কিন্তু
তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। দেবদত্ত ও অজাতশত্রু
উভয়ে মিলিয়া বুদ্ধ-মতের বিরুদ্ধে গ্রন্থও প্রকাশ করিয়া
ছিলেন। ভজকল্পাবদানে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ সংসার
ত্যাগ করিলে তাঁহার প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা যশোধরাকে পাইবার

জন্ত দেবদত্ত অনেক প্রাণোত্তন দেখান, কিন্তু তুহার বাসনা পূর্ণ না হওয়ার বশোধরার আপসংহারের চেষ্টা করেন।

যাহা হউক সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে সকল চেষ্টা সকল বন্ধ হইল। দেবদত্তের বন্ধ অজ্ঞাতশক্রও বুকের নিকট দীক্ষিত হইলেন। পৃথিবী দেবদত্তকে আর রাখিতে পারিলেন না। একদিন বিদীর্ণ হইল। দেবদত্ত মিথ্যায়ুক্ত গাণমুখে নরকে গেল। এইরূপে দেবদত্তের অবসান হইল। বৌদ্ধদিগের নানা অবদান গ্রহে দেখা যায়, বুদ্ধ বত বার জন্মিয়াছিলেন, ততবার দেবদত্ত তাঁহার শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রুদ্ধদেবী বৌদ্ধেরা দেবদত্তকেই বীণাখুঁটি বলিয়া মনে করে। আবার শ্রামবাসিগণের বিশ্বাস দেবদত্ত ব্রহ্মপুত্রের এক দেবতা।

দেবদত্তক (পুং) দেবদত্তো মুখ্য এয়াং ইতি কনু। দেবদত্ত প্রধানক, এই দেবদত্তক শব্দ বহুবচনান্ত।

দেবদত্তাগ্রজ (পুং) দেবদত্তস্ত অগ্রজঃ। শাক্য বুদ্ধ।

দেবদর্শ (ত্রি) দেবং পশ্রতি দৃশ-অণু। ১ দেবদর্শক, বাহারা দেবতাকে দেখে। (পুং) ২ ঋষিভেদ।

দেবদর্শন (ত্রি) দেবং পশ্রতি দৃশ-অণু। ১ দেবদর্শক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (স্ত্রী) ৩ দেবতাদিগের দর্শন।

দেবদর্শিনি (পুং) দেবদর্শনপ্রোক্তং অদীয়তে ইতি দেবদর্শ-স্ত্রিনি। দেবদর্শ ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্র বাহারা অধ্যয়ন করে।

দেবদানী (স্ত্রী) দৈশ শোধনে ভাষে সূট। দেবস্তেব দানং শুদ্ধির্ভাঃ গৌরাদিভাৎ ভীঃ। শৌবকাকৃতি, হস্তিযোবা। (রত্নমালা)

দেবদারু (স্ত্রী) দেবানাং দারু তেবাং প্রিয়ভাৎ। বৃক্ষবিশেষ; পর্য্যায়—শুক্রপীদগু, পারিতজক, ভদ্রদারু, জকিলিম, পীড়ড়ারু, দারু, পুতিকঠি, সুরদারু, দারুক, সিন্ধুদারু, অমরদারু, শান্তব, ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ, ইন্দ্রদারু, মন্তদারু, সুরভূক, সুরাহ, দেবকাঠ (রত্নমালা)।

এ দেশে দেবদারু বা দেবদারু, হিন্দীতে কিলন, দেওদার বা কিলন কাপের, পঞ্জাবে দেউদার, কলাইন, দাদা, কাশ্মীরে দার বা দেওদার, হিমালয় অঞ্চলে দিয়ার, দেউদার, দদার, তিব্বতে গিয়াম, তামিল দেবদারী চেড়ি, তৈলঙ্গে দেবদারী চেটু, মলয়ে দেবতারম, আরবে স্করুদ দেবদার বা সনোবলহিল্ এবং পারসীতে দরবত্তে, দেবদার বা নিস্তার বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cedrus Deodara or Pinus Deodara.

উত্তর ভারতে সর্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। এই গাছ খুব

উচ্চ হয়। হিমালয় প্রদেশেই বড় বড় দেবদার গাছ দেখা যায়, এই সকল গাছ এক একটা একশত ফুটত বৎসরের হইবে। এরূপ এক একটা গাছের ডাঁড়ি চারি পাঁচ হাত পর্য্যন্ত মোটা হয়।

দেবদার কাঠের মাঝা অন্ন পীতাক, গন্ধযুক্ত ও কঠিন। এই কাঠ বহুকালস্থায়ী হয়। ইহাতে নানাপ্রকার জাল-বাব, তক্তা ও সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কচি দেবদার ছাগমেঘাদির প্রিয় খাদ্য।

দেবদারুগাছ হইতে এক প্রকার আলুকাডরা ও তৈলবৎ নির্ভাস বাহির হয়। পঞ্জাবে তৈলকে 'কেলোন-কা-তেন' বলে। পঞ্জাবে এইরূপে উক্ত আলুকাডরা ও তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে চারিসের ধরিতে পারে এরূপ একটা কলসী গর্তের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ১২ সের ধরিতে পারে এরূপ আর একটা বড় কলসী তলদেশে তিনটা ফুটা করিয়া প্রথম কলসীর মুখের উপর চাপাইয়া দেয়। এই কলসীর ভিতর কতকগুলি টুকরা টুকরা দেবদারু বালি মাঝে মাঝে সেই দ্বিতীয় কলসীর মুখে আর একটা ছোট জলপাত্র মুখামুখী চাপাইয়া উপরে ভাল করিয়া কাদ্য দিয়া তিনটা মুখই বন্ধ করিতে হয়। পরে তাহার চারিপাশে ৪ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ন অন্ন জাল দিতে থাকে। সেই উত্তাপে বড় কলসীর মধ্যস্থ জাল হইতে চট্‌চটে আঁটা বাহির হইয়া তাহার তিনটা ছিদ্র দিয়া নিম্ন কলসীতে আসিয়া জমা হইতে থাকে। পরে তাহা বাহির করিয়া পূর্ববৎ বড় কলসীতে সেই আলুকাডরাবৎ আঁটা রাখিয়া পূর্ববৎ তিনটা কলসী একত্র করিয়া পরে জাল দেওয়া হয়। আঁটা বাহির করিয়া কলসীতে দিবার সময় বাহাতে কোন রকমে ভিতরে ঘাট না পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, এইরূপে কএকবার পাত্রের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, এইরূপে ১ সের কাঠে প্রায় দুই হুটাক আঁটা ও ৪ হুটাক করিয়া হয়। আবার কাঠ চৌরাসিয়া লইলে তর্পিণ তৈলের মত ক্ষুদ্রবর্ণ তৈল পাওয়া যায়। নালি যু, বিবকোড়া, ঘোড়ার পাঁচড়া ও গবাদির পায়ের তলার ক্ষত হইলে এই তৈল প্রয়োজ্য বিশেষ উপকর্য্য হয়। দেবদারু কচিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরশীড়া ভাল হয়। বৈজ্ঞক মতে, ইহার গুণ—তিক্ত, রুক্ষ, স্নেহা, বায়ু ও পিত্ত দোষনাশক। (রাজনি) নিঃ, উষ্ণ, কটুপাক, বিক, আধান, শোধ, হিতা, জ্বর, প্রমেহ, পীদস, স্নেহা, বাত, কাস, কণ্ডু ও বায়ুনাসক। (ভাবপ্র) ইহার লেপন—কমতিগ্রীদ, আমদোষ, বিবক, অর্প, প্রমেহ ও জরনাশক।

দেবদাসীবন, একটা পুণ্যস্থান। সমাজিক ও নৃসিংহপুরাণ ও ব্রহ্মাওপুণ্যে ইহার বর্ণনা আছে।

দেবদাসীবাদি (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত কাথোবধি ভেদ, প্রস্তুত প্রণালী—দেবদাস, বচ, কুড়, শিল্পী, শুদ্ধী, চিরাতা, কট-ফল, মুখা, কটকী, খনিয়া, হরীতকী, গজপিল্লী, ছুরালতা, গোন্ধুর, বৃহত্তী, আতাইচ, গুলক, কাকড়াশ্রী ও কুম্বীরা, এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট কাথ করিতে হইবে, পরে সৈন্ধব ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা প্রস্তুত নারীকে পান করাইলে জ্বর, শ্বাস, শূর্ষা, কম্প, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, পিপাসা, দাহ, তন্দ্রা, অভীসার এবং বমি প্রভৃতি, বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত সর্বপ্রকার ব্যতিকার রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্রাং)

দেবদালিকা (স্ত্রী) দেবদালীক কার্যে কৈ-ক টাপু পূর্ক-ব্রহ্মঃ। মহাকাল ব্রহ্ম।

দেবদালী (স্ত্রী) দেবেন মেঘোদয়েনু দালো দলনং যন্তাঃ গৌরাদিত্যং ভীষ্ম। লতাবিশেষ, হিন্দীতে যবরবেল ও সোনেরা বলে। পর্ণায়—জীমুত্বক, কটফলা, গরা, গরী, বেগী, মহা-কোষফলা, কটফলা, ঘোরা, কদম্বী, বিবহরা, কর্জী, সায়-মুখিকা, বৃন্তকোষা, আখুবিসহা, দালী, রোমশপত্রিকা, কুম্ব-পিকা, স্তম্বকরী, দেবতাড়। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কটু, পাণ্ডু, কফ, দুর্নাম, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতনাশক। (রাজনিং)

দেবদাস (পুং) দেবানাং দাসঃ ৩২১। ১ দেবতাদিগের দাস।

২ দেবদাস প্রকাশ নামক বৃহৎ স্মৃতিবিবন্ধকার।

দেবদাসী (স্ত্রী) দেবং ইন্দ্রিয়ং দাস্ম্যতি হস্তীতি দেবদাস-অণু গৌরাদিত্যং ভীষ্ম। বনবীজপূরক ব্রহ্ম। (রাজনিং)

দেবদাসী জীড়ার দাসী। ২ বেঙ্গী। দেবদাসী দাসী।

৩ দেবতাদিগের পরিচারিকা।

১।*দেবতাদিগের সেবায় নিযুক্ত কিস্ত্রী। দাক্ষিণাত্যে কোন মন্দিরের দেবনর্তকীগণকেই দেবদাসী বলে। দেব-তার পূজার সময় তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করাই দেব-দাসীর কার্য। জগন্নাথের মন্দির হইতে 'আরম্ভ' করিয়া দক্ষিণাংশে প্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবালয়েই দেবদাসী বা দেবনর্তকী দৃষ্ট হয়।

পূর্বকালে মিসর, গ্রীস, আসিরিয়া, ফিনিসীয়া প্রভৃতি নানা ভূমানে দেবালয়ে এইরূপ বিস্তর দেবনর্তকী ছিল। বেশী দিনের কথা নয়, এসিয়ার পশ্চিমাংশে এবং গ্রীসের বোগাস্ *দেবীর মন্দিরে অনেক দেবদাসী দেখা যাইত। বেঙ্গীপ্রভৃতি ও দেবতার মহিমা গান করাই তাহাদের কার্য ছিল। এক সময়ে আশ্বেমিয়ার এই নিয়ম ছিল যে উচ্চবংশীয়

সকল লোকের কস্তাগণ বিবাহের পূর্বে অনাইতিস্ (অনা-হিতা) দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইত। এ সময় তাহারা অনেক অসদাচরণ করিলেও বিবাহের পর কেহ আর নিন্দা করিত না। বাবিলনে কোন রমণীই মিলিতা (Mylitta) দেবের মন্দিরে একবার অঙ্গসমর্পণ না করিয়া আর অব্যাহতি পাইত না। বিবাহের পর আর দেবমন্দিরে তাহাদের প্রয়োজন হইত না। বাইবেলের এক্সোডাস্ গ্রন্থেও লিখিত আছে—অঙ্গরগ-নির্ধিত গোবৎসরূপ দেবের সম্মুখে ইসরাইলের সন্তানগণ নৃত্য করিত। (Exodus)

দাক্ষিণাত্যে চেন্নলপৎ জেলার স্থানে স্থানে তত্ত্বায়দিগের মধ্যে এক অপূর্ণ নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ জ্যেষ্ঠকস্তাকে ঋতুমতী হইবার পূর্বে দেবালয়ে প্রদান করে। এখানে একজন ওস্তাদ তাহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দেয়। তৈলঙ্গে এই সকল কুমারী 'বসবা' এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী' নামে আখ্যাত। বসবাগণ প্রধানতঃ শিবের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র তাহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে;—অপর অনেকেই দেবালয়ের পূজক বা কর্তৃপক্ষগণের ভোগ্য হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও খড়্গের সহিত, আবার কাহারও দেবের সহিত বিবাহ হয়। খড়্গের সহিত বিবাহ-কালে কস্তা খড়্গের উপর এক ছড়া মালা দেয়, ভাট মঙ্গলশ্লোক পাঠ করে; তাহার মাতা ধান দুর্কা দিয়া আশীর্বাদ করে। তখন হইতে সে 'ভবিন্' বা কুমারী হইয়া কোন মন্দিরে নিযুক্ত হয়। কেহ যদি মানত করিয়া অতি অল্প বয়সেই কস্তাকে দেবতার উদ্দেশে সম্ভ্রদান করে, এই ক্রিয়াকে দাক্ষিণাত্যে 'লেজ' বলে।

দেবদাসীরা প্রথমে অতি প্রত্যুষে দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে মন্দিরে গিয়া এ বেলা দুই ঘণ্টা এবং বৈকালে দুই ঘণ্টা নৃত্যগীত শিক্ষা করে। দুই চারি বর্ষ মূর্ধোই নৃত্য গীতে পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে স্বর্গে দেবসভায় যেমন অঙ্গরাগণ দেবনর্তকী, মর্ত্যে ইহারাও সেইরূপ দেবালয়ে দেবনর্তকী। ইহাদের ভরণপোষণ জন্ত মন্দির হইতেই বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। রাজা বা কোন বড় লোকের বাড়ী উৎসব উপলক্ষে আহুত হইয়াও অনেক রোজ-গার করে। ইহাদের পুত্রেরা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। কেবল কস্তাই উত্তরাধিকারিণী। কাহারও কন্যাদি না হইলে অপরের কস্তা দত্তক লয় বা কস্তা ক্রয় করিয়া তাহাকে লাগুন পালন করে। ভবিষ্যতে সেও নৃত্য গীত শিখিয়া দেবনর্তকী বলিয়া গণ্য হয়।

দেবসেবার অল্প দেবনর্তকী নিযুক্ত করিবার প্রথা গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের দ্বারা ভারতবর্ষেও বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। সহস্রবর্ষের পূর্ববর্তী অনেক খ্রীষ্টাব্দে দিগ্বিদিক মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে দেবনর্তকী প্রদানের কথা বর্ণিত আছে। এক সময়ে উত্তর ভারতেও এইরূপ অনেক দেবনর্তকী ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। প্রবাদ এইরূপ, এক সময়ে কামাখ্যার মন্দিরে প্রায় পাঁচ হাজার দেবনর্তকী ছিল। এখন দক্ষিণ ভারত তিন্ন আর কোথাও দেবনর্তকীর আদর নাই। তথায় দেবনর্তকীর বেশ সম্মান আছে।

দেবদীপ (পুং) দেবর্থে দীপঃ। ১ দেবতার নিমিত্ত দীপ। দেবঃ দীপ্তিলাভে দীপয়তি প্রকাশয়তি বুদ্ধিহং করেতি দীপ-
গিচ্-অণ্। ২ লোচন, চক্ষু।

দেবদুন্দুভি (পুং) দেবানাং দুন্দুভিরিব হর্ষপ্রদাৎ। ১ রক্ত
তুলসী। ২ দেবচক্র, দেবতাদিগের দুন্দুভি।

“দেবদুন্দুভয়ো নেহ ননুতুচ্যাপ্রোগগাঃ।” (ভূরিপ্রয়োগ)

দেবদূত (পুং) ১ দেবগণের দূত। অগ্নি।

দেবদূতী (স্ত্রী) দেবানিঙ্গিয়াণি দ্যুস্তে অবসাদয়তীতি দূ-জিচ্
ততো ভীষ্। ১ বনবীজপূরক কৃষ্ণ। ২ অঙ্গুরা, স্বর্গবিজ্ঞাপকী।

দেবদেব (পুং) দেবেষু মধ্যে দীব্যতি দিব-অচ্। মহা-
দেব, শিব। “অবাচিতারং নহি দেবদেবঃ

অজিঃ সূতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।” (কুমারসং)

২ ব্রহ্মা। ৩ বিষ্ণু।

“কারণং সর্বলোকানাং দেবদেবং জগৎ শুকঃ।”

বাসুদেবং অগ্নিঃ তপ্যমানং মহত্তপঃ।” (দেবীভাগঃ ১।৪।৩৫)

৪ গণেশ।

দেবদেবশ (পুং) দেবপ্রকারঃ দেবদেবঃ তত্শেষঃ। মহাদেব।

দেবদোল (পুং) দেবৈর্দ্রষ্টব্যো দোলঃ। প্রাতঃকরণীয়
দোলোৎসব, প্রাতঃকালে যে দোলপূজা হয়, তাহাকে দেব-
দোল কহে। [দোল দেখ।]

দেবদ্যুত (পুং) ভরতবংশীয় দেবাজিতের অপত্য নৃপতৈদ।
(ভাগঃ ৫।১৫।৩)

দেবজ্যোতী (স্ত্রী) দেবানাং জ্যোতী ভতং। ১ দেবযাত্রা। ২ স্বয়ম্ভু
লিঙ্গাদির অবস্থান গহ্বর।

“দেবজ্যোত্যাং বিহারে চ কুপেদ্যতনেষু চ।

এষু গোষু বিপন্নাস্থ প্রায়শ্চিত্তং ন বিস্ততে।” (সংবর্ত)

‘দেবজ্যোতী স্বয়ম্ভুলিঙ্গাভবস্থানগহ্বরং।’ (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

দেবজ্ঞক (ত্রি) দেবঃ অকতি পূজয়তি অনুচ্-কিন্ টেরজ্যা-
দেশ (বিষয়দেবরোশ্চ টেরজ্যাক্তাবপ্রত্যয়ে। পা ৬।৩।২২)।

১ দেবপূজক। গতার্থ অকথাতু হইলে নকারের দোষ
হইয়া দেবজ্ঞ এই পদ হইবে, সেই স্থলে দেবজ্ঞ শব্দে
দেবসমীপগতা।

দেবধন (স্ত্রী) দেবার্থং ধনং। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট
ধন। ২ দেবস্বামিকধন।

দেবধর ভাগবতাচার্য্য, কাশ্মীরবাসী, কবি মহাশয়ের সমসাময়িক
একজন গৃহস্থ-ভাষ্যকার।

দেবধাতু (স্ত্রী) দেবযোগ্যং ধাতুঃ। ১ ধাতুবিশেষ, দেধান,
জোয়ার হিল্লী ভাষা। ২ পর্যায়-স্ববনাল, বোনাল, জুঁয়া, ধাতু,
পোতালা, বীজপুষ্টিকাণ

দেবধূপ (পুং) দেবানাং প্রিয়ো ধূপঃ। ১ গুণ্ডলু।

দেবদ্বী (পুং) দিবং বাং অনি। পতির অমুখাত্ত ভ্রাতা, দেবর।

দেবন (স্ত্রী) দিব-ভাবে লুট্। ১ ব্যবহর। ২ জিগীষা।
৩ জীড়া। ৪ দীব্যতি অস্মিন্ অধিকবৃত্তে লুট্। ৫ দীপো-
তান। দীব্যত্যনেন দিব-করণে লুট্। ৬ পদ্ম। ৭ পরিদেবন।
৮ দ্যতি। ৯ স্তুতি। ১০ কান্তি। ১১ শোক।
১২ দ্যত।

“প্রকাশমেতৎ তাস্থধ্যং যদেবন সমাহবৌ।

১ তয়োনিত্যং প্রতিঘাতে নৃপতির্দ্ববান্ ভবেৎ ॥” (মহু ৯।২২২)
(পুং) ১৩ পাশক।

দেবনদী (স্ত্রী) দেবানাং নদী ভতং। গঙ্গা।

“ব্রাতুং গতান দেবনদ্যাং ছর্কাসঃ প্রভৃতীন্ বুনীন্।”

(ভারত বনপং ২৬২ অং)। ২ দেবদ্বীপ নদী মাত্র। সরস্বতী
ও দৃষতী এই দুই দেবনদী।

“সরস্বতী দৃষত্যা দেবনদ্যোর্মদন্তরং ॥”

দেবনন্দিনী (পুং) দেবং শত্রুং নন্দয়তি নন্দি-গিনি। ইজ্জবার-
পাল।

দেবনন্দী, একজন প্রসিদ্ধ জৈন বৈয়াকরণ। কোন কোন
পটাবলীতে দেবনন্দীর নামান্তর যশঃকীর্তি, যশোনন্দী, পূজা-
পাদ, গুণনন্দী ও গুণাকর এই কয়েকটা নামান্তর দৃষ্ট হয়।

“যশঃকীর্তিযশোনন্দী দেবনন্দী মহাযতিঃ।

কীপূজাপাদাপরাধো গুণনন্দী গুণাকরঃ ॥”

কাহারও মতে, ইনিই প্রসিদ্ধ জৈনপ্রবীকরণ রচনা
করেন। আবার কাহারও মতে, পূজাপাদ ও দেবনন্দী
স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পূজাপাদ জৈনপ্রবীকরণের মূল গ্রন্থ ও

দেবনন্দী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। ঐতিহ্যভিত্তিক দেবনন্দী
‘পঞ্চবস্ত্রক’ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণবিষয়ক একখণ্ড

সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রতীকীর্ণ পঞ্চবস্ত্রকের
বিবরণ সম্বন্ধিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। দিগম্বরধর্ম-
বিশয়ক

নার নামক অর্দ্ধমাগধী তার রচিত জৈনগ্রন্থের মতে
পূজাপাণ্ডের শিষ্য বজ্রনন্দী ২৬৬ সনতে মথুরার ত্রাবিড়সজ্জ
স্থাপন করেন।

“সিরিপুংজ্ঞাপাদসীমো দাবিড়সজ্জকারণোবুটৈব।

পামেণ বজ্রগদী পাছড়কৌ মহাসমো ॥

পংচলএছবীসে বিকমড়ারসস অরণপত্তম।

“দরিকণমহরাআনো দাবিড়সংমো মহামোহেব ॥”

অতরাং পূজাপাদ ২৬৬ সনতের পূর্বে বিত্তম্যুন ছিলেন।

শ্রুতকীর্তি ১০১৫ শকে জীবিত ছিলেন। যদি পূজাপাদ
ও দেবনন্দী এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আর কোন কথাই
নাই। নহিলে দেবনন্দী পূজাপাদ ও শ্রুতকীর্তির মধ্যকালে
আবির্ভূত হইরাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবনন্দ (পুং) দেবুইব শ্রেষ্ঠত্বং নলঃ। নলভেন। পর্বার—
দেবনাল, মহানল, বজ্র, নলোত্তম, জ্ঞানাল, জ্ঞানগু, জ্ঞানাল,
জ্ঞানক্রম। ইহার গুণ অতি মধুর, বৃহৎ, জীষণ, কষায়, নলাপেক্ষা
অধিকবীর্ণ্য, ও রসকার্যে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজনি°)

দেবনা (স্ত্রী) দিব তাকো বৃহ টা প্চ। ১ ক্রীড়া। ২ সেবা।
দেবনাগর (পুং) লিপিভেদ। প্রকৃত নাম নাগর বা নাগরী।

এদেশীয় পণ্ডিতগণের মতেও ‘নগরে ভবং’ এইরূপে নাগর
নাম হইরাছে। কালীহ কোন পণ্ডিত “দেবনগরে ভবং ইতি
দেবনাগরম্” এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইরূপে কেহ
নগরে বা যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া
ইহার “নাগর” নাম হইরাছে, আবার কেহ পূর্বে দেবলোকে
এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার “দেবনাগর” নাম
হইরাছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উপরোক্ত
কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কেবল
“নগরে ভবং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিলে যে কোন নগর
হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে
অনিশ্চয়তা দোষ পড়ে। কোন এক নির্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে
হইলে যে স্থান বা পাত্র হইতে উদ্ভাবিত হইল, সেই স্থান বা
পাত্রবিশেষ নির্দেশ করা চাই। কিন্তু উক্ত মতপ্রকাশক-
গণ কেহই বিশেষ স্থান বা পাত্র নির্দেশ করেন নাই।
অতরাং কেবল “নগরে ভবং” বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি
নির্দিষ্ট হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব
তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পক্রেমে নাগর শব্দের এক অর্থ
লিখিয়াছেন, “নাগর দেশীয়াক্ষরম্।” বর্তমান অধ্যাপক-
দিগের নিকট শব্দকল্পক্রেমের মত গৃহীত হয় নাই। আমরা
যত দূর প্রামাণ্যপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়,
নগর-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সম্প্রদায় বিশেষ

কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া এই অক্ষরের নাম নাগর হইরাছে।
যেমন, বৃন্দদেশ হইতেই বাঁজালী, বজ্রতাবা ও বজ্রাক্ষরের
নামকরণ হইরাছে, নাগরের নামোৎপত্তিও সেইরূপ।
আর স্মৃতি সাত শত বর্ষ পূর্বে বিখ্যাত পণ্ডিত শেবকৃষ্ণ (১)
তাঁহার প্রাকৃতচরিত্রকার এই কথাটা স্লোক উদ্ধৃত করিয়া
দেশভাবার পরিচয় দিয়াছেন—

“মহারাত্রী তথাকন্তী শোরসেনজমাগধী।

বাল্লীকী মাপধীচৈব বড়োতা দাক্ষিণাত্যজাঃ * ॥

ত্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।

বার্হর্যাবস্ত্যাপালাটাকমালবটকর্যঃ ॥

গোড়োভূদৈবপাশ্চাত্যাপাণ্ড্যকৌত্তলসৈংহলাঃ।

কালিন্দ্যপ্রাচ্যাকর্ণাটঃ কাঞ্চ্যত্রাবিড়গোজ্জয়ঃ ॥

আতীরো মধ্যদেশীয় স্বল্পভেদব্যবস্থিতাঃ।

সমুদ্রবিশ্লেষণতঃ পূর্ণা বৈভালাদি প্রভেদতঃ ॥”

মহারাত্রী, অবন্তী, শোরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাল্লীকী ও
মাগধী দাক্ষিণাত্য-দেশজাত, এই ৬টা মূলভাষা। ঐ ৬টা
হইতে আতীর, ত্রাচণ্ড (p), লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর,
বার্হর্য, আবস্ত্য, পাঞ্চাল, টাক, মালব, কৈকর, গোড়, দৈব,
পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌত্তল, সৈংহল, কালিন্দ, প্রাচ্য, কর্ণাট,
কাঞ্চ্য, ত্রাবিড়, গোজ্জয়, আতীর, মধ্যদেশীয়, বিভালা, এই
২৭টা পরস্পর অন্তর্বিস্তর প্রভেদানুসারে অপভ্রংশ ভাষা।

উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেমন মহারাষ্ট্র,
শ্রুসেন প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মহারাষ্ট্রী, শোরসেনী,
মাগধী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্বে নগর,
উপনগর, দেব প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর,
দৈব প্রভৃতি অক্ষরেরও নামকরণ হইরাছে।

ভারতে নগরনামক জনপদ একটা নয়। আমাদের এই
বৃন্দদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, তজ্জোরে
নগর নামে একটা প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। মহিষুরের একটা
বিত্তীর্ণ বিভাগের নাম নগর, এই বিভাগে নগর নামে একটা
তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। পঞ্জাবের
কান্ধা জেলার মধ্যে বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একটা
বিশিষ্ট সহর এবং নগরকোট নামে একটা প্রাচীন নগরও

(১) কৃষ্ণপণ্ডিত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত্র ও শেববংশে
জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শেবকৃষ্ণের
জ্যৈষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যামান ছিলেন। (B. G.
Bhandarkar's Report of the Sanskrit MSS, 1883-84, p. 59.)

* ‘অষ্টোতা দাক্ষিণাত্যজাঃ।’ এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দরভাঙ্গা জেলায় নগরবাসি, সিদ্ধপ্রদেশে নগরপার্কর নামে একটি সহর এবং বৃষ্টি জেলায় নগরধাস নামে একটি নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দক্ষিণাভ্যে "নগরম্" নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে।

নাগর নামেরও অসম্ভাব নাই। উত্তর বেঙ্গেই নাগর নামে দুইটি নদী আছে, একটি পূর্ণিমা জেলা হইতে দিনাজপুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটি বগুড়া জেলা হইতে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার মধ্যেই নাগর নামে ২১১০টি স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটি সহর মধ্যে গণ্য, তাহার একটি জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত *। অপরটি মাড়বার রাজ্যের মধ্যে †, এবং ত্রয়টি প্রসিদ্ধ রণ ঠন্ডরের ও ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও দুর্গসম্বলিত নাগর নামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। সুদূর আফগানিস্তানের কাবুল জেলার পার্কতাপ্রদেশে নাগর নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত সে দিন তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাকরের নাম হইয়াছে। তাহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আৰ্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাকর প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু উক্ত মত কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ঐ নাগর জাতি এখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইলেও সকলেই রাজপুত। তাহারা রাজপুতনীই আপনাদের পূর্বনিবাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। একরূপ স্থলে কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাকর এদেশে আসিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

রাজপুতত্ত্বের চিত্তোত্তের নিকট নাগরী নামে একটি অতি প্রাচীন নগর আছে। খৃষ্টাব্দের বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই এই নগর ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম সাহেব সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাটা (Punch-marked) মুদ্রা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে ঐ স্থানের প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী।

* প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম সাহেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম কর্কটনগর। প্রবাদ এইরূপ, রাজা মুচুকু এই নগর স্থাপন করেন। এখান হইতে হিন্দুরাজগণের সময়কার বহু প্রাচীন ছয় হাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† স্থানীয় লোকের মতে নাগগড় হইতে বর্তমান নাগর নাম হইয়াছে।

উপরে যে সকল নাম উদ্ধৃত করিলাম, ঐ সকল স্থানে এমন কোন কথা অথবা আনুমানিক এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না, যদ্বারা নাগরাকরের উৎপত্তিস্থান বলিয়া স্বীকার করা যায়।

উপরোক্ত কয়েকটি ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আন্ধ্রনগর জেলার মধ্যে দিগর নামে একটি বিস্তীর্ণ বিভাগ আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল *। এখানে নাগর নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা আন্ধ্রনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। তাহার বলে, "সুতান" আন্ধ্র কব্জক ১৪১১ খৃঃ অব্দে আন্ধ্রনগর স্থাপিত হইবার পূর্বেও এই স্থান নগর নামে খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা স্বল্পপূরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পুরিচয়িক গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে— সরস্বতী নদীতীরবর্তী হাটকেখরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। নগরবিভাগের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বিভাগের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরে ত্রীশতী নগরে যে প্রাচীন হাটকেখর মন্দির আছে, তাহাই নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেখর, ইহার ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চকোশ। এক সময়ে নগর বা আন্ধ্রনগর এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহাদের বিশ্বাস নাগরখণ্ডে যে বহুসংখ্যক তীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত নগরবিভাগের মধ্যেই ছিল। মুসলমান রাজগণের দাঙ্গা অত্যাচায়ে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সিদ্ধেশ্বর, নাগনাথ, হাটকেখর প্রভৃতি গ্রন্থ মন্দিরই বিদ্যমান আছে।

উক্ত নগরবিভাগ ও সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানেই নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ও নাগরাকরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হাটকেখরের পাণ্ডার নাম জাহির করিবার জন্য ঐ রূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও বর্তমান ত্রীশতী নগরের হাটকেখর নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন হাটকেখর নহে। পূর্বতন হাটকেখরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার অনেক পুরে উক্ত মন্দির নির্মিত হয়। নাগরখণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে যে, চম্পলপা নামে এক নাগরব্রাহ্মণ পুষ্প নামে এক ব্যক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন। তিনি জ্ঞাতি বন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্বক সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়া

* Bombay Gazetteer, Vol. XVII, p 608.

বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা বাছনাগর নামে খ্যাত হন। সেই বাছনাগরেরাই বর্তমান নগরবিভাগের অন্তর্গত শ্রীশ্রী * নামক নগরে পূর্বতন হাটকেখরকেন্দ্রের আদর্শে সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে হাটকেখরাদি স্থাপন করেন ও বর্তমানে আন্দননগরকেই প্রাচীন 'নগর' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডের মতে, নগরকেন্দ্র পঞ্চকোশী হাটকেখর কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং সরস্বতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু বর্তমান আন্দননগর শ্রীশ্রী হইতে ৫ ক্রোশ অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থিত। আন্দননগরের নিকট সরস্বতী নদীও প্রবাহিত নাই। *এরূপ স্থলে নগরবিভাগের অন্তর্গত আন্দননগর নাগর ব্রাহ্মণের আদিনিবাস নগরকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখান হইতে *নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই।

তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তিস্থান কোথায় ?

গুজরাট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের নাগর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নাগরী অক্ষর তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত।

গুজরাটে * এখনও বহুসংখ্যক নাগর ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অরাজল গ্রহণ করেন না। গুজরাটের হিন্দুব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত এই নাগর ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্যে নাগর ব্রাহ্মণের পুরুষাত্মকে অধিকার লক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণেরা ও স্বল্পপুত্রাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদিগের প্রধান পরিচারক ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাগরখণ্ডে এইরূপ আছে,—আনর্তাধিপ চমৎকার কুঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিন তিনি বিশ্বাসিত্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে রিক্ত দ্রব্যস্বার কথা জ্ঞাবাইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়াদ্রুতিত হইয়া * তাঁহাকে শম্বতীর্থেস্থান করিতে বলেন। তিনি শম্বতীর্থে স্থান করিয়া কুঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই শম্বতীর্থের নিকট চমৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক নগর নির্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ স্মরণীয় দ্রব্য নির্মাণ

করিয়া বেদবিৎ স্কুলীন ও ধার্মিক ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে চিত্রশর্ম্মা নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্বীকি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। *মহাদেব তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পাতালস্থ হাটকেখর মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে ব্যক্তিগণ সেই অমূল্যম হাটকেখর লিঙ্গ দেখিতে আসিলেন। চমৎকারপুরবাসী অপরপর ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, চিত্রশর্ম্মার আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পূজ্য হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া যোরতর তপস্বী আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। *তখন চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৬৮টি গোত্র ছিল। *মহাদেব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টি শৈব কেন্দ্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের অতীষ্টসিদ্ধির জন্য ৬৮ মূর্তিতে এই কেন্দ্রে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে এখানে ৬৮টি দেবপ্রাসাদ নির্মিত হইল এবং এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবার নিযুক্ত হইলেন।

(নাগরখণ্ডে ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়।)

কোন সময়ে আনর্তাধিপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের গ্রন্থবৈশিষ্ট্যে তদীয় চিরশাস্তিময় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মধ্যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শাস্তি করাইতে পরামর্শ দিলেন। আনর্তরাজ পুত্রের চমৎকারপুরে স্থানর সৌধাবলী নির্মাণ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন *তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার ভাবী পুত্রের * মঙ্গলের জন্য শাস্তি সন্তোষন করিতে অহরোধ করিলেন। তখন ১৬ জন ব্রাহ্মণ শাস্তি ও হোম * কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে বাগ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ওদিকে আনর্তরাজের রাজধানীতেও রাজপুত্রের অমোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই অমোদ প্রমোদে আবীর নিরানন্দ দেখা দিল। রাজপুত্রের গ্রন্থদোষে রাজার রাজ্য গজবালি-বান-বাহনাদি সমস্তই ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিশ্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়া *যজ্ঞধর্ম্মবিধি হোমাদি করিতেছি, কিন্তু তাঁহার কোন ফল দেখিতেছি না। অতএব আমরা

* List of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 107.

অগ্নিদেবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব। তখন অগ্নিদেব দেখা দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, “ব্রাহ্মণগণ! রূখা রোষবশে আমাকে অভিশম্পাত করিও না। মাসে মাসে যে ১৬ জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ত্রিজাত নামক এক ব্রাহ্মণের দোষে সকল জব্যই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্তই স্বর্গাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত জব্য গ্রহণ করেন না, সেই জন্তই রাজ্য মধ্যে রোগ, শোক এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া হোম কর; তাহা হইলে রাজা আরোগ্য ও প্রজাদি লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুগণের নিপাত হইবে।” তখন ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “কিন্তু এখানে যে, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হোমজব্য দূষিত করিতেছে।” অগ্নি কহিলেন, “হোমকালে আমার বেদ জলে দান করিয়া সকলে পরিতুষ্ট হও। দানের পর বাহার গায়ে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবে, জানিবে, তাহা হইতে জব্য নষ্ট হইয়াছে।” অগ্নির কথামত একে একে সেই ১৬ জন ব্রাহ্মণ হোমকালে দান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল ত্রিজাতের গায়ে বিস্ফোটক জন্মিল। তখন ত্রিজাত লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নিতান্ত দুঃখে খেদে ও লজ্জায় বনবাসী হইলেন। ত্রিজাত বাস্তবিক একজন বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। মাতৃদোষে তাঁহার এই দুর্দশা ঘটয়াছিল। আপনাব্যবস্থা বুঝিতে পারিয়া নির্জন বনভূমিতে কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, “দেবাদিদেব! আমি মাতৃদোষে চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও আনন্দেরাজের নিকট সর্বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। বাহাতে আমি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।” মহাদেব কহিলেন, “কিছু কাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকক চমৎকারপুরে মহাবিজাট উপস্থিত। ঐ দোকলা গোত্রের দেবরাজের পুত্র ক্রম নামে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর দিন নাগতীর্থে রান্না করিতে গিয়া, সামান্য জলসর্প ভাবিয়া লণ্ডাখাতে নাগকুমার রক্তমালের প্রাণবধ করিল। তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধরগণ চমৎকারপুরে দলে দলে উপস্থিত হইল। বিষধরের বিষম উৎপাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত শত ব্রাহ্মণ সর্পদংশনে জীবন বিসর্জন করিলেন।

তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ অভিশপ্ত হইয়া বে-বশে জিজাত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের হৃৎপের কথা শুনিয়া জিজাত কহিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই।” তিনি আবার দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন, “তোমাকে এক সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মহাবিধরও বিনশিত হইয়া পড়িবে।”

“পরঃ বিষমিতি প্রোক্তং তজ্জাতি চ মাস্ততম্।

মৎপ্রমাদাঙ্করাহেতুচ্ছূৰ্য্যং ব্রাহ্মণোত্তম ॥

ন গরং ন গরং চৈতৎ ব্রহ্মা যে পরগাথমঃ । . .

তত্র হ্যন্ততি তে বধ্যা তবিস্ততি বধ্যা সুখম্ ॥

অদ্য অজ্জতি তৎস্থানং নগরাধ্যা ধরাতলে।

ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং তবকীর্ত্তিবর্দ্ধনম্ ॥

তথাহোহপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ।

নগরাধ্যোন্যজেন অভিমত্যা জিহা জলম্ ॥

প্রাণিনং কালসংদুষ্টমপি মৃত্যুবশং গতং।

প্রকরিস্যতি জীবন্তং প্রক্ষিপ্য বদনে স্বয়ম্ ॥”

(নাগরখণ্ড ১০৭৭৮-৮২)

‘গরশব্দে বিব বুঝার, কিন্তু অধুনা সেই স্থানে বিব নাই। আমার অমুগ্রহে তোমার উচ্চারিত “ন গরং ন গরং” (বিব নাই বিব নাই) এই কথা শুনিয়া যে পরগাথম, সেইখানে থাকিবে, ব্রহ্মক্ষে তাহাকে মারিতে পারিবে। ধরাতলে আজ হইতে তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই স্থান “নগর” নামে বিখ্যাত হইবে। অস্ত্র যে কোন বিত্তক নাগর ব্রাহ্মণ এই নগর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার জল লইয়া মৃত্যু যুগে পতিত প্রাণীর মুখে প্রদান করিলে সে নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে স্থাবর জন্ম কুজিমাণি সকল বিষই নষ্ট হয়।’ এই বলিয়া, ভগবান্ অদৃশ হইলেন। ত্রিজাত সেই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া চমৎকারপুরে আগমন করিলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে “ন গরং ন গরং” শব্দ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধমন্ত্র শুনিয়া চমৎকারপুরস্থ আশীবিধগণ নির্জীব হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইবে। সহস্র সহস্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন ত্রিজাতের সম্মান দেখে কে? যে এক দিন লজ্জাবনস্তমুখে মনঃকণ্ঠে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। আজ তাঁহা হইতেই চমৎকারপুর “নগর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং সেখানকার ব্রাহ্মণেরা নাগর নামে খ্যাত হইল।

নাগরখণ্ডের মতে—নগরের পূর্বনাম চমৎকারপুর।

রাজা চমৎকার এখানে বহুতর সৌধ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে চমৎকারপুর নাম হয়। এই স্থানের অপর নাম হাটকেখর ক্ষেত্র; আনন্দেরেশের নৈরুত কোণে হাটকেখর অবস্থিত। এই পূর্ণাধায় পঞ্চকোশ বিস্তৃত (২)। ইহার পূর্বসীমা গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে বিষ্ণুপদ এবং দক্ষিণোত্তরভাগে গোবর্ধনেশ্বর (৩)।

নাগরখণ্ডের আর এক স্থানে লিখিত আছে—উক্ত ক্ষেত্র পঞ্চকোশ হইলেও নগরের আরও এক কোশ ক্ষত্র (৪)। উক্ত পঞ্চকোশী হাটকেখরের মধ্যে অচলেশ্বর, গোবর্ধনেশ্বর, গয়াশীর্ষ, মার্কণ্ডেশ্বর, চিত্রেশ্বর, ধূম্রমাসেশ্বর, যথাশীর্ষ, আনন্দেশ্বর, কলনেশ্বর, কপিলেশ্বর, আনন্দেরেশ্বর, শূদ্রকেশ্বর, অজগাশীর্ষ, বাণেশ্বর, লক্ষণেশ্বর, ত্রিজ্ঞানেশ্বর, অম্বারেশ্বরী, কেদারেশ্বর, বৃষভনন্দ, সত্যসঙ্কেত, অটেশ্বর, স্বর্গরাজেশ্বর, মিঠারদেশ্বর, চিত্রাঙ্গদেশ্বর, অমরকেশ্বর, অটেশ্বর, মকরেশ্বর, পুণ্যানিত্য প্রভৃতি দেব-মন্দির এবং পাতালগুপ্তা, গঙ্গাবসুনা, প্রাচী সরস্বতী, নাগতীর্থ, শম্বতীর্থ, বৃগতীর্থ, লিঙ্গভেদোত্তবতীর্থ, রুদ্রাবর্ত, রামহ্রদ, চক্রতীর্থ, মাতৃতীর্থ, মুখারতীর্থ প্রভৃতি শত শত তীর্থ আছে।

নাগরখণ্ডের মতে—

নৈমিষারণ্য, কেদারনাথ, পুন্ডর, তুমিলাঙ্গল, বারাগসী, কৃষ্ণক্ষেত্র, প্রভাস ও হাটকেখর, এই আটটি সর্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপ্রবৃত্ত হইয়া যে স্থান করে, তাহার সর্ব-

(২) “অস্মিন্ নৈরুত দিগ্ভাগে দেশে চানন্তসংজ্ঞিকম্।

উজ্জায় স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন হরোত্তমৈঃ ॥

এতৎ সংকীর্ণ্যতে লোকে পাতালে হাটকেখরম্ ॥”

(নগরখণ্ড ৪১০—৪৩)।

(৩) “পঞ্চকোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসমুদয়ঃ।

আয়ামব্যাসতট্টেব চমৎকারপুরোত্তমম্ ॥

প্রাচ্যাং তস্তাং গয়াশীর্ষং পশ্চিমেদ্যং হরৈঃ পদম্।

দক্ষিণোত্তরমোট্টেব গোবর্ধনেশ্বরসংজ্ঞিতৌ ॥

হাটকেখরসংজ্ঞত পূর্বসীমাসিদ্ধিকোত্তমম্।

তৎক্ষেত্রে প্রথিতং লোকে সর্বপাতকনাশনম্ ॥

যতঃ প্রকৃতি বিপ্রোক্তো দত্তঃ তেন মহাশুন্যম্ ॥

চত্বাকরণে তৎস্থানং নামাখ্যাতং ততো গতম্ ॥”

(নাগরখণ্ড ১৬৩—৬)।

(৪) “নগরং কলয়ামাস তত্র স্থানং মহত্তমম্।

প্রাকারেন হৃত্ত্বেন পরিধার্কেন সর্বতঃ ॥

আয়ামব্যাসতট্টেব কোশমাত্রং মনোহরম্ ॥”

(নাগরখণ্ড ১১৬২—৬৩)

তীর্থদানের কল লাভ হয়। এই আটটি ক্ষেত্রের মধ্যে হাটকেখরনামক ক্ষেত্রেই সর্বপ্রধান। এখানে আমার (শিবের) আজ্ঞার সকলতীর্থই অধিষ্ঠিত। কলিকাণ্ডে যুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষেরই সর্বতীর্থ-বেষ্টিত সেই হাটকেখর ক্ষেত্র সর্বতোভাবে সেবনীয়। (নাগরখণ্ড ১০৩৪—১০)

উইলসন্ সাহেব তাঁহার ভারতীয় জাতিতত্ত্ব (Indian Caste) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“নাগর শব্দ পুরবাক্য নগর শব্দের বিশেষণরূপ। নাগর বলিলে গুজরাটের প্রধান ছয় শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরপূর্বভাগস্থ কোন কোন নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে।” (৫)

পূর্বেই দেখাইয়াছি, নাগরখণ্ডের মতে ত্রিজ্ঞাত কর্তৃক হাটকেখরের ক্ষেত্র বিবধরহীন হইলে উহার নাম নগর হয়। তৎকর্তৃক সমানীত ব্রাহ্মগণ ঐ নগরে বাস হেতুই নাগর নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬)।

গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দপুর বা বর্তমান বড়নগর নামক স্থানই তাঁহাদের আদি নিবাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলার মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। এখন উহা বরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত। কোন কোন পুরাবিদ আনন্দপুর নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) বোধ হয়, সমাজচ্যূত বাহু-নাগরগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলে (৮) আনন্দপুরবাসী নাগরগণ আপনাদের নিবাসভূমি পৃথক্ বুঝাইবার জন্য উহা বড়নগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্তমান বড়নগরে এখনও প্রসিদ্ধ হাটকেখর মন্দির বিরাজমান। এখনও এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের

(৫) “The word Nāgar is the derivative form of *Nagar*, a city. It is applied to several (six) principal castes of Brahmans in Gujarat, getting their designations respectively from certain towns in the north-eastern portion of the province.”

Wilson's Indian Castes, Vol. II. p. 96.)

(৬) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, ত্রিজ্ঞাতের আগমনের পূর্বে নগরে উৎপাতে হাটকেখর ক্ষেত্র জনশূন্য হইয়াছিল। তিনি আবার নানা স্থান হইতে ৬৪ গোত্র ব্রাহ্মণ আনিয়া হাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৭) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 205.

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, সমাজচ্যূত চম্পশর্মা ও তাঁহার সহচর সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে নগরেশ্বর ও নগরানিত্য নামে মূর্তি স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১০৪ অঃ) এরূপ হলে বাহুনাগরেরা যে, এখানেও নগর নামে একটা পুর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

অধিপতি গাইকবাদের মঙ্গলের জন্য শ্রান্তি পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র রাজী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই এই হাটকেখরের নাম পর্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চকোষের মধ্যে নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্বোক্ত দেবমন্দির ও তীর্থগুলি এখনও বিজ্ঞমান (৯)। এখানকার সরস্বতীনদী স্থানীয় লোকের নিকট গঙ্গার স্তায় পূজ্যপ্রদ। যে রুদ্রমাল নামক নাগ-কুমারের হত্যাপ্রযুক্ত পূর্বতন ব্রাহ্মণগণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই পঞ্চকোষী হাটকেখর ক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধপুর নামক স্থানে সরস্বতীনদী তীরে সেই রুদ্রমালের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী নগর বা হাটকেখর ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার পাণ্ডুগণের অমুচরেরা ভারতের সর্বত্রই যাত্রীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নানা-স্থানে নাগর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাহার এখনও কেবল নাগরাক্ষরই সন্তত ধর্মপুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি হুদ্র জাতিও কর্ণাট অঞ্চলে—যেখানে অপর কোন জাতি নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,—তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণেরা বহুশতাব্দী বাস করিয়া মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাহারা নাগরাক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। এসিদ্ধ হাডলুটনটোক সাহেব বিজয়নগর ও আনন্তপুর নিকটবর্তী নাগর ব্রাহ্মণদিগের সন্মুখে লিখিয়াছেন, “বিজয়নগর ও আনন্তপুর রাজ্যগণের প্রাধিকৃত কালে তাহারা এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাহারা কণাড়ী ভাষার কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন” (১০)।

পূর্বে যাহা লিখিয়াছি, মনোবিাগপূর্বক তাহা আন্তোপাস্ত পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ হির হইবে, ত্রিজাত কর্তৃক অনীত ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাসনিবন্ধন

নাগর (১১) নামে বিখ্যাত হন। তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা নাগর এবং অক্ষর নাগর বা নাগরী নামে প্রচলিত হয়। তাহাদের সহিত যে নাগরাক্ষরের বিশেষ সংশ্রব আছে, তাহা বহু দিন হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অক্ষরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নগরনামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণগণ ধর্মপরিচয় প্রাচীন হিন্দু রাজ্যগণের সময়ে গুজরাটের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাহাদের মধ্যে অনেকে সোমনাথপুত্বে গিয়া বাস করেন। প্রভাস বা সোমনাথপুত্বে অপর একটা প্রাচীন নাম দেবনগর। [দেবপুত্বে দেখ।] এই দেবনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষরে আপনাদের ধর্মগ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন, বোধ হয় পরবর্তী কালে তাহাই দেবনাগরী নামে খ্যাত হয়। অথবা নাগরী লিপির বহু বিস্তৃতি অথবা ইহাতে অধিকাংশ দেবমাহাত্ম্যচক্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ লিখিত হওয়ার মহিমাবাচক যেশব্দযোগে নাগরী ‘দেবনাগরী’ নামে খ্যাত হয়।

কত দিন হইতে নাগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইরাছে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে দিন হইতে লিখিবার প্রণালীর সৃষ্টি হইরাছে, সেই দিন হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়-পুরবাসী প্রাচীন লিপিসালাগ্রন্থে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সামান্য বিবেচনায় উক্ত পণ্ডিতগণের কথা সমাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূহের নামোল্লেখ আছে, সে সকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে সিদ্ধার্থ শিক্ষার পূর্বেই গুরু নিকট এই ৬৪ প্রকার লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন—যথা ১ ব্রাহ্মী ২ খেরাঙ্গী ৩ পুন্ডরী ৪ অঙ্গলিপি ৫ বঙ্গলিপি ৬ মগধলিপি ৭ মালয়ালিপি ৮ মহাশালিপি ৯ অম্বুলীলিপি ১০ শকারি-লিপি ১১ ব্রহ্মবরীলিপি ১২ জ্যোতির্লিপি ১৩ কিনারি-লিপি ১৪ দক্ষিণলিপি ১৫ উগ্রলিপি ১৬ সখ্যালিপি

(৯) Campbell's Bombay Gazetteer, Vol. VII., and Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 169.

(১০) Indian Antiquary, 1874. p. 230.

(১১) নাগর ব্রাহ্মণের এখনও অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদের প্রেত পিতৃপাদনের জন্য এই লোকটি আকৃষ্ট করিয়া থাকেন—

“শ্রেষ্ঠা পাবঃ পশুনাক যথা পদসমুত্তর।

বিপ্রাণামিহ সর্ববাস তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরঃ” (নাগরখণ্ড ১৩১১)

১৭ অঙ্কলোমলিপি ১৮ অঙ্কবহুলিপি ১৯ দরদলিপি ২০ খাতলিপি
২১ চীনলিপি ২২ ছগলিপি ২৩ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৪ পুন্স-
লিপি ২৫ দেবলিপি ২৬ নাগলিপি ২৭ বক্ষলিপি ২৮ গন্ধর্ভলিপি
২৯ কিম্বরলিপি ৩০ মুহোরগলিপি ৩১ অঙ্কুরলিপি ৩২
গরুড়লিপি ৩৩ যুগচক্রলিপি ৩৪ চক্রলিপি ৩৫ বায়ুমক-
লিপি ৩৬ ভৌমদেবলিপি ৩৭ অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৮ উত্তর-
কুরুদ্বীপলিপি ৩৯ অপূরণোড়লিপি ৪০ পূর্ববিদেহলিপি
৪১ উৎকম্পলিপি ৪২ নিকম্পলিপি ৪৩ বিকম্পলিপি
৪৪ প্রকম্পলিপি ৪৫ সাগরলিপি ৪৬ বজ্রলিপি ৪৭ লেখ-
প্রতিশ্রুতলিপি ৪৮ অঙ্কুরলিপি ৪৯ শাস্ত্রাবর্তলিপি ৫০
গণনাবর্তলিপি ৫১ উৎকম্পাবর্তলিপি ৫২ নিকম্পাবর্তলিপি
৫৩ পাদলিখিতলিপি ৫৪ বিকল্পপদসঙ্কলিপি ৫৫ দশোত্তর-
পদসঙ্কলিপি ৫৬ অধ্যাহারিণিলিপি ৫৭ সর্স্করতসংগ্রহলি-
পি ৫৮ বিদ্যামূলোমলিপি ৫৯ বিমিশ্রিতলিপি ৬০
ঋষিতপস্তলিপি ৬১ রোচমানা ধরগীপ্রকল্পলিপি ৬২ সর্বৌষধি-
নিষাদা ৬৩ সর্স্কসায়সংগ্রহী এবং ৬৫ সর্স্কভূতরুত-
গ্রহীলিপি (১২)।

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাদশকের মধ্যে সময়ানামক
৪র্থ অঙ্কে লিখিত আছে, আদি জৈন ঋষভদেবের ছহিতা
ব্রাহ্মীকে আশ্রয় করিয়া যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাহ্মী।
ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার নাম যথা—১
ব্রাহ্মী ২ যবনালী ৩ দাশপুত্রিকা ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুঙ্কর-

(১২) “অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ঃ লিপিকলকমায় দিব্য-
বর্ণকঃ স্ববর্ণতিলকঃ সমস্তান্ধগিররপ্রভৃৎকঃ বিদ্যামিত্রমুচ্যামেবমাহ।
কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং যে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্ঠীং পুঙ্কর-
সাবীং অঙ্কলিপিং বজ্রলিপিং মগধলিপিং মাজ্জল্যলিপিং মহাব্যালিপিং
অঙ্কুরলিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্মবীলিপিং ত্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং
দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অঙ্কলোমলিপিং অঙ্কবহুলিপিং
দরদলিপিং খাতলিপিং চীনলিপিং ছগলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং
পুন্সলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং বক্ষলিপিং গন্ধর্ভলিপিং কিম্বরলিপিং
মহোরগলিপিং অঙ্কুরলিপিং গরুড়লিপিং যুগচক্রলিপিং চক্রলিপিং
বায়ুমকলিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং
অপূরণোড়লিপিং পূর্ববিদেহলিপিং উৎকম্পলিপিং নিকম্পলিপিং
বিকম্পলিপিং প্রকম্পলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিশ্রুতলিপিং
অঙ্কুরলিপিং শাস্ত্রাবর্তলিপিং গণনাবর্তলিপিং উৎকম্পাবর্তলিপিং নিকম্পা-
বর্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং বিকল্পপদসঙ্কলিপিং দ্বাবদশোত্তরপদসঙ্ক-
লিপিং অধ্যাহারিণিলিপিং সর্স্করতসংগ্রহলিপিং বিদ্যামূলোমলিপিং
বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তলিপিং রোচমানকরগীপ্রকল্পলিপিং সর্বৌষধিনিষাদাং
সর্স্কসায়সংগ্রহীং সর্স্কভূতরুতগ্রহীদাসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষট্টিলিপিণাং
কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি।” (লীলিতবিস্তর ১০ অঃ)

শারিক। ৬ পার্শ্বতীরা ৭ উচ্চতুরিকা ৮ অঙ্করপুত্রিকা
৯ ভোগবহুতা ১০ বেগতিয়া ১১ নিরাহইয়া ১২ অঙ্ক-
লিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ভলিপি ১৫ আদর্শলিপি
১৬ মাহেশ্বরলিপি ১৭ দামলিপি এবং ১৮ বোলিলিপি (১৩)।
“জৈনদিগের ৪র্থ উপাধি প্রজ্ঞাপনাত্মক এইরূপ ১৮
প্রকার লিপির উল্লেখ আছে।” যথা—১ ব্রাহ্মী ২ যবনালী
৩ দাশপুত্রী ৪ খরোষ্ঠী ৫ পুঙ্করশারী ৬ ভোগবহিকা (?),
পার্শ্বতীরা ৮ অন্তরকরী ৯ অঙ্করপুত্রিকা ১০ বেগনিয়া (?),
১১ নিহইয়া (?) ১২ অঙ্কলিপি ১৩ গণিতলিপি ১৪ গন্ধর্ভলিপি
১৫ আদর্শলিপি ১৬ মাহেশ্বরী ১৭ ত্রাবিড়ী ও ১৮ পোলিন্কা-
লিপি (১৪)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত
লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদেবলিপি ও অন্তরীক্ষ-
দেবলিপি এই যে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ আছে,
ইহার কোনটা দেবনাগর হইতে পারে এবং সেই দেব বা
ভৌমদেবলিপিই এখন দেবনাগর বা কেবল নাগর নামে
অতিহিত হইতেছে। কিন্তু অ্যুমানের বিবেচনায় যখন স্পষ্ট
নাগর শব্দের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশব্দ ধরিয়া নাগরী
লিপির কল্পনা করিতে পারা যায় না।

এই প্রবন্ধের আরম্ভেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাই-
য়াছি যে, প্রাকৃতচক্রিকারচয়িতা শেষকৃষ্ণ (খ্রীষ্টীয় ৯২শ
শতকে) সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর,
উপনাগর ও দৈব নামে তিনটা স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ করিয়া-
ছেন। হয়ত যেমন তিনটা ভাষা ছিল, তেমনি তিনপ্রকার

(১৩) “বহী এণং লিবি অট্টারসবিহলিঞ্চবিহাণে। বহী জবণালিয়া
দাউরিয়া খরোষ্ঠীয়া (১) খরসারিয়া পহারাইয়া উচ্চতুরিয়া অঙ্করপুত্রিয়া
ভোগবহতা বেগতিয়া পিরাহইয়া অঙ্কলিবি গণিঅলিবি গন্ধর্ভলিবি
অঙ্কুরলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিলিবি” (টমব্যুয়নহুত)

(১৪) “বহীএণম্ লিবিএ অট্টারসবিহলিঞ্চবিহাণে পরন্তে তাম্
বহী জবণালিয়ার দাশপুত্রিয়া খরোষ্ঠীয়া পুঙ্করশারিয়া ভোগবহইয়া পহারাইয়া
উ ব অন্তর করিয়া অঙ্কুরপুটীয়া বেগনিয়া নিহইয়া অঙ্কলিবি গণিতলিবি
গন্ধর্ভলিবি আদর্শলিবি মাহেসরী দামিলী পোলিন্কা সোঙ্ক ভাবিবিয়া।”
(প্রজ্ঞাপনীহুত)

টাকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন, “ব্রাহ্মীযবনালীতাদয়ো লিপিতদন্ত
সম্প্রদায়াদবসেঃ।” জৈনদিগের মতে, মহাবীরের সময়েই অঙ্কসমূহ
প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্বাণের ১৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৩০ খৃষ্ট
পূর্বাব্দে পাটলিপুত্রের শ্রীশ্রীয়ে সংগৃহীত হয়। শেষ সময় ধরিয়া
লইলেও স্বীকার করিতে হয়, খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতাব্দে নাগরী লিপি ছিল
না। সম্ভাব্যতঃ “জবণালিয়ার” যে উল্লেখ আছে, তাহাই পালিনি বর্ণিত
যবনালী লিপি।

অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে ভৌমদেবলিপির উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষায় অক্ষরের সহিত তাহার সোসাদৃশ্য থাকিতে পারে।

কিন্তু দেবলিপি বলিলে যে নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বলিলে যেমন দেবনাগর অক্ষরকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দেবাক্ষর বলিলে আমরা সেরূপ বুঝি না। এদেশে বাহার লেখা সহজে বুঝা যায় না, নিত্যন্ত অস্পষ্ট, সেই লেখাকেই সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দেবলিপি বা ভৌমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ২১৩ শতাব্দী মধ্যে ললিতবিস্তর রচিত হয়। জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাত্মক শ্রামার্য্য (১ম কালকাচার্য্য) কর্তৃক রচিত হয়। খরতরগচ্ছীয় পটাবলীর মতে বীর-নির্মাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্রামার্য্য আবিষ্কৃত হন। [জৈন শব্দ উদ্ভব্য।] এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্বে কোন অক্ষরের নাগরী নাম ছিল না।

তবে কোন সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম প্রচলিত হইল ?

জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীহৃত্রে আমরা সর্বপ্রথম নাগরী লিপির উল্লেখ পাই। জৈনপণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগণি তথ্য-চিত্র কল্পহৃত্তকল্পক্রমকলিকানামক কল্পহৃত্তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

“অথ শ্রীশ্বভদ্রদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ে দর্শিতাঃ। নন্দীহৃত্রে উক্তা যথা—১ হংসলিপি ২ ভূতলিপি ৩ যক্ষলিপি ৪ ব্রাহ্মীলিপি ৫ উড়ীলিপি ৬ বাক্কীলিপি ৭ ভূবাক্কীলিপি ৮ কীরীলিপি ৯ ত্রাবিকীলিপি ১০ সৈন্ধবীলিপি ১১ মালবীলিপি ১২ নড়ীলিপি ১৩ নাগরীলিপি ১৪ পারসীলিপি ১৫ লাটীলিপি ১৬ অনিমিত্তলিপি ১৭ চণকীলিপি ১৮ মৌলদেবী। দেশবিশেষাদস্তা অপি লিপয় তদযথা ১ লটী ২ চৌড়ী ৩ ডাহলী ৪ কাপড়ী ৫ গুজরী ৬ সোরঠী ৭ মরঠী ৮ কোঙ্কণী ৯ খুরাসানী ১০ মগধী ১১ সৈংহলী ১২ হাড়ী ১৩ কীরী ১৪ হবীরী ১৫ পরতীরী ১৬ মনী ১৭ মালবী ১৮ মহাযোবী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ পুনরঙ্কানাং গণিতকলা দর্শিতাঃ বামহস্তেন স্কন্দরী প্রতিলিপি দর্শিতা।”

নন্দীহৃত্ত ও কল্পহৃত্তের রচনাপ্রণালী প্রায় একরূপ। জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, কল্পহৃত্তের কিছু পূর্বে নন্দী-

হৃত্ত প্রচারিত হয়। কল্পহৃত্ত আনন্দপুরে (বর্তমান বড়-নগরে) বলভীরাজ ঐবসেনের আদেশে বীরনির্মাণের ৯৮০ বর্ষ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। প্রায় সেই সময়ে কি তাহার কিছু পূর্বে নন্দীহৃত্তও সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দে আমরা সর্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে নাগরীলিপির এখনও সন্ধান পাই নাই। আনন্দপুরেও অম্বমান, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন বিশেষ লিপির নাগরী নাম হয় নাই।

যখন ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী প্রাচীন পুস্তকে নাগরী লিপির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং কোন সময় হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন ভারতের নানাহান হইতে যে সকল নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক, তাম্রশাসনাদি এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন করা চাই। এরূপ স্থলে ছই এক খানি প্রাচীন খোদিত লিপি বা হস্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির তিস্তিহাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণের যত্নে যত খোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিজ অমূল্যসন্ধান দ্বারা যত দূর আবিষ্কৃত হইতে পারে, তৎসমুদয়ের অক্ষরবিজ্ঞান মনঃসংযোগপূর্বক আলোচনা করা একান্ত আবশ্যিক। সুতরাং নাগরাক্ষরের পূর্বাপর লিপিবিজ্ঞান স্থির করা বহু অমূল্যসন্ধান ও বহু সময়সাপেক্ষ উপস্থিত অমূল্যসন্ধান দ্বারা বাহা আমরা স্থির করিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে বৈদিক সময়ে ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে চলিয়া আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম ঋগ্বেদ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শব্দভাগ্যের ধারণা পাণিনিতে “যবনানি লিপি”র উল্লেখ আছে, তদ্বারা বোধ হয় ভারতে প্রথমতঃ যবনলিপিই প্রচলিত হইল। তাহাই পরে ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (১৫)। পণ্ডিত সত্যব্রত সামান্সরী প্রমাণ করিয়াছেন যে মূল বেদ উপনিষদ রচিত হইবার অব্যবহিত পরে এবং বেদে নিরুক্তকার যাকের পূর্বে পাণিনি জন্মিষ্কৃত হইয়াছিলেন

তাহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্বে পানিনি বিজ্ঞান ছিলেন (১৬)। পানিনির ৩২২১ স্বরে “লিপিকর” শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাহার সময়ে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোল্ডটুক-কারের মতে, পানিনিতে যে “ধ্বনানি” শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা Cuneiform writing হইতে পারে (১৭)। তাহারও অনুমান, পানিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্তিত ব্রাহ্মী অক্ষর প্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্শ্বস্থ প্রদেশের গ্রন্থই পানিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিলেন। তৎপরে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে। ব্রাহ্মী-লিপি নাগরীর বহু পূর্ববর্তী প্রাচীনতম লিপি হইলেও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমরা ভারতের আদি অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাস্ত্রে লিখিত আছে, অঙ্কমাগধী ভাষা বাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি (১৮)। কিন্তু যে লিপি বেদব্যাস বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লিপি কি? তাহা এখনও অজ্ঞাত।

বুদ্ধের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাহার পর হইতেই ভারতে মগধ-রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সে সময়ে এখানকার সম্রাটগণ স্থানীয় মগধলিপিকে ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধ-লিপিও যে সর্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এজন্যই আমরা সিদ্ধনদের পশ্চিম পার্বত্য সর্বত্রই একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনলিপি নয়ন-গোচর করিয়া থাকি। উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যথাক্রমে শাহ, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল লিপি কিরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে। [ব্রাহ্মী ও বর্ণমালা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন মগধলিপি হইতেই মৈথিল (পূর্ববিদেহ), বঙ্গ

প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, মাগধী লিপিও মগধলিপি-সম্মত। কিরূপে এ কত দিন হইল, মাগধী লিপি হইতে নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

পরাক্রান্ত গুপ্তরাজগণ খ্রীষ্ট ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাহাদের সময়কার লিপিসম্মত শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্বারা জানা যায়, যে খ্রীষ্ট ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত বঙ্গ উৎকল পর্যন্ত গুপ্তমগধলিপি ব্যবহৃত হইত (১৯)। গুপ্তমগধলিপি মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলা-লিপিতে আমরা নাগরীলিপির স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাই। গয়া জেলার অন্তর্গত নবাবা থানার এলাকাবীন শ্যকরী নদীর ডান ধারে জাকরপুর বা অক্ষুড় নামে একটা প্রাচীন গ্রাম আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমুর্তির নিকট ঐ শিলালিপি খানি ছিল। তদানন্তর নামধের এক গোড়-বালী কর্তৃক ঐ লিপি খাদি উৎকীর্ণ হইয়াছে। অসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্রিট সাহেব ঐ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ঐ খোদিত লিপির অক্ষরকে (খ্রীষ্ট) ৭ম শতাব্দীর মাগধী কুটিল (২০) নামক অক্ষর বলা হইতে পারে। বাস্তবিক বর্তমান দেবনাগরী হইতে ইহার অল্পই ভেদ লক্ষিত হয়।” (২১)

আদিত্যসেনের পূর্ববর্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যুক্তশব্দগুলির লিখনপ্রণালী এখনকার বঙ্গীয় বা

(১৯) গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে ঐ লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার ‘গুপ্তলিপি’ পরিভাষা দেওয়া গেল। বাস্তবিক ঐ লিপি গুপ্তসম্রাটগণেরও বহু পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল। পল্লব, গুজরাট ও মথুরা অঞ্চল হইতে শাহ (শক) রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ সে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদর্শন আছে। ঝাড়পুর গুপ্তনিয়া পাহাড় হইতে প্রাপ্ত প্রতাপাধিত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী মহারাজ চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি সম্রাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও গুপ্তলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনাষ্ট অশোকলিপি হইতেই শাহ এবং তাহা হইতেই গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

(২০) হিন্দুরাজ লমের ১০৪২ সন্থতে উৎকীর্ণ সেবল প্রস্তিতে কুটিলাক্ষর শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,—
‘বিক্রমরেন্দ্রনয়ন চ লিখিতা গোড়েন করণিকেনবা;
কুটিলাক্ষরাণি বিদ্বা তদানন্তর্য্যভিধানেন।’

Epigraphia Indica, Vol. I. p. 81.

(২১) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III p. 202.

(১৬) এনিসাটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত নিরুত্তর ৪র্থ ভাগে “ক: কালো যাক্ত ৪০ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৭) Prof. Goldatucker's Mnava-kalpasūtra, preface, p. 16.

(১৮) “সে কিং তং ভাব্যিমা?, জেথঃ অঙ্কমাগধী ভাষাএ ভাসেতি লক্ষণং বঙ্গীলিপি পবত্তই।” (প্রজ্ঞাপনাস্ত্রে)

নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকার তিরুতীর (২২) অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত অক্ষরগুলির যুক্তস্বর প্রাচীন গুপ্তলিপির যুক্ত স্বরের মত নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরের লিখিত পুথির ক্ষুদ্রাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অক্ষরগুলির স্বর ও ব্যঞ্জন, আকার, লাম্বামণ্ডলপ্রাপ্তি (২৩) ও ভাটিন্দার শিলাফলকে (২৪) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরের শবররাজগণের শিলালিপির অক্ষরও অক্ষরগুলির ক্রমবিকাশ (২৫)। ভাটিন্দা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তস্বর ভিন্ন অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। আমাদিগের গোড়রাজ ধর্মপালের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরও ভাটিন্দালিপির অনুরূপ (২৬)।

যদিও অক্ষরগুলির পূর্ববর্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তস্বর সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, অর্থাৎ বর্তমান ভোটাক্ষরের যুক্ত স্বরের মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান মৈথিল, বঙ্গ ও নাগরাক্ষরের যুক্তস্বরের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বখালী হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণমালাই আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে। ডাক্তার হোরগলি সাহেবের মতে, ঐ পুথিখানি প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দির মধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে (২৭)। ঐ পুথি লিখিত ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ণ, ত, দ, ধ, প, ব, ম প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার মৈথিল হস্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। আবার অনেক যুক্তস্বর ও ব্যঞ্জনস্বর সহিত অক্ষরগুলি গুপ্তলিপির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সারদা অক্ষরও মগধ বা গোড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে

(২২) তোন মিসন্ড্রো নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দি ভারতীয় বর্ণমালা তিরুতে প্রকাশ করেন। সেইজন্য খৃষ্টীয় ৭ম বা তৎপূর্ববর্তী উত্তরভারতীয় বর্ণমালাসহিত এখনকার তিরুতীর অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ভারত হইতে ষোল্ল দিন হইল, যে অক্ষর বিপুল হইয়াছে, তিরুতে এখনও তাহা প্রচলিত।

(২৩) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 10

(২৪) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XXIII. plate XXVII.

(২৫) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XVII, plates IX, XVIII, XIX, and XX.

(২৬) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. I, plate III.

(২৭) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 89.

কাম্বীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ লিপির সহিত সাময়িক গোড়লিপির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তৎকাল-প্রচলিত উত্তরপশ্চিমঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে দূরদেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দিতে গোড়রাজ্যে ঐ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করান্যায়।

অতএব যে সময়ে মগধরাজ্যে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ হয়, সেই সময় বা তাহার পূর্বেই আধুনিক লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দি বর্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে গোড়রাজ্য ধর্মপালের লিপিতে বর্তমান গোড়াক্ষরের প্রকৃতরূপ প্রদত্ত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই, ধর্মপালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় অক্ষর পরিবর্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দানপত্রাদিতে পূর্বতন মগধলিপি পরিচয় করিতে পারেন নাই (২৮)। কিন্তু ধর্মপাল ও দেবপালের পরবর্তী পালরাজগণ পূর্বাক্ষর পরিচয় করিয়া তৎকাল-প্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও শিলাফলকাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাহাদের প্রচলিত অক্ষরের সহিত গুপ্তলিপির কোন মিল নাই। সেই অক্ষরই এখনকার গোড়লিপির আদি বিকাশ (২৯)। ঐ সকল লিপি নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা ও পুষ্টিতা লাভ করিতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দির কম সময় লাগে নাই। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দি হইতে গোড়াক্ষর বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ববর্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। [বঙ্গলিপি দেখ।] নাগরীলিপি তত প্রাচীন নহে।

বর্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত বহু শিলাফলক, তাম্রশাসন ও হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বগুমা হইতে প্রাপ্ত ৪১৫ নম্বরে উৎকীর্ণ জয়দেবরাজ দাদপ্রশাস্তরাগের তাম্রশাসনই সর্বপ্রাচীন (৩০)। এই তাম্রশাসনের সর্বপ্রাচীন তখনকার

(২৮) নারায়ণ হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাবে ধার্য করিলেও অনেকগুলি অক্ষরগুলির সঙ্গ। (Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. I. plate XIII, No. I. উদ্ভব)।

(২৯) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III, plates XXXV, XXVI, XXVII অশোকবর, নরপাল, নারায়ণপাল প্রভৃতির গয়ায় শিলালিপির প্রতিকৃতি উদ্ভব।

(৩০) Indian Antiquary, Vol. XVII.

শুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্বশেষে রাজার স্বাক্ষর স্থানে এই কএকটি কথামাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত—

“সহস্রোৎসব মম শ্রীবিভাগস্থানোঃ শ্রীশ্রীশান্তরাগত।”

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, শুজরাটে ভিন্ন অক্ষর (গুহালিপি) প্রচলিত থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্বে হইতেই রাজপরিবারগণ নাগরাক্ষরে লিখন, অভ্যাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দন্দের তাম্রশাসনের পর হারকাপুরীর দক্ষিণপূর্বে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭২৪ সন্থতে উৎকীর্ণ সৌরাষ্ট্ররাজ জাইকদেবের তাম্রশাসনে নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় (৩১)। জাইকদেব মহামাত্ত্ব ভট্টনারায়ণের অমুমতি লইয়াই মুদগলগোত্র জৈনধর্মকে উক্ত শাসনশত্রু দান করেন। জাইকদেবের ঐ তাম্রশাসন দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহার লেখা কোন অপটু, লেখকের হস্তপ্রসূত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। মহারাজ দন্দের হস্তলিপিতে যে রূপ নাগরাক্ষরের সহিত কতক কতক গুপ্তলিপির আভাস লক্ষিত হয়, জাইকদেবের লিপিতে সে রূপ আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা যে বর্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটরাজ দত্তিভূগু খজাঃ বলোকেয় ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন দেখিতে পাই। কোলাপুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে ঐ শাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩২)। এই তাম্রফলকের অক্ষরবিভাগ অতি পরিপাটি, ইহার ই এ ঘ চ ণ ধ ন ব এবং জ শুজরাটের প্রাচীন (Cave) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও অপর সকল বর্ণেই নাগরাক্ষরের বিকাশ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দত্তিভূগু ও তৎপরবর্তী শুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের যত্নেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরম্ভ হয় (৩৩)। ৭৫৭ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় জৈবের তাম্রশাসন (৩৪), ৮০৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র নিত্যবর্ষের তাম্র-

শাসন (৩৫), ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ গোবিন্দ জুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসন (৩৬), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষের তাম্রশাসন (৩৭), এবং ৮৯৪ শকে * উৎকীর্ণ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণ-বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে।

২য় জৈবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষরে লিখিত হইলেও উহার ত ধ ণ ন 'এ প্রভৃতি কোক কোন বর্ণে প্রাচীন গুপ্তাক্ষর বা দাক্ষিণাত্যের গুহালিপির হাঁদ আছে, কিন্তু গোবিন্দ জুবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিত্যবর্ষ এবং অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাচুর্য্য হইয়াছে। পূর্বতন দদ, জাইক, দত্তিভূগু বা জৈবের শাসনলিপির যুক্ত স্বরগুলি দেখিলেই গুপ্তলিপি হইতে নিঃসৃত ও বর্তমান নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গোবিন্দ জুবর্ণবর্ষের লিপিতে বৈলক্ষ্য্য ঘটয়াছে। যেমন প্রাচীন বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে ে ৌ প্রভৃতি যুক্ত স্বর আছে, সেইরূপ জুবর্ণবর্ষ প্রভৃতির তাম্রশাসনে মৈথিল বা বঙ্গীয় যুক্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বর্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তস্বর ব্যবহৃত হয়, গুপ্ত বা নাগরীলিপির সহিত উহাদের মিল না থাকিলেও উহা নিতান্ত আধুনিক নয়। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে ঐরূপ যুক্তস্বর উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। ঐরূপ যুক্তস্বরবিশিষ্ট নাগরীলিপি শুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া খ্যাত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গোড়রাজ ধর্মপালের তাম্রশাসনে ঐরূপ যুক্তস্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্তী অপরায় পাল ও সেনরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ঐরূপ যুক্তস্বর স্পষ্টতঃ গৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত কবি-কাব্য-রূপে সংগৃহীত ৯৩০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত, কালীধ্বজের পুঁথিতে ঐরূপ যুক্তস্বর অতি পরিষ্কার অঙ্কিত আছে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে নাগরী ও গোড়লিপির পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী ও গোড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থানভেদে লেখক বা ক্ষেত্রের অভিক্রমিক্রমে ঘটয়াছে।

(৩১) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 155.

(৩২) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. II, p. 2-II. and Indian Antiquary, Vol. XI, p. 110.

(৩৩) কেবল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ক জুবর্ণবর্ষের ৭০৪ শকাব্দিত তাম্রশাসনে বৈলক্ষ্য্য দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গুহালিপি (Cave alphabet) গৃহীত হইয়াছে। (Indian Antiquary, 1883. p. 156.)

(৩৪) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 200.

(৩৫) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

(৩৬) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 280.

(৩৭) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII.

* Indian Antiquary, Vol. XII. p. 286.

উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তদ্বারা এইটুকু জানা যাইতেছে যে কি গ্রন্থগত প্রমাণ, কি প্রাচীনলিপি উভয় হইতেই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আমরা সর্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাইকছি। তৎপূর্বে নাগরীলিপি ছিল কি না তাহার প্রমাণের অভাব। সর্বপ্রথম লিখিয়াছি, নগর নামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ হইতে নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটের অধিবাসী। গুজরাট হইতেই সর্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটা কথা উঠিতে পারে। গুজরাটে খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুরাবিদগণ গুহালিপি (Cave-character) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ঐরূপ গুহালিপিতে উৎকীর্ণ। এক্ষণে স্থলে নাগর ব্রাহ্মণেরা দেশ-প্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ করিলেন কেন? গুহালিপির পর্যালোচনা করিলে তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা যায় না, বরং নাগরী লিপিকে মগধের গুপ্তলিপিসমূলক বলা যাইতে পারে। এতদ্বারা বোধ হয়, গুজরাটে প্রচলিত প্রাচীনতম নাগরীলিপি গোড়, মগধ বা উত্তর ভারত হইতে আনীত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

কিরূপে কোন্ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ উদ্ভূত-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু পুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দূর দেশান্তর হইতে যে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকল্যাণাদিসহ হটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ত্রিজাত তাহাদের সকলকেই ধন রত্ন দিয়া এখানে (নগরে) স্থাপন করিয়া ছিলেন (৩৮)। এতদ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্মণগণ বহু দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন।

(৩৮) "চতুঃশেষু গোত্রেষু এবং তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥

তেন তত্র সমানীতঃ ত্রিজাতেন মহাত্মনা ।

তেনামেকত্রজ্ঞানীতি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ ॥

সামান্যভাগমেকাংশি তানি তেন কৃতানি চ ।

অষ্টযষ্টিবিংশতেন পূর্কমায়স্যোত্তমম ॥ ৪৪ ॥

পূর্বেই লিখিয়াছি, নগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে নগরের পরিবর্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হয়। ৫১. সম্বন্ধে সঙ্কলিত জৈনদিগের ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে, বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্বসম্প্রদায়িক পণ্ডিত হইতে থাকে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াঙ এখানে বৌদ্ধসম্মারাম ও বিস্তার হিন্দু দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময়ে এই নগর মালবরাজ্যের অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিন্দু দেবালয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরখণ্ডবর্ণিত হটকেশ্বর প্রভৃতির মন্দির।

এখন কথা হইতেছে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরখণ্ড বাতীত ঐ সময়ের অপর গ্রন্থ বা উৎকীর্ণ লিপিতে "নগর" নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের আধিপত্যকালে বিধর্মী রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণশব্দ নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাহার সাক্ষ্যেই আনন্দপুর নামেই অভিহিত করিতেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজগণের সময় এই স্থান নগর নামে খ্যাত হয় (৩৯)।

নাগরখণ্ডে লিখিত আছে,—বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাহার সহচারী ব্রাহ্মণগণ নাগবংশ ধরংস বা নাগদিগকে তাড়াইয়া হটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন,—ইহার প্রসঙ্গ পূর্বেই লিখিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় উহা একটা রূপক বর্ণনা। সম্ভবতঃ শৈবগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাটের শাহ বা নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া হটকেশ্বর অধিকার করেন,—তাহাই রূপকভাবে স্বদেশপুত্রগণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গুজরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তদ্বিচিত সুরধোৎসব নামক মহাকাব্যে আপনায় পূর্বপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজাতিগণের প্রশস্ত বাসভূমি নগর নামক স্থান, বেদবিৎ

ত্রিজাতস্ত চ বাকোন যেন দূরদাপি ক্রতম্ ।

সমাগচ্ছন্তি বিপেজ্জাঃ পুরবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥

ন চন্দ্রব্রতী সংস্কৃত্য দৌহাদস্ত্য চ বিজাঃ ।

ততস্তথা হুতৈঃ পৌত্রৈর্নৃত্যৈঃ সন্থয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

তৎপুরং বৃদ্ধিমাণয়েদু কীদুরৈরিব বিজাঃ ।"

(নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৩৯) নাগরখণ্ডে আনন্দেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় আনন্দপুর হইতেই আনন্দেশ্বর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

ও পবিত্র যজ্ঞীয় হোমায়িতে যে স্থান পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার রাজপ্রাসাদপ্রাপ্ত বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাস করিতেন, তাঁহার বংশে সোলশর্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গুর্জরেশ্বর মূলরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হন।" (৪০) সোমেশ্বর পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্বপুরুষগণই পুরুষাইক্রমে গুর্জরের চৌলুক্যগণের পুরোহিত ছিলেন। কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটরাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪১)।

মূলরাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বিজয়মান ছিলেন। তাঁহার সমুদ্রে নগর নাম প্রচলিত হইলেও তাঁহার অনেক পূর্ব হইতেই যে এখানে নাগর ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহা সোমেশ্বরের বর্ণনা পাঠেই জানা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই জন্ত বোধ হয় এখানে নাগরব্রাহ্মণমূলক নগর নাম প্রচলিত হইতে পারে নাই।

চীন-পরিব্রাজকের সময় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে হিন্দু দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাগরখণ্ডের মতে, নাগর ব্রাহ্মণেরা নগর বা চমৎকারপুরের দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্বে আনন্দপুরে জৈন প্রাধাত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত নন্দীহুত্রে নাগরীলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের গুর্জররাজ দাদপ্রাসাদ-রাজের হস্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথম প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এরূপ হলে আমাদের বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত নাগর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্যের বিষয় যে, গুজরাটে হইতে নাগরাক্ষরে

উৎকীর্ণ নৈসকল প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কাশ্মীর, পাটলীপুত্র, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি স্থান-বাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্তই প্রদত্ত হইয়াছে।

উপর্যুক্ত দাদ প্রাসাদরাজের ৪১৫ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কাশ্মীরবাস্তব্য ভট্ট মহাদেবের পুত্র ভট্টগোবিন্দকে ঐ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ নিভাবর্ধের ৮৩৬ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পাটলীপুত্রবিনির্গত লক্ষ্মণগোত্রীয় বৈশম্যভট্টের পুত্র সিদ্ধপ-ভট্টকে লাটদেশান্তর্গত তেরগ্রাম দান করা হইল। এইরূপ ৮৫৪ শকাব্দিত রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ স্ববর্ণবর্ষের তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রবর্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র কেশব-দীক্ষিতকে লোহগ্রাম দানের কথা বর্ণিত আছে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে বহুপুরুষকাল হইতেই কাশ্মীর, পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া গুজরাটে বাস করেন। তাহাদের বহুপূর্ব হইতেই নাগর ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান হইতে আসিয়া চমৎকারপুরে বাস করেন, তাহা নাগরখণ্ডে বর্ণিত দূরদেশান্তর্গত ব্রাহ্মণ-গণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ই নাগরীলিপির প্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

নাগর ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য ও তাহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গুর্জর-রাজগণ নাগর ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহা নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি বড়নগরে প্রস্তুত উৎকীর্ণ শত শত প্রস্তম্বিত বিঘোষিত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের যেরূপ নাগরী-লিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, তাহাদিগের রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্তৃক স্ববর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাব্দিত তাম্রশাসনে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

“গোড়েশ্বর-বন্দ্যপতি-নির্জয়-তুর্কি-দক্ষ-

• সদগুর্জরেশ্বর-দিগগলভাক্ষ যশ।

• নীত্বা ভূজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থঃ

স্বামী তথাভামপি রাজাচ্ছলানি ভূজ্ঞে।” (৪২)

আবার মাথুখেটপ্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপভূজের পুত্র গুর্জরেশ্বর কৃষ্ণরাজ সম্বন্ধে অকালবর্ষের ৮৬২ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

(৪০) “অতি প্রশস্তাচরণপ্রধানং স্থানং বিজ্ঞানং নগরভিধানম্।

কর্তৃং ন শক্নোতি কদাপি যন্ত ত্রেতাযবিজ্ঞস্ত কলিঃ ॥

চক্ষুঃ পঞ্চমখাগ্নিগ্রন্থমসি স্থানেত্র নেত্রানল-

জালা প্রজ্বলিত প্রশ্ন-ধর্ম্মা দেবেন দত্তোদয়ে।

আবিস্তৃতমভূতপূর্বাচরিত্ত্রেষ্ঠাষশিষ্ঠাততঃ

সংকল্পোদয়মধরস্থিতবিদ্যাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ ॥

যেবামশেষাধিপতিঃ প্রসন্নঃ সংনন্দপাণিঃ কণিককণেন।

তএব সংভূতিমিহাপ্নু বস্তি কুলে গুলোচাভিধয়া প্রসিদ্ধে ॥

ত্রীসোল্লসর্গা বিমলে কুলেত্র জন্ম বিজয়প্রবরঃ প্রপাদে।

যঃ স্বর্ণিণঃ সোমরসেন যাগে পিতৃক পিণ্ডরপুণ্ড প্রয়োগে ॥

ত্রীগুর্জরকিত্তিজ্ঞা কিল মূলরাজদেবেন দূরমুপকথা পুরোদখে যঃ ॥”

(সুরধাৎসব ১৫শ সর্গঃ)

(৪১) “হুটারিকোটকদনোৎকটরাষ্ট্রকূট-কুজেন শিমিতরগাজগকৌকণেন।

সর্বপ্রধানপুরুষাধিপতিঃ প্রতাপমদেন ভূপতিমতীকয় কৃতো যঃ ॥”

“তত্তোক্তজিত্ত গুৰ্জরোদ্ভূতহট্টরাজ্যেস্তট শ্রীমদো

গোড়ানাম বিনয়তপার্পণশুভসামুদ্রনিজাহরঃ”

১. হারহাক্ক কলিজ-গাজমগধৈরভার্কিতাজ্জশ্চিরং

২. স্বয়ং স্বনৃত্তবাগভূবঃ পরিবৃত্তঃ শ্রীকৃষ্ণরাজৌভবৎ” (৪৩)

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে গুৰ্জরের রাষ্ট্রকূটরাজগণ গোড়, বজ্জ, কলিজ, গাজ, মগধ, যালিব প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া ছিলেন। (কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-রাজগণও রাষ্ট্রকূটবংশীয়।) একদা স্থলে বোধ হয় খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে গুৰ্জরের রাষ্ট্রকূটবংশের কুলগুরু নাগর ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্তিত অথবা ব্যবহৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে সমস্ত আখ্যাবর্তে প্রচলিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের বস্ত্রে যে নাগরী নাম সমস্ত আখ্যাবর্তে প্রচারিত হইল, মুদ্রাবস্ত্রের সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য প্রকৃত্তবিশদগণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেবনাগরী, নাগরী লিপির নামান্তর। [দেবনাগর দেখ।]

দেবনাথ (পুং) দেবানাং নাথঃ ৬৩৭। শিব, মহাদেব।

দেবনাথ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি তত্ত্বচিন্তামণি রচনা করেন।

২ মীনকেতুদর নামে সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা।

৩ রসিকপ্রকাশ নামে সংস্কৃত অলঙ্কার-রচয়িতা।

দেবনাথ ঠাকুর, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, সোমভট্টের শিষ্য।

ইনি অধিকরণকৌমুদী, অধিকরণসার ও স্মৃতিকৌমুদী নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইহার অধিকরণকৌমুদীতে শ্রীমন্তের রত্নাকর, হরিনাথের কল্পতরু ও বাচস্পতিমিশ্রের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দেবনাথ তর্কগুণানন্য, কাব্যকৌমুদী নামে কাব্যপ্রকাশের একজন বিখ্যাত টীকাকার।

দেবনামন্ (পুং) ১ কুশদ্বীপপতি হিরণ্যবৃত্তার পুত্রভেদ।

২ কুশদ্বীপের একটা বর্ষ।

দেবনামক (পুং) দেবেতি নাম যন্ত কপ্। দেবযোনি বিদ্যাধরাদি। হেমচন্দ্র দেবনাবক এই শব্দ ধরিয়াছেন।

দেবনারক (পুং) নরএব নারঃ ততঃ স্বার্থে কন্। দেবরূপ নর, দেবজন। (হেমঃ)

দেবনাল (পুং) নলএক-স্বার্থে অণ্ দেবইব শ্রেষ্ঠতাব্ নাগঃ। নলোত্তম, দেবনল।

দেবনিকায় (ত্রি) দেবানাং নিকায়ঃ ৬৩৭। ১ দেবসমূহ।

“এতে মনুস্ত সপ্তাভানস্বক্ণ তুরিতেজসঃ।

দেবান্ দেবনিকায়ান্চ মহর্ষীশ্চ্যবিতৌজসঃ” (মহু ১১৩৬)

২ দেবস্থান, স্বর্গ।

দেবনিদ্ (ত্রি) দেবং ত্রিকতি নিক-কিপ্ দেবনিক্, দেবতাদিগের নিকাকারী।

“দেবনিদো হ প্রথমা অজুর্ধন” (শুক ১১৩২২)

দেবনির্মিত (ত্রি) দেবৈ নির্মিতঃ ৩৩৭। দেবতা কৃষ্টক রচিত।

“দীপেহু দিম্ব পূর্বাদি নগর্যো দেবনির্মিতাঃ” (স্থাদিঃ)

(দ্বী) শুভ্রী। (শব্দার্থচিঃ)

দেবনীথ (পুং) সপ্তদশপাদযুক্ত মন্ত্রভেদ।

দেবপঞ্চরাত্র (পুং) পঞ্চাহ বাগভেদ। (মাসক)

দেবপতি (পুং) দেবানাং পতিঃ ৬৩৭। ইন্দ্র, দেবতাদিগের স্বামী।

দেবপতিমজ্জিন্ (পুং) দেবপতে মজ্জী ৬৩৭। ইন্ড্রের মজ্জী, বৃহস্পতি, সুরাচার্য।

দেবপণ্ডিত, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি পথ্যাপথ্য-নিষট্ট নামে একখানি বৈদ্যাকগ্রন্থ রচনা করেন।

দেবপত্তন, কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ইহার বর্তমান নাম সোমনাথ।

পুরাণাদিতে এই স্থান প্রভাস এবং প্রাচীন খোদিত লিপিতে দেবপত্তন নামে বর্ণিত হইয়াছে। (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ) সরিষদেবের প্রশস্তিতে দেবপত্তনের এইরূপ উল্লেখ আছে—

“শ্রীদেবপত্তনসমস্তধনস্তনীনাং

নেত্রারবিন্দস্বকৃতিৈরব সাহুবকৈঃ।

ভীর্থাবগাহনধিরা দিশি পশ্চিমায়া

মায়াতবাহুপশমারতনং কৃতী যঃ ॥

সরস্বতীসাগরীসংপ্রস্রোগবিভূষিতাভোগমখাগমদাঃ।

সোমেশুচূড়াবলমানবালচন্দ্রপ্রভাসঃখিলিতঃ প্রভাসঃ”

পূর্বে এই স্থান দেবনগর নামেও খ্যাত ছিল। (১৪শ খৃঃ শতাব্দী) জয়সিংহদেবহরির কুমারপালচরিত্রে এই দেবনগরের উল্লেখ আছে—

“রাজা রাজিরখাঞ্জিরাজিবিজরী রাজেব রেজে তুটি ধোয়াজাং বিরটয়া দেবনগরে শ্রীসোমনাথোজিতঃ” (শ্লোক ২৮)

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, গুজরাটের নাগরব্রাহ্মণদিগের নামে অতিহিত নাগরাক্ষর এখানেই প্রথম দেব-

নাগরী নামে আখ্যাত হয়। [সোমনাথ, প্রভাস, দেবনাগর প্রভৃতি শব্দ জটব্য।]

দেবপত্নী (স্ত্রী) দেবানাম পত্নী প্রিয়দর্শনম্। ১ মধ্যলুক। (ত্রিকা°) দেবানাম পত্নী বা দেবঃ পতির্থতাঃ। ২ দেবতা-দিগেবু ভাষ্যা।

“দেবানামাতরঃ সর্বা দেবগণ্য সক্তকাঃ।”

(ভারত ১৩।১৪।৩৯৩)

দেবপথ (পুং) দেবানাম পথ ৬তৎ। দেবতা-দিগের পথ, পঞ্চায়—ছারাপথ, সোমপথ, নভঃসরিৎ। (ত্রিকা°)

“লিখ্যো দেবপথোহ্যেব নাজ গচ্ছন্তি মাছুষাঃ।”

(ভারত ৩।১৪।২০)

দেবপথ অতি রমণীয়, কিন্তু এই পথে মানবগণ গমন করিতে পারে নী। ২ তীর্থবিশেষ।

“ততো দেবপথং গচ্ছন্তিরতো নির্যাসনঃ।”

দেবসজ্ঞাত যৎ পুণ্যং তদবাপোতি মানবঃ। (ভার° ৩।৮।৪৫)

দেবপথ তীর্থে গমন করিয়া সংঘত হইয়া স্নান দানাদি করিলে দেবসজ্ঞের ফলপ্রসূত হয়।

দেবপথাদি (পুং) পাণিহ্যুক্ত শব্দগণ বিশেষ। দেবপথ, হংস-পথ, বারিপথ, রথপথ, স্থলপথ, করিপথ, অজপথ, রাজপথ, শতপথ, শঙ্খপথ, সিন্ধুপথ, সিংহগতি, উষ্ট্রগ্রীব, বায়রজু, হস্ত, ইন্দ্রদণ্ড, পুষ্প, মংস্ত এইগুলি দেবপথাদি। (পাণিনি)

দেবপার (ত্রি), দেবঃ পরো যস্ত। দেবায়ন্ত সিক্তিচিহ্নক, আপ-দ্রুকারণার্থ পৌরুষ ও চেষ্টারহিত, বাহারা বিপত্তি প্রতী-কারের কোন চেষ্টা করেনা, কেবল দেবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

দেবপর্ণ (স্ত্রী) দেবপ্রিয়ং পর্ণং যস্ত। সুরপর্ণ। (রাজনি°)

দেবপশু (পুং) দেবায় উৎসৃষ্টঃ পশুঃ। ১ দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু।

“অনির্দশাহাং গাং স্তুতাং বুযান্ দেবপশুংস্তথা।

সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দন্ত্যান্ মহুরত্রবীৎ।” (মহু)

২ দেবোপাসক।

“অথ যোইহাং দেবতামুপাস্তে অশ্বোহসা বজো।

ইহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম।” (ঋতি°)

দেবপাত্র (স্ত্রী) দেবানাম পাত্রং, ৬তৎ। বা দেবৈঃ পীয়তে হ্রদ পা আধারে ষ্ট্রন অগ্নি।

“আস্ পাত্রং জুহুর্দেবানামিতি ধেবপাত্রঃ বা এষ যদগ্নি তস্মাদগ্নৌ সর্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ জুহুতি” (শতপথব্রী° ১।৪।২।১০)

‘অগ্নৌ প্রাক্ষিপ্ত হবিষো দেবৈরজুমান্বাদগ্নে দেবপাত্রঃ’

(সারণ)

দেবপান (পুং) দেবৈঃ পীয়তে হনেন পা-করণে লুট। ১ চমস, সোমপানপাত্রভেদ। ‘চমসো দেবপান ইতি চমসেন হ বা এতেন তুতেন দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মাদাহ চমসো দেবপান ইতি।’ (ভাষ্য°)

দেবপাল (পুং) শাকবীপের বর্ষপর্কভেদ। (ভাগ° ৫।২।১২)

২ পালবংশীয় একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও বিখ্যাত রাজা। গোড়ের প্রথম পালবংশীয় রাজা ধর্মপালের পুত্র যুদ্ধের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, কামরূপ হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমুদয় স্থান ইহার অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। * তিব্বতের বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথের মতে,—হিমালয় হইতে বিক্রা ও জালন্ধর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমুদয় উত্তরভারত কামরূপ-বিজৈতার করায়ত্ত হইয়াছিল +।

বাস্তবিক যে সক্ত বৌদ্ধপালরাজগণ গোড়ের রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে যশে, মল্লন, পরাক্রমে ও বিদ্যা বুদ্ধিতে সর্কাপেক্ষা এই দেবপাল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্র নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের এক কুলাচার্য-কারিকায় এই দেবপালের যথেষ্ট স্তুতি দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক ইনি বৌদ্ধ রাজা হইয়াও এখানকার ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ আদর করিতেন। এমন কি ভট্টনারায়ণ-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের মন্ত্রী ছিলেন। একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ইহার ব্রাহ্মণমন্ত্রীর কোশলেই ইহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দিনাজপুর হইতে আবিষ্কৃত মহীপালের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়—জয়পাল নামে দেবপালের এক ভ্রাতাও অনেক রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন **।

দেবপাল কোন সময়ে গোড়ের সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। আড়াইশত বর্ষ পূর্বে লিখিত ব্রহ্মগু নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

“চতুর্বর্ষ সহস্রান্তে দেবপালো মহানৃপঃ।

অষ্টৌ গ্রামান্ চান্দ্রদেশে স্থাপয়িত্যতি দানকৃতঃ।”

(ব্রহ্মগু ২২।৪৪°)

কলির চারি হাজার বর্ষ গত হইলে মহারাজ দেবপাল অঙ্গদেশে আটখানি গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন কলির ৪৯৯° বর্ষ চলিতেছে;—এরূপ হুদে প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে কোন সময়ে দেবপাল বিজয়মান ছিলেন। বেহারের নিকটস্থ গোসরাবান্ নামক স্থান

* Asiatic Researches, Vol. I, P. 123.

+ Cunningham's Arch. Surv. Report, Vol. XV, P. 151.

** Journal of the Asiatic Society of Bengal, pt. I. 1842, p. 82.

শরীর অস্থির হইলে নাড়ী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন্ কোন্ দোষের আধিক্য হইয়া শরীর অস্থির হইয়াছে, তাহা এই নাড়ীদ্বারা জানা যাইবে।

বায়ুর আধিক্য হইলে নাড়ী বক্রগতি, পিত্তাধিক্যে চঞ্চল, ও স্নেহপ্রকোপে নাড়ী স্থির হয় অর্থাৎ বায়ুর আধিক্য হইয়া যে সময় শরীর অস্থির হয়, তখন নাড়ীর গতি বক্র, পিত্তে চঞ্চল, এবং স্নেহায় স্থির হইয়া থাকে। — মিশ্রদোষে নাড়ীর গতিও মিশ্র হইয়া থাকে। ইহাই একপ্রকার সাধারণ নাড়ীগতি।

যে সময় পিত্তের আধিক্য হয়, তখন নাড়ী কাক, লাবক ও ভেঙ্কাদির জায় গতিবিশিষ্ট; স্নেহায় আধিক্যে রাজহংস, ময়ূর, পারাবত, কপোত, গজ ও বরাকনাদিগের তুল্য গতিযুক্ত এবং বায়ুর আধিক্যে নাড়ী বৃষ্টিকগতি তুল্য দোলায়িত হয়।

বন্দল নাড়ীগতি—যে সময় নাড়ী কখন সর্পগতি কখন ঙ্কৈকগতি হয়, তখন বুঝিতে হইবে, বায়ু ও পিত্ত এই দুই দোষে কুপিত হইয়াছে। নাড়ী কখন সর্পাদিতুল্য, কখন বা রাজহংসগতি হইলে বাতশ্লেষ্মপ্রকোপ এবং কখন বা মল্লকাদিগতি অথবা ময়ূরাদি গতিযুক্ত হইলে পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপ বুঝিতে হইবে।

ত্রিদোষ নাড়ীগতি।—যদি নাড়ী কখন উরগাদিগতি, কখন বা লাবকাদি অথবা হংসাদি তুল্য গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিদোষ কুপিত হইয়াছে জানা যাইবে। এই ত্রিদোষে কখন নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, আবার তৎক্ষণাৎ অতি মন্দ হইয়া থাকে।

যে সময়ে নাড়ী পিত্তাদি গতিক্রমে বহিতে থাকে, অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কক কাহার যে সময়, সেই সময় সেই নাড়ী বহিতে থাকে, তাহা হইলে রোগ সুসংসাধ্য জানিতে হইবে। যে সময়ে নাড়ী মন্দ মন্দ অথবা শিথিলভাবে বহিতে থাকে, বা কখন অতি ব্যাকুলভাবে থাকিয়া থাকিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, আবার তৎক্ষণাৎ অতি স্থলনাড়ীর অশুভব হয়, এইরূপ নাড়ীর গতি হইলে তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ রোগীর আশ্রয়মুক্ত হির করিতে হইবে। বাহার নাড়ীর গতি রথচক্রের জায় অর্থাৎ কোন নাড়ী স্থির নহে, এক্রপ হইলেও

রোগ অসাধ্য। বাহার শরীর অতিশয় উত্তপ্ত অথচ নাড়ী শীতল, বা নাড়ী উত্তপ্ত শরীর শীতল এইরূপ নানা প্রকার নাড়ীর গতি হইলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

ত্রিদোষে মৃত্যুকালেও নাড়ী নিশ্চল হইয়া লক্ষিত হয়। যে নাড়ী অতি উষ্ণ, অথবা অত্যন্ত স্থির, স্থল অথবা বক্রগতি-যুক্ত, তাহাকে অসাধ্য স্থির করিতে হইবে।

মূর্ছা, শোক, ভয় প্রভৃতিতে নাড়ী ত্রিদোষজ স্থল হয়, কিন্তু ইহা স্থায়ী নহে, পরে মূর্ছাদির হ্রাস হইলে এক্ষণে নাড়ী স্বাভাবিকী গতি প্রাপ্ত হয়। যে পক্ষী নাড়ী স্বাভাবিকী না হই, অসাধ্য হইলেও সেই সময় পর্যন্ত চিকিৎসা করা বিধেয়।

যে সময় নাড়ী মহীলতাবৎ স্থল, তাহার জায় ময়ূর ও বক্রগতি, কখন সর্পগতিতুল্য অত পৃষ্ট আবার ক্ষীণ হয়, তাহা মাসান্তে মৃত্যু ঘটে।

বাহার নাড়ী ক্ষণকাল মধ্যে অতিবেগবান, আবার ক্ষণমধ্যে অতি শান্ত হয় এবং তাহার বসি শোধ না থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহ মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।

অররোগে নাড়ীগতি।—অর হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত হয়। পিত্ত ব্যাধীত উষ্ণ হইতে পারে না, উষ্ণতাই অরের প্রধান লক্ষণ। ইহাতে অর হইলেই পিত্তপ্রকোপ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। বায়ুর আধিক্য হইয়া অর হইলে নাড়ী বক্র ও ধাবমান হইয়া থাকে। সহজ বাতজ্বরে নাড়ী সোমা, স্থল, স্থির ও মন্দ হয়। তীক্ষ্ণমারুত জ্বরে স্থল ও কঠিনভাবে শীঘ্র শীঘ্র নাড়ীর গতি হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপে অর হইলে নাড়ী তন্দ্রময়, মন্দ ও শীতল হয়।

পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুত, সরল, দীর্ঘ ও শীতল হইয়া থাকে।

বন্দল জ্বরে নাড়ীগতি।—বাত ও পিত্ত দুবিত হইলে নড়ী চঞ্চল, তরল, স্থল ও কঠিন হয়। বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে জ্বরাক্ত ও মন্দ, পিত্তশ্লেষ্মায় নাড়ী স্থল, শীতল ও স্থির হইবে।

ভূতজ্বরে নাড়ীর অতিশয় বেগ হয়। ব্যারাম, ভ্রমণ, চিন্তা, শ্রম ও শোকে নাড়ীর নানা প্রকার গতি হইয়া থাকে। পরে ঐ নাড়ীগতি জ্বরের জায় হইয়া থাকে।

অকীরগরোগে নাড়ী কঠিন, ক্ষুদ্র, প্রসন্ন, দ্রুত, শুষ্ক ও শীতল হইয়া থাকে।

মন্দাধি ও বাত কীর্ণ হইলে নাড়ী সঙ্কট হইয়া থাকে।

(নাড়ীপ্রকাশন)

য়ুরোপীয়দিগের মতে, শরীরের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বায়ুর ধমনী বা শিরার সাধারণ নাম নাড়ী। পদ্ম পিরা অংশকারিত স্থল, তাহাদের মধ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় বলিয়া সহজেই গতি অশুভক করা যায়। বিশেষতঃ হৃৎকেন্দ্রের হৃৎকেন্দ্রের পিরা যেমন স্থল, তেমনই ভাস্কর্য (Superficial) এবং তাহার নিম্ন

* প্রাণ্ডঃকৃতসমাচারঃ কৃতচারণরিগ্রহঃ।

স্থবাসীনঃ স্থবাসীনঃ পরীক্ষার্থবুদ্ধ্যাহরণঃ।

সল্যঃ সাতত্ব ভূতত্ব স্তব্ধকাতপসেবিনঃ।

• ব্যাসানাক্রান্তদেহস্ত সম্যকনাড়ী ন বুধ্যতে।

তৈলভাভে চ পৃথু চ তথাক্ত ভোজনান্তরে।

তথানি জ্বরেতে নাড়ী যথা দ্রুততরা ননী।

আদৌ চ বহতে বাতোঃ মধ্যে পিত্তং তথৈব চ।

অন্তে চ বহতে স্নেহাঃ নাড়ীকাতরলক্ষণঃ।

প্রাণ্ডঃ বিষ্ণুনাড়ী মধ্যমেকৈ চৌকুস্তাধিতা।

স্বাসকে ধাবমানা চ চিত্তাস্রোগবিবর্জিতা। (নাড়ীপ্রকাশন)

আহির (Radical bone) উপর ইহাকে চাপিয়া ধরা অভ্যাস সহজ, এই ক্রম শারীরিক শুভ্রত অবস্থা নির্ধারণের জন্য সাধারণতঃ এই শিরার গতি পরীক্ষা করা হয়। নাড়ী (Pulse) বলিলে এখন ব্যবহার অঙ্গীসারে এই মণিবন্ধের নিয়ম হস্তের শিরাকেই বুঝায়।

নাড়ী বা শিরা অভ্যন্তরিত্ত্বপক ও কীর্ণ। আমাদের রক্তাশয় (Heart) হইতে ধমনীর হ্রস্ব মধ্যে নিয়ত রক্তপ্রবাহ প্রসিক্ত হইতেছে।

যখন ঐরূপ রক্ত প্রসিক্ত হয়, তখন শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার তাহার হ্রিতস্থাপকতাগুণে পূর্বের স্থায় সঙ্কুচিত অবস্থায় পরিণত হয়।

নাড়ী বা ধমনীর এই প্রকৃতি আকৃষ্ট ও প্রসারণের নাম নাড়ীর গতি। হ্রস্ব-শিরার এই গতি অল্পভব করা কঠিন।

ডাক্তারেরা নাড়ীর এই গতির পরিমাণ (beat) নির্ণয় দ্বারা ও প্রধানতঃ উহার নিয়ন্ত্রণ কএকটি অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসা-কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

১। নাড়ীর গতির নিয়ম অর্থাৎ কখনও বা নাড়ী প্রবল বেগে চলিতে থাকে, কখনও বা মৃদুভাবে ও কখন বা সবিরাম ভাবে প্রবাহিত হয়।

২। কখন বা নাড়ী ফুল (Full) ও কখন বা হ্রস্ব অবস্থায় থাকে।

৩। নাড়ীর দ্রুতগতা বা তরলতা।

৪। নাড়ীর কাঠিন্য (Tension)।

তাঁহাদের মতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, নাড়ীর গতিরও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তখন তাহার নাড়ী মিনিটে ১৪০ হইতে ১৫০ বার দব্ দব্ (beat) করে। শিশু জন্মিষ্ট হইবামাত্র তাহার নাড়ীর গতি ১৩০ হইতে ১৪০ বার; যখন তাহার বয়স ছই-বৎসর তখন ১০০ হইতে ১১৫ বার; ১ সাতবর্ষ হইতে চৌদ্দবর্ষ বয়স পর্যন্ত নাড়ীর গতি ৮০ হইতে ৯০ বার, চৌদ্দ হইতে একুশ বর্ষ পর্যন্ত ৭৫ হইতে ৮৫ বার, আর একুশ হইতে ষাট বৎসর বয়স ব্যক্তির নাড়ী মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ বার দব্ দব্ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক বয়স ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি ক্রমশঃ হ্রাস। কিন্তু স্বনবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়া থাকে। যুবকদিগের মধ্যে কখনও কখনও কাহারও নাড়ী ৬০ বারেরও কম, কাহারও বা উর্দ্ধসংখ্যা ৪০ বারের অধিক আন্দোলিত হয় না। আবার কাহারও বা

১০০ বার দব্ দব্ করিতে দেখা গিয়াছে, অথচ স্পষ্টতঃ তাঁহাদের কোন পীড়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায় না।

আবার ত্রীপুরুষভেদে নাড়ীর গতির প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

যুবতীদিগের নাড়ী যুবকদিগের নাড়ী অপেক্ষা মিনিটে ১০ হইতে ১৪ বার অধিক আঘাত করে। ডাক্তার গাই (Dr. Guy) বলেন যে, অবস্থাভেদে নাড়ীর গতিও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সপ্তবিংশবর্ষীয় যুবকার যুবক উপবেশন করিলে তাহার নাড়ী সাধারণতঃ ৭১ বার, দণ্ডায়মান হইলে ৮১ বার, এবং শয়ন করিয়া থাকিলে ৬৬ বার আঘাত করে। ঐ নরকা যুবতীর ঐ এই অবস্থার ৮৪, ৯১ ও ৭৯ বার মাত্র। আগ্র্য অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিতাবস্থায় নাড়ীর গতি অনেক কম হয়। পীড়া হইলে রোগবিশেষে ১৫০ হইতে ২০০ বার ও ২০ হইতে ৩০ বার পর্যন্তও নাড়ী দব্ দব্ করিয়া থাকে।

অসমান গতিবিশিষ্ট নাড়ীকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীতে কখন কখন অল্পগুলি অপেক্ষা অতি লীল লীল ও কখন বা অতি ধীরে হইয়া থাকে।

অল্প শ্রেণীতে সময় সময় আদৌ নাড়ী দব্ দব্ করে না। আবার একটু পরে দব্ দব্ আরম্ভ হয়। একই ব্যক্তিতে এই ছই প্রকারের গতিবিশিষ্ট নাড়ী লক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল কঠিন পীড়া হইলে যে নাড়ীর এই অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। কতকগুলি লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতিই ঐরূপ। কাহারও বা দ্রুতগতাহেতু নাড়ীর ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের, পীড়া ও হৃদরোগ হইতেই সাধারণতঃ নাড়ীর গতির ঐরূপ অবস্থা হয়।

রক্তের পরিমাণের, নানাতিরেক অঙ্গসারে নাড়ীকে কখন পরিপূর্ণ বা ফুল এবং কখনও বা অপরিপূর্ণ বা হ্রস্ব বলা যাইতে পারে।

রক্তাশয়ের অভ্যন্তর আধিক্য হইলে, অথবা হৃৎপিণ্ডের বাম-কোষ্ঠ (left ventricle of the heart) বৃহৎ ক্রমাগত স্রোতেরে কুঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং সম্ভবতঃ নাড়ীর আবরণ শিথিল হইলে নাড়ীর পূর্ণতা অবস্থা হয়। সাধারণতঃ রক্তের অভাব থাকিলে, হৃৎপিণ্ড নিস্তেজভাবে কার্য করিলে, শিরাসংকীর্ণ হইলে অধিক পরিমাণে রক্ত জমিলে, কিংবা অধিক ঠাণ্ডা লাগিলে, নাড়ী হ্রস্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধিক হ্রস্ব হইলে স্ততার স্থায় বোধ হয়।

নাড়ী টিপিয়া ধরিলেও যদি নাড়ীর গতি বন্ধ না হয়, তবে তাহাকে কঠিন (hard) নাড়ী বলে। নাড়ী কঠিন হইলে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া (Venesection) আবশ্যক। নরম নাড়ী দ্রুতগতা-হ্রস্বক। হৃৎপিণ্ড হইতে নাড়ীর মধ্যে

এখানে মণিবন্ধের নিয়ম নাড়ীর আঘাত (beat) মনে করিতে হয়।

যেদ্রুপ বেগে রক্ত চালিত হয়, তৎক্ষণাত্রে নাড়ীর সৰলতা বা হ্রস্বলতা নির্ধারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি রক্ত প্রবল-বেগে চালিত হয়, তবে নাড়ীও ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে ও তখন ঐ নাড়ীকে সৰলনাড়ী বলে। আর যদি রক্ত মৃদুভাবে চালিত হয়, তবে নাড়ীও মীৰ্জভাবে আঘাত করিতে থাকে ও তখন ঐ নাড়ীকে হ্রস্বলনাড়ী বলে। কিন্তু এই হ্রস্বলতা বা সৰলতা অনেকটা রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সৰল নাড়ী সাধারণতঃ শরীরের সুস্থতাপ্রাপক, কিন্তু কোন কারণে যদি হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠ (left ventricle of the heart) অতি পুষ্ট হয়, তাহা হইলে সকল সময়েই নাড়ীর সৰল অবস্থা দৃষ্ট হয়, এমন কি, সাধারণ শক্তির হ্রাস হইলেও নাড়ীর হ্রস্বলতা লক্ষিত হয় না। নাড়ীর গতির অবস্থানুসারে নাড়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

[শিরা দেখ।]

নাড়ীক (পুং) নাড়ীক কারতি কৈ-ক। ১ শাকবিশেষ, পাট-শাক, নানতে শাক। পর্ষায়—পটশাক, নাড়ীশাক। ইহার গুণ-রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টস্তী ও বাতপ্রকোপক। (ভাবপ্রা°)

নাড়ীকলাপক (পুং) নাড়ীনাং নাড়ীবলানানাং কলাপঃ সমূহো যত্র, কপ্। সর্পাঙ্গীলতা। পণ্ডিনীগাছ (হিন্দী)।

নাড়ীকাটা (দেশজ) নাড়ীছেদন। সন্ধান প্রস্তুত হইলে পর তাহার নাড়ী ছেদন করিতে হয়।

নাড়ীকূট (স্ত্রী) নাড্যা রেখাভেদেন কূটং নক্ষত্রকূটং জ্ঞাপ্যং যত্র। বিবাহান্ত্র নাড়ীচক্রস্থিত নক্ষত্রসমূহ। [বিবাহ দেখ।]

নাড়ীকেল (পুং) নারিকেলঃ পুষ্পেদরাদিভ্যাং সাধু। নারিকেল। নাড়ীগতি (স্ত্রী) নাড়ীনাং গতিঃ ৬তম্। নাড়ীর গতি, নাড়ীর গতি দ্বারা দেহের শুভাশুভ স্থির করা যায়। নাড়ীজ ব্যক্তি নাড়ীর গতি দেখিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য-বিষয় বলিয়া দিতে পারেন। [বিশেষ বিবরণ নাড়ী দেখ।]

নাড়ীচ (পুং) নাড্যা চীরতে চি বাহুলকাৎ ড। শাকবিশেষ। চালিত নাগিতাশাক, পর্ষায়—কেচুক, পেচুলী, পেচু, বিশ্বরোচন।

(ত্রিকা°)

• এই নাড়ীশাক বিবিধ, তিক্ত ও মধুর। বাহা তিক্ত, তাহার গুণ রক্তপিত্ত, ক্রমি ও কূটনাশক। বাহা মধুর, তাহা শীতল, বিষ্টস্তী, কফ ও বাতনাশক। (রাজব°)

নাড়ীচক্র (স্ত্রী) নাড়ীচক্রমিব বন্ধনস্থানং। নাতিহুলস্থিত চক্রভেদ।

• “নাতিমণ্ডলমাসাদ্য কুছুটাওমিবস্থিতম্।”

নাড়ীচক্রমিহ প্রাহন্তস্মারাদ্যঃ সমুদগতাঃ ॥” (হঠযোগ)

নাতিমণ্ডলে এই চক্র কুছুটের অণ্ডের দ্বারা আবৃত্ত, এই

চক্র হইতে নাড়ী সকল উৎপত্ত হইয়াছে। (যেথাবিশেষে নক্ষত্রভেদপ্রাপক চক্রভেদ)। [বিবাহ দেখ।]

নাড়ীচরুণ (পুং) নাড়ীবৎ চরুণো বস্ত্র। শব্দী। (ত্রিকা°)

নাড়ীজজ্ঞ (পুং) নাড়ীবৎ জ্ঞানবন্ত। ১ কাক। ২ মূনিবিশেষ।

“নাড়ীজজ্ঞঃ সুরগুরুনির্বাক্তিরকালো

“যাসাবেত্তে ন শুভকলপে গোবমাবো ন শেবান্ ॥” (মলমাস্তব)

• ৩ বকবিশেষ। মহাভারতে এই বকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বক কল্পপের পুত্র, ইন্দ্রায়-সরোবরতীরে বাস করিত। মহাপ্রাজ্ঞ ও বকদিগের রাজা এবং ব্রহ্মার স্তুতিপর প্রিয় ও মীর্জীবী। সে রাজকন্যা বলিয়া বিখ্যাত, এবং অগতিতলে অভুলনীর। (ভারত ১২:১৬৯ অ°)

নাড়ীটেপা (দেশজ) নাড়ীজ গতি পরীক্ষা দ্রব্য।

নাড়ীতরঙ্গ (পুং) নাড্যাং নানান্নাং তরঙ্গঃ যত্র। ১ কাকোল।

২ হিঙ্গক। ৩ রতহিঙ্গক।

নাড়ীতিক্ত (পুং) নাড্যা তিক্তঃ। দেশপালনিধ, দেশপালদেশীক নিমগাছ। [দেশপালনিধ দেখ।]

নাড়ীদেহ (পুং) নাড়ীসারো দেহো বস্ত্র। ১ অতিক্রম। ২ ভূমী, শিবের চারপালভেদ। (ত্রিকা°)

নাড়ীনক্ষত্র (স্ত্রী) নাড়ীস্থিতং নক্ষত্রম্। ব্রহ্মাণ্ডচক্র ও নব-নাড়ী চক্রস্থিত নক্ষত্রসমূহ। মানবের জন্ম সময়ে দশম, বোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। জন্মনাড়ী নাম

আদ্য, দশমনাড়ীর নাম কর্ণ, বোড়শের নাম সাংঘাতিক, অষ্টা-দশের নাম সমুদ্র, ত্রয়োবিংশের নাম বিনাস, পঞ্চবিংশের নাম মানস।

• “জন্মাদ্যং কর্ণং ততোহপি দশমং সূক্ষ্মাতিভুং ত্রয়োবিংশম্।

• সমুদ্রমষ্টাদশতঃ বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশম্ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

নাড়ীপরীক্ষা (স্ত্রী) ১ মণিবদ্ধস্থিত নাড়ীর দ্বাৰা প্রতিষ্ঠাত দ্বারা শরীরের অবস্থানির্ণয়। ২ একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ।

নাড়ীপ্ররূপ (পুং) একখানি জৈমিন্যগ্রন্থ, শঙ্করসেন ইহার টীকা রচনা করেন।

নাড়ীযজ্ঞ (স্ত্রী) নাড়ীব নালীব যজ্ঞম্। সূক্ষ্মতোক্ত শল্যো-দ্ধারণার্থ যজ্ঞভেদ। এই যজ্ঞ বিশেষতঃ প্রকার। এই নাড়ীযজ্ঞ অনেক বিধে প্রয়োজন হয়, ইহার একদিকে মুখ হইয়া থাকে, শিরা বা ধমনীর মধ্যে বা শরীরের ভিত্ত কোন দ্বার মধ্যে কোনপ্রকার শল্য থাকিলে তাহা বাহির করিবার নিমিত্ত, বা রোগপরীক্ষার জন্ত কোন পদার্থ চুবিয়া বাহির করিতে হইলে এই যজ্ঞ প্রয়োজন। শিরা, ধমনী, মলদ্বার ইত্যাদি শরীরে যে সকল স্রোত অর্থাৎ দ্বার আছে, তাহাদিগের মুখের পরিমাণানুসারে অথবা স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে এই

যত্নেবিশিষ্টাঃ সিন্ধুবিহারাণ্যে । এই বস্তু নলের ভিতর ।

(অঙ্কিত পৃষ্ঠ ৭ ৭)

নাড়ীকলর (কী) নাজা ঘটিকায়াঃ জ্ঞানার্থঃ বলয়ঃ বলরাকার-
বস্তু । সিদ্ধান্তশিরোনামিকমিত্ত বস্তুভেদ । এই বস্তুদ্বারা নাড়ী
অর্থাৎ ঘটকাবিবরণ জ্ঞান জন্মে । সিদ্ধান্তশিরোনামিতে এই
বস্তুর বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে—

নাড়ীবিগ্রহ (পুং) নাড়ীসারো বিগ্রহো বস্তু, অভিক্ষেপাৎ
তথ্যঃ । অভিক্ষেপ ভূমী, শিবান্ধর্চরভেদ ।

নাড়ীত্রেণ (পুং) নাড়ীসংলগ্নো ত্রেণঃ । সর্দা গলত্রেণ, যে বা
সকল সময় গলার থাকে, চলিত মালী বা । মাধবকর নিদানে
ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

“যঃ শোধ নাড়ীমিতি পক্ষমুপেক্ষতেহজ্ঞো

যো বা ত্রেণঃ প্রচুরপূরমসামুদ্রিকঃ ।

অভ্যন্তরঃ প্রবিশতি প্রবিদ্যারী তন্ত

স্থানানি পূর্ণবিহিতানি তন্তঃ সপুংঃ ॥

তন্তাভিমাত্রগমনাৎ গতিরিবাতে তু

নাড়ীঃ বহুহিত তেন মতা তু নাড়ী ॥” (মাধবকর নিদান)

ভাবপ্রকাশে এই নাড়ীত্রেণের বিষয় এইরূপ লিখিত
আছে,—যে সকল লোক অজ্ঞানতাবশতঃ পুরুষকে অপক-
জ্ঞান করিয়া পুং নিঃসারণ না করায় ও অহিত আহার
দ্রাহারকারী ব্যক্তি গভীর অথচ অত্যধিক পূরসংযুক্ত ত্রেণকে
উপেক্ষা করিয়া পূরপ্রাব না করায়, তাহার সেই সঞ্চিত
পূর শুষ্ক, মাংস, শিরা, মায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ ও মর্ষস্থানকে
বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অভ্যন্তর দূরে যার
বলিয়া স্ফূর্তি প্রাববৃত্ত থাকে । সজ্জ নরাদি নাড়ীর স্থায়
প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে নাড়ীত্রেণ কহে ।

নাড়ীত্রেণ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সরিপাতজ
এবং শল্যজ ।

বাতিক নাড়ীত্রেণের লক্ষণ—সততজ্ঞ নাড়ীত্রেণ কর্কশ, সূক্ষ্ম
ছিদ্রবিশিষ্ট ও বেদনাত্মক । রাজিকালে ইহা হইতে সন্দেশ পূর
অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে । পিত্তজ্ঞ নাড়ীত্রেণে
পিপাসা, জ্বর ও দাহ হয় এবং উহা হইতে দিবাভাগে অধিক
পরিমাণে পূরপ্রাব হইয়া থাকে ।

কফজ নাড়ীত্রেণ ঊর্দ্ধবর্ণ ও পিচ্ছিল, ইহা হইতে অধিক
পরিমাণে পূরাদি নির্গত হয় । ইহা বেদনাহীন ও কণ্টকিত হইয়া
থাকে । রাজিকালে অধিক পূর নির্গত হয় ।

ত্রিদোষজ নাড়ীত্রেণে উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের সমস্ত লক্ষণ
এবং দাহ, জ্বর, শূল, স্ফূর্তি ও সূক্ষ্মশোণ উৎপন্ন হয় । এই
রোগ কলরাজির স্থায়ী অস্তি ভরকর ও প্রাণনাশক ।

শল্যজ নাড়ীত্রেণের লক্ষণ—বিশৃঙ্খলী শলা শুষ্ক স্নায়ুসিদ্ধি
যকো প্রবর্তি হইয়া অস্বস্তভাবে থাকিলে সীতাই নাড়ীত্রেণ উৎপাদন
করে, ইহাকে শলাজ নাড়ীত্রেণ বলে । ইহা হইতে সর্দা
বেদনের সহিত মলিত রক্তমিশ্রিত অথচ সন্দেশ উৎস্রাব হয় ।

নাড়ীত্রেণের অসাধ্য ও বৃত্তসাধ্য লক্ষণ—ত্রিদোষজ নাড়ীত্রেণ
অসাধ্য, অস্তিত্ব দোষজ্ঞ ও শলাজ নাড়ীত্রেণ বৃত্তসাধ্য ।

নাড়ীত্রেণের চিকিৎসা।—বাতজ নাড়ীত্রেণে প্রথমত উপনাহ
(পুলাটিন্) প্রদান করিয়া ত্রেণস্থান কোমল হইলে সূক্ষ্ম নাড়ীকে
বিদারণ করিবে, পরে আপাদের কণ উত্তমরূপে শিথিয়া
সৈন্ধব সহযোগে ক্ষতস্থান পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং বৃহৎ
পঞ্চমূলীর কাথদ্বারা যৌত করিবে । পরে হিংস্রাঙ্গতৈল ব্যব-
হার করিলে ত্রেণের শোধন, রোপণ ও পূরণ হয় । এই তৈল
প্রস্তুত প্রণালী—তৈল ৮ সের, ককার্থ অটোঙ্গাঙ্গী, হরিদ্রা,
কটুকী, বচ, গোজিহ্বা ও বিষমল এই সকল মিলিত এক সের ।
জল ১৬ সের । পরে ঘণানিয়মে পাক করিবে ।

পিত্তজ নাড়ীত্রেণে প্রথমে হৃৎ ও বৃতসংযুক্ত উৎকারিকা
দ্বারা পুলাটিন্ দিতে হইবে । পরে ত্রেণস্থানের কোমলতা
সম্পাদন করিয়া শত্রুদ্বারা নালী ছেদন করিবে । অন্তর
ভিন্ন, নাগকেশর, দস্তী ও মজ্জিতা উত্তমরূপে পেণন করিয়া
ক্ষতস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও
নিমের কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান যৌত করিবে । পরে শ্রামায়ত
এই ক্ষতস্থানে প্ররোগ করিলে কোষ্ঠগত নাড়ীত্রেণ নিবারিত
হয় । প্রস্তুত প্রণালী—যত ৪ সের ককার্থ অনন্তুল, তৈউড়ী,
ত্রিকলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুটজ এই সকল মিলিত এক সের
গোছত ১৬ সের । ঘণানিয়মে পাক করিলে এই শ্রামায়ত
প্রস্তুত হয় ।

কফজ নাড়ীত্রেণে প্রথমে কুলথ কলার, কৈতসর্বপ, ছাতু ও
বিষদ্বারা উপনাহ (পুলাটিন্) প্রদান করিয়া ত্রেণস্থান কোমল
হইলে তাহা শত্রু দ্বারা ছেদন করিয়া নিষ, তিল, চিতা,
দস্তী, সোরাট্রুম্বিকা ও সৈন্ধব একত্র পেণন করিয়া
ত্রেণস্থানে পূরণ করিয়া বন্ধন করিবে এবং কলঙ্কনিষ, জাভী,
আকন্দ ও পীলু এই সকলের রসে ক্ষতস্থান যৌত করিবে ।
পরে স্বর্জিকাত্তৈল ব্যবহার করিলে এই কফজ নাড়ীত্রেণ
প্রশান্ত হয় । ইহাতে সৈন্ধবাত্তৈলও বিশেষ উপকারী ।

স্বর্জিকাত্তৈল—তৈল চারি সের । ককার্থ স্বর্জিকাকার,
সৈন্ধব, দস্তী, চিতা, মূলী, শৈবাল ও অগ্নাদবীজ, এই সকল
মিলিত একসের । গোবৃত ১৬ সের । পরে ঘণাবিধানে পাক
করিতে হইবে ।

সৈন্ধবাত্তৈল—তৈল ৩০ সের । ককার্থ, সৈন্ধব, আকন্দ,

মরিচ, চিতা, ভুঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল মিলিত এক সেদ। এই তৈল প্রয়োগ করিলে বাতজ ও কৃষ্ণকল নাড়ীত্ৰণ ও শীত প্রাপ্ত হয়।

শলাজ নাড়ীত্ৰণে—শল্যপ্রয়োগ করিয়া শলা বহির্গত করিবে। পরে ত্ৰণস্থানের পুয়াদি নিষ্কাশিত করিবে। নিষ ও তিল পেষণ করিয়া অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহযোগে ক্ষতস্থানকে বন্ধন করিবে।

শলাজ নাড়ীত্ৰণে—কুন্তিকাভূষণ প্রয়োগ করিলে সত্ত্ব ফল পাওয়া যায়।

সিজের আটা, আকন্দের আটা এবং দারুণী দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ষপরীরগত নাড়ীত্ৰণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। সোঁদাল-পাতা, হরিদ্রা ও কালিয়াকড়া এই সকলের চূর্ণ ৮ মাফ, মধু ৪ তোলা এবং গোমুত্র ৮ তোলা, এই সকল একত্র পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ত্রণশোধিত হয় ও নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হইয়া থাকে।

মধু ও সৈন্ধবে বর্ত্তি করিয়া নাড়ীতে প্রবেশ করাইলে নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়। দ্রষ্ট প্রণে যে সকল তৈল উক্ত হইয়াছে, নাড়ীত্ৰণে সেই সকল তৈল ব্যবহার করিলেও ইহা প্রাপ্ত হয়। আতিপত্র, আকন্দের মূল, শোনাঙ্গুপত্র, ডহরকরঞ্জার বীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধব, সৌবর্জল, চিতা ও ববক্ষার এই সকল দ্রব্য সিজের আটার শিথিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে শীত হইবে নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়। শূকরের বিট্টা পোড়াইয়া কালি করিতে হইবে, তাহার পর বহেড়া, আত্মবীজ, বটাংবোহ, রেগুকা, শম্বিনীবীজ এবং তৈল উহার সহিত মিলিত করিয়া নাড়ীত্ৰণে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। মেকরাদেশের কালি ও লাউর কঙ্করা তৈলপাক করিয়া তুলার সহিত প্রয়োগ করিলে নাড়ীত্ৰণ নষ্ট হয়।

কহুরের স্বরস এবং সিন্দুরের কঙ্ক দ্বারা সার্বপাতৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে নাড়ীত্ৰণে উপকার হয়।

ভল্লাতাকাদ্যতৈল, সর্জিকাদ্যতৈল ও সপ্তাঙ্গগুণ্ডল নাড়ীত্ৰণে বিশেষ উপকারী। শরীরত্ৰণোক্ত সকল প্রকার শোধন ও রোধণাদি ক্রিয়াই নাড়ীত্ৰণে কর্তব্য।

কৃশ, হর্ষল ও ভয়লীল ব্যক্তির নাড়ী, এবং মর্ধ্যপ্রিত নাড়ী কান্ধাজ দ্বারা ছেদন করিবে। এক্ষণ স্থলে কদাচ শল্যপ্রয়োগ করিবে নী। এতদ্বারা শোধের গতি অনুসন্ধান করিয়া হৃচিকার ছিদ্রে ক্ষার স্রুত যোজন করিবে, পরে শোধের এক প্রান্ত-ভাগে প্রবেশ করাইয়া উদ্যমিত করিয়া অপর প্রান্তদ্বারা অনতিবিলম্বে বহির্গত করিবে। অনন্তর ঐ ক্ষারস্রুতের উত্তর প্রান্ত একত্র ও গাঢ়বন্ধন করিয়া রাখিবে, যদি উহাতে ছেদন

না হয়, তবে ক্ষারের বলাবল করিয়া ক্ষারের প্রবেশ করাইতে হয় প্রবেশ করাইয়া উত্তরপে বন্ধন করিবে। ঐ পদ্যত্বে ছেদ না হয়, তাৎকাল্যই এইরূপ করা কর্তব্য। ত্ৰণ কার্যেই ছিদ্র হইলে ত্রণের চিকিৎসা করিতে হইবে।

(ভাবপ্র° চতুর্থ° নাড়ীত্ৰণবিঃ)

তৈবজ্যাবুয়াবণীতে নাড়ীত্ৰণাধিকারেও ইহার ঔষধ সকল লিখিত আছে।

নাড়ীশাঁক (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ শাঁকঃ। নাড়ীক, চলিত পাটশাক।

নাড়ীশুদ্ধি (স্ত্রী) নাড়ীনাং শুদ্ধিঃ শুভং। নাড়ীশোধন। হঠ-যোগে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

নাড়ীশোষণতৈল (স্ত্রী) তৈলশোষণভেদঃ। (চক্রদত্ত)

নাড়ীস্বরসঞ্চার (পুং) নাড়ীস্বরে সঞ্চারঃ ৭৩৭। নাড়ীভেদে বায়ুর বহনরূপ গতিভেদ। স্বরোদর ও গ্রহবামলে ইহার বিষয় বিস্তৃত-রূপে লিখিত আছে। বামভাগস্থিত ঈড়ানাড়ীতে অধিক শ্বাস-নির্গত হইলে তাহাকে চন্দ্রোদর এবং দক্ষিণস্থিত পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহনে সূর্যোদর পদবাচ্য হয় অর্থাৎ বামদিকের নাসিকাতে অধিক শ্বাস নির্গত হইলে চন্দ্রোদর এবং দক্ষিণস্থিত সূর্যোদরকে সূর্যোদর কহে। স্বরোদরগ্রহে ইহা প্রসিদ্ধ। ব্যাধিদি যে কোন শুভকার্য ও তাহার কল্য নাসিকাতে ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর গতি অনুসারে জানিতে পারা যায়।

যাত্রাকাল, বিবাহ সময়-বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ ও অন্ত শুভ কার্যে চন্দ্রশুভ। এই সকল সময়ে যদি বামনাসাগুটে বায়ু অধিক বেগে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কার্যে শুভ হইয়া থাকে। বিগ্রহ, দ্যুত, যুদ্ধ, দান, ভোজন, মৈথুন, ব্যবহার, ভ্রম, ও ভজ এই সকল বিষয়ে সূর্য্যনাড়ী প্রশস্ত। এই সকল কার্যকালে দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু যদি অধিক বহিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্যে শুভ হইবে।

যাত্রাকালে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারধারণে।

স্বকর্মেণ সর্বেষু প্রবেশে চ শশী শুভঃ॥

বিগ্রহীতযুদ্ধে যুদ্ধোজ্ঞানমৈথুনে।

ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে ভয়নাড়ী প্রশস্ততে॥ (ব্রহ্মবাসল)

মোহন, শান্তিকার্য, দিব্যোষধি, রূপায়ন, বিভাব্রজ ও হিরকার্য-সকল চন্দ্রোদরে অর্থাৎ বামনাসিকাতে অধিক শ্বাস বহিলে প্রশস্ত। যাত্রাকালে যখন যে নাসিকাতে অধিক বায়ু বহিবে, সেই পদ অগ্রে নিঃক্ষেপ করিলে কার্যসিদ্ধি হয়। (ব্রহ্মবাসল)

নাড়ীক্লেশ (পুং) নাড়ীমেঘ-বেগে ক্লেশঃ। ১ নাড়ীমাজসার, অতি কৃশ। ২ শিবের দ্বারপাল ভেদ।

নাড়ীহিন্ (পুং) নাড়ীপ্রধানঃ হিন্। হিন্ভেদঃ। হিন্ভেত

কলংগতি হিহু। পক্ষীর—সলাশাক, জড়কা, রামঠী, কল-
পত্নী, পশিগাছা জ্বীংগী, হিহুসীফিকা। (বৈদ্যকর) ইহার
গুণ—কটু, উষ্ণ, কক ও বাতজরদীপনামক; বিষ্ঠা, বিবক,
সোব ও অনিহরোগ-শান্তিকর। (রাজনি)

নাড়ু (দেশজ) লজ্জুক, লাড়ু, গোলাকার সুমিষ্ট খাদ্য
দ্রব্যবিশেষ।

নাড়ুল (দেশজ) এক প্রকার পক্ষী।

নাগক (স্রী) অগতি শকারতে ইতি, অন ধূল ন-আগকম।

১ যুজ্জাগিত নিকাদি, যুজ্জা, মোহর।

“তুলাশাসনমানানার কুটকরাগকত চ।

অভিষ্ট বাবহর্তা বঃ স দাপো নগুযুতম্মা ॥” যাজ্ঞ ২।২৪৫।

ন অগকঃ কুৎসিতঃ সহস্রপেতি সমাসঃ। ২ কুৎসিত ভিন্ন।

নাগকপরীক্ষা (স্রী) ধাতুপরীক্ষা।

নাগকপরীক্ষী (পুং) ধাতুপরীক্ষক।

নাতগীর (পারসী) অপরিবর্তনীয়।

নাতদ্বীর্ (পারসী) চঞ্চলচিত্ত।

নাতপুতা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সোলাপুর্ জেলার একটা
নগর। অক্ষাঃ ১৭° ৫৩' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭' ৩৬" পূঃ।

পন্ডরপুর্য়ের ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিম ও সাতারার ৬৬ মাইল
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। পুণা হইতে সোলাপুর্ পর্যন্ত যে রাজপথ
আছে, এই নগর ঐ রাস্তার উপরে অবস্থান করিতেছে। কথিত
আছে, বাক্সী-রাজের মন্ত্রী মালিক-সুজর ঐ নগরের স্থাপয়িতা।

নাতপুত্র [মহাবীর দেখ।]

নাতমাম (পারসী) অসম্পূর্ণ, আংশিক।

নাতরবিজ্ঞ (পারসী) অশিক্ষিত।

নাতালীম (পারসী) অশিক্ষিত।

নাতি (দেশজ) নপুং, পৌত্র ও দৌহিত্যকে নাতি কহে, পুত্র বা
কন্যার পুত্র। গ্রীসিঙ্গে নাতিনয়ী।

নাতিদীর্ঘ (ত্রি) ন অতি দীর্ঘঃ। অতি দীর্ঘ নহে।

নাতিশীতোষ্ণ (ত্রি) শীতল উষ্ণক ন-অতি শীতোষ্ণঃ। অধিক
শীতলও নহে বা অধিক উষ্ণও নহে।

নাতোয়ান (পারসী) কর্মতাহীন, দুর্বল।

নাত্র (স্রী) নম-ক্ৰন। বাহল্যকণ্ড অন্তর্গত আশ্বক। ১ বিচিত্র।

২ প্রজ্ঞ। ৩৩ শির।

নাথি, ১ উপতাপ। ২ আশীর্বাদ। ৩ প্রভুতা। উপতাপ অর্থে

পর আশীর্বাদ অর্থে ‘আম্রমে’ জাদি, সক’ সেট। লট

নাথতি। লোট নাথতু। লিট ননাথ। লুঙ অনাথীৎ। আশী-

রর্থে আশ্রয়নেপদ হইবে সেই স্থলে ধাতুর এই রূপ হইবে। লট

নাথতে। লোট নাথতাৎ। লিট ননাথে। লুঙ অনাথিষ্ট। যুঙ-

বেয় টাকার দুর্দ্বারিক লিখিরাছেন, কাহারও কাহারও হইবে
এই ধাতু উত্তরপদী, কেবল যখন আশীর্বাদ অর্থ বুঝাইকে,
‘অনই নিতা আশ্রয়নেপদ হইবে।

যুঙ হইবার কারণ থাকিলে লিকমে গড় হইবে যথা—
প্রণাথতি, প্রনাথতি। (দুর্গাদাস) পাণিনি মতে এই ধাতু
গোপদেশ নহে। ধাতুগণে যে সকল ধাতু পকারাদি লিখিত
হইয়াছে, সেই সকল ধাতুর নাম গোপদেশ। এই জন্ম কারণ
সঙ্গেও গড় হইবে না। স্বত্বা—‘প্রনাথতি, এই স্থলে ‘প্র’ এই
সকারের পর ‘নাথ’ ধাতুর সকার গড় হইতে পারিত, কিন্তু
তাহা হইল না।

“সত্ত্বমিষ্টানি তমিষ্টমেব নাথতি কে নাম ন লোকনাথম্।”

(নৈবধ)

নাথ (পুং) নাথতি ঈশরোক্তবতীতি নাথ ঐশ্রে অহ। ঐশ্রযুক্ত,
প্রভু। পর্যায়—অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃত্ত, অধিক, পতি, ইজ,
বাহী, আধা, প্রভু, ভর্তা, ঈশ্বর, বিহু, ঈশিতা, ইন, নারক।

(হেম)

“স হি নাথো জনাত্ত স গতিঃ স পরায়ণম্।” (রামা) ২।৩৮।১

নাথ, উপাধি বিশেষ। ১ প্রাচীন ভারতের যোগী বিশেষ। মৎস্তজ-
নাথের অনেক ‘নাথ’ শিষ্য ছিল। ইহার মধ্যে নবনাথ বিশেষ
প্রসিদ্ধ। [যুগী দেখ।]

২ একজন কবি। ১৭০০ খৃঃ অব্দে ইনি ফজলআলিগার
সভাসদ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে ‘নাথকবি’ ও ইনি
একই ব্যক্তি। [নাথকবি দেখ।]

৩ মাণিকচাঁদের একজন সভাসদ। ইনি ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে
জন্ম গ্রহণ করেন।

নাথকবি, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ব্রজভূমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার
পিতার নাম গোপালভাট। ইনি ‘রাগ’ নামক পুস্তক রচনা
করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইহার লিখিত ঋতু
সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অতি মনোহর।

নাথকাম (পুং) আশ্রয় অনুসন্ধান করা।

নাথকুমার (পুং) একজন কবি।

নাথক (স্রী) নাথ ভাবে ক। প্রভুত্ব।

“লোকনাথে স্থিতে রাধে নাথতঃ ময়ি কীদৃশম্।” (রামা) ২।৪১।২

নাথবৎ (ত্রি) নাথো বিদ্যাতে হন্ত নাথ মতুপ মন্ত ব। নাথযুক্ত,
প্রভুবিশিষ্ট; পরাধীন।

“নাথবাশ্চ শুনঃশেকো যজ্ঞশ্চাবিরতো ভবেৎ।” (রামা) ১।৬৫।১২

দ্রিষ্টাং তীপ্। নাথবতী।

“তত্ত্বাং চিরজীবনানামাং নাথবত্যাননাথবৎ ॥

প্রভুকোশ জনঃ সর্বো যিক্’খাং দশরথ্যুজ্জিতি ॥” (রামা) ২।৩৮।১

নাথকাহ্ন, নেপালের অন্তর্গত একটি নগর। এক সময়ে এই স্থানে মহামারী উপস্থিত হয়। তত্বে অধিবাসিগণ ক্রান্তির বিপদ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার আরাধনা করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে বৃক্ষের শরণাগত হইলে, তিনি তাহাদিগকে মারীভর হইতে রক্ষা করেন।

নাথজি, বঙ্গদেশে যুগীসের উপাধি। [যুগী দেখ।]

নাথদ্বার, উদয়পুরের একটি নগর। 'নাথদ্বার' শব্দের অর্থ 'নাথের' (ঈশ্বরের) দ্বার। এই স্থানে একটি কৃষ্ণমূর্তি আছে বলিয়াই ইহা 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত। এই নগরটি উদয়পুর হইতে ১১ ক্রোশ উত্তরপূর্বকোণে বনাস নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

মথুরা জেলার হিন্দুদিগের অনেকগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছে।

তন্মধ্যে নাথদ্বারের 'শ্রীনাথ' অথবা 'নাথজি'র মন্দির সর্বাঙ্গতঃ প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত আরও সাতটি বিখ্যাত বিগ্রহ আছে।

যখন অরঙ্গজেব মথুরার সমস্ত কৃষ্ণমূর্তি ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ ১৬৭১ খৃঃ অব্দে এই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমূর্তি লইয়া উদয়পুর যাইতে অস্বমতি পাইরাহিলেন। রাজসিংহ অত্যন্ত জীকষ্মকের সহিত রথোপরি কৃষ্ণমূর্তি স্থাপনপূর্বক উদয়পুরে লইয়া যাইতেছিলেন। সিয়ার নামক স্থানে আসিয়া রথচক্র মুক্তিকা মধ্যে বসিয়া গেল। উদয়পুরের জনৈক জমিদার বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই অবস্থান করিতে বাসনা করিয়াছেন।' তদনুসারে তথার একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া 'নাথজীকে' তথায় স্থাপিত করা হইল। এই স্থানই 'নাথদ্বার' নামে খ্যাত হয়। নাথদ্বারের নিকটবর্তী স্থানের মধ্যে কোনরূপ প্রাণিত্ব কিংবা 'কয়েদী' আবদ্ধ করিবার প্রথা নাই। নানাদেশ হইতে হিন্দুযাত্রিগণ বিশেষতঃ বলভাটাতোয়ার সম্ভ্রাম্যত্বক বৈষ্ণবগণ এই তীর্থ পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকে।

নাথনগরী, ভাগলপুরের অন্তর্গত একটি ফাঁড়ী।

নাথমল্ল, জনৈক সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত। ইহার রচিত গ্রন্থ 'পিলাচক্রযুদ্ধবর্ণন'।

নাথবিদ্যুৎ (জি) আশ্রয়দাতা।

নাথবিন্দু (জি) যে ব্যক্তি আশ্রয় পের বা যাহার আশ্রয় দিবার ক্ষমতা আছে।

নাথহরি (পুং) নাথঃ হরতি স্থানং স্থানান্তরং নরতি নাথ-হ-ইন্ ('হরতে দৃড়িনাথঃ পশৌ। পা৩২।২৫) পত্। (সিদ্ধান্তকোঃ)

নাথিন্ (জি) প্রভুযুক্ত। যাহাকে আশ্রয় দিবার লোক আছে।

নাথোক, একজন কবি। সংস্কৃত 'পদাবলী' ইহার রচিত।

নাদ (পুং) নদ-শব্দে 'তাবে' দ্ব্যজ্। ১ শব্দ। ২ অল্পস্বরবহ-

জ্যাক্ষ অর্ধস্রোতঃশব্দভেদঃ। ইহা পদস্বরের বহু উচ্চারিত হয়। পর্যায় অর্ধেক, অর্ধনাড়া, কলারানি, ললানি, জলজালা, কুরীয়া, বিখ্যাতকলা ও পরা। (বীজবর্ণিতঃ)

ও ব্রহ্মরূপ বোঝাইবে।

"সজ্জানন্যবিতব্যং সকলাং পরমেশ্বরং।

আশীজ্জিত্তোনাগরমাধিন্দুসমুদয়ঃ।

নানোবিন্দু বীজক সএব ত্রিবিধো মতঃ।

ভিত্তমানাং পরাধিন্দোরুত্তরায়বোহতবৎ।

স রবঃ স্ততিসম্পন্নঃ শবো জ্ঞানতবৎ পরম্।" (ভাগবত)

পরমেশ্বরের সজ্জানন্যরূপ বিতর্ক হইতে শক্তি, তাহা হইতে নাদ, এবং এই নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। বিন্দুই প্রথম, এবং ইহাকেই বীজ কহে।

অলঙ্কারকোস্তের দ্বিতীয় শব্দকে এইরূপ লিখিত আছে—

"নাভেরুৎ হৃদি স্থানায়াকৃত্যঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।

নদতি ব্রহ্মরূপান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্তিতঃ।"

(অলঙ্কারকোস্ত ২য়বক)

নাভিদেশের ঈর্ষ হৃদয়স্থান হইতে ব্রহ্মরূপান্তে প্রাণসংজ্ঞক বায়ু শব্দ উৎপন্ন করে, এই শব্দকে নাদ কহে।

সঙ্গীতদানোদরে লিখিত আছে,—আকাশস্থিত অগ্নি হইতে মরুৎ, এই মরুৎ নাভির উর্দ্ধদেশে সম্যকরূপ উচ্চাখ্যমান হইয়া যুখে যখন পরিস্ফুট হয়, তাহাকে নাদ কহে। এই নাদ প্রাণিভব, অপ্ৰাণিভব ও উভয়সম্ভব, এই তিন প্রকার। যাহা সেহাদি হইতে উৎপন্ন তাহা প্রাণিভব, বীণাদি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হয়, তাহা অপ্ৰাণিভব। গ্রাহ্য বংশাদি হইতে উৎপন্ন তাহাকে উভয়ভব কহে।

"আকাশাগ্নিমরুৎকৃত্যোনোভেরুৎ সমুচ্চরন্।

মুখেহতিব্যক্তমায়তি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ।

স চ প্রাণিভবোহপ্রাণিভবশ্চোভয়সম্ভবঃ।" (সঙ্গীতদানোঃ)

ব্রহ্মার যেহান উক্ত আছে, যাহা ব্রহ্মগ্রহিপদদ্ব্যস্ত, তাহার মধ্যে প্রাণ অবস্থিত, এই প্রাণ হইতে বহির উৎপত্তি হইয়াছে, বহি ও মারুত সংযোগে নাদ উৎপত্তি হয়। এই নাদ ব্যতীত গীত, স্বর ও রাগাদি কিছুই হয় না। এইজন্য জগৎ নাদাত্মক, অতএব নাদ বিনা জ্ঞান ও শিব কিছুই হয় না, একমাত্র নাদই পরমোক্তি, এবং হৃদি স্বর নাদঙ্গণী।

"বহুস্তঃ ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রহিচ্চ বো মতঃ।

তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাঘনিসমুদয়ঃ।

বহিষ্কৃতসংযোগাদানঃ পদুপলব্ধতঃ।

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।

ন নাদেন বিনা রাগতমাদানাত্মকং জগৎ।

॥ नादेन विना कामः न मादेन विना निवः ॥ १ ॥

नमो भगवते वासुदेवाय ॥ (मन्त्रोपनिषद्)

নাম সঙ্গীতের প্রধান বস্তু । সঙ্গীতদর্শনে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—গীত, নৃত্য ও বাধ্য নামান্বক । নাম-
দ্বারা বর্ণ সকল পরিকল্পিত হয়, বর্ণ হইতে পদ এবং পদ হইতে
বাক্য হয়, এই বাক্য সকলই স্বরস্বর ইহার প্রাণ । এই প্রকারে
অগণ্য নামান্বক । এই নাম দুই প্রকার, আহত ও অনাহত ।
ইহার মধ্যে অনাহত নাম সুনিগম উপাসনা করিয়া থাকেন,
ইহা ওজনপূর্ণি নামেরই মুক্তিপ্রদ হয় । আহত নাম ক্রতি প্রকৃতি
হইতে উৎপন্ন হইরাছে, এই নাম ধর্মার্থকামমোক্ষের একমাত্র
সাধন । সরস্বতীর অঙ্গপ্রহে কবল ও অঙ্গুতর নামক নীলময়
নামবিদ্যা লাভ করিয়া মহাদেবেণ্ডু কুণ্ডলয় প্রাপ্ত হইরাছিলেন,
পশু, শিশু ও বৃদ্ধপ্রকৃতি সকলেই নাম দ্বারা পরিতোষ লাভ
করে । নাম মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে ।

সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে, নাদরূপ সমুদ্রের পরপার
সরস্বতী অবগত নহেন। এইজন্য অদ্যাপি সরস্বতী মঙ্গলভরে
বক্ষঃস্থলে তুষী ধারণ করেন।

“नादाकेतुः परं पारं न जानाति सर्वश्रुती ।

अद्यापि मञ्जनश्यामुषः वहति वक्त्रसि ॥” (सङ्गीतद०)

নাদোৎপত্তিপ্রকার।—আত্মা কর্তৃক প্রেরিত চিত্ত দেহস্থিত
 স্মৃতিকে আঘাত করে, পটের সেই অগ্নি ব্রহ্মগ্রহিণিতে প্রাণকে
 প্রেরণ করে, সেই প্রাণ অগ্নিপ্রেণিত হইয়া ক্রমে উৰ্দ্ধপথে
 বিচরণ করিতে করিতে নাভিতে অতি হৃদয় হৃদয়ে হৃদয়, হৃদয়ে
 গুলদেহে পৃষ্ঠ, শীর্ষদেশে অপূষ্ট এবং বদনে কৃত্রিম এই পঞ্চপ্রকার
 নাদ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ অতিহৃদয়, হৃদয়, পৃষ্ঠ, অপূষ্ট ও
 কৃত্রিম এই পাঁচপ্রকার নাদ। আরও কথিত আছে, নকারের
 নাম প্রাণ এবং নকারকে অগ্নি কহে, প্রাণ ও অগ্নি সংযোগে
 ইহার উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম নাদ।

“आश्चर्यं प्रेरितः चित्तं बहिर्माह्वसि देहजम् ।

ब्रह्मग्रहस्थितः प्रागः स प्रेरयति पावकः ॥

পাবকপ্ররিতঃ সোহধ ক্রমাদুৰ্গপথে চরনু ।

অতিশুদ্ধধ্বনিং নাভৌ ঈদি শৃঙ্গং গলে শুনঃ ॥

পুষ্টি: শীর্ষে পুষ্টি কৃত্রিম: বদনে তথা ।

आविर्भाववतीत्येकः प्रथमा किर्याते, बुधैः ॥

• नकारः प्राणिनामानः नकारमननः विद्मः ।

ଜାତଃ ପ୍ରାଣାଗ୍ନିରଯୋଗାଂଶେନ ନାନୋଽତିଧୀରତେ ॥” (ମନ୍ତ୍ରୀତମ°)

এই নাম যোগিস্থংগেরা, ইহার বিবরণ ঋত্বাঙ্গদ্বিপিকার
৪র্থ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। এই নাম অভিহিত করিয়া
যোগী সুখলাভ করিয়া থাকে। যে সকল মুক্ত ব্যক্তিরা তত্ত্ববোধে

কলু, তাহার এই নানোশগনা করিবে, গোরকনাথ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

“अन्यत्तत्त्वबोधानां मूढानामपि संगतम् ।

প্রোক্ত গোরক্ষনাথেন নাদোপাদনমুচ্যতে ॥:

(हृष्टयोगिनी° ४।७८)

শ্রীআমিনাথ সপাদকোটি নৃপপ্রকার নির্ধারণ করিয়াছেন,
তাহার মধ্যে এই নাসোপাসনা একটি প্রধানভম।

বাহারা নানোপাসনা করিবেন, তাঁহারা প্রথমে মুক্তাসনে
 হিত হইয়া শান্তবীমুখা অবলম্বন করিবেন এবং এই সময়
 একচিহ্ন হইয়া অস্তঃস্থ নাদ দক্ষিণ কর্ণে শুনিবেন। এই সময়
 শ্রবণপুট, নরনবুগল, জ্ঞান ও যুদ্ধের নিরোধ করিবেন। প্রথ-
 মভ্য যোগের চারিটী অবস্থা, যথা আনন্দ, ঘট, পরিচর ও
 নিশ্চিন্তি। ইহার প্রথমাবস্থার দেখে কোনরূপ অসুখ না
 হইলেও বিচিত্র ধ্বনি শ্রুত হয়, ইহাতে আনন্দ অধুভূত হয়।

যখন নাদ প্রথম অভ্যাস করা হয়, তখন নানাবিধ মনো-
নাদ সকল শ্রুত হয়, ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে স্মৃতিতম হয়।
প্রথমে সমুদ্র খর্জুন বা মেঘ ধ্বনি, তেরী, কবর প্রভৃতির শব্দের
জ্ঞান, মধ্যসময়ে মর্দল, শঙ্খ, ঘণ্টা বা কাহলজ ধ্বনিবৎ শব্দ,
শেষ সময়ে কিষ্কিনী, বংশ, বীণা ও ত্রয়রধ্বনিবৎ নাদ শ্রুত
হয়। এই প্রকার নানাবিধ ধ্বনির মধ্যে বাহাতে চিত্তবিশেষ
আকর্ষিত হয়, সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া তাহাতেই চিত্ত স্থির
করিবে। চিত্ত নাদাসক্ত হইলে আর বিষয়মতে বিমোহিত
হয় না। সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই চিত্ত স্থির হয়। তখন
চিত্ত একাগ্র হইয়া নাদের অনুসন্ধান করিতে থাকে। নাদে
চিত্ত প্রাণ্ডিত হয় এবং পরে নাদেই গীন হয়।

দুনিয়র অন্তর্গত জেয়, এবং জেয়ের অন্তর্গত মন, ক্রমে যখন বিজ্ঞান পরমপদে লীন হয়, তখন সেই নিঃশব্দই পরব্রহ্ম। এইরূপ অবস্থা হইলে, এই যোগের চরমাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। সর্বদা এইরূপ নানাহ্রস্কান্তানে পাগলমুহু সীর্ণ হয়, চিত্ত ও প্রাণ নিরঞ্জে লীন হয়। তখন শব্দ ও হৃদয় প্রভৃতির কিছুই শব্দ শোনা যায় না। চিত্ত একল বিদূরিত হয়, সকল অবস্থার তির্যোধান হয়, সেহকারে জ্ঞান, যোগী যতবৎ অবস্থান কুরিতে থাকে, এইরূপ অবস্থা হইলে মুক্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

• (দৃষ্টযোগপ্র° : অ°)

১ জনামখ্যাত মুনিবিশেষ। ইনি কথক মুনির পুত্র।
ইনি জ্ঞানরত্ন ও যোগরত্ন নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
দাক্ষিণাত্য ইহার জন্মস্থান।

৫ স্তোত্র। (নিঘণ্টু) ৬ শব্দান্তিবাঙ্গুল কর্ণশূলীসংযোগ-
বিজ্ঞপ। "নাদবৃদ্ধিগরা" (৩ জৈমিনি) ১।১।১৭৭

নাদজ (জি) নাদাং ভারতে জন-ড। নাদি হইতে বাহা জন্মে।
নাদতো (জী) নাদজ ভাবে নাদ-তল-টাণ। শব্দ, শব্দ, শব্দ।
নাদনবাট, বর্মনি জেলার কালনা খবরুয়াহ একটা গ্রাম।
বাগিচা নিমিত্ত খ্যাত।

নাদপুরাণ (জী) উপপুরাণ ভেদ।

নাদমুদ্রা (জী) মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল মুদ্রিত
করিয়া অঙ্গুলি কেবল উর্দ্ধদিকে করিলে নাদমুদ্রা হয়।

"মুদ্রারূপিতাঙ্গুলি দক্ষিণা নাদমুদ্রিকাঃ ॥" (তন্ত্রাংগী)

নাদবৎ (জি) নাদো বাহ্যপ্রযুক্তভেদ উচ্চারণে সাধনতর্যাহত্যন্ত নাদ-
মতূপ মত ব। নাদরূপ বাহ্যপ্রযুক্তার্থ্য বর্ণভব দ্বিতীয় বর্ণাদি।

"ব্যবহৃতো নাদবতো মহাপ্রাণত" (সিদ্ধান্তকো)

২ শব্দযুক্ত।

নাদবিন্দু পুনিষদ (জী) আখরঙ্গ উপনিষত্তে।

নাদহর, ভোররাত্তর কোণে বিভাগের অন্তর্গত একটা গ্রাম।
অক্ষা ১৮° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩° ২১' পূঃ। এখানে পর্বতো-
পরি কতিপয় শ্রমবাহ ও কৃষি কুপ আছে। ইহার একটা
কুপের দেওয়ালের উপর পালিতাষা হইছে মিশালিপি আছে।

নাদি, নাদি আলি মৈদনী, কাহাবীরের একজন সৈন্যধক্ষ। ইনি
১০২৬ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

নাদিক (পুং) দেশভেদ।

নাদিগ, না-হী অর্থাৎ এক শ্রেণীর নাপিত। যেখানেই প্রবেশে
সর্বত্রই নাদিগশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চাকিটা
সম্প্রদায় আছে—লিঙ্গায়ত, মন্ডা, রাজপুত ও সঙ্ঘ।

ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাবা, পোষাক, পরিচ্ছদ
রীতিনীতি এবং ধর্ম পরস্পর পৃথক পৃথক। ইহাদের প্রধান
উপজীবিকা ক্ষোরকার্য। কিন্তু অনেক আবার কৃষিকার্যও
করিয়া থাকে।

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ বিজাপুর অঞ্চলে বাস।
তাহাদের মতে, হরপদম্পর তাহাদের পূর্বপুরুষ। বাসভবন
তাহার সম্মানদিগকে ক্ষোর করিবার জন্য হরপদম্পরকে নির্দেশ
করেন। ইহার প্রথমে লিঙ্গায়ত ভিন্ন অন্য কাহাকেও ক্ষোর
কল্পিত ন। কিন্তু এখন আর সে নিয়ম প্রতিপালিত হয় না।

ইহাদের প্রধান উপাত্ত দেবতা মসিকার্জুন, বাসক ইত্যাদি।
ইহাদের পুরোহিতদিগকে জন্ম বলা হয়। ইহার শিবরাত্রি,
নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হিন্দুপূর্ণ পালন করিয়া থাকে।

নাদিগর, দক্ষিণাত্যবাসী এক শ্রেণীর নাপিত। ধারবার জেলার
সর্বত্রই ইহাদের বাস। মন্ডা, লিঙ্গায়ত, মুসলমান ও
ভারতবর্ষের কতিপয় পরদেশী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের
মাথো লিঙ্গায়ত শ্রেণীর পুংখ্যাই অধিক।

নাদিন্ (জি) নদ-গিনি। ১. নদকারী, নাদকারী। ২. নাদজ
গিরিতে উৎপন্ন জাতিস্বর সর্গ যুগ মধ্যে সঞ্জন যুগ।

ইহার বিবরণ হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

দ্বিষামিষের পুত্র গর্গের শিকট বাগুদ্রু, ক্রোধন, হিংস,
পিণ্ডন, কবি, বহুশ ও দ্রিতবর্তী এই সাতটা শিষ্য অধ্যয়ন করিত।
ইহার প্রতিদিন এক সময়ে হৃদয়বতী কপিলাকে চরাইবার জন্য
বনে লইয়া বাহিত। একদা ইহার পথিমধ্যে কুখারীইয়া বালা-
বপুতঃ হরুজি উপস্থিত হইলে গুরু গাভী হনন করিতে প্রবৃত্ত
হইল। তখন ইহাদের মধ্যে কবি ও বহুশ নামে দুই ভাই এই
অকার্য্য হইতে প্রতিবন্ধক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু
ইহাও তাহার কুপিত হইয়া ক্রিয়া পিতৃশাস্ত করিবার উদ্দেশে
তাহাকে মরণপূত করিয়া হনন করিয়া ক্ষুদ্রিত করিল। পরে
গুরু শিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, আপনার গাভী
শাদিলে তরুণ করিয়াছে। গুরু সরলচিত্তে শিষ্যের কথা
বিশ্বাস করিলেন। ইহার এই পাপে অকালে কালগ্রাসে
পতিত হইল। পরে কালকুর পর্বতে ইহার ৭ জন যুগরূপ
ধারণ করিয়া অন্ন ভরে। ইহার জাতিস্বর। [ইহাদের বিশেষ
বিবরণ হরিবংশে ২১২২ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।] (জি) ৩ নাদযুক্ত।

নাদিরশাহ, পারস্যদেশের অন্তর্গত খোরাসান নামক স্থানে
নাদিরশাহ ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার আদি
নাম নাদিরকুলিখা। কেহ কেহ তাহাকে তহমস্পকুলি খা
(পারস্যের অধিতীর বোদ্ধা) বলিত। মিরজা-মহম্মদ-রচিত
নাদিরের জীবন চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তুরকদেশ
হইতে শাহ ইসমাইল সফির রাজত্বকালে, সাতটা জাতি খোরা-
সানে বাইরা বাস করে। তন্মধ্যে 'অওসর' একটা। 'অওসর'
শব্দের অর্থ 'যে একজু করিয়া রাখে'। নাদির এই অওসরের
করকাণী শাখা হইতে উদ্ভূত। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের শোখ
ও বীর্ঘ দর্শন করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি 'অওসর'
শব্দটা সার্থক করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাল্যজীবনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বুঝা যায়, তিনি
পরিণামে অসাধারণ কীর্তিবীরা উড়াইরা অগতের যাবতীয়
লোককে চমৎকৃত করিবেন।

নাদিরকুলি সামাজ্য একজন মেঘপালের সন্তান।
নেপোলিয়ান বেরপ স্তানাজ বর্গের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া
বিশাল ফরাসীরাষ্ট্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন
ইনিও মেঘপালের গৃহে জন্মিয়া পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতির
সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পারস্যের বৎসর বয়স্ক সময়ে
উজবক নারিক এক ব্যক্তি তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন।
চল্লি বৎসরকাল অতি কষ্টে পরাধীন অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া,

হুচতুর বীরবর নাঈর কৌশলক্রমে তথা হইতে পলায়ন করেন।
অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাপন করিয়া খোরাসানরাজের অধীনে
চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে নাঈর বিশেষ রূপশক্তি-
তোর পরিচয় দিয়া তাতারদিগকে পরাস্তব করিয়াছিলেন।

কিন্তু খোরাসানরাজ তাহার জন্ম বর্ণন করেন না, তিনি
তাঁহাকে বখোঁচিও পুরস্কার দিলেন না। রাশাহাবাদী পুরস্কার
না পাইয়া তাঁহার জন্মে অস্ত্রভাবের উদয় হইল। অধীনতা
আর ভক্ত লাগিল না।



নাঈরশাহ।

বীরপুরুষের জন্মে স্বাধীনতালািপা উদ্ভিত হইল। তিনি
শিতার কএকটা মেঘ বিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করি-
লেন এবং কএকজন অসম সাহসিক লোক সংগ্রহ করিলেন।
তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি বহুবৃদ্ধি আরম্ভ করিলেন। ক্রমে
ক্রমে অনান ৬০০০ হরকাজার অহুতর তাঁহার হুলস্থূল হইল।
তাহাদের প্রাণের সমতা নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, ধর্ম ধর্ম

কাহাকে বলে তাহা জানিত না। নিরাশ্রয় নিরুপায় যাত্ৰীদিগের
অর্থাদি স্বেচ্ছা করিয়া নাঈর সদলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে পারস্তরাজ হোসেন শাহ ষ্টিফানরাজ মাক্দ্দের
হস্তে খোরাসান অর্পণ করেন। এই সময়ে ইস্পাহানও তাঁহার
হস্তগত হয়। কিন্তু হোসেনের পুত্র ২য় শাহ তহমস্প
ইস্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের হুমের তীরস্থ নিকুত

স্থানে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সম্রাটপুত্র নাদিরশাহের পরগণাপন্ন হইলেন। নাদির বিপুল বিক্রমের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ধোঁরাসান উদ্ধার করিলেন এবং ১৭৩০ খৃঃ অব্দে ইস্পাহান নগরে তুহম্পকে পারস্ত-সিংহাসনে বসাইলেন। এইরূপে বহুসংখ্যক খিলজী ও মাক্‌দুদীয় পুত্র আশ্রয়ের প্রার্থনাসংহার করিয়া নাদির তুর্ক-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তুর্কদের নিকট হইতে তাত্ত্বিক পুনরধিকার করিলেন এবং আবদালিদের বিদ্রোহ দমন করিয়া লইলেন। সমস্ত আবদালিই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। ইহার কিছুকাল পরে, তিনি স্ত্রীমত গ্রহণ করেন এবং আবদালিরা নাদিরের বিশেষ অনুগত অনুচর হইল।

নাদিরকুলি আফগানস্তান হইতে কিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তুহম্প শাহ তুর্কদিগের সহিত একটা সন্ধি করিয়াছেন। তুহম্পের এই রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার চক্ষে সঙ্কট হইল না। তিনি ঐ পুত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং ১৭৩২ খৃঃ অব্দে ছরমাস বয়স্ক স্বীয় পুত্রসন্তানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে ‘শাহ’ অর্থাৎ ‘রাজা’ উপাধি দিয়া পুত্রকে ওর অক্সাস নামে অভিহিত করিলেন। এই সর্বসাধারণের বাহ্যিক, গৌরবম্পর্কী উপাধি দ্বারা করিবার পূর্বে তাঁহাকে তুর্কী ও রুবিদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তাহার পারস্তের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল, তিনি সেই সমস্ত গ্রহণান্তর তুর্কদিগের সহিত (১৭৩৬ খৃঃ অব্দে) সন্ধি স্থাপন করেন। ঐ বর্ষে তাঁহার শিশু সন্তানের প্রাণ বিয়োগ হয়। অনন্তর নাদিরের মনে কিরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তিনি আত্মরিক ভাব সত্ত্বে গোপন করিয়া বাহিরে রাজা উপাধি গ্রহণের অনিচ্ছা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহার মনেব ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে ‘শাহ’ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

কথিত আছে, মোস্তানের সমতলক্ষেত্রে সমুদয় রাজকর্মচারী ও লক্ষ্যাদিক লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তিনি প্রথমে কিছুতেই তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অনন্তর সমস্ত পারস্তদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার অবলম্বিত স্ত্রীমত প্রচলিত হইবে, সকলে একরূপ অস্বীকার করিলে তিনি রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনাটি ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ২৬এ ফেব্রুয়ারী প্রাতে বেলা ৮-২০ মিনিটের সময় সংঘটিত হয়।

এইরূপে উন্নতিসোপান অতিক্রম করিয়া নাদিরশাহ

চিরাতিলম্বিত স্থানে পৌঁছিলেন। প্রথম যুদ্ধ করিয়া এরূপ উচ্চাঙ্গ রক্ষা করিবার জ্ঞান বিতীর্ণ তাঁহার নাই, মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া তিনি বহুবল সংগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত বহির্গত হইলেন। প্রথমেই কান্দাহার তাঁহার মরনপথে পতিত হইল। অশীতিসহস্র সৈন্য লইয়া নাদির শাহ কান্দাহার প্রবরোধ করিলেন। এই সময়ে আবদালিরা তাঁহার বধীসাধ্য সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু কান্দাহার অধিকার করা সহজ ব্যাপার নহে। ঐ সমস্ত সুবিধা স্বতঃ তাঁহাকে এক বৎসর কাল অবরোধ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল এবং অনেকবার তথা হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন। অবশেষে নগরবাসীরা অত্যাচার হইয়া ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে আরম্ভ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যস্থিত বহুসংখ্যক লোককে আপন সৈনিকবিশিষ্টে নিহত করিলেন, এবং নগর সকলের প্রতি সর্বব্যবহার করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহ বখন আফগানদিগের সহিত এইরূপ যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন তিনি ভারতের অধীশ্বর মহম্মদ শাহের নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করেন। “পলাতক আফগানেরা ভারতবর্ষে আশ্রয় না পায়” এই বার্তা দূত দিল্লীশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করিল। পারস্তরাজের প্রার্থনা দিল্লীশ্বর গ্রাহ্য করিলেন না। এমন কি তাঁহার একজন দূত পশ্চিমধ্যে আফগানকর্তৃক নিহত হইল। এরূপ গৃহিত ব্যবহার-দর্শনে নাদিরের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পলায়নপর আফগানদিগকে তাড়াইয়া গজনি ও কাবুল অধিকার করিয়া (১৭৩৮ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

এই সময়ের ভারতের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল-সম্রাটের দৌরল্যপ্রযুক্ত মহারাষ্ট্রগণের আধিপত্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহম্মদ শাহ রাজকার্য্যপরামর্শ ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। নাদির শাহের আগমন-আশঙ্কা ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে সন্মুদিত হয় নাই। এদিকে নাদির শাহ পশ্চিমধ্যে একদল মাত্র সামান্য সেনা পরাভূত করিয়া ‘নির্দোষে সিদ্ধনন্দ’ পুণ্ডিত অগ্রসর হইলেন। তথার নোকার সেতু করিয়া মদীপার হইয়া পঞ্জাবের মধ্যদেশ দিয়া দিল্লী হইতে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত করিলেন।

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে কপালে তাঁর মৃত্যু হইল। সন্ধিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা সন্মুখেই অন্বেষণ করা যাইতে পারে। বিশিষ্ট সহস্র মোগলসৈন্য সহস্রক্ষেত্রে শারিত হইল। প্রধান সেনাপতি খান-ই-নওয়ান নিহত হইলেন এবং অবোধার রাজপ্রতিনিধি পারস্তরাজ কর্তৃক কারাবদ্ধ হইলেন।

মহম্মদ শাহ দেখিলেন যে, নাদির শাহের সহিত যুদ্ধে জরাজীর্ণ কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রথমে অধীনতা স্বীকারপূর্বক আঙ্গক-আহকে পারস্তরাজ্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তন সঙ্কে করিয়া স্বয়ং নাদিরশাহের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে সঙ্কে করিয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদে অবস্থিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহার সৈন্তগণকে নগরে শাস্তিরক্ষা ও প্রজাগণকে রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে জনবহু উপস্থিত যে নাদিরশাহের সূত্ৰা হইয়াছে। এই মিথ্যা জনবহু বিশ্বাস করিয়া অব্যবহিক ব্যক্তির পায়তল-সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিল এবং প্রায় সাত শত সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

নাদির শাহ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞোহ নদনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন না। চতুর্দিকে হইতে তাঁহার উপর অনবরত শিলাখণ্ড ও তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটা গুলিবর্ষণ করা হয়, সৌভাগ্যক্রমে উক্ত গুলি বাদশাহের গারে না লাগিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত জনৈক ওমরাহের শরীরে বিদ্ধ হয়। এই ঘটনায় তাঁহার নির্দোষিত-কোষাধি পুনরায় প্রজলিত হইল। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। আদেশ হইল যে, "সকলকে নিহত কর।" তাঁহার আদেশানুসারে শোণিতপ্রেরিত নির্ভর সৈন্যগণ আবাল-বৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করিতে লাগিল।

সৈন্তদিগের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিতেছিল। লুণ্ঠন-লিপ্সা ও পাশবিক ক্রিয়াক্রান্ত প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার নগরে অগ্নিপ্রদানপূর্বক অসংখ্য নিগরবাসীদিগকে অগ্নি-চিহ্নে শাসিত তরবারিস্থে নিপাতিত করিতে লাগিল। নাদির-নামার দেখা যায় যে, ৩০০০০ লোক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১২০০০০ এর অনধিক লোক এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নৃশংস ব্যাপার চলিয়াছিল।

নাদির শাহ এইরূপ নির্ভর আদেশ করিয়া একাকী একটা সামান্য মসজিদে বসিয়া বসিলেন। একরূপ অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে বার এতদূর সীলন কার? কিন্তু মহম্মদ শাহ অকুতোভয়ে তথ্য উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, "আমার অধিকৃতদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।" নাদিরশাহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হস্তাঙ্ক ও নিবারণের আঁজা করিলেন। আজ্ঞা মাত্র সেই ক্রুদ্ধসিক্ত সৈন্তগণ নির্ভর কার্য্য, হস্তে বিরত হইল। নাদির শাহ অনন্তর রাজকোষে ধনরত্ন ও মনুসিন

গ্রহণ করিলেন ও সাধারণের নিকট হইতে সূত্ৰাভর দেখাইয়া অর্পণগ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে, ভারতবর্ষ হইতে ৮১৯ কোটি টাকা গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত অনেক বর্ণমুক্তা, রূপার বাসন, মণিমুক্তা, হস্তী, অশ্ব এবং কারুকাৰ্য্যপটু লোক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিলেন। মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলেন যে, সিদ্ধনদের পশ্চিম পার নাদির শাহের দখলে থাকিবে। এইরূপ নাদির তৈমুর বংশের একটা কস্তার সহিত বীর পুত্রের বিবাহ দিয়া মহম্মদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন ও স্বহস্তে তাঁহাকে রক্তালাকারে বিকৃত করিয়া রাজ-মুকুট অর্পণ করিলেন। মহাবীর নাদির আটম দিন দিল্লীতে বাগন করিয়া প্রত্যাগমনকালে মহম্মদশাহকে রাজনীতিবিষয়ক নানাপ্রকার উপদেশপ্রদানপূর্বক পারস্তরাজ্যে গমন করেন।

ভারতবর্ষ হইতে কিরীয়া আসিলে পারস্তদেশীয় প্রজারা বিপুল হর্ষ প্রকাশ করে। তাহাদের আশা নিফল হয় নাই। নাদির তিন বৎসরের জন্ত তাহাদের কর রহিত করিলেন। ইহার পর নাদির থিবা, বোধরা ও খারিজম রাজ্য দখল করেন। পাঁচবৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চ রাজ্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তিনি আফগানদিগের হস্ত হইতে কেবল পারস্ত দেশমুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। উত্তরে অক্সস নদী ও পূর্বে সিদ্ধনদ পর্যন্ত তিনি পারস্তরাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তুর্ক-দিগের প্রতি তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনবার তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ বাজা করেন। তাহারাই তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর নিকট থাকিতে না পারে ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সেই জন্তই অল্প কৌশল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে লেজগি তাতারগণ নাদিরের ভ্রাতা ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়াছিল, নাদির তাহারই প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নাদিরশাহ পারসিকদিগকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রেজাকুলির প্রতি অধিকতর সন্দেহান্বিত ছিলেন। কথিত আছে, একদিন নাদিরশাহ অরণ্য মধ্যে লীকার করিতেছেন, এমন সময়ে জঙ্গলের অন্তরাল হইতে একটা গুলি তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয়। অবশ্যই কোন গুপ্তচর এই কার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্রকে দোষী স্থির করিয়া তাহার নয়ন উৎপাটিত করেন। সভাসদগণ রেজাকুলির নিমিত্ত যথেষ্ট অশ্রুনিবিনয়পূর্বক ক্রমা প্রার্থনা করিলেন, "কিন্তু তিনি কাহারও কথার কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার উদ্ভক্ত ও পতন ব্যবহার পূর্ণাঙ্গেকা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। নগর

আফগানের দুই রাজা আসরাক ও হোসেন, বোধবার রাজা আবুল করিম, খারিজমের রাজা এলবর্ক এবং দিল্লীর খানশাহ মহম্মদ।

মধ্যে নরমুণ্ড তৃণাকারে স্থাপিত হইল। শোণিতলোভে
প্রবাহিত হইতে লাগিল। উৎপাটিত ময়মনালা দাশিকৃত
হইয়া রহিল। লোক সমস্ত জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া
বিষমবদনে কালাতিপাত করিতে লাগিল। নগর মলমুখিতে
পরিণত হইল।

জীবনের শেষ অবস্থার শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ নাদি-
য়ের রাগের মাত্রা এত অধিক চড়িয়া উঠিয়াছিল যে, অব-
শেষে তাহা উন্নততর পরিণত হইল। একদিন বাইতে বাইতে
হঠাৎ অধপুট হইতে অবতরণ করিয়া নীর সৈন্তদল হইতে
পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কণকাল পরে
আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। মস্তিষ্কের এইরূপ চাকলাবশতঃ
আকগানদিগকে রাজকাৰ্য্যে এবং যুদ্ধার্থে নিযুক্ত করিবার
নিমিত্ত আশ্বাস করেন। তাহার এই সমস্ত নিষ্ঠুর অভ্যাসে
প্রজাবর্গ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। ওমরাহগণের
বড়যন্ত্রে (১৭৪৭ খৃঃ অব্দে) রবিবার ১০ই মে নিশীথ সময়ে তাহার
নিকটস্থ আরিকুলী-খাঁ তাহার বাসভবনে প্রবেশ করিয়া
হৃদয় শাহকে ক্রুতান্তভাবে প্রেরণ করিলেন। এই আরিকুলী
'আদিল শাহ' নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন
এবং নাদিরের অয়োদশটি পুত্রপৌত্রাদির প্রাণ সংহার করেন।
কেবলমাত্র রেজা কুলীর চতুর্দশবীর পুত্র শাহদেব পরিজ্ঞান
পাইয়াছিল।

নাদিরী, ইনি একজন কবি ছিলেন। ১০০০ হিজরীতে ইনি
ভারতবর্ষে আগমন করেন এই মাত্র জানা যায়। গাথিতানী
লিখিয়াছেন, ঐ নামে তিনজন কবি ছিলেন। ১ম সময়কাল-
বাসী, হুমায়ূনের রাজত্বকালে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ২য়
সুতারের নাদিরী এবং ৩য় শিলালিপিকোটের নাদিরী।

নাদেন্দুল, কক্সজেলার নরসরাওপেত তালুকের ৮ মাইল পূর্ব-
দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক প্রাচীন গ্রাম। এখানে কতকগুলি
মন্দির আছে ও উছপড়ি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত অনেক দেবদেবীর
প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। শিলালিপিকুলি হুবোধ্য।

নাদেয় (ক্ৰী) নদ্যা নাদজ ন্যা ইত্য তত্র ভরণ বা নদী বা নদ-চক।
১ হৈকবলবণ। ২ সৌবীরাঙ্গন। (জি) ৩ নদীনদ সখী অলাদি।

"নাদেয় নাদেয় শরদি বসন্তে চ নাদেয়।

পানীয় পানীয় শরদি বসন্তে চ পানীয়ম্।"

(বৈদ্যক রাজবলভীর প্রকাশ)

"নদী বা নদনলক নাদেয় কহে।

"নদ্যা নদত বা নদীং নাদেয়মিতি কীর্তিতম্।" (ভাবপ্র)

ইহার জলগুণ ক্ষয়, বাতল, লঘু, দীপন, বিশদ, কটু, কফ
ও পিত্তনাশক। (ভাবপ্র) (পুং) ৪ কাশভূগ। ৫ নদীর বৃক্ষ।

নাদেরী (ক্ৰী) নদী-চক, উত্তরাধী। ১ নদেয়ন। ২ নুনি-
জয়ক। ৩ বৈজয়ন্তিকা। ৪ নাদরক। ৫ নদা। ৬ নদুট।
৭ অরিন্দ, পর্দার-জর, জীর্ণা, গণিকারিকা, জরা, জরহী,
তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা। (ভাবপ্র)

"নাদেরী নাগরেনে তীং জয়ারামধবেতলে।

তুমিজয়া জবারাক কাইঠে চ নদীকাতে।" (কৌমুদী)

নাদেশ্বর (ক্ৰী) কাশীস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

"নাদেশ্বর সমভার্ত্ত বৈঃ কৈনাপি তুচ্ছিতম্।

তস্মাৎ কান্ত্য প্রযত্নেন নেব্যো নাদেশ্বরো বৃত্তিঃ।"

(কাশীখ ৩২৮)

নাদোন্দপুর, চট্টগ্রামের একটি প্রধান বন্দর।

নাদোল, বোখপুরের অন্তর্গত একটি নগর। মাল্লার সোমনাথ-
বাজার সময় নাদোলের রাজা তার লাখা অন্তর্গত রাজগণের
সহিত মিলিত হইয়া তাহার গতিরোধের চেষ্টা করেন। এই
স্থানে মহাবীরের একটি অতি মনোহর মন্দির আছে এবং
'চর বাওলি' নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে।

চৌলুকাবংশীয় রাজারা অনেক জমি দান করেন, তন্মধ্যে
কুমারপাল প্রস্তু শাসনের নাম 'নাদোল'।

নাদোল, পূর্বাঙ্গে কাপড়া জেলার একটি নগর। অক্ষা° ৩১°
৪৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১৯' পূঃ এবং কাপড়া সহরের ২০ মাইল
দক্ষিণপূর্বে বিপাশা নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা যোধবীন্দ্র-
চাঁদ এই স্থানে আপন রাজধানী করেন। রাজা সংসারচাঁদের
এই স্থানটি অতি প্রিয় ছিল। তিনি উক্ত নগরের এক মাইল
দূরে নদীর তীরে আমতার নামক স্থানে এক বিচিত্র রাজ-
বাটী নির্মাণ করান। এখানে সাবান প্রস্তুত হয় এবং নানাবিধ
বস্ত্রের বাণী স্থল্লর বণ্টনিত হয়।

নাদ্য (জি) নভাং ভবঃ বেদে চাপ্। নদীভব।

"চলো নদীত নাত্তো গিরো কে।" (ঋক ২।৩৫।১)

"নাড়ো নদীভবো" (সায়ণ)

নাথ, নাথ, প্রভু, স্বামী। জ্ঞানিগণ, আত্মনেপথী, অকর্ষক,
সেটি। জট নাথতে, লোট নাথতাং। লিট ননাথে। লুৎ
অনাধিষ্ট, অনাধিষাভাং অনাধিষত। নাথ নাথ ধাতু পিচ্ অণ
নাথৎ, অননাথত। কাহার কাহারও মতে এই ধাতু শোণশেষ
হইলেও কারণ থাকিলে পঞ্চ হইবে। ১. ধাতু-প্রাণধতে এই
স্থলে সকলের পর নাথ ধাতুর পকারের পঞ্চ হইল।

নানক (গুরু), ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে, (সং ১৫২৬) লাহোরে
সরকপুর তহসীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদীর তীরে জলবন্দী গ্রামে
(বর্তমান রাইপুর) গুরু নানক জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়
কলৌশ লোপী দিল্লীর অধীশ্বর। নামকক শিতার কাম কানু।

• ইনি হিন্দুদিগের মধ্যে বেদিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইরাকতী ও চন্ডভাগানদীর মধ্যবর্তী স্থানে তৎকালে জাট ও ভট্ট নামক দুই জাতীয় লোক বাস করিত। উহাদের মধ্যে ভট্টরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তলবলীগ্রাম তখন রাবুলার নামে ভট্টজাতীয় এক শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল। যে গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে 'নানকানী' কহে এবং সকলে সেই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকে। ইহার অতি দিকটে একটা পুষ্করিণী আছে, উহাকে সাধারণ 'লালকেরা' কহে এবং কথিত আছে, নানক শিশুকালে এই স্থানে ক্রীড়া করিতেন।

• নানক শিখদিগের ধর্মপ্রবর্তক। শিশুকাল হইতেই তিনি পরিমিতভাষী ছিলেন, এমন কি বিদুষ্য আবস্তক ভিন্ন, স্বীয় সহচরদিগের সহিতও বাকপ্ৰলাপ করিতেন না। খাণ্ডের উপর তাঁহার বিশেষ স্পৃহা ছিল না এবং সর্বদাই প্রায় বিমর্ষ ও চিন্তাশীল অবস্থায় দিনযাপন করিতেন। ঈশ্বররূপায় তাঁহার ধর্মে অতিশয় আসক্তি ছিল এবং ধর্মচিন্তাবিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অমুরাগ লক্ষিত হইত।

কথিত আছে, কোন ফকিরের উপাসনাবলে নানকের জন্ম হয় এবং সেই ফকির বলিয়াছিলেন যে, এই নানক কালক্রমে পৃথিবীমধ্যে একজন প্রধান লোক বলিয়া খ্যাত হইবেন।

ফকিরের উপাসনাহেতু নানক প্রস্তুত হইয়াছেন, এই বিশ্বাসে, কালু নানকের আত্মাত্মিক বিমর্ষতার কারণ নির্দেশ জ্ঞাত হইলে এক বৈষ্ণব নিকট লইয়া যান ও তাঁহার জ্ঞাত ঐশ্বর্যব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎকালে ঈশ্বরানুগৃহীত শিশু নানক চিকিৎসককে এই কথা বলিয়াছিলেন, "যে জগদীশ্বর আমাদিগকে জীবন, বলবীৰ্য্য ও বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি এই জগতে একমাত্র নিরাক্তা, সেই ঈশ্বর-বিরহে যে কাতর, নিশ্চয়ই কোন পার্থিব ঐশ্বৰ্যে তাহার কোন প্রতিকার হইবে না।" বৈষ্ণব শিশুর অনৈসর্গিক বাক্যপ্রবাহের শ্রুত হইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং একাকী নির্জন বাস করাই যে তাঁহার ব্রোগোপশমের একমাত্র উপায়, ইহা কালুকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

সপ্তম বর্ষ বয়সে নানক প্রথম বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার পণ্ডিত মশায় যখন ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ দিতেন, তখন তিনি অতি-নিবৃত্তচিত্তে, তাঁহা শ্রবণ করিতেন ও সময়ে সময়ে ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষকও অতি কষ্টে তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর যে 'একমেবাদীতীয়' এই বিশ্বাস, অতি শিশুকাল হইতে নানকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সন্ন্যাস-মুতাখিরিত্য, প্রব্রাজ্যতার মতে, নানক একজন মুসলমান মৌলবির নিকট বিদ্যালিক্ষা

করিয়াছিলেন। এই মৌলবি তলবলীবাগী ছিলেন ও মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

• নানকের জীবনের অবিকাশ সময় নির্জনবাস ও ধর্ম-চিন্তায় অতিবাহিত হয়। সহচর ও সাধারণ লোক হইতে পৃথক থাকিবার মানসে, তিনি অতি শৈশবেই মধ্যে মধ্যে গৃহ পরিভ্রমণপূর্বক গহনকাহনীভাস্ত্রে সুকারিত হইতেন। সময়ে সময়ে এই কাননবাস এত দীর্ঘকালব্যাপী হইত যে, তাঁহার পিতামাতা মনে করিতেন, হয়ত তিনি কাননে পথহারা হইয়াছেন অথবা হিংস্রক জন্তুগণ তাঁহাকে উদরস্বাদ করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইত যে, তিনি ফকিরবেশে নিশ্চিন্তভাবে জমণ করিতেছেন।

নানক নবম বর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত উপবীত ধারণ করাইবার জন্ত পুরোহিত আনা-ইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আহ্বান করিয়া পাঠান। সকলে সমবেত হইলে উপনয়নের পূর্বকর্তব্য অমুষ্ঠানের পূর, পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু নানক বলিয়াছিলেন, 'উপবীত ধারণে তাঁহার অবস্থা কিছু মাত্র উন্নত হইবে না।' এই সম্বন্ধে তিনি দর্শনসম্মত অনেক তর্ক বিতর্ক করেন ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত তর্কে নিরন্তর হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। *তাঁহার একস্থানের অনুবাদ এইরূপ—

• "মহাঈশ্বরের নাম জপ করিয়া আত্মা উন্নত করক। তাঁহার প্রশংসাই শ্রেষ্ঠ উপবীত। যিনি একবার এই উপবীত ধারণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইবার অধিকারী এবং এই উপবীত আর তিনি ছিড়িতে পারেন না।"

নানক পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে, তাঁহার পিতা দোকানদারের কার্য শিখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে চল্লিশ টাকা দিয়া লবণ ক্রয় করিবার জন্ত পাঠাইয়া দেন ও বালী নামক একটা চাকরকে তাঁহার সমভিযাহারে প্রেরণ করেন। নানক তাঁহার পিতার কথিত গ্রামে লবণ আনিতে চলিলেন, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একদল ক্ষুণ্ণপীড়িত ফকির দেখিয়া তাঁহার আত্ম দয়া হইল। তাঁহার ক্ষুধার এরূপ কাতর হইয়াছিল যে, কেবল মাত্র স্নেহে ভিন্ন বাক্যদ্বারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না।

নানক তদুপেক্ষে পুরোহিত ৪০ টাকার পণ্ড খরিদ করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অর্থের ঐরূপ অপব্যয়-হেতু তাঁহার চাকর তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, "আমি যাহা খরিদ করিলাম, পরজন্মে ইহার উপ-

নির্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে প্রতিবৎসর নানকের মৃত্যু দিবস, বৃহসংখ্য লোক সমবেত হইয়া উৎসব করিত। ইরাবতীর স্রোতে ঐ মন্দির এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

অধুনা তাঁহার পরিবেশ বন ও অজ্ঞাত শ্রমণ চিহ্ন সকল, তীর্থযাত্রীদিগকে এক মন্দির হইতে দেখান হইয়া থাকে। কথিত আছে, তাঁহার দেহত্যাগের পর, মৃতদেহের সংকার-সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে গোলাযোগ উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিত; কারণ যদিও তিনি স্পষ্টতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমান ধর্মে তিনি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, মহম্মদকে ঈশ্বরের দূত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিতেন, পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং ঈশ্বর 'একমিবাধিতীয়' এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এইজন্য নানকের মৃতদেহের কবর দিবার জন্য মুসলমানেরা বন্ধ-পরিষদ হয়। আবার হিন্দুরা তাঁহাকে গোড়া হিন্দু উপাধি দিত, স্মরণ্য তাহার। তাঁহার দেহ অগ্নিসং করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলে, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ত-পাতের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। উভয় পক্ষে শাপিত তরবারির বনবনা উঠিলে, কতকগুলি পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত কিংবা অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করা হইবে না। উহা জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। এই স্থির করিয়া, উভয়পক্ষীয় লোক মৃতদেহের নিকটে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র মৃতদেহের আবরণ কাপড় খানি দেখিতে পায়। মৃতদেহের কোন অঙ্গসন্ধান প্লাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন একপক্ষীয় লোক ঐ মৃতদেহ চুরি করিয়া লইয়া যায়। তখন সেই কাপড় খানি দ্বিগুণ করিয়া একখণ্ড মুসলমানেরা কবর দেয়, স্মরণার্থ হিন্দুরা চিতার ভগ্ন করিয়া ফেলে।

নানক বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর এক ও তিনি মহামোক্ষ অর্গোচর এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন যে, জগতে কেবলমাত্র একটা বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম সৃষ্ট হয় ও মহামোক্ষ সকলেই সমান বা একধর্মী হিঁস। পুত্র, মহামোক্ষের কোশলে জন্মতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আরও বলিতেন যে, তিনি কোরাণ ও পুরাণ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম উহার কোন পুস্তকেই নাই। তথাপি উভয় গ্রন্থই তিনি মান্য করিতেন ও শিষ্যদিগকে উহার মর্ম হইতে সারসংগ্রহ করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেন।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সমাজগত বিরোধভঞ্জন এবং উভয় ধর্মের পরস্পর সামঞ্জস্য করা, তাঁহার

জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। এ বিষয়ে তিনি কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জাতিভাব সংহাপন, ধর্মপথ অবলম্বন, ও সর্বত্র চিরশান্তিবিস্তারই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সার উপদেশ।

ঈশ্বর কর্তৃক ধর্মপ্রচার জন্য মহম্মদকে পবিত্র পোতাধীশ প্রেরণ ও হিন্দুদিগের অবতারবাদ তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু মহম্মদেব জার্ম তিনি ঈশ্বরই একথা বলিতেন না যে, তিনি লোকদিগকে মহাউপদেশ দেন বা যে সমস্ত বস্তুতা করেন, উহা ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন। কিংবা তাঁহার দৈবশক্তি আছে বা তিনি যে শক্তিতে কার্য্য করেন তাহা অস্ত্র বস্ত্রের নাই, নিরর্থক একথা বলিয়া কখনই অহঙ্কার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে তিনি শুধু সাধারণ লোকের একজন ও সাধারণের জ্ঞান পাণ্ডা।

"আমি ঈশ্বরের দ্বারের একজন ফকির মাত্র" (তু হায় নিরকসে, কর্তার, নানক বাঙ্গা তেরা) ইহাই ধার্মিক নানকের হৃদয়ের গুহরহস্ত। তাঁহার ধর্মের সার এই যে, ঈশ্বরই সর্ব সর্ব, ঈশ্বরে বিশ্বাস আবশ্যক; তিনি অযোনিম্ভব, বুদ্ধির অতীত, সর্বশক্তিময়, অনাদি ও অনন্ত। নির্বাণ-লাভের জন্য সত্য ঈশ্বরজ্ঞান আবশ্যক, কেবলমাত্র সংকর্মা-ষ্ঠানে কিছুই হয় না। কোন ধর্মোপদেশ (Prophet) কাহারও কোন উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম নহেন। ঈশ্বরই আমাদের ইষ্টানিষ্টের মূল, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করাই কর্তব্য।

ধর্মোপদেশকেরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের আদেশ অনুবাদ করিতে বা বুঝাইয়া দিতে সক্ষম, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই। তিনি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে মুহুর্য্যকৃত পাপের জন্য আত্মা ঈশ্বরদ্বিষ্ট শাস্তিভোগ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরের সহিত বাস করে।

যদিও সত্য অঙ্গসন্ধানের জন্য নানক অতি শিশুকালেই পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনপরিভ্যাগপূর্ব্বক দেশে দেশে পর্যটন করেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ও নানা জাতীয় বিভিন্ন প্রকৃতি লোকের সংসর্গে ও আলাপ পরিচয়ে তাঁহার সংশয় ও সমাজের উপর অশ্রদ্ধা অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে তিনি কর্তা স্বরূপে পরিবারবর্গসহ একত্র বাস করিতে থাকেন। তিনি উপদেশ দিতেন যে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার-ত্যাগ নিশ্চয়োজন। ঈশ্বরের চক্ষে ফকির ও রাজার প্রভেদ নাই। যে যেখানে যে অবস্থায় থাকে, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান দয়া। নানক প্রণীত "গ্রন্থ" নামক পুস্তকে তাঁহার ধর্মের সার মর্ম বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইহাকে 'আদি গ্রন্থ' কহে। নানকের উত্তরাধিকারিণীদের মধ্যে গুরুগোবিন্দ

যাত্রা এক ব্যক্তি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই পুস্তকে নানকের শিষ্যগণের 'ধর্ম প্রচার জন্য যুদ্ধের দাব্যত্ব' এই মতব্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

নানক, তাঁহার অমায়িক কন্যা আছে বলিয়া, কখনও মহাকার বা ভান না করিলেও তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার কন্যাসী মনৈসর্গিক-কমতার উল্লেখ করিয়া থাকে।

নানকশিষ্যগণ তাঁহাকে যে ঈশ্বর সূক্ষ্ম মনে করিত, তাহার এককটি উদাহরণ দিতেছি। একদিন কোন ব্যক্তি স্বর্গ হইতে নানককে ডাকিয়া নিখটে আনিতে অহুজা করিলে, নানক বিশ্বাস মহাকারে বলিয়াছিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত আমার কি কন্যতা আছে?" এই দৈববাণী, তাঁহাকে চক্ষু চাকিত্তে কহিলেন, নানক চক্ষু বুজিয়া ঈশ্বর সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি নানককে চক্ষু উন্মীলনপূর্বক, তাঁহাকে মবলোকন করিতে বলেন। নানক তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে "উত্তম" এই কথাটা পাঁচ বার উচ্চারিত হইতে শুনে ও তৎপরে "উত্তম করিরাছ, শিক্ষক" এই কথা শুনিতে পান। তদনন্তর তিনি ঈশ্বরের সহিত, কথাবার্তার নিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মহাব্যক্তির শিক্ষকরূপে তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইরাছেন এবং তাঁহাদিগকে ধর্ম ও সাধুপথে লইয়া যাওয়াই তাঁহার কার্য।

আর একটা প্রবাদ আছে যে, নানক একদিবস তৃষ্ণার্ত হইয়া তাঁহার গো-রক্ষক বৃদ্ধকে নিকটবর্তী পুষ্করিণী হইতে জল-আনিতে বলেন, "এ পুষ্করিণীতে আদৌ জল নাই" বৃদ্ধ এই কথা বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে "তুমি যাইয়া দেখ, এই পুষ্করিণী শুষ্ক নহে।", বৃদ্ধ জল আনিতে যাইয়া পুষ্করিণী জল-পূর্ণ দেখে ও বিশ্বাসবিষ্ট হইয়া জল আনিয়া দিয়া তাঁহার শিষ্য স্বীকার করে। এই স্থানে গুরু-অর্জুন একটা নূতন পুষ্করিণী খনন করেন ও তাহার নাম "অমৃতসর" রাখেন। নানক সম্বন্ধে এরূপ আরও অনেক প্রবাদ শুনা যায়।

আমনাবাদের জঙ্গল মধ্যে একস্থানে নানক নিজা ঘাইতেন, এই স্থানে পাথর ও কাঁকর স্তুপাকারে বিস্তারিত ছিল। নানক এই স্তুপাকার প্রস্তররাশিকে বেদি বা মন্দির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভাষার ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেন। এই স্থানটী "রোরিগাহেব" নামে খ্যাত।

তিনি অলতানপুরের নিকটস্থ বিপাশার জলে নিয়ত তিন দিন কিছুমাত্রও পানাহার না করিয়া ঈশ্বরদ্ব্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যে বৃক্ষভলে তিনি উপবেশন করিতেন, তাহা "বাবা-কি বেড়" নামে এবং যে স্থানে তিনি অবগাহন করিতেন তাহা "শক্তিবাট" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

সম্রাট বাবর পঞ্জাব আক্রমণ করিলে নানক ও তাঁহার শিষ্যগণ দ্বত হইয়া বাবর সন্নীপে উপনীত হইলে, বিধান সম্রাট নানকের সহিত আলাপে বিশেষ সন্তুষ্ট হইরাছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিতে আদেশ করিলে তিনি এই বলিয়া তাঁহার প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'ঈশ্বর' উপাসনা-কালে আমার যনোমধ্যে যে আনন্দ বিদ্যমান আছে, তাহাই আমার অমূল্য পুরস্কার এবং যে ঈশ্বর সকলের প্রভু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব সেই ঈশ্বর-সন্ত রাক্ষা পরিভূষ্ট হউন বা না হউন, তাহা আমার বিন্দুমাত্র সেবিবার আবশ্যক নাই।

বাবরের চাকরেরা তাঁহার জন্য অতি জগন্ধি ও সূক্ষ্মবা পানীর আনয়ন করিলে ও বাবর তাহা হইতে একটু পান করিয়া অবশিষ্টাংশ নানককে পান করিতে বলিলে, নানক বলিয়াছিলেন যে,—যে ব্যক্তি ঈশ্বরচিন্তায় মত্ত, তাহাতে এই পানীর কিছু মাত্রও কার্যকারী হইবেক না।

এইটী অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, বাবর তাহার সহস্ত-লিখিত জীবনী মধ্যে শিখধর্মসংস্থাপক নানকের নামোন্মেষ মাত্রও করেন নাই। সম্ভবতঃ যখন বাবর এই পুস্তক প্রণয়ন করেন, তখন নানক বিখ্যাত হন নাই, এজন্যই সম্রাট তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

নানক যুতুকালে লহনা নামক এক শিষ্যকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়া যান। কারণ তিনি অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। নানকের উত্তরাধিকারিণী 'গুরু' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। [শিখ দেখ।]

নানকপুত্রী, শিখগুরু নানক যে নূতন ধর্মপ্রচার করেন, তাঁহার বিস্তারিত তিনি নানা স্থানে উক্ত ধর্মপ্রাখ্যা করিয়া নানা জাতীয় লোককে স্বধর্মাবলম্বী করেন। যে সমস্ত লোক তাঁহার প্রযুক্তি ধর্মাবলম্বী হন, তাঁহারা 'নানকশাহী' নামে খ্যাত। [নানক ও শিখ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

নানকশাহী, নানকপুত্রীর অস্তর্গত এক প্রকার সম্রাণী বা যোগী সম্প্রদায়। নানকশাহীরা সাঁততীয়ে রিতক। প্রত্যেক শাখার লোকেরাই নানককে তাহাদের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করে এবং বিভিন্ন আচার ব্যবহার বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিধি উপদেশ হইতে তাহাদের এই সম্প্রদায় বিভাগের একমাত্র কারণ নির্দেশ করিয়া থাকে। পশ্চিমভারতে তাহারা ভিক্টোরিয়ার মধ্যে এক নীচ সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, 'কানীয়া' তাহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে ও চিরকাল, অবিবাহিত থাকে। নানক প্রণীত 'গ্রন্থ' নামক পুস্তকই তাহাদের ধর্মপুস্তক, কিন্তু তাহারা হিন্দুমাত্রেরই বাটীতে জোড়ন করিয়া থাকে।

নানপুরকোলি, বিহত জেলার মজঃফরপুর হইতে পুণ্ডি পুণ্ডি
যে সদর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরস্থিত একটি গ্রাম।
মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে
জমিদার রুদ্ৰপ্রসাদের আবাসবাটী ছিল।

নানভট্ট, একজন সংহত করি। তাহার পুত্রের নাম রঙ্গলাল,
পৌত্র বালকৃষ্ণ, বালকৃষ্ণের পুত্র রঙ্গলাল বিক্রমৌক্যশীলীকা
প্রণয়ন করেন।

নানা (অবা) ন-নাঞ প্রত্যয়ঃ (বিনঞ ভাং নানাঞো ন সহ।
পা ৫২২৭) ১ অনেকার্থ। বহুবিধ, অনেক প্রকার।

“বলীষ্ঠৈরজাতানাং নানাভীষ্ম নিবোধত।” (মহু ৯।১৪৮)
২ উভ্যর্থ। ৩ বিনাশ।

“নানা শব্দা রামাং বর্ণগাথোহঙ্কজোবয়ঃ।” (মুদ্গবোধ)

নানা, বালাজী রাও পেশবা হিন্দুস্থানে সাধারণতঃ এই নামে
খ্যাত ছিলেন।

নানা রাও, পুণা জেলার অন্তর্গত নানাঘাট পাহাড়ের উপরে
কতিপয় পাহাশালা ও গুহ আছে। তথায় যাতায়াতের সুবিধার
জন্ত নানারাও পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া দেন।

নানা, ১ পুণার মধ্যে একটি পার্শ্বতীয় পথ। দক্ষিণাত্য হইতে
কোঙ্কণ যাইতে হইলে সাধারণতঃ এই পথ দিয়া যাইতে হয়।
এই পথের নিকটে ‘নানার আংঠা’ নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড়
আছে। বণিকেরা নানাপ্রকার বাণিজ্য প্রবাদি গোন্ধনে
করিয়া এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে।

২ এক প্রকার বৃক্ষ। এই গাছ অতিশয় সোজা ও লম্বা
হইয়া থাকে। ইহাতে অতি মূল্যবান তক্তা প্রস্তুত হয়।

৩ ‘পুণা’ (১৮৮৪ খৃঃ অব্দে) অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হয়।
ইহার মধ্যে একটা ভাগের নাম ‘নানা’। ‘নানা’ অর্থ ‘হয়মান’
পণ্ডের দৈর্ঘ্য ১০৪০ গজ এবং প্রস্থ ৫০০ গজ। ইহার লোক-
সংখ্যা প্রায় ছয়হাজার। এই স্থানটি অতিশয় উন্নতিশীল। দিন
দিন নূতন নূতন অষ্টালিকা নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।
এগানকার প্রধান দ্রষ্টব্য—পঞ্চম্বিকদিগের অগ্ন্যাগার, ঘোড়-
পাড়ের প্রাসাদ, বিঠোবার মন্দির এবং রোমান কাথলিকদের
একটি গিরজা।

নানা ফড়নবিশ, মহারাষ্ট্রের জর্জেন্ট প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ।
১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণার পেশবা মাধব রাওর ‘ফারকুন’
নিযুক্ত হন। এই সময়ে নানা ফড়নবিশের নাম ছিল বালাজী
জনাধন ভাঙ্ক। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ফড়নবিশ পদ দেওয়া হয়।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নানা ফড়নবিশ
পুণার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় পুণাতে বিখ্যাত
আটজন রাজনীতিবিদগণের নাম শুনা যায়। ‘ভাঙ্ক’

নানা ফড়নবিশ ও হরিপদ্ম ফড়কের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।
রঘুনাথরাও যখন হায়দরাবাদে নিযুক্ত আবার গতিরোধের
চেষ্টা করেন, তখন নানা ফড়নবিশ ও অন্যান্য মন্ত্রিপদ রঘুনাথ-
রাওর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে নারায়ণ রাওর
বিশ্বাসী শ্রী গঙ্গাবাই গর্ভাবস্থায় ছিলেন। নানাফড়নবিশ ও
হরিপদ্ম ফড়কে তাঁহাকে লইয়া পুণা হইতে পুরন্দরে গমন করি-
লেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল, উক্ত রাণীর গর্ভে পুত্রসন্তান
জন্মগ্রহণ করিলে পুণার রাজা হইবে। প্রবাদ মতে যে,
গঙ্গাবায়ের সঙ্গে আরও এককটি ‘গর্ভবতী’ শ্রীলোক ছিল।
রাণীর গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাদের সন্তান রাণীর গর্ভজাত পুত্র
বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

এই সময় পুণার ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের বিশেষ আধিপত্য
ছিল। রঘুনাথ, রাও এই ব্রাহ্মণগণের অতি অপ্রিয় হইয়া-
ছিলেন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, ইংরাজ গবর্নেন্ট কর্ণেল আপটনকে
(Colonel Upton) বোম্বাই গবর্নেন্ট ও মহারাষ্ট্র অমাত্যগণের
মধ্যে সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে
পুরন্দরে সন্ধি হয়। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে পুনরায় পুণার সন্ন্যাসিগণের
মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। নানা ফড়নবিশের জাতি-
ভ্রাতা ‘মোরোবা ফড়নবিশ’ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগি-
লেন দেখিয়া, নানা ফড়নবিশের জেরা এতল হইয়া উঠিল।
তিনি তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;
কিন্তু রঘুনাথ রাওর পক্ষীয়েরা মোরোবার পক্ষ সমর্থন করিতে
লাগিল। গঙ্গাবায়ের মৃত্যুর পর সখারাম নানা ফড়নবিশের ঐতি
সন্নিহান হইয়া পুনরায় রঘুনাথ রাওকে শাসনকর্ত্তা করিবার
প্রস্তাব সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ গবর্নেন্টের প্রতি নানা ফড়নবিশের অতি বিদ্বেষ
ছিল। এই নিমিত্তই ফরাসীদিগের সহিত তাঁহার সন্ধাব
হইয়াছিল। মোরোবাকে ধৃত করিবার জন্ত নানা যথেষ্ট
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই।
অবশেষে সূচতর ফড়নবিশ সখারাম বাপু দ্বারা মোরোবাকে
তাঁহার দলভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই সময়ে ফরাসীদূত সেন্ট লুবিন (St. Lubin) পুণার রাজ-
দরবারে বাস করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্নেন্ট তাঁহার অব-
স্থিতি সন্ধে আগতি করিলে, নানা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।
কিন্তু সেন্ট লুবিকে বলিয়া দিলেন যে, যদি তিনি একদল ফরাসী
সৈন্য লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রগণ তাঁহাকে
আশ্রয় দিবে প্রস্তুত আছেন। অপরদিকে ইংরাজ গবর্নেন্ট
মহারাজের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলে, তাহাদিগকে
নির্বিন্দে গমনের পরওয়ানা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহা

নানা কড়নবিধ আবার নতুন বিপদে পতিত হইলেন। রক্তাক্ত
লইয়া নির্যম্মআলীর সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। এই

“যদি আমাকে পেশবা করিতে সাহায্য করেন, তবে আপ-
নাকেও ‘চারিলাক’ টাকা মুণ্ডায় সম্পত্তি উপহার প্রদান
করিব।” নানা ফড়নবিশ এই প্রস্তাব জানিতে পারিয়া পরগু-
রাম ভাউকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পরস্পর পরীক্ষা করি-
লেন যে, সিন্ধিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বাজীরাওকে পেশবা-
পদে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আর বিতীয় উপায় নাই। তদনু-
সারে পরগুরাম জুরে গমন করিয়া বাজীরাওর নিকট তাঁহা-
দের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাজীরাও এই প্রস্তাবে
সন্তুষ্ট হইয়া পুণায় আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং
ফড়নবিশকে মন্ত্রিবর্গের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিলেন। সিন্ধি-
য়ার মন্ত্রী বালোবা তাঁতিয়া বাজীরাওর এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট না
হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পুণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।
নানা এই আগমন বার্তাপ্রবণে ভীত হইয়া সাতারায় পলায়ন
করিলেন। বালোবা তাঁতিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মাধবরাওর
পুত্রী বাজীরাওর ভ্রাতৃ চিমনাজীকে পোষাপুত্র লইবেন এবং
পরগুরামভাউ তদীয় মন্ত্রি গ্রহণ করিবেন। অনন্তর নানা সাতারা
হইতে অমাত্য-পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্বক পুণায় দিকে আসিতেছেন,
এমন সময় পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, পরগুরাম বাজীরাওকে
হস্তগত করিতে পারেন নাই। তাহার মনে সন্দেহের উদয়
হইল, “তিনি পোষাক পরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিয়া সাতারায় অন্তর্গত
বাঁই নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে
পরগুরামভাউ চিমনাজীকে পুণায় পেশবা করিলেন এবং
নানাকে পুণায় আসিতে সংবাদ দিলেন। নানা প্রত্যুত্তরে
দিলেন যে, পরগুরামের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিপঙ্ক এখানে আসিয়া পূর্বে
সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। হরিপঙ্ক দূতের বেশে না আসিয়া ৪৫
হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।
নানা ফড়নবিশ পূর্ব হইতেই এই হুসভিসন্ধির বিষয় অবগত
হইয়াছিলেন, অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া রায়গড়ের
নিকটবর্তী মহাড়ে প্রস্থান করিলেন।

এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফড়নবিশ অসমসাহসে বুক
বাঁধিলেন। দূরে পড়িয়া তাঁহার ভীষণতা দূর হইল। একান্তিভেদে
স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকবলীভূত-করণ,
উপায় উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয়
দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তদানীন্তন যুরোপীয়গণ তাঁহাকে মহা-
রাজ্যীয় ‘ম্যাকিয়াবেল’ উপাধি দিয়াছিলেন। নানার প্রধান শত্রু
পরগুরামভাউ এবং বালোবা বাজীরাওকে হস্তগত করা বিশেষ
আবশ্যক মনে করিয়া, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
ইতিপূর্বে ফড়নবিশ প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থ-
দানে পেশবার সৈনিকদের একজন প্রধান লোককে এবং

সিন্ধিয়ার জনৈক কর্মচারীকে বন্দীভূত করিলেন। বাজীরাওর
জনৈক ভৃত্য দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। ভূকোজী
হোলকর এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।
সিন্ধিয়ার মন্ত্রী বালোবা দেখিলেন যে, বাজীরাও এবং বাবারাও
সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি অবিলম্বে বাবারাওকে আবদ্ধ
করিলেন। এদিকে বাজীরাওকে উত্তর ভারতবর্ষে পাঠাইলেন।
কিন্তু তিনি তদীয় রক্ষকের নিকট কাহুতি মিনতি করিয়া পথি-
মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফড়নবিশ নিজামত প্রেলোভন
দেখাইয়া বন্দীভূত করিয়াছিলেন। “তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।
সিন্ধিয়ার সৈন্য প্রেরণ করিয়া পরগুরামকে ধরিবার জন্য চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। বালোবা-ভয়ে পলায়নের চেষ্টা পাইলেন,
কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইলেন। ফড়নবিশ মর্দাদ হইতে আসিয়া
শালপাখাটে মিলিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি বাজীরাওর
প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন এবং ইচ্ছা করিলেই কার্য পরি-
তাগ করিতে পারিবেন, এই সত্বে ১৭২৬ খৃঃ অব্দে মন্ত্রি
গ্রহণ করিলেন।



নানা ফড়নবিশ।

কিছুদিন পরে বাজীরাও নানা ফড়নবিশের শাসন হইতে
মুক্তিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে
বাটগের সহিত বড়বন্দ করিতে লাগিলেন। “উত্তরে একদূর হইয়া
ফড়নবিশকে কারাবদ্ধ করিবার চেষ্টার রহিলেন। ১৭২৭ খৃঃ
অব্দে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ফড়নবিশ সিন্ধিয়ার ভবন হইতে
কিরিয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে অহুচরবর্গের সহিত ধৃত হই-
লেন। তাহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ অকস্মাত হইয়া বিকির হইয়া
পড়িল। বাটগের অহুযতিক্রমে নানা ফড়নবিশ ও তাঁহার দল

সকলের বাড়ীর দৃষ্টি হইল। নানার পক্ষ হইতে প্রতি-
রোধের চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল
না। সমস্ত ঘরে অগ্নি প্রদান করা হইল। সন্মোহন গৃহগুলি
দেখিতে দেখিতে ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সমস্ত দিন রাত্রি
ভরিয়া অগ্নিকাণ্ড চলিল। সমুদায় নগর উৎসন্ন হইয়া গেল। যে
সময় নানা আবদ্ধ অবস্থায় সিন্দিয়ার শিবিরে অবস্থান করিতে
ছিলেন, সেই সময় বাজীরাও কোন প্রয়োজনীয় কার্যের ভান
করিয়া নানার পক্ষীয় গণ্যমান্ত লোকদিগকে ডাকাইয়া পাঠাই-
লেন। তাহার বাজীরাওর চতুরতা বুঝিতে পারিল না। দূর্ভ
বাজীরাও সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ
করিলেন। তৎপরে নানা কড়নবিশকে আক্রমণের হুঁশ
আবদ্ধ করা হইল।

ইহার পর সিন্দিয়ার সহিত পেশবা বাজীরাওর বিবাদ উপ-
স্থিত হয়। বাজীরাও নিজামশাহীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করায়,
সিন্দিয়া অস্ত্র উপায় না দেখিয়া কড়নবিশকে কারাদণ্ড করিবার
মতলব করিলেন। ইহাতে বাজীরাওকে দমন এবং অর্থ-
সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা উভয়ই ছিল। তদনুসারে (১৭৯৮
খৃষ্টাব্দে) সিন্দিয়া আন্ধ্রনগর হুগল হইতে কড়নবিশকে মুক্ত করি-
লেন এবং তন্নিমিত্ত ১০ দশলক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই ঘট-
নার পেশবা ও নিজামশাহীর সন্ধি ভঙ্গ হইয়া গেল। অনন্তর
বাজীরাও নানা কড়নবিশ ও সিন্দিয়ার সহিত সন্ধি করিবার জন্ত
উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সিন্দিয়া বাজীরাওর উৎকণ্ঠার
কারণ জানিতে না পারিয়া, নানা কড়নবিশ বাজীরাওর প্রধান
সচিবস্বরূপ গৃহীত হইলেই, তদীয় প্রস্তাবে সন্মত আছেন, এরূপ
মত প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ কড়নবিশকে মজিদপে নিযুক্ত
করা ইংরেজ গবর্নমেন্টের ক্ষতিপ্রায় স্থিতিতে পারিয়া, বাজীরাও
অত্যন্ত কারণ স্বত্বেও তাঁহাকে মজিদ গ্রহণ করিতে বিশেষ
অমরোধ করিলেন। কড়নবিশ প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সন্মত
হইতে চাহেন নাই। তিনি জানাইলেন, তাঁহার শরীর কিংবা
সম্পত্তি কিছুতেই কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না,
যদি ইংরেজ গবর্নমেন্ট এরূপ জাভিন হন, তবে তিনি পদগ্রহণ
করিতে প্রস্তুত আছেন। নানার ভয়ের কারণ দূরীভূত করিবার
উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে বাজীরাও তাঁহার নিকট উপস্থিত
হইলেন এবং নানাকে প্রকারে বুঝাইয়া বিনা জাহীনে কার্য গ্রহণ
করিতে অমরোধ করিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে
বুদ্ধব্রাহ্মণ আবার মজিদ গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন মধ্যে
তিনি গুনিতে পাইলেন যে বাজীরাও পুনরায় তাঁহাকে আবদ্ধ
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনন্তর তিনি বাজীরাওকে
বিশ্বাসঘাতকতা দোষে দোষী করিতে চাহিলে, তিনি সমস্তই

দুর্ভীকার করিলেন এবং এই অমূলক সংবাদটাকে যথা-
বিধি প্রচারিত করিলেন। এখন কড়নবিশ বিশেষ সন্তোষ
সহকারে কর্তব্য কার্য পালনে তৎপর হইলেন। বাজীরাও
এখন হইতে তাঁহার পরীক্ষণমত সমুদায় কার্য করিতে
লাগিলেন। এই সময় সেই বুদ্ধ মন্ত্রী অনেকগুলি গুরুতর
কার্য ক্ষোভে সমাধা করিয়া বিলক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়
দিয়াছিলেন। ক্রমশঃ বার্ষিক আদায় তাঁহাকে আক্রমণ
করিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ১৩ই মার্চ নিঃসন্তান অবস্থায়
তিনি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয়
পত্নী দুর্ভাবান্বিত যে বৎসাব্যয় ধনসম্পত্তি ভোগ করিতে ছিলেন,
তাঁহার প্রতি বাজীরাও ও সিন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা এই
সম্পত্তি লইবার নিমিত্ত পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত করিলেন।

নানা কড়নবিশ কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষীণ ও দীর্ঘকায় পুরুষ ছিলেন।
তাঁহার কার্যকলাপ অবলোকন করিলে গভীর ও অমূল্যবিশ্ব
বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। তাঁহার বদনমণ্ডলে বুদ্ধির আশ্রয়
সর্বদা প্রতিভাত হইত। তিনি সুভাষিত, মিতবায়ী, দানশীল ও
শ্রমতৎপর ছিলেন। তিনি ইংরাজদের সরলতা ও শৌর্ঘ্যের
বিশেষ সম্মান করিতেন। কিন্তু রাজকার্য সম্বন্ধে শত্রু বলিয়া
তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ হিংসা ও ভয়ের কারণ
ছিল। জীবনের শেষভাগে তিনি আপন ইষ্টান্ধিষ্টের প্রতি
বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সাহস ও সরলতার সহিত দেশহিতৈষীর
মত কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে পেশবা-রাজের
সুশাসন-প্রণালী অন্তর্নিহিত হইয়াছিল।

নানা (পারসিক) মাতামহ।

নানাকন্দ (পুং) নানা বহুবো কন্দা যন্ত। ১ পিতৃলু, চুবড়ী
আলু, এই আলুর মূল চারিদিকে যায় বলিয়া ইহাকে নানাকন্দ
কহে। ২ বহুমূল। (ত্রি) ৩ বহুমূলযুক্ত।

নানাঘাট, পুণায় নানা নামক যে গিরিশ্রেণী দৃষ্ট হয়, তাহার
উপরিস্থ একটি গিরিপথ। ষাটগড় হইতে এই গিরিপথ দুই
মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে শিব ও গুরুদেবের প্রতিমূর্তি প্রস্তরে
খোদিত আছে। এই গিরিশ্রেণীতে ১৩৪টা গুহা খোদিত আছে
এবং তাহাতে ৩৫ খানি শিলালিপি রহিয়াছে। এই লিপি পাঠে
জানা যায় যে, জুরর বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল।

নানাঘাট, পুণাজেলায় একটি গ্রাম। এই স্থানে পুরুষতকন্দর
একটা মন্দির মধ্যে পালি, ভাষার দ্বিধিত একখানি শিলালিপি
আছে। এই শিলালিপিতে যে তারিখ পঠিয়া যায়, তাহা লাতী
অক্ষরে লিপিত। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে উহা খোদিত হইয়াছিল।

নানাজাতীয় (দেশজ) বহুজাতি সম্বন্ধী, বহুজাতীয়।

নানাজীবন (ত্রি) নানা-জ-ব-পিনি বহু জীবনী, বাহায়া

অনেক আত্মা স্বীকার করে। ইহাদের মতে—আত্মা এক নহে, নানা অর্থাৎ বহু, প্রতিজ্ঞে এক একটা পৃথক আত্মা। সাংখ্যদর্শনে এই মত স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারা প্রমাণাদি দ্বারা স্থির করিয়াছে, আত্মা এক হইতে পারে না। বর্ষন দেখা যায়, জন্ম, মৃত্যু ও করণ অর্থাৎ আত্মা এক হইলে একেই কল্প সময়ে সকলের জন্ম, একের মৃত্যুতে সকলের ক্ষুদ্রাটতে পারে, কিন্তু তাহা ঘটে না, এই সুকল কারণে আত্মা এক নহে, বহু এই নানাত্ববাদ বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। [সাংখ্য দেখ।]

নানাদরবারী, একজন রাজবিদ্রোহী ব্রাহ্মণ। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে দলে দলে কোলিরা সহাত্তির নানাহানে উপস্থিত হইয়া গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। অত্যন্ত অনেক জাতি এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ভাউ থ্রি, চিম্নাজি যাদব এবং নানাদরবারী নামক তিনটা ব্রাহ্মণ এই বিদ্রোহের নেতা।

নানাদিগেশ (পুং) দিশশ্চ দেশাশ্চ, নানা দিগেশাঃ। অনেক দিক ও অনেক দেশ।

নানাদীক্ষিত, কানীয়াসী একজন মহারথীরপণ্ডিত। ইনি প্রকাশানন্দের শিষ্য। প্রকাশানন্দের বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তিকার উপর ইনি একখানি দীপিকা লিখিয়াছিলেন।

নানান্ধনি (পুং) কান্ধল বীণাদিশক। (হারাবলী)

নানান (দেশজ) অনেক, বহু।

নানান্দ্র (পুং) ননান্দ্রপত্যম্, বিদাদিত্যাৎ অণ্। ননান্দ্র অত্যা, ননদের অপত্য।

নানান্দ্রায়ণ (পুং) ননান্দ্রয়ুগপত্যে ননান্দ্র-হরিতাদিত্যাৎ কক্। ননান্দ্র যুবা অপত্য।

নানাপ্রকার (ত্রি) বহুপ্রকার, বহুবিধ।

নানামত্ৰ (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন মত। বিভিন্ন।

নানারূপ (স্ত্রী) নানা রূপানি কন্মধা। ১ বহুবিধরূপ, অনেক প্রকার রূপ। (ত্রি) নানাকপাতি যন্ত। ২ অনেক প্রকার, পর্যায়—বিবিধ, বহুবিধ, পৃথগ্বিধ। (অমর)

“ভূমাবপোককেদারে কালোণানি কুরীবলৈঃ।

নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ।” (মহু ৯।৩৮)

নানার্থ (ত্রি) নানা অর্থী যন্ত। ১ অনেকার্থ শব্দ। যে সকল শব্দের দুই বা ততোধিক অর্থ থাকে। ২ নানা প্রয়োজনযুক্ত। (পুং) ৩ বহু প্রয়োজন।

নানাবর্ণ (ত্রি) নানাবর্ণা রূপাণি যন্ত। বহুবিধ বর্ণাদিবর্ণ। পর্যায়—চিত্র, কীর্ত্তির, কান্য, শবল, এত, কর্কর, বিচিত্র, শারঙ্গ, কবর, কন্দার, চিত্রল। ২ ব্রাহ্মণ ক্তিরাদি বর্ণযুক্ত।

নানাবিধ (ত্রি) নানা বিধাঃ প্রকারা যন্ত। বহুপ্রকার, অনেক প্রকার।

“নানাবিধৈরুপাঠৈ রূপকারিণামুপকারিণঃ পুংসঃ।” (সাংখ্যকা)

নানাশব্দসংগ্রহ (পুং) নানা শব্দানি সংগ্রহঃ। অনেক শব্দের সংগ্রহ, অভিধান, লুককোষ।

নানাশস্ত্র (পুং) বহুবিধ অস্ত্র।

নানাশাস্ত্র (স্ত্রী) বিবিধ প্রকার বিজ্ঞা।

নানাশাস্ত্রজ্ঞ (ত্রি) নানা শাস্ত্র জ্ঞানান্তি ইতি নানাশাস্ত্র জ্ঞা-ড। বিবিধ বিজ্ঞাবিশারদ, অনেকজ্ঞানে পারদর্শী।

নানাসাহেব, পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তার-

‘তীয় ইন্ডিয়ান সেনানায়ক’ মালকনের হাতে বেঙ্কার আয়-

সমর্পণ করিলে, গবর্নর জেমস্টন লর্ড ডালহৌসীর আদেশ অনু-

সারে, কাণপুরের প্রায় ১২ মাইল দূরে বিঠুর নগরে তিনি

স্বগণপদ্বিবেষ্টিত হইয়া নিরাপদে বাস করিতে থাকেন।

গবর্নেন্ট, উক্ত পেশবার ভরণপোষণ প্রভৃতির কারণ তাঁহাকে

বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা রুতি ও বিঠুরে একটি জায়গীর প্রদান

করেন। জায়গীরের অধিবাসিগণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী

মোকদ্দমার অল্প বৃত্তাংশান হইতে বিমুক্ত থাকে। বাজীরাও

বিখ্যাতের মহিত সন্ধিপত্রের যথারীতি সম্মান রাখিয়া, ক্রমে

অস্তিত্বদশায় উপস্থিত হইলে, সম্মান সম্ভবিত অভাবে তাঁহার

বিপুল ধনরাশি কে উপভোগ করিবে, এই চিন্তায় নিতান্ত বিষম

হইয়া পড়েন। অবশেষে পোষাপুত্রগ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া

ভারত গবর্নেন্টকে এই মর্মে স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার

মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহীত দত্তকপুত্র ধুন্ধপহ, পেশবা উপাধিদারী ও

তাঁহার বার্ষিক রুতির উত্তরাধিকারী হইবেন। তদন্তরে ইন্ডিয়ান

রাজ এই কথা বলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের

ভরণপোষণ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ইহার কএক বৎসর পরে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ২৮এ জানুয়ারী

তারিখে পেশবা লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র

ধুন্ধপহ তাঁহার ইচ্ছাপত্রের মর্ম্মানুসারে পেশবার গদি ও

‘বাবতীয়’ সম্পত্তির নির্দোষ উত্তরাধিকারী হইলেন। এই ধুন্ধপহই

নানাসাহেব নামে বিখ্যাত। বাজীরাওয়ের মৃত্যুকালে নানার

বয়স ২৭ বৎসর হইয়াছিল মাত্র। তিনি এই অল্পবয়সেই স্বীয়

শাস্ত্র প্রকৃতি, জায়গীরতা, উদারতা ও শ্রম সাধারণ লোক

সংগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্বারা তিনি

বৃত্তীশ গবর্নেন্টের কমিশনরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই

করিতেন না। বাজীরাও স্বীয় মিতাচারিতা হেতু সময় সময়

গবর্নেন্টকে এইও অর্থ সাহায্য করিয়াও মৃত্যুকালে প্রায় ৩০

লক্ষ টাকা নগদ ও অস্ত্রাদি বহু দ্রব্যাদি রাখিয়া যান।

তাহার বৃত্তার পর তৎসমুদয়ই নানাসাহেবের হস্তগত হয়। কিন্তু বাজীরাওর দাস দাসী ও পরিবারবর্গের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় ও উহাদের ভরণপোষণের যাবতীয় ভার নানা সাহেবের স্বল্পে ক্ষত হওয়ায়, নানাসাহেব এই প্রচুর অর্থকেও সামান্য জ্ঞান করিয়া পিতৃপ্রাপ্য বৃত্তি পাইবার লুপ্ত কোম্পানির নিকট আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হন। এই সময় তাঁহার লোকান্তরিত পিতার বিষয় বহু প্রবাদ্য রামচন্দ্র, বহুপুত্রের সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হন ও এইরূপ ভাবে কোম্পানির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন—

“সদাশর কোম্পানি যে প্রণালীতে ভূতপূর্ব মহারাজের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে নানাসাহেব বর্তমান আবেদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও যাবতীয় অশ্লক চিন্তাশূন্য হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে কেবলমাত্র বৃটীশ গবর্মেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছেন। গবর্মেণ্টের ক্ষমতা ও অভ্যাস দেখিলে তিনি সুখী হইবেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁহার এই হিতচিন্তার হ্রাস হইবেক না।”

বিঠরের তদানীন্তন বৃটীশ কমিশনার মর্ল্যাও সাহেব, নানা-সাহেবের আবেদন পত্রের সারবত্তা অবগত হইয়া, উক্ত প্রার্থনার পোষকে উক্তভনু কর্মচারীর মত চাহিয়া পাঠান। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের তৎকালীন গবর্নর টমসন্ সাহেব এই প্রস্তাব অস্বমোদন করেন নাই। বিশেষতঃ লর্ড ডালহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্নর জেনারল পদে অধিষ্ঠিত থাকায়, মনি-কাকনযোগের জ্ঞার টমসনের আদেশ সর্বত্র অপ্রতিহত রহিল। ডালহৌসী স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—“পেশবা ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ও জায়গীরের উপস্থায় ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এই পীর্বাঙ্কালে তিনি প্রায় আড়াইকোটি টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্মেণ্টের কোন ব্যয়ভার বহন করেন নাই। তাঁহার কোন ওরস পুত্রও বর্তমান নাই। তিনি পরিবার প্রতিপালন জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব এই সম্পত্তিই তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন পক্ষে যথেষ্ট; গবর্মেণ্টের উপর তাহার অন্য দাবী করিতে পারেন না।”

ডালহৌসী এই আদেশ অচিরে বিঠরে প্রচারিত হইল। যে মহারাজ পেশবা, এককালে বীর বহুব্রহ্মসম্বিত অর্থ ও সৈন্য সামন্ত অবলীলাক্রমে প্রেরণ দ্বারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের অবাচিত উপকার করিতে একদিনের জন্য প্রসাদ্য হন নাই, আজ বড়লাট বেচ্চাকমে, সেই অস্তিত্ব বিধ্বস্ত, অমায়িক, সমগ্রখণ্ডাঙ্গ পেশবা বাজীরাওর দত্তক পুত্রকে

পৈতৃক বৃত্তিতোগের অল্পশব্দে হির করিলেন। বাজীরাওর শত্রুর পর তাহার পরিবার প্রতিপালন জন্য গবর্মেণ্ট যে বিচার করিতে প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ সেই ধর্মরক্ষার জন্য স্বয়ং বিচার করিয়া নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ করিলেন। নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ হইল। তবে টমসন্ সাহেব বিঠরের জায়গীরের উপর হস্তার্পণ দ্বারা উক্ত নানাসাহেবের অধীন রাখিল। কিন্তু উহার অধিবাসীদিগের বিচারভার গবর্মেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে বিনাদোষে এবং অন্তর্যক্সে পৈতৃকসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, নানাসাহেব, ভারত-গবর্মেণ্টের মুখ্যপক্ষী না হইয়া একেবারে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভার আবেদন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনতিবিলম্বে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়া ও তাহা যথারীতি ভারত গবর্মেণ্ট দ্বারা ডিরেক্টর সভায় প্রেরিত হইল। এই আবেদনপত্রে নানাসাহেব আপীলার প্রেরিত বিভাবৃত্তি ও স্বল্পদশিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অতিশয় সারবান হইয়াছিল। সেই সারবান পত্রও ডিরেক্টরদিগের নিকট অসার বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা গবর্নরজেনারলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। নানাসাহেবের আবেদন অগ্রাহ হইল। কিন্তু নানাসাহেব সহজে হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আবেদনপত্র পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ এবার এই মর্মে ভারত গবর্মেণ্টকে লিখিলেন, “আবেদনকারীকে যেন জানান হয় যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুরুষাধিক্রমিক নহে। সুতরাং উহাতে তাঁহার কোন দাবী দাওয়া নাই। তাঁহার আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ হইল।” এই কঠোর আদেশ বিঠরে ঘোষিত হইবার পূর্বেই নানাসাহেব, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ অর্জিমউল্লা নামক এক মুসলমান যুবককে, স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে গ্রীষ্মকালে অর্জিমউল্লা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া সেখানে এক ইংরাজের সাহায্যে নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ডিরেক্টরদিগের নিকট অর্জিমউল্লা যাবতীয় যত্ন ও চেষ্টা একেবারেই বিফল হইয়াছিল।

এইরূপে নানাসাহেব বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও পৈতৃক বৃত্তি লাভে কৃতকাৰ্য্য হইতে না পারিলেও ইংরাজের সহিত সত্য বন্ধিতে তিনি বিমুগ্ধ ও উদাসীন হন নাই। তাঁহার বিশাল স্নানপ্রাসাদ ইংরাজ অতিথিদিগের জন্য নিয়ত উন্মুক্ত থাকিত। নিরপেক্ষ ইংরাজ অতিথিরা তাঁহার পরিচর্যায় যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া সর্বত্র তাঁহার স্বয়ং বোধগা করিতে কাতর হইতেন না। সময় সময় উক্ত অতিথিদিগকে তিনি অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া নিজ উদারতার পরিচয় প্রদান করি-

তেন। স্বাহাকে কথ বা পীড়িতাবহার দেখিলে তৎক্ষণাৎ সূচিকিংসক দ্বারা তাহার রোগোপশমনের উপায় উদ্ভাবন করিতেন। এঞ্জল বহুসংখ্যক ইংরাজ কর্মচারী তাঁহাকে সম্মান করিত।

মৌবনের প্রারম্ভে কার্যকুশলী হইলেও সময় সময় অসন্তোষ নানাসাহেবের উদার হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত গুণ থাকিলেও তাঁহার একটা মহৎ দোষ ছিল,—তিনি তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং সর্বদাই অপরের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই একমাত্র দোষই সমস্ত গুণের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এই এক দোষই, তাঁহাকে রাজা হইতে বঞ্চিত, অতি বিখ্যাত মৈত্র হইতে, বিশ্বাসঘাতক শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, আজিমউল্লা খাঁ নানাসাহেবের পক্ষ সমর্থন কর্তৃক বিপুল অর্থ সংগ্রহপূর্বক ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার যাবতীয় গল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, অনন্তোপায় হইয়া অবশেষে স্বীয় স্বন্দর গঠন ও প্রেমালাপগুণে বারবিলাসিনীদিগকে আকর্ষণ করিতে তৎপর হইলেন। পরিশেষে তুরুক দিয়া ভারতে পুনরাগমন করিয়া আসিলেন। তুরুকে আসিয়া দেখেন যে, সে সময় ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমস্ত যুরোপ ভূমিকম্পের জ্বার নিয়ত বিলোড়িত হইতেছে। মুসলমান-দুত এই অভূতপূর্ব যুদ্ধদর্শনবাসনার কোতুলহল পরবশ হইয়া ক্রীমিয়ার সমরাজ্ঞের সম্মুখীন হইলেন। তিনি তথায় দেখিলেন যে, চূড়ান্ত ফরাসীদিগের ভীষণ অশনিপাত সূচক কামানের গোলায় শত মত ইংরাজবীরবৃন্দ এককালে ধরাশায়ী হইতেছেন। তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে ইংরাজ সৈন্তশ্রেণী বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে ইংরাজদিগকে অকর্মণ্য ও নিবীৰ্য্য স্থির করিলেন ও স্বীয় প্রভুর সাহায্যে তাহাদিগকে হস্তরসাগরপারে তাড়াইয়া দিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন।

বিত্তরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজিমউল্লা, নানাসাহেবকে ইংরাজ বিরুদ্ধে কঠোর মন্ত্রণাবেশে নিয়ত উত্তেজিত করিতেছিল। ডালহৌসীর অবৈধ ব্যবহারে নানাসাহেব মগ্নাহত, ক্রুদ্ধ ও এমন কি ইংরাজ জাতিকে নিত্য স্বার্থপর ভাবিয়া জাতক্রোধ হইলেও, তিনি কখনও ইংরাজ বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত মৈত্রিচরণে একদিন না একদিন হয়ত তাঁহার আশা ফলবতী হইবেক, হয়ত সময়ে আবার তিনি তাঁহার পৈতৃককৃষ্টি ভোগের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্বাচিত হইবেন, এই আশায় আশাসিত হইয়া ইংরাজদিগের সন্তোষসাধন করিতে যত্নবান ছিলেন।

নানাসাহেবের স্বীয় বুদ্ধি বীলে কার্য্য কন্ঠিবার আশে ক্ষমতা ছিলনা। আজিমউল্লা ও অন্তঃস্থ বরতগণ তাঁহাকে বাহা বুঝাইত, তিনি তাহাই বখাৰ্খ বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের উপদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এক্ষণে ইংরাজদিগের বিক্ৰমচরণে উত্তোষী হইবার জন্য আজিমউল্লা প্রকৃতি কর্তৃক তিনি নিয়ত প্রোৎসাহিত হইতে থাকিলেন। কাশপুরের সমরক্ষেত্র স্বজাতীয় ও বিজাতীয়গণের শোণিত স্রোতে প্রাবিত হইবার সূচনা হইল। তাঁতিয়াতোপী তাঁহার বালাসর্থা ছিলেন। তিনিও এখন নানাসাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠিলেন।

কাশপুরের ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ যখন সিপাহীদিগের অবাধ্যতার কিছু কিছু আভাস পাইতে লাগিলেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহারা স্ব স্ব পরিবার ও সন্তানসন্ততির আশ্রয়স্থান স্থান সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইজন্য কাশপুরের জম্মাগারের দক্ষিণপূর্বদিকে, সৈনিকনিবাসের সরিকটে, যে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে ইংরাজদিগের চিকিৎসালয় ছিল, উহাই আশ্রয়স্থান উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্বাচিত হইলে উহার চতুর্দিকে যুদ্ধিকার প্রাচীর দেওয়া হইল। তৎপরে ধনাগারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হিলরসন্ডন সাহেব প্রথমতঃ কংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। অবশেষে ইংরাজবন্দু নানাসাহেবের কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। নানাসাহেব এ পর্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত অতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কালেক্টর সাহেবের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবলমাত্র নানাসাহেবের সাহায্যেই গবর্নমেন্টের সম্পত্তি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। এজন্য তিনি নানাসাহেবকে সমস্ত সৈন্তসহ কাশপুরে আসিয়া কোষাগারের ভার লইতে অনুরোধ করিলেন।

নানাসাহেবও সাহায্যদানে প্রীতিপুষ্ট হইয়া দুইশত সশস্ত্র সৈন্ত ও দুইটা কামান লইয়া নবাবগঞ্জ নামকস্থানে উপনীত হইলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে তারিখে ধনাগার রক্ষার ভার নানাসাহেবের হস্তে অর্পিত হইল।

এস্থলে সিপাহীদিগের অসন্তোষের কারণ কিঞ্চিৎ সমালোচন আবশ্যক। ভারতে সৈন্তবিভাগে পূর্বে যে সমস্ত বন্দুক ব্যবহৃত হইত, উহা যুদ্ধকালে অধিক ফলদায়ী হইত না। কারণ প্রতিবার বন্দুক বারুদ ও গুলি দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে অনেক সময় কতিবাহিত হইত। এজন্য লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে নূতন বন্দুক প্রস্তুত হইয়া ভারতে আনিলে ও উহার ব্যবহার অন্ত টোটার হইল।

এই টোটা সৈনিক বিভাগে প্রেরিত হইলে, এক্ষণ এক

প্রবাদ রটে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম ও জাতি-
নাশের জন্য ইংরাজরা এই টোটার খাটি করিয়াছেন। উহাতে
শুকের চর্খি মাখান আছে। যে মাসের শেষে রমদ্বিভাগের
একজন ইংরাজ কর্তৃকারীর সহিত সিপাহীদিগের যে কথাবার্তা
হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ করিলেই সিপাহীদিগের উদ্ভে-
দ্যের কারণ সহজেই অন্বেষিত হইবে। একজন সিপাহী উদ্ভে-
দ্যচারীকে কহিল, “অফিসারগণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হই-
তেন, তবে তাহারা কি ক্ষুদ্র তাঁহাদের আবাসস্থান প্রাচীর
পরিবেষ্টিত করিতেছেন। তাহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের
অভিমান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে
কিছুপা শুকতর শুভবস্ত্র হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা
কখনও নতুন টোটা গ্রহণ করিব না, এজন্য আমাদের জাতি-
দ্যত করিবার অভিপ্রায়ে, গাভী ও শুকের অশুদ্ধ মিশ্রিত
ময়লা ক্ষুদ্রকি হইতে প্রেরিত হইয়াছে।” আর এক ব্যক্তি কহিল,
“অফিসারেরা অস্ত্রাগার ও পদাঙ্গারক্ষক সিপাহীদিগকে অগ-
ম্যবিত্ত করিয়া সেই স্থানে যুরোপীয়দিগকে বাসিবার চেষ্টা
করিয়াছিলেন।” তাহারা মিরাটের খটনার উল্লেখ করিয়া
কহিল, “টোটা ব্যবহার করিতে অসম্মত হওয়ায়, উপকার
সিপাহীরা দশবৎসরের জন্য কারাকর হইয়াছে এবং শৃংখলাবদ্ধ
হইয়া পথ পথত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। কাপপুরে যুরোপীয়
সৈনিক ক্ষুদ্র উপস্থিত হইলেই আমাদেরও ই দশা ঘটবে।
আমরা সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব না।” ইত্যাদি।

এইকপ কাল্পনিক প্রবাদে বিদগ্ধ স্থাপন করিয়া সিপাহীরা
পূর্ব হইতেই উত্তেজিত হইতেছিল। এখন আবার কোম-
গারের ভাব তাহাদের হস্ত হইতে অসম্প্রদিত হওয়ার বিশেষতঃ
প্রাচীরবেষ্টিত স্থান কামান দ্বারা সুরক্ষিত ও তদ্রূপে গাভীর
লিঙ্গাক্রমিলা ও বালকবালিকাগণ আনীত হইতে থাকায়
সিপাহীদিগের হৃদয়-চূর্ণীনিধিত ক্রোধান্নি প্রবলবল্লভে প্রাণ্ণিত
হইল। তাহারা ক্রমশঃই অধিকতর উত্তেজিত ও অসামান্য
পরিচয় দিতে লাগিল। মুসলমানেরা মদ্রিমে উপস্থিত হইয়া
এ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিল। ২৬শে মে, ইহাদের প্রসিদ্ধ
পর্দা উদ্বার দিন ছিল। “এজন্য ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কেদিনে দুযোগের
সম্ভাবনা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দিনও নিরাপদে অস্তি-
বাহিত হইল। যুরোপীয়েরা উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভের
আশায় বড়ই আত্মরক্ষায় মনোযোগী হইলেন, সিপাহীরা ততই
উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ইংরাজদিগকে আত্ম-
রক্ষার্থ নিত্য বাতিবাক্ত দেখিয়া তাহাদের মন বৃগপঃ ভয় ও
আশঙ্কার সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহারা জাদিল যে, তাহা-
দের বিপদ অনতিদূরবর্তী, আবার তাহাদের আশা হইল

যে, সাহাদিগকে তাহারা এককাল সাহসী ও কাণ্ডাক্ষ
বলিয়া মনে করিত, তাহারাও যখন প্রতিমুহুর্তে আত্মরক্ষা ও
কর্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সাধারণ সোকের দ্বার কাতর, তখন
একপ ভীত জাতিকে পরাভ্রম করা সম্ভব নহে। একপ
মনে করিয়া, তাহারা ইংরাজদিগকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে অব-
লোকন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে যখন ইংরাজসৈন্য ও কামান
সকল ধর্মপ্রাণে সজিবোদিত হইতে লাগিল, তখন অসামান্য-
দিগের প্রতি সিপাহীদিগের ব্যবহার আরও অশ্রুবাণ শিথিল
হইয়া আসিল। ইংরাজ সিপাহীদিগকে শত্রু ও সিপাহীরা
ইংরাজদিগকে শত্রু জান করিতে লাগিল। এইকপে ভয়,
নিরাশা ও উদ্বেগনায় যে মাস অতিবাহিত হইল।

বর্তমান পূর্ব হইতে সিপাহীরা উদ্ভেদ্য সেনাবলি ও প্রকাশ্যে
এ পথক প্রবেশের দ্বারা কোনকণ বিক্ষোভিত না
বরণ, সেনাপতি হইবার সিপাহীদিগের পূর্বকথিত গম্ভীর
বাক্যবলীকে ভুল জ্ঞান করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা
শিথিলপ্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। বিশ্ব দ্বন্দ্বী লর্ড ক্যানিং
জারভের রাজনৈতিক মতানুসারে এক্ষণে যুরোপীয় সৈন্য
সেখিরাজিলেন এবং পশ্চিমে বাহা মেন মেসোপ্যাম গণিত
হইয়া সমগ্র ভারত বিপন্ন করিতে পারে, পূর্বোক্ত
সিপাহীদিগের উত্তেজনা ও গম্ভীর বাক্যবলী যে যাই
ঘনীভূত সেনাবলীর বিভ্রম ভয় ও বহুমান মাত্র, তিনি
বিশেষরূপে তাহা সম্বন্ধে কণ্ঠস্বরে কহিলেন। কিন্তু হইলেন
মনে তাহা আপনো স্থান পায় নাই। সেনাপতি হইবার এবং
সর্বোচ্চ সাহসী জ্ঞান বাক্য বাক্যেই যুরোপীয় সৈন্য
করিয়া, গবর্নর জেনারেল এই মতের পর সিবিধান যে, “কাপ-
পুরে সিপাহীরা সহস্র শত্রুদের অবলম্বন করিয়া বলিয়া বোধ
হইতেছে। আমি বর্তমানের দৃষ্টান্তে আপনাকে থাকায়,
তাহারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রপ্রাণে সিপাহীদিগের উল-
্লসন অশ্রুপা করিতে পারিব না। তবে সেনাপতি বানামালিন্য
বিদিত না হওয়ায় এখনও আপনাকে হইয়া ও বালকবালিকাগণ
সহ প্রাচীরবেষ্টিত ও সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করিতেছি।
যত দিন সমগ্র সৈন্যসংগঠন শান্তি লাভ না হয়, তত দিন
এই স্থানে থাকিতে বাধ্য থাকিব।”

ইহা পূর্বের দিন আশঙ্কিত হইতে আগত ৮৭ সংখ্যক
সৈন্যবল প্রবেশের সাক্ষ্যার্থ প্রেরণ করিলেন।
এদিকে সিপাহীরা আত্মরক্ষার জন্য নিজীবাসনায় পূর্ণ
হইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন হস্তের ছিল।

এই সময়ে যুরোপীয় সৈন্য প্রবেশ করিয়া নবাবগণের অব-
স্থিতি করিতেছিলেন, পূর্বোক্ত সেনাপতি, প্রতীতি ও তাহা

করে ছিল। সিপাহীরা এমন দূত প্রেরণ দ্বারা, আজিমউল্লা প্রেরণের পর যখন জানিলে পাঠাইল। আজিমউল্লাও তাহাদের সঙ্গে যখন যখন নানাসাহেবকে খবরতে আনিবাবতায় যত্ন গ্রহণ করিলেন, তখন তাহা, বিদ্রোহী নানাসাহেব এই অবস্থাপ্রকারে পরে বিদ্রোহী হইতে চলে নাই, কিন্তু আজিমউল্লাই তাহাদের দ্বারা ও বলা চলে, প্রকৃত অর্থে আজিমউল্লাই ফরাসি সৈন্য দ্বারা বলা চলে না। নানা সিপাহীদিগের প্রত্ন-গোষ্ঠী হইলেও নানা সাদীকার করিলেন। জুন মাসের প্রথম দিনে নানা হইলেন বহুদিন মনোবৃত্তি হইল। বুদ্ধ সেনাপতি হইলেন সিপাহীরা একে একশত পূর্ণগোষ্ঠী অধিকতর উদ্ভূত হইল। এমনি বুদ্ধসৈন্যের আশ্রয়কার একমাত্র বুদ্ধ মনে করিলেন এবং সিপাহীদিগকে বহুসাধ্য উদ্ভূত দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের উপদেশে কোন ফল হইল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের জয়নিষ্ঠিত ধর্মবান্ধি প্রবল শিখারকারে অসিয়া উঠিল। এমনি জুন, রাহিতে দ্বিতীয় অধ্যাবোদিল ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম উদ্ভূত প্রণয়ন হইল। তাহাদের বুদ্ধ সেনাপতির ভাবনা হইল তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার এক পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অধ্যাবোদিল প্রেরণের চেষ্টারূপ সিপাহীদিগের হস্ত গুরুত্বপূর্ণে প্রাপ্ত হইল। দুপতি হইলেন। সিপাহী-দল অপরূপে প্রচুর মন দিয়া প্রবল করিল। প্রথম পদাতি-দল তাহাদের গণসংগৃহী হইল। তাহারা সমবেত হইয়া দ্বিতীয় গমন দ্বিতীয় করিল। পশ্চিমের নানাসাহেবের উপনীত হইলে, নানাসাহেবের দক্ষিণের, তাহাদিগকে প্রেরিত আদর ও তাহাদের কার্যের অনুমোদন করিল। কিন্তু ৩৩ সংখ্যক সৈন্যের কর্তৃত্ব সিপাহী এখানে বহুদিন বহুদিন নিবৃত্ত ছিল। তাহারা সিপাহীদিগের অধ্যাবোদিলের সহায়তা না করিয়া, প্রকৃত নিকট চিরবিষম থাকিয়া প্রকৃত বহুদিনের অধ্যাবোদিল বহুদিনের হইল। উভয় পক্ষে যৌব সৈন্যদল প্রেরিত হইয়া উঠিল। প্রেরণের পর হইলে হস্তি উভয় পক্ষের বহুদিনের মন অন্তিম দৃষ্টি রাখিলেন, কিন্তু তাহাদের সিপাহীদিগের সাহায্যের দৈন্য প্রেরণ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। সুতরাং বহুদিনের মনোবৃত্তি প্রেরণের উদ্ভূত হইল। অনতিবিলম্বে বহুদিনের লুটী ও বহুদিনের মুক্ত, বহুদিনের বহুদিনের ও বহুদিনের বহুদিনের হস্ত হইল।

একদা হস্তি ও বহুদিনের বহুদিনের অর্থ ও আশ্রয়ক দ্বারা প্রেরণের পর যখন জানিলে বহুদিনের অর্থ ও আশ্রয়ক হইল। কিন্তু ৩৩ ও ৩৬ সংখ্যক প্রেরণ তাহাদের সহিত আশ্রয় মিলিত না হইয়া আশ্রয় তাহারা দিলে না গিয়া উক্ত সিপাহীদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিল।

এদিকে দ্বিতীয় অধ্যাবোদিল ও প্রথম পদাতিদল এক মিলিত হইলে ৩৩ ও ৩৬ সংখ্যক সৈন্যদল ইংরাজবিরুদ্ধে সর্বদা অধ্যাবোদিল করিতে উদ্ভূত ছিল না। তাহারা সমস্ত রাতি তাহাদের সেনাপতির সহিত কাওলায় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় সেনাপতির আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিল। অবশেষে পরদিন স্বয়ং দলের অধিনায়কেরা, উক্ত দুই দলে অবস্থান করিবার আশ্রয় দিয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় হইলে, উক্ত সিপাহীদল বহুদিনের পরিত্যাগপূর্বক খাদ্যাদি প্রেরণ করিতে লাগিল। এই সময় বুদ্ধ সেনাপতি হইলেন আপনার অধিনায়কিতার দোষে সিপাহীদিগের উপর গোলা বর্ষণের অমতি দেন। তিনি জাবিলেন যে, সিপাহীরা আশ্রয় বিবর্তন নহে। তাহারা এই অধ্যাবোদিলের বহু ইংরাজদিগের পরে অমতি করিতে হইয়াছিল। যদি অমতি এই দুই দল সিপাহী ইংরাজদিগের অমতি থাকিত, তাহা হইলে হস্ত কাগধের সিপাহী-বিরুদ্ধে অমতি বর্ষণ হইত।

বাহা হউক, সেনাপতির আদেশক্রমে গোলাবর্ষণের পর গোলা সিপাহীদিগের বহুদিনের আশ্রয় পড়িতে লাগিল। সিপাহীরা কিছুক্ষণ ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া রহিল, অবশেষে যখন কামানের শব্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল, কামানের অগ্নির গোলা তাহাদের সপক্ষে ভূমির উপর আশ্রয় পড়িতে লাগিল, তখন সেই হস্তকাগ সিপাহীরা খাদ্যাদি পুতিয়াগপূর্বক পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে অনেক নবাবগণের সহিত পুতিয়াগ বিদ্রোহীদিগের কলবের রক্তি করিল; অনতিবিলম্বে অমতি লুপ্তি থাকিয়া, কামানের গোলাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর বুদ্ধ সেনাপতির নিকট আশ্রয় আশ্রয়দের বিবর্তনের পরিচয়-প্রদানে যাবতীয় ইংরাজদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিল।

বিদ্রোহী সিপাহীদিগের এক্ষেপে দল পুতি হওয়ার এখন তাহারা দ্বিতীয় মোগল-সম্রাটের অধীনে যাইতে তৎপর হইল। নানাসাহেবের নিকট রক্তি পুতিয়াগ ইংরাজ-সম্রাটের অর্থাদি দ্বিতীয় অধিষ্ঠে প্রেরিত হইল। পশ্চিমের ইংরাজগণ হস্তি ও বহুদিনের হইতে লাগিল। এইরূপে নানাসাহেব প্রথম সিপাহীরা নবাবগণ পরিত্যাগপূর্বক কলগধপুর নামক স্থানে আশ্রয় উপস্থিত হইলে, আজিমউল্লা প্রথম ঘটনায় অবস্থান হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া নানাসাহেবকে এই বহুদিনের বহুদিনে লাগিলেন যে, সিপাহীদিগের সহিত দ্বিতীয় গমন করিলে ও তাহার মোগলসম্রাটের সহিত মিলিত হইলে, ইংরাজদিগকে পরাজয় ও মোগলসম্রাটকে বহুদিন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই! কিন্তু তাহাতে তাহারা কি অতীত সিদ্ধ হইবে? তাহাকে মোগলসম্রাটের অর্থাদি প্রেরণ করিতে

হইবে, না করিলে, হরত যোগলরাজের প্রভাবে সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে ও তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় যোগলরাজের করেশীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যদি তিনি দিল্লী না যায় তাহা হইলে কাণপুরে যে সামান্য সংখ্যক ইংরাজসৈন্য আছে, তাহাদিগকে অক্লেপে পরাস্ত করিয়া নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং ক্রমশঃ দল-পুষ্টিদ্বারা ভবিষ্যতে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ইংরাজদিগকে ভারত-হইতে তাড়াইয়া দিয়া, অল্পকাল মধ্যেই পশ্চিম ভারতের একই বা রাসা হইতে পারিবেন। তাহা হইলে, সামান্য ৮ লক্ষ টাকা ব্যতিরিক্ত আর ইংরাজদিগের ভোবামোহ করিতে হইবে না।

যেহেতু বক্তৃতাটা নানাসাহেবের অল্প সঙ্গবর্গে শুধু

করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এখন বৈর-নিবাতন-বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবলবোধে উদ্ভীষ্ট হইয়া উঠিল। আরও তিনি জানিতেন যে, আগাছাবাদ, যেকোনো প্রভৃতি গর্জায়, তীরবন্দী হানসমুহ তৎকালে, যেকোনো বিপদে তাঁহাতে সহজে কাণপুরে সাহায্যকারী ইংরাজ সৈন্য বাসিবার সত্বেও নাই, সুতরাং কাণপুরের নগর ইংরাজদিগকে পলাত করা অনায়াস-সাধ্য। এজন্য তিনি অগ্নিমুদ্রার মর্যাদাকে চাপকোর মন্ত্রণা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সিপাহীদিগের নারকও গ্রহণ-করিলেন।

সামান্যবতঃ ইতিমধ্যেই কলিকাতা হইতে উল্লিখিত মত দুই হইয়া থাকে। কিন্তু নানাসাহেবের সহচর তাঁহাতেও পী নানাসাহেবের এই অবিনায়কও-প্রদর্শন সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ



নানাসাহেব।

দিশা থাকেন। তাঁহার মতে, সিপাহীরা অগ্নিমুদ্রার সহযোগে নানাসাহেবকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের 'অভিমত'স্বাক্ষরী কার্যে প্রযুক্ত করে। তিনি বলেন যে, তৃতীয়দলের পন্থাতি ও

বিত্তীয় দলের অধারোহীরা, ধনাগায়ে 'অ্যাসিরা' তাঁহাকে ও নানাসাহেবকে অবরুদ্ধ করে। তাঁহাদের সহিত যে সমস্ত সিপাহী ছিল, তাহারা বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত মিশিত

তখন তদনুযায়ী সিপাহীরা জাহাকে, নানাসাহেব ও তাঁহাদের সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে গমন করে। কাপপুর হইতে তিনাকাশ গোত্র, নানাসাহেবের কল্যাণের, যেদিন সেইখানে অবস্থিতি করিয়া, প্রতিনিবন্ধ প্রত্যাবে গুনসাব দিলী পাঠ্য করা হইয়া হয়। পরদিন নানাসাহেব দিলী পাঠ্যে অস্বীকার করেন। অবশেষে সিপাহীরা তাহাকে তাহাদের সহিত কাপপুরে যতীয়া যুদ্ধ করিতে কহে; তাহাতেও নানাসাহেব অসম্মত হওয়ায় সিপাহীরা নানাসাহেব ও তাঁহাকে বন্দী করে ও কাপপুরে প্রত্যাহৃত হইয়া যুদ্ধ করে। অবশেষে নানাসাহেব নিতান্ত অসম্মত হইয়া ঘটনাটকে প্রতিবাদ হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি উক্ত যুদ্ধের পর আজিমউল্লাহ মঙ্গলপুর হইয়া আসে। আল্লাহ ও এবং দাবাউকে আহ্বানপূর্বক সিপাহীদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আহ্বানের রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিল এবং বালাব নামে উক্ত রাজ্যের অধিনায়কপদে নিৰ্বাচিত ও স্ব স্ব দলের পরিচালনে লাগিত হইতে লাগিল। অতঃপর জীকসিংহ অতঃপর সিপাহীদের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। সম্রাটের দৌলতখানসিংহ প্রাথমিকদলের ও অতঃপর গজদীন ঘটপাশানসিংহ অধিনায়ক বহিরা নিৰ্বাচিত হইলেন। মুসলমানেরা এই বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রধান অঙ্গীভূত থাকিলেও, বোধ হয় মহাবীর বাঙ্গাল নানাসাহেবের প্রীতির জন্য কোন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে নাই।

৬ই জুন, প্রাতে নানানাহেবের স্বাক্ষরিত এক পত্র ৩ই-
নারের নিকট আসিল। নানানাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের প্রাচীর-
বেষ্টন স্থান আক্রমণ করিবেন ইত্যাদি নানাইবার উদ্দেশ্যেই এই
পত্র প্রেরিত হয়। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া হতশ হইয়া
পতিল এবং সন্তান সাহসে সেনাপতি হুইনারের আদেশ অনুসারে
অস্ত্র-সামগ্রী বাকি থাকেই প্রাচীরের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে
সাজাইয়া প্রতিমহন্তে সিপাহীদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে
হাছিল। দীলোব, বাবাক ও মুক্কাশ প্রায় ১০০ ইংরাজ এই
প্রাচীর মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে সিপাহীদিগের
কমান্ডের শব্দ পশ্চিমদিকে হইতে লাগিল। তাহারা পশ্চিমদিকে
বহুসংখ্যক ইংরেজের প্রাণ বিনাশ করিল ও প্রাচীর ঘেঁষিয়া
কোথায় ইংরাজ ও সিপাহীদিগের মধ্যে পুরুষের গোলাবৃষ্টি
অবশ্য হইয়া। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে কি নিলান্দন ছুঁড়া
হইয়াছিল, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অব-
গত হইবেন। বাতাবানিকদিগের ভয়-বিস্ময় চীৎকারে, রোগীর
ঘোর আশ্রয়াদে, দীলোকদিগের অবিহীন রৌদ্রমরোলে ও

হত্যাশৈলিক পুরুষদিগের অজস্র অধিবৃত্তিতে স্ফিটরে সেই প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থান জীবন্ত কমানার বা বিশাল অশ্রুক্ষেত্রে পরিণত হইল। ২৪এ জুন পর্য্যন্ত, এই ভাবে অতীত হইয়াছিল। ২৪এ জুন, ইরাজেরা হত্যা করিয়া স্ব স্ব চূড়ান্তের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি স্বীকৃতি নানাসাহেবের দ্বারা হইতে এই মধ্যে একখানি পত্র আনিয়া প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইল যে, “মহাদাঈ ভিক্টোরিয়ার প্রজ্ঞাপন সমীপে, মৃত ভালাহীদার কার্ণার সন্নিহিত বাগানের কোন অংশে কোন-রূপ সম্ভব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রপরিচালনার ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে আলহাবাদে যাইতে পারিবে।” পত্রখানি আজিমউল্লাহ হস্তলিখিত, কিন্তু উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি তখন আর নানাসাহেব অথবা তাহার মরণ আশ্রয়উল্লাকে বিশ্বাস করিতেন না। একজ্ঞ এই পত্রানুসারে সিপাহীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে তাহার চেষ্টা হইল না। কিন্তু অবশেষে প্রধান প্রধান (অফিসার) সেনানায়কদিগের সন্নিহিত পরামর্শ কথিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহাদের বর্তমান অবস্থাস্থায়ী দীর্ঘকাল ও রোগবিশিষ্টক বলা করার কোন উপায় না থাকায় অগত্যা আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। স্বীলোকটা শিবিরে রাখিয়া এই সন্বাদ দেয় যে, ইংল্যান্ডের পরামশ কার্যে উত্তর দিবে। স্তত্রয়াং সিপাহীরা গোলাবর্ষণ বিরত থাকে। পরদিবস ২৬এ জুন তারিখে, আজিমউল্লা ও কায়ালপ্রসাদ ইরাজদিগের মুখপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলে কাশ্মিরে, দুইটি ও রোড়ে সাহেব তাহাদের বর্ণাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া নানাসাহেবের প্রস্তাবে সম্মতিনান করেন। তৎপরেই যদি পত্রের সমুদয় নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়। উহার মধ্যে এই যে, ইরাজেরা তাহাদের কামান ও যান্ত্রীয় অস্ত্র সিপাহীদিগকে দিবে। এবং বর্তমান প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিচালনা করিবে। গঙ্গাব ঘাটে তাহাদের নৌক। প্রস্তুত থাকিবে ও নানাসাহেব নিশ্চিন্তে তাহাদিগকে ঘাটে পৌছিয়া দিবে। তাহারা প্রত্যেক তাহাদের অস্ত্র, বন্দুক ও ৬০ বাব গুলি নিক্ষেপের যোগ্য বাসদ সঙ্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা পাইবেন। তাহাদের আহারের জন্য ঘণ্টাযোগ্য আটা দেওয়া যাইবে। আজিমউল্লা এই সমস্ত নিশিদ্ধ কার্য নানাসাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। বৈকালে আবার সিপাহীপক্ষীয় একজন যৌক আসিয়া কহে যে, “মহা-রাজ সমস্ত প্রস্তাবেই স্বীকৃত আছেন। কিন্তু অল্প রমিততই এই স্থান পরিচালনা করিতে হইবে।”

ওই নিরঞ্জন আত্মা হিংস্রাভিগেহ পুঙ্খ ভরানক কষ্টকর বোধ
হইল। অবশেষে তাঁহার ঐ প্রজ্ঞায়ে অসম্মত হইলে পরদিন
ঐত্বাৰ্হে ঐ স্থান ত্যাগ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হয়। তদমু-

সাবে পরদিন ২৭এ জুন আত্মক সেনা জীলোক ও বালক-বালিকাসহ ৪৫০ জন ইংরাজ হত্যাকাণ্ডের প্রাচীর পরিত্যাগ-পূর্বক সতীচোরা নামক গঙ্গার ঘাটে উপনীত হন। তাঁহাদিগকে মানবহনাদি যথোচিত ভাণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই নৌকায় আরোহণে তৎপর হন। এই সময় অনেক সিপাহী, তাঁতিয়াতোগী, আজিম-উল্লা ও গোদালাপ্রসাদ প্রভৃতি প্রায় সকলেই গঙ্গার তীরে উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজেরা নৌকায় আরোহণ করিয়া নাজই ভেরী বাকিয়া উঠে এবং সেই পবিত্র গঙ্গাবক্ষে ভাষণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। এই সময় সমস্ত জাত শিশুকে ও বধ করিতে সিপাহীদিগের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ উপদ্রব হয় নাই। এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে একজন অসহায়ী সৈন্য তীরবেগে আসিয়া নানাসাহেবকে সংবাদ দেয়। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া, নানাসাহেবের মনোবল ক্রমিত ভাবে দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত ক্রোধপ্রকাশক ভাণ্ড ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের পরিদর্শে সকলকে বন্ধী রাখিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তদনুসারে হত্যা বন্ধ হইল। তাঁহাকে সাধারণে যতই দোষী কথক, তাঁহান চিত্ত পেশবা বংশপরম্পরায় চাপ উন্নত ছিল, কোনে নাই। কিন্তু তিনি আজিমউল্লা দেউড়ির সমস্ত কোনে কাটি করিতে সক্ষম হইতেন না। আজিমউল্লা ও তাঁতিয়াতোগী প্রভৃতি যে এই হত্যাকাণ্ডের মত, তাঁহার সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহা হউক, নানাসাহেবের আদেশক্রমে ১২৫ জন ইংরাজ বন্দী হইয়া কাণপুরে প্রবেশকৃত হইতে অবসর পাকেন। যে সময় নৌকার হাওয়া আলাতাবাদ বন্ধ হইতেছিল, সে সময় নৌকাই কামানের গোলা প্রভৃতি ভরা নষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র একখানি নৌকা অতি করে এই উপায়ত্ব শালান ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এই নৌকার কাণ্ডের টম্‌সন, মুর, ডেপারকোদী প্রভৃতি ছিলেন। উপস্থিত স্থান হইতে আশ্রয়তর মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহারা শত্রুদিগের অত্যাচারক হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভাষিতে যেখানে যেখানে যায়, সেখানেই শত্রুর লোকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। এইরূপে তাঁহাদের মরো অনেকই বিনষ্ট হন। ৬০ জন মাত্র বঁচ হইয়া সর্বদেহ হইতে প্রেরিত হন। অবশেষে বিশেষ নাইসিংগার পরিচয় দিয়া তাঁহাদের টম্‌সন প্রভৃতি ৪ জন ইংরাজ রূপী গবর্নেন্টের নিভান্ত অমুরত, অগোষ্ঠার জমিদার রাজা দিখিজয়সিংহের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রাপ্ত বয়সে তাঁহারা সমস্ত হস্ত লাভ করিয়া ২১ দিন পূর্বক তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপ্ত করেন। [বিধৃত বিবরণ সিপাহী বন্ধ শব্দে প্রদত্ত।]

অকস্মে দিখিজয়সিংহের অমুরত তাঁহারা কাণ্ডের আরম্ভের দলভুক্ত হইলেন।

ইতিপূর্বেই নানাসাহেব যাত্রাশীল উপলক্ষে বিদে গমন করিয়াছিলেন। তথায় যাত্রাকালে হুদা আদিল শেখবাব নামে একজনকে করেন। নবী নবাব মদ্রাজ এক যুগমান কাণপুরে শাসনকালে অতিশয় চমক। নানাসাহেব রাজনৈতিক দাবদপূর্বক বড় আদম সাহেবের ক্রিয়াকান্ধে যাপন করিলে ইংরাজদিগের আগমনবাহী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এই সময় নানাসাহেব কাণ্ডের এক মুসলমানের বিশাল পাখনিবাদের উপস্থাপন করিয়া বাদ দিতে ছিলেন। এই প্রসাদের স্মরণে প্রাচীরে প্রাচীর নামে একটা বাটী ছিল। তথায় হত্যাকাণ্ড বন্ধ হইলে সাধারণ বাদী হইয়াছিল। কতগড় হইতে যে সময় হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ কাণপুরে বংশীয় আদিলে ছাড়াইতে ছিলেন, তাঁহাদের এই বিবিধভেদ অবসর হন। এইরূপে স্মরণে প্রাচীর নামে প্রাচীরে অধিক ইংরাজ আদম হন। উক্ত হত্যাকাণ্ডের সাধারণ দাবদপূর্বক সিপাহীদিগের নৃশংসতার পরিচয় দেয়। অতঃপর ইচ্ছা না থাকিলেও মহিলায় বন্ধ হইয়া কাণ্ডের নানাসাহেব উক্ত ইংরাজদিগকে দী অবসায় লাগিত তাহা হইয়াছিল।

কাণপুরের অনেক সাধারণ গায়ে ইংরাজেরা আত্ম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, বেনড পুন্ডেই সাধারণ বাবা করিয়া ছিলেন। সেনাপতি হাওরকণ্ড মেজ সামন্ত সর্দার বেনডের সাধারণ বাবা করেন। ১৪ই জুলাই গির্জাখানায় এই উভয়দলের সন্মিলন যাকায় হয়। সবদিবস তাঁহারা বেনডের ও হাউস দ্বারা বেনডের নামক স্থান উপনীত হইয়া সৈন্ত-দিগের আত্মবাহী করিত আত্ম দিগ, হাউস বাবা গোলা আদিয়া সৈন্যদিগের পাশে পতিত হন। তাহা বাতাই হাওয়া দক্ষিণ প্রাপ্ত ১৫ ত লাগিলেন।

ইংরাজদিগের আশ্রয়তর হাওয়া নানাসাহেব মোহনপুরে গদাধরপূর্বক প্রমাণে করেন যে সেনাপতি দিকান্তিহু দিগেরা বৈদ্য সন্মিলন করিলেন। নানাসাহেব, রাজদাঁড়ি ও গাউস সংগ্রহ করিলেন। গোদালাপ্রসাদ ১৫ জুলাই ১৫০০ পদাতি ও গোদালা, ৭০০ অমুরত ও ১৪০০ অমুরত সৈন্য বৈদ্য আশ্রয়তর অভিমুখে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। চাকানিতে সৈন্যসন্মিলনক্রমে এবং বাকি ছিলেন। তাঁহারা কতগড় আসিয়া ইংরাজ সৈন্যদিগের উপস্থিতি যে গুলি নিক্ষেপ করেন, তাহা সেই একটা গুলি সৈন্যদিগের পাশস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেনাপতি হাবেলকর জমীনে ১৪০০ ব্রীচ সৈন্য ৩০০
অশ্বসৈন্য ছিল। ইংরাজদিগের বন্দুকের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত
তাহাদের গুলি প্রায় ৩০০ গজদূর হইতে বিপক্ষ লগ্নে পড়িয়া
সেই কক্ষিত থাকে, কিন্তু সিপাহীদিগের তাড়ন উৎকৃষ্ট
বন্দুক ছিল না, একতর তাঁহারা পরাজিত হইয়া ইংরাজের
হস্তে পড়িয়া। এইরূপে কংগ্রেসের যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হইল
কিন্তু তাহাদের কয়েক শতাংশের বিরুদ্ধ হয়, কেহ বা তানার
এবং অমনসিংহ, অবশিষ্টাংশ বিটুর বাইরা নানাসাহেবের
সৈন্তের সহিত মিলিত হয়। অনিশ্চিত সিপাহীরা জাতিনামের
জন্য উত্তোজিত হইয়া ইংরাজদিগকে নিধনশূন্যক দেখা
ওঁরা প্রকাশ করিয়াছিল, কংগ্রেসকে জয়ী হওয়ার পর
শিখার ও অসুস্থ ব্রীচ সৈন্যের ও তলপক্ষা অধিকতর
বীরতা দেখাইতে বিজ্ঞান প্রকাশ্য হইল না। তাহারা
মৃত্যু ও তাড়ন নিরুদ্ভব হইল যদি সফলপূর্বক
শাসন প্রযুক্ত ব্যবহার করেন। কংগ্রেস হস্তগত হইলে হাবেলক
বান্দার প্রতিবেদন সংগ্রহ হইতে পারেন।

কংগ্রেসের পরাজয়ের কথা শুনিয়া নানাসাহেব, তাহাব
মায়া বান্দারকে প্রচুর সৈন্যদামের সহ্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে
প্রেরণ করেন। তাহাদের ২২ দাইল মিলিও আওজ নামক
দলই তিনি প্রেরণ করেন। সেই জুলাই সেনাপতি
হাবেলক বান্দারকে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে সিপাহীরা
অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজদিগের
উৎকর্ষিতা ও বন্দুকের বিকট তাহাদের সমস্ত পরাক্রমই
নিরাকর হইয়া যায়। তাহারা জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু ইহার পর
সিপাহীদিগের মারো না হইবার সময় ইংরাজদিগের সহিত
সিপাহীদিগের প্রত্যেক সৈন্যের মরণ হয়। তাহাদেরও ইংরাজ
জয়লাভ করেন। তাহাদের আশ্রিত কাণপুরের যুদ্ধে জয়ী হই-
য়াই ইংরাজেরা নানাসাহেবের পক্ষ প্রত্যাশা করিয়াছিল।
তাহারা সিপাহীদিগের সহিত হইতে পারেন।

এই যুদ্ধে নানাসাহেবের স্বয়ং হস্তগত উপস্থিত ছিলেন।
তাহার সৈন্যসংখ্যা বিটুর অস্তিত্বে প্রকাশ্য করিলেন।
বিটুর কবিতা তিনি প্রকাশ হইয়া পড়েন। তাহাব প্রায়সমস্ত
সৈন্য সিপাহীদিগের হস্তে পরাজিত হয়, যুদ্ধে অস্ত্রসমর্পণ করিলেও
বন্দুক ও কাপড়ের জন্য ইংরাজেরা করমই তাহাকে মার্মনা
করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিটুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে
সক্ষম হইলেন।

এই পরাজয়নিমিত্ত পুনরায় নানাসাহেবকে উত্তোজিত
করাতে তাঁহা করেন। তিনি একটা পরামর্শ দিতে
করিলেন যে, ইংরাজদিগকে এখন নিধন করিলে

ইংরাজেরা ইতালি আত্ম বিটুরে আসিবেন না। সুতরাং
তিনি নির্দিষ্ট অস্ত্রতা বিটুরে রাখিতে পারিলেন। নানাসাহেবের
মন পরিবর্তিত হইল। ইংরাজ বিজ্ঞেও তিনি
অজিমনটার অবমাননা করিতে পারিলেন না। বিবিগড়ের
বান্দার লোককেই নিধন করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।
কথিত আছে, ইংরাজদিগের যুদ্ধে বিবিগড়ে রীতিমত স্রোত
প্রবাহিত হইয়াছিল। ইংরাজেরা এই সংবাদে লালমুগ্ধ
ফিলিস্তী লিট বীরদর্শী বৈরনির্ঘাতন-আশায় বিটুর অস্তিত্বে
আগমন করিতে পারিলেন। ভায়ু নানাসাহেব একখানি
নৌকার সমস্ত পরিবারবর্গ হইয়া স্রোতস্বতী গঙ্গার বক্ষে উল-
্লসিত হইয়া উল্লসিত হইলেন। সেই সময় এইরূপ প্রচার হয়
যে, তিনি বিবিগড়ের গঙ্গার আশ্রয়সম্পন্নপূর্বক বিজাতীয়-
দিগের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তাহাই
হউক, এক চমকে তিনি বিটুর হইতে অসোধ্যায় পলায়ন
করেন। ইংরাজেরা আসিয়া বিটুর অধিকার ও রাজপ্রদান
করিলেন।

অসোধ্যায় বাইরা নানাসাহেব পুনরায় সৈন্তসংগ্ৰহে ওল্লসিত
হন। হাবেলক উপস্থাপিত যুদ্ধসরী হইয়া আনন্দে দীর্ঘ
ক্ষেপে লক্ষ্যে যাত্রা করিলেন। নীল সাহেব কাণপুরের
ভার গ্রহণ করেন। ২৯ জুলাই আবার নানার প্রেরিত
একদল সৈন্তের সহিত উনাও নামক স্থানে ইংরাজের সৈন্যের
একটা সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ইহা অধিকশ হারী হয় নাই।
ইহাতে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। ইহার পর
ইংরাজেরা পুনরায় লক্ষ্যে অস্তিত্বে অগ্রেস হইতে থাকেন।
কিন্তু নানাসাহেব তাহাদের পশ্চাৎ অস্ত্রসমর্পণ করিয়া উত্ত
সাহেবের আশ্রয় বিদ্যমান। অনন্তর বহু দিবস নানাসাহেবের
কোন সনাদ পাওয়া যায় নাই। নবেম্বর মাসে তাহাদের
ও নানাসাহেব পুনরায় বহু সৈন্ত সংগ্রহপূর্বক কাণপুরে
জয়লাভ করেন। এখানে উইলিয়াম সাহেব তাহাদের গতিবার
করেন।

পঞ্চদশদীর্ঘের ২৪এ নবেম্বর তাতিয়াতোপী সৈন্তের
সহিত উইলিয়ামের সৈন্যের যে সীমান্ত সংঘর্ষ হয়, তাহাতে
তাতিয়া পরাজিত হন। তৎপরেই ২৭এ কাণপুরের দিগন্ত
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি
করিতে পারে নাই, পরদিবসেও জয়লাভী চম্পী-আদিত্য
একবার সিপাহী পক্ষ, অস্ত্রসমর্পণ ইংরাজেরা জাতিয় লইয়া
শেজেন্দে মিলিত হইয়া উত্তর পক্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।
পরদিবস সার্কুলিন লক্ষ্যে হইতে আসিয়া ইংরাজদিগের
হস্ত করিলেন। ৬ই ডিসেম্বর পুনরায় যুদ্ধসংগ্রহ, এই দিন

বেলা ১০টা হইতে রাজি পুত্রকে দেবী বুদ্ধের পর সিপাহীরা পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। ইংরাজেরা বহুদূর পূর্যন্ত উহাদের অনুসরণ করিয়া রাজি প্রায় দুই প্রহরের সময় কাপপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দক্ষিণাত্যে নানাসাহেবের অত্যাচারের কথা প্রচারিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু সহজেই তাঁহাদের উদ্ভট প্রবৃত্তি হয়। নানাসাহেব ও তাঁতিয়াতোপী প্রেরিত একদল সিপাহী কোলাপুরে প্রবেশপূর্বক তত্রতা এক প্রাধান্য ধনী গঙ্গাপ্রসাদের সন্ততি বিজোহাচরণের মন্ত্রণা করিতে থাকে। পুলিশ অধ্যক্ষ ফর্কোতের কোশলে তাহারা সকলেই মৃত হয়।

মহারাষ্ট্রের পণ্ডিতেরা একে নানাসাহেবের অশ্রুতি ধর্ম-বুদ্ধের আবলকতা ও ভাষিতা সম্বন্ধে কানী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ইচ্ছাতে ও ছই একস্থলে বিজোহ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অতি সহজেই প্রায় সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে নানাসাহেব ও তাহার জাতা বাগারাও প্রভৃতি একত্র হইয়া অগোপ্যর অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখে তাহারা অগোপ্য হইতে তড়িত হন। তদনন্তর তাহারা নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেখানেকার বিক্ষত রাজা জঙ্গবাহাদুরের প্রাণনাশস্বারে হোপগ্রাট তথায় বাইয়া কিংসহীদিগকে নেপাল হইতে বিদূরিত করেন। এই সময় হোপগ্রাট ছই খানি পত্র প্রাপ্ত হন। একখানি বাগারাও কর্তৃক কার্যের যে অত্যাচার প্রকাশ করিয়া লিখেন ও প্রকাশ করেন যে কাপপুরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত নির্দোষ ছিলেন। অপরাখানি নানাসাহেবের লিখিত। নানাসাহেব কোম্পানীর শাসনপ্রণালীর উপর বোম্বারোপপূর্বক এই প্রশ্ন করেন যে “ইংরাজদিগের ভারতে আসিবার ও তাহাকে বিজোহী বলিয়া ঘোষণা করিবার কি অধিকার ছিল?”

ইহার পর, তাঁতিয়াতোপী মহারাষ্ট্রদিগকে নানাসাহেবের পক্ষে পুনরায় অস্ত্রধারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও স্থানে স্থানে সৈন্তসংগ্রহ পূর্বক নানাসাহেবের প্ররক্তে মৃত করিয়াও ত্রুতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে সিপাহীদিগের আশা ভরসা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। ইংরাজ-পতাকা উড়িতে লাগিল। ইংরাজের দোভাগ্যধাম নিয়মতর ভাবে পরিচালিত। চতুর্দিকে শান্তি স্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়ার ফাসি হওয়ার পর, কান্দুর্গ ভাগ্যলক্ষী জিহ্বার অস্তিত্ব হইলেন। ইহার পর নানাসাহেবের কোন বিষয়বোধ্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ পর্যন্ত অনেক হইলে অনেক

নানাসাহেব মৃত
বিশেষ অঙ্গুষ্ঠান, তাহারা
হন নাই।

নানাসাহেব (দেশ) হিম ভিঃ, অ.
নানি, দক্ষিণাত্যের একটি শাখা
পতিত হইয়াছে।

নানিফ, বুদ্ধের পুত্রের চন্দ্রকান্তি, একটি শাখা
নানিয়া, একসময়ের গোয়াল। উত্তর
ইহার বাস করে।

নানী (পারসী) গাভামহী।

নানোর, শাহাবাদ জেলার একটি পরগণা।

নানোলি, পুণাজেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এহ গ্রাম
ভেলিগাঁও হইতে তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার এক নাই
উত্তরে পাহাড়ের উপর অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে।

নানোরহাট, ত্রিপুরার গোপীন্দ্র নদীর একটি নগর।

নাস্তরীক (কী) নাস্তর-বিদ্যা ভবঃ অন্তরা-ছ অব্যক্ত
টিলোপঃ, তত্তঃ স্বার্থে কন। ১ অব্যক্তাবী। ২ অবিনাশিত
তদভাবে তদভাবে কপাতিবুদ্ধ। তাহার অভাবই তাহার
অভাব এইরূপ ব্যাখ্যার নাম নাস্তরীক।

“নাস্তরীকঃ তদভাবে তদভাবে কপাতিবুদ্ধঃ।” (মহেশ্বর)

নাস্ত (কী) নদ-ইন্ বুদ্ধি। (বুদ্ধি-গমি-নদ-হনিবিশ্রামঃ
বুদ্ধি। উল্ল ৪১৫৯) ১ স্তোত্র। (উচ্চল)

নান্দগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নাসিক জেলার
একটি মহকুমা।

২ উক্ত মহকুমার প্রধান নগর। এই নগর, নাসিক
নগরের ৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৩ ন্যাগ্রদেশের রায়পুর জেলার অন্তর্গত একটি কবর
রাজ্য। এই রাজ্য ৪টি পরগণায় বিভক্ত। দক্ষিণভাগের নাম
নান্দগাঁও। নাগপুর-ছবিশগড়-রেনপথ এই নান্দগাঁওর অধ্যক্ষ দিয়া
তওয়ার এই স্থান একে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

নান্দন, ১ অমরাবতীস্থ উদ্যান। ২ নন্দনকানন।

নান্দিক (পুং) তোরণদ্বারে মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ স্থাপিত স্তম্ভনিশান।

নান্দিকর (পুং) নান্দীং করোতীতি কুট ব্রহ্মশচ। নাটকে
নান্দীপাঠক স্বরকার।

নান্দী (কী) নন্দন্তি দেবা যত্র নন্দ-ময়ঃ পুনোদিতাঃ বুদ্ধিঃ
ভীপুঃ ১ সমৃদ্ধি, অভাব্য। ২ নাটকের প্রথমে মঙ্গলের জন্য
পঠিত শ্লোকাদি।

“বস্ত্রাঙ্গানি ভূমাসি পূর্বরস্ত্র নাটকে।

তদ্রূপবস্ত্রঃ কস্তব্যঃ নান্দী বিরোপশাস্ত্রে ॥

নামসং

নামসংগতি সঙ্কলিতঃ (ভারত)

বিষয়সংক্রান্ত যন্ত্র যদিও পুস্তকসংক্রান্ত

ইতিহাস নান্দী অবশ্যকর্তব্য। ইতিহাস-

নামসংগতি নান্দীর বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নামসংগতি নান্দী হইতে পারে।

"প্রাচীনপদবিভাগে চন্দ্রসংক্রান্তনামসংগতি।

অন্যনামসংগতি নান্দী যোজ্যেয়ঃ সঙ্গলিখিতঃ।

কতিপদনামসংগতি কতিপদনামসংগতি।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।" (ভারত)

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ। [নামসংগতি]

নামসংগতি (পঃ) নান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ। (ভারত)

নামসংগতি পঠনান্দীঃ

নামসংগতি

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নামসংগতি পঠনান্দীঃ সঙ্গলিখিতঃ।

নবম ভাগ সম্পূর্ণ





